জীবনী কোষ

ভারতীয়-পৌরাণিক

"বালাসখা" ও "স্বাবলম্বীর" সম্পাদক, বেঙ্গল একাডেমীর শিক্ষক

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

কর্তৃক সঙ্কলিত।

রেঙ্গুন, কমাণ্ডট।

১৩৩৬ সাল।

উৎসর্গ-পত্র

বিষম-সমর-বিজয়ী চন্দ্রবংশাবতংশ স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের

শ্রী শ্রী করকমলে

মহারাজ,

আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশ দান, সদাচার ও সদনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা আপনাদের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। আপনি অত্যল্পকালের মধ্যেই নানা সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়া দেশবাসীর মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সাহসেই আপনার নিকট উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। বঙ্গ-জননীর এই দীন সেবকের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

আজ একত্রিশ বৎসর পরে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। যৌবনের পূর্ণ উদ্যমের সময় কার্য্য আরম্ভ করিয়া আজ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমার জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। এক এক সময়ে মনে করিয়াছি বুঝি ব্রত উদ্‌যাপন আর এ জীবনে হইল না। ভগবানের অপার কৃপায় সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া, আজ পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠক তাহার বিচার করিবেন। ইতি

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মণঃ।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের বিবরণ।

অকারাদি বর্ণ ক্রমে।

অগ্নি—অগ্নিপুরাণ।
অঙ্গি-সং—অঙ্গিরা সংহিতা।
অত্রি-সং—অত্রি সংহিতা।
অথ—অথর্ব্ববেদ।
অষ্টা-সং—অষ্টাবক্র সংহিতা।
আপ-শ্রৌ—আপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্র।
আপ-সং—আপস্তম্ভ সংহিতা।
আশ্ব-শ্রৌ—আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র।
ঈশ—ঈশোপনিষৎ।
উশ-সং—উশনা সংহিতা।
ঋগ—ঋগ্বেদ।
ঐত-উ ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐত ব্রা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কল্কি—কল্কি পুরাণ।
কাত্যা-শ্রৌ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কাত্যা-সং কাত্যায়ন সংহিতা।
কালী কালিকা পুরাণ।
কূর্ম্ম—কূর্ম্ম পুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌষী-ব্রা—কৌষীতকি ব্রাহ্মণ।
গরু গরুড় পুরাণ।
গর্গ-সং—গর্গ সংহিতা।
গো-ব্রা—গোপথ ব্রাহ্মণ।
গৌত-সং—গৌতম সংহিতা।
ঘের-সং—ঘেরণ্ড সংহিতা।
ছান্দো—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
ছান্দো-ব্রা—ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ।
তৈত্তি—তৈত্তিরিয়োপনিষৎ।
তৈত্তি-ব্রা—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
দক্ষ-সং—দক্ষ সংহিতা।
দত্তা-যো—দত্তাত্রেয় যোগরহস্য।
দেবী-ভা—দেবী ভাগবত।
নার-সং—নারদ সংহিতা।
পদ্ম-উ—পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড।
" -ক্রি— " ক্রিয়াযোগসার
" -পা— " পাতাল খণ্ড।
" -ব্র " ব্রহ্ম খণ্ড
" -ভূ— " ভূমি খণ্ড।
" -সৃ— " সৃষ্টি খণ্ড।
" -স্ব— " স্বর্গ খণ্ড।
পরা-সং—পরাশর সংহিতা।
প্রশ্ন—প্রশ্নোপনিষৎ।
বরা—বরাহ পুরাণ।
বশি-সং—বশিষ্ঠ সংহিতা।
বাম—বামন পুরাণ।
বায়ু—বায়ু পুরাণ।
বিষ্ণু—বিষ্ণু পুরাণ।
বিষ্ণু-সং—বিষ্ণু সংহিতা।
বৃদ্ধপরা-সং—বৃদ্ধ পরাশর সংহিতা।

বৃহদা—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বৃহদ্ধ—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।
বৃহন্না—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।
বৃহ-সং—বৃহস্পতি সংহিতা।
বৌধা-শ্রৌ—বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র।
ব্যাস-সং—ব্যাস সংহিতা।
ব্রহ্ম—ব্রহ্ম পুরাণ।
ব্রহ্ম-বৈ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
ব্রহ্ম-সং—ব্রহ্ম সংহিতা।
ব্রহ্মা—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
ভাগ—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ।
মৎস্য—মৎস্য পুরাণ।
মনু—মনু সংহিতা।
মহা নি—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।
মহাভা—মহাভারত।
মাণ্ডূ—মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।
মার্ক—মার্কণ্ডেয় পুরাণ
মুণ্ড—মুণ্ডকোপনিষৎ।
যজু—যজুর্ব্বেদ।
যম-সং—যম সংহিতা।
যাজ্ঞ-সং—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।
রামা—রামায়ণ।
রামা-অ—অদ্ভুত রামায়ণ।
রামা-অধ্যা—অধ্যাত্ম রামায়ণ।
রামা-যোগ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।
লিখি-সং—লিখিত সংহিতা।
লি—লিঙ্গ পুরাণ।
শঙ্খ-সং—শঙ্খ সংহিতা।
শত-ব্রা—শতপথ ব্রাহ্মণ।
শাতা-সং—শাতাতপ সংহিতা।
শিব—শিব পুরাণ।
শিব-সং—শিব সংহিতা।
শ্বেতা—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
শ্রীম-ভা—শ্রীমহাভাগবত।
সম্ব-সং—সম্বর্ত্ত সংহিতা।
সাম—সামবেদ।
সৌর—সৌর পুরাণ।
স্কন্দ—স্কন্দ পুরাণ।
স্কন্দ মাহে - স্কন্দ পুরাণ মাহেশ্বর খণ্ড।
" বিষ্ণু— " বিষ্ণু খণ্ড।
" ব্রহ্ম— " ব্রহ্ম খণ্ড।
" কাশী— " কাশী খণ্ড।
" আব— " আবন্ত্য খণ্ড।
" নাগ— " নাগর "
" প্রভা— " প্রভাস "
হরি—হরি বংশ।
হারী—হারীত সংহিতা।

জীবনীকোষ।

অংশ—(১) অদিতির পুত্র মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ, এই ছয় জন আদিত্য নামে খ্যাত। ইহার সম্বন্ধে ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে। এই অদিতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী অদিতি নহেন। তিনি আদি মাতা বা প্রকৃতি, ঋক্। (২) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা অদিতির গর্ভে ও মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অর্য্যমা, পূষা, শক্র, বিষ্ণু, ধাতা, ত্বষ্টা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ, এই দ্বাদশ আদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে যে সকল দেবগণ ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি পুরুহোত্রের তনয় অংশ, অংশের পুত্র সত্বত। এই সত্বত হইতেই সাত্বত বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (বিষ্ণু)। (৪) অংশ আপ প্রভৃতি ক্রতুসুতগণ সোমপায়ী ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। আপ দেখ। (৫) অংশ খাণ্ডবদাহে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (মহাভা)। অংশ সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)।

অংশা—অংশা যশোদার গর্ভে ও নন্দের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব জন্মিবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক সেই সদ্যোজাত কন্যাকে দেবকীর অঙ্কে আনিয়া স্থাপন করেন। বালিকার ক্রন্দন শব্দে প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক কংস হস্তে প্রদান করেন। কংস ইহাকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া বধ করিতে উদ্যত হন। এমন সময়ে দৈববাণী হয় যে, "তোমার বিনাশকারী ব্যক্তি অন্যত্র আছেন, কাল পাইলেই প্রকাশিত হইবেন রে মূঢ় কংস! তুমি কাহাকে বধ করিতে যাইতেছ?" এই দৈববাণী শুনিয়া ও বসুদেবের অনুরোধে কংস অংশাকে আর বধ করেন নাই। পরে বসুদেব রুক্মিণীর বিবাহ সময়ে অংশাকে দুর্ব্বাসা মুনির হস্তে সমর্পণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)

অংশু—(১) অশ্বিদ্বয় ধনের জন্য অংশুকে,

গোসমূহের জন্য অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য সৌভারকে, রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) যদুবংশীয় পুরুকুৎসের তনয় অংশু। অংশুর পুত্র সত্বত। সত্বতের পুত্র সাত্বত সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। (কূর্ম্ম)। অংশ দেখ। (৩) বিদর্ভ-রাজকন্যা ভদ্রাবতী, চন্দ্র-বংশীয় নৃপতি পুরুত্বানের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অংশু নামে এক পুত্র জন্মে। অংশু ইক্ষ্বাকু বংশীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে সত্ব নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই সত্বের পুত্র সাত্বত। (লি)।

অংশুতাপন— দানবপতি বিরোচনের বলি অংশুতাপন প্রভৃতি শতপুত্র ছিল। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অংশুধর—নরপতি অসমঞ্জের অপর নাম অংশুধর। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অংশুভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা অংশুভদ্র। (পদ্ম-পা)।

অংশুমতী—দ্রবিক নামক গন্ধর্ব্ব-রাজের কন্যা অংশুমতী, শিবারাধনা-তৎপর হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব বিদর্ভরাজকুমার ধর্ম্মগুপ্তের পত্নী ছিলেন। দ্রবিকের সাহায্যে ও মহাদেবের বরে, তিনি পুনঃ বিদর্ভ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত)।

অংশুমান্— (১) অযোধ্যার অধিপতি সগর রাজার পৌত্র ও অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। তিনি কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। রাজা অংশুমান্ পুত্র দিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পন-পূর্ব্বক হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তনুত্যাগ করেন। (রামা)। (২) সগরের পুত্র পঞ্চজন, পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান্। এই অংশুমান্ জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (হরি)। (৩) শ্রাদ্ধভাগাহ বিশ্বদেবদিগের মধ্যে অংশুমান্ একজন ছিলেন। (মহাভা)। (৪) নরপতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ, ক্রথের পুত্র অংশুমান্। ক্রথ দেখ। (৫) অংশুমান্ নামে একজন ঋষিও ছিলেন। (হরি)। সংবের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ। (লি)।

অংশুমালী—সূর্য্যের অপর নাম। (মহাভা)।

অংহঃ রাজা দেববানের পুত্র পিজবন, নরপতি পিজবনের পুত্র সুদাস একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র একবার এই সুদাস রাজার জন্য অংহ নামক শত্রুর ধন, (জন ?)। যজ্ঞকুশের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। এবং পরে সেই

ধন সুদাসকে দিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অকপী—তামস মন্বন্তরে, কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপী, কপি, জল্প ও ধীমান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)

অকপীবান্—তামস মন্বন্তরে, কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্, অকপীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। কাব্য দেখ।

অকম্পন—(১) অসুর বিশেষ। রাক্ষস-রাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেতুমতির গর্ভে অকম্পন প্রভৃতি দশপুত্র ও কুম্ভীনসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জনস্থানে, খর, দূষণাদি সমুদয় অসুর নিহত হইলে, একমাত্র অকম্পনই জীবিত ছিলেন এবং রাবণ সমীপে গমন-পূর্ব্বক রাম হস্তে খরদূষণাদির নিধন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। (রামা)। লঙ্কা সমরে বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইলে, রাবণ অকম্পনকে বানর সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন, কিন্তু কিছুকাল অতি বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি হনুমান হস্তে নিহত হন। (রামা)। (২) খসার অন্যতম পুত্র অকম্পন। (বায়ু)। ইনি হনুমান হস্তে নিহত অকম্পন নহেন। আর একজন রাক্ষসবীর। (রামা)।

অকর্কর—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে যে সমুদয় মহানাগ জন্ম গ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

অকল্মস, অকল্মাস—তামস মনুর ধন্বী, তপো-মূল, তপোধন, অকল্মষ, তপো-রতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী নামে দশ পুত্র ছিল। (মৎ)।

অকায়—রাহুর অন্য নাম।

অকৃতব্রণ—কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন স্বীয় অন্যতম শিষ্য রোমহর্ষণকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করান। রোমহর্ষণের সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রযু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি নামে ছয়জন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে অকৃতব্রণ স্বয়ং একখানা পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। (বিষ্ণু)।

অকৃতাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র। (মৎ)।

অকৃতি—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ভীষ্মকের ভ্রাতা। (মহাভা)।

অকৃশাশ্ব, অকৃষাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র। (হরি)।

অকৃষমাষ—মহর্ষি অকৃষমাষ একজন বৈদিক ঋষি। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (সাম)।

অকোপ—মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামে আটজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। (রামা)।

অক্রিয়—চন্দ্রবংশীয় গম্ভীরের তনয় অক্রিয়। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মবিৎ। (ভাগ)।

অক্রূর—যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা নৃপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ তনয়া গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদগু, মৃদর, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্‌, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, অন্ধক, আবাহু (সুবাহু) ও প্রতিবাহু নামে কতিপয় পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে (অবাহু দেখ)। উগ্রসেনের কন্যা সুগাত্রীর গর্ভে অক্রূরের প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহার অন্যতমা পত্নী কাশীরাজ-কন্যার গর্ভে সত্যকেতু জন্মগ্রহণ করেন। নৃপতি সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামাকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার বিবাহ হইলে, অক্রূরের পরামর্শে শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করিয়া স্যমন্তকমণি আহরণ করেন। পরে তাঁহাকে সেই মণি প্রদান করেন। কৃষ্ণ স্যমন্তকের জন্য শতধন্বাকে বধ করেন। কিন্তু স্যমন্তক না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হন। অক্রূরের ভগিনী সুন্দরীকে কৃষ্ণ বিবাহ করেন। (হরি)। অক্রূর স্বীয় শ্যালক কংসের ভবনে বাস করিতেন। একদা কংস, কৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদিগকে আনায়ন করিতে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তিনি কৃষ্ণকে সমুদয় বলিয়া দেন। পরে কৃষ্ণ হস্তে কংস নিহত হন। (হরি, ভাগ) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী শৈব্যকন্যা রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মঙ্গুব্রত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃষ্টধর্ম্মা, গোধনবর্দ্ধন, আবাহ ও প্রতিবাহ জন্মে। তাঁহার অন্যান্য পত্নীর মধ্যে উগ্রসেন কন্যা সুধারার গর্ভে বেদবান্‌ এবং বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। আহুকের কন্যাও তাঁহার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। (মহাভা)। প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয় অভিযানে অক্রূর তাঁহার সহগামী ছিলেন, এবং শিশুপালের সেনাপতি দ্যুমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন (গর্গ)। (২) অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র হইতে (অন্য নাম জয়ন্ত) কন্যার গর্ভে, অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন। অক্রূরের পত্নী শৈব্যা হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্মবৃষ্টি, উপশম্ভু, সদালয়, উৎকল, আর্য্য, শৈশব, সুধীর, সদাযজ্ঞ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয় ও সৃষ্টিমৌলি নামে একাদশ পুত্র জন্মে। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৩) গর্গমুনির এক পুত্রের নাম ছিল অক্রূর। নরপতি জনমেজয় তাঁহাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ, করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। (লি)।

অক্রোধন—যযাতি বংশীয় অযুতায়ীর (মতান্তরে অযুতনায়ী) স্ত্রী পৃথুশ্রবার কন্যা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম হয়। কলিঙ্গ দেশীয় করম্ভা হইতে অক্রোধনের দেবাতিথি নামে এক পুত্র জন্মে। দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ। (মহাভা।)

অক্রোধনেশ্বর—ক্রোড়েশ্বর তীর্থে অক্রোধনেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ বর্তমান আছেন। (স্কন্দ-কাশী উত্তর।)

অক্ষ—(১) রাবণের পুত্র। হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্ব্বক সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কালে অশোক বন বিনষ্ট করেন। তখন রাবণ হনুমানের দমনার্থ প্রথমে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সকলেই হনুমান হস্তে নিহত হইলে, রাবণ স্বীয় পুত্র অক্ষকে হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। অক্ষও হনুমান হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (রামা।) (২) দেবাসুর সংগ্রামে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, পর্ব্বত সমুদয় দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, অক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)।

অক্ষক—দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তির অন্যতম ভ্রাতা ও সহচর অসুর। (বায়ু)।

অক্ষতশ্রম—ঋষি বিশেষ। তিনি মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কেদার)।

অক্ষপাদ—বরাহ কল্পের সপ্তবিংশ দ্বাপরে প্রভাস তীর্থে সোমশর্ম্মা নামে যোগাচার্য্য শিবাবতার অবতীর্ণ হন। অক্ষপাদ তাঁহার চারিজন শিষ্যের অন্যতম ছিলেন। (লিঃ)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে তিনি সোমশর্ম্মার অন্যতম পুত্র।

অক্ষপাদেশ্বর—বারাণসীস্থ একটী শিব লিঙ্গের নাম। (স্কন্দ-কাশী-উত্ত)।

অক্ষম—সিংহল রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় আগত অন্যতম রাজকুমার। (কল্কি)।

অক্ষয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নি)।

অক্ষরা—মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি দানব সৈন্য দলনে মহেশ্বরীর সঙ্গে ছিলেন। (স্কন্দ-কাশী-উত্ত)।

অক্ষরানন্দা—মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। দানব সৈন্য দলনে তিনি মহেশ্বরীর সঙ্গে ছিলেন। (স্কন্দ কাশী-উত্ত)।

অক্ষাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সিংহতাশ্বের পুত্র অক্ষাশ্ব ও কৃতাশ্ব এবং কন্যা হৈমবতী। (শিব)।

অক্ষি—কর্দ্দম প্রজাপতির পত্নী কাম্যা হইতে সাম্রাজ, অক্ষি, বিরাট ও প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। (শিব)।

অক্ষক—জনৈক বানর দলপতি। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ শত্রুঘ্ন পরিরক্ষিত অশ্ব দিগ্বিজয়ে প্রেরিত হইলে, তিনও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। (পদ্ম-পা)।

অক্ষীণ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম অক্ষীণ। (মহাভা)।

অক্ষোভ্যা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নি)।

অখণ্ড—অলকাপুরীতে দেবযক্ষ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ যক্ষ ছিলেন। তিনি পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার গণ্ড, দণ্ড, দেবকূট, মহাগাব, প্রচণ্ড, খণ্ড, অখণ্ড ও পৃথু নামে আট পুত্র ছিল। তাহারা একদা শিবপূজার্থ মানস-সরোবর হইতে পদ্মপুষ্প আহরণ করিতেছিল। কিন্তু তাঁহারা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া পিতাকে প্রদান করেন। এই আঘ্রাত-উচ্ছিষ্ট পুষ্প প্রদান-জনিত পাপে, তাহারা তিন জন্ম অসুর যোনী লাভ করেন। (গর্গ)।

অগস্ত্য-(১) মহর্ষি অগস্ত্য একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম লোপামুদ্রা। মিত্র ও বরুণ স্তুতি দ্বারা প্রার্থিত হইয়া কুম্ভ মধ্যে নিজ তেজ স্থাপন করেন। অনন্তর তন্মধ্য হইতে অগস্ত্য অর্থাৎ মান উৎপন্ন হন। এবং বশিষ্ঠও তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত, দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইধ্মবাহ। (ঋগ)। অবশ্য প্রতিপাল্য পোষ্যগণের ভরণপোষণের জন্য ব্রাহ্মণ প্রশস্ত পশু পক্ষী বধ করিতে পারেন। একবার অগস্ত্য তাহাই করিয়াছিলেন। (মনু)। অগস্ত্য ঋষিপ্রণীত কতকগুলি ব্যাঘ্র তাড়াইবার মন্ত্র আছে। (অথ)।

(২) দাক্ষিণাত্যবাসী মহর্ষি বিশেষ। তিনি মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। উর্ব্বশীকে দেখিয়া প্রথমে বরুণদেব এক কুম্ভে রেতঃপাত করেন। পরে মিত্রদেবও সেই কুম্ভে রেতঃ সঞ্চার করেন। এই কুম্ভ মধ্যেই অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্যই তাঁহাকে কুম্ভযোনী বলে। (রামা)। তিনি লঙ্কা-সমর-বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করেন। (রামা)। মহর্ষি অগস্ত্য অসুরদিগকে নিগৃহীত করিয়া দাক্ষিণ দিককে বাসের যোগ্য করিয়াছিলেন। ভগবান্ অগস্ত্যের এই দাক্ষিণাত্য অগস্ত্যাদিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিন্ধ্য-পর্ব্বত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে যাইয়া, সূর্য্যের পথ নিরোধ করিবার জন্য আর বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছেন না। তিনি ইল্বল ও বাতাপি নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করেন (রামা)। মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি, দত্তোলি নামে একপুত্র ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই দত্তোলিই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ম। (৩) ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন, এবং তাহা ভাস্কর দেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্কর দেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন। তিনি এই উভয় গ্রন্থ ধন্বন্তরী, অগস্ত্য প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অগস্ত্য দ্বৈধ নামে এক সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ। (৪) পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভুর গর্ভে অগস্ত্য ও বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ। (৫) বরুণ ও মিত্র উভয়েই উর্ব্বশী দর্শন বশতঃ স্খলিত বীর্য্য কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়। ভাগ। ইন্দ্রানীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিলে অগস্ত্যাদি বিপ্রগণ রাজা নহুষকে স্বর্গচ্যুত ও অজগররূপে পরিণত করেন। ভাগ। পুরাকালে বিন্ধ্যাচল গগনপথগামী সূর্য্যের পথরোধ করেন। সূর্য্য তখন অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইলেন। এবং বিন্ধ্যাচলকে বলিলেন যে, তিনি দক্ষিণ দিকে তীর্থ ভ্রমণে যাইতে অভিলাষী কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার তাঁহার সামর্থ্য নাই। বিন্ধ্যাচল অগস্ত্যের কথায় মস্তক নত করিলেন। তিনি তাঁহাকে তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত, তদবস্থায় অবস্থান করিতে বলিলেন। অগস্ত্য আর আগমন করিলেন না। বিন্ধ্যাচলও আর মস্তক উত্তোলন করিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। বাম। একদা অগস্ত্য ভ্রমণ করিতে করিতে অধোমুখে লম্বমান তাঁহার পিতৃগণকে দেখিয়া, তাঁহাদের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সন্তান না হইলে তাঁহাদের এই দুঃখের মোচন হইবে না। সেইজন্য তিনি সমুদয় জীবের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সংগ্রহপূর্ব্বক এক অনুপম সুন্দরী কন্যা নির্ম্মাণ করিয়া বিদর্ভ রাজাকে দান করিলেন। বিদর্ভ রাজগৃহে সেই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে, অগস্ত্য তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম লোপামুদ্রা। তিনি বল্কল পরিধান করিয়া, পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে লোপামুদ্রা বস্ত্রালঙ্কারের অভিলাষিনী হইলে, অগস্ত্য ধনলাভার্থ ক্রমে ক্রমে নরপতি শ্রুতর্ব্বা, ব্রধ্নশ্ব ও ত্রসদস্যুর নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহাদের আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ না করিয়া, অপেক্ষাকৃত ধনশালী ইল্বলের নিকট রাজগণসহ উপস্থিত হন। দৈত্য বংশীয় ধনাঢ্য ইল্বল স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিসহ মণিমতী পুরীতে বাস করিতেন। কোনও সময়ে ইল্বল এক তপোবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিকট দেবরাজ সদৃশ পুত্র

প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হন তদবধি জাতক্রোধ হইয়া, স্বীয় অনুজ বাতাপিকে ছাগরূপে পরিণত করিয়া, তাহার মাংস আগন্তুক ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দিতেন। পরে "বাতাপি, বাতাপি" বলিয়া আহ্বান করিলে, সে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইত। এইরূপে ইল্বল নিত্য ব্রাহ্মণ সংহার করিতেন। অগস্ত্য রাজগণ সমভিব্যাহারে ধনলাভার্থ তথায় উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব উপায়ে বাতাপিকে ছাগরূপে পরিণত করিয়া, তাহার মাংস তাহাদিগকে আহারার্থ প্রদান করেন। আহারান্তে পূর্ব্বের ন্যায় "বাতাপি, বাতাপি" বলিয়া আহ্বান করিলেও বাতাপি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। তখন অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন যে বাতাপিকে তিনি জীর্ণ করিয়াছেন, তাহার আর প্রত্যাগমনের আশা নাই। ইল্বল স্বীয় ভ্রাতার নিধনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াও, রাজগণের প্রত্যেককে দশ সহস্র গো ও তৎসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। অগস্ত্য সেই সমুদয় গো ও ধন লোপামুদ্রাকে প্রদান করিয়া তাহার সন্তোষসাধন করিলেন। যথা কালে লোপামুদ্রা অগস্ত্য হইতে দৃঢ়স্যু নামে এক পুত্র লাভ করেন। তিনি বাল্যকালেই ইধ্ম অর্থাৎ অগ্নি সন্দীপন কাষ্ঠ আহরণ করিতেন বলিয়া, ইধ্মবাহ নামে খ্যাত হন। ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইলে, কালেয় নামক দৈত্যগণ সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁহারা রাত্রিকালে আগমনপূর্ব্বক আশ্রম ও পুণ্যায়তনবাসী ঋষিগণকে বিনাশ করিত। সেই দুরাত্মা অসুরেরা এইরূপে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক একশত সপ্তনবতি বিপ্র ও অন্যান্য তাপসগণকে, চ্যবনাশ্রমে প্রবেশ করিয়া শত সংখ্যক ফল মূলাশী ঋষিকে, ভরদ্বাজ আশ্রমে বায়ুভুক ও জলাহারী বিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল। কালেয় অসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। অগস্ত্য তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে সমুদ্রের জলপান করিলেন। তখন দেবগণ কালেয়গণের অনেককে বিনাশ করিলেন। অন্যেরা পাতালে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। (মহাভা।) পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্তোলি বা দম্ভোলির জন্ম হয়। পূর্ব্ব জন্মে তিনি অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন (মার্ক।) (৬) পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্ত নামে অগ্নি উৎপন্ন হন, পূর্ব্বজন্মে তিনি অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। (শিব।) একদা নরপতি নহুষ, ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি অভিলাষী হন। শচী তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অথবা অন্যান্য দেবগণের বাহনের চেয়ে উৎকৃষ্ট বাহনে অর্থাৎ সংশিত

ব্রত মুনিগণ বাহিত শিবিকায় আগমন করিলেই, তিনি নহুষের অনুগতা হইবেন। রাজা নহুষ অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণকেই শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করিলেন এবং "যাও, যাও" বলিয়া অগস্ত্যকে কশাঘাত করিলেন। মহর্ষি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিলেন যে, "তুমি মহাকায় সর্প হইয়া বহু সহস্র বর্ষ অরণ্যে বিচরণ করিবে।" অগস্ত্যের শাপে নহুষ তখনই সর্প হইলেন। (দেবী-ভাগ)।

অগস্ত্যেশ, অগস্ত্যেশ্বর উজ্জয়িনী নগরে শূলেশ্বর তীর্থের পূর্ব্বদিকে এক কুণ্ড আছে। সেই স্থানে অগস্ত্য ঋষি শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে শিব আবির্ভূত হন। এই শিবই অগস্ত্যেশ্বর নামে খ্যাত। (সৌর)।

অগস্তি—মহর্ষি অগস্তি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র নরপতি জয়ধ্বজের, যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)।

অগাবহ—বৃকদেবী ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা ও যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা ছিলেন। এই বৃকদেবী মহাত্মা অগাবহকে প্রসব করেন। (হরি)। বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবী অগাবহ ও মন্দক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অগ্নায়ী—অগ্নির স্ত্রীর নাম অগ্নায়ী। (ঋগ)।

অগ্নি—(১) অগ্নির হইতে নীলের জন্ম হয়। (রামা)। (২) অগ্নির ঔরসে ও গন্ধর্ব্ব কন্যার গর্ভে বানর দলপতি কৈলাস পর্ব্বত নিবাসী সন্নাদ জন্মগ্রহণ করেন। (রামা)। (৩) শ্বেতকী রাজার দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞে অতিশয় ঘৃত পান করিয়া অগ্নির ক্ষুধা নাশ হয়। পরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অগ্নির সেই অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়। মাহিষ্মতীর অধিপতি নীলের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। অগ্নি ব্রাহ্মণ বেশে তাহাকে বিবাহ করেন। অগ্নির স্ত্রীর নাম স্বাহা। (মহাভা)। (৪) অগ্নি নামে একজন ঋষি ছিলেন। (মহাভা)। তাঁহার নামানুসারে অগ্নিতীর্থ হইয়াছে। (ভাগ)। (৫) প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের প্রধান দেবতা অগ্নি। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যত সূক্ত রচিত হইয়াছে, ইন্দ্র ভিন্ন অপর কোন দেবতা সম্বন্ধে এত সূক্ত রচিত হয় নাই। নৈরুক্তদিগের মতে দেবতা তিন জন। অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, পৃথিবীতে অগ্নি ও আকাশে সূর্য্য, ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার অনেকগুলি নাম আছে। অগ্নি বলের পুত্র, পুরূরবার পৌত্র ও নরপতি নহুষের সেনাপতি ছিলেন। (ঋগ)। আবার ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে অগ্নি অঙ্গিরার পুত্র। (৬) অগ্নি ব্রহ্মার অগ্রজ তনয়। তিনি অতিশয় অভি-

মানী ছিলেন। দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বাহা হইতে তাহার পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (৭) মহাযোগী ব্রহ্মার একবার রতিদেবীকে দর্শন মাত্র রেতঃপাত হয়। ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই রেতঃ সহসা আবরণ বস্ত্র দগ্ধ করিয়া জাজ্বল্যমান শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেব প্রধান জলন্ত অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে অগ্নির উৎপত্তি হইল। স্বাহার গর্ভে দক্ষিণ, গার্হপত্য, ও আহবনীয় নামে অগ্নির তিন পুত্র জন্মে। (ব্রহ্ম-বৈ)। একদা অগ্নি সপ্তর্ষিদের অপ্রতিম রূপসম্পন্না রমণী-দিগকে দর্শন করিয়া কামবাণে পীড়িত হইয়া মনে মনে ইহাদের অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং শিখাদ্বারা রন্ধনশালায় তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন। সেইজন্য অঙ্গিরা তাঁহাকে "সর্ব্বভুক্ হও" বলিয়া শাপ দেন। অগ্নি একবার ভয়ানক শিখা বিস্তারপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বালক-বেশে তাহার দর্পচূর্ণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীরভদ্রের সহচর অন্যান্যগণেরা অগ্নির হস্তদ্বয় ছিন্ন করিয়া, অবলীলাক্রমে তাঁহার জিহ্বা উৎপাটন করিয়াছিলেন। (কূর্ম)। লিঙ্গ পুরাণ মতে বীরভদ্র তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। পরে মহাদেবের অনুগ্রহে জীবন লাভ করেন। কোন সময়ে অগ্নি ক্ষুধিত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন তিনি অগ্নিকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা প্রদান করেন। অগ্নি তাহার গ্রাম নগর ইত্যাদি ধ্বংস করেন। অগ্নির কন্যা ধিষণাকে প্রজাপতি হবির্দ্ধান বিবাহ করেন (৮) (হরি)। ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতিঃ, হবি, সাবিত্র, মিত্র প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে অগ্নির জন্ম হয়। তিনি অষ্টবসুর একজন ছিলেন। অগ্নির স্ত্রী ধারা, স্কন্দ, দ্রবিনক, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)। মহাদেবের রেতঃ পান করিবার পরে, অগ্নির মাংস অস্থি, রুধির, মেধ, মজ্জা, কেশ, প্রভৃতি হিরণ্ময় হইয়া যায়, সেইজন্য অগ্নি হিরণ্যরেতা নামে প্রসিদ্ধ হন। ঐ রেতঃতেজ তিনি ধারণে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিলে হিমালয় নন্দিনী কুটিলা তাহা ধারণ করিয়া যথাকালে শরবনে এক পুত্র প্রসব করেন। ইহার স্বামিত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, মহাদেব মীমাংসা

করিয়া দেন যে, এই পুত্র মহাসেননামে অগ্নির ও কার্ত্তিকেয় নামে কৃত্তিকাদের হইবে। (বামন)। ব্রহ্মা নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বহু চিন্তার পরও সৃষ্টি বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার কোপের উৎপত্তি হয়। সেই রোষ হইতেই অগ্নির জন্ম হয়। অগ্নি ক্ষুধিত হইয়া ব্রহ্মাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন "তুমি হব্যকব্য ভোজন কর।" তাহাতেই তাঁহার নাম হব্যবাহন হয়। মতান্তরে অগ্নি জন্মিয়াই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক বলিলেন—"পিতঃ, এখন আমি কি করিব আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন—"তুমি ত্রিবিধরূপে উপস্থিত করিবে: প্রথমতঃ দক্ষিণা দানে পরিতৃপ্ত হইয়া দেবগণকে দক্ষিণা ভাগী করিবে, সেইজন্য তোমার নাম দক্ষিণাগ্নি হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে, যেস্থানে যাহা আহুতি প্রদান করিবে, তুমি দেবগণের হিতাভিলাষে তৎসমস্ত বহন করিবে, সেইজন্য তোমার নাম হইবে হব্যবাহন। তৃতীয়তঃ গৃহের (শরীরের) পতি হইয়া সর্ব্ব শরীরে বিরাজমান থাকিবে, সেইজন্য তোমার নাম হইবে গার্হপত্য। কুশদ্বীপের অন্তর্গত মহিষ্মান পর্ব্বতে হরিপর্ব্বতে অগ্নি বাস করিতেন। (বরা)। অগ্নি স্বীয় পত্নী স্বাহাকে ও কপট কৃত্তিকা-দিগকে উপভোগ করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া, ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক কর্ণাট দেশীয়া পরমা সুন্দরী দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদিগকে উপভোগ করিবার জন্য, মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। মাহিষ্মতী পতি রাজা নীল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া ভৃত্য করেন। অগ্নি পরে প্রাচীর লঙ্ঘন-পূর্ব্বক পলায়ন করেন। (শিব-ধর্ম)। পুলস্ত্যের স্ত্রী প্রীতি, দত্তোলি (অগস্ত্য), বিনীত ও দেববাহু নামে তিন পুত্র এবং সন্নতি নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। অগ্নি হইতে সন্নতি পঞ্চজন্যকে প্রসব করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। তামস মন্বন্তরে অত্রি বংশজ অগ্নি নামক এক ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। অগ্নির বাহন ছাগল। (গর্গ)। অগ্নির ঔরসে স্বাহা হইতে অ[illegible] ও [illegible] প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। (অগ্নি)। স্বারোচিষ মনুর সময়ে দত্ত, অত্রি, চ্যবন, স্তম্ভ, প্রাণ, কশ্যপ ও বৃহস্পতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (অগ্নি)। বৃহস্পতির পুত্র অগ্নি নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নিদেবের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋক্)। অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতিঃ, সাবিত্র, মিত্র, অমর, সর-বৃষ্টি, সুকর্ম, বিরাট, বাক্, বিশ্বা, বসুমিত্র, অশ্বমিত্র, চিত্ররশ্মি, নিষধন,

হুয়ন্ত, বৃহদ্রথ ও পুতনামুগ, এই মরুদ্গণকে মরুত্বতী দেবী প্রসব করেন। (মং)।

অগ্নিক—মহাদেবের অন্যতম গণ। শত কোটী অনুচর সহ অগ্নিক শিবের বিবাহে গমন করিয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

অগ্নিকা—বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ব্বের অগ্নিকা, কম্বলা, ও বসুমতী নাম্নী তিন কন্যা ছিল। কার্ত্তিকেয় হইতে তাঁহাদের গর্ভে তিনটী অতি বলশালী পুত্র জন্মে। (বায়ু)।

অগ্নিকেতু—অন্যতম রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে ইহার সহিত রামের যুদ্ধ হয় এবং তিনি রামের হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হন। (রামা)।

অগ্নিজিহ্ব—অগ্নিজিহ্ব একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ক্ষেত্রপালের অন্যতম। (কালিকা)।

অগ্নিতেজা—ধর্ম্ম সাবর্ণি একাদশ মনু। এই মন্বন্তরে নিশ্বর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মাণ, প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। পুলহের পুত্র অগ্নিতেজা; রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (হরি)। বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি অগ্নিতেজা, মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সম্ভূত সৈন্য হস্তে নিহত হন। (বরা)।

অগ্নিদত্ত—বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি অগ্নিদত্ত, মহর্ষি গৌর-মুখের মণি-সম্ভূত সৈন্য হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (বরা)। অগ্নিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ গৃহ নির্ম্মাণার্থ প্রতিবাসীর ইষ্টক অপহরণ করিয়া রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে প্রতিবাসী এক বণিকের পুণ্যফলে শাপ-মুক্ত হন। (বরা)।

অগ্নিধ্র, অগ্নীধ্র, আগ্নিধ্র,—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের পুত্র। অগ্নিধ্র বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, তাঁহার পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিলে, অগ্নিধ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হন; এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিতে থাকেন। একদা তিনি পুত্র-কামী হইয়া, অমর স্ত্রী সকলের ক্রীড়া-স্থল মন্দরপর্ব্বতের গহ্বরে গমন করেন। তথায় তিনি ব্রহ্মার পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া অনন্য মনে তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত হন। ভগবান্ আদি পুরুষ তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহার নিকট পূর্ব্বচিত্তি নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। এই অপ্সরার গর্ভে, তাঁহার নাভি, কিম্পুরুষ হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান নামে নয় পুত্র জন্মে। তিনি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ নামানুসারে জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষ প্রদান করেন। (ভাগ)। অগ্নিধ্র কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। কশ্যপের

পুত্র অগ্নিধ্র। ভৌত্যমনুর সময়ে তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (হরি)। স্বায়ম্ভুব মনুর আট পুত্রের অন্যতম অগ্নিধ্র। (ব্রহ্ম)।

অগ্নিধ্রক—দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির সময়ে, তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (ভাগ)।

অগ্নিপ—বেদনিধি নামক ঋষির পুত্র অগ্নিপ, পঞ্চ গন্ধর্ব্ব কন্যাকে তাঁহার প্রতি আসক্ত নিবন্ধন, শাপ প্রদান করেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রতিশাপ প্রদান করেন। পরে লোমশ মুনির অনুগ্রহে তাঁহারা শাপ মুক্ত হন। (পদ্ম-উত্ত)।

অগ্নিবর্চ্চা—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব স্বীয় শিষ্য রোমহর্ষণকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করান। রোম-হর্ষনের সুমতি অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ণ, অকৃত-ব্রণ, ও সাবর্ণি নামে পুরাণবিৎ ছয়জন শিষ্য ছিলেন। (বিষ্ণু)।

অগ্নিবর্ণ—(১) পরম বীর্য্যশালী মনুবংশীয় নৃপতি সুদর্শনের ঔরসে অগ্নিবর্ণের উদ্ভব হয়। তাঁহার তনয় শীঘ্রগ। শীঘ্রগের তনয় মরু। (রামা)।

(২) বশিষ্ঠের তনয় পুষ্য, পুষ্যের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির তনয় সুদর্শন; সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণ হইতে শীঘ্র জন্মে। (বায়ু)।

(৩) ধ্রুবের পুত্র সান্দন, সান্দন হইতে অগ্নিবর্ণ, এবং অগ্নিবর্ণ হইতে শীঘ্র জন্ম গ্রহণ করেন। (কল্কি)।

অগ্নিবাহু—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি স্বীয় নামীয় জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (বিষ্ণু)। তিনি যোগপরায়ণ ও জাতিস্মর ছিলেন। রাজ্য লাভে তাঁহার মন অনুরক্ত ছিল না। (কূর্ম্ম)। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্রসাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (ভাগ)। (২) স্বায়ম্ভুবমনুর আট পুত্রের অন্যতম অগ্নিবাহু। (ব্রহ্ম)।

অগ্নিবেতাল—মঙ্গলকামী ক্ষেত্রপালদের মধ্যে তিনি একজন। (কালিকা)।

অগ্নিবেশ—(১) অগ্নিবেশের পুত্র রাজর্ষি শত্রিকে মহর্ষি সম্বরণ দেবতারূপে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) অগ্নি-বেশ। বরাহ কল্পের চতুর্বিংশতি দ্বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলী নামে মহাযোগী রূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে শালীহোত্র, অগ্নিবেশ, জাবনাশ্ব ও শরদ্বসু তাঁহার শিষ্য ছিলেন। (লি)। (৩) অগ্নি-সম্ভূত অগ্নিবেশ ভরদ্বাজের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে তিনি স্বীয় গুরু ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণকে তাহা শিক্ষা দেন। (মহাভা)।

অগ্নিবেশ্য—(১) অগ্নিবেশ্য ব্রহ্ম ভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (২) অগ্নিবেশ্যের অপর নাম ছিল কানীন ও জাতুকর্ণ। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং অগ্নিবেশ্য নামে মনুবংশীয় নরপতি

দেবদত্তের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই অগ্নিবৈশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ)। (৩) অগ্নিবেশ্য মুনির শাপে তদীয় কন্যাপহারী কাশীরাজ তনয় কুশধ্বজ গৃধ্রযোনী প্রাপ্ত হন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা) (৪) কলিযুগের প্রারম্ভে নৈমিষারণ্যে শূলী নামে এক মহাযোগী ছিলেন। তাঁহার অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব, শালীহোত্র, ও শরদ্বসু নামে তেজ বলশালী চারি পুত্র ছিল। (বায়ু)। (৫) মহর্ষি অগ্নিবেশ্য স্বীয় পুত্র কারুণ্যকে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সংযোগে যে মুক্তি হয়, সেই সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (যোগবা-বৈ)।

অগ্নিভাস—রৈবত মন্বন্তরে তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। (বায়ু)।

অগ্নিভুক্—বীতিহোত্র, অগ্নিভুক্, সাম্ব, শ্রীকর, শ্রুত, গোপতি, যজ্ঞেশ, পাবন ও শান্ত ইহারা উপনন্দ নামে অভিহিত। যাঁহারা নিকুঞ্জে কোটী কোটী গোপালনে রত এবং বংশী ও ময়ূরপক্ষ ধারী—তাঁহারা উপনন্দ নামে কথিত। (গর্গ)।

অগ্নিভূ—কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম (শিবজ্ঞান)।

অগ্নিমঠর, অগ্নিমাঠর—মহর্ষি বাস্কলের রচিত চারিখানি বেদসংহিতা আছে। তিনি তাঁহার চারিজন শিষ্যকে তাহা অধ্যয়ন করান। বোধকে প্রথম, অগ্নিমাঠরকে দ্বিতীয়, পরাশরকে তৃতীয়, এবং যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্যকে চতুর্থশাখা অধ্যয়ন করান। (ব্রহ্মাণ্ড)।

অগ্নিমিত্র—(১) মগধের শুঙ্গ বংশীয় প্রথম নরপতি পুষ্পমিত্রের তনয়। সেনাপতি পুষ্পমিত্র মগধের মৌর্য্য-বংশীয় শেষ ভূপতি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া, স্বয়ং মগধের অধীশ্বর হন। এই বংশীয় দশ জন ভূপতি একশত বার বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। অগ্নিমিত্রের পুত্র সুজ্যেষ্ঠ, সুজ্যেষ্ঠের তনয় বসুমিত্র, বসুমিত্রের তনয় আর্দ্রক, আর্দ্রকের তনয় পুলিন্দক, পুলিন্দকের তনয় ঘোষবসু, ঘোষবসুর তনয় বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্রের আত্মজ ভাগবত, ভাগবতের তনয় দেবভূতি। শুঙ্গ বংশীয় শেষ ভূপতি এই দেবভূতিকে বসুদেব নামে কণ্ব বংশীয় একজন অমাত্য বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (বিষ্ণু)। ভাগবত মতে পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথের পুত্র দশরথকে বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (২) মহর্ষি বাস্কলের শিষ্য অগ্নিমিত্র। তিনি স্বীয় গুরুর নিকট ঋক্‌বেদ সংহিতার কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করেন। (ভাগ)।

অগ্নিমুখ—(১) নিম্নতল নামক পাতাল প্রদেশে, অগ্নিমুখ তারক প্রভৃতি যবনেরা বাস করিত। (কূর্ম্ম)। (২) শিবের অন্যতম অনুচর অগ্নিমুখ এক কোটী অনুচর সহিত শিবের

বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (স্কন্দ মাহে-কুমা)।

অগ্নিযুত—তিনি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। এবং তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ্‌)।

অগ্নিশর্ম্মায়ন—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অগ্নিষ্টুৎ অগ্নিষ্টোম—বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা ও চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা, উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, শুচি, অগ্নিষ্টুৎ, (অগ্নিষ্টোম), অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশপুত্র প্রসব করেন। (কূর্ম্ম। মৎস্য পুরাণে সত্যবাকের পরিবর্ত্তে সত্যবান্ এবং শুচির পরিবর্ত্তে তাঁর নাম দৃষ্ট হয়।

অগ্নিষ্বাত্ত অগ্নিষ্বাত্ত, অগ্নিষাত্ত—(১) পিতৃগণ সপ্ত। ইঁহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সুকালা, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা এই চারিজন মূর্ত্তিমান্। বৈরাজ অগ্নিষ্বাত্ত, ও বর্হিষদ এই তিনজন অমূর্ত্ত। (হরি)। স্বধা, অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সোমপ, আজ্যপ, এই পিতৃগণের স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা। তাঁহার গর্ভে বয়ুনা ও ধারিণী নাম্নী দুই ব্রহ্মবাদিনী কন্যা জন্মে। (ভাগ)। পিতৃগণের পত্নী স্বধা হিমালয়ের স্ত্রী মেনাকে প্রসব করেন (বি:)। (২) অগ্নিষ্বাত্ত নামক মরীচি সন্তানেরা দেবগণের পিতৃ-লোক। অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক। (মনু)।

অগ্নিসম্ভব—অপ্সরা উর্ব্বশী হইতে অগ্নি-সম্ভব নামক দেবগণ উৎপন্ন হন। (বায়ু)।

অগ্নিহোত্র—সবিতাদেবের স্ত্রী পৃশ্নি। তিনি সাবিত্রী ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী নামে তিন কন্যা এবং অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্ম্মাস্যযাগ, ও পঞ্চ মহাযজ্ঞকে প্রসব করেন। (ভাগ)।

অগ্রতীর্থ—একজন পরাক্রান্ত মহীপাল। (মহাভা)।

অগ্রু—মহর্ষি অগ্রুর তনয় পরাবৃত্তকে উইপোকায় অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহার ক্ষতদেহ সুস্থ করেন। (ঋগ্‌)।

অঘমর্ষন—(১) মহর্ষি অঘমর্ষন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্ট ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)। বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষন, উড়ুম্বর, অভিঞ্জাত, তারকায়ন ও চঞ্চল ইহারা হিরণ্যাক্ষের তনয়। (হরি)।

অঘমর্ষী—তিনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম)।

অঘা—পাপের দেবতা। মহর্ষি অপ্রতিরথ, অঘা দেবতার স্তুতি করিয়াছিলেন। (সাম)।

অঘাশ্ব—নাগ বিশেষ। (অথ)।

অঘাসুর—(১) পুতনা রাক্ষসীর অঘাসুর

ও বকাসুর নামে দুই ভ্রাতা ছিল অঘাসুর ভগিনী পূতনা ও ভ্রাতা বকাসুরের বধের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হয়। একদা গোচারণ কালে কংস কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বধার্থ প্রেরিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। (ভাগ)। (২) সমুদ্রতটে অঘাসুর বাস করিত। এই সর্পাকার দৈত্য ফুংকার দ্বারা বমনা বিস্তার করিয়া আহার্য্য আকর্ষণ-পূর্ব্বক আহার করিত; কংস তাহাকে বিনাশ করেন। (গর্গ)।

অঘোর—অসিত কল্পে পুত্রকামী ব্রহ্মার কৃষ্ণবর্ণ এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাকে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। তিনিই অঘোর নামে খ্যাত। (লি)।

অঙ্গ—(১) মহর্ষি অঙ্গ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)। (২) একজন ক্ষত্রিয় রাজা, তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার রাজ্য অঙ্গরাজ্য নামে খ্যাত হয়। রাজা অঙ্গের পুত্র লোমপাদ রাজা দশরথের একজন বন্ধু ছিলেন। (রামা)। (৩) চাক্ষুষ মনুর পুত্র উরু। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র প্রসব করেন। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণকে প্রসব করেন। এই বেণই ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। বেণের মথিত দক্ষিণহস্ত হইতে পৃথুর জন্ম হয়। (হরি)। (৪) পুরুর অন্যতম তনয় অঙ্গ। (ব্রহ্ম)। বিষ্ণু পুরাণে অঙ্গিরস ও গয়নামের পরিবর্ত্তে অঙ্গিরা ও শিবনাম দৃষ্ট হয়। (৫) বলি রাজের ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ। বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ, নামে পাঁচ তনয় জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তন্মধ্যে অঙ্গের সুত দধিবাহন। দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। (হরি)। ভাগবত মতে অঙ্গের তনয় খলপান, খলপানের তনয় দিবিরথ। (৬) ধ্রুবের বংশে উল্মুখের ঔরসে অঙ্গের জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রী সুনীথা দুঃশীল বেণকে প্রসব করেন। রাজা অঙ্গ আপন সন্তানের ব্যবহারে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। (ভাগ)। (৭) নরপতি পৃথুর অন্যতম পুত্র হবির্দ্ধান। হবির্দ্ধানের পত্নী আগ্নেয়ী ধীষণা, প্রাচীনবর্হি, অঙ্গ, যম, শুক্র, বল ও শুভ নামে ছয় পুত্র প্রসব করেন। (মৎ)। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের পুত্র অন্তর্দ্ধামা। (মহাভা)।

অঙ্গজা—ব্রহ্মার অঙ্গজা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (মৎ)।

অঙ্গদ—(১) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালির পুত্র। বালির স্ত্রী তারার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। রাম বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজত্ব এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। লঙ্কার সমরে তিনি রামের দূত হইয়া একবার রাবণের সভায় গমন করেন, এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেন। দুর্ম্মতি রাবণ তাঁহার উপদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তিনি তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করেন। অঙ্গদ স্বীয় পিতার ন্যায় অসাধারণ বীর ছিলেন। (রামা)। (২) বিশ্বাধর-রাজ সুবেশের পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র বাহু, বাহুর তনয়—তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর ও কুমুদ এই চারি জন। (কালিকা)। (৩) মগধদেশে দেবদান নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী উত্তমা অঙ্গদ নামক বেদপারগ পুত্রের জননী ছিলেন। (পদ্ম-উত্ত)। (৪) বৃহদুক্থের কন্যা বৃহতী সুনয়ের সহিত বিবাহসূত্রে মিলিত হইয়া অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত নামে তিন বীরপুত্র ও শ্বেতানাম্নী এক কন্যাকে প্রসব করেন। (বায়ু)। (৫) অঙ্গদ অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের পৌত্র এবং লক্ষ্মণের অন্যতম পুত্র। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ পশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক কারুপথ দেশ জয় করিয়া, অঙ্গদকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং উত্তরদিকে যাইয়া মল্ল দেশ জয় করিয়া, অন্যতম পুত্র চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রকান্তি নামক নগরী স্থাপন করেন। তথায় লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু রাজত্ব করেন। (রামা)। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা অঙ্গদ, কুমুদ, শ্বেত নামে তিন পুত্র ও শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (হরি)।

অঙ্গধুক্—মৃত্যুদুহিতা নির্ম্মাষ্টি, দুঃসহ হইতে দন্তাকৃষ্টি, তথোক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধুক্, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি, গর্ভহা, শস্যহা নামে আট পুত্র এবং নিয়োজিকা, ভ্রামণি, বিরোধিনী, স্বয়ংহারকরি, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষিণী নামে আট কন্যা প্রসব করেন। অলক্ষ্মী দেখ। (মার্ক)।

অঙ্গবাহ—একজন যদু বংশীয় রাজা। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

অঙ্গরাজ—কর্ণের অন্যনাম। (মহাভা)।

অঙ্গসেনা—শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত নরপতি রিপুতাপনের পত্নী। (পদ্ম-পা)।

অঙ্গার—(১) যযাতি বংশীয় সেতুর তনয় অঙ্গার। তাঁহাকে মরুৎপতিও কহে, তিনি যৌবনাশ্ব কর্ত্তৃক সমরে নিহত হন। অঙ্গারের পুত্র গান্ধার। (হরি)।

(২) মান্ধাতা কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত আর একজন অঙ্গারের বিষয় মহাভারতে আছে।

অঙ্গারক—(১) ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশী হইতে অঙ্গারক জন্ম গ্রহণ করেন। (বায়ু)। (২) অঙ্গারক, সর্প, নির্ঋতি, সদাসম্মতি, অজৈকপাদ, জর, অহির্বুধ্ন উর্দ্ধকেতু, ভুবন, মৃত্যু ও কপাল, এই একাদশ রুদ্র সুরভির কর্ম্মফলে তদীয় পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। (বায়ু)। (৩) সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)। একাদশ রুদ্র দেখ।

অঙ্গারকা—রাক্ষসী বিশেষ। সে দক্ষিণ সমুদ্রে বাস করিত; এই রাক্ষসী ছায়াযোগে জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। (রামা)।

অঙ্গারপর্ণ—গন্ধর্ব্বদের রাজা অঙ্গারপর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তাঁহার স্ত্রী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অর্জ্জুন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। পরে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইলে, অর্জ্জুন অঙ্গারপর্ণের নিকট হইতে চাক্ষুষী-বিদ্যা শিক্ষা করেন। (মহাভা)।

অঙ্গির—ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অথর্ব্বা অঙ্গির নামক ঋষিকে, অঙ্গির ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে, সত্যবাহ অঙ্গিরসকে, অঙ্গিরস শৌনককে পরে ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (মুণ্ডক)।

অঙ্গিরস—চাক্ষুষের পুত্র মনু, মনুর তনয় উরু, উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অত্রি সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অঙ্গিরা দেখ।

অঙ্গিরা—অঙ্গিরা বলের পুত্র। অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভু, বাজ এই তিন জন, নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি অনেক ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য অনেক ঋক্ মন্ত্রের রচয়িতা। অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয়েরা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ঋষি। অঙ্গিরার তনয় নৃমেধ, বিন্দু, প্রভূবসু, বৃহৎমতি, উতথ্য, অয়াস্য, প্রভৃতি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ্)। (২) পূর্ব্ব-কালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ ইঁহারা প্রজা-পতি ছিলেন। (রামা)। (৩) মরীচি অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। অঙ্গিরার ভার্য্যার নাম শুভা। শুভা হইতে অঙ্গিরার বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্জ্যোতী, বৃহদ্‌ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস, ও বৃহস্পতি নামক সাত পুত্র এবং ভানুমতী, রাগা, সিনীবালী, অর্চ্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতি ও কুহু

নারী সাত কন্যা জন্মে। (মহাভা)। (৪) পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অগ্নিও জলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। তখন অঙ্গিরা তাহাকে বলিলেন—আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া জনগণের হিতসাধন করুণ। অগ্নি বলিলেন—আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। আমাকে কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে না আপনি প্রথম অগ্নি, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হই। তখন অঙ্গিরা কহিলেন—আপনি অগ্নি হইয়া হবিবাহন দ্বারা প্রজাগণের স্বর্গ লাভের পথ প্রকাশ করুন। আর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন। অগ্নি অঙ্গিরার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, বৃহস্পতি নামে অঙ্গিরার এক পুত্র জন্মে। (মহাভা)। (৫) পূর্ব্বে ভগবান রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা, মহাদেবের বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। সেই সময়ে সমাগত দেবকন্যাগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতস্খলন হয়। ব্রহ্মা সেই রেতঃ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। সেই অগ্নিশিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবি উৎপন্ন হন। সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ, ও অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবল সম্পন্ন শ্রুতশীল সমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণ সদৃশ বৈখানরগণ জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে সমদ্ভূত ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি কাহার পুত্র হইবেন, ইহা লইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি ও মহাদেবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা কবিকে, মহাদেব ভৃগুকে ও অগ্নি অঙ্গিরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কবি ব্রাহ্ম, ভৃগু বারুণ ও অঙ্গিরা আগ্নেয় নামে খ্যাত হইলেন। (মহাভা)। (৬) ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নয়জন ব্রহ্মার মানস পুত্র, পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত। অঙ্গিরা দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্মৃতিকে বিবাহ করেন। স্মৃতি, সিনীবালী, রাকা, কুহু ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (বিষ্ণু)। (৭) মনুবংশীয় উরুর পত্নী আগ্নেয়ী অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র অঙ্গিরা নহেন। রুদ্র অঙ্গিরার নিকট নানা বিদ্যা লাভ করেন। (বিষ্ণু)। (৮) ব্রহ্মার মুখ

হইতে অঙ্গিরা জন্ম গ্রহণ করেন। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর (সম্বর্ত্ত) এই তিন জন। (ব্রহ্ম-বৈ।) (৯) অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি, নাম্নী চারি কন্যা এবং লব্ধানুভাব নামক যশস্বী অগ্নিকে প্রসব করেন। (১০) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে অঙ্গিরা বেদবিভাজক, পুরাণ প্রদর্শক ও জ্ঞান প্রদর্শক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হন, তখন পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রপদ ঋষির আশ্রমে অঙ্গিরা মুনির নিকট পাশুপতযোগ লাভ করিয়া দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। (শিব।) (১১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ট এই সাতজন ব্রহ্মার মানস পুত্র। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি। (১২) বারাণসীর রাজা প্রতর্দ্দনের পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভৃগুভূমি, ভৃগুভূমির পুত্র অঙ্গিরা, এবং অঙ্গিরার পুত্র গালব। অঙ্গিরার পৌত্র বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ মরুদ্‌গণ কর্ত্তৃক মহীপতি ভরতের পুত্ররূপে সংক্রামিত হইয়াছিলেন। দক্ষপ্রজাপতির দুইটী কন্যাকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন। তাঁহাদের হইতে ঋক মন্ত্র সকল জন্মগ্রহণ করে। অঙ্গিরার অন্য নাম প্রত্যাঙ্গিরস ও শৌনক। (হরি।) (১৩) ব্রহ্মার দশপুত্রের অন্যতম অঙ্গিরা তাঁহার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা অঙ্গিরা হইতে সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র লাভ করেন। অঙ্গিরা দক্ষের স্বধা ও সতী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। স্বধা হইতে পিতৃগণ ও সতী হইতে অঙ্গিরস নামে বেদ প্রাদুর্ভূত হন। একবার অঙ্গিরা মনুবংশীয় অপুত্রক নরপতি রথিতরের প্রার্থনায় তাঁহার স্ত্রীতে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। তাঁহারা রথিতরের ক্ষেত্রে প্রসূত বলিয়া রথিতর গোত্রে ও অঙ্গিরার ঔরসজাত বলিয়া আঙ্গিরস বলিয়া খ্যাত হন। তাঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া অপরাপর রথিতর সন্তানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (ভাগ।) (১৪) অঙ্গিরা একজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। (না।) (১৫) অঙ্গিরস পত্নী স্মৃতি, ভরদ্বাগ্নি ও কীর্ত্তিমন্ত নামে দুই পুত্র এবং সিনীবালী, রাকা, কুহু ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (ব্রহ্ম।) (১৬) অঙ্গিরার ভূতি নামক একজন কোপন স্বভাব পুত্র ছিল। (মাক।) (অনুমতি দেখ।) (১৭) ভৃগু ঋষির পুত্রের নামও অঙ্গিরা। (ব্রহ্মা।) (১৮) ভৃগুঋষি অপর্ব্বা নামে পরি-

চিত। তাঁহার পুত্র অঙ্গিরা। ব্রহ্মা। (১৮) অঙ্গিরার তিন পত্নী তন্মধ্যে মরীচি নন্দিনী সুরূপা, বৃহস্পতিকে প্রসব করেন। কর্দ্দম নন্দিনী স্বরাট হইতে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য জন্মগ্রহণ করেন। মনু তনয়া পথ্যা হইতে, বিষ্ণু, সংবর্ত, ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। উনায্য, আয়ু, দম, দক্ষ, দস্ত, প্রাণ, হবিষ্মান্, হবিষ্ণু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা। (বায়ু)। (১৯) অগ্নির কন্যা আত্রেয়ীকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন। তাহা হইতে আঙ্গিরস নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। অঙ্গিরা অতি কঠোরভাষী ছিলেন। আত্রেয়ী স্বীয় শ্বশুর অগ্নির উপদেশে অঙ্গিরাকে জলপ্লাবিত করিয়া শান্ত করেন। আত্রেয়ী উহাকে প্লাবনার্থ যে অম্বুময়ী দেহ ধারন করেন, তাহা পরুষ্ণী নাম্নী নদীরূপে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। (ব্রহ্ম)। অজমীঢ় বেধস প্রভৃতি তেত্রিশজন মন্ত্র প্রনেতা ঋষি অঙ্গিরার পুত্র।

অঙ্গিরাগণ—মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী আত্রেয়ী হইতে অঙ্গিরাগণ জন্ম গ্রহণ করেন। অঙ্গিরাগণ আদিত্যদিগকে যাজন করিয়া গৌতমী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ ভূমি দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তথায় কপিলাতীর্থ বর্ত্তমান। (ব্রহ্ম)।

অঙ্গিরাবৃত—দানব বিশেষ। (বায়ু)।

অঙ্গুরীয়, অঙ্গুলীয়—হিরণ্যনাভ চতুর্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার যে চব্বিশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান, অঙ্গুরীয় তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। (বায়ু)।

অঙ্গারি—অঙ্গারি, স্বান, ভ্রাজ, বস্তারি, হস্ত, সুহস্ত ও কৃশানু এই সাতজন স্বর্গীয় সোম রক্ষক। (যজু)।

অচল—(১) মহর্ষি অচল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)। (২) দেবর্ষি অচল প্রত্যুষের পুত্র। তিনি দেবতাদিগকে জানেন বলিয়া দেবর্ষি নামে খ্যাত হন। (বায়ু)।

অচলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী যে সমুদয় মাতৃকা ছিলেন, অচলা তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা)।

অচ্যুত—(১) বিষ্ণুর অন্যনাম। (২) দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য দক্ষগণ পঞ্চদশ সেনাপতি প্রেরণ করেন। অচ্যুত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। অম্বুজ দেব। (বাম)।

অচ্ছাবাক—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে মহর্ষি অচ্ছাবাক একজন ঋত্বিক ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অচ্ছোদা—অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের মানসী কন্যা। অগ্নিষ্বাত্ত দেব। তিনি কখনও পিতৃগণকে দর্শন করেন নাই। একদা তিনি আকাশ পথে অদ্রিকা অপ্সরার সহিত বিমানে অধিষ্ঠিত অন্তরীক্ষগামী বসু নামক পিতাকে দর্শনপূর্ব্বক বরণ

করেন। এই পাপে তিনি পৃথিবীতে বসু নামধেয় নৃপতির সত্যবতী নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই সত্য-বতীই ব্যাসদেব চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র-বীর্য্যের জননী। (হরি)। অমাবসু দেখ।

অজ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রঘুর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র অজ, অজের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র প্রজাপাল, প্রজাপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (২) কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন, ভাবন, অন্য, অন্যায়ত, ক্রতু, শ্রবা, মূর্দ্ধা, ব্যজয়, ব্যস্ত্র, প্রসব, অজ ও অধিপতি নামে ভার্গব বংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)। অতি প্রাচীন কালের একজন রাজা। তিনি স্বাধ্যায় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (৩) মনু-বংশীয় নৃপতি নাভাগের পুত্র অজ ও সুব্রত। অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা দশরথ, দশরথের পুত্র রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। (রামা)। (৪) উত্তমমনুর অজ, পরশুচি ও দিব্য নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই অতিশয়পরা-ক্রান্ত ছিলেন। (মার্ক)। উত্তম দেখ। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিলীপের পুত্র অজ, অজেরপুত্র কাল, কালের পুত্র অজপাল, অজপালের তনয় রাজা দশরথ, দশরথের পুত্র রাম প্রভৃতি। (অগ্নি)। (৬) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ক্রতুরপুত্র অজ সোমপায়ী ছিলেন। (ব্রহ্ম)। (৭) অজ নামে একজন অসুর ছিল। (বায়ু)। একপাৎ, অজ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, ত্র্যম্বক, সাবিত্রী, জয়ন্ত, বহুরূপ ও পিনাকী ইহারা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (লি)। (৮) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারন-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, একপাৎ, অজ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামে একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া-ছিলেন বলিয়া, রুদ্র নামে খ্যাত হন। (হরি)। (৯) মনুবংশীয় নরপতি প্রহর্ত্তার পত্নী স্তুতি, অজ ও ভূমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)। (১০) দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বরূপাকে ভূত বিবাহ করেন। ভূত হইতে স্বরূপার গর্ভে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বামা, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্ এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। অন্ন ও উত্তম দেখ।

অজক—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুজহ্নুর পুত্র অজক, অজকের তনয় বলাকাশ্ব।

বলাকাশ্বের তনয় কুশ। (বিষ্ণু)। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যদুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম অজক। (লিঃ)। (৩) চন্দ্র বংশীয় নরপতি সুনহের পুত্র অজক। অজক হইতে বলাকাশ্ব, বলাকাশ্ব হইতে কুশ জন্মে। অন্যত্র আছে জহ্নুর পুত্র অজক। (হরি)। (৪) সোমবংশীয় বলাকের পুত্র অজক, অজকের পুত্র কুশ। (ভাগ)। (৫) দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অনুজ ছিলেন অজক। তিনি শাল্ব নামে সুবিখ্যাত মহিপাল-রূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (৬) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনু, মহর্ষি কশ্যপ হইতে বিপ্রচিত্তি, অজক প্রভৃতি চল্লিশটী মহাবল পুত্র লাভ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৭) জহ্নুর পুত্র সুনন্দ, সুনন্দের পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশ। (ব্রহ্ম)। অন্যত্র আছে বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক।

অজকাশ্ব—কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের জহ্নু নামে প্রতাপবান একপুত্র জন্মে। জহ্নু হইতে অজকাশ্ব, অজকাশ্ব হইতে বলাকাশ্ব, বলাকাশ্ব হইতে কুশিক, কুশিক হইতে গাধি ও ইন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ও কন্যা সত্যবতী। (অগ্নি)। (কুশ দেখ)।

অজগন্ধ—মহাদেবের অনুচরগণ গঙ্গা-দ্বারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল। তখন যজ্ঞ মৃগরূপ ধারন করিয়া সবেগে পলায়ন করিতেছিলেন। মহাদেব সেই সময়ে তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাতে সেই মৃগ রুধির প্লাবিত হইয়াছিল। দেবগণ সেইজন্য মহাদেবকে অজগন্ধ নামে অভিহিত করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অজগন্ধা—মহাদেবের নাম অজগন্ধ বলিয়া তাহার স্ত্রী অজগন্ধা নামে অভিহিত হন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অজগর—মুনি বিশেষ। তিনি কাবেরী নদীর নিকট সহ্য পর্ব্বতের সানুদেশে অজগর ব্রত অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। প্রহ্লাদ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেন। (ভাগ)।

অজন—বিপ্রচিত্তি, সিংহিকার গর্ভে ব্যংস, কল্প, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, শম্বপ, অজন, নরক, কালনাভ, রাজেন্দ্র, সরমান ও কালবীর্য্য নামে ত্রয়োদশ পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয় ও সৈংহিকেয় নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)। অজিক ও কালনাভ দেখ।

অজপ—রাজর্ষি জহ্নু যৌবনাশ্ব নন্দিনী কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। কাবেরীর গর্ভে ধার্ম্মিক সুহোত্র জন্মে। সুহোত্রের পুত্র অজপ, অজপের পুত্র বলাকাশ্ব। (পদ্ম)।

অজপাল—ইক্ষ্বাকু বংশীয় অজের পুত্র

দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে অজপাল, অজপাল হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। দশরথের পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। (মৎ)। অজ দেখ।

অজপার্শ্ব—পাণ্ডু বংশীয় নরপতি শ্বেতকর্ণ সন্তান না হওয়ায় পত্নী মালিনী সহ তপোবনে গমন করেন। ইতিমধ্যে নরপতি মহাপ্রস্থানে উদ্যোগী হইলে গর্ভবতী মালিনীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। পথিমধ্যে মালিনী একপুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে পথিপার্শ্বে স্থাপন-পূর্ব্বক স্বামীর অনুগমন করিলেন। শ্রাবিষ্ঠাপুত্র ঋষি পৈপ্পলাদ ও কৌশিক রোরুদ্যমান শিশুকে দয়া করিয়া স্বীয় আশ্রমে আনায়ন করেন। কুমারের পার্শ্বদ্বয় অজের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল বলিয়া, ঋষিরা তাহার নাম অজপার্শ্ব রাখিলেন। পরে পালনার্থ মহর্ষি বেগমের পত্নী, বেগমার হস্তে সমর্পন করেন। তথায়ই রাজকুমার অজপার্শ্ব বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। (হরি)। ব্রহ্ম পুরাণ মতে মহর্ষি রেমক ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক অজপার্শ্ব প্রতিপালিত হন।

অজবাহন—বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম দিষ্টের তনয় নাভাগ, নাভাগ হইতে ভলন্দন এবং ভলন্দন হইতে অজবাহন জন্মগ্রহণ করেন। (লিং)। বৈবস্বত মনু দেখ।

অজভূ—যদুবংশীয় আহুক হইতে কশ্যপ তনয়া, দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। উগ্রসেন হইতে কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভূ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টিদ নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, সুতনু ও রাষ্ট্রপালী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। (মৎ)।

অজমীঢ়—পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন তনয় ছিল। অজমীঢ়ের নালিনী, ভূমিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে কেশিনীর তনয় কণ্ব, কণ্বের তনয় মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ভূমিনীর গর্ভে বৃহদ্বসু ও ধূমিনীর গর্ভে যবীনর ও ধূম্রবর্ণ ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্ষের তনয় সম্বরণ। নালিনী হইতে নীল এবং নীল হইতে শান্তি জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) ব্রহ্মা সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষ্বাকী, অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন তনয় প্রসব করেন। অজমীঢ়ের তিন পত্নী। তন্মধ্যে ধূমিনী ঋক্ষকে, কেশিনী জহ্নু, ব্রজন ও রূপিন নামে তিন তনয়কে নীলী দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী নামে দুই তনয়কে প্রসব করেন। এই দুষ্মন্ত হইতেই পাঞ্চাল বংশ সমদ্ভূত হইয়াছে। (মহাভা)। (৩) মহাভারতের অন্যত্র আছে। হস্তীর তনয় বিকুণ্ঠন, বিকুণ্ঠনের পত্নী সুদেবা অজমীঢ়কে প্রসব করেন। অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও

শাঙ্গী নাম্নী চারি পত্নী হইতে চব্বিশ শত তনয় জন্মে। (মহাভা)। বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কাপ, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, পৃথু, আষ্টিসেন, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয়, রথিতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)। (৫) বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী, হস্তীর তনয় অজমীঢ়, অজমীঢ়ের তনয় নীল, নীলের তনয় শান্ত। (বৃহদ্ধর্ম)। (৬) অঙ্গিরা, বেধস, ভারদ্বাজ, বাস্কল, ঋতু, গার্গ্য, শৈনী, সংকৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আজমীঢ়, অজমীঢ়, ঋষভ, বাল, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব, মুদ্গল, যুবনাশ্ব, পৌরুকুৎস, দস্যু, সদস্যুমান্, উতথ্য, ভরদ্বাজ, বাজশ্রবা, আযাস্য, সুচিত্ত, বামদেব, উশিজ, বৃহচ্ছুক্ল, দীর্ঘতপা ও কক্ষীবান্ এই তেত্রিশজন অঙ্গিরসের তনয়। এই শ্রেষ্ঠ ঋষিতনয়গণ মন্ত্র প্রণেতা। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৭) সুহোত্রের তনয় বৃহৎ, বৃহতের তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, নীলার গর্ভে সুশান্তি ও ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম)।

অজমীলহ্ মহর্ষি সুহোত্রের তনয় পুরুমীলহ্ ও অজমীলহ্ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অজয়—শিশুনাগ বংশীয় দর্ভকের তনয় অজয় মগধের অষ্টম নরপতি ছিলেন। অজয়ের তনয় নন্দীবর্দ্ধন। (ভাগ)।

অজয়া—বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অজয়া নাম্নী নিরপরাধিনী তিন দেবীকে মস্তক দ্বারা প্রণামান্তে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে মাসে মাসে তিলোদক দান করিলে পিতৃলোকেরা তৃপ্ত থাকেন। (বরা)।

অজরা মেরুর আয়তি নাম্নী কন্যা ধাতা হইতে প্রাণকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হন। প্রাণের স্ত্রী বুদ্ধবতীর গর্ভে চ্যবমান ও অজরা নামে দুই তনয় জন্মে। আয়তি দেখ। (মার্ক)।

অজস্য একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মরীচির কন্যা সুরূপা অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। সেই সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। অঙ্গিরা দেখ।

অজাত (১) যজমান বংশীয় প্রোতক্ষেত্রের তনয় হৃদিক, হৃদিকের কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবাহ, নাভ, ভীষণ, মহাবল, অজাত, বনজাত, কনীয়ক ও করন্তক নামে দশ তনয় জন্মে। (মৎ)। ভোজের তনয় হৃদিকের কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবাহ, সুভানু, ভীষণ, অজাত, বিজাত, মহাবল, করক, ও করন্ধম নামে দশ তনয় জন্মে। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কৃতবর্ম্মা দেখ।

অজাতশত্রু—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি বিম্বসারের (বিম্বিসার বা বিম্বিসার) তনয় অজাতশত্রু। অজাতশত্রুর তনয় দর্ভক, দর্ভকের তনয় উদয়াশ্ব। (বিষ্ণু)। (২) মগধের শিশুনাগবংশীয় ক্ষেত্রবর্ম্মার পরে অজাত শত্রু পচিঁশ বৎসর ও তৎপর ক্ষত্রোজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। (বায়ু)। (৩) ভোজবংশীয় শমীক রাজার তনয় অজাতশত্রু। ক্ষত্রৌজা দেখ। (ব্রহ্ম)।

অজামীল—কান্যকুব্জ দেশে অজামীল নামে এক দাসী পতি ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্ব্বদা দাসী সংসর্গে দূষিত হওয়ায় তাঁহার সমুদয় সদাচার বিনষ্ট হইয়াছিল। দাসী গর্ভে তাঁহার দশটী তনয় জন্মে। তন্মধ্যে একটীর নাম নারায়ণ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি নারায়ণ বলিয়া তনু-ত্যাগ করেন, ইহাতেই তিনি বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। (ভাগ)।

অজামুখ—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, অজামুখ, অঙ্কক প্রভৃতি শত তনয় জন্মে। ইহারা সকলেই সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রান্ত, ক্রূর, মায়াবী, মহাবল, অযজ্বা, অব্রহ্মণ্য এবং দানব সংজ্ঞায় অভিহিত। কশ্যপ ও দনু দেখ। (বায়ু)।

অজামুখী—রাক্ষসী বিশেষ। সে অশোক বনে আবদ্ধা সীতাকে রাবণের প্রতি অনুরাগিনী করিবার জন্য ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল। (রামা)।

অজিক—বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামে খ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত রাহু, শল্য, বল, মহাবল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, শ্বস্প, অজিক নরক, কালনাভ, শরমান ও শরকল্প নামে ত্রয়োদশপুত্র জন্মিয়াছিল। অঞ্জন ও কালনাভ দেখ। (শিব)।

অজিত—(১) পুলহের পুত্র অজিত। ভৌত্য মন্বন্তরে অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বৈরাজ প্রজাপতির ভার্য্যা দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন। অজিত জল গর্ভে কূর্ম্মরূপে অবস্থানপূর্ব্বক পৃষ্ঠে ঘূর্ণ্যমান মন্দর পর্ব্বত ধারন করিয়া জলধি মন্থন এবং দেবতাদিগকে পীযূষ পরিবেশন করেন। (ভাগ)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আদিতে দেবগণ "যাম" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞ পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হন। ইহাদের মধ্যে অজিতগণ ব্রহ্মার পুত্র। এবং জিৎ, অজিত ইহারা স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র। (বায়ু)। চাক্ষুষ মন্বন্তরে অজিষ্ট, দেব, শাক্যন, বাণপৃষ্ঠ, শাক্বর, সত্যধৃক্, বিষ্ণু, বিজয়, অজিত ইহারা পৃথক দেবগণ বলিয়া বিদিত হন। (বায়ু)।

অজিতা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে রুচির পুত্ররূপে বিধি, নন্দ, মুনয়, ক্ষেম, অব্যয়, প্রাণ, অপাণ, সুধামা,

ঋভু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি এই দ্বাদশ জন জন্মগ্রহণ করেন। এবং অজিত দেবতা নামে খ্যাত হন। অপান দেখ। (বায়ু)।

অজিন—মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী ধীষণা হইতে প্রাচীন বর্হি, শুক্র, গয়, ব্রজ, কৃষ্ণ ও অজিন নামে, ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। আগ্নেয়ী ও অঙ্গ দেখ।

অজির—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজির একজন সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। (বায়ু)। অমৃতবান্ দেখ।

অজিরা—প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে অজিরা নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহর্ষি পবিত্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। (ঋগ)।

অজিষ্ঠ—অজিত দেখ।

অজিহ্ম—প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহ্ম, অরিমর্দ্দন, আজিহ্মান, মহীয়ান, অজ, ওষ ও যবীয় ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত পারাবত নামক দেবগণ ছিলেন। আজিহ্মান দেখ। (বায়ু)।

অজিহ্মান—স্বারোচিষ মন্বন্তরে পচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, অরিমর্দ্দন, অজিহ্ম, বিস্তাবান্, অজিহ্মান, মহীয়ান, মহাভাগ, অজোপদয় ও যবীয় এই সকল পরাক্রান্ত হোতা ও বক্তা ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

অজিহ্—অজিহ্মাণ দেখ।

অজীগর্ত্ত—(১) একজন বৈদিক ঋষি। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফ একজন বেদের মন্ত্রকর্ত্তা ঋষি। (ঋগ)। (২) দরিদ্র দ্বিজবর অজাগর্ত্ত যজ্ঞার্থ নরপশু প্রার্থী রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে মূল্য লইয়া, আপন ঔরস পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। (দেবীভাগ)। মহর্ষি অজীগর্ত্ত একবার অতিশয় বুভুক্ষিত হইয়া নিজ তনয়ের প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। (মনু)। ভৃগু-বংশীয় অজাগর্ত্তের তনয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র দেবরাত নামক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

অজেশ—মহাদেবের অন্যতম গণ। দৈত্যগণের সহিত সমরে তিনি মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন। (মৎ)।

অজৈকপাদ—(১) দক্ষের কন্যা সুরভি মহাদেবের প্রসাদে তপঃ প্রভাব দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া, কশ্যপ হইতে অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, পিনাকি, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিৎ, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত নামে একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি)। (২) দেবশিল্পী, বিশ্বকর্ম্মার অহির্বুধ্ন, রুদ্র, অজৈকপাদ ও ত্বষ্টা নামে চারি পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। দক্ষের কন্যা ও ভূতের অন্যতমা, স্ত্রী স্বরূপা হইতে অজ, রৈবত ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, মহান্ ও বহুরূপ, এই একাদশ রুদ্র জন্মে। (ভাগ)। (৩) মরীচির পুত্র মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন,

পিনাকি, দহন, কপালি, স্থাণু, ভর্গ, এই একাদশজন, একাদশ রুদ্রনামে খ্যাত। অহির্ব্রধ্ন ও দক্ষ দেখ। (মহাভা)।

অজৈকা—বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিগণ একদা গৌতমী নদীর তীরে যজ্ঞ করিতেছিলেন। রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা মায়াদ্বারা অজৈকা নাম্নী এক প্রমদার সৃষ্টি করিয়া, রাক্ষস বিনাশার্থ ঋষিগণ হস্তে প্রদান করেন কিন্তু রাক্ষস পতি শম্বর অজৈকাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। (ব্রহ্ম)।

অজোপদ্রব—আজস্থান দেখ।

অঞ্জক—দানবপতি বিপ্রচিত্তি স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী, হিরণ্যকশিপুর আপন ভগ্নী সিংহিকাকে বিবাহ করেন। এই সিংহিকা হইতে ব্যংশ, শল্য, বলবান্, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, স্বর্ভানু ও চক্রযোধী জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অজিক, আঞ্জিক ও কালনাভ দেখ।

অঞ্জন—(১) জনক বংশীয় নরপতি সত্যধ্বজের তনয় কুণি, কুণির তনয় অঞ্জন. অঞ্জনের তনয় ঋতুজিৎ, ঋতুজিতের তনয় অরিষ্টনেমী। (বিষ্ণু)। (২) নারায়ণের অবতার বুদ্ধের পিতা অঞ্জন। (ভাগ)। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অঞ্জন, নীলকুক্ষী, মেঘবর্ণ. বলাহক, উদরাক্ষ, ললাটাক্ষ, সুভীম ও স্বভানু নামে আটজন সেনাপতি বৈষ্ণবী মূর্ত্তির প্রেরিত অষ্টবসুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (বরা)। (৪) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। (বায়ু)। (৫) বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অঞ্জনা—অপর নাম পুঞ্জিকাস্থলা। তিনি বানর দলপতি কেশরীর পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে ও পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। হনুমান কেশরীর ক্ষেত্রজ তনয়। অঞ্জনা বানরশ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের দুহিতা ছিলেন। (রামা)। অঞ্জনাবতী নাম হইতে অঞ্জনাবতী নাগের জন্ম হয়। (বায়ু)।

অঞ্জিক—যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যদু। যদু হইতে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও আঞ্জিক নামে পাঁচ তনয় জন্মে (হরি)। কিন্তু পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের মতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নীল, আঞ্জিক ও রঘু নামে যদুর পাঁচ তনয় জন্মে। যদু দেখ।

অট্টহাস (১) বৈবস্বত মন্বন্তরের একোনবিংশ কলিযুগে অট্টহাস মহাদেবের অবতার ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (২) শিবাবতার যোগাচার্য্য অট্টহাস বরাহকল্পের বিংশতি দ্বাপরে অবতীর্ণ হন। সুমন্তু, বর্ব্বরী, কবন্ধ ও কুশিকন্ধর, নামে তাহার ধ্যানশীল নিয়তনিয়মী চারি তনয় ছিলেন। (লি)।

অণিমান—একজন মহাবলশালী নাগরাজ। (মহাভা)।

অণিমাণ্ডব্য—পূর্ব্বকালে মাণ্ডব্য নামে এক ঋষি ছিলেন। পূর্ব্বজন্মে এক পতঙ্গের গুহ্যদেশে তৃণ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই পাপে এই জন্মে শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি চোর চুরি করিয়া পলায়নের অবসর না পাইয়া, দ্রব্যাদি সহ মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে লুকাইয়া থাকে। রাজানুচরেরা চোরের সহিত মাণ্ডব্য মুনিকে রাজসমীপে উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি মৌনী ছিলেন বলিয়া, রাজ-বিচারে অন্যান্য চোরের সহিত শূলে আরোপিত হন। পরে রাজা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া, শূল কর্ত্তন করিয়া দেন। কিন্তু শূলের কিয়দংশ তাঁহার শরীরে ছিল বলিয়া, তিনি অণিমাণ্ডব্য নামে খ্যাত হন। তদবধি নিয়ম হয় যে, ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক কোন অপরাধ করিলে, তাহা অপরাধ মধ্যে গণ্য হইবে না। (মহাভা)।

অণু—ইন্দ্র অণুর তনয়ের গৃহ তুৎসুকে দান করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অণূকা—কশ্যপ পত্নী প্রধা হইতে অণূকা অনূনা অরুণপ্রিয়া, অনুগা ও সুভগা নাম্নী পঞ্চকন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হর)।

অণূহ—ভরতবংশীয় সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ। এই বিভ্রাজের তনয় অণূহ। শুক নন্দিনী কৃত্বী হইতে অণূহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত জন্মে। তাঁহার পুত্র যুগদত্ত (মৎ)।

অতিকায়—(১) রাক্ষস সেনাপতি রাবণের ঔরসে ধান্য মালিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি পূর্ব্বকালে পবিত্রভাবে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার অনুকম্পায় অনেক অস্ত্র লাভ করেন এবং তাঁহার বরে সুরাসুরের অবধ্য হন। তিনি যুদ্ধে এক সময়ে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও সলিলরাজ বরুণের পাশকে প্রতিহত করেন। তিনি দেবদানবের দর্পহারী ছিলেন। লঙ্কা সমরে ভ্রাতা ত্রিশিরা প্রভৃতি ও পিতৃব্য মহোদর প্রভৃতি নিহত হইলে, ইনি রাবণ কর্ত্তৃক বানর সৈন্য ধ্বংশের জন্য প্রেরিত হন। সৌমিত্রির সহিত ইঁহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। লক্ষ্মণ অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্রে ইঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করেন। (রামা)। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের ভীমাক্ষ, স্তব্ধকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ বজ্রক, জ্যোতির্বীর্য্য, বিদ্যুন্মালী, ভীমদংষ্ট্র, বিদ্যুৎজিহ্ব, অতিকায়, মহাকায়, দীর্ঘবাহু ও কৃতান্তক নামে বারজন সেনাপতি দ্বাদশ আদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (বরা)।

অতিকৃষ্ণ—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে বিন্ধ্যাগিরি তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর পার্ষদ ও অতিকৃষ্ণকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিগন্তিরা— ইন্দ্র, বিশ্বামিত্রের তপো-বিঘ্ন উৎপাদনার্থ গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা নাম্নী অপ্সরা দ্বয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের শাপে তাহারা অপ্সরোযুগ নদীরূপে পরিণত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। (ব্রহ্ম)।

অতিঘস—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বায়ু তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিতেজা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, অর্যামা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, অংশ, মিত্রাবরুণ, ভগ ও অতিতেজা এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। অংশ দেখ। (শিব-ধর্ম্ম)।

অতিথি—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে আদ্যগণে অন্তরীক্ষ, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা, সুমন্তা, বসু ও হয়, এই আটজন দেবতা ছিলেন। (বায়ু)। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রামের পুত্র কুশ ও লব। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির তনয় নিষধ, নিষধের তনয় নল নৈষধ নল নামে খ্যাত। (মৎ)। (৩) ভাগবত মতে নিষধের পুত্র নভ। (৪) চন্দ্রবংশীয় অক্রোধনের তনয় অতিথি, অতিথির তনয় ঋক্ষ (বৃহদ্ধর্ম্ম)। অক্রোধন দেখ।

অতিথিগ্ব—ইন্দ্র, রাজা অতিথিগ্বকে শত্রু হইতে রক্ষা করেন এবং অতিথিগ্বের শত্রু শম্বরকে বধ করেন। তিনি তেজস্বী কর্ত্তনীদ্বারা অতিথিগ্বের শত্রু করঞ্জ ও পর্ণয়কে বধ করেন। এবং কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে যুবক, রাজা তুর্বযানের অধীন করেন। অতিথিগ্বের তনয় রাজর্ষি ইন্দ্রোত (ঋগ্)।

অতিদত্ত—সাত্বতবংশীয় রাজাধিদেব হইতে অতি বলশালী দত্ত, অতিদত্ত, শোনাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশর্ম্মা, দত্তশত্রু ও শত্রুজিৎ নামে আট পুত্র এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই কন্যা জন্মে। (হরি)।

অতিদান্ত—সাত্বতবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম অতিদান্ত। (ব্রহ্ম)।

অতিদাহন—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্য তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পরিব, বটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহনকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিদেবা— যদুবংশীয় দেবকের দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামে চারিপুত্র এবং বৃষদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবাংশা, অতিদেবা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সপ্তকন্যা জন্মে। এই সপ্ত কন্যাই বসুদেবের পত্নী ছিলেন। (লি)। উপদেবা দেখ।

অতিধন্বা— মহর্ষি শুনকের তনয় অতিধন্বা ঋষি একজন উদ্গীথ বিদ্যাবিদ্

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে উদ্গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। (ছান্দো)।

অতিনামা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। কিন্তু হরিবংশ মতে ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু সপ্তর্ষি ছিলেন। সপ্তর্ষি দেখ।

অতিবর্চ্চস— দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুবর্চ্চস ও অতিবর্চ্চসকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিবল—প্রজাপতি কর্দ্দম হইতে অনঙ্গ, অনঙ্গ হইতে অতিবল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়া অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ন হন। তাঁহার স্ত্রী সুনীথা হইতে বেণের জন্ম হয়। (মহাভা)।

অতিবাহু—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দক্ষের কন্যা কপিলার গর্ভে অতিবাহুর জন্ম হয়। (মহাভা)। কপিলা দেখ। (২) অতিবাহু ভৃগুর তনয়। অগ্নিধ্র, ভার্গব, অতিবাহু, শুচি, যুক্ত, শুক্র ও অজিত, ইঁহারা ভৌত্য মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। (৩) অগ্নিধ্র, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, সবন ও পুত্র, মহাতেজশালী এই দশ ঋষি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন। (ব্রহ্মা)। (৪) কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ মতে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র সংখ্যা আট। অগ্নিধ্র ও অজিত দেখ। (৫) কশ্যপ পত্নী প্রধার গর্ভে অতিবাহু, তুম্বুরু, হাহা, হুহু, প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)।

অতিবিভূতি—মনুবংশীয় নরপতি খনিনেত্রের তনয়। খনিনেত্র দেখ। (বিষ্ণু)।

অতিভানু—ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু এই দশজন শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার গর্ভজাত। (গর্গ)।

অতিমন্যু— রুরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যজিৎ, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, অতিমন্যু ও সুযশা এই দশটী চাক্ষুষ মনুর পুত্র (শিব-ধর্ম্ম)। অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র (১) দ্রষ্টব্য।

অতিযাজ—মহর্ষি অতিযাজ ঋজিশ্বা ঋষি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঋজিশ্বা মুনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। (ঋগ)।

অতিরথ—পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের অন্যতম তনয়। (মহাভা)। তংসু দেখ।

অতিরাত্র—(১)চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। অগ্নিষ্টোম ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (মৎ)।

(২) অতিবাত্রনামে একব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বলাক নামে রাক্ষস হরণ করিয়াছিল। (মা'ক)। অদ্রি দেখ।

অতিলোহিতা—বহুপুত্রের চারি পত্নীর অন্যতমা অতিলোহিতা ছিলেন। (বিষ্ণু।

অতিসেন—শম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র অতিসেন, শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে সমরে নিহত হন। (হরি।

অৎক—অৎক নামে এক অনার্য দস্যু ছিল। কবি নামক কোন ঋষির মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র অৎককে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ।

অত্যুগ্র—দানব বিশেষ। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি।

অত্রি—(১) পূর্বকালে কর্দম, বিক্রীত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতা, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ, ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। অত্রি দক্ষিণ দিক বাসী ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম অনসূয়া। তিনি অতিশয় সাধ্বী ছিলেন। রাম চন্দ্র বনবাস কালে অত্রির আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। অনসূয়া দেবী সীতাকে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র লঙ্কাসমরে বিজয়ী হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে অত্রি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। রামা। ব্রহ্মা যোগবিদ্যায় মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রির জন্ম হয়। দক্ষের কন্যা অনুসূয়া অত্রির পত্নী ছিলেন। অনুসূয়া হইতে সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয় জন্মে। অত্রি হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে বহু বেদ বেদাঙ্গ নিরত মহাবল সম্পন্ন [illegible] ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম মন্বন্তরে শ্রাদ্ধদেব মনুর সময়ে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি ছিলেন। কূর্ম।

(২) বরাহ কল্পে চতুর্দশ দ্বাপরে মহাদেব অঙ্গিরস বংশে গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। অত্রি, দেবনদ, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠক, উক্ত বংশে গৌতমের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকল প্রকার যোগে পারদর্শী ছিলেন। [illegible] অপ্সরার গর্ভে অত্রির দশ [illegible] ভদ্রা, [illegible], [illegible], মলা, নলা, [illegible], [illegible], [illegible], তামরসা ও [illegible] নামে দশ কন্যা জন্মে। তাহারা [illegible] সংযমিনী ছিলেন। [illegible] তাঁহাদের [illegible] ঋষি [illegible] গণ [illegible] নামে খ্যাত ছিলেন। [illegible] মধ্যে [illegible] ও [illegible] দুর্বাসা বিখ্যাত কান্তি ও মহাতেজা ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী আমলা তাঁহাদের কনিষ্ঠা ছিলেন। একদা সূর্য্য রাহুর ক্রমণে আকাশ হইতে ভূতলে

পতিত হইতেছিলেন। ভূতলে পতনোন্মুখ সূর্য্য অত্রির প্রভাবে আর পতিত হইলেন না। এইজন্য মহর্ষিরা অত্রিকে প্রভাকর বলিয়াছিলেন। (লি)। অত্রি একজন বৈদিক ঋষি। একবার অসুরগণ মহর্ষি অত্রিকে শতদ্বারযন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিয়া পীড়াদিবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছিল। অশ্বিদ্বয় শীতল জল নিক্ষেপে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। (ঋগ)। স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঊর্জ্জ, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও চ্যবন ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। ব্রহ্মর্ষি অত্রি একবার সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। (মহাভা)। (৩) কলির প্রারম্ভে অঙ্গিরা বংশীয় গৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অত্রি, উগ্রতপা, শ্রবণ ও শ্রবিষ্টক, নামে যোগাসক্ত ধ্যাননিষ্ঠ চারিপুত্র জন্মে। (বায়ু)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনুকর্ত্তৃক সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া, দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে উত্তানপাদকে সৃষ্টি করেন। অত্রি এই উত্তানপাদকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এই উত্তানপাদই তৎকালে পৃথিবীর রাজা ছিলেন। (বায়ু)। (৪) শুক্রাচার্য্যের ত্বষ্টা, ধর, অত্রি ও শৌনক নামে চারিপুত্র জন্মে। তাঁহারা দৈত্যাদির পৌরহিত্যরূপ পৈত্রিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (কালিকা)। অত্রি ব্রহ্মার পুত্র। অত্রির নেত্র হইতে অমৃতময় সোম নামক পুত্র উৎপন্ন হন। (ভাগ)।

অথর্ব্বন্, অথর্ব্বা—(১) পুরাকালে অথর্ব্বা নামে ঋষি পুষ্করোদধি মন্থন করেন। বৈশ্বানর দেবগণের হব্যবহন করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মরণান্তে তিনি পুনরায় অথর্ব্বের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অথর্ব্বন নামে বিখ্যাত হন (মৎ)। অথর্ব্ব ঋষির পত্নী চিত্তি হইতে দধীচি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। ভৃগু ঋষি অথর্ব্বা নামে পরিচিত ছিলেন। ভৃগুর তনয় অঙ্গিরা। (ব্রহ্মা) পুষ্করোদধি মন্থনে অমৃতোৎপত্তির পর অথর্ব্বন্ অগ্নির উৎপত্তি। এই অথর্ব্বা লৌকিকাগ্নি। ইহার তনয় দধ্যঙ্। (বায়ু) অঙ্গিরা অথর্ব্বনের তিন পত্নী—মরীচি নন্দিনী সুরূপা, কর্দ্দম নন্দিনী স্বরাট ও মনুতনয়া পথ্যা। সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, স্বরাট হইতে গৌতম বামদেব, অবন্ধা, উশিজ ও উতথ্য এবং পথ্যা হইতে গর্ভজ তনয় বিষ্ণু এবং মানস তনয় সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। বৈদিক কালের একজন ঋষির নাম অথর্ব্বা ছিল। ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অথর্ব্বা অঙ্গির ঋষিকে, অঙ্গির ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে, সত্যবাহ অঙ্গিরসকে এবং অঙ্গিরস শৌনককে ব্রহ্মবিদ্যা

শিক্ষা দিয়াছিলেন। (মুণ্ডক)। অথর্ব্বা ঋষি প্রথম অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই অগ্নির উপাসনা প্রচলিত করেন। (অথ)।

অথর্ব্বাঙ্গিরস—অঙ্গিরা দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে স্বধা ও সতীকে বিবাহ করেন। সতী অথর্ব্বাঙ্গিরস নামক এক দেবতাকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

অদিতি—(১) অদিতির তনয় বরুণ, ভগ, মিত্র, অর্যাম, দক্ষ ও অংশ এই ছয়জন আদিত্য নামে পরিচিত। এই আদিত্যগণ সংখ্যায় বেদেরই সর্ব্বত্র সমান নহেন। ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে, অদিতির আট তনয় জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনি মার্ত্তণ্ড নামক তনয়কে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক অবশিষ্ট সাত তনয়কে লইয়া দেবলোকে গমন করেন। এই অদিতি কশ্যপের পত্নী অদিতি নহেন। অদিতি অর্থ অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী। যাস্ক অদিতি অর্থে আদিমাতা দেবমাতা করিয়াছেন। (ঋগ)। (২) দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্টপত্নীর একতরা অদিতি। তাহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমার যুগল এই এত্রিশৎ দেবতা জন্ম পরিগ্রহ করেন। (রামা)। দক্ষ প্রজাপতির ষাট কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপ পুত্র বিবস্বান্ হইতে বৈবস্বত মনু এবং মনু হইতে ইক্ষ্বাকু, নৃগ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিশ্বর নরকাসুর একবার অদিতির অমৃতস্রাবী কুণ্ডলদ্বয় হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, নরকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কুণ্ডলদ্বয় অদিতিকে প্রত্যর্পণ করেন। (বিষ্ণু)। ইক্ষ্বাকু দেখ। ব্রহ্মার শাপে অদিতি ও সুরভি নাম্নী কশ্যপ পত্নীদ্বয় দেবকী ও রোহিনী নামে এবং স্বয়ং কশ্যপ বসু নামে জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। মহাত্মা কশ্যপ অদিতির পুণ্যক ব্রতের জন্য পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। অদিতি স্বীয় স্বামী কশ্যপকে উক্ত বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ নিষ্ক্রয় লইয়া কশ্যপকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে বামনরূপে অবতীর্ণ হন এবং বলিকে বঞ্চনা করেন। (অগ্নি)। কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে মার্ত্তণ্ডদেব জন্মগ্রহণ করেন। একদা দেবগণকে দৈত্য দানব কর্তৃক নির্য্যাতিত হইতে দেখিয়া অদিতি অতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইলেন। দেবগণের মঙ্গ-

পার্শ্ব তখন তিনি সবিতার (সূর্য্যের) আরাধনা আরম্ভ করিলেন। সবিতা তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, অদিতি তখন সূর্য্যকে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। যথাকালে অদিতি গর্ভধারণ করিলেন এবং নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া কালকর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কশ্যপ ইহাতে গর্ভ নষ্টের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অণ্ড প্রসব করিলেন। কশ্যপ তাহাকে মৃত অণ্ড মনে করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ অণ্ড প্রসূত সন্তান মার্তণ্ড নামে অভিহিত হইলেন। (ভাগ)।

অদীন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি সহদেবের তনয়। অদীনের তনয় জয়সেন। জয়সেনের তনয় সংকৃতি। (বিষ্ণু)। জয়সেন দেখ।

অদুর—ব্রহ্মমেরু সাবর্ণির দেববায়ু, অদুর, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা নামে দশ পুত্র ছিল। (হরি)।

অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠের তনয় শক্তি, শক্তির পত্নী অদৃশ্যন্তী। মহর্ষি শক্তি কল্মাষপাদ রাক্ষসকর্তৃক নিহত হইলে অদৃশ্যন্তী পরাশরকে প্রসব করেন। (মহাভা)। লিঙ্গপুরাণ মতে রুধির নামক রাক্ষস শক্তিকে ভক্ষণ করে। কল্মাষপাদ দেখ।

অদ্রিসেন—একজন মন্ত্রবেদী ব্রাহ্মণ। (বায়ু)।

অদ্ভুত—(১) নবম মন্বন্তরে দক্ষ সাবর্ণির সময়ে যিনি ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহার নাম অদ্ভুত ছিল। (বিষ্ণু)। (২) দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারবানের নাম। (হরি)। (৩) সবল নামক অগ্নির তনয় অদ্ভুত, অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি। (বায়ু)। (৪) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে খ্যাত, ধ্রুব, মনোজব, ক্ষিতি, প্রভাস, প্রচেতা, অদ্ভুত, অবণ ও বৃহস্পতি ইহারা লেখগণের অন্তর্গত। (বায়ু)। (৫) অগ্নির অন্য নাম অদ্ভুত। (ঋগ)।

অদ্ভুতি—ধর্ম্মপত্নী মরুত্বতী হইতে অগ্নি, জ্যোতি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অদ্রি—(১) দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দদেব সেনাপতিপদে বৃত হইলে, তমসা নদী তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর অদ্রি ও কম্পককে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)। অদ্রি তনয় বলাক নামক রাক্ষস অতিরাত্রের কন্যা ও সুশম্মার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল। (মার্ক)। উত্তম দেখ।

অদ্রিকা—অপ্সরা অদ্রিকা ব্রহ্মশাপে যমুনার জলে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা উপরিচরের ঔরসে অদ্রিকা মৎস্যরাজ নামে পুত্র ও সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই

সত্যবতীই বেদব্যাসের জননী। (মহাভা)। বসু নরপতির পত্নী অদ্রিকা হইতে ব্যাসজননী সত্যবতী জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। উপরিচর দেখ। বানরপতি কেশরীর অন্যতমা স্ত্রী। অদ্রিকা হইতে নির্ঋতি বায়ুর ঔরসে অদ্রি নামে এক পিশাচ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং অদ্রি হনুমানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ব্রহ্মা)।

অদ্রোহক—একজন ইন্দ্রিয়বিজয়ী গৃহী। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অধন—বশিষ্ঠের কন্যা পুণ্ডরীকার গর্ভে ও পাণ্ডুর ঔরসে, দ্যুতিমান, রজ, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র নামে সাত তনয় জন্মে। ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। এই পুরাণেরই অন্যত্র আছে, বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জ্জা হইতে অধন প্রভৃতি সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। কেবল দ্যুতিমানের পরিবর্ত্তে পুত্র নাম দৃষ্ট হয়।

অধরারণ্য—তিনি ইন্দ্র সাবর্ণি বংশীয় পুণ্যারণ্যের তনয়। তাঁহার তনয়ের নাম মঙ্গলারণ্য। (ব্রহ্ম-বৈ)।

অধর্ম—(১) ভগবান্ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন। অধর্ম্মের বামভাগ হইতে তাঁহার পত্নী অলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (২) অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৩) অধর্ম্মের পত্নী হিংসা এবং তনয় অনৃত ও কন্যা নিকৃতি। (বিষ্ণু) (৪) ব্রহ্মার তনয় অধর্ম্ম, অধর্ম্মের ভার্য্যা মিথ্যা। তাঁহাদের দম্ভ নামে এক তনয় ও মায়া নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দম্ভ স্বীয় ভগিনী মায়াকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের তনয় লোভ ও কন্যা নিকৃতি (শঠতা)। (ভাগ)। (৫) অন্নার্থী প্রজাগণের পরস্পর ভক্ষণ হইতে সর্ব্বভূত নাশকারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। তাহার স্ত্রীর নাম নির্ঋতি, তাঁহার গর্ভে ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ জন্মে। (মহাভা)। অনৃত দেখ।

অধিদাস্ত—সাত্বত বংশীয় হৃদিকের অন্যতম তনয় শতধন্বা। শতধন্বা চ্যবন মুনির প্রসাদে ভিষক, বৈতরণ, সুদান্ত ও অধিদান্ত নামে চারি তনয় এবং কামদা ও কামদন্তিকা নাম্নী দুই কন্যা লাভ করেন। (হরি)।

অধিপ—উত্তম মন্বন্তরে সত্য একজন দেবতা ছিলেন। দিকপতি, বাকপতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, বর্চ্চোধা, মুহু, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশ জন সত্যের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। (বায়ু)। উত্তম দেখ।

অধিপতি—কাব্য ও অঙ্গ দেখ।

অধিরথ—(১) চন্দ্রের তনয় বুধ, বুধের আত্মজ চৈত্র, চৈত্রের তনয় অধিরথ, অধিরথের তনয় সুরথ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। চৈত্র দেখ। (২) যযাতি বংশীয় নরপতি সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ। এই

অধিরথ কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণকে পালন করেন। কর্ণের তনয় বৃষসেন। (বিষ্ণু)। (৩ তিনি অঙ্গদেশীয় নরপতি সত্যকর্ম্মার ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সূত জাতীয় পুত্র। (হরি)। অধিরথের পত্নী রাধা জলে ভাসমান কুন্তীর পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া পালন করেন। সেজন্ত কুন্তীর তনয় কর্ণ রাধেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। (মহাভা)।

অধিসীমকৃষ্ণ—পাণ্ডব বংশীয় অশ্বমেধ দত্তের তনয় অধিসীমকৃষ্ণ। নিচক্ষু অধিসীম কৃষ্ণের তনয়। নিচক্ষুর তনয় উষ্ণ। (বিষ্ণু)। বায়ুপুরাণ মতে অধিসাম কৃষ্ণ, তাহার তনয় নিবক্তু। উষ্ণ ও অশ্বমেধ দত্ত দেখ।

অধিসোমকৃষ্ণ—পাণ্ডব বংশীয় শতানীকের পুত্র অধিসোমকৃষ্ণ। তাঁহার তনয় বিবক্ষু। হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইলে বিবক্ষু কৌশাম্বী নগরীতে গিয়া বাস করেন। (মৎ)।

অধাতি—সকল মন্বন্তরেই প্রজাসিসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্ত্রময় শরীর ওদেবগণ সৃষ্ট হয়েন। দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকূত, আকূতি, বিত্ত, সুবিত্ত, কুতি, অধৃষ্ট, অধাতি, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি, প্রভৃতি ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট। (বায়ু)।

অধাশ্বব—বিশাল নগরীতে বিশাল নামে একরাজা ছিলেন। তিনি গয়াতীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়া স্বীয় পিতামহ অধাশ্বব নরপতিকে অবীচি নামক নরকহইতে উদ্ধার করেন। (বরা)।

অধৃষ্ট—অধাতি দেখ।

অধৃষ্ট—সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। (ব্রহ্ম)। সাবর্ণি মনু দেখ।

অধ্বরীবান্—সাবর্ণি মনুর নয়জন পুত্রের অন্যতম। (ব্রহ্ম)। সাবর্ণি মনু দেখ।

অধ্বর্য্যু—(১) বৈশম্পায়নের শিষ্য। তিনি স্বীয় গুরুর নিকট যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। (ভাগ)। (২) যজ্ঞ কার্য্যে পুরোহিতেরা ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন। ইহাদের প্রত্যেক দলের আবার সহকারী আবশ্যক হয়। একবার স্বয়ং ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অধ্বর্য্যু, প্রতিহাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা এই চারিজন ব্রহ্মার অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অধ্রিগু—এক জন ঋষি। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অসুরের আক্রমন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অনগ্নি—অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, অনগ্নি ও সাগ্নি এই পিতৃগণ হইতে স্বধা, মেনা ও বৈধারিনা নাম্নী দুইকন্যা লাভ করেন। তাহারা ব্রহ্মবাদিনী, যোগিনী ও উত্তম জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। (মার্ক)। অগ্নিষ্বাত্ত দেখ।

অনগ্নিদগ্ধ অগ্নিষ্বাত্ত ও কাব্য দেখ।

অনঘ—বশিষ্ঠ পত্নী উর্জ্জা হইতে রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাতপুত্র জন্মে। তাঁহারা

উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। ঊর্জ্জা দেখ। (২) পুরুবংশীয় রাজর্ষি সুরোধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী উপদানবী হইতে দুষ্মন্ত, সুষমন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মে। দুষ্মন্তের তনয় ভরত। (হরি)।

অনঙ্গ—(১) ইনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রের তনয়। (রামা)। (২) একজন বানর দলপতি। ইনি সুগ্রীবের আদেশে দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণার্থ গমন করিয়াছিলেন। (রামা)। (৩) নরপতি কর্দ্দমের পুত্র অনঙ্গ। তিনি প্রজাপালন তৎপর সাধু ও দণ্ডনীতি বিশারদ ছিলেন। তাঁহার পুত্র অতিবল। (মহাভা)। অতিবল দেখ। (৪) কামদেব মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করায়, মহাদেব স্বীয় নেত্র সম্ভূত অগ্নি দ্বারা তাঁহাকে ভস্মীভূত করেন। তদবধি কামদেবের নাম হয় অনঙ্গ। (বৃহদ্ধ)।

অনঙ্গকুসুমা—(১) যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অনঙ্গবতী—অনঙ্গবতী নাম্নী এক গণিকা বিষ্ণুর অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ফলে মরণান্তে কামদেবের অন্যতমা পত্নী হইয়াছিলেন। (মৎ)।

অনঙ্গবেশা—যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)।

অনঙ্গমদনা—যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)।

অনঙ্গমদনাতুরা—যোগিনী দেবী বিশেষ (কালিকা)।

অনঙ্গমালিনী—(১) যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অনঙ্গমেখলা—যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)।

অনঙ্গসেনা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অনন্ত—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে অনন্ত, বাসুকী প্রভৃতি নাগগণ জন্মলাভ করেন। তুষ্টিদেবী অনন্তের পত্নী। মহাতল নামক পাতাল প্রদেশে অনন্তদেব বাস করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (২) যদুবংশীয় নরপতি বিশঙ্কের পুত্র অনন্ত। অনন্তের পুত্র দুর্জ্জয়। (কূর্ম)। কশ্যপ পুত্র অনন্ত মাতার শাপে অতি কষ্টসাধ্য তপস্যা আরম্ভ করেন। পরে ব্রহ্মার আদেশে তিনি পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার অন্যনাম শেষ নাগ। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আদেশে তিনি সমুদ্র মন্থনের জন্য মন্দর পর্ব্বতকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশীয় পৃথুর তনয় অনন্ত, অনন্তের তনয় গয়। (বরা)। (৪) ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল

এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মহাভা। (৫) দেবাসুর সংগ্রামে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করেন, অনন্ত তাঁহাদের একজন। মহাভা। ৬ হৈহয়দিগের কুল পাঁচটি তন্মধ্যে বীতিহোত্রের পুত্র অনন্ত, অনন্তের তনয় দুর্জ্জয়। অগ্নি। অনন্তদেবের পত্নী তুষ্টি। দেবী-ভাগ। ।৭ বিক্রম মহর্ষির স্ত্রী সোমা হইতে অনন্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য বিষয়ে এক অদ্ভুত গল্প বলিয়াছিলেন। কল্কি। ৮ সুগ্রীব অপর নাম অনন্ত। মহাভা। অদ্রুজ ও কশ্যপ দেখ।

অনন্তক—চন্দ্রবংশীয় নরপতি শশবিন্দু এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবনী মণ্ডলের একাধিপত্য ও শতাধিক এক সহস্র পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অনন্তক সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। অনন্তকের তনয় যজ্ঞ, যজ্ঞের তনয় ধৃতি। লিঙ্গ।

অনন্তভাগী—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্য।

অনন্তর—যদুবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র অনন্তর হইতে সুযজ্ঞ, সুযজ্ঞ হইতে উশত জন্মে। (হরি)।

অনঙ্গা—কুমুদা, বিমলা, অনঙ্গা, ভবানী, সুধা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সতী, রম্ভা ও পার্ব্বতী এই অষ্টাদশ জন দেবীকে প্রতিমাসে শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে অর্চ্চনা করিলে, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ হয়। (মৎ)।

অনপান—বলির অন্যতম ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ। বাজর্ষি অঙ্গের পুত্র দধিবাহন। সুদেষ্ণার অপরাধে তিনি অপানবিহীন হইয়াছিলেন। তাই ইহার অন্যনাম অনপান। অনপানের পুত্র দিবিরথ। (বায়ু)। অঙ্গ দেখ।

অনপায়—রাজা মরুদ্বের অন্যতম তনয় অনপায়, অনপায়ের তনয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হইতে ক্ষত্রধর্ম্ম জন্মে। বায়ু)।

অনবদ্যা—১ অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল। মহাভা)। কশ্যপ হইতে অরিষ্টার গর্ভে অনবদ্যা, অনবশা, আনন্দা, মদনপ্রিয়া, অরূপা, সুভগা ও ভাসী এই কয়জন অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু। ২ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী দিতি হইতে অনবদ্যা, সানুরাগা, মসুরা, মাগনী, প্রিয়া, অসুরা, সুভগা, ও ভীমা নাম্নী আট কন্যা জন্মে। কালিকা। কশ্যপ ও অসুপা দেখ।

অনবরথ—জ্যামঘবংশীয় নরপতি মধুর তনয় অনবরথ, অনবরথের তনয়

কুরুবৎস, কুরুবৎসের তনয় অনুরথ। (হরি)।

অনবদ্যা—অনবদ্যা দেখ।

অনমিত্র—(১) সাত্বতবংশীয় নরপতি সুমিত্রের অনমিত্র ও শিনি নামে দুই পুত্র জন্মে। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। এই অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি মন্বন্তরে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পৃশ্নির তনয় শ্বফল্ক ও চিত্রক। (বিষ্ণু)। (২) সাত্বত বংশীয় বৃষ্ণির সুমিত্র, অনমিত্র ও শিনি নামে তিন পুত্র জন্মে। (কূর্ম)। (৩) বৃষ্ণি বংশীয় দেবমীঢ়ের তনয় অনমিত্র ও শিনি। (লিঙ্গ)। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি নিঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনমিত্র, অনমিত্র হইতে দিলীপ ও ধর্ম ও দুলিদুহ জন্মগ্রহণ করেন। এই দুলিদুহের তনয় দিলীপ। (হরি)। (৫) যদু-বংশীয় নৃপতি ক্রোষ্টার অন্যতমা পত্নী গান্ধারী, অনমিত্র নামক এক পুত্র প্রসব করেন। অনমিত্রের তনয় শিনি, শিনির তনয় সত্যক। অনমিত্রের অন্যতম তনয় নিঘ্ন হইতে প্রসেন ও সত্রাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি) (৬) যযাতি বংশীয় যুধাজিতের অন্যতম তনয় অনমিত্র। অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন, বৃষ্ণি ও শিনি এই তিন জন। (ভাগ)। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নিঘ্নের তনয় অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্র বনে গমন করেন। রঘুর তনয় দিলীপ। (মৎ)। (৮) সাত্বত-বংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রী, অনমিত্র, যুধাজিৎ প্রভৃতি পাঁচ তনয় প্রসব করেন। অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন। (মৎ)।

অনয়—বশিষ্ঠ হইতে উর্জ্জার গর্ভে রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, সবন, অনয়, সুতপা ও শুক্র নামে সাত তনয় জন্মে। তাঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। পুণ্ডরীকা নামে বশিষ্ঠের এক কন্যাও ছিলেন। (শিব)। (২) পুরু-বংশীয় তংসুরোধের দুষ্মন্ত, প্রবীর, সুমন্ত ও অনয় নামে চারি তনয় জন্মে। (অগ্নি)। অনঘ ও উর্জ্জা দেখ।

অনরণ্য—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বাণ নৃপতির তনয়। মহাবাহু মহাতপা সাধুজন মহাবাহু অনরণ্যের রাজত্বকালে, কখন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা চোরভয় ছিল না। এই অনরণ্যকে রাবণ সমরে পরাস্ত করাতে, তিনি তাহাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, 'রে রাক্ষসাধম! আমার বংশে এমন একজন রাজা জন্মিবেন, যাঁহার হস্তে তুমি সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে'। অনরণ্যের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় ত্রিশঙ্কু। (রামা)। (২) মান্ধাতা-বংশীয় সম্ভূতের তনয় অনরণ্য। এই অনরণ্যকে দিগ্বিজয় কালে রাবণ হরণ করেন। অনরণ্যের তনয় পৃষদশ্ব। পৃষদশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব। (বিষ্ণু)। (৩) ইন্দ্রসাবর্ণি-বংশীয় নরপতি মঙ্গলারণ্যের তনয় অনরণ্য। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি

ছিলেন এবং স্বীয় পুরোহিত ভৃগুমুনি দ্বারা শতযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন; তাঁহার একশত পুত্র ও পদ্মা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। পদ্মা যৌবন সীমায় উপস্থিত হইলে, পিপ্পলাদ ঋষি এই কন্যার পাণি প্রার্থী হইলেন। রাণীর অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রির পরামর্শে মুনির শাপের ভয়ে, রাজা তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নরপতি সব্বকর্ম্মার তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় নিঘ্ন, নিঘ্নের তনয় অনমিত্র ও রঘু। (হরি)। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদস্যুর তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় হর্য্যশ্ব। (ভাগ)। (৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিষ্ণুবৃদ্ধের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় বৃহদশ্ব ও পৌত্র হর্য্যশ্ব। (কূর্ম্ম)। (৭) নরপতি অনরণ্য সূর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। (বরা)। (৮) সগরবংশীয় নাভাগের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় নিঘ্ন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৯) মান্ধাতার তনয় পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় হর্য্যশ্ব। (বৃহন্ন)। (১০) কল্মাষপাদের তনয় সব্বকর্ম্মা, সব্বকর্ম্মার তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় মুণ্ডাদৃক। মুণ্ডদৃকের তনয় নিষধ রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। (শিব)। কল্মাষপাদ ও ঋতুপর্ণ দেখ।

অনর্ক—নরপতি দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন, প্রতর্দ্দনের তনয় ভর্গ ও বৎস। বৎসের তনয় অনর্ক। অনর্কের তনয় ক্ষেমক, ক্ষেমকের তনয় বর্ষকেতু। (অগ্নি)। ক্ষেমক দেখ।

অনর্ব্বা—বৃত্রাসুরের সহচর অসুর বিশেষ। (ভাগ)।

অনল—(১) রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ভ্রাতা মালির ঔরসে ও তদীয় ভগিনী বসুদার গর্ভে, অনল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চারি তনয় জন্মে। ইহাদের মধ্যে অনল বিভীষণের অমাত্য ছিলেন। তিনি রাবণের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ বিভীষণকে প্রদান করেন। (রামা)। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনল। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসু হইতে, আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। (বিষ্ণু)। সেনাপতিকুমার অনলের তনয়। (কূর্ম্ম)। অনলের অপত্য কুমার, শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও স্কন্দ, (অপর নাম সনৎকুমার)। কুমার দেখ। পিতামহ ব্রহ্মা অনলকে বসুগণের অধিপতি করেন। (হরি)। (৩) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর সুধন্বার তনয় অনল। অনলের তনয় উকৃথ। (হরি)। উকৃথ দেখ। (৪) ব্রহ্মার তনয় বৈবস্বত মনু, মনুর তনয় প্রজাপতি। প্রজাপতির পত্নী শাণ্ডিল্যার গর্ভে অনলের জন্ম হয়।

(মহাভা)। অষ্টবসুর অন্যতম অনল, অনলের তনয় অবিজ্ঞাত, কার্ত্তিকেয়, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই কয় জন। (অগ্নি)। কব্যবাহ, অনল, সোম, যম অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই সাতটী পিতৃগণ। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী মূর্ত্তিমন্ত ও ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক পূজিত এবং শেষ তিনটী মূর্ত্তিশূন্য ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত। (শিব-ধর্ম্ম)। অগ্নিষ্বাত্ত দেখ।

অনলা—(১) দক্ষের ষষ্ট কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্টপত্নীর একতরা অনলা পরম প্রশস্ত ফলসম্পন্ন বৃক্ষ সকল প্রসব করেন। (রামা)। (২) রাক্ষস রাজ মাল্যবানের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুন্দরার গর্ভে বজ্রমুষ্টি প্রভৃতি শত পুত্র ও অনলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর ঔরসে কুম্ভীনসীর জন্ম হয়। কুম্ভীনসীকে মধুদৈত্য হরণ করিয়া বিবাহ করে। (রামা)।

অনাদিক—অন্যতম রুদ্র। (অগ্নি)।

অনাদৃষ্টি—নিবর্ত্ত হইতে অশ্মকীর গর্ভে যশস্বী অনাদৃষ্টি শত্রুশত্রুঘ্ন ও মহাবং শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অনাধৃষ্ট—(১) যদু বংশীয় নরপতি কুন্তির ধৃষ্ট ও অনাধৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধৃষ্টের পুত্র আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর এই তিনজন। তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও বীর ছিলেন। তন্মধ্যে দশার্হের পুত্র ব্যোমা। (হরি)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম অনাধৃষ্ট। (মহাভা)।

অনাধৃষ্টি—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। যদুবংশীয় দেব মাঢ়ষের পুত্র শূর, শূর হইতে ভোজ বংশীয়া মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাবৃষ্টি, কণবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। অনাবৃষ্টির পত্নী অশ্মকী নিবৃত্তশত্রু নামে একপুত্র প্রসব করেন। (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে শূর ও পত্নী মারিষা এই দশ পুত্র ও পাঁচ কন্যা প্রসব করেন।

অনানত—অঙ্গিরাবংশীয় অনানত এক জন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইঁহার নামেতে কবিতা অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অনায়ু—দক্ষ প্রজাপতির অদিতি দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রবোধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা ও কদ্রু এই দ্বাদশ কন্যাকে মরীচিপুত্র কশ্যপ বিবাহ করেন। অনায়ু ব্যাধি ব্যাধিকে প্রসব করেন। (হরি)। অনায়ুর চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিক্ষর নামক অসুর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুধাপতি হইয়াছিলেন। (মহাভা)।

অনায়ুধ—অতি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বিশেষ। (কালিকা)।

অনায়ুষা—দেবশিল্পী ত্বষ্টার ভার্য্যার নাম অনায়ুষা। (হরি)।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। প্রদ্যুম্নের ঔরসে ও রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। অনিরুদ্ধ স্বীয় মাতুল কন্যা রোচনাকে বিবাহ করেন। শোণিত পুরের অধিপতি বাণ রাজার কন্যা উষা অনিরুদ্ধের অন্যতমা স্ত্রী। উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের প্রতি অনুরাগিণী হন। পরে স্বীয় সহচরী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। পিতা বাণ ইহা জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। নারদ মুখে এই বিবরণ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন তথায় উপস্থিত হইয়া বাণ রাজাকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্বক তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং পৌত্রী, পৌত্র লইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হন। (ভাগ)। অনিরুদ্ধের স্ত্রী সুভদ্রা (অন্য নাম রোচনা) বজ্রকে প্রসব করেন। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র সুচারু। (বিষ্ণু)। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ও সাম্ব (হরি)। অনিরুদ্ধের পুত্র মৃগকেতন। (মৎ)। উষা দ্রষ্টব্য।

অনিল—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী মিত্রবিন্দা হইতে বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি, নামে দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসু হইতে অষ্টবসুর অন্যতম অনিল জন্মগ্রহণ করেন। অনল দেখ। মৎ। অনিলের পত্নী শিবা হইতে মনোজব ও অবিজ্ঞাত গতি নামে দুই পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (৩) কশ্যপ পত্নী দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সমুদয় নাগ জন্মগ্রহণ করেন অনিল তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। (৪) ব্রহ্মার পুত্র বৈবস্বত মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির স্ত্রী শ্বাসার গর্ভে অনিলের জন্ম হয়। ঐ অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পুত্র পুরোজব। (অগ্নি)। অষ্ট মারুতের অন্যতম অনিল। (পদ্ম-উত্ত)। অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পুত্র প্রাণ, রমণ ও শিশির এই তিনজন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অনিষ্টকর্ম্মা—মগধের শুদ্রবংশীয় রাজা দ্যুমানের পুত্র অনিষ্ট কর্ম্মা, তাঁহার পুত্র হানেয়। হানেয়ের পুত্র তল। (ভাগ)। অনিল একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বায়ু সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অনীকবান্—সবন নামক অগ্নির পুত্র অদ্ভুত। অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি, বিবিচির পুত্র অর্ক। অর্কের পুত্র অনীকবান্, বাস্তজবান্, সুরভি, পিতৃকৃৎ, ও রক্ষোহা। (বায়ু)।

অনু—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। যযাতি অনুকে উত্তর

খণ্ডের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষ নামে অনুর তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়। (বিষ্ণু)। (২) যদুবংশীয় মধুর পুত্র কুরু, কুরুর অপত্য সুত্রামা ও অনু। অনুর পুত্র পুরুকুৎস। (কূর্ম্ম)। মধুর পুত্র কুরুবংশক, কুরুবংশকের তনয় অনু, অনু হইতে পুরুস্থান, পুরুস্থান হইতে অংশু জন্মে। (লিঃ। যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ঘৃত, ঘৃতের তনয় দুদুহ। (হরি)। (৩) যযাতি বংশীয় মধুর তনয় কুরুবশ, কুরুবশের তনয় অনু, অনু হইতে পুরুহোত্র, পুরুহোত্র হইতে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৪) যযাতি বংশীয় কপোতরোমার তনয় অনু। অনুর তনয় অন্ধক, অন্ধক হইতে দুন্দুভি জন্ম গ্রহন করেন। তুম্বুরু অনুর সখা ছিলেন। (ভাগ)। অন্ধক দেখ।

অনুকম্পন—সত্যযুগের একজন রাজা। তিনি সংগ্রামে ক্ষীণবাহন হইয়া শত্রুর বশীভূত হন। তাঁহার তনয় হরি, যুদ্ধে নিহত হন। (মহাভা)।

অনুকর্ম্মা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে তিনি একজন। (মহাভা)।

অনুগা—অনূকা দেখ।

অনুগোপ্তা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে তিনি একজন। (মহাভা)।

অনুগ্রহ—গুরু, গভীর, ব্রধ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, শ্রীমানী, প্রতীর, বিষ্ণু, সংক্রন্দন ও সুবল ইহারা ভৌত্য মনুর তনয়। (মার্ক)।

অনুচক্র—চক্র দেখ।

অনুজা—বার্হদ্রথ রাজার কন্যা। কংশ নরপতি বার্হদ্রথকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহদেবা ও অনুজা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। মহাভা।

অনুতাপন—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু এক ষষ্টিটি তনয় প্রসব করেন। তন্মধ্যে বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কাপিল, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। (ভাগ)। দনু দেখ।

অনুত্তম—সুধর্ম্মা, শঙ্খপা, উরুপ, অনুত্তম, বিশ্বাবসু, সুপর্ব্বা, বিষ্ণু ও ঋত ইহারা চাক্ষুষ মনুর তনয়। (হরি)।

অনুদৃক—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু। মরুৎ দেখ।

অনুনা—অনূকা দেখ।

অনুপরাজ—একজন ক্ষত্রিয় রাজা। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা।

অনুপর্ণ—নল রাজার সখা ঋতুপর্ণ রাজের তনয় অনুপর্ণ। অনুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ। (শিব)। কল্মাষপাদ দেখ।

অনুপলাপ—একজন ভূতযোনী বিশেষ। (অথ)।

অনুবিন্দ—(১) অবন্তী দেশের অধিপতি জয়সেন, শূরের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মিত্রবিন্দা নাম্নী কন্যা এবং অনুবিন্দ ও বিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। এই বিবাহে অনুবিন্দ ও বিন্দ ভ্রাতৃদ্বয় বিরোধী ছিলেন। এমন কি, পরেও তাঁহারা জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সহদেব তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (মহাভা, ভাগ, বিষ্ণু, হরি)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম অনুবিন্দ। (মহাভা)। (৩) কেকয়রাজ মহিষী শ্রুতকীর্তির গর্ভে সন্তর্দন, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র, বিন্দ ও অনুবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বিন্দ ও অনুবিন্দ অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন। সেজন্য তাহারা আবন্ত্য নামে খ্যাত। (বায়ু)।

অনুব্রত—কেকয়রাজের স্ত্রী শ্রুতকীর্তি অনুব্রতকে প্রসব করেন। (মৎ)।

অনুভানু—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে অনুভানু, একাক্ষ, বৃষভ, অরিষ্ট, প্রলম্ব প্রভৃতি দানবগণ জন্মগ্রহণ করে। (বায়ু)। দনু দেখ।

অনুমতি—(১) শুভ ইচ্ছা ও শুভ দাতা দেবীর নাম অনুমতি। (ঋগ)। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে চারি কন্যা প্রসব করেন। স্মৃতি লব্ধানুভব নামে এক তনয়ও প্রসব করেন। অঙ্গিরা দেখ। (বিষ্ণু, লি) (২) অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই তনয় প্রসব করেন। (ভাগ)। কুহু দেখ। (৩) অনুমতি নামে একঋষিও ছিলেন। (মৎ)।

অনুমন্তা—মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব ও বিভু ইহারা দ্বাদশ সাধ্যগণ নামে পরিচিত। (বায়ু)।

অনুম্লোক—অগ্নির অংনাম। (অথ)।

অনুম্লোচন্তী—১ পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা স্বর্গীয়া অপ্সরা। (বায়ু)। সূর্য্যের অনুচর প্রম্লোচন্তী ও অনুম্লোচন্তী নামে দুই অপ্সরা ছিলেন। (মৎ)।

অনুম্লোচা—ক্রতুস্থলা, পুঞ্জিস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, অনুম্লোচা উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, রম্ভা ও তিলোত্তমা এই দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চনা করেন। (কূর্ম্ম)।

অনুযায়ী—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম অনুযায়ী। (মহাভা)।

অনুর—যযাতির তনয় দ্রুহ্যর বংশীয় প্রচেতার অনুর প্রভৃতি একশত জন তনয় ছিল। (অগ্নি)।

অনুরথ—অনবরথ দেখ।

অনুরাধা—দক্ষের ষাটটী কন্যার মধ্যে যে সাতাশটীকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অনুরাধা অন্যতমা। (ব্রহ্ম-বৈ)।

অনুশাখ—রাজপুর অধিপতি শাল্বের অনুজ অনুশাখ। অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়-কালে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। (গর্গ)।

অনুসূয়া, অনসূয়া—(১) অত্রি মুনির স্ত্রী। ইনি অতিশয় সাধ্বী ছিলেন। রামচন্দ্র বনবাসকালে, ইঁহাদের আশ্রমে কিছু-কাল বাস করেন। তখন অনুসূয়া সীতাকে নানা প্রকার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন। (রামা)। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে অনুসূয়াকে অত্রি বিবাহ করেন। অনুসূয়া হইতে সোম, দুর্ব্বাসা এবং দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। (কূর্ম)। (২) অনুসূয়া মহর্ষি কর্দ্দম ও দেবহূতির কন্যা। (ভাগ)। দক্ষ যজ্ঞে অগ্নি, অনুসূয়ার সহিত সদস্য পদে বৃতা হইয়াছিলেন (বাম)। অনুসূয়া স্বামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আমি আর স্বামীর বশীভূত থাকিবনা' এই বলিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া 'স্বামী ব্যতীতই তনয় প্রসব করিতে পারিবে' এই বলিয়া বর দেন। তাহার তনয় মহাদেবের বরে তাহারই নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। (মৎস্য)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অত্রির পত্নী অনুসূয়া সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর ও সোম নামে পাঁচ তনয় এবং শ্রুতি নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (ব্রহ্মা)।

অনুহ, অনূহ—কাম্পিল্য দেশের অধি-পতি পুরুবংশীয় বিভ্রাজের তনয় অনুহ। তিনি শুকদেবের কন্যা কৃত্বীকে (অন্যনাম যোগমায়া বা কীর্ত্তি) বিবাহ করেন। কৃত্বী বিপুল শক্তিসম্পন্ন রাজা ব্রহ্মদত্তের জননী। (হরি)। কৃত্বী দেখ।

অনুহ্লাদ—দৈত্য বিশেষ। পুরাকালে অনুহ্লাদ (অনুহ্রাদ) শচীর পিতা পুলোমার অনুমতি লইয়া শচীকে হরণ করেন। শচীর স্বামী ইন্দ্র, অনুহ্লাদ ও স্বীয় শ্বশুর পুলোমা উভয়কে নিহত করেন। (বাম)। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু দানবী হইতে প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও সংহ্লাদ, নামে চারি তনয় হয়। দেবাসুর সংগ্রামে অনুহ্লাদ বায়ুদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনুহ্লাদের তনয় আয়ু, শিবি ও কাল। (হরি)। অনুহ্লাদের পত্নী সূর্ম্মী, বাস্কল ও মহিষ নামে দুই তনয় প্রসব করেন। (ভাগ)। বিষ্ণু নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, হিরণ্যকশিপুর চারি তনয়ও তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ যুদ্ধে বিরত হন। তৎপরে অপর তিন ভ্রাতা পিতা হিরণ্যকশিপুর ন্যায় নৃসিংহ হস্তে নিহত হন। (কূর্ম)। অনুহ্লাদ নরলোকে

জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হন। (মহাভা)। অনুহ্রাদের কন্যা ভদ্রাকে গুহ্যকদিগের পিতামহ বহুভানাত নামক এক বিবাহ করেন। ভদ্রার গর্ভে মণিবর ও মানিভদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অনূচানা—অপ্সরা বিশেষ। অর্জুনের জন্ম হইলে অনূচানা, অনবদ্যা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য ও সঙ্গীত করিয়াছিল। (মহাভা)।

অনূদর—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী সঞ্জাত শতপুত্রের অন্যতম অনূদর। (মহাভা)।

অনূপা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী প্রধা হইতে অনবদ্যা, মন্থু, বংশা, অরুণা, মার্গনাপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী এই আটকন্যা এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বহী, পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র, নামে দশ তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। (মহাভা)। অনবদ্যা ও কশ্যপ দেখ।

অনূরু—বিনতার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম তনয়। কশ্যপ দেখ। কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, অনূরু, গরুড়, অরুণ ও বারুণি জন্ম গ্রহণ করেন। (কালিকা)। বালখিল্য মুনিগণ যথা নিয়মে অনূরুর সহিত সূর্যাকে বেষ্টন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন। (শিব বায়বীয়)।

অনুহবান—এই ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবনে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)। অজমীঢ় দেখ।

অনৃত—অধর্মের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে অনৃত ও নিকৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। অনৃত স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের ভয় ও নরক নামে দুই তনয় এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (বিষ্ণু)। অধর্ম দেখ।

অনেকচূড়া—একজন মাতৃকা। দেবাসুর যুদ্ধে অনেক মাতৃকা দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। অনেকচূড়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রদ্বারা দৈত্যসৈন্যকে আঘাত করিয়াছিলেন। (বামন)।

অনেকজন্মজনন—অষ্টবসুর অন্যতম অনল। অনলের তনয় অনেকজন্মজনন। (মৎ)। অনল দেখ।

অনেকবক্রা—অপর নাম কুব্জা। কুব্জা দেখ।

অনেনা—(১) নরপতি ককুৎস্থের অন্যনাম পরঞ্জয়ের তনয় অনেনা। অনেনার তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বগশ্ব। (বিষ্ণু)। (২) জনক বংশীয় নরপতি ক্ষেমারির তনয় অনেনা। অনেনার তনয় মানরথ, মানরথের তনয় সত্যরথ। (বিষ্ণু)। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরূরবার জ্যেষ্ঠ তনয় আয়ু। তিনি রাহুর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে নহুষ, ক্ষত্র-

বৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা নামে পাঁচ তনয় জন্মে। ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুনহোত্র বা সুহোত্র। (বিষ্ণু)। (৪) আয়ুর পত্নী স্বর্ভানুর তনয়া প্রভার গর্ভে নহুষ, রম্ভ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজি ও অনেনা জন্ম গ্রহণ করেন। অনেনার তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়। (হরি ও ভাগ)। (৫) এই অনেনার তনয় শুদ্ধ, শুদ্ধের তনয় শুচি (ভাগ)। (৬) শ্রাদ্ধদেব মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু (অন্যনাম পটু) ইক্ষ্বাকুর তনয় বিকুক্ষি, বিকুক্ষির তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের তনয় অনেনা অনেনার তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বগন্ধি। (বৃহদ্ধর্ম্ম)। অন্ধ দেখ।

অনেবস—পুরূরবার অন্যতম তনয় আয়ু। তাঁহার স্ত্রী স্বর্ভানবীর গর্ভে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজিঙ্গয় ও অনেনা নামে চারি তনয় জন্মে। (মহাভা)। অনেনা ও আয়ু দেখ।

অনোপম্যা—বাণাসুরের স্ত্রী অনোপম্যা। মহাদেবের পরামর্শে নারদ ঋষি তাঁহাকে উপবাস ব্রতাদি করিতে প্ররোচিত করেন। ইহাতেই তাঁহার মতিভেদ জন্মে এবং সেই পাপে বাণাসুর নিহত হয়। (মৎ)।

অন্তক—(১) একজন রাজর্ষি। একবার অসুরেরা রাজর্ষি অন্তককে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। (ঋগ)। (২) মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি। বসুমিত্রের দশবৎসর রাজত্বের পর তিনি দুইবৎসর রাজত্ব করেন। অন্তকের পর তাঁহার পুত্র পুলিন্দক তিনবৎসর রাজত্ব করেন। (মৎ)। যমের অন্য নাম।

অন্তর—রাজা শশবিন্দুর অন্যতম তনয় পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার তনয় অন্তর। এই অন্তর পুরাকালে যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইনিই ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবী রাজ্য লাভ করেন। তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহার তনয় রাজর্ষি মরুত্ত। (বায়ু)।

অন্তরা—অনেক গুলি লৌকিকী অপ্সরা আছে। অন্তরা তাহাদের অন্যতরা। (বায়ু)।

অন্তরীক্ষ—(১) অন্তরীক্ষ বৈদিক দেবতা স্বর্গীয় পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বশিষ্ঠ ঋষি অন্তরীক্ষকে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রয়োদশ দ্বাপরে রাজর্ষি অন্তরীক্ষ বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। ইক্ষ্বাকু বংশীয় কিন্নরের তনয় অন্তরীক্ষ অন্তরীক্ষের তনয় সুবর্ণ, সুবর্ণের তনয় অমিত্রজিৎ। (বিষ্ণু)। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত তনয় জন্মে। (জয়ন্তী দেখ)। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের

অনুগত ও অম্বরীষ প্রভৃতি নবজন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। অম্বরীষ দিগম্বর ও আত্মবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। অবশিষ্ট একাশিজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ। ৪) রঘুবংশীয় নরপতি পুষ্করের তনয় অম্বরীষ। অম্বরীষের তনয় সুতপা। সুতপার তনয় অমিত্রজিৎ। অমিত্রজিৎ দেখ। (ভাগ। (৫) মুরদৈত্যের অন্যতম তনয় অন্তরীক্ষ। পঞ্চাশির মুর কৃষ্ণ হস্তে নিহত হইলে, নরকাসুরের পরামর্শে অন্তরীক্ষ প্রভৃতি মুরের সপ্ত তনয় কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু অবশেষে সকলেই কৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। (ভাগ। (৬) সূর্য্যবংশীয় নরপতি কিন্নরাশ্বের তনয় অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেন। (মৎ। (৭) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। প্রত্যেক গণে আটটী করিয়া দেবতা ছিলেন। অন্তরীক্ষ, বসু, হব্য, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা, ও অনুমন্তা, এই আটজন আপ্যগণের অন্তর্গত ছিলেন। (বায়ু)। শিব বিহীন দক্ষ যজ্ঞে শ্রদ্ধা, শান্তি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি দেবীগণ ও উপস্থিত ছিলেন। (ব্রহ্ম)।

অন্তর্দ্ধান—(১) নরপতি পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধান ও হবির্দ্ধান। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হইতে মারীচ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। (২) পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধান ও পালি। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানকে প্রসব করেন। (বিষ্ণু)। চাক্ষুষমনু-বংশীয় পৃথুর তনয় শিখণ্ডী, হবির্দ্ধান ও অন্তর্দ্ধান এই তিনজন। (কূর্ম্ম)।

অন্তর্দ্ধামা—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় অঙ্গ। অঙ্গের তনয় অন্তর্দ্ধামা। অন্তর্দ্ধামার তনয় হবির্দ্ধামা। (মহাভা)।

অন্তর্দ্ধি—বৈণাপৃথুর অন্তর্দ্ধি ও পালিত নামে দুই ধর্ম্মজ্ঞ তনয় জন্মগ্রহণ করেন। অন্তর্দ্ধির তনয় হবির্দ্ধান। (হরি)। ব্রহ্মপুরাণ মতে পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধি ও পাতি। অন্তর্দ্ধান দেখ।

অন্ধিক—যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যদু। যদুর তনয় সহস্রজি, ক্রোষ্টু, নীল, অন্ধিক ও লঘু এই পাঁচ জন। (মৎ)। ক্রোষ্টু দেখ।

অম্বিকা—চতুষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা অম্বিকা। (অগ্নি)।

অন্ধ্রা—নরপতি অন্ধ্রা বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহু জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

অন্দিগু—আঙ্গিরা-বংশীয় মহর্ষি অন্দিগু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক শ্লোক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অন্ধক—(১) অসুর বিশেষ। ইহার সহিত শিবের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। (রামা)। (২) জ্যামঘ-বংশীয় নরপতি

সত্বতের সাত তনয়ের অন্যতম (সত্বত ও দিব্য দেখ)। তন্মধ্যে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হিষ নামে চারি তনয় জন্মে। (বিষ্ণু)। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ মহাদেবের আরাধনা করিয়া অন্ধক নামে এক বিখ্যাত তনয় লাভ করেন। এই অন্ধক পার্ব্বতীকে হরণ করিতে যাইয়া মহাদেবের হস্তে বিশেষরূপে নিগৃহিত হন। অবশেষে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া স্বীয়গণ মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া লয়েন (কূর্ম্ম)। (৪) সোম-বংশীয় নরপতি দুর্দ্দমের তনয় অন্ধক। অন্ধকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা এই চারিজন। কৃতবর্ম্মা ও কৃতবীর্য্য দেখ। (কূর্ম্ম)। (৫) যদুবংশীয় নরপতি সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা, ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ নামে পাঁচ তনয় প্রসব করেন। কাশ্যপ দুহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শমীক ও বলগর্ব্বিত নামে চারি তনয় জন্মে। কুকুর দেখ। (কূর্ম্ম)। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহুষের পত্নী পিতৃকন্যা বিরজা হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অন্ধক ও বিযাতি জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সাত্বতের অন্যতম তনয় অন্ধক। অন্ধকের তনয় কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হি। কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় শূর। (লি)। (৮) যদুবংশীয় নরপতি ক্রোষ্টার অন্যতম তনয় যুধাজিৎ, যুধাজিতের তনয় অন্ধক ও বৃষ্ণি। বৃষ্ণির তনয় শ্বফল্ক ও চিত্রক। (হরি)। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি যদুর তনয় মাধব, মাধবের তনয় সত্বত, সত্বতের তনয় ভীম, ভীমের তনয় অন্ধক, অন্ধকের তনয় রেবত। (হরি)। (১০) যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম তনয় অন্ধক। অক্রূর দেখ। (১১) মরুত্ত-বংশীয় নরপতি দেববানের অন্যতম তনয় অমোজা অপুত্রক হইলে, অন্ধক, তাঁহার কৃষ্ণ, সুদংষ্ট্র ও সুদারু নামে তিন তনয় অমোজাকে প্রদান করেন। (হরি)। কশ্যপ পত্নী দিতির অনেক তনয় দেবগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, দিতি পুনরায় কশ্যপকে সন্তুষ্ট করিয়া রুদ্র ব্যতীত অন্য দেবগণের অবধ্য এক তনয় প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কশ্যপ অঙ্গুলি দ্বারা দিতির উদর স্পর্শ করিলে, তিনি সহস্রবাহু, সহস্রশির, দ্বিসহস্রচরণ, দ্বিসহস্রনয়ন যুক্ত তনয় প্রসব করেন। সে অন্ধের ন্যায় চলিত বলিয়া তাহাকে লোকে অন্ধক বলিত। অন্ধক অতিশয় অত্যাচারী হইল। অন্ধক ত্রৈলোক্য বিজয়ের অভিলাষী হইলে ইন্দ্র ভয় পাইয়া

কশ্যপের শরণাপন্ন হইলেন। কশ্যপ ও দিতি অতিকষ্টে তাহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ তাহার অত্যাচারে অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহস্পতির পরামর্শে শিবের বয়স্য নারদ মুনির নিকট সকলে উপস্থিত হইলেন। নারদ সমুদয় অবগত হইয়া অনেক চিন্তার পর মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে একছড়া সন্তান পুষ্পের মালা সংগ্রহ করিলেন। নারদ উক্ত পুষ্পমালা সহ অন্ধকের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্ধক সেই মালা দর্শনে অতিশয় উল্লাসিত হইল এবং নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, এই পুষ্প শিবের অনুচরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত, গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক উদ্যানে জন্মে। সে তখনই পুষ্প আহরণার্থ অসুরগণে পরিবৃত হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বত আক্রমণ করিল। কিন্তু মহাদেবের শূলাঘাতে অচিরকাল মধ্যেই গতায়ু হইল। (হরি)। (১২) যযাতি-বংশীয় দনুর তনয় অন্ধক। অন্ধকের তনয় দুন্দুভি, দুন্দুভির তনয় অবিন্ত, অবিন্তের তনয় পুনর্ব্বসু। অনু দেখ। (ভাগ)। (১৩) পুরাকালে অন্ধক নামে এক মহা দৈত্য ছিল। সে দেবগণকে সুমেরু পর্ব্বত হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের সমভি-ব্যাহারে মহাদেবের আশ্রয় প্রার্থী হই-লেন। ইতিমধ্যে সেই দৈত্য মহাদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহাদেব অন্ধককে শূলে বিদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার রক্ত-বিন্দু ভূতলে পতিত হইয়া অসংখ্য অসুরের সৃষ্টি করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাদেব তাঁহার মুখ হইতে যোগীশ্বরী নাম্নী মাতৃকার সৃষ্টি করি-লেন। তদ্রূপ মহেশ্বর হইতে মাহেশ্বরী, বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবী, কুমার হইতে কৌমারী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণী, ইন্দ্র হইতে ঐন্দ্রী, যম হইতে যমদণ্ডধারিণী, বরাহ হইতে বারাহী মাতৃকা সকল উৎপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধক নিহত হইল। (বরাহ)। (১৪) যদু-বংশীয় জন্তুর তনয় সাত্বত সাত্বত, হইতে ভজমান, বৃষ্ণি, অন্ধক ও দেবাবৃধ এই চারিজন জন্মে। (অগ্নি)। অন্ধকাসুরের তনয় বক ও আড়ি। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (১৫) ক্রোষ্টুর অন্যতমা পত্নী মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, অন্ধক, দেবমীঢ়ুষ ও বৃষ্ণি নামে চারি তনয় জন্মে। (ব্রহ্ম)।

অন্ধকক—ক্রোষ্টুর অন্যতম তনয় অন্ধক,

অন্ধকের তনয় অন্ধকক্ষ। অন্ধক ও ক্রোষ্টা দেখ। (ব্রহ্ম)।

অন্ধকারক—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় দ্যুতিমান, ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি কুশল, মন্দগ, (মন্দগ-লি) উষ্ণ, পীবর অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামক স্বীয় সপ্ত তনয়কে তৎ তৎ নামায় বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। (বিষ্ণু)। অর্থকারক দেখ।

অন্ধ্র—ককুৎস্থের তনয় অনেনা, অনেনা হইতে পৃথু, পৃথু হইতে বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে অন্ধ্র, অন্ধ্র হইতে যুবনাশ্ব জন্মে। (বায়ু)। অনেনা দেখ।

অন্ধ্রক—একজন রাজা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

অয়চক্র—দক্ষকন্যা দনু মহর্ষি কশ্যপ হইতে বিপ্রচিত্তি, অয়চক্র, প্রভৃতি চল্লিশটী মহাবল তনয় লাভ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কশ্যপ ও দনু দেখ।

অন্নাদ—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পীসাতুত ভগিনী অবন্তীরাজ জয়সেনের স্ত্রী রাজাধিদেবীর গর্ভজাত কন্যা মিত্রবিন্দাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের অন্নাদ, বহ্নি, ক্ষুধি প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। (ভাগ)। জয়সেন ও অনিল দেখ।

অন্বগভানু—মনস্যু সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পত্নী সৌবিরী ও তনয় অন্বগভানু। (মহাভা)।

অন্বিতা—অন্বিতা অপ্সরা হাহা নামক গন্ধর্বের স্ত্রী ছিলেন। (বায়ু)। অনবদ্যা দেখ।

অন্বাশ—একজন রুদ্রের নাম। (অগ্নি)।

অপ্য—(১) বারিষ্ঠার গর্ভজাত অষ্ট গন্ধর্বের অন্যতম। ভাসী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। (বায়ু)। (২) কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন, ভাবন, অপ্য, অপ্যায়ত, ক্রতু, শ্রবা, মূর্দ্ধা, ব্যশ্রু, ব্যজয়, প্রসব, অজ ও অধিপতি নামে ভার্গববংশীয় দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অপ্সুগোচরা—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী বহু মাতৃগণের মধ্যে অপ্সুগোচরা অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

অপ্যাদৃক্—উনপঞ্চাশ সংখ্যক মরুদ্গণের অন্যতম। (বায়ু)। মরুৎ দেখ।

অপ্যাদৃক্ষ—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম। (বায়ু)। মরুৎ দেখ।

অপ্যায়ত—অপ্য দেখ।

অপ—(১) বরুণদেবের অন্যতম নাম। (ঋগ)। (২) অপ্রভার্য্যা, অমুস্থা, সত্যনেত্র, ভব্য, মৃতি, অপ ও সোম নামে পাঁচ তনয় এবং প্রীতি নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (লি)। (৩) সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে ক্রমে তাত, প্রহেতি, পৌরুষের বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অপ, বাত, বিদ্যুৎ,

দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত নামে দ্বাদশজন রাক্ষস গমন করিয়া থাকে। (কূর্ম)।

অপচিতি—মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামে এক তনয় এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (কূর্ম)। মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পূর্ণমাস ও মারীচ নামে দুই তনয় এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (লি)। মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামক তনয় এবং তুষ্টি, পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (ব্রহ্মা)।

অপতত্ত্ব—হিরণ্যনাভের কৃতি শিষ্য নৃপাত্মজ চতুর্বিংশতি খানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চব্বিশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। সেজন্য তাঁহারা সামগ আখ্যা প্রাপ্ত হন। অপতত্ত্ব সেই চব্বিশজনের মধ্যে একজন। (ব্রহ্মা)। হিরণ্যনাভ ও নৃপাত্মজ দেখ।

অপদেবা—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী অপদেবা, বিজয়, দেবল ও রোচমান নামে তিন তনয় প্রসব করেন। (মৎ)।

অপর—অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণিমনুর সময়ে গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, পরাশর তনয় ব্যাসদেব, অপর ও ঋষ্যশৃঙ্গ ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। পিতৃগণের নাম অপর। (বৃহদ্ধ)। অশ্বত্থামা ও সপ্তর্ষি দেখ।

অপরসেক—দক্ষিণ দেশের একজন রাজা। সহদেব দিগ্বিজয় কালে, তাঁহাকে পরাস্ত করেন। (মহাভা)।

অপরাজিত—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। (বিষ্ণু)। একাদশ রুদ্র দেখ। (২) কুরুর তনয় অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। অবিক্ষিৎ-দেখ। জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র। এই ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতিপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে দ্বাদশ তনয় ছিল। (মহাভা)। (৩) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহারা অষ্টবসু বলিয়া বিখ্যাত। অগ্নি ও অনল দেখ। প্রজাপতি মনুর অধিকার কালে তাঁহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। (মহাভা)। (৪) মদ্ররাজ কন্যা লক্ষ্মণার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ভুজ ও অপরাজিত নামে দশ তনয় জন্মে। (ভাগ)। গাত্রবতী দেখ। (৫) কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে যে সমুদয় নাগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। কদ্রু দেখ। (৬) ধৃতরাষ্ট্রের

শত পুত্রের অন্যতম অপরাজিত। (মহাভা)। কপালী দেখ।

অপরাজিতা—(১) মহিষাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নেত্র সমুদ্ভূতা এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, প্রভৃতি তাঁহার সহচরী ছিলেন। (বরা)। (২) জয়া, বিজয়া, অপরাজিতা ও জয়ন্তী, ইহারা গৌতমের ঔরসে ও অহল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং শঙ্কর পত্নী সতীর সহচরী ছিলেন। (বাম)। (৩) মহাশনি নামক দৈত্যের পত্নী অপরাজিতা। (ব্রহ্ম)। অশ্বত্থা দেখ।

অপরাশিবা—মহেশানের স্ত্রী অপরাশিবা এবং তনয় মনোজ্ঞব। (বিষ্ণু)।

অপরূপ—তিনি একজন মন্ত্র বাদী ঋষি। (ব্রহ্মা)।

অপর্ণা—(১) হিমালয়ের পত্নী মেনকা হইতে অপর্ণা, একপর্ণা ও এক পাটলা, নাম্নী তিন কন্যা ও মৈনাক নামে এক তনয় জন্মে। সেই তিন কন্যা অতি দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে অপর্ণা নিরাহারে তপস্যা করিতে থাকিলে, মাতা মেনকা মাতৃস্নেহবশতঃ দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে 'উমা' (অর্থাৎ-হে পার্ব্বতী তপস্যা করিও না) এই বাক্যে নিষেধ করেন। তদবধি অপর্ণা উমা নামে খ্যাত হন। শিবের ভার্য্যা উমা ব্রহ্মবাদিনী ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। (হরি)। একপর্ণা দেখ। হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে প্রথমে পার্ব্বতী তৎপরে অপর্ণা, একপর্ণা ও এক পাটলা জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। হিমালয়ের ভার্য্যা মেনকা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই তনয় এবং উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা নামে তিন কন্যা জন্মে। হিমালয় উমা মহাদেবকে, একপর্ণা সিতকে ও অপর্ণা জৈগীষব্যকে সম্প্রদান করেন। (মৎ)। (২) চতুষষ্টি যোগিণীর অন্যতমা অপর্ণা। (কালিকা)। (৩) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে অর্দ্ধনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি হয়। পরে ব্রহ্মার আদেশে আত্মদেহ বিভক্ত করিয়া নর অংশ হইতে একাদশ রুদ্র এবং নারী অংশ হইতে স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, অপর্ণা উমা, একপর্ণা প্রভৃতি উৎপাদন করেন। (ব্রহ্মা)। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অপর্ণি—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অপসব্য—গার্হপত্য অগ্নি হইতে শংস্য ও শুক্র জন্মে। শংস্যের তনয় সব্য ও অপসব্য। (ব্রহ্মা) অগ্নি দেখ।

অপস্যতি—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। এই উত্তানপাদের পত্নী ও ধর্ম্মনন্দিনী সুনৃতা হইতে অপস্যতি, অপস্যন্ত, কীর্ত্তিমন্ত ও ধ্রুব নামে চারি তনয় জন্মে। (মৎ)। কীর্ত্তিমন্ত দেখ।

অপস্যন্ত—অপস্যতি দেখ।

অপাংনপাৎ—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি তাঁহাকে অন্নপ্রদানের জন্য স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য তাঁহাকে জলের নাতি, অগ্নি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জল হইতে শস্য বৃক্ষাদি জন্মে। এবং বৃক্ষাদি হইতে অগ্নি জন্মে। সেইজন্য অগ্নি জলের নাতি। (ঋগ)।

অপায়ের—অঙ্গিরাবংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অপাণ্ডু—অঙ্গিরাবংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অপাদী—ষষ্টিসংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। (অগ্নি)।

অপান—(১) অপান, প্রাণ, শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মারুত ও জীব এই অষ্ট মারুত। (পদ্ম উত্ত)। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাঁহারা তুষিত দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। অপান তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)। তুষিত, অজিত ও বৈবস্বত মনু দেখ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে, যাঁহারা অজিত দেবগণরূপে জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (বায়ু)। অজিতা দেখ।

অপামূর্ত্তি—দশম মনু ব্রহ্ম সাবর্ণির সময়ে হবিষ্মান, সুকৃতি, সত্য, অপামূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু এই সাতজন সপ্তর্ষি হইবেন। (বিষ্ণু)। সপ্তর্ষি দেখ।

অপান্তরতম—ব্রহ্মার গলদেশ হইতে অপান্তরতম নামক ঋষির উদ্ভব হয়। (ব্রহ্ম-বৈ)। গৌতমের তনয় মেধাবী, অপান্তরতম ঋষির শাপে পর্ব্বতে পরিণত হন। (গর্গ)। হরিণ দ্বীপে অপান্তরতম ঋষি তপস্যা করিতেন। (গর্গ)।

অপান্তরতমা—অপান্তরতমা নামে দেব নামক দানবের এক তনয় ছিল। তিনি বেদের একজন ব্যাখ্যাতা ও ঋষি। (হরি)। একদা নারায়ণ "ভো" শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহা হইতে এই অপান্তরতমা ঋষির জন্ম হয়। নারায়ণের আদেশে তিনি বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি বেদের প্রনেতা বলিয়া ও বিখ্যাত। (মহাভা)।

অপালা—মহর্ষি অত্রির কন্যা অপালা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা অত্রিরও মস্তক কেশশূন্য ছিল। ইন্দ্র অপালা প্রদত্ত সোম পান করিয়া অতিশয় প্রীত হন এবং তাঁহাদিগকে রোগ মুক্ত করেন। (ঋগ)।

অপিশান্ত—অষ্টবসুর অন্যতম আপ। আপের তনয় শান্ত, বৈতণ্ড, অপিশান্ত ও বক্র এই চারিজন যজ্ঞরক্ষাধিকারী নামে পরিচিত। (পদ্ম-স্ব)। আপ দেখ।

অপোজ্য—শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ, উশনা, উতথ্য, বামদেব, ঔশিজ, অপোজ্য, কর্দ্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর ইহারা জ্ঞান লাভ করিয়া

ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মা)।

অপোদক—এক জাতিয় নাগ। তাঁহাদের ভয় দূরীকরনার্থ অথর্ব বেদে মন্ত্র রচিত হইয়াছে। (অথ)।

অগ্নবন—মহর্ষি অগ্নবন ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অপ্‌্বা—সায়নাচার্য্যের মতে অপ্‌্বা পাপের দেবতা। কিন্তু নিরুক্তের মতে অপ্‌্বা অর্থ ব্যাধি বা ভয়। (ঋগ)।

অপ্রতিম—অজ, পরশু, দিব্যোষধি, নয়, বেদানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঊর্জ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র সুবল, ও শুচি এই ত্রয়োদশজন মহাত্মা উত্তম মনুর তনয়। এবং এই সকল উত্তম মনুর তনয় হইতেই মনু বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। (বায়ু)। উত্তম দেখ।

অপ্রতিমৌজা—দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ে হবিষ্মাণ, সুকৃতি, সত্য, অপামূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)।

অপ্রতিরথ—(১) যযাতি-বংশীয় রন্তিনারের তনয় সুমতি, ধ্রুব, অপ্রতিরথ, এই তিন জন অপ্রতিরথের তনয় কন্ব, কন্বের তনয় মেধাতিথি। (ভাগ)। (২) রন্তিনারের স্ত্রী সরস্বতী, ত্রস্নু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন তনয় এবং গৌরী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। অপ্রতিরথের তনয় ধুর্য্য, ধুর্য্যের তনয় কণ্ঠ। (বায়ু)। (৩) মহর্ষি অপ্রতিরথ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র ও অপ্‌্বা সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অপ্রতীপ—মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় নরপতি অপ্রতীপ, শ্রুতশ্রবার পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নবমিত্র রাজা হন। (মৎ)।

অপ্রমাদ—ধর্ম্ম হইতে তাঁহার বুদ্ধি নাম্নী পত্নীতে অপ্রমাদ ও বোধ জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। কূর্ম্মপুরাণ মতে অপ্রমোদ।

অপ্সরা—অপের জলের, সার স্বরূপ রস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের এই নাম। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে ইহারা সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়েন। ইঁহাদের সংখ্যা ষাট কোটী। ইঁহাদিগকে কেহই গ্রহণ করে নাই বলিয়া ইহারা সাধারণ স্ত্রী বাচ্যা। (রাম)। কশ্যপের স্ত্রী মুনি অপ্সরাগণকে প্রসব করেন। (বিষ্ণু)। কশ্যপের পত্নী কপিলা হইতে অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপের পত্নী স্বসা হইতে অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। কশ্যপ দেখ।

অপসুজাতা—দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকের দেবতাদের সেনাপতি পদে বৃত হইলে, কল্যাণদায়িনী অনেক মাতৃকা তাঁহার সাহয্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। অপসুজাতা তাঁহাদের অন্ততমা। (মহাভা)।

অপসুহোম্য—বেদ বেদাঙ্গ পারগ একজন মহর্ষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

অবাঙ্ক—জনুধও. শান্তি, নব, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবাঙ্ক, পৃষ্টলোচ, দৃঢ়োষ্মত, ঋত ও ঋতবন্ধু ইহারা তামসমনুর তনয়। (ব্রহ্মা)।

অবগাহ—বসুদেবের অন্ততমা পত্নী বৃকদেবা হইতে অবগাহ ও নন্দক নামে দুই তনয় জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী সুদেবা, অবগাহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ব ও স্তম্বন নামে সাত তনয় এবং চিত্রা ও চিত্রাবতী নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন। (হরি)।

অবৎসার—মহর্ষি কশ্যপের অপত্য অবৎসার ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অবদ—ঋগ্বেদের সময়ের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। (ঋগ)।

অবন—অদ্ভুত দেখ।

অবনীবান্—বীরবান, অবনীবান্, সুমন্ত্র, ধৃতিমান্, বসু, বরিষ্ণু, আর্য্য, বিষ্ণু, সুমতি ও রাজা এই দশজন সাবর্ণি মনুর তনয়। (শিব-ধর্ম্ম)। কিন্তু হরিবংশ মতে সুমন্ত্র স্থলে সম্মত, বরিষ্ণু স্থলে চরিষ্ণু, বিষ্ণু স্থলে ধৃষ্ণু ও রাজা স্থলে বাজ নাম দৃষ্ট হয়।

অবন্তি—কার্ত্তবীর্য্যের শত তনয়ের মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, ক্রোষ্টু, জয়ধ্বজ, বৈকর্ত্ত ও অবন্তি এই কয়জন মহারথ ছিলেন। তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তনয় তালজঙ্ঘ। (মৎ)। কার্ত্তবীর্য্য দেখ।

অবন্ধ্য—অথর্ব্বের অন্ততমা পত্নী স্বরাটের গর্ভে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য নামক পাঁচ তনয় জন্মে। (বায়ু)। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা (১৭) দেখ।

অবভৃথ—যে অগ্নি জলে সম্যক হূয়মান হয় তাহাকে অবভৃথ অগ্নি বলে। অবভৃথ অগ্নির তনয়ের নাম হৃচ্ছয় অগ্নি। এই হৃচ্ছয় অগ্নিই প্রাণীদিগের জঠরে বাস করেন। (বায়ু)।

অবরীবান্—বরীবান, অবরীবান্, সম্মত ধৃতিমান্ বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, বাজ ও সুমতি নামে সাবর্ণমনুর দশ তনয় ছিল। (হরি)। অবনীবান্ দেখ।

অবরীয়ান্—পুলহ হইতে তাঁহার পত্নী ক্ষমার গর্ভে অবরীয়ান্, কর্দ্দম ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। কর্দ্দম দেখ।

অবলা—(১) অত্রির অন্ততমা পত্নী। (লি)। অত্রি দেখ। (২) মহর্ষি অত্রির অবলা নাম্নী এক ব্রহ্মবাদিনী কন্যাও ছিলেন। (বায়ু)।

অবশ—অবশ, তত্ত্বদর্শী, বীতিমান্, হব্যপ, কোপি, মুক্ত, নিরুৎসুক, সত্ব, নির্মোহ ও প্রকাশক, এই দশজন রৈবত মনুর তনয়। (পদ্ম-সৃষ্টি)। তত্ত্বদর্শী দেখ।

অবস্যু—অত্রির অপত্য মহর্ষি অবস্যু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অবাচীন—নরপতি সার্ব্বভৌমের পত্নী সুনন্দার গর্ভে জয়ৎসেন জন্মগ্রহণ করেন। জয়ৎসেন হইতে বিদর্ভ রাজ দুহিতা সুশ্রবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। বিদর্ভ দেশীয়া মর্য্যাদা নাম্মী কন্যার গর্ভে অবাচীনের পুত্র অরিহ জন্ম গ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অবালা—একবার অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ হয়। মহাদেব অন্ধককে আঘাত করিলে, তাহার শরীর হইতে পতিত প্রতি রক্তবিন্দু হইতে অসুরের উৎপত্তি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাদেব তাহার রক্ত পান করিবার জন্য মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, অবালা, অবিকারা প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তাঁহারা অন্ধকের রক্ত পান করিলে অন্ধক নিহত হয় (মৎ)। অন্ধক দেখ।

অবাহ—যদু বংশীয় শ্বফল্কের স্ত্রী গান্দিনী হইতে অক্রূর, উপমদ্গু, মৃদর, বিশারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, দৃষ্টশর্ম্মা, গন্ধমোজ, প্রতিবাহ ও অবাহ নামে চতুর্দ্দশ পুত্র ও সুতারা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (বিষ্ণু)। অক্রূর ও উপমদ্গু দেখ।

অবিকম্পী—মহারাজ অবিকম্পী জ্যেষ্ঠ নামক একজন সামবেদ পারদর্শী ঋষির নিকট সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। (মহাভা)। জ্যেষ্ঠ দেখ।

অবিকারা—অবালা দেখ।

অবিক্ষি—অতিবিভূতি দেখ।

অবিক্ষিৎ—(১) রাজা কুরুর, অবিক্ষিৎ, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জন্মেজয় নামে পাঁচ তনয় জন্মে। অবিক্ষিতের পরীক্ষিৎ, সবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলী, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি নামে আট তনয় জন্মে। (মহাভা)। (২) মনু বংশীয় নরপতি করন্ধমের তনয় অবিক্ষিৎ। এই অবিক্ষিতের তনয় মরুত্ত, রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। (ভাগ)। বিষ্ণুপুরাণ মতে মরুত্তের অপর নাম আবক্ষী। ব্রহ্মপুরাণ মতে মরুত্তের অপর নাম অবিক্ষিৎ। ঐ পুরাণে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, যদুবংশীয় ক্রোষ্টুর তনয় অন্ধক, অন্ধকের তনয় অবিক্ষিৎ।

অবিজ্ঞাত—অষ্টবসুর অন্যতম অনলের তনয় অবিজ্ঞাত। (অগ্নি)। অনল দেখ।

অবিজ্ঞাতগতি—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনিল। অনিলের পত্নী শিবা হইতে পুরোজব ও অবিজ্ঞাত গতি নামে দুই তনয় জন্মে। (শিব-ধর্ম্ম)। শিবা হইতে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি জন্মে।

(সৌর)। মৎস্য পুরাণ মতে অনলের তনয় অবিজ্ঞাতগতি। ব্রহ্মার তনয় মনু হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে অনিল জন্মে। অনিলের স্ত্রী শিবা, অবিজ্ঞাতগতিকে প্রসব করেন। (মহাভা)। অষ্টবসু ও অনল দেখ।

অবিদ্ধ—(১) যযাতি-বংশীয় দুন্দুভির তনয় অবিদ্ধ, অবিদ্ধের তনয় পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর তনয় আহুক ও কন্যা আহুকী। (ভাগ)। আহুক দেখ। (২) আহুক নামে একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)।

অবিন্ধ্যা— দুর্গার অন্যনাম। (বৃহন্না)।

অবিন্ধ্য—লঙ্কার একজন মেধাবী, বিদ্বান্ ও বীর রাক্ষস। তিনি রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাম হস্তে সমুদয় রাক্ষসকুল সমূলে ধ্বংশ হইবে। (রামা)।

অবিবিংশ—মনুবংশীয় নরপতি ক্ষুপের তনয় অবিবিংশ। অবিবিংশের তনয় বিবিংশ, বিবিংশের তনয় খনিনেত্র। (বিষ্ণু)। খনিনেত্র দেখ।

অবিভানু—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অবিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু নামে দশপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। অতিভানু দেখ।

অবিমুক্তেশ্বর—কাশিস্থিত একটী শিবলিঙ্গের নাম (সৌর)।

অবিরূপ—কাশিরাজ সুমনার সুমতি, অবিরূপ ও সত্য নামে তিনপুত্র জন্মে। (কালিকা)।

অবিরোধ— রামের একজন সখা। (যোগ-বা)

অবিরোধন—মনুবংশীয় রাজর্ষি গয়ের ঔরসে ও তদীয় পত্নী গায়ন্তীর গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

অবিক্ষিত—অবীক্ষি দেখ

অবীক্ষিত—রাজা করন্ধমের পত্নী বীরা অবীক্ষিত নামে এক তনয় প্রসব করেন। মহাবীর অবীক্ষিত বিশাল রাজের কন্যা ভামিনীহইতে মরুত্ত নামে পুত্র লাভ করেন। (মার্ক)।

অজ—জল হইতে জন্ম বলিয়া ধন্বন্তরীর অন্যনাম হয় অজ। (হরি)।

অব্যক্ত—ধৃতিমান্, অব্যয়, অব্যক্ত, সত্যদর্শী, নিরুৎসব, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দ্মোহ, সত্যবান্ ও কৃতি এই দশজন রৈবত মনুর তনয়। (শিব-ধর্ম্ম)। রৈবতমনু দেখ।

অব্যগ্র—মহর্ষি অব্যগ্র ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। (বায়ু)।

অব্যয়—(১) অব্যক্ত দেখ। (২) মহর্ষি অব্যয় ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। (বায়ু)। (৩) ভুবন, ভৌবন,

সুজনা, সুজন, ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয় ও দক্ষ এই দ্বাদশজন যাজ্ঞিক ভৃগুর পত্নী ও পুলোমার কন্যা দিব্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। ভৃগু দেখ। হরিবংশ মতে ধৃতিমান্, অব্যয় যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি, এই দশজন রৈবত মনুর তনয়। তত্ত্বদর্শী দেখ।

অব্যয়া— জনৈক ব্রাহ্মণপত্নী। স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি মহর্ষি নারদের পরামর্শে অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। (পদ্ম)।

অভঙ্গ— সত্রাজিতের পুত্র ভঙ্গকার, শিনিবাল, অভঙ্গ, যশমান, প্রভৃতি এবং কন্যা সত্যভামা। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রধানা স্ত্রী ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অভদ্রা— অত্রি দেখ।

অভয়— ১ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দয়ার গর্ভে ধর্ম্মের অভয় নামে পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ২ মনুবংশীয় নরপতি ইধ্মজিহ্বের সপ্ত পুত্রের অন্যতম অভয়। ক্ষীর নামীয় প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত অভয় বর্ষে তিনি রাজা ছিলেন। (ভাগ)। ৩ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। (৪)মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম অভয়। (মহাভা)।

অভয়া— পার্ব্বতী পুষ্পতীর্থে অভয়া নামে বিখ্যাতা (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অভয়দ—পুরুবংশীয় মনস্যুর পুত্র অভয়দ, অভয়দের তনয় সুদ্যুম্ন, সুদ্যুম্নের পুত্র বহুগব। বহুগবের তনয় সম্পাতি। (বিষ্ণু)। হরিবংশ মতে অভয়দের পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র সুবাহু। অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি। (কল্কি)। উরুক্ষয় দেখ।

অভাব— স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উন্নেতার তনয় অভাব, অভাবের পুত্র উদ্গাতা। (বায়ু)।

অভিজিৎ— (১) যদুবংশীয় রেবতের পুত্র বিদ্বান্, বিদ্বানের পুত্র অভিজিৎ, পুনর্ব্বসু অভিজিতের পুত্র। (বায়ু)। (২) যদুবংশীয় তিত্তিরের পুত্র নরি, নরির পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু অন্ধ ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৩) অন্ধকবংশীয় নরপতি ভবের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় পুনর্ব্বসু। (বিষ্ণু)। (৪) যদুবংশীয় আনক দুন্দুভির পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু, (কূর্ম্ম)। আনকদুন্দুভি দেখ। (৫) চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নরপতি নলের পুত্র অভিজিৎ। অভিজিতের তনয় বসু। (লিঃ)। (৬) অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি অভিজিত একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)। ৭ যদুবংশীয় তিত্তিরির পুত্র পুনর্ব্বসু পুনর্ব্বসুর তনয় অভিজিৎ, অভিজিতের

যমজ পুত্র আহুক ও গ্রাহুক। (ব্রহ্ম)।

অভিজ্ঞাত—মনুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাহুর সপ্ত পুত্রের অন্যতম অভিজ্ঞাত। তিনি শাল্মলী দ্বীপের অন্তর্গত স্বনামীয় অভিজ্ঞাত বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (ভাগ)।

অভিতপা—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অভিপ্রতারী—কক্ষসেনের পুত্র মহর্ষি অভিপ্রতারী একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)। কক্ষসেন দেখ।

অভিমতী—অষ্টবসুর অষ্টম দ্রোণ। দ্রোণের পত্নী অভিমতী হইতে হর্ষ, শোক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অভিমন্যু—(১) অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যু মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু স্বীয় পিতার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভারতযুদ্ধ কালে অভিমন্যু অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দেন। যুধিষ্ঠিরের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্য নির্ম্মিত ব্যূহে প্রবেশ করেন। পাণ্ডব পক্ষীয় যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি বীরেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। জয়দ্রথ তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিলেন। অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে কৌরব পক্ষীয় অনেককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সপ্তরথী অন্যায় যুদ্ধে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বধ করেন। সেই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে উত্তরা পরীক্ষিৎকে প্রসব করেন। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। (মহাভা)। (২) অভিমন্যু স্বায়ম্ভুব মনুর মানস পুত্র অভ্যুদ্ধেতু অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশজন মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। অভিমন্যু তাঁহাদের অন্যতম। (ব্রহ্ম)।

অভিমন্যুক—চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড়্বলা হইতে অভিমন্যুক প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। (কূর্ম)। অগ্নিপুরাণ ও হরিবংশ মতে অভিমন্যু। চাক্ষুষমনু দেখ।

অভিমান—একজন চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। চাক্ষুষমনু দেখ।

অভিমানী—ভৌত্য মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। ভৌত্য মনু দেখ। (হরি)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নী স্বাহাদেবীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। (মৎ)।

অভিমিত্র—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম। (বায়ু)। মরুৎ দেখ।

অভিষ্টুৎ—নরপতি অভিষ্টুৎ বশিষ্টের পরামর্শে সবিতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া ভূমি লাভ করেন। (ব্রহ্ম)।

অভিষ্ণাত—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র হিরণ্যাক্ষ হইতে যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, অভিষ্ণাত প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অঘমর্ষণ দেখ।

অভীবর্ত্ত—মহর্ষি অভীবর্ত্ত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি রাজা সম্বন্ধে কতিপয় ঋগ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অভীযু—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম। (বায়ু)।

অভীরু—একজন বিখ্যাত রাজর্ষি ছিলেন। (মহাভা)।

অভূতরজ—রৈবত মন্বন্তরে অভূতরজ নামক দেবগণ ও রৈভ্য পরিপ্লব নামক দেবতাসকল ছিলেন। (হরি)।

অভূমি—সাত্বত-বংশীয় অক্রূরের অন্যতম তনয়। অশ্বিনী ও অক্রূর দেখ।

অভ্যবর্ত্তী—মহর্ষি চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তী। ইন্দ্র তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া, বরাশখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বরশিখের তনয় বৃষবানের বংশধরদিগকেও বধ করিয়াছিলেন।

অভ্রমূ—(১) ঐরাবত হস্তীর পত্নী অভ্রমূ হইতে অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম নামে চারি দিগ্গজ তনয় জন্মগ্রহণ করে। (বায়ু)। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থন হইতে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় অভ্রমূ নাম্নী কতিপয় হস্তিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। (ভাগ)।

অমর—দক্ষের কন্যা এবং ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী মরুত্বতী হইতে অমর প্রভৃতি মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। মরুৎ ও চক্ষু দেখ।

অমরাবতী—ভগবতী গৌরীর অন্যতমা সহচরী। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অমরেশ—মহাদেবের অন্যতম গণ। (অগ্নি)।

অমর্ক—শুক্রাচার্য্যের গো নাম্নী পত্নী হইতে ষণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা ও বরুত্রী নামে চারি তনয় জন্মে। ইহারা প্রভাবে আদিত্যকল্প ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী ছিলেন। (বায়ু)। গো দেখ। ষণ্ড ও অমর্ক শুক্রাচার্য্যের তনয়। ষণ্ডামার্ক দুই ভাই হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক ছিলেন। (ভাগ)।

অমর্ষ—রামের বংশে সুগন্ধী জন্মে। সুগন্ধীর তনয় অমর্ষ, অমর্ষের তনয় মহাস্বান্, মহাস্বানের তনয় বিশ্রুতবান। (বিষ্ণু)।

অমর্ষণ—মনু বংশীয় নরপতি সন্ধির পুত্র অমর্ষণ, অমর্ষণের তনয় মহাস্বান্, মহাস্বানের পুত্র বিশ্ববাহু। (ভাগ)।

অমলা—ক্রোধের অন্যতমা কন্যা সুরভি, সুরভির কন্যা রোহিনী, রোহিনীর কন্যা—অমলা, বিমলা, গো-সমুদয়। অমলা হইতে পিণ্ডফল, সপ্তবৃক্ষ ও শুকা নাম্নী কন্যা সমুৎপন্ন হন। (মহাভা)।

অমহীয়ু—অঙ্গিরা গোত্রীয় মহর্ষি অমহীয়ু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তব করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অমাবসু—চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অমাবসুর তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন। অমায়ু দেখ। (বিষ্ণু)। নরপতি বলকাশ্বের পুত্র কুশ, কুশের তনয় কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয় ও অমাবসু এই চারি জন। (বিষ্ণু)। কুশ দেখ। পুরূরবা, ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থ গন্ধর্ব্ব দেশ হইতে আনয়ন করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাহার আয়ু, ধীমান, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। (মৎস্য)। পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নজিৎ (হরি)। প্রয়াগে (অন্য নাম প্রতিষ্ঠানপুরী) পুরূরবা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার উর্ব্বশী গর্ভজাত, আয়ু, ধীমান, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শতায়ু ও গতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। (বায়ু)। অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণের অন্যতম অমাবসু, অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণের অচ্ছোদা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি অমাবসুকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কিন্তু অমাবসু তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন হইতে তিনি পিতৃগণের প্রীতিকরী সর্ব্বস্বর অক্ষয় ফল জননী অমাবস্যা নামে লোকে বিখ্যাত হইলেন। পদ্ম-সৃষ্টি। অচ্ছোদা দেখ।

অমায়ু—পুরূরবা উর্ব্বশী গর্ভজাত, আয়ু, মায়ু, অমায়ু, শতায়ু, বিশ্বায়ু ও শ্রুতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। (কূর্ম্ম)। পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত আয়ু, মায়ু, অমায়ু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, শতায়ু ও দিব্য নামে গন্ধর্ব্বলোক বিখ্যাত শিবভক্ত মহাতেজা সাত পুত্র ছিল। (লিং)। অমাবসু দেখ।

অমাহঠ—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম হয়। জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে তিনি বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

অমিত—রৈবত মনুর সময়ে অমিত, ভূতি, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি গণদেবতা ছিলেন। (কূর্ম্ম)। সোম বংশীয় নরপতি জয়ের তনয় অমিত। (লিং)। রৈবত মনু দেখ।

অমিতধ্বজ—একজন মহাবল পরাক্রান্ত দানব। (মহাভা)।

অমিতাভ—রৈবত মনু দেখ।

অমিতাশনা—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকের দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কল্যাণ-দায়িনী অনেক মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। অমিতাশনা তাঁহাদের অন্ততমা। (মহাভা)।

অমিততেজা—সূর্য্যের অপর নাম।

অমিতৌজা— বিদর্ভদেশের অধিপতি অমিতৌজাকে পরাস্ত করিয়া নরপতি সত্যব্রত তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করেন। এই কারণে সত্যব্রত স্বীয় পিতা ত্রয্যারুণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। (লি)।

অমিত্রজিৎ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুবর্ণের পুত্র অমিত্রজিৎ। বৃহদ্রাজ অমিত্রজিতের তনয়। বৃহদ্রাজের তনয় ধর্ম্মী। (বিষ্ণু)। রঘুবংশীয় নরপতি সুতপার তনয় অমিত্রজিৎ, অমিত্রজিতের তনয় বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজের তনয় বর্হি। (ভাগ)। সূর্য্য-বংশীয় নাভির তনয় ঋষভ, ঋষভ হইতে ভরত, ভরত হইতে সুমতি জন্মে। সুমতির তনয় তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ। (ভাগ)। অম্বরাক্ষ ও ঋষভ দেখ।

অমূর্ত্তরজ—সজ্জন প্রতিপালক রাজা কুশের মহিষী বৈদর্ভির গর্ভজ তপুত্র চতুষ্টয়ের অন্ততম। তিনি ধর্ম্মারণ্য নামক একটী নগরী স্থাপন করেন। (রামা)

অমূর্ত্তরয়—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের পুত্র কুশাশ্ব, অমূর্ত্তরয়, কুশনাভ ও অমাবসু এই চারিজন। (বিষ্ণু)। (২) যযাতি-বংশীয় রন্তিনারের পত্নী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয় ও ত্রিবন নামে দুই তনয় ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। এই গৌরী মান্ধাতার জননী। (মৎ)।

অমূর্ত্তরয়া—প্রাচীন কালের একজন রাজা। তাঁহার তনয় বিখ্যাত বহু যাগশীল গয়। (মহাভা)।

অমৃত—(১) অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি, মিত্র, অমৃত প্রভৃতিকে ধর্ম্মের পত্নী মরুত্বতী প্রসব করেন। মরুৎ ও চক্ষু দেখ। (হরি)। (২) মনু বংশীয় নরপতি ইধ্মজিহ্বের অন্যতম তনয় অমৃত প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত স্বীয় নামীয় অমৃতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। (ভাগ)। (৩) অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা, প্রভৃতিকে দক্ষের কন্যা কপিলা, প্রসব করেন। দক্ষ দেখ। (কালিকা)। (৪) মহর্ষি অমৃত ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। (বায়ু)। (৫) অঙ্গিরসের তনয় অঙ্গিরা, বেধস, ভারদ্বাজ, বাস্কলি, অমৃত, গার্গ, শেনী, সংস্কৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আহার্য্য, অজমীঢ়, ঋষভ, বলি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব, মুদ্গল, যুবনাশ্ব, পৌরকুৎস, ত্রসদস্যু, সদস্যুমান্, উতথ্য, ভরদ্বাজ, বাজশ্রবা, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতপা, কক্ষীবান্, আযাপ্য,

সুবিত্ত, বামদেব ও ঔশিজ ইহারা মন্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতের উৎপত্তি হয়। অমৃত লইয়া দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিষ্ণু এক মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অমৃত হরণপূর্ব্বক দেবতাদিগকে প্রদান করেন। (রামা)।

অমৃতকাঞ্চী—যদু-বংশীয় ভোজের পত্নী অমৃতকাঞ্চী, কুকুর, ভজমান, শ্যাম ও কম্বলবর্হি নামে চারি তনয় প্রসব করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কুকুর ও কম্বল-বর্হি দেখ।

অমৃতপ—কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। (মহাভা)। কশ্যপ দেখ।

অমৃতপ্রভা—সাবর্ণি মনুর সময়ে তিন অন্যতম দেবতা ছিলেন। (ভাগ)। সাবর্ণিমনু দেখ।

অমৃতবান্—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ অজয়হেতু অজিত দেবগণ নামে খ্যাত। অজিত দেবগণ বেদে ত্রয়োত্রিংশ জন মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। যদু, যযাতি, দীধিগণ, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশ "দেব" নামে অভিহিত, অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সমর, শুচিশ্রবাঃ কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, নির্হেতু, যুক্ত, গ্রাবাজিন, যমা, বিশ্ব-দেবাখ্য, যবীষ্ঠ অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মৃলিক, বিদেহক, শ্রুতিশ্রুণ ও বৃহৎশুক্র ইঁহাদের মধ্যে দ্বাদশটী দেবতা শুক্র নামে ও অবশিষ্ট দেবগণ ত্রিবিমান্ নামে বিখ্যাত। ইঁহারা সকলেই বীর্য্য-বান্ ও মহাবল ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

অমৃতা—(১) রাজা বিদূরথের তনয় অনশ্বা। অনশ্বার পত্নী অমৃতা পরীক্ষিৎ নামে এক তনয় প্রসব করেন। (মহাভা)। (২) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে ত্রিকলা নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের অনু-রোধে তিনি পুনরায় ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবী বহুকাল মন্দর পর্ব্বতে তপশ্চরণ করেন। ইহাতে তাঁহার মন ক্ষুভিত হইলে কয়েকটী অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যার আবি-র্ভাব হয়। বৈষ্ণবী মন্দর পর্ব্বতেই তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা, চন্দ্রকান্তি, অমৃতা প্রভৃতি প্রধান। (বরা)। (৩) পার্ব্বতী বিন্ধ্য কন্দরে অমৃতা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৪) অপ্সরাদিগের চতুর্দ্দশটী গণ বা শ্রেণী আছে। জল হইতে উৎপন্ন গণ অমৃতা নামে খ্যাত। (বায়ু)।

অমোঘা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য অমোঘা প্রভৃতি অনেক কল্যাণ দায়িনী মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (২) হরিবর্ষে শান্তনু নামে জ্ঞানবান্

তপোনিষ্ঠ এক মুনি ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা অমোঘা তাঁহার পত্নী ছিলেন। একদা তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্খলন হয়। সেই রেতঃ শান্তনু পান করিয়া তাহাকে স্রাতে অভিষেক করেন। ইহার ফলে অমোঘা জলরাশি প্রসব করেন। সেই জলই ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থে পরিণত হয়। (কালিকা)। পদ্ম পুরাণ সৃষ্টি খণ্ডে সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে এই গল্পটী আছে।

অমোঘাক্ষী—সাবিত্রী দেবী বিপাশ তীর্থে অমোঘাক্ষী দেবী নামে অর্চ্চিতা হন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অম্বরীষ—(১) ইনি মনু বংশীয় নৃপতি প্রশুশ্রুকের পুত্র। ইঁহার পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। একদা নরপতি অম্বরীষ একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করিলে, ব্রাহ্মণগণ তদ্বিনিময়ে একটী নব অনুসন্ধান করিতে বলেন। তদনুসারে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, ঋচীক মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার একটী পুত্রকে প্রার্থনা করেন। ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া অম্বরীষ যেমন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, অমনি পথে স্বীয় মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া শুনঃশেফ তাহার শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র আশ্রিত ভাগিনেয়কে রক্ষা করিবার জন্য নিজ পুত্রদিগকে যজ্ঞপশুর কার্য্যে গমন করিবার জন্য বলিলেন। কিন্তু তাহারা অসম্মত হইলে, তিনি তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন, এবং ভাগিনেয়কে দুইটী মন্ত্র প্রদান করেন। রাজা অম্বরীষ তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ সমাপন করেন। দেবতারাও তাহার গাথা শ্রবণ করিয়া শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। (রাম)। রামায়ণের অন্যত্র নহুষের তনয় নাভাগ বলিয়া উল্লিখিত আছে। (২) রৈবত-বংশীয় নরপতি নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় বিরূপ। (বিষ্ণু)। (৩) সগরবংশীয় নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। (বিষ্ণু)। নরপতি অম্বরীষ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ধার্ম্মিক ছিলেন। একদা তিনি দ্বাদশী তিথিতে পারণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হইলেন। এবং আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। "অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া আসি" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব হেতু এবং দ্বাদশীতিথিও অতিক্রান্ত হয় দেখিয়া, অম্বরীষ বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন। অল্প কাল পরেই দুর্ব্বাসা প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সমস্ত অবগত হইয়া ক্রোধে জটা ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই জটা প্রকাণ্ড দৈত্যরূপে আবির্ভূত হইয়া অম্বরীষকে বিনাশ করিতে

উন্মত্ত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র তথায় উপস্থিত হইয়া দৈত্যকে বিনাশপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। দুর্ব্বাসা নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অম্বরীষের নিকট আসিতে বলিলেন। দুর্ব্বাসা অম্বরীষের আতিথ্য পুনর্ব্বার স্বীকার করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। এই গল্পটী ভাগবতে সামান্য পরিবর্তিতাকারে পাওয়া যায়। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার পুরুকুৎস অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব। (কূর্ম্ম)। (৫) রাজা ত্রিশঙ্কুর পত্নী পদ্মাবতী কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ স্বপ্নে তাঁহাকে একটি ফল প্রদান করেন। তিনি সেই ফল ভক্ষণ করিয়া যথাকালে অম্বরীষকে প্রসব করেন এই অম্বরীষের শ্রীমতি নাম্নী অসাধারণ রূপ লাবণ্যবতী এক কন্যা ছিল। তাঁহাকে বিবাহের জন্য নারদ ও পর্ব্বতঋষি সমকালে প্রার্থী হইলেন। রাজা অম্বরীষ বিপদ ভাবিয়া "যাহাকে কন্যা বরণ করিবে তাঁহাকেই দিব" বলিয়া তাঁহাদিগকে সেইদিনকার মত বিদায় দিলেন। নারায়ণের কৌশলে অন্যদিন নারদ ও পর্ব্বত বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে, নারদের মুখ গোলাঙ্গুল বানর তুল্য এবং পর্ব্বতের মুখ বানর তুল্য হইল। শ্রীমতি ইহাদের বিকৃত মুখ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, নারায়ণ দিব্য পুরুষ বেশে তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমতি তাঁহারই গলে মাল্য প্রদান করিলেন এবং নারায়ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহা অম্বরীষের চাতুরী মনে করিয়া নারদ ও পর্ব্বত অম্বরীষকে শাপ দিলেন। কিন্তু নারায়ণের বরে তাহা ব্যর্থ হইল। (লি)। (৬) মনুবংশীয় নরপতি উৎকলের ধুন্ধক, অম্বরীষ ও দণ্ডক নামে তিনপুত্র ছিল। (হরি)। (৭) অঙ্গিরসের তেত্রিশজন পুত্রের অন্যতম অম্বরীষ একজন মন্ত্র প্রণেতা শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। অমৃত দেখ। (৮) পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, অম্বরীষ, সহিষ্ণু ধনকপিবান্ ও ঋষি এই কয় পুত্র এবং মঙ্গলময়ী ও পীবরী নাম্নী দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)। ক্ষমা ও কর্দ্দম দেখ। (৯) কশ্যপ পত্নী কদ্রু যে সমুদয় নাগকে প্রসব করেন অম্বরীষ তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (বায়ু)। কদ্রু দেখ।

অম্বর্য্য—গোতমী নদীতে অম্বর্য্য নামে একদৈত্য ছিল। নৃসিংহ রূপধারী বিষ্ণু তাঁহাকে নিহত করেন। (ব্রহ্ম)।

অম্বষ্ঠ—কেরল দেশের রাজা অম্বষ্ঠ দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্নকে কর প্রদান করিয়া বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন (গর্গ)।

অম্বা—কাশিরাজের অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা নাম্নী তিন কন্যাকে ভীষ্ম স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করেন। কিন্তু অম্বা পূর্ব্বেই শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন জানিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। অম্বা শাল্বকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু শাল্ব তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। অম্বা অনন্যোপায় হইয়া ভীষ্মকে ও শাল্বকে বারম্বার ধিক্কার দিতে দিতে অনাথার ন্যায় পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভীষ্মকে তাঁহার দুর্ভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া একান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঋষিগণের আশ্রমে আশ্রমে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন এক আশ্রমে হঠাৎ তাঁহার মাতামহ হোত্র-বাহনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই পরামর্শে অম্বা জমদগ্নির পুত্র পরশুরামের শরণাপন্ন হন। পরশুরাম বন্ধুর দৌহিত্রীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অম্বা তখন পরশুরামের পরামর্শে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে বধ করিবার বর প্রদান করেন। এই বর প্রাপ্ত হইয়া অম্বা এক চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় দেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরজন্মে তিনি দ্রুপদরাজের কন্যা শিখণ্ডিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে এক দানবের বরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্মের বধ সাধনে কৃতকার্য্য হন। (মহাভা.)।

অম্বালিকা—স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম কাশীরাজ দুহিতা অম্বিকা অম্বা-লিকাকে হরণ করিয়া আনেন। এবং স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য ক্ষয়রোগে অকালে প্রাণ-ত্যাগ করিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অম্বিকাতে ধৃতরাষ্ট্রকে ও অম্বালিকাতে পাণ্ডুকে এবং এক দাসীতে বিদুরকে উৎপাদন করেন। মহাভা.।

অম্বিক—একজন বেদ বেদাঙ্গ পারগ ঋষি। সোব।

অম্বিকা—(১) ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা হইতে কাশিরাজ দুহিতা অম্বিকা ও অম্বা-লিকাকে হরণপূর্ব্বক স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। অম্বালিকা দেখ। মহাভা.। (২) পার্ব্বতীর অন্য নাম অম্বিকা। ব্রহ্ম-বৈ.)। (৩) অম্বিকা নামে এক অপ্সরাও ছিল। (মহাভা.)। (৪) রুদ্রের ভগিনী অম্বিকাকে ঋষিরা

আরাধনা করিতেন। (যজু)। (৫) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা অম্বিকা (কালিকা)।

অম্বুজ—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, যক্ষগণ তাহার সাহায্যার্থ অনন্ত, শঙ্কুপাঠ, নিকুম্ভ, কুমুদ, অম্বুজ, একাক্ষ, কুনটি, চক্ষু, কিরীটী, কলশোদর, সূচীবক্ত্র, কোকনদ, প্রহাস, প্রিয়ক ও অচ্যুত নামক পঞ্চদশ স্বীয় অনুচরকে প্রদান করেন। (বাম)।

অম্বুজবদনা—অপসরা বিশেষ। (লি)।

অম্বুজাক্ষা—অপসরা বিশেষ। (দেবী)।

অম্বুদ—মহর্ষি অম্বুদ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমলতা নিষ্পীড়ণের, প্রস্তরের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অম্বুবীচ—পূর্ব্বকালে রাজগৃহে অম্বুবীচ নামে ইন্দ্রিয়বিকল ও শ্বাসরোগগ্রস্ত এক রাজা ছিলেন। মন্ত্রী মহাকর্ণী রাজ্যশাসন ও বিষয় ভোগ করিতেন। মন্ত্রী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সমুদয় রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হন কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। (মহাভা)।

অম্ভোরুহ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনেক পুত্র ছিল, তন্মধ্যে অম্ভোরুহ একজন। (মহাভা)। বিশ্বামিত্র দেখ।

অয়—(১) হস্তীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, অয় ও স্মৃত এই সপ্ত বশিষ্ঠ পুত্র স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)। আপ দেখ। (২) অয়, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস ইহারা অষ্ট বসু। অয় নামক বসুর পুত্র বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও মুনি এই চারিজন। (শিব-ধর্ম্ম)। অনল ও অপরাজিত দেখ।

অয়ঃশঙ্কু—(১) দানব বিশেষ, দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। (হরি)। অয়ঃশঙ্কু বামনরূপী বিষ্ণুর হস্তে নিহত হন। (ব্রহ্ম)। (২) অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ এই পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কেকয় দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হইয়াছিলেন। (হরি)।

অয়ঃশিরা—(১) দানব বিশেষ, দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। (হরি)। তিনি বামনরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হন। (ব্রহ্ম)। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। (কালিকা)। অয়ঃশঙ্কু দেখ।

অয়তি—নরপতি নহুষের যতি যযাতি, আয়তি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয় পুত্র ছিল। (মহাভা)। আয়তি ও অয়তি দেখ। ভাগবতে ধ্রুবের পরিবর্ত্তে কৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

অয়ন—দ্বাদশ সাধ্যগণের অন্যতম। (মৎ)। দ্বাদশ সাধ্যগণ দেখ।

অয়বস—বৈদিক কালের একজন রাজা। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা মহর্ষি

কক্ষীবানের বিরোধী ছিলেন। (ঋগ)।

অয়স্ময়—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। (হরি)। স্বারোচিষ মনু দেখ।

অয়স্য—অঙ্গিরস মুনির অন্যতম অপত্য। (বায়ু)। অঙ্গিরস দেখ।

অযাতি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিয়তি, ও কৃতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। যতি রাজ্য ইচ্ছা করেন নাই। যযাতিই রাজা হন। (বিষ্ণু)। অয়তি ও আয়াতি দেখ।

অয়াস্য—(১) অয়াস্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন। (ঋগ)। (২) মহর্ষি অয়াস্য হরিশ্চন্দ্রের নরমেধ যজ্ঞে উদ্গাতা ছিলেন। (ভাগ)।

অযু—একজন অনার্য্য যোদ্ধা। তিনি জলে বাস করিতেন এবং তাঁহার বাসস্থান গুপ্ত ছিল। (ঋগ)।

অযুতনায়ী—নরপতি মহাভৌমের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুযজ্ঞা। তিনি অযুত সংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্ত্রী পৃথুশ্রবার কন্যা কামা হইতে অক্রোধন নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অযুতাজিৎ—(১) সাত্বত বংশীয় নরপতি ভজমানের নিম্নি, বৃকণ, বৃষ্ণি, শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, অযুতাজিৎ নামে ছয়পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সিন্ধুদ্বীপের বীর্য্যবান্ পুত্র অযুতাজিৎ (মৎ-অযুতায়ু)। অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের তনয় আর্ত্তপর্ণি। (হরি)। ঋতুপর্ণ দেখ। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা স্ত্রী ও রাজা সৃঞ্জয়ের কন্যা উপবাহ্যকা হইতে অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারিপুত্র জন্মে। (হরি)। (৪) যযাতি বংশীয় সত্বতের শতপুত্রের অন্যতম ভজমান। ভজমানের এক পত্নী নিম্রোচি, কিঙ্কন ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র এবং অন্যপত্নী শতজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)।

অযুতায়ী—অযুতনায়ী দেখ।

অযুতায়ু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ। (মৎ)। ঋতুপর্ণ ও অযুতাজিৎ দেখ। (২) চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা হইতে অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভজাত ছয় পুত্রের অন্যতম। (বিষ্ণু)। অমাবসু ও অমায়ু দেখ। (৩) কুরুবংশীয় নরপতি আরাবীর পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন অক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি। (বিষ্ণু)। (৪) যযাতি বংশীয় রাধিকের তনয় অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন,

অক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি। (ভাগ। অক্রোধন দেখ। (৫) জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি শ্রুতবানের পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের পুত্র সুক্ষত্র। (বিষ্ণু)। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ভজনের পত্নী সৃঞ্জয়ী অযুতায়ু, শতায়ু, বলবান্ ও হর্যকৃত নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। (লি।)

অযুতাশ্ব—সগরবংশীয় নরপতি সিন্ধু দ্বীপের তনয় অযুতাশ্ব, অযুতাশ্বের তনয় ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের তনয় সর্বকাম। (বিষ্ণু)। ঋতুপর্ণ দেখ।

অয়োবাহু—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম অয়োবাহু। (মহাভা।)

অয়োমুখ—কশ্যপপত্নী ও দক্ষ কন্যা দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, অয়োমুখ, প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)। দনু দেখ।

অয়োমুখী—(১) রাক্ষস বিশেষ। সীতার অন্বেষণ তৎপর রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে সে নিধন প্রাপ্ত হয়। (রামা)। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অয়োমুখী তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)। অন্ধকাসুর দেখ। (৩) কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সম্ভ্রম, ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিঘ্নের পত্নী অয়োমুখী। (বায়ু)।

অয়োমূর্ত্তি—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। (শিব-ধর্ম্ম)। স্বারোচিষ মনু দেখ।

অরজা—ইনি শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র দণ্ড তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য শুক্রাচার্য্যের শাপে দণ্ডের রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহা দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হয়। (রামা)।

অরণি, অরণী—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতমা স্ত্রী অরণি হইতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র ও যোগমাতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (লি

অরণ্য—(১) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীকে চাক্ষুষ মনু বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। পুষ্করিণী মনুকে প্রসব করেন। (হরি)। (২) রৈবত মনুর ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, অরণ্য, নিরুৎসক, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশপুত্র ছিল। (বিষ্ণু)। রৈবত মনু দেখ। জম্ভাসুরের অন্যতম সেনাপতি অরণ্যকে ইন্দ্র পরাস্ত করিয়াছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অরণ্যানী—প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা অরণ্যানীকে দেবীরূপে কল্পনা করিয়া ঋক্-মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

অরথ—রাজা পৃথুশ্রবার কার্য্যাধ্যক্ষ অরথ, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্ব বহু ধন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। (ঋগ)।

অরবিন্দাক্ষ—সূর্য্যের অপর নাম অরবিন্দাক্ষ। (মহাভা)।

অরক্ক—অরক্ক নামে এক অসুর রক্ষ ছিল। দেবগণ তাহাকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (শতপথ)। অরক্ক যমের সদৃশ শত্রু ছিল। (ঋগ)।

অরাণি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহুপুত্রের অন্যতম অরাণি (মহাভা)।

অরাতি—দুর্ভাগ্যের দেবতা। ঋষিরা অরাতিকে শত্রু বিনাশার্থ স্তুতি করিতেন। (অথ)।

অরায়—অপদেবতা বিশেষ। (অথ)।

অরি—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অরিক্ষিপ্ত—যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশিরাজনন্দিনী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদ্গু, মৃদর, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, যতিধর্ম্মা, গৃধ্র মোজা, অন্ধক, আবাহু ও প্রতিবাহু নামে পঞ্চদশ পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অক্রূর, অবাহ ও উপমঙ্গু দেখ।

অরিজিৎ—ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। (ভাগ)। অশ্বযু দেখ।

অরিতারণ—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অরিনাভ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় ককুৎস্থের পুত্র অরিনাভ, অরিনাভের পুত্র পৃথু। (শিব-ধর্ম্ম)। ককুৎস্থ দেখ।

অরিন্দম—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি শিবস্বাতির পুত্র অরিন্দম, অরিন্দমের পুত্র গোমতী। (ভাগ)।

অরিমর্দ্দন—(১) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। (লি)। অক্রূর দেখ। (২) অক্রূরের এক ভ্রাতার নামও অরিমর্দ্দন। (হরি)। অজিঙ্কান দেখ। (৩) বৃষ্ণিবংশীয় অন্ধকের অন্যতম পুত্র অরিমর্দ্দন। (ব্রহ্ম)।

অরিমেজয়—অক্রূর দেখ।

অরিষ্ট—(১) একদা শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাবসানে রাস ক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন সময়ে বৃষভাকৃতি অরিষ্ট নামক এক অসুর তথায় উপস্থিত হইয়া সকলের ত্রাস উৎপাদন করিল। এই অসুর গাভিগণের গর্ভপাত ও তাপসগণের বিনাশ করিয়া, বনে বিচরণ করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিলে, সে রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। (বিষ্ণু)। (২) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত নভগ, অরিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র নামে নয় পুত্র ও ইলা নাম্নী এককন্যা জন্মে। (কূর্ম্ম)। বৈবস্বত মনু দেখ। (৩) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে অরিষ্ট, বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, প্রভৃতি একষষ্টি দানবের জন্ম হয়। (ভাগ)। (৪) মিত্রের পত্নী রেবতী হইতে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অরিষ্ট কর্ম্মা—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি পটুমানের পুত্র অরিষ্টকর্ম্মা। অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল, হালের তনয় পত্তলক। (বিষ্ণু)।

অরিষ্টনেমী—(১) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। (রামা)। (২) অরিষ্টনেমীর কন্যা সুমতিকে সগর রাজা বিবাহ করেন। সুপর্ণ অরিষ্টনেমীরই পুত্র। (রামা)। (৩) জনকবংশীয় নরপতি পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্ব। (ভাগ)। (৪) জনকবংশীয় নরপতি ঋতুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্ব। (বিষ্ণু)। (৫) দক্ষের পত্নী অসিক্লী ষষ্টি সংখ্যক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে অরিষ্টনেমী চারিটীকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। (৬) দ্বাদশ গ্রামনীর মধ্যে অরিষ্টনেমী একজন। (কূর্ম্ম)। (৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি চিত্রকের পৃথু বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুধাসুক, গবেক্ষণ, অরিষ্টনেমী, অশ্বধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুভূমি ও বহুভূমি নামে একাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (লি ও ভাগ)। অশ্বগ্রীব দেখ। অরিষ্টনেমীর কন্যা স্থূলিনীকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগর বিবাহ করেন। (হরি)। (৮) কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে অরিষ্টনেমী, তার্ক্ষ্য, অরুণ, গরুড় ও আরুণি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি। অরুণ, আরুণি ও কশ্যপ দেখ। (৯) অরিষ্টনেমীর পুত্র গরুড়, গরুড়ের পুত্র সম্পাতি, সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব। (মার্ক)। কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমী, অনুরু, গরুড়, অরুণ ও বারুণি, এই কয়জনের জন্ম হয়। (কালিকা)।

অরিষ্টা—(১) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা অরিষ্টা হইতে মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (২) কশ্যপ হইতে অরিষ্টার গর্ভে সহস্র সর্প জন্মগ্রহণ করেন। (কূর্ম্ম)। কশ্যপ হইতে অরিষ্টার গর্ভে অনবদ্যা, অনবসা, অম্বিকা, মদনপ্রিয়া, সুরূপা, সুভগা ও ভাসা নাম্নী আট জন অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল অপ্সরা অষ্টবসুর পত্নী ছিলেন। (বায়ু)। কশ্যপ ও অনবদ্যা দেখ।

অরিহ—(১) অবাচীনের স্ত্রী মর্য্যাদার গর্ভে অরিহের জন্ম হইয়াছিল। অঙ্গরাজ দুহিতা, অরিহ হইতে মহাভৌম নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (মহাভা)। অবাচীন দেখ। (২) দেবাতিথির স্ত্রী মর্য্যাদা অরিহকে প্রসব করেন। অরিহের স্ত্রী সুদেবা হইতে ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অরিহা—(১) প্রভু, বিভু, বিভাস, জেতা, হন্তা, অরিহা, রিভু, সুমতি, প্রমতি, দীপ্তি, সমাখ্যাত, মহ, মহান্, দেহ, মুনি, নয়, জ্যেষ্ঠ, শম, সত্ত্ব ও বিশ্রুত এক বিংশতি জন সাবর্ণি মনুর সময়ের অমিতাভ নামক দেবতা ছিলেন। সাবর্ণি মনু দেখ। (২) সূর্য্যের অন্যনাম অরিহা। (মহাভা)।

অরুণ—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার অন্যতমা তাম্রা, মহাত্মা কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা ছিলেন। তাম্রার লোক বিখ্যাত শুকী প্রভৃতি পাঁচটী কন্যা জন্মে। শুকীর কন্যা নতা, নতার আবার বিনতা নামে এক কন্যা জন্মে। এই বিনতাই অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। অরুণের পত্নী শ্যেনী সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (রামা)। (২) কশ্যপের পত্নী দক্ষের কন্যা বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)। কশ্যপ পত্নী বিনতা গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনা (মৎস্য-সৌদামিনী) নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (লি)। (৩) পরাশর বংশোৎপন্ন অরুণ নামে এক ঋষি ছিলেন। (লি)। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উক্ত অণ্ড বিদীর্ণ না হওয়ায় বিনতা অসহিষ্ণু হইয়া একটী বিদীর্ণ করেন। তাহা হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পন্ন ও পরার্দ্ধ অসম্পন্ন অবস্থায় অরুণের জন্ম হয়। তিনি জন্মিয়াই ব্রহ্মার আদেশে সূর্য্যের তেজ সংহার করিবার জন্য, তাঁহার সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। অপর অণ্ড হইতে গরুড়ের জন্ম হয়। (মহাভা)। ইন্দ্র অরুণকে পূর্ব্বদিকে রাজত্ব করিতে অভিষিক্ত করেন। (হরি)। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে অরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় পুত্র তাম্রচূড়কে প্রদান করেন। (বাম)। (৪) অরুণ নামে একজন গ্রামনী অর্থাৎ শিল্পী ছিলেন। (বায়ু)। (৫) মান্ধাতাবংশীয় ত্রিধন্বার তনয় অরুণ, অরুণের তনয় সত্যব্রত। (দেবী-ভা)। (৬) পূর্ব্বে পাতালপুরে অরুণ নামক এক দৈত্য ছিল। সে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর অবধ্য বর লাভ করে। সে সেই বর প্রভাবে স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবগণকে স্থান-ভ্রষ্ট করে। দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লইলে তিনি, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন। মহাদেবের পরামর্শে বৃহস্পতি অরুণের মতি ভ্রম জন্মান। তখন ভগবতী ভ্রমর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করেন। (দেবী-ভা)। (৭) কশ্যপ পত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ, অসুবহ, অরুণ, আরুণি, বিশ্বাবসু, বল,

ধ্রুব, হবিষ্ট, বিতান, বিধান, শম্মিত, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ ।(৮ তার্ক্ষ্যের ঔরসে ও তদীয় অন্যতমা পত্নী বিনতার গর্ভে বিষ্ণুবাহন গরুড় ও সূর্য্য সারথী অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৯) মহর্ষি অরুণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। মহর্ষি অরুণের তনয় আরুণি স্বীয় পিতার নিকট হইতে বিশেষ রূপে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরুণির অন্য নাম উদ্দালক। (ছান্দো)।

অরুণপ্রিয়া- অনবদ্যা দেখ।

অরুণা—কশ্যপ পত্নী ও দক্ষের কন্যা কপিলা হইতে অরুণা, রম্ভা, তিলোত্তমা, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। কালিকা পুরাণমতে প্রধা অরুণার জননী। কাপিলা দেখ।

অরুণাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সংহতাশ্বের কৃশাশ্ব ও অরুণাশ্ব নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অরুণাশ্বের তনয় দ্বিতীয় যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের তনয় মান্ধাতা। (কূর্ম্ম)।

অরুণি—(১ মহর্ষি অরুণি ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। এই ঊর্দ্ধরেতা তপস্বী কদাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশ নাই। (ভাগ)। তিনি ব্রহ্মার নাসিকা হইতে জন্ম লাভ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (২) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে অরুণি একজন বেদবিভাজক পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান-প্রদর্শক, শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। (লি)। (৩) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে অরুণির জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

অরুন্ধতী—(১) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, ভানু, মহূর্ত্তা, লম্বা, যামী, অরুন্ধতী ও সঙ্কল্পা এই দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। দক্ষ দেখ। তন্মধ্যে অরুন্ধতী হইতে সমস্ত প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। (বিষ্ণু)। (২) বশিষ্টের স্ত্রী অরুন্ধতী হইতে শক্তি জন্মগ্রহণ করে। (কূর্ম্ম)। নারদের কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্টের পত্নী ছিলেন। অরুন্ধতীর শত পুত্রের মধ্যে শক্তি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। (লি)। মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি অরুন্ধতীকে প্রসব করেন। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন। (ভাগ)। কর্দ্দম দেখ। দক্ষযজ্ঞে বশিষ্ঠ অরুন্ধতী সহ সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। (বাম)। মহর্ষি মেধাতিথির কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)। কশ্যপ হইতে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই তনয় ও অরুন্ধতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন। (বায়ু)। এক প্রকার লতার নাম অরুন্ধতী। ভগ্ন স্থান বা ভগ্ন অস্থিকে তাহাদ্বারা

আরোগ্য করা যাইত বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় স্তুতি করিতেন। ইহার অন্য নাম সিলাচী। (অথ)।

অরুষ—সূর্য্যের অশ্বের নাম অরুষ। (ঋগ)।

অরুষী—অগ্নির বাহন অশ্বের নাম অরুষী। (ঋগ)।

অরূপ—মহর্ষি অরূপ একজন মন্ত্রবেদী ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

অরূপা—অরিষ্টা ও কশ্যপ দেখ।

অরূপি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অরোগা—দেবী পার্ব্বতী বৈশ্বনাথে অরোগা নামে অভিহিতা। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অর্ক—(১) লঙ্কায় বানরসৈন্যের সমাবেশ কালে কেশরী, পনস, গজ ও বলবান্ অর্ক শত কোটী বানর সঙ্গে লইয়া সৈন্যগণের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়া ছিলেন। (রামা)। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অর্ক, ধর্ম্ম হইতে বসুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অর্কের পত্নী বাসনা তর্ষকে প্রসব করেন। (ভাগ)। (৩) বিবিধাগ্নির পুত্র মহাকবি ও অর্ক। কাম্যা ইষ্টি হইতে অর্কের অভিমানি, রক্ষোহা, যতিকৃৎ, সুরভি, বসুমান, নাদ, হর্য্যশ্ব, রুক্মবান, প্রবর্গ্য ও ক্ষেমবান্ নামে দশ পুত্র জন্মে। (মৎ)। (৪) অর্ক সূর্য্যের অন্য নাম (মহাভা)। (৫) অনীকবান্ দেখ।

অর্কনয়ন—দানব বিশেষ। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অর্কপর্ণ—দক্ষকন্যা মুনি হইতে কশ্যপের ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুক্ত, ভীম, চিত্ররথ, প্রভৃতি পুত্র জন্মে। (মহাভা)। কশ্যপ দেখ।

অর্কপৃষ্ঠ—দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, বীর্য্যবান, অর্কপৃষ্ঠ, প্রযুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুত, ভীম, চিত্ররথ, সর্ব্ববিৎ, বলী, শালিশীর্ষ, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ নামক পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপ দেখ।

অর্চ্চৎ—মহর্ষি অর্চ্চৎ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সবিতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়া-ছিলেন। (ঋক্)।

অর্চ্চনানশ—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্চ্চনানা—অত্রির অপত্য অর্চ্চনানা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যাবাশ্ব, রাজর্ষি রথবীতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রথ-বীতি একবার অর্চ্চনানাকে হোত্রী কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অর্চ্চিঃ—(১) বেণের বাহু হইতে অর্চ্চিঃ নাম্নী কন্যার উদ্ভব হয়। বেণের পুত্র পৃথুকে অর্চ্চিঃ বিবাহ করেন। (ভাগ)। (২) দক্ষের যষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে

অর্চ্চিঃও ধিষণাকে কৃশাশ্ব বিবাহ করেন। অর্চ্চিঃ হইতে ধূমকেতুর জন্ম হয়। (ভাগ)। কশ্যপ ও কৃশাশ্ব দেখ।

অর্চ্চিষ্মান্—ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অর্চ্চিষ্মান্, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্ভয় ইহারা সাবর্ণি মনুর পুত্র। (মার্ক)। সাবর্ণি মন্বন্তরে ঋত, তপ, অর্চ্চিষ্মান্, প্রভৃতি সুতপা দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। (বায়ু)।

অর্চ্চিসন—অত্রি, অর্চ্চিসন, শ্যামবান্, নিষ্টুর, বলগূতক, ধীমান ও পূর্ব্বাতিথি এই সকল অত্রি পুত্রেরা মন্ত্র প্রণয়ন কর্ত্তা। (ব্রহ্মা)। অত্রি দেখ।

অর্জ্জুন—(১) অসুরবিশেষ। সে নারায়ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। (রামা)। (২) তিনি হৈহয় দেশের অধিপতি ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ। (৩) অর্জ্জুন কুরুপতি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তীর গর্ভজাত তৃতীয় পুত্র। ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি অন্যান্য কৌরবদের ন্যায় কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অস্ত্র শিক্ষায় অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয় পাত্র হন। মন্দমতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে বারনাবতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জতুগৃহে কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করেন। বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা অবশেষে একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে ব্রাহ্মণ বেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দ্রুপদরাজ স্বীয় কন্যা কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া চারিদিকে প্রচার করিয়া দেন যে যিনি আকাশস্থ মৎস্য ভেদ করিতে পারিবেন তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবেরা তথায় উপস্থিত হন এবং অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। অবশেষে পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। কিন্তু নিয়ম হয় যে, দ্রৌপদীর নিকট একের অবস্থানকালে অন্যে গমন করিলে তাহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরাও খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা অর্জ্জুন নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর গৃহে যুধিষ্ঠিরের অবস্থান কালে প্রবেশ করিয়া

দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। এই সময়ে তিনি নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন। কলিঙ্গ দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক মনিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেন। এবং মনিপুর রাজের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। এই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুন নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে প্রভাস তীর্থে গমন করেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। সেই সময়ে দ্বারকায় উৎসব হইতেছিল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেন। সুভদ্রা দেবার্চ্চনা করিয়া রৈবতক পর্ব্বতহইতে দ্বারকায় গমনকালে পথিমধ্যে অর্জ্জুন তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক পলায়ন করেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে পরে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। ইহার কিছু কাল পরেই অগ্নি, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, খাণ্ডববন দাহ কার্য্যে সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা সম্মত হইলে, অগ্নির অনুরোধে বরুণদেব অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন। অগ্নি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র প্রদান করেন। পরে অগ্নি খাণ্ডববন দাহ করিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ময়দানব অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ইহার প্রতিদানে ময়দানব যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে মগধে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধ নিহত হয়। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রাতৃ চতুষ্টয়কে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করেন। অর্জ্জুন প্রাগ্জ্যোতিষের অধীশ্বর ভগদত্ত, উলূকবাসী বৃহন্ত এবং কাশ্মীর, গান্ধার, উত্তর কুরু প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ইহার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইয়া ভ্রাতৃগণসহ বনে গমন করেন। এই বনবাস কালেই অর্জ্জুন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বহু অস্ত্র লাভ করেন। মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। একদা উর্ব্বশী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হন। সেজন্য উর্ব্বশী তাঁহাকে কিছুকাল ক্লীব হইয়া অবস্থান করিবে বলিয়া শাপ দেন। এই সময়েই তিনি নিবাতকবচ ও কালকেয় নামক অসুর জাতিদ্বয়কে সংহার করেন এবং চিত্ররথের নিকট গান্ধর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা করেন। বনবাসের দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, অজ্ঞাত বাসের এক বৎসর বিরাট রাজভবনে

বৃহন্নলা নাম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন ও বিরাট রাজপুত্রী উত্তরাকে নৃত্য ও গীত শিক্ষা দেন। অজ্ঞাত বাসের অবসানে উত্তর গো গৃহে যুদ্ধ করিয়া বিরাটের গোধন রক্ষা করেন। পরে উত্তরার সহিত সুভদ্রার গর্ভজাত স্বীয় তনয় অভিমন্যুর বিবাহ দেন। ইহার পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি বহু বীরকে শমন সদনে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু অন্যায় সমরে সপ্তরথি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিহত হন। সেই সময়ে তাহার স্ত্রী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন এবং পরে পরীক্ষিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অর্জ্জুন অশ্ব রক্ষার ভার গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবী পর্যটনে বহির্গত হন। মণিপুরে উপস্থিত হইয়া স্বীয়পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হন। স্বীয় পত্নী উলূপী তাঁহাকে সচেতন করেন। এই প্রকারে বহু দেশ পর্যটন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। ইহার পরে যদুবংশের ধ্বংসের ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি দ্বারকায় গমন করেন। সকলের শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ও অন্যান্য যাদব রমণীগণ সহ হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে দস্যুগণ কর্ত্তৃক যাদব রমণীগণ অপহৃত হয়। অবশেষে পৌত্র পরীক্ষিৎ হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। দ্রৌপদীর গর্ভে অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (মহাভা)। (৪) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র অর্জ্জুন। (ভাগ)।

অর্জ্জুনক—অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ, ব্রহ্ম পরায়ণা ব্রাহ্মণী গৌতমীর পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিলে, সে সেই সর্পকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। (মহাভা)।

অর্জ্জুনিকা, অর্জ্জুনী—ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মব্যাধের কন্যা। এই অর্জ্জুনাকে মতঙ্গ মুনির পুত্র মহর্ষি প্রসন্ন বিবাহ করিয়াছিলেন। (বরা)।

অর্জ্জুনপাল—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা সমীকের পত্নী সুদামণি হইতে সুমিত্র ও অর্জ্জুনপাল প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অর্জ্জুনী বৈদিক যুগে অর্জ্জুনী নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কুৎস। (ঋগ)।

অর্ণ—(১) এই বেদজ্ঞ অর্ণঋষি, সরস্বতী নদীতীরে প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (২) অর্ণ ও চিত্ররথ নামক অনার্য্য রাজাদিগকে সরযূ নদীর তীরে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অর্ণব—এই বেদজ্ঞ অর্ণব ঋষি, সরস্বতী নদী তীরে প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

অর্ণোদর—ব্রহ্মা, শিব পূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কুবের কাপালিক ছিলেন। কুবেরের শিষ্য ছিলেন অর্ণোদর। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। (বাম)।

অর্থ—(১)দক্ষ প্রজাপতির অন্যতম কন্যা বুদ্ধির গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে অর্থের জন্ম হয়। (ভাগ)। (২ ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহাভা।

অর্থকারক—বৈবস্বত মনু বংশীর দ্যুতিমানের কুশল, মনুগ, উষ্ণ, প্রকার, অর্থকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সপ্ত পুত্র, ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় নামীয় এক এক বর্ষে রাজত্ব করিতেন। (মার্ক)। অন্ধকারক দেখ।

অর্থপতি—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণ আপ্য প্রসূত, ভাব্য, পৃথক ও লেখ এই পাঁচ গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে বিজয়, সুজয়, মন, উন্মান, সুমতি, সুপরি ও অর্থপতি এই সকল দেবগণ ভাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত। (বায়ু)। আপ্য দেখ।

অর্থসহ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে প্রভাবা নদী স্বীয় অনুচর অর্থসহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। (বাম)।

অর্থসিদ্ধি—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর পুষ্পের পুত্র অর্থসিদ্ধি। অর্থসিদ্ধি হইতে সুদর্শন, সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) ধর্ম্ম হইতে সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। সাধ্যগণের পুত্র অর্থসিদ্ধি। (ভাগ)। সাধ্যগণ দেখ।

অর্দ্ধনেমী—অঙ্গিরা বংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্দ্ধপণ্য—অত্রি বংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্দ্ধবাহু—বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জ্জা হইতে রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবণ, অধন, সুতপা ও শুক্র নামক সপ্ত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। অধন দেখ।

অর্দ্ধহারা—দমপত্নী ঋতুমতী হইয়া চণ্ডাল দর্শন করায় সেই গর্ভে নিম্মাষ্টির জন্ম হয়। নিম্মাষ্টি দুঃসহ হইতে দন্তকৃষ্টি তথোক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধুক্, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি, গর্ভহা ও শস্যহা, নামক আট পুত্র এবং নিয়োজিকা, বিরোধিনী, স্বয়ংহারকরী, ভ্রামণি, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষিনী এই আট কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে স্বয়ংহারকরীর সর্ব্বহারী, অর্দ্ধহারা ও বীর্য্যহারী নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা অপবিত্র গৃহে, মন্দাচার গৃহে, অধৌত পদে প্রবিষ্ট পাকশালায় ও বিদ্রোহ স্থলে উপস্থিত থাকেন। (মার্ক)।

অর্ব্বরীবাণ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে, উর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দম্ভোলি, বৃষভ, তিমির ও অর্ব্বরীবান্ এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। সপ্তর্ষি দেখ।

অর্ব্বরীয়—(১) প্রজাপতি পুলহের ভার্য্যা

ক্ষমা হইতে কর্দম, অর্ব্বরীর ও সহিষ্ণু নামক তিন পুত্র জন্মে। (মার্ক)। কর্দম ও ক্ষমা দেখ। (২) সাবর্ণি মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর বিরজা, অর্ব্বরীর, নির্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ধারী তনয়গণ রাজা হইবেন। (মার্ক)।

অর্ব্বাবসু—(১) সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযদ্বসু, অর্ব্বাবসু ও স্বরক নামক সূর্য্যের সপ্তরশ্মি গ্রহগণের উৎপাদক। (কূর্ম্ম)। (২) অর্ব্বাবসু, রৈভ্য, পরাবসু, প্রভৃতি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র (মহাভা)। অঙ্গিরা দেখ। (৩) মহর্ষি অর্ব্বাবসু দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। (শত পথ)।

অর্ব্বুদ—অনার্য্য দলপতি দনুর পুত্র নমুচি, অহি, অর্ব্বুদ, প্রভৃতিকে ইন্দ্র বধকরিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অর্য্যমা—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম অর্য্যমা, কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অর্য্যমার পত্নী মাতৃকার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারিতেন। (ভাগ)। দ্বাদশ আদিত্য দেখ। (২) দেবমাতা অদিতির গর্ভজাত ছয় জন আদিত্যের অন্যতম। অদিতি দেখ। (ঋগ)। (৩) পিতৃগণের অন্যতম অর্য্যমা। অনল দেখ।

অষ্টিষেণ—মহর্ষি অষ্টিষেণ একজন মন্ত্রবাদী ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্ম)।

অহি—একজন দানব। একবার দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ব্রহ্ম)।

অলংশর্ম্মা— দৈত্যপতি মহিষাসুরের প্রধান মন্ত্রী অলংশর্ম্মা ছিলেন। তিনি মহাদেবের নেত্রোৎপন্ন বৈষ্ণবী মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধে নিহত হন। (বরা)। অপরাজিতা দেখ।

অলকনন্দা—গঙ্গার অন্যনাম। (পদ্ম-উত্ত)।

অলকাপতি—কুবেরের অন্যনাম। কুবেরের রাজধানীর নাম অলকা। সেইজন্য অলকাপতিবলিলে কুবেরকে বুঝায়। (বরা)।

অলক্ষ্মী - সমুদ্র মন্থনকালে অলক্ষ্মী, লক্ষ্মীর পূর্ব্বে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। অলক্ষ্মী দুঃসহ নামক বিপ্রর্ষির পত্নী ছিলেন। (লি)। বিষ্ণুর অনুরোধে ধর্ম্মজ্ঞ উদ্দালক মুনি স্থূলবদনা, শুভ্রদশনা, রক্তনয়না ও রুক্ষপিঙ্গকেশা, অলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অলক্ষ্মী মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'যেখানে সর্ব্বদা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে আমি থাকি না, যেখানে সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান হয়, আমি সেখানেই থাকি'। মহর্ষি উদ্দালক তাঁহার কথায় অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অলক্ষ্মী দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মীর অনুরোধে বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন। (পদ্ম-উত্ত)। উদ্দালক দেখ। নির্ঋতি

নামে (অন্য নাম অলক্ষ্মী) মৃত্যুর স্ত্রী চতুর্দ্দশটী সন্তান প্রসব করেন। তাঁহারা অলক্ষ্মী তনয় নামে খ্যাত। (মার্ক)।

অলতাক্ষি—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে, যে সমুদয় মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন, অলতাক্ষি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

অলব—বশিষ্ট বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অলম্বল—জটাসুরের তনয় অলম্বল, কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পিতৃহন্তা পাণ্ডবদিগকে শাস্তি দিতে অভিলাষী হইয়াছিল। কিন্তু ভীমের তনয় ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হয়। (মহাভা)।

অলম্বাক্ষী—মহিষাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অলম্বাক্ষী তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

অলম্বুষ—দৈত্য বিশেষ। (কালিকা)।

অলম্বুষা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কপিলার গর্ভে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, প্রভৃতির জন্ম হয়। (মহাভা)। কশ্যপ হইতে মুনির গর্ভে অলম্বুষা প্রভৃতি জন্মে। (হরি)। কশ্যপ দেখ। (২) রাজা তৃণবিন্দু হইতে অলম্বুষার গর্ভে ইলবিলানাম্নী কন্যা এবং বিশাল, শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু নামে তিন পুত্র জন্মে। ইলবিলাকে বিশ্রবা বিবাহ করেন। (ভাগ)। (৩) রাজা ইক্ষ্বাকুর ঔরসে অলম্বুষারগর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশালা নাম্নী নগরী স্থাপন করেন। (রামা)।

অলর্ক—(১) কাশিরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন (অন্য নাম বৎস্য)। প্রতর্দ্দনের পুত্র অলর্ক। তিনি ষাট হাজার বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। অলর্কের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় সুনীত। (বিষ্ণু)। অলর্ক ক্ষেমক রাক্ষসকে বধ করিয়া বারাণসী নগরীকে পুন সমৃদ্ধিশালিনী করেন। (ভাগ। দিবোদাস দেখ)। (২) ধন্বন্তরী বংশীয় দ্যুমানের অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অলর্ক ছিষট্টি হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। অলর্কের পুত্র সন্ততি, সন্ততির পুত্র সুনীথ। (ভাগ)। (৩) নৃপতি ঋতধ্বজের পত্নী মদালসা হইতে বিক্রান্ত সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন, অলর্ক প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মার্ক)। ঋতধ্বজ দেখ। (৪) রাজা চন্দ্রশেখরের পত্নী তারাবতী হইতে উপরিচর, দমন ও অলর্কনামে তিনপুত্র জন্মে। (কালিকা)। রাজা অলর্ক আপনার নেত্র উৎপাটনপূর্ব্বক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিব্য গতিলাভ করেন। (রামা)। (৫) কাশিরাজ প্রতর্দ্দনের পুত্র ভর্গ ও বৎস। ভর্গের পুত্র অলর্ক। (ব্রহ্ম)।

অলায়ুধ—বকরাক্ষসের ভ্রাতা অলায়ুধ কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিয়াছিল এবং ভীমের তনয় ঘটোৎ-কচের হস্তে নিহত হইয়াছিল। (মহাভা)।

অলি—পারনামক ব্রহ্মর্ষির ঔরসে পুঞ্জিক-স্থলা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কলবতী নাম্নী অতি সুন্দরী এক কন্যা জন্মে। তাঁহাকে পাইবার জন্য অলি নামক অসুর মহর্ষি পারের নিকট প্রার্থনা করে। পারঋষি প্রত্যাখ্যান করিলে অসুর অলি তাঁহাকে বিনাশ করে। (মার্ক)।

অলিংশ— মাতৃপিতৃ ঘাতি অপদেবতা বিশেষ। (অথ)।

অলিনালা—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র সবন, তাঁহার স্ত্রী সুবেদার সহিত আকাশে বিহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার রেতঃ বপুষ্মতী নদীতে পতিত হয়। সেই রেতঃ পান করিয়া চিত্রা, বিশালা, হরিতা, অলিনালা প্রভৃতি মুনি পত্নীরা সাতটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারাই আদ্য মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ। (বাম)। চিত্রা ও মরুৎ দেখ।

অলোলুপ— সূর্য্যের অন্য নাম অলোলুপ। (মহাভা)।

অল্পমেধা—রৈবত মন্বন্তরে যে সকল দেবতা ছিলেন, অল্পমেধা তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)। অশ্বমে দেখ।

অশনা—বলির স্ত্রী অশনা শত পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাণ মহাদেবের আরাধনা করিয়া তদীয় গণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

অশনি— (১) অশনি শিবের অন্যতম অনুচর ছিলেন। তিনি বহুগণ পরিবৃত হইয়া শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (লি)। (২) প্রজাপতি বহুপুত্র, দক্ষের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি)। দক্ষ দেখ।

অশনি-প্রভ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে দ্বিবিদ নামক বানর সেনাপতির সহিত ইহার যুদ্ধ হয় এবং ইনি দ্বিবিদ হস্তেই নিহত হন। (রামা)। (২) বারানসীর রাজা দুর্জ্জয়, মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রঘস, বিঘস, সঙ্ঘস, অশনিপ্রভ, বিদ্যুৎপ্রভ প্রভৃতি পঞ্চদশ সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই শত্রুহস্তে নিহত হন। গৌর মুখ দেখ। (বরা)। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রীর নামও অশনিপ্রভ ছিল। (বরা)।

অশিক্ষক—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, পৃথুদক তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ব চন্দ্রভাস, পানিকূর্ম্ম, অশিক্ষক, চাষবক্ত্র ও জম্বুককে প্রদান করেন। (বাম)।

অশিজ—উশিজ ঋষির নামান্তর। (বায়ু)।

অশুষ— মহর্ষি কুৎস ইন্দ্রের সারথি ছিলেন। কুৎসের জন্য ইন্দ্র, শুষ্ণ, অশুষ ও কুযবকে বশীভূত করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অশেষ— মহাবলশালী বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ব্ব হইতে হিরণ্য রোমা, কপিল, সুলোমা, অশেষ চন্দ্রকেতু, গান্ধ ও গোদ নামক মহাবিখ্যাবত গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অশোক—রাজা দশরথের অন্যতম দূত। দশরথের মৃত্যুর পরে বশিষ্টের আদেশে ভরতকে আনিবার জন্য ইনি কেকয় রাজ্যে গিয়াছিলেন। (রামা)।

অশোকবর্দ্ধন—মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার। বিন্দুসারের তনয় অশোকবর্দ্ধন, অশোকবর্দ্ধনের পুত্র সুযশা, সুযশার পুত্র দশরথ। (বিষ্ণু)। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, বারিসারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন। (ভাগ)।

অশ্ব—(১) একজন মহর্ষি। তিনি জনস্থানে বাস করিতেন। রাবনানুজ খর ও দূষণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনেক ঋষি তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (রামা)। (২) কশ্যপের কন্যা সুরভীর রোহিনী ও গন্ধর্ব্বা নামে দুই কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে রোহিনা গো-দিগকে ও গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করেন। (রামা)। (৩) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে অশ্ব, অশ্বশিরা প্রভৃতি দানবের জন্ম হয় (মহাভা)। কশ্যপ দেখ। (৪) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। নরপতি চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শক, গবেষী, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। (হরি)। অরিষ্টনেমী ও চিত্রক দেখ। (৫) অশ্ব নামে বৈদিক কালে একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বেশ। অশ্বিদয় মহর্ষি বেশকে অসুরদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যজ্ঞার্থ আনীত অশ্বকেই তাঁহারা দেবতারূপে স্তুত করিয়াছেন। ঋষিরা যে অশ্বমাংস আহার করিতেন তাঁহারও উল্লেখ আছে। আবার আর এক স্থানে আছে, ইন্দ্র সূর্য্যের দ্বারা উষাকে অপহরণ-পূর্ব্বক অশ্বের পুরাতন নগর সকল বিনাশ করিয়াছিলেন। এই অশ্ব একজন অনার্য্য দস্যু দলপতি ছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বক—পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি ও অশ্বক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। (কূর্ম্ম)। যযাতি ও কৃতি দেখ।

অশ্বকর্ণ—(১) জনৈক বানর দলপতি। লঙ্কা সমরে ইহার হস্তে প্রঘজ্ঘ নামক রাক্ষস নিহত হয়। (রামা)। (২) দানব পতি বৃত্ত নামক অসুরের অশ্বকর্ণ, ধূম্রাক্ষ, বিধর্ম্মক প্রভৃতি তেত্রিশ জন মন্ত্রী ছিল। (সৌর)।

অশ্বগ্রীব—(১) যদুবংশীয় শ্বফল্কের ভ্রাতা চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু,

সুপার্শ্বক ও গবেষণ নামে ছয়পুত্র ছিল। (কূর্ম্ম)। অরিষ্টনেমী ও অশ্ব দেখ। (২) অক্রূরের অন্যতমা স্ত্রী অশ্বিনী হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্ব গবেষণ, রিষ্টনেমী, সুবর্চ্চা, সুধর্ম্মা, মৃদু, অভূমি ও বহুভূমি নামে কতিপয় পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। অক্রূর ও অভূমি দেখ। কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, অশ্বগ্রীব, প্রভৃতি বহু দানব জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপ দেখ।

অশ্বজিৎ—ভরতবংশীয় বৃহদিষুর পুত্র জয়দ্রথ, জয়দ্রথের পুত্র অশ্বজিৎ, অশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ। (মৎ)।

অশ্বতর—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে বলবান্ অমিত তেজস্বী বহু মস্তকবিশিষ্ট, গরুড়ের অনুগত সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাসুকি, শেষ, তক্ষক, শঙ্খ, অশ্বতর প্রভৃতি প্রধান। (বিষ্ণু)। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ। বাসুকী, তক্ষক, কম্বলাশ্ব, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয় মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করে, বিতল নামক পাতাল প্রদেশে তাহারা বাস করেন। (কূর্ম্ম)। কম্বলাশ্ব দেখ। অশ্বতর নাগ শিবোপাসক ছিলেন। (লি)।

অশ্বত্থাম—অশ্বপতি দেখ।

অশ্বত্থ—(১) বিষ্ণু অম্বরীষের বাক্যে অশ্বত্থ তরু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (পদ্ম-উত্ত)। (২) অশ্বত্থ সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)।

অশ্বত্থা—সঙ্কর্ষণী, অশ্বত্থা, বীজভাবা, অপরাজিতা, মধুদংষ্ট্রী, কল্যানী, কমলা ও উৎপলহস্তিকা, এই আটজন মাতৃকা দেবী মায়ানুচরী বলিয়া অভিহিতা। (মৎ)।

অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্য্যেরপত্নী কৃপী হইতে ইহার জন্ম হয়। তিনি জন্মিয়াই অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া অশ্বত্থামা নামে খ্যাত হন। তাঁহার মাতুল কৃপাচার্য্য। তিনি স্বীয়পিতা দ্রোণের নিকটই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভরত সমরে তিনি স্বীয় পিতার ন্যায়ই দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গালব, ভার্গব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, কৃপ, দীপ্তিমান্, ঋষ্যশৃঙ্গ ও অশ্বত্থামা, ইহারা সাবর্ণ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বায়ু)। হরিবংশ মতে রাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৌশিক, গালব ও কশ্যপরুরু এই সাতজন সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। অপর দেখ।

অশ্বথ—রাজর্ষি অশ্বথ, ভরদ্বাজের অপত্যগণের ভ্রাতা পায়ুকে অশ্বযুক্ত দশখানি রথ প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বদংষ্ট্রা—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা খসার গর্ভে বিলোহিত, বিকল, চতুর্ভুজ, অশ্বদংষ্ট্রা প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অশ্বধর্মা—অরিষ্টনেমী দেখ।

অশ্বপতি—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। (মহাভা)। কশ্যপ দেখ। (২) মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক সত্য প্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় দানশীল রাজা ছিলেন। ভূপতি অনপত্যতা নিবন্ধন সাবিত্রী আরাধনা করেন। সাবিত্রীদেবীর বরে তিনি এক কন্যারত্ন লাভ করেন। তাঁহার নাম সাবিত্রীই রাখেন। এই সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে বিবাহ করেন। সত্যবান্ অকালে প্রাণত্যাগ করিলে সাবিত্রী তাঁহার সতীত্বের মাহাত্ম্যে তাঁহাকে যমালয় হইতে প্রত্যানয়ন করেন। (মহাভা)। সাবিত্রী দেখ। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণমতে অশ্বপতির স্ত্রীর নাম মালতী। (৩) বলির অশ্বপতি নামক অন্যতম সেনাপতিকে, বামনরূপী বিষ্ণু বিনাশ করেন। (ব্রহ্ম)। (৪) কেকয় নন্দন অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার নিকট উপমন্যু তনয় প্রাচীনশাল ঔপমন্যব, পুলুষের তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, শর্করাক্ষের পুত্র জন শার্করাক্ষ ও অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, এই পাঁচজন ঋষি, অরুণের পুত্র উদ্দালক আরুণির সহিত গমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। (ছান্দো)। আরুণি দেখ।

অশ্ববাহু—(১) বৃষ্ণির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। অরিষ্টনেমা ও চিত্রক দেখ। (হরি)। (২) বৃষ্ণিবংশীয় অক্রূরের পত্নী অশ্বিনী হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা নাম্নী কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। অশ্বগ্রীব দেখ।

অশ্বমিত্র—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী মরুত্বতী হইতে অমর, অশ্বমিত্র, প্রভৃতি মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্বমুখ—(১) জালন্ধর দৈত্যের অনুচর। জালন্ধরের সহিত মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জালন্ধরের অনুচর খড়্গরোমা, বলাহক, অশ্বমুখ, প্রভৃতি নিহত হয়, (পদ্ম-উত্ত)। (২) বিক্রান্ত হইতে অশ্বমুখ কিন্নর জাতির উৎপত্তি হয়। (বায়ু)।

অশ্বমেধ—রাজা ভরতের অপত্য অশ্বমেধ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে রাজর্ষি ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিগ্বের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বমেধজ—পাণ্ডববংশীয় সহস্রানীকের পুত্র অশ্বমেধজ। এই অশ্বমেধজের পুত্র অসামকৃষ্ণ। অসামকৃষ্ণের তনয় নেমীচক্র। (ভাগ)।

অশ্বমেধদত্ত—পাণ্ডু বংশীয় শতানীকের পুত্র অশ্বমেধ দত্ত. অশ্বমেধ দত্তের পুত্র অধিসীম কৃষ্ণ, অধিসীম কৃষ্ণের তনয় নিচক্ষু। (বিষ্ণু)। শতানীকের স্ত্রীর নাম বৈদেহী। (মহাভা)। অধিসীমকৃষ্ণ দেখ।

অশ্বমেধা—বৈবত মন্বন্তরে মেধা, মেধাতিথি, সত্যমেধা, পৃশ্নিমেধা, অল্পমেধা, ভূয়োমেধা, দীপ্তিমেধা, যশোমেধা, স্থিরমেধা, সর্ব্বমেধা, অশ্বমেধা, প্রতিমেধা, মেধাবান্ ও মেধহর্ত্তা, এই সকল দেবতা সুমেধাগণ নামে খ্যাত। (ব্রহ্মা)।

অশ্বযু—(১) অঙ্গিরাবংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। (২) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম ছিল সুভদ্রা। তাঁহার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃষসেন, শূর প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, সত্যক ও অশ্বযু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

অশ্বরথ—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় কুশদ্বীপের রাজা জ্যোতিষ্মানের সপ্ত পুত্রের অন্ততম অশ্বরথ। তিনি অশ্বরথ বর্ষের অধিপতি ছিলেন (কূর্ম্ম)। জ্যোতিষ্মান্ দেখ।

অশ্বরথ্য—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অশ্বল—মহর্ষি অশ্বলের পুত্র আশ্বলায়ন কোশল্য একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (প্রশ্ন)।

অশ্বায়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্ততম পুত্র। (মহাভা)।

অশ্বশঙ্কু—কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে যে সমুদয় দানব জন্মগ্রহণ করেন, অশ্বশঙ্কু তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। (মহাভা)। কশ্যপ ও দনু দেখ।

অশ্বশিরা—(১) দানব বিশেষ। (মহাভা)। অশ্বশঙ্কু দেখ। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে যে সমুদয় দানব জন্মগ্রহণ করেন অশ্বশিরা তাঁহাদের অন্ততম (মহাভা)। দনু দেখ। (৩) অথর্ব্বা ঋষির পুত্র দধীচি। এই দধীচির অন্তনাম অশ্বশিরা। (ভাগ)। (৪) পুরাকালে অশ্বশিরা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহর্ষি কপিল ও জৈগীষব্যের উপদেশে জ্ঞানলাভ করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থূলশিরার হস্তে রাজ্যভার সমর্পনপূর্ব্বক তপস্যার্থ নৈমিষারণ্যে গমন করেন। এবং পরম পদলাভ করেন। (বরা)। (৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অশ্বশিরা নামক এক বিষ্ণুভক্ত ঋষি বেদশিরা নামক অপর ঋষির শাপে নীল পর্ব্বতে ভূশুণ্ড নামক কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। (গর্গ)।

অশ্বশীর্ষ—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি বৃষপর্ব্বা, অশ্ব, অশ্বগ্রীব, অশ্বপতি, অশ্বশীর্ষ, প্রভৃতি দানবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপ ও দনু দেখ।

অশ্বসূক্তি—কণ্ব গোত্রীয় অশ্বসূক্তি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বসেন—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা স্ত্রী নাগ্নাজিতী দশটী পুত্র প্রসব করেন। অশ্বসেন তাঁহাদের অন্ততম। (ভাগ)। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) নাগরাজ তক্ষকের পুত্র

অশ্বসেন। তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে খাণ্ডব দহনে পরাজিত হন। (মহাভা)।

অশ্বহনু—বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা বৃষ্ণি-মের, বীর ও অশ্বহনু নামে দুইপুত্র ছিল। (হরি)। অনাধৃষ্টি দেখ।

অশ্বায়ু—রাজর্ষি পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিদ্যা ও শতায়ু নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহা-বল পরাক্রান্ত ছিলেন। (মৎ)। অমা-বসু দেখ।

অশ্বি—জনৈক বানর দলপতি। ইহার পুত্র মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণে যাইবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন। (রামা)। অশ্বিনী কুমার দেখ।

অশ্বিদ্বয়—প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের অন্যতম দেবতা, যাস্কের মতে অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে যে আলোক ও অন্ধকার বিজড়িত থাকে তাহাই অশ্বিদ্বয়। অশ্বিন্ শব্দের অর্থ আলো। সায়নের মতে অশ্বিদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসক। দস্র ও নাসত্য নামেও তাঁহারা পরি-চিত। সোমের সহিত বেণার যখন বিবাহ হয়, তখন অশ্বিদ্বয়, নানাবিধ খাদ্যসহ তিন চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন। বৃহস্পতির তনয় সংযুকে অশ্বিদ্বয় পালন করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ হইতে সরণ্যের গর্ভে অশ্বিদ্বয় যম ও যমী জন্ম লাভ করেন। সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যা। সূর্য্য স্বীয় কন্যা সূর্য্যাকে সোমকে প্রদান করিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্যান্য দেবতারাও অভিলাষী হন। তজ্জন্য এই নিয়ম করা হইল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত সকলকেই দৌড়িতে হইবে। যিনি সকলের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারিবেন, তিনি সূর্য্যাকে লাভ করিবেন। অশ্বিদ্বয় সকলের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া সূর্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। অশ্বি-দ্বয়ের স্ত্রীর নাম অশ্বিনী। নৃষদ ঋষির বধির পুত্রকে তাঁহারা শ্রবণশক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্যাব ঋষি অশ্বিদ্বয়ের প্রসাদে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়া বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শয়ু ঋষির বন্ধ্যা গাভীকে অশ্বিদ্বয় দুগ্ধবতী করিয়াছিলেন এবং শর নামক ঋষির কূপের জল উচ্চ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পথুশ্রবার শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। বশ ঋষিকে প্রভুত ধন দান করিয়া-ছিলেন। রাজর্ষি পেদুকে শ্বেত অশ্ব প্রদান করেন এবং অন্যান্য অনেককে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন। (ঋগ)।

অশ্বিনী—১ বৃষ্ণি বংশীয় অক্রূরের অন্যতমা স্ত্রী অশ্বিনী. অক্রূর, অভূমি ও অশ্বগ্রীব দেখ। (পদ্ম সৃষ্টি)। (২) দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে অশ্বিনী, রোহিণী প্রভৃতি সপ্তাবিংশতিটী চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (শিব-জ্ঞান)। অশ্বিদ্বয়ের স্ত্রীর নাম অশ্বিনী। (ঋগ)।

অশ্বিনীকুমার—সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাতে অশ্বিনাকুমারদ্বয় ও রেবন্ত নামে তিন তনয় উৎপাদন করেন। পাণ্ডুর পত্নী মাদ্রার ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল ও সহদেব নামে দুই তনয় উৎপাদন করেন। (বিষ্ণু)। একদা অশ্বিনাকুমার ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুতপা ঋষির পত্নীদর্শনে কামপীড়িত হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাতে উপগত হন। সেই গর্ভজাত সন্তানেরা চিকিৎসা ব্যবসায়ী। মহর্ষি সুতপা এই দুষ্কার্য্যের জন্য অশ্বিনাকুমারকে শাপ দেন কিন্তু সূর্য্যের অনুরোধে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ইহা তিনি ভাস্কর দেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করিয়া উভয় গ্রন্থ ধন্বন্তরী, অশ্বিনাকুমারদ্বয়, প্রভৃতি ষোড়শ সংখ্যক শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসকের ভ্রমনাশক চিকিৎসা সার তন্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। স্কন্দ দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ অশ্বিনীকুমারদ্বয় পারিষদগণ, বৎস ও নন্দীকে প্রদান করেন। বাম। অশ্বিনাকুমার চ্যবন মুনির পত্নী ও শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যার পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া অন্ধ ও বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে চক্ষু ও নব যৌবন প্রদান করিয়াছিলেন। চ্যবন মুনিও প্রতিদানে অশ্বিনীকুমারকে শর্য্যাতির যজ্ঞে দেবগণের সহিত সোমরস পান করাইয়াছিলেন। (দেবীভা)। একবার দধ্যঙ নামক অথর্ব্ববেদবিৎ ঋষি, ইন্দ্রের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু অন্যকে শিখাইলে তাঁহার শিরচ্ছেদ হইবে বলিয়া অপরকে শিখাইতে নিষেধ করিয়া দেন। অশ্বিনীকুমার এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দধ্যঙ মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত কারণ জ্ঞাত হইয়া প্রথমে দধ্যঙ মুনির মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অন্যত্র রাখিয়া সেই স্থলে অশ্বমস্তক যোজনা করিয়া দেন। এবং তখন তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। অশ্বিনীকুমার পুনঃ সেইস্থলে দধ্যঙ মুনির পূর্ব্ব রক্ষিত মস্তক সংযোগ করিয়া দেন। দেবীভা। ২ ব্রহ্মার কর্ণ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অপরাপর দেহ ছিদ্র হইতে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু। ৩ দক্ষ কন্যা অদিতির গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে অশ্বিনীকুমার যুগল জন্মগ্রহণ করেন। বামা। ইহাদের ঔরসে মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানরদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। রামা।

অশ্বিবেশ আত্রি বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু।

অশ্মক—(১)সগর বংশীয় নরপতি সৌদাস কোনও ব্রাহ্মণপত্নীর শাপে স্ত্রী সহবাসে বঞ্চিত হন। অপুত্রক রাজার অনুমতি অনুসারে বশিষ্ঠ ঋষি তদীয় পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভাধান করেন। সাত বৎসর গর্ভ ধারণের পরও কোন সন্তান না হওয়ায় মদয়ন্তী অসহিষ্ণু হইয়া অশ্মদ্বারা (প্রস্তর দ্বারা) স্বীয় উদরে আঘাত করেন। তখন একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম অশ্মক রাখা হইল। অশ্মকের পত্নী উত্তরা হইতে মূলক নামে এক পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) মহা-তেজা বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ নৃপতির ক্ষেত্রে অশ্মক নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অশ্মকের পত্নী উৎকলার গর্ভে নকুল [illegible] করেন। (কূর্ম্ম)। অশ্মকেরপুত্র পালক। (ভাগ)। কল্মাষপাদ দেখ।

অশ্মকী—যদু বংশীয় ক্রোষ্টার অন্যতম পুত্র দেবমীঢ়ুষ। দেবমীঢ়ুষের পত্নী অশ্মকী শূর নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (হরি)। অনাধৃষ্টি দেখ।

অশ্মক্য—যদুবংশীয় অনাধৃষ্টির তনয় অশ্মক্য, অশ্মকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম)।

অশ্মন্ত—ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। (হরি)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্মসারী—কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর একজন মন্ত্রী। শান্তনুর জ্যেষ্ঠ দেবাপির মতিভ্রংশের জন্য অশ্মসারী বেদবিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বেদবিরুদ্ধবাদী করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। দেবাপি দেখ।

অশ্মা—মহর্ষি অশ্মা রাজর্ষি জনককে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান গর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

অশ্রুত—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কালিন্দী অশ্রুত নামক পুত্রকে প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই পুত্র, তাঁহার অপরা পত্নী শূরসেনাকে প্রদান করেন। (হরি)।

অশ্রুতা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অশ্লেষা—দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে সাতাশটীকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অশ্লেষা অন্যতমা। (ব্রহ্ম-বৈ)। দক্ষ দেখ।

অষাঢ়—বৈদিক যুগের জনৈক ঋষি। (ঋগ)।

অষ্টক—(১) বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী দৃষদ্বতী হইতে অষ্টক জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টকের পুত্র লৌহি। (হরি)। (২) নরপতি অজমাঢ়ের অন্যতম পুত্র অষ্টক। (অগ্নি)। অজমাঢ় দেখ। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী মালতী হইতে অষ্টক, কচ্ছপ, গালব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কচ্ছপ ও বিশ্বামিত্র দেখ। (৪) মহর্ষি অষ্টক ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন। (ঋগ)।

অষ্টকা—পিতৃগণের কন্যা অচ্ছোদা পিতৃলোকে অষ্টকা নামে খ্যাত। (পদ্ম-সৃষ্টি) অচ্ছোদা দেখ।

অষ্টদংষ্ট্রা—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা খসার গর্ভে বহু সন্তানের জন্ম হয়। তন্মধ্যে অষ্টদংষ্ট্রা অন্যতম। (বায়ু। কশ্যপ ও দক্ষ দেখ।

অষ্টবসু—(১) দক্ষের ষাটটী কন্যার মধ্যে বসু, বিশ্বা, সাধ্যা প্রভৃতি দশটিকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। এই বসুর গর্ভে আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস নামক আট পুত্র জন্মে। তাঁহারাই অষ্টবসু নামে খ্যাত। (বিষ্ণু)। (২) ধর্ম্মের ঔরসে বসুর গর্ভে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বস্তু ও বিভাবসু নামে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) শিবপুরাণে অন্য স্থানে অন্য আছে। (৪ অপবা—ভ দেখ। (৫ অরিষ্টা দেখ।

অষ্টবাহু—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কালীনন্দা তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর অষ্টবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বামন)।

অষ্টম—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র অষ্টম। দক্ষ মেরুসাবর্ণির সময়ে হবিষ্মান, সুকৃতি, আপোমূর্ত্তি, অষ্টম, প্রমতি, নাভাগ ও নভস সত্য এই সাতজন ঋষি ছিলেন। (হরি)। সপ্তর্ষি দেখ।

অষ্টক—প্রথম মেরুসাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, পৃথু, নিরাকৃতি, ভূরিদ্যুম্ন, শ্রবা, ঋচীক, অষ্টক ও গয় নামে নয়জন পুত্র জন্মে। (হরি)।

অষ্টাদংষ্ট্র—তিনি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক মন্ত্র রচনা করেন (ঋগ)।

অষ্টাবক্র—ব্রহ্মার পুত্র প্রচেতা, প্রচেতার পুত্র অসিত, সস্ত্রীক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া দেবল নামে এক পুত্র লাভ করেন। দেবল, সুযজ্ঞ নরপতির রত্নমালাবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। একদিন গভীর রাত্রিতে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন। রত্নমালাবতী স্বামীর অদর্শনে অতিমাত্র শোকার্ত্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। দৈববশে একদিন রম্ভা নাম্নী অপ্সরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অভিলাষিণী হয়। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় তপস্বী দেবল প্রত্যাখ্যান করিলে, রম্ভা দেবলকে অষ্ট অঙ্গ বক্র হউক বলিয়া শাপ দেন। কিন্তু পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া শাপমুক্ত হন। (ব্রহ্ম-বৈ)। অষ্টাবক্র, মহর্ষি বদান্যের কন্যা প্রভাকে বিবাহ করেন। (শিব ধর্ম্ম)। অঘাসুর অষ্টাবক্র শাপে সর্প হইয়াছিল। (গর্গ)।

অষ্টারথ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভীমরথের পুত্র অষ্টারথ। (ব্রহ্ম)।

অসকৃৎ—অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অসঙ্গ—(১) যদুবংশীয় নরপতি সাত্যকির

(যুযুধানের) পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় তুনি, তুনির পুত্র যুগন্ধর (বিষ্ণু)। (২) যদুবংশীয় সত্যকের পুত্র যুযুধান, যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় কুনি, কুনির পুত্র যুগন্ধর। (বিষ্ণু)। (৩) যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের পুত্র ভূমি, ভূমির পুত্র যুগন্ধর। (হরি)। (৪) মৎস্য পুরাণ মতে অসঙ্গের তনয় দ্যুম্নি। (৫) যদু বংশীয় রাজা প্লয়োগের পুত্র অসঙ্গ, অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতীকে বিবাহ করেন। তাঁহারা উভয়েই অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করেন। সায়নাচার্য্য বলেন অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হন। পরে পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করেন। অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দান করিয়া অন্নদাতাগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অসমঞ্জ, অসমঞ্জা অসমঞ্জস—তিনি মনু বংশীয় অযোধ্যাধিপতি নৃপতি সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎপত্নী কেশিনীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অসমঞ্জ অতিশয় পাপাচারী ও অতিশয় সজ্জনদ্রোহী হইয়া উঠিলে, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্ কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহ সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। (রামা)। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। (রামা)। সগর নৃপতির পত্নী শৈব্যা গর্ভে অসমঞ্জার জন্ম হয়। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান, অংশুমান হইতে দিলীপ, দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন। ভগীরথ গঙ্গাকে ভূতলে আনয়নপূর্ব্বক সগর সন্ততিগণের উদ্ধার সাধন করেন (ব্রহ্ম-বৈ)। ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর নরপতির অন্যতমা পত্নী ভানুমতী অগ্নিদেবের প্রসাদে অসমঞ্জা নামে এক তনয় লাভ করেন। (কূর্ম)। অসমঞ্জস একবার কতকগুলি বালককে জলে নিক্ষেপ করেন। এই দুষ্কার্য্যের জন্য তিনি স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। তখন তিনি নদীজলে নিক্ষিপ্ত বালকগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। (ভাগ)।

অসমাতি- ভজেরথ নামক রাজবংশে নরপতি অসমাতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় দাতা ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা ছিলেন। (ঋগ)।

অসমৌজা—(১) যদুবংশীয় নরপতি দেববানের অসমৌজা, বাব, নাসমৌজা নামে তিন পুত্র জন্মে। অসমৌজা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, নরপতি অন্ধক, সুদংষ্ট্র, সুদারু ও কৃষ্ণ নামক তাঁহার তিন পুত্র অসমৌজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (হরি)। (২) যদুবংশীয় দেবার্হের পুত্র কম্বলবর্হিষ, কম্বল বর্হিষের পুত্র অসমৌজা ও অসমৌজার পুত্র সমৌজা ও সমৌজসা। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কম্বল বর্হিষ দেখ।

অসিক্নী—বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্নীকে দক্ষ প্রজাপতি বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে প্রথমে হর্য্যশ্ব নামক পঞ্চ

সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা নারদের উপদেশে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। দ্বিতীয়বারে তাঁহার গর্ভে শবলাশ্ব নামক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাঁহারাও নারদের পরামর্শে গৃহত্যাগী হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তৃতীয় বারে তাঁহার গর্ভে ষাটটী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ধর্ম্ম দশটীকে, কশ্যপ ত্রয়োদশটীকে, চন্দ্র সাতাশটীকে, অরিষ্টনেমী চারিটীকে, বহুপুত্র দুইটীকে, অঙ্গিরস দুইটীকে এবং কৃশাশ্ব দুইটীকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। ভাগবতমতে অসিক্লী পঞ্চজন প্রজাপতির কন্যা। ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে অসিক্লী (অন্য নাম বীরিণী) জন্মগ্রহণ করেন। প্রজাপতি দক্ষ এই অসিক্লীকে বিবাহ করেন। (দেবী-ভাগ)। দক্ষ দেখ।

অসিত—(১) কশ্যপের অপত্য অসিত ও দেবল ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা। (ঋগ)। দেবল দেখ। (২) মনু বংশীয় নৃপতি ধ্রুব সন্ধির পৌত্র ও মহারাজ ভরতের পুত্র। হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শশবিন্দু প্রভৃতি নৃপতিগণ শত্রুতা অবলম্বন করিয়া অসিতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। তিনি পরাজিত হইয়া দুই পত্নী সমভিব্যাহারে হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হন এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে রাজা অসিতের দুই মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয়া মহিষী প্রথমার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য ভোজন দ্রব্যের সহিত গরল প্রদান করেন। হিমালয় বাসী মহর্ষি চ্যবনের বরে প্রথমা মহিষী কালিন্দী গরলের সহিত একটী পুত্র প্রসব করেন। এই জাত সন্তান গর (অর্থাৎ বিষ) সহ জন্ম গ্রহণ করিয়া সগর নামে খ্যাত হন। (রামা)। (৩) ব্রহ্মার দেহ হইতে প্রচেতা বশিষ্ঠ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রচেতার পুত্র অসিত। অসিত সস্ত্রীক বহুকাল তপস্যা করিয়া মহাদেবের বরে দেবল নামে এক পুত্র লাভ করেন। দেবল অষ্টাবক্র নামে খ্যাত (ব্রহ্ম-বৈ)। অষ্টাবক্র দেখ। (৪) মহর্ষি কশ্যপের কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার বৎসর ও অসিত নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র জন্মে। অসিতের স্ত্রী একপর্ণা হইতে দেবল ও শাণ্ডিল্য জন্মগ্রহণ করেন। একপর্ণা দেখ। (কূর্ম)। (৫) শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ, প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত মস্তক ভীষণাকৃতি অসিত, খট্টাঙ্গ, কাল সংহার রুরু, প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। বেদব্যাস, অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা, মহাভারত প্রনয়ণ করিয়া এবং বেদ বিভাগ করিয়া সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত ও দেবল নামক শিষ্যগণ ও নিজ পুত্র শুককে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন।

(দেবীভা)। জৈমিনি দেখ।

অসিতদেবল—আদিত্যতীর্থে মহর্ষি অসিত-দেবল অবস্থান করিতেন। একদা জৈগী-ষব্য নামে এক ঋষি তাঁহার আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করেন। তদ্দর্শনে প্রথমে তিনি তাঁহার প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়াছিলেন। পরে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার শিষ্য হন। তিনি প্রথমে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে মোক্ষ ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। (মহাভা)। জৈগীষব্য দেখ। মহর্ষি অসিতদেবল হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভসম্ভূতা অন্যতমা কন্যা এক-পর্ণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (হরি)।

অসিতা—কশ্যপপত্নী মুনি হইতে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, অসিতা, প্রভৃতি মৌনেয় অপ্সরা সকল জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। কশ্যপ দেখ।

অসিতাক্ষ—দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। একবার দৈত্যপতি বৃত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বিচরণার্থ প্রেরণ করিলে অসিতাক্ষ তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। (বাম)।

অসিতাঙ্গ—ভগবতীর অনুচর অন্যতম নায়ক। (কালিকা)।

অসিলোমা—(১) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে যে সকল প্রবল পরাক্রান্ত দানব জন্ম গ্রহণ করেন অসিলোমা তাঁহাদের অন্য-তম। (মহাভা)। অসিলোমা কৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। দনু ও কশ্যপ দেখ। (হরি)।

(২) বিরোচনের অন্যতম পুত্র শম্ভু। শম্ভু হইতে ধনুক, অসিলোমা, নাবল, গোমুখ, গবাক্ষ ও গোমান নামক দানবগণ জন্মগ্রহণ করে। (বায়ু)।

(৩) অসিলোমা। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন, তিনি ভগবতী হস্তে নিহত হন। (দেবীভা)।

অসামকৃষ্ণ—পাণ্ডবংশীয় অশ্বমেধজের পুত্র অসামকৃষ্ণ অসামকৃষ্ণের তনয় নেমা-চক্র, নেমাচক্রের পুত্র উপ্ত। (ভাগ)। অশ্বমেধজ দেখ।

অসুতাপ—শ্রীরামের যজ্ঞীয় অশ্ব, কুণ্ডল-নগরের অধিপতি সুরথ হরণ করিলে, তাহার সহিত পুষ্কলের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পুষ্কল পক্ষায় উগ্র শ্ব, সুরথ রাজার পক্ষায় অসুতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। (পদ্ম-পাতা)। সুরথ দেখ।

অসুর—অসুরেরা ব্রহ্মার জঘন দেশ হইতে উৎপন্ন হয়। (ভাগ)।

অসুরনাশিনী—কামরূপে অবস্থিতা পার্ব্ব-তীর নাম অসুরনাশিনী। (বৃহদ্ধ)।

অসুরহ—কশ্যপপত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ, অসুরহ, অরুণ, আরুণি, বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান, সমিত, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। অরুণ ও সাধ্যগণ দেখ।

অসুরা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধা হইতে অসুরা, অনবদ্যা, মার্গনপ্রিয়া, বংশা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

(মহাভা)। কশ্যপ দেখ।

অসুনীতি—অসুনীতি দেবা প্রাণিগণের প্রাণহরণ করেন। (ঋগ)।

অসূয়া—(১) মৃত্যু হইতে ব্যাধির জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া নামে সন্তান জন্মে। ইহারা সকলেই দুঃখময় ও অধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের আর ভার্য্যা পুত্রাদি নাই। (বায়ু)। জরা দেখ।
(২) কশ্যপ পত্নী দিতির গর্ভজাত আট কন্যার অন্যতমা। অনবস্থা দেখ। (কালিকা)।

অস্তি—অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা মথুরাপতি কংসের পত্নী ছিলেন। (বিষ্ণু)।

অস্ত্রবুধ্ন—মহর্ষি অস্ত্রবুধ্নের পুত্র ইট এক জন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে প্রতিপন্ন ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)

অস্রাভিকেশ—মহাদেবের অনুচর অন্যতম রুদ্র। (অগ্নি)।

অস্রিধ—মরুদ্গণের অন্য নাম অস্রিধ। (ঋগ)।

অহং—নরপতি পশুপালের গৃহিত পুত্র মহৎ। মহতের (ত্রিবর্ণের) তনয় অহং। তাহার কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞানপ্রদ, মনোহর একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতুরক্ষ, পঞ্চাক্ষ, নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দস্যু হইয়াছিল। পরে রাজা তাঁহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। (বরা)।

অহংযাতি—রাজা সংযাতির পত্নী বরাঙ্গীর গর্ভে অহংযাতির জন্ম হয়। কৃতবীর্য্য নন্দনা ভানুমতী হইতে তাঁহার সার্ব্বভৌম নামে এক পুত্র জন্মে। সার্ব্বভৌমের তনয় জয়ৎসেন। (মহাভা)।
অহংযাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব হইতে ঘৃতাচী অপসরার গর্ভে ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু, নামে দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই পিতৃবৎসল ছিলেন। (ভাগ)।

অহঃ—ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতির পত্নী রতার গর্ভে অহঃ জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অহনা—উষার অন্য নাম। (ঋগ)।

অহর—কশ্যপ পত্নী দনু হইতে হিরণ্যকশিপু, হর, অহর, শতমায়, শরভ, প্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মে। (হরি)।

অহল্যা—(১) (ক) গৌতম মুনির স্ত্রী। একদা ইন্দ্র গৌতমের অনুপস্থিতিতে তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অহল্যার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন। গৌতম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আশ্রম প্রবিষ্টকালে অসদাচারী ইন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে "বৃষণ স্খলিত হইবে" বলিয়া বলিয়া শাপ দেন, এবং স্বীয় স্ত্রী অহল্যাকে "অন্যের অদৃশ্য ভাবে অনাহারে অবস্থিতি ও ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে" বলিয়া শাপ

প্রদান করেন। তিনি ইহাও বলিয়া দেন যে, দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের পদ-স্পর্শে তিনি শাপ মুক্ত হইবেন। অহল্যা পরে রামচন্দ্রের পদস্পর্শে শাপ মুক্ত হইয়াছিলেন। (রামা)। (২) পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহার যে অঙ্গ সুন্দর তাহাই লইয়া অনিন্দিতা রূপসী অহল্যাকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা অহল্যাকে গৌতমের নিকট গচ্ছিত রাখেন। গৌতম বৎসরান্তে অহল্যাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পন করিলে, ব্রহ্মা গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃ সিদ্ধি চিন্তা-পূর্ব্বক তাঁহারই হস্তে অহল্যাকে সমর্পন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র একদিন গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অহল্যার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন। গৌতম আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক সবিশেষ অবগত হইয়া ক্রোধ ভরে ইন্দ্রকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তুমি শত্রু কর্ত্তৃক বদ্ধ হইবে"। আর অহল্যাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, "অদ্য হইতে তোমার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে"। অহল্যা নানা প্রকারে গৌতমকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলে তিনি অবশেষে বলিলেন "সূর্য্যবংশীয় দশরথাত্মজ রাম-চন্দ্রের পরিচর্য্যা করিলে তুমি পুনরায় আমার সহবাস করিতে পারিবে"। (রামা) (২) মহর্ষি বৃদ্ধাশ্বের দিবোদাস নামে এক পুত্র ও অহল্যা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে শতানন্দ নামে এক পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ মতে গৌতম ইন্দ্রকে এই শাপ দেন "তোমার গাত্রে সহস্র-যোনী হইবে ও তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে।" অহল্যা গৌতম শাপে পাষাণে পরিণত হন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৩) কৌশিক বংশীয় নরপতি বধ্যশ্বের ঔরসে ও মেনকা অপসরার গর্ভে রাজর্ষি দিবোদাস ও অহল্যা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ঋষি শরদ্বান হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ, এবং শতানন্দ হইতে সত্যধৃতি জন্মে। সত্যধৃতির যমজ পুত্র কন্যা কৃপ ও কৃপী। (হরি)। (৪) যযাতি বংশীয় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত মুদ্-গলের দিবোদাস ও অহল্যা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম বিবাহ করেন। তঁহোদের তনয় শতা-নন্দ। (ভাগ)। দক্ষ যজ্ঞে অহল্যা গৌতমের সহিত সদস্য পদে বৃতা হইয়াছিলেন। অহল্যা হইতে গৌতম জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা নামে চারি কন্যারত্ন লাভ করেন। (বাম)। (৫) ভরত বংশীয় বিন্ধ্যাশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে যমজ দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। অহল্যা শরদ্বান হইতে শতানন্দকে প্রসব করেন। শতানন্দের তনয় সত্যধৃতি। (মৎ)। ইন্দ্র গোপনে অহল্যার সতীত্ব

নাশ করিলে গৌতম তাঁহাকে "বৃষণহীন হও" বলিয়া শাপ দেন। ইন্দ্র বৃষণ নাশে নির্ব্বীর্য্য হইলে দেবগণ মেষের বৃষণ তৎস্থানে সংযোগ করিয়া তাঁহাকে সবীর্য্য করেন এবং তদবধি তাঁহার নাম মেষ-বৃষণ হয়। (শিব)। অজমীঢ়ের বংশীয় মুকুলের পুত্র পঞ্চাশ্ব, পঞ্চাশ্বের যমজ পুত্রকন্যা দিবোদাস ও অহল্যা। অহল্যার গর্ভে শরদ্বতের শতানন্দ নামে পুত্র জন্মে। (অগ্নি)। অর্ক হইতে ভর্ম্যাশ্ব, ভর্ম্যাশ্ব হইতে মুদ্গল, মুদ্গল হইতে দিবোদাস জন্মে, দিবোদাসের কন্যা অহল্যা গৌতমের পত্নী ছিলেন। অহল্যা হইতে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। (বৃহদ্ধ)। মগধের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী অহল্যা। এই অহল্যাও গৌতম-পত্নী অহল্যার ন্যায় ভ্রষ্টচরিত্রা ছিলেন। ইন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকুমারের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। এই পাপে তাঁহাকে বহু জন্ম কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। (যোগ-বা)।

অহি—অহি ও ব্রধ্ন নামক অগ্নি অনির্দ্দেশ্য। ইহারা সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত। এই সকল অগ্নিতনয়গণ দ্বিজগণের সেব্য। (মৎ)। বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন, পিনাকী ভুবনাধীশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ এই দ্বাদশ রুদ্র। তাঁহারা দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। (পদ্ম-উত্তর)। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র অজৈক-পাৎ, অহি, ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত প্রভৃতি। (মহাভা)। মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ মরীচির এই একাদশ পুত্র একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (মহাভা)। দনু দেখ। দনুর পুত্র নমুচি, বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, শম্বর প্রভৃতিকে ইন্দ্র হনন করিয়াছিলেন। (ঋগ)। ইন্দ্র অহিকে হনন করিয়া ছিলেন। এবং তৎপর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই অহি মানে বৃত্র অর্থাৎ মেঘ। ইহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্রাসুরের গল্প রচিত হইয়াছে। (ঋগ)। ইন্দ্র অর্থ বায়ু, বৃত্র অর্থ মেঘ, ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বায়ু মেঘকে অপসারিত করিয়াছিলেন। (শতপ ব্রা)।

অহিংসা—(১) দক্ষযজ্ঞে, ধর্ম্ম স্বীয় ভার্য্যা অহিংসার সহিত দ্বার-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (বাম)। ধর্ম্মের পত্নী অহিংসা হইতে সনক, সনৎকুমার, সনন্দ ও সনাতন নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই যোগচর্চ্চায় রত ছিলেন। (বাম)। (২) মহর্ষি বহ্বৃচের পত্নী অহিংসা হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর, নারায়ণ নামে চারি পুত্র জন্মে। (বাম)।

অহিদংষ্ট্র—একজন বিখ্যাত দৈত্য। দেবাসুর সমরে ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করেন। (স্কন্দ ব্রহ্ম)।

অহি-বুধ্ন—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা অহিবুধ্ন। মহর্ষি বামদেব তাঁহাকে দাব্যা পৃথিবীর সহিত স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অহির্ব্রধ্ন—(১) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অহির্ব্রধ্ন, রুদ্র, ত্বষ্টা ও অজৈকপাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। অজ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, একপাৎ, ভৈরব, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী, ইহারা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (লি)। (২) কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা সুরভি মহাদেবের প্রসাদে তপঃপ্রভাব দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া হর, অজৈকপাদ, পিনাকী, অহির্ব্রধ্ন বহুরূপ, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, বৃষা কপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত, এই একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি)। (৩) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন, ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামে একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে অভিহিত হন। (হরি)। (৪) ভূত হইতে দক্ষকন্যা স্বরূপার গর্ভে রৈবত, অহির্ব্রধ্ন, বহুরূপ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)। অহির্ব্রধ্ন নামক অগ্নি অমুদ্দেশ্য, ইহা গৃহপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। (বায়ু)।

অহিহা—উত্তম মন্বন্তরে দেবতারা পাঁচটী গণে বিভক্ত ছিলেন। হংসম্বর অহিহা, প্রতর্দ্দন যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, অস্তবাহ, যতি, সুবিত্ত ও সুনয় এই দ্বাদশটী যজ্ঞকর্ত্তা শিবগণের অন্যতম। (ব্রহ্মা)। উত্তম দেখ।

অহীনগু—ইক্ষাকু বংশীয় দেবানী-

কের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সহস্রাশ্ব, সহস্রাশ্বের পুত্র চন্দ্রাবলোক। (মৎ)। রামের বংশধর দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর তনয় সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র অনল। (হরি)। অহীনগুর পুত্র পারিযাত্র, পারিযাত্রের পুত্র দল। (বায়ু)।

অহীনর—পাণ্ডববংশীয় উদয়নের পুত্র অহীনর, অহীনরের পুত্র খণ্ডপানি, খণ্ডপানির পুত্র নিরমিত্র। (বিষ্ণু)। ইক্ষাকু বংশীয় দেবানীকের তনয় অহীনর, অহীনরের পুত্র সহস্রাক্ষ, সহস্রাক্ষের পুত্র শুভ ও চন্দ্রাবলোক। (লি)।

অহীনাশ্ব—ইক্ষাকুবংশীয় দেবানীকের পুত্র অহীনাশ্ব, অহীনাশ্বের তনয় সহস্রাশ্ব, সহস্রাশ্বের পুত্র চন্দ্রালোক। (অগ্নি)।

অহীশুব—অনার্য্য দলপতি দস্যুর পুত্র পিপ্রু, সৃবিন্দ, অনর্শনি, অহীশুব, ঔর্ণবাভ ও বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অহোবাদী—পুরুবংশীয় নরপতি সংযাতির পুত্র অহোবাদী, অহোবাদীর পুত্র ভদ্রাশ্ব, ভদ্রাশ্বের পুত্র ঋচেয়ু, কৃশেয়ু প্রভৃতি দশজন। (অগ্নি)।

অহ্রীদ—পুরুবংশীয় নরপতি দুষ্মন্তের পুত্র করুরোম। করুরোমের পুত্র অহ্রীদ। এই অহ্রীদের পুত্র পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল, এই চারিজন। (ব্রহ্ম)।

আকর্ণ—কশ্যপপত্নী খসা হইতে সুবাহু, মহাকায়, আকর্ণ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

আকাশ—চন্দ্রবংশীয় চিত্রধর্ম্মার পত্নী মনোরমা হইতে আকাশ নামে এক পুত্র জন্মে। আকাশের পত্নী শকবংশজাতা ধরণী। (স্কন্দ-বিষ্ণু)।

আকর্ণনী—মহাদেব অন্ধকাসুরকে বধ করিবার সময়ে তাহার রুধির পান করিবার জন্য অনেক ভৈরবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের অনেক অনুচরীও সৃষ্ট হইয়াছিলেন। রেবতী নাম্নী ভৈরবীর আকর্ণনী, সন্তটা, উত্তর-মালিকা, জ্বালা-মুখী, ভিষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই আটজন মাতৃকা অনুচরী ছিলেন। (মৎ)।

আকুলি—কিলাত ও আকুলি নামে অসুরগণের দুই পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা মনুর একটী বৃষকে বধ করিয়াছিলেন। (শতপ-ব্রা)।

আকূত—সকল মন্বন্তরেই প্রজা-সিসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্ত্রময় শরীর দেবগণ সৃষ্ট হয়েন। দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকূত, আকূতি প্রভৃতি দেবগণ প্রথম সৃষ্ট। (বায়ু)। অধীতি দেখ।

আকূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে আকূতি, প্রসূতি ও দেবহূতি জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি রুচির পত্নী আকূতি নারায়ণের সপ্তম অবতার যজ্ঞকে প্রসব করেন। (ভাগ)। সর্ব্বতেজার পত্নী আকূতি মনুকে প্রসব করেন। (ঐ)। মনু বংশীয় নরপতি পৃথু সেনের স্ত্রী আকূতি নক্ত নামে একটি পুত্র প্রসব করেন। (ঐ)। আকূতি হইতে কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ঐ)। মনু হইতে শতরূপাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। মহর্ষি রুচির পত্নী আকূতি হইতে দক্ষিণা নাম্নী কন্যা ও যজ্ঞ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচির পত্নী আকূতি হইতে রৌচ্যমনুর আবির্ভাব হয়। (কূর্ম্ম)।

আক্রন্দ—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশি)।

আকৃতি—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কালে সহদেব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন। (মহাভা)

আকৃষ্ট—মহর্ষি আকৃষ্ট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

আক্রীড়—কুরুবংশীয় নরপতি দুষ্মন্তের পুত্র কুরুখান, কুরুখা-নের পুত্র আক্রীড়, আক্রীড়ের পাণ্ড্য, চোল, কেরল ও কোল নামে চারি পুত্র জন্মে (হরি)।

আক্রোশ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কালে নকুল দিগ্বি-জয়ে বহির্গত হইয়া মরুভূমির প্রান্তস্থিত আক্রোশ নামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিয়া ছিলেন। (মহাভা)।

আখণ্ডল—ইন্দ্রের অন্য নাম আখ-ণ্ডল অর্থাৎ ধ্বংসকারী। (অথ)।

আগাহি—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবী, আগাহি এই বৃকদেবীরই অন্য নাম। (বায়ু)।

আগ্ন—কশ্যপবংশীয় আগ্ন এক-জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আগ্নিক—শিবের অন্যতম গণ।

শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে শতকোটি অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

আগ্নিমাঠর—মহর্ষি বাস্কল ঋগ্বেদের প্রথম শাখাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবাল্ক্য ও পরাশর নামক স্বীয় শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)।

আগ্নীধ্র—মহর্ষি আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি। নাভির পত্নী মেরুদেবী ভগবানের অষ্টম অবতার ঋষভকে প্রসব করেন। ঋষভ ধীর ব্যক্তিদিগকে পরমহংস সম্বন্ধীয় তত্ত্ব শিক্ষা দেন। (ভাগ)। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতী হইতে রাজা প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্র প্রভৃতি পুত্র জন্মে। রাজা প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভাগ করিয়া দিলে, আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হন। পিতৃনিদেশে তিনি জম্বুদ্বীপ নিবাসী প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। একদা তিনি পুত্রকামী হইয়া, অমর স্ত্রী সকলের ক্রীড়া-স্থল মন্দর-পর্ব্বতের গহ্বরে গমন করেন। তথায় তিনি বিশ্ব-স্রষ্টার পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া অনন্যমনে তপোনুষ্ঠানে ভগবানের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। ভগবান আদিপুরুষ, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার উপ-ভোগার্থ পূর্ব্বচিত্তি নামক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। এই পূর্ব্ব-চিত্তির গর্ভে তাঁহার নাভি, কিম্পুরুষ, হরি-বর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতু-মাল নামে নয়টী পুত্র জন্মে। আগ্নীধ্র তাঁহাদিগকে নিজ নিজ নামীয় এক এক বর্ষের আধিপত্যে স্থাপন করেন। (ভাগ)। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে আগ্নীধ্র ও শরভ নামে দুই পুত্র ও চারিটি কন্যা প্রসূত হয়। (শিব)।

আগ্নেয়ী—(১) মনুবংশীয় উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে সুমনস, অঙ্গ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (২) পৃথুনন্দন হবির্দ্ধান স্বীয় আগ্নেয়ী নাম্নী পত্নী হইতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী প্রাচীন বর্হি নামক এক পুত্র লাভ করিয়া-ছিলেন। (কূর্ম্ম)। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (৩) কুরুর পত্নীর নাম আগ্নেয়ী ছিল। (শিব)।

আগ্নেয়—(১) দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের অগ্নিসম্ভূত বলিয়া

অগ্নিজ ও আগ্নেয় নামে অভিহিত হইতেন। (সৌর)। (২) আগ্নেয় নামে কুবেরের অনুচর একশ্রেণী গন্ধর্ব্ব ছিল। (বায়ু)। (৩) অগ্নিসম্ভূত অঙ্গিরাগণ আগ্নেয় বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন। (বায়ু)।

আগ্রয়ন—সূর্য্যের কন্যা সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা, ভানু অনলের পত্নী ছিলেন। তাঁহারা আগ্রয়ন, বল প্রভৃতি ছয়জন পুত্র প্রসব করেন। এই আগ্রয়ন ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞে, আগ্রয়ন নামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন। (মহাভা)।

আঙ্গরিষ্ঠ—মহারাজ আঙ্গরিষ্ঠ মহর্ষি কামন্দকের নিকট নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (মহাভা)

আঙ্গিরস—পিতৃগণ সপ্ত, ইঁহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সুকালা আঙ্গিরস, স্বধা ও সোমপা এই চারিজন মূর্ত্তিমান, এবং বৈরাজ অগ্নিষাত্ত ও বর্হিষদ এই তিনজন অমূর্ত্ত। (হরি)। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য মহর্ষি। (ভাগ)। চাক্ষুষ মনুর পুত্র উরু। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, খাতি, সুমনা, ক্রতু আঙ্গিরস ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। (কূর্ম্ম)। অঙ্গিরা প্রজাতির তনয় আঙ্গিরস। (স্কন্দকাশি)।

আঙ্গিরসী—ধর্ম্মের পুত্র অষ্টবসু। বসু অষ্টবসুর অন্যতম। এই বসুর পত্নী আঙ্গিরসী হইতে শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্ম্মা হইতে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি। (ভাগ)।

আজ্জি্র ক—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পত্নী ছিল। আজ্জি্র ক তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা)।

আজবস্ত—সংহিতা-কর্ত্তা হিরণ্যনাভের কৃতি শিষ্য নৃপাত্মজ। নৃপাত্মজ চতুর্ব্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করেন এবং স্বীয় শিষ্য রাড়, মহাবীর্য্য, পঞ্চম, বাহল তালক, কালিক রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, অপতন্তুত, পৃষ্টয়, পরিকৃষ্ট, উল্ খলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুরীয়, কৌশিক সালি-মঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কালিক, পরাশর ও ধর্ম্মাত্মা এই চব্বিশ জনকে সেই চব্বিশখানি সংহিতা অধ্যয়ন করান। তাঁহারা সকলেই সামগ ছিলেন। (ব্রহ্ম)।

আজমীঢ়—(১) আঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। (২) মহীপতি আজমীঢ় ভরত বংশীয় একজন যাজ্ঞিক নরপতি।

সুপ্রসিদ্ধ জহ্নু মুনি তাঁহারই পুত্র। (মহাভা)।

আজিহ্বান—আজিহ্ব দেখ।

আজিশিরা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে বজ্র-দত্ত তীর্থ স্বীয় অনুচর আজিশিরাকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। (বামন)।

আজিহায়ন—কশ্যপ বংশীয় আজিহায়ন একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আজ্ঞা—লক্ষ্মীর অন্যনাম আজ্ঞা। (স্কন্দ-কেদা)।

আজ্য—বীরবান্, অবরীয়ান্, নির্ম্মোহ, কৃতী; চরিষ্ণু, বিষ্ণু, বাচ, আজ্য, ও সুমতি এই নয় জন সাবর্ণি মনুর পুত্র। (বায়ু)।

আজ্যপ—অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ্, সোমপ, আজ্যপ, এই চারি জন পিতৃগণের পত্নী দক্ষের কন্যা স্বধা। এই স্বধা হইতে বয়ুনা ও ধারিনী নাম্নী দুইটী ব্রহ্ম-বাদিনী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার-গামিনী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)। আজ্যপ পিতৃগণ পুলস্ত্যের পুত্র এবং তাঁহারা বৈশ্যদিগের পিতৃলোক (মনু)।

আজ্যপেশ্বর—একটী শিবলিঙ্গের নাম। তাঁহার সেবা করিলে পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্ত হন। (স্কন্দ-কাশী)।

আঞ্জিক—হিরণ্য-কশিপুর ভগিনী সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির সৈংহিকের নামধেয় রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইম্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, শুক, কালানাভ, গোভরণ ও বজ্র-নাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে (হরি)। অঞ্জক ও কালনাভ দেখ।

আটবী—যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বরূপে সূর্য্যের নিকট হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। সে জন্য যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারীরা বাজী নামে বিখ্যাত। কন্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী বিদিগ্ধ, ঔদ্দল, তাম্রায়ন, বাৎস্য গালব, শৈশিরী, আটবী, পর্ণী, বীরনী, ও পরায়ণ এই পঞ্চদশ জন যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারী যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য, বাজি নামে খ্যাত। (ব্রহ্ম)।

আড়ি—অন্ধক অসুরের পুত্র বক, ও আড়ি। আড়ি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর পায় যে, অন্য দেহ ধারণ কালে তাহাকে বধ করিতে পারিবে, কিন্তু অন্য সময়ে সে অবধ্য থাকিবে। একদা উমা-রূপে

আড়ি মহাদেবকে ছলনা করিবার চেষ্টা করে। মহাদেব জানিতে পারিয়া সেই সময়েই তাহাকে বধ করেন। (মৎ)। একবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-শাপে বক ও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-শাপে আড়ি পক্ষীরূপে পরিণত হন। এবং উভয়ে পরস্পর তুমুল বিবাদে লিপ্ত হন। এই সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাদ নিবারণ করিয়া উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করিয়া দেন। (মার্ক)।

আতপ—বিভাবসু অষ্টবসুর অন্যতম। এই বিভাবসুর পত্নী উষা হইতে বুৎষ্য, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। আতপ হইতে পঞ্চযামের উৎপত্তি হয়। (ভাগ)।

আত্মবান—চ্যবন মুনির পত্নী সুকন্যা হইতে আত্মবান্ ও দধীচি জন্ম গ্রহণ করেন। আত্মবানের পত্নী নহুষ-নন্দিনী রুচির উরুদেশ ভেদ করিয়া মহাযশস্বী উর্ব্বঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। উর্ব্বের পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। (বায়ু)।

আত্মা—মনু বংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র ঘৃতপৃষ্ট, ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ঘৃত পৃষ্টের তনয় আত্মা, মধুরুহ,সুধামা মেঘপৃষ্ঠ, ভ্রাজিষ্ঠ, লৌহিতবর্ণ, ও বনস্পতি। ঘৃতপৃষ্ঠ স্বীয় সপ্ত পুত্রকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া স্ব স্ব নামীয় এক এক বর্ষ প্রত্যেককে প্রদান করেন। (ভাগ)। মহর্ষি মরিচীর সুরূপা নাম্নী কন্যা মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। সুরূপা হইতে আত্মা আয়ু, দমন, দক্ষ, সদ, প্রাণ, হবিষ্মান,গবিষ্ঠ,ঋত ও সত্য নামক দশজন আঙ্গিরস দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা সোমপায়ী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ নামক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। অজস্য দেখ।

আত্রেয়—সাবর্ণ মন্বন্তরে রাম,ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বত্থামা, কৃপ কৌশিক, গালব, কশ্যপ-রুরু এই সাতজন ঋষি ছিলেন। (হরি)। মহর্ষি আত্রেয় পুরাণবিষয়ে দৃঢ় প্রতি-ভাত যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম শিষ্য। (ব্রহ্ম)। মহর্ষি বামদেবের এক-জন শিষ্যের নামও আত্রেয় ছিল। (মহাভা)।

আত্রেয়ায়নি—একজন অঙ্গিরা বংশসম্ভূত গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আত্রেয়ী—পূর্ব্বকালে বীতমন্যু নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আত্রেয়ী উপমন্যু নামে একজন পুত্র লাভ করেন। উপমন্যু মহাদেবের আরাধনা করিয়া দুগ্ধপানে সমর্থ হন। (বাম)।

আথর্ব্বন—ভৃগুর পুত্র অথর্ব্বা ঋষি পুষ্করোদধি মন্থন করেন। বৈশ্বানর মরণান্তে তাঁহারই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় আথর্ব্বন। এই আথর্ব্বন অগ্নি দক্ষিণাগ্নি বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। (মৎ)।

আদর—রাক্ষসবিশেষ। (লি)।

আদিকেশব—কাশীস্থিত আদি-কেশব নামক পরমেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে মানব বৈকুণ্ঠকে আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় বোধ করিতে পারে। (স্কন্দ-কাশী)।

আদি গদাধর—কাশীস্থিত একটি মহাদেবের নাম। (স্কন্দ-কাশী)।

আদি মাধব—কাশীস্থিত একটি মহাদেবের নাম। (স্কন্দ-কাশী)।

আদর্শ—(১) রুদ্রমেরুসাবর্ণির সংবর্ত্তক, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুদ্বহ, ক্ষেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু, আদর্শ, পণ্ডক, ও মনু এই নয় জন পুত্র ছিল। (হরি)। (২) একাদশ-সাবর্ণিমনুর সর্ব্ববেগ, সুধর্ম্মা, দেবানীক, পুরোবহ, ক্ষেত্রধর্ম্মা, গৃহেষু, আদর্শ, পৌণ্ড্রক নামে আট পুত্র ছিল। (বায়ু)।

আদিত্য—(১) সূর্য্যের অপর নাম আদিত্য। তিনি কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (লি)। শ্রাদ্ধ-ভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে আদিত্য এক জন। (মহাভা)। (২) ধৃত-রাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম আদিত্য। (মহাভা)। (৩) অদিতির পুত্র বরুণ, ভগ, মিত্র, অর্য্যমা, দক্ষ ও অংশ এই ছয় জন আদিত্য নামে খ্যাত। (ঋগ)। (৪) দ্বাদশ আদিত্য কশ্যপের ঔরসে, অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম (ক) বিষ্ণু পুরাণ মতে অংশ দেখ। (খ) মহাভারত মতে ত্বষ্টা দেখ। (গ) শিবধর্ম্ম পুরাণ মতে অতিতেজা দেখ। (ঘ) হরিবংশ মতে (ইন্দ্র দেখ)। (ঙ) দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

আদিত্যকেতু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতা-দের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হয়েন। (মহাভা)।

আদিত্য কেশব—কাশীস্থিত একটি মহাদেব। (স্কন্দ-কাশী)।

আদিত্যগণ—অংশু, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে এই দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্যগণ নামে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিতগণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। (সৌর)।

আদিত্য মূর্দ্ধা—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (লি), (স্কন্দ-মাহে)।

আদিত্যেশ্বর—নর্ম্মদা নদীর তীরে আদিত্য তীর্থে, আদিত্যেশ্বর মহাদেব অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ আব)।

আদিদেব—মহাদেবের অন্য নাম। (পদ্ম-উত্ত)। সূর্য্যেরও অন্য নাম। (মহাভা)।

আদিরাজ—রাজা কুরুর পাঁচ পুত্রের অন্যতম অবিক্ষিত। অবিক্ষিতের পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি নামে আট পুত্র জন্মে। (মহাভা)। অবিক্ষিৎ দেখ।

আদ্য—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আদ্য, প্রসূত, ঋষভ, লেখ, ও পৃথগ্ভব দেবতাদের এই পাঁচটি গণ ছিল। (হরি)। অর্থপতি দেখ। (২) বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। মহর্ষি আদ্য রাজা উপরিচরের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

আদ্যাশক্তি—মহাদেবের স্ত্রী দুর্গার অন্যনাম। (শিব)।

আদ্র—ইক্ষাকু বংশীয় বিশগের পুত্র আদ্র, আদ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। (মৎ)।

আধি—কল্কির সহিত কলির যুদ্ধে ধর্ম্মের অনুচর যোগের সহিত কলির অনুচর আধির যুদ্ধ হইয়াছিল। (কল্কি)।

আধ্বরীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরে বশিষ্ঠ-তনয় উর্জ্জ, কশ্যপ বংশীয় স্তম্ভ, ভৃগুবংশীয় দ্রোণ, অঙ্গিরস বংশীয় ঋষভ, পুলস্ত বংশীয় দত্ত, অত্রিবংশীয় নিশ্চল এবং পুলহ বংশীয় আধ্বরীয়—ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

আনক—যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক, ও বৃক নামে দশ পুত্র এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি শ্রুতশ্রবা ও রাজাধি দেবী, নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। (ভাগ)।

আনকদুন্দুভি—বসুদেব জন্মিবা

মাত্র দেবগণ "ইহার গৃহে ভবদংশ অবতীর্ণ হইবেন," এই বলিয়া আনকদুন্দুভি বাদ্য বাজাইয়াছিলেন। সেই কারণে বসুদেবের এক নাম হইল আনকদুন্দুভি। এই আনকদুন্দুভি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বংশের অক্ষয় কীর্ত্তি, উত্তম জ্ঞান-যোগ, কামরূপিতা প্রাপ্তি, এই কয়টি বর প্রাপ্ত হন। মহাদেবের আরাধনা করিয়া তিনি অভিজিৎ নামে এক পুত্র ও একটি কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু। (কূর্ম্ম)।

আনন্দেশ্বর—বিজয়তীর্থে স্নানান্তে আনন্দেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে বিজয়ী হইতে পারা যায়। (স্কন্দ-আব)।

আনন্দভৈরব—সোমতীর্থের উত্তর ভাগে, প্রয়াগের দক্ষিণে ও শিপ্রার পূর্ব্ব দিকে দেবপ্রয়াগ তীর্থ বিরাজমান, আনন্দভৈরব মহাদেব এখানে আছেন, ইঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। (স্কন্দ-আব)।

আনন্দা—আদ্যা প্রকৃতি কল্পে কল্পে অবতার হইয়া থাকেন। নবম কল্পে তিনি আনন্দা নামে অবতীর্ণা হন। (স্কন্দ-প্রভা)

আনন্দ—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথি, এই মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এবং তাঁহার শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় এক এক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। (লি)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি-পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ সমুদ্র, ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বতসকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন আনন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)। (৩) উত্তম মন্বন্তরের একজন দেবতা। (বায়ু)। অধিগ দেখ।

আনর্ত্ত—(১) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুর পুত্র শর্য্যাতি, শর্য্যাতির যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম আনর্ত্ত ও কন্যার নাম সুকন্যা। সুকন্যাকে মহর্ষি চ্যবন বিবাহ করেন। আনর্ত্তের তনয় রেব। আনর্ত্ত, আনর্ত্ত দেশের কুশস্থালী নগরে (অন্য নাম দ্বারবতী) রাজত্ব করেন। (হরি)। আনর্ত্তের পুত্র রোচমান।

(মৎ)। (২) বৈবস্বত মনু বংশীয় বিভুর পুত্র আনর্ত্ত ও সুকুমার। (অগ্নি)। (৩) শর্য্যাতির তনয় আনর্ত্ত, আনর্ত্তের তনয় রেবত। (ভাগ)।

আনু—আনুর পুত্রের উদ্দেশে গমন করিবার জন্য, দেবাতিথি প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

আপ—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যার গর্ভজাত অন্যতম বসু হইতে আপ, ধ্রুব, সোম ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা অষ্ট বসু নামে খ্যাত। বৈতস্ত, শ্রম, শ্রান্ত ও মুনি এই কয় জন আপের তনয়। (হরি)। আপশান্ত দেখ। বৈতস্ত, শ্রম, শ্রান্ত ও ধ্বনি এই কয় জন আপের পুত্র। (বিষ্ণু)। যে সকল জ্যোতিষ্মান দেব সর্ব্বদিক ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহারাই বসু নামে খ্যাত। আপের তনয় শান্ত, দণ্ড, শাম্ব, ও মুনিবক্র এই চারিজন। (মৎ)। (২) বিবস্বান্, গোপ, দেবসাধ্য, যুগ, অজ, দেব, দুরোণ, আপ, মহাবাহু, মহৌজা, বীর্য্যবান্, চিকিত্বান্, নিভৃত ও অংশ, এই সকল ক্রতু সুতগণ, স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। (ব্রহ্মা)। (৩) আপ ও বাত নামক রাক্ষসদ্বয় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্য-রথে বাস করিয়া থাকেন। (বায়ু)। আপ নামক বসুর পুত্র শ্রান্ত, বৈতস্ত, অপিশান্ত ও বক্র, এই চারি জন। (পদ্ম)। স্বারোচিষ মন্বন্তরে, হবীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি প্রভৃতি বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র প্রজাপতি হইয়াছিলেন। (পদ্ম)। অয় দেখ। (৪) হেতৃ,প্রহেতৃ, উগ্র, পৌরুষেয়, বধ, বিস্ফূর্জ্জি, বাত, আপ, ব্যাঘ্র, ও সর্প, ইহারা যাতুধানাত্মজ, রাক্ষস। তন্মধ্যে আপের পুত্র জম্বুক। (বায়ু)।

আপব—বরুণের পুত্রের নাম আপব। তিনি বশিষ্ঠ নামেও খ্যাত ছিলেন। একবার অগ্নি তৃষিত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা প্রদান করেন। অগ্নি তখন অর্জ্জুনেরই গ্রাম নগর ইত্যাদি দাহ করিয়া অবশেষে আপব মুনির আশ্রম নষ্ট করিয়া দেন। আপব মুনি দীর্ঘকাল জল আশ্রয় করিয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন। ব্রত সমাপনান্তে জল হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, অগ্নি তাঁহার কুটীর

দগ্ধ করিয়াছে—তখন তিনি কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুনকে শাপ দেন যে তিনি পরশুরাম হস্তে নিহত হইবেন। (মৎ, হরি)। বায়ু পুরাণে অগ্নির স্থানে সূর্য্যের উল্লেখ আছে এবং শিব পুরাণে আপব স্থানে আপস্তম্ভ আছে।

আপবৎসার—কাশ্যপ বংশীয় মহর্ষি আপবৎসার একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (স্কন্দব্রহ্ম)।

আপস্তম্ভ—ব্রহ্মা শিবপূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে মহর্ষি আপস্তম্ভ কালদমন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ক্রাথেশ্বর তাঁহার শিষ্য ছিলেন। (বাম)। মহর্ষি আপস্তম্ভ কশ্যপ পত্নী দিতির জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (মৎ)। কোনও সময়ে কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন অগ্নিদ্বারা আপস্তম্ভ ঋষির আশ্রম দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি অর্জ্জুনকে শাপ দেন যে, ভার্গব রাম তাঁহার শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবেন। (শিব)। আপস্তম্ভ একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থ আপস্তম্ভ সংহিতা নামে খ্যাত। (অগ্নি)।

আপস্তম্ভি—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি (মৎ)।

আপস্তম্ভেশ্বর—একটী শিবলিঙ্গের নাম। (স্কন্দ-কাশি)

আপস্থূন—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আপি—চাক্ষুষ মনুর সময়ে আপি প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। (ভাগ)। সুজুনি, আপি, শ্রেণী, সুম্ন, হৃদেচক্ষু, গ্রন্থিনী ও বরণ্যা এই সাতজন অপ্সরা উর্ব্বশীর সহচরী ছিলেন। (ঋগ)।

আপিশলি—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি এক-বার পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। (মৎ)।

আপীতক—মগধের নরপতি লম্বোদরের পুত্র আপীতক দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করেন। (মৎ)।

আপ্নুবান—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন ও আপ্নুবান্। আপ্নুবানের তনয় ঔর্ব্ব। ঔর্ব্বের পুত্র জমদগ্নি, মহাত্মা ভার্গবদিগের ঔর্ব্ব গোত্র-প্রবর্ত্তক ছিলেন। (মৎ)।

আপ্ত—(১) মহর্ষি আপ্তের পুত্র ত্রিত সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিয়া-ছিলেন। (ঋগ)। (২) সুরসা ভুজঙ্গীর অন্যতম পুত্র আপ্ত পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিতেন। (মহাভা)।

আপ্ত্যত্রিত—প্রাচীন কালের বৈদিক যুগের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

আপ্ত্যদেবগণ—পূর্ব্বে অগ্নি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। অধ্বর্য্যু যে অগ্নিকে হোতৃকর্ম্ম করিবার জন্য বরণ করিয়া ছিলেন, সেই অগ্নি মৃত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার যাহাকে বরণ করিয়াছিলেন তিনিও মরিয়াছিলেন। সুতরাং চতুর্থ অগ্নি ভয়ে জলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে জল হইতে আনয়ন করেন,ইহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া জলে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেন ও বলেন যে, তোমরা নিষ্ঠীবন দ্বারা দূষিত হও। সেই জল হইতে ত্রিত, দ্বিত, ও একত নামে আপ্ত্যদেবগণ সমুদ্ভূত হন। (শতপথ)।

আপূরণ—(১) কশ্যপ পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু চরাচর খেচর ও অনেক শিরা সহস্র নাগ প্রসব করেন, তন্মধ্যে, শেষ, বাসুকি তক্ষক, সকর্ণীর,বামন, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, আপূরণ প্রভৃতি প্রধান। (বায়ু)। কদ্রু দেখ। (২) সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র পুত্রের অন্যতম আপূরণ, পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিতেন। (মহাভা)।

আপোমূর্ত্তি—স্বারোচিষ মনুর হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি, আপোমূর্ত্তি,অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য নভ ও উর্জ্জনামে নয়টী পুত্র ছিল। (হরি)। অত্রির পুত্র হবিস্মান, সুকৃতি, আপোমূর্ত্তি, অষ্টম, প্রমতি, নাভাগ, ও নভস-সত্য, এই সাতজন মেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। অত্রির পত্নী অনসূয়া হইতে সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর ও সোম নামে পাঁচ পুত্র এবং শ্রুতি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুতি শঙ্খপদের মাতা ছিলেন। (শিব)। অনসূয়া দেখ।

আপ্য—কণ্ব, বৈধেয়শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, আপ্য, ঔদ্দল, তাম্রায়ন, বাৎস্য গালব, শৈশিরী, আটবী, এনী, বীরণী ও সপরায়ণ এই পঞ্চদশ জন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সকলেই অশ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)।

আপ্যা ঘোষ:—অন্যতম সরণ্যু। (ঋগ)।

আপ্যায়ন—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র বজ্রবাহু শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি সরোচন, সৌমনস্য, রমণক,

দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত নামক সাত পুত্রের মধ্যে সেই দ্বীপ তাঁহাদের নামানুসারে এক এক বর্ষ ভাগ করিয়া প্রদান করেন। (ভাগ)। (স্কন্দ মাহে)।

আপ্রতিম—অস্ত্র, পরশু, দিবৌষধি নয়, দেবানুজ, আপ্রতিম, মাহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সুবল ও শুচি এই তের জন উত্তম মনুর পুত্র। উত্তম মনু দেখ। তাঁহারা ক্ষত্রগণের নেতা ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

আপ্রী—একটী বৈদিক দেবতার নাম আপ্রী; কোন কোন মতে যজ্ঞদেবতার নাম আপ্রী, অন্য মতে অগ্নির এক নাম আপ্রী, উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা ঋষি আপ্রীর স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

আবন্ত—যদুবংশীয় নরপতি ধৃষ্টের আবন্ত, দশার্হ, ও বিশহর নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দশার্হের তনয় ব্যোমা। (হরি)। অপধৃষ্ট দেখ।

আবন্তক—অজমীঢ় বংশীয় সেনজিতের লোকবিখ্যাত চারি পুত্রের অন্যতম বৎস আবন্তক নামে রাজা হইয়াছিলেন। (বায়ু)।

আবন্ত্য—বেদবিত্তম আবন্ত্য জৈমিনীর শিষ্য সুকর্ম্মার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন। আবন্ত্যেরও অনেক কৃতবিদ্য শিষ্য ছিল। (ভাগ)।

আবরণ—মুনি বংশীয় নরপতি ভরতের পত্নী ও বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনী হইতে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

আবর্ত্ত—বারানসীর রাজা বিভুর পুত্র আবর্ত্ত। আবর্ত্তের তনয় সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু। (হরি)।

আবসথ্য—ব্রহ্ম বংশোৎপন্ন পবমান অগ্নিই নির্ম্মথ্য অগ্নি, ইঁহাকেই গার্হপত্য অগ্নি বলে। সংশতীর সহযোগে পবমানের অবসথ্য ও সভ্য নামে দুই পুত্র জন্মে। (মৎ)। পবমানের পুত্র শংস্য ও শুক্র। এই শংস্যই আবহনীয় হব্যবাহন নামে অভিহিত। শংস্যের পুত্র সভ্যও আবসথ্য। (বায়ু)।

আবসথ্য—বেদ বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ প্রদীপ্ততর মহাপ্রভ অগ্নিকে আবসথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (মহাভা)।

আবহ—সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত বায়ুর নাম আবহ। সূর্য্যমণ্ডল উহাদ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর

পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।
(স্কন্দ)।

আবাহ—অক্রুরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মাসুবৃত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মভৃত, ধৃষ্টধর্ম্মা, গোধনবর, আবাহ, ও প্রতিবাহ, জন্ম গ্রহণ করেন। (লি)। অক্রুর দেখ।

আবাহু—যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা নরপতি শ্বফল্কের পত্নী কাশিরাজ-নন্দিনী হইতে অক্রুর, উপসঙ্গ, উপেক্ষ, মদগু, মৃদর অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমৌঞ্জ, অন্ধক, আবাহু ও প্রতিবাহু নামে পনরটী পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অক্রুর দেখ।

আবিহোত্র—স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও আবিহোত্র প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। অবশিষ্ট একাশিজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)।

আবেশন—মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি আট কোটী অনুচরে পরিবৃত হইয়া শিবের বিবাহে অনুগমন করিয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

আম—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী নাগ্নজিতী। (অন্যনাম—সত্যা) হইতে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, আধ, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

আমর্দ্দক—কালভৈরব মহাদেবের এক নাম। (স্কন্দ)।

আমলকপ্রিয়——ঋষি বিশেষ। (স্কন্দ)।

আমলা—ব্রহ্মবাদনী আমলা মহর্ষি অত্রির কন্যা। তিনি দুর্ব্বাসা ও দত্তের অনুজা ছিলেন। (লি)।

আমলেশ্বর—(১) মহাদেবের একটি নাম, তিনি একদা কতিপয় গ্রাম্য বালকের সহিত আমলক দ্বারা খেলা করিয়াছিলেন। (২) শিবলিঙ্গবিশেষ। (স্কন্দ)।

আমা—দেবাসুর যুদ্ধে যে সমুদয় মাতৃকাদেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, আমা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

আমুষ্যায়ন—মহর্ষি আমুষ্যায়নের নারায়ণ নামে এক তনয় ছিল। নারায়ণ অকালে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (স্কন্দ)।

আম্ব—আম দেখ।

আয়তায়ত—বিশ্বামিত্র বংশীয় এক-জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আয়তি—(১) মেরুর কন্যা আয়তি, ভৃগুর পুত্র ধাতাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র মৃকণ্ড। (ভাগ)। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি, ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। (ভাগ)। অয়তি দেখ। (৩) মেরু-কন্যা আয়তি, ধাতা হইতে প্রাণ নামে পুত্র লাভ করেন। প্রাণের পুত্র বেদশিরা। (কূর্ম)। (৪) সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ধরণী বেলা, আয়তি, নিয়তি নাম্নী তিন কন্যা ও মন্দর পর্ব্বত নামে একটি পুত্র প্রসব করেন। (শিব)।

আয়া—ইন্দ্রের বজ্র-প্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে মহাবলসম্পন্না সাতটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল। সেই কন্যাগণ অতিশয় দারুণস্বভাবা। তাঁহারা গর্ভগত বা গর্ভজাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নাম কাকী, আয়া, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, পলালা ও মিত্রা। এই সাতজনই শিশুমাতা নামে বিখ্যাতা। (স্কন্দ-মাহে)।

আয়াপ্য—অঙ্গিরা বংশীয় তেত্রিশ জন মন্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহর্ষি আয়াপ্য তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)। অমৃত দেখ।

আয়াবী—কুরুবংশীয় জয়ৎ সেনের পুত্র আয়াবী, আয়াবীর পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র আক্রোধন (বৃহদ্ধ)।

আয়ু—(১) কুৎস, আয়ু, ও অতিথিগ্বকে ইন্দ্রদেব, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দীদিগকে বধ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)। (২) পুরু-রবার পত্নী অপ্সরা উর্ব্বশী হইতে আয়ু জন্ম গ্রহণ করেন। (মজু)। (৩) রাজা পুরুরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই পুত্র, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নহুষ, কিছুকাল স্বর্গে রাজত্ব করেন। (রামা)। (৪) অনুহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র। অনুহ্লাদের পুত্র আয়ু, শিব, ও কাল। (হরি)। (৫) আয়ুর পত্নী ও স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা হইতে নহুষ, রম্ভ, রজি, বৃদ্ধশর্ম্মা ও অনেনা জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। (৬)অষ্টবসুর অন্যতম প্রাণ। প্রাণের পত্নী উর্জ্জস্বতী হইতে সহ, আয়ু ও পূরোজব নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৭) যযাতি বংশীয় পুরুহোত্রের পুত্র আয়ু। আয়ু হইতে সাত্বত এবং সাত্বত হইতে ভজমান প্রভৃতি

জন্মে। (ভাগ)। (৮) পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। বাহুর কন্যা ও আয়ুর পত্নী হইতে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (৯) রাহুর কন্যা প্রভা আয়ুর স্ত্রী ছিলেন। (কূর্ম)। (১০) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিশ্বগশ্বের পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। (অগ্নি)। (১১) আয়ু নামক অগ্নি পশু-শরীরে বিরাজিত। এই আয়ুর পুত্র মহিমান্। (বায়ু)। (১২) ঔদার্য্য, আয়ু, দনু, দক্ষ, দর্ভ, প্রাণ, হবিষ্মাণ, হবিষ্ণু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা। (বায়ু)। (১৩) মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে ইক্ষাকু বংশীয় অযোধ্যাপতি পরীক্ষিৎ বিবাহ করেন। আয়ুর শাপে সুশোভনার তনয় শল, দল ও বল ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হন। (মহাভা)।

আয়ুষ্মান্—(১) রাজা উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু নামে চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদ, সংহ্লাদের আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান, শিবি, বাস্কল ও বিরোচন। এই বিরোচনের পুত্র বামন-প্রতারিত বলি। (মৎ)। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র হ্রদ, আয়ুষ্মান, শিবি, কাল এই চারিজন। (শিব)। (৫) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র হ্রদ, এই হ্রদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল, এই তিন জন। (অগ্নি)।

আয়োধধৌম্য—মহর্ষি আয়োধধৌম্য একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার বেদ, উপমন্যু ও আরুণি নামে তিনজন বিখ্যাত ছাত্র ছিল। (মহাভা)।

আরণ্যক—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সহদেব বেন্না নদীর তীরস্থ রাজা আরণ্যককে পরাস্ত করেন। (মহাভা)।

আরদ্ধান, আরব্ধ—যযাতি বংশীয় সেতুর পুত্র আরদ্ধান বা আরব্ধ। আরদ্ধানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের

পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধ্রুত। (বিষ্ণু, ভাগ)।

আরাধী—জনমেজয়ের বংশীয় জয়ৎসেনের পুত্র আরাধী, আরাধীর তনয় মহাসত্ত্ব, মহাসত্ত্বের পুত্র অযুতায়ুধ। (বায়ু)।

আরাবী—জনমেজয় বংশীয় জয়সেনের পুত্র আরাবী, আরাবীর পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন। (বিষ্ণু)।

আরুজ—রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। বানরসৈন্য তাঁহাকে নিহত করে। (মহাভা)।

আরুণ—কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী, অনুরু, গরুড়, বারুণি ও আরুণ নামে কয় পুত্র জন্মে। (কালিকা)।

আরুণায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আরুণি—(১) মহর্ষি অরুণের পুত্র আরুণি উদ্দালক একজন বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। আরুণির পুত্র আরুণেয় শ্বেতকেতু। (শতপ ব্রা)। (২) কশ্যপপত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, রিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণা, আরুণি ও বারুণি নামে ছয় পুত্র জন্মে। (মহাভা)। (৩) বিনতা হইতে তার্ক্ষ, রিষ্টনেমী গরুড়, অরুণ, আরুণি এই পাঁচজন জন্মে। (হরি)। (৪) মহর্ষি আয়োধধৌম্যের পাঞ্চাল দেশীয় আরুণি নামে এক শিষ্য ছিল। একদিন আয়োধধৌম্য আরুণিকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আরুণি আলি বন্ধনে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং সেই আলি মধ্যে শয়ন করিয়া জল-নির্গমপথ বন্ধ করিলেন। মহর্ষি তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুর আহ্বানে আরুণি আলি ভেদ করিয়া স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। গুরু তাঁহার আচরণে অতিশয় প্রীত হইলেন এবং কেদার খণ্ড ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম 'উদ্দালক' রাখিলেন। এবং সর্ব্ববেদে সর্ব্ব-শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। (মহাভা)। (৫) কশ্যপপত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ, অসুরহ, অরুণ, আরুণি বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান, শমিতা, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা এই সাধ্যগণ জন্ম গ্রহণ করেন। (মৎ)।

আরুণেয়—আরুণির পুত্র বলিয়া মহর্ষি শ্বেতকেতুর অন্য নাম ছিল আরুণেয়। (ছান্দো)।

আরুন্ধতগণ—ধর্ম্মপত্নী অরুন্ধতী

হইতে আরুদ্ধতগণ জন্মগ্রহণ করেন। (সৌর)।

আরুষী—মনুর কন্যা আরুষী, ভৃগু-মুনির পুত্র মহর্ষি চ্যবনের স্ত্রী ছিলেন। এই আরুষী হইতে চ্যবনের ঔর্ব নামে এক পুত্র উরু দেশ ভেদ করিয়া জন্মে। (মহাভা)।

আর্চ্চীক—মহর্ষি ঋচীকের তনয় আর্চ্চীক জমদগ্নি। (মহাভা)।

আর্জ্জুনি—অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর অন্য নাম। (মহাভা)।

আর্ত্তপর্ণি—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ঋতুপর্ণের পুত্র আর্ত্তপর্ণি। এই আর্ত্তপর্ণি হইতে সুদাস, এবং সুদাস হইতে সৌদাস জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

আর্ত্তনাশিনী—ধর্ম্মারণ্যের ব্রাহ্মণ-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ কতকগুলি যোগিনীকে তথায় স্থাপন করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটি ব্রাহ্মণ বংশের কুলদেবতা ছিলেন। এই আর্ত্তি-নাশিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (স্কন্দ)।

আর্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি বিষ্টরাশ্বের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্র হইতে যুবনাশ্ব, এবং যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। মনুবংশীয় নরপতি বিশ্বগশ্বের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্র হইতে যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। লিঙ্গপুরাণে আর্দ্রস্থানে আর্দ্রক আছে।

আর্দ্রক—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি বসুমিত্রের পুত্র আর্দ্রক। আর্দ্রকের তনয় পুলিন্দক, পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু। (বিষ্ণু)। অগ্নিমিত্র দেখ।

আর্দ্রা—দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে সাতাশটিকে চন্দ্র বিবাহ করেন। আর্দ্রা তাঁহাদের অন্যতমা। (ব্রহ্মবৈ)।

আর্ষ্বরীয়ান্—বিরজা, আর্ষ্বরীয়ান্, নির্ম্মোহ প্রভৃতি সাবর্ণ মনুর আত্মজ। (বিষ্ণু)।

আর্য্য—বরীবান্, অবরীবান্, সম্মত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, রাজা ও সুমতি নামে সাবর্ণ মনুর দশ পুত্র ছিল। (হরি)।

আর্য্যক—(১) একাদশ মন্বন্তরে ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে ভগবান হরি, আর্য্যকের ঔরসে ও তদীয় পত্নী বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) কশ্যপপত্নী কদ্রু হইতে কর্কোটক, আপ্ত, আর্য্যক প্রভৃতি শত শত নাগ জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

আর্য্যব—রথিতরের নন্দায়নীয়, পন্ন-গারি ও আর্য্যব নামে তিন জন

শিষ্য ছিল। তাঁহারা সকলেই তপস্বী ব্রতধারী, বিরাগী, মহাতেজস্বী ও সংহিতা-জ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।

আর্য্যশৈশব—অক্রূরের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা হইতে উপলম্ভ, সদালম্ভ, উৎকল, আর্য্যশৈশব, সুধীর, সদাযজ্ঞ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয়, ধর্ম্ম, ধর্ম্মদৃষ্টি ও সৃষ্টিমৌলি নামে একাদশ পুত্র জন্মে। (পদ্মঃ সৃষ্টি)।

আর্য্যা—মহাদেবের স্ত্রী পার্ব্বতীর অন্যনাম আর্য্যা। (ব্রহ্মাণ্ড)। তপ নামক অগ্নি হইতে যে সকল কন্যা সমুৎপন্না হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বেমিত্রা এই সাতজন শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হন। (মহাভা)।

আর্ষ্টিসেন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুনহোত্রের কাশ, গৃৎসমদ ও শল নামে তিন পুত্র জন্মে। শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন, আর্ষ্টিসেনের পুত্র সুতপা। (হরি)। আর্ষ্টিসেন ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি (মৎ)। শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন, আর্ষ্টিসেনের পুত্র চরন্ত। (বায়ু)। অনেক ক্ষত্রোপেত নরপতি। তিনি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অজমীর দেখ। গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থিত রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে, পাণ্ডবেরা বনবাস কালে অবস্থান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

আলম্ব—একজন ঋষির নাম। (মহাভা)।

আলম্বা—আলম্বা, উৎকোচা, কৃষ্ণা, নির্ঘাতা, কপিলা, শিবা, কেশিনী, ও মহাভাগা, ইঁহারা সাত ভগিনী খসার কন্যা। (বায়ু)।

আলম্বেয়—কম্পন নামক যক্ষের পত্নী কেশিনী হইতে কতিপয় যক্ষ, রাক্ষস ও নীলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। নীলার পুত্র সুরলিক, আলম্বেয় প্রভৃতি। (বায়ু)।

আলুকী—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আলোলুপ - মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম আলোলুপ। (মহাভা)।

আশা—শ্রদ্ধা, আশা, ধৃতি, শান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা ইহারা লক্ষ্মীর প্রিয় সহচরী। (মহাভা)।

আশাপুরী—ধর্ম্মারণ্যে ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত অন্যতমা যোগিনী। (স্কন্দ)।

আশাবহ—নরপতি আশাবহ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

আশী—ভগের পত্নী সিদ্ধি হইতে

আশী নাম্নী সুরূপা কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)

আশুগামী—সূর্য্যের অপর নাম। (মহাভা)।

আশ্বতরাশ্বি—অশ্বতরাশ্বের পুত্র বলিয়া মহর্ষি বুড়িল আশ্বতরাশ্বি নামে খ্যাত ছিলেন। (ছান্দ্যো)।

আশ্ববাতায়ন—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্বলায়ন—বরাহ কল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন,আশ্বলায়ন তাঁহাদের একজন শিষ্য ছিলেন। (লিঃ)। আশ্বলায়ন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। ষড়বিংশ দ্বাপরে রুদ্রবট নামক স্থানে সহিষ্ণু শিবের অবতার ছিলেন। উলূক, বৈদ্যুত, সর্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামে তাঁহার মাহেশ্বর যোগপরায়ণ চারি পুত্র ছিল। (ব্রহ্মাণ্ড)। মহর্ষি কৌশল্য অশ্বলের পুত্র বলিয়া আশ্বলায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। (প্রশ্ন)।

আশ্বলায়নিন—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্বালায়নী—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্বায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্য)।

আশ্বিন—বরুণ দেব আশ্বিন নামে এক উত্তম পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই পুত্রই কালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে বিখ্যাত হন। (বায়ু)।

আশ্বিনেয়শ্বর—একটি শিবলিঙ্গের নাম। গঙ্গার পশ্চিমতটে প্রতিষ্ঠিত। (স্কন্দ)।

আশ্রাব্য—ঋষি আশ্রাব্য যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

আশ্রায়নি—আশ্রায়নি কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্রেষ—ভূতযোনীবিশেষ। (অথ)।

আষাঢ়—(১) একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। (মহাভা)। (২) মহাদেবের অন্যতম গণ। (স্কন্দ)।

আষাঢ়ী—মহাদেবের একজন গণ। (স্কন্দ)।

আষাঢ়ীশ্বর—আষাঢ়ী নামক গণের প্রতিষ্ঠিত আষাঢ়ীশ্বর লিঙ্গ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ভক্তিপূর্ব্বক অবলোকন করিলে মানুষের সর্ব্ব পাপ দূর হয়। (স্কন্দ-কাশি)।

আষাঢ়েশ—মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ)।

আসঙ্গ—যযাতি বংশীয় শ্বফল্কের অন্যতমপুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। (ভাগ)।

আসুরায়ন—আসুরায়ন ও বৈশাখ্য

মহর্ষিগণ বেদপরায়ণ ও বৃদ্ধসেবী ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। আস্থরায়ন কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আস্থরায়নি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম। (মহাভা)।

আস্থরি—বরাহ কল্পে যে সমুদয় শিবাবতার জন্ম গ্রহণ করেন আস্থরি তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য। (লিঃ)। তিনি ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-পরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। এবং সেই সময়ে কপিল, আস্থরি, পঞ্চশিখ, ও বাগলি তাঁহার পুত্র ছিল। (ব্রহ্মাণ্ড)। মহর্ষি আস্থরির পত্নী কপিলা, তাঁহার পত্নী কপিলা, তাঁহার পঞ্চশিখ নামক বালক শিষ্যকে স্তন্যদান দ্বারা পালন করিয়াছিলেন। উত্তর কালে পঞ্চশিখ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

আস্থরী—মনুবংশীয়নরপতি দেবাজিতের পত্নী আস্থরী হইতে দেবতায় জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

আস্থরীয়—পুলহ প্রজাপতির পত্নী ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, আস্থরীয়, ও সহিষ্ণু নামক তিন পুত্র জন্মে। (শিব)।

আস্তিক—জরাৎকারুমুনির পত্নী মনসাদেবীর গর্ভে মহর্ষি আস্তিকের জন্ম। তিনি কশ্যপের দৌহিত্র। (ব্রহ্মবৈ)। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তিনি উপস্থিত হইয়া সর্পদের প্রাণ-ভিক্ষারূপ বর প্রার্থনা করেন। তাহাতেই মাতুল বাস্থকীর বংশ রক্ষা হয়।• (মহাভা)।

আস্তীক—দেবলোকবাসী আস্তীক একদা নন্দনবনে অপ্সরাগণের সহিত ক্রীড়াকালে মহর্ষি রোমশের শাপে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছিলেন। একদা মহর্ষি হরিমেধা ও স্থমেধার মুখে তুলসীমাহাত্ম্য ও বিষ্ণু নাম শ্রবণ করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন। (স্কন্দ)।

আহবনীয়—অগ্নির পত্নী স্বাহা দেবী হইতে দক্ষিণ, গর্হপত্য, আহবনীয় জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। অগ্নি দেখ।

আহার্য্য—অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র আহার্য্য। (ব্রহ্মাণ্ড)। অমৃত দেখ।

আহুক—জ্যামঘ বংশীয় নরপতি অভিজিতের পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। আহুক উৎসাহবান ও মহান্ ছিলেন। তিনি সমস্ত সামন্ত নরপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কাশিরাজের কন্যাতে তাঁহার দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে।(হরি)। অবিজ্ঞ দেখ। যযাতি বংশীয় পুনর্ব্বস্থর পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী।

আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। (ভাগ)। অর্ব্বুদাচল নামক পর্ব্বতে আহুক নামে এক ভিল ছিল। তাহার স্ত্রীর নাম ছিল আহুকী, শিবারাধনায় ও আতিথ্য সৎকারের ফলে আহুক পরজন্মে নিষধ রাজ্যে বীরসেনের পুত্র নলরূপে এবং আহুকী বিদর্ভনগরে ভীমরাজের কন্যা দময়ন্তিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (শিব)। পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। আহুকের পুত্র দেবক, দেবকের পুত্র উগ্রসেন, দেববান ও উপদেব এই তিনজন। (অগ্নি)। আহুকের কন্যা দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (পদ্ম: সৃষ্টি)। অভিজিৎ দেখ।

আহুকী—জ্যামধবংশীয় নরপতি অভিজিতের পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। অবন্তীরাজ আহুকীকে বিবাহ করেন। (হরি)। যযাতি বংশীয় পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। অবিদ্য ও আহুক দেখ।

আহুতি—কুবেরের পত্নীর নাম আহুতি। (ব্রহ্মবৈ)।

আহুতীশ্বর—একটী শিবলিঙ্গের নাম। তাঁহাকে দর্শন করিলে হোমফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (স্কন্দ)।

আহ্বৃতি—অসুরবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে জারুথী দেশে পরাজিত করেন। (মহাভা)।

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর স্ত্রী শ্রদ্ধা হইতে ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও ইলা (সুদ্যুম্ন) নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মনু ক্ষুৎ করিলে (হাঁচিলে) তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্রেরা পৃথিবী ভাগ করিয়া লন। ইক্ষ্বাকু মধ্যপ্রদেশের অধিপতি হন। ইক্ষ্বাকুর বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক, শকুনি প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচিশ জন আর্য্যাবর্ত্তের অগ্রভাগে, পঁচিশজন পশ্চাৎভাগে, মধ্যস্থলে তিনজন এবং অন্যান্য ভাগে অন্য পুত্রেরা রাজা হইয়াছিলেন। বিকুক্ষি শ্রাদ্ধের মাংস আহার করিয়া পতিত হন। (হরি, ভাগ)।

(ক) বৈবস্বত মনুর পুত্র। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে এই সমৃদ্ধিশালী পৃথিবী প্রদান করেন। এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা। ইহার পুত্র কুক্ষি; কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। (রামা)।

(খ) সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। তাঁহার

ঔরসে ও অলম্বুষার গর্ভে বিশাল নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম হেমচন্দ্র। (রামা)।

(গ) মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি একশত পুত্র উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ অতিশয় দুরন্ত ছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহার নাম দণ্ড রাখেন এবং বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে তাঁহার রাজ্য নির্ম্মাণ করেন। দণ্ড তথায় মধুমন্ত নামে নগরী স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। (রামা)। উদ্বিষ্ট দেখ। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগদিষ্ট, করুষ এবং পৃষধ্র নামে আত্মসদৃশ নয় তনয় জন্মে। (লিঃ)।

ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পরে শশাদ অযোধ্যার রাজা হন। শশাদের তনয় ককুৎস্থ এবং ককুস্থের তনয় অনেনা। অনেনার পুত্র পৃথু। (মহাভা)।

ইক্ষ্বাকীশ্বর—সূর্য্যবংশীয় নরপতি ইক্ষ্বাকু যে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন, তাঁহাই ইক্ষ্বাকীশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। (স্কন্দ—প্রভা)।

ইট—মহর্ষি অস্ত্রবুধ্নের পুত্র ইট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। অস্ত্রবুধ্ন দেখ।

ইড্য—ধৃতি, বরীয়ান্, যবস, সুবর্ণ, বৃষ্টি, চরিষ্ণু, ইড্য, সুমতি, বসু ও শুক্র এই দশজন সাবর্ণ মনুর পুত্র। (মৎ)।

ইড়স্পতি—মহর্ষি রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন নামে দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দ্বাদশ ভ্রাতা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবতা ছিলেন। (ভাগ)।

ইড়া—দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, ইড়া প্রভৃতি তেরটিকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ইড়া হইতে তৃণ, বৃক্ষ, লতা গুল্ম। প্রভৃতি জন্মে। (পদ্মঃ সৃষ্টি)।

ইতরা—মহর্ষি মহীদাস ইতরা নাম্নী রমণীর গর্ভজাত বলিয়া ঐতরেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। ঐতরেয়

উপনিষদ মহর্ষি মহীদাসের রচিত। (ছান্দোগ্য)।

ইতিজ—মহর্ষি ইতিজ ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইধ্ম—ইড়স্পতি দেখ।

ইদ্ধবাহ—অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত। দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইদ্ধবাহ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইধ্মজিহ্ব—নরপতি প্রিয়ব্রতের পত্নী ও বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতী হইতে আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, ও কবিনামে দশপুত্র এবং উর্জ্জস্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইধ্মজিহ্ব পিতৃ-নিদেশে প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি হন। (ভাগ)। ইধ্মজিহ্বের তনয় শিব, সুরম্য, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয়। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (স্কন্দ মাহে)।

ইধ্মবাহ—(১)মহর্ষি অগস্ত্যের পুত্র ইধ্মবাহ। ক্রতু অনপত্য ছিলেন। সেজন্য ক্রতু অগস্ত্যের পুত্র ইধ্মবাহকে পুত্রত্বে বরণ করেন। সেই হেতু ক্রতুবংশ অগস্ত্য বংশের অন্তর্গত হন। (মৎ)। (২) অগস্ত্য, উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ও ইধ্মবাহ এই ছয় জন ঋষি দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেন। (মহাভাগ)। (৩) পাণ্ড্যদেশে ইধ্মবাহ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রুচি, পুত্রের নাম দুর্ব্বিনীত ছিল। (স্কন্দ ব্রহ্ম)। দুর্ব্বিনীত দেখ।

ইন্দিরা—যদুবংশীয় বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা ইন্দিরা। তাঁহার অন্যনাম নন্দিরা। (হরি)।

ইন্দীবর—ইন্দীবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা মনোরমা। (মার্কণ্ডেয়)।

ইন্দুমতি—রাজা শশবিন্দুর কন্যা ইন্দুমতি মান্ধাতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও পঞ্চাশজন কন্যা জন্মে। সেই পঞ্চাশটি কন্যাকেই সৌভরী ঋষি বিবাহ করেন। (ভাগ)।

ইন্দ্র—প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি ব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে এত ঋক রচিত হয় নাই। বহু ঋষি অগ্নিকে নানা-বিধ মন্ত্রে স্তব করিয়াছেন। প্রথমেই বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা

ঋষি তাঁহাকে স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। একবার পনি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া সরমা নাম্নী এক দেব-কুক্কুরীকে তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরমা অসুরদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর সংবাদ আনয়ন করে। এবং ইন্দ্র মরুদ্গণের সাহায্যে তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। বল নামক কোন অসুর একবার দেবতাদের গাভী হরণ পূর্ব্বক কোনও গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র উক্ত গহ্বর আবেষ্টন পূর্ব্বক গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। ইন্দ্র মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে মায়া দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বৃত্র (অন্য নাম অহি) নামক অসুরকে বধ করিয়া ভূপৃষ্ঠে জল আনয়ন করেন। অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামে এক কৃষ্ণকায় অসুর ছিল। ইন্দ্র তাহার কৃষ্ণ ত্বক উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাকে বধ করেন। এবং তাহার দেহ ভস্মীভূত করেন। মহর্ষি ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ইন্দ্র ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন। নরপতি বৃষনশ্বের কন্যা মেনাকে প্রাপ্ত যৌবনা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইন্দ্র শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি, তাহা হইতেই বোধ হয় পৌরাণিক গল্প ইন্দ্র, শচীর স্বামী রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ ঋগ্বেদের কোথাও ইন্দ্রের স্ত্রী শচী বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী ও মেনা। (ঋগ)। ইন্দ্র ও বিরোচন একবার প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। বিরোচন সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ না করিয়াই চলিয়া যান। কিন্তু ইন্দ্র সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (ছান্দো্য)।

ইন্দ্র—রাবণ স্বর্গজয়াভিলাষী হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র রাবণপুত্র মেঘনাদের হস্তে বন্দী হন। মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান। এ দিকে সমুদয় দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া লঙ্কায় আগমন করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে ব্রহ্মার নিকট দুইটি বর প্রাপ্ত হন এক বরে তিনি ইন্দ্রজিৎ এই নামে অভিহিত হন। অপর বরে তিনি এই প্রার্থনা করেন যে, রিপুজয়ার্থ

যজ্ঞ করিয়া অগ্নিতে হোম করিবামাত্র তাঁহার জন্য সেই অগ্নি হইতে অশ্বসহ একটি রথ উত্থিত হইবে। এবং যতক্ষণ তিনি সেই রথে অবস্থান করিবেন ততক্ষণ তিনি অমর হইবেন। গৌতমপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে গৌতম ইন্দ্রকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তুমি যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হইবে। সেই কারণেই তিনি শত্রু হস্তে বন্দী হন। (রামা)।

ইন্দ্র নমুচি ও বৃত্র নামক দুই জন অসুরের প্রাণবধ করেন। (রামা)। বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া যে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন, সেই পাপ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্খালন করেন। (রামা)। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য গৌতমের শাপে তিনি বৃষণশূন্য হন। পরে দেবগণ অগ্নির পরামর্শে মেষের বৃষণ উৎপাটন পূর্ব্বক তাহাতে সংযোগ করিয়া দেন। (রামা)। কবন্ধ রাক্ষস ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া ইন্দ্রকে ধর্ষিত করিয়াছিল। সেইজন্য ইন্দ্র শতপর্ব্ব বজ্রদ্বারা তাহার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। (রামা)। (কবন্ধ দেখ)। ইন্দ্রপত্নী শচীকে, শচীর পিতা পুলোমার অনুমতি লইয়া অণুহ্লাদ দৈত্য হরণ করেন। ইন্দ্র তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুলোমা ও অণুহ্লাদ উভয়কেই সংহার করেন। (রামা)।

ইন্দ্র একবার মহিষাসুরের হস্তে পরাজিত হইয়া স্বর্গচ্যুত হন। পরে ভগবতী হস্তে মহিষাসুর নিহত হইলে, তিনি পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন। (দেবী-ভা)। কশ্যপপত্নী অদিতি হইতে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, মনু, ও পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞের পর অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হন। ইন্দ্র ইহাতে ভয় পাইলেন যে, জনমেজয় তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইবার বাসনা করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার যজ্ঞনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, যজ্ঞে দীক্ষিতা সংযতাচার জনমেজয়-পত্নী বপুষ্টমার (অন্য নাম কাশ্যা) ধর্ম্মনষ্ট করেন। (হরি)। একবার ইন্দ্রের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হন। পরে বিষ্ণু ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। (হরি)। একবার মহর্ষি কণ্ডু কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।

ইন্দ্র ভয় পাইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। প্রম্লোচা তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিতে সমর্থা হয়। এবং তাহার গর্ভে কণ্ডুর মারিষা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। (ভাগ)। একবার ইন্দ্র মদোন্মত্ত হইয়া বৃহস্পতিকে অবজ্ঞা করেন। সেজন্য বৃহস্পতি ইন্দ্রভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তখন দেবগণ নিরুপায় হইয়া ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। বিশ্বরূপ গোপনে অসুরদিগকে আহুতি দিয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। ত্বষ্টা বিশ্বরূপের নিধনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে আহুতি দিবা মাত্র বৃত্র নামক অসুর যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নি হইতে উদ্ভূত হয়। এই বৃত্রকে ইন্দ্র দধ্যঙ্মুনির অস্থি দ্বারা নিহত করেন। বৃত্রবধ জনিত ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ইন্দ্র দীর্ঘকাল মানসসরোবরে লুক্কায়িত ছিলেন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। (ভাগ)। ইন্দ্রের ঔরসে ও পৌলমীচ শচীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ, ও মীঢ়ুষ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ইন্দ্র দক্ষযজ্ঞে মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র কর্তৃক লাঞ্ছিত ও পরে নিহত হন। মহাদেব অবশেষে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবন দান করেন। (লিঃ)। ইন্দ্র একবার দেবগণ সহ ঐরাবতারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে একছড়া সন্তানক পুষ্পের মালা উপহার দেন। ইন্দ্র সেই মালা ঐরাবতের মস্তকে রাখেন। হস্তী সেই মালা শুণ্ড দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষেপ করিয়া দলন করেন। তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে "অচিরে শ্রী ভ্রষ্ট হইবে" বলিয়া শাপ দেন। ইন্দ্র ইহার পরে দিন দিন ক্ষীণতেজ ও অসুরগণ কতৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলে তাঁহারা সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। (বিষ্ণু)। চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিলে ইন্দ্রদেব সৈন্য সহ চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। নরপতি কুশের পুত্র কুশাশ্ব, "আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র হউক" বলিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার

উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র "অপর কেহ আমার মত পরাক্রম শালী না হউক" এই ভাবিয়া স্বয়ং কুশাশ্বের পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ইন্দ্রই কৌশিক গাধি নামে খ্যাত হইলেন। গাধির কন্যা সত্যবতীকে ভৃগু-পুত্র ঋচীক বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। একবার দেবগণ চন্দ্রবংশীয় নরপতি রজির সহায়তায় অসুরগণকে পরাজিত করেন। ইন্দ্র কৃতজ্ঞতা-বশতঃ রজিকে পিতা বলিয়া ডাকেন। রজির মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা নারদের পরামর্শে ইন্দ্রকে তাড়াইয়া স্বর্গ অধিকার করেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায়তায় রজির পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া পুনঃ স্বর্গ অধিকার করেন। (বিষ্ণু)। জম্ভ অসুরকে ইন্দ্র বধ করেন। (বিষ্ণু)। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার অনুরোধে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে পারিজাত বৃক্ষ আবার স্বর্গে গমন করে। (বিষ্ণু)। ইন্দ্র হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, অন্ধক, প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি কর্তৃক বার বার রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। অবশেষে বামনরূপী বিষ্ণু বলিকে ছলনা করিয়া স্বর্গ-রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করেন। (কূর্ম)। একদা গোকুলে নন্দ গোপ ইন্দ্রপূজা করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে তাহা হইতে বিরত হন। সেজন্য ইন্দ্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা গোকুল বিনাশে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া সকলকে রক্ষা করেন। (ব্রহ্মবৈ)। দেবতা ও অসুরের বিবাদে অনেক অসুর নিহত হইলে, একদিন শুক্রাচার্য্য অসুরগণকে বলিলেন যে, তোমরা এখন আর দেবগণের সহিত বিবাদ না করিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ভাবে অবস্থান কর। আমি ইতিমধ্যে মহাদেবের আরাধনা করিয়া বিজয়াবহ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তাহার পরে তাঁহাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া তিনি মহাদেবের আরাধনা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। এবং অসুরদিগকে তাঁহার পিতা ভৃগুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন। দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া অসুরদিগের বিনাশের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া অসুরদিগকে আক্রমণ

করিলেন। অসুরেরা অনন্যোপায় হইয়া ভৃগুর পত্নী খ্যাতির শরণাপন্ন হন। ইন্দ্র ভৃগুর পত্নীকর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের পরামর্শে ভৃগুপত্নীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ভৃগু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে, তুমি সাতবার মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। এই স্ত্রী-হত্যা পাপে বিষ্ণু সাতবার মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৃগু পরে স্ত্রীর ছিন্ন মস্তক সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহাতে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন। এবং শুক্রাচার্য্যের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য স্বীয় কন্যা জয়ন্তীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তী পিতার হিত সাধনার্থ শুক্রাচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব শুক্রাচার্য্যের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রজেশত্ব, ধনেশত্ব, অবধত্ব প্রভৃতি বরপ্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। শুক্রাচার্য্য তখন সমীপবর্ত্তিনী ইন্দ্র দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আগমনের ও শুশ্রূষার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং তাঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। জয়ন্তী তাঁহার সহিত দশবৎসর বাস করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। শুক্রাচার্য্য "তথাস্তু" বলিয়া স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্যের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া দৈত্যগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু দেখা না পাইয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন। ইহা অবগত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকে শুক্রাচার্য্যের বেশে দৈত্যগণের মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দশবৎসর চলিয়া গেল। জয়ন্তীর গর্ভে দেবযানীর জন্ম হইল। এই সময়ে ভার্গব শুক্রাচার্য্য একদিন দৈত্যগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে দৈত্যগণ, আমি শুক্রাচার্য্য, তোমাদের গুরু।" তখন ছদ্মবেশী বৃহস্পতি বলিলেন, "না না, ইনি ছদ্মবেশী বৃহস্পতি। কখনও শুক্রাচার্য্য নহেন। আমি শুক্রাচার্য্য।" দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। তিনিও তাঁহাদিগকে "পরাভব প্রাপ্ত হইবে" বলিয়া শাপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু পরেই বৃহস্পতি দৈত্যগণকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা সমুদয় ব্যাপার অবগত হইয়া

শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। অচিরে দেবাসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবগণ শুক্রের তনয় ষণ্ডা-মার্কের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা দেবপক্ষ অবলম্বন করাতে দৈত্য গণ পরাজিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। (মৎ)। ইন্দ্র অদিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে পর দিতিও ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভার্থ কশ্যপ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপের অনুগ্রহে দিতি গর্ভবতী হইলেন। অদিতি ইহাতে ভীত হইয়া স্বপত্নী বিদ্বেষবশতঃ ইন্দ্রকে তাঁহার শত্রু বিনাশে প্ররোচিত করিলেন। ইন্দ্র দিতির আলয়ে গমন পূর্ব্বক শুশ্রূষার ভাণ করিয়া ছিদ্র অনু-সন্ধানে তৎপর রহিলেন। একদিন ইন্দ্র দিতির পদসেবা করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে দিতি নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। ইন্দ্র এই অবসরে তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভস্থ শিশুকে সাতখণ্ডে ছেদন করিলেন। গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র সেই সপ্তখণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে পুনরায় সপ্তখণ্ডে ছেদন করিলেন। এবং "মা রুদি, মা রুদি" বলিয়া অর্থাৎ রোদন করিও না বলিয়া চুপ করিতে বলিলেন। সেই জন্য তাঁহারা মারুৎনামে খ্যাত হইলেন। (দেবী ভাগ)। ধর্ম্মের পত্নী দক্ষকন্যাগণ হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ হিমাচলে বদরিকশ্রম তীর্থে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইহাতে অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন যে, পাছে তাঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ মনোরথ হইয়া তাঁহার রাজাসন গ্রহণ করেন, সেই জন্য ইন্দ্র হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সিংহ ব্যাঘ্রাদি সৃজন করিয়া তাঁহাদের ভয় উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাতে কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। অবশেষে কামদেব রতি সমভিব্যাহারে মেনকা, রম্ভা, প্রভৃতি অপ্সরাকে তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গার্থ প্রেরণ করিলেন। নারায়ণ ঋষি তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহাদের চেয়ে বহু গুণে অধিক রূপবতী উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার উরুদেশ হইতে সৃজন করিলেন। এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য আরও অনেক অপ্সরার সৃজন করিলেন। তখন ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরা মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। নারায়ণ ক্ষমা করিয়া উর্ব্বশীকে ইন্দ্রের জন্য প্রদান করিলেন।

(দেবীভাগ)। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রতি দ্বেষবশতঃ বিশ্বরূপ নামে এক ত্রিশিরা পুত্রের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র প্রথমে উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদিগকে পাঠাইয়া তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। কিন্তু, অকৃতকার্য্য হন। পরে ইন্দ্র নিজেই সেই তপোনিরত নিরপরাধ ঋষিকে বধ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ইহা জানিতে পারিয়া বৃত্র নামক আর এক পুত্রের সৃষ্টি করেন। বৃত্র তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে কাষ্ঠ লৌহাদি অস্ত্রের অবধ্য বর প্রাপ্ত হন। এবং সেই বলে ইন্দ্রকে পরাজয় করেন। তখন সমস্ত দেবগণ মিলিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইন্দ্র বৃত্রকে নীরস বা সরস বস্তু দ্বারা কাষ্ঠ বা পাষাণ বা বজ্র দ্বারা দিবা কিম্বা রাত্রিতে বধ করিবেন না বলিয়া অগ্নি সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরে একদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্র তীরে ভ্রমণকালে বৃত্রকে ইন্দ্র ফেন দ্বারা আবৃত বজ্র দ্বারা বধ করেন। (দেবী ভাগ)। একবার দেবগণ অসুর হস্তে পরাজিত হইয়া ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি ককুৎস্থের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনি, ইন্দ্র তাঁহার বাহন হইলে যুদ্ধ করিতে সম্মত হন। ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া নরপতি ককুৎস্থকে তাঁহার পৃষ্ঠে বহন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে গমন করেন। ককুৎস্থ ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। দেবগণ ত্রাস হইতে উদ্ধার পান। (দেবী-ভাগ)। সগর নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার অশ্বটী অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সগর-সন্তানেরা অশ্বের অনুসন্ধানে পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক কপিলাশ্রমে অশ্ব দেখিতে পাইয়া মহাত্মা কপিলকেই চোর বলিয়া অবধারণ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা কপিলের নেত্র-বহির্ভূত অগ্নিতে ভস্মীভূত হন। (বৃহন্না)। শুক্রা-চার্য্যের গোনাম্নী পত্নী হইতে ষণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা, বরুত্রী, নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বরুত্রিম, রঞ্জন, পৃথুরশ্মি, বৃহদ্‌গিরা নামে তিন পুত্র দেবগণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা যাগপূজাদি ধর্ম্ম লোপ করিবার চেষ্টা করেন। ইন্দ্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে পশুর ন্যায় বলি দিতে ইচ্ছুক হন। বরুত্রির নন্দনেরা ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। ইন্দ্র তখন

তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী চেতনাকে বহু-ধনরত্ন দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। চেতনার স্বামিগণ এই পাপকার্য্যের জন্ম ইন্দ্রকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করেন এবং রাত্রিতে তাঁহারা যজ্ঞীয় দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রই তাঁহাদিগকে বধ করেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রজানু—জনৈক বানর-দলপতি। ইনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু বানর-সৈন্স সহ কিষ্কিন্ধ্যায়, সীতার অন্বেষণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। (রামা)।

ইন্দ্রজিৎ—(১)তিনি রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম মেঘনাদ। জন্মিয়াই তিনি মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় গভীর রবে রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। রাম বানর-সৈন্সের সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, ইন্দ্রজিৎ প্রথমেই অঙ্গদ হস্তে পরাজিত হন। ইন্দ্রজিৎ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করেন। এইবার গরুড়ের কৃপায় উভয়েই রক্ষা পান। ইহার পর কুম্ভকর্ণ, দেবান্তক, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হইলে ইন্দ্রজিৎ পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজিত ও অজ্ঞান করেন। কিন্তু হনুমান ঔষধ আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন। ইতিমধ্যে মকরাক্ষ প্রভৃতি আরও অনেক বীর প্রাণত্যাগ করিলে, ইন্দ্রজিৎ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। যুদ্ধস্থলে মায়াসীতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুররূপে বধ করেন। উদ্দেশ্য ছিল সীতার মৃত্যু দর্শনে রাম লক্ষ্মণ শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু রাম তাঁহার এই চাতুরি বুঝিতে পারায় তাঁহার এই কৌশল ব্যর্থ হয়। তখন তিনি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অজেয় হইবার সঙ্কল্প করি-লেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহার এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। (রামা)।(২) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি একশত দানব জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রতাপন—বলির শত পুত্রের এক পুত্রের নাম ইন্দ্রতাপন। (হরি)।

ইন্দ্রতীর্থ—একটী তীর্থের নাম।

দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ইন্দ্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর বিশোককে প্রদান করেন। (বাম)।

ইন্দ্রদত্ত—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে হরিষেণ, সুষেণ, বারিষেণ, রুদ্রদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার নামক নরমুখ কিন্নরগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা চন্দ্রবংশীয় কিন্নর বলিয়া বিখ্যাত। (বায়ু)।

ইন্দ্রদমন—রাজা বাণের লোহিতা নাম্নী পত্নী হইতে ইন্দ্রদমন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) অত্রি মুনির পুত্র ইন্দ্রদমন উপযুক্ত পাত্রে বহু ধন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। (মহাভা)।

ইন্দ্রদ্বীপ—নরপতি ঋষভের তনয় ভরত, ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের অন্যতম পুত্র ইন্দ্রদ্বীপ। (স্কন্দ—মাহে)।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(১) মনুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি ভরতের পৌত্র ও সুমতির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের তনয় পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর তনয় প্রতিহার। (বিষ্ণু)। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি তৈজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি শ্বেতদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি কূর্ম্মরূপী ভগবানের মুখে পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া পরজন্মে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এবং পরিশেষে ব্রহ্মে লীন হয়েন। (কূর্ম্ম)। (৩) ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক মহর্ষিও ছিলেন। কূর্ম্মরূপী ভগবান তাঁহাকে পূর্ব্বকালে পরম জ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)। (৪) পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে বেদবতী নামে এক কন্যা জন্মে। মনুর পুত্র ও ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই বেদবতীকে বিবাহ করেন। (বাম)। (৫) কাশীপুরীর অধীশ্বর ইন্দ্রদ্যুম্নের চন্দ্রাবতী নাম্নী এক শিবভক্তিমতী কন্যা ছিলেন। (পদ্ম)। (৬) পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যশাপে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। দেবল মুনির শাপে গন্ধর্ব্ব হূহূ কুম্ভীর হন। এই কুম্ভীর ঐ গজকে আক্রমণ করে। গজরাজ হরির আরাধনা করিয়া মুক্ত হন। (ভাগ)। ভাল্লবি ঋষির তনয় ইন্দ্রদ্যু (ভাল্লবেয়), কেকয়নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। (ছান্দো)। অশ্বপতি দেখ।

ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর—মহাকাল বনে কঙ্কলেশ্বর মহাদেবের বামভাগে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজায় নিরতিশয় প্রীত

হইয়া তাঁহারই নামে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, (স্কন্দ—আব)।

ইন্দ্রধনু—প্রজাপতি 'বহুপুত্র' দক্ষের দুইটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

ইন্দ্রনীল—প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা ইন্দ্রনীল বিনাযুদ্ধে কর প্রদান করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার তনয়ের নাম নীলধ্বজ। (গর্গ)।

ইন্দ্রপালিত—মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি অশোকের পুত্র কুনাল। কুনালের পুত্র বন্ধুপালিত, বন্ধুপালিতের তনয় ইন্দ্রপালিত। ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র দেবশর্ম্মা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রপ্রমতি—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রধান শিষ্য পৈল। তিনি ঋগ্বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ স্বীয় শিষ্য মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতিকে এবং অপর অংশ মহর্ষি বাস্কলকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার এক অংশ স্বীয় তনয় মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)।

ইন্দ্রপ্রমদ—ঋষিবিশেষ। (ভাগ)।

ইন্দ্রপ্রমাদি—বশিষ্ঠবংশীয় ইন্দ্রপ্রমাদি একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্য)।

ইন্দ্রপ্রমিতি—বশিষ্ঠ হইতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্মে। এই কপিঞ্জলের অন্য নাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি। পৃথু কন্যা হইতে ইন্দ্রপ্রমিতির ভদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। (লি)।

ইন্দ্রবর্ম্মা—অবন্তিদেশের রাজা ইন্দ্রবর্ম্মা কুরুক্ষেত্রসমরে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে বধ করিয়া ভীম দ্রোণাচার্য্য-সমীপে বারংবার "অশ্বত্থামা হত" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে যখন দ্রোণাচার্য্য সত্য নির্ণয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করেন তখন সেই সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও "অশ্বত্থামা হত" স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া "ইতি গজ" কথাটী অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

ইন্দ্রবাধন—কশ্যপ পত্নী দনু হইতে অনুভাণু, একাক্ষ, ঋষভ, অরিষ্ট, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্রবাধন, কেশী, মেরু, শম্ব, দেনু, গবেষ্ঠী, গবাক্ষ ও কালকেতু জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মী ছিলেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রবাহ—নরপতি ককুৎস্থের অন্য নাম ইন্দ্রবাহ ও পুরঞ্জয়। একবার অসুরদের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্রবাহ হয়। (দেবীভাগ)।

ইন্দ্রবাহু—রৈবত মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত বংশসম্ভূত হিরণ্যরোমা, বিশ্বশ্রী, উর্দ্ধবাহু, ইন্দ্রবাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য ও মহামুনি এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (সৌর)।

ইন্দ্রভগিনী—দ্বাপরান্তে দুর্গাদেবী, গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, ইন্দ্রভগিনী, বরদা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইতেছেন। (ব্রহ্ম)।

ইন্দ্রমিত্রগ্রহ—কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, গজশিরা, অসিলোমা, ইন্দ্রমিত্রগ্রহ, প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। (পদ্মসৃষ্টি)

ইন্দ্রশক্র—(১) জনৈক রাক্ষস দলপতি। (রামা)। (২) ইন্দ্রজিতের অপর নাম। (রামা)

ইন্দ্রস্পক—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পক প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী হইয়াছিলেন। (ভাগ)।

ইন্দ্রসাবর্ণি—(১) চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। (ভাগ)। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসাবর্ণি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র সুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বনে গমন করেন। সুচন্দ্রের তনয় শ্রীনিকেতু। (ব্রহ্মবৈ)। (২) দেব সাবর্ণির পুত্র ইন্দ্র সাবর্ণি অতিশয় বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজের আশ্রমে স্বয়ংশম্ভু দৈব পরিমিত যুগত্রয় অবস্থান করিয়াছিলেন। (দেবী-ভাগ)

ইন্দ্রসূরি—কান্যকুব্জ দেশে আম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা রত্নগঙ্গাকে ইন্দ্রসূরি নামক এক যুবক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। (স্কন্দ—ব্রহ্ম)।

ইন্দ্রসেন—(১) ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেন, মোদ্‌গল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইন্দ্রসেনের তনয় বধ্যশ্ব। বধ্যশ্বের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে যমজ দিবোদাস ও অহল্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। (২) মনুবংশীয় নরপতি পূর্ণের পুত্র ইন্দ্রসেন। ইন্দ্রসেনের তনয় বীতিহোত্র। (ভাগ)। (৩)

নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ; অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র ইন্দ্রসেন, জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন নামে সাত পুত্র ছিলেন। (মহাভা)। (৪) ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদ্গল। তাঁহার পুত্রগণ মৌদ্গল্য নামে অভিহিত ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। কণ্ব ও মুদ্গলগণ অঙ্গিরসের পক্ষভুক্ত ছিলেন। মুদ্গলের পুত্র মহাযশা ব্রহ্মিষ্ঠ। ব্রহ্মিষ্ঠের পুত্র ইন্দ্রসেন এবং ইন্দ্রসেনের পুত্র বিন্ধ্যাশ্ব। (মৎ)। (৫) সত্যযুগে মাহীষ্মতী-পুরে ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ইন্দিরা ব্রত করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র শোভন। (পদ্ম)। (৬) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভৃত্যের নাম ছিল ইন্দ্রসেন। (মহাভা)। (৭) নিষধদেশপতি মহারাজ নলের পত্নী দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (মহাভা)। (৮) সত্যযুগে প্রতিষ্ঠান পুরীতে (বর্ত্তমান প্রয়াগে) ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সতত মৃগয়াশীল, ক্রূর অব্রহ্মণ্য ছিলেন। তথাপি "আহর" "প্রহর" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অংশত হর শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি মহাদেবের অনুগ্রহ ভাজন হন। মহাদেব তাঁহাকে চণ্ড নামে স্বীয় পার্ষদ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। (স্কন্দ-মাহে)। (৯) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ভানু হইতে ইন্দ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। (স্কন্দ-মাহে)।

ইন্দ্রসেনা—(১) মহর্ষি মুদ্গলের পত্নী ইন্দ্রসেনা বীরাঙ্গনা ছিলেন। মহর্ষি মুদ্গল একবার বৃষযোজিত রথে আরোহণ করিয়া শত্রুজয়ে বহির্গত হন। তখন তাঁহার স্ত্রী ইন্দ্রসেনা তাঁহার সারথী হইয়া শত্রুদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক বহুগাভী সংগ্রহ করেন। (ঋগ্)। (২) বিখ্যাত নরপতি মরুত্তের অন্যতম পুত্র নরিষ্যন্ত। এই নরিষ্যন্তের পত্নী ইন্দ্রসেনা নরপতি বভ্রুর কন্যা ছিলেন। ইন্দ্রসেনার গর্ভে দম নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ড) (৩) মুদ্গলের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমহাযশা ব্রহ্মিষ্ঠ। রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা ব্রহ্মিষ্ঠ হইতে বধ্যশ্ব নামক এক পুত্র প্রসব করেন। বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে যমজ রাজর্ষি দিবোদাস ও যশস্বিনী অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

(৩) নিষধ-রাজ নলের পত্নী দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (মহাভা)।

ইন্দ্রানী—ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী। রক্তবীজের সহিত কালিকার যুদ্ধে, কালিকার সাহায্যার্থ শুভ্র গজে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তে বজ্র গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। (দেবী – ভাগ)।

ইন্দ্রাভ—পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক ক্রাথ, কুণ্ডিল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে দশ পুত্র ছিল। (মহাভা)।

ইন্দ্রেশ্বর—ধর্ম্মারণ্যের উত্তরদিকে ইন্দ্রসর নামে এক সরোবর আছে। তাহার তীরে ইন্দ্রেশ্বর মহাদেব অবস্থান করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

ইন্দ্রোত—(১) মহর্ষি ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে রাজর্ষি ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিবের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) শৌণকের পুত্র ইন্দ্রোত মুনি, একবার কুরুর পুত্র রাজা পরীক্ষিতকে, গার্গ্যমুনির শাপ হইতে, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছিলেন। (হরি)। লিঙ্গপুরাণ মতে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় অক্রূরকে বধ করেন। সেই পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন।

ইভ—বোধ হয় ইভ একজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। ইন্দ্র, বেতসু, দশোনি, তুতুজি, তুগ্র ও ইভকে রাজা দোতনের নিকট, পুত্র যেরূপ মাতার নিকট সর্ব্বদা প্রশান্ত ভাবে গমন করে, সেইরূপ ভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইরা—(১) দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে ইরা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী কশ্যপের পত্নী ছিলেন। এই ইরা তৃণ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম প্রভৃতি প্রসব করেন। (মৎ)। (২) কশ্যপপত্নী দনু হইতে শঙ্কুশিরা, বিরাদ, অয়োমুখ, কপিল, ইরা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। (হরি)।

ইরাবতী—(১) নরপতি উত্তরের কন্যা। ইরাবতীকে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ বিবাহ করেন। ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন নামে চারিপুত্র জন্মে। (ভাগ)। (২) কশ্যপের কন্যা ভদ্রমদা ইরাবতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। ইরাবতী মহাগজ ঐরাবতের প্রসূতি। (রামা)।

ইরাবান্—নাগরাজ ঐরাবতের কন্যা

উলূপী। উলূপীর স্বামী গরুড় কর্তৃক বিনষ্ট হয়েন। পরে নাগ-রাজ সেই বিধবা কন্যাকে অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করেন। উলূপী হইতে ইরাবানের জন্ম হয়। তিনি কুরু-ক্ষেত্র সমরে পাণ্ডবপক্ষে কয়েকদিন যুদ্ধ করিয়া বক রাক্ষসের ভ্রাতা আর্য্যশৃঙ্গ কর্তৃক নিহত হয়েন। (মহাভা)।

ইরিম্বিট—মহর্ষি ইরিম্বিট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

ইল—(১) বৈবস্বত মনুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ইল। মনু ইলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, তপস্যার্থ নন্দনবনে গমন করেন। ইল দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ও দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে শিবের শরবনে প্রবেশ করেন। এই স্থানের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিলে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইত। সুতরাং ইল ও তাঁহার ঘোটক তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহার নাম হইল ইলা। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি সমুদয় লোপ পাইল। এই সময়ে চন্দ্রের পুত্র বুধের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। বুধ নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করেন। ইলা হইতে বুধের পুরু-রবা নামে এক পুত্র জন্মে। এদিকে নরপতি ইলের অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া তাঁহার অবস্থা অবগত হন, এবং বশিষ্ঠের পরামর্শে মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই বর প্রাপ্ত হন যে, ইলা কিম্পুরুষ হইবে। অর্থাৎ এক মাস তিনি স্ত্রী ও একমাস পুরুষ থাকিবেন। কিম্পুরুষ অবস্থায় তাঁহার নাম সুদ্যুম্ন হয়। এই পুরুষ অবস্থায় তাঁহার উৎকল, গয় ও হরিতাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। ইলের নামানুসারে তাঁহার বর্ষ ইলাবৃত নামে খ্যাত হয়। (মৎ)।

(২) বাহ্লীক দেশের কর্দ্দম নৃপতির পুত্র শ্রীমান ইলরাজা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ায় বহু বহু পশু বধ করিতে করিতে কর্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে মহাদেব উমার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ঐ বন-প্রদেশের যে কোনও স্থানে যে কোনও পুং চিহ্নিত প্রাণী বা পুংলিঙ্গ বাচক বৃক্ষ ছিল সমস্তই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং

সবাহন রাজা ইলও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, নৃপতি ইল দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভাবেই এইরূপ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত হইলেন এবং অন্য উপায় না দেখিয়া সেই নীলকণ্ঠেরই শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একমাস অতি সুন্দরী স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ দেহ পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান থাকিবে বলিয়া বর দেন। এইরূপে স্ত্রীরূপে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্রের পুত্র বুধের সহিত তাঁহার দেখা হয়। বুধ তাঁহার রূপে অতি মাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রের নাম পুরূরবা। বুধের বাক্যে ইলার সহচরীরা কিম্পুরুষী হইয়া পর্ব্বতের সেইস্থানে বাস করিতে লাগিল। তদবধি সেই স্থান কিম্পুরুষ বর্ষ নামে খ্যাত হইল। পরে রাজা ইল চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা মহাদেবের তুষ্টির জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্ত্রীরূপ ধারণ হইতে নিষ্কৃতি দেন। রাজা ইলের পুত্র শশবিন্দু। ইলের মৃত্যুর পর শশবিন্দু রাজা হন। (রামা)।

ইলবিল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি শতরথের পুত্র ইলবিল। ইলবিলের পুত্র বৃদ্ধশর্ম্মা। বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্র বিশ্বসহ। (লি)। (২) ইলবিলের তনয়: দিলীপ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (মহাভা)।

ইলবিলা—(১) রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলা মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন। ইলবিলা হইতে বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। (সৌর)। (২) তৃণবিন্দু হইতে অপসরা অলম্বুষার গর্ভে ইলবিলার জন্ম হয়। ইলবিলা মহর্ষি বিশ্রবার অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। (ভাগ)।

ইলা—(১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, প্রাংশু, নেদিষ্ট, করুষ ও পৃষধ্র নামে দশ পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে, মনু পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুর পত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা কন্যা লাভের সঙ্কল্প করাতে ঐ বৈকল্পিক যজ্ঞে ইলা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। মিত্রাবরুণদেবের অনুগ্রহে সেই ইলাই সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইল। আবার ঈশ্বরের কোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ

করিতে লাগিল। বুধ হইতে ইলার গর্ভে তখন পুরূরবার জন্ম হয়। পুরূরবা জন্মিবার পরে অমিততেজা পরমর্ষিগণ সুদ্যুম্নের পুংস্ত্ব অভিলাষে শিবের আরাধনা করেন। শিবের প্রসাদে ইলা আবার সুদ্যুম্ন হন। সুদ্যুম্নের পুত্র উৎকল, গয় ও বিনত। (বিষ্ণু)। ইল দেখ। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে বৈবস্বত মনু পুত্রার্থে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি মিত্রাবরুণের অংশে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের প্রসাদে ইরা (ইলা) জন্মগ্রহণ করেন। ইলাকে মনু তাঁহার অনুগত হইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইলা মিত্রাবরুণের অনুমতি গ্রহণার্থ তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন। মিত্রাবরুণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন তুমি আমাদের কন্যারূপে খ্যাতি লাভ করিবে। অপিচ তুমিই আবার মনুর সুদ্যুম্ন নামক বংশধর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ইলা সেই বাক্য শ্রবণান্তর পিতা মনুর নিকট গমনার্থ প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে বুধের সহবাসে তাঁহার পুরূরবা নামে পুত্র জন্মে। ইলা পুরূরবাকে প্রসব করিয়াই সুদ্যুম্ন হইলেন। (হরি)। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদু শ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) ভগবান রুদ্রের অন্যতমা স্ত্রী ইলা। (ভাগ)। (৪) বায়ুর কন্যা ইলা, রাজা উত্তানপাদের অন্যতম পুত্র ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। এই ইলার গর্ভে ধ্রুবের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। (ভাগ)। (৫) দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ইলা (ইরা) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তিনি বৃক্ষলতা গুল্ম প্রভৃতি প্রসব করেন। (ভাগ)। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা ইলা। (অগ্নি)। বৈবস্বত মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে বশিষ্ঠের বরে ইলা জন্মগ্রহণ করেন। মনু কন্যা দর্শনে দুঃখিত হইলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠ ভগবানের আরাধনা করিয়া বর লাভ করেন। ভগবান ইলাকে সুদ্যুম্ন নামক পুরুষ শ্রেষ্ঠ করিয়া দেন। (ভাগ)। (৭) ধরিত্রী দেবীর অন্যতমা সখীর নামও ইলা ছিল। (স্কন্দ-বিষ্ণু)।

ইলাবর্ত্ত—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত তনয় জন্মে। তন্মধ্যে ইলাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগত ছিলেন। (ভাগ,।

ইলাবৃত—মনুবংশীয় নরপতি আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্ব্বচিত্তি নাম্নী অপ্সরার গর্ভে নাভি, ইলাবৃত প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। ইলাবৃতের পত্নী লতা, মেরুর কন্যা ছিলেন। (ভাগ)। অগ্নিধ্র দেখ।

ইলিত—অগ্নির অন্য নাম। উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা তাঁহাকে এই নামে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইলিন—রন্তিনন্দন ত্রস্নুর প্রিয় পুত্র ইলিন ব্রহ্মবাদী ছিলেন। উপ-দানবী ইলিন হইতে দুষ্মন্ত, শূমন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। (বায়ু)।

ইলিনা—যমের কন্যা ইলিনার গর্ভে ত্রস্নুর জন্ম হয়। ত্রস্নুর পুত্র ইলিন। (মৎ)।

ইলিবিল—সগর বংশীয় নরপতি দশরথের পুত্র ইলিবিল। ইলিবিলের পুত্র বিশ্বসহ। (বিষ্ণু)।

ইলিবিল—ইক্ষ্বাকু বংশীয় শতরথের পুত্র ইলিবিলি, ইলিবিলের পুত্র বৃহদর্ম্মা, বৃহদর্ম্মার পুত্র বিদসহ, বিদসহের পুত্র খট্টাঙ্গ। (কূর্ম্ম)।

ইল্বল—ইল্বল হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। হ্লাদের পত্নী ধমনীর গর্ভে বাতাপি ও ইল্বল জন্ম গ্রহণ করেন। অগস্ত্য মুনি অতিথি রূপে উপস্থিত হইলে কৌশলে তাহার প্রাণ বধার্থ মেষরূপী বাতাপিকে প্রদান করিয়াছিলেন। অগস্ত্য দেখ। ইল্বলের পুত্র বল্বল। ভাগ দেখ বাতাপি বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে ইল্বল, বাতাপি, নমুচি, নরক, কালনাভ প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। মণিমতি পুরীতে ইল্বলের রাজধানী ছিল। (মহাভা)। অন্ধক ও কালানাভ দেখ।

ইষ—(১) মহর্ষি ইষ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। ২ ধ্রুবের পুত্র বৎসর বৎসরের অন্যতম পত্নী সুবীথী হইতে ইষের জন্ম হয়। (ভাগ) (৩) ঊর্জ্জ, তর্জ্জ, ইষ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য সহ ও নভ, এই দশজন ঔত্তম মনুর তনয়। (মৎস্য)।

ইষীরথ—মহর্ষি ইষীরথ একজন বৈদিক যুগের মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কুশিক ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

ইষুপ—ইষুপ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নগ্নজিৎ নামে ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

ইষুমন্ত—অঙ্গিরার বংশে ভারদ্বাজ গৌতম ইষুমন্ত নামে প্রখ্যাত মহাতেজা দেবগণ সমুদ্ভূত হয়েন। (বায়ু)।

ইষুমান—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবার ঔরসে ও উগ্রসেনের কন্যা

কংসবতীর গর্ভে ইষুমানের জন্ম হয়। (ভাগ)।

ইষ্টক—কুরুবংশীয় প্রতীপের দেবাপি শান্তনু, বাহ্লিক নামে তিন পুত্র ছিল। দেবাপির পুত্র চ্যবন ও ইষ্টক। (বায়ু)।

ইষ্টসত্তম—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নাভাগ। নাভাগ হইতে ইষ্টসত্তম, করূষ, পৃষধ্র প্রভৃতি মহাবল সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করেন।

ঈদৃক—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে উনপঞ্চাশ মরুতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃক তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)।

ঈদৃক্ষ—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে উনপঞ্চাশ মরুতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃক্ষ তাঁহাদের অন্যতম (বায়ু)।

ঈর্ষ—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধৃতি, শুচি, ঈর্ষ, উর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান, এই দ্বাদশজন সুধামাগণের অন্তর্গত। (ব্রহ্মা)। উত্তম দেখ।

ঈর্ষা—দক্ষের শত কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, কদ্রু, বিনতা, সিংহিকা, সুপ্রভা, উলূকী, অনুবিদ্ধা, সিতা, ঈর্ষা, হিংসা, মায়া ও নিকৃতি নাম্নী ত্রয়োদশটী কশ্যপের পত্নী ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা)।

ঈলিন—পুরুবংশীয় নরপতি তংসুর পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ঈলিনের জন্ম হয়। ঈলিনের পত্নী রথন্তরী হইতে দুষ্মন্ত, সুর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঈলিন স্বীয় পিতার ন্যায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

ঈলিনী—অরিষ্টনেমীর কন্যা ঈলিনী ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। মহর্ষি ঔর্ব্বের বরে তিনি ষষ্ঠি সহস্র বীজপূর্ণ একটি অলাবু প্রসব করেন। এই বীজ হইতে ষষ্ঠি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। মহর্ষি কপিলের শাপে চারিজন ব্যতীত অপর সকলে বিনষ্ট হয়। (হরি)। অন্যত্র আছে নরপতি কণ্বের কন্যা ঈলিনী। সগর দেখ।

ঈশ—(১) ঔত্তমি মনুর ঈশ, উর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ নামে দশটি পুত্র ছিলেন। (হরি)। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যাও ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ অনুরহ, অরুণ, আরুণী, বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান, শমিত, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎস্য)।

অরুণ দেখ। (৩) ঈশ মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ-মহাভা)।

ঈশান—(১) প্রভব, চ্যবন, ইশান, সুরভি, অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর এবং বিভূতি ইহারা সকলেই ধর্ম্ম হইতে সুরভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) দিকপাল ঈশান দক্ষযজ্ঞে শিবানুচর বীরভদ্র কর্ত্তৃক শূলাঘাতে নিহত হন। পরে শিবের অনুগ্রহে জীবন লাভ করেন। (লিঃ) (৩) অষ্টরুদ্রের অন্যতম ঈশান, ঈশানের স্ত্রী শিবা এবং পুত্র মনোজব। বেতাল ও ভূতগণের স্বামী এবং ভক্তগণের ভোগফলদাতা ঈশানদেব মহাদেবের শাসনে সতত অবস্থিত আছেন। (কূর্ম্ম)। (৪) দিক্‌পালগণের অধীশ্বর ঈশান শ্রীকৃষ্ণের বামনেত্র হইতে উৎপন্ন হন। নরগণের পূজনীয়া সম্পত্তি দেবী ঈশানের পত্নী ছিলেন। (লিঃ)। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দশজন দিক্‌-পাল। (বৃহদ্ধ)। (৫) পূর্ব্বে ঈশান কল্পে ঈশান নামক কোন বেদাভ্যাস-রত মুনি শিবের অনুগ্রহে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন তাহাই ঈশানেশ্বর নামে খ্যাত। (স্কন্দ-আব)।

ঈশানী শিবের স্ত্রী সতীর অন্য নাম ঈশানী। (স্কন্দ-মাহে)।

ঈশানেশ্বর—অবন্তি দেশে মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গ আছেন। ঈশান নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তিনি ঈশানেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (স্কন্দ-আব)।

ঈশ্বর—(১) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়া-ছিলেন, তিনি সুরভী নাম্নী গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, একপাৎ, অজ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে খ্যাত হন। (হরি)। (২) রুরুর পত্নী মেনকা হইতে বাহু নামে পুত্র জন্মে। বাহুর পুত্র তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর, ও কুমুদ এই চারিজন। (কালিকা)। সূর্য্য সোম, ভৌম, বুধ, জীব, সিত, শনি, রাহু ও কেতু ইঁহারা লোকহিতসাধক গ্রহ বলিয়া

কথিত হন। মধ্যভাগে ভাস্কর দক্ষিণে ভৌম, উত্তরে জীব, পূর্ব্বোত্তরে বুধ, পূর্ব্বে সিত, দক্ষিণ-পূর্ব্বে সোম, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু, পশ্চিমোত্তরে কেতু অবস্থিত। ভাস্করের অধিদেবতা ঈশ্বর, শশীর উমা, ভৌমের (মঙ্গলের) স্কন্দ, বুধের হরি, সিতের (শুক্রের) ইন্দ্র, জীবের (বৃহস্পতির) ব্রহ্মা, শনির যম, রাহুর কাল, এবং কেতুর অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত। (মৎ)। (৩) মহাদেবের অন্যনাম ঈশ্বর। (স্কন্দ-মাহে)।

ঈশ্বরী—শিবের স্ত্রী পার্ব্বতীর অন্য নাম। (স্কন্দ-আব)।

ঈষ—ঈষ, উর্জ্জাত, উর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস, নভ, ও ঋসভ নামে বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র ছিল; তাঁহারা ঔত্তমের নামে খ্যাত ছিলেন। (শিব)।

উক্তি—সত্যের পত্নী উক্তি। (ব্রহ্মবৈ)

উক্থ—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর অনলের তনয় উক্থ, উক্থের তনয় বজ্রনাভ, বজ্রনাভের তনয় শঙ্খ, শঙ্খের পুত্র পুষ্প। (হরি)। (২) মহাবাহু সুধর্ম্মা শঙ্খপা, উক্থ, অনুত্তম, বিশ্বাবসু সুপর্ব্বা, বিষ্ণু এবং রুরু ইঁহারা চাক্ষুষ মনুর পুত্র। (৩) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর স্থল ও স্থলের পুত্র উক্থ, উক্থের পুত্র বজ্রনাভ। (বিষ্ণু)। (৪) উক্থ নামক অগ্নি বেদবাক্যদ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন। এই উক্থের তনয় মহাবাক। (মহাভা)।

উক্কাশ—মহর্ষি উক্কাশ ইন্দ্রের অনুরোধে কশ্যপ কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত হাটকেশ্বর তীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-নাগ)।

উগ্র—(১) তরঙ্গভীরু, বুম্ন, তরস্বান, উগ্র, প্রবীর, অভিমানী, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবন এই দশ জন ভৌত্য মনুব পুত্র। (হরি)। (২)ভূতের পত্নী স্বরূপা হইতে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্ এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) বরাহ-কল্পের একাদশ দ্বাপরে মহাদেব গঙ্গাদ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগে পারদর্শী ছিলেন। (লিং)। (৪)রুদ্রের অপর নাম উগ্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম দীক্ষা ও পুত্রের নাম"সন্তান"। (বিষ্ণু)। (৫)দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মাতৃকা, জটাধরা, তাঁহার

সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দশানন, সোমাপ্যায়ন, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)। (৬) উগ্র নামে মহিষাসুরের একজন সেনাপতি ছিলেন। (বাম)। (৭) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে শ্বেত, সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্ক, লৌগাক্ষি, মহামায়, জৈগীষব্য, দধিবাহ, ঋষভ, উগ্র, অত্রি, সুবলক, গৌতম, বেদশিরা, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, মহাকাল, দণ্ডী, মুণ্ডীস, সহিষ্ণু, নকুলীশ্বর ও সোমশর্ম্মা এই আটাশ জন যুগক্রমে যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন। এবং প্রত্যেকের চারিটী শিষ্য ছিলেন। (শিব)। (৮) উনপঞ্চাশ মরুদগণের অন্যতম উগ্র। কশ্যপপত্নী হইতে মরুদগণের উৎপত্তি হয়। (বায়ু)। (৯) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম উগ্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হয়েন। (মহাভা)

উগ্রকর্ম্মা—কেকয়-রাজকুমার বিশোকের সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা কুরুক্ষেত্র-সমরে কর্ণের হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

উগ্রকার্ম্মক—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি উগ্রকার্ম্মক, দেবী কাত্যায়নীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। (বাম)।

উগ্রচণ্ডা—(১) রাবণবধের জন্য উগ্রচণ্ডারূপে দুর্গাদেবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (বৃহদ্ধ)। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা যোগিনী উগ্রচণ্ডা। (কালিকা)।

উগ্রজিৎ—একটি অপ্সরার নাম। এই জাতীয় অপ্সরাগণ পাশাখেলায় অতিশয় নিপুণা ছিলেন। (অথর্ব্ব)।

উগ্রতপা—কলিকালে মহাদেবের অত্রি, উগ্রতপা, শ্রাবণ ও শ্রবিষ্টক নামে ধ্যানযোগরত যোগাচারী মহাত্মা চারিপুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া, পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায়ই অন্তিমে রুদ্রলোকে স্থানলাভ করিবে। (ব্রহ্মাণ্ড)। অত্রি দেখ।

উগ্রতারা—মাতঙ্গীদেবীর অন্য নাম উগ্রতারা। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য দেবগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে দেবগণ মাতঙ্গীদেবীর স্তব করেন, তখন মাতঙ্গীর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। মনীষী ঋষিগণ তাঁহাকে উগ্রতারা নামে অভিহিত করেন। কারণ, তিনি ভক্তগণকে উগ্রভয় হইতে ত্রাণ করেন। (কালিকা]।

উগ্রদংষ্ট্রা—মেরুর কন্যা উগ্রদংষ্ট্রা

মনু বংশীয় নরপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র হরিবর্ষকে বিবাহ করেন। [ভাগ]।

উগ্রদৃষ্টি—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্র অজয়হেতু অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশজন মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবা, কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, নির্হেতু, যুক্ত ও গ্রাবাজিন এই দ্বাদশজন দেবতা শুক্র নামে বিখ্যাত [ব্রহ্মাণ্ড]। অমৃতবান্ দেখ।

উগ্রবীর্য্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি মহাদেবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। (দেবীভা)।

উগ্রমহাব্রত—ব্রহ্মা স্বীয় যজ্ঞে যে সমুদয় মহর্ষিকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উগ্রমহাব্রত একজন ছিলেন। (বায়ু)।

উগ্রম্পশ্যা—অপ্সরাবিশেষ। এই শ্রেণীর অপ্সরাগণ পাশাখেলায় খুব নিপুণা ছিলেন বলিয়া ঋষিরা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়াছেন। (অথ)।

উগ্রযায়ী—কুরুক্ষেত্রসমরে ভীমহস্তে কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম উগ্রযায়ী বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

উগ্ররেতা—ব্রহ্মার ললাটসম্ভূত রুদ্রের একটী নাম উগ্ররেতা। (ভাগ)।

উগ্রশ্রবা—মহর্ষি উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণ মুনির পুত্র। ইনি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের নিকট পুরাণাদি কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এবং নৈমিষারণ্যে সৌনক যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া মুনিদিগকে পুরণাদি শ্রবণ করাইয়াছিলেন। (ভাগ)। লোমহর্ষণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন এবং স্বীয় গুরুর নিকট পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া স্বীয় পুত্র উগ্রশ্রবাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। (পদ্ম-স্ব)

উগ্রসেন—(১) অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে তিন পুত্র জন্মে। (হরি)।(২)যদুবংশীয় নরপতি আলুকের কাশি কন্যাতে দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম (সুনামা), কঙ্ক, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুধনু, (সুহূ), অনাধৃষ্টি (ধৃষ্টি), পুষ্কিমান (পুষ্টিমান) নামে নয় পুত্র এবং কংসা (কাংসা), কংসবতী, কঙ্কা, রাষ্ট্রপালী, সুরভু (সুতনু) নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। (হরি, ভাল)। অজভূ দেখ। (৩) উগ্রসেন নামে একজন শিবোপাসক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। (লিঃ)। চন্দ্রবংশীয় নরপতি অক্রূর, উগ্রসেনের কন্যা

সুধারা ও বরাঙ্গনাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে সুধারার গর্ভে দেববান্ এবং বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মে। (লিঃ)। উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে স্থাপন করেন। এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধর্ম্মা নামক সভা আনয়নপূর্ব্বক উগ্রসেনকে প্রদান করেন। (বিষ্ণু)। ন্যগ্রোধ, কংস, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল তুষ্টিমান, ও শঙ্কু এই ছয় জন উগ্রসেনের পুত্র। (কূর্ম্ম)। (৪) নারদ, তুম্বুরু, হাহা, হূহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন বসুরুচি, বর্চ্চাবসু, চিত্রসেন, উর্ণায়, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা—এই দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন। (কূর্ম্ম)। আহুক হইতে কশ্যপতনয়া দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে উগ্রসেনের কংস ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টি নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসাবতী, সুতনু, কঙ্কা ও রাষ্ট্রপালী নাম্নী পাঁচ কন্যা ছিলেন। (মৎ)। (৫) জহ্নুর পুত্র সুরথী, শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন, এই চারিজন। (অগ্নি)। চিত্রসেন, উগ্রসেন, উনায়ু, অনঘ, ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা সূর্য্যবর্চ্চা, যুগপৎ, তৃণপৎ, কালী, দিতি, চিত্ররথ, ভ্রমিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, এই ষোলজন দেবগন্ধর্ব্ব মৌনেয় নামে প্রসিদ্ধ। (বায়ু)। (৭) কশ্যপপত্নী দক্ষকন্যা বরিষ্ঠা হইতে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড় গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, বীর্য্যবান, অর্কপৃষ্ঠ, প্রযুক্ত, বিশ্রুতা, সুশ্রুতা, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সর্ব্ববিৎ, বলী, শালীশীর্ষ, পর্জ্জন্য, ব্যলী ও নারদ নামক পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব, ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন। (কালিকা)।

উগ্রসেনা, উগ্রসেনী—যদুবংশীয় শ্বফল্কনন্দন অক্রূরের অন্যতমা পত্নী উগ্রসেনা হইতে দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (মৎ)। অক্রূর হইতে উগ্রসেনীর গর্ভে দেবসন্নি কুলনন্দন দেব ও অনুদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উগ্রা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা উগ্রা। (অগ্নি)।

উগ্রাখ্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ—মাহে)।

উগ্রাদেব—প্রাচীন কালে উগ্রাদেব নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি কণ্ব দস্যু-দমনকারী অগ্নির সহিত রাজর্ষি উগ্রাদেবকেও স্তুতি করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উগ্রায়ুধ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ। উগ্রায়ুধ হইতে ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুবীর, সুবীর হইতে নৃপঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। ভূপতি উগ্রায়ুধ অতিশয় বীর ছিলেন। তিনি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পৃষতের পিতামহ মহাতেজা পাঞ্চালাধিপতি নীপ নরপতিকে নিহত করেন। পরে ভীষ্মকে অপমানিত করিলে, তাঁহারই হস্তে উগ্রায়ুধ নিহত হন। (হরি)। (২) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি উগ্রায়ুধ কাত্যায়নী হস্তে নিহত হন। (বাম)। (৩) সূর্য্য বংশীয় নরপতি উগ্রায়ুধ কোনও শ্রেষ্ঠ আশ্রমে বহুকাল তপস্যা করেন। রাজা জনমেজয় নীপগণ হইতে ভীত হইয়া উগ্রায়ুধের শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁহাকে রাজ্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়া নীপবংশীয়দিগকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধ প্রথমে নীপদিগকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। নীপ রাজগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই নিহত করিতে উদ্যত হন। তখন উগ্রায়ুধ শাপ দেন যে, "যমরাজ এখনই তোমাদিগকে লইয়া যাউক।" এই কথা বলা মাত্র যম আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। ইহাতে উগ্রায়ুধের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি জনমেজয়কে যম হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে বলিলেন। তিনি যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। যম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরম মুক্তিজ্ঞান প্রদান করিলেন। (মৎ)।

উগ্রাশ্ব—পুষ্করের অনুচর অন্যতম সেনাপতি। (পদ্ম)। অসুতাপ দেখ।

উগ্রাস্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি উগ্রাস্য, দেবী কাত্যায়নীর হস্তে পরাজিত হন। (বাম)।

উগ্রেশ্বর—একটি শিবলিঙ্গের নাম। তাঁহার পূজা করিলে মানব জাতিস্মর হয়। (স্কন্দ-কাশী)

উচথ্য—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র উচথ্য, উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

উচ্চাটনী--মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি মহাবল পরাক্রান্ত দানবসৈন্যকে বিনাশ

করিয়াছিলেন উচ্চাটনী তাঁহাদের অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)।

উচ্চৈঃশ্রবা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে, সমুদ্র হইতে শশাঙ্ক, ধবল উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক উদ্ভূত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র ইহাকে গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উচ্ছ্রিত—দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য বিন্ধ্যগিরি স্বীয় অনুচর উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)

উঞ্ছভুক্—ঋষিবিশেষ। (স্কন্দ-কাশী)।

উজ্জয়ন্ত—হিমালয়ের উজ্জয়ন্ত নামে এক পুত্র ছিল। কুমুদ পর্ব্বতের সহিত তাহার মৈত্রী ছিল। (স্কন্দ-প্রভা)।

উজ্জানক—মধুরাক্ষসের পুত্র ধুন্ধুর অন্য নাম উজ্জানক। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে নিধন করিয়া ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উটজেশ্বর—কাশীস্থিত উটজেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বভয় নিবারণ হয়। (স্কন্দ-কাশী)।

উড়ম্বুরঃ—বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম হিরণ্যাক্ষ। এই হিরণ্যাক্ষের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, উড়ুম্বর, অভিজ্ঞাত, তারকায়ন ও চুঞ্চুল। (হরি)।

উতঙ্ক—মহর্ষি আয়োধধৌম্যের বেদ, আরুণি ও উপমন্যু নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে বেদের শিষ্য উতঙ্ক, জনমেজয় ও পৌষ্য নরপতি। বেদ গুরুকুলে বাসকালে কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া, শিষ্যদিগকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ, বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। একদা তিনি যাজন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে শিষ্য উতঙ্ককে তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে গৃহের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার গুরুপত্নীরা তাঁহাকে এক অসঙ্গত প্রস্তাব করেন। কিন্তু উতঙ্ক সেই অন্যায় প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। গুরু, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং ‘তোমার সকল মনোরথ সফল হউক’ বলিয়া গৃহে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা জানাইলে, বেদ তাঁহাকে গুরুপত্নীর নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন। গুরুপত্নী, পোষ্য নরপতির স্ত্রীর কর্ণাভরণ চারি দিনমধ্যে প্রদান করিতে

আদেশ করিলেন। তদনুসারে উতঙ্ক পোষ্য নরপতির পত্নীর নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পথে ক্ষপণকবেশী তক্ষক তাহা অপহরণ করে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে তাহা পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া গুরু-পত্নীকে প্রদানপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণারূপ ঋণ হইতে মুক্ত হন। (মহাভা)। মহর্ষি উতঙ্ক ধুন্ধু নামক রাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব সেই ধুন্ধুরাক্ষসকে বধ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদ করেন এবং স্বয়ং ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উতঙ্কেশ্বর—প্রভাসতীর্থে উতঙ্কেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। মহর্ষি উতঙ্ক কর্ত্তৃক এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (স্কন্দ-প্রভা)।

উতথি—(১) ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি উথতির তনয় সুহোত্র একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (মহাভা)।

উতথ্য—অঙ্গিরাবংশীয় উতথ্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। উতথ্যের পুত্র মহর্ষি গৌতম। (মন্ত্র)। আপোজ্য, আঙ্গিরা, অজস্য, অথর্ব্বা ও অমৃত দেখ। মহর্ষি উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নামে চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উতথ্যের পত্নীর নাম মমতা। বৃহস্পতি বলপূর্ব্বক তাঁহার ভ্রাতৃবধূ মমতাতে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম ভরদ্বাজ। (ভাগ)। বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগ্যাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন উতথ্য তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লিঃ)। মহর্ষি অঙ্গিরা হইতে উতথ্য বৃহস্পতি, ও সম্বর জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। (২) সপ্তদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে কৃতঞ্জয় দেবের উৎপত্তি হইলে মহাদেব হিমালয়শিখরে মহালয় নামক স্থানে গুহাবাসী নামে আবির্ভূত হন। উতথ্য, বামদেব, মহাকাল, ও মহালয় নামে তাঁহার পুত্রগণ ব্রহ্মবাদী ও যোগজ্ঞ ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৩) কোশলদেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী রোহিণী উতথ্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন। উতথ্য অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন। তিনি আজ্ঞা-

শক্তি ভগবতীর কৃপায় কবি হইয়াছিলেন। (দেবী ভা)। (৫) অথর্ব্বনের পত্নী স্বরূপা হইতে বৃহস্পতি, স্বরাট হইতে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উসিজ ও উতথ্য এবং পথ্যা হইতে ধিষ্ণু, সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। উতথ্যের পুত্র শরদ্বান্। (বায়ু)। (৫) পুরাকালে অমরাবতীতে উতথ্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষাত্রিয়বৃত্তি মল্লযুদ্ধ অবলম্বন করিলে উতথ্য তাহাদিগকে "অসুর হও" বলিয়া শাপ দেন। তাঁহারাই চাণুর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণহস্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। (গর্গ)।

উৎকচ—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যাক্ষের পত্নী ভানু হইতে শকুনি,শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। শিশুকালে একদিন শ্রীকৃষ্ণের নিকট একখানা শকট ছিল। কংসপ্রেরিত উৎকচ নামক দৈত্য, বায়ুরূপে তথায় আসিয়া সেই শকট শিশুর মস্তকে ফেলিবার উপক্রম করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই শকট অপসারিত করিয়া দৈত্যদেহকে চূর্ণ করিলেন। (গর্গ)

উৎকল—(১) মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয়, বিনতাশ্ব, ও ঐল জন্মগ্রহণ করেন। উৎকল উত্তরদিকের অধিপতি ছিলেন। পৃষ্ঠক, অম্বরীষ ও দণ্ড এই তিন জন উৎকলের পুত্র। (হরি)। (২) ধ্রুবের পত্নী ইলার গর্ভে উৎকল জন্মগ্রহণ করেন। উৎকল ধ্রুবের মৃত্যুর পরে রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইলে ধ্রুবের অন্যতমা পত্নী ভ্রমীর গর্ভজাত বৎসর রাজা হন। (ভাগ)। ধ্রুবের পুত্র উৎকল। উৎকল পুষ্করতীর্থে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার পুত্র সুযজ্ঞ ও নন্দী। নন্দী বহু সৈন্যসহ কোলানগরী আক্রমণপূর্ব্বক রাজা সুরথকে পরাস্ত করেন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) দানব হয়গ্রীবের পুত্র উৎকল দেবগণকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য কাড়িয়া লয়েন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক রাজ্য অধিকার করেন। অবশেষে মহর্ষি জাজলির শাপে বকরূপে পরিণত হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। (গর্গ)। (৪) শ্বফল্কনন্দন অক্রূরের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা হইতে উপলম্ভ, সদালম্ভ, উৎকল,

আৰ্য্যশৈশব, সুধীর, সদাযজ্ঞ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয়, ধর্ম্ম, ধর্ম্মদৃষ্টি ও সৃষ্টিমৌলি নামক একাদশ পুত্র জন্মে। (পদ্ম-সৃ)।

উৎকলা—মনুবংশীয় নরপতি সম্রাটের পত্নী উৎকলা মরীচি নামক এক পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)।

উৎকীল—কত-গোত্রোৎপন্ন উৎকীল ঋষি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উৎকুর—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ ইঁহারা হিরণ্যাক্ষের পুত্র। (বিষ্ণু)।

উৎকোচা—খসার কন্যা। আলম্বা দেখ। (বায়ু)।

উৎক্রাথনী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার সাহায্যার্থ উৎক্রাথনী তীর্থ স্বীয় অনুচর বেদমন্ত্রাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উৎক্রোশ—দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে ইন্দ্র উৎক্রোশ ও পঙ্কজ নামে দুইজন অনুচরপ্রধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহু শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

উৎক্লেশ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতিপদে বৃত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ উৎক্লেশ ও পঙ্কজ নামক গণদ্বয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উত্তঙ্ক—পঞ্চদশ ত্রেতাযুগে রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার ছিলেন এবং মহর্ষি উত্তঙ্ক তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। (মৎ)।

উত্তম- (১) নরপতি উত্তানপাদের অন্যতমা স্ত্রী সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম মৃগয়া করিতে যাইয়া যক্ষহস্তে নিহত হন। (ভাগ)। নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতমা স্ত্রীর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র জন্মে। উত্তম তৃতীয় মনু, তামস চতুর্থ মনু এবং রৈবত পঞ্চম মনু ছিলেন। উত্তম মন্বন্তরে বশিষ্ঠ-নন্দন প্রমদ প্রভৃতি সপ্তর্ষি, সত্য, বেদ, শ্রুত, ও ভদ্র নামে দেবতা, এবং সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। পবন, সৃঞ্জয়, যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি উত্তম মনুর পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে ভগবান্ পুরুষোত্তম, ধর্ম্মের ভার্য্যা সুনৃথার গর্ভে সত্যব্রতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া

সত্যসেন নামে আখ্যাত হন। (ভাগ)। কীর্ত্তিমান দেখ। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, উত্তম তাঁহাদের অন্যতম। (লিঃ)। অতিনামা দেখ। (৩) চাক্ষুসমন্বন্তরে সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা, ও সহিষ্ণু—ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। কূর্ম্ম পুরাণমতে উত্তম মন্বন্তরে সুশান্তি ইন্দ্র ছিলেন। চাক্ষুস মনু দেখ। নরপতি উত্তানপাদের তনয় উত্তম, বভ্রুতনয়া বহুলাকে বিবাহ করেন। বহুলা প্রথমে স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন না। একদা সঙ্গীত নিপুণা শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গণাগণ মধুরস্বরে রাজসমীপে গান করিতেছে, এমন সময়ে ভূপাল পানাসক্ত হইয়া পার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গের সমক্ষেই স্বীয় পত্নী বহুলাকে সুরাপূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। কিন্তু বহুলা তাহা গ্রহণ করিলেন না। রাজা উত্তম সেইজন্য অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। বনে পরিত্যক্তা বহুলাকে পাতালবাসী নাগরাজ কপোতক দেখিতে পাইয়া স্বভবনে আনয়ন করেন। নাগরাজের কন্যা নন্দা, স্বীয় মাতা মনোরমার সপত্নী হইবে আশঙ্কা করিয়া বহুলাকে লুকাইয়া রাখেন। এদিকে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া নরপতি উত্তম আর অন্য দার পরিগ্রহ করেন নাই এবং অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একদিন, সুশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার কাছে অভিযোগ করিলেন যে, অত্রিতনয় বলাক নামক রাক্ষস রাত্রিকালে তাঁহার স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মণের, কি দেবকার্য্য কি গৃহকার্য্য, কিছুই হইতেছে না। রাজা সুশর্ম্মার নিকট জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী কুরূপা ও কলহপ্রিয়া। সেজন্য তিনি তাঁহাকে অন্য সুরূপা ও সুশীলা স্ত্রী প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু সুশর্ম্মার স্ত্রী কুরূপা ও কলহপ্রিয়া হইলেও ধর্ম্মপত্নী সর্ব্বথা রক্ষণীয়া বলিয়া তাঁহাকেই পাইতে তিনি জেদ করিতে লাগিলেন রাজা অনেক অনুসন্ধান করিয়া বলাক রাক্ষসের আলয় হইতে ব্রাহ্মণ-পত্নীকে আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজারও জ্ঞানোদয় হইল। তিনি স্বীয় পত্নী বহুলাকে নাগরাজ কপোতকের আলয়

হইতে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন রাণীর স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। বহুলার গর্ভে নরপতি উত্তমের ঔত্তম নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ড)।

(৪) উত্তম মন্বন্তরে সুদামা নামে দেবগণ, প্রতর্দ্দন, শিব, সত্য ও বশবর্ত্তী এই শ্রেণী-চতুষ্টয়সম্পন্ন দেবগণ দ্বাদশটি গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের নাম সুদান্তি (সুশান্তি)। (অগ্নি)। উত্তম মন্বন্তরে, সুধামাগণ, অপরাপর বংশজধারী দেবগণ, প্রতর্দ্দনগণ, শিবগণ ও সত্যগণ দেবতাদের এই পাঁচটি গণ। ইঁহাদের এক একটি গণ দ্বাদশটি দ্বারা হয়। সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধৃতি, শুচি, ঈর্ষ, উর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান্ এই দ্বাদশটি সুধামাগণ। সহস্রধার, বিশ্বাত্মা, শমিতার, বৃহদ্বসু, বিশ্বধা, বিশ্বকর্ম্মা, মনখন্ত, বিরাটযশা, জ্যোতি, বিভাব্য ও কীর্ত্তিমান্, এই দ্বাদশটি বংশকারী দেবগণ। বসু, ধিষ্ণু, বিভাবসু, দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা, যশস্বী ও কেতুমান—এই সকল প্রতর্দ্দনগণ। হংসদ্বর, অহিহা প্রভর্দ্দন, যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, জম্ভবাহু, যতি, সুবিত্ত, ও সুনয় এই দ্বাদশটি যজ্ঞকর্ত্তা শিবগণ। দিক্পতি, বাক্পতি, বিশ্ব, শম্ভু, মমৃড়ীক, অধিপ, বর্চ্চোধা, মুহু, সর্ব্বেশ, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেমানন্দদ্বয়—এই দ্বাদশজন যজ্ঞকারী দেবতা। অজ, পরশু, দিব্য, দিব্যৌষধি, নয়, দেবানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔসিজ, বিনীত সুকেতু, সুমিত্র, সুবল—এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা উত্তম মনুর পুত্র ও ক্ষত্রগণের নেতা ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।

উত্তমা—মগধদেশে দেবদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল উত্তমা এবং পুত্রের নাম ছিল অঙ্গদ। পুত্র বয়প্রাপ্ত হইলে দেবদাস তাঁহার হস্তে সংসার সমর্পণপূর্ব্বক সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক তীর্থ স্নানান্তর সেই তীর্থমাহাত্ম্যে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। (পদ্ম—উত্ত)

উত্তমৌজা—(১) ধর্ম্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম ভাব্য। সুক্ষেত্র, উত্ত-মৌজা, ভূরিসেন, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, ও সুবর্চ্চা এই দশজন ভাব্য মনুর পুত্র। (বায়ু) (২) ব্রহ্ম সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম উত্তমৌজা। (বিষ্ণু)। (৩) দক্ষ সাবর্ণি মনুর দশপুত্রের অন্যতম পুত্র উত্তমৌজা। (হরি)।

(৪) পাঞ্চাল-পতি দ্রুপদের অন্যতম তনয় উত্তমৌজা, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন। অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় নিদ্রিত উত্তমৌজা, যুধামন্যু প্রভৃতি বীরগণকে নিপাত করেন। (মহাভা)।

উত্তর—(১) কশ্যপ বংশীয় উত্তর একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্য)। নরপতি নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, উত্তর, পর, অয়তি, বিয়তি, এই সপ্ত ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। (পদ্ম-স্য)। (৩) বিরাট নরপতির পুত্রের নাম উত্তর ও কন্যার নাম উত্তরা। উত্তরাকে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু বিবাহ করেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিরাটের গোগৃহ আক্রমণ করিলে, বিরাট স্বীয় পুত্র উত্তরকে গোধন উদ্ধারার্থ প্রেরণ করেন। বৃহন্নলা নামধারী অর্জ্জুন তাঁহার সারথি হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর কুরু-সৈন্যের আধিক্য দর্শনে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বারণ করিয়া এবং তাঁহাকে সারথি করিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া গোধন উদ্ধার করেন। কুরুক্ষেত্র সমরের প্রথম দিনে মদ্ররাজ শল্য হস্তে উত্তর নিহত হন। (মহাভা)। (৪) একটি অগ্নির নাম। পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে উত্তর নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। (মহাভা)।

উত্তরফাল্গুনী অশ্বিনী—দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে রোহিণী, ভরণী, কৃর্ত্তিকা, উত্তরফল্গুনী প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)।

উত্তরভাদ্রপদী—দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে রোহিণী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃর্ত্তিকা, উত্তর ভাদ্রপদী, আর্দ্রা প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)।

উত্তর মালিকা—আকর্ণনী, সন্তুটা, উত্তর মালিকা, জ্বালামুখী, ভীষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই অষ্ট মাতৃকা রেবতীর অনুচরী এবং তাঁহারা হরির গাত্র হইতে সমদ্ভূতা। তাঁহারা সৃষ্টি ও সংহার কার্য্যেও সমর্থা। (মৎ)।

উত্তরা—(১) মৎস্যরাজ বিরাটের পত্নী সুদেষ্ণা হইতে উত্তর নামে পুত্র ও উত্তরা নাম্নী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। পাণ্ডবেরা বিরাট রাজভবনে অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করেন। সেই সময়ে অর্জ্জুন উত্তরাকে চিত্রনাট্য সঙ্গীতাদি

শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। অজ্ঞাত বাস অন্তে পাণ্ডবদের সহিত বিরাটরাজের পরিচয় হয় এবং অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হয়। ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হন। সেই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বংশলোপ বাসনায় ইষিকাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। উত্তরা এক মৃত সন্তান প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে জীবিত করেন। (মহাভা)। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সৌদাসের পুত্র অশ্মক। অশ্মকের পত্নী উত্তরা, মূলক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (লি)। অশ্মক দেখ।

উত্তরার্ক—কাশীতে দ্বাদশটি আদিত্য লোকদিগকে রক্ষা করেন। উত্তরার্ক তন্মধ্যে একজন। (স্কন্দ-কাশী)।

উত্তরাষাঢ়া—দক্ষের সাতাশটি কন্যার মধ্যে অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, ভদ্রা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ফাল্গুনী, প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)।

উত্তরেশ্বর—অবন্তী দেশে মহাকাল বনের উত্তরদ্বারে উত্তরেশ্বর অবস্থিত। তিনি সকল কার্য্যের সিদ্ধিদাতা। এবং শিব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। (স্কন্দ—আব)।

উত্তানপাদ—বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র বীর। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রজাতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতা হইতে উত্তান-পাদের ধ্রুব, বসু, কীর্ত্তিমান, আয়ুষ্মান্ নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি)। ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও কন্যা শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা, প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি দেবহূতি, ও প্রসূতি নাম্নী তিন কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে উত্তানপাদ সুনীতি ও সুরুচিকে বিবাহ করেন। সুনীতি হইতে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ধ্রুব এবং সুরুচি হইতে উত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)। ধ্রুব দেখ। স্বায়ম্ভুব মনু সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া অবন্তী নাম্নী এক রূপবতী পত্নীলাভ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। ধর্ম্মনন্দিনী সুনৃতা উত্তানপাদ হইতে অপস্যতি অপস্যন্ত, কীর্ত্তিমন্ত, ও ধ্রুব নামে

চারি পুত্র লাভ করেন। (মৎ)। ধর্ম্মের নন্দিনী সুনৃতা হইতে উত্তানপাদের ধ্রুব, কীর্ত্তিমান অয়মান ও বসুনামে চারি পুত্র এবং মনস্বিনী ও স্বরা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (ব্রহ্মা)।

উত্তানবর্হি—বৈবস্বত মনুর পুত্র শর্য্যাতি। চক্রবর্ত্তী নরপতি শর্য্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত, ভূরিষেন নামে তিন পুত্র ছিলেন। শর্য্যাতি উত্তানবর্হিকে পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (গর্গ)।

উৎপল—উৎপল ও বিদল নামক দৈত্যদ্বয় কাশীতে অবস্থান পূর্ব্বক অতিশয় অত্যাচারী হইয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। (লি)।

উৎপলাক্ষী—সহস্রাক্ষ তীর্থে গৌরি দেবী উৎপলাক্ষী নামে অভিহিতা হন। (পদ্ম-স্ব)।

উৎপলাবতী—স্বরাষ্ট্র নামক রাজার পত্নী। তাঁহার গর্ভে তামস মনু জন্ম গ্রহণ করেন। (মার্কণ্ডেয়)। তামস মনু দেখ। অপ্সরা-বিশেষ। (স্কন্দ—কাশী)।

উৎসর্গ—মিত্র দেবতার স্ত্রী রেবতী হইতে পিপ্পল, উৎসর্গ, ও অরিষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উৎসাহ—ভৃগু পত্নী খ্যাতি হইতে শ্রীদেবী নাম্নী কন্যা, এবং ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয় জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীদেবী হইতে নারায়ণ দেবের বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র জন্মে। (ব্রহ্মাণ্ড)।

উদঙ্ক—ঋষি বিশেষ। (স্কন্দ—মাহে)।

উদকসেন—যযাতি বংশীয় বিষক্সেন হইতে উদকসেন; উদক সেন হইতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)

উদগ্র—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবাসুর সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। (দেবীভা)।

উদগ্রজ—কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক একজন ঋষি। (মৎ)।

উদঙ্ক—বেদপরায়ণ মহর্ষি উদঙ্ক, দীর্ঘতমা ঋষির তনয় ও কক্ষিবানের গুরু ছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

উদপান—দেবাসুর যুদ্ধে, স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে উদপান তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘনস্বনাকে প্রদান করেন। (বাম)।

উদয়ন্—(১) পাণ্ডব বংশীয় বসুদানের পুত্র শতানীক, শতানীকের পুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনর, অহীনরের পুত্র খণ্ডপাণি। (বিষ্ণু)। (২) নরপতি সহস্রানিক অযোধ্যার রাজা কৃতবর্ম্মার কন্যা মৃগাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে উদয়ন জন্ম-

গ্রহণ করেন। উদয়ন নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা ললিতাকে বিবাহ করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

উদয়াশ্ব—মগধের শিশুপাল বংশীয় নরপতি দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, উদয়াশ্বের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র মহানন্দি। (বিষ্ণু)।

উদরশাণ্ডিল্য—মহর্ষি শুনকের পুত্র অতিধন্বা ঋষি একজন উদ্‌গীথ বিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে উদ্‌গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। (ছান্দো)।

উদরাক্ষ—অনৈক দানব সেনাপতি। অঞ্জন দেখ। (বরা)।

উদরেণু বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।, (মৎ)।

উদর্ক—চেদিরাজ কুন্তি হইতে ধৃষ্ট, ধৃষ্ট হইতে নির্ধৃতি, নির্ধৃতি হইতে উদর্ক ও বিদূরথ জন্মগ্রহণ করেন। (অগ্নি)।

উদান—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণ, প্রাণ, অপা, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, রসনা ঘ্রাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি ও মন এই সকল বিখ্যাত ছিলেন। (বায়ু)।

উদাপি—(১) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে, কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজুদাস, উদাপি ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। কংস তাঁহাদের সকলকেই বধ করেন। (বিষ্ণু)। (২) মগধের নরপতি জরাসন্ধ হইতে সহদেব, সহদেব হইতে উদাপি, উদাপি হইতে শ্রুতকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। (অগ্নি)।

উদাবর্ত্ত—হৈহয় বংশীয় উদাবর্ত্ত স্বীয় বংশের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। (মহাভা)।

উদাবসু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি জনকের পুত্র উদাবসু। উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু। (ভাগ)। (২) নরপতি প্রাংশুর পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতি হইতে খনিত্র, শৌরী, উদাবসু, সুনয়, ও মহারথ নামে পাঁচপুত্র জন্মে। উদাবসু, দক্ষিণ দেশে রাজত্ব করিতেন। (মার্ক)।

উদাবহি—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)

উদায়ী - মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি উদায়ী ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি কুসুমপুর নামক (বর্ত্তমান পাটনা) নগরী নির্ম্মাণ করেন। (বায়ু)

উদারধী—পুষ্টির পত্নী ছায়া হইতে প্রাচীন গর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল ও ধৃতি নামে পাঁচটী পাপশূন্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। প্রাচীন গর্ভের

পত্নী সুবর্চ্চা হইতে উদারধী নামে এক পুত্র জন্মে। উদারধী পরবর্ত্তী কালে রাজা হন। তিনি পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন। তিনি সংবৎসর পরে একবার আহার সংগ্রহ করিতেন, এই জন্যই মন্বন্তর কালে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। উদারধীর পত্নী ভদ্রা হইতে দিবঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)।

উদাসী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সৌরী, কীর্ত্তিমান, সুষেন, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ নামে সাত পুত্র জন্ম গ্রহণ। কংস ইহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। (গর্গ)

উডম্বর—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র মহর্ষি উডুম্বর একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

উডুম্বরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব বহুসংখ্যক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। উডুম্বরী তাহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

উডুয়ান—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র মহর্ষি উডুয়ান একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

উদ্‌গাতা—অভাবের পুত্র উদ্‌গাতা। অভাব দেখ। (বরা)।

উদ্‌গাহ—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদ্‌গীতা—মনুবংশীয় নরপতি প্রতীহের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুবর্চ্চার গর্ভে প্রতিহর্ত্তা, প্রতিস্তুতা ও উদ্‌গীতা নামে তিন জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উদ্‌গীথ—(১) ভরত বংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর অন্যনাম প্রতিহর্ত্তা। প্রতিহর্ত্তা হইতে উন্নেতা, উন্নেতা হইতে ভব, ভব হইতে উদ্‌গীথ, উদ্‌গীথ হইতে প্রাপ্তারি জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)। (২) মনুবংশীয় নরপতি ভূমার ঔরসে ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদ্‌গীথ জন্ম-গ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) মনু-বংশীয় ভূবের পুত্র উদ্‌গীথ, উদ্‌গীথের তনয় প্রস্তাব। (বিষ্ণু)।

উদ্‌ঘোষ—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি পুলিন্দের পুত্র উদ্‌ঘোষ। তাঁহার পুত্র বজ্রমিত্র। (ভাগ)।

উদ্দণ্ড—কাশীক্ষেত্রের বায়ু কোণে অবস্থিত উদ্দণ্ড নামক গণেশ মানুষের উদ্দণ্ড বিঘ্নসমূহ সর্ব্বদা দূর করেন। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্দণ্ডমুণ্ড—গণেশের অন্য নাম। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্দল—যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য কণ্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, উদ্দল, তাম্রায়ন, বাৎস্য, গালব, শৈশিরী, আটবী, পর্ণী,

বীরণী ও পরায়ণ এই পনর জন বাজি নামে খ্যাত ও যজুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা ছিলেন। (ব্রহ্ম)।

উদ্দামকুসুমা—শঙ্করপত্নী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। (শিব)।

উদ্দাল—বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি উদ্দাল একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)।

উদ্দালক—একজন মহর্ষি। বৃত্রাসুর বধের পর ইন্দ্র ত্রৈলোক্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে অঙ্গিরা, দক্ষ, উদ্দালক প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। (সৌর)। সমুদ্র মন্থনে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় অলক্ষ্মীরও উদ্ভব হয়। বিষ্ণু অনুরোধ করিয়া মহাতপা উদ্দালককে অলক্ষ্মী প্রদান করেন। উদ্দালক অলক্ষ্মীসহ ভ্রমণ করিতে করিতে অলক্ষ্মী অত্যন্ত কাতর হইয়া গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন অলক্ষ্মীকে এক বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে বলিয়া উদ্দালক তাঁহার বাসস্থান অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। কিন্তু আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। অলক্ষ্মী দেখ। (পদ্ম-উত্তর)। উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু হইতে নিয়ম হয় যে, স্ত্রীলোক অন্য পুরুষগামিনী হইলে পতিতা হইবে। (মহাভা)। অরুণ ঋষির তনয় উদ্দালক আরুণি, কেকয়-নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। (ছান্দো)। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় শিষ্য কহোড়ের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যা সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। অষ্টাবক্র দেখ। মহর্ষি উদ্দালক প্রিয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

উদ্দালকী—উদ্দালকী, শোনকর্ণী, গৌরগ্রীব, প্রভৃতি অত্রি বংশ-সম্ভূত গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদ্দালকেশ্বর—কাশীতে কপিলেশ্বরের উত্তর দিকে উদ্দালকেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ সকলেরই সুলভ হইয়া থাকে। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্ধত—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী কাত্যায়নীর সঙ্গে যুদ্ধে উদ্ধত পরাজিত হন। (বাম)।

উদ্ধতবসু- নরপতি উদ্ধতবসু, ক্রিমীবংশীয় ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্যবহারে উক্ত বংশ উচ্ছন্ন হইয়াছিল। (মহাভা)।

উদ্ধব—যদুবংশীয় সূরের পুত্র দেবভাগ, দেবভাগের পুত্র উদ্ধব। তিনি পণ্ডিতগণের অগ্রণী দেবতাদের ন্যায় যশস্বী ও শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। (হরি)। উদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের মন্ত্রী ছিলেন। (ভাগ)।

উদ্ধবার্ক—পশ্চিমদিগের রক্ষক অন্যতম দেবতা উদ্ধবার্ক। (স্কন্দ-প্রভা)।

উদলায়ন—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদ্বহ—উদ্বহ নামক বায়ু, চন্দ্রমণ্ডলে বর্ত্তমান। চন্দ্রমণ্ডল তদ্দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া সতত ভ্রমণ করেন। (স্কন্দ—মাহে)।

উদ্দালক—ঋষিবিশেষ। (হরি)

উদ্‌বৃত্ত—সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র পুত্রের অন্যতম উদ্‌বৃত্ত পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিতেন। (মহাভা)।

উদ্ভব—নরপতি নহুষের পত্নী বিরজা হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব, পাচি, শর্য্যাতি ও মেঘযাতি নামে সাত পুত্র জন্মে। (মৎ)।

উদ্ভিদ—(১) মনুবংশীয় নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র জ্যোতিষ্মান কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (বিষ্ণু,)। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ইলা হইতে উদ্ভিদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ)।

উদ্ভ্রম—কাশীস্থিত দণ্ডপাণি মহাদেবের অন্যতম গণ। এই দণ্ডপাণি গণের সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে দুই অনুচর ছিল। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্যান—ভাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত একটি দেব-গণ। (বায়ু)। অর্দ্ধপতি দেখ।

উদ্যোগ—ক্রিয়াদেবী উদ্যোগের পত্নী। (ব্রহ্মবৈ)।

উন্নতি—প্রজাপতি দক্ষের ষোড়শ কন্যার অন্যতমা উন্নতি। তিনি ধর্ম্মের পত্নী এবং দর্পের জননী। (ভাগ)।

উন্নেতা—মনুবংশীয় প্রতিহর্ত্তার (অন্য নাম প্রতীহার) তনয় উন্নেতা, উন্নেতার তনয় ভব, ভবের পুত্র উদ্‌গীথ। (ব্রহ্মা)। মহর্ষি উন্নেতা ব্রহ্মার যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন। (পদ্ম-সৃ)।

উন্মত্ত—রাবণের অনুচর রাক্ষসবিশেষ। লঙ্কা সমরে তিনি নিহত হন। (অগ্নি)।

উন্মত্তা—অন্ধকাসুরের রক্তপান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাকে সৃষ্টি করেন, উন্মত্তা তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

উন্মাথ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে, যম তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর প্রমথ, উন্মাথ, কাশসেন, মহামুখ, তালপত্র ও কালজঙ্ঘকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

উন্মাদ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে, অম্বিকা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ, ও পুষ্পদণ্ডকে প্রদান করেন। (বাম)।

উপকোসল—কমল ঋষির পুত্র কামলায়ন উপকোসল ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য মহর্ষি সত্যকাম জাবালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যকাম বহুকাল পরীক্ষার পরে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। (ছান্দো)।

উপক্ষত্র—যদুবংশীয় রাজা শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা উপক্ষত্র। (বিষ্ণু)।

উপক্ষয়—ভরত বংশীয় মহাবীর্য্য হইতে ভীম, ভীম হইতে উপক্ষয়, এবং উপক্ষয়ের পত্নী বিশাখা হইতে ত্রয্যারুণি, পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপগু—জনক বংশীয় নরপতি সাত্যরথি হইতে উপগু। উপগু হইতে শ্রুত। শ্রুত হইতে শাশ্বত। শাশ্বত হইতে সুধন্বা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)।

উপগুপ্ত—জনকবংশীয় ভূপতি উপগুরু হইতে অগ্নির অংশে উপগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। উপগুপ্তের তনয় বস্বনন্ত। বস্বনন্তের তনয় যজুর্ব্বান্। (ভাগ)।

উপগুরু—জনক বংশীয় ভূপতি সত্যরথের পুত্র উপগুরু, উপগুরুর তনয় উপগুপ্ত, উপগুপ্তের তনয় বস্বনন্ত। (ভাগ)।

উপচিত্র—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম উপচিত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম কর্ত্তৃক নিহত হন। (মহাভা)।

উপচিত্রা—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ, মিত্র, কুক্ষিমিত্র, চল, পুষ্টি ও সুদেব নামক পুত্রগণ এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নাম্নি কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপজঙ্ঘনি—সমাঙ্ক নামে একমুনি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উপজঙ্ঘনি সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে অমৃতেশ্বর লিঙ্গের স্পর্শে জীবন প্রাপ্ত হয়। (স্কন্দ-কাশী)।

উপদানবী—(১) কশ্যপ পত্নী দনু

হইতে হয়গ্রীব প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। হয়গ্রীবের কন্যা উপদানবী তুষ্মন্তকে প্রসব করেন। (হরি)। (২) পুরু-বংশীয় নরপতি সুরোধের পত্নী উপদানবী হইতে তুষ্মন্ত, সুষন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলা গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (৩) যদু বংশীয় নরপতি জ্যামঘ কোনও যুদ্ধে উপদানবী নাম্নী একটি কন্যা প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা বিদর্ভ নামক একটি পুত্র প্রসব করেন। উপদানবীর সহিত এই বিদর্ভের বিবাহ হয়। বিদর্ভ-পত্নী, উপদানবী, ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামক পুত্রগণকে প্রসব করেন। (হরি)। (৪) বৈশ্বানর দানবের উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা ও কালকা নামে চারি কন্যা ছিল। তন্মধ্যে উপদানবীকে হিরণ্যাক্ষ, হয়শিরাকে ক্রতু, এবং পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। (ভাগ)। (৫) কশ্যপ-পত্নী দনু বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি পুত্র প্রসব করেন। বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা উপদানবী, ও হয়শিরা। (বিষ্ণু)। (৬) ময়দানবের কন্যা উপদানবী, মন্দোদরী ও কুহূ এই তিনজন। (মৎ)। ব্রহ্মবাদী ইলিন হইতে উপদানবী তুষ্মন্ত, সুষন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলা-গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। (বায়)।

উপদিশ—বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ও চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলি নামে বীরবীর্য্যবান্ ভীমপরাক্রম, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পাঁচ পুত্র জন্মে। (হরি)।

উপদেব—(১) যদুবংশীয় অক্রূরের পত্নী সুগাত্রী হইতে দেবতুল্য তেজস্বী প্রসেন ও উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব, ও দেবরক্ষিত নামে চারি পুত্র ও দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মে। (হরি)। (৩) দ্বাদশ মনু, রুদ্রসাবর্ণির দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ নামে পুত্র ছিল। (৪) উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও অক্রূরের অন্যতমা পত্নী বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। অক্রূর দেখ। এই উপদেবের পুত্র প্রমাথী। (কূর্ম্ম) (৫) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী

উগ্রসেনা দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (মৎ)। (৬) পদ্মপুরাণ মতে শূরসেনী, ঋত, দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু, মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা এই বারজন। (বায়ু)।

উপদেবা—যদুবংশীয় দেবকের ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, ও দেবকী নাম্নী সাত কন্যাকে বসুদেব বিবাহ করেন, তন্মধ্যে উপদেবা হইতে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)। উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন, ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপদেবী—যদুবংশীয় দেবকের সপ্ত কন্যার অন্যতমা এবং বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতরা উপদেবী। (হরি)। উপদেবীর গর্ভে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান, দেবল জন্ম-গ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপনন্দ—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ মিত্র, কুক্ষিমিত্র, বল, পুষ্টি, ও সুদেব নামক পুত্রগণ এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নাম্নী কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) সুরসা সুজঙ্গীর সহস্র তনয় পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিত। তন্মধ্যে উপনন্দ অন্যতম ছিল। (মহাভা)। (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম উপনন্দ, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

উপনন্দন—শ্বেতকল্পে ব্রহ্মা হইতে শিখাযুক্ত রক্ত বর্ণ একটি কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবা-বতার। উপনন্দন, তাঁহারই অন্যতম শিষ্য। (লি)।

উপনিধি—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে উপনিধি, গদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। ভদ্রা দেখ।

উপবর্হণ—উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব বিশ্বস্রষ্টাদের অভিসম্পাতে শূদ্র-যোণীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণদের দাসী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের সহবাসে ব্রহ্ম-বাদী হন এবং নারদ নামে খ্যাত হন। (ভাগ)।

উপবাহ—গৌতম বংশীয় মহর্ষি উপবাহ একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

উপবাহুকা—নরপতি সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহুকা ও উপবাহুকা, জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে উপবাহুকা

হইতে অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অযুতাজিৎ দেখ।

উপবিন্দু—অঙ্গিরাবংশসম্ভূত এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ। (মৎ)।

উপবিম্ব—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে উপবিম্ব, বিম্ব, সত্বদণ্ড, ও মহৌজস নামে চারিপুত্র জন্মে। (বায়ু)।

উপমঙ্গু—যদুবংশীয় শ্বফল্কের পত্নী গান্দিনী হইতে, অক্রূর, মঙ্গু, উপমঙ্গু, মৃদু, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মভৃৎ, দৃষ্টচর, বর্গমোচ, আবহ ও প্রতিবাহু জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। বিষ্ণুপুরাণ-মতে উপমদ্গু। অক্রূর ও আবহ দেখ।

উপমদ্গু—অক্রূর ও আবহ দেখ।

উপমন্যু—(১) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের অন্যতমা পত্নী পীবরীর গর্ভে উপমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (২) বশিষ্ঠের পুত্র ইন্দ্রপ্রমিতি, ইন্দ্রপ্রমিতি হইতে ভদ্র, ভদ্র হইতে বসু, বসু হইতে উপমন্যু জন্মে। (লি)। (৩) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্না হইতে উপমন্যু মঙ্গুরত, অনমেজয়,গিরিরক্ষ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। অক্রূর দেখ। (লি)। (৪) মহর্ষি আয়োধধৌম্যের উপমন্যু নামে একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমন্যু, সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর। এই বলিয়া উহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু, তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক বল। তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে। উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষায় আহরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিতেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষায় গ্রহণ করিতেন। ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিতেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গো-রক্ষা

করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন—বৎস উপমন্যু, তোমার ভিক্ষায় সমুদয়ই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক বল? তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্, একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয় বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া, আপনার উদরপূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন —দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তি রোধ হইতেছে। আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। উপাধ্যায় কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে, উপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন, বৎস উপমন্যু, তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষায় আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণ লইয়া থাকি এবং প্রতিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয় বার ভিক্ষা কর না। তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি। এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক বল। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, ভগবন্, এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয় বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও নিবারণ করিয়াছি তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি। এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক বল। তিনি কহিলেন বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহাই পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতি শান্ত স্বভাব বৎসগণ, তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গারণ করিয়া থাকে।

সুতরাং তুমি তাঁহাদের আহারে ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া, একদা উপমন্যু অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণপূর্ব্বক অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলেন। এদিকে সায়ংকালে উপমন্যু গৃহে প্রত্যাগত না হওয়ায়, আয়োধধৌম্য সশিষ্যে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়া তাঁহাকে কূপে পতিত দেখিতে পাইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণে তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে। গুরু তাঁহাকে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন। অশ্বিনীকুমার উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরোগ্য লাভার্থ এক পিষ্টক প্রদান করিলেন। কিন্তু উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া তাঁহা ভক্ষণ করিতে অস্বীকার করিলেন। অশ্বিনীকুমার তাহার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া কহিলেন, তোমার দন্ত সকল হিরণ্ময় হইবে এবং চক্ষু শ্রেয়োলাভ করিবে। উপমন্যু চক্ষুলাভ করিয়া গুরুসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। গুরু শুনিয়া প্রীত হইয়া কহিলেন—অশ্বিনীকুমারেরা যেরূপ কহিয়াছেন তুমি সেরূপ মঙ্গল লাভ করিবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকালে তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে। (মহাভা)। (৫) পূর্ব্বকালে বীতমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আত্রেয়ী উপমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করেন। তিনি শিবের আরাধনা করিয়া দুগ্ধপানে সমর্থ হইয়াছিলেন। (বাম)। (৬) উপমন্যু নামক শিবের এক গণের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ শিবের আরাধনা করিয়া ধনধান্য, বহুতর পুত্র ও পত্নী এবং অতুল সামর্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। (শিব)। (৬) ব্যাঘ্রপাদ মুনির পুত্র ও ধৌম্যের অগ্রজ উপমন্যুকে তাঁহার মাতা বাল্যকালে দারিদ্র্য নিবন্ধন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিষ্টক গুলিয়া খাইতে দিতেন। একদিন স্বীয় মাতুল গৃহে দুগ্ধপান করিয়া মাতৃদত্ত শ্বেতবর্ণ পানীয় যে দুগ্ধ নহে তাহা জানিতে পারিলেন। এবং মায়ের নিকট দুগ্ধ পান করিবার জন্য আবদার আরম্ভ করিলেন। মাতা

অক্ষমতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে শিবের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অব্যয়কুমার পদ দান করিলেন। মূর্ত্তিমান ক্ষীরসমুদ্র হস্তে সুস্বাদু ক্ষীর ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই পিণ্ডিভূত অনশ্বর ক্ষীর দান করিলেন। (শিব)। (৭) পৃথ-নন্দিনীর গর্ভে বশিষ্ঠের বসুনামে এক পুত্র জন্মে, সেই বসুর তনয় উপমন্যু। উপমন্যুর বংশধরগণ উপমন্যু নামেই খ্যাত। (বায়ু)।

উপয়—পরাশর বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। পরাশর বংশ গৌর, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। শ্রাবিষ্টায়ন, বালেয়, স্বায়ষ্ট, উপয় ও ইষিক-হস্ত এই পাঁচজন শ্বেত পরাশর নামে খ্যাত। (মৎ)।

উপযাজ—কাশ্যপ গোত্রীয় একজন ঋষি। ইহার নিকট রাজা দ্রুপদ অযুত গোদান অঙ্গীকার করিয়া দ্রোণের বিনাশার্থ এক পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দ্রুপদকে প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। (মহাভা)।

উপযাজক—পাঞ্চাল দেশে পুরুষশা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিত যাজ ও উপযাজক ছিলেন। এই পুরোহিতদের উপদেশে বৈশাখ মাসে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হৃতরাজ্য নরপতি পুরুষশা রাজ্যলাভ ও পুত্রবান্ হইয়াছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু)।

উপরিচর বসু—চেদি দেশে দ্বিজ-গণের সম্মানকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ ধার্ম্মিক উপরিচর নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় প্রিয় কার্য্য সম্পাদনার্থ স্ফটিক্ মণিময় শুভ-প্রদ এক বিমান তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বস্থানে গমন করিতেন। নিয়তই উপরিভাবে অবস্থিত থাকিতেন বলিয়া তিনি উপরিচর বসু নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল গিরিকা। তাঁহার পঞ্চাশ পুত্র হয়। তিনি পুত্রদিগকে পৃথক পৃথক দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। একদা উপরিচর মৃগয়া করিতে যাইয়া শুক্রপাত করেন। সেই শুক্র তিনি এক শ্যেন পক্ষী দ্বারা স্বীয় স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন।

কিন্তু পথে অন্য শ্যেন পক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিলে, সেই শুক্র যমুনা জলে পতিত হয়। সেই সময়ে অপ্সরা অদ্রিকা যমুনা জলে ব্রাহ্মণ শাপে মৎস্য রূপে অবস্থান করিতেছিল। জলে পতিত সেই শুক্র পান করিয়া মৎস্যরূপী অদ্রিকা গর্ভবতী হয়। জেলেরা সেই মৎস্য ধৃত করিয়া বিদারণ করিলে তাহার উদর হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা নির্গত হয়। ধীবর সেই পুত্র ও কন্যা রাজা উপরিচরকে প্রদান করে। উপরিচর পুত্রকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং কালে তিনিই মৎস্যরাজ নামে খ্যাত হন। সেই কন্যাই মৎস্যগন্ধা নামে প্রথমে পরিচিতা হন এবং পরে তাঁহারই গর্ভে পরাশরের ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হয়। (দেবি—ভা)। চেদি দেশীয় নরপতি উপরিচর বসু, কুরুবংশীয় নরপতি কৃতযজ্ঞের পুত্র। কৃতযজ্ঞ এক মহান যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্র সম বিখ্যাত অন্তরীক্ষগামী উপরিচরকে লাভ করেন। উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও সপ্তম নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। কুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র কৃতক, কৃতকের পুত্র উপরিচর বসু। উপরিচর বসুর সাত পুত্রের মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল, ও মৎস্যই প্রধান ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র ও জরাসন্ধ। (বিষ্ণু)। কুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র কৃমি, কৃমির পুত্র উপরিচর বসু। উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ প্রত্যশ্রবা, হরিবাহন, কুশ, যজু ও মৎস্য নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। (মৎ)। অলর্ক দেখ।

উপরিমণ্ডল—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর, ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটি। (মৎ)।

উপলপ—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ইহার প্রবর ভৃগীবসু, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি। (মৎ)।

উপলম্ভ—সাত্বত বংশীয় জয়ন্তের পুত্র অক্রূর। শৈব্যা কন্যা রত্না হইতে অক্রূরের উপলম্ভ, সদালম্ভ, শত্রুঘ্ন, বারিমেজয়, ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মবর্ম্মা, বৃকল,

বীর্য্য, সর্ব্বীতর, সদাপক্ষ ও ধূষ্যমান নামে একাদশ পুত্র জন্মে। (মৎ)।

উপশান্ত শিব—একটি শিবলিঙ্গের নাম। (স্কন্দ)।

উপশ্রুতি—দেবী উপশ্রুতির আরাধনা করিয়া ইন্দ্রাণী শচী নহুষের ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। (মহাভা)।

উপসঙ্গ—(১) যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ-নন্দিনী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদ্‌গু, মৃদর, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্‌, যতিধর্ম্মা গৃধ্রমোক্তা, অন্ধক, আবাহু ও প্রতিবাহু, নামে পঞ্চদশ পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবরক্ষিতার গর্ভে উপসঙ্গ ও বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। (বায়ু)।

উপসন্ন—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা ভার্য্যা কৌশিকী হইতে বজ্রাংশু, শঙ্কু, ক্ষিপ্র ও উপসন্ন, জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

উপসুন্দ—হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামক এক মহাবল দৈত্যের ঔরসে সুন্দ ও উপসুন্দের জন্ম হয়। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। তাঁহারা একে অন্যের সতত মঙ্গল চিন্তা করিতেন। সতত এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন। ইহারা বয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী জয় করিবার জন্য বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বায়ু আহার করিয়া থাকিতেন এবং স্বীয় গাত্র-মাংস যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন। এই কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তাঁহারা পরস্পর একে অন্যকে বধ করিতে পারিবেন,ইহাছাড়া ইঁহাদের হন্তা আর কেহ নাই। এই বরে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা ত্রৈলোক্য বিজয়ে বহির্গত হইলেন। দেবগণ তাহাদের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বহু মুনি ঋষি নিহত হইলেন। তাঁহাদের ভয়ে দেব দানব সকলে অস্থির হইলেন। অবশেষে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সকলে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যার সৃষ্টি করিলেন। তিলোত্তমা একদিন সুরাপানে মত্ত, সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট উপস্থিত হইলে, উভয় ভ্রাতা তাহাকে লাভ করিবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে একে অন্যকে আঘাত করিয়া নিহত হইলেন। (মহাভা)। নিসুন্দের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। (বায়ু)।

উপসেন—শ্রীকৃষ্ণের বংশীয় সুবাহুর পুত্র উপসেন, উপসেনের পুত্র ভদ্রসেন। (ভাগ)।

উপস্তুত—বৃষ্টিহব্য ঋষির পুত্র মহর্ষি উপস্তুত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উপস্তুপ—বৈদিক কালে মহর্ষি উপস্তুপ নামে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। একবার অশ্বীদ্বয় মহর্ষি কণ্ব, প্রিয়মেধ উপস্তুপ ও অত্রিকে অনার্য্য দস্যুদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উপস্বাবান্—যদুবংশীয় নরপতি সত্রাজিতের দশ ভার্য্যাতে দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভঙ্গকার, বাতপতি, উপস্বাবান্ প্রধান ছিলেন। (হরি)।

উপহারিণী—রক্তকর্ণা, মহাজিহ্বা, অক্ষয়া, উপহারিণী এই সুদারুণ পঞ্চ রাক্ষসীগণ হইতে পৃথিবীস্থ দারুণ ব্রহ্মরাক্ষসগণ উৎপন্ন হইয়াছে। (বায়ু)।

উপাঙ্গ—উপাঙ্গের দুই পুত্র বজ্রার ও ক্ষিপ্র। (বায়ু)।

উপাধ্যায়—কশ্যপ বংশীয় উপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের অল্প বয়স্ক কৃতি পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তিনি যমকে অভিশাপ দেন। যম তাঁহার পুত্রের পুনর্জীবন দান করিলে, তিনি সেই শাপ প্রত্যাহার করেন। (স্কন্দ-নাগ)।

উপাবৃদ্ধি—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর বশিষ্ঠ। (মৎ)।

উপাসঙ্গ—উপাসঙ্গের দুই পুত্র বজ্র ও সংক্ষিপ্ত। (মৎ)।

উপাসঙ্গধর—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবরক্ষিতা উপাসঙ্গধর নামে এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। (মৎ)।

উপেক্ষ—যদু বংশীয় ধর্ম্মাত্মা নৃপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশিরাজ-তনয়া গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদগু, মৃদর, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, অন্ধক, যতি, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, আবাহু ও প্রতিবাহু নামে পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (হরি)। অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মাসুব্রত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃষ্টধর্ম্মা, গোধনবর, আবাহু, ও প্রতিবাহু জন্ম গ্রহণ করেন। (লি)।

উপেন্দ্র—ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান ও জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে

অনন্ত বাসুদেবের অংশে উৎপন্ন বলিয়া লোকে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া জানে। (ভাগ)। কশ্যপ-পত্নী অদিতি হইতে ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। উপেন্দ্র হইতে পৃথিবী গর্ভে মঙ্গল জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)।

উপ্ত—পাণ্ডব বংশীয় নেমীচক্রের পুত্র উপ্ত। উপ্তের পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথের পুত্র শুচিরথ। (ভাগ)।

উভয়জাত—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর ঔর্ব্বেয় ও মারুত। (মৎ)।

উমা—পিতৃগণের মানসকন্যা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই পুত্র এবং উমা ও গঙ্গা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। উমা দেহ-সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির একমূর্ত্তি ভব, ভবের তনু সূর্য্য, স্ত্রী উমা ও পুত্র শনৈশ্চর- (বিষ্ণু)। সতী দক্ষের নিকট পতি নিন্দা শ্রবণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে উমা নামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব আবার উমাকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। উমাদেবী পূর্ব্বে স্বীয়দেহ হইতে সুদুষ্কর মায়ান্তঃকরণ নামক সর্ব্বাসুরবিনাশন এক মুদ্গর সৃজন করিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিধন করিয়াছিলেন। পরে সেই মুদ্গর শম্বরকে প্রদান করেন। (হরি)। হিমালয়ের পত্নী মেনার গর্ভে উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা নামে তিন কন্যা এবং মৈনাক ও ক্রৌঞ্চনামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উমা রুদ্রের পত্নী ছিলেন। দক্ষের ভূরিদক্ষিণা-ন্বিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত সকলে উপস্থিত হইলে, সতী দক্ষকে তাঁহার স্বামী শিবের এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দক্ষ বলিলেন, শিব সংহার কর্ত্তা সুতরাং অমঙ্গলভাগী এবং নিমন্ত্রণের অযোগ্য। সতী ইহাতে কুপিত হইয়া দক্ষকে শাপ প্রদান করিলেন যে, দক্ষ দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইবেন। এবং পরে ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সময়ে শিব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন। ইহার পরে সতী স্বদেহো-ত্থিত তেজদ্বারা আত্মাকে দগ্ধ করিলেন। এবং হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উমানামে খ্যাত হইলেন। (মৎ)। উমা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাচতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করেন। (বৃহদ্ধ)। পার্ব্বতী দেখ।

উমাকান্ত—মহাদেবের অন্যনাম। (স্কন্দ)।

উমাপতি—মহাদেবের অন্যনাম। (হরি)।

উমাব্রত—ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অগ্নিশর্ম্মা, উমাব্রত, শৌনক প্রভৃতি মুনিগণকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। (বায়ু)।

উমেশ—মহাদেবের অন্যনাম। (স্কন্দ-আব)।

উরণ—অনার্য্য দলপতি দনুর পুত্র নমুচি, বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চী, অর্ব্বুদ প্রভৃতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। (ঋগ)।

উরু—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় চক্ষু হইতে বীরনন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান, হবি, সুদ্যুম্ন, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র ও অভিমন্যু নামে বলবান্, পূতচরিত্র দশজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অগ্নি, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। (মৎ)

উরুক্রম—কশ্যপপত্নী অদিতি হইতে বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র ও উরুক্রম জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। বামনরূপে অবতীর্ণ, উরুক্রম দেবের কীর্ত্তি নাম্নী পত্নীতে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র হয়। বৃহৎশ্লোকের পুত্র সৌভগ প্রভৃতি। (ভাগ)।

উরুক্ষব—ভরতবংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষব। উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্র্যারুণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মৎ)।

উরুক্ষয়—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের তনয় ত্র্য্যারুণ, পুষ্করিণ্য, ও কপিল। তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। অভয়দ দেখ। (২) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। উরুক্ষয়ের প্রবর, অঙ্গিরা দমবাহ্য ও উরুক্ষয়। (মৎ)। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্র্যারুণি। (কল্কি)।

উরুগূলা—উরুগূলা নাগদের জননী ছিলেন। একজাতীয় নাগ তাহা হইতেই জন্মিয়াছে। (অথ)।

উরুচক্রি—অত্রির অপত্য মহর্ষি উরুচক্রি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

উরুধিষ্ণ—অঙ্গিরার পুত্র উরুধিষ্ণ।

রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব হবিষ্মান্, আত্রেয় তরুণ, বশিষ্ঠ তরুণ, উরুধিষ্ণু, নিশ্চয় ও অগ্নিতেজা এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)।

উরুনেত্র—শুম্ভাসুরের অন্যতম অনুচর। মহাদেবের সহিত শুম্ভের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে উরুনেত্র শিবের অনুচর বিনায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (পদ্ম-উত্ত)।

উরুবল্ক—বসুদেবের ঔরসে ও ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উর্ব্ব—পাণ্ডব বংশীয় মেধাবী হইতে পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে উর্ব্ব এবং উর্ব্ব হইতে তিগ্মাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। মহর্ষি উর্ব্ব সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার সমান গুণযুক্ত ও তেজস্বী ছিলেন। উর্ব্ব তাঁহার উরু হুতাশনে প্রবিষ্ট করাইয়া তপস্যায় সন্নিবিষ্ট ছিলেন। সহসা তাঁহার উরু ভেদ করিয়া এক অনল উত্থিত হইল। তাঁহার নাম ঔর্ব্ব অনল। ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। (পদ্ম-স্ব)।

উর্ব্বরী—অপ্সরাবিশেষ। (স্কন্দ)।

উর্ব্বরীবান্—স্বারোচিষ মন্বন্তরে, উর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চয় ও উর্ব্বরীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। উর্জ্জ, অর্ব্বরীবান্ ও সপ্তর্ষি দেখ।

উর্ব্বশী—(১) যদুবংশীয় নরপতি দুর্জ্জয়, মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া উর্ব্বশী-সংশ্রবজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। (কূর্ম্ম)। ঋতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী, পূর্ব্বচীত্তি ও উর্ব্বশী প্রভৃতি দ্বাদশ জন অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে পরিতুষ্ট করেন। অনুম্লোচা দেখ। (কূর্ম্ম)। (২) অপ্সরা উর্ব্বশী স্বর্গভূমি পরিহার পূর্ব্বক পুরূরবাকে বরণ করেন। নৃপতি পুরূরবা তাঁহার সহিত উনষষ্টি বৎসর অতিবাহিত করেন। প্রথমে তাঁহার গর্ভে এক অগ্নি উৎপন্ন হয়, তিনিই ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক। পুরূরবা যোগশীল হইয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হন। উর্ব্বশী হইতে অগ্নির পরে আয়ু, দৃঢ়ায়ু,অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান বসু, দিবিজাত, ও শতায়ু জন্ম গ্রহণ করেন। (অগ্নি)। (৩) তালজঙ্ঘ বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত। বিশ্রুত উর্ব্বশী হইতে মহাতেজা সপ্তপুত্র লাভ করেন। (সৌর)। অনাদিনিধন নারায়ণের উরু হইতে যে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অপ্সরা প্রাদুর্ভূত হন

তাঁহার নাম উর্ব্বশী। (বায়ু)। (৪) নারায়ণের আদেশ অনুসারে কন্দর্প উর্ব্বশীকে ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন। (বায়)। (৫) জনৈক স্বর্গবেশ্যা। তাহার গর্ভে মিত্রাবরুণের ঔরসে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন (রামাঃ) প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হয়। আয়ুর পুত্র নহুষ। (রামাঃ)। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার আয়ু, অমাবসু বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ুঃ দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায় নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অযুতায়ু, অমাবসু ও অনায়ু দেখ। "মহারাজ, আমি তোমাকে বিবস্ত্র দেখিব না এবং আমি সকামা হইলেই আমার সহিত বিহার করিতে পারিবেন। আমার বিছানার পাশে সর্ব্বদা দুইটি মেষশাবক থাকিবে। আপনি দিবসে একবার মাত্র অমৃত প্রাশন করিয়া থাকিবেন।" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া উর্ব্বশী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী মনুষ্যের নিকট ছিলেন বলিয়া গন্ধর্ব্বগণ উদ্বিগ্ন হন। এবং অন্যতম গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু একদিন রাত্রে উর্ব্বশীর মেষশাবক অপহরণ করেন। পুরূরবা উর্ব্বশীর রোদনে ব্যথিত হইয়া বিবস্ত্র অবস্থায়ই তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হন। সেই সময়ে বিদ্যুতের চমকে উর্ব্বশী তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণের নিকট গমন করেন। (হরি)। (৬) কশ্যপ পত্নী মুনী হইতে মেনকা, সহজন্যা, পুঞ্জিকস্থলা পর্সিনী, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, প্রম্লোচা ও মনোবতী নাম্নী বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (৭) এই গল্পটি ভাগবতে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী বরুণের ঔরসে অগস্ত্যকে ও মিত্রের ঔরসে বশিষ্ঠকে প্রসব করেন। (ভাগ)। (৮) উর্ব্বশী দর্শনে মহর্ষি শরদ্বানের শুক্র সরস্তম্বে পতিত হওয়ায় কৃপ ও কৃপী নামে দুই যমজ পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন এবং কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া আসেন। পরে দ্রোণাচার্য্য কৃপীকে বিবাহ করেন। (ভাগ)।

উলূক—মহর্ষি উলক একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)।

উলূক—(১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে

দুর্য্যোধন শকুনির তনয় উলূক নামক দূতকে পাণ্ডবগণ সমক্ষে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব তাঁহাকে বধ করেন। (মহাভা)। (২) উলূক নামে একজন ঋষি ছিলেন। (মহাভা)।

উলূকিকা—যোগিনীবিশেষ। (স্কন্দ)।

উলূকী—মহাদেব, অন্ধকাসুরের বধার্থ অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উলূকী অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

উলূখলক— হিরণ্যনাভ কৃতি শিষ্যদের জন্য চতুর্ব্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চব্বিশ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। তাঁহাদের নাম রাড়, মহাবীর্য্য, পঞ্চম, বাহন, তালক, পাণ্ডব, কাণিক, রাজিক, গোতম, অজবস্ত, সোমরাজ, অপতত্তত, পৃষ্ঠঘ্ন, পরিকুষ্ট্য, উলূখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুরীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কালিক ও পরাশর। (ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু)।

উলূখল মেখলা—(১) পুষ্করতীর্থে কপিল নামে এক মহাযক্ষ দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাঁহারল্ পত্নী উখল মেখলা নিয়ত দুন্দুভি বাজাইয়া ভ্রমণ করিত। (বাম)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে শতানন্দতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর শত-ঘণ্টা ও উলূখল মেখলাকে প্রদান করেন। (বাম)।

উলূখলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ মাতৃকা উলূখলা মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বাম)।

উলূপ—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর তিনটি—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল। (মৎ)।

উলূপী—অর্জ্জুন বনবাস কালে গঙ্গা দ্বারে ঐরাবতকুলসম্ভূত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন। (মহাভা) উলূপীর গর্ভে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিলে উলূপী জাহ্নবী জলে প্রবেশ করেন। (মহাভা)।

উৰ্বন—বশিষ্ঠ ঋষির অন্যতমা পত্নী উর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বন, বসুভৃদ্যান ও দ্যুমান নামে সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উল্ম ক—(১)নরপতি রৈবতের কন্যা

ও বলদেবের পত্নী রেবতী হইতে উল্মুক ও নিশঠ জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতৃযুগল দেবসদৃশ সুদর্শন ছিলেন। (হরি)। (২) ধ্রুবের বংশে মনুর পত্নী নডলা হইতে উল্মুক জন্মগ্রহণ করেন। উল্মুকের অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয় পুত্র ছিল। (ভাগ)। অঙ্গিরা ও অঙ্গ দেখ।

উল্মুখাক্ষী—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে শ্বেত-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুদামা, লোহমেখলা, বপুষ্মতী উল্মুখাক্ষী, কোকনামা, মহাসনী, রৌদ্রা, কর্কটিকা ও তুণ্ডাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উশত—যদুবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র অনন্তর হইতে সুযজ্ঞ, সুযজ্ঞ হইতে উশত জন্মে। (হরি)। অনন্তর দেখ।

উশনা—রাজা শশবিন্দুর অন্যতম তনয় পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার তনয় অন্তর। এই অন্তর পুরা-কালে যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবী রাজ্যরূপে লাভ করেন ও একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহার তনয় রাজর্ষি মরুত্ত। (বায়ু)। অন্তর দেখ।

উশদ্গু—যদুবংশীয় নরপতি স্বাহির তনয় উশদ্গু। তিনি উৎকৃষ্ট পুত্র লাভার্থ বিবিধ মহাক্রতু দ্বারা দেবগণের যজন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের ফলস্বরূপ চিত্ররথ নামে পুত্র জন্মে। চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। (হরি)।

উশদ্রথ—(১)পুরুবংশীয় নরপতি মহা-মনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তিতিক্ষু হইতে উশদ্রথ এবং উশদ্রথ হইতে ফেন জন্মে। উশদ্রথ পূর্ব্বদিকের রাজা ছিলেন। (হরি)।

উশিক—(১)যযাতিবংশীয় কৃতির পুত্র উশিক। উশিক হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নরপতির উদ্ভব হয়। (ভাগ)। (২) বরাহকল্পে যে সপ্তদশ শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন উশিক তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লি)।

উশিজ—(১) তিনি অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির অগ্রজ। উশিজের স্ত্রীর নাম মমতা। বৃহস্পতি মমতার সহিত সহবাস করিতে উদ্যত হইলে প্রথমতঃ মমতা তাঁহাকে নিবারণ করেন। পরে গর্ভস্থ বালকও তাঁহাকে নিবারণ করেন। সে জন্য বৃহস্পতি গর্ভস্থ বালককে অন্ধ হইবে বলিয়া শাপ দেন। সেই বালক অন্ধ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘতমা নামে

খ্যাত হন। বৃহস্পতির বীর্য্য ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। (মৎ)। (২) অথর্ব্বনের তিন পত্নী। প্রথম মরীচিনন্দিনী স্বরূপা হইতে বৃহস্পতি ও দ্বিতীয়া কর্দ্দমনন্দিনী স্বরাট হইতে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য এবং তৃতীয়া মনুতনয়া পথ্যা হইতে ধিষ্ণু, সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। উশিজের পুত্র দীর্ঘতমা। (বায়ু)। অথর্ব্ব, অঙ্গিরা, উতথ্য ও অজস্থ দেখ।

উশীনর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের নৃগা, কৃমী, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী নামে পাচ পত্নী ছিল। নৃগা হইতে নৃগ, কৃমী হইতে কৃমি, নবা হইতে নব, দর্ব্বা হইতে সুব্রত ও দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে রাম, শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত রোহিণীর গর্ভে সুভদ্রা (চিত্রা) নামে এক কন্যাও জন্মে। (হরি)। (৩) মহামনার অন্যতম পুত্র উশীনর। উশীনরের পুত্র শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ। (ভাগ)। (৪) মহামনার পুত্র তিতিক্ষু ও উশীনর। উশীনরের পুত্র শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও থর্ব্ব এই পাঁচজন। (বিষ্ণু)। (৫) নরপতি উশীনরের কন্যা জিতবতী অষ্টবসুর অন্যতম দ্যুর পত্নী ছিলেন। (মহাভা)। (৬) মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের পাঁচ পত্নী—ভূশা, কৃশা, নবা, দর্শা ও দৃষদ্বতী। ভূশা হইতে নৃগ, নবা হইতে নব, কৃশা হইতে কৃশ, দর্শা হইতে সুব্রত, এবং দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (৭) যমুনার উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলা নাম্নী দুইটি তটিনী বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে নরপতি উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভাবে বাসবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি যখন যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রশ্যেন-মূর্ত্তি ও অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। কপোতরূপী হুতাশন, শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনরের উরুদেশে লুক্কায়িত হইলেন। তখন শ্যেন কহিলেন, "হে রাজন্, সমুদয় ভূপালগণ আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন অতএব আপনি

কি নিমিত্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইলেন। আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি। আপনি ধর্ম্মলাভলোভে কদাচ আমার চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোত রক্ষা করিবেন না। তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের আহার হরণজনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে। উশীনর কহিলেন, "হে বিহগরাজ, এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবন প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। ব্রহ্মহত্যা ও গো হত্যা করিলে যে পাপ হয় শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে সেই পাপ হয়। শ্যেন কহিল, "সমুদয় প্রাণী আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। জীবগণ দুস্ত্যজ্য পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না। অতএব আহার বিরহে আমার প্রাণ শরীর ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গও বিনষ্ট হইবে। আপনি একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরবিরোধী তাহা কখনও ধর্ম্ম নহে। পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। অথবা উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহাই করিবেন। উশীনর কহিলেন, তুমি কি অসন্দিহান ধর্ম্মজ্ঞ? তুমি যে কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, ইহাতে বোধ হয় তোমার কিছুই অবিদিত নাই। তুমি কি প্রকারে শরণার্থীকে পরিত্যাগ করা সাধুধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন; অতএব তুমি অন্য প্রকারে আহার আহরণ করিতে পার। আমিও আজি তোমার জন্য গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে, তাহাও এক্ষণে প্রদত্ত হইতে পারে। শ্যেন কহিল, হে মহীপাল, মৃগ বরাহ কোন জন্তুকেই ভক্ষণ করি না। শ্যেন পক্ষীরা

কপোতকে ভক্ষণ করে; আমাদের এই চিরন্তন বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। সারাংশ পরীক্ষা না করিয়া কদলী-কাণ্ডে আসক্ত হইবেন না। রাজা কহিলেন, "তোমাকে শিবিদিগের সমৃদ্ধ রাজ্য প্রদান করিতেছি, অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শরণাগত ভীত এই কপোতকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণে তাহাই সম্পন্ন করিব। তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিতে পারিব না। তৎপরে শ্যেন আত্মমাংস তুলাদণ্ডে কপোত পরিমাণে তুলিত করিয়া দিতে বলিলে, মহীপতি উশীনর তাহাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বীয় দেহ হইতে কর্ত্তিত মাংস যথেষ্ট পরিমাণে দিলেও তাঁহার তুল্য না হওয়ায়, অবশেষে স্বয়ং তুলাদণ্ডে উপবেশন করিয়া প্রাণ প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন শ্যেনরূপী ইন্দ্র ও কপোতরূপী অগ্নি তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সস্থানে প্রস্থান করিলেন। (মহাভা)। শ্যেন-কপোত বৃত্তান্তটি মহাভারতের অন্যত্র উশীনর-তনয় শিবির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। (মহাভা)।

উষদশ্ব—মহর্ষি উষদশ্বের পুত্রের নাম বসুমানা। (মৎ)।

উষদ্রথ—(১) যদুবংশীয় তিতিক্ষুর তনয় উষদ্রথ। উষদ্রথ হইতে হেম, হেম হইতে সুতপা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (২) তিতিক্ষু-নন্দন উষদ্রথ একজন পূর্ব্ব দেশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁহার তনয় হেম, হেমের পুত্র সুতপস্বী বলি। (বায়ু)।

উষস্তি—মহর্ষি চক্রের তনয় উষস্তি। কুরু দেশ বজ্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে পর তিনি অতিশয় দুর্গতি প্রাপ্ত হন। এবং তাঁহার অপ্রাপ্তযৌবনা স্ত্রীর সহিত ইভ্য গ্রামে বাস করেন। (ছান্দো)।

উষ্ণ—(১) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র ছিলেন। তাঁহারা ক্রৌঞ্চ দ্বীপস্থ স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (লি)। (২) পাণ্ডব বংশীয় নরপতি নিচক্ষুর পুত্র উষ্ণ, উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শুচিরথ। (বিষ্ণু)।

ঋগু—সূর্য্যের অন্যতম নাম। স্কন্দ)।

…মা—পুরন্দর নামক অগ্নিতনয় হইতে উম্মার জন্ম হয়। এই উম্মা সর্ব্বদা মনুষ্যলোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। (মহাভা)।

…গ্রীবা—চতুঃষষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। এই চতুঃষষ্টী যোগিনীদের নাম করিলে শিশুদের পীড়া ও গর্ভিণীর গর্ভ-বেদনা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। (স্কন্দ-কাশী)।

…হাক—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর তিনটি—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি। (মৎ)

…ম পিতৃগণের নাম উম। বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্নিকে এই পিতৃগণের সহিত আসিতে স্তুতি করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

উরু—(১) চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড়লা হইতে পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। চাক্ষুষমনু দেখ। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। (হরি)। (২) চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন, প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। (ভাগ)। (৩) মহর্ষি উরু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। (ঋগ্)।

উরুশ্রবা—মনুবংশীয় নরপতি সত্যশ্রবার পুত্র উরুশ্রবা, উরুশ্রবার পুত্র দেবদত্ত। (ভাগ)।

উর্জ্জ—(১) স্বারোচিষ মনু হইতে হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি, অপোমূর্ত্তি, প্রথিত, অয়স্ময়, নভস্য, নভ, ও উর্জ্জনামে নয়পুত্র জন্মে। (হরি)। (২) বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জা হইতে উর্জ্জ জন্মগ্রহণ করেন। এই উর্জ্জ ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (হরি)। (৩) ঔত্তমী মনুর ঈশ, উর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, নভস্য, নভ, ও সহ নামে দশটি পুত্র ছিল। (হরি)। (৪) ধ্রুবের পুত্র বৎসর। বৎসরের পত্নী স্ববীথী উর্জ্জ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)। (৫) স্বারোচিষ মন্বন্তরে উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর, ও উর্ব্বরীবান্ সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। (৬) ঔত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধ্বৃতি, শুচি, ঈষ, উর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ, বপুস্মান—এই দ্বাদশটি দেবতা সুধামাগণের অন্তর্গত। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৭) কুরু-বংশীয় নরপতি সুধন্বার পুত্র উর্জ্জ, উর্জ্জের পুত্র সম্ভব। (অগ্নি)।

ঊর্জ্জা, অর্ব্বরীবান্ ও উত্তমপাদ দেখ।

ঊর্জ্জকেতু - জনক বংশীয় ভূপতি শুচির পুত্র সনদ্বাজ, সনদ্বাজের পুত্র ঊর্জ্জকেতু, ঊর্জ্জকেতুর পুত্র পুরুজিৎ। (ভাগ)।

ঊর্জ্জবহ—জনক বংশীয় নরপতি শুচির পুত্র ঊর্জ্জবহ, ঊর্জ্জবহের তনয় সত্যধ্বজ, সত্যধ্বজের পুত্র কুনি, কুনির পুত্র অঞ্জন। (বিষ্ণু)।

ঊর্জ্জব্য—প্রাচীন বৈদিক যুগে ঊর্জ্জব্য নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। (ঋগ্)।

ঊর্জ্জভরত—বৃহস্পতির তনয় শংযু। শংযুর অন্যতম তনয় ঊর্জ্জভরত, ঊর্জ্জভরতের তনয় ভরত ও তনয়া ভরতী। (মহাভা)।

ঊর্জ্জভাক যে দারুণ বাড়বাগ্নি সমুদ্রের জল পান করেন ও সতত ঊর্দ্ধগামী, উহার নাম ঊর্জ্জভাক অগ্নি। (মহাভা)।

ঊর্জ্জস্তম্ভ—স্বারোচিস মন্বন্তরে ঊর্জ্জস্তম্ভ, বেদশিরা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বর্ত্তমান ছিলেন। (ভাগ)।

ঊর্জ্জস্বতী -বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিস্মতি রাজা প্রিয়ব্রতের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ঊর্জ্জস্বতীর জন্ম হয়। ঊর্জ্জস্বতী ছিলেন দৈত্যাচার্য্য শুক্রের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবযানীর জন্ম হয়। (ভাগ)।

ঊর্জ্জা—(১) বশিষ্ঠ ঋষির অন্যতমা পত্নী ঊর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু, সুরোচ, বিরজা, মিত্র, উল্বন, বসু-ভৃদ্যান ও দ্যুমান নামে সপ্তর্ষি জন্ম-গ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) দক্ষ-প্রজাপতির পত্নী প্রসূতী হইতে ঊর্জ্জা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি চল্লিশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঊর্জ্জাকে বিবাহ করেন। ঊর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের রজঃ, সুহোত্র, বাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (৩) ঊর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র ব্যতীত তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা, পুণ্ডরীকা নাম্নী এক অতি সুন্দরী কন্যাও ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৪) অপ্সরাদিগের সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশটি গণ ছিল। তন্মধ্যে ঊর্জ্জা হইতে অগ্নিসম্ভব অপ্সরাগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ও মহাযোগশালিনী ছিলেন। (বায়ু)।

ঊর্জ্জাত—বৈবস্বত মনুর ইষ, ঊর্জ্জাত, ঊর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস, ও নভ এই কয়টি পুত্র ছিলেন। (শিব)।

ঊর্জ্জানী—সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যার অন্য নাম ঊর্জ্জানী। (ঋগ্)।

ঊর্ণনাভ—কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজা-

[illegible]কির কন্যা দনুর গর্ভে উর্ণনাভ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। (হরি)।

[illegible]র্ণা—(১) মনুবংশীয় নরপতি চিত্ররথের উর্ণা নাম্নী পত্নীর গর্ভে সম্রাট নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) মহর্ষি মরীচির পত্নী উর্ণা হইতে স্মর, উদ্গীথ, পরিসঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক, পতঙ্গ ও মুনি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ) তাঁহারা ব্রহ্মার শাপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (ভাগ)।

উর্ণায়—শিবোপাসক গন্ধর্ব্ববিশেষ। (লি)। (২) তুম্বরু, নারদ, হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বসুরুচি, বর্চ্চাবসু, চিত্রসেন, উর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র, ও সূর্য্যবর্চ্চা, এই দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (৩) চিত্রসেন, উগ্রসেন, উর্ণায়ু, অনঘ, ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা, সূর্য্যবর্চ্চা, যুগপৎ, তৃণাপৎ, কালী, দিতি, চিত্ররথ, ভ্রমিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ এই ষোলজন দেবগন্ধর্ব্ব মৌনেয় নামে খ্যাত। (বায়ু)। উর্ণায়ুর স্ত্রীর নাম মেনকা (মহাভা)।

উর্দ্ধকেতু—কশ্যপের পত্নী সুরভি হইতে অঙ্গারক, সর্প, নিঋতি, সদ, সম্পত্তি, অজৈকপাদ অহির্বুধ্ন, উর্দ্ধকেতু, জ্বর, ভুবন, মৃত্যু ও কপাল নামে একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উর্দ্ধকেশ—(১) কালাগ্নি, মহান, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, উর্দ্ধ, উর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি এই একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হন। (ব্রহ্মবৈ)। (২) কশ্যপপত্নী খসা হইতে ত্রিশীর্ষ, ত্রিপাদ, উর্দ্ধকেশ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। (৩) বল্বল নামক অসুরের সেনাপতি উর্দ্ধকেশকে অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পারস্ত করেন। (গর্গ)।

উর্দ্ধগ—মদ্ররাজ-কন্যা লক্ষণাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণপূর্ব্বক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রঘোষ, সিংহ, গাত্রবান্, বল, প্রবল, উর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ভুজ ও অপরাজিত নামে দশপুত্র জন্মে। লক্ষণার অন্য নাম মাদ্রী। (ভাগ)। গাত্রবতী দেখ।

উর্দ্ধগ্রীবা—মহর্ষি উর্দ্ধগ্রীবা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোম নিষ্পীড়ন প্রস্তর সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

উর্দ্ধদৃক্—যোগিনীবিশেষ (স্কন্দ-কাশী)।

ঊর্দ্ধবাহু—(১) রৈবত মন্বন্তরে বেদবাহু, যদুধ্র, ঋষি, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমের তনয়, ঊর্দ্ধবাহু ও অত্রির তনয়, সত্যনেত্র এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। (২) বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী ঊর্জ্জা হইতে রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। (৩) কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, শম্বর, ঊর্দ্ধবাহু, প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)।

ঊর্দ্ধবেণী—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, প্রয়াগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কোটরা, ঊর্দ্ধবেণী, শ্রীমতী, বাহু, প্রতিকা, প্রতিতা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

ঊর্দ্ধবেণীধরা—দেবাসুর যুদ্ধে যে সমুদয় মাতৃকা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

ঊর্দ্ধরেতা—দ্বৈতবনবাসী ঊর্দ্ধরেতা, বৃষামিত্র প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার বনবাস-ক্লেশ অপনোদন করিতেন। (মহাভা)।

ঊর্দ্ধসদ্মা—মহর্ষি ঊর্দ্ধসদ্মা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের আরাধনা করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঊর্ব্ব—অঙ্গিরা বংশীয় ঊর্ব্ব একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রবর—অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয় এই তিনটি। (মৎ)। (২) মহর্ষি চ্যবনের পুত্র আত্মবান ও দধীচি। আত্মবানের পত্নী নহুষনন্দিনী, রুচির উরুদেশ ভেদ করিয়া মহা যশস্বী ঊর্ব্ব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ঊর্ব্বের তনয় ঋচীক। (বায়ু)। (৩) অতি পূর্ব্বকালে মহর্ষি ঊর্ব্ব অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবগণ তাঁহার বংশলোপ হইবে এই আশঙ্কা করিয়া, তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দারপরিগ্রহার্থে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি দারপরিগ্রহ না করিয়াই হুতাশনে উরুমন্থন করিয়া ঔর্ব্ব নামক পুত্রকে উৎপাদন করেন। ঔর্ব্বের অন্তক অনল হইয়া পৃথিবী দহনে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। ঔর্ব্ব তখন বাড়বানল নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উর্বী—পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিলেন। বলবানেরা দুর্ব্বলকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। পৃথিবী দুরাত্মাদের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া রসাতলে গমন করিতে লাগিল। মনস্বী কশ্যপ এই সময়ে উরুদ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করেন। এই জন্য পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হয়। (মহাভা)।

উর্ব্বশী—উর্ব্বশী দেখ।

উর্ম্মি—অষ্ট বসুর অন্যতম সোম। সোমের পত্নী রোহিণী হইতে বর্চ্চা, বুধ, ধার, উর্ম্মি ও কপিল নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উর্ম্মিলা—(১) অপ্সরাবিশেষ। তাঁহার কন্যা সোমদাকে মহর্ষি চূলী বিবাহ করেন। (রামা)। (২) মিথিলার অধিপতি সীরধ্বজের অন্যতমা কন্যা। তাঁহার সহিত রামানুজ লক্ষ্মণের পরিণয় হয়। (রামা)। (৩) যমরাজের পত্নীর নাম উর্ম্মিলা (মহাভা)।

উল—মহর্ষি উল ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বায়ু সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

উলূক—উলুক ও উলূক দেখ।

উষা—(১) বিভাবসু অষ্টবসুর অন্যতম ছিলেন। এই বিভাবসুর পত্নী উষা হইতে ব্যুষ্ট, রোচিষ, ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) বলিরাজের পুত্র বাণ। বাণের কন্যা উষা। একদিন উষা পার্ব্বতীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, নিজেও স্বামীর সহিত সেইরূপ ক্রীড়া করিতে অভিলাষবতী হইলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমিও অচিরে পতির সহিত এইরূপ ক্রীড়া করিতে সমর্থা হইবে। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণ করিয়া সম্ভোগ করিবে সে-ই তোমার পতি হইবে। পার্ব্বতীর কথানুযায়ী উক্ত তিথিতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে সম্ভোগ করেন, উষাও তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইলেন। কিন্তু সেই পুরুষটি কে এবং কোথায় বাসস্থান কিছু জানা ছিল না। উষা স্বীয় সহচরী মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের তনয়া চিত্রলেখাকে সমুদয় বিবরণ বলিলেন। চিত্রলেখা বহুলোকের চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইলেন। তন্মধ্যে অনিরুদ্ধের চিত্রকেই উষা

স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। চিত্রলেখার বিশেষ চেষ্টায় অনিরুদ্ধ বাণ রাজধানী শোণিতপুরে আগমনপূর্ব্বক উষার সহিত গোপনে সম্মিলিত হইলেন। বাণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। নারদমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে তথায় আগমন করিলেন। উভয় পক্ষে কিছু দিন যুদ্ধ হইয়া পরে মৈত্রী স্থাপন হইল। শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র ও পৌত্রবধূ উষা সহ দ্বারকায় আগমন করিলেন। (বিষ্ণু)। (৩) মহাদেব, অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন উষা তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)। (৪) মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি জল। এই জলের পত্নী উষা এবং পুত্র উশনা নামে খ্যাত। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ঋক্—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে ঊনপঞ্চাশ মরুৎ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ঋক্ অন্যতম। (বায়ু)।

ঋক্‌বেদা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নি)।

ঋক্ষ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীরের অন্যতমা পত্নী ধুমিনীর গর্ভে সুদর্শন ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্ষের তনয় সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু। (হরি)। (২) নরপতি বিদূরথের তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় প্রতীপ। (হরি)। মনুবংশীয় নৃপতি চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ। ঋক্ষের তনয় মীঢ়ান, মীঢ়ানের পুত্র পূর্ণ। (ভাগ)। (৪) যযাতি বংশীয় দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় প্রতীপ। (ভাগ)। (৫) বরাহকল্পের চতুর্বিংশ দ্বাপরে কলিকালে ঋক্ষ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে নৈমিষ ক্ষেত্রে মহাদেব শূলী মহাযোগীরূপে অবতীর্ণ হন। (লি)। (৬)। বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্বিংশ দ্বাপরে ভার্গবংশীয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি নামে খ্যাত—বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। (৭) কুরু বংশীয় নরপতি অরিহের পত্নী সুদেবা হইতে ঋক্ষের জন্ম হয়। ঋক্ষ তক্ষকের কন্যা জ্বালাকে বিবাহ করেন। জ্বালার গর্ভে মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুরথের বিদূরথ ও ঋক্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। ঋক্ষের তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ। (অগ্নি)। (৯) মহর্ষি ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে, ইন্দ্রোত

তাঁহার পিতা অতিথিগ্বের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋক্ষগ্রীব—অপদেবতাবিশেষ। (অথ)।

ঋক্ষরাজ—মেরু পর্ব্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শত যোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্যসভা সংস্থাপিত ছিল। তিনি সর্ব্বদা সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। একদা যোগাভ্যাস কালে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হয়। ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা সেই অশ্রু গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে এক বানরের উৎপত্তি হয়। এই বানরেরই নাম ঋক্ষরাজ। তিনি ব্রহ্মার আদেশে প্রতিদিন ফল ও পুষ্প আহরণপূর্ব্বক তাহাকে প্রদান করিতেন। একদা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক সরোবরের তীরে উপনীত হইলেন, সরোবরের নির্ম্মল সলিলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে অন্য বানর জ্ঞানে তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সলিলে পতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই তীরে উত্থিত হইয়া দেখিলেন যে, স্বীয় রূপ সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সুন্দরী রমণী মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঋক্ষরাজ রমণীমূর্ত্তি লাভ করিয়া সেই সরোবরের তীরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে ইন্দ্র সেই পথে গমন কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিকুরে রেতঃপাত করেন, তাহাতেই বালির জন্ম হয়। ইহার পরে সূর্য্যও ঐ পথে গমন কালে তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার গ্রীবায় রেতঃ পাতিত করেন। ইহাতে সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি স্বীয় রূপ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি এই দুই পুত্র সমভিব্যাবহারে ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে দেবদূত কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন, সুতরাং ঋক্ষরাজ বালি ও সুগ্রীবের পিতা ও মাতা উভয়ই। (রামা)।

ঋক্ষা—রাজা অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা নামে চারি পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে অজমীঢ়ের চব্বিশ শত পুত্র জন্মে। (মহাভা) অজমীঢ় দেখ।

ঋক্ষেয়ু—নরপতি পুরুর পুত্র রুদ্রাশ্ব। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রুদ্রাশ্বের ঋক্ষেয়ু নামে পুত্র জন্মে। (মহাভা)।

ঋচ—পাণ্ডব বংশীয় সুনীথের পুত্র

ঋচ, ঋচের পুত্র নৃচক্ষু, নৃচক্ষুর পুত্র সুখাবল। (বিষ্ণু)।

ঋচৎক—মহর্ষি ঋচৎক একজন বৈদিক কালের ঋষি ছিলেন। তাঁহার তনয় শর নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, তাঁহারা তাঁহার পানের জন্য কূপের জল উচ্চে উঠাইয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋচী—কাম্পিল্য নগরের রাজা সমরের বংশধর নরপতি বিভ্রাজের পুত্র অনুহ, অনুহের পত্নী ঋচী হইতে ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ঋচীক—(১) মহারাজা গাধীর সত্যবতী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় গাধি সেই কন্যাটিকে ভৃগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন; মহর্ষি ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতা গুণে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্র লাভার্থে দুইটি পৃথক পৃথক চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "তোমার মাতাকে এই প্রথম চরু ভোজন করিতে কহিও, এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরু ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয় নিসূদন পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরু ভোজন করিলে এক শান্ত-স্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে।" এই বলিয়া ঋচীক তপস্যার্থ প্রস্থান করেন। ইতিমধ্যে মহারাজ গাধি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া ঋচীকের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী মাতাকে হর্ষভরে চরুপ্রদানপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সত্যবতীর মাতা ভ্রমবশতঃ স্বীয় কন্যার চরু নিজে ও নিজের চরু কন্যাকে প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ঋচীক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সত্যবতীর গর্ভদর্শনে এই চরু-বিপর্য্যয়-ঘটিত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সত্যবতীকে বলিলেন যে, তুমি ক্ষত্রিয়গুণান্বিত পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারবার প্রার্থনা করিলে, ঋচীক বলিলেন যে তোমার পৌত্র ক্ষত্রগুণান্বিত হইবে। তৎপরে যথাসময়ে গাধি-রাজমহিষী বিশ্বামিত্রকে ও সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয় গুণান্বিত ছিলেন। (মহাভা)।

(২) অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋতঞ্জয় নামে ঋষি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলে মহাদেব হিমালয়-শিখরস্থিত

সিদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডি নামক পর্ব্বতে শিখণ্ডী নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন বাচঃশ্রবা, ঋচীক, শাবাস, ও দৃঢ়ব্রত নামক তপোনিরত মহাসত্ত্ব সম্পন্ন মহাদেবের চারি পুত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৩) বরাহ কল্পে দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে প্রজাপতি দেবদেব সত্য নামে ব্যাস হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব জগতের হিতকামনায় সুতার নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেবের দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক, ও কেতুমান নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহার যোগাবলম্বনে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করেন। (বায়ু)। (৪) ঋচীক ও সত্যবতীর চরুভক্ষণজনিত ঘটনাটি কালিকা পুরাণে নিম্নলিখিতরূপ আছে। ঋচীক ভৃগুর পুত্র। ঋচীক বিবাহ করিবার মানসে ভ্রমণ করিতে করিতে কান্যকুব্জে গমন করেন। তথায় পুত্রাভিলাষে তপঃপরায়ণ মহারাজা গাধির নিকট তাঁহার গুণবতী কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। গাধিরাজ কৌলিক প্রথানুযায়ী এক সহস্র এককর্ণ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট অশ্ব, শুল্কস্বরূপ পাইলে বিবাহ দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তদনুযায়ী ঋচীক বরুণদেবের আরাধনা করিয়া এক সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহা গাধিরাজকে প্রদান করিয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। মহাত্মা ভৃগু পুত্রবধূকে দর্শনার্থ ঋচীক-আশ্রমে আগমন করিলেন। ঋচীক ও সত্যবতী তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। ভৃগু পুত্রবধূ দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদনুসারে সত্যবতী আপনার জন্য বেদপারগ তপোনিষ্ঠ পুত্র এবং মাতার জন্য অমিত বিক্রমশালী বীর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু "ইহাই হইবে" বলিতে বলিতে ধ্যানমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত দেখিয়া যত্ন সহকারে শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিশ্বাস-বায়ু হইতে দুইটি চরু নিসৃত হইল। ভৃগু পুত্রবধূকে সেই দুইটি চরু দিয়া বলিলেন, "তোমার মা অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্ত চরু ভোজন করিবেন। আর তুমি উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই শুক্লবর্ণ চরু ভক্ষণ করিবে। কিন্তু সত্যবতী ভ্রমক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রক্তবর্ণ চরু এবং তাঁহার মাতা শুক্লবর্ণ চরু ভোজন করিলেন। ভৃগু পুনর্ব্বার আগমন

করিয়া এই বৈপরীত্য অবগত হইলেন এবং সত্যবতীকে বলিলেন, তুমি চরু ভোজন ও বৃক্ষালিঙ্গনে বৈপরীত্য করিয়া ফেলিয়াছ, তজ্জন্য তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হইবে, আর তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণাচারী ক্ষত্রিয় হইবে। সত্যবতী অতি বিষাদিত হইয়া পৌত্র যাহাতে ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হয়, ইহা প্রার্থনা করিলে ভৃগু তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন; জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। (কালিকা)। মেরু সাবর্ণি দেখ। (৫) অনৈক মহর্ষি। তিনি রাজা গাধির দুহিতা ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার শুনঃশেফ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ অম্বরীষ শুনঃ-শেফকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। (রামা)। অম্ব-রীষ দেখ। (৬) প্রথম মেরু সাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চগোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অর্হত ও গয় নামে নয় পুত্র ছিল। (হরি)। (৭) ভৃগুর পুত্র ঋচীক সোমবংশীয় নরপতি গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। এই জমদগ্নিরই পুত্র পরশুরাম। (হরি)। (৮) ঋচীক গাধিকে এক সহস্র অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিয়া বিবাহ করেন। (ভাগ)। বরাহকল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, ঋচীক তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লি)। (৯) ঔর্ব্ব মুনির পুত্র ঋচীক। (মহাভা)। (১০) নরপতি ভরতের পুত্র ভূমন্যু। ভূমন্যুর পুত্র ঋচীক পুষ্করিণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

ঋচেয়ু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি সুবাহুর পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের স্ত্রী অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে দশার্ণেয়ু, কৃকনেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, ঋচেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধলেয়ু ও বনেয়ু নামে দশ পুত্র এবং রুদ্রা, শূদ্রা, ভদ্রা, মনদা, মলহা, খলদা, চলা, বলদা, সুরথা ও গোচপলা নাম্নী দশ কন্যা জন্মে। অত্রি বংশজাত প্রভাকর ঋষি এই দশ কন্যাকেই বিবাহ করেন। (হরি, মহাভা)। (২) পুরুবংশীয় নরপতি অহোবাদীর পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের পুত্র ঋচেয়ু, কৃশেয়ু, বিনতেয়ু, ঘৃতেয়ু, চিতেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু,

ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু, কৃতেয়ু ও মতিনার নামে দশ পুত্র জন্মে। (অগ্নি)।

ঋজিশ্বা—(১) মহর্ষি বিদথীর তনয় ঋজিশ্বাকে ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন। (২) জনৈক বৈদিক ঋষি। (ঋগ্)। অতিথাজ দেখ।

ঋজিশ্বান্—বৈদিক যুগে ঋজিশ্বান নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হন। সেই সময়ে ইন্দ্র তাঁহাকে শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা না করিলে তিনি প্রাণে মারা যাইতেন। ইন্দ্র তখন বঙ্গৃদ নামে শত্রুর শত নগর নষ্ট করেন। (ঋগ)।

ঋজীষ- ইন্দ্রের অন্যতম নাম। (ঋগ্)।

ঋজু, ঋজুদাস— ১) যদুবংশীয় বসুদেবের স্ত্রী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কীর্ত্তিমান, সুষেন, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দ্দন, ভদ্র, ও সংকর্ষণ নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ভাগ)। (২) শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজুদাস, উদাপি ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। কংস ইঁহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। (বিষ্ণু)। (৩) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে, সুষেন, উদাপি, ভদ্রসেন, মহাবল, ঋজুদাস, ভদ্রদাস ও কীর্ত্তিমান্ নামে সাত পুত্র জন্মে। ইঁহাদের সাতজনকেই কংস বিনাশ করেন। (কূর্ম্ম)।

ঋজ্রাশ্ব - মহর্ষি বৃষাগীর তনয় ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান, ও সুরাধা এই পাঁচজন, শত্রু কর্ত্তৃক তাঁহাদের গো অপহৃত হইলে তাঁহারা ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। রাজর্ষি ঋজ্রাশ্বের নিকট অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দ্দভ বৃকী হইয়াছিল, তিনি একশত একজন পৌরজনের জন্য রক্ষিত মাংস সেই বৃকীকে দিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার পিতা বৃষাগী তাঁহাকে অন্ধ করেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া পুনঃ নেত্র প্রাপ্ত হন। (ঋগ্)।

ঋণজ্য—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহর্ষি ঋণজ্য, বেদবিভাগ, করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)।

ঋণঞ্চয়—বৈদিক যুগে ঋণঞ্চয় নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি বভ্রু তাঁহাকে দেবতারূপে স্তুতি করিয়া অনেক গাভী লাভ করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋত—(১) ধ্রুবের বংশে সর্ব্বতেজার পত্নী আকূতির গর্ভে মনুর জন্ম হয়। মনুর পত্নী নড্বলা হইতে পুরু, কুৎস, ঋত, দ্যুমান, সত্যবান,

ধৃত, ব্রত, শিবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন ও উল্মুক নামক দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। আত্মা দেখ। (২) জনকবংশীয় ভূপতি বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের তনয় শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য। (ভাগ)। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অম্বরীষের পুত্র ঋত। ঋতের তনয় কৃত, সুধর্ম্মা ও পৃষিত এই তিন জন। (লি)। (৪) চতুর্দ্দশ মনুর অন্যতম ঋতমনু। (মৎ)। (৫) জনুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, পৃষ্ঠলোঢ়, দৃঢ়োদ্যত, ঋত, ঋতবন্ধু, ইঁহারা তামস মনুর পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ড)। অবক্ষি দেখ। (৬) সাবর্ণি মনুর সময়ে দেবতাদের সুতপ, অমিতাভ ও সুখনামে তিনটি গণ ছিল। তন্মধ্যে ঋত, তপ, শুক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস, ভাসকৃৎ, ধর্ম্ম, তেজ,রশ্মি, ঋতু, বিরাট্, অর্চিষ্মান্, দ্যোতন্, ভানু, যশ, কীর্ত্তি, বুধ ও ধৃতি এই বিংশতি জন সুতপ দেবগণ। (বায়ু)।

ঋতজিৎ—(১) শীতকালে মাঘ ও ফাল্গুন দুই মাসে ত্বষ্টা ও বিষ্ণু—আদিত্য; জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র—মুনি; কম্বল ও অশ্বতর—সর্প; ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা—গন্ধর্ব্ব; তিলোত্তমা ও রম্ভা—অপ্সরা; ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ—গ্রামণী; ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত—রাক্ষস; ইহারা সকলে আদিত্যরথে বাস করিয়া থাকেন। এই সপ্ত শ্রেণীর দ্বাদশ দেবতা স্থানাভিমানী। ইঁহারা আত্মতেজে সূর্য্যকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। গ্রামণীগণ সূর্য্যের রথের রশ্মি ধারণ করেন। (বায়ু)। (২) কশ্যপ-পত্নী দিতি হইতে যে ঊনপঞ্চাশ মরুৎ জন্মগ্রহণ করেন ঋতজিৎ তাহাদের অন্যতম। (বায়ু)।

ঋতঞ্জয়—যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে ঋতঞ্জয় একজন বেদবিভাজক, পুরাণপ্রকাশক, জ্ঞানপ্রদর্শক, শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। (লি)।

ঋতদেব—ঋগ্বেদে ঋতদেবের স্তোত্র আছে। সম্ভবতঃ ইহা ইন্দ্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঋতশব্দে ইন্দ্র আদিত্য সত্য বা যজ্ঞ বুঝায়। (ঋগ)।

ঋতধামা—(১) দ্বাদশ মনু রুদ্রের পুত্র সাবর্ণ। তিনি রুদ্রসাবর্ণি নামে খ্যাত। এই সাবর্ণ মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন। (বিষ্ণু)। (২) চতুর্দ্দশ মনুর অন্যতম ঋতধামা মনু। (মৎ)। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা আনকের ঔরসে ও কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা

ও জয় জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ঋতধ্রুক্—কাশিরাজ দেবসেনের পত্নী মান্ধাতার কন্যা কেশিনী হইতে সুমনা, বসুদান, ঋতধ্রুক, যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বংশবর্দ্ধক ও সৎশীল ছিলেন। (কালিকা)।

ঋতধ্বজ—(১) আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশে দিবোদাসের ঔরসে দ্যুমানের জন্ম হয়। এই দ্যুমান প্রর্দ্দিন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ, ও কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক প্রভৃতি। (ভাগ)। (২) কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন, এই প্রতর্দ্দন অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া ইহার নাম ঋতধ্বজ হয়। (বিষ্ণু)। (৩) রঘুবংশে রিপুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার আত্মজ ঋতধ্বজ। এই ঋতধ্বজ সর্ব্বদা বিপ্র, অন্ধ, দীন ও অনাথ-বর্গের দুঃখমোচনে নিযুক্ত থাকিতেন। একদা পাতালকেতু দৈত্য গালব ঋষির আশ্রমে উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু তাঁহাকে একটি অশ্ব প্রদান করেন। মহর্ষি গালব সেই অশ্ব নরপতি ঋত-ধ্বজকে প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে পাতালকেতু দৈত্য বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে নরপতি ঋতধ্বজ বিশ্বাবসু প্রদত্ত সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া দৈত্য পাতালকেতুকে পরাজয় করেন এবং মদালসার উদ্ধার সাধন করেন। পরে ঋতধ্বজ মদালসাকে বিবাহ করেন।(বাম)। (৪) ঋতধ্বজ নরপতিকর্ত্তৃক পাতাল-কেতু দৈত্য নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃহত্যার প্রতি-শোধবাসনায়, যমুনাতটে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা ঋতধ্বজ পিতার আদেশে দৈত্যগণের উৎ-পীড়ন হইতে ঋষিদিগকে রক্ষা করিবার ব্যপদেশে, দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া যমুনাতটে তালকেতু আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী তালকেতু ঋতধ্বজের নিকট যজ্ঞদক্ষিণা প্রদানে অসামর্থ্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠহার প্রার্থনা করিলেন। ঋতধ্বজ অম্লানবদনে সেই হার প্রদান করিলেন। তখন তালকেতু বরুণালয়ে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ গমন করিবার ভাণ করিয়া ঋতধ্বজকে তাঁহার আশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থান

করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঋতধ্বজ সম্মত হইলে, তালকেতু তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং ঋতধ্বজের পিতা রিপুজিৎ সমীপে আগমন পূর্ব্বক সেই হার প্রদান করিয়া, "ঋতধ্বজ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে," বলিলেন। রাজা রিপুজিৎ পুত্রের নিধন শ্রবণে দুঃখিত হইলেন এবং মদালসা পতির মরণ সংবাদে মূচ্ছিতা হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। তালকেতু আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋতধ্বজ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে আগমন করিয়া পত্নী মদালসার মৃত্যুতে অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। এদিকে ঋতধ্বজের সখা অশ্বতর নাগের পুত্রগণ এই বিবরণ তাঁহাদের পিতার নিকট বলিলেন। নাগরাজ অশ্বতর পুত্রের বন্ধুর এই বিপদবার্ত্তা শুনিয়া অতি মাত্র দুঃখিত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়া বর লাভ করিয়া মদালসাকে পুনর্জীবিতা করেন। এবং স্বীয় গৃহে গোপনে রক্ষা করেন। পরে পুত্রদের দ্বারা ঋতধ্বজকে স্বীয় ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক মদালসাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। (মার্কণ্ডেয়)। অলর্ক দেখ। (৫) ঋতধ্বজ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাবালীকে, বানরযোনীপ্রাপ্ত বিশ্বকর্ম্মা শিশুকালে একটি বটবৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ইক্ষাকুতনয় রাজা শকুনি তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। পরে জাবালীর সহিত কন্দরমালী দৈত্যের কন্যা দেববতীর বিবাহ হয়। (বামন)।

ঋতবন্ধু—জহুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, পৃষ্ঠলোঢ়, দৃঢ়োদ্যত, ঋত ও ঋতবন্ধু, ইঁহারা তামস মনুর পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ঋতবাক—ঋতবাক্ ঋষি প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পরে রেবতী নক্ষত্রে তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়া দুশ্চরিত্র হয়। সেই জন্য মহর্ষি ঋতবাক্ রেবতীকে শাপ দেন। রেবতী দ্রষ্টব্য। (মার্কণ্ডেয়)।

ঋতি—মনুবংশীয় নরপতি নক্তের স্ত্রী। তিনি রাজর্ষি গয়কে প্রসব করেন। (ভাগ)।

ঋতু—(১) হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অংশ ও ভগ—আদিত্য, কশ্যপ ও ঋতু—মুনি; মহাপদ্ম ও কর্কোটক—সর্প; চিত্রসেন ও ঊর্ণায়ু গন্ধর্ব্ব; উর্ব্বশী ও বিপ্রচিত্তি—অপ্সরা; তার্ক্ষ ও অরিষ্টনেমী—গ্রামণী; বিদ্যুৎ ও স্ফূর্য্য—রাক্ষস; ইঁহারা সকলে সূর্য্যরথে অবস্থান

কলিকাতা—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ৮১, ওয়েষ্টকমাউট, পোঃ কমাউট, রেঙ্গুন।

করেন। (বায়ু)। (২) সাবর্ণ মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। তন্মধ্যে ঋত, তপ, শুক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস ভাসকৃৎ, ধর্ম্ম, তেজ, রশ্মি, ঋতু, বিরাট, অর্চ্চিমান্, দ্যোতন, ভানু, যশ, কীর্ত্তি, বুধ ও ধৃতি এই বিংশতি দেবতা সুতপাগণের অন্তর্গত। (বায়ু)। (৩) বরাহকল্পে ঋতু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। (স্কন্দ)। (৪) বৎসরের ঋতুসকলকে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। কোনও কোনও স্থানে অগ্নির নামও ঋতু দেখা যায়। (ঋগ)।

ঋতুজিৎ—জনক বংশীয় নরপতি অঞ্জনের পুত্র ঋতুজিৎ, ঋতুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু। (বিষ্ণু)। অঞ্জন দেখ।

ঋতুঞ্জয়—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহর্ষি ঋতুঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)।

ঋতুধাম—(১) অনাগত মনুদের মধ্যে ঋতধাম একজন। (পদ্ম-সৃ) (২) এক প্রকার অগ্নির নাম ঋতুধাম। এই সুজ্যোতি ঋতুধাম অগ্নি ঔদুম্বরীতে স্থাপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। (বায়ু)।

ঋতুধ্বজ—কালাগ্নি, মহান, মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঊর্দ্ধকেশ, ঋতুধ্বজ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি, এই একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাট দেশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। একাদশ রুদ্র দেখ।

ঋতুপর্ণ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র আর্ত্তপর্ণী। এই ঋতুপর্ণ অক্ষখেলায় অতি নিপুণ ও বলবান ছিলেন। তিনি নল রাজার সখা ছিলেন। (হরি)। অযুতাজিৎ দেখ। (২) সগরবংশীয় রাজা অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ। তিনি নলরাজার সখা ছিলেন। ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষহৃদয় শিক্ষা দিয়া তদ্বিনিময়ে তাঁহার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম। সর্ব্বকামের তনয় সুদাম। (ভাগ)। (৩) ঋতুপর্ণের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের পুত্র সুদাস। (লি)। (৪) সগর বংশীয় অযুতাশ্বের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম। (বিষ্ণু)। (৫) ঋতুপর্ণের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস। (কূর্ম্ম)। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। (মৎ)। (৭) অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র অনুপর্ণ, অনুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। (শিব)

(৮) শ্রুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। (অগ্নি)। (৯ ঋতুপর্ণের পুত্র সুদামা, সুধামা তনয় কল্মাষপাদ। (সৌর)।

ঋতুস্তুভ—প্রাচীন বৈদিক কালের একজন ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়া সুখকর ও পুষ্টিকর অন্ন লাভ করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋতুস্থলা—পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা বিশ্বাচী, ঘৃতাচী উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, রম্ভা ও তিলোত্তমা, এই দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চ্চনা করেন। (কূর্ম্ম)। অনুম্লোচা দেখ।

ঋতুহারিকা—যমদুহিতা নির্ম্মাষ্টি দুঃসহের ভার্য্যা ছিলেন। নির্ম্মাষ্টি হইতে দন্তাকৃষ্টি, তথোক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধ্রুক্, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি, গর্ভহা ও শস্যহা নামে আট পুত্র এবং নিয়োজিকা, বিরোধিনী, স্বয়ংহারকরী, ভ্রামণী, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষিণী, নাম্নী আট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল কন্যা লোকের অতিশয় অনিষ্টকারিণী। (মার্কণ্ডেয়)। অর্দ্ধহারী দেখ।

ঋতেয়ু—(১ যযাতি বংশীয় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ঋচেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু নামে পিতৃবৎসল দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম ঋতেয়ু ও ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনার। (বিষ্ণু)।

ঋথু—বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান, আষ্টিষেন, ঋথু, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয়, রথিতর, রুদ্র, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)। অজমীঢ় দেখ।

ঋদ্ধি—(১) কুবেরের পত্নী ঋদ্ধি একবার পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় স্বামী কুবেরকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মনু ঋদ্ধিকে প্রজাপতিরুচির হস্তে সমর্পণ করেন। ঋদ্ধি হইতে যজ্ঞ নামে পুত্র এবং দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞ স্বীয় ভগিনী দক্ষিণাকে বিবাহ করেন।

(মার্ক)। (৩) দক্ষ প্রজাপতির ঋদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ঋদ্ধির গর্ভে সুখ জন্ম লাভ করেন। (পদ্ম-সৃ)। (৪) লক্ষ্মীর অন্যনাম ঋদ্ধি। (স্কন্দ)।

ঋভু—(১) দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ ত্যাগ করিলে, তাঁহার অনুচরেরা দক্ষের লোকদিগকে আক্রমণ করেন। তখন দক্ষের পুরোহিত ভৃগু অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, সেই অগ্নি হইতে ঋভু নামক দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া সতীর অনুচরদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। (ভাগ) (২) ব্রহ্মার পুত্র ঋভু, ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন, কদাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার বংশ নাই। (ভাগ)। (৩) ব্রহ্মার সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পুত্র ঋভু, পুলস্ত্যের পুত্র নিদাঘকে অদ্বৈততত্ত্ব প্রদান করেন। ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ঋভুকে, ঋভু প্রিয়-ব্রতকে, প্রিয়ব্রত ভাগুরীকে বিষ্ণু-পুরাণ বলিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। (৪) ঋভু নামে এক শিবভক্ত যোগী ছিলেন। তিনি মহাদেবের নিকট অনেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। (শিব)। (৫) প্রজাপতি ব্রহ্মা আগে আপনার তুল্য মানস পুত্র সনন্দ, সনক, বিদ্বান সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমারকে উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা সকলে যোগী, বীতরাগ এবং বিমৎসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন ঈশ্বরে আকৃষ্ট থাকায়, তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির জন্য অভিলাস করেন নাই। (শিব)। (৬) বরাহকল্পের পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা নামক ব্যাসের অধিকার কালে মহাদেব কঙ্ক নামে উৎপন্ন হইয়া লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ যোগচারী ও তপোরত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহা-দেবের সনক, সনন্দন, ঋভু, ও সনৎকুমার নামে শুদ্ধ বংশজাত মহাভাগ্যসম্পন্ন, রজোগুণহীন, দৃঢ়ব্রত পুত্র চতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া অনন্তকাল তাহাতে অবস্থান করিবে। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৭) বৈবস্বত মন্বন্তরে ঋভু নামে ইন্দ্র ছিলেন। (বৃহন্না)। (৮) স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরে রুচি প্রজাপতির পত্নী অজিতার গর্ভে অজিত দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। বিধি, মুনয়, ক্ষেম, নন্দ, মবার, প্রাণ, অপান, প্রগাম, ঋভু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি এই দ্বাদশজন অজিতার গর্ভজাত অজিত দেবগণ। (বায়ু)। (৯) গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যোজনত্রয় দূরে রোহিতচক্রে বদ্রিনাথ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক

সরোবরের তীরে মহর্ষি ঋতু এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া তপস্যা করিতেন। কৃষ্ণ ও রাধা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। (গর্গ)। (১০) অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভু ও বাজ। তাঁহারা নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূর্য্য লোকে বাস করিতেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনেক ঋক্ মন্ত্রও রচিত হইয়াছিল। এই ঋভুগণ পিতামাতাকে পুনঃ যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত্বষ্টার শিষ্য ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন শিল্পী ছিলেন। ও অশ্বিদ্বয়ের জন্য সুনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের বাহন বলবান হরি নামক অশ্বদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একবার এক ঋষির একটি গাভী মরিয়া যায়, ঋষি গাভীর জন্য ঋভুগণের স্তুতি করেন। তাঁহারা ঋষির স্তবে তুষ্ট হইয়া একটি গাভী নির্ম্মাণ করিয়া মৃত গাভীর চর্ম্মের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া বৎসরে সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ঋভুক্ষা—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। (ঋগ)।

ঋভুগণ—অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার তনয় ঋভু, বিভু ও বাজ। তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। এবং ঋভুগণ নামে খ্যাত ছিলেন। ঋভু দ্রষ্টব্য।

ঋষঙ্গু—পৃথূদক তীর্থে মহর্ষি ঋষঙ্গু সিদ্ধিলাভ করেন। (বাম)।

ঋষভ – চাক্ষুষ মনন্তরে অদ্য, প্রসূত, ঋষভ, পৃথগভাব ও লেখ এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন। (হরি)। অর্থ পতি দেখ ২। নারায়নের অষ্টম অবতার ঋষভ। অগ্নীধ্র মুনির অন্যতম পুত্র নাভি। নাভির পত্নী মেরুদেবী হইতে ঋষভের জন্ম হয়। এই অবতারে ধীর ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃত বর্ত্ম অর্থাৎ পরম হংস সম্বন্ধীয় রীতিনীতি, শিক্ষা দেওয়া হয়। (ভাগ) ৩। আগ্নীধ্র মুনির পুত্র নাভি, নাভির পত্নী সুদেবীর গর্ভে ঋষভের জন্ম হয়। ঋষিগণ তাঁহাকে পরম হংস বলিতেন। (ভাগ)। বিষ্ণু, মনুবংশীয় নরপতি নাভির তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে শুক্ল মূর্ত্তি

ঋষভরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ না করায় তিনি যোগমায়া প্রভাবে বৃষ্টি আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা নাভি বয়প্রাপ্ত পুত্র হস্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় ভার্য্যা মেরুদেবী সমভিব্যাহারে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে ইন্দ্র ঋষভের সহিত জয়ন্তী নামে একটী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই দেবদত্তা ভার্য্যার গর্ভে ঋষভের আত্ম-সদৃশগুণ সম্পন্ন একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত, তাঁহারই নামে খ্যাত এই ভারতবর্ষের অধিপতি হন। অবশিষ্ট নিরানব্বই সংখ্যক পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ, ও কীকট এই নয় জন ভরতের অনুগত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, অপর, আবির্হোত্র, দ্রবীর, চমস, ও করাজন, এই নয় জন ধর্ম্মপ্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। ঋষভ স্বীয় পুত্র ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণাটক দেশে যাইয়া উপস্থিত হন। তৎপ্রদেশের কুটকাচলের অরণ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তিনি সেই অগ্নিতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অবশিষ্ট একাশি পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। ৫। যযাতি বংশীয় নরপতি কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্। (ভাগ)। ৬। ইন্দ্রের ঔরসে ও পৌলোমার গর্ভে জয়ন্ত ঋষভ, ও মীঢ়ুষ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ৭। বরাহ কল্পের নবম দ্বাপরে ঋষভ একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও আঙ্গিরা তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। ৮। দ্বিতীয় মন্বন্তরে স্বারোচিষ মনুর সময়ে উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর, উর্ব্বরীবান্, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। ৯। মগধ নরপতি বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র পুষ্পবান্, পুষ্পবানের পুত্র সত্যধৃত। (বিষ্ণু) ১০। যদু-বংশীয় যুধাজিতের ঋষভ ও ক্ষেমক নামে দুই পুত্র জন্মে। ঋষভের পুত্র শ্বফল্ক, শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর

প্রভৃতি। (অগ্নি)। ১১। কশ্যপ পত্নী দনু হইতে মনুষ্যধর্ম্মাবম্বী দৈত্যদানব সংসর্গে উৎপন্ন ঋষভ, একাক্ষ, অরিষ্ট প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। ১২। ঋষভ নামে বৃষভানু গোপ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। (গর্গ)। ১৩। যদুবংশীয় অনমিত্রের পুত্র যুধাজিৎ ঋষভ ও চিত্র। ঋষভ কাশিরাজ নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন (পদ্ম-স্ব)। অমৃত দেখ। ১৪ ঋষভকূট পর্ব্বতে ঋষভ নামে এক দীর্ঘায়ু কোপনস্বভাব তাপস ছিলেন। কোন সময় কতক গুলি লোক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি রোষ পরবশ হইয়া পর্ব্বতকে কহিলেন, "কোন ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া কথোপকথন করিলেই, তুমি তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে" বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি শব্দ করি ও না।" তদবধি যে ব্যক্তি এস্থানে কথোপকথন করে, মেঘধ্বনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিবারণ করে। (মহাভা)।

ঋষি—(১) ব্রহ্মার মন হইতে রুচি, প্রাণ হইতে দক্ষ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু, জিহ্বা হইতে ঋষি, মস্তক হইতে অঙ্গিরস, কর্ণ হইতে অত্রি, উদান বায়ু হইতে পুলস্ত্য, ব্যান বায়ু হইতে পুলহ, সমান বায়ু হইতে বশিষ্ঠ, অপান বায়ু হইতে ক্রতু, এবং অভিমান হইতে নীল, লোহিত ও ভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। (২) প্রজাপতি পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে ঋষি নামক অন্যতম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। অম্বরীষ, কর্দ্দম ও ক্ষমা দেখ।

ঋষিকা—ঋষিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণী নর্ম্মদাতীরে পার্থিব শিব আরাধনা পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলে, মূঢ় নামক দৈত্য তাঁহার তপো বিঘ্ন উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঋষিকার শিবারাধনার ফলে মূঢ় দৈত্য পলায়ন করে। (শিব)।

ঋষিকুল্যা—মনুবংশীয় নরপতি ভূমার ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা নাম্নী দুই স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে ঋষিকুল্যা হইতে উদগীথ এবং দেবকুল্যা হইতে প্রস্তাব জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ঋষিজ—অঙ্গিরা বংশীয় বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য, ঋষিজ ইহারা সকলেই গোত্র প্রবর্ত্তক (মৎ)। অঙ্গিরা দেখ।

ঋষিগণ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে

আভাবত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর, স্থাণুভক্ত, কুণ্ডবক্ত্র, লোহকজ্ঞ, মহানন ও পিণ্ডারককে প্রদান করিয়াছিলেন। (বামন)।

ঋজিশ্বান্—অঙ্গিরা বংশ সম্ভূত ঋষি বান্ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

ঋষিবাস—বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে, কীর্ত্তি, কীর্ত্তিমান, সুষেন, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ, নামে সাত পুত্র জন্মে। ইহাদের সকলকেই কংস বিনাশ করেন। (মৎ)।

ঋষিভ—(১) আঙ্গিরস অথর্ব্বনের অনুত্তমা পত্নী পথ্যার গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বিষ্ণুর পুত্র সুধন্বা ও সুধন্বার পুত্র ঋষিভ, ঋষিভ হইতে রথকার দেবতা ও ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব হয়। (বায়ু) (২) মহর্ষি ঋষিভ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ্)।

ঋষ্টি—গুর্জ্জর দেশের অধিপতি ঋষ্টিকে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করিয়াছিলেন। (গর্গ)।

ঋষ্টিসেন—মহর্ষি ঋষ্টিসেনের তনয় দেবাপি ও শান্তনু ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা নানা দেবতা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋষ্যন্ত—যমের কন্যা ইলিনার গর্ভে কতিপয় ব্রহ্মবাদী পুত্র জন্মে। এই ইলিনার পুত্র হইতে উপদানবী, ঋষ্যন্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারিটি পুত্র প্রসব করেন। দুষ্মন্তের ঔরস এবং শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

ঋষ্যশৃঙ্গ—(১) জনৈক মুনি। তিনি কাশ্যপের পৌত্র ও বিভাণ্ডকের পুত্র। অঙ্গ দেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বেশ্যার সাহায্যে স্বরাজ্যে আনয়ন করাইয়া যজ্ঞ করেন। তাহাতে অনাবৃষ্টি দূর হইলে রাজা লোমপাদ সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যা শান্তাকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। দশরথ ইহা শুনিতে পাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (রামা) (২) বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে অঙ্গ দেশের অধিপতি লোমপাদের বংশ বর্দ্ধন বীরবর চতুরঙ্গ নামক পুত্র জন্মে। একবার ঋষ্যশৃঙ্গ মন্ত্র বলে ইন্দ্রের

ঐরাবত হস্তীকে অঙ্গ দেশের অধিপতি হর্য্যঙ্গের বাহনের জন্য ভূতলে অবতারণ করাইয়া ছিলেন। (হরি)। ৩) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর সময়ে ঋষ্য-শৃঙ্গ সপ্তর্ষিদের একজন ছিলেন। (ভাগ)। ৪) কোন সময়ে দীর্ঘ শ্মশ্রুজটাধারী কৃৎপীড়িতাঙ্গ তীক্ষ্ণ নখ বিভাণ্ডক নামক মুনি নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দূর হইতে কোন তরুণী কামিনীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার রেত স্খলন হয়। সেই রেত জলে পতিত হইলে দৈববশতঃ এক মৃগী তাহা পান করিয়াছিল, তাহাতে ঐ মৃগীর গর্ভে বিভাণ্ডকের এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সেই পুত্রকে লালন পালন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। তাঁহারই নাম হইল ঋষ্যশৃঙ্গ। (শিব)। (৫) ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক দৈত্য ছিল। তাহার পুত্র সুবাহু অতিশয় অত্যাচারী ছিল। (কালিকা)। ঋষ্যশৃঙ্গ দৈত্যের তনয় অলম্বুষ ও বক। (মহাভা)। বক, ও অলম্বুষ দেখ।

এক—সোমবংশীয় নরপতি রয়ের পুত্র এক। (ভাগ)।

একচক্র—(১) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, শকুনি, কেতু, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। দক্ষ দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে একবার একচক্রের সঙ্গে অন্যতম সাধ্য রণাজির যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রণাজি পরাজিত হন। (হরি)।

একচক্ররথ—সূর্য্যের এক নাম। (স্কন্দ—কাশী)।

একচূড়া—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে নাগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাধবী, তীর্থনেমী, স্মিতাননা, গীতপ্রিয়া ও একচূড়াকে প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীতীর্থেরও এক অনুচরের নাম একচূড়া এবং তিনিও একচূড়াকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বাম)।

একজট—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, একজট তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

একজটা—পার্ব্বতীর একটী নাম। (কালিকা)।

একত—(১) মহর্ষি একত একজন পরম জ্ঞানী ছিলেন। (বৃহদ্ধ)।

(২) বরুণের পুরোহিত দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত এই মহর্ষিরা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। (মহাভা)। (৩) দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে, একত, দ্বিত, ত্রিত নামে তিনজন পুরুষের সৃষ্টি করেন। (ঋগ্)।

একত্বচা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃগণের মধ্যে একত্বচা অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

একদংষ্ট্রা, একদন্ত—গনেশের অন্য নাম। (অগ্নি)।

একদৃক্—অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে মহাদেবের অন্যতম গণ একদৃক্ দৈত্য কালনেমীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বাম)।

একদ্যু—প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি নোধার পুত্র একদ্যু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)

একপটলা, একপাটলা—হিমালয়ের পত্নী মেনকা অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী তিন কন্যা এবং মৈনাক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে একপটলাকে মহর্ষি জৈগীষব্য বিবাহ করেন। (হরি)। অপর্ণা দেখ।

একপর্ণা—(১) হিমালয় পত্নী মেনকা হইতে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা, নামে তিন কন্যা ও মৈনাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবাদিনী একপর্ণা যোগাচার্য্য অসিতদেবলের পত্নী ছিলেন। (হরি)। (২) হিমালয়ের স্ত্রী মেনকা হইতে প্রথমে পার্ব্বতী তৎপরে অপর্ণা, একপর্ণা ও এক-পটলা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপের বৎসর ও অসিত নামে ব্রহ্মবাদী দুই পুত্র ছিলেন। অসিতের স্ত্রী একপর্ণা হইতে শাণ্ডিল্য ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (৩)একপর্ণা হইতে অসিতের ব্রহ্মিষ্ঠ নামে এক পুত্র জন্মে। (বায়ু)।

একপাৎ—ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কাম-রূপিণী যে পত্নী উৎপন্না হইয়া-ছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার গর্ভে নিঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক, একাদশ রুদ্রকে উৎপন্ন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন

বলিয়া, রুদ্র নামে খ্যাত হন। (হরি) একাদশ রুদ্র দেখ

একপাদ—(১) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, একপাদ প্রভৃতি একশত দানবের জন্ম হয়। (মহাভা)। (২) অজ একপাদ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, ঋত পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ-রুদ্র। (মহাভা)। একাদশরুদ্র দেখ। (৩) দৈত্যপতি মহিষা-সুরের অন্যতম মন্ত্রী একপদ দেবাসুর সংগ্রামে নিহত হন। (স্কন্দ)।

একপিঙ্গ—ভগবান একপিঙ্গল মহাদেবের সখা। তিনি প্রধান প্রধান যক্ষদিগের সহিত সর্ব্বভূত কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া কুবেরের রাজ-ধানীতে বাস করেন। (বায়ু)।

একচক্র কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, শম্বর, কপিল, বামন, ইন্দ্রমিত্রগুহ, একচক্র প্রভৃতি একশত দানব জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-স্ব)।

একবাসনা—পার্ব্বতীর অন্য নাম। (ব্রহ্মাণ্ড)।

একবীর—অন্য নাম হৈহয়। একদা লক্ষ্মী অন্য মনস্ক ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। সেই অপরাধে বিষ্ণু তাঁহাকে 'তুমি মর্ত্ত্য-লোকে অশ্বিনী (ঘোটকী) হইবে" বলিয়া শাপ দিলেন। কমলা শাপ শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া বন্ধুর পদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন। তখন বিষ্ণু বলিলেন 'মত্তুল্য পুত্র প্রসবান্তে তুমি আমার সহিত মিলিত হইবে।" কমলা অশ্বিনীরূপে কালিন্দী ও তমসা নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে কমলাতে পুত্রোৎ-পাদনের জন্য অনুরোধ করিলেন; তখন বিষ্ণু অশ্ব রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। যথাকালে কমলা এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম হয় একবীর। তিনি হয়রূপী বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম হৈহয়। যযাতি তনয় তুর্বসু সেই একবীরকে অরণ্যে প্রাপ্ত হইয়া আপনার পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। হৈহয় রভ্যরাজের কন্যা একাবলীকে বিবাহ করেন। একাবলীকে বিবাহের পূর্ব্বে দানব কালকেতু, হরণ করিয়াছিলেন। হৈহয় তাহাকে যুদ্ধে নিপাত করিয়া একাবলীর উদ্ধার সাধন-

পূর্ব্বক বিবাহ করেন। একাবলী হইতে হৈহয়ের কৃতবীর্য্য নামে পুত্র জন্মে। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত। (দেবিভা)।

একবীরা—(১) ভগবতী পার্ব্বতী দক্ষ পর্ব্বতে একবীরা নামে প্রসিদ্ধা। (পদ্ম-স্ব)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব যে সমুদয় মাতৃকা দেবীর সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে একবীরা একজন। মৎ)। (৩) একবীরা দেবী উত্তর দিকে অবস্থান করেন। তিনি সাক্ষাৎ শঙ্কর কর্ত্তৃক পূজিত। সেই ভূত এই দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই সমুদয় জগতের সংহার সাধন করেন। তিনি এই একবীরা দেবীর প্রভাবে লোক সকল ভস্মসাৎ করিয়া পরে একাদশ স্থানে সেই ভস্মরাশির মধ্যে প্রকট মূর্ত্তি হন। (স্কন্দ)।

একল—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী কালিন্দী হইতে শ্রুতকর্ম্মা বীর,বৃষ, সুবাহু, ভদ্র, একল, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয় কালে তাঁহারা তাঁহার সহচর ছিলেন। (গর্গ)।

একলব্য—(১) নিষদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। তিনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য একবার দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একলব্য নীচ জাতীয় বলিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে শিক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। একলব্য ইহাতে নিরস্ত না হইয়া বনে যাইয়া দ্রোণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করিয়া ইহাকে গুরু জ্ঞান করিয়া অস্ত্রচালনা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অচির কাল মধ্যেই ঐকান্তিক একাগ্রতায় ধনুর্ব্বেদে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিলেন। একদিন কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের আদেশে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীয় একটি কুকুর বনে ইতস্ততঃ মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের আশ্রম সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং তাঁহাকে দেখিয়া চীৎকার করিতে থাকে। একলব্য এককালে সেই কুকুরের মুখে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার শব্দ রহিত করেন। কুকুর এই অবস্থায় পাণ্ডবদের নিকট ফিরিয়া আসিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি কুকুরের মুখে বিদ্ধবাণ দেখিয়া প্রয়োগকর্ত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং

অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকে সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া বলিলেন—আপনি যে বলিয়াছিলেন আমাপেক্ষা আর কেহই ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি একলব্য আমার চেয়েও উৎকৃষ্টরূপে বাণ প্রয়োগ করিতে পারে। দ্রোণাচার্য্য ইহা শুনিয়া একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। একলব্য তাঁহাকে দেখিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—আমি নিষদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র এবং আপনার শিষ্য। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন—যদি তাহাই হয়, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। একলব্য বলিলেন—গুরুকে আমার অদেয় কিছুই নাই। এখন আদেশ করুন, আমি কি করিব। দ্রোণাচার্য্য বলিলেন—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণা প্রদান কর। একলব্য অম্লান বদনে তখন তাহাই করিলেন। গুরু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু একলব্য পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্রপ্রয়োগে আর সমর্থ হইলেন না। অর্জ্জুন ইহাতে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। (মহাভা)। (২) নিবর্ত্ত হইতে অশ্মকীর গর্ভে যশস্বী অনাবৃষ্টি, শত্রুশত্রুঘ্ন ও শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রাদ্ধদেবই নিষাদদিগের আদি-পুরুষরূপে উৎপন্ন এবং ইনিই নিষাদদিগের দ্বারা পরিপালিত মহাবীর্য্য একলব্য। (বায়ু)। (৩) যদু বংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র দেবশ্রবা, দেবশ্রবার তনয় শত্রুঘ্ন (অন্য নাম একলব্য) তিনি কোন কারণ বশতঃ বন মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় নিষাদগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। এবং সেইজন্য নৈষাদী নামে খ্যাত হন। (হরি)। (৪) জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিলে একলব্য জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। (হরি)। (৫) একলব্য শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

একল্লবারিকাদেবী—প্রভাসস্থিত একল্লবারিকা দেবীর অর্চ্চনা করিলে বহু পুণ্য হয়। (স্কন্দ-প্রভা)।

একশৃঙ্গা—সাধ্য সকলের কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী

একশৃঙ্গা নাম্নী বিখ্যাতা এক কন্যা ছিলেন। তিনি সূর্য্য মরীচির ন্যায় প্রকাশমান লোক সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেন। (হরি)।

একাক্ষ—(১) কশ্যপপত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, একাক্ষ প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। দনু দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ অনন্ত, শঙ্কুপিষ্ট, নিকুম্ভ, মুকুন্দ, অম্বুজ, একাক্ষ, কুনটী, চক্ষু, কিরীচি কলসোদর, সূচীবক্তু, কোকনদ, প্রহাস, প্রিয়ক ও অচ্যুত নামক পঞ্চদশ স্বীয় অনুচরগণকে প্রদান করেন। (বাম) (৩) নরপতি পশুপালের গৃহিত পুত্র মহৎ। মহতের ত্রিবর্ণের তনয় অহং। অহংএর কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞানপ্রদ মনোহর একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতুরক্ষ ও পঞ্চাক্ষ নামে পাঁচপুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দস্যু হইয়া উঠে পরে রাজা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। (বরা)। (৪) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি দেবাসুর সংগ্রামে নিহত হন। (স্কন্দ)

একাক্ষী—মহাদেব অন্ধকাসুরের সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য, স্বীয় দেহ হইতে একাক্ষী প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (মৎ)।

একাঙ্গী—একাঙ্গী নাম্নী গোপকন্যা দ্বাদশী ব্রত করিয়া বৎসর ত্রয় মধ্যে বিপুল ধনশালিনী হইয়াছিল। (স্কন্দ-বিষ্ণু)।

একাদশরুদ্র—(১) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি, সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাহার গর্ভে নির্ঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া একাদশ রুদ্র নামে অভিহিত হন। (হরি)। (২) দক্ষ কন্যা সুরভি কশ্যপ হইতে রুদ্রগণকে লাভ করেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক, তন্মধ্যে অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিশ্বরূপ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও কপালী এই একাদশ রুদ্রই প্রধান। (অগ্নি)। (৩) কশ্যপ পত্নী সুরভি হইতে অজারক, সর্প, নির্ঋতি, সদসস্পতি, অজৈকপাদ, অহিবুধ্ন,

উগ্রকেতু, অর, ভুবন, মৃত্যু ও কপাল নামে একাদশ রুদ্র এবং রোহিণী ও গান্ধারী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু) (৪) ব্রহ্মা কামদেবকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধ করিলে সেই ক্রোধ হইতে মহারুদ্রের আবির্ভাব হয়। সেই মহারুদ্র জগত গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে একাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তাহাতেই একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইল। (বৃহদ্ধ)। (৫ কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক. শাসন, শাস্তা, শম্ভু, অস্য ও ভব এই একাদশ রুদ্র সুরূপা হইতে জন্মেন। (স্কন্দ-মাহে)। (৬) অজ একপাদ অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশজন একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (মহাভা)।

একানংশকা—অন্যনাম অংশা (অংশা- দ্রষ্টব্য)।

একানংশা—মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা তপসাধনায় নিযুক্ত হইলে তাঁহার মস্তক হইতে এক কন্যার জন্ম হয়। তিনিই মোহিনী মায়া, সাবিত্রী, একানংশা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। (বায়ু)।

একনসা—পার্ব্বতীর অন্য নাম। (ব্রহ্মাণ্ড)।

একান্তরাঘব—সেতুবন্ধে একান্ত- রাঘব নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। (স্কন্দ)।

একাবলী—রভ্যরাজের কন্যা একা- বলী নরপতি হৈহয়ের পত্নী ছিলেন। একাবলীর গর্ভে কৃত- বীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (দেবিভা)।

এতশ—বৈদিক যুগে স্বশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। এই স্বশ্ব নরপতির সহিত মহর্ষি এতশের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র এতশকে রক্ষা করেন। (ঋগ্)।

এনক—মহর্ষি এনক ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। (পদ্মস্থ)।

এবয়ামরুৎ—অত্রির তনয় এবয়ামরুৎ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

এরণ্ডী—রেবা নদীর উত্তর তীরে এরণ্ডি সঙ্গমে এরণ্ডীতীর্থ বর্ত্তমান। এখানে বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে বর্ত্তমান। (স্কন্দ-আব)।

এল—এল নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। (মহাভা)।

এলপত্র—পাতালের ভোগবতী নগর- বাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম মহাভা)।

এলাপত্র—(১) দক্ষকন্যা ও কশ্যপ পত্নী

কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় এলাপত্র, শঙ্খ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) এলাপত্র শিবোপাসক ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) বাসুকী, কম্বলাশ, তক্ষক, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে সূর্যাকে বহন করেন। (কূর্ম)। (৪) নাগরাজ এলাপত্রের পরামর্শে যে সমুদয় নাগ অসদুপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক সদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জনমেজয়ের সর্প-সত্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। (মহাভা)। কম্বলাশ ও অশ্বতর দেখ।

এলামুখ—কশ্যপপত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় বাসুকি, ধনঞ্জয়, তক্ষক, এলাপত্র ও এলামুখ প্রভৃতি সহস্র নাগের জন্ম হয়। (কূর্ম)

ঐক্ষাক—ঐক্ষাক নামক এক রাজা দণ্ডকারণ্য মধ্যে ইন্দ্রলোক সদৃশ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের প্রিয়কন্যা সুধাপ্রভাকে বশীভূত করিয়া অস্ত্রের অজেয় হইলেও দণ্ডাই হইয়া শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক রাজা ও পুরের সহিত দগ্ধ হইয়া ছিলেন। (শিব)।

ঐক্ষাকী—(১) নরপতি সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষাকী হইতে অজমীঢ়, সুমীঢ়, ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (২) যদুবংশীয় পুরুদ্বানের পুত্র অংশু। অংশু হইতে ঐক্ষাকীর গর্ভে সাত্বত ও শূর জন্মগ্রহণ করেন। শূরের পত্নী ভোজা হইতে বসুদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। (৩) অনাধৃষ্টির পত্নী ঐক্ষাকী শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন। (মৎ)। [৪] যদুবংশীয় পুরুদ্বানের পুত্র পুরুদ্বহ। পুরুদ্বহের পত্নী ঐক্ষাকী হইতে সত্ব এবং সত্ব হইতে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। [বায়ু]

ঐড়—এই ভূমণ্ডলে যে সকল রাজা যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐড়কে ইক্ষাকু বংশের আদি পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ঐড় হইতে ইক্ষাকু প্রভৃতি ইক্ষাকু বংশীয় একশত রাজা রাজত্ব করেন। [ব্রহ্মাণ্ড]।

ঐড়বিড়
ঐড়বিড় } —সগর বংশীয় মূলকর পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র ঐড়বিড়। এই ঐড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ। [কল্কি] [ভাগ]।

ঐণহোত্র—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি শৌনক গোত্রীয় ছিলেন। [স্কন্দ]।

ঐতরেয়—(১) বিষ্ণুভক্তির বলে ঐতরেয় নামক ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়াছিলেন। (লি) (২) মহর্ষি মহীদাসের জননীর নাম ছিল ইতরা সেই জন্য তিনি ঐতরেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। (ছান্দো)।

ঐতশ—ভৃগু বংশীয় এতশ ঋষির তনয় মহর্ষি ঐতশ বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। অথর্ব্ববেদে তাঁহার রচিত অনেক মন্ত্র আছে। (অথ)।

ঐন্দ্রী—(১) অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প, ব্রহ্মা, ইঁহারা প্রত্যধি দেবতা। (মৎ)। (২) কাশীতে ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণাংশে মহামাতঙ্গোপরি অধিষ্ঠিতা বজ্রহস্তা ঐন্দ্রিদেবী অবস্থিতা আছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বদা সম্পদলাভ হইয়া থাকে। (স্কন্দ)।

ঐরাবত—১। কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় ঐরাবত, তক্ষক, মহাপদ্ম প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। ২। ঐরাবত শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। ৩। বাসুকি, কম্বনীল, তক্ষক সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশনাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। (কূর্ম্ম)। ৩। ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন হইতে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ঐরাবত হস্তীর ও উদ্ভব হইয়াছিল। ইন্দ্র ঐরাবতকে স্বীয় বাহনরূপে গ্রহণ করেন। (ভাগ)। ৪। ঐরাবতের পুত্র—অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম। ঐরাবতের পত্নীর নাম অভ্রমু। (বায়ু)। ৫। গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হইলে নন্দী ঐরাবতের মস্তক কর্ত্তনপূর্ব্বক গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করেন। (বৃহদ্ধ)। ৬। পাতাল নিবাসী ইরাবান্ নাগের পুত্র ঐরাবত ধৃতরাষ্ট্র নামেও খ্যাত ছিলেন। (অথ)।

ঐরাবতী—স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, ঐরাবতী নদী তাহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর চতুর্দ্দংষ্ট্রকে প্রদান করেন। (বাম)।

ঐরীভব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ। (মৎ)।

ঐল—১। মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয়, বিনতাশ্ব, ঐল ও পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। ঐল জন্মগ্রহণ করিবার পরই সুদ্যুম্ন, মৃত্যুমুখে পতিত হন। (হরি) ২। মহর্ষি এলের তনয় ঐল পুরূরবা

নামে খ্যাত ছিলেন। (মহাভা)।

ঐলপত্র—কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় তক্ষক, ঐলপত্র, ধনঞ্জয় প্রভৃতি সহস্রনাগ জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ঐলবিল—বিশ্রবা মুনির অন্য নাম। (লি)

ঐলবিলা—গোমাতা সুরভির চারি কন্যার অন্যতমা ঐলবিলা উত্তর দিক রক্ষা করিতেছেন। (মহাভা)।

ঐলিক—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের সাধারণ প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। (মৎ)।

ঐশিজ—জনৈক ঋষি। আপ্যোজ দেখ। শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ উশনা, উতথ্য, বামদেব, আপোজ্য কর্দ্দম, ঐশিজ, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর, ইহারা জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষি বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ওঘ—নরকাসুরের সেনাপতি মুর ও ওঘ অসুরদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণ সংহার করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

ওঘবতী—(১) মনুবংশীয় নরপতি প্রতীকের পুত্র ওঘবান, ওঘবানের কন্যা ওঘবতী। নরপতি সুদর্শন ওঘবতীকে বিবাহ করেন। (ভাগ)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে ওঘবতী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর, সুপ্রসাদ, সুবেণু ও জিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

ওঘবান্—মনুবংশীয় নরপতি প্রতীকের পুত্র ওঘবান্, এই ওঘবানের কন্যা ওঘবতীকে নরপতি সুদর্শন বিবাহ করেন। কিন্তু এই ওঘবানের আবার ওঘবান নামে এক পুত্রও ছিল। (ভাগ)।

ওঘরথ—নরপতি ওঘবানের পুত্র ওঘরথ ও কন্যা ওঘবতী। নৃগ এই ওঘরথেরই পুত্র। (মহাভা)।

ওঙ্কারেশ্বর—(১) কাশীতে নন্দনকাননে ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ)। (২) নর্ম্মদা তটে ওঙ্কারেশ্বর ও মহাকাল শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। (স্কন্দ)।

ওড্র—যযাতিবংশীয় বলিরাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও ওড্র নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ওবিকা—শঙ্করী নিজ শরীর হইতে ভট্টারিকা, ছত্রা, ওবিকা, জ্ঞানজা প্রভৃতি কুলদেবতার উৎপাদন করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

ওষধি—বৈদিক ঋষিরা ওষধি সকলকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

ঔগজ—অঙ্গিরা বংশীয় ঔগজ,বেধস,

ভরদ্বাজ, বাস্কলি, গার্গ্য প্রভৃতি তেত্রিশ জন ঋষি মন্ত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন। (বায়ু)।

ঔচেয়ু—যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের ঘৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কক্ষেয়ু, ঋচেয়ু, ঔচেয়ু, সনেয়ুক, ধৃতেয়ু, বিনেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্শেয়ু, সন্নতেয়ু ও পুণ্যেয়ু নামে দশপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ঔচেয়ুর পত্নী তক্ষকাত্মজা জলনার গর্ভে রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। রন্তিনারের পত্নী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয়া ও জিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌরী মান্ধাতার জননী। (মৎ)।

ঔতথ্য—বৃহস্পতির পুত্র ঔতথ্য। তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তঋষির অন্যতম। (ব্রহ্ম)।

উৎকোচ—মর্য্যাদা পর্ব্বতের সান্নিধ্যে রাক্ষসদিগের এক নগর আছে। সেই পুরীর রাক্ষসেরা উৎকোচ নামে খ্যাত। (বায়ু)।

ঔত্তমি-মনু—১। তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি মনু ছিলেন। এই ঔত্তমি-মনুর সময় সুশান্তি নামে ইন্দ্র, দেবগণের রাজা হন এবং সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী দেবতা ছিলেন। বশিষ্ঠের সাতজন তনয় সপ্তর্ষি ছিলেন। অজ, পরশু, দিব্য প্রভৃতি ঔত্তমিমনুর পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে তুষিত সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্য নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। ২। ইষ, ঊর্জ্জ, তর্জ্জ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য, নভ ও সহ, এই দশজন ঔত্তমিমনুর পুত্র। তন্মধ্যে সহ অতিশয় উদার প্রকৃতি ও কীর্ত্তিশালী ছিলেন। এই মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা নামে ও সপ্তর্ষিগণ ঊর্জ্জা নামে খ্যাত ছিলেন। এবং কৌকুরুণ্ডি, দাল্ভ্য, শঙ্খ, শিব, প্রস্রবন, সিত, সস্মিত এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)। ৩। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ, উত্তানপাদের তনয় উত্তম। এই উত্তমের পত্নী বহুলার গর্ভে উত্তম মনুর জন্ম হয়। উত্তম মনুর সময়ে দেবতাদের পাঁচটাগণ ছিল। সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী। প্রত্যেক-গণে দ্বাদশটী দেবতা ছিল, সুশান্তি ইন্দ্র ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সপ্ত তনয় এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। অজ, পরশু ও দিব্য ঔত্তমিমনুর পুত্র ছিলেন। (মার্কণ্ডেয়) ৪। ঔত্তমমনুর সময়ে সুধামান, দেব, প্রতর্দ্দন, শিব ও সত্য দেবতা-দের এই পাঁচটী গণ ছিল। প্রত্যেকগণে দ্বাদশটী দেবতা ছিলেন। সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম,

কাম, ধৃতি, স্মৃতি, ঈশ, উর্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুস্মান এই দ্বাদশটী দেবতা সুধামাগণ। সহস্রধার, বিখ্যাতা, শতধার, বৃহৎ, বসু, বিশ্বপা, বিশ্বকর্ম্মা, মনস্বী, বিরাটযশা, জ্যোতি, বিভাব্য ও কীর্ত্তিমান্ এই দ্বাদশ দেবতা দেবগণ। বসু, ধিষ্ণ, বিবস্ব, দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধৃতকর্ম্মা, যশস্বী ও কেতুমান ইহারা প্রতর্দ্দনগণ। হংসেশ্বর, অহিংহা, প্রতর্দ্দন, যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, হব্যবাহ, হুতাশন, সুচিত্ত ও সুনয়, এই দ্বাদশজন শিবগণের অন্তর্গত। দিকপতি, বাক্‌পতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, চর্চ্চোদ্যা, মুহু বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশজন সত্যগণ। অজ, পরশু, দিবা, নয়, দিব্যৌষধি, বেদানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔষিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল ও শুচি এই চতুর্দ্দশ জন ঔত্তম মনুর পুত্র। তাঁহাদের দ্বারাই ক্ষত্রবংশ বিস্তৃতি লাভ করে। (বায়ু)।

ঔদার্য্য ঔদার্য্য, আয়ু, দম্ভ, দক্ষ, দর্ভ, প্রাণ, হবিষ্মান্, হবিষ্ণু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা। (বায়ু)।

ঔপগব—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের এক প্রবর বশিষ্ঠ। (মৎ)।

ঔপমন্যব—ঔপমন্যুর তনয় প্রাচীনশাল ঔপমন্যব, কেকয়, নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য)। অশ্বপতি দেখ।

ঔপমন্যু—ব্রহ্মা, গয়াসুর শরীরে যজ্ঞ করিবার জন্য বহু ঋষিকে সৃষ্টি করিয়া পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে ঔপমন্যু একজন (বায়ু)।

ঔদল—কুশিক গোত্রিয় মহর্ষি ঔদল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (স্কন্দ)।

ঔদুম্বরী - গন্ধর্ব্বরাজ পর্ব্বতের কন্যা ঔদুম্বরী। তিনি নারদ নামক গন্ধর্ব্বের শাপে ভূতলে দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী সত্যভামার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে পিতামহ ব্রহ্মার বরে শাপমুক্ত হন। (স্কন্দ)।

ঔপলোম—বশিষ্ঠবংশীয় ঔপলোম একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি, তাহাদের প্রবর একটি—বশিষ্ঠ। (মৎ)।

ঔপস্থল—বশিষ্ঠ বংশীয় ঔপস্থল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের প্রবর তিনটী—বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন। (মৎ)।

ঔপহার—বিশ্বামিত্র বংশীয় ঔপহার একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও

উদ্দাল এই তিনটী প্রবর। (মৎ)।

ঔপোদিতেয়—মহর্ষি ঔপদিতেয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র ব্যাখ্যাতা ঋষি ছিলেন। (শতপ—ব্রা)।

ঔর্ণবাভ—বৈদিকযুগে প্রাচীনকালে দনু নামে একজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। দনুর তনয় পিপ্রু, সৃবিন্দ, অনর্শনি, অহীশুব, ঔর্ণবাভ ও বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করিয়া ছিলেন। (ঋগ)। অহীশুব দেখ।

ঔর্ব্ব—(১) পূর্ব্বকালে বৈদিক যুগে ঔর্ব্ব নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বশিষ্ঠ তনয় ঔর্ব্ব, কাশ্যপবংশীয় স্তম্ভ, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও চ্যবন এই কয়জন সপ্তর্ষি এবং তুষিত নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)। ঔর্ব্ব ঋষির পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। (হরি)। ইক্ষ্বাকু বংশীয় বাহু, শক, যবন, পারদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রমে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই তাঁহার স্ত্রী সগরকে প্রসব করেন। ঔর্ব্ব তাঁহার জাত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। (হরি)। মহর্ষি ঔর্ব্ব ব্রহ্মার উরু হইতে জন্ম-গ্রহণ করেন বলিয়া, ঔর্ব্ব নামে কন্দলি নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যাকে তিনি মহর্ষি দুর্ব্বাসার হস্তে সম্প্রদান করেন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) ভৃগুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের স্ত্রী আরুষীর উরু ভেদ করিয়া ঔর্ব্বের জন্ম হয়। আরুষী মনুর কন্যা ছিলেন। ঔর্ব্বের তনয় ঋচীক। (মহাভা)। (৪) অতি পূর্ব্ব-কালে কৃতবীর্য্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার বংশীয়েরা ধনলোভে তাঁহাদের পুরোহিত ভৃগুবংশীয়-দিগের অনেককে নিহত করেন। ভার্গব পত্নীরা বিধবা হইয়া হিমালয়-প্রদেশে গমন করে সেখানেও কৃতবীর্য্য বংশীয়েরা গমন করিয়া সেই বিধবা ললনা দিগকে নিহত করিতে সমুদ্যত হন। ইতি মধ্যে এক বিধবা ভার্গব রমণীর উরু ভেদ করিয়া ঔর্ব্ব নামে এক ঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে রাজ পুত্র-দিগকে অন্ধ করেন, পরে মাতার অনুরোধে মুক্তি দেন। পরে তিনি সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে মনন করিয়া বহির্গত হন। কিন্তু পিতৃ পুরুষের অনুরোধে সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অগ্নি তিনি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। সেই অগ্নিই বাড়বানল

পূর্ব্বকালে দারুক নামে এক রাক্ষস ছিল। তাহার পত্নীর নাম ছিল দারুকা। তাঁহারা পার্ব্বতীর বর প্রভাবে লোকের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন করিত। সর্ব্ব পীড়িত লোক সকল মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রয় লইলে,তিনি রাক্ষস দারুককে সমুদ্রে তাড়াইয়া দেন। (শিব)। একবার দেবাসুরে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়, সেই সময় হিরণ্য-কশিপুর পরামর্শে মহর্ষি ঔর্ব্ব কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহার তপস্যায় জগত তাপিত হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিয়া দারপরিগ্রহার্থ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঔর্ব্ব হুতাশনে চরণ প্রবিষ্ট করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি কুশ পত্র দ্বারা পুত্র প্রসবের অরণি সেই উরুতে মথিত করিলেন। সহসা সেই উরু ভেদ করিয়া এক অনল উত্থিত হইল। সেই ঔর্ব্ব অগ্নি পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। এবং তিনিই বাড়বাগ্নি নামে খ্যাত। (পদ্ম)।

ঔর্ব্বলোমশ—মহর্ষি ঔর্ব্বলোমশ এক জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। (হরি)।

ঔলান—অগ্নি, ঔলান নামক ব্যক্তি-কে দেবলোকে দেবতাদের নিকট সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঔশন—উশনা ঋষির পুত্র ঔশন। ঔশন স্বীয় পিতা উশনা কর্ত্তৃক বিবৃত ধর্ম্ম-শাস্ত্র শৌনকাদি ঋষির নিকট বলিয়াছিলেন। এবং তাহাই উশন-সংহিতা নামে খ্যাত হয়। (উশ)।

ঔশনস—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব সেনাপতিপদে বৃত হইলে ঔশনস তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনু-চর রুদ্রকে প্রদান করেন। (বাম)।

ঔশিজ—১। বেধস, ভারদ্বাজ, অম্বরীষ, গার্গ্য, ঔশিজ, অজমীঢ়, ঋষভ প্রভৃতি অঙ্গিরার তেত্রিশজন পুত্র মন্ত্র প্রণেতা ছিলেন। (ব্রহ্মা)। ২। অজ, পরশু, দিব্য, দিব্যৌষধি, নয়,দেবাম্বুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র ও সুবল এই তেরজন উত্তম মনুর পুত্র। (ব্রহ্মা)। উত্তম দেখ।

ঔষ—অত্রিস্ক দেখ।

ঔষজিতি—অঙ্গিরাবংশীয় ঔষজিতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অজিরা উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী। (মৎ)।

ঔষধী—গায়ত্রীদেবী উত্তরকুরু প্রদেশে ঔষধীদেবী নামে পরিচিত। (পদ্ম)।

ক

ক—প্রজাপতির অন্যনাম "ক"। (মৎ)।

কংস—(১) জ্যামঘ বংশীয় নৃপতি আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্ক, রাষ্ট্রপাল, সুধনু, অনাধৃষ্টি ও পুষ্টিমান নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসাবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা, নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। একদা নারদ স্বর্গলোক হইতে মথুরায় কংসভবনে আগমনপূর্ব্বক কংসকে বলিলেন,— হে উগ্রসেননন্দন! বৈকুণ্ঠে শুনিয়া আসিয়াছি যে বিষ্ণু তোমার বিনাশের নিমিত্ত তোমার ভগিণী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি সাবধান হও। ইহা শুনিয়া কংস তাঁহার অনুচরবর্গকে বিপক্ষের প্রতি অত্যাচার করিতে আদেশ দেন, এবং অমাত্যবর্গকে দেবকীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করেন। (২) কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র। একদা উগ্রসেন পত্নী রজস্বলা অবস্থায় কৌতূহলবশতঃ সুযামুন পর্ব্বত দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সৌভপতি দানব দ্রুমিলও তথায় গমন করেন। দ্রুমিল উগ্রসেনের রূপ ধরিয়া উগ্রসেনের পত্নীর সহিত উপগত হন। এবং সেই গর্ভেই কংস জন্মগ্রহণ করেন। কংস দেবকীর গর্ভজাত ছয়টী সন্তানকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করেন। সপ্তম গর্ভ রোহিনীর উদরে সংস্থাপিত হয়। অষ্টমগর্ভজাত কৃষ্ণকে বসুদেব,নন্দঘোষের সন্তান যোগমায়ার সহিত পরিবর্ত্তিত করিয়া আনেন। কংস এই বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই। যোগমায়াকেই দেবকীর গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া বধ করিবার জন্য প্রস্তরে নিক্ষেপ করেন। প্রস্তরে পতিত হইয়া যোগমায়া আকাশ পথে অন্তর্হিত হন। সেই সময়ে তিনি কংসকে বলিয়া যান "তোমাকে যে বধ করিবে, সে ব্রজে বর্দ্ধিত হইতেছে"। ইহাতে কংস খুব বিচলিত হন। কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বেই বলরাম রোহিনী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কংস কৃষ্ণের জন্মের বিষয় অবগত হইয়া প্রথমে পূতনা নাম্নী রাক্ষসীকে ও তৎপরে প্রলম্ব, অরিষ্টকেশী প্রভৃতি দৈত্যগণকে শ্রীকৃষ্ণের বধের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু উহারা

সকলেই শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। পরে কংস তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মথুরায় আনয়ন করিতে অক্রূরকে প্রেরণ করেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আগমনপূর্ব্বক প্রথমেই কংসের রজকের নিকট হইতে কংসের জন্য রঞ্জিত বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে বধ করেন। পরে মালাকর হইতে মালা ও কুব্জা হইতে অনুলেপন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কংস এই সমুদয় শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সিংহদ্বারে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে মহামাত্র হস্তীপকের সহিত স্থাপিত করেন। কংস এই আদেশও দিয়াছিলেন যে আবশ্যক বোধ করিলে সে যেন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতেও দ্বিধা না করে; কিন্তু তাহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। ইহাতে কংস অতিশয় রুষ্ট হইয়া তাঁহার চাণূর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে তাঁহাদের সহিত মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত নিয়োগ করেন। কিন্তু এই মল্ল দ্বয়ও শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া মল্লক্ষেত্রে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করেন। কংস মগধের রাজা জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামক কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। এবং বিবাহের পরেই স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। (হরি)। ৫। বিষ্ণু-পুরাণ মতে উগ্রসেনের নয় পুত্রের নাম কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান। বসুদেব ও দেবকীর বিবাহের পর কংস সারথী হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন। ইহা শুনিয়া দেবকীকে হত্যা করিবার জন্য কংস খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তখন বসুদেব দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকেই কংসকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। ক্রমে দেবকীর গর্ভজাত কীর্ত্তিমান, সুষেন, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদম ও ভদ্রদেহ নামক ছয় পুত্রকে কংস বধ করেন। ছয় পুত্র নিহত হইবার পর যোগনিদ্রা, দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করেন ও দেবকীর গর্ভ নষ্ট

হইয়াছে বলিয়া প্রচার করেন। রোহিণী যথাসময়ে বলরামকে প্রসব করেন। তাহার কিছুকাল পরে ভাদ্রের শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন এবং সেই রাত্রিতেই নবমী তিথিতে নন্দ গোপের স্ত্রী যশোদা যোগ-নিদ্রাকে প্রসব করেন। বসুদেব কংসের ভয়ে সেই রাত্রিতেই যশোদার সন্তান যোগনিদ্রার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বদল করিয়া আনেন। কংস যখন বুঝিতে পারিলেন যে, দেবকীর সন্তানদের বধ করিয়া কোনও ফল হয় নাই। তখন তিনি দেবকী ও বসুদেবকে কারামুক্ত করিয়া দেন। কিছুকাল পরে কংস নারদ মুখে অরিষ্ট, ধেনুক, প্রলম্ব প্রভৃতি দৈত্যের শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন বার্ত্তা, গোবর্দ্ধন ধারণ, কালিয়নাগ দমন, যমল অর্জ্জুন বৃক্ষের পতন, পূতনার বিনাশ প্রভৃতি সংবাদ শুনিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়া বিনাশ করিবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরাজিত হন। (বিষ্ণু)। ৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে মায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। কংস একবার অতি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া স্বীয় পুরোহিত সত্যকের পরামর্শে ধনুর্ম্মখ নামক যজ্ঞে দীক্ষিত হন। এই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ আগমনপূর্ব্বক কংসকে বিনাশ করেন। ৭। মৎস্য পুরাণ মতে উগ্রসেনের নয় পুত্রের নাম কংস, নগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভূ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টিদ। কন্যাগণের নাম কংসা, কংসাবতী, সুতনু, কঙ্কা ও রাষ্ট্রপালী। ৮। কংস বার্হদ্রথ রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহদেবা ও অনুজা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। (মহাভা)। উগ্রসেন দেখ।

কংসকার—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে কুম্ভকার, কংসকার প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। (ব্রহ্মবৈ)।

কংসবতী—মথুরাপতি উগ্রসেনের কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং কাংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা নাম্নী পাঁচ কন্যা ছিল। (হরি)।

কংসা—উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা ও কংসের ভগিনী (বিষ্ণু)। অজভূ ও কংস দেখ।

কংসাবতী—উগ্রসেনের অন্যতমা

কন্যা। কংসের ভগিনী। (বিষ্ণু; হরি)। অজভূ ও কংস দেখ।

কংসারি—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। (হরি)।

কংসারেশ্বর—সরস্বতী তীরে মহর্ষি পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক কংসারেশ্বর নামক শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। (স্কন্দ)।

ককন্ধ—বরাহ কল্পের বিংশতি দ্বাপরে অট্টহাস নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। ককন্ধ, সমন্ত, বর্ব্বরী ও কুশিকন্ধর নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই ধ্যানশীল নিয়ত-নিয়মী ছিলেন। (লি)। অট্টহাস দেখ।

ককুৎস্থ—১। বৈবস্বত মনুর প্রপৌত্র, ইক্ষ্বাকুর পৌত্র, বিকুক্ষির পুত্র ককুৎস্থ। পুরাকালে দেবাসুর সমরে তিনি বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুৎ অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। ইঁহার পুত্র অনেনা। অনেনার পুত্র পৃথু। (হরি)। অরিনাভ দেখ। ২। ঘৃতাচী অপ্সরা ইন্দ্র শাপে গোনাম্নী ককুৎস্থ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি তৃপ্তির অবসান অন্বেষণপূর্ব্বক চৈত্ররথ বনে তাঁহার সহিত বহুকাল বিহার করেন। (হরি)। ৩। কৃষ্ণ ও মৎস্য পুরাণ মতে ককুৎস্থের পুত্র সুযোধন। ৪। ইক্ষ্বাকুর তনয় শশাদ, শশাদের তনয় ককুৎস্থ এবং ককুৎস্থের তনয় অনেনা। (মহাভা)। ৫। মহারাজ রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য ভগীরথের পুত্র। ককুৎস্থের পুত্র প্রবৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্খন, শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন। (রামা)। ককুৎস্থের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ। পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস দেখ। (রামা)।

ককুদ—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে ভানু, লম্বা, ককুদ প্রভৃতি দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ককুদের গর্ভে সঙ্কট উৎপন্ন হয়। (ভাগ)

ককুদা—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে, ভানু, লম্বা, ককুদা, ভূমি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা ও সংকল্পা, এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে ককুদার পুত্র শকট। শকটের পুত্র কীকট। (স্কন্দ)। দক্ষ দেখ।

ককুদ্বতী, ককুদ্মতী—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের স্ত্রী ককুদ্বতী। এই ককুদ্বতী প্রদ্যুম্নের মাতুল রুক্মীর কন্যা ছিলেন। (বিষ্ণু)।

ককুদ্মী—১। ইক্ষ্বাকু বংশীয়

রেবের পুত্র রৈবত, ককুদ্মী নামে খ্যাত ছিলেন। রৈবতের কন্যা রেবতী বলরামের পত্নী ছিলেন। (লি)। কন্যায় বিবাহ দিয়া রৈবত, তপস্যার্থ নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। (ভাগ)।

ককুপ—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্মের অন্যতমা পত্নী। (স্কন্দ)। ধর্ম্ম দেখ।

কঙ্ক—যদু বংশীয় একজন রাজা। (মহাভা)।

কক্ষক—নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র কক্ষক। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

কক্ষসেন—রাজা কুরুর প্রপৌত্র, অবিক্ষিতের পৌত্র, পরীক্ষিতের পুত্র কক্ষসেন। তিনি বশিষ্টকে ধনদান করেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হয়। (মহাভা)। ২। মহর্ষি কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারী একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)

কক্ষীব—জনৈক নরপতি। তিনি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (অজমীঢ় দেখ)।

কক্ষীবান্—দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। ২। উশিজের পুত্র বৃদ্ধ কক্ষীবান্‌কে ইন্দ্র বৃচয়া নাম্নী যুবতী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)। অমৃত দেখ। ৩। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ রাজর্ষি স্বনয়ের কন্যা মনোরমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

কক্ষেয়ু—পুরুবংশীয় নৃপতি রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচী গর্ভে কক্ষেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র ও রুদ্রা প্রভৃতি দশকন্যা জন্মে। কক্ষেয়ুর সভানর, চাক্ষুষ ও পরামন্যু নামে তিন পুত্র জন্মে। সভানরের পুত্র বিদ্বান্ কালানল। (হরি, ভাগ)। (২) যযাতির অন্যতম পুত্র পুরুর বংশে ধুন্ধু হইতে বহুবিধ জন্মগ্রহণ করেন। বহুবিধের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র রহমবর্চ্চা। রহমবর্চ্চার পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের ধৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ঔচেয়ু, ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, সনেয়ুক, ঘৃতেয়ু, বিনেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু, ও পুণ্যেয়ু নামে দশ পুত্র জন্মে। (মৎ)। ঔচেয়ু দেখ।

কঙ্ক—(১) যদুবংশীয় নৃপতি উগ্রসেন হইতে কংস, কঙ্ক প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। (কংস দেখ)। এবং কংসা কংসাবতী প্রভৃতি পাঁচ কন্যাও জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা কঙ্ক, কংসের ভগিনী কঙ্কাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

(৩) মহারাজ যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ ভবনে কঙ্ক নামে আত্মগোপন করিয়া একবৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

কঙ্কন—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কলিযুগ পর্য্যন্ত সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কন, লোকাক্ষি নামে পাঁচজন মহাদেবের অবতার হইয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)। ২। শ্বেতকল্পীয় কলির আদিতে কঙ্কন নামে একজন যোগেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

কঙ্কনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। (মহাভা)।

কঙ্কনি—নাগ বিশেষ। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। লি)।

কঙ্কনীল—বাসুকী, কঙ্কনীল, তক্ষক প্রভৃতি দ্বাদশ জন নাগ পর্য্যায় ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। (বাসুকী ও অশ্বতর দেখ) রসাতল নামক পাতাল সুপর্ণ, বাসুকী, প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। (কূর্ম্ম)।

কঙ্কপক্ষী—ক্রোধের কন্যা সুরমা হইতে কঙ্কপক্ষীর জন্ম হয়। (মহাভা.)।

কঙ্কা—১। মথুরাধিপতি উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা কঙ্কা। কংস ও অক্রূর দেখ। (হরি)। ২। যদু বংশীয় শূরের ঔরসে ও মারিষায় গর্ভে বসুদেব, কঙ্ক, প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। এই কঙ্ক উগ্রসেনের কন্যা কঙ্কাকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

কঙ্কালকেতু—কপালকেতু দানবের পুত্র। তিনি বিদ্যাধর কন্যা মলয় গন্ধিনীকে হরণ করিয়া ছিলেন। (স্কন্দ)। গন্ধিনী দেখ

কঙ্কালভৈরব—কাশীস্থিত একটি শিব লিঙ্গ। (স্কন্দ)।

কঙ্কী—যদুবংশীয় নৃপতি উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা কংস দেখ। কংস প্রভৃতি নয়জন ইঁহাদের ভ্রাতা ছিলেন। (বিষ্ণু)।

কঙ্কেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ)।

কঙ্ক—বরাহকল্পের পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তৎকালে মহাদেব কঙ্ক নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নামে, মহাভাগ, যোগময়, দৃঢ়-ব্রত ও উর্দ্ধযোনী স্বরূপ চারি শিষ্য ছিলেন। (লিঙ্গ)।

কচ—দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। এক সময়ে দেবতা ও

অসুরগণের মধ্যে রাজ্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য এক মন্ত্র জানিতেন, তাহার বলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত অসুরগণকে আবার পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতে পারিতেন। বৃহস্পতি ঐরূপ কোনও মন্ত্র জানিতেন না। দেবতাদের অনুরোধে কচ ঐ বিদ্যা শিখিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি শুক্রাচার্য্য ও তৎকন্যা দেবযানীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। অসুরেরা কচের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে বধ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, শৃগাল কুকুরের আহার্য্যার্থ প্রদান করেন। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে কচকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে অসুরেরা আবার তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার দেহ চূর্ণ করিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে। এইবারও দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য তাঁহার জীবন দান করেন। ইহার পর আরও একবার অসুরগণ তাঁহাকে বধ করে। এইবার তাহারা কচের অস্থিভস্ম সুরার সহিত মিশাইয়া শুক্রাচার্য্যকে পান করাইল। শুক্রাচার্য্য ইহা জানিতে পারিয়া উদরস্থ কচকে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া, স্বয়ং মৃত হইয়া কচকে জীবন দান করেন। এইবার কচ জীবন লাভ করিয়া মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে শুক্রচার্য্যের জীবন দান করেন। অভিষ্ট বিদ্যালাভ হইলে, কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট বিদায় লইয়া আসিতে চাহিলে, দেবযানী কচকে স্বামীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও কচ দেবযানীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানী কচকে অভিশাপ দেন যে, মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা তাহার পক্ষে ফলদায়ী হইবে না। কচ ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলেন, যে-হেতু তুমি অন্যায়রূপে শাপ দিয়াছ, তজ্জন্য এই মন্ত্র আমার পক্ষে ফলদায়িনী না হইলেও আমি যাহাকে শিক্ষা দিব তাহার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে, এবং আমি তোমাকে এই প্রতিশাপ দিতেছি কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান তোমাকে বিবাহ করিবে না। যযাতি ও দেবযানী দেখ। (মহাভা)।

কচ্ছপ—১। বিষ্ণুপুরাণ মতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শুনঃশেফ, মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও

হারীতক নামে সাত পুত্র জন্মে। ২। হরিবংশের মতে বিশ্বামিত্রের প্রধান চৌদ্দজন পুত্রের মধ্যে কচ্ছপ একজন। বিশ্বামিত্র ও অষ্টক দেখ।

কটকেশ্বর——হিমালয়ে গৌরী কটকেশ্বর শিব স্থাপন করেন। (স্কন্দ)।

কটপুতনা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগীনীর অন্যতমা। (স্কন্দ)।

কঠ—মহর্ষি কঠ একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি ছিলেন। (হরি)।

কণাদ—কণাদ প্রভৃতি ঋষিরা ঈশ্বর ভক্তিতে শিথিল-বিশ্বাস হইয়া মহর্ষি নরনারায়ণের নিকট উপস্থিত হন। তাপস শ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ তাঁহাদের সংশয় দূরীভূত করেন। (কূর্ম্ম)।

কণাদেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ)।

কণিক—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

কণিত্র—মনুবংশীয় নৃপতি প্রজানির পুত্র। কণিত্রের পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের তনয় আবিবিংশ। (বিষ্ণু)।

কণিষ্ঠগণ—চতুর্দ্দশমনু ভৌত্যমনু নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে দেবতা-দের রাজা ইন্দ্র হইবেন শুচী। চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কণিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ এই সময়ে দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে অগ্নিবাহু শুচী, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। উরু, গভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। (বিষ্ণু)। সপ্তর্ষি দেখ।

কণীত—নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র কণীত, মহর্ষি অশ্বের পুত্র বশকে বহুধন দান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

কণীয়ক—ভজমান বংশীয় প্রতি-ক্ষেত্রের তনয় হৃদিক, হৃদিকের তনয় কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবার্হ, নাভ, ভীষণ, মহাবল, অজাত, বলজাত, কণীয়ক ও করম্ভক এই দশজন। তন্মধ্যে দেবার্হের তনয় কম্বলবর্হিষ এবং কম্বলবর্হিষের তনয় অসমঞ্জা। (মৎ)। অজাত দেখ।

কণ্টকিনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কণ্টকিনী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

কণ্টেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ)।

কণ্ডক—শিবের অন্যতম অনুচর কণ্ডক। শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে কোটি কোটি স্বীয় গণসহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কণ্ডরীক—মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কণ্ডরীক সাতজন্ম জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ নারায়ণের অনুগ্রহে যোগ সিদ্ধিলাভ করেন। (মহাভা)। পাঞ্চাল রাজ ব্রহ্মদত্তের বাভ্রব্য ও কণ্ডরীক মন্ত্রী ছিলেন। বাভ্রব্য কামশাস্ত্রের প্রণেতা এবং কণ্ডরীক ধর্ম্মাত্মা ও বেদশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (মৎ)।

কণ্ডু—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ ভাগে মহর্ষি কণ্বের পুত্র মহাভাগ, সত্যবাদী, অত্যন্ত অমর্ষশীল, দুর্দ্ধর্ষ নিয়মাবলম্বী, তপোধন কণ্ডু বাস করিতেন সেই বনে তাঁহার দশম বর্ষীয় বালক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই হেতু ধর্ম্মাত্মা কণ্ডু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, এই মহৎবন দুষ্প্রবেশ্য, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি বর্জ্জিত ও জীবগণের আশ্রয়ের অযোগ্য হইবে। (রামা)। ১। মহর্ষি কণ্ডু অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃ আদেশ পালনের জন্য গোহত্যা করিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্ডু এই গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, "কৃতাঞ্জলি পুটে শত্রুও শরণাগত হইলে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। (রামা)। মহর্ষি কণ্ডু গোমতীর তীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বহুকাল তাহার সহিত বাস করেন। অবশেষে তিনি গর্ভাবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনঃ তপস্যার্থে গমন করেন। এদিকে প্রম্লোচা সেই গর্ভ বৃক্ষদের উপর মোচন করেন। বৃক্ষদের রাজা সোম সেই নব প্রসূতা মারিষা নাম্নী কন্যাকে প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রচেতা নামক দশভ্রাতার সহিত পরিণিতা করেন। (বিষ্ণু, ভাগ)। ৩। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। (স্কন্দ)।

কণ্ডুতি—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কণ্ডুতি অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

কণ্ব—১। মহর্ষি কণ্বের পুত্র কণ্ডু (রামা)। মহর্ষি কণ্ব পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি লঙ্কাসমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে একবার অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা)। ২। পুরু বংশীয় নরপতি প্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, এই কণ্ব

হইতে কাথায়ন গোত্রীয় দ্বিজগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কণ্ব, মৌদগল্য প্রভৃতি অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন। কণ্বের কন্যা ঈলিনী। (হরি)। ৩। কণ্ব স্বীয় গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বাজসনী সংহিতা অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি কণ্ব, বিশ্বামিত্রের মেনকা গর্ভজাত কন্যা শকুন্তলাকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। এবং দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র ভরতের জাত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। (ভাগ)। ৪। মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি দেবভূতির মন্ত্রী ছিলেন কণ্ব। এই কণ্ব স্বীয় প্রভুকে সংহারপূর্ব্বক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বংশীয়েরা কণ্ব বংশীয় নামে খ্যাত ছিলেন। এবং মগধে তিন শত পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। কণ্বের পুত্র বসুদেব। (ভাগ)। ৫। পুরুবংশীয় নরপতি আজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব। (বিষ্ণু)। নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে কণ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির পুত্রেরা কাথায়ন ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। (মৎ)। ৬। পুরুবংশীয় নৃপতি প্রতিরথের (হরিবংশের মতে-অপ্রতিরথের) পুত্র। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই কণ্ব হইতেই দ্বিজগণ কাথায়ণ গোত্র হন। কণ্বের ইলিনী নামে এক কন্যা ছিলেন। (বিষ্ণু, হরি)। ৭। ভরত বংশীয় নৃপতি হস্তির অন্যতম পুত্র অজমীঢ় তাঁহার নীলিনী, ভামিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে চারিপত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে কেশিনীর কণ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। বিষ্ণুপুরাণ মতে অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব ও বৃহদিষু। (মৎ)। ৮। কণ্ব ঋষি পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৯। কণ্ব নামক জনৈক মহর্ষি নরপতি দুর্জ্জয়ের গুরু ছিলেন। (কূর্ম্ম)। ১০। যবক্রিত, রৈভ্য, অর্চ্চাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান্ অঙ্গিরার পুত্র বর্গ ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এই সাতজন মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল, ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। (মহাভা)। ১১। মহর্ষি কশ্যপের পুত্র কণ্ব মুনি (মহাভা)। ১২। মহর্ষি ঘোরের পুত্র কণ্ব। তিনি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। কণ্বের পুত্র মেধ্যাতিথি, মেধাতিথি ও প্রস্কন্ন। স্বীয় পিতার ন্যায় প্রস্কন্ন প্রভৃতিও

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করেন। একবার অসুরগণ মহর্ষি কণ্বকে একটা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে সেই স্থান হইতে উদ্ধার করেন। (ঋগ)। ১৩। অন্নসম্পন্ন শ্যামবর্ণ নৃসদের পুত্র কণ্ব, অগ্নি প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ঋগ)। ১৪। যযাতি বংশীয় রন্তিনারের পৌত্র ও অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব। অমৃত দেখ। ১৫। পূর্ব্বে শাম্ব নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার তনয় ত্রিলোচন। এই ত্রিলোচনের তনয় কণ্ব অতিশয় মন্দমতি ছিলেন। অনেক পাপকর্ম্ম করিয়া অবশেষে সোমতীর্থে যাইয়া অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। (স্কন্দ)।

কত—বিশ্বামিত্রের অন্যতমপুত্র মহর্ষি কত ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন। (ঋগ)।

কতি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। (হরি)।

কত্য—মহর্ষি কত্যের পুত্র কাত্যায়ণ কবন্ধী, মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্ম-পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। (ঋগ)।

কথক—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বতগণ, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাপতি প্রদান করিয়াছিলেন, কথক তাঁহাদের একজন ছিলেন। (মহাভা)।

কথাজব—বাস্কল নামক ঋষি তিন খানা সংহিতা রচনা করিয়া কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তাঁহার তিন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)।

কদম্বমালা—শ্রীরাধিকার অন্যতমা সহচরী। (ব্রহ্মবৈ)।

কদ্রু, কদ্রূ—১। দক্ষ কন্যা ক্রোধ-বসার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে কদ্রু প্রভৃতি দশ কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন তন্মধ্যে কদ্রু সর্পসকলকে প্রসব করেন। (রামা)। সুতরাং রামায়ণ মতে কদ্রু কশ্যপের কন্যা। ২। দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কশ্যপ, অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, মুনি ও স্বসা এই ত্রয়োদশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অপরিমিত বলশালী অনেক মস্তক কাদ্রবেয় নাগগণ গরুড়ের বশীভূত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বাসুকী, তক্ষক, শেষ, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। (হরি)। ৩। দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার

মধ্যে বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী এই চারি জনকে তার্ক্ষ্য বিবাহ করেন। (ভাগ)। ৪। কদ্রুর কন্যা মনসা দেবী জরৎকারু মুনির পত্নী ছিলেন। তাঁহাদেরই পুত্র মহর্ষি আস্তীক। (ব্রহ্মবৈ)। ৫। একদা অদিতি স্বীয় স্বামী কশ্যপের অভিলাষিনী হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন, কশ্যপ তাঁহার সপত্নী কদ্রুর সহিত বিহার করিতেছেন। ইহাতে কুপিত হইয়া তিনি কদ্রুকে 'মানব যোনীতে জন্ম গ্রহণ কর' বলিয়া, অভিশাপ দেন। কদ্রুও অদিতিকে প্রতিশাপ দিলেন। তদনুসারে কদ্রু রোহিনী এবং অদিতি দেবকী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৬। কদ্রু ও বিনতার প্রতি কশ্যপ সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছুক হইলে, কদ্রু সমান বলশালী সহস্র পুত্র ও বিনতা তাঁহাদের চেয়ে বলশালী দুই পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে যথাকালে কদ্রু সহস্র অণ্ড ও বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। কদ্রুর সহস্র অণ্ড হইতে নাগগণ, জন্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া বিনতা অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার একটী অণ্ড অকালেই ভগ্ন করিলেন। তাহা হইতে অসম্পন্ন অঙ্গ, অরুণ জন্ম গ্রহণ করেন। মাতার দোষে অঙ্গহীন হওয়ায় মাতার প্রতি ক্রোদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বিমাতা বিনতার দাসী হইবে' বলিয়া শাপ দেন এবং গরুড় তাঁহাকে শাপ মুক্ত করিবেন বলেন। একদিন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব কদ্রু বিনতার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তখন কদ্রু, বিনতাকে সেই অশ্বের কিরূপ বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন। ও বিনতা শ্বেতবর্ণ বলিলে, কদ্রু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ইহার পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ। এইরূপে বিতর্কের পর তাঁহারা পণ রাখিলেন যাহার কথা মিথ্যা হইবে, তিনি অপরের দাসী হইবেন। কদ্রু তাঁহার পুত্রগণকে শিখাইয়া রাখিলেন যে, তাঁহারা যেন উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে লম্বমান থাকিয়া তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দেয়। তদনুসারে তাঁহারা তাহাই করিলেন। পর দিন কদ্রু ও বিনতা সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিলেন উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ সুতরাং বিনতা তাঁহার দাসী হইলেন। দীর্ঘকাল পরে গরুড় জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করেন (মহাভা—আদি)। ৭। দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি

দিতি, কদ্রু প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। (দক্ষ দেখ)। কদ্রুর গর্ভে অনেক বলশালী, বহু মস্তকবিশিষ্ট কাদ্রবেয় নাগগণ জন্ম গ্রহণ করেন। কাদ্রবেয়গণ গরুড়ের বশীভূত ছিলেন। (হরি,) বিষ্ণু)। ৮। এই কদ্রুর, গর্ভেই যাবতীয় তপস্বিনীর শ্রেষ্ঠা মহাতেজস্বিনী মনসাদেবী জন্ম গ্রহণ করেন। জরুৎকারু মুনি এই মনসা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। আস্তিক মুনি তাঁহাদেরই সন্তান। (ব্রহ্মবৈ)। ৯। কদ্রুর সন্তানগণের মধ্যে নিম্নলিখিতেরা প্রধান ছিলেন। অনন্ত, বাসুকী, ধনঞ্জয়, কর্কোটক, তক্ষক, পদ্ম, ঐরাবত, মহাপদ্ম, শাঙ্কু, শঙ্খ, সম্বরণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মুখ, বল, গোক্ষ গোকামুখ, বিরূপ, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, মহানীল, মহাকর্ণ, বলাহক, কুহর, পুষ্প, দংষ্ট্র, সুমুখ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা, মনি, মহাশঙ্খ, শ্বেত, পতঞ্জলি, শুভানন, বাহুল, ফণিত ও নাগ। (বিষ্ণু, হরি, লিঙ্গ)। ১০। বরাহপুরাণ মতে অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুনিক এই এই আট জন কদ্রুর তনয়। যে ব্যক্তি পঞ্চমী তিথিতে এই নাগগণকে দুগ্ধ দ্বারা তর্পন করে, নাগগণ তাহাদের মিত্র হইয়া উঠেন। ১১। ভাগবত মতে দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে বিনতা, কদ্রু পতঙ্গ ও যামিনী, এই চারিজনকে তার্ক্ষ্য ঋষি বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিতাড়িত কালিয়নাগ এই কদ্রুরই পুত্র। আপ্ত ও আপূরণ দেখ।

কনক—যদু বংশীয় নরপতি দুর্দ্দমের পুত্র কনক। কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতকর্ম্মা ও কৃতাগ্নি নামে কনকের লোক বিখ্যাত চারি পুত্র ছিল। এই কৃতবীর্য্যের তনয় অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত ছিলেন। (হরি)। অন্ধক ও কৃতকর্ম্মা দেখ।

কনকধ্বজ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম কনকধ্বজ। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হয়েন। (মহাভা)।

কনকা—বহূদক তীর্থে নন্দ ভদ্রা নামে এক শিবভক্ত বণিক ছিল। তাহার সাধ্বী স্ত্রীর নাম কনকা। (স্কন্দ)।

কনকায়ু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কনকায়ু। (মহাভা)।

কনকাপীড়—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য,

বসু, রুদ্র, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কনকাপীড় তাহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কনকাবতী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরীরূপে যে সকল মাতৃকাগণ গমন করিয়াছিলেন। কনকাবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কনবক—যদুবংশীয় দেবমীঢ়ূষের পুত্র শূর। শূর হইতে ভোজবংশীয়া মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ নামে দশপুত্র এবং পৃথকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা, ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। (হরি)। অনাধৃষ্টি দেখ।

কন্দরমালী—দৈত্য কন্দর মালীর কন্যার নাম দেববতী। তাঁহার সহিত মহর্ষি ঋতধ্বজের তনয় জাবালির বিবাহ হয়। (বাম)।

কন্দরা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরীরূপে যে সকল মাতৃকাগণ গমন করিয়াছিলেন, কন্দরা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

কন্দর্প—কামদেবের অন্য নাম। (কামদেব দেখ)।

কন্দলী—১। দক্ষের সাতটি কন্যার মধ্যে কন্দলী প্রভৃতি একাদশটিকে রুদ্রদেব বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈ) ২। ব্রহ্মার পৌত্রী ও উর্ব্বের কন্যা কন্দলী। তিনি ব্রহ্মার জানু হইতে উৎপন্না হন। মহর্ষি উর্ব্ব ইঁহাকে দুর্ব্বাসার করে সম্প্রদান করেন। দুর্ব্বাসা তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে "ভস্ম হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া কন্দর জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)।

কন্দুক—রাজা দিবোদাসের রাজত্ব কালে বারানসী নগরীতে কন্দুক নামে এক নাপিত ছিল। নিকুম্ভ নামে মহাদেবের অনুচর একদিন রাত্রিকালে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহাদ্বারা স্বীয় মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পূজা প্রবর্ত্তন করেন। (হরি)

কন্দুকেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (কন্দ-কাশী)।

কন্দেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে কন্দেশ্বর শিবের পূজা করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায়। (স্কন্দ-প্রভা)

কন্দর্প—কামদেবের অন্যনাম কামদেব দেখ।

কন্বক—মহর্ষি কন্বক একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)।

কন্যাভর্ত্তা—দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম কন্যাভর্ত্তা। (মহাভা)।

কপ—এক সময়ে কপ নামক অসুরগণ স্বর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দেবগণ নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হন। কপগণ ধনী নামে একজন দূতকে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রেরণপূর্ব্বক যুদ্ধে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত না হইয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করেন। (মহাভা-অনু)।

কপট—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনুর গর্ভে কুপট, কপট, শরভ, নিকুম্ভ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা-আদি)।

কপর্দ্দিনী—অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কপর্দ্দিনী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

কপর্দ্দী—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা কপর্দ্দী। তিনি বায়ুগণের জনক বলিয়াও কথিত। পূষ্যাকেও এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (ঋগ)। ২ দক্ষের কন্যা সুরভি, মহাদেবের প্রসাদে তপপ্রভাব দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া কশ্যপ হইতে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত এই একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি)। অপরাজিত ও অজৈকপাদ দেখ। ৩। মহাদেবের অন্যতম অনুচর। (স্কন্দ-কাশী)।

কপর্দ্দীশ—মহাদেবের অতি প্রিয় পাত্র কপর্দ্দীশ নামে এক গণনায়ক কাশীতে ভগবান পিঙ্গীশের উত্তর ভাগে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া ইহার সম্মুখে বিমলোদক নামক কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ডের জলস্পর্শে মনুষ্যের মালিন্য দূর হইয়া থাকে। (স্কন্দ)।।

কপন্দেয়—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দঃ ও আদ্য এই তিনটি প্রবর। (মৎ)।

কপালকেতু—জনৈক দানব। তাঁহার পুত্রের নাম কঙ্কালকেতু (স্কন্দ-কাশী)।

কপালভরণ—জনৈক রাক্ষস। তাঁহার পুত্রের নাম দুর্ম্মেধা এবং অপর চারি অনুজের নাম মাংসপ্রিয়, মদ্যসেবী, ক্রূরদৃষ্টি ও ভয়াবহ। তাহার শবভক্ষ্য নামে এক মন্ত্রী ছিল। দুর্ম্মতি কপালভরণ ব্রহ্মার বরে অতিশয় বলীয়ান্ হইয়া ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে

সানুচর ও মন্ত্রীসহ নিধনপ্রাপ্ত হন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কপাল মাত্রিকা } মহিষাসুরের
কপাল মাতৃকা } সৈন্য বিনাশ করিবার জন্য শিবের কপাল হইতে কতকগুলি প্রচণ্ডা মহাবলা মাতৃকা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহারাই কপাল মাতৃকা নামে খ্যাত। (স্কন্দ-আব)।

কপালমোচন—কাশীতে কপালমোচন নামে এক কপাল ভৈরব আছেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কপালস্ফোটন—সুকণ্ঠ নামক বিদ্যাধর তনয় সুদর্শন মহর্ষি গালবের কন্যা কান্তিমতীকে অমর্যাদা করিলে, গালবের শাপে প্রথম মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পরে কপালস্ফোটন নামক বেতালত্ব প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে তিনি নরাস্থিভূষণ নামক বেতাল ভূপতির সেনাপতি হইয়াছিলেন। চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের হস্তে নরাস্থিভূষণ নিহত হইলে, কপালস্ফোটন তাঁহারই পদে অধিষ্ঠিত হন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কপালহন্তা—কাশীস্থিতা চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)।

কপালী—ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিণী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাতে নিঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক, একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি) ২। ব্রহ্মার সহিত বিবাদ করিয়া মহাদেব নখাগ্র দ্বারা তাঁহার একটি মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলেন এবং সেই ছিন্ন মুণ্ড তাঁহার হস্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য তিনি কপালী নামে খ্যাত হন। (বাম)। অজৈকপাদ, অপরাজিত ও ক্রোধ দেখ।

কপালীশ—শিবের অন্যতম অনুচর। কপালীশ সাত কোটিগণ সহ শিবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কপালীশা—পাতাল প্রদেশের একস্থানের নাম অণ্ডকটাহ। সেখানে একবীরা দেবী বিরাজমানা। তাঁহারই অন্য নাম কপালীশা। (স্কন্দ-মাহে)।

কাপালীশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে কপালীশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান।(স্কন্দ-প্রভা)।

কপালেশী—বহুদক তীর্থে কপালেশী নামক মহাতীর্থ বর্ত্তমান। (স্কন্দ-মাহে)।

কপি—তামস মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, কপি, অকপি, জন্ম ও ধীমান্ সপ্তর্ষি ছিলেন এবং সাধ্য

নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)। ২। অরুণ, তত্ত্বদর্শী, বিত্তমান্, কপি, হব্যপ, যুক্ত, নিরুৎসুক, সত্য নির্মোহ ও প্রকাশক এই দশজন রৈবত মনুর পুত্র ছিলেন। (মৎ)। ৩। মহর্ষি কপির গোত্রোৎপন্ন, শুনকের পুত্র শৌনক একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)। ৪। জনৈক ক্ষত্রোপেত নরপতি। তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (মহাভা)। আজমীঢ়, একাদশরুদ্র ও অকপী দেখ।

কপিঙ্গক—যুদ্ধশীল গন্ধর্বগণের অধিপতি কপিঙ্গক পর্বতে বাস করিতেন। (বরা)।

কপিঞ্জল—১। বশিষ্ঠ হইতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যনাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি। (লি)। ২। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত হইলে সূর্য্যদেব তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর দণ্ড ও কপিঞ্জলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বাম)। ৩। বশিষ্ট বংশীয় মহর্ষি কপিঞ্জল একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ট, ভিগা-বসু, ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। ৪। কপিঞ্জল ইন্দ্রের অন্যনাম। পক্ষী বিশেষেরও নাম কপিঞ্জল। গৃৎসমদ ঋষি তাহাকে ইন্দ্ররূপে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।৫। ব্যাসদেব জাবালির কন্যা বটিকাকে বিবাহ করেন। বটিকা হইতে ব্যাসের কপিঞ্জল নামক পুত্র জন্মে। (স্কন্দ-নাগ)

কপিবান্, কপীবান্—তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি জহ্নু, কপীবান্, ধাতা ও অকপীবান্, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)। কপি ও একাদশ রুদ্র দেখ।

কপিভূ—মহর্ষি কপিভূ একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের অঙ্গিরা, তিত্তিরি ও কপিভূ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। অঙ্গিরা দেখ।

কপিমুখ—কপায়ন, কপিমুখ, কাকে-যস্থ, জপাতি ও পুষ্কর নামক পরাশর বংশীয় এই পাঁচজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)।

কপিল—১। সগর সন্তানগণ পিতার যজ্ঞীয় অশ্ব অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া পৃথিবী বিদারণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবতা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমরা

সগর সন্তানগণের ভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়াছি। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—এই বসুন্ধরা মাধবের মহিষী। তিনিই ইহার একমাত্র অধিপতি। তিনিই কপিল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতত ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কোপানলে সেই সকল দুর্বৃত্তগণ দগ্ধীভূত হইবে। সগর সন্তানেরা কপিল সমীপে যজ্ঞীয় অশ্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞদ্বেষ্টা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ কপিলের নয়ন বিনির্গত অগ্নিই তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিল। (রাম.-আদি)। ২। কশ্যপ হইতে দক্ষ-প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে কপিল প্রভৃতি শতপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। ৩। ভরত বংশীয় নরপতি বিতথ হইতে সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ, ও কপিল নামে পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। ৪। যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্যতমা পত্নী তারা হইতে কপিল নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কপিল বনে গমন করিয়াছিলেন। (হরি)। ৫। কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবের নামধেয় শঙ্খপাল, কপিল, প্রভৃতি শত শত নাগ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। দক্ষ দেখ। প্রসিদ্ধ সাংখ্য দর্শনকার নারায়ণের পঞ্চম অবতার কপিল। ৬। মহর্ষি কপিল, কর্দ্দম, প্রজাপতির ভার্য্যা দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নয়টী সহোদরা ভগিনীও ছিল। (ভাগ)। ৪। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কপিল অসুর পক্ষে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। (ভাগ)। ৮। বরাহ কল্পের অষ্টম দ্বাপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব দধিবামনরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাস্কল এই চারিজন দধিবামনের পুত্র। তাঁহাদের সমান যোগী ও জ্ঞানী তৎকালে পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না। (লি)। ৯। স্বায়-ম্ভুব মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের অন্য-তম পুত্র জ্যোতিমান্ কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার উদ্ভিদ, বেণুমান্ দ্বৈরথ, লবন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র স্বীয় স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (লি)। ১০। পুরু-বংশীয় নরপতি উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল ক্ষত্রিয় হইলেও পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। ১১। মহর্ষি কপিল, জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে যোগ সম্বন্ধীয় পরম জ্ঞান শিক্ষাদিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম) মহর্ষি কপিলের স্ত্রীর নাম ধৃতি। তাঁহাকে সকল স্থানে সকলেই পূজা করেন। (ব্রহ্মবৈ) ১২। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা দিকপাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা)। ১৩। বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম ছিল কপিল। (মহাভা)। ১৪। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা সকলেই নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। (মহাভা)। ১৫। পুষ্কর তীর্থে কপিল নামে এক মহাযক্ষ দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাঁহার স্ত্রীর নাম উলুখলমেখলা। সে সর্ব্বদা দুন্দুভি বাজাইয়া ভ্রমণ করে। (রাম)। ১৬। ভরত বংশীয় পৃথুর পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশের পুত্র মদ্গল, জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কপিল। এই পঞ্চপুত্রাধিষ্ঠিত জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিল। (মৎ)। অশেষ দেখ। ভানু অনলের তৃতীয়া পত্নী নিশা রোহিনী হইতে অগ্নি ও সোম নামে দুই পুত্র এবং বৈশ্বানর বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ঋষি ও অগ্রণী নামক পঞ্চ পাবকের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কপিলের বর্ণ শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ। তিনি অন্যান্য হুতাশনের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন। তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ। কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যতিগণ তাঁহাকে কপিল ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনিই সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তক কপিল নামক অগ্নি। (মহাভা)। কর্দ্দম দেখ। কপিল রাজর্ষি—প্রভাসতীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়া একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাই কপিলেশ্বর নামে খ্যাত। (স্কন্দপ্রভা)।

কপিলা—মহর্ষি বহুপুত্র দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কপিলা, প্রভৃতি দুইটীকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ, অদিতি, দিতি, কপিলা প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে বিবাহ করেন। এই কপিলা হইতে অলম্বুষা প্রভৃতি অপ্সরাগণ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, গো, অমৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

(মহাভা)। ২। মহর্ষি আসুরির পত্নী কপিলা অতি দয়াবতী ছিলেন। আসুরি পঞ্চশিখ নামক ঋষিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার পত্নী কপিলা এই শিষ্য বালককে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্তন-দান দ্বারা লালন পালন করিয়াছিলেন। (মহাভা)। দক্ষ দেখ

কপিলাক্ষ—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি কপিলাক্ষ কাত্যায়নীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক স্বীয় প্রাণ রক্ষা করেন। (বাম)।

কপিলাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ধুন্ধুমারের শত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র ব্যতীত অপর সকলেই ধুন্ধুরাক্ষস হস্তে নিহত হন। (হরি)।

কপিলেশ—
কপিলেশ্বর— } বহুদক তীর্থে কপিল মুনি বহুকাল তপস্যা করিয়া একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কপিলেশ্বর লিঙ্গ। (স্কন্দ মাহে)। কপিল রাজর্ষি দেখ।

কপিশ—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, অয়োমুখ, কপিশ, প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। (মৎ)।

কপিষ্টল—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি কপিষ্টল। তাঁহার আর্ষের প্রবর বশিষ্ঠ। (মৎ)।

কপীতর—মহর্ষি কপীতর একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর—অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয় এই তিনটী। (মৎ)।

কপীবান্—তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)। সপ্তর্ষি ও কাব্য দেখ)

কপীশ্বর—হনুমানের অন্য নাম। (স্কন্দ, ব্রহ্ম)

কপোত—মহর্ষি কপোত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেব দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)। কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহঙ্গের জন্ম হয়, কপোত তন্মধ্যে একজন। (মহাভা)।

কপোতক—নাগরাজ বিশেষ। উত্তান পাদ দেখ।

কপোতবৃত্তীশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গের নাম, (স্কন্দ-কাশী)।

কপোতরোমা—যযাতিবংশীয় বিলোমার পুত্র। কপোতরোমার পুত্র অন্ধ। অন্ধুর তনয় অন্ধক। অন্ধকের তনয় দুন্দুভি। (ভাগ)। (২) চন্দ্রবংশীশ নরপতি শূরের পুত্র কপোতরামা। কপোতরোমার তনয় বিলোমক। বিলোমকের পুত্র নল। এই নল তুম্বুরু সদৃশ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। (লি)। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা এবং কপোতরোমার পুত্র বিলোমা, বিলোমার পুত্র ভব, ভবের তনয় অভিজিৎ। (বিষ্ণু)। যদুবংশীয় কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় কপোতরোমা, কপোতরোমার তনয় বিলোমক। (কূর্ম্ম)। সাত্বত বংশীয় কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণি হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে কপোতরোমা, এই কপোত রোমা হইতে তিত্তির তিত্তির হইতে সর্প এবং সর্প হইতে নল জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ধৃষ্ণুর তনয় কপোতরোমা, কপোতরোমার তনয় তিত্তির এবং তিত্তিরির পুত্র পুনর্ব্বসু। (হরি)। উশীনের তনয় বিখ্যাত শিবি, শিবির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রজাপালক, অতিতেজস্বী দেবর্ষিগণের আদরণীয় যশস্বী কপোতরোমা নামে এক পুত্র জন্মে। (মাহাভা)।

কপোতিকা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)।

কপোল—ত্রিপুরত্রয়ের অন্যতম কপোল ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা)।

কফন্বেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী)।

কবচ—কবচ হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের বংশে নিবাত ও কবচ নামধেয় তপস্যা সম্পন্ন মহানুভব দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মনিমতি নগরীতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। অর্জ্জুন ইহাদিগকে নিপাত করেন। (হরি)।

কবচী—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কবচী। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

কবন্ধ—(১) দিতির পুত্র জনৈক রাক্ষস। তাহার পূর্ব্ব নাম দনু। (রামা)। এই রাক্ষস ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া বনবাসী তাপসদিগকে সর্ব্বদা বিত্রাসিত করিত। একদা মহর্ষি স্থূলশিরাকে ধর্ষিত ও কোপিত করিলে, তিনি "তোর এই লোক নিন্দিত রূপই থাকুক," এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। পরে সে অনেক অনুনয় করিলে; তিনি বলিলেন

"রাম কর্তৃক ছিন্ন হস্ত ও দগ্ধ হইলে তুমি আবার দিব্যরূপ লাভ করিবে।" কবন্ধ একদা কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। দুর্মতি রাক্ষস ইহাতে গর্ব্বিত হইয়া ইন্দ্রকেই ধর্ষিত করে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শত পর্ব্ব বজ্রদ্বারা তাহার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। পরে ইন্দ্রকে অনেক অনুনয় করিলে তিনি তাহার জীবন ধারণের জন্য হস্তদ্বয় যোজন বিস্তৃত, মুখ সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা সম্পন্ন ও কুক্ষি মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। রাম ও লক্ষণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার বাসস্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হন। এবং কবন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হন। রাম তাহার হস্তদ্বয় ছিন্ন করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিলে, সে দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক স্বকীয় আত্ম পরিচয় প্রদান করে। এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদিগকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দেয়। তৎপরে সে সুরলোকে গমন করে। (রামা)। (২) মহর্ষি জৈমিনীর অমিত দ্যুতি পুত্র সুমন্ত স্বীয়শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করান। কবন্ধও অথর্ব্ববেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য দেবদর্শ ও পথ্যকে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)। (৩) বিরাধ ও কবন্ধ নামে ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী দুই রাক্ষস ছিল। তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে গন্ধর্ব্ব ছিল। শাপগ্রস্ত হইয়া রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হয়। দাশরথি রাম তাহাদিগকে সংহার করেন। (হরি)। বরাহকল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, কবন্ধ তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লি)। গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু ব্রহ্মশাপে কবন্ধ রাক্ষসে পরিণত হয় এবং রাম তাহাকে সংহার করিলে, দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করে। (মহাভা)।

কবন্ধক—মহাদেবের অন্যতম অনুচর কবন্ধক। (ব্রহ্মবৈ)।

কবন্ধি, কবন্ধী—মহর্ষি কত্যের পুত্র কাত্যায়ন কবন্ধী পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রহ্ম পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। (প্রশ্ন উ)।

কবরী—জনৈক মহর্ষি। তিনি পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা)।

কবষ—কবষ নামে একজন অনার্য্য দস্যু ছিল। ইন্দ্র তাহাকে জল

মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

কবি—(১)অঙ্গিরার পুত্র কবি বালক হইয়াও সাতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন। সেজন্য বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে শিষ্য করিয়া পুত্রক বলিয়া ডাকিতেন। (মনু সং)। মহর্ষি কবির তনয় উশনা (ভৃগু) ইন্দ্রের সহায় ছিলেন। (ঋগ)। (২) চাক্ষুষ প্রজাপতি হইতে অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীর গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই মনু হইতে প্রজাপতি বৈরাজের কন্যা নড়লার (নড্বলার) গর্ভে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, কবি তপস্বী, সত্যবান্, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু, নামে দশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। চাক্ষুষমনু দেখ। (৩) রৈবত মনুর ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশ পুত্র ছিল। (হরি)। কবির কন্যার নাম স্বধা। হিরণ্য গর্ভ হইতে স্বধার গর্ভে সোমগণ উৎপন্ন হয়। শূদ্রগণ তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। (হরি) বাগদুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, খসৃম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাতজন ব্রাহ্মণ নাম ও কর্ম্ম দ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্য মুনির শিষ্য ছিলেন। পিতা শাপ প্রদানপূর্ব্বক উদাসীন হইলে তাঁহারা গার্গ্যের গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। একদা তাহারা সকলে গুরুর নিয়োগানুসারে তাঁহার বৎসবতী পয়স্বিনী গাভীকে বনে চরণার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় তাঁহারা সেই গাভীকে বধ করিয়া তাহার মাংস পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক গুরু গার্গ্যকে জ্ঞাপন করিলেন যে, গাভী শার্দ্দূল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। বৎসটী জীবিত রহিয়াছে। গুরু তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক বৎসটীকে গ্রহণ করিলেন। এই গুরু প্রবঞ্চনা পাপে তাঁহারা প্রথমে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে নানা যোনী ভ্রমণপূর্ব্বক তাঁহারা মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। কবি তন্মধ্যে পাঞ্চিক নামক রাজার অমাত্য হইয়াছিলেন। (হরি)। মহর্ষি বেদব্যাস বেদ চারি অংশে বিভাগ করিলে পর মহর্ষি পৈল ঋগ্বেদ, জৈমেনী ও

কবি সামবেদ এবং বৈশম্পায়ন সমস্ত অথর্ব্ববেদ এবং দারুণ স্বভাব সমস্ত মুনি অথর্ব্বেদ ও ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্যুৎপন্ন হন। (ভাগ)। মহর্ষি রুচির ঔরসেও আকৃতির গর্ভে যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তোষ, প্রত্যোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন এই দ্বাদশটি পুত্র জন্মলাভ করেন। (ভাগ)। (৫) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র কবি, কবির, পুত্র উশনা। (ভাগ)। (৬) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতির গর্ভে নরপতি প্রিয় ব্রতের যে সকল পুত্র জন্মে কবি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি উদ্ধরেতা ছিলেন। (ভাগ)। (৭) মনু বংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগত এবং কবি প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্মপ্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। অবশিষ্ট একাশীজন সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। মনুর (৮) ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষাকু, কবি, প্রভৃতি দশপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কবি বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া বন্ধুবান্ধব সহ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিশোর বয়সেই পরম পুরুষের পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন। (ভাগ)। (৯)। যযাতি বংশীয় নরপতি দুরিতক্ষয়ের ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা তিনজনেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক নামে দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)। (১০) বরাহ কল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে মহাদেব ধার্ম্মিক মুনি পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি নামে চারিজন শিষ্য ছিল। (লি)। (১১) বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তকলি যুগে কবি নামে একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ পরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (১২) বরুণ মূর্ত্তিধারী ভগবান মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কবি হইতে কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। (মহাভা)। (১৩) শ্রাদ্ধ ভাগার্হ বিশ্বদেবগণের

মধ্যে কবি অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)। (১৪) তামস মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প ও ধীমান এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)। (১৫) ভরত বংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষব। উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্রয্যরুণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (মৎ)। (১৬) প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম কবি। (মহাভা-বন)। (১৭) প্রিয়ব্রতসুত হিরণ্যরোমা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হিরণ্যরোমার অন্যতম পুত্র কবি। (স্কন্দ-মাহে)। হিরণ্য রোমা দেখ।

কবিসত্তম—বরাহ কল্পে যে সকল ব্যাস ছিলেন কবিসত্তম তাঁহাদের। অন্যতম ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কব্য—একশ্রেণী পিতৃদেবতা। (ঋগ)।

কব্যবাহ—পিতৃগণ ও অনল দেখ।

কমঠ (১) কমঠ কাম্বোজ দেশের অধিপতি ছিলেন। (মহাভা)। (২) মহর্ষি হারীতের তনয় কমঠ, ব্রাহ্মণরূপী সূর্য্যকে প্রশ্নোত্তর স্থলে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কমনীয়—মহাদেবের তনয় গণেশের এক নাম কমনীয়। (স্কন্দ-মাহে)।

কমল—কমল ঋষির পুত্র কামলায়ন উপকোসল ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য মহর্ষি সত্যকাম জাবালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যকাম বহুকাল পরীক্ষায় পরে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়া ছিলেন। (ছান্দো)।

কমলা (১) লক্ষ্মীর অন্যনাম। (২) রাধিকার অন্যতম সখী কমলা। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কমলা অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)। (৪) ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় কমলারও উদ্ভব হয়। তিনি বিষ্ণুর অংশায়িনী হন। (ভাগ)। (৫) অনসূয়া দেখ।

কমলাক্ষ—তারকাসুরের পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী এই তিন জন ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তিনটীপুর লাভ করেন। মহাদেব তিনটী পুর ভেদ করিয়া তিন জনকেই বধ করেন। (মহাভা)। তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র, পরাবসু, বিরোচন, প্রভৃতি দানবেরা হুতাশন ও বায়ুর ভয়ে সমুদ্রে পলায়ন করে। এবং জল দুর্গের আশ্রয় লইয়া দেবতা-

দের উপর অত্যাচার করিত। (মৎ)।

কমলাক্ষী—(১) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কমলাক্ষী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)। (২) প্রয়াগ তীর্থ স্কন্দের সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী উর্দ্ধবেণী, কোটরা, শ্রীমতী, বাত-পত্রিকা, পতিতা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কমলাদেবী—লক্ষ্মীর অন্যনাম কমলা।

কমলাপতি—লক্ষ্মীর অন্য নাম কমলা। সেই জন্য লক্ষ্মীর স্বামী বিষ্ণুকে কমলাপতি নামে অভিহিত করা হয়। (মহাভা)।

কমলালয়া—(১) লক্ষ্মীর অন্য নাম। (২) পূর্ব্বকালে বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার স্ত্রীর নাম কমলালয়া ছিল। তাহাদের পুত্র বেদনাথ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া বানরযোনীতে জন্মিয়া-ছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কমলোৎপল হস্তিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য দেবদেব মহাদেব বহু মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে সঙ্কনী, অশ্বত্থা বীজভাবা, অপরাজিতা, কল্যাণী, মধুদংষ্ট্রী ও কমলোৎপল হস্তিকা এই কয়জন মায়ানুচরী বলিয়া অভিহিতা হন। (মৎ)।

কম্পক—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে তমসা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর অদ্রি ও কম্পকে প্রদান করিয়া ছিলেন। (বাম)। অদ্রি দেখ।

কম্পন—(১) জনৈক রাক্ষস বীর। লঙ্কা সমরে তিনি বলি পুত্র অঙ্গদ হস্তে নিহত হন। (রামা-লঙ্কা)। (২) ইন্দ্রতুল্য মহাবল যবনজিৎ নরপতি কম্পন প্রভাবশালী ছিলেন। (মহাভা)।

কম্পনা—অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে তাঁহার রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন কম্পনা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কম্পনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কম্পনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কম্বল—(১) কশ্যপ হইতে তদীয় অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নামধেয় মহাপদ্ম, কম্বল প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অশ্বতর ও কম্বনীল দেখ। এই নাগেরা শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। বিতল নামক পাতাল প্রদেশ কম্বল

প্রভৃতি নাগের বাসস্থান ছিল। বাসুকি, কঙ্কনীল, তক্ষক, সর্প পুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল, ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্য দেবকে বহন করেন। (কূর্ম)। (২) পাতালের ভোগবতী নগরীর অধিবাসী ও সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম কম্বল ছিলেন। (মহাভা)।

কম্বলবহি, কম্বলবর্হিষ—(১) মহারাজ রাজর্ষি মরুত্ত হইতে কম্বলবর্হিষ, এবং কম্বলবর্হিষ হইতে শতপ্রসূতি, শত প্রসূতি হইতে রুক্মকবচ জন্ম-গ্রহণ করেন। (হরি)। (২) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি সত্বানের পুত্র অন্ধক, অন্ধক হইতে কুকুর, ভজমান, শমি ও কম্বলবর্হিষ জন্মগ্রহণ করে। (হরি)। (৩) রাজর্ষি মরুত্তের পুত্র কম্বলবর্হিষ কম্বলবর্হিষের পুত্র দেববান্, দেববানের তনয় অসমৌজা, বীর ও নাসমৌজা। (হরি)। জ্যামঘ বংশীয় বভ্রুর কাক দুহিতা হইতে কুকুর, ভজ-মান, শমী ও কম্বলবর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম কম্বলবর্হিষ। কম্বলবর্হিষের পুত্র অসমঞ্জা। (মৎ)।

কম্বলশতকেশ্বর—কাশীস্থিত কম্বল শতকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, অর্চ্চনাকারীর বংশে গানদক্ষ ও শ্রী সম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে। (স্কন্দ-কাশী)।

কম্বলী—দ্বারকাতীর্থের নৈঋত দিক রক্ষক অন্যতম দ্বার পাল। (স্কন্দ-প্রভা)।

কম্বলেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ কাশী)।

কম্বু—প্রহ্লাদের বংশে কম্বু নামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিব ভক্ত ছিলেন। কম্বুকেশ্বর তীর্থ তাহারই প্রতিষ্ঠিত (স্কন্দ-আব)।

কয়—একজন দৈত্য। ইহার অন্যনাম কাশার কাশার দেখ।

কয়াধু—জম্ভাসুরের অন্যতমা কন্যা। তাঁহাকে হিরণ্যকশিপু বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে সংহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

কর—একজন নাগের নাম কর। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। সূর্য্যের এক নাম কর। (স্কন্দ-কাশী)।

করক—বরাহ কল্পে যে সকল ব্যাস ছিলেন, করক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

করকর্ষ—শিশুপালের তনয় ধৃষ্টকেতু,

ধৃষ্টকেতুর অন্যতম ভ্রাতা করকর্ষ ও শরভ। (মহাভা)।

করজ—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে ক্রতু, দক্ষ বসু, সত্য,কালকাম,মুনি,করজ, মনুজ, বীজ, ও রোচমান নামক দশপুত্র জন্মে। তাঁহারা বিশ্বদেবগণ নামে খ্যাত। (মৎ)।

করঞ্জ—(১) ইন্দ্র, অতিথিগ্ব রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক শত্রুদ্বয়কে তেজস্বী কর্ত্তনীদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ঋগ)। (২) কশ্যপপত্নী দনু হইতে করঞ্জ দানব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। (স্কন্দ-আব)। অতিথিগ্ব দেখ।

করঞ্জ নিলয়া—পাদপ সমুদয়ের মাতাকে করঞ্জ নিলয়া কহে। তিনি সাতিশয় অনুকম্পাপরতন্ত্রা সৌম্যমূর্ত্তি ও বরপ্রদা। এই নিমিত্ত পুত্রার্থীগণ করঞ্জ পাদপ অবলোকন করিলেই তাহাকে নমস্কার করেন। (মহাভা)।

করণ—ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়কৃত্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ-ব্র-৮)।

করথ—মহর্ষি করথ একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। ব্রহ্মা বেদসৃষ্টির পরে, আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন। এবং তাহা ভাস্করদেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, করথ, কাশিরাজ, দিবোদাস, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল ও অগস্ত্য নামক ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা সকলেই-বেদবেদাঙ্গ বেত্তা ও সুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি চিকিৎসাসংহিতা রচনা করেন। (ব্রহ্মবৈ-ব্র-১৬)।

করন্ধ—ইন্দ্র করন্ধ নামক অনার্য্য শত্রুকে বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

করন্ধম—তুর্ব্বসুর বংশীয় নরপতি ত্রৈসানুর পুত্র করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। মরুত্তের কোন পুত্র ছিল না। সম্মতা নামে এক কন্যা ছিল। (হরি-হরি-১৮)। মনুবংশীয় নরপতি পরম ধার্ম্মিক খনিনেত্রের পুত্র করন্ধম, করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ। (ভাগ)। যযাতিবংশীয় ত্রিভানুর অপত্য করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। মরুত্ত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ভাগ)। মনুবংশীয় নরপতি অতি-বিভূতির পুত্র করন্ধম। করন্ধম হইতে অবিক্ষি এবং অবিক্ষি হইতে মরুত্ত। মরুত্ত হইতে নরিষ্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। যদুবংশীয় নরপতি ত্রৈশাম্বের পুত্র করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। এই মরুত্ত, পুত্র না থাকায় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অবিক্ষিত ও অক্ষিত দেখ। মহাত্মা খনীনেত্রের পুত্র সুবর্চ্চা (অন্য নাম করন্ধম)। প্রজারা তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাকে রাজা করেন। তিনি প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, পবিত্র, শমদমাদি-গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিলেও তাঁহার কোষ ও বাহন বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সুযোগে অধীনস্থ ভূপালগণ তাঁহাকে সাতিশয় পীড়ন আরম্ভ করেন। একদিন যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তাহাতে মুখ মারুত সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম সঞ্জাত হইল। তখন তিনি অনায়াসে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিলেন। সেই হইতে তাঁহার নাম করন্ধম হইল। করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ (মহাভা-আশ্ব)। যযাতি বংশীয় গোভানু হইতে ত্রিসারী, ত্রিসারী হইতে করন্ধম, করন্ধম হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

করবীকেশ্বর—কাশীস্থিত করবীকেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। (স্কন্দ-কাশী)।

করবীর—কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সমস্ত নাগ জন্মগ্রহণ করেন, করবীর তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম করবীর ছিলেন। (মহাভা)।

করভাজন—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও করভাজন প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ছিলেন। অবশিষ্ট একাশী জন মহাভাগবত ছিলেন। (ভাগ)।

করভেশ, করভেশ্বর—মহাকাল বনে মহাদেব একবার করভরূপ ধারণ করিয়া ছিলেন। দেবগণ জানিতে পারিলে মহাদেব তখন লিঙ্গরূপ

পরিগ্রহণ করিলেন এবং করন্ধেশ বা করন্ধেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। (স্কন্দ-আব)।

করম্ভ—১। যদুবংশীয় নরপতি দশরথের তনয় শকুনি, শকুনির তনয় করম্ভ। করম্ভের পুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে তাঁহার নাম করম্ভি। ২। রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন এবং বহুবর্ষ পঞ্চনদ প্রদেশে জলে অবস্থানপূর্ব্বক পুত্র লাভার্থ তপস্যা করেন। যখন করম্ভ জলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র গ্রাহরূপে তাঁহার চরণদ্বয় আকর্ষণপূর্ব্বক নিষ্ঠুররূপে তাঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে রম্ভ মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়া কঠোর তপস্যার উদ্যোগ করিলে অগ্নি তাঁহাকে বর দেন। সেই বরের ফলে মহিষীর গর্ভে রম্ভের মহিষাসুর নামে পুত্র জন্মে। রম্ভ এক মহিষের আঘাতে গতায়ু হন। (বাম)।

করম্ভক (কনীয়ক)—অজাত দেখ।

করম্ভা—রাজা অক্রোধনের স্ত্রী করম্ভা কলিঙ্গ দেশীয়া ছিলেন। তাহার গর্ভে দেবাতিথি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা-আদি)। অক্রোধন দেখ।

করম্ভি—১। অগস্ত্য বংশীয় মহর্ষি করম্ভি একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। ২। যযাতি বংশীয় শকুনির পুত্র করম্ভি। করম্ভির পুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু। (ভাগ)।

করাল—১। একজন রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে নিহত হন। (রামা)। রাজর্ষি করাল জনক বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে মোক্ষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন। (মহা)। ৩। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে মাতৃকা জটাধরা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর, করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ, চতুর্দংষ্ট্র, বিদ্যুৎজিহ্ব, দশানন, সোমাপ্যায়ন, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (রামা)। ৪। শিবানুচর করাল বহু সংখ্যক অনুচর সহ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)। ৫। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি

করালকে অম্বিকা দেবী মুষ্টি প্রহারে নিপাতিত করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

করালদন্ত—করালদন্ত নামে এক ঋষি ছিলেন। (মহাভা)।

করালবাক্—দুর্গ রাক্ষসের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশী)।

করালাক্ষ—দেবাসুর সমরে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বতসমুদয়, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, করালাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)।

করালিনী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব অনেকগুলি মাতৃকার সৃষ্টি করেন। করালিনী তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

করালী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার নিমিত্ত মহাদেব বহু মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে করালী অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

করীরাশী—মহর্ষি করীরাশী অত্রি-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের খিলিখিলি, অবিদ্য ও বিশ্বামিত্র এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ছিল। (মৎ)।

করীষা—মহর্ষি করীষা অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত, ও উদ্দাল এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

করুণ—একজন মহর্ষি। (স্কন্দ-মাহে)।

করুণেশ, করুণেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ।

করুথাম—কুরুবংশীয় নৃপতি দুষ্মন্তের পুত্র করুথাম। করুথামের তনয় আক্রীড়। (হরি)।

করুষক—যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, করুষক, বৎস-বালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথা, শ্রুত-দেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অনাধৃষ্টি দেখ।

করুলতী—করুলতী ঋগ্বেদের অন্য-তম দেবতা। সায়নের মতে পূষারই অন্যনাম করুলতী, অর্থাৎ দন্তহীন। (ঋগ্)।

করূষ, করূষ—১। বৈবস্বত মনুর, পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু নাভাগ রিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও সুদ্যুম্ন নামে দশ পুত্র জন্মলাভ করিয়া-ছিল। তন্মধ্যে করূষ হইতে যুদ্ধে দুর্ম্মদ কারূষগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। ২। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু,

করূষ প্রভৃতি দশপুত্র এবং ইলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (কূর্ম্ম-পূ-২০)। ৩। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া অনপত্য করূষকে সুচন্দ্র নামে এক মহাবলশালী পুত্র প্রদান করেন। (মৎ)। বিভিন্ন পুরাণে মনুর পুত্র-সংখ্যা বিভিন্ন এবং নামও বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। অরিষ্ট ও ইলা দেখ।

করেণুমতী—শিশুপালের কন্যা করেণুমতী হইতে পাণ্ডুপুত্র নকুলের নিরমিত্র নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

করোটক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সমুদয় নাগ জন্মগ্রহণ করেন, করোটক তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

কর্কটক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে তক্ষক, কম্বল, অনন্ত, কর্কটক, বাসুকী, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কর্কটক শিবোপাসক ছিলেন। (লি)।

কর্কটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, শ্বেততীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুদামা, লোহমেখলা, বপুষ্মতী, রৌদ্রা, উলমুখাক্ষী, কোকনামা, মহাসনী, কর্কটিকা ও তুণ্ডাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কর্কটেশ্বর—পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর নাম ছিল ভানুমতি। রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তি পূর্ব্বজন্মে অতিশয় মন্দমতি ছিলেন। সেইজন্য মৃত্যুর পরে নানাবিধ নরক ভোগের পর, মহাকাল বনে শিব সরোবরে কর্কট-জন্ম লাভ করেন। এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই জন্মে তিনি পুণ্যবান্ ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে রাজা হন। এবং সেই শিবলিঙ্গ কর্কটেশ্বর নামে খ্যাত হয়। (স্কন্দ-আব)।

কর্কন্ধু—অশ্বিদ্বয়, মহর্ষি কর্কন্ধুকে অনার্য্য দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

কর্কর—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কর্কর তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। কদ্রু ও দক্ষ দেখ।

কর্কোটক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধারী এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। বাসুকী, কম্বনীল, তক্ষক, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন।

রসাতল নামক পাতালপ্রদেশে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। (কূর্ম্ম)। কম্বলাশ্ব ও অশ্বতর দেখ। নিষধ-রাজ কলির শাপপ্রভাবে রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীসহ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে স্বীয় ভার্য্যা দময়ন্তীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে নারদ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত কর্কোটক নাগকে দাবানলে বেষ্টিত দেখিতে পান। নল তাহাকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করেন। প্রতিদানে কর্কোটক তাঁহাকে বসনযুগল প্রদান এবং তাঁহারই পরামর্শে ভূপতি নল ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে বাহক নামে সারথি হইয়া অবস্থান করেন। (মহাভা-বন)। সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগ-বতী নগর নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম কর্কোটক ছিলেন। (মহাভা)।

কর্কোটেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী)। স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কর্কোটেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বভয় ও দারিদ্র্য দোষ নষ্ট হয়। (স্কন্দ-আব)।

কর্ণ—রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী। কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ। একদিন মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তি-ভোজের অতিথি হন এবং কুন্তীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে, তিনি যে দেবতাকে আহ্বান করিবেন, তাঁহারই দ্বারা তিনি সন্তান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই বর পরীক্ষা করি-বার জন্য তিনি একদিন সূর্য্যকে আরাধনা করেন। সূর্য্যের অনুগ্রহে তিনি গর্ভবতী হন। এই ঘটনা গোপন করিবার জন্য সদ্যজাত কর্ণকে তিনি এক সিন্ধুকে স্থাপন-পূর্ব্বক অশ্বনদীর জলে নিক্ষেপ করেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা অধিরথ সেই নবকুমারকে জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে গৃহে আনয়ন-পূর্ব্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন এবং ঐ কুমার বসু অর্থাৎ কবচ কুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছেন বলিয়া, ইঁহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, তাহাই পাইতেন। একদা দেবরাজ অর্জ্জুনের হিতসাধনার্থে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ

শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন। ইন্দ্র কবচ গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে তাঁহাকে এক শক্তি অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন—"বৎস! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এই এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে। যাঁহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে তাঁহার আর নিস্তার থাকিবে না। সে অবশ্য ইহাতে নিপাতিত হইবে।" বসুষেণ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া তদবধি ক্ষিতিতলে তিনি কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে অভিহিত হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া অন্ধক বংশীয় রাজা অধিরথ-পুত্র কর্ণ ও অন্যান্য অনেক রাজকুমার তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানা প্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন হইল। এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে কৌরব ও পাণ্ডবেরা তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় প্রদানার্থ এক সভায় সম্মিলিত হইলেন। সকলের শেষে অর্জ্জুন স্বীয় অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণ সভাস্থলে প্রবেশ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমি বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি বিস্মিত হইও না।" কর্ণের বাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি ও অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণের আদেশ অনুসারে কর্ণ অর্জ্জুনের অনুরূপ অস্ত্র শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিলেন। দুর্য্যোধন অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উৎসাহিত করিলেন। তখন কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলে, অর্জ্জুনও প্রস্তুত হইলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া কুশলী, কৃপাচার্য্য কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণ কোন পরিচয় দিতে না পারিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কর্ণ রাজকুমার নহে বলিয়া অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ-

যুদ্ধে অযোগ্য বলিয়া, দুর্য্যোধন সভাস্থলেই কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল না। এই ঘটনার পর হইতে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হইল। ইহার কিছুকাল পরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ একবার ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হন। দ্রোণাচার্য্য কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিতে অসম্মত হওয়ায় কর্ণ পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু পরশুরাম যখন জানিতে পারিলেন, যে, কর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন, তখন তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যুদ্ধের সময় এই সকল অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না।

কর্ণ দুর্য্যোধনের বন্ধু হইয়া শকুনির ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদেরই কুপরামর্শে ও ষড়যন্ত্রে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া বনে গমন করেন। একবার বনবাসকালে পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে অবস্থানের সময়ে কর্ণের ও শকুনির কুপরামর্শে দুর্য্যোধন সপরিবারে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্যাতিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বহস্তে বন্দী হন। পরে অর্জ্জুন তাঁহাকে মুক্ত করেন। ইহার কিছুকাল পরে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দুর্য্যোধনের জন্য প্রভূত ধন সংগ্রহ করেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়া কর্ণ তাঁহার জীবিতকালে কুরুক্ষেত্র-সমরে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। ভীষ্মের মৃত্যুর পরে অস্ত্র ধারণ করেন। যে সপ্ত রথী অভিমন্যুকে বধ করেন কর্ণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। কুন্তী তাঁহাকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। দ্রোণাচার্য্যের পরে যুদ্ধের ষোড়শ দিবসে কর্ণ সেনাপতি হন, কিন্তু সপ্তদশ দিবসে অর্জ্জুন-হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

কর্ণজিহ্ব—মহর্ষি কর্ণজিহ্ব একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চনানশ। (মৎ)।

কর্ণধার—একজন দৈত্যপতি। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কর্ণপিশাচী—তন্ত্রে উল্লেখিত একটি দেবীর নাম। তাঁহার গাত্র কৃষ্ণবর্ণ, তিনি রক্তনয়না, খর্ব্বা, লম্বোদরী, রক্তজিহ্বিকা, উন্মুখী, শবহৃদয়-বিলাসিনী ও চঞ্চলা, অর্দ্ধরাত্রিকালে দগ্ধমীন দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। (তন্ত্রসার)।

কর্ণপ্রাবরণা—১। দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন কর্ণ-প্রাবরণা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)। ২। মুরু দৈত্যের কন্যা কামকটঙ্কটার সখী। (স্কন্দ-মাহে)।

কর্ণমোটী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কর্ণমোটী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কর্ণশ্রবা—দ্বৈতবনবাসী কৃতচেতাঃ, কর্ণশ্রবা প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে নানাবিধ উপদেশাদিদ্বারা তাঁহার ক্লেশ অপনোদন করিতেন। (মহাভা)।

কর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বিক্রম ও সন্নিভকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কর্ণাট—জনৈক অসুর। তাহাকে শ্যামলা দেবী বিনাশ করে। (স্কন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৮)।

কর্ণিকা যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা আনক। আনকের স্ত্রী কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয়নামে দুই পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ২। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব যোগিনীদিগকে নানা স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। পরীস্থানের উত্তরদিকে যোগিনী কর্ণিকা দেবী অবস্থিত। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২)।

কর্ণিকার—কশ্যপপত্নী বিনতা গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র ও সৌদামণি নামে এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অরুণের পুত্র সম্পাতি ও জটায়ু। কর্ণিকার, শতগামী, সারস, ভেরুণ্ড ও রজ্জুবাল, এই পাঁচজন জটায়ুর পুত্র। (মৎ)।

কর্ণোৎপলা—আনর্ত্ত দেশের রাজা সত্যসন্ধের কন্যা। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। অবশেষে কামদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (স্কন্দ-নাগ-১২৫-১২৭)।

কর্ণেশ্বর—কাশীস্থিত একটি

শিবলিঙ্গের নাম। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩)।

কর্ত্তা—১। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে কর্ত্তা একজন দেবতা। (মহা-ভা.)। ২। সূর্য্যের এক নাম কর্ত্তা (স্কন্দ-প্রভা-২৩৯)।

কর্ত্তৃণ—মহর্ষি কর্ত্তৃণ অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব এই তিনটী। (মৎ)।

কর্দ্দম—১। জনৈক ঋষি। তিনি একজন প্রজাপতি ছিলেন। পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মারীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ প্রধান ছিলেন। (রামা-আর-১৪)। অত্রি ও অরিষ্টনেমী দেখ। ২। কর্দ্দম বাহ্লীক দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ইল মহাদেবের প্রভাবে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। (ইল দেখ)। ঐ অবস্থায় বুধের ঔরসে ইলের গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। (রামা-উত্ত-১০০-০৩)। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা, রাজা প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন এবং কর্দ্দমের পুত্র মহাত্মা শঙ্খপাদকে পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষিণদিকে দিকপালরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। (হরি)। ৪। প্রজাপতি কর্দ্দমের স্ত্রী দেবহূতির গর্ভে নারায়ণের অবতার সাংখ্য দর্শনকার ঋষি কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। কপিল দেখ। ৫। পুলহের ঔরসে ও তদীয় পত্নী ক্ষমার গর্ভে কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। ৬। পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের পীবরী নাম্নী এক কন্যাও ছিল। (লি)। ৭। প্রজাপতি ব্রহ্মার ছায়া হইতে কর্দ্দম মুনি উদ্ভূত হন। তিনি মনুর অন্যতমা কন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন। দেবহূতির গর্ভে মহাত্মা কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৮। কীর্ত্তিমানের পুত্র কর্দ্দম. তিনি অতি মহাতপা ছিলেন। কর্দ্দমের পুত্র অনঙ্গ প্রজাপালনতৎপর সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ ছিলেন। (মহাভা)। ৯। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল সর্প জন্মগ্রহণ করেন, কর্দ্দম তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা-ভা)। ১০।

কর্দ্দমের স্ত্রী সিনীবালা। কর্দ্দম সস্ত্রীক সোমের রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সিনীবালা সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল সোমের স্ত্রীরূপে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। (মৎ)। ১১। মহর্ষি কর্দ্দমের স্ত্রী দেবহূতি স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে দেবহূতির কলা, শ্রদ্ধা, অনুসূয়া, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী ও শান্তি নামে নয় কন্যা জন্মে। পরে মহর্ষি কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। ১২। পুলহ হইতে ক্ষমার গর্ভে অবরীবান, কর্দ্দম ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। ক্ষমা ও অমৃত দেখ।

কর্পূরতিলকা—সমুদ্র মন্থনকালে অনেক অপ্সরার উৎপত্তি হয়। কর্পূরতিলকা তন্মধ্যে একজন ছিলেন। পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯,৪৭)।

কর্ম্মকার—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কর্ম্মকার, শঙ্খকার, মালাকার প্রভৃতি নয় পুত্রের জন্ম হয়। (ব্রহ্মবৈ)।

কর্ম্মজিৎ—জরাসন্ধ বংশীয় বৃহৎসেনের পুত্র কর্ম্মজিৎ, কর্ম্মজিতের পুত্র সুতঞ্জয়, সুতঞ্জয়ের তনয় বিপ্র, বিপ্রের তনয় শুচি। (ভাগ)।

কর্ম্মমোচী (দেবী)—কর্ম্মমোচী নাম্নী চণ্ডিকা দেবী প্রভাসে বিরাজমান আছেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৯)।

কর্ম্মলা—ভরদ্বাজ ও কুৎসশায় গোত্রের কুল দেবী। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কর্ম্মশ্রেষ্ঠ—মহর্ষি পুলহের পত্নী গতি হইতে কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

কর্ষণ—জনৈক মুনি (স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫)।

কলকন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কালিন্দী স্বীয় অনুচর কলকন্দকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কলকলেশ—প্রভাস ক্ষেত্রস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৫)।

কলকলেশ্বর—কোনও সময়ে মহাবনে হর-গৌরীর পরস্পর কলহ উপস্থিত হয়। সেইজন্য শঙ্কর এই স্থানে কলকলেশ্বর নামে সমুদ্ভূত হন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা ও এক রাত্রি উপবাস করিলে শতকুল উদ্ধার হয়। (স্কন্দ-আব-অব-৮)।

কতবতী—অগ্নি দেখ।

কলশ, কলষ, কলস,—১। মহর্ষি কলষের পুত্র তুর। এই তুর ঋষি জনমেজয় রাজার অনেক যজ্ঞে পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। (ভাগ)। ২। যদুবংশে কলশ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দুর্ব্বাসা মুনির শাপে ব্যাঘ্র হয়েন। পরে নন্দিনী ধেনুর অনুগ্রহে এক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া শাপমুক্ত হন। (স্কন্দ-নাগ-৪৯)।

কলশধ্বজ—অন্ধকাসুরের সহিত যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয়, তখন মহাদেবের অন্যতম অনুচর কলশ-ধ্বজ, অন্ধকাসুরের অনুচর রাহুকে প্রহারে রণক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (বাম)।

কলশপোতক, কলসপোতক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, কলশপোতক প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। কদ্রু ও দক্ষ দেখ।

কলশীকণ্ঠ—মহর্ষি কলশীকণ্ঠ অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর ছিল। (মৎ)।

কলশেশ্বর—যদুবংশীয় কলশ নর-পতি কর্ত্তৃক স্থাপিত এক শিবমূর্ত্তি। (স্কন্দ-নাগ-৫১)।

কলশোদর, কলসোদর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কলশোদর তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা-শল্য)। অনুজ দেখ।

কলস—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগর নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম। (মহাভা)।

কলসেশ্বর—কাশীতে কলসেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। (স্কন্দ-কাশী)।

কলহংস—তাম্রাদেবীর অন্যতমা কন্যা ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক্ জন্মগ্রহণ করে। (মহাভা)।

কলহপ্রিয়া—রুদ্র, দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কলা, কলহপ্রিয়া, প্রভৃতি একাদশটিকে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। রুদ্র ও দক্ষ দেখ।

কলহা—সৌরাষ্ট্র দেশে ভিক্ষু নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কলহা অতিশয় কলহপ্রিয়া অপ্রিয়ভাষিণী ছিল। অবশেষে আত্মহত্যা করে। এই পাপে মৃত্যুর পর নানা কষ্ট ভোগ করিতে-ছিল, অবশেষে ধর্ম্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে কলহা মুক্তি

লাভ করে। (স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪)।

কলা—১। ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও ব্রহ্মার কন্যা শতরূপা। এই মনু শতরূপাকে বিবাহ করেন। শতরূপার গর্ভে মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কর্দ্দম দেবহুতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনুসূয়া, কলা, প্রভৃতি নয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কলা মহর্ষি মরীচির পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কশ্যপ ও পূর্ণিমা। (ভাগ)। ২। দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা কলা। রুদ্র দক্ষের একাদশটি কন্যাকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে কলা তাঁহাদের অন্যতমা। (ব্রহ্ম-বৈ)। ৩। রাবণানুজ বিভীষণের কন্যা কলা। সীতা অশোকবনে আবদ্ধা থাকিবার কালে কলার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, অবিন্ধ্য নামক এক ধার্ম্মিক রাক্ষস সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বারংবার বলিয়াছিল, রাবণ তাহার কথায় অবজ্ঞা করায়, সে বলিয়াছিল যে, রাম-হস্তে সমুদয় রাক্ষস নির্ম্মূল হইবে। (রামা-স্কন্দ-৩৭)। দক্ষ ও রুদ্র দেখ।

কলাধর—অনৈক বিদ্যাধর। মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শোণাচলে প্রাণ ত্যাগ করিয়া শোন শম্ভুর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কলানিধি—সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্না অপ্সরাগণের অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)।

কলাবতী—১। দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে যে একাদশটিকে রুদ্র বিবাহ করেন, কলাবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ)। ২। কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে এক গোপরাজ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কলাবতী স্বামী-দোষে বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি স্বামীর অনুমতি অনুসারে কশ্যপ-বংশীয় নরদমুনির নিকট গমন করেন। এই নরদ মুনির ঔরসে কলাবতীর গর্ভে নারদ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। নারদের জন্মের পূর্ব্বেই দ্রুমিল রাজ্য ধন সম্পত্তি সমুদয় ব্রাহ্মণকে প্রদানপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে কলাবতী কোনও ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন এবং তথায় নারদের জন্ম হয়। নারদের বাল্যাবস্থায়ই কলাবতী প্রাণত্যাগ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৩।

কান্যকুব্জের রাজা ভলন্দনের যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক কন্যা জন্মে। দৈববাণী অনুসারে তিনি তাঁহার নাম কলাবতী রাখেন এবং স্বীয় মহিষী মালাবতীকে সেই কন্যা প্রদান করেন। কলাবতীকে সুরভানের পুত্র বৃষভানু বিবাহ করেন। কলাবতীর গর্ভে রাধিকা জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগণের অন্যতমা মানসকন্যা কলাবতী ব্রহ্মার বরে ভলন্দনের যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হন। (ব্রহ্মবৈ)। ৪। মথুরাপতি দাশার্হ, কাশী-রাজের কন্যা কলাবতীকে বিবাহ করেন। কলাবতীর পরামর্শে দাশার্হ শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-উ-১)।

(৫) সমুদ্রমন্থন হইতে উৎপন্ন অপ্সরাদের অন্যতমা কলাবতী। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)। ৬। নরপতি মলয়কেতুর পুত্রের নাম মাল্যকেতু। মাল্যকেতুর পত্নী কলাবতী অতিশয় শিবভক্তিপরায়ণা ছিলেন। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৩)। ৭। নাগরাজ রত্নদ্বীপের কন্যা রত্নাবলীর প্রভাবতী ও কলাবতী নামে দুই সখী ছিল। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৭৩)।

কলাম্পদ—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ, দেব-সেনাপতিপদে বৃত হইলে কুরুক্ষেত্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কলাম্পদকে প্রদান করেন। (বাম)।

কলি—১। মহর্ষি কলি ভার্য্যা লাভ করিলে পর অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (২)মহর্ষি প্রগাথের অন্যতম পুত্র কলি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি জরাক্ষীণ হইলে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পুনর্ব্বার যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলেন। (ঋগ্)। ৩। ক্রোধের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে কলি নামে পুত্র ও দুরুক্তি নামে কন্যা জন্মে। কলি (কলহ) স্বীয় ভগিনী দুরুক্তিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের মৃত্যু নামে পুত্র ও ভীতি নাম্নী কন্যা জন্মে। (ভাগ)। ৪। রাজা পরিক্ষীৎ কলিকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, কলি তদীয় পদে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তিনি পরে কলিকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াদেন। (ভাগ)। ৫। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষের ত্রয়োদশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মুনির গর্ভে ভীম, চিত্ররথ, কলি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। অর্কপৃষ্ঠ ও কশ্যপ দেখ।

কলিকামুখ—দণ্ডক বনে অবস্থিত খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশজন রাক্ষস বীরের অন্যতম।

তিনি রাম হস্তে নিহত হন। (রামা-অরণ্য-২৩)।

কলিঙ্গ—১। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র কলিঙ্গ। বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও অন্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কলিঙ্গ স্বীয় নামীয় জনপদের অধিপতি ছিলেন। (হরিব)। ২। ভাগবত মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, ও ওড্র নামে ছয় পুত্র জন্মে। ৩। সূর্য্যের অন্য নাম কলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)।

কলিঙ্গ দানব—তিনি স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ দেশ।

কলিঙ্গেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৬৫)।

কলিন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য,রুদ্র, বসু, পিতৃগণ,সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বতসকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কলিন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কলিপ্রিয়—১। দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুচর কলিপ্রিয় শৃঙ্গাঘাতে রণক্ষেত্রে রণোন্মত্ত অনেক দানবকে বিদারিত করিয়াছিলেন। (বাম)। ২। কাশীস্থিত কলিপ্রিয় বিনায়ক, তীর্থবাসী দ্রোহকারীদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করেন। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৫৭)।

কলূলা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ রৌদ্র মহালয় তীর্থ স্বীয় অনুচর সুনক্ষত্র, কলূলা, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কল্কলেশ্বর—মহাকাল বনে কল্কলেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান। (স্কন্দ-আবচতু-১৫)।

কল্কি, কল্কী—ভগবান্ বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কী অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় ম্লেচ্ছ ও দুরাত্মাগণের বিনাশ সাধন করিবেন। (বিষ্ণু)।

কল্প—১। নরপতি উত্তানপাদের অন্যতম পুত্র ধ্রুব। ধ্রুব শিশুপালের কন্যা ভ্রমীকে বিবাহ করেন। ভ্রমী হইতে ধ্রুবের কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ২। যদু বংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। ৩। সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির ব্যংস, কল্প, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি স্বসৃপ,

অঞ্জন, নরক, কালনাভ, রাজেন্দ্র, সরমান ও কালবীর্য্য নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয় ও সৈংহিকেয় নামে খ্যাত। (মৎ)। কালনাভ ও অঞ্জন দেখ। ৪। মহর্ষি কল্প সিদ্ধপতি বিশ্বাবসুর এক কন্যাকে পালন করিয়াছিলেন। সেই কন্যাকে নেপাল-রাজ দুর্দ্দর্শ বিবাহ করেন। (স্কন্দ-আব-চতু-৭০)।

কল্পলিঙ্গ—প্রভাসক্ষেত্রে কল্পলিঙ্গের পূজা করিলে এবং নিরাহারে ইহার প্রজাগরণ করিলে সনাতন-লোক লব্ধ লইয়া থাকে। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬২)।

কল্পেশ্বর—সপ্তম মন্বন্তরের বরাহ কল্পে মহাদেব সর্ব্বলোক প্রকাশক ও কল্পেশ্বর রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে বৈবস্বত মনু ব্রহ্মার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু। (লি)।

কল্মাষপাদ—(১) রাজা প্রবৃদ্ধের অন্য নাম। ইনি ককুৎস্থের পুত্র। ইনি শাপ হেতু রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে কল্মাষপাদ নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শঙ্খন। শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন। (রামা-আদি-৭০)। (২) রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ১১০ স্বর্গে লিখা আছে যে, মনুবংশীয় নৃপতি রঘুর প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র জন্মে। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খন। (৩) সগরবংশীয় নৃপতি সুদাসের পুত্র সৌদাস, কল্মাষপাদ ও মিত্রসহ নামে বিখ্যাত ছিলেন। কল্মাষপাদের স্ত্রীর নাম মদয়ন্তী। কথিত আছে রাজা সুদাস একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া একটি রাক্ষস বধ করেন। সেই রাক্ষসের ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ লইবার মানসে রাজা সুদাসের আলয়ে পাচক ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন বশিষ্ঠ ঋষি অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পাচকরূপী রাক্ষস তাঁহাকে নরমাংস রন্ধন করিয়া আহারার্থ প্রদান করেন। বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া রাজাকে "রাক্ষস হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে, ইহা রাজার জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে, তখন ইহার ফলভোগ দ্বাদশ বৎসর মাত্র থাকিবে বলেন। এদিকে রাজাও বৃথা অভিশপ্ত হইয়া জলগণ্ডুষ গ্রহণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী তাঁহাকে

বারণ করিলেন। রাজা সেই মন্ত্রপূত জল স্বীয় পাদে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অবধি তিনি কল্মাষপাদ (বিচিত্র বর্ণপাদ) নামে বিখ্যাত হইলেন। একদা রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ রাজা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বরথরত এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। ব্রাহ্মণী কুপিত হইয়া তখন তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, "তুমি স্ত্রী-সহবাস করিলেই নিহত হইবে।" শাপ মোচনান্তে তিনি আর স্ত্রী-সহবাস করেন নাই বলিয়া নিঃসন্তান হন। সেজন্য বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তীর গর্ভ বিধান করেন। রাজ-মহিষী দীর্ঘ-কাল গর্ভ ধারণ করিয়াও সন্তান প্রসব না করাতে বশিষ্ঠ ঋষি অশ্মদ্বারা গর্ভে আঘাত করিলে পর তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। সেইজন্য উক্ত পুত্র অশ্মক নামে খ্যাত হন। (ভাগ)। (৪) ইক্ষাকু বংশীয় অযোধ্যার অধিপতি কল্মাষ-পাদ একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া শ্রান্তক্লান্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। শক্তি অগ্রে যাইতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু শক্তি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। সেজন্য রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন। এই অপরাধে শক্তি তাঁহাকে রাক্ষস হইবি বলিয়া অভিশাপ দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষস-দেহ ধারণ করিয়া শক্তিকে ভক্ষণ করিল; এবং তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণকে নিহত করিল। এইরূপে বশিষ্ঠের শত পুত্র কল্মাষপাদ কর্তৃক নিহত হইল। পরে বশিষ্ঠ মুনির অনুগ্রহেই তিনি শাপমুক্ত হন। অপুত্রক কল্মাষপাদের পত্নীতে বশিষ্ঠ অশ্মক নামক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভা)। (৫) ইক্ষাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। (মৎ-১২)। অনরণ্য ও ঋতুপর্ণ দেখ।

কল্যাণিনী—অষ্টবসুর অন্যতম ধর। এই ধরের অন্যতমা পত্নী কল্যাণিনী হইতে প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

কল্যাণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কল্যাণী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)। অম্বষ্ঠা দেখ। (২) দেবী

পার্ব্বতী রুদ্রকোটী তীর্থে কল্যাণী নামে বিখ্যাতা। (স্কন্দ-আব-বেয়া-১৯৮)।

কণ্ড—চেদীবংশীয় রাজর্ষি কণ্ড শত উষ্ট্র ও শত সহস্র গোদান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

কশেরু, কসেরু—মহর্ষি কশেরু পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভার্থ জনকবংশীয় কেশীধ্বজ গমন করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।

কশ্যপ—১। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্র মনু। (রামা-আদি-৭০)। ২। কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র। (রামা-অযো-১১০)। ৩। পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ, ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। তন্মধ্যে কশ্যপ দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালিকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নাম্নী আটজনকে বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই ত্রয়োত্রিংশৎ দেবতা উৎপন্ন হন। দিতি দৈত্যগণকে, দনু অশ্বগ্রীব নামক এক পুত্র এবং কালকা নরক কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তাম্রার গর্ভে কশ্যপের ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুরসা ও কদ্রু এই দশ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

মহাত্মা কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন, কশ্যপ-পত্নী অনলার গর্ভে প্রশস্ত ফল-সম্পন্ন বৃক্ষসকল জন্মগ্রহণ করে। (রামা-আর-১৪) মহর্ষি কশ্যপ উত্তর দিকে বাস করিতেন। লঙ্কা-সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা-উত্ত-১)। ৪। মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)। ৫। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরমা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, মুনি ও স্বসা নাম্নী ত্রয়োদশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কশ্যপের দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দনু

হইতে দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, সঙ্কুশিরা, বিভু, শঙ্কুকর্ণ, বিরাধ, গবেষী, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান্, ইরা, বৃক, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, গর্গশিরা, মহাবাহু, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবন, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, নিচন্দ্র, উর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, সুকেশী, শঠ, বলক, মদ, গগনমূর্দ্ধা, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময় কুপথ, হয়গ্রীব, বিসৃপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমায়, শম্বর, শরভ, শলভ, বিপ্রচিত্তি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচিকা ও গৃধ্রিকা নাম্নী ছয় কন্যা; বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড়, সুরসা হইতে অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন সহস্র সর্প, কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নাগগণ, সুরভির গর্ভে একাদশ রুদ্র, গোগণ ও মহিষগণ, ইরা হইতে বৃক্ষ, লতা, বল্লী, তৃণ জাতিসমুদয়, খসা হইতে যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরা সকল, অরিষ্টা হইতে মহাবলশালী গন্ধর্ব্বগণ, ক্রোধবশা হইতে সমুদয় দংষ্ট্রী, স্থলজন্তু ও পক্ষিগণ; এবং অদিতি হইতে আদিত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৫। পুরাকালে কশ্যপ স্বীয় শিষ্য বরুণের যজ্ঞীয় দুগ্ধদাত্রী গোসমুদয় হরণ করিয়াছিলেন। কশ্যপের সুরভি ও অদিতি নাম্নী দুই ভার্য্যা গোসকল প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত ছিলেন। বরুণ প্রতিকারার্থী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে পৃথিবীতে বসুদেব রূপে এবং সুরভি ও অদিতিকে বসুদেবের স্ত্রী দেবকী ও রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে শাপ দেন। (হরি)। ৬। কশ্যপ স্বীয় পত্নী অদিতির পুণ্যক ব্রতের নিমিত্ত পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। অদিতি সৌভাগ্য-কামনায় সেই বৃক্ষে স্বীয় স্বামী কশ্যপকে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ শুল্ক গ্রহণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। ৭। অন্যত্র আছে,—দক্ষের অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা, কদ্রু এই দ্বাদশ কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতা হইতে তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণ ও আরুণি জন্মগ্রহণ করেন। মুনির গর্ভে অলম্বুষা,

মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাশ্যা, শারদ্বতী, প্রভৃতি অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা মৌনেয় অপ্সরা নামে খ্যাত। ইহার গর্ভজাত ভরণ্য ও বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিস্থলা, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, প্রম্লোচা ও মনোবতী ইহারা বৈদিকী অপ্সরা নামে খ্যাত। (হরি)। ৮। মহর্ষি মরীচির ঔরসে, প্রজাপতি কর্দ্দমের কন্যা কলার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের দুই জনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। (ভাগ)। ৯। কশ্যপ দক্ষের অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি নাম্নী, ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। ১০। কশ্যপ বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যার অন্যতমা, পুলোমা ও কালকা, নাম্নী দুই জনকে বিবাহ করেন। পুলোমার পৌলোম এবং কালকার কালকেয় নামে ষষ্টি সহস্র যুদ্ধ-কুশল সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন একাকী স্বর্গে গমনপূর্ব্বক এই সকল যজ্ঞঘাতীদিগকে বিনাশ করেন। (ভাগ)। ১১। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত এই ছয়জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। (ভাগ)। ১২। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরসাদি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য। (ভাগ)। ১৩। বারাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব, ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারিপুত্র ছিলেন: তাঁহারা সকলেই পরম যোগী ছিলেন। (লি)। ১৪। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া গোত্রকর পুত্র উৎপাদনার্থ তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মতেজ প্রভাবে তাঁহার অসিত ও বৎসর নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব

ও রৈভ্য এবং অসিতের পত্নী এক-পর্ণার গর্ভজাত পুত্র শাণ্ডিল্য ও দেবল। ১৫। কশ্যপ, নারদ ও মহর্ষি পর্ব্বত ব্রহ্মার পুত্র। (লি)। ১৬। কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই সুমতিকে সগর নৃপতি বিবাহ করেন। মহর্ষি ঔর্ব্বের বরে সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু সকলেই কপিল-শাপে বিনষ্ট হয়। (বিষ্ণু)। ১৭। কশ্যপ-পত্নী দিতি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানবদিগের বিবাদে তাঁহার অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে, কশ্যপের আরাধনা করিয়া ইন্দ্র-বিনাশী এক সন্তান লাভের বরপ্রাপ্ত হন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ছলপূর্ব্বক দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সেই সন্তানকে সাত খণ্ড ও পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত সাত খণ্ডে অর্থাৎ উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। এই উনপঞ্চাশ খণ্ড হইতেই উনপঞ্চাশ মরুতের উৎপত্তি হয়। (বিষ্ণু)। ১৮। সপ্তম মন্বন্তরে শ্রাদ্ধদেব মনুর সময়ে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ও ভরদ্বাজ এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। ১৯। বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতি-গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। ২০। কশ্যপের অন্যতম পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র বিরূপ। (ব্রহ্মবৈ)। ২১। কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। সূর্য্য মহাদেবের ভক্ত মালী ও সুমালীকে হনন করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব শূলের আঘাতে সূর্য্যকে অচেতন করেন। পরে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ২২। মহর্ষি কশ্যপ একজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া শেষে তাহা কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন। (বরা)। ২৩। দক্ষযজ্ঞে কশ্যপ সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। (বাম)। ২৪। মুর নামক দৈত্য কশ্যপের পুত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরে নিহত হয়। (বাম)। ২৫। মহর্ষি কশ্যপ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। ২৬। মহর্ষি কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে উলূক, অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ

করেন। (স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১)।

কশ্যপাত্মজ—কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)।

কশ্যপেশ্বর—প্রভাস-ক্ষেত্রে কশ্যপেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে ধনলাভ ও পুত্রলাভ হয়। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৩)।

কসেরু—নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় কসেরু। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯)।

কসেরুমান—শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নরপতি কসেরুমানকে সংহার করিয়াছিলেন। (মহাভা বন-১২)।

কহোড়—মহর্ষি উদ্দালকের পুত্রের নাম শ্বেতকেতু ও কন্যার নাম সুজাতা। কহোড় নামে উদ্দালকের এক শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় কন্যা সুজাতাকে কহোড়ের সহিত বিবাহ দেন। সুজাতার গর্ভস্থিত সন্তান স্বীয় পিতা কহোড়ের বেদপাঠে ত্রুটি প্রদর্শন করেন। সেইজন্য কহোড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "অষ্ট অঙ্গ বক্র হইবে" বলিয়া শাপ দেন। তদবধি বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। মহর্ষি কহোড় জনক রাজার সভাস্থিত বন্দী নামক ঋষি কর্ত্তৃক বিচারে পরাজিত হইয়া জলনিমগ্ন হন। অষ্টাবক্র বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ইহা জানিতে পারেন এবং বিচারে বন্দীকে পরাজিত করিয়া পিতার উদ্ধারসাধন করেন। পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শাপ মোচন করেন এবং অষ্টাবক্র সমঙ্গা নদীতে অবগাহন করিয়া অঙ্গের সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহাভা-বন)।

কাংসা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং সুতনু, কাংসা, কংসবতী, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে সুতনু, (সুগাত্রী) অক্রূরের পত্নী ছিলেন। (হরি)।

কাকজিহ্বিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, কাকজিহ্বিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কাকতুণ্ড দুর্গ রাক্ষসের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৭১)।

কাকতুণ্ডিকা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫)।

কাকপাদ—শিবের অন্যতম অনুচর কাকপাদ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে ত্রিশকোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কাকবর্ণ—মগধের শিশু নাগবংশীয়

নরপতি শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ। তিনি ছাব্বিশ বৎসর গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। (মৎ)।

কাকিনী—পূর্ব্বে শঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট অথর্ব্ব বেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল মন্ত্রের অধিদেবতা ষড়বিধ—শাকিণী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২০)।

কাকী—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কাকী হইতে কাক সকল জন্মে। (হরি)। তপ নামা বহ্নি হইতে সমুৎপন্ন, মাতৃগণ, শিবা ও অশিবা নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদে এই মাতৃগণ হইতে মহাবলপরাক্রান্ত লোহিত নেত্র আটটী শিশু জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহারাই বীরাষ্টক নামে খ্যাত। (মহাভা-বন-২২৬)।

কাকুৎস্থ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি সোমদত্তের পুত্র। (রামা-আদি-৪৭)।

কাকেয়স্থ—পরাশরবংশীয় কার্ষ্ণায়ণ, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাক্ষীবান্—বলিরাজার সহধর্ম্মিণী সুদেষ্ণা হইতে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র এবং সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কাক্ষীবান্ নামে এক পুত্র জন্মে। কাক্ষীবান্ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। কাক্ষীবানের বহু পুত্র জন্মে, তাঁহারা কৌষাণ্ড ও গৌতম আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহর্ষি দীর্ঘতমাও সুরভির আঘ্রাণে চক্ষুষ্মান হইয়া গৌতম নামে বিখ্যাত হন। (মৎ)।

কাঞ্চন—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য কাঞ্চন নামে খ্যাত ছিলেন। (লিঃ)। বিষ্ণুপুরাণ মতে চন্দ্রবংশীয় ভীমের পুত্র কাঞ্চন। কাঞ্চনের পুত্র সুহোত্র। সোম-বংশীয় ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক, হোত্রকের পুত্র জহ্নু। (ভাগ)। অমাবসু দেখ।

কাঞ্চনপ্রভা—সোমবংশীয় নরপতি ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভা। কাঞ্চন-

প্রভার তনয় মহাবলশালী বিদ্বান্ সুহোত্র, সুহোত্রের পত্নী কেশীনীর গর্ভে রাজর্ষি জহ্নুর জন্ম হয়। এই জহ্নুই গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে ভীমের পুত্রের নাম কাঞ্চন।

কাঞ্চনষ্ঠীবী—সুবর্ণষ্ঠীবীর অন্য নাম। (সুবর্ণষ্ঠীবী দেখ)।

কাঞ্চনা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে কাঞ্চনানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কনকেক্ষণকে প্রদান করেন। (বাম)।

কাঠ্য—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি কাঠ্য একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরঃ, দমবাহ্য ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাণ্ডশয়—পরাশরবংশীয় কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্নপ, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচ জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি গৌরপরাশর সংজ্ঞায় অভিহিত। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাণ্ব—ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদ্গল। তাঁহার পুত্রগণ মৌদ্গল্য নামে অভিহিত ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি ছিলেন। কাণ্ব ও মুদ্গলগণ অঙ্গিরসের পক্ষভুক্ত ছিলেন। (মৎ)। কাণ্ব নামে এক মহর্ষি ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫)।

কাণ্বায়ণ—ভরতবংশীয় নরপতি হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। এই অজমীঢ়ের চারি পত্নীর অন্যতমা কেশীনির গর্ভে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির পুত্রেরা কাণ্বায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)। অজামীঢ় দেখ।

কাত্থক্য—মহর্ষি কাত্থক্য একজন বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। (ঋগ্)।

কাত্য—মহর্ষি কাত্য প্রভাসতীর্থে বাস করিতেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২)।

কাত্যায়ন—অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী। (রামা আদি-৭)। কত্য ঋষির পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন কবন্ধি মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম-পরায়ণ ছিলেন। (প্রঃ উঃ)। মহর্ষি গৃৎসমদের শিষ্য কাত্যায়ন ঋষি বেদের অনুক্রমকার রচয়িতা। (ঋগ্)। মহর্ষি যাজ্ঞ-বল্ক্যের দুই স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কল্যাণী (বা কাত্যায়নী) এবং কনিষ্ঠা মৈত্রেয়ী। এই কাত্যায়নী হইতে

বারণ করিলেন। রাজা সেই মন্ত্রপূত জল স্বীয় পাদে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অবধি তিনি কল্মাষপাদ (বিচিত্র বর্ণপাদ) নামে বিখ্যাত হইলেন। একদা রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ রাজা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সুরথরত এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। ব্রাহ্মণী কুপিত হইয়া তখন তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, "তুমি স্ত্রী-সহবাস করিলেই নিহত হইবে।" শাপ মোচনান্তে তিনি আর স্ত্রী-সহবাস করেন নাই বলিয়া নিঃসন্তান হন। সেজন্য বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তীর গর্ভ বিধান করেন। রাজ-মহিষী দীর্ঘকাল গর্ভ ধারণ করিয়াও সন্তান প্রসব না করাতে বশিষ্ঠ ঋষি অশ্মদ্বারা গর্ভে আঘাত করিলে পর তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। সেইজন্য উক্ত পুত্র অশ্মক নামে খ্যাত হন। (ভাগ)। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অযোধ্যার অধিপতি কল্মাষপাদ একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া শ্রান্তক্লান্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। শক্তি আগে যাইতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু শক্তি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। সেজন্য রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন। এই অপরাধে শক্তি তাঁহাকে রাক্ষস হইবি বলিয়া অভিশাপ দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষস-দেহ ধারণ করিয়া শক্তিকে ভক্ষণ করিল, এবং তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণকে নিহত করিল। এইরূপে বশিষ্ঠের শত পুত্র কল্মাষপাদ কর্ত্তৃক নিহত হইল। পরে বশিষ্ঠ মুনির অনুগ্রহেই তিনি শাপমুক্ত হন। অপুত্রক কল্মাষপাদের পত্নীতে বশিষ্ঠ অশ্মক নামক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভা)। (৫) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। (মৎ-১২)। অনরণ্য ও ঋতুপর্ণ দেখ।

কল্যাণিনী—অষ্টবসুর অন্যতম ধর। এই ধরের অন্যতমা পত্নী কল্যাণিনী হইতে প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

কল্যাণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কল্যাণী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)। অর্দ্ধা দেখ। (২) দেবী

পার্ব্বতী রুদ্রকোটী তীর্থে কল্যাণী নামে বিখ্যাতা। (স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮)।

কণ্ড—চেদীবংশীয় রাজর্ষি কণ্ড শত উষ্ট্র ও শত সহস্র গোদান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

কশের, কসের—মহর্ষি কশের পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভার্থ জনকবংশীয় কেশীধ্বজ গমন করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।

কশ্যপ ১। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্র মনু। (রামা-আদি-৭০)। ২। কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র। (রামা-অযো-১১০)। ৩। পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ, ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। তন্মধ্যে কশ্যপ দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নাম্নী আটজনকে বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই ত্রয়োত্রিংশৎ দেবতা উৎপন্ন হন। দিতি দৈত্যগণকে, দনু অশ্বগ্রীব নামক এক পুত্র এবং কালকা নরক কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তাম্রার গর্ভে কশ্যপের ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুরসা ও কদ্রু এই দশ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন, কশ্যপ-পত্নী অনলার গর্ভে প্রশস্ত ফল-সম্পন্ন বৃক্ষসকল জন্মগ্রহণ করে। (রামা-আর-১৪) মহর্ষি কশ্যপ উত্তর দিকে বাস করতেন। লঙ্কা-সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা-উত্ত-১)। ৪। মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)। ৫। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, মুনি ও খসা নাম্নী ত্রয়োদশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কশ্যপের দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দনু

হইতে বিমূর্দ্ধা, শকুনি, সঙ্কুশিরা, বিভু, শঙ্কুকর্ণ, বিরাধ, গবেষী, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান্, ইরা, বৃক, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শত-হ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, গর্গশিরা, মহাবাহু, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবন, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, নিচন্দ্র, উর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, সুকেশী, শঠ, বলক, মদ, গগনমূর্দ্ধা, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময় কুপথ, হয়গ্রীব, বিরূপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমায়, শম্বর, শরভ, শলভ, বিপ্রচিত্তি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচিকা ও গৃধ্রিকা নাম্নী ছয় কন্যা; বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড়, সুরসা হইতে অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন সহস্র সর্প, কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নাগগণ, সুরভির গর্ভে একাদশ রুদ্র, গোগণ ও মহিষগণ, ইরা হইতে বৃক্ষ, লতা, বল্লী, তৃণ জাতিসমূদয়, খসা হইতে যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরা সকল, অরিষ্টা হইতে মহাবলশালী গন্ধর্ব্বগণ, ক্রোধবশা হইতে সমুদয় দংষ্ট্রী, স্থলজন্তু ও পক্ষিগণ, এবং অদিতি হইতে আদিত্যগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। ৫। পুরাকালে কশ্যপ স্বীয় শিষ্য বরুণের যজ্ঞীয় দুগ্ধদাত্রী গোসমূদয় হরণ করিয়া-ছিলেন। কশ্যপের সুরভি ও অদিতি নাম্নী দুই ভার্য্যা গোসকল প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত ছিলেন। বরুণ প্রতিকারার্থী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে পৃথিবীতে বসুদেব রূপে এবং সুরভি ও অদিতিকে বসুদেবের স্ত্রী দেবকী ও রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে শাপ দেন। (হরি)। ৬। কশ্যপ স্বীয় পত্নী অদিতির পুণ্যক ব্রতের নিমিত্ত পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। অদিতি সৌভাগ্য-কামনায় সেই বৃক্ষে স্বীয় স্বামী কশ্যপকে বন্ধন-পূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ শুল্ক গ্রহণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। ৭। অন্যত্র আছে,—দক্ষের অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা, কদ্রু এই দ্বাদশ কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতা হইতে তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণ ও আরুণি জন্মগ্রহণ করেন। মুনির গর্ভে অনবদ্যা,

মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাশ্যা, শারদ্বতী, প্রভৃতি অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা মৌনেয় অপ্সরা নামে খ্যাত। ইহার গর্ভজাত ভরণ্য ও বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিস্থলা, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, প্রম্লোচা ও মনোবতী ইহারা বৈদিকী অপ্সরা নামে খ্যাত। (হরি)। ৮। মহর্ষি মরীচির ঔরসে, প্রজাপতি কর্দ্দমের কন্যা কলার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের দুই জনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। (ভাগ)। ৯। কশ্যপ দক্ষের অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি নাম্নী, ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। ১০। কশ্যপ বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যার অন্যতমা, পুলোমা ও কালকা, নাম্নী দুই জনকে বিবাহ করেন। পুলোমার পৌলোম এবং কালকার কালকেয় নামে ষষ্টি সহস্র যুদ্ধকুশল সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন একাকী স্বর্গে গমনপূর্ব্বক এই সকল যজ্ঞঘাতীদিগকে বিনাশ করেন। (ভাগ)। ১১। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত এই ছয়জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। (ভাগ)। ১২। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরসাদি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য। (ভাগ)। ১৩। বারাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব, ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারিপুত্র ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরম যোগী ছিলেন। (লি)। ১৪। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া গোত্রকর পুত্র উৎপাদনার্থ তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মতেজ প্রভাবে তাঁহার অসিত ও বৎসর নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব

ও রৈভ্য এবং অসিতের পত্নী এক-পর্ণার গর্ভজাত পুত্র শাণ্ডিল্য ও দেবল। ১৫। কশ্যপ, নারদ ও মহর্ষি পর্ব্বত ব্রহ্মার পুত্র। (লি)। ১৬। কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। এই সুমতিকে সগর নৃপতি বিবাহ করেন। মহর্ষি ঔর্ব্বের বরে সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু সকলেই কপিল-শাপে বিনষ্ট হয়। (বিষ্ণু)। ১৭। কশ্যপ-পত্নী দিতি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানব-দিগের বিবাদে তাঁহার অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে, কশ্যপের আরাধনা করিয়া ইন্দ্র-বিনাশী এক সন্তান লাভের বরপ্রাপ্ত হন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ছল-পূর্ব্বক দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সেই সন্তানকে সাত খণ্ডে ও পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত সাত খণ্ডে অর্থাৎ উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। এই উন-পঞ্চাশ খণ্ড হইতেই উনপঞ্চাশ মরুতের উৎপত্তি হয়। (বিষ্ণু)। ১৮। সপ্তম মন্বন্তরে শ্রাদ্ধদেব মনুর সময়ে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ও ভরদ্বাজ এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। ১৯। বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতি-গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। (বিষ্ণু)। ২০। কশ্যপের অন্যতম পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র বিরূপ। (ব্রহ্মবৈ)। ২১। কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। সূর্য্য মহাদেবের ভক্ত মালী ও সুমালীকে হনন করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব শূলের আঘাতে সূর্য্যকে অচেতন করেন। পরে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ২২। মহর্ষি কশ্যপ একজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া শেষে তাহা কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন। (বরা)। ২৩। দক্ষযজ্ঞে কশ্যপ সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। (বাম)। ২৪। মুর নামক দৈত্য কশ্যপের পুত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরে নিহত হয়। (বাম)। ২৫। মহর্ষি কশ্যপ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। ২৬। মহর্ষি কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে উলূক, অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ

করেন। (স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫১)।

কশ্যপাত্মজ—কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)।

কশ্যপেশ্বর—প্রভাস-ক্ষেত্রে কশ্যপেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে ধনলাভ ও পুত্রলাভ হয়। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৩)।

কসেরু—নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় কসেরু। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯)।

কসেরুমান—শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নরপতি কসেরুমানকে সংহার করিয়াছিলেন। (মহাভা বন-১২।

কহোড়—মহর্ষি উদ্দালকের পুত্রের নাম শ্বেতকেতু ও কন্যার নাম সুজাতা। কহোড় নামে উদ্দালকের এক শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় কন্যা সুজাতাকে কহোড়ের সহিত বিবাহ দেন। সুজাতার গর্ভস্থিত সন্তান স্বীয় পিতা কহোড়ের বেদপাঠে ত্রুটি প্রদর্শন করেন। সেইজন্য কহোড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "অষ্ট অঙ্গ বক্র হইবে" বলিয়া শাপ দেন। তদবধি বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। মহর্ষি কহোড় জনক রাজার সভাস্থিত বন্দী নামক ঋষি কর্ত্তৃক বিচারে পরাজিত হইয়া জলনিমগ্ন হন। অষ্টাবক্র বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ইহা জানিতে পারেন এবং বিচারে বন্দীকে পরাজিত করিয়া পিতার উদ্ধারসাধন করেন। পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শাপ মোচন করেন এবং অষ্টাবক্র সমঙ্গা নদীতে অবগাহন করিয়া অঙ্গের সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহাভা-বন)।

কাংসা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং সুতনু, কাংসা, কংসবতী, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে সুতনু, (সুগাত্রী) অক্রূরের পত্নী ছিলেন। (হরি)।

কাকজিহ্বিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, কাকজিহ্বিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কাকতুণ্ড দুর্গ রাক্ষসের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৭১)।

কাকতুণ্ডিকা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫)।

কাকপাদ—শিবের অন্যতম অনুচর কাকপাদ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে ত্রিশকোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কাকবর্ণ—মগধের শিশু নাগবংশীয়

নরপতি শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ। তিনি ছাত্রিশ বৎসর গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। (মৎ)।

কাকিনী—পূর্ব্বে শঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট অথর্ব্ব বেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল মন্ত্রের অধিদেবতা ষড়বিধ—শাকিনী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২০)।

কাকী—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কাকী হইতে কাক সকল জন্মে। (হরি)। তপ নামা বহ্নি হইতে সমুৎপন্ন, মাতৃগণ, শিবা ও অশিবা নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদে এই মাতৃগণ হইতে মহাবলপরাক্রান্ত লোহিত নেত্র আটটী শিশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই বীরাষ্টক নামে খ্যাত। (মহাভা-বন-২২৬)।

কাকুৎস্থ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি সোমদত্তের পুত্র। (রামা-আদি-৪৭)।

কাকেয়স্থ—পরাশরবংশীয় কার্ষ্ণায়ণ, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। (মৎ)।

কাক্ষীবান্—বলিরাজার সহধর্ম্মিণী সুদেষ্ণা হইতে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র এবং সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কাক্ষীবান্ নামে এক পুত্র জন্মে। কাক্ষীবান্ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। কাক্ষীবানের বহু পুত্র জন্মে, তাঁহারা কৌষ্মাণ্ড ও গৌতম আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহর্ষি দীর্ঘতমাও সুরভির আঘ্রাণে চক্ষুষ্মান হইয়া গৌতম নামে বিখ্যাত হন। (মৎ)।

কাঞ্চন—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য কাঞ্চন নামে খ্যাত ছিলেন। (লিঃ)। বিষ্ণুপুরাণ মতে চন্দ্রবংশীয় ভীমের পুত্র কাঞ্চন। কাঞ্চনের পুত্র সুহোত্র। সোমবংশীয় ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক, হোত্রকের পুত্র জহ্নু। (ভাগ)। অমাবসু দেখ।

কাঞ্চনপ্রভা—সোমবংশীয় নরপতি ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভা। কাঞ্চন-

প্রভার তনয় মহাবলশালী বিদ্বান্ সুহোত্র, সুহোত্রের পত্নী কেশীনীর গর্ভে রাজর্ষি জহ্নু র জন্ম হয়। এই জহ্নুই গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে ভীমের পুত্রের নাম কাঞ্চন।

কাঞ্চনষ্ঠীবী—সুবর্ণষ্ঠীবীর অন্য নাম। (সুবর্ণষ্ঠীবী দেখ)।

কাঞ্চনা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে কাঞ্চনানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কনকেক্ষণকে প্রদান করেন। (বাম)।

কাঠ্য—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি কাঠ্য একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাণ্ডশয়—পরাশরবংশীয় কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মপ, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচ জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি গৌরপরাশর সংজ্ঞায় অভিহিত। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাণ্ব—ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদ্গল। তাঁহার পুত্রগণ মৌদ্গল্য নামে অভিহিত ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি ছিলেন। কাণ্ব ও মুদ্গলগণ অঙ্গিরসের পক্ষভুক্ত ছিলেন। (মৎ)। কাণ্ব নামে এক মহর্ষি ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫)।

কাণ্বায়ণ—ভরতবংশীয় নরপতি হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। এই অজমীঢ়ের চারি পত্নীর অন্যতমা কেশীনির গর্ভে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির পুত্রেরা কাণ্বায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)। অজামীঢ় দেখ।

কাথক্য—মহর্ষি কাথক্য একজন বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। (ঋগ্)।

কাত্য—মহর্ষি কাত্য প্রভাসতীর্থে বাস করিতেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২)।

কাত্যায়ন—অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী। (রামা আদি-৭)। কত্য ঋষির পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন কবন্ধি মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম-পরায়ণ ছিলেন। (প্রঃ উঃ)। মহর্ষি গৃৎসমদের শিষ্য কাত্যায়ন ঋষি বেদের অনুক্রমকার রচয়িতা। (ঋগ্)। মহর্ষি যাজ্ঞ-বল্ক্যের দুই স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কল্যাণী (বা কাত্যায়নী) এবং কনিষ্ঠা মৈত্রেয়ী। এই কাত্যায়নী হইতে

বেদসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন জন্মগ্রহণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-১২৯-১৩০)।

কাত্যায়নী—মহিষাসুরের আক্রমণে বিপন্ন দেবগণ হরিহরের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহাদের কুপিত বদনমণ্ডল হইতে এক তেজ নির্গত হয়। সেই তেজস্বরূপিনী কন্যা কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে পরিবর্দ্ধিতা হন এবং কাত্যায়নের নাম অনুসারেই তাঁহার নাম কাত্যায়নী হয়। (বাম)। নবদুর্গার অন্যতমা দেবী কাত্যায়নী। তিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নামে দুই পত্নী ছিলেন. তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কাত্যায়নী হইতে বেদসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন জন্মগ্রহণ করেন। (স্কন্দ-নাগ ১২৯-১৩০)।

কাত্যায়নেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৬৫)।

কানিন, কানীন—বিষ্ণু মনুবংশীয় দেবদত্তের পুত্ররূপে অগ্নিবেশ্য নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহর্ষি অগ্নিবেশ্য, কানীন ও জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। (ভাগ)।

কান্ত—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম কান্ত। (মহাভা)।

কান্তক—শিবের অন্যতম অনুচর কান্তক, শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে বহু কোটী গণপরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কান্তা—১। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ষোড়শ গোপীর অন্যতমা কান্তা ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮)। ২। দক্ষের শত কন্যার মধ্যে কান্তা, জয়া প্রভৃতি দশটি রুদ্রগণের স্ত্রী ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯)।

কান্তি—সূর্য্যের কন্যার নাম কান্তি। কান্তির অন্য নাম সূর্য্যা। (ঋগ্)। সূর্য্যা দেখ।

কান্তিমতি, কান্তিমতী—১। বারাণসীর নরপতি সুপ্রতিকের অন্যতমা পত্নী কান্তিমতী সুদ্যুম্ন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (বরা)। ২। নরপতি ভদ্রাশ্বের পত্নীর নাম কান্তিমতী। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন। আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশীতে পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রতের রাত্রিতে বিষ্ণুগৃহে প্রদীপ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যের ফলে তাঁহারা রাজা ও রাণী হইয়াছিলেন। (বরা)। ৩। পূর্ব্বকালে কাম্পিল্য নগরে বীরবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম কান্তিমতী ছিল এবং তাঁহারা উভয়েই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-মার্গ-১১)। ৪। শাকল

দেশে শুভ নামে এক শ্রীবৎস বংশীয় বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কান্তিমতী অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৮)। ৫। মহর্ষি গালবের কান্তিমতী নামে এক কন্যা ছিলেন। (স্কন্দ-সেতু-৮)। ৬। সমুদ্রমন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হইয়াছিল, কান্তিমতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)।

কান্তিশালী—বিদ্যাধর কান্তিশালী, মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে ঘোটক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে শোণপর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করিয়া শোণ শম্ভুর কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২২)।

কাপট্ট—অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা। মিথ্যার ভ্রাতা কাপট্ট। (ব্রহ্মবৈ)।

কাপালী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী যৌধিষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী, কাপালী ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

কাপালীকেশ্বরী—কপালেশ্বর শিবের শক্তি। (স্কন্দ-মহা-কুমা-৩৩)। কপালেশ্বর দেখ।

কাপিলেয়—মহর্ষি পঞ্চশিখকে তাঁহার গুরু আসুরীর পত্নী কপিলা স্তন্যদান দ্বারা পালন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পঞ্চশিখ কাপিলেয় নামেও অভিহিত হইতেন। (মহাভা-শান্তি-২১৮)।

কাপিষ্টল—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-নাগ-২০৬)।

কাপেয়—মহর্ষি কাপেয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)।

কাবেরী—১। নরপতি যুবনাশ্বের কন্যার নাম কাবেরী। তিনি চন্দ্রবংশীয় নরপতি জহ্নুর পত্নী ছিলেন। কাবেরী হইতে জহ্নুর সুনহ নামে এক পুত্র জন্মে। সুনহের পুত্র অজক। (হরি)। আবার এই হরিবংশেরই অন্যত্র আছে, জহ্নুর পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব। জহ্নু ও অজপ দেখ। (২) কাবেরী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। (স্কন্দ-আব-রেবা-২২)।

কাব্য—অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিষাত্ত ও সৌম্য ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পিতৃলোক হইতে দেব ও দানব এবং দেবতা হইতেই এই চরাচর জগৎ আনুপূর্ব্বীক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। (মনু)। তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্, এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন।

(হরি)। কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন, ভাবন প্রভৃতি নামে ভার্গব বংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। অন্ত দেখ।

কাম, কামদেব—১। ধর্ম্মের পত্নী ও দক্ষের কন্যা সঙ্কল্পা হইতে সঙ্কল্প জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্কল্পের তনয় কাম। (ভাগ)। ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম জন্মগ্রহণ করেন। কামের পত্নী রতি হইতে যশ ও হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অঙ্গদেশে কামদেবের আশ্রম ছিল। একদা মহাদেব ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। কিছুকাল পরে তপোভঙ্গ হইলে তিনি দেবগণের সহিত বিলাস-স্থলে গমন করেন। সেই সময়ে কামদেব তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। সেইজন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার অঙ্গ স্খলিত ও ভস্মসাৎ হইয়া যায় এবং তদবধি তিনি অনঙ্গ নামে খ্যাত হন। যে স্থানে তাঁহার অঙ্গ স্খলিত হইয়াছিল সেই স্থান অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হয়। কামদেবের আশ্রমস্থিত-ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ পুরুষপরম্পরা-ক্রমে কামদেবের শিষ্য ও নিষ্পাপ। (রামা)। বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের অনুরোধে কামদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া ভস্মীভূত হন। পরে কামদেবের স্ত্রী রতির অনুরোধে মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলেন—"যে সময় ভৃগু মুনির শাপে সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণু বসুদেব তনয়রূপে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার যে পুত্র হইবে, তাঁহাকে তোমার পতি কামদেব বলিয়া জানিও।" রতি এই বর লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করিলেন। (লি)। রতি মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক শম্বরের মায়বতী নাম্নী পত্নীরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। (হরি)। শম্বর শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে জন্মিবার পর ষষ্ঠদিনে অপহরণ-পূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটি মৎস্য তাহাকে গ্রাস করে, সেই মৎস্য ধৃত হইয়া আবার শম্বরের নিকট আনীত হয়। শম্বরের স্ত্রী মায়াবতী তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রতিপালন করেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া শম্বরকে বিনাশ করেন এবং পরে মায়াবতীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (বিষ্ণু)। ২। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা শ্রদ্ধার গর্ভে কামের জন্ম হয়।

কামের পুত্র হর্ষ ও দেবানন্দ। (কূর্ম্ম)। ৩। কামদেব ও রতিদেবী ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। রতিদেবী কামদেবেরই স্ত্রী। সতী দেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকেই পতিরূপে পাইতে তপস্যা করেন। মহাদেব একদা হিমালয়ের ভবন-সন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। পার্ব্বতী ইহা জানিতে পারিয়া, প্রতিদিন তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য গমন করিতেন। ইন্দ্র ইহা অবগত হইয়া, কামদেবকে তথায় যাইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে বলেন। কামদেব বটবৃক্ষমূলে অবস্থিত মহাদেবের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কপালস্থিত নেত্রের অগ্নিদ্বারা তাঁহাকে ভস্ম করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৪। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সপ্ত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতে-ছেন। ইহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা)। একবার কামদেব ইন্দ্রের অনুরোধে ভৃগুবংশীয় দেবদত্ত ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। (বরা)। ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কুসুমায়ুধ কামদেবের জন্ম হয়। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার শরে জর্জ্জরিত হইয়া, স্বীয় কন্যা শতরূপাতে উপগত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইবে বলিয়া কামদেবকে শাপ দেন। পরে কামদেবের কাতর প্রার্থনায় প্রীত হইয়া বলেন যে, বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও ভরতবংশের অবসানে মৎস্য রাজের পুত্র হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিবে। (মৎ)। ৫। অষ্ট-বসুর অন্যতম ধ্রুব হইতে কাম জন্মে। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১)। দক্ষের শতকন্যার মধ্যে রতি ও প্রীতি কামদেবের স্ত্রী ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-:৯৯)।

কামকটঙ্কটা—মরুদৈত্যের কন্যা। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের তনয় ঘটোৎকচ তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের বর্ব্বরীক নামে এক পুত্র জন্মে (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৯)।

কামগমগণ—একাদশ মনু ধর্ম্ম সাবর্ণি হইবেন। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ, নির্ম্মাণ-রতিগণ, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণের মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া দেবতা হইবেন। (বিষ্ণু)।

কামচর—মহর্ষি নারদের অন্য নাম কামচর। (বরা)।

কামচারী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কামচারী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য-)।

কামজিৎ—দেবসেনাপতি স্কন্দের অন্য নাম কামজিৎ। (মহাভা-শল্য)।

কামঠক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে কামঠকের জন্ম হয়। কিন্তু তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনষ্ট হন। (মহাভা-আদি)।

কামদ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম কামদ। (মহাভা-বন-২৩০)।

কামদন্তিকা—সাত্বত বংশীয় নরপতি হৃদিকের অন্যতম তনয় শতধন্বা। দেবর্ষি চ্যবনের প্রসাদে শতধন্বার, ভিষক, সুদান্ত, বৈতরণ ও অধিদান্ত নামে চারিপুত্র এবং কামদন্তিকা ও কামদা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (হরি)।

কামদা—১। সাত্বত বংশীয় নরপতি হৃদিকের অন্যতম তনয় শতধন্বা। শতধন্বার দেবর্ষি চ্যবনের প্রসাদে ভিষ, সুদান্ত, বৈতরণ ও অধিদান্ত নামে চারি পুত্র এবং কামদন্তিকা ও কামদা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (হরি)। ২। দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী যে সকল মাতৃকা ছিলেন, কামদা তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা-শল্য-)।

কামধেনু-চক্রধারী হরির গাত্র হইতে বহু মাতৃকার সৃষ্টি হইয়াছিল। তন্মধ্যে আকর্ণনী, সঙ্কটা, উত্তরমালিকা জ্বালামুখী, ভীষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই অষ্টমাতৃকা রেবতীর অনুচরী বলিয়া বিখ্যাতা এবং সকলেই মহাবলা। (মৎ)। সমুদ্র মন্থন হইতে কামধেনুর উৎপত্তি হয়। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৮)।

কামন্দক—মহর্ষি কামন্দক একজন প্রসিদ্ধ নীতিশাস্ত্রবেত্তা ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ কামন্দক নীতিশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। (মহাভা-শান্তি-)।

কামপাবক—যিনি সকল লোকেই অবস্থিতি করেন, স্বর্গে যাঁহার তুল্য রূপবান্ কেহ নাই, লোকে তাঁহাকে কাম-পাবক বলে। দেবগণ তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে কামপাবক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (মহাভা-বন-২১৭)।

কামপ্রভ—কালেয় দৈত্যবংশীয় বলদর্পিত কামপ্রভ দানব ইন্দ্রহস্তে নিহত হন। (স্কন্দ-নাগ-৩৪)।

কামপ্রমোদিনী—পূর্ব্বে দেবপন্ন নামে এক মহামতি রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কাত্যায়নী হইতে কামপ্রমোদিনী নামে এক কন্যা জন্মে। তাঁহাকে রাক্ষস সাম্বর হরণ করে। পরে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। মাণ্ডব্য ঋষি পরে কামপ্রমোদিনীকে বিবাহ করেন। (স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৯-৭২)।

কামরূপা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব স্বীয় শরীর হইতে যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কামরূপা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কামলায়ন—কমল ঋষির পুত্র উপকোসলের অন্যনাম কামলায়ন। (ছান্দোগ্য)।

কামশাসন—কাঞ্চীতীর্থে মহাদেব কামশাসন নামে খ্যাত। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২)।

কামলায়নিজ—মহর্ষি কামলায়নিজ একজন বিশ্বামিত্র বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, অশ্বরথ ও বঞ্জলী এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কামা—নরপতি পৃথুশ্রবার কন্যা কামা চন্দ্রবংশীয় অক্রুতনারীর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অক্রোধন নামে একপুত্র জন্মে। (মহাভা)। অক্রোধন দেখ।

কামাক্ষী—১। কাঞ্চীতীর্থে হিমালয়-নন্দিনী পার্ব্বতী কামাক্ষী নামে ও মহাদেব কামশাসন নামে প্রসিদ্ধ। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২)। ২। কাশী-স্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫)।

কামাখ্যা—দেবী কামাখ্যা কামরূপে অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৯)।

কামিনী—ভদ্রমতি নামক এক বিত্তহীন ব্রাহ্মণের অন্যতমা স্ত্রী। এই সাধ্বী স্ত্রীর পরামর্শেই ভদ্রমতি বেঙ্কটাচল তীর্থে গমন করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা দূর করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০)। ভদ্রমতি দেখ।

কামুকা—দেবী পার্ব্বতী গন্ধমাদনে কামুকা নামে প্রসিদ্ধা (স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮)।

কামেশ—সুবর্ণা নদীর তীরে দাশরথি রাম রামেশ ও কামেশ নামে দুই শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ৩১)।

কামেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯৭)। কুঙ্কুম ও বিলেপন দ্বারা কামেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে কামগামী বিমানে স্বর্গে গমন করা যায়। (স্কন্দ-আব-অব-২৫)।

কাম্পিল্য, কাম্পিল্ল—পুরুবংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। "এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ।" এই কথা পিতা হর্য্যশ্ব বলায়, তাঁহারা পাঞ্চাল নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু—৪র্থ-১৯)। যযাতি বংশীয় ভর্ম্ম্যাশ্বের, মুদ্গল, যবনীর, বৃহদিশ্ব, কাম্পিল্ল ও সঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র "পাঞ্চাল" নামে খ্যাত ছিলেন। (ভাগ-৯ম-২১)।

কাম্বোজ—মহর্ষি কাম্বোজ একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৯৯অ)।

কাম্য—প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র বীর। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। এই কাম্যা কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা নহেন। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি-হরি-২, ২৮)।

কায়নী—মহর্ষি কায়নী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ঔর্ব্বেয় ও মারুত এই দুইটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৯৯অ)।

কায়ব্য—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও নিষাদীর গর্ভে কায়ব্যের জন্ম হয়। জ্ঞানবান্ ও হিতানুষ্ঠান-তৎপর কায়ব্য সাধুগণের মঙ্গলানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ করিয়া মহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভা-শান্তি)।

কায়াবরোহণ—শ্বেত কল্পনীয় কলির আদিতে মহর্ষি কায়াবরোহণ একজন যুগাবতার ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০)।

কায়াবরোহণেশ্বর-—মহাকালবনের দক্ষিণ দিকে মহাযোগী কায়াবরোহণেশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। (স্কন্দ-আব-অব-২৬)।

কারকি—মহর্ষি কারকি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৯৯-অ)।

কারীরয়—মহর্ষি কারীরয় একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ্য ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৯৯)।

কারীষী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। (মহাভা-অনুশা)।

কারুক—ইক্ষাকুবংশীয় বিজয়ের

পুত্র বীর্য্যবান্ কারুক। কারুকের তনয় বৃক, বৃকের পুত্র বাহু। (কূর্ম্ম-পূ-২১)।

কারুকায়ন—বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি কারুকায়ন একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের দেবশ্রবা, দেবরাত ও বিশ্বামিত্র এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯অ)।

কারুষ—দক্ষিণা পথবাসী কারুষ নামক দানব শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়। (হরি)।

কারুষগণ—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র করুষ। যুদ্ধদুর্ম্মদ কারুষগণ এই কারুষেরই পুত্র। (হরি-হরি-১০)।

কারুষবৃদ্ধশর্ম্মা—যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতদেবাকে কারুষ-বৃদ্ধশর্ম্মা বিবাহ করেন। এই শ্রুতদেবার গর্ভে মহাসুর দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু—৪র্থ-১৪)।

কারোটক—মহর্ষি কারোটক একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা উতথ্য ও উশিজ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ ১৭৯ অ)।

কার্ত্ত—যদুবংশীয় নরপতি হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কার্ত্ত। এই কার্ত্তের পুত্র সাহঞ্জ, সাহঞ্জের পুত্র মহিষ্মান্। (হরি-হরি-৩৩)।

কার্ত্তবীর্য্য, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন—তিনি হৈহয় দেশের অধিপতি ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। একদা রাবণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া উক্ত নগরীতে সসৈন্যে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন তখন নর্ম্মদা নদীতে জল-ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। অসহিষ্ণু রাবণ তাঁহার সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া নর্ম্মদা পুলিনে উপস্থিত হন। নর্ম্মদার সলিল ও তৎ-নিকটবর্ত্তী প্রদেশ বড়ই মনোহর ছিল। রাবণ তথায় উপস্থিত হইয়া নর্ম্মদা-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে অর্জ্জুন বাহু দ্বারা নর্ম্মদা-স্রোত রুদ্ধ করিয়া রমণীগণ সহ জলক্রীড়া করিতে-ছিলেন। রুদ্ধ জলপ্রবাহ তীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইলে, রাবণের পূজোপকরণ সমুদয় ভাসিয়া গেল। তদ্দর্শনে এই জল-প্রবাহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাবণ শুক ও সারণকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের জলাবরোধের বিষয় সবিস্তার রাবণকে জ্ঞাপন করেন। রাবণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে

আক্রমণ করেন, কিন্তু অর্জ্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দী হন। অর্জ্জুন বন্দী রাবণকে সঙ্গে করিয়া স্বপুরে আগমন করিলে মহর্ষি পুলস্ত্য দেবগণের নিকট এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্জ্জুন-সমীপে আগমন করেন। অর্জ্জুন পুলস্ত্যের অনুরোধে রাবণকে মুক্তি প্রদান করেন। (রামা-উত্তরা ৩১-৩৮)। চন্দ্রবংশীয় নরপতি কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য, তাঁহার প্রকৃত নাম অর্জ্জুন। সেজন্য তিনি কার্ত্তবীর্য্য অথবা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত। তিনি হৈহয় নামক ক্ষত্রিয়গণের অধিপতি ছিলেন। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। একদা রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নর্ম্মদাতীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। কার্ত্তবীর্য্য সেই সময়ে বহুরমণী সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীতে জলক্রিড়া করিতেছিলেন। তিনি বাহুদ্বারা নদীর স্রোতরোধ করাতে, তীরভূমি প্লাবিত হয়। সুতরাং রাবণের শিবিরে জল প্রবেশ করে। রাবণের ইহাতে ক্রোধের উদয় হয় এবং কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। কার্ত্তবীর্য্য ইহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। পরে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কার্ত্তবীর্য্য একবার মৃগয়া করিতে করিতে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি মহর্ষির কামধেনুকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া তাহাকে হরণ করেন। পরশুরাম সেই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক ইহা অবগত হইয়া তাঁহার শাস্তি প্রদানার্থ কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্য সসৈন্যে পরশুরামহস্তে নিহত হন। পরশুরাম কামধেনু পুনরানয়নপূর্ব্বক পিতৃহস্তে প্রদান করেন। (ভাগ—৯১৫,১৬)। কার্ত্তবীর্য্যের শত পুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, ধৃষ্ট,কৃষ্ণ, ও জয়ধ্বজ প্রধান ছিলেন। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ (লি-৬৮)। রামায়ণ মতে রাবণ কার্ত্তবীর্য্য কর্তৃক বন্দী হইলে পুলস্ত্যের অনুরোধে মুক্তিলাভ করেন। কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া "সহস্রবাহু, অধর্ম্মসেবা নিবারণ, ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবী জয় ও ধর্ম্মদ্বারাই পৃথিবী প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয়, অখিল ভুবন পরিচিত পুরুষের হস্তে মরণ, এই কয়টি বর প্রাপ্ত হন। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে পালন করিয়া দশ সহস্র

যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, বহুতর যজ্ঞ, বহুতর দান, অনন্ত তপস্যা, বিনয় বা দান দ্বারা অন্য কোনও ভূপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। এই প্রকারে তিনি অব্যাহত আরোগ্য, বল, স্ত্রী, ও পরাক্রম সহকারে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন।(বিষ্ণু-৪র্থ-২১)। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নি ঋষির পয়স্বিনী গাভী হরণে উদ্যত হইলে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জমদগ্নি নিহত হন। ও তাঁহার স্ত্রী রেণুকা স্বামীর চিতায় আরোহণপূর্ব্বক সহমৃতা হন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম পিতৃহন্তা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সেই ক্রোধে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেন। (ব্রহ্মবৈ-গণে-৪০)। একবার সূর্য্য ব্রাহ্মণ বেশে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় স্থাবর পদার্থ আহার্য্যরূপে প্রার্থনা করেন। কার্ত্তবীর্য্য দিতে অস্বীকার করিয়া প্রণত হইলেন। ইহাতে আদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অক্ষয় শর প্রদান করিলেন। এই শরের প্রভাবে তিনি গ্রাম, নগর, বন প্রভৃতি দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আপব ঋষি দীর্ঘকাল জলে তপস্যা করিয়া ব্রত সমাপনান্তে আসিয়া দেখিলেন, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার আশ্রম দগ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি তাঁহাকে শাপ দেন যে, তিনি পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। (মৎ-৪৩,৪৪)। কার্ত্তবীর্য্য কর্কোটক সুত নাগকে একবার পরাজিত করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। (মৎ—ঐ)।

কাঞ্চন—একজন দানবপতি (স্কন্দ-কাশী-১৬)।

কার্ত্তস্বর—দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতি কার্ত্তস্বর, মহাদেবের সহিত সমরে গণাধিপ নন্দীষেণ হস্তে নিহত হন। (বাম)।

কার্ত্তিক—কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। কার্ত্তিকেয় দেখ।

কার্ত্তিকেয়—অগ্নির ঔরসে গঙ্গার গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। গঙ্গা তাঁহাকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশবর্ত্তী কোনও স্থানে প্রসব করেন। দেবগণ নবজাত শিশুকে স্তন্য পান করাইবার জন্য কৃত্তিকাদি নক্ষত্র-গণকে নিয়োগ করেন। এইজন্য এই দেবশিশু কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত হয়। (রামা-আদি)। কার্ত্তিকেয় মহাদেবের তেজে জন্ম-গ্রহণ করেন। পার্ব্বতীর সহিত বিহারকালে মহাদেবের তেজ

পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী ইহা ধারণে অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভয়ে শরবনে নিক্ষেপ করেন। শরবনে পতিত মহাদেবের সেই তেজ একটি সুন্দর বালকরূপে পরিণত হয়। কৃত্তিকাগণ ইহাকে তদবস্থায় দেখিয়া লইয়া যান এবং স্তন্য দান দ্বারা পালন করেন। পার্ব্বতী দেবগণের নিকট সেই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ তখন ব্রহ্মার উপদেশে অগ্নির শরণাপন্ন হন। অগ্নির তেজ ধারণ করিয়া ভাগীরথী গর্ভধারণ করেন, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল ধারণে অসমর্থ হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন। সেই অগ্নিসম্ভূত তেজ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত ও এক শর-বনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত ও বালকরূপে পরিণত হয়। সেই সময়ে কৃত্তিকাগণ সেই অদ্ভুত-দর্শন বালককে শরবনে নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক স্তন নিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে পালন করেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয়, তেজ স্কন্ন (ক্ষরিত) হওয়াতে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ ও গুহাবাস-নিবন্ধন গুহ নাম হইয়াছে। (মহাভা-অনুশা)। কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম দেবসেনা। প্রকৃতির প্রধান অংশ-স্বরূপা দেব-সেনা মাতৃকাদিগের মধ্যে পূজ্যতমা ষষ্ঠী বলিয়া উক্ত হইয়া-ছেন। (ব্রহ্মবৈ)। অগ্নিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজ হিমালয়ের অন্যতমা কন্যা কুটিলা ধারণ করেন। এবং যথাকালে পর্ব্বতের সানুদেশে শরবনে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রসব করিয়াই তিনি চলিয়া যান এবং সেই পুত্রকে কৃত্তিকাগণ প্রতিপালন করেন। তিনি কার্ত্তিকেয় নামে কৃত্তিকা-গণের, কুমার নামে কুটিলার, স্কন্দ নামে গৌরীর, গুহ নামে মহাদেবের, মহাসেন নামে হুতা-শনের পুত্র বলিয়া খ্যাত হন। (বাম)। একবার কার্ত্তিকেয় বাণের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (হরি)। অষ্টবসুর অন্যতমা অগ্নির পত্নী ধারার গর্ভে কার্ত্তিকেয় (স্কন্দ) জন্মগ্রহণ করেন। কার্ত্তিকেয়ের পুত্র বিশাখা। (ভাগ)। মহাদেবের ঔরসে ও

যাহার গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)। কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামে তারকাসুরকে বধ করেন। এই সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ চারণগণ তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্র ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। (মৎ)।

কার্ত্তিবয়—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি কার্ত্তিবয়। তিনি কশ্যপ, বৎসর ও নিধ্রুব এই তিন আর্ষেয় প্রবর যুক্ত। (মৎ—১৭৯অ)।

কার্দ্দমায়নি—মহর্ষি কার্দ্দমায়নি এক জন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। ভৃগু, চ্যবন, আপ্নবান, আর্ষ্টিষেন ও অরূপি এই পাঁচটি তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯অ)।

কার্ষ্ণায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কার্ষ্ণায়ন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। কপিমুখ, কার্ষ্ণায়ন, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচ জন কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাল—ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র সংহারকর্ত্তা কাল। (মহাভা-আদি)। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা-অনুশা)। অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব, এই ধ্রুবের পুত্র লোক-সংগ্রাহক কাল। দেবাসুর-যুদ্ধে কালের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র অনুহ্লাদ, এই অনুহ্লাদের পুত্র আয়ু, শিবি ও কাল। (হরি)। ভগবান রুদ্রের এক নাম কাল। (ভাগ) শিবের অন্যতম অনুচর কাল। এই কাল শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে, শত কোটীগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। (লি)। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, মস্তক ভীষণাকৃতি কাল প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন এই তিনটি কালের স্ত্রী। (ঐ)। দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতির নাম কাল। দেবাসুর-সংগ্রামে তিনি ইন্দ্র-হস্তে নিহত হন। (বাম)। দৈত্যপতি মহিষাসুরের কাল, কৃতান্ত, রক্তাক্ষ, হরণ, মিত্রহা, নল, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্ত্রীঘ্ন ও

সংবর্ত্তক নামে একাদশ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে একাদশ রুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (বরা)। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্রসম্ভূত ভৈরব-বিশেষ। অসিত দেখ।

কালক—দক্ষের কন্যা কালকার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে নরক ও কালক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (রামা-আরণ্য-১৪) কালক নামে এক অসুর ছিলেন। (হরি)।

কালকণ্ঠ—দেবাসুর-সংগ্রামে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বতসমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন কালকণ্ঠ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)।

কালকবৃক্ষীয়—কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী মন্দমতি অমাত্যগণ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় তৎপ্রতিবিধানে যত্নপর হইয়া একটি কাক পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া নগরে প্রচার করিয়া দেন যে, এই কাক ত্রিকাল বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে স্বীয় সমীপে আনয়ন করেন। মহর্ষি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া অমাত্যদের অত্যাচার-কাহিনী তাঁহার গোচর করেন। রাজা অনুসন্ধান ক্রমে সমুদয় সত্য জানিতে পারিয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়কে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং মহর্ষি এই সকল মন্দমতি লোককে দমন করেন। (মহাভা-শান্তি)।

কালকর্ণি—অপদেবতা বিশেষ। (স্কন্দ-কাশী-৫)।

কালকা—বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যার মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ কালকা ও পুলোমাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে কশ্যপের কালকেয় ও পৌলম নামে ষষ্টি সহস্র দানব-পুত্র জন্মে। তাঁহারা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন কর্তৃক বিনষ্ট হন। (ভাগ)। হরিবংশ মতে কালকার নাম কালিকা। দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা কালকা, নরক ও কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (রামা-আরণ্য ১৪)। বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভজাত ষষ্টি সহস্র পুত্র পৌলোম ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। (বিষ্ণু)। ঐ সকল দানব তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনহস্তে নিহত হন। (মৎ)।

কালকাক্ষ—দেবাসুর-সংগ্রামে কার্ত্তি-

কেয় দেবাসেনাপতি পদে বৃত হইলে তাহার সাহায্যার্থে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বতসমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কালকাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা-শল্য)। দেবাসুর যুদ্ধে কালকাক্ষ দানবকে বিষ্ণুর বাহন গরুড় বিনষ্ট করেন। (মহাভা-উদ্-১০৪)।

কালকাম—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ক্রতু, দক্ষ, বসু, সত্য, কালকাম, মুনি, করজ, মনুজ, বীজ ও রোচমান এই দশ জন বিশ্বদেব। (মৎ)।

কালকেয়—মহাত্মা কশ্যপ বৈশ্বানর দানবের চারিকন্যার মধ্যে কালকা ও পুলোমাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কশ্যপের কালকেয় ও পৌলোম নামে ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন তাঁহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। (ভাগ)। কালকেয় নামক দানবগণ অতিশয় দুর্জ্জয় ও বরলাভে অতিশয় তেজোদৃপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (রামা-লঙ্কা)।

কালকেয়গণ—এই দৈত্যগণ পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে বাস করিয়া বড়ই অত্যাচার করিত। অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিনাশ করেন। (মহাভা)।

কালকেলী—একদা ব্রহ্মার বামনেত্র হইতে এক স্থূল অশ্রুকণা পতিত হয়। তাহা হইতে হারব নামক দানবের উৎপত্তি হয়। এই হারবের দক্ষিণনেত্র হইতে কালকেলী নামক ভয়ানক দানবের জন্ম হয়। তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আক্রমণ করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভয়ে মহাদেবকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তিরূপে মহাকাল বনে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দানবদ্বয়কে বিনাশ করেন। তদবধি সেই লিঙ্গরূপী শিব অভয়েশ্বর নামে খ্যাত হন। (স্কন্দ-আব-চতু-৪৮)।

কাল খঞ্জগণ—একজাতীয় দৈত্য। (মহাভা)।

কালগম—একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে বিহঙ্গম, কালগম ও নির্ব্বাণ রুচি দেবতা ছিলেন। এবং বৈধৃত ইন্দ্র ছিলেন। (ভাগ)।

কালজঙ্ঘ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, যম তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত স্বীয় অনুচর প্রমথ, উন্মাথ, কাল সেন, মহামুখ, তালপত্র ও

কাল-জঙ্ঘকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

কালদংষ্ট্র—তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র, পরাবসু, বিরোচন, প্রভৃতি দানবেরা হুতাশনের ভয়ে সমুদ্রে পলায়ন করিল এবং জলদুর্গের আশ্রয়ে দেবতাদের উপর অত্যাচার করিত। (মৎ)।

কালনর,কালানর, কালানল—যযাতি বংশীয় সভানরের পুত্র কালনর। কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল। (ভাগ)। যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর পুত্র, সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু। তন্মধ্যে সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়। (বিষ্ণু)। পুরুবংশীয় নরপতি কক্ষেয়ুর অন্যতম পুত্র সভানর, এই সভানরের পুত্র কালানল, কালানলের পুত্র সৃঞ্জয়। (হরি)।

কালনাথ—মহাদেবের অন্যনাম। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩১)।

কালনাভ—কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ঝর্ঝর, শকুনী, ভূতসন্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ এই বিদ্বান্ ও বলবান্ পাঁচপুত্র হিরণ্যাক্ষের তনয়। (হরি)। কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনুর গর্ভে ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, মহাবল, মহাবাহু, প্রভৃতি শতপুত্র জন্মে। (হরি)। কশ্যপ ও দিতির কন্যা সিংহিকা আপন মাসীর অন্যতম পুত্র বিপ্রচিত্তিকে বিবাহ করেন। বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার সৈংহিকেয় নামক রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। (হরি)।

কালনাশন—অন্ধকাসুরের অন্যতম সেনাপতি কালনাশন শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। (বাম)।

কালনেমী—জনৈক অসুর, নারায়ণ-হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়। (রামা-উত্তরা-৬)। হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমী। কালনেমীর হংস, সুবিক্রম, ক্রোধ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত। ইহারাই প্রথমে দেবকীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কংসহস্তে নিহত হয়। দেবাসুর যুদ্ধে কালনেমী কুবেরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুহস্তে নিহত হন। (হরি)। দানব কালনেমী ভুবনে

বাস করিতেন। (লি)। কালনেমী দৈত্যই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। (বিষ্ণু)। দেবাসুর-সংগ্রামে কালনেমী সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে বিনাশ করেন। (বরা)। দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন কালনেমী, তিনি মহাদেবের হস্তে নিহত হন। (বাম)। প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র কালনেমী। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১)। কালনেমীর কন্যা বৃন্দাকে দৈত্যপতি জলন্ধর বিবাহ করেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪)।

কালপথ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে কালপথ অন্যতম। (মহাভা-অনুশা)।

কালপর্ণী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার নিমিত্ত, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কালপর্ণী তাহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

কালপ্রভ—দৈত্যপতি কালপ্রভকে মহাদেব শূলাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-৩৪)।

কালবদন—অসুরবিশেষ। বামনাবতারে বিষ্ণু, কালবদন, করাল প্রভৃতি অসুরকে নির্যাতন করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়াছিলেন। (হবি)।

কালবক্ত্র—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯)।

কালবিগ্রহ—দৈতপতি কালবিগ্রহকে মহাদেব যমালয়ে প্রেরণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-৩০)।

কালবিনায়ক—কাশীস্থিত কালবিনায়কের সেবা করিলে, মানুষের কালভীতি থাকে না। (স্কন্দ-কাশী-৫৭)।

কালপ্রভ—দৈত্যপতি কালপ্রভকে মহাদেব শূলাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-৩৪)।

কালভীতি—বারাণসী নগরে রুদ্র জপপরায়ণ মান্টী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী চটিকা কালভীতি নামক পুত্রকে প্রসব করেন। তিনি অতিশয় শিবভক্তিপরায়ণ ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০)।

কালভৈরব—মহাদেবের অন্যতম গণ কালভৈরব। দৈত্যপতি অন্ধক পার্ব্বতীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, কালভৈরব তাঁহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)। একবার ব্রহ্মা মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেইজন্য মহাদেব কালভৈরবকে তাঁহার দমনার্থ প্রেরণ করেন। কালভৈরব ব্রহ্মার পঞ্চ মস্তকের একটি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। পরে মহাদেব যোগদ্বারা তাঁহাকে জীবিত

করেন। তদবধি ব্রহ্মার চারিটি মস্তক হইল। (কূর্ম)।

কালমাধব—যে ব্যক্তি কাশীস্থিত কালমাধবকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে,তাহাকে কাল বা কলি কেহই আক্রমণ করিতে পারে না। (স্কন্দ-কাশী-৬১)।

কালযবন—মহামুনি গার্গ্য পুত্র-কামনায় দ্বাদশবর্ষ লৌহচূর্ণাহারী হইয়া সুদারুণ পরম দুশ্চর ঘোরতর তপস্যা দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব প্রীত হইয়া বর প্রদানে সমুদ্যত হইলে, মহাত্মা গার্গ্য যাদবগণের অবধ্য এক পুত্র প্রার্থনা করেন। শঙ্কর তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করেন। এই বরের ফলে, কালযবনের জন্ম হয়। (হরি)। আবার হরিবংশের অন্যত্র আছে, একদা গার্গ্যের শ্যালক ত্রিগর্ত্তরাজের পুরোহিত শিশিরায়ণ গার্গ্য নপুংসক কি না পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে গার্গ্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং পরে দ্বাদশ বৎসর অন্তে তাঁহার ক্রোধ শান্তি হইলে, তিনি গোপিকা বেশধারিণী গোপালী নাম্নী অপ্সরাতে এক পুত্র উৎপাদন করেন। গোপালীজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিলে, সেই শিশু অপুত্রক যবন-রাজের অন্তঃপুরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালযবন নামে খ্যাত হন। এই কালযবন নারদের পরামর্শে মথুরা আক্রমণ করিলে, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুশস্থলী দ্বারাবতীতে পুরী নিবেশ করিলেন। (হরি)। কিন্তু এই বিবরণই হরিবংশের অন্যত্র একটু পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিবর্গের অনুরোধে শাল্ব যবন-রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে মথুরা আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে কালযবন মথুরা আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই ইহা জানিতে পারিয়া দ্বারাবতী নগরে পলায়ন করেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ দেবগণ হইতে, "অকালে কেহ তাঁহাকে জাগাইলেই ভস্মীভূত হইবে" এই বর লাভ করিয়া এক পর্ব্বত-গুহায় নিদ্রিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবগত হইয়া কালযবনের ভয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। কাল-যবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নিদ্রিত মুচুকুন্দ নরপতিকে

শ্রীকৃষ্ণভ্রমে পদাঘাতে জাগরিত করিয়া দেবগণের শাপে ভস্মীভূত হইলেন। এইরূপে কালযবন নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক উগ্রসেনকে কতক প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট দ্বারা দ্বারাবতী নগরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। (হরি)। মহর্ষি গার্গ্য যবনেশ্বরের পত্নীতে কালযবন নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।

কালরাজ—কালের ন্যায় বিরাজমান বলিয়া কালভৈরবের এক নাম কালরাজ হইয়াছে। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১)।

কালরুদ্র—মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-১)।

কালরূপ—মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩১)।

কালশিখ—মহর্ষি কালশিখ একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭-অ)।

কালসেন—দেবাসুরযুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যম তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর প্রমথ, উন্মাথ, কালসেন, মহামুখ, তালপত্র ও কালজঙ্ঘকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বাম)।

কালহস্তী—সুবর্ণমুখীর তীরে মহাদেব কালহস্তী নামে খ্যাত এবং তথায় তাঁহার শক্তির নাম ভৃঙ্গ মুখরালকা। (স্কন্দ-মাহে-সরু-২)।

কালহা—শিবের অন্যতম অনুচর কালহা। শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে বহু কোটী গণ পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কালা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কালা। (হরি)। পার্ব্বতী দেবী চন্দ্রভাগাতীর্থে কালা নামে বিখ্যাত (স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮)।

কালাক্ষ—ভীমনন্দন ঘটোৎকচের একজন সেনাপতি। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৯)।

কালাগ্নি—স্বায়ম্ভুবমনু প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ সন্তান উৎপাদনে অস্বীকার করিলে, ব্রহ্মা অতিশয় কুপিত হন। সেই সময়ে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে কালাগ্নি, মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি নামে একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে কালাগ্নি সকলের সংহারকর্ত্তা। নিদ্রা কালাগ্নি রুদ্রের স্ত্রী। (ব্রহ্ম-বৈ)।

কালায়নি—মহর্ষি বাস্কল তিনখানি সংহিতা রচনা করিয়া, কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তাঁহার

তিনজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।

কালিক—দ্বারকাতীর্থের দক্ষিণদিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। (স্কন্ধ-প্রভা-দ্বার-১৭)।

কালিকা—কালকা দেখ। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে অন্যতমা কালিকা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কালিকামুখ—রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেতুমতির গর্ভে কালিকামুখ প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (রামা-উত্তরা-৫)।

কালিঙ্গী—নরপতি মতিনারের স্ত্রী সরস্বতী হইতে তংসুর জন্ম হয়। এই তংসুর স্ত্রী কালিঙ্গী ঈলিনকে প্রসব করেন। (মহাভা)।

কালিন্দী—মনুবংশীয় নৃপতি অসিতের অন্যতমা পত্নী কালিন্দী। রাজা অসিত যখন হিমালয়ে বাস করেন, তখন কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির প্রসাদে একটি পুত্র প্রসব করেন। কালিন্দীর সপত্নী গর্ভাবস্থায় তাহাকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। কালিন্দী চ্যবন মুনির বরে গরলের সহিত সেই পুত্র প্রসব করেন। নবজাত পুত্র গর অর্থাৎ বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সগর নামে খ্যাত হন। (অসিত ও সগর দেখ)। (রামা-আদি ৭০ এবং অযো-১০০)।

শ্রীকৃষ্ণের বহু পত্নীর মধ্যে কালিন্দী অন্যতমা ছিলেন। কালিন্দী হইতে অশ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই অপত্য নরপতি শ্রুতসেনকে প্রদান করেন। (হরি)

সূর্য্যের কন্যার নাম কালিন্দী। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য যমুনাগর্ভে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে অবস্থান পূর্ব্বক, বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মৃগয়া করিতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন। কিছু কাল পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সুবর্ণার গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে শনৈশ্চর ও যম নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী, নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতিপদে

বৃত হইলে কালিন্দী নদী স্বীয় অনুচর কলকন্দকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কালিয়—বাসুকীনাগের সেনাপতি কালিয়। একবার বাসুকী, তক্ষকের সহায়তার জন্য, ধন্বন্তরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কালিয়, দ্রোণ কর্কোটক, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই পরাস্ত হন। (ব্রহ্মবৈ)। কালিয়, বিজয়, মধুমত্ত, কশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, ভদ্র, দন্তবক্র ও সুমাগধ এই দশ জন শ্রীরামচন্দ্রের গুপ্তচর ছিলেন। তাঁহাদেরই নিকট সীতা-সংক্রান্ত অপবাদ রাম শুনিতে পাইয়া সীতাকে বনবাস দেন। (রামা)।

কালী—দাসরাজের কন্যা ও শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর অন্যনাম কালী। (লি)। পূর্ব্বকালে অসুর বংশে দারুক নামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করেন। সে তপস্যার বলে অদ্বিতীয় বিক্রমী হইয়া সকল দেব ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করে। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট সকল জ্ঞাপন করিলে, তিনি মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠস্থবিষে আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন। মহাদেব স্বীয় দেহে পার্ব্বতী বিষময়ী হইয়াছেন জানিয়া কপাল-নেত্র হইতে তাঁহাকে সৃজন করিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ শিবনেত্র হইতে উৎপন্না অগ্নিকল্পা কালকণ্ঠী কালীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। ঐ দেবীর শিবের ন্যায়ই ললাটে নয়ন হইল। তাঁহার ন্যায় হস্তে ত্রিশূল ও তাঁহারই ন্যায় হস্তে সর্প বলয়াদি হইল। এই কালী দেববিদ্বেষী দারুককে বিনাশ করিলেন। সেই কালীর তেজের আতিশয্য-প্রযুক্ত ক্রোধাগ্নিতে ত্রিভুবন কাতর হইল। ভূতভাবন শিব তাঁহার ক্রোধাগ্নি পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেত-সঙ্কুল শ্মশানে স্তন্য পান করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কালী সেই বালককে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্যদান করিতে লাগিলেন। বালক স্তন্যের সহিত তাঁহার ক্রোধ পান করিয়া ক্ষেত্রপালক নামে খ্যাত হন। ক্ষেত্রপালের আট মূর্ত্তি হয়। পরে বালক সেই সেই স্থানে নৃত্য করিতে আরম্ভ

করিলে স্বয়ং কালীও যোগিনীগণ সহ তথায় নৃত্য করিয়াছিলেন (লিঃ)। কমললোচনা কালী প্রকৃতির প্রধান অংশ-স্বরূপা। তিনি শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশ-স্বরূপা। গুণে ও তেজে তাঁহারই সমান। এই সনাতনী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনাবশতঃ কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন। (ব্রহ্মবৈ)। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীমের স্ত্রীর নাম কালী ছিল। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জ্জুন কেবল শ্যামবর্ণ ছিলেন। অপর সকলেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণবিশিষ্ট ছিলেন। ভীমের স্ত্রী কালী নীলোৎপল-বর্ণা ছিলেন। (মহাভা)। দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে, কালী নদী তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর অষ্টবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)। কুরুবংশীয় কুমীর পুত্র উপরিচর বসু। উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা, বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রবা, কুশ, হরিবাহন, যজুঃ, মৎস্য ও কালী নামে সাত পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। (মৎ)। সতী স্বয়ং পিতা দক্ষের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন। দক্ষ তাঁহার প্রতি সমুচিত আদর প্রদর্শন না করিয়া শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, সেই জন্য সতী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। নারদমুখে এই কথা শুনার পর ক্রোধান্বিত শিবের নিঃশ্বাস মারুত হইতে কালী কোটী ভূত-পরিবৃতা হইয়া উৎপন্না হইলেন (স্কন্দ মাহে-কেদা-৩)।

কালীয়—যমুনার নিকটবর্ত্তী কালিন্দী হ্রদে কালীয় নাগ বাস করিতেন। অনন্তনাগের আদেশে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে নাগগণ গরুড়ের পূজা করিতেন। একবার কালীয় নাগ গর্ব্বিত হইয়া পূজা ত করিলই না অধিকন্তু বলপূর্ব্বক অন্যের পূজোপকরণ ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। অন্যের নিষেধ কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। এই উপলক্ষে গরুড়ের সহিত কালীয়ের যুদ্ধ হয়। কালীয় রণে পরাজিত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গরুড় সৌভরীর শাপে কালিন্দী হ্রদে আসিত না, একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণসহ কালিন্দী-তীরে গোচারণ করিতেছিলেন। গোগণ সেই হ্রদের বিষতুল্য জল পান করিয়া

মৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে জীবিত করিয়া যমুনা-তীরস্থ কদম্ব বৃক্ষ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হ্রদ-মধ্যস্থ সর্প-ভবনে পতিত হইলেন। কালীয় নাগ তাঁহাকে সামান্য মানুষজ্ঞানে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন, ইহাতে তাঁহার কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ হইয়া গেল। পরে রক্ত বমন করিয়া মরিবার উপক্রম হইল। তখন কালীয়ের স্ত্রী সুবলা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার প্রার্থনায় কালীয় জীবন লাভ করিয়া কালিন্দী হ্রদ পরিত্যাগপূর্ব্বক রমনক দ্বীপে পলায়ন করিলেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। ভাগবতে এই আখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে আছে। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন। কালীয় তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

কালেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে যমালয়ে কালেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭)।

কালেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট প্রণত হইলে, কালভয় দূর হয়। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৫৩)।

কালেহিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কালেহিকা অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য-৪৭)।

কাশ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুহোত্রের কাশ, লেশ, ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কাশের তনয় কাশিরাজ, কাশিরাজের তনয় দীর্ঘতমা। (বিষ্ণু-৪র্থ-৮ম)। সুনহোত্রের পুত্র কাশ, শল ও গৃৎসমদ এই তিন জন। কাশের পুত্র কাশয়। (হরি-হরি-২৯)।

কাশয়—সোমবংশীয় নরপতি সুনহোত্রের অন্যতম পুত্র কাশ। কাশের পুত্র কাশয়। (হরি-হরি-২৯)।

কাশার—বাস্কলের পুত্রের প্রণীত বালিখিল্য নামে সংহিতা, বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার নামে কয়েক দৈত্য অধ্যয়ন করেন। (ভাগ-১২স্ক-৬)।

কাশিক—ভরত বংশীয় নরপতি বিতথের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের কাশিক ও গৃৎসমতি নামে দুই পুত্র জন্মে। কাশিকের পুত্র কাশেয় ও দীর্ঘতপা। (হরি-হরি-৩২)

কাশিরাজ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি কাশের অন্যতম পুত্র কাশিরাজ। কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়। দীর্ঘতমার তনয় ধন্বন্তরী।

কাশিরাজের কন্যা গান্দিনীকে যদু বংশীয় নরপতি শ্বফল্ক বিবাহ করেন। গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। কাশিরাজ তাঁহার বন্ধু পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে সাহায্য করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। (বিষ্ণু-৪র্থ-৮) ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টি করিয়া পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ভাস্কর-দেবকে তাহা শিক্ষা দেন। ভাস্কর-দেব নিজেও একখানা সংহিতা রচনা করেন এবং উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, কাশিরাজ প্রভৃতি ষোড়শজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। কাশিরাজ চিকিৎসা কৌমুদী নামে এক অতি উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। (ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬)। কাশিরাজ করুষদেশাধিপতি পৌণ্ড্রকের বন্ধু ছিলেন। পৌণ্ড্রককে সাহায্য করিতে যাইয়া কাশিরাজ শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। কাশিরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতৃহত্যার শাস্তি দিতে যাইয়া স্বয়ং নিহত হন। (ভাগ ১০স্ক-৬৬)।

কাশী—পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীম। এই ভীমের অন্যতমা স্ত্রী কাশীর গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র জন্মে। (মৎ-৫০)। চন্দ্রবংশীয় সুহোত্রের তনয় কাশ্য, কুশ, ও গৃৎসমদ এই তিনজন। কাশ্যের পুত্র কাশী, কাশীর পুত্র রাষ্ট্র। (ভাগ-৯স্ক-১৭)

কাশেয়—ভরত বংশীয় সুহোত্রের কাশিক ও গৃৎসমতী নামে দুই পুত্র জন্মে। কাশিকের পুত্র কাশেয় ও দীর্ঘতপা। (হরি-হরি-৩২)।

কাশ্য—চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র কাশ্য, কুশ, ও গৃৎসমদ এই তিনজন। কাশ্যের পুত্র কাশী, কাশীর পুত্র রাষ্ট্র। (ভাগ-৯স্ক-১৭)। যযাতি বংশীয় বিষদের পুত্র সেনজিৎ, সেনজিতের রুচিরাশ্ব দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস নামে চারি পুত্র জন্মে। (ভাগ-৯স্ক-২৯)। কাশ্যের কন্যা চন্দ্রবংশীয় নরপতি অন্ধকের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, শুচি, ভজমান ও কম্বলবর্হি নামে চারি পুত্র জন্মে। (লি-৬৯) কাশ্যের কন্যা যদুবংশীয় আহুকের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দেবক ও উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন (লি-৬৯)। সেনজিতের রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনু, ও বৎসহনু, নামে চারি পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু-৪র্থ-১৯)। কাশ্য নামে এক মহর্ষি ছিলেন (মহাভা)।

কাশ্যপ—অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী। (রামা-আদি-৭)। জনৈক মুনি ইঁহার পুত্র বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের

পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। (রামা-আদি-৯)। বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু ৩য়-১)। কশ্যপের পুত্র মহর্ষি কাশ্যপ একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-পরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম-৬-১১)। মহর্ষি কাশ্যপ বিষবিদ্যা চিকিৎসক ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গীর শাপে সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন জানিতে পারিয়া, তাঁহার চিকিৎ-সার্থ তিনি রাজ সমীপে যাইতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক তাঁহাকে বহু অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করেন। (মহাভা-আদি)। (২) কাশ্যপ নামে এক মহর্ষি ছিলেন, (মহাভা-শান্তি-৪৭)।

কাশ্যপি—মহর্ষি কাশ্যপি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু বীতি, হব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ ১৯৫)।

কাশ্যপী—বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অজয়া নাম্নী নিরাপদ্‌দায়িনী তিন দেবীকে মস্তক দ্বারা প্রণামান্তে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে তিলোদক মাসে মাসে দান করিলে পিতৃলোকেরা তৃপ্ত থাকেন। (বরা-১৯০)। অজয়া দেখ।

কাশ্যপেয়—মহর্ষি কাশ্যপেয় একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৯৯)।

কাশ্যা—কাশিরাজনন্দিনী কাশ্যা কুরু বংশীয় নরপতি জনমেজয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার আর একটি নাম ছিল বপুষ্টমা। কাশ্যা হইতে চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় নামে দুই পুত্র জন্মে। জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রী বপুষ্টমাকে সংযতা হইয়া থাকিতে বলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র গোপনে বপুষ্টমার প্রতি মন্দ ব্যবহার করেন। ইহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। জনমেজয় স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরে বিশ্বাবসুর পরামর্শে স্ত্রীকে পুনগ্রহণ করেন। (হরি-হরি-১৮১,১৯৮)। কশ্যপ হইতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভে অলম্বুষা, মিশ্র-কেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষ্মণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুব্রতা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরমা, প্রমাথিনী, কাশ্যা, শারদ্বতী নাম্নী মৌনেয় অপ্সরাগণ, বিশ্বাবসু ও ভরণ্য

কলিকাতা—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ৮১, ওয়েষ্টকমাউট, পোঃ কমাউট, রেঙ্গুন।

দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

কিঙ্কিনিকণ—একটি মাতৃকা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

কিঞ্জল্ক—নরপতি ভগীরথের সারথি। বৃহদ্ধ-মধ্য ২১।

কিন্দম—মহর্ষি কিন্দম মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় স্ত্রী সহ বিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে রাজা পাণ্ডু মৃগভ্রমে তাহাকে নিহত করেন। এই অপরাধে মুনির শাপে রাজা পাণ্ডু মাদ্রীসহ বিহার কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহাভা-আদি-১১৮।

কিন্নর—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুনক্ষত্রের পুত্র কিন্নর। কিন্নরের পুত্র সুবর্ণ। বিষ্ণু ৪র্থ ২২ ; বায়ু-৯৯। (২) ধৃতরাষ্ট্র নাগের পুত্র কিন্নর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

কিন্নরাশ্ব—অযোধ্যাধিপতি সুনক্ষত্রের পুত্র কিন্নরাশ্ব, কিন্নরাশ্বের তনয় অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেণ এই দুই জন। মৎ-২৭১।

কিম্পুনা—নদী বিশেষ। মহাভা-সভা ৯।

কিম্পুরুষ—কিং-পুরুষ দেখ।

কিরণেশ্বর—কাশীস্থিত কিরণেশ্বর লিঙ্গকে প্রণাম করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ ৩৩।

কিরাত—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-৫৩।

কিরাতেশ্বর—মহাদেবের কিরাত নামক গণ, কাশীতে কেদারের দক্ষিণ দিকে ভক্তগণের অভয়প্রদ কিরাতেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্কন্দ-কাশী উ ৫৫।

কিরীটী—(১) দেবাসুর সমরে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, কিরীটী তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) পাণ্ডু পুত্র অর্জ্জুনের অন্য নাম কিরীটী। মহাভা-আদি-১৯০। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থে যে সকল অনুচরকে প্রদান করিয়াছিলেন কিরীটী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বামন ৫৭।

কির্মীর—বকরাক্ষসের ভ্রাতা কির্মীর কাম্যক বনে বাস করিত। পাণ্ডবেরা বনবাসার্থে উক্ত বনে প্রবেশ করিলে, কির্মীর তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। ভীম এই দুরাত্মাকে বিনাশ করেন। মহাভা-বন ১১।

কিলাত—আকুলি ও কিলাত নামে অসুরগণের দুই পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা মনুর একটি বৃষকে বধ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। শতপথ ১ প-৪ বা ১ অ। আকুলি দেখ।

কিশোর—তারকাময় সমরে কালনেমীর

অনুচর কিশোর, প্রভৃতি দানবেরা বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। মৎ-১৭৭।

কীকট—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ককুদা হইতে শকট জন্মগ্রহণ করেন। শকটের তনয় কীকট। স্কন্দ-মাহে কুমা-১৪। (২) ঋষভের অন্যতম পুত্র। ভাগ ৫স্ক-৪। ঋষভ দেখ। (৩) ধর্ম্মের পুত্র সঙ্কট, সঙ্কটের পুত্র কীকট। এই কীকট হইতে ভূবিবরের দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। ভাগ-৬স্ক ৬।

কীকশেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ স্কন্দ-কাশী-পূ-১০০।

কীচক—কেকয় রাজের পুত্র কীচক অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ভগিনী সুদেষ্ণাকে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট বিবাহ করেন। কীচক তৎপরে বিরাটের সেনাপতি হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা বিরাটের রাজধানীতে ছদ্ম বেশে দ্রৌপদীসহ বাস করিতেছিলেন। কীচক দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণার শরণাপন্ন হন। একদিন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের নিকট হইতে মদ্য আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কীচক তখন তাঁহার সম্ভ্রম হানির উপক্রম করিলে, দ্রৌপদী ভয়ে পলাইয়া বিরাটের সভাভবনে উপস্থিত হন। কীচক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সভাস্থলেই পদাঘাত করেন। বিরাট কীচকের শক্তিসামর্থ্যে অতিমাত্র ভীত ছিলেন। ভীম ও যুধিষ্ঠির সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভীম তখনই কোন প্রতিবিধানে তৎপর হন, সেই ভয়ে কৌশলপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে বলেন। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সুদেষ্ণা অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কীচকের প্রাণবধে সঙ্কল্পান্বিত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীই ইহার প্রতিকার করিবেন। পরে গোপনে ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কীচককে নাট্যশালায় রাত্রিকালে আসিবার বন্দোবস্ত করেন। কীচক দ্রৌপদীর বাক্যে আশান্বিত হইয়া তাঁহার প্রাপ্তির আশায় সুন্দর বেশ ভূষণে সজ্জিত হইয়া নাট্যশালায় গমন করিলেন। ভীম দ্রৌপদীর পরিবর্ত্তে তথায় শয়ন করিয়াছিলেন। কীচক দ্রৌপদী জ্ঞানে যেমন তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল, তেমনই ভীম তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিলেন। পরদিন কীচকের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া সকলেই অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। উপকীচক নামক কীচকের ভ্রাতারা দ্রৌপদীর উপর অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া

কীচকের মৃতদেহের সহিত দ্রৌপদীকে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করিবার জন্য লইয়া চলিল। ভীম অন্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং উপকীচকদিগকে বধ করিয়া দ্রৌপদীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। দ্রৌপদী স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ভীমও অন্য দ্বারদিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় কাজে মনোযোগী হইলেন। মহাভা-বিরাট-১৪-২৪।

কীটক—একজন রাজা। মহাভা-আদি-৬৭।

কীর্ত্তন—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা অনুশা-১৪৫।

কীর্ত্তি—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী। হরি-হরি-২১৮। ধর্ম্ম দেখ। (২) মায়া বলে বামন রূপে অবতীর্ণ উরুক্রম দেবের পত্নীর নাম কীর্ত্তি। কীর্ত্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোকের জন্ম হয়। বৃহৎশ্লোকের পুত্র সৌভগ প্রভৃতি। ভাগ-৬ষ্ঠ-১৮। কীর্ত্তির তনয় যশঃ। মার্ক-৫০; কূর্ম্ম-পূ-৮। (৩) সোমবংশীয় নরপতি ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কীর্ত্তি, কীর্ত্তির পুত্র সঞ্জিত, সঞ্জিতের পুত্র মহিষ্মান। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৪) জয়ন্তের স্ত্রী কীর্ত্তি অন্যান্য দেবপত্নীর সহিত সোমের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তি অন্যান্য দেবপত্নীর ন্যায় সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই ভজনা করিতে লাগিলেন। দেবতারা নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার অনুরোধে সোম সেই সকল দেবপত্নীকে পরিত্যাগ করেন। মৎ ২৩। (৫) শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তি, শুকবংশা। নরপতি অনুহের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিষক্সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৬) কীর্ত্তি নামে এক দানবপতি ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কুমা ২১। (৭) সুকর্ম্মের পত্নী কীর্ত্তি। ব্রহ্মবৈ প্র ১, বায়ু ১০; ব্রহ্মাণ্ড ৩১।

কীর্ত্তিদাতা—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা অনুশা ১৭।

কীর্ত্তিবর্দ্ধন—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ ৯। স্বারোচিষ মনু দেখ।

কীর্ত্তিদেশেশ্বর—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা অনুশা ১৭।

কীর্ত্তিমতি, কীর্ত্তিমতী—(১) কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পত্নী অরণী হইতে ভূরিশ্রবা, শম্ভু, প্রভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নাম্নী তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম উ ১৯। (২) দেবী পার্ব্বতী একাম্রকাননে কীর্ত্তিমতী নামে বিখ্যাতা। স্কন্দ আব রেবা-১৯৮। অরণি দেখ। শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তিমতী নরপতি সাহ্বগুহের পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মদত্ত। বায়ু-৭০। আবার অন্যত্র আছে শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তিমতী অণুহের পত্নী ছিলেন।

অমুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। বায়ু ৭৩। শুকদেব দেখ। সৌর-৩০।

কীর্ত্তিমন্ত—(১) স্বায়ম্ভুব মনু কঠোর তপস্যা করিয়া অবন্তী নাম্নী এক রূপবতী পত্নী লাভ করেন। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ধর্ম্মের নন্দিনী সুনৃতা, উত্তানপাদ হইতে অপস্পতি, অপস্যন্ত, কীর্ত্তিমন্ত ও ধ্রুব নামে চারি পুত্র লাভ করেন। মৎস্য-৪। (২) মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৮। স্মৃতি দেখ। ব্রহ্মাণ্ড-২৯।

কীর্ত্তিমান—(১) রাজা উত্তানপাদের পত্নী ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতা হইতে ধ্রুব, আয়ুষ্মান, বসু ও কীর্ত্তিমান নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-২। (২) বসুদেবের পত্নী দেবকী হইতে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিমান প্রভৃতি আরও সপ্ত সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) নারদের মানস পুত্র বিরজা। তিনি পৈতৃক আসনে অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বিরজার পুত্র কীর্ত্তিমানও বিষয় বাসনা শূন্য ছিলেন। কীর্ত্তিমানের তনয় মহাতপা কর্দম। মহাভা-শান্তি ৫৯। (৪) শ্রাদ্ধভোজী বিশ্বদেবদিগের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। (৫) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপের তনয় মহাবল সার্ব্বভৌম নরপতি কীর্ত্তিমান কাশীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে বৈশাখ মাসে আট বৎসরের অধিক বয়স্ক ও আশী বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রকেই প্রাতঃকালে স্নান করিতে হইত। স্কন্দ-বিষ্ণু বৈশা-১১। (৬) ধেনুকা কীর্ত্তিমান হইতে বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। বায়ু-২৮। ধেনুকা হইতে কীর্ত্তিমানের বরিষ্ঠ ও ধৃতিমান নামে দুই পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। (৭) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর; তিনি কংস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। অগ্নি-২৭৫। বসুদেব দেখ। (৮) সুধামা দেবগণের অনুগত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। বসুদেবের অন্যতম পুত্র ও বলরামের অনুজ সারণ। সারণের এক পুত্রের নামও কীর্ত্তিমান ছিল। বায়ু-৯৬।

কীর্ত্তিমালিনী—নরপতি চন্দ্রাঙ্গদের পত্নী সীমন্তিনীর গর্ভে কীর্ত্তিমালিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১১।

কীর্ত্তিমুখ—মহাদেবের অনুচরগণ। জলন্ধর দৈত্যের দূত রাহু যে সময়ে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময়ে উক্ত কীর্ত্তিমুখগণ মহাদেবের জটাজুট হইতে উৎপন্ন হন। পদ্ম উত্ত-১০।

কীর্ত্তিরথ—জনক বংশীয় নরপতি প্রতিন্ধক (বায়ু প্রতিত্বক) পুত্র কীর্ত্তিরথ, কীর্ত্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। রামা-আদি ৭১; বায়ু-৮৯।

কীর্ত্তিরাত—জনক বংশীয় নরপতি ধৃতির

পুত্র কীর্ত্তিরাজ, কীর্ত্তিরাজের তনয় রোমমান্, রোমমানের পুত্র স্বর্ণরোমা। বায়ু-৮৯।

কীর্ত্তিরাত—জনকবংশীয় নরপতি মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাতের তনয় মহারোমা এবং মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। রামা আদি-৭১।

কীলহ—মহর্ষি লাঙ্গলির অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে কোহল। লাঙ্গলী ও কোহল দেখ।

কীশেশ্বর—নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ তীরে কীশেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৪।

কুকর্দ্দম—পিণ্ডারক পুরে কুকর্দ্দম নামে এক পাপিষ্ঠ রাজা ছিলেন। মৃত্যুর পরে তিনি প্রেত যোনী প্রাপ্ত হন। পরে স্বীয় গুরু মহর্ষি কহোড়ের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত ১৩৯।

কুকুটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, কুকুটিকা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কুকুদ—একজন শিবোপাসক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরুণ-৩।

কুকুম্মিণী—ব্রহ্মা কুকুম্মিণী গঙ্গা নামে সহ্যাদি পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। পদ্ম-উত্ত-১১১।

কুকুদ্মী—আনর্ত্ত দেশের কুশস্থলী নগরে রেব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কুকুদ্মী, রৈবত নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কন্যা রেবতীকে বসুদেব তনয় বলরাম বিবাহ করেন। শিব ধর্ম্ম ৬০।

কুকুণ—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ-১০২।

কুকুপাদ—পাতালের দ্বিতীয় তলে কুকুপাদ নামক দানবপতি বাস করিতেন। বা ৫০।

কুকুর—অন্ধকবংশীয় সত্বানের অন্যতম পুত্র অন্ধক। অন্ধকের পত্নী ও দৃঢ়াশ্বের দুহিতা হইতে কুকুর, ভজমান, শমি, (বিষ্ণু পুরাণ মতে শুচী) ও কম্বলবর্হিষ নামে চারিপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, হরিবংশ ৩৭, কুকুরের তনয় বহ্নি, বহ্নির পুত্র বিলোমা। ভাগ-৯স্ক-২৪। কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় [illegible]। কুকুরের পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ ১৪। কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় কপোতরোমা। কূর্ম্ম পু ২৪। (২) বভ্রুর অন্যতম তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র ধৃতি। মৎ ৪৪। কম্বলবর্হিষ ও অন্ধক দেখ। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ ১০২।

কুকুরাক্ষ—মহাবলশালী কুকুরাক্ষ দৈত্য-

পতি বলির একজন প্রধান সহায় ছিলেন। বাম-২৯।

কুক্কুট—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ কাশী-৫৩।

কুক্কুটধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম গণ। বাম-৬৮।

কুক্কুটিকা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা শল্য-৪৭। (২) মহাপাপবিমোচন নদী। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থে তিনি স্বীয় অনুচর সুনন্দা, মধুপিঙ্গা, [illegible], দণ্ডদণ্ডা, শ্বেতকরা, [illegible], বিকলা, ক্রমকা, বনবাসিনী, জলেশ্বরী ও কুক্কুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

কুক্কুটেশ্বর—কাশীস্থিত কুক্কুট স্থাপিত কুক্কুটেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে আর কখনও গর্ভযন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। স্কন্দ কাশী-উ-১১।

কুক্কুর—একজন ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা সভা-৪।

কুক্কুরী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার নিমিত্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

কুক্ষি, কুক্ষী—(১) বৈরাজের পুত্র বীর। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। কাম্যা দেখ। (২) বলিরাজের শত পুত্রের অন্যতম কুক্ষি। হরি-হরি-৩। (৩) মহর্ষি পৌষ্পিঞ্জির উদীচ্য নামে খ্যাত অনেক শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে লোগাক্ষী, লাঙ্গলী, কুল্য, কুশীদ ও কুক্ষী নামে পাঁচ শিষ্য তাঁহার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া শত শত সংহিতা রচনা করেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সম্রাট ও কুক্ষী নামে দুই কন্যা এবং অগ্নীধ্র, অগ্নীবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান নামে দশ পুত্র জন্মে। কাম্যা দেখ। বিষ্ণু-২য়-১। (৫) কুক্ষি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কৌ-উ-৬। (৬) বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি, কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। রামা-অযো-১১০। ইক্ষ্বাকু দেখ। (৭) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের পুত্র কুক্ষি। বায়ু-২৩। প্রিয়ব্রত দেখ।

কুক্ষিনামা—প্রজাপতি বীরণের তনয় রৈভ্য। রৈভ্যের পুত্র কুক্ষিনামা। তিনি স্বীয় পিতার নিকট সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। বীরণ দেখ। মহাভা-শান্তি-৩৪৯।

কুক্ষিভীম—বিরোচন পুত্র বলির শত

পুত্রের মধ্যে বাণ, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, চন্দ্রাংশুতপন, নিকুম্ভনাভ, কুক্ষিভীম, শুবক্ষ ও বিভীষণ প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। বাণ দেখ। মৎ-৬।

কুক্ষিমিত্র—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। মদিরা দেখ।

কুক্ষী—কুক্ষি দেখ।

কুচহরা—যে কন্যার বৈবাহিক বিধি সম্যক কৃত হয় নাই, অথবা কালের অপগম হইয়াছে, কুচহরা তাহার কুচদ্বয় হরণ করে। মার্ক-৫১। ঋতুহারিণী দেখ।

কুজম্ভ—(১) জনৈক মহাবলশালী দৈত্য। ইনি নরপতি বলি ও অন্ধকাসুরের প্রধান সভায় ছিলেন। মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের সমরে, কুজম্ভ নন্দীর মুষলাঘাতে নিহত হন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ইনি পরে আবার ইন্দ্র হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। বাম-২৯-৬৮-৬৯। (২) হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র জম্ভ, কুজম্ভ ও বিরোচন। হরি-হরি ২১৮। (৩) তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৬। (৪) রসাতলে কুজম্ভ নামে এক দৈত্য বাস করিত। সে একদা বিদূরথের কন্যা মুদাবতীকে হরণ করে। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া বিদূরথের সুনীতি ও সুমতি নামক পুত্রদ্বয় রসাতলে কুজম্ভ হস্তে বন্দী হন। বিদূরথ মার্কণ্ডেয় মুনির পরামর্শে ধনুঃসাহস্রক নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া এক ধনু প্রাপ্ত হন। তাহারা কুজম্ভকে বধ করিয়া পর কন্যাদের উদ্ধার করেন। স্কন্দ-মার-১৬৩।

কুজম্ভ—[illegible] বিশ্বকর্মার [illegible] নামক [illegible] হরণ করিয়া [illegible]

[illegible] দেখ।

[illegible] অন্যতম সেনাপতি। [illegible] নিহত হন। [illegible] (৮) [illegible] অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৬।

[illegible]—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকের দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ,

সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুণ্ডল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুটর—কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

কুটিলা—হিমালয়ের পত্নী মেনার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। কুটিলা ব্রহ্মার শাপে জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিয়াছিলেন। বাম-৫১। মহাদেবের তেজ প্রথমে হুতাশন, পরে কুটিলা ধারণ করেন। যথাকালে কুটিলা গর্ভবতী হইয়া পর্ব্বতের ধারে শরবনে গর্ভমোচন করেন। নবজাত শিশু ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, ছয় জন কৃত্তিকা আসিয়া তাঁহাকে স্তন্যপান করাইয়াছিলেন। বাম-৪৭; অগ্নি দেখ।

কুটিলাননা—বিদ্বেষিণীর অন্যতমা কন্যা। মার্ক-৫১। বিদ্বেষিণী দেখ।

কুটুম্বিকা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, কুটুম্বিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কুটুম্বেশ্বর—শিপ্রানদীর তীরে কুটুম্বেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান। কুটুম্বেশ্বর দর্শন করিলে কুটুম্ব বৃদ্ধি হয়। স্কন্দ-আব-চতু-১৪।

কুঠার—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম হয়। কুঠার রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

কুঠারহস্ত—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শল্য-১৭।

কুড়া—কুরণ্টক দেখ।

কুণাল—মৌর্য্যবংশীয় মগধপতি অশোকের পুত্র কুণাল ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। চন্দ্রগুপ্ত দেখ।

কুণি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় কুণি, কুণির পুত্র যুগন্ধর। ইহারা সকলেই শৈনের নামে খ্যাত। লি-৬৯; কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে মহাদেব বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্রক বেদশিরার পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ঊর্দ্ধরেতা ও সাক্ষাৎ যোগ স্বরূপ ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৩) জনকবংশীয় নরপতি সত্যধ্বজের পুত্র কুণি, কুণির পুত্র অঞ্জন, অঞ্জনের পুত্র ঋতুজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৪) যযাতিবংশীয় জয়ের পুত্র কুণি, কুণির পুত্র যুগন্ধর। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) যদুবংশীয় মীঢ়ুষের পত্নী ভোজা হইতে বসুদেব, কুণি, অনাধৃষ্টি প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মীঢ়ুষ দেখ। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে শ্বেত, সুতার প্রভৃতি ২৮ জন যোগক্রমে যোগাচার্য্য ছিলেন। কুণি তাঁহাদের একজনের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়বীয় উত্ত-১০।

কুণিক—মহর্ষি কুণিক ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ ও জ্ঞান যোগ সম্পন্ন ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

কুণিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা কুণিকা ছিলেন মহাভা-শল্য-৪৭।

কুণিগর্গ—মহর্ষি কুণিগর্গ প্রাচীনকালের একজন তপোবল সম্পন্ন মহাযশা ঋষি ছিলেন। তাঁহার এক ব্রহ্মবাদিনী কন্যা আজীবন অতি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে নারদের কথায় তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি গালবের পুত্র শৃঙ্গবাণকে বিবাহ করিয়া এক রাত্রি তাহার সহিত বাস করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন। মহাভা-শল্য-৫৩।

কুণিবাহু—বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে মহাদেব বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্রক এই বেদশিরার পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ঊর্দ্ধরেতা ও সাক্ষাৎ যোগ স্বরূপ ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেদশিরা দেখ।

কুণিসঙ্গ—দক্ষমেরুসাবর্ণি মনুর মনুসুত, উত্তমোজা, কুণিসঙ্গ, শতানীক, বীর্য্যবাণ, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭।

কুণ্ড—(১) কুবেরের পত্নী ঈশ্বরী হইতে কুণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার পূজিত ও স্থাপিত শিবলিঙ্গের নাম কুণ্ডলেশ্বর লিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-৮০-৮১। (২) মহাদেবের অপর নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

কুণ্ডধার—(১) [illegible] জন্য কুণ্ড, কুণ্ডোদর [illegible] (২) কুণ্ডধার নামে মহাদেবের একজন [illegible] মহাদেবের [illegible]

কুণ্ডকর্ণ—মহর্ষি কুণ্ডকর্ণ একজন [illegible] ঋষি ছিলেন। [illegible]

কুণ্ডজ—[illegible] কুণ্ডজ। [illegible]

কুণ্ডজঠর—(১) মহর্ষি কুণ্ডজঠর [illegible] ছিলেন। [illegible] (২) দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে [illegible] তাঁহার সাহায্যার্থ [illegible] কুণ্ডজঠর, [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। বামন [illegible]।

কুণ্ডজিহ্ব—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল

মাতৃগণের সৃষ্টি করেন কুণ্ডজিহ্বা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কুণ্ডদ—ব্রহ্মার উপাসক দানব বিশেষ। পদ্ম-সৃ-১৮।

কুণ্ডধার—(১) কুণ্ডধার একটী দেবতা বিশেষ। এক ব্রাহ্মণ তাঁহার উপাসনা করিয়া পরম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ২৭১। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম ৮৯। (৩) কুণ্ডধার নাগরাজ বিশেষ। মহাভা-সভা ৯। (৪) কুণ্ডধার নামে এক ঋষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩।

কুণ্ডধারী—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শল্য-১৭।

কুণ্ডধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম গণ। তাঁহার সহিত দৈত্যপতি বলির ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৮।

কুণ্ডপায়ী—কশ্যপের পুত্র বৎসর, বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব। মহর্ষি চ্যবনের কন্যা সুমেধা নৈধ্রুবের পত্নী ছিলেন। তাহা হইতেই কুণ্ডপায়ী পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯; বায়ু-৭০; সৌর-৩০।

কুণ্ডভেদী—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা আদি-৬৭, ভীষ্ম-৯৭।

কুণ্ডল—নাগরাজ কৌরবের কুলজাত কুণ্ডল নাগ মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি ৫৭।

কুণ্ডলা—বিন্ধ্যবানের কন্যা কুণ্ডলা পুষ্কর মালীর পত্নী ছিলেন। মার্ক-২১।

কুণ্ডলী—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান বহু বিহগের জন্ম হয়। কুণ্ডলী তন্মধ্যে একজন। মহাভা-উদ-১০০।

কুণ্ডেশ্বর—কুবের তনয় কুণ্ড কর্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-৯১। কুণ্ড দেখ।

কুণ্ডাধার—নাগরাজ কুণ্ডাধার বরুণ দেবের সখা ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

কুণ্ডারিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের সেনাপতিপদে বৃত হইলে, যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকা তাঁহার অনুচরী ছিলেন, কুণ্ডারিকা তাঁহাদের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

কুণ্ডিক—নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। এই জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র কুণ্ডিক। মহাভা-আদি-৯৪। অপরাজিত দেখ।

কুণ্ডিন—(১) মহর্ষি কুণ্ডিন একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন,

এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ ২০০। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। মিত্রাবরুণের কুণ্ডিন নামক বিখ্যাত বংশধরগণও এক বংশ সম্ভূত বলিয়া সকলেই বশিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ। বায়ু-৭০।

কুণ্ডিল—জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম কুণ্ডিল। মহাভা-আদি-৯৪। অপরাজিত দেখ।

কুণ্ডেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭। মহাদেবের একটী কুণ্ড নামক গণ পার্ব্বতীর শাপে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া মহাকাল বনে একটী কামদায়ী শিবলিঙ্গকে অর্চ্চনা করিয়া গাণপত্য লাভ করেন এবং তদবধি উক্ত লিঙ্গ কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৪০।

কুণ্ডেশ্বরী— পুষ্করতীর্থের বায়ু কোণে কুণ্ডেশ্বরী দেবী বিরাজমানা। ইঁহার অর্চ্চনায় দরিদ্রতা দূর ও পাপনাশ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৬।

কুণ্ডোদর-(১) রাজা কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। জনমেজয়ের ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্বনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসাতি নামে আট পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৯৭। (২) বিচিত্র বীর্য্যের অন্ধপুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম কুণ্ডোদর, ইনিও ভীম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে দেবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে কুণ্ডোদর, কম্বল প্রভৃতি নাগ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

কুণ্ডোধ্নীগাভী—একটি গাভীর নাম। স্কন্দ নাগ ১৫৯।

কুতপ—মহর্ষি কুতপ ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

কুতি—জয়দেবগণের অন্যতম। বায়ু ৬৬। জয়গণ দেখ।

কুতুণ্ড—কোকভিণ্ডি, কুতুণ্ড, দাল্ভ্য, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিতি ও সম্মিতি, এই সাত জন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন। পদ্ম সৃষ্টি-৭।

কুৎস (১) তিনি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পঞ্চ প্রবর। মৎ-১৯৫। অতিথিগ্ব দেখ। (২) ঋষি বিশেষ। রামা উত্তরা-৭১-সর্গ। (৩) কুৎস একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি অঙ্গিরার পুত্র ও অনেক ঋক মন্ত্রের রচয়িতা। অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহাকে রক্ষা করেন। ঋগ ১।৩৩।১৪।১৫। একবার কুৎস তাহার শত্রু শুষ্ণ অসুর কর্তৃক কূপে নিপতিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র কুৎসের

স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শুষ্ণকে নিধনপূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ঋগ ১।৬৩।৩; ১।১০৬।৬। কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে ইন্দ্র, যুবক রাজা তূর্ব্বয়ানের অধীন করিয়াছিলেন। ঋগ ১।৫৩। ১০। আবার ঋগ্বেদেরই অন্যত্র আছে রাজর্ষি কুৎস কুরুর পুত্র। ঋগ ৪। ১৬।৯। কুৎস অর্জ্জুনের পুত্র। ঋগ ১।১১২।৩। সূর্য্য যখন এতশ ঋষিকে পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগামী ও বায়ু সদৃশ গমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জ্জুন পুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করিয়াছিল। ঋগ ৮।১।১১।

কুথন—খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

কুথুমী—(১) মহর্ষি সুকর্ম্মা স্বীয় শিষ্য পৌষ্পিঞ্জি ও হিরণ্যনাভকে সহস্র প্রকার সামবেদ সংহিতা অধ্যয়ন করান। লোকাক্ষী, কুথুমী, কুশীদি ও লাঙ্গলী এই চারি জন পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারের অনেক সংহিতা রচনা করেন। বিষ্ণু-৩য় ৬। (২) বরাহকল্পের উনবিংশ দ্বাপরে শিবাবতার যোগাচার্য্য জটামালী অবতীর্ণ হন। তাঁহার লোকাক্ষী, হিরণ্যনাভ কৌশল্য ও কুথুমী নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ যোগাচার্য্য ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি-৭, ২৪। কুথুমীর পুত্র ঔরস, রসপাসর ও তেজস্বী ভাগবিত্তি এই তিন জন। তাঁহারা কৌথুম নামে অভিহিত হন। তাঁহারা সকলেই সামগ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭। পৌষ্পিঞ্জি দেখ।

কুনক—সূর্য্যবংশীয় শাক্য হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থ হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে কুনক, কুনক হইতে সুরথ, সুরথ হইতে সুমিত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-২৭১।

কুনটী—দেবাসুর যুদ্ধে যক্ষগণ কর্ত্তৃক কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। অমুক দেখ।

কুনদীক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুনেত্র—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্যতম কুনেত্র ছিলেন। লি-৭।

কুনেত্রক—একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম পূ ৫২; শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কুনি দেখ। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেদশিরা দেখ।

কুন্ত—মহর্ষি কুন্ত একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

কুন্তল—স্বাতিকর্ণ বংশীয় নরপতি কুন্তল

মগধে আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার পরে স্বাতিকর্ণ এক বৎসর, রিক্তবর্ণ পঁচিশ বৎসর, রাজত্ব করেন মৎ-২৭৩।

কুন্তলক—কেরল দেশের একজন রাজা। গর্গ-অশ্ব-৫২।

কুন্তলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

কুন্তি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ক্রাথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র বৃত, বৃতের পুত্র রণধৃষ্ট। লি-৬৮। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় সাহঞ্জি, সাহঞ্জির পুত্র মহিষ্মান্। বিষ্ণু-৪র্থ ১১। যদুবংশীয় ক্রাথের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃষ্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৩) বিদর্ভরাজের অন্যতম পুত্র ক্রথ, ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট। কূর্ম্ম পূ ২৪। কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র সৃষ্ট। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩।

কুন্তিভোজ, কুন্তীভোজ-কুন্তিরাজ যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কুন্তিভোজ, কুন্তিভোজের পুত্র ধৃষ্ট, ও অনাধৃষ্ট। হরি-হরি-৩৪, ৩৬। যদুবংশীয় নরপতি শূর, কুন্তিভোজের আপন মামাত ভাই ছিলেন। রাজা শূর আপন কন্যা পৃথা কুন্তিভোজকে দান করেন। পৃথা, কুন্তিভোজ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া কুন্তী নামে খ্যাতা হন। মহাভা-আদি-৬৭, ১১১।

কুন্তী—যদুবংশীয় নরপতি দেবমীঢুসের পুত্র শূর, শূরের ভোজ বংশীয়া মহিষী নাম্নী পত্নী হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। রাজা কুন্তিভোজ প্রার্থনা করিলে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে শূর তাঁহাকে পৃথাকে দান করেন। তদবধি তিনি কুন্তী নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-৩৪। নরপতি কুন্তিভোজ পৃথাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কুন্তী কন্যাবস্থায় ব্রাহ্মণ সেবায় ও অতিথি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজ গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন এবং কুন্তীর সেবায় ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন "আমি তোমাকে এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহার প্রভাবে তোমার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।" এই মন্ত্র দ্বারা কন্যাবস্থায় কুন্তী সূর্য্যকে আহ্বান করেন এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিয়া লোকলজ্জা ভয়ে তাহাকে জলে ভাসাইয়া দেন। এই পুত্রই মহাত্মা কর্ণ। জলে ভাসমান ভেলা হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া অধিরথ স্বীয় ভার্য্যা রাধাকে প্রদান করেন। কর্ণ দেখ। পরে

কুন্তী স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুর গলে মাল্য অর্পন করেন। পাণ্ডুর অভিপ্রায় অনুসারে কুন্তী ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠিরকে, বায়ু হইতে ভীমকে এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে লাভ করেন। মহাভা-আদি-১১১, ১১২, ১১৩। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকিয়া নানা সুখ দুঃখ ভোগ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরের পরে কুন্তী কিছুকাল যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অবস্থান করিয়া, পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত বনে গমন করেন ও দাবানলে প্রাণ ত্যাগ করেন। মহাভা-আশ্রম-৩৭।

কুন্তীশ্বর—পাণ্ডুরাজ পত্নী কুন্তীদেবী প্রভাস ক্ষেত্রে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাই কুন্তীশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮।

কুন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ সেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ বিধাতা স্বীয়গণ কুন্দ, মকুন্দ, ও কুসুমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬।

কুন্দদন্ত—মহাদেবের অন্যতম গণ। ত্রিপুর বিনাশের সময় মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৪।

কুন্দর—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনু-১৪৯।

কুন্দী—বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন কুন্দী তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-৭।

কুপট—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনু হইতে কুপট প্রভৃতির শত পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।

কুপথ—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনু হইতে কুপথ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮; মহাভা-আদি-৬৭।

কুপন—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে কুপন প্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৫১। (২) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৩; ২৩৬-২৩৭।

কুবল—মহর্ষি গালব, শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজকে শত্রু বিনাশার্থ কুবল নামে অশ্বপ্রদান করিয়াছিলেন। মার্ক-২০।

কুবলয়—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কুহু নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কুবলয়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) যুবনাশ্বের তনয় শ্রাবস্তি, শ্রাবস্তির তনয় কুবলয়, কুবলয়ের অপর নাম ধুন্ধুমারি। সৌর-৩০।

কুবলয়াপীড়—মথুরাধিপতি কংসের কুবলয়াপীড় নামে একটী প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। কংস এই হস্তীর দ্বারা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য হস্তিপক মহাপাত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। মহাপাত্র এই হস্তীদ্বারা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম পুর প্রবেশ করিতে চাহিলে, এই হস্তী শুণ্ড সঞ্চালন দ্বারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে।

কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাকে বধ করিয়া পুরে প্রবেশ করেন। হরি-হরি-৮৫।

কুবলয়াশ্ব—(১) কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন কুবলয় নামক অশ্বের প্রাপ্তি নিবন্ধন পৃথিবীতে কুবলয়াশ্ব নামে প্রথিত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (২) দ্যুমানের পুত্র অলর্ক। দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান প্রতর্দ্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে ও পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৩) মনুবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব, তিনি মহর্ষি উতঙ্কের প্রীতি সাধনার্থ ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯স্ক-৬। ধুন্ধুমার দেখ।

কুবলাশ্ব, কুবলয়াশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। তিনি পিতার আদেশে ধুন্ধু (অন্যনাম উজ্জানক) নামক রাক্ষসকে নিহত করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। হরি-হরি ১১। কুবলাশ্বের পুত্র দৃঢ়াশ্ব, চণ্ডাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই তিন জন। লি-৬৫। মনুবংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব তেজ প্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ পূর্ব্বক, উতঙ্ক নামক ঋষির অপকারী ধুন্ধু নামক অসুরকে বিনাশ করেন। এইজন্য তিনি ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। তাঁহার দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব ব্যতীত অন্যান্য তনয়েরা সকলেই ধুন্ধু রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ধুন্ধু রাক্ষস হস্তে তাঁহার দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব নামক পুত্র ব্যতীত সকলেই বিনষ্ট হন। ভাগ-৯স্ক-৬।

কুবলেশয়—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৫।

কুবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ কংসের যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিয়া কুবিন্দ নামে বৈষ্ণব গৃহে নন্দ, বলদেব ও গোপবৃন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃ-৭২।

কুবিন্দক—বিশ্বকর্ম্মার শাপে স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচী প্রয়াগে মদন নামক এক গোপালের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিশ্বকর্ম্মাও ঘৃতাচীর শাপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এই ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপকন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক(তাঁতি), কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ১০।

কুবের—ইহার অপর নাম বৈশ্রবণ। তিনি পুলস্ত্যের পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র। বিশ্রবার ঔরসে ভরদ্বাজ তনয়া বরবর্ণিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন—"বৎস তোমার তপস্যায় আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে সুব্রত! তুমি

আবির্ভূত হন। যেহেতু গুহ্যদেশ হইতে ইঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, সেজন্য ইঁহারা গুহ্যক নামে খ্যাত হন। এই সকল গুহ্যকের মধ্যে সর্ব্বধনের অধিকারী ও গুহ্যকদিগের অধিপতি কুবের জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের বাম পার্শ্ব হইতে কুবেরের স্ত্রী মনোরমা জন্ম গ্রহণ করেন। ঘৃতাচী হইতে কুবেরের কন্যা চিত্রা জন্ম গ্রহণ করেন। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ প্রাকৃ-৬১। কুবেরের স্ত্রী আহুতি। ব্রহ্মবৈ-প্রাকৃ-১। কুবেরের স্ত্রীর নাম ঋদ্ধি। মহাভা-অনুশা ১৪৬। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার মুখ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। বায়ু জন্মিয়াই শর্করা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে শর্করা বর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার নিধি বিধান করেন এবং দেবগণের ধন ও নিধি রক্ষণে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার নাম হইল কুবের। বরা ৭০। রক্ষণাৎ কুবের বিশ্রবার ঔরসে ও ইলবিলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ ৪স্ক ১। ইলবিলা রাজা তৃণবিন্দুর কন্যা ছিলেন। কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুই পুত্র নারদ শাপে যমলার্জ্জুন নামে দুই বৃক্ষে পরিণত হয়। —কৃষ্ণের স্পর্শে পরে মুক্ত হয়। ভাগ ১০স্ক-১০। ব্রহ্মা শিব পূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ধনাধিপ কুবের কাপালিক ছিলেন। কুবেরের শিষ্য অর্ণোদর জাতিতে শূদ্র ছিলেন। বাম-৬। বিশ্রবণ হইতে বরবর্ণিনী বৈশ্রবণকে প্রসব করেন। বৈশ্রবণ অতিশয় কুৎসিৎ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুবের হয়। কু অর্থ কুৎসিৎ, বের অর্থ শরীর। কুবের অর্থ কুৎসিৎ শরীর। কুবেরের স্ত্রী ঋদ্ধি এবং পুত্র নলকুবের। স্কন্দ প্রভা প্রভা ২০। দক্ষের শত কন্যার মধ্যে ভদ্রা, মদিরা, বিশ্বা, মধ্যা ও ধনা নাম্নী পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ প্রভা প্রভা ১৯৯।

কুবেরণা মহর্ষি কুবেরণা একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। ইঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৬।

কুবেরেশ কুবের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ কুবেরেশ নামে খ্যাত। স্কন্দ আব. রেবা ১১৩।

কুব্জা (১) মথুরার রাজা কংসের কুব্জপৃষ্ঠা অঙ্গলেপন দায়িকা কুব্জা নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন অক্রূরের সঙ্গে কংসের ধনুর্যজ্ঞ দেখিতে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে অঙ্গলেপন হস্তা কুব্জার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণ অঙ্গলেপন প্রার্থনা করিলে, কুব্জা অতিশয় প্রণয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অঙ্গলেপন প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুব্জার বক্রপৃষ্ঠ হস্তামর্ষণ পূর্ব্বক আরোগ্য করিয়া

দিলেন। হরি-হরি-৮৩। কুব্জা পূর্ব্বজন্মে শূর্পনখা ছিল, রামকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে জন্মান্তরে বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া বর দেন। শূর্পনখা কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রামরূপী কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিল। ব্রহ্মবৈ কৃ-৬১। অতি বিকৃত-কায়া কুব্জা মথুরা প্রবেশ কালে কৃষ্ণের দেহে চন্দন লেপন করিয়া অতি সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণ তাহার সহিত এক রাত্রি যাপন করেন। তাহাতে সে মুক্ত হইয়া গোলকধামে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রমুখী নাম্নী গোপিকা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। ব্রহ্মবৈ কৃ-৭২ ভাগ ১০স্ক ৪৮। (২) কাশীস্থিত চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা কুব্জা। স্কন্দ-কাশী পূ ৪৫।

কুব্জেশ্বর কাশীস্থিত নলকুবেরেশ্বরের পশ্চিমে কুব্জেশ্বর লিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত ৭০।

কুব্জেশ্বরী—কাশীস্থিত একটী মহাতীর্থ। স্কন্দ কাশী-উ ৭১।

কুমুদ—অপরাজিত দেখ।

কুমার—(১) অত্রির পুত্র কুমার একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ৫।২।১। (২) ষষ্ঠবসুর অন্যতম অনলের কুমার, শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও স্কন্দ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কুমার জন্মিয়া শরস্তম্বে পতিত হইলেন। তখন কৃত্তিকাগণদ্বারা প্রতিপালিত হন। সে জন্য তিনি কার্ত্তিকেয় নামে কথিত হন। হরি-হরি-৩। (৩) বরাহকল্পের সপ্তবিংশ দ্বাপরে প্রভাসতীর্থে সোমশর্ম্মা যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অক্ষপাদ, কুমার, উলুক ও বৎস নামে চারি শিষ্য ছিল। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪, বায়ু ২৩; বা-২৩। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশজ প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র ভব্য শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোত্তর, মোদাকী ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক একটী বর্ষ খ্যাত ছিল। কুমারের বর্ষের নাম কুমারবর্ষ। লি-৫৩। (৫) মহাত্মা গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্তের অম্বিকা, কমলা ও বসুমতী নাম্নী তিন কন্যা, কুমার হইতে তিনটী বিক্রান্ত পুত্র প্রভৃতি উৎপাদন করেন। মা-৬৯।

কুমারক—কৌরব নাগ-বংশীয় কুমারক নাগ মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

কুমারনাথ—সুখতীর্থে কুমারনাথ মহাদেব আছেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬।

কুমারপাল—কুমারপাল দেখ।

কুমারিকা—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি শতধনুর কন্যার নাম কুমারিকা ছিল। এই কন্যার মুখ ছাগীর ন্যায় ছিল। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বজন্মে এই কন্যা

ছাগী ছিল। লতাগুল্মে আবদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। কালে মস্তকের নিম্নভাগ বিগলিত হইয়া মহীসাগর সঙ্গমে পতিত হয়। কিন্তু মস্তকটি লতাগুল্মেই আবদ্ধ থাকে। এইজন্য সিংহলরাজ শতশৃঙ্গের ভবনে জন্ম পরিগ্রহ করার পরেও তাহার মস্তক ছাগীর ন্যায়ই ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কুমারী ইহা জানিতে পারেন এবং পূর্ব্বস্থানে গমনপূর্ব্বক লতাগুল্মে আবদ্ধ মস্তকটি আহরণপূর্ব্বক মহীসাগর সঙ্গমতীর্থে নিক্ষেপ মাত্রেই মুখশ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্যে মণ্ডিত হয়। কুমারিকা বৃদ্ধ বয়সে মহাকাল নামক এক সিদ্ধ বৃদ্ধকে বিবাহ করেন। কারণ বিবাহ ব্যতীত স্বর্গ বা মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩৯।

কুমারী—(১) নাগরাজ ধনঞ্জয়ের পত্নীর নাম কুমারী ছিল। মহাভা-উদ্-১১৬। (২) দেবী পার্ব্বতী মায়াপুরীতে কুমারী নামে বিখ্যাত। স্কন্দ আব রেবা ১৯৮। (৩) মহাদেব অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য, যেসকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৪) ভদ্রাকালীর অনুচরী কুমারী। বায়ু-৯। (৫) অনশ্বার পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র ভীমসেন। ভীমসেনের স্ত্রী কুমারী প্রতিশ্রবাকে প্রসব করেন। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতাপ মহাভা-আদি-৯৫।

কুমারীশ—মহীসাগর সঙ্গমে মহাদেব কুমারীশ নামে খ্যাত। নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের কন্যা কুমারিকা এই মহাদেব স্থাপন করেন। সেই জন্য তিনি কুমারীশ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ মাহে কুমা ৩৯।

কুমারেশ্বর—কার্ত্তিকেয় বহু তপস্যা করিয়া একটী শিবলিঙ্গ প্রভাস ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাই কুমারেশ্বর বা কুমারেশ লিঙ্গ নামে খ্যাত। কারণ কার্ত্তিকেয়ের এক নাম কুমার। স্কন্দ প্রভা প্রভা ৭৩।

কুমুদ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা। ইহাঁর গর্ভে অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত নামে তিন পুত্র ও শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরিবংশ ১৬০। (২) শিবের অন্যতম অনুচর কুমুদ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে, কোটি অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লিঙ্গ ১০৩। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মায়া, কদ, বস্ত, ত্রিশূল, গবিং, সমদ ও মহাবল সম্পন্ন সমস্ত [illegible] তাঁহার সাহায্যার্থ যেসকল সেনাপতি [illegible] করিয়াছিলেন, কুমুদ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (৪) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কুমুদ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি ৩৫। অদ্য দেখ। (৫) মহর্ষি অগস্ত্যের অপর[illegible]

অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক ৭। কুমুদাদি দেখ। (৬) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, বরুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। (৭) কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি। গোমতীতীরে তাঁহার রাজ্য ছিল। রাম-লঙ্কা ২৬। সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষণার্থ তিনি বহু সহস্র বানর-সৈন্যসহ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিষ্কি-৩৭। (৮) স্বায়ম্ভুব মন্বংশীয় প্রিয়ব্রতের দশ তনয়ের অন্যতম সবন। সবনের তনয় কুমুদ ও ধাতক। কুমুদ কৌমুদীখণ্ডের ও ধাতক ধাতকী খণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। বর ৭৪।

কুমুদনাগ—নাগরাজ বাসুকির পুত্র কুমুদ নাগ। স্কন্দ মাহে-কুমা ৩৬।

কুমুদমালী—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ মহাদেব ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দীসেন ও কুমুদমালী নামক চারিজনকে প্রদান করেন। বাম ৫৭।

কুমুদা—বিমলা, অনন্তা, কুমুদা প্রভৃতি দেবীকে প্রতি মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে অর্চ্চনা করিলে, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ হয়। মৎ-৬২। অনন্ত দেখ।

কুমুদাক্ষ—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যেসকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কুমুদাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি ৩৫। (২) কুমুদাক্ষ নামে এক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ মাহে-অরুণ-উ ৩।

কুমুদাদি—মহর্ষি কবন্ধ অথর্ব বেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করান। জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক পথ্যের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণু-৩য় ৬; বায়ু ৬১; ব্রহ্মা-৬৭; ভাগ-১২স্ক-৭ অধ্যায়ে কুমুদাদি স্থলে কুমুদ আছে।

কুমুদ্বতী—কিরাত দেশের রাজা বিমর্দনের সাধ্বী স্ত্রী কুমুদ্বতী। স্ত্রীর উপদেশে তিনি সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্কন্দ ব্রহ্ম উ ৪।

কুমুদ্বান্—জনৈক ঋষি। স্কন্দ মাহে-কেদা-২১।

কুম্ভ—(১) বরাহকল্পে পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মহাদেব মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। কুম্ভ তাঁহার অন্যতম পুত্র। বায়ু ২৩; লি ২৪; ব্রহ্মা-২৩। মুণ্ডীশ্বর দেখ। (২) কুম্ভকর্ণের তনয় কুম্ভ ও নিকুম্ভ। লঙ্কা সমরে উভয়ে সুগ্রীবের হস্তে নিহত হয়েন। রামা লঙ্কা-৫৯, ৭৬। (৩) প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। মহাভা আদি ৬৬।

কুম্ভক—(১) শিবের অন্যতম অনুচর কুম্ভক কোটি কোটি গণ সহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

লি-১০৩। (২) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুম্ভক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুম্ভকর্ণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জাত মাত্রেই এই বীর ক্ষুধিত হইয়া অসংখ্য প্রজাকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তুমি অদ্যাবধি মৃতকল্প হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিবে। রাবণ ইহাতে অতিমাত্র ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, তিনি বলিলেন,—কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রাভিভূত থাকিয়া একদিন জাগরিত হইবে এবং ঐদিন আহার করিবে। রামা লঙ্কা ৬১। লঙ্কা সমরে রাবণ রাম হস্তে পরাজিত হইয়া, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকারে জাগরিত করেন। কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অগ্রজ সমীপে গমন করিলে, রাবণ তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বানর কর্ত্তৃক লঙ্কা আক্রমণের বিষয় বর্ণনা করিলেন। কুম্ভকর্ণ কতিপয় রাক্ষস বীরের নিধন ও রাবণের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে গমন করেন। প্রথমে তিনি অঙ্গদ, নীল ও হনুমানকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। সুগ্রীব তদ্দর্শনে যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখীন হন। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সুগ্রীবকে পরাজয় করিয়া অচেতন করেন। এই অবস্থায় আবার তাঁহাকে অংশে স্থাপনপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত সুগ্রীব দন্ত দ্বারা তাঁহার কর্ণ ও নাসা ছেদনপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া, রাম সমীপে গমন করিলেন। কুম্ভকর্ণ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বানর সৈন্য মথিত করিতে করিতে, লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করিয়া রামের সম্মুখীন হইলেন। রাম ঘোরতর যুদ্ধের পর, প্রথমে ইহার হস্তদ্বয় ও পরে মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে যমসদনে প্রেরণ করেন। রামা লঙ্কা-৬০-৬৭। বিশ্রবা মুনির ঔরসে ও সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভকর্ণ বৈরোচন বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালাকে বিবাহ করেন। রামা উত্ত ৯, ১২। পুষ্পোৎকটা নাম্নী রাক্ষসী হইতে বিশ্রবা মুনির ঔরসে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম হয়। মহাভা-বন ২৭৩। কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ। স্কন্দ-আব রেবা-১৬৮।

কুম্ভকর্ণাস্য— মহাদেবের অবতার

মুণ্ডীশ্বরের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু ২৩; লি-২৪। মুণ্ডীশ্বর দেখ।

কুম্ভকর্ণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন। কুম্ভকর্ণী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কুম্ভকর্ণাস্য—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশতি দ্বাপরে মহাদেব কোটিবর্ষ নগরে মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে ছগল, কুম্ভকর্ণাস্য, কুম্ভ ও প্রবাহক নামে তাঁহার যোগপরায়ণ ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩; বায়ু ২৩, লি ২৪। মুণ্ডীশ্বর দেখ।

কুম্ভকার বিশ্বকর্ম্মার শাপে স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচী প্রয়াগে মদন নামক এক গোয়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বকর্ম্ম ও ঘৃতাচীর শাপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে এই ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপ কন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে কুম্ভকার প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-১০।

কুম্ভকেতু—শম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র কুম্ভকেতু শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি হরি-১৬১ ৬৩।

কুম্ভধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম গণ। অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে কুম্ভধ্বজ বলিরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। বাম-৬৮।

কুম্ভনাথ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত বহু পুত্রের একজন কুম্ভনাথ। বায়ু-৬৮।

কুম্ভনাভ—(১) বলির শত পুত্রের অন্যতম কুম্ভনাভ। হরি হরি ৩। (২) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনুর গর্ভে কুম্ভনাভ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮।

কুম্ভবক্ত্র—দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকেয় দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুম্ভবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৬। দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ ঋষিগণ স্বীয় অনুচর স্থাণুজঙ্ঘ, কুম্ভবক্ত্র, লোহজঙ্ঘ, মহানন ও পিণ্ডারককে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

কুম্ভভেদী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কুম্ভভেদী। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা দ্রোণ-১২৭।

কুম্ভমুক—গুহ্যকদিগের পিতামহ যক্ষ রজতনাভ, অনুহ্রাদ দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভদ্রার গর্ভে মণিবর ও মণিভদ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পূর্ণভদ্র, হেমরথ, কুম্ভমুক, মণিমৎ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। দেবজনী দেখ। বায়ু ৬৯।

কুম্ভযোনী—(১) মহর্ষি অগস্ত্যের অন্যনাম।

অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কুম্ভিনসী, কুম্ভীনসী—(১) রাক্ষস রাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভিনসী, কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্তরা-৫। মতান্তরে রাক্ষসরাজ মাল্যবান কুম্ভিনসীর জন্মদাতা ও অনলা তাঁহার প্রসূতী। রামা-উত্তরা-৩০। মধুদৈত্য রাবণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার অন্তঃপুর হইতে কুম্ভিনসীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। রামা-উত্তরা-৩০। মধুদৈত্যের ঔরসে কুম্ভিনসীর গর্ভে লবণাসুরের জন্ম হয়। রামা-উত্তরা-৭৪। মাল্যবান রাক্ষসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বিশ্রবা মুনির চারিপত্নীর অন্যতমা পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও খর নামে তিন পুত্র এবং কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩। বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, খর ও মহাপার্শ্ব নামে চারি পুত্র ও কুম্ভীনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম পূ-১৯। (২) গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী কুম্ভীনসী। তাঁহারই অনুরোধে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে অঙ্গারপর্ণের জীবন-রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৭০। (৩) বাণাসুরের ভগিনীর নাম কুম্ভীনসী ছিল। এই কুম্ভীনসী বাণের স্ত্রী অনৌপম্যাকে বড়ই জ্বালাতন করিত। অনৌপম্যা নারদ কথিত ব্রতানুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উৎপাত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। মৎ-১৮৭।

কুম্ভিল—(১) বাণাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮। (২) দনায়ুষার অন্যতম তনয় বলি, বলির অন্যতম তনয় কুম্ভিল। বায়ু-৬৮।

কুম্ভীপাল—নরপতি কুম্ভীপাল ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অন্যনাম কুমারপাল ছিল। কান্যকুব্জরাজ আমের স্ত্রী মামা হইতে রত্নগঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মে। তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজা কুম্ভীপালের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৬।

কুম্ভীশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৬৫।

কুম্ভেশ্বর—একদা মুনিগণ নানা তীর্থনীর আনয়নপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করেন। সেই নীর একত্র হইয়া এক লিঙ্গ হয়। সেই লিঙ্গ কুম্ভেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-আব-রেবা ৮৪।

কুম্ভোদর—(১)একজন দৈত্যপতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬। (২) মহাদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

কুম্ভ্য—বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-৭।

কুযব—দনুর পুত্র, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, বর্চি, কুযব, অর্ব্বুদ প্রভৃতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কুযব জলে অবস্থান

করিয়া পরের ধন অপহরণ করিত। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। ঋগ ১।১১।৭; ১।১০৪।৩ অর্ব্বুদ, দমু ও অশুষদেখ।

কুরঙ্গ—রাজর্ষি কুরঙ্গ স্বর্গলাভ আশায় বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং বহুধন ও অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৪।১৯।

কুরণ্ঠক—কুরুজঙ্গল দেশে শ্রবণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে স্নান না করিয়া ভোজন করিত, এবং নির্জনে একাকী মিষ্ট ভোজন করিত। এই পাপে সে পরজন্মে গ্রাম্য বায়স হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা কুরণ্ঠক অতিশয় গর্ব্বী ও নাস্তিক ছিল। এই পাপে সে কালসর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শ্রবণের স্ত্রী কুড়া উভয় দোষে দূষী ছিল বলিয়া শিংশপা বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২২।

কুরব—সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উত্তর-শৃঙ্গে সনৎকুমারের কনিষ্ঠ, ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্র অবস্থান করেন। তাঁহারা কুরব নামে খ্যাত ছিলেন। বরা ৭৭।

কুররগণ—কশ্যপের পত্নী তাম্রা হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচী ও গৃধ্রিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ভাসী হইতে কুররগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

কুরু (১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ, সম্বরণের পুত্র কুরু। তিনি প্রয়াগ পরিত্যাগপূর্ব্বক রমণীয় পুণ্যবান্ মানবগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত পবিত্র কুরুক্ষেত্র নগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তদ্বংশীয়েরা কৌরব নামে খ্যাত হন। কুরুর সুধন্বা সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র জন্মে। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। হরি হরি-৩২। (২) রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের, অপ্সরা পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান নামে নয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুরু মেরুর কন্যা নারীকে বিবাহ করেন। ভাগ ৫।২। (৩) যযাতিবংশীয় নরপতি সম্বরণের ঔরসে ও সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর সুধনু, জহ্নু, পরীক্ষিৎ ও নিষধ নামে চারি পুত্র জন্মে। ভাগ ৯।২২। সুধনুর পুত্র সুহোত্র। বিষ্ণু-৪র্থ ১৯। (৪) যদুবংশীয় মধুর তনয় কুরু, কুরুর তনয় সুধাবা ও অংশু। অংশুর পুত্র পুরুকুৎস। কূর্ম উ ২৪। (৫) সম্বরণের স্ত্রী তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়। কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয়। মহাভা আদি ৯৪। কুরুর স্ত্রীর নাম শুভাঙ্গী, শুভাঙ্গীর গর্ভে বিদূরথ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৯৫। (৬) সূর্য্যের কন্যা তপতী হইতে সম্বরণ রাজার পুত্র কুরুর জন্ম

হয়। সুদাম রাজার কন্যা সৌদামিনীকে কুরু বিবাহ করেন। তিনি সমন্ত-পঞ্চক তীর্থের নিকটবর্ত্তীস্থান কর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র ভূমির পত্তন করিয়াছিলেন। বাম ২২। সম্বরণের পুত্র কুরু, কুরুর তনয় সুধন্বা, জহ্নু, পরীক্ষিৎ, প্রজন ও অরিমর্দ্দন। মৎ-৫০। (৭) অতি প্রাচীন কালে কুরু নামে রাজা ছিলেন। রহুগণের তনয় মহর্ষি গৌতম তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। ঋগ-১৮১১৩। (৮) কুরু নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭।

কুরুকরা—একটী দেবীর নাম তন্ত্রসার ৪৮৫ পৃঃ।

কুরুক্ষেত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে কুরুক্ষেত্র তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কলাম্পদকে প্রেরণ করেন। বাম ৫৭।

কুরুগণ—অপ্সরাদিগের চতুর্দ্দশটী গণ আছে তন্মধ্যে কুরুগণ সোম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু ৬৯।

কুরুবংশক—চন্দ্রবংশীয় নরপতি মধুর পুত্র কুরুবংশক, কুরুবংশক হইতে অনু, অনু হইতে পুরুহান, পুরুহান হইতে অংশু জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৮। ভাগ-৯স্ক-২৪।

কুরুবৎস—জ্যামঘবংশীয় নরপতি অনবরথের পুত্র কুরুবৎস। কুরুবৎস হইতে অনুরথ, অনুরথ হইতে পুরুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

কুরুবশ—বিদর্ভরাজবংশীয় দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবশ, কুরুবশের তনয় প্রতাপবান্ কুরুহোত্র। পদ্ম-সৃ-১৩১।

কুরুযান—রাজর্ষি কুরুযানের পুত্র পাকস্থামা কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি মেধাতিথিকে বহুধন ও দশটী লোহিত বর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য মেধাতিথি তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৩।২১।

কুরুশ্রবণ—নরপতি ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ অতি দাতা ছিলেন। ঋগ ১০।৩৩।৪।

কুরুসুতি—কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি কুরুসুতি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ৮।৭৬।১।

কুকুরী—কুকুরীতীর্থে মহাশক্তি কুকুরী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৫।

কুর্চামুখ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহুপুত্রের অন্যতম কূর্চামুখ। মহাভা অনুশা ৯।

কূর্ম, কূর্ম্ম—(১) নারায়ণের একাদশ অবতার কূর্ম্ম। সুর ও অসুরগণ অমৃত লাভের নিমিত্ত মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে ছিলেন। ঐ পর্ব্বত নিরাধার প্রযুক্ত জলমগ্ন হইতেছিল, নারায়ন কূর্ম্মরূপে তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।

ভাগ-১স্ক-৩। (২) মহর্ষি গৃৎসমদের পুত্র কূর্ম্ম একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ২।২৭।১, ২।২৮।১।

কুল—অযোধ্যাপতি রাম রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য যে সকল গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। রামা-উ-৫৩।

কুলক—হিরণ্যকশিপুর আদেশে তক্ষক, কুলক, অন্ধক প্রভৃতি নাগেরা ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদকে দংশন করিয়া অকৃতকার্য্য হন। বিষ্ণু-১ম ১৭। কুলিশ দেখ।

কুলপতি—মহর্ষি কুলপতির নিকটে একদা এক শূদ্র উপস্থিত হইয়া তপস্যা ও যজ্ঞ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কুলপতি এই সকল কার্য্যে শূদ্রের অধিকার নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। স্কন্দ বিষ্ণু বেঙ্ক-১৯।

কুলসকুর—একজন দৈত্যপতি, তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম সৃষ্টি-১৮।

কুলহ—মহর্ষি কুলহ একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৯।

কুলিক—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগ জন্ম গ্রহণ করেন কুলিক তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা আদি-৬৫। কালিকা ৩৪; পদ্ম সৃষ্টি-৩১; বরা-২৪।

কুলিতর—ইন্দ্র কুলিতরের তনয় দাস শম্বরকে একটা বড় পর্ব্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। ঋগ ৪।৩০।১৪।

কুলীরক—একটী নাগবংশ। স্কন্দ মাহে-কেদা-৩৪।

কুলীশ—প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরোমা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। কুশদ্বীপের কুলীশ, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক নামক বর্ণচতুষ্টয় অগ্নিরূপী ভগবানকে আরাধনা করিয়া থাকে। স্কন্দ মাহে-কুমা ৩৭।

কুলেশা—একটী গোত্রমাতা অর্থাৎ কুলদেবতা। স্কন্দ দক্ষ ধর্ম্ম ২১।

কুলোহিত—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রৌরী হইতে কুলোহিত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৯৬।

কুল্লা—একটী দেবীর নাম। তন্ত্রসার ৯৮৫ পৃ।

কুল্মলবর্হিষ—মহর্ষি কুল্মলবর্হিষ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ ১০।১২৬।১।

কুশা—(১) মহর্ষি পৌষ্যঞ্জির অন্যতম শিষ্য। ভাগ ১২স্ক ৬। কাক্ষ দেখ। (২) জনাপীড়ের অন্যতম তনয়। বায়ু ৯৯।

কুশ—(১) পূর্ব্বকালে কুশ নামে সজ্জন প্রতিপালক মহাতপা এক ধার্ম্মিক

রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম বৈদর্ভী। এই বৈদর্ভীর গর্ভে কুশের কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজঃ ও বসুনামে আত্ম-সদৃশ চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আদি ৩১। (২) অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র। লোকাপবাদ ভয়ে রামচন্দ্র গর্ভবতী সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে বিসর্জ্জন দেন। সীতা যথাকালে এই মুনির আশ্রমেই কুশ ও লব নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করেন। বাল্মিকী বালকদ্বয়কে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন ও রামায়ণ রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে উহা গান করিতে শিক্ষা দেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সভায় বাল্মিকী বালকদ্বয় সহ উপস্থিত হন। তথায় কুশ ও লবের সংগীত শ্রবণে সকলে মোহিত হন। রামচন্দ্র স্বীয় পুত্রদিগকে চিনিতে পারিয়া সীতাকে আনান করেন। সীতা অন্তর্হিতা হইলে রাম কুশকে কুশাবতী নগরীতে ও লবকে শ্রাবস্তী নগরে রাজত্ব করিতে আদেশ দেন। রামা উত্তরা-১২০। কুশের তনয় আতিথি, অতিথির তনয় নিষধ, নিষধের তনয় নল। হরি-হরি-১৫। (৩) কুরুবংশীয় চেদীদেশীয় নরপতি উপরিচরবসুর পত্নী গিরিকার গর্ভে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মাবত, যদু ও মৎস্য নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরিহরি ৩২। (৪) সোমবংশীয় নরপতি বলাকাশ্বের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান্ এই চারিজন। তন্মধ্যে কুশিকের পুত্র গাধি। হরি-হরি-২৭। (৫) অজক ও অমাবসু দেখ। অজকের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাম্ব, তনয়, বসু ও কুশনাভ নামে চারিজন। তন্মধ্যে কুশাম্বের পুত্রগাধি। ভাগ ৯স্ক-১৫। (৬) পুরূরবার বংশীয় সুহোত্রের অন্যতম পুত্র কুশ, কুশের পুত্র প্রতি, প্রতির তনয় সঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৭) যযাতিবংশীয় বিদর্ভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী ভোজ্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক ২৪। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের দশ তনয়ের অন্যতম বপুষ্মান। বপুষ্মানের তনয় কুশ, বৈদ্যুত ও জীমূত এই তিন জন। ইহাদের রাজ্য স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। বর-৭৪। (৯) বরাহ কল্পের দ্বাবিংশ দ্বাপরে লাঙ্গলী শিবাবতার যোগাচার্যারূপে অবতীর্ণ হন। কলিকালে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ লাঙ্গলী স্বরূপ মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। লাঙ্গলীর ভল্লবী, মধুপিঙ্গ কেতু ও কুশ নামে চারিজন ধার্ম্মিক পুত্র ছিল। লি-২৪। অমূর্ত্তরজঃ দেখ। (১০) মহর্ষি কুশ: একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম ধর্ম্ম-৯। (১১) ব্রহ্মার তনয় কুশ, কুশের তনয় কুশনাভ। শিব ধর্ম্ম

৪১।

কুশকন্ধর একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-পরায়ণ ঋষি। শিব-বায়-উত্ত-১০।

কুশকেতু—বঙ্গদেশে কুশকেতু নামে এক ধাৰ্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় হেমকান্ত অতিশয় দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১০। হেমকান্ত দেখ।

কুশকেশ্বর প্রভাস তীর্থে কুশকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১৭৩।

কুশঙ্কু—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশঙ্কু স্বাতির পুত্র। নানা প্রকার দান ও যজ্ঞের ফলে কুশঙ্কু হইতে সকল কর্ম্মে তৎপর চিত্ররথ নামে এক পুত্র জন্মে। চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু। লি-৬৮। (২) যদুবংশীয় ক্রোষ্ঠের তনয় বৃজিনীবান, বৃজিনীবানের তনয় স্বাতি, স্বাতির তনয় কুশঙ্কু। কুশঙ্কুর তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় রাজচক্রবর্ত্তী শশবিন্দু। পদ্ম-সৃ-১৩।

কুশধ্বজ—(১) মিথিলার রাজা হ্রস্বরোমনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সীরধ্বজ। একদা সাঙ্কাশ্যার অধিপতি মহাবীর সুধন্বা মিথিলা অবরোধ করেন; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন। সীরধ্বজ তদীয় রাজধানীতে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর কুশধ্বজকে স্থাপন করেন। সীরধ্বজের দুহিতা সীতার সহিত রামের ও ঊর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হইলে কুশধ্বজ স্বীয় কন্যা মাণ্ডবীর সহিত ভরতের ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহ দেন। রামা আদি-৫৬-৭৩। (২) দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজ। কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী; এই বেদবতীকে রাবণ অপমান করিলে, তিনি তাহাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কুশধ্বজকে শুম্ভদৈত্য নিশাকালে বধ করেন। রামা উত্ত ১৭। (৩) জনকবংশীয় ভূপতি সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ এবং কন্যা সীতা ও ঊর্ম্মিলা। কুশধ্বজ হইতে ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মধ্বজ হইতে কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। জনকবংশীয় সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ। তিনি সাঙ্কাশ্য নগরের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু ৪র্থ ৫। (৩)দক্ষ সাবর্ণিবংশীয় রাজা বৃষধ্বজের হংসধ্বজ নামে এক পুত্র জন্মে। এই হংসধ্বজ হইতে ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুই পুত্র জন্মে। কুশধ্বজের পত্নী মালাবতী বেদবতী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-প্র-১৩, ১৪। অগ্নিবেশ্য দেখ। (৪) কাশীরাজ কুশধ্বজ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। তিনি মহাদেবের দমনকোৎসব প্রবর্ত্তিত করেন। এই উৎসবে মহাদেবকে দোলায় আরোপিত করিয়া আন্দোলিত করে। স্কন্দ মাহে কুমা-৯। (৫) ত্বষ্টার পুত্র কুশধ্বজকে

ইন্দ্র বিনাশ করেন। সেই জন্য প্রজাপতি ত্বষ্টা এক গাছি জটা উৎপাটন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে বৃত্রের উদ্ভব হয়। স্কন্দ-আবচতু ৩৫। বৃত্র দেখ। (৩) অগ্নিবেশ্য মুনির শাপে তদীয় কন্যাপহারী কাশীরাজ হন। কুশধ্বজ প্রেতযোনী প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-মাহে কুমা ৯।

কুশনাভ (১) সজ্জন প্রতিপালক রাজা কুশের রাণী বৈদর্ভীর গর্ভজাত পুত্র চতুষ্টয়ের অন্যতম। কুশনাভ মহোদয় নামক নগরী নির্ম্মাণ করেন। ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের শত কন্যা উৎপন্ন হয়। চূলী নামক তপস্বীর পত্নী সোমদার গর্ভজাত পুত্র ব্রহ্মদত্তের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। এই সকল কন্যার উপর সমীরণদেব অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির নন্দন বিশ্বামিত্র। সত্যবতী নামে বিশ্বামিত্রের এক ভগিনী ছিল। রাম-আদি ৩২, ৩৩। (২) সোমবংশীয় নরপতি বলাকাশ্বের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান্ এই চারি জন। হরি-হরি-২৭। ৩ অজকের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, ময় ও কুশনাভ নামে চারি জন। তন্মধ্যে কুশাম্বুর তনয় গাধি। ভাগ ৯স্ক ১৫।

কুশরীর—(১) মহর্ষি কুশরীর একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ন ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ৫২। (২) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, কুশরীর তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লিঙ্গ-৭, ২৪, বায়ু২৩, ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেদশিরা দেখ।

কুশল—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। কুশল দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-২য়-৪। অন্ধকারক ও অর্থকারক দেখ। (২) মহর্ষি সারস্বতের অন্যতম শিষ্য। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রাপথ-৭। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-২য়-৪; মার্ক-৫৩; অগ্নি-১১৯; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; বায়ু-২৩; বরা ৭৪; কূর্ম্ম পূ-৩৯।

কুশলীমুখ—দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র বাস্কল। বাস্কলের পুত্র বিরোধ, মনু, বৃক্ষায়ু ও কুশলীমুখ এই চারি জন। বায়ু-৬৭, প্রহ্লাদ দেখ।

কুশ স্বাচ্ছিক—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩।

কুশাগ্র—মগধের অধিপতি বৃহদ্রথের তনয় কুশাগ্র। কুশাগ্রের আত্মজ বিদ্বান বীর্য্যবান বৃষভ পুষ্পবান্ বৃষভের আত্মজ। পুষ্পবানের তনয় সত্যহিত। হরি-হরি-৩২। বৃহদ্রথের অন্যতম পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের অপত্য

ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যহিত। ভাগ-৯স্ক-২২। ঋষভের তনয় পুষ্পবান্। মৎ-৫০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; অগ্নি-২৭৮; বায়ু-৯৯।

কুশাবর্ত্ত—(১) ঋষভের অন্যতম পুত্র ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪, ৬। ঋষভ দেখ। (২) মহর্ষি কুশাবর্ত্ত, নরপতি উদাবসুর পুরোহিত ছিলেন।

কুশাম্বু—(১) সজ্জন প্রতিপালক রাজা কুশের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম বৈদর্ভী। তিনিই কৌশাম্বি নগর স্থাপন করেন। রামা-আদি-৩০। (২) কুরুবংশীয় উপরিচর বসুর অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; মহাভা-আদি-৬৩। উপরিচর বসু ও কুশ দেখ। হরি-হরি-২৭।

কুশাম্বু—(১) অজকের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ নামে চারি জন। তন্মধ্যে কুশাম্বুর তনয় গাধি। ভাগ-৯স্ক-১৫। কুশ দেখ। সিংহল রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্য বর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

কুশাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি সহদেবের তনয়। রামা-আদি-৪৭। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্বের পুত্র প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের অন্যতম পুত্র। কুশাশ্বের পুত্র গাধি। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। অজক, কুশ ও অমাবসু দেখ।

কুশি—দৈত্যপতি বলিরাজের শত পুত্রের অন্যতম কুশি। বায়ু-৬৭।

কুশিক—(১) ইহারই তনয় প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্র। রামা-আদি-২১। (২) সোমবংশীয় নরপতি কুশের অন্যতম তনয়। কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভ করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ত্রাস বশতঃ তাঁহার তনয় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুকুৎসের কন্যা তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন। গাধি তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গাধির তনয় বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্ববিৎ এই চারি জন এবং সত্যবতী নাম্নী তাঁহার এককন্যা ও ছিল। হরি-হরি-২৭। (৩) জহ্নুর অপত্য অজক, অজকের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় কুশিক। হরি-হরি-৩২। (৪) সোমবংশীয় নরপতি খ্যাতির তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) বলাকাশ্ব মুনির তনয় কুশিক। কুশিকের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার তনয়রূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গাধি নামে খ্যাত হন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৬) সিন্ধুদ্বীপের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় বল্লভ, বল্লভের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি, গাধির কন্যা

সত্যবতী। মহাভা-অনুশা-৫২। (৭) কন্যাপুর নিবাসী কুশিক নামে এক রাজা ছিলেন। মথুরাপুরীতে নিত্যকাল তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান হইত। বরা-১৬২। (৮) বরাহকল্পের অষ্টবিংশ দ্বাপরে সুমেরু গুহায় নকুলিশ একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কুশিক, গর্গমিত্র ও কৌরুষ্য নামে তাঁহার চারি তনয় জন্মে। তাঁহারা সকলেই বেদপারগ ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি-২৪; শিব-বায়ু-উত্ত-১০; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৯) মহর্ষি ইষীরথের তনয় কুশিক। কুশিকের পুত্র গাথী। এই গাথী ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ৩।১৯।১। (১০) অত্রিবংশীয় মহর্ষি কুশিক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের দেবশ্রবা, দেবরাত ও বিশ্বামিত্র এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৮।

কুশিকন্দর—মহর্ষি কুশিকন্দর একজন [illegible] ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ৫২। বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, কুশিকন্দর তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত ১০। অট্টহাস, কবন্ধ দেখ।

কুশিদক—যদুপতি বসুদেবের প্রধানা মহিষী রোহিণী হইতে বলরাম, কুশিদক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬।

কুশীতয়—(১) কপিঞ্জলী হইতে বশিষ্ঠের ইন্দ্রপ্রতিম কুশীতয় নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়। কপিঞ্জল ও উপমন্যু দেখ। (২) পৃথু নন্দিনী হইতে কুশীতয়ের বসু নামে এক তনয় জন্মে। বসুর তনয় উপমন্যু। বায়ু-৭০।

কুশীতি—তিনি মহর্ষি পৌষ্পঞ্জীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১; ব্রহ্ম-৬৭। কুথুমী দেখ।

কুশাদ—(১) প্রয়াগ প্রদেশে কুশাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় রোচন অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশ-২১। রোচন দেখ। (২) মহর্ষি পৌষ্পঞ্জির অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৬। কুক্ষি দেখ।

কুশেশ্বর—রামের তনয় কুশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ কুশেশ্বর নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১০৪।

কুশোত্তর—প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় ভব্য, শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় জলদ, কুমার, কুশোত্তর প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে শাকদ্বীপ সপ্তধা বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে স্ব স্ব নামীয় বর্ষ প্রদান করেন। মার্ক-৫৩। ভব্য দেখ। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। কুমার দেখ।

কুশোত্তরপ—শাকদ্বীপের অধিপতি। অগ্নি-১১৯।

কুশোদকা—দেবী পার্ব্বতী কুশদ্বীপে কুশোদকা নামে বিখ্যাত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১৫।

কুষীতক—মহর্ষি কুষীতকের তনয় কৌষীতকি, আদিত্যকে (সূর্য্যকে) উপাসনা করিয়া তনয় লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো-১ম-৫খ।

কুষ্টি—মহর্ষি মরীচির পত্নী সম্ভূতির গর্ভজাত অন্যতম কন্যা। বায়ু-২৮। অপচিতি ও মরীচি দেখ।

কুষ্মাণ্ড—(১)কাশীতে কুষ্মাণ্ড নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭। (২) বানাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ আব রেবা ২৮। (৩) রক্তাসুরের অনুজ কুষ্মাণ্ড অসুরকে দেবী পার্ব্বতী শরাঘাতে নিহত করেন। সৌর-৪৯। (৪) কুষ্মাণ্ড নামে মহাদেবের এক গণ আছে। পদ্ম-উত্ত-১২।

কুষ্মাণ্ডক—(১) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কুষ্মাণ্ডক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫। কশ্যপ দেখ। দৈত্যপতি কুষ্মাণ্ডককে শ্রীকৃষ্ণ কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমীতে বধ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৩১।

কুষ্মাণ্ডপতি—শিবের অন্যতম অনুচর। কুষ্মাণ্ডপতি দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকালে কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৪।

কুষ্মাণ্ডগণ—(১) বিশ্বদেবগণের অশ্রু হইতে কুষ্মাণ্ডগণের উৎপত্তি হয়। স্কন্দ নাগ-২০৬। (২) কুষ্মাণ্ডী হইতে কুষ্মাণ্ডগণের উদ্ভব হয়। বায়ু-৯৬।

কুষ্মাণ্ডী—কপিশা হইতে কুষ্মাণ্ডী ও কুষ্মাণ্ডী হইতে কুষ্মাণ্ডগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। কুষ্মাণ্ডগণ দেখ।

কুষ্মাণ্ডেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

কুসীদকী—মহর্ষি কুসীদকী একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

কুসীদি, কুসীদী—(১)কুসীদি পৌষ্পিঞ্জির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কুথুমী দেখ। বিষ্ণু-৩য়-৬। (২) মহর্ষি কণ্বের তনয় কুসীদী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে অনেক স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৮২।১।

কুসুম—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ বিধাতা স্বীয়গণ কুন্দ, মুকুন্দ ও কুসুমকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম ৫৭। কুন্দ দেখ। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুসুমধন্বা—কামদেবের শর ফুলধনু নামে কথিত। সেইজন্য কামদেবের একনাম কুসুমধন্বা। স্কন্দ ব্রহ্ম সেতু-৫।

কুসুমমালী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কুসুমমালী

নামে এক মাতৃকা ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কুমা-৩০।

কুসুমামোদিনী—হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর অন্যতমা মাতৃসখী। মৎ-১৫৬। তিনি মন্দর গিরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯।

কুসুমায়ুধ—কামদেবের অন্যনাম।

কুসুমোত্তর—মনুবংশীয় হব্যের অন্যতম তনয়। লি-৪৬; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। কুমার দেখ।

কুসুমোদ—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম ভব্য। শাক দ্বীপের অধিপতি ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাদী ও মহাক্রম নামে সাত তনয় জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় এক এক বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪।

কুসুমেশ—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কুসুমেশ মহাদেবের পূজা করে, সে শিবলোকে পূজিত হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৮। কামদেব কর্ত্তৃক কুসুমেশ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কন্দ-আব-রেবা-১৫০।

কুসুমেশ্বর—মহাদেব বীরক নামক গণকে পার্ব্বতীকে পুত্ররূপে প্রদান করেন। পার্ব্বতী তাঁহাকে কুসুমে সজ্জিত দেখিয়া তাঁহারই নাম কুসুমেশ্বর রাখিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৩৮।

কুসুম্ভ—দৈত্যপতি বলির অন্যতম তনয় বাণ, বাণের এক পুত্রের নাম কুসুম্ভ ছিল। কালিকা-৩৪।

কুস্তম্বরু—যক্ষ বিশেষ। মহাভা-সভা১০।

কুহক—(১) নাগ বিশেষ। ভাগ-৫স্ক ২৪। (২) বাণাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

কুহর—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবের নামধেয় কুহর, বলাহক প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (২) সুরসা ভুজঙ্গিনীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম কুহর। মহাভা-উদ্-১০২; শিব ধর্ম্ম-৫৪; মহাভা-আদি-৬৭।

কুহু—(১) অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক১। এই চারি কন্যা ধাতার স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে কুহু হইতে স্বায়ং, সিনীবালী হইতে দর্শ, রাকা হইতে প্রাতঃ ও অনুমতি হইতে পূর্ণমাস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, কুহু নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কুবলয়কে প্রদান করেন। বায়-১৭। (৩) ময়দানবের উপদানবী,

কুহূ ও মন্দোদরী নামে তিন কন্যা ছিল। মৎ ৬। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে সিনীবালী, কুহূ, রাগা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা ও লব্ধানুভব নামে এক পুত্র জন্মে। লি-৫। (৪) অঙ্গিরার পত্নী শুভা হইতে ভানুমতী, রাগা, সিনীবালী, অর্চ্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতী ও কুহূ নামে সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যিনি দীপ্ত যজ্ঞ সমুদয়ে মহামতি বলিয়া বিখ্যাত, যাহাকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়, তিনি অঙ্গিরার কন্যা কুহূ। মহাভা-বন-২১৩। অঙ্গিরা দেখ। সিনীবালী, দ্যুতি, কুহূ, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী নামে এই নয় দেবী সোমদেবকে যজ্ঞান্তে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৫।

কুহোলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

কূর্চ্চামুখ—বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহাভা-অনুশা-৪।

কূট—(১) মথুরাধিপতি কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য যে সকল মল্ল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কূট তাঁহাদের অন্যতম ছিল। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (২) কূট নামে একজন দানবপতি ছিলেন। রামা-উত্ত-২৪।

কূটমোহন—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যনাম কূটমোহন। মহাভা-বন-২৩০।

কূটদন্ত—কাশীস্থিত লম্বোদর গণপতির পশ্চিমে ও দুর্গবিনায়কের উত্তরে, দুর্গম উপসর্গের বিনাশক কূটদন্ত না[মে] গণেশ সর্ব্বদা ঐ ক্ষেত্রকে রক্ষ[া] করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭।

কূণিতাক্ষ—কাশীস্থিত কূণিতাক্ষ না[মে] গণেশ চণ্ডগণের কুদৃষ্টি হইতে মহাশ্মশান কাশীকে সতত রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭।

কৃতি—ব্রহ্মার মুখ হইতে দর্শ, পূর্ণমাস আকৃতি, কৃতি প্রভৃতি জয় নাম[ক] দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হয়েন। বায়ু-৬৭ জয়গণ ও অধীতি দেখ।

কৃপ—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা শল্য-১৭।

কৃপকর্ণ—রাজা বাণের অন্যতম অমাত[্য] কৃপকর্ণ। তিনি স্বীয় প্রভু বাণের সহি[ত] শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়[া] তাঁহার হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৬২, ৬৩; গর্গ-গোলোক-১০।

কৃপট—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু[র] গর্ভে বিপ্রচিত্তি, কৃপট, প্রভৃ[তি] [illegible] জন্ম হয়। কালিকা-৭৮; [illegible] দেখ।

কূর্ম—কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ [illegible] কদ্রুর গর্ভে কূর্ম্মের জন্ম হয়। মহাভা আদি-৬৫।

কূর্ম্মগ্রীব—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ে[র] সাহায্যার্থ কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক প্রেরি[ত] অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। কুণ্ডজঠ[র] দেখ।

কূর্ম্মপৃষ্ঠ—একজন দানবপতি। স্কন্দ প্রভা-দ্বার-১৭।

কৃশকর্তা—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শলা-১৭।

কৃশচারী—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শলা-১৭।

কৃষণ—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণকালে তিনি অর্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন-২৬২-২৭০।

কৃকণ—(১) যদুবংশীয় ভজমানের বহু পুত্রের মধ্যে, নিমি, কৃকণ ও বিদূরথ প্রধান ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) ভজমানের পত্নী সৃঞ্জয়ী হইতে ভাজ জন্মে। ভাজের অন্যতম তনয় কৃকণ। পদ্ম-সৃ-১৩।

কৃকণেয়ু—রৌদ্রাশ্বের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩১। মহাভা-আদি-৯৪। ঋচেয়ু দেখ।

কৃণু—কৃণু নামে জনৈক মুনি দীর্ঘকাল দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে থাকিলে তাঁহার দেহ বল্মীক মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইল এবং সেইজন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। এক নটীর গর্ভে বল্মীকের এক পুত্র জন্মে। এই বালকই বিখ্যাত বাল্মীকি মুনি। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২১।

কৃত—(১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে কৃত অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯৫। (২)পুরুবংশীয় নরপতি সন্নতির পুত্র কৃত। তিনি মহাত্মা কৌশল্য হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন। তৎকর্তৃক সাম সংহিতা সকল চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে উক্ত হইয়াছে। কৃত কর্তৃক কথিত বলিয়া প্রাচ্য সাম ও সামগ সকল কার্ত্তি নামে খ্যাত হয়। কৃতের তনয় উগ্রায়ুধ, উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য। হরি-হরি-২৫। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের পত্নী রোহিনীর গর্ভে বলদেব, গদ, সারণ; দুর্ম্মদ, ধ্রুব, বিপুল ও কৃত নামে সাত পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৪)ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় ঋত, ঋতের তনয় কৃত, সুধর্ম্মা ও পৃষিত। লি-৬৬। (৫) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম তনয় কৃত। বায়ু-৯৬। কৃতের পত্নী ও বসুদেবের অন্যতম ভগিনী শ্রুতদেবী হইতে সুগ্রীব জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-৪৬।

কৃতক—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা পত্নী মদিরার গর্ভে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক ও শূর জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (২) কুরুবংশীয় চ্যবনের তনয় কৃতক, কৃতকের তনয় উপরিচরবসু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

কৃতকর্ম্মা—যদুবংশীয় দুর্দ্দমের পুত্র কনক, কনকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৩।

কৃতকৃত্য—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কৃতকেত—বৈবস্বত মনুর দশ তনয়ের অন্যতম ধৃষ্ণ, ধৃষ্ণের কৃতকেত, চিত্রনাথ ও রণধৃষ্ণ নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-১২।

কৃতক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত ও বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা গণ্ডুষ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, চারুদেষ্ণ, সুচারু, পাঞ্চাল ও কৃতক্ষণ নামক চারি তনয় তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৪। মহাভা-সভা-৪।

কৃতঘ্নপ্রেত—বৈদিশপুরে দেবরাত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অতিশয় কৃতঘ্নতা করিত বলিয়া মৃত্যুর পরে কৃতঘ্ন নামক প্রেত হয়। স্কন্দ-নাগ-১৮।

কৃতচেতা—দ্বৈতবনবাসী কৃতচেতা, কৃতবাক্ প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার ক্লেশ অপনোদন করিতেন মহাভা-বন-২৬।

কৃতজাত—হৈহয়বংশীয় কনক বারানসীর রাজা ছিলেন। তাঁহার কৃতবীর্য্য, কৃতজাত, কৃতবর্ম্ম, কার্ত্তিবীর্য্য নামে চারি তনয় ছিল। বায়ু-৯৪।

কৃতজিৎ—রথকৃত, রথৌজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী, কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ গ্রামনী যথাক্রমে সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

কৃতজ্ঞ—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা১৪৯।

কৃতঞ্জয়—(১) রঘুবংশীয় নরপতি বর্হির পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের তনয় রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের তনয় সঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) বরাহ কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয় ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তৎকালে মহাদেব গুহাবাসী নামে মহাতুঙ্গ হিমালয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লি-২৪। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ দ্বাপরে মহর্ষি কৃতঞ্জয় বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্ম্মের পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের তনয় রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় শাক্য। বিষ্ণু-৫ম-২২। (৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫১। (৬) মগধের সূর্য্যবংশীয় নরপতি বৃহদ্রাজের তনয় কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় হইতে রণেঞ্জয়, রণেঞ্জয় হইতে সঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ২৭১। (৭) বরাহ কল্পে যে সমুদয় ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন, কৃতঞ্জয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৪০।

কৃততেজ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে, দ্বৈতবনবাসী কৃততেজ, কৃতবাক্, প্রভৃতি ঋষিরা তাঁহাকে উপদেশ দিয়া ক্লেশ অপনোদন করিতেন। মহাভা-বন-২৬।

কৃতদেব—শুনশেফ, মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক নামে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাত তনয় ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ ৭, বায়ু-৯১।

কৃতদ্যুতি—রাজা চিত্রকেতু বহু পত্নী সত্বেও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা

পত্নী কৃতদ্যুতি মহর্ষি অঙ্গিরার যজ্ঞ স্থালির চরু ভক্ষণ করিয়া, একটী অতি রূপবান্ তনয় লাভ করেন। কিন্তু সপত্নীরা বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে নিহত করেন। ভাগ-৬স্ক-১৪, ১৭।

কৃতধর্ম্মা—হৈহয়বংশীয় নরপতি দুর্দ্দমের তনয় ধনক, ধনকের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। কনক দেখ।

কৃতধ্বজ—জনকবংশীয় নরপতি ধর্ম্মধ্বজের তনয় কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। তন্মধ্যে কৃতধ্বজের তনয় কেশীধ্বজ ও মিতধ্বজের তনয় খাণ্ডিক্য। ভাগ-৯স্ক ১৩।

কৃতনন্দন—মগধের কৈলকিল যবনবংশীয় অন্যতম নরপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

কৃতবাক্—দ্বৈতবনবাসী কৃতচেতা কৃতবাক্ প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার ক্লেশ অপনোদন করিতেন। মহাভা-বন-২৬।

কৃতবর্ম্ম—হৈহয়বংশীয় বারানসীর অধিপতি কনকের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৪। কনক দেখ।

কৃতবর্ম্মা—(১) কুরুক্ষেত্র সমরে যদুবংশীয় হৃদিকের তনয় ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাস ক্ষেত্রে বাসুদেবের খড়্গ দ্বারা সাত্যকি তাঁহাকে নিহত করেন। মহাভা-মৌসল-৩। (২) যযাতিবংশীয় ভদ্রসেনের দুর্ম্মদ ও ধনক নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ধনকের অন্যতম পুত্র কৃতবর্ম্মা। অন্ধক দেখ। কৃতবর্ম্মার পুত্র বলী শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিনী গর্ভজাত কন্যা চারুমতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৩, ১০স্ক, ৬১; সৌর-৩১; দেবী-৪স্ক-২২। চন্দ্রবংশীয় নরপতি অন্ধকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতবর্ম্মা, কৃতাগ্নি ও কৃতৌজা। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৩) হৃদিকের তনয় কৃতবর্ম্মা, কৃতবর্ম্মার পুত্র দেবল, দেবলের তনয় শূর, শূরের তনয় বসুদেব, বসুদেবের তনয় শ্রীকৃষ্ণ। কূর্ম্ম-পূ ২৪। অজাত দেখ। (৪) ত্রিগর্ত্ত দেশের অধিপতি সূর্য্যবর্ম্মার ভ্রাতা কৃতবর্ম্ম। সূর্য্যবর্ম্মা দেখ। মহাভা-আশ ৭৪। (৫) অযোধ্যাপতি কৃতবর্ম্মার কন্যা মৃগাবতীকে নরপতি শতানীকের তনয় সহস্রানীক বিবাহ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫; গর্গ-গোল-৫; গর্গ-বিশ্ব-১১, ২০। সহস্রানীক দেখ।

কৃতবীর্য্য—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কনকের অন্যতম তনয় কৃতবীর্য্য অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ছিলেন। তিনি মহর্ষি জমদগ্নিকে নিহত করেন। সেই জমদগ্নির তনয় পরশুরাম কৃতবীর্য্যের তনয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে পরাস্ত করিয়া ও হৈহয়বংশীয় অনেককে বধ করিয়া অবশেষে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকেও বধ করেন। মহাভা-আদি-১৭৮। যদুবংশীয় ধনকের অন্যতম তনয়। ভাগ-৯স্ক-২৩; বিষ্ণু-৪র্থ-১১। অন্ধক দেখ। ত্রেতাযুগে;

হৈহয়রাজ কৃতবীর্য্য কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে ধরনীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কার্ত্তবীর্য্য নামক রাজ চক্রবর্ত্তী তনয় লাভ করিয়াছিলেন। বরা-৫০। ভৃগুবংশীয়েরা হৈহয়বংশীয় কৃতবীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদ্বংশীয় রাজারা ভার্গবদের অনেক অর্থ আছে শুনিয়া তাঁহাদের নিকট অর্থপ্রার্থী হন কিন্তু তাঁহারা অর্থ, ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, দিতে অসমর্থ বলিয়া জ্ঞাপন করেন। কার্ত্তবীর্য্যেরা ভূগর্ভ হইতে অর্থ উত্তোলন করিয়া গ্রহণ করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ভার্গবদের অনেকে নিহত হন ও অবশিষ্টেরা হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে এক গর্ভবতী ভার্গববধূ ঔর্ব্ব ঋষিকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি-১৭৮, ১৭৯; হরি-হরি-৩৩। কৃতবর্ম্মা দেখ। (২) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। প্রবাহির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। প্রবাহী দেখ।

কৃতবেগ—প্রাচীনকালের একজন রাজা। মহাভা-সভা-৮।

কৃতবোধ—তপোদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃতবোধ পিতা, মাতা ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে বারানসী নগরীস্থ তুলাধার নামক এক ব্যাধের উপদেশে পুনঃ গৃহাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৃহদ্ধ-পু-৩।

কৃতমনোরমা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পু-৭৪।

কৃতযজ্ঞ—কুরুবংশীয় নরপতি চ্যবনের পুত্র কৃতযজ্ঞ। কৃতযজ্ঞের তনয় উপরিচরবসু। এক মহান্ যজ্ঞ করিয়া, তিনি ইন্দ্রসম বিখ্যাত অন্তরীক্ষগামী উপরিচরবসুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। হরি হরি-৩২।

কৃতযশা— মহর্ষি কৃতযশা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ ৯।১০৮।১।

কৃতরথ—জনকবংশীয় নরপতি প্রতীপের পুত্র কৃতরথ, কৃতরথের তনয় দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের তনয় বিশ্রুত। ভাগ-৯স্ক-১৩। জনকবংশীয় নরপতি প্রতিন্ধকের পুত্র কৃতরথ, কৃতরথের পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র বিবুধ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

কৃতলক্ষণ—সাত্বতবংশীয় বৃষ্ণির ভার্য্যা মাদ্রী ও গান্ধারী। তন্মধ্যে গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, দেবমীঢুষ, অনমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। মৎ-৪৫।

কৃতশর্ম্মা—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঐলবিলের পুত্র কৃতশর্ম্মা, কৃতশর্ম্মার পুত্র বিশ্বমহৎ, বিশ্বমহতের পুত্র দিলীপ। বায়ু-৮৮।

কৃতশ্রম— মহর্ষি কৃতশ্রম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

কৃতস্থলী—অপ্সরা বিশেষ। লি-৫৫।

কৃতস্মর—প্রভাসে কৃতস্মর মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

কৃতা—পূর্ব্বকালে ভদ্রমতি নামে বেদ বেদাঙ্গপারগ বিত্তহীন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কৃতা প্রভৃতি ছয় পত্নী হইতে দুইশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। ভদ্রমতি দেখ।

কৃতাগম—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কৃতাগ্নি—যদুবংশীয় কনকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৩, ২৭৫; বিষ্ণু, ৩য়, ৬, ৪র্থ, ১১; সৌর-৩১; পদ্ম-সৃষ্টি-১২; অগ্নি-২৭৫; ভাগ-৯স্ক-২৩।

কৃতান্ত—(১) চৈত্র, কবিকৃত, কৃতান্ত, বিভৃত, রবি, বৃহৎ, গুহ, নব ও শুভ এই নয় জন স্বারোচিষ মনুর পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি একাদশ রুদ্র হস্তে নিহত হন। বরা-৯৪। কাল দেখ।

কৃতান্তক— দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দ্বাদশ আদিত্য হস্তে নিহত হন। বরা-৯৪। অতিকায় দেখ।

কৃতান্তবাতি—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কৃতাশ্ব— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের পুত্র কৃতাশ্ব ও অকাশ্ব এবং কন্যা হৈমবতী। শিব-ধর্ম্ম-৬০।

কৃতি—(১)শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে কৃতি অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (২)জনকবংশীয় নরপতি বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও আত্ম বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩) নরপতি নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি আয়তি, বিয়তি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-১৭, ১৮। (৪) যযাতিবংশীয় বভ্রুর পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র উশিক, উশিক হইতে চেদী ও চৈদ্যাদি নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-৪৩। নরপতি কৃতির তনয় রুচিপর্ব্বা। কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পর্ব্বতপতি সুবর্চ্চার হস্তে তিনি নিহত হন। মহাভা-দ্রো-২৬। (৫) জনকবংশীয় কৃতরথের পুত্র কৃতি। কৃতির পুত্র বিবুধ। বিষ্ণু-৪র্থ ৫। (৬) সামবেদ সংহিতা অধ্যয়নকারী হিরণ্যনাভের কৃতি নামক মহাবুদ্ধিমান একজন শিষ্য স্বীয় চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান। এই সকল শিষ্যেরাও সামবেদের অনেক শাখা বিস্তার করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭; বিষ্ণু-৩, ৬। (৭) সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয় কৃতি। মার্ক-৮০। রৈবত মনুর অন্যতম তনয়। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। অব্যক্ত

দেখ। (৮)জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের পুত্র কৌশিক, লোমপাদ ও ক্রথ এই তিন জন। লোমপাদের পুত্র কৃতি। অগ্নি-২৭৫। (৯) সামগ দিগের মধ্যে সংহিতা সকলের প্রভেদ কর্ত্তা মহর্ষি পৌষ্পঞ্জি ও কৃতি প্রধান ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৭। (১০) চাক্ষুস মনুর অন্যতম পুত্র কৃতি। ব্রহ্মাণ্ড-২৮।

কৃতিমান্— যযাতিবংশীয় নরপতি যবীনরের পুত্র কৃতিমান্, কৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি, সত্যধৃতির অপত্য দৃঢ়নেমী। ভাগ৯-স্ক-২১।

কৃতিরাত— জনকবংশীয় নরপতি মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, কৃতিরাতের তনয় মহারোমা, মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। ভাগ-৯স্ক-১৩; বিষ্ণু ৪র্থ-৫।

কৃতী—(১) যযাতিবংশীয় নরপতি সন্নতিমানের পুত্র কৃতী। কৃতী হিরণ্যনাভের নিকট যোগপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য সামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগপূর্ব্বক অধ্যাপন করেন। তাঁহার পুত্র উগ্রায়ুধ। (২) যযাতিবংশীয় নরপতি চ্যবনের পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচরবসু। ভাগ-৯স্ক ২১।

কৃতেয়ু—(১) যযাতিবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম তনয় কৃতেয়ু। ভাগ-৯স্ক-২০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; বায়ু ৯৯। ঋতেয়ু দেখ। (২) পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম কৃতেয়ু। অগ্নি-২৭৮।

কৃতৌজা—হৈহয়বংশীয় কনকের অন্যতম পুত্র কৃতৌজা। ভাগ-৯স্ক-২৩। কনক দেখ। ৎম-৪৩; হরি-হরি-৩৩; অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-২১; বিষ্ণু-৪র্থ-১১। ধনক, কনক ও কৃতবর্ম্মা দেখ।

কৃত্তিকা—(১) দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কৃত্তিকা প্রভৃতি সাতাইশটী চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের গর্ভে কোনও পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন নাই। কালিকা-২০; ভাগ-৬স্ক-৬। (২)অষ্টবসুর অন্যতম অনল, অনল হইতে কৃত্তিকা গর্ভে কার্ত্তিকেয়, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৪। (৩)ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়জন কৃত্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮, ৯। এক সময়ে অগ্নি সপ্তর্ষিদিগের গৃহে তাঁহাদের পত্নীগণকে দেখিয়া অধৈর্য্য হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে কৃত্তিকা নাম্নী ছয় স্ত্রী শাপ হইতে অগ্নিকে রক্ষা করিয়া সপ্তর্ষিপত্নীদের রূপ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে কামাসক্ত করিয়াছিলেন। পরে শ্বেতাচল পর্ব্বতের শিখর দেশে স্বর্ণময় কুম্ভে কৃত্তিকাগণ রেতঃস্থাপন পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই ষট কৃত্তিকার পুত্র ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত।

শিব-ধর্ম্ম-১১; রামা-আদি-৩৭; সৌর-২৮; বাম-৫৭। দেবী বিশেষ। তন্ত্রসার-১৯১ পৃ।

কৃত্তিকাগণ—সপ্তর্ষিদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী এবং অবশিষ্ট ছয় ঋষির পত্নী কৃত্তিকাগণ ছিলেন। কৃত্তিকাগণ একদা গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাতঃকালে নদীতীরস্থ অগ্নি সেবন করিয়াছিলেন। সেই অগ্নির তেজে তাঁহারা গর্ভবতী হন। পরে তাঁহারা সেই তেজ হিমালয়ের শিখরে পরিত্যাগ করেন। এবং সেই তেজ মিলিত হইয়া কুমারের জন্ম হইল। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৭। কৃত্তিকাগণের গর্ভে কুমারের জন্ম হয় বলিয়া তিনি কার্ত্তিকের নামে খ্যাত হন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। কুণ্ডজঠর দেখ।

কৃত্তিকাসুত—কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। সৌর-৬১।

কৃত্তিবাস—(১)মহাদেবের অন্যনাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। (২) পঞ্চম সৃষ্টিকালে পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল সুরজ্যেষ্ঠ, আর সোমনাথদেব কৃত্তিবাস নামে কথিত হইতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

কৃত্তিবাসলিঙ্গ—প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেব কৃত্তিবাস লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

কৃত্তিবাসাঃ—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

কৃত্তিবাসেশ্বর— বারাণসীস্থিত একটি শিবলিঙ্গের নাম। স্কন্দ-কাশীপূ-৩৩।

কৃত্বী—পুলস্ত্য পুত্রগণের মানসী কন্যা পীবরী, ব্যাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন। এই পীবরী হইতে কৃষ্ণ, গৌর ও শম্ভু নামে তিন পুত্র এবং কৃত্বী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্চালপতি সাত্বত কৃত্বীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। পদ্ম সৃষ্টি-৯।

কৃত্বী—(১) ব্যাস তনয় শুকদেবের ঔরসে ও বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র ও কৃত্বী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্বী কাম্পিল্যদেশের অধিপতি অনুহকে বিবাহ করেন। ভাগ ৯স্ক ২১। কৃত্বীর গর্ভে রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮। (২) শুকদেবের কন্যা কৃত্বী যযাতিবংশীয় নীপের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যোগী ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২১। অনুহ দেখ।

কৃত্যা—অপদেবতা বিশেষ। পৌণ্ড্রক বাসুদেব, তাঁহার বন্ধু কাশীরাজসহ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, কাশীরাজ পুত্র মহাদেবের বরে অগ্নি হইতে এক কৃত্যার সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বধার্থ প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কৃত্যাকেও বধ করেন। বিষ্ণু-৫অ-৩৫।

কৃৎস্ন—ধ্রুবের বংশের মনুপত্নী নড্বলা

হইতে কৃৎস্ন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩।

কৃপ—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ধ্রুবের তনয় শিষ্ট। শিষ্টের পত্নী ও অগ্নির কন্যা সুচ্ছায়া হইতে কৃপ, ধৃক, রিপুঞ্জয় বৃত্র ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪। (২) মহর্ষি কৃপকে অনার্য্য দস্যু হস্ত হইতে ইন্দ্র, রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৩।১২। অশ্বত্থামা ও অপর দেখ।

কৃপণা—চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা কৃপণা ছিলেন। অগ্নি-৫২।

কৃপাচার্য্য—মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র কৃপ ও কন্যা কৃপী। গৌতম মুনির পুত্র মহর্ষি শরদ্বান গৌতম নামেও খ্যাত ছিলেন। শরদ্বান বেদ অপেক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য জানপদী নাম্নী এক দেবকন্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই জানপদীর গর্ভে শরদ্বানের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জন্মের পরে পিতা মাতা উভয়েই তাঁহাদিগকে বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ করেন। একদিন মহারাজ শান্তনুর কোনও সৈনিক পুরুষ নির্জ্জন বনে এই পুত্র কন্যাকে দেখিতে পাইয়া মহারাজের নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে প্রদান করেন। মহারাজ শান্তনু তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, বালকের নাম কৃপ ও বালিকার নাম কৃপী হয়। কৃপাচার্য্য স্বীয় পিতা শরদ্বানের ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি কৌরবপক্ষে ছিলেন। কৌরবকুল সমূলে বিনষ্ট হইলে, তিনি জীবিত ছিলেন। পরে তিনিও পাণ্ডব পক্ষ আশ্রয় করিয়া পরীক্ষিৎকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩০; ভাগ-৯স্ক-২১। মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র শতানন্দ, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি কোনও অপ্সরাকে দেখিয়া সত্যধৃতির তেজ শরবনে পতিত হয়। তাহা হইতে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। পরে মহারাজ শান্তনু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, এই পুত্র কন্যা কৃপ কৃপী নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি-৭, ৩২; বায়ু ৯৯; অগ্নি-২৭৮; বিষ্ণু-৪র্থ ১৯, ২১। আত্রেয় দেখ। সাবর্ণি মনুর সময়ে কৃপাচার্য্য সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

কৃপাবতী—রাজর্ষি সুরথের পালিতা কন্যা কৃপাবতীকে নরপতি দিষ্টের পুত্র নাভাগ বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র ভলন্দন। মার্ক-১১৫।

কৃপী—মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা। এই কন্যাকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন। এবং তাঁহার গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হয়।

মহাভা-আদি-১৩০। কৃপাচার্য্য দেখ।

কৃমি—(১) উশীনরের অন্যতম পত্নী কৃমী হইতে কৃমি জন্মগ্রহণ করেন। উশীনর দেখ। হরি-হরি ৩১ ; ভাগ-৯স্ক-২৩ ; বায়ু-৯৯। (২) পুরুবংশীয় চাবনের পুত্র কৃমি, কৃমির পুত্র উপরিচর বসু। মৎ-৫০। (৩)উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ, নৃগের স্ত্রী নরা হইতে নর ও কৃমি জন্মে। কৃমির পত্নী দশা হইতে সুব্রত এবং কৃমির অন্যতমা পত্নী দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৭।

কৃমিল—সাত্বতের অন্যতম পুত্র ভজমান। সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহ্যকা হইতে নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। অজমীঢ়ের বংশে নরপতি বাহ্যাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। বাহ্যাশ্ব হইতে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদীষু, যবীনর ও কৃমিল নামে পঞ্চ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাজা [illegible] অগ্নি-২৭৮।

কৃমিল—(১) সাত্বতের অন্যতম পুত্র ভজমান। সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহ্যকার গর্ভে নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (২)ভজমান দেখ। অজমীঢ়ের বংশীয় বাহ্যাশ্বের অন্যতম তনয় কৃমিল। অগ্নি-২৭৮। বাহ্যাশ্ব দেখ।

কৃমিলাশ্ব—পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের ঔরসে ও তদীয় অন্যতমা পত্নী ধূমিনির গর্ভে মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিলাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চ ভ্রাতা স্বদেশ রক্ষার্থ সমর্থ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি-৩২।

কৃমী—পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের অন্যতম পত্নী কৃমী হইতে কৃমি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৩ ; বায়ু-৯৯ ; হরি-হরি-৩১। কৃমি দেখ।

কৃশ—(১) শমিক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী। এই শৃঙ্গীর সখা মুনিপুত্র কৃশ। তিনি শৃঙ্গীকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ তাহার পিতার গলে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১ ; মহাভা-আদি-৩১। মহর্ষি কৃশ অতিশয় দীর্ঘকায় ও কৃশ ছিলেন। বোধ হয় সে জন্যই তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। রাজা বীরদ্যুম্ন পুত্র [illegible] শোকাকুল হইলে [illegible] কৃশ নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা তাঁহার শোকাপনোদন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১২৭, ১২৮। (২) যযাতি বংশীয় মহামনার অন্যতম পুত্র উশীনরের পাঁচ পত্নীর অন্যতমা কৃশা হইতে কৃশ, জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (৩) ইন্দ্র, সম্বর্ত্ত ও কৃশের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অনার্য্য দস্যুদের হস্ত হইতে

রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৫৪।২।

কৃশা—যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতমা পত্নী কৃশা হইতে কৃশ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। উশীনর ও কৃশ দেখ।

কৃশাঙ্গী—গন্ধর্ব্ব কন্যা সুযশা প্রচেতার স্ত্রী ছিলেন। প্রচেতা হইতে সুযশা, লোহেয়ী, ভরতা, কৃশাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারি অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা লাভ করেন। বিক্রমশালী মহাত্মা বিশাল এই চারি কন্যাকেই বিবাহ করেন। কৃশাঙ্গী হইতে কৃশাঙ্গের নামক যক্ষগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। সুযশা দেখ।

কৃশাঙ্গের—কৃশাঙ্গী দেখ।

কৃশানু—(১) উত্তরবেদিক বাসব অগ্নি কৃশানু নামে বিখ্যাত। মৎ৫০। সোমপালদিগের অন্যতম কৃশানুকে অশ্বিদ্বয় যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ১।১১২।২১। অত্যারি দেখ।

কৃশাশ্ব—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে মহর্ষি কৃশাশ্ব অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুইটীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে দিব্য অস্ত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ১২। কশ্যপ ও অর্চ্চি দেখ। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র কৃশাশ্ব। দক্ষের অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অর্চ্চির গর্ভে ধূমকেতু এবং ধীষণার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৩)মনুবংশীয় নরপতি সংযমের অন্যতম পুত্র কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের তনয় সোমদত্ত। ভাগ-৯স্ক ২। (৪) দেবর্ষি কৃশাশ্বের প্রহরণ নামক একটি পুত্র ছিল। কূর্ম্ম-পূ-১৮। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কৃশাশ্বের নৈধ্রুব নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব হইতে কৃশাশ্ব ও অকৃণাশ্ব নামে দুই পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৬)মনুবংশীয় বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের তনয় সেনজিৎ। ভাগ-৯স্ক-৬। (৭) মনুবংশীয় সহদেবের তনয় কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের তনয় সোমদত্ত। বিষ্ণু৪র্থ ১।

কৃশেয়ু—পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৮। ঋচেয়ু দেখ।

কৃশোদর—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

কৃষ—নাগরাজ ঐরাবতের কুলে কৃষের জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা আদি৫৭।

কৃষক— সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

কৃষি—মরীচির অন্যতমা কন্যা। লি-৫। অপচিতি দেখ।

কৃষীবল—একজন মহর্ষি। তিনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৭।

কৃষ্টি—মরীচির অন্যতমা কন্যা। লি-৫। অপচিতি দেখ। কূর্ম্ম-পূ-১৩।

কৃষ্ণ—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩। (৩) রাজা হবির্দ্ধানের ও তৎপত্নী হবির্দ্ধানীর বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। অঙ্গ দেখ (৪) স্বনামখ্যাত রাজা পৃথুর প্রপৌত্র, অন্তর্দ্ধির পৌত্র, হবির্দ্ধানের পুত্র। হবির্দ্ধানের পত্নী, অগ্নির কন্যা ধীষণা, প্রাচীনবর্হি, কৃষ্ণ প্রভৃতি ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। হরি-হরি-২। ধীষণা দেখ। (৫) বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরীর গর্ভে ও ব্যাসতনয় শুকদেবের ঔরসে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ও শম্ভু, নামে চারি পুত্র এবং কৃত্বী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই যোগাচার্য্য ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (৬) মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা বলির ভ্রাতা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ। ভাগ-১২স্ক-১। মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ। শিপ্রকের পরে কৃষ্ণই মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৭) বিশাল নগরের অধিপতি বিশাল গয়াতীর্থে পিণ্ডদান করিয়া স্বীয় প্রপিতামহ কৃষ্ণকে অবীচি নামক নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বরা-৭। (৮) মহর্ষি বহ্বৃচের পত্নী অহিংসা হইতে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ ও নর নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ নিরত যোগাভ্যাসে রত ছিলেন। নর ও নারায়ণ জগতের হিত কামনায় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাম-৬। (৯) দেবাহের পুত্র কম্বলবর্হিষ, কম্বলবর্হিষের পুত্র অসমঞ্জা, এই অসমঞ্জা হইতে তমোজা, সুদংষ্ট্র, সুনাভ ও কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (১০) যদুবংশীয় অসোমজার পুত্র সমোজা, এই সমোজার পুত্র সুবংশ, সুদংশ ও কৃষ্ণ এই তিন জন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১১) অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামে এক কৃষ্ণকায় অসুর ছিল। ইন্দ্র তাঁহার গর্ভবতী ভার্য্যা-দিগকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ ত্বক উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ঋগ

১।১০।১১; ১।১৩০।৮। (১২) মহর্ষি কৃষ্ণের তনয় বিশ্বকায়, বিশ্বকায়ের পুত্র বিষ্ণাপু। ঋগ ১।১১৬।২৩।

কৃষ্ণকেশ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকেশ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কৃষ্ণজটাধর—দ্বারকাতীর্থের অগ্নিকোণ রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরা ব্রহ্মশাপে যমুনা জলে মীনরূপে অবস্থান করিতেছিল। এই অদ্রিকা এক পুত্র ও কন্যা প্রসব করেন। ধীবরেরা তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া দাসরাজকে প্রদান করে। রাজা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া কন্যাটী ধীবরদিগকে [illegible] করেন। এই [illegible] [illegible] হই। [illegible] অভিহিত হয়। ফলতঃ তাঁহার নাম সত্যবতী ছিল। সত্যবতী পিতৃ শুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিতেন। একদা পরাশর ঋষি যমুনা পার হইবার সময়ে সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হন। পরাশর হইতে সত্যবতী এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ ও দ্বীপে জন্ম বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত হন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরে বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। প্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। পুরাণাদিও তাঁহারই রচিত বলিয়া কথিত হয়। মহাভা-আদি-৫৭, ৬৩।

কৃষ্ণপরাশর—পরাশরবংশীয় মহর্ষি কাঞ্চায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচ জন কৃষ্ণপরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ২০১।

কৃষ্ণপিঙ্গলা—ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

কৃষ্ণবর্ণ—দ্বারকাতীর্থের অগ্নিকোণ রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ প্রভা-দ্বার ১৭।

কৃষ্ণবর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণা [illegible] ছিলেন। [illegible]

[illegible]

ঋগ। ২।৮।১

কৃষ্ণবেণী—কৃষ্ণবেণী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ আব-রেবা-২২।

কৃষ্ণলোচন—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বা।৬৯। খসা দেখ।

কৃষ্ণসার—সিংহলরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম কৃষ্ণসার ছিলেন।

কল্কি-১ম-৫। বৃহদ্রথ দেখ।

কৃষ্ণা—(১) দ্রৌপদীর অন্য নাম। তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণা হইয়াছিল। মহাভা-আদি-১৬০। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কৃষ্ণা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

কৃষ্ণাতপ—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-মাহে-অরু উ-৩।

কৃষ্ণাত্রেয়—একজন মহর্ষি। হরি-হরি-১৬৬।

কৃষ্ণায়ভৌতিক—একজন মহর্ষি। মহাভা-শান্তি-৪৭।

কৃষ্ণায়ন—মহর্ষি কৃষ্ণায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

কৃষ্ম—মহর্ষি কৃষ্ম একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৭৯।১।

কেকয়—যযাতিবংশীয় উশীনরের চারি পুত্রের অন্যতম শিবি, শিবির তনয় বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয় এই চারি জন। মৎ-৪৮। নরপতি কেকয়ের পুত্র বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি অশ্বপতি। ছান্দো-৫ম-১১শ খ, ২৪শ খ।

কেকরাক্ষ—শিবের অনুচর কেকরাক্ষ দশকোটীগণ সমভিব্যাহারে শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

কেকরাক্ষী—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

কেতকী—একবার ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণ, শিবলিঙ্গের সীমা নীর্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধোভাগে ও ব্রহ্মা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বহুদূর আরোহণ করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে কেতকীর পরামর্শে নিবৃত্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৩৪।

কেতব—বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতম শিষ্য পৈল। পৈল, ঋক সমূহ সংগ্রহ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়ের প্রত্যেককে এক একখানি অধ্যাপন করেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রপ্রমতি একখানি সংহিতা রচনা করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনিকে, মার্কণ্ডেয় স্বীয় পুত্র সত্যশ্রবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত স্বীয় তনয় সত্যশ্রীকে অধ্যাপন করেন। সত্যশ্রী। শাকল্য রথীতর, বাস্কলি ও ভরদ্বাজ নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে শাকপর্ণ রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করেন। কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামে রথীতরের চারিজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারী। বায়ু-৬০।

কেতু—(১) কৌরবপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের

গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কেতু। মহাভা-আদি-৬৩-৬৭। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে কেতু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (৩) তামস মনুর দশ পুত্রের অন্যতম কেতু। ভাগ-৮স্ক-১। মহর্ষি কেতু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০-১৫৬।১। একজন দৈত্যপতির নামও কেতু ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম উ ১৬।

কেতুগণ—স্বাধ্যায় প্রভাবে কেতুগণ দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৬।

কেতুধর্ম্মা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সূর্য্যবর্ম্মা, তাঁহার ভ্রাতা কেতুধর্ম্মা ও অন্যতম ভ্রাতা বীর ধৃতবর্ম্মা তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। কিন্তু অর্জ্জুন পরে তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। মহাভা অশ্বমে-৭৪।

কেতুবীর্য্য—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে কেতুবীর্য্য প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

কেতুভৃঙ্গ—সম্ভাব্য, পরহা, শুচি, বলবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুভৃঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত ইহারা চরিষ্ণব মনুর পুত্র। ইহাই পঞ্চম মন্বন্তর নামে খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

কেতুমত—যক্ষপতি মনিভদ্রের অন্যতমা পত্নী পুণ্যজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

কেতুমতি—নর্ম্মদা নাম্নী গন্ধর্ব্বীর সুন্দরী, কেতুমতি ও বসুদা নাম্নী তিন কন্যাকে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন ভ্রাতা বিবাহ করেন। সুমালী হইতে কেতুমতির গর্ভে প্রহস্ত, কম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ নামে দশ পুত্র এবং কুম্ভিনসী, কৈকসী, পুষ্পোৎকটা ও রাকা নাম্নী চারি কন্যা জন্মে। রামা উত্ত ৫।

কেতুমান—(১) কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর তনয় কেতুমান কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৫২। (২) মনুবংশীয় শাল্মলীদ্বীপের অধীশ্বর বপুষ্মানের সপ্ত পুত্রের অন্যতম। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। মার্ক ৫৩। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন কেতুমান তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। (৪) কেতুমান নামে মহাপ্রতাপবান্ অসুর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রমিতৌজা নামে অতি নির্দ্দয় নরপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) পিতামহ ব্রহ্মা রজের পুত্র মহাত্মা কেতুমানকে পশ্চিম দিকে দিকপালরূপে অভিষিক্ত

করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৪। (৬) সর্ব্বরোগ বিনাশক কাশীরাজ ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র দিবোদাস। হরি-হরি-২৯। (৭) কাশীরাজ সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু। হরি-হরি-২৯। (৮) মনুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের বিরূপ, কেতুমান ও শম্ভু নামে তিন পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-৬। (৯) দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে যখন সাধ্য নামে প্রজাপতি প্রভু ব্যাস ছিলেন, তখন লোকহিতার্থ মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার দুন্দুভী, শতরূপ, সটীক ও কেতুমান নামে চারিজন শিষ্য যোগ ও ধ্যান প্রচার করেন। বায়ু-২৩; লি-২৪। (১০) বরাহকল্পের একবিংশতি দ্বাপরে দারুক, শিবাবতার যোগাচার্য্য-রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্লক্ষ দাক্ষায়নি, কেতুমান ও গৌতম নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা নিয়মী ও নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪। (১১) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের যে পাচটী গণ ছিল, তন্মধ্যে কেতুমান প্রতর্দ্দনগণের দেবতাদের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ।

কেতুমাল—আগ্নীধ্র দেখ।

কেতুমালী—(১) শম্বর অসুরের অন্যতম সেনাপতি কেতুমালী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২। (২)বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব হিমালয়ের দেবদারু বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দাক্ষায়নি, কেতুমালী, বক ও প্লক্ষ নামে যোগাত্মা চারি পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। দারুক দেখ।

কেতুমুখ— জলন্ধরাসুরের অন্যতম সেনাপতি। শিবের অনুচর গুহের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-১২।

কেতুলিঙ্গ—কেতুগ্রহ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাই কেতুলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৫১।

কেতুশৃঙ্গ—বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপৎ ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ, ও তপোধন এই চারিজন মুনির পুত্র। তাঁহারা যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩।

কেদার—(১) সত্যযুগে সপ্তদ্বীপের অধিপতি সত্যপরায়ন ধার্ম্মিক কেদার নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তপস্বিনী ও যোগশাস্ত্র বিশারদা বৃন্দা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃ-১৭, ৮৬। (২)

কেদার নামে এক রুদ্র কেদার নামক স্থানে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৫।

কেদারলিঙ্গ—রেবাতীর্থে কেদারলিঙ্গ নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা ১৮৩।

কেদারেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে মৃত্যুলোকে কেদারেশ্বর ও অমরেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

কেবল—(১)মনুবংশীয় নরপতি নরের পুত্র কেবল, কেবলের পুত্রের নাম ধন্ধুমান। ভাগ-৯স্ক-২। (২) দ্বাদশজন শুক্র নামক দেবগণের অন্যতম কেবল, কেবলের পুত্র ধন্ধুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-১। নর দেখ।

কেরমান—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় রাজা কেরমান উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

কেরল-(১)কুরুবংশীয় নরপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (২) পুরুবংশীয় দুষ্মন্তের তনয় বরূথ, বরূথের তনয় ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদও তাঁহাদের নামেই খ্যাত। মৎ-৪৮। (৩) কশ্যপবংশীয় মহর্ষি কেরল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯। (৪) রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম কেরল। সৌর-৪৯। (৫) জনাপীড়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। জনাপীড় দেখ।

কৈরাতি—মহর্ষি কৈরাতি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উশিজ ও উতথ্য এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

কেল—কেল নামে একজন পার্ব্বতীর পরম ভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

কেলীশ্বরী—অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য, শিব কেলিশ্বরী দেবীকে সৃজন করেন। শিব তাঁহারই সাহায্যে অন্ধককে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-১৪৯।

কেলেশ্বরী—কেল নামক এক ভক্তের নামানুসারে পার্ব্বতী কেলেশ্বরী নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

কেশ—মহর্ষি কেশ ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৩৪।

কেশব—কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেশব আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৫ম-১৬।

কেশবাদিত্য— কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬। দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

কেশযন্ত্রী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কেশযন্ত্রী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কেশিনী—(১) কশ্যপের অন্যতমা কন্যা কেশিনী। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী কপিলার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫। (২)বিদর্ভ রাজ দুহিতা কেশিনী ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে পঞ্চজন জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৪। (৩) সোমবংশীয় নরপতি সুহোত্রের পত্নী কেশিনী। তাঁহার গর্ভে রাজর্ষি জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৭। আবার হরিবংশের অন্যত্র আছে, (৪) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনী। জহ্নু এই কেশিনীর পুত্র। হরি-হরি-৩২। (৫) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক ১। (৬) সগর রাজার অন্যতমা পত্নী কেশিনী হইতে অসমঞ্জস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৯স্ক-৮। (৭) ভরতবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনী হইতে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কণ্বের তনয় মেধাতিথি। মেধাতিথির তনয়েরা কাণ্বায়ণ নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৯-৫০। (৮) কেশিনী নামে নল রাজার পত্নী দময়ন্তীর এক পরিচারিকা ছিল। তাঁহারই সাহায্যে দীর্ঘ বনবাসের পর নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন হয়। মহাভা-বন-৭৪-৭৬। (৯) গৌরী, বিন্ধ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী ইহারা সকলেই পার্ব্বতীর সহচরী। দেবাসুর যুদ্ধে ইহারা পার্ব্বতীর অনুগামিনী হইয়াছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। (১০) নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনী হইতে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪। (১১) সগরের জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী হইতে অসমঞ্জ জন্মগ্রহণ করেন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। রামা-আদি-৩৮। (১২)কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

কেশী—(১) জ্যোতির দেবতার নাম কেশী। তিনি অগ্নি, জল, দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন। ঋগ-১০-১৩৬-১। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, কেশী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) কংসের অনুচর কেশীদানব বৃন্দাবনে প্রবেশপূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের অনুচর গোপগণের উপর অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। গোপগণের সহিত গো সকল হনন করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিতেছিল। বহুস্থান নর কঙ্কালে পূর্ণ করিয়া

শ্মশানে পরিণত করিতেছিল। সন্ত্রাসিত জনমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ কেশীকে বধ করিয়া বৃন্দাবন নিরুপদ্রব করেন। হরি-হরি-৮০; অগ্নি-১২; দেবী-১৮। (৪) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে কেশী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) কেশীদানব প্রজাপতির দৈত্যসেনা নাম্নী কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। দৈত্যসেনার অপরা ভগিনী দেবসেনাকেও একবার কেশী আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্র হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মহাভা-বন-২২১। (৬) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। কালিকা-৩৪।

কেশীধ্বজ— জনকবংশীয় নরপতি কৃতধ্বজের পুত্র কেশীধ্বজ। তিনি আত্ম বিদ্যা বিশারদ ছিলেন। কেশীধ্বজের পুত্র ভানুমান। ভাগ-৯স্ক-১৩। কেশীধ্বজ স্বীয় খুল্লতাত পুত্র খাণ্ডিক্য জনককে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। খাণ্ডিক্য পুরোহিত, মন্ত্রীগণ ও অল্পমাত্র পরিজন লইয়া দুর্গম বনে আশ্রয় লয়েন। কেশীধ্বজ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াও মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা যোগে মগ্ন কেশীধ্বজের ধর্ম্মধেনু শার্দ্দূল কর্ত্তৃক হত হয়। এই পাপের প্রতিকারার্থ পুরোহিত কশেরুর নিকটে প্রথমে, ক্রমে শুনক ও খাণ্ডিক্যের নিকট গমন করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৫, ৬, ৭।

কেশেশয়—সূর্য্যের এক নাম কেশেশয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

কেশীসূদন—কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেশীসূদন আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৫ম-১২।

কেশীহা—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কেকয়, কৈকেয়—(১) নরপতি উশীনর, শিবির, বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকয় ও মদ্রপ নামে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই মহাবীর ছিলেন। হরি-হরি-৩১। (২) যদুবংশীয় নরপতি শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তিকে কৈকয়রাজ বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি কৈকেয়াখ্য পাঁচ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কৈকয়রাজের দশ কন্যা যদুবংশীয় সত্রাজিতের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সত্রাজিতের একশত পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) শিবির তনয় পৃথুদর্ভ, বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক। তাঁহাদের নামে চারি কল্যাণকর সুশোভন জনপদ হইয়াছে। অগ্নি-২৭৭। কৈকয়রাজের কন্যা ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। গর্গ দ্বারকা-৮। কৈকয়রাজ মহিষী শ্রুতকীর্ত্তি হইতে সন্তর্দ্দণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

কৈকরসপ—মহর্ষি কৈকরসপ একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ছিল। মৎ-১৯৯।

কৈকশী, কৈকষী, কৈকসী— ইহার নামান্তর নিকষা। রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে তদীয় পত্নী কেতুমতির গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভিনসী, কৈকশী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্তরা ৫। ইনি বিশ্রবা মুনির সহিত পরিণীতা হন। বিশ্রবা মুনির ঔরসে কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্তরা ৫; বা্যু ৯; সৌর-৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-৪৭। রাক্ষসপতি মালীর কন্যা কৈকসী।

কৈকেয়ী—(১) অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী ও কেকয় রাজের কন্যা। তাঁহারই গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। কোনও সময়ে কৈকেয়ীর পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। দশরথ রামকে যুবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইলে কৈকেয়ী স্বীয় পরিচারিকা মন্থরার কুপরামর্শে উক্ত দুইটী বর প্রার্থনা করিয়া, একবরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন রাম ইহা জানিতে পারিয়াই পিতৃসত্য পালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনবাসী হইলেন। ভরত মাতুলালয় হইতে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া, জননীকে যথেষ্ট তীরস্কার করেন। দশরথ রামের বনগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহত্যাগ করেন। দশরথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে ভরত ও রামের প্রত্যানয়নার্থ বনে গমন করেন। কিন্তু রাম আর আসিলেন না। ভরত রামের পাদুকা আনয়নপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী অবশিষ্ট জীবন তপস্বিনী বেশেই যাপন করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে কৌশল্যার মৃত্যুর পরে তিনি পরলোক গমন করেন। রামা। -কল্কি-৩স্ক-৩; বৃহদ্ধ-পু-১৮, ১৯; অগ্নি-৫, ৬, ১০; সৌর ৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪। (২) পুরুবংশীয় নরপতি কিকুণ্ঠনের পুত্র অজমীঢ়। অজমীঢ়ের বিশালা, কৈকেয়ী, গান্ধারী ও ঋক্ষা নামে চারি পত্নী ছিল। তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি শত পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) নরপতি সঞ্জয়ের পত্নী কৈকেয়ীর দময়ন্তী নামে এক কন্যা জন্মে। এই কন্যা নারদ ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবী-৬স্ক-২৬, ২৮।

কৈটভ—নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু

ও কৈটভ নামে দুই দানবের উৎপত্তি হয়। তাহারা অতিশয় অত্যাচারী হইলে, নারায়ণ তাহাদিগকে বিনাশ করেন। পৃথিবী, মধু ও কৈটভের মেদে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মেদিনী নাম প্রাপ্ত হয়। রামা-উত্তরা-৭২। কমলযোনী ব্রহ্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যে পদ্মপত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে নারায়ণ নিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল পতিত ছিল। তাহার এক বিন্দু জল মধুর ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট ছিল বলিয়া নারায়ণ বলিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধু নামক দৈত্য উৎপন্ন হউক এবং অন্য বিন্দু হইতে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ নামক দৈত্য উৎপন্ন হউক। এই প্রকারে মধু ও কৈটভ উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাকে বেদ সৃষ্টি করিতে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইল এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণপূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মা নারায়ণের গোচরে সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালে প্রবেশ করেন এবং গোপনে সে স্থান হইতে বেদ লইয়া প্রস্থান করেন ও পরে ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। মধু কৈটভ বেদ অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে নারায়ণকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পায় এবং তাঁহাকেই বেদ অপহর্ত্তা মনে করিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অবশেষে উভয়েই নারায়ণ হস্তে নিহত হয়। মহাভা-শান্তি-২২৭, ৩৪৮। সত্যযুগে তমোগুণের আধার মধু ও রজোগুণের আধার কৈটভ নামে দুই দৈত্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা সেই সময়ে পুষ্কর তীর্থে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—তুমি কে এখানে থাকিয়া আমাদিগকে অবহেলা করিতেছ? এস, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। ব্রহ্মা আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে, তাহারা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিল। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—তোমরা যে বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলে তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন বর দিতেছি যে তোমরা আমারই বধ্য হইবে। যে স্থানে কেহ বধ হয় নাই, এমন স্থানে হত হইতে প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বধ করেন। হরি-হরি-৫২। জন্ম সম্বন্ধে হরি বংশের ৫২ অধ্যায়ে অন্যরূপ আছে। মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক দুই পুরুষকে সৃজন করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও জিষ্ণু কৈটভকে বিনাশ করেন। কূর্ম্ম-১০। মহর্ষি রৈভ্য মধু ও কৈটভ দৈত্যকে বিনাশ করেন। বরা-১২৬।

কৈটভী—প্রকৃতির কলা স্বরূপা কৈটভী অন্যতমা দেবী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

কৈতব—দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অন্যতম রাজা। মহাভা-আদি-১৮৬।

কৈতবেয়—নরপতি অংশুমানের তনয় কৈতবেয়। জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে মথুরা আক্রমণ করেন। সেই সময়ে কৈতবেয় জরাসন্ধ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১।

কৈবল্য—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩।

কৈরাত—মহর্ষি কৈরাত একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

কৈরাতি—অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি কৈরাতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কৈলাসক—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম কৈলাসক। মহাভা উদ্-১০২।

কৈশবীমূর্ত্তি—কাশীস্থিত শিবের কৈশবী মূর্ত্তির পূজা করিলে বাঞ্ছিত অর্থ লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

কৈশিক—বিদর্ভ দেশের রাজা কৈশিক জরাসন্ধের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বভ্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৈশিকের তনয় ভিষ্মক, ভিষ্মকের তনয় রুক্মী। কুণ্ডি নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। হরি-হরি-৪১, ৯১।

কোক—দানবপতি শকুনির তনয় বৃকাসুর, বৃকাসুরের পুত্র কোক ও বিকোক। তাঁহারা কল্কির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিহত হন। কল্কি-৩য়-৬, ৭।

কোকনদ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ সরিৎ সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, কোকনদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭। অম্বুজ দেখ।

কোকনামা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে শ্বেততীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কোকনদ প্রভৃতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। উলূখাক্ষী দেখ।

কোকাবরাহ—কাশীতে বরাহেশ্বরের নিকটে কোকাবরাহ নামে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পূজা করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

কোকিল—শিবের অন্যতম অনুচর কোকিল, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে কোটি কোটি গণে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩-স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

কোকিলক—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সকল, সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোকিলক তাঁহাদের অন্যতম. ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কোকিলভাষিণী—মহর্ষি নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য যে সকল অপ্সরাকে প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কোকিলভাষিণী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দেবী-৪স্ক-৬।

কোকিলালাপা—(১) কাশীতে কোকিলালাপা নাম্নী এক অপ্সরা ছিল। সে ভক্তিভরে নৃত্য করিতে করিতে স্বশরীরে বীরেশ্বর লিঙ্গে লীন হইয়াছিল। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (২) পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

কোকিলিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যেসকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কোকিলিনী—বিন্ধ্যদেশে দাম্ভিক নামক ব্যাধের কোকিলিনী নামে এক কন্যা ছিল। সে ঘোরতরা পাপিনী হইয়াও বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া মৃত্যুর পরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিল। বৃহন্না-১৮।

কোটবী—দেবী পার্ব্বতী কোটীতীর্থে কোটবী নামে বিখ্যাতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

কোটরক—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম কোটরক ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

কোটরা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা কোটরা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে কুমার দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে প্রয়াগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী কোটরা প্রভৃতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। উর্দ্ধবেণী দেখ। (৩) কোটরা মাতৃকা বিশেষ। ভাগ-৯স্ক-৬। (৪) বাণ নরপতির মাতার নামও কোটরা ছিল। অনিরুদ্ধকে বন্দী করায় শ্রীকৃষ্ণ বাণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। একদিন বাণ যুদ্ধে খুব বিপন্ন হইলে, তাঁহার মাতা কোটরা নগ্না হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ কোটরাকে তদবস্থায় দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন। ইত্যবসরে বাণ স্ব নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। ভাগ-১০স্ক-৬৩।

কোটরাক্ষী— কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা কোটরাক্ষী। স্কন্দ কাশী-পূ-৪৫।

কোটরী—(১) বানররাজ কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বাণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাণের প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে, দৈত্যকুলের কোটরী নাম্নী মায়াবিদ্যা নগ্নাবস্থায় আবির্ভূতা হইল। সেই নগ্না কন্যাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাণের সহস্র বাহু ছেদন করিয়াও তাহাকে আর বধ করিলেন না। বিষ্ণু-৫ম-৩৩। (২) কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা কোটরী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

কোটিকাস্য—ত্রিগর্ত্তদেশের অধিপতি সুরথের তনয় কোটিকাস্য, একবার সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথের কুপরামর্শে তাঁহার সঙ্গে দ্রৌপদীকে হরণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় পাণ্ডবেরা তাঁহাদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর কাম্যক বনে যাপন করিতে ছিলেন। জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অনুপস্থিত কালে দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইয়া হরণ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমুদয় অবগত হইয়া, সকলেই জয়দ্রথের পশ্চদ্ধাবিত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কোটিকাস্য ভীম হস্তে নিহত হইলেন এবং জয়দ্রথ বন্দী হইলেন। মহাভা-বন-২৬-২৭০।

কোটিতীর্থেশ্বর—ব্রহ্মা কোটিতীর্থে কোটিতীর্থেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

কোটিমেধ—প্রভাস ক্ষেত্রে ব্রহ্মা কোটি-মেধ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কোটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৫।

কোটিরা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা কোটিরা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কোটিশঙ্কর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয়লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে কোটিশঙ্কর প্রভৃতি সিংহলে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

কোটীজিৎ—ভজমানের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। ভজমান দেখ।

কোটীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৬।

কোটীশ্বরী— কোটিতীর্থে ঋষিগণ কোটীশ্বরী নাম্নী মহিষমর্দ্দিনী চামুণ্ডাদেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৩।

কোট্টরী—বাণ রাজার রাজধানী শোণিতপুরের পুরদেবতা। তিনি বাণ রাজকে, অনিরুদ্ধের সহিত ঊষার বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১১৫।

কোড়োদরায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কোড়োদরায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

কোণা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যেসকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। কোণা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কোপচয়—মহর্ষি কোপচয় একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কোপন—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪০।

কোপবেগ—জনৈক ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪১।

কোবিদ—কুলিশ দেখ।

কোবিদারী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যেসকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কোবিদারী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কোরকৃষ্ণ— বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কোরকৃষ্ণ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ২০০।

কোল—(১)কুরুবংশীয় নরপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহাদের জনপদও তাঁহাদের নামেই খ্যাত ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) তুর্ব্বসুর বংশীয় গাণ্ডীর হইতে গান্ধার, কেরল, চোল, পাণ্ড ও কোল এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নামে এক একটী জনপদ প্রসিদ্ধ আছে। অগ্নি-২৭৭। (৩) মরুত্তবংশীয় নরের পুত্র কোল, কোলের পুত্র বভ্রুমান। বায়ু-৮৬। কোল নামক দৈত্য রাজা কৌশাবরিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কোলকে সংহার করিয়াছিলেন। গর্গ-মথুরা-২৪।

কোলম্বা—বহুদকতীর্থে কোলম্বা নামে সনাতনী মহাশক্তি আছেন। কোল অর্থাৎ শূকররূপী বিষ্ণু এই শক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া ধরণীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে "কোলম্বা" নামে স্তব ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৭।

কোলাহল—(১) কোলাহল নামে এক সচেতন পর্ব্বত ছিল। তাঁহার ঔরসে ও শুক্তিমতী নদীর গর্ভে গিরিকার জন্ম হয়। এই গিরিকাকে রাজা উপরিচরবসু বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি ৬৩। (২) যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর অন্যতম পুত্র সভানর, সভানরের তনয় কোলাহল, কোলাহলের তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়। মৎ-৪৮। (৩) মহাদেবের সহিত জালন্ধর দৈত্যের যুদ্ধ সময়ে একবার জালন্ধরের অনুচর

কোলাহল, শিবের অনুচর মাল্যবানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-১২। (৪) মহাদেবের এক অনুচরের নামও কোলাহল ছিল। পদ্ম-উত্ত-১৭।

কোলাহলনৃসিংহ—কাশীস্থিত কোলাহল নৃসিংহ নামক শিবলিঙ্গের নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে সমুদয় পাতক কোলাহল করে বলিয়া, সেই শিবলিঙ্গের নাম কোলাহল নৃসিংহ হইয়াছে। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

কোশকার—মহর্ষি মুদ্গলের তনয় কোশকার মহর্ষি বাৎস্যায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রকে নিশাচর ঘটোদরের স্ত্রী শূর্পাক্ষী, পুত্র বদল করিয়া হরণ করে। পরে আবার ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু স্বীয় পুত্রকে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ধর্ম্মিষ্ঠা উভয়কেই পালন করেন এবং নিশাচরী জাতহারিণী শূর্পাক্ষীর পুত্রের নাম দিবাকর ও স্বীয় পুত্রের নাম নিশাকর রাখেন। বহু পূর্ব্বজন্মে নিশাকর বৃষাকপি নামক ব্রাহ্মণের পত্নী, মালার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা প্রকার পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বহু নরক ভোগের পর ধর্ম্মিষ্ঠার পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বাম-৯১।

কোশল—কোশলদেশের অধিপতি। ইঁহারই কন্যা কৌশল্যা, অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের প্রথমা মহিষী ছিলেন। রামা-আদি-১৩।

কোহল—রাজর্ষি ভগীরথ, কোহল ঋষিকে একলক্ষ সবৎসা গাভী দান করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। কোহল জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। মহর্ষি লাঙ্গলীর অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

কৌকভিণ্ডি—কুতুণ্ড, কৌকভিণ্ডি, দাল্ভ্য, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিতি ও সম্মিতি এই সাতজন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

কৌকুরুণ্ডী—উত্তম মন্বন্তরে কৌকুরুণ্ডী, দাল্ভ্য, শঙ্খ, শিব, প্রবহন, সিত ও সম্মিত এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯।

কৌকুলিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা কৌকুলিকা ছিলেন। মহভা-শল্য-৪৭।

কৌচকি—মহর্ষি কৌচকি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কৌচহস্তিক—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৌচহস্তিক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, আপ্নুবান, চ্যবন, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি, এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

কৌচাক্ষী—মহর্ষি কৌচাক্ষী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি।

তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর মৎ-১৯৫।

কৌঞ্জুক—দৈত্যপতি কৌঞ্জুক দানবরাজ কূর্ম্মপৃষ্ঠের সেনাপতি ছিলেন। স্কন্দ প্রভা-দ্বার-২০।

কৌটিলি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৌটিলি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

কৌটিল্য—চাণক্য পণ্ডিতের অন্যনাম। তিনি মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; বায়ু-৯৯; ভাগ-১২স্ক-১। চাণক্য দেখ।

কৌনকুৎস—ঋষি বিশেষ। মহাভা-আদি-৮।

কৌনপ—নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র কৌনপ। তিনি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

কৌণপাষণ—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কৌণপাষণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫।

কৌণ্ডিন্য—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের কতিপয় পুত্র কৌণ্ডিণ্য নামে খ্যাত ছিলেন। লি-৬৩। (২) মহর্ষি কৌণ্ডিণ্য একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। হস্তীমতি নদীর তীরে মহর্ষি কৌণ্ডিণ্যের আশ্রম ছিল। একদা নদীর জলপ্লাবনে তাঁহার আশ্রম ভাসিয়া যায়, সেই জন্য তিনি নদীকে শাপ দেন যে তুমি জলহীন হইবে। তদবধি সেই নদী জলহীন হইয়াছে। পদ্ম-উত্ত-১৪৫।

কৌণ্ডিল্য—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

কৌতুক—একজন বিদ্যাধরাধিপতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮।

কৌতুজাতি—পরাশরবংশীয় মহর্ষি কৌতুজাতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। তিনি নীল পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। মৎ-২০১।

কৌৎস—(১) কৌৎস ঋষি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৪। রাজর্ষি ভগীরথ হংসী নাম্নী স্বীয় কন্যা কৌৎস ঋষিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। (২) অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি কৌৎস একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এ তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (৩) ভৃগুবংশীয় কৌৎস নামে একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্,

ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৪) বিশ্বামিত্রের শিষ্য কৌৎস একবার অযোধ্যাপতি রামের নিকট গুরুদক্ষিণার জন্য অর্থ প্রার্থনা করিয়া প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৪। মহর্ষি কৌৎস পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণে-৬।

কৌথুম—পুরাকালে মিথিলা নগরে কৌথুম নামে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বালক পুত্রও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কুম-৫।

কৌথুমেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী উ-৬৫।

কৌন্তেয়—কুন্তির তনয় যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন। মহাভা-শান্তি ২৪।

কৌবেরক—(১) কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি কৌবেরক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (২) কুবেরের অন্যতম অনুচর। বায়ু-৪৭।

কৌবেরী—কুবেরের স্ত্রীর নাম কৌবেরী। দেবী-৫ম-২৮।

কৌমারী—(১) যোগেশ্বরী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, যমদণ্ডধারিণী, ঐন্দ্রী ও বারাহী এই অষ্ট মাতৃকা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। বরা-২৭। (২) শুম্ভ নিশুম্ভ সময়ে চণ্ডি হইতে ময়ূর বাহনে বিরাজিতা কৌমারী আবির্ভূতা হইলেন। বাম-৫৬। (৩) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কৌমারী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৫) কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম কৌমারী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের যুদ্ধে তিনি ময়ূর আসনে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। দেবী-৫ম-২৮। (৬) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা কৌমারী। জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধে যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, শিবের আদেশে কৌমারী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, প্রভৃতি যোগিনীরা তাঁহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮।

কৌমুদী—সিংহলের অধিপতি বৃহদ্রথের মহিষীর নাম কৌমুদী ছিল। তাঁহাদের কন্যার নাম পদ্মাবতী। কালিকা-১ম-২১। বিষ্ণুযশা দেখ। কল্কি-১ম-১।

কৌরব—চন্দ্রবংশে কুরু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা কৌরব নামে খ্যাত। মহাভা-শান্তি-৩৫০। কুরু দেখ।

কৌরবেশ্বরী—নরপতি কুরু কৌরবেশ্বরী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে তিনি ভক্তকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫০।

কৌরব্য—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কৌরব্য তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা আদি-৩৫। (২) বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি কৌরব্য একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বাশিষ্ঠ ও ইন্দ্র প্রমদি এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম কৌরব্য। মহাভা-উদ্-১০২।

কৌরিষ্ট—কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি কৌরিষ্ট একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৯।

কৌরুক্ষেত্রি—মহর্ষি কৌরুক্ষেত্রি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

কৌরুপতি—মহর্ষি কৌরুপতি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

কৌরুষ্য—বরাহকল্পের অষ্টবিংশ দ্বাপরে সুমেরু গুহায় নকুলীশ একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই বেদপারগ ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি-২৪। কুশিক দেখ।

কৌর্ম্মী—কাশীতে মহালক্ষ্মীর দক্ষিণে পাশপাশি কৌর্ম্মী মহাশক্তি আছেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭০।

কৌলায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কৌলায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০।

কৌশল্য—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, কৌশল্য তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; কৌশিল্য দেখ। (২) মহর্ষি কৌশল্য একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য, উশিজ, এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৬। (৩) মহর্ষি অশ্বলের পুত্র আশ্বলায়ন কৌশল্য মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য এবং ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। প্রশ্ন উপনি। (৪) কৌশল্য নামে অগস্ত্য বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-২০২।

কৌশল্যা—(১) কোশলরাজ দুহিতা। তিনি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের সর্ব্বপ্রধানা মহিষী ছিলেন। ইঁহারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরে তিনি দেহত্যাগ

করেন। রামা; অগ্নি-৫; শিব-জ্ঞান-৬২; পদ্ম-উত্ত ২৪২; বৃহদ্ধ-পূ-১৮। (২) রাজা পুরুর স্ত্রী কৌশল্যা হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৩)শান্তনু নন্দন বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রী অম্বালিকার অন্যনাম কৌশল্যা ছিল। মহাভা-আদি-১১৪। (৪) জ্যামঘ বংশীয় সত্বানের স্ত্রী কৌশল্যা হইতে ভজমান, দেবাবৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণি নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩৭; বায়ু-৯৬। (৫) যদুবংশীয় নরপতি সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা হইতে ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ ২৪; পদ্ম-স্থ-১৩। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রীর নামও কৌশল্যা ছিল। মৎ ৪৭; অগ্নি ২৭৬।

কৌশাপী —ভৃগুবংশীয় কৌশাপী একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটি আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৫।

কৌশাবরি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত একজন রাজা। কংসের সখা কোল দৈত্য তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। শ্রীকৃষ্ণ কোলকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গর্গ মথুরা-২৪।

কৌশিক—(১)পূর্ব্বদিগবাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমরবিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-১। (২) বসুদেবের অন্যতম পুত্র কৌশিক। বসুদেবের অনুজ বৎসবান্ অনপত্য ছিলেন বলিয়া, বসুদেব স্বীয় তনয় কৌশিককে তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৪। (৩) ইন্দ্র অদিতির গর্ভ হইতে জাত মাত্র কুশ দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিলেন। তদবধি সেই দেবেশ কৌশিক নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-২১৯। (৪) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (৫) লোমপাদের তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় বাহ্বৃতি। আবার বাহ্বৃতির তনয়ের নামও কৌশিক। হরি-হরি-৩৬। (৬) কুণ্ডী নগরের অধীশ্বর ভীষ্মক কৌশিকের তনয়। ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এবং কন্যা রুক্মিনী। হরি-হরি-১১৬। (৭) প্রবিষ্টার পুত্র মহর্ষি কৌশিক ও পৈপ্পলাদি। শ্বেতকর্ণ মহাপ্রস্থানে উদ্যত হইলে, তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী মালিনীও তাঁহার অনুসরণ করেন। পথিমধ্যে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা শ্বেতকর্ণ সদ্যজাত শিশুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি কৌশিক শিশুকে আনয়নপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন, এবং অজপার্শ্ব নাম প্রদান করেন। হরি-হরি-১৮৫। (৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ ও কৌশিক।

ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃত, বৃতের তনয় রণধৃষ্ট। লি-৬৮। (৯) চন্দ্রবংশীয় সধৃতির তনয় কৌশিক। কৌশিকের তনয় বিস্তাম্বয়। লি-৬৮। (১০) কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বিষ্ণু বিষয়ক গান করিয়া কালযাপন করিতেন। কলিঙ্গের রাজা স্বীয় প্রশংসাসূচক গান করিতে তাঁহাকে বলেন। কৌশিক ভয় পাইলেন যে, রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহা দ্বারা গান করাইবেন। সেজন্য তিনি জিহ্বাচ্ছেদনপূর্ব্বক কানে কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া বধির হইলেন। রাজা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দেন। তিনি মৃত্যুর পরে এই পুণ্যের ফলে বিষ্ণুর কৃপায় সশিষ্য সাধ্য নামক দেবগণ হইলেন। লি-উত্ত-১। (১১) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদ। তন্মধ্যে কৌশিকের তনয় চেদী, এই চেদী হইতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১২) বসুদেবের পত্নী বৈশালী হইতে কৌশিক নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (১৩) যোগী জৈগীষব্যের শিষ্য মহর্ষি কৌশিক ব্রহ্মবাদী ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১, ৪৭। দক্ষযজ্ঞে মহর্ষি কৌশিক স্বীয় পত্নী ধৃতির সহিত সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাম-২। (১৪) কুশিকের তনয় কৌশিক গাধি। কৌশিকের স্ত্রী হৈমবতী। মহাভা-সভা-৮। কৌশিক নামে এক বেদপারগ ব্রাহ্মণ একদা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় এক বক তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। তিনি উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বক ভস্ম হইয়া গেল। ইহাতে কৌশিক অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। গৃহিনী তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহে শ্রান্ত স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং অনেক বিলম্বে ভিক্ষা লইয়া ব্রাহ্মণ সমীপে আগমন করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে গৃহিণী বলিলেন, আমি বক নহি যে তুমি আমাকে দৃষ্টি মাত্র ভস্ম করিবে। কৌশিক ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন গৃহিণী তাঁহাকে মিথিলাবাসী ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট উপদেশ লাভার্থ গমন করিতে বলিলেন। তিনি তদনুসারে ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমনপূর্ব্বক নানা উপদেশ লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হন। মহাভা-বন ২০৪, ২১৪। (১৪) মহর্ষি কৌশিক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ক্রথ দেখ

(১৫) পুরাকালে কৌশিক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় কুক্কুট মাংস আহার করিতেন। সেইজন্য কুক্কুটরাজ তাম্রচূড়ের শাপে তিনি দিবাভাগে পুরুষ ও রাত্রিকালে কুক্কুট হইতেন। তাঁহার স্ত্রী বিশালার অনুরোধে মহাকাল বনে কুক্কুটেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া এই শাপ হইতে তিনি মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-২১। (১৬) মহর্ষি কৌশলের সামবেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য কৌশিক ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ।

কৌশিকী—(১) উমাদেহ সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। লি-৬৯। (২) গাধি নৃপতির কন্যা সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবতী পরে কৌশিকী নাম্নী নদী হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৭; বায়ু-৯১। কোশ হইতে উমার উৎপত্তি হয় বলিয়া তিনি কৌশিকী নামেও খ্যাত হন এবং বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৪; বাম-২১; শিব-বায়ু-পূ ২১; ব্রহ্মাণ্ড-৯। (৩) পূর্ব্বে সুমতি নামে ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম কৌশিকী ও পুত্রের নাম অগ্নিশর্ম্মা ছিল। এই অগ্নিশর্ম্মাই পরে বাল্মীকি নামে খ্যাত হন। স্কন্দ আব-অব-২৫। বাল্মীকি দেখ। (৪) কৌশিকী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (৫) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নামও কৌশিকী ছিল। তাঁহা হইতে উপমন্যু, শঙ্কু, বজ্রাংশু ও ক্ষিপ্র নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। নরপতি কাঞ্চনপ্রভের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পত্নী কৌশিকী হইতে জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯১। ভদ্রকালীর এক নাম কৌশিকী। বায়ু ৯।

কৌশিকেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে কৌশিক, বিশ্বামিত্র, ও বশিষ্ঠ তনয়গণের হত্যা সাধন করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। এই শিবলিঙ্গই কৌশিকেশ্বর নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৪।

কৌশিকা—মহর্ষি পৌষ্পঞ্জির হিরণ্যনাভ ও কৌশিকা নামে দুই শিষ্য ছিলেন। পৌষ্পঞ্জি তাঁহাদিগকে যজুর্ব্বেদের পঞ্চশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। কৌশিকা নিজেও পঞ্চশত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

কৌশিতক—মহর্ষি কৌশিতক গণতীর্থে শ্রীগণেশের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৮।

কৌশিল্য—(১) মহর্ষি কৌশিল্য একজন যোগপরায়ন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (২) মহর্ষি সুশর্ম্মার অন্যতম শিষ্য। প্রাচ্য সামগগণ বীর্য্যবান্ মহর্ষি

কৌশিল্যের শিষ্য ছিলেন। কৌশিল্য চতুর্ব্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করিয়া বাড়, সহবীর্য্য, বাহন, পঞ্চম, তালক, পাণ্ডক, কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, আপতস্তত, পৃষ্টয়, পরিকৃষ্ট, উলুখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুলীয়, কৌশক, সালিমঞ্জরি সত্য, কাপীয়, কাণিক ও পরাশর নামক তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সামগ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। সুশর্ম্মা দেখ। (৩) শিবাবতার জটামালীর অন্যতম পুত্র কৌশিল্য। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি ২৪। জটামালী দেখ।

কৌশেয়—পশ্চিম দিগ্‌বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-১।

কৌষিক সাবর্ণ মন্বন্তরে কৌষিক সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

কৌষিকী—পার্ব্বতীর শরীর কোষ হইতে অম্বিকাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তিনি কৌষিকী নামে অভিহিতা হন। মার্ক-৮৫।

কৌষীতক—মহর্ষি কৌষীতকের পুত্র প্রসিদ্ধ মঙ্কি। বায়ু-উত্ত-১৪৩। মঙ্কি দেখ। কৌষীতক সোমনাথ তীর্থে বহুকাল তপস্যা করিয়া সোমেশলিঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ শিব স্থাপন করেন। পদ্ম-উত্ত-১৬১

কৌষীতকি—মহর্ষি কুষীতকের পুত্র কৌষীতকি আদিত্যকে (সূর্য্যকে) উপাসনা করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো-১ম-৫।

কৌষ্টিকি—মহর্ষি কৌষ্টিকি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী। মৎ-১৯৬।

কৌসি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৌসি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

কৌস্তুভেশ্বর কাশীস্থিত কৌস্তুভেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করিলে মনুষ্য কখনও রত্নরাশি শূন্য হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ক্রতু—(১) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ ইহারা প্রজাপতি ছিলেন। রামা-অরণ্য-১৪। (২) ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র ক্রতু, কর্দ্দম পত্নী দেবহুতির গর্ভজাত কন্যা ক্রিয়াকে বিবাহ করেন। ক্রিয়া হইতে ষষ্টি সহস্র বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১; ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৩) ধ্রুবের বংশে উল্মুক হইতে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৪) ক্রতু, বৈশ্বানর

দানবের চারি কন্যার অন্যতমা হয়শিরাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী জাম্ববতী হইতে সাম্ব, ক্রতু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১। (৬) দক্ষের পত্নী প্রসূতির গর্ভজাতা কন্যা সন্নতি ক্রতুর পত্নী ছিলেন। সন্নতি হইতে ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৭) ক্রতু বরাহকল্পে বেদবিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক একজন ব্যাস ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে ক্রতু অপুত্রক ছিলেন। লি-৫,৭,৬৩। (৮) মনুবংশীয় নরপতি উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সমুনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭। (৯) ব্রহ্মার বাম নেত্র হইতে ক্রতু জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৭। (১০) ভুবন, ভৌবন, সুজন্য, সুজন ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয় ও দক্ষ এই দ্বাদশ দেবতা ভৃগুর স্ত্রী দিব্যার গর্ভজাত। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ। (১১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। হরি-উপক্র; মৎ-৩; বায়ু-৯, ২৫; লি-৫, বিষ্ণু-১ম, ৭। (১২) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র উরু, উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি হরি-২; মৎ-৪। [১৩] কাব্যের দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। কাব্য ও অন্য দেখ। (১৪) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের যে পাঁচটি গণ ছিল, ক্রতু তন্মধ্যে প্রতর্দ্দনগণের দেবতাদের অন্যতম ছিলেন। উত্তম দেখ। (১৫) বিশ্বদেবগণের অন্যতম ক্রতু। মৎ-২০৩।

ক্রতুঞ্জয়—বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে ক্রতুঞ্জয় ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন এবং মহাদেব তখন শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। পরশ্রবা, ঋচীক, শাবস্ব ও যতীশ্বর নামে শিখণ্ডীর বেদপারগ চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

ক্রতুমান্—মহাদেবের অবতার শিখণ্ডীর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড ২৩। ঋচীক দেখ। বরাহকল্পের দ্বিতীয় দ্বাপরে মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার দুন্দুভী, শতরূপ, ঋচীক ও ক্রতুমান নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

ক্রতুশুক্লা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, ক্রতুশুক্লা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পু-৯।

ক্রতুস্থলা কশ্যপ হইতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভে অলম্বুষা, ক্রতুস্থলা প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-২১৮।

ক্রতুস্থলী—(১) অপ্সরা ক্রতুস্থলী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিনায়কের রূপ ধারন পূর্ব্বক মহাদেবের সহিত ক্রিড়া করিয়া

ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৭। (২) অপ্সরার ক্রতুস্থলীর প্রণয়ী বসুরুচি ছিলেন। একদা যক্ষ বসুরুচির রূপ ধারন করিয়া ক্রতুস্থলীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাতে নাভি নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

ক্রথীশ্বর—বরুণা নদীতীর ক্রথীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, প্রাজাপত্যলোকে বাস প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮।

ক্রথ—(১) ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নরপতি ক্রথকে পরাস্ত করেন। মহাভা-সভা-২৯। (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমূহ, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী শৈব্যার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র ক্রথ। ক্রথ জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্রথের বংশে অংশুমান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিপতি হিরণ্যরোমা নামেও খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৬, ৯০, ১১৬। (৪) যযাতিবংশীয় বিদর্ভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী ভোজ্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ক্রথের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃষ্ণি। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ ও কৌশিক। ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃত, বৃতের তনয় রণধৃষ্ট। লি-৬৮। (৭) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় ক্রথ, কৌশিক রোমপাদ। তন্মধ্যে কৌশিকের পুত্র চেদী। এই চেদী হইতে চৈদ্যভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ক্রথক—একজন যদুবংশীয় নরপতি। সৌর-৩১।

ক্রথন—(১) হিরণ্যকশিপুর অনুগামী অন্যতম দৈত্যপতি। মৎ-১৬১। (২) বানর দলপতি ক্রথন, লঙ্কা সমরে রামের সহিত গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-২৬; অগ্নি ১০। (৩) নাগরাজ ক্রথন পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০। (৪) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভার সমাগত জনৈক রাজপুত্র। কল্কি-১ম ৫। (৫) মহাদেবের এক নাম ক্রথন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৬) ক্রথননামে এক দানবপতি পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

ক্রপথ—জনৈক দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

ক্রব্যাৎ—যে অগ্নি জনগণের গৃহে থাকিয়া কামনিচয় সমাপন করেন তাঁহার নাম সহরক্ষ, এই সহরক্ষ অগ্নির পুত্র ক্রব্যাৎ।

ক্রব্যাৎ অগ্নি মৃত জনগণকে ভক্ষণ করেন। মৎ-৫১।

ক্রব্যাদ—বানাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

ক্রম—(১) বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনু-১৪৯। (২) ক্রম নামে মহাসুর ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পার্ব্বতের নামে বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার কলেবর সুমেরু পর্ব্বত সদৃশ ছিল। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) নরপতি বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম ক্রম ছিলেন। মার্ক-১১৭। বৎসপ্রী দেখ।

ক্রমক—বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি ক্রমক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের খিলখিলি, অবিগ্ন ও বিশ্বামিত্র এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮।

ক্রমাজিৎ—যদুবংশীয় ক্রমাজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

ক্রমি—জ্যামঘবংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা স্ত্রী বাহ্যকা হইতে ক্রমি, ক্রমিন, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭।

ক্রমিন—জ্যামঘবংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৭। ক্রমি দেখ।

ক্রমুকা—সর্ব্বপাপ বিমোচনা নদী, স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রমুকা, বরবাসিনী প্রভৃতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

ক্রমেলকশিরোধর—দুর্গরাক্ষসের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭১।

ক্রয়—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে গোতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রয় ও ক্রৌঞ্চকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ক্রাতপুত্র—মহাবীর ক্রাতপুত্র কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে অভিমন্যু কর্তৃক নিহত হন। মহাভা-দ্রো-৪৬।

ক্রাথ—(১) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম তনয় ক্রাথ প্রভৃতি। মহাভা-আদি-৯৪। (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্রাথ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) অন্যতম বানর দলপতি ক্রাথ, অগণ্য বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে সুগ্রীবের পক্ষে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮১। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম ক্রাথ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; কর্ণ-৫২। (৫) নরপতি ক্রাথ দুর্য্যোধনের পক্ষীয় একজন

সামন্তরাজ। তিনি কুলিন্দ কর্তৃক সমরে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-৮৬।

ক্রাথেশ্বর—ব্রহ্মা শিবপূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে মহর্ষি আপস্তম্ব কালদমন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ছিলেন মহর্ষি ক্রাথেশ্বর। বাম-৬।

ক্রাপথ—একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

ক্রামক—বিরূপ নামক রাক্ষসের পত্নী বিকচা হইতে হারক, ক্রামক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। বিরূপ দেখ।

ক্রিবি—ইন্দ্র নিজবলে ক্রিবিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ঋগ ২।২২।২।

ক্রিয়া—(১) ধর্ম্ম দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি নাম্নী দশটিকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি হইতে ক্রিয়ার জন্ম হয়। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া হইতে ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩স্ক-২২। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রিয়া হইতে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) বিধাতা স্বীয় ভার্য্যা ক্রিয়া হইতে পুরিষ্য নামে পাঁচ অগ্নির উৎপাদন করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও সময় জন্মলাভ করেন। লি-৫। (৫) ক্রিয়ার পুত্র দণ্ড ও নয়। কূর্ম্ম-পূ-৮। (৬) উদ্যোগের পত্নী ক্রিয়া। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ ১। (৭) ধর্ম্মের পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড, নয় ও বিনয় জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ১০। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩।

ক্রীড়—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

ক্রুদ্ধোদন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র ক্রুদ্ধোদন, ক্রুদ্ধোদনের পুত্র রাহুল, রাহুলের পুত্র প্রসেনজিৎ। বিষ্ণু ৪র্থ-২২।

ক্রূর—(১) দৈত্যপতি মহিষাসুর, প্রঘস, বিঘস, শঙ্কুকর্ণ, বিভাবসু, বিদ্যুন্মালী, ক্রূর, পর্জ্জন্য ও সুমালী নামক বহুশ্রুত, বিক্রান্ত ও নীতি শাস্ত্রজ্ঞ আটজন মন্ত্রীর পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নেত্র-সম্ভূত বৈষ্ণবী মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বরা ৯২, ৯৫। (২) মহিষাসুরের তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৩৯। (৩) দৈত্যেন্দ্র ক্রূরের পাতাল প্রদেশে রাজধানী ছিল। বায়ু ৫০। (৪) বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে দানবপতি ক্রূর পবনদেব কর্তৃক পরাজিত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

ক্রূরকর্ম্মা—একজন দৈত্যপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ক্রূরদৃষ্টি—কপালাভরণ দৈত্যের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-১১।

ক্রূরবুদ্ধি—ক্রূরাক্ষ ও ক্রূরবুদ্ধি নামক

রাক্ষসদ্বয় রাজা সৌদাসের যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন। ক্রূরাক্ষ সৌদাস হস্তে নিহত হন। ক্রূরবুদ্ধি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। স্কন্দ-নাগ-৫৩।

ক্রূরমর্দ্দন—সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

ক্রূরা—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা ষোড়শ গোপিনী ছিলেন। তাঁহাদের অন্যতমা ক্রূরা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৮।

ক্রূরাক্ষ—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। ক্রূরাক্ষ ও ক্রূরবুদ্ধি নামক রাক্ষসদ্বয় রাজা সৌদাসের যজ্ঞ নষ্ট করিতে সচেষ্ট ছিল। ক্রূরাক্ষ সৌদাস হস্তে নিহত হন। ক্রূরবুদ্ধি পলায়ন করিয়া সে যাত্রা উদ্ধার পায়। স্কন্-নাগ-৫৩।

ক্রৌঞ্চ—ইন্দ্র প্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপণি অধীত বেদকে বিভাগ করিয়া তিনখানি সংহিতা রচনা করেন। পরে তিনি একখানি নিরুক্তও রচনা করেন। শাকপণির শিষ্য ক্রৌঞ্চ, বেতালিক ও বানক তাঁহার রচিত সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু ৩য়-৪।

ক্রৌঞ্চী—দক্ষের কন্যা তাম্রার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ক্রৌঞ্চি প্রভৃতি লোক বিধাতা পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চি উলূকদিগকে প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪।

ক্রোধ—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও শত্রু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (২) ক্রোধের কন্যা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সুরমা এই নয় জন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) লোভের পত্নী নিকৃতি হইতে হিংসা নাম্নী কন্যা ও ক্রোধ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্রোধ স্বীয় ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কলি (কলহ) নামে পুত্র ও দুরুক্তি নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৭। (৪) ভয়ের পত্নী মায়া হইতে মৃত্যু জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মে। মৃত্যুর কন্যা সুনীথা। বিষ্ণু-১ম-৭; মার্ক-৫০। (৫) শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মস্তক ভীষণাকৃতি ক্রোধ প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫। অসিত দেখ। (৬) অসুর বিশেষ। হরি-হরি ৪১; বায়ু-১০।

ক্রোধন—(১) বাগ্দুষ্ট, ক্রোধন হিংস্র, পিশুন, কবি, খসৃম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাত জন ব্রাহ্মণ নামে ও কর্ম্মদ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্যমুনির শিষ্য ছিলেন। পিতা শাপ প্রদানপূর্ব্বক উদাসীন হইলে তাঁহারা গার্গ্যের গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা গুরুর

পয়স্বিনী গাভী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২০, .২২; মৎ-২০। কবি দেখ। (২) দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭১। (৩) দৈত্যপতি কুশের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০। (৪)মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা আশ্বমে ৮।

ক্রোধনা—(১)দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ক্রোধনা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি ৫২।

ক্রোধনায়ন— পরাশর বংশীয় মহর্ষি ক্রোধনায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। তিনি শ্যাম পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। মৎ ২০১

ক্রোধনী:— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন ক্রোধনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ ১৭৯।

ক্রোধবর্দ্ধন—মহাসুর ক্রোধবর্দ্ধন ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া দণ্ডাধার নামে বিখ্যাত নরপতি হয়েন। মহাভা আদি ৬৭; হরি হরি-৪১।

ক্রোধবশ—(১) রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। বানর সৈন্য তাঁহাকে সংহার করে। মহাভা-বন-২৮৩।

ক্রোধবশা—(১)কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রোধবশা হইতে দন্দশূক প্রভৃতি সর্পজাতি জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) ক্রোধবশা হইতে মায়াবী রাক্ষসগণ ও রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৩) ক্রোধবশা হইতে সমুদয় দংষ্ট্রী স্থলজ জন্তু ও পক্ষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩, ২১৮। কশ্যপ দেখ। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধবশা, মহাবল পিশাচদিগকে প্রসব করেন। বিষ্ণু ১ম ২১।

ক্রোধবিমোক্ষণ— একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

ক্রোধশত্রু—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধশত্রু ও ক্রোধহন্তা নামে মহাবীর্য্যবান ও কালের নামে খ্যাত চারি পুত্র জন্মে। কালিকা ৩৪। ক্রোধহন্তা দেখ।

ক্রোধহন্তা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও শত্রু জন্মগ্রহণ করে। মহাভা আদি ৬৫। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র কালনেমী। কালনেমীর অন্যতম পুত্র ক্রোধহন্তা। হরি-হরি-৫৭। কালনেমী দেখ। কালিকা ৩৪। ক্রোধশত্রু দেখ। (৩) রাজর্ষি মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া দণ্ড নামে বিখ্যাত নরপতি হন। মহাভা আদি-৬৭।

ক্রোধা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রোধা হইতে সর্ব্বভূত, পিশাচ, যক্ষ ও গুহ্যকগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-১৯৬ ; শিব-ধর্ম্ম-৫৪ ; মৎ ১৭১। অনায়ু ও দক্ষ দেখ। (২) কশ্যপ পত্নী ক্রোধা হইতে কুল্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১০৪, শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৩) কশ্যপ পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরিভদ্রা, ইরাবতী, ভূতা, কপিশা, দংষ্ট্রা, নিশা, তিষ্ঠা, শ্বেতা, স্বরা ও সুরসা এই দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯ ; কালিকা-৩৪ ; মহাভা আদি-৬৫ ; স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৮।

ক্রোধিন—বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি ক্রোধিন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র প্রমদি এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

ক্রোধী—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে ক্রোধী অন্যতম ছিলেন। মহাভা অনুশা-৯১।

ক্রোশনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ক্রোশনা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ক্রোষ্টা—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু, যদুর তনয় ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টার তনয় বৃজিনীবান্। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (২) যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর অনাতম পুত্র। অন্ধক দেখ। (৩) ক্রোষ্টার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারী হইতে অনমিত্র এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুস জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। (৪) আবার অন্যত্র হরিবংশে আছে মহাবীর বৃজিনীবান্ ক্রোষ্টার পুত্র। স্বাহি বৃজিনীবানের পুত্র। এই স্বাহি যাজ্ঞিক ও সকলের বরিষ্ঠ ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। (৫) মহর্ষি ক্রোষ্টা একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। অন্ধক ও অনমিত্র দেখ।

ক্রোষ্টাক্ষি— অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি ক্রোষ্টাক্ষি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ক্রোষ্টু—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু হইতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু নামে চারি পুত্র জন্মে। ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনবান্। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) যদু হইতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনীবান্, বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অন্ধক দেখ। (৩) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম। কার্ত্তবীর্য্য দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১১ ; অগ্নি-২৭৫।

ক্রৌঞ্চ—(১) মহাগিরি মৈনাকের পুত্র ক্রৌঞ্চ। এই পর্ব্বত প্রবর শুভ্র ও নানা রত্ন সমন্বিত। হরি-হরি-১৮। (২) পিতৃগণের মানস কন্যা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই পুত্র এবং উমা ও গঙ্গা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে গোতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রয় ও ক্রৌঞ্চকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৪) ক্রৌঞ্চ নামক এক মহর্ষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩। (৫) পিতৃগণের অন্যতমা কন্যা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮৩।

ক্রৌঞ্চবলী— তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। শ্রীমহা-২২।

ক্রৌঞ্চা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃজন করেন, ক্রৌঞ্চা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ক্রৌঞ্চি, ক্রৌঞ্চী—(১) কাশীস্থিত চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। (২) দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে। রামা-আরণ্য-১৪। তাম্রা দেখ। (৩) গরুড়ের অন্যতমা স্ত্রী ক্রৌঞ্চী হইতে বাধ্রীনসগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। গরুড় দেখ।

ক্রৌষ্টুকী—মহর্ষি ক্রৌষ্টুকী একজন পরম জ্ঞানী ছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনিকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক জটিল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মার্ক-৪৬, ১৩৭।

ক্লিন্নিনী—নরকপালধারিনী উৎপল হস্তা রক্তমূর্ত্তি শক্তি বিশেষ। তন্ত্রসার-১৮৫পৃ

ক্লিন্না—পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা মহাশক্তি ক্লিন্না দুর্গ অসুরের অনেক সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ৩ ৭২।

ক্বতজিৎ—দিব্য পুরুষ বিশেষ। লি ৫৫।

ক্ষত্র—(১) যদুবংশীয় অনমিত্রের পুত্র যুধাজিৎ, ক্ষত্র ও বৃষ্ণ। মৎ ৪৫। (২) মহর্ষি ক্ষত্র একজন বৈদিক যুগের ঋষি। ঋগ-৫।৪৪।১০।

ক্ষত্রজিৎ—দৈত্যপতি কালনেমীর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৭।

ক্ষত্রঞ্জয়— ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্যতম তনয়। মহাভা-দ্রোণ-১০।

ক্ষত্রদেব—(১) পাণ্ডব পক্ষীয় একজন রাজা। মহাভা-উদ-৫৬। (২) তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্যতম তনয় ছিলেন। মহাভা-দ্রোণ ১০। (৩) ক্ষত্রদেব নামে শিখণ্ডীরও এক তনয় ছিল। মহাভা-দ্রোণ ২৩।

ক্ষত্রধর্ম্ম—নরপতি মরুত্তের পুত্র অনপায়, অনপায়ের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম্মের পুত্র প্রতিপক্ষ। বায়ু-৯৩। অনপায় দেখ।

ক্ষত্রধর্ম্মা— (১) সোমবংশীয় নরপতি

ক্ষগত্‌সেনের পুত্র সংকৃতি, সংকৃতির তনয় ধর্ম্মাত্মা, মহাযশা ও ক্ষত্রধর্ম্মা। হরি-হরি-২৯। (২) চন্দ্রবংশীয় সংকৃতির তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (৩) ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্যতম তনয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্য শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১০, ১২৫।

ক্ষত্রবৃদ্ধ—(১) সোমবংশীয় নরপতি আয়ুর পত্নী স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা হইতে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, (অন্যনাম-বৃদ্ধশর্ম্মা) রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুনহোত্র। হরি-হরি-২৮, ২৯। (২) ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র। ভাগ-৯স্ক-১৭। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। অনেনা দেখ।

ক্ষত্রবৃদ্ধি—রৌচ্য মনুর অপত্য চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃতি, সুনেত্র, সুতপা, ক্ষত্রবৃদ্ধি, নিভয় ও দৃঢ় এই দশ জন। হরি-হরি-৭।

ক্ষত্রশ্রী—প্রত্নদনের পুত্র রাজা ক্ষত্রশ্রী, মহর্ষি ভরদ্বাজের যজমান ছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৮।

ক্ষত্রোপেক্ষ—যযাতি বংশীয় শফল্কের স্ত্রী গান্দিনী হইতে ক্ষত্রোপেক্ষ প্রভৃতি জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। গান্দিনী দেখ।

ক্ষত্রৌজা—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষত্রৌজা, ক্ষত্রৌজার পুত্র বিম্বসার, বিম্বসারের পুত্র অজাতশত্রু। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অজাতশত্রু দেখ। (২) মগধের শিশুনাগ বংশীয় অজাতশত্রুর তনয় ক্ষত্রৌজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে বিবিসার মগধে অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

ক্ষপাবিশ্বকর—মহর্ষি ক্ষপাবিশ্বকর একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ক্ষম—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে ক্ষম, সুধামা দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

ক্ষমা—(১) লক্ষ্মী দেবীর প্রিয় সহচরী ক্ষমা। মহাভা-শান্তি-২২৮। (২) দক্ষ প্রজাপতির কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা, ও বসুনাম্নী দশ কন্যাকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। হরি-হরি-২১৮; ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) ক্ষমা হইতে পুলহের ঔরসে কর্দ্দম বরীয়ান ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র ও পীবরী নামে এক কন্যা জন্মে। লি-৫। (৪) যমের পত্নী ক্ষমা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৫) একবার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা নাম্নী এক গোপিকার সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় রাধিকা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জাগরিত করেন। কৃষ্ণ সেই লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হন এবং ক্ষমা দেহত্যাগ করিয়া ক্ষমাগুণে পরিণত হন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১১। (৬) পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা

মহাশক্তি ক্ষমা দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। দক্ষের শত কন্যার মধ্যে ক্ষমা প্রভৃতি দশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭২। (৭) দক্ষের কন্যা ক্ষমা পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ। (৮) পুলহের পত্নী ক্ষমা সহিষ্ণুকে প্রসব করেন। অগ্নি-২০। (৯) ক্ষমা হইতে পুলহ, কর্দ্দম, আসুরীয় ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র লাভ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫।

ক্ষমাবান্— অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যূষ হইতে দেবল জন্মগ্রহণ করেন। দেবলের তনয় ক্ষমাবান্ ও মনীষী। বিষ্ণু-১ম-১৫।

ক্ষয়—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

ক্ষয়া—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

ক্ষর— বিষ্ণুর এক নাম। মহাভা-অনুশা-২২৮।

ক্ষান্তি—(১) লক্ষ্মীদেবীর অন্যতমা প্রিয় সহচরী ক্ষান্তি। মহাভা-শান্তি ২২৮। (২) সর্ব্বপাপ বিমোচনা নদী, স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্যতমা অনুচরী ক্ষান্তিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

ক্ষাম—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। দ্বাদশজন দেবতা দ্বারা এক একটী গণ হয়। ক্ষাম সুধামা দেবগণের একজন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

ক্ষিতি—(১)অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প ও ব্রহ্মা ইহারা প্রত্যধিদেবতা। মৎ-৯৩। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরের লেখ নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু ৬২। অদ্ভুত দেখ।

ক্ষিতিকম্পন—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমূহ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, ক্ষিতিকম্পন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ক্ষিতিকেশ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্ষিতিকেশ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ক্ষিপ্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী কৌশিকী হইতে উপপন্ন, বভ্রাংশু, শম্ভু ও ক্ষিপ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

ক্ষিপ্রপ্রসাদন— কাশীতে ক্ষিপ্রপ্রসাদন নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

ক্ষীর—মহর্ষি ক্ষীর একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা উশিজ ও উতথ্য এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

ক্ষীরপানি—ঋষি বিশেষ। হরি-হরি-১৬৬।

ক্ষুত—কশ্যপের তনয় ভাস্বান, ভাস্বানের তনয় মনু, মনু ক্ষুৎকার করিবার সময়ে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার নাম সেই জন্য ক্ষুত রাখা হয়। মৃত্যুর কন্যা ভায়ার গর্ভে ক্ষুতের তনয় দুরাত্মা বেদনিন্দক বেনের জন্ম হয়। ক্ষুত পুত্র মুখ দেখিয়া বন গমন করেন। বাম-৪৭।

ক্ষুদ্রক—(১) রঘুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের পুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় সুমিত্র। ভাগ ৯স্ক-১২। (২) ক্ষুদ্রকের তনয় কুম্ভক, কুম্ভকের তনয় সুরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) যমের কন্যা শস্যহা হইতে ক্ষুদ্রক উৎপন্ন হইয়াছেন। সুবিধা পাইলেই তিনি শস্য বৃদ্ধির অন্তরায় উৎপাদন করেন। মার্ক ৫১। শস্যহা ও অঙ্গধুক দেখ।

ক্ষুদ্রভুক—মরীচির পত্নী ঊর্ণা হইতে স্মর, উদ্গীথ, পরিষঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক, পতঙ্গ ও ঘৃনি নামে ছয় পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৮৫।

ক্ষুদ্রমানস—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭১।

ক্ষুধা—ক্ষুধাও পিপাসা লোভের স্ত্রী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। তিনি দেবতাগণের নিয়োগে দানবদল সংহার করেন। রামা-লঙ্কা-৯৫।

ক্ষুধি—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পীসাতাত ভগিনী, অবন্তিরাজ জয়সেনের স্ত্রী রাজাধিদেবীর গর্ভজাত কন্যা মিত্রবিন্দাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধি প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ।

ক্ষুপ—(১) পূর্ব্বকালে ক্ষুপ নরপতি ব্রহ্মার ক্ষুত (হাঁচি) হইতে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং অসুর বধার্থ ইন্দ্র-প্রেরিত হইয়া, ইন্দ্র হইতে বজ্র লাভ করেন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হন। একবার ক্ষুপ ও তদীয় বন্ধু দধীচমুনির মধ্যে "ব্রাহ্মণ বড় না রাজা বড়" এই বিষয় নিয়া ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। দধীচমুনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুপ নরপতির মস্তকে আঘাত করেন। ক্ষুপ সেজন্য তাঁহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করেন। তদবস্থায় তিনি শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হন। শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে মন্ত্রবলে জীবিত করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বজ্রাস্থিত্ব, অবধ্যত্ব ও অদীনত্ব লাভ করেন এবং ক্ষুপ নরপতির মস্তকে পদাঘাত করেন। কিন্তু ক্ষুপ এই অপমানের প্রতিকারার্থ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্ষুপ দধীচের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লি-৩৫, ৩৬। (২) মনুবংশীয় নরপতি কনিত্রের পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের তনয়

অবিবিংশ, অবিবিংশের তনয় বিবিংশ। বিষ্ণু-৪র্থ-১। অবিবিংশ ও খনিনেত্র দেখ। (৩) একবার ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত না হইয়া মস্তকে গর্ত্ত ধারণ করেন এবং তাহা হইতে প্রজাপতি ক্ষুপের জন্ম হয়। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব তাহাকে সমুদয় লোকের অধীপতি করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৪) বৈবস্বত মনু সত্যযুগে রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রসন্ধি, প্রসন্ধির পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের পুত্র ইক্ষ্বাকু। ক্ষুপ প্রজাপালন করিবার জন্য যে অসি পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই অসি ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ১৬৭; মার্ক-১১৮, ১২৯। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামা হইতে ভানু, ভীমরথ, রোহিত, ক্ষুপ, দীপ্তিমান্, তাম্রজাক্ষ ও জলান্তক নামে সাত পুত্র ও ভানু, ভীমনিকা, তাম্রপর্ণী ও জলান্ধমা, নাম্নী চারি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। হরি হরি-১৬০।

ক্ষুভা—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ক্ষুভা একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি এই পাঁচটী প্রবর। মৎ-১৯৫।

ক্ষুরকর্ম্মী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গল দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা ক্ষুরকর্ম্মী। মহাভা-শল্য ৪৭।

ক্ষুলিক—মগধের পাণ্ডব বংশীয় নরপতি ক্ষুদ্রকের তনয় ক্ষুলিক, ক্ষুলিকের পুত্র সুরথ, সুরথের তনয় সুমিত্র। সুমিত্র মগধের পাণ্ডব বংশীয় শেষ নরপতি। বায়ু-৯৯।

ক্ষেত্রজ্ঞ—মগধের শিশুনাগবংশীয় চতুর্থ ভূপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রধর্ম্মার পুত্র ছিলেন। ক্ষেত্রজ্ঞের তনয় বিম্বিসার। ভাগ-১২স্ক-১।

ক্ষেত্রদূতী—প্রভাসক্ষেত্রে ক্ষেত্রদূতী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ৬২।

ক্ষেত্রধর্ম্মা—একাদশ সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু ১০০। আদর্শ দেখ।

ক্ষেত্রপতি—কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষেত্রপতি। বামদেব ইহার ঋষি। কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের সাতান্ন সূক্তটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। ঋগ ৪।৫৭।১।

ক্ষেত্রপালক—ভূতভাবন শিব তাঁহার ক্রোধাগ্নি পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেতসঙ্কুল শ্মশানে স্তন্য পান করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কালী সেই বালককে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য দান করিতে লাগিলেন। বালক স্তন্যের সহিত তাঁহার ক্রোধ পান

করিয়া ক্ষেত্রপালক নামে খ্যাত হন। ক্ষেত্রপালের অষ্টমূর্ত্তি হয়। পরে বালক সেই স্থানে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, স্বয়ং কালী ও যোগিনীগণ সহ তথায় নৃত্য করিয়াছিলেন। লি-১০৬।

ক্ষেত্রপেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপেশ্বর মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে সর্পভয় থাকে না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮১।

ক্ষেম—(১)শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে ক্ষেম অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) জরাসন্ধবংশীয় শুচির পুত্র ক্ষেম, ক্ষেম হইতে সুব্রত, সুব্রত হইতে ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মসূত্রের পুত্র সম, সমের পুত্র দ্যুমৎসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা শান্তি হইতে ক্ষেম জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭; বায়ু-১০; ব্রহ্মাণ্ড-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; মার্ক-৫০। (৪) ভরত বংশীয় উগ্রায়ুধের তনয় ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র নৃপঞ্জয়। মৎ-৪৯। (৫) উত্তম মন্বন্তরের দেবতা সত্যের একজন অনুচর। বায়ু-৬২। অধিপ দেখ। (৬) পাণ্ডব পক্ষীয় নরপতি ক্ষেম কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্য হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-২১। (৭) দ্বাদশজন অজিত দেবগণের অন্যতম ক্ষেম। বায়ু-৬৭। (৮) মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১১৯। আনন্দ দেখ।

ক্ষেমক—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, ক্ষেমক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫। (২) রুদ্রের অনুচর ক্ষেমক রাক্ষস বারানসী পুরীকে জনশূন্য করিয়াছিল। অবশেষে বারানসীর অধিপতি অলর্ক তাহাকে বধ করেন। হরি-হরি-২৯। (৩) পাণ্ডব বংশীয় নরপতি দণ্ডপানির পুত্র নিমি, নিমির পুত্র ক্ষেমক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপাদক দেবর্ষি গণ কর্ত্তৃক আদৃত পাণ্ডববংশ কলিযুগে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ছিল। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথি প্লক্ষ দ্বীপের রাজা ছিলেন। তাঁহার শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিখ, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই একটী বর্ষ খ্যাত আছে। লি-৪৬। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শতজিতের অন্যতম পুত্র বিশ্বজ্যোতি। বিশ্বজ্যোতি ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া ক্ষেমক নামে এক মহাতেজস্বী পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৬) পাণ্ডব বংশীয় দণ্ডপানির পুত্র নিরামিত্র এবং নিরামিত্রের পুত্র ক্ষেমক। মৎ-১২। অলর্ক দেখ। (৭) প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র ক্ষেমক। তিনি স্বীয় নামীয় ক্ষেমক বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪।

ক্ষেমকীর্ত্তি—মহাবীর ক্ষেমকীর্ত্তি কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত্যকির হস্তে নিহত হন। মহাভা-শল্য-২১।

ক্ষেমঙ্কর—কুলিন্দাধিপতির তনয় ক্ষেমঙ্কর একজন মহাবীর ছিলেন। তিনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। দ্রৌপদী হরণ কালে তিনি জয়দ্রথের সঙ্গে ছিলেন এবং যুদ্ধে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২, ৬২, ৭০।

ক্ষেমঙ্করী—(১)দেবী ক্ষেমঙ্করী মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২। (২) সৌরাষ্ট্র দেশের অধিপতি রৈবতকের পত্নী ক্ষেমঙ্করী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৫। (৩) ক্ষেমঙ্করী আনর্ত্ত দেশের রাজা প্রভঞ্জনের পত্নী প্রিয়ংবদা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষেমঙ্করী গর্ভে ক্ষেমজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-নাগ-১১৬।

ক্ষেমজিৎ—মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমজিৎ চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎ-২৭২।

ক্ষেমদর্শী—কোশলদেশের রাজা ক্ষেমদর্শী দুষ্ট মন্দমতি অমাত্যগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে ছিলেন। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় কৌশল ক্রমে :তাঁহাকে মন্দমতি অমাত্যদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৭২।

ক্ষেমধন্বা—(১) রুদ্রমেরু সাবর্ণির অন্যতম পুত্র ক্ষেমধন্বা ছিল। হরি-হরি-৭। (২) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অহীনগু। হরি-হরি-১৫; বিষ্ণু-৪র্থ-৪; কল্কি-৩য় ৪; শিব-ধর্ম্ম-৬১; পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ক্ষেমধর্ম্মা—মগধের শিশুনাগ বংশীয় তৃতীয় ভূপতি ক্ষেমধর্ম্মা কাকবর্ণের পুত্র ও শিশুনাগের পৌত্র ছিলেন। ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষেত্রজ্ঞ। ভাগ-১২স্ক-১। ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষত্রৌজা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

ক্ষেমধামা—মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমধামা ছয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎ-২৭২।

ক্ষেমাধি—জনক বংশীয় চিত্ররথের পুত্র ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধির তনয় সমরথ, সমরথের তনয় সত্যরথ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

ক্ষেমধূর্ত্তি—(১) নরপতি ক্ষেমধূর্ত্তি ও তাঁহার ভ্রাতা বৃহন্ত কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ ২৬। (২) পরে কেকয়রাজ বৃহৎক্ষেত্র ক্ষেমধূর্ত্তিকে শানিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিনাশ করেন। মহাভা-দ্রোণ-১০৭। (৩) কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমের গদাঘাতে গতায়ু হন। মহাভা কর্ণ-১৩।

ক্ষমবর্ম্মা— মগধের শিশুনাগ বংশীয় রাজা শককর্ণ ষটত্রিংশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া গতায়ু হইলে ক্ষেমবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিংশবর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে অজাতশত্রু রাজা হন। বায়ু-৯৯।

ক্ষেমবান্—বিবিধাগ্নির পুত্র মহাকবি ও অর্ক। অর্কের পত্নী ইষ্টি হইতে অভিমানী, রক্ষোহা, যতিকৃৎ, সুরভি, বসুমান, নাদ, হর্য্যশ্ব, রুক্মবান্, প্রবর্গ্যা ও ক্ষেমবান্ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫১।

ক্ষেমবাহ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্ষেমবাহ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ক্ষেমমূর্ত্তি—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের মধ্যে ক্ষেমমূর্ত্তি অন্যতম ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

ক্ষেমলা— কুশ, কুৎস, বৎস ও ভরদ্বাজ বংশীয়দের কুলদেবী, ক্ষেমলা, কর্ম্মলা ও ধারভট্টারিকা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

ক্ষেমা—(১) অপ্সরা ক্ষেমা অর্জ্জুনের জন্ম লাভের পরে আসিয়া নৃত্য করিয়া ছিল। মহাভা-আদি-১২৩। (২) কশ্যপ হইতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভজাতা অন্যতমা মৌনেয় অপ্সরা। হরি-হরি-২১৮। মৌনেয় অপ্সরা দেখ। অপ্সরা ক্ষেমা অর্জ্জুনের জন্মের পরে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

ক্ষেমাদিত্য—প্রভাস ক্ষেত্রে ক্ষেমাদিত্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্বক্ষেমার্হ সিদ্ধিভাগী হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩১৬।

ক্ষেমাধি—জনকবংশীয় ভূপতি চিত্ররথের পুত্র ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধির তনয় সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

ক্ষেমানন্দবয়—উত্তম মন্বন্তরে ক্ষেমানন্দবয় অন্যতম যজ্ঞকারী দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

ক্ষেমারি—জনকবংশীয় নরপতি সঞ্জয়ের পুত্র ক্ষেমারি, ক্ষেমারির পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র মীনরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ অনেনা দেখ।

ক্ষেমাশ্ব—জনকবংশীয় নরপতি সঞ্জয়ের পুত্র ক্ষেমাশ্ব, ক্ষেমাশ্বের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

ক্ষেমি—নরপতি ক্ষেমি অতিশয় সমর নিপুণ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৩।

ক্ষেমেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭৭।

ক্ষেম্য—(১) পুরুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য। ক্ষেম্যের তনয় সুবীর, সুবীরের তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। হরি-হরি-২০। (২) কাশীর ধার্ম্মিক নরপতি সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান। কেতুমানের তনয় সুকেতু। হরি-হরি-২৯। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি শুচির পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের তনয় সুব্রত, সুব্রতের তনয় ধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩।

ক্ষৈমী—পরাশর বংশীয় মহর্ষি ক্ষৈমী একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০৯।

ক্ষৌণী—পৃথিবীর অন্য নাম ক্ষৌণীদেবী। শ্রীমহাভা-৬৮।

ক্ষ্বেলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণকে সৃষ্টি করেন, ক্ষ্বেলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

খ

খখোল্কাদিত্য— কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬। দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

খগ—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম খগ। মহাভা উদ-১৭২। সূর্য্যের এক নাম খগ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

খগণ—অযোধ্যাপতি রামের বংশধর বজ্রনাভের পুত্র খগণ, খগণের পুত্র বিধৃত, বিধৃতের তনয় হিরণ্যনাভ। কল্কি-৩য়-৪।

খগম—মহর্ষি খগমের শাপে সহস্র পাদমুনি ডুণ্ডুভ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১।

খগা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী খগা হইতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়েন। মার্ক-১০৪।

খচারী— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যনাম। মহাভা-বন-২৩০।

খঞ্জন—দ্বারকাতীর্থের ক্ষেত্রপাল খঞ্জন একজন পূজনীয় দেবতা। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

খঞ্জনক—খঞ্জনক নামে এক দৈত্য ছিল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৬, ২০।

খঞ্জরিট—খঞ্জরিট নামে এক পক্ষী সৌকর তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া এক সমৃদ্ধিশালী বৈশ্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বরা-১৩৮।

খটখেটি—একটী মাতৃকা। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কু-৩০।

খট্বাঙ্গ, খট্টাঙ্গ—(১) সগরবংশীয় নরপতি বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ, দিলীপ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সম্রাট ছিলেন এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ করেন। দেবতারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে

চাহিলে, তিনি স্বীয় পরমায়ু কত জানিতে চান। দেবতারা তাঁহার পরমায়ু মুহূর্ত্ত মাত্র বলিলে, তিনি সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দিত মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু। ভাগ-২স্ক-১; ৯স্ক-৯। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অংশুমানের পুত্র দিলীপ (অন্যনাম খট্বাঙ্গ) খট্বাঙ্গের তনয় ভগীরথ। হরি-হরি-১৫। (৩) শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মস্তক ভীষণাকৃতি খট্বাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৫। অসিত দেখ। (৪) বিশ্বমহতের স্ত্রী যশোদা হইতে খট্বাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৭৩। (৫) ঐড়বিড়ের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় খট্বাঙ্গ, খট্বাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু। কল্কি-৩য়-৩। বিশ্বসহ দেখ। বায়ু-৮৮। বিশ্বমহৎ দেখ।

খট্বাঙ্গেশ্বর—একবার কাশীতে স্কন্দদেব খট্বাঙ্গ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া খট্বাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ তথায় আবির্ভূত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

খড়্গা—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন খড়্গা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

খড়্গবাহু— গুর্জ্জর মণ্ডলের সৌরাষ্ট্র নগরীর রাজা। তিনি গীতার ষোড়শ অধ্যায় পাঠ দ্বারা মদমত্ত হস্তীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৯০।

খড়্গরোমা—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-৭। অশ্বমুখ দেখ।

খণ্ড—(১) দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র জম্ভ। জম্ভের জম্ভাস্ত, দক্ষ, শত-দুন্দুভি ও খণ্ড নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-৬৭। (২) দেবযক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথুরা-১২। দেবযক্ষ দেখ।

খণ্ডখণ্ডা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খণ্ডখণ্ডা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৭।

খণ্ডপরশু—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২।

খণ্ডপানি— পাণ্ডুবংশীয় অহীনরের পুত্র খণ্ডপানি, খণ্ডপানির তনয় নিরমিত্র, নিরমিত্রের তনয় ক্ষেমকা। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। অহীনর দেখ।

খণ্ডশীলা—হাটকেশ্বর তীর্থে খণ্ডশীলা নামে এক দেবী আছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-নাগ-১৩৩।

খণ্ডেশ্বর—(১)ত্রেতাযুগে ভদ্রাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কান্তিমতী মহাকালবনে একশিবলিঙ্গের পূজা করিয়া তাঁহার অনেক জন্মাচরিত

খণ্ডব্রত সমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য উক্ত শিবলিঙ্গ খণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৩১।

খন—অসুর খন বিষ্ণুর বিরোধী ছিলেন। হরি-হরি-৪১।

খনিত্র— বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি প্রমিতির তনয় ক্ষনিত্র, ক্ষনিত্রের তনয় চাক্ষুষ, চাক্ষুষের অপত্য বিবিংশতি। ভাগ-৯স্ক-২।

খনিনেত্র, খনীনেত্র—(১) বৈবস্বত মনু বংশীয় ভূপতি বিবিংশতির তনয় রম্ভ, রম্ভের তনয় খনীনেত্র, খনীনেত্রের অপত্য করন্ধম। ভাগ-৯স্ক-২। (২) মনুবংশীয় বিবিংশের তনয় খনিনেত্র, খনিনেত্রের তনয় অতিবিভূতি, অতিবিভূতির তনয় করন্ধম। বিষ্ণু-৪র্থ-১। অবিবিংশ দেখ।

খব্দবাহু— বলরামের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬।

খর—(১) লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের মাসীর তনয়। ইহার অপর ভ্রাতার নাম দূষণ। শূর্পনখার রক্ষার জন্য খর ও দূষণ রাক্ষস সৈন্যের সেনাপতি হইয়া জনস্থানে বাস করিত। রামা-অযোধ্যা-১১৬। (২) শূর্পনখা লক্ষ্মণ কর্তৃক নাসা কর্ণ ছিন্না হইয়া স্বীয় ভ্রাতা খরকে সমুদয় জ্ঞাপন করিলে তিনি ভগিনীর দুঃখে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া প্রতিকার মানসে স্বীয় ভ্রাতা দূষণ ও ত্রিশিরা প্রভৃতি সেনাপতিগণ সহ রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ দূষণ, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পুরুষ, কালিকামুখ, মেঘমালী, বরাস্য, রুধিরাসন, স্থূলাক্ষ, মহাকপাল, প্রমাথি, ত্রিশিরা প্রমুখ সেনাপতিগণসহ নিহত হন। পরে খর স্বয়ং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রাম হস্তে নিহত হন। এই ভীষণ যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করিবার জন্য একমাত্র জীবিত অকম্পন নামা বীর, লঙ্কায় গমন করেন এবং রাবণকে সকল বিষয় জ্ঞাপন করেন। খরের পুত্র মকরাক্ষ লঙ্কা সমরে রামের বাণে যমালয়ের অতিথি হন। রামা-আরণ্য ১৯, ৩০; লঙ্কা-৭৮, ৭৯। (৩) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী ও মাল্যবাণের কন্যা পুষ্পোৎকটার মহোদর, মহাপার্শ্ব ও খর নামে তিন পুত্র ও কুম্ভীনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৯স্ক-১০। (৪) পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, প্রহস্ত, খর, মহাপার্শ্ব নামে চারি পুত্র ও কুম্ভীনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৫) ব্রহ্মার পত্নী সুরভী হইতে নিঋর্তি, শম্ভু, খর, অপরাজিত মৃগব্যাধ,, কপর্দ্দী, দহন, অহিব্রধ, কপোলী, পিঙ্গল ও সেনানী এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭২; বায়ু-৫০। (৬) রাক্ষসী রাকা হইতে মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে খর ও শূর্পনখা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-২৭৩; অগ্নি-৭; শ্রীমহা-৩৮; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

খরকর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খরকর্ণী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

খরজঙ্ঘা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কাৰ্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খরজঙ্ঘা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

খরবাক্—অত্রিবংশীয় মহর্ষি খরবাক্ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

খরমুখী—পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা মহাশক্তি খরমুখী, দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

খররোমা—একজন নাগরাজ। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

খরস্বন—দ্বারকা তীর্থের দক্ষিণদিক রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

খরী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খরী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

খর্ব্ব—যযাতি বংশীয় নরপতি উশীনরের শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও খর্ব্ব নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। উশীনর দেখ।

খর্ব্ববিনায়ক—কাশীতে খর্ব্ব বিনায়ক নামে একজন গণপতি আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৫৭।

খল—একজন রুদ্রদেব। অগ্নি-৮৫।

খলদা পুরুবংশীয় নরপতি সুবাহুর পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের স্ত্রী অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি প্রভাকরের অন্যতমা স্ত্রী। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ।

খলপাল—যযাতি বংশীয় বলির অন্যতম পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের তনয় খলপাল, খলপালের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। ভাগ-৯স্ক-২৩।

খলান—নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে খলা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা মহর্ষি প্রভাকের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ।

খলী—একবার দেবগণ মানস সরোবর তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। সেই সময়ে খলীনামক পর্ব্বতাকার দানব সকল সেই যজ্ঞের যাজ্ঞিকদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। বশিষ্ঠের শাপে দানবগণ বিনষ্ট হইল, এবং সেই স্থান অদ্যাপি খলিল নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মহাভা-অনুশা-১৫৫।

খলীনেত্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিবিংশের পঞ্চদশ পুত্রের অন্যতম খলীনেত্র। খলীনেত্র তাহার ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিয়া সমুদয় রাজ্য অধিকার করেন। প্রজারা এই অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র

সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করেন। মহাভা-আশ্বমে-৪।

খল্যায়ন—পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা নানা শ্রেনীতে বিভক্ত ছিলেন। মহর্ষি খল্যায়ন, বার্ষ্ণায়ন, তৈলেয়যুথপ, ও তাণ্ডি এই পাঁচজন ধূম্র পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

খসা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা খসা হইতে যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১-ম-২১। কশ্যপ ও দক্ষ দেখ। (২)বিলোহিত, বিকল চতুর্ভুজ, চতুষ্পদ, দ্বিমূর্দ্ধা, দ্বিধাগতি, সর্ব্বাঙ্গকেশ, স্থূলাঙ্গ, তুঙ্গনাস, সহোদর, স্থূলশির্ষ, মহাহনু, মহাকর্ণ, মুঞ্জকেশ, মনোরথ, হস্তোষ্ঠ, দীর্ঘজঙ্ঘ, অশ্বদংষ্ট্র, জটাক্ষ, রক্তজিহ্ব, স্থূলাস্য, দীর্ঘনাসিক, গুহ্যক, শিতিকর্ণ, মহানন্দ, মহামুখ, ত্রিশীর্ষ, ত্রিপাদ, ত্রিহস্ত, কৃষ্ণলোচন, উর্দ্ধকেশ, হরিৎশ্মশ্রু, দৃঢ়, শিলাসংহন, হ্রস্বকায়, সুবাহু, মহাকায়, মহাবল, আকর্ণ, দারিতাস্য, লম্বভ্রূ, স্থূলনাসিক, স্থূলোষ্ঠ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, পিঙ্গল, জটিল, পিঙ্গলোদ্ধৃনয়ন, মহাকর্ণ, মহোরস্ক, কটীহীন, কৃশোদর, লোহিতগ্রীব, নখী, লালাবি, কুথন, ভীম, সুমালী, মধু, বিস্ফূর্জ্জিত, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মাতঙ্গ, ধূম্রিত, চন্দ্রার্ক, সুকর, বুধ্ন, কপিলোম, প্রহাসক, ক্রীড়, চক্রাক্ষ, পরশুনাভ, নিশাচর, ত্রিশিরা, শতদংষ্ট্র, তুণ্ডকেশ, রাক্ষস, যক্ষ, অকম্পন, দুর্ম্মুখ, শিলীমুখ প্রভৃতি এবং উৎকোচা, আলম্বা, নিঋতা, কৃষ্ণা, কপিলা, শিবা ও কেশিনী খসার এই সাত কন্যা। বায়ু-৬৯।

খস্থম—হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির সৈংহিকেয় নামধেয় রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খস্থম, আঞ্জিক, নরক, শুক, কালনাভ, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৬; বিষ্ণু-১ম-২১। অঞ্জক ও কালনাভ দেখ।

খাণ্ডকি— জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩।

খাণ্ডব—মহর্ষি খাণ্ডব একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, ব্রধ্যশ্ব, ও দিবোদাস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

খাণ্ডিক্য—জনকবংশীয় ভূপতি মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। তিনি কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। আপন পিতৃব্য পুত্র কেশীধ্বজের ভয়ে তিনি অরণ্যে পলায়ন করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩।

খালিয়, খালীয়—মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬০; ব্রহ্মাণ্ড-৬৬। শাকল্য দেখ।

খিলিখিলি— বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি খিলিখিলি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর বিশ্বামিত্র, অবিদ্য ও খিলিখিলি। মৎ-১৯৮।

খুরকর্ত্তরীশ্বর—কাশীস্থিত খুরকর্ত্তরীশ্বর শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে গোলকধামে বাস হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

খেচর—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

খেটকরা—সর্ব্বপাপ বিমোচনা নদী বিশেষ। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী সুষমা, মধুপিঙ্গা, ক্ষান্তি, দহদহা, ক্ষেটকরা, সন্তানিকা, বিকলা, ক্রমুকা, বরবাসিনী, জলেশ্বরী ও কুক্কুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

খেটা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, খেটা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

খেল—বৈদিকযুগে খেল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বিশ্‌পলা। একবার অসুরদের সহিত যুদ্ধে বিশ্‌পলার একখানা পা একবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। খেলের পুরোহিত অগস্ত্যের স্তুতিতে অশ্বিদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্‌পলার লৌহের পা প্রস্তুত করিয়া দেন। ঋগ-১।১১২।১।

খ্যাতি—(১)মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহুতি হইতে খ্যাতি জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি ভৃগু খ্যাতিকে বিবাহ করেন। খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রী, বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) তামস মনুর অন্যতম পুত্রের নাম খ্যাতি। ভাগ-৮স্ক-১। (৩) দক্ষের পত্নী প্রসূতি হইতে শ্রদ্ধা, খ্যাতি প্রভৃতি চব্বিশটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৪) তামস মনুর অন্যতম পুত্রের নাম খ্যাতি। বিষ্ণু-১ম-৭। (৫) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র উরু। উরুর মহিষী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম পু-১৪। (৬) সোমবংশীয় নরপতি বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি, খ্যাতির পুত্র কুশিক, কুশিকের তনয় চিত্ররথ। কূর্ম্ম-পু-২৪। (৭) পার্ব্বতীর এক নাম খ্যাতি। বায়ু-৯। অপর্ণা দেখ। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উরুর স্ত্রী আগ্নেয়ী হইতে অগ্নি, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে তেজস্বী ছয় পুত্র জন্মে। মৎ-৪।

খ্যাতেয়—পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রপোহয়, বাহ্যময়, খ্যাতেয়, কৌতুজাতি ও হর্য্যশ্বি এই পাঁচ জন নীল পরাশর শ্রেণীভুক্ত এবং পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী তাঁহাদের আর্ষের প্রবর ছিল। মৎ-২০১।

গ

গগণপ্রিয়—অন্যতম অসুর গগণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন। হরি-হরি-৪১।

গগণমূর্দ্ধা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে গগণমূর্দ্ধা, কুম্ভনাভ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮। (২) অয়ঃশিরা, অয়ঃশঙ্কু, অশ্বশিরা, গগণমূর্দ্ধা ও বেগবান এই পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কেকয় দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৫, ৬৬। অয়ঃশঙ্কু দেখ।

গঙ্গা—(১) গিরিরাজ হিমালয় সুমেরুর কন্যা মেনাকে বিবাহ করেন। মেনার গর্ভে গঙ্গা ও উমা জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নির ঔরসে গঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। গঙ্গা কার্ত্তিকেয়কে হিমালয় পার্শ্বে প্রসব করিয়া পরিত্যাগ করিলে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র তাঁহাকে স্তন্য দানাদি দ্বারা প্রতিপালন করেন। সেই জন্য তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হয়। রামা-আদি-৩৭। (২) একদা গঙ্গা সোমবংশীয় নরপতি জহ্নুকে পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষিনী হন। কিন্তু জহ্নু তাহা ইচ্ছা না করায় গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞস্থল প্লাবিত করেন। সুহোত্র তনয় রাজর্ষি জহ্নু কোপিত হইয়া তখন গঙ্গাকে পান করেন। মহর্ষিগণ অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে স্থির করিয়া দিলেন। তদবধি গঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত হইলেন। হরি-হরি-২৭। (৩) গঙ্গা বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন এবং বিষ্ণুরই স্ত্রী। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা হরির এই তিন ভার্য্যা। এক সময়ে গঙ্গা বিষ্ণুর অভিলাষিনী হইয়া সহাস্য বদনে হরির মুখপানে পুনঃপুনঃ সকটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছিলেন এবং বিষ্ণুও সেই সময়ে গঙ্গার মুখ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়াছিলেন। সেই ভাব দেখিয়া লক্ষ্মী ক্ষমা করিলেও সরস্বতীর তাহা অসহ্য হইল। সেই জন্য সরস্বতী হরিকে ভৎর্সনা করিলেন। ইহাতে গঙ্গাও কুপিতা হইয়া সরস্বতীকে খুব তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সরস্বতী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া, গঙ্গার চুল ধরিতে গেলেন। লক্ষ্মী উভয়কে নিরস্ত করিলেন বটে কিন্তু সরস্বতী গঙ্গাকে "নদীরূপে পরিণতা হও বলিয়া শাপ দিলেন।" গঙ্গাও তাহাকে "নদীরূপে পরিণতা হও" বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬। (৪) একদা গঙ্গা সকামা হইয়া কৃষ্ণ মুখ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণের রূপপ্রভাবে মূর্চ্ছিত প্রায় হইতেছিলেন। এমন সময়ে রাধিকা তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদয় দর্শন করিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া বলিলেন —"প্রাণেশ! এই রমণী কে? যাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তুমিও সকাম

হইতেছ। আমি গোলকে থাকিতেই তোমার এই দুর্বৃত্ততা হইয়াছে! তুমি বার বার এই অসদাচরণ করিতেছ, আর আমি প্রেমে সব ক্ষমা করিতেছি। হে লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভার্য্যা লইয়া গোলক হইতে দূর হও। তাহা না হইলে তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই। বিরজা, শোভা, প্রভা, শান্তি ও ক্ষমা নাম্নী গোপিকার সহিত তোমার লাম্পট্য ব্যবহারও আমি ক্ষমা করিয়াছি। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এই উক্তি শুনিয়া গঙ্গা সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় জলরাশিতে প্রবেশ করিলেন। রাধিকা গঙ্গাকে তখন গণ্ডুষে পান করিতে উদ্যত হইলেন। গঙ্গা ইহা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লইলেন। এদিকে জলাভাবে সমুদয় বিশ্ব বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণ গঙ্গাকে তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র হইতে বহির্গত করিয়াছিলেন। তদবধি গঙ্গা বিষ্ণুপদী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ গঙ্গাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১২, ১৩।

গঙ্গাকেশব—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

গঙ্গাদিত্য—কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।

গঙ্গাধর—মহাদেবের অন্যনাম। বায়ু-২৫।

গঙ্গাপুত্র—কার্ত্তিকেয়ের অন্যনাম। শিব-জ্ঞান-১৯।

গঙ্গেশ্বর—গঙ্গাদেবী কাশীর আনন্দ কাননে এই গঙ্গেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৯১। শাপগ্রস্তা গঙ্গা মহাকাল বনস্থিত এক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া শাপমুক্তা হন। তদবধি সেই লিঙ্গ, গঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে। স্কন্দ-আব-চতু-৪২।

গজ—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। ইনি কিস্কিন্ধ্যায় বাস করিতেন এবং বানরদিগের একজন দলপতি ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষনার্থ বহুসহস্র বানর সৈন্যসহ তিনি কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কিন্ধ্যা-২৯; লঙ্কা-২৩। (২) ব্রহ্মা গজনামক মেঘকে পূর্ব্বদিকে দশ সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব চতু ৪৪। (৩) মহিষাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রির অন্যতম গজ। সৌর-৪৯। সুগ্রীব সহচর জনৈক বানর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৯।

গজকর্ণ—(১) গজকর্ণ নামক একজন যক্ষ ছিল। মহাভা-সভা-১০। (২) সকলের মঙ্গলকারী গজকর্ণ গণেশ কাশীর পশ্চিম দিকে অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭। দানবেন্দ্র গজকর্ণ পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

গজবক্ত্র—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১।

গজবক্ত্রা—পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা

মহাশক্তি। তিনি দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২।

গজবিনায়ক— কাশীস্থিত গজবিনায়ক গণেশের পূজা করিলে বহু সম্পত্তি এমন কি হস্তী পর্য্যন্ত লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭।

গজরাজ—নরপতি গজরাজও তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সঙ্গতা অতিশয় ধার্ম্মিকা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১।

গজশিরা—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহাযার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গজশিরা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গজস্কন্ধ—রাবণের একজন চর। রামা-লঙ্কা-৬৪।

গজানন—(১)গণেশের অন্য নাম। পদ্ম-উত্ত-১০; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১। (২) শৈলসুতা উমা স্বীয় দেহমল হইতে পীনবক্ষ সুলক্ষণ চতুর্ভুজ গজাননকে সৃষ্টি করেন। তিনি বিনায়ক নামেও খ্যাত। বাম-৫৪। গণেশ দেখ।

গজাননা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

গজাসুর—(১) দেবাসুর সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত গজাসুর একাদশ রুদ্রের অন্যতম কপিল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হয়। মৎ-১৫। (২) মহিষাসুরের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮।

গজেন্দ্রকর্ণ— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

গজোদর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গজোদর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মাহাভা-শল্য-৪৬।

গণ—(১) গণ নামে ক্রুদ্ধস্বভাব এক দানব ছিল। তাহা হইতে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) মহর্ষি গণ একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ, ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

গণকর্ত্তাম—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

গণক্রীড়—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭ম।

গণনাথ—গণেশের অন্য নাম। স্কন্দ-নাগ-২১৪।

গণনায়ক—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১।

গণনায়িকা ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

গণপতি—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১। মহাদেবেরও অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৭। গণেশ দেখ।

গণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

গণাধিপ—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১।

গণাধ্যক্ষ মহাদেবের তনয় গণেশের এক নাম গণাধ্যক্ষ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১।

গণাম্বিকা—সৃষ্টির ষষ্ঠকল্পে পার্ব্বতীদেবী গণাম্বিকা নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

গণিত—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে গণিত অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১।

গণেশ—মহাদেব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার পরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাঁহাদের কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ করিল না। ইহাতে পার্ব্বতী অতিশয় বিষণ্ন হইলেন। তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া পুত্রবর প্রাপ্ত হন এবং যথাকালে পার্ব্বতী হইতে গণেশের জন্ম হয়। মহাদেবের এই পুত্রকে দেখিবার জন্য, সকল দেবতাই আগমন করিলেন। সেই সঙ্গে শনিও আসিয়াছিলেন। শনি প্রথমে গণেশকে দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু মহাদেব ও পার্ব্বতীর নিতান্ত অনুরোধে গণেশের প্রতি যেই দৃষ্টিপাত করিলেন, তখনই তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইল। তদ্দর্শনে পার্ব্বতী রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। বিষ্ণু এই সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গণেশের মুণ্ড আহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বন মধ্যে শয়নে হস্তিনীর সহিত এক সুপ্ত গজেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মস্তক সুদর্শন চক্রে কর্ত্তন করিয়া আনয়নপূর্ব্বক গণেশের স্কন্ধে যোজনা করিলেন। কশ্যপের শাপে গণেশের মস্তক ছেদ হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১২। একবার পরশুরাম শিব ও পার্ব্বতীর দর্শনাভিলাষী হইয়া কৈলাসে গমন করেন। সেই সময় শিব ও পার্ব্বতী গণেশকে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া বিহার করিতেছিলেন; সুতরাং পরশুরামের অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বার মোচন করিলেন না। এইজন্য ক্রুদ্ধ পরশুরামের সহিত গণেশের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পরশুরাম পরশুর আঘাতে গণেশের একটী দন্ত ভগ্ন করিয়া দেন। তদবধি গণেশ একদন্ত নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৪৩। গণেশের স্ত্রীর নাম পুষ্টি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। একবার তুলসী গণেশকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু গণেশ অসম্মত হন। সেইজন্য তুলসী গণেশকে শাপ দেন যে "তুমি দ্বার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে"। গণেশও তাঁহাকে প্রতিশাপ দেন যে "তুমি অসুরাক্রান্তা হইবে"। তদবধি

তুলসী পত্র গণেশ পূজায় আর ব্যবহার্য্য নহে। ব্রহ্মবৈ। (৪) একদা মহাদেবের মনের মধ্যে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর মূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু আকাশের কোনও মূর্ত্তি দেখিতেছিনা কেন? এই ভাবিয়া তিনি হাস্য করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে এক তেজস্বী কুমার তাঁহার চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইলেন। ঐ কুমার রুদ্রদেবের সমুদয় গুণসম্পন্ন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব সদৃশ ছিলেন। তিনি আবির্ভূত হইবা মাত্র তাঁহার সৌন্দর্য্যে, অবয়বে ও রূপে দেবগণ মুগ্ধ হইলেন। উমাদেবীও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে মহাদেব অতিমাত্র কুপিত হইয়া সেই কুমারকে শাপ দিলেন যে "তোমার মুখ হাতীর মুখের মত হওক, উদর লম্বিত হওক ও সর্প তোমার উপবীত হওক"। এই সময়ে মহাদেবের শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল এবং তাঁহার প্রতি লোমকূপ হইতে নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন হইল। তখন ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো! শূলপাণে! আপনার মুখ হইতে উৎপন্ন কুমার এই বিনায়ক গণের নেতা হউন। বিনায়কগণ তাঁহার অনুচর হউক এবং আকাশ মধ্যে অবস্থান করুক"। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাদেব সেই মুখনিস্থত কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস! তুমি আমার তনয় হইলে, তোমার নাম বিনায়ক, বিঘ্নকর, গজানন, ভবাত্মজ ও গণেশ হইল। এই বিনায়কগণ তোমার অনুচর হইল। তুমি সকলের আগে পূজা পাইবে"। তৎপর দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং দেবী গৌরী তাঁহাকে পুত্রত্বে পরিগৃহীত করিলেন। বরা-২২, ২৩। (৫) শৈলসুতা উমা স্বীয় দেহমল হইতে পীনবক্ষ, সুলক্ষণ, চতুর্ভুজ ও গজাননকে সৃষ্টি করেন। তিনি বিনায়ক নামেও খ্যাত। বাম-৫৪।

গণেশ্বর—(১) বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯। ত্রিপুর বিনাশের জন্য গণাধ্যক্ষ গণেশ্বর মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫। (২) গণেশ্বর কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। কাশী-৯৭।

গণ্ড—দেবযক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথুরা-১২। দেবযক্ষ ও অখণ্ড দেখ।

গণ্ডকণ্ডু—গণ্ডকণ্ডু নামক কুবেরের এক যক্ষ অনুচর ছিল। মহাভা-সভা-১০।

গণ্ডকী—(১) বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া গণ্ডকী তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বরা-১৪৪। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গণ্ডকী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গণ্ডপ্রান্তরতি—দুঃসহের অন্যতম পুত্র ও যমের দৌহিত্র। মার্ক-৫১। দুঃসহ দেখ।

গণ্ডা—পশুসখ নামক এক শূদ্রের স্ত্রীর নাম গণ্ডা ছিল। তাহারা উভয়ে দেবী অরুন্ধতী ও সপ্ত ঋষিদের পরিচর্য্যা করিত। মহাভা-অনুশা-৯৩।

গণ্ডি—মহর্ষি মার্কণ্ড ও গণ্ডি, পুত্র, পৌত্র, শিষ্য ও বান্ধবগণের সহিত ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

গণ্ডুষা—বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবার পুত্র শত্রুঘ্ন। শত্রুঘ্নের স্ত্রী গণ্ডুষা শত পুত্র প্রসব করেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩।

গণ্ডূষ—যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের পুত্র শূর, শূর হইতে ভোজ বংশীয়া মহিষীর গর্ভে গণ্ডূষ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি দেখ। বিষ্ণু ৪র্থ ১৪।

গতায়ু—পুরূরবার অন্যতম পুত্র। বায়ু ৯১। পুরূরবা ও অমাবসু দেখ।

গতি—মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি হইতে গতি জন্মগ্রহণ করেন। তাপস শ্রেষ্ঠ পুলহ গতিকে বিবাহ করেন। গতি হইতে কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৩স্ক-২৪।

গতিতালি দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন গতিতালী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শলা-৪৬।

গতিভাস—ধুন্ধু অসুর শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণায় শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মভবন অধিকার করিতে মনস্থ করেন। দেবগণ ইহাতে ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বামনরূপে জলে ভাসিতে ভাসিতে ধুন্ধুর যজ্ঞস্থলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। যজ্ঞার্থ সমাগত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিলে, তিনি এই বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন যে, প্রভাস নামক বরুণ গোত্রীয় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণের নেত্রভাস ও গতিভাস নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ নেত্রভাস কনিষ্ঠ গতিভাসকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। তিনি সেই গতিভাস। ধুন্ধু দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। ধুন্ধু তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলে, তিনি বিরাট ত্রিবিক্রমরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ছলনা করেন। অবশেষে তাঁহাকে এক গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহা বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন। বাম-৭৮।

গতিসত্তম—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গদ—(১) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা সুনসা হইতে বৃকদেব ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিলে, গদ জরাসন্ধ পক্ষীয় চেদিরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গদ দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের কন্যা চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রাবতী হইতে চন্দ্রপ্রভ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী বৃহতী হইতে গদ নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৯১। (৩) শম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র গদ শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬০। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে চারুদেষ্ণ ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১ম-১৪। (৪) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিনী হইতে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩স্ক-১। (৫) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ প্রভৃতি নয়টী পুত্র জন্মে। ভাগ-৩স্ক-১। (৬) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী ভদ্রা হইতে উপনিধি, গদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

গদবর্ম্মা—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৩। শূর দেখ।

গদাধর—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গদায়ন—কশ্যপবংশীয় মহর্ষি গদায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের কশ্যপ, বৎসর ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

গদগদ—জনৈক বানর দলপতি। ইহার পুত্র জাম্বুবান ও ধুম্র। রামা-লঙ্কা-৩০।

গন্ধপদ্মনিধি—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

গন্ধানেশ্বর—(১) অবন্তী খণ্ডে গন্ধানেশ্বর মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

গন্ধ-(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, মন্দাকিনী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর গন্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) দেবাসুর সংগ্রামে ভদ্রবাহু, মহাবাহু, সুগন্ধ, গন্ধ, ভৌরিক, বল্লিক ও ভীম নামক সপ্ত অসুর সেনানী অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া গতায়ু হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

গন্ধকালী—(১) পুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর স্ত্রী ও ব্যাসদেবের জননী সত্যবতীর এক নাম গন্ধকালী ছিল। হরি-হরি-৩০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৬। (২) দেববালা বিশেষ। বরা-২১৪।

গন্ধবতী—রাজা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর অন্যনাম গন্ধবতী ছিল। মহাভা-আদি।

গন্ধবারা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

গন্ধবাহু—গন্ধমাদন পর্ব্বতে গন্ধবাহু নামে হরিভক্তি নিরত তপস্বী শ্রেষ্ঠ এক

গন্ধর্ব্বপতি বাস করিতেন। তাঁহার বসুদেব, সুহোত্র, সুপার্শ্ব ও সুদর্শন নামে পরম বৈষ্ণব চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দুর্ব্বাসার নিকট যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং দেহান্তে কৃষ্ণপারিষদ হইয়াছিলেন। অপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে সুহোত্র বকাসুররূপে, সুদর্শন প্রলম্বরূপে এবং সুপার্শ্ব কেশীরূপে, দানব যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬।

গন্ধমাদ— যযাতিবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। অক্রূর দেখ।

গন্ধমাদন—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্যতম। রামা-লঙ্কা-৩০। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষনার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। (২) বানর বিশেষ। কুবেরের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (৩) একজন রাক্ষসপতি। মহভা-সভা-১০। (৪) একজন বানর দলপতি। ভাগ-৯স্ক ১০; অগ্নি ১০।

গন্ধমোজ—যদুবংশীয় শ্বফল্কের স্ত্রী গান্দিনী হইতে, অক্রূর, গন্ধমোজ প্রভৃতি জন্মে। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪।

গন্ধর্ব্ব—(১) আচার্য্য সায়ন গন্ধর্ব্ব অর্থ সূর্য্য করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে গন্ধর্ব্বগণের স্ত্রী অপ্সরা কল্পিত হইয়াছে। ঋগ-৯।৮৩।৪; ১০।১০।৪। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় গন্ধর্ব্ব। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। শতশৃঙ্গ দেখ। (৩) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯।

গন্ধর্ব্বগণ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা অরিষ্টা হইতে গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।

গন্ধর্ব্বগ্রহ—গন্ধর্ব্বের আবেশ বশতঃ যে সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহার নাম গন্ধর্ব্বগ্রহ। মহাভা-বন-২২৮।

গন্ধর্ব্বসেনা—ঘনবাহন নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা। গন্ধর্ব্বসেনা অতিশয় রূপবতী ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিলেন। সেইজন্য এক গণনায়কের শাপে তিনি কুষ্টরোগগ্রস্তা হন। পরে মহর্ষি গোশৃঙ্গের পরামর্শে প্রভাসস্থিত সোমেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪, ২৫।

গন্ধর্ব্বী—কশ্যপের কন্যা সুরভী, রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে রোহিণীর গর্ভে গো সকল ও গন্ধর্ব্বীর গর্ভে অশ্ব সমুদয় জন্মলাভ করে। রামা-আরণ্য-১৪।

গন্ধার—যযাতিবংশীয় নরপতি শরদ্বানের পুত্র গন্ধার। এই গন্ধারের নামানুসারেই গান্ধার দেশ প্রখ্যাত। তাঁহার অধিকার ভুক্ত আরট্টদেশীয় অশ্ব সকল, অশ্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ। গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ঘৃত, ঘৃতের তনয় বিদুষ। মৎ-৪৮।

গন্ধিক—অংঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি গন্ধিক:

একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গবয়—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্যতম। রামা-লঙ্কা-৪, ২৬, ৭৩। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিষ্কি-৩৩। (২) পিতামহ ব্রহ্মা গবয় নামক মেঘকে দক্ষিণদিকে ষট সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৪। (৩) মৃগরাজ গবয় মৃগমন্দার অপত্য। বায়ু-৬৯।

গবল্গণ—মহর্ষি গবল্গণের পুত্রের নাম সঞ্জয়। সঞ্জয় জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে রাজ্যের সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিতেন। ভাগ-১স্ক-১৩।

গবাক্ষ—বৈবস্বতের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম কিষ্কিন্ধ্যা নিবাসী জনৈক বানর দলপতি। সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষণার্থ বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিষ্কি-৩৩। অসিলোম দেখ।

গবিষ্ট—(১)হিরণ্যকশিপু দানবের অন্যতম অনুচর গবিষ্ট। মৎ-১৬১, ১৯২। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ। (৩) অঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম গবিষ্ট। মৎ-১৯৬। অঙ্গিরস দেবগণ ও আত্মা দেখ।

গবিষ্ঠির—(১) অত্রিবংশীয় মহর্ষি গবিষ্ঠির ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।১।১। (২) তিনি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, গবিষ্ঠির, পূর্ব্বাতিথি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

গবেক্ষণ—চন্দ্রবংশীয় রাজা চিত্রক হইতে গবেক্ষণ প্রভৃতি জন্মে। লিঙ্গ-৬৯। অরিষ্টনেমী দেখ।

গবেষণ—(১) যদুবংশীয় শ্বফল্কের ভ্রাতা চিত্রকের অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম পু-২৪। অশ্বগ্রীব দেখ। (২) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী অশ্বিনী হইতে গবেষণ সুধর্ম্মা প্রভৃতি জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পূর্ব্বজ সপ্ত পুত্র ব্যতীত মদন ও গবেষণ নামে আরও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গবেষণের পুত্র ভূরী ও ভূরীন্দ্রসেন। মৎ-৪৬। (৪) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী শ্রুতদেবী হইতে গবেষণ নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বায়ু-৯৬।

গবেষ্ট—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনু হইতে গবেষ্ট প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।

গবেষ্টি, গবেষ্টী—(১) প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র গবেষ্টী, গবেষ্টীর তনয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ। শুম্ভের তনয় ধনুক ও অসিলোম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২। (২) গবেষ্টীর তনয়

শুম্ভ, নিশুম্ভ, বিষ্বকসেন। বায়ু-৬৭। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে গবেষ্টী প্রভৃতির জন্ম হয়। বায়ু-৬৮।

গভস্তনেমী—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৭৯।

গভস্তিমান্—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের তনয় গভস্তিমান্ প্রভৃতি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। শতশৃঙ্গ দেখ।

গভস্তিমালী— সূর্য্যের একনাম। সৌর-৩৩।

গভস্তীশ— কাশীতে মার্কণ্ডেয় মুনি গভস্তীশ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

গভস্তীশ্বর— সূর্য্য যে শিবলিঙ্গকে পদ্মকান্তি গবস্তিমালী দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গভস্তীশ্বর। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৯।

গভাস্তিহস্ত— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

গভিল—একজন মহর্ষি। তাঁহার প্রণীত গৃহ্যসূত্র অতি প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-আব-রেবা-৬০।

গভীর—উরু, গভীর, ব্রধ্ন, প্রভৃতি ভৌত্য মনুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২; মার্ক-১০০।

গম্ভীর— চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন, প্রভৃতি পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২ পুরূরবার বংশীয় রভসের পুত্র গম্ভীর। গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়, অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ। ভাগ-৯স্ক-১৭।

গম্ভীরা— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে প্রাদুর্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। মহিষাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের সংমিলিত দৃষ্টি হইতে ত্রিকলা নাম্নী দেবীর উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি আবার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবী মন্দর পর্ব্বতে বহুকাল তপস্যা করেন। ইহাতে তাঁহার মন ক্ষুভিত হইলে কয়েকটী অনুপম সৌন্দর্য্য-শালিনী কন্যার আবির্ভাব হয়। বৈষ্ণবী মন্দর পর্ব্বতেই তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই কন্যাদের মধ্যে গম্ভীরা অন্যতমা ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

গয়—(১) যশস্বী গয়, গয়া প্রদেশে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পিতৃপ্রীতির উদ্দেশ্যে গাথা গান করিয়াছিলেন। যেহেতু পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ এবং ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করেন, সেই হেতু তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকে। রামা-অযোধ্যা-১০৭। (২) মনুবংশীয় নরপতি উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে মহাপ্রভাবশালী ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-১৮; হরি-হরি-২। (৩)

ভরত বংশীয় নরপতি বিতথের সুহোত্র সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২। (৪) নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী ও অগ্নির কন্যা ধীষণা হইতে প্রাচীনবর্হিষ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামক ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। (৫) প্রথম মেরুসাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথুশ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় এই নয় জন অপত্য ছিল। হরি-হরি-৭। (৬) মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয়, বিনতাশ্ব ও ঐল জন্মগ্রহণ করেন। গয়ের অধিকারে গয়াপুরী ছিল। হরি-হরি-১০। (৭) ধ্রুবের বংশীয় উল্মুকের পুত্র গয়। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৮) নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী হবির্দ্ধানী হইতে বর্হিষদ, শুক্র, কৃষ্ণ, সত্য, গয় ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৯) মনুবংশীয় নরপতি নক্তের পত্নী ঋতি হইতে রাজর্ষি গয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে স্বয়ং বিষ্ণু "তৃপ্ত হইলাম" বলিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গায়ন্তী হইতে চিত্ররথ, সুগতি, অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৫স্ক-১৫; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; অগ্নি-১০৭; বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (১০) অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হুতাশনের নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, অনবরত দান করিলেও তাঁহার ধনক্ষয় হইবে না। মহাভা-শান্তি-২৯, ২৩৪। (১১) হিমালয়ের নিকটস্থ মহামেঘ নামক স্থানে গয় নরপতি শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অসুর গণের অজেয় হইয়াছিলেন। বাম-৭৬। (১২) জনৈক বানর দলপতি। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহু সহস্র বানর সৈন্যসহ সীতার অন্বেষনার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। (১৩) অত্রির অন্যতম পুত্র গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।৯।১। (১৪) প্লুতির তনয় মহর্ষি গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবের আরাধনা করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৬৩।১; ৬৪-১। (১৫) প্রস্থান প্রদেশে গয় নামক এক মহাদৈত্য ছিল। তাঁহার অত্যাচারে লোক সকল অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া ভগবতী পার্ব্বতীর শরণাপন্ন হয়। পার্ব্বতী সেই অসুরকে বিনাশ করিলে, তৎপ্রদেশস্থ গয়ত্রাড় গ্রাম নিবাসী লোকেরা গয়ত্রাড়া নাম্নী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন। স্কন্দ-মাহে কুমা-৬৫। (১৬) রাজা সদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিন পুত্র ছিল। এই তিন জন ধার্ম্মিক নরপতি দক্ষিণাপথের অধিপতি

ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১। (১৭) সত্যুয়ের তনয় উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (১৮) জহ্নুর বংশীয় অজপের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র গয়, শীল ও কুশ এই তিন জন। বায়ু ৯১।

গয়ত্রাড়া—প্রস্থান প্রদেশে গয় নামক মহাদৈত্য অতিশয় অত্যাচারী ছিল। ভগবতী পার্ব্বতী দেবী তাঁহাকে বিনাশ করেন। সেই দেশের গয়ত্রাড় গ্রাম নিবাসী লোকেরা গয়ত্রাড়া নাম্নী ভগতীর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চ্চনা প্রচলিত করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

গয়শির—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্ধ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে গয়শির তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মকরাক্ষকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গয়াধীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

গয়াসুর—গয়াতীর্থে গদাধর পদাঘাতে গয়াসুরকে নিপাতিত করেন। স্কন্দ-আব-অব ৫৯। ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে শিলা স্থাপন করিয়া, সেই শিলার উপরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বায়ু-১০৫।

গরিষ্ঠ—ত্রিভুবন বিখ্যাত গরিষ্ঠ নামে মহাবল পরাক্রান্ত অসুর নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমসেন নামে বিখ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

গরীষ্ঠ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে গরীষ্ঠ প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫।

গরুড়—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার অন্যতমা তাম্রা, মহর্ষি কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা ছিলেন। তাম্রার লোক বিখ্যাত শুকী প্রভৃতি পাঁচটী কন্যা জন্মে। শুকীর কন্যা নতা; নতা আবার বিনতা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই বিনতারই অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র জন্মে। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনী এবং পুত্র জটায়ু ও সম্পাতি। রামা-লঙ্কা-৩৮। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড় জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নি-১৯; মহাভা-আদি-১৬। (৩)বৈরোচন দৈত্য একবার দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক, বিষ্ণু যখন সাগর সলিলে প্রসুপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার মুকুট হরণ করেন। গরুড় বৈরোচনকে পরাস্ত করিয়া সেই মুকুট পুনর্ব্বার আনয়ন করেন। হরি-হরি-৯৭। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী যৌধীষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী, কাপালী ও গরুড় নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (৫) তার্ক্ষ্যের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা পত্নী দক্ষের কন্যা বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। ভাগ-৬স্ক-৬। (৬) একবার গরুড় কালিন্দী হ্রদের একটা মৎস্য ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, সৌভরী ঋষি তাঁহাকে নিষেধ করেন। গরুড় তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর গরুড়

এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া কোন ও প্রাণীর প্রাণসংহার করিলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। পূর্ব্বে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, গরুড়ের উদ্দেশে মাসে মাসে নাগগণ বনস্পতি মূলে বলি প্রদান করিবে। কালীয় নাগ বলি প্রদানে অসম্মত হইলে, গরুড় তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কালীয় নাগ ভয় পাইয়া কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পায়। ভাগ-১০স্ক-১৭। (৭) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র ও সৌমিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৮) মহাদেবের বরে গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬, ১৮, ৪৩। (৯) বায়ু গরুড় নামে বিখ্যাত হইয়া বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিলেন। বরা-৩১। (১০) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গরুড় তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় তনয় ময়ূরকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (১১) পক্ষীরাজ গরুড় অরিষ্টনেমীর পুত্র। গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। মার্ক-২। (১২) গরুড়ের পত্নী ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শুকী, ধৃতরাষ্ট্রী ও ভদ্রা এই পাঁচজন ছিলেন। বায়ু-৬৯। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে অরিষ্টনেমী, তার্ক্ষ্য, অনূরু, গরুড়, অরুণ ও আরুণি এই ছয় জনের জন্ম হয়। কালিকা-৩৪। একবার গরুড়ের সহিত কালীয় নাগের বিবাদ হয়। কালীয় গরুড়ের ভয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাকে যমুনাহ্রদে আশ্রয় লইতে বলেন। কারণ মহর্ষি সৌভরীর শাপে গরুড়ের যমুনাহ্রদে প্রবেশ নিষেধ ছিল। সুতরাং কালীয় যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। গর্গ-বৃন্দা-১৪।

গরুড়কেশব—কাশীতে গরুড়কেশব নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-কাশী উ-৫৮।

গরুত্মতী—দুর্গ অসুরের সহিত যুদ্ধে, মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি বহু দানব সৈন্য বধ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী উ-৭২।

গরুত্মহৃদয়া—অন্ধকাসুরের সহিত সমরে বিষ্ণুর গাত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎ মাতৃকা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অজিতা, সূক্ষ্মহৃদয়া, বৃদ্ধা, বেশাশ্মদংশনা, নৃসিংহ ভৈরবা, বিল্বা, গরুত্মহৃদয়া ও জয়া এই অষ্ট মাতৃকা ভবমালিনীর অনুচরী বলিয়া বিদিতা। মৎ-১৭৯।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-শান্তি ৪৩।

গর্গ—(১) ভরতবংশীয় নরপতি বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি রাজর্ষি প্রস্তোক, দিবোদাস প্রভৃতির নিকট প্রচুর সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। ঋগ ৬।৪৭।২৪। (৩)

যযাতিবংশীয় মন্যুর তনয় বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ এই পাঁচ জন। তন্মধ্যে গর্গের তনয় শিনি; শিনির পুত্র গার্গ্য। ভাগ-৯স্ক-২১। মহর্ষি গর্গ যদুবংশীয়দের পুরোহিত ছিলেন। তিনি অতি সংগোপনে, কংসের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নামাকরণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৮। গর্গ মুনির অক্রূর নামে এক পুত্র ছিল। এই অক্রূরকে জনমেজয় রাজা হত্যা করিয়াছিলেন। লি-৬৬। (৪) বরাহ কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে নকুলীশ নামে একজন শিবাবতার সুমেরু গুহায় অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য নামে বেদপারগ, উর্দ্ধরেতা নকুলীশের চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। (৫) বরাহ কল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪। (৬) ভরতবংশীয় ভুবমন্যুর অন্যতম পুত্র গর্গ। গর্গের পুত্র বিদ্বান্ শিবি। শিবির বংশধরেরা শৈব্য ও গার্গ্য এই উভয় নামে খ্যাত। ইহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। মৎ-৪৯।

গর্গশিরা—কশ্যপ ঋষির অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে গর্গশিরা বৃক, ইরা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

গর্গেশ্বর—কাশীস্থিত গর্গেশ্বর লিঙ্গ মহর্ষি গর্গ কর্ত্তৃক স্থাপিত। স্কন্দ-কাশী-পূ ১১।

গর্দ্দভ—বৃন্দাবনে ধেনুক ও গর্দ্দভ নামে দুই অসুর বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বধ করিয়া প্রসিদ্ধ তালবন নিরুপদ্রব করেন। অগ্নি-১২।

গর্দ্দভাক্ষ—নরপতি বলির শত পুত্রের মধ্যে গর্দ্দভাক্ষ অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৭।

গর্দ্দভি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম গর্দ্দভি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

গর্দ্দভী—অন্ধকাসুরের সহিত সমরে অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, গর্দ্দভী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

গর্দ্দভীমুখ—কশ্যপবংশীয় মহর্ষি গর্দ্দভীমুখ গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

গর্ব্ব—দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী পুষ্টি হইতে গর্ব্ব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১।

গর্ভ—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্ব্বসু, এই তুর্ব্বসু হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে গোভানু, গোভানু হইতে ত্রিসারি ত্রিসারি হইতে করন্ধম, করন্ধম হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (২) বরাহ কল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, গর্ভ তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪।

গর্ভধারী—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা অনুশা-১৭।

গর্ভভক্ষা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

গর্ভশিরা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে গর্ভশিরা, অয়োমুখ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। মৎ-৬।

গর্ভহা—দুঃসহের অন্যতম পুত্র ও যমের দৌহিত্র। গর্ভহার পুত্র নিম্ন ও কন্যা মোহিনী। মার্ক-৫১।

গহন—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গহল—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গাগ্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূমন্যুর চারি পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৯। ভূমন্যু দেখ।

গাঙ্গ—যক্ষপতি বিক্রান্তের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯; অশেষ ও বিক্রান্ত দেখ।

গাঙ্গায়ন—দাশরথি রাম ধর্ম্মারণ্যে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মহর্ষি গাঙ্গায়ন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

গাঙ্গেয়—(১) কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর প্রথমা স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য তাঁহার একনাম হয় গাঙ্গেয়। মহাভা-শান্তি-৫১। (২) একদা শঙ্কর পত্নী পার্ব্বতী গন্ধতৈলোদ্বর্ত্তন করিয়া মলাপসারনার্থ চূর্ণক (বেশম) দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করেন। পরে গাত্র হইতে সেই চূর্ণপিষ্ট দ্বারা একটী গজানন পুত্তল নির্ম্মান করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুত্তলটী জাহ্নবীতে পতিত হইয়া অবিলম্বে বৃহদাকার ধারণপূর্ব্বক যেন জগৎ আপূরণোদ্যত হইল। তখন দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে "পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করেন। গঙ্গাদেবী ও তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আহ্বান করিলেন। তদবধি সেই গজানন গাঙ্গেয় নামে খ্যাত হয়েন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে গণাধিপত্য প্রদান করিলেন। মৎ-১৫৪। (৩) দাশরথি রাম ধর্ম্মারণ্যে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মহর্ষি গাঙ্গেয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৪। (৪) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম গাঙ্গেয়। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

গাঙ্গোদধী—মহর্ষি গাঙ্গোদধী একজন অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গাণ্ডীর—যযাতিবংশীয় বরুথের পুত্র গাণ্ডীর গাণ্ডীরের তনয় গান্ধার। অগ্নি-২৭৭।

গান্যাসন—মহর্ষি গান্যাসন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

গাতু—অত্রির অপত্য মহর্ষি গাতু একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।৩২।১।

গাত্র—মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-১ম-১০। অনঘ দেখ।

গাত্রগুপ্ত—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৬০। লক্ষণা দেখ।

গাত্রবতী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী লক্ষণা হইতে গাত্রগুপ্ত, গাত্রবান্ ও গাত্রবিন্দ নামে তিন তনয় এবং গাত্রবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। অপরাজিত দেখ।

গাত্রবান্— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। হরি হরি-১৬০। লক্ষণা দেখ।

গাত্রবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। লক্ষণা দেখ।

গাত্রা— উপমন্যুর সগোত্রদিগের গোত্র-দেবী গাত্রা এবং তাঁহাদের প্রবর বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

গাত্রোৎসর্গ—প্রভাস ক্ষেত্রে গাত্রোৎসর্গ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। এই স্থানে ধীমান্ বলদেব ও অপরাপর মহাভাগ যাদবগণ প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২৩।

গাথী—(১) মহর্ষি কুশিকের পুত্র গাথী ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৩।১৯।২১। (২) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গাথী একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মৎ-১৯৬।

গাধি, গাধী— (১) রাজা কুশের পুত্র ও কুশনাভের পৌত্র। এই গাধিরই তনয় বিশ্বামিত্র। গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যাও ছিল। মহর্ষি ঋচীকের সহিত সত্যবতীর বিবাহ হয়।রামা-আদি-৩৪। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশিকের ঔরসে ও নরপতি পুরুকুৎসের কন্যার গর্ভে গাধি জন্মগ্রহণ করেন। গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বজিৎ নামে চারি তনয় এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৭। (৩) সোমবংশীয় নরপতি কুশাম্বুর অপত্য গাধি। গাধির কন্যা সত্যবতী। মহর্ষি ঋচীক সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হইলে গাধি কন্যার শুল্ক স্বরূপ চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতি বিশিষ্ট এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ এইরূপ সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। ঋচীক বরুণদেবের স্তুতি করিয়া সহস্র অশ্ব লাভ করেন। এবং তাহা গাধিকে প্রদানপূর্ব্বক সত্যবতীকে বিবাহ করেন। মহভা-আদি-১৭৫। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্ব ইন্দ্র তুল্য পুত্রাভিলাষী হইয়া ঘোরতর তপস্যা করেন। সেইজন্য স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল গাধি। গাধির তনয় বিশ্বামিত্র ও কন্যা সত্যবতী। সত্য-বতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০।

গানচিত্তহরা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ কাশী পূ ৪৭।

গান্ধর্ব্বী—একটী গন্ধর্ব্ব দুহিতা। বায়ু-৬৯।

গান্ধার—(১) কুরুবংশীয় নরপতি সেতুর পুত্র অঙ্গার, অঙ্গারের তনয় গান্ধার। এই গান্ধারের নামানুসারেই গান্ধার দেশ খ্যাত হইয়াছে। হরি-হরি-৩২ (২) যযাতিবংশীয় সেতুর তনয় আরব্ধ,

আরব্ধের তনয় গান্ধার, গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত ছিল। ভাগ-৯স্ক ২৩। (৩) যযাতি বংশীয় সেতুর তনয় আরদ্বান্, আরদ্বানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭।

গান্ধারকায়ণ—অগস্ত্য বংশীয় মহর্ষি গান্ধারকায়ণ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০২।

গান্ধারী—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু। যদুর অন্যতম পুত্র ক্রোষ্টা। এই ক্রোষ্টার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারী অনমিত্রকে এবং মাদ্রী যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষকে প্রসব করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; হরি-হরি-৩৪। (২) গান্ধার দেশের অধিপতি সুবলের গান্ধারী নামে এক কন্যা ও শকুনি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ হয়। গান্ধারীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাসদেব তাঁহাকে "শত পুত্রের জননী হও" বলিয়া বর প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি গর্ভধারণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল পরে এক মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। তাহা হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতিও দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১০। পতি অন্ধ ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তিনি পুত্রদিগকে বিবাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বারবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পুত্রদের বিনাশ হইলে, তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর সহিত বনে গমন করেন এবং তথায় দাবদাহে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সাত্বতের অন্যতম পুত্র বৃষ্ণির গান্ধারী ও মাদ্রী নাম্নী দুই স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারীর গর্ভে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রীর গর্ভে দেবমীঢ় নামে এক পুত্র জন্মে। লি-৬৯। (৪) বৃষ্ণির স্ত্রী গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনুমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন। মৎ-৪৪। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ও গান্ধারী ছিল। মৎ-৪৭; অগ্নি-২৭৬। (৬) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী গান্ধারী। মহাভা-আদি ৯৫। অজমীঢ় দেখ। (৭) গান্ধারী গৌরী প্রভৃতি পার্ব্বতীর সহচরী ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। কেশিনী দেখ। (৮) অসোমজার অন্যতম পুত্র ধৃষ্ট। ধৃষ্টের গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল।

গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৫। (১০) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী সুরভী হইতে রোহিনী ও গান্ধারী নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৬৬। (১১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী দশমী সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার শত পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৩৩।

গান্যাসন—মহর্ষি গান্যাসন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

গাভী—মহর্ষি শবর গাভীকেই দেবীরূপে কল্পনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।১৬৯।১।

গামিনী—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা প্রধা হইতে অলম্বুষা, গামিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪।

গায়ত্রী—(১) শ্বেতকল্পে মহাদেব হইতে শ্বেতবর্ণা গায়ত্রী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। লি-২৩। (২) ব্রহ্মা একদা জপে নিরত ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পবিত্র দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ স্ত্রীরূপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপ প্রাদুর্ভূত হইল। এই স্ত্রীরূপার্দ্ধ শতরূপা নামে বিখ্যাতা হইলেন। এই শতরূপাই সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রাহ্মণী নামে প্রসিদ্ধা। একদা ব্রহ্মা শতরূপার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেইজন্য শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। মৎ-৩, ৪। (৩) ব্রহ্মার স্ত্রী গায়ত্রী ও সরস্বতী। একদা ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা বাকের প্রতি আসক্ত হন। বাক ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া হরিণরূপ পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মাও হরিণরূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করেন। মহাদেব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া বধ করেন। ইহাতে অতিমাত্র কাতর হইয়া গায়ত্রী ও সরস্বতী মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব ব্রহ্মাকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। (৪) একদা প্রজাপতি দধীচি যজন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে গায়ত্রী দেবী তাঁহাকে কামনা করেন। তাহাতে সেই দধীচির পুত্ররূপে স্নিগ্ধস্বরের সমুৎপত্তি হয়। বায়ু-২১। উনবিংশকল্পে বৈরাজ নামক মনুর উৎপত্তি হয়। দধীচি এই মনুর পুত্র। তিনি ত্রিদশাধিপতি হয়েন। গায়ত্রী এই ত্রিদশাধিপতি দধীচিকে কামনা করায়, তৎগর্ভে যজ্ঞেশ্বর জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২০। (৫) বেদমাতা গায়ত্রী সর্ব্বপাপ নাশ করেন। বৃহন্না-৬। (৬) সরস্বতী ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পত্নী ও গায়ত্রী কনিষ্ঠা স্ত্রী। পদ্ম-উত্ত-১১। (৭) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, সৌপর্ণের পক্ষীগণ ও নানাদিকস্থিত হব্যবাহগণ বিনতা হইতে উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯। বিনতা দেখ। (৮) একবার ব্রহ্মা এক

যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া সমুদয় দেবগণকে আমন্ত্রণ করেন। যজ্ঞের সময় উপস্থিত হইলে সাবিত্রী দেবীকে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন এবং তাঁহার সখীগণও আসেন নাই। সেই জন্য তিনি আসিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হই। স্বীয় পত্নী সাবিত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গায়ত্রী নাম্নী এক আভীর কন্যাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৬-১৭। (৯) গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী ও পংক্তি এই সপ্ত ছন্দই সপ্তাশ্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ বহন করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে কুমা-৩৮। (১০) বেদজননী গায়ত্রী গান কর্ত্তাকে ত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

গায়ত্রীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৯৭।

গায়ন—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কুমারের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহার সহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, গায়ন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, জমদগ্নি ও ঔর্ব্ব এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গায়ন্তী—মনুবংশীয় রাজর্ষি গয়ের পত্নী গায়ন্তী হইতে চিত্ররথ, সুগতি অবিরোধন, নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। অবিরোধন দেখ।

গার্গী—ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। উপনি।

গার্গীয়—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্গীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গার্গ্য—(১) পূর্ব্বদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। তাঁহার পিতার নাম অঙ্গিরা। তিনি লঙ্কা সমরবিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। (২) একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ স্বীয় পুরোহিত গার্গ্য দ্বারা রামকে গান্ধার দেশ জয় করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। তদনুসারে ভরত গান্ধার বিজয়ে প্রেরিত হইয়া উক্ত দেশ জয় করেন। রামা-উত্তরা-১১৩। (৩) সৌর্য্যের পুত্র সৌর্য্যায়নী গার্গ্য, মহর্ষি পিপ্পলাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। প্রশ্ন-উপনি। (৪) গার্গ্য মুনির কর্কশভাষী বালক পুত্রকে নরপতি

কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ বিনাশ করেন। তজ্জন্য পরীক্ষিৎ মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। হরি-হরি-৩০। গার্গ্য যদুবংশীয়দের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার শ্যালক শিশিরায়ন ত্রিগর্ত্তরাজের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার শ্যালক তাঁহার পুরুষত্ব আছে কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং দ্বাদশ বৎসর পরে তাঁর ক্রোধ উপশম হয়। গার্গ্যের ঔরসে ও গোপিকা বেশ ধারিনী গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে মহাবীর কালযবনের জন্ম হয়। গোপালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, অপুত্রক যবনরাজ অন্তঃপুরে তিনি প্রতিপালিত হন। হরি-হরি-৩৫। (৫) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্রের নাম ও গার্গ্য ছিল। মহাভা-অনুশা ৪। (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি শিনির তনয় গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৭) বাস্কল ঋষি তিনখানি সংহিতা রচনা করিয়া স্বীয় শিষ্য কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজবকে অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য়-৪। (৮) পুরুবংশীয় নরপতি গার্গ্যের পুত্র শিনি। এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীর্ত্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৯) একদা মহর্ষি গার্গ্য স্বীয় শ্যালক কর্ত্তৃক যাদবগণ সমক্ষে নপুংসক বলিয়া উপহসিত হন। সেই জন্য তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া অভিলষিত বর লাভ করেন। অপুত্রক যবনরাজের পত্নীতে তিনি কালযবন নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-২৩। (১০) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গার্গ্য একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গার্গ্যহরি— অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গার্গ্যহরি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কৃতি ও গৌরবীতি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গার্গ্যায়ন—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্গ্যায়ন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, জমদগ্নি ও ঔর্ব্ব এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গার্দ্দভি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্দ্দভি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, আর্ষ্টিষেণ ও অরূপি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গার্হপত্য—অগ্নির তিন পুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪০। অগ্নি দেখ। অগ্নি গৃহের [শরীরের] পতি হইয়া সর্ব্বস্থানে বিরাজমান থাকেন। সেই জন্য তাঁহার এক নাম গার্হপত্য। বরা-১৮।

গার্হায়ন—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্হায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চাবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গাল— পূর্ব্বকালে গাল নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি বিষ্ণু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার পূজা করিতেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই মূর্ত্তি তথা হইতে গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নীলাচলে স্থাপন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৬।

গালকি—মহর্ষি বৈশম্পায়নের যজুর্ব্বেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বৈশম্পায়ন দেখ।

গালব— পূর্ব্বদিকবাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-১। তাঁহারই পরামর্শে মান্ধাতা ও রাবণের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। রামা-উত্ত-২৬। সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল প্রভৃতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। বিশ্বামিত্রের স্ত্রী তদীয় ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট সন্তান সকলের ভরণ পোষণের জন্য গো-শতের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। এই জন্য তিনি গালব নামে বিখ্যাত হন। হরি-হরি-১৩। বারানসীর রাজা প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস ও ভার্গ। ভার্গ হইতে ভৃগুভূমি জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগুভূমির পুত্র অঙ্গিরা, অঙ্গিরার পুত্র গালব। হরি-হরি-২৯। মহাযশা যোগাচার্য্য গালব পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের সখা ছিলেন। হরি-হরি-২০। সাবর্ণি মন্বন্তরে রাম, ব্যাস, আত্রেয়, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৌশিক, গালব ও কাশ্যপরুরু এই সাতজন ঋষি ছিলেন। হরি হরি-৭। বাভ্রব্য গোত্র সমুৎপন্ন মহর্ষি গালব নারায়ণ হইতে বর লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদ বিভাগ ও শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব অধ্যয়ন সমাপনান্তে পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক জননীমুখে স্বীয় জনকের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাদেবের বরে তাঁহার পিতা পুনর্জীবন লাভ করেন। মহাভা-অনুশা-১৮। মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমদির অন্যতন শিষ্য বেদমিত্র। বেদমিত্র স্বীয় পঞ্চ শিষ্য মুদ্গল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশিরকে পাঁচ খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য়-৪। একবার দৈত্য পাতালকেতু মহর্ষি গালবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কিছু না করিয়া কেবল উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বর্গ হইতে তাঁহাকে একটী অশ্ব প্রদান করিলেন। মহর্ষি গালব সেই অশ্ব নরপতি ঋতধ্বজকে প্রদান

করেন। ঋতধ্বজ সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া পাতালকেতুকে বিতাড়িত করেন। বাম-৫৯। সাবর্ণিমনুর সময়ে অশ্বত্থামা, শরদ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ ও পরশুরাম এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯। ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গালব একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। অশ্বত্থামা ও অষ্টক দেখ। মহর্ষি গালব বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। গালবের ভক্তি ও শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে যাইতে বলিলেন। কিন্তু গালব গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন— যদি নিতান্তই দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ, শ্যামকবর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদান কর। গালব বিশ্বামিত্রের বাক্যে অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। দুশ্চিন্তায় কিছুকাল যাপন করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর বাহন গরুড় তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। গরুড় তাঁহাকে প্রথমে কাশীশ্বর যযাতির নিকট লইয়া যান। যযাতি অশ্ব দিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় কন্যা মাধবীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন—আমার এই কন্যা চারিটী বংশকর পুত্র উৎপাদনে সমর্থ। ইহাকে অন্য কোন নরপতিকে পুত্র উৎপাদনার্থ প্রদান করিয়া তাঁহার শুল্কের বিনিময়ে অশ্ব গ্রহণ করুন। তদনুসারে গালব মাধবীকে লইয়া প্রথমে অযোধ্যাধিপতি হর্য্যশ্বের নিকট গমন করেন। হর্য্যশ্ব মাধবীতে বসুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্যার শুল্কস্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করেন। এবং মাধবীকে প্রত্যর্পন করেন। গালব মাধবীকে লইয়া দ্বিতীয়বারে কাশীর রাজা দিবোদাসের নিকট গমন করিলেন। দিবোদাস মাধবীতে প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্যার শুল্ক স্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করিলেন। এবং মাধবীকে গালব হস্তে প্রত্যর্পন করিলেন। গালব মাধবীকে লইয়া তৃতীয় বারে ভোজরাজের নিকট গমন করিলেন। ভোজরাজ উশীনর মাধবীতে শিবি নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্যার শুল্কস্বরূপ গালবকে দুই শত অশ্ব প্রদান করেন এবং মাধবীকে প্রত্যর্পন করিলেন। অবশেষে গালব গরুড়ের পরামর্শে এই ছয় শত অশ্ব ও মাধবী বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র মাধবীকে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাতে অষ্টক নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া মাধবীকে গালব হস্তে প্রদান করিলেন।

তিনি মাধবীকে যযাতির নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১০৫—১১৯। পুরাকালে গালব নামে একজন বিষ্ণুপরায়ন মুনি দাক্ষিণাদ্ধির ধর্ম্ম পুষ্করিণীর তীরে অতি কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩১। মহর্ষি গালব সম্বাদিত্যের অর্চ্চনা করিয়া বটেশ্বর নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৫৬। আপ্য দেখ। বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র গালব। মহাভা-অনু-৪।

গালবি— অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গালবি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কৃতি ও গৌরবীতি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গালবিদ্— অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গালবিদ্ একজন গোত্রপ্রর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গালবেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

গির—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু ৯৬। বলরাম দেখ।

গিরি—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। ভাগ-১০স্ক-৪৯; বিষ্ণু ৪র্থ-১৩। অক্রূর দেখ।

গিরিক— বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

গিরিকা— (১) কুরুবংশীয় নরপতি উপরিচরের পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও সত্তম, নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। (২) কোলাহল নামক এক সচেতন পর্ব্বতের ঔরসে ও শক্তিমতী নদীর গর্ভে গিরিকার জন্ম হয়। চেদিরাজ্যের অধিপতি বসু (অন্যনাম উপরিচর বসু) তাঁহাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৬৩। (৩) উপরিচর বসুর স্ত্রী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যশ্রবা, কুশ, হরিবাহন, যজু, মৎস্য ও কালী নামে সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। মৎ-৫০।

গিরিক্ষেত্র—যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। অবাহ দেখ।

গিরিক্ষিত—মহর্ষি গিরিক্ষিত একজন বৈদিককালের ঋষি ছিলেন। তাঁহারই বংশীয় রাজর্ষি পুরুকুৎস ছিলেন। ঋগ-৫।৩৩।৮।

গিরিজা—হিমালয়ের কন্যা ও শিবের স্ত্রী পার্ব্বতীর অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২০।

গিরিধন্বা— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস।

গিরিনৃসিংহ—কাশীতে দেহলী বিনায়কের পূর্ব্বাংশে ভক্তজনের পাপ নাশন গিরিনৃসিংহ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উ ৬১।

গিরিভদ্রা—পূর্ব্বে রথন্তরকল্পে অনমিত্র নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম গিরিভদ্রা ও পুত্রের নাম আনন্দ ছিল। স্কন্দ-আব-চতু-৩৩।

গিরিভানু—যদুবংশীয় গিরিভানুর স্ত্রী পদ্মাবতীর গর্ভে যশোদা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৩।

গিরিভেদী—দেবাসুর যুদ্ধে গিরিভেদী স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম গণ ছিলেন। তাঁহার হস্তে অনেক দানব সৈন্য নিহত হয়। বাম-৫৮।

গিরিরক্ষ—(১)যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। শ্বফল্ক দেখ। (২) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৯৬। অক্রূর দেখ।

গিরিরাজ—মহাদেবের শ্বশুর হিমালয়ের অন্যনাম। শ্রীমহা ২২।

গিরিরাজনন্দিনী— মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতীর অন্যনাম। শ্রীমহা-২২।

গিরিশ—পিতামহ ব্রহ্মা শূলপানি, গিরিশ, মহাদেব, মাতৃগণ, ব্রতসমুদয়, মন্ত্রনিচয়, গোসকল, যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব, সমুদয়, সমস্তভূত, পিশাচ সকলের আধিপত্য কার্য্যে অভিষিক্ত করেন। হরি-হরি-৩।

গিরিসুতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসম্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী গিরিসুতা ছিলেন। বরা-৯২।

গিরীন্দ্র— হিমালয়ের অন্য নাম। শ্রীমহা-৬৯।

গীতকৃত—দ্বারকা তীর্থের নৈঋত দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

গীতজ্ঞ—গন্ধর্ব্বদের মধ্যে গীতজ্ঞ নামে একজন ছিলেন। মহাভা-সভা-১০।

গীতপ্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গীতপ্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। একচূড়া দেখ। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩০; বাম-৫৭।

গীষ্পতি—বৃহস্পতির অন্যতম নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৮।

গুঙ্গু— মহর্ষি গৃৎসমদ, গুঙ্গু, রাকা, সিনীবালী, সরস্বতী, ইন্দ্রানী, ও বরুণানী দেবীকে একসঙ্গে স্তব করিয়াছেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য গুঙ্গুকে রাকা ও সিনীবালীর সহচরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ-২।৩২।৮।

গুড়াকেশ— গুড়াকেশ নামে এক কৃষ্ণভক্ত অসুর ছিল। তাঁহার মেদ হইতে তাম্র, রুধির হইতে স্বর্ণ, অস্থি সমূহ হইতে রৌপ্য, রঙ্গ, সীস, কাংস্য পিত্তলাদি ধাতু সকল উৎপন্ন হইয়াছে। বরা-১২৯।

গুণক—মথুরার অধিপতি কংসের গুণক নামে এক মালাকার ছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ কালে তাঁহার

নিকট হইতে মালা গ্রহণপূর্ব্বক এই বর দেন যে, মদাশ্রয়া লক্ষ্মী ধনরাশির সহিত সর্ব্বদা তোমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন। হরি-হরি-৮৩।

গুণকেশী— ইন্দ্রের সারথী ও মন্ত্রি মাতলির পত্নী সুধর্ম্মা গোমুখ নামে এক পুত্র ও গুণকেশী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। এই গুণকেশীকে ঐরাবত বংশীয় আর্য্যকের পৌত্র, চিকর নাগের পুত্র ও বামনের দৌহিত্র সুমুখ বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯, ১০৩।

গুণনিধি—(১) সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্না অপ্সরাদের অন্যতমা গুণনিধি ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (২) কাম্পিল্য দেশে যজ্ঞ-বিদ্যা-বিশারদ দীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় গুণনিধি অতিশয় মন্দ কর্ম্মাসক্ত ছিলেন, কিন্তু শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে উপবাস করিয়া মুক্ত হন এবং কলিঙ্গরাজ অরিন্দমের দম নামক পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩

গুণবতী—(১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নাম্নী দুইটী পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতীকে যদুবংশীয় গদ এবং গুণবতীকে শ্রীকৃষ্ণের তনয় শাম্ব বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৫৩। (২) দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের গুণবতী নামে এক কন্যা ছিল। দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য চন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। একদা দেবশর্ম্মা ও চন্দ্র বনে কুশ কাষ্ঠ আহরণার্থ গমন করিয়া রাক্ষস হস্তে নিহত হন। গুণবতী একাদশী ও কার্ত্তিক ব্রত পালন করিয়া যথাকালে প্রাণত্যাগ করেন। পরজন্মে সত্যভামারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৩। (৩) সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হইয়াছিল, গুণবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (৪) সিংহলরাজ চন্দ্রসেনের স্ত্রীর নাম গুণবতী ছিল। তাঁহা হইতে পরমা রূপবতী মন্দোদরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৫স্ক-১৭। মন্দোদরী দেখ। (৫) হাস্তিনপত্তনে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গুণবতী বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করেন। পদ্ম-উত্ত-২০০।

গুণমুখ্যা—গুণমুখ্যা নাম্নী অপ্সরা অর্জ্জুনের জন্মকালে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল। মহাভা আদি-১২৩।

গুণাকর—(১) মহাদেবের অন্য নাম। মহভা-অনুশা-১৭। (২) উত্তরকুরু প্রদেশে নরপতি গুণাকর রাজত্ব করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে সমরে পরাজয় করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮।

গুণাবরা— অপ্সরা গুণাবরা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের জন্মকালে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

গুপ্ত— বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গুপ্তক— সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণকালে তিনি অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন ২৬২—৭০।

গুপ্তনেত্র— মহাদেবের একজন অনুচর। জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে তিনি মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৩।

গুপ্তলোমক—মহাদেবের একজন গণ। তিনি জালন্ধরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

গুপ্তেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে গুপ্তেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৩।

গুরু—(১) যযাতিবংশীয় নরপতি সংকৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। মহাভা-সভা-৭। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গুরু একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, আজমীঢ় ও কঠ্য এই তিনটী আর্ষের প্রবর। (৩) মৎ-১৯৬। ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। মার্ক ১০০। অনুগ্রহ দেখ।

গুরুক্ষেপ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহৎক্ষণের পুত্র গুরুক্ষেপ, গুরুক্ষেপের তনয় বৎস, বৎসের তনয় বৎসব্যূহ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

গুরুধী—ভরতবংশীয় নরের তনয় সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির পত্নী সৎকৃতি হইতে গুরুধী জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯।

গুরুভার— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয়। তন্মধ্যে গুরুভার অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

গুরুমিত্র— সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্য-বর্গের অন্যতম গুরুমিত্র ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

গুর্ব্বক্ষ—বলির অন্যতম তনয় গুর্ব্বক্ষ। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

গুল্ম—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

গুহ— (১) মহর্ষি গুহের নামানুসারে গুহতীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম গুহ। সৌর-৬১; বিষ্ণু-৫ম ৩৩; বাম ৫৭। (৩) একদা শিব স্বীয় পত্নী পার্ব্বতীকে দেখিয়া কোন এক বিশেষ কারণে তাঁহার শুক্র বহ্নি-মুখে নিক্ষেপ করেন। ঐ শুক্র বহ্নিবদন প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় দেবগণকে তাপিত করিল। পরে সেই শুক্রে দেবগণের অজীর্ণ হইল। অতঃপর তাঁহাদের জঠর সকল ভেদ করিয়া গঙ্গা সলিলে পতিত হইল। অনন্তর সেই স্থান হইতে শুক্র শরবনে উপনীত হইল। এই শরবনগত শুক্র হইতেই দিবাকরদ্যুতি গুহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং সপ্তদিবসীয় বালক অবস্থায়ই তিনি তারকাসুরকে নিহত করেন। মৎ-১৪৬। (৪) নিষাদ জাতীয় স্থপতি বিশারদ জনৈক বলবান্ নৃপতি। রাম বনে গমনকালে তাঁহার

আলয়ে অতিথি হন। রামা-অযোধ্যা-৫০। (৪) মহাদেব এক ব্যাধকে গুহ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শিব-জ্ঞান-৭৪।

গুহক—রাম বনবাসকালে মৎস্যজীবী গুহকের আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। বৃহদ্ধ-পু-১৯।

গুহা—দক্ষের শত কন্যার মধ্যে সংসর্পা সরমা, গুহা, শালা, চম্পা ও জ্যোৎস্না নাম্নী ছয় কন্যা বিশ্বদেবগণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

গুহাবাসী—গুহাবাসী একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। বরাহ কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব গুহাবাসী নামে মহাতুঙ্গ হিমালয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উতথ্য, বামদেব, মহাযোগ ও মহাবল নামে যোগবিৎ ব্রহ্মবাদী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

গুহ্য—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গুহ্যক—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

গুহ্যকালী—ভগবতী শতাক্ষীর শরীর হইতে উৎপন্ন অন্যতমা মহাশক্তি। দেবী-৭স্ক-২৮।

গৃঘ্রিম—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি দেখ।

গৃৎসমতি—ভরত বংশীয় নরপতি বিতথের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম সুহোত্র। এই সুহোত্রের তনয় কাশিক ও গৃৎসমতি। তন্মধ্যে গৃৎসমতির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২।

গৃৎসমদ—(১) মহর্ষি গৃৎসমদ বা তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সমুদয় সূক্তের ঋষি। কথিত আছে যে, তিনি অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। পরে গৃৎসমদ নাম ধারণপূর্ব্বক ভৃগু শুনকের পুত্র শৌনক বলিয়া অভিহিত হন। গৃৎসমদের অন্যতম শিষ্য কাত্যায়ন বেদের অনুক্রমণিকা রচনা করেন। ঋগ ২।১।১। (২) সোমবংশীয় নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র। সুনহোত্রের কাশ, শল ও গৃৎসমদ নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে গৃৎসমদের তনয় শুনক। এই শুনকগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছিলেন। হরি-হরি-২৯। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সখা বৃহস্পতি তুল্য মহর্ষি গৃৎসমদ একবার ইন্দ্রের সহস্রবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞে অশুদ্ধ বেদ পাঠকরিয়া চাক্ষুষ মনুর পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠের শাপে মৃগ হইয়া ছিলেন। পরে মহাদেবের বরে তিনি সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। মহাভা-অনুশা-১৮। (৪) রাজা বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ দেখিতে অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় রূপশালী ছিলেন। একদা দৈত্যগণ ইন্দ্র মনে করিয়া তাহাকে অতিশয় উৎপীড়ন করেন। মহাভা-অনুশা-৩০। (৫) সোমবংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের

কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে গৃৎসমদের তনয় শুনক, শুনকের তনয় শৌনক। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুহোত্রের কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক ঋষি এই গৃৎসমদের তনয় ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (৭) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গৃৎসমদ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু ও গৃৎসমদ দুইটী প্রবর। মৎ-১৯৫। (৮)অন্যতম মন্ত্রবাদী ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

গৃৎসমান—তিনি একজন মন্ত্রবাদী ঋষি। বায়ু-৫৯।

গৃধ্র—(১) তাম্রাদেবীর অন্যতমা কন্যা ভাসীর গর্ভে গৃধ্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ। (৩) যমের দৌহিত্র শকুনি। শকুনির অন্যতম পুত্র গৃধ্র। মার্ক-৫১। অঙ্গ-ধুক্ দেখ।

গৃধ্রগণ—কশ্যপের অন্যতমা কন্যা গৃধিকা হইতে গৃধ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

গৃধ্রপত্র—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। গৃধ্রপত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গৃধ্রবক্ত্র— দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে বিমলানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর গৃধ্রবক্ত্রকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

গৃধ্রমোজা—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। হরি-হরি-৩৪। অক্রূর দেখ।

গৃধ্রাস্যা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

গৃধ্রিকা— দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী তাম্রার গর্ভে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা নাম্নী ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে গৃধ্রিকা হইতে গৃধ্র সমুদয় জন্মে। হরি-হরি-৩। তাম্রা হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা ও শুচী জন্মগ্রহণ করেন। গৃধ্রিকা হইতে গৃধ্র, কপোত ও কপোত জাতীয়গণ প্রসূত হয়। লি-৬৩। বিষ্ণু-১ম, ১৫, ২১।

গৃহপতি—(১) মহর্ষি সহের পুত্র গৃহপতি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১০৯।১। (২) গৃহপতি নামে অগ্নি যজ্ঞে নিয়ত পূজিত হন। মহাভা-বন-২২০। (৩) পূর্ব্বকালে নর্ম্মদার রমনীয় তীরে নর্ম্মপুর নামক নগরে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বিশ্বানর নামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল শুচিষ্মতী। বিশ্বানরের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং মহাদেব তাঁহার পত্নী হইতে গৃহপতি নামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ ১০, ১১।

গৃহেষু—সাবর্ণ মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। সাবর্ণমনু দেখ।

গো—(১)সুকাল পিতৃগণের মানসী কন্যা গো, ব্যাস তনয় শুকদেবের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (২) রাজা যযাতি ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় গো নাম্নী কাকুৎস্থ কন্যাকে লাভ করেন। হরি-হরি-২৯ (৩) ক্রোধের দুহিতা সুরভি, সুরভির কন্যা রোহিনী, রোহিনীর কন্যা অমলা, বিমলা ও গো সমুদয়। মহাভা-আদি-৬৬। (৪) মহর্ষি গো অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে গো-তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। (৫) বশিষ্টসুত পিতৃগণের মানস কন্যা গো। তিনি শুক্রের পত্নী এবং সাধ্যগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারিনী ছিলেন। মৎ-১৫। অমর্ক দেখ। (৬) কশ্যপ কন্যা সুরভী, রোহিনী ও গন্ধর্ব্বী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। রোহিনীর গর্ভে গো সকল ও গন্ধর্ব্বীর গর্ভে অশ্ব সকল জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৭) পিতৃগণের মানসী কন্যা গো শুক্রাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭৩। (৮) নহুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি গো নাম্নী কাকুৎস্থের কন্যাকে বিবাহ করেন। বায়ু-৯৩। (৯) সোমপ পিতৃগণের মানসী কন্যা। গো শুক্রের পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে যণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা ও বরূত্রী জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫।

গোকর্ণ—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের ষোড়শ কলিযুগে গোকর্ণ নামে মহাদেবের এক অবতার ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (২) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা পরম যোগী ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। (৩) মথুরাধামে বসুকর্ণ নামে এক বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুশীলা। তাঁহারা গোকর্ণ তীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া পুত্র লাভ করেন, সেই জন্য পুত্রের নামও গোকর্ণ রাখেন। বরা-১৬৭—১৭৩। (৪) একজন যোগাচার্য্য। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৫) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৬) মথুরা পুরীতে গোকর্ণ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমকিঙ্কর ভুলক্রমে একজনের স্থলে অন্যজনকে যমালয়ে উপস্থিত করেন। যম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই

আর ফিরিয়া গেলেন না। তিনি যমের নিকট নরক বিবরণ শুনিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-২৬। (৭) কুলাপত্তনে আত্ম-দেব নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধুন্ধুলী নামে তাঁহার এক অনপত্যা কলহপ্রিয়া স্ত্রী ছিল। সন্তান লাভের জন্য এক সাধুর নিকট হইতে একটী ফল প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্ত্রীকে তাহা প্রদান করেন। স্ত্রী নিজে সেই ফল ভক্ষণ না করিয়া এক গাভীকে ইহা খাইতে দেন। ইহাতে সেই গাভী একটী মানব শিশু প্রসব করেন। তাঁহার কর্ণ গরুর কর্ণের ন্যায় ছিল বলিয়া তাঁহার নাম গোকর্ণ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৯৬।

গোকর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোকর্ণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

গোকর্ণিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, গোকর্ণিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

গোকর্ণেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গের নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

গোকামুখ—(১) কশ্যপের ঔরসে ও প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে গোকামুখ, গোক্ষ প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১। (২) মহাদেবের অন্যতম অনুচর। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১৫। (৩) ইন্দ্র সাবর্ণি বংশীয় পুরীষা তরুর পুত্রের নাম গোকামুখ। গোকামুখের তনয় বৃদ্ধশ্রবা। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

গোক্ষ—কশ্যপের ঔরসে ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে গোকামুখ, গোক্ষ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

গোখল্য—মাণ্ডুকেয় মুনির পুত্র শাকল্য। মহর্ষি শাকল্য স্বীয় পিতার নিকট বেদ অধ্যয়ন করেন এবং নিজ শিষ্য, বাৎস্য, মুদ্গল, শালীর, গোখল্য ও শিশিরকে শিক্ষা দেন। জাতুকর্ণ ও শাকল্যের শিষ্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক ৬।

গোঘ্ন— দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪।

গোচপলা—পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা পত্নী। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ।

গোণসা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী অন্যতমা কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

গোনর্দ্দ— জরাসন্ধ, স্বীয় জামাতা কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই সময়ে কাশ্মীর দেশের অধিপতি গোনর্দ্দ জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন। হরি-হরি-৯০।

গোনীপতি— অত্রি বংশোৎপন্ন মহর্ষি

গোণীপতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

গোতম—(১)রহূগণের পুত্র মহর্ষি গোতম ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। একবার মহর্ষি গোতম পিপাসিত হইয়া জল চাহিয়াছিলেন। মরুৎগণ দূরস্থ একটী কূপ উঠাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ঋগ-১।৮৫।১০। মহর্ষি গোতম যখন মরুভূমিতে ছিলেন, তখন অশ্বিদ্বয় অন্যদেশের একটী কূপ উঠাইয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্নান ও পানের সুবিধার জন্য সেই কূপের মুখ নীচু করিয়া ও তলদেশ উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৬।৯। (২) ব্রহ্মা, স্বীয় শরীরার্দ্ধ হইতে এক সুন্দরী ভার্য্যার জন্মদান করেন। ব্রহ্মার আত্ম সদৃশী সেই ভার্য্যা হইতে প্রথমে প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীসম্ভব চার বেদের সৃষ্টি করেন। পরে বিশ্ব ও প্রজাপুঞ্জের পতিরূপ, বিশেশ, ধর্ম্ম, দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গোতম, ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতিকে সৃষ্টি করেন। হরি-হরি-১৯৫। (৩) অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ইঁহারা উত্তর দিকে অবস্থান করিতেন এবং মহাত্মা কুবেরের গুরু ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

গোতমীপুত্র—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি শিবস্বাতির তনয় গোতমীপুত্র। গোতমীপুত্রের তনয় পুলিমান, পুলিমানের তনয় সাতকর্ণি শিবশ্রী। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

গোত্রপা—একটী কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

গোত্রভিদ্—ইন্দ্র বজ্র প্রহারে ভীত হইয়া স্বীয় বিমাতা দিতির গর্ভস্থ ভ্রাতাকে পাতিত ও ছিন্ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি গোত্রভিদ্ নামে খ্যাত। বাম-৭১।

গোদ— গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্তের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। অশেষ ও বিক্রান্ত দেখ।

গোদাবরী— (১) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গোদাবরী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সিদ্ধযাত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) গোদাবরী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

গোধনবর— অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৬৯। অক্রূর দেখ।

গোধা—মহর্ষি গোধা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৩৪।১।

গোনন্দ— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গোনন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ বাহা নদী স্বীয় অনুচর গোনন্দ ও নন্দককে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গোনসা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, গোনসা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

গোপ—ক্রতু হইতে যে দ্বাদশ সোমপ তুষিত দেব জন্মগ্রহণ করেন, গোপ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

গোপজলা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা গোপজলা মহর্ষি প্রভাকরের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

গোপতি—(১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভে গোপতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (২) নরপতি শিবির পুত্র গোপতি। পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিলে গোপতি গো সমূহের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৩) ভোজরাজ গোপতিকে শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করেন। মহাভা-বন-১২। (৪) পাঞ্চাল দেশীয় নরপতি গোপতি। তাঁহার তনয় সিংহসেন কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-২৩। কশ্যপ, অগ্নিভুক্‌ ও অর্কপৃষ্ঠ দেখ।

গোপন— (১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, গোপন তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪। (২) মহর্ষি গোপন অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, শ্যাবাশ্ব ও অর্চ্চনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গোপবন— মহর্ষি গোপবন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৭৪।১।

গোপা—আগ্নীধ্রের তনয় রাজর্ষি ভদ্রাশ্ব ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে গোপা প্রভৃতি দশ কন্যার উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। অত্রি দেখ।

গোপাদিত্য—প্রভাসে গোপাদিত্য নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-প্রভা-১১৮।

গোপায়ন—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্ত্রির অন্যতম শিষ্য গোপায়ন ছিলেন। বায়ু-৬।

গোপাল—শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮২।

গোপালা— অন্যতমা কল্যাণদায়িনী মাতৃকা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

গোপালি—পরাশর বংশোৎপন্ন গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মপ, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন ঋষি গৌরপরাশর নামে খ্যাত। মৎ-২০১।

গোপালী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোপালী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) মহর্ষি গার্গ্যের ঔরসে ও গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কালযবন জন্মগ্রহণ করেন। অপ্সরা গোপালী, পুত্র জন্মিবা মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে অপুত্রক যবনরাজের অন্তঃপুরে কালযবন পরিবর্দ্ধিত হয়। হরি-হরি-৩৫। গার্গ্য দেখ।

গোপীগোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

গোপীশ্বর—গোপীগণ সন্তান লাভার্থ এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তাহাই গোপীশ্বর নামে বিখ্যাত। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-১২০।

গোপুচ্ছলা—ঘৃতাচীর গর্ভজাত রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা গোপুচ্ছলা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ঘৃতাচী দেখ।

গোপেশ্বর—গোপ তীর্থে স্নান করিয়া গোপেশ্বরকে দর্শন করিলে অমরত্ব লাভ করা যায়। স্কন্দ-আব অব-৩১।

গোপেষ্ঠ—ব্রজে গোপেষ্ঠ নামে একজন বৃষভানু ছিলেন। গর্গ-গোলো-১৮।

গোপ্রেক্ষ—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৩।

গোবর্দ্ধনধরজনার্দ্দন— চমৎকার পুরে গোবর্দ্ধনধরজনার্দ্দন বিদ্যমান আছেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রভূত গো-লাভ হয়। স্কন্দ-নাগ-৬০।

গোবাসন—নরপতি গোবাসনের কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বর সভায় বিবাহ করেন। দেবিকার গর্ভে তাঁহার বৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫।

গোবিন্দ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম গোবিন্দ। মৎ-৪৫। ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম গোবিন্দ হইয়াছে। মহাভা-উদ্-৬৯। (২) গৌতম বংশীয় গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ভ্রম বশতঃ পুত্র হত্যা করিয়া রেবা নদীতে স্নান তর্পন করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১০৩।

গোবিন্দস্বামী—যমুনা তটে গোবিন্দস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বিজয় দত্ত ও অশোক দত্ত নামে দুই শিবভক্ত পুত্র ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮। বিজয় দত্ত দেখ।

গোবৃষ—ব্রহ্মা, মহেশ্বরধ্বজ শ্রীমান গোবৃষকে চতুষ্পদ বাহন সমুদয়ের অধিপতি করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৯।

গোব্রজ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহাকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গোব্রজ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গোভানু—(১) নরপতি যযাতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম তুর্ব্বসু। তুর্ব্বসুর তনয় বহ্নি, বহ্নির তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রৈশানু। হরি-হরি-৩২; বায়ু-৯৯। (২) যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্ব্বসু, তুর্ব্বসুর পুত্র গর্ভ, গর্ভের পুত্র গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিশারি। মৎ-৪৮। (৩) গোভানুর পুত্র ত্রিশান্ধ। তিনি বীর ও অজেয় ছিলেন। বায়ু-৯৯।

গোভিল—(১) মহর্ষি গোভিল একজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। তাঁহার রচিত সংহিতা গোভিল গৃহ্য-সূত্র নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র কাত্যায়ন যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা কাত্যায়ন সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। কাত্যায়ন সং। (২) মহর্ষি গোভিল একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর মৎ-১৯৯। (৩) কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এক যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে মহর্ষি গোভিল উদ্গাতা ছিলেন। দেবী-ভাগ-৩স্ক-১০। (৪) একবার মহর্ষি গভিল ব্রহ্মার যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৩। (৫) মহর্ষি গভিল প্রভাস ক্ষেত্রে বাস করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৮।

গোভিলেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

গোমতী—(১)মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি অরিন্দমের পুত্র গোমতী, গোমতীর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের তনয় মেদ। ভাগ-১২স্ক-১। (২) পবিত্রা গোমতী নদী বিশ্বভুক্ অগ্নির পত্নী। মহাভা-বন-২১৭। বিশ্বভুক্ দেখ। (৩) মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ভবানী ও গোমতী মহর্ষি আমুষ্যায়নের তনয় নারায়ণের পত্নী ছিলেন। নারায়ণ অকালে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহারা বিধবা হয়েন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৬। (৪)দেবীপার্ব্বতী গোমন্ত পর্ব্বতে গোমতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

গোমহিষদা--দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোমহিষদা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গোমান—দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র শম্ভু। শম্ভুর তনয় ধনুক, আসিলোমা, নাবল, গোমুখ, গবাক্ষ ও গোমাম এই ছয় জন। বায়ু-৬৭।

গোময়ান— তিনি কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার বৎসর, কশ্যপ, নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

গোমায়ু—(১) কশ্যপ পত্নী সুরভী হইতে দংষ্ট্রী, গোমায়ু, কাক ও গোমহিষ প্রভৃতি জন্ম লাভ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (২) একজন দেবগন্ধর্ব্ব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

গোমুখ—ইন্দ্রের সারথী ও মন্ত্রী মাতলীর পত্নী সুধর্ম্মা হইতে গোমুখ নামে এক পুত্র এবং গুণকেশী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা উদ-৯৭-১০৩। গোমুখ নামে এক শিবভক্ত ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩। গোমুখ নামে এক দানবপতি পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

গোমেদ—মহর্ষি গোমেদ একজন অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গোরথ— বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি গোরথ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গোলক—(১) দ্বারকা তীর্থের উত্তর দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১১৭। (২) মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৬; বায়ু-৬০। শাকল্য দেখ।

গোলক্ষ—প্রভাস ক্ষেত্রে গোলক্ষ নামক শিবলিঙ্গ মহর্ষি উদ্দালক কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৯।

গোলভ—১জনৈক দুর্দ্দান্ত গন্ধর্ব্ব। ইহার সহিত বলির পঞ্চদশ বৎসর যুদ্ধ হয়। ষোড়শবৎসরে বলিহস্তে গোলভ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। রামা-কিষ্কি-১৩। (২)প্রাচীন কালে গোলভ নামে এক রাজা ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১২।

গোলাঙ্গুল—ক্রোধের কন্যা হরীর গর্ভে বলশালী বানরগণ ও গোলাঙ্গুল বানর গণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।

গোলাপী—অপ্সরা গোলাপী ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করিত। মহাভা-বন-৪৩

গোশর্প—ইন্দ্র একবার মহর্ষি গোশর্পকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত ধন দান করিয়া ছিলেন। ঋগ-৮।৪৯।১।

গোশর্য্য— অশ্বিদ্বয় একবার অনার্য্য দস্যুদের আক্রমণ হইতে মহর্ষি কন্ব, মেধাতিথি, বশ, দশব্রজ ও গোশর্য্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৮।২০।

গোশৃঙ্গ—মহর্ষি গোশৃঙ্গ হিমালয় পর্ব্বতের

বনমধ্যে বাস করিতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪১।

গোশ্রুতি—মহর্ষি সত্যকাম, জাবাল, ব্যাঘ্রপদ ঋষির তনয় বৈয়াঘ্রপদ্য গোশ্রুতিকে প্রাণবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ছান্দো-৫মঅ-২য়খ-৩।

গোষ্ঠ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

গোষ্ঠায়ন—মহর্ষি গোষ্ঠায়ন ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গোস্তনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোস্তনী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

গোহিত—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গৌড়িনী—বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি গৌড়িনী একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

গৌতম—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণমন্ত্রী। রামা-আদি-৭। (২) উত্তরদিক বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কাসমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৯। (৩) জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে অতিথি হন। রাজা অজানিতভাবে তাঁহাকে মাংস মিশ্রিত অন্ন প্রদান করেন। তজ্জন্য গৌতম তাঁহাকে গৃধ্র হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করেন। রামা-উত্ত-৭২। (৪) গোতম মুনির পুত্র। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা, ইন্দ্রের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় গৌতম কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অন্যের অদৃশ্য হইয়া, অনাহারে ভূমিতলে শয়ন করিয়া কাল কাটাইয়া ছিলেন। রামের দর্শনে ইনি শাপমুক্ত হন। গৌতমের পুত্র শতানন্দ রামা-আদি-৪৭, ৪৮। প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের জন্ম হয়। সাবর্ণিমনু গৌতমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯, ১০। দক্ষ যজ্ঞে মহর্ষি গৌতম অহল্যার সহিত সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। গৌতমের কন্যা জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা। তাঁহারা সতীর অনুচরী ছিলেন। সতী, জয়ার মুখে দক্ষের যজ্ঞ বিবরণ ও তাঁহাদের নিমন্ত্রণ না হইবার কথা শুনিয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করেন। বাম-২, ৪, ৫। (৬) মহর্ষি উতথ্যের পুত্র গৌতম। মনু ৩।১৬। মহর্ষি গৌতম অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৮৩।১। (৭) গৌতম ঋষি একজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত সংহিতার নাম গৌতমসংহিতা। গৌতম সং। (৮) বৈবস্বত মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও

জমদগ্নি, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি সমাগত যমরাজকে কি উপায়ে পিতা মাতার ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১২৯। (৯)মধ্যদেশে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দস্যু গৃহে অবস্থান নিবন্ধন, দস্যু ভাবাপন্ন হন। পরে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের উপদেশে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধর্ম্ম নামক এক বিহঙ্গের আলয়ে অতিথি হন এবং মাংস লোভে তাঁহাকেই বধ করেন। পরে সেই বিহঙ্গের বন্ধুগণ কর্ত্তৃক গৌতম নিহত হন। মহাভা-শান্তি-২৬৮। (১০) বৃহস্পতির ভ্রাতা উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার পত্নী প্রদ্বেষী গৌতমকে প্রসব করেন। তিনি মাতার প্ররোচনায় স্বীয় পিতা দীর্ঘতমাকে ভেলায় বন্ধনপূর্ব্বক জলে ভাসাইয়া দেন। মহাভা-আদি-১০৪। (১১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে গৌতম একজন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭। (১২)গৌতম নামে একজন যোগাচার্য্য ও ছিলেন। (১৩)বরাহকল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে আঙ্গিরস বংশে মহাদেব গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে গৌতমের পুত্ররূপে অত্রি, দেবসদ, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পরম যোগী ও সকল প্রকার যোগে পারদর্শী ছিলেন। লি-২৪। (১৪) আবার বরাহ কল্পের বিংশতি দ্বাপরে গৌতম নামে আর একজন ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেব অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হন। লি-২৪। গৌতম মুনির ক্রোধে ইন্দ্রের লিঙ্গ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। লি-২৯। (১৫) বৈবস্বত মন্বন্তরের বিংশ দ্বাপরে মহর্ষি গৌতম বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি নিমি একবার বশিষ্ঠ ঋষিকে উপেক্ষা করিয়া গৌতম মুনির দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ (১৬)মহর্ষি বৃদ্ধশ্বের দিবোদাস নামে এক পুত্র ও অহল্যা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। অহল্যা গৌতমের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। সত্যধৃতির স্ত্রী উর্ব্বশীর গর্ভে কৃপ নামে পুত্র ও কৃপী নাম্নী কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১৭)দণ্ডক অরণ্যে গৌতম নামে এক ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দেন যে তাঁহার আশ্রমসংলগ্ন স্থানে প্রচুর ধান্য জন্মিবে। এই বর লাভের পর তিনি শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধান্য পরিপক্ক হইয়া উঠিলে ছেদন ও মধ্যাহ্নে অগ্নিতে পরিপক্ক করিয়া অভ্যাগত

অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে দান করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে তথায় অনাবৃষ্টি দেখা দিল। তখন বনবাসী ঋষিগণ বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনাবৃষ্টি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা গৌতমের আশ্রমে অতিসুখে কালযাপন করিলেন। পরে মারীচ নামক ঋষি গৌতমের পুত্র শাণ্ডিল্যের নিকট তদীয় পিতার নিকট বিদায় না লইয়া অন্যত্র গমন অনুচিত বলায়, সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বিদায় নেওয়া তেমন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন না। কিন্তু একটা ছল করিয়া যাওয়ার অভিপ্রায়ে তাঁহারা মায়া দ্বারা একটী গাভী সৃজন করিয়া গৌতমের আশ্রমে ছাড়িয়া দিলেন। গৌতম ইহা বুঝিতে পারিয়া মন্ত্রপূত সলিল ইহার গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই গাভী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পতিত হইল। ঋষিগণকে গমনে উদ্যত দেখিয়া গৌতম তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন আপনি গোহত্যা করিয়াছেন। অতএব আমরা এই স্থানে অবস্থান করিব না। তখন গৌতম তাঁহাদের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে তাঁহারা বলিলেন— গাভী মরে নাই মূর্চ্ছিত আছে। গঙ্গা সলিলস্পর্শে পুনঃ জ্ঞান সঞ্চার হইবে। গৌতম ইহার পরে হিমালয়ে বহুকাল তপস্যা করিয়া মহাদেবের বরে গঙ্গাকে স্বীয় আশ্রম সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক গাভীর চৈতন্য সম্পাদন করেন। এই সময়ে বিমান আরোহণে সপ্তর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া গৌতমের খুব প্রসংশা করিলেন। গৌতম তখন অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে শাপ প্রদান করেন যে, তাঁহারা বেদ বহিস্কৃত হইবেন। বরা-৭১। (১৮)গৌতম নামে একজন ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। বরা-১২১। মরীচির কন্যা সুরূপা মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন এবং সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ নামক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৬। অজস্য, অঙ্গিরা ও অথর্ব্বা দেখ। (১৯) মহর্ষি কৌশল্যের সামবেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য গৌতম ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ। (২০) বরাহ কল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে মহর্ষি সুরক্ষ ব্যাস হইয়াছিলেন এবং মহাদেব গৌতম নামে অঙ্গিরা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্রি, উগ্রতপা, শ্রবণ ও শ্রবিষ্টক নামে তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠ যোগাসক্ত চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩; লি ২৪।

গৌতমী—(১) পূর্ব্বাকালে গৌতমী নাম্নী এক শান্তি পরায়ণা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করেন।

তখন অর্জ্জুনক নামে এক ব্যাধ সেই সর্পকে বন্ধনপূর্ব্বক পুত্রহারা ব্রাহ্মণীর নিকট আনয়ন করে। তখন অর্জ্জুনক, ব্রাহ্মণী, মৃত্যু ও কাল এই চারিজনের মধ্যে কে অপরাধী এই তর্ক উপস্থিত হয়। পরে মীমাংসা হয় যে, এই বিষয়ে কেহই অপরাধী নহে। বালক স্বকর্ম্ম দোষেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৬৮। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গৌতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রয় ও ক্রৌঞ্চকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) গৌতমী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা বাল্যকালে বিধবা হন। অর্ব্বুত অচলের অন্তর্গত নাগ তীর্থে স্নান করিয়া তীর্থ মাহাত্ম্যে গর্ভবতী হন। এই জন্য লোকলজ্জা ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, এক অশরীরী বাণী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলেন ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। তীর্থ মাহাত্ম্যেই এইরূপ হইয়াছে। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৫।

গৌতমী পুত্র—মগধের স্বাতিকর্ণ বংশীয় শিবস্বাতির অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজত্বের পরে, গৌতমী পুত্র একবিংশতি বর্ষ এবং তাঁহার পুত্র পুলোমা অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

গৌতমেশ্বর—কোটি তীর্থে মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক গৌতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌপায়ন—(১) বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু নামে চারিজন ঋষি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। তাঁহারা চারিজন গৌপায়ন ও লৌপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। ঋগ-৫।২৪।১। (২) বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি গৌপায়ন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

গৌর—(১) ব্যাস তনয় শুকদেবের অন্যতমা স্ত্রী ও বহির্ষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরী হইতে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র ও কৃত্বী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮। শুকদেব হইতে ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং যোগমাতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩। (৩) কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব, শুকদেবের তনয় ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৯।

গৌরগ্রীব—অত্রি বংশোৎপন্ন মহর্ষি গৌরগ্রীব একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৭।

গৌরজিন—অত্রি বংশোৎপন্ন মহর্ষি গৌরজিন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, শ্যাবাশ্ব ও

অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-৪১৭।

গৌর পরাশর—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মপ, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন গৌর পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-২০১।

গৌরপৃষ্ঠ—একজন মহর্ষি। মহাভা-সভা-৮।

গৌরপ্রভ—শুকদেবের অন্যতম পুত্র। দেবীভা-১স্ক-১৯।

গৌরব— ব্যাসের তনয় শুকদেব, শুকদেবের তনয় গৌরব, কপিল, কৃষ্ণ ও নীল এই চারিজন। শুকদেবের কন্যার নাম ভামিনী। শিব-ধর্ম্ম-১২১।

গৌরবীতি—অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গৌরবীতি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কৃতি ও গৌরবীতি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর ছিল। মৎ-১৯৬।

গৌরমুখ— (১) ঋষি গৌরমুখ মহর্ষি শমীকের শিষ্য ছিলেন। ইহাদ্বারাই মহর্ষি শমীক স্বীয় তনয় শৃঙ্গীর শাপ বৃত্তান্ত নরপতি পরীক্ষিৎকে জ্ঞাপন করাইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৪১। (২) মহর্ষি গৌরমুখ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া একটী মণি লাভ করিয়াছিলেন। সেই মণির সাহায্যে তিনি ইচ্ছামত সব জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। একদা বারণসীর রাজা দুর্জ্জয় তাঁহার আশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন। মহর্ষি সেই মণির সাহায্যে প্রচুর ভোজ্য বস্তু উৎপাদন করিয়া রাজা ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সকল লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন। রাজা মণির প্রভাব দর্শনে তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু মহর্ষির নিকট পরাস্ত হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। তিনি অরণ্যবাসী হইয়া বিষ্ণুর আরাধনায় তৎপর হইলেন। অবশেষে বিষ্ণুর নিকট বর লাভ করিয়া তাহাতে লীন হইলেন। বরা-১০—১২।

গৌরমুখী—একটী গাভীর নাম। স্কন্দ-নাগ ২৫৯।

গৌরশিরা—মহর্ষি গৌরশিরা একজন প্রাচীন রাজধর্ম্ম প্রণেতা ঋষি। মহাভা-শান্তি-৫৮।

গৌরাশ্ব— প্রাচীনকালের একজন রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৮।

গৌরিক—নরপতি যুবনাশ্বের পত্নী গৌরী হইতে গৌরিক নামে এক চক্রবর্ত্তী ভূপাল জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮।

গৌরিবীতি— শক্তি বংশীয় মহর্ষি গৌরিবীতি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৯।১।

গৌরী—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের পত্নী গৌরী হইতে মহীপতি যুবনাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। গৌরী স্বামী কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্তা হইয়া বহুদা নদীরূপে পরিণতা হইয়াছেন।

হরি-হরি-১২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের কন্যা গৌরী যুবনাশ্বের পত্নী ছিলেন। এই গৌরী মান্ধাতাকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩২। (৩) বরুণের স্ত্রীর নাম গৌরী। মহাভা-অনুশা-১৪৬। (৪) ব্রহ্মা স্বীয় শরীর হইতে গৌরীকে উৎপাদন করিয়া রুদ্রকে সমর্পন করেন। রুদ্র তপস্যার্থ জলে নিমগ্ন হইলে ব্রহ্মা গৌরীকে স্বীয় দেহে বিলীন করেন। পরে সেই গৌরীকে তিনি দক্ষকে প্রদান করেন। এদিকে রুদ্র দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, জল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, পৃথিবী নানাবিধ শোভন বৃক্ষ রাশিতে ও মনুষ্যাদিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার কর্ণ কুহর হইতে বেতাল, ভূত, প্রেত, পূতনা প্রভৃতি সৃষ্ট হইল। সেই সময়ে দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। রুদ্র সেই বেতাল প্রভৃতির সাহায্যে দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বয়ং বিষ্ণু রুদ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রহ্মা উভয়ের বিবাদ মিমাংসা করিয়া দেন। ব্রহ্মা রুদ্রকে গৌরী সম্প্রদান করিতে, দক্ষকে আদেশ করিলেন। দক্ষ রুদ্র হস্তে গৌরীকে সম্প্রদান করিলেন, রুদ্রও দক্ষের যজ্ঞ সম্পাদনের আদেশ দেন। ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে রুদ্রের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এদিকে রুদ্র কর্ত্তৃক দক্ষ যজ্ঞ ও পুরী বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া গৌরী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া হিমালয়ে তপশ্চরণার্থ গমন করেন। তথায় বহুকাল তপস্যায় শীর্ণ কলেবর হইয়া স্বীয় শরীরাগ্নিদ্বারা দেহ ভস্মসাৎ করেন। এই গৌরীই হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উমা নামে অভিহিতা হইলেন। তিনি মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হয়েন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার নিকটে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থনা করেন। উমা তাঁহাকে স্নানান্তে ফলাদি আহার করিতে বলিলনে। বৃদ্ধ গঙ্গা সলিলে স্নানার্থ প্রবেশ করিলে, এক মকর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উমার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উমা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, তিনি যাঁহাকে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছেন, সেই মহাদেবই তাঁহার হস্তধারণ করিয়াছেন। এই বিষয় উমা স্বীয় পিতা হিমালয়কে জ্ঞাপন করিলেন এবং হিমালয় অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রকরে উমাকে সমর্পন করিলেন। বরা-১২২। (৫) পার্ব্বতীর অন্য নাম

গৌরী। হিরণ্যাক্ষ তনয় অন্ধক একদা মন্দর পর্ব্বত ভ্রমণ কালে শঙ্কর পত্নী গৌরীকে দেখিয়া অতিশয় মোহিত হন। তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইলে, প্রহ্লাদ অন্ধককে বিশেষরূপে বারণ করেন। কিন্তু অন্ধক তাঁহার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না। পরে গৌরী শতরূপা হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নির্য্যাতন করেন। বাম-৫৯। (৬) যযাতিবংশীয় রন্তিনারের স্ত্রী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয় ও ত্রিবন নামে দুই তনয় এবং গৌরী নামা এক কন্যা জন্মে। এই গৌরী মান্ধাতার জননী ছিলেন। মৎ-৪৯। অপ্রতিরথ ও অনন্ত দেখ। (৭) কেশিনী গৌরী প্রভৃতি পার্ব্বতীর সহচরী ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। কেশিনী দেখ। (৮) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে গৌরী, সুপ্রভা, বার্ত্তা ও সুমালিকা বরুণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১৯৯। (৯) পার্ব্বতীর এক নাম গৌরী। বায়ু-৯। অপর্ণা দেখ।

গৌরীশ্বর— যে নর, ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে গৌরীশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৬৯।

গ্রন্থিক—চতুর্থ পাণ্ডব নকুল বিরাট রাজ ভবনে গ্রন্থিক নামে পরিচিত হইয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। মহাভা-বিরাট-১২।

গ্রন্থিনী— সুজুনি, আপি, শ্রেণী, সুম্ব, হৃদেচক্ষু, গ্রন্থিনী ও চরণ্যু এই সপ্ত অপ্সরা উর্ব্বশীর সহচরী ছিল। ঋগ-১০।৯৫।৬।

গ্রসন—(১) দেবাসুর সমরে মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি গ্রসনের সহিত যম-রাজের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। মৎ-১৫২। (২) গ্রসন তারকাসুরের সেনাপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে কুমা-১৬।

গ্রহনাথ— সূর্য্যের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

গ্রহেশ্বর—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

গ্রাবদ্রাবা—সমুদ্র মন্থন হইতে, যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, গ্রাবদ্রাবা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ কাশী-পূ-৯।

গ্রাবা (১)গ্রাবা শব্দের অর্থ প্রস্তর। মহর্ষি বশিষ্ঠ, ছদ্মবেশী নিশাচর রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য প্রস্তরের স্তুতি করিয়া-ছিলেন। ঋগ-৭।১০৪।১৭। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা গ্রাবা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। গ্রাবার সন্তান শ্বাপদগণ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

গ্রাবাজিন— দ্বাদশজন শুক্র নামক দেব-গণের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৩২।

গ্রামদ—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গ্রামদ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গ্রামনী—গন্ধর্ব্ব বিশেষ। তাঁহার কন্যা

দেবরবতীকে সুকেশ নামক রাক্ষস বিবাহ করে। রামা-কিষ্কি-৪১, উ-৪।

গ্রাম্যা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, মহাদেব বহু সংখ্যক মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। গ্রাম্যা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

গ্রাম্যায়নি— মহর্ষি গ্রাম্যায়নি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, আর্ষ্টিষেণ ও অরূপি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গ্রাহক— যমের দৌহিত্রী বিরোধিনীর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও বিরোধিনী দেখ।

গ্লাব— মহর্ষি দণ্ডের পুত্র বক নামক ঋষির অন্যনাম গ্লাব। ছান্দো-১ম। বক দেখ।

ঘ

ঘটাশ্ব—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম অনুচর। মৎ-১৬৯।

ঘটেশ—বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী। তাঁহার পুত্র মঙ্গল এবং সেই বিষ্ণুর ঔরসজাত মঙ্গলের তনয়ের নাম ঘটেশ। দেবীভাগ-৯স্ক-৯।

ঘটোৎকচ—(১) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ঘট হাতীর মাথা, উৎকচ কেশশূন্য। তাঁহার মাথা হাতীর মাথার ন্যায় ও কেশশূন্য ছিল বলিয়া তিনি ঘটোৎকচ নামে খ্যাত হন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি কৌরব পক্ষের অনেক সৈন্য ক্ষয় করিলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন কর্ণ উপায়ান্তর না দেখিয়া অর্জ্জুন বধার্থ রক্ষিত ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বধ করেন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৩-১৮৫। (২) ঋষ্যশৃঙ্গ দৈত্যের তনয় বক ও অলম্বুষ। অলম্বুষকে কুরুক্ষেত্র সমরে ঘটোৎকচ বধ করেন। মহাভা-দ্রোণ-১০৯। (৩) আবার মহাভারতের অন্যত্র আছে ঘটোৎকচকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সংহার করেন। ঘটোৎকচের তনয় অঞ্জনপর্ব্বা। মহাভা-দ্রোণ-১৫৬। মৎ-৫৫ অগ্নি-২৭৮।

ঘটোদর— গণশ্রেষ্ঠ ঘটোদর গণেশের সহায়ক অন্যতম গণ ছিলেন। বাম-৫৪। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম অনুচর ঘটোদর। মৎ-১৬৯।

ঘটোদরী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব বহুসংখ্যক মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। ঘটোদরী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ঘণ্ট—(১) পূর্ব্বকালে বারাণসী ধামে বশিষ্ঠবংশসম্ভূত শিবভক্ত ঘণ্ট নামে এক

ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অক্ষত বিল্বদল দ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিয়া মোক্ষলাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৮। (২) ঘণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ ছিল। তিনি একবার ব্রহ্মার দর্শন লালসায়, চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া, তাঁহার আলয়ের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। নারদ ঋষি ইহাকে দেখিতে পাইয়া মহাদেবের নিকট আসিয়া খবর দেন। মহাদেব তাঁহার গণ ঘণ্ট অন্যের উপাসনা করিতেছেন জানিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে, তুমি অচিরে ভূতলে পতিত হইবে। ভূতলে দেবদারু বনে পতিত ঘণ্ট একটী শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া শাপ মুক্ত হন এবং তদবধি সেই লিঙ্গ ঘণ্টেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৫৭।

ঘণ্টক—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে বিনাশ করেন। সৌর-৪৯।

ঘণ্টাকর্ণ—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ ঘণ্টাকর্ণ, দৈত্য অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ মহাদেব ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিষেণ ও কুমুদমালী নামক চারিজন গণকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬।

ঘণ্টাকর্ণী—অন্ধকাসুরের বধকালে বাণীশানুচারী পৃষ্ঠগামিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী, ঘণ্টাকর্ণী, সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করী, চক্রহৃদয়া, ব্যোমচারিনী, শঙ্খিনী, লেখনী ও কামসঙ্কর্ষিনী এই অষ্টমাতৃকা হরির গাত্র হইতে সমুদ্ভূতা হন। মৎ-১৭৫।

ঘণ্টাকর্ণেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম অনুচর ঘণ্টাকর্ণ কাশীতে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামে একটী শিবলিঙ্গ ও একটী কূপ খনন করাইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

ঘণ্টানাদ—কুবেরের অন্যতম মন্ত্রী। একবার দুর্ব্বাসা ঋষি কুবেরের নিকট নানাবিধ ধনরত্ন প্রার্থনা করেন; কিন্তু মন্ত্রী ঘণ্টানাদ অধিক দিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য দুর্ব্বাসার শাপে তিনি কুম্ভীর যোনীতে জন্মলাভ করেন। গর্গ-দ্বারকা-১০—১১।

ঘণ্টারবা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন ঘণ্টারবা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ঘণ্টীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গের নাম। স্কন্দ-কাশী উ-৬৫।

ঘণ্টেশ—বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে ও বসুধার গর্ভে মঙ্গলগ্রহের জন্ম হয়। এই মঙ্গলের পুত্র ঘণ্টেশ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৯।

ঘণ্টেশ্বর—(১) উপেন্দ্রের স্ত্রী পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে প্রসব করেন। ব্রহ্ম-বৈ-

ব্রহ্ম-৯। (২) ঘণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ ছিল। তিনি মহাকাল বনে যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন, তাহাই ঘণ্টেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৫৭।

ঘন—একজন রাক্ষস দলপতি। রামা-সুন্দ-৬।

ঘনদংষ্ট্রা—স্বর্গের একজন অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮।

ঘনদা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ঘনদা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ঘনবাহ--গন্ধর্ব্বরাজ ঘনবাহের গন্ধর্ব্বসেনা নামে এক কন্যা ছিল। তাঁহাকে শিখণ্ডী শাপ দেন। মহর্ষি গোশৃঙ্গ তাঁহাকে সোমবার ব্রত ও সোমনাথের আরাধনার উপদেশ দেন। ঘনবাহ সোমেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা করেন ও ঘনবাহেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৪।

ঘনবাহন— কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে নিষধ পর্ব্বতের উপরে স্বয়ম্প্রভা নামে এক পুরী আছে। তথায় ঘনবাহন নামে গন্ধর্ব্বপতি বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম গন্ধর্ব্বসেনা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪—২৫। গন্ধর্ব্বসেনা দেখ।

ঘনবাহেশ্বর— গন্ধর্ব্বরাজ ঘনবাহ সোমতীর্থে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম ঘনবাহেশ্বর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৪।

ঘনস্বনা— দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, উদপানতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘনস্বনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

ঘনাহ্ব--দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে হিমালয় তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় গণ স্বর্ণমালা ও ঘনাহ্বকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ঘনোদরী—মতঙ্গ নামক এক ব্যাধের স্ত্রী। মতঙ্গ শিবরাত্রি দিনে বিল্ববৃক্ষে যাপন করিতে বাধ্য হয় এবং সেই বৃক্ষের শাখা ও পত্র ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করে। সেই বৃক্ষমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল; তাঁহার মস্তকে বিল্বপত্র ও জল পতিত হয়। মতঙ্গ গৃহে আগমন না করায় তাহার স্ত্রীও সেই রাত্রিতে আহার করে নাই। তাহাদের অভুক্ত অন্ন এক কুক্কুর ভক্ষণ করে। এই পুণ্যের ফলে, তাহারা শিবলোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩৩।

ঘর্ঘর— জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন করেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

ঘরবাক্—দ্বারকা তীর্থের দক্ষিণ দিক রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার ১৭।

ঘর্ম্ম—প্রথ, সপ্রথ ও ঘর্ম্ম নামক ঋষিত্রয় বিশ্বদেবের স্তব করিয়া ঋগ্বেদের কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৮।১।

ঘস—(১)দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, বায়ু তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) বরুণদেব স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে কার্ত্তিকেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

ঘস্মর—(১) দৈত্যপতি জলন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৫। (২) ঘস্মর একবার দৌতকার্য্যে ইন্দ্র সভায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে মহাদেব হস্তে পরলোক গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-৯৭, ১০২।

ঘুশ্মা—দক্ষিণ দিকে দেব নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার নিকটে ভরদ্বাজ বংশীয় সুধর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুদেহা ছিল। সুদেহা অনপত্য ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার ঘুশ্মানাম্নী ভ্রাতৃষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার স্বামীর আবার বিবাহ দেন। যথাকালে ঘুশ্মা একটী পুত্র প্রসব করেন। সুদেহা হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সেই পুত্রকে বধ করেন। কিন্তু শিবভক্তি পরায়ণা ঘুশ্মা সেজন্য বিচলিতা না হইয়া, পূজার্চ্চনায় নিযুক্তা থাকেন। ইহাতে মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহার পুত্রকে জীবিত করিয়া দেন এবং তাঁহার পুণ্যের ফলে ও প্রার্থনায় সুদেহাও পাপ মুক্তা হন। ঘুশ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম ঘুশ্মেশ্বর। শিব-জ্ঞান-৫৮।

ঘুশ্মেশ, ঘুশ্মেশ্বর—ঘুশ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ঘুশ্মেশ্বর নামে খ্যাত। শিব-জ্ঞান-৫৮। ঘুশ্মা দেখ।

ঘূর্ণিকা—গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর পরিচারিকা ঘূর্ণিকা ছিল। মহাভা-আদি-৭৮। এই পরিচারিকাই দেবযানীর কূপে পতিত হওয়ার সংবাদ শুক্রাচার্য্যকে প্রদান করে। মৎ-২৭।

ঘৃণি—মরীচির পত্নী ঊর্ণার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৮৫। ঊর্ণা দেখ।

ঘৃত—(১) যযাতি বংশীয় ধর্ম্মের তনয় ঘৃত, ঘৃতের তনয় দুদুহ, দুদুহের তনয় প্রচেতা। হরি হরি-৩২। (২) যযাতি বংশীয় শরদ্বানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ঘৃত, ঘৃতের তনয় বিদুষ। মৎ-৪৮।

ঘৃতপ—এক শ্রেণীর দেবতা। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

ঘৃতপায়ী—একজন মহর্ষির নাম। মহাভা-শান্তি-১৬৬।

ঘৃতপৃষ্ঠ—বৈবস্বত মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের পত্নী বর্হিষ্মতী হইতে ঘৃতপৃষ্ঠের জন্ম হয়। তিনি পিতৃ নির্দ্দেশে ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি হন। ভাগ-৫স্ক-২। ঘৃতপৃষ্ঠের মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, আত্মা,

ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ ও বনস্পতি নামে সাত পুত্র ছিল। তিনি স্বীয় পুত্রদের মধ্যে উক্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া দিয়া জগন্ময় হরির চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-২০। স্কন্দ পুরাণ মতে তাঁহার নাম ঘৃতপৃষ্ঠি।

ঘৃতস্থলা— পঞ্চচূড়া বিশিষ্ঠা অপ্সরা বিশেষ। বায়ু-৬৯।

ঘৃতা—অপ্সরা বিশেষ। লি-৫৫।

ঘৃতাচী—(১) অপ্সরা বিশেষ। তাঁহার গর্ভে ও রাজা কুশের পুত্র কুশনাভের ঔরসে শত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি চুলীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩। (২) ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৫। (৩) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-১৬৬। (৪) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, অমরসা ও বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। ইহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী। লি-৬৩। (৫) মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে কপিঞ্জল জন্মগ্রহণ করেন। এই কপিঞ্জলই ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি নামে খ্যাত। লি-৬৩। (৬) অত্রির ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে বহ্নি ও বেদ বেদাঙ্গ নিরত স্বস্ত্যাত্রেয় ঋষিগণ এবং কুশাঙ্গের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে নৈধ্রুব জন্ম গ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৭) ঘৃতাচী, উর্ব্বশী প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যকে পরিতুষ্ট করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। (৮) একবার বিশ্বকর্ম্মার শাপে, প্রয়াগে ঘৃতাচী, মদন নামক গোয়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচীর শাপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করেন। এই ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপকন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে মালাকর, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, (তাঁতী) কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৯) কুবেরের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (১০) ইন্দ্র কর্ত্তৃক শাপগ্রস্তা হইয়া ঘৃতাচী, কুকুৎস্থ, নরপতির গো নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই গোকে রাজা যযাতি বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩০। (১১) পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে বেদবতীর জন্ম হয়। ইহার সহিত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়। বাম-৬২, ৬৫। (১২) বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। (১৩) রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে ভদ্রা প্রভৃতি

দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০; বায়ু ৭০। (১৪) অন্যতমা বৈদিকী অপ্সরা। হরি-হরি-২১৮। কাশ্যা দেখ। (১৫) ঘৃতাচী একবার কালীরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-৭। (১৬) এক বার ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ কুবেরের আলয়ে উপস্থিত মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে নৃত্য গীত দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-৪৩। অন্য একবার হিরণ্যকশিপুর আলয়ে নৃত্য করিয়াছিল। মৎ-১৬১। (১৭) জালন্ধর দৈত্যের আলয়ে ঘৃতাচী নৃত্য করিত। পদ্ম-উত্ত-৮। (১৮) ঘৃতাচী ও বিশ্বাচী নামা অপ্সরাদ্বয় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করে। বায়ু-৫২। (১৯) একবার ইন্দ্র মহর্ষি ত্রিশিরার উগ্র তপশ্চর্য্যায় ভীত হইয়া তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাকে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হয়। দেবীভাগ-৬স্ক-১। (২০) পঞ্চ চূড়া বিশিষ্টা স্বর্গীয় অপ্সরা। বায়ু-৬৯। (২১) একবার ঘৃতাচী অগস্ত্য শাপে রাক্ষসী দেহ প্রাপ্ত হয়। পরে কপিতীর্থে স্নান করিয়া শাপমুক্তা হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৯।

ঘৃতাশী—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

ঘৃতেয়ু— পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৮। ঋচেয়ু দেখ।

ঘোর—(১) অঙ্গিরা গোত্রিয় মহর্ষি ঘোরের পুত্র কণ্ব ঋষি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। ঋগ-১।৩৬।১। (২) মহর্ষি অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল পুণ্যবান্ মহাত্মা দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮৫। (৩) একজন দৈত্যপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২। (৪) ইন্দ্র দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যপতি ঘোরকে শক্তি প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করেন। পদ্ম সৃষ্টি-৭৫। (৫) একজন রুদ্র। অগ্নি-৮৫।

ঘোরঘণ্ট— অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব ঘোরঘণ্ট নামক গণ-নায়ককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৫১।

ঘোরতপা— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

ঘোরদর্শন— একজন দৈত্যপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

ঘোরনাদ— অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব ঘোরনাদ নামক গণ-নায়ককে পাঠাইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৫১।

ঘোররূপী— (১) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

ঘোরাসুর—দেবাসুরের হালাহল নামক সমরে ঘোরাসুর নিহত হয়। মৎ-৪৫।

ঘোষ—ব্রহ্মার পুত্র মনু, দক্ষের অরুন্ধতী,

বসু, যামী, লম্বা, ভীমা, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা নাম্নী দশ কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লম্বা ঘোষকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩। ধর্ম্ম, প্রজাপতি দক্ষের লম্বা প্রভৃতি দশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লম্বা হইতে ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-২০৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশে ঘোষ নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে ঘোষতীর্থ হইয়াছে। স্কন্দ-বিষ্ণু-আব-৭

ঘোষগণ— ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী লম্বা হইতে ঘোষগণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

ঘোষবসু— মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু, ঘোষবসুর তনয় বজ্রমিত্র; বজ্রমিত্রের পুত্র ভাগবত। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

ঘোষা— কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা হওয়াতে কেহ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পিতৃগৃহেই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন। পরে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া তিনি রোগমুক্তা হইয়া পতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুহস্তী। ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্রও রচনা করেন। ঋগ-১।১২০।৫; ১০।৩৯।৪০।

ঘোষধিষ্ঠাতাদেবগণ— প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে লম্বা প্রভৃতি দশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। লম্বা হইতে ঘোষধিষ্ঠাতাদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩।

ঘ্রাণশ্রবা— দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঘ্রাণশ্রবা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৬।

চ

চকোর— মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি সুনন্দনের পুত্র চকোর, চকোরের পুত্র বটক। ভাগ-১২স্ক-১। মগধের স্বাতিকর্ণবংশীয় নরপতি চকোর ছয় মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মৎ ২৭৩।

চকোরশতকর্ণী, চকোরশাতকর্ণী—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি সুন্দরশাতকর্ণীর পুত্র চকোরশাতকর্ণী, চকোরশাতকর্ণীর পুত্র শিবস্বাতি, শিবস্বাতির পুত্র গৌতমীপুত্র। বিষ্ণু ৪র্থ ২৪।

চকোরাক্ষী— সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চক্র—(১)কুরুদেশ বজ্রাগ্নিদগ্ধ হইলে পর, মহর্ষি চক্রের পুত্র উষস্তি দুর্গতি প্রাপ্ত

হন এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত যৌবনা স্ত্রীর সহিত তিনি তখন ইভ্য গ্রামে বাস করেন। ছান্দো-১মঅ-১০খ-১। (২) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র চক্র, রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি-৫৭। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, ত্বষ্টা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়গণ চক্র ও অনুচক্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে ভানু, দীপ্তিমান্, ভ্রমরতেক্ষণ, তাম্র, চক্র ও জলন্ধম নামে সাত পুত্র এবং চারিটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭। (৫) একজন বানর সেনাপতি। লঙ্কা সমরে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৩।

চক্রক—মহর্ষি চক্রক বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

চক্রতীর্থ— দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, চক্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুবক্রাক্ষকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

চক্রধনুঃ—চক্রধনুঃ নামে মহর্ষি, সূর্য্য হইতে দক্ষিণদিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পরে সগরবংশ ধ্বংশকারী কপিল নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাভা উদ্-১০৮।

চক্রধর—বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

চক্রধর্ম্মা— বিদ্যাধরদিগের অধিপতি চক্রধর্ম্মা, কুবেরের একজন অনুচর ছিলেন। মহাভা-সভা-১০।

চক্রধারী—বিষ্ণুর এক নাম। বৃহন্না-১১

চক্রনেমী— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চক্রনেমী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চক্রপাণি--বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-১৪। স্কন্দ-কাশী-উ ৫৮।

চক্রবর্ম্মা—দনায়ুধার পঞ্চ পুত্রের অন্যতম বলি, বলির পুত্র কুম্ভিল ও চক্রবর্ম্মা। তাঁহারা উভয়েই মহাবীর্য্যশালী ও অপ্রতিমতেজা ছিলেন। বায়ু-৬৮। বলি দেখ।

চক্রবাক্— তাম্রা দেবীর অন্যতমা কন্যা ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে চক্রবাকের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৬।

চক্রমন্দ—একজন নাগরাজ। মহাভা-মৌষল-৪।

চক্রমালী— লঙ্কা সমরে নিহত জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯০।

চক্রযোধী—দানবপতি বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও তদীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী, হিরণ্যকশিপুর আপন ভগিনী সিংহিকার গর্ভে চক্রযোধী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-২১।

চক্ররথ—মহর্ষি চক্ররথ পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণে-৬।

চক্রহৃদয়া— অন্ধকাসুরের রক্ত পান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন চক্রহৃদয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-২৭৯।

চক্রাক্ষ—কশ্যপ-স্ত্রী খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চক্রাক্ষী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কুমারের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

চক্রাঙ্গী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কুমারের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

চক্রী—মহর্ষি চক্রী একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

চক্ষু—(১) মহর্ষি চক্ষু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের আরাধনা করিয়া অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-৯।১০৬।১। (২) ধর্ম্মের পত্নী মরুত্বতী হইতে অগ্নি, চক্ষু জ্যোতি, হবি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষয়, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্মন্ত, চিত্ররশ্মি, নিবোধী, জয়োন, অস্তুতি, চারিত্র, বহুপন্নগ, বৃহন্ত ও বৃহন্তুত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৩) চক্ষু হইতে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। ভাগ-৮স্ক-৫। (৪) যযাতি বংশীয় অনুর পুত্র সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এই তিন জন। ভাগ-৯স্ক-৫। (৫) পুরুবংশীয় নরপতি পুরুজানু হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদীষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ইঁহারা পাঞ্চাল নামে খ্যাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি রিপুর পুত্র চক্ষু। চক্ষু বীরণ প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ যে পঞ্চদশ স্বীয় অনুচরকে প্রদান করেন, চক্ষু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। অন্ধক দেখ। (৮) চক্ষু মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

চক্ষুশ্রবা—চক্ষুশ্রবা নামে একজন নাগরাজ ছিলেন। বরা-১৪।

চচাগী— ভরদ্বাজ ও কুৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা শীহোলিয়া গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদের গোত্রদেবীর নাম চচাগী ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

চঞ্চলা—বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর অন্য নাম। দেবীভাগ-৬স্ক-১৭।

চঞ্চু—রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হরিত, হরিতের তনয় চঞ্চু, চঞ্চুর তনয় বিজয় ও সুদেব। হরি-

হরি-১৩। চক্ষুর তনয় বিজয় ও বসুদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

চঞ্চুল—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র চঞ্চুল। হরি-হরি-২৭।

চটিকা—পুরাকালে বারাণসী নগরীতে মাণ্টী নামে মহাযশস্বী রুদ্রজপ পরায়ণ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাদেবের বরে তাঁহার পত্নী চটীকা দীর্ঘকাল গর্ভ ধারণ করিয়া কালভীতি নামে এক পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

চটুলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

চণ্ড—(১) মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজেশ, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড ও ধ্রুব এই একাদশ রুদ্র মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মৎ-১৫৩। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের চণ্ড ও মুণ্ড নামক অমাত্যদ্বয় তাঁহার দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা মহিষাসুরকে কাত্যায়নীর রূপ-লাবণ্যের কথা বলিয়াছিল। বাম-১৯। ইহাতেই তুমুল যুদ্ধ হয় এবং চণ্ড ও মুণ্ড কৌশিকী হস্তে নিহত হয়। বাম-৫৫। (৩)দেবসেনাপতি স্কন্দের অন্যনাম চণ্ড। মহাভা-বন-২৩০। (৪) মহাদেবের অন্যতম অনুচর চণ্ড, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ কালে নির্ঋতি সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্কন্দ মাহে কেদা-৪। (৫) রাজা বিদূরথের কন্যা ও বৎসপ্রীর মহিষী, মুদাবতী (সুনন্দা) হইতে চণ্ড প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মার্ক-১১৭।

চণ্ডক—(১) একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) চণ্ডক নামে এক দুরাচার ক্ষৌরকার ছিল। পদ্ম উ-২০৯।

চণ্ডকপাল—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, একদা অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদাঘাত করেন। সেই গদাঘাতে মস্তক হইতে রুধির ধারা বহির্গত হইতে থাকে। সেই রুধির ধারা হইতে বিদ্যারাজ রুদ্র, চণ্ডকপালাদি চারিজন ললিতরাজ, বিঘ্নরাজ নামে চারিজন ভৈরবের উদ্ভব হইয়াছিল। বাম-৭০।

চণ্ডকোপ—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি, তিনি পার্ব্বতীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার শূলাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭।

চণ্ডকৌশিক—কাক্ষীবান্ গৌতমের পুত্র মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী জরাসন্ধকে প্রসব করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-১৬, ১৭।

চণ্ডতাপন—মহাদেবের অন্যতম গণ। মহাদেবের অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে, চণ্ডতাপন দৈত্য অন্ধকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

চণ্ডতুণ্ডক—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয়। তন্মধ্যে

চণ্ডতুণ্ডক একজন। মহাভা-উদ্-২০০।

চণ্ডনায়িকা—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩

চণ্ডবতী—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডবল—লঙ্কা সমরে কুম্ভকর্ণ, চণ্ডবল ও বজ্রবাহু নামক বানরদ্বয়কে গ্রাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৫।

চণ্ডবিক্রমা—কাশীস্থিতা অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

চণ্ডভার্গব—চ্যবন ঋষির বংশীয় মহর্ষি চণ্ডভার্গব, জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৪।

চণ্ডমারী—শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত সমরে কৌশিকী দেবী তাঁহার মস্তক হইতে এক গাছি জটা ছিঁড়িয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে চণ্ডমারী আবির্ভূতা হন। তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বন্ধনপূর্ব্বক কৌশিকী হস্তে সমর্পন করেন। চণ্ডমারী নিহত চণ্ড মুণ্ডের মস্তকের মালা ধারণ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। বাম-৫৫।

চণ্ডমুণ্ড—মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃ-৫।

চণ্ডমুণ্ডা—কাশীস্থিত একটী যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

চণ্ডরূপা—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডশর্ম্মা—চমৎকার পুরে চণ্ডশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জল ভ্রমে সুরা পান করিয়া পাপ লিপ্ত হন এবং পরে গঙ্গা স্নান করিয়া পাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-৭০।

চণ্ডশিতা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে ব্রহ্মযোনী-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চণ্ডশিতাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

চণ্ডশ্রী—মগধের কান্বায়ন বংশীয় নরপতি বিজয়ের পুত্র চণ্ডশ্রী, দশ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে পুলোমা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

চণ্ডহস্ত—রেবাতীর্থে অমরেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে চণ্ডহস্ত নামক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৯।

চণ্ডা—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চণ্ডা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডাংশু—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চণ্ডাংশুতাপন—দুর্গাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

চণ্ডাখ্য—মহাদেবের একটী গণ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

চণ্ডাশ্ব—মনুবংশীয় নরপতি কুবলাশ্বের (অন্য নাম ধুন্ধুমার) চণ্ডাশ্ব, দৃঢ়াশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। লি-৬৫।

চণ্ডিকা, চণ্ডী—চণ্ডমারী দেবীর অন্য নাম চণ্ডিকা ও চণ্ডী। বাম-৫৬; বায়ু-৯।

চণ্ডী—মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতীর অন্য নাম। সৌর-৪৯।

চণ্ডীশ—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-উত্ত-১৩।

চণ্ডীশলিঙ্গ—প্রভাস ক্ষেত্রে চণ্ডীশলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-প্রভা-৪২।

চণ্ডেশ—(১) মহাদেবের অন্যতম অনুচর চণ্ডেশ। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে তিনি সূর্য্যদেবকে পরাস্ত করেন। ভাগ-৪স্ক-৫। (২) মহাদেবের অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে, চণ্ডেশ অন্ধক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

চণ্ডোগ্র—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডোদরী— রাক্ষসী বিশেষ। সে অশোকবনে আবদ্ধা সীতাকে রাবণের প্রতি অনুগামিনী করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিত। রামা-সুন্দ-২৪।

চণ্ডোনায়িকা— অন্যতমা যোগিনী। কালিকা-৬৩।

চতুরক্ষ—অববোধের অন্যতম পুত্র। বরা-৫২। অহং দেখ।

চতুরঙ্গ--অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদের, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রসাদে চতুরঙ্গ নামক এক পুত্র হয়। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্প। হরি-৩১। যযাতিবংশীয় সত্যরথের পুত্র দশরথ। দশরথের তনয় চতুরঙ্গ (অন্যনাম লোমপাদ) তনয়া শান্তা। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ মৎ-৪৮। লোমপাদের পুত্র চতুরঙ্গ। অগ্নি-২৭৭। যযাতি বংশীয় চিত্ররথের তনয় চতুরঙ্গ। চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ। ৯স্ক-২৩। বায়ু-৯৯।

চতুর্ভুজ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চতুরশ্ব— চতুরশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

চতুর্থী— মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতমা কন্যা হবিষ্মতির অন্য নাম চতুর্থী। মহাভা-বন-২১৮। অঙ্গিরা ও হবিষ্মতী দেখ।

চতুর্দন্ত— কাশীস্থিত একটী গণপতি। তাঁহার দর্শনে বিঘ্ন নাশ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ ৫৭।

চতুর্দ্দশী--ত্বষ্টার কন্যা চতুর্দ্দশীকে, প্রাগ্‌-জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুর বল-পূর্ব্বক প্রমথিত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১২০।

চতুর্দ্দংষ্ট্র— দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চতুর্দ্দংষ্ট্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। দেবাসুর সমরে ঐরাবতী নদী স্কন্দের সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চতুর্দ্দংষ্ট্রকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। দেবাসুর সমরে স্কন্দের সাহায্যার্থ মাতৃকা জটাধরা স্বীয় অনুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ,

চতুর্দ্দংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দশানন, সোমাপ্যায়ন, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম ৫৭।

চতুর্ব্বক্ত্র— শিবের অন্যতম অনুচর চতুর্ব্বক্ত্র শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে সপ্ততি কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩; স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৩।

চতুর্ভুজ—কশ্যপ পত্নী খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

চতুর্ম্মুখ—মহাদেবের অন্য নাম। একদা তিলোত্তমা মহাদেবকে প্রলোভিত করিবার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাকে দেখিবার জন্য যোগবলে মহাদেবের চারিদিকে চারিটী মুখ বহির্গত হইল। তিনি পূর্ব্ব মুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণীগণের সুখ সমৃদ্ধি সাধন ও দক্ষিণ মুখ দ্বারা প্রাণীগণকে সংহার করেন। মহাভা-অনুশা ১৪১। ব্রহ্মার এক নাম। দেবীভা-১০স্ক-১৩। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৮।

চতুর্ম্মুখেশ্বর—কাশীস্থিত চতুর্ম্মুখ গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

চতুষ্কর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুষ্কর্ণী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুষ্পথনিকেতা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুষ্পথনিকেতা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুষ্পথরতা--দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুষ্পথরতা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুষ্পাদ—খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চত্তরবাসিনী--দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চত্তরবাসিনী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চন্দনানকদুন্দুভি— চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিলোমকের পুত্র নল। এই নল সঙ্গীতে তুম্বুরু সদৃশ বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চন্দনানকদুন্দুভি নামেও বিখ্যাত ছিলেন। নলের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় বসু। লি-৬৯।

চন্দনী— রাধিকার অন্যতমা সহচরী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

চন্দনোদকদুন্দুভি— (১) অন্ধক বংশীয় নরপতি ভবের অন্য নাম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি আনকদুন্দুভির অন্য নাম চন্দনোদকদুন্দুভি। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

চন্দ্র—(১) ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র। ভগবান ব্রহ্মা চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র ও ওষধি দ্বিজগণের আধিপত্যে

অভিষেক করেন। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজসূয় যজ্ঞ প্রভাবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন তাঁহার অহঙ্কার উপস্থিত হয়। সেই মদদোষ প্রযুক্ত তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ব্রহ্মা চন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ বার বার যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পন করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষনিবন্ধন শুক্র চন্দ্রের সহায় হইলেন। ভগবান রুদ্র মহর্ষি বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার নিকট বিদ্যালাভ করিয়া শিষ্য হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি বৃহস্পতির সহায় হইলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া, জম্ভ ও কুজম্ভ প্রভৃতি দানবগণ তাঁহার সাহায্যার্থ মহান্ উদ্যোগ করিলেন। এদিকে সমুদয় দেব সৈন্য সহায় ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তারার নিমিত্ত সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া ইহার "তারকাময় সংগ্রাম" নাম হইল। এই প্রকারে দেবাসুর সংগ্রামে ক্ষুব্ধ হৃদয় অশেষ জগৎ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা, শুক্র, শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পন করেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া কহিলেন, আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরস জাত সন্তান তোমার ধারণ করা উচিত নহে। তুমি ইহা পরিত্যাগ কর। তারা বৃহস্পতির বাক্যে সেই গর্ভ ঈষিকা স্তম্বে পরিত্যাগ করিলেন। নিক্ষেপ মাত্র সমুৎপন্ন সেই পুত্র স্বীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজ অভিভব করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ সন্দিহান ভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুভগে, তুমি সত্য করিয়া বল, এই পুত্র কাহার?—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির। দেবগণ এই কথা বলিলে তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও তারা নিরুত্তর রহিলেন। তখন সেই কুমার তাঁহার মাতা তারাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন—অয়ি! দুষ্ট স্বভাবে জননি! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না? অলীক লজ্জাবতি! তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে দিতেছি যে, আর কেহই তোমার ন্যায় মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তারাকে কহিলেন—বৎসে! এই পুত্র কাহার—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির? তখন তারা লজ্জা জড়িত ভাবে কহিলেন—চন্দ্রের। তখন ভগবান চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—হে বৎস!

সাধু, সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে। এই কারণে তোমার নাম বুধ হইল। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (২) দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে মহাদেবের প্রধান গণ বীরভদ্র পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চন্দ্রকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৫। (৩) ক্ষীরোদ সমুদ্রে মহর্ষি অত্রির নেত্রমূল হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৪) চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে সাতাশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে রোহিণীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন বলিয়া অন্যান্য কন্যারা চন্দ্রের বিরুদ্ধে পিতা দক্ষের নিকট অভিযোগ করেন। দক্ষ, জামাতা চন্দ্রের এবম্প্রকার ব্যবহারে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই জন্য চন্দ্র ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হন। শিব তাঁহাকে মস্তকে স্থান প্রদান করেন এবং সেই হইতে শিবের নাম চন্দ্রশেখর হয়। চন্দ্র শিবের অনুগ্রহে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিলে, আবার রোহিণীর অন্যান্য ভগিনীরা দক্ষের নিকট পূর্ব্বরূপ অভিযোগ করিলেন। দক্ষ শিব সমীপে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু শিব চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু মধ্যস্থ হইয়া শিবকে চন্দ্রের অর্দ্ধ এবং দক্ষকে চন্দ্রের অর্দ্ধ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৫) দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা একদিন স্নান করিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। এমন সময়ে চন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এবং তাঁহার সহিত সহবাস প্রার্থনা করেন। তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেও চন্দ্র তাঁহাকে হরণ করেন। এবং দীর্ঘকাল চন্দ্র সহবাসে থাকিয়া গর্ভবতী হন ও বুধকে প্রসব করেন। চন্দ্র, তারাকে যখন আক্রমণ করেন, তখন তারা চন্দ্রকে শাপ দেন যে,—তুমি রাহুগ্রস্ত, মেঘাচ্ছন্ন, পাপদৃশ্য, কলঙ্কী ও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৬) চন্দ্র দক্ষের কৃত্তিকাদি সাতাশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহাদের গর্ভে চন্দ্রের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই, কারণ দক্ষ শাপে তিনি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৭) সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে রাহুর সহিত চন্দ্রের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৮) মনুবংশীয় নরপতি বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। ভাগ-৯স্ক-৬। (৯) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নগ্নজিতীর গর্ভজাত দশপুত্রের অন্যতম চন্দ্র। ভাগ ১০স্ক-৬১। (১০) রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী, অপ্সরা হইতে জলদা, ভদ্রা, অভদ্রা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা ও

বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই অত্রির পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে ভদ্রা হইতে চন্দ্রের জন্ম হয়। লি-৬৩। (১১) চন্দ্র নামে অসুর ভূতলে জন্মিয়া কাম্বোজ দেশে চন্দ্রবর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত নরপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (১২) দক্ষযজ্ঞে চন্দ্র স্বীয় পত্নী রোহিণীর সহিত ধনাধিপতিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাম-২। (১৩) বলিরাজের অন্যতম পুত্র চন্দ্র। মৎ-৬। (১৪) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

চন্দ্রক— শিবের অন্যতম অনুচর চন্দ্রক, মহর্ষি উপমন্যুর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। লি-১০৭।

চন্দ্রকলা— সমুদ্র মন্থন হইতে উদ্ভবা অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চন্দ্রকান্তি— দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চন্দ্রকান্তি তাঁহারই অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। অমৃতা দেখ।

চন্দ্রকেতু— (১) সূর্য্যবংশীয় নরপতি রাজা দশরথের চারি পুত্রের অন্যতম লক্ষ্মণ ছিলেন। লক্ষ্মণের তনয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। অশেষ দেখ। (২) অযোধ্যা-পতি মহারাজ দশরথের পৌত্র ও লক্ষ্মণের পুত্র। ইহার অপর ভ্রাতার নাম অঙ্গদ। চন্দ্রকেতু মল্লদেশে চন্দ্রকান্তি নাম্নী নগরী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। রামা-উত্ত-১১৫। (৩) বিক্রান্ত নামক বলশালী গন্ধর্ব্বের ঔরসে চন্দ্রকেতু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। (৪) মহাবীর চন্দ্রকেতু দুর্য্যোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে যুদ্ধ করিয়া অভিমন্যু হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৪৮।

চন্দ্রগিরি— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি তারা-পীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি হইতে ভানুচন্দ্র, ভানুচন্দ্র হইতে শ্রুতায়ু জন্ম-গ্রহণ করেন। লি-৬৬।

চন্দ্রগুপ্ত—শিশুনাগবংশীয় শেষ অধিপতি নন্দকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য পণ্ডিতের সহায়তায় মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মৌর্য্যবংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র বারিসার। মৌর্য্যবংশীয় দশজন ভূপতি এক শত সাইত্রিশ [১৩৭] বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। ভাগ-১২স্ক-১। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার, বিন্দুসারের পুত্র অশোক এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সহায়তায় মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া চতুর্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্তের পর ভদ্রসার(ভাগ—বারিসার; বিষ্ণু—বিন্দু-সার) পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর ভদ্রসারের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ষড়বিংশ বৎসর রাজ্য শাসনের পর

পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র কুনাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট বৎসর রাজত্ব করার পর গতায়ু হন। তৎপর কুনালের পুত্র বন্ধুপালিত আট বৎসর, বন্ধুপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর, তৎপুত্র দেববর্ম্মা সাত বৎসর, দেববর্ম্মার পুত্র শতধর আট বৎসর, তৎপুত্র বৃহদশ্ব সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে সেনাপতি পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশের শেষ রাজাকে বধ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহা হইতে মগধে শুঙ্গ বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বায়ু-৯৯।

চন্দ্রচূড়— মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-অব ৪৫।

চন্দ্রতাপন— শিবের অন্যতম অনুচর চন্দ্রতাপন শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে সাত কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

চন্দ্রদত্ত—চন্দ্রদত্ত নামে এক কিন্নর ছিল। বরা-৮১।

চন্দ্রদমন— দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৬।

চন্দ্রদেব— পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের চক্র রক্ষক ছিলেন। তিনি কর্ণের শরে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-৫০।

চন্দ্রক্রম— গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্ত হইতে চন্দ্রক্রম, হরিষেন প্রভৃতি নরমুখ কিন্নরগণের উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

চন্দ্রপর্ব্বত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় তারাপীড়ের তনয় চন্দ্রপর্ব্বত, চন্দ্রপর্ব্বতের তনয় ভানুরথ, ভানুরথের পুত্র শ্রুতায়ু। অগ্নি-২৭৩।

চন্দ্রপ্রভ— (১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নাম্নী পরম রূপবতী দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতীকে যদুবংশীয় গদ বিবাহ করেন। এই চন্দ্রবতীর গর্ভে চন্দ্রপ্রভ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৫১—৫৩। (২) যক্ষপতি মনিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মনিভদ্র দেখ।

চন্দ্রপ্রভা—(১) দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চন্দ্রপ্রভা তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। (২) পুরাকালে মথুরা দেশে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল। চন্দ্রপ্রভা। বরা-১৮০। চন্দ্রসেন দেখ। (৩) মহর্ষি নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদনার্থ যে সকল অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দেবীভা-৪র্থস্ক-৬।

চন্দ্রবতী—দৈত্যরাজ সুনাভের অন্যতম কন্যা ও যদুবংশীয় গদের স্ত্রী। চন্দ্রবতীর পুত্র চন্দ্রপ্রভ। হরি-হরি-১৫৩। সুনাভ ও চন্দ্রপ্রভা দেখ।

চন্দ্রবর্ম্মা—কাম্বোজ দেশের অধিপতি। মহাভা-আদি-৬৭।

চন্দ্রবিমর্দ্দন—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪। সিংহিকা দেখ।

চন্দ্রবীজ—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি ভাব্যের পুত্র চন্দ্রবীজ, চন্দ্রবীজের তনয় লোমধি। ভাগ-১২স্ক-১।

চন্দ্রভ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন চন্দ্রভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

চন্দ্রভাগা—দুর্গার এক নাম চন্দ্রভাগা। শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক অন্বেষণে জাম্বুবানের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করায় রুক্মিণী অতিমাত্র চিন্তিতা হইয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৬।

চন্দ্রভানু—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী ও সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অবিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। (২) চন্দ্রভানু শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান অনুচর ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩২। (৩) রাধিকার অন্যতম দ্বার রক্ষক চন্দ্রভানু। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫।

চন্দ্রভাস—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে পৃথূদকতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চন্দ্রভাস প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

চন্দ্রমনস—বাণের পত্নী লোহিতী হইতে চন্দ্রমনস জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৭। লোহিতী দেখ।

চন্দ্রমর্দ্দন—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা সিংহিকা হইতে চন্দ্রমর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫।

চন্দ্রমসী—বৃহস্পতির ভার্য্যা মনস্বিনী চন্দ্রমসী হইতে পরম পবিত্র ছয় পাবক ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-২১৭।

চন্দ্রমা—(১) নরপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম চন্দ্রমা। হরি-হরি ৩। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনু হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) চন্দ্রের অন্য নাম চন্দ্রমা। তিনি প্রজাপতি দক্ষের রোহিণী প্রভৃতি সাতাইশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭।

চন্দ্রমুখী—কংসের মালা চন্দন বাহিকা কুব্জা, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়া মুক্তিলাভ করেন এবং গোলকধামে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রমুখী নাম্নী গোপিকা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭২।

চন্দ্রমৌলী— (১) চন্দ্রমৌলী নামে একজন পরম শৈব বীরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিয়া গান করিতে করিতে উক্ত লিঙ্গে লীন হইয়াছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (২) চন্দ্রমৌলী মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪।

চন্দ্রলেখা— সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্না অন্যতমা অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চন্দ্রশর্ম্মা— অবন্তী দেশের রাজা মেধাতিথির চন্দ্রশর্ম্মা নামে এক পুরোহিত ছিলেন। বরা-১৮৯।

চন্দ্রশীলা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চন্দ্রশীলা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চন্দ্রশেখর— (১) মহাদেবের অন্য নাম। বরা-৮০। অলর্ক দেখ। (২) মহাদেব চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়া চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত হন। শিব সনৎ-২৮।

চন্দ্রশ্রী— মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি বিজয়ের পুত্র চন্দ্রশ্রী, চন্দ্রশ্রীর তনয় পুলোমচী। এই পুলোমচীই অন্ধ্র বংশীয় শেষ নরপতি। বিষ্ণু-৪র্থ ২৪।

চন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দ্দশ মনুর নাম চন্দ্রসাবর্ণি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৪।

চন্দ্রসেন—মথুরা দেশের অধিপতি চন্দ্রসেন ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চন্দ্রপ্রভা ছিল। বরা-১৮০। বঙ্গদেশাধিপতি সমুদ্রসেনের তনয় মহাতেজা চন্দ্রসেন কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে দ্রোণাচার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-২৩। এই চন্দ্রসেনই পরে অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

চন্দ্রসেনা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চন্দ্রসেনা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) ভুবন বিখ্যাতা রূপবতী চন্দ্রসেনা সহস্র বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অনুচারিণী হইয়াছিলেন। মহাভা-বিরাট-২১।

চন্দ্রহন্তা—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা সিংহিকা হইতে চন্দ্রহন্তার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৫৬। (৩) অসুর শ্রেষ্ঠ চন্দ্রহন্তা নরলোকে জন্মিয়া রাজর্ষি শুনক নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চন্দ্রহা—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

চন্দ্রহাস— কেরল দেশের রাজা। শিশু কালে পিতৃমাতৃ হীন হইয়া তিনি কুলিন্দ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। পরে কুণ্ডলপতির মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যাকে বিবাহ করেন। গর্গ-অশ্ব-৫২।

চন্দ্রহাস্য— সোমতীর্থে চন্দ্রহাস্য নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯০।

চন্দ্রাংশুতাপন—নরপতি বলির বহুপুত্রের অন্যতম চন্দ্রাংশুতাপন। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ।

চন্দ্রা—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার স্ত্রীর নাম চন্দ্রা। দক্ষ যজ্ঞে তিনি স্বীয় ভার্য্যা চন্দ্রার সহিত মিষ্টান্ন ও পানীয় প্রস্তুত করনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাম-২। (২) দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা, সুন্দরী ও চন্দ্রা নামে তিন কন্যা ছিল। মৎ-৬।

চন্দ্রাত্রেয়—মুনি বিশেষ। হরি-হরি-১৬৬।

চন্দ্রানন—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

চন্দ্রাপীড়—কাশীরাজ নন্দিনী কাশ্যা নরপতি জনমেজয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১১৫।

চন্দ্রাবতী—(১) কাশীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের দুহিতা চন্দ্রাবতী অষ্টমী ব্রত করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পদ্ম-উ-৩১। (২) কংসের মিত্র শকুনির পত্নীর নাম চন্দ্রাবতী ছিল। গর্গ-মথুরা-১। (৩) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীর নাম চন্দ্রাবতী স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৩৬।

চন্দ্রাবলী—চতুঃষষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

চন্দ্রাবলোক—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সহস্রাশ্বের তনয় শুভ ও চন্দ্রাবলোক। চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়, তারা পীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি। লি ৬৬; অগ্নি-২৭৩। (২) রঘুবংশীয় মহস্বানের পুত্র চন্দ্রাবলোক। চন্দ্রাবলোক হইতে তারাপীড়, তারাপীড় হইতে চন্দ্রগিরি জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক, চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়। সৌর-৩০।

চন্দ্রার্ক—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চন্দ্রাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধুন্ধুমারের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২৮। কপিলাশ্ব দেখ।

চন্দ্রিকা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চন্দ্রিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) সুপ্রভ নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা চন্দ্রিকা। পদ্ম উত্ত-১২৮। (৩) পার্ব্বতী দেবী হরিশ্চন্দ্র তীর্থে চন্দ্রিকা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৪) চন্দ্রিকা অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-আব-অব-৮। (৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ষোড়শ গোপিনীর অন্যতমা চন্দ্রিকা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮।

চন্দ্রেশ্বর—কাশীস্থিত চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ চন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৪।

চপট—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

চপলেশ্বর—রেবা তীর্থে চপলেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৯।

চমৎকার—পূর্ব্বকালে চমৎকার নামক নরপতি বহুধন দান করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৯।

চমৎকারীদেবী— সোমেশ্বর ক্ষেত্রে চমৎকারীদেবী বিদ্যমান আছেন। পুরাকালে নরপতি চমৎকার শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-নাগ-৬৪।

চমস— নরপতি ঋষভের অন্যতম পুত্র। তিনি ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। ভাগ-৫মস্ক-৪। ঋষভ দেখ। ভাগ-১১স্ক-২।

চমূহর— একজন শ্রাদ্ধভাগার্হ দেবতা। মহাভা-অনুশা-৯১।

চম্প—(১) মনুবংশীয় নরপতি হরিতের পুত্র চম্প, চম্পের পুত্র সুদেব। চম্প, চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-৮। (২) অঙ্গ দেশের অধিপতি পৃথুলাশ্বের পুত্র চম্প। চম্পের পুরী চম্পা, পূর্ব্বে মালিনী নামে খ্যাত ছিল। চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ। হরি-হরি-৩১; মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

চম্পক— চম্পক নামে এক বিদ্যাধর ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মদনালসা ছিল। দেবীভাগ-৬স্ক-২০।

চম্পকবতী—ভদ্রাবতী পুরীতে সুকেতুমান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চম্পকবতী ছিল। রাজার কোন অপত্য ছিল না। তিনি মাঘ মাসের পুত্রদা নাম্নী একাদশী ব্রত পালন করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত ৪১।

চম্পা—দক্ষ স্বীয় শত কন্যার মধ্যে সংসর্পা, সরমা, গুহা, শালা, চম্পা ও জ্যোৎস্না নাম্নী ছয় কন্যা বিশ্বদেবগণকে প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

চয়মান—চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তীর প্রতি অনুকুল হইয়া ইন্দ্র বরশিখের পুত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৭।৫। অভ্যবর্ত্তী দেখ।

চরক— (১) মহর্ষি বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য। তিনি গুরুর আদরণীয় ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া চরক নামে খ্যাত হন। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) সংহিতাবাদী, সামায়নী, আরুণি ও আলম্বী প্রভৃতি দ্বিজগণ চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

চরকসোমশর্ম্মা— চরকসোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় কুকর্ম্মের ফলে ব্রহ্ম রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে চণ্ডাল হইতে প্রাপ্ত, বিষ্ণু সংগীতের ফলে উদ্ধার লাভ করে। বরা-১৩৯।

চরগায়ু— দানব বিশেষ। মহাভা-আদি-৬৫।

চরণ্যু—সুভূণি, আপি, শ্রেণী, সুম্ন, হ্রদেচক্ষু গ্রস্থিনী ও চরণ্যু এই সাত অপ্সরা উর্ব্বশীর সহচরী ছিল। ঋগ-১০।৯৫।৬।

চরন্ত—শলের পৌত্র ও আষ্টিসেনের পুত্র। বায়ু ৯২।

চরিষ্ণু—সাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অবরীবান্ দেখ। বায়ু-১০০।

চর্চ্চিকা—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, মহাদেবের কপালের স্বেদ জল হইতে শোণিত প্লুতা চর্চ্চিকাদেবীর উদ্ভব হয়। তিনি হিঙ্গুল পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করেন। বাম-৭০।

চর্ম্মমুণ্ডাদেবী—নাগর ক্ষেত্রে নরপতি নল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা চর্ম্মমুণ্ডাদেবী বিদ্যমান আছেন। স্কন্দ-নাগ-৫৪।

চর্ষণী— বরুণের পত্নী চর্ষণী হইতে ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮।

চল—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬; মদিরা দেখ। ভাগবত মতে বল। উপনন্দ দেখ।

চলকুণ্ডলা—মহর্ষি চলকুণ্ডলা একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চলচ্ছিখা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চলচ্ছিখা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চলজ্বালা— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চলজ্বালা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চলবন্ধু মহর্ষি চলবন্ধু একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১১।

চলা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ।

চলি—মহর্ষি চলি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চষট—মহর্ষি চষট একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার বশিষ্ঠ একমাত্র আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

চাক্ষুষ—(১) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র সাবর্ণির সময়ে, তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) মনুবংশীয় নরপতি খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ। চাক্ষুষের তনয় বিবিংশতি। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, চাক্ষুষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। লি-৭। (৪) রিপুর পত্নী বৃহতী হইতে সর্ব্বতেজা চাক্ষুষ জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মনু (ষষ্ঠ, মন্বন্তরপতি চাক্ষুষ মনু) জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৫) যযাতির চতুর্থ পুত্র অনু হইতে সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ ১৮। অনু দেখ।

চাক্ষুষগণ—চতুর্দ্দশ মনু, ভৌত্যমনু নামে খ্যাত। এই সময়ে চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বাকাবৃদ্ধগণ দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু ৩য়-২।

চাক্ষুষমনু—(১) সুধর্ম্মা, শঙ্খপা, উক্থ,

অনুত্তম, বিশ্বাবসু, সুপর্ব্বা, বিষ্ণু, রুরু, ইহারা সকলেই চাক্ষুষ মনুর পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। (২) চাক্ষুষ মনুর সময়ে ভৃগুনভ, বিবস্বান্, সুধামা বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু এই কয়েকজন ঋষি ছিলেন এবং আদ্য, প্রসূত, ঋষভ, পৃথক্‌ভাব ও লেখ এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৩) পুরু-বংশীয় নৃপতি কক্ষেয়ু হইতে সভানর চাক্ষুষ ও পরমন্যু নামে তিন পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩১। (৪) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা ও চাক্ষুষের পত্নী চাক্ষুষ মনুকে প্রসব করেন। প্রজাপতি বৈরাজের কন্যা ও চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্‌বলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান্, কবি, অগ্নিষ্টুত, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি২। (৫) চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে প্রজাপতি চক্ষুর তনয় চাক্ষুষ মনু ষষ্ঠ ছিলেন। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁহার তনয় ছিলেন। এই সময়ে মন্ত্র, দ্যুম্ন, ইন্দ্র, আপি প্রভৃতি দেবতা হর্য্যস্মৎ, বিরক প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। এই সময়ে ভগবান বৈরাজ প্রজাপতির স্ত্রী দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক ৫। (৬) চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিত নামে দ্বাদশ সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহারাই মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৭) ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু ছিলেন। এই সময়ে মনোযব বাসব হন এবং আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা হন। ইহাদের প্রত্যেক আট ব্যক্তিতে এক এক গণ। সেই সময়ে সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু সপ্তর্ষি হন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্রগণ রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রিপুর পুত্র চক্ষু, চক্ষুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মনুর স্ত্রী ও বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্‌বলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন তপস্বী, সত্যবাক্, শুচী, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৯) চাক্ষুষ মনুর সময়ে মঙ্কি নামক এক তপস্বী ছিলেন। দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তুষিতা নাম্নী এক অপ্সরাকে তাঁহার ব্রত নষ্ট করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তুষিতা মহর্ষি মঙ্কি কর্ত্তৃক শাপগ্রস্তা হন। মঙ্কির সপ্ত পুত্র এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। বাম ৭২।

চাটুহাস—মহর্ষি চাটুহাস ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। বায়ু-১০৬।

চাণক্য—কৌটিল্যের অন্য নাম চাণক্য। তিনি মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের

উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ; ভাগ-১২স্ক-১ ; বায়ু-৯৯। কৌটিল্য দেখ।

চাণূর—(১) কংসের একজন মল্ল, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৮৩। (২) যবনদের অধিপতি। মহাভা-সভা-৪।

চাতকি—মহর্ষি চাতকি একজন ভৃগু বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চাতুর্ম্মাস্যযাগ—সবিতার অন্যতম পুত্র। ভাগ-৬স্ক-১৮। অগ্নিহোত্র দেখ।

চান্দ্রমস—পুরাকালে কলিযুগে নরদেব মনুর বংশে বিষ্ণুর অংশে প্রমতি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি চান্দ্রমস বলিয়া খ্যাত। এই চান্দ্রমস বিংশ বৎসর যাবৎ ধরণী পর্য্যটন করিয়া দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে যাবতীয় দুষ্ট মানবগণকে উৎসাধিত করেন। মৎ-১৪৪।

চান্দ্রমসি—মহর্ষি চান্দ্রমসি একজন ভৃগু বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চাপ—অসুর বিশেষ। লি-৫৫। অধ্রিগু ও চাপ দেবগণের শমিতা ঋগ-১।১১২।২০।

চামর—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-১৯।

চামুণ্ডা—(১) মহিষাসুর দৈত্যের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি আবার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। এই রৌদ্রী মূর্ত্তি রুরু দৈত্যকে বিনাশ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। বরা-৯৬। (২) মহিষাসুর সংগ্রামে চণ্ডমারীদেবী, মহিষাসুরের অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে বন্ধনপূর্ব্বক কৌশিকী হস্তে সমর্পণ করেন। চণ্ডমারী নিহত চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকের মালা পরিধান করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। বাম ৫৫। (৩) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, চামুণ্ডা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৪) নবদুর্গার অন্যতমা সহচরী চামুণ্ডা। দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকালে তিনি বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩।

চাম্পেয়—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম চাম্পেয়। মহাভা অনুশা-৪।

চারায়ন—চারায়ন নামে এক ঋষি ছিলেন; তাঁহার কন্যা ভবানী ও গোমতী, মহর্ষি আমুষ্যায়নের পুত্র নারায়ণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৬।

চারিত্র—ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীতে অগ্নি চক্ষু, জ্যোতি, হবি, সাবিত্র, মিত্র,

অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষয়, বিরাজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্বস্ত, চিত্ররশ্মি, নিযোধী, জয়োন, অভূতি, চারিত্র, বহুপন্নগ, বৃহস্ত ও বৃহদ্ভুত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। চক্ষু ও অমর দেখ।

চারু—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণ পূর্ব্বক বিবাহ করেন। রুক্মিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু নামে দশ পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১। (২) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, চারুগুপ্ত, সুচারু ভদ্রচারু, চারু, চারুবিন্দ ও সুষেণ নামে দশ পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৫ম-২৮।

চারুক— একজন যদুবংশীয় বীর। যদুবংশ ধ্বংশ কালে তিনিও হত হন। বিষ্ণু-৫ম-৩৭। রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৪।

চারুকন্যা—দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চারুকন্যা তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

চারুকেশী—(১)মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি অবির্ভূতা হন। চারুকেশী তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) চারুকেশী নাম্নী অপ্সরা, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য করিত। মৎ-১৬১।

চারুগর্ভ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, চারুভদ্র, চারুগর্ভ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুদংষ্ট্র, সুষেণ ও ক্রম নামে দশ পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৩০।

চারুগুপ্ত—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ১৩০ ; ভাগ-১০স্ক ৬১ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; মৎ-৪৭ ; বিষ্ণু-৫ম ২৮। রুক্মিণী দেখ।

চারুচন্দ্র—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। রুক্মিণী দেখ।

চারুচিত্র—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চারুচিত্র। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; দ্রোণ-১৩৬।

চারুণী—মহেশভামিনী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

চারুদেষ্ণ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী, সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামার গর্ভে চারুদেষ্ণ ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১৩স্ক-৬১। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী

রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চরুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু নামে আট পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২৪ ; লি-৬৯। (৩) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫।

চারুদেহ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১ ; বিষ্ণু-৫ম-২৮।

চারুধর্ম্ম— নরপতি চারুধর্ম্মার পত্নী ললিতা দীপ দান করিয়া শত সপত্নীর উপর আধিপত্য লাভ করেন। অগ্নি-২০০।

চারুনাশা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, চারুনাশা তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চারুপণ্য—পাটলী পুত্র নগরে পণ্ডমান নামে এক বৈশ্য ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী সুপণ্য, পণ্যবান ও চারুপণ্য নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

চারুপদা—সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী ও চারুপদা নাম্নী দেবী মানস পর্ব্বতে বাস করিয়া লোকহিত কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। কালিকা-২৩।

চারুপাত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে মনোহরা নদী, তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর চারুপাত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চারুপাদ — যযাতিবংশীয় মনস্যুর পুত্র চারুপাদ। চারুপাদ হইতে সুদ্যু, সুদ্যু হইতে বহুগব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

চারুবক্ত্র—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চারুবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

চারুবর্ম্মা—যদুবংশীয় চারুবর্ম্মা অন্যান্য যাদবের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হন। বিষ্ণু ৫ম-৩৭।

চারুবাহু—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। রুক্মিণী দেখ।

চারুবিন্দ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৫ম-২৮ ; হরি-হরি-১৬০। রুক্মিণী দেখ।

চারুবিন্ধ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু ৯৫। রুক্মিণী দেখ।

চারুকেশ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুকেশ। লি-৬৯। রুক্মিণী দেখ।

চারুভদ্র—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। রুক্মিণী দেখ।

চারুমতী—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যা চারুমতীকে কৃতবর্ম্মার পুত্র বলী বিবাহ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১ ; হরি-১৬০ ; পদ্ম সৃষ্টি-১৩। রুক্মিণী দেখ।

চারুমহী—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যা। বায়ু-৯৬। রুক্মিণী দেখ।

চারুমিত্র—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী মিত্রবিন্দা হইতে সুমিত্র ও চারুমিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

চারুমুখী—(১) দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চারুমুখী তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) চারুমুখী নাম্নী একটি গন্ধর্ব্ব দুহিতা ছিলেন। বায়ু-৬৯।

চারুযশা—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুযশা। লি-৬৯। রুক্মিণী দেখ। মহাভা-অনুশা-১৪।

চারুশির্ষ—ইন্দ্রের প্রিয় সখা। তিনি আনুস্বায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৮।

চারুশ্রবা—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুশ্রবা। লি-৬৯। রুক্মিণী দেখ।

চারুহাস—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী রুক্মিণীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ; মৎ-৪৭। রুক্মিণী দেখ।

চারুহাসিনী—মহর্ষি নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদনার্থ যে সকল অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, চারুহাসিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দেবীভাগ-৪র্থ-৬।

চারুহূতি—দেবহূতী ও চারুহূতি মহর্ষি পুলস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া পতি সৌভাগ্য ব্রত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬।

চার্ব্বাক—সত্য যুগে বদরী তপোবনে বহুকাল তপস্যা করিয়া রাক্ষস চার্ব্বাক ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করেন যে, কোনও প্রাণী হইতে তাহার ভয় থাকিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে মৃত্যু ঘটিবে। চার্ব্বাক দুর্য্যোধনের একজন পরম সখা ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে তিনি যুধিষ্ঠির ও সমাগত ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া নিহত হন। মহাভা-শান্তি-৩৮।

চাষবক্ত্র—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চাষবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। অশিক্ষক দেখ।

চিকিতায়ন—পূর্ব্বকালে শলাবতের পুত্র মহর্ষি শিলক, দল্‌ভবংশীয় চিকিতায়নের পুত্র মহর্ষি চৈকিতায়ন ও জীবনের পুত্র মহর্ষি প্রবাহন এই তিন ঋষি উদ্‌গীথ

বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। একবার শিলক ও চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং প্রবাহন মধ্যস্থ ছিলেন। ছান্দো-১মঅ-১২খ-১।

চিকুর—ঐরাবত নাগবংশীয় আর্য্যকের পুত্র চিকুর। চিকুর বিনতা নন্দন গরুড় কর্তৃক বিনষ্ট হন। চিকুরের তনয় সুমুখ। তিনি মাতলির কন্যা গুণকেশীকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-১০৩। গুণকেশী ও মাতলি দেখ।

চিকিত্বান্—ক্রতুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। ক্রতু দেখ।

চিক্ষুর—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি চিক্ষুর, দেবী কাত্যায়নীর সহিত সমরে নিহত হন। বাম-২০০; দেবীভা-৫ম-৩; মার্ক-৮২।

চিত্তকেতু—যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা দেবভাগের পত্নী, উগ্রসেনের কন্যা কংসা হইতে চিত্তকেতু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

চিত্তজলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্তজলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চিত্তদর্শী—কৌশিকের সপ্ত পুত্রের অন্যতম। কৌশিক নন্দনেরা গুরু গার্গ্যের পয়স্বিনী গাভী বধ করিয়া, আহার করিয়া পাপে লিপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১০; হরি-হরি-২০, ২২; মৎ-২০; শিব-ধর্ম্ম ৬৩। কবি দেখ।

চিত্তহার্য্য—ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা হইতে ভানু, মনু, প্রাণ, রোষ, নীচ, বীর্য্যবান্, হংস, অয়ন, চিত্তহার্য্য, নারায়ণ, বিভু ও প্রভু এই দ্বাদশ সাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-২০৩। অয়ন দেখ।

চিত্তা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্তা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চিত্তি—(১) মহর্ষি অথর্ব্বাণের স্ত্রীর নাম চিত্তি। তাঁহার গর্ভে তপোনিষ্ঠ দধীচি জন্মগ্রহণ করেন। এই দধীচির অন্য নাম অশ্বশিরা। ভাগ-৪স্ক-১। (২) দ্বাদশ সাধ্যগণের অন্যতম। অনুমন্তা দেখ।

চিত্র—(১) রাজা চিত্র সরস্বতী নদী তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে প্রভূতধন লাভ করিয়া সৌভরি ঋষি দুইটী ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।২২।১৭। (২) বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য চিত্র, বিষ্ণুভক্তি ফলে মরনান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লি-উত্ত ১। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৩৬; মহাভা-আদি-৬৭। (৪) বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র, চিত্রের তনয় অক্রূর। চিত্রের অন্য নাম জয়ন্ত। পদ্ম সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ।

চিত্রক—(১) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে চিত্রকের, পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সপার্শ্বক, গবেষ্টি, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মকৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে দ্বাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩৪। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুমিত্রের পুত্র চিত্রক, চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুধামূক, গবেষণ, অরিষ্টনেমী, অশ্বধর্ম্ম, ধর্ম্মভৃৎ, সুভূমি ও বাহুভূমি নামে একাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। লি-৬৯। (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রক। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৪) যদুবংশীয় পৃশ্নির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। চিত্রকের তনয় পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ এই ছয় জন। কূর্ম্ম-পু-২৪।

চিত্রকার—ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপকন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে কম্মকার চিত্রকার প্রভৃতির জন্ম হয়। বহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। ঘৃতাচী দেখ।

চিত্রকু—পুরূরবার বংশীয় শুচির পুত্র চিত্রকু। চিত্রকুর পুত্র শান্তরজা। ভাগ-৯স্ক-১৭।

চিত্রকেতু—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী ঊর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু, সুরুচি, বিরজা, মিত্র, উল্বন্, বসুভৃদ্যান ও দ্যুমান্ নামে সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) পূর্ব্বকালে শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক বিখ্যাত সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তিনি বহু পত্নী স্বত্বেও নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃতদ্যুতি অঙ্গিরা ঋষির যজ্ঞ স্থলে চারু ভক্ষণ করিয়া এক রূপবান্ পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু স্বপত্নীরা বিদ্বেষ বশতঃ বিষ প্রয়োগে সেই শিশুকে নিহত করেন। রাজা চিত্রকেতু পুত্রশোকে অতিশয় অভিভূত হইলে অঙ্গিরা ও নারদ ঋষি তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে রাজার শোক দূর হয়; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাঁহার একটু অহঙ্কারও জন্মে। একদা শিব স্বীয় স্ত্রী পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া সভায় বসিয়াছিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে চিত্রকেতু তাঁহাকে উপহাস করেন। পার্ব্বতী সেই জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অসুর যোনীতে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দেন। তদনুসারে তিনি বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৪—১৭। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহারাজ দশরথের অন্যতম পুত্র লক্ষণ, লক্ষণের তনয় চিত্রকেতু। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) ঋক্ষরাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। জাম্ববতী হইতে সুমিত্র,

পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসিন, শাব, বসুমান ও ক্রতু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১; গর্গ-দ্বিব-২৩। (৬) মহাত্মা বিক্রান্তের বালের নামে খ্যাত অন্যতম পুত্র চিত্রকেতু। বায়ু-৬৯। বালের ও গন্ধর্ব দেখ।

চিত্রগু—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতি (অন্য নাম সত্যা) হইতে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, বৃষ, আম, শঙ্কু, চিত্রগু, বেগবান্, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১।

চিত্রগুপ্ত— যমের প্রধান কর্ম্মচারীর নাম চিত্রগুপ্ত। তাঁহার অধীনেই লোক নিযুক্ত থাকে। তাঁহারা পরলোক-বাসীকে কর্ম্মানুসারে শাস্তি দিয়া থাকে। বরা ১৯৮।

চিত্রগ্রীবা—কাশীস্থিতা চিত্রগ্রীবা দেবীকে প্রণাম করিলে মানব কখনও যম যন্ত্রণা ভোগ করে না। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭০।

চিত্রঘণ্টা—কাশীস্থিতা চিত্রঘণ্টা দেবীকে পূজা করিলে, মানব বহু পাতকযুক্ত ও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেও চিত্রগুপ্তের লিপির গোচর হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

চিত্রঘণ্টেশ্বরী—কাশীস্থিতা একটী দেবী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

চিত্রচাপ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রচাপ। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রদেব—(১) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চিত্রদেব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) মহানদী কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য স্বীয় অনুচর চিত্রদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চিত্রধর্ম্মা—নরপতি চিত্রধর্ম্মা কাম্বোজ দেশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রনাথ—বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ট, ধৃষ্টের তনয় কৃতকেত, রণধৃষ্ট ও চিত্রনাথ এই তিনজন। মৎ-১২।

চিত্রবতী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সুদেবার গর্ভে অবগাহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ভ, শুভবন, নামে সাত পুত্র এবং চিত্রা ও চিত্রবতী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

চিত্রবর্ম্মা—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবর্ম্মা। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রবর্হ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয়। তন্মধ্যে চিত্রবর্হ অন্যতম। মহাভা-উদ্য-১০০।

চিত্রবান্—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবান্। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রবাহু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবাহু। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি ৬৭।

চিত্রবেগিক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে চিত্রবেগিকের জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনিষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

চিত্রভানু— মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি পার্ব্বতীর হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭।

চিত্রমহা--মহর্ষি চিত্রমহা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১২২।১।

চিত্রমাল্য—(১) বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য চিত্রমাল্য, বিষ্ণুভক্তির ফলে, মরণান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লি-উ-১। (২) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৯।

চিত্রযোধী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী যৌধিষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী, কাপালী ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

চিত্ররথ—(১) চিত্ররথ ও অর্ণ দুইজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। সরযূনদীর তীরে তাঁহারা বাস করিতেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৪।৩০।১৮। (২) ইন্দ্রতুল্য বিদ্বান্ ও পরাক্রান্ত ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। নরপতি চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র লোমপাদ। হরি-হরি-৩১। (৩) যদুবংশীয় নরপতি উশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে পৃথুশ্রবা জন্মে। হরি-হরি-৩৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সুদেবা হইতে চিত্ররথ প্রভৃতি জন্মে। হরি-হরি-১৬০। অবগাহ দেখ। (৫) ব্রহ্মা চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯। (৬) মনুবংশীয় নরপতি গয়ের পত্নী গায়ত্রী হইতে চিত্ররথ, সুগতি ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্ররথের ভার্য্যা উর্ণা সম্রাট নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৭) জনক বংশীয় ভূপতি সুপার্শ্ব হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধি হইতে সমরথ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) পাণ্ডববংশীয় চিত্ররথ উগ্রের পুত্র। চিত্ররথ হইতে শুচিরথ, শুচিরথ হইতে বৃষ্টিমান্ প্রাদুর্ভূত হন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৯) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ রোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সখা ইক্ষ্বাকুবংশীয়

রাজা দশরথ তাহাকে শান্তা নাম্নী নিজ কন্যা দান করিয়াছিলেন। হরিণী তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সেই শান্তাকে বিবাহ করেন। দীর্ঘকাল রাজ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় রাজার আদেশ ক্রমে বরাঙ্গনাগণ তপোবনে গমন পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহার আগমন মাত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। তিনি তৎপরে নিঃসন্তান রোমপাদের জন্য ইন্দ্রযাগ করিয়া পুত্রলাভ করেন। নিঃসন্তান দশরথও তাঁহার সাহায্যে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। চিত্ররথের তনয় চতুরঙ্গ, চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১০) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশঙ্কু নানা দান ও যজ্ঞের ফলে, সকল কর্ম্মে নিপুণ চিত্ররথ নামে এক পুত্র লাভ করেন। চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর অনশুক প্রভৃতি শতাধিক সহস্র পুত্র ছিল। ভাগ ৯স্ক-২৩; লি-৬৮। (১১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মুনি হইতে চিত্ররথ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (১২) যযাতিবংশীয় ঋষদ্গুর পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শূর, শূরের তনয় বসুদেব প্রভৃতি। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (১৩) যদুবংশীয় রুষদ্রুর তনয় চিত্ররথ, চিত্রথের তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর দশ লক্ষ তনয়ের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই কয়জন প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে পৃথুশ্রবার তনয় তম। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১৪) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ। চিত্ররথের তনয় দশরথ, অন্য নাম রোমপাদ, এই রোমপাদের তনয় তুরঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (১৫) পাণ্ডববংশীয় উষ্ণের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিরথ, শুচিরথের তনয় বৃষ্ণিমান্। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (১৬) সোমবংশীয় কুশিকের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু, শশবিন্দুর তনয় পৃথুযশা, পৃথুযশার তনয় পৃথুকর্ম্ম। কূর্ম্ম-পু-২৪। (১৭) গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের পঞ্চাশ কন্যাকে নারদ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মালাবতী উপবর্হনরূপী নারদের প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৩। (১৮) চিত্ররথের অন্যতম কন্যাকে শনিদেব বিবাহ করেন। সেই কন্যারই শাপে শনির দৃষ্টি মাত্রই সকল বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। এবং গণেশের ও মস্তক দেহচ্যুত হয়। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১১। (১৯) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, শিপ্রা নদী তাঁহার অনুচর চিত্ররথকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিল। বাম-৫৭। (২০) যদুবংশীয় রুসঙ্গু সুপুত্র ইচ্ছা করিয়া চিত্ররথ নামে এক কর্ম্মঠ পুত্র লাভ করেন। চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। মৎ-৪৪। (২১)

পাণ্ডববংশীয় বিচক্ষুর আট পুত্রের মধ্যে ভূরি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভূরির পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিদ্রথ, শুচিদ্রথের তনয় বৃষ্ণিমান্। মৎ-৫০। (২২) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথ অতিশয় শ্রীমান্ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা দিবিরথের সহিত বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে সোমপান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ, তৎপুত্র সত্যরথ, সত্যরথের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় চতুরঙ্গ, লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৮। (২৩) অযোধ্যাপতি দশরথের মন্ত্রী। রামা-অযো-৩২। (২৪) চিত্ররথ নামক বনের অধিপতি চিত্ররথ, মহাদেব ও পার্ব্বতীকে একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি বৃত্র নামে অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (২৫) দশার্ণ দেশের রাজা চিত্ররথ পূর্ব্বজন্মে কপোত পক্ষী ছিলেন এবং যদৃচ্ছা ক্রমে শিব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পরজন্মে তিনি রাজা হন। রাজা হইয়াও পূর্ব্বস্মৃতি বশতঃ শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। স্কন্দ-নাগ-৬৪।

চিত্ররশ্মি—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মরুত্বতী হইতে রশ্মি প্রভৃতি মরুদ্‌গণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১; মরুদ্‌গণ দেখ। হরি-হরি-১৯৬।

চিত্ররূপিনী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্ররূপিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চিত্ররেফ—মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। মেধাতিথি স্বীয় সপ্ত পুত্র মনোজ, পুরোজব, বেপমান, ধূম্রানিক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বধরকে শাকদ্বীপ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদান করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

চিত্রলেখা—(১) বাণ রাজার কন্যা উষার সহচরী চিত্রলেখা, বাণ রাজার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা ছিলেন। চিত্রলেখারই সাহায্যে অনিরুদ্ধকে উষা স্বীয় ভবনে আনয়ন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৬২। (২) চিত্রলেখা নাম্নী অপ্সরা হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতির সভায় নৃত্য করিত। মৎ-১৬১।

চিত্রশর্ম্মা— পুরাকালে চমৎকার পুরে বৎসবংশীয় চিত্র শর্ম্মা নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি হাটকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-নাগ-১০৭।

চিত্রসেন— (১) চিত্রসেন নামক একজন পাঞ্চাল বীর কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণ হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। মহাভা-কর্ণ-৪৯। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রসেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত

হন। মহাভা-দ্রো-১৩৭; মহাভা-আদি-৬৭। (৩) রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্যমনু দেখ। (৪) কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র চিত্রসেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৫) মগধের নরপতি জরাসন্ধের অন্যতম সেনাপতি চিত্রসেন। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, চিত্রসেন বিশেষরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। অবগাহ দেখ। হরি-হরি-১৬০। (৭) সম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র চিত্রসেন, প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ১৬২। (৮) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির অন্যতম পুত্র চিত্রসেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৯) একজন শিব উপাসক গন্ধর্ব্বের নামও চিত্রসেন ছিল। লি-৫৫। (১০) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর তনয় চিত্রসেন হইতে অর্জ্জুন নৃত্য গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই চিত্রসেনই দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে ভ্রাতাসহ বন্ধনপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন এবং পরে অর্জ্জুনের অনুরোধে ছাড়িয়া দেন। মহাভা-বন-২৩৪, ২৫৫। (১১) মনু-বংশীয় নরিষ্যন্তের পুত্র চিত্রসেন, চিত্র-সেনের পুত্র ঋক্ষ। ভাগ-৯স্ক-২।

চিত্রসেনা—(১) অন্যতমা অপ্সরার নাম চিত্রসেনা। হরি-হরি-২২৪। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চিত্রসেনা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ রৌদ্র মহানয়া স্বীয় অনুচর সুনক্ষত্র, কলুল, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চিত্রা—(১) চিত্রা নাম্নী এক অপ্সরা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৯। (২) চন্দ্র দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে সাতাশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে চিত্রা অন্যতমা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৯। (৩) চন্দ্র হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন এবং চিত্রা হইতে চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে। চৈত্রের পুত্র অধিরথ, অধিরথের পুত্র সুরথ। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-৬১। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র সবন, তাঁহার স্ত্রী সুবেদার সহিত আকাশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার রেত স্খলিত হইয়া নদীতে পতিত হয়। তাঁহার সেই রেত পান করিয়া চিত্রা, বিশালা, হরিতা ও অলিলীলা প্রভৃতি মুনি পত্নীরা সাতটী পুত্র প্রসব করেন। ইঁহারাই আদ্য মরুত নামে প্রথিত হইলেন। বাম-৭২। (৫) যদুবংশীয় রুক্মকবচের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি নামে পাঁচ তনয় জন্মে। তন্মধ্যে জ্যামঘ, অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয় কর্ত্তৃক প্রব্রাজিত হন। তিনি নর্ম্মদা অতিক্রম

পূর্ব্বক শুক্তিমান্ গিরি অধিকার করিয়া তথায় বাস স্থাপন করেন। তাঁহার স্ত্রী চিত্রা। কোনও যুদ্ধে একটী কন্যা লাভ করিয়া অপুত্রা চিত্রার হস্তে সমর্পন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র জন্মিলে, তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে বলেন। যথা সময়ে চিত্রা, বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব করেন। বিদর্ভ সেই রাজকুমারীতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। মৎ-৪৪। (৬) শ্রীকৃষ্ণের কন্যা। হরি-হরি-১৬০। অবগাহ দেখ। (৭) বসুদেবের কন্যা। বায়ু-৯৬। মদিরা দেখ। (৮) মিত্র নামে কায়স্থের কন্যা। স্কন্দ-নাগ-১৩৯।

চিত্রাক্ষ—নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রাক্ষ। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভাআদি-৬৭ ; দ্রোণ-১৩৬।

চিত্রাঙ্গদ—(১) কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর পত্নী, দাসরাজের কন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর পরলোক গমনের পর জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধেই তিনি নিহত হন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরেরর যজ্ঞীয় অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক দশার্ণদেশে উপস্থিত হইলে, তথাকার রাজা চিত্রাঙ্গদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পরে চিত্রাঙ্গদ বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্বমে-৮৩। (৩) কলিঙ্গ দেশে চিত্রাঙ্গদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী রাজপুরে ছিল। মহাভা-শান্তি-৪। (৪) তাঁহার কন্যার স্বয়ম্বর সভায় বহু রাজা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্যে অন্যান্য ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া সেই কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণ করেন। মহাভা-শান্তি-৪। (৫) মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে বালেয় গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত চিত্রাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। বালেয় ও গন্ধর্ব্ব দেখ।

চিত্রাঙ্গদা—(১) মনিপুর রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদা। অর্জ্জুন বনবাসকালে ভ্রমণ করিতে করিতে মনিপুর রাজ্যে উপনীত হন। তথায় তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-২১৫। (২) চিত্রাঙ্গদা নামে এক অপ্সরা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৯। (৩) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই রাজা সুরথকে বিবাহ করেন। এই জন্য বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে শাপ দেন যে, স্বামীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইবে। মহর্ষি

ঋতধ্বজ ইহা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে "বানর যোনী প্রাপ্ত হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে ঋষির অনুগ্রহে বিশ্বকর্ম্মা ও চিত্রাঙ্গদা উভয়েই শাপ মুক্ত হন এবং চিত্রাঙ্গদা স্বামীসহ মিলিত হন। বাম-৬২—৬৫।

চিত্রাঙ্গী—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। পার্ব্বতীর তপস্যাকালে, তিনি তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

চিত্রাদিত্য—মিত্র নামে এক কায়স্থের চিত্র নামে এক তনয় ও চিত্রা নামে এক কন্যা ছিল। এই চিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ চিত্রাদিত্য নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১৩৯।

চিত্রাশ্ব—(১) চিত্রাশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। (২) শাল্বদেশের রাজা দ্যুমৎসেনের তনয় সত্যবান বাল্যকালে অতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিলেন। তিনি মৃন্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ ও চিত্রফলকে আকার অঙ্কিত করিতেন বলিয়া চিত্রাশ্ব নামেও অভিহিত হইতেন। মহাভা-বন-২৯২।

চিত্রায়ুধ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রায়ুধ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৩৬; মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রিতাঙ্গ—চিত্রিতাঙ্গ নামে একজন নাগরাজ ছিলেন। বরা-২১৪।

চিত্রেশ্বর—চিত্রেশ্বর লিঙ্গের পূজন, দর্শন ও স্মরণে নর পরদারজনিত পাতক ও উপপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-নাগ-১৪৩।

চিদি—(১) যদুবংশীয় বিদর্ভের অন্যতম তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চিদি। এই চিদি হইতে চৈদ্যগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মৎ-৪৪। (২) বিদর্ভের অন্যতম তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চিদি। চিদি হইতে চৈদ্য নৃপতিগণ উৎপন্ন হন। অগ্নি-২৭৫।

চিন্তামণিবিনায়ক—কাশীতে চিন্তামণি-বিনায়ক নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

চিবিলিক—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি লম্বোদরের তনয় চিবিলিক, চিবিলিকের তনয় মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতির তনয় দৃঢ়মান্। ভাগ-১২স্ক-১।

চিরকারী—অঙ্গিরার বংশে চিরকারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গৌতম। একবার গৌতম পত্নী, ইন্দ্রের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এই অপরাধে গৌতম ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় তনয় চিরকারীর প্রতি স্ত্রী বধের আদেশ প্রদান করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। পরে তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইলে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তনয়কে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থিত দর্শনে স্ত্রী ও তনয় উভয়কে ক্ষমা করেন। মহাভা-শান্তি-২৬৬।

চিরান্তক—কশ্যপ স্ত্রী বিনতা হইতে যে সকল বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে চিরান্তক অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

চীরবাস—একজন বিখ্যাত নরপতি। মহাভা-আশ্রমে-৮১।

চুঞ্চুল—হিরণ্যাক্ষ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অঘমর্ষণ, উড়ুম্বর, অভিম্লাত, তারকায়ণ, চুঞ্চুল প্রভৃতি হিরণ্যাক্ষের তনয়। হরি-হরি-২৭।

চুমুরি—পূর্ব্বকালে চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরেরা দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করিয়া দভীতিকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়া দভীতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৫।৯।

চূড়ামণি—অবন্তী ক্ষেত্রে কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমীতে চূড়ামণি লিঙ্গকে নমস্কার করিলে, নর বিজাতীয় যোনী প্রাপ্ত হয় না। স্কন্দ-আব-অব-২৫।

চূলী—জনৈক উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী। উর্ম্মিলা নাম্নী জনৈকা অপ্সরার কন্যা সোমদা, তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩।

চেকিতান—(১) জরাসন্ধের অন্যতম সেনাপতি চেকিতান। জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, চেকিতান তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯। (২) কেকয়-রাজ মহিষী শ্রুতকীর্ত্তি হইতে চেকিতান প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। অনুবিন্দ দেখ।

চেতনা—শুক্রাচার্য্যের অন্যতম তনয় বরূত্রী। এই বরূত্রীর তনয় রজন, পৃথুরশ্মি ও বৃহদ্‌গিরা। তাঁহারা দেবগণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা যাগ-পূজাদি বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলে, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হন। প্রাণ ভয়ে তাঁহারা লুকায়িত হন। ইন্দ্র তাঁহাদের স্ত্রী চেতনাকে বহু ধন রত্ন দিয়া বশীভূত করেন ও তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে বধ করেন। বায়ু-৬৫।

চেতস—অন্যতম মরুত। বায়ু ৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

চেদি—(১) যদুবংশীয় নরপতি বাহ্মতির তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চেদি, এই চেদি হইতেই চৈদ্য বংশের উৎপত্তি। হরি-হরি ৩৬। (২) যযাতিবংশীয় নরপতি উশিক হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের অন্যতম পুত্র কৌশিক, কৌশিকের তনয় চেদি। এই চেদি হইতে চৈদ্যভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৪) চেদির তনয় অনেক ছিল। তন্মধ্যে দ্যুতিমান প্রধান

ছিলেন। দ্যুতিমানের তনয় বপুষ্মান্। কূর্ম্ম-পূ-৩৩।

চেদিপ—যযাতিবংশীয় নরপতি বসু হইতে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র, চেদিপ প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চেদিপ চেদি দেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২।

চৈকিতায়ন— মহর্ষি চিকিতায়নের তনয় চৈকিতায়ন উদ্গীথ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একবার শিলক ও চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং মহর্ষি প্রবাহন মধ্যস্থ ছিলেন। ছান্দো। চিকিতায়ন দেখ।

চৈত্র—(১) শিবের অন্যতম অনুচর চৈত্র, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি কোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (২) চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি স্বারোচিষ মনুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য় ১। (৩) তামস মন্বন্তরে জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৪) চন্দ্র হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন। চিত্রা হইতে বুধের চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে। চৈত্রের তনয় অধিরথ, অধিরথের তনয় সুরথ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৮, ৬।

চৈত্ররথ— চন্দ্রবংশীয় নরপতি সম্বরণের পত্নী তপতী হইতে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর অবিক্ষিত, অবিষ্যন্ত চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় প্রভৃতি পাঁচ তনয় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪। চৈত্ররথ নামে একজন বিদ্যাধর ছিলেন। বরা-৫।

চৈত্ররথী— রাজা শশবিন্দুর কন্যা ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি মান্ধাতার পত্নী বিন্দুমতী, চৈত্ররথী নামেও বিখ্যাতা ছিলেন। এই বিন্দুমতী হইতে পুত্র কুৎস ও মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বিন্দুমতী অতিশয় পতি পরায়ণা ও নিজের অযুত সংখ্যক ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ভূলোকে তাঁহার তুল্য সৌন্দর্য্যশালিনী কেহই ছিলেন না। হরি-হরি-১২; শিব-ধর্ম্ম ৬০; বায়ু-৮৮।

চৈত্রা— যদুবংশীয় রুক্মকবচের অন্যতম তনয় জ্যামঘ। তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হন এবং নর্ম্মদা অতিক্রমপূর্ব্বক ঋক্ষিমান গিরি আশ্রয়পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। কোনও যুদ্ধে একটী কন্যা লাভ করিয়া তিনি স্বীয় পত্নী চৈত্রাকে অর্পন করেন এবং পুত্র জন্মিলে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে বলেন। যথাকালে চৈত্রা, বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব করেন। এই বিদর্ভ উক্ত কন্যা হইতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন তনয় লাভ করেন। মৎ-৪৪।

চৈত্রাগ্নি— তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম চৈত্রাগ্নি ছিলেন। সৌর-৩২।

চৈত্রায়ন— মহর্ষি চৈত্রায়ন একজন অত্রি

বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চিনানশ, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

চৈত্রাসুর—চৈত্র নামে এক অসুর ছিল। ব্রহ্মার দেহ হইতে যে মায়া নির্গত হয়, তিনিই অষ্টভুজা গায়িত্রী হইয়া চৈত্রাসুরকে বধ করেন। বরা-৯৯।

চৈদ্য—(১) নরপতি চৈদ্যের যশোদেবী ও সতী নাম্নী দুই কন্যাকে অঙ্গদেশীয় নরপতি বৃহন্মনা বিবাহ করেন। তন্মধ্যে যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথ ও সতীর গর্ভে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সধৃতির তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চৈদ্য। লি-৬৮। চৈদ্যের পত্নী শ্রুতশ্রবা হইতে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ৪৬।

চৈদ্যবর— ভরতবংশীয় রাজর্ষি দিবোদাসের তনয় ধর্ম্মনিষ্ঠ মিত্রয়ু, ইহা অপর নাম মৈত্রায়ন। এই মৈত্রায়নের তনয় মৈত্রেয়, মৈত্রেয়ের তনয় চৈদ্যবর, চৈদ্যবরের তনয় সুদাস। মৎ-৫০।

চৈল—মহর্ষি কুথুমির পুত্রদের অন্যতম শিষ্য চৈল ছিলেন। তিনি একখানি সংহিতা রচনা করেন। বায়ু-৬৯; ব্রহ্মা-৬৭।

চোদক—যমের দৌহিত্রী বিরোধিনীর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫১। অৰ্দ্ধগারী ও বিরোধিনী দেখ।

চোল (১) কুরুবংশীয় নরপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি তনয় ছিল। তাঁহাদের সমৃদ্ধ জনপদের নামও পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে খ্যাত ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) নরপতি দুষ্মন্তের, তনয় বরূথ, বরূথের তনয় ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদ গুলিও পাণ্ড্য, চোল, কেরল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। মৎ ৪৮। (৩) জনাপীড়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। জনাপীড় দেখ।

চোলরাজ—একজন বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ রাজ চক্রবর্ত্তী। অনপত্য হেতু তিনি স্বীয় ভাগিনেয়কে রাজ্য দান করেন। সেই জন্য ঐ দেশে তদবধি ভাগিনেয় রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। পদ্ম-উত্ত-১০৮।

চৌক্ষী—মহর্ষি চৌক্ষী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু ও গৃৎসমদ এই দুইটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চৌলি—মহর্ষি চৌলি একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার আর্ষেয় প্রবর বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

চ্যবন—(১) ভৃগুমুনির তনয় যমুনাতীর বাসী জনৈক ঋষি ইহারই বরে মনুবংশীয় নৃপতি অসিতের স্ত্রী কালিন্দী গরলের সহিত একটী তনয় প্রসব করেন। রামা-আদি-৭০। অসিত দেখ। (২) মহর্ষি চ্যবন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত যমুনাতীরে

বাস কালীন লবণ রাক্ষসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাম স্বীয় অনুজ শত্রুঘ্নকে লবণ বধার্থ প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন দুরাচার দৈত্যকে নিহত করিয়া তাঁহাদের আপদ শান্তি করেন। রামা-উত্ত-৭৮। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঔর্ব্ব, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও চ্যবন এই সাতজন সপ্তর্ষি এবং তুষিত নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) কুরুবংশীয় নরপতি প্রতীপের শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক নামে তিন তনয় ছিল। কিন্তু দেবাপি মহর্ষি চ্যবনের কৃতক তনয় ছিলেন। ঋষি দেবাপি দেবগণের উপাধ্যায় ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (৫) মহর্ষি চ্যবন নরপতি শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-১০। (৬) সাত্বত বংশীয় নরপতি হৃদিকের দ্বিতীয় তনয় শতধন্বা। চ্যবন মুনির প্রসাদে, ভিষক, বৈতরণ, সুদান্ত ও অবিদান্ত নামে চারি তনয় এবং কামদা ও কামদন্তিকা নাম্নী দুই কন্যা প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-৩৮। (৭) কুরুর তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবনের তনয় কৃতযজ্ঞ, কৃতযজ্ঞের তনয় উপরিচর বসু। হরি-হরি-৩২। (৮) ধর্ম্মের স্ত্রী সুরভী হইতে প্রভব, চ্যবন, ঈশান, অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর এবং বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৯) ভৃগুমুনির তনয় চ্যবন। ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে পুলোমা নামক এক রাক্ষস হরণ করিতেছিল, সেই সময়ে চ্যবন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত (পতিত) হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চ্যবন হয়। তাঁহার স্ত্রী সুকন্যা মহর্ষি প্রমতিকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি ৫। (১০) মনুর কন্যা আরুষীকে চ্যবন বিবাহ করেন। আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ব্ব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (১১) মহর্ষি দিবোদাসের তনয় মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর তনয় রাজা চ্যবন, চ্যবনের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সহদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১২) রাজা কুরুর তনয় সুধনু, সুধনুর তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবনের তনয় কৃতক, কৃতকের তনয় উপরিচর বসু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১৩) মহর্ষি চ্যবনের কন্যা সুমেধা, নৈধ্রুব ঋষির ভার্য্যা ছিলেন। সুমেধা, কুণ্ডপায়ী তনয় সকল প্রসব করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পু-১৯। (১৪) ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ভাস্করদেবকে তাহা শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও একখানা সংহিতা রচনা করিয়া, এই উভয় গ্রন্থ তিনি নিজ শিষ্য ধন্বন্তরী,

দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য এই ষোড় শজনকে শিক্ষা দেন। চ্যবন "জীবদান" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (১৫) একদা ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন নর্ম্মদা সলিলে অবতরণ করিলে, এক লোহিত বর্ণ সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে। তিনি, 'হরি' স্মরণ করিবা মাত্র তাঁহার সমস্ত বিষ নষ্ট হয়। সর্প তাঁহাকে রসাতলে লইয়া যাইয়া পরিত্যাগ করে। তিনি তথা হইতে দানব পুরীতে গমন করেন এবং তথায় প্রহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রহ্লাদের প্রশ্নে মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে তীর্থ বিবরণ বলিয়াছিলেন। বাম-৮। (১৬) মহর্ষি ভৃগুর তনয় চ্যবন ও আপ্নুবান্। ঔর্ব্ব আপ্নুবানের পুত্র। ঔর্ব্বের তনয় জমদগ্নি। মহাত্মা ভার্গবদিগের ঔর্ব্বই গোত্রপ্রবর্ত্তক। মৎ-১৯৫। (১৭) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জীর্ণাঙ্গ হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজর্ষি শর্য্যাতির কন্যা শার্য্যাতিকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি চ্যবন অশ্বিদ্বয়ের গ্রহণীয় হব্য গ্রহণ করিলে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। পরে চ্যবন অতিশয় বিনয় করিয়া ইন্দ্রকে শান্ত করেন। ঋগ-১।১১৬।১০। (১৮) মনুবংশীয় বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ নরপতি শর্য্যাতির কমললোচনা কন্যা সুকন্যা। একদা রাজা শর্য্যাতি স্বীয় কন্যাসহ চ্যবন মুনির আশ্রমে গমন করেন। সুকন্যা সখিগণ পরিবৃতা হইয়া ভ্রমণ কারতে করিতে আশ্রমস্থিত এক স্থানে বল্মীক ছিদ্রমধ্যে খদ্যোতের ন্যায় দুইটী জ্যোতি দেখিতে পাইয়া বালসুলভ চপলতা বশতঃ কণ্টক দ্বারা ঐ জ্যোতি বিদ্ধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। শর্য্যাতি ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সুকন্যা অজ্ঞতা বশতঃ চ্যবন মুনিরই চক্ষুতে আঘাত করিয়াছিলেন। নানা উপায়ে চ্যবন মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া শর্য্যাতি তাঁহারই সহিত সুকন্যার বিবাহ দিলেন। চ্যবন মুনি পরে স্বর্গ দৈত্য অশ্বিনীকুমারের বরে অতি সুস্থ দেহ, দিব্য অঙ্গ লাভ করিলেন। প্রতিদানে তিনি অশ্বিনীকুমারকে যজ্ঞের সোমরস পানের অধিকারী করেন। ইন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পরে পরাস্ত হইয়া উক্ত কার্য্যে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভাগ-৯স্ক-৩। (১৯) মুদ্গল বংশীয় মিত্রায়ুর তনয় চ্যবন। চ্যবনের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সহদেব। ভাগ-৯স্ক-২২। (২০) যযাতি বংশীয় নরপতি সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবন হইতে কৃতি, কৃতি হইতে উপরিচর বসু, উপরিচর বসু

হইতে বৃহদ্রথ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (২০) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের পরম যোগী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। (২১) চ্যবনের তনয় দধীচ মুনি। লি-৩৫। (২২) চ্যবনের কন্যা ও নৈধ্রুব ঋষির পত্নী হইতে সুমেধা ও কুণ্ডপায়ী ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (২৩) বৈবস্বত মনুর তনয় পৃষধ্র স্বীয় গুরু চ্যবন মুনির গো হত্যা করিয়াছিলেন। সেই জন্য চ্যবনের শাপে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। লি-৬৬। (২৪) মহাত্মা ভৃগুর চ্যবন, বজ্রশির্ষ, শুচি, ঔর্দ্ধ, শুক্র, বিভু ও সবন নামে সাত পুত্র জন্মিয়াছিল। এই সমুদয় পুণ্যবান্ মহাত্মা দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮৫। (২৫) কুরুবংশীয় সুধন্বার তনয় পুণ্য, পুণ্যের তনয় চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃমি, কৃমির তনয় উপরিচর বসু,। মৎ ৫০। (২৬) স্বারোচিষ মন্বন্তরে দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ভ, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব ও বৃহস্পতি সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯। (২৭) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব গোকর্ণ তীর্থে গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে উশনা, কশ্যপ, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের যোগাত্মা চারি পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। গোকর্ণ দেখ।

চ্যবনার্ক—প্রভাস ক্ষেত্রে চ্যবনার্ক নামে সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২৭৯।

ছ

ছগল—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, মহর্ষি ছগল তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪। (২) মহর্ষি ছগল একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২ মুণ্ডীশ্বর দেখ।

ছত্রা—দেবী শঙ্করীর স্বীয় শরীর জাত কতিপয় কুলদেবতার অন্যতম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

ছন্দন—মহর্ষি ছন্দন একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

ছন্দোগেয়—মহর্ষি ছন্দোগেয় একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার শ্যাবাশ্ব, অত্রি, অর্চ্চিনানশ, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

ছল—রামের বংশে দর্শ নরপতির জন্ম হয়। দর্শের তনয় ছল, ছলের তনয় উকৃথ, উকৃথের তনয় বজ্রনাভ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

ছাগ—মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

ছাগল—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার ছাগল, কুণ্ডল, কুম্ভাণ্ড ও প্রবাহক নামে চারি তনয় জন্মে। লি-২৪।

ছাগলী—জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে, শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং মথুরা নগরী অবরোধ করে। নরপতি ছাগলী সেই যুদ্ধে জরাসন্ধের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১।

ছাগেশ্বর—কাশীস্থিত ছাগেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে লোকের সংসারে আসিয়া পাপী হইতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

ছায়া—বিবস্বানের (সূর্য্যের) অন্যতমা স্ত্রী ছায়া দেবী। প্রথমে সূর্য্য ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞা স্বামীর রূপ বিবর্ণ দেখিয়া নিজ শরীর হইতে আর একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার নাম ছায়া। সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের বৈবস্বত মনু শ্রাদ্ধদেব, যম ও যমুনা নাম্নী যমজ পুত্র কন্যা, এই চারিজন জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা ছায়ার উপর স্বীয় সন্তানদের প্রতিপালন ও স্বামী শুশ্রূষার ভার অর্পণ পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়াকে তাঁহার পলায়ন বৃত্তান্ত গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ছায়া দেখিতে সংজ্ঞারই অনুরূপা ছিলেন। তিনি যে পর্য্যন্ত স্বামী কর্ত্তৃক ধর্ষিত ও অভিশপ্তা না হন, সেই পর্য্যন্ত গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। একদা যম মাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। সেই জন্য ছায়া তাঁহাকে পদহীন হও বলিয়া শাপ দেন। যম তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সূর্য্যের শরণাপন্ন হন। বিবস্বান ছায়াকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ছায়া কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সেজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়ার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ছায়া তাঁহাকে সমুদয় বলেন। তখন সূর্য্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানার্থ গমন করেন। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের শনি ও সাবর্ণিমনু নামে দুই পুত্র এবং তপতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৫; ভাগ-৬স্ক-৬; ৮স্ক-১৩। সংজ্ঞা দেখ। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের সাবর্ণিমনু ও শনি নামে দুই পুত্র এবং তপতী ও বিষ্টি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৫-কূর্ম্ম-পূ-২০-মৎ-১১।

ছিন্নমস্তা—দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। শ্রীমহাভা-৮। দেবীভাগ-৭স্ক-২৮।

———

জ

জগৎসেন—(১)সোমবংশীয় সহদেবের পুত্র নৃপতি নদীন। নদীনের পুত্র জগৎসেন, জগৎসেনের তনয় সংকৃতি। হরি-হরি-২৯। (২) মগধদেশপতি জরাসন্ধের তনয় জগৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ পাণ্ডব পক্ষে কুরুক্ষেত্র সমরে যোগদান করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১৮।

জগদ্গুরু—জগদ্গুরু নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-৭।

জগদ্ধাত্রী—(১) পার্ব্বতীর অন্য নাম। শ্রীমহাভা-৩। (২) দণ্ডের স্ত্রী জগদ্ধাত্রী। মহাভা-শান্তি-১২১।

জগন্নাথ—বিষ্ণুর এক নাম। বরা-২১১।

জগন্মাতা—শঙ্কর পত্নী পার্ব্বতীর অন্য নাম। সৌর-৪৯।

জগৃহু—নরপতি অন্ত্যের পত্নী ও যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা। শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। অন্ত্য দেখ।

জজ্ঘ—(১) লঙ্কা সমরে হত জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯০। (২) প্রাচীনকালে জজ্ঘ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫।

জজ্ঘাবন্ধু—একজন মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

জজ্ঘারি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম ছিলেন জজ্ঘারি। মহাভা-অনুশা-৪।

জটাক্ষ—খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

জটাজুট—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-নাগ-১।

জটাধর—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জটাধর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) মহাদেবের অন্য নামও জধাধর। বাম-৫।

জটাধরা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মাতৃকা জটাধর তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দশানন, সোমাপ্যায়ণ, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

জটামালী—(১) বরাহকল্পের ঊনবিংশ দ্বাপরে জটামালী একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার হিরণনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি কুথুমি নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ, যোগাচার্য্য ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি ২৪; বায়ু-২৩, ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাদশ কলিযুগে জটামালী মহাদেবের অবতার ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

জটায়ু—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার অন্যতমা তাম্রা, মহাত্মা কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা। কশ্যপের ঔরসে তাম্রার লোক বিখ্যাতা শুকী প্রভৃতি পঞ্চ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শুকীর কন্যা নতা, নতার তনয়া বিনতা। বিনতা, অরুণ ও গরুড় নামে দুই উৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করেন। অরুণের ঔরসে ও তৎপত্নী শ্যেনীর গর্ভে জটায়ু ও তদ্ভ্রাতা সম্পাতি জন্ম পরিগ্রহ করেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত জটায়ুর পরিচয় হয়। রাম জটায়ুকে পিতৃবন্ধু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন এবং সীতাকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পঞ্চবটী বনে গমন করেন। রামা-আরণ্য-১৪; মহাভা-আদি-৬৬। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তখন জটায়ু তাঁহরে সহিত যুদ্ধ করিয়া আহত হন। রাম সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে জটায়ুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহার মুখে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের বিষয় শুনিতে পান। জটায়ু রামকে উক্ত বিবরণ বলিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। রামা-আরণ্য-৬৭, ৬৮। (২) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই তনয় এবং সৌদামনি নাম্নী এক কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে অরুণের তনয় সম্পাতি ও জটায়ু, জটায়ুর তনয় কর্ণিকার, শতগামী, সারস, ভেরণ্ডু ও রজ্জুবাল এই পাঁচ জন। মৎ-৬।

জটালিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জটালিকা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জটাসুর—মহাবীর নরপতি জটাসুর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। পাণ্ডবেরা যে সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে অর্জ্জুনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে জটাসুর, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং পরে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করেন। ভীম পথিমধ্যে তাঁহাকে এই অবস্থায় পাইয়া নিহত করেন। মহাভা-বন-১৫৬। জটাসুরের তনয় অলম্বল। তিনি ঘটোৎকচের প্রহারে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৭৫। অলম্বল দেখ।

জটিল—(১) একটী রুদ্রের নাম। অগ্নি-৮৫। (২) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯।

জটিলা—ধর্ম্মপরায়ণা গৌতমবংশীয়া জটিলা নাম্নী এক কন্যা এক কালে সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৭৫।

জটী—(১) জনৈক পাতালবাসী নাগ। রাবন হস্তে পরাজিত হন। রামা-লঙ্কা-৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমূহ

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। জটীনাগ তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জটেশ্বর--ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অবন্তিধামে জটাশৃঙ্গে স্নান ও জটেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-আব অব-৩১।

জড়—জড় নামে এক ব্রাহ্মণ দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা লুণ্ঠনব্যপদেশে দূরদেশে গমন করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র পিতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া একদা এক বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক গীতা পাঠ করিতেছিলেন। সেই সময়ে প্রেতযোনী প্রাপ্ত জড় সেই বৃক্ষ হইতে পাঠ শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৭৭; স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২।

জড়ভরত—মনুবংশীয় নৃপতি ঋষভের শত পুত্রের মধ্যে ভরত সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পুত্র সুমতির হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক শালগ্রাম তীর্থে যোগাভ্যাসার্থ গমন করেন। এই ভরতের নামানুসারেই ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। সেই ভরত তপস্যার্থ শালগ্রাম তীর্থে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। একদা তিনি মহানদীতে স্নানান্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিতে ছিলেন, এমন সময়ে বন মধ্য হইতে একটী আসন্ন প্রসবা হরিণী জলপানার্থ তথায় গমন করিল। জলপানান্তে সেই হরিণী এক সিংহের নাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া যেমন তীরে উঠিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিল, অমনি নদীতেই তাঁহার গর্ভপাত হইল। হরিণী নদীর উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া ও প্রসব বেদনার কষ্টে তখনই প্রাণত্যাগ করিল। রাজা ভরত সেই সদ্য প্রসূত হরিণ শিশুকে জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে আনিয়া অতি যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। যিনি তপস্যার্থ রাজ্য ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিই শেষে এই হরিণ শিশুর প্রতি অতিশয় আসক্ত চিত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, এই হরিণকে স্মরণ করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিলেন। এই পাপে তিনি পর জন্মে কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ ছিল বলিয়া, তিনি শালগ্রাম তীর্থে গমন করেন। কালক্রমে সেই মৃগ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী হইয়াও তিনি নিতান্ত জড় বুদ্ধির ন্যায় অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম জড়ভরত হইয়াছিল। লোকেরা আহার মাত্র প্রদান দ্বারা তাহাদ্বারা কর্ম্ম

সম্পাদন করিয়া লইত। একদা রাজা সৌবীরের অমাত্য তাঁহাকে রাজার শিবিকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। রাজা সৌবীর তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ শিবিকারোহণে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে সৌবীর শিবিকার অসমগতির কারণ অনুসন্ধান কালে ব্রাহ্মণরূপী জড়ভরতের পরিচয় লাভ করেন। রাজা তখন শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। জড়ভরত তখন তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। রাজা সৌবীর তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইলেন। এবং জড়ভরত এই জন্মেই জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপদ লাভ করিলেন। বিষ্ণু ২য়-১, ১৩, ১৪, ১৫।

জতৃণ—মহর্ষি জতৃণ একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

জন— কেকয় নরপতির তনয় অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার নিকট ঔপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল উপমন্যব, পুলুষের তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, শর্করাক্ষের পুত্র জনশার্করাক্ষ, অশ্বতরাশ্বের তনয় বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, অরুণের তনয় উদ্দালক আরুণির সহিত গমন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো-১মঅ।

জনক—(১) জনকবংশে নিমি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমির তনয় মিথি, মিথির তনয় জনক। এই জনকের নামানুসারে এই বংশীয় সকলেই জনক নামে উক্ত হইয়া থাকেন। জনক হইতে উদাবসু, উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধন হইতে সুকেতু, সুকেতু হইতে দেবরাত, দেবরাত হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে মহাবীর, মহাবীর হইতে সুধৃতি, সুধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে মরু, মরু হইতে প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধক হইতে কীর্ত্তিরথ, কীর্ত্তিরথ হইতে দেবমীঢ়, দেবমীঢ় হইতে বিবুধ, বিবুধ হইতে মহীধ্রক, মহীধ্রক হইতে কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাত হইতে মহারোমা, মহারোমা হইতে স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমা হইতে হ্রস্বরোমা জন্মগ্রহণ করেন। হ্রস্বরোমার সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুই তনয় জন্মে। সীরধ্বজের কন্যা সীতাকে রাম ও উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণ এবং কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করেন। রামা-অযোধ্যা-ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমি বশিষ্ঠ শাপে দেহত্যাগ করিলে ঋষিরা পুত্রের জন্য তাঁহার দেহ মন্থন করেন। মথিত মৃতদেহ হইতে একটী কুমারের জন্ম হইল। এই নিমি তনয়ের ঐরূপ জন্ম হেতু জনক নাম হয়। বৈদেহ ও মিথিল তাঁহার অপর নাম। তিনি মিথিলাপুরী নির্ম্মাণ

করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। জনকবংশীয় হ্রস্বরোমার তনয় সীরধ্বজ, একদা যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সীরের (লাঙ্গল পদ্ধতির) অগ্রভাগ হইতে সীতার জন্ম হয়। এই রূপে সীর তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপ হওয়ায় তাঁহার নাম সীরধ্বজ হইয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-১৩। ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি, বশিষ্ঠ মুনির শাপে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে, মুনিগণ অরাজকতার ভয়ে ভীত হইয়া অরণীতে মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে এক পুত্রের জন্ম হয়। মৃতদেহ হইতে জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম জনক হয়। ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলিয়া, তাঁহার নাম বৈদেহ হয় এবং মন্থন দ্বারা জন্ম হয় বলিয়া, তাঁহার আর এক নাম হয় মিথি। জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের তনয় সুকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (২) মগধের প্রদ্যোতবংশীয় রাজা বিশাথ, যূপের তনয় জনক, জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন। এই নন্দিবর্দ্ধনের তনয় শিশুনাগ হইতে শিশুনাগবংশ আরম্ভ হয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৩) শম্বর অসুরের এক পুত্রের নাম জনক ছিল। এই জনক শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ৬২।

জনকা—দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা ও একজন রুদ্রের পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

জনষণ্ট—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬২। তামসমনু দেখ।

জনদেব—মিথিলার অধিপতি জনদেব একজন জনকবংশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মতই জ্ঞানী ছিলেন। মহর্ষি পঞ্চশিখ ভূপর্য্যটন করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলে জনদেব পঞ্চশিখের নিকট অনেক জ্ঞান লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২১৮-১৯।

জনমেজয়—(১) নরপতি যযাতির অন্যতম তনয় পুরু। তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি পিতা যযাতি জরা সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য যযাতি তাঁহাকেই রাজ্য ভার প্রদান করেন। পুরুর কৌশল্যার গর্ভজাত তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের মাধবী গর্ভজাত তনয় প্রাচীন্বত। মৎ-৪, ৪৮। (২) পাণ্ডববংশীয় অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যু, অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র শতানীক, শতানীকের তনয় অধিসোমকৃষ্ণ। মৎ-৫০। (৩) যযাতিবংশীয় সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা। মহামনা সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্ত্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। মৎ-৪৮। (৪ যযাতিবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ,

অঙ্গের তনয় কর্ণ। মৎ-৪৮। (৫) ভরত বংশীয় ভল্লাটের তনয় জনমেজয়, এই জনমেজয়কে রক্ষা করিবার জন্য উগ্রায়ুধ সমস্ত নীপ বংশ ধ্বংস করেন। মৎ-৪৯। (৬) পাণ্ডববংশীয় অভিমন্যু তনয় পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়া করিতে গিয়া, মৌনব্রতালম্বী শমীক মুনির গলে সর্প প্রদান করেন এবং সেই জন্য তাঁহার পুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক "সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে, মৃত্যুমুখে পতিত হইবে" বলিয়া অভিশপ্ত হন। সেই শাপে অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজা জনমেজয় সেই জন্য সর্পকুল ধ্বংস করিবার জন্য সর্পসত্র আরম্ভ করেন। ক্রমে সর্প সকল সেখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। পরীক্ষিতের নিধনকারী তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু ইন্দ্রও প্রথমে তাহাকে আশ্রয় দিয়া শেষে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এদিকে বাসুকি স্বীয় ভাগিনেয় জরৎকারু মুনির তনয় আস্তিককে মাতামহ কুল রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। আস্তিক জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন জনমেজয় তাঁহাকে অভিলষিত বস্তু প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। আস্তিক তখন সর্প যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন। জনমেজয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, সর্পকুল রক্ষা পাইল। জনমেজয়ের মাতার নাম মাদ্রী ছিল। জনমেজয় কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা বপুষ্টমাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৭) কুরুজাঙ্গলের রাজা কুরুর অবিক্ষিত, অবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৮) আবার কুরুর অন্যতম পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের আট পুত্রের অন্যতম পরীক্ষিত, এই পরীক্ষিতের জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন নামে সাত পুত্র ছিল। মৎ-৫০। (৯) ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি নামে আট পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৯৪। (১০) পুরুবংশীয় নরপতি পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, জনমজয়ের তনয় রাজর্ষি মহাশাল। হরি-হরি-৩১। (১১) কুরুর অন্যতম পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের এক স্ত্রী হইতে শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে মহারথ তিন পুত্র এবং অন্যতমা স্ত্রী মনিমতির গর্ভে সুরথ ও মতিমান্ নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩২। (১২) কুরুবংশীয় নরপতি অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। কাশীরাজ নন্দিনী কাশ্যা অন্যনাম বপুষ্টমা জমনজয়ের পত্নী ছিলেন, তাহা হইতে চন্দ্রাপীড় ও

সূর্য্যাপীড় নামে দুই পুত্র জন্মে। জনমজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রী কাশ্যাকে সংযতা হইয়া থাকিতে বলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র গোপনে তাঁহার অপমান করেন। ইহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপন্ন হয় এবং তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরে বিশ্বাবসুর পরামর্শে স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮৫-১৮৮। (১৩) মনুবংশীয় নরপতি সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। ভাগ-৯স্ক-২। (১৪) যযাতিবংশীয় পুরুর তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় প্রচিন্বন্, প্রচিন্বনের তনয় প্রবীর। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৫) অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন। ভাগ ৯স্ক-২২। (১৬) যযাতি বংশীয় সৃঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা। মহামনার তনয় উশীনর ও তিতিক্ষু। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৭) নরপতি কুরুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়; এই জনমেজয় গর্গমুনির বালক তনয় অক্রূরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। লি-৬৬। (১৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রম্ভার গর্ভে জনমেজয় প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। লি-৬৯। অক্রূর দেখ। (১৯) নরপতি জনমেজয় কুরুবংশীয়দের শেষ রাজা ছিলেন। বরা-১৯৩। অক্রূর দেখ।

জনশ্রুতি— মহর্ষি জনশ্রুতির তনয় জানশ্রুতি একজন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানশীল বহুদাতা ও বহুপাক্য (অতিথির জন্য বহু অন্ন পাককর্ত্তা) রাজা ছিলেন। ছান্দো-৪র্থঅ-১মখ-১।

জনার্দ্দন—(১) বিষ্ণুর অন্য নাম। তিনি জন নামক অসুরকে বধ করিয়া জনার্দ্দন নাম প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-১৮৭। (২) জনার্দ্দন নামে বৃষ্ণিবংশীয় একজন রাজাও ছিলেন। মহাভা-আদি-১৬৭।

জনাপীড়— পুরুবংশীয় দুষ্মন্তের তনয় শরুথ, শরুথের তনয় জনাপীড়। এই জনাপীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কুল্য নামে চারি তনয় ছিল। তাঁহাদের অধিষ্ঠিত জনপদও তাঁহাদের নামানুসারে খ্যাত ছিল। বায়ু-৯৯।

জন্যখণ্ড — তামস মনুর অন্যতম তনয়। ব্রহ্মা-৬৮। অবক্ষি ও তামসমনু দেখ।

জন্তু— যদুবংশীয় পুরুদ্বানের তনয় জন্তু। জন্তুর পত্নী ঐক্ষাকী হইতে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা হইতে ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ, বৃষ্ণি প্রভৃতি বহু তনয় জন্মে। মৎ-৪৪। (২) ভরতবংশীয় রাজা সুদাসের তনয় অজমীঢ়, অজমীঢ়ের তনয় সোমক, সোমকের তনয় জন্তু। মৎ-৫০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি

সোমকের তনয় জন্তু, জন্তুর শত পুত্রের মধ্যে পৃষত কনিষ্ঠ ছিলেন। পৃষত হইতে দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি-৩২। (৪) চ্যবনবংশীয় সোমকের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জন্তু ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পৃষত। পৃষতের তনয় দ্রুপদ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৫) রাবণের অন্যতম সেনাপতি জন্তু, বানর সৈন্যের হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৩। (৬) মগধের নরপতি বৃহদ্রাথর বংশীয় সুধন্বার তনয় জন্তু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

জন্তুধনা— খণ্ড নামক পিশাচের কন্যা জন্তুধনা। জন্তু সকল ইহার ধন ও খাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। ইহার সর্ব্বাঙ্গে লোম। বায়ু-৬৯।

জন্তুবাহ— উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের কতকগুলি গণ ছিল। তন্মধ্যে শিবগণ অন্যতম। জন্তুবাহ শিবগণের অন্তর্গত দ্বাদশ দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬১।

জন্য— তামস মন্বন্তরে, জন্য সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

জপসিদ্ধি—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জপহারিণী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জপাতি— পরাশরবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষি কাঞ্চায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচজন ঋষি কৃষ্ণপরাশর নামে খ্যাত। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

জব— রাক্ষস বিশেষ। ইহারই তনয় বিরাধ সীতাকে হরণ করিয়া রাম হস্তে নিহত হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শতহ্রদা। রামা-আরণ্য-২। বিরাধ দেখ।

জবন— দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, জবন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জবানেত্র— দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। তিনি পার্ব্বতী করে নিহত হয়েন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জবালা—মহর্ষি সত্যকাম জাবালির মাতা। জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গর্ভে সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের নিকট বিদ্যার্থীরূপে উপস্থিত হইলে, গৌতম তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সত্যকাম মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও গোত্র জানিতে পারিলেন না এবং না পারিবার কারণও গৌতমকে বলিলেন। মহর্ষি গৌতম তাঁহার সত্যবাদীতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ছান্দো-৪র্থঅ-৪র্থখ-১,৫।

জবিন— ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জবিন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের

ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জমদগ্নি-(১) উত্তর দিগ্বাসী মহর্ষি বিশেষ। তিনি লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। (২) বরুণের তনয় মহর্ষি ভৃগু, ভৃগুর তনয় মহর্ষি জমদগ্নি, একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৩।৬২।১৮: ৯।৬৫।১। (৩) মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন ও আপ্নুবান্ এবং আপ্নুবানের তনয় ঔর্ব্ব, ঔর্ব্বের তনয় জমদগ্নি। মৎ-১৯৫। (৪)বৈবস্বত মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯। (৫) মহারাজ গাধীর সত্যবতী নাম্নী এক পরমা রূপবতী কন্যা ছিল। তাঁহাকে মহর্ষি চ্যবনের তনয় ঋচীক এক সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিয়া বিবাহ করেন। সত্যবতীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ঋচীক তাঁহাকে তনয় লাভার্থ এক বর প্রদান করেন। সত্যবতী এই বিবরণ তাঁহার মাতা গাধিরাজ মহিষীর নিকট বলিলেন, তাঁহার মাতাও জামাতার নিকট তনয় লাভার্থ বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সত্যবতী ঋচীকের নিকট মাতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ঋচীক দুই প্রকার চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—এই চরু তুমি স্নানান্তে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, অন্যচরু তোমার মাতা স্নানান্তে বটবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, ভক্ষণ করিলে, উভয়ে পুত্রলাভ করিবে। কিন্তু সত্যবতী মাতার অভিপ্রায় মত চরু পরিবর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিলেন, এবং বৃক্ষও পরস্পর পরিবর্ত্তন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ঋচীক পত্নী জমদগ্নিকে এবং তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করেন। মহর্ষি জমদগ্নি বেদ অধ্যয়নান্তে রাজা প্রসেনজিতেব কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নির রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম নামে পাঁচ তনয় জন্মে। একদা রেণুকা স্নানার্থে গমন করিয়া রাজা চিত্ররথের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হন। রেণুকা আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, জমদগ্নি তাহা জানিতে পারিলেন এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পুত্রদিগকে, রেণুকাকে বধ করিবার আদেশ দেন। অন্য কোনও পুত্র এই নিষ্ঠুর আদেশ পালনে সম্মত হইলেন না, কেবল কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম, পিতৃ আদেশ অলঙ্ঘণীয় মনে করিয়া মাকে হত্যা করেন। পরে পরশুরামের প্রার্থনায় জমদগ্নি রেণুকাকে জীবিত করেন। একদা রেণুকা জমদগ্নির সহিত খেলা করিতেছিলেন। জমদগ্নি শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং রেণুকা সেই শর তাঁহার নিকট আনিয়া দিতে

ছিলেন। রৌদ্রে বার বার গমনাগমন করাতে, রেণুকা রৌদ্র তাপে অতিশয় ক্লিষ্টা হন। সেই জন্ম জমদগ্নি সূর্য্যকেই নিপাত করিতে উদ্যত হইলে, সূর্য্য তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া রেণুকার জন্ম ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতে লোকে ছত্র ও পাদুকা দান প্রচলিত হইয়াছে। একদা অনুপ দেশের রাজা কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হোমধেনু হরণ ও আশ্রমের বহু অনিষ্ট সাধন করেন। সেই সময়ে পরশুরাম আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আশ্রমে আসিলে, জমদগ্নি তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। পরশুরাম অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করেন। তাঁহার তনয়েরা পরশুরামের অনুপস্থিত কালে, অন্য এক দিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পরশুরাম বহু ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৬) ভাগবত মতে চরু পরিবর্ত্তনের ঘটনাটী অন্যরূপ। জমদগ্নি নরপতি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। নরপতি গাধির কন্যা সত্যবতীকে ভৃগু নন্দন ঋচীক বিবাহ করেন। যথাকালে সত্যবতী রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম নামে পাঁচ তনয় প্রসব করেন। সত্যবতী, নরপতি চিত্ররথের সহিত ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, জমদগ্নি মাতৃ বধার্থ তনয়দিগকে আদেশ প্রদান করেন। অন্যান্য তনয়েরা এই আদেশ অমান্য করেন। কিন্তু পরশুরাম পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা করেন। পরে জমদগ্নির বরে সত্যবতী জীবন লাভ করেন এবং পরশুরাম মাতৃবধ জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। জমদগ্নির আশ্রম নষ্ট ও হোমধেনুকে কার্ত্তবীর্য্য হরণ করেন। সেই জন্য পরশুরাম কার্ত্তবীর্যকে সংহার করেন। অত্যল্পকাল পরেই কার্ত্তবীর্য্যের আত্মজেরা, জমদগ্নিকে প্রহার করিয়া হত্যা করেন। সেই জন্য পরশুরাম একবিংশতি বার ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। মহাভা-বন ১১৪, ১৬; শান্তি-৪৯। (৭) শ্রাদ্ধদেব মনুর সময়ে জমদগ্নি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

জম্বুক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, জম্বুক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) জম্বুক নামে এক অসুর ছিল। মহাদেব তাঁহাকে বধ করেন। লি-৯২। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে ধুতপাপ নদী স্কন্দের সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর জম্বুককে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। অশিক্ষক দেখ।

জম্বুকেশ—জম্বুক নামে এক অসুর ছিল। তাঁহাকে বধ করিয়া মহাদেবের নাম জম্বুকেশ হয়। লি-৯২।

জম্বুকেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জম্বুমালী—(১) প্রহস্তের পুত্র। হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার অভিজ্ঞান লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে অশোক বন নষ্ট করেন। জম্বুমালী রাবণ কর্ত্তৃক হনুমান বধার্থ প্রেরিত হইয়া হনুমানের হস্তে নিহত হন। রামা লঙ্কা-৪৪। (২) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কাসমরে হনুমান হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। রামা-সুন্দ-৪৩।

জম্ভ—(১) জনৈক অসুর। ইহারই পুত্র সুন্দসুকেতু যক্ষের কন্যা তারকাকে বিবাহ করেন। রামা-আদি-২৫। (২) জনৈক বানর দলপতি। লঙ্কায় অভিযান কালে ইনি বানর সৈন্যদিগকে সত্বর গমনে উৎসাহিত করিতেন। রামা-লঙ্কা-৪। (৩)তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি জম্ভ ছিলেন। মৎ-১৪৮। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের বিরোচন, জম্ভ ও কুজম্ভ নামে তিন তনয় ছিল। হরি-হরি-২১৮। (৫) হিরণ্যকশিপুর এক তনয়ের নামও জম্ভ ছিল। হরি-হরি-২১৮। (৬) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বৃষাকপি জম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। জম্ভকে ইন্দ্র নিহত করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। জম্ভাসুরের কন্যা কয়াধুকে হিরণ্যকশিপু ও সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

জম্ভক—তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি জম্ভক ছিলেন। মৎ-৪৮। বিতল নামক পাতাল প্রদেশে জম্ভক প্রভৃতি অসুরেরা বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩।

জয়—(১) মহর্ষি জয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৮০।১। (২) ভরত বংশীয় পৃথুর তনয় ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের তনয় মুদ্গল, জয়, বৃহদিষু, যবনীর ও কপিল এই পাঁচ জন। এই পঞ্চ তনয়ের অধিষ্ঠিত জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিল। মৎ-৫। (৩) বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দুই দ্বারবান্ ছিল। তাহারা ব্রাহ্মণের শাপে কশ্যপ পত্নী দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩স্ক-১৮। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ধ্রুবের অন্যতম তনয় বৎসর। বৎসরের স্ত্রী সুবিথী হইতে পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ, বসু ও জয় নামে ছয় তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৫) জনক বংশীয় ভূপতি শ্রুতের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ঋত। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৬) উর্ব্বশী গর্ভে পুরূরবার

আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় ও জয় নামে ছয় তনয় জন্মে। তন্মধ্যে জয়ের তনয় অমিত। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৭) বিশ্বামিত্রের এক তনয়ের নামও জয় ছিল। ভাগ-৯স্ক-১৬। (৮) পুরুবংশীয় সঞ্জয়ের তনয় জয়, জয়ের তনয় হর্য্যবল, হর্য্যবলের তনয় সহদেব। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৯) পুরূরবার বংশীয় সঙ্কৃতির পুত্র জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (১০) যযাতি বংশীয় রাজা বিতথের তনয় মন্যু, মন্যুর তনয় নর, বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য ও গর্গ এই পাঁচ জন। ভাগ-৯স্ক-২১। (১০) যযাতি বংশীয় যুযুধানের তনয় জয়, জয়ের তনয় কুনি, কুনির তনয় যুগন্ধর ভাগ-৯স্ক-২৪। (১১)যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা আনকের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয় উৎপন্ন হয়। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১২) শ্রীকৃষ্ণের পিসীমা ছিলেন শ্রুতকীর্ত্তি, কেকয়পতির স্ত্রী। শ্রুতকীর্ত্তির পুত্র সন্তর্দ্দন ও কন্যা ভদ্রা। সন্তর্দ্দন স্বীয় ভগিনী ভদ্রাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দেন। ভদ্রা হইতে শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র বাম, আয়ু ও সত্য নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। (১৩) জনক বংশীয় নরপতি সুশ্রুতের পুত্র জয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। (১৪) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে বেদজ্ঞ দুই তনয় ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অন্যকে শাপ প্রদান করেন। ইহার ফলে একজন গ্রাহ ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন। বরা-১৪৫। (১৫) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে নাগগণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয়, পরাজয় এই চারি জনকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। (১৬) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসী ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম জয় ছিলেন। মহাভা-উদ-১০২। (১৭) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত তনয়ের অন্যতম জয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; দ্রো-১৩৫। (১৮) দ্রুপদ রাজের অন্যতম তনয় জয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

জয়দ—পুরুবংশীয় মনস্যুর তনয় জয়দ, জয়দের তনয় ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বহুগবী। বায়ু-৯৯।

জয়দেব—(১) প্রাচীন কালে জয়দেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নরপতি খড়্গবাহুকে একটী হস্তী উপহার দিয়া ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৯১। (২) প্রতিষ্ঠান পুরে জয়দেব নামে এক শিবভক্ত নরপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১১।

জয়দেবগণ—প্রজাকামী ব্রহ্মা বৈবস্বত মন্বন্তরে মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সকলেই মন্ত্রময় শরীর সমন্বিত। সেই জয়দেবগণের নাম

দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, চিত্তি, বিচিত্তি, আকূতি, কূতি, বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞাত, মন ও যজ্ঞ ইহারা ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট। ব্রহ্মা দেবগণকে সৃজন করিতে দারপরিগ্রহ, অগ্নিহোত্র যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে আদেশ করেন। কিন্তু এই আদেশ পালনে অবহেলা করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে সাতবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিত, স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত ও উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে সমুদ্ভূত হয়েন। বায়ু-৬৬।

জয়ৎসেন—(১) নরপতি সার্ব্বভৌমের স্ত্রী সুনন্দা হইতে জয়ৎসেনের জন্ম হয়। বিদর্ভরাজের কন্যা সুশ্রবাকে জয়ৎসেন বিবাহ করেন। সুশ্রবা হইতে অবাচীন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। অবাচীন দেখ। (২)বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস কালে চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের গুপ্ত নাম ছিল জয়ৎসেন। মহাভা-বিরাট-৫।

জয়ৎসেনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জয়ৎসেনা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৫৭।

জয়দ্বল—বিরাট নগরে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাস যাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের গুপ্ত নাম জয়দ্বল ছিল। মহাভা-বিরাট-৫।

জয়দ্রথ—(১) যযাতিবংশীয় বৃহদ্ভানুর পুত্র জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ। মৎ-৪৮। (২) ভরতবংশীয় বৃহদ্ধর্ম্মের তনয় বৃহদিষু, বৃহদিষুর তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় অশ্বজিৎ, অশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ। মৎ-৪৯। (৩)সিন্ধু দেশাধিপতি বৃদ্ধক্ষত্রের তনয় জয়দ্রথ। তিনি কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত একমাত্র কন্যা এবং দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার ভগিনী দুঃশলাকে বিবাহ করেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে তিনি একবার দ্রৌপদীকে হরণ করেন। তখন পাণ্ডবেরা অনুপস্থিত ছিলেন। ভীমসেন প্রভৃতি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন ও জয়দ্রথকে বন্দী করিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুরোধে জয়দ্রথের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি ব্যূহদ্বার রক্ষা করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহ-দেবকে পরাস্ত করেন এবং অভিমন্যু সপ্তরথী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে নিহত হন। অর্জ্জুন সেই সময়ে সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে তিনি অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—হয় সূর্য্য অস্ত

গমনের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না হয় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কৌরবেরা জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে সব ব্যর্থ হইল। অর্জ্জুন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিলেন। জয়দ্রথ এক বর পাইয়াছিলেন যে—যে কেহ তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবে, তাঁহারই মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। সেই জন্য অর্জ্জুন জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক, সমন্তপঞ্চক তীর্থে অবস্থিত তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে স্থাপন করেন। বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড় হইতে তাহা পতিত হওয়ায়, তিনি মস্তক বিদীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। জয়দ্রথের পুত্র সুরথ। মহাভা-দ্রো-১৪৬, ১৫২। বৃদ্ধক্ষত্র দেখ। (৪) দক্ষমেরু সাবর্ণিমনু হইত মনুসুত, উত্তমৌজা, কুনিষঞ্জ, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা নামে দশ পুত্র জন্মে। হরি হরি-৭। (৫) অঙ্গদেশের অধিপতি বৃহন্মনার তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ। হরি-হরি-৩১। (৬)চৈদ্যের যশোদেবী ও সতী নাম্নী দুই কন্যাকে বৃহন্মনা বিবাহ করেন। তন্মধ্যে যশোদেবী হইতে জয়দ্রথ এবং সতী হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৭)যযাতিবংশীয় বৃহৎকারের তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের পুত্র বিষদ, বিষদের পুত্র স্তেনজিৎ। ভাগ-৯স্ক-২১। (৮) যযাতিবংশীয় বৃহন্মনার তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বিজয়, বিজয়ের পুত্র ধৃতি। ভাগ-৯স্ক-২৩।

জয়ধ্বজ— যদুবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম জয়ধ্বজ ছিলেন। তিনি অবন্তি দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারই তনয় মহাবল তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের বংশধরেরা তালজঙ্ঘ নামেই খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩; ভাগ-৯স্ক-২৩। জয়ধ্বজ কৃতাস্ত্র, ধার্ম্মিক, মনস্বী ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অপর ভ্রাতারা শৈব ছিলেন। তিনি বিদেহ নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ২২, ২৩। কার্ত্তবীর্য্য ও অগস্তি দেখ।

জয়ন্ত—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামে আটজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। রামা-আদি-৭। (২) রাজা দশরথের অন্যতম দূত। তাঁহার মৃত্যুর পরে বশিষ্ঠের আদেশে ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি কেকয় রাজ্যে গমন করেন। রামা-অযো-৬৮। (৩) ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, রাম বনবাসকালে, একদা ইনি কাকরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন। পরে রামের শরে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হয়।

রামা-সুন্দরা-৩৮। (৪) একদা মেঘনাদ ও জয়ন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে জয়ন্তের মাতামহ পুলোমা ভীত হইয়া স্বীয় দৌহিত্রীকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। রামা-উত্ত-৩৩। (৫) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা সুরভী হইতে অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, সুরেশ্বর ও পিনাকী এই একাদশ রুদ্র, জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫। ইন্দ্রের তনয় জয়ন্তের স্ত্রী কীর্ত্তি। সোমের রাজসূয় যজ্ঞে জয়ন্ত সস্ত্রীক গমন করিয়াছিলেন এবং কীর্ত্তি সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল তাঁহার স্ত্রীরূপে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়া ছিলেন। মৎ-২৩। (৬) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় বৃষভ। বৃষভের পত্নী ও কাশিরাজ নন্দিনী জয়ন্তী গর্ভে জয়ন্ত নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫। (৭) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত, ইহারা অষ্টবসু, বলিয়া খ্যাত। বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে ইহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইহা-দিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৮) অংশ, ভগ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই কশ্যপ তনয়েরা, দ্বাদশ আদিত্য নামে খ্যাত। মহাভা-আদি-১১৪। (৯) দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, জয়ন্তের তনয় বিজয়। হরি-হরি ৩। (১০) বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, জয়ন্ত, গদ, সারণ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি। ভাগ-২স্ক-১। (১১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মরুত্বতী হইতে মরুত্বান্ ও জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জয়ন্ত বাসুদেবের অংশে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাকে উপেন্দ্র বলা হয়। ভাগ-৬স্ক-৬। (১২) ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, ঋষভ, জয়ন্ত ও মীঢ়ুষ নামে তিন তনয় প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (১৩) অষ্টবসুর অন্যতম। অপরাজিত দেখ। মহারাজ দশরথ ও রামচন্দ্রের আটজন মন্ত্রীর অন্যতম। অকোপ দেখ। (১৪) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র। এই চিত্র জয়ন্ত নামেও খ্যাত ছিলেন। জয়ন্তের স্ত্রী জয়ন্তী হইতে যাগশীল, ধীর, শাস্ত্রজ্ঞ, অতিথিপ্রিয় পরম ধার্ম্মিক অক্রূর নামে এক তনয় জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

জয়ন্তিকা—চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

জয়ন্তী—(১) কাশীরাজ নন্দিনী জয়ন্তীকে যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় বৃষভ বিবাহ করেন। বৃষভ হইতে জয়ন্তী গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। জয়ন্তের তনয় অক্রূর। মৎ-৩৫। (২) ইন্দ্রের কন্যার নাম জয়ন্তী। শুক্রাচার্য্যের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ

করেন। মৎ-৪৭। (৩) মনুবংশীয় নরপতি নাভির তপস্যায় প্রীত হইয়া, বিষ্ণু, তাঁহার স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে শুক্লমূর্ত্তি, ঋষভরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্র ঋষভের সহিত জয়ন্তী নাম্নী একটী কন্যার বিবাহ দেন। জয়ন্তী হইতে ঋষভের শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত স্বীয় নামীয় ভারতবর্ষের রাজা হন। ভাগ-৫স্ক-৪, ৫। (৪) মহেশ্বর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নেত্র সম্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তি অন্যতমা সহচরী জয়ন্তী ছিলেন। বরা ৯২। বৈষ্ণবী ও অপরাজিতা দেখ। (৫) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় জয়ন্ত (অন্য নাম চিত্র) হইতে তাঁহার স্ত্রী জয়ন্তী অক্রূর নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করেন। পদ্ম সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ। (৬) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, জয়ন্তী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৭) চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

জয়াপ্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জয়প্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জয়রাত— কলিঙ্গরাজ তনয় ধ্রুব ও জয়রাত কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা দ্রোণ-১৫৫।

জয়শর্ম্মা—অবন্তী ক্ষেত্রে শিবশর্ম্মা নামে এক দ্বিজোত্তম ছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র জয়শর্ম্মা অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। জয়শর্ম্মা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কমলা ব্রত মাহাত্ম্য শুনিতে পান। পরে তিনি স্বয়ং এই ব্রত আচরণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-৬২।

জয়সেন—(১) পুরূরবা বংশীয় হীনের তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির তনয় জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) যযাতি বংশীয় সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের তনয় রাধিক, রাধিকের তনয় অযুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৩) শূরের অন্যতমা কন্যা রাজাধিদেবীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন জয়সেন এবং জয়সেনের ঔরসে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই তনয় ও মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক২৪, ১০স্ক৬১। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অদীনের তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় সংহতি, সংহতির তনয় ক্ষত্রধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-৯

জয়া—(১) কৃশাশ্ব নাম্নী জনৈক নরপতির পুত্রবধূ জয়া নামক পঞ্চাশটী উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ অস্ত্রগুলি বিশ্বামিত্রকে দান করা হয়। রামা-আদি-২১। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৩) লক্ষ্মীর অন্যতমা সহচরীর নাম জয়া ছিল। মহাভা-শান্তি-২২৮। (৪) পার্ব্বতীর সখী জয়া, বিজয়া প্রভৃতি ছিলেন। লি-১০২। (৫) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয় কৃত্তিকা যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (৬) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের মিলিত দৃষ্টি হইতে যে বৈষ্ণবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার অন্যতমা সহচরী জয়া ছিলেন। বরা-৯২—৯৫। (৭) গৌতম পত্নী অহল্যা হইতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা নাম্নী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই সতীর সহচরী ছিলেন। শঙ্কর পত্নী সতী জয়ার নিকটে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ ও শিব নিন্দা শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। বাম-৪। (৮) পার্ব্বতীর এক নাম জয়া। শিব জ্ঞান ৬। (৯) বরাহগিরিতে সাবিত্রী দেবী জয়া নামে খ্যাত আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

জয়াদিত্য—মহীসাগর তীর্থে জয়াদিত্য মহাদেব আছেন। জয়াদিত্যের দর্শন মাত্রেই মানব সকল প্রকার কল্যাণ-ভাজন হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৯।

জয়ানীক—দ্রুপদ রাজার অন্যতম তনয় জয়ানীক। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

জয়াবতী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা জয়াবতী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জয়োন—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুত্বতীর গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। মরুত্বতী দেখ।

জর—মহর্ষি জয়ের তনয় বৃষ ঋষি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২।১।

জরৎকর্ণ— মহর্ষি জরৎকর্ণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমরস নিষ্পীড়নের প্রস্তরের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋগ-১০।৭৬।১।

জরৎকারু—যাযাবর নামে এক ব্রতশীল ঋষি বংশে জরৎকারু মুনির জন্ম হয়। মহর্ষি জরৎকারু তপোনুষ্ঠান ও পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতৃ পুরুষগণ অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। তিনি দার পরিগ্রহ না করায় তাঁহার পিতৃ লোকের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। তখন তিনি স্বীয় নামীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া, কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নাগরাজ বাসুকি

ইহা জানিতে পারিয়া স্বীয় ভগিনী জরৎকারুকে মহর্ষি জরৎকারুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। জরৎকারু স্ত্রীর ভরণ পোষণে অসম্মত হইলে, বাসুকি তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদা অকালে জরৎকারুর নিদ্রা ভঙ্গ করিলে, মুনি স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করেন। গমনকালে স্ত্রীকে তাঁহার গর্ভে বংশধর সন্তান আছে (অস্তি) এই বলিয়াছিলেন। সেই জন্য জাত পুত্র আস্তিক নামে খ্যাত হইলেন। তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে উপস্থিত হইয়া সর্পকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩, ১৫।

জরা—(১) মগধের রাজা বৃহদ্রথের দুই স্ত্রী অর্দ্ধদেহ বিশিষ্ট এক একটী সন্তান প্রসব করেন। এই অদ্ভুত সন্তান পথি পরিত্যক্ত হইলে, জরা নাম্নী কোনও রাক্ষসী তাহাদিগকে সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত করেন। সেই জন্য উক্ত সন্তান জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন। জরা পরে তাঁহাকে রাজা বৃহদ্রথকে সমর্পণ করেন। মহাভা-সভা-১৬, ১৭; হরি-হরি-৩২। (২) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের শূদ্রা ভার্য্যার গর্ভে জরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাবলশালী বীর ছিলেন এবং নিষাদগণের রাজা হন। হরি-হরি-১৬০। (৩) জরা নামে এক ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করেন। ভাগ-১১স্ক-৩০। (৪) মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১মস্ক-৭। (৫) প্রজ্বরের স্ত্রী মৃত্যু ও জরা। ব্রহ্মবৈ-ব্র-স্ক-১; বায়ু-১০। অসূয়া দেখ।

জরান্ধম— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬; সত্যভামা দেখ।

জরান্ধক— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু ৯৬। সত্যভামা দেখ।

জরাব্যাধ—জরা নামক ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিয়াছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৭—৪১।

জরায়ু—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জরায়ু ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জরাসন্ধ—(১) মগধের নরপতি বৃহদ্রথের তনয় জরাসন্ধ বৃহদ্রথ কাশিরাজের দুই যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি দীর্ঘকাল সন্তান লাভে বঞ্চিত ছিলেন। একদিন রাজা শুনিতে পাইলেন, কাক্ষীবান্ গৌতমের তনয় মহাত্মা চণ্ডকৌশিক তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া দুই রাণীকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং সন্তান প্রার্থনা করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে

একটী আম্রফল বৃক্ষ হইতে তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইল। মহর্ষি সেই ফলটী রাজাকে প্রদান করিয়া বলিলেন—ইহা সেবনে রাণীরা সন্তানবতী হইবেন। রাজা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাণীদিগকে সেই ফল ভক্ষণ করিতে দিলেন। উভয় রাণী ফল অর্দ্ধাংশ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। যথাকালে তাঁহারা এক পদ এক হস্ত অর্দ্ধ মস্তক বিশিষ্ট এক একটী সন্তান প্রসব করিলেন। দাসী অদ্ভুত সন্তানকে রাণীদের আদেশে এক চতুষ্পথে স্থাপন করিয়া চলিয়া আসিল। সেই সময়ে ঘটনাক্রমে জরা নাম্নী এক রাক্ষসী তাহা দেখিতে পাইয়া গ্রহণ করিল এবং যদৃচ্ছাক্রমে সংযোগ করাতে এক অপূর্ব্ব দিব্য কুমাররূপে পরিণত হইল। জরা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার করে সেই বালককে অর্পন করিল। জরা কর্ত্তৃক সন্ধিত (সংযোজিত) হইয়া বালক জরাসন্ধ নামে খ্যাত হইল। যথাকালে রাজা বৃহদ্রথ পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। নরপতি জরাসন্ধ অল্পকাল মধ্যেই অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তী নাম্নী দুই কন্যাকে মথুরাধিপতি কংস বিবাহ করেন এবং জরাসন্ধেরই সহায়তায় পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া তিনি মথুরার রাজা হন। পরে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে কংস নিহত হইলে, জরাসন্ধ হংস ও ডিম্বক নামক বিচক্ষণ মন্ত্রীদের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। শ্রীকৃষ্ণ পলায়নপূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি জরাসন্ধের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জাতক্রোধ ছিল। নরপতি যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে জরাসন্ধকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তদর্থে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন মগধে উপস্থিত হইয়া স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। প্রথমেই তাঁহারা নগরের উপকণ্ঠস্থিত তিনটী ভেরী বিনষ্ট করিলেন। নরপতি জরাসন্ধ ব্রাহ্মণবেশী তিন জনকেই অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিন রাত্রে জরাসন্ধের সহিত, তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে ভীম হস্তে তিনি নিহত হন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার তনয় সহদেব মগধের রাজা হন। মহাভা-সভা-১৬—২৩। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতমের নামও জরাসন্ধ ছিল। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মগধের অধিপতি উর্জ্জের তনয় সম্ভব, সম্ভবের তনয় জরাসন্ধ, জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের পুত্র উদাপি। হরি-হরি-১৭২।

জরিতা—(১) পক্ষী বিশেষ। অগ্নি সম্বন্ধে তাঁহার রচিত কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র আছে। ঋগ-১০।১৪২।১। (২) তপঃস্বাধ্যায়

সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি মন্দপাল পুত্র কামনায় জরিতা নাম্নী এক শাঙ্গিকার গর্ভে জরিতারি, সারিসৃক্ক, স্তম্বমিত্র ও দ্রোণক নামে চারি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রগণ অণ্ড মধ্যে থাকিতেই মহর্ষি মন্দপাল তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক লপিতার নিকট গমন করেন। জরিতা সেই পুত্রগণকে খাণ্ডব বনে প্রতিপালন করিতে থাকেন। খাণ্ডব বন দহনকালে জরিতা পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান এবং পরে অগ্নির কৃপায় তাঁহারা রক্ষা পাইলে, মহর্ষি মন্দপাল ও জরিতা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪।

জরিতারি—মহর্ষি মন্দপালের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪। জরিতা দেখ।

জরূথ—অগ্নি জরূথ নামক শত্রুকে জলের মধ্য হইতে বহির্গত করিয়া দগ্ধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮০।৩।

জর্জ্জুর—কশ্যপের স্ত্রী দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ জন্মে। হিরণ্যাক্ষের জর্জ্জুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন মহানাভ ও কালনাভ নামে বিদ্বান্ ও বলবান্ পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

জর্জ্জুরাননা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জর্জ্জুরাননা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জল—অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প ও ব্রহ্মা ইহারা প্রত্যধিদেবতা। মৎ ৯৩।

জলজ—শাকদ্বীপের অধিপতি হব্যের সপ্তপুত্রের অন্যতম জলজ। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। হব্য দেখ।

জলজন্তু— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা তিমি হইতে জলজন্তু সকল উৎপন্ন হয়। ভাগ-৬স্ক-৬।

জলদ—(১) মহর্ষি জলদ একজন অত্রি বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি, অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭। (২) হব্যের অন্যতম পুত্র। লি-৪৬; হব্য দেখ। মার্ক ৫৩; বায়ু-৩৩; অগ্নি-১১৯; বিষ্ণু ২য়-৪।

জলদা-- নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ভদ্রা, জলদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে তাহারা সকলেই প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

জলন্ধম-- (১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, জলন্ধম তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে ভানু, রোহিত, দীপ্তিমান্, ভ্রমরতেক্ষণ,

তাম্র, চক্র ও জলন্ধম নামে সাত পুত্র এবং চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭।

জলন্ধর—(১) মহর্ষি জলন্ধর একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল, কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (২) পুরাকালে জলন্ধর নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার ভয়ে, দেবগণ ত দূরের কথা, স্বয়ং বিষ্ণু পর্য্যন্ত অস্থির ছিলেন। জলন্ধর অবশেষে মহাদেবকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহাদেব জলমধ্যে সুদর্শন চক্র স্থাপন করিয়া জলন্ধরকে তাহা উত্তোলন করিতে বলেন। তিনি সেই চক্র স্কন্ধে স্থাপন করিবা মাত্র, তাহার আঘাতে নিহত হন। লি-৯৭। (৩) সমুদ্রের তনয় জলন্ধর কালনেমীর কন্যা বৃন্দাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪।

জলপূর্ণা—অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-আব-অব-৮।

জলপ্রিয়— কাশীতে জলপ্রিয় মহাদেব অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

জলপ্রিয়া— সাবিত্রী দেবী শালগ্রাম ক্ষেত্রে মহাদেবী এবং শিবলিঙ্গ ক্ষেত্রে জলপ্রিয়া নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

জলসন্ধ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম জলসন্ধ। মহাভা-আদি-৬৭। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভী-৬৪। কৌরব পক্ষীয় মহাবীর জলসন্ধ কুরুক্ষেত্র সমরে সাত্যকী হস্তে নিহত হন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের তনয় নহেন। মহাভা-দ্রো-১১৫।

জলসন্ধি—মহর্ষি জলসন্ধি একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

জলান্তক— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

জলান্ধমা— শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। হরি-হরি ১৬০। সত্যভামা দেখ।

জলেয়ু—(১) যযাতির অন্যতম তনয় পুরু, পুরুর তনয় রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, জলেয়ু, প্রভৃতি নামে দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ। (২) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু নামে পিতৃবৎসল দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২০।

জলেশী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জলেশ্বর— বরুণদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৫০।

জলেশ্বরী— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত

হইলে, সর্ব্বপাপবিমোচনা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী জলেশ্বরী প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। সর্ব্বপাপবিমোচনা দেখ।

জলেলা—যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃগণ, দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী ছিলেন, জলেলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জলোদ্ভব—ব্রহ্মার বরে জলোদ্ভব নামক অসুর অজেয় হইয়া ভূতলে অতিশয় উৎপাত আরম্ভ করে। তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা এবং মহাদেব শূল দ্বারা তাঁহাকে বধ করেন। বাম-৮১।

জল্প—(১) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। মৎ-৯। কবি ও কপি দেখ। (২) জল্প নামে এক নরপতি ছিলেন। স্কন্দ আব-চতু-৬৬।

জল্পেশ্বর— নরপতি জল্প কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ জল্পেশ্বর নামে খ্যাত। এই মহাদেবকে দেখিবা মাত্র সর্ব্বপাপ উপশমিত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৬৬।

জল্পেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জহু— যযাতিবংশীয় নরপতি পুষ্পবানের পুত্র জহু। ভাগ-৯স্ক-২২।

জহ্নু—(১) মুনি বিশেষ। ভগীরথ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন কালে, গঙ্গা তাঁহার আশ্রম প্লাবিত করেন। জহ্নুমুনি সেজন্য কুপিত হইয়া গঙ্গার সমুদয় জল পান করিয়াছিলেন। পরে দেবগণের অনুরোধে তিনি গঙ্গাকে কর্ণদ্বারা বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গা জহ্নু কন্যা জাহ্নবী নামে খ্যাত হইলেন। রামা-আদি-৪৩। (২) অজমীঢ়ের পত্নী কেশিনী হইতে জহ্নুর জন্ম হয়। তাহা হইতে কুশিক বংশ উদ্ভব হইয়াছে। জহ্নুর পুত্র অজ, অজের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) জহ্নু তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) অকপিবান্ দেখ। সোমবংশীয় নরপতি সুহোত্রের ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেশিনী হইতে জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি জহ্নু যখন সর্ব্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গঙ্গা তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। কিন্তু জহ্নু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে গঙ্গা অতিমাত্র কুপিতা হইয়া তাঁহার আশ্রম ভাসাইয়া লইয়া যান। জহ্নুও ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে পান করেন। মহর্ষিগণ তখন সেই মহাভাগা গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে স্থির করিয়াছিলেন। তদবধি গঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত হন। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। কাবেরী সুনহকে প্রসব করেন। হরি হরি-২৭।

(৫) সোমবংশীয় নরপতি হোত্রকের তনয় জহ্নু। জহ্নু গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন। জহ্নুর তনয় পুরু, পুরুর তনয় বলাক। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি কুরুর চারি পুত্রের অন্যতম জহ্নু, জহ্নুর তনয় সুরথ, সুরথের তনয় বিদুরথ। ভাগ-৯স্ক-২২। (৭) সুহোত্রের তনয় জহ্নু, জহ্নুর তনয় সুজহ্নু, সুজহ্নুর তনয় অজক। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (৮) মহর্ষি জহ্নু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি একবার অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া শোভনীয় বলযুক্ত ধন ও শোভনীয় অন্ন লইয়া জহ্নুর অপত্যদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৬।১৯। (৯) সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কাব্য, অকপীবান্, অজক ও অজপ দেখ।

জাগেশ্বর—শাণ্ডিল্য কর্ত্তৃক স্থাপিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১১।

জাজলি, জাজলী—(১)ঋষি জাজলি সমুদ্র-তটে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, হুতাশনে আহুতি-প্রদান, একাগ্র-চিত্তে বেদপাঠ, ভূমিশয্যায় শয়ন, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে সলিলে অবস্থান ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিতেন। এবং কাষ্ঠ ও স্তম্ভের ন্যায় অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই অবস্থায় তাহার জটা মধ্যে চটক পক্ষী অবস্থানপূর্ব্বক শাবক উৎপাদন করিয়াছিল। ইহতে তাঁহার মনে মনে অহঙ্কার হইয়াছিল যে, তাঁহার মত তপস্বী আর নাই। ইতিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বারাণসীর বৈশ্য-কুলোদ্ভব একজন তাঁহার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি এই দৈববাণী শুনিয়া তাহার কাছে জ্ঞানও ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৬১-৬২। (২) অথর্ব্ববেদবিদ্ মহর্ষি সুমন্তর শিষ্য কবন্ধ, কবন্ধের শিষ্য পথ্য, পথ্যের শিষ্য কুমুদ, শুনক ও জাজলি। ভাগ-১২স্ক-৭; ব্রহ্মা-৬৭; বিষ্ণু-৩য়-৬। (৩) শাণ্ডিল্য, জাজলী, কপিল, উপাসায়ক, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা বিষ্ণুভক্তিবর্দ্ধক শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বরা-১৪৮। (৪) আয়ুর্ব্বেদবেত্তা মহর্ষি জাজলি ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি বেদাঙ্গসার নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬।

জাজ্জলী—মহর্ষি জাজ্জলী সমুদ্র তটে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং তাহাতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ভাগ-৪র্থস্ক-৩০।

জাঠর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জাঠর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জাতবেদা— অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-৩।২১।৮।

জাতহারিণী—(১) চামুণ্ডা দেবীর অসংখ্য কিঙ্করী, জাতহারিণী নামে বিখ্যাতা। তাঁহারা আচার বিহীনা স্ত্রীলোকদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করে। বরা-৯৬। (২) যমের দৌহিত্রী ঋতুহারিণীর অন্যতমা কন্যা। সূতিকা গৃহে অগ্নি, জল, ধূপ, দীপ, শস্ত্র, মূষল, ভস্ম ও সর্ষপ না থাকিলে, জাতহারিণী তথায় প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ শিশুকে অপহরণ পূর্ব্বক সদ্যজাত অন্য শিশু তথায় রাখিয়া আসে। জাতহারিণীর পুত্র প্রচণ্ড। মার্ক-৫১। জাতহারিণী ও অর্দ্ধহারী দেখ।

জাতিস্মর—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা স্মৃতি হইতে জাতিস্মর জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। স্মৃতি দেখ।

জাতুকর্ণ—(১) শাকল্য মুনির শিষ্য জাতুকর্ণ নিরুক্তের সহিত নিজ সংহিতা, স্বীয় শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজ নামক চারিজনকে শিক্ষা দেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশ দ্বাপরে মহর্ষি জাতুকর্ণ বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৩) মহর্ষি জাতুকর্ণ একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের জাতুকর্ণ, বশিষ্ঠ ও অত্রি এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-২০০। (৪) বিষ্ণু, মনুবংশীয় নরপতি দেবদত্তের পুত্ররূপে অগ্নিবেশ্য নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কানীন ও জাতুকর্ণ নামও ছিল। ভাগ-৯স্ক-২।

জাতুকর্ণেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জাতুকর্ণ্য—(১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে জাতুকর্ণ্য একজন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব সোমশর্ম্মা নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন। লি-৭। (২) অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার পরাশর নন্দন বেদব্যাস ছিলেন। মহর্ষি জাতুকর্ণ্য তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। মৎ-৪৭। (৩) মহর্ষি জাতুকর্ণ্য বশিষ্ঠের পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১।

জানকি— যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া জানকি নামে বিখ্যাত রাজা হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

জানকী— জনক নন্দিনী সীতার অন্য নাম। রামায়ণ। সীতা দেখ।

জানস্তি— শমাদি গুণযুক্ত মহর্ষি জানস্তি বদরিকাশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার উপদেশে দেবমালি নামক এক ব্রাহ্মণ পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বৃহন্না-৩৩।

জানপদী— মহর্ষি শরদ্বানের (অন্য নাম গোতম) তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য, ইন্দ্র জানপদী নাম্নী এক দেব-

কন্যাকে প্রেরণ করেন। এই জানপদীর গর্ভে শরদ্বানের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তাঁহারা নরপতি শান্তনুকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কৃপ ও কৃপী নাম প্রাপ্ত হন। কৃপীকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন। মহাভা আদি-১৩০। কৃপ ও কৃপী দেখ।

জানশ্রুতি— জনশ্রুতির পুত্র রাজা জানশ্রুতি, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানশীল, বহু-দাতা ও বহুপাক্য (অতিথির জন্য বহু অন্ন পাক কর্ত্তা) ছিলেন "সর্ব্বদিক হইতে লোকেরা আসিয়া আমার অন্ন ভক্ষণ করিবে", এই মনে করিয়া, তিনি চতুর্দ্দিকে বহু পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন এবং বহু ধন সহ ভার্য্যার্থে স্বীয় কন্যাকে মহর্ষি রৈকের করে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো।

জানু—(১) অতি পূর্ব্বকালে জানু নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। (২) তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক ৭৪। তামসমনু দেখ।

জাবাল, জাবালি—(১) জবালা নাম্নী মহিলার গর্ভজাত মহর্ষি সত্যকাম, স্বীয় গুরু গৌতম কর্ত্তৃক জাবালি নামে অবিহিত হইয়াছিলেন। ছান্দো-৪র্থঅ-৪র্থথ। (২) বিশ্বামিত্রবংশীয় মহর্ষি জাবাল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (৩) শাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ নিরুক্তের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৪) মহর্ষি জাবালি নামে ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৫) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি জাবাল ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি তন্ত্রসারক নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৬) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র জাবালি। মহাভা অনুশা-৪। (৭) মহর্ষি ঋতধ্বজের পুত্র জাবালি। তিনি দৈত্যপতি কন্দর-মালীর কন্যা দেববতীকে বিবাহ করেন। বাম ৬২, ৬৫। (৮) মহর্ষি জাবালি নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। রামের বনবাস কালে, ভরত রামকে প্রত্যানয়ন করিতে গমন করিলে, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন এবং রামকে রাজ্য গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। রামা-অযো-১০৮, ৯। (৯) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণমন্ত্রী। রামা-আদি-৭।

জামদগ্ন্য—জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে জামদগ্ন্য জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু জামদগ্ন্য অবতারে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সংহার ও পৃথিবী একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করেন। পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া

করন জন্য পাপ মোচনার্থ জামদগ্ন্য অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া কশ্যপকে দক্ষিণা স্বরূপ পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। হরি হরি ২৭, ৩৩। পরশুরাম দেখ।

জামলজা— পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

জামী—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী জামী হইতে নাগবীথী নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৮।

জাম্ববতী, জাম্বুবতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ছিল জাম্ববতী। তিনি ঋক্ষপতি জাম্বুবানের কন্যা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৪। (২) শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকমণির জন্য জাম্বুবানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। জাম্বুবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া এবং স্যমন্তক মণি প্রত্যর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। জাম্ববতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের সাম্ব, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে পাঁচ পুত্র ও মিত্রবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-১৬০। (৩) জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবিণ, বসুমান্ ও ক্রতু নামে দশ তনয় জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৫৬।

জাম্ববান্—যদুবংশীয় সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেন পরিধানপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সিংহ কর্তৃক নিহত হন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সিংহকে বধ করিয়া সেই মণি আহরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেন এবং স্যমন্তক মণি জাম্ববান্ হইতে গ্রহণ করিয়া সত্রাজিতকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৮।

জাম্বুনদ—নরপতি কুরুর অন্যতম পুত্র অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের অন্যতম তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের অন্যতম তনয় জাম্বুনদ। মহাভা-আদি-৯৪।

জাম্বুবান্—(১) কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি ও সুগ্রীবের সখা। তিনি সীতার অন্বেষণার্থ বহু সহস্র বানরসৈন্যসহ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। (২) তিনি বিষ্ণুর জৃম্ভন হইতে জন্মলাভ করেন বলিয়া জাম্বুবান্ নামে খ্যাত হন। রামা-আদি-১৭। (৩) জাম্বুবান্ ও ধূম্র গদ্‌গদের তনয়। রামা-লঙ্কা-৩০।

জারুথ্য—বসুদেবের পত্নী দৈবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে সুষেণ, কীর্ত্তিমান্, ভদ্রসেন, জারুথ্য, বিষ্ণুদাসক ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত। কংস তাঁহাদিগকে বধ করেন। অগ্নি-২৭৫।

জারুধীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জালকেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জালধি—মহর্ষি জালধি একজন ভৃগু-বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জালন্ধর—জালন্ধর নামে এক দৈত্য ছিল। মহাদেব তাহাকে বিনাশ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

জালপাদ— মহর্ষি জালপাদ একজন শিবভক্তিপরায়ণ ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

জালহাসিনী— শ্রীকৃষ্ণের জালহাসিনী নামে এক প্রধানা মহিষী ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫।

জালেশ্বর—নর্ম্মদাতীরে মহাপাতকনাশন জালেশ্বর মহাদেব আছেন। সৌর-৬৯।

জাল্মেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জাস্ক—বেদের নিরুক্ত গ্রন্থ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) মহর্ষি জাস্কের প্রণীত। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

জাহুষ—রাজা জাহুষ চতুর্দ্দিকে শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় স্বকীয় সর্ব্বভেদকারী রথে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া রাত্রিযোগে সুগম্য পথ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ঋগ-১।১১৬।২০।

জাহ্নবী—সাগরের পত্নীর নাম জাহ্নবী। মহাভা-উদ্-১১৬।

জিত—(১) জিত, জিৎ ও অজিত ইহারা স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র। দেবগণের মধ্যে তিনটী গণ কথিত আছে। তন্মধ্যে ঐ সকল পুত্র তৃপ্তিমান্ গণ বলিয়া কথিত। বায়ু-৩১। (২) যদুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জিত। বায়ু-৯৪। যদু দেখ।

জিৎ—জিত দেখ।

জিতবতী— রাজা উশীনরের দুহিতা জিতবতী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। তিনি বসুদের অন্যতম দ্যুর পত্নীর সখী ছিলেন। দ্যু, তাঁহার পত্নীর উত্তেজনায় জিতবতীর জন্য বশিষ্ঠের হোমধেনু সুরভিকে অপহরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হন। মহাভা-আদি-৯৯।

জিতব্রত-রাজা হবির্দ্ধানের পত্নী হবির্দ্ধানী হইতে বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-২৪।

জিতাত্মা—(১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব-দিগের মধ্যে জিতাত্মা অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের পুত্র জিতাত্মা। লি-৬৬।

জিতান্তক— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী

তাঁহাকে বিনাশ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

জিতারি—নরপতি কুরুর অন্যতম পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের অন্যতম তনয় জিতারি। মহাভা-আদি-৯৪। অবিক্ষিৎ দেখ।

জিতেন্দ্রিয়—মহর্ষি জিতেন্দ্রিয় ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩।

জিন—সোম বংশীয় নরপতি যদুর সহস্র-জিৎ, ক্রোষ্টু, জিন, নীল ও রঘু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ ২৪।

জিষ্ণু—(১) মধু ও কৈটভ নামক অসুর-দ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ, বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক দুই পুরুষকে সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও জিষ্ণু কৈটভকে বধ করেন। কূ-পূ-১০। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে ওঘবতী নদী স্বীয় অনুচর সুপ্রসাদ, সুবেনু ও জিষ্ণুকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৩) ভৌত্য মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। ভৌত্য মনু দেখ।

জিহ্বক— মহর্ষি জিহ্বক একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জীব—সূর্য্য, সোম, ভৌম, বুধ, জীব, সিত, শনি, রাহু ও কেতু এই সকল দেবতা লোকহিত সাধক গ্রহ বলিয়া কথিত হয়েন। মৎ-৯৩।

জীবনাশ্ব—(১) মহর্ষি জীবনাশ্ব একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব, জীবনাশ্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) বরাহকল্পের চতুর্বিংশ দ্বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলী নামে মহাযোগীরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে শালিহোত্র, অগ্নিবেশ, জীবনাশ্ব ও শরদ্বসু, তাঁহার শিষ্য ছিলেন। লি-২৪।

জীবন্তী—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জীবন্তী একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জীবল—(১) অতি পূর্ব্বকালে শলাবতের তনয় শিলক, দল্‌ভবংশীয় চিকিতায়ন পুত্র চৈকিতায়ন ও জীবলের তনয় প্রবাহন, এই তিন জন ঋষি উদ্গীথ বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। শিলক ও চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং প্রবাহন মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। ছান্দো। (২) জীবল ও বার্ষ্ণেয় নামে ঋতুপর্ণরাজের দুই অনুচর ছিল। নল রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে বাহুক নামক সারথী-রূপে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহারা নলের পরিচর্য্যা করিত। মহাভা-বন-৬৭।

জীমূত—(১) যদুবংশীয় নরপতি ব্যোমার তনয় জীমূত। জীমূতের তনয় বৃহতী হইতে ভগীরথ জন্মে। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতি বংশীয় ব্যোমের তনয় জীমূত, জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শাল্মলীদ্বীপের অধীশ্বর বপুষ্মান হইতে হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ নামে ছয় পুত্র জন্মে। জীমূত তাঁহার স্বনামীয় জীমূতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। লি-৪৬; অগ্নি-১১৯। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ব্যাপ্তের পুত্র জীমূত এবং জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির তনয় ভীমরথ। লি-৬৮। (৫) যদুবংশীয় ব্যোমার তনয় জীমূত, জীমূতের তনয় বংশকৃতি, বংশকৃতির তনয় ভীমরথ। বিষ্ণু-৪র্থ ১২। (৫) বিরাট রাজভবনে ব্রহ্ম মহোৎসব সময়ে সমাগত জীমূত নামে এক বিখ্যাত মল্লকে, বল্লভ নামে অভিহিত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-বিরাট-১৩। (৭) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মারতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যবর্গের অন্যতম জীমূত ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

জীমূতকেতু— মহাদেবের অন্য নাম জীমূতকেতু। একদা মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত মন্দর পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। গৃহ নাই; সুতরাং বর্ষাপাতে কষ্ট পাইতে হইবে এই ভাবিয়া, পার্ব্বতী দুঃখ করিতেছিলেন। মহাদেব মেঘে অবস্থান করিলে, অম্বুধারা পার্ব্বতীর গাত্রস্পর্শ করিবে না মনে করিয়া, উন্নত ঘনখণ্ডে পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই জন্য মহাদেবের নাম হইল জীমূতকেতু। বাম-১।

জুহু—বৃহস্পতি স্বীয় স্ত্রী জুহুকে একবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দেবতাদের অনুরোধে, তিনি পুনঃ জুহুকে গ্রহণ করেন। ঋগ-১০।১০৯।১।

জূতি—মহর্ষি জূতি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।১৩৬।১।

জৃম্ভ—রাবণের অনুচর অন্যতম রাক্ষস। বানর সৈন্য কর্ত্তৃক লঙ্কাসমরে বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

জৃম্ভক—ধর্ম্মারণ্যের সমীপে জৃম্ভক নামে এক যক্ষ বাস করিত। সে সর্ব্বদাই ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিত। পরে দেবগণের প্রযত্নে যোগিনীগণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। স্কন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

জৃম্ভন—(১)ইন্দ্র সাবর্ণি বংশীয় পুণ্ডরীকের তনয় জৃম্ভন। জৃম্ভনের তনয় শৃঙ্গী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩১। (২) জনৈক রাক্ষস দলপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা ১২।

জতা— (১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়

মধুচ্ছন্দা, মধুচ্ছন্দার তনয় জেতা। মহর্ষি জেতা বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।১১।১। (২) সাবর্ণি মনুর সময়ে অমিতাভ নামে খ্যাত বিংশতি সংখ্যক দেবতাদের অন্যতম। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

জৈগীষব্য—(১) জৈগীষব্য নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি আদিত্য তীর্থে অসিতদেবল ঋষির আশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এবং অসিতদেবলকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শল্য-৫১। (২) হিমালয়ের স্ত্রী মেনকাগর্ভসম্ভূত কন্যা, উমাকে মহাদেব, পর্ণাকে মহর্ষি অসিতদেবল, একপাটলাকে মহর্ষি জৈগীষব্য বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৮। (৩) মহর্ষি জৈগীষব্যের উপদেশে যযাতি বংশীয় নরপতি বিষক্সেন যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৪) বরাহ কল্পের সপ্তম দ্বাপরে জৈগীষব্য একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। এই সময়ে শতক্রতু ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। জৈগীষব্যের সারস্বত, মেঘবাহন, মেঘ ও সুবাহন নামে যোগমার্গাবলম্বী চারি তনয় ছিল। লি-২৪। (৫) শঙ্খ, মনোহর, কৃষ্ণ, কৌশিক, সুমনা ও বেদবাদ এই ছয়জন মহর্ষি জৈগীষব্যের শিষ্য ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৭। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম কলিযুগে জৈগীষব্য মহাদেবের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৭)মহর্ষি কপিল, জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে যোগ সম্বন্ধীয় পরম জ্ঞান প্রদান করেন। কূর্ম্ম-উ-১১। (৮) মহর্ষি কপিল ও জৈগীষব্যের উপদেশে নরপতি অশ্বশিরা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বরা-৪, ৫। (৯) হিমালয়ের কন্যা উমাকে মহাদেব, একপর্ণাকে সিত ও অপর্ণাকে জৈগীষব্য বিবাহ করেন। মৎ-১৮০। (১০) বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে মহাদেব জৈগীষব্য নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার স্বারস্বত, সুমেধা, বসুবাহু ও সুবাহন নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩।

জৈত্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম ভৃত্য। ভাগ-১০স্ক-৭১।

জৈত্যদ্রোণি—মহর্ষি জৈত্যদ্রোণি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

জৈবন্তায়নী—মহর্ষি জৈবন্তায়নী একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্ ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জৈমনি—একজন ঋষির নাম জৈমনি ছিল। হরি-হরি-১৬৬।

জৈমিনি, জৈমিনী—(১) সুমন্তু, জৈমিনি,

পৈল, বৈশম্পায়ন ও ব্যাসদেবের তনয় শুকদেব, এই পাঁচজন ব্যাসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (২) বেদব্যাস বেদকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া মহর্ষি পৈলকে ঋগ্বেদ, জৈমিনীকে ও কবিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরসাখ্য মন্ত্র এবং রোমহর্ষণকে পঞ্চমবেদ ইতিহাস পুরাণাদি অধ্যয়ন করান। ভাগ-১২স্ক-৬। (৩) রঘু বংশীয় নরপতি হিরণ্যনাভ জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) জৈমিনীর পুত্র সুমন্ত, সুমন্তর তনয় সুত্বান; জৈমিনী, পুত্র ও পৌত্রকে সামবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৫) ব্রহ্মার আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া পৈলকে ঋক্, বৈশম্পায়নকে যজু, জৈমিনীকে সাম এবং জৈমিনীর পুত্র সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ শিক্ষা দেন। জৈমিনীও পরে পুত্র সুমন্তু ও পৌত্র সুকর্ম্মাকে সাম বেদের এক এক শাখা অধ্যয়ন করান। সুমন্তু ও সুকর্ম্মা পরে ঐ শাখাদ্বয়কে সহস্র প্রকার শাখায় বিভক্ত করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪; ৬; ৪র্থ-৪। (৬) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ প্রচার কালে চারিজন শিষ্য করেন। তন্মধ্যে পৈল ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ, জৈমিনী সামবেদ, সুমন্তু অথর্ব্ববেদ অভ্যাস করেন। সমস্ত যজুর্ব্বেদের একশত একটী বিশেষ কল্পনা পরিদৃষ্ট হয়। জৈমিনী স্বীয় তনয় সুমন্তুকে এই সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সুমন্তু স্বীয় পুত্র সুত্বাকে, সুত্বা তাঁহার পুত্র সুকর্ম্মাকে এই সকল যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বায়ু-৬০; ৬১। (৭) মহর্ষি জৈমিনী লাঙ্গলির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। লাঙ্গলি দেখ।

জৈহ্বলায়নি—মহর্ষি জৈহ্বলায়নি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্ত ঋষি ছিলেন। মৎ-১৯৬।

জৈহ্নন—মহর্ষি কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্নন, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, গৌরপরাশর নামে খ্যাত। তাঁহাদের পরাশর শক্তি, ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২৭১।

জৈমূত—মহর্ষি জৈমূত উত্তর দিকে, হিমালয় প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি হিমালয়ে সুবর্ণখনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১১০।

জ্ঞাতি—যদুবংশীয় বিদর্ভের ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই শূর ও রণবিশারদ ছিলেন। লোমপাদের পুত্র মনু, মনুর তনয় জ্ঞাতি। মৎ-৪৪।

জ্ঞান— ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মতি হইতে জ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। জ্ঞানের স্ত্রী

বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি এই তিন জন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। মহর্ষি জ্ঞান একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

জ্ঞানজা— দেবী শঙ্করী স্বীয় শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে কশ্যপ সগোত্রদিগের কুলদেবতা জ্ঞানজা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ২১।

জ্ঞানপুত্র— একজন বটুক দেবতা। কালিকা-৬৩।

জ্ঞানশ্রুতি— গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠান পুরীতে নরপতি জ্ঞানশ্রুতি বাস করিতেন। তিনি গীতা পাঠ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮০।

জ্ঞানালম্বা— মরুত্বতী, বসু, জ্ঞানালম্বা, সতী, ভানুমতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বাবতী ও ককুপ, দক্ষের এই দশ কন্যা, ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ আব রেবা-১৯২। ধর্ম্ম-দেখ।

জ্বর—(১) অসুর কুল নিসূদন ত্রিপুরহর মহাদেব কর্ত্তৃক জ্বর সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাসুর বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য গরুড়ে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, হলধর, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আগমন করিলে, জ্বর তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করে। হলধর জ্বর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। হরি-হরি-১৭৯। (২) মহাদেব বাণের রক্ষার্থ তিন পদ ও তিন মস্তক বিশিষ্ট জ্বরের সৃষ্টি করেন। এই জ্বরে বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অতিশয় কাতর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহপ্রবিষ্ট জ্বরকে বৈষ্ণব জ্বর শীঘ্রই দূরীভূত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শৈব জ্বরকে একবারেই মারিয়া ফেলিতেন, কেবল ব্রহ্মার প্রার্থনায় ক্ষমা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-৩৩।

জ্বলজিহ্ব— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্নি স্বীয় গণ জ্যোতি ও জ্বলজিহ্বকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

জ্বলনা—(১)তক্ষকের কন্যা জ্বলনা রাজর্ষি ঋচেয়ুর ভার্য্যা ছিলেন। জ্বলনার গর্ভে নরপতি মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। (২) নরপতি ভদ্রাশ্বের পুত্র ঔচেয়ু, ঔচেয়ুর পত্নী ও তক্ষকের কন্যা জ্বলনা হইতে রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। রন্তিনারের স্ত্রী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয়া ও ত্রিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। এই গৌরী মান্ধাতার জননী। মৎ-৪৯।

জ্বালমুখী— অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জ্বালা—নাগরাজ তক্ষকের কন্যা জ্বালাকে ঋক্ষ বিবাহ করেন। জ্বালা হইতে মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। মতিনারের

স্ত্রী সরস্বতী হইতে তংসু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

জ্বালাক্লেশ— শিবের অন্যতম অনুচর জ্বালাক্লেশ, দ্বাদশ কোটী অনুচর সহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

জ্বালাজিহ্ব— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জ্বালাজিহ্ব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জ্বালামালীনরসিংহ— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

জ্বালামুখী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জ্বালামুখী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জ্যামঘ—(১)যদুবংশীয় নৃপতি পরাজিতের মহাবীর্য্যশালী পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্মের সহায়তায় রাজা হন। কিন্তু রুক্মেষু ও পৃথুরুক্ম উভয়ে জ্যামঘকে প্রব্রাজিত করেন। প্রব্রাজিত অবস্থায় জ্যামঘ ব্রাহ্মণগণের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। তৎপরে তিনি ভিন্ন দেশ জয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে একাকী মৃত্তিকাবতী নগরীতে বাস করেন। পরে তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বত জয় করিয়া শুক্তিমতী নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। জ্যামঘের পত্নী অতি বলবতী ও পরমা সতী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল শৈব্যা। রাজা অনপত্য হইলেও অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই। একদা জ্যামঘ কোনও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উপদানবী নামে এক কন্যা প্রাপ্ত হন, এবং স্বীয় পত্নী শৈব্যার হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন— "এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হইবে"। ইহার পরে উপদানবীর উগ্র তপস্যার ফলে, শৈব্যা যথাকালে বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে রণবিশারদ বিদ্বান্ তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতিবংশীয় রুচকের পুরুজিৎ, রুক্ম, পৃথু, রুক্মেষু ও জ্যামঘ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। একদা জ্যামঘ ইন্দ্রভবন হইতে ভোজ্যা নাম্নী একটী কন্যাকে হরণ করিয়া আনিতেছিলেন। তাঁহাকে রথস্থ দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা ক্রুদ্ধা হইয়া; তাঁহার পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কে? কাহাকে রথে করিয়া আনিতেছ? জ্যামঘ পত্নীর ভয়ে বলিয়া ফেলিলেন,— এ তোমার পুত্রবধূ। বাস্তবিক শৈব্যা নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং স্বামীর এবম্প্রকার বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, জ্যামঘ আবার বলিলেন,—হে রাজ্ঞি! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, ইনি তাঁহারই পত্নী হইবেন। যথাকালে রাণী বিদর্ভ নামে

একটী পুত্র প্রসব করেন এবং ভোজ্যা তাঁহারই পত্নী হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২৩। যদুবংশীয় রুক্মকবচের অন্যতম পুত্র জ্যামঘ, অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় কর্ত্তৃক তিনি প্রব্রাজিত হন। তিনি নর্ম্মদা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক ঋক্ষমান্ গিরি অধিকার করিয়া, তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চৈত্রা। তিনি কোনও যুদ্ধে একটী কন্যা লাভ করিয়া অপুত্রা চৈত্রার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার কথা বলেন। যথাকালে চৈত্রা বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভ সেই রাজকুমারীতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। মৎ-৪৪। চন্দ্র-বংশীয় নরপতি পরাবৃতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জ্যামঘ। তিনি নর্ম্মদার দক্ষিণে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা বহু তপস্যার পরে বৃদ্ধাবস্থায় বিদর্ভ, ক্রথ ও কৈশিক নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। লি-৬৮।

জ্যেষ্ঠ—(১) মহর্ষি জ্যেষ্ঠ সামবেদ পারদর্শী ছিলেন। ব্রহ্মা বর্হিষদ নামক মহর্ষি-গণকে সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহর্ষি জ্যেষ্ঠ তাঁহাদেরই নিকট সেই সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া মহারাজ অবিকম্পীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া-ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৯। (২) উত্তম দেখ।

জ্যেষ্ঠা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-গণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠা তাঁহা-দের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) চন্দ্র দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে সপ্তবিংশতিটীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

জ্যেষ্ঠিলা— যে সকল নদী বরুণদেবকে উপাসনা করিত, জ্যেষ্ঠিলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

জ্যেষ্ঠেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

জ্যোৎস্না—দক্ষের কন্যা ও বিশ্বদেবগণের অন্যতমা পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। চম্পা দেখ।

জ্যোৎস্নাকালী— বরুণের তনয় পুষ্কর সোমের কন্যা জ্যোৎস্নাকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-৯৭।

জ্যোৎস্নামুখী—অন্ধকাসুরেরর রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জ্যোৎস্নামুখী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জ্যোতি—(১) ব্রহ্মা হইতে মনু, মনু হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে অহ, অহ হইতে জ্যোতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। (৩) ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। অয়োমূর্ত্তি দেখ। (৪) স্কন্দ দেবসেনাপতি

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস।
৮২নং ওয়েষ্ট কমাউট, ইনসিন।

পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্নি স্বীয় গণ জ্যোতি ও জলজিহ্বকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

জ্যোতিক—কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, জ্যোতিক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা আদি-৩৫।

জ্যোতিধর্ম্মা—তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। তামস মনু দেখ।

জ্যোতির্দ্ধাম—চতুর্থ মন্বন্তরে তামস মনুর সময়ে জ্যোতির্দ্ধাম প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১; বিষ্ণু-৩য়-১।

জ্যোতিবীর্য্য—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪। অতিকায় দেখ।

জ্যোতির্ম্মুখ—শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক বানরদলপতি সূর্য্যের অংশসম্ভূত। তাঁহারা লঙ্কা সমরে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৩০।

জ্যোতিষ্ক—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। মহাভা-উদ্-১০১। সুরসা দেখ।

জ্যোতিষ্মতী—চাক্ষুষ মনুর যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে আনর্ত্তদেশের রৈবত রাজার রেবতী নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বলভদ্র-৩, ৪।

জ্যোতিষ্মান্—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর মহাবল-সম্পন্ন দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। (২) প্রথম মেরু সাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান্, আঙ্গিরস, দ্যুতিমান্, বশিষ্ঠ নন্দন সবন, আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে জ্যোতিষ্মান্, আগ্নীধ্র প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। প্রিয়ব্রত জ্যোতিষ্মান্কে কুশদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করেন। লি-৪৬। (৪) জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। (৫) উত্তম মন্বন্তরে নিষধ রাজ্যে বপুষ্মান্ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতিষ্মান্ স্বীয় স্ত্রী সুশ্রোণীর সহিত পুত্র লাভার্থ তপস্যা করিয়া সপ্তর্ষির বরে সাতটী পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁহারা উত্তম মন্বন্তরে মরুৎ নামে খ্যাত হন। বাম-৭২।

ঝ

ঝঞ্ঝকামর্দ্দন—দ্বারকা পুরীর বায়ু কোণ রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

ঝিল্লী— যদুবংশীয় একজন বীর। তিনি অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহে, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতির সহিত খাণ্ডব-প্রস্থে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-২২১।

ট

টঙ্কহস্ত— মহাদেবের অন্যতম গণ টঙ্কহস্ত, ত্রিপুর বিনাশের জন্য মহা-দেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

টিট্টিভ— যে সকল দানব বরুণদেবের উপাসনা করিতেন, টিট্টিভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

ড

ডমরুকেশ্বর—শিপ্রা নদীর তীরে মহাদেব ডমরুকেশ্বর নামে অভিহিত হন; ভক্তিভরে তাঁহাকে দর্শন করিলে, নর ব্যাধি ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে। স্কন্দ-আব-অব-২০।

ডম্বর— দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, ধাতা, স্বীয় অনুচর কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আরম্বকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ডাকিনী— অপদেবতা বিশেষ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩।

ডিণ্ডিক— এক মার্জ্জার ধর্ম্মের ভান করিয়া কতকগুলি মুষিকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, কৌশলে তাঁহাদের এক একটিকে প্রতিদিন আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ডিণ্ডিক নামক এক মুষিকের পরামর্শে এই মার্জ্জার বিতাড়িত হইয়াছিল। মহাভা-উদ্-১৫৮।

ডিণ্ডিমেশ্বর— রেবা ক্ষেত্রে একশালা নগরীতে মহাদেব একবার ডিণ্ডিম ধ্বনি করিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি তথায় ডিণ্ডিমেশ্বর নামে খ্যাত আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২১২।

ডিণ্ডী— ডিণ্ডী, কংসের প্রিয় সচিব ছিলেন। তিনি নন্দের ইন্দ্রপূজার সময়ে কৃষ্ণের স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২১।

ডিম্ব— হুতাশন, ডিম্ব নামক দানবের আবাস-গৃহ দগ্ধ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

ডিম্বক— দেবতুল্য তেজস্বী ও মহাবল-পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক বীরদ্বয় জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধকালে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয়েরা তাঁহাদের বলবীর্য্যে অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে হংস নামে অন্য একজন নরপতিকে বলদেব যুদ্ধে সংহার করেন। ডিম্বক লোক-

মুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া, নাম সাদৃশ্য বশতঃ, স্বীয় বন্ধু মরিয়াছে মনে করিয়া, বন্ধুর দুঃখে যমুনা জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে হংস এই শোচনীয় ঘটনা অবগত হইয়া, তিনিও বন্ধু ডিম্বকের ন্যায় যমুনা জলে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাভা-সভা-১৩।

ডীর— পৌরবের পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের তনয় বরূথ, বরূথের তনয় ডীর, ডীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮।

ডুণ্ডুভ— সহস্রপাদ নামে এক মুনি স্বীয় বাল্যসখা খগম মুনিকে তৃণ নির্ম্মিত সর্প দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন। ইহাতে সেই খগম মুনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অনেকক্ষণ ছিলেন। পরে খগম সংজ্ঞা লাভ করিয়া সহস্রপাদ মুনিকে অভিশাপ প্রদান করেন যে—তিনি যেন ডুণ্ডুভ সাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সহস্রপাদ মুনি খগমের ক্ষমতা অবগত ছিলেন; সুতরাং কাতরে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। খগম তখন বলিলেন,— মহর্ষি রুরুর দর্শন লাভে তুমি মুক্ত হইবে। পরে তাহাই হইয়াছিল। মহাভা-আদি-৯, ১১।

ঢ

ঢুণ্ট— ঢুণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ, ইন্দ্রের শাপে মর্ত্তলোকে আসিতে বাধ্য হয়। পরে মহাকাল বনে এক শিব-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করে, এবং তদবধি সেই লিঙ্গ ঢুণ্টীশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৩।

ঢুণ্টীশ্বর— মহাকাল বনস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৩। ঢুণ্ট দেখ।

ঢুণ্ডিরাজ— কাশীতে ঢুণ্ডিরাজ নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪১।

ঢুণ্ডিরাজগজানন— তারকেশ্বর তীর্থের নিকটে ঢুণ্ডিরাজগজানন নামে এক গণপতি আছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

ঢৌণ্ঢেশগণপতি— কুকুরী তীর্থে ঢৌণ্ঢেশগণপতি অবস্থান করেন এবং সেই ক্ষেত্রকে সতত রক্ষা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৫।

ত

তংসু—(১) পুরুবংশীয় নৃপতি মতিনারের পত্নী সরস্বতী হইতে তংসু, মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্য নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে তংসুর পত্নী কালিঙ্গী হইতে

ঈলিন নামে এক পুত্র জন্মে। তংসু সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৪, ৯৫। (২) নরপতি মতিনারের তংসু, প্রতিরথ ও সুবাহু নামে তিন পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। তংসু প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তংসু, কণ্ব নৃপতির ইলিনী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। তংসুর তনয় রাজর্ষি সুরোধ। হরি-হরি-৩২। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি রন্তিনারের অন্যতম পুত্র তংসু। তংসুর তনয় ঐনিল। ঐনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

তংসুরোধ— পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের অন্যতম পুত্র তংসুরোধ। তংসুরোধের তনয় দুষ্মন্ত, প্রবীর, সুমন্ত ও অনয়। দুষ্মন্তের স্ত্রী শকুন্তলা হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৮।

তকিবিন্দু— মহর্ষি তকিবিন্দু একজন অত্রিবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

তক্ষ—(১) মহারাজ দশরথের পৌত্র। ভরতের অন্যতম পুত্র। ভরত গান্ধার দেশ জয় করিয়া স্বীয় পুত্র তক্ষের নাম অনুসারে তক্ষশিলা ও পুষ্কলের নাম অনুসারে পুষ্কলাবত নগর স্থাপন করেন। রামা-উত্ত-১১৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (২) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের ঔরসে ও দুর্ব্বাক্ষীর গর্ভে পুষ্করমাল ও তক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১১, ২৪।

তক্ষক— (১) রাবণ ইহাকে বশীভূত করেন। রামা-আরণ্য-৩৯। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে তক্ষক প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) তক্ষক রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করেন। মহভা-আদি-৬৫। (৪) নাগরাজ তক্ষক খাণ্ডববন দহনকালে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অশ্বসেন গৃহে ছিলেন। অশ্বসেন অনেক যুদ্ধের পর অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তক্ষকের স্ত্রী, পুত্র অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে যাইয়া যুদ্ধে নিহত হন। মহাভা-আদি-২২৭। (৫) নাগরাজ তক্ষককে ব্রহ্মা সরীসৃপগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। তক্ষকের কন্যা জ্বলনাকে রাজর্ষি ঋচেয়ু বিবাহ করেন। জ্বলনা হইতে মতিনার নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-৩২, ২১৯। (৬) রঘুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক, তক্ষকের তনয় বৃহদ্বল, বৃহদ্বলের পুত্র বৃহদ্রণ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৭) নাগপতি তক্ষক শিবোপাসক ছিলেন। লি-৫৫ (৮) বাসুকি, কম্বনীল, তক্ষক প্রভৃতি দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। কূর্ম্ম পু-৪৩। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ। (৯) পাতালের

ভোগবতী নগর বাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম তক্ষক ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

তক্ষি—মহর্ষি ত্রসদস্যুর অন্যতম পুত্র তক্ষিকে অশ্বিদ্বয় প্রভৃত ধন দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।২২।৭।

তড়িজ্জিহ্ব—একজন শিবভক্ত দৈত্যপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা ৮।

তড়িৎপ্রভা—যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃগণ দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী ছিলেন, তড়িৎপ্রভা তাঁহাদের অন্যতমা। মহাভ.-শল্য-৪৭।

তণ্ডি, তণ্ডী—(১) মহাতপা ব্রহ্মযোগী তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-১৬। (২) ব্রহ্মনন্দন তণ্ডী শিবের সহস্র নাম জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তণ্ডীর নিকট নরপতি ত্রিধন্বা শিবের সহস্র নাম প্রাপ্ত হইয়া জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হন। লি-৬৫।

তণ্ডিপুত্র—মহর্ষি লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। লোকাক্ষী দেখ।

তত্ত্বদর্শী—(১) রৈবত মনু হইতে ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৭। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেব সাবর্ণির সময়ে নির্ম্মোক, তত্ত্বদর্শী প্রভৃতি ঋষি হইবেন। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্য মনুর সময়ে নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা সপ্তর্ষি হইবেন। বিষ্ণু-৩য় ২। অবশ দেখ।

তত্ত্বলা—অজ নামক পিশাচের কন্যা ব্রহ্মধনা হইতে তত্ত্বলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বায়ু ৬৯।

তত্ত্বেশ—কাশীস্থিত তত্ত্বেশ লিঙ্গের পূজা করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৮১।

তথোক্তি—দুঃসহের অন্যতম তনয়। তথোক্তির পুত্র কালজিহ্ব। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

তনয়—সোমবংশীয় অজকের তনয় কুশ, কুশের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ এই চারি জন। ভাগ-৯স্ক-১৪।

তনুজ—সুরভীর গর্ভজাত ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ১৯৬। সুরভী দেখ।

তনূর্জ্জ—ঔত্তমী মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। ঈশ দেখ।

তনূনপাৎ— অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-১।১৩।২।

তন্তি—(১) নন্দনের তনয় তন্তি ও তন্তিপাল। মৎ-৪৬। (২) পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষি তন্তি ধূম্রপরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন।

তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

তন্তিপাল—নন্দনের তনয় তন্তিপাল ও তন্তী। মৎ-৪৬। তন্তি দেখ।

তন্তু—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম তন্তু ছিল। মহাভা-অনুশা-৪; বরা-১৭০।

তন্দ্রা—সুখের স্ত্রী প্রীতি ও তন্দ্রা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১।

তন্দ্রিজ—বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা কনবকের তন্দ্রিজ ও তন্দ্রিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩৪।

তন্দ্রিপাল, তন্দ্রীপাল—(১) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা কনবকের তন্দ্রিজ ও তন্দ্রিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩৪। (২) পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব, বিরাট রাজভবনে তন্দ্রীপাল নামে গোরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বিরাট-১৩।

তন্বী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭; মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপ—তপ নামক অগ্নি হইতে বহু কন্যা উৎপন্ন হয়। তাঁহারা স্কন্দের প্রসাদে শিবা ও অশিবা নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটী শিশু মাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের গর্ভে বীরাষ্টক নামে খ্যাত, লোহিত নেত্র অতি ভয়ঙ্কর আটটী শিশু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-২২৫।

তপঃশুক্লা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

তপঃশূল—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম ৫৮। তামস মনু দেখ।

তপঃসিদ্ধি—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

তপতী—(১) ঋক্ষের তনয় নরপতি সম্বরণের স্ত্রী তপতী, তপতীর গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪, ৯৫, ১৭১—৭৩। (২) বিবস্বানের অন্যতমা পত্নী ছায়া হইতে, শনৈশ্চর ও সাবর্ণি নামে দুই পুত্র ও তপতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সম্বরণ তপতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; বাম-২১, ২২।

তপন—(১) তপনের ঔরসে সুগ্রীবের জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (২) তপন নামে একজন রাক্ষসসেনাপতি ছিলেন। লঙ্কা সমরে অন্যতম বানর দলপতি গজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। রামা-লঙ্কা-৪৩। (৩) পাঞ্চাল দেশীয় মহাবীর তপন, কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে কর্ণের শরে প্রাণত্যাগ

করেন। মহাভা-কর্ণ-৪৯। (৪) মহর্ষি তপন বেদস্পর্শের শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে তপন স্থানে ব্রহ্মবলি নাম দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-৩য়-৬।

তপস্বী—(১) দ্বাদশমনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন সপ্তর্ষি হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-১ম-১৩। (২) চাক্ষুষ মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-২৭। চাক্ষুষ মনু দেখ। (৩) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। হরি-হরি-৭।

তপস্বীহা— দুর্ম্মুখ দানবের সহচর। দুর্ম্মুখের ন্যায় তিনিও বিষ্ণুর শরে নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

তপস্য—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯; হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ।

তপা—সৌতির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সৌতি দেখ।

তপোৎসুক— সুদরিদ্র নামক এক ব্রাহ্মণের চারিপুত্রের অন্যতম। মৎ-২১।

তপোদেব—তপোদেব নামে এক কৃতী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃতবোধ, পিতা মাতা ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, তপস্যার্থ বনে গমন করেন; কিন্তু জ্ঞান লাভ করিয়া গৃহই তপস্যার শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বুঝিতে পারেন। বৃহদ্ধ-পূ-৩৭।

তপোদেষ্ট্রী— সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তপোদ্যুতি—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোদ্যোতি—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোধন—(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব, মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই চারিজন, মুনির পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪। (২) দ্বাদশমনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে, সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। (৩) তামস মনুর অন্যতম তনয়। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোধর্ম্ম—রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। রৌচ্য মনু দেখ।

তপোধৃতি—(১) দ্বাদশ মনু রুদ্র সাবর্ণির সময়ে তপোধৃতি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (২) ভৃগুর অন্যতম পুত্র তপোধৃতি, ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। ব্রহ্মমেরু সাবর্ণি দেখ।

তপোনিষ্ঠ—মহর্ষি দুর্ব্বাসার অন্যতম শিষ্য। স্কন্দ-বিষ্ণু বৈশা-১৪।

তপোভোগী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোমূর্ত্তি—(১) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির সময়ে বশিষ্ঠ পুত্র দ্যুতি, অত্রির তনয় সুতপা,

অঙ্গিরা নন্দন তপোমূর্ত্তি, কশ্যপ তনয় তপস্বী, পুলস্ত্য নন্দন তপোষণ, পুলহ পুত্র তপোরবি এবং ভৃগু নন্দন তপোধৃতি, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (২) দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্র সাবর্ণির সময়ে তিনি এক জন ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-৩য়-২।

তপোমূর্দ্ধা—মহর্ষি তপোমূর্দ্ধা একজন বৈদিক কালের ঋষি ছিলেন। তিনি বৃহস্পতি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৮২।১।

তপোমূল—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ। মৎ-৯।

তপোযোগী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোরতি—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ। মৎ-৯।

তপোরবি—পুলহ নন্দন তপোরবি ব্রহ্ম-মেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭।

তপোরাশি—তামসমনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। তামসমনু দেখ।

তপোশন— তামসমনুর অন্যতম পুত্র হরি-হরি-৭। তামসমনু দেখ।

তপোষণ— পুলস্ত্যের নন্দন তপোষণ, ব্রহ্মমেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি ৭।

তম—(১) নরপতি শ্রবার পুত্র তম, তমের পুত্র প্রকাশ। মহাভা-অনুশা-৩০। (২) যদুবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র তম, তমের তনয় উশনা, উশনার তনয় শিতেয়ু। বিষ্ণু-১ম-৫। (৩) যদুবংশীয় বিলোমকের তনয় তম, তমের তনয় আনকদুন্দুভি। তম, তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সখা ছিলেন। কূর্ম্ম পু ২৪।

তপ্ততপা— মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তমপ্রচ্ছাদক— যমের দৌহিত্রী বিরোধিনীর অন্যতম তনয়। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও বিরোধিনী দেখ।

তমসা— দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, তমসা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর অত্রি ও কম্পকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

তমিস্রহা— সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

তমীশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

তমোজা— যদুবংশীয় অসমঞ্জা হইতে তমোজা, সুদংষ্ট্র, সুনাভ ও কৃষ্ণ নামে চারি তনয় জন্মে। তন্মধ্যে তমোজা ব্যতীত সকলেই অপুত্রক ছিলেন। মৎ-৪৪।

তমোগুক্ত— দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয়, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তমোগুক্ত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

তমোরি—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তম্নাশন— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তরক্ষু— যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে তরক্ষু এক-জন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব আঙ্গিরস বংশে গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। লি-৭।

তরঙ্গভীরু— ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৭। ভৌত্যমনু দেখ।

তরণি— সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ ৯।

তরণ্ড— রাজর্ষি তরণ্ডের মহিষী শশীয়সী শ্যাবাশ্ব ঋষিকে অশ্ব, গো ও শত মেষাত্মক পশুযূথ দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৬১।৫।

তরণ্য— প্রবাহী, যজ্ঞক্ষেত্রে কতিপয় গায়নোত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম সত্বন, সত্ত্বাত্মক, কলাপক, বীর্যবান্, কৃতবীর্য্য, ব্রহ্মচারী, সুপাণ্ডু, পণ, তরণ্য ও সুচন্দ্র। ইহারা দেব-গন্ধর্ব্ব বলিয়া খ্যাত। বায়ু-৬৮।

তরলা— চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

তরস্বান্— ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৭।

তরস্বী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় শাম্ব, শাম্বের স্ত্রী কান্তা হইতে তরস্বী জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

তরিতায়ু—কুরুবংশীয় রুচি হইতে ভীম, ভীম হইতে তরিতায়ু, তরিতায়ু হইতে অক্রোধন, অক্রোধন হইতে দেবাতিথি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

তরু— কুম্ভাসুরের অন্যতম সেনাপতি তরু, বরুণদেবের শরে গতায়ু হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

তরুণ—(১) যে সকল গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের সভায় ছিলেন, তরুণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৭। (২) তরুণ নামে অত্রি ঋষির এক পুত্র ছিল এবং বশিষ্ঠ ঋষিরও তরুণ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহারা উভয়েই রুদ্র মেরু সাবর্ণির সময়ে ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭।

তরুণক— নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে তরুণক প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজা জনমে-জয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি-৫৭।

তরূষ— সপ্তম মন্বন্তরে বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র বৈবস্বতমনু ছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধদেব নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তরূষ, বৈবস্বতমনুর অন্যতম তনয়। ভাগ-৮স্ক-১৩।

তর্জ্জ— উত্তম মনুর অন্যতম তনয়। মৎ-৫০।

তর্য্য— মহর্ষি তর্য্য বৈদিক কালের এক-জন ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।৪৪।১২।

তর্ষ— অষ্টবসুর অন্যতম অর্ক। অর্কের

পত্নী বাসনা হইতে তর্ষ প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

তল— মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি হানেয়ের পুত্র তল, তলের পুত্র পুরীষভীরু। ভাগ-১২স্ক-১।

তলা — নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি প্রভাকরের অন্যতমা পত্নী। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

তাড়কা-- সুকেতু নামক মহাবীর্য্যবান্ যক্ষের কন্যা তাড়কা। তাঁহার সহিত জম্ভ অসুরের পুত্র সুন্দের বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র মারীচ। তাড়কার স্বামী সুন্দ, মহর্ষি অগস্ত্যের হস্তে নিহত হইলে, সে স্বীয় পুত্র মারীচের সহিত অগস্ত্যের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে রাম ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। রামা-আদি-২৪, ২৭।

তাড়কায়ন— বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম তাড়কায়ন ছিল। মহাভা-অনুশা ৪।

তাড়াপীড়— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি চন্দ্রাবলোকের তনয় তাড়াপীড়, তাড়াপীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির তনয় ভানুচন্দ্র। লি-৬৬।

তাণ্ডি— (১) অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি তাণ্ডি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) মহর্ষি তাণ্ডি একজন ধূম্রপরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

তাণ্ড্য—একজন ঋষির নাম তাণ্ড্য ছিল। মহাভা-সভা-৭। তিনি ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭।

তাপত্য—অর্জ্জুনের অন্যতম নাম তাপত্য ছিল। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের পূর্ব্ব পুরুষ, নরপতি সম্বরণের স্ত্রীর নাম ছিল তপতী। সেই জন্য অর্জ্জুন তাপত্য নামে অভিহিত হইতেন। বিশেষতঃ গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণ তাপত্য নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। মহাভা-আদি-১৭১।

তাপন— কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৮৬। দনু দেখ।

তাপনী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

তাপী— ছায়া হইতে সূর্য্যের শনৈশ্চর নামে এক পুত্র ও তাপী নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। স্কন্দ-আব-অব-৫৬।

তামরসা— নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

তামস—মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতমা পত্নী হইতে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগ-৫স্ক-২। (২) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, তামস তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। লি-৭।

তামসমনু—(১)চতুর্থ মন্বন্তরে তামস নামে মনু ছিলেন। সেই সময়ে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপিবান্ ও অকপীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ নামে তামসমনুর দশ পুত্র ছিল। হরিহরি-৭। তামস মন্বন্তরে সুরাব প্রভৃতি গণদেবতা ছিলেন এবং বিষ্ণু হর্য্যার গর্ভে, দেবগণের সহিত হরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ৫০। (২) তামসমনুর পুত্র দণ্ডধ্বজ পুত্রার্থী হইয়া স্বীয় শোনিত, মাংস প্রভৃতি অনলে আহুতি দেন। সেই অগ্নি হইতে সাতটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারাই তামস মন্বন্তরের মরুৎ। বাম-৭২। (৩) তামস মনুর অকল্মাষ, ধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী নামে ধর্ম্মাচাররত, মনুবংশের গৌরব বর্দ্ধন দশ পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প ও ধীমান্ সপ্তর্ষি ছিলেন এবং তাঁহারা সাধ্য নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৯। (৪) তামস মন্বন্তরে সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুধীগণ দেবতা ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক। এই সময়ে শিবি নরপতি শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। তৎকালে জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর সপ্তর্ষি ছিলেন। নর, খ্যাতি, শান্ত, হয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামসমনুর পুত্রেরা রাজা হন। বিষ্ণু-৩য় ১। (৫) তামস চতুর্থ মনু ছিলেন। তাঁহার পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। সত্যক, হরি ও ধীর এই মন্বন্তরের দেবতা এবং ত্রিশিখ ইন্দ্র ছিলেন। জ্যোতির্দ্ধাম প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১।

তাম্ব— মহর্ষি তাম্ব একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋগ-১০।৯৩।১।

তাম্র— (১) মুর দৈত্যের তনয় তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও বরুণ এই সাতজন যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৫৯। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে তাম্র, চক্র, জলন্ধম প্রভৃতি সাত পুত্র এবং চারিটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭। সত্যভামা দেখ।

তাম্রক— মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী পার্ব্বতীর শরে শমন সদনে গমন করেন। দেবীভা-১০স্ক-১২

তাম্রগুপ্ত— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী

রুক্মিণীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। রুক্মিণী দেখ।

তাম্রচূড়— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় পুত্র তাম্রচূড়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

তাম্রচূড়া— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী, কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা তাম্রচূড়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

তাম্রজাক্ষ— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

তাম্রতপ্ত—শ্রীকৃষ্ণের, রুক্মিণী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র তাম্রতপ্ত। ভাগ-১০স্ক-৬১।

তাম্রদ্বীপ— কলিকালে যাহার নামে নানাবিধ লোকমোহকর পাষণ্ডধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই ঋষভের পুত্র ভরত, ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় তাম্রদ্বীপ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯।

তাম্রপক্ষ— রোহিণী নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী ছিল। তাঁহার গর্ভে দীপ্তিমান্‌ তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২। রোহিণী দেখ।

তাম্রপর্ণী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবক্ষ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবরাহ—কাশীতে তাম্রবরাহ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাম্রদ্বীপ হইতে তিনি আগমন করিয়াছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

তাম্রবর্ণা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা স্ত্রী। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

তাম্রবিন্দ— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী হইতে তাম্রবিন্দ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২। নাগ্নজিতী দেখ।

তাম্রলিপ্ত—বঙ্গদেশের একজন রাজার নাম তাম্রলিপ্ত ছিল। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬; সভা-১৯।

তাম্রা—(১) দক্ষের ষষ্টী কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা। তাঁহার গর্ভে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী লোক বিখ্যাতা পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; রামা-আরণ্য-১৪। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কাকী হইতে কাক, শ্যেনী হইতে শ্যেন, ভাসী হইতে ভাস ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে

হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং যশস্বিনী শুকী হইতে শুক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) কশ্যপ পত্নী তাম্রা হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচী ও গৃধ্রী নাম্নী ছয় কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-১ম-২১।

তাম্রায়ন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অশ্ব নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্যের অন্যতম। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। আপ্য দেখ।

তার—(১) কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সৈন্যসহ সীতার অন্বেষণার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। (২) তার অসুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার সহস্র বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে বিষ্ণু পলায়ন করিয়াছিলেন। তারের পুত্র তারক অসুর কার্ত্তিকেয় হস্তে নিহত হন। লি-১০১। (৩) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে তার, সম্বর, কপিল, শঙ্কর, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৮।

তারক—(১) বানর বিশেষ। বৃহস্পতির ঔরসে তাহার জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে তারক প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ২৪১। (৩) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে তারকাসুরের সহিত দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। সকল শোভার আধার, তলাতল নামক পাতাল প্রদেশে, বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ, তারকাদি বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৪) নিম্নতল নামক পাতাল প্রদেশে, তারক, অগ্নিমুখ যবনেরা বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৫) দৈত্যপতি তারক দশ অযুত সৈন্য পরিবৃত হইয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে অনুচরগণের সহিত নিহত করেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৬) তারক দৈত্যের পুত্র বিদ্যুন্মালী, কমলাক্ষ ও তারকাক্ষ, মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হন। লি-৭১। অগ্নিমুখ দেখ। (৭) কশ্যপের স্ত্রী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-২১।

তারকলোহিণ্য—একজন কৌশিকবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৯১।

তারকাক্ষ—তারক দানবের অন্যতম তনয়। লি-৭১। তারক দেখ।

তারকায়ন—বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। হিরণ্যাক্ষের তনয় যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষন, উড়ুম্বর, অভিষ্ণাত, তারকায়ন ও চঞ্চুল ইহারা ছয়জন। হরি-হরি-২৭।

তারা—কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালির স্ত্রী। তারার গর্ভে বালির, অঙ্গদ নামে

এক পুত্র জন্মে। রাম বালিকে বধ করিলে তারা, দেবর সুগ্রীবকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিলেন। (২) রামা-কিষ্কি-১৫, ৩০। মহর্ষি আঙ্গিরার অন্যতম তনয় বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পত্নীর নাম তারা। একবার সোমদেব তারাকে হরণ করেন। দেবগণ ও রাজর্ষিগণ বার বার অনুরোধ করিলেও চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন বৃহস্পতি মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য চন্দ্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দেব-দানবে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। সোমদেব তারাকে বৃহস্পতির হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া, তাঁহার আলয়ে গর্ভমোচন করিতে নিষেধ করেন। তখন তারা ইষিকাস্তম্ভ মধ্যে জ্বলন্ত পাবক সদৃশ একটী পুত্র প্রসব করেন। ইহা কাহার পুত্র এই বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তারা কোন উত্তর দিলেন না। পরে ব্রহ্মার প্রশ্নে, সেই বালক সোমের এইমাত্র বলিলেন। তখন সোমদেব সেই বালককে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম বুধ রাখিলেন। হরি-হরি-২৫; ভাগ-৯স্ক-১৪; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৩, ৫৪। (৩) বসুদেবের অন্যতম পত্নী তারা হইতে কপিল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে চন্দ্র-তারা ঘটিত ব্যাপারটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি তারা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭১। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

তারাগণ— দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারাগণ দেবতাদের এই পঞ্চ গণ ছিল। বিষ্ণু-৩য়-২।

তারাক্ষ— পিঙ্গাক্ষ নামক এক শবর অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাঁহারই পিতৃব্য তারাক্ষ অতিশয় দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিল। সে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২।

তারাপীড়— রঘুবংশীয় চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়, তারাপীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি হইতে ভানুবিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২১।

তারাবতী— করবীর পুরের অধিপতি চন্দ্রশেখরের পত্নীর নাম তারাবতী ছিল। তিনি উপরিচর, দমন ও অলর্ক নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। কালিকা-৪৭, ৪৮।

তারিণী— একটী কুলদেবী। কৌশিক সগোত্রদিগের গোত্রদেবী তারিণী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯, ২১।

তারেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। ইঁহার অন্য নাম বৈদ্যনাথ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

তার্ক্ষ—(১) পক্ষী বিশেষ। মহর্ষি অরিষ্টনেমী তার্ক্ষ পক্ষী সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৭৮।১। (২)মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫ কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণ ও আরুণি নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। মহর্ষি তার্ক্ষ, দক্ষের বিনতা কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী নাম্নী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ, কদ্রু হইতে নাগগণ, পতঙ্গী হইতে পতঙ্গগণ এবং যামিনী হইতে শলভগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। রথকৃৎ, রথৌজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন্, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, অরিষ্টনেমী, তার্ক্ষ, ক্রতজিৎ ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ গ্রামনী যথাক্রমে সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

তার্ক্ষ্য— মহর্ষি তৃক্ষুর তনয় তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমী, ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।৮৯।৬। একদা মহর্ষি তার্ক্ষ্য সরস্বতী দেবীকে মনুষ্যের শ্রেয় কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বহু উপদেশ লাভ করেন। মহাভা-বন-১৮৫।

তার্ক্ষ্যবাহন— সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তালক— মহর্ষি কৌশল্যের সামবেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য তালক। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

তানকৃৎ—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য, এই পাঁচটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

তালকেতু— শিবের অন্যতম অনুচর তালকেতু, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

তালজঙ্ঘেশ্বরী—কাশীস্থিত আনন্দ বনে তালজঙ্ঘেশ্বী দেবী বিদ্যমান আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

তালজঙ্ঘ—(১) নরপতি বৎসের তনয় তালজঙ্ঘ ও হৈহয় (অন্য নাম বীতহব্য)। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৩০, ১৫৩। (২) অবন্তী দেশের অধিপতি যদুবংশীয় জয়ধ্বজের তনয় মহাবল তালজঙ্ঘ। এই তালজঙ্ঘের বংশধরেরা তালজঙ্ঘ নামেই খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩। (৩) নরপতি সগর তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করেন। ভাগ-৯স্ক২৩। (৪) কার্ত্তবীর্য্যের তনয় জয়ধ্বজ, জয়ধ্বজের অন্যতম তনয় তালজঙ্ঘ। মহাবীর তালজঙ্ঘের শত পুত্রেরা তালজঙ্ঘ নামেই আখ্যাত হইতেন। তাঁহাদের ভোজ, বীতিহোত্র, শার্য্যাত, অবন্তি ও কণ্ডিকেয় এই

পা:টী বংশ বিখ্যাত। বীতিহোত্রের পুত্র আনর্ত্ত। মৎ-৪৩। কূর্ম্ম-পূ-২৩।

তালজঙ্ঘগণ— মহাবীর তালজঙ্ঘের পুত্রেরা তালজঙ্ঘগণ নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৩।

তালজঙ্ঘী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা তালজঙ্ঘী। অগ্নি-৫২।

তালধ্বজ—একবার নারদ কোন তীর্থে অবগাহন করিয়া স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হন। পরে সেই অবস্থায় নরপতি তালধ্বজ তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে নারদ আবার বিষ্ণুর অনুগ্রহে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হন। দেবীভাগ-৬স্ক-২৮, ৩০।

তালপত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, যম তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, তালপত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। উন্মাথ দেখ।

তালমেঘ—দানবপতি তালমেঘ অতিশয় বলশালী হইয়া দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ ভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাদের সহিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ নর্ম্মদা তীরে উপস্থিত হইলেন এবং সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯০।

তালহর—যদুবংশীয় শতজিতের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি ১২। শতজিৎ দেখ।

তালেশী—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

তিগ্ম—পাণ্ডুবংশীয় নরপতি মৃত্যুর তনয় তিগ্ম, তিগ্মের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় বসুদান। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

তিগ্মকেতু—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ধ্রুবের তনয় বৎসর। বৎসরের পত্নী সুবীথী হইতে পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেত, ইষ, উর্জ্জ, বসু ও জয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩।

তিগ্মাত্মা—পাণ্ডব বংশীয় উর্ব্ব হইতে তিগ্মাত্মা, তিগ্মাত্মা হইতে বৃহদ্রথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

তিতিক্ষা—ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা তিতিক্ষা হইতে ক্ষেম জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১।

তিতিক্ষু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে তিতিক্ষুর তনয় উশদ্রথ, উশদ্রথের তনয় ফেন। হরি-হরি-৩১। (২) তিতিক্ষুর তনয় রুষদ্রথ, রুষদ্রথের তনয় হোম, হোমের তনয় সুতপা। ভাগ-৯ম-২৩। (৩) তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, উষদ্রথের তনয় হেম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৪) যদুবংশীয় উশনার তনয় তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর তনয় মরুত্ত। মৎ-৪৪, ৪৮; বায়ু ৯৯।

তিত্তিরি, তিত্তিরী—(১) মহর্ষি তিত্তিরী বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকর্তৃক উদ্গীর্ণ বেদ পুনর্ব্বার তিত্তিরী পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্বেত।
(২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে তিত্তিরি প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৩৫। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় তিত্তিরি, তিত্তিরির তনয় পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর তনয় অভিজিৎ। হরি-হরি-৩৭। (৪) মহর্ষি তিত্তিরি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তিত্তিরি ও কপিভূ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-৯৬। (৫) কপোতরোমার তনয় তিত্তিরি, তিত্তিরির পুত্র নর, নরের তনয় চন্দনদুন্দুভি। অগ্নি-২৭৫।

তিথি—মহর্ষি তিথি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বীতিহব্য, ভৃগু, বৈরস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

তিন্দুক— তিন্দুক নামে এক নাপিত মথুরাপুরীতে দেহত্যাগ করিয়া, পরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লাভ করিয়াছিল। বরা-১৪৯।

তিমি— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা তিমি, জলজন্তু সকলকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; শ্রীমহাভা-৩। পাণ্ডববংশীয় দুর্ব্বের তনয় তিমি, তিমির তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় শতানীক। ভাগ-৯স্ক-২২। পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও তিমি এই চারিজন দক্ষের কন্যা ও অরিষ্টনেমীর স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

তিমিধ্বজ— অপর নাম শম্বরাসুর। এই অসুর অতিশয় মায়াবী ও বলবান্ ছিলেন। ইঁহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রাজা দশরথ ইন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে রণাহত হইয়া কাতর হইলে, রাণী কৈকেয়ী তাঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া, আরোগ্য করেন। তখন রাজা তাঁহাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কৈকেয়ী সেই দুই বর তখন গ্রহণ না করিয়া, পরে গ্রহণ করিবেন বলেন, এবং রামের রাজ্যাভিষেক কালে তাহাই গ্রহণ করিয়া, এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। রামা-অযো-৯

তিমির— স্বারোচিষ মন্বন্তরের অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। অর্ব্বরীবান্ দেখ। সৌর-৩২।

তিরশ্চী— মহর্ষি তিরশ্চী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৫।১।

তিরিন্দির— যদুবংশীয় পরশু রাজার পুত্র তিরিন্দির, শর্য্যনা হ্রদের তীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিত কণ্ব-

গোত্রীয় বৎস, তথায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিরিন্দির বহু ধন দান করেন। ঋগ-৮।৬।৪৬।

তির্য্যা— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরিভদ্রা. ইরাবতী, ভূতা, কপিশা, দংষ্ট্রা. নিশা, তির্য্যা, শ্বেতা, স্বরা ও সুরসা নাম্নী দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯।

তিলপর্ণ— মহাদেবের একজন গণের নাম তিলপর্ণ ছিল। স্কন্দ-কাশী উ-৫৩।

তিলপর্ণেশ্বর— কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

তিলপ্রভা— একজন স্বর্গের অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮।

তিলাদেশ্বর—রেবা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ, মহর্ষি জাবালি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-২২২।

তিরিরি— অভিজিৎ দেখ।

তিলোত্তমা— কশ্যপ পত্নী মুনী হইতে তিলোত্তমা প্রভৃতির জন্ম হয়। হরি-হরি-২১৮। তিলোত্তমা প্রভৃতি নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কপিলার গর্ভে তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। এক সময়ে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয় ব্রহ্মার বরে বলিয়ান্ হইয়া, ত্রিভুবন জয় করিতে বহির্গত হইয়াছিল। তাঁহাদের অত্যাচারে দেব মানব সকলে প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিল তিল করিয়া সমুদয় বস্তুর সার গ্রহণপূর্ব্বক তিলোত্তমা নাম্নী এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। তিলোত্তমা, সুরামত্ত, সুন্দ ও উপসুন্দের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তিলোত্তমাকে লাভ করিবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। মহাভা-আদি-২০৮, ১২। তিলোত্তমা নাম্নী এক অতি রূপবতী ব্রাহ্মণ কন্যা বালবিধবা ছিলেন। সংসর্গ দোষে প্রথমে বিপথগামিনী হন। পরে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ মুক্ত হন। বরা-১৭৬। অম্লম্লোচা দেখ। একবার তিলোত্তমা বলির পুত্র সাহসিকের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া ঋষি দুর্ব্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করেন। সেই জন্য দুর্ব্বাসার শাপে বাণের কন্যা উষা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ২২, ২৩।

ত্রিস্রোতসী— যে সমুদয় দেহধারী নদী বরুণদেবের উপাসনা করিতেন, ত্রিস্রোতসী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-সভা ৯।

তীক্ষ্ণ—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র— একজন শিবভক্ত দানবপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তীক্ষ্ণবেগ— রাক্ষস সেনাপতি। তিনি

লঙ্কা সমরে প্রাণত্যাগ করেন। রামা-লঙ্কা-৯০।

তীব্রা— দক্ষের শত কন্যার অন্যতমা। তীব্রা প্রভৃতি দ্বাদশ কন্যা আদিত্যগণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

তীব্রাংশ—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৯।

তীর্ণক— মহর্ষি তীর্ণক ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি ৩৪।

তীর্থনেমী—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে, নাগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাধবা, তীর্থনেমী স্মিতাননা, গীতপ্রিয়া ও একচূড়াকে প্রদান করেন। বাম ৫৭।

তীর্থশুল্কা— সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী পূ ৯।

তীর্থসেনী— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা তীর্থসেনী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

তুগ্র— রাজর্ষি তুগ্র দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রু কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবার মানসে, আপন পুত্র ভুজ্যুকে সৈন্যসহ নৌকায় প্রেরণ করেন। নৌকা সমুদ্রে ভগ্ন হইলে, ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। অশ্বিদ্বয় ভুজ্যুকে সসৈন্যে নৌকায় আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রির মধ্যে তাঁহার পিতা তুগ্রের আলয়ে পৌঁছাইয়া দেন। পরে ইন্দ্র তুগ্রকে সংহার করেন। ঋগ-১।১১৬।১।

তুঙ্গগ্রীব— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম গণ তুঙ্গগ্রীব, অনেক দানবকে নিহত করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

তুঙ্গনাশ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

তুজি— রাজা তুজি ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

তুণি— যদুবংশীয় নরপতি অসঙ্গের তনয় তুণি, তুণির পুত্র যুগন্ধর। ইহারা শৈনেয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

তুণ্ড— বানর দলপতি নল, লঙ্কা সমরে, তুণ্ড রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৩।

তুণ্ডকের— যদুবংশীয় জয়ধ্বজের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। জয়ধ্বজ দেখ।

তুণ্ডকেশ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

তুণ্ডা— দেবাসুর যুদ্ধে শ্বেততীর্থ, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তুণ্ডা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। কর্কটিকা দেখ।

তুণ্ডিরেক— যদুবংশীয় তালজঙ্ঘের শত পুত্রের অন্যতম তুণ্ডিরেক। বায়ু-৯৪।

তুন্দিল— এই নামে এক শিবানুচর ছিল। শিব-জ্ঞান ৩৭।

তুষ— যদুবংশীয় জনন্তম্বের তনয় তুষ ও তুষবান্। বায়ু-৯৬।

তুষবান্— যদুবংশীয় জনন্তম্বের তনয় তুষ ও তুষবান্। বায়ু-৯৬।

তুম্বরু—(১) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী কপিলা হইতে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া নাম্নী ত্রয়োদশ কন্যা এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু ও তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত, গো ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য জন্মগ্রহণ করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরু, তাম্রবর্ণ, সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। গন্ধর্ব্ব বিশেষ। কুবেরের শাপে বিরাধ রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। রামা আরণ্য-৪। বিরাধ দেখ। (২) তুম্বুরু নামে এক হরিভক্ত পরায়ণ ঋষি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীহরির গুণ গান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। লি-উত্ত-১। তুম্বরু ও সুবর্চ্চা প্রভৃতি দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক। কূর্ম্ম-পূ-৪১। উগ্রসেন দেখ।

তুম্বুরুসখা— তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সখা ছিলেন বলিয়া, অন্ধকবংশীয় নরপতি তম তুম্বুরুসখা নামে বিখ্যাত ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

তুর— মহর্ষি কলষের তনয় তুর ঋষি জনমেজয় রাজার পুরোহিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২।

তুরঙ্গ—যযাতিবংশীয় নরপতি রোমপাদের তনয় তুরঙ্গ, তুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

তুরঙ্গকধ্বজ— অন্ধকাসুরের অন্যতম সেনাপতি তুরঙ্গকধ্বজ। তিনি মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে নন্দিসেনকে পরাস্ত করেন। বাম-৬৮।

তুরাষাট—ইন্দ্রের অন্য নাম তুরাষাট। ঋগ-৬।৩২।৫।

তুরীয়—অজিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১; ব্রহ্মাণ্ড-৩২। অমৃতবান্ দেখ।

তুরুণ্ড—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৫। দনু দেখ।

তুর্ব্বণ—তুর্ব্বণ ও যাদব নরপতি সুদাসের শত্রু ছিলেন। সেইজন্য সুদাসের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৯।৮।

তুর্ব্বযান—ইন্দ্র তুর্ব্বযান রাজাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে এই যুবক রাজার অধীন করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৫৩।১০।

তুর্ব্বশ—(১) যজ্ঞশীল, দাতা, তুর্ব্বশ রাজাকে ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ ধনার্থ সুদাস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া

দিয়াছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে সখা সখাকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৮। ৬। (২) একবার ইন্দ্র, নর্য্য, তুর্ব্বশ ও যদু নামক রাজাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৫৪।৬১।

তুর্ব্বশু—মহর্ষি কণ্ব অগ্নিদেবের সহিত রাজর্ষি তুর্ব্বশুকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৩৬।১৮।

তুর্ব্বসু—(১) যযাতির অন্যতমা পত্নী দেবযানী হইতে যদু ও তুর্ব্বসু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১৮০। (২) যযাতি স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ তুর্ব্বসুকে প্রদান করেন। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোভানু। হরি-হরি ৩০-৩২; কূর্ম্ম-পূ-২২; বায়ু-৯৯। তুর্ব্বসুর তনয় গর্ভ, গর্ভের পুত্র গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিশারি। মৎ-২৪।

তুর্ব্বা—যদু ও তুর্ব্বানামে দুই জন, দাস জাতির রাজা ছিলেন। একবার তাঁহারা গাভী সমূহে পরিবৃত হইয়া অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে মধুর ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৬২।১০।

তুর্ব্বীতি—রাজা তুর্ব্বীতি প্রাচীন কালের একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি কণ্ব একবার তাঁহাকে দস্যু দমনকারী অগ্নির সহিত আহ্বান করিয়াছিলেন। আর একবার ইন্দ্র তাঁহাকে জল মগ্ন অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৩৬। ১৯।; ১।৬১।১১।

তুলসী—(১) প্রকৃতির অংশ স্বরূপা ও বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। তুলসী পূর্ব্বে গোলোকের গোপিকা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। এক সময়ে রাস মণ্ডলে গোবিন্দ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। এমন সময়ে রাধিকা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গোবিন্দকে অতিশয় ভৎর্সনা করিলেন এবং তুলসীকে "পাপীষ্ঠে! তুই মনুষ্য যোনীতে গমন কর" বলিয়া শাপ দিলেন। তখন গোবিন্দ তুলসীকে বলিলেন যে, ভারতে তপস্যা করিয়া তুলসী পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন। সেই শাপে তুলসী দক্ষ সাবর্ণি বংশীয় ধর্ম্মধ্বজ নরপতির ঔরসে ও তদীয় পত্নী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নরনারীগণ তাঁহার রূপের তুলনা দিতে অক্ষম হইয়াছিল বলিয়া, পুরাবিদ্‌গণ তাঁহার তুলসী নাম প্রদান করিলেন। তুলসী জন্মগ্রহণ করিয়াই তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মার বরে তুলসী শঙ্খচূড়কে বিবাহ করেন। এই শঙ্খচূড় পূর্ব্বে সুদাম নামে গোপ ছিল। রাধিকার শাপে দৈত্যবংশে শঙ্খচূড় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্খচূড়

অত্যন্ত দেবদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার এই বর ছিল যে, তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব, নাশ ও অক্ষয় কবচ দূরীভূত না হইলে, তাঁহার মৃত্যু হইবে না। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার কবচ প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ করেন এবং মহাদেবের সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধকালে, শঙ্খচূরের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব নাশ করেন। তুলসী পরে জানিতে পারিয়া বিলাপ করিলে শ্রীকৃষ্ণের বরে তিনি গণ্ডকী নদীতে পরিণত হইলেন। তাঁহার কেশ তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। তুলসী একবার গনেশকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। গণেশ অসম্মত হইলে, তুলসী তাঁহাকে শাপ দেন। গণেশও তাঁহাকে "অসুরাক্রান্ত হইবে" বলিয়া প্রতিশাপ দেন। সেই হইতে তুলসী গণপতি পূজায় অব্যবহার্য্য। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১২—২১। (২) কুশধ্বজ নামক কোনও রাজার সংসার বিরাগিনী, তপস্বিনী তুলসী ও বেদবতী নাম্নী দুই কন্যা ছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৯৬।

তুলাধার—বারাণসীস্থিত বৈশ্যকুলোদ্ভব তুলাধার খুব জ্ঞানী ছিলেন। মহর্ষি জাজলি বহু তপস্যা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া, অবশেষে তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৬১—২৬৩।

তুল্যার্চ্চি—মহর্ষি লাঙ্গলীর অন্যতম পরম ধার্ম্মিক পুত্র। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। লাঙ্গলী দেখ।

তুষিত— স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। স্বারোচিব মন্বন্তরে পারাবত, তুষিত প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

তুষিতদেবগণ — স্বারোচিষ মন্বন্তর কালে মানসদেব তুষিত দেবগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-১; হরি-হরি-৭। চাক্ষুষমনুর সময়ে দ্বাদশ আদিত্য তুষিত দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

তুষিতা— (১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বেদশিরার পত্নী তুষিতা হইতে বিষ্ণুর অবতার বিভু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে মানস-দেব তুষিতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) স্বারোচিষ মনুর সময়ে বিষ্ণু, তুষিতার গর্ভে তুষিত দেবগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৪) চাক্ষুষ মনুর সময়ে মঙ্কি নামে এক তপস্বী ছিলেন। দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিতা অপ্সরা তুষিতা, তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিয়া শাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন। বাম-৭২।

তুষ্টি—(১) প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী তুষ্টি হইতে হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) মরীচির পত্নী সম্ভূতি হইতে পূর্ণমাস ও মারীচ নামে

দুই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লিং-৫। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী তুষ্টি হইতে সন্তোষ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) মরীচির স্ত্রী সম্ভূতি, পূর্ণমাস নামে এক পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৫) ধর্ম্মের স্ত্রী তুষ্টি হইতে হর্ষ ও দর্প জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৬) অনন্তদেবের স্ত্রী তুষ্টি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৭) ধাতার স্ত্রী তুষ্টি, ধাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল সোমকে পতিরূপে ভজনা করিয়াছিলেন। মৎ-২৩।

তুষ্টিমান— যদুবংশীয় উগ্রসেনের কংস, সুনাম ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান নামে নয় পুত্র ছিল। ভাগ ৯স্ক ২৪।

তুহর— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তুহর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

তুহার— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তুহার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

তুহুণ্ড—(১) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হইতে বিরূপাক্ষ, একচক্র, তুহুণ্ড প্রভৃতি বহু দানবের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৩৫; হরি-হরি-৩০। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম তুহুণ্ড ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র মুক ও তুহুণ্ড। হরি-হরি-৩। (৪) অন্ধক দৈত্যপতির অন্যতম সেনাপতি তুহুণ্ড গণেশহস্তে নিহত হন। বাম-৬৬, ৬৮।

তূতুজি— ইন্দ্র, বেতসু, দশোনি, তূতুজি, তুগ্র ও ইভকে রাজা দোতনের নিকট, পুত্র যেমন মাতার নিকট প্রশান্তভাবে গমন করে, সেই ভাবে সর্ব্বদা গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পরে বেতসুর সহিত তুগ্রকে ইন্দ্র সংহার করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

তূলা— কশ্যপের স্ত্রী প্রধার গর্ভজাতা অন্যতমা অপ্সরা। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ

তৃক্ষ— মহর্ষি তৃক্ষের পুত্র অরিষ্টনেমী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ১।৮৯।৬১।

তৃণক— একজন প্রাচীনকালের রাজার নাম তৃণক ছিল। মহাভা-সভা-৮।

তৃণকর্ণী— মহর্ষি তৃণকর্ণী একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন।

তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

তৃণপৎ— ষোড়শ জন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম। বায়ু-৬১। মৌনেয় গন্ধর্ব্ব দেখ।

তৃণবিন্দু—(১) রাজর্ষি তৃণবিন্দু মেরু সন্নিধানে বাস করিতেন। তাঁহারই আশ্রমে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য দীর্ঘকাল তপস্যা করেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। রামা-উত্তরা-২। (২) মনুবংশীয় নরপতি বুধের তনয় তৃণবিন্দু। অপ্সরা অলম্বুষা হইতে তৃণবিন্দুর বিশাল, শূণ্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু নামে তিন পুত্র ও ইলবিলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইলবিলাকে বিশ্রবা মুনি বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-২। বরাহ কল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু ঋষি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তখন মহাদেব মহাকায় ধার্ম্মিক মুনির পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। লি-২৪; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৩) মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের তনয় দম, দমের তনয় তৃণবিন্দু। তিনি ত্রেতাযুগের তৃতীয়াংশে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার ইলবিলা নাম্নী পরম রূপসী কন্যাকে মহর্ষি পুলস্ত্য বিবাহ করেন। পুলস্ত্যের স্ত্রী ইলবিলা হইতে বিশ্রবা মুনি জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে সোম শুষ্মায়ন ঋষির বংশধর তৃণবিন্দু বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৫) মনুবংশীয় নরপতি বেগবানের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র তৃণবিন্দু, তৃণবিন্দুর তনয় বিশাল, অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইলবিলা নাম্নী এক কন্যাও তাঁহার ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৬) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া, একে অন্যকে শাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে একজন গ্রাহ ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন। বরা-১৪৪। মহর্ষি তৃণবিন্দু প্রভাস ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৮। মহর্ষি তৃণবিন্দু প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি সুদ্যুম্নের শিবভক্তি দেখিয়া ও তাঁহার পূর্ব্বজন্ম ঘটিত বিবরণ শুনিয়া নর্ম্মদা তীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আশ্রমের নাম জালেশ্বর। সৌর-৩, ৪।

তৃণবিশ্বেশ্বর— প্রভাস ক্ষেত্রে তৃণবিশ্বেশ্বর মহাদেব আছেন। স্কন্দ-প্রভা-১৩৮।

তৃণসোমাঙ্গিরা— মহর্ষি তৃণসোমাঙ্গিরা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন এবং ধর্ম্মরাজ যমের পুরোহিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

তৃণাবর্ত্ত— কংস স্বীয় ভৃত্য তৃণাবর্ত্তকে শ্রীকৃষ্ণের নিধনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে বধ করেন। ভাগ-১০স্ক-৭।

তৃণায়ু— একজন গন্ধর্ব্ব। তিনি অন্যান্য

গন্ধর্ব্বের সহিত একবার বিষ্ণুকে স্তুতি করিয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

তৃতীয়া— যে সকল দেহধারিনী নদী বরুণদেবের আরাধনা করিতেন, তৃতীয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

তৃৎসু— ইন্দ্র, অসুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৮।১৩।

তৃষ্ণা— ভয়ের পত্নী মায়া হইতে মৃত্যু জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭।

তেজ— তেজের স্ত্রী প্রভা ও দাহিকা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। স্বায়ম্ভুবমনু বংশীয় সুমতীর তনয় তেজ, তেজের তনয় সংসুত। বরা-৭৪।

তেজস্বী—ভৌত্যমনু হইতে তরঙ্গভীরু, বুধ্ন, তরস্বান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু; সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল নামে দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-৭। ভৌত্য মনু দেখ।

তেজেয়ু—রাজা পুরুর অন্যতম তনয় রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে, ঋচেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪।

তেজোবতী—ময় দানবের পত্নীর নাম তেজোবতী। তাঁহারই গর্ভে মন্দোদরীর জন্ম হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-৩৫।

তৈজস—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ভরতের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র তৈজস, তৈজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের তনয় পরমেষ্ঠী। কূর্ম্ম-পূ-৫০; বায়ু-৩৩।

তৈত্তিরী—(১) মহর্ষি তৈত্তিরী বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (২) যদুবংশীয় কপোতরোমার তনয় তৈত্তিরি, তৈত্তিরীর পুত্র সর্প, সর্পের পুত্র নল। মৎ-৪৪। (৩) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তৈত্তিরী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

তৈত্তিরীয়—এই নামে এক ঋষি ছিলেন। বরা-১৭০।

তৈলপ—মহর্ষি তৈলপ একজন অত্রি বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অত্রি, শ্যাবাশ্ব, অর্চ্চিনানশ এই তিনটী। মৎ-১৯৭।

তৈলেয়—মহর্ষি তৈলেয় একজন ধূম্র-পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

তোণ্ডমান— চন্দ্রবংশে নন্দিনী গর্ভে নরপতি সুধীরের তোণ্ডমান নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি পাণ্ড্য রাজের কন্যা মনোহারিনীকে বিবাহ করেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৯, ১০।

তোশল—কংস শ্রীকৃষ্ণকে নিধন করিবার জন্য যে সকল মল্ল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তোশল তাঁহাদের অন্যতম ছিল। সে কৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। ভাগ-১০স্ক-৪৪; হরি-হরি-৮৬।

তোষ—মহর্ষি রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে, যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। যজ্ঞমূর্ত্তির দক্ষিণাগর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তুষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন এই দ্বাদশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১।

তোষল, তোষলক—কংসের অন্যতম মল্ল তোষল শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-৮৬; বিষ্ণু-৫ম-১৮।

তৌলেয়—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি তৌলেয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, সুবচ ও উতথ্য এই তিনটী। মৎ-১৯৬।

ত্বক্‌কৌশিকী— একবার মহাদেব পরিহাসচ্ছলে পার্ব্বতীকে "কালী" বলিয়া নিন্দা করেন। দেবী সেই জন্য স্বীয় ত্বক্‌, গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলেন। অনন্তর তিনি ত্বক্‌কৌশিকী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিন্ধ্যাচলবাসিনী হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-১৭।

ত্বরিতা— নবদুর্গার অন্যতমা। তিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কেদা-৩।

ত্বষ্টা—(১) অন্যতম আদিত্য। ত্বষ্টা ও পূষা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-৩২। (২) ত্বষ্টা নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার অন্য নাম বৃষয়। এই ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রকে ইন্দ্র হনন করেন। ঋগ-১।৯৩।৪। ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ইন্দ্র, ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-২।১১।১৯। ত্বষ্টা সেই জন্য ইন্দ্র-রহিত সোম আহরণ করিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন যে ত্বষ্টা তাঁহাকে সোম হইতে বঞ্চিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই জন্য বলপূর্ব্বক কলসী হইতে সোমরস পান করিলেন। ত্বষ্টা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট সোমরস "ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধিত হওক" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে বৃত্র জন্মগ্রহণ করেন। পাদহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃত্রের নাম অহি এবং দনু ও দনায়ু দানবী কর্ত্তৃক সন্তানের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া দানব নাম প্রাপ্ত হয়। শতপথ ৫প্র ২ব্রা-৬অ-১, ৯। (৩) অগ্নির অন্য নামও ত্বষ্টা। এই নামে মহর্ষি উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন। ঋগ-১।১৪২।১০। মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী অদিতি হইতে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্‌, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ

করেন। হরি-হরি-৭২, ৯৬; মহাভা-আদি-৬৫। (৪) মহর্ষি ত্বষ্টা একবার নরপতি নহুষের আলয়ে অতিথি হন। রাজা তাঁহার জন্য গোবধ করিতে আদেশ দেন। ইহা শুনিয়া সমাগত কপিল ঋষি অতিমাত্র দুঃখিত হন। সেই সময়ে স্যুমরশ্মি নামক ঋষির সহিত কপিলের হিংসাধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল। মহাভা-শান্তি-২৬৮, ৭০। (৫) ত্বষ্টার কন্যা চতুর্দ্দশীকে প্রাগজ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুর প্রমথিত করেন। হরি হরি-১২০। (৬) মনুবংশীয় নরপতি ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পত্নী বিরোচনা, বিরজ নামে একটী পুত্র প্রসব করেন। ভাগ ৫স্ক-১৫। অদিতির গর্ভজাত কশ্যপ তনয় ত্বষ্টা, দৈত্যকন্যা রচনাকে বিবাহ করেন। বিশ্বরূপ তাঁহাদের পুত্র। ভাগ-৬স্ক ৬। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই সংগ্রামে ত্বষ্টার সহিত শম্বর অসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভাগ-৮স্ক-১০। (৭) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অজৈকপাদ, ত্বষ্টা, অহির্বধ্ন ও রুদ্র নামে চারি পুত্র ছিল। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৮, মনুবংশীয় নরপতি মনস্যুর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরাজ, বিরাজের পুত্র রজ। বিষ্ণু-২য়-১৫। স্বায়ম্ভুবমনু বংশীয় শৌবনের তনয় ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরজ, বিরজের পুত্র রজ। বিষ্ণু-২য়-১। ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের তনয় বিরূপ এবং বিরূপের তনয় সুতপা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৩। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ত্বষ্টা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়গণ চক্র ও অনুচক্রকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। (৯) শুক্রাচার্য্যের অন্যতম তনয়। অমর্ক দেখ। ত্বষ্টার ভার্য্যা অনায়ুসার সন্তানগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য ব্রহ্মা, বৃত্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৯। দেবাসুর যুদ্ধে ত্বষ্টা ময়দানব হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হরি-হরি-২৩৬, ২৩৭।

ত্বষ্টাধর—অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্যের অন্যতম পুত্র ত্বষ্টাধর। তিনি সূর্য্যসম তেজস্বী ছিলেন। মহাভা আদি-৬৫।

ত্বষ্ট্রীশ্বর—কাশীস্থিত ত্বষ্ট্রীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে, সুবর্ণের সহিত ভূমি দানের ফল লাভ হয় এবং সর্ব্ব সিদ্ধি-লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ত্বাষ্ট্রী—দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম সবিতা। সবিতার স্ত্রী ত্বাষ্ট্রী অন্তরীক্ষে অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। মহাভা-আদি ৬৬। সূর্য্যের স্ত্রী ছায়া হইতে তপতী ও ত্বাষ্ট্রী জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ত্বিষা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ত্বিষা হইতে কোটি কোটি যক্ষ ও রাক্ষস উৎপন্ন হয়। লি ৬৩। (২) মরীচির পত্নী সম্ভূতির গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। অপচিতি দেখ।

ত্বিষিমন্তগণ— অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবা; কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, গ্রাবাজিন, যুক্ত, নির্হয়ু, সাধন, বিশ্বদেবাষ্ঠ, অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মুনিক, বিদেহগ, শ্রুতিশৃণ ও বৃহচ্ছুক্র ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্বিষিমন্তগণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বায়ু-৩১।

ত্বিষিমান্—গ্রাবাজিন, যমী, বিশ্বদেবাষ্ঠ, যবিষ্ঠ, অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মুলিক, বিদেহক, শ্রুতিশৃণ ও বৃহৎশুক্র এই দ্বাদশ দেবতা ত্বিষিমান নামে খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ড-৩২।

ত্যাজ্য— মহর্ষি ভৃগুর পত্নী দিব্যার গর্ভজাত দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

ত্রয়ী—সবিতার পত্নী পৃশ্নী হইতে ত্রয়ী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। অগ্নিহোত্র দেখ।

ত্রয্যারুণ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত। হরি-হরি-১২; কূর্ম্ম-পূ-২১। (২) সুধন্বার তনয় ত্রয্যারুণ; ত্রয্যারুণের তনয় সত্যব্রত (অন্য নাম ত্রিশঙ্কু) সত্যব্রতের পত্নী সত্যব্রতা হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ ৩; লি-৬৬। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চদশ দ্বাপরে মহর্ষি ত্রয্যারুণ বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৪) পুরুবংশীয় নরপতি উরুক্ষয়ের ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। অমিতৌজা দেখ।

ত্রয্যারুণি—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি দুরিতক্ষয়ের ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা তিনজনই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) মহর্ষি কশ্যপ, ত্রয্যারুণি, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত, এই ছয় জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক-৭। (৩) বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে ত্রয্যারুণি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহাদেব বেদশিরা নামে ব্রাহ্মণ-রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেদশির নামে তাঁহার এক পুত্রও উৎপন্ন হয়। লি-২৪। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে ত্রয্যারুণি ব্যাস হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫১।

ত্ররুণি--অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্ররুণি। কল্কি-৩য়-৪। অভয়দ দেখ।

ত্রসদশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অনরণ্যের পুত্র ত্রসদশ্ব, ত্রসদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, দৃষদ্বতীর গর্ভে হর্য্যশ্ব হইতে রাজা বসুমত জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮।

ত্রসদস্যু—(১) গিরিক্ষিত গোত্রজাত মহর্ষি পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু একবার

অসুরগণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। অশ্বিদ্বয় তখন তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।১৩২।১। (২) ত্রসদস্যু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১। একবার তিনি মহর্ষি সম্বরণকে দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৩৩।৮। ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষি ও কুরুশ্রবণ। ঋগ-৮।২২। ৭; ১০।৩৩।৪ (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার তনয় পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু। ত্রসদস্যুর পত্নী নর্ম্মদা হইতে সম্ভূত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২; কূর্ম্ম-পূ-২০; বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৪) ত্রসদস্যুর মাতার নামও নর্ম্মদা ছিল। হরি-হরি-১৮। ত্রসদস্যুর তনয়ের নাম অনরণ্য। ভাগ-৯স্ক-৭। ত্রসদস্যুর তনয় সম্ভূতি, সম্ভূতির তনয় বিষ্ণুবৃন্দ। লি-৬৫। (৫) একজন মন্ত্র প্রণেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। অমৃত দেখ।

ত্রসু—রন্তিনারের স্ত্রী সরস্বতী, ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন পুত্র এবং গৌরী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। বায়ু-৯৯।

ত্রিকক্র—মহর্ষি ত্রিকক্রকে দেবগণ জ্ঞান সাধন যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৯২।২১।

ত্রিকলা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনের মিলিত দৃষ্টি হইতে যে কন্যার উৎপত্তি হয়, তাঁহার নাম ত্রিকলা। এই ত্রিকলা আবার তাঁহাদের আদেশে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রমূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। বরা-৯০। অমৃতা দেখ।

ত্রিজট—(১) গর্গ গোত্রীয় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি রামের বনগমনকালে অনেক গাভী লাভ করিয়াছিলেন। রামা-অযো-৩২। (২) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিজটা—রাক্ষসী বিশেষ। রাবণ ইহাকে অশোক বনে আবদ্ধা সীতার পরিচর্য্যায় অন্যান্য রাক্ষসীগণের সহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে অতি দুর্লক্ষণ যুক্ত স্বপ্ন দর্শনে অতি মাত্র ভীতা হইয়া সকল রাক্ষসকেই সীতার প্রতি দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে বলে এবং সকলে তখন সীতার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। স্বপ্নে ত্রিজটা দেখিতে পায় যে, লঙ্কার প্রায় সকল রাক্ষসই বিনষ্ট হইয়াছে। সীতার সহিত রামের মিলন হইয়াছে। সুগ্রীব লঙ্কার রাজা হইয়াছেন। রামা-সুন্দরা-২৭।

ত্রিজটী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। ত্রিজটী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ত্রিজগন্মাতা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের

অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিজাত—সাংকৃত্য ঋষির বংশে নিমি নামে এক দ্বিজ ছিলেন। নিমির পুত্র ত্রিজাত, তিনি ত্রিজাতেশ্বর নামে এক মহাদেব স্থাপন করেন। স্কন্দ-নাগ-১১৫।

ত্রিজাতেশ্বর—ত্রিজাত দেখ।

ত্রিত—(১) আপ্তের তনয় ত্রিত, ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছিলেন এবং ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সকল অপহরণ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮। ৮। (২) বিভূবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্ট-রূপে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে ভূমির উপরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ-১০। ৪৬।৩। (৩) আর্য্য ঋষিদের একটা প্রাচীন দেবতার নাম ছিল ত্রৈতন। তিনি ত্রিত নামেও খ্যাত ছিলেন। দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। ত্রিত জল পানে প্রবৃত্ত হইয়া কূপে পতিত হইয়াছিলেন। অসুরেরা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কূপের আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রিত তাহা ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। ঋগ-১।৫২।৫। (৪) একবার অসুরেরা দীর্ঘতমা ঋষিকে নিম্ন মুখে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ত্রৈতন সেই সময়ে আততায়ী অসুরকে সংহার করেন। ঋগ-১।১৫৮।১। (৫) ত্রিত ঋষির নামানুসারে ত্রিততীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। মহর্ষি ত্রিত, দ্বিত, একত, উষঙ্গু প্রভৃতি ঋষিরা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (৬) মহর্ষি ত্রিত বরুণের পুরোহিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা ১৫০।

ত্রিদশবর্দ্ধকি—বিশ্বকর্ম্মার অন্য নাম। স্কন্দ প্রভা-প্রভা ১১।

ত্রিদশেশ্বর—মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-রেবা-৬২।

ত্রিদেব—ভরত বংশীয় সাঙ্কৃতির অন্যতম তনয় ত্রিদেব। বায়ু-৯৯।

ত্রিধন্বা—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুধন্বার তনয় ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার তনয় ত্রয্যারুণ। হরি-হরি-১২; কূর্ম্ম-পূ-২১। (২) মনুবংশীয় নরপতি বসুমনা হইতে শিবচিন্তা পরায়ণ ত্রিধন্বা জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিধন্বা ব্রহ্মানন্দ তণ্ডীর আদেশে শিবের সহস্র নাম জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হন। ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, এবং ত্রয্যারুণের তনয় সত্যব্রত (অন্য নাম ত্রিশঙ্কু)। লি-৬৫, ৬৬। (৩) মান্ধাতার বংশীয় নরপতি সুমনার পুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ। বিষ্ণু ৪র্থ-৩।

ত্রিধামা—(১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস

ছিলেন। বরাহকল্পে ত্রিধামা বেদ-বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭; বিষ্ণু-৩য়-৩। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের দশম দ্বাপরে ত্রিধামা ব্যাস হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫১।

ত্রিনেত্র—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিনেত্রা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিপদা—দেবাসুর সমরে; মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭২।

ত্রিপাৎ— বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাৎ নামক এক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন এবং বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই চারিজন মুনির তনয় ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪।

ত্রিপাদ—(১) দৈত্যপতি ত্রিপাদ এক কোটী দানব সৈন্য পরিবৃত হইয়া, দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে অনুচরগণের সহিত শক্তি প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রিপিষ্টপেশ্বর— কাশীস্থিত একটী মহাদেব। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪১।

ত্রিপুর—(১) একবার শিব, "আমি জগতে সংহারকর্ত্তা" এই মনে করিয়া অহঙ্কারের সহিত ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও শঙ্কর তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। বরং ত্রিপুর রথসহ শঙ্করকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তখন শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া ও শূল প্রদান করিয়া ত্রিপুরকে বিনাশ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩৬। (২) মহাদেব বিঘ্ন বিনাশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিপুরাসুরকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হন। বরা-১৩৬। ত্রিপুরাসুরের বিনাশ কালে মহাদেব বালক, বৃদ্ধ, রমণী সকলকেই বিনাশ করিয়া পাপ লিপ্ত হন এবং বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। বরা-১৩৬।

ত্রিপুরঘ্ন—মহাদেবের অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

ত্রিপুরতাপিনী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি

মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিপুরভৈরবী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিপুরসুন্দরী— পার্ব্বতীর অন্য নাম শতাক্ষী। দুর্গম নামক অসুরের সহিত দেবী শতাক্ষীর যুদ্ধ কালে, তাঁহার শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। দেবীভাগ-৭স্ক-২৮।

ত্রিপুরা—দেবাসুর সমরে মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। দেবীভাগ-৭স্ক-২৮।

ত্রিপুরান্তক—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সিংহলে ত্রিপুরান্তক, সিংহনাথ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

ত্রিপুরারি— মহাদেবের অন্য নাম। ভাগ-২স্ক-৭।

ত্রিপুরাসুর— মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। সেই সময়ে তিনি বালক, বৃদ্ধ, রমণী সকলকেই বিনাশ করিয়া পাপ লিপ্ত হন। অবশেষে বিষ্ণুর অনুগ্রহে পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন।' বরা-১৩৬। মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে একটী মাত্র শর দ্বারা দাহ করিয়াছিলেন।

ত্রিপূর্ব্ব—রাক্ষসপতি ত্রিপূর্ব্ব পৃথিবীতে শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ত্রিবক্ত্রা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিবক্রা—অন্য নাম কুব্জা। ভাগ-১০স্ক-১২। কুব্জা দেখ।

ত্রিবন—যযাতি বংশীয় রন্তিনারের পত্নী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয়া ও ত্রিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌরী মান্ধাতার জননী। মৎ-৪৯।

ত্রিবন্ধন—মনুবংশীয় নরপতি প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন, ত্রিবন্ধনের পুত্রের নাম সত্যব্রত। তাঁহার অন্য নাম ত্রিশঙ্কু ছিল। এই ত্রিশঙ্কু-সত্যব্রতের পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র। ভাগ-৯স্ক-৭।

ত্রিবর্গফলদায়িনী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিবর্গা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিবার—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান বহু বিহগের জন্ম হয়। তন্মধ্যে ত্রিবার অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

ত্রিবিক্রম—(১) বিষ্ণু ত্রিবিক্রম দ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামা-সুন্দরা-২১। (২) ধুন্ধু অসুর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মভবন অধিকার করিতে মনস্ত করেন। বিষ্ণু সেই জন্য বিরাট ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। বাম-৭৮; গতিভাস দেখ।

ত্রিবিষ্টপ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ভদ্রকালী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ত্রিবিষ্টপকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

ত্রিবৃৎ—বরাহকল্পের একাদশ দ্বাপরে, ত্রিবৃৎ ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব উগ্র নামে অবতীর্ণ হন। লম্ব, লম্বকেশক, লম্বাক্ষ ও লম্বোদর নামে তাঁহার যোগাত্মা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

ত্রিবৃত্ত—যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে ত্রিবৃত্ত বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-২০।

ত্রিবৃষা—বৈবস্বত মন্বন্তরের একাদশ দ্বাপরে মহর্ষি ত্রিবৃষা বেদ বিভাগ করিয়া, বেদব্যাস নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৩।

ত্রিবৃষ্ণ—রাজা ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্র্যরুণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১।

ত্রিব্রত—বরাহকল্পের একাদশ দ্বাপরে ত্রিব্রত নামা মুনি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব গঙ্গা দ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বরযোগে পারদর্শী ছিলেন। লি-২৪।

ত্রিভানু—যযাতি বংশীয় ভানুমানের তনয় ত্রিভানু, ত্রিভানুর তনয় করন্ধম, করন্ধমের তনয় মরুত্ত। ভাগ-৯স্ক-২৩।

ত্রিভুবনকেশব— কাশীস্থিত ত্রিভুবনকেশব মহাদেবের পূজা করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

ত্রিমুখ—কাশীধামে ত্রিমুখ নামে এক গণপতি আছেন। তাঁহার একটী মুখ বানর মুখের ন্যায়, একটী মুখ সিংহ মুখের ন্যায় ও অন্যটী হস্তী মুখের ন্যায়। তিনি সতত কাশীর ভয় নিবারণ করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

ত্রিমূর্ত্তি—বশিষ্ঠের ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে কপিঞ্জলের জন্ম হয়। এই

কপিঞ্জলেরই অন্য নাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্র-প্রমিতি। লি-৬৩।

ত্রিমূর্দ্ধা—অসুরগণ আয়সপাত্রে পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তখন বৎস হইয়াছিলেন প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন। দোগ্ধা, ত্রিমূর্দ্ধা এবং দোহন বস্তু মায়া। উক্ত ত্রিমূর্দ্ধা হইতেই মায়া বিস্তার হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ত্রিয়ম্বক—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মাচলে ত্রিয়ম্বক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

ত্রিলোকপাবন— মহর্ষি ত্রিলোকপাবন পূর্ব্বদিকে অবস্থান করেন। মহাভা-শান্তি-২০৮।

ত্রিলোকেশ— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

ত্রিলোচন— মহাদেবের অন্য নাম। রামা-লঙ্কা-১১৯।

ত্রিলোচনা— পার্ব্বতীর অন্য নাম। পার্ব্বতী দেখ।

ত্রিশঙ্কু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ত্রিশঙ্কু যজ্ঞ সাধন করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, পুরোহিত বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ "ইহা অসম্ভব" বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ-পুত্রদের নিকট গমন করেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অন্য পুরোহিতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বলিলে, বশিষ্ঠ তনয়েরা তাঁহাকে "চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিশাপ দেন। তাঁহাদের শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, আত্মীয়, জ্ঞাতি, অমাত্য ও পৌর সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, বিশ্বামিত্র সমীপে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া স্বীয় পুত্র দ্বারা সকল ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় নামক ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—যে যজ্ঞের পুরোহিত ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞকর্ত্তা চণ্ডাল, সেই যজ্ঞে দেবগণ কি করিয়া আগমন করিবেন? ফলেও তাহাই হইল, দেবগণ সেই যজ্ঞে আসিলেন না। এই জন্য বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, এই শাপ দিলেন যে, "তাঁহারা ভস্মীভূত হইবে, সাতশত জন্ম শব-ভোজনে কাল কাটাইতে হইবে।" এদিকে বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। স্বর্গের দেবগণ ও ইন্দ্র তাঁহাকে তথায় স্থান দিলেন না। ত্রিশঙ্কু স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। দেবগণ ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট

আগমন করিয়া, এই মীমাংসা করিলেন যে, ত্রিশঙ্কু শূন্যেই অবস্থান করিবেন এবং বিশ্বামিত্র আর স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন না। রামা-আদি-৫৭, ৬০। (২) পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশা ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব। রামা-আদি-৭০। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত। এই সত্যব্রতের অন্য নাম ছিল ত্রিশঙ্কু। তিনি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বিবাহের মন্ত্র সকলের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি বালসুলভ চপলতাবশতঃ পরের পরিণীতা বনিতাকে ভার্য্যা করিয়াছিলেন। আর কামবশতঃ কোনও পুরবাসীজনের কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ এই তিন অধর্ম্ম শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্র সত্যব্রতকে চণ্ডালগণের সহিত বাস করিতে শাপ প্রদান করেন। এই জন্য তিনি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন। বশিষ্ঠ তাহা জানিয়াও বারণ করেন নাই। শাপ প্রভাবে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পিতা ত্রয্যারুণ তপস্যার্থ বনে গমন করিয়া, দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রাজ্যে ইন্দ্রদেব দ্বাদশ বৎসর বারি বর্ষণ করেন নাই। সেই সময়ের পূর্ব্বেই বিশ্বামিত্র স্বীয় রাজ্য পত্নীগণকে অর্পণ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া বিশ্বামিত্রের স্ত্রী, স্বীয় গর্ভজাত মধ্যম পুত্রের গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট সন্তানদের ভরণ পোষণার্থ গো শতের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। ত্রিশঙ্কু তাঁহাকে মোচন করিয়া প্রতিপালন করেন। বনচর মৃগ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতিকে হনন করিয়া তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। ত্রিশঙ্কু বিবিধ প্রকারে বিশ্বামিত্র পরিবারের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। পিতার অভিপ্রায় অনুসারে ত্রিশঙ্কু দ্বাদশ বৎসর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পাপক্ষালন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। একদা ত্রিশঙ্কু মাংস না থাকায় বশিষ্ঠের এক গাভীকে হনন করিয়া স্বয়ং কতক মাংস ভোজন করেন এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগকে অবশিষ্ট মাংস ভোজন করান। বিশ্বামিত্র তপস্যান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, ত্রিশঙ্কু কর্ত্তৃক পরিবার পোষণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং বর দিতে উদ্যত হন। ত্রিশঙ্কু স্বশরীরে স্বর্গে যাইবার বর প্রার্থনা করেন। বিশ্বামিত্র দেবগণ ও বশিষ্ঠের সাক্ষাতেই তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেকয়বংশীয়া সত্যরথা নাম্নী ত্রিশঙ্কুর ভার্য্যা হইতে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিত। হরি-হরি-১২, ১৩। (৪) মহর্ষি ত্রিশঙ্কু ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তৈত্তি। (৫) জনৈক রাজা। তাঁহার শ্রীমতী নাম্নী কন্যাকে নারায়ণ

বিবাহ করেন। লি-উত্ত-৫। অমৃতা দেখ।

ত্রিশিখ— চতুর্থ মন্বন্তরে তামসমনুর সময়ে ত্রিশিখ ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১।

ত্রিশিরা-(১)তিনি জনস্থানে নিহত ত্রিশিরা নহেন, অন্যতম রাক্ষসবীর। রাবণের সঙ্গে লঙ্কা সমরে গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৫৯। তিনি রাবণের পুত্র। লঙ্কা সমরে হনুমান হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭০। (২) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা কন্যা রাকার গর্ভে ত্রিশিরা দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম পু-১৯। (৩) মহর্ষি ত্রিশিরা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি ও ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০,৮।১। (৪) ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মহর্ষি আপ্তের পুত্র ত্রিত, সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮।৮। (৫) মাল্যবান্ রাক্ষসের কনিষ্ঠা কন্যা ও বিশ্রবা মুনির অন্যতমা স্ত্রী বলাকা হইতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তিন পুত্র ও মালিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩। (৬) পূর্ব্বকালে দেবশ্রেষ্ঠ মহাতপা ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ত্রিশিরা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ত্রিশিরা এক বদনে বেদাধ্যয়ন, দ্বিতীয় বদনে সুরাপান ও তৃতীয় বদনে সমুদয় পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত ছিলেন। এই ত্রিশিরা ইন্দ্রপদ লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। ইন্দ্র কতিপয় অপ্সরা পাঠাইয়া, তাঁহার তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। পরে স্বয়ং বজ্রদ্বারা তাঁহাকে সংহার করেন এবং এক সূত্রধর কুঠার দ্বারা তাঁহার মস্তকত্রয় ছেদন করেন। ত্রিশিরা যে মুখে বেদাধ্যয়ন করিতেন তাহা হইতে কপিঞ্জল, যেমুখ দ্বারা সুরাপান করিতেন, তাহা হইতে কলবিঙ্ক এবং যে মুখে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত ছিলেন, তাহা হইতে তিত্তির পক্ষীর উদ্ভব হইল। এদিকে নিরাপরাধ পুত্রের বিনাশে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ত্বষ্টা, অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বৃত্র নামক এক পুত্রের উৎপাদন করেন। মহাভা-উদ্-৮, ১৮। (৭) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে, দৈত্য ত্রিশিরার সহিত বরুণদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৯।

ত্রিশীর্ষ— (১) ত্রিশীর্ষ নামে এক ঋষি ছিলেন। বরা-১৭০। (২) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৩) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রিশূলপাণি— মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিশৃঙ্গ— দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি মহিষরূপী মহাদেবের শৃঙ্গাঘাতে যমালয়ে গমন করেন। স্কন্দ-নাগ-১২২

ত্রিশোক— মহর্ষি কণ্বের তনয় ত্রিশোক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।১১২।১। তিনি একবার অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া অসুর কর্তৃক অপহৃত গো উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৪৩।২১, ২৪।

ত্রিশোকা— অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, ত্রিশোকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ত্রিসন্ধ্যা— সাবিত্রীদেবী কুব্জাম্রক তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

ত্রিসন্ধ্যেশ্বর— কাশীতে ত্রিসন্ধ্যেশ্বর মহাদেব আছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যেশ্বর মহাদেবকে সন্দর্শন করেন, তিন বেদপাঠে যে পুণ্য হয়, তিনি সেই পুণ্যের অধিকারী হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

ত্রিসানু— যযাতিবংশীয় বহ্নির তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিসানু, ত্রিসানুর তনয় করন্ধম। বায়ু-৯৯।

ত্রিসারি— যযাতিবংশীয় গোভানুর তনয় ত্রিসারি, ত্রিসারির তনয় করন্ধম, করন্ধমের তনয় ভরত। মৎ-৪৮।

ত্রিহন্ত— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রীপূর্ব্ব— ত্রীপূর্ব্ব নামে রাক্ষস পৃথিবীতে শিখণ্ডী নামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ত্রুটী— দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃগণ, দেবসেনাপতি স্কন্দকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ত্রুটী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ত্রেতাগ্নি—রাজা পুরূরবা যজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অপ্সরা ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে গন্ধর্ব্বলোক হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাভা আদি-৭৫।

ত্রৈতন—অন্য নাম ত্রিত। ত্রিত দেখ।

ত্রৈধন্ব— মান্ধাতার বংশে নরপতি হর্য্যশ্বের জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রী দৃষদ্বতী হইতে রাজা বসুমত জন্মগ্রহণ করেন। বসুমতের তনয় ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বা হইতে ত্রৈধন্ব, ত্রৈধন্ব হইতে ত্রয্যারুণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮।

ত্রৈপুরি—ত্রিপুরাসুরের তনয় ত্রৈপুরি, স্বীয় পিতার নিধনের পর সমরে অবতীর্ণ হন। তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে গণপতি হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৪।

ত্রৈবলী—প্রাচীন কালে ত্রৈবলী নামে এক ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

ত্রৈলোক্য বিজয়া— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রৈলোক্যমোহিনী—বিষ্ণুর দেহসম্ভূতা কল্যাণদায়িনী অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১০৭

ত্রৈলোক্যসুন্দরী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা । স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭২ ।

ত্রৈশানি—যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্ব্বসু, তুর্ব্বসুর অন্যতম তনয় বর্গ, (বিষ্ণু—বহ্নি) বর্গের তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রৈশানি, ত্রৈশানির পুত্র করন্ধম। অগ্নি-২৭৭ ।

ত্রৈশাম্ব—যদুবংশীয় গোভানুর তনয় ত্রৈশাম্ব, ত্রৈশাম্বের তনয় করন্ধম, করন্ধমের তনয় মরুত্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬।

ত্রৈশৃঙ্গায়ন—মহর্ষি ত্রৈশৃঙ্গায়ন একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০ ।

ত্রৈসানু—যযাতি বংশীয় তুর্ব্বসুর তনয় বহ্নি, বহ্নির তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রৈসানু, ত্রৈসানুর পুত্র করন্ধম। হরি-হরি-৩২ । ত্রৈশানি দেখ।

ত্র্যক্ষ—নরপতি অববোধের অন্যতম তনয়। বরা-৫২ ।

ত্র্যক্ষ্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫ ।

ত্র্যম্বক—(১) মহাদেবের অন্য নাম। বরা-২১। ইঁহার সহিত অন্ধক নামক অসুরের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। রামা-লঙ্কা-৪৩ ! (২) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। বৈবস্বত মনুর সময়ে ইঁহারাই অষ্ট বসু ও দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাদিগকে দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। মহাভা-শান্তি-২০৮। (২) কশ্যপ পত্নী সুরভি হইতে ত্র্যম্বক প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। অজৈকপাদ দেখ। বিষ্ণু-১ম-১৫ ; মহাভা-অনুশা-১৫০ ।

ত্র্যয্যারুণী—ভরত বংশীয় নরপতি উপক্ষয়ের স্ত্রী বিশাখা হইতে ত্র্যয্যারুণী, পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন। কপি হইতে যে ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

ত্র্যরুণ—রাজা ত্রিবৃষ্ণের তনয় ত্র্যরুণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১ ।

ত্র্যারুণী—যযাতি বংশীয় মনস্যুর তনয় অভয়দ, অভয়দের তনয় উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের তনয় ত্র্যারুণি, ত্র্যারুণির তনয় পুষ্করারুণি। কল্কি-৩য়-৬ ।

ত্র্যষণ—ভরত বংশীয় উরুক্ষয়ের পত্নী বিশালা হইতে ত্র্যষণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৎ-৪৯ ।

দ

দংশ—সত্যযুগে দংশ নামে এক অসুর ছিলেন। তিনি মহর্ষি ভৃগুর পত্নীকে হরণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হন। তৎপরে ভৃগুবংশীয় পরশুরাম তাঁহাকে শাপ মুক্ত করেন। মহাভা-শান্তি-৩।

দংষ্ট্রালা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দক্ষ—(১) মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ষাট কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নাম্নী আট জনকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই তেত্রিশ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। দিতি হইতে দৈত্যগণ, দনু হইতে অশ্বগ্রীব, এবং কালকা হইতে নরক ও কালকা নামে দুই পুত্র জন্মে। তাম্রা হইতে ক্রোঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। ক্রোধবশা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা ও কদ্রু নাম্নী দশ কন্যা জন্মে। মনু নাম্নী পত্নী হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। অনলা বৃক্ষ সকলকে প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (২) দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। দক্ষের স্ত্রী পঞ্চাশটী কন্যাকে প্রসব করেন। দক্ষের পুত্র ছিল না বলিয়া ঐ সকল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে তিনি পুত্রিকা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কন্যার মধ্যে দক্ষ, ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী ও চন্দ্রকে সাতাশটী প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) অদিতি দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু এই ত্রয়োদশ দক্ষদুহিতা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে অদিতি হইতে দ্বাদশ আদিত্য জন্মে। শ্রাদ্ধ-ভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে একজন দক্ষ ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (৪) প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে খ্যাত ছিলেন। এই প্রচেতারা দশ ভাই মিলিয়া সোমের কন্যা মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচেতস দক্ষ প্রথমত মানস-জাত সমুদয় সৃজন করেন। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশুপক্ষী ও সরীসৃপগণকে মনে মনেই সৃজন করিয়াছিলেন। এই মানস প্রজাগণ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত না

হওয়ায় দক্ষ, অবশেষে বীরণ প্রজাপতির কন্যা সুতপস্যাসমন্বিতা মহতী লোক-ধারিণী অসিক্লীকে বিবাহ করেন। এই অসিক্লী হইতে প্রথমে দক্ষের পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। হর্য্যশ্ব প্রভৃতি দক্ষের এই পঞ্চ সহস্র পুত্র, ব্রহ্মার পুত্র নারদের উপদেশে চতুর্দ্দিকে অনন্যনিরপেক্ষ হইয়া আত্ম দর্শনার্থ প্রয়ান করিলেন। তাঁহারা আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। সমাধি বলে কৈবল্য লাভ করিলেন। তাঁহারা অমুদ্দিষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার দক্ষ অসিক্লীতে সবলাশ্ব প্রভৃতি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা ও নারদের পরামর্শে ভ্রাতাদের অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। কিন্তু আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। ইহাতে দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দিলেন যে—"তুমি গর্ভবাস যন্ত্রনা অনুভব কর"। পরে দক্ষ অসিক্লীতে ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুদ্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, মুনি ও স্বসা এই ত্রয়োদশটী কশ্যপের পত্নী। রোহিণী প্রভৃতি সাতাশটী চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষ অরিষ্টনেমীকে চারিটী, অঙ্গিরাকে দুইটী, কৃশাশ্বকে দুইটী ও বহুপুত্রকে দুইটী কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হরি হরি-৩, ৪। (৫) হরিবংশের অন্যত্র আছে, কশ্যপ দক্ষের দ্বাদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি ষোড়শটী কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের, স্বাহা অগ্নির, স্বধা পিতৃগণের ও সতী মহাদেবের স্ত্রী ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৬) দক্ষ প্রথমে দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি ও খেচর, ভূচর, জলচর প্রজা সকলকে মনদ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া, সুদুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করিতে বলিলেন। তদনুসারে তিনি অসিক্লীকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে প্রথমে হর্য্যশ্ব নামক অযুত সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন। নারদের উপদেশে তাঁহাদের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। দক্ষ পরে আবার অসিক্লীতে সবলাশ্ব (শবলাশ্ব) নামক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারাও ভ্রাতাদের ন্যায় নারদের উপদেশে সন্ন্যাসী হন। পরে দক্ষ অসিক্লীতে আবার ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে ভানু,

লজ্জা, ককুদ, যামী, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা ও সঙ্কল্পা এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী, তেরটী মহর্ষি কশ্যপের পত্নী, সাতাশটী চন্দ্রের পত্নী, অবশিষ্ট দশটীর মধ্যে স্বরূপা ও অপর একটী ভূতের পত্নী, স্বধা ও সতীকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন, অর্চ্চি ও ধীষণাকে কৃশাশ্ব এবং বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনীকে তার্ক্ষ বিবাহ করেন। এইরূপে দক্ষবংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ভাগ-৬স্ক-৪, ৫।

(৭) যযাতিবংশীয় উশীনরের শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ নামে চারি পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৮) ব্রহ্মা যোগবিদ্যা প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। তন্মধ্যে দক্ষ, মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। দক্ষের শাপে নারদ ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। লি-৬৩। (৯) প্রজাপতি দক্ষ স্বায়ম্ভুব-মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বসু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তিকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে খ্যাতিকে ভৃগু, সতীকে ভব, সম্ভূতিকে মরীচি, স্মৃতিকে অঙ্গিরা, প্রীতিকে পুলস্ত্য, ক্ষমাকে পুলহ, সন্নীতিকে ক্রতু, অনুসূয়াকে অত্রি, ঊর্জ্জাকে বশিষ্ঠ, স্বাহাকে বহ্নি এবং স্বধাকে পিতৃগণ বিবাহ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। ইড়া দেখ। (১০) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয় স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী এবং কশ্যপ প্রজাপতি ছিলেন। দক্ষপ্রজাপতির ষষ্টি (ষাট) কন্যার মধ্যে অদিতি প্রভৃতি আটটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন।

(১১) দক্ষপ্রজাপতি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন তাঁহার গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী, মূর্ত্তি, স্বধা, স্বাহা ও সতী নাম্নী ষোড়শ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সতী শিবের পত্নী ছিলেন। বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে সমুদয় দেবগণ ও মুনিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় দক্ষ উপস্থিত হইলে, সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কেবল ব্রহ্মা ও শিব আসন পরিত্যাগ করিলেন না। ইহাতে দক্ষ কুপিত হইয়া "দেবতাদিগের যজন সময়ে এই দেবাধম ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞ ভাগ না পায়" এই বলিয়া শিবকে শাপ প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে শিবানুচর নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ ও তৎ মতাবলম্বীদিগকে শাপ প্রদান করিলে, ভৃগুমুনিও আবার তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। শিব এই প্রকার পরস্পর শাপ প্রদানে বিরক্ত হইয়া, সেই স্থান

পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর দক্ষ, রুদ্রসহ ব্রাহ্মিষ্ঠদিগকে তিরস্কার করিয়া বৃহস্পতিসব নামে এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে দক্ষের সমুদয় কন্যারাই জামাতৃগণ সহ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শিবের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ, দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাকুক, এমনকি স্বীয় কন্যাকে পর্য্যন্ত এই যজ্ঞের সংবাদও প্রেরণ করেন নাই। এদিকে সতী লোকমুখে এই বিষয় অবগত হইয়া, পিত্রালয়ে যাইতে উৎসুক হইলেন। শিব প্রথমত তাঁহাকে কিছুতেই অনুমতি প্রদান করেন নাই। পরে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে গমনে সম্মতি প্রদান করেন। সতী, মদ প্রভৃতি রক্ষিদ্বারা বেষ্টিত হইয়া, বৃষবেন্দ্রে আরোহণ করিয়া পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হইলে, দক্ষ তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বীয় পিতা দক্ষকে শিব বিদ্বেষের জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া, তাঁহার পুরোভাগে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে শিবানুচরেরা যজ্ঞস্থলে দক্ষের লোকদিগকে আক্রমণ করিলে, ভৃগুমুনির আহুতি হইতে উৎপন্ন, ঋভু নামক দেবগণ শিবানুচর-দিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। তাহা শ্রবণে মহাদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া, স্বীয় মস্তক হইতে একটী জটা ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র নামক এক বীর প্রাদুর্ভূত হইল। বীরভদ্র শিবের আদেশে স্বীয় অনুচরগণ সহ দক্ষযজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞস্থালী ও লোকমর্দ্দন পূর্ব্বক যজ্ঞের বিঘ্ন উপ-স্থিত করিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মস্তক ছেদন করেন। মণিমান ভৃগুকে বন্ধন করেন। চণ্ডেশ সূর্য্যদেবকে, নন্দীশ্বর ভবদেবকে শাস্তি প্রদান করেন। বীরভদ্র ভৃগুর শ্মশ্রু উৎপাটন, ভগের চক্ষু উৎপাটন ও বলভদ্র পূষার দশন ভগ্ন করিয়া দেন। এই প্রকারে তাঁহারা দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিয়া সবিশেষ নিবেদন করিলেন, তিনি তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ভব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধ সংবর-ণার্থ প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। তদনন্তর দক্ষের মস্তকে একটী ছাগমুণ্ড, ভৃগুর শ্মশ্রু ছাগশ্মশ্রু হইল। পূষার দন্ত পুনঃ সংযোজিত ও ভগ পুনরায় চক্ষু লাভ করিলেন। ভাগ-৪স্ক-১০। (১২) প্রচে-তারা দশ ভাই মিলিয়া প্রম্লোচার কন্যা রূপবতী মারিষাকে বিবাহ করেন। মহাদেবকে অবজ্ঞা করার জন্য, দক্ষ মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১০। (১৩) অদিতির অন্যতম পুত্র দক্ষ। ঋগ-২।২৭।১। অংশ দেখ। দক্ষের কন্যা ইলা। ঋগ-৩।২৭।১০।

(১৪) প্রথমে ব্রহ্মা রুদ্রাদি তপোধনকে, পরে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমারকে তদনন্তর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদকে সৃজন করেন। তিনি সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্তি ধর্ম্মে, মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে ও নারদকে মুক্তিপথে নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। বরা-২। (১৫) ব্রহ্মার প্রীতির নিমিত্ত একদা দক্ষ, যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পৌরহিত্যে বৃত হন। ইতিমধ্যে রুদ্রদেব তপস্যার্থ জল-নিমগ্ন ছিলেন। তিনি জল হইতে উত্থিত হইয়া, পৃথিবীকে নানাবিধ শোভন বৃক্ষে, বহুবিধ প্রাণী ও মনুষ্যাদিতে পরিপূর্ণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নারায়ণ কর্ত্তৃক রুদ্র সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই কার্য্যে অন্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভূত-প্রেতাদি সহ যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ দক্ষের সহিত মিলিত হইয়া, মহাদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিষ্ণু দেবগণের রক্ষার্থ রুদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মা হরি ও হরকে এই যুদ্ধ হইতে বিরত করেন। পরে দেবগণ স্তব দ্বারা রুদ্রকে সন্তুষ্ট করিলে, রুদ্র দক্ষকে যজ্ঞ সম্পাদনে অনুমতি দেন। এদিকে ব্রহ্মা গৌরীকে পুত্রী করণার্থ দক্ষকে প্রদান করেন। দক্ষ গৌরীকে রুদ্র হস্তে প্রদান করেন। গৌরী পিতার যজ্ঞ ও পুরী বিনষ্ট হওয়ায় অতি দুঃখিত হইয়া তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করেন। পরে স্বীয় শরীরাগ্নি দ্বারা স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়া, হিমালয় গৃহে উমা নামে জন্মগ্রহণ করেন। বরা-২১, ২২। (১৬) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের অদিতি নাম্নী কন্যা হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হন। সূর্য্যের অপর নাম বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র মনু বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (১৭) কূর্ম্ম পুরাণে দক্ষ যজ্ঞ বিনাশের গল্পটী একটু পরিবর্ত্তিতাকারে আছে। কূর্ম্ম-১৩—১৫। মহর্ষি ভৃগুর পত্নী পৌলোমা দিব্যা হইতে অব্যয়, দক্ষ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ। (১৮) আঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম দক্ষ। মৎ-১৯৫। আত্মা দেখ। (১৯) বিশ্বদেগণের অন্যতম দক্ষ। মৎ-২০৩। বিশ্বদেবগণ দেখ। (২০) বৈরাজ মনুর কন্যা প্রসূতিকে দক্ষ বিবাহ করেন। প্রসূতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি নাম্নী ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে সতী মহাদেবকে, খ্যাতি

ভৃগুকে, সম্ভূতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনুসূয়া অত্রিকে, ঊর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে, ও স্বধা পিতৃগণকে বিবাহ করেন। বায়ু ১০।

দক্ষসাবর্ণি— বরুণ হইতে উৎপন্ন নবম মনু দক্ষসাবর্ণির ভূতকেতু, দীপ্তিকেতু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। তিনি দ্বিতীয় মেরুসাবর্ণি নামেও খ্যাত। ইহার সময়ে পুলহ-নন্দন হবিষ্মান্, ভার্গব সুকৃতি, অত্রি-নন্দন আপোমূর্ত্তি, বশিষ্ঠপুত্র অষ্টম, পুলস্ত্যতনয় প্রমতি, কশ্যপপুত্র নাভাগ ও অঙ্গিরার পুত্র নভসসত্য, এই সাত ঋষি ছিলেন। মনুসুত, উত্তমৌজা, কুনিষঞ্জ, বীর্য্যবান্, শতানিক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা, এই দশজন দক্ষসাবর্ণির পুত্র। হরি-হরি-৭। দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম দেবতা ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা আছেন। সেই সময়ে অদ্ভুত নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। সবল, দ্যুতিমান্, ভব্য, বসুমেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য সপ্তর্ষি ছিলেন। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি দক্ষসাবর্ণির পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

দক্ষসাবর্ণিমনু—তিনি দ্বিতীয় মেরুসাবর্ণি। তাঁহার সময়ে পুলহ তনয় হবিষ্মান্, ভার্গব সুকৃতি, অত্রিতনয় আপোমূর্ত্তি বশিষ্ঠনন্দন অষ্টম, পুলস্ত্যতনয় প্রমতি, কশ্যপতনয় নাভাগ, অঙ্গিরাতনয় নভস এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। মনুসুত, উত্তমৌজা, কুনিষঞ্জ, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা এই দশ জন দক্ষসাবর্ণিমনুর পুত্র ছিলেন। হরি-হরি-৭।

দক্ষা— দক্ষের কন্যা ও দ্বাদশ আদিত্যের একজনের স্ত্রী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দ্বাদশ দক্ষকন্যা দেখ।

দক্ষিণ— অগ্নির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪০। অগ্নি দেখ। দেবীভা-৯স্ক-৪৩; স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

দক্ষিণা— মহর্ষি রুচির পুত্র সুযজ্ঞের ভার্য্যা, দক্ষিণা হইতে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার সুযম জন্মগ্রহণকরেন। ভাগ-১স্ক-৩। মহর্ষি রুচির ঔরসে ও তাঁহার ভার্য্যা আকূতির গর্ভে, যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের অপত্য, তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, স্বাহ্ন, সুদেব, রোচন ও বিভু এই দ্বাদশ জন। ভাগ-৪স্ক-১। তাঁহারা যামদেব নামে খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-৭; কূর্ম্ম পূ-৮। বায়ু-১০।

দক্ষিণাগ্নি— অগ্নি দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত

হইয়া দেবগণকে দক্ষিণাভাগী করেন বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণাগ্নি। বরা-১৮। অগ্নি দেখ।

দক্ষিণামূর্ত্তি— অন্যতমা দেবী। স্কন্দ-নাগ-৫৩।

দক্ষেশ্বর— দক্ষ কর্ত্তৃক পূজিত শিবলিঙ্গ দক্ষেশ্বর নামে খ্যাত। শিবকে অবজ্ঞা করাতে দক্ষ প্রজাপতির যে পাপ হয়, তাহা মোচনের জন্য দক্ষ বহুশত বৎসর সেই লিঙ্গে শিবারাধনা করেন। তাহাতে ভগবান দেবদেব ও উমা সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধিমান দক্ষকে মাহেশ্বর যোগ প্রদান করেন। সৌর-৭; স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৭, ৮৯।

দণ্ড— নরপতি বিদণ্ডের তনয় দণ্ড দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, তাঁহার পিতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি উৎকলের ধৃষ্টক, দণ্ড ও অম্বরীষ নামে তিন তনয় ছিল; হরি হরি-১০। (৩) ধর্ম্মের পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও সময় জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে বিনয়, নয় ও দণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) বৈবস্বত মনুর তনয় ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড এই তিনজন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। অথণ্ড দেখ।

দণ্ডক— বৈবস্বত মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর শত তনয়ের অন্যতম দণ্ডক। ভাগ-৯স্ক-৬। অম্বরীষ দেখ।

দণ্ডকেতু— নরপতি দণ্ডকেতু কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৩

দণ্ডকেরল— দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম তনয় রক্তাক্ষ। রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি দণ্ডকেরল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৯।

দণ্ডগৌরী— অপ্সরা দণ্ডগৌরী ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিত। মহাভা-বন-৪৩।

দণ্ডধার— (১) মগধপতি দণ্ডধার কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমে দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-২৩। পরে অর্জ্জুনের শরে, তিনি নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৯। (২) পাঞ্চালবংশীয় দণ্ডধার কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের চক্র রক্ষক ছিলেন। কর্ণ শরে তিনি নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-৫০।

দণ্ডধারী— দণ্ডধারী নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-৭।

দণ্ডনায়ক— পিঙ্গল ও দণ্ডনায়ক সূর্য্যের অনুচর। তাঁহারা সূর্য্যের আদেশে তাঁহার তনয় রেবন্তের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণে বহু চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

দণ্ডপাণি— (১) পাণ্ডববংশীয় মহীনরের তনয় দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণির তনয় নিমি, নিমির তনয় ক্ষেমক। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) বহীনরের তনয় দণ্ডপাণি, দণ্ড-

পাণির তনয় নিরামিত্র, নিরামিত্রের তনয় ক্ষেমক। মৎ-৫০। (৩) যমের অন্য নাম দণ্ডপাণি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (৪) মেধাবীর তনয় দণ্ডপাণি দণ্ডপাণির তনয় নিরামিত্র, নিরামিত্রের তনয় ক্ষেমক। বায়ু-৯৯। (৫) কাশীতে দণ্ডপাণি নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪১। কাশীতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় দণ্ডপাণি, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতৃ হত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য শঙ্করের আরাধনা করিয়া এক কৃত্যা প্রাপ্ত হন। সেই কৃত্যাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র তাঁহার উপর নিক্ষেপ করেন। কৃত্যা ভয়ে রাজান্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সুদর্শন রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কৃত্যা ও রাজা দণ্ডপাণিকে বধ করিয়া পুরী ভস্মীভূত করে। পদ্ম-উত্ত-২৫১।

দণ্ডবাহু— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দণ্ডবাহু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

দণ্ডশর্ম্মা—সাত্বতবংশীয় বিদূরথের পুত্র রাজাধিদেব, এই রাজাধিদেব হইতে দত্ত, দণ্ডশর্ম্মা প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৮। অতিদত্ত দেখ।

দণ্ডশ্রী—মগধের সাতকর্ণী বংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র দণ্ডশ্রী। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপশ্চাৎ রাজা পুলোবা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

দণ্ডহস্ত—কাশীতে গজবিনায়কের উত্তরে দণ্ডহস্ত গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

দণ্ডহস্তা—কাশীস্থিত একটী যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

দণ্ডাধার—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দণ্ডাধার। তিনি ভীমহস্তে, কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দণ্ডাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধুন্ধুমারের (অন্য নাম কুবলয়াশ্ব) অন্যতম তনয়। কূর্ম্ম-পূ২০। কুবলয়াশ্ব দেখ।

দণ্ডিকা—অরুণাচলে মুণ্ডী নামে যে মহাদেব আছেন, তাঁহার শক্তির নাম দণ্ডিকা। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২।

দণ্ডিমুণ্ড— মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

দণ্ডিমুণ্ডীশ্বর— বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দণ্ডিমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। ছাগল, কুম্ভল, কুম্ভাণ্ড ও প্রবাহক নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

দণ্ডী—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দণ্ডী। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) সূর্য্যের দ্বারপাল। রাবণ সূর্য্যকে পরাভব করিতে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-২৫।

দত্ত—(১) মহর্ষি অত্রির অন্যতম তনয় দত্ত। তিনি দত্তাত্রেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। এই দত্তের বর প্রভাবেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সপ্তদ্বীপ জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরি-হরি-৩৩। (২) সাত্বত বংশীয় নরপতি রাজাধিদেবের দত্ত, অতিদত্ত প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা ছিল। হরি হরি-৩৮। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে, ঔর্ব্ব, কশ্যপ, স্তম্ভ, দত্ত, প্রাণ, অত্রি, বৃহস্পতি ও চ্যবন এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৩) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা অনুসূয়ার গর্ভে, দত্ত (অন্য নাম দত্তাত্রেয়) দুর্ব্বাসা ও সোমদেব জন্ম-গ্রহণ করেন। দত্ত বিষ্ণুর অংশে, দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশে, সোম ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১।

দত্তশত্রু—সাত্বত বংশীয় নরপতি রাজাধি-দেবের অন্যতম পুত্র দত্তশত্রু। হরি-হরি-৭। অতিদত্ত দেখ।

দত্তাত্মা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে দত্তাত্মা অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

দত্তাত্রি—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু ৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দত্তাত্রেয়—(১) বিষ্ণু দত্তাত্রেয় অবতারে যজ্ঞ ক্রিয়ার সহিত বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন করেন। তাঁহার সময়ে চাতুর্ব্বণ্য অসংকীর্ণী-কৃত হয়। মহর্ষি দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বর দেন যে, "হে নৃপ! তোমার যে বাহুদ্বয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমার বর প্রভাবে সহস্র বাহু হইবে। তুমি সমুদয় বসুধা পালন করিবে এবং শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইবে।" বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (২) মহর্ষি অত্রির পত্নী অনুসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এবং অলর্ক ও প্রহ্লাদকে আত্ম বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৩) মহর্ষি অত্রি পুত্র কামনা করিয়া, উপাসনা করিলে, নারায়ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি পুত্ররূপে তোমাকে দত্ত হইলাম।" সেই জন্য তাঁহার পুত্র দত্তাত্রেয় নামে খ্যাত হন। ভাগ-২স্ক-৭।

দত্তাত্রেয়েশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

দত্তামিত্র—সুমিত্র নামে একজন যবনবীর ছিলেন। তিনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই সুমিত্রের অন্য নাম ছিল দত্তমিত্র। মহাভা-আদি-১৩৯।

দত্তোলী—(১)পুলস্ত্যের ঔরসে ও তদীয় স্ত্রী প্রীতির গর্ভে দত্তোলী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-১০। (২) অগস্ত্যের অপর নাম। সপ্তর্ষিদের অন্যতম। অগস্ত্য ও সপ্তর্ষি দেখ। বায়ু পুরাণ মতে দত্তোলি। বায়ু-২৮।

দধিকর্ণেশ্বর—কাশীস্থিত দধিকর্ণেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে, মানবের কল্পান্ত পর্য্যন্ত শিবলোক প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দধিক্রা, দধিক্রাবা—অশ্বরূপী অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-৩।২০।১।

দধিপঞ্চমুখ—ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করিবার সময়ে, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-১০৬।

দধিবক্ত্র—একজন বানর দলপতি। লঙ্কা সমরে তিনি বানর সৈন্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন। অগ্নি-১০।

দধিবর্ত্ত—কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহু বানর সৈন্যসহ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিষ্কি-৩০।

দধিবামন—বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে, বশিষ্ঠ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব দধিবামন নামে অবতীর্ণ হন। কপিল, পঞ্চশিখ, আসুরি ও বাস্কল নামে তাঁহার যোগী ও জ্ঞানী চারি পুত্র ছিল। লি ২৪।

দধিবাহ—বরাহকল্পে তিনি আটাশ জন শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম ছিলেন। শিব বায়-১০।

দধিবাহন—(১) পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিলে, মহর্ষি গৌতম রাজা দধিবাহনের পৌত্রকে ভাগীরথী তীরে আনয়নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (২) দধিবাহন নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-৭। অঙ্গ ও অনপান দেখ। (৩) নরপতি বলির অন্যতম পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের আত্মজ দধিবাহন, দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত রাজা ধর্ম্মরথ দিবিরথের আত্মজ। হরি-হরি-৩১ : বায়ু-৯৯।

দধিমুখ—(১) সুগ্রীবের মাতুল। তিনি মধুবন রক্ষা করিতেন। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তাহারা মধুবন ধ্বংস করিয়া মধু পানে মত্ত হইয়াছিল। রামা-সুন্দ-৬১—৬৪। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে দধিমুখ, সুরামুখ প্রভৃতি বহু নাগ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

দধীচ, দধীচি— (১) অথর্ব্বা ঋষির তনয় দধীচি। ইন্দ্র দধীচিকে প্রবগ্য বিদ্যা ও মধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, অন্যকে তিনি এই বিদ্যা শিখাইলে

তাঁহার শিরচ্ছেদ হইবে। অশ্বিদ্বয় তাহা শিখিতে অভিলাষী হইয়া দধীচির মস্তক কর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যত্র রাখিয়া, ছিন্ন স্কন্ধে অশ্ব মস্তক সংযোজনান্তর তাঁহার নিকট হইতে প্রবগ্য বিদ্যা (ঋক্ সাম ও যজু) ও মধু বিদ্যা (অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ) শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া দধীচির মস্তক চ্ছেদন করেন। কিন্তু অশ্বিদ্বয় তখনই অন্যত্র রক্ষিত দধীচির মস্তক তাঁহার স্কন্ধে সংযোগ করিয়া দিলেন। ঋগ-১।১১৬।১। (২) মহর্ষি ভৃগুর পুত্র দধীচ জিতেন্দ্রিয় ও অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন তপোধন ছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃ প্রভাবে ভীত হইয়া, তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া দধীচের রেতঃ সরস্বতী নদীর জলে পতিত হইল। সরস্বতী নদী তাহা স্বীয় উদরে গ্রহণ করিয়া, যথাকালে সারস্বত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। কিছু কাল পরে দানবদের সহিত দেবতাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই সময়ে অসুর বিনাশার্থ দধীচ স্বীয় অস্থি ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তাঁহার এই আত্মত্যাগে দেবতাদের জয় হইল। ইন্দ্র সেই অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩৭ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৩) অথর্ব্বন ঋষির ঔরসে ও তদীয় পত্নী চিত্তির গর্ভে মহর্ষি দধীচের জন্ম হয়। তিনি অতিশয় তপোনিষ্ঠ ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) দধীচ চ্যবন মুনির পুত্র ছিলেন। ক্ষুপ নৃপতি তাঁহার সখা ছিলেন। একবার তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়, না রাজা বড়, এই বিষয় লইয়া খুব বিতর্ক উপস্থিত হয়। ক্ষুপ রাজের গর্ব্বিত বাক্যে দধীচ মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করেন। এই জন্য ক্ষুপরাজও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করেন। দধীচ তখন শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। শুক্রাচার্য্য তখন যোগবলে তাঁহাকে জীবিত করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিতে তাঁহাকে উপদেশ দেন। তদনুসারে দধীচ মহাদেবের আরাধনা করিয়া বজ্রাস্থিত্ব, অবধ্যতা ও অদীনতা লাভ করেন এবং পরে ক্ষুপ নৃপতির মস্তকে পদাঘাত করেন। তখন ক্ষুপ নরপতি তাঁহার বক্ষে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তিনি বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও দধীচ মুনির কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে ক্ষুপ নরপতি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইলেন। লি-৩৫, ৩৬। কোনও সময়ে চ্যবন মুনির পুত্র দধীচ মহাদেবের বরে বিষ্ণুকে সমরে পরাজিত

করিয়া, বিষ্ণুর সহিত লোকপালগণকে শাপ দেন,—হে দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব হব্যের সহিত মায়ায় শিবের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। তদনুসারে দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে, সকলেই শিবানুচর বীরভদ্রের শরে নিহত হন। পরে শিবের অনুগ্রহে সকলেই জীবন লাভ করেন। লি-১০০। মহর্ষি দধীচির তনয় সুদর্শন মন্দ কুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল দুষ্কন্যা। এই দুষ্কন্যা স্বামীর উপর অতিশয় আধিপত্য করিত। একবার শিবরাত্রির দিনে সুদর্শন অশুচি হইয়া, শিবারাধনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি জড়ত্ব প্রাপ্ত হন। মহর্ষি দধীচির বহু চেষ্টায় ও শিবারাধনায় তিনি পুনঃ সুস্থ হন। শিব জ্ঞান-৪৪। একবার মহর্ষি দধীচি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বাসুদেবকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী পূ-৩২।

দধীচীশ্বর— কাশীতে দধীচীশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শনে মানবগণের যজ্ঞানুষ্ঠান জনিত ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দধ্যঙ— মহর্ষি দধ্যঙ একজন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।৮০।১৬। অশ্বিনীকুমার দেখ।

দধ্যঞ্চ— দধীচ দেখ। দধীচ ঋষিই ভাগবতে দধ্যঞ্চ বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। ভাগ-৬স্ক-৯।

দনায়ু— দনুর স্ত্রী দনায়ু। ঋগ-১।১১।৭। তাঁহার অন্য নাম দানবী। বৃত্র অসুর তাঁহার পুত্র। শত-পথ-ব্রা। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনায়ু হইতে বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে চারি তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।

দনায়ুষা— কশ্যপ পত্নী দনায়ুষা হইতে অরুরু, বলিজম্ম, বিরক্ষ ও বিষ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৮।

দনু— (১) দনুর স্ত্রীর নাম দনায়ু। (অথবা দানবী)। তাঁহার তনয় বৃত্র। শত-পথ-ব্রা। দনুর তনয় নমুচি, বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, পিপ্র, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চ্চি, অর্ব্বুদ প্রভৃতি অসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। ঋগ-১।১১।৭। (২) প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হইতে প্রথম, সম্বর, বিপ্রচিত্তি, মহাযশা, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, দানবন, অয়শিরা, অশ্বশিরা, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগণমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান, অশ্ব, স্বর্ভানু, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫; বায়ু-৬৯। অনুভানু দেখ। কশ্যপের স্ত্রী দিতি হইতে দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্কশির, বিরাধ, গবেষ্ট, দুন্দুভি, অয়োমুখ, কপিল, বামন,

মরীচি, মঘবান্, গর্গশিরা, বৃক, বিক্ষোভন, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, মহাবাহু, তারক, বৈশ্বানর, বিদ্রাবণ, মহাসুর, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, সুকেশী, শঠ, বলক, মদ, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, হয়গ্রীব, বৈস্থপ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমার ও শল্য প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। দক্ষ ও অনায়ু দেখ। কশ্যপ স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, ক্ষয়, শম্ভু, বিষমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান, সূর্য্য, চন্দ্রমা, স্বয়, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, কুম্ভ, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, তুরণ্ড, সূক্ষ্ম, নহুষ, ঊর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চক্র, অনুচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শলভ, দিবাকর ও নিশানাথ এই চল্লিশটী মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দিবাকর ও নিশাকর অদিতি পুত্র। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র। কালিকা-৩৪।

দনুজেন্দ্রক্ষয়ঙ্করী—দুর্গ অসুরের সহিত যুদ্ধে দৈত্যসৈন্য বিনাশের জন্য পার্ব্বতীর শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির উৎপত্তি হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

দনুনাথ—অন্ধক অসুরের অন্য নাম। পদ্ম সৃষ্টি ৪৬।

দন্ত—অগস্ত্যের অন্য নাম। অগস্ত্য দেখ।

দন্তবক্র—(১) অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে সহদেব দিগ্বিজয় কালে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (২) বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে ও যদুবংশীয় নরপতি শূরের অন্যতমা কন্যা পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে, মহাবল দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৩) তিনি মগধপতি জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯০। (৪) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। দন্তবক্রের তনয় সুবক্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৫) কলিঙ্গ দেশে দন্তবক্র নামে এক রাজা ছিলেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ কালে, বলরাম তাঁহার দন্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-৫। (৬) দিতি সুত দন্তবক্র ঋষি শাপগ্রস্ত হইয়া, করূষ বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে ও তদীয় পত্নী শ্রুতদেবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দন্তশর্ম্মা—সাত্বতবংশীয় নরপতি রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র দন্তশর্ম্মা। হরি-হরি-৩৮।

দন্তসেন— পুরুবংশীয় ব্রহ্মদত্ত হইতে বিষ্বকসেন, বিষ্বকসেন হইতে দন্তসেন, দন্তসেন হইতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৩।

দন্তাকৃষ্টি— ত্বাসহের অন্যতম পুত্র।

দম্ভাকুষ্টির কন্যা বিজয়া ও কলহা। মার্ক ৫১।

দন্দশূক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রোধবশা হইতে দন্দশূক প্রভৃতি সর্পজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভাগ ৬স্ক-৬।

দন্দশূককরা—কাশীস্থিত একটি যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

দভীতি—মহর্ষি দভীতি একজন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। একবার অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অসুরদের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। আর একবার চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরগণ মহর্ষি দভীতির নগর অবরোধ করিয়া, তাঁহাকে লইয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। ইন্দ্র পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের সমস্ত আয়ুধ দীপমান অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। পরে দভীতিকে বহু সংখ্যক গো ও অশ্বরথ প্রদান করিলেন। ঋগ-১।১১২।২৩; ২।১৫।৪।

দম—(১) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি মরুত্তের তনয় দম। দমের তনয় রাজবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধনের তনয় সুধৃতি। ভাগ-৯স্ক-২। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের তনয় দম, দমের তনয় রাজর্ষি তৃণবিন্দু। লি-৬৩। (৩) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে দম সুধামাগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ। (৪) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস। মৎ-১৯৫। (৫) ব্রহ্মর্ষি দমনের প্রসাদে, বিদর্ভ দেশের অধিপতি ভীমের, দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র এবং দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। মহাভা-বন-৫৩।

দমক—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশ্বকের পুত্র দমক, দমকের পুত্র শর্য্যাতি, শর্য্যাতির পুত্র যুবনাশ্ব। সৌর-৩০।

দমঘোষ—চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে ও যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল জন্মগ্রহণ করেন। দমঘোষ মগধরাজ জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন। দমঘোষের অন্য নাম সুনীথ। দমঘোষ স্বীয় তনয় শিশুপালকে জরাসন্ধের হস্তে সমর্পণ করেন। জরাসন্ধও তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। হরি-হরি ৩৪; ভাগ-৯স্ক-২৪।

দমন—(১) মহর্ষি দমন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।১৬।১। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীর গর্ভে রাম (বলরাম) শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শত্রু, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (অন্য নাম সুভদ্রা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৫। (৩) হিরণ্যকশিপুর

অন্যতম পুত্র কালনেমী, কালনেমী হইতে হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত এবং তাঁহারা বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, কংস হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৫৭। (৪) ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৫) দমন নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তাঁহার বর প্রসাদে, বিদর্ভ দেশপতি ভীম, দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন। মহাভা-বন-৫৩। (৬) বিদর্ভ-পতি ভীমের অন্যতম পুত্র। মহাভা-বন-৫৩। (৭) মহর্ষি মরীচির কন্যা সুরূপা অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে দমন প্রভৃতি দশ আঙ্গিরস দেব-গণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৬।

দমনক—পূর্ব্বকালে দমনক নামে এক দৈত্য ছিল। সে সতত সমুদ্র জলে বিচরণ করিত। সে অতিশয় পরাক্রম-শালী ছিল এবং সর্ব্বদা লোকদিগকে সাতিশয় ক্লেশ দিত। অনন্তর ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু মৎস্যাবতার মূর্ত্তিতে সাগর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু অন্বেষণান্তে সেই দৈত্যাধমকে সমুদ্র তীরে আকর্ষণ করিয়া মহীতলে সম্যক-রূপে পেষণ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩৮।

দমনেশ্বর—কাশীতে দমনেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার সেবায় বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দমবাহু—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয়, এই তিনটী। মৎ ১৯৬।

দময়ন্তী—বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক অপুত্রক নরপতি ছিলেন। তিনি পুত্র লাভার্থ ব্রহ্মর্ষি দমনের শরণাপন্ন হন। তাহার বরে ভীমের দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নামে এক কন্যা জন্মে। নিষধ দেশের রাজা বীরসেনের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নল দময়ন্তীকে বিবাহ করেন। তিনি স্বীয় স্বামীর সহিত বহু বনবাসক্লেশ ভোগ করেন। মহাভা-বন-৫৩। নল দেখ।

দম্ভ—অধর্ম্মের পুত্র দম্ভ ও কন্যা মায়া। দম্ভ স্বীয় ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের লোভ নামে এক পুত্র ও নিকৃতি নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লোভ স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন। ভাগ-৪স্ক-৭।

দম্ভন—মহাদেবের অন্যতম গণ। পদ্ম-উত্ত-১৩।

দম্ভোলী—(১)পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দম্ভোলি বা দম্ভোলী জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫২; অগ্নি-২০। প্রীতি ও

দম্ভোলি দেখ। (২) মহর্ষি পুলহ সপ্তক তীর্থে স্নান করিয়া দম্ভোলি নামে এক পুত্র লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-২২২।

দম্ভোদ্ভব—দম্ভোদ্ভব নামে এক সম্রাট সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। এই গর্ব্বিত রাজা সকলকেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেন। অবশেষে নর ও নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন। অবশেষে তিনি নর ঋষির প্রেরিত ইষিকা হস্তে বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-৯৫।

দয়া—প্রজাপতি দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা দয়া। দয়া অভয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৪ স্ক-১।

দরদ—(১) বাহ্লীক দেশে দরদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৪৩। (২) দরদ জরাসন্ধের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয় জামাতা কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধ মথুরা নগরী আক্রমণ করেন। সেই সময়ে দরদ রাজা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন; কিন্তু যুদ্ধে তিনি বলরাম হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৯৯।

দরি—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত দরি নাগ জনমেজয় রাজার সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

দরিদ্রান্তক—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলদেব দেখ।

দরীমুখ—বানর দলপতি দরীমুখ, সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র বানর সৈন্যের সহিত সীতার অন্বেষণার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯।

দর্প—(১) দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা উন্নতি ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। তিনি দর্পকে প্রসব করেন। ভাগ-৪স্ক-১; লি-৫। (২) ধর্ম্ম, দক্ষপ্রজাপতির ত্রয়োদশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লক্ষ্মী হইতে দর্প জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭।

দর্ব্বা—যযাতির অন্যতম পুত্র অনু। এই অনুর বংশীয় মহামনার অন্যতম তনয় উশীনর। উশীনরের অন্যতমা পত্নী দর্ব্বা হইতে সুব্রত নামে এক তনয় জন্মে। বায়ু-৯৯। উশীনর দেখ।

দর্ব্বী—পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের নৃগা, কৃমী, নবা, দৃষদ্বতী ও দর্ব্বী নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দর্ব্বীর গর্ভে সুব্রত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১।

দর্ভ—প্রাচীন বৈদিক কালে দর্ভ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয় রথবীতি, অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন।

অর্চনানার তনয় শ্যাবাশ্ব রাজর্ষি রথবীতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৬১।১ টীকা।

দর্ভক—মগধের প্রদ্যোত বংশীয় শেষ নরপতি নন্দিবর্দ্ধনকে সংহারপূর্ব্বক শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহা হইতেই শিশুনাগ বংশের আরম্ভ। এই বংশীয়েরা দশ জনে মগধে ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশীয় ষষ্ঠ ভূপতি অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক। তিনি সপ্তম ভূপতি। তাঁহার পুত্র অজয়। ভাগ-১২স্ক-১। দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, উদয়াশ্বের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

দর্ভী—মহর্ষি দর্ভী পূর্ব্বকালে সরস্বতীরুণা সঙ্গম তীর্থে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-৮৩।

দর্শ—দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ধাতার কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে সিনীবালী দর্শকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দর্শক—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে, মহাদেব দর্শক নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে ভার্গব ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। দর্শকের বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ ও পাশনাশন নামে যোগপরায়ণ চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লি-২৪।

দল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাপতি পরীক্ষিত, মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। সুশীলা সুশোভনা পিতৃশাপে, ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। শল, মহর্ষি বামদেবের বাম্নী নামে অশ্বদ্বয় কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করিয়া আর প্রত্যর্পণ করেন নাই। সেই জন্য তিনি রাক্ষস হস্তে নিহত হন। শলের মৃত্যুর পর দল রাজা হইলে অশ্ব প্রার্থনা করিলেও দল তাহা প্রত্যর্পণ না করিয়া, বামদেবকে বধ করিবার জন্য তিনি বাণ নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই বাণে দলের পুত্র শ্যেনজিৎ নিহত হইল। দল পুনর্ব্বার বাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত হইল। বাণ আর নিক্ষিপ্ত হইল না। পরে তিনি বামদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার আদেশে স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া শাপ মুক্ত হন। মহাভা-বন-১৯১। পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা দেখ। (২) রামের বংশীয় পারিপাত্রের তনয় দল, দলের পুত্র ছল, ছলের পুত্র উকৃথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। রামের বংশীয় পারিপাত্রের তনয় দল, দলের তনয় বল, বলের তনয় ঔক্ষ, ঔক্ষের তনয় রজনাভ। বায়ু-৮৮।

দল্ভ—মহর্ষি দল্ভের তনয় বক নামক ঋষি, প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণরূপী ঈশ্বরকে অবগত হইয়া, নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের উদ্গাতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভিলাষ পূরণার্থ উদ্গীথ

গান করিয়াছিলেন। তিনি দাল্‌ভ্য, মৌত্রেয় ও গ্লাব নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ছান্দো।

দশগ্রীব—দানব বিশেষ। মহাভা-সভা-৯। বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ও চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে শিশুপাল, দশগ্রাব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলী নামে বীর্য্যবান্, সর্ব্বশাস্ত্রকুশল পাঁচ তনয় জন্মে। হরি-হরি-১১৬।

দশদ্যু—মহর্ষি দশদ্যু একজন বৈদিক যুগের ঋষি ছিলেন। অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৩৩।১৪।

দশবক্ত্র—রাবণের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

দশবাহু— গণেশের গণ ভেদে বহু নাম নিরুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার দশভুজে যে সকল আয়ুধ আছে, ইহাদের নাম পাশ, পরশু, পদ্ম, অঙ্কুশ, দন্ত, অক্ষমালা লাঙ্গল, মুষল, বরদ ও মোদকপূর্ণপাত্র। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১।

দশব্রজ— মহর্ষি দশব্রজ একজন প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষি ছিলেন। কন্ব. মেধাতিথি, বশ, দশব্রজ ও গোশর্য্যকে অশ্বিদ্বয় অনার্য্য দস্যুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৮।২০।

দশমহাবিদ্যা— কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী এই দশ মহাবিদ্যা। শ্রীমহাভাগ-৮।

দশরথ— (১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপতি অজের তনয় দশরথ। তিনি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তৎকালে অযোধ্যা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। রাজা দশরথের শান্তা নাম্নী এক কন্যা ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদ রাজাকে (অন্য নাম রোমপাদ) শান্তা প্রদান করিয়াছিলেন। লোমপাদের রাজ্যে একবার অনাবৃষ্টি হয়। তাহার প্রশমনার্থ বিভাণ্ডকের পুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তিনি আনয়ন করেন। সেই সময়ে ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে বিবাহ করেন। এদিকে অপুত্রক রাজা দশরথ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করান। ইহার পরেই প্রধানা মহিষী কৌশল্যা রামকে, কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন। দশরথ তনয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া, তাড়কা রাক্ষসীর নিধনার্থ রাম ও লক্ষ্মণকে দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তিনি অতিশয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে মহর্ষির সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সাহায্যে তাড়কা রাক্ষসীকে দমন করিয়া, মিথিলায় জনকের রাজ-

ধানীতে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রাজর্ষি জনক সীতার বিবাহের আয়োজন করিয়া, এইরূপ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন,—"যিনি হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতাকে বিবাহ করিতে পারিবেন"। রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া, সীতাকে বিবাহ করিলেন। জনকের উর্ম্মিলা নাম্নী কন্যাকে লক্ষ্মণ, তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুত-কীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করিলেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে রাণী কৈকেয়ী দুইটী বর প্রার্থনা করিয়া, এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অন্য বরে ভরতের রাজাভিষেকে অভিলাষিনী হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে রাম বনে গমন করিলে, ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, সমস্ত অবগত হইলেন এবং কৈকেয়ীকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। রামের বনে গমনের পরই দশরথ গতায়ু হইলেন। রামায়ণ। (২) সগরবংশীয় নরপতি বালিকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ঐড়বিড়ি। ভাগ-৯স্ক-৯। (৩) যযাতিবংশীয় নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের তনয় শকুনি, শকুনির তনয় করম্ভি, করম্ভির তনয় দেবরাত। ভাগ-৯স্ক-২৫। (৪) মগধের মৌর্য্যবংশীয় মহীপতি বৃহদ্রথের তনয় দশরথ। তিনিই মৌর্য্যবংশের শেষ অধিপতি। তাঁহার পিতা বৃহদ্রথের সেনাপতি, শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র তাঁহাকে বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (৫) রাজা বলির বংশীয় ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র দশরথ। ইনি লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। দশরথের কন্যা শান্তা ও পুত্র চতুরঙ্গ। বায়ু-৯৯। (৬) সগরবংশীয় মূলকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ইলিবিল, ইলিবিলের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় দিলীপ (অন্য নাম খট্টাঙ্গ)। বিষ্ণু ৪র্থ-৪। (৭) জ্যামঘ বংশীয় রাজা নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করম্ভি। বিষ্ণু ৪র্থ-১২। (৮) যযাতি বংশীয় চিত্ররথের পুত্র দশরথ। এই দশরথের অন্য নাম রোমপাদ। দশ-রথের পুত্র তুরঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৯) মগধের মৌর্য্যবংশীয় সুযশার পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র সঙ্গত, সঙ্গতের তনয় শালিশুক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অযোধ্যা-পতি দশরথ, জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বাদশী তিথিতে রামদ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বরা-৪৫।

দশশিপ্র— রাজর্ষি দশশিপ্রের প্রদত্ত সোম ইন্দ্রদেব পান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫২।২।

দশা— যযাতিবংশীয় উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ। নৃগের অন্যতম পুত্র কৃমি, কৃমির অন্যতমা পত্নী দশা হইতে সুব্রত জন্মে। অগ্নি-২৭৭। কৃমি দেখ।

দশানন—(১) রাবণের অন্য নাম। রামা-অযো-১১২। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মাতৃকা জটাধরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, দশানন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। জটাধর দেখ।

দশাবর—দানব বিশেষ। মহাভা-সভা-৯।

দশার্ণেয়ু—পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

দশার্হ –(১) যদুবংশীয় মহীপতি ধৃষ্টের আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর নামে পরম ধার্ম্মিক শূর তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দশার্হের তনয় ব্যোমা, ব্যোমার তনয় জীমূত ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতি বংশীয় নিবৃত্তির তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যোম, ব্যোমের তনয় জীমূত। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) চন্দ্রবংশীয় ভূপতি নিধৃতির তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যাপ্ত, ব্যাপ্তের তনয় জীমূত, জীমূতের তনয় বিকৃতি। লি-৬৮। (৪) চন্দ্রবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র নিবৃত্তি, তৎপুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৫) যদুবংশীয় নাধৃতির তনয় দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমঃ, ব্যোমার পুত্র জীমূত। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

দশাশ্ব-- প্রজাপতি মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর পত্নী মাহিষ্বতীর গর্ভে, অতি সত্যবাদী ধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি দশাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। দশাশ্বের পুত্র মদিরাশ্ব। মহাভা-অনুশা-২।

দশাশ্বমেধলিঙ্গ – ব্রহ্মা নরপতি দিবো-দাসের সাহায্যে কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাঁহাই দশাশ্বমেধলিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫২।

দশোনি—প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন অনার্য্য দলপতি। বেতসু, তুতুজি, দশোনি, তুগ্র ও ইভকে ইন্দ্রদেব রাজা দোতনের নিকট, মাতার নিকট পুত্রের ন্যায়, সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

দশোন্য—রাজর্ষি দশোন্যের প্রদত্ত সোম ইন্দ্রদেব পান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫২।২।

দস্যুমান— অগ্নির এক নাম। অশুচি নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিলে, দস্যু নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মহাভা-বন-২১৯।

দস্র—বৈদিক দেবতা। অশ্বিদ্বয়ের অন্য নাম দস্র। ঋগ-১।৩।৩। অশ্বিদ্বয় দেখ।

দহতি— দেবাসুর সংগ্রামে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দহতি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

দহদহা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা দহদহা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সর্ব্ব-পাপ বিমোচনা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল অনুচরী প্রেরণ করিয়াছিলেন, দহদহা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

দহন—ব্রহ্মার তনয় মরীচি, মরীচি হইতে দহন প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৬৬, ১২৩। অজৈকপাদ দেখ।

দহনক—মহিষাসুরের একজন সেনা-পতি। দেবী দুর্গা তাঁহাকে মূষলাঘাতে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১৯।

দাকব্য— একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ একমাত্র আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

দাকায়ন— একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

দাক্ষপায়ন— মহর্ষি দাক্ষপায়ন একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দাক্ষায়নি— বরাহ কল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দারুক নামে অবতীর্ণ হন সেই সময়ে তাঁহার প্লক্ষ, দাক্ষা-য়নি, (লি-দার্ভায়নি) কেতুমালী, (শিব-কেতুমান) ও বক (লি-গৌতম) নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। দারুক দেখ।

দাক্ষায়নীশ্বর— কাশীতে দাক্ষায়নীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে, মানব আর কখনই দুর্গতি লাভ করে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭।

দাক্ষায়নী— দক্ষের কন্যা বলিয়া তাঁহার সকল কন্যাই দাক্ষায়নী নামে অভিহিতা হইলেও, দাক্ষায়নী নামে অদিতিই বিশেষভাবে অভিহিতা হইতেন। মহাভা-আদি-৭৪।

দাক্ষি— (১) অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি দাক্ষি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) অত্রি বংশেও দাক্ষি নামে এক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, গবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

দাণ্ড— মহর্ষি দাণ্ড রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

দাতা— কশ্যপ নন্দন ত্রিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অন্যতম দাতা। সাবর্ণ মন্বন্তরের প্রথম অবস্থায় তাঁহারাই দেবগণের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বায়ু-১০০। শুক দেবগণ দেখ।

দাত্তোর্ণ— মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দাত্তোর্ণ ও বেদবাহু নামে দুই পুত্র ও দৃষদ্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫।

দাত্যায়নি— দেবপন্ন নরপতির স্ত্রী। অনপত্যা দাত্যায়নী স্বামী সহ যজ্ঞ পুরুষের পূজা করিয়া, কামপ্রমোদিনী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৩৯। কামপ্রমোদিনী দেখ।

দান— কশ্যপ নন্দন প্রভৃতি শুক নামক দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০০। শুক দেবগণ দেখ।

দানব—(১) দনু অসুরের স্ত্রী দনায়ু হইতে বৃত্র অসুর জন্মগ্রহণ করেন। এই বৃত্র অসুরের অন্য নাম দানব। শত-৫প্র-২ব্রা-৬অ-৯। (২) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দানবন— মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, দানবন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫।

দানগুল্কা— সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দান্ত— বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি দমনের বরে তিনি দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র এবং দময়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন। মহাভা-বন-৫৩।

দান্তা— এক অপ্সরার নাম ছিল দান্তা। একবার কুবেরের আলয়ে অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে নৃত্য করিয়া, তিনি মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৯।

দামোদর—সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের এক নাম দামোদর। মহাভা-শান্তি-৩৪১।

দামোষ্ণীশ— মহর্ষি দামোষ্ণীশ, রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

দাম্ভিক— বিন্ধ্য পর্ব্বতে দাম্ভিক নামে এক ব্যাধ ছিল। তাঁহার কন্যা কোকিলিনী বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া মুক্তি লাভ করে। বৃহন্না-১৮।

দারভট্টারিকা— দেবী শঙ্করী স্বীয় শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে মাণ্ডব্য সগোত্রদিগের কুলদেবতা দারভট্টারিকা ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

দারিতাস্থ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

দারুক—(১) শ্রীকৃষ্ণের সারথির নাম ছিল দারুক, রথের নাম মেঘবপু এবং রথে গরুড় কেতনধ্বজ ছিল। মহাভা-সভা-৪৪। (২) বরাহ কল্পের একবিংশতি দ্বাপরে দারুক নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্লক্ষ, দার্ভায়ণি, কেতুমান ও গৌতম নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা নিয়মী ও নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪; শিব-বায়ু-১০। (৩) পূর্ব্বকালে দারুক নামে এক অসুর, তপস্যার বলে অতিশয় প্রবল হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার ও অনেক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেবের নেত্র হইতে উৎপন্না কালী দেবী তাঁহাকে বধ করেন। লি-১০৬। (৪) ভার্গববংশীয় দেবশর্ম্মার পুত্র দারুক ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম পালনান্তর যতী হইয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে দারুকতীর্থ হইয়াছে। স্কন্দ-আব-রেবা-৩০। (৫) দারুক নামে এক রাক্ষস ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম দারুকা ছিল। তাঁহারা খুব অত্যাচারী ছিলেন। দেবগণ তাঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দারুক অনুচরাদি সহ পাতালে প্রবেশ করেন এবং সেখানেও অত্যাচার করিতে লাগিলেন। প্রপীড়িত সুপ্রিয় প্রভৃতি বৈশ্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব দারুককে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, দারুকা পার্ব্বতীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। পরে মীমাংসা হইল যে, এই যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য চলিবে। শিব-জ্ঞান-৫৩।

দারুকা— দারুক রাক্ষসের পত্নী। দারুক দেখ।

দারুকেশ্বর—কাশীতে দারুকেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭০।

দারুণ—(১) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান বিহগের জন্ম হয়। দারুণ তন্মধ্যে একজন। মহাভা-উদ্-১০০। (২) ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করিতে উদ্যোগী হইয়া, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করেন, দারুণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০৬।

দারুসঞ্জীবনী—সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দার্ব্বায়নি— তিনি একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ৫২।

দার্ভায়নি—বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে শিবাবতার যোগাচার্য্য দারুক নামে অবতীর্ণ হন। প্লক্ষ, দার্ভায়নি, কেতুমান ও গৌতম নামে তাঁহার নিয়মী নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। দারুক ও দাক্ষায়নি দেখ। শিব-বায়ু-উত্ত-১০।

দালকি— মহর্ষি রথীতর তিনখানি

সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া, স্বীয় শিষ্য কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যাপন করেন। বায়ু-৬০। কেতব দেখ।

দাল্‌ভ্য—মহর্ষি দল্‌ভের পুত্র বকের অন্যনাম দাল্‌ভ্য। মৈত্রেয় ও গ্লাব নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। ছান্দো-১মঅ-১২খ-১।

দাশার্হ—জ্যামঘ বংশীয় নিবৃত্তির তনয় দাশার্হ, বিদূরথ নামেও খ্যাত ছিলেন। দাশার্হের পুত্র ভীম, ভীমের তনয় জীমূত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

দাসক—জ্যামঘ বংশীয় রাজা ভজমানের অন্যতমা পত্নী উপবাহ্যকা হইতে অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। অযুতাজিৎ দেখ।

দাহ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্যদেব তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর দাহ প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। অতিদাহন দেখ।

দিক্—রুদ্রের এক নাম ভীম। এই ভীমের স্ত্রী দিক হইতে স্বর্গ নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৮; কূর্ম্ম-পূ-১০।

দিকপতি—(১) উত্তম মন্বন্তরের দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে, দেবসাবর্ণির সময়ে তিনি ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দিকপাল—ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা দিকপাল নামে কথিত হন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

দিকপুঞ্জ—আকাশের পত্নীর নাম। স্বর্গ তাঁহার পুত্র। বায়ু-২৭।

দিগ্‌গজ—কশ্যপের কন্যা শ্বেতা হইতে দিগ্‌গজগণ জন্মগ্রহণ করেন।

দিতি—(১) বেদে অদিতি ও দিতি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য অদিতি অর্থে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা প্রজাদি করিয়াছেন। মহীধর, শুক্ল যজুর্ব্বেদে অদিতি অর্থে পুণ্যাত্মা ও দিতি অর্থে নাস্তিকাদি পাপাত্মা করিয়াছেন। (২) কিন্তু পুরাণাদিতে অন্যরূপ আছে। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষপ্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। দিতি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) দিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবাসুর যুদ্ধে পুত্রাদি হত হইলে, দিতি কশ্যপের নিকট ইন্দ্র বধে

সমর্থ এক পুত্রবর প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তাঁহাকে উক্ত বর প্রদান করিলে, তিনি অচিরে গর্ভ ধারণ করিলেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া, দিতির দোষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাকে অশুচি দেখিয়া, তাঁহার উদরে প্রবেশপূর্ব্বক উদরস্থ সন্তানকে প্রথমে সপ্ত খণ্ডে, পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। এই কর্ত্তিত সন্তানেরা রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে "মা রোদী" "রোদন করিও না," এই বলিয়া বারণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা মরুৎ নামে খ্যাত হন। সেই মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহায় হইলেন। হরি-হরি-৩।

দিন—উত্তম মন্বন্তরে দিন, প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

দিবঞ্জয়—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদারধীর পত্নী ভদ্রা হইতে দিবঞ্জয় উৎপন্ন হন। দিবঞ্জয়ের পুত্র রিপু, রিপুর তনয় চাক্ষুষ। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

দিবস্পতি—ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবসাবর্ণির সময়ে তিনি ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২; বিষ্ণু-৩য়-২।

দিবাকর— (১) সূর্য্যের এক নাম দিবাকর। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি একাকী বলির বাণ প্রভৃতি শত পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (২) রঘুবংশীয় মহীপতি ভানুর পুত্র দিবাকর, দিবাকরের পুত্র সহদেব, সহদেবের তনয় বৃহদশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১২। (৩) জনৈক রাক্ষস। ইনি সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ দেখ।

দিবাচর—রাক্ষসেরা চারি গণে বিভক্ত। দিবাচর তাঁহাদের অন্যতম গণ। বায়ু-৭০।

দিবাবষ্টাশ্ব—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

দিবিজাত—অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভজাত, পুরূরবার অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৪।

দিবিরথ—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ভরতের পুত্র ভূমন্যু, ভূমন্যুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবি, সুজয় ও ঋচীক নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (২) রাজা দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় সংহার কালে, এই দিবিরথের পুত্র, মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৩) যযাতি বংশীয় খলপালের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ, ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ। ভাগ-৯স্ক ২৩। অঙ্গ দেখ। (৪) রাজা বলির অন্যতম তনয় অঙ্গ, অঙ্গের তনয় দধিবাহন (অন্য নাম অনপান) দধি-

বাহনের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। বায়ু-৯৯। (৫) যযাতি বংশীয় পারের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

দিবোদাস—(১) অতি প্রাচীন কালে দিবোদাস নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি অতিশয় অতিথি বৎসল ছিলেন। শম্বর অসুরকে হনন কালে জলে প্রবিষ্ট রাজর্ষি দিবোদাসকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ১।১১২।১। (২) ইন্দ্র রাজা দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতি (৯৯) পুরী বিদারণ করিয়াছিলেন। ঋগ-২।১৯।৬। (৩) কাশীর রাজা হর্য্যশ্বের তনয় সুদেব, সুদেবের তনয় দিবোদাস। হর্য্যশ্ব ও তৎপুত্র সুদেব উভয়েই বীতহব্যের (হৈহয়) পুত্রদের সঙ্গে সংগ্রামে নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পরে দিবোদাস সিংহাসনে আরোহণ করেন। বীত-হব্যের পুত্রেরা পুনর্ব্বার বারাণসী আক্রমণ করিয়া দিবোদাসকে পরাজিত এবং তাঁহার পুত্রদিগকে বধ করেন। দিবোদাস অনন্যোপায় হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হইলেন। ভরদ্বাজ মুনির বরে তিনি প্রতর্দ্দন নামে এক পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেন। এই প্রতর্দ্দন বীতহব্যের শত পুত্রকে বধ করেন। বীতহব্য প্রতর্দ্দনের ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক ভৃগুমুনির শরণাপন্ন হন এবং তাঁহারই বরে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৩০। (৪) কাশীর রাজা ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের অপত্য দিবোদাস। মহাদেবের অনুচর নিকুম্ভ কাশীতে সম্পূজিত হইতেন। নিকুম্ভের প্রসাদে কাশীর জনসাধারণ যথেষ্ট ধন রত্ন ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিত। রাজা দিবোদাসের জ্যেষ্ঠা মহিষী সুযশা, পুত্র কামনায় নিকুম্ভের অর্চ্চনা করিয়া বিফল মনোরথ হন। সেই জন্য ক্রোধে রাজা দিবোদাস নিকুম্ভের স্থান নষ্ট করেন। তখন নিকুম্ভ শাপ দেন যে, "অকস্মাৎ এই পুরী নষ্ট হইবে।" এই সময়ে রুদ্রের অনুচর, ক্ষেমক নামক রাক্ষস কাশীনগরী ধ্বংশ করেন। বারাণসী নষ্ট হইলে, দিবোদাস গোমতী তীরে রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব্বে যদু-বংশীয় মহীষ্মতের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। রাজা দিবোদাস তাঁহার শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া, বারাণসী অধিকার করেন। ভদ্রশ্রেণ্যের অন্যতম তনয় দুর্দ্দম বালক ছিলেন বলিয়া, দিবোদাস তাহাকে বিনাশ করেন নাই। দুর্দ্দম, হৈহয় নরপতির পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং পরে দিবোদাস কর্ত্তৃক গৃহীত রাজ্য পুনঃ অধিকার করেন। দিবোদাসের অন্যতমা পত্নী দৃষদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৯। (৫)

কৌশিক বংশীয় নরপতি বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে রাজর্ষি দিবোদাস ও অহল্যা নামক যমজ পুত্র কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। নরপতি দিবোদাসের তনয় ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। এই মিত্রয়ু হইতে মৈত্রয়নী শাখা ও মৈত্রেয়গণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হরি-হরি-৩২। (৬) আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশীয় ভীমরথের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় দ্যুমান। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৭) যযাতি বংশীয়, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত মুদ্গলের দিবোদাস ও অহল্যা নামে এক তনয় ও এক কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম ঋষি বিবাহ করেন। সতানন্দ তাঁহাদের পুত্র। দিবোদাসের তনয় মিতায়ু, মিতায়ুর তনয় চ্যবন। ভাগ-৯স্ক-২১, ২২। (৮) কাশীর রাজা ভীমসেনের তনয় দিবোদাস। মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় যযাতির কন্যা মাধবীতে প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া, গালবকে দুই শত অশ্বকন্যা শুল্ক প্রদান করেন, এবং মাধবীকে প্রত্যর্পণ করেন। মহাভা-উদ্-১১৬। মাধবী দেখ। (৯) ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন (বৎস)। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (১০) পুরু-বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় মুদ্গল। এই মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৌদ্গল্য নামে খ্যাত হন। মুদ্গলের তনয় বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের তনয় দিবোদাস ও কন্যা অহল্যা। দিবোদাসের তনয় মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর তনয় রাজা চ্যবন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১১) মহর্ষি দিবোদাস একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বধ্র্যশ্ব ও দিবোদাস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (১২) আয়ুর্ব্বেদবেত্তা ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য দিবোদাস। তিনি চিকিৎসা দর্শন নামে একখানি সংহিতা রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬।

দিবোদাসেশ্বর— নরপতি রিপুঞ্জয় কাশীতে দিবোদাসেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবের পূজার্চ্চনা করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

দিবৌকা— চাক্ষুষ মন্বন্তরে দিবৌকা নামে, দেবতাদের একটী গণ ছিল। মৎ-৯।

দিবৌষধি— উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তম দেখ।

দিব্য—(১) মহর্ষি দিব্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি দক্ষিণা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১০৭।১। (২) যযাতিবংশীয় সাত্বতের ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ নামে সাত পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) চন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুরবার ঊর্ব্বশী

অপ্সরার গর্ভে আয়ু, মায়ু, অমায়ু, শ্রুতায়ু, বিশ্বায়ু, শতায়ু ও দিবা নামে গন্ধর্ব্ব লোক বিখ্যাত শিবভক্ত সাত পুত্র জন্মে। লি-৬৬। (৪) উত্তম মনুর নয় পুত্রের অন্যতম ও ক্ষত্রগণের নেতা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম মনু দেখ।

দিব্যকর্ম্মকৃৎ— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে দিব্যকর্ম্মকৃৎ অন্যতম ছিলেন। মহাভা অনুশা-৯১।

দিব্যজায়ু— নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। পুরূরবা দেখ।

দিব্যবাহন— ব্রজের একজন বৃষভানু। গর্গ-গোল-১৮।

দিব্যসানু— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম দিব্যসানু। মহাভা-অনুশা-৯১।

দিব্যা— পুলোমার কন্যা দিব্যা মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ছিলেন। দিব্যা হইতে দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৫। ভৃগু দেখ।

দিব্যৌষধি— উত্তমমনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তমমনু দেখ।

দিলীপ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি দুলিদুহের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর তনয় অজ, অজের পুত্র দশরথ। হরি-হরি-১৫। (২) রাজর্ষি বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় বিশ্বমহৎ, এই বিশ্বমহতের পত্নী আঙ্গিরস পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদার গর্ভে, রাজর্ষি দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন। এই দিলীপ ভূপতির বাজিমেধ যজ্ঞে মহর্ষিগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া, গাথা সকল গান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৮। (৩) যযাতিবংশীয় ঋক্ষের তনয় দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের তনয় দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি বিশ্বসহের তনয় দিলীপ, তিনি খট্টাঙ্গ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি জ্ঞান প্রভাবে লোকত্রয় ও অগ্নিত্রয় জয় করিয়াছিলেন। দিলীপের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু। লি-৬৬। (৫) নরপতি ইলবিলের তনয় দিলীপ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। তিনি সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন। মহাভা-দ্রো-৬১। (৬) সগরবংশীয় অংশুমানের তনয় দিলীপ। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ ভগীরথ, গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। রামা-আরণ্য-৪২।

দিশাচক্ষু— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান বিহগের জন্ম হয়। তন্মধ্যে দিশাচক্ষু একজন। মহাভা-উদ্-১০০

দিষ্ট— বৈবস্বতমনুর দশ পুত্রের অন্যতম দিষ্ট ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। অজবাহন দেখ। দিষ্টের তনয় নাভাগ। ভাগ-৯স্ক-৩।

দীক্ষা—(১) ভগবান রুদ্রের অন্যতমা স্ত্রীর নাম দীক্ষা ছিল। ভাগ-৩স্ক-১২। (২) রুদ্রের এক নাম ছিল উগ্র। এই উগ্রের

স্ত্রী দীক্ষা হইতে সন্তান নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭; কূর্ম্ম-পূ-১০।

দীধর— দ্বাদশজন যামদেবের অন্যতম। বায়ু-৩১।

দীধিগণ— স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ অজন্ম হেতু অজিত দেবগণ নামে খ্যাত। অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশজন মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে দীধিগণ প্রভৃতি দ্বাদশজন "দেব" নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ।

দীপক— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বর্ণবান্ বিহগের জন্ম হয়। দীপক তাঁহাদেরই অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

দীপ্তকীর্ত্তি— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম দীপ্তকীর্ত্তি। মহাভা-বন-২৩০।

দীপ্তকেতু— নবম মনু দক্ষসাবর্ণির অন্যতম পুত্র দীপ্তকেতু। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি দেখ।

দীপ্তবর্ণ— দেবসেনাপতি কাত্তিকেয়ের অন্য নাম দীপ্তবর্ণ। মহাভা-বন-২৩০।

দীপ্তরোমা— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম দীপ্তরোমা। মহাভা-অনুশা-৯১।

দীপ্তশক্তি— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম দীপ্তশক্তি। মহাভা-বন-২৩০।

দীপ্তাত্মা— শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি চৌষট্টি কোটি অনুচর সহ শিবের বিবাহে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

দীপ্তাস্য—শিবের অন্যতম অনুচর দীপ্তাস্য, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি-কোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

দীপ্তি— (১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম দীপ্তি। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) সাবর্ণিমনুর সময়ে অমিতাভ নামে খ্যাত বিংশতি সংখ্যক দেবতাদের অন্যতম। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

দীপ্তিকেতু— নবম মনু দক্ষসাবর্ণির ভূতকেতু, দীপ্তিকেতু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ ৮স্ক-১৩।

দীপ্তিমান্— সাবর্ণ মন্বন্তরে অত্রিবংশীয় দীপ্তিমান্ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। বায়ু-১০০।

দীপ্তিমেধা— রৈবত মন্বন্তরে সুমেধা নামে দেবগণ ছিলেন। দীপ্তিমেধা সেই দেবগণের অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

দীপ্তেশ— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনায় ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়, এবং ইহকাল ও পরকালের অন্ধকার দূরীভূত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

দীপ্রতেজা— মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত অন্যতম সেনাপতি। বরা-১১। সুপ্রভ দেখ।

দীর্ঘ— নরপতি দিলীপের পুত্র দীর্ঘ, দীর্ঘের তনয় রঘু, রঘুর তনয় অজ। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-৫৮।

দীর্ঘকেশী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল

মাতৃকার সৃষ্টি করেন, দীর্ঘকেশী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দীর্ঘগ্রীব— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনিও পার্ব্বতী হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দীর্ঘজঙ্ঘ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

দীর্ঘজিহ্ব— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, দীর্ঘজিহ্ব তাঁহাদের অন্যতম ছিল। মহাভা-আদি-৬৫।

দীর্ঘজিহ্বা— (১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা দীর্ঘজিহ্বা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দীর্ঘজিহ্বা নাম্নী রাক্ষসীকে দেবরাজ ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৯০।

দীর্ঘতপা— (১) সোমবংশীয় মহীপতি কাশের তনয় দীর্ঘতপা। কাশীরাজ দীর্ঘতপা, পুত্র কামনায় অব্জদেবের আরাধনা করেন। অব্জদেব সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতে চাহিলে, রাজা দীর্ঘতপা তাঁহাকেই পুত্ররূপে পাইতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে অব্জদেব ধন্বন্তরী নামে, তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান্। হরি-হরি-২৯। (২) ঋষি বিশেষ। হরি-হরি-১৬৬। (৩) অঙ্গিরস তনয় অঙ্গিরা, বেধস, দীর্ঘতপা প্রভৃতি মন্ত্র প্রণেতা মহর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। (৪) মহর্ষি দীর্ঘতপা মন্দারক আশ্রমে বাস করিয়া, অতি তীব্র তপস্যা করিতেন। দীর্ঘকাল তীব্র তপস্যার জন্য তিনি এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার পুত্র ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫২।

দীর্ঘতমা— (১) মহর্ষি উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা, কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। দীর্ঘতমার পত্নী উশিজ হইতে কক্ষিবান্ ও দীর্ঘশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। ঋগ-১।১৪০।১, ১।১১২।১। মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র উতথ্য। উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার জন্ম হয়। তিনি বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার পত্নী প্রদ্বেষী তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। তাঁহার ঔরসে গৌতম প্রভৃতি কতিপয় তনয় জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গো-ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ তঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেখিয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না। সেজন্য তিনি নিয়ম করেন যে,—"স্ত্রীলোকেরা অতঃপর স্বামীর সম্পূর্ণরূপে অনুগতা থাকিবেন"। ইহাতে প্রদ্বেষী অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রদের সাহায্যে, তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক ভেলায়

স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন। নরপতি বলি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া, স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় স্ত্রী সুদেষ্ণাতে সন্তান উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সুদেষ্ণা প্রথমে সেই অন্ধমুনির নিকট না যাইয়া তাঁহার ধাত্রেয়ীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সেই ধাত্রেয়ীর গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় জনপদের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-১০৪; ভাগ-৯স্ক-২৩। বায়ু পুরাণে এই গল্পটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। বায়ু-৯৯। মমতা দেখ। গুরুর শাপে মহর্ষি দীর্ঘতমা অন্ধ হইয়াছিলেন। পরে বিষ্ণুর প্রসাদে চক্ষুষ্মান হন। হরি-হরি-২৫৫। (২) পুরূরবার বংশীয় রাষ্ট্রের তনয় দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার তনয় ধন্বন্তরী, ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান। ভাগ-৯স্ক-১৭

দীর্ঘদশন— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। পার্ব্বতী তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দীর্ঘনখ— প্রভাসক্ষেত্রের পূর্ব্ব দ্বারে জয়ন্তের রক্ষণাবেক্ষণে দীর্ঘনখ দানব নিযুক্ত ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

দীর্ঘনাসিক— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

দীর্ঘনীথ— অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে দীর্ঘনীথ নামে এক ঋষি ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অনার্য্য দস্যুদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫০।১।

দীর্ঘনেত্র— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দীর্ঘনেত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১২৭।

দীর্ঘপ্রজ্ঞ— বৃষপর্ব্বা নামে সুবিখ্যাত অসুর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে ভূপতি হন। মহাভা-আদি-৬৫।

দীর্ঘবাহু—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দীর্ঘবাহু। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৫। (২) সগরবংশীয় নরপতি খট্টাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর তনয় মহাযশস্বী রঘু। ভাগ-৯স্ক-১০। অজ ও অজপাল দেখ। লি-৬৬। (৩) সূর্য্যবংশীয় অজের পুত্র দীর্ঘবাহু দীর্ঘবাহুর পুত্র অজপাল, অজপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। অগ্নি-২৭৩।

দীর্ঘযজ্ঞ— অযোধ্যা নগরে দীর্ঘযজ্ঞ নামে এক রাজা ছিলেন। ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-২৯।

দীর্ঘলোচন—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দীর্ঘলোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দীর্ঘশ্রবা— দীর্ঘতমা ঋষির পত্নী উশিজ হইতে কক্ষীবান্ ও বণিক্ দীর্ঘশ্রবা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। অনাবৃষ্টিতে কষ্ট না হয়, সেজন্য দীর্ঘশ্রবা, বাণিজ্য করিতেন। স্তুতি করিয়া একবার তিনি অশ্বিদ্বয় হইতে বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ-৯।১১২।১।

দীর্ঘাস্ত— একজন নাগপতি। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

দীর্ঘায়ু— শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর এবং তাঁহাদের তনয় নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-৯৩।

দুঃখ— নরকের পত্নী বেদনা হইতে দুঃখের জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-৭; বায়ু-১০। অনৃত দেখ।

দুঃশল— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুঃশল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুঃশলা— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী গর্ভে শত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুরথ। মহাভা-আদি-১১৭।

দুঃশাসন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুঃশাসন। তিনি জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধনের অতিশয় অনুগত ছিলেন। শকুনি ও কর্ণের ন্যায় তিনিও সর্ব্বদা দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রনা দিতেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে, দুর্য্যোধনের পরামর্শে তিনিই দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনয়ন করিতে গমন করেন এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করেন এবং দুর্য্যোধনের ইঙ্গিতে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশীশক্তি প্রভাবে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই সময়ে ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়া, এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে সপ্তদশ দিবসে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়া রক্তপান করত নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-কর্ণ-৮৪।

দুঃশীম— মহর্ষি দুঃশীম একজন অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৯৩।১৪।

দুঃশীল— দুঃশীল নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরুর ধন অপহরণ করিয়া প্রথমে খুব ধনশালী হয়। পরে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, নিবেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সমস্ত ধন সেই দেবকার্যে

উৎসর্গ করেন এবং এই পুণ্যের ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন। স্কন্দ-নাগ-২৭৫।

দুঃসহ— (১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুঃসহ। ভারত সমরে তিনি ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) সমুদ্র মন্থনকালে অলক্ষ্মী, লক্ষ্মীর পূর্ব্বে উদ্ভূতা হন। এই অলক্ষ্মীকে বিপ্রর্ষি দুঃসহ বিবাহ করেন। লি-উত্ত-৬। (৩) যম তনয়া নির্ম্মাষ্টির পতি। শকুনি প্রভৃতি তাঁহাদের পুত্র। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

দুঃসহা— লক্ষ্মীর এক নাম। মহাভা-শান্তি ২২৫।

দুঃস্বভাব— বল্বল অসুরের অন্যতম সেনাপতি। গর্গ অশ্বমেধ-৩২—৩৫।

দুগ্ধাব্ধি— জলন্ধর দৈত্যের পিতৃব্য। ইন্দ্র মন্দর পর্ব্বতের সাহায্যে ইহাকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেজন্য জলন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৫।

দুদুহ— যযাতির অন্যতম পুত্র অনুরবংশীয় ঘৃতের তনয় দুদুহ, দুদুহের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার তনয় সুচেতা। হরি-হরি-৩২।

দুন্দুভ—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ দুন্দুভ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে আট কোটি অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি, তিনি পার্ব্বতী হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দুন্দুভি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা ক্রৌঞ্চদ্বীপে স্ব স্ব নামীয় এক একটী দেশের অধিপতি ছিলেন। লি-৪৬। (২) শিবের অন্যতম অনুচর দুন্দুভি, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে আট কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৩) দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে যখন সাত্ব নামে প্রজাপতি প্রভু ব্যাস ছিলেন, তখন লোক-হিতার্থ মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার দুন্দুভি, শতরূপ, সটীক ও কেতুমান নামে চারিজন শিষ্য যোগ ও ধ্যান প্রচার করেন। লি-২৪।

দুন্দুভিনিস্বন—প্রভাস ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পুরীর দক্ষিণদিক রক্ষক, একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

দুন্দুভিরব— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। পার্ব্বতী তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭১।

দুবস্যু—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে দুবস্যু নামে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১০০।১।

দুর্মর্ষণ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্মর্ষণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুরতিক্রম—(১) বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। এবং সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দর ও দুরতিক্রম নামে তাঁহার তপোধন দৃঢ়ব্রত চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪। (২) একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম-পূ-৫; বায়ু-২৩। সুহোত্রী দেখ।

দুরাচারা—দক্ষিণাপথে তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে হরিহরপুর নামে এক নগর আছে। তথায় হরিদীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম দুরাচারা ছিল। এই কুলটা বহু পাপ ভোগের পর চণ্ডাল যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। পরে বসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঠ শ্রবণ করিয়া চণ্ডাল দেহ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যদেহ লাভ করে। পদ্ম-উত্ত-২৮৭।

দুরাধন—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুরাধন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুরিতক্ষয়—যযাতি বংশীয় মহাবীর্য্যের তনয় দুরিতক্ষয়। দুরিতক্ষয়ের কবি, ত্রয্যারুণি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১।

দুরুক্তি—ক্রোধের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে কলি নামে এক পুত্র ও দুরুক্তি নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দুরুক্তি স্বীয় সহোদর কলিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের মৃত্যু নামক পুত্র ও ভীতি নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৭।

দুরোণ— স্বারোচিষ মন্বন্তরে দুরোণ তুষিত দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দুর্গ—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ভূমি হইতে দুর্গ ও স্বর্গ নামে দুই পুত্র জন্মে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (২) কাশীর দক্ষিণ ভাগে দুর্গ নামক গণেশ আছেন। তাঁহার পূজা অর্চ্চনায় বহু পুণ্য হয়। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৫৭। (৩) রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ অসুর তপস্যার বলে অতিশয় বলবান্ হইয়া, দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, মহাদেবের আদেশে পার্ব্বতী তাঁহাকে বধ করিয়া দুর্গা নামে অভিহিতা হন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭০, ৭১।

দুর্গকূটবিঘ্নেশ—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। ইহার অর্চ্চনা করিলে এক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ৩৪৯।

দুর্গম—যযাতি বংশীয় ধৃতের পুত্র দুর্গম। দুর্গমের পুত্র প্রচেতা, এই প্রচেতার এক শত পুত্র উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের

উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭।

দুর্গহ—অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে দুর্গহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুবৎস, অনার্য্য দস্যু কর্ত্তৃক বন্দী হইলে, তাঁহার মহিষী রাজ্য অরাজক দেখিয়া, পুত্র লাভের জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্ঞীকে ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিতে বলেন। তদনন্তর রাজমহিষী ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া ত্রসদস্যু নামক পুত্রকে প্রাপ্ত হন। ঋগ-৪।৪২।৮।

দুর্গা—(১) মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবগণের ক্রোধ হইতে তখন এক নারী মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তাঁহারই নাম দুর্গা। তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (২) রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ অসুরকে বধ করিয়া, পার্ব্বতী দুর্গা নামে অভিহিতা হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০, ৭১। (৩) ব্রহ্মার মুখ হইতে শঙ্কর পত্নী দুর্গার জন্ম হয়। বায়ু-৯। অপর্ণা দেখ। পার্ব্বতীর অন্য নাম। সৌর ৪৯।

দুর্গাদিত্য—প্রভাস ক্ষেত্রে দুর্গাদিত্য নামক সর্ব্বপাপ নাশন এক দেব আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২২।

দুর্জ্জয়—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, দুর্জ্জয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। দনু দেখ। (২) পূর্ব্বকালে শরদণ্ডায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শরদণ্ডায়নী স্বামীর আদেশ অনুসারে রাত্রিকালে রাস্তায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দুর্জ্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাভা আদি-১২০। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীর্য্যের শত পুত্রের অন্যতম কৃষ্ণ, কৃষ্ণের তনয় দুর্জ্জয়। লি-৬৮। অনন্ত ও অগ্নিদত্ত দেখ।

দুর্জ্জয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

দুর্জ্জেয়—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্জ্জেয় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) তালজঙ্ঘের শত পুত্রের অন্যতম বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের তনয় আনর্ত্ত, আনর্ত্তের তনয় দুর্জ্জেয়। মৎ ৪৩।

দুর্দ্দম—(১) যদুবংশীয় নরপতি ভদ্রশ্রেণ্যের অন্যতম পুত্র দুর্দ্দম। রাজা দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া, বারাণসী নগরী অধিকার করেন। কিন্তু একান্ত বালক বলিয়া দুর্দ্দমকে ছাড়িয়া দেন। দুর্দ্দম হৈহয় রাজের পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহারই

সহায়তায় অপহৃত পিতৃরাজ্য বারাণসী নগরী পুনঃ অধিকার করেন। হরি-হরি-২৯। (২) দুর্দ্দমের তনয় কনক, কনকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতাগ্নি ও কৃতবর্ম্মা এই চারিজন। হরি-হরি-৩৩। (৩) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে বলরাম, শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৪) যদুবংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের পুত্র ধনক, ধনকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতৌজা ও কৃতবর্ম্মা। লি-৬৮।

দুর্দ্দমন—পাণ্ডব বংশীয় শতানিকের পুত্র দুর্দ্দমন, দুর্দ্দমনের তনয় মহীনর। মহীনরের তনয় দণ্ডপানি, দণ্ডপানির তনয় নিমি। ভাগ-৯স্ক-২২।

দুর্দ্দর— বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দর ও দুরতিক্রম নামে তাঁহার তপোধন দৃঢ়ব্রত চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪।

দুর্দ্ধর—শম্বর অসুরের অন্যতম সেনাপতি দুর্দ্ধর। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হন। হরি-হরি-১৬২।

দুর্দ্ধর—(১) শম্বর অসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন দুর্দ্ধর। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম ছিলেন দুর্দ্ধর। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৫। (৩) হনুমান সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কালে অশোক বন নষ্ট করেন। সেই সময়ে তাঁহার দমনার্থ রাবণ স্বীয় সেনাপতি দুর্দ্ধর প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হনুমান তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। রামা-সুন্দ-৪৬।

দুর্দ্ধর্ষ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে রাম হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯, ৪৩। (৩) নেপাল দেশে দুর্দ্ধর্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় স্ত্রী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই দুর্দ্ধর্ষেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৭০।

দুর্দ্ধর্ষেশ্বর—নেপাল রাজ দুর্দ্ধর্ষ শিপ্রা নদীর তীরে এক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই মহাদেব তাঁহার নাম অনুসারে দুর্দ্ধর্ষেশ্বর শিব নামে খ্যাত হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭০। দুর্দ্ধর্ষ দেখ।

দুর্ধর—রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-সুন্দ-৪৫।

দুর্নিরীক্ষ—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

দুর্ব্বাক্ষী—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের পত্নী দুর্ব্বাক্ষী, তক্ষ ও পুষ্করমাল নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দুর্ব্বারণ—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি একবার দৌত্যকার্য্যে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৫।

দুর্ব্বাসা—(১) মহাদেবের আদেশে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা একবার রাজা শ্বেতকীর যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি ভানুর কন্যা ভানুমতি রৈবত উদ্যানে ক্রীড়া করিতে করিতে দুর্ব্বাসা মুনির ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিলেন। সে-জন্য ভানুমতি দুর্ব্বাসার শাপে নিকুম্ভ কর্ত্তৃক অপহৃতা হন। হরি-হরি ১৪৭। (৩) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা অনুসূয়ার গর্ভে দত্ত (দত্তাত্রেয়) দুর্ব্বাসা ও সোম জন্মগ্রহণ করেন। দত্ত বিষ্ণুর অংশে, দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশে ও সোম ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন হন। বিষ্ণু-১ম-১০; ভাগ-৪স্ক-১। (৪) একবার দুর্ব্বাসা রাজা অম্বরীষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, এক কৃত্যা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নারায়ণ প্রেরিত চক্র সেই কৃত্যা বিনাশপূর্ব্বক দুর্ব্বাসাকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াও অম্বরীষের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, আত্মরক্ষা করেন। ভাগ-৯স্ক ৪, ৫। অম্বরীষ দেখ। (৫) মহর্ষি দুর্ব্বাসা একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও বিদ্যাধরীর হস্তে একটী সন্তানক পুষ্পের মালা দেখিতে পান। দুর্ব্বাসার প্রার্থনায় সেই বিদ্যাধরী উক্ত মালা দুর্ব্বাসাকে প্রদান করেন। দুর্ব্বাসা উক্ত মালা গলে ধারণপূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন, এমন সময় দেবগণ সহ ইন্দ্রকে ঐরাবত হস্তিতে আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মালা স্বীয় কণ্ঠ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক ইন্দ্রের অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র তাহা গ্রহণ-পূর্ব্বক ঐরাবত মস্তকে স্থাপন করিলেন। ঐরাবত ইহা শুণ্ড দ্বারা গ্রহণ করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পদদলিত করিল। দুর্ব্বাসা তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া, "শ্রী ভ্রষ্ট হও" বলিয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করেন। ইন্দ্র এই অনর্থপাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিষ্ণুর মন্ত্রণায় সমুদ্র মন্থন করেন। বিষ্ণু-১ম-৯। (৬) একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা নরপতি কুন্তিভোজের আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কুন্তিভোজের কন্যা পৃথা (অন্য নাম কুন্তী) তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা তাঁহার আচরণে অতিমাত্র প্রীত হইয়া, তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করেন। সেই মন্ত্রের বলে তিনি যাহাকে আহ্বান করিবেন, তিনিই উপস্থিত হইবেন। কুন্তী হইতে এই মন্ত্রের বলে কর্ণ, যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১১। (৭) মহর্ষি দুর্ব্বাসা একবার দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবদের বনবাস কালে, তাঁহাদের আশ্রমে অসময়ে অতিথি হন। দ্রৌপদীর আহারান্তে কেহ অতিথি হইলে, পাণ্ডবদের পক্ষে আহার্য্য প্রদান অসম্ভব হইত। ইহা দুর্য্যোধন অবগত ছিলেন। সেই জন্যই দুর্য্যোধন অসময়ে দুর্ব্বাসাকে প্রেরণ করেন। দুর্ব্বাসা আহার না পাইলে তাঁহাদিগকে শাপগ্রস্ত করিয়া বিপন্ন করিবেন, ইহাই দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ছিল। যুধিষ্ঠির মহর্ষিকে স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া আসিতে বলিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা বিপন্ন দেখিয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর পাকস্থলী হইতে বিন্দু মাত্র শাককণা গ্রহণপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া উদ্গার করিবা মাত্র সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা তিরোহিত হইল। দুর্ব্বাসা লজ্জায় যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। শিব-জ্ঞান-৬৩।

দুর্ব্বাসাদিত্য— প্রভাস ক্ষেত্রে মহর্ষি দুর্ব্বাসা, আদিত্যের উপাসনায় ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই জন্য আদিত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আদিত্য সেই স্থানে দুর্ব্বাসাদিত্য নামে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৬।

দুর্ব্বাসেশ্বর—মহর্ষি দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক পূজিত কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৫।

দুর্ব্বিনীত—দুর্ব্বিনীত নামে এক ব্রাহ্মণ ঘোরতর পাপে পাপী ছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ সাগরে রামধনুস্কোটী তীর্থে স্নান করিয়া, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪।

দুর্ব্বিমোচন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্ব্বিমোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্ব্বিরোচন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম ছিলেন দুর্ব্বিরোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্ব্বিসহ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্ব্বিসহ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্ভগা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, দুর্ভগা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দুর্ভিক্ষ—রক্তাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। সৌর-৪৯। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-১১৯।

দুর্মুখ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্মুখ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্মদ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্মদ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) যযাতি বংশীয় ভদ্রসেনের তনয় দুর্মদ ও ধনক। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে বলদেব, দুর্মদ প্রভৃতি এবং পৌরবী হইতে ভদ্র, ভূত, দুর্মদ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। অন্ধক দেখ। (৪) যযাতির অন্যতম পুত্র দ্রুহ্য। এই দ্রুহ্যের বংশীয় ধৃতির পুত্র দুর্মদ, দুর্মদের তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার শত পুত্র ছিল। বায়ু-৯৯।

দুর্মম—যযাতি বংশীয় ধৃতের পুত্র দুর্মম। দুর্মমের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার শত পুত্র উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছ হইয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-২৩।

দুর্মর্ষণ—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র ও বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা সৃঞ্জয়ের পত্নী ও কংসের অন্যতমা ভগিনী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ্ণি ও দুর্মর্ষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৫।

দুর্মিত্র—(১) কুৎসের পুত্র মহর্ষি দুর্মিত্র ও সুমিত্র ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১০৫।১। (২) মগধের অধিপতি পুষ্পমিত্র। এই ক্ষত্রিয় রাজা কিলকিলা নগরীর অধিপতি প্রবীরকের পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্পমিত্রের তনয় দুর্মিত্র। ভাগ-১২স্ক-১।

দুর্মুখ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্মুখ। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি ভীম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-৬৭; মহাভা-দ্রোণ-১৩৪। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয়, দুর্মুখ, সুমুখ প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। হরি-হরি-৩। (৩) বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। এবং সুমুখ, দুর্মুখ, দুর্দ্দর ও দুরতিক্রম নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই তপোধন দৃঢ়ব্রতা ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩। সুহোত্রী

দেখ। (৪) রাবণের অন্যতম সেনাপতি ও মাল্যবান্ রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। রামা-উত্ত-৫। (৫) হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিলে, সেনাপতি দুর্ম্মুখ রাবণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী সমুদয় বানর নিপাত করিতে পারিবেন। রামা-লঙ্কা-৮। (৬) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৭) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি, দেবী কাত্যায়নী তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। বাম-২০। (৮) জনৈক মহাত্মা। তিনি গোকর্ণ তীর্থে তপস্যা করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২।

দুর্যোধন—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুদুর্জ্জয়ের পুত্র দুর্য্যোধন। তিনি ধার্ম্মিক সংগ্রামনিপুণ ও অসাধারণ বলশালী ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই নর্ম্মদার গর্ভে তাঁহার সুদর্শনা নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনুশা-২। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী শত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতা দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল প্রভৃতি অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পাণ্ডু পুত্রদের সঙ্গে ইঁহারা ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু কেহই ভীমের সমকক্ষ ছিলেন না। ইহাতে পাণ্ডবদের প্রতি দুর্য্যোধনের বিদ্বেষ ভাব জন্মে। একদিন জলক্রীড়া করিতে যাইয়া, দুর্য্যোধন ভীমকে বিষ মিশ্রিত মোদক প্রদান করেন। কিন্তু ভীম ইহা হইতে রক্ষা পান। ইতিমধ্যে ভীষ্মদেব পাণ্ডব ও কৌরবদিগকে অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। পাণ্ডব, কৌরব, কর্ণ প্রভৃতি দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানেও অর্জ্জুনের অধিকতর কৃতকার্য্যতায় দুর্য্যোধনের মনে হিংসার উদয় হয়। পরে অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জ্জুনের সাফল্যে দুর্য্যোধন আরও বিষণ্ণ হন। এই ঘটনার এক বৎসর পরেই ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার পরে পাণ্ডবেরা যবনরাজ সৌবিরকে রণস্থলে সংহার করেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডুও পরাস্ত করিতে পারেন নাই। তাহার পরে পাণ্ডবেরা নানাদেশ জয় করিয়া কুরুরাজকে প্রচুর ধন রত্ন প্রদান করিলেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে একটুকু বিষণ্ণ হইলেন। এদিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতিও পাণ্ডবদিগের উন্নতিতে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাদের অনিষ্ট চিন্তায় তৎপর ছিলেন। অনন্তর শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও

কর্ণ দুষ্ট মন্ত্রণা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। প্রজ্ঞা চক্ষু বিদুর ইহা বুঝিতে পারিলেন। এবং তাঁহারই বুদ্ধি-কৌশলে পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কিছুদিন ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া, তাঁহারা পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পাঞ্চালপতি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্য স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া, দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, ইহা কেহই মনে করেন নাই। গুপ্তচরেরা আসিয়া খবর দিল যে, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং তাঁহারাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুব দুঃখিত হইলেও বাহিরে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বিদুরকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনায় আনয়ন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডব-প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে বলিলেন। তাঁহারা তথাস্তু বলিয়া তথায় গমন করিলেন। খাণ্ডব প্রস্থে যুধিষ্ঠিরাদি আসার কিছুকাল পরে, যুধিষ্ঠির এক রাজস্য় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। এবং খুব আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনাদির হিংসা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, স্বয়ং সমস্ত ধনের অধিকারী হইতে তাঁহারা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া পরাস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির পণ রাখিয়া একে একে রাজ্য ধন সম্পদ সমস্ত হারাইলেন। অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, কিন্তু তাহাতেও হারিলেন। দুর্য্যোধনেরা দ্রৌপদীকে রাজ সভায় আনিয়া যথেষ্ট অপমান করিলেন। অবশেষে এই স্থির হইল যে, পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে যাপন করিবেন। এই ঘটনা দ্বারা উভয় পক্ষের মনোমালিন্য আরও বর্দ্ধিত হইল। পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে যাপন করিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট গৃহে অবস্থান কালে ভীম, বিরাটের সেনাপতি কীচককে বধ করেন। এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া দুর্য্যোধন বিরাটের গোধন হরণ করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন

প্রকাশ পাইল যে, পাণ্ডবেরা বিরাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। মৎস্য দেশাধিপতি বিরাট ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন। পরে তিনি স্বীয় কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ সম্পাদন করেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পাঞ্চালপতি দ্রুপদের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, আর এই বিবাহে বিরাটের সহায়তা লাভ করিলেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব রাজ্য প্রার্থনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন। দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সুচ্যগ্র ভূমি দিতেও সম্মত হইলেন না। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। এই যুদ্ধে ভীম হস্তে দুর্য্যোধনের সকল ভ্রাতা নিহত হইলেন। অবশেষে দুর্য্যোধন পলায়ন করিয়া, পূর্ব্বদিকস্থ হ্রদে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু ভীম সেখানে গমন করিয়া তাঁহার উরু ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। পাপমতি দুর্য্যোধন এইরূপে স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করিলেন। দুর্য্যোধনের স্ত্রীর নাম চিত্রাঙ্গদা। ভানুমতি নামেও তাঁহার এক স্ত্রী ছিল; দুর্য্যোধনের পুত্রের নাম লক্ষণ ও কন্যার নাম লক্ষণা ছিল। লক্ষণাকে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বিবাহ করেন। মহাভারত।

দুলিদুহ— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অনমিত্রের তনয় দুলিদুহ। তিনি অতিশয় বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের তনয় রঘু। হরি-হরি ১৫। অজ দেখ।

দুষ্কর্ণ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্কর্ণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুষ্কলা— দধীচ মুনির পুত্র সুদর্শনের স্ত্রী দুষ্কলা অতিশয় মন্দস্বভাবা ছিল। শিব-জ্ঞান-৪৪। দধীচি দেখ।

দুষ্কৃত— তুর্ব্বসুর বংশীয় করন্ধমের পুত্র মরুত্ত, অনপত্য অবস্থায় রাজা হইয়াছিলেন। পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুষ্কৃতকে তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করেন। বায়ু ৯৯।

দুষ্প্রহর্ষ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্প্রহর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুষ্মন্ত— পূর্ব্বকালে পুরুবংশের আদি পুরুষ দুষ্মন্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ঈলিন ও মাতার নাম রথন্তরী ছিল। তিনি একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন এবং পরে তাঁহাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। রাজচক্রবর্ত্তী ভরত তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

শকুন্তলা দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-৬৯—৭৪। (২) নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র দুষ্মন্ত। তিনি নীলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে হয়গ্রীব প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই হয়গ্রীবের কন্যা উপদানবী হইতে দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩। (৪) দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় মহীপতি মরুত্ত অপুত্রক ছিলেন। তিনি দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এইরূপে যযাতির পুত্র তুর্ব্বসুর বংশ কৌরব কুলে প্রবিষ্ট হইল। দুষ্মন্তের তনয় করুথাম ও করুথামের তনয় আক্রীড়। হরি-হরি-৩২। (৫) যযাতিবংশীয় নরপতি রেভির পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের শকুন্তলা গর্ভজাত তনয় ভরত। ভাগ-৯স্ক-২০। (৬) মরুত্তের পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পুত্র বরূথ। অগ্নি-২৭৭।

দুষ্পন্ন— পাটলীপুত্র নগরে পশুমান নামে এক ধার্ম্মিক বৈশ্য ছিল। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দুষ্পন্ন অতিশয় মন্দ স্বভাবের ছিল। সে নগরের শিশুদিগকে জলনিমগ্ন করিয়া হত্যা করিত। অবশেষে রাজপুরুষেরা তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে কতকগুলি তাপস বালককে দেখিতে পায় এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু পরে নিজেও জলনিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পরে পিশাচ হইয়া সে বহুকাল অতিকষ্টে সেই অরণ্যে যাপন করে। এমন সময়ে একদিন মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্য সুতীক্ষ্ণ মুনির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সুতীক্ষ্ণ মুনি তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া গন্ধমাদন তীর্থে তাহার মুক্তি কামনা করিয়া স্নান করিবা মাত্র সে মুক্ত হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

দুষ্প্রধর্ষ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্প্রধর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; কর্ণ-৫২।

দুষ্প্রধর্ষণ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্প্রধর্ষণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুহদ্রুহা— দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের তনয় ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ মুরু দৈত্যের কন্যা কামকটঙ্কটাকে বিবাহ করেন। কামকটঙ্কটা হইতে বর্ব্বরীক জন্মগ্রহণ করেন। দুহদ্রুহা নাম্নী রাক্ষসী, বর্ব্বরীক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। স্কন্দ-মাহে কুমা-৬৩।

দুহিতা— সহ নামক অগ্নির রূপবতী পত্নী দুহিতা হইতে অদ্ভুত নামক

পাবকের জন্ম হয়। মহাভা-বন-২২০।

দূতী— অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, দূতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দূর্ব্ব— পাণ্ডববংশীয় নৃপঞ্জয়ের পুত্র দূর্ব্ব, দূর্ব্বের তনয় তিমি, তিমির পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় সুদাস। ভাগ-৯স্ক-২২।

দূষণ— মাল্যবান্ রাক্ষসের কনিষ্ঠা কন্যা ও বিশ্রবা মুনির চারি পত্নীর অন্যতমা বলাকা হইতে ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও মালিকা জন্মে। লি-৬৩। খর ও দূষণ উভয়েই রাবণের মাসীপুত্র। তাঁহারা জনস্থানে বাস করিতেন। লক্ষ্মণ তাঁহাদের ভগিনী শূর্পনখার নাসিকা চ্ছেদন করিলে, তাহার প্রতিকারার্থ রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু একে একে সকলেই রামহস্তে পরাজিত ও নিহত হন। রামা-আরণ্য-১৯, ৩০। খর দেখ।

দৃগঞ্চলেঙ্গিতজ্ঞা— পার্ব্বতীর অন্যতমা সহচরী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

দৃঢ়— (১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দৃঢ়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭।

দৃঢ়কর্ম্মা— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়কর্ম্মা। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়কেশ— কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। তিনি বিশালরাজের কন্যাকে হরণ করিতে চেষ্টা করেন। এমন সময়ে নরপতি করন্ধমের তনয় অবীক্ষিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন এবং সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। মার্ক-১২৬।

দৃঢ়ক্ষেত্র— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়ক্ষেত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়চ্যুত— মহর্ষি অগস্ত্যের অন্যতম পুত্র দৃঢ়চ্যুত, একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্রের রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।২৫।১। দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইধ্মবাহ। ঋগ-৯।২৫।৩। অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা দেখ।

দৃঢ়ধনু— পুরুবংশীয় নরপতি সেনজিতের অন্যতম পুত্র দৃঢ়ধনু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। সেনজিত দেখ।

দৃঢ়ধন্বা— (১) নরপতি দৃঢ়ধন্বা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) পূর্ব্বকালে দৃঢ়ধন্বা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা উৎপলাবতী মহর্ষি সুতপার শাপে মৃগীরূপ প্রাপ্ত হইয়া

ছিলেন। মার্ক-৭৪। উৎপলাবতী দেখ। (৩) কাঞ্চীপুরাধিপতি নরপতি দৃঢ়ধন্বার কন্যা বিশালাক্ষী, কলিঙ্গরাজ সুবাহুর পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব চতু-৬৯।

দৃঢ়নেত্র— মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। রামা-আদি-৫৭।

দৃঢ়নেমী— পুরুবংশীয় নরপতি সত্যধৃতির তনয় প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমী, দৃঢ়নেমীর তনয় সুধর্ম্ম, সুধর্ম্মের পুত্র সার্ব্বভৌম। হরি-হরি-২০; মৎ-৪৯। সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমী, দৃঢ়নেমীর তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের তনয় সুমতি। ভাগ-৯স্ক-২১; বিষ্ণু ৪র্থ-১৯।

দৃঢ়ব্য— উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য ঊর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও অগস্ত্য এই সকল মহর্ষিরা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত এবং দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

দৃঢ়ব্রত— (১) বরাহ কল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে, হিমালয়ের শিখণ্ডী নামক চূড়ায়, মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে দৃঢ়ব্রত (লি-যতীশ্বর) তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। শিখণ্ডী দেখ। (২) চরিষ্ণুবমনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

দৃঢ়মতি—দৃঢ়মতি নামে এক শূদ্র ছিলেন। তিনি সুমতি নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট নিখিল বৈদিক ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। সুমতি দেখ।

দৃঢ়মন্যু— মহর্ষি বিশেষ। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

দৃঢ়মান— মগধের শুদ্রবংশীয় রাজা মেঘস্বাতির তনয় দৃঢ়মান, দৃঢ়মানের তনয় অনিষ্টকর্ম্মা। ভাগ-১২স্ক-১।

দৃঢ়রথ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়রথ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় কর্ণ। হরি-হরি-৩১। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নবরথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথ হইতে শকুনি, শকুনি হইতে করম্ভ, করম্ভ হইতে দেবরাত জন্মে। লি-৬৮। (৪) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় জনমেজয়। বায়ু-৯৯।

দৃঢ়রুচি— প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপে দেবকৃত একটী কুশস্তম্ভ ছিল বলিয়া ইহার নাম কুশদ্বীপ হয়। হিরণ্যরেতার বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সম্যব্রত, বিপ্র ও দেব নামে সাত পুত্র ছিল। এই দ্বীপকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি সপ্ত পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

দৃঢ়সন্ধ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়সন্ধ।

তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়সেন— (১) নরপতি দৃঢ়সেন কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া, দ্রোণাচার্য্য হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-২১। (২) মগধের জরাসন্ধবংশীয় নরপতি সুশ্রমের পুত্র দৃঢ়সেন, দৃঢ়সেনের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র সুবল। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৩) মগধের বৃহদ্রথবংশীয় নরপতি দৃঢ়সেন ৫৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে সুমতি ৩৩ বৎসর রাজ্য পালন করেন। বায়ু-৯৯।

দৃঢ়স্যু— মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা হইতে দৃঢ়স্যু নামে এক পুত্র জন্মে। ইধ্মবাহ নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। মহাভা-বন-৯৬।

দৃঢ়হনু— যযাতিবংশীয় নরপতি বিষদের পুত্র শ্যেনজিতের, রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস নামে চারি পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-২১।

দৃঢ়হস্ত— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়হস্ত। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়ায়ু—(১) নরপতি পুরূরবা যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থ গন্ধর্ব্ব দেশ হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু, ধীমান্, বনায়ু, শতায়ু, দৃঢ়ায়ু ও অমাবসু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫; মৎ-২৪। অশ্বায়ু দেখ। (২) রুদ্রমেরু সাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ। অগ্নি-২৭৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। পুরূরবা দেখ।

দৃঢ়ায়ুধ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দৃঢ়ায়ুধ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়াশুগ—তিনি, সিংহল রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যবর্গের অন্যতম ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

দৃঢ়াশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুবলাশ্বের (অন্য নাম ধুন্ধুমার) শত পুত্রের সকলেই ধুন্ধু রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কেবল দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব জীবিত ছিলেন। দৃঢ়াশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ। ভাগ-৯স্ক ৬; অগ্নি-২৭৩; শিব-ধর্ম্ম-৬০; হরি-হরি-১২। (২) নরপতি দৃঢ়াশ্বের তনয় বার্য্যাশ্ব, বার্য্যাশ্বের তনয় নিকুম্ভ। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৩) দৃঢ়াশ্বের পুত্র প্রমোদ তৎপুত্র হর্য্যশ্ব। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৪) পুলহ ঋষি সন্তান উৎপাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি মহর্ষি অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়াশ্বকে পুত্রত্বে বরণ করেন। সেই জন্য পুলহ সন্তানগণ অগস্ত্য বংশসম্ভূত বলিয়া উক্ত হয়। মৎ-২০২।

দৃঢ়েষু—বরুণদেবের পুরোহিত দৃঢ়েষু, ঋতেষু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও মহর্ষি অত্রির পুত্র স্বারস্বত। তাঁহারা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা অনুশা-১৫০।

দৃঢ়েশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দৃঢ়েষু—মহর্ষি দৃঢ়েষু বরুণদেবের অন্যতম পুরোহিত। মহাভা-অনুশা-১৫০। ঋতেষু দেখ।

দৃঢ়োস্মত—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। অবক্ষি দেখ।

দৃভীক—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে দৃভীক নামে এক অসুর ছিল। ইন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ ২।১৪।৩।

দৃমিচণ্ড—মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

দৃমিচণ্ডেশ্বর— কাশীস্থিত দৃমিচণ্ডেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে, পাপভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

দৃষদ্বত--রাজা দৃষদ্বতের কন্যা বরাঙ্গীকে চন্দ্রবংশীয় নরপতি প্রাচীন্বানের তনয় সংযাতি বিবাহ করেন। সংযাতির তনয় অহংযাতি। মহাভা-আদি-৯৫।

দৃশদ্বতী—(১) হিমালয়ের কন্যা ত্রিলোক বিখ্যাতা দৃশদ্বতী, ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সংহতাশ্বের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রসেনজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের নৃগা, কৃমী, নবা, দর্বী ও দৃশদ্বতী নাম্নী পাঁচ পত্নী ছিল। তন্মধ্যে দৃশদ্বতীর গর্ভে ঔশীনর শিবি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৩) বিশ্বামিত্রের এক পত্নীর নাম ছিল দৃষদ্বতী। তিনি অষ্টককে প্রসব করেন। অষ্টকের পুত্র লৌহি। হরি-হরি-২৭। (৪) কাশীর রাজা দিবোদাসের এক পত্নীর নাম ছিল দৃশদ্বতী। তিনি রাজর্ষি প্রতর্দনের জননী। প্রতর্দনের তনয় বৎস ও ভাগ। হরি-হরি ২৯। (৫) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্তোর্ণ ও বেদবাহু নামে দুই পুত্র এবং দৃশদ্বতা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। (৬) মনুবংশীয় রাজা হর্য্যশ্বের পত্নী দৃশদ্বতী বসুমনাকে প্রসব করেন। বসুমনার পুত্র ত্রিধন্বা। লি ৬৫। (৭) যযাতির অন্যতম পুত্র অনু। এই অনুর বংশীয় মহামনার অন্যতম পুত্র উশীনর। উশীনরের অন্যতমা পত্নী দৃশদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। উশীনর দেখ।

দৃষ্টশর্ম্মা—যদুবংশীয় শফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। অবাহ ও শফল্ক দেখ।

দৃষ্টি—(১) যযাতি বংশীয় ভজমানের পত্নী, নিম্লোচি, কিঙ্কণ ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র প্রসব করেন এবং অন্য

পত্নীতে শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) মহর্ষি মরীচির পত্নী সম্ভূতি হইতে পূর্ণমাস ও মরীচ নামে দুই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫।

দেব—(১) দেব নামে একজন দানব ছিল। তাঁহার পুত্র অপান্তরতমা ঋষি বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। হরি-হরি-২৫৫। যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে দেব একজন পুরাণ প্রকাশক, বেদ বিভাজক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম দেব ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দেবঅস্ত্র—দক্ষপ্রজাপতির ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে কৃশাশ্ব বিবাহ করেন। কৃশাশ্বের তনয় দেবপ্রহরণ ও দেবঅস্ত্র। বিষ্ণু-১ম-১৫।

দেবঋতঞ্জয়—বরাহকল্পের একজন ব্যাস। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

দেবক—(১) অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মাল্যমান নামে এক অসুর ছিল। তাহার পুত্র দেবককে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৮।২০। (২) মহীপতি দেবকের পরমা সুন্দরী যুবতী পারশবী তনয়াকে মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা বিদুর বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিদুরের স্ব-সদৃশ বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১১৪। (৩) যদুবংশীয় অভিজিতের তনয় আহুক, আহুকের পত্নী, কাশীরাজ নন্দিনী হইতে দেবক ও উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামে চারি পুত্র এবং দেবকী, শান্তিদেবী, শ্রীদেবী, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুদেবী নাম্নী সাত কন্যা ছিল। এই সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। (৪) পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী পৌরবীর গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) যযাতি বংশীয় পুনর্ব্বসুর তনয় আহুক ও কন্যা আহুকী। আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাত কন্যা জন্মে। এই সাত কন্যা বসুদেবের স্ত্রী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেবকী—(১) মহীপতি দেবকের সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী নাম্নী সপ্ত কন্যা বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর

অন্যতমা ছিলেন। তন্মধ্যে দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৭। (২) দেবকীর গর্ভে কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দ্দন, ভদ্র, সঙ্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেবকুল্যা—(১) মহর্ষি মরীচির ঔরসে ও কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কলার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পূর্ণিমা হইতে বিশ্বগ ও বিরজ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ভূমার ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা নামে দুই স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে ঋষিকুল্যা উদ্‌গীথকে ও দেবকুল্যা প্রস্তাবকে প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

দেবকূট— পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত দেবযক্ষ নামক যক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথু-১২। অখণ্ড দেখ।

দেবক্ষত্র, দেবক্ষেত্র—(১) যদুবংশীয় রাজা দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় মহাযশস্বী মধু, মধুর পুত্র মরুবসা। ভাগ-৯স্ক-২৪; হরি-হরি-৩৬। (২) জ্যামঘবংশীয় করন্তের তনয় দেবরাত, দেবরাতের আত্মজ দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের পুত্র মধু। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩) চৈদ্যবংশীয় শকুন্তির পুত্র করম্ভ, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র দেবক্ষত্র, তৎপুত্র মধু। অগ্নি-২৭৫।

দেবগুহ— অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণিমনুর সময়ে বিষ্ণুদেব গুহের পত্নী সরস্বতী হইতে সার্ব্বভৌম নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

দেবগ্রহ— মনুষ্যগণ নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় দেবগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহাকে দেবগ্রহ কহে। মহাভা-বন-২২৮।

দেবজনী— যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতামহ ছিলেন। তিনি অনুহ্রাদ দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভদ্রা হইতে তাঁহার মণিবর ও মণিভদ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পূর্ণভদ্র, হৈমরথ, মণিমৎ, নন্দিবর্দ্ধন, কুস্তুম্বুরু, পিশঙ্গাভ, স্থূলকর্ণ, মহাজয়, শ্বেত, বিপুল, পুষ্পবান, ভয়াবহ, পদ্মবর্ণ, সুনেত্র, যক্ষ, বাল, বক্‌, কুমুদ, ক্ষেমক, বর্দ্ধমণি, দম, পদ্মনাথ, বরাঙ্গ, সুবীর, বিজয়, কৃতি, পূর্ণমাস, হিরণ্যাক্ষ ও সুরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। মণিবর দেখ।

দেবজাতি— কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবজান— কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের কশ্যপ বৎসর ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবতাজিৎ— স্বায়ম্ভুবমনুবংশীয় নরপতি সুমতির স্ত্রী বৃদ্ধসেনা হইতে দেবতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাজিতের স্ত্রী আসুরী হইতে দেবদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

দেবজিহ্ব—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডেয় ও মৌদ্‌গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবদত্ত—(১) মনুবংশীয় রাজা উরুশ্রবার পুত্র দেবদত্ত। বিষ্ণু অগ্নিবেশ্য নামে দেবদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত মহর্ষি অগ্নিবেশ্য, কানিন ও জাতুকর্ণ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২। জাতুকর্ণ ও অগ্নিবেশ্য দেখ। (২) ভৃগুবংশীয় দেবদত্ত ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া অপ্সরা প্রম্লোচাকে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য প্রেরণ করেন। দেবদত্ত প্রম্লোচার রূপে মোহিত হন। তাঁহার ঔরসে ও প্রম্লোচার গর্ভে রুরু নামে এক কন্যা জন্মে। পরে দেবদত্ত আবার দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন। বরা-১৪৬। (৩) কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক অনপত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনার্থ মহর্ষি গোভিলকে উদ্গাতা নিযুক্ত করেন। কিন্তু স্বরভঙ্গ হেতু, তাঁহার মন্ত্র বিশুদ্ধ হইতেছিল না। সেজন্য গোভিলকে তিনি তিরস্কার করেন। গোভিল সেই জন্য তাঁহাকে শাপ দেন যে, তাঁহার পুত্র মূর্খ ও কাণ্ডাকাণ্ড বর্জ্জিত হইবে। দেবদত্তের কাতর প্রার্থনায়, তিনি প্রীত হইয়া "মূর্খ পুত্রই পরে জ্ঞানী হইবে" এইকথা বলেন। দেবীভা-৩য়স্ক-১০। (৪) দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের পত্নী অন্যায় কার্য্য করিয়াও রুদ্রশির্ষ তীর্থ মাহাত্ম্যে পাপলিপ্ত হইত না। স্কন্দ-নাগ ৭৮। (৫) যদুবংশীয় দেবরাতের পুত্র দেবদত্ত, দেবদত্তের পুত্র মধু,। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

দেবদর্শ —মহর্ষি সুমন্ত স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করান। কবন্ধ অথর্ব্ববেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে অধ্যয়ন করান। মৌদগ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি ও পিপ্পলাদ ইঁহারা দেবদর্শের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে দেবদর্শের নাম বেদস্পর্শ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

দেবদাস—দেবদাস নামে এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম উত্তমা ও পুত্রের নাম অঙ্গদ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্র হস্তে সংসারের ভার অর্পণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। পদ্ম-উত্ত-২১৬।

দেবদেব—দেবকের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। দেবক দেখ মহাদেবের অন্য নাম। শ্রীমহাভাগ-৬।

দেবদ্যুতি—দেবদ্যুতি নামে এক ব্রাহ্মণ সরস্বতী তীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তপস্যা করিতেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সুমিত্র নামে এক পুত্র প্রদান করেন। পদ্ম-উত্ত-১২৮।

দেবদ্যুম্ন—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় দেবতাজিতের পত্নী আসুরী হইতে দেবদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতি হইতে পরমেষ্ঠী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

দেবন—নরপতি দেবক্ষত্রের পুত্র দেবন, দেবনের পুত্র মধু, মধুর পুত্র মনু প্রভৃতি। বায়ু-৯৫।

দেবনক্ষত্র—যদুবংশীয় দেবক্ষত্রের পুত্র দেবনক্ষত্র, দেবনক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর পুত্র পুরবস। মৎ-৪৪।

দেবনাম—মনুবংশীয় নরপতি হিরণ্যরেতার সপ্ত পুত্রের অন্যতম। হিরণ্যরেতা স্বীয় অধিকৃত কুশদ্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

দেবনায়ক— গোলকের নবনন্দনের অন্যতম। গর্গ গোলক-১৮।

দেবপতি— মহর্ষি দেবপতি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

দেবপ্রভা— দশরথের পত্নী কৌশল্যা, বসুদেবের পত্নী দেবকী এবং হরিব্রতের ভার্য্যা দেবপ্রভা, এই তিন নারী তিন জন্মে যথাক্রমে শার্ঙ্গপানির মাতা হইয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৪২।

দেবপ্রস্থ— ব্রজের একজন গোপ। গর্গ-বৃন্দাবন-১১।

দেবপ্রহরণ— (১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কৃশাশ্ব দুইটীকে বিবাহ করেন। কৃশাশ্বের তনয় দেবপ্রহরণ ও দেবঅস্ত্র। বিষ্ণু-১ম-১৫। (২) মহর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বায়ু-৬৬।

দেবপ্রিয়— পূর্ব্বকালে শিপ্রানদী তীরস্থ অবন্তী নগরে বেদপ্রিয় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দেবপ্রিয়, প্রিয়মেধ, সুবৃত ও সুব্রত নামে বেদোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা ও শিবপূজাপরায়ণ চারি পুত্র ছিলেন। রত্নমাল পর্ব্বতে সেই সময়ে দূষণ নামে এক মহাসুর ছিলেন। তিনি অবন্তীনগর আক্রমণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় মহাদেব মহাকালেশ্বর নামে তথায় এক গর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়া দূষণকে বিনাশ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৬।

দেববতী—(১)গ্রামনী নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা দেববতী, বিদ্যুৎকেশের পুত্র সুকেশকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৫। (২) দৈত্য

কন্দরমালীর কন্যার নাম দেববতী। মহর্ষি ঋতধ্বজের পুত্র জাবালি তাঁহাকে বিবাহ করেন। বাম-৬২—৬৫।

দেববৎ— রুদ্রসাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৫০। রুদ্রসাবর্ণিমনু দেখ।

দেববর্ণিনী—(১) বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী বিশ্রবামুনির অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৭০; লি-৬৩। (২) ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীকে মহর্ষি বিশ্রবণ বিবাহ করেন। তাঁহা হইতে বৈশ্রবণ কুবের উৎপন্ন হন। রামা-উত্ত-৩; সৌর-৩০।

দেববর্দ্ধন— যদুবংশীয় দেবকের অন্যতম পুত্র। ভাগ ৯স্ক-২৪।

দেববর্ম্মা— মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি ইন্দ্রপালিতের পর, দেববর্ম্মা মগধে সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

দেববর্হ— মনুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাহুর সপ্ত পুত্রের অন্যতম। যজ্ঞবাহু স্বীয় অধিকৃত শাল্মলীদ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া স্বীয় সপ্তপুত্রকে এক এক বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

দেববর্হি— শাল্মলীদ্বীপের অধিপতি যজ্ঞবাহুর অন্যতম পুত্র। তিনি শাল্মলী দ্বীপের অন্তর্গত স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

দেববান্— (১) অতি প্রাচীনকালে দেববান্ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয় পিজবন, পিজবনের তনয় প্রসিদ্ধ নরপতি সুদাস। ঋগ-৭।১৮।২২। (২) যদুবংশীয় আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। তন্মধ্যে দেবকের দেববান্ উপদেব, সদেব ও দেবরক্ষিত নামে চারি পুত্র এবং দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭; মৎ-৪৪। (৩) কম্বলবর্হিষের অন্যতম পুত্র দেববান্, দেববানের তনয় অসমৌজা, বীর ও নাসমৌজা এই তিনজন। হরি-হরি-৩৮। (৪) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির অন্যতম পুত্র দেববান্। বিষ্ণু-৩অ-২; ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫)যযাতিবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র অক্রূর, অক্রূরের তনয় দেববান্ ও উপদেব। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৬) যদুবংশীয় দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা প্রভৃতি সাত কন্যা ছিল। ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবক দেখ।

দেববায়ু— ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। ব্রহ্মমেরুসাবর্ণি দেখ।

দেববাহু— (১) রৈবতমনুর সময়ে দেববাহু সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩অ-১। (২) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্তোলী নামে এক পুত্র ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। পুলস্ত্য দেখ।

দেবব্রত— পুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই নাম পরে

ভীষ্ম হয়। ভীষ্ম দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-৯৫। কাশ্মীরদেশে দেবব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা মালিনী যবনদেশবাসী সত্যশীলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-বৈশাখ-২৪।

দেবভাগ—(১) যদুবংশীয় শূরের তনয় দেবভাগ, দেবভাগের পুত্র যশস্বী উদ্ধব। হরি-হরি-৩৪। (২) যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেব-ভাগের পত্নী ও কংসের অন্যতমা ভগিনী কংসার গর্ভে চিত্তকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেবভুজ— উত্তমমনুকে বৎস করিয়া সর্ব্বোত্তম দেবভুজ, পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ শস্য দোহন করেন। বায়ু-৬৩।

দেবভূতি— মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি ভাগবতের তনয় দেবভূতি। তিনিই এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার মন্ত্রী কন্ব তাঁহাকে সংহার করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কন্ব হইতে কন্ববংশ আরম্ভ হয়। ভাগ-১২স্ক-১। দেবভূতির অমাত্য কন্ববংশীয় বসুদেব, বাসনাসক্ত দেবভূতিকে হনন করিয়া, স্বয়ং মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

দেবভূমি— মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি মহাভাগের পুত্র দেবভূমি, দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের তিনিই মগধের শেষ নরপতি। মৎ-২৭২।

দেবমত— মহর্ষি দেবমতকে দেবর্ষি নারদ জীবের জন্মাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্বমে-২৪।

দেবমতি— অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ্য ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবমানি— পূর্ব্বকালে রৈবতদেশে দেবমানি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নানা অব্রাহ্মণোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন। অবশেষে জানন্তি নামক এক ব্রাহ্মণের উপদেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। বৃহন্না-৩৩।

দেবমিত্র— দেবমিত্র মাণ্ডুকেয় মুনির শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরু মাণ্ডুকেয়ের নিকট ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়া নিজ শিষ্য সৌভরী প্রভৃতিকে শিক্ষা প্রদান করেন। ভাগ-১২স্ক-৬।

দেবমিত্রা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা দেবমিত্রা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য রৌদ্রমহালয় স্বীয় অনুচর সুনক্ষত্র, কন্দল, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

দেবমীঢ়— (১) জনকবংশীয় নরপতি

কৃতরথের অপত্য দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের অপত্য বিশ্রুত, বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। ভাগ-৯স্ক-১৩। (২) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, শূরের পুত্র বসুদেব প্রভৃতি। ভাগ ৯স্ক-২৪। হৃদিক দেখ।

দেবমীঢ়ুষ— যদুবংশীয় নরপতি ক্রোষ্টার অন্যতমা পত্নী মাদ্রী হইতে দেবমীঢ়ুষ ও যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ুষের পত্নী অশ্মকী, শূরকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩৪, ৩৮। যদুবংশীয় মহীপতি কৃতবর্ম্মার তনয় দেবমীঢ়ুষ, শতধনু প্রভৃতি। এই দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর, শূরের তনয় বসুদেব প্রভৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শূর দেখ। যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭; বায়ু-৯৬।

দেবযক্ষ—অলকাপুরীতে দেবযক্ষ নামে অতি প্রসিদ্ধ এক যক্ষ ছিলেন। তিনি পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার গন্দ, দন্ত, দেবকূট, মহাগিরি, প্রচণ্ড, খণ্ড, অনন্ত পৃথু নামে আট পুত্র ছিল। তাঁহারা একদা শিবপূজার জন্য মানস সরোবর হইতে পদ্ম পুষ্প আহরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, সেই সকল পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই আঘ্রাত উচ্ছিষ্ট পুষ্প প্রদান জনিত পাপে তাঁহারা তিন জন্ম অসুর যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-মথুরা-১২।

দেবযাজী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দেবযাজী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭।

দেবযান—মহর্ষি দেবযান একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবযানী—অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী। তিনি প্রিয়ব্রতের কন্যা ঊর্জ্জস্বতীর গর্ভে জন্মেন। পূর্ব্বে বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে দেবতারা বার বার পরাজিত হন। অসুরেরা হত হইলে শুক্রাচার্য্য মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র বলে তাঁহাদিগকে জীবিত করিতেন। তাহা দেখিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি স্বীয় পুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট উক্ত মন্ত্র শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। শুক্রাচার্য্য কচকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। সেই সময়ে অসুরগণ কচের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, নানা প্রকারে তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেব-

যানীর জন্য কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। দেবযানী কচের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কচকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কচ প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য দেবযানী তাহাকে শাপ দেন এবং কচও "কোনও ব্রাহ্মণ তোমাকে বিবাহ করিবে না" বলিয়া তাঁহাকে শাপ দেন। দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর প্রিয় সখী ছিলেন। একদা দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা জলে নামিয়া জল ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে ইন্দ্রদেব সেই স্থান দিয়া যাইবার কালে কৌতুক পরবশ হইয়া তীরস্থিত তাঁহাদের বস্ত্র একত্রিত করিয়া দিয়া গেলেন। শর্ম্মিষ্ঠা জল হইতে উঠিয়া, না জানিয়া দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। ইহাতে দেবযানীর সহিত শর্ম্মিষ্ঠার বিবাদ হয়। শর্ম্মিষ্ঠা অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করেন। এমন সময়ে রাজা যযাতি তাহাকে কূপে পতিত দেখিয়া কূপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। শুক্রাচার্য্য দেবযানীর নিকট শর্ম্মিষ্ঠার আচরণ অবগত হইয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বৃষপর্ব্বার আলয় পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বৃষপর্ব্বা ইহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। শুক্রাচার্য্য তাহাকে দেবযানীর সন্তোষ সাধনার্থ প্রেরণ করিলেন। এই স্থির হইল যে, শর্ম্মিষ্ঠা এক সহস্র দাসী সহ দেবযানীর দাসীর কার্য্য করিবে। ইহার কিছুদিন পরে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা সহ কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে মহীপতি যযাতি মৃগয়ার্থ কানন ভ্রমণে পিপাসার্ত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। এবং দেবযানী ও যযাতি উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। যযাতি ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া বিবাহে প্রথমে অসম্মত হন। পরে এই বিবাহে শুক্রাচার্য্যের সম্মতি আছে জানিয়া দেবযানীকে বিবাহ করেন। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতি ভবনে গমন করেন। শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু যযাতি উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৭৬—৮৫। যযাতি দেখ।

দেবরক্ষিত—যদুবংশীয় আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। তন্মধ্যে দেবকের দেববান্, উপদেব, দেবরক্ষিত ও সুদেব নামে চারি পুত্র এবং দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মে। সেই সাত কন্যাই বসুদেবের পত্নী ছিলেন। এবং জ্যেষ্ঠা দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭।

দেবরক্ষিতা—যদুবংশীয় দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বসুদেব দেখ। দেবরক্ষিতা হইতে বসুদেবের গদ প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক ২৪।

দেবরক্ষিতা—যদুবংশীয় আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। তন্মধ্যে দেবকের অন্যতম পুত্র দেবরক্ষিতা। বায়ু-৯৬।

দেবরথ— বিদর্ভবংশীয় করম্ভকের পুত্র দেবরথ, দেবরথের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় দেবন। বায়ু-৯৫।

দেবরাজ— ইন্দ্রের অন্য নাম। রামা-সুন্দ-১১।

দেবরাজেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। দেবরাজ ইন্দ্র এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। যে মানব সমাহিত মনে উক্ত লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে মানব সংসর্গজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৭।

দেবরাত— (১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত। রাজর্ষি জনক ইঁহারই বংশধর। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময়ে মহাদেব একটী ধনুক আকর্ষণপূর্ব্বক দেবতাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য আক্রমণ করেন। দেবতারা ভয় পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার ক্রোধের উপশম হয়। তিনি তখন সেই ধনু দেবতাদিগকে প্রদান করেন। দেবতারা সেই ধনু নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন। এই ধনু ভঙ্গ করিয়া রাম সীতাকে লাভ করেন। রামা-আদি-৬৬। (২) জনকবংশীয় সুকেতুর পুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র মহাবীর। রামা-আদি-৭১। (৩) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি ভরতের তনয় দেবরাত ও দেবশ্রবা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থনদ্বারা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঋগ-৩।২৩।২। (৪) দেবরাতের তনয় সৃঞ্জয়। ঋগ-৪।১৫।৪। (৫) জনকবংশীয় নরপতি দেবরাতের যজ্ঞে বৈশম্পায়নের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বিবাদ উপস্থিত হয়। বৈশম্পায়ন ছিলেন যাজ্ঞবল্কের মাতুল। যজ্ঞের দক্ষিণা লইয়া বিবাদ ছিল। পরে যাজ্ঞবল্ক্য মাতুলকে অর্দ্ধ দক্ষিণা দিতে সম্মত হন। মহাভা-শান্তি-৩১২। (৬) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও দেবরাত ছিল। মহাভা-অনুশা-৪। (৭) দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্র ছিল। দেবরাতের পূর্ব্বনাম ছিল শুনঃশেফ। নরপতি হরিদশ্বের যজ্ঞে তিনি পশুরূপে নিয়োজিত হন। দেবগণ পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্রকে তাঁহার পুত্র শুনঃশেফকে প্রদান করেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনঃশেফ দেবরাত নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-২৭। (৮)

যদুবংশীয় নরপতি করম্ভের তনয় দেবরাত, দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র (অগ্নি-দেবক্ষেত্র)। দেবক্ষত্রের তনয় মধু। হরি-হরি-৩৬; লি-৬৮; অগ্নি-২৭৫। (৯) জনকবংশীয় সুকেতুর পুত্র দেবরাত, দেবরাতের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য্য। ভাগ-৯স্ক-১৩। করম্ভির তনয় দেবরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১০) বিশ্বামিত্রবংশীয় দেবরাত একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

দেবরাতি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি দেবরাতের তনয় দেবরাতি। (অন্য নাম দেবক্ষত্র) দেবরাতির তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবংশক। লি-৬৮।

দেবরারি—মহর্ষি দেবরারি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবর্ষভ—ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা ভানুর গর্ভে দেবর্ষভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দেবল—(১) কশ্যপ গোত্রোৎপন্ন অসিত ও দেবল ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সোমদেবের অর্চ্চনা করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৫।১। (২) দেবল একজন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৭০। (৩) ব্রহ্মার তনয় মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির তনয়, অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যূষ, প্রত্যূষের তনয় দেবল। মহাভা-আদি-৬৬। (৪) অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যূষের তনয় দেবল। দেবলের পুত্র ক্ষমাবান্ ও তপস্বী এবং কন্যা সন্নতি। হরি-হরি-৩। সন্নতিকে পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্ত বিবাহ করেন। হরি-হরি-২৭। (৫) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল দেবল। হরি-হরি-২৭। (৬) কৃশাশ্ব, দক্ষের অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ধীষণা হইতে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৭) বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে মহাদেব ধার্ম্মিক মুনি পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি নামে চারিজন শিষ্য ছিল। লি-২৪। (৮) অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যূষ, প্রত্যূষের অন্যতম তনয় দেবল। দেবলের পুত্র ক্ষমাবান্ ও মনীষী। বিষ্ণু-১ম-১৫; মৎ-৫; শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অগ্নি-১৮। (৯) কশ্যপের অন্যতম তনয় অসিত। আদিত্যের পত্নী একপর্ণা হইতে মহাতপা যোগাচার্য্য দেবল ও সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্ শুচি শ্রীমান শাণ্ডিল্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-১৯। (১০) যদুবংশীয় কৃতব্রহ্মার

তনয় দেবল, দেবলের তনয় শূর, শূরের তনয় বসুদেব। কূর্ম্ম ২৪। (১১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম তনয় অসিত। অসিতের পত্নী একপর্ণা হইতে শাণ্ডিল্য ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (১২) মপুবংশীয় নরপতি সংযম হইতে কৃশাশ্ব ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২। (১৩) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী অপদেবী, বিজয়, রোচমান ও দেবল নামে তিন পুত্র প্রসব করেন মৎ-৪৬। (১৪) কশ্যপ বংশীয় দেবল একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের কশ্যপ, দেবল ও অসিত এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (১৫) বরাহকল্পে যে সমুদয় যোগাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন, দেবল তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। (১৬) কশ্যপের ব্রহ্মবাদী ছয় জন পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—কাশ্যপ, বৎসর, রৈভ্য, বিভ্রম, অসিত ও দেবল। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। (১৭) মহর্ষি কশ্যপের তনয় অসিত, এই অসিতের পত্নী একপর্ণা হইতে দেবল মুনির জন্ম হয়। দেবল শিবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। দেবলের পুত্র শাণ্ডিল্য। সৌর-৩০।

দেবলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী মহাপুণ্যদ শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দেবশর্ম্মা—(১) মহীপতি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বেদজ্ঞ মহর্ষি দেবশর্ম্মা অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। (২) পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রুচি ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র এই রূপবতী রুচির প্রতি অভিলাষী হইলে দেবশর্ম্মার শিষ্য বিপুল তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন। মহাভা-অনুশা-৪০—৪৩। (৩) মগধরাজ জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় উদাপী। উদাপীর পুত্র দেবশর্ম্মা। হরি-হরি-৩২। (৪) পুরাকালে দেবশর্ম্মা নামে এক তপঃপ্রদীপ্ত মুনি ছিলেন। তাঁহার পত্নীকে ইন্দ্র কামনা করায় তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপের ফলে ইন্দ্র কৃষ্ণ হস্তে পরাজিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত হরণে সমর্থ হন। হরি-হরি-১২৯। (৫) মহর্ষি রথীথর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া স্বীয় শিষ্য কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যাপন করেন। বায়ু-৬০। কেতব দেখ।

দেবশিরা—ভৃগুর অন্যতম পুত্র ধাতা। ধাতার তনয় প্রাণ, প্রাণের তনয় দেবশিরা ও রাজবান্ এই দুই জন। বিষ্ণু-১ম-১০।

দেবশ্রব—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের দেবশ্রবা, দেবরাত ও বিশ্বামিত্র এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস।
৮২নং ওয়েষ্ট কমাউট, ইনানন।

দেবশ্রবা—(১) অতি পুরাকালে মহর্ষি ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেবব্রাত ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঋগ-৩।২৩।২। (২) বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল দেবশ্রবা। হরি-হরি-২৭। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা দেবশ্রবা। হরি-হরি-৩৪। (৪) দেবশ্রবার তনয় একলব্য [অন্য নাম শত্রুঘ্ন]। কোন কারণে বন মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় একলব্য নিষাদগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হন। এজন্য তিনি নৈষাদী বলিয়া বিখ্যাত হন। হরি-হরি-৩৪। (৫) যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে দেবশ্রবা, বসুদেব প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেবশ্রবার স্ত্রী ও কংসের অন্যতমা ভগিনী কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৬) দেবশ্রবা, বিশ্বামিত্র বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আদ্য ও মাধুচ্ছন্দস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

দেবশ্রী— রৈবতমনুর সময়ে দেবশ্রী সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

দেবশ্রুত— ব্যাসনন্দন শুকদেবের ঔরসে ও তৎপত্নী পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভুরি ও দেবশ্রুত নামে চারি পুত্র এবং কীর্ত্তি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বিভ্রাজতনয় অনূহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দেবীভা-১স্ক-১৯।

দেবশ্রেষ্ঠ—(১) দ্বাদশমনু রুদ্রসাবর্ণির অন্যতম তনয় দেবশ্রেষ্ঠ। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-৩য়-২। (২) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির দশ পুত্রের অন্যতম দেবশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু-৩য়-২। অদূর দেখ। হরি-হরি-৭। (৩) ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি দেখ। তৃতীয় সাবর্ণিমনুর দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০।

দেবস্পতি— মালবদেশে দেবস্পতি নামে এক ধনবান্, নীতিনিষ্ঠ গোপ ছিলেন। তাঁহার এক সহস্র পত্নী ছিল। তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি বৃন্দাবনে আগমন করিয়া ইহার শোভা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া, তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। দেবাঙ্গনাগণের অংশসম্ভূতা তাঁহার কন্যাগণ মাঘব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন। গর্গ-মাধু-১৩।

দেবসদ— বরাহকল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে মহাদেব আঙ্গিরসবংশে গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। অত্রি, দেবসদ, শ্রবণ ও শ্রবিষ্টক নামে তাঁহার সকল প্রকার যোগে পারদর্শী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

দেবসম্ভূতি—বৈরাজমুনির ভার্য্যার নাম ছিল দেবসম্ভূতি। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান্, বৈরাজের ঔরসে ও দেব-সম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অবতীর্ণ হন। ভাগ-৮স্ক-৫।

দেবসাধ্য—স্বারোচিষ মন্বন্তরের সোমপায়ী ক্রতুসুতগণের অন্যতম দেবসাধ্য ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮; বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দেবসাবর্ণিমনু—(১) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) রুদ্রসাবর্ণির তনয় দেবসাবর্ণি, দেবসাবর্ণির তনয় ইন্দ্রসাবর্ণি, তৎপুত্র বৃষধ্বজ। দেবীভা-৯স্ক-১৫।

দেবসুব্রত— যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণের অন্যতম দেবসুব্রত। সৌর-৩১।

দেবসেন— কুরুর ঔরসে ও মেনকার গর্ভে বাহুর জন্ম হয়। বাহুর চারি পুত্রের অন্যতম সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমুদ। কুমুদের মহাবলশালী পুত্র দেবসেন। তিনি যৌবনাশ্ব মান্ধাতার কন্যা কেশিনীর পাণি পীড়ন করেন। দেবসেন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে গমনপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, দেবসেন বর চাহিলেন, —যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন আমার বংশীয়েরা কাশীর অধিপতি হইবে এবং আপনিও তাবৎকাল আমার বংশীয়দের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন। তাহার ঔরসে ও কেশিনীর গর্ভে তাহাদের সুমনা, বসুদান, ঋতধ্বক, যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী নামে সাত পুত্র জন্মে। পুত্রদের উপর রাজ্য ভার দিয়া, তাঁহারা বিদ্যাধর লোকে গমন করেন। কালিকা-৮৯।

দেবসেনা—(১) প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। দৈত্যসেনা কেশীদানবের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন বলিয়া, কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। কেশী একদিন মানস সরোবরে ভ্রমণ কালে দেবসেনাকে আক্রমণ করেন। দেবসেনা কেশীর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং কেশী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলে ইন্দ্র আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। পরে এই দেবসেনাকে কার্ত্তিকেয় বিবাহ করেন। মহাভা-বন-২২১—৩০। (২) ষষ্ঠীদেবীর অন্য নাম। তিনি কার্ত্তিকেয়ের পত্নী এবং সমস্ত জগতের শিশুদের পালন কর্ত্রী। দেবীভা-৯স্ক-১। (৩) প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ স্বরূপা বলিয়া, কার্ত্তিকেয়ের পত্নীর এক নাম ষষ্ঠী। তিনি দেবসেনা নামেও বিখ্যাতা। দেবীভা-৯স্ক-৪৬।

দেবস্থান—(১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে রাজা যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, মহর্ষি দেবস্থান নানা প্রকার উপদেশ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১, ২০, ২১। (২) মহাত্মা ভীষ্মের শরশয্যায় দেহত্যাগ কালে যে সকল মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৪৭।

দেবস্থানি—মহর্ষি দেবস্থানি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবহন্তা—যজ্ঞবিঘ্নকারী পঞ্চদশ দেবতার অন্যতম দেবহন্তা। তাঁহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করেন। মহাভা-বন-২১৮।

দেবহব্য—মহর্ষি দেবহব্য একজন দেবর্ষি ছিলেন। মহাভা সভা-৭।

দেবহূতি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ও প্রজাপতি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি হইতে বিষ্ণুর অবতার প্রসিদ্ধ কপিল ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নয়টী ভগিনীও ছিল। তাঁহাদের নাম কলা, অনুসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, অরুন্ধতী, খ্যাতি ও শান্তি। ভাগ-২স্ক-৭। কর্দ্দম ঋষির স্ত্রী। ভাগ-৩স্ক-১২। (২) উর্ব্বশী দেবহূতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুরূরবাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা-২। (৩) রাজা তৃণবিন্দুর কন্যার নাম ছিল দেবহূতি। কর্দ্দম মুনির দৃষ্টি মাত্রেই তাহাতে জয়, বিজয় নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। কর্দ্দমের অন্য পত্নীর গর্ভে সাংখ্যাচার্য্য কপিলের জন্ম হয়। পদ্ম-উত্ত-১১০। (৪) মনুর মধ্যমা কন্যা ও কর্দ্দমের পত্নী। শ্রীমহাভা-৩। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মে। বৃহদ্ধ-মধ্য-২।

দেবহোত্র—(১) মহর্ষি দেবহোত্র রাজা উপরিচরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেব সাবর্ণির সময়ে বিষ্ণু দেবহোত্রের পত্নী বৃহতী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) রথানীকের পুত্র বৃতায়ু, বৃতায়ুর তনয় দেবাতিথি, দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ, তৎপুত্র দিলীপ। কল্কি-৩য়-৪।

দেবাতিথি—(১) অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি কণ্বের অন্যতম পুত্র দেবাতিথি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৪।২০। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা অক্রোধনের কলিঙ্গ দেশীয়া পত্নী করম্ভা দেবাতিথি নামে এক পুত্র প্রসব করেন। দেবাতিথি বিদেহ দেশীয়া মর্য্যাদা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং তাঁহার গর্ভে অরিহ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ্য, ঋক্ষ্যের তনয় দিলীপ। ভাগ-৯স্ক-২২।

দেবাধিপ—নিকুম্ভ নামে দানবপতি ভূতলে জন্মিয়া দেবাধিপ নামে বিখ্যাত রাজা হইয়াছিলেন। মহাভা আদি-৬৭।

দেবানন্দ—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা শ্রদ্ধা হইতে কাম জন্ম-

গ্রহণ করেন। কামের পুত্র হর্ষ ও দেবানন্দ। কূর্ম্ম-পু-৮।

দেবানীক—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশীয় ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক, দেবানীকের তনয় অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সুধন্বা। হরি-হরি ১৫। দেবানীকের তনয় হীন, হীনের তনয় পারিযাত্র। ভাগ-৯স্ক-২। (২) ধর্ম্মসাবর্ণির অন্যতম তনয় দেবানীক। (৩) বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্রমেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র দেবানীক। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ।

দেবানুজ— উত্তমমনুর অন্যতম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তমমনু দেখ।

দেবান্ত— লঙ্কা সমরে রামের হস্তে যে সকল রাক্ষসসেনাপতি নিহত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। অগ্নি-১০।

দেবান্তক— রাবণের পুত্র দেবান্তক লঙ্কা সমরে হনুমান হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। রামা-লঙ্কা ৭০।

দেবাপি—(১) মহর্ষি ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি ও শান্তনু ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা নানা দেবতা সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৯৮।১। (২) চন্দ্রবংশে ধৃতরাষ্ট্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নহেন। এই ধৃতরাষ্ট্রের পিতার নাম ছিল জনমেজয় এবং তাঁহারই দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম ছিলেন প্রতীপ। প্রতীপের তনয় দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মোপার্জ্জন বাসনায় প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৪, ৯৫। দেবাপি, দেবগণের উপাধ্যায় ছিলেন। তিনি মহাত্মা চ্যবনের কৃতক পুত্র ও অতিশয় প্রিয় ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (৩) প্রতীপের অন্যতম পুত্র দেবাপি বেদ বিরোধী পাষণ্ড মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া রাজ্য লাভে অসমর্থ হন। দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক কলাপ গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। অশ্মকারী দেখ। দেবাপি প্রদীপের তনয়। কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইয়াও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই। মধ্যম বাহ্লীক পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সমৃদ্ধিশালী মাতুলবংশ আশ্রয় করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শান্তনু রাজা হন। মহাভা-উদ্‌.১৩৭।

দেবাবৃধ—(১) প্রাচীনকালের একজন রাজার নাম দেবাবৃধ ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণ শলাকা সংযুক্ত ছত্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। (২) জ্যামঘবংশীয় সত্বানের অন্যতম পুত্র দেবাবৃধ। বিধিবৎ যজ্ঞকর্ত্তা রাজা দেবাবৃধ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভার্থ পর্ণাশানদীর তীরে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। পর্ণাশানদী স্বয়ং কুমারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার

সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। পর্ণাশার গর্ভে দেবাবৃধের বভ্রু নামক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। দেবাবৃধ ও বভ্রু হইতে ষট-ষষ্টাধিক সপ্তসহস্র (৭০৬৬) পুরুষ যুদ্ধে মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হরি-হরি-৩৭। (৩) যযাতিবংশীয় সাত্বতের সপ্তপুত্রের অন্যতম দেবাবৃধ, তৎপুত্র বভ্রু। বভ্রু মুনিদের শ্রেষ্ঠ ও দেবাবৃধ দেবতার সমান ছিলেন। ভাগ-৯স্ক ২৪। (৪) যদুবংশীয় নরপতি সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা, অন্ধক, ভজমান, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। কঠোর তপস্যার ফলে দেবাবৃধ বভ্রু নামে এক ধার্ম্মিক রূপগুণ সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানরত পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। চন্দ্রবংশীয় দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র (অন্য নাম দেবরাতি), দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবংশক। লি-৬৮।

দেবায়ত— স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবায়ত তুষিত দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষমনু দেখ।

দেবার্হ—যদুবংশীয় ভোজের পুত্র হৃদিক, হৃদিকের অন্যতম পুত্র দেবার্হ, তৎপুত্র কম্বলবর্হি। অগ্নি-২৭৫।

দেবাষ্টক—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু ৪র্থ-৭।

দেবিকা— গোবাসন রাজার কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বরে লাভ করেন। তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের যৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫।

দেবী— লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা দেবী ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

দেবীদ্বার— বেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা অগ্নির অন্য নাম দেবীদ্বার। ঋগ-১।১৩।৬।

দেবেন্দ্র— ইন্দ্রের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

দেবেশ— বিষ্ণুর অন্য নাম। বৃহন্না ২।

দেয়— বিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অন্যতম দেয়। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ দেখ।

দেহ— বিংশতি সংখ্যক অমিতাভ দেবগণের অন্যতম দেহ। বায়ু-১০০। অমিতাভ দেখ।

দেহালিবিনায়ক— কাশীতে প্রবেশকালে দেহালিবিনায়ককে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে ঘৃতাক্ত সিন্দুরদ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিলে, তিনি ভক্তদিগকে মহা মহা উপসর্গের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭।

দৈতা— উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম দৈত্য। বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

দৈত্যদ্বীপ— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। মহাভা-উদ্-১০০।

দৈত্যতাপিনী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

দৈত্যসেনা— প্রজাপতির কন্যা দৈত্যসেনা ও দেবসেনা। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য মানস সরোবরে সমাগত হইতেন। সেই সময় কেশী দানবও তথায় আসিতেন। দৈত্যসেনা কেশী দানবের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন বলিয়া, কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। মহাভা, বন-২২২।

দৈত্যহনী— ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

দৈত্যহা— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দৈত্যান্তক— শিবের অন্যতম অনুচর দৈত্যান্তক শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টিকোটি গণ পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

দোতন—অতি পুরাকালে দোতন নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে বেতসু, দশোনি, তুতুজি, তুগ্র ও ইভ নামে কতিপয় অনার্য্য রাজাও ছিলেন। ইন্দ্র এই সকল অনার্য্য রাজাকে নরপতি দোতনের নিকট, মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

দোষ— ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে দোষ জন্মগ্রহণ করেন। দোষের পত্নী শর্ব্বরী শিশুমারকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দোষা— স্বায়ম্ভুবমনুবংশীয় ধ্রুবের অন্যতম পুত্র বৎসর, বৎসরের অন্যতম তনয় পুষ্পার্ণ। পুষ্পার্ণের দোষা ও প্রভা নাম্নী দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে দোষা হইতে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট নামে তিন পুত্র এবং প্রভা হইতে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও স্বায়ং নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩।

দৌহৃদ— দানবপতি দৌহৃদ, রাজা বলির খুব অনুগত ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

দ্বাদশঅপ্সরা— ঋতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, রম্ভা ও তিলোত্তমা এই দ্বাদশঅপ্সরা নৃত্যগীতদ্বারা সূর্যকে পরিতুষ্ট করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১।

দ্বাদশআদিত্য—(১) ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, অংশ, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশ-আদিত্য। লি-৫৫, ৬৩। (২) ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, অংশ, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশআদিত্য। বিষ্ণু-১ম-১৫; বাম-২। তাঁহারা কশ্যপ পত্নী অদিতির পুত্র বলিয়া আদিত্য নামেও খ্যাত। কাশীতে লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রৌপদাদিত্য, ময়ুখাদিত্য, অরুণাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য ও যমাদিত্য এই দ্বাদশআদিত্য, বর্ত্তমান

থাকিয়া সর্ব্বদা কাশীকে রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।

দ্বাদশগন্ধর্ব্ব— তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বসুরুচি, বর্চ্চাবসু, চিত্রসেন, উর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র, ও সূর্য্যবর্চ্চা এই দ্বাদশগন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১।

দ্বাদশগ্রামিণী, দ্বাদশগ্রামণী— রথকৃৎ, রথৌজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন্, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, তার্ক্ষ্য, অরিষ্ট-নেমী, কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ, এই দ্বাদশ গ্রামণী সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অরিষ্টনেমী দেখ।

দ্বাদশদক্ষকন্যা— প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা, অমৃতা, তীব্রা, দক্ষা, অরুণা, বিশ্বা, ধারা, পালা ও বর্চ্চসী এই দ্বাদশদক্ষকন্যা দ্বাদশ আদিত্যের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

দ্বাদশনাগগণ— বাসুকী, তক্ষক, কঙ্কনীল, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশনাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। বিতল নামক পাতাল প্রদেশে ইহারা সকলে বাস করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১

দ্বাদশভুজ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশভুজ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

দ্বাদশযামদেব— স্বায়ম্ভুবমনুর ত্রয়ত্রিংশৎ সংখক পুত্র ছন্দোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে যদু, যযাতি, দীধর, স্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশজন যামদেবগণ বলিয়া কথিত। বায়ু-৩১; মৎ-৯; হরি-হরি-৭।

দ্বাদশসাধ্যগণ— মন, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব ও বিভু ইঁহারা দ্বাদশ সাধ্যগণ নামে পরিচিত। বায়ু-৬৬।

দ্বাদশাক্ষ— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

দ্বাদশাত্মা— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দ্বাপর— দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-২২।

দ্বারকেশ, দ্বারকেশ্বর— দ্বারকায় গমন করিয়া দ্বারকেশ কৃষ্ণের পূজা অর্চ্চনায় অশেষ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-৩৫।

দ্বারবতী— যদুবংশীয় সত্যজিতের

অন্যতম তনয় ভঙ্কার। ভঙ্কারের পত্নী দ্বারবতী তিনটী রূপবতী কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৯৬।

দ্বারবত্যা— লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা দ্বারবত্যা ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

দ্বারবাসিনী— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকর্তৃক ধর্ম্মারণ্যে গোত্ররক্ষিনী বহু শক্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দ্বারবাসিনী অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্মারণ্য-১৬

দ্বারবিনায়ক—কাশীস্থিত দ্বারবিনায়ক গণেশ মহাদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

দ্বারভট্টারিকা— মাণ্ডব্য সগোত্রদিগের গোত্রদেবী দ্বারভট্টারিকা। তাঁহাদের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষের প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্মা-২১।

দ্বারেশ্বর— কাশীস্থিত কহোলেশ্বর শিবলিঙ্গের সম্মুখে দ্বারেশ্বরলিঙ্গ ও দ্বারেশ্বরী মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দ্বারেশ্বরী— দ্বারেশ্বর দেখ।

দ্বিক্— একজন কুলাষ্টক ঋষি। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

দ্বিচক্র— একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

দ্বিজ— দৈত্যপতি মহিষাসুরের তনয় রক্তাক্ষ। এই রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি দ্বিজ ছিলেন। তাঁহাকে দেবী পার্ব্বতী বিনাশ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮।

দ্বিজামীঢ়— পুরুবংশীয় নরপতি হস্তী কর্তৃক হস্তিনাপুরী নির্ম্মিত হয়। এই হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিজামীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। এই দ্বিজামীঢ় বা দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর। যবীনরের পুত্র ধৃতিমান্। বায়ু ৯৯। হরি-হরি-২০।

দ্বিজিহ্ব— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

দ্বিত— মহর্ষি অত্রির পুত্র দ্বিত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।১৮।১। উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রির তনয় ভগবান্ সারস্বত এই মহাত্মা মহর্ষিগণ পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮।

দ্বিতুণ্ড— কাশীস্থিত দ্বিতুণ্ড নামক গণপতিকে দর্শনমাত্রে নর সর্ব্বতোমুখী শ্রী প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

দ্বিধাগতি— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯ খসা দেখ।

দ্বিবিদ—(১) সহদেব দিগ্বিজয় কালে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অধিপতি দ্বিবিদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। কিন্তু যুদ্ধে দ্বিবিদই জয়লাভ করেন। অবশেষে

দ্বিবিদ স্ব-ইচ্ছায় সহদেবকে ধন রত্ন দিয়া স্বদেশ হইতে বিদায় দান করেন। মহাভা-সভা-৩০। (২) দ্বিবিধ নামক এক অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৭৭। (৩) মৈন্দ নামক বানর দলপতির ভ্রাতা দ্বিবিধ সুগ্রীবের মন্ত্রী ও নরকাসুরের বন্ধু ছিলেন। নরকাসুরের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিবিদ গোকুলের গ্রাম নগরাদি অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করেন। একদিন বলরাম মদ্য পানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণ সহ ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে দ্বিবিদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করেন। সেজন্য বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন। ভাগ-১০স্ক ৬৭; বিষ্ণু-৫ম-৩৬।

দ্বিবিলক—মগধের অন্ধ বংশীয় লম্বোদরের পুত্র দ্বিবিলক, দ্বিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র পটুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

দ্বিমীঢ়—(১) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীর ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি-২০। (২) মহীপতি সহোত্রের তনয় বৃহৎ, বৃহতের তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন জন। হরি-হরি-৩২। (৩) হস্তীর অন্যতম পুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের তনয় যবীনর, যবীনরের তনয় কৃতিমান্। ভাগ-৯স্ক-২১। দ্বিজামীঢ় দেখ।

দ্বিমূর্দ্ধ—সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে দ্বিমূর্দ্ধ অসুর পক্ষে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০।

দ্বিমূর্দ্ধা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনুর গর্ভে দ্বিমূর্দ্ধা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; মৎ-৬; বিষ্ণু-১ম-২১; ভাগ-৬স্ক-৬। (২) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৩) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে দৈত্যপতি দ্বিমূর্দ্ধার সহিত পবনদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৯।

দ্বিরদপাবন—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, দ্বিরদপাবন তীর্থ, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর রোণ্ডিসিণ্ডি ও পোষভেণ্ডীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

দ্বিরষ্টমূর্দ্ধা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

দ্বিষ—একজন কুলাষ্টক ঋষি। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

দ্বীপি—কশ্যপের পত্নীক্রোধার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা শার্দ্দূলী হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৬৬।

দ্বৈপায়ন—(১) মহর্ষি ব্যাসদেবের অন্য নাম দ্বৈপায়ন। তিনি যমুনার কোনও দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, দ্বৈপায়ন নামে অভিহিত হন। মহাভা-আদি-৬৩; বরা-১৭৫; মৎ-২০১। (২) বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে পরাশর

নন্দন ব্যাস দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেবের ষষ্ঠাংশভূত শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব হইতে, বাসুদেব নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন। লি-২৪। (৩) বরাহকল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণু, পরাশর মুনির ঔরসে দ্বৈপায়ন নামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

দ্বৈরথ—স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার উদ্ভিদ, বেণুমান, দ্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক একটী বর্ষ আছে। লি-৪৬; অগ্নি-১১৯।

দ্ব্যক্ষ—নরপতি পশুপালের গৃহীত পুত্র মহৎ, মহতের (ত্রিবর্ণের) পুত্র অহং। তাঁহার কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞান-প্রদ মনোহর একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতুরক্ষ, পঞ্চাক্ষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দস্যু হইয়া উঠিল। পরে রাজা তাঁহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। বরা-৫২।

দ্ব্যাক্ষেয়—মহর্ষি দ্ব্যাক্ষেয় অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দ্যাবা-পৃথিবী—ঋগ্বেদে দ্যৌ ও পৃথিবীকে দ্যাবা-পৃথিবী বলিয়া অনেক স্থলে স্তুতি করা হইয়াছে। ঋগ-৭।৫৩।১।

দ্যু—অষ্টবসুর অন্যতম ছিলেন দ্যু। তিনি স্ত্রীর প্ররোচনায় বশিষ্ঠের হোমধেনু সুরভীকে হরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হন। এবং রাজা শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে দেবব্রত ও ও পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। শান্তনু ও ভীষ্ম দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-৯৯।

দ্যুতান—মরুৎগণের পুত্র মহর্ষি দ্যুতান ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৬।১।

দ্যুতি—(১) সুতপা নামক দেবগণের অন্যতম দ্যুতি। বায়ু-১০০। সুতপা দেখ। (২) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম দ্যুতি ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্রসাবর্ণি মনু দেখ। (৩) তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৮। তামস মনু দেখ। (৪) বশিষ্ঠের তনয় দ্যুতি। রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৫) সিনীবালী, দ্যুতি, কুহু, পুষ্টি, প্রভা প্রভৃতি দেবগণ, যজ্ঞান্তে সোমদেবকে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৫। দ্যুতি বিভাবসুর পত্নী ছিলেন। অগ্নি-২৭৪।

দ্যুতিমৎ—যক্ষপতি মনিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মনিভদ্র দেখ।

দ্যুতিমন্ত—ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রীদেবী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ

করেন। তন্মধ্যে বিধাতার পত্নী আয়তি হইতে পাণ্ডু ও ধাতার পত্নী নিয়তি হইতে মৃকণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডু পত্নী পুণ্ডরীকার গর্ভে দ্যুতিমান্ জন্মগ্রহণ করেন। দ্যুতিমানের পুত্র দ্যুতিমন্ত ও সৃজবান্। ব্রহ্মাণ্ড-২৯।

দ্যুতিমান— (১) শাল্বদেশের অধিপতি মদিরাশ্বের তনয় দ্যুতিমান মহর্ষি ঋচীককে পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-২৫৩। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম দ্যুতিমান। হরি-হরি-৭। (৩) প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান, আঙ্গিরস দ্যুতিমান, বশিষ্ঠনন্দনসবন, আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি হরি-৭। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৪) দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে দ্যুতিমান অন্যতম ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে দ্যুতিমান, আগ্নীধ্র, প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি হন। লি-৪৬। (৬) দ্যুতিমান হইতে কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪। (৭) যদুবংশীয় চেদির পুত্র দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের পুত্র বপুষ্মান, বপুষ্মানের পুত্র বৃহন্মেধা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৮) দ্যুতিমানের পুত্র সুবীর। মহাভা-অনুশা-২।

দ্যুমৎসেন—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। দৈববশে তিনি চক্ষুহীন হন। শত্রুরা তাঁহার সেই অবস্থায়, তাঁহার রাজ্য হরণ করেন। তিনি স্ত্রীশৈব্যা ও বালক পুত্র সত্যবানের সহিত অরণ্য আশ্রয় করেন। অশ্বপতি রাজার কন্যা সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহ করেন। সত্যবান অকালে গতায়ু হইলে সাবিত্রী যমরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন, এবং দ্যুমৎসেন চক্ষুলাভ করত পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত হন। মহাভা-বন-২৯১-৯৭। সাবিত্রী দেখ।

দ্যুমান—(১) আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশে দিবোদাসের ঔরসে দ্যুমানের জন্ম হয়। দ্যুমানের তনয় অলর্ক প্রভৃতি। এই দ্যুমান প্রর্ত্তিন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) সৌভপতি শাল্বের অমাত্য দ্যুমান। শাল্ব যখন দ্বারকা আক্রমণ করেন। তখন তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৭৬। (৩) বশিষ্ঠ পত্নী ঊর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু ও দ্যুমান প্রভৃতি জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) ধ্রুবের বংশীয় মনুর স্ত্রী নড়্বলা হইতে দ্যুমান প্রভৃতি জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩।

দ্যুমৎসেন—মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সমের তনয় দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের তনয় সুমতি, সুমতির তনয় সুবল। ভাগ-৯স্ক-২২।

দ্যুম্ন— মহর্ষি অত্রির অন্যতম পুত্র দ্যুম্ন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৩।১।

দ্যুম্নিক—মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম তনয় দ্যুম্নিক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৮৭।১।

দ্যুম্নী— শিনির বংশীয় যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় দ্যুম্নী, দ্যুম্নীর তনয় যুগন্ধর। মৎ-৪৫।

দ্যৌ—(১) প্রাচীন আর্য্যদের আকাশ দেবতা দ্যৌ। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে সকল দেবের পিতা মাতা স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে দ্যাবা পৃথিবী এই যুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋক্-১।২২।১৩। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে সূর্য্য ব্রহ্মার দক্ষিণলোচন হইতে প্রাদুর্ভূত হন। সূর্য্যের পত্নী দ্যৌ ও নিক্ষুভা। তাঁহারা ত্বষ্টার কন্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

দ্রংষ্ট—একজন রাক্ষস সেনাপতি, তিনি লঙ্কা সমরে বানর সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯০।

দ্রব—বরাহ কল্পের ষষ্ঠ দ্বাপরে মহাদেব লোকাক্ষি নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে সুধামা, বিরাজ, শঙ্খপা ও দ্রব নামে তাঁহার যোগপরায়ণ চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মাণ্ড ২৩।

দ্রবন্তী—জ্যামঘ বংশীয় কুরুবশের পুত্র পুরুহোত্র। বিদর্ভরাজ নন্দিনী দ্রবন্তী হইতে পুরুহোত্রের অংশু নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

দ্রবরস—হৈহয় বংশীয় দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় দ্রবরস, দ্রবরসের পুত্র পুরুহূত, তৎপুত্র জন্তু। অগ্নি-২৭৫।

দ্রবিক—একজন গন্ধর্ব্ব রাজ। তাঁহার কন্যা অংশুমতি ধর্ম্মগুপের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম উত্ত ২৭। অংশুমালী দেখ।

দ্রবিড়— স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও দ্রবিড় প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। অবশিষ্ট একাশি জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪।

দ্রবিড়া—নরপতি তৃণবিন্দুর কন্যা দ্রবিড়া, দ্রবিড়ার পুত্র বিশ্রবা। বায়ু-৮৬।

দ্রবিণ, দ্রবীণ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধর, ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। মহাভা-আদি-৬৬; মৎ-৫। (২) রাজা পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু তাঁহাকে উত্তর

দিকের আধিপত্য প্রদান করেন। ভাগ-৪স্ক-২২। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবিণ, বসুমান ও ক্রতু নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২২। (৪) অষ্টবসুর অন্যতম ধর। ধরের পত্নী মনোরমা হইতে দ্রবিণ, হব্যবহ, শিশির রমণ ও প্রাণ নামে পঞ্চ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৫ ; হরি-হরি-৩।

দ্রবিণক—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা, বসু হইতে দ্রোণ, অর্ক, অগ্নি, প্রভৃতি অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগ্নির স্ত্রী ধারা হইতে স্কন্দ, দ্রবিণক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দ্রবিণোদা— অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-১।১৫।৯।

দ্রব্বী—হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের স্ত্রী দ্রব্বী বিরোচনকে প্রসব করেন। বিরোচনের তনয় প্রসিদ্ধ বলি। ভাগ-৬স্ক-১৮।

দ্রাক্ষারামেশ্বর— দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে দ্রাক্ষারামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭।

দ্রাবিড়— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-২৬।

দ্রুঘু—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে দ্রুঘু নামে একজন অনার্য্য দলপতি ছিলেন। কন্বের পুত্র প্রগাথ, অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা দ্রুঘু, অনু, তুর্ব্বশু ও যদুর নিকট গমন না করিয়া আমার নিকট গমন কর। ঋগ-৮।১০।৫।

দ্রুতিমান—অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-১।১৪২।৩।

দ্রুপদ—পাঞ্চাল দেশের অধিপতি পৃষতের পুত্র দ্রুপদ। নরপতি পৃষত ভরদ্বাজ মুনির সখা ছিলেন। দ্রুপদ বাল্যকালে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণের সহিত খেলা করিতেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে সখ্যতাও জন্মে। কালক্রমে পৃষৎ পরলোক গমন করিলে, দ্রুপদ রাজা হন। এদিকে ভরদ্বাজের পরলোক গমনের পর দ্রোণাচার্য্য পিতার আশ্রমে থাকিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপিকে বিবাহ করিলেন। কৃপির গর্ভে অশ্বথামা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্র লাভের পর, একদিন সখা দ্রুপদের ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"রাজন্! আমি তোমার সখা।" দ্রুপদ তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরে

দ্রোণ কুরু, পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়া গুরু দক্ষিণা স্বরূপ অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করাইয়া, তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দ্রোণ সেই অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। ক্রপদ বিষণ্ণ মনে গঙ্গার উপকূলে জনপদ সম্পন্ন মাকন্দী নগরী ও কাম্পিল্য পুরী শাসন করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর উত্তর তীরস্থ জনপদ দ্রোণাচার্য্যের রহিল। তাঁহার রাজধানী হইল অহিচ্ছত্রা নগরী। ক্রপদও ইহা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি দ্বারা দ্রোণের নিধনকারী এক পুত্রের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন। তাহা হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র ও কৃষ্ণা নাম্নী কন্যার উদ্ভব হইল। এই কৃষ্ণাই পরে দ্রৌপদী ও যাজ্ঞসেনী নামে খ্যাত হন। ক্রপদের অন্য নাম যজ্ঞসেন ছিল। তাঁহার শিখণ্ডী নামে অন্য এক পুত্রও ছিল। দ্রৌপদীকে পাণ্ডবেরা বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ক্রপদ দ্রোণ হস্তে নিহত হন। এবং দ্রোণ পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। মহাভারত। দ্রোণাচার্য্য ও দ্রৌপদী দেখ।

ম—(১) কশ্যপ পত্নী দিতির গর্ভজাত শিবি নামক পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ ক্রম নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৭। তিনি কিম্পুরুষের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-সভা-৩৬। জরাসন্ধের পক্ষ হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১। (২) এই ক্রমের নিকট ভীষ্মকের তনয় রুক্মী অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১১৬। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, ক্রম প্রভৃতি দশ পুত্র ও চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

ক্রমসেন—কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষীয় মহাবীর ক্রমসেন ক্রপদ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৭১।

ক্রমদ—মহর্ষি ক্রমদ, মৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভপূর্ব্বক বেদবিদাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭।

ক্রমিল—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের শত পুত্রের অন্যতম ক্রমিল। তিনি দিগম্বর ও আত্ম বিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১স্ক-২।

ক্রহ—ধর্ম্মকন্যা সুনৃতা নরপতি উত্তানপাদের পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে ক্রহ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬২। সুনৃতা দেখ।

ক্রহ্য—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে শ্রুত, কবশ, বৃদ্ধ ও ক্রহ্য নামে কতিপয় অনার্য্য দলপতি ছিল। ইন্দ্র তাহা

দিগকে আনুপূর্ব্বরূপে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন ঋগ-৭।১৮।১২।

দ্রুহ্যু—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। দ্রুহ্যু ও অনু যযাতির জরা গ্রহণে অস্বীকৃত হন। মহাভা-আদি-৮০। (২) পুরু-বংশীয় নরপতি মতিনারের পুত্রের নামও দ্রুহ্যু ছিল। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র দ্রুহ্যুকে পূর্ব্বদিকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। দ্রুহ্যুর তনয় বভ্রু ও সেতু, সেতুর তনয় অঙ্গার। হরি-হরি-৩২। (৪) দ্রুহ্যুর তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় সেতু, সেতুর তনয় আরব্ধ, আরব্ধের তনয় গান্ধার। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৫) দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু, তৎপুত্র সেতু, সেতুর তনয় আরদ্বান্। বিষ্ণু-৪র্থ-২৬।

দ্রোণ— (১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বস্তু ও বিভাবসু নামে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দ্রোণের পত্নী অভিমতী হইতে হর্ষ, শোক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) মহর্ষি মন্দপাল নামে এক তপপরায়ণ বেদপারগ ঋষি ছিলেন। তিনি জরিতা নাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে জরিতারি, সারিসৃক্ক, স্তম্ভমিত্র ও দ্রোণ নামে চারি তনয় উৎপাদন করেন। খাণ্ডববন দহনকালে অগ্নি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪। মহর্ষি দ্রোণ স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষমনু দেখ।

দ্রোণাচার্য্য— মহর্ষি ভরদ্বাজের ঘৃতাচী অপ্সরা দর্শনে রেতঃস্খলন হয়। সেই রেতঃ, তিনি এক দ্রোণে (কলসীতে) রক্ষা করেন এবং তাহা হইতে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্রোণ হইতে জন্ম বলিয়া তিনি দ্রোণ নামেই খ্যাত হন। মহর্ষি অগ্নিবেশ্য ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। ভরদ্বাজ এক সময়ে তাঁহাকে এক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়াছিলেন এক্ষণে অগ্নিবেশ সেই অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে দিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে বেদবেদাঙ্গ সমস্ত অধ্যয়ন করিলেন। পৃষত নামে নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন। তাঁহার দ্রুপদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে আগমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিছুকাল পরে পৃষত পরলোক গমন করিলে, মহাবাহু দ্রুপদ সমুদয় উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও ইতিমধ্যে স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা দ্রোণ পৈত্রিক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। ধর্ম্মপরায়ণা কৃপী অশ্বত্থামাকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি-১৩০। এই সময়ে মহাত্মা জমদগ্নি নন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরশু-রাম তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। দ্রোণ এই সমুদয় লাভ করিয়া পরম প্রীত মনে প্রিয়সখা দ্রুপদ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"রাজন্! আমি তোমার সখা"! দ্রুপদ ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার মত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতির সহিত তোমার মত শ্রীহীন নির্ধন লোকের কিছুতেই বন্ধুত্ব হইতে পারেনা"। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদের এই কটুক্তি শ্রবণে অতিমাত্র মর্ম্মপীড়িত হইয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং হস্তিনানগরে স্বীয় শ্যালক কৃপাচার্য্যভবনে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে কৌরব ও পাণ্ডবদের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার জন্য সুরম্য বাসগৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অস্ত্র শিক্ষার্থ সকলে সমবেত হইলে দ্রোণ বলিলেন,—"শিক্ষা সমাপনান্তে আমার এক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে"। এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনাদি সকলেই নীরব রহিলেন, কেবল অর্জ্জুন বলিলেন—"যতই কষ্টকর হওক আমি, আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব"। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপাত করিলেন। কিছুকাল পরে অস্ত্রশস্ত্রে সকলেই কৃতবিদ্য হইলেন। তাঁহাদের শিক্ষার পরীক্ষাও হইয়া গেল। তখন দ্রোণ ছাত্রদিগকে বলিলেন,—"তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর। ইহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা হইবে"। এই কথা শুনিয়া কৌরব পাণ্ডব সকলেই যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, কিন্তু অন্য সকলেই পরাস্ত হইলেন। কেবল অর্জ্জুন সর্ব্বশেষে কঠোর যুদ্ধে দ্রুপদকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার সচিবকে গ্রহণপূর্ব্বক দ্রোণকে উপহার দিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে হৃতসর্ব্বস্ব, ভগ্নদর্প ও বশতাপন্ন দেখিয়া কহিলেন,—"আমরা ব্রাহ্মণ, তোমার প্রাণনাশ করিব না। কিন্তু সমুদয় রাজ্য ফিরাইয়া দিব না। ভাগীরথীর দক্ষিণকুল তোমার, উত্তরকুল আমার রহিল"। এইভাবে দ্রুপদের সহিত সখ্য স্থাপিত হইল। পরে ভারত যুদ্ধে দ্রোণ হস্তেই দ্রুপদ নিহত হন এবং দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হন। ভারত যুদ্ধে দ্রোণ পাঁচ দিন যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী

হন। সেই সময় তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর ছিল। মহাভা-দ্রো-১৯৩।

দ্রোণেশ—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ পূজায় ফলে দ্রোণাচার্য্য পুনরায় জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫।

দ্রোহণ—বলবান্ যোগমায়িক দ্রোহণ নামে এক অসুর রসাতলে অবস্থান করিতেন। তিনি একবার সসৈন্যে কুশস্থলী নগরী আক্রমণ করেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে কপাল পাতিত করিয়া সংহার করেন। স্কন্দ-আব-অব-৬।

দ্রোণায়ন—মহর্ষি দ্রোণায়ন একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বধ্রশ্ব ও দিবোদাস এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

দ্রৌণি— দ্রোণের তনয় অশ্বত্থামার অন্যনাম। মহাভা।

দ্রৌপদাদিত্য— কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী পূ-৪৬।

দ্রৌপদী—পাঞ্চাল দেশে পৃষত নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই পুত্র দ্রুপদ। দ্রুপদের আর এক নাম ছিল যজ্ঞসেন। এই দ্রুপদের সহিত ভরদ্বাজ তনয় দ্রোণাচার্য্যের বাল্যকালে খুব প্রণয় ছিল। দ্রুপদ পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হইয়া বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার বাল্যবন্ধু দ্রোণাচার্য্যকে "তুমি আমার বন্ধু নও, রাজার সহিত দরিদ্রের বন্ধুত্ব সম্ভব নহে" ইত্যাদি গর্ব্বিত বাক্যে অপমানিত করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। পাণ্ডবদের সাহায্যে তিনি দ্রুপদকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রুপদ সেই অপমানের প্রতিকার করিবার জন্য যাজ ও উপযাজ নামক দুই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা দ্রোণঘাতি পুত্র লাভার্থ এক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞের ফলে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র ও কৃষ্ণা নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন। কৃষ্ণাই দ্রৌপদী ও যাজ্ঞসেনী নামে সাধারণতঃ অভিহিতা হইতেন। এই দ্রৌপদী যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার পিতা দ্রুপদ তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। আকাশে একটী ঘূর্ণায়মান চক্রমধ্যে একটী কৃত্রিম মৎস্য স্থাপন করিলেন। এবং কুণ্ড মধ্যস্থ জলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চক্র মধ্যস্থ মৎস্য বিদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া প্রচার করিলেন। যিনি এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। নানা দেশ হইতে রাজকুমারেরা আসিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া মাতার আদেশে দ্রৌপদীকে বিবাহ

করেন। মহাভা-আদি-১৬৭—১৯৮। পাণ্ডবেরা খাণ্ডব প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে শ্রুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানিক ও সহদেব হইতে শ্রুতসেন নামক পঞ্চ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন। এদিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতি পাণ্ডবদের উন্নতি দর্শনে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া, দ্যুতক্রীড়ার আয়োজন করেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারাইলেন। দুর্য্যোধনেরা সেই সময়ে দ্রৌপদীর যথেষ্ট অপমান করেন। সভামধ্যে পাষণ্ড ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে অকৃতকার্য্য হন। মহাভা সভা-৬৬। অবশেষে পাণ্ডব-দের সঙ্গে দ্রৌপদী বনে গমন করেন। এবং তাঁহাদের সঙ্গে বনবাস ক্লেশ সহ্য করেন। এই সময়ে একদিন দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অনুপ-স্থিতির সুযোগে দ্রৌপদীকে হরণপূর্ব্বক নূতন পথে প্রস্থান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পথে ভীমের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ভীম দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিয়া জয়দ্রথকে বন্ধনপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মহাভা-বন-২৬৭। ইহার পরে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে তাঁহাদের অজ্ঞাত বাসের সময় উপস্থিত হইল। বিরাট রাজ ভবনে সকলেই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিরাটের শ্যালক কীচক একদিন দ্রৌপদীর অপমান করিলে, ভীম তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। মহাভা-বিরাট-১৪—২৪। বনবাস অন্তে আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে দ্রৌণি অশ্বত্থামা একদিন পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকেই নিদ্রিত অবস্থায় সংহার করেন। মহাভা সৌপ্তিক-৮। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাব-সানে কিছুকাল দ্রৌপদী সুখে যাপন করিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহাদের সঙ্গিনী হন। কিন্তু হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রথমেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহাভা-স্বর্গ।

ধ

ধন—প্রভাস ক্ষেত্রে এক শিবভক্ত ধন নামক বণিক বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও অতিশয় শিবভক্তি পরায়ণা ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৪৮।

ধনক—(১) যযাতিবংশীয় ভদ্রসেনের দুর্দ্দম ও ধনক নামে দুই তনয় ছিল। তন্মধ্যে ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা নামে চারি তনয় জন্মিয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের তনয় ধনক তৎপুত্র কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা। বিষ্ণু ৪র্থ ১১।

ধনকপিবান্—পুলহের পত্নী ক্ষমার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮। পুলহ দেখ।

ধনঞ্জয়—(১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, ধনঞ্জয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৯। (২) পাণ্ডুর তনয় অর্জ্জুনের অন্যনাম ধনঞ্জয়। মহাভা। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের ষোড়শ দ্বাপরে মহর্ষি ধনঞ্জয় বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) কুমারী, নাগরাজ ধনঞ্জয়ের পত্নী ছিলেন। মহাভা-উদ্-১১৬। অশ্বতর দেখ। (৫) বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি ধনঞ্জয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আশ্ম ও মাধুচ্ছন্দস এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮। (৬) অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আশ্ম ও মাধুচ্ছন্দস এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮।

ধনদ—কুবেরের অন্যনাম। আবার ধনদ নামে কুবেরের অনুচর এক যক্ষও ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

ধনধর্ম্মা—নাগরাজ শেষের বংশীয় একজন রাজা। তিনি বিদেশেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

ধনপতি—কুবেরের অন্যনাম। মৎ-১৪০।

ধনপাল—চন্দ্রবংশীয় নরপতি দ্যুতিমানের রাজত্ব কালে ভদ্রাবতী পুরীতে ধনপাল নামে এক বৈশ্য বাস করিত। এই ধার্ম্মিক বৈশ্য স্থানে স্থানে প্রপা, কূপ, মঠ, আরাম, তড়াগ ও গৃহ নির্ম্মাণাদি দ্বারা তাহার ধনের যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-৪৯।

ধনা— দক্ষের ভদ্রা, মদিরা, বিদ্যা, ধন্যা ও ধনা নাম্নী পঞ্চকন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধনাধিপ—এক বৈশ্যের নাম। এই মন্দ কর্ম্মান্বিত বৈশ্য মৃত্যুর পরে অসি নামক নরকে পতিত হয়। কিন্তু বনে পতিত তাঁহার মৃতদেহ এক শৃগাল ভক্ষণ করিয়া জল পানার্থ জাহ্নবী সলিলে গমন করে। সলিল পানমাত্র সেই বৈশ্য শিবদেহ ধারণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিল। শ্রীমহা-৭৪।

ধনাধ্যক্ষ— একজন শিবের গণ। তিনি আবন্ত্য তীর্থের পশ্চিম দ্বার রক্ষা করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৮১।

ধনাবহ—শিবের অন্যতম অনুচর ধনাবহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে কোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

ধনায়ু— পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-২৪।

ধনিষ্ঠা— চন্দ্রের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা। মহাভা-বন-২২৮।

ধনী—কপ নামক অসুরগণের অন্যতম দূত। মহাভা-অনুশা-১৫৭।

ধনুক— হিরণ্যকশিপুর বংশীয় শম্ভুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৭। শম্ভু দেখ।

ধনুর্গ্রহ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম ধনুর্গ্রহ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; মহাভা-কর্ণ-৫২।

ধনুর্ব্বক্ত্র—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধনুর্ব্বক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ধনুষ—কুরুবংশীয় সত্যধৃতির তনয় ধনুষ, ধনুষের তনয় সর্ব্ব, সর্ব্বের তনয় সম্ভব, সম্ভবের তনয় বৃহদ্রথ। এই বৃহদ্রথের অন্যনাম জরাসন্ধ। মৎ-৫০।

ধনুষাক্ষ— মহর্ষি বালধির দুরাশয় নামক তনয় মেধাবীর জীবন, পর্ব্বতের উপর নির্ভর করিত। মেধাবী একদা মহাতেজা ধনুষাক্ষের অবমাননা করিলে, তিনি বিশালবিষাণ মহিষ দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করেন। তাহাতেই মেধাবীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মহাভা-বন-১৩৭। বালধি দেখ।

ধনুষাখ্য— মহর্ষি ধনুষাখ্য মহীপতি উপরিচর রাজার যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭।

ধনুসাহস্রক—অবন্তী দেশে বিদূরথ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা মুদাবতীকে কুজম্ভ নামক এক রাক্ষস হরণ করেন। তিনি ধনুসাহস্রক নামক এক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া একটী ধনু প্রাপ্ত হন। তাহারই সাহায্যে মুদাবতীকে উদ্ধার করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩। কুজম্ভ দেখ।

ধনেয়ু—কুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম ধনেয়ু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

ধনেশ্বর—(১) মহিষাসুর নর্ম্মদা নদীর তীরে মাহিষ্মতী নাম্নী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরে কার্ত্তিক মাসে ধনেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ বাণিজ্য করিতে আসেন। সেই সময়ে কার্ত্তিক-ব্রতী বহু লোক তথায় আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা সমস্ত কার্ত্তিক মাস পূজা, অর্চ্চনা বেদপাঠ প্রভৃতি কার্য্যে যাপন করেন। ধনেশ্বরও তাঁহাদের অনুকরণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে যমকিঙ্করেরা তাঁহাকে কুম্ভীপাক নরকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ধনেশ্বর নরকে প্রবেশ করিবা মাত্র নরকের অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া যমরাজ বিস্মিত

হইলেন। পরে নারদ মুখে কার্ত্তিক মাস ব্রতপালন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে যক্ষ লোকে প্রেরণ করিলেন। সেখানে তিনি কুবেরের অনুচর হইয়া, ধনযক্ষ নামে অভিহিত হইলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২৯। (২) ধনেশ্বর কুবেরের এক নাম।

ধনেশ্বরশবর—শূলভেদ তীর্থে ধনেশ্বরশবর ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মফুল ও বিল্বফল দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫৬ ; ৫৭।

ধন্বন্তরী—(১) সমুদ্র মন্থন কালে ধন্বন্তরী অমৃত পূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে আবির্ভূত হন। মহাভা-আদি-১৮। (২) পুরাকালে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে ধন্বন্তরী সর্ব্বতোভাবে শ্রী সম্পন্ন হইয়া অমৃত কলস হইতে উৎপন্ন হন। তিনি কার্য্য সিদ্ধি সম্পন্ন বিষ্ণুকে ধ্যানপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন মাত্র দণ্ডায়মান হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যখন জল হইতে জন্মিয়াছ, তখন অব্জদেব নামে খ্যাত হইবে। এই জন্য ধন্বন্তরী অব্জদেব নামে খ্যাত হন। অব্জদেব সেই সময়ে বিষ্ণুকে বলিলেন—হে প্রভু, আমি আপনার পুত্র হইলাম। অতএব লোকে আমার যজ্ঞ ভাগ ও স্থান বিধান করুন। তখন বিষ্ণু বলিলেন—পূর্ব্বে যাজ্ঞিক দেবগণ যজ্ঞভাগ বিভাগ করিয়াছেন, মহর্ষিগণ দেবগণের প্রতি হবনীয় দ্রব্য সমুদয় বিনিয়োগ করিয়াছেন। এখন আমি তোমাকে কোনরূপ অবৈদিক ক্ষুদ্র দ্রব্য দান করিতে পারিব না। হে পুত্র, তুমি দেবগণের পশ্চাৎ জন্মিয়াছ; অতএব যজ্ঞ ভাগ গ্রহণে সমর্থ হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় জন্মে লোক মধ্যে খ্যাতি লাভ করিবে। গর্ভস্থ অবস্থাতেই তোমার অনিমাদি সিদ্ধি হইবে। আর সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করিবে। দ্বিজগণ চরুমন্ত্র, ব্রত ও জপ দ্বারা তোমায় পূজা করিবেন। তুমি অষ্টবিধ অঙ্গ সমন্বিত আয়ুর্ব্বেদ বিধান করিবে। দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিবে। এই বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ আগত হইল। সোম বংশীয় নরপতি দীর্ঘতপার প্রার্থনা অনুসারে অব্জদেব তাঁহার পুত্ররূপে ধন্বন্তরী নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বরোগ বিনাশক কাশীরাজ নামে খ্যাত হইলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, ভিষক্‌গণের ক্রিয়াকে অষ্ট প্রকারে বিভাগ করিয়া শিষ্য গণকে প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান, কেতুমানের তনয় ভীমরথ। হরি-হরি-২৯ ; ভাগ-৮স্ক-৮। (৩) ধন্বন্তরী বিষ্ণুর দ্বাদশ অবতার। তিনি দেবগণের জন্য অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৪) পুরুরবার বংশীয় দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরী,

ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান, কেতুমানের তনয় ভীমরথ। এই ধন্বন্তরী আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক, যজ্ঞ ভাগ ভোগী বসুদেবের অংশ, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই রোগ আরোগ্য হয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৫) কাশীরাজের তনয় দীর্ঘতমা, তৎপুত্র ধন্বন্তরী। ধন্বন্তরীর দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ত্য ধর্ম্ম ছিলনা। তিনি সকল জন্মেই অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি নারায়ণের বরে আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (৬) ভাস্কর-দেবের অন্যতম শিষ্য। তিনি ভাস্করদেব হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। এবং চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। ভাস্কর দেখ।

ধন্বী—তামসমনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। অকল্মষ ও তামসমনু দেখ।

ধন্য—(১) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে লক্ষ্মণ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধন্য মহর্ষি সম্বরণকে কতকগুলি দীপ্তিমান্ কর্ম্মক্ষম অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৩৩।১। (২) নরপতি উত্তানপাদের অন্যতম পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবের তনয় শ্লিষ্টি, শম্ভু ও ধন্য (অন্য নাম ভব্য) এই তিনজন। হরি-হরি-৩০

ধন্যা—(১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্র সমদ্ভুতা বৈষ্ণবীমূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) ভদ্রা, মদিরা, বিন্তা, ধন্যা ও ধনা নাম্নী দক্ষের পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৩) স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র উত্তানপাদ, উত্তান-পাদের পুত্র ধ্রুব। মনুর কন্যা ধন্যা ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। ধন্যা শিষ্ট নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মৎ-৪।

ধমধমা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা ধমধমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ধমনী— হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় হ্লাদ। হ্লাদের ভার্য্যা ধমনী হইতে বাতাপি ও ইল্বল জন্মগ্রহণ করেন। এই বাতাপিই অগস্ত্যকর্ত্তৃক নিহত হন। ভাগ-৬স্ক-১৮।

ধমিত— মহর্ষি ধমিত অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ধর—(১) ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর তনয় প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী ধূম্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের তনয় দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। মহাভা-আদি-৬৬। ধরের অন্যতমা পত্নী মনোহরা হইতে শিশির,

প্রাণ ও রমণ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। দেবাসুর যুদ্ধে ধর, নমুচি দৈত্যের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হরি-হরি-২৩। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাস ও প্রত্যূষ নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবিণ, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫।

ধরণী— (১) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব, ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরণী অনেক সন্তানের জননী ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) ধরণী পৃথিবীর অন্য নাম। ধরণীকে বরাহরূপী বিষ্ণু উদ্ধার করেন। বরা-১।

ধরণীবরাহ— মহাদেব কাশীতে ধরণীবরাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক প্রয়াগেশ্বরের নিকটে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

ধরা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম দ্রোণের স্ত্রীর নাম ধরা ছিল। দ্রোণ ও ধরা গোকুলে নন্দ ও যশোদারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৮। (২) বিষ্ণুর অন্যতমা স্ত্রী। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩০।

ধরাপাল— বৈদিশ নগরে ধরাপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে শিবের গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবের অন্য নারীর সংযোগের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পার্ব্বতী কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া জম্বুক যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পার্ব্বতীর শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাকে বেতসী ও বেত্রবতী সঙ্গমে স্নানান্তে শাপমুক্ত হইবেন বলেন। পদ্ম-উত্ত-২৮।

ধর্ম্ম—(১) সর্ব্বলোক সুখাবহ ভগবান্ ধর্ম্ম নর কলেবর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হন। তাঁহার শম, কাম ও হর্ষ নামে তিন পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৬। (২) প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশ কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি নাম্নী দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (৩) ধর্ম্ম যজ্ঞ করিয়া, একটী কন্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাম সুনৃতা। রাজা উত্তানপাদের সঙ্গে সুনৃতার বিবাহ হয়। এবং তাহার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান, আয়ুষ্মান ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। হরি-হরি-২। (৪) দক্ষ-প্রজাপতির ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুদ্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা নাম্নী দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী হইতে পৃথিবীর ওষধী

সমূহ, বসু হইতে বসুগণ, যামী হইতে নাগবীথী, লম্বা হইতে ঘোষ নামক দেবগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মরুদ্বতী হইতে মরুদ্‌গণ, সঙ্কল্পা হইতে সঙ্কল্পগণ, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তজগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ ও বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৫) যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় দ্রুহ্য। হরি-হরি-৩২। (৬) ব্রহ্মা পূর্ব্বে লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুদ্বতী নাম্নী বরিষ্ঠা পঞ্চ কন্যাকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনি পঞ্চ কন্যা ধর্ম্মকে প্রদান করেন। ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম, সাধ্যা হইতে সাধ্য, বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, মরুদ্বতী হইতে অগ্নি, চক্ষু, হবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষয়, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্মন্ত, চিত্ররশ্মি, নিষোধি, জয়োন, অদ্ভুতি, বরিত্র, বহুপন্নগ, বৃহন্ত, বৃহদ্ভুত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এবং সরসা হইতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্ব্বত, যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিকৃতিবসু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৭) ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী মূর্ত্তি হইতে নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার ছিলেন এবং সুদুশ্বর তপস্যা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৯৬। (৮) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৯) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে লম্বা, ককুদ, যামী, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুদ্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা, সঙ্কল্পা ও ভানুকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ভানু হইতে দেবর্ষভ, লম্বা হইতে বিদ্যোত, ককুদ হইতে সঙ্কট, যামী হইতে স্বর্গ, বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুদ্বতী হইতে মরুত্বান্ ও জয়ন্ত, মুহূর্ত্তা হইতে মৌহূর্ত্তিক দেবগণ, সঙ্কল্পা হইতে সঙ্কল্প এবং বসু হইতে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (১০) ভগবান্ পুরুষোত্তম উত্তম মন্বন্তরে ধর্ম্মের ভার্য্যা সুনৃতার গর্ভে সত্যব্রতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্যসেন নামে আখ্যাত হন। ভাগ-৮স্ক-১। (১১) যযাতি বংশীয় গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদের তনয় প্রচেতা। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১২) যযাতি বংশীয় হৈহয়ের তনয়ের নামও ধর্ম্ম ছিল। ধর্ম্মের তনয় নেত্র, নেত্রের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় সোহঞ্জি। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৩) যযাতি বংশীয় পৃথুশ্রবার তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় উশনা, উশনার তনয় রুচক। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৪) ব্রহ্মার তনয় ধর্ম্ম, দক্ষের শ্রদ্ধা, ধৃতি, লক্ষ্মী, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তিকে বিবাহ

করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও ও সময়, বুদ্ধিতে অপ্রমাদ ও বোধ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। (১৫) একদা ধর্ম্ম সুদর্শন মুনির আশ্রমে ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার স্ত্রীর সহিত সহবাস প্রার্থনা করেন। সুদর্শন পত্নী অতিথির প্রীত্যর্থে সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে সুদর্শন স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্ত্রীর এবম্প্রকার ব্যবহার দর্শনে রুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ধর্ম্ম তাঁহার অতিথি পরায়ণতার পরকাষ্ঠা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মৃত্যু বিজয়ী বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। লি-২৯। (১৬) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম ছিলেন। লি-৭। (১৭) ধর্ম্ম দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে ত্রয়োদশটীকে বিবাহ করেন। তাহার মধ্যে শ্রদ্ধা কামকে, লক্ষ্মী (বলা) দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা শ্রুতকে, ক্রিয়া দণ্ড নয় ও বিনয়কে, বুদ্ধি বোধকে, লজ্জা বিনয়কে, বপু ব্যবসায়কে, শান্তি ক্ষেমকে, সিদ্ধি সুখকে ও কীর্ত্তি যশকে প্রসব করেন। বিষ্ণু ১ম-১৫। (১৮) যযাতি বংশীয় গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্গম। বিষ্ণু-৪র্থ ১৭। ধর্ম্মের কন্যা সত্যা বৃহস্পতির পুত্র সংযুর পত্নী ছিলেন। মহাভা-বন-২১৭। সংযু দেখ। (১৯) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি সুব্রতের পুত্র ধর্ম্ম। তৎপুত্র সুশ্রম, সুশ্রমের পুত্র দৃঢ়সেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (২০) মগধের কৈলকিল যবন ভূপতি রামচন্দ্রের পুত্র ধর্ম্ম। তৎপুত্র বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুখিনন্দি, নন্দিযশা ও শিশকপ্রবচারী এই পাঁচ জন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২১) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকুতি প্রজাপতি রুচির পত্নী ছিলেন। এবং প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষের পত্নী ছিলেন। প্রসূতি হইতে দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। ধর্ম্মের পত্নী শ্রদ্ধা হইতে, কাম, লক্ষ্মী হইতে দর্প, ধৃতি হইতে নিয়ম, তুষ্টি হইতে সন্তোষ, পুষ্টি হইতে লাভ, মেধা হইতে শ্রুত, ক্রিয়া হইতে নয়, দণ্ড ও সময় এই তিন জন, বুদ্ধি হইতে বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জা হইতে বিনয়, বপু হইতে ব্যবসায়, শান্তি হইতে ক্ষেম, সিদ্ধি হইতে সুখ এবং কীর্ত্তি হইতে যশ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-১০। অক্রূরের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ। (২২) যযাতির অন্যতম তনয় দ্রুহ্য। দ্রুহ্যের বংশীয় গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র দুর্ম্মদ। বায়ু-৯৯।

ধর্ম্মকীর্ত্তি—বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি ধর্ম্মকীর্ত্তি দক্ষযজ্ঞের যুদ্ধে বীরভদ্রের

হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাম-৪।

ধর্ম্মকেতু—(১) কাশীরাজ সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় আবর্ত্ত। হরি-হরি-২৯। (২) ধন্বন্তরী বংশীয় নিকেতনের তনয় ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় ধৃষ্টকেতু। ভাগ-৯স্ক-১৭।

ধর্ম্মগুপ্ত—বিদর্ভ দেশের রাজা ধর্ম্মগুপ্ত হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে দ্রবিক নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা মহাদেবে ভক্তিমতী অংশুমতী তাঁহাকে বিবাহ করেন। মহাদেবের বরে ও স্বীয় শ্বশুর দ্রবিকের সাহায্যে তিনি পুনঃ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৭।

ধর্ম্মঘ্ন—একজন দানবপতি। পদ্ম স্বষ্টি-১৩।

ধর্ম্মজালিক—বৈদিশ নগরে তিনি একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু অতিশয় মন্দ কর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। সেই জন্য তিনি মৃত্যুর পরে কীট যোনীতে জন্মলাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৬।

ধর্ম্মতন্ত্র—নরপতি হৈহয়ের অন্যতম পুত্র ধর্ম্মতন্ত্র। তৎপুত্র কীর্ত্তি, তৎপুত্র সংজ্ঞেয়। বায়ু-৯৪।

ধর্ম্মদ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ধর্ম্মদত্ত—পুরাকালে ধর্ম্মদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ কার্ত্তিক মাসে আমলকী ও তুলসী দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিয়া ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১২।

ধর্ম্মদৃষ্টি—অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

ধর্ম্মধৃক— যদুবংশীয় ভূপতি শফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা ধর্ম্মধৃক। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অক্রূর দেখ। হরি-হরি-৩৪।

ধর্ম্মধ্বজ—(১) জনক বংশীয় ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ধর্ম্মধ্বজ মিথিলা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। একদা সুলভা নাম্নী এক অসাধারণ বিদ্যাবতী, পৃথিবী পর্য্যটনকারিণী রমণী তাঁহার রাজ সভায় সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৩২০। (২) ধর্ম্মধ্বজ কুশধ্বজের তনয়। ধর্ম্মধ্বজের তনয় কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ, কৃতধ্বজের তনয় কেশীধ্বজ এবং মিতধ্বজের তনয় খাণ্ডিক্য। ভাগ-৬স্ক-৬।

ধর্ম্মনারায়ণ— বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে ধর্ম্মনারায়ণ ব্যাস নামে খ্যাত

ছিলেন। তখন মহাদেব গন্ধমাদন পর্ব্বতে বালি নামক মহামুনিরূপে অবতীর্ণ হন। লি-২৪ ; বায়ু-২৩।

ধর্ম্মনেত্র—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর তনয় অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, এই ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম তনয় ধর্ম্মনেত্র। মহাভা-আদি-৯৪। (২) যদুবংশীয় হৈহয়ের তনয় ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের তনয় কার্ত্ত, কার্ত্তের তনয় সাহঞ্জ। হরি-হরি-৩৩ ; মৎ-৪৩ ; অগ্নি-২৭৫। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধর্ম্মের তনয় ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্র হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে ধার্ম্মিক ও মহিম্মান্ জন্মে! লি-৬৮ ; সৌর-৩১। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহঞ্জি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৫) সোমবংশীয় নরপতি ধর্ম্মের তনয় ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের তনয় কীর্ত্তি, কীর্ত্তির তনয় সঞ্জিত। কূর্ম্ম পূ ২২।

ধর্ম্মস্তক—একজন দানবপতি। স্কন্দ প্রভা-দ্বার-২০।

ধর্ম্মপতি—লাক্ষদেশের অধিপতি ধর্ম্মপতিকে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করেন। গর্গ-বিশ্ব ২২।

ধর্ম্মপাত—(১) অযোধ্যাপতি দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-আদি-৭ ; পদ্ম-উত্ত ২৪৩। (২) একজন প্রাচীন কালের রাজা। শিব-ধর্ম্ম-২৪।

ধর্ম্মপুত্র—যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৮। মহাভারত।

ধর্ম্মবতী—ধর্ম্মের পত্নী ধর্ম্মবতী হইতে ধর্ম্মব্রতা নামে এক কন্যা জন্মে। মহর্ষি মরীচি তাহাকে বিবাহ করেন। অগ্নি-১১৪।

ধর্ম্মবর্ণ—আনর্ত্ত দেশে ধর্ম্মবর্ণ নামে এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২২।

ধর্ম্মবর্ম্মা—(১) সৌরাষ্ট্র দেশে ধর্ম্মবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যখন তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে দৈববাণীতে একটী শ্লোক প্রাপ্ত হন। ইহা রাজ্যস্থ কেহ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে মহর্ষি নারদ তাহাকে ইহার অর্থ বলিয়া দেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪। (২) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫।

ধর্ম্মবিৎ—অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্না হইতে ধর্ম্মবিৎ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫।

ধর্ম্মবৃদ্ধ—যযাতি বংশীয় শফল্কের পত্নী গান্ধিনী হইতে অক্রূর, অসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ এবং প্রতিবাহ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

ধর্ম্মব্যাধ—মিথিলা দেশে ধর্ম্মব্যাধ নামে একজন মাংস বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহার নিকট কৌশিক নামে এক

ব্রাহ্মণ তনয় উপদেশ লাভ করেন। এই ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যানটী নানা সদুপদেশে পরিপূর্ণ। মহাভা-বন-২০৪-২১৪। কৌশিক দেখ।

ধর্ম্মব্রতা—(১) ধর্ম্মের স্ত্রী ধর্ম্মবতী, ধর্ম্মব্রতা নামে এক কন্যা প্রসব করেন। এই ধর্ম্মব্রতাকে ব্রহ্মার তনয় মরীচি বিবাহ করেন। একদিন মরীচি ধর্ম্মব্রতাকে পদসংবাহন করিতে বলিলেন। ধর্ম্মব্রতা স্বামীর পদসেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বামীর ও গুরু এই বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মার অভ্যর্থনার জন্য গমন করিলেন। এই জন্যই মরীচি কুপিত হইয়া বলিলেন—যেহেতু আমার আদেশ অমান্য করিয়াছ, সেইজন্য তুমি শিলারূপে পরিণত হইবে। ধর্ম্মব্রতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—যেহেতু আপনি অকারণে আমাকে শাপ দিয়াছেন, সেইজন্য ভগবান্ শঙ্কর আপনাকে শাপ দিবেন। অগ্নি-১১৪। (২) পূর্ব্বকালে নিখিল বিজ্ঞানে পারদর্শী ধর্ম্ম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী বিশ্বরূপা ধর্ম্মব্রতা নামে এক পরম রূপবতী কন্যা প্রসব করেন। বিপ্রধর্ম্ম কন্যার উপযুক্ত বর প্রাপ্ত না হইয়া, তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। কন্যা বনে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় ব্রহ্মনন্দন মরীচি ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া, ধর্ম্মের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্ম উপযুক্ত পাত্র বোধে মরীচির করে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বায়ু-১০৭।

ধর্ম্মভৃত—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৬৯। অক্রূর দেখ। (২) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্যমনু দেখ। (৩) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪।

ধর্ম্মমূর্ত্তি—পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। পূর্ব্বজন্মে তিনি এক বেশ্যার ভৃত্য স্বর্ণকার ছিলেন। একটী সুবর্ণময় শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, বেশ্যাকে দান করিয়া, তিনি সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে রাজা হইলেন। আর সেই বেশ্যা অতিশয় শিবভক্তি পরায়ণা ছিলেন বলিয়া এই জন্মে ধর্ম্মমূর্ত্তি রাজার স্ত্রী ভানুমতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২১।

ধর্ম্মরত—সগরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৮৮। সগর দেখ।

ধর্ম্মরথ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগরের অন্যতম তনয় ধর্ম্মরথ। মহর্ষি কপিলের শাপে সগর সন্তানেরা সকলেই বিনষ্ট হইলে কেবল সুকেতু, বর্হকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন এই চারিজন জীবিত ছিলেন। হরি-হরি-১৪। (২) পুরু-

বংশীয় মহীপতি দধিবাহনের তনয় দিবিরথ। দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন। ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া, ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিয়াছিলেন। বায়ু-৯৯; হরি-হরি-৩১। (৩) যযাতি বংশীয় পারের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

ধর্ম্মরশ্মি— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ধর্ম্মরাজ— যমের অন্য নাম। মহাভা-আদি-৯।

ধর্ম্মশর্ম্মা— মহর্ষি রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া, স্বীয় শিষ্য কেতব, দাল্‌ভি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামক চারিজনকে অধ্যাপন করেন। বায়ু-৬০।

ধর্ম্মশীল— বিষ্ণুর অন্যতম দূত। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২৫।

ধর্ম্মসাবর্ণি— একাদশমনু ধর্ম্মসাবর্ণি। সত্যধর্ম্ম প্রভৃতি তাঁহার দশ পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে ধর্ম্মসেতু আর্য্যকের পত্নী বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। এই সময়ে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণ মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া দেবতা। এই মন্বন্তরে নিশ্চর অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ এই সাতজন সপ্তর্ষি হইবেন। সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্মা, দেবানীয় প্রভৃতি ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২।

ধর্ম্মসখ— পূর্ব্বকালে ধর্ম্মসখ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একশত পত্নী সত্বেও তিনি অনপত্য ছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধকালে এক পুত্র জন্মে। তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া হনুমৎ কুণ্ডে স্নান সমাপণপূর্ব্বক এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, একশত ভার্য্যাতে একশত পুত্র লাভ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৩।

ধর্ম্মসার— জনৈক ব্রাহ্মণ। তাঁহার কন্যাকে বোধ মুনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কল্কি-২য়-৪।

ধর্ম্মসূত্র—মগধের জরাসন্ধবংশীয় সুব্রতের তনয় ধর্ম্মসূত্র; ধর্ম্মসূত্রের তনয় সম, সমের তনয় দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের তনয় সুমতি। ভাগ-৯স্ক-২২।

ধর্ম্মসেতু— (১) একাদশ মন্বন্তরে ধর্ম্ম-সাবর্ণির সময়ে বিষ্ণু, আর্য্যকের পত্নী বৈধৃতা হইতে ধর্ম্মসেতু নামে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন। ভাগ ৮স্ক ১৩। (২) মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ধর্ম্মসেন— ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। মৎ-১১। যমরাজের সভাসদ অন্যতম নরপতি। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮।

ধর্ম্মাত্মা— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম ধর্ম্মাত্মা। মহাভা-বন ২৩০।

ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রকাশক— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ধর্ম্মারণ্য—মহর্ষি ধর্ম্মারণ্য গোমতী তীরস্থ নৈমিষারণ্যবাসী পদ্মনাভ নাগের নিকট ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-৩৬২।

ধর্ম্মিষ্ঠা— মহর্ষি মুদ্গলের পুত্র কোশকার, মহর্ষি ব্যাৎস্যায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম নিশাকর। বাম-৯১। কোশকার দেখ।

ধর্ম্মী— ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্রাজের পুত্র ধর্ম্মী, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। নরপতি অমিত্রজিতের পুত্র ভরদ্বাজ, তৎপুত্র ধর্ম্মী, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়। বায়ু-৯৯।

ধর্ম্মেয়ু— চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরুর অন্যতম পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের পত্নী, অপ্সরা মিশ্রকেশী হইতে ধর্ম্মেয়ু সন্নতেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ। ভাগ-৯স্ক-২০। যযাতিবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

ধর্ম্মেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৮।

ধাতক— নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র বীতিহোত্র পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপে একটী বৃহৎ পুষ্কর অর্থাৎ পদ্ম ছিল বলিয়া, ইহার নাম পুষ্কর দ্বীপ হয়। বীতিহোত্র এই দ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় তনয় রমণক ও ধাতককে প্রদান করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ ৫স্ক-২০। স্কন্দ-কাশী-কুমা-৩৭।

ধাতকী—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের তনয় সবন। পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি সবন হইতে মহাবীর ও ধাতকি জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের নামে মহাবীর বর্ষ এবং ধাতকির নামে ধাতকি খণ্ড খ্যাত ছিল। লি-৪৬। ভব্যের পুত্র ধাতকি ও মহাবীর। বিষ্ণু-২য়-৪। মার্ক ৫৩।

ধাতা—(১) ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা ধাতা। ঋগ-১০।১৮।১। (২) কশ্যপ পত্নী অদিতির গর্ভে যে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন, ধাতা তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) মহর্ষি ঋচিকের বহু পুত্রের মধ্যে ধাতা ও বিধাতা অন্যতম। এবং এই ধাতা ও বিধাতার ভগিনী লক্ষ্মী। মহাভা-আদি-১২৩। (৪) তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্, অকপীবান্, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৫) মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও শ্রী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ধাতা মেরুর

কন্যা আয়তিকে বিবাহ করেন। আয়তির গর্ভে মৃকণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১; মার্ক-৫২। (৬) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ধাতার কুহূ, সিনিবালী, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে কুহূ স্বায়ংকে সিনীবালী দর্শকে, রাকা প্রাতঃকে ও অনুমতি পূর্ণমাসকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৭) ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ধাতার স্ত্রী মেরুর কন্যা আয়তি প্রাণকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম ৮।

ধাতেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ধাত্রী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা ধাত্রী। কালিকা-৬৩।

ধান্য—মনুবংশীয় ধ্রুবের অন্যতম তনয় ধান্য। শিব-ধর্ম্ম ৫২।

ধান্যদা—একটী মাতৃকার নাম। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩০।

ধান্যবাসা—একটী মাতৃকার নাম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

ধান্যমালিনী—রাবণের স্ত্রী ধান্যমালিনী হইতে অতিকায় জন্মগ্রহণ করেন। রামা-সুন্দ-২২।

ধাত্রেয়—মহর্ষি ধাত্রেয় একজন অত্রি-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি বামরথ্য ও পৌত্র এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

ধান্যায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ধারভট্টারিকা—ভরদ্বাজ সগোত্রদিগের গোত্রমাতা কর্ম্মলা, ক্ষেমলা, ধারভট্টা-রিকা এই তিন জন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

ধাবান্—স্বারোচিষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২। স্বারোচিষমনু দেখ।

ধাম—তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

ধারণ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধারণ, স্বীয় দুর্ব্যবহারে বংশের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-৭৩। পাতালের ভোগবতীনগর বাসী সুরসা ভোজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম ধারণ ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

ধারণী—বর্হিষদ পিতৃগণের মানসীকন্যা ধারণী, সুমেরুর পত্নী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩১।

ধারপালা—দক্ষের কন্যা ধারপালা সূর্য্যের দ্বাদশ পত্নীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধারশান্তি—ভরদ্বাজবংশীয় সগোত্রদের গোত্রমাতা ধারশান্তি। তাঁহাদের অঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ৩৯

ধারা—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও

দক্ষের কন্যা বসু হইতে দ্রোণ, অর্ক, অগ্নি প্রভৃতি অষ্টবসু, জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগ্নির স্ত্রী ধারা, স্কন্দ, দ্রবিণক প্রভৃতিকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) দক্ষের ধারা নাম্নী কন্যা রুদ্রগণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধারাপাল— বৈদিশনগরের অধিপতি ধারাপাল পূর্ব্বজন্মে শিবের অনুচর ছিল। শিবের অন্য রমণী সহবাসে সাহায্য করায়, পার্ব্বতীকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া জম্বুক যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে পার্ব্বতীর শরণ লইলে, তাঁহার অনুগ্রহে বিতস্তা ও বেত্রবতী সঙ্গমে স্নান করিয়া মুক্ত হন। শিব-ধর্ম্ম-২৩।

ধারিণী— দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা স্বধার গর্ভে ও পিতৃগণের ঔরসে বয়না ও ধারিণী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পারগামিণী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। ধারিণী পর্ব্বতরাজ সুমেরুর পত্নী ছিলেন। লি-৬।

ধার্ম্মিকা— জয়া, বিজয়া, জনকা, মধুস্পন্দ্যা, ইরাবতী, সুপ্রিয়া, কান্ত, সুভদ্রা, ধার্ম্মিকা ও শুভা নাম্নী দক্ষের দশ কন্যা রুদ্রগণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধার্ষ্টক— ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্ণুর ধার্ষ্টক ও রণধৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি-১০। বায়ু-৮৮।

ধিয়ান্ত— যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

ধিষণা— বাগ্দেবীর অন্য নাম ধিষণা। ঋগ-১।২২।১০। মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী ধিষণা হইতে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, ব্রজ, কৃষ্ণ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৪।

ধিষ্ণু— প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। প্রতর্দ্দনগণ দেখ।

ধী— রুদ্রদেবের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ধী ছিল। ভাগ-৩স্ক-১২।

ধীমান্— নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫। মনুবংশীয় নরপতি মহাবীর্য্যের তনয় ধীমান্, ধীমানের পুত্র মহান্ত, মহান্তের তনয় মনস্যু। বিষ্ণু-২য়-১। তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ধীমান্ ছিলেন। মৎ-৯। অকপী দেখ। বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য, তৎপুত্র ধীমান্, তৎপুত্র মহান্। বায়ু-৩৩।

ধীর— ধীর নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রম্ভা, পুত্রের নাম কৌশিক, কন্যার নাম বিজয়া ও বৃষের নাম ধনদছিল। কৌশিক ও বিজয়া একদা বনে গোচারণ করিতেছিল। এমন সময়ে চোরে তাঁহাদের গরু অপহরণ করে। তাঁহারা বুধাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া গরু প্রাপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি-১৮৪।

ধীরোষ্ণী— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

ধীষণা—(১)অগ্নির কন্যা ধীষণা, মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্ধানের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) কৃশাশ্ব, দক্ষের কন্যা অর্চ্চি ও ধীষণাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অর্চ্চি হইতে ধূমকেতু এবং ধীষণা হইতে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

ধুনি— অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে চুমুরি ও ধুনি নামে কতিপয় অসুর ছিল। একবার তাঁহারা দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করিয়া দভীতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৫।৯। (৩) যদুবংশীয় সাত্যকীর অন্য নাম যুযুধান। সাত্যকীর তনয় ধুনি, ধুনির পুত্র যুগন্ধর। অগ্নি-২৭৫। (৪) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৬। বিশ্বা দেখ।

ধুন্ধু—(১) মধু রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধু, তাহার আর একটী নাম ছিল উজ্জানক। হরি-হরি-১১। ধুন্ধুমার দেখ। ধুন্ধু, নরপতি কুবলয়াশ্বের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ভাগ-৯স্ক-৬। (২) মনুবংশীয় নরপতি হরিতের পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও সুতেজা। লি-৬৬। ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও বাসুদেব। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৩) কশ্যপ পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র অরুরু। অরুরুর পুত্র মহাসুর ধুন্ধু। এই ধুন্ধুকে মহর্ষি উতঙ্কের কথানুসারে নরপতি কুবলাশ্ব বধ করেন। বায়ু-৬৮। ধুন্ধুমার দেখ। (৪) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দের পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর পুত্র বহুগবী, বহুগবীর তনয় সম্প্রাতি। বায়ু-৯৯।

ধুন্ধুকারী— আপ্তদেবের স্ত্রী ধুন্ধুলীর পালিত পুত্র। পদ্ম-উত্ত-১৯৬।

ধুন্ধুমান— বৈবস্বতমনুবংশীয় নরপতি কেবলের তনয় ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান্। ভাগ-৯স্ক-৯।

ধুন্ধুমার—(১)মহারাজ ধুন্ধুমার গিরিব্রজ-পুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়াও গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৬। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের তনয় কুবলাশ্ব, এই কুবলাশ্ব, ধুন্ধু (অন্য নাম উজ্জামক) নামক অসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। রাজা বৃহদশ্ব কুবলাশ্বের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলে, বিপ্রর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলেন যে, তাঁহার আশ্রমের সমীপে মধুরাক্ষসের তনয় ধুন্ধু, অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। রাজা বৃহদশ্ব, ধুন্ধুর দমনার্থ কুবলাশ্বকে প্রেরণ

করেন। কুবলাশ্বও তাঁহার শত পুত্র মহর্ষি উতঙ্কের সহিত সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া, ধুন্ধুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঘোরতর যুদ্ধে কুবলাশ্বের দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই তিন পুত্র ব্যতীত সকলেই ধুন্ধুরাক্ষস হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। অবশেষে কুবলাশ্ব তাহাকে সবলে আক্রমণ করিয়া বধ করেন। হরি-হরি-১১; মহাভা বন ২০১, ২।

ধুন্ধুমারি— কুবলয়ের পুত্র। ধুন্ধুমারির দৃঢ়াশ্ব প্রভৃতি তিন পুত্র ছিল। সৌর-৩০; স্কন্দ-মাহে কেদা-৩৩।

ধুন্ধুনারীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

ধুন্ধুমুক— ত্রেতাযুগে ধুন্ধুমুক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার একটী দুর্বিনীত পুত্র জন্মে। সে কোনও শূদ্রা স্ত্রীতে আসক্ত ছিল। সে তাহাকে বধ করিলে, তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে বধ করে। ধুন্ধুমুক শিবমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরয় হইতে উদ্ধার করেন। লি উত্ত-৮।

ধুন্ধুলী— আত্মদেবের স্ত্রী। পদ্ম-উত্ত-১৯৬।

ধূতপাপা— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ধূতপাপা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মহারাবকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ধূম— মহর্ষি ধূম পরাশরবংশীয় ছিলেন। লি-৬৩।

ধূমকেতু— স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ভরতের অন্যতমা স্ত্রী ও বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনী হইতে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূমকেতু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৫স্ক-৭। কৃশাশ্ব, দক্ষের অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অর্চ্চির গর্ভে ধূমকেতু এবং ধীষণার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৬স্ক ৬।

ধূমতিমির— মহাদেবের একটী গণ। পদ্ম-উত্ত-১৩।

ধূমবতী— মেরুর কন্যা আয়তি ধাতার পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে প্রাণের জন্ম হয়। প্রাণের স্ত্রী ধূমবতী দ্যুতিমান্ ও অজরা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ইহাদের পুত্রপৌত্র অনেক জন্মিয়াছিল। মার্ক-৫২।

ধূম্রবর্ণ— নাগরাজ ধূম্রবর্ণের পাঁচ কন্যাকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় যদু বিবাহ করেন। হরি হরি-৯৩।

ধূমশিখা — অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, ধূমশিখা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ধূমাবতী—দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। বৃহদ্ধ-মধ্য ৬; শ্রীমহাভাগ-৮, ১৮।

ধূমিনী—(১)চন্দ্রবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা স্ত্রী ধূমিনী হইতে ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্ষের তনয় সম্বরণ।

মহাভা-আদি ৯৪। (২) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। অজমীঢ়ের পত্নী ধূমিনী হইতে বৃহদিষু জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর তনয় বৃহদ্ধনু। হরি-হরি ২০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের নীলিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে তিন পত্নী ছিল। তন্মধ্যে ধূমিনী পুত্রাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া, অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ধূম্রবর্ণ সুদর্শন ঋক্ষ নামক এক পুত্র জন্মে। ঋক্ষের তনয় সম্বরণ, সম্বরণের তনয় বিখ্যাত কুরু। অগ্নি ২৭৮; হরি-হরি-৩২। (৪) ভরত বংশীয় হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। অজমীঢ়ের নীলিনী, ভূমিনী, ধূমিনী ও কেশিনী নামে চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে ধূমিনী হইতে যবীনর জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ৫০।

ধূমোর্ণা—(১) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের স্ত্রীর নাম ধূমোর্ণা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৪৩; (২) আবার যমের পত্নীর নামও ধূমোর্ণা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৬৫।

ধূম্র—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধূম্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) বানের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে দানবপতি ধূম্রের গৃহদাহ হইয়া-ছিল। স্কন্দ-আব রেবা-২৮। (৩) বানর দলপতি জাম্ববানের ভ্রাতা। তিনি লঙ্কা সমরে বহু রাক্ষস নিধন করেন। রামা লঙ্কা ৩০। (৪) মহাদেবের এক নাম ধূম্র। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ধূম্রকেতু—(১) বৈবস্বত মনুবংশীয় রাজা বুধের তনয় তৃণবিন্দু। অপ্সরা অলম্বুষা হইতে তৃণবিন্দুর ঔরসে বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধূম্রকেতু নামে তিন পুত্র ও ইলবিলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই ইলবিলা বিশ্রবা মুনির পত্নী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-৯। (২) মহাদেবের এক অনুচব। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। (৩) শাণ্ডিল্য পুত্র ধূম্রকেতু নামক তেজস্বী অগ্নিকে শ্রাদ্ধকালে প্রথম দান করিবে। বরা-১৯০।

ধূম্রকেশ—(১) রাজা পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। পৃথু তাঁহাকে দক্ষিণদিকের আধিপত্য প্রদান করেন। ভাগ ৪স্ক-২২। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে ধূম্রকেশ প্রভৃতি একষষ্টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

ধূম্রনিশ্বাস—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

ধূম্রনিশ্বাসা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

ধূম্রপরাশর—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি খল্যায়ন, বার্ষ্ণায়ন,

তৈলের, যূথপ ও তণ্ডি এই পাঁচ জন ঋষি ধূম্রপরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

ধূম্রপাদ— মহাদেবের এক অনুচর। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

ধূম্রবর্ণ—গণেশের এক নাম। অগ্নি-৭১।

ধূম্ররাক্ষস—সৃষ্টি কার্য্যে রত ব্রহ্মার তমোভাবাবেশকালে মহাবল ধূম্রপ্রমুখ সূর্য্যদ্বেষী রাক্ষসগণের জন্ম হয়। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-১৬।

ধূম্রলোচন— দানবপতি শুম্ভের অন্যতম সেনাপতি। দেবী কৌশিকীর সহিত যুদ্ধকালে শুম্ভ দেবী কৌশিকীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করিতে তাঁহাকে আদেশ দেন। কিন্তু ধূম্রলোচন সদল বলে কৌশিকী কর্তৃক ভস্মীভূত হন। বাম-৫৫।

ধূম্রা—(১) ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী ধূম্রা হইতে অষ্টবসুর অন্যতম ধর ও ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি-৬৬। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, ধূম্রা তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

ধূম্রাক্ষ—(১) মনুবংশীয় রাজা হেমচন্দ্রের তনয় ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের তনয় সংযম। সংযমের তনয় দেবল ও কৃশাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-২। (২) শিবের এক অনুচরের নামও ধূম্রাক্ষ ছিল। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। রাক্ষসপতি সুমালীর অন্যতম পুত্র। রামা-উত্ত-৫। সুমালী দেখ। রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন বিফল হইয়াছে শুনিয়া, রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। এবং বানর সৈন্য বিনাশের জন্য ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ করিলেন। তিনি চতুরঙ্গ সেনাসহ অগ্রসর হইয়া, বহু বানর সৈন্য বিনাশপূর্ব্বক অবশেষে হনুমান হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন। রামা-লঙ্কা-৫১—৫২। (৩) দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী পার্ব্বতীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি সমরাঙ্গনে শয়ন করেন। দেবীভাগ-১০স্ক-১২। রক্তাসুরের অন্যতম সেনাপতি। সৌর-৪৯।

ধূম্রানিক—প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় মেধাতিথি। মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অন্যতম ধূম্রানিক স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭ ; ভাগ-৫স্ক-২০। মেধাতিথি দেখ।

ধূম্রাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্ব, ধূম্রাশ্বের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের তনয় সহদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১ ; বায়ু-৮৬।

ধূম্রিত—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ধূর্জ্জটী—মহাদেবের অন্য নাম। রামা-আদি-৪৩।

ধূর্ত্তক—নাগরাজ কৌরবের কুলজাত ধূর্ত্তক নামক নাগ জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

ধৃত—(১) যযাতি বংশীয় গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদের তনয় প্রচেতা। ভাগ-৯স্ক-২৩; (২) ধৃতের তনয় দুর্গম। বিষ্ণু-৪র্থ ১৭। দুর্গম দেখ। (৩) রৌচ্য-মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্য মনু দেখ। (৪) মনুর পত্নী নড্বলার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪র্থস্ক-১৩।

ধৃতক—নরপতি হরিশ্চন্দ্রের বংশে রুরুক নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধৃতক, ধৃতকের তনয় বাহু। এই বাহু অত্যন্ত অধার্ম্মিক ও ব্যসনী ছিলেন। বায়ু-৮৮।

ধৃতকেতু—দক্ষসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি মনু দেখ।

ধৃতদেবা—যদুবংশীয় দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৫।

ধৃতপাদ—কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। কদ্রু দেখ।

ধৃতপাপা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ধৃতপাপা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মহারাবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

ধৃতবর্ম্মা—(১) ত্রিগর্ত্তদেশীয় একজন বীর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। মহাভা-আশ্বমে-৭৪। (২) উত্তম মন্বন্তরে প্রতর্দ্দন দেবগণের অনুগ অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

ধৃতব্রত—(১) অঙ্গদেশের অধিপতি ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার তনয় অধিরথ। হরি হরি-৩১; বায়ু ৯৯। (২) ভগবান্ রুদ্রের অন্য নাম ধৃতব্রত। ভাগ-৩স্ক-১২। (৩) যযাতির বংশীয় বিরূপের পত্নী সম্ভূতি হইতে ধৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় অধিরথ। ভাগ-৯স্ক-২৩।

ধৃতব্রতা—শুকদেবের অন্যতমা কন্যা। কূর্ম্ম-পূ-১৯। কীর্ত্তিমতী দেখ।

ধৃতরাষ্ট্র—(১) গঙ্গার চলিয়া যাওয়ার পর কুরুরাজ শান্তনু, দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। এই সত্যবতী হইতে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গাঙ্গেয় ভীষ্ম, কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-

ছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যও বিবাহের পরে দীর্ঘায়ু হন নাই। ক্ষয়রোগে তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াই গতায়ু হন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না বলিয়া, কুরুকুল নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কায় সত্যবতী অতিশয় চিন্তিতা হইলেন। প্রথমে তিনি ভীষ্মকে বিধবা ভ্রাতৃবধূতে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। ভীষ্ম অস্বীকার করিলে, সত্যবতী স্বীয় কানীন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও এক দাসী গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-১০১—১০৯। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম হইতে অন্ধ ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই। কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজা হন। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেন। গান্ধারী হইতে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে যুধিষ্ঠির সকলের বড় ছিলেন বলিয়া, কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠিরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা দিন দিন উন্নতি করিতেছেন দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে একটু হিংসার উদ্রেক হইল। দুর্য্যোধন ও তাঁহাদিগকে বাল্যকাল হইতেই দেখিতে পারিতেন না। এক্ষণে সেই বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত হইল। পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিবেন। কিন্তু বিদুরের বুদ্ধি পরামর্শে দুর্য্যোধন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রথমটা তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু পরে দ্রৌপদীর বিবাহের পরে, যখন সকল কথা প্রকাশ পাইল, তখন মনে মনে খুব দুঃখিত হইলেও প্রকাশ্যে খুব আনন্দই প্রকাশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়া, অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক খাণ্ডব প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে দুর্য্যোধন অতিশয় বিমর্ষ হইয়া, পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। শকুনি, কর্ণ, প্রভৃতির কুপরামর্শে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মত করাইয়া, দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। এই পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন সম্পত্তি হারাইলেন। দ্রৌপদী অতিশয় অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইলেন। অবশেষে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস থাকিতে বাধ্য হইলেন।

বনবাসান্তে রাজ্য প্রার্থনা করিলে, দুর্য্যোধন প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সঞ্জয় প্রতিদিন এই যুদ্ধের বিবরণ অন্ধরাজকে শ্রবণ করাইতেন। অবশেষে এই যুদ্ধে কৌরবকুল সবান্ধবে ধ্বংস হইল। ধৃতরাষ্ট্র কিছুকাল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন এবং দাবদাহে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভারত। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অকপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শলেশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। মহাভা আদি ৬৫। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর তনয় অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র। এই ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কণ্ডিল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, প্রতীপ, অপরাজিত, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) ধৃতরাষ্ট্র নামে গন্ধর্ব্বদের এক রাজা ছিলেন। রাজা মরুত্ত সংবর্ত্তকে তাঁহার বিখ্যাত যজ্ঞে পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, বৃহস্পতি অতিশয় দুঃখিত হন। ইন্দ্র বৃহস্পতির অনুরোধে মরুত্ত রাজার নিকট গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিকে পুরোহিত নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্বমে-৯—১১। (৫) নরপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন। হরি-হরি-৩। (৬) কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, মহাকর্ণ প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। হরি-হরি ৩। অশ্বতর দেখ। (৭) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। বায়ু-৬৮। দনু দেখ। (৮) ষোলজন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন। বায়ু-৬৯। মৌনেয় গন্ধর্ব্ব দেখ।

ধৃতরাষ্ট্রী—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রা দেবী হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি ৬৬ ; রামা-আরণ্য-১৪।

ধৃতা—ধৃতা নামে এক অপ্সরা ছিল। রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঔরসে ধৃতা, কক্ষেয়ু, ঔচেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯।

ধৃতি—(১) প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশটী কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) ধৃতি নামে লক্ষ্মীর অন্যতমা

সহচরী ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৮। (৩) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে ধৃতি অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (৪) অঙ্গ দেশের অধিপতি বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির অপত্য ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সত্যকর্ম্মা। বায়ু-৯৯। (৫) মহাদেবের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ধৃতি। ভাগ-৩স্ক-১২। (৬) জনক বংশীয় রাজা বীতহব্যের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের তনয় কৃতি। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যজ্ঞের পুত্র ধৃতি, ধৃতির তনয় উশনা, উশনার তনয় সিতেয়ু, সিতেয়ুর পুত্র মরুত্ত। লি-৬৮। (৮) কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বণ, ধৃতি প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪; লি-৪৬। (৯) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে ধৃতি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (১০) জনক বংশীয় ক্ষেমাশ্বের তনয় ধৃতি। ধৃতির তনয় বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের তনয় কৃতি। ইনি জনক বংশের শেষ অধিপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (১১) যদুবংশীয় মহীপতি রোমপাদের তনয় বভ্রু, তৎপুত্র ধৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১২) ধর্ম্মের পত্নী ধৃতি হইতে নিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮; বায়ু-১০। (১৩) যযাতির অন্যতম পুত্র দ্রুহ্যু, দ্রুহ্যুর বংশীয় ধর্ম্মের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় দুর্ম্মদ। বায়ু-৯৯। (১৪) যযাতি বংশীয় বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সৎকর্ম্মা। ভাগ-৯স্ক-২৩। সম্ভূতি দেখ। (১৫) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, ধৃতি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (১৬) যযাতি বংশীয় বিজয়ের পত্নী সম্ভূতি ধৃতিকে প্রসব করেন। ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সৎকর্ম্মা। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৭) সাত্বত বংশীয় কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। মৎ-৪৪। (১৮) হৈহয় বংশীয় ধৃষ্ণুর তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। অগ্নি-২৭৫।

ধৃতিমন্ত—অঙ্গিরার তনয় কীর্ত্তিমান্। কীর্ত্তিমানের স্ত্রী ধেনুকা, বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

ধৃতিমান্— (১) পুরুবংশীয় নরপতি যবীনরের তনয় ধৃতিমান্। ধৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি, সত্যধৃতির তনয় প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমী। হরি-হরি-২০; মৎ-৪৯। (২) রৌচ্য মনুর সময়ে, ধৃতিমান্ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; হরি-হরি-৭। (৩) রৈবত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। রৈবত মনু দেখ। (৪) সাবর্ণি-

মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। (৫) নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-২৪। (৬) কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মান্, ধৃতিমান্ প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে কুশদ্বীপ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। মার্ক-৫৩।

ধৃতী—মহর্ষি কৌশিক স্বীয় পত্নী ধৃতীর সহিত দক্ষ যজ্ঞে সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাম-২।

ধৃতেয়ু—(১) পুরুবংশীয় রাজা রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম ধৃতেয়ু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের ধৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

ধৃষ্ট—(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ট ছিলেন। মৎ-১২; মহাভা-আদি-৭৫। (২) যদুবংশীয় নরপতি কুন্তির ধৃষ্ট ও অনাধৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধৃষ্টের তনয় আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর। দশার্হের তনয় ব্যাস। মৎ-৪৪; হরি-হরি-৩৬। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা ভার্য্যা ও সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহ্যকা হইতে ক্রমি, ক্রমিন, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। (৪) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের তনয় পরম ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু, যমবাল ও রণধৃষ্ট, এই তিন জন। লি-৬৬। (৫) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সহস্রবাহুর শত পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ট। লি-৬৮। (৬) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি কুকুরের তনয় ধৃষ্ট। ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৭) হৈহয় বংশীয় কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র নিধৃতি, নিধৃতির তনয় উদর্ক ও বিদূরথ। অগ্নি ২৭৫। (৮) যদুবংশীয় অসমৌজার পুত্র সুদংষ্ট্র, সুবাস ও ধৃষ্ট এই তিন জন। তন্মধ্যে ধৃষ্টের প্রথমা পত্নী গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টের অনমিত্র, নিমি ও দেবমীঢ়ুষ নামে আরও তিন পুত্র ছিলেন। অগ্নি ২৭৫।

ধৃষ্টক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি উৎকলের ধৃষ্টক, অম্বরীষ ও দণ্ড নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি-১০।

ধৃষ্টকীর্ত্তি—পাঞ্চালপতি পুরুযশার অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫। পুরুযশা দেখ।

ধৃষ্টকেতু—পাঞ্চালপতি পুরুযশার অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫। পুরুযশা দেখ।

ধৃষ্টকেতু—(১) চেদি রাজ্যের অধীশ্বর দমঘোষ ছিলেন। শক্তিমতি নগরে তাহার রাজধানী ছিল। দমঘোষের তনয় শিশুপাল, এবং এই শিশুপালের তনয় ধৃষ্টকেতু ও কন্যা করেণুমতি। করেণুমতি চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মহাভা-আশ্রমবা-২৫। (২) কুরুক্ষেত্র সমরে ধৃষ্টকেতু

ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার তনয় বীরধন্বাকে বিনাশ করেন। মহাভা-দ্রো-২০৭। এবং স্বয়ং দ্রোণ শরে নিহত হন। মহাভা দ্রো-১২৫। (৩) জনক বংশীয় নরপতি সত্যধৃতির তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র মরু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৪) কাশীরাজ সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈনহোত্র, বৈনহোত্রের তনয় ভার্গ। বিষ্ণু-৪র্থ ৮। (৫) পাঞ্চালপতি দ্রুপদের তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) ধন্বন্তরী বংশীয় ধর্ম্মকেতুর তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় সুকুমার। ভাগ-৯স্ক ১৭। (৭) কেকয় বংশীয় ধৃষ্টকেতু, বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ ৯স্ক ২৪।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—(১) পাঞ্চাল নরপতি দ্রুপদ, দ্রোণান্তক পুত্র লাভার্থ যাজ ও উপযাজ নামক ব্রহ্মর্ষিদ্বয় দ্বারা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের যজ্ঞবেদী হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা জন্মগ্রহণ করেন। ভারত যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে দ্রোণ নিধন প্রাপ্ত হন। অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন। মহাভা-আদি ৬৭। (২) ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি ৩২। (৩) পাঞ্চাল পতি পুরুযশার অন্যতম পুত্র। স্কন্দ বিষ্ণু-বৈশা-১৫। পুরুযশা দেখ।

ধৃষ্টধর্ম্মা—অক্রূরের অন্যতম তনয়। লি ৬৯। অক্রূর দেখ।

ধৃষ্টবুদ্ধি—(১) কেরলপতি কুন্তলকের মন্ত্রী। গর্গ অশ্ব-৫২। (২) ভদ্রাবতী-পুরে দ্যুতিমান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ধনপাল নামে এক বৈশ্য ছিল। তাঁহার পঞ্চ পুত্রের অন্যতম ধৃষ্টবুদ্ধি। পদ্ম-উত্ত ৪৯। ধনপাল দেখ।

ধৃষ্টমান্—সাত্বত বংশীয় অক্রূরের অন্যতম তনয়। মৎ ৪৫। অক্রূর দেখ।

ধৃষ্টি—(১) যদুবংশীয় কুন্তির তনয় ধৃষ্টি। ধৃষ্টির পুত্র নাবৃতি, নাবৃতির তনয় দশার্হ। কূর্ম্ম পূ ২৩। (২) অযোধ্যা পতি দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। রামা আদি ৭। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। ভাগ ৭স্ক ১। (৪) যদুবংশীয় উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। ভাগ ৯স্ক-২৪। উগ্রসেন দেখ।

ধৃষ্টোক্ত—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ। হরি হরি ৩৩।

ধৃষ্ণু—সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ণু। তিনি কৃতাস্ত্র, ধার্ম্মিক ও মনস্বী ছিলেন। কূর্ম্ম পূ ২২।

ধৃষ্ণু—(১) বরুণ মূর্ত্তিধারী মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ কবি হইতে কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন

হইয়াছিলেন। মহাভা-অনু-৮৫। (২) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি অন্ধকের তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর তনয় কপোতরোমা। হরি-হরি ৩৭।। (৩) হৈহয় বংশীয় বভ্রুর অন্যতম তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। অগ্নি ২৭৫। (১) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র ধার্ষ্ট ক ও রণধৃষ্ট। হরি-হরি-১০।

ধেনুক—(১) বৃন্দাবনের উত্তরে গোবর্দ্ধন গিরির সন্নিকটে যমুনাতীরে একটী সুন্দর তালবন ছিল। একদিন বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ ফল ভক্ষণের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভরূপধারী ধেনুক নামক দারুণ স্বভাব দৈত্য সুমহৎ খরদলে পরিবৃত হইয়া তথায় বাস করিত ও সেই বনরক্ষা করিত। কৃষ্ণ ও বলরামকে ফল পাড়িতে দেখিয়া, সেই দৈত্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অবশেষে বলরামের অস্ত্রাঘাতে ধেনুক নিহত হইল। বিষ্ণু ৫ম ৮। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

ধেনুকা—অঙ্গিরার অন্যতম তনয় কীর্ত্তিমান্। কীর্ত্তিমানের পত্নী ধেনুকা, বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

ধেনুমতি—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি দেবতামের স্ত্রী ধেনুমতি হইতে পরমেষ্ঠী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৭স্ক-৭।

ধেনুমান্—জ্যোতিষ্মানের পুত্র ও কুশ-দ্বীপের অন্যতম ভূপতি। অগ্নি-১১৯।

ধেনুহয়—যদুবংশীয় বিখ্যাত সহস্রজিতের তনয় শতজিৎ, শতজিতের হৈহয়, হয় ও ধেনুহয় নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র ছিল। বায়ু-৯৪।

ধৈবশম্ভু—স্বারোচিষ মন্বন্তরে ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচার সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের নাম পারাবত ও ছন্দোজ। এই গণের প্রত্যেকটীতে বারটী করিয়া, চব্বিশটী দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে ধৈবশম্ভু তুষিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু ৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

ধোত—জ্যোতিষ্মানের তনয় উদ্ভিজ, ধেনুমান্, দৈরথ, লম্বন, ধৈর্য্য, কপিল ও প্রভাকর, ইঁহারা কুশদ্বীপের রাজা ছিলেন। অগ্নি-১১৯।

ধৌতপাপেশ্বর কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। ইঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্প-ভয় দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

ধৌতমূলক—চীন বংশীয় একজন রাজা। তাহার দুর্ব্ব্যবহার ও অবিমৃশ্যকারিতা-বশে তাহার বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। মহাভা উদ্ ৭৩।

ধৌতেশ্বরী—ভৃগু তীর্থের সমীপে অবস্থিত ধৌতপাপ তীর্থে দুর্গা ধৌতেশ্বরী নামে

নামে অভিহিতা আছেন। এই দেবীর অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-আব-রেবা ১৮৪।

ধৌমৃণি—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের স্ত্রীর নাম ছিল ধৌমৃণি। তিনি নর্ম্মদা তীর্থে সিদ্ধি প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১১।

ধৌম্য—(১) মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ধৌম্য। উৎকোচক তীর্থে তাঁহার সহিত পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হয়। অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তিনি পাণ্ডবদের পৌরহিত্যে ব্রতী হন। মহাভা-আদি-১৮৩। (২) উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রি তনয় ভগবান্ সারস্বত, এই মহাত্মা মহর্ষিগণ পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৩) সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ধৌম্য ও উপমন্যু। মহাভা-অনুশা-১৪। (৪) যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় উপস্থিত মহর্ষি-গণের অন্যতম। মহাভা-সভা-৪। (৫) পশ্চিমদিক বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। (৬) উপমন্যু ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল ধৌম্য। সৌর-৩৬; শিব-বায়-পূ ৩০। (৮) ভীষ্মের শরশয্যায় মৃত্যুকালে, ধৌম্য মুনি উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (৯) পিতৃ আদেশে কল্কিদেব কৃপ, রাম, ব্যাস, ধৌম্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কল্কি-৩য়-১৬। (১০) কৌরব ও যদুবংশীয়দের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ধৌম্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২০। (১১) ধৌম্য, ভৃগু, পুলহ প্রভৃতি ঋষিরা হরির আদেশে লোকদিগকে জ্ঞানোপদেশ দান করিবার জন্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভাগ-৬স্ক-১৫। (১২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধৌম্যকে প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৪১।

ধৌম্র—একজন মহর্ষি ভীষ্মের শর শয্যায় মৃত্যুকালে, অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি ৪৭।

ধ্বজ—অঙ্গ দেশের অধিপতি জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র অঙ্গ হইতে কর্ণের উৎপত্তি হয়। কর্ণের পুত্র শূরসেন, শূরসেনের তনয় ধ্বজ। বায়ু-৯৯।

ধ্বজগ্রীব—(১)লঙ্কাবাসী জনৈক রাক্ষস। রামা-সুন্দ-৬। (২) হনুমান্ লঙ্কা দাহ কালে, তাহার গৃহ ভস্মীভূত করিয়া-ছিলেন। রামা-সুন্দ-৫৪।

ধ্বজবতী— মহর্ষি হরিমেধার কন্যা ধ্বজবতী দিবাকরের শাসনে আকাশে অবস্থান করিতেছেন। মহাভা-উদ্‌-১০৯।

ধ্বনি, ধ্বনী—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপ হইতে বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত ও ধ্বনি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১; সৌর-২৮। (২) শঙ্খোদ্ধারে সাবিত্রী দেবী ধ্বনি নামে প্রতিষ্ঠাতা আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

ধ্বমন্তি—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে ধ্বমন্তি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। একবার অসুরেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।২৩।

ধ্বস্র—মহর্ষি কশ্যপের এক পুত্রের নাম অবৎসর ছিল। রাজা ধ্বস্র তাঁহাকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। ঋগ ৯।৫৮।৩।

ধ্বান্ত—চাক্ষুষ মন্বন্তরের মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭।

ধ্যানকাষ্ঠ—ভৃগুবংশীয় জনৈক ঋষি। একদা সোমবংশীয় রাজা ধর্ম্মগুপ্ত মৃগয়া করিতে বনে আগমন করিয়া, সিংহ ভয়ে রাত্রিকালে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করেন। সেই বৃক্ষে ঋক্ষরূপী কানধর ধ্যানকাষ্ঠও ছিলেন। পর্য্যায় ক্রমে উভয়ে বিনিদ্র থাকিয়া উভয়ে উভয়কে রক্ষা করিবেন এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু বৃক্ষতলস্থিত সিংহের অনুরোধে রাজা ঋক্ষকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করেন। ছদ্মবেশী ঋষি ইহাতে কুপিত হইয়া, উন্মত্ত পাগল হইবে বলিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক ১৩।

ধ্যানজপ্য—কৌশিক বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৯১।

ধ্রুব—(১) মহর্ষি ধ্রুব ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। রাজা সম্বন্ধে তিনি কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ।১০।১৭১। (২) নরপতি নহুষের অন্যতম পুত্রের নাম ধ্রুব ছিল। মহাভা-আদি-৭৫। (৩) ব্রহ্মার তনয় মনু, মনুর তনয় প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী ধূম্রার গর্ভে ধর ও ধ্রুবের জন্ম হয়। সংহার কর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। মহাভা-অনুশা-১৫০। (৪) নরপতি উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান, আয়ুষ্মান ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুব পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে পাইবার জন্য দেব পরিমাণে তিন সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি প্রজাপতি ও বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুরোভাগে, ভূমণ্ডের তুলনা শূন্য এক অচল স্থানে তাঁহাকে

স্থাপন করেন। ধ্রুবের তনয় শ্লিষ্টি, শম্ভু ও ধন্য (মতান্তরে ভব্য) এই তিন জন। হরি-হরি-২। (৫) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরভি হইতে প্রভব, চ্যবন, ঈশান, সুরভি, অরুণ, মরুত, বিশ্বাসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর ও বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপার গর্ভে, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উত্তানপাদ, সুনীতি ও সুরুচী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সুনীতি হইতে ধ্রুব ও সুরুচী হইতে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সুরুচির প্রতি অধিক প্রণয় প্রদর্শন করিতেন। একদা ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে অধিরোহণ করিতে অভিলাষী হইলে, রাজা সুরুচির ভয়ে তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। সুরুচি ধ্রুবকে বলিলেন—বৎস! তোমার দুর্ভাগ্য যে, তুমি আমার গর্ভে না জন্মিয়া সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ। তুমি যাইয়া শ্রীহরির আরাধনা কর, যেন পুনর্ব্বার আমার গর্ভে জন্মিতে পার। নতুবা তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না। বিমাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব রোদন করিতে লাগিল; তবু রাজা উত্তানপাদ তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। ধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা সুনীতি অন্যলোক মুখে তাহার ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া, অতিশয় বিলাপ সহকারে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—বৎস, তোমার বিমাতা সত্যই বলিয়াছেন যে, ভগবানের আরাধনা ব্যতীত তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না। অতএব তুমি তাঁহারই আরাধনা কর। ইহা শুনিয়া ধ্রুব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে নারদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, নারদ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। পরে ধ্রুবকে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া যমুনা তটে মধুবনে যাইয়া আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। ধ্রুব তথায় দীর্ঘকাল ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। এদিকে নারদ উত্তানপাদ রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা ধ্রুবের অনাদর জনিত দুঃখে ম্রিয়মান ছিলেন। নারদ তাঁহাকে সান্তনা দিয়া কহিলেন, আপনার পুত্র পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবে। ভগবান্ ধ্রুবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মৃত্যুর পরে ধ্রুব লোকে স্থান প্রদান করিবেন বলিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাকে পিতার রাজ্যভার গ্রহণ করিতেও আদেশ করিলেন। তদনুসারে ধ্রুব রাজ্যে ফিরিয়া আসিলে রাজা উত্তানপাদ, সুনীতি, সুরুচি ও

অপর পুত্র উত্তম সহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে ধ্রুবকে প্রাপ্ত যৌবন দেখিয়া, তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক রাজা উত্তানপাদ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ধ্রুব, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম যক্ষ হস্তে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের শাস্তি প্রদানার্থে অলকা পুরিতে গমন করিলেন। এবং সময়ে তাঁহাদের অনেককে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে ধ্রুবের পিতামহ মনু তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি আর যুদ্ধ না করিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হন। কুবের ধ্রুবকে বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। "ভগবানে যেন অচলা ভক্তি থাকে" ধ্রুব এই বর প্রার্থনা করিলেন। কুবের "তথাস্তু" বলিয়া স্বপুরে গমন করিলেন। ধ্রুবও নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি স্বীয় পুত্র বৎসরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তপস্যায় প্রীত ভগবান্ তাঁহাকে লইবার জন্য রথ প্রেরণ করিলেন। ধ্রুব, নন্দ ও সুনন্দের সহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ধ্রুব শিশুমার তনয়া ভ্রমীর গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ধ্রুবের অপরা পত্নী বায়ুর কন্যা ইলার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। ধ্রুব স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার পুত্র উৎকল সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং উৎকলের কনিষ্ঠ বৎসর রাজ্য লাভ করেন। ভাগ-৪স্ক-১০; বিষ্ণু-১ম-১১—১৩। (৮) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসুর গর্ভে অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরণী হইতে অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৯) যযাতি বংশীয় ঋতেয়ুর তনয় রন্তিনার, রন্তিনারের তনয় সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ। তন্মধ্যে অপ্রতিরথের তনয় কণ্ব। ভাগ-৯স্ক-২০। (১০) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে বিপুল, সারণ, বলদেব, গদ, দুর্ম্মদ, ধ্রুব, কৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় মেধাতিথি প্লক্ষ দ্বীপের রাজা ছিলেন। তাঁহার শান্ত, ভয়, শিশির, সুখোদর, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই এক একটী বর্ষ খ্যাতি আছে। লি-৪৬; ব্রহ্মা-৩৪; বিষ্ণু-২য়-৪। (১২) কলিঙ্গরাজ তনয় ধ্রুব ও জয়রাত

কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৫। (১৩) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব, ধ্রুবের তনয় লোক সংহার-কর্ত্তা ভগবান্ কাল। বিষ্ণু-১ম-১৫; লি-৬৩। (১৪) রাজর্ষি রন্তিনারের অন্যতম পুত্র ধ্রুব। বায়ু-৯৯। রন্তিনার দেখ। (১৫) ধর্ম্ম হইতে সুরসাতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্ব্বত, যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিকৃতিবন্থ উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-১৯৬। (১৬) আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু। ধ্রুবের পুত্র কাল। হরি-হরি-৩। উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্ম কন্যা সুনীতি হইতে ধ্রুবের জন্ম হয়। পুষ্টি ও ধান্য ধ্রুবের পুত্র। অবন্তীবালা মূচ্ছার গর্ভে রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃষতেজা নামে ধ্রুবের পাঁচ পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (১৭) অয়জ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ প্রভাস ইহারা অষ্টবসু। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। উত্তানপাদ তনয় ধ্রুবের শিষ্টি, ভব্য ও শম্ভু নামে তিন পুত্র ছিল। অগ্নি-১৮। (১৮) শান্ত, ভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেম ও ধ্রুব মেধাতিথির এই সপ্ত পুত্র সপ্তখণ্ডে বিভক্ত প্লক্ষদ্বীপের স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। অগ্নি-১১৯। (১৯) উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবের চারি পুত্র সৃষ্টি, ধন্য, হর্য্য ও শম্ভু। সৌ-২৭। (২০) ঋষি বিশেষ। ভীষ্মের শর শয্যায় মৃত্যু কালে তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৮১; মহাভা-অনু-২৬। (২১) চাক্ষুষ মন্বন্তরের মরুদ্-গণের অন্যতম ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-৬৭। (২২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-৯১। (২৩) রন্তির ঔরসে ও তৎপত্নী সরস্বতীর গর্ভে তাঁহা-দের ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯। (২৪) শুক নামক বিংশতি দেবতার অন্যতম ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-১০০। (২৫) কুশের বংশীয় হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের তনয় ধ্রুব, ধ্রুবের তনয় স্যন্দন। কল্কি-৩য়-৪। (২৬) ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবচতুষ্টয়ের মধ্যে ধ্রুব তাঁহার দ্বিতীয় সৃষ্টি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪০। (২৭) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব। ধ্রুবের পুত্র ভগবান্ কাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৯। (২৮) আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস ইহারা অষ্টবসু। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮; মহাভা-অনুশা-১৫০। (২৯) কৃষ্ণের এক নাম। মহাভা-শান্তি-৪৩।

ধ্রুবক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল, সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধ্রুবক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ধ্রুবরত্না—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ধ্রুবরত্ন অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ধ্রুবসন্ধি—কোশল দেশের রাজা পুষ্পের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। মনোরমা ও লীলাবতী নামে তাঁহার পরম রূপ লাবণ্যবতী দুই মহিষী ছিল। জ্যেষ্ঠা মহিষী সুদর্শন এবং কনিষ্ঠা লীলাবতী শত্রুজিৎ নামে পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ সুদর্শন অপেক্ষা কনিষ্ট শত্রুজিৎ সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিশেষতঃ প্রিয়ভাষিতার জন্য শত্রুজিৎ সকলেরই অতিশয় প্রিয় ছিলেন। মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা ধ্রুবসন্ধি বনে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে মাতামহের সাহায্যে কনিষ্ঠ শত্রুজিৎ পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। দেবীভাগ-৩স্ক ১৪। (২) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি সুসন্ধির পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ এই দুই জন। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধির পুত্র রিপুসূদন যশস্বী ভরত, ভরতের পুত্র অসিত। রামা-আদি-৭০; রামা-অযো-১১০। (৩) রঘুবংশীয় মহীপতি পুষ্পের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির তনয় সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) রামের বংশীয় হিরণ্যনাভ মহযোগীশ্বর জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন। এই হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি তৎপুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৫) বশিষ্ঠপুত্র পুষ্যের তনয় ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন। বায়ু-৮৮।

ধ্রুবেশ্বর (১) কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। কেদারেশ্বর লিঙ্গের পার্শ্বে ইহা অবস্থিত। এই লিঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী ধ্রুবকুণ্ডে তর্পণ করিলে পিতৃগণ পরম সন্তোষ লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী উ-৯৭। (২) পাশুপতেশ্বর লিঙ্গের উত্তর দিকে অবস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১৩০।

ন

নকবান্—যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম নকবান্। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

নকুল—(১) পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের জন্মের পরে অশ্বিনীকুমারের বরে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। দ্রৌপদী হইতে তাঁহার শতানীক নামে এক পুত্র জন্মে। নকুল করেণুমতীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে নিরমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রীর মৃত্যুর পরে নকুল ও সহদেব কুন্তী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। মহাভা-আদি-৬৭; মং-৪৬; দেবীভাগ-২স্ক-৬; অগ্নি-১৩; বায়ু-৯৬,৯৯; শ্রীমহাভা-৪৯; বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯; গর্গ-গোলক-৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; স্কন্দ-আব-রেবা-১৫০। (২)

ইক্ষ্বাকু বংশীয় অশ্মকের পত্নী উৎকলার গর্ভে নকুল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরশুরামের ভয়ে অরণ্যে পলায়ন করেন। নকুলের পুত্র শতরথ। কূর্ম্ম-পূ-২১। ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য নকুল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈদ্যক সর্ব্বস্ব নামে এক খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৪) মাদ্রীর গর্ভজাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। মৎ-৪৬।

নকুলী—বরাহ কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহাদেব কায়ারোহণ তীর্থে নকুলী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কুশিক গার্গ্য, মিত্রক ও রুষ্য নামে তাঁহার ধার্ম্মিক চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। নকুলীশ দেখ।

নকুলীশ, নকুলেশ, নকুলেশ্বর— বরাহ-কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে সুমেরু গুহায়, শিবাবতার যোগাচার্য্য নকুলীশ অবতীর্ণ হন। কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য নামে তাঁহার বেদপারগ উর্দ্ধরেতা চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

নকুলীশ্বর— শিবের অন্যতম অনুচর নকুলীশ্বর, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি কোটী অনুচর লইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগে নকুলীশ্বর মহাদেবের অবতার ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার চারিটী প্রধান শিষ্য ছিল। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

নক্ত—(১) নক্ত অর্থাৎ রাত্রি প্রাচীন দেবতা। নক্তও উষা নামে কখনও কখনও অগ্নিকে আহ্বান করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচিত হইয়াছে। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা পৃথুসেনের পত্নী আকূতি হইতে নক্ত জন্মগ্রহণ করেন। নক্তের পত্নী ধৃতি রাজর্ষি গয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

নক্ষত্রকল্প—মহর্ষি শান্তিকল্প, নক্ষত্রকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৭।

নক্ষত্রেশ্বর—দক্ষ কন্যাগণ বরণা নদীর তীরে নক্ষত্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৫।

নখবান্— মগধের বৃষ বংশীয় একজন নরপতি, তিনি বিদেশে রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

নখী—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত এক পুত্রের নাম নখী ছিল। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

নগ—একজন শিবানুচর। তিনি ৬৪ কোটী অনুচর সহ, শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

নগ্ন—প্রভাস ক্ষেত্রের নৈঋত দিক্ রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

নগ্নজিৎ—(১) সোম বংশীয় নরপতি অমাবসুর ভীম ও নগ্নজিৎ নামে দুই তনয় জন্মে। হরি-হরি-২৭। (২) নগ্নজিৎ জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হরি-হরি-৯০। (৩) কোশল দেশের রাজা নগ্নজিৎ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার কন্যা সত্যাকে (অন্য নাম নাগ্নজিতী) শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। এই বিবাহে এই রূপ পণ ছিল যে, যিনি সাতটী বৃষকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। তিনিই নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৮। (৪) অগ্নির স্ত্রী স্বাহা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পর জন্মে নগ্নজিৎ রাজার কন্যা নাগ্নজিতী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বলিলেন। দেবীভাগ-৯স্ক-৪৩।

নগ্নহূ—তিনি একজন ঋষিক। ঋষিকগণ বিবিধ মন্ত্র প্রণয়ন করেন। বায়ু-৫৯।

নগ্রহ—তিনি একজন ঋষিক। ঋষিকগণ সত্যবলে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মন্ত্র প্রণেতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

নচিকেতা— মহর্ষি নচিকেতা গৌতম বংশীয় বাজশ্রবার পুত্র। একদা বাজশ্রবা ক্রুদ্ধ হইয়া পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে যমের বাড়ী পাঠাইবেন বলেন। এই সত্য পালনের জন্য নচিকেতা যমের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে যম বাড়ীতে ছিলেন না। সেজন্য তিনি তিন রাত্র তথায় অবস্থান করিয়া যমের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন। যমরাজ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তিনি তিন রাত্র উপবাসে আছেন জানিতে পারিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, তাঁহার ক্রোধ উপশমনার্থ তাঁহাকে তিনটী বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। নচিকেতা তদনুসারে প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পিতা বাজশ্রবা যেন তাঁহার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য, তাঁহার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্রোধ হন। যম তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় বর দিতে উদ্যত হইলে, নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ অগ্নির স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয় বরে তিনি মৃত্যুর পর, পরলোকে আত্মার অবস্থান সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। কিন্তু যম তাঁহাকে ধন রত্নাদির প্রলোভন দেখাইয়া এই বিষয় হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি যমের নিকট পরলোক তত্ত্ব অবগত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (কঠো)। কঠোপনিষদের যম নচিকেতার উপাখ্যান অতি উৎকৃষ্ট। মহাভারতে ইহা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। নাচিকেত দেখ। মহাভা অনুশা-৭১।

নড়ায়ন—একজন ভৃগু বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নড্বলা, নড়লা, নদ্বলা—(১) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় চক্ষুর (অন্য নাম সর্ব্বতেজা) পত্নী আকৃতির গর্ভে চাক্ষুষ মনুর জন্ম হয়। তিনি স্বীয় পত্নী নড্বলার গর্ভে পুরু, কুৎস, ঋত, দ্যুমান, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক নামে দ্বাদশ পুত্র উৎপাদন করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (২) চাক্ষুষ, মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণীতে মনু নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলা মনুর পত্নী ছিলেন। নড্বলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। (৩) মনুর ঔরসে ও প্রজাপতির কন্যা নদ্বলার গর্ভে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম ১৩।

নতা—শুকীর কন্যা নতা, এবং নতার কন্যা বিনতা। রামা আরণ্য ১৪।

নদ—দৈত্যপতি বল্বলের উর্দ্ধকেশ, নদ, সিংহ ও কুশাশ্ব নামে চারি জন মন্ত্রী ছিলেন। বল্বল যাদবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিলে, প্রদ্যুম্নের সহিত তাহার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে বল্বল নিহত হইলে, নদ প্রভৃতি মন্ত্রীগণ যুদ্ধে গমন করেন এবং সেই যুদ্ধে নদ নিহত হন। গর্গ-অশ্ব-৩০।

নদন্ত—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অ-উ-৩।

নদী—ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে দেখা যায় নদী সকল ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছেন। আবার দশম মণ্ডলে সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি নদীর স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৩।৩৩।১; ১০।৭৫।১।

নদীন—সোম বংশীয় হর্য্যাশ্বের পৌত্র ও সহদেবের পুত্র নদীন। নদীনের পুত্র জগৎসেন। হরি হরি ২৯।

নন্দ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম নন্দ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা আদি ৬৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, সাধ্য রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, নন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা শল্য-৪৬। (৩) বিষ্ণুর এক অনুচরের নাম নন্দ ছিল। ভাগ-৪স্ক ৭। (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১৫; ভাগ-৯স্ক-২৪; বায়ু ৯৬। (৫) মগধের শিশুনাগ বংশীয় দশম ভূপতি মহানন্দের শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র নন্দ। তাঁহার অন্য নাম মহাপদ্ম। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনিও তাঁহার আট পুত্র চানক্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক নিহত হইলে, মৌর্য্যবংশীয়

চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (৬) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম সখা নন্দ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোদা ছিল। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবা মাত্র কংস ভয়ে ঝটিকাপূর্ণ অন্ধকার রজনীতে নন্দালয়ে যশোদার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের সদ্যজাতা কন্যা, যোগমায়াকে আনয়নপূর্ব্বক দেবকীর ক্রোড়ে রাখিয়া দেন। কংস দেবকীর সন্তান ভ্রমে যোগমায়াকেই প্রস্তরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, যোগমায়া হস্তস্খলিত হইয়া আকাশ পথে অদৃশ্য হন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়েই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ভাগ ১০স্ক-৮। (৭) যদুপতি বসুদেবের সখা নন্দ পূর্ব্ব জন্মে দ্রোণ নামে তপোধন ও তাঁহার স্ত্রী যশোদা পূর্ব্ব জন্মে ধরা নামে খ্যাতা ছিলেন। তাঁহারা মহর্ষি গৌতমের আশ্রম সমীপে সুপ্রভা নদী তীরে কৃষ্ণ দর্শনার্থ বহুকাল তপস্যা করিয়া বিফলকাম হন। পরে মনোদুঃখে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, এই দৈববাণী হয় যে, তোমরা জন্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ৯। (৮) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা ও শূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। (৯) দ্বাদশ অজিত দেবগণের অন্যতম নন্দ। বায়ু-৬৭। (১০) বৃন্দাবনের এক গোপ। তিনি বসুদেবের সখা ছিলেন। তাঁহারই আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ বর্দ্ধিত হন। শ্রীমহাভাগ-৫০, ৫১, ৫২। (১১) মহাপদ্মের পর মগধে নন্দ একশত বৎসর রাজত্ব করেন। কৌটিল্যের চক্রান্তে তিনি চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তিনিই নন্দবংশের শেষ রাজা। বায়ু-৯৯। (১২) বৃন্দাবনে নন্দ নামে এক ব্যাঘ্র ছিল। সে খুব ধার্ম্মিক ও গোপগণের হিতে নিরত ছিল। পদ্ম সৃষ্টি-১৮। (১৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ভূমি হইতে স্বর্গ ও ত্বর্গ নামে দুই পুত্র জন্মে। স্বর্গের পুত্র নন্দ। স্কন্দ মাহে-কুমা ১৪। (১৪) সোমবংশীয় নরপতি নন্দের পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত। নন্দ পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৩। (১৫) যমের অষ্টসংখ্যক দূতের অন্যতম নন্দ। স্কন্দ-নাগ ২২৬। (১৬) নন্দ নামে একজন নাগরাজ ছিলেন। তিনি ত্রিকূট নামক মহাগিরিতে বাস করিতেন। বরা ৮১। (১৭) মহারাজ নন্দ মানস সরোবরে যাইয়া, তত্রস্থ ব্রহ্মোদ্ভব নামক এক পদ্ম দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু পদ্ম গ্রহণ করা সম্ভব হইল না; অধিকন্তু স্বয়ং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেন। পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে প্রভাস তীর্থে মাহেশ্বরী তীরে নন্দাদিত্য নামে এক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০৬।

নন্দক—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম নন্দক। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, নন্দক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম নন্দক ছিলেন। মহাভা-উদ্‌ ১০২। (৪) শ্বেত দেবের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২২। সনন্দ দেখ। (৫) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবী হইতে অবগাহ ও নন্দক নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। (৬) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বাহা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ গোনন্দ ও নন্দককে প্রদান করেন। বাম ৫৭।

নন্দকী—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

নন্দগোপাল—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম নন্দ-গোপাল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭।

নন্দন—(১) যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ। (২) শ্বেতদেবের অন্যতম শিষ্য নন্দন। বায়ু-২২। সনন্দ দেখ। (৩) অযোধ্যাপতি দশরথের একজন দূত। মহারাজ দশরথের মৃত্যুর পরে মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে নন্দন ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য, কেকয় রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। রামা-অযো-৬৮। (৪) নন্দনের পুত্রের নাম তণ্ডি ও তণ্ডিপাল। মৎ-৪৬। (৫) হিরণ্যকশিপুর তনয় নন্দন। তিনি মহাদেবের বরে বলীয়ান্ হইয়া, ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-২। (৬) একদা ব্রহ্মা শ্বেতলোহিতকল্পে সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ধ্যান পরায়ণ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব শ্বেতবস্ত্র, শ্বেত মাল্য, শ্বেত উষ্ণীষধারী কুমাররূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার ধ্যানে সন্তুষ্ট হইয়া, হাস্য করিয়াছিলেন। হাস্য মাত্রই তাঁহার পার্শ্বদেশে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দন ও নন্দন নামক শিষ্য চতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২১। (৭) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, নন্দন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

নন্দভদ্র—নন্দভদ্র নামক ধার্ম্মিক বণিক স্বীয় পত্নী কনকার সহিত কপীলেশ্বর নামক শিবের আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৫।

নন্দা—(১) ধর্ম্মের অন্যতম তনয় হর্ষ। হর্ষের স্ত্রী নন্দা। মহাভা-আদি-৬৬।

(২) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা ও বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। (৩) ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র কাম, কামের স্ত্রী নন্দা হর্ষকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) নাগরাজ কপোতকের কন্যা নন্দা। মার্ক-৭১। (৫) সাবিত্রী দেবী হিমালয়ে নন্দা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৬) ব্রহ্মার দেহ সমদ্ভূতা মায়া নন্দা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মহিষাসুরকে বধ করেন। বরা-৯৯।

নন্দাগণ—নন্দ, সুভদ্রা, সুরভি, সুশীলা ও সুমনা, ইঁহারা গোমাতা নামে খ্যাত। নন্দাগণ বলিলে এই পঞ্চ গাভীকেই বুঝায়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২।

নন্দায়নীয়—মহর্ষি রথিতরের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। রথিতর দেখ।

নন্দি—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী যামী হইতে স্বর্গ এবং স্বর্গ হইতে নন্দি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

নন্দিকেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। মৎ-১৮১।

নন্দিনী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে নন্দিনী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) দেবিকাতটে সাবিত্রী দেবী নন্দিনী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, প্রভাস তীর্থে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী নন্দিনীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৪) নরপতি সুবীরের পত্নী নন্দিনী হইতে তোণ্ড নামে এক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৯। (৫) নরপতি কলস অজ্ঞানত মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে, মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য দুর্ব্বাসা তাঁহাকে "ব্যাঘ্র হইবে" বলিয়া শাপ দেন। পরে রাজা দুর্ব্বাসার শরণাপন্ন হইলে বলিলেন— যখন নন্দিনী গাভী তোমাকে বাণ লিঙ্গ দর্শন করাইবে, তখন তুমি ঋণ মুক্ত হইবে। স্কন্দ-নাগর-৪৯। (৬) মহর্ষি বশিষ্ঠের গাভী নন্দিনী সুরভিকে, অষ্টবসুর অন্যতম দ্যু, স্ত্রীর প্ররোচনায় হরণ করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠকর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৯। (৭) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নন্দিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৮) বিদর্ভরাজকুমারী নন্দিনী হইতে বিবিংশ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মার্ক-১১৯। (৯) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম নন্দিনী

ছিল। তাঁহার চরিত্র অতি মন্দ ছিল। স্কন্দ-নাগ-৪৫।

নন্দিবর্দ্ধন—(১) ইক্ষ্বাকুর অন্যতম তনয় নিমি, নিমির তনয় জনক, জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ ৫। (২) মগধের প্রদ্যোত বংশীয় নরপতি জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের তনয় শিশুনাগ হইতে শিশুনাগ বংশ আরম্ভ হয়। এই শিশুনাগ বংশে উদয়াশ্বের তনয় নন্দিবর্দ্ধন নামে অপর এক নন্দিবর্দ্ধন ছিলেন। এই নন্দিবর্দ্ধনের তনয় মহানন্দি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৫।

নন্দী—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা যামী হইতে স্বর্গ জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গের তনয় নন্দী। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) পূর্ব্বে অবন্তীপুরে নন্দী নামে এক বৈশ্য ছিলেন। তিনি অতিশয় ভক্তির সহিত শিবের আরাধনা করিয়া, শিবের পার্ষদ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৫। (৩) মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে নন্দী নামে এক অযোনী সম্ভব পুত্র লাভ করেন। নন্দী দীর্ঘকাল মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া মহাদেবের গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হন। মহাদেব স্বয়ং মরুদ্‌গণের সুযশা নাম্নী কন্যার সহিত নন্দীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। কূর্ম্ম-উত্ত-৪১।

নন্দীযশা—(১) মগধের কৈলকিল যবন্ বংশীয় অন্যতম ভূপতি। বিষ্ণু-৪র্থ ২৪। (২) মগধের অঙ্গ বংশীয় রাজা নন্দনের পর, নরপতি মধুনন্দি রাজা হইয়াছিলেন। এই মধুনন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিযশা। এই নন্দিযশার বংশে দৌহিত্র, শিশুক ও প্রবীর নামে তিন জন রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

নন্দীশ, নন্দীশ্বর—শিবের অন্যতম অনুচর নন্দীশ্বর। বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে দক্ষ শিবের প্রতি শাপ প্রদান করিলে, নন্দীশ্বর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষকে ও তাঁহার অনুচরদিগের প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২৯।

নন্দীষেণ— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ মহাদেব স্বীয় গণ ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দীষেণ ও কুমুদমালীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

নন্দীসেন—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নন্দীসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুসুমমালীকে প্রদান করেন। স্কন্দ মাহে কুমা ৩০।

নপ্তা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম নপ্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১।

নব—(১) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের অন্যতমা পত্নী নবা হইতে নব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩১; মৎ-৪৮; বায়ু ৯৯। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র নব। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

নবগ্রহ—সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু ইহারা নবগ্রহ বলিয়া কথিত। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯।

নবতন্তু—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৪।

নবদুর্গা—(১)কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দ্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী এই নয় জন নবদুর্গা নামে খ্যাত। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে, তাঁহারা বীরভদ্রের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ মাহে-কেদা-৩১। (২) গুপ্তক্ষেত্রে দেবী পার্ব্বতী নবদুর্গা নামে অবস্থিতা আছেন। তাঁহার অর্চ্চনাতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬১।

নববাস্ত—নববাস্ত নামে অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে এক রাজর্ষি ছিলেন। ইন্দ্র নববাস্তকে বধ করিয়া, ক্ষমতাশালী পিতা উশনার নিকট তাঁহার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঋগ ৬।২০।১১।

নবব্রহ্মা—পুলস্ত্য, ভৃগু, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ শাস্ত্রে ইহারা নবব্রহ্মা বলিয়া নিরূপিত আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি ৩।

নবরথ—(১) যদুবংশীয় নরপতি বৃহতির তনয় ভগীরথ, ভগীরথের তনয় নবরথ, নবরথের তনয় দশরথ, তৎপুত্র শকুনি। হরি-হরি ২৭৫। (২) যদুবংশীয় ভীমরথের তনয় নবরথ, নবরথের তনয় দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) চন্দ্রবংশীয় ভীমরথের তনয় নবরথ, নবরথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের পুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভ, করম্ভের তনয় দেবরাত। লি-৬৮। (৪) যদুবংশীয় ভীমরথের তনয় নবরথ। নবরথ অতিশয় দানশীল সত্যনিষ্ঠ বীর ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়া করিতে যাইয়া, ক্রোধন নামক এক রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হন। এবং তাহার ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে এক দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি সেই মন্দিরস্থিতা সরস্বতী দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে সেই রাক্ষসও তথায় উপস্থিত হয়। এমন সময় এক ভূত তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই রাক্ষসকে বিনাশ করত তাঁহাকে নির্ভয় করেন। নবরথের তনয় দশরথ, তৎপুত্র শকুনি। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৫) ভীমরথের তনয় রথবর, রথবরের তনয় নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, দশরথের তনয় একাদশরথ। বায়ু-৯৫।

নবা—(১) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে নবার গর্ভে, নব নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩১; বায়ু ৯৯। উশীনরের ভৃশা, কৃশা, নবা, দর্শা ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ পত্নী ছিল।

এই সকল পত্নীর বৃদ্ধ বয়সে রাজার অনেক পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নবার গর্ভে, নব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৪৮।

নবাবাস্ব—মহর্ষি কণ্ব দস্যু দমনকারী অগ্নির সহিত নবাবাস্ব রাজর্ষিকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৩৬।১৮।

নভঃ, নভ—(১) বৈদিক যুগে নভঃ একজন দেবতা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সহিত এক সঙ্গে স্তুত হইয়াছেন। ঋগ-২।৩৬। ১। (২) রামের তনয় কুশ, কুশের তনয় অতিথি, তৎপুত্র নিষধ, তৎপুত্র নল, এই নলের তনয় নভঃ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক ও পৌত্র ক্ষেমধন্বা। পদ্ম-সৃষ্টি-৮; কল্কি-৩য়-৪; হরি-হরি-১৫; অগ্নি-২৭৩। (৩) নলের পুত্র নভঃ, নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক। সৌর-৩০। (৪) কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (৫) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দিতির গর্ভে, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সিংহিকা আপন মাসী দনুর পুত্র বিপ্রচিত্তিকে বিবাহ করেন। বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামধেয় বাহু, শল্য, নভঃ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, সাঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (৬) স্বারোচিষ মনুর হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি, আপোমূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভঃ ও উর্জ্জ নামে নয় পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (৭) ঔত্তমী মনুর ঈশ, উর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও ও নভ নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। (৮) চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভৃগু, নভঃ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু এই কয়জন ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৯) অষ্টবিধ অগ্নির চতুর্থের নাম নভঃ। যজ্ঞীয় চতুর্থ বেদিকা তাঁহার স্থান। বায়ু-২৯। (১০) স্বারোচিষ মনুর নভঃ, নভস্য, ভাবন ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন নামে দেব প্রতিম চারি পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

নভঃ প্রভেদন—পুরাকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি নভঃ প্রভেদন নামে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০ ১১৩।১।

নভগ, নাভাগ—(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম নভগ। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-৩য়-১। বৈবস্বত মনু দেখ। (২) গুরুকুলে বাস করাতে নভগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া, পিতৃধন বিভাগ কালে তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার ভাগে কিছুই রাখেন নাই। তিনি গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ভ্রাতারা পিতাকেই

তাঁহার ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মনু বলিলেন—তোমার ভ্রাতাদের বিশ্বাস করিও না। আমি তোমার জন্য ধন রাখিয়াছি। আঙ্গিরস মুনিগণকে তুমি যাইয়া দুইটী বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধীয় সূক্ত পাঠ করাও, তাহা হইলে যজ্ঞান্তে স্বর্গ গমন কালে, তাঁহারা যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন সমুদয় তোমাকে প্রদান করিবেন। তদনুসারে যজ্ঞান্তে তিনি ধন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, একটী কৃষ্ণকায় পুরুষ উত্তর দিক হইতে আগমন করিয়া, তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—এই ধন আমার, এই সম্বন্ধে তুমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার? নভগ স্বীয় পিতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—কৃষ্ণকায় পুরুষ রুদ্রই এই ধনের প্রকৃত অধিকারী। নভগ শ্রবণ মাত্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধন তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। রুদ্র পিতা পুত্রের সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়া, নভগকে সমুদয় ধন ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই নভগের পুত্র নাভাগ, নাভাগের তনয় অম্বরীষ। ভাগ-৯স্ক-৪। বৈবস্বত মনু দেখ। (৩) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম নাভাগ ছিলেন। মার্ক-৭৯; মহাভা-আদি-৬৫; হরি-হরি-১০। (৪) সগর বংশীয় ভগীরথের তনয় শ্রুত, শ্রুতের তনয় নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ। হরি হরি-১৫। (৫) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র দিষ্ট, দিষ্টের পুত্র নাভাগ। এই নাভাগ কর্ম্মবশে বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন। নাভাগের তনয় ভলন্দন। ভাগ-৯স্ক-২। (৬) মনুবংশীয় নভগের তনয় নাভাগ। এই নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। ভাগ-৯স্ক ৪। (৭) দশম মনু ব্রহ্ম-সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম নাভাগ ছিলেন। বিষ্ণু-৩য় ২। (৮) সগর বংশীয় রাজা ভগীরথের তনয় শ্রুত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শ্রুতের তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় সিন্ধু-দ্বীপ। কূর্ম্ম-পূ-২১। (১০) কুকুদ্মী রৈবতের অন্যতম ভ্রাতা নভাগ, নভাগের তনয় নাভাগ, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১১) যযাতির তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় অজ, অজের তনয় দশরথ। রামা-আদি-৭০। (১২) নহুষের তনয় নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ ও সুব্রত। তন্মধ্যে অজের পুত্র দশরথ। রামা-অযো-১১০। (১৩) দক্ষমেরুসাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি হরি ৭। দক্ষ-মেরুসাবর্ণি দেখ।

নভস—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮।

নভগসত্য—দক্ষমেরুসাবর্ণি মনুর সময়ে হবিষ্মান্, সুকৃতি, আপোমূর্ত্তি, অষ্টম, প্রমতি, নাভাগ ও অঙ্গিরার তনয় নভগসত্য। এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭।

নভস্বতী—রাজা পৃথুর অন্যতম তনয় অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধানের অন্যতমা পত্নী নভস্বতী হইতে হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪।

নভস্বান্—প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরের রাজা নরকাসুরের অন্যতম অমাত্য মুর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুরকে নিধন করিলে, তাহার তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও বরুণ নামে সপ্ত পুত্র নরকাসুরের আদেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভাগ-১০স্ক ৪৯।

নভস্য—(১) বৈদিক যুগে নভস্য অন্যতম দেবতা ছিলেন। মিত্রাবরুণের সঙ্গে এক সঙ্গে তিনি স্তুত হইয়াছেন। ঋগ-২।৩৬।১। (২) স্বারোচিষ মনুর হবিধ্র, নভস্য, নভ প্রভৃতি নয় পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। (৩) উত্তমী মনুরও নভ, নভস্য, ঈশ, ইর্জ্জ প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭।

নভা—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুশের তনয় অতিথি, অতিথি হইতে নিষধ, নিষধ হইতে নল, নল হইতে নভা, নভা হইতে পুণ্ডরীক জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৬।

নভোদ— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম নভোদ। মহাভা-অনুশা ৯১

নমর—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী কাত্যায়নীর হস্তে নিহত হন। বাম-২০।

নমী—অতি পুরাকালে মহর্ষি সয়ের পুত্র নমী একজন ঋষি ছিলেন। ইন্দ্র মহর্ষি নমীর হিতার্থ নমুচি অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ ১।৫৩।৭; ৬।২০।৬।

নমুচি—অতি পুরাকালে, বৈদিক যুগে দনু নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার পুত্র নমুচি। বৃত্র, শুষ্ণ, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, কুয়ব, বর্চী, অর্ব্বুদ প্রভৃতি ইন্দ্র হস্তে নিহত হয়। ঋগ ১।১১।৭। (২) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে নমুচি প্রভৃতি চল্লিশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) ইন্দ্র হস্তে তিনি নিহত হন। মহাভা আদি ৫৭। (৪) নমুচি নামে এক ঋষি ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র "কাহারও অপকার করিব না" এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও নমুচির শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন। মহাভা সভা-৫৪। (৫) হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকা দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তির পত্নী ছিলেন। সিংহিকা হইতে সৈংহকেয় নামধেয় রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক্র, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; মৎ-৬। (৬) দেবাসুর যুদ্ধে নমুচি ধর নামক বসুর

সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। হরি হরি ১৯৯। (৭) নমুচি ঋষি, স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৮) বৃত্রাসুরের সহচর অন্যতম অসুর। ভাগ-৬স্ক-১০। (৯) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে অমৃতের জন্য যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে নমুচির সহিত অপরাজিতের যুদ্ধ হয়, কিন্তু নমুচি ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। ভাগ ৮স্ক-১০। (১০) নমুচি অসুর বিশেষ। বিষ্ণু তাঁহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত ৬।

য়—(১) ধর্ম্ম দক্ষের শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, ধৃতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়া হইতে নয়, বিনয় ও দণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-৭; ব্রহ্মাণ্ড ১০; পদ্ম সৃষ্টি ৩; বায়ু ১০। ধর্ম্ম দেখ। বায়ু পুরাণ মতে বিনয় স্থানে সময় আছে। (২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয় নয়। বা-৯১। (৩) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। হরি হরি ৭। রৌচ্যমনু দেখ। (৪) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় গয়ের পুত্র নর, নয়ের পুত্র বিরাট। বরা ৭৪। (৫) মনু বংশীয় নক্তের পুত্র গয়, গয়ের পুত্র নর, নয়ের পুত্র বিরাট। ব্রহ্মাণ্ড ৩৪। (৬) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

র—(১) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নর নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।৩৫।১। (২) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ২স্ক-৭। (৩) চতুর্থ মনু তামসের অন্যতম পুত্র ছিলেন নর। ভাগ-৮স্ক-১। তামস মনু দেখ। (৪) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি সুধৃতির তনয় নর, নরের তনয় কেবল। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) যযাতি বংশীয় নরপতি বিতথের পুত্র মন্যু, মন্যুর বৃহৎক্ষেত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ নামে পাঁচ পুত্র ছিল। নরের তনয় সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির তনয় গুরু ও রন্তিদেব। ভাগ-৯স্ক-২১। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি গয়ের তনয় নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের তনয় মহাবীর্য্য। বিষ্ণু ২য়-১। (৭) তামস মনুর অন্যতম পুত্র নর। মার্ক-৭৪; বিষ্ণু-৩য়-১। (৮) যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম তনয় নর। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৯) পুরুবংশীয় নরপতি ভবমন্যুর অন্যতম তনয় নর। এই নরের পুত্র সঙ্কৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১০) উশীনরের অন্যতম তনয় নৃগ, নৃগের পত্নী নরা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭। (১১) শ্বেত মুনি হইতে নর ঋষির উদ্ভব হয়। বায়ু-২২। (১২) নররূপী দেব হইতে জল সম্ভূত, এই নিমিত্ত জলকে নারায়ণ বলে। শিব ধর্ম্ম-৫১। (১৩) মহর্ষি ধর্ম্ম হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারি পুত্র জন্মে। দেবী-৪স্ক-৫।

নরক—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে নরক প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫। (২) দানবপতি বিপ্রচিত্তির সিংহিকা গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামধেয় পুত্রগণের অন্যতম নরক। হরি-হরি-৩। (৩) নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভূমি। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময় নরক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিলেন। একবার নরক কসেরু নামক স্থানে গমন করিয়া, ত্বষ্টার কন্যা চতুর্দ্দশীকে বলপূর্ব্বক প্রমথিত করেন। বলশালী নরক, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও অপ্সরাগণের সাতটী গণের মধ্যে যে সকল কন্যা ছিল, তাহাদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে শতাধিক ষোড়শ সহস্র রমণী আনীত হইয়াছিল। নরক অলকায় মুরদৈত্যের রাজ্য সমীপস্থ মণি পর্ব্বতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। একবার নরকাসুর কুণ্ডলের জন্য অদিতিকেও ধর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হয়গ্রীব, নিসুন্দ, পঞ্চনদ ও মুরু নামে অতি যুদ্ধ বিশারদ চারিজন দ্বারপাল ছিল। ইন্দ্র অদিতির অপমানে ব্যথিত হইয়া, নরকাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিবার জন্য ত্বরায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি সেনাপতি মুর অসুরকে, পরে ক্রমে নিসুন্দ, হয়গ্রীব, পঞ্চনদকে বিনাশ করিয়া, নরককে আক্রমণ করেন। সেনাপতিদের নিধনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, নরক শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রদীপ্ত চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডে ছেদন করিলেন। নরকের নিধনের পর তাঁহার পিতা ভূমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া, অদিতিকে প্রদান করিলেন। এবং ভূমিকে নরকের পুত্রদের প্রতিপালনের ভার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকের ধনাগার হইতে প্রচুর ধন গ্রহণপূর্ব্বক নরকের ষোড়শ সহস্র পত্নীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৬০। নরকের পুত্র ভগদত্তকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভাগ-৩স্ক-৩। (৪) অনৃতের পত্নী নিকৃতি হইতে ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভয় মায়াকে ও নরক বেদনাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু ১ম-৭। (৫) নরকাসুর তপঃ ও স্বাধ্যায় প্রভাবে প্রবল হইয়া, ইন্দ্রপদ অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু হস্তদ্বারা নরকের চেতনা হরণ করিলে, নরক ধরাতলে পতিত হইলেন। মহাভা-বন-

১৪১। (৬) দানবপতি বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে সৈংহিকেয় নামধেয় যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, নরক তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৬৮। বিপ্রচিত্তি দেখ। (৭) অধর্ম্মের পত্নী হিংসা হইতে অনৃত নামক পুত্র ও নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে। নিকৃতি স্বীয় ভ্রাতা অনৃতকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। নরক স্বীয় ভগিনী বেদনাকে বিবাহ করেন। বেদনা হইতে দুঃখের জন্ম হয়। বায়ু-১০; মার্ক-৫০। (৮) দক্ষের কন্যা কালকার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে নরক ও কালক নামে দুই পুত্র জন্মে। রামা-আরণ্য-১৪।

নরদেব—অমৃত লাভার্থ সুরাসুর যুদ্ধে নরদেব ও নারায়ণ দেবগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং দানব দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহাভা আদি-১৯।

নরনারায়ণ—শ্রীমদ্‌ভাগবত মতে বিষ্ণুর অবতার অনেক। তন্মধ্যে নরনারায়ণ বিষ্ণুর ৪র্থ অবতার। এবং তাঁহারা ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভাগ-১ম-৩। মহর্ষি নরনারায়ণ অতিশয় তত্ত্বান্বেষী ও জ্ঞানবান্ ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে কণাদ প্রভৃতি ঋষির সংশয়বাদ দূর হয়। কূর্ম্ম-উ-৬।

নরবর্ম্মা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পাঞ্চাল দেশে নরবর্ম্মা নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার পত্নী সুদেবী পূর্ব্বজন্মে গৃধিনী পক্ষিণী ছিলেন। একদা কোনও লোক এক শিবমন্দিরের পার্শ্বে একটী নৈবেদ্য রাখিয়াছিল। সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবার জন্য গৃধিনী তথায় উপস্থিত হয়। তাহার পক্ষ বায়ুতে সেই শিবমন্দির প্রাঙ্গনের ধূলি অপসারিত হইয়াছিল। সেই পুণ্যের ফলে, এই জন্মে তিনি রাজমহিষী হইয়াছেন। সৌর ৪৮।

নরবাহন—(১) গন্ধর্ব্ব সুবাহুর পত্নী শ্রীমতি হইতে সুষেণ, বেন, সুগ্রীব, সুভোগ ও নরবাহন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২৪। সুবাহু দেখ। (২) যদুবংশীয় একজন নরপতি। সৌর-৩১।

নরমিত্র—পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুলের অন্যতমা পত্নী করেণুমতি হইতে নরমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২।

নরসিংহ—নারায়ণের চতুর্দ্দশ অবতার। তিনি নরসিংহ রূপে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। ভাগ-১স্ক-৩; মহাভা-শান্তি-৩৪০; অগ্নি-২৭৬; বরা-২১১।

নরহরি—পাঞ্চাল দেশে নরহরি নামে এক পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কুসংসর্গে মিলিত হইয়া নানাবিধ পাপানুষ্ঠান করিতেন। তিনি একবার তীর্থযাত্রিদের সহিত মিলিত হইয়া

অযোধ্যায় গমন করেন। তথায় পাপ-মোচন-তীর্থে অবগাহন করিয়া পাপমুক্ত হন। স্কন্দ বিষ্ণু-অযো-২।

নরা—যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ। নৃগের অন্যতমা পত্নী নরা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭।

নরাদিত্য—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-আব-অব-৩২।

নরান্ত—রাক্ষসপতি নরান্ত লঙ্কা সমরে বিভীষণ শরে নিহত হইয়াছিলেন। অগ্নি-১০।

নরান্তক—(১) প্রহস্ত লঙ্কাপতি রাবণের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামে চারিজন প্রধান অনুচর ছিলেন। নরান্তক বানর দলপতি দ্বিবিদের হস্তে প্রাণ হারাণ। রামা লঙ্কা-৫৭। (২) রাবণের এক পুত্রের নাম নরান্তক ছিল। তিনি কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পরে যুদ্ধে গমন করেন এবং অঙ্গদ হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৬৯। (৩) দানবপতি বিরোচনের অন্যতম পুত্র কালনেমী, কালনেমীর পুত্র নরান্তক, ব্রহ্মজিৎ, ক্ষত্রজিৎ ও দেবান্তক। বায়ু-৬৭। (৪) যমের একজন কিঙ্কর। স্কন্দ-আব অব-২৭।

নরাশংস—অগ্নির এক নাম নরাশংস। ঋগ-১-১৩।২

নরাস্থিভূষণ— একজন বেতালপতি। কপালস্ফুটন তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৮।

নরিষ্যন্ত—(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম নরিষ্যন্ত। মহাভা-আদি-৭৫। বৈবস্বত মনু দেখ। নরিষ্যন্তের পুত্র দম ও জিতাত্মা। দমের পুত্র তৃণবিন্দু। লি ৬৩; ৬৬। নরিষ্যন্ত হইতে শক সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি ১০। (২) মনুবংশীয় নরপতি মরুত্তের পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের তনয় দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৩) নরিষ্যন্তের পত্নী ও বভ্রুর দুহিতা ইন্দ্রসেনা হইতে দম জন্মগ্রহণ করেন। দশার্ণপতি চারুকর্ম্মার কন্যা সুমনা দমের পত্নী ছিলেন। মার্ক-১৩৩।

নর্ত্তক—প্রভাস ক্ষেত্রের নৈঋত দিকের রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

নর্ম্মদা—(১) নর্ম্মদার সুন্দরী, কেতুমতী ও বসুদা নামে তিন কন্যা ছিল। তন্মধ্যে সুন্দরীকে রাক্ষস মাল্যবান্ কেতুমতীকে মাল্যবানের ভ্রাতা সুমালী এবং বসুদাকে মালী বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-৫। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ত্রসদস্যুর পত্নী নর্ম্মদা হইতে সম্ভূত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৩) পিতৃগণের মানসী কন্যা ও নরপতি পুরুকুৎসের পত্নী নর্ম্মদা হইতে ত্রসদস্যু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-

হরি-১৮ ; বায়ু-৭৩ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৪) উরগগণের ভগিনী নর্ম্মদাকে মান্ধাতার অন্যতম পুত্র পুরুকুৎস বিবাহ করেন। নর্ম্মদা স্বীয় স্বামীকে রসাতলে আনয়ন করেন। এবং ত্রসদস্যু নামে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-৭। (৫) নাগকুলের রক্ষার জন্য নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। পুরুকুৎস নাগকুলের ধন ও আধিপত্য হরণকারী মৌনেয় নামক গন্ধর্ব্ব দিগকে বিনাশ করিয়া নাগ কুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৬) ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে যে মানসী লোক বিরাজিত, ঐ লোকের মানসী কন্যা নর্ম্মদা। মৎ-১৫। (৭) স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ নর্ম্মদা নদী স্বীয় অনুচর রণোৎকটকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাম ৫৭।

নর্ম্মদেশ্বর—কাশীস্থিত নর্ম্মদেশ্বর মহাদেবকে দর্শন ও মহাদান প্রদান করিলে মানব লক্ষ্মীবিহীন হয় না। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৬১।

নর্য্য—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নর্য্য নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র শত্রু হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৫৪।৬১।

নল—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর নিষধ, নিষধের তনয় নল, নলের তনয় নভ, নভের তনয় পুণ্ডরীক। হরি-হরি-১৫। (২) নরপতি বীরসেনের পুত্র নল। হরি-হরি-১৫ ; লি-৬৬। (৩) যযাতির অন্যতম তনয় যদু, যদুর তনয় সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু এই চারিজন। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিলোমকের তনয় নল, নলের তনয় অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় বসু। এই নল সঙ্গীতে তুম্বুরু সদৃশ বিখ্যাত ছিলেন। এবং চন্দনানক দুন্দুভি নামেও খ্যাত ছিলেন। লি-৬৯। (৫) যদুবংশীয় কৌশিকের পুত্র সুমন্ত, তৎপুত্র নল। কূর্ম্ম-পূ-৩৩। (৬) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বানরদলপতি নল, সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষণার্থ বহুসহস্র বানর সৈন্য সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি লঙ্কাসমরে প্রতর্পণ নামক রাক্ষসপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা ৪০। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল। সেতুবন্ধন করিবার জন্য সমুদ্র, তাঁহাকে রাম হস্তে প্রদান করেন। তাঁহারই কৌশলে সমুদ্র বন্ধন সম্পন্ন হয়। রামা-লঙ্কা-২২। (৭) নিষধ দেশে বীরসেন নামে এক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার নল নামে এক পরম ধার্ম্মিক তনয় ছিল। তিনি স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করকর্ত্তৃক দ্যূতে পরাজিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিনী দময়ন্তী সহ বনবাসী হইয়াছিলেন। একদা নল স্বীয় উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী রাজহংসকে দেখিয়া

তাঁহাকে ধরেন। সেই হংস তখন মনুষ্য বাক্যে তাঁহাকে বলিল—আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনার সহিত বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিব। নলহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেই হংস সহচরগণ সহ বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হইল। সেই হংস সহচরগণ সহ রাজধানীর সরোবরে বিচরণ করিতেছিল। এমন সময়ে দময়ন্তী সেই স্থানে সখীগণ সহ উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই হংস সকল দেখিয়া সখীগণ সহ ধরিতে উদোগ করিলেন। তিনি যে হংসের অনুসরণ করিতেছিলেন, সে মনুষ্য বাক্যে তাঁহাকে বলিল—আপনি আমাকে ধরিবেন না। আপনার সহিত নিষধরাজ নলের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিব। এই বলিয়া নলের খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। দময়ন্তী নলের গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এদিকে কন্যা যৌবন সীমায় পদার্পণ করাতে বিদর্ভরাজ ভীম দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সংবাদ প্রচার করিয়া মহীপালগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দেবগণও স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিলেন। দময়ন্তী পূর্ব্ব হইতেই নলের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। সুতরাং স্বয়ম্বর সভায়ও সকলকে উপেক্ষা করিয়া নলের গলেই মাল্য সমর্পণ করিলেন। দেবগণ ইহাতে দুঃখিত হইলেন। প্রস্থান কালে পথে কলি ও দ্বাপরের সহিত দেবগণের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণমুখে স্বয়ম্বর সংবাদ অবগত হইয়া কলি নলের প্রতি জাতক্রোধ হন। দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া দময়ন্তী একজন মানুষকে বরণ করিয়াছে, এই তাঁহার অপরাধ। ইহার কিছু কাল পরে কলি, নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। নলের ভ্রাতা পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। কলির কুপরামর্শে পুষ্কর নলকে বার বার অক্ষক্রীড়ায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নল অবশেষে তাঁহার সহিত পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পণে রাজ্যধন সমুদয় হারাইয়া বনবাসী হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিদর্ভ রাজ্যে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে বনে এক দিন খুব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নল কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন। পক্ষী সকল সেই বস্ত্র লইয়া আকাশ পথে চলিয়া গেল। নল বিবস্ত্র হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে এক মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ

করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। এবং অল্প কাল মধ্যেই উভয়ে নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে নল জাগরিত হইয়া বস্ত্র খণ্ডকে ছিন্ন করিয়া দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তী জাগরিত হইয়া নলকে দেখিতে না পাইয়া, অতিশয় অস্থির হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে সেই বনের নানা স্থানে নলকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিনি এক অজগর সর্পের সন্মুখে পতিত হইলেন। সেই সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ইতাবসরে তাঁহার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া, এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইল এবং এক শাণিত অস্ত্রে সেই সর্পকে নিপাত করিল। ব্যাধ তাঁহাকে নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিল। কিন্তু অবশেষে তাঁহার প্রতি মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দময়ন্তীর শাপে সে গতায়ু হইল। সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, নানা অরণ্য ভ্রমণান্তে অবশেষে এক বণিক দলের সঙ্গে কিছুদিন গমন করিলেন। তৎপরে তিনি চেদিরাজ সুবাহুর আলয়ে রাজকুমারী সুনন্দার সখী রূপে অবস্থান করিতে গাগিলেন। এদিকে নরপতি নল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অতি দুঃখিত মনে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই অরণ্যে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় কে যেন "রক্ষাকর" "রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে শুনিতে পাইলেন। নল তথায় উপস্থিত হইয়া কর্কোটক নাগকে সেই দাবদাহ হইতে উদ্ধার করেন। তাহাতে কর্কোটকের সহিত তাঁহার সখ্যতা জন্মে। নল তাঁহারই পরামর্শে ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজা ঋতুপর্ণ নলের নিকট অশ্ববিদ্যা ও নল ঋতুপর্ণের নিকট অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করেন। এই স্থানে তিনি বাহুক নামক ছদ্ম নামে অভিহিত হইতেন। এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম, নল ও দময়ন্তীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরই, তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুদেব নামক এক ব্রাহ্মণ বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া চেদিরাজ সুবাহুর ভবনে অবশেষে দময়ন্তীর সহিত দেখা করেন। রাজমাতা, সুদেবমুখে দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আপন ভগিনীর কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তদবধি দময়ন্তী আপন মাসীর যথেষ্ট স্নেহ লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লোকজন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে তিনি বিদর্ভরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বিদর্ভরাজ নলের অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। অবশেষে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া খবর

দিলেন যে, নল ঋতুপর্ণ রাজভবনে আছেন। তখন দময়ন্তী বুদ্ধিপূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণকে ঋতুপর্ণ রাজ্যে প্রেরণ করিয়া, দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হইবেন এই সংবাদ প্রদান করেন। ঋতুপর্ণ এই সংবাদ পাইয়া পরদিন সারথী বাহুকের সহিত বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিবাহের কোনও আয়োজন উদ্যোগ না দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দময়ন্তী স্বীয় বিশ্বস্থা পরিচারিকা দ্বারা সারথী বাহুকই যে নরপতি নল, এই পরিচয় পিতা ভীমসেনকে জ্ঞাপন করিলেন। ভীমসেন নলের দর্শনে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। এইরূপে নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলন হইল। মাসাধিক শ্বশুরালয়ে যাপন করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ নল স্বরাজ্যে গমন করিলেন। পুষ্করকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্য লাভ করিলেন। মহাভা-বন-৫২ ৭৯।

নলকুবর, নলকুবের, নলকূবর—(১) যক্ষ রাজ কুবেরের পুত্র নলকুবর। কৌবের তীর্থে তপস্যা করিয়া মহাত্মা কুবের তাঁহার পুত্র নলকুবেরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৮। (২) কুবেরের তনয় নলকূবর ও মণিগ্রীব ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া অতি অনাচারী হইয়াছিলেন। একদা তাঁহারা সুরাপানে মত্ত হইয়া, যুবতী রমণীগণ সহ হিমালয়ের সন্নিধানে গঙ্গায় উলঙ্গ হইয়া, বিহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে নারদ সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। রমণীগণ নারদকে দেখিবামাত্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এই জন্য নারদ তাঁহাদিগকে "বৃক্ষরূপে পরিণত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁহাদের মুক্তি হয়। ভাগ-১০স্ক-১০। (৩) নলকুবেরের পত্নী রম্ভাকে লঙ্কাপতি রাবণ বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করেন। সেইজন্য নলকুবের রাবণকে শাপ দেন যে—অদ্যাবধি কোনও অকামা যুবতীকে আক্রমণ করিলেই তোমার মস্তক সপ্তধা চূর্ণীকৃত হইবে। রামা-উত্ত-৩১। (৪) কুবেরের পত্নী ঋদ্ধি হইতে নল কুবের জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৭০। (৫) একদা কুবেরের তনয় নলকুবর ও মণিগ্রীব মন্দাকিনী তীরস্থ নন্দন বনে গমন করেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদের সম্মুখে গান করিতেছিল। সেই সময়ে ধনমত্ত ও সুরামত্ত যুবকদ্বয় নগ্ন হইয়া বিচরণ করিতেছিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি দেবল এই বলিয়া শাপ দেন যে—তোমরা শত বৎসর বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাক। দ্বাপরের অবসানে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইবে। গর্গ গোল-১৯। (৬) নলকুবর গন্ধমাদন পর্ব্বতে লক্ষ্মী তীর্থে স্নান করিবা মাত্র

বরাপ্সরা রম্ভাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২১। (৭)অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে অভীষ্ট তৃতীয়া.ব্রত পালন করিয়া, কুবের পত্নী শ্রীমুখী, নলকুবর নামে এক পুত্র লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩। (৮) কুবেরের পত্নী বৃদ্ধি নলকুবেরকে প্রসব করেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-২০।

নলকুবরলিঙ্গ—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

নলদা—নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। স্কন্দ প্রভা প্রভা ২০। ভদ্রাশ্ব দেখ।

নলনাভ—এক গন্ধর্ব্বপতি। তাঁহার পুত্র ইন্দীবর। ইন্দীবরের কন্যার নাম মনোরমা। মার্ক ৬৩।

নলিন—বিদ্যোপরিচর নামক গন্ধর্ব্বের পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মণিবাহন, মাথল্য, নলিন ও মৎস্যকাল নামে সাত পুত্র জন্মে।

নলিনী—নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নলিনী হইতে নীল নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৯৯; ভাগ-৯স্ক ২১।

নহুষ—(১) পুরূরবার পৌত্র ও আয়ুর পুত্র নহুষ, অহঙ্কারের জন্য স্বর্গচ্যুত ও বিনষ্ট হন। মনু-৭, ৪০—৪২। অগ্নি তাহার সেনাপতি ছিলেন। ঋগ-১।৩১। ১১। অগ্নি প্রজাগণকে বল দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া নহুষ রাজার করপ্রদ করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।৬।৬। (২) পুরূরবার অন্যতম পুত্র আয়ু, আয়ুর পত্নী স্বর্ভানবীর গর্ভে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজিঙ্গয় ও অনেবস নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সত্যপরাক্রম নহুষ ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়া-ছিলেন। নহুষ, পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে পালন করিতেন। তিনি দস্যুদিগকে এইরূপ ভাবে শাসিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজ প্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকেও পরাভব করিয়া ঋষিদিগকে ইন্দ্রত্ব উপভোগ করাইতেন। তাঁহার যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয় পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া, চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। মহাভা-আদি-৩৫, ৭৫। (৩) স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা হইতে আয়ুর নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রম্ভ, রজি, অনেনা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি ২৮। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় বামন, নহুষ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৫) সুধন্বা নামক পিতৃ-গণের মানসী কন্যা বিরজা হইতে নরপতি নহুষের যযাতি নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-১৮। (৭)

নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিরতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-১৭—১৯। (৮) পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি আয়তি, অন্ধক ও বিজাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। লি-৬৬। (৯) আয়ুর তনয় নহুষ অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। একদিন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার শিবিকা বহনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে নহুষের পদ অগস্ত্যের অঙ্গ স্পর্শ করে। সেজন্য অগস্ত্য তাঁহাকে "সর্প হও" বলিয়া শাপ দেন। শাপ প্রাপ্ত নহুষ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলে, তিনি বলিলেন,—যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, তাঁহাদ্বারাই তোমার মুক্তি হইবে। বনবাস কালে একদা সর্পরূপী নহুষ কর্তৃক ভীম আক্রান্ত হন। যুধিষ্ঠির সর্পের প্রশ্নের উত্তর দিয়া, ভীম ও রাজা নহুষকে মুক্ত করেন। মহাভা-বন-১৭৫—১৮০। (১০) ত্বষ্টার তনয় ত্রিশিরা ও বৃত্রকে সংহার করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। ইন্দ্র স্বকৃত পাপে হতচেতন হইয়া জগতের প্রান্তবর্ত্তী সলিল মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া, বিচেষ্টমান ভুজঙ্গের ন্যায় অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্রের অভাবে পৃথিবী ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ পরম ধার্ম্মিক নরপতি নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নহুষ ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিয়া ইন্দ্রের পত্নী শচীর প্রতি অভিলাষী হইলেন। শচী বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতির পরামর্শে শচী নহুষকে বলিলেন যে, যদি নহুষ সপ্তর্ষিগণ বাহিত যানে আরোহণ করিয়া আগমন করেন। তবেই তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন। তদনুসারে নহুষ অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণকে শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিলেন। এবং শিবিকা বহন কালে তাঁহার পদ অগস্ত্যের অঙ্গ স্পর্শ করায়, অগস্ত্য তাঁহাকে "সর্প হও" বলিয়া শাপ দেন। মহাভা-উদ্-১০—১৬। নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিজতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। (১২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় নহুষ, নহুষের তনয় যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ। রামা-আদি-৭০। (১৩) নহুষের পুত্র নাভাগ। রামা-অযো-১১০। (১৪) বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া, ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আয়ুর তনয় নরপতি নহুষ শত সহস্র বৎসর দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৭৬। (১৫)চন্দ্রবংশীয় নরপতি আয়ুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম নহুষ। সুস্বধা নাম্নী পিতৃগণের মানসী কন্যা বিরজা নরপতি নহুষের পত্নী ছিলেন। বিরজা

হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব, পাচি, শর্য্যাতি ও মেঘযাতি নামে সাত পুত্র জন্মে। মৎ-১৫, ২৪। (১৬) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র নহুষ। শিব জ্ঞান-৬২। পুরূরবার তনয় নহুষ, নহুষের তনয় যযাতি। কল্কি ৩য়-৪। (১৭) পুরূরবার তনয় আয়ু, আয়ুর পুত্র রম্ভিনার, রম্ভিনারের তনয় বিগ্নতি, বিগ্নতির তনয় কৃতি, কৃতির তনয় নহুষ, নহুষের তনয় যযাতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

নাক—মহর্ষি মুদ্গলের তনয় মৌদ্গল্য নাক অতিশয় জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাঁহার মতে কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই অনুষ্ঠেয়। তৈত্তি ১।৯। বরুণের পত্নী সামুদ্রী দেবী সুনা দেবী নামে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কলি ও বৈশ্য নামে দুই পুত্র এবং সুর সুন্দরী নাম্নী একটী কন্যা জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা তনয়া হিংসা কলির ভার্য্যা ছিলেন। কলির প্রথমা ভার্য্যা নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সন্ধম ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৮৪।

নাকচর--সপ্ত পিতৃগণের অন্যতম নাকচর। মহাভা-সভা-১১।

নাকুরয়—কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি নাকুরয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

নাকুলি—মহর্ষি নাকুলি একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, জমদগ্নি ও ঔর্ব্ব এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নাগ—কশ্যপের কন্যা সুরসা নাগদিগকে প্রসব করেন। রামা-অরণ্য-১৪। (২) ঋষভের তনয় ভরত, ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের আট পুত্রের অন্যতম নাগ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। (৩) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে বলবান্ অমিত তেজস্বী বহুমস্তক বিশিষ্ট গরুড়ের অনুগত সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। বিষ্ণু-১ম ১৫।

নাগগণ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে নাগগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য স্বীয় অনুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয় ও পরাজয় এই চারিজনকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) তার্ক্ষ দক্ষের বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামী নাম্নী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কদ্রু হইতে নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

নাগচণ্ডেশ্বর--কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-১৯।

নাগচুড়--নাগরাজের অন্যনাম নাগচুড়। স্কন্দ-আব চতু-৮৪।

নাগজিহ্ব—স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে পৃথুদকতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ব, চন্দ্রভাস, পাণিকূর্ম্ম, অশিক্ষক, চাষবক্ত্র ও জম্বুককে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নাগতীর্থ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, নাগতীর্থ তঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাধবী, তীর্থনেমী, স্মিতানন, গীতাপ্রিয়া ও একচূড়াকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নাগদত্ত—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম নাগদত্ত তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; দ্রো-৫৭।

নাগবীথী— ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা যামীর গর্ভে নাগবীথীর জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-১৫ ; কূর্ম্ম-১৬ ; মৎ-২০৩ ; হরি-হরি-৩।

নাগরেশ্বর—চণ্ডশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ সরস্বতী তীরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহাই নাগরেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১৬৪।

নাগাশী—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নাগাশী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। না। মহাভা-উদ্-১০০।

নাগেশ্বর—কুমারিকা ক্ষেত্রে নাগেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনা করিলে সর্প ভয় থাকে না। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৩।

নাগ্নজিতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতা হইতে ভদ্রকার ও ভদ্রবিন্দ নামে দুই পুত্র ও ভদ্রবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (২) কোশল রাজ ধার্ম্মিক নগ্নজিতের কন্যার নাম নাগ্নজিতী (অন্যনাম সত্যা) ছিল। নগ্নজিত পণ রাখিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি আমার রক্ষিত সপ্ত বৃষের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। রক্ষিত সপ্তবৃষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আমশঙ্কু, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০-৫৮। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী বৃক, বৃকজিৎ, বৃকশ্ব, মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে পাঁচ পুত্র এবং বৃজিনা নাম্নী একটী সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। বায়ু ৯৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী হইতে বিন্দ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। বিষ্ণু ৫ম—৩২।

নাচিক—বিশ্বামিত্রের বহুপুত্রের অন্যতম নাচিক ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

নাচিকেত—মহারাজ যুধিষ্ঠির ময়দানব নির্ম্মিত সভাগৃহে যখন প্রবেশ করেন, তখন মহর্ষি নাচিকেত প্রভৃতি ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। মহর্ষি উদ্দালকের তনয় নাচিকেত অতিশয় সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। কোন কারণে উদ্দালক ক্রুদ্ধ হইয়া নাচিকেতকে "যমের বাড়ী যাও" বলিয়া গালি দেন। তদনুসারে পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি যমের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত

়েন। যম তাঁহার সত্যবাদিতায় অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন। এবং তাঁহার পিতার নিকট পুন প্রেরণ করেন। নাচিকেত যমের বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমাগত ঋষিদের নিকট নরক ইত্যাদির বর্ণনা করেন। বরা-১৯৩-২০৫। নচিকেতা দেখ। মহাভা-অনুশা-৭১, ৭২।

াড়ায়ণ—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি নাড়ায়ণ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা আজমীঢ় ও কণ্ঠা এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

াড়ীজঙ্ঘ—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দাক্ষায়নীর গর্ভে রাজধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অন্য নাম ছিল নাড়ীজঙ্ঘ। এবং তিনি বকবিহঙ্গ ছিলেন। গৌতম নামে কোনও ব্রাহ্মণ, নাড়ীজঙ্ঘের সহায়তায় নাড়ীজঙ্ঘের বন্ধু রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট প্রচুর অর্থলাভ করেন। অকৃতজ্ঞ গৌতম সেই উপকারী নাড়ীজঙ্ঘকেই শেষে মারিয়া ফেলেন। বিরূপাক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া, সেই নরাধম গৌতমকে বধ করেন। মহাভা শান্তি ১৬৯-৭৩।

াথ—বিকুণ্ট নামক দেবগণের অন্যতম নাথ ছিলেন। বায়ু ৬২। বিকুণ্ট দেখ।

াদ— চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিষ্ণু, নাদ, বিবস্বান্ ও অতিনামা সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯।

াদিক—এই নামে একজন রুদ্র আছেন। এবং তাঁহার নামানুসারে একটী তীর্থ স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। অগ্নি-৮৫।

নাদেশ্বর—কাশীস্থিত নাদেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিলে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২।

নাধৃতি—যদুবংশীয় ধৃষ্টির পুত্র নাধৃতি, নাধৃতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যোমা। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

নাবল— প্রহ্লাদের তনয় বিরোচন, বিরোচনের তনয় শম্ভু, শম্ভুর অন্যতম পুত্র নাবল। বায়ু ৬৭। শম্ভু দেখ।

নাভ—ভগীরথের তনয় শ্রুত, তৎপুত্র নাভ, নাভের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। ভাগ-৯স্ক-৯; কল্কি-৩স্ক-৩। (২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম তনয় নাভ। বিষ্ণু-৩য় ১; বায়ু ৬৪। বৈবস্বতমনু দেখ।

নাভগ -বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক ৭৯। বৈবস্বত মনু দেখ।

নাভনেদিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড ৭১। বৈবস্বত মনু দেখ।

নাভক— কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি নাভক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৩৯।১।

নাভাগ --বৈবস্বত মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানা জাতি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন তাঁহারা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতেন। বেণ, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভগ; ইক্ষ্বাকু, কারূষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র ও নাভাগারিষ্ট এই দশ জন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ

হইলেন। মহাভা-আদি-৭৫। নভগ দেখ।

নাভাগারিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৭৫। নাভাগ দেখ।

নাভানেদিষ্ট—সূর্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট একজন প্রাচীন কালের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করিবার সময় তাঁহাকে বিষয়ের ভাগ না দিয়া রুদ্রের স্তব করিতে বলেন। তদনুসারে তিনি রুদ্রের স্তব করিতে উদ্যত হইয়া অঙ্গিরাদের যজ্ঞানুষ্ঠানে উপনীত হন। সেই সময় হোতারা অনেক মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেই সকল মন্ত্র বলিয়া দিয়া যজ্ঞ সমাপন করাইয়া দিলেন। ঋগ-১০।৬১।১, ১৮।

নাভি, নাভী—(১) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় আগ্নীধ্রের পুত্র নাভী। তিনি পূর্ব্বে চিত্তির গর্ভে জন্ম লাভ করেন। নাভীর পত্নী মেরু দেবীর গর্ভে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ঋষভ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ১স্ক-৩। ২স্ক-৭; ১১স্ক-২। মার্ক ৫৩। (২) ঋষভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নাভী তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক স্বীয় পত্নী মেরুদেবীর সহিত বদরিকা-আশ্রমে গমন করেন ও তথায় পরলোক প্রাপ্ত হন। ভাগ-৫স্ক-২। (৩) নাভি হিমালয়ের দক্ষিণ দিকস্থ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। বিষ্ণু-২য়-১। (৪) নাভির স্ত্রী মেরুদেবী ঋষভকে প্রসব করেন। ঋষভের তনয় ভরত। বরা ৭৪। শিব-জ্ঞান-৪৭। অগ্নি ১০৭। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; বায়ু ৩৩; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

নাভিকেতু—জনৈক ঋষি। পদ্ম-উত্ত-১৩৫।

নাভিগুপ্ত—নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপে দেবকৃত একটী কুশস্তম্ভ ছিল বলিয়া ইহার নাম কুশ-দ্বীপ হয়। হিরণ্যরেতার বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্র ও দেব নামে সাত পুত্র ছিল। এই দ্বীপকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি সপ্ত পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ ৫স্ক-২০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

নায়কি—মহর্ষি নায়কি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

নারদ—(১) কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি নারদ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১৩।১। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনির গর্ভে অর্কপর্ণ, কলি, নারদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) নারদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ের নাম ছিল পর্ব্বত। তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজা সৃঞ্জয়ের আলয়ে

অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যখন যাঁহার মনে যে ভাব উপস্থিত হইবে, তখনই তাহা অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে হইবে। রাজা সৃঞ্জয়ের গৃহে অবস্থান কালে, তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা সুকুমারী তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। নারদ তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু ভাগিনের পর্ব্বত ইহা জানিতে পারিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে,—"তুমি আমার নিকট মনোভাব গোপন করিয়াছ, অতএব এই কন্যাকে তুমি বিবাহ করিলে, এই কন্যা ও অপরে তোমাকে বানর মুখো দেখিবে"। নারদও প্রতিশাপ দেন যে,—তুমি তপস্যানিরত হইলেও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। পরে উভয়ে উভয়ের শাপ প্রতিসংহার করেন। মহাভা-শান্তি-৩০। (৪) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম নারদ ছিল। মহাভা-অনুশা-৪। (৫) ব্রহ্মার তনয় নারদ। দক্ষপ্রজাপতি, বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীতে প্রথমত হর্য্যশ্ব প্রভৃতি পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই দেবর্ষি নারদের পরামর্শে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। এই সকল পুত্র সন্ন্যাসী হইলে, দক্ষ আবার অসিক্লীতে সবলাশ্ব প্রভৃতি এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারাও নারদের পরামর্শে সন্ন্যাসী হইয়া গেলে, দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দেন যে, "তুমি বিনষ্ট হও, গর্ভ বাস যন্ত্রণা ভোগ কর"। দক্ষ কশ্যপকে এক কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যার গর্ভে নারদ আবার জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৬) শ্রীমদ্-ভাগবত মতে নারদ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। (৭) তিনি পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণব তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৮) কোনও বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর গর্ভে নারদের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা সেই ব্রাহ্মণদের পরিচর্য্যাতেই নারদকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা দয়া করিয়া নারদকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। তাঁহার পঞ্চ বৎসর বয়ক্রম কালে, সর্পাঘাতে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পরে কিছুকাল দেশ ভ্রমণে যাপন করিয়া, তিনি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন, এবং সিদ্ধিলাভ করেন। ভাগ-১স্ক-৬। (৯) ভগবান্ ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্যতম নারদ। ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদের জন্ম হয়। ভাগ-৩স্ক-১২। (১০) পূর্ব্ব জন্মে নারদ উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে হরি গাথা গান করিবার জন্য বিশ্বস্রষ্টাগণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করেন। সেই স্থানে নারদ স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া,

উপস্থিত হন। তদ্দর্শনে বিশ্বস্রষ্টাগণ কুপিত হইয়া, "শূদ্র যোনীতে জন্মগ্রহণ করিবে" বলিয়া অভিশাপ দেন। সেই-জন্য তিনি দাসী গর্ভে জন্মলাভ করেন। ভাগ ৬স্ক-১৫। (১১) ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ, নারদের কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। (১২) একদা নারদ ও পর্ব্বত মুনি পরম ধার্ম্মিক রাজা অম্বরীষের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপরূপ সুন্দরী কন্যা শ্রীমতীকে দেখিয়া উভয়েই সমকালে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন। রাজা তাঁহা-দিগকে বলিলেন, কন্যা স্বয়ং যাঁহাকে বরণ করিবে তিনি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। নারদও তখনই বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন পর্ব্বত মুনির মুখ বানরের মুখের মত হয় এবং পর্ব্বত মুনি প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় নারদের মুখ যেন গোলাঙ্গুলাখ্য বানরের মত হয়। বিষ্ণু উভয়ের প্রার্থনাই রক্ষা করিলেন। যথাকালে স্বয়ম্বর সভায় উভয়ে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী তাঁহাদের বিকৃত মুখ দেখিয়া কাহাকেও বরণ করিলেন না। এদিকে বিষ্ণু দিব্য পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী তাঁহাকেই বরণ করিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করেন। শ্রীমতী অদৃশ্য হইলে নারদ পর্ব্বত মুনি ইহা অম্বরীষের চাতুরী মনে করিয়া, তাঁহাকে শাপ দেন। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের ইহাতে কিছুই হইল না। লি-উ-৫। (১২) নারদের পত্নীর নাম সত্যবতী। মহাভা-উদ্-১১৬। বশিষ্ঠ নারদের ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। অরুন্ধতীর পুত্র শক্তি। মৎ-২০১। নারদের শাপে কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব বৃক্ষরূপে পরিণত হন। ভাগ ১০স্ক ১৭। নারদ ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বংশ নাই। ভাগ-৪স্ক-৭। (১৩) নারদ নামে একজন শিবভক্ত গন্ধর্ব্ব ছিলেন। লি-৫৫। নারদের নিকট রাম চরিত্র শ্রবণ করিয়াই বাল্মিকী রামায়ন রচনা করিতে আরম্ভ করেন। রামা-আদি-১। তিনি রামের বন গমন কালে উপস্থিত ছিলেন। রামা-অযো ১১২। (১৪) ষোল জন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম নারদ ছিলেন। বায়ু-৬৯। মৌনেয় গন্ধর্ব্ব দেখ। ব্রহ্মার মানস পুত্রদের মধ্যে নারদ অন্যতম। মৎ-৩। পর্ব্বত ও নারদ মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। ইঁহারা দেবগণের নিকট গমন করিয়া থাকেন বলিয়া, দেবর্ষি নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। ব্রহ্মা প্রথমে রুদ্রাদি তপোধনগণ, পরে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, তদনন্তর, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু,

পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশ জনকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্তি ধর্ম্মে, মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে ও নারদকে মুক্তি পথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বরা-২। নারদ পূর্ব্ব জন্মে অবন্তী পুরীতে এক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বারস্বত নামে খ্যাত ছিলেন। সারস্বত সরোবরে (অন্য নাম পুষ্কর) তপস্যা করিয়া তিনি নারায়ণের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পরে সেই নারায়ণেই লয় প্রাপ্ত হন। নারদ পিতৃলোককে নার অর্থাৎ পানীয় দান করিয়া নারদ নামে খ্যাত হন। বরা ৩।

নারদকেশব—কাশীস্থিত নারদকেশবের পূজা করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৫৮।

নারদী—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম নারদী ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

নারদেশ—প্রভাস ক্ষেত্রে নারদেশ লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। কলিতে এই লিঙ্গ কলকলেশ নামেও কীর্ত্তিত হন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা ৭৫।

নারদেশ্বর—কুমারিকা ক্ষেত্রে নারদেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সমুদয় পাতক দূর হয়। স্কন্দ মাহে-কুমা-৫৩।

নারদেশ্বরী—প্রভাস ক্ষেত্রে নারদেশ্বরী দেবীর অর্চ্চনা করিলে পরম পুণ্য লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৪৭।

নারসিংহী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নারসিংহী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। পদ্ম সৃষ্টি-১৬। (২) চতুঃষষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। কালিকা-৬৩। (৩) কাশী-স্থিতা চক্রহস্তা দেবী নারসিংহীকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। স্কন্দ কাশী-উত্ত ৭০।

নারা (১) নরপতি উশীনরের পুত্র নৃগ। নৃগের স্ত্রী নারা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭। (২) ভগবান্ স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজাগণকে সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে জল সৃজন করেন। এবং তাহাতে বীজ রোপণ করেন। নরের সন্তান বলিয়া জল নারা নামে খ্যাত। হরিবংশ উপক্র।

নারায়ণ—(১) মহর্ষি নারায়ণ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিরাট পুরুষের স্তুতি করিয়া যে ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন, তাহাই পুরুষসূক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। ঋগ-১০।৯০।১। (২) বিষ্ণুর অন্য নাম নারায়ণ। মহাভা-আদি-১। (৩) ভগবান্ নারায়ণ সমুদয় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। মহাভা-শান্তি-৩৫০। (৪) বিষ্ণু নারাকে (জলকে) আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-২। (৫) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ নামক

ঋষিদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৬) মগধের কণ্ব বংশীয় নরপতি ভূমিত্রের তনয়ের নাম নারায়ণ, নারায়ণের পুত্রের নাম সুশর্ম্মা। ভাগ-১২স্ক-১। (৭) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে নারায়ণ একজন বেদবিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭। (৮) কল্পের অবসানে তমোভূত স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল অতি ভয়ানক একার্ণব হইয়াছিল। তৎকালে দেবতা ও ঋষিগণ কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। সেই সময়ে নারায়ণ সেই অর্ণব মধ্যে অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। একদা সুপ্ত নারায়ণের নাভিতে লীলার জন্য বিমল পঙ্কজ উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা নারায়ণকে উত্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —তুমি কে ? তখন নারায়ণ উত্তর করিলেন, আমি সকলের উৎপত্তি ও বিনাশহেতু নারায়ণ। নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ? ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাণ্ড আমাতেই সংস্থিত। তখন নারায়ণ ব্রহ্মার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি সন্দর্শনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা নারায়ণের উদরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু নারায়ণ বহির্গমনের সমুদয় পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ব্রহ্মা নারায়ণের নাভীস্থিত পদ্ম দিয়া বাহির হইয়া বলিলেন,—আমি সর্ব্বলোকের আত্মা, আপনি ও আমি ভিন্ন লোক-দিগের অন্য পরমেশ্বর নাই। তখন নারায়ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন,—আপনার একথা বলা উচিত হয় নাই। ইতিমধ্যে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে স্তুতি করিয়া তৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে সেই বর দিলেন। নারায়ণ শিবের আরাধনা করিয়া অচলা ভক্তি বর প্রাপ্ত হইলেন। ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মী প্রসূতা হন। কূর্ম্ম পূ-১৩। (৯) সাধ্য দেবগণের অন্যতম নারায়ণ। মৎ-২০৩। সাধ্য দেবগণ দেখ। (১০) মহর্ষি আমুষ্যানের পুত্র নারায়ণ। চারায়ণ ঋষির কন্যা ভবানী ও গোমতীকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু নারায়ণ অকালে সর্প দংশনে প্রাণ ত্যাগ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬। (১১) কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে এক দাসীপতি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ ছিল। ভাগ-৬স্ক-১, ২। অজামিল দেখ। নারায়ণ সোমের যজ্ঞে উপদ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল তাঁহার আলয়ে, তাঁহার স্ত্রীরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। মৎ-২৩।

নারায়ণী—(১) মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতীর অন্যনাম। সৌর-৪৯। (২) সাবিত্রী দেবী সুপার্শ্ব গিরিতে নারায়ণী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৩) কাশ্মীরপতি বসুর স্ত্রীর নাম নারায়ণী ছিল। বসু পূর্ব্ব জন্মে দক্ষিণা পথে জনস্থানের রাজা ছিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দ্বাদশী ব্রত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রত উদ্‌যাপন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে তাঁহার স্ত্রী নারায়ণী সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিলে, তিনি সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। বরা-৬। (৪) নারায়ণের স্ত্রীর নাম নারায়ণী। শিব জ্ঞান ২। (৫) কাশীস্থিত গোপী গোবিন্দের পশ্চিমে নারায়ণী দেবী অবস্থিত থাকিয়া শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ভীষণ শরদ্বারা কাশীর চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন রাশিকে উৎসাদিত করিতেছেন। এবং তাঁহার উন্নত তর্জ্জনী হইতে চক্রাস্ত্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করে কাশীতে তাঁহার মহাভ্যুদয় হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭০।

নারী—মেরুর অন্যতমা কন্যা নারীকে, মনুবংশীয় নরপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র কুরু বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। অঙ্গিরা বংশীয় নারী একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, আজমীঢ় ও কঠ্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

নারীকবচ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহীপতি অশ্মকের পত্নী উত্তরা হইতে মূলক জন্মগ্রহণ করেন। মূলক পরশুরামের ভয়ে স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেন। সেই জন্য তিনি নারীকবচ নামে খ্যাত হন। মূলকের তনয় শতরথ। লি-৬৬; বিষ্ণু ৪র্থ-৪।

নারীপাল—স্ত্রীরাজ্যের অধিপতি নারীপাল ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী মোহিনী রাজ্য শাসন করিতেন। গর্গ-অশ্বমে-১৭।

নারেয়—যদুবংশীয় নরপতি সত্রাজিতের অন্যতম পুত্র ভঙ্গকার। এই ভঙ্গকারের সভাক্ষ ও নারেয় নামে দুই পুত্র ছিল। হরি হরি ৩৮।

নাসত্য, নাসত্য—প্রাচীন ঋগ্বেদের দেবতা অশ্বিদ্বয়ের অন্যনাম নাসত্য। ঋগ ১।৩।২। (২) অশ্বিনী কুমারের অন্যনাম নাসত্য ও দস্র। তাঁহারা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। সংজ্ঞা বড়বারূপে মেরু প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই সময়ে বিবস্বান্ ঘোটক রূপ ধারনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত উপগত হন। সংজ্ঞা ভয় পাইয়া নাসাপুট দ্বারাই শুক্রক্ষরণ করেন। নাসানিস্থত শুক্র হইতেই অশ্বিনী কুমারদ্বয় উৎপন্ন হইলেন। নাসাগ্রের স্রুত রেত হইতে জন্ম বলিয়া তাঁহারা তদবধি নাসত্য ও দস্র নামে

অভিহিত হন। মৎ-১১; মার্ক-৭৮; ১০৮; শিব-ধর্ম্ম-৭৯; বায়ু-৮৪।

নাগতোশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে নাগতোশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। তাঁহার পূজনে মহাপাতক নাশ প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৩।

নাগমৌজা—যদুবংশীয় রাজা দেবকবানের বীর, অসমৌজ ও নাসমৌজা নামে তিন পুত্র ছিল। হরি হরি ৩৮।

নির্ঋতা—কশ্যপের পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

নির্ঋতি—(১) পাপ দেবীর নাম নির্ঋতি। ঋগ ১।২৪।৯। (২) ব্রহ্মার তনয় মরীচি, মরীচি হইতে মৃগবাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী দহন, কপালী, স্থানু ও ভর্গ এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি-৬৬। (৩) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন। তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, একপাৎ, অজ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিরধ্ন সেনানী ও কপালী নামক একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে খ্যাত হন। হরি হরি ১৯৬। (৪) নির্ঋতির বাহন প্রেতগণ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। (৫) নির্ঋতি সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি ও পাপ কর্ম্মের ফল দাতা। কূর্ম্ম-উ-৬। (৩) অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা হইতে অনৃত নামে পুত্র ও নির্ঋতি নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অনৃত এই নির্ঋতিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের নরক ও ভয় নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। মার্ক-৫০। (৭) কশ্যপ পত্নী সুরভি হইতে অঙ্গারক, সর্প, নির্ঋতি, অজৈক-পাদ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মে। বায়ু-৬৬।

নিকষা—মহর্ষি বিশ্রবার দুই পত্নী পুষ্পোৎকটা ও নিকষা। পুষ্পোৎকটা হইতে কুবেরের এবং নিকষা হইতে রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও শূর্পনখার জন্ম হয়। অগ্নি-১১।

নিকুম্ভ—(১) কশ্যপ পত্নী দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রহ্লাদের বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে তিন পুত্র জন্মে। নিকুম্ভের তনয় সুন্দ ও উপসুন্দ। মহাভা আদি ৬৫। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে নিকুম্ভ নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহাভা আদি-৬৫। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তি-

কেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, নিকুম্ভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬ ; বাম-৫৭। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ সতত ক্ষাত্রধর্ম্ম নিরত ছিলেন। নিকুম্ভের তনয় রণ-বিশারদ সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব ও অকৃশাশ্ব। হরি-হরি-১২। (৫) শিবের এক অনুচরের নাম নিকুম্ভ ছিল। এক সময়ে মহাদেব পার্ব্বতী সহ হিমালয়ের ভবনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে মেনকা একদিন কথাচ্ছলে মহাদেবের আচরণের নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই-জন্য পার্ব্বতী আর পিত্রালয়ে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। তখন মহাদেব তাঁহার বাসের জন্য বারাণসী উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; এবং কৌশলে সেই পুরী জনশূন্য করিতে নিকুম্ভকে আদেশ করিলেন। নিকুম্ভ কন্দুক নামক নাপিতের সাহায্যে স্বীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূজা, অর্চ্চনা লাভ করিয়া নগরবাসীগণের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বারাণসীর রাজা দিবোদাসের মহিষী সন্তান কামনায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াও বিফল মনোরথ হন। সেইজন্য ক্রোধান্ধ রাজা দিবোদাস, নিকুম্ভের স্থান ভগ্ন করেন, এবং নিকুম্ভের শাপে বারাণসী জনশূন্য হয়। হরি-হরি-২৯। (৬) ব্রহ্মদত্ত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে, নিকুম্ভাদি অসুরগণ তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া, তাঁহার রূপলাবণ্যবতী পাঁচ শত কন্যাকে হরণ করে। এই ব্রহ্মদত্ত বসুদেবের সহাধ্যায়ী ও সখা ছিলেন। সেইজন্য বসুদেবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ নিকুম্ভের মস্তক ছেদন করেন। হরি-হরি ১৪০—১৪২। (৭) এক নিকুম্ভ যদুবংশীয় ভানুর কন্যা ভানুমতিকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন অনেক যুদ্ধের পর তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই নিকুম্ভের সহিত অর্জ্জুনের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। হরি-হরি-১৪৭। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ। তৎপুত্র বহুলাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১০। (৯) নিকুম্ভের তনয় সংহতাশ্ব, সংহতাশ্বের তনয় কৃশাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ২। (১০) যাতুধানাত্মজ বিস্ফূর্য্য অন্যতম রাক্ষস ছিলেন। এই বিস্ফূর্য্যের তনয় নিকুম্ভ অতিশয় ক্রূর ছিলেন। বায়ু-৬৯। (১১) যাতুধানের এক পুত্রের নাম ব্যাঘ্র ছিল। এই ব্যাঘ্রের এক পুত্রের নাম নিকুম্ভ ছিল। এই নিকুম্ভ জন্তুগণের বিঘ্নকারক ছিল। বায়ু ৬৯। (১২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি ও মন্ত্রী নিকুম্ভ, লঙ্কা সমরে বানরপতি নীলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নীল তাঁহাকে সারথীর সহিত যমালয়ে প্রেরণ করেন।

রামা-লঙ্কা-৪৩। (১৩) কুম্ভকর্ণের অন্যতম পুত্র নিকুম্ভ। লঙ্কা সমরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কুম্ভ নিহত হইলে, তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বানর সৈন্য নিপাত করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে হনুমান তাঁহার গ্রীবা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যম সদনে প্রেরণ করেন। রামা-লঙ্কা-৭৭।

নিকুম্ভনাভ—নরপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ।

নিকুম্ভা—অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন. নিকুম্ভা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নিকুম্ভেশ্বর—নিকুম্ভ নামক মহাদেবের গণ কাশীস্থিত নিকুম্ভেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ইহার পূজা করিয়া, গ্রামান্তরে গমন করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৫৫।

নিকৃতজ—কশ্যপ বংশীয় নিকৃতজ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

নিকৃতি—(১) দম্ভের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে, লোভ নামে এক পুত্র ও নিকৃতি নামে এক কন্যা জন্মে। লোভ স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের ক্রোধ নামে এক পুত্র ও হিংসা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৭। (২) অধর্ম্মের পত্নী হিংসা হইতে অনৃত ও নিকৃতি জন্মগ্রহণ করেন। নিকৃতি স্বীয় সহোদরকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামে দুই কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭; অগ্নি-২০; ব্রহ্মাণ্ড-১০; বায়ু-১০। হিংসা দেখ। (৩) হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের যে সকল পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা নিকৃতি নামে খ্যাত ছিল। তাহারা অতি দুঃখদায়ী ছিল। শিব-বায়ু-১৫।

নিকৃতিবসু—ধর্ম্মের পত্নী সুরসা হইতে মরুদেব, ধ্রুব, সোম, বিশ্বাবসু, পর্ব্বত, যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিকৃতিবসু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

নিকেতন—ধন্বন্তরী বংশীয় সুনীথের পুত্র নিকেতন, নিকেতনের পুত্র ধর্ম্মকেতু। ভাগ-৯স্ক-১৭।

নিক্ষুভা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার দক্ষিণ লোচন হইতে সূর্য্য সৃষ্ট হন। দ্যৌ ও নিক্ষুভা নামে সূর্য্যের দুই পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

নিখর্ব্বট—একজন বানর দলপতি। তিনি লঙ্কা সমরে তার রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৩।

নিখাত—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রতিহর্ত্তার পুত্র নিখাত। নিখাতের পুত্র উন্নেতা। বরা-৭৪।

নিগড়ভঞ্জিনী—প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিয়া নিগড়ভঞ্জিনী দেবীকে অর্চ্চনা করিলে, মানব কখনই নিগড়ে পীড়িত হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

নিম্ন— (১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি অনরণ্যের পুত্র নিম্ন। তৎপুত্র অনমিত্র ও রঘু। হরি-হরি-১৫; অগ্নি-২৭৩; মৎ-১২। (২) যদুবংশীয় নরপতি অনরণ্যের অন্যতম পুত্র নিম্ন, নিম্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। হরি-হরি-৩৮। (৩) যদুবংশীয় অনমিত্রের তনয় নিম্ন, বৃষ্ণি ও শিনি এই তিন জন। নিম্নের তনয় সত্রাজিৎ ও প্রসেন। ভাগ ৯স্ক-২৪। (৪) অনমিত্রের তনয় নিম্ন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৫) যমের দৌহিত্র গর্ভহার পুত্র নিম্ন। নিম্ন গর্ভিনীর গর্ভভোজন করে। মার্ক-৫১। গর্ভহা অঙ্গধুক দেখ। (৬) যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতম পুত্র অনমিত্র, অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও শক্তিসেন। মৎ-৪৫।

নিচক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষু। গঙ্গা কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে, নিচক্ষু কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করেন। নিচক্ষুর তনয় উষ্ণ, উষ্ণের তনয় চিত্ররথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

নিচন্দ্র—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে নিচন্দ্র প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫; বায়ু-৬৮; হরি-হরি-৩।

নিতম্বু—মহাত্মা ভীষ্ম যৎকালে শর শয্যায় শয়ন থাকিয়া তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে যে সকল তপোধন তথায় উপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি নিতম্বু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন মহাভা-অনুশা-২৬।

নিদাঘ—(১) পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ঋভু নামে এক পুত্র ছিল। তিনি স্বভাবতই সকল তত্ত্বে যাথার্থ্য জ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন। পুলস্ত্য তনয় নিদাঘ ঋভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, ঋভু তাঁহাকে নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। বিষ্ণু ২য় ১৫। (২) কশ্যপ বংশীয় নিদাঘ একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯; স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত ৩।

নিদাত—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র নিদাত। বায়ু-৯৬।

নদ্রাধর—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

নিধি —(১) বিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অন্যতম নিধি ছিলেন। বায়ু-১০০। শুক দেখ। (২) সাবিত্রী দেবী বৈশ্রবণালয় নামক তীর্থক্ষেত্রে নিধি নামে বিখ্যাত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

নিধ্রুব—মহর্ষি নিধ্রুব একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৯।

নিধৃতি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি রণধৃষ্টের তনয় নিধৃতি, প্রচণ্ডবল বিনাশক দশার্হ নিধৃতির তনয়। দশার্হের তনয় ব্যাপ্ত,

ব্যাপ্তের তনয় জীমূত। লি-৬৮। (২) হৈহয় বংশীয় ধৃষ্টের তনয় নিধৃতি, নিধৃতির তনয় উদর্ক ও বিদূরথ। অগ্নি ২৭৫।

নিধ্রুব—(১) কশ্যপ গোত্রীয় মহর্ষি নিধ্রুব একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৬৩।১। (২) কশ্যপের পুত্র বৎসর, বৎসর হইতে নিধ্রুব ও রৈভ্য জন্মগ্রহণ করেন। নিধ্রুবের পত্নী কুণ্ডপায়ী ঋষিগণের মাতা। বায়ু-৭০।

নিবর্ত্ত—যদুবংশীয় নিবর্ত্তের পত্নী অশ্মকী হইতে অনাধৃষ্টি, শক্রশক্রঘ্ন ও শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯।

নিবর্ত্তশক্র—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র অনাধৃষ্টি। অনাধৃষ্টির পত্নী অশ্মকা হইতে নিবর্ত্তশক্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪।

নিবাত—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম তনয় নিবাত বায়ু-৯৬।

নিবাতকবচ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামধেয় তপস্যা পরায়ণ, মহানুভব দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মণিমতি নগরীতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। অর্জ্জুন তাঁহাদের নিপাত করেন। হরি-হরি-৩। (২) পাণ্ডবগণের বনবাস কালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। সেখানে দেবরাজের নিকট নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে অভিলাষী হইলে, দেবরাজ কহিলেন,—নিবাতকবচ নামে আমার কতকগুলি দানবশক্র আছে। তাঁহারা সাগর গর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করে; তাহাদের সংখ্যা তিন কোটী তুমি তাহাদিগকে বধ কর, তাহা হইলেই তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদান সম্পাদিত হইবে। অর্জ্জুন ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া মাতলীর সাহায্যে নিবাতকবচদিগকে বিনাশ করেন। মহাভা-বন-১৬৭—৭৪। (৩) বিষ্ণু নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বিনাশ করেন। রামা-লঙ্কা-১১৩। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্রাদ, সংহ্রাদের তনয়গণ নিবাতকবচ নামে খ্যাত ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। মৎ-৬। (৫) মহাদেব ও অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, নিবাতকবচাদি দৈত্যগণ সাধ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাম-৬৯।

নিবৃতি—যযাতি বংশীয় বৃষ্ণির তনয় নিবৃতি, নিবৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোম, ব্যোমের তনয় জীমূত। ভাগ-৯স্ক ২৪।

নিবৃত্তি—যদুবংশীয় সৃষ্টের পুত্র নিবৃত্তি, নিবৃত্তির তনয় দাশার্হ, দাশার্হের পুত্র ভীম, ভীমের তনয় জীমূত। পদ্ম সৃষ্টি ১৩।

নিভা—রাজা করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিত। এই অবীক্ষিতের অন্যতমা স্ত্রী নিভা ছিলেন। নিভা নরপতি বীরভদ্রের কন্যা ছিলেন। মার্ক-১২২।

নিভৃত—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম নিভৃত ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ। (২) সুকর্ম্মা দেবগণের অন্যতম নিভৃত ছিলেন। বায়ু-১০০। সুকর্ম্মা দেবগণ দেখ।

নিমি—(১) অত্রি বংশীয় মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের পুত্র নিমি, নিমির তনয় শ্রীমান্ অকালে পরলোক গমন করিলে, তিনি অতিশয় শোকাভিভূত হন এবং চতুর্দ্দশ দিবস পরে কয়েকজন মহর্ষিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক পুত্রের প্রিয় ফলমূলাদি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) বিদর্ভাধিপতি নিমি, মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া, বন্ধু বান্ধবদের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪; মহাভা অনুশা-১৩৭। (৩) ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অন্যতমের নাম নিমি ছিল। ভাগ-৯স্ক-৬। (৪) পাণ্ডব বংশীয় দণ্ডপানির তনয় নিমি। তৎপুত্র ক্ষেমক। ভাগ-৯স্ক-২২। ইক্ষ্বাকুর অন্যতম তনয় নিমি হিমালয়ের পার্শ্বে জয়ন্ত পুরীতে রাজত্ব করিতেন। রাজর্ষি নিমি এক দীর্ঘ কাল ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্র যজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, রাজর্ষি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। নিমি আর অপেক্ষা না করিয়া মহর্ষি গৌতম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্র যজ্ঞ সম্পাদনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহা জানিতে পারিয়া, "তুমি চেতনা-বিহীন হও" বলিয়া নিমিকে শাপ দেন। নিমিও "আমার মত আপনিও হইবেন" বলিয়া বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন। এইরূপে নিমি ও বশিষ্ঠ উভয়েই পরস্পরের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিলেন। সমাগত ঋষিগণ নিমির দেহ অরণিরূপে কল্পিত করিয়া মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা হইতে এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মন্থন হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম মিথি, জনন হইতে জন্ম বলিয়া জনক এবং বিদেহ হইতে জন্ম বলিয়া, বৈদেহ নামে খ্যাত হইলেন। ভাগ-৯স্ক ১৩। নিমির পুত্র মিথি, মিথির তনয় জনক, তৎপুত্র উদাবসু। রামা-আদি-৭১; উত্ত-৬৫—৬৭। বিষ্ণু পুরাণ মতে মিথির তনয় নন্দীবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু। (৫) যদুবংশীয় সাত্বতের অন্যতম তনয় ভজমান। ভজমানের বহু পুত্রের মধ্যে নিমি ও কৃকনই প্রধান

ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। একদা ঋষিগণ নরপতি নিমির যজ্ঞ করিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় রাজা ঋষভের কবি, হবি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি দিগম্বর আত্মবিদ্যা বিশারদ নয় জন পুত্র ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহারা নিমির প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। ভাগ ১১স্ক-২, ৩, ৪। (৬) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের পুত্র ভজমান। নরপতি সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ও বাহুকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহুকা হইতে নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (৭) পূর্ব্বকালে রাজা নিমি একদা স্ত্রীগণ সহ ক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিমি তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেইজন্য বশিষ্ঠ তাঁহাকে বিদেহ হইয়া থাকিবে বলিয়া শাপ দেন। নিমিও তাঁহাকে তদনুরূপ শাপ দেন। পরস্পরের শাপ প্রভাবে উভয়ে বিগত চিত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন শাপ সমাবেশের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে নিমি লোকের লোচনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সেই জন্য বিশ্রাম ঘটিলেই লোক সমূহের লোচনে নিমেষ পাত হয়। মৎ-৬১।

নিমিষ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নিমিষ একজন। মহাভা-উদ্-১০০।

নিমূর্ত্ত—যদুবংশীয় রাজাধিদেবের দুই পুত্র—শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। তন্মধ্যে শোণাশ্বের তনয় শমী, রাজশর্ম্মা, নিমূর্ত্ত, শুচি ও শক্রজিৎ এই পাঁচ জন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

নিম্বেশ্বর—দুঃশীল নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরুর নামানুসারে নিম্বেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-নাগর ২৭৫।

নিম্লোচী—যযাতি বংশীয় সাত্বতের অন্যতম তনয় ভজমান। ভজমানের এক পত্নী হইতে নিম্লোচী, কিঙ্কন ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র এবং অপরা পত্নীতে শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

নিয়ত—একটী অগ্নির নাম। মহাভা-বন-২২০।

নিয়তা—স্বয়ম্ভু শরীর নিসৃত দেবীর এক নাম। ব্রহ্মাণ্ড-৯।

নিয়তায়ু—শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর এবং তাঁহাদের পুত্র নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৯৩।

নিয়তি—(১) মেরুর কন্যা নিয়তি, ভৃগুর অন্যতম পুত্র বিধাতার পত্নী ছিলেন।

নিয়তি প্রাণকে প্রসব করেন। ভাগ-৪স্ক-২। (২) বিধাতার পত্নী নিয়তি হইতে মৃকণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১০; মার্ক-৫২। (৩) দুর্গার অন্য নাম নিয়তি। বায়ু-৯।

নিয়ম—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ধৃতি হইতে নিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭; কূর্ম্ম-পূ-৮; বায়ু-১০।

নিযুত—ভগবান্ রুদ্রের অন্যতমা স্ত্রীর নাম নিযুত ছিল। ভাগ-৩স্ক-১১।

নিয়োজিকা—দুঃসহের কন্যা ও যমের দৌহিত্রী। এই নিয়োজিকা লোকদিগকে অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করায়। প্রচোদিকা নামে তাঁহার চারিটী কন্যা আছে। তাহারা নানা প্রকারে লোককে মন্দ কর্ম্মে নিযুক্ত করে। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

নিযোধী—ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীর গর্ভে নিযোধী, অগ্নি, চক্ষু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

নিরমিত্র—(১) পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুলের অন্যতমা স্ত্রী করেণুমতি হইতে নিরমিত্র, জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় অযুতায়ুর তনয় নিরমিত্র, নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৩) ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার তনয় নিরমিত্র কুরুক্ষেত্র সমরে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১০৭। (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় অযুতায়ুর পুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের তনয় সুনক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৫) দক্ষমেরুসাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। দক্ষমেরুসাবর্ণি মনু দেখ। (৬) রৈবত মন্বন্তরে চরিষ্ণু প্রজাপতির অন্যতম পুত্র নিরমিত্র ছিলেন। বায়ু-৬২। (৭) চেদির কন্যা কর্ম্মরতী নকুল হইতে নিরমিত্রকে প্রসব করেন। বায়ু-৯৯।

নিরয়—মৃত্যুর পত্নী ভীতি হইতে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-৭।

নিরাকৃতি—প্রথম মেরুসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। মেরুসাবর্ণি দেখ।

নিরাময়—(১) দক্ষসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি দেখ। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

নিরামিত্র—(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাৎ নামক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে মুনির চারিজন যোগাচার্য্য পুত্র ছিল। লি-২৪; বায়ু-২৩। (২) পাণ্ডব বংশীয় বহীনর হইতে দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণি হইতে নিরামিত্র, নিরামিত্র হইতে ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

নিরুৎসুক—(১) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্য

মনুর সময়ে ভৃগুর তনয় নিরুৎসুক সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু ৩য়-২; হরি-হরি-৭। (২) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৈবত মনু দেখ।

নিরূদর— একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

নির্জ্জরান্তক— ত্রিপুরাসুরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৪।

নির্দ্দেশক— গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্ত হইতে হরিষেণ, নির্দ্দেশক প্রভৃতি নরমুখ চন্দ্রবংশীয় কিন্নরগণের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

নির্দ্দোহ—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। রৈবত মনু দেখ।

নির্ব্বাণকেশব— কাশীস্থিত লোলার্কের উত্তরাংশে নির্ব্বাণকেশব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

নির্ব্বাণনরসিংহ—পুলস্ত্যেশ্বর নামক মহাদেবের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কাশীর নির্ব্বাণনরসিংহ মহাদেবকে প্রণাম করিবা মাত্র, মানব নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

নির্ব্বাণরুচি—একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে নির্ব্বাণরুচি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

নির্ব্বৃতি—বিদর্ভপতি ধৃষ্টের তনয় নির্ব্বৃতি, নির্ব্বৃতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের পুত্র ব্যোমা। বায়ু-৯৫।

নির্ব্বৃতিচক্ষু—একজন মুনি। তাঁহার পুত্র সুতপা। মার্ক-৭৪। সুতপা দেখ।

নির্ভয়—রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্য মনু দেখ।

নির্ভয়া—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নির্ভয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নির্ম্মথ্য—পবমান নামক অগ্নি কবিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মথ্য নামে অভিহিত হন। এই অগ্নি গার্হপত্য নামে পরিচিত। ইঁহার শংস্য ও শুক্রাগ্নি নামে দুই পুত্র বিদ্যমান। বায়ু-২৯।

নির্ম্মলা—দক্ষের শত কন্যা ছিল। তন্মধ্যে তিনি সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা প্রভৃতি দ্বাদশটী কন্যা আদিত্যগণকে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-১১৯।

নির্ম্মাণরতিগণ—একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে বিহগগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিষ্ণু-৩য় ২।

নির্ম্মাষ্টি—যমের পত্নী ঋতুমতী হইয়া, চণ্ডাল দর্শন করায় তাঁহার গর্ভে নির্ম্মাষ্টির জন্ম হয়। নির্ম্মাষ্টি দুঃসহের পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে অতি ভীষণাকৃতি আট পুত্র ও আট কন্যা জন্মে। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ।

নির্ম্মোক—(১) অষ্টম মনু সাবর্ণি। এই সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয় নির্ম্মোক। ভাগ-৮স্ক-১৩। সাবর্ণি মনু দেখ। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবসাবর্ণির সময়ে

নির্ম্মোক সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২।

নির্ম্মোহ—(১) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। (২) শিব পুরাণ মতে তাঁহার নাম নির্দ্দোহ রৌচ্য মনুর সময়ে কশ্যপ তনয় নির্ম্মোহ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য় ২; শিব-ধর্ম্ম ৫৮। (৩) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর সময়ে নির্ম্মোহ তাঁহার অন্যতম পুত্র হইবেন। হরি-হরি-৭; বিষ্ণু-৩য়-২। অব্যয়, সাবর্ণিমনু, রৌচ্যমনু ও রৈবতমনু দেখ।

নির্হেতু—ত্বিষিমন্ত দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৩২।

নির্হ্রয়ু—ত্বিষিমন্ত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১।

নিশঠ—মনুবংশীয় নরপতি রৈবতের কন্যা রেবতী যদুপতি বলরামের স্ত্রী ছিলেন। তিনি নিশঠ ও উল্মূক নামে দেবসদৃশ দুই পুত্র প্রসব করেন। হরি-হরি-৩৫, ১৬০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫।

নিশা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, নিশা প্রভৃতি দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯।

নিশাকর—(১) মহর্ষি নিশাকর বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন। সম্পাতি সূর্য্যকিরণে দগ্ধপক্ষ হইয়া পতিত হইলে, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে,—সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণ যখন এখানে আগমন করিবে, তখন তুমি তাঁহাদিগকে সীতা হরণ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিও, তাহা হইলেই তোমার পক্ষোদ্গম হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করেন। রামা-কিস্কি-৬০—৬২; সৌর-৫০। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

নিশাচর—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী খসার গর্ভজাত বহু পুত্রের অন্যতম নিশাচর। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

নিশানাথ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪। দনু দেখ।

নিশারোহিণী—ভানু অনলের তৃতীয়া ভার্য্যা নিশারোহিণী হইতে অগ্নি, সোম, বৈশ্বানর, বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ও অগ্রণী জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন ২১৯।

নিশিথ—ধ্রুবের অন্যতম পুত্র বৎসর, বৎসরের তনয় পুষ্পার্ণ। পুষ্পার্ণের পত্নী প্রভার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র নিশিথ। ভাগ-৪স্ক-১৩।

নিশুম্ভ—অসুর নিশুম্ভ নারায়ণ হস্তে নিহত হয়। রামা উত্ত ৬। (২) উমাদেবী স্বীয় দেহজাত মায়ান্তঃকরণ নামক মুদ্গর দ্বারা নিশুম্ভকে বধ করেন। হরি-হরি-১৬৩। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত শুম্ভ, নিশুম্ভ ও নমুচি। পার্ব্বতী দেবী তাঁহা-

দিগকে বধ করেন। ইহারা অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। স্বর্গ অধিকার করিতে যাইয়া নমুচি ইন্দ্র হস্তে প্রাণ হারাণ। ইহাতে উভয় ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন। এমন কি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, স্বর্গরাজ্য অধিকারও করেন। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিতা কৌশিকী দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং তিনি পরম রূপলাবণ্যবতী। ইহা শুনিয়া শুম্ভ স্বীয় দূত সুগ্রীবকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কৌশিকী বলিলেন—যুদ্ধে যে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, আমি তাঁহারই গৃহিনী হইব; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। প্রথমে ধূম্রলোচন সেনাপতি বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে শুম্ভ সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে প্রেরণ করেন। তিনিও কৌশিকী হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে রক্তবীজ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন করিলেন। অবশেষে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর বীরজনোচিত গতি লাভ করিলেন। বাম-৫৫—৫৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই ঘটনাটী কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আছে। মার্ক-৮১—৯০ দ্রষ্টব্য। (৪) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বেগবতী ভদ্রকালী শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৭স্ক-১০।

নিশচক্র—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

নিশ্চ্যবন—যিনি কখনও স্বীয় যশঃ তেজঃ ও শ্রী হইতে চ্যুত হন নাই। তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন অগ্নি, মহাভা-বন-২১৭।

নিশ্চর—(১) রুদ্রমেরুসাবর্ণির সময়ে কাশ্যপ হবিষ্মান, ভার্গব হবিষ্মান, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তরুণ, উরুধিষ্ণু, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (২) একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে নিশ্চর সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (৩) স্বারোচিষ মনুর সময়ে নিশ্চর সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

নিশ্চল—মহর্ষি নিশ্চল স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

নিষঙ্গী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম নিষঙ্গী। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

নিষধ—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, তৎপুত্র নিষধ। মহাভা আদি-৯৪। (২) অযোধ্যাধিপতি রামের বংশধর অতিথির তনয় নিষধ তৎপুত্র নল, নলের অপত্য

নভ। হরি-হরি-১৫ ; সৌর-৩০ ; অগ্নি-২৭৩। (৩) নিষধের তনয় নভ, নভের তনয় পুণ্ডরীক। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) যযাতি বংশীয় সম্বরণের পত্নী ও সূর্য্যের কন্যা তপতী হইতে কুরুক্ষেত্রপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর তনয় সুধনু, জহ্নু, পরীক্ষিৎ ও নিষধ এই চারিজন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) ইক্ষ্বাকু বংশে অনরণ্য নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিদ্বান্ মুণ্ডিদ্রুহ। তৎপুত্র নিষধ, নিষধের তনয় রঘু, রঘুর তনয় অজ, অজের পুত্র দশরথ। শিব-ধর্ম্ম-৬১।

নিষধন—মরুত্বতী দেবী যে সকল সন্তান প্রসব করেন, তাঁহারা মরুদ্গণ নামে খ্যাত। নিষধন মরুদ্গণের অন্যতম। মৎ-১৭১।

নিষাদ—রাজা বেণ ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে রাজ্যে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। সেই জন্য ঋষিগণ তাঁহার বাম উরু মন্থন করেন, এবং সেই উরু হইতে নিষাদের উৎপত্তি হয়। এই নিষাদই বিন্ধ্যাচলবাসী নিষাদগণের পূর্ব্ব পুরুষ। বিষ্ণু-১ম-১৩।

নিষ্কুটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা ছিলেন নিষ্কুটিকা। মহাভা-শল্য ৪৭।

নিষ্কুম্ভ—দেবাসুর যুদ্ধে দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা বিশ্বদেবগণের অন্তর্গত অদ্ভুত বিক্রম লোহিতার্ক সমদ্যুতি নিকুম্ভ নামক দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৪১।

নিষ্কৃতিঅগ্নি—যিনি রোরুদ্যমান প্রাণী-গণের নিষ্কৃতি করেন। তাঁহার নাম নিষ্কৃতি অগ্নি। নিষ্কৃতির তনয় স্বন। মহাভা-বন ২২৭।

নিষ্ঠানখ— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে নিষ্ঠানখ, নহুষ প্রভৃতি নাগ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

নিষ্ঠুর—অত্রি বংশজাত নিষ্ঠুর একজন মন্ত্রকর্ত্তা ঋষি। বায়ু-৫৯।

নিষ্ঠুরক—(১) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। (২) অত্রিবংশজ সংযমনকে, নিষ্ঠুরক নামে এক ব্যাধ জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় মুক্তি বিষয়ে উপদেশ দেন। বরা-৫।

নিষ্প্রকম্প—ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্যমনুর সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২ ; হরি-হরি-৭।

নিষ্প্রভ—একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

নিসুন্দ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদ। সংহ্লাদের তনয় সুন্দ ও নিসুন্দ। হরি-হরি ৩। (২) প্রাগ-জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুরের নিসুন্দ, হয়গ্রীব, পঞ্চজন ও নরক নামে চারিজন যুদ্ধ বিশারদ দ্বারপাল ছিলেন।

তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১২০,১৭৭।

নিস্থির—স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে বেধা তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর নিস্থির ও সুস্থিরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নিহ্লাদ—দৈত্যপতি নিহ্লাদকে কুবের গদা প্রহারে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত ৬।

নীচ—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সাধ্যা হইতে সাধ্য দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। নীচ দ্বাদশ সাধ্য দেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩।

নীতি—পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রী, নীতি প্রভৃতি দেবীগণ তাঁহার পূজা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৮।

নীপ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি পারের পুত্র নীপ। এই নীপের তেজস্বী মহারথ শূর, অপরিমিত বাহুবল শালী শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই নীপরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। সেই নীপগণের বংশধর সমর নরপতি কাম্পিল্য দেশের রাজা ছিলেন। হরি-হরি-২০। (২) নরপতি নীপ শুকদেবের কন্যা কৃত্বীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মদত্তের তনয় বিষ্মকৃসেন।। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) ভরত বংশীয় পৃথুসেনের পুত্র নীপ। নীপের শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র বংশধর সমর। সমর, কুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন ও সমর প্রিয় ছিলেন। সমরের পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুকৃত। মৎ-৪৯ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

নীপাতিথি—কন্বগোত্রীয় মহর্ষি নীপাতিথি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৩৪।১।

নীল—(১)সহদেব রাজসূয় যজ্ঞে দ্বিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, মাহিষ্মতী নগরীর অধিপতি নরপতি নীলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সেই যুদ্ধে সহদেব পরাজিত হন। এবং পরে নীল স্বেচ্ছায় ইহার বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-সভা-৩০। (২) কুরুক্ষেত্র সমরে নীল পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন এবং অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ ৩১। (৩) যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যদু, যদু হইতে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও আঞ্জিক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৩। (৪) যযাতী বংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নলিনী হইতে নীল জন্মগ্রহণ করেন। নীলের তনয় শান্তি ও শান্তির তনয় সুশান্তি। ভাগ-৯স্ক ২১। (৫) পরাশর বংশে নীল নামে এক মহর্ষি ছিলেন। লি-৬৩। শিবের এক অনুচরের নাম নীল ছিল। তিনি শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে নবতি

কোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৬) যযাতি তনয় যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জীন ও রঘু নামে পাঁচ পুত্র ছিল। কূর্ম্ম-পূ ২২। (৭) মহর্ষি নীল একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৮) রাক্ষসপতি মালীর অন্যতম পুত্র। রামা-উত্তরা-৫। মালী দেখ। (৯) মাহিষ্মতী নগরীর অধিপতি নীলের পরমা সুন্দরী কন্যাকে অগ্নি ব্রাহ্মণ বেশে বিবাহ করেন। মহাভা-সভা-৩০। (১০) একবার রাজা নীল অগ্নিকে আবদ্ধ করিয়া ভৃত্য করেন। শিবধর্ম্ম-১১, ১২। অগ্নি দেখ। (১২) কিস্কিন্ধ্যার অধিপতি, অগ্নির পুত্র নীল, সুগ্রীবের সখা ছিলেন। তিনি বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণার্থ গমন করিয়াছিলেন। রামা-কিস্কিন্ধ্যা-৪১। (১৩) লঙ্কা সমরে তিনি নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু রাক্ষস সৈন্য নিপাত করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (১৪) ব্যাসদেবের তনয় শুকদেবের গৌরব, কপিল, কৃষ্ণ ও নীল নামে চারি পুত্র এবং ভামিনী নাম্নী এক কন্যাও ছিল। শিব-ধর্ম্ম-১২।

নীলকণ্ঠ—(১) মহাদেবের অন্য নাম। রামা-উত্ত ১০০। (২) সমুদ্র মন্থন কালে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় গরলও উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বিষ ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব পান করেন। সেজন্য তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয় এবং তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন। মহাভা-আদি-১৮। (৩) একবার দেবরাজ মহাদেবের শ্রীলাভের জন্য তাঁহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের তেজে মহাদেবের কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়। তদবধি মহাদেবের নাম নীলকণ্ঠ হয়। মহাভা-অনুশা-১৪১।

নীলকুক্ষি—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি বৈষ্ণবী মূর্ত্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত অষ্টবসুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, তিনি সমরে শয়ন করেন। বরা-৯৪।

নীলকুন্তলা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। বৃহদ্ধ মধ্য-৪।

নীলধ্বজ—মাহিষ্মতী পুরীর অধিপতি ইন্দ্রনীলের তনয়, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। গর্গ-অশ্বমে ১৪, ১৫।

নীলপরাশর—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি প্রপোহয়, বাহ্মময়, খ্যাতেয়, কৌতুজাতি ও হর্য্যশ্ব এই পাঁচ জন নীল পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর ছিল। মৎ ২০১।

নীলবাসা—দ্বারকা ক্ষেত্রের পশ্চিম দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা দ্বার-১৭।

নীলরাক্ষস—পাতালে এই দানবপতি নীল বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

নীলরুদ্র—কাশীস্থিত ভূতেশ্বরের উত্তরে নীলরুদ্র মহাদেব আছেন। পুরাকালে এই রুদ্র নীলাঞ্জননিভ এক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া নীলরুদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথাবিধি ইহার পূজা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৮।

নীললোহিত—মহাদেবের একটী নাম। বায়ু-১০।

নীলা— খসার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতমা কন্যা কেশিনী হইতে নীলার জন্ম হয়। নীলার গর্ভে সুরসিক আলম্বের কতিপয় ক্ষুদ্র মানস রাক্ষস উৎপন্ন হয়। ইহারা নৈল নামে খ্যাত, দুর্জ্জয় ও প্রচণ্ড বিক্রম, নীলার কন্যা বিকচা নাম্নী রাক্ষসী। বায়ু-৫৯।

নীলিনী— (১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নীলিনী হইতে সুশান্তি জন্মগ্রহণ করেন। সুশান্তির তনয় পুরুজাতি। হরি-হরি-৩২। (২) নীলিনী হইতে নীল জন্মগ্রহণ করেন। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; মৎ ৪৯। (৩) অজমীঢ়ের পত্নী নীলিনী হইতে শান্তি নামে এক পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮।

নীলী—চন্দ্রবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নীলী হইতে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের হইতে পাঞ্চাল বংশ সমদ্ভূত হইয়াছে। মহাভা-আদি-৯৪।

নৃমেদ—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নৃমেদ নামে এক ঋষি ছিলেন। অগ্নি তাঁহাকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮০।৩।

নূপুর—মহাদেবের একজন গণ। তিনি কুবেরের সভায় অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত নৃত্য করিবার সময়ে উর্ব্বশীকে অপমান করেন। সে জন্য তিনি কুবেরের শাপে নরলোকে পতিত হন। পরে মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া শাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-আব চতু-৪৭।

নূপুরেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম গণ নূপুর কর্ত্তৃক পূজিত শিবলিঙ্গ নূপুরেশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন। স্কন্দ আব-চতু-৪৭। নূপুর দেখ।

নৃগ (১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ওঘবানের তনয় ওঘরথ, ওঘথের তনয় নৃগ। মহারাজ নৃগ ভ্রমবশতঃ এক ব্রাহ্মণের গো হরণ করিয়া পরজন্মে কৃকলাশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে বসুদেবের অনুগ্রহে শাপ মুক্ত হন। মহাভা-অনুশা-৭০। (২) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের অন্যতমা স্ত্রী নৃগা হইতে নৃগ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৩) মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হইতে নৃগ শর্য্যাতি প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃগ অতিশয় দাতা ছিলেন। একদা তিনি

ভ্রমে স্বীয় গাভীর সহিত এক ব্রাহ্মণের গাভীও দান করিয়া ফেলেন। এই পাপে তিনি কৃকলাশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু প্রভৃতি উদ্যানে পরিভ্রমণ করিবার সময়ে তাঁহাকে কূপে পতিত দেখিতে পান। তাঁহারা সকলে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। অবশেষে কৃষ্ণ তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণের স্পর্শেই তিনি পুন স্বদেহ প্রাপ্ত হন। ভাগ-১০স্ক ৬৪। (৫) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নৃগ। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৬) যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ। বিষ্ণু-৪র্থ ৮। (৭) এই নৃগের পত্নী নরা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-৩৭৭। নরপতি নৃগ পূর্ব্ব জন্মে শূদ্র জাতীয় রাজা ছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে বুদ্ধদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে তিনি সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মৃগয়া করিতে যাইয়া ব্যাধ দস্যুদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। বরা-৪৭। (৮) রাজা নৃগ একবার পুষ্কর তীর্থে এক কোটী গোদান করেন। সেই সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের একটী গোও তিনি দান করিয়াছিলেন। অবশেষে সেই গরুর মালিক ব্রাহ্মণ, অন্য এক ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁহার গাভীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গো-রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজা নৃগের নিকট দান প্রাপ্ত হইয়াছেন বলাতে, উভয়ে রাজা নৃগের সদনে গমন করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি পাইলেন না। এই জন্য উভয়ে শাপ দেন যে, অচিরে কৃকলাশ হইয়া সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে মুক্ত হইবে। রাজা নৃগ ব্রাহ্মণ শাপে কৃকলাশ হইলে তাঁহার পুত্র বসু সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামা-উত্ত-৬৩। (৯) রাজা উশীনরের অন্যতমা পত্নী ভূসা হইতে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (১০) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নৃগ। দেবীভা-৭স্ক-২।

নৃগা—নরপতি উশীনরের অন্যতমা পত্নী নৃগা হইতে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১; অগ্নি-২৭৭।

নৃচক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় সুনীথের তনয় নৃচক্ষু। নৃচক্ষুর তনয় সুখীনল, সুখীনলের তনয় পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়। ভাগ-৯স্ক ২২। (২) পাণ্ডব বংশীয় ঋচের তনয় নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখাবল, সুখাবলের পুত্র পরিপ্লব। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

নৃত্যপ্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা নৃত্যপ্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

নৃপঞ্জয়—(১) পুরুবংশীয় মহীপতি সুবীরের

তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। হরি-হরি ২০। (২) পাণ্ডব বংশীয় মেধাবীর তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় দূর্ব্ব, দূর্ব্বের তনয় তিমি। ভাগ-৯স্ক-২২। পাণ্ডব বংশীয় নরপতি মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের পুত্র মৃদু, মৃদুর তনয় তিগ্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (৩) ভরত বংশীয় সুনীথের পুত্র নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় বিরথ। মৎ-৪৯।

নৃপাত্মজ—হিরণ্যনাভের কৃত শিষ্য নৃপাত্মজ। তিনি চব্বিশ খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মাণ্ড ৬৭।

নৃমর—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নৃমর নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার পুত্র সহবসুকে ইন্দ্র বিনাশ করেন। ঋগ ২।১৩।৮।

নৃমেধ—মহর্ষি নৃমেধ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৮৯।১।

নৃশংস—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৫।

নৃষদু—পশ্চিম দিক বাসী একজন ঋষি। তিনি লঙ্কাসমরবিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১।

নৃষদ—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নৃষদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কণ্ব, অন্ধ ও বধির ছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৭।৮; ১০।৩১।১১।

নৃসিংহ—(১) বিষ্ণু নৃসিংহ অবতারে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৪১। (২) নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে, পরে স্বীয় তেজ দ্বারা অপরকে, উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র শরভরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। লি-৯৬।

নৃসিংহভৈরবী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নেতা—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম নেতা। মহাভা-বন-২৩০।

নেতিষ্য—মহর্ষি নেতিষ্য ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, আপ্নুবান, চ্যবন, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নেত্র—যযাতি বংশীয় ধর্ম্মের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় সাহঞ্জি। ভাগ-৯স্ক-২৩।

নেত্রভঙ্গ—দ্বারকা তীর্থের নৈঋত দিক রক্ষক একজন দ্বারপাল। তিনিও তাঁহার প্রভু মুষলী সহ সর্ব্বদা নৈঋত দিক রক্ষা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

নেদিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম তনয় নেদিষ্ট। তাঁহার পুত্রেরা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু ৪র্থ ১।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস।
৮২নং ওয়েষ্ট কমাণ্ডট, ইনসিন।

নেম—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি নেম একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ও বাক্‌দেবতার স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১০০।১।

নেমী—(১) নেমী নামে একজন তপোধন ছিলেন। বরা-১৮৯। (২) দৈত্যপতি নেমী দেবাসুর সংগ্রামে অনেক দেবসৈন্য নিপাত করিয়া অবশেষে বিষ্ণু শরে স্বয়ং সমরশায়ী হইলেন। মৎ-১৫০। (৩) ইক্ষ্বাকুর অন্যতম পুত্র নেমী। বায়ু-৮৮। ইক্ষ্বাকু দেখ। (৪) সাত্বত বংশীয় ভজমানের পুত্র ভাজ, এই ভাজের অন্যতম পুত্র নেমী। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। ভাজ দেখ।

নেমিকৃষ্ণ—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি আপাদবদ্ধ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নেমিকৃষ্ণ পঁচিশ বৎসর, তৎপরে নরপতি হাল এক বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

নেমিচক্র—পাণ্ডব বংশীয় অসীমকৃষ্ণের পুত্র নেমিচক্র, নেমিচক্রের পুত্র উপ্ত। ভাগ-৯স্ক-১২।

নেষ্টা—বৈদিক দেবতা ত্বষ্টার অন্যনাম। ঋগ-১।১৯।৩।৪। ত্বষ্টা দেখ।

নৈঋত—কলির ভার্য্যা নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সন্ধম ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সন্ধমের পত্নী তামসী পুতনা ও বিধমের পত্নী রেবতী হইতে নৈঋত নামে বিখ্যাত রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৪।

নৈঋতরাজ—পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবর সৎকর্ম্ম দ্বারা নৈঋতদিগের দিক্‌পালপদ প্রাপ্ত হইয়া নৈঋতরাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২।

নৈঋতি—জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

নৈঋতী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নৈঋতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ ১৭৯।

নৈঋতেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে নিঋতিপুরে নৈঋতেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

নৈকজিহ্ব—মহর্ষি নৈকজিহ্ব একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, আপ্নুবান্। চ্যবন, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নৈকশী—মহর্ষি নৈকশী ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নৈগম—মহর্ষি নৈগম বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বৈশম্পায়ন দেখ।

নৈগমেয়—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনল হইতে কৃত্তিকার গর্ভে, কুমার (কার্ত্তিকেয়) শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়

জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) অনল হইতে কুমার, শাখ বিশাখ, নৈগমেয় ও স্কন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) মহাদেবের অন্যতম গণ। বাম-৬৮। (৪) অনলের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৮; সৌর-২৮; শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

নৈগমেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

নৈধ্রুব—(১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম পুত্র বৎসর, বৎসরের নৈধ্রুব ও রৈভ্য নামে দুই পুত্র জন্মে। চ্যবন ঋষির কন্যা সুমেধা নৈধ্রুবের পত্নী ছিলেন। তাঁহার তনয় কুণ্ডপায়ী ঋষিগণ। লি-৬৩; সৌর-৩০। (২) আনর্ত্ত দেশে দেবরথ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা শারদা পদ্মনাভ নামক এক ব্রাহ্মণকে বিবাহ করেন। পদ্মনাভ সর্প দংশনে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শারদা নৈধ্রুব নামক এক মুনির বরে বিধবা অবস্থায় এক পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮,১৯।

নৈধ্রুবেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

নৈমিষ—একটী রুদ্রের নাম। তিনি স্বীয় নামীয় নৈমিষক্ষেত্রে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৫।

নৈঋর্ত—(১) অধর্ম্মের ভার্য্যা নিঋর্তি হইতে কতকগুলি রাক্ষস জন্মে। তাঁহারাই নৈঋর্ত বলিয়া খ্যাত হয়। আদি-৬৬। (২) একজন দিক্‌পাল। মহাভা-বৃহদ্ধ-উত্ত-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

নৈঋর্তি—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নৈল—কম্পন যক্ষের পত্নী কেশিনী হইতে নীলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই নীলা হইতে নৈল নামে খ্যাত কতিপয় প্রচণ্ড বিক্রম রাক্ষস জন্মে। বায়ু-৬৯।

নৈষধ—মহীপতি নৈষধ বিধি অনুসারে গো দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়া-ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৭৬।

নোধা—মহর্ষি গোতমের পুত্র নোধা ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। নোধার তনয় একদ্যূ। ঋগ্‌ ১।৫৮।১; ৮।৮০।১।

নৌকর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িণী মাতৃগণের অন্যতমা নৌকর্ণী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ন্যঙ্কু—হরিণ, বভ্রু, ন্যঙ্কু ও কপিল নামে চারিজন ঋষি স্বাধ্যায় নিরত হইয়া প্রভাস ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন সরস্বতী নদী পঞ্চস্রোতা হইয়া তাঁহাদের নিকট দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩।

ন্যগ্রোধ—(১) মথুরাপতি কংসের অন্যতম

ভ্রাতা। হরি-হরি-৩৭। উগ্রসেন দেখ। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় ভ্রাতা কংস নিহত হইলে, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারাও যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৪৪; বিষ্ণু-৪র্থ-১৪; অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; গর্গ-মথুরা-৮।

ন্যর্ব্বুদবন--একজন নাগরাজ। বরা-২১৪।

ন্যাস—বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে সৈংহিকেয় নামধেয় যে সকল দানব জন্ম লাভ করেন, ন্যাস তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৬৮। সিংহিকা দেখ।

প

পংক্তি—পংক্তি প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ, সপ্ত অশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ বহন করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩৮। গায়ত্রী দেখ।

পকৃথ—প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে পকৃথ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহাকে অশ্বিদ্বয় অনার্য্য দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।২২।১০।

পক্ষ—যযাতির অন্যতম পুত্র অনু। এই অনুর পুত্র সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ। বায়ু-৯৯। অনু দেখ।

পক্ষালিকা—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা পক্ষালিকা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পক্ষিণী— ধর্ম্মারণ্যে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা একটী মহাশক্তি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯৬।

পক্ষিযোনীবিমোচন— অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে জালেশ্বরদেবের পূর্ব্ব-ভাগে, পক্ষিযোনীবিমোচন নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয়। স্কন্দ-আব-চতু-২১।

পঙ্কজ—উৎক্রেশ দেখ। বাম-৫৭।

পঙ্কজিৎ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, পঙ্কজিৎ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০০।

পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৩৬।

পঙ্কুম—মহর্ষি পঙ্কুম, মহর্ষি কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু পুরাণ মতে পঞ্চম। বায়ু-৬১। কৌশল্য দেখ।

পজ্র—অঙ্গিরা ঋষির অন্য নাম। ঋগ-১।১১৭।১০।

পঞ্চক—নরপতি নহুষের যতি, যযাতি,

পঞ্চক প্রভৃতি সপ্ত পুত্র ছিল। অগ্নি-২৭৪। উৎক্রোশ দেখ।

পঞ্চচূর—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, তিনি মহিষাসুরের সহিত গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

পঞ্চচূড়া—ব্রহ্মলোকবাসিনী অপ্সরা পঞ্চচূড়া, নারদের প্রশ্নের উত্তরে, স্ত্রীজাতির অতিশয় নিন্দা করিয়াছিল। মহাভা-অনুশা-৩৮।

পঞ্চজ—দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় অনুচর উৎক্রোশ ও পঞ্চজকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

পঞ্চজন—(১) মহীপতি সগরের অন্যতম পুত্র পঞ্চজন। কপিল শাপে অন্যান্য পুত্রগণ ভস্মীভূত হইলে, তিনিই রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের তনয় দীলিপ, দীলিপের পুত্র ভগীরথ। শিব-ধর্ম্ম-৬১; পদ্ম-উত্ত-২০, ২১। সগরের পুত্র পঞ্চজন। বায়ু-৮৮। অংশুমান দেখ। (২) দ্বারকা পুরীর পশ্চিম দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল দৈত্যপতি পঞ্চজন ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার ২৭। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগরের অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে পঞ্চজনের জন্ম হয়। সগরসন্তানগণ কপিল শাপে ভস্মীভূত হইলে, মাত্র বর্হকেতু, সুকেতু, পঞ্চজন ও ধর্ম্মরথ এই চারিজন জীবিত ছিলেন। সগরের মৃত্যুর পর পঞ্চজন রাজা হন। পঞ্চজনের তনয় অংশুমান। হরি-হরি-১৫। অংশুমান দেখ। (৪) কৌশিক বংশীয় বাহ্বাশ্বের অন্যতম পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র পঞ্চজন, পঞ্চজনের পুত্র সোমদত্ত। হরি-হরি-৩২। (৫) প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুরের হয়গ্রীব, নিসুন্দ, পঞ্চজন ও মুরু নামে চারিজন যুদ্ধ বিশারদ দ্বারপাল ছিল। ইহারা সকলেই কৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১২৯। (৬) প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্নীকে দক্ষ-প্রজাপতি বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৪, ৫। অসিক্নী দেখ। (৭) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় সংহ্লাদ, সংহ্লাদের স্ত্রী মতি হইতে পঞ্চজন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৮) পঞ্চজন অসুর প্রভাস তীর্থে সমুদ্র তলে বাস করিত। সমুদ্রের কথায় শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন যে, তাঁহার গুরু সান্দিপণি মুনির পুত্রকে পঞ্চজন হরণ করিয়াছে। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজনকে বধ করেন; কিন্তু গুরুপুত্রকে পাইলেন না। পঞ্চজনের শরীরজাত শঙ্খই পাঞ্চজন্য নামে খ্যাত। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (৯) দৈত্য বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদর বিদারণপূর্ব্বক মৃত পুত্র আনয়ন করিয়া, সান্দিপণি মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ভাগ

৩স্ক-৩; বিষ্ণু-৫ম- ২১; গর্গ-মথুরা-৯; স্কন্দ-আব-অব-২৭।

পঞ্চজনী—আবরণ দেখ। ভাগ-৫স্ক-৭।

পঞ্চদশী—ত্রেতাযুগে মান্ধাতার শাসন কালে পঞ্চদশীর গর্ভে ভগবানের পঞ্চম অবতার তথ্য জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৮।

পঞ্চনদেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরী—হাটকেশ্বর তীর্থে পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরী দেবী আছেন। ভগবতী লক্ষ্মী মানুষ বিধানে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নারী সৌভাগ্য লাভ করে। স্কন্দ নাগ-১৭৭।

পঞ্চবক্ত্র—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পঞ্চবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

পঞ্চবন— চন্দ্রবংশীয় নরপতি সগরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৮৮। সগর দেখ।

পঞ্চবীর্য্য— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম পঞ্চবীর্য্য। মহাভা-অনুশা ৯১।

পঞ্চম—মহর্ষি কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য পঞ্চম। বায়ু-৬১। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে পঙ্ক্ষম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—সবিতা দেবের পত্নী পৃশ্নী দেবীর গর্ভে পঞ্চমহাযজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

পঞ্চযাম—অষ্টবসুর অন্যতম বিভাবসুর পৌত্র ও আতপের পুত্র। তাঁহার প্রভাবে প্রাণীগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। ভাগ-৬স্ক ৬।

পঞ্চশিখ— (১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, পঞ্চশিখ তাঁহাদের একজনের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু উত্ত ১০। (২) ত্রিপুরাসুরের বিনাশ করিবার জন্য যে সকল মহাদেবের গণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, পঞ্চশিখ তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সৌর ৩২। (৩) তাঁহার জনক জননী অজ্ঞাত। তিনি আসুরি নামক এক ঋষির শিষ্যত্ব লাভ করিলে, তাঁহার পত্নী কপিলা তাঁহাকে স্বীয় স্তন্য দান দ্বারা পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন এবং সেই হইতে তিনি কপিলা পুত্র পঞ্চশিখ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত হন। পঞ্চশিখ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। জনক বংশীয় মিথিলাধিপতি জনদেবকে তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২১৮, ২১৯। (৪) বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাস নামে অবতীর্ণ হন। তখন পঞ্চশিখ তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-২৩। বরা-১৫১। (৫) প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ মুনির জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮।

পঞ্চশিখেশ্বরলিঙ্গ—কাশীস্থিত আহুতীশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণে পঞ্চশিখেশ্বর মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে মহাপুণ্য লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পঞ্চশিব—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, কনখল তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পঞ্চশিবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

পঞ্চস্থা—দেববালা বিশেষ। বরা-২১৪।

পঞ্চস্বর—কাশীতে পঞ্চস্বর নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তিনি বীরেশ্বর নামক শিবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০।

পঞ্চহস্ত—দক্ষসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি মনু দেখ।

পঞ্চহোত্র—প্রথম মেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি হরি-৭। ঋচীক দেখ।

পঞ্চাক্ষ—(১) একাক্ষ দেখ। বরা-৫২। (২) শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে শিবের অন্যতম গণ পঞ্চাক্ষ বিংশতি কোটী অনুচর সহ বরযাত্রী হইয়া গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

পঞ্চাক্ষ্য—মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

পঞ্চানন—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

পঞ্চাশ্ব—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বাহ্যাশ্বের তনয় মুকুল, মুকুলের পুত্র পঞ্চাশ্ব, পঞ্চাশ্বের যমজ পুত্রকন্যা দিবোদাস ও অহল্যা। অগ্নি-২৭৮। অহল্যা দেখ।

পঞ্চাশ্বমেধিকা—সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, পঞ্চাশ্বমেধিকা তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

পঞ্চাস্য—(১) শিবের অন্যতম অনুচর পঞ্চাস্য শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্ঠি কোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (২) মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি পঞ্চাস্য, মহিষাসুরের আহ্বানে ভগবতী দুর্গার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৩) কাশীস্থিত কুষ্মাণ্ড গণেশের পূর্ব্বদিকে পঞ্চাস্য নামে বিঘ্নরাজ সতত বারাণসী নগরীকে রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পঞ্চেশানী—অবন্তী ক্ষেত্রে পঞ্চেশানী দেবীকে যথাবিহিত পূজা করিলে, মানব বহু জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-আব-অব-২৬।

পটচ্চর—(১) পটচ্চর নামে এক রাজা ছিলেন। মহাভা আদি-১৮৬। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি ১৬৮।

পটবাসক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। জনমেজয়ের সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫২-৫৭।

পটু—নরপতি ইক্ষ্বাকুর অন্য নাম। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮।

পটুমান—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি মেঘস্বাতির পুত্র পটুমান, পটুমানের

তনয় অরিষ্টকর্ম্মা, অরিষ্টকর্ম্মার তনয় হাল। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পটুশ—একজন বানর দলপতি। তিনি লঙ্কা সমরে পনস রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৩।

পঠর্বা—অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে রাজর্ষি পঠর্বা অসুরদিগের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।১৭।

পটুমিত্র—মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় অন্যতম ভূপতি পটুমিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পণিঃ—পণিঃ নামে অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র সরমা নাম্নী এক দেব কুক্কুরীকে তাহাদের অন্বেষণার্থ প্রেরণ করেন। সরমা অসুরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, গাভীর সংবাদ আনয়ন করেন। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে সেই সকল গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্রদ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান্ ও দৃঢ়াঙ্গ পণিঃ অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৬।৫; ১।৭১।২।

পণ্ডক—রুদ্রমেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ।

পণ্ডিত—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; ভীষ্ম-৮৯।

পণ্ডিতক—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; ভীষ্ম-৮৯।

পণ্যবান্—পাটলীপুত্র নগরে পশুমান নামে এক ধার্ম্মিক বৈশ্য ছিল। তাঁহার আট পুত্রের অন্যতম পণ্যবান্ ছিল। সে পিতার সদুপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত। স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-২২। পশুমান দেখ।

পতগ—তার্ক্ষের ঔরসে ও তদীয় পত্নী দক্ষের অন্যতমা কন্যা পতঙ্গীর গর্ভে পতগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। তার্ক্ষ দেখ।

পতগেন্দ্র—গরুড়ের অন্য নাম।

পতঙ্গ—(১) অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে পতঙ্গ নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মায়া বা অজ্ঞানতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৭৭।১। (২) মরীচির অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৮৫। ঊর্ণা ও দেবকী দেখ। (৩) ব্রজের একজন বৃষভানু। গর্গ-গোল-১৮। (৪) বসন্তমালতী নাম্নী নগরীতে পতঙ্গ নামে এক গন্ধর্ব্বপতি রাজত্ব করিতেন। দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত প্রদ্যুম্নেরসহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে বলরাম তাঁহাকে পরাস্ত করেন। গর্গ-বিশ্বজিৎ-৪৬।

পতঙ্গী—(১) তার্ক্ষের অন্যতমা পত্নী। তার্ক্ষ দেখ। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) দক্ষের পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও তিমি

নাম্নী চারি কন্যাকে মহর্ষি অরিষ্টনেমী বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পতঙ্গী হইতে পতঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। দক্ষ দেখ।

পতঞ্জলী—মহর্ষি পতঞ্জলী, মহর্ষি প্রাচীন-যুগের পুত্র। তাঁহারা পিতা পুত্রে উভয়েই কৌথুমদের শিষ্য ছিলেন। এবং উভয়েই এক একখানি সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। বায়ু-৬১। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত বহু পুত্রের অন্যতম পতঞ্জলী। পদ্ম-সৃষ্টি-৬; মৎ-৬। (৩) মহর্ষি পতঞ্জলী একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি; তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পতত্রী—সিন্ধুরাজ সুবলের অন্যতম তনয় ও শকুনির ভ্রাতা। মহাভা-কর্ণ ৪৯।

পতন—রাবণের অন্যতম অনুচর। লঙ্কা সমরে তিনি বানর সৈন্য হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৩।

পতি—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

পতিতা—কমলাক্ষী দেখ। বাম-৫৭।

পতিব্রতা—তালজঙ্ঘ বংশীয় নরপতি বীতিহোত্রের পত্নী। সৌর-৩১।

পত্তলক—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি হালের পুত্র পত্তলক। পত্তলকের পুত্র প্রবিল্লসেন, প্রবিল্লসেনের পুত্র সুন্দর সাতকর্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পত্তনেশ্বর—পত্তন নামক স্থানে পত্তনেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-আব-চতু-৩২।

পত্রেশ্বর—চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পুত্র পত্রেশ্বর ইন্দ্রের শাপে মর্ত্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নর্ম্মদা তীরে দ্বাদশ বৎসর যে শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সেই শিবলিঙ্গই পত্রেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩২।

পত্রেশ্বরলিঙ্গ—পত্রেশ্বর দেখ।

পথিকৃৎ—একটী অগ্নির নাম। যাঁহার গৃহে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে তিনি পথিকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্ট কপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। মহাভা-বন-২১৯।

পথ্য—(১) মহর্ষি সুমন্ত অথর্ব্ববেদকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে নিঃশেষরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি কবন্ধ আবার ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পথ্যকে এক ভাগ ও বেদস্পর্শকে অপর ভাগ প্রদান করেন। পথ্য ঐ সংহিতাভাগ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক নামক স্বীয় শিষ্যত্রয়কে প্রদান করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; ভাগ-১২স্ক ৭; বিষ্ণু-৩য়-৬। কবন্ধ ও দেব-দর্শ দেখ।

পথ্যনেত্র—চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামক দেবগণ ছিলেন। পথ্যনেত্র সেই প্রসূত দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৫২।

পথ্যা—মনুর কন্যা পথ্যা মহর্ষি অথর্ব্বণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। পথ্যার গর্ভজাত পুত্র বিষ্ণু এবং মানস পুত্র সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত! বায়ু-৬৫। অথর্ব্বণ দেখ।

পথ্যাস্বস্তি—দেবী পথ্যাস্বস্তি মঙ্গলদাত্রী দেবী। ঋগ-১০।৬৩।১।

পদাতি—নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র পদাতি। মহাভা-আদি-৯৪। কুরু দেখ।

পদ্ম—(১) কুবেরের একজন অনুচরের নাম পদ্ম ছিল। রাবণ অলকা পুরী আক্রমণ করিলে, তিনি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। রামা-উত্ত-১৫। (২) পদ্মকল্পে পদ্ম নামে এক মহীপতি ছিলেন। ভগবান্ পদ্মগর্ভ হইতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন। একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া বন-মধ্যস্থ কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেই সময়ে মুনি আশ্রমে ছিলেন না। কণ্বের পালিতা কন্যাকে রাজা তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। কণ্ব আশ্রমে আসিয়া সেই জন্য উভয়কে শাপ দেন যে তোমরা কুৎসিত দর্শন হইবে। তখন উভয়ে তাঁহার শরণ লইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—মহাকাল বনে পশুপেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে এক রূপপ্রদায়ক শিবলিঙ্গ আছেন। ভর্ত্তার সহিত তুমি যাইয়া সেই লিঙ্গ দর্শন কর। তাঁহার দর্শনমাত্র পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে তাঁহারা সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬২। (৩) অগ্নির অন্যতম তনয় গার্হপত্য, এই গার্হপত্যের তনয় শঙ্কু ও পদ্ম। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (৪) পদ্ম নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। (৫) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পদ্ম তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৬) যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র পদ্ম। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ। (৭) কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক নামে মহাবল পরাক্রান্ত নাগগণের জন্ম হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চমী তিথিতে দুগ্ধ দ্বারা উপরোক্ত নাগগণের তর্পণ করে, নাগগণ তাহার মিত্র হইয়া থাকেন। বরা-২৪; পদ্ম-সৃষ্টি-৬। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ।

পদ্মক—অবন্তী ক্ষেত্রের নাগতীর্থে পদ্মক নাগ অবস্থিতি করেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৫।

পদ্মকেতন—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে

যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে পদ্মকেতন অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০০। বিনতা দেখ।

পদ্মকেশা—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পদ্মগর্ভ—ব্রহ্মার এক নাম। মহাভা।

পদ্মচিত্র—একজন নাগরাজ। মহাভা-সভা-৯।

পদ্মচিত্রক—কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। বায়ু-৬৯। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ।

পদ্মজ—একজন নাগ। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

পদ্মদ্বয়—পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভুজঙ্গার গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০১।

পদ্মনাথ— যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পদ্মনাথ, বরাঙ্গ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ।

পদ্মনাভ—(১) গোমতী তীরস্থ নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত নাগপুর নামক পুরীতে পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ বাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মারণ্য নামক এক মহর্ষির নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৫৬—৬৬। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে ও গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) নারায়ণের এক নাম পদ্মনাভ। স্কন্দ-আব-রেবা-৩ ; রামা-উত্ত-৮। নৈধ্রুব দেখ।

পদ্মনিধি—একজন যক্ষপতি। বাম-১৭।

পদ্মপাতৃক—পদ্মপাতৃক নামে একজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভজাত পুত্র মধু তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এই মধুই মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত। সৌর-৪০।

পদ্মবর্ণ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় যদু, যদু হইতে মাধব, মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, সারস ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পদ্মবর্ণ সহ্য পর্ব্বতে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতেন। হরি-হরি-৯৪। (২) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পদ্মবর্ণ, সুনেত্র প্রভৃতি পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

পদ্মবাসিনী— মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পদ্মভূ—প্রথম সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নাম ছিল বিরিঞ্চি। দ্বিতীয় সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নাম ছিল পদ্মভূ। তখন সোমনাথলিঙ্গ কালাগ্নিরুদ্র নামে উক্ত হইতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

পদ্মমিত্র—মগধের বাহ্লীক বংশীয় তিন জন ভূপতির পরে পদ্মমিত্র প্রভৃতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পদ্মমুখ—দেবতা বিশেষ। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

পদ্মমুখী—রাধিকার অন্যতমা সখী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

পদ্মযোনী—ব্রহ্মার এক নাম। রামা-উত্ত-৪, ৪১।

পদ্মহিরণ্ময়—কল্পান্তে বিষ্ণুর নাভীদেশ হইতে হিরণ্ময় পদ্মের উৎপত্তি হয়। এই পদ্ম হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ভাগ-৬স্ক-১।

পদ্মসম্ভব—ব্রহ্মার এক নাম। দেবী-ভাগ-৯স্ক-৪১।

পদ্মা—(১) সিংহল দ্বীপের অধিপতি বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাকে বিষ্ণুরূপী কল্কী বিবাহ করেন। কল্কি-১ম-৫, ২য়-৪। (২) ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় রাজা অনরণ্যের কন্যা। ব্রহ্মবৈ-কৃ-৪১—৪২। অনরণ্য দেখ।

পদ্মাকর—একজন নগর মহাজন বৈশ্য। তিনি দর্শনাধিপতি বজ্রবাহুর নির্ব্বাসিত রাজমহিষী সুমতীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১০।

পদ্মাক্ষ—পদ্মাক্ষ নামক ক্ষেত্রপাল দ্বারকা পুরীর দক্ষিণ দিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

পদ্মাক্ষ্য—পদ্মাক্ষ্য নামক এক ব্রাহ্মণ, সশিষ্য বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণকে আহার্য্য দান করিতেন। সেই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পরে তিনি কুবেরের পদ প্রাপ্ত হইয়া অলকা পুরীতে অবস্থিত হইয়াছিলেন। লি-উত্ত-১।

পদ্মাবতী—(১) কাশী নগরীতে জয়সেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী পদ্মাবতী, পঞ্চপিণ্ডিকা-গৌরী দেবীর আরাধনা করিয়া পরম সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১১৭। (২) করবীরপুরের নরপতি শৃগালের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। শৃগাল শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইলে পদ্মাবতী স্বীয় তনয় শক্রদেবকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ শক্রদেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। হরি-হরি-১০০। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মাতৃকাগণের মধ্যে পদ্মাবতী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৪) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, বদরিকাশ্রম তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পদ্মাবতী ও মাধবীকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। (৫) গোপশ্রেষ্ঠ গিরিভানুর পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে যশোদা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ কৃষ্ণ-১৩। (৬) সুরভানু গোপের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তাঁহার গর্ভে বৃষভানু জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭। (৭) যদুবংশীয় সত্রাজিতের বহু পুত্রের মধ্যে ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভঙ্গকারের পত্নী ব্রতবতী হইতে সত্যভামা, ব্রতিনী ও পদ্মাবতী নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। তাঁহারা তিন জনই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী

ছিলেন। মৎ-৪৫। (৮) লক্ষ্মী শাপ প্রভাবে নদীরূপ ধারণপূর্ব্বক পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হন। দেবীভা-৯স্ক-৬। (৯) মহর্ষি জহ্নুর কন্যা পদ্মাবতী। জহ্নুর জানুদেশ হইতে গঙ্গা বহির্গত হইলে, ভগীরথ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন-পূর্ব্বক যাইতে যাইতে বিশ্রাম করিলেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতী শঙ্খধ্বনী করিয়া গঙ্গাকে দর্শন দিলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২২। (১০) দুর্গ অসুরের বিনাশার্থ মহেশ্বরী স্বীয় শরীর হইতে কতিপয় মহাশক্তির সৃজন করেন। তন্মধ্যে পদ্মাবতী অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭২। (১১) কান্তি নগরীতে রুদ্রসেন নামে এক ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী ছিল। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বণিক ছিলেন। মহাকাল বনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাকালের জাগরণ ও উপবাস করিয়া তাঁহারা এই জন্মে রাজা ও রাণী হইয়াছেন। স্কন্দ নাগ-৪৭।

পদ্মালয়া—সমুদ্র নন্দিনী লক্ষ্মীর অন্য নাম পদ্মালয়া। স্কন্দ-নাগ-৮০।

পদ্মাস্যা—দুর্গ অসুরের বিনাশার্থ মহেশ্বরী স্বীয় দেহ হইতে কতিপয় মহাশক্তি সৃজন করেন। পদ্মাস্যা তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পদ্মিনীনাথ—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ ৯।

পদ্মী—পদ্মী নামে একজন নাগপতি ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৫।

পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মার অন্য নাম। মহাভা।

পন—প্রবাহীর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। প্রবাহী দেখ।

পনস—(১) একজন বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি বিভীষণের অমাত্য স্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন এবং রাবণের সৈন্য সমাবেশের খবর তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯, লঙ্কা-৩, ৩৭। (২) লঙ্কা সমরে পনসের সহিত পুটেশ রাক্ষসের যুদ্ধ হইয়াছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৪৪।

পন্নগারি—মহর্ষি রথিতরের বেদাধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু ৬১। আর্য্যব দেখ।

পবন—(১) সুমেরু পর্ব্বতে বানরপতি কেশরী রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্ত্রী অঞ্জনা হইতে পবনদেবের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। রামা-উত্ত ৪০। ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামে এক সভা ছিল। পবন ইন্দ্রালয় হইতে সেই সভা আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম ২১। (৩) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে, দৈত্যপতি দ্বিমূর্দ্ধার সহিত পবনদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৯। পবনদেবের বাহন মৃগ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (৪) পবন সতত কাশ্মীরলিঙ্গ মহাদেবের অর্চ্চনা

করিয়া থাকেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (৫) একবার হৈহয়পতি কার্ত্ত-বীর্জ্জার্জ্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের বর-প্রভাবে অতিশয় বলদর্পিত হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। তখন পবনদেব ব্রাহ্মণের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়ে বহু প্রসঙ্গ তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়া, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের প্রতি অনুরক্ত করান। মহাভা-অনুশা-১৫২—১৫৭। (৬) তৃতীয় মনু উত্তমের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। উত্তম মনু দেখ। (৭) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। মিত্রবিন্দা দেখ। (৮) পবনদেবের পুরীর নাম গন্ধবতী। বরা-৭৬। (৯) পরমেশ্বরের নিশ্বাস বায়ু হইতে পবনদেব উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বায়ুদেবের বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া বায়ু-দেবের পত্নী ও বায়বী নামে বিখ্যাতা হইলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৩। (১০) বায়ুর অন্য নাম। একবার তিনি রাজা কুশনাভের শত কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সঙ্গ বাসনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে, তিনি তাঁহাদিকে বিকৃতাঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে কাম্পিল্য নগরের অধিপতি ব্রহ্মদত্ত সেই সকল কন্যাকে বিবাহ করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩।

পবনেশ্বর—পূর্ব্বকালে পূতাত্মা নামে খ্যাত কশ্যপ নন্দন, শিব রাজধানী বারাণসীতে পবনেশ্বর নামক সুপাবন শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শতাযুত বৎসর মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। এই শিব-লিঙ্গের দর্শন মাত্রেই মানব পূতাত্মা হয় এবং অন্তে পবনলোকে গমন করে। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

পবমান—(১) অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-৮।১০।১৪। (২) অগ্নির অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-১০। অগ্নি ও স্বাহা দেখ। (৩) দক্ষ প্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা স্বাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই হুতভোজী। মার্ক ৫২; শিব-বায় পূ-১৫; কূর্ম্ম পূ ১৩; ভাগ-৪স্ক ১, ৪৬, ৩। (৪) রাজা পৃথুর পৌত্র, অন্তর্দ্ধানের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৫) ব্রহ্মার ঔরসে ও স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১০। (৬) স্বাহা হইতে অগ্নির পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। লি-৬। (৭) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নাম্নী অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী স্বাহাদেবীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে

তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৫১। (৮) পবমানের তনয় কব্যবাহন। পিতৃগণের অগ্নি কব্যবাহন। ব্রহ্মাণ্ড-৩০। (৯) অগ্নি হইতে স্বাহা, পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র লাভ করেন। অরণিকাষ্ঠ মন্থনসম্ভূত অগ্নি পবমান, বৈদ্যুতাগ্নিপাবক এবং সূর্য্যতাপ সম্ভূত যে অগ্নি, তাহাই শুচি। তাঁহাদের পঁয়তাল্লিশজন পুত্র। সুতরাং তাঁহারা পিতা সহ উনপঞ্চাশ জন। সৌর ২৬।

পবমানেশ্বর—কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠেশ লিঙ্গের পশ্চিম ভাগে এবং বায়ুকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত পবমানেশ্বর লিঙ্গ আরাধনা করিলে লোক তৎক্ষণাৎ পুত হইবে। স্কন্দ-কাশী-পূ ১৩।

পবিত্র—(১) অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি অজিরার তনয় পবিত্র, ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৬৭।১। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম পবিত্র। মহাভা-বন-২৩০। (৩) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র-সাবর্ণির সময়ে তিনি অন্যতম দেবতা হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

পবিত্রগণ—চতুর্দ্দশ মনু ভৌত্য মনু নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হইবেন শুচি। চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বয়োবৃদ্ধগণ এই সময়ে দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র যুক্ত ও অজিত ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। উরু, গভীর, ব্রঃ প্রভৃতি মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। বিষ্ণু ৩য়-২।

পবিত্রপাণি—মহর্ষি পবিত্রপাণি একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪, ৭।

পবীরু—প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে পবীরু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। একদা ইন্দ্র, সেই শ্বেতবর্ণ আর্য্য পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অনার্য্য দস্যুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫১।৯।

পয়স্য—ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সমুদয় পুণ্যবান্ মহাত্মাদের দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮৫।

পয়োদ—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু, যদু হইতে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টু, নীল ও অঞ্জিক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৩।

পয়োদা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পয়োদা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পর—(১) কাম্পিল্য দেশের পুরুবংশীয় নরপতি সমরের পর, পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পরের

তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃত। হরি-হরি-২০। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও পর ছিল ; মহর্ষি পর তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় বিপ্রকুল বর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। (৩) দৈত্য-পতি বলির অন্যতম সেনাপতি। বাম-৭৪।

পরঞ্জয়—ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অন্যতম বিকুক্ষি, এই বিকুক্ষির তনয় পরঞ্জয়। বিকুক্ষি শ্রাদ্ধার্থ সমাহৃত মৃগ মাংস হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিয়া, শশাদ নামে খ্যাত হন। পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে, দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। দেবতারা পরাজিত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে, পরঞ্জয় নৃপতির আশ্রয় লইতে তিনি দেবতাদেরে পরামর্শ দেন। তদনুসারে তাহারা পরঞ্জয় নৃপতির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, —আমি যদি তোমাদের ইন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারি, তবেই তোমাদের সহায় হইতে পারি, নতুবা আমার দ্বারা হইবে না। ইন্দ্র ইহাতে সম্মত হইয়া বৃষভরূপ ধারণ করিলেন, এবং পরঞ্জয় ইহার ককুৎ প্রদেশে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে বহু অসুর পরাজিত ও নিহত হইলেন। পরঞ্জয় ইন্দ্ররূপী বৃষভের ককুৎ প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ককুৎস্থ নামে খ্যাত হইলেন। এই ককুৎস্থের তনয় অনেনা। অনেনার তনয় পৃথু। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

পরদ্রব্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-১০০।

পরবীরাক্ষ— জনস্থানবাসী রাক্ষসপতি খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম পরবীরাক্ষ। তিনি রাম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-আরণ্য-২৩, ৯৬।

পরন্তপ—তামসমনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। অকল্মষ দেখ।

পরন্যস্তা—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্‌গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পরপক্ষ—যযাতির অন্যতম তনয় অনু। অনু হইতে সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। বায়ু-৯৯।

পরম—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্য-তম পরম ছিলেন। মহাভা-অনু ৯১।

পরমন্থু—পুরুবংশীয় নরপতি কক্ষেয়ুর সভানর, চাক্ষুষ ও পরমন্থু নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩১।

পরমব্রহ্মচারিণী—ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

পরমর্দ্দ—রাজর্ষি পরমর্দ্দ অতিশয় ধার্ম্মিক

ছিলেন বলিয়া, ধর্ম্মরাজ যমের সভায় আসীন থাকেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮।

পরমা—প্রকৃতি তিন প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যাদ্বয়। বিদ্যাই গন্ধাদি পঞ্চমূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অবিদ্যাদ্বয়ের একের নাম মায়া ও অপরের নাম পরমা। মায়া ও পরমা জীবের আবরিকা শক্তি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২।

পরমাত্মা—(১) প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলিতেন। এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১২৫।১। (২) পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ ও বাম ভাগ প্রকৃতি স্বরূপ হইলেন। নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন। এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১।

পরমেশ্বরী— দেবী পার্ব্বতী পাতালে পরমেশ্বরী নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পরমেষু, পরমেষুক—যযাতির অন্যতম তনয় অনু। অনু হইতে সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেষু নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭।

পরমেষ্ঠী—(১) মনুবংশীয় নরপতি দেবদ্যুম্নের ঔরসে ও তৎপত্নী ধেনুমতির গর্ভে পরমেষ্ঠী জন্মলাভ করেন। পরমেষ্ঠির পত্নী সুবর্চ্চলা, প্রতীহ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৭স্ক-৭, ১৫। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, তৎপুত্র প্রতিহার, তৎপুত্র প্রতিহর্ত্তা। অগ্নি-১০৭; বায়ু-৩০; বিষ্ণু-২য়-১৫; কূর্ম্ম পূ ৩৯; বরা ৭৪। (৩) রাজা অজমীঢ়ের ঔরসে ও নীলিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৯৪।

পরশু—(১) যদুবংশীয় পরশু রাজার পুত্র তিরিন্দির শর্য্যানা হ্রদের তীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিত কণ্ব গোত্রীয় বৎস তথায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিরিন্দির বহু দান করেন। তিনি আর একবার মহর্ষি পর্জ্জ ও সামকে তিন শত অশ্ব ও এক সহস্র গো দান করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৬।১। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী রুক্মিণীর গর্ভজাত একাদশ পুত্রের অন্যতম পরশু। মৎ-৪৭। রুক্মিণী দেখ। (৩) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২; বিষ্ণু-৩য়-১। উত্তম মনু দেখ।

পরশুচি—উত্তম মনুর অন্যতম তনয়। মার্ক ৭৩।

পরশুনাভ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত বহু পুত্রের অন্যতম পরশুনাভ। বায়ু ৬৯।

পরশুরাম—(১) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র

ঋচীক। কুশিক তনয় গাধির সত্যবতী নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে গাধি বলিলেন,—তপোধন! আমার পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরায় একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আমরা কন্যাদান কালে অভ্যন্তর রক্ত ও বহিঃ শ্যামবর্ণযুক্ত পাণ্ডু কলেবর তরস্বী সহস্র অশ্বশুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকি! কিন্তু আমি আপনার নিকট শুল্ক প্রার্থনা করিতে পারিনা। অথচ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে কন্যা দান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য। ঋচীক তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের নিকট হইতে উপরোক্তরূপ অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহার বিনিময়ে সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। একদা ভৃগু স্বীয় তনয় ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ে তাহার পাদবন্দনা করিলেন। ভৃগু অতিশয় প্রীত হইয়া সত্যবতীকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, সত্যবতী আপনার ও স্বীয় জননীর জন্য পুত্র বর প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু তখন দুইটী চরু প্রদান করিয়া বলিলেন—তুমি উডুম্বর ও তোমার জননী অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া, এই চরুদ্বয় ভক্ষণ করিবে! কিন্তু সত্যবতী ও তাঁহার মাতা বৃক্ষালিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিলেন। কিন্তু ভৃগু ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—যেহেতু তোমরা চরুভক্ষণ ও বৃক্ষালিঙ্গনে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিয়াছ, সেইজন্য তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী এক ব্রাহ্মণ এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন এক পুত্র জন্মিবে। এই কথা শ্রবণে সত্যবতী বিনয় বচনে বলিলেন,—ভগবন! আমার যেন এই-রূপ পুত্র না হয়। বরং এই লক্ষণাক্রান্ত পৌত্র জন্মে, ইহাতে ক্ষতি নাই। তখন ভৃগু "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। জমদগ্নি বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক ঋষিকে অতিক্রম করিলেন। পরে রাজা প্রসেনজিৎ সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজা যথাকালে শুভলগ্নে জমদগ্নিকে রেণুকা সম্প্রদান করিলেন। কালসহকারে রেণুকা হইতে রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। একদা রেণুকাকে নরপতি চিত্ররথের সহিত ব্যভিচারদোষে দূষিত মনে করিয়া, জমদগ্নি একে একে সকল পুত্রকে মাতৃহত্যার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু অন্য কোন তনয় অগ্রসর হইলেন না। কেবল পরশুরাম পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা করিলেন। পিতৃ আদেশ অমান্য করায় জমদগ্নি অন্যান্য পুত্রগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া

বর দিতে চাহিলে, পরশুরাম প্রার্থনা করিলেন যে, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে জননীর পুনর্জ্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, ইহা যেন তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত না হয়, তাঁহার বধজনিত পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুন প্রকৃতিলাভ, সংগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি, এই কয়টি বর প্রদান করুন। জমদগ্নি "তথাস্তু" বলিয়া সেই সকল বর প্রদান করেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া হোমধেনু হরণ ও বৃক্ষচ্ছেদন দ্বারা জমদগ্নির উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। পরশুরাম গৃহে আগমন করিয়া এই সমুদয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের আত্মজেরা পরশুরামের অনুপস্থিত সময়ে একদিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া, সংহার করেন। পরশুরাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে মৃতদর্শন করিয়া ও সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পিতার অন্ত্যেষ্টি সমাপনান্তে রণস্থলে কার্ত্তবীর্য্য তনয় গণের সংহার সাধন করেন। তৎপর তাঁহাদের অনুগত ক্ষত্রিয় গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করিয়া সমন্তপঞ্চকতীর্থে রুধিরময় পঞ্চতীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমুদয় পৃথিবী কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন, এবং কশ্যপেরই নির্দ্দেশে তিনি পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে বাস করিতে লাগিলেন। মহাভা-বন-১১৬—১৬; শান্তি-৪৯; ভাগ-৯স্ক-১৫, ১৬। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুবেণুর কন্যা কামলী রেণুকাকে জমদগ্নি বিবাহ করেন। বায়ু-৯০। নারায়ণের ষোড়শ অবতার। এই অবতারে তিনি একবিংশতিবার ধরা নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৩) সগর বংশীয় নৃপতি বালিককে স্ত্রীলোকেরা পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইজন্য বালিকের এক নাম "নারীকবচ"। ভাগ-৯স্ক-৯। (৪) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর সময়ের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ঋষি। ভাগ ৮স্ক-১৩। (৫) তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুণকে বধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৬) তিনি একবিংশতিবার ধরা নিক্ষত্রিয়া করেন, এবং পরে তাহা কশ্যপকে দান করেন। বরা-১৫। (৭) পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলে, সগর বংশীয় নৃপতি মূলক বিবস্ত্রা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত

হইয়া আত্মরক্ষা করেন। সেইজন্য তিনি "নারীকবচ" নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৮) রামচন্দ্র, ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসকারী হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের বীর্য্য ও বলজনিত গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৯) তিনি জমদগ্নির পুত্র। তাঁহার মাতার নাম রেণুকা। একদা রাজা কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়া করিতে আসিয়া সন্ধ্যা সমাগমে তাঁহার আশ্রম সন্নিধানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন জমদগ্নি অনশনক্লিষ্ট রাজাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সৎকার করেন। কপিলা নাম্নী পয়স্বিনী গাভীর প্রতি লোভবশতঃ রাজা, তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। জমদগ্নির প্রবোধ বাক্যেও তিনি নিরস্ত হন নাই। তিনি বলপূর্ব্বক গাভী হরণে উদ্যত হইয়া, প্রথমে অকৃতকার্য্য হন। পরে গাভী লাভার্থ জমদগ্নিকে নিহত করেন। কিন্তু কপিলা অধিস্বামীর বিহনে নারায়ণ সমীপে গমন করিল। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম গৃহাগত হইয়া মাতার নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, কার্ত্তবীর্য্য সংহার ও একবিংশতিবার ধরা নিক্ষত্রিয়া করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। রেণুকা, এবম্প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, রামকে উপদেশ দিয়া, স্বামীর সহিত সংমৃতা হইলেন। পরশুরাম সানুচর কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করিয়া, একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করেন। এই ঘটনার পরে তিনি শিব ও শিবার দর্শনের অভিলাষী হইয়া, কৈলাশে গমন করেন। সেই সময় গণেশ দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরশুরামকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দেওয়ায়, অতি ক্রুদ্ধ পরশুরাম শিবদত্ত পরশুর দ্বারা গণেশকে আঘাত করেন। সেই আঘাতে গণেশের একটী দন্ত ভগ্ন হয়। ব্রহ্মবৈ গণে ৪২-৪৩। (১০) চন্দ্রবংশীয় নৃপতি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য পরশুরাম হস্তে নিহত হন। লি-৬৮; মৎ ৪৩। (১১) সর্ব্বস্ব দানেচ্ছু পরশুরামের নিকট হইতে দ্রোণ অস্ত্রশস্ত্র ও তাঁহাদের প্রয়োগকৌশল দান স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি ১৬৬; (১২) জমদগ্নি ঋষির পুত্র। রামকর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, এবং স্বীয় করস্থিত ধনু প্রদানপূর্ব্বক তাহাতে আকর্ষণ করিবার জন্য রামকে আহ্বান করেন। রাম অবলীলাক্রমে তাহাতে শরসন্ধান করিয়া বলিলেন, এক্ষণে কোথায় শর নিক্ষেপ করিব। অবশেষে পরশুরামের তপস্যা সঞ্চিত সমস্ত লোক নষ্ট করিয়া তিনি শর সংহার করিলেন। রামা-অরণ্য-৭৪। (১৩) একদা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়া করিতে যাইয়া বন মধ্যে অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। মহর্ষি জমদগ্নি ইহা জানিতে পারিয়া

তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক হোমধেনুর সাহায্যে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। রাজা অবশেষে সেই হোমধেনু চাহিয়া বসিলেন। জমদগ্নি দিতে অসম্মত হইলে, তিনি বলপূর্ব্বকই তাহা গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম গৃহে আগমন করিয়া এই ঘটনা অবগত হইলেন, এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মস্তক-ছেদনপূর্ব্বক হোমধেনু প্রত্যানয়ন করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের সন্তানেরা পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে বধ করিলে, পরশুরাম তাঁহাদিগকেও বধ করিলেনই পরন্তু পৃথিবী একবিংশ বার নিক্ষত্রিয়া করিলেন। অগ্নি ৪, ৫; স্কন্দ-আব রেবা-২১৮; স্কন্দ-নাগ-৬৭। (১৪) কল্কি, পরশুরামের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নান্তে তিনি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে পরশুরাম বলিলেন—তুমি সিংহল দ্বীপে যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্ম্মবর্জ্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাস্ত করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সংহার করিবে। দেবাপি ও মরু নামক ধার্ম্মিকদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কল্কি-১ম-৩।

পরশ্রবা—বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে পরশ্রবা, ঋচীক, শাবশ্ব ও যতীশ্বর নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ ছিলেন। লি-২৪।

পরহা—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। রৈবতমনু দেখ।

পরাক্রম—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিষ্ণু স্বীয় অনুচর বিক্রম, সংক্রম ও পরাক্রমকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পরাজয়—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, নাগগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য স্বীয় অনুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয়, পরাজয় ও বিজয় এই চারিজনকে প্রদান করেন। বাম ৫৭।

পরাজিৎ—যদুবংশীয় নরপতি রুক্মকবচের তনয় পরাজিৎ। এই পরাজিৎ হইতে মহাবীর্য্যশালী, রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। নরপতি পরাজিৎ এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে পালিত ও হরিকে বিদভাধিপতিকে প্রদান করেন। হরি হরি-৩৬।

পরান্তক—রাজর্ষি পরান্তক অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া, যমের রাজসভায় আসিয়া ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮।

পরাপরেশ্বর—কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে পরাপরেশ্বর নামে এক মহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। তাঁহাকে অব-লোকন মাত্র নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

পরাবৎ—বৈদিক যুগে পরাবৎ নামে

এক অনার্য্য দস্যু ছিল। ইন্দ্র তাঁহার ধন গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিবন্ধু শরভকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।১০০।৬।

পরাবসু—(১) মহামুনি ভরদ্বাজ একদা পুত্রের সহিত সুস্বরে বেদ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে যবক্রীত নামে এক ব্যক্তি পরাবসুর তরুণী ভার্য্যাকে গহন বনে স্ত্রী ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্রুব ও মানী রৈভ্যমুনি তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার জটা ছেদন পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে রাক্ষসাকৃতি এক কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া, যবক্রীতকে বিনাশ করে। শিব-ধর্ম্ম ১২। (২) কোন এক সময়ে পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হুতাশন মর্ত্ত্যলোকে আগমন-পূর্ব্বক দৈত্যদল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে তারক, পরাবসু, বিরোচন প্রভৃতি দানব সমুদ্রমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম সৃষ্টি-২২। (৩) দক্ষিণ সমুদ্রে মুক্তিপ্রদ রাম সেতুতে ধনুষ্কোটী নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, সেই তীর্থে স্নান করিয়া মহর্ষি পরাবসু, পিতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩। (৪) অসুরদের এক পুরোহিতের নাম ছিল পরাবসু। শতপথ। (৫) মহর্ষি রৈভ্যের পরাবসু ও অর্ব্বাবসু নামে দুই তনয় ছিল। তাঁহাদের যজমান মহীপতি বৃহদ্দ্যুম্ন একদা কোন যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়া, অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে বরণ করেন। পিতা রৈভ্যের আদেশে তাঁহারা তথায় গমন করেন। একদা পরাবসু ভার্য্যা দর্শনার্থী হইয়া স্বল্প তিমিরাচ্ছন্ন রজনী শেষে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তৎকালে রৈভ্যমুনি গাঢ় নিদ্রায় আবিভূত ও কৃষ্ণাজিন সংবৃত হইয়া, অরণ্যমধ্যে শয়ান ছিলেন। পরাবসু নিবিড়ারণ্য সঞ্চারী মৃগবোধে আত্মত্রাণার্থ তাঁহাকে সংহার করিলেন। পিতার প্রেত কার্য্য সমাপনান্তে অর্ব্বাবসুর নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন এবং বলিলেন,—আমার ব্রহ্মহিংসন ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ করিলে তুমি একাকী এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে না। অতএব তুমি আমার ব্রতানুষ্ঠান কর এবং আমি একাকী যজ্ঞ সম্পন্ন করি। ভ্রাতা সম্মত হইয়া ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে ব্রত সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, পরাবসু তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতি বলিয়া রাজার অনুচরদের সাহায্যে দূর করিয়া দিলেন। অর্ব্বাবসু অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিলে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত হইয়া, পরাবসুকে দূর করত তাঁহাকেই যজ্ঞে

পুন বরণ করিলেন। মহাভা-বন-১৩৪—৩৭। (৬) যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাক্ষীবান্ ও বল ইহারা অঙ্গিরার পুত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৭) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ভাগ-৮স্ক-১১। (৮) শিবোপাসক গন্ধর্ব্ব বিশেষ। লি-৫৫। (৯) ইন্দ্রের অন্য নাম। মৎ-৬১। (১০) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র। একদা তিনি পরশুরামকে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে অসমর্থ বলিয়া নিন্দা করেন। পরশুরাম তাঁহার বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (১১) অষ্টবসুর অন্যতম। মহাভা-শান্তি ২০৮। তিনি রাজা উপরিচরের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (১২) যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান্, অঙ্গিরার পুত্রবর্গ ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, এই সপ্ত মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময় ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। মহাভা-অনুশা-১৫০। (১৩) বিশ্বাবসু নামে এক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পরাবসু নামে এক কৃতী পুত্র ছিল। তিনি একদা বন্ধুগণের সহিত বেশ্যালয়ে গমন করেন এবং রাত্রিকালে জল ভ্রমে মদ্য পান করেন। পরে পরাবসু জানিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ব্যাকুল হন। ভর্তৃযজ্ঞ নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শে আনর্ত্ত রাজার কন্যা রত্নাবতীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-১৯৭।

পরাবৃজ—প্রাচীন বৈদিক যুগে পরাবৃজ নামে এক অন্ধ ও পঙ্গু মহর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে তাঁহারা তাঁহাকে গমনে সামর্থ্য দান করিয়াছিলেন। ঋগ ১।১১২।১।

পরাবৃত—(১) যদুবংশীয় নরপতি রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃত। এই পরাবৃতের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা বিদর্ভকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (২) পরাবৃতের পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি এই পাঁচ জন। পরাবৃত তন্মধ্যে হরি ও পরিঘকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন। পদ্ম সৃষ্টি-১৩।

পরাবৃত্ত—(১) অগ্রুর তনয় পরাবৃত্তকে উই পোকায় অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহার ক্ষত দেহ সুস্থ করেন। ঋগ ৪।১৯।৯। (২) যদুবংশীয় নরপতি রুক্মকবচের তনয় পরাবৃত্ত, তৎপুত্র জ্যামঘ। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

পরামৃতা—দুর্গ অসুরের বিনাশের জন্য পার্ব্বতী স্বীয় শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদে

অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পরান্নেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-১০০।

পরায়ণ—যজুর্ব্বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত যে পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে পরায়ণ অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যজুর্ব্বেদের বিভাগ কর্ত্তা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু পুরাণে পরায়ণ স্থানে সপরায়ণ আছে। বায়ু-৬১।

পরাশর—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির তনয় পরাশর। তিনি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। ঋগ-১।৬৫।১। (২) পরাশর নামে এক স্মৃতিশাস্ত্রকার ঋষি আছেন। তাঁহার রচিত সংহিতার নাম পরাশর সংহিতা। পরাশর-সং। পরাশরের পিতা শক্তি রাক্ষস হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার মাতা অদৃশ্যন্তী তাঁহাকে প্রসব করেন। তিনি স্বীয় পিতামহ বশিষ্ঠের নিকট পিতার নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া, রাক্ষস বধের জন্য, এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে বহু রাক্ষস নিহত হইতেছিল দেখিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য তাঁহাকে এই ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি এই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হন। মহাভা-আদি-১৭৮—১৮৩। (৩) মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের শিষ্য পৈল, পৈলের অন্যতম শিষ্য বাস্কলি, বাস্কলির শিষ্য বোধ্য, অগ্নিমাঠর, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক এই চারিজন। এই পরাশর শক্তির পুত্র পরাশর নহেন। বাস্কলি চারিখানি ঋক্ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া এই শিষ্য চতুষ্টয়কে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বায়ু-৬০। পৈল দেখ। (৪) মহর্ষি কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য পরাশর। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ। (৫) বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে ঋষভ মহাদেবের অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে পরাশর তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০; বায়ু-২৩। ঋষভ দেখ। (৬) নারায়ণের সপ্তদশ অবতারে দাসকন্যা সত্যবতীর কুমারী অবস্থায় তিনি দ্বীপ মধ্যে বেদব্যাসকে উৎপাদন করেন। ভাগ-৯স্ক-২২; ৩স্ক-২। (৭) বাস্কলের জনৈক শিষ্য। তিনি গুরু-সন্নিধানে ঋগ্বেদ সংহিতার কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৮) বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্তির পুত্র পরাশর মহাদেবের আরাধনা করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নামে পুত্র লাভ করেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পুত্র শুক। শুকের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৯। সনক ঋষি পরাশরকে যোগ সম্বন্ধীয় পরম জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

কূর্ম্ম-পু-উত্ত-১১। বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্ত্রির পুত্র। তিনিই মৈত্রেয়কে বিষ্ণু পুরাণ বৃত্তান্ত বলেন। বিশ্বামিত্র প্রেরিত রাক্ষস কর্ত্তৃক স্বীয় পিতা নিহত হইলে, তিনি ক্রোধবশতঃ রাক্ষস বিনাশী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বশিষ্ঠের উপদেশে পরে সেই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হন। তিনি উক্ত কার্য্যে বিরত হইলে, মহাত্মা পুলস্ত্য বংশরক্ষা হইল দেখিয়া. সমুদয় বিদ্যায় পারদর্শী হইবে বলিয়া তাঁহাকে এক বর দেন। বিষ্ণু-১ম-১। বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। তখন পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে তাঁহার বেদপরায়ণ চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪। বরাহকল্পের ষড়বিংশ দ্বাপরে কলিকালে পরাশর ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তৎকালে মহাদেব ভট্টবট নগরে সহিষ্ণু নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উলুক, বিদ্যুত, সম্বুক ও আশ্বলায়ন নামে মাহেশ্বর যোগাবলম্বী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। পরাশর বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্ত্রির পুত্র। অদৃশ্যন্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। রুধিররাক্ষস শক্ত্রিকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশরের জন্ম হয়। পরাশর হইতে মৎস্যগন্ধার গর্ভে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। পরাশর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-হন্তার শাস্তি বিধানার্থ রাক্ষসবিনাশী যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু বশিষ্ঠের অনুরোধে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হন। তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হইবার জন্য পুলস্ত্য বর দেন। লি-৬৪। মহর্ষি পরাশরের সন্তানেরা গৌর, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যাম ও ধূম্র এই কয় শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু বংশ বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের শক্ত্রি, পরাশর ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১। বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাদুর্ভাব হইলে, মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তখন তাঁহার পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে বেদপারগ মহাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র চতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়া তপস্যাচরণ ও অভিশপ্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক অন্তিমে যোগ ও ধ্যানবলে রুদ্রলোক লাভ করিবেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। পৈল ঋষি যজুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলি লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত করেন; এবং পরে আবার দুই ভাগে বিভাগ ও পুনর্ব্বার সংযোগ করিয়া, স্বীয় শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিকে একটী ও বাস্কলকে দ্বিতীয়টী প্রদান করেন। মহর্ষি বাস্কল চারিখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া শুশ্রূষা নিরত হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয় শিষ্য বোধকে প্রথম শাখা, অগ্নি-মাঠরকে দ্বিতীয় শাখা, পরাশরকে তৃতীয় শাখা এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্থ

শাখা অধ্যয়ন করান। ব্রহ্মাণ্ড-৬৬; বায়ু-৫৯। পরাশরের স্ত্রী অরণি হইতে শুকদেব, শুকদেবের স্ত্রী পীবরী হইতে ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৭০।

পরিকম্পিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেবের শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

পরিকূট—অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আপ্ত ও মাধুচ্ছন্দ, এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮।

পরিকৃষ্ট—মহর্ষি হিরণ্যনাভ চতুর্ব্বিংশতি খানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। তন্মধ্যে পরিকৃষ্ট তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পরিঘ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্য তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর পরিঘ, চটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহনকে প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০; মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭। (২) চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পরাবৃতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পরিঘ। পরিঘ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরি, বিদর্ভ দেশের অধিপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; লি-৬৮। (৩) যদুবংশীয় কম্বকবচের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পিতা পরিঘ ও হরিকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন। মৎ ৪৪; বায়ু ৯৫।

পরিদ্বীপ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে পরিদ্বীপ অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০০।

পরিপ্লব—পাণ্ডব বংশীয় সুখীনলের তনয় পরিপ্লব। পরিপ্লবের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় মেধাবী। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) সুখাবলের তনয় পরিপ্লব। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

পরিপ্লুত—পাণ্ডব বংশীয় নৃপতি ত্রিচক্ষের পুত্র সুখীবল, সুখীবলের পুত্র পরিপ্লুত, পরিপ্লুতের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় মেধাবী। বায়ু-৯৯।

পরিবর্ত্ত—যমের কন্যা ও দুঃসহের পত্নী নির্ম্মাষ্টির গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫১; নির্ম্মাষ্টি দেখ।

পরিবহ—পরিবহ নামক বায়ু সপ্তর্ষি মণ্ডলে অবস্থিত। উহাদ্বারা ধ্রুবে সংবদ্ধ হইয়াই সপ্তর্ষিমণ্ডল গগনতলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮।

পরিব্যাধ—(১) ব্রহ্মর্ষি উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রির তনয় ভগবান সারস্বত এই সকল ব্রহ্মর্ষি পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা শান্তি-২০৮। (২)

দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির তনয় সারস্বত; ইঁহারা বরুণদেবের পুরোহিত এবং পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেছেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

পরিমলালয়—বিদ্যাধররাজ মন্দারদামের তনয় পরিমলালয়। তিনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বাল্যাবধি শিব-ভক্তিযুক্ত ছিলেন। পাতালের নাগরাজ রত্নদ্বীপের কন্যা রত্নাবলী তাঁহার পত্নী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পূর্ব্বজন্মে কপোত দম্পতি ছিলেন। এক শিব মন্দিরের প্রাঙ্গনে তাহারা বাস করিত। তাহাদের পক্ষপুটের সঞ্চালনে সেই শিব প্রাঙ্গনস্থ ধুলি অপসারিত হইত বলিয়া, সেই পুণ্যের ফলে তাঁহারা এই জন্মে রাজদম্পতি হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬।

পরিশ্রুত—দেবাসুর সমরে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন পরিশ্রুত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

পরিষঙ্গ—মরীচির ঔরসে ও ঊর্ণার গর্ভে পরিষঙ্গ প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে ব্রহ্মার শাপে তাঁহারা দেবকী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংস হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক ৮৫। দেবকী দেখ।

পরিষ্ণব—পাণ্ডব বংশীয় বৃষ্ণিমানের পুত্র সুষেণ, তৎপুত্র সুনীথ, সুনীথের তনয় নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখীবল, সুখীবল হইতে পরিষ্ণব এবং পরিষ্ণব হইতে সুতপা জন্মে। মৎ-৫০।

পরীক্ষিৎ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কুরুর সুধন্বা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র জন্মে। গার্গ্য মুনির নিষ্ঠুর-ভাষী শিশু পুত্রকে পরীক্ষিৎ নিহত করেন। তজ্জন্য মুনি শাপে তিনি লৌহ গন্ধ সমন্বিত হইয়া জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরে শৌনক বংশসম্ভূত ইন্দ্রোত মুনিদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্ব্বক শাপ মুক্ত হন। হরি-হরি ৩০—৩২। (২) মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যু, অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড়। হরি-হরি ১৮৫। (৩) নরপতি কুরুর অন্যতম তনয় অবিক্ষিত। এই অবি-ক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ প্রভৃতি আট জন। তন্মধ্যে পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) পুরুবংশীয় বিদূরথের পত্নী সুপ্রিয়া হইতে অনশ্বার জন্ম হয়। অনশ্বার পত্নী অমৃতা হইতে পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। পরীক্ষিতের ভার্য্যা সুযশা হইতে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের ভার্য্যা কুমারী হইতে প্রতিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-

আদি-৯৫। (৫) অযোধ্যা নগরে ইক্ষ্বাকু বংশীয় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা বনে গিয়া সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কখনও বারি প্রদর্শন করিবেন না। পরে স্বীয় আলয়ে তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক, এক সুরম্য উদ্যানে তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। একদা সেই উদ্যানস্থিত এক মনোহর বাপীতটে বিশ্রাম করিবার সময়ে পরীক্ষিৎ সুশোভনাকে সেই দীঘিতে অবতরণ করিতে বলেন। সুশোভনা তাহাতে অবতীর্ণা হইয়া, আর সমুত্থিতা হইলেন না। ইহাতে রাজা অতিমাত্র শোকাভিভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক গর্ত্তে একটী মণ্ডুক দেখিতে পাইয়া ক্রোধে তাহাকে বধ করিবার আদেশ দেন এবং রাজ্য মধ্যে যেখানে মণ্ডুক দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাকেই বধ করিবার আদেশ দেন। এই প্রকারে মণ্ডুক বধ আরম্ভ হইলে, মণ্ডুকরাজ আয়ু পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মণ্ডুক বধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করান এবং স্বীয় কন্যা সুশোভনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সুশোভনার গর্ভে শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র জন্মে। শল হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক পরীক্ষিৎ অরণ্যে গমন করেন। মহাভা-বন-১৯১। (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি কুরুর চারি পুত্রের অন্যতম। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইনি অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ নহেন। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যুর পুত্র। তিনি স্বীয় মাতুল উত্তরের দুহিতা ইরাবতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। গর্ভে অবস্থান কালে তিনি একটী পুরুষ দর্শন করেন এবং পরে এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ এই বলিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন বলিয়া পরীক্ষিৎ নামে খ্যাত হন। ভাগ-১স্ক-১২। (৭) কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে, অশ্বত্থামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা অভিমন্যু সম্ভূত উত্তরার গর্ভ ভস্মীভূত করেন। কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই গর্ভেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র শতানীক এবং শতানিকের তনয় অশ্বমেধ দত্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৮) কুরুপুত্র পরীক্ষিৎ। এই পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, এই জনমেজয় গর্গ মুনির পুত্র

অক্রূরকে হত্যা করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পরে তিনি ব্রহ্ম হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। লি-৬৬। (৯) ভরত বংশীয় সম্বরণের পুত্র কুরু। এই কুরু প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র নামক এক স্থান আবিষ্কার করেন। তিনি বহু বৎসর ঐ স্থান কর্ষণ করেন। ইন্দ্র এই ব্যাপারে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। তদবধি কুরুক্ষেত্র রমণীয় ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। কুরুর নামানুসারে তাঁহার বংশ কৌরব বলিয়া খ্যাত। কুরুর পাঁচ পুত্র,—সুধন্বা, জহ্নু, পরীক্ষিৎ প্রজন ও অরিমর্দ্দন। মৎ ৫০। (১০) কুরু-বংশীয় নরপতি অর্জ্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র। বিরাট কন্যা উত্তরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় মৃগয়াব্যসনে অতিশয় আসক্ত ছিলেন। একদা এক বাণবিদ্ধ মৃগ পলায়নপর হইলে, তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া মৃগ অদৃশ্য হইল। তিনি নিকটবর্ত্তী শমিক ঋষিকে মৃগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। মৌনতা নিবন্ধন মুনি কোন উত্তরই দিলেন না। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিকটস্থ একটী মৃতসর্প ধনুকাগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করিয়া; মুনির গলদেশে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। শমীক মুনির শৃঙ্গী নামে এক ক্রোধপরায়ণ পুত্র ছিল। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। এমন সময়ে পথে তাঁহার সখা কৃশ নামক মুনি পুত্রের নিকট শুনিতে পাইলেন যে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার পিতার গলে মৃত সর্প অর্পণ করিয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধে অস্থির হইয়া রাজা পরীক্ষিতকে "সর্প দংশনে সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু হইবে" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। কতিপয় সর্প ব্রাহ্মণের বেশে রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফল পুষ্প প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন। রাজা পরীক্ষিত ব্রাহ্মণবেশী সর্প প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিতে উৎসুক হইয়া যেমন একটী ফল ভগ্ন করিয়াছেন, তখনই একটী তক্ষক তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে দংশন করেন। পরী-ক্ষিতের তনয় জনমেজয় পিতার মৃত্যুর পরে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সর্পকুল বিনাশের জন্য একটী সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। মহাভা-আদি-৪১—৪৪।

পরুচ্ছেপ—মহর্ষি দিবোদাসের তনয় পরুচ্ছেপ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনাও করিয়াছেন। ঋগ-১।১২৭।১।

পরেক্ষু—যযাতির পুত্র অনু, অনুর ঔরসে সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৩।

পর্জ্জ—বৈদিক যুগে পর্জ্জ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। একদা যদুবংশীয় নৃপতি পরশুর তনয় তিরন্দির, মহর্ষি পর্জ্জ ও সামকে তিন শত অশ্ব ও দশ শত গো-দান করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৬।৪৭।

পর্জ্জন্য—(১) ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা পর্জ্জন্য, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচিত হইয়াছে। ঋগ-১।৮৩।১। (২) ব্রহ্মা পর্জ্জন্য দেবকে সমুদয় সাগর, সরিৎ বারিদদল ও বর্ষণজলের অধিপতি করেন। পর্জ্জন্য প্রজাপতির তনয় হিরণ্যরোমাকে ব্রহ্মা উত্তর দিকে দিক-পালরূপে অভিষিক্ত করেন। হরি হরি-৪,২১৯। (৩) রৈবত মন্বন্তরে বেদবাহু, যদুধ্রু, বেদশিরাঋষি, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমের পুত্র উর্দ্ধবাহু ও অত্রি তনয় সত্যনেত্র, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, মনু ও পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ জন আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। অন্যত্র পর্জ্জন্য স্থলে সবিতা আছে। হরি-হরি-৩। এবং মনুর স্থলে ধাতা নাম দৃষ্ট হয়। হরি-হরি-১৯৬। (৫) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনি হইতে পর্জ্জন্য, কাল নারদ শালিশিরা প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) ষোলজন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম পর্জ্জন্য ছিলেন। বায়ু-৬৯। মৌনেয় দেখ। (৭) পুলস্ত্যের কন্যা সদ্বতী অগ্নির স্ত্রী ও পর্জ্জন্যের জননী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। সদ্বতী দেখ। (৮) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অষ্টসচীবের অন্যতম। তিনি তাঁহাদের পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নেত্রসম্ভূত বৈষ্ণবী মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বরা-৯২,৯৫। (৯) পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে বেদ-বতীর জন্ম হয়। ইহার সহিত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়। বাম-৬২,৬৫। (১০) পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু হন। রৈবত মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। এবং আমিতাভ, ভূতরজ, সুমেধাগণ দেবতা ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকগণে চতুর্দ্দশ করিয়া দেবতা। হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, উর্দ্ধবাহু, দেববাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি ইঁহারা এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য, সত্যক প্রভৃতি রৈবত মনুর মহাবীর্য্যশালী পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৯। (১১) পূষা, পর্জ্জন্য, প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য। লি-৫৫। (১২) পর্জ্জন্য রৈবত মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। (১৩) পর্জ্জন্যের ঔরসে শরভের জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭।

পর্জ্জন্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পর্ণয়—রাজর্ষি অতিথিগ্বের শত্রু ও

অনার্য্যপতি করঞ্জ ও পর্ণয়কে ইন্দ্র তেজস্বী কর্ত্তনী দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৫৩।৮ ; ১০।৪৮।৮।

পর্ণবি—অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, গোবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

পর্ণাগারী—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

পর্ণাদ—(১) একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ কালে, মহর্ষি পর্ণাদ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। (২) বিদর্ভরাজ ভীমের আদেশে যেসকল ব্রাহ্মণ তাঁহার জামাতা নলের অন্বেষণার্থ দেশবিদেশে প্রেরিত হইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে পর্ণাদ নামক দ্বিজ, ঋতুপর্ণ রাজভবনে নলকে দর্শন করিয়া রাজা ভীমকে সংবাদ প্রদান করিয়া ছিলেন। মহাভা-বন-৭০। (৩) ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া পত্রমাত্র ভক্ষণ করিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম পর্ণাদ হইয়াছিল। একবার পর্ণাদ কুশদ্বারা স্বীয় অঙ্গুলী কর্ত্তন করেন। তাহা হইতে শোণিতের পরিবর্ত্তে শাক-রস নির্গত হইতেছে দেখিয়া, তিনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। এমন সময়ে মহাদেব ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন যে অঙ্গুলী হইতে ভস্ম নির্গত হয়। তাহাতে পর্ণাদ অতিশয় বিস্মিত হইয়া, মহাদেবের স্তব করিয়াছিলেন। শিব-সনৎ-২৯। (৪) ত্রেতাযুগে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রভাসক্ষেত্রে যে সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া ছিলেন, তাঁহাই পরে পর্ণাদিত্য নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৯।

পর্ণাদিত্য—প্রভাসক্ষেত্রে পর্ণাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত সূর্য্যমূর্ত্তি। স্কন্দ—প্রভা-প্রভা-২৫৯। পর্ণাদ দেখ।

পর্ণাদেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৬৫।

পর্ণাশা—(১) নদী বিশেষ। জ্যামঘ বংশীয় নরপতি সত্বানের দেবাবৃধ নামক এক পুত্র ছিল। তিনি 'আমার সর্ব্ব গুণসম্পন্ন পুত্র হউক' বলিয়া পর্ণাশা নদীর তীরে তপস্যা করেন। তাহাতে তাঁহার বভ্রু নামক এক পুত্র জন্মে। হরি হরি-৩৭। (২) মহানদী পর্ণাশা বরুণের ঔরসে শ্রুতায়ুধ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-দ্রোণ ৯২। শ্রুতায়ুধ দেখ। (৩) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের অন্যতম পুত্র দেবাবৃধ। দেবাবৃধের তনয় বভ্রু। দেবাবৃধ অপুত্রক ছিলেন। পর্ণাশা নদী সুন্দরী নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রী হইয়া, বভ্রুকে প্রসব করেন। বভ্রু হইতে কঙ্কদুহিতা, কুকুর, ভজমান, শমী ও

কম্বলবর্হিষ নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। মৎ-৪৪।

পর্ণিণী—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে পর্ণিণী প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। বৈদিকী অপ্সরা দেখ। (২) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা পর্ণিণী ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

পর্ণী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত যজুর্ব্বেদ অধ্যায়ী পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে পর্ণী অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭ ; বায়ু-৬১।

পর্ব্বণ—রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে বানর সৈন্য হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

পর্ব্বত—(১) কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি পর্ব্বত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১২।১। (২) ধর্ম্ম হইতে সুরসাতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্ব্বত, বায়ু, যোগেন্দ্র ও নিকৃতি বসু উৎপন্ন হন। হরি-হরি-১৯৬। (৩) পর্ব্বত নামে এক গন্ধর্ব্ব-পতি ছিলেন। মহাভা-সভা-১০। (৪) নারদের ভাগিনেয় পর্ব্বত ঋষি। মহর্ষি পর্ব্বত স্বীয় মাতুল সহ কিছুদিন নরপতি সৃঞ্জয়ের আলয়ে বাস করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই বরে রাজা সৃঞ্জয় স্বর্ণষ্ঠীবী নামে এক পুত্র লাভ করেন। স্বর্ণষ্ঠীবী ইন্দ্রের প্রতারণায় অকালে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হন। পরে নারদের বরে পুনরায় জীবন লাভ করেন। মহাভা-শান্তি ৩০। নারদ ও স্বর্ণ-ষ্ঠীবী দেখ। (৫) মহর্ষি মরীচির পুত্র পূর্ণমাস, পূর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্ব্বত। মার্ক-৫২ ; কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৬) কশ্যপ, নারদ ও শান্তিগুণাবলম্বী পর্ব্বত ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র। লি-৬৩। এক সময়ে নারদ ও পর্ব্বত মুনি রাজা অম্বরীষের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপরূপ সুন্দরী কন্যা শ্রীমতিকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উভয়েই সমকালে প্রার্থী হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—কন্যা যাঁহাকে বরণ করিবে, তিনি তাঁহারই হস্তে শ্রীমতিকে অর্পণ করিবেন। নারদ প্রথমেই বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন পর্ব্বত মুনির মুখ বানরের মত দেখায়। এদিকে পর্ব্বত মুনিও প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন নারদের মুখ গোলাঙ্গুলাখ্য বানরের মত হয়। বিষ্ণু উভয়ের প্রার্থনাই রক্ষা করিলেন। যথাকালে স্বয়ম্বর সভায় নারদ ও পর্ব্বত মুনি উভয়েই উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিকৃত মুখ দর্শনে শ্রীমতি কাহাকেও বরণ করিলেন না। এদিকে বিষ্ণু দিব্য

পুরুষবেশ ধারণ করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতি তাঁহাকেই বরণ করিলেন এবং বিষ্ণু তাঁহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। শ্রীমতী অদৃশ্য হইলে, ইহা রাজা অম্বরীষেরই চাতুরী মনে করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে শাপ দিলেন; কিন্তু নারায়ণের বরে, অম্বরীষের কিছুই হইল না। লি-উত্ত-৫। (৭) ঋষি বিশেষ। তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে সদস্য ছিলেন। মহাভা আদি-৫০—৫৩। একবার নারদ স্বীয় ভাগিনেয় পর্ব্বতের সহিত কিছুদিন রাজা সৃঞ্জয়ের আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যখন যাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তাঁহাকে তখনই অপরের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে। সৃঞ্জয়ের গৃহে অবস্থান কালে, তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা সুকুমারী, তাঁহাদের উভয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। নারদ তাঁহার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু ভাগিনেয় পর্ব্বত ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে,—যেহেতু তুমি তোমার মনোভাব আমার নিকট গোপন করিয়াছ, সেই জন্য এই কন্যার সহিত তোমার বিবাহ হইলে, এই কন্যা ও অপরে তোমাকে বানরের ন্যায় অবলোকন করিবে। নারদ ও প্রতিশাপ দেন যে, তুমি তপস্যা নিরত হইলেও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। পরে উভয়েই উভয়ের শাপ প্রতি-সংহার করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩০। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদ কশ্যপের পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১।

পর্ব্বস—মরীচির পুত্র পূর্ণমাস। পূর্ণমাসের স্ত্রী সরস্বতী, বিরজ ও পর্ব্বস নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে পর্ব্বসের স্ত্রী পর্ব্বসা, যজ্ঞবাস ও কাশ্যপ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯।

পর্ব্বসা—পর্ব্বসের পত্নী ব্রহ্মাণ্ড-২৯। পর্ব্বস দেখ।

পর্য্যুষিত—পর্য্যুষিত, সূচীমুখ, রোধক, শীঘ্রগ ও লেখক এই পাঁচ ভূত "মহা" নামে এক ব্রাহ্মণের মুখে মথুরা মাহাত্ম্য শুনিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। বরা-১৭৪; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২৩।

পর্শু—অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে পর্শু নামে একটী স্ত্রীলোক, এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করিয়াছিল। ঋগ-১০।৮৬।২৩।

পর্ষৎ—সম্রাট অগ্নি অষ্টবিধ। পর্ষৎ অগ্নি তন্মধ্যে দ্বিতীয়; দ্বিজগণ ইঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। বায়ু ২৯।

পলালা—(১) তপ নামক অগ্নি হইতে যে সমুদয় কন্যা সমুৎপন্ন হন, তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বেমিত্রা এই সাতটী

শিশু মাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হন। মহাভা-বন-২২৬। কাকী দেখ। (২) ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে মহাবল সম্পন্না সাতটী কন্যার জন্ম হইয়াছিল। সেই কন্যাগণের স্বভাব অতি দারুণ। তাঁহারা গর্ভগত বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নাম—কাকী, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, আর্য়া, পলালা ও মিত্রা ইহারা সাত জনই শিশুমাতা। স্কন্দ মাহে-কুমা-২৯।

পলাশ—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। বৃহদ্ধ-পূ-১২।

পলাশী—একটী দৈত্যের নাম। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পৌত্র ও ঘটোৎকচের পুত্র বর্ব্বরীক তাঁহাকে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে কুমা-৬৩।

পলিতেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৯৫।

পশু—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

পশুদা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পশুদা। মহাভা-শল্য-৪৭।

পশুপতি—(১) কল্পাদিতে রুদ্র নামে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারই অন্য নাম পশুপতি। এই পশুপতির স্ত্রী স্বাহা ও পুত্র স্কন্দ। বিষ্ণু-১ম-৮। রুদ্র দেখ। (২) শিবের অন্য নাম। রামা-উত্ত-৩০। (৩) পশুপতি অগ্নির অন্য নাম। শতপথ ব্রাহ্মণ। (৪) অবন্তী ক্ষেত্রে ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞার্থ যে কুণ্ড করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ড যজ্ঞবাপী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ কুণ্ডে পশু পতিত হইয়াছিল বলিয়া তত্রত্য লিঙ্গ পশুপতি লিঙ্গ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-অব-২৮।

পশুপতীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

পশুপাল—(১) পুরাকালে পশুপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পশুপতীশ্বর মহাদেবের কৃপায় পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৪। (২) পুরাকালে পশুপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বহু পশু পালন করিতেন। একদা বনমধ্যে ত্রিবর্ণ এক পুরুষের সহিত তাঁহার দেখা হয়। ত্রিবর্ণ তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, তিনি তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করেন। ত্রিবর্ণের পুত্র অহং। বরা-৫১, ৫২।

পশুপেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে পশুপেশ্বর মহাদেব আছেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

পশুমুখ—মহর্ষি অত্রি প্রভৃতির শিষ্য। স্কন্দ-আব-চতু-৩২।

পশুযোগ—সবিতাদেবের ঔরসে ও তৎ-পত্নী পৃশ্নীদেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮।

পশুসখ—পশুসখ নামে শূদ্রজাতীয় একজন লোক গণ্ডা নামে এক দাসীকে

বিবাহ করিয়াছিল। তাহারা উভয়ে দেবী অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষিদিগের পরিচর্য্যা করিত। মহাভা-অনু-৯৩। গণ্ডা দেখ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। পশুমুখ দেখ।

পশুহা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত এক পুত্রের নাম পশুহা ছিল। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

পশ্চিমানুপক—মৃতপ নামে দানবেন্দ্র ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চিমানুপক নামে প্রথিত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

পশ্বাশ্য—তিনি একজন মন্ত্রবেদী ঋষি ছিলেন। বায়ু-৫৯।

পশ্ব—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের আদ্য, প্রসূত, ভাবা, পৃথক এবং লেখ নামে পাঁচটী গণ বা শ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে পশ্ব, প্রসূতদেবগণের অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২।

পাক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে তিনি অসুর পক্ষে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইন্দ্র হস্তে তিনি নিহত হন। ভাগ-৮স্ক-১১। (২) দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতি। ইন্দ্র তাঁহাকে সংহার করিয়া পাকশাসন নামে খ্যাত হন। বাম-৭১।

পাকশাসন—পাক নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া, ইন্দ্র পাকশাসন নামে বিখ্যাত হন। বাম-৭১।

পাকস্থামা—রাজর্ষি কুরুযানের তনয় পাকস্থামা, কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি মেধাতিথিকে বহু ধন ও দশটী লোহিত বর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য মেধাতিথি তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৩,২১।

পাকহারী—দৈত্যপতি অন্ধকাসুরের অনুগামী অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৬।

পাচি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি আয়ুর অন্যতম পুত্র নহুষ। এই নহুষের পুত্রের নাম পাচি। মৎ-২৪।

পাঞ্চজনী—দক্ষ, পাঞ্চজনী গর্ভে হর্য্যশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই নারদের পরামর্শে প্রজা সৃষ্টি করিতে বিমুখ হইয়া নানাদিকে প্রস্থান করেন এবং আর কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। মৎ ৫।

পাঞ্চজন্য—বৃহদ্রথ তনয় প্রনিধি, বশিষ্ঠ তনয় কশ্যপ, প্রাণ তনয় প্রাণ, আঙ্গিরসাত্মজ চ্যবন ও ত্রিসুবর্চ্চা তাঁহারা প্রজাপতিসম যশসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্রলাভ করিবার নিমিত্ত কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। পরে তাঁহারা মহাব্যাহৃতি মন্ত্র ধ্যান করিলে পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভায় প্রভাসম্পন্ন একতেজঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, ভুজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় ত্বক ও নেত্র-সুবর্ণাভ এবং জঙ্ঘাযুগল কৃষ্ণবর্ণ, মহাতপা পঞ্চমহর্ষি তাঁহাকে তপোবনে পঞ্চবর্ণ সম্পন্ন করিলেন। সেই পঞ্চ

বংশকর পাঞ্চজন্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর পাঞ্চজন্য হইতে বৃহদ্রথের প্রনিধি, কশ্যপের মহত্তর, অঙ্গিরসের ভানু, বর্চ্চের সৌরভ ও প্রাণের অনুদাত্ত নামক পাঁচটী পাচটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞ বিঘ্নকারী সুভীম, অতিভীম, অবল, ভীমবল, ভীম, সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্ম্মা, সুরপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চ্চা ও দেবহন্তা নামক পঞ্চদশ দেবতাকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করিতেন। মহাভা-বন ২১৮।

পাঞ্চাল—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত গণ্ডুষ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তনয় চারুদেষ্ণ, সুচারু, পাঞ্চাল ও কৃতক্ষণ নামক চারি পুত্র, তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি হরি-৩৪। (২) নরপতি জহ্নুর বংশীয় বাহ্যাশ্ব হইতে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিল নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাজা এবং পৃথিবীতলে পাঞ্চাল নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। অগ্নি-২৭৮।

পাঞ্চালিক—তিনি কুবেরের অন্যতম তনয়। মহাদেবের জৃম্ভন, তাপ ও মদনকৃতউন্মাদ এই সমস্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পাঞ্চালেশ্বর নামে খ্যাত করিলেন এবং বর দিবার ক্ষমতা দিলেন। বাম-৬।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদীর অন্যনাম। মহাভা-উদ্-১৭।

পাঞ্চি—মহর্ষি পাঞ্চি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। শতপথ-২প্র-৩ব্রা-২, ৯।

পাটলা—পাটলা দেবী বিশেষ। মৎ-৬২। পার্ব্বতীর একনাম। ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু-২৩। দেবী পার্ব্বতী পুণ্যবর্দ্ধন তীর্থে পাটলা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পাণিকর্ণ— মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা শান্তি ২৮৫।

পাণিকুর্চ্চা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি যেসকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, পাণিকুর্চ্চা তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা শল্য-৪৬।

পাণিকূর্ম্ম- দেবসেনাপতি স্কন্দকে সাহায্য করিবার জন্য, পৃথূদক তীর্থ কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। মশিক্ষক দেখ।

পাণিতক— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণিত্যজ— স্কন্দদেব সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ পূষা স্বীয় গণ পাণিত্যজ ও কালিককে প্রদান করেন। বাম ৫৭।

পাণিন—দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার অন্যতমা ও

কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা কদ্রুর গর্ভজাত সহস্র নাগের অন্যতম পাণিন ছিলেন। মৎ-৬। পদ্ম দেখ।

পাণিনি— অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আদ্য, মধুছান্দস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

পাণিবাক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণ্ড—(১)যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত একজন কিরাতরাজ। মহাভা-সভা-৪। (২) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৬৫।

পাণ্ডক—মহর্ষি হিরণ্যনাভ কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য। তিনি সামগ ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ।

পাণ্ডনাথ— পাণ্ডনাথ নামে এক ভৈরব আছেন। কালিকা-৬৩।

পাণ্ডব—পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে খ্যাত। মহাভারত।

পাণ্ডবেশ্বর— প্রভাসক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী শিবলিঙ্গ। শ্রদ্ধার সহিত এই লিঙ্গের পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৬।

পাণ্ডর—(১) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৩৫। (২) নাগরাজ ঐরাবতের বংশীয় পাণ্ডর নাগ জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৭।

পাণ্ডু—(১) রাজা বিচিত্রবীর্য্য অকালে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, দ্বিতীয়া স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক এক দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শনে অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পাণ্ডু নাম প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুর প্রথমা স্ত্রী কুন্তী স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুর গলে বরমালা অর্পন করেন। মদ্রদেশাধিপতির কন্যা মাদ্রী পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। কুন্তী হইতে ধর্ম্মের বরে যুধিষ্ঠির, পবনের বরে ভীম, ইন্দ্রের বরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রী হইতে অশ্বিনীকুমারের বরে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডব নামে খ্যাত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর তাঁহাদের সকলেরই ভীষ্ম, অভিভাবক ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পাণ্ডুই রাজা হইয়াছিলেন। পাণ্ডু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মাদ্রী সহমৃতা হন; সুতরাং নকুল সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কুন্তীই গ্রহণ করেন। কুন্তী নিজ

সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৬৭, ১০৬। (২) নৃপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, এই জনমেজয়ের তনয় বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি এই আট জন। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) অঙ্গিরা বংশে পাণ্ডু নামে একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫। (৪) ভৃগু-বংশীয় বিধাতার পত্নী নিয়তি, পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮।

পাণ্ডুর—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণ্ডুরক—পাতালবাসী একজন দৈত্য পতি। বায়ু-৫০।

পাণ্ডুরোচি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, জমদগ্নি, ঔর্ব্ব ও আপ্নুবান্ এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ৯৫।

পাণ্ড্য—(১) কুরুবংশীয় নৃপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি তনয় ছিল। পাণ্ড্যের অধিকৃত জনপদের নামও পাণ্ড্য ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) পাণ্ড্য বহু সংখ্যক সৈন্য সহ কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১৮। অবশেষে অশ্বত্থামার শরে তিনি নিহত হয়েন। মহাভা-কর্ণ-২১। তাঁহার অন্য নাম প্রবীর। (৩) পৌরবের পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পুত্র বরূথ, তৎপুত্র ডীর, ডীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮। (৪) জনৈক রাজা। মহাভা-সভা ৪৩। (৫) পুরুবংশীয় জনাপীড়ের অন্যতম তনয় পাণ্ড্য। তাঁহার অধিকৃত জনপদও পাণ্ড্য নামে খ্যাত ছিল। বায়ু-৯৯। (৬) যযাতি বংশীয় গান্ধারের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পাণ্ড্য। অগ্নি-২৭৭।

পাতক—প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাত-কের সৃষ্টি করেন। এই পাতক অধর্ম্ম নামে বিখ্যাত হন। কল্কি-১স্ক-১।

পাতঞ্জলী—প্রাচীনযোগের তনয় মহর্ষি পাতঞ্জলী একজন বেদবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পাতালকেতু—(১) বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু, মহর্ষি গালবের অতিশয় উৎপীড়ন করিত। গালবের অনুরোধে শত্রুজিতের পুত্র কুবলয়াশ্ব (অন্য নাম ঋতধ্বজ) গালবের আশ্রমে আগমন করেন এবং পাতালকেতুর পশ্চাদ্ধা-বিত হইয়া তাহার আলয়ে পাতাল পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হন। তথায়

গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর অপহৃতা কন্যা মদালসাকে দেখিতে পান। তিনি পাতালকেতুকে বধ করিয়া মদালসাকে উদ্ধার করেন। মার্ক-২১। (২) শূকরদেহধারী পাতালকেতু নামক অসুর একদা গালব মুনির আশ্রম ধ্বংশ করিতেছিল, এমন সময়ে স্কন্দের সাহায্যকারী গণসকল তাহাকে বাণ-বিদ্ধ করে। পৃষ্ঠে বাণবিদ্ধ অবস্থায় পাতালকেতু মহিষাসুরের নিকট আসিয়া মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবগণের অভিযানের কথা বলে। বাম-৬৮। (৩) এই পাতালকেতু, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করে। নরপতি ঋতধ্বজ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। বাম-৫৭।

পাদপ--একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের দেবরাত, বিশ্বামিত্র ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

পাপঘ্ন—যদুবংশীয় রুক্মকবচের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫।

পাপকেতন---দৈত্যপতি রক্তাক্ষের অপর সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা—১৯৯।

পাপনাশন— দ্বাপরে মহাদেব দর্শক নামে অবতীর্ণ হন এবং ভার্গব এই সময়ে ব্যাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। দর্শকের বিশোক, বিকেশ, বিপাশ ও পাপনাশন নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই যোগোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মধামবাসী হইয়া ছিলেন। লি ২৪।

পাপভক্ষণ—মহাদেব পাপীগণের পাপ-ভক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম পাপভক্ষণ। স্কন্দ-কাশী-পূ ৩১।

পাপমোচন—প্রভাসক্ষেত্রে পাপমোচন লিঙ্গ মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শন ও স্পর্শনে মানবের পাপ দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫৪।

পাপহন্ত্রী---কাশীস্থিতা চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতম। স্কন্দ কাশী পূ ৪৫।

পাপহর—সূর্য্যসারথি অরুণ প্রভাসক্ষেত্রে পাপহর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দর্শনে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-১৫।

পাপহর্ত্তা—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ ৯।

পাবক—(১) অগ্নির অন্যনাম। ঋগ-১।১৪২।৩। (২) সংযুর তনয় উর্জ্জভরত, উর্জ্জভরতের পুত্র ভরত ও কন্যা ভরতী, ভরতের তনয় পাবক। মহাভা-বন-২১৭। (৩) অগ্নির অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-১ম-১০। স্বাহা দেখ। (৪) রাজা পৃথুর পৌত্র, অন্তর্দ্ধানের ঔরসে ও শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৫) দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা সাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা

সকলেই হুতভোজী। ভাগ-৪স্ক-১ ; লি-৪৬। (৬) ব্রহ্মার পুত্র, যিনি রুদ্রাত্মক-বহ্নি নামে বিখ্যাত। তাঁহার পত্নী স্বাহা, পাবক, পবমান ও শুচি নামে অগ্নিরূপধারী অতিমহান্ ও তেজস্বী তিন পুত্র প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩ ; বিষ্ণু-১ম-১০ ; মার্ক-৫২ ; শিব-বায়-পূ-১৫ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩০। (৭) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নাম্নী অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নী স্বাহা দেবীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৫১। (৮) ব্রহ্মা পাবককে বসু-দিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। অগ্নি-১৯। পাবকের তনয় সহরক্ষ। ব্রহ্মাণ্ড-৩০ ; বায়ু-২৯ ; সৌর-২৬। (৯) রেবা নদীর উত্তর তটে পিঙ্গলাবর্ত্ত তীর্থে পাবকদেব পিঙ্গলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৬।

পাবকি—ভগবান্ কার্ত্তিকেয় অগ্নিসম্ভব বলিয়া পাবকি নামেও খ্যাত ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯ ; স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

পাবন—(১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে পাবন অন্যতম ছিলেন। মহাভা অনুশা-৯১। (২) ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর দ্যুতিমানের অন্যতম পুত্র পাবন। তিনি স্বীয় নামীয় পাবন বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩৩। দ্যুতিমান দেখ। (৩) ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, পাবন প্রমুখ মহর্ষিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৮১। (৪) গোকুলে পাবন নামে একজন উপনন্দ ছিল। গর্গ-গোল-১৮।

পাবনী—অগ্নি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, তাঁহার বরে নর্ম্মদা, কাবেরী, পাবনী প্রভৃতি নদীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা ২২।

পাবকাক্ষ—জনৈক বানর। রাম লক্ষণের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে তাঁহারা ইন্দ্র-জিতের শরে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৭৩।

পাবনেশ্বর—বায়ুলোকে পাবনেশ্বর মহা-দেব আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

পায়ু—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র ও গর্গের ভ্রাতা পায়ু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বর্ম্ম, ধনু, রথ প্রভৃতি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৬।৩৭।২৪। একদা তিনি রাজর্ষি অশ্বথের নিকটে অশ্ব সহ দশ খানি রথ উপহার পাইয়াছিলেন। ঋগ-৬।৭৫।১৯।

পার—(১) পুরুবংশীয় নরপতি পৃথুসেন হইতে পার, পার হইতে নীপ, এবং নীপ হইতে তেজস্বী মহারথ, শূর ও মহাবলশালী শত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই নীপরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি ২০। (২) নবম মন্বন্তরে দক্ষ সাবর্ণি মনুর সময়ে তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৩) নবম

মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (৪) যযাতি বংশীয় বলির অন্যতম ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র দিবিরথ। তৎপুত্র ধর্ম্মরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। পুরুবংশীয় নরপতি পৃথুসেনের পুত্র পার, পারের তনয় নীপ, নীপের শত পুত্রের মধ্যে কাম্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। আবার এই সমরেরই পার, সম্পার, সদশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৫) ভরত বংশীয় পৃথুসেনের তনয় নীপ। নীপের শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র সমর, কুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন ও সমরপ্রিয় ছিলেন। সমরের পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃত। মৎ-৪৯। সমরের তনয় পর, পার ও সত্বদশ্ব। বায়ু-৯৯।

পারদ—(১) রাজা সগর ভার্গব হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করিয়া, পৃথিবী তলে বিচরণপূর্ব্বক সমস্ত হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শক ও পারদদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০; বায়ু-৮৮। (২) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অন্যতম নরপতি পারদ ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

পারাবত—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচারসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পারাবত ও ছন্দোজ এই দুইটী শ্রেণী। ইঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে দ্বাদশ জন করিয়া চব্বিশ জন দেবতা আছেন। তন্মধ্যে প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহ্ম, অরিমর্দ্দন, আজিহ্মান, বিদ্বান্, মহীয়ান্, মহাভাগ, অজোষ ও যবীয় এই দ্বাদশ জন পারাবত শ্রেণী। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বৃহন্নার-৩৭। অজিহ্ম দেখ। স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত, তুষিত প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০; বিষ্ণু-৩য়-১। (২) নাগরাজ ঐরাবতের কুলে ইহার জন্ম হয়। জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পারাবতগণ—কশ্যপের পত্নী তাম্রার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা সুগৃধ্রী। এই সুগৃধ্রী হইতে পারাবতগণ জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম সৃষ্টি-৬।

পারাশর্য্য—(১) পরাশর তনয় মহর্ষি পারাশর্য্য একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪, ৭। (২) পারাশর্য্য মহর্ষি কুথুমির অন্যতম শিষ্য ছিলেন; বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পারিকারারি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পারিজাত—(১) পারিজাত নামে এক মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৫। (২) ষষ্ঠ

মন্বন্তরে চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে, অন্যান্য বস্তুর ন্যায় পারিজাত ও সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়। ভাগ-৮স্ক-৮। দেবশ্রী নন্দন পারিজাত বৃক্ষ সমুদ্র মন্থন কালে উত্থিত হয়। বিষ্ণু-১ম-৯।

পারিজাতক—জনৈক ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের ময় দানব নির্ম্মিত সভা প্রবেশ কালে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। মহাভা সভা-৪।

পারিজাতা—রাধিকার অন্যতমা সখী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

পারিপাত্র—রামের বংশীয় কুরুর তনয় পারিপাত্র। পারিপাত্রের পুত্র দল, দলের তনয় ছল। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

পারিপ্লব—রৈবত মন্বন্তরে অভূতরজ নামক দেবতা গর্গ, রৈভ্য ও পারিপ্লব নামে দেবতা সকল ছিলেন। হরি-হরি-৭।

পারিবর্হ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, পারিবর্হ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

পারিভদ্র—মনুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাহুর সপ্ত পুত্রের অন্যতম। যজ্ঞবাহু স্বীয় অধিকৃত শাল্মলী দ্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

পারিযাত্র—ইক্ষ্বাকু বংশীয় দেবানীকের তনয় হীন, হীনের তনয় পারিযাত্র, পরিযাত্রের পুত্র বলস্থল। ভাগ-৯স্ক-১২। ইক্ষ্বাকু বংশীয় দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর তনয় পারিযাত্র, পারিযাত্রের তনয় দল। বায়ু-৮৮।

পার্থ—কুন্তীর অন্য নাম পৃথা, সেইজন্য তাঁহার পুত্রেরা পার্থ নামে খ্যাত হইলেও, পার্থ বলিতে সাধারণতঃ অর্জ্জুনকে বুঝায়। মহাভা-শান্তি-১৭।

পার্থিব—(১) একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৯১।

পার্থেশ্বর—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-অব-৩৩।

পার্থ্য—মহর্ষি পার্থ্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ-১০।৯৩।১৫।

পার্ব্বতী—মহাদেবের পত্নী। একদা হিমালয় পত্নী মেনকা মহাদেব ও পার্ব্বতীর নিন্দা করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী সেইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করেন ও তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলেন। এইজন্য মহাদেব স্বীয় অনুচর নিকুম্ভ দ্বারা বারাণসী পুরীকে জনশূন্য করান। এবং স্বয়ং পার্ব্বতী সহ তথায় বাস করিতে থাকেন। হরি-হরি-২৯, ২১৮। মহাদেব দেখ। পার্ব্বতী দেবীকে স্মরণ করিলে, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। কূর্ম্ম-

উত্ত-৬। দুর্গার অন্য নাম। বাম-৫১। পার্ব্বতী পতি সৌভাগ্য ব্রত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬। দাক্ষায়নী সতী শিবের পত্নী ছিলেন। পরে তিনি দক্ষকে নিন্দা করিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পার্ব্বতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া পুনঃ শিবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লি-৬। পার্ব্বতীর কনিষ্ঠা অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা নাম্নী তিন ভগিনী ছিল। লি ১০১। শিবের পত্নী। বিবাহের পরে শিব পার্ব্বতীর সহিত শতবর্ষ বিহার করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্তান উৎপত্তি হইল না দেখিয়া, দেবগণ ভীত হইলেন। পরে দেবগণের অনুরোধে তিনি পার্ব্বতীর সহিত জিতেন্দ্রিয় ব্রত অবলম্বন করেন। রামা আদি-৩৫। বাহ্লীকপতি ইল মৃগয়া ব্যপদেশে, যেখানে হরপার্ব্বতী ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেখানে গিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে পার্ব্বতীর বর প্রভাবে একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ থাকিতেন। রামা-উত্ত ১০০; দেবীভাগ-১স্ক-১২।

পার্ব্বতীয়—পার্ব্বতীয় নামে ভূপতি, পূর্ব্ব জন্মে কুক্ষি নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

পার্ব্বতেয়—পার্ব্বতেয় নামে বিখ্যাত ভূপতি পূর্ব্বজন্মে ক্রম নামে মহাসুর ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

পার্ব্বণি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫।

পার্ষদ—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবাসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বিন্ধ্যগিরি তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পার্ষদ ও অতিকৃষ্ণকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। অতিকৃষ্ণ দেখ।

পার্শ্বনন্দী—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

পার্শ্বমৌলি—যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্য নাম। লঙ্কাপতি রাবণের প্রহারে তাঁহার মস্তকের মুকুট ঈষৎ হেলিয়া পরে, সেজন্য তাঁহার নাম হয় পার্শ্বমৌলি। রামা-উত্ত-১৫।

পার্শ্বী—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

পার্ষত—পাঞ্চালপতি দ্রুপদের অন্যতম পুত্র। মহাভা-সভা-৬৭।

পার্ষ্ণি—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা ৯১।

পাল—(১) বশিষ্ঠ বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিণ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০। (২) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম তনয়। নরপতি জনমেজয়ের সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পালক—মগধের নরপতি প্রদ্যোত হইতে প্রদ্যোত বংশ আরম্ভ হয়। প্রদ্যোতের পুত্র পালক প্রদ্যোত বংশের দ্বিতীয় রাজা। ভাগ-১২স্ক-১। পালকের পুত্র বিশাখযূপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; মৎ-২৭২;

বায়ু-৯৯। রাজা পালক মগধে ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

পালকাপ্য—তিনি হাতীর চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন এবং অঙ্গ দেশের অধিপতিকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অগ্নি-২৯২।

পালঙ্কায়ন—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

পালিত—(১) বেণের পুত্র পৃথু, পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধি ও পালিত। তাঁহারা অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। হরি হরি ২। (২) যদুবংশীয় নরপতি পরাজিতের মহাবীর্য্যশালী রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পরাজিত, পালিত ও হরি নামক পুত্রদ্বয়কে বিদর্ভাধিপতিকে দান করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি পরাবৃতের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যামঘের তনয় বিদর্ভ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পালিতা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পালিশয়—মহর্ষি পালিশয় একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-১০০।

পালিহোত্র—মহর্ষি লাঙ্গলি ও পালিহোত্র উভয়ে ছয়খানি সংহিতা রচনা করেন। তাঁহারা সামগ ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু পুরাণ মতে শালিহোত্র। শালিহোত্র দেখ।

পালী—রাজা পৃথুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম ১৪; অগ্নি-১৮; ব্রহ্মাণ্ড-৬৯; বায়ু-৬৩।

পাশ—প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের একজন রাক্ষস। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়া তৎপ্রদেশে গমনের পথ সুগম করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১২।

পাশদ্যুম্ন—পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্রগণ একবার রাজা সুদাসের যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন; সেই সময়ে বরতের তনয় পাশদ্যুম্ন রাজাও যজ্ঞ করিতেছিলেন, এবং তাঁহার যজ্ঞে ইন্দ্র সোমপান করিতেছিলেন। বশিষ্ঠের পুত্রগণ মন্ত্রবলে ইন্দ্রকে সেই স্থান হইতে সুদাস রাজার যজ্ঞে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।৩৩।২।

পাশনাশন—বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, পাশনাশন তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-১০।

পাশপাণিবিনায়ক—কাশীর উত্তর দিকে অবস্থিত পাশপাণিবিনায়ক, কাশীবাসী জনগণের দুষ্ট গ্রহাদিকে পাশবদ্ধ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পাশহস্ত—দ্বারকা পুরীর দক্ষিণ দিক

রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

পাশহস্তা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

পাশুপতেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩০। কাশীতেও পাশুপতেশ্বর নামে একটী শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পিঙ্গ—(১) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) শিশুপালের অন্যতম মন্ত্রী। গর্গ-বিশ্বজি-৮। (৩) প্রভাস ক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর বায়ুকোণ রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ প্রভা-দ্বার-১৭।

পিঙ্গনোদ্বৃত্তনয়ন—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

পিঙ্গল—(১) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে অভিষিক্ত হইলে পিঙ্গল, মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সর্ব্বৌজস, মাহিষিক ও পিঙ্গলকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) একাদশ রুদ্রের অন্যতম পিঙ্গল, শুম্ভ ও বিষ্ণুর মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ সংগঠিত হয়, তাহাতে তাঁহারা দেব-সৈন্যের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন। মৎ-১৫৩। (৪) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। (৫) সূর্য্যের অন্যতম দ্বারপাল। রাবণ সূর্য্যকে পরাভব করিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-২৫। (৬) পিঙ্গল নামে একটী রুদ্র আছেন। তিনি স্বীয় নামীয় প্রদেশে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৪। (৭) ভদ্র দেশের পুরুকুৎসপুরে পিঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মন্দকর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু গীতার পঞ্চম অধ্যায় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পরে বৈষ্ণব লোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-১৭৯। (৮) একাদশ রুদ্রের অন্যতম পিঙ্গল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (৯) মহাদেবের একটী গণ। শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে তিনি নয় কোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কুমা-২৬। (১০) কান্যকুব্জ দেশে পিঙ্গল নামে এক প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পিঙ্গাক্ষী ও কন্যার নাম পিঙ্গলা ছিল। স্কন্দ-আব-চতু-৮১। পিঙ্গলা দেখ। (১১) দণ্ড ও পিঙ্গল নামে সূর্য্যের দুই অনুচর আছে। তাঁহারা সূর্য্যের আদেশে রেবন্তের নিকট হইতে অশ্ব আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১। রেবন্ত দেখ।

পিঙ্গলক—কুবেরের সভায় উপস্থিত একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

পিঙ্গলা—(১) ধরিত্রী দেবীর অন্যতমা সহচরী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১। (২) পুরাকালে বিদেহবাসিনী পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যা কুপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সমুদয় দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া পরম পদ লাভ করিয়াছিল। মহাভা-শান্তি-১৭৪; ভাগ ১১স্ক ৮। (৩) অন্ধকাসুরের রক্ত পানার্থ মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিঙ্গলা তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (৪) কান্যকুব্জ দেশে পিঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পিঙ্গাক্ষী ও কন্যার নাম পিঙ্গলা ছিল। এই পিঙ্গলা পূর্ব্বজন্মে এক বেশ্যা ছিল। সেই সময়ে রাজদ্বারে বিপন্ন এক ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে। সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-আব-চতু ৮১। (৫) পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যা শিবভক্তের অর্চ্চনা করিয়া সেই পুণ্যের ফলে, মৃত্যুর পরে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মহিষী সীমন্তিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল কীর্ত্তিমালিনী। স্কন্দ-ব্রহ্ম উত্ত-১০, ১১। (৬) মহর্ষি জাবালির কন্যা বটিকাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শুকদেব, জন্মগ্রহণ করেন। এই বটিকার অন্য নাম পিঙ্গলা। স্কন্দ-নাগ-১৪৭, ১৪৮। (৭) প্রভাস ক্ষেত্রে পার্ব্বতীরূপধারিনী পিঙ্গলা দেবীকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৭।

পিঙ্গলাক্ষ—(১) ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে পিঙ্গলাক্ষ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮; অগ্নি-৮৫। (২) মহাদেবের একটী গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

পিঙ্গলাক্ষেশ—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। ইহার দর্শন মাত্রে পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

পিঙ্গলেশ—মহাকাল বনের দ্বারে পিঙ্গলেশ নামক বালসূর্য্য অবস্থিত। উনি তীর্থাভিমুখ, গৌরবর্ণ, গুরু এবং গণ সকল কর্ত্তৃক উপাসিত। স্কন্দ-আব-অব ২৬। পিঙ্গলেশ নামক মহাদেবের গণ অবন্তীক্ষেত্রে পূর্ব্বদিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৮১।

পিঙ্গলেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে পাবক, পিঙ্গলেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৬।

পিঙ্গলেশ্বরী—গায়ত্রী দেবী পয়োষ্ণী তীর্থে পিঙ্গলেশ্বরী নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পিঙ্গা—মহর্ষি মাণ্ডুকির অন্যতমা স্ত্রী। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪২। মাণ্ডুকি দেখ।

পিঙ্গাক্ষ—যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ।

পিঙ্গাক্ষা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পিঙ্গাক্ষা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পিঙ্গাক্ষি—একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

পিঙ্গাক্ষী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। ইঁহারা সকলেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী। অগ্নি-৫২। কান্যকুব্জ দেশে পিঙ্গল নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল পিঙ্গাক্ষী ও কন্যার নাম পিঙ্গলা। স্কন্দ-আব-চতু-৮১। পিঙ্গলা দেখ।

পিঙ্গেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে সমুদ্র তটে পিঙ্গেশ্বর দেব আছেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৩৩৩।

পিচিঙ্গিল—কাশীস্থিত পিচিঙ্গিল নামক গণপতি কাশীপুরীকে দিবারাত্র রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পিচ্ছল—নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র। জনমেজয় রাজার সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিচ্ছিলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিচ্ছিলা তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ ১৭৯।

পিজবন—রাজা দেববানের পুত্র পিজবন, পিজবনের তনয় সুদাস একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ঋগ-১।৪৭।৬। শপথ করা অন্যায় হইলেও নরপতি পিজবনের তনয় সুদাসের নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজ পরিশুদ্ধিতা জ্ঞাপনার্থ শপথ করিয়াছিলেন। মনু-৮।১১০।

পিঞ্জরক—(১) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। (২) কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

পিঠর—হিরণ্যকশিপুর অনুচর অন্যতম দানব। মৎ-১৬১; মহাভা-সভা-৯।

পিঠরক—(১)কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিঠীনা—ইন্দ্র, পিঠীনাকে রজি নামক কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৬।

পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর—বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চবিংশ কলিযুগে পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর মহাদেবের অবতার ছিলেন। কূ-পূ ৫০।

পিণ্ডসেক্তা—তিনি নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত। জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিণ্ডাকর—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। রাজা জন্মেজয়ের যজ্ঞসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি ৫৭।

পিণ্ডার—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী

সুরসাভুজঙ্গী হইতে সহস্রনাগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পিণ্ডার অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

পিণ্ডারক—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিণী হইতে রাম, শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (সুভদ্রা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫; বায়ু-৯৬। (২) স্কন্দ দেবসেনপতি পদে বৃত হইলে, ঋষিগণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর স্থানুজঙ্ঘ, কুম্ভবক্ত্র, লোহজঙ্ঘ, মহানন ও পিণ্ডারককে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭। (৩) বসুদেব পত্নী রোহিণীর গর্ভে, রাম (বলরাম) শারণ, দুর্দ্দম, দমন, সুভ্রু, পিণ্ডারক ও মহাহনু নামে সাত পুত্র এবং দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬। (৪) নাগরাজ ঐরাবতের কুলে ইহার জন্ম। জনমেজয়ের সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা আদি ৫৭।

পিণ্ডোদক—এক মূর্খ ও জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। দেবী সরস্বতীর কৃপায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২১।

পিতা—অজ নামক পিশাচের কন্যা। ব্রহ্মধনার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

পিতামহ—ব্রহ্মার অন্যনাম। শিব-জ্ঞান-১৯; পদ্ম-উত্ত-১১১।

পিতামহগণ—ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। পিতামহগণকে রুদ্র ও প্রপিতামহকে আদিত্য বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেবভাব সনাতনী শ্রুতি ও স্বীকার করিয়াছেন। মনু-৩।২৮৪।

পিতামহেশ্বর--কাশীস্থিত পিতামহেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

পিতু—পিতুশব্দের অর্থ অন্ন। আর্য্যগণ অন্নকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৮৭।১।

পিতৃগণ—হিরণ্যগর্ভমনুর মরীচি আদি যে সমুদয় পুত্র আছেন, তাঁহাদের তনয় সোমপা প্রভৃতি পিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। মনু "আমাকে যজন করিবে" এই চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মাসৃষ্ট দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ফলার্থী হইয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। ব্রহ্মার শাপে তাঁহারা মূঢ় ও সংজ্ঞাহীন হইলেন কিন্তু এবিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। লোকসকল মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর সেই দেবগণ প্রণত হইয়া লোকসকলের হিতের জন্য পিতামহের নিকট প্রার্থনা করিলে সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পূজ্য-পূজা ব্যতিক্রমরূপ ব্যভিচার করিয়াছ, অতএব প্রায়শ্চিত্ত কর। আর পুত্রগণকে এই বিষয়

জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ করিবে। তাঁহারা আর্ত্তের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নীচশিষ্যত্ব নিবন্ধন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রযতচিত্ত তনয়গণ তৎকালে তাঁহাদিগকে বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তিগণ বাক্য মন কর্ম্ম জন্য প্রায়শ্চিত্ত সমুদয় কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্তোত্র, ভক্তি, শ্রদ্ধা, পুরস্কৃত, ধ্যান, নমস্কার ও ক্রিয়া দ্বারা ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং তাঁহারা নিত্যশ তাহা করিয়া থাকেন। দেবগণ প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ অর্থ জ্ঞাত হইয়া সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তখন পুত্রেরা তাহাদিগকে, "হে পুত্র তোমরা গমন কর" এই কথা বলিলেন। সেই অভিশাপগ্রস্ত দেবতারা পুত্রগণের বাক্যানুসারে যাঁহাদিগের হইতে জন্মও বিদ্যালাভ হয়, তাঁহারা অবশ্যই বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা যজনীয় অর্থাৎ আমাদিগের পুত্র আমাদিগকে পুত্র সম্বোধন করিল। এই সংশয় অপনোদনার্থ পিতামহের সমীপে গমন করিলেন। পিতামহ বলিলেন,—তোমরা ব্রহ্মবাদী কিন্তু যোগযুক্ত নহ। অতএব, পুত্রগণ যাহা বলিয়াছে, তাহার অন্যথা হইবে না। তোমরা তাঁহাদের শরীরকর্ত্তা; কিন্তু তাঁহারা তোমাদের জ্ঞানদাতা। অতএব পিতা সংশয় নাই। তোমরা দেবগণ এবং তাঁহারা পিতৃগণ হইলেও তাঁহারা এবং তোমরা পরস্পর পরস্পরের পিতা তাহাতে সংশয় নাই। অনন্তর সেই সব পুরবাসী দেবগণ পুত্রগণকে বলিলেন—প্রজাপতি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হইলাম। তোমরা ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যখন আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছ, তখন তোমরা আমাদিগের পিতা। অতএব তোমাদের অভিলাষ কি? আমরা তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব? তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা তদ্রূপই হইবে, অন্যথা হইবে না, তোমরা যখন আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তখন তোমরা আমাদের পিতা হইবে সন্দেহ নাই। হরি হরি-১৭। পিতৃগণ সপ্ত, ইহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে সুকালা, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা এই চারিজন মূর্ত্তিমান্ এবং বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই তিন জন অমূর্ত্ত। হরি-হরি-১৭। দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বধা পিতৃগণের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ। অঙ্গিরার ঔরসে ও দক্ষ কন্যা স্বধার গর্ভে এই পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৬স্ক ৬। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে পিতৃগন স্বধাকে বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র। ইঁহারা অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে অগ্নিষ্বাত্তগণ অযজ্বা ও বর্হিষদগণ যজ্বা।

তাঁহাদের পত্নী স্বধা, মেনা ও ধারিণী নাম্নী দুই কন্যাকে প্রসব করেন। এই দুই কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী ছিলেন। কূর্ম্ম-পু ১৩। দক্ষের ঔরসে ও মনু কন্যা প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে চতুর্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, পিতৃগণ সকলে তাঁহার অন্যতমা স্বধাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। স্বধা পিতৃগণের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। এই পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী, মেনকা ও রত্নমালা নাম্নী তিন কন্যা উৎপন্না হন। রত্নমালা জনক রাজাকে, কলাবতী রাজা সুচন্দ্রকে, মেনকা হিমালয়কে বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭। দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বধা পিতৃগণের স্ত্রী ছিলেন। লি ৫। হৃষ্টচিত্ত পিতৃগণ নিরগ্নি ও সাগ্নিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ নিরগ্নি ও বর্হিষদ পিতৃগণ স্বাগ্নিক। স্বধা উক্ত পিতৃগণের মানস কন্যা মেনাকে প্রসব করেন। লি ৬।

পিতৃগ্রহ—মানবজাতি আসীন বা শয়ান হইয়া পিতৃগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মাদগ্রস্ত হয়, উহাকে পিতৃগ্রহ কহে। মহাভা বন ২২৮।

পিতৃপতি যমের অন্যনাম। বৃহদ্ধ মধ্য ৭।

পিতৃবর্ত্তী—কুরুক্ষেত্রে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগদুষ্ট ও পিতৃবর্ত্তী নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি গর্গের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা গুরু গর্গের পয়স্বিনী গাভীকে বনে চরণার্থ নিয়া গিয়াছিলেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই গাভীকেই বধ করিয়া ভক্ষণ করেন। মৎ-২০,২১। কবি দেখ।

পিতৃরূপ— অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। মহাভা-অনু-১৫০।

পিতৃলোক—পুণ্যাত্মা পিতৃলোকেরা মৃত্যুর পরে দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং মনুষ্যের হিত সাধন করেন। ঋগ-১০।১৫।১।

পিত্রীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পিনাকধারী—মহাদেবের একটী গণ। তিনি ত্রিপুর বিনাশের জন্য মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

পিনাকী— মরীচির একাদশ পুত্রের অন্যতম। মহাভা আদি-৬৬। মরীচি দেখ।

পিনাকপাণি— মহাদেবের অন্য নাম। শিবের ধনু ও বাদ্যযন্ত্র পিনাক নামে খ্যাত ইহার আকার ধনুকের ন্যায়। ইহা স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট একটী যষ্ঠি। ইহার দুইপ্রান্ত তন্তুদ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। মহাদেব যুদ্ধকালে ইহাদ্বারা শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। তজ্জন্য মহাদেবের

এক নাম পিনাকপাণি হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১।

পিনাকী—(১) অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, সুরেশ্বর ও পিনাকী এই একাদশ রুদ্র গণেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত, মানসজাত ও ত্রিশূলধারী। মৎ-৫। (২) মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ এই একাদশ জন রুদ্র। মহাভা-আদি-১২৩; হরি-হরি-৩,১৯৬। একপাৎ দেখ। (৩) মরীচির একাদশ পুত্রের অন্যতম। এই একাদশ পুত্র একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। মহাভা-আদি-৬৬। মরীচি দেখ। (৪) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী সুরভি মহাদেবের প্রসাদে তপঃপ্রভাব দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত এই একাদশ রুদ্রকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৭, ১৯৬। (৫) মহাদেবেরও এক নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১। অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী ইহারা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। লি-৬৩। অষ্টবসুর অন্যতম পিনাকী। মহাভা-শান্তি ২০৮। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। মহাভা-অনুশা-১৫০।

পিপাসা—লোভের স্ত্রী পিপাসা ও ক্ষুধা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

পিপ্পল—(১) মিত্রের ঔরসে তদীয় পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক ১৮। (২) কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

পিপ্পলাদ—(১)দেবগণের প্রার্থনায় দৈত্য নিধনার্থ মহর্ষি দধীচি প্রাণত্যাগ করিলে পর, তাঁহার স্ত্রী সুবর্চ্চা একটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম পিপ্পলাদ ছিল। তাঁহার জন্মের পর, সুবর্চ্চা পরলোক গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-১৫৫; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭। (২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কংসারী নামে এক ভগিনী ছিল। একদা কংসারী ভ্রাতার রেতঃপরিপ্লুত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করেন। স্নানকালে রেতোদক তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি গর্ভবতী হন, এবং যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করেন। লোকলজ্জা ভয়ে তিনি সেই পুত্রকে রাত্রিকালে একটী পিপ্পল বৃক্ষমূলে পরিত্যাগ করেন। সেইজন্য সেইশিশু পিপ্পলাদ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-নাগ-১৭৪। যাজ্ঞবল্ক্য ও কংসারী দেখ।

(৩) মহর্ষি দধীচির সুভদ্রা নামে এক পরিচারিকা ছিল। দধীচির ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে পিপ্পলাদের জন্ম হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২। (৪) মহর্ষি পিপ্পলাদ একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। ভরদ্বাজ তনয় সুকেশ, শিবি তনয় সত্যকাম, সৌর্য্য পুত্র গার্গ্য, অশ্বল তনয় কৌশল্য, ভৃগু তনয় বৈদর্ভি ও কত্য পুত্র কবন্ধী, পিপ্পলাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন। পিপ্পলাদ মহর্ষি কৌশিল্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭। কৌশল্য দেখ। (৫) মহর্ষি কবন্ধ অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে অধ্যয়ন করান। মৌদ্‌গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্লায়ণি ও পিপ্পলাদ ইঁহার শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৬। (৬) তিনি রাজা অনরণ্যের কন্যা পদ্মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১,৪২।

পিপ্পলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৪।

পিপ্পলায়ণ—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন ভরতের অনুগামী ও পিপ্পলায়ণ প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত এবং অবশিষ্ট একাশীজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের শতপুত্রের অন্যতম। তিনি দিগম্বর ও আত্মবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১স্ক-২।

পিপ্পলায়ণি—অথর্ব্ববেদবিদ্ মহর্ষি বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭।

পিপ্পলী— একটী গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

পিপ্রু—অনার্য্য নরপতি দনুর অন্যতম পুত্র। ইন্দ্র তাঁহাকে সংহার করেন। ঋগ-১।১১।৭। উরণ দেখ।

পিলপিঞ্জিকা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিলপিঞ্জিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

পিলি—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পিশঙ্গ—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিশঙ্গাভ—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন। পিশঙ্গাভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। লি-৭। (২) যক্ষপতি মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬। দেবজনী দেখ।

পিচাশ—(১) কুবেরের অনুচর একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০। (২) জনৈক রাক্ষস বীর। তিনি রাবণের

সঙ্গে লঙ্কা সমরে গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৫৯। (৩) ভূত, মৃগ, পিশাচ ও দংষ্ট্রগণ পুলস্ত্য বংশসম্ভূত। সৌর-৩০।

পিশাচী—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিশাচী তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

পিশাচীশ—মহাদেবের একটী গণ। ত্রিপুর বিনাশের সময় তিনি মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সৌর ৩৫।

পিশাচেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পিশিতাশা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

পিশুন—(১) যমের দৌহিত্র ও অঙ্গধুকের পুত্র পিশুন। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ। কুরুক্ষেত্রে কৌশিক নামে নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র পিশুন। কৌশিকের পুত্রেরা গর্গমুনির শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার গাভীকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মৎ ২০। কবি দেখ। হরি হরি-২০—২২; শিব-ধর্ম্ম-৬৩; পদ্ম সৃষ্টি-১০।

পীঠ—মূরদৈত্য নিহত হইলে, তাঁহার পুত্রেরা দানবপতি পীঠকে সেনাপতি করিয়া নরকাসুরের পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৫৯; মহাভা-শান্তি-৩৪০।

পীঠরক—পাতালের ভোগবতী নগর-বাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম পীঠরক। মহাভা-উদ্ ১০২।

পীতা—মহর্ষি বহুপুত্রের চারি পত্নীর অন্যতমা পীতা ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-১৫।

পীতাম্বর—বিষ্ণুর অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

পীতায়ুধ—পুরুবংশীয় মনস্যুর পুত্র পীতায়ুধ, পীতায়ুধের তনয় ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বহুবিধ। মৎ-৪৮।

পীনপয়োধরা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নেত্রসম্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতরা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

পীবর—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের রাজা দ্যুতিমানের অন্যতম তনয় পীবর। তিনি পীবর বর্ষের রাজা ছিলেন। কূর্ম্ম পূ-৩৯। (২) তামস মনুর সময়ে জ্যোতির্দ্ধাম, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বরুণ ও পীবর, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। সৌর-৩২। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম শাল্মল্যাধিপতি দ্যুতিমানের কুশল, মনুজ, উষ্ণ, পীবর, ব্যাধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র জন্মে। বরা-৭৪। (৪) চতুর্থ মন্বন্তরে তামস মনু হন। এই সময়ে রাজা শিবি শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। এবং জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর ইহারা তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হন। নর, খ্যাতি,

শান্তহয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামস মনুর পুত্রেরা রাজা হন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অনুকারক, মুনি, দুন্দুভি এই সাত পুত্র ছিল। ক্রৌঞ্চদ্বীপের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক একটী দেশ আছে। পীবরের নামে পীবর দেশ খ্যাত। লি-৪৬; বিষ্ণু-২য়-৪।

পীবরী—(১) বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরী, ব্যাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন। তিনি স্বয়ং যোগিনী, যোগীপত্নী ও যোগীজননী ছিলেন। ব্যাসতনয় শুকদেব হইতে তাঁহার কৃষ্ণ, গৌর প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র এবং কৃত্বী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি হরি-১৮; দেবীভাগ-১স্ক-১৯। (২) এক ব্যাধ যমুনাজলে প্রাণত্যাগের ফলে সৌরাষ্ট্রাধিপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হয়, যক্ষধনু। ঠিক ঐরূপে এক স্ত্রীলোকও যমুনা জলে মগ্ন হইয়া, প্রাণত্যাগের ফলে কাশীরাজের কন্যারূপে জন্মলাভ করেন। তাঁহার নাম হয় পীবরী। যক্ষধনু পীবরীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সাতটী কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মে। অবশেষে তাঁহারা পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক মথুরায় গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বরা-১৫৩—১৫৪। (৩) মহাভাগ পুলস্ত্য নন্দনগণের পীবরী নাম্নী মানসী কন্যা ব্যাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন। মৎ-১৫। (৪) বিদেহ জনকের অন্যতমা পত্নী পীবরী। মার্ক-১৪। (৫) পীবরী মার্কণ্ডেয় তনয় বেদশিরার স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়া বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাতি লাভ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮।

পুঙ্খিল—পরশুরামের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-রেবা-২১০।

পুচ্ছাণ্ডক—নাগরাজ তক্ষকের বংশীয় পুচ্ছাণ্ডক, নরপতি জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পুঞ্জিকস্থলা—(১) অপ্সরা বিশেষ। মহাভা-সভা-১০; বায়ু-৫২। (২) একবার ইন্দ্রের প্ররোচনায় মার্কণ্ডেয় মুনির তপোভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়া পুঞ্জিকস্থলা অকৃতকার্য্য হন। ভাগ-১২স্ক-৮। (৩) তাঁহার অন্য নাম অঞ্জনা। এই অপ্সরা অঞ্জনা বানরপতি কেশরীর পত্নী। অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। রামা-কিস্কি-৬৬। (৪) একদা পুঞ্জিকস্থলা ব্রহ্মার নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবসনা করেন। অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে বলিলেন

যে—অন্য হইতে কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি বল প্রকাশ করিলে তোমার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রামা-লঙ্কা-১৩। (৫) কশ্যপ পত্নী মুনি হইতে সহজন্যা, পুঞ্জিকস্থলা প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। বৈদিকী অপ্সরা দেখ। (৬) মহর্ষি পার, পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কলাবতী নাম্নী এক কন্যা রত্ন উৎপাদন করেন। মার্ক-৬৪। (৭) পুঞ্জিকস্থলা পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা ছিলেন। বায়ু-৬৯। (৮) পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যের অর্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ্সরা বিশেষ। ইনি দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য গীত দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেন। মৎ-১৬১। অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম সময়ে নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

পুঞ্জিকস্থলী—অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-আব-অব-৮; লি-৫৫।

পুটভী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পুটভী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

পুটেশ—একজন রাক্ষসপতি লঙ্কা সমরে বানরপতি পনসের সহিত পুটেশের যুদ্ধ হয়। স্কন্দ ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

পুণ্ডরীক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় দেবানীক। অগ্নি-২৭৩। (২) পুণ্ডরীক নামক নাগরাজ, নাগপুরে রাজ্য করিতেন। পদ্ম-উত্ত ৪৭। (৩) পুণ্ডরীক নামে এক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন করেন। পদ্ম-উত্ত-৮০। (৪) বিদর্ভ দেশে মালব নামে এক ধনশালী সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গোদাবরী তীর্থে স্বীয় ভাগিনেয় বিদ্বান্ পুণ্ডরীককে বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২১৮। (৫) অযোধ্যাধিপতি রামের বংশধর নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক। মৎ-১২; হরি-হরি-১৫; বায়ু-৮৮; বিষ্ণু-৪র্থ-৪, ১৪; ভাগ-৯স্ক-১২। (৬) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম পুণ্ডরীক। মহাভা উদ্ ১০২। (৭) বিষ্ণুর অন্য নাম পুণ্ডরীক। বরা-১৬৪। (৮) তিনি ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় ভানুর পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম জ্ম্ভন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১। (৯) একবার বাসুকি তক্ষকের সহায়তার জন্য ধন্বন্তরীর বিরুদ্ধে দ্রোণ, কালিয়, কর্কোটক, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি পঞ্চজন নাগকে প্রেরণ করেন। কিন্তু

সকলেই পরাস্ত হন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫১। (১০) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি নভার পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানিক। লি-৬৬। (১১) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। বায়ু-৬৯।

পুণ্ডরীকা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে পুণ্ডরীকা প্রভৃতি মৌনের অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ২২৮। মুনি দেখ। (২) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা পুণ্ডরীকা ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ। অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম সময়ে নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩; স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। (৩) মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জা হইতে পুণ্ডরীকা জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫; সৌর-২৬। (৪) ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয় উৎপন্ন হন। বিধাতার পত্নী আয়তি পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই পাণ্ডুর পত্নী পুণ্ডরীকা হইতে দ্যুতিমান্ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। (৫) পাণ্ডুর পত্নী পুণ্ডরীকা, দ্যুতিমান্, দ্যুতিমন্ত ও সৃজবান্ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

পুণ্ডরীকাক্ষ—(১) বিষ্ণুর অন্য নাম। মৎ-৪৭; বৃহদ্ধ-পূ-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৪। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ—পরম স্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ—অব্যয়। (২) শ্রীকৃষ্ণ পরম স্থানে বাস করেন এবং তাঁহার ক্ষয় নাই। সেইজন্য তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ নামে অভিহিত হন। মহাভা-উদ্-৬৯। (৩) রঘুবংশীয় নভার তনয় পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষের তনয় ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৪) মহাদেবের অন্য নাম। সৌর-৪১।

পুণ্ডরীয়ক—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে পুণ্ডরীয়ক অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১।

পুণ্ড্র—(১) বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। রাজা বলি উর্দ্ধরেতা ছিলেন। বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্ড্র স্বীয় নামীয় জনপদের অধিপতি হন। হরি-হরি-৩১; বিষ্ণু-৪র্থ-১৮; ভাগ-৯স্ক-২৩; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯। (২) পুণ্ড্র, কপিল ইহারা বসুদেবের পুত্র। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ জরা নামে এক ধনুর্দ্ধর নিষাদ হইয়াছিলেন। মৎ-৪৬।

পুণ্ড্রক—কিরাতরাজ পুণ্ড্রক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

পুণ্যা—(১) পুণ্যের পত্নী প্রতিষ্ঠা দেবী। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-১। (২) কুরুবংশীয় উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় কুশাগ্র, তৎপুত্র বৃষভ, বৃষভের পুত্র পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য,

পুণ্যের তনয় সত্যধৃতি, তৎপুত্র ধনুষ। মৎ-৫০, দেবীভাগ-৯স্ক-১।

পুণ্যকীর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-৪৩।

পুণ্যকৃৎ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

পুণ্যজন—পুণ্যজন নামক অসুরেরা কুশস্থলী পুরী ধ্বংস করিয়া, রৈবত নৃপতির ভ্রাতাদেরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ ২।

পুণ্যজনী—যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতামহ ছিলেন। তিনি দৈত্যপতি অনুহ্রাদের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভদ্রা মণিবর ও মণিভদ্র নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। মণিভদ্রের পত্নী পুণ্যজনী হইতে সিদ্ধার্থ, সূর্য্যতেজ, সুমন্ত, নন্দন, কন্যক, যাবিক, মণিদত্ত, বসু, সর্ব্বানুভূত, শঙ্খ, পিঙ্গাক্ষ, ভীরু, মন্দরশোভি, পদ্ম, চন্দ্রপ্রভ, মেঘপূর্ণ, সুভদ্র, প্রদ্যোত, মহৌজস, দ্যুতিমৎ, কেতুমৎ, মিত্র, মৌলী ও সুদর্শন এই চতুর্ব্বিংশতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই পুণ্যলক্ষণ এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্র যক্ষগণ সকলেই পুণ্যাত্মা। বায়ু-৬৯।

পুণ্যনামা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য ৪৬।

পুণ্যনিধি—পুরাকালে পুণ্যনিধি নামে এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার ভক্তি পরীক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন। লক্ষ্মী একটী অষ্টম বর্ষিয়া কন্যারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বিষ্ণু একদিন সেই বালিকাকে ব্রাহ্মণ বেশে পুষ্পোদ্যানে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করেন। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। রাত্রে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যে সেই ব্রাহ্মণ ও কন্যাই বিষ্ণু ও লক্ষ্মী। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তখন বিষ্ণু নিজ পরিচয় দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৫০।

পুণ্যবান্—কুরুবংশীয় উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র বৃষভ, বৃষভের পুত্র পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য, পুণ্যের তনয় সত্যধৃতি। মৎ-৫০।

পুণ্যযশা—যযাতি বংশীয় মহাভাগ শশবিন্দুর প্রধান ছয় পুত্রের অন্যতম। ভাগ ৯স্ক-২৩।

পুণ্যশীল-বিষ্ণুর অন্যতম দূত। পূর্ব্বজন্মে তিনি বিষ্ণুদাস নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পদ্ম উত্ত-১০৭; স্কন্দ-কাশী-পূ ৮।

পুণ্যা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ প্রধানা গোপীনীর অন্যতমা পুণ্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১৮।

পুণ্যাত্মা—ক্রতুপত্নী সন্নতি হইতে পুণ্যাত্মা ও সুমতী নামে দুই কন্যা জন্মে। তাঁহারা পূর্ণমাস পুত্র পর্ব্বসের পুত্রবধূ ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু ২৮।

পুণ্যারণ্য— তিনি ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় বরণ্যের পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম অধরারণ্য। ব্রহ্মবৈ কৃষ্ণ-৪১।

পুণ্যাসন—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ৯।

পুণেয়ু—যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের ঘৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ঘৃতা ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

পুতনা—(১) রাক্ষসী বিশেষ। কংস কর্ত্তৃক ব্রজের শিশু নিহত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এই পাপীয়সী স্তনের উপরিভাগে বিষ প্রলেপ করিয়া শিশুদিগকে স্তন্যদান করিত। এইরূপে দুগ্ধের সহিত বিষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যশোদার গৃহে প্রবেশ করিয়া, শিশু কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ পূর্ব্বেই ইহা অবগত ছিলেন। তিনি এমন জোরে তাঁহার স্তনে দন্তাঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সকলে দেখিয়া একেবারে অবাক হইল। শ্রীমহাভাগ-৫১; পদ্ম উত্ত ২৪৫; হরি হরি-৬২; অগ্নি-১২; দেবীভাগ-৪স্ক-২৩; ভাগ-১০স্ক ৬। (২) মাতৃকা বিশেষ। মহাভা ১৩স্ক ৬। কংস স্বীয় ভগিনী পুতনাকে শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য, নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। বলির কন্যা শকুনী ও পুতনা। বায়ু-৬৭।

পুতাত্মা—কশ্যপ নন্দন পুতাত্মা বারাণসীতে পবনেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

পুত্র—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭; ব্রহ্মাণ্ড-৩১; বায়ু-৩১। স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১০৭; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। (২) ভৃগুর অন্যতম পুত্র বিধাতা। বিধাতার পত্নী আয়তি, পাণ্ডু ও মৃকণ্ডু নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের কন্যা পুণ্ডরীকা পাণ্ডুর পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবণ, অধন, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। বায়ু ২৮।

পুত্রক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সম্বরণের তনয় কুরু। কুরুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পুত্রক। বায়ু-৯৯।

পুত্রধর্ম্মা—নরপতি আয়ুর অন্যতম তনয় নহুষ, নহুষের অন্যতম তনয় পুত্রধর্ম্মা, পুত্রধর্ম্মার তনয় ধর্ম্মবৃদ্ধ। বায়ু-৯২।

পুত্রব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বিরূপ ও বৃষপর্ব্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পুত্রিকসেন—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি

হালের পরে পুত্রিকসেন একবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে শাতকর্ণী দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

পুত্রিকা—অম্বরা, মিশ্রকেশী, পুত্রিকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ লৌকিকী নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

পুনর্ব্বসু—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি তিত্তির তনয় পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর তনয় অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় আহুক ও কন্যা আহুকী। হরি হরি-৩৭। (২) যদুবংশীয় আনকদুন্দুভির অন্যতম পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু, তৎপুত্র আহুক, আহুকের পুত্র উগ্রসেন ও দেবক। কূর্ম্ম পূ-২৪। (৩) দক্ষ-প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে চন্দ্র সাতাইশটীকে বিবাহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পুনর্ব্বসু অন্যতম। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-৯; বিষ্ণু-১ম-১৫। (৪) অন্ধক বংশীয় নরপতি অভিজিতের তনয় পুনর্ব্বসু। এই পুনর্ব্বসুর আহুক নামে এক পুত্র ও আহুকী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

পুনর্ভব—মগধের জনৈক রাজা। রাজা বজ্রমিত্রের পর তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপশ্চাৎ মহাভাগ মগধে দ্বাত্রিংশবৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২।

পুপু—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র বিধাতা, বিধাতার তনয় মৃকণ্ডু, মৃকণ্ডুর তনয় পুপু। বিষ্ণু-১ম-১০।

পুর—পুর নামে এক অসুর ছিল। তাঁহাকে ইন্দ্র বধ করেন। সেজন্য তাঁহার নাম হয় পুরন্দর। বাম-৭১।

পুরঞ্জন—নারদ ঋষি এই নাম নরপতি প্রাচীনবর্হিকে দিয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-২৫।

পুরঞ্জয়—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা ভার্য্যা ও সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহ্যকা হইতে ক্রমি, ক্রমিণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় নামে পাচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৭। (২) মনুবংশীয় নরপতি বিকুক্ষির (অন্যনাম—শশাদ) পুত্র। তাঁহার ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ এই অপর দুই নামও আছে। একবার দানব-দিগের সহিত দেবগণের বিশ্বসংহারক সমর সংঘটিত হয়। দেবতারা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নৃপতি শশাদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ইন্দ্রকে বাহন হইতে বলা হয়। ইন্দ্র, নরপতি শশাদের বাহন হইতে সম্মত হন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তখন ইন্দ্র বৃষভরূপ ধারণ করেন এবং পুরঞ্জয়ের বাহন হন। এইজন্য তাঁহার ইন্দ্রবাহ নাম হয়। তিনি বৃষভের ককুদে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম ককুৎস্থ হয়। তিনি দানবগণের পুরী জয় করিয়া দানব স্ত্রীগণ ও ধনরাশি বজ্রপাণিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাই

তাঁহার নাম পুরঞ্জয় হয়। তাঁহার পুত্র অনেনা। ভাগ ৯স্ক ৬; বৃহদ্ধ মধ্য-১৮। (৩) অন্য নাম রিপুঞ্জয়। তিনি বৃহদ্রথের বংশীয়। তাঁহার মন্ত্রী শুনক, তাঁহাকে নিহত করিয়া প্রদ্যোৎ নামক এক আত্মীয়কে সিংহাসন প্রদান করেন। ভাগ-১২স্ক ১। (৪) যযাতি বংশীয় কালানরের পৌত্র ও সৃঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়। এই পুরঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, তৎপুত্র মহামণি। অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-২৮। (৫) মগধের কৈলকিল যবন ভূপতি বিন্ধ্যশক্তির তনয় পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের তনয় ধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৬) যযাতি বংশীয় সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা। মহামনা সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। মৎ-৪৮। (৭) বিষ্ণুভক্ত নরপতি ধ্রুবের তনয় পুষ্টি ও ধান্য। পুষ্টির অবন্তী দেশীয়া স্ত্রী মূর্চ্ছা, রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২; দেবীভাগ-৭স্ক-৯।

পুরণ—একজন প্রাচীনকালের ঋষি। তিনি নর্ম্মদা নামক ঋষির নিকট বিষ্ণু-পুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত পুরাণ আবার নাগরাজ বাসুকিকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮।

পুরন্দর—(১) অগ্নির অন্যতম তনয়। লোকেরা তপস্যাদ্বারা তাঁহারই সাহায্যে অতি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকেন। পুরন্দর হইতে উষ্টা নামক অগ্নি জন্মে। মহাভা বন-২১৮। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনি দেবগণের ইন্দ্র ছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে সূর্য্যের তনয় শ্রাদ্ধদেব মনু এবং পুরন্দর ইন্দ্র ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-উত্ত-৪১। (৩) পুর নামক অসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্র পুরন্দর বলিয়া খ্যাত হন। বাম-৭১। (৪) ইন্দ্রের অন্য নাম। তিনি অসুরদিগকে সংহার করিয়া স্বর্গ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রামা-আদি-৪৫। (৫) ময়দানব হেমা নাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হইলে পুরন্দর স্বীয় বজ্রদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করেন। রামা-কিষ্কি-৫১। (৬) রাম-রাবণের যুদ্ধাবসানে, ইন্দ্র রামকে বর প্রদান করিতে চাহিলে, রাম মৃত বানরগণের পুনর্জীবন ও তাহাদের জন্য বনস্থ বৃক্ষাদি যাহাতে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হয়, সেই বর চাহিয়াছিলেন। পুরন্দরের বর প্রভাবে সমস্ত মৃত বানর-যূথ পুনর্জীবিত হয় এবং নিমেষ-মধ্যে বৃক্ষাদি পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে। রামা-লঙ্কা-১২২।

পুরন্ধি—ঋগ্‌বেদের অন্যতম দেবতা। মহর্ষি ভৌম তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৪২।৫।

পুরবস—যদুবংশীয় দেবক্ষত্রের তনয় দেবনক্ষত্র, দেবনক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় পুরবস। মৎ-৪৪।

পুরস্ত—পুরুবংশীয় মতিনারের তনয় তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত এই তিন জন। অগ্নি-২৭৮।

পুরহূত—যযাতি বংশীয় দ্রবরসের তনয় পুরহূত, পুরহূতের তনয় জন্তু, জন্তুর তনয় সাত্বত। অগ্নি ২৭৫।

পুরাণ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে চাক্ষুষকে বৎস কল্পনা করিয়া পুরাণ মহীকে দোহন করেন। বায়ু-৬৩।

পুরাণপুরুষ—মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

পুরাণেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

পুরাবসু—গন্ধর্ব্বপতি পুরাবসু হইতে মন্দার, মন্দর, মন্দ, মন্দহাস, মহাবল, সুদেব, সুধন, শোধ ও ভানু নামে নয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গান করিতেন। একদা সরস্বতীকে দেখিয়া ব্রহ্মা মোহাচ্ছন্ন হন। তদ্দর্শনে তাঁহারা মনে মনে হাস্য করেন, এই অপরাধে তাঁহারা হিরণ্যাক্ষের পত্নী হইতে শকুনি, শম্বর, হৃষ্ট, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ নামে জন্মগ্রহণ করেন। অবশেষে তাঁহারা অপান্তরতম মুনির পরামর্শে বিষ্ণুকে বৈরভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪২।

পুরিষ্য—বিধাতা স্বীয় ভার্য্যা ক্রিয়ার গর্ভে পুরিষ্য নামে পাচ অগ্নি উৎপাদন করেন। ভাগ ৬স্ক ১৮।

পুরীন্দ্রসেন—জনৈক রাজা। তিনি রাজা মন্দুলকের পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপশ্চাৎ সৌম্য ভূপতি রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

পুরীমান—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি গোমতীর পুত্র। পুরীমানের তনয় মেদ। ভাগ ১২স্ক-১।

পুরুষভীরু—মগধের সূর্য্যবংশীয় নরপতি তুলের পুত্র। তাঁহার পুত্র সুনন্দন। ভাগ-১১স্ক ১।

পুরীষাতরু—ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর পুত্র সুচন্দ্র, সুচন্দ্রের তনয় শ্রীনিকেতু, শ্রীনিকেতুর তনয় পুরীষাতরু, পুরীষাতরুর তনয় গোক্ষামুখ। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪৯।

পুরু—(১) অত্রির তনয় পুরু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।১৬।১। অগ্নি সংগ্রামে পুরুকে অভিভূত করেন। ঋগ-৭।৮।৪। (২) চাক্ষুষের তনয় মনু, মনুর পত্নী নড়লা (নড্বলা) হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। হরি হরি-২। নড্বলা দেখ। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির স্ত্রী ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা হইতে যযাতির দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। হরি হরি-৩; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভূপতি যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া ভোগ বিলাসে অতৃপ্ত ছিলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রদের

রূপ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জরা প্রদান করিয়া বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষী হইলেন। যযাতি একে একে সকল পুত্রকেই জরা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই সম্মত হইলেন না। কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু সম্মত হইয়া জরা গ্রহণ করিলেন। হরি-হরি-৩০; রামা-উত্ত ৬৮, ৬৯। যযাতি কুরু ও পাঞ্চাল প্রদেশ পুরুকে প্রদান করেন। পুরুর তনয় মহাবীর্য্য, মহাবীর্যের তনয় প্রচিন্বান্। হরি-হরি-৩১; ভাগ-৯স্ক-১৮, ১৯, ২০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) পুরুর স্ত্রী কৌশল্যা হইতে জনমেজয় এবং অন্যতমা স্ত্রী পৌষ্টির গর্ভে প্রবীর ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সারথির নামও পুরু ছিল। মহাভা-আদি-৬২। (৬) ধ্রুববংশীয় মনুর ঔরসে ও নড্বলার গর্ভে তাঁহার জন্ম। ভাগ-৪স্ক-১৩। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের অন্যতমা পুত্র। ভাগ-৮স্ক-৫। (৭) চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা, উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। সোমবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি পিতৃবাক্য পালন-নিরত পুরুকে সার্ব্বভৌম রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৮) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী, বিরজা প্রজাপতির কন্যা নড্বলার গর্ভে পুরু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৯) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি পিতৃআজ্ঞা পালন-নিরত পুরুকেই সিংহাসন প্রদান করেন। লি-৬৬। (১০) পুরুর পুত্র জনমেজয়, এই জনমেজয়ের তনয় প্রাচীন্বত। তিনি প্রাচীদিক প্রণয়ন করেন। প্রাচীন্বতের তনয় মনস্যু তৎপুত্র পীতায়ুধ, তৎপুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বহুবিধ। মৎ-৪৮।

পুরুকুৎস—(১) একবার ইন্দ্র পুরুকুৎসের সহায় হইয়া তাঁহার শত্রুর সপ্তনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। নরপতি পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু। ঋগ-১।৬৩।৭; ১।১১২।১। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি মান্ধাতার পত্নী বিন্দুমতী (অন্যনাম চৈত্ররথী) হইতে পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা নর্ম্মদা দক্ষিণপথগামিনী হইয়া জীবগণকে পবিত্র করিতেন। তিনি পুরুকুৎসের পত্নী ও ত্রসদস্যুর জননী ছিলেন। পুরুকুৎসের কন্যাকে সোমবংশীয় নরপতি কুশিক বিবাহ করেন। কুশিকের তনয় গাধি। গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। হরি-হরি-১২, ১৮। (৩) যদুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র অংশু, অংশুর তনয় সত্বত। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৪) মান্ধাতার তিন পুত্রের অন্যতম। উরগগণ তাঁহাকে আপনাদের নর্ম্মদা নাম্নী

ভগিনী দান করেন। ভুজগেন্দ্রের নিয়োগে সেই নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিলেন। বিষ্ণুশক্তিধর পুরুকুৎস এই স্থানে বধ্য গন্ধর্ব্বগণকে বধ করেন। তাঁহার পুত্র ত্রসদস্যু। ভাগ-৯স্ক-৭। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অম্বরীষের পুত্র তৃতীয় যুবনাশ্ব। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৬) নর্ম্মদার গর্ভে পুরুকুৎস, রাজার এক মহাযশা পুত্র জন্মে তাঁহার নাম ত্রসদস্যু। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৭) যদুবংশীয় অনুর পুত্র পুরুকুৎস, তৎপুত্র অংশু, অংশুর তনয় সত্বত। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৮) নৃপতি মান্ধাতার পত্নী বিন্দুমতীর পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অম্বরীষ নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৯) এই পুরুকুৎস রসাতলস্থিত ষট্‌কোটী সংখ্যক মৌনেয় নামক গন্ধর্ব্ব বিনাশ করিয়া, নাগকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম নর্ম্মদা। নর্ম্মদার গর্ভে পুরুকুৎসের ত্রসদস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। ত্রসদস্যুর পুত্র সম্ভূত। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১০) মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিনজন বিখ্যাত তনয় ছিল। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব। লি-৬৫। (১১) পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু নর্ম্মদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রসদস্যুর এক পুত্র সম্ভূতি। সম্ভূতির এক পুত্র বিষ্ণুবন্দ। লি-৬৫। (১২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, ধর্ম্মসেন, মুচুকুন্দ ও শত্রুজিৎ এই চারিজন। পুরুকুৎসের তনয় নর্ম্মদাপতি বসুদ, বসুদের পুত্র সম্ভূতি। মৎ-১২। (১৩) ইনি মান্ধাতার পুত্র। নর্ম্মদানদী তাঁহার পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্রমবাসিক-২০। জনৈক রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৮।

পুরুজ—যযাতি বংশীয় সুশান্তির পুত্র পুরুজ, পুরুজের তনয় অর্ক, অর্কের পুত্র ভর্ম্যাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-২১।

পুরুজাতি—পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহ্যাশ্ব। হরি-হরি-৩২।

পুরুজানু— (১) পুরুবংশীয় নরপতি সুশান্তির পুত্র পুরুজানু। তৎপুত্র চক্ষু, চক্ষুর পুত্র হর্য্যশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (২) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নীলিনী, নীল নামে এক পুত্র প্রসব করেন। নরপতি নীল তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যার ফলে সুশান্তি নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। সুশান্তির তনয় পুরুজানু, তৎপুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ভদ্রাশ্ব। মৎ-৫০। (৩) সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, পুরুজানুর পুত্র রিক্ষ। বায়ু-৯৯।

পুরুজিৎ— (১) পুরুজিৎ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। (২) জনক বংশীয় নৃপতি ঊর্দ্ধকেতুর

পুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিতের তনয় অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৩) যযাতি বংশীয় রুচকের পঞ্চপুত্রের মধ্যে পুরুজিৎ অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা কঙ্কের ঔরসে ও উগ্রসেন কন্যা কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ, পুরুজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। জনৈক নরপতি মহাভা-সভা-৮

পুরুদ্বহ—রুদ্রমেরুসাবর্ণির অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৭। রুদ্রমেরু সাবর্ণি দেখ। পুরুদ্বানের তনয় পুরুদ্বহ; পুরুদ্বহের স্ত্রী ঐক্ষ্বাকী হইতে সত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৫।

পুরুদ্বান্—(১) যদুবংশীয় নৃপতি মরুবসার পুত্র পুরুদ্বান্। পুরুদ্বানের স্ত্রী বিদর্ভরাজ দুহিতা ভদ্রাবতী হইতে মধু নামে এক পুত্র জন্মে। মধুর তনয় সত্বান্। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় পুরবসের তনয় পুরুদ্বান্ হইতে বিদর্ভরাজ কন্যা ভদ্রসেনীর গর্ভে জন্তু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জন্তুর তনয় সাত্বত। মৎ-৪৪। (৩) চৈত্য বংশীয় মহাপুরুবসের তনয় পুরুদ্বান্, পুরুদ্বানের স্ত্রী ভদ্রাবতী হইতে পুরুদ্বহ নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৫।

পুরুনীথ—রাজর্ষি শতবনির তনয় পুরুনীথ ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। ঋগ-১।৫৯।৭।

পুরুমিত্র—(১) পুরুমিত্রের কন্যা শুন্ধ্যুকে স্বয়ম্বরে বিমদ ঋষি বিবাহ করেন। ঋগ-১।১১৭।২০। (২) নরপতি পুরুমিত্র মগধপতি জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরি-হরি-৯১।

পুরুমীহ্ন—রাজর্ষি বিদশ্বের তনয় পুরুমীহ্ন মহর্ষি শ্যাবাশ্বকে ধেনুশত ও অনেক মহামূল্য ধন দান করেন। ঋগ-৫।৬১।১০।

পুরুমীল্হ—মহর্ষি সুহোত্রের তনয় পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৪।৪৩।৪৪, ৬।৩১।১।

পুরুমীঢ়—(১) মহর্ষি পুরুমীঢ় ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া, অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১।১৮৩।১। (২) পুরুবংশীয় নরপতি সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষ্বাকী হইতে অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) যযাতি বংশীয় নৃপতি হস্তীর তিন পুত্রের অন্যতম। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৪) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৫) ভুবমন্যুর অন্যতম তনয় বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী, হস্তিনাপুরী নির্ম্মাণ করেন। হস্তীর তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন জন। মৎ-৫৯।

পুরুমেধ—কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি পুরুমেধ

একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯।১।

পুরুযশা—পাঞ্চাল দেশে ভূরিযশা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুযশা পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হন। পরে স্বীয় গুরু যাজ ও উপযাজের পরামর্শে বৈশাখ মাসে ত্রয়োদশী ব্রত পালন করিয়া পুন রাজ্য ধন ও সম্পদের অধিকারী হন। তাঁহার স্ত্রী শিখিনী ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকীর্ত্তি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিজয় ও চিত্রকেতু নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২৫।

পুরুষ—(১) ব্রহ্মকেই পুরুষ বা বিরাট পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া ঋগ্বেদের সূক্ত রচিত হইয়াছে। ঋগ-১০।৯০।১। (২) ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক ৫। (৩) খর দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম। তিনি রাম হস্তে নিহত হন। রামা-আরণ্য-২৩। (৪) মহাবিষ্ণু সৃষ্টির প্রারম্ভে লোক সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া, প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল এই তিন রূপ অবলম্বন করিয়াছেন। বৃহন্না ৩।

পুরুষন্তি—অশ্বিদ্বয় রাজর্ষি পুরুষন্তিকে একবার অসুরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। তিনি মহর্ষি অবৎসারকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।২৩।

পুরুষোত্তম—সর্ব্বভূতের পূরণ কর্ত্তা ও তাহাতে সর্ব্বভূত অবসন্ন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন। মহাভা-উদ্-৬৯।

পুরুহন্মা—কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি পুরোহন্মা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ ৮।৭০।১।

পুরুহস্তা—সাবিত্রী দেবী কর্ণিকাপুরে পুরুহস্তা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পুরুহুত—ইন্দ্রের এক নাম। মৎ-৬১।

পুরুহুতা—পুষ্করাখ্য তীর্থে দেবী পুরুহুতা অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২; স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

পুরুহোত্র—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি অনুরথের পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের তনয় অংশ, অংশের তনয় সত্বত। বিষ্ণু-৪র্থ ১২। (২) যযাতি বংশীয় অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের তনয় আয়ু। আয়ুর তনয় সাত্বত। ভাগ-৯স্ক ২৪।

পুরুষাদক—মনুবংশীয় নরপতি রঘুর প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি তনয় জন্মে। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খন। রামা-অযো ১১০।

পুরূরবা—(১) রাজর্ষি পুরূরবা মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া তাহাহইতে তিন প্রকার যজ্ঞ অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঋগ ১।৩১।৪। তাঁহার পৌত্র নহুষ

দর্পের জন্য স্বর্গচ্যুত হন। অগ্নি নহুষের সেনাপতি ছিলেন। ঋগ-১।৩১।১১। বৈবস্বত মনুর যজ্ঞ হইতে ইরা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। সোমনন্দন বুধের ঔরসে, ইরার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। মিত্রাবরুনের বরে পুরূরবার জন্মের পরে ইরা পুত্ররূপ প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন। বশিষ্ঠের অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ প্রয়াগ প্রদেশে সুদ্যুম্ন রাজা হন। মহারাজ সুদ্যুম্ন পুরূরবাকে এই রাজ্য দান করেন। হরি-হরি-১০। (২) পুরূরবা বিদ্বান্, তেজস্বী দানশীল, যাজ্ঞিক, বিপুলদক্ষিণ, দাতা, ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। শত্রু সমরে তিনি অপরাজেয় ছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্রও যজ্ঞসকল আহরণ করিয়াছিলেন। "মহারাজ আমি তোমাকে বিবস্ত্র দেখিব না। এবং, আমি সকামা হইলেই আমার সহিত মৈথুন ধর্ম্মে সংগত হইতে পারিবে, আমার শয্যার পার্শ্বে সতত দুইটী মেষ বাধা থাকিবে এবং তুমি দিবসে মাত্র একবার ঘৃতপ্রাশন করিয়া থাকিবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া অপ্সরা উর্ব্বশী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে পুরূরবার সাত পুত্র জন্মে। উর্ব্বশী মানুষের নিকট ছিল বলিয়া, গন্ধর্ব্বগণ উদ্বিগ্ন হন। এবং অন্যতম গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু তাঁহাকে উদ্ধার করিবার এক কৌশল উদ্ভাবন করেন। একদা রাত্রিকালে বিশ্বাবসু উর্ব্বশীর মেষ দুইটীকে অপহরণ করেন। উর্ব্বশী মেষের জন্য রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, পুরূরবা তাড়াতাড়ি বিবস্ত্র অবস্থায়ই বিশ্বাবসুর পশ্চাদ্ধাবন করেন। সেইসময়ে বিদ্যুতালোকে উর্ব্বশী পুরূরবাকে বিবস্ত্র দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। নরপতি পুরূরবা অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে অরণি করিয়া গন্ধর্ব্বলোক সমুদয় লাভ করেন। এবং গন্ধর্ব্বগণ হইতে বর লাভ করিয়া ত্রেতাগ্নি স্থাপন করেন। পূর্ব্বে অগ্নি একমাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে দক্ষিণগার্হপত্য ও আহবনীয় ভেদে ত্রিবিধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৬। চন্দ্রের তনয় বুধ, বুধের পত্নী ইলা হইতে পুরূরবার জন্ম হয়। ইলা তাঁহার পিতা মাতা উভয়ই ছিলেন। ইলা দেখ। পুরূরবা মনুষ্য হইয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন। তিনি সমুদ্র পরিবেষ্টিত চতুর্দ্দশ দ্বীপাধিপতি ছিলেন। তিনি বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের চিরসঞ্চিত বহুমূল্য রত্নসকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া, পুরূরবাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত

করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপর ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভ পরতন্ত্র, বলদৃপ্ত নরাধিপ সত্বই বিনিষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি যজ্ঞাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। উর্ব্বশীগর্ভে পুরূরবার আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা আদি-৭৫। (৪) রাজর্ষি এলের পুত্র পুরূরবা, মহর্ষি কশ্যপ ও বায়ুদেবের নিকট রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৭২, ৭৩। (৫) বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। তিনি অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রালয়ে নারদমুখে পুরূরবার যশোগান শ্রবণে উর্ব্বশী উন্মত্ত প্রায় হইয়া, পুরূরবার নিকট আগমন করেন। এদিকে পুরূরবাও তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। পুরূরবা তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করিলে, উর্ব্বশী বলিলেন,—মহারাজ আমার এই মেষ দুইটী আপনি গচ্ছিত রাখুন। এবং আপনাকে কোন এক বিশেষ সময় ছাড়া অন্য সময়ে উলঙ্গ দেখিলে আর আপনার নিকট থাকিব না। রাজা এই কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন ইন্দ্রদেব সভায় উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য গন্ধর্ব্বদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা একদিন মধ্যরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে পুরূরবার নিকট রক্ষিত উর্ব্বশীর মেষ দুইটীকে হরণ করিলেন। মেষের ক্রন্দন শব্দে উর্ব্বশী জাগরিত হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিলে, তিনি গন্ধর্ব্বদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিয়া উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয়, জয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। তিনি দুইখানি কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করেন। এই অগ্নির নাম জাতবেদা। সত্যযুগে প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল। নারায়ণই একমাত্র দেবতা, অগ্নিও একমাত্র ছিল এবং বর্ণও একমাত্র ছিল। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে পুরূরবা হইতে তিনটী বেদ হয়। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৬) বৈবস্বত মনুর জেষ্ঠা কন্যা ইলার গর্ভে ও চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। ইলা পরে সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৭) মনুর কন্যা ইলার গর্ভে ও চন্দ্রের ঔরসে পুরূরবার জন্ম হয়। এই ইলা স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া, শিবের বরে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার নাম হয় সুদ্যুম্ন। মনু তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্ন আবার তাহা পুরূরবাকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৮) বুধের পুত্র পুরূরবা অতি দানশীল বহুযজ্ঞ-

কারী ও অতি তেজস্বী ছিলেন। কোনও সময়ে মিত্রাবরুণের শাপ প্রভাবে "আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে" এই মনে করিয়া উর্ব্বশী মর্ত্ত্যবাসী পুরূরবার সমীপে আগমন করেন। রাজা উর্ব্বশীকে দেখিয়া তদধীন মনোবৃত্তি হইলেন। এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বহন করিতে বলিলেন। উর্ব্বশী কহিলেন, আমার পুত্র সদৃশ এই মেষদ্বয়কে আপনি কখনই আমার শয্যাপার্শ্ব হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না। আপনি আমার দৃষ্টি-মধ্যে উলঙ্গ হইতে পারিবেন না। ঘৃতই মাত্র আমার আহার দ্রব্য হইবে। যদি ইহাতে স্বীকৃত হন, তবে আপনার নিকট থাকিতে পারি। রাজা পুরূরবা সম্মত হইলে, উর্ব্বশী তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাপন করিলেন। এদিকে উর্ব্বশী ব্যতীত অপ্সরা, সিদ্ধ ও দেবগণের সুরলোক আর রমণীয় বলিয়া মনে হইল না। অতঃপর পণবেত্তা বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইয়া, উর্ব্বশীর মেষদ্বয় হরণ করিলেন। উর্ব্বশীর আহ্বানে, রাত্রির অন্ধকারে তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিতে পাইবে না মনে করিয়া, নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুরূরবা স্বীয় খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক মেষ অপহারকদের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বগণ অতি উজ্জল বিদ্যুতালোক প্রকাশ করিলেন। সেই বিদ্যুতালোকে রাজাকে বিবস্ত্র দেখিয়া, উর্ব্বশী তাঁহার আলয় পরিত্যাগ করিলেন। গন্ধর্ব্বগণও তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে মনে করিয়া মেষদ্বয় পরিহারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা হৃষ্ট-চিত্তে মেষদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে আগমন করিয়া, উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। পরে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, কুরুক্ষেত্রে অম্ভোজ সরোবরে অন্য চারিজন অপ্সরার সহিত উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইয়া, রাজা পুরূ-রবা তাহাকে পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন উর্ব্বশী কহিলেন,—অবিবেচকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই। এক্ষণে আমি গর্ভবতী। এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন। ঐ সময় আপনার একটী পুত্র হইবে। এবং আপনার সহিত আমি একরাত্রি সহবাস করিব। উর্ব্বশীর কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া পুরূরবা স্বপুরে আগমন করিলেন এবং বৎসরান্তে পুনর্ব্বার কুরুক্ষেত্রে যাইয়া উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন উর্ব্বশী রাজাকে আয়ু নামক এক পুত্র প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার সহিত এক রাত্রি সহবাস করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচটী পুত্রের জন্য গর্ভধারণ করিলেন। তারপর গন্ধর্ব্ব

সকল রাজাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইলে, রাজা বলিলেন,—আমার শত্রুগণ পরাজিত, ইন্দ্রিয়-সামর্থ অবিহত, বর্দ্ধমান ও পরিমিত সৈন্য ও কোষ পরিপূর্ণই আছে। কেবল উর্ব্বশী সহবাস বর্ত্তমানে আমার অপ্রাপ্য। এই কারণে আমি উর্ব্বশীর সহিত কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি। রাজা এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়া কহিলেন,—বেদানুসারী হইয়া উর্ব্বশী সহবাস কামনাপূর্ব্বক প্রতিদিন তিনবার করিয়া এই অগ্নির যজন করিলে, আপনার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবেন। তখন রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করিয়া, স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মনে হইল যে, উর্ব্বশীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অগ্নি আনয়ন যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তখন সেই বনমধ্যেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা স্বগৃহে আগমন করিলেন। কিন্তু নিশাকালে জাগ্রত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, উর্ব্বশী লাভের জন্য গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে যে অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই। তখন সেই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিবার জন্য তিনি আবার বনমধ্যে গমন করিলেন। কিন্তু পরিত্যক্ত স্থানে অগ্নিস্থালী আর দেখিতে পাইলেন না। সেইখানে একটী শমী গর্ভস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, অগ্নিস্থালীর পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করিলেন। সেই কাষ্ঠকে অরণি করিয়া ঘর্ষণপূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া বহুবিধ যজ্ঞ সম্পাদনের ফলে তিনি গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হন। পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু, অযুতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। অমাবসুর পুত্র ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন। বিষ্ণু-৪র্থ-৬, ৭। (৮) পুরূরবা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সপ্তদ্বীপাধিপত্য ও সর্ব্বলোকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তিনি কেশী প্রভৃতি দৈত্যগণকে বার বার পরাজিত করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে, তাঁহার আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিদ্ধ ও শতায়ু নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহাবলবান্ ছিলেন। মৎ-২৪।

(৯) ইলার তনয়। ইলাই তাঁহার মাতা ও পিতা ছিলেন। মনুষ্য হইয়াও তিনি সর্ব্বদা দেবগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। তিনি সমুদ্র বেষ্টিত চতুর্দ্দশদ্বীপাধিপতি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের বহু ধন-রত্ন অপহরণ করেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাদের শাপেই তিনি মৃতপ্রায় হন। যজ্ঞ কার্য্যের জন্য তিনি গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি উর্ব্বশীকে আনয়ন

করেন। পুরূরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৭৫। (১০) রাজা এলের তনয়। তিনি পবন ও কশ্যপ কর্তৃক রাজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৭২, ৭৩। (১১) রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৩। মহারাজ পুরূরবা গো-দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৭৬। বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পুত্রের নাম আয়ু। মহাভা-অনুশা-১৪৭। পুরু অথবা পুরূ নামে জনৈক রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৩। রাজা বুধের তনয়। রাজা পুরূরবা প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি ছিলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু নামে মহাবল শ্রীমান্ পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নহুষ এই আয়ুর তনয়। রামা-উত্ত-৬৬।

পুরূরবাদিত্য—বুধনন্দন রাজা পুরূরবা, পুরূরবাদিত্য নামে আদিত্য মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৬।

পুরোচন—কুরুরাজ দুর্য্যোধনের একজন সচিব। তিনি শিল্পকর্ম্ম বিশারদ ছিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার দ্বারা জতুগৃহ নির্ম্মাণ করান। পাণ্ডবগণকে পুড়াইয়া মারিবার ভার তাঁহারই উপর ছিল। অবশেষে জতুগৃহে তিনিই পুড়িয়া মারা যান। মহাভা-আদি-১৪৮।

পুরোজব—(১) মনুবংশীয় নরপতি মেধাতিথির সপ্তপুত্রের অন্যতম। মেধাতিথি স্বীয় অধিকৃত শাকদ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্বীয় নামানুসারে এক এক বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। (২) অষ্টবসুর অন্যতম প্রাণের পত্নী উর্জ্জস্বতী হইতে আয়ু, সহ ও পুরোজব নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬স্ক-৬। (৩) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পত্নী শিবা হইতে পুরোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) অনিলের তনয় পুরোজব। অগ্নি-১৮।

পুরোজবা—অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের তনয় পুরোজবা। মৎ-২০৩। পুরোজব দেখ।

পুরোবসু—যযাতির অন্যতম তনয় দ্রুহ্যু, দ্রুহ্যুর তনয় বভ্রুসেতু, বভ্রুসেতুর পুত্র পুরোবসু, পুরোবসুর তনয় গান্ধারগণ, গান্ধারগণের তনয় ঘর্ম্ম। অগ্নি-২৭৭।

পুলক—মগধের বৃহদ্রথ ও বীতিহোত্র বংশীয় রাজগণ পরলোক গমন করিলে পর, বিজয়ী পুলক স্বীয় প্রভু মহীপালকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্রকে

মগধের সিংহাসনে স্থাপন করেন। মৎ-২৭২।

পুলস্ত্য—(১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। একবার রাবণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে বন্দী হন। পরে পুলস্ত্যের অনুরোধে অর্জ্জুন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। হরি-হরি-৩৩। (২) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) পুলস্ত্যের স্ত্রী সন্ধ্যা। মহাভা-উদ্-১১৬। (৪) আবার ঐ অধ্যায়ের অন্যত্র আছে, পুলস্ত্যের পত্নী প্রতীচী। ব্রহ্মার উদান হইতে পুলস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। প্রসূতি দেখ। (৫) পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি দত্তোলী নামে এক তনয় ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই দত্তোলীই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৬) পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ হইতে বিশ্রবা ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৫। (৭) পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্ত নামক অগ্নি উৎপন্ন হয়েন। এই দত্তই পূর্ব্বজন্মে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি জন্মে। শিব-বায়ু-পূ-২৫। (৮) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্তোলী (অগস্ত্য), বিনীত ও দেববাহু নামে তিন পুত্র এবং সদ্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সদ্বতী অগ্নির ভার্য্যা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। (৯) মহর্ষি ভাগবত কথা মৈত্রেয় ঋষিকে শ্রবণ করান। ভাগ-৩স্ক-৮। (১০) ভগবান্ ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি ব্রহ্মার কর্ণদ্বয় হইতে উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নীর নাম হবির্ভূ। তাঁহাদের অগস্ত্য নামে পুত্র, অন্য জন্মে জটরাগ্নি স্বরূপে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহাদের অন্য পুত্র বিশ্রবা। ভাগ-৪স্ক-১। (১১) ব্রহ্মা যোগবিদ্যায় মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-২। ব্রহ্মা উদান হইতে পুলস্ত্যকে সৃষ্টি করেন। কূর্ম্ম-পূ-৭। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে পুলস্ত্য প্রীতিকে বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। প্রীতি অগস্ত্য (অন্য নাম দত্তোলী) নামক এক পুত্র ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। পুলস্ত্যের অন্যতমা পত্নী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলার গর্ভে ঐলবিল বিশ্রবা মুনি জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (১২) তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্যতম। বরা-৩৫। (১৩) পুলস্ত্য ঋষি নারদকে বামন পুরাণের কথা বলিয়াছিলেন। বাম-১। (১৪) ব্রহ্মার মানস পুত্র। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ

এই নয় জন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত। তিনি দক্ষ কন্যা প্রীতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দত্তোলী জন্মগ্রহণ করেন। বশিষ্ঠের পরামর্শে পরাশর, ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক রাক্ষস বিনাশী যজ্ঞ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পুলস্ত্য তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন। বিষ্ণু-১ম-১। মনুবংশীয় নরপতি নাভীর তনয় ঋষভ দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিয়া জ্যেষ্ঠ তনয় ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক, বাণপ্রস্থ বিধানানুসারে তপস্যার্থ মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। মহর্ষি পুলস্ত্যের তনয় নিদাঘ, ব্রহ্মার সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ তনয় ঋভুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। বিষ্ণু-২য়-১৫। (১৫) ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য ও বাম কর্ণ হইতে পুলহ জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। মহাত্মা পুলস্ত্য হইতে বিশ্রবা, বিশ্রবা হইতে কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ১০।

পুলস্ত্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে অবস্থিত। মানব তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাজাপত্যলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করে। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮।

পুলহ—(১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন বশিষ্ঠের মানস পুত্র। হরি-হরি-৩৩; মহাভা-আদি-৬৩। (২) ব্রহ্মার কর্ণ হইতে পুলহ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা দেখ। ক্ষমা পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ। (৩) ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি মহর্ষি কর্দ্দম ও দেবহুতির কন্যা গতিকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্যতম। বরা-৩৫। (৫) তিনি দক্ষের কন্যা ক্ষমাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু-১ম-১। পুলস্ত্য দেখ। (৬) ব্রহ্মা যোগ বিদ্যায়, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-২। ব্রহ্মা ধ্যান হইতে পুলহকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৭। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার অন্যতমা ক্ষমাকে পুলহ বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২। ক্ষমা, কর্দ্দম, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-৭। মৃগ, ব্যাল, দংষ্ট্রী, ভূত, পিশাচ, ঋক্ষ, শূকর ও হস্তী ইহারা পুলহের সন্তান। কূর্ম্ম পূ-১৯। মহর্ষি সনন্দন মহর্ষি পুলহকে ঐশ্বর জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম পূ-উত্ত-১১। পুলহ ঐ জ্ঞান গৌতমকে প্রদান করেন। কূর্ম্ম-

পূ-উ-১১। (৭) ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য এবং বাম কর্ণ হইতে পুলহ জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পুলহ হইতে বাৎস জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৮) ব্রহ্মা যোগবিদ্যা প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। লি-৫। দক্ষের ও প্রসূতির অন্যতমা কন্যা ক্ষমা পুলহের পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে কৰ্দ্দম বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় ও পীবরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৫। মৃগ, ব্যাঘ্র, দংষ্ট্রী, পশু, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর, হস্তী, বানর, কিন্নর ও অন্যান্য কিম্পুরুষগণ পুলহের সন্তান। লি-৬৩। (৯) ঋষি বিশেষ। রাক্ষসদের হিতার্থে তিনি অন্যান্য ঋষিদের সহিত পরাশরের রাক্ষস বধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১১৬। জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৭। (১০) পূর্ব্ব-কালে ষোল জন প্রজাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম। রামা-আরণ্য-১৪।

পুলহেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮।

পুলিন্দ—(১) একজন কিরাতরাজ। মহাভা-সভা-৪। (২) মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি সুজ্যেষ্ঠের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পুলিন্দের পুত্র উদ্‌ঘোষ। ভাগ-১২স্ক-১।

পুলিন্দক—মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি আর্দ্রকের তনয় পুলিন্দক। পুলিন্দকের তনয় ঘোষবসু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুলিমান্—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি গৌতমীপুত্রের আত্মজ পুলিমান্, পুলিমানের তনয় শাতকর্ণি শিবশ্রী, তাঁহার তনয় শিবস্কন্দ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুলুবা—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি শতকর্ণি দণ্ডশ্রীর পরে, নরপতি পুলুবা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

পুলুষ—কেকয় নরপতির তনয় অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার নিকট পুলুষ ঋষির তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুষি ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন। ছান্দো-৫মঅ-১১খ২৪।

পুলোম—(১) বিদ্যাধর বিশেষ। বরা-৮০। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম তনয় দনু, দনুর শত পুত্রের অন্যতম পুলোম। এই পুলোমের কন্যা শচী, ইন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। অগ্নি-১৯।

পুলোমজা—দৈত্যপতি পুলোমের কন্যা বলিয়া শচী পুলোমজা নামে খ্যাত। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২১।

পুলোমা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজা-পতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে পুলোমা প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই পুলোমার কন্যা শচীকে ইন্দ্র বিবাহ করেন। পুলোমা ইন্দ্রের বৈমাত্রেয়

ভ্রাতা। হরি-হরি-৩। (২) আবার হরি বংশের অন্যত্র আছে—বৈশ্বানরের পুলোমা ও কালিকা নাম্নী দুই কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ষাট হাজার দানব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পৌলমেয় ও কালকেয় নামে খ্যাত। হরি-হরি ৩। দেবাসুর সমরে পুলোমাসুর পবনদেবকে পরাস্ত করেন। পবন অনেক দৈত্য বিনাশ করিয়া প্রস্থান করেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ পুলোমাকে বিনাশ করেন। হরি হরি-৩, ৪। (৩) বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাহাদের গর্ভজাত ষষ্ঠি সহস্র পুত্র পৌলোমেয় ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভে পুলোমা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। এই পুলোমার কন্যা শচী ইন্দ্রের পত্নী। মৎ-৬। বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা মারীচের পত্নী ছিলেন। তাঁহারা ষষ্ঠি সহস্র দানবের জননী। ঐ দানবেরা পৌলমেয় ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৬। (৫) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে পুলোমার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫। মহাবল পরাক্রান্ত দানব। মহাভা-শান্তি-২২৭। (৬) ইন্দ্রের শ্বশুর। পুলোমার কন্যা শচীকে, পুলোমার অনুমত্যানুসারে অনুহ্লাদ হরণ করেন। ইন্দ্র স্বীয় স্ত্রী অন্য কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। এবং স্বীয় শ্বশুর পুলোমা ও অনুহ্লাদ উভয়কে সংহার করেন। ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলে, পুলোমা তাঁহাকে লইয়া পাতালে পলায়ন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৩৩। (৭) মহর্ষি ভৃগুর পত্নীর নাম ছিল পুলোমা। পুলোমা নামে এক রাক্ষসও ছিল। একদা পুলোমা রাক্ষস, ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ভৃগু পত্নী একটী সন্তান প্রসব করিলে, রাক্ষস, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মহাভা আদি-৫। (৮) বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালিকাকে দানবপতি মারীচ বিবাহ করেন। মারীচ হইতে পৌলোম ও কালকেয় নামক দৈত্যগণ প্রাদুর্ভূত হন। সব্যসাচী অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। বায়ু-৬৮। (৯) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা পুলোমা ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ। (১০) বৈশ্বানরের চারি কন্যার অন্যতমা। মহাত্মা কশ্যপ বৈশ্বানরের চারি কন্যার মধ্যে পুলোমা ও কালকাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (১১) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বায়ু পুলোমার সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দনুর

গর্ভে যে একষট্টি তনয় জন্মে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ভাগ-৬স্ক-৬। (১২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শবর, একচক্র, তারক, মহাবাহু, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-২১।

পুশি—মহর্ষি পুশিকে অযোধ্যাপতি রাম একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

পুষ্কর—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। (২) বরুণের তনয় পুষ্কর, সোমের কন্যা জ্যোৎস্নাকালীকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯৭। (৩) রঘুবংশীয় নরপতি সুনক্ষত্রের তনয় অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষের তনয় সুতনা। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে, পুষ্করতীর্থ, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বাহুশালকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৫) দশরথের দ্বিতীয় তনয় ভরত, ভরতের তনয় তক্ষ ও পুষ্কর। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (৬) পরাশর বংশীয় বার্ষ্ণায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর, ইহারা পাঁচজন কৃষ্ণ-পরাশর নামে খ্যাত। মৎ-২০১।

পুষ্করধারিণী—বিদর্ভ নগরে সত্য নামে উঞ্ছবৃত্তি পরায়ণ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুষ্করধারিণী স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন। সত্য তাঁহার সখা ধর্ম্মের অনুরোধে হিংসা প্রধান যজ্ঞ কার্য্য হইতে বিরত হন। মহাভা-শান্তি-২৭২।

পুষ্করমাল—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের ঔরসে ও দুর্ব্বাক্ষীর গর্ভে পুষ্করমাল ও তক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক২৪।

পুষ্করমালী—মহাবীর পুষ্করমালীর পত্নী কুণ্ডলা বিন্ধ্যবানের কন্যা ছিলেন। তিনি গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসার সখী ছিলেন। মার্ক২১।

পুষ্করস্বন—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, চাক্ষুষমনু, পুষ্করস্বন, মধু, মহোরগ, বিভ্রান্তকবসু, বাল, বিষ্কম্ভ ও গরুড় নামক বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১।

পুষ্করাবতী—সাবিত্রী দেবী প্রভাস ক্ষেত্রে পুষ্করাবতী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পুষ্করারুণি—(১) যযাতি বংশীয় দুরিতক্ষয়ের তনয় ত্র্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি এই তিন জন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) পুষ্করারুণির তনয় বৃহৎক্ষেত্র, বৃহৎক্ষেত্রের তনয় হস্তী। কল্কি-৩স্ক-৪।

পুষ্করি—(১) ভরত বংশীয় মহাবীর্য্যের তনয় উরুক্ষব। উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্র্যরুণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মৎ-৪৯। (২) মহাবীর্য্যের

তনয় ভীম, ভীমের তনয় উভক্ষয়, উভক্ষয়ের ভার্য্যা বিশালা হইতে ত্রয্যারুণি, পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। বায়ু-৯৯।

পুষ্করিণী—(১) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা ও চাক্ষুষের পত্নী পুষ্করিণী হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। মনুর পত্নী নড়লা (নড্বলা) হইতে উরু প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি শকুন্তলার তনয় ভরত বহু যাগ-যজ্ঞ করিয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভূমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করেন। ভূমন্যুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহরি, সুজয়ু ও ঋচীক নামে ছয় তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) ধ্রুবের প্রপৌত্র ব্যুষ্টার স্ত্রী। তিনি সর্ব্বতেজাকে (অন্য নাম চক্ষু) জন্ম দেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর, চক্ষুর পত্নী ও বীরণ প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণী চাক্ষুষ মনুকে প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৬) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা চাক্ষুষ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মনু (ষষ্ঠ মন্বন্তর পতি) জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম ১৩। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ধ্রুবের তনয় পুষ্টি, পুষ্টির তনয় রিপু, রিপুর তনয় চাক্ষুষ, চাক্ষুষের পত্নী পুষ্করিণী বরুণ নামে এক তনয় প্রসব করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (৮) রিপুর তনয় চক্ষু, চক্ষুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৭। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ব্যুষ্টের পত্নী পুষ্করিণী হইতে সর্ব্বতেজা জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৩।

পুষ্করিণ্য—পুরুবংশীয় নরপতি উরুক্ষয়ের ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

পুষ্করেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে পুষ্করেশ্বর মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে মানব শিবলোকে গমন করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৩।

পুষ্কল—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। (২) অযোধ্যাপতি দশরথের অন্যতম পুত্র ভরত, ভরতের অন্যতম পুত্র পুষ্কল। ভাগ-৯স্ক-১১। (৩) ভরত স্বীয় পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল সমভিব্যাহারে গান্ধার দেশ জয় করিয়া, তথায় পুত্রদের নামানুসারে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নগরদ্বয় স্থাপন করেন। রামা-উত্ত-১১৩,১১৪।

পুষ্কসী—কর্কট নামে এক রাক্ষস ছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম পুষ্কসী ছিল। কর্কটের কন্যা কর্কটীকে প্রথমে বিরাধ ও পরে কুম্ভকর্ণ বিবাহ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৮।

পুষ্যা—দক্ষপ্রজাপতির ষষ্টিসংখ্যক কন্যার মধ্যে চন্দ্র সাতাশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পুষ্যা অন্যতমা। বিষ্ণু-১ম-১৫।

পুষ্টি—(১) সিনীবালী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী এই নয় দেবী সোমদেবকে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৫। (২) দক্ষপ্রজাপতি ষাট কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা ও বসু নাম্নী দশ কন্যাকে ভার্য্যার্থে ধর্ম্মকে প্রদান করেন। হরি-হরি-২১৮। (৩) পুষ্টির পুত্র লাভ। কূর্ম্ম-পূ-৮; বায়ু-১০। (৪) বসুদেবের পুত্র। বায়ু-৯৬। মদিরা দেখ। (৫) দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, পুষ্টি প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। দক্ষের ঔরসে ও মনু কন্যা প্রসূতির গর্ভজাত চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী। বিষ্ণু-১ম-৭। (৬) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে, পুষ্টি, দেবসেনা, জয়া, মেধা, বিজয়া, জয়কৃত্তিকা এবং যোগকরণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (৭) তিনি দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা এবং ধর্ম্মের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মহান্ জন্মেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৮) গণেশের স্ত্রীর নাম পুষ্টি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (১০) দক্ষ হইতে প্রসূতিতে শ্রদ্ধা, পুষ্টি, প্রভৃতি চব্বিশটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১।

পুষ্টিমতি— পুষ্টিমতি নামে অগ্নি সন্তুষ্ট হইলে লোকে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। এই অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণ-পোষণ জন্য ভরত বলিয়া বিখ্যাত। মহাভা-বন-২১৯।

পুষ্টিমান্—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কংস, পুষ্টিমান্ প্রভৃতি নয় পুত্র এবং কাংসা, কংসমতী প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে। হরি-হরি ৩৭।

পুষ্প—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ধ্রুবের অন্যতম পুত্র শ্লিষ্টি, শ্লিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া হইতে পুষ্প, রিপু, রিপুঞ্জয়, বিকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) রামের বংশধর শঙ্খের তনয় পুষ্প, পুষ্পের পুত্র অর্থসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধির তনয় সুদর্শন। হরি-হরি-১৫। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসাভুজঙ্গীর অন্যতম পুত্র পুষ্প। মহাভা-উদ্-১০২। (৪) রঘুবংশীয় নরপতি হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন। ভাগ-৯স্ক-১২।

পুষ্পগন্ধা—অপ্সরা বিশেষ। দেবীভাগ-৪স্ক-৬।

পুষ্পজিৎ—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

পুষ্পদংষ্ট্র—দক্ষের ষষ্টি কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে যে সহস্র নাগের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে শেষ, বাসুকি, পদ্ম, কর্কোট, পুষ্পদংষ্ট্র প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। মৎ-৬১। পদ্ম দেখ।

পুষ্পদন্ত—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ তিনি অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে,

মহাদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১২। (২) পুষ্পদন্ত নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মাল্যবান ছিল। পদ্ম-উত্ত-৪৩। গন্ধর্ব্বেশ্বর পুষ্পদন্ত একবার মহাদেবের আদেশে দূতরূপে দানবেন্দ্র শঙ্খচূড়ের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৯স্ক-২০; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৭। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অম্বিকা দেবী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্তকে প্রদান করেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬। (৪) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ব্বজাত অন্যতম নাগ। বায়ু-৪৬। (৬) বিধূম নামক বসুর অন্যতম ভৃত্য। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

পুষ্পদন্তী—গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের পত্নী মালিনী হইতে পুষ্পদন্তী নামে এক পরম রূপবতী কন্যা জন্মে। তিনি গন্ধর্ব্বপতি মাল্যবানের স্ত্রী ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৪৩।

পুষ্পদন্তেশ্বর—শিবের অনুচর পুষ্পদন্ত, শিবের শাপে মর্ত্তালোকে আসিয়া মহাকালবনে যে শিবের আরাধনা করেন, তাহাই পুষ্পদন্তেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৭৭।

পুষ্পবান্—মগধের অধিপতি কুশাগ্রের তনয় বৃষভ, বৃষভের তনয় পুষ্পবান্, পুষ্পবানের তনয় সত্যহিত, সত্যহিতের তনয় উর্জ্জ। হরি-হরি-৩২। মহাবল পরাক্রান্ত দানব বিশেষ। মহাভা-শান্তি-২২৭। মগধের অধিপতি পুষ্পবানের পুত্র সত্যধৃত, সত্যধৃতের তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় জন্তু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

পুষ্পবাহন— পুরাকালে, রথন্তরকল্পে পুষ্পবাহন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তপস্যাতুষ্ট ব্রহ্মা তাঁহাকে একটী যথেচ্ছগমনক্ষম কাঞ্চনমালা প্রদান করেন। উক্ত মালার সাহায্যে তিনি নগরবাসীগণসহ এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে এবং সুরলোকাদিতে বিচরণ করিতেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে পদ্ম পুষ্পবাহন দিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পুষ্পবাহন নামে আখ্যাত হন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল লীলাবতী। লীলাবতীর গর্ভে তাঁহার দশ সহস্র পুত্র হইয়াছিল। মৎ-১০০।

পুষ্পমিত্র —(১) তিনি মৌর্য্যবংশীয় ভূপতি বৃহদ্রথের মন্ত্রী ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র দশরথকে বিনাশ করিয়া তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশীয় ভূপতিরা শুঙ্গবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র। শুঙ্গবংশীয় দশজন নৃপতি সর্ব্বশুদ্ধ একশত বার বৎসর রাজত্ব করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (২) এই ক্ষত্রিয় রাজা কিলকিলা নগরীর অধিপতি প্রবীরকের পরে মগধের রাজা হন। তাঁহার পুত্র দুর্ম্মিত্র। ভাগ-১২স্ক-১। (৩) বসুদেব নামক কণ্ববংশীয় একজন অমাত্য

শুঙ্গবংশীয় শেষ নরপতি দেবভূতিকে বিনাশ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুষ্পরাক্ষ—সূর্য্যবংশীয় নরপতি সুচন্দ্রের পুত্র পুষ্পরাক্ষ। পরশুরাম সুচন্দ্রকে নিহত করিলে, পুষ্পরাক্ষ বহু সৈন্যসহ পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রসহ নিধন প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ ৩০।

পুষ্পাদিত্য—প্রভাসক্ষেত্রে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ পুষ্পাদিত্য নামে এক দেবতা আছেন। স্কন্দ-নাগ-১৫৫।

পুষ্পানন—কুবেরের সভাসদ ও অনুচর জনৈক যক্ষপতি। মহাভা-সভা ১০।

পুষ্পায়ুধ—কামদেবের অন্যনাম।

পুষ্পার্ণ—ধ্রুবের পৌত্র ও বৎসরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুবীথী। প্রভা ও দোষা নামে পুষ্পার্ণের দুই ভার্য্যা ছিল। প্রভা হইতে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ং এবং দোষা হইতে প্রদোষ, নিশিথ ও ব্যুষ্ট উৎপন্ন হন। ভাগ-৫স্ক-২৩।

পুষ্পান্বেষি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পুষ্পোৎকটা—(১) বিশ্রবার অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও খর নামে চারি পুত্র ও কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (২) মাল্যবান্ রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বলাকা, বিশ্রবা মুনির চারি পত্নীর অন্যতমা ছিলেন। পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, মহাপার্শ্ব, খর ও কন্যা কুম্ভীনসী জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৩) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী, পুষ্পোৎকটা প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৫।

পুষ্য—রামের বংশে মহাযোগীশ্বর জৈমিনীর শিষ্য হিরণ্যনাভ জন্মগ্রহণ করেন। এই হিরণ্যনাভের তনয় পুষ্য। পুষ্যের তনয় ধ্রুবসন্ধি। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

পূজনীয়া—পূজনীয়া নামে এক চটক পক্ষী ছিল। সে পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের ভবনে শাবক সহ বাস করিত। ব্রহ্মদত্তের বালকপুত্র সর্ব্বসেন এই চটকীর সন্তান সকলকে বিনাশ করেন। পূজনীয়া সেইজন্য সর্ব্বসেনের চক্ষু নষ্ট করে। হরি-হরি-২০।

পূতদক্ষ—কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি পূতদক্ষ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মরুদ্‌গণের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৪।১০।

পূতনা—(১) অপ্সরা বিশেষ। স্বারোচিষ মনুর পুত্র ঋতধ্বজ, ঋতধ্বজের সাত পুত্র মেরু পর্ব্বতে তপস্যার্থ গমন করেন। বিপশ্চিৎ নামা ইন্দ্র, পূতনা নাম্নী অপ্সরা দ্বারা তাঁহাদের তপস্যা

নষ্ট করেন। এই পূতনাকে দেখিয়া তাঁহাদের রেতস্খলন হয়। সেই রেত জলচারিণী শঙ্খিনী পান করিয়া সাতটী পুত্র প্রসব করেন। ইঁহারাই পরে মরুৎ নামে খ্যাত হন। এবং, ইঁহারাই স্বারোচিষ মন্বন্তরের মরুৎ। বাম-৭২। (২) নন্দ প্রভৃতির গোকুলে বাসকালীন কোন এক রাত্রে বালঘাতিনী পূতনা নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে পূতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য দান করিত, অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহারা প্রাণত্যাগ করিত। কৃষ্ণ সেই পূতনাকে করদ্বারা অবপীড়িত, গাঢ় স্তন গ্রহণ করিয়া বধ করেন। পূতনা ভীষণ গর্জ্জনান্তর প্রাণত্যাগ করে। বিষ্ণু-৫ম-৫। (৩) কংসের ভগিনী। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ইহাকে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দেন। পূতনা স্বীয় স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণের মুখে সেই স্তন প্রদান করেন। কৃষ্ণ স্তন পান করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু পূতনা বিকট বদনে, উর্দ্ধমুখে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। বলিকন্যা রত্নমালা পিতার যজ্ঞ সময়ে বামনের রূপ দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহ কাতরা হন। এবং মনে মনে অভিলাষ করেন যে, এই বামন আমার পুত্র সদৃশ হইলে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য দান করি। ভগবান্ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জন্মান্তরে তাঁহার স্তন্য পানপূর্ব্বক তাঁহাকে মাতৃগতি প্রদান করেন। তখন তাহার নাম হয় পূতনা। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। (৪) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। পূতনা দেখ।

পূতনানুগ—মরুদ্বতীর গর্ভজাত মরুদ্গণের অন্যতম পূতনানুগ। মৎ-১৭১। মরুদ্ দেখ।

পূরণ—মহর্ষি পূরণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৬০।১; মহাভা-শান্তি-৪৭। (২) অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র ও পূরণ এই দুইটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯১।

পূরিত—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ২৭।

পূর্ণ—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধা হইতে সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৩৫; কালিকা-৩৪। (২) মনুবংশীয় নরপতি মীঢ্বানের পুত্র। পূর্ণের তনয় ইন্দ্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২। বাসুকীর অন্যতম তনয়। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পূর্ণকলা—হারীত নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পূর্ণকলা ছিল। তিনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। তিনি একদা স্নানার্থ বসন পরিত্যাগ করিয়া জলে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে কামদেব তাঁহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। পূর্ণকলা জল হইতে উত্থিত হইলে, কামদেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে নানাবিধ মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। লজ্জিতা পূর্ণকলা তাঁহার সম্মুখে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতিমধ্যে হারীত তথায় উপস্থিত হইয়া, গোপনে কামদেবের সকল উক্তি শ্রবণ করিলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি উভয়কেই শাপ প্রদান করিলেন। তাঁহার শাপে কামদেব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও পূর্ণকলা শীলারূপে পরিণতা হইলেন। সেই শীলা খণ্ডশীলা দেবী নামে খ্যাত হইল। কামদেব সেই শীলারূপিনী দেবীর আরাধনা করিয়া রোগ মুক্ত হইলেন। স্কন্দ-নাগ ২৩৩।

পূর্ণভদ্র—(১) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিবর দেখ। (২) পূর্ণভদ্র নামে এক মহর্ষি ছিলেন। অঙ্গ দেশের অধিপতি চম্প তাঁহার প্রসাদে হর্য্যঙ্গ নামে তনয় লাভ করেন। বায়ু-৯৯; হরি-হরি-৩১। (২)শিবের অন্যতম অনুচর পূর্ণভদ্র, শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে নবতি কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৩) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগের জন্ম হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। (৪) যক্ষপতি পূর্ণভদ্রের তনয় হরিকেশ। মৎ-১৮০। হরিকেশ দেখ।

পূর্ণমাস—(১) ধাতার ঔরসে ও তদীয় অন্যতমা পত্নী অনুমতীর গর্ভে পূর্ণমাস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১; গর্গ-বিশ্বজিৎ ১৮। (২) মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামে এক পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। পূর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্ব্বত। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৩) মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পূর্ণমাস ও মারীচ নামে দুই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। লি-৫। (৪) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী ও মণিবর দেখ। (৫) পূর্ণমাসের স্ত্রী সরস্বতী হইতে বিরজ ও পর্ব্বস নামক পুত্রদ্বয় জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২৯।

পূর্ণমুখ—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। রাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পূর্ণা— নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচীর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা ও অত্রিবংশীয় প্রভাকর ঋষির পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

পূর্ণাঙ্গ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা ৩৪

পূর্ণাঙ্গদ নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি ৫৭।

পূর্ণায়ু— দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভ-আদি ৬৫। প্রধা দেখ।

পূর্ণিতা- লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু ৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

পূর্ণিমা —(১) মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা অর্চ্চিষ্মতীর অন্য নাম পূর্ণিমা। মহাভা-বন-২১৬। প্রজাপতি কর্দ্দমের অন্যতমা কন্যা কলা হইতে মরীচির কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের দুইজনের বংশদ্বারাই এই জগত পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ণিমার বিরাজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৪স্ক-১।

পূর্ণিমাগতিক- একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯২।

পূর্ণোৎসঙ্গ—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি শ্রীশান্তকর্ণির পুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, শাতকর্ণির পুত্র লম্বোদর। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; মৎ-২৭৩।

পূর্ব্বচিত্তি—(১) পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা বিশেষ। বায়ু-৬৯। (২) পূর্ব্বচিত্তি হইতে অগ্নীধ্র, নাভি প্রভৃতি নয় পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু-২য়-১। অগ্নীধ্র দেখ। (৩) অপ্সরা বিশেষ। ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে তিনি রাজা আগ্নীধ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাক গ্রহণ করেন। আগ্নীধ্রের ঔরসেও পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। (৪) পূর্ব্বচিত্তি, ঋতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যের অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ্সরা বিশেষ। লি-৫৫। স্বর্গবেশ্যা। মহাভা-আদি-৭৪।

পূর্ব্বপাদ—একজন শিবের অনুচর। তিনি সত্তরকোটী অনুচরসহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

পূর্ব্বফল্গুনী—চন্দ্র, দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার মধ্যে সপ্তবিংশতিটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বফল্গুনী অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-৯।

পূর্ব্বভাদ্রপদা—চন্দ্র, দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার

মধ্যে সপ্তবিংশতিটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বভাদ্রপদী অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

পূর্ব্বাতিথি—(১) অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, গবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭। (২) মহর্ষি অত্রির তনয় পূর্ব্বাতিথি। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

পূর্ব্বাষাঢ়া—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা পত্নী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

পুলহ—পুলহ দেখ।

পুলিন্দক—মগধের রাজা অন্তকের পুত্র পুলিন্দক, মগধে তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপশ্চাৎ বজ্রমিত্র মগধে রাজা হন। মৎ-২৭২।

পূষণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পূষণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পূষা—(১) প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের অন্যতম দেবতা পূষা। সূর্য্যের অপর নাম পূষা। ঋষিরা তাঁহার স্তব করিবার জন্য অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। পূষার বাহন ছাগ। ঋগ-১।৪২।১; ৯।৬৭।১০। (২) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা অদিতি হইতে অর্য্যমা, পূষা, শক্র, বিষ্ণু, ধাতা, ত্বষ্টা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ এই দ্বাদশ জন আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। একবার দেবাসুর সমরে পূষা দৈত্যশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের হস্তে বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। হরি-হরি-২৩৭। (৩) পূষা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি পিষ্টদ্রব্য ভোজী। ইনি পুরাকালে দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া দন্ত নিঃসারণপূর্ব্বক হাস্য করায় ভগ্নদন্ত হইয়াছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৪) দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে, বীরভদ্র নামক মহাদেবের প্রধানগণ মুষ্টাঘাতে পূষার দন্ত সকল চূর্ণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম পূ-১৫। (৫) দক্ষযজ্ঞে মহাদেব পূষার দন্তভগ্ন করেন। বিষ্ণু-৫ম-১৬; মহাভা-অনুশা-১৬০। বাম-৫। অন্যতম দেবতা। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৬) দক্ষের ষষ্ঠি কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম পূষা। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে যে সকল দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত। মৎ-৫, ৬। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। মহাভা-আদি-১২৩। তিনি খাণ্ডব দাহে ভগ্ন অস্ত্র লইয়া অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯৯।

পুষ্য-একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহাদের অসিত, দেবল, ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৯।

পৃথগ্‌ভাব—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের

একটী গণ বা শ্রেণী। হরি-হরি-৭।

পৃথবান্—তিনি একজন ধনীরাজা ছিলেন। ঋগ-১০।৯৩।১৪।

পৃথা—পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর অন্যনাম পৃথা। মহাভা-আদি-১১১। যদুবংশীয় নরপতি দেবমীঢ়ুষের পুত্র শূর। শূরের পত্নী ভোজবংশীয় মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। নরপতি কুন্তিভোজ প্রার্থনা করিলে শূর স্বীয় বন্ধু, বৃদ্ধ, পূজ্য কুন্তিভোজকে পৃথা নাম্নী কন্যা প্রদান করেন। তদবধি তিনি কুন্তী নামে অভিহিতা হন। এই কুন্তীকে নরপতি পাণ্ডু বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩৪। কুন্তী দেখ।

পৃথাশ্ব—পৃথাশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

পৃথি—(১) বেনের পুত্র অশ্বশূন্য রাজর্ষি পৃথিকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।১। (২) পৃথিবীর অন্য নাম পৃথি। রামা-আদি-৩৬।

পৃথিবী—(১) আর্য্যদের আকাশ দেবতা দ্যৌ। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে সকল দেবের পিতামাতা স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এবং একসঙ্গে দ্যাবাপৃথিবী এইযুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ-১।২২।১৩। (২) পৃথিবীকে বেন রাজার পুত্র পৃথুর কন্যা বলা হয়। কারণ তিনি ভূমিকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৬; দেবীভাগ-৮স্ক-১৮; বৃহন্না-৩; মহাভা-অনুশা-১৫০। (৩) অন্যতম দেবতা। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৪) পৃথিবী গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণের শরণ লইলেন। দেবগণ ব্রহ্মার সমভিব্যাহারে বিষ্ণু সমীপে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর দুঃখ নিবেদন করিলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সেই কেশদ্বয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম নামে খ্যাত হইবে এবং কংসকে বধ করিবে। বিষ্ণু-৫ম-১। (৫) একবার উপেন্দ্রদেব বিবিধ ভূষণে সজ্জিত হইয়া মলয় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। পৃথিবীদেবী তাঁহাকে দেখিয়া কামবানে জর্জ্জরিতা হইয়া অতি সুগন্ধ মালতী মালা তাঁহার গলে অর্পণ করেন। এই মিলনে তিনি গর্ভবতী হন। যথাকালে তিনি প্রবালের আকার বিশিষ্ট এক তনয় প্রসব করেন। তাঁহার নাম মঙ্গল। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

পৃথু—(১) মহর্ষি পৃথু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৪৮।১। (২) পৃথু নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বিনয় বলে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মনু-৭।৪০—৪২। (৩) নরপতি বেন

অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। পরে বেনের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলে, তাহা হইতে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু, হুতাশন সদৃশ দীপ্যমান আজগব নামক আজ্যধনু, রক্ষার্থ কবচ ও দিব্যশর সমুদয়ের সহিত সমুত্থিত হইলেন। আঙ্গিরস দেবগণসহ ভগবান্ পিতামহ ও স্থাবর জঙ্গম ভূতগণ সমাগত হইয়া, নরাধিপ বেননন্দন পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকর্ত্তৃক যে সকল প্রজা বিরক্ত হইয়াছিল, পৃথু তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি নানা প্রকার সৎকাজ করিয়া অনুরাগ ভাজন হইলেন। তিনি যখন সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিতেন, তখন সলিল সকল স্তব্ধ অর্থাৎ স্থল সদৃশ কঠিন হইত। শৈল সকল তাঁহাকে পথ প্রদান করিত। রাজা পৃথু সূত ও মাগধের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সূতকে অনুপদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের হিত করিবার অভিলাষে ধনুর্ব্বান ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তিনি ধনুষ্কোটী দ্বারা শত সহস্র শৈল উৎসারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পর্ব্বত সকল বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বসুমতীকে সমান করিয়াছিলেন। বেননন্দন পৃথু হইতেই কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যোদ্ভব হইয়াছিল। পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধি ও পালিত। হরি হরি-২,৫, ৬। (৪) তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৫) প্রথম মেরুসাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় নামে নয় জন পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বরাশ্ব, এবং বিশ্বরাশ্ব হইতে আর্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-২০। (৭) কাম্পিল্য দেশের অধিপতি পুরুবংশীয় নরপতি পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃত, সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ। হরি-হরি-১১। (৮) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। হরি হরি-৩৪। (৯) অষ্ট-বসুর একজনের নাম পৃথু ছিল। মহাভা-আদি ৯৯। (১০) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম পৃথু ছিলেন। মৎ-৯। অকপী দেখ। হরি-হরি-৭। অকপীবান্ দেখ। (১১) দেবযক্ষের অন্যতম তনয়। গর্গ-মথুরা-১২। দেব-যক্ষ দেখ। (১২) রাজা পৃথু ভগবানের নবম অবতার। তিনি পৃথিবী হইতে ঔষধি প্রভৃতি বস্তু সকল দোহন করেন। এই কারণে এই অবতার

সকলের অতিশয় কামনীয় হইয়াছিল। ভাগ-১স্ক-৩। (১৩) ঋষি বিশেষ। তাঁহার নামানুসারে মনু তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। (১৪) রাজা বেনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বাহুদ্বয় মন্থন করিলে, তাহা হইতে পৃথু নামে এক পুত্র ও অর্চ্চি নাম্নী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু অর্চ্চিকেই বিবাহ করেন। রাজ্যে অজন্মা হইলে তিনি মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। তিনিই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উচ্চ ভূমি সমতল করিয়া গ্রাম নগর ইত্যাদির পত্তন করেন। তিনি একজন বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নী অর্চ্চির গর্ভে বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে তাঁহার পাঁচ পুত্র হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী চিতারোহণে ভর্ত্তার অনুগামিনী হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বিজিতাশ্ব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্নেহবশতঃ ভ্রাতাদিগকে এক এক দিক দান করিলেন। তদনুসারে হর্য্যক্ষ পূর্ব্বদিকের, ধূম্রকেশ দক্ষিণ দিকের, বৃক পশ্চিম ও দ্রবিণ উত্তর দিকের আধিপত্য লাভ করিলেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (১৫) মনুবংশীয় জনৈক নরপতি। তাঁহার পিতার নাম অনেনা। ভাগ-৯স্ক ৬। (১৬) যযাতি বংশীয় রুচকের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৩। রুচক দেখ। (১৭) যযাতি বংশীয় বিশদ্গুর পৌত্র ও চিত্ররথের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১স্ক ২৪। (১৮) বেনের তনয় পৃথু, বৈন্য নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। বৈন্যের পিতামহের যজ্ঞে স্বয়ং হরি পৌরাণিক সর্ব্বশাস্ত্র বক্তা সূতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বৈন্য পৃথু শ্রীকৃষ্ণের বরে শিখণ্ডী, হবির্দ্ধান ও অন্তর্দ্ধান নামক পুত্রগণকে লাভ করেন। শিখণ্ডীর তনয় সুশীল। কূর্ম্ম-পু-১৪। (১৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সুযোধনের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বক। কূর্ম্ম-পু-২০। (২০) যদুবংশীয় চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ নামে ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-২৪; কূর্ম্ম পু ২৪। (২১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রস্তাবির তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় নক্ত, নক্তের অপত্য গয়। কূর্ম্ম-পু-৩৯। (২২) তামস মনুর সময়ে জ্যোতির্ধাম, কাব্য, পীবর, পৃথু প্রভৃতি সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পু-৫০। তামস মনুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক ১। তামস মনু দেখ। (২৩) সত্যযুগে তিনি রাজা ছিলেন। বরা-৭৮। (২৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় বিভুর তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় অনন্ত। বায়ু-৩৩; বরা-৭৪। (২৫) অন্য নাম বৈন্য।

তিনি মনুবংশীয় অত্যাচারী নৃপতি বেনের পুত্র। তিনি নিজকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বধ করেন। পরে তাঁহার উরু মন্থন করিলে বিন্ধ্যাচলবাসী নিষাধের জন্ম হয়। তৎপর ঋষিরা তাহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহা হইতে বৈন্য পৃথুর জন্ম হয়। তিনি ভূপৃষ্ঠের সমতা সাধন করিয়া কৃষির উৎকর্ষতা সম্পাদন করেন। বিষ্ণু ১ম-১৩। (২৬) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি সুবোধন হইতে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথুর তনয় বিশ্বক। বিশ্বকের আর্দ্রক নামে পুত্র জন্মে। লি-৬৫; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুধাস্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমী, অশ্বধর্ম্ম, ধর্ম্মভৃৎ, সুভূমি ও বহুভূমি নামে কতিপয় পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। লি ৬৯। (২৮) অষ্টবসুর অন্যতম। মহাভা-আদি-৯৯। (২৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় কাকুৎস্থের পুত্র পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বরন্ধী। দেবীভাগ-৭স্ক-৯। (৩০) একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

পৃথুক—চাক্ষুষ মন্বন্তরে, পৃথুক, আদ্য, প্রসূত, ভব্য ও লেখ্য এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন এবং মনোযব ইন্দ্র ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

পৃথুকর্ম্মা—(১) সোমবংশীয় নরপতি পৃথুযশার পুত্র পৃথুকর্ম্মা, তৎপুত্র পৃথুঞ্জয়, পৃথুঞ্জয়ের তনয় পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুকীর্ত্তির তনয় পৃথুদান। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পৃথুকীর্ত্তি—(১) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর, শূরের পত্নী ভোজ বংশীয়া মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবশ্রবা প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩৪। (২) যযাতি বংশীয় মহাভাগ শশবিন্দুর প্রধান ছয় পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৩) সোম বংশীয় নৃপতি পৃথুজয়ের তনয় পৃথুকীর্ত্তি, তৎপুত্র পৃথুদান, পৃথুদানের তনয় পৃথুশ্রবা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৪) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুমনা, পৃথুজয় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ ১২; মৎ-৪৪; বায়ু-৯৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

পৃথুকেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে মহাপাপ নাশন এক শিবলিঙ্গ আছেন। বেননন্দন পৃথু তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বপাপ মুক্ত হন। তদবধি উক্ত লিঙ্গ পৃথুকেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৪৯।

পৃথুগ—ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু ছিলেন। এই চাক্ষুষ মনুর সময়ে মনোজব ইন্দ্র হন এবং আগ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা হন। ইঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে আট জন করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু ২য়-১। চাক্ষুষ মনু দেখ।

পৃথুচিত্তি—সুপ্রতীক নাগের প্রহারী, সম্পাতি ও পৃথুচিত্তি নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। বায়ু-৬৯।

পৃথুজয়—(১) সোম বংশীয় নরপতি পৃথুকর্ম্মার তনয় পৃথুজয়, পৃথুজয়ের তনয় পৃথুকীর্ত্তি। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১২।

পৃথুঞ্জয়—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ প্রধান প্রধান পুত্রের অন্যতম পৃথুঞ্জয় ছিলেন। মৎ-৪৪। পৃথুকীর্ত্তি দেখ।

পৃথুতেজা—নরপতি শশবিন্দুর শত পুত্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শশবিন্দু ও পৃথুজয় দেখ।

পৃথুদকতীর্থ—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, পৃথুদক-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ব, চন্দ্রভাস, পাণিকূর্ম্ম, অশিক্ষক, চাষবক্ত্র ও জম্বুককে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

পৃথুদর্ভ—রাজা উশীনরের অন্যতমা পত্নী দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। শিবির তনয় পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক। তাঁহারা চারিজন যথাক্রমে কেকয়, ভদ্রক, সৌবীর ও পৌর-জনপদের অধিপতি ছিলেন। মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭।

পৃথুদান—(১) সোমবংশীয় নরপতি পৃথুকীর্ত্তির তনয় পৃথুদান, পৃথুদানের তনয় পৃথুশ্রবা, তৎপুত্র পৃথুসত্তম। কূর্ম্ম পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পৃথুদ্রব—নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুধর্ম্মা—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম তনয়। মৎ-৪৪। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুবক্ত্রা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

পৃথুবর্ম্মা—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৫। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুমনা—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুকর্ম্মা, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুযশা, পৃথুশ্রবা, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুমনা ও পৃথুজয় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। মৎ-৪৪।

পৃথুযশা—(১) সোমবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর তনয় পৃথুযশা, তৎপুত্র পৃথুকর্ম্মা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১২ ; বায়ু-৯৫।

পৃথুরশ্মি—শুক্রাচার্য্যের অন্যতম তনয় বরূত্রী, বরূত্রীর তনয় রঞ্জল, পৃথুরশ্মি ও বৃহদ্‌গিরা। বায়ু ৬৫।

পৃথুরুক্ম—(১) যদুবংশীয় নরপতি পরাজিতের মহাবীর্য্যশালী রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পাঁচ পুত্র ছিল। রুক্মেষু পৃথুরুক্মের সহায়তায় রাজা হন; কিন্তু পরে পৃথুরুক্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। হরি হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি পরাবৃতের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যামঘের তনয় বিদর্ভ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি পরাবৃতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পৃথুরুক্ম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মেষুর রাজ্য শাসনের প্রধান সহায় ছিলেন। লি-৬৮। (৪) যদু বংশীয় রুক্মকবচের অন্যতম তনয়। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মেষুর আশ্রয়েই বাস করিতেন। মৎ-৪৪।

পৃথুরুক্মক—কম্বলবর্হির তনয় রুক্মকবচ, তৎপুত্র পৃথুরুক্মক। অগ্নি-২৭৫।

পৃথুলাক্ষ—(১) অঙ্গ দেশের অধিপতি চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প। হরি হরি-৩১। (২) যযাতি বংশীয় চতুরঙ্গের তনয়। পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্ভানু নামে তিন পুত্র জন্মে। বৃহদ্রথের তনয় বৃহন্মনা। ভাগ-৯স্ক ৩। (৩) যযাতি বংশীয় তুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প, তৎপুত্র হর্য্যঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ ১৮। (৪) যযাতি বংশীয় চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প। চম্পের চম্পা নাম্নী পুরী ছিল। ইহা পূর্ব্বে মালিনী নামে খ্যাতি ছিল। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে পৃথুলাক্ষের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। মৎ ৪৮। (৫) একজন রাজর্ষি। মহাভা-সভা ৮। (৬) লোমপাদের তনয় চতুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প। অগ্নি ২৭৭।

পৃথুলাশ্ব—একজন রাজর্ষি। মহাভা-সভা ৮।

পৃথুশ্যাম—জনস্থানবাসী রাক্ষসপতি খর-দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম। তিনি রাম হস্তে নিহত হয়েন। রামা-আরণ্য ২৩।

পৃথুশ্রব—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পৃথুশ্রব তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা শল্য ৪৬।

পৃথুশ্রবা—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম তনয়। অগ্নি ২৭৭; বায়ু ৯৫; মৎ ৪৪। (২) পৃথুশ্রবা নামে এক কানীন রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৬।২১। পৃথুশ্রবার তনয় কনীত। ঋগ ৮।৪৬।১। (৩) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর তনয় পৃথুশ্রবা, তৎপুত্র অনন্তর, তৎপুত্র সুযজ্ঞ। হরি-হরি-৩৬। (৪) দ্বৈতবনে পৃথুশ্রবা প্রভৃতি মুনিরা উপস্থিত থাকিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস জনিত ক্লেশ অপনোদন করিয়াছিলেন। মহাভা-বন ২৬। (৫) নরপতি পৃথুশ্রবার কন্যা কামা, অযুতনারীর স্ত্রী ছিলেন। মহাভা-আদি ৯৫।

পৃথুষেণ—পুরুবংশীয় নরপতি রুচিরের তনয় পৃথুষেণ, পৃথুষেণের তনয় পার, পারের তনয় নীপ। হরি-হরি ২০।

পৃথুসত্তম—সোমবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার তনয় পৃথুসত্তম, তৎপুত্র উশনা, উশনার তনয় শিতেযু। কূর্ম পূ-২৪।

পৃথুসেন—(১) মনুবংশীয় নরপতি বিভুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী রতির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভার্য্যা আকূতি নক্ত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক ১৫। (২) পুরুবংশীয় নরপতি রুচিরাশ্বের তনয় পৃথুসেন, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ, নীপের শত পুত্রের অন্যতম কাম্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু ৪র্থ ১৯। (৩) যযাতি বংশীয় জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ, অঙ্গের তনয় কর্ণ, কর্ণের তনয় বৃষসেন, তৎপুত্র পৃথুসেন। মৎ-৪৮। (৪) ভরত বংশীয় রুচিরাশ্বের তনয় পৃথুসেন। তাঁহার তনয় পৌর, পৌরের তনয় নীপ। মৎ-৪৯।

পৃথ্বী—যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতমা স্ত্রী পৃথ্বী হইতে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। অনমিত্রের বৃষভ ও ক্ষত্র নামে আরও দুই তনয় ছিল। মৎ-৪৫।

পৃথ্বীশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে সোমেশ্বরের বায়ু কোণে, ত্রেতা যুগের প্রথমে পৃথিবী একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পৃথ্বীশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ প্রভা প্রভা ৯৮।

পৃশ্নি—(১) মরুদ্গণ উগ্র ও পৃশ্নির সন্তান। ঋগ-১।২৩।৫৭। অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায় প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ২৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের মাতার অন্যনাম। ভাগ-১স্ক ৮। (৩) সবিতাদেবের স্ত্রী। তিনি সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী এবং অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্মাস্য যোগ ও পঞ্চমহাযজ্ঞকে প্রসব করেন। ভাগ ৬স্ক ১৮। (৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি প্রজাপতি সুতপার পত্নী ছিলেন।

কলিযুগে তিনি দেবকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুদেবের পত্নী হন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন। ভাগ-১০স্ক-৩। (৫) যদুবংশীয় বৃষ্ণির পত্নী মাদ্রী পৃশ্নিকে প্রসব করেন। পৃশ্নির তনয় শ্বফল্ক ও চিত্রক। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৬) অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন। পৃশ্নির তনয় শ্বফল্ক ও চিত্রক। শ্বফল্কের সুতারা নাম্নী এক কন্যা এবং অক্রূর, উপমদ্‌গু, মৃদর, বিশ্বারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, দৃষ্টশর্ম্ম, গন্ধমোজ, অবাহ, প্রতিবাহ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। অক্রূরের পুত্র দেববান্ ও উপদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

পৃশ্নিগর্ভ—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-শান্তি-৩৪২।

পৃশ্নিগু— প্রাচীনকালের বৈদিকযুগের একজন মহর্ষি। অসুরদের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করেন। ঋগ-১।১১২।১।

পৃশ্নিমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। সুমেধা দেখ।

পৃষত— (১) নরপতি পৃষত পাঞ্চাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত দ্রুপদ, দ্রুপদের তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি-২০। (২) ছত্রপতিনগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। মহাভা-আদি-১৬০। (৩) চ্যবনবংশীয় সোমকের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জন্তু ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পৃষত, পৃষতের তনয় দ্রুপদ, দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৪) রাজা পৃষত ভরদ্বাজ মুনির সখা ছিলেন। দ্রোণের সমবয়স্ক দ্রুপদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। তিনি উত্তর দেশের রাজা ছিলেন। ছত্রপতী তাঁহার রাজধানী ছিল। মহাভা-আদি-১৬০,১৬৬।

পৃষতী—মরুদ্‌গণের বাহন বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত, মৃগ বা অশ্ব পৃষতী নামে অভিহিত হয়। ঋগ-২।৩৪।৩।

পৃষদশ্ব—পৃষদশ্ব নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা সভা-৮। মনুবংশীয় নরপতি বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। বিষ্ণু-৪র্থ-২। মান্ধাতা বংশীয় নরপতি অনরণ্যকে দিগ্‌বিজয় কালে রাবণ হরণ করেন। এই অনঅনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

পৃষধ্র— (১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি; নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র এবং সুদ্যুম্ন নামে দশ পুত্র ছিল। পৃষধ্র গুরুর গো হিংসা করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। হরি হরি-১০; ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) মনুর ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে পৃষধ্র, নভগ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গুরুর উপদেশে পৃষধ্র গো-

পালনে নিযুক্ত হন। একদা রাত্রিকালে শার্দ্দূলকর্ত্তৃক আক্রান্ত গাভীকে ভ্রমক্রমে তিনি নিহত করেন। জানিতে পারিয়া পরে তিনি নির্ব্বেদ প্রযুক্ত পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন। ইতিমধ্যে একদিন দাবাগ্নিতে দেহপাত করেন। ভাগ ৯স্ক-২। (৩) বৈবস্বত মনুর নয়টী পুত্রের অন্যতম পৃষধ্র। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৪) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মেন। দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে সূর্য্য, এবং সূর্য্য হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই মনুর ইক্ষ্বাকু, নৃগ, পৃষধ্র, প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। গুরুর গো বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৫) সপ্তম মন্বন্তরে সূর্য্যের পুত্র, দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান শ্রাদ্ধদেব মনু হইয়াছিলেন। তিনি বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা হন। এই সময়ে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন। এবং বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি ছিলেন। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, করুষ, পৃষধ্র ও বসুমান প্রভৃতি নয়জন মনুর পুত্র। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নাভাগ, নরিষ্যন্ত, দিষ্ট, করুষ এবং পৃষধ্র এই আত্মসদৃশ নয় পুত্র ছিল। পৃষধ্র গুরু চ্যবন ঋষির গোহত্যা করিয়া তাঁহার শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। লি-৬৫,৬৬। (৬) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম পৃষধ্র। পৃষধ্র গো বধ জনিত অপরাধে গুরুর শাপে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১২। (৭) মনুর পুত্র পৃষধ্র। বৈবস্বতমনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মনবজাতি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন। বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র এবং নাভাগারিষ্ট মনুর এই দশ পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটী পুত্র জন্মে, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মহাভা-আদি-৭৫। রাজর্ষি বিশেষ। মহাভা-অনুশা ১৬৫। ইন্দ্র প্রতিম রাজা পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্রম বাসু ২০।

পৃষধ্র—(১) কশ্যপের তনয় ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু ও যম। এই মনুর দশ পুত্রের মধ্যে পৃষধ্র অন্যতম। মহাভা-আদি-৭৫। কুরুক্ষেত্র সমরে পৃষধ্র নামে কোনও নরপতি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার শরে তিনি নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ ১৫৬।

পৃষিত—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় ঋত, ঋতের তনয় কৃত,

সুধর্ম্মা ও পৃষিত এই তিন জন। লি-৬৬।

পৃষ্ঠঘ্ন—বেদজ্ঞ মহর্ষি হিরণ্যনাভের চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু ৬১। হিরণ্যনাভ দেখ।

পৃষ্ঠমাতৃদেবী—কাশীস্থিত মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া যে মানব আদরপূর্ব্বক পৃষ্ঠমাতৃদেবীর পূজা করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ আব অব-৮।

পৃষ্ঠলোঢ়—জম্বুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, অরক্ষি, প্রিয়ভৃত্য, পৃষ্ঠলোঢ়, দৃঢ়োত্থিত, ঋত ও ঋতবন্ধু ইঁহারা তামস মনুর পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড ২৮।

পৃষ্টি—মরীচির পত্নী সম্ভূতি হইতে পূর্ণমাস নামে এক তনয় এবং কৃষ্টি, পৃষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নামে চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮।

পেদু—রাজর্ষি পেদু অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রাপ্ত হন। এই অশ্ব সাহায্যে তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ঋগ ১।১১৬।৬।

পৈঙ্গ—একজন ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ কালে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

পৈঙ্গ্য—অযোধ্যাধিপতি রাম ধর্ম্মারণ্যের অন্তর্গত মোহেরপুরে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণকে স্থাপন করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

পৈঙ্গলায়নি—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পৈজবন—পৈজবন নামে একজন শূদ্র অমন্ত্রক ইন্দ্রাগ্নি বিধি অনুসারে একলক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৬০।

পৈঠীনসী—একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। একবার তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর ৫০।

পৈপ্পল—মহর্ষি সুমন্তু অথর্ব্ববেদকে বিভাগ করিয়া তাঁহার শিষ্য পৈপ্পল প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান। অগ্নি-১৫০।

পৈপ্পলাক্ষ্য—অবন্তী ক্ষেত্রে পৈপ্পলাক্ষ্য মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে মানব মুক্তিলাভ করে। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

পৈপ্পলাদি—(১) প্রবিষ্ঠার তনয় পৈপ্পলাদি ও কৌশিক মালিনী গর্ভসম্ভূত নৃপতি শ্বেতকর্ণের তনয় অজপার্শ্বকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৮৫। (২) মহর্ষি পৈপ্পলাদি একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

পৈল—(১) মহর্ষি পৈল একজন বেদ-বেদাঙ্গপারগ মহর্ষি ছিলেন। মহাভা আদি ৬৩। (২) বসুপুত্র পৈল মহারাজ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হোতা ছিলেন। মহাভা-শান্তি ৪৭। সুমন্তু, পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও শুকদেব (ব্যাসের তনয়) এই পাঁচজন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩১। (৩) দ্বৈপায়নশিষ্য পৈল মুনি ঋক্ সমূহ সংগ্রহ করিয়া উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এবং স্বীয় শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলিকে অধ্যাপন করেন। বাস্কলি চারিখানি সংহিতা রচনা করিয়া, বোধ্য, অগ্নিমাঠর, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যাপন করেন। ইন্দ্রপ্রমতি একখানি সংহিতা রচনা করিয়া স্বীয় তনয় মার্কণ্ডেয়কে (বিষ্ণু-মার্কণ্ডেয়) অধ্যাপন করেন। মার্কণ্ডেয় স্বীয় তনয় সত্যশ্রবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত স্বীয় তনয় সত্যশ্রীকে অধ্যাপন করেন। সত্যশ্রী, শাস্ত্রাভাস তৎপর মহাতেজা শাকল্য, রথীতর ও বাস্কলি ভরদ্বাজ নামক শিষ্যত্রয়কে অধ্যাপন করেন। (৪) দেবমিত্র শাকল্য মুনি জ্ঞানাহঙ্কারে গর্ব্বিত ছিলেন। এজন্য জনক রাজার যজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হন। বায়ু-৬০। (৫) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি পৈল ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি নিদান নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৬) মুনি বিশেষ। বেদব্যাস বেদকে চারি অংশে বিভাগ করিলে মহর্ষি পৈল ঋগ্বেদ, জৈমিনী ও কবি সামবেদ, একা বৈশম্পায়ন সমস্ত যজুর্ব্বেদ ও দারুণ স্বভাব সুমন্তু মুনি অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরসাখ্য মন্ত্র এবং রোমহর্ষণ পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্যুৎপন্ন হয়েন। ভাগ-১স্ক ৪। (৭) শাকল্যের শিষ্য জাতূকর্ণ মুনি নিরুক্তের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষা দিলেন। ভাগ ১২স্ক ৬। (৮) মহর্ষি পৈল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫৩। (৯) তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবেত্তা। ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন। এবং তাহা ভাস্করদেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, পৈল প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। পৈল নিদান নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (১০) ভৃগু বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (১১) ঋষি বিশেষ। তিনি দেবরাত রাজার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও বৈশম্পায়নের বিবাদে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (১২) মহর্ষি বেদব্যাস সুমন্তু, জৈমিনী,

পৈল, বৈশম্পায়ন ও স্বীয় তনয় শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁহারাই ভারতের পৃথক পৃথক সংহিতা প্রকাশ করেন। মহাভা-আদি ৬৩। (১৩) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪। (১৪) বসুর তনয় পৈল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হোতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩২। (১৫) উশীনরের পুত্র তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর তনয় রুষদ্রথ, রুষদ্রথের তনয় পৈল, পৈলের তনয় সুতপা, সুতপার তনয় বলি। অগ্নি-২৭৭।

পৈলমৌলী—একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

পোত—তামস মনুর অন্যতম তনয়। শিব-ধর্ম্ম-৫৮।

পোতক—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১৩২।

পোতরণ—হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতির ভগিনী সিংহিকাকে দানবেন্দ্র বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৩।

পোবভেণ্ডা—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, দ্বিরথপাবনতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর রোণ্ডাদিণ্ড ও পোবভেণ্ডাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পৌড়ব—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

পৌণ্ড্র—বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা হইয়াছিলেন। হরি-হরি-১৬০।

পৌণ্ড্রক—(১) একজন রাজা। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) শিশুপালের মিত্র। রাজা বিশেষ। ভাগ-১০স্ক-৫৩। (৩) করূষ দেশাধিপতি পৌণ্ড্রক, "আমিই বাসুদেব" এই বলিয়া কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করেন, যেন কৃষ্ণ তাঁহার শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, পৌণ্ড্রক ও স্বীয় বন্ধু কাশীরাজের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে উভয়েই নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৬৬। (৩) শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ কালে রাজা পৌণ্ড্রক রুক্মীর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক যদু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৪) সাবর্ণিমনুর অন্যতম তনয়। বায়ু-১০০। সাবর্ণিমনু দেখ। (৫) বারাণসী ধামে পৌণ্ড্রক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বাসুদেবের ন্যায় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি

হন। কিন্তু বসুদেব তনয় বাসুদেব বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভ সম্ভবপর নহে মনে করিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রাঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক বারাণসীতে প্রেরণ করিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৫১।

পৌত্রি—অত্রি বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, বামরথ্য ও পৌত্রি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

পৌর—(১) অত্রির অপত্য মহর্ষি পৌর একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৫।৭৩।১। (২) ভরত বংশীয় রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পৌর, পৌরের তনয় নীপ। মৎ-৪৯। (৩) ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পৌরব (১) পৌরব নামে একজন নরপতি ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) অঙ্গরাজ যাজ্ঞিক, পৌরব রাজা দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-৫৭। (৩) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও পৌরব ছিল। তিনি তাহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। (৪) পৌরবের তনয় দুষ্মন্ত। দুষ্মন্তের তনয় বরাথ, এই বরাথের তনয় ডীর, ডীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮। (৫) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র পৌরব। মহাভা-অনুশা-৪।

পৌরবী—(১) পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে সুভদ্রা, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ প্রভৃতি দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-১৪; বিষ্ণু-৪র্থ-২৫।

পৌরিক—অতি পূর্ব্বকালে পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরস্ত্রী-কাতর ক্রূর স্বভাব নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি মৃত্যুর পরে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৃগাল জন্মে তাহার সদ্বুদ্ধি উদয় হওয়ায় তিনি অতি সাধুভাবে জীবন যাপন করিয়া কিছুকাল এক শার্দ্দূলের অমাত্যের কাজ করিয়াছিলেন। পরে অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে

কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভারতের এই গল্পটী নানা উপদেশে পরিপূর্ণ। মহাভা-শান্তি ১১১।

পৌরুকুৎস—একজন অঙ্গিরা বংশীয় মন্ত্রবেদী ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

পৌরুষিষ্টি—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার মতে কেবল তপস্যাই কর্ত্তব্য। তৈত্তি-১।৯।

পৌরুষেয়—সূর্য্যের অগ্রে ক্রমে ক্রমে হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয় প্রভৃতি দ্বাদশ রাক্ষস গমন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ দেখ। বায়ু ৫২।

পৌর্ণমাস—(১) দর্শ পৌর্ণমাস বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ, ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথম সৃষ্ট হয়েন। বায়ু ৬৭। জয়গণ দেখ। (২) মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় লম্বোদর। ভাগ ১২।১-১। (৩) মরীচির পত্নী সম্ভূতির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বিরজা ও সর্ব্বগ নামে দুই পুত্র জন্মে। মার্ক-৫২; বিষ্ণু ১।৭-১। (৪) অগস্ত্য বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-২০২।

পৌল—তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু ৬২। তামস মনু দেখ।

পৌলকায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সত্য এই পাঁচটী আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৬।

পৌলম—বৈশ্বানর দানবের কন্যা পুলোমা ও কালকাকে মারীচ বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে পৌলম ও কালখঞ্জ দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

পৌলস্ত্য—(১) ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ঔর্ব্বের ও মারুত এই দুইটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫। (২) পুলস্ত্য বংশীয় বলিয়া রাবণের এক নাম পৌলস্ত্য। রামা-উত্ত ২০, ২৯। ঋষি বিশেষ। রামা আদি ২০, (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড ৬৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

পৌলহ—প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান, আঙ্গিরস দ্যুতিমান্, বাশিষ্ঠসবন, আত্রেয়হব্যবাহন ও পৌলহ এই সাত জন ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭।

পৌলি—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের একমাত্র বশিষ্ঠই আর্ষের প্রবর। মৎ ২০০।

পৌলুষি—পুলুষ ঋষির তনয় ব্রহ্মবাদী সত্যযজ্ঞ। তিনি পুলুষি নামেও খ্যাত ছিলেন। ছান্দো-৫ম ১১শ ১ম।

পৌলোম—ঋষি বিশেষ। হরি-হরি ৭। মারীচ রাক্ষসের অন্যতমা স্ত্রী ও বৈশ্বা

নবের কন্যা পুলোমার সন্তানেরা পৌলম দৈত্য নামে খ্যাত ; বায়ু-৭৮। মহাত্মা কশ্যপের ঔরসেও বৈশ্বানর দানব কন্যা পুলোমার গর্ভে পৌলোমেরা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সংখ্যায় ষষ্টিসহস্র ছিলেন। মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন হস্তে সকলেই নিহত হন। ভাগ ৬স্ক-৬। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিশ্ব দেবগণ পৌলোমগণের সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ ৮স্ক-১০।

পৌলমী (১) ইন্দ্র পৌলমীর গর্ভে জয়ন্ত ঋষভ ও মীঢ়ুষ নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ভাগ ৬স্ক-১৮ (২) পুলোমা তনয়া পৌলোমী মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে ভৃগুর ভুবন, ভৌবন, সুজন্য, সুজন, ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয়, দক্ষ প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা ও যাজ্ঞিক পুত্র উৎপন্ন হয়। পরে ভৃগু পৌলোমীতে দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রগণকে উৎপন্ন করেন। মৎ ১৯৫।

পৌষ্টি — যযাতির পৌত্র পুরু। পুরুর অন্যতমা স্ত্রী পৌষ্টি হইতে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি ৯৪।

পৌষ্কায়ণ — ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বাৎস্যরা, বৈদস ও বৈদস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৫।

পৌষ্পিঞ্জি — তিনি স্বীয় গুরু সুকর্ম্মার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের উদীচ্য নামে খ্যাত অনেক শিষ্য ছিল। লোগাক্ষি, লাঙ্গলী, কুল্য, কুশীদ, কুক্ষি এই পাঁচজন পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য শত শত সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) মহর্ষি সুকর্ম্মা স্বীয় শিষ্য পৌষ্পিঞ্জি ও হিরণ্যনাভকে সহস্র প্রকার সামবেদ সংহিতা অধ্যয়ন করান। লোকাক্ষী, কুথুমি, কুশীদ ও লাঙ্গলী প্রভৃতি পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য। ইহাদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা রচিত হইয়াছে। বিষ্ণু-৩য় ৬। পৌষ্যঞ্জি দেখ।

পৌষ্য—নরপতি পৌষ্য উপাধ্যায় আয়োদধৌমের শিষ্য মহর্ষি বেদকে উপাধ্যায় পদে বরণ করেন। এই বেদেরই শিষ্য উতঙ্ক ঋষি তাঁহার মহিষীর কর্ণাভরণ গুরু দক্ষিণার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯,২০। উতঙ্ক দেখ।

পৌষ্যঞ্জি—ইন্দ্র বরে মহর্ষি সুকর্ম্মার পৌষ্যঞ্জী ও হিরণ্যনাভ কৌশিল্য নামে দুই শিষ্য লাভ হইয়াছিল। শোভন উদীচ্য সাধারণই ঐ পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য। তিনি তাঁহাদিগকে পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য কুথুমি, লোকাক্ষী, কুশীতি ও লাঙ্গলী এই চারিজন। বা ৬১ ; ব্রহ্মা ৬৭। সুকর্ম্মা দেখ।

পৌষ্পিঞ্জি দেখ।

প্রকাল—দেবাসুর যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যগণের প্রতি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলে, দৈত্যপতি প্রকাল সেই চক্র গ্রাস করিয়া ফেলেন। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব শূল প্রহারে প্রকাল, কালপ্রভ, কলাস্থ, কালবিগ্রহ প্রভৃতি দৈত্যকে বিনাশ করেন। স্কন্দ-নাগ ১৪।

প্রকালন—নাগরাজ বাসুকির অন্যতম পুত্র। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা আদি-৫৭।

প্রকাশ—(১) রৈবতমনুর ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, অরণ্য, নিরুৎসুক, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি ৭; শিব ধর্ম্ম ৫৮। (২) মরুবংশীয় হৈহয়, বীতহব্য নামে খ্যাত ছিলেন। এই বীতহব্য শুক্রাচার্য্যের প্রভাবে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। এবং তাহার বংশীয়েরা পরবর্ত্তী সময়ে সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই বংশের মহর্ষি শ্রবার তনয় তম। তমের তনয় প্রকাশ, প্রকাশের তনয় বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। মহাভা অনুশা ৩০।

প্রকাশক—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। ৩।২।৯; পদ্ম সৃষ্টি ৭। রৈবত মনু দেখ।

প্রকৃতি—(১) মহাবিষ্ণু সৃষ্টি প্রারম্ভে লোক সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিন রূপ অবলম্বন করিয়াছেন। বৃহন্না-৩। (২) দুর্গার অন্য নাম। বায়ু-৯১। (৩) পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ পুরুষ ও বামাঙ্গ প্রকৃতি স্বরূপা হইলেন। নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন। এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল—দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-১।

প্রগল্ভা—ভদ্রকালীর অপর নাম। বায়ু-৯।

প্রগাথ—কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি প্রগাথ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কলিভর্গা। ঋক্-৮।৬০।১; ৮।১।১।

প্রঘস—(১) রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে তিনি বানর হস্তে নিহত হন। মহাভা বন-২৮৩। (২) রাবণের প্রঘস নামে দুই জন সেনাপতি ছিল। একজন হনুমান হস্তে নিহত হন। রামা সুন্দ ৪৬। (৩) প্রঘস নামে আর একজন সুগ্রীব হস্তে নিহত হন। রামা লঙ্কা-৪৩। (৪) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়, মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সমদ্ভূত সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রঘস, বিঘস, সঙ্ঘস,

অশনিপ্রভ, বিদ্যুৎপ্রভ, সুঘোষ, উন্মত্তাক্ষ, ভয়ঙ্কর, অগ্নিদত্ত, অগ্নিতেজা, বাহু, শক্র, প্রতর্দ্দন, বিরাধ ও বিপ্রচিত্তি নামে পঞ্চদশ সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই শক্র হস্তে বিনষ্ট হন। বরা-৯১। (৫) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। বরা ৯৩। (৬) বলির অন্যতম অনুচর জনৈক প্রধান দানব। মৎ-২৪৫। (৭) রাবণের সেনাপতি। হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কালে অশোক বন নষ্ট করেন। রাবণ হনুমানের দমনার্থ প্রহস্ত প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন কিন্তু সকলেই হনুমান হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দ ৪৬। (৮) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তৎপত্নী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত, প্রঘস প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী, কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত ৫। কেতুমতি দেখ।

প্রঘসা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য ৪৭।

প্রঘাস—মেঘ নামক দেবতাদিগের অন্যতম। বায়ু ৬২। মেঘ দেখ।

প্রঘোষ—লক্ষ্মণা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম প্রঘোষ। ভাগ-১০স্ক-৬১।

প্রচণ্ড (১) জাত হারিণীর অন্যতম পুত্র। অসংযত চরিত্র নরগণের স্মৃতিকে সে বিনষ্ট করে। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও স্মৃতিহারিণী দেখ। (২) জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি তিনি দেবী পার্ব্বতীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পদ্ম উত্ত ১০২।

প্রচণ্ডনরসিংহ—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চনা করিলে, নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৬১।

প্রচণ্ডা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

প্রচণ্ডাস্য—তুগ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী পার্ব্বতীর সহিত যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন করেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭১।

প্রচিন্বান্ (১) রাজা পুরুর পুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের তনয় প্রচিন্বান। তিনি প্রাচী দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচিন্বান নামে খ্যাত হন। তাঁহার তনয় প্রবীর, প্রবীরের তনয় মনস্যু। হরি-হরি-৩১। (২) পুরুবংশীয় জনমেজয়ের তনয় প্রচিন্বান্, তৎপুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; ভাগ-৯স্ক-২০।

প্রচেতা—(১) মহর্ষি প্রচেতা অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি

ছিলেন। তিনি দুঃস্বপ্ন বা অমঙ্গল নাশের জন্য কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ১০।১৬৪।১। (২) যযাতি বংশীয় দ্রুহ্যুর তনয় প্রচেতা, তৎপুত্র সুচেতা। হরি-হরি-৩২। (৩) বেন তনয় পৃথুর বংশীয় প্রাচীনবর্হির পত্নী সমুদ্র কন্যা সবর্ণা দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রচেতা। তাঁহারা দশ সহস্র বৎসর সমুদ্র সলিলে শয়নপূর্ব্বক একধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রচেতাদের তপস্যাচরণকালে মহীরুহ-গণ অরক্ষমানা মহীকে আবরণ করিয়া-ছিল। তপোযুক্ত প্রচেতারা জ্ঞান চক্ষুদ্বারা, তাহা জ্ঞাত হইয়া জাতক্রোধ বশতঃ মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃজন-পূর্ব্বক বৃক্ষ সকল ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃক্ষ সকলের রাজা সোম বৃক্ষক্ষয়ে ব্যথিত হইয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন এবং স্বীয় কন্যা মারীষাকে পরিণয়ার্থে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা দশ ভ্রাতা মিলিয়া মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়। হরি-হরি-২। (৪) গন্ধর্ব্ব দুহিতা সুযশা, প্রচেতা হইতে কম্বল, হরিকেশ, কপিল, কাঞ্চন ও মেঘমালী নামে চারি পুত্র এবং লোহেয়ী, ভরতা, কৃষাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারিটী কন্যা লাভ করেন। এই চারিটী অপ্সরা কন্যাকে বিক্রমশালী বিশাল বিবাহ করেন। বায়ু-৬৯। সুযশা দেখ। (৫) প্রাচীন-বর্হির ঔরসে ও সমুদ্র কন্যা শতদ্রুতির গর্ভে তাঁহাদের জন্ম হয়। তাঁহার দশ ভাই প্রচেতা নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই সমান ব্রতধারী ও ধর্ম্মপরায়ণ। পিতৃ আদেশে তাঁহারা সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। প্রথমে মহাদেবকে পরে মহাদেবের উপদেশে বিষ্ণুকে আরাধনা করেন। বিষ্ণু তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মারিষাকে বিবাহ করিতে বর দেন। তদনুসারে তাঁহারা স্বরাজ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৪স্ক-২৪। (৬) যযাতি বংশীয় দুর্ম্মদের পুত্র। প্রচেতার একশত সন্তান। তাঁহারা উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছেন। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৭) প্রাচীনবর্হির পুত্র দশ প্রচেতারা সকলে মিলিয়া অপ্সরা সম্ভূতা বৃক্ষগণ কর্ত্তৃক পালিতা একটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে দক্ষ জন্মলাভ করেন। ভাগ-৬স্ক ৪। (৮) পৃথুনন্দন হবির্দ্ধানের পত্নী আগ্নেয়ী প্রাচীনবর্হিকে প্রসব করেন। প্রাচীন-বর্হির স্ত্রী সমুদ্র তনয়া, প্রচেতা নামক দশ পুত্র প্রসব করেন। মহাদেবের শাপে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রচেতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রচেতাদের ঔরসে

ও মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ ১৪। (৯) মনুবংশীয় নৃপতি প্রাচীনবর্হির পত্নী ও সমুদ্রের কন্যা সবর্ণা প্রচেতা নামে দশ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা পিতার আদেশে সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পুত্রার্থে ভগবান আরাধনা করেন। হরি তাঁহাদিগকে সন্তান উৎপাদনের বর প্রদান করেন। তদনুসারে সোমের অনুরোধে প্রচেতাগণ, দশ ভ্রাতা মিলিত হইয়া, বৃক্ষগণের পালিতা, মহর্ষি কণ্ডুর ঔরসে ও প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে উৎপন্না, মারিষা নাম্না কন্যাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতির জন্ম হয়। এইখানে দ্রষ্টব্য এই যে মারিষার সোমের অংশে জন্ম বলিয়া তাঁহার পুত্র দক্ষ সোমের দৌহিত্র, আবার এই দক্ষেরই সাতাইশটী কন্যাকে সোম বিবাহ করেন। বিষ্ণু ১ম-১৫। (১০) যযাতি বংশীয় দুর্গমের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার একশত তনয় উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭। (১১) প্রজাপতি ব্রহ্মার অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৮। (১২) প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৯। (১৩) প্রচেতার পুত্র মেধস। তিনি রাজা সুরথকে দুর্গা পূজার বিধান দেন। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-৬২। (১৪) প্রচেতার তনয় মেধস। তিনি রাজা সুরথকে দুর্গাপূজার বিধান দেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ ৬২। (১৫) প্রচেতার পুত্র অসিত, অসিতের তনয় দেবল বা অষ্টাবক্র। ব্রহ্মবৈ কৃষ্ণ ৩০। (১৬) ব্রহ্মার অন্যতম মানস পুত্র। মৎ-৩। (১৭) সমুদ্র নন্দিনী সবর্ণার গর্ভে, প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে খ্যাত। সোমের কন্যা মারিষার গর্ভে প্রচেতাদের দক্ষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪১। (১৮) যযাতি বংশীয় ঘৃতের তনয় বিদুষ, বিদুষের তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার একশত পুত্র। ইঁহারা সকলেই উত্তর দিক অধিকার করিয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি হন। মৎ-৪৮। (১৯) অত্রি বংশে প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতা নামে খ্যাত। দক্ষ নামে এই দশ ভ্রাতার এক পুত্র ছিল। মহাভা-শান্তি-২০৮। (২০) প্রথমতঃ ইহার দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রচেতা মুখনির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দগ্ধ করেন। পরে দক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা আদি-৭৫। (২১) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৭।

প্রচোদিকা— যমের দৌহিত্রী নিয়োজিকার কন্যা। মার্ক ৫১। অন্ধহারী ও নিয়োজিকা দেখ।

প্রজঙ্ঘ—(১) রাবণের অন্যতম সেনাপতি।

লঙ্কা সমরে তিনি অশ্বকর্ণের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (২) বানর দলপতি। বানর সৈন্যের লঙ্কায় অভিযান কালে প্রজঙ্ঘ, দরীমুখ, জম্ভ, সরভ ইহারা সৈন্যদিগকে সত্বর গমনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪। (৩) অন্য একজন রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে অঙ্গদকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭৬।

প্রজন—ভরত বংশীয় সম্বরণের তনয় কুরু। কুরুর নামানুসারে তাঁহার বংশ কৌরব নামে খ্যাত। কুরুর সুধন্বা, জহ্নু, পরীক্ষিৎ, প্রজন ও অরিমর্দ্দন এই পাঁচ পুত্র। মৎ-৫০।

প্রজাগরা—অপ্সরা। প্রজাগরা ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-বন-৪৩।

প্রজাতি—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড ৩১।

প্রজানি—(১) বৈবস্বত মনুর বংশীয় ভলন্দনের তনয় প্রাংশু, প্রাংশুর তনয় প্রজানি, তৎপুত্র খনিত্র। বায়ু ৮৬। (২) প্রজানির তনয় কনিত্র, কনিত্রের তনয় ক্ষুপ। বিষ্ণু ৪র্থ ১।

প্রজাপতি—(১) ইন্দ্র ও অসুর বিরোচন একবার প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। বিরোচন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই চলিয়া আসেন। কিন্তু ইন্দ্র সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া গৃহাগত হন। ছান্দো ৮। (২) প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। তন্মধ্যে দৈত্যসেনা কেশী দানবের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন বলিয়া কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। দেবসেনাকে কার্ত্তিকেয় বিবাহ করেন। মহাভা-বন-২২২—২৩০। দেবসেনা দেখ। (৩) ব্রহ্মার অন্য নাম। মৎ-৪। (৪) দেবরাজের ধর্ম্মসংহিতা নামক সভায় মনু প্রজাপতি, বেদব্যাস, অত্রি, উদ্দালকি, আপস্তম্ব, বৃহস্পতি, শুক্র, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিরা সম্মিলিত হইয়া, ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-১১৭।

প্রজাপত্য একটী রুদ্রের নাম। অগ্নি ৮৫।

প্রজাপাল—(১) সত্যযুগে শ্রুতকীর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রজাপাল। তিনি মহাতপা নামে এক মুনির নিকট বিবিধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বরা ১০, ২১। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় দীর্ঘবাহুর পুত্র প্রজাপাল, প্রজাপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি জন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। দীর্ঘবাহু দেখ।

প্রজাবতী—কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা প্রজাবতী নরপতি প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তিনি সম্রাট ও কুক্ষি নামে দুই কন্যা এবং আগ্নীধ্র, মেধাতিথি

প্রভৃতি দশ পুত্র প্রসব করেন। মার্ক-৫৩। কর্দ্দম, কুক্ষি ও প্রিয়ব্রত দেখ।

প্রজাবান্—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে প্রজাবান্ নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি যজমান সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।১৮৩।১।

প্রজ্ঞা—মহাদেবের স্ত্রী পার্ব্বতীর এক নাম। ব্রহ্মার মুখ হইতে তাঁহার জন্ম হয়। বায়ু-৯।

প্রজ্বর—প্রজ্বরের স্ত্রী মৃত্যু ও জরা। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-১।

প্রণবেশী—দুর্গ অসুরের বিনাশার্থ, পার্ব্বতী স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মহাশক্তির সৃষ্টি করেন, প্রণবেশী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ কাশী উত্ত-৭২।

প্রণয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

প্রতদন—মহর্ষি প্রতদন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্ ১০।১৭৯।১।

প্রতপণ—একজন রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে নল নামক বানরপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। নল তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া পরে তাঁহাকে বধ করেন। রামা-লঙ্কা-৪৩।

প্রতর্দ্দন—(১) বারাণসীর রাজা দিবোদাসের পত্নী দৃশদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। দিবোদাস হৈহয়বংশীয় নরপতি ভদ্রশ্রেণ্যকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী নগরী অধিকার করেন। কিন্তু ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম পুন বারাণসী অধিকার করেন। দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন আবার বারাণসী অধিকার করেন। প্রতর্দ্দনের তনয় বৎস ও ভার্গ। হরিবংশ-১। (২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে অশ্ব দান করিয়া আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হন। মহাভা-বন-১৯৬। (৩) কাশীর রাজা ভীমসেনের তনয় দিবোদাস, মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় যযাতির কন্যা মাধবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া প্রতর্দ্দন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন ও কন্যার শুল্ক স্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করেন। মহাভা-উদ্-১১৬। মাধবী দেখ। (৪) পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে প্রতর্দ্দনের পুত্র গোষ্ঠে গোবৎস-কুল কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-৪৯। (৫) উত্তমমনুর সময়ে প্রতর্দ্দন, সুধামা, সত্য, শিব, বশবর্ত্তী, এই পাঁচটী দ্বাদশক গণ ছিলেন। কূর্ম্ম পূ ৫০। (৬) তৃতীয় মন্বন্তরে উত্তমী মনু ছিলেন। এই সময়ে সুধাম, সত্য, শির, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৭) কাশীরাজ ধন্বন্তরীর বংশে

দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। প্রতর্দ্দন মদংশগণ বংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম শত্রুজিৎ হয়। ইঁহার পিতা দিবোদাস ইঁহাকে অতি প্রীতির সহিত "বৎস" "বৎস" বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া তাঁহার নাম বৎস হয়। তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া ইঁহার এক নাম ঋতধ্বজ হয়। ইনি কুবলয় নামক অশ্বের প্রাপ্তি নিবন্ধন কুবলয়াশ্ব নামেও কথিত হন। বিষ্ণু-৪।৮। অলর্ক দেখ। (৮) রাজা বিশেষ। রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, তিনি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ইহারই পুত্র বৎস। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, গোষ্ঠে বৎসকুল কর্তৃক বৎস রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-৪৯। (৯) কাশীর অধিপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-২৩৪। (১০) তিনি ব্রাহ্মণকে স্বীয় তনয় দান করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। (১১) জনৈক রাজা। মাতামহ যযাতির স্বর্গ পতন সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হয়। তাঁহার পিতার নাম ঔসদশ্ব। মহাভা-আদি ৯২। (১২) জনৈক রাজর্ষি। মহাভা সভা ৮। (১৩) কাশীর রাজা। তিনি দাশরথি রামের সখা ছিলেন। লঙ্কাসমরবিজয়ী রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য তিনি অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। রামা উত্ত ৩৮।

প্রতাপ—(১) সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ কালে, তিনি অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা বন ২৭২—৭০। (২) দৈত্যপতি বলির অন্যতম অনুচর জনৈক প্রধান দৈত্য। মৎ ২৪৫।

প্রতাপমুকুট—প্রাচীনকালে প্রতাপমুকুট নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে দারপরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিলে, তাঁহার পুত্র এই সংসারের অনিত্যতা, কর্ম্মফলজনিত পুনর্জ্জন্ম ও তদানুসঙ্গিক দুঃখ শোকাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া, কিরূপে বারাণসী ক্ষেত্রে পঞ্চায়তনে পবিত্র ওঙ্কারদেবের আরাধনা করিয়া পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ হয় তাহা সবিস্তারে বর্ণন করেন। তাহা শুনিয়া নরপতি প্রতাপ মুকুট সংসারে বীতরাগ হইয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন ও স্বয়ং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বারাণসী ক্ষেত্রে ওঙ্কারদেবকে প্রাপ্ত হন। শিব সনৎ-৪৬।

প্রতি—পুরূরবার বংশীয় কুশের পুত্র। প্রতির তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র জয়। ভাগ-৯।১৭।

প্রাতিকামী—দুর্য্যোধনের অনুগত সূত।

যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদী পণে পরাজিত হইলে, দ্রৌপদীকে সভায় আনিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রাতিকামীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রাতিকামী অকৃতকার্য্য হইলে, পরে দুঃশাসন প্রেরিত হন। মহাভা সভা ৬৬।

প্রতিকৃৎ—উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু ৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

প্রতিক্ষত্র—(১) অত্রি বংশীয় মহর্ষি প্রতিক্ষত্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ ও দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্ ৫।৪৬।১। (২) চন্দ্রবংশীয় আয়ুর তনয় অনেনা। অনেনার তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সৃঞ্জয়। হরি হরি-২৯। (৩) সাত্বত বংশীয় শমীর তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় স্বয়ংভোজ, স্বয়ংভোজের তনয় হৃদিক। হরি হরি-৩৮; বায়ু ৯৬। (৪) যদুবংশীয় শমি হইতে প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্র হইতে স্বয়ম্ভোজ, স্বয়ম্ভোজ হইতে হৃদিক জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম পূ ২৪। (৫) ভজমান বংশীয় শোনাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র প্রতিক্ষেত্র, তৎপুত্র হৃদিক। মৎ ৪৪; অগ্নি-২৭৫। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (৭) যদুবংশীয় নরপতি শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ম্ভোজ, স্বয়ম্ভোজের তনয় হৃদিক। বিষ্ণু-৪র্থ ১৪। (৮) প্রতিক্ষত্রের তনয় ভোজ, ভোজের তনয় হৃদিক। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩। (৯) ভজমান বংশীয় শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র প্রতিক্ষেত্র, প্রতিক্ষেত্রের পুত্র হৃদিক। মৎ-৪৪।

প্রতিক্ষেত্র—ভজমান বংশীয় শোণাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম শমীর পুত্র। প্রতিক্ষত্রের তনয় প্রতিক্ষেত্র, তৎপুত্র হৃদিক। মৎ-৪৪। প্রতিক্ষত্র দেখ।

প্রতিজ্ঞেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ, কুমার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। স্কন্দ মাহে-কুমা ৩৩।

প্রতিত্বক—জনক বংশীয় হর্য্যশ্বের পৌত্র ও মরুর পুত্র। প্রতিত্বকের তনয় ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিরথ। বায়ু ৮৯।

প্রতিদৃক্—উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ। বায়ু-৬৭।

প্রতিপক্ষ—মহাত্মা মরুত্তের বংশের ক্ষত্রধর্ম্মের তনয় প্রতিপক্ষ, প্রতিপক্ষের তনয় সঞ্জয়। বায়ু ৯৩।

প্রতিপার্শ্ব—সূর্য্যবংশীয় ভাবোর তনয়। প্রতিপার্শ্বের পুত্র সুপ্রাতিপ। মৎ-২৭১।

প্রতিপালক—পরাশর বংশীয় বিশ্বরূপ নামক এক মুনির এক নামে এক পুত্র ছিল। তিনি একবার মকর সংক্রান্তিতে চপলতা বশতঃ পিতার দেবভবন হইতে মকর ও লিঙ্গ অপহরণপূর্ব্বক একটী ঘৃত কুম্ভে স্থাপন করেন। অতঃপর

কিয়ৎকালান্তে তিনি মরণাপন্ন হইয়া আনর্ত্ত দেশে রাজপুত্ররূপে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মে বালকতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানতাবশতঃ অনুষ্ঠিত হইলেও, সেই ঘৃত ও লিঙ্গের সংযোগহেতু ঘৃতকম্বল মাহাত্ম্যে এইরূপ ফললাভ হইয়াছিল। পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিহেতু এই জন্মে পিতৃপিতামহগত রাজ্য পাইয়া রাজ্যস্থ সমস্ত লিঙ্গকেই যথাশক্তি ঘৃতদ্বারা আবৃত করেন। তাহাতে ভগবান পার্ব্বতীপতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে গাণপত্য দান করেন ও সেই শরীরেই তাঁহাকে কৈলাসে লইয়া যান। তথায় তিনি প্রতিপালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শিবের আদেশ পালনে নিযুক্ত রহিলেন। স্কন্দ মাহে কুমা-৭।

প্রতিপ্রভ—অত্রির তনয় মহর্ষি প্রতিপ্রভ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-৫।৪৯।১।

প্রতিবন্ধক—জনক বংশীয় নরপতি মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ। কৃতরথের তনয় কৃতি। বিষ্ণু ৪র্থ-৫।

প্রতিবাহু—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৯৬। অক্রূর দেখ। (২) যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪; বায়ু-৯৬। অক্রূর ও প্রতিবাহু দেখ।

প্রতিবাহু (১) যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা নরপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজনন্দিনী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, প্রতিবাহু প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরিবংশ-৩৪। ভাগবতের ৯স্ক-২৪ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। অক্রূর ও প্রতিবাহু দেখ। (২) কৃষ্ণবংশীয় বজ্রের পুত্র, অনিরুদ্ধের পৌত্র। প্রতিবাহুর তনয় সুবাহু, সুবাহুর পুত্র উপসেন। ভাগ-১০স্ক-৯০। (৩) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। তৎ-প্রপৌত্র প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র সুচারু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (৪) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মাঙ্গুবৃত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃষ্টবর্ম্মা, গোধনচর, আবাহ এবং প্রতিবাহু জন্মগ্রহণ করে। লি-৬৯। (৫) যদুবংশীয় বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু। বায়ু-৯৬।

প্রতিবিন্ধ্য—(১) দ্রৌপদী হইতে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক ও সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৪২, ২২১; মহাভা-সভা-৬৯; ভাগ-৯স্ক-২২; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু ৪র্থ-২০; মৎ-৫০। (২) পূর্ব্বজন্মে তিনি বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

প্রতিব্যূহ, প্রতিব্যূহ—ইক্ষ্বাকু বংশীয়

ক্ষয়ের তনয় বৎসব্যূহ, বৎসব্যূহের পুত্র প্রতিব্যূহ, তৎপুত্র দিবাকর। বায়ু ৯৯।

প্রতিব্যোম—(১) রঘুবংশীয় নরপতি বৎসবৃদ্ধের পুত্র। ভানু প্রতিব্যোমের আত্মজ। ভানুর তনয় দিবাকর, দিবাকরের তনয় সহদেব। মৎ-২৭১।

প্রতিভানু—(১) অত্রির অপত্য মহর্ষি প্রতিভানু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্ ৫।৭৮।১। (২) সত্যভামার গর্ভজ শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ ১০স্ক ৬১; হরি বি-২৬।

প্রতিমর্দন—একজন মুনি। মহা-সভা ২ অ ২৫৪।

প্রতিমেধ—মেধাঃ, মেধাতিথি, সত্যমেধাঃ, প্রাংশুমেধাঃ, অল্পমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ, দীপ্তিমেধাঃ, যশোমেধাঃ, স্থিরমেধাঃ, পদ্মমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান্ ও মেধকর্তা ইঁহারা স্বমেধাগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড ৬৮; বায়ু ৬২।

প্রতিরথ—(১) অত্রিবংশীয় মহর্ষি প্রতিরথ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৫।৪৭।১। (২) পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের তংসু, সুবাহু ও প্রতিরথ নামে তিন পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। প্রতিরথের তনয় কণ্ব, কণ্বের তনয় মেধাতিথি। হরি-হরি ৩২। গৌরি ও তংসু দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের বংশীয় বজ্রের তনয় প্রতিরথ, প্রতিরথের পুত্র সুচারু। হরি-হরি-১৬। (৪) পুরু-বংশীয় ভদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম মতিনার, মতিনারের পুত্র তংসুবোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত। প্রতিরথের তনয় কণ্ব, কণ্বের তনয় প্রসিদ্ধ মেধাতিথি। অগ্নি ২৭৮।

প্রতিরূপ—অতি প্রাচীনকালে প্রতিরূপ নামে একজন বিখ্যাত দানব রাজা ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৭।

প্রতিরূপা—প্রজাপতি মেরুর অন্যতমা কন্যা প্রতিরূপাকে মনুবংশীয় কিম্পুরুষ বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক ২অ।

প্রতিশ্রবা—কুরুবংশীয় নরপতি অনশ্বা হইতে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ হইতে ভীমসেন, ভীমসেনের স্ত্রী কুমারী হইতে প্রতিশ্রবা, প্রতিশ্রবার পুত্র প্রদীপ। মহাভা-আদি ৯৫। প্রতীপ দেখ।

প্রতিষ্ঠা (১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী যে সকল মাতৃকা ছিলেন, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) পুণ্যের পত্নী প্রতিষ্ঠা দেবী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১; দেবীভাগ-৯স্ক-১।

প্রতিহর্তা—যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারি জন প্রধানতঃ যজ্ঞ নির্ব্বাহক হন। ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন জন করিয়া সহকারী থাকে। তাহাদিগের

ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় প্রতিশ্রবা এবং প্রতিশ্রবার তনয় প্রতীপ, তৎপুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। মহাভা আদি-৯৫। (৪) জনক বংশীয় নৃপতি মরুর পুত্র। প্রতীপের তনয় কৃতরথ, কৃতরথের তনয় দেবমীঢ়। ভাগ ৯স্ক ১৩। (৫) যযাতি বংশীয় দিলীপের পুত্র। প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২২। (৬) কুরুবংশীয় নরপতি দিলীপের পুত্র প্রতীপ, তৎপুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। তন্মধ্যে বাহ্লিকের তনয় সোমদত্ত এবং শান্তনুর তনয় ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৭) কুরুবংশীয় দিলীপের তনয় প্রদীপ। দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক প্রদীপের পুত্র। বাহ্লিকের সপ্ত পুত্র। সকলেই বাহ্লিক নামে প্রসিদ্ধ। দেবাপি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছিলেন বলিয়া প্রজাগণকর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন। মৎ-৫০। (৮) রাজর্ষি সুরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদূরথ ও ঋক্ষ। ইনি দ্বিতীয় ঋক্ষরূপে পরিচিত। তাহার তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের আত্মজ প্রতীপ, প্রতীপের পুত্র শান্তনু, শান্তনুর তনয় দেবাপি, বাহ্লিক ও সোমদত্ত। অগ্নি-২৭৮। দেবাপি ও শান্তনু দেখ। (৯) বায়ু পুরাণে (৯৯ অঃ) প্রতীপ সুরথের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ। সেখানে প্রতীপের পিতা দিলীপ ও তিন পুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে (মধ্যখণ্ড ৬৯) অতিথির তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। তাঁহার দেবাপি প্রভৃতি তিন পুত্র। প্রতিপক দেখ।

প্রতীপক—পুরুবংশীয় দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, দিলীপের আত্মজ প্রতিপক, তৎপুত্র দেবাপি। কূর্ম-২৪। প্রতীপ দেখ।

প্রতীপালক—প্রতিপালক দেখ।

প্রতীর—ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। মার্ক-১০০। অনুগ্রহ দেখ।

প্রতীহ—মনুবংশীয় নরপতি পরমেষ্ঠীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুবর্চলার গর্ভে প্রতীহ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীহ বহু বহু লোকের নিকট আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা-পূর্ব্বক তদ্বারা স্বয়ং পবিত্র হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সুবর্চলা, প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তোতা ও উদ্গাতা নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

প্রতীহর্ত্তা—প্রতিহর্ত্তা দেখ।

প্রতীহার—প্রতিহার দেখ।

প্রতোষ—ভগবান যজ্ঞ ও দক্ষিণার দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। ইহারা রুচির দৌহিত্র। ইহারা দ্বাদশ জন স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে তুষিত দেবতা হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১।

প্রত্যগ্র—(১) যযাতি বংশীয় নৃপতি বসুর

অন্যতম পুত্র। তিনিও চেদী দেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) উপরিচর বসুর সাত পুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪।

প্রত্যগ্রহ—(১) চেদিরাজ উপরিচর বসুর ঔরসে ও গিরিকার গর্ভে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও মত্তম নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ২৭। (২) চেদি দেশের রাজা উপরিচর বসুর প্রত্যগ্রহ, বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মাবেল্ল ও যদু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩। (৩) বিশ্বোপরিচর নামে এক অন্তরীক্ষবাসী বসু হইতে গিরিকা সাতটি পুত্র লাভ করেন। প্রত্যগ্রহ তাঁহাদিগের অন্যতম। বায়ু-৯৯। কুশ ও ... দেখ।

প্রত্যূষ—অষ্টবসুর অন্যতম। বিষ্ণু ১ম-১৫। আপ ও ধ্রুব দেখ। প্রত্যূষের তনয় দেবল, দেবলের ক্ষমাবান্ ও তপস্বী নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩। দেবল দেখ। (২) দক্ষের কন্যা বসুর গর্ভে ও ধর্মের ঔরসে প্রত্যূষ প্রভৃতি অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যূষের তনয় ভগবান যোগী দেবল। কূর্ম-পূ-১৬; স্কন্দ প্রভা ২০। প্রত্যূষের তনয় ঋভু। পদ্ম সৃষ্টি ৬। (৩) প্রজাপতির পুত্র, মনুর পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র। তিনি প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৪) ব্রহ্মর্ষিদের অন্যতম। তাঁহার তনয় অচল। বায়ু-৬১।

প্রত্যূষেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে প্রত্যূষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-১০৮।

প্রথ—মহর্ষি বশিষ্ঠের অপর নাম। ঋক্-১০।১৮১।১।

প্রথম—দনুর গর্ভজাত কশ্যপের শত পুত্রের অন্যতম। কশ্যপ ও দনু দেখ।

প্রথিত—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অপোমূর্তি ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

প্রদাতা—শ্রাদ্ধভাগাহ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা ৯১।

প্রদীপ—প্রতীপ (৭) দেখ।

প্রদোষ—ধ্রুবের প্রপৌত্র। পুষ্পার্ণের ঔরসে ও দোষার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ভাগ ৪স্ক-১৩।

প্রদ্বেষী—মহর্ষি দীর্ঘতমার স্ত্রী। তাঁহা হইতে গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতেন না। সেজন্য দীর্ঘতমা তাহাকে অভিশাপ দেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘতমাকে জলে ভাসাইয়া দিতে আদেশ করেন। গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরা দীর্ঘতমাকে এক ভেলায় বন্ধন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেন। মহাভা-আদি-১০৪। দীর্ঘতমা দেখ।

প্রদ্যুম্ন—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী রুক্মিণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

তাঁহার জন্মের পর ৭ম দিবসে সূতিকা গৃহ হইতে শম্বর নামক অসুর তাঁহাকে হরণ করিয়া স্বীয় পত্নী মায়াবতীর হস্তে অর্পণ করেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে মায়াবতী তৎপ্রতি প্রণয়াসক্তা হন। পরে প্রদ্যুম্ন শম্বরকে বধ করিয়া মায়াবতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকা পুরীতে আসেন। বজ্রনাভ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতী হংসমুখে প্রদ্যুম্নের গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হন। প্রদ্যুম্ন তাহা শুনিয়া ভদ্র নামক নটের বেশে সেই দৈত্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। বজ্রনাভ এইজন্য তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বজ্রনাভ নিহত হন। প্রদ্যুম্নও প্রভাবতী সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। হরি-হরি-১৪৮, ১৫০, ১৭০ ; ভাগ ১স্ক-১৭। (২) প্রদ্যুম্ন স্বীয় মাতুল রুক্মীর কন্যা ককুদ্বতীকে বিবাহ করেন। ককুদ্বতীর গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে অনিরুদ্ধের বজ্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু ৪-১৫। (৩) রুক্মিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি একাদশ পুত্র ও চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ বৈদর্ভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধের তনয় মৃগকেতন। মৎ-৪৭। (৩) শিবের নেত্রাগ্নিতে কামদেব দগ্ধ হইলে, মহাদেব রতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে রতি ময়দানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্বরাসুরকে বঞ্চনাপূর্ব্বক দ্বাপর যুগের চরমাবস্থায় পুনর্ব্বার পতিকে লাভ করিবেন। কামদেবের যে মূর্ত্তি রুদ্রদেব কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার প্রদ্যুম্নরূপে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একবার শুম্ভদানব তাঁহাকে হরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা নিশুম্ভের হস্তে প্রদান করেন। নিশুম্ভ প্রদ্যুম্নকে আকাশ মার্গে নিক্ষেপ করিলে প্রদ্যুম্ন নিশুম্ভ নগরে গিয়া পতিত হন। তিনি সেইখানে লক্ষ্মী নাম্নী দানব কন্যাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে পলায়ন করেন। দানবরাজ তাহা জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার প্রদ্যুম্নকে পরাস্ত করিয়া সভার্য্যা তাঁহাকে হিমালয় শৃঙ্গে বজ্রপঞ্জর মধ্যে সংস্থাপন করেন। প্রদ্যুম্ন পার্ব্বতীর বরে ও কৃপায় তথা হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বধ করেন। প্রদ্যুম্নের ঔরসে লক্ষ্মীর গর্ভে বিশ্বক্সেন জন্মগ্রহণ করেন। শিব ধর্ম্ম ৮। (৫) প্রদ্যুম্নের জন্মের ৬ষ্ঠ দিবসে শম্বরাসুর তাঁহাকে হরণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করে, অমনি একটী মৎস্য শিশুটীকে গ্রাস করে। একদা

কোন ধীবর মৎস্য ধরিতে ধরিতে সেই মৎস্যটীকে পাইয়া শম্বরকে দান করেন। শম্বর মৎস্যটীকে মায়াবতীকে সমর্পণ করেন মায়াবতী মৎস্য মধ্যে প্রদ্যুম্নকে পাইয়া পতিজ্ঞানে সাদরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মায়াবতী প্রদ্যুম্নকে বলিলেন—তুমিই আমার পতি কাম, পূর্ব্বে মহাদেবের কোপানলে অনঙ্গ হইয়াছিলে। আমি তোমার পত্নী, এই দুরাত্মা শম্বর আমাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে; আমি উহার পত্নী নাই। অতএব তুমি ইহার বধসাধন কর। প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর কথায় শম্বরকে বধ করিয়া ভার্য্যা সহ পিতার নিকট আসিলেন। অগ্নি ১২। (৬) প্রদ্যুম্ন গিরিব্রজে গমন করিয়া তুমুল যুদ্ধের পর জরাসন্ধকে পরাস্ত করেন। তিনি নরপতি উগ্রসেনের নিকট সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী নরপতিদিগকে পরাজয়-পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে তিনি কচ্ছ, কলিঙ্গ, মরুধন্বা, অবন্তিকা, মালব, মাহিষ্মতি, গুর্জ্জর, চেদি, কেরল প্রভৃতি বহু রাজ্য জয় করেন। গর্গ-বিশ্ব ৪৯। (৭) মণ্ডল পূজায় ব্রহ্মার উত্তরে পদ্মপত্রোপরি গায়ত্রী দেবী পূজিতা হন। সেই পদ্মের দক্ষিণ দলে প্রদ্যুম্ন পূজিত হন। পদ্ম সৃষ্টি-২৪। (৮) প্রদ্যুম্ন [illegible] অংশ। মহাভা-আদি-৬৭। (৯) নড্বলার গর্ভে রাজা মনুর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। ভাগ ৪স্ক-১৩অ। (১০) মনুর পুত্র প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা ১৩৭। (১১) কুরুক্ষেত্র সমরের পরে যদুবংশীয়েরা দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতিশয় মদ্যপান ও তদানুসঙ্গিক ব্যভিচারে লিপ্ত হন, পরে প্রভাস ক্ষেত্রে প্রদ্যুম্ন ভোজ ও অন্ধকদিগের হস্তে নিহত হন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে নিহত করিলে ভোজ ও অন্ধক বংশীয় বীরগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থা দর্শনে প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভোজও অন্ধক বংশীয় বীরদের হস্তে নিহত। মহাভা-মৌষল-৩। (১২) দ্বাপরে বিষ্ণু বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে সঙ্কর্ষণ তাঁহার সহচর অবতার। এই দুই ভাগে পূর্ণ ব্রহ্মের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই দুই ভাগে কলিযুগে অবতীর্ণ হন। বৃহৎ ৬-১৫। প্রদ্যুম্নের বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুরাণগুলিও দ্রষ্টব্য :- সৌর ৩১; [illegible]; বিষ্ণু ৫অ ২৬, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৭; স্কন্দ কাশী-উত্ত-৬১; স্কন্দ-আব অব ২৯; অগ্নি [illegible] ৭; [illegible] ৮।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রী [illegible] বিদ্যাভূষণ, বাঙ্গালা প্রেস।
[illegible] কাশীপুর, হুগলী।

প্রদ্যোত—(১) যক্ষ বিশেষ। মহাভা-সভা ১০। (২) বৃহদ্রথ বংশীয় রাজা পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনক, পুরঞ্জয়কে সংহার করিয়া স্বীয় আত্মীয় প্রদ্যোতকে উক্ত সিংহাসন প্রদান করেন। এই বংশীয় পাঁচজন রাজা একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (৩) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় রিপুঞ্জয়কে তাঁহার অমাত্য সুনিক, হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রদ্যোত হইতে প্রদ্যোতবংশ আরম্ভ হয়। এই বংশীয় পাঁচজন ভূপতি একশত আটচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রদ্যোতের পুত্র পালক, পালকের পুত্র বিশাখয়ূপ। বিষ্ণু ৪র্থ-২৪। (৪) সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) বৃহদ্রথ বংশীয়দের রাজত্বের অবসানে বীতিহোত্র বংশের রাজত্ব কালে মুনিক নামে জনৈক রাজকর্ম্মচারী তাঁহার প্রভু প্রদ্যোতকে বধ করিয়া তৎপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। বায়ু ৯৯। (৬) যক্ষ রজতনাভের বংশের মাণভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯।

প্রধ—বৈদিক যুগের এক দেবতা। ঋক্ ৯।১১৩।১০।

প্রধা—(১) প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা। মহাভা-আদি-৬৫। কশ্যপ দেখ। (২) প্রধা হইতে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুতপর্ণা, (-পর্ণা ?) গামিনী, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, সুবাহু, সরতা, তুলা, সুপ্রিয়া, বপু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। অতিবাহু, তুম্বুরু, হাহা, হূহূ ইত্যাদি নামে খ্যাত গন্ধর্ব্বগণও প্রধার পুত্র। কালিকা-৩৪। তুম্বুরু ও অনূপা দেখ। (৩) মহাভাগা প্রধা-দেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম পবিত্র অপ্সরা বংশে সমুৎপন্ন হন। প্রধার গর্ভে অনবদ্যা প্রভৃতি আটটী কন্যা ও সিদ্ধপূর্ণ প্রভৃতি দশটী পুত্র জন্মে। অনূপা দেখ। মহাভা-আদি-৬৫।

প্রধান—(১) রাজর্ষি প্রধানের বংশে সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী অসাধারণ বিদ্যাবতী পৃথিবী পর্য্যটনকারিনী এক রমণীর জন্ম হয়। মহাভা-শান্তি-৩২১। সুলভা-দেখ। (২)ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি দ্যুতিমানের প্রধান প্রভৃতি সাত পুত্রের নামে সাতটী বর্ষ ক্রৌঞ্চদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত আছে। অগ্নি-১১৯। দ্যুতিমান দেখ।

প্রনিধি, প্রণিধি—মহর্ষি বৃহদ্রথের পুত্র। মহাভা-বন ২১৮।

প্রপ্রন্দন—প্রস্কন্নের পুত্র রাজা ক্ষত্রশ্রী মহর্ষি ভরদ্বাজের যজমান ছিলেন। ঋক্-৬।২৬।৮।

প্রপঞ্চা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

প্রপিতামহগণ- ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। পিতামহগণকে রুদ্র

ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেবভাব সনাতনী শ্রুতিও স্বীকার করিয়াছেন। মনু ৩।২৮৪।

প্রপোহয়—খ্যাতেয় দেখ।

প্রফুল্ল—(১) মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সুপ্রভ, দীপ্ততেজা, (দীপ্রতেজা-বরাহ-৩৫) প্রফুল্ল, সুরশ্মি, শুভদর্শন, সুকান্তি, সুন্দর, সুন্দ, সুমনা, শুভ, সুশীল, সুখদ, শম্ভু, সুদান্ত ও সোম এই দ্বাদশ সেনাপতি দুর্জ্জয়ের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিল। বরা-১১। (২) ঐ পুরাণে ৩৬ অধ্যায়ে প্রফুল্ল নামের পরিবর্ত্তে প্রত্নায় নাম দৃষ্ট হয়। তিনি পরে তরু নামে রাজা হন।

প্রবর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কুরুর সুধন্বা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র ছিল। হরি হরি ৩২, ১৩০ (২) প্রবর নামে এক ব্রাহ্মণ জম্বুদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর তপস্যার বলে মরণান্তে তিনি ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন পারিজাত হরণ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৩০। (৩) বসুদেবের ঔরসে ও সহদেবার গর্ভে প্রবর প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ ৯স্ক-২৪।

প্রবর্গ্য—অর্ক দেখ।

প্রবল—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী লক্ষণার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি অপর নয় ভ্রাতাদের সহিত প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয় কালে তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৩০। উদ্বেগ ও গাত্রবতী দেখ। ভাগবত-১০স্ক-৬১ অধ্যায়ে প্রবলের মাতার নাম মাদ্রী লিখিত আছে।

প্রবশ—এই মহাবলশালী দানব, দৈত্যপতি বলির জনৈক প্রধান সহায়ক ছিলেন। বাম ২৯।

প্রবসু—ঈলিন দেখ।

প্রবহণ— উত্তমি মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা ও সপ্তর্ষিগণ উর্জ্জা নামে খ্যাত ছিলেন। তখন প্রবহণ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। উত্তমি মনু ও কৌকুরণ্ডি দেখ।

প্রবালক—জনৈক যক্ষ সেনাপতি। মহাভা-সভা ১০।

প্রবাহ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য ধাতা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল কর্ত্তৃক প্রেরিত একজন সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

প্রবাহক—(১) তিনি ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ৫৩। (২) বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার প্রবাহক প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল। লি ২৪। ছাগল দেখ। (৩) মহিষাসুরের

জনৈক সেনাধ্যক্ষ মন্ত্রী। তিনি দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-৬।

প্রবাহন—চৈকিতায়ন ও জাবল দেখ।

প্রবাহুক—কুম্ভ ও কর্ণাস্ত্র দেখ।

প্রবিরাশী—রৈবত মনু দেখ।

প্রবিল্লসেন—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি পত্তলকের তনয় প্রবিল্লসেন। তৎপুত্র সুন্দরশাতকর্ণি, সুন্দরশাতকর্ণির তনয় চকোরশাতকর্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

প্রবল—রাক্ষস দৈত্য। ইনি ইন্দ্রজিতের অনুচর ছিলেন। বাল্মী-লঙ্কা ৯০।

প্রবাল—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। দনু দেখ।

প্রবীর—(১) ভৌত্যমনুর দশ পুত্রের অন্যতম। উগ্র ও ভৌত্য মনু দেখ। (২) পুরুবংশীয় নরপতি মহাবীর্য্যের পুত্র প্রাচিন্বান, প্রাচিন্বানের তনয় প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু, মনস্যুর তনয় অভয়দ। হরিবংশ-৩১। প্রাচিন্বান দেখ। (৩) নৃপতি পুরুর অন্যতমা পত্নী পৌষ্টী হইতে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রবীরের পত্নী শূরসেনা মনস্যুকে প্রসব করেন। মনস্যু সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি ৯৪। (৪) পাণ্ড্যদেশের অধিপতি পাণ্ড্যের অন্য নাম প্রবীর। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ ২১। (৫) পুরুবংশীয় প্রাচিন্বানের তনয় প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু, মনস্যুর তনয় অভয়দ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) পুরুবংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের অন্যতম পুত্র। কাম্পিল্য দেখ। (৭) মনের কন্যা ইলিনার গর্ভে কতিপয় ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। উপদানবী, ইলিনার পুত্র হইতে ঋষ্যন্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারিটী পুত্র প্রসব করেন। দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯। দুষ্মন্ত ও ইলিনা দেখ। (৮) নরপতি হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে দেয় দক্ষিণার অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত যখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন ধর্ম্ম, এক চণ্ডালের বেশে উপস্থিত হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চণ্ডালবেশী ধর্ম্ম হরিশ্চন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বীয় নাম প্রবীর বলেন। মার্ক-৮; দেবীভাগ-৭স্ক-২৩। (৯) ভনন্দন পুত্র বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। মার্ক-১১৭। বৎসপ্রী দেখ। (১০) পুরুবংশীয় তংসুরোধের, দুষ্মন্ত, প্রবীর, অনঘ ও সুমন্ত নামে চারি পুত্র জন্মে। অগ্নি ২৭৮।

প্রবীরক—কিলাকিলা নগরীর রাজা বিন্ধ্যশক্তির পুত্র। ইহার পর পুষ্পমিত্র ক্ষত্রিয় রাজা হন। ভাগ-১২স্ক-১।

প্রবৃদ্ধ—(১) মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তাঁহার পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে

ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয় জন, জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও প্রবুদ্ধ প্রভৃতি নয় জন ভাগবত পথ-প্রদর্শক ও মহা-ভাগবত এবং অবশিষ্ট একাশী জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫স্ক ৪। ঋষভ দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের শত পুত্রের অন্যতম। তিনি দিগম্বর আত্মবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১স্ক-২।

প্রবৃদ্ধ—(১) রাজা ককুৎস্থের পুত্র। ইনি শাপহেতু রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে কল্মাষপাদ নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ইহার তনয় শঙ্খন, শঙ্খনের তনয় সুদর্শন। রামা-আদি-৭০। (২) মনুবংশীয় নরপতি রঘুর, প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র ছিল। রামা-অযো ১১০। ককুৎস্থ দেখ।

প্রবেপণ—নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা আদি-৫৭।

প্রবোধা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী প্রবোধা হইতে অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-১৯১।

প্রভঞ্জন—(১) মনিপুর রাজবংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান প্রযুক্ত পুত্র কামনায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ভবানীপতি মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, "তোমাদের বংশে প্রত্যেকের এক একটী পুত্র হইবে" বলিয়া বর প্রদান করেন। এই বংশেরই চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন। মহাভা-আদি ২১৪। (২) যে দেব প্রাণীদিগের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত তিনিই প্রভঞ্জন নামে খ্যাত। কূর্ম্ম-পূ-উত্ত-৬। (৩) বায়ুর অন্য নাম। রামা আদি-৩২। (৪) পূর্ব্বকালে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়ায় গিয়া, শাবককে স্তন্যদানরতা এক মৃগীকে বধ করেন। সেই পাপে এবং মৃগীর শাপে তিনি সেই বনেই ব্যাঘ্ররূপ প্রাপ্ত হন। শত বৎসরান্তে নন্দা নাম্নী গাভীর সহিত কথোপকথন করিয়া তিনি পুনর্ব্বার স্বীয় রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৮। (৫) গন্ধবতী নামক নগরে দিক্‌পাল প্রভঞ্জন নামক বায়ু অবস্থিত। এই বায়ু শ্রীমহাদেবকে আরাধনা করিয়া দিক্‌পালত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-কাশী পূ ১৩। (৬) পূর্ব্ব-কালে আনর্ত্ত দেশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে এক তনয় জন্মে। জাতকের জন্ম-কালে গ্রহগণ দুষ্ট স্থানে অবস্থিত ছিল। পুত্রের অনিষ্ট শান্তির জন্য দৈবজ্ঞগণ তাঁহাকে শান্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক, দীর্ঘকাল ধরিয়া শান্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে রাজতনয় সর্ব্ব অনিষ্ট

হইতে মুক্ত হইলেন এবং রাজ্যও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্কন্দ-নাগ ১১৩। এই প্রভঞ্জন নরপতির আখ্যানে, ব্রাহ্মণগণের পিতৃমাতৃসমুদ্ভব দোষের শুদ্ধি সাধনের প্রক্রিয়া সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভদ্রক—পাণ্ডব পক্ষীয় জনৈক বীর। মহাভা-উদ্ ১৪৯।

প্রভব—(১) সুরভির গর্ভজাত ধর্ম্মের অন্যতম তনয়। ধর্ম্ম, চ্যবন ও সুরভি দেখ। (২) বারাণসীর অধিপতি চর্জ্জরের অন্যতমা পত্নী সুকেশীর গর্ভে প্রভবের জন্ম হয়। বরা-১০। (৩) সাধ্যগণের অন্যতম। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ, সাধ্যগণ ও ধ্রুব দেখ। (৪) তুষিত মন্বন্তরে দেবগণের অন্যতম। বায়ু ৬৬। (৫) কামনাবশে লক্ষীকর্তৃক সৃষ্ট সাধ্যগণের অন্যতম। পদ্ম সৃষ্টি-৩০।

প্রভবান—ধর্ম্মের পত্নী বিশ্বা হইতে উৎপন্ন দশজন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। বায়ু ৬৬; ধর্ম্ম ও বিশ্বদেবগণ দেখ।

প্রভা—(১) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে স্বর্ভানু প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই স্বর্ভানুর কন্যা প্রভাকে নরপতি আয়ু বিবাহ করেন। প্রভা হইতে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রম্ভ, রজি ও অনেনা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ ৫; হরিহরি ২৮। কূর্ম্মপুরাণ মতে (পূ-২২) আয়ুর স্ত্রী প্রভা, রাহুর কন্যা। (২) সিনীবালী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী এই নয়জন দেবী সোমদেবকে সেবা করিয়াছিলেন। অগ্নি ২৭৪; হরি-হরি-২৫; বায়ু-৯০; (৩) প্রভা নামে এক অপ্সরাও ছিল। মহাভা-অনুশা-১৯। (৪) ধ্রুবের পৌত্র ও পুষ্পার্ণের অন্যতমা স্ত্রী। তাঁহার প্রাতঃ, মধ্যন্দিন, ও সায়ং নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে (উ-১৩) পুষ্পার্ণের পুত্র বৃষ্টি। (৫) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী প্রভার গর্ভে প্রভাত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম পূ-২০; মৎ-১১১। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর রাজার প্রভা ও ভানুমতী নাম্নী দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে প্রভার গর্ভে, অগ্নিদেবের প্রসাদে ষষ্ঠি সহস্র পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২১; লি ৬৬। সগর দেখ। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর নরপতির অন্যতমা পত্নী প্রভা ঔর্ব্ব অগ্নির প্রভাবে ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর নয়নানলে দগ্ধ হন। মৎ-১২। (৮) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে, স্বর্ভানু, পুলোমা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা। বিষ্ণু ১ম ২১। (৯) তেজের স্ত্রী প্রভা ও দাহিকা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (১০) দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১। (১১) একবার অষ্টাবক্র

নামে এক ব্রাহ্মণ, বদান্যের কন্যা প্রভাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাহাতে বদান্য বলেন "কুবেরপুরী ও হিমালয় অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচারণ সেবিত কৈলাসের অপর পারে মনোহর নীল বনভূমিতে এক বৃদ্ধা মহাভাগা তপস্বিনী বাস করেন। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া যত্নপূর্ব্বক পূজা করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে"। অষ্টাবক্র তাহাই করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করেন এবং প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রভাকে বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম্ম ৪৩। (১২) একবার বৃন্দাবনে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রভা নামক এক গোপিকাসহ মিলিত হন। রাধিকার আগমন সংবাদ পাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করেন। প্রভা দেহত্যাগ করতঃ সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন এবং তাঁহার শরীর তীক্ষ্ণ তেজোরূপে পরিণত হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে গমন করিয়া প্রভার প্রেমে রোদন করতঃ সেই তেজ স্ববক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে লজ্জায় এবং রাধিকার ভয়ে তিনি সেই তেজোরাশি বিভিন্নরূপে হুতাশন, নৃপ, পুরুষ, দেবতা, দস্যু, নাগ, ব্রাহ্মণ, মুনি, তপস্বী, সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রী ও যশস্বীগণকে বিভাগ করিয়া দেন। দেবীভাগ-৯স্ক-১৩। (১৩) লক্ষ্মীর অন্যতম নাম। শক্র ঐ নামে তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-১ম ৯। (১৪) একবার সূর্য্যপত্নী প্রভা স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা হইয়া বায়ু-ভক্ষা ও এক বৎসর ধ্যান-পরায়ণা হইয়া হরের আরাধনা করেন। প্রভা স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা তাঁহাকে বলিলে হর, ভাস্করকে আহ্বান করিয়া প্রভার প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহাকে আজ্ঞা দেন। স্কন্দ আব রেবা-৯৮।

প্রভাকর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের অপ্সরা ঘৃতাচী-গর্ভজাতা রুদ্রা, শূদ্রা প্রভৃতি দশ কন্যা ছিল। অত্রি-বংশীয় প্রভাকর ঋষি তাঁহাদের সকলকেই বিবাহ করেন। একবার সূর্য্য রাহুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু প্রভাকর ঋষির প্রভাবে পতন হইতে রক্ষা পান। প্রভাকর ঋষি রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যাতে উগ্র-তপস্যারত দশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভাগ ৯স্ক-২০; হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) প্রভাকরের (সূর্য্যের) পত্নীর নাম প্রভাবতী। মহাভা উদ্-১১৭। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় কুশদ্বীপের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের অন্যতম। তিনি প্রভাকরবর্ষের রাজা ছিলেন। কূর্ম্ম পূ ৩৯। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম ক্রৌঞ্চা-ধিপতি জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান, রথোপল, মন, ধৃতি, প্রভাকর ও

কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৭; বরা-৭৪। (৪) প্রিয়ব্রত স্বীয় পুত্র জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপের রাজা করেন। জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, (বৈরথ-লি-৪৬) লম্বন, (লবণ-লি-৪৬) ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪। (৫) জ্যোতিষ্মানের পুত্র উদ্ভিজ, বেণুমান, দৈর্ঘা, কপিল, লম্বন, বৈরথ ও প্রভাকর। অগ্নি-১১৯। (৬) জ্যোতিষ্মানের সপ্তপুত্রের নাম উদ্ভিদ, বৈষ্ণব, সুরথ, লম্বন, ধৃতিমান, প্রভাকর ও কাপিল (?) মার্ক ৫৩। (৭) নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচীর গর্ভজাতা দশ কন্যাকে আত্রের বংশীয় প্রভাকর বিবাহ করেন। ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ। (৮) একবার ব্রহ্মা পুষ্কর তীর্থে যজ্ঞ করিয়া প্রভাকর (সূর্য্য) কে গ্রহগণের অধিপতি করিয়া দেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (৯) কদ্রুর গর্ভজাত একজন প্রধান নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (১০) ভবিষ্য মন্বন্তরে দেবগণের তিনটী গণ হইবে এবং এক গণে বিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন। তন্মধ্যে প্রভাকর সুতপাগণের অন্তর্গত একজন দেবতা হইবেন। বায়ু-১০০। (১১) প্রভাকরের পত্নী প্রভা। সোমের রাজসূয় যজ্ঞে সোমের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি কিছুকাল তাঁহার স্ত্রীরূপ সোমের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। মৎ-২৩।

প্রভাত—সূর্য্যের অন্যতম। পত্নী প্রভার গর্ভে প্রভাত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০; লি-৬৫; মৎ-১১১।

প্রভাতা—প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রত্যূষ ও প্রভাস জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।

প্রভানু—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তাঁহারা দশ ভ্রাতা প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ বিশ্ব-২৬। অতিভানু দেখ।

প্রভাব—(১) জনৈক ঋষি। তিনি ত্রিজাতেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১১৫। (২) অপ্সরা বরূথিনী এক বিপ্ররূপধারী গন্ধর্ব্বের ঔরসে এক পুত্র লাভ করেন। নবজাত বালক স্বীয় অঙ্গ প্রভায় ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্বরোচিঃ হয়। স্বরোচার অন্যতমা স্ত্রী কলাবতীর গর্ভে প্রভাব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণাপথস্থিত তাল নামক নগরীর অধিপতি হন। মার্ক ৬৬। (৩) পঞ্চষষ্ঠ সংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। অগ্নি ৮৫।

প্রভাবতী—(১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের স্ত্রী মহাদেবীর গর্ভে প্রভাবতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গান্ধর্ব্ব মতে প্রদ্যুম্নকে বিবাহ করেন। হংসমুখে প্রদ্যুম্নের

গুণাবলী শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হন। প্রদ্যুম্ন ভদ্র নামক পটের বেশে বজ্রপুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। বজ্রনাভ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া নিজেই তাঁহার হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৪৮। (২) ময়দানবের ভবনের নিকট প্রভাবতী নামক এক তাপসী বাস করিতেন। তিনি সীতার অন্বেষণার্থ হনুমানকে পান ভোজনাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮০। (৩) প্রভাকরের (সূর্য্যের) স্ত্রীর নাম প্রভাবতী। মহাভা-উদ্-১১৬। (৪) প্রভাবতী নামে, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী এক মাতৃকাও ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৫) দেবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী ও রুচিদেবীর ভগিনী। অঙ্গদেশের রাজা চিত্ররথ রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। মহাভা-অনুশা-৪২। (৬) পুরাকালে মথুরা পুরীতে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার প্রভাবতী নাম্নী এক দাসী ছিল। সেই প্রভাবতীর কিঙ্করী, বিরূপনিধি পিতৃতর্পণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার করেন। বরা-১৮০ (৭) রাজা মরুত্তের অন্যতমা স্ত্রী। মার্ক-১৩১। (৮) একবার ইন্দ্র যুদ্ধে বল দানবকে বধ করিলে, তাঁহার পত্নী প্রভাবতী অতিশয় শোকাকুলা হইয়া রণক্ষেত্রে স্বীয়া স্বামীর দেহ আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে থাকেন। তাঁহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া শুক্র মন্ত্রবলে বলাসুরের মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত করান—"প্রভাবতি, তুমি স্বীয় দেহ আমার অঙ্গে লয় করিয়া ফেল।" প্রভাবতী তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া নদীর আকার ধারণ করিলেন এবং স্বীয় স্বামীর অঙ্গে লীনা হইয়া সুমেরু শৈলের পূর্ব্ববাহিনী হইলেন। পদ্ম-উত্ত-৬। (৯) জনৈক বেশ্যা। ভরত দেখ। (১০) ব্রহ্মার অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূতা জনৈক অপ্সরা। বায়ু-৬৯। (১১) উপনন্দের অন্যতমা পত্নী প্রভাবতী একবার শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নবনীত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি হরণের জন্য যশোদাকে তিরস্কার করেন। গর্গ-গোল-১৭। (১২) পাতালে নাগরাজ কন্যা রত্নাবলীর অন্যতমা সখি। তিনি পূর্ব্বজন্মে মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ছিলেন। তিনি রত্নাবলীসহ কাশীতে অনাদিদেবকে পূজা করিয়া তাঁহার মুখে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬; স্কন্দ-আব-চতু-৪৫। (১৩) দক্ষ তাঁহার প্রভাবতী প্রমুখ দ্বাদশ কন্যাকে আদিত্যগণকে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (১৪) মাতৃ-

গণের অন্যতমা। তিনি সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি কর্তৃক কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

প্রভাবা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, প্রভাবা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় গণ অর্থসহকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

প্রভাময়—মহাদেবের জনৈক গণ। শিব তাঁহাকে ব্রহ্মার সংবাদ লইবার জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

প্রভাময়েশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে, জীব অন্যস্থানে মরিলেও প্রভাময় বিমানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

প্রভারক—কশ্যপ পত্নী ও দক্ষ কন্যা কদ্রুর ঔরসে যে সমুদয় নাগের জন্ম হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫।

প্রভাষ, প্রভাস—(১) ধর্ম্মের পত্নী ও দক্ষ কন্যা বসুর গর্ভজাত অষ্টবসুর অন্যতম। তিনি বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের অপত্য বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কারু-কার, শিল্পকর্ত্তা ও ভূষণ নির্ম্মাতা। হরি-হরি-৩; মৎ-৫, ২০৩; অগ্নি-১৮; বায়ু-১০০; পদ্ম-সৃষ্টি-৬; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১; স্কন্দ নাগ-১৪৬। (২) প্রভাস বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মা জন্ম-গ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) অষ্টমবসু প্রভাস একবার পুত্র কামনায় গৌরীতপোবনের পশ্চিমে প্রভাসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া দিব্য-শতবর্ষ বিপুল তপস্যা করেন। ভগবান রুদ্র তাহাতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মনোভিষ্ট বর প্রদান করেন। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভাবনা প্রভাসের ভার্য্যা। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-১১০। (৪) প্রজাপতির পুত্র, মনুর পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র। তিনি প্রভাতার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৬। (৫) স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, প্রভাস তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নন্দিনীকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাম ৫৭। (৬) প্রভাস নামে বরুণ গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণের নেত্রভাস ও গতিভাস নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে নেত্রভাস কনিষ্ঠ গতিভাসকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করেন। জলে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে, ধুন্ধুর যজ্ঞ সাধনার্থ আগত ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে উদ্ধার করিলে, বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহার এইরূপ পরিচয়

দিয়াছিলেন। বাম-৭৮। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রভাস তাহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (৮) কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পৌত্র ও শুকের পঞ্চপুত্রের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ ১৯। (৯) অষ্টবসুগণ পূর্ব্বে পিতৃশাপে গর্ভবাস লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নর্ম্মদা তীর্থে আগমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর দুশ্চর তপস্যা করেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া বসুগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করতঃ তাঁহাদিগকে উত্তম অভিষ্ট বর প্রদান করেন। তখন বসুগণ শঙ্করকে প্রসন্ন দর্শন করিয়া তথায় লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক আকাশ পথে গমন করেন। বসুগণের নামানুসারে ঐ লিঙ্গ বাসব লিঙ্গ নামে খ্যাত হয় এবং ঐ তীর্থও বাসব তীর্থ নামে পরিচিত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৩। (১০) সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতাগণের সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য এই তিনটী গণ বিখ্যাত। এই এক এক গণে বিংশতি করিয়া দেবতা। তন্মধ্যে প্রভাস সুতপাগণের অন্যতম দেব। বায়ু-১০০।

প্রভাসেশ্বর—(১) (প্রভাসেশ) প্রভাস তীর্থে সূর্য্যেস্ত্রী প্রভাকর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ। প্রভা দেখ। (২) গৌরি তপোবনের পশ্চিমে অষ্টমবসু প্রভাস-কর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ। প্রভাস দেখ।

প্রভু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রিয়ব্রত ভূপতির কন্যা কাম্যার গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-২, ১৮; লি-৬৩; বায়ু-৬২; মৎ-১৫। কাম্যা, কুক্ষি ও গৌর দেখ। কাম্যা হইতে সম্রাক্, অক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (২) ভগদেবতার ঔরসে ও তৎপত্নী সিদ্ধির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৩) শুকদেবের ভূরিশ্রবা প্রভৃতি পাঁচ পুত্রের অন্যতম। গৌর দেখ। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন সাধ্যের অন্যতম। সাধ্যা দেখ। মৎ-২০৩। (৫) অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬। (৬) কশ্যপ মুনির ঔরসে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৭) সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবগণের তিনটী গণ থাকিবে। ইহাদের এক একটী গণে বিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবে। তাঁহাদের মধ্যে প্রভু, বিভু প্রভৃতি কুড়ি জন অমিতাভগণের অন্তর্গত। বায়ু-১০০। অমিতা দেখ।

প্রভূবসু—অঙ্গিরা পুত্র প্রভূবসু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌-৫।৩৫।১।

প্রভেদন—মহর্ষি প্রভেদন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌-১০।১১৩।১।

প্রমতি—(১) পুলস্ত্যের পুত্র প্রমতি। দক্ষ-মেরু সাবর্ণির সময়ে তিনি অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-২। আপো-মূর্ত্তি দেখ। (২) মহর্ষি চ্যবনের পত্নী সুকন্যা প্রমতিকে প্রসব করেন। প্রমতির স্ত্রী ঘৃতাচী হইতে রুরুর জন্ম হয়। মহাভা আদি ৫। (৩) মনু বংশীয় হৈহয় নরপতি বীতহব্য নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মহর্ষি শুক্রা-চার্য্যের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহারই গর্ভে মহর্ষি বাগিন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাগিন্দ্রের তনয় প্রমতি। প্রমতির তনয় রুরু অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা অনুশা-৩০। বীতহব্য দেখ। (৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশে মহাত্মা প্রমতির জন্ম হয়। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদিসহ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ম্লেচ্ছ ও শূদ্রযোনীসম্ভূত রাজগণকে সমূলে বিনষ্ট করেন। আবার এই অধ্যায়েই পাওয়া যায় যে পুরাকালে কলি যুগে নরদেব মনুর বংশে, বিষ্ণুর অংশে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চান্দ্রমস বলিয়া খ্যাত। এই চান্দ্রমস বিংশ বর্ষ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া দুষ্টদিগের নিপাত সাধন করেন। মৎ-১৪৪। (৫) বিভীষণের অমাত্য প্রমতি রাবণের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ বিভীষণকে দিয়াছিল। রামা-লঙ্কা-৩৭। (৬) দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান হরি বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ বিভাগ করেন। বৎস-শিষ্য পৈল ঋগ্‌বেদে পারদর্শী হন। পৈলের শিষ্য ইন্দ্র প্রমতিকে, প্রমতি বাস্কলকে ও বাস্কল বোধ্যাদিকে নিজ সংহিতা চতুর্দ্ধা দান করেন। অগ্নি-১৫০ পৈল দেখ। (৭) ভৃগু-বংশসম্ভূত প্রমতি নামক ঋষি, দাক্ষিণাত্য-অধিপতি বিদূরথের পত্নী মানিনীর চরিত্র অবলোকন করিয়া গাথায় তাঁহার প্রশংসা করেন। মার্ক-১০০। (৮ একবার রাজা ধূম্রাশ্বের পুত্র নল, চ্যবন পুত্র মহর্ষি প্রমতির স্ত্রীকে দেখিয়া দুরভিসন্ধিপ্রবুক্ত তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। স্ত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া প্রমতি তাহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়া রাজা সুদেবকে, তৎসখা নলকে এইরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। সুদেব বলেন "আমি বৈশ্য আপনি সাহায্যের জন্য

কোনও ক্ষত্রিয়ের শরণাপন্ন হউন" প্রমতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিয়া নলকে ভস্ম করেন। নলের এই অবস্থা দেখিয়া সুদেব ভীত হইয়া বিনীতভাবে প্রমতির শরণাপন্ন হন। মার্ক-১১৪, ১১৫। (৯) কশ্যপ-গোত্রজ প্রমতি, রাজা শুনয়ের পুরোহিত ছিলেন। মার্ক-১১৭। (১০) মনুবংশীয় সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রমতি। বায়ু-৮৬। (১১) সাবর্ণি মনুর সময়ে অমিতাভ নামক দেবগণের বিংশতি দেবতার অন্যতম। বায়ু-১০০। সাবর্ণি মনু দেখ।

প্রমথ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যমকর্তৃক তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। উন্মাথ দেখ।

প্রমথা—রাজা খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ; ক্ষুপের স্ত্রী প্রমথা। মার্ক-১১৯। ক্ষুপ ও অবিবিংশ দেখ। ক্ষুপের তনয় বিবিংশ।

প্রমদ—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে প্রমদ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি৩। (২) বশিষ্ঠের সন্তান। (৩) তৃতীয় মনু উত্তমের সময়ে প্রমদ প্রভৃতি সাত জন ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৪) জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

প্রমদ্বরা—(১) রুরুর স্ত্রী গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে ও মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। মহর্ষি স্থূলকেশের ভবনে মেনকা প্রমদ্বরাকে প্রসব করিয়া প্রস্থান করেন। মহর্ষি স্থূলকেশ এই অসামান্যা রূপবতী কন্যাকে স্বীয় দুহিতার ন্যায় অতি যত্নে লালন পালন করেন এবং সমুদয় প্রমদার মধ্যে অসাধারণ রূপবতী বলিয়া তাঁহার নাম প্রমদ্বরা রাখেন। পরে মহর্ষি রুরু তাঁহাকে বিবাহ করেন। একদিন প্রমদ্বরা স্বীয় সখীগণসহ ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে সর্পে দংশন করেন। রুরু তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। পরে স্বীয় পরমায়ুর অর্দ্ধ দিতে সম্মত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৮; অনুশা ৩০; দেবীভা-২স্ক-৮, ৯। (২) মহর্ষি ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র নর ও নারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র প্রমদ্বরা প্রভৃতি বহু অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৪স্ক-৬।

প্রমন্থ—মনুবংশীয় নরপতি বীরব্রতের বনিতা ভোজা, মন্থ ও প্রমন্থ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

প্রমর্দ্দন—শম্বর অসুরের অন্যতম সেনা-পতি। তিনি প্রদ্যুম্ন হস্তে সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২।

প্রমাথ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম

তনয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা দ্রোণ-১৫৭। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যম তাঁহার সাহায্যার্থ প্রমাথ ও উন্মাথ নামক দুই অনুচরকে প্রদান করেন। স্কন্দ মাহে কুমা-৩০। প্রমথ দেখ।

প্রমাথি, প্রমাথী—(১) খর দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি রাম হস্তে নিহত হন। রামা-অরণ্য-২৩। (২) এক বানর যূথপতি। তিনি মন্দার পর্ব্বতে বাস করিতেন। রামা-লঙ্কা-২৭।

প্রমাথিনী—(১) কশ্যপের স্ত্রী মুনি হইতে প্রমাথিনী জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। (২) দুর্গার অপর নাম। বায়ু-৯। (৩) অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম দিনে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

প্রমাথী—(১) প্রমাথী ও বজ্রবেগ নামে রাক্ষসপতি দূষণের দুই অনুজ ছিলেন। তন্মধ্যে লঙ্কা সমরে প্রমাথী নীলহস্তে ও বজ্রবেগ হনুমান হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৫। (২) যদুবংশীয় অক্রূরের পৌত্র ও উপদেবের তনয় প্রমাথী। কূর্ম্ম পু-২৪। প্রমাথি-দেখ। (৩) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত জনৈক রাজা। কল্কি-১ম-৫।

প্রমিতি—(১) মনুবংশীয় নরপতি প্রাংশুর পুত্র। প্রমিতির পুত্রের নাম খনিত্র। প্রমথা দেখ। (২) কলিযুগে চন্দ্রবংশে প্রমিতি নামে এক রাজা জন্মিবেন। তিনি বহু সেনার অধিপতি হইয়া কোটী কোটী ম্লেচ্ছ ও সমস্ত পাষণ্ডগণকে বিনাশ করিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ বৈদিক সংধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৩) বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কি পূর্ব্বজন্মে প্রমিতি নামে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৮। (৪) জনৈক মহর্ষি। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট তীর্থ মাহাত্ম্য শুনিবার জন্য অন্যান্য মুনিগণসহ উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-২৬।

প্রমিতৌজা—কেতুমান নামে মহাপ্রতাপবান্ অসুর, ভূমণ্ডলে জন্মিয়া, প্রমিতৌজা নামে অতি নির্দয় রাজা হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

প্রমীল—পূর্ব্বকালে মুর-পুত্র সুরজয়ী প্রমীল নামক মহাদৈত্য একদা বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিয়া তদীয় সুরূপা নন্দিনী গাভী দর্শনে প্রলুব্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক বশিষ্ঠ নিকটে সেই নন্দিনী প্রার্থনা করেন। এইজন্য নন্দিনী শাপে তিনি গোবৎসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরে তিনি বৃন্দাবনে বৎসাসুর হইয়া জন্মলাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। গর্গ-বৃ-৪। বৎসাসুর দেখ।

প্রমীলা—একবার অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের

যজ্ঞাশ্ব লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্ত্রী রাজ্যে উপস্থিত হন। ঐ রাজ্যের অধিশ্বরী যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিয়া অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। অনিরুদ্ধ ভীত হইয়া সংগ্রাম-পরাঙ্মুখতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার নিকট যজ্ঞাশ্ব প্রার্থনা করেন। তখন রাজ্ঞী অনিরুদ্ধকে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহার পত্নীত্বে বৃতা হইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। অনিরুদ্ধ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন অঙ্গিকার করাতে রাজ্ঞী তাঁহার প্রধানা মন্ত্রিনী প্রমীলাকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করেন। গর্গ-অশ্ব-১৭।

প্রমুচ—দক্ষিণদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। অগস্ত্য ও ইধ্মবাহ দেখ।

প্রমুচি—দক্ষিণদিকবাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। রামা উত্ত-১।

প্রমুচু—(১) জনৈক ঋষি। হরি। (২) উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, উর্দ্ধবাহু, তৃণ, সোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য। ইহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। মহাভা-অনুশা-১৫০। প্রমুচ দেখ। ঐ পর্ব্বেই ১৬৫ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়—উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণ পুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও উর্দ্ধবাহু।

প্রমোচা—দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে প্রমোচা প্রভৃতি একাদশটীকে রুদ্র বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৯।

প্রমোদ—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) মনুবংশীয় নরপতি দৃঢ়াশ্বের পুত্র। তাঁহার পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ। লি-৬৫; মৎ-১২। পদ্ম সৃ-৮। (৩) ঐরাবত কুলজাত নাগরাজ। ইনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রমোদা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ ১৭৯।

প্রমোদাহ—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু ও কশ্যপ দেখ।

প্রম্লোচা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী মুনি হইতে প্রম্লোচা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ২২৮। কাশ্যা দেখ। (২) প্রম্লোচা পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা ছিলেন বায়ু ৬৯। (৩) অপ্সরা বিশেষ। ইন্দ্র কণ্ডুমুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কণ্ডু

তাঁহার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তৎসঙ্গে ভোগ সুখে দীর্ঘকাল যাপন করেন। অবশেষে অপ্সরা গর্ভবতী হইলে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া যান। প্রম্লোচা সেই গর্ভ বৃক্ষতলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বৃক্ষদের রাজা সোম তাহাকে পালন করেন। এই অপ্সরা-প্রসূতা কন্যার নাম মারিষা। প্রচেতারা দশ ভাই তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৪স্ক ৩০; বিষ্ণু-১ম-১৫। (৪) উর্ব্বশী, মেনকা, ঘৃতাচী প্রভৃতি দ্বাদশ জন অপ্সরা নৃত্য গীতদ্বারা সূর্য্যের অর্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অনুম্লোচা দেখ। (৫) ভৃগুবংশীয় দেবদত্তের তপস্যা ভঙ্গার্থ একবার ইন্দ্র অপ্সরা প্রম্লোচাকে প্রেরণ করেন। দেবদত্তের ঔরসে ও প্রম্লোচার গর্ভে, তখন রুরু জন্মগ্রহণ করেন। বরা-১৪৬। (৬) বিখ্যাত গুহক অঙ্গকের ঔরসে ও অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। প্রথমে বানরযোনী প্রাপ্ত বিশ্বকর্ম্মা সেই কন্যাকে অপহরণ করেন। পরে ইক্ষ্বাকু তনয় শকুনির সহিত তাহার বিবাহ হয়। বাম-৬২—৬৫। (৭) অপ্সরা প্রম্লোচা নৃত্যগীতদ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মৎ-১৬১। (৮) একবার প্রজাপতি রুচি যখন পিতৃগণকর্ত্তৃক দারপরিগ্রহ করিতে আদিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন অপ্সরা প্রম্লোচা এক নদী মধ্য হইতে আবির্ভূতা হইয়া স্বীয় মালিনী নাম্নী কন্যা তাঁহাকে বিবাহার্থ দান করেন। মার্ক-৯৮। (৯) প্রম্লোচা প্রভৃতি অপ্সরাগণ কুবেরের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (১০) পার্ব্বতীর জনৈক সখী। পার্ব্বতীর তপস্যাকালে তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (১১) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণদ্বারা একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন, ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও সর্পাখ্য রাক্ষস শ্রাবণ মাসে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

প্রম্লোচা—একবার 'দাক্ষায়ণী ব্যতীত আর কোন্ স্ত্রী মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারে' এই বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়াতে অপ্সরাগণ রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করেন। তন্মধ্যে প্রম্লোচা সাবিত্রীরূপ ধারণ করেন। শিব ধর্ম্ম ৭।

প্রঘশা—রাক্ষসী বিশেষ। সে অশোক বনে সীতাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রামা-সুন্দ-২৪।

প্রযস্বৎগণ—অত্রির অপত্য প্রযস্বংগণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌৫।২০।১।

প্রয়াগতীর্থ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, প্রয়াগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় কতিপয় অনুচরীকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। উর্দ্ধবেণী দেখ।

প্রয়াগমাধব—যথাবিধ প্রয়াগ ক্ষেত্রে স্নান করিয়া যে মানব, দশাশ্বমেধের উত্তরাংশে প্রয়াগমাধব নামক দেবকে অবলোকন করিতে পারে সে সমস্ত পাপ হইতে নিস্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

প্রঘাস—রাক্ষস বিশেষ। ইনি রাম রাবণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের অনুগমন করিয়াছিলেন। রামা লঙ্কা-৯০।

প্রবৃক্ত—দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কালি-৩৪।

প্রসূত—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা। মুনি হইতে গোপতি, ভীম, ধৃতরাষ্ট্র, প্রসূত প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।

প্রয়োগ—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি প্রয়োগ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌-৮।১০২।১।

প্ররুজ—রাবণের অনুচর জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে তিনি বানরসৈন্যের হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৩।

প্রর্ত্তিন-আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশে দিবোদাসের ঔরসে দ্যুমানের জন্ম হয়। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক প্রভৃতি। এই দ্যুমান, প্রর্ত্তিণ, শক্রজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৭।

প্রলম্ব—(১) একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব অন্যান্য গোপবালকগণসহ ভাণ্ডির বনে ভ্রমন করিতেছিলেন। এমন সময় প্রলম্বদৈত্য গোপবালকবেশে তথায় প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিয়া মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলদেবের সহিত প্রলম্ব ও অন্যান্য গোপবালকগণ একে অন্যের সহিত মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। খেলার নিয়ম ছিল যে বিজয়ী বিজিতকে স্কন্ধে বহন করিবে। প্রলম্ব পরাজিত হইয়া বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিবার ছলে অন্যত্র লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু বলরামের মুষ্ঠাঘাতে শমন সদনে প্রেরিত হইল। বিষ্ণু-৭০। (২) একদা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপ বালকগণের সহিত ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষতলে খেলা করিতেছিলেন। এমন সময় প্রলম্বাসুর বলরামকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। বলরাম

প্রলম্বের মস্তকে মুষ্টাঘাত করিলে রক্ত বমন করিতে করিতে প্রলম্ব প্রাণত্যাগ করে। বিষ্ণু-৫ম-৯; ভাগ-১০স্ক-১৮। (৩) প্রলম্ব নামে অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন। বলরাম 'ভয় নাই' বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক শূন্যে উত্থিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। প্রলম্ব ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবৈ কৃ-১৬। (৪) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত জনৈক দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ। (৫) জনৈক দৈত্যপতি। মহাভা-আদি-৬৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৬) প্রলম্বের সহিত কংসের একবার যুদ্ধ হয়। কংস তাহাকে ভূমিতলে পাতিত ও পরে উত্থাপিত করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নিক্ষেপ করেন। গর্গ-গোল-৬। (৭) প্রলম্ব নামক দানব তারকাসুরের যুদ্ধে স্কন্দের ভয়ে পলায়ন করিয়া পাতালে আশ্রয় লয় ও নাগ-গণের ভার্য্যা, পুত্র কন্যা, গৃহ সমস্তই বিধ্বস্ত করিতে থাকে। অন্যান্য নাগ গণ বাসুকী-নন্দন কুমুদ নাগের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাকে বধ করিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলে, স্কন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক "প্রলম্ব দানব নিহত হউক" বলিয়া পাতালের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। স্কন্দ-ভুজ-বিমুক্তা সেই শক্তি, সবেগে ভূতল ভেদ করিয়া পাতালে গিয়া সসৈন্য প্রলম্ব দানবের জীবন-সংহার করিয়া স্কন্দের নিকট পুনরাগমন করিল। স্কন্দ-মাহে কুমা-৩৬।

প্রলম্বক—বরাহকল্পের একাদশ দ্বাপরে ত্রিব্রত নামা মুনি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব গঙ্গা-দ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগে পারদর্শী ছিলেন। লি ২৪।

প্রলম্বায়ণ—বশিষ্ঠ বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমতি, এই তিনটী। মৎ-২০০।

প্রলয়ন্তিকা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অ-৫২।

প্রলোলুপ—গরুড়ের তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের পুত্র কুন্তি এবং কুন্তির আত্মজ প্রলোলুপ। মার্ক ২।

প্রশম—বসুদেবের ঔরসে, শান্তিদেবার গর্ভে প্রশম প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

প্রশমী—জনৈক অপ্সরা। কুবেরের আলয়ে নৃত্যগীত করিয়া মহর্ষি অষ্টা-বক্রকে প্রীত করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা ১৯১।

প্রশান্তাত্মা—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যতম নাম। মহাভা বন ২৩০।

প্রশুশুক—(প্রশুশ্রুক) রাজা মরুর পুত্র। তাঁহার তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় নহুষ, নহুষের আত্মজ যযাতি। রামা-আদি-৭০। অযোধ্যা কাণ্ডে ১০০ প্রশুশ্রুব নাম দৃষ্ট হয়।

প্রশুশ্রুব—মনুবংশীয় নরপতি মরুর পুত্র। তৎপুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় নহুষ, নহুষের পুত্র নাভাগ, নাভাগের আত্মজ অজ ও সুব্রত। রামা অযো-১১০।

প্রশ্নি—জনৈক মহর্ষি। ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলে, তিনি অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত সেই ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬।

প্রশ্বাস—বরুণের মন্ত্রী। রাবণ বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক বরুণ-পুত্রদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে মন্ত্রী প্রশ্বাসের মুখে, বরুণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। রামা-উত্ত-২৩।

প্রশ্রয়—দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা হ্রীর গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে তাহার জন্ম হয়। ভাগ-৪স্ক-১।

প্রসন্ধি—সত্যযুগে বৈবস্বত নামে মনু ছিলেন। মনুর পুত্র প্রসন্ধি, প্রসন্ধির পুত্র ক্ষুপ। মহাভা-আশ্ব ৪।

প্রসব—ভৃগুবংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৫। অজ ও কাব্য দেখ।

প্রসভ—জনৈক বানর দলপতি। তিনি বহু বানর সৈন্যসহ লঙ্কা অবরোধে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪২।

প্রসাদ—ধর্ম্ম, সত্যযুগের সমভিব্যাহারে কলির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কলির অনুচর লোভ, ধর্ম্মানুচর প্রসাদ-কর্ত্তৃক নিহত হন। কল্কি-৩য়-৬।৭।

প্রসুহ্ম—দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম, সুহ্ম ও প্রসুহ্ম নরপতিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা সভা-২৯।

প্রসুশ্রুত—(১) রঘুবংশীয় নৃপতি মরুর পুত্র। প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি। সন্ধির পুত্র অমর্ষণ। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) বিষ্ণু পুরাণের মতে প্রসুশ্রুতের পুত্র সুগন্ধি। সুগন্ধির তনয় অমর্ষ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

প্রসূত—চাক্ষুষ মন্বন্তরে অন্যতম দেবতা। চাক্ষুষ মনু দেখ।

প্রসূতি—(১) বৈরাজ মনুর পত্নী শতরূপা হইতে আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বৈরাজ মনু আকূতিকে রুচি প্রজাপতির এবং প্রসূতিকে দক্ষের হস্তে প্রদান করেন। দক্ষ পত্নী প্রসূতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, (ঋদ্ধি; পদ্ম-সৃষ্টি-৩) ও কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে সতী, ভবকে, খ্যাতি ভৃগুকে,

সন্তীতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনসূয়া অত্রিকে, উর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে ও স্বধা পিতৃগণকে বিবাহ করেন। বায়ু ১০ ; ভাগ-৩স্ক-১২ ; ৪স্ক-১। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকৃতি নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে প্রসূতিকে দক্ষ বিবাহ করেন। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি,(ঋদ্ধি; পদ্ম-সৃষ্টি ৩) ও কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী। অবশিষ্ট একাদশটীর মধ্যে, খ্যাতিকে ভৃগু, সতীকে ভব, সম্ভূতিকে মরীচি, স্মৃতিকে অঙ্গিরা, প্রীতিকে পুলস্ত্য, ক্ষমাকে পুলহ, সন্নতিকে ক্রতু, অনুসূয়াকে অত্রি, উর্জ্জাকে বশিষ্ঠ, স্বাহাকে বহ্নি ও স্বধাকে পিতৃগণ বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ ৮। শিব-পুরাণে (বায়-পূ ১৫) আছে পুলহ প্রীতিকে, ক্রতু ক্ষমাকে ও পুলস্ত্য সন্নতিকে বিবাহ করেন। (৩) দক্ষ ইঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে জন্মলাভ করেন। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মলাভ করেন। বিষ্ণু ১ম-৭। (৪) মনুর ঔরসে ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী শতরূপার গর্ভে আকৃতি, দেবহূতি ও প্রসূতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। তন্মধ্যে আকৃতিকে মহর্ষি রুচি, দেবহূতিকে কর্দ্দম ঋষি, প্রসূতিকে দক্ষপ্রজাপতি বিবাহ করেন। দেবীভাগ-৮স্ক-৩ ; বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (৫) দক্ষের ঔরসে ও প্রসূতির গর্ভে ষাট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ধর্ম্ম আটটী, রুদ্র একাদশটী, শিব একটী, কশ্যপ ত্রয়োদশটী এবং অবশিষ্ট সাতাশটীকে চন্দ্র বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৯। (৬) প্রসূতি (অন্য নাম মেনকা) দক্ষের স্ত্রী। তিনি অম্বিকাকে প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৭) মনু হইতে শতরূপাতে উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত নামে দুই পুত্র এবং আকৃতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রসূতি দক্ষের পত্নী। তিনি দক্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, খ্যাতি, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা ও মহাভাগা। লিং-৫। (৮) দক্ষের পত্নী। প্রথমে ইনি পঞ্চ সহস্র পুত্র প্রসব করেন। নারদের পরামর্শে তাঁহারা সংসার ত্যাগী হন। পরে প্রসূতি আবার সহস্র পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সবলাশ্ব নামে খ্যাত। তাঁহারাও পরিশেষে নারদের পরামর্শে

সংসার ত্যাগী হন। লি-৬৩। (৯) ব্রহ্মার আত্মসদৃশ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু, আর তাঁহার তপস্যাদ্বারা লব্ধ নির্ধূত-পাপা কন্যা শতরূপা। এই শতরূপার গর্ভে, মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত প্রভৃতি ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও ঋদ্ধি নামে দুই কন্যা জন্মে। পিতা স্বায়ম্ভুব, প্রসূতিকে দক্ষপ্রজাপতির হস্তে এবং ঋদ্ধিকে রুচীপ্রজাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। মার্ক-৫০; পদ্ম সৃষ্টি ৩। (১০) প্রসূতি দ্বাপরে যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহা-৫২। মহাভারত আদি (৬৬ অঃ)পর্ব্বে আছে ধর্ম্ম, দক্ষের দশটী কন্যা বিবাহ করেন। হরিবংশেও (২১৮ অঃ) ঐরূপ আছে। কিন্তু নামের তালিকা একরূপ নহে। ধৃতি ও পুষ্টি দ্রষ্টব্য। ধর্ম্ম দেখ।

প্রসৃতি—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। নভ, নভস্য ও চাবন দেখ।

প্রসেন—(১) যদুবংশীয় নরপতি অক্রূরের পত্নী ও উগ্রসেনের কন্যা সুগাত্রীর গর্ভে দেবতুল্য তেজস্বী প্রসেন ও উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি অনমিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল নিঘ্ন। নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিত। তাঁহারা দ্বারকা-পুরীতে বাস করিতেন। প্রসেন সমুদ্র হইতে স্যমন্তক নামে এক মণি লাভ করেন। এই মণি ভ্রাতা সত্রাজিৎ ব্যবহার করিতেন। একদা সূর্য্য এই মণি সত্রাজিৎ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় তাহা প্রত্যর্পণ করেন। সত্রাজিৎ স্নেহবশতঃ সেই মণি ভ্রাতা প্রসেনকে প্রদান করেন। প্রসেন সেই মণি ধারণপূর্ব্বক বনে মৃগয়া করিতে গিয়া এক সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। হরি-হরি-৩৮। সত্রাজিৎ দেখ। (৩) বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে, প্রসেন সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন এবং সেই সিংহ জাম্ববানকর্ত্তৃক শমন সদনে প্রেরিত হয়। জাম্ববান স্যমন্তক মণিটী আহরণ করিয়া লইয়া যান। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৪) যযাতি বংশীয় নিঘ্নের দুই পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) যদুবংশীয় অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন, নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নিঘ্নের প্রসেন ও সত্রাজিৎ নামে দুই পুত্র জন্মে। সত্রাজিতের প্রিয় সখা সূর্য্যদেব, তাহাকে স্যমন্তক নামে এক অতি উৎকৃষ্ট মণি প্রদান করেন। প্রসেন একদা সেই মণি ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে যাইয়া মৃগরাজকর্ত্তৃক নিহত হন। লি-৬৯। (৭) বৃষ্ণিবংশীয় নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও শক্তিসেন। প্রসেনের স্যমন্তক নামে এক মণি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াও এই মণি প্রাপ্ত হন নাই। একদা প্রসেন মৃগয়া করিতে যাইয়া জাম্ববান হস্তে নিহত হন। সকলেই মনে করিল মণির জন্য শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে হত্যা করিয়া-

ছেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়ান্তরে জাম্ববানকে বধ করিয়া, তৎকন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করতঃ মণি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাহা প্রসেন-ভ্রাতা শক্তিসেনকে প্রদান করিয়া অপবাদ দূর করেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩; বৃহদ্ধ-উত্ত-১৮; গর্গ দ্বার-৮; মৎ-৪৫। অগ্নি-পুরাণে (২৭৫ অঃ) এই আখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে রহিয়াছে। (৮) রাজা প্রসেন ব্রাহ্মণ-গণকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪।

প্রসেনজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের পত্নী ও হিমালয়ের কন্যা ত্রিলোক বিখ্যাতা দৃষদ্বতী (হৈমবতী-বায়ু-৮৮) হইতে প্রসেনজিতের জন্ম হয়। প্রসেনজিতের পত্নী গৌরী স্বামী-কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া বাহুদা নদীরূপে পরিণতা হন। মহীপতি যুবনাশ্ব প্রসেনজিতের আত্মজ ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (২) প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে মহর্ষি জমদগ্নি বিবাহ করেন। মহাভা-বন ১১৩—১৬; শান্তি ৪৯। (৩) রঘুবংশীয় নরপতি বিশ্ববাহুর (বিশ্বাবসু) তনয়। প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক, তৎপুত্র বৃহদ্বল। ভাগ-৯স্ক ১২। (৪) তিনি রঘুবংশীয় নৃপতি লাঙ্গলের পুত্র। প্রসেনজিতের তনয় ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় সুমিত্র। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) রাজা সত্রাজিতের ভ্রাতা। সত্রাজিৎ তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন। তিনি মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে যাইয়া, সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। জাম্ববান সিংহকে নিহত করিয়া স্যমন্তক হস্তগত করেন। ভাগ-১০স্ক-৫৬, ৫৭। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কৃশাশ্বের তনয় প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মান্ধাতা। বিষ্ণু ৪র্থ-২। (৭) বৃহদ্বল বংশীয় নৃপতি বাতুলের পুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় কুন্তক। বিষ্ণু ৪র্থ-২২। (৮) রাজা সত্রাজিতের পুত্র। ব্রহ্মবৈ-কৃ-১২২। সত্রাজিত দেখ। (৯) সূর্য্য বংশীয় রাজা শাক্য, শাক্যের তনয় শুদ্ধোধন, তৎপুত্র সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থের তনয় প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় কুনক। মৎ-২৭১। (১০) শুদ্ধোধনের পুত্র (?) রাহুলের পর প্রসেনজিৎ অযোধ্যাতে রাজত্ব করিবেন। বায়ু-৯৯। (১১) জনৈক রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৯। (১২) সুগন্ধির অন্যতম পুত্র। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (১৩) চন্দ্রবংশীয় কৃশাশ্বের তনয় প্রসেন-জিৎ, তৎপুত্র যৌবনাশ্ব। দেবীভা-৭স্ক-৯। (১৪) নরপতি প্রসেনজিতের বক্ষঃস্থিত স্যমন্তক মণি নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে পূতিকা তীর্থে নিক্ষিপ্ত হইলে জাম্ববান সেই মণি গ্রহণ করিয়া পূতি-গন্ধযুক্ত ব্রণদ্বারা সমাক্রান্ত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৯।

প্রস্কণ্ব—ঋষি কণ্বের পুত্র মহর্ষি প্রস্কণ্ব একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শ্বেতিরোগ ছিল। পরে তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। ঋক্-১।৪৯—৫০।

প্রস্কন্ন—যযাতি বংশীয় মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ভাগ-৯স্ক-২০।

প্রস্তাব—(১) মনুবংশীয় নৃপতি। তাঁহার পত্নী বিরুৎসার গর্ভে বিভু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (২) মনুবংশীয় নৃপতি উদ্‌গীথের তনয় প্রস্তাব, প্রস্তাবের তনয় পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র গয়। বিষ্ণু-২য়-১। প্রস্তার দেখ। (৩) অক্রূর বংশীয় দেবভাগের তনয় প্রস্তাব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

প্রস্তাবি—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদ্‌গীথের তনয় প্রস্তাবি, (প্রস্তাবী) প্রস্তাবির পুত্র পৃথু। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। প্রস্তাব দেখ।

প্রস্তার—ভরত বংশীয় ভুবের পুত্র। তাঁহার তনয় বিভু, বিভুর আত্মজ পৃথু ও পৃথুর পুত্র নক্ত। অ-১০৭।

প্রস্তুত—দেবাসুর যুদ্ধে বিষ্ণুর বাহন গরুড়, প্রস্তুত দানবকে বধ করেন। মহাভা-উদ্-১০৪।

প্রস্তোক—রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের পুত্র প্রস্তোক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি একবার মহর্ষি গর্গকে সুবর্ণপূর্ণ দশটী কোষ ও দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঋক্-৬।২২।

প্রস্তোতা—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদ্‌গীতের পুত্র প্রস্তোতা, তৎপুত্র বিভু। বরা-৭৪।

প্রস্থ—শ্রীকৃষ্ণের সখা, অন্যতম বৃষভানু। গর্গ-গোল-৪।

প্রস্বাপিনী—যদুবংশীয় নৃপতি সত্রাজিতের দশ ভার্য্যাতে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এবং ভুবন-বিখ্যাতা সত্যভামা, ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী নাম্নী তিন কন্যাও জন্মে। রাজা সত্রাজিৎ এই তিন কন্যাকে ভার্য্যার্থে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে অর্পণ করেন। হরি হরি-৩৮।

প্রহরণ—(১) ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক ৬১; গর্গ বিশ্ব-৩৩। (২) দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-১৮।

প্রহসিতেশ্বর—একবার তাপস শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা মহাদেবের আনন্দ কাননে উপস্থিত হন। তিনি ঐ স্থান দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করেন এবং নানা-রূপে ঐ তীর্থের প্রশংসা করিয়া ঐ খানেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ-কাল তপস্যা করিয়াও কোন ফললাভ না করিয়া তিনি ক্রোধে "এই ক্ষেত্রে যাহাতে আর কাহারও মুক্তি না হয় আমি সেইরূপ বিধান করিতেছি" এই বলিয়া যেমন শাপ প্রদানে উদ্যত হইবেন অমনি মহেশ্বর, প্রহসিতেশ্বর

নামক একটী লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৬।

প্রহস্ত—(১) রাবণের প্রধান মন্ত্রী। লঙ্কা সমরে অকম্পনের পতন হইলে তিনি রাবণের আদেশে স্বীয় অনুচর নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামক চারি জনের সহিত বানর সৈন্য দলনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু একে একে নরান্তক দ্বিবিদের হস্তে, কুম্ভহনু তারের হস্তে, মহানাদ জাম্ববানের হস্তে, সমুন্নত দুর্ম্মুখের হস্তে, এবং স্বয়ং নীলের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র জাম্বুমালী। প্রহস্ত কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাস্ত করেন। রামা-সুন্দর- ও লঙ্কাকাণ্ড। (২) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তৎপত্নী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা উত্ত-৫। বিশ্রবামুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে, মহোদর, প্রহস্ত, খর, মহাপার্শ্ব, (মহাপ্রাংশু; বায়ু ৭০) নামে চারি পুত্র ও কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৩) সৌর-পুরাণ মতে (৩০ অঃ) প্রহস্ত, মহোদর ও মহাপার্শ্ব কেবল এই তিন পুত্র পুষ্পোৎকটার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

প্রহারী—ঐরাবতের তনয় সুপ্রতীক (হস্তী) বরুণের বাহন ছিলেন। তাঁহার প্রহারী, সম্পাতি ও পৃথুচিত্তি নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

প্রহাস—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রহাস তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭। অম্বুজ দেখ। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রহাসক—খসার অন্যতম পুত্র। খসা দেখ।

প্রহেতা—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র হেতা ও প্রহেতা দেবগণের বিনাশ সাধন করিবার জন্য সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলে, দেবগণ ভয় পাইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হন। তখন শ্রীহরির গদা প্রহেতাদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত সৈন্য বিনাশ করে। তখন হেতা প্রহেতা আবার শ্রীহরির শরণাপন্ন হন। এই সময়ে তাঁহাদের সহিত বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের সাক্ষাৎ হয়, এবং হেতার কন্যা সুকেশী ও প্রহেতার কন্যা মিত্রকেশীকে দেখিয়া দুর্জ্জয় অতিশয় মুগ্ধ হন এবং পরে তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। বরা-১০।

প্রহেতি—(১) জনৈক শিবভক্ত দৈত্য। স্কন্দ মাহে-কেদা-৮। (২) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে প্রহেতি-দৈত্যের সহিত মিত্রদেবের যুদ্ধ

হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৩) সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে ক্রমে হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয়, বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অপ, বাত, বিদ্যুৎ, দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত এই দ্বাদশ জন রাক্ষস গমন করেন। কূর্ম্ম-পু-৪১। (৪) রাক্ষস বিশেষ। লি-৫৫। (৪) জনৈক দৈত্য। কুবেরের অনুচর ব্রহ্মধাতা তাঁহার পুত্র। মৎ-১২১। (৫) হেতি ও প্রহেতি নামে দুই রাক্ষস সহোদর ছিল। প্রহেতি ধার্ম্মিক ছিল বলিয়া বনে গমন করে। আর হেতি যমের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করে। রামা-উত্ত-৪। হেতি দেখ। (৬) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে, বৈশাখ মাসে, অর্য্যমা, পুলহ, রথৌজা, পুঞ্জিকস্থলা, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নারদ অবস্থান করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। (৭) বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ কালে প্রহেতি বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বৃত্র দেখ। (৮) আদিত্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গ্রামনী, সর্প ও রাক্ষস, ইহারা পর্য্যায়ক্রমে দুই মাস সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। ধাতা, অর্য্যমা, পুলস্ত্য, পুলহ, বাসুকী, সঙ্কীর্ণার ভুম্বুরু, নারদ, ক্রতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, রথকৃচ্ছ্র, উর্জ্জ, হেতি ও প্রহেতি, ইহারা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২।

প্রহ্রাদ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুহ্রাদ, হ্রাদ, প্রহ্রাদ ও সংহ্রাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; সৌর-২৮; শিব-ধর্ম্ম-৫৪। প্রহ্লাদ দেখ।

প্রহ্লাদ—হরিবংশের এক স্থানে আছে, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, হ্লাদ, অনুহ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলী। অন্যত্র আছে—হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লদ এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদের পুত্র জম্ভ, কুজম্ভ ও বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলী। হরি-হরি-২১৮।

হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুর গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্যতম। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্তছিলেন। হিরণ্যকশিপু শুক্রাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করেন। সেইজন্য শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ডামার্ক তাঁহারই বাড়ীর নিকট অবস্থান করিতেন। রাজা হিরণ্যকশিপু ষণ্ডামার্কের হাতেই প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। কিছুকাল পরে একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

—"তুমি কোন বস্তু সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে কর।" প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন "গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক হরির আরাধনাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে পুনরায় গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আর একদিন গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুশিক্ষিত বিষয় কি বল।" প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চণ, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয় তাহাই উত্তম শিক্ষা।" হিরণ্যকশিপু এতদ্শ্রবনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নিকটস্থ প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন। তাঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রহরীগণ বিফল হইল দেখিয়া তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নির্ব্বন্ধ সহকারে তাহার বধোপায় আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হইলেন। দিগ্‌গজ, মহাসর্প, অভিচার, উত্তাল-শৃঙ্গ হইতে অধঃপাতন, মায়া গর্ত্তাদিতে নিরোধ, বিষপ্রদান, ভোজন করিতে না দেওয়া এবং হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পর্ব্বতে ক্ষেপণ দ্বারা যখন সেই অসুর পুত্রবধে অসমর্থ হইলেন তখন বধার্থ অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্য ব্যপদেশে স্বীয় গুরু ষণ্ডামার্ক অন্যত্র গমন করিলে, সমবয়স্ক বহু বালক প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইল। প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিলেন। ষণ্ডামার্ক সমুদয় শ্রবণে ভীত হইয়া সমস্ত বিষয় হিরণ্যকশিপুকে জ্ঞাপন করিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নিকটে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট ভৎ´সনা করিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন—"তুমি যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন বল, তোমার হরি কি তবে এই স্তম্ভেও আছেন? যদি থাকেন আমাদিগকে দেখাও।" প্রহ্লাদ এই কথা শুনিয়াই বলিলেন--"হাঁ আমার হরি এই স্তম্ভেও আছেন।" ভাগ-৭স্ক-৫—৭; ৬স্ক-১৮।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। হিরণ্যকশিপু, এই বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ ব্যতীত অপর তিন পুত্রের সহিত নৃসিংহ হস্তে নিহত হন।

হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে প্রহ্লাদ সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা প্রহ্লাদ পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেবদ্বেষী হইয়া উঠেন, কিন্তু বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুভক্ত হন। প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক

সিংহাসনে আরোহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। তৎপুত্র বলি। কূর্ম্ম-পূ-১৭।

প্রহ্লাদ বিতল নামক পাতাল প্রদেশে বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩।

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য লাভ করিয়া দেব-দ্বিজের পূজক হন। তিনি নর ও নারায়ণ মুনিদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নারায়ণ মুনির হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। অবশেষে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বরলাভ করেন। বাম- ৭-৯। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। বাম-২৩।

দক্ষপ্রজাপতির পত্নী অসিক্নী ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে অদিতি, দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। এই হিরণ্যকশিপুর অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে মহাবীর্য্য, দৈত্যকুল-সংবিবর্দ্ধন চারি পুত্র জন্মে। একদা প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হিরণ্যকশিপু একটী গাথা-গান করিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তোত্র আবৃত্তি করিলে, হিরণ্যকশিপু অতিশয় কুপিত হইয়া, তাহাকে প্রহার করিবার জন্য দৈত্য-গণকে আদেশ কারলেন। কিন্তু প্রহারে তাঁহার কিছুমাত্র বেদনা অনুভূত হইল না। সর্পগণ দংশন করিতে যাইয়া নিরস্ত হইল। দিগ্‌গজগণ প্রহার করিতে যাইয়া নিবৃত্ত হইল। পর্ব্বত-শিখর হইতে ভূ-পৃষ্ঠে পাতিত হইয়াও প্রহ্লাদ আহত হইলেন না, পরন্তু দৈত্যপতির নির্দ্দেশানুযায়ী পাচককর্ত্তৃক বিষ মিশ্রিত অন্ন গ্রহণেও তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। অবশেষে তাঁহার বিনাশের জন্য হিরণ্যকশিপু শম্বর অসুরকে প্রেরণ করেন। শম্বর নানা-বিধ উপায়ে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিল; কিন্তু বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিল। অতঃপর দৈত্যপতির আদেশে প্রহ্লাদ সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু বিষ্ণু স্বয়ং হস্ত প্রসারণে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তৎপর প্রহ্লাদের রক্ষার্থ বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া সুদর্শন চক্রা-ঘাতে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রহ্লাদই পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। বিষ্ণু-১ম-১৫—২০; লি-৯৫। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। এই বলির, বাণ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-২১।

কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দিতির গর্ভে. হিরণ্যকশিপু জন্মলাভ করেন। এই হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম বৈষ্ণব

প্রহ্লাদ, তৎপুত্র বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি, বলির পুত্র শিবভক্ত বাণ। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ, তৎপুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি, বাস্কল ও বিরোচন। বিরোচনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বলি। মৎ-৬।

প্রহ্লাদ একবার চ্যবন মুনির পরামর্শে নৈমিষারণ্যে গমন করেন। সেখানে যথাবিধি তীর্থকৃত্য করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতে করিতে এক বৃক্ষে কতকগুলি বাণ দেখিতে পান। "এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থে ঋষি-দিগের আশ্রমে কাহার এই বাণ সজ্জিত রহিয়াছে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অনতিদূরে ধর্ম্মপুত্র নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে তপস্যা করিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে লক্ষণান্বিত শার্ঙ্গ ও আজগব নামে দুই ধনু ও দুই অক্ষয় তূণীর ছিল। ঋষিদ্বয় তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া প্রহ্লাদ ক্রুদ্ধ হইয়া, তপশ্চরণ ও ধনুর্ধারণ এই দুই অসঙ্গত বিপরীত ব্যবহারের জন্য তীব্র তিরস্কার করেন। তৎপর এই বিষয় লইয়া ঋষিদ্বয়ের সহিত প্রহ্লাদের বাদানুবাদ উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও ঋষি-দ্বয়কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে বিষ্ণুর আদেশে প্রহ্লাদ যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া পাতালে প্রত্যাগমন করেন। দেবীভাগ-৪স্ক-৮, ৯।

পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে প্রহ্লাদ রাজা হন এবং দেবতাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতে লাগিলেন। তদুপলক্ষে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘোর-তর যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত হইয়া তপস্যা করিবার জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমনকরেন। প্রহ্লাদ প্রস্থান করিলে বিরোচন পুত্র বলি তৎপদাভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা-নিপীড়ন আরম্ভ করেন। তাহাতে আবার দেব-দানবে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং দৈত্যগণ পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হয়। দেবীভাগ-৪স্ক-১৪, ১৫; হরি-২৪১—২৪২।

প্রহ্লাদ দ্বাপর যুগে সাত্যকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫।

পুরাকালে ভগবান নৃসিংহ হিরণ্য-কশিপুকে হনন করিয়া প্রহ্লাদের সহিত দশার্ণদেশে হরিবর্ষে বাস করেন এবং প্রহ্লাদকে বলেন "হে পুত্র, তুমি শান্ত ভক্ত। আমি তোমার পিতাকে নিহত করিয়াছি, অতএব হে মহামতি তোমার বংশীয়কে বধ করিব না।" এইরূপ বলিতে বলিতে নৃসিংহের নয়নদ্বয় হইতে বহু আনন্দ-বারি-বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইল। তাহাতে এক মঙ্গলময় সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন প্রহ্লাদ নৃসিংহকে নমস্কার করিয়া

কহিলেন—"হে সাত্ত্বতপতে, আমি পিতা মাতার সেবা করি নাই। হে পরমেশ্বর, পিতৃমাতৃ ঋণ হইতে কিরূপে মুক্ত হইব।" তখন নৃসিংহ তাঁহাকে বলিলেন যে প্রহ্লাদ তাঁহার নেত্রজলসম্ভূত তীর্থে স্নান করিলে, দশবিধ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। প্রহ্লাদ সেইরূপ করিয়া দশবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হন। গর্গ-বিশ্ব-২৭।

প্রহ্লাদের কন্যার নাম সংজ্ঞা। তিনি বিশ্বকর্ম্মার পত্নী। হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণের মধ্যে প্রহ্লাদ জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতার নাম—অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও হ্রদ। স্কন্দ প্রভা প্রভা-২১।

একদা ঋষিগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত কলিযুগে কিরূপে বিনা ধ্যানে, বিনা জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বিনা বিষ্ণুলাভ হইতে পারে, সেই গুহ্যকথা সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাদিগকে গোমতী তীর্থ, চক্রপাণি তীর্থ, নৃগতীর্থ ও অন্যান্য অনেক তীর্থ মাহাত্ম্য ও শ্রবণ করান। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১—২২, ২৯।

মহাত্মা কশ্যপকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির পর সমুদয় স্থাবর জঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজাপতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজা সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তৎজাতীয় রাজ্যে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি প্রহ্লাদকে দৈত্যগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। বায়ু-৭০।

পূর্ব্বকালে একবার প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনেন। ইন্দ্র স্বীয় রাজ্য অপহৃত দেখিয়া, বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া কি করিয়া শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, সে বিষয় জানিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে মহাত্মা শুক্রের নিকট প্রেরণ করেন এবং শুক্রাচার্য্য দেবরাজকে প্রহ্লাদের নিকট যাইতে উপদেশ দেন। তৎশ্রবণে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করেন এবং উপদেশ লাভের ইচ্ছা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করেন। প্রহ্লাদ অবসর ক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন অঙ্গীকার করাতে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্যানুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট শ্রেয়োলাভের উপদেশ লাভ করেন। প্রহ্লাদ ইন্দ্রের শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইন্দ্র "আমি যেন আপনার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি," এই বর প্রার্থনা করেন। প্রহ্লাদ সেই বর দিলে বিপ্ররূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। দেবরাজ গমন করিবার পর সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজঃ প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত

হইল। তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেই তেজঃ কহিল "আমি চারিত্র, তোমা-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, যে ব্রাহ্মণ তোমার শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিল অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।" চারিত্র এই কথা বলিয়া ইন্দ্রের দেহ অবলম্বন করিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য ও বল প্রহ্লাদের দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল। পরিশেষে এক জ্যোতি-র্ম্ময়ী দেবী প্রহ্লাদের দেহ হইতে নির্গত হইয়া বলিলেন, "হে প্রহ্লাদ, তুমি সচ্চরিত্রতাদ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে; দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছে। সত্য, ধর্ম্ম, সৎ-কার্য্য, বল ও আমি (লক্ষ্মী) সচ্চরিত্রতার অধীন।" লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। মহাভা-শান্তি ১২৪। আরও একবার দেবরাজ ইন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, জীবলোকে কোন বস্তু আত্মজ্ঞানলাভের সহায়ক তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও তাঁহার নিকট এতদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রীতমনে প্রস্থান করেন। মহাভা-শান্তি-২২২। প্রহ্লাদের তিন পুত্র—বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। মহাভা-আদি-৬৫। হিরণ্য-কশিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার অপর চারিজন অনুজের নাম—সংহ্লাদ, অনু-হ্লাদ, শিবি ও বাস্কল। মহাভা-আদি-৬৫। (২) দক্ষপ্রজাপতি দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। কা-৩৪; মহাভা-সভা ৯; বায়ু ৬৯। তিনি ব্রহ্মার পরমেষ্ঠি যজ্ঞে অন্যান্য দানবগণসহ উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৮। (৩) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা ১১।

প্রাংশু (১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও সুদ্যুম্ন নামে দশ পুত্র ছিল। প্রাংশুর তনয় শর্য্যাতি, শর্য্যাতির পুত্রের নাম আনর্ত্ত এবং কন্যার নাম সুকন্যা। সুকন্যা চ্যবন মুনির পত্নী ছিলেন। অ-২৭৩; হরি-হরি-১০। বৈবস্বত মনু দেখ। (২) মনুবংশীয় নরপতি বৎসপ্রীতির পুত্র। প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র প্রমিতি। ভাগ-৯স্ক ২। (৩) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের কন্যা অদিতি সূর্য্যকে প্রসব করেন। সূর্য্যের পুত্র মনু। মনুর ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, দেদিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র নামে দশ পুত্র জন্মে। আবার নাভাগের পুত্র ভলন্দন। তৎপুত্র বৎসপ্রী, বৎসপ্রীর অপত্য প্রাংশু, প্রাংশুর তনয় প্রজানি, তৎপুত্র কনিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১, মার্ক-১১৭। ইক্ষ্বাকু, করূষ ও পৃষধ্র দেখ। নাভাগের পুত্র বৎসপ্রীতি, বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু,

তৎপুত্র প্রমিতি। ভাগ-৯স্ক-২। প্রাংশুর একমাত্র পুত্র প্রজাপতি। হরি-হরি-১০।

প্রাকার—দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। অর্থকারক দেখ।

প্রাচীনগর্ভ—তুষ্টির ঔরসে ছায়ার গর্ভে, বৃষক, বৃক, বৃকল, ধৃতি ও প্রাচীনগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬২।

প্রাগায়ন—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর, বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী। মৎ-১৯৯।

প্রাচীস্বত—চন্দ্রবংশীয় পুরুর পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় প্রাচীস্বত। তিনি প্রাচীদিক প্রণয়ন করেন। প্রাচীস্বতের তনয় মনস্যু, তৎপুত্র পীতায়ুধ। মৎ ৪৮—৪৯।

প্রাচীনবর্হি—(১) বেণ তনয় পৃথুর বংশীয় হবির্দ্ধানের তনয় প্রাচীনবর্হি। তিনি মহান্ প্রজাপতি ছিলেন, এবং তৎ-কর্ত্তৃক প্রজা সকল সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। যজ্ঞভূমির কুশ সকল প্রাচীনাগ্র হইয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়াছিল, এই জন্যই তিনি প্রাচীনবর্হি নামে খ্যাত হন। তিনি সুমহৎ তপস্যার পরে সবর্ণা নাম্নী সমুদ্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সবর্ণা দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই প্রচেতাঃ নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-২। (২) ব্রহ্মযোনী ভগবান প্রাচীনবর্হি অত্রির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার জন্ম হয়। দশ প্রচেতার একমাত্র পুত্র দক্ষ। মহাভা-শান্তি ২০৮। (৩) পৃথু-নন্দন হবির্দ্ধান স্বীয় আগ্নেয়ী নাম্নী ভার্য্যাতে ধনুর্বেদ পারদর্শী প্রাচীনবর্হি নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। প্রাচীনবর্হি সমুদ্র তনয়াতে প্রচেতস্ নামক দশ পুত্র উৎপাদন করেন। এই প্রচেতাগণ দশ ভ্রাতায় মারিষার গর্ভে দক্ষকে উৎপাদন করেন। কূর্ম-পু ১৩। (৪) মনুবংশীয় [illegible] হবির্দ্ধানের পত্নী আগ্নেয়ী ধিষণা, প্রাচীনবর্হি, শুক্ল, গয়, রজ, (বজ্র) কৃষ্ণ ও অজিন নামে ছয় পুত্র প্রসব [illegible]। বিষ্ণু ১অ ১৪, হরি-হরি-২. প্রাচীনবর্হির পত্নী সমুদ্র তনয়া সবর্ণা, প্রচেতা নামে [illegible] বিখ্যাত দশ পুত্র প্রসব করেন। বিষ্ণু-১অ ১৪। ৫ প্রাচীনবর্হি একজন প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। সমুদ্র নন্দিনী সবর্ণার গর্ভে প্রচেতা নামে [illegible] তাঁহার দশ পুত্র জন্মে। সোমের কন্যা মারিষাকে প্রচেতাগণ দশ জনে মিলিয়া বিবাহ করেন। মৎ-৪। (৬) হবির্দ্ধানার পুত্র। ইহার পুত্র দশ প্রচেতা। মহাভা-অনুশা ১৪৭। (৭) [illegible] বিশেষ। মহাভা-অনুশা [illegible]। [illegible] সাগর-তনয়া সাবর্ণার গর্ভে প্রাচীনবর্হি দশ পুত্র উৎপাদন করেন। ইঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রচেতা নামে খ্যাত হন। শিবের আদেশে দক্ষ প্রজাপতি ইহাদিগের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। [illegible] ২৮।

(৯) মহারাজ পৃথুর পৌত্র হবির্দ্ধান স্বীয় পত্নী হবির্দ্ধানীতে বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র উৎপাদন করেন। এই বর্হিষদেরই অপর নাম প্রাচীনবর্হি। তাঁহার স্ত্রী সমুদ্র কন্যা শতদ্রুতির গর্ভে তাঁহার দশ পুত্র জন্মে। এই সমুদয় পুত্রের নাম প্রচেতা। ভাগ-৪র্থ-২৪। (১০) দ্বাপরে প্রাচীনবর্হি, শ্রীকৃষ্ণ তনয় গদরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। গর্গ গোল ৫। (১১) সাবর্ণি কন্যা সামুদ্রী হইতে প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই প্রাচেতস্ সংজ্ঞায় অভিহিত। চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ভগবান ত্র্যম্বকের অভিশাপে স্বায়ম্ভুব দক্ষ তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ ১৫; বায়ু-৩০। (১২) আগ্নেয়ী ধিষণা হইতে হবির্দ্ধানের প্রাচীনবর্হি, শুক, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন এই ছয় পুত্র জন্মে। এই সকলের মধ্যে প্রাচীনবর্হি একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ছিলেন। ইনি বল, বেদবিদ্যা এবং তপোবীর্য্যে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট হন। ইনি যজ্ঞকালে এত কুশ আস্তৃত করিয়াছিলেন যে ঐ কুশ প্রাচীদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য তিনি ঐ নামে আখ্যাত হন। তিনি সাগর-তনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করেন। বায়ু-৬৩।

প্রাচীনযোগ— মহর্ষি প্রাচীনযোগ ও তাঁহার পুত্র পতঞ্জলি, কুথুমির পুত্রদের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানা সংহিতা রচনা করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৮৭।

প্রাচীনশাল—কেকয় নরপতির তনয় রাজর্ষি অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহার নিকট উপমন্যুর তনয় প্রাচীনশাল ঔপমন্যব ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো-৫ম অঃ; ১১শ-খ; ২৪শ-খ।

প্রাচীন্বন্ত—পুরুর তনয় জনমেজয় এবং জনমেজয়ের তনয় প্রাচীন্বন্ত। তাঁহার তনয় মনস্যু। মনস্যুর আত্মজ বীতময়। হ-২৭৮। প্রচিন্বন্ত দেখ।

প্রাচীন্বান্—রাজা পুরুর পত্নী কৌশল্যা হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম মাধবী। তিনি দিগ্বিজয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিক জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচীন্বান্ হয়। যদুবংশীয়া অশ্মকী তাঁহার পত্নী ছিলেন, এবং তাঁহা হইতে সংযাতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি ৯৫।

প্রাচেতস্—প্রচেতা ও প্রাচীনবর্হি দেখ।

প্রাচেতস দক্ষ—দক্ষ দেখ। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্ম-খণ্ড ৮১-৮২ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য।

প্রাচেয়—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর, বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী। মৎ-১৯৯।

প্রাচেতা—প্রাচীনবর্হি দেখ।

প্রাজ্ঞ—বিষ্ণুর অবতার কল্কির অনুজ।

তিনি কল্কির সহিত ম্লেচ্ছ ও বিধর্ম্মী-দলনার্থ নানাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। কল্কি প্র-১৩; তৃ-১।

প্রাড়বিপাক্—(১) জনৈক মুনি। তিনি উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪৯। (২) ধৃতরাষ্ট্র তনয় দুর্য্যোধনের গুরু। তিনি একবার হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া, দুর্য্যোধনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের লীলা সবিস্তার বর্ণন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুর্য্যোধনকে এক সর্ব্বরক্ষাকর দিব্য কবচ দেন এবং তাঁহাকে বলদেবের গুহ্য সহস্র নাম শ্রবণ করান। গর্গ-বল-১—১৩।

প্রাণ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধর হইতে এক পত্নীতে দ্রবিণ ও হুত-হব্য-বহ জন্ম-গ্রহণ করেন। অপরা পত্নী মনোহরা হইতে শিশির, প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। মহর্ষি প্রাণের পুত্র অনুদাত্ত। মহাভা-বন-২১৮। (২) ভৃগুর পৌত্র। বিধাতার ঔরসে ও নিয়তির গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাণের পুত্র বেদশিরা। ভাগ-৪স্ক-১; সৌর-২৬। (৩) অষ্টবসুর অন্যতম। ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাণের ভার্য্যা উর্জ্জস্বতী, সহ, আয়ু ও পুরোজব নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৪) মেরুর কন্যা ও ধাতার স্ত্রী আয়তির গর্ভে প্রাণের জন্ম হয়। প্রাণের তনয় বেদ-শিরা। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৫) ভৃগুর পৌত্র ও ধাতার পুত্র। আয়তির গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাণের তনয় দেবশিরা, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজবান্। বিষ্ণু-১ম-১০। (৬) অষ্টবসুর অন্যতম ধর। এই ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবিণ, হব্যবহ, (হুত-হব্য-বহ; সৌর-২৮) প্রাণ, শিশির ও বরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৭) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-১; হরি-হরি-৭; সৌর ৩২; পদ্ম-সৃষ্টি-৭; মৎ ৯। (৮) অষ্টবসুর অন্যতম ধর। এই ধরের অন্যতমা পত্নী কল্যাণিনী হইতে প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৫। (৯) মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও নিয়তি (বিয়তি; সৌর ২৬) ধাতা ও বিধাতার ভার্য্যা ছিলেন। তাহাদের দুই পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মলাভ করেন। মার্কণ্ডেয়ের তনয় বেদশিরা। ধূম্রবতীর গর্ভে প্রাণের দ্যুতিমান ও অজরা নামে দুই পুত্র জন্মে। মার্ক-৫২; অ ২০। (১০) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবিণ, হব্যবাহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। অ-১৮। (১১) অষ্টমারুতের অন্যতম। জালন্ধর দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধকালে তিনি ইন্দ্রের সহগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত ৫। (১২) অঙ্গিরা বংশীয় দশ জন

দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৫; মৎ-১৯৬। (১৪) তুষিত মন্বন্তরে দ্বাদশ জন সাধ্যদেবের অন্যতম। বায়ু-৬৬। (১৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, মহর্ষি রুচির ঔরসে অজিতার গর্ভজাত দ্বাদশ জন অজিত-দেবতার অন্যতম। এই দেবতাগণ ব্রহ্মার মানস-সন্তান ও সুরগণসহ যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। বায়ু-৬৭।

প্রাতঃ—(১) ধ্রুবের প্রপৌত্র, বৎসরের পৌত্র, পুষ্পার্ণের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম প্রভা। ভাগ ৪স্ক-১৩। (২) ধাতার ঔরসে ও তদীয়া অন্যতমা পত্নী রাকার গর্ভে প্রাতঃ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৩) আদিত্য, গ্রামণী, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প ও রাক্ষসগণ—ইঁহারা পর্য্যায়ক্রমে দুই দুই মাস সূর্য্য-রথে অবস্থান করেন। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ইন্দ্র, বিবস্বান, অঙ্গিরা, ভৃগু, এলাপত্র, শঙ্খপাল, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, প্রাতঃ, অরুণ, প্রম্লোচা, নিম্লোচা, ব্যাঘ্র ও শ্বেত, ইঁহারা সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। বায়ু-৫২।

প্রাতরাতক—কৌরব-কুলোৎপন্ন জনৈক নাগ। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রাতিকামী—দুর্য্যোধনের অনুগত একজন সারথী। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন। দ্রৌপদীকে সেই সময় সভায় আনয়ন করিবার জন্য প্রাতিকামীকে প্রেরণ করা হয়। সে তাঁহাকে আনিতে অসমর্থ হইলে, দুঃশাসন গমন করেন এবং তাঁহাকে রাজ সভায় আনয়ন করেন। মহাভা-সভা-৬৫।

প্রাদ্যুম্নি—(১) প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের অন্য নাম। অনিরুদ্ধ দেখ। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্য-বর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬।

প্রাপঞ্চিক—জনৈক দৈত্য। পার্ব্বতীর সহিত রক্তাসুরের যুদ্ধকালে দেবী-হস্তে নিহত হয়। সৌর-৪৯।

প্রাপ্তি—(১) মগধরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যাকে মথুরাপতি কংস বিবাহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-২২; ভাগ ১০স্ক-৫০; হরি-৯০; অ-১২। (২) ধর্ম্মের পুত্র সাম। সামের স্ত্রীর নাম প্রাপ্তি। মহাভা-আদি-৬৬।

প্রাবহি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ এই তিনটী। মৎ-১৯৬।

প্রাবারকর্ণ—হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক ভল্লুক বাস করিত। মহাভা-বন-১৯৭।

প্রাবেপি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাহাদের আর্ষেয় প্রবর, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী। মৎ ১৯৬।

প্রাক্রজ—জনৈক রাক্ষস। রামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণ কালে যুদ্ধে বানর-সৈন্য

হস্তে নিহত হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

প্রাকৃণ—তিনি মনুবংশীয় নৃপতি হর্যাশ্বের পুত্র। প্রাকৃণের তনয় ত্রিবন্ধন। ভাগ-৯স্ক ৭।

প্রাশ—রৈবত মন্বন্তরে চতুর্দ্দশ জন দেবতাদিগের মধ্যে অমৃতাভগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু ৬২। রৈবত মনু দেখ।

প্রাসেব্য—জনৈক কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ইহাদের আর্ষেয় প্রবর, বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব এই তিনটী। মৎ-১৯৯।

প্রাহ্লাদী—হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের কন্যা প্রাহ্লাদী বিশ্বকর্ম্মার পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে সংজ্ঞা, দ্যৌ, বলয়া, ছায়া ও নিক্ষুভা নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

প্রিয়ংবদা—মলয়কেতুর পুত্র মালাকেতুর স্ত্রী কলাবতী পূর্ব্বজন্মে হরিস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। সেই জন্মে তাঁহার নাম ছিল প্রিয়ংবদা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪।

প্রিয়—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

প্রিয়ক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বতসকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রিয়ক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬। অম্বুজ দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ, যক্ষগণকর্ত্তৃক প্রেরিত পঞ্চদশ জন অনুচরের অন্যতম। বাম ৫৭।

প্রিয়কৃৎ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা বন ২৩০।

প্রিয়ঙ্কর—(১) প্রাচীনকালে প্রিয়ঙ্কর নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-শা-১৬৫। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বিপাশা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর প্রিয়ঙ্করকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

প্রিয়ঙ্করী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কা ৬৩।

প্রিয়দর্শন—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা শল্য ৪৬।

প্রিয়ব্রত—(১) বশিষ্ঠের পত্নী শতরূপার গর্ভে ও বৈরাজের ঔরসে বীরের জন্ম হয়। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। কর্দ্দম ভূপতির কন্যা কাম্যাকে প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রতের সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। বায়ু ১০; কূর্ম্ম-পূ-৮। শতরূপা ও প্রসূতি

দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যা কর্দ্দম প্রজাপতির পত্নী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রিয়ব্রতের আরও দুই কন্যা এবং সম্রাট ও কুক্ষি প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। বায়ু-৩৩; ভাগ ২স্ক ৭। (৪) মনুর তনয়। তিনি প্রথমতঃ রাজকার্য্যে উদাসীন্য প্রকাশ করেন। পরে ব্রহ্মার আদেশে তিনি রাজপদ গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। বর্হিষ্মতী, আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতাঃ, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি নামে দশ পুত্র ও ঊর্জস্বতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। প্রিয়ব্রতের অপর স্ত্রীর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন, ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। একবার ভগবান আদিত্য সুমেরু-পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ অন্ধকারে আবৃত হয়। ইহাতে প্রিয়ব্রত অসন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় তেজে দিবাকে রাত্রি করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর তিনি সূর্য্যতুল্য বেগবান জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করিয়া সাত বার সূর্য্যের পশ্চাৎদিকে ধাবমান হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার রথ-চক্রাগ্র দ্বারা সাতটী গর্ত্ত হইয়াছিল। এই সপ্ত খাত লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, জল ও দুগ্ধ সাগর নামে খ্যাত। সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্করদ্বীপ বেষ্টিত। প্রিয়ব্রত রাজা এই সপ্তদ্বীপ আগ্নীধ্র প্রভৃতি সাত পুত্রকে দান করিলেন। দৈত্যাচার্য্য শুক্রের সহিত তাঁহার কন্যা ঊর্জ্জস্বতীর বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তাঁহার বিষয় বিতৃষ্ণা উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বীয় পুত্র আগ্নীধ্র-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন। দেবীভা-৮স্ক ৪; শিব-জ্ঞা ৪১; অ ১০৭; ভাগ-৫স্ক ১। (৫) স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র, আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ। ভাগ-১১স্ক-২। (৬) আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান্ নামে প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-২য় ১; কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৭) স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত এই চারিটী মনু প্রিয়ব্রতের বংশজাত। কূর্ম্ম-পূ ৫০। (৮) স্বায়ম্ভব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। প্রিয়ব্রত তপোবলসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি ভরত প্রভৃতি পুত্রদিগকে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। বরা-২। (৯) প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ,

মেধাতিথি, ধ্রুব, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, বপুষ্মান্ ও সবন নামে দশ পুত্র জন্মে। পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সাত জন সাত দ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। মার্ক-৫৩; বরা ৭৪। (১০) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র সবন। এই সবনের স্ত্রী সুবেদার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেন। বাম-৭২। (১১) স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রতের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নী সুরুচির গর্ভে উত্তম এবং দ্বিতীয়া পত্নী সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। অ-১৮; বিষ্ণু-১ম-৭, ১০। (১২) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, এই প্রিয়ব্রতের পত্নী, কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সম্রাট ও কুক্ষি নাম্নী দুই কন্যা ও আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান্ নামে দশ পুত্র জন্মে। ইহাঁদের মধ্যে মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র প্রভৃতি মহাভাগ্যবান ও জাতিস্মর ছিলেন। প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সপ্ত পুত্রকে সপ্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া দেন; তিনি আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ, মেধাতিথিকে প্লক্ষ দ্বীপ, বপুষ্মানকে শাল্মলীদ্বীপ, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপ, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, ভব্যকে শাকদ্বীপ ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের রাজা করেন। বিষ্ণু ২য়-১। (১৩) স্বারোচিষ, ঔত্তমী, তামস ও রৈবত এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয় বংশে রৈবত-মন্বন্তরের অধিপতিগণকে লাভ করেন। বিষ্ণু-৩য় ১। (১৪) পুরাকালে দক্ষ ঋভুকে, ঋভু প্রিয়ব্রতকে প্রিয়ব্রত ভাগুরিকে বিষ্ণু পুরাণ বলিয়াছিলেন। বিষ্ণু ৬৪ ৮। (১৫) মনুর ঔরসে ও তাঁহার পত্নী শতরূপার গর্ভে, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামক তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-৯। প্রিয়ব্রতের পুত্র সুব্রত। দেবীভাগ ৯স্ক ৪; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ ৪৩। (১৬) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের স্ত্রী একটী মৃত পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা দেবসেনা ষষ্ঠী নাম্নী মাতৃকার আরাধনা করিয়া তাঁহার পুত্রের জীবনলাভ করেন। এই পুত্রের নাম সুব্রত। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ ৪৩; দেবীভা-৯স্ক ৪৬। (১৭) মনু হইতে শতরূপাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। আকূতি প্রজাপতি রুচির স্ত্রী। আকূতির গর্ভে দক্ষিণা নাম্নী কন্যা ও যজ্ঞ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লি ৫। (১৮) স্বায়ম্ভুব মনু সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া অনন্তী নাম্নী এক রূপবতী পত্নী লাভ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ ৪।

(১৯) ব্রহ্মার আত্মসদৃশ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে তাঁহার তপস্যা দ্বারা নির্ধূত-পাপা কন্যা শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক ৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; বিষ্ণু ১ম ৭। প্রসূতি দেখ। (২০) ব্রহ্মা মৈথুন-প্রভবা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং আপনার এক অর্দ্ধে নারী অপর অর্দ্ধে পুরুষ হইলেন। তাঁহার যে অর্দ্ধ নারী হইয়াছিল তাহার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা অপর অর্দ্ধে যে বিরাট পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই বিরাট পুরুষ পূর্ব্ব কালে স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত হন। এই শতরূপার গর্ভে মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে; সৌর-২৬; দেবীভা-৮স্ক-৪; শিব-বায়-১৫; শিবধর্ম্ম ৫২; বৃহদ্ধ-মধ্য ২; ভাগ-৩স্ক-১২। (২১) বৈবস্বত মনুর নয় পুত্রের অন্যতম। শিবধর্ম্ম ৬০। বৈবস্বত মনু দেখ। (২২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতারা আপ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথক ও লেখ এই পাঁচটী গণে বিভক্ত; তন্মধ্যে প্রিয়ব্রত আপ্যগণের অন্তর্গত সাত দেবতার অন্যতম। বায়ু ৬২। (২৩) বরাহ-পুরাণ মতে (৭৪ অঃ) প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ, মেধাতিথি, ধ্রুব, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, বপুষ্মান ও সবন। (২৪) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে তিন পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্রহ্মভাব লাভ করেন। অপর সাত পুত্র সপ্তদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপের, মেধাতিথি শাকদ্বীপের, হিরণ্যরোমা কুশদ্বীপের, ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের, যজ্ঞবাহু শাল্মলীদ্বীপের, ইধ্মজিহ্ব প্লক্ষদ্বীপের এবং বীতিহোত্র পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

প্রিয়ভৃত্য—তামস-মনুর দ্বাদশ তনয়ের অন্যতম। বায়ু-৬২। তামস-মনু ও অবক্ষি দেখ।

প্রিয়মুখ্য—তামস-মনুর অন্যতম তনয়। তামস মনু ও অবক্ষি দেখ।

প্রিয়মুখ্যা—লৌকিকী-অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। লৌকিকী-অপ্সরা দেখ।

প্রিয়মেধ—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের পুত্র। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) অবন্তী নগরী নিবাসী বেদপ্রিয় নামক ব্রাহ্মণের চারি পুত্রের অন্যতম। শিব-জ্ঞা-৪৬। বেদপ্রিয় দেখ।

প্রিয়মেধা—মহর্ষি প্রিয়মেধা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-১।৪৫।৩।

প্রিয়া—সহনামা অগ্নির পুত্র অদ্ভুত-পাবক, অদ্ভুতের স্ত্রী প্রিয়া হইতে বিভূবসি নামক পুত্র জন্মে। মহাভা বন-২২০।

প্রীতি—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা প্রীতি পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। প্রসূতি ও পুলস্ত্য দেখ।

প্রীতি হইতে দত্তোলি বা দম্ভোলি উৎপন্ন হন। মার্ক-৫০; অগ্নি-২০। (২) প্রীতি, দত্তোলী, দেববাহু ও বিনীত নামে তিন পুত্র ও সন্নতী নাম্নী এক কন্যাকে প্রসব করেন। দত্তোলির অপত্য সুযজ্ঞ প্রভৃতি। ব্রহ্মাণ্ড-১০, ২৯; সৌর-২৬; বায়ু-২৮। (৩) দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে প্রীতিকে পুলস্ত্য বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। প্রীতি অগস্ত্য নামে এক পুত্র (অন্য নাম দত্তোলি) ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৪) দক্ষের ঔরসে ও মনু-কন্যা প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি পুলস্ত্যের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম ৭; লি ৫। (৫) প্রীতি ও তন্দ্রা সুখের স্ত্রী। প্রীতি হইতে দত্তোলি ও বেদবাহু নামে দুই পুত্র এবং দৃষদ্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৫। (৬) অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা বিষ্ণুর একনিষ্ঠ আরাধনার ফলে পর-জন্মে কামদেবের পত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম প্রীতি ছিল। মৎ-১০০। (৭) দক্ষ-কন্যা প্রীতি পুলহের পত্নী ছিলেন। শিব-বায়-পূ-১৫; স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮। (৮) ধর্ম্মের অনুচর। সত্যযুগের সমভিব্যাহারে ধর্ম্মের সহিত কলির যুদ্ধকালে, তিনি মুষ্ট্যাঘাতে নিরয়কে বধ করেন। কল্কি-৩-৭। (৯) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে রতি ও প্রীতিকে কামদেব বিবাহ করেন। স্কন্দ প্রভা-প্রভা ১৯৯।

প্রেতবাহনা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ কাশী-পূ ৪৫।

প্রেতাসনা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, প্রেতাসনা তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ ১৭৯।

প্রেষ্ঠি— বৈভ্রাজ বন-নিবাসী এক [illegible]। তাঁহার পুত্র [illegible]। [illegible]

প্রোথা—দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার অন্যতমা। তিনি কশ্যপের পত্নী ছিলেন। [illegible]

প্রৌষ্ঠপদ—কুবেরের অন্যতম মন্ত্রী। রাবণ অলকাপুরী আক্রমণ করিলে ধনেশের আদেশে মন্ত্রী শুক ও প্রৌষ্ঠপদ যুদ্ধে গমন করেন কিন্তু উভয়েই রাবণ হস্তে পরাজিত হন। রামা উত্ত ১৫।

প্লক্ষ—(১) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দারুক নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, (লি-দাভায়নি), কেতুমালী (লি কেতুমান) ও বক (লি গৌতম) নামে তাঁহার যোগাত্মা চারি পুত্র ছিল। বায়ু ২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি ২৪। দারুক ও দাক্ষায়ণি দেখ। (২) একজন ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম-পূ ৫২।

প্রযোগ—যদুবংশীয় রাজা। প্রযোগের পুত্র

অসঙ্গ, অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতীকে বিবাহ করেন। তাঁহারা উভয়ে ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়নাচার্য্যের মতে অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন ও পরে পুনর্ব্বার পুরুষত্ব লাভ করেন। অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দান করিয়া অন্য দাতাগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।১।৩০।

প্লুতি—প্রাচীন বৈদিক যুগে প্লুতি নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহর্ষি গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্ ১০।৬৩।১৭।

ফ

ফণিশ্ম—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সমুদয় মাতৃকা তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৬।

ফলকক্ষ—জনৈক যক্ষপতি। মহাভা-সভা ১০।

ফলবতী—একবার ইন্দ্র মহর্ষি জাবালির উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া, তাঁহার তপোভঙ্গার্থ রম্ভা নামক এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। রম্ভা সংসর্গে মহর্ষি জাবালি এক কন্যা রত্ন লাভ করেন। তিনি সেই কন্যাকে ফলরসে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় ফলবতী। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ এই ফলবতীকে অপমানিত করিয়া মহর্ষি জাবালিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। স্কন্দ-নাগ ১৪৩, ১৪৪।

ফলোদক—জনৈক যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

ফাল্গুন—অর্জ্জুনের অপর নাম। হিমালয়-পৃষ্ঠে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি ফাল্গুন নামে অভিহিত হইতেন। মহাভা-বিরা-৪৪। স্কন্দ-আবরেবা-৯৫।

ফেঙ্কার—দৈত্যপতি জালন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৮।

ফেনপ—(১) পিতৃগণের অন্যতম। মহাভা-সভা ৮। (২) সুরভির ক্ষীরধারা মহীতলে পতিত হইয়া পরম পবিত্র ক্ষীরনিধি সমুৎপন্ন করিয়াছে। ক্ষীরের ফেন দ্বারা ঐ সাগরের পর্য্যন্ত প্রদেশ পরিবেষ্টিত হওয়াতে উহা পুষ্পিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতিপয় মুনি ফেনপানপূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থান করেন। এজন্য তাঁহারা ফেনপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবগণও তাঁহাদের নিকট ভীত হইয়া থাকেন। মহাভা-উদ্-১০১। সুরভি দেখ। (৩) ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন,

আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

ফেরুণ্ড—দৈত্যপতি জালন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৮।

ব

বংশকৃতি—জ্যামঘ বংশীয় ব্যোমার পুত্র জীমূত। জীমূতের তনয় বংশকৃতি; তৎপুত্র ভীমরথ। ভীমরথের আত্মজ নবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

বংশা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা প্রধা হইতে অনবদ্যা, মনু, বংশা প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন মহাভা-আদি-৬৫। অনবদ্যা ও কশ্যপ দেখ।

বক—(১) মহর্ষি বকের পিতার নাম দল্‌ভ ও মাতার নাম মিত্রা। সেজন্য তিনি দাল্‌ভ্য ও মৈত্রেয় নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার আর একটী নাম ছিল গ্লাব। মহর্ষি বক, প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণরূপী ঈশ্বরকে অবগত. হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগের উদ্‌গাতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভিলাষ পূরণার্থ উদ্‌গীথ গান করিয়াছিলেন। ছান্দো-১ম-অঃ ২খ-১৩ ; ১২খ-১০। (২) ঋষ্যশৃঙ্গ দৈত্যের অলম্বুষ ও বক নামে দুই পুত্র ছিল। বক নিজ ভুজবলে একচক্রা নামে জনপদ, নগর ও প্রদেশ রক্ষা করিত। সে আপনার আহারের জন্য গ্রামে এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের গৃহ হইতে একজন মানুষ বিংশতি খারি পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটী মহিষ লইয়া তাহার নিকট গমন করিত। রাক্ষস উপনীত হইয়া সেই সমস্ত বস্তু ও সেই ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বহুদিন হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। নিকটবর্ত্তী বেত্রকীয়গৃহ নামক স্থানের অধিপতি এই অত্যাচার দমনে অসমর্থ ছিলেন। জতুগৃহ হইতে পলায়নের পর পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়েই ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হয়। কুন্তী ব্রাহ্মণকে বলিয়া স্বীয় পুত্র ভীমকে সেই রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করেন। ভীম তাহাকে বধ করিয়া সেই জনপদে শান্তি স্থাপন করেন। মহাভা-আদি-১৬৪। বকের ভাই কির্ম্মীর। (৩) বরাহ-কল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দারুক নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, (লি-দার্ভায়নি) কেতুমালী (লি-কেতুমান) ও বক (লি-গৌতম) নামে তাঁহার যোগাত্মা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩;

লি-২৪। দারুক ও দাক্ষায়ণি দেখ। (৪) কংসকর্তৃক গোকুলে শিশুহত্যা করিবার জন্য প্রেরিত অন্যতম দৈত্য। দেবীভাগ-৪স্ক-২৩। (৫) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর ৪৯। (৬) পূতনার ভ্রাতা জনৈক অসুর। প্রথমে কংসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরে তাহার বিশ্বস্ত অনুচর হন। গর্গ-গোল ৬৭। তিনি শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে যান। ভাগ-১স্ক-৭। (৭) যক্ষ রজতনাভের ঔরসে মণিবর যক্ষের অন্যতম পুত্র। তাহার মাতার নাম দেবজনী। বায়ু-৬৯। (৮) দেবমীঢ়ের তনয় শূর। শূরের পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, আনক, বক প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবমীঢ়ুষ দেখ। (৯) চমৎকার-পুরের এক ব্রাহ্মণের বিশ্বরূপ নামে (অন্য নাম বক) এক পুত্র ছিল। তিনি একবার মকর-সংক্রান্তি দিনে তাঁহার পিতৃপূজিত জাগেশ্বর শিবলিঙ্গ ঘৃত-কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করেন। সেই পাপে তিনি আনর্ত দেশে বক নামে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে বকাশ্রমে সমুদয় সুপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গকে ঘৃতাপ্লুত করিয়া তিনি মহাদেবের বরে কৈলাসে গমন করিয়া কোটী কোটী গণের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। তাহার পর একবার মহর্ষি গালবের রজস্বলা পত্নীকে হরণ-চেষ্টার জন্য তিনি মহর্ষি গালব ও ও তৎপত্নী বিশালাক্ষী উভয় কর্তৃক অভিশপ্ত হন। পরে চমৎকার-পুরে ভর্তৃযজ্ঞ নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণের উপদেশে তাঁহার বকত্ব অপগত হয়। স্কন্দ নাগ-২৭১। (১০) দৈত্যরাজ কুশের অনুচর জনৈক দানব-সেনাধ্যক্ষ। দুর্বাসা ঋষির প্রতি অত্যাচার করাতে সানুচর বক বিষ্ণু-হস্তে নিগৃহীত হয়। স্কন্দ-ব্রাহ্ম-২০। (১১) রাজা হরিশ্চন্দ্রকে নিগৃহীত করার অপরাধে, একবার মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে বক-যোনিত্ব প্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিয়া আড়ি পক্ষী করিয়া দেন। এই নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা পরস্পরের প্রতি ক্রোধ-বশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অন্য কোনও উপায়ে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে না পারিয়া ব্রহ্মা তাহাদের তির্য্যক-যোনিত্ব অপনোদন করিলেন। মার্ক-৯।

বকদাল্ভ্য—(১) অর্থাৎ দলভ মুনির পুত্র বক। এই মহর্ষি বকের মাতার নাম ছিল মিত্রা। সেইজন্য তিনি দাল্ভ্য ও মৈত্রেয় নামেও অভিহিত হইতেন। তাহার আর একটী নাম গ্লাব। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্বৈতবনে অবস্থান করেন তখন তদ্বনবাসী মুনিদের মুখ-পাত্ররূপে মহর্ষি বক তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৫৭—১৬৪। বক দেখ।

(২) একবার নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ দক্ষিণা প্রাপ্তির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হন। তন্মধ্যে বক-দাল্‌ভ্য তাঁহাদিগের প্রার্থনা রাজাকে নিবেদন করেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে বক-দাল্‌ভ্য অত্যধিক রোষবশে স্বীয় মাংস উত্তোলন করিয়া পৃথূদকস্থ অবকীর্ণ নামক মহাতীর্থে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য হোম করিতে আরম্ভ করেন। ঐরূপ যজ্ঞ ক্রিয়ার সূচনা হইবা মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য নানারূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইল। রাজার উন্নতির পরিণামে ক্রমে রাজ্যশ্রী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া বিবিধ উপহারে বক দাল্‌ভ্যকে সন্তুষ্ট করেন। বাম ৩৯। (৩) সীতার উদ্ধারার্থ রামচন্দ্র যখন বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সাগর অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টায় ছিলেন তখন তিনি লক্ষ্মণের পরামর্শে সাগর মধ্যস্থিত এক দ্বীপে অবস্থিত বকদাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে গমন করিয়া সাগর অতিক্রমের উপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথিতে মুনি কথিত ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া লঙ্কায় গমন করেন। পদ্ম উত্তর-৩৪ ; (৪) মহাকাল বনে কুশস্থলী নামে এক পুরী আছে। তাহার দক্ষিণ দিকে পুণ্য তীর্থ বিরাজিত। ঐ স্থানে নাগালয় আছে। ঐ নাগালয়ে হরি যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। ঐ স্থানে দেবীগণের কোন দোষ নাই। বকদাল্‌ভ্য প্রভৃতি ঋষিগণ ঐ স্থানে ব্রতধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব অব ৬৫।

বকনখ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র বকনখ, একজন বিপ্রকুল পবিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদবেদাঙ্গপারগ ও গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন। মহা অনু ৪।

বকরথ—অন্যতম কৌরব যোদ্ধা, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা দ্রোণ ১৫৭

বকাসুর—একদিন বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ গোপবালকগণের সহিত গোচারণে নিরত ছিলেন। সেই সময়ে এক মহান অসুর বকরূপ ধারণ করিয়া বেগে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিল। শ্রীকৃষ্ণ, বকের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার তালুদেশ দাহ করিতে লাগিলেন। অসুর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বক, শ্রীকৃষ্ণকে চঞ্চুদ্বারা উদ্গার করিয়া পুনরায় চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার চঞ্চুদ্বয় বিদারণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। এই বকাসুর কংসের অন্যতম অনুচর ছিল। ভাগ ১০ম ১১ অ। শ্রীকৃষ্ণ ও কংস দেখ।

বক্রী—কংসাদির অনুগত একজন দানব।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য্যে সফলকাম হন নাই। গর্গ-বৃ-১।

বকুলার্ক—সূর্য্যের অপর নাম। সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাদেবী একবার পতির তেজঃ প্রশান্তির নিমিত্ত বকুল বৃক্ষের অধোভাগে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে তপস্যা করেন। তৎকালে তিনি রবির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বড়বা-মূর্ত্তি ধারণ করেন। তাহা দেখিয়া [illegible] রবি অশ্বভাবে বকুল বৃক্ষের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী সংজ্ঞা সেই স্থানেই নিজ মনোরম মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে সূর্য্যের অন্য নাম বকুলার্ক হয়। স্কন্দ-প্রভা-খণ্ড ১৩।

বক—(১) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাহুবলে পরাজিত করিয়া [illegible] আনয়ন করেন, তাঁহাদের কতক [illegible] হইয়া অনেক ভূপতি একত্র সভা স্থাপন করেন তখন [illegible] [illegible] বক, [illegible] তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা ১৩। (২) কাশ্মীররাজ [illegible] অষ্টম নৃপতি। মহাভা-শান্তি ৮।

বক্রকন্ধর—সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র হিরণ্যাক্ষ নামক জনৈক দানব দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া বীর্য্য প্রভাবে দেবগণের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। তাহাতে দুঃখিত হইয়া ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত গঙ্গাদ্বারে গমনপূর্ব্বক তীব্র তপশ্চরণ করেন। তৎকালে স্বয়ং মহাদেব মহিষ-শরীর পরিগ্রহ করিয়া, ইন্দ্রের অনুরোধে, হিরণ্যাক্ষ, সুবাহু, বক্রকন্ধর, ত্রিশৃঙ্গ এবং লোহিতাক্ষ, এই পঞ্চ দানবের নিধন করেন। স্কন্দ নাগ-১১২।

বক্রনাদ—যমালয়ে চিত্র ও বিচিত্র নামে দুই কায়স্থ আছেন। তাঁহারা প্রাণীগণের ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসাব রাখেন। তাঁহাদের করাল, বিকরাল, বক্রনাদ, মহোদর, সৌম্য, শান্ত, নন্দ ও সুকান্ত নামে আটজন অনুচর আছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম চারিজন অতি ভয়ঙ্কর। ইঁহারা পাপীলোক-সকলকে সবলে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। অপর চারি জন সৌম্যমূর্ত্তি, তাঁহারা পুণ্যবান্‌গণকে দিব্য বিমান দ্বারা ধার্ম্মিক জনগণকে ধর্ম্মরাজপুরে উপনীত করেন। স্কন্দ নাগ-২২৬।

বক্রেশ্বর—দৈত্যরাজ কুম্ভের অনুচর ও অন্যতম সেনাপতি। দুর্ব্বাসা-মুনি তীর্থ-গমন কালে দানবগণকর্তৃক উৎপীড়িত হইলে, বিষ্ণু তাঁহার সাহায্যার্থ আসেন। তখন বিষ্ণুর সহিত দানবগণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। স্কন্দ দ্বার-২০। বক দেখ।

বক্রাঙ্গ—আদি কল্পে শিবের দেহ হইতে অতি রৌদ্র অঙ্গার-সদৃশ লোহিতচ্ছবি

বক্রাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ ভয়াবহ মহাকায় পুত্র জাতমাত্রে ধরণী কম্পিত, দেবগণ ত্রস্ত, সমুদ্র ক্ষোভিত ও পর্ব্বত সমূহ চালিত হইল। দেবগণ ও ঋষিগণকে এইরূপে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিয়া শিব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দেবর্ষিগণের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া দেন। এই বক্রাঙ্গ শিবের অঙ্গ হইতে রজোগুণ প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অঙ্গারক নামেও প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-আব-চতু ৪১।

বক্রমালী— জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে নিহত হন। রামা লঙ্কা-৯০।

বক্ষোগ্রীব—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। তিনি বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদবেদাঙ্গপারগ ও গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

বগলা—(১) একবার রুরু নামক অসুরের পুত্র দুর্গম ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া সমুদয় দেবতাগণকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। তখন দুর্গম দৈত্য নানারূপে দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া ভগবতী শিবানীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হইয়া মাহেশ্বরী নানা উপায়ে দেব-ব্রাহ্মণগণের বিপদ নিবারণ করেন। তৎপরে দুর্গম দৈত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধকালে দেবীর শরীর হইতে, কালী, তারা, ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, জম্ভিনী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা, গুহ্যকালী প্রভৃতি মহাশক্তিগণ আবির্ভূতা হন। দেবীভা-৭স্ক ২৮। (২) মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী, ইঁহারা দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাতা। ইঁহাদিগের প্রতি পরম ভক্তি করিলে অবিলম্বে মোক্ষলাভ হয়। শ্রীমহা-১৮।

বগলামুখী— দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। শ্রীমহা ১৮; বৃহদ্ধ মহা ৬; বগলা দেখ।

বঙ্গ— বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণা, দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম (সুহ্মক; অ ২৭৭) ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। হরি-হরি ৩১; বিষ্ণু ৪র্থ-১৮; মহাভা-সভা ৪; ভাগ-৯স্ক-২৩। দীর্ঘতমা ও কলিঙ্গ দেখ।

বঙ্গৃদ—বৈদিক যুগে ঋজিশ্বান্ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। বঙ্গৃদ নামে এক অনার্য্য দস্যুপতি ঋজিশ্বানকে আক্রমণ করিলে ইন্দ্র ঋজিশ্বানকে সাহায্য করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বঙ্গৃদের শত শত নগর ধ্বংস করিয়া পরিশেষে তাহাকে বধ করেন। ঋক্ ১।৫৩।৮।

বজ্র—(১) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের তনয় অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ও

গাহু। তন্মধ্যে বজ্রের তনয় প্রতিরথ, প্রতিরথের তনয় সুচারু। হরি হরি-১৭০। (২) শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি যুধিষ্ঠিরকর্তৃক মথুরার (অর্জ্জুন-কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থের; দেবীভাগ ২স্ক ৮) রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ভাগ-১স্ক-১৫। উপানন্দ দেখ। (৩) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়। মহাভা-অনুশা ৪। (৩) বজ্রের তনয় প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু। বিষ্ণু ৪র্থ ১৫। প্রতিবাহুর পুত্র সুবাহু। ভাগ ১০স্ক-৯৬। রৈবত মন্বন্তরে রুরু নামে এক দৈত্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্র দেবকুলনিপীড়ক ছিলেন। তিনি শিব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। স্কন্দ আব-চতু ৪। (৪) প্রভাস-তীর্থ নিবাসী জনৈক ঋষি। তিনি অপর তিন জন ঋষির সহিত পাতালে তপস্যা করিতেছিলেন। দেবী সরস্বতী তাঁহাদের ইচ্ছাপূরণার্থ পঞ্চস্রোতা হন। তাহাতে ঋষি চতুষ্টয় পৃথক পৃথক ভাবে এক এক স্রোতে স্নান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। (৫) যুধিষ্ঠিরের দৌহিত্র। বায়ু-৯৬।

বজ্রকর্ণ—(১) ময়দানবের অন্যতম পুত্র। বা। ৬৮। ময়দানব দেখ। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। রামা-সুন্দ-৬।

বজ্রকেতু—পাতালবাসী জনৈক দৈত্য। তাহার পুত্র পাতালকেতু গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করেন। মৎ ২১।

বজ্রজ্বালা—কুম্ভকর্ণের পত্নী। তিনি বৈরোচনবলির দৌহিত্রী ছিলেন। রামা-উত্ত ১২।

বজ্রদংষ্ট্র—(১) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। লঙ্কা সমরে সেনাপতি ধূম্রাক্ষের পতনের পর, রাবণ বানর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তিনি বহু বানর-সৈন্য নিপাত করিয়া, শেষে অঙ্গদের শরে (নলের হাতে; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৪) যমালয়ে গমন করেন। রামা-লঙ্কা-৫৩, ৫৪; সুন্দ-৬, ৫৯; বৃহদ্ধ পু ২১। (২) দানবপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে বলির সহগমন করিয়াছিলেন। ভাগ ৮স্ক-১০। জয়ন্ত দেখ।

বজ্রদত্ত—প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতি মহাবীর ভগদত্তের তনয় বজ্রদত্ত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষকরূপে তথায় উপস্থিত হইলে, বজ্রদত্ত তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্ব-৭৫, ৭৬।

বজ্রধারা—কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক, সর্ব্বপাপহর, শুভকর জয়ন্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-দ্বার ১৭।

বজ্রনাভ—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে বজ্রনাভ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (২) দানবপতি বিপ্রচিত্তির পত্নী

ও হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকা হইতে নভ, বজ্রনাভ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩। (৩) অযোধ্যা-পতি রামের বংশধর উক্থের তনয় বজ্রনাভ, বজ্রনাভের তনয় শঙ্খ, শঙ্খের তনয় পুষ্প। হরি-হরি-১৫। বজ্রনাভের তনয় শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যুথিতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৫) বিখ্যাত মহাসুর বজ্রনাভ সুমেরুসানুতে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা হইতে দেবগণের অবধ্য বর এবং বজ্রপুর নামক উৎকৃষ্ট দুর্গপ্রাকার-বেষ্টিত নগরী লাভ করেন। একদিন তিনি ইন্দ্রসমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "সমুদয় ত্রৈলোক্য কাশ্যপগণের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আমি ত্রৈলোক্য শাসন করিব। যদি ইহা তোমার অভিপ্রেত না হয় তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর।" ইন্দ্র বলিলেন,—"পিতা কশ্যপ যজ্ঞে দীক্ষিত আছেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বিধান করা যাইবে।" এই কথা বলিয়া, তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান-পূর্ব্বক ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরব্ধ যজ্ঞ কার্য্য সমাপনান্তে প্রতিবিধান করিতে মনস্থ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বজ্রনাভ-পত্নী মহাদেবী প্রভাবতী নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা প্রসব করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। প্রদ্যুম্ন ভদ্র নামক নটের বেশে বজ্রপুরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নাম্নী দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতী গদকে এবং গুণবতী শাম্বকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে বজ্রনাভ সুরপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দূতমুখে প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহের কথা শুনিয়া, বজ্রনাভ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত ত্বরায় বজ্রপুরে আগমন করিলেন এবং যুদ্ধে প্রদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ জয়ন্তের পুত্র বিজয়, একভাগ প্রদ্যুম্নের তনয়, একভাগ শাম্ব এবং এক ভাগ গদের পুত্র চন্দ্রপ্রভ পাইলেন। হরি ১৪৮, ১৪৯। (৫ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, নদীগণ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয়কর্তৃক কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (৬) শ্রীরামচন্দ্রের বংশীয় পারিযাত্রের তনয় বলস্থল, বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র সগণ। ভাগ ৯স্ক-১২। (৭) স্কন্দের পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত নন্দপালের জয়ন্ত দেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ দান ১৭। বজ্রবাহু ও বজ্রদংষ্ট্র দেখ। (৮) নরপতি বজ্রনাভের অনুরোধে ভগবান্ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণলীলা সবিস্তার শ্রবণ

করান। গর্গ অশ্ব-১, ৪, ১০। (৯) কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত বল-দর্পিত শত দানবের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি ৬; মৎ-৬।

বজ্রনাম—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বজ্রনাম তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বজ্রনিষ্কম্ভ—কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে যে সমুদয় বলবান বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা উদ্-১০০।

বজ্রবাহু—(১) কুম্ভকর্ণ লঙ্কা সমরে চন্দ্রবল ও বজ্রবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিয়া গ্রাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৫। (২) মন্দর নামক এক ব্রাহ্মণ অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। তিনি একবার ঋষভ নামক এক ধার্ম্মিক শিবযোগীকে ভক্তিভাবে অর্চনা করিয়া সেই পুণ্য ফলে দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ ব্রহ্ম উত্ত ১০। (৩) কলিতে কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত জয়ন্তদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ দ্বার-১৭। বহুবাহু দেখ।

বজ্রবেগ—রাক্ষসপতি দূষণের প্রমাথী ও বজ্রবেগ নামে দুই অনুচর ছিল। তন্মধ্যে লঙ্কা সমরে প্রমাথী নীল হস্তে এবং বজ্রবেগ হনুমান হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮০।

বজ্রমিত্র—(১) বৃহদ্রথ বংশীয় অন্তকের পুত্র পুলিন্দক তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর বজ্রমিত্র রাজা হন। বজ্রমিত্রের পর পুনর্ভব রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। (২) শুঙ্গ বংশীয় পুলিন্দের পুত্র উদ্ঘোষ, উদ্ঘোষের পুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত, ভাগবতের তনয় দেবভূতি। ভাগ-১২স্ক-১।

বজ্রমুষ্টি—মাল্যবান রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। রামা-উত্ত-৫। মাল্যবান দেখ। তিনি লঙ্কা সমরে মৈন্দের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩।

বজ্রলোচন—কলিতে কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত সর্ব্বপাপহর শুভকর জয়ন্তদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ দ্বার-১৭।

বজ্রশীর্ষ—মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম তনয় ও একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মহাভা-অনুশা-৮৫। চ্যবন দেখ।

বজ্রহস্তা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য শঙ্কর যে সমুদয় মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ ১৭৯।

বজ্রার—যদুবংশীয় উপাসঙ্গের দুই পুত্র—বজ্রার ও ক্ষিপ্র। বায়ু-৯৬। উপাসঙ্গ দেখ।

বজ্রাক্ষ—কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত মহাবল অন্যতম দানব। পদ্ম সৃষ্টি-৬; মৎ-৬। কশ্যপ ও দনু দেখ।

বজ্রাংশু— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কৌশিকী হইতে উৎসন্ন, শঙ্কু, ক্ষিপ্র ও বজ্রাংশু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

বজ্রাঙ্গ—তিনি দক্ষ-কন্যা দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সকল অঙ্গ বজ্রসারময় ছিল তজ্জন্য এই নাম হয়। তিনি জন্মমাত্র মাতৃ আদেশে স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া আনিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিয়া পত্নী বরাঙ্গীসহ সুদুশ্চর তপস্যা করেন। ইন্দ্র নানা উপায়ে তাঁহাদের তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। এই বরাঙ্গীর গর্ভে মহাবল তারক জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৪৬—১৪৭; পদ্ম-সৃ-৪২।

বজ্রিণী—প্রভাস তীর্থ হইতে আগত, হরিণ, বজ্র, ন্যঙ্কু ও কপিল নামক চারি জন স্বাধ্যায়-নিরত ঋষিগণের মনোভিলাষ পূরণার্থ সরস্বতী নদী, হরিণী, বজ্রিণী, ন্যঙ্কু ও কপিলা এই চারি অতিরিক্ত স্রোতে বিভক্তা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। সরস্বতী দেখ।

বজ্রী—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বঞ্জুলা—স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করিতে যাইবার সময়ে বঞ্জুলা (নদী?) তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর স্থিতোদরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বঞ্জুলি—অত্রি বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—বিশ্বামিত্র, অশ্বরথ ও মহাতপা বঞ্জুলি। মৎ-১৯৮।

বট—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, মহাবীর অংশ তাঁহার সাহায্যার্থ, বট, পরিঘ, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে প্রদান করেন। মহাভা-শল্য ৪৬।

বটক—(১) শুঙ্গবংশীয়দের রাজত্বের অবসানে কণ্ব বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ঐ বংশের সুন্দরের পুত্র চকোর, তৎপুত্র বটক, বটকের পুত্র শিবস্বাতি। ভাগ ১২স্ক-১। (২) তারকাসুরের সহিত যুদ্ধে গমন কালে, অংশ স্কন্দের সাহায্যার্থ পরিঘ, বটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহন নামে পাঁচ জন অনুচরকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। বট দেখ।

বটিকা—মহামুনি ব্যাস একবার দার-পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষি জাবালির বটিকা নাম্নী কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। বটিকার গর্ভে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ নাগ ৪৭।

বটুক—সিদ্ধপুত্র, জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র ও সময়পুত্র ইহারা চারি বটুক নামে কথিত হন। ত্রিপুরতন্ত্রে তাঁহাদের পূজার বিধি উল্লিখিত আছে। কা ৬৩।

বড়বা—(১) বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা বড়বা ও সুতনু, পত্নী রোহিণীর পরিচারিকা স্বরূপা ছিলেন। হরি হরি-। (২) সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা বড়বারূপে

অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; ৮স্ক-১৩। সংজ্ঞা দেখ।

বড়বামুখ—একবার নারায়ণ বড়বামুখ নামক তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া সুমেরু-পর্ব্বতে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রকে নিকটে আহ্বান করেন। কিন্তু সমুদ্র তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সেইজন্য তিনি সমুদ্রকে তাঁহার জল অপেয় হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করেন। তদবধি সমুদ্রের জল অপেয় হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

বড়বামুখী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। মৎ-৫৩।

বড়ল—মণিভদ্র নামক কুবেরের সখা। তিনি কুবেরের উদ্যানে কুবেরের প্রিয় বৃক্ষাদি বিনষ্ট করায় স্বীয় পিতার শাপে সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, দীন ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হন। পরে পিতারই উপদেশে মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারই প্রভাবে সর্ব্ব-রোগ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ আব চতু-৭৫।

বৎস—(১) কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি বৎস একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি যদুবংশীয় তিরিন্দির রাজার পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার এক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বহু ধন প্রাপ্ত হন। ঋক্-৮।৬।৪৬। একবার তিনি কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় কর্তৃক "তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্রার পুত্র" এই বলিয়া অভিশপ্ত হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য অগ্নি-পরীক্ষা করেন। তিনি যথার্থই শুদ্ধজন্মা ছিলেন। মনু। (২) পুরুবংশীয় নর-পতি সেনজিতের শ্বেতকেতু, রুচির, মহিম্নর ও বৎস নামে চারি পুত্র জন্মে। বৎস অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন। হরি-হরি-২০। (৩) কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রাজা দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন। প্রতর্দ্দনের তনয় বৎস, (ভর্গ ও বৎস; অ-২৭৮) বৎসের তনয় বৎসভূমি ও অলর্ক (বৎসের পুত্র অলর্ক; অ-২৭৮)। হরি-হরি-২৯। (৪) পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস বিদ্যমান ছিলেন। তিনি গোষ্ঠে বৎসগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৫) বৈবস্বত মনুর তনয় শর্য্যাতি। এই শর্য্যাতির বংশেই নরপতি বৎস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের হইতেই পরাক্রান্ত হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক ক্ষত্রিয়গণের প্রাদুর্ভাব হয়। মহাভা-অনুশা-৩০। (৬) শিবাব-তার সোমশর্ম্মার অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩; ব্রহ্মা-২৩; লি-২৪; শিব-বায়-উত্ত-১০। সোমশর্ম্মা দেখ। (৭) কংসের জনৈক সেনাধ্যক্ষ। কংসের সহিত মধু-পুর জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন। গর্গ-গোল-৭। (৮) জনৈক অসুর। শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। গর্গ-

বৃ-৪। (৯) পুরাকালে কিম্পুরুষ-বর্ষে ভারত নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বৎস। শত্রুগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলে তিনি স-ভার্য্যা বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে গমন করেন। কিছুদিন তথায় বাস করিবার পর মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে সেই আশ্রমে বাস করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বৎস-রাজ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ বলেন এবং ঋষির পরামর্শে নৃসিংহ-দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান নরসিংহ-দেবের নিকট হইতে এক শত্রুধ্বংসকারী চক্রাস্ত্র লাভ করেন। বৎসরাজ সেই অস্ত্র-প্রভাবে শত্রু বিনাশ করিয়া আপনার নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করেন। বরা-৪২। (১০) ধন্বন্তরীর বংশে রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন। তাঁহার পিতা দিবোদাস অতি প্রীতির সহিত তাঁহাকে 'বৎস' 'বৎস' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম বৎস হয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। প্রতর্দ্দন দেখ। (১১) বৎস, অশ্বীসেন, পাণ্ড, পথ্য ও শৌনক এই ভার্গবগণ সপ্ত গোত্রে বিভক্ত। বায়ু-৬৫। (১২) দিবোদাসের পুত্র দ্যুমানের অপর নাম বৎস। ভাগ ৯স্ক-১৭। ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব দেখ। (১৩) পুরাকালে নাগরাজ বাসুকী বৎসকে এবং বৎস এলাপত্রকে বিষ্ণু-পুরাণ শ্রবণ করান। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। প্রিয়ব্রত ও বাসুকী দেখ। (১৪) তারকাসুরকে বধ করিতে গমনোদ্যত স্কন্দকে সাহায্য করিবার জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৎস ও নন্দী নামক অনুচরদ্বয়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (১৫) জনৈক ঋষি। তাঁহার গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণের ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (১) একবার বৎস, ভৃগু, কশ্যপ প্রভৃতি বহু মুনিগণ প্রভাস-তীর্থে মাঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ সমীপে তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা ধ্যান করিয়াও শিবের দর্শন না পাইয়া সকলেই ত্রিনেত্র হন। তখন পরস্পর পরস্পরকে শিব মনে করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আরও উগ্র তপস্যা করিয়া হরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মুনিদের প্রার্থনায় হর গঙ্গাকে সেই স্থানে আনয়ন করিলে ঋষিগণ সেই গঙ্গায় স্নান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ৩০৪। (১৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় গুরুক্ষেপের তনয় বৎস। বৎসের তনয় বৎসব্যূহ। বিষ্ণু-৪র্থ ২। প্রতিব্যোম ও বৎসব্যূহ। দেখ।

বৎসক—(১) গোকুলে শিশুহত্যা করিবার জন্য কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক দৈত্য। দেবীভাগ-৪স্ক ২৩। (২) যদু-বংশীয় দেবমীঢ়ের তনয় শূর। শূরের দশ পুত্রের অন্যতম বৎসক। ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবমীঢ়ুষ ও আনক দেখ।

বৎসদ্রোহ—সূর্য্যবংশীয় বৃহদ্বলের তনয় দায়াদ। তৎপুত্র বৎসদ্রোহ, বৎস-দ্রোহের তনয় প্রতিব্যোম। মৎ-২৭১। প্রতিব্যোম দেখ।

বৎসনাভ—পূর্ব্বকালে বৎসনাভ নামে এক মহামুনি ছিলেন। তিনি বহুকাল অতি তীব্র তপস্যা করেন। তিনি এই-রূপ তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন যে, তাঁহার শরীর বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন হইলেও. কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া প্রবল বারিপাতে বল্মীকস্তূপ বিধ্বস্ত করিলেন, কিন্তু বৎসনাভ-মুনি, প্রবল বারিধারায় পীড়ামান হইয়াও তপস্যা ত্যাগ করেন নাই। তাহা দেখিয়া ধর্ম্ম মহিষের রূপ ধারণ করিয়া মুনির উপরিভাগ স্বীয় গাত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন। সপ্তদিবস পরে বৃষ্টি-বর্ষণ বিরত হইলে, তিনি সর্ব্বদিক অবলোকন করিয়া সেই মহিষরূপধারী ধর্ম্মকে দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্ম তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গন্ধমাদন-শৈলস্থিত শঙ্খ নামক তীর্থে স্নান করিয়া পাপশান্তি করিতে উপদেশ দেন। বৎসনাভ মুনি তাহা করিয়া সত্যলোকে উপনীত হন। স্কন্দ ব্রহ্ম-সেতু-২৫।

বৎসপ্রী—(১) মহর্ষি বৎসপ্রী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৪৫।৪৫। (২) চন্দ্রবংশীয় ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রী। তাঁহার পুত্র প্রাংশু। বিষ্ণু-৪র্থ-১। প্রাংশু দেখ।

বৎসপ্রীতি—ভলন্দনের তনয় বৎসপ্রীতি। তাঁহার পুত্র প্রাংশু। ভাগ-৯স্ক-২। বৎসপ্রী ও প্রাংশু দেখ।

বৎসবান—যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা এবং শূরের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩৪। বসুদেব দেখ।

বৎসবালক—শূরের পত্নী মারিষার গর্ভ-জাত দশ পুত্রের অন্যতম ও বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অনাধৃষ্টি দেখ।

বৎসবৃদ্ধ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্রণের পুত্র। তাঁহার তনয় প্রতিব্যোম। প্রতি-ব্যোমের সুত ভানু। ভাগ-৯স্ক-১২।

বৎসব্যূহ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্বলের পুত্র বৃহৎক্ষণ। তাঁহার পুত্র গুরুক্ষেপ। গুরুক্ষেপের আত্মজ বৎস, বৎসের তনয় বৎসব্যূহ। তৎপুত্র প্রতিব্যোম। বিষ্ণু-৪র্থ ২২। (২) বৃহদ্রথের পুত্র বৃহৎক্ষয়। তৎপুত্র ক্ষয়, ক্ষয়ের তনয় বৎসব্যূহ। বৎসব্যূহের তনয় প্রতিব্যূহ। বায়ু-৯৯। বৎস ও প্রতিব্যোম দেখ।

বৎসভূমী—(১) বারাণসীর রাজা প্রতর্দ্দ-নের পুত্র বৎস। বৎসের পুত্র বৎসভূমী ও অলর্ক। হরি-হরি-২৯। প্রতর্দ্দন দেখ। (২) দিবোদাসের বংশীয় সত্য-কেতুর তনয় বৎসভূমি। অ-২৭৮।

বৎসর—(১) ধর্ম্ম হইতে দক্ষের অন্যতমা

কন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন সাধ্য-দেবতার অন্যতম। মৎ-১৭১। ঈশ ও সাধ্যদেবগণ দেখ। (২) ভৃগুবংশীয় ঋষিগণের, বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫। (৩) প্রজাপতি কশ্যপ তপঃপ্রভাবে বৎসর ও অসিত নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব ও মহামতি রৈভ্য। সৌর-৩০। (৪) ধ্রুবের ভূমি নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। বৎসরের তনয় পুষ্পার্ণ। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৩। (৫) ব্রহ্মার মানস-পুত্র দশজন মহর্ষিগণের বংশীয় অন্যতম ঋষি। বায়ু-৫৯।

বৎসরাজ— দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত জনৈক নরপতি। মহাভা-আদি-১৮৬।

বৎসল—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-আদি-১৮৬।

বৎসশ্রী—সত্যযুগে এক ব্রহ্মবাদী নরপতি পুত্রার্থী হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে শুভ্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বৎসশ্রী নামে এক পুত্র লাভ করেন। বরা-৫৫।

বৎসহনু— অজমীঢ়-বংশীয় সেনজিতের চারি পুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু-৪র্থ ১৯। কাশ্য ও দৃঢ়হনু দেখ।

বৎসাবর্ত্ত—অজমীঢ়ের বংশীয় সেনজিতের রুচিরাশ্ব, কাব্য, দৃঢ়রথ ও বৎসাবর্ত্ত এই চারি পুত্র জন্মে। এই বৎসাবর্ত্তের বংশধরগণ পরিবৎসক নামে বিখ্যাত। মৎ-৪৯। কাশ্য ও দৃঢ়হনু দেখ।

বৎসার—(১) কশ্যপ-বংশীয় বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই কয়জন মন্ত্রকর্ত্তা। বায়ু-৫৯। দেবল দেখ। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬৪। বৈবস্বত-মনু দেখ।

বৎসাসুর— শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যখন অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন কংসের অনুচর এক দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার বাসনায় বৎস-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক অন্যান্য গো-বৎসগণের সহিত বিচরণ করিতে-ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া, তাহার পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক কপিত্থ বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন। ভাগ-১০স্ক ১১; বৃহদ্ধ-উত্ত-১৭।

বতণ্ড—অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও মহাযশ উদ্দাল এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮।

বদনপ্রেক্ষণা— কাশীতে বদনপ্রেক্ষণা নাম্নী দেবী ও তন্নীশ্বর এবং বৃত্রেশ্বর লিঙ্গদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহা-দিগকে দর্শন করিলে, সুবর্ণের সহিত ভূমিদানের ফল ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বদরিকাশ্রম—তারকাসুর-বধ-গমনোত্তত স্কন্দের সাহায্যার্থ বদরিকাশ্রম-তীর্থ পদ্মাবতী ও মাধবী নাম্নী দুই অনুচরীকে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

বদান্য—মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভাকে অষ্টাবক্র ঋষি বিবাহ করেন। মহাভা-অনুশা-১৯—২১। শিবপুরাণ মতে (ধর্ম্ম-৪৩) বদান্যের কন্যার নাম প্রভা।

বধ—কশ্যপের ঔরসে খসার গর্ভে কতিপয় অতি ভীষণ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতাকে যক্ষণ অর্থাৎ ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া পিতা কশ্যপকর্তৃক যক্ষ নামে অভিহিত হন। ঐ যক্ষ, অজ ও খণ্ড নামক পিশাচ-দ্বয়ের দুই কন্যা ব্রহ্মধনা ও জন্তুধনাকে বিবাহ করেন। বধ ঐ জন্তুধনার (যাতুধনা ?) গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। এই রাক্ষসেরা সকলেই সূর্য্যানুচর এবং সর্ব্বদা সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বধের দুই পুত্র বিঘ্ন ও শমন। বায়ু-৬৯। খসা ও আপ দেখ।

বধিরান্ধ—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২।

বধূসরা—একটী নদীর নাম। মহর্ষি ভৃগুর পত্নী পুলোমাকে পুলোমা রাক্ষস হরণ-কালে, পথিমধ্যে চ্যবন মুনির জন্ম হয়। চ্যবনের দর্শনেই রাক্ষস পুলোমা ভস্মীভূত হয়। ভৃগুপত্নী পুলোমা সদ্যোজাত শিশু-পুত্র ক্রোড়ে লইয়া, রোদন করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার নয়ন-নির্গত অশ্রুধারায় এক নদীর উৎপত্তি হয়। পিতামহ ব্রহ্মা সেই জলধারাকে পুত্রবধূ পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম বধূসরা রাখেন। মহাভা-আদি-৫।

বধ্যশ্ব—(১) মুদ্গল-আত্মজ মহর্ষি ইন্দ্র-সেনের তনয়। বধ্যশ্বের পত্নী মেনকা হইতে যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম দিবোদাস ও কন্যার নাম অহল্যা। হরি-হরি-৩২। (২) মুদ্গল-তনয় ব্রহ্মিষ্ঠের রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম বধ্যশ্ব। বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে এক মিথুন উৎপন্ন হয়। ঐ মিথুনের একজন রাজর্ষি দিবোদাস ও অপর যশস্বিনী অহল্যা। বায়ু-৯৯।

বধ্রি-অশ্ব—(বধ্র্যশ্ব) (১) মহর্ষি বধ্র্যশ্ব ও তাঁহার পুত্র সুমিত্র ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৬৯।১। (২) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন তথায় বধ্র্যশ্ব প্রমুখ বহু রাজন্যবর্গ উপস্থিত হইয়া যমের উপাসনা করি-তেন। মহাভা সভা ৮। (৩) ভৃগুবংশীয় আপিশলি, খাণ্ডব, কারন প্রভৃতি ঋষিগণের ভৃগু, বধ্র্যশ্ব ও দিবোদাস এই এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

বধ্রিমতী—এক রাজর্ষির কন্যা। তাঁহার স্বামী নপুংসক ছিলেন বলিয়া, তিনি

অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামে এক পুত্র প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা তাঁহার প্রসব বেদনা দূর করিয়া সুখে প্রসব করান। ঋক্-১।১১৬।১৩ ; ১০।৩৯।৭।

বনক—চতুর্থ তামস-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-১। তামস-মনু দেখ।

বনপীঠ—চতুর্থ তামস-মন্বন্তরে বশিষ্ঠ গোত্রীয় বনপীঠ অন্যতম ঋষি ছিলেন। বায়ু-৬২।

বনরাজি, বনরাজী—বসুদেবের ত্রয়োদশ জন পত্নীদিগের দুইটী পরিচারিকা ছিল। তাহাদের নাম সুগন্ধা ও বনরাজি। বায়ু-৯৬।

বনস্তম্ব, (বনস্তম্ভ)—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সুদেবার গর্ভজাত সাত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি ১০৪। অবগাহ দেখ।

বনস্পতি—প্রিয়ব্রতাত্মজ ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের নাম— আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ ও বনস্পতি। ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপকে স্বীয় সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া, সেই সকল বর্ষে সেই সাত পুত্রকে রাজা করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

বনায়ু—অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভজাত নৃপতি পুরূরবার অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৭৫। অমাবসু, অমায়ু ও পুরূরবা দেখ।

বনেয়ু—পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। ঋতেয়ু, ঋচেয়ু ও রৌদ্রাশ্ব দেখ।

বন্দন—একজন ঋষি। অসুরগণ কর্ত্তৃক একটী কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তথা হইতে উঠিতে না পারিয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন। ঋক্-১।১১৬।৮।

বন্দী—জনক রাজার পুরোহিত বন্দী একজন অসাধারণ বাদবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাদে পরাস্ত করিয়া অন্যান্য ঋষির ন্যায় একদা কহোড় ঋষিকেও জলমগ্ন করেন। কহোড়-তনয় অষ্টাবক্র অবশেষে বন্দীকে পরাস্ত করিয়া জলে নিমগ্ন করেন এবং স্বীয় পিতা কহোড়কে উদ্ধার করেন। মহাভা-বন-১৩১—৩৩। কহোড় দেখ।

বন্দুলা—দক্ষিণাপথে বাস্কল গ্রামে বিদুর নামে এক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বন্দুলাও অতি দুশ্চরিত্রা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে জীবিতকালে বহুবিধ দুষ্ক্রিয়া করেন। পরে স্বামীর মৃত্যু হইলে, বন্দুলার স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হয় এবং এক পুরোহিত ব্রাহ্মণের উপদেশে নানারূপে শিবের আরাধনা করিয়া পুণ্যলোকে গমন করেন। স্কন্দ ব্রহ্ম-উ-২২।

বন্ধু—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া চারিটী ঋক্-

মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।২৪।১। মহর্ষি বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু নামক দুই ঋষির সহিত মন-দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৫৮।১। পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিত্রয় ও সুবন্ধু নামে আর একজন মহর্ষি—এই চারি জন লৌপায়ন ও গৌপায়ন নামে খ্যাত। ঋক্-৫।২৪।

বন্ধুক— মহিষাসুর-তনয় রক্তাসুরের (রক্তাক্ষের) তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

বন্ধুদত্ত—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বন্ধুদত্ত-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ আজিশিরাকে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

বন্ধুমতী— স্বারোচিষ মন্বন্তরে রেবত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বন্ধুমতী। তিনি অতিশয় পাপ-স্বভাবা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দণ্ডকেতু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই দণ্ডকেতু নানারূপে দুষ্ক্রিয়াশীল হইয়াও একদা এক বিষ্ণু-মন্দিরের ধূলিমার্জ্জনা করিয়া সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হন ও পরজন্মে যজ্ঞধ্বজ নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃহন্না-৩৭।

বপু—(১) অতি প্রাচীনকালে বপু নামে একজন রাজা ছিলেন। ঋক্-৮।৪৬।২৮। (২) জনৈক অপ্সরা। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, তিনি তিলোত্তমা উর্ব্বশী প্রভৃতি অন্যান্য অপ্সরাগণের সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করেন। মহাভা-আদি-১২৩। একবার নারদ ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র তাহার মনস্তুষ্টির জন্য অপ্সরাগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুণাধিকাকে নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কে সর্ব্বাপেক্ষা গুণাধিকা এই বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ইন্দ্র নারদের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, "অপ্সরাগণের মধ্যে যে দুর্ব্বাসা মুনির তপোভঙ্গ করিতে পারিবে, সেই অধিক গুণশালিনী বলিয়া বিবেচিতা হইবে।" তখন বপু নাম্নী এক অপ্সরা হিমালয়-পর্ব্বতে দুর্ব্বাসার আশ্রমে গিয়া দুর্ব্বাসার তপোভঙ্গের প্রয়াস পায়; কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে পক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১। (৩) দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে বপু, পুষ্টি, মেধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; শিব-বায়-পূ-১৫; বিষ্ণু-১ম-৭। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৪) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভে অনবদ্যা, রম্ভা, তিলোত্তমা, বপু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কা-৩৯। (৫) সিনী, কুহু, বপু প্রভৃতি দেবীগণ যজ্ঞান্তে সোমদেবের সেবা করিয়াছিলেন। বায়ু-৯০। কীর্ত্তি ও কুহু দেখ।

বপুষ্টমা—রাজা জনমেজয়ের স্ত্রী। তাহার অপর নাম কাশ্যা। তিনি কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা ছিলেন। তাঁহার

গর্ভে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৪৪; হরি-হরি-১৮৮; দেবীভাগ-২স্ক-১১। জনমেজয় দেখ।

বপুষ্মতী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী, অন্যতমা মাতৃকা। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) সমুদ্রমন্থনে যে সমুদয় অপ্সরার উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (৩) তারকাসুরবধ-গমনোদ্যত স্কন্দের সাহায্যার্থ শ্বেততীর্থকর্ত্তৃক প্রেরিতা অন্যতমা মাতৃকা। বাম-৫৭।

বপুষ্মান্—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম। (প্রিয়ব্রত দেখ) তিনি শাল্মলীদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বপুষ্মানের সাত পুত্রের নাম শ্বেত, হরিত, জীমূত, লোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। তাঁহাদের নামে বিখ্যাত সপ্তবর্ষ শাল্মলীদ্বীপে বিরাজমান। মার্ক-৫৩; বায়ু-৩৩; অগ্নি-১০৭, ১১৯। (২) বিদর্ভাধিপতি সংক্রন্দনের তনয় বপুষ্মান্। তিনি দর্শনাধিপতি চারুকর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সুমনা অন্য নৃপতির গলায় মাল্যদান করাতে বপুষ্মান্ ও আরও কতিপয় নরপতি বলপূর্ব্বক রাজ-কন্যাকে হরণ করিবার প্রচেষ্টা করেন; কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। মার্ক-১৩৩—১৩৬। (৩) ঔত্তমী-মন্বন্তরে সুধামা, দেব, প্রতর্দ্দন, শিব ও সত্য এই পঞ্চ দেব-গণের অন্তর্গত দ্বাদশ জন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬২। ঊর্জ্জ, ঈশ ও ঔত্তমী-মনু দেখ। (৪) ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম সাবর্ণি (১১শ) মন্বন্তরে বপুষ্মান্ অনঘ, অগ্নিতেজা, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও নিশ্চর ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অনঘ দেখ। (৫) ঔত্তমী-মন্বন্তরে বপুষ্মান্ নিষধ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম জ্যোতিষ্মান্। বাম-৭২।

বব্রি—অত্রির অপত্য জনৈক ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ৫।১৯।১।

বভ্রব—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব। মৎ-১৯৯।

বভ্রু—(১) মহর্ষি বভ্রু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৩০।১। (২) মহর্ষি পথ্যের অন্যতম শিষ্য শৌনক। শৌনক স্বীয় সংহিতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক ভাগ স্বীয় শিষ্য বভ্রুকে ও অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭; বিষ্ণু-৩য়-৬; ভাগ-১২স্ক-৭। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতম

তনয় বভ্রু। মহাভা-অনুশা-৪ ; বায়ু-৯১। (৪) যযাতির অন্যতম তনয় দ্রুহ্য, তাঁহার পুত্র বভ্রু ও সেতু। বভ্রুর তনয় অঙ্গার। হরি-হরি-৩২। যযাতি দেখ। (৫)জ্যামঘ বংশীয় দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। দেবাবৃধ ও বভ্রু হইতে ষট্‌-ষষ্ট্যধিক-সপ্ত সহস্র পুরুষ যুদ্ধে নিহত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হরি-হরি-৩৭ ; বায়ু-৯৬। বভ্রুর তনয় ভোজ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৬) যযাতি-বংশীয় সাত্বতের অন্যতম পুত্র দেবাবৃধ, তৎপুত্র বভ্রু। মৎ-৪৪ ; ভাগ-৯স্ক-২৪ ; কূর্ম্ম-পূ-২৪। দেবাবৃধ দেখ। (৭) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে তিন তনয় জন্মে। তন্মধ্যে লোমপাদের তনয় বভ্রু, তৎপুত্র বাহ্বৃতি। হরি-হরি-৩৬। বভ্রুর তনয় কুকুর, ভজমান, শিনি ও কম্বলবর্হিষ। অ-২৭৫। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি বিশ্বগর্ভের তিন ভার্য্যাতে বসু, বভ্রু, সুষেণ ও সভাক্ষ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৯৪। (৯) শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু এই পাঁচ জন গন্ধর্ব্বপতি রোহিত নামে খ্যাত। তাঁহারা ঋষভ-তুল্য, আকৃতি-বিশিষ্ট ও ঋষভ নামক পর্ব্বত-সন্নিকটস্থ দিব্য চন্দন-বন রক্ষা করেন। সুগ্রীবের নির্দ্দেশমত বানরযূথ সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন। রা-কি-৪১। (১০) পুরুবংশীয় দ্রুহ্যের পুত্র বভ্রু ও সেতু। বভ্রুর পুত্র রিপু। বায়ু-৯৯। (১১) পতগশ্রেষ্ঠ গরুড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ, অরুণের তনয় সম্পাতি ও জটায়ু। সম্পাতির পুত্র বভ্রু। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (১২) কুরুক্ষেত্র সমরের পরে যদুবংশীয়গণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতিশয় মদ্যপান ও তদানুসঙ্গিক ব্যভিচারে লিপ্ত হন। পরে প্রভাস-ক্ষেত্রে প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বভ্রুকে যদু-নারীগণের রক্ষণার্থ গমন করিবার জন্য আদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বভ্রু যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের শাপসম্ভূত মুষল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। মহাভা-মৌষ-১—৪।

বভ্রুতারা—দুর্গ অসুরের বধ-সাধনার্থ দেবী পার্ব্বতীর শরীর-সম্ভূতা নবকোটী মহাশক্তির অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২।

বভ্রুবাহন—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র। দ্বাদশ-বর্ষ বনবাসকালে অর্জ্জুন ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুর রাজ্যে উপনীত হন ও রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি-গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর তথায় বাস করেন। সেই সময় বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-২১৬—২১৭। কুরুক্ষেত্র সমরের পর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষকরূপে মণিপুরে উপস্থিত

হইলে অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাজিত হন। কিন্তু পরে পিতা পুত্রে মিলন হয়। মহাভা-আশ্ব-৬৯-৮৯।

বভ্রুমালী— একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। মহাভা-সভা-৪।

বভ্রুসেতু—দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রুসেতু, তাঁহার তনয় পুরবসু। পুরবসু হইতে গান্ধারগণ উৎপন্ন হন। অ-২৭৭। যযাতি দেখ।

বম্র—মহর্ষি বিখনার পুত্র বম্র একবার যজ্ঞ-বিঘাতক শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং ইন্দ্রের সাহায্যে মহর্ষি বম্র স্বীয় যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করেন। ঋক্-১।৫১।৯।

বয়ত—বৈদিক যুগে বয়ত নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহারই পুত্র পাশদ্যুম্ন এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পাশদ্যুম্ন দেখ।

বয়স—প্রিয়ব্রতের তনয় ইধ্মজিহ্ব। ইধ্মজিহ্বের সাত পুত্রের নাম—শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয়। ইধ্মজিহ্ব প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি ছিলেন ও ঐ দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। ভাগ-৫স্ক২০। ইধ্মজিহ্ব ও প্রিয়ব্রত দেখ।

বয়ুন—নরপতি কৃশাশ্বের অন্যতমা পত্নী ধিষণার গর্ভে বয়ুন প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬স্ক-৬। কৃশাশ্ব ও ধীষণা দেখ।

বয়ুনা—পিতৃগণের পত্নী স্বধা, বয়ুনা ও ধারিণী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারগামিনী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক১। পিতৃগণ দেখ।

বয্য—অত্রিবংশীয় মহর্ষি বয্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। একবার অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অসুরদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র, মহর্ষি তুর্ব্বীত ও বয্য যাহাতে সুখে প্রবাহশীল জল পার হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বয্যের পুত্র সত্যশ্রবা। ঋক্-১।১১২।১ ; ২।১৩।১২ ; ৫।৮৯।১।

বর—(১) কশ্যপ পত্নী ধনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম তনয় বিরক্ষ। তৎপুত্র বর। বায়ু-৬৮। (২) কুরুবংশীয় উশীনরের চারি পুত্রের অন্যতম। ভাগ ৯স্ক২৩ ; হরি-হরি-৩১। উশীনর দেখ। (৩) প্রজাপতি কশ্যপ বংশীয় দেবলের পুত্র বর। বায়ু ৭০। (৪) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম অনুচর। মৎ-১৬১।

বরজাম্বুক—একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। মহাভা-সভা-৪।

বরদ—(১) প্রজাপতি ব্রহ্মার মন হইতে সন, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ও বরদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার

জন্ম সাধা, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। অগ্নি-৫২।

বরদা—(১) সর্ব্ব-সিদ্ধি-দায়িনী চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা।
(২) পূর্ব্বে সোমকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া, তাঁহার ষড়্-বিংশতি পত্নী প্রভাস-ক্ষেত্রে তপস্যা করেন। দিব্য বহুবর্ষকাল তাঁহারা গৌরীর আরাধনা করিলে, দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "তোমাদের বাঞ্ছিত কি বল ?" সোম-পত্নীগণ বলেন, "হে দেবি ! যদি তুষ্টা হইয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সৌভাগ্য ও পরম লাবণ্য প্রদান করুন। আমরা দুর্ভাগা বলিয়া, আমাদের স্বামী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" গৌরী বলিলেন, "অদ্যাবধি আমার প্রসাদে সোম তোমাদের প্রতি সমব্যবহার করিবেন। আর আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম বলিয়া বরদা নামে বিখ্যাত হইব। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৭।

বরবর্ণিনী—(১) বৃহস্পতির ভগিনী। অষ্ট-বসু প্রভাস তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। হরি-হরি-৩। (২) মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা ও বিশ্রবা মুনির পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৩।

বরবাসিনী—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সর্ব্ব-পাপ-বিমোচনা কুক্কুটিকা নদী কর্ত্তৃক প্রেরিতা তাঁহার অন্যতমা অনুচরী। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

বরয়ু— মহৌজা-বংশীয় বরয়ু একজন দুষ্কর্ম্মান্বিত রাজা ছিলেন। তাঁহার দুষ্কর্ম্মে তাঁহার বংশ উৎসন্ন হয়। মহাভা-উদ্-৭৩।

বররুচি—বেণ-তনয় পৃথু ধরণীকে দোহন করিবার পর ক্রমে ক্রমে ঋষিগণ, দেবগণ, পিতৃগণ, নাগগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণও গো-রূপিনী পৃথিবীকে দোহন করেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের দোহন ব্যাপারে চিত্ররথ বৎস, পঙ্কজ গাত্র, ক্ষীর গন্ধ ও নাট্যবিদ্যা-নিপুণ বররুচি দোগ্ধা ছিলেন। মৎ-১০।

বরশিখ—বৈদিক যুগের একজন অনার্য্য দলপতি। ইন্দ্র চয়মানের তনয় অভ্যাবর্ত্তীর অনুকূল হইয়া, বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ঋক্-৬।২৭।৫ ; অভ্যাবর্ত্তী দেখ।

বরস্ত্রী—অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের স্ত্রী ও দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী। ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৬ ; বিষ্ণু-১ম-১৫ ; বায়ু-৬৬। বর-বর্ণিনী দেখ।

বরা—করন্ধম-তনয় অবীক্ষিতকে হেম-ধর্ম্মের কন্যা বরা স্বয়ম্বরে বরণ করেন। মার্ক-২২।

বরাঙ্গ—(১) পৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিনশত বৎসর রাজত্ব করিবার পর কৈলকিল নামক যবনগণ রাজা হইবেন। সেই যবন-বংশীয় ধর্ম্মের পুত্র বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুধিনন্দি, নন্দিযশা ও শিশকপ্রবারী। ইঁহারা প্রায় এক-শত ছয় বৎসর রাজত্ব করিবেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) যক্ষ রজতনাভের বংশীয় মণিবর যক্ষের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯।

বরাঙ্গনা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কন্যা ও অক্রূরের অন্যতমা পত্নী। বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৯; বায়ু-৯৬। অক্রূর দেখ।

বরাঙ্গী—(১) রাজা দৃষদ্বতের কন্যা বরাঙ্গী কুরুবংশীয় নরপতি সংযাতির পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র অহংযাতি। মহাভা-আদি-৯৫। (২) দিতির তনয় বজ্রাঙ্গ ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট বরাঙ্গী নাম্নী এক আয়ত-লোচনা কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। পরে বজ্রাঙ্গ ও বরাঙ্গী উভয়েই একত্রে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগের এক মহাবলসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে বলিয়া বর দেন। এই বরাঙ্গীর গর্ভে তারকাসুর জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৪৬—৪৭। (৩) ধ্রুবের বংশে রাজা উদারধীর পুত্র দিবঞ্জয়। তাঁহার পত্নীর নাম বরাঙ্গী ও পুত্রের নাম রিপুঞ্জয়। বায়ু-৬২; ব্রহ্মা-৬৮। উদারধী দেখ।

বরাননা—এক গন্ধর্ব্ব কন্যা। বায়ু-৬৯।

বরারোহা—(১) সাবিত্রী দেবী সোমেশ্বর তীর্থে বরারোহা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (২) একাদশ-কল্পে দেবী পার্ব্বতী বরারোহা নামে খ্যাতা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৭।

বরাশু—খর ও দূষণ রাক্ষস-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ-জন রাক্ষসবীরের অন্য-তম। তিনি রাম-হস্তে নিহত হন। রামা-আরণ্য-২৩।

বরাহ—(১) এক বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। মহাভা-সভা-৪। (২) কালনেমীর অনুচর বরাহ তারকাসুর-সমরে বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। মৎ-২৭৭। (৩) বিষ্ণু বরাহ-অবতারে শৈল, বন ও কাননের সহিত একার্ণবে নিমগ্না সসাগরা বসুন্ধরাকে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার স্থির করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২২০। অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু বরাহ অবতারে বধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২২০—২২২; শিব-জ্ঞা ৫৯।

বরাহ-অবতার—(১) ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাসৃষ্টি করিতে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সমুদয় সারভূতা দেবীর উপাসনা করিতে বলিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাহা করিলে, ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। স্বায়ম্ভুব মনু দেবীকে বলেন তিনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজা-সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান ব্যতিরেকে তিনি কার্য্য

করিতে পারিতেছেন না। সকলের আশ্রয়রূপিণী পৃথিবী রসাতলে গমন করিয়াছেন, সুতরাং প্রজাসৃষ্টির জন্য উপযুক্ত স্থান যাহাতে তিনি পাইতে পারেন, স্বায়ম্ভুব-মনু দেবীর নিকটে তাহাই প্রার্থনা করিলেন। দেবী মনুকে 'প্রজাসৃষ্টি-কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে' এই বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তখন মনু আসিয়া ব্রহ্মাকে সকল ব্যাপার নিবেদন করিলে ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের ও মনু প্রভৃতি আত্মজগণের সহিত কিরূপে প্রজাসৃষ্টি কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় পিতামহের নাসিকা-বিবর হইতে এক-অঙ্গুলি-পরিমিত একটী বরাহ-শাবক নির্গত হইল। সেই শূকর-শিশু ব্রহ্মার সাক্ষাতেই হস্তীর ন্যায় বৃহৎ আকার ধারণ করিল। এই অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া এতদ্বিষয় চিন্তা করিতেছেন, তখন সেই বরাহ-রূপী ভগবান হরি ভীষণ গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতিগণের সাক্ষাতেই জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অগাধ জলমধ্যে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ ধাবমান হইয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ধরা সন্নিকটস্থ হইলেন এবং স্বীয় দশন-সাহায্যে সর্ব্বপ্রাণীর আশ্রয়-ভূতা সেই ভূমিকে উদ্ধার করিলেন। দেবীভা-৮স্ক-২। (২) ব্রহ্মার আয়ুকালের পূর্ব্ব পরার্দ্ধ অতীত হইলে, নারায়ণাখ্য ভগবান ব্রহ্মা নাগ-শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া, সমস্ত জগত শূন্যাকার দর্শন করেন এবং পৃথিবী প্রলয়-পয়োধি-জলে নিমগ্না আছেন বুঝিতে পারিয়া তাহার উদ্ধার-সাধনার্থ চিন্তিত হইলেন। বরাহ-মূর্ত্তিই পৃথিবী বহনে সমর্থ বোধ হওয়াতে, তিনি বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক জলে অবগাহন করিলেন এবং স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা ধরা উত্তোলন করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩; বিষ্ণু-১ম-৩। ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধকালে দ্বিতীয় মাসের আদিভাগে প্রতিপৎ তিথিতে এই ধরণী-উদ্ধার সাধন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (৩) পূর্ব্বে আদি-কল্পে ভগবান হরি যোগনিদ্রা-বিমোহিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগরে শয়ান ছিলেন। হরি এইরূপে নিদ্রিত থাকিতে, বসুন্ধরা ভার-পীড়িতা হইয়া, দেবগণ-সমীপে গমন করেন এবং বলেন, "আমি ভূতগণের ভারে ক্লিন্না হইয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছি।" দেবগণ বসুন্ধরাকে এইরূপ সমুদ্বিগ্না দর্শন করিয়া ক্ষীর-সাগর-তীরে কেশব-সমীপে সমুপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, তাঁহারা কি প্রয়োজনে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন বিষ্ণু তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দেবগণ বলেন, "ধরিত্রী ভূতগণের ভারে উদ্বিগ্না হইয়া সাগর-

গর্ভে নিমজ্জিতা হইতেছেন। আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া লোক-সংস্থান করুন।" কেশব তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সর্ব্ব-যজ্ঞ-ময় বরাহ-বপু ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা ধরার উদ্ধার সাধন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮৯। (৪) অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পৃথিবী-তল একার্ণব-আকারে পরিণত হইলে, অগ্নি বিনষ্ট হয়। তখন আর কিছুরই উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মা তখন সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, স্বর্ণবর্ণ নারায়ণ নামক পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সেই সলিল-রাশি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। তিনি সহস্র-যুগ-তুল্য নৈশকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অন্তে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। কিন্তু সমস্তই জলপূর্ণ দর্শনে বায়ুর আকারে বর্ষাকালীন নিশাভাগে খদ্যোতবৎ বিচরণ করিতে থাকেন। ক্রমে অনুমানদ্বারা সেই জলরাশির মধ্যে পৃথিবী রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক অন্যান্য কল্পের ন্যায় রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হন এবং কোন মহৎরূপ ধারণ করিয়া ধরণীর উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণ দেখিয়া, জল-ক্রীড়া-কুশল বরাহরূপ স্মরণ করিলেন। ঐ মূর্ত্তি দশ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন উন্নত ও নীল মেঘতুল্য। উহার দেহ মহাপর্ব্বত-সম। বর্ণ-শ্বেত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ ও উগ্র, স্বর মেঘগর্জ্জন-সদৃশ, নয়ন বিদ্যুৎ ও অগ্নি-তুল্য উজ্জ্বল ও দেহদ্যুতি আদিত্য-সদৃশ। অতঃপর সেই হরি বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চারিপদ চারিবেদ, দংষ্ট্র-যূপ, বক্ষঃস্থল ক্রতু, মস্তক ব্রহ্মা, শব্দ সামধ্বনি, শোণিত সোম ও গতিপথ বিবিধচ্ছন্দঃ। প্রজাপতি এবম্প্রকার যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলনিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। বায়ু ৬।

বরাহক—রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা আদি-৫৭।

বরাহকর্ণ—একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

বরিষ্ঠ—(১) ভগবান মরীচির বংশে অঙ্গিরা-তনয় কীর্ত্তিমানের স্ত্রী ধেনুকার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ধৃতিমন্ত দেখ। (২) জনৈক দানব। ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া-ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। তিনি ইন্দ্রের সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞে বেদ অশুদ্ধরূপে পাঠ করার জন্য গৃৎসমদ মুনিকে শাপ দেন। সেই শাপে গৃৎসমদ মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা অনু-১৮।

বরিষ্ঠা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দেব-পূজিতা মহাভাগা বরিষ্ঠার গর্ভে হংস, হাহা, হুহু, বিষণ, বাসিরুচি, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু ও অন্য নামক আট জন গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হয়। অনবস্থা অনবসা, অম্বিতা, মদনপ্রিয়া অরূপা, সুভগা, অরিষ্টা ও ভাসী নামে আটটী পুণ্য-লক্ষণা স্বর্গীয় অপ্সরা ইহাদের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯। (২) বৈবস্বত-মনুর তিন কন্যার অন্যতমা। অরিষ্ট ও বৈবস্বত মনু দেখ।

বরিষ্ণু—কশ্যপ-মুনির অন্যতম তনয় ৭ ভবিষ্য সপ্তর্ষিদের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। অবরীবান দেখ।

বরিষ্ণুবীর্য্য—ভবিষ্য অর্ক-সাবর্ণি মনুর ধৃতি, বরীয়ান্, যবসু, সুবর্ণ, বরিষ্ণুবীর্য্য, সুমতি, বসু, শুক্র ও বীর্য্যবান্ এই কয় পুত্র ছিল। ধৃতি দেখ।

বরী—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা ৯১।

বরীতাক্ষ—(১) প্রাচীনকালে বরীতাক্ষ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। মহাভা-শান্তি ২২৭। (২) এক-জন গন্ধর্ব্বপতি। হরি-হরি-৭।

বরীদাস—বরীদাস নামে এক গন্ধর্ব ছিলেন। তাঁহার তনয় উপবর্হন। হরি-হরি-৩৩।

বরীবান্—সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি মনু ও অবরীবান্ দেখ।

বরীয়স্—পুলহের ভার্য্যার নাম গতি। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু। গতি দেখ।

বরীয়ান্—(১) সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। মৎ-৯। ধৃতি, সাবর্ণি মনু ও অবরীবান্ দেখ। (২) ভবিষ্য অর্ক-সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বরিষ্ণুবীর্য্য দেখ।

বরু—রাজা সুধামের পুত্র রাজা বরু গোমতী (বর্ত্তমান গোমাল) নদীর তীরে বাস করিতেন। তিনি মহর্ষি ব্যশ্বের পুত্র বৈবশ্ব ঋষিকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।২৪।২৮।

বরুণ, বরুণদেব—(১) আর্য্য ঋষিদের এক প্রধান দেবতা। নৈশ আকাশকেই আর্য্যগণ বরুণ দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণকে একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজা করিয়াছেন। ঋক্-১।২।৭। (২) বরুণ অদিতির পুত্র। ঋক্-১।২৪।১৩—১৫। অঙ্গিরার তনয় বরুণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্ ১।১৪৩।১। (৩) বরুণের পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র জমদগ্নি। ঋক্ ৫।১৫।১। (৪) অগ্নি বরুণের নপ্তা। ঋক্-৯।৬৫।১। (৫) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী অদিতি হইতে অর্য্যমা, পূষা, শক্র, বিষ্ণু, ধাতা, ত্বষ্টা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ,

অংশ ও ভগ এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩ ; বায়ু-৬৮; অ-১৯ ; বাম-৬৫। পিতামহ ব্রহ্মা বরুণকে সলিল সমুদয়ের রাজ্যের অধিপতি করেন। হরি-হরি-৪। বরুণের তনয় বশিষ্ঠ। এই বশিষ্ঠ আপব নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি ৩৬। একবার লোহিত হ্রদে বরুণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হন। হরি-হরি-১৭২। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে অর্য্যমা, পূষা, ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। খাণ্ডব-দাহে বরুণদেব পাশ ও বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-২২৫। বরুণের তনয় পুষ্কর, সোমের কন্যা জ্যোৎস্নাকালীকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯৭। বরুণের পত্নীর নাম গৌরী। মহাভা-উদ্ ১১৬ ; অনু-১৪২। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা মুনি হইতে ভীমসেন, সুপর্ণ বরুণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। জলাধিপতি বরুণের জ্যেষ্ঠা পত্নী শুক্রাদেবী হইতে বল নামে এক পুত্র ও সুরা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি- । পর্ণাশা নদী বরুণের ঔরসে শ্রুতায়ুধ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মহাভা দ্রো-৯২। শ্রুতায়ুধ দেখ। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণ-দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নদীগণের অধিপতি হইতে অনুরোধ করেন। বরুণদেব তাহাতে সম্মত হইলে দেবগণ তাঁহাকে উক্তপদে তৈজস-তীর্থে অভিষিক্ত করেন। তদবধি বরুণদেব সমুদয় সরিৎ, সাগর ও সরোবরাদিকে যথাবিধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। মহাভা-শল্য-৪৮। স্বর্গের দেবতা মিত্র ও বরুণদেবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠদেব জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৬৬। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতকে দেবগণের প্রার্থনায়, দক্ষযজ্ঞে শিবের প্রসাদে লব্ধ উৎকৃষ্ট ধনু ও অক্ষয় সায়কপূর্ণ তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। রামা-অযো-১১৮। সীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে বরুণ অন্যান্য দেবগণসহ উপস্থিত হইয়া রামকে বর প্রদান করেন। রামা লঙ্কা ১২৯—১৩০। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বরুণের পুরী আক্রমণ করেন। বরুণ তখন তথায় ছিলেন না। তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। বরুণ-মন্ত্রী প্রভাসের মুখে এই কথা শুনিয়া রাবণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রামা-উত্ত-২৩। বরুণ হনুমানকে বর দেন যে বরুণের পাশ ও জল হইতে অযুত-শতবর্ষেও তাঁহার মৃত্যু হইবে না। রামা-উ-৪১। বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ছিলেন।

মৎ-৬। বৈবস্বত মনু দেখ। তারকাসুর ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া যখন সমস্ত দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তখন দেবগণ তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজেরাই নানা-বিধ রত্ন প্রদান করেন। সেই সময় তারকাসুর বরুণের নিকট হইতে বিশুদ্ধ অশ্ব লাভ করেন। শিব-জ্ঞা-৯। এক-বার ব্রহ্মার পৌত্র মুনিসত্তম কশ্যপ বরুণদেবের ধেনু অপহরণ করেন এবং বরুণদেবকর্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই। তাহাতে বরুণদেব এবং ব্রহ্মার শাপে মহাত্মা কশ্যপ পৃথিবীতে যদুকুলে গোপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-৩। কশ্যপ দেখ। বরুণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণের অন্যতম ছিলেন। সৌর-২৮। আদিত্য, দেবতা, ঋষি, অপ্সরা, গ্রামণী, সর্প ও রাক্ষস, ইহারা পর্য্যায়ক্রমে দুই দুই মাস করিয়া সূর্য্যরথে বাস করেন। গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাসে মিত্র ও বরুণ এই দুই আদিত্য সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। গজরাজ ঐরাবতের অন্যতম তনয় সুপ্রতীক বরুণের বাহন ছিলেন। বায়ু-৬৯। বরুণের পত্নী সামুদ্রীদেবী সুনাদেবী নামে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কলি ও বৈদ্য নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৮৪। একবার সূর্য্যদেব নরপতি কার্ত্তবীর্য্যের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ পৃথিবীর সমস্ত শৈল বনাদি দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তখন বরুণদেবের এক শূন্য আশ্রমও দগ্ধ হয়। বরুণদেবের আপব নামে এক পুত্র ছিল। এই পুত্রই কালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-৯৪। সতী দক্ষ যজ্ঞে দেহ বিসর্জ্জন করিলে, তাঁহার অর্দ্ধাংশ হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে গঙ্গারূপে প্রাদুর্ভূতা হন। দেবর্ষি নারদ এই সংবাদ ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের নিকট বহন করেন এবং বলেন সতীর অপর অর্দ্ধাংশ সেই স্থানেই উমারূপে আবির্ভূতা হইবেন। নারদ তৎপরে দেবগণকে পরামর্শ দেন যে তাঁহারা যেন হিমালয়কে অনুরোধ করিয়া গঙ্গাকে দেবপুরে লইয়া আসেন। সতীর অপরার্দ্ধ উমারূপে জন্মগ্রহণ করিলে, সেই কন্যাকে শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করা হইবে। দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের এই পঞ্চ-দেবতা হিমালয় সমীপে গমন করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। বরুণ দশ-দিক্‌পালের অন্যতম। সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে তাঁহার পূজা বিধেয়। বৃহদ্ধ-উ-৯। দ্বাপর-যুগে বরুণ কৃতবর্ম্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৫। কৃতবর্ম্মা দেখ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে অন্যান্য দেবগণের ন্যায় বরুণ স্বীয় বাহন মকরে আরোহণ করিয়া আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

গর্গ-গোল ১২। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপ-বালকদের সহিত গোচারণ করিতে করিতে যমুনার নিকটে উপস্থিত হন। তখন বক নামক দৈত্য গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে গিলিয়া ফেলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সমস্ত দেবগণ হাহাকার করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে অন্যান্যের ন্যায় বরুণ স্বীয় অস্ত্র পাশ দ্বারা আঘাত করিয়া বক-রাক্ষসকে বধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বকের উদরের মধ্যে নিজ দেহ প্রদীপ্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিলেন। তাহাতে বকের কণ্ঠে ক্ষত হইল এবং সে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গীরণ করিল। গর্গ-বৃ-৫। বক দেখ। মথুরার মধুবনে তপস্যা করিয়া বরুণ পাশ অস্ত্র প্রাপ্ত হন। গর্গ-ম-২৫। কুবের একবার কৈলাস শৈলের উত্তর ভাগে এক বৈষ্ণবী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অন্যান্য দেবগণসহ বরুণও উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞসম্পাদনে সাহায্য করেন। গর্গ-দ্বার-১০। অনিরুদ্ধ যজ্ঞাশ্ব লইয়া পৃথিবী পর্যটনে বহির্গত হইবার সময় অন্যান্য দেবগণের ন্যায় বরুণ তাঁহাকে স্বীয় অশ্ব প্রদান করেন গর্গ-অশ্ব-১২; গঙ্গাদ্বারে অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্ঞে বরুণ স্বীয় ভার্য্যা গৌরীসহ উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। পুষ্কর ক্ষেত্রে ব্রহ্মার পরমেষ্ঠি-যজ্ঞে বরুণ অন্যান্য দেবগণসহ উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। ঐ পুষ্কর তীর্থেই ব্রহ্মা বরুণকে রসসমূহের অধিপতি করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। বরুণ একবার রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তাহার ফলে মৎস কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরগণ মহাঘোর সংগ্রামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পদ্ম-সৃষ্টি ৩৭। মানসোত্তর শৈলের পশ্চিম দিকে বরুণের সুখা নাম্নী পুরী আছে। বিষ্ণু-২য়-৮। প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে আষাঢ় মাসে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের নাম—বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সংজন্যা, হূহু, বুধ ও রথচিত্র। বিষ্ণু-২য়-১০। প্রহেতি ও প্রম্লোচা দেখ। মানুষরূপী শেষ অবতার বলভদ্রের উপভোগার্থ বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বৃন্দাবনে গমন করিতে বলেন। বিষ্ণু-৫ম-২৫। বলদেব দেখ। বরুণের এক কাঞ্চনস্রাবী ছত্র ছিল, তাহা প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরক নামক অসুর হরণ করেন। ইন্দ্রের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ তাহা অধিকার করিয়া দ্বারকায় লইয়া আসেন। বিষ্ণু-৫ম-২৯। এক

বার কশ্যপের তনয় হিরণ্যাক্ষ দৈত্য যুদ্ধ-বাসনায় স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। তখন হিরণ্যাক্ষ আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া সমুদ্র মধ্যে বরুণের বিভাবরী নাম্নী পুরীতে উপস্থিত হন এবং দীর্ঘকাল সেইখানে বাস করেন। একবার তিনি বরুণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বরুণ স্বীয় অসামর্থ্য বুঝিতে পারিয়া শান্ত বাক্যে তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে উপদেশ দেন। বরুণের কথায় হিরণ্যাক্ষ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রসাতলে গমন করেন। ভাগ-৩স্ক-১৭। বরুণের স্ত্রীর নাম চর্ষণী, তাঁহার গর্ভে ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে বল্মীক-সম্ভূত মহাযোগী বাল্মিকীও বরুণের পুত্র। ভাগ-৬স্ক-১৮। দেবাসুর সংগ্রামে বরুণ হেতীর সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ ৮স্ক-১০। নবম মনু দক্ষসাবর্ণি বরুণ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ ৮স্ক ১৩। বরুণের বরে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র জন্মের পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র, বরুণকে, সন্তান লাভ হইলে, পুরুষ-পশু-দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দ্র নানা ছলনায় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ভাগ ৯স্ক ৭; দেবীভা-৬স্ক-১২, ১৫—১৭। মহর্ষি ঋচীক গাধির সত্যবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে গাধি ঋচীককে অনুপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বলেন যে চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট এবং এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ এইরূপ এক সহস্র অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিলে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। মহর্ষি ঋচীক বরুণের সাহায্যে সেইরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ভাগ ৯স্ক-১৫। এক বার বরুণ চন্দ্রের কন্যা ও মহর্ষি উতথ্যের পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অপহরণ করেন। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি চন্দ্র-দুহিতাকে প্রত্যর্পণ না করায়, মহর্ষি উতথ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্তম্ভন-পূর্ব্বক সলিলরাশি পান করিয়া ফেলেন। তখন বরুণ ভীত হইয়া ঋষি-পত্নীকে প্রত্যর্পণ করেন। মহাভা-অনুশা-১৫৪। একবার বরুণ পুত্র ভৃগু স্বীয় পিতাকে বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রদ পবিত্র উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বরুণ ভৃগুকে বলেন যে গন্ধমাদনস্থ জটা-তীর্থে স্নান করিবামাত্র মানবগণের বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয়ই হয়। পিতা বরুণের উপদেশে ভৃগু সেই তীর্থে স্নান করিয়া অজ্ঞানরাশি হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। একবার ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ গন্ধমাদন-

তীর্থে অসুর-ধ্বংসকর মাহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে বরুণ নেষ্টা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৩। একবার কর্দ্দম প্রজাপতির তনয় শুচিষ্মানকে এক শিশুমার হরণ করে। পিতা কর্দ্দম তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ঐ অবস্থায় শিশুমারকর্ত্তৃক স্বীয় পুত্রের অপহরণ এবং শিবানুচরকর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার এই সমুদয় ঘটনা পরিজ্ঞাত হন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া পুত্রকে সম্মুখে দেখিতে পান। অনন্তর পুত্র শুচিষ্মান পিতা কর্দ্দমের অনুমতি লইয়া কাশীতে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল এক ঘোরতর তপস্যা করেন। তাহাতে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া শুচীষ্মতিকে সকল জল ও জলজন্তুর আধিপত্য প্রদান করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২। (৬) বরুণ সূর্য্যের অন্যতম নাম। স্কন্দ আব-রেবা-১২৫। (৭) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয় জনৈক নাগ। বলদেবের মুখ-নিঃসৃত মহাসর্পকে প্রত্যুদ্গমন করেন। মহাভা মোষ ৪। (৮) মুর নামক দৈত্যের সপ্তপুত্রের অন্যতম। তাম্র ও অন্তরীক্ষ দেখ।

বরুণেশ্বর—(১) দেবর্ষিগণের প্রার্থনায় শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বরুণালয়ে বরুণেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (২) অগস্ত্য যখন সমুদ্র পান করেন, তখন বরুণ প্রভাস-ক্ষেত্রকেই কামনা-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট স্থান বোধে সেইখানে দুষ্কর তপস্যা করেন এবং এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করেন। তাহাতে হর প্রসন্ন হইয়া স্বীয় শিরঃস্থিত গঙ্গাজল দ্বারা সেই জলশূন্য সরিৎ-পতিকে পূরণ করেন। তখন হইতে সেই লিঙ্গ বরুণ-পূজিত বরুণেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হইল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭০।

বরু—মহর্ষি বরু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ঘোটক-দ্বয়ের আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৯৬।১।

বরুণা, বরুণানী—বরুণদেবের পত্নীর এক নাম। ঋক্ ১।২২।১০।

বরূত্রী—সোমপ পিতৃগণের গো নাম্নী মানসী কন্যাকে শুক্রাচার্য্য বিবাহ করেন। গো হইতে ষণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা ও বরূত্রী জন্মগ্রহণ করেন। বরূত্রীর তনয় রজন, পৃথুরশ্মি ও বৃহদ্গির। তাহারা দেবগণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। ইহারা যাগ-পূজাদি ধর্ম্ম-লোপ করণার্থ মনু সমীপে যাইয়া আত্মাভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক তর্কদ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। ইন্দ্র ধর্ম্মহানির ভয়ে মনুকে কহিলেন,—“ইহাদিগকে পশু করিয়া আমি তোমাকে যাগ করাইব।” ইহা শুনিয়া বরূত্রী-নন্দনগণ প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত হইলেন। তখন ইন্দ্র মূল্য স্বরূপ বহু ধন রত্ন দিয়া

তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী চেতনাকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন। একদা রাত্রিকালে তাঁহারা যজ্ঞীয় দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করেন। বায়ু-৬৫।

বরূথ—(১) পুরুবংশীয় দুষ্মন্তের তনয় অকল্মষ বরূথ। বরূথের তনয় ভীর। ভীরের পাঁচ পুত্র—সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। মৎ-৪৮। কেরল দেখ। (২) দুষ্মন্তের তনয় বরূথ, বরূথের তনয় গাণ্ডীর, গাণ্ডীর-তনয় গান্ধার। তৎপুত্র কেরল, চোল, পাণ্ড্য কোল ও গান্ধার এই পাঁচ জনের নামে পাঁচটী জনপদ হয়। অ ২৭৭; কেরল ও দুষ্মন্ত দেখ।

বরূথপ—ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের সখা জনৈক বৃষভানু। গর্গ গোল-৪; বৃ-৭, ১১।

বরূথিনী- (১) অপ্সরা বরূথিনী ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করিত। মহাভা-বন-৪০। (২) বরূথিনী অপ্সরার গর্ভে, কলি নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে স্বরোচ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক ৬৩। প্রভাব দেখ। (৩) ব্রহ্মনন্দন ধর্ম্মের পত্নী ও দক্ষ-কন্যা সাধ্যার গর্ভে, বিষ্ণুর অংশে, নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নর-নারায়ণের তপো-ভঙ্গের জন্য ইন্দ্র, রম্ভা, বরূথিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণকে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯২। নর-নারায়ণ ও নর দেখ।

বর্কু—মহর্ষি বৃষার পুত্র বাষ্ক বর্কু ঋষি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র-ব্যাখ্যাতা ছিলেন। শতপথ-১ম-অ-১০।

বর্গ—তুর্ব্বসুর তনয় বর্গ, বর্গের তনয় গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশনি। তুর্ব্বসু ও গোভানু দেখ।

বর্গমোচ—ভোত্যবংশীয় পৃশ্নি-পুত্র শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ-সুতা গান্দিনীর গর্ভে, উপমন্যু, বর্গমোচ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। অক্রূর দেখ।

বর্গরহিতা— মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা নবকোটী যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭২। বক্রতারা দেখ।

বর্গা---দেবারণ্য বিহারিণী এক অপ্সরা। তিনি কুবেরের অতি প্রিয় ছিলেন। একদিন সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা নাম্নী চারি সহচরীসহ ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, এক ব্রাহ্মণ তাপসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা পাঁচ জনে নানাপ্রকারে তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ তাপস তাঁহাদের আচরণে ক্রোধান্বিত হইয়া, "শত বৎসর কুম্ভীর-যোনী প্রাপ্ত হইয়া থাক" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। পরে তাঁহাদের নিতান্ত অনুনয়ে বশীভূত হইয়া বলেন, "কোনও পুরুষ জলমধ্য হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলে, তোমরা পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত

হইবে।" অর্জ্জুন তীর্থ-ভ্রমণে আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। মহাভা-আদি-২১৬, ২১৭।

বর্চ্চসা—(বর্চ্চসী) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে অমৃতা, প্রভাবতী, বর্চ্চসা, সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা, তীব্রা, দক্ষারুণা, বিদ্যা ও ধারপালা এই দশ কন্যা আদিত্য-গণকে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ প্র-৬১-প্রভা-১৯৯। দক্ষ দেখ।

বর্চ্চস্বী—অষ্টবসুর অন্যতম সোম। সোমের পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পত্নী রোহিণী হইতে বর্চ্চস্বী জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩; বিষ্ণু-১ম-১৫।

বর্চ্চা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম সোম। সোমের তনয় বর্চ্চা। এই বর্চ্চা হইতে রোহিণীর গর্ভে বর্চ্চস্বীর জন্ম হয়। হরি-হরি-২০৮; মৎ-৫, ২০৩। সোমের তনয় বর্চ্চা অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭; স্বর্গা-৫। (২) কাশীর নৃপতি গৃৎসমদের তনয় সুচেতা, সুচেতার তনয় বর্চ্চা, বর্চ্চার তনয় বিহব্য, বিহব্যের তনয় বিতত্য। মহাভা-অনুশা-৩০।

বর্চ্চোধা—উত্তম-মন্বন্তরে দ্বাদশজন যজ্ঞ-কারী দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮।

বর্চ্চী—অতি প্রাচীন কালে দনু নামে এক অনার্য্য রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র বর্চ্চীকে চক্রের চতুর্দ্দিকস্থ শঙ্কুর ন্যায় ইন্দ্র অনুচরসহ বধ করিয়া-ছিলেন। ঋক-

বর্জ্জভূমি—অক্রূরের অন্যতমা পত্নী, অশ্বিনীর গর্ভে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বত্থামা, সুবাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, বৃষ্টিনেমী, সুধর্ম্মা, শর্য্যাতি, অভূমি, বর্জ্জভূমী, শ্রমিষ্ঠ ও শ্রবণ, এই কয় তনয় জন্মে। মৎ ৪৫। অক্রূর দেখ।

বর্চী—উদব্রজ নামক দেশে বর্চী ও শম্বর নামে দুই ধনাঢ্য দাস ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ঋক্ ৬-৪৭-২১।

বর্ণিনী—মেনকা, সহজন্যা, বর্ণিনী, ঘৃতাচী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তি, প্রম্লোচা ও অনুম্লোচন্তী ইঁহারা পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা স্বর্গীয় অপ্সরা বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৬৯।

বর্ত্তিবর্দ্ধন—বীতিহোত্র বংশের রাজত্ব কালে মুনিক নামক জনৈক রাজকর্ম্ম-চারী স্বীয় প্রভু রাজা প্রদ্যোতকে নিহত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজ্যাভি-ষিক্ত করেন। ঐ নূতন বংশে একশত তিন বৎসর পরে অজকের তনয় বর্ত্তি-বর্দ্ধন রাজা হইয়া বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। প্রদ্যোত ও পালক দেখ।

বর্দ্ধন—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

বর্দ্ধনী—একবার ধর্ম্মরাজ যম ধর্ম্মারণ্যে

তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইয়া বর্দ্ধনী নামক অপ্সরাকে যমের তপোভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। যম বর্দ্ধনীকে তৎ-সমীপে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বর্দ্ধনী সমুদয় ঘটনা নিবেদন করে। তাহার সত্যভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া যম তাহাকে বর দান করেন। স্কন্দ-ব্র-ধ-৩।

বর্দ্ধমান—(১) যক্ষ রজতনাভ গুহ্যক-দিগের পিতামহ ছিলেন। এই রজত-নাভের পুত্র মণিবরের ঔরসে ও তৎপত্নী দেবযানীর গর্ভে বর্দ্ধমান, পূর্ণভদ্র প্রভৃতি বহু যক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। দেবযানী ও পূর্ণভদ্র দেখ। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন ও বর্দ্ধমান নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯। বসুদেব দেখ।

বর্ব্বর—কল্কিকর্ত্তৃক পরাজিত এক ম্লেচ্ছ-জাতি। কল্কি-৩য়-৬—৭।

বর্ব্বরক—কুশ নামক দৈত্যের জনৈক অনুচর ও সেনাধ্যক্ষ। তিনি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্ব:-২০।

বর্ব্বরি—(১) বরাহকল্পের বিংশতি দ্বাপরে মহাদেব হিমালয় পর্ব্বতে অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হন। সুমন্ত, বর্ব্বরি, সুবন্ধু (লি-কবন্ধ) ও কুশিকন্ধর নামে তাঁহার যোগবেদা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। অট্টহাস দেখ।

বর্ব্বরী—জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধ-কালে, বিষ্ণু তাঁহার স্ত্রী বৃন্দার রূপে মুগ্ধ হন। দেবগণ তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবী প্রকৃতির শরণাপন্ন হন। ঐ দেবীর পরামর্শে দেবগণ গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই দেবীত্রয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করেন, তখন দেবীগণ দেবগণকে কতকগুলি বীজ প্রদান করেন। দেবগণকর্ত্তৃক উপ্ত হইয়া সেই বীজত্রয় হইতে তিনটী বনস্পতির প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহাদের নাম ধাত্রী, মালতী ও তুলসী। তাঁহাদের মধ্য হইতে ধাত্রী সরস্বতী হইতে, মালতী লক্ষ্মী হইতে এবং তুলসী গৌরী হইতে সমুৎপন্না। বিষ্ণু তাহাদিগকে দেখিয়া কামাসক্ত চিত্তে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তুলসী এবং ধাত্রীও তথাবিধি করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীর অংশ-সম্ভূতা বীজ হইতে এক নারীর উৎপত্তি হয় ঐ নারী বিষ্ণুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। এইজন্য তিনি বর্ব্বরী নামে খ্যাতা। ধাত্রী ও তুলসী বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করাতে সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিপ্রদা হইলেন। পদ্ম-উত্ত-১০৫।

বর্হোধা—ঔত্তমি-মনুর সময়ে সুধামা, দেব প্রভৃতি পঞ্চ দেবগণের অন্তর্গত সত্যের অনুগত দ্বাদশ জন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬২। অধিপ দেখ।

বর্ষ—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার

গর্ভে রাজন্ত, কয়, বর্ষ প্রভৃতি দশটী পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। উপদেবা দেখ।

বর্ষকেতু—বৈবস্বত-মনু বংশীয় ক্ষেমক হইতে বর্ষকেতু জন্মগ্রহণ করেন। বর্ষকেতুর তনয় বিভু। অ-২১৮।

বর্ষপর্ব্ব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব। মৎ-১৯৬।

বর্ষভ—মহর্ষি বর্ষভ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি শত্রু-বিনাশ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৬৬।১।

বর্ষেষু—স্বর্গে বর্ষেষু, অন্তরীক্ষে বাতেষু এবং পৃথিবীতে অন্নেষু নামক রুদ্রগণ আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমুদয় রুদ্র আছেন তাঁহাদের অপেক্ষা কাশীবাসী রুদ্ররূপী জীবগণ শ্রেষ্ঠ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩০।

বর্হকেতু—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি সগরের অন্যতম তনয়। কপিল-শাপে সগর সন্তানেরা সকলেই বিনষ্ট হন। কেবল বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন জীবিত ছিলেন। হরি-হরি-১৪। সগর দেখ।

বর্হি—(১) অগ্নির অন্য নাম। ঋক্-১।১৩।৫। (২) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী প্রধা হইতে পূর্ণ, বর্হি, পূর্ণায়ু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। অনূপা দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্রাজের তনয় বর্হি, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১২। কৃতঞ্জয় দেখ।

বর্হিকেতু—সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্হিকেতু অসমঞ্জ নামে খ্যাত ছিলেন। (অসমঞ্জ দেখ।) কপিল-শাপে সগর সন্তান-দিগের মধ্যে বর্হিকেতু, সকেতু, ধর্ম্মরত ও পঞ্চবন এই চারিজন ছাড়া সকলেই ভস্মীভূত হয়। বায়ু-৮৮। পঞ্চজন ও বর্হিকেতু দেখ।

বর্হিধ্বজা—ব্রহ্মার মুখ হইতে দক্ষিণার্দ্ধে শুক্লবর্ণা ও বামার্দ্ধে কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী প্রাদুর্ভূতা হন। সেই দেবীকে ভগবান ব্রহ্মা শরীর বিভাগ করিতে বলিলে তাঁহার এক মূর্ত্তি শুক্ল ও অপর মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই আর্য্যাদেবী বহু নামে খ্যাতা হন এবং তিনিই পৃথক পৃথক দেহ ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন দ্বাপরাদি যুগে দেবী বর্হিধ্বজা, গৌতমী, আর্য্যা, চণ্ডী, কৌশিকী, কাত্যায়নি, সতী, কুমারী, বরদেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা প্রভৃতি বহু নামে খ্যাতা হন। বায়ু-৯।

বর্হিযোগ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব। মৎ-১৯৯।

বর্হিষ—যে সকল অগ্নি দ্বিজগণের পূজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। তাহারই বংশে বর্হিষ নামক হোত্রীয়-অগ্নি হব্য-

বাহন হইতে উৎপন্ন হন। তদনন্তর প্রচেতা জন্মেন। মৎ-৫১।

বর্হিষদ—(১) পিতৃগণ সপ্ত। ইঁহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সুকালা, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপ এই চারিজন মূর্ত্তিমান, বৈরাজ অগ্নিষাত্ত ও বর্হিষদ এই তিন জন অমূর্ত্ত। হরি-হরি-১৮। অগ্নিষাত্তা, বর্হিষদ, সোমপ ও আজ্যপ ইঁহারা পিতৃগণ নামে কথিত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অগ্নৌকরণ কর্ম্ম আছে তাঁহারা অগ্নি, তদ্ব্যতিরেকে অপরাপর সকলে অনগ্নি। স্বধা এই সকলের পত্নী। ভাগ-৪স্ক-১। পিতৃগণ দেখ। অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভে অগ্নিষাত্তা ও বর্হিষদ প্রভৃতির উৎপত্তি। অ ২০। স্বর্গে বিভ্রাজ নামে যে তেজোময় লোক আছে, তথায় বর্হিষদ নামক পিতৃগণ বাস করেন। বর্হিষদ নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা ধরণী। ব্রহ্ম-৩১ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৯। প্রজাসৃষ্টি কালে ব্রহ্মার মন হইতে এক রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে দেখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হয়, তাহাতে মহাদেব ব্রহ্মাকে ধিক্কার দেন। মহাদেবের ধিক্কারে ব্রহ্মা নিজ ইন্দ্রিয়-বিকার সম্বরণ করেন এবং লজ্জাবশে ব্রহ্মার শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল পতিত হইয়াছিল তাহা হইতে অগ্নিষাত্ত ও বর্হিষদ নামক পিতৃগণ উৎপন্ন হন। কা-২। বর্হিষদ পিতৃগণ যাম্য দিক (দক্ষিণ দিক) আশ্রয় করিয়া থাকেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৮। (২) ভগবান ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান নারায়ণের মুখ হইতে ঐকান্তিক ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হয়। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করান। মহাভা-শান্তি-৩৪৯। (৩) মহাত্মা পৃথুর পৌত্র হবির্দ্ধান। হবির্দ্ধানের ছয় পুত্রের অন্যতম বর্হিষদ। জিতব্রত ও প্রাচীনবর্হি দেখ। (৪) মেধাতিথির তনয় কণ্ব ও বর্হিষদ পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। কণ্ব দেখ।

বর্হিষ্মতী—রাজা প্রিয়ব্রতের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে। প্রিয়ব্রত (৪) দেখ।

বর্হী—সর্ব্বপাপ বিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিদেব অন্যতম। যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষিবান, ঔষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইঁহারা পূর্ব্বদিক আশ্রয় করিয়া আছেন। মহাভা-অনু-১৫৬। কণ্ব দেখ।

বল—(১) মহর্ষি অঙ্গিরা বল ঋষির পুত্র। অঙ্গিরা দেখ। (২) অগ্নি বলের পুত্র। ঋক্ ১।৭।৯।৪। (৩) বল নামক কোনও অসুর দেবতাদের গাভী হরণ করিয়া কোনও গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র সসৈন্য সেই গহ্বর বেষ্টনপূর্ব্বক গাভী বাহির করিয়াছিলেন। ঋক্-১। ১১।৫। (৪) আদিত্য হইতে সরস্বতীতে

অতিশয় রূপবান্ রূপ ও বল নামক দুই তনয় জন্মে। হরি-হরি- । (৫) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনায়ু হইতে বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে চারি পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) জলাধিপতি বরুণের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী শুক্রাদেবী হইতে বল নামে এক পুত্র ও সুরা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। মহাভা-আদি-৬৬। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অযোধ্যাপতি পরীক্ষিৎ. মণ্ডূকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-বন ১৯১। পরীক্ষিৎ, সুশোভনা ও শল দেখ। (৮) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাক্ষিবান ও বল এই সপ্তর্ষি এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ব ও বর্হিষদ ইহারা পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি ২০৮। (৯) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে বল অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। (১০) নরপতি পৃথুর তনয় হবির্দ্ধানের ঔরসে তৎপত্নী আগ্নেয়ী-ধিষণার গর্ভে প্রাচীন-বর্হি, বল প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে। মৎ-৪। প্রাচীনবর্হি দেখ। (১১) দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা দেবী হইতে ঈশ, অরুণ, আরুণি, বল প্রভৃতি সাধ্য-দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। ঈশ দেখ। (১৩) নরপতি ভনন্দনের (ভলন্দন; বিষ্ণু-৪র্থ-১) পুত্র বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভে প্রাংশু, প্রবীর, শূর, সুচক্র, বিক্রম, ক্রম, বল, বলাক, চণ্ড, প্রচণ্ড, সুবিক্রম ও স্বরূপ এই দশ পুত্র জন্মে। মার্ক-১১৭। বৎসপ্রী দেখ। (১৪) বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামক যে ত্রয়োদশটী মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে, বল তাহা-দের অন্যতম। অজিক ও নমুচি দেখ। (১৫) গিরিকা নাম্নী রাজ্ঞী বশিষ্ঠের দুইবার পরিচর্য্যা করিয়া বৃহদ্রথ, কুশ, বীর, যদু, প্রত্যগ্রহ, বল ও মৎসকালী নামে সাত পুত্র প্রাপ্ত হন। কুশ ও গিরিকা দেখ। (১৬) ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে শ্রীদেবী নাম্নী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি দেব-নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেন এবং তাঁহার গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-২৮। (১৭) দাশরথি রামচন্দ্রের বংশে দলের পুত্র বল। বলের তনয় ধর্ম্মাত্মা উক্থ। বায়ু-৮৮। দল দেখ। (১৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী লক্ষণার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। তিনি অন্যান্য সহোদরগণসহ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১; গর্গ-বিশ্ব ৩০। ঊর্দ্ধগ দেখ। (১৯) দক্ষের অন্যতমা কন্যা লক্ষ্মীর গর্ভজাত পুত্র বল। পদ্ম সৃষ্টি-৩। (২০) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বায়ু তাঁহার সাহায্যার্থ বল ও অতিবল নামক অনুচরদ্বয়কে প্রদান করেন।

মহাভা-শল্য-৪৬। (২১) দানবপতি বলির অন্যতম অনুচর। দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন। ভাগ-৮স্ক-১১। (২২) দৈত্যপতি অন্ধকাসুরের অনুচর জনৈক দানব সেনাপতি। বাম-৬৯। (২৩) মহিষাসুর-তনয় রক্তাক্ষের বল ও অতিবল নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই সমুদয় অধিকার করিয়াছিল। দেবগণের প্রার্থনায় ভগবতী যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৯।

বলক—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনু হইতে বলক, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩, ৩৫। দক্ষ দেখ।

বলকাশ্ব—অজের তনয় বলকাশ্ব, বলকাশ্বের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি। মহাভা-শান্তি ৪৯। বলাকাশ্ব ও কুশিক দেখ।

বলগৃতক—অত্রিবংশীয় মন্ত্রকর্ত্তা জনৈক মহর্ষি। বায়ু-৫৯।

বলদ—সূর্য্যের দুহিতা সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা, ভানু অনুলের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহারা মন্যমান বলদ প্রভৃতি ছয় পুত্র প্রসব করেন। বলদ অগ্নি দুর্ব্বল প্রাণীগণের প্রাণ প্রদান করেন। মহাভা-বন-২১৯। সুপ্রজা দেখ।

বলদা—পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের দশার্ণেয়ু, বনেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র ও খলদা, বলদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে। অত্রিবংশীয় প্রভাকর ঋষি এই দশ কন্যাকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

বলদেব—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বলরাম ও বলভদ্র নামেও পরিচিত ছিলেন। যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ও বাহ্লীকের কন্যা রোহিণীর গর্ভে বলরাম, সারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শভ্র,(শুভ্র) পিণ্ডারক, উশীনর ও বলদেব নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (অন্য নাম সুভদ্রা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫; বায়ু-৯৬। মনুবংশীয় রৈবতের কন্যা রেবতীকে বলরাম বিবাহ করেন। রেবতী, নিশঠ ও উল্মুক নামে দেবসদৃশ সুদর্শন দুই পুত্র প্রসব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫; হরি-হরি-১৬০; অ-১২। বলদেব গদা-যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন; গদা-যুদ্ধে তিনি অনেকবার জরাসন্ধকে পরাজিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় শাম্ব কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিতে যাইয়া বন্দী হন। বলদেব দুর্য্যোধন পক্ষীয় সকলকে পরাজিত করিয়া শাম্বকে উদ্ধার করেন। প্রলম্ব নামক অসুরকে তিনি মুষ্ট্যাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন। হরি-হরি-৭০, ১১৯। বিষ্ণু ৫ম-৩৫। যাদবগণ পরস্পর কলহ করিয়া ক্ষয়, প্রাপ্ত হওয়ার পর, একদা তাহার মুখ হইতে

সর্প বহির্গত হইলে, তাঁহার মৃত্যু হয়। মহাভা-মৌষ-৪। বলদেবের নিশিত, উৎসুক, পার্শী, পার্শ্বনন্দী, শিশু, সত্য-ধৃতি, খন্দবাহু, রামাণ, গিরিক, গির, শুল্ম, শুক্লগুল্ম ও দরিদ্রান্তক নামে কতিপয় পুত্র এবং অর্চিষ্মতী, সুনন্দা, সুরমা, সুবচা ও শতপলা নামে পাঁচ কন্যা ছিল। বায়ু-৯৬। বলদেব নাগরাজ অনন্তের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-২২। বলদেব ভাদ্র মাসের শুক্লা-ষষ্ঠিতে স্বাতী নক্ষত্রে বুধবারে পাঁচটী গ্রহ উচ্চসংস্থ হইলে তুলা-লগ্নে মধ্যাহ্নকালে ব্রজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বল-৫ ; গো-১০। ব্রহ্মার পরামর্শে রাজা রেবত তৎকন্যা রেবতীকে বল-দেবের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য আনয়ন করিলে, বলদেব রেবতীকে অতি দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্রভাগ দ্বারা নম্রাকার করিলেন। তখন রেবতীও তৎকালীন অন্য বনিতার ন্যায় খর্ব্বাকার হইলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। স্যমন্তক মণি আহরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে সঙ্গে লইয়া শতধন্বাকে বধ করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু শতধন্বাকে বধ করিয়া মণি না পাইয়া অতিশয় নিরাশ হন এবং বলদেব শ্রীকৃষ্ণকে এই অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করিয়া বিদেহ-পুরীতে গমন করেন। সেইখানে দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। তিন বৎসর পরে বভ্রু, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ বিদেহ-পুরীতে গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে স্যমন্তক মণি হরণ করেন নাই তাহা প্রমাণ করিয়া বলদেবকে দ্বার-কায় ফিরাইয়া আনেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বলদেবের পূর্ব্বজ দেবকীর গর্ভজাত ছয়টী পুত্রকে কংস বিনাশ করিলে সপ্তম গর্ভে বলদেব উৎপন্ন হইলে, অর্দ্ধ-রাত্রে ভগবৎ-প্রহিতা যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে লইয়া যান। গর্ভা-বস্থান কালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম হয় সঙ্কর্ষণ। গর্গ-গো-১০ ; বৃহদ্ধ-উ-১৬ ; পদ্ম উ-২৪৫ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ; ভাগ-১০স্ক-২। কংসের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার শ্বশুর জরাসন্ধ আসিয়া মথুরা-পুরী অবরোধ করেন। তখন বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই সংগ্রাম-কালে আকাশ হইতে বলদেবের মনো-ভিমত হল ও সৌনন্দ মুষল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বিষ্ণু-৫ম-২২। অক্রূর, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজপুরী হইতে মথুরায় লইয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে যমুনা-তটে উপস্থিত হন। অনন্তর অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে রথের উপর অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া, যমুনা জলে প্রবেশপূর্ব্বক স্নান ও আহ্নিক করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েরই

অতি অদ্ভুত ও মনোহারী মূর্ত্তি জলমধ্যে দেখিতে পান। তাহা দেখিয়া উভয়েরই অলৌকিকত্বে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাদের স্তব করেন। বিষ্ণু-৫ম-১৮। কলিঙ্গরাজ রুক্মীর পৌত্রীর সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয়া গেলে রুক্মীরাজ বলদেবকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাঁহাকে পণে পরাস্ত করেন এবং বলদেবের পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নানাবিধ দুর্ব্বাক্য বলেন। পরিশেষে একবার বলদেব রুক্মীকে পরাজিত করিয়া পণ জিতিয়া লয়েন। কিন্তু রুক্মী বলদেবের জয় স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তখন বলদেব কুপিত হইয়া রুক্মীকে তথায় বধ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১; বিষ্ণু-৫ম ২৮। অনিরুদ্ধ বাণাসুর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে বাণ-পুরে গমন করিয়া যুদ্ধে বাণাসুরকে পরাজিত করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩৩। একবার বলদেব রেবতী ও শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণসহ রৈবতোদ্যানে মদ্যপান করিতেছিলেন। তখন নরক নামক অসুরের দ্বিবিদ নামে বানর জাতীয় এক অনুচর সেইস্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপে বিরক্ত করিতে লাগিল। বলদেব কোপযুক্ত হইয়া তাহাকে ভৎ'সনা করিলেও দ্বিবিদ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন বলদেবের সহিত দ্বিবিদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং দ্বিবিধ বলরামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। বিষ্ণু-৫ম-৩৬। বলদেবের রথে ত্রিশির সুবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার মস্তক মহানাগ-গণে পরিবেষ্টিত ছিল। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। দেবগণ কশ্যপাত্মজ গরুড়কে বলদেবের অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে গরুড় তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহাভা-অনুশা-১৪৭। বলদেব নাগরাজ অনন্তের অবতার ছিলেন। দ্বাপরের অবসানে পৃথিবী দৈত্য-পীড়িতা হইয়া গো-রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা দেবগণসহ গোলকে ভগবান সমীপে গমন করিয়া সর্ব্ব ঘটনা নিবেদন করেন। দেবগণের নিকট ধরিত্রীর কষ্টের কথা শুনিয়া ভগবান অনন্তকে প্রথমে বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে গমন করিয়া পশ্চাৎ রোহিণীর উদরে প্রাদুর্ভূত হইতে বলেন। এবং তৎপশ্চাৎ তিনি স্বয়ং দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। গর্গ-ব-১। বসন্তমালতী নাম্নী নগরীতে পতঙ্গ নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে বলদেব তাহাকে পরাস্ত করেন। গর্গ-বল-৮; বিশ্ব-৪৬। বলদেব ধেনুক

নামক অসুরকে বধ করেন। বিষ্ণু-৫ম ৮। ধেনুক দেখ। বলদেব কংসের অন্যতম অনুচর মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে নিহত করেন। বিষ্ণু-৫ম-২০। কৃষ্ণ ও বলদেব অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরু-দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সান্দীপনি মুনি, লবণ-সমুদ্রে প্রভাসে মৃত স্বকীয় পুত্রকে গুরু দক্ষিণা-স্বরূপ আনিয়া দিতে বলিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাহাতেই সম্মত হইয়া যমপুরী গমনপূর্ব্বক, বৈবস্বত যমকে জয় করিয়া যথাপূর্ব্ব-শরীরী যাতনাগ্রস্ত বালককে আনয়ন করিয়া তাহার পিতার হস্তে সমর্পন করেন। বিষ্ণু-৫ম-২১; অ-১২; দেবীভা-২৪। একবার ব্রজপুরে বলদেব অন্যান্য গোপগণের সহিত বিচরণ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া বরুণ, বারুণীকে (মদিরাকে) বলদেবের উপভোগার্থ গমন করিতে আদেশ দেন। বরুণের আদেশে মদিরা বৃন্দাবনস্থ এক কদম্ব-বৃক্ষ কোঠরে সন্নিহিত হইল। বলদেবও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই কদম্ব বৃক্ষের সন্নিকটে উপস্থিত হন এবং মদিরা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কদম্ব বৃক্ষ-নির্গত মদিরা পান করেন। মদিরা পানে বিহ্বল হইয়া তিনি যমুনাকে আহ্বান করিয়া বলেন "হে যমুনে, তুমি এই স্থানে আগমন কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু যমুনা তাহার মত্ততা-সম্ভূত বাক্যে কর্ণপাত না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করিয়া তটের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যমুনা বলদেবকর্ত্তৃক আকৃষ্যমানা হইয়া স্বকীয় গমনোপযোগী পথ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে বলদেব ছিলেন সেই তট প্লাবিত করিয়া দিল এবং শরীর ধারণ-পূর্ব্বক জল হইতে উত্থান করিয়া বলদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন বলদেব তাহাকে মুক্তি দিয়া স্নান সমাপন করিলেন। স্নান সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়া মনোহর অবতংসোৎপল এবং এক কুণ্ডল লইয়া বলদেবের নিকট আগমন করেন এবং তাঁহাকে বরুণ প্রেরিত অম্লান পঙ্কজমালা ও সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ দুইখানি বস্ত্র প্রদান করেন। বিষ্ণু-৫ম ২৫। কুরুক্ষেত্র সমরের প্রাক্কালে বলদেব বন্ধুদিগের বধ-জনিত দুঃখ অসহনীয় বোধ করিয়া কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মধ্যস্থ অবস্থায় তীর্থ যাত্রা করেন এবং অনেকানেক তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন। সেখানে ব্যাস শিষ্য সূত তাঁহাকে দেখিয়া অঞ্জলি বন্ধন, প্রণাম বা উত্থান কিছুই করিলেন না দেখিয়া ক্রোধভরে হস্তস্থিত কুশদ্বারা

সুতের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি গন্ধমাদন শৈলে লক্ষ্মণ তীর্থে যাইয়া স্নান ও পূজা করিয়া পাপমুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-১৯। (মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৬-অঃ এই আখ্যানটী কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে আছে)। বলদেবের তনয়া ভানুমতিকে দুর্য্যোধন বিবাহ করেন। স্কন্দ নাগ ৭২। প্রভাস ক্ষেত্রে এক ত্রিসঙ্গমগত উত্তম নাগস্থান আছে। বলদেব শেষ নাগরূপে শরীর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ঐ পরম সঙ্গম-তীর্থে এক বিবররূপী পাতাল দ্বার দর্শন করেন। তিনি সেই পথে গমন করিয়া অনন্তের অবস্থিতি স্থানে গমন করেন। বলরাম নাগরূপে এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা নাগস্থান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৬। বলদেব লক্ষ্মণের অবতার ছিলেন। তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া দ্বিবিদ নামক বানর, বানরযোনী হইতে মুক্তিলাভ করেন। কাল্কি-তৃ-১৩। মণ্ডল পূজায় ব্রহ্মার উত্তরে পদ্ম পত্র নেত্রা গায়ত্রী দেবীকে পূজা করিতে হয়। সেই পদ্মের পূর্ব্বদিকের দলে বলরাম পূজিত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। প্রদ্যুম্ন দেখ। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব লোকের মনোরঞ্জন করাতে রাম (বলরাম) ও বলের আধিক্যবশতঃ বলভদ্র নামে খ্যাত হন। ভাগ-১০স্ক-২।

বলন্ধরা—কাশীরাজ-দুহিতা বলন্ধরা, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পত্নী ছিলেন, তিনি সর্ব্বগ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-আদি ৯৫।

বলপ্রমথিনী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতম। কা-৬৩।

বলবন্ধু—(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাৎ (বায়ু ত্রিধামা) নামক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে মুনির চারি পুত্র ছিলেন। লি ২৪; বায়ু ২৩। (২) রৈবত মন্বন্তরে বলবন্ধু, মহাবীর্য্য, সুযষ্টব্য, সত্যক প্রভৃতি রৈবত-মনুর পুত্র ছিলেন। মা-৭৫। কেতুভৃঙ্গ ও রৈবত-মনু দেখ। (৩) যুগে যুগে শিব যুগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহ-কল্পে ঋষভ নামে এক শিবাবতার অবতীর্ণ হন। তাঁহার বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উ ১০। (৪) চরিষ্ণু মনুর অন্যতম তনয়। কেতুভৃঙ্গ ও রৈবত মনু দেখ।

বলবর্দ্ধন—পূর্ব্বে বলবর্দ্ধন নামে এক মহা-পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার তনয় অম্বুবীচি মূক ছিলেন। পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি সরস্বতী-তীর্থে স্নান করিয়া বাক্‌শক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৪৬।

বলবান্—বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামধেয় মহাবল-সম্পন্ন পুত্রগণের অন্যতম। নভ ও অঞ্জন দেখ।

বলবিকরিণী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কা-৬৩।

বলভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বলদেব দেখ।

বলমোহিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য পার্ব্বতী স্বীয় দেহ হইতে যে সমুদয় মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাহাদের অন্যতমা। মা-১৭৯।

বলয়া—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে তদীয় পত্নীর (প্রহ্লাদ কন্যার) গর্ভে লোকের মাতৃ রূপিনী সংজ্ঞা, দ্যৌ, বলয়া ও নিক্ষুভা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। দ্যৌ দেখ।

বলরাম—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বলদেব দেখ।

বলসূদন—দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণ-কর্তৃক নির্জ্জিত হইয়া দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের মধ্যে শক্র হরের আরাধনা করিয়া এক অসুর-বিজয়ী সেনাপতি প্রার্থনা করেন। হর স্ব-বীর্য্যে সুরগণের ভয়হারক এক এক সেনানী উৎপাদন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। তখন দেবগণ কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বলসূদনকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন। হরের যাহাতে পার্ব্বতীর প্রতি বাঞ্ছা হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রহ্মা দেবগণকে পরামর্শ দেন। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

বলস্থল—শ্রীরামচন্দ্রের বংশে পারিযাত্রের তনয় বলস্থল। তৎপুত্র বজ্রনাভ। ভাগ-৯স্ক-১২। পারিপাত্র দেখ।

বলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য পার্ব্বতী-কর্তৃক সৃষ্ট অন্যতমা মাতৃকা। মৎ ১৭৯।

বলাক- (১) বিশাল-তনয় সুশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নীকে অদ্রি-পুত্র বলাক নামক রাক্ষস হরণ করে। ব্রাহ্মণের কাতর অনুরোধে উত্তানপাদ তনয় নরপতি উত্তম তাঁহাকে উদ্ধার করেন। মা ৬৯—৭০। (২) ভলন্দন (ভলন্দন)-তনয় বৎসপ্রীর ঔরসে তৎপত্নী সুনন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্য তম। বল ও বৎসপ্রী দেখ। (৩) বেদ বিভাজক মহর্ষি বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য ছিলেন ইন্দ্রপ্রমিতি। এই ইন্দ্রপ্রমিতিরও অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল, বলাক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইন্দ্র প্রমিতির অন্যতম শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋক্‌কে বিভক্ত করিয়া তিন খানি সংহিতা রচনা করেন। ক্রোঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক এই তিন জন মহর্ষি ঐ তিন খানি পাঠ করেন। বিষ্ণু-৩অ-৪; ভাগ-১২স্ক-৬। কেতব দেখ। (৪) উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার যে ছয় পুত্র জন্মে, তাহাদের

মধ্যে বিজয় নামক পুত্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পুরু, পুরুর তনয় বলাক। তৎপুত্র রজক। ভাগ-৯স্ক-১৫। অমাবসু আয়ু ও জয় দেখ।

বলাকাশ্ব—(১)চন্দ্রবংশীয় নৃপতি অজকের পুত্র বলাকাশ্ব। বলাকাশ্বের তনয় কুশ। কুশের তনয় কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান্ এই চারি জন। হরি-হরি-৩২, ২৭। অজক ও অমাবসু দেখ। এই হরিবংশের অন্যত্র আছে বলাকাশ্বের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি। (২) নরপতি জহ্নুর তনয় সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় বল্লভ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় ছিলেন। মহাভা অনু-৪। (৩)মহীপ জহ্নুর ঔরসে ও কাবেরীর গর্ভে সুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। সুহোত্রের পুত্র অজপ, (অজক ?) তৎপুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় গয়, শীল ও কুশ। বায়ু-৯৯। (৪) জহ্নুর পুত্র সুজহ্নু, তাহার পুত্র অজক, অজকের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের চারি পুত্র। অমাবসু দেখ।

বলাকাস্যা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ কাশী পূ ৪৫।

বলাকী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারা-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বলাকী। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র-সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭, ১৮৬।

বলাকেশী - চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অ ৫২।

বলাধিক—দানবপতি বলির অনুগত জনৈক দৈত্য। স্কন্দ-আব-অব ৬৩।

বলানীক—দ্রুপদ-রাজের অন্যতম তনয় বলানীক। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

বলায়ু—সোম-বংশীয় নরপতি পুরুরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে অমাবসু, আয়ু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে সাত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২৭। উর্ব্বশী ও পুরুরবা দেখ।

বলারক—মহর্ষি অত্রির বংশে মহাত্মা দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর তনু-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যাম, মুদ্গল, বলারক ও গবিষ্ঠির। বায়ু-৭০। দত্তাত্রেয় ও অত্রি দেখ।

বলাহ্ব—চন্দ্রবংশীয় অদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৬। অদিক দেখ।

বলাশ্ব—নরপতি খনিনেত্র তপস্যা করিয়া ইন্দ্রের বরে বলাশ্ব নামে সর্ব্বশস্ত্রধারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা অব্যাহত-ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মচারী ও কৃতি পুত্র লাভ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্যেশ্বর রাজা হইয়া পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজমণ্ডলীকে বশীভূত করেন। কিন্তু পরে সেই সমুদয় সামন্ত-নরপতিগণ বলাশ্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে অতসমস্ত করে। শত্রু-হস্তে রাজ্য ও ধনরত্ন সমুদয় হারাইয়া নরপতি বলাশ্ব ব্যাথিত হৃদয়ে করযুগল

মুখাগ্রে স্থাপন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুখ-মারুত আহত হইয়া করমধ্য হইতে শত শত যোদ্ধা, রথ, হস্তী ও তুরঙ্গম সকল নির্গত হইল। অনন্তর তিনি সেই সমস্ত সৈন্যাদির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষমতা ও গৌরব লাভ করিলেন। বলাশ্বের ধুত অর্থাৎ কম্পিত করদ্বয় মধ্য হইতে সৈন্য সমুদ্ভূত হওয়ায় বলাশ্ব করন্ধম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বলাশ্ব বীরচন্দ্রের কন্যা বীরাকে বিবাহ করেন। বীরার গর্ভে তাঁহার অবীক্ষিৎ নামে এক জগদ্বিখ্যাত পুত্র জন্মে। মার্ক-১২১—১২২। মহাভারতে এই আখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। মহাভা-আশ্ব-৪। খনীনেত্র ও করন্ধম দেখ।

বলাহক—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে কাদ্রবের নামে পরিচিত ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক প্রভৃতি বহু নাগ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; মৎ-৬। (২) সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম ভ্রাতা। জয়দ্রথকর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ কালে বলাহক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিলেন। সকলেই অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন২৬২—৭০। (৩) জনৈক নাগ। বিশ্বকর্ম্মা রচিত বরুণের বিচিত্র সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা ৯। (৪) মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। অঞ্জন (৩) দেখ। (৫) প্রাচীনকালে বলাহক নামে এক রুদ্রভক্ত মৃগয়াসক্ত রাজা ছিলেন। একবার মৃগয়াকালে তিনি মৃগযূথ মধ্যে একটী গো-বৎস দেখিতে পান। তিনি যেমন গো-বৎসটীকে ধরিলেন অমনি এক উজ্জ্বল লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা এই অদ্ভুদ ব্যাপার দেখিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে করিতেই দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম ধর্ম্ম ২৭।

বলি—(১) প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র। বলির বাণ, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমা, ইন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ প্রভৃতি শত পুত্র ছিল। বাণের তনয় ইন্দ্রদমন। হরি-হরি-৩, ২১৮। (২) পুরুবংশীয় নরপতি উষদ্রথের তনয় ফেন। ফেনের তনয় সুতপা, সুতপার পুত্র বলি। তিনি মহাযোগী ছিলেন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে মহাযোগীত্ব, কল্প-পরিমাণ পরমায়ু, সমরে অজয়ত্ব, ধর্ম্মে প্রাধান্য ও বলে অপ্রতিমত্ব প্রদান করেন। দীর্ঘতমা ঋষি তাঁহার পত্নী সুদেষ্ণাতে বহু পুত্র উৎপাদন করেন। হরি-হরি-৩১।

নরপতি বলির পত্নী সুদেষ্ণা অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া প্রথমে স্বীয় ধাত্রেয়ীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মে। তৎপর সুদেষ্ণা

হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-১০৪; ভাগ-৯স্ক-২৩; বায়ু-৯৯।

বলি নামক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

কশ্যপ-পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র বলি। বলির তনয় কুম্ভিল ও চক্রবর্ম্মা। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

বিরোচনের পুত্র। ভগবান বামনরূপে তাহাকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালাকে রাবণ-অনুজ কুম্ভকর্ণ বিবাহ করেন। রামা-উ-১২।

বিরোচনের পুত্র বলি, বিষ্ণুর নিন্দা করায়, পিতামহ প্রহ্লাদ তাহাকে "তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও; তোমার পতন হউক," এই বলিয়া শাপ দেন। প্রহ্লাদের এই শাপে বলি আতঙ্কে ভীত হইয়া বিনীত ভাবে তাঁহার প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করেন। তখন প্রহ্লাদ তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে সেই দিন হইতে বলির হরিতে ভক্তি জন্মিবে এবং তাহাতেই তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। মৎ-২৪৪ ২৪৫।

দেবাসুর-যুদ্ধে যখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রণে নিহত দৈত্যগণকে সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে পুনর্জীবিত করিতে লাগিলেন, তখন অনন্যোপায় হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার পরামর্শে দৈত্যগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া সমুদ্র মন্থনের প্রয়াস পান। তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবগণ প্রথমে দানবপতি বলির নিকট যান। বলি দেবগণসহ মন্দার পর্ব্বতের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে মন্থনদণ্ড হইবার জন্য রাজী করাইলেন। মৎ-২৪৯।

দানবপতি হিরণ্যকশিপুর অনুগত জনৈক দৈত্য। মৎ-১৬১।

পুরুবংশীয় তিতিক্ষুর পৌত্র সেন। সেনের তনয় সুতপা, সুতপার আত্মজ বলি। পৈল (১৫) দেখ। এই বলিরাজ বংশক্ষয়ের উপক্রমে মানুষ যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন; ইহার ঔরস পুত্র ছিল না। ইনি পঞ্চ ক্ষেত্রজ তনয় উৎপাদন করেন। এই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং কলিঙ্গ। ইহারা বালের ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। বালেয়গণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বলির বংশধর হন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ধীমান বলিকে বর দিয়াছিলেন। সেই বর-প্রভাবে তিনি মহাযোগীত্ব, কল্প-পরিমাণ আয়ু, সংগ্রামে অজেয়তা, ধর্ম্মে উত্তমমতি, ত্রৈলোক্য দর্শনে সামর্থ্য, প্রসবে প্রাধান্য, যুদ্ধে অপ্রতিমজয়, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে, তত্ত্বার্থ নিরূপণে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ব্রহ্ম-বরেই চতুর্ব্বর্ণের

স্থাপয়িতা হন এবং তদীয় ক্ষেত্রজ পঞ্চ পুত্র হইতে বঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও অনঙ্গ নামে পঞ্চ বংশ প্রখ্যাত হয়।

দীর্ঘতমা ঋষি স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য গঙ্গা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া খরস্রোতে ভাসিয়া এক তটে সংলগ্ন হন। বিরোচন-নন্দন বলি, তাঁহাকে লইয়া স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং যথাযোগ্য খাদ্য-পেয় প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা প্রীত হইয়া বলিকে বর দিতে চাহিলে, বলি তাঁহার নিকট পুত্র লাভার্থ বর চাহিয়া, তাঁহাকে স্বীয় ভার্য্যায় কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। দীর্ঘতমা তাহাতে সম্মত হইলে বলি স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে ঋষি-সমীপে গমন করিতে বলেন। কিন্তু দীর্ঘতমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া সুদেষ্ণা প্রথমে কোন শূদ্রা ধাত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই ধাত্রীর গর্ভে ঋষির ঔরসে কাক্ষিবান প্রভৃতি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহা জানিতে পারিয়া বলি পত্নীকে ভৎর্সনা করিয়া পুনর্ব্বার ঋষির নিকট যাইতে বলেন। তৎপরে দীর্ঘতমার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৮।

দানবপতি বলি তপস্যাদ্বারা পুরা-কালে দেবাদিদেব উমাপতিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বিহার করিবার বর প্রাপ্ত হন। অ-১৯।

ধনের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রাম সংঘটিত হন। প্রথম নারসিংহ-রণ, দ্বিতীয় বামন-রণ, তৃতীয় বরাহ-সংগ্রাম, চতুর্থ অমৃত-মন্থন, পঞ্চম তারকাময়-সংগ্রাম, ষষ্ঠ আজীবক-রণ, সপ্তম ত্রিপুর-ঘাতন-রণ, অষ্টম অন্ধক-বধ, নবম বৃত্র-সংহার, দশম জিত, একাদশ হালাহাল, দ্বাদশ ঘোর কোলাহল-রণ। কশ্যপ-তনয় অদিতির গর্ভ-সম্ভূত বামন দেবাসুর দ্বন্দ্বে বলিরাজকে ছলনা করিয়া তদর্জ্জিত রাজ্য দেবরাজকে দান করেন। ইহাই বামন-রণ নামক দ্বিতীয় সংগ্রাম। অ-২৭৬।

একবার দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই সংগ্রামে পূর্ণ শত বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়। সেই ভীষণ যুদ্ধে দেবগণের নিকট পরাজিত হইয়া প্রহ্লাদ সনাতন ধর্ম্মের বিষয় অবগত হন এবং সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি বিরোচন পুত্র বলিকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। দানব-রাজ বলিও রাজ্য পাইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন এবং দেবগণের সহিত বলির ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে দেবগণ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন। দেবীভা ৪স্ক ১০।

একবার বলি ইন্দ্রের ভয়ে ভীত

হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া শূন্যগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দৈত্যপুঙ্গব, তুমি কি জন্য গর্দ্দভ-রূপ ধারণ করিয়াছ? তুমি দৈত্য, ত্রৈলোক্য রাজ্য-ভোগকারী এবং দৈত্যদিগের শাসন কর্ত্তা হইয়া আজ গর্দ্দভরূপ ধারণ করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?" দৈত্যরাজ বলি তাঁহার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "এ বিষয়ে আবার লজ্জা বা দুঃখ কি? মহাতেজা বিষ্ণুও যেমন এক সময়ে মৎস্য বা কচ্ছপ-রূপ ধারণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি কালবশে গর্দ্দভ-রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আপনি যেরূপ ব্রহ্মহত্যা করিয়া (মানস সরোবরে) পদ্ম-পত্রে লীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও অস্য কষ্টে পড়িয়া গর্দ্দভ-রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। দৈবাধীন ব্যক্তির সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, কাল যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।" দেবীভা-৪স্ক-১৪।

বিরোচন তনয় বলি সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছুক হন। তাহাতে দেবগণের সহিত তাঁহার অতি ঘোর সংগ্রাম হয়। সেই রণে দেবগণ পরাভূত হইয়া সুরলোক পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-রূপে আত্ম-গোপন করতঃ অবনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের দুর্দ্দশায় অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া দৈত্যগণের পরাজয় কামনায় অতি তীব্র তপস্যার প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু, দৈত্য-বিনাশের জন্য তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। অনন্তর যথা সময়ে দেবমাতা অদিতি এক সর্ব্বলোক-সুখদায়ক পুত্র প্রসব করেন। তিনি বামন নামে জগতে খ্যাত হন। ঐ সময়ে দৈত্যবর বলি নিজ গুরু শুক্রা-চার্য্য ও বহুল প্রধান প্রধান মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল-সাধ্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। পরে সেই যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণার্থ কমলার সহিত বিষ্ণুকে আহ্বান করেন। বিষ্ণু আহূত হইয়া, বামন-রূপে যজ্ঞ-হবিঃ ভোজন করিবার জন্য তথায় আগমন করেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকে চিনিতে পারিয়া বলিকে নিষেধ করেন, তিনি যেন বামন-রূপী হরিকে কিছু দান না করেন। কিন্তু বলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বামন-রূপী বিষ্ণুকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার কি প্রার্থনীয় জিজ্ঞাসা করেন। বিষ্ণু তপস্যার জন্য ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন। এই অদ্ভুত প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বিষ্ণু বলির নিকট ভূমি-দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং ভূমি-দানের ফল বর্ণন করিয়া এক উপাখ্যান বলেন। বিষ্ণুর কথায় সম্মত

হইয়া বলি পৃথিবী দান করিবার বাসনায় জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিলেন। শুক্রাচার্য্য তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে, বিষ্ণু তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেন। এদিকে বলিরাজ বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি-দান করিবা মাত্র, তিনি আ-ব্রহ্ম-ভবন কলেবর বৰ্দ্ধি করিয়া, দুই পদে অসীম পৃথিবী ও অপর পদে ব্রহ্ম-কটাহ পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ তাড়নে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বার হইতে ব্রহ্মাণ্ড-বাহ্যস্থিত সলিল রাশি বহুধারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপর বিষ্ণু বলিরাজকে বন্ধন করিয়া নিবাসার্থ তাঁহাকে ভোগ-বহুল রসাতল প্রদান করিলেন। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি অনল মধ্যে মন্ত্র ব্যতীত ঘৃতাহুতি কিম্বা অপাত্রে যে কোন বস্তু দান করে, তৎসমুদয়, আর অশুচি ব্যক্তির অগ্নিতে দত্ত ঘৃত ও অশুচিকৃত যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, অধঃপাতজনক সমস্তই তাঁহার ভোগ্য নির্দ্দেশ করিলেন। বৃহন্না-১১; পদ্ম উ-৫৩, ২৪০।

দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রের সহিত বলির যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০।

অষ্টম (সাবর্ণি) মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

ইন্দ্র বলির শ্রী ও প্রাণ হরণ করিলে, শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে বলি পুনরায় জীবন লাভ করেন। শুক্রাচার্য্য স্বর্গ জয় অভিলাষী বলিকে বিধি পূর্ব্বক মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, এক বিশ্বজিৎ মহাযাগ করাইলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিতে ঘৃত হোম করিলে, তাহা হইতে কাঞ্চনপট্ট-বদ্ধ একখানি রথ, ইন্দ্রের তুরঙ্গ-সদৃশ হরিৎবর্ণ কয়েকটী অশ্ব, সিংহশোভিত ধ্বজ, স্বর্ণ নির্ম্মিত ধনু, অক্ষয় বাণপূর্ণ দুইটী তূণ এবং দিব্য কবচ উত্থিত হইল। বলি ঐ সমস্ত সামগ্রী লাভ করিলে, তদীয় পিতামহ প্রহ্লাদ, একখানি অম্লান পুষ্প-মালা এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন। এইরূপে অস্ত্রশোভিত হইয়া বলি ইন্দ্রপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া, অন্যান্য দেবগণসহ বৃহস্পতির নিকট গিয়া প্রতীকার জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি বলির অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া দেবগণকে সাময়িক ভাবে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া অবস্থান করিতে পরামর্শ দেন। দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হইলে, বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া জগৎত্রয় বশীভূত করিয়া লইলেন। তদনন্তর তিনি শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইন্দ্রপুরী বলি কর্তৃক অধিকৃত হইলে, দেবমাতা

অদিতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং অসুরগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় দেবগণকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু অদিতিকে আশ্বাস দিয়া বলেন তিনি অদিতির গর্ভেই বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলির বল হরণ করিবেন। বামনদেবের জন্মগ্রহণের পর বলি একবার নর্ম্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। বামনদেব সেই যজ্ঞ ক্ষেত্রে অতিথিস্বরূপ উপস্থিত হইলেন। বলি তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার কি অভিলাষ তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বামন বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহাই প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলেন যে বামনদেব বিষ্ণুর অবতার। তিনি দেবগণের সাহায্যার্থ তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ, যশ ও বিদ্যা অপহরণ করিতে আসিয়াছেন। বিশ্বই ইহার দেহ। ইনি তিন পদে তিন লোক আক্রমণ করিবেন। এই বামনের এক পদে পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ আর এই বিশাল দেহে গগমনণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদের কি গতি হইবে? অতএব তুমি ইঁহাকে যাহা দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা প্রদান করিও না। কিন্তু বলি সত্য ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বামনকে অর্চ্চনা করিয়া, জলস্পর্শপূর্ব্বক ভূমি-দান করিলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সেই বামনরূপ বর্দ্ধিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। বলির সর্ব্বস্ব এইরূপে হৃত হইতে দেখিয়া বলির অনুচরগণ বামনরূপী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বলি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। অনন্তর গরুড় হরির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বরুণ-পাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। তখন শ্রীহরি বলিকে বলিলেন, "হে অসুরবর, তুমি আমাকে ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত আছ, আমি দুই পাদে সমগ্র পৃথিবী ও স্বর্গ লোক আক্রমণ করিয়াছি। তৃতীয় পাদ-পরিমিত ভূমি আর কোথায় আছে? তুমি প্রতিশ্রুত হইয়াও ভূমি-দান করিতে পারিলেন না। সুতরাং তোমার নরকে বাস করা উচিত।" বলি বামনদেবের কথায় কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া, প্রসন্ন-চিত্তে পাতালে যাইতে সম্মত হইলেন এবং বিষ্ণুকর্ত্তৃক বন্ধন-মুক্ত হইয়া, সুতলে গমন করিলেন। ভাগ ৮স্ক-১৫—২৩।

একবার ইন্দ্র শরশয্যা-শায়ী ভীষ্মদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিরাজা কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং ভীষ্মদেবের নিকট সংবাদ লইয়া পৃথিবীর নানা স্থান

পর্য্যটন করিয়া দেখিতে পান যে বলি-রাজ খরবেশ ধারণপূর্ব্বক এক শূন্য গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া অবজ্ঞাভরে তাহার লুপ্ত সৌভাগ্যের জন্য উপহাস করিলেন। বলিরাজ তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া ইন্দ্রকে সমুদয় পার্থিব বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যে রাজ্যশ্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই এক স্থানে বাস করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। আবার তোমাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্বিত হইয়া আর আমার নিন্দা করিও না।" দানব-রাজ বলি এই কথা বলিবা-মাত্র রাজ-লক্ষ্মী স্বীয় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া বলির শরীর হইতে নির্গত হইয়া গেলেন। মহাভা-শান্তি-২২৩—২২৫। লক্ষ্মী দেখ।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মদেব, নৃপতি বন্ধু-বিয়োগ বা রাজ্য-নাশ জন্য ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে, তাঁহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তদ্বিষয়ে বলি-বাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২২৭।

হিরণ্যকশিপুর বংশোৎপন্ন বলি এক অর্ব্বুদ, ষষ্টি সহস্র, ত্রিংশৎ নিযুত বর্ষ রাজত্ব করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২০।

অষ্টম (সূর্য্য সাবর্ণি) মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হন। বৃহন্না-৩৭।

(২) অঙ্গিরসের তেত্রিশ জন পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-প্রণেতা ছিলেন। বায়ু-৬৯; ব্রহ্মা-৬৫। (৩) যদুবংশীয় উষদ্রথের পুত্র হেম, হেমের তনয় সুতপা, তৎপুত্র বলি। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮। উষদ্রথ দেখ। (৪) একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি; তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। (৫) শুঙ্গবংশীয় সুশর্ম্মার ভৃত্য বলি, প্রভুর প্রাণ-বধ করিয়া, কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তদ্‌ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হন। ভাগ ১২স্ক-১।

বলিজন্ম—দনায়ুষার গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

বলিপ্রিয়—দ্বারকা ক্ষেত্রে ঈশাণকোণের অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-দ্বা-১৭।

বলিভুক্—দুর্দ্ধর, ভৈরবারব, মহাবল, কিঙ্কিনীক, করাল, বিকট, বলিভুক্ ও বলিপ্রিয় ইঁহারা দ্বারকা তীর্থের ঈশান কোণস্থিত দ্বারপাল। তাঁহারা সস্ত্রীক তথায় থাকেন। জয়ন্ত ইঁহাদের নেতা ও প্রভু। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

বলী—চেদীরাজ দমঘোষের অন্যতম পুত্র। উপদিশ দেখ।

বলীন—একজন বিখ্যাত অসুর। মহাভা-আদি-৬৭।

বলীবাক—মহর্ষি বলীবাক একজন বেদ-বেদাঙ্গপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা সভা ৪।

বলেক্ষু—বশিষ্ঠ-বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহাদের আর্ষেয় প্রবর, ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি, এই তিনটী। মৎ-২০০।

বলোৎকট—বিধুম নামক এক অসুর অন্যতম ভৃত্য। স্কন্দ ব্র-সে-৫। পুষ্পদন্ত (৬) দেখ।

বলোৎকটা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) দুর্গ অসুরের সহিত পার্ব্বতীর যুদ্ধ কালে, দেবীর অনুচরী জনৈকা মহা-শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২।

বঙ্কল—(১) জনৈক অসুর। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। ভাগ-৩স্ক-৩। (২) প্রহ্লাদের গবেষ্ঠী, কালনেমী, জম্ভ, বঙ্কল ও জৃম্ভ এই পাঁচ পুত্র ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। প্রহ্লাদ দেখ।

বল্গুজঙ্ঘ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪।

ববথ—প্রাচীন কালে ববথ নামে এক অনার্য্য দাস ছিল। তাঁহার নিকট হইতে মহর্ষি বশ বহু ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋক্-৮।৪৬।৩২।

বল্বল—ইল্বল দৈত্যের পুত্র। নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের যজ্ঞকালে নানারূপ আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেন। বলদেব তাঁহাকে বধ করেন। গর্গ-ব-৮; স্কন্দ-ব্র-সে-১৯; ভাগ-১০স্ক-৭৯। অনিরুদ্ধ যজ্ঞাশ্ব লইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দৈত্য-রাজ বল্বলের পুরীতে গিয়া উপস্থিত হন। বল্বল সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া সিন্ধু মধ্যে পাঞ্চজন্য উপদ্বীপে লইয়া যান। তখন যাদবগণের সহিত বল্বলের অনুচরগণের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বল্বলের বহু সৈন্য ও সেনানী নিহত হয়। তখন বল্বল স্বয়ং পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। কিন্তু যুদ্ধে মহাদেবের বরে বল্বল মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। গর্গ-অশ্ব-২৬, ২৮, ৩২, ৩৫, ৩৯।

বল্লব—ভীম বিরাট রাজ-ভবনে ছদ্মবেশে বল্লব নামে পরিচিত হইয়া পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি দ্রৌপদী-নির্য্যাতক কীচককে বধ করেন। মহাভা-বিরা-৮।

বল্লভ—(১) রাজর্ষি শতানীকের অন্যতম সুহৃদ্। স্কন্দ ব্রহ্ম-সেতু-৫। (২) নরপতি সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বলাকাশ্বের পুত্র বল্লভ। দেবরাজ-সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহারাজ কুশিক এই বল্লভের পুত্র। মহাভা-অনু-৪, ৫২। কুশিক দেখ।

বল্মীক—কণ্ব নামে জনৈক মুনি, দীর্ঘকাল-

ব্যাপী তপশ্চরণ করিতে থাকিলে, তাঁহার দেহ বল্মীক মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। এক শৈলূষীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রই কালে বাল্মিকী নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-বিষ্ণু বৈশা ২১।

বল্লিক— দেবাসুর-সংগ্রামে অগ্নি-কর্তৃক নিহত জনৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-সৃ-৭৫

বশ— মহর্ষি বশ আশ্বদ্বয়ের স্তুতি করিয়া একদিনে প্রভূত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার অনার্য্য-রাজ বল্বূথের নিকট হইতেও অনেক ধন পাইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২০।

বশবর্ত্তী—তৃতীয় (উত্তমীয়) মন্বন্তরে সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী এই দ্বাদশ-আত্মক পঞ্চ প্রকার দেবগণ ছিলেন। বিষ্ণু-৩য় ১।

বশাতি—ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বশাতি প্রভৃতি ৪৮ জন দক্ষিণ দিক রক্ষা করিতেন। হরি হরি ১১।

বশিষ্ঠ—(১) মিত্রাবরুণ হইতে উর্ব্বশী-গর্ভে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। বশিষ্ঠ ঋষি নৃপতি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু ভারতদিগের পুরোহিত ছিলেন। এই সূত্রে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ-বংশীয়দের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ছিল। একদা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বংশীয়দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এবং বশিষ্ঠও তাহার বিরুদ্ধে অতি কঠোর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঋক্-৭ম মণ্ডল-১। (২) বশিষ্ঠের শত পুত্র বিশ্বামিত্র ও তাঁহার অপত্যগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শপথ করা অন্যায় হইলেও, মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজের পরিশুদ্ধি জ্ঞাপনার্থ নরপতি পিযবানের পুত্র সুদাস নরপতির নিকট, "বিশ্বামিত্র আমার শত পুত্র বধ করিয়াছেন, বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। মনু-৮।১১০।

নীচ-কুলোদ্ভূতা অক্ষমালা মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। মনু-৯।২৩।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। বশিষ্ঠের পত্নী শতরূপার গর্ভে বৈরাজ পুরুষের ঔরসে বীর নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-৭।

বশিষ্ঠের পুত্রের নাম ঊর্জ্জ। হরি-হরি-

বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র ঔর্ব্ব স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঋষি ছিলেন। হরি ৭।

একবার বশিষ্ঠ অনাবৃষ্টির সময়ে জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি অক্ষয় সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনু ১২৫ ; আদি-১৭৪।

ব্রহ্মার সমান হইতে বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা দেখ।

দক্ষের অন্যতমা কন্যা উর্জ্জা বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ।

বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে মহাদেবের অন্যতম অবতার বালির সুধামা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুত্র ছিলেন। বায়ু ২৩; লি-২৪। বালি দেখ।

বশিষ্ঠ মহারাজ দশরথের অন্যতম মন্ত্রী ও পুরোহিত রূপে ব্রতী ছিলেন। তিনি দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। রামা আদি-৮ -২২।

মহাবল বিশ্বামিত্র একবার বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া অতিথি হন। বশিষ্ঠদেব তাঁহার সবলা নাম্নী হোমধেনুর সাহায্যে নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য ভোজনাদি উপস্থিত করিয়া, সানুচর বিশ্বামিত্রকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান। তখন বিশ্বামিত্র সবলার ঐরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া, গাভীটা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ তাহা দিতে অস্বীকার করাতে, তিনি বলপূর্ব্বক গাভী হরণ করেন। তখন বশিষ্ঠ স্বীয় ব্রহ্মতেজ প্রভাবে হোমধেনুর সাহায্যে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। সেই সৈন্যগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া, বশিষ্ঠকে পরাস্ত করিবার জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেবের নিকট দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া তিনি পুনরায় বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের নিকট তাঁহার শিবদত্ত দিব্যাস্ত্রও বিফল হইল দেখিয়া, পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন। রামা আদি-৫৩-৬০ ; মহাভা-আদি-১৭৫ ; দেবীভা-৩স্ক-১৭।

বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু বংশের কুলপুরোহিত ছিলেন ও দশরথের পুত্রদের জাতকর্ম্ম, বিবাহ, অভিষেক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্যে পৌরহিত্য করিতেন। দশরথের মৃত্যুর পরও তিনি ইক্ষ্বাকু বংশের বিশেষ হিতকারী পরামর্শ-দাতা ছিলেন। রামায়ণের আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডে বশিষ্ঠের সঙ্গে ইক্ষ্বাকু বংশের এই সম্বন্ধের পরিচয় নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যায়। রামা-আদি-৭, ৮, ১১, ১৩, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ৫২, ৫৩—৬০, ৬৫, ৬৯, ৭০—৭৪, ৭৭। অযো-৩, ৫, ১৪, ৩৭, ৬৬—৭২, ৭৬, ৮১, ৮২, ৯০—৯৩, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১০৯—১১৫। আর-৬৬।

নিমি নামে ইক্ষ্বাকুর এক পুত্র ছিল। তিনি একবার এক দীর্ঘ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে প্রথমে বশিষ্ঠকে বরণ করেন ও পরে অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু প্রভৃতি মুনিদিগকে বরণ করেন। সেই সময়ে বশিষ্ঠ নিমিকে কহিলেন, "ইন্দ্র পূর্ব্বেই আমাকে বরণ করিয়াছেন,

অতএব যৎকাল-পর্য্যন্ত আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া ফিরিয়া না আসি, ততকাল তুমি অপেক্ষা কর।” বশিষ্ঠ এই বলিয়া গমন করিলে, মহর্ষি গৌতম বশিষ্ঠের কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন গৌতম ঋষি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ নিমিকে শাপ দেন, “যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে বরণ করিয়াছ, অতএব তোমার দেহ চেতনা-বিহীন হইবে।” নিমি বশিষ্ঠের এই শাপে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বশিষ্ঠকে কহিলেন,“আমি না জানিয়া নিদ্রিত ছিলাম; তথাপি আপনি ক্রোধে আমাকে শাপ দিয়াছেন। অতএব আপনার দেহও বহুকাল চেতনা-শূন্য হইয়া থাকিবে।” অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ অশরীরী হইয়া অপর দেহ প্রাপ্তির বাসনায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আর একটী দেহ দান করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। তদনুসারে মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার শরীরী হইয়া জন্মলাভ করিলেন। রামা-উত্ত-৬৫—৬৬; দেবীভা-১স্ক-১৩, ১৯; ৬স্ক-১৪; বিষ্ণু-৪র্থ-৫; ভাগ ৯স্ক-৯। মিত্রা-বরুণ ও উর্ব্বশী দেখ।

বশিষ্ঠ মুনি সৌদাস রাজার যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। যজ্ঞ সম্পাদন কালে সৌদাসের পুরাতন শত্রু এক রাক্ষস ছদ্মবেশে নরমাংস পাক করিয়া বশিষ্ঠকে খাইতে দেন। আহারার্থ নর-মাংস প্রদত্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, বশিষ্ঠ সৌদাসকে শাপ দিতে উদ্যত হন। সৌদাস রাজাও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু পরে মহিষীর অনুরোধে সৌদাস তাঁহার শাপ প্রতিহার করেন। রামা-উত্ত ৭৮; বৃহন্না ৮; বিষ্ণু-৪র্থ-৪। কল্মাষপাদ দেখ।

বনবাসান্তে রামচন্দ্র আসিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখনও বশিষ্ঠদেব তাঁহার একজন পরম হিত-কারী মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা স্বরূপ ছিলেন। সমুদয় ক্রিয়া কাণ্ডে এবং রাজ-কীয় কার্য্যাদিতে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। তৎসমুদয় বিস্তারিত জানিতে হইলে, রামায়ণ উত্তরা-কাণ্ডের ৪৭, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১,৭৫, ৭৮, ৮৭, ১০৪, ১০৯, ১১৯—১২২ অধ্যায় গুলি দ্রষ্টব্য।

রজীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, অয় ও স্ময় এই সপ্ত বশিষ্ঠ-পুত্র স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯; গৌ ৩৩; বায়ু-৩১। আপ দেখ।

স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। সৌর-৩৩; বায়ু-৩১। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ।

বশিষ্ঠ ঋষি ধর্ম্মমূর্ত্তি নামক রাজাকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস বর্ণন করেন। মৎ-৯২।

বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রতিম, ভরদ্বসু, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন, এই কয় জন বশিষ্ঠ-বংশীয় মহর্ষি। মৎ ১৪৫।

দেবমাতা ও দেবপত্নীগণ-দর্শনে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শুক্রক্ষরণ হয়। তিনি সেই শুক্র গোপন করেন। তাহাতে হুতাশন হইতে ঋষিদিগের জন্ম হয়। প্রথমে তপোনিধি ভৃগু সমুৎপন্ন হন। অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা; অর্চ্চিঃ (শিখা) হইতে অত্রি; মরীচি (কিরণ) হইতে মহাতপা মরীচি; কেশভাগ হইতে মহাতপা পুলস্ত্য; কেশের লম্বিত ভাগ হইতে পুলহ; অগ্নির বসু (সার) ভাগ হইতে বশিষ্ঠ মহর্ষি সমুৎপন্ন হন। মৎ-১৯৫।

বশিষ্ঠ বংশজ বিপ্রগণের এক আর্ষেয় প্রবর ও তাঁহাদের স্ববংশে বিবাহ অবিহিত। মৎ-২০০।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি, রাজ্যনাশ, ভার্য্যা ও তনয় বিক্রয় প্রভৃতি ঘটনার জন্য বিশ্বামিত্রই দায়ী ইহা জানিতে পারিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শাপ দিয়া বক পক্ষী করিয়া দেন। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিয়া আড়ি পক্ষী করিয়া দেন। এই নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রোধবশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অন্য কোন উপায়েই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে না পারিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগের তির্য্যক্-যোনীত্ব অপনোদন করেন। দেবীভা-৬স্ক-১২; বায়ু ৮৮; মার্ক-৯। বক দেখ।

বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহ-কল্পে যুগক্রমে আটাশ জন যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের চারি জন করিয়া শিষ্য ছিলেন। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, বিরজা ও অত্রি ইঁহারা সুবালক নামক যোগাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উ-১০।

চাক্ষুষ মনুর পুত্র বশিষ্ঠ গৃৎসমদ মুনিকে অশুদ্ধভাবে সামগান করার জন্য শাপ দিয়া মৃগে পরিণত করেন। শিব-ধর্ম্ম ২। গৃৎসমদ দেখ।

বশিষ্ঠ মুনি ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রত নৃপতির কুলগুরু ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে রাজার কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার রাজ্য, ক্ষেত্র, গাভী প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। একবার নরপতি সত্যব্রত বনবাস কালে বশিষ্ঠের সুরভি গাভীকে হত্যা করিয়া স্বয়ং ভোজন করেন। এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য বশিষ্ঠ সত্যব্রতকে শাপ দেন ও তদবধি নৃপতি সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন। শিব-ধর্ম্ম-৬১। সত্যব্রত ও ত্রিশঙ্কু দেখ। এই উপাখ্যানটি পরিবর্ত্তিত আকারে

দেবীভা-৭স্ক-১৩—১৫ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

বরাহ-কল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। আসুরি দেখ।

বশিষ্ঠ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতাদিগের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৫।

সুদ্যুম্ন নরপতি শিবের শাপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বুধের ঔরসে পুরূরবাকে প্রসব করেন। সুদ্যুম্নের ঐ দুর্দশা দেখিয়া বশিষ্ঠ শঙ্করকে স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকিবেন, এই বর লাভ করেন। দেবীভা-১স্ক-১২। সুদ্যুম্ন দেখ।

বশিষ্ঠের শাপে দ্যো নামক বসুর পত্নী গঙ্গাগর্ভে মনুষ্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-২স্ক ৩; মহাভা আদি-৯৭—৯৯।

বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী। বশিষ্ঠ ঋষি দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পদ্ম-উ ৭৭।

ভীষ্ম যখন শর শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত বশিষ্ঠও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পদ্ম উ-৮১।

কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ, চন্দ্রিকা, সুতারা, সুশীলা, প্রমোদিনী ও সুস্বরা নাম্নী পঞ্চ গন্ধর্ব্ব-কন্যা কিরূপে মাঘ-স্নান করিয়া লোমশ মুনির শাপ হইতে মুক্ত হন, তাহা ব্যক্ত করেন। পদ্ম-উ-১২৮।

বশিষ্ঠ, ভৃগু, গৌতম, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণ নারদের জ্ঞান যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-উ-১৯৫।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দিলীপ ও তৎ-পত্নী সুদক্ষিণা পুত্র-মুখ-দর্শন-সুখে বঞ্চিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন ও নানারূপে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। বশিষ্ঠ তাঁহাদের মনোদুঃখের কারণ অবগত হইয়া দিলীপকে বলেন যে তাঁহার হোমধেনু নন্দিনীর পরিচর্য্যা করিলে, তিনি পুত্র মুখ দর্শন করিতে পারিবেন। পদ্ম উ ২০২। দিলীপ দেখ।

অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের শক্তি-প্রমুখ শত পুত্র জন্মে। বায়ু-২।

অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের শক্তি নামক এক পুত্র জন্মে। শক্তির পুত্র পরাশর। বায়ু ৭১।

বশিষ্ঠ দক্ষের অন্যতমা কন্যা উর্জ্জাকে বিবাহ করেন। বায়ু-৩০।

বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জ্জা হইতে রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু ১ম-১০। উর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। মার্ক ৫২। উর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের রজঃ, সুহোত্র, বাহু, সবন, অনয (অনঘ ?),

সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। শিব-বায়ু-পূ-১৫; লি-পূ-৩। ঊর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র ব্যতীত পুণ্ডরীকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। শিব-বায়ু পূ-১৫; সৌর-২৬; ব্রহ্মাণ্ড-২৯। এই কন্যা বশিষ্ঠের সন্তানগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন। ব্রহ্মা-২৯।

বশিষ্ঠ, নল, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষি-দের আশ্রম হিমালয় পর্ব্বতে ছিল। বায়ু ৪২।

অত্রি ও বশিষ্ঠ ঋষি, তক্ষক ও রম্ভ সর্প, মেনকা ও সহজন্যা অপ্সরা, হাহা ও হূহূ গন্ধর্ব্ব, রথস্বন্ ও রথচিত্র গ্রামণী, পৌরুষেয় ও বধ রাক্ষস, মিত্র ও বরুণ আদিত্য, ইঁহারা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে রবিরথে অবস্থান করেন। বায়ু ৫২। পুঞ্জিকস্থলা দেখ।

বরুণদেবের অশ্বিন নামে এক পুত্র ছিল। সেই পুত্রই পরবর্ত্তীকালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে খ্যাত হন। বায়ু-৯৪।

বশিষ্ঠ কামরূপ ক্ষেত্রে পুরশ্চরণপূর্ব্বক সিদ্ধ-মন্ত্র হইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় হইয়াছিলেন। শ্রীমহা ৭৩।

পিতার উপদেশে কল্কি বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি হরির আরাধনা করেন। তিনি কৃপ, রাম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ধৌম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দ, মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত ও স্নাত হইয়া দক্ষিণা দান করেন। কল্কি-তৃ-১৬।

একবার দিলীপ-নন্দন ভগীরথ সন্দিগ্ধ-চিত্তে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, "মদীয় পূর্ব্ব-পিতামহগণ পরম পুণ্যশীল হইয়াও কি জন্য ভগবতী গঙ্গাকে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে আমিই বা কিরূপে তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিব?" তদুত্তরে বশিষ্ঠ ভগীরথকে বলেন যে তাহার পূর্ব্বপুরুষ-গণ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগীরথ ও তদ্রূপ করিয়া গঙ্গাকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। এতদ্ভিন্ন বশিষ্ঠ গঙ্গা দেবী কি প্রকার, তিনি কোথায় অবস্থান করেন এবং কি প্রকার তপস্যা করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা যাইবে তাহা সবিস্তার ভগীরথকে বলেন। বৃহদ্ধ-ম-.৯।

বলদেবের জন্ম হইলে দ্বৈপায়ন, দেবল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়া নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনা ও তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। গর্গ-গো-১০।

বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-বি-৪৯।

পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি গঙ্গাদ্বারে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে অন্যান্য ঋষিগণ সহ বশিষ্ঠও উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃ ৫।

সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-স্থ ৭।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বশিষ্ঠের তপোবন দগ্ধ করিলে, বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দেন যে সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য ভৃগু-নন্দন পরশুরাম তাঁহার বাহু-সহস্র ছেদন ও মর্দ্দন করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন। পদ্ম-স্থ-১২।

বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ পুষ্করে তপস্যা করেন। পদ্ম-স্থ-১৯।

পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভানুমতী অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তির অনুরোধে তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজাকে, কোন্ ধর্ম্মের ফলে তাঁহার সেই অনুত্তমা লক্ষ্মীলাভ ঘটিয়াছিল, এবং কোন্ কারণেই বা তাঁহার শরীরে উত্তম বিপুল তেজ জন্মিয়াছিল, তাহার কারণ সবিশেষ বর্ণন করেন। পদ্ম-স্থ ২১। ধর্ম্মমূর্ত্তি দেখ।

একবার ব্রহ্মা পুষ্করে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ অন্যতম ঋত্বিক্ ছিলেন। ব্রহ্মা দেখ।

একবার ব্রহ্মার মানস-কন্যা সন্ধ্যাকে দেখিয়া দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু মহাদেবের ধিক্কারে তাঁহারা চিত্ত চাঞ্চল্য দমন করেন। তখন লজ্জাবশে ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের যে ঘর্ম্মজল ভূতলে পতিত হয় তাহা হইতে অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ ব্যতীত অপর পিতৃগণ উৎপন্ন হন। তাঁহারা সোমপ, আজপ, সুকালিন ও হবির্ভুজ (হবিষ্মন্ত) নামে খ্যাত হন। ইহাদের মধ্যে সুকালিনগণ বশিষ্ঠের পুত্র। কা-২।

মহাদেবের অবতার রাজা চন্দ্রশেখরের বেতাল ও ভৈরব নামে দুই তনয় ছিল। তাঁহারা পিতা-কর্ত্তৃক ধনরত্নাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া মনোদুঃখে তপস্যা করিতে কামরূপ গমন করেন। তথায় বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে বলেন। তাঁহারা তদনুসারে শিবের স্তব করিয়া তাঁহার কৃপায় কৈলাসে গমন করেন। কালিকা ৫২।

প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন আদিত্য, ভিন্ন দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে আষাঢ় মাসে, বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হুহু, বুধ ও রথচিত্র—ইঁহারা বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য় ১০।

সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিদের অন্যতম হন। বিষ্ণু ৩য় ১।

যুগে যুগে বিষ্ণু বেদব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১; বায়ু-২৩। তখন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাস্কলি (বাগ্বলি; ব্রহ্মা-২৩) এই চারি জন তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

নরপতি ইক্ষ্বাকু এক দিবস অষ্টকা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার তনয় বিকুক্ষিকে শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনিতে দেন। বিকুক্ষি মৃগ-হননান্তে প্রত্যাগমন কালে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সমাহৃত মৃতপশুদিগের মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিলেন, এবং ভক্ষণান্তে অবশিষ্ট মাংস আনয়ন করতঃ পিতাকে প্রদান করিলেন। রাজা ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠকে সেই সমুদয় মাংস প্রোক্ষণ করিতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন, "এই অপবিত্র মাংসে কি প্রয়োজন? তোমার দুরাত্মা পুত্র মাংস নষ্ট করিয়াছে, কারণ সে ইহার মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিয়াছে।" গুরু এই কথা বলিলে, বিকুক্ষি শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। বিষ্ণু ৪র্থ-২।

নরপতি সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়া বনে পর্য্যটন করিবার সময় এক ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে শাপ দেন যে তিনি স্ত্রী সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। সেই শাপে রাজা পুত্র লাভে বঞ্চিত হন; পরে তাঁহার প্রার্থনায় বশিষ্ঠের ঔরসে সৌদাস-পত্নী মদয়ন্তী অশ্মক নামে এক পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-৪। অশ্মক দেখ।

কশ্যপাত্মজ মুর দৈত্য, পৃথিবী-জয় উপলক্ষে পর্য্যটন করিতে করিতে, অযোধ্যাতে গিয়া রঘুরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব, মনে ইহা বুঝিতে পারিয়া, রঘুরাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ মুরকে যমের নিকট যাইয়া যুদ্ধ করিতে বলেন। বামন-৬০।

নরপতি সম্বরণ সূর্য্য-তনয়া তপতীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলে, বশিষ্ঠ সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তপতীকে আনয়ন করিয়া সম্বরণ-হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-আদি-১৭৩।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র ও অরুন্ধতীর পতি। দুর্জ্জয় কাম ও ক্রোধ পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতক্রোধ হইয়াও কুশিক বংশ উচ্ছেদ করেন নাই; পুত্রশত বিনাশ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং মৃত পুত্রদিগকে আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকেও অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া ইক্ষাকু

কুলোদ্ভব ভূপালেরা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৭৪। মুচুকুন্দ দেখ।

ব্রহ্মার অন্যতম মানস-পুত্র বশিষ্ঠ তাঁহার প্রাণ হইতে উৎপন্ন হন। ভাগ-৩স্ক-১২।

বশিষ্ঠের উপদেশে বৎসরাজ নৃসিংহ-দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া হৃত-রাজ্য ফিরিয়া পান। বরা-৪২। বৎস দেখ।

কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্মদেব বশিষ্ঠের নিকট বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। মহাভা-শান্তি-৩৭।

বশিষ্ঠ ঋষি শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের দেহত্যাগের সময়ে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭।

বশিষ্ঠ-দেব নরপতি মুচুকুন্দের পুরোহিত ছিলেন। তিনি মুচুকুন্দকর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া তপো-প্রভাবে রাক্ষস-নাশ-কারী বহু সৈন্যের সৃষ্টি করেন। মহাভা-শান্তি-৭৪। মুচুকুন্দ দেখ।

মহাদেব বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। ক্ষুপ (৩) দেখ।

সমুদয় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা বেদ-সম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, আদিত্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিগণ সমভিব্যাহারে ঐ ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্মার বশিষ্ঠ প্রমুখ আত্মতুল্য সপ্ত পুত্র, পুরাণে সপ্তব্রহ্মা-রূপে কথিত হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। ব্রহ্মা দেখ।

বশিষ্ঠ, অত্রি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি উত্তর দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। মহাভা অনু-১৫০।

বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অত্রি, নারদ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ বহু মহর্ষিগণ ঋগ্বেদের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ২৯৩।

বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, কমঠ, দ্রোণ, আয়ু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ-পূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য হন। প্রথমে অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্যদ্বারা সমুৎপন্ন হয়। মহাভা-শান্তি-২৯৭।

জনক-বংশীয় মহারাজ করালের প্রার্থনায় বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে পণ্ডিতগণের মোক্ষ লাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরম-ব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর-পদার্থের বিষয় কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৩০৩—৩০৯।

পূর্ব্বে সুমেরু পর্ব্বতে মরীচি, অত্রি,

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজাঃ বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থান করিতেন। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উহাদের অষ্টম। মহাভা-শান্তি-৩৩৬।

বশিষ্ঠ একবিংশ প্রজাপতির অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫, ৩৪১।

বশিষ্ঠদেব একবার দানবপতি হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক এক যজ্ঞের হোতৃপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু যজ্ঞ সমাপন হইবার পূর্ব্বেই তিনি ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে (অন্য নাম ত্রিশিরাঃ) বশিষ্ঠের পরিবর্ত্তে হোতৃপদে বরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে শাপ দেন, "যেহেতু তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না, এবং তুমিও এক অপূর্ব্ব জন্তুর হস্তে নিহত হইবে।" দানব-রাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপ-নিবন্ধন নৃসিংহ মূর্ত্তি নারায়ণ-হস্তে বিনষ্ট হন। মহাভা-শান্তি ৩৪৩।

একবার বশিষ্ঠদেব, দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মা নানাবিধ উদাহরণ দ্বারা বলেন, যে পুরুষকার ব্যতীত, দৈব সুসিদ্ধ হইবার নহে। মহাভা-অনু-৬।

একবার ইক্ষ্বাকুলজ নৃপতি সৌদাস স্বীয় কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে, ত্রিলোক মধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য-লাভ করিতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে বশিষ্ঠ তাঁহাকে গো-জাতির মহিমা ও গো-সেবার ফল কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু ৭৮। বশিষ্ঠদেব পরশুরামকেও, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া-করণ-জনিত পাপ-স্খালনের জন্য গো-দান করিতে বলেন ও গো-দান, সুবর্ণ-দান প্রভৃতির মহিমা তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-৮৪, ৮৬।

লোক পিতামহ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ, মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন। মহাভা-অনু-৯২।

বশিষ্ঠ, অত্রি, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই সাত জন মহর্ষি ও দেবী অরুন্ধতী, ইঁহারা তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবী-পর্য্যটন করেন। ঐ সময়ে একবার অনাহার-নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহারা নরমাংস ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করেন। মহাভা-অনু-৯৩। শৈব্য দেখ। এই আখ্যানটি কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে স্কন্দ পুরাণে (নাগর-৩২) পাওয়া যায়। বৃষাদর্ভি দেখ।

বসু (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বসীদিগের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই নিমিত্ত বশিষ্ঠদেব এই নাম প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনু-৯৩।

পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, কশ্যপ প্রভৃতি বহু মহর্ষিগণ ও শিবি, দিলীপ, অম্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ভগবান শতক্রতুর সহিত প্রভাস-তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। মহাভা-অনু-৯৪। শতক্রতু দেখ।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-১২৬।

সংকৃতি-নন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য-প্রদান করিয়া; নরপতি কক্ষসেন ধন-দান করিয়া ও রাজা মিত্রসহ স্বীয় প্রিয় ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোক লাভ করেন। মহাভা-অনু-১৩৭। মিত্রসহ, রন্তিদেব ও কক্ষ সেন দেখ।

বশিষ্ঠদেব দেবগণের প্রার্থনায় খলী নামক দৈত্যকে বিনাশ করেন। মহাভা-অনু-১৫৫। খলী দেখ।

ভগবান বাসুদেব কুম্ভ মধ্যে রেতঃ সৃষ্টি করিয়া ঐ রেতঃ হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন। মহাভা-অনু-১৫৮।

বশিষ্ঠ, সর্ব্বপাপ-বিনাশন তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের অন্যতম ছিলেন। ঐ সমুদয় ঋষিগণের নাম ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভা-অনু-১৬৫।

মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপ-প্রভাবে অষ্টবসুর অন্যতম গঙ্গাগর্ভে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনু-১৬৮; অশ্ব-৩১।

মহাত্মা বশিষ্ঠের শাপে বিশ্বাবসু-নন্দন দুর্দ্দম যক্ষ রাক্ষস যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে রাক্ষস-অবস্থায় গালব ঋষিকে ভক্ষণ করিতে গিয়া তিনি বিষ্ণুচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৪।

একবার ইন্দ্রাদি সুরগণ দৈত্য-পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার পরামর্শে চক্র-তীর্থে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণবর বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ছিলেন। স্কন্দ ব্রহ্ম-সেতু-৩৩।

বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বশিষ্ঠ প্রবর হইয়া থাকে। স্কন্দ-সেতু-ধর্ম্ম-৯।

বিশ্বানর নামক এক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, বশিষ্ঠ প্রমুখ বহু ঋষিগণ নবজাত শিশুর মঙ্গলকামনায় বিশ্বানরের গৃহে আগমন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

বশিষ্ঠ নামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ-তনয় ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৭।

ব্রহ্মার মুখে উজ্জয়িনী-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রমুখ মুনিগণ তথায়

বাস করিতেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬।

বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য হরণের জন্য যে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাহাতে বশিষ্ঠদেব সভাসদ্ ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

বশিষ্ঠদেব স্কন্দের নিকট অবগত হইয়া, কল্প-ক্ষয়ান্তে নূতন জগৎ স্বষ্টির বিবরণ পরাশর ঋষিকে কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩।

বশিষ্ঠদেবের পরামর্শমত কার্য্য করিয়া বলবর্দ্ধন নৃপতির মূক পুত্র অম্বুবীচি বাক্‌শক্তি লাভ করেন। স্কন্দ নাগ-৪৬।

অগ্নিদেব বশিষ্ঠের নিকট ঈশান-কল্পের বিবরণ প্রসঙ্গে যাহাতে বিবিধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই আগ্নেয় পুরাণ নামে প্রখ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২।

মহর্ষি বশিষ্ঠ, অত্রি প্রমুখ বহু ঋষিগণ প্রভাস ক্ষেত্রে থাকিয়া লিঙ্গারাধনা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫।

বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি প্রমুখ আটজন ব্রহ্ম-নন্দন পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিশপ্ত হইয়া পুনরায় চাক্ষুষ-মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। স্বায়ম্ভুব মনু ও ব্রহ্মা দেখ।

বৈবস্বত মনু পুত্র-কামনায় যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে বশিষ্ঠ হোতা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১।

বশিষ্ঠ-পুত্র বসুমান সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬৪। বসুমান ও বৈবস্বত মনু দেখ।

বশিষ্ঠ নরপতি কার্ত্তবীর্য্যকে প্রয়াগে মাঘ স্নানের ফল কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উ-১২৭—১২৯।

উর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র এই সাত পুত্র জন্মে। ইঁহারা সকলেই সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত। বায়ু-২৮। উর্জ্জা দেখ।

উর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান, ও দ্যুমান নামে সাত পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১।

বশিষ্ঠেশ্বর—কাশীতে বরুণা-নদী-তীরবর্ত্তী বশিষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে প্রাজাপত্য লোকে বাস প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮। পিতৃগণকে জলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া যে ব্যক্তি কাশীস্থিত বশিষ্ঠেশ্বর নামক মহাদেবকে দর্শন করে, সে ত্রিজন্মোপার্জ্জিত পাপ-রাশি হইতে মুক্ত ও ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন হইয়া বশিষ্ঠ-লোকে অবস্থান করে। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

বষট্‌কার—ঋষি বিশেষ। তিনি ও আর কতিপয় ঋষি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রাজা ইলকে মহাদেবের শাপ হইতে মুক্ত করেন। রামা-

বষট্‌কারা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈকা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বসতি—কুরুবংশীয় রাজা অবীক্ষিতের তনয় পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্বনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি এই আটজন। মহাভা-আদি-৯৪।

বসন্ত—রতি-পতি কামদেবের মন্ত্রী। শ্রীমহাভা-২২। তিনি ব্রহ্মার দীর্ঘ নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হন। কা-৪।

বসন্তক—নরপতি শতানীকের ভৃত্য বল্লভের পুত্র। স্কন্দ-আব-রেবা-৫। বধূম ও শতানীক দেখ।

বসন্ততিলক— চৈত্র-দেশান্তর্গত বসন্ততিলকা নাম্নী নগরীর অধিপতি। দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব-২৬।

বসন্তা—উর্ব্বশীর সহচরী জনৈকা অপ্সরা। স্কন্দ-আব-অব-৪।

বসাতীয়—কৌরব-পক্ষীয় বীর বসাতীয় কুরুক্ষেত্র-সমরে অভিমন্যু-হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৪৫।

বসিষ্ঠ, বসীষ্ঠ—কশ্যপ-গোত্রীয় বিপ্রগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটী যথা—কাশ্যপ, নিধ্রুব ও মহাতপা বসিষ্ঠ। মৎ-১৯৯। বসিষ্ঠগণ এক আর্ষেয় প্রবর-বিশিষ্ট। বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী নারদের ভগ্নী ছিলেন। মৎ-২০১। পরাশর-বংশের আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা—পরাশর, শক্তি ও বসিষ্ঠ। মৎ-২০১। বসিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, ব্রহ্মা, নারদ, বিশ্বকর্ম্মা, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, কার্ত্তিকেয়, নন্দীশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র এবং বৃহস্পতি, এই অষ্টাদশ জন বাস্তু শাস্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া কথিত হন। মৎ-২৫২। বসিষ্ঠের পুত্র তরুণ (অথবা সুতপা) ভবিষ্য মন্বন্তরে অন্যতম সপ্তর্ষি হইবেন। হরি-হরি-৭। বসিষ্ঠ-তনয় অষ্টম, সাত জন পরমর্ষির অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। বশিষ্ঠ দেখ।

বসু— (১) ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। পিতামহগণকে রুদ্র ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেবভাব সনাতনী শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন। মনু-৩।২৮৪। (২) নরপতি উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম বসু। ব্রহ্মা-৩৪। (৩)বসু নামে চেদি দেশের এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র হইতে তিনি এক দিব্য রথ পাইয়াছিলেন। বৃহদ্রথ সেই রথখানা, বসু হইতে এবং বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ তাহা স্বীয় পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। জরাসন্ধের নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক, ভীম সেই রথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩০। (৪) প্রজাপতি দক্ষের পত্নী ও বীরণ প্রজাপতির

কন্যা অসিক্নী হইতে ষষ্টি সংখ্যক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী, বসু প্রভৃতি দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। এই বসু হইতে ধর্ম্মের বসুগণ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩, ৪ ; ভাগ ৬স্ক-৪, ৫ ; মৎ-৫ ; সৌর-২৮। দক্ষ (৪) ও (৬) দেখ। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রেবত হইতে ঋক্ষ এবং ঋক্ষ হইতে বিশ্বগর্ভ জন্মেন। বিশ্বগর্ভের অন্যতম তনয় বসু। বসুর তনয় বসুদেব এবং তনয়া কুন্তী ও শ্রুতশ্রবা। হরি-হরি-৯৪। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতমের নাম বসু। মৎ-৯ ; হরি-হরি। দ্যুতিমান দেখ। সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতমেব নামও বসু ছিল। হরি-হরি ৭। সাবর্ণি মনু দেখ। (৭) প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান্, আঙ্গিবস দ্যুতিমান্, বশিষ্ঠ-নন্দন সবন, আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ সপ্ত ··· এই সকল মুনিগণ ঐ রোহিত-মন্বন্তরে উৎপন্ন হন। হরি-হরি ৭। (৮) সিনীবালী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী এই নয় দেবী সোমদেবকে যজ্ঞান্তে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৫ ; বায়ু-৯০ ; অগ্নি-২৭৪। কীর্ত্তি দেখ। (৯) পুরুবংশীয় নরপতি ঈলিনের পত্নী রথন্তরী হইতে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (১০) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১১৫।

(১১) মহারাজ বসু বাসবের ন্যায় এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন রসাতলে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-অনু-৬।

(১২) যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র বসু। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ। দক্ষের কন্যাও ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী বসু হইতে অগ্নি (অনল) জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নির পত্নী, ধারাস্কন্দ, দ্রবিণক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। সাবর্ণি-মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। অবরীবান দেখ। (১৩) উর্ব্বশীর গর্ভজাত নরপতি পুরূরবার অন্যতম তনয়। মৎ-২৪। পুরূরবা ও উর্ব্বশী দেখ।

(১৪) পুলোমা-কন্যার গর্ভে মহর্ষি ভৃগুব বসু প্রভৃতি দ্বাদশ যাজ্ঞিক পুত্র জন্মে। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

(১৫) দক্ষ-কন্যা বিশ্বার গর্ভজাত দশ জন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩। কালকাম দেখ।

(১৬) অরুন্ধতী, বসু প্রভৃতি স্বীয় দশ কন্যাকে দক্ষ ব্রহ্ম-তনয় মনুকে সম্প্রদান করেন। হরি-হরি-২১৮। আবার হরিবংশেই ৩য় অধ্যায়ে আছে যে ঐ বসু প্রভৃতি দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী

ছিলেন। বসুর গর্ভে অষ্টবসুগণ জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৮। দক্ষ দেখ।

(১৭) বসু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি স্বারোচিষ মন্বন্তরে ধর্ম্ম নির্দ্দেষ্টা ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৮; অ-১১৮।

(১৮) তৃতীয় (ঔত্তমি) মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বসু, ধিষ্ণ্য, বিভাবসু প্রভৃতি নয় জন, প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

(১৯) তৃতীয় (ঔত্তমি) মন্বন্তরে পঞ্চ দেবগণের মধ্যে সুধামা-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। উত্তম দেখ।

(২০) সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র প্রভৃতি আটটী দেব-গণ কথিত হয়। তন্মধ্যে সাধ্য, বসু ও বিশ্বদেবগণ—ইঁহারা ধর্ম্ম-পুত্র আত্রেয়-গণ-রূপে উক্ত। বায়ু-৬৪; বিষ্ণু-৩য়-১; ভাগ-৮স্ক-১৩।

(২১) বসু, ধৃতি, বরিষ্ণুবীর্য্য—ইঁহারা (ভবিষ্য) অর্ক-সাবর্ণি মনুর পুত্র। পদ্ম-সৃ-৭। বরিষ্ণুবীর্য্য ও অবরীবান দেখ।

(২২) নবম (দক্ষ-সাবর্ণি) মন্বন্তরে বসু, দ্যুতিমান প্রভৃতিগণ সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষ সাবর্ণি দেখ।

(২৩) চেদিরাজ উপরিচরের অন্য নাম। উপরিচর-বসু দেখ।

(২৪) ধ্রুবের বংশে, বৎসরের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১৩। জয় দেখ।

(২৫) সমুদয় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা বেদ-সম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করেন। তখন আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্যগণ প্রভৃতিরা ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা দেখ।

(২৬) ধর্ম্ম, কাল, কাম, বসু, বাসুকী, অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা দিক্‌পাল নামে অভিহিত হন। মহাভা-অনু-১৫০।

(২৭) নরপতি পুরূরবার বংশে কুশের চারি পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-১৫। কুশাম্ব দেখ।

(২৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শ্রীদেবার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয়টী পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদেবা দেখ।

(২৯) মুর-দৈত্যের অন্যতম তনয়। ভাগ-৯স্ক-৫৯। অন্তরীক্ষ দেখ।

(৩০) পূর্ব্বকালে জম্বুদ্বীপে বসু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সত্যভামা। নরপতি বসু ক্ষীর-দ্বীপবাসী ম্লেচ্ছগণকে বশীভূত করিতে ক্ষীর-দ্বীপে যান। তৎকালে তাঁহার স্ত্রী ঋতুমতী হইয়া নৃপতি-বসুকে সত্বর ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। নরপতি বসু সত্বর প্রত্যাগমন সহজসাধ্য নহে দেখিয়া এবং পত্নীর ঋতুকাল যাহাতে বৃথা না যায় তজ্জন্য নিজ বীর্য্য পুটিকা মধ্যে রাখিয়া শুক দ্বারা প্রেরণ করেন।

স্কন্দ-আব-রেবা-৯৭। (ইহার পরবর্ত্তী বিবরণ নৃপতি উপরিচর বসুর-বিবরণের সদৃশ। উপরিচর বসু দেখ।)

(৩১) অপ্রস্তুত (পার্থিব ?) নামক এক দুরাচার রাজার পুত্র বসু। স্কন্দ-প্রভা-অ-৪৮।

(৩২) কেরলে বসু নামে এক বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞাতিগণ তাঁহার বিত্ত হরণ করিলে, তিনি মনোদুঃখে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দাহ বা ঔর্দ্ধ্বদেহিক ক্রিয়া কিছুই হয় নাই। সেই কর্ম্ম-বিপাকে তাঁহার প্রেতত্ব লাভ হয়। পরে তিনি একদিন এক পথিককে ত্রিবেণীর জলপূর্ণ দুইটি করণ্ড বহন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করেন এবং সেই জল পান করিয়া পিশাচ-দেহ মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-উ-১২৮-১২৯।

(৩৩) বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী পৃথু-নন্দিনীর গর্ভে বসু নামে এক পুত্র জন্মে। বসুর তনয় উপমন্যু। বায়ু-৭০। উপমন্যু (২) ও ইন্দ্রপ্রমিতি দেখ।

(৩৪) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবরক্ষিতার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬। দেবরক্ষিতা দেখ।

(৩৫) দ্বাপরে বসু উদ্ধব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৫।

(৩৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী ও কোশলরাজ নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতীর (অন্য নাম সত্যা) গর্ভজাত অন্যতম তনয়। গর্গ-বিশ্ব-২৮; ভাগ-১০স্ক-৬১। নাগ্নজিতী দেখ।

(৩৭) প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় হিরণ্যরেতা। তাঁহার সাত পুত্রের অন্যতম বসু। ভাগ-৫স্ক-২০। নাভিগুপ্ত দেখ।

(৩৮) বৈবস্বত মনুর বংশে ভূতজ্যোতির তনয় বসু, বসুর তনয় প্রতীক। ভাগ-৯স্ক-২। বৈবস্বত মনু ও কবি দেখ।

বসুকর্ণ—মহর্ষি বসুকর্ণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৬৫।১।

বসুক্রৎ—মহর্ষি বসুক্রৎ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।২০।১।

বসুক্র—মহর্ষি বসুক্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া তিনি কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।২৮।১।

বসুগণ—(অষ্টবসু) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী বসু হইতে বসুগণ জন্মগ্রহণ করেন। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আট জন অষ্টবসু নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮; হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। ব্রহ্মার পৌত্র প্রজাপতি হইতে ধর, ধ্রুব, সোম,

অহঃ, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস, এই অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনু-১৫০। অয়জ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস, ইঁহারা অষ্টবসু। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। দক্ষের কন্যা বসুর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে বসুগণ জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্ম্মের ঔরসে ও অরুন্ধতীর গর্ভে সোমপায়ী অষ্টবসু সমুৎপন্ন হন। মৎ-২০৩। (নামের তালিকা হরি-বংশের ন্যায়)। অষ্টবসুর নামের তালিকা-মধ্যে সৌর-পুরাণে ধর নামের পরিবর্ত্তে নল নাম পাওয়া যায়। সৌ-২৮।

বসুগণ দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৫।

হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কালে বসুগণ দেবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পদ্ম-সৃ-৬৭।

জালন্ধর দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কালে জালন্ধর-অনুচর শুম্ভ বসুগণ-হস্তে নিহত হন। পদ্ম-উ-৫।

সমুদ্র-মন্থনের পর যে দেবাসুর-যুদ্ধ হয়, তাহাতে বসুগণের সহিত কাল-কেয়দিগের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০।

মহিষাসুরের বধ সাধনার্থ দেবগণের সমূহ-তেজ-সম্ভূতা যে দেবী উৎপন্না হন, তাঁহার নাম দুর্গা। সেই দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন দেবতার তেজে সৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বসুগণের তেজে তাঁহার করা-ঙ্গুলি সৃষ্ট হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

বসুগণ একবার পিতৃ-শাপে পরিক্লিষ্ট হইয়া গর্ভবাস লাভ করেন। অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় বসুগণ নর্ম্মদা-তীর্থে আগমন করিয়া দুশ্চর তপস্যা করেন। তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর পরম-দেব ভবানী-পতির আরাধনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বসুগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করত তাঁহাদিগকে উত্তম অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তখন বসুগণ তথায় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া আকাশ-পথে গমন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৩।

বসুজা—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণকে জৃম্ভক নামক দৈত্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক স্থাপিত অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। জৃম্ভক দেখ।

বসুদ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুরুকুৎসের তনয় বসুদ। তৎপুত্র সম্ভূতি। মৎ-১২। (২) ভৃগুর ঔরসে পুলোমা কন্যার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

বসুদত্ত—পুরাকালে বসুদত্ত ও রত্নদত্ত নামে বণিক একবৎসরকাল কাশীস্থিত বীরেশ্বর-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া তৎ-প্রভাবে বায়ু-তনয়া-তুল্যা কন্যারত্ন লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০।

বসুদা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী

মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) নর্ম্মদা নাম্নী গন্ধর্ব্বীর তিন কন্যার অন্যতমা। মাল্যবান্ রাক্ষসের ভ্রাতা মালীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং মালীর ঔরসে তাঁহার গর্ভে অনল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চারি পুত্র জন্মে। রামা-উ ৫; লঙ্কা ৩৩। অনল দেখ।

বসুদান—(১) নরপতি বসুদান, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-কালে ২৬টী হস্তী ও দ্রুতগামী দুই সহস্র অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৫১। (২) কুরুক্ষেত্র-সমরে নৃপতি বসুদান দ্রোণাচার্য্য-হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-২১। (৩) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বসুদান শিব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তম-মনু দেখ। (৪) কাশী-রাজ দেবসেনের সাত পুত্রের অন্যতম। কা-৮৯। দেবসেন দেখ। (৫) পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র। বসুদানের পুত্র শতানীক। শতানীক-পুত্র উদয়ন। বিষ্ণু-৪র্থ ১। তিগ্ম ও উদয়ন দেখ। (৬) নরপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা। হিরণ্যরেতার সাত পুত্রের অন্যতম বসুদান। ভাগ-৫স্ক ২০। নাভিগুপ্ত দেখ।

বসুদাম—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে সোমতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ বসুদামকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা। শ্রীমহা-ভাগ-৪৯।

বসুদামা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথের তনয় বসুদামা। তাঁহার পুত্র শতানীক। মৎ-৫০। বসুদান (৫) দেখ।

বসুদেব—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বসুর পুত্র বসুদেব। কুন্তী ও শ্রুতশ্রবা নামে তাঁহার দুই কন্যাও ছিল। হরি-হরি-৯৪। বসু (৫) দেখ। (২) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর। শূরের ভোজ-বংশীয়া পত্নী মহিষী হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে। অনাধৃষ্টি দেখ। পৌরব-বংশীয়া রোহিণী, মদিরা (ইন্দিরা), বৈশাখী, ভদ্রা, সুনামা, সহদেবা, দেবকী, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী, সুতনু ও বড়বা নাম্নী চতুর্দ্দশ কন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে রোহিণী হইতে রাম (বলরাম), শারণ প্রভৃতি আট পুত্র এবং চিত্রা (সুভদ্রা) নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-৩৪-৩৫। দমন দেখ। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহাকে বধ করিবার জন্য কংস নানা কৌশল করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)।

বসুদেবের সাত পত্নীর নাম, মৎস্য পুরাণ মতে (৪৪ অঃ) দেবকী, শ্রুতদেবী মিত্রদেবী, যশোধরা, শ্রীদেবী, সত্যদেবী ও সুতাপী (সুরাপী ; অ ২৭৫)। তাঁহারা ভোজ-বংশীয় আহুক-নন্দন দেবকের কন্যা ।

নরপতি শূরের তনয় ঈঢ়ুষ। ঈঢ়ুষের ঔরসে ভোজার গর্ভে বসুদেব (আনক-দুন্দুভি), দেবমার্গ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। বসুদেবের রোহিণী, দেবকী, তাম্রা, দেবরক্ষিতা, অপদেবী, বৃক-দেবী, শ্রদ্ধাদেবী, সুতনু ও রথরাজী নামে কতিপয় পত্নী ছিলেন। মৎ-৪৭।

যদুবংশীয় ভজমানের পুত্র রথমুখ্য ও বিদূরথ। বিদূরথের তনয় রাজর্ষিদেব ও শূর। শূরের পুত্র বসুদেব প্রভৃতি। অ-১৭৬।

বসুদেব বিবাহকালে কংসের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে দেবকীর গর্ভ-জাত পুত্র সকলকে তিনি কংস-হস্তে সমর্পণ করিবেন। দেবীভা-৪স্ক-২১।

বসুদেব কশ্যপের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-২২।

ভৃগু-শাপ-বশতঃ বিষ্ণু উগ্রসেন-কন্যা দেবকীর গর্ভে ও বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-৩১; শ্রীমহাভা-৪৯। উগ্রসেনের যে সাত কন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন, বায়ু-পুরাণ মতে (৯৬ অঃ) তাঁহাদের নাম বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তি-দেবা, মহাদেবা ও দেবকী। হরিবংশ (৩৭-অঃ) দেবকী, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাম্নী।

বসুদেবের সাত পত্নীর নাম দেবকী, শ্রুতশ্রবা, যশোদা, শ্রুতিশ্রবা, শ্রীদেবা, উপদেবা ও সুরূপা। পদ্ম-সৃ ১৩।

ভজমান-বংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূরের স্ত্রী মারিষার গর্ভে বসুদেব আদি দশ পুত্র জন্মে। বসুদেব জন্মিবা-মাত্র অব্যাহত দৃষ্টিদ্বারা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা দেবগণ "ইহার গৃহে ভগবদংশ অবতীর্ণ হইবেন," এই বলিয়া আনক-দুন্দুভি বাদ্য করেন। এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার নাম আনক-দুন্দুভি হয়। বসুদেবের নয় জন ভ্রাতা ছিল। তাহাদের নাম দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, অনাধৃষ্টি, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি ও রাজাধিদেবী নামে কতিপয় ভগিনী ছিল। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪।

বসুদেবের এক পত্নী সুপ্রভার গর্ভে মাধবী নাম্নী এক অশ্বমুখী বিকৃতাকারা কন্যা জন্মে। স্কন্দ-নাগ-৮৪। মাধবী দেখ।

অন্ধক-বংশীয় শূরের ঔরসে তৎপত্নী ভাসীর গর্ভে, বসুদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের জন্মকালে স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি হইয়াছিল, এবং আনক-

সমূহেরও মহান্ নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য বসুদেব আনক-দুন্দুভি নামে খ্যাত হন। বসুদেব জন্মিবামাত্র শূরের ভবনে সুমহৎ পুষ্প-বর্ষণ হইয়াছিল। সমগ্র মনুষ্যলোকে তাঁহার ন্যায় রূপবান কেহই ছিল না। তাঁহার কীর্ত্তি চন্দ্র-রশ্মির ন্যায় নির্ম্মল রূপে বিস্তার পাইয়াছিল। বায়ু-৯৬।

গর্গ-মুনির পরামর্শেই নৃপতি আহুক (?) নিজ কন্যা দেবকীকে বসুদেব-হস্তে সমর্পণ করেন। বিবাহের পর যখন বসুদেব দেবকী-সহ স্বদেশাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন কংস তাঁহাদের রথ চালনা করিয়া লইতেছিলেন। তখন এক আকাশ-বাণী শুনিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হন (কংস দেখ)। পরে বসুদেবের অনুরোধে নিরস্ত হন। বসুদেব কংসকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কংস তাহাতেই রাজি হয়েন। পাছে বসুদেব ভীত হইয়া পলায়ন করেন, এজন্য কংসাদেশে শস্ত্র-পাণি অযুত যোদ্ধা বসুদেব-গৃহ বেষ্টন করিয়া রাখিত। যথাকালে দেবকী এক পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই বসুদেব, তাহাকে লইয়া কংস হস্তে সমর্পণ করেন। কংস তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "এই বালক হইতে আমার ভয় নাই। তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। তোমাদের অষ্টম সন্তানকে আমি বিনাশ করিব।" কিন্তু পরে নারদের পরামর্শে তিনি বসুদেব ও দেবকীকে সুদৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ করিয়া একে একে সকল সন্তানকেই বধ করেন। গর্গ-গো-৯, ১০; বিষ্ণু-৫ম-১।

বসুদেব দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার জন্মমাত্রেই নবজাত শিশুকে গ্রহণ করিয়া যমুনার অপর পারে নন্দালয়ে যশোদার শয্যায় রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর শয্যায় স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৫ম ৩।

একবার বসুদেব ও দেবকী আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে সঙ্কল্প করিয়া পরমদেব ভগবানের পূজা করেন। সেই ব্রতের ফলেই তাঁহারা নারায়ণকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হন। বরা-৪৬।

পুত্র শ্রীকৃষ্ণমুখে কুরুক্ষেত্র-সমরে অভিমন্যু প্রভৃতি স্নেহভাজন আত্মীয়দিগের মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়া বসুদেব অতিশয় শোকাকুল হইয়া নানারূপে বিলাপ করেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণগণকে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দিয়া দৌহিত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মহাভা আশ্ব-৬০—৬২।

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া

বসুদেব অতিশয় শোকাকুল হয়েন, এবং শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। মহাভা-মৌ-৭।

(৩) পূর্ব্বে আনর্ত্ত-দেশে বসুদেব নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি জীবিতকালে ক্ষমতাতিরিক্ত দান করিয়াও, কেবল অন্ন ও পানীয় দান না করার জন্য, মরণান্তে ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। পরে ইন্দ্রের পরামর্শে তিনি স্বপ্নে তাঁহার পুত্রকে বলেন, "তুমি আমার নামে তোয়-সংযুক্ত অন্ন প্রদান কর।" তাঁহার পুত্র তাহা করিলে, তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার হস্ত হইতে উদ্ধার পান। স্কন্দ-নাগ-১৪১।

(৪) শুঙ্গ-বংশীয় নৃপতি দেবভূতির মন্ত্রী কণ্ব স্বীয় প্রভুকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। কণ্বের তনয় বসুদেব, তৎপুত্র ভূমিত্র। ভূমিত্রের পুত্র নারায়ণ। ভাগ-১২স্ক-১। দেবভূতি দেখ।

(৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশে চম্প নরপতির তনয় বসুদেব। তাঁহার তনয় বিজয়। বিজয়াত্মজ ভবক। বৃহদ্ধ-ম-১৮। চম্প দেখ।

বসুধা—পৃথিবীর অপর নাম। তিনি বসু অর্থাৎ সকল জিনিষের সার ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম। বেণ-নন্দন পৃথু প্রথম বসুধাকে দোহন করেন। তজ্জন্যই বসুধার অপর নাম হয় পৃথিবী। এই দোহনের পরে ক্রমে ক্রমে দেবগুরু বৃহস্পতি, পুরন্দর প্রমুখ সুরগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস ও পিশাচগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-গণ, শৈলগণ এবং বৃক্ষবীরুধগণও ধরিত্রীকে দোহন করেন। পৃথিবী দেবী এইরূপে দুহ্যমানা হইয়া নিখিল প্রজাগণের ধারণ ও পোষণ করিয়া-ছিলেন, এজন্য উঁহার নাম হয় বসুন্ধরা। রাজা পৃথু এই বসুধাকে, নিখিল লোকের হিত-কামনায়, চরাচর লোক-সমূহের আশ্রয়-যোনীরূপে নির্দ্দেশ করেন। বেন (বেণ) তনয় পৃথু যখন ধরিত্রীকে দোহন করেন, তখন পৃথু—দোগ্ধা, চাক্ষুষমনু—বৎস, ভূমিতল—দোহনপাত্র এবং শস্যসমূহ—দুগ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে বৃহস্পতি—দোগ্ধা, সোম—বৎস, গায়ত্রী আদি—পাত্র এবং সনাতন ব্রহ্মতপ—দুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৃতীয় বারে পুরন্দর প্রমুখ সুরগণ সুবর্ণ-পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধরিত্রীদেবীর সুধা দোহন করেন। সেই সুধাই তাঁহাদের বৃত্তি-রূপে নিরূপিত হয়। অনন্তর চতুর্থ-বারে নাগগণ যখন ধরিত্রীকে দোহন করেন, সেই দোহন-ক্রিয়ায় বাসুকি—দোগ্ধা, বিষ ক্ষীর ছিল। পরবর্ত্তী পঞ্চম বারে যক্ষগণ বৈশ্রবণকে বৎস কল্পনা করিয়া আম-পাত্রে পৃথিবীকে দোহন

করেন। ইহাতে অন্তর্দ্ধান সমুৎপন্ন হন। এই দোহন-ব্যাপারে যক্ষবর ভূতনাভ দোগ্ধা ছিলেন। পরবর্ত্তী বারে রাক্ষস ও পিশাচগণ বসুন্ধরাকে পুনরায় দোহন করেন। সেই দোহন-ব্যাপারে কুবেরক—দোগ্ধা, রাক্ষসবর সুমালী—বৎস, এবং রুধির—ক্ষীর হইয়াছিল। তৎপরে পিতৃগণ রৌপ্যঃপাত্রে মহীকে দোহন করেন। তৎকালে অর্য্যমা—দোগ্ধা, বৈবস্বত যম—বৎস এবং স্বধা অমৃত হইয়াছিল। অনন্তর অষ্টম বারে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ-কর্ত্তৃক পদ্ম-পাত্রে দোহন কালে গন্ধর্ব্বপতি বিশ্বাবসু—দোগ্ধা, চিত্ররথ—বৎস, এবং পবিত্র গন্ধ-নিবহ ক্ষীর হইয়াছিল। তদনন্তর হিমবান্‌কে বৎস কল্পনা করিয়া শৈলগণ ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহন-ব্যাপারে সুমেরু—দোগ্ধা এবং বিবিধ ওষধি ও রত্ননিচয় ইহার ক্ষীর হয়। ইহার পর বৃক্ষ ও বীরুধগণও পলাশ-পাত্রে ধরিত্রীকে দোহন করেন। তাহাতে দোগ্ধা—কামধুক্ পুষ্পিত পর্ব্বত, বৎস—পর্ব্বতাক্ষ এবং দুগ্ধ—অচ্ছিন্ন প্ররোহ। বায়ু ৬২।

ভগবতী বসুধা দৈত্য নিকর-ভারে পীড়িতা হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে দেব-সভায় গমন করিয়া বলেন যে তিনি দৈত্য-ভারে পীড়িতা হইয়া অধোগামিনী হইতেছিলেন। অতএব তিনি যাহাতে শান্তি লাভ করেন দেবগণ যেন তাহার ব্যবস্থা করেন। তাহা শুনিয়া দেবগণ সকলের উপকার ও পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বীয় স্বীয় তেজোভাগ দ্বারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। মার্ক-৫ ; শ্রীমহাভা-৩৬।

পূর্ব্বকালে প্রথমে ব্রহ্মা বায়ুকে বৎস করিয়া বসুধা-তলে বীজ নিচয় দোহন করেন। তারপর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগ্নীধ্র ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহন-ব্যাপারে স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু বৎস ছিলেন। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র স্বারোচিষ মনুকেই বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবীর শস্যসমূহ দোহন করেন। উত্তম মন্বন্তরে, দেবভুজ উত্তম-মনুকে বৎস করিয়া ধরিত্রী দোহন করেন। পুনর্ব্বার পঞ্চম তামস-মন্বন্তরে বলবন্ধু পৃথ্বিকে দোহন করেন। এই দোহনে তামসমনু বৎস ছিলেন। তৎ-পরে চারিষ্ণব মন্বন্তরে, চারিষ্ণবকে বৎস করিয়া পুরাণ পৃথ্বিকে দোহন করেন। অনন্তর চাক্ষুষমনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত পুরাণই মহীকে দোহন করেন। ইহার পরবর্ত্তী বৈবস্বত-মন্বন্তরে পৃথু নরপতি বসুধাকে দোহন করেন। এই সমুদয় দোহন-কার্য্য অতীত-মন্বন্তরে সম্পন্ন হয়। অনাগত সর্ব্ব-মন্বন্তরেই ঐরূপ হয়। বায়ু-৬৩।

প্রাকৃত-প্রলয়ে বসুধা অদৃশ্যাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং জগৎ জলপ্লাবিত হয়।

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও জীবগণ, সত্যরূপী চিন্ময় আত্মায় লীন হন এবং সেই সময়ে প্রকৃতিও তাহাতে লীনা হন। সেই প্রলয়ের নাম প্রাকৃত-প্রলয়। দেবী-ভাগ-৯স্ক-৮।

বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া জল-নিমগ্না বসুধাকে উদ্ধার করেন। বরাহ দেখ।

পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি-বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দান করেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন করিতে বলিলেন। তদনুসারে রাম তথায় গমন করিয়া সমুদ্র-দত্ত শূর্পাকার নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং কশ্যপও ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন করিয়া বনে গমন করিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯।

একবার শ্রীকৃষ্ণ বসুমতীকে জিজ্ঞাসা করেন, গৃহস্থগণ কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। তদুত্তরে বসুন্ধরা বলেন, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশ-মাত্র থাকে না। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই বিধেয়।

বসুনামা—মহর্ষি বসুনামা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৯।৮০।১।

বসুন্ধরা—(১) পৃথিবীর অপর নাম। বসুধা ও পৃথিবী দেখ। (২) সাম্ব নৃপতির পত্নী ও অক্রূরের ভগিনী সুন্দরী হইতে বসুন্ধরা জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-

বসুপূর্ণ—এক যক্ষরাজ। তিনি কাশীতে বীরেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া পরম সিদ্ধি-লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ ১০।

বসুপ্রদ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বতসকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বসুপ্রদ তাঁহা-দের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বসুবাহ—বরাহকল্পে সপ্তম-দ্বাপরে শত-ক্রতু ব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহাদেব জৈগিষব্য নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার বসুবাহ, সুবাহন, সুমেধা ও সারস্বত নামে চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩।

বসুভূতি—জনৈক গন্ধর্ব্ব-রাজ। তাঁহার কন্যা রত্নাবলী। রত্নাবলী দেখ।

বসুভৃগ্যান—বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জ্জার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ ৪স্ক ১। বশিষ্ঠ দেখ।

বসুমতী—(১) মহাত্মা বিক্রান্তের অগ্র-

তমা কন্যা। বায়ু-৬৯। কুমার ও বিক্রান্ত দেখ। (২) পৃথিবীর অপর নাম। বসুধা দেখ। সুবর্ণ অগ্নির তেজে উৎপন্ন। এইজন্য অগ্নির নাম হিরণ্যরেতাঃ। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বসুমতী হয়। মহাভা-অনু-৮৫। (৩) কিরাত দেশের অধিপতি বিমর্দ্দনের পত্নী কুমুদ্বতী। তিনি জন্মান্তরে বসুমতী নাম্নী বিদর্ভরাজ কন্যা রূপে জন্ম-লাভ করেন। স্কন্দ ব্রহ্ম উ ৯। কুমুদ্বতী দেখ।

বসুমনা—(১) মহাস বসুমনা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।১৭৯।১। (২) বসুমনা নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-বন-৯৪। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয় বসুমনা দেবর্ষি নারদকে পুষ্পক-রথ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও প্রদান করেন নাই। সেইজন্য তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হন। মহাভা বন ১৯৬। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অযোধ্যাপতি হর্য্যশ্ব মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় যযাতির কন্যা মাধবীতে বসুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাভা উদ্-১১৫। মাধবী দেখ। (৫) একবার যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেব তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম, মহারাজ বসুমনা এতদ্বিষয়ে বৃহস্পতিকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন এবং সুরগুরু তাঁহারে যে প্রত্যুত্তর দেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। বৃহস্পতি বসুমনার উত্তরে নৃপতির কর্ত্তব্য ও তদানুসঙ্গিক লোক-সমূহের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দীর্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৬৮। (৬) একবার কোশল-রাজ বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে বলেন, "ভগবন, যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমাকে সেইরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন।" তখন বামদেব বসুমনাকে বলিলেন, "মহারাজ ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মের পর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্ম-পরায়ণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন।" এই বলিয়া তাঁহাকে রাজ-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৯২—৯৪।

বসুমান—(১) উষদশ্ব তনয় নরপতি বসুমান, অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে তাঁহার নিমিত্ত যে লোক কল্পিত ছিল, তৎসমুদয় যযাতিকে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মৎ-৪২—৪৩। যযাতি দেখ। (২) বৈবস্বত মনুর নয় জন পুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মা-৭১; বিষ্ণু-৩য়-১; ভাগ-৮স্ক ১৩; বায়ু-৬৪। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন।

গর্গ-বিশ্ব-২৬ ; ভাগ-১০স্ক-৬১। জাম্ববতী দেখ। (৪) নরপতি পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রুতায়ুর তনয় বসুমান। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৫) সিংহল-রাজা বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত জনৈক নরপতি। কল্কি-১ম-৫। পদ্মা দেখ। (৬) নৃপতি উষদশ্বের তনয় বসুমান। তিনি রাজা যযাতির দৌহিত্র ছিলেন। স্বর্গ হইতে যযাতির পতন কালে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং যযাতি তাঁহাদিগকে নানা হিতগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৯৩। (৭) জনক-বংশীয় বসুমান নরপতি একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, গৌতম-বংশীয় কোনও মহর্ষির সাক্ষাৎ-লাভ করেন এবং তাঁহারই উপদেশে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করেন। মহাভা-শান্তি-৩১০।

বসুমিত্র—(১) মৌর্য্য-বংশীয় নরপতিগণ ১৩৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ বংশে বসুজ্যেষ্ঠ সপ্ত বৎসর রাজত্ব করিবার পর বসুমিত্র রাজা হন। তিনি দশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপর অন্তক রাজা হন। মৎ-২৭২। অন্তক দেখ। (২) পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথ বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নিজে ষষ্ঠি বৎসর রাজত্ব করেন। পুষ্পমিত্রের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আট বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর বসুমিত্র রাজা হন। তদনন্তর বসুমিত্র তনয় অন্ধ্রক দুই বৎসর রাজ্য করেন। বায়ু-৯৯। অন্ধ্রক দেখ। (৩) পুষ্প-মিত্রের পর তাঁহার তনয় অগ্নিমিত্র রাজা হন। তাহার পর যথাক্রমে সুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র, আর্দ্রক ও পুলিন্দক রাজা হন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ; ভাগ-১২স্ক-১। পুলিন্দক ও অগ্নিমিত্র দেখ। (৪) একজন বিখ্যাত ভূপতি। মহাভা-আদি-৬৭।

বসুমোদ—স্বায়ম্ভুব-মনুর পৌত্র ও প্রিয়-ব্রতের অন্যতম পুত্র হব্য। হব্যের সাত পুত্রের অন্যতম বসুমোদ। বায়ু-৩৩ ; লি-৪৬। কুমার দেখ।

বসুয়ু—অত্রির অপত্য বসুয়ু নামক ঋষি-গণ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-৫।২৫।১।

বসুরাজ—(১) পাঞ্চাল-নরপতি নরবর্ম্মার শ্বশুর। সৌর-১৮। সুদেবী দেখ। (২) অচ্ছোদা নামক অপ্সরার পিতা। অচ্ছোদা দেখ।

বসুরাত—নরপতি ভনন্দনের পিতৃব্য-পুত্র। ভনন্দনের সহিত রাজ্যভাগ লইয়া তাঁহার যুদ্ধ হয়। মার্ক-১১৪। ভনন্দন দেখ।

বসুরুচ—দিব্য লোকবাসী লোক সমূহ। তাহারা সোমের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৯।১১০।৬।

বসুরুচি—কশ্যপের ঔরসে ও খসার গর্ভে

যক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে। (যক্ষ দেখ)। ঐ যক্ষ বসুরুচি নামক এক গন্ধর্ব্বের রূপ ধরিয়া ক্রতুস্থলী নাম্নী অপ্সরাতে সঙ্গত হয়। সেই মিলনের ফলে সদ্য-সদ্যই একটি পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের নাম নাভি। বায়ু-৬৯।

বসুরূপ—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-আশ ৮।

বসুশ্রী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য ৪৭।

বসুশ্রুত (১) অত্রিবংশীয় ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক ৫।৩-৬। (২) উজ্জয়িনীর মহাপদ্ম রাজার পুত্র বসুশ্রুত। তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর যমদূত ও শিবানুচরেরা তাঁহাকে যথাক্রমে যমপুরে ও শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শিবানুচরেরা যমকিঙ্করদিগকে পরাভূত করিয়া বসুশ্রুতকে শিবলোকে লইয়া গেলেন। সৌর ৬৪।

বসুষ্টমা—অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের পত্নী বসুষ্টমা (বপুষ্টমা) হইতে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৯৫।

বসুসেন—(১)অঙ্গদেশের অধিপতি কর্ণের অন্য নাম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১১। (২) পূর্ব্বে আনর্ত্ত দেশে বসুসেন নামে একজন ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি ক্ষমতার অতিরিক্ত দান করিয়াও কেবল অন্ন ও পানীয় দান না করার জন্য মরণান্তে ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। পরে ইন্দ্রের পরামর্শে তিনি স্বপ্নে তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, "তুমি আমার নামে তোয়-সংযুক্ত অন্ন প্রদান কর।" তাঁহার পুত্র তাহা করিলে তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার হস্ত হইতে উদ্ধার পান। স্কন্দ-নাগর ১১১।

বসুহোম—অঙ্গদেশের প্রাচীনকালের একজন রাজা। তাঁহার নিকট মান্ধাতা অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ১২২।

বস্তাবনি—হৃদিক-পুত্র কনকের তন্তিজ ও তন্তিপাল নামক দুই পুত্রকে বসুদেব অপুত্রক বস্তাবনির করে সম্প্রদান করেন। বায়ু ৯৬। হৃদিক দেখ।

বস্তু (১) যাদব বংশীয় লোমপাদের পুত্র। তাঁহার তনয় আহৃতি। বায়ু-৯৫। শৈব্যা দেখ। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসুর গর্ভজাত অষ্টবসুর অন্যতম। তাঁহার স্ত্রীর নাম আঙ্গিরসী ও পুত্র শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা। ভাগ-৬ষ্ক ৬। দ্রোণ ও বসুগণ দেখ।

বম্বনন্ত—জনক-বংশীয় উপগুপ্তের পুত্র। তাঁহার পুত্র যযুর্দ্ধাণ। তৎপুত্র সুভাষণ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

বহাপদ—ষষ্টি সংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। ঐ সকল রুদ্রের নামে উহাদিগের আস্পদ-স্বরূপ ভুবন সকল কথিত হয়। অগ্নি-৮৫।

বম্র—মহর্ষি বম্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৯৯।১।

বহীনর—নৃপতি অধিসোমকৃষ্ণের বংশে, শতানীকের পৌত্র ও উদয়নের পুত্র। বহীনরের তনয় দণ্ডপাণি। মৎ-৫১। উদয়ন দেখ।

বহুকোষ—পাটলিপুত্র-নিবাসী পশুমান নামক বণিকের মধ্যমা পত্নীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

বহুগব—(১) চন্দ্র-বংশীয় চারুপদের পুত্র সুদ্যু, সুদ্যুর তনয় বহুগব, তাঁহার তনয় সংযাতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯; ভাগ-৯স্ক-২০। (২) পুরু-বংশীয় মনস্যুর পুত্র অভয়দ। অভয়দের তনয় বহুগব, বহুগবের তনয় সম্পাতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

বহুগবী—পুরু-বংশীয় মনস্যুর পুত্র জয়দ, তৎপুত্র ধুন্ধু এবং ধুন্ধুর তনয় বহুগবী। বহুগবীর তনয় সঙ্গাতী। বায়ু-৯৯।

বহুদ্রংষ্ট্র—জনৈক দানব। সমুদ্র-মন্থন-কালে বাসুকীর মুখ-সমীপে প্রথম ভাগে থাকিয়া মন্থন-কার্য্যে সাহায্য করেন। মৎ-২৪৯।

বহুদামা—দেবাসুর-যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা শল্য-৪৭।

বহুনেত্র—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ-কালে তিনি দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

বহুপন্নগ—ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি, বহুপন্নগ, হবি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শর-বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম দেখ।

বহুপাদ—মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর দৈত্য। দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধকালে বহুপাদ দেবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। বহুনেত্র দেখ।

বহুপুত্র—প্রজাপতি বহুপুত্র, দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে দুইটিকে বিবাহ করেন। এই দুই কন্যা হইতে বহুপুত্রের বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৬। (২) দক্ষ তাঁহার ষষ্টি-সংখ্যক কন্যার মধ্যে বহুপুত্র নামক মুনিকে দুইটি সম্প্রদান করেন। সোর-২৮।

বহুপুত্রিকা—দেবাসুর-সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা বহুপুত্রিকা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বহুপুত্রী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করি-

যার জন্য মহাদেবকর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বহুবাহু—যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে চিত্রক হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষী, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে দ্বাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠ ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। অরিষ্টনেমী ও অশ্বগ্রীব দেখ।

বহুবিধ—(১) নরপতি প্রাচীন্বতের বংশে পীতায়ুধের তনয় ধুন্ধু, তৎপুত্র বহুবিধ, বহুবিধের তনয় সম্পাতি। মৎ-৪৯। ধুন্ধু ও প্রাচীন্বত দেখ। (২) প্রাচীন্বন্তের তনয় মনস্যু, মনস্যুর তনয় বীতময়। বীতময়ের পুত্র শুন্ধু, শুন্ধুর আত্মজ বহুবিধ, তৎপুত্র সংযাতি। অগ্নি-২৭৮। প্রাচীন্বন্ত দেখ।

বহুবীতি—অঙ্গিরা-বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী—যথা মহাতেজা অঙ্গিরা, দেবাচার্য্য বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও ভগবান সত্য ঋষি। এই সকল ঋষি-বংশ পরস্পর-বিবাহ-যোগ্য নহে। মৎ-১৯৬।

বহুভুজা—ভদ্রকালীর অন্য নাম। ব্রহ্মা-৯।

বহুভূমি—যদুবংশীয় পৃশ্নির দুই পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ও অভূমী, বহুভূমী, শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে চারি কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। চিত্রক ও অরিষ্টনেমী দেখ। পদ্ম-পুরাণ (সৃ-১৩) মতে অভূমী ও বহুভূমী অক্রূরের অন্যতম পুত্র। অক্রূর ও বহুবাহু দেখ।

বহুমূলক—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে ঐরাবত, বহুমূলক, শঙ্খ, ধনঞ্জয় প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫।

বহুরথ—(১) পুরুবংশীয় নৃপতি নৃপঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। হরি-হরি-২০। (২) পুরুবংশীয় সুবীরের তনয় নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র বহুরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। উগ্রায়ুধ দেখ। (৩) সুবীরের তনয় রিপুঞ্জয়। তৎপুত্র বহুরথ। ভাগ-৯স্ক-২১।

বহুরূপ—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। কশ্যপের ঔরসে দক্ষ কন্যা সুরভীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। হরি-হরি-৩। কশ্যপ, একাদশ রুদ্র ও অহির্ব্রধ্ন দেখ। শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অ-১৮; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৭; পদ্ম-সৃ-৬। (২) ত্র্যম্বক বহুরূপ অপরাজিত প্রভৃতিরা অষ্টবসু বলিয়া কথিত হন। মহাভা-শান্তি-২০৮। অপরাজিত ও বসুগণ দেখ। (৩) মহাদেবের অন্যতম নাম। উনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া এই নাম লাভ করিয়াছেন। মহাভা-অনু-১৬১। (৪) প্রিয়ব্রতাত্মজ মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার বহুরূপ, চিত্ররেফ প্রভৃতি সাত পুত্র ছিল। মেধাতিথি

শাকদ্বীপকে সাত বর্ষে বিভাগ করিয়া এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। ভাগ-৫স্ক-২০। মেধাতিথি ও চিত্ররেফ দেখ।

বহুল—(১) তালজঙ্ঘ-বংশীয় বহুল অতিশয় মন্দকর্ম্মা ছিলেন। তাঁহার মন্দ কর্ম্ম দ্বারা সেই বংশ উৎসন্ন গিয়াছিল। মহাভা-উদ্-৭৩। (২) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মৎ-৬। কদ্রু দেখ। (৩) জনৈক প্রজাপতি। বায়ু-৬৫।

বহুলা—(১) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে বহুলা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) মানস পর্ব্বতবাসিনী দেবী বিশেষ। মুনিবর মেধাতিথি ব্রহ্মার পরামর্শে তাঁহার কন্যা অরুন্ধতীকে সংশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট রাখিয়াছিলেন। কালি-২৩। অরুন্ধতী দেখ। (৩) মদ্র দেশান্তর্গত শাকল নামক নগরের অধিবাসী সোমশর্ম্মা নামক বণিকের মাতা। বাম-৭৯।

বহুলাশ্ব—(১) জনক-বংশীয় ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। তাঁহার তনয় কৃতি। এই কৃতি রাজা পর্য্যন্তই মহাত্মা জনকদিগের বংশ প্রতিষ্ঠিত। বায়ু-৮৯; ভাগ-৯স্ক-১৩; বিষ্ণু-৪র্থ-৫। ধৃতি ও কৃতি দেখ। (২) সূর্য্য-বংশীয় নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯; ভাগ-৯স্ক-৬। নিকুম্ভ ও কৃশাশ্ব দেখ। (৩) মিথিলাপতি বহুলাশ্বের অনুরোধে নারদ ঋষি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। গর্গ-গো-১।

বহুচয়—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদিগের আপ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক ও লেখ এই পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে বহুচয় আপ্যগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২। অতিথি ও চাক্ষুষ মনু দেখ।

বহ্নি—(১) জনৈক বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু বানর সৈন্যসহ সীতার অন্বেষণার্থ গমন করিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাল্মী-কিষ্কি-৩৯। (২) অগ্নির অপর নাম। শিব তপস্যানুরক্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া অসুর-নিসূদন এক সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে হুতাশনের ঔরসে আকাশ-গঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতির উদ্ভব হইবে। ব্রহ্মার কথায় আশ্বস্ত হইয়া দেবগণ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া অগ্নিকে বলেন, "হে অগ্নে, তুমি শৈলনন্দিনী গঙ্গাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর।" বহ্নি দেবতাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবকার্য্যের জন্য গর্ভধারণ করিতে বলিলেন। জাহ্নবী অগ্নিবাক্যে দিব্যাঙ্গনার রূপ ধারণ করিলেন। তখন

অগ্নি শিবতেজ গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। সেই তেজ-প্রভাবে জাহ্নবীর সকল স্রোত পূর্ণ হইয়া গেল। তখন গঙ্গা অগ্নিকে বলিলেন, "আমি তোমার তেজ ও শিবতেজ এই উভয় সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তখন বহ্নি গঙ্গাকে বলিলেন, "তুমি হিমালয়ের পার্শ্ব-দেশে এই গর্ভ সন্নিবেশ কর।" গঙ্গা বহ্নি-বাক্যে সেই দীপ্তিমান তেজ পরিত্যাগ করিলেন। উহা স্রোত মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, তাহাহইতে তপ্ত-কাঞ্চন-প্রভা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ তেজ-প্রভাবে নিকটস্থ ও দূরস্থ পার্থিব পদার্থ সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যরূপে পরিগণিত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় অভ্র ও লৌহের উৎপত্তি হইল। এইরূপে গর্ভমল হইতে সীসকের উৎপত্তি। গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার তেজে পার্ব্বত্য প্রদেশ সুবর্ণময় হইল। জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সুবর্ণের এক নাম জাতরূপ। রামা-আদি-৩৭। অগ্নি ও কার্ত্তিকেয় দেখ। এই উপাখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে সৌর-পুরাণে (৬১ অঃ) আছে।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপস্যা করিতে করিতে "ভূর্ভুবস্ব" এই শ্রুতি উচ্চারণ করেন। তাহার ফলে তাঁহার মন হইতে বহ্নি (অগ্নি) উৎপন্ন হয়। সেই বহ্নি যখন পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া অধোমুখে পতিত হন, তখন ব্রহ্মা ঐ অগ্নিকে হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমির ঊর্দ্ধভাগে ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা বেদিতে স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে অগ্নি অধোজ্বাল ও ঊর্দ্ধস্থান হইয়া পতিত হইতে হইতে যখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধৃত ও উত্তান ভাবে ভূমির উপর রক্ষিত হন। তখন ঐ স্ফুলিঙ্গদান উৎকট অগ্নি ঊর্দ্ধভাবে প্রজ্বলিত হইয়া ভয়ানক চট-চটা শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে বলিল,—"হে দেব! কিজন্য আপনি আমাকে ভূমি-ভক্ষণ হইতে নিবারণ করিলেন; আমি বুভুক্ষিত হইয়াছি, আপনি আমার আহার প্রদান করুন।" ব্রহ্মা অগ্নি-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে আহারের নিমিত্ত নিজ রোম সকল প্রদান করিলেন। ক্ষুধাক্লিষ্ট অগ্নি তাঁহার প্রদত্ত সকল রোমই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—ইহাতে আমার তৃপ্তি ও শরীর স্নিগ্ধ হইল না। অগ্নির এই কথা শুনিয়া তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে আপনার গাত্রত্বক্ উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন। অগ্নিও তাহা ভক্ষণ করিলেন। বহ্নি পুনরায় বলিল,—"আমার তৃপ্তি হইল না।" প্রজাপতি তাহা শুনিয়া আবার স্বীয় গাত্রত্বক উন্মোচন করতঃ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অগ্নি পুনরায় বলিল,—"ইহাতেও আমার তৃপ্তি হইল না।" তখন ব্রহ্মা স্বীয় অস্থি

প্রদান করিলেন। বুভুক্ষিত বহ্নি তাহাও ভোজন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা হুতাশনের নিমিত্ত স্বীয় দেহ বিধ্বস্ত করিলে, বহ্নি তখন তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! ইহাতেও আমার তৃপ্তি এবং দেহ-নির্বৃতি হইল না।" তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা কোপে অগ্নিকে দ্বিধাকৃত করিলেন। দ্বিধাকৃত হইয়াও বহ্নি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রজাপতিকে আহারার্থ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তখন ঐ দ্বিধা-বিভক্ত বহ্নিকে পুনরায় দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তখন তিন ভাগ অগ্নি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর একভাগ অগ্নির ক্রন্দন সম্বরণ না হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা কর্তৃক তাড়িত হইল। অগ্নি রোরুদ্যমান্ হইলে ব্রহ্মা পুনরায় কৃপান্বিত হইয়া অগ্নিকে বলিলেন,—"তুমি কামাভিভূত ব্যক্তিদিগের দেহ-ধাতু ভক্ষণ করিবে।" বিধাতা অগ্নির ঐরূপ বৃত্তি বিধান করিলেন। অকারাগ্নিকে তদবস্থা দেখিয়া মানস হুঙ্কারাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বলিল,—"এ কি প্রকার?" ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমিও দেবমধ্যে বহিঃপ্রদেশে এবং মুনিদিগের আশ্রমে যথেষ্ট বৃত্তি অবলম্বন কর।" বহ্নি ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি মনোনীত করিয়া লইলেন। তিনি পুনঃপুন বলিলেন,—"আমি চলিলাম। দ্বিতীয় অগ্নি হুঙ্কার হইতে জাত। যে স্থানে হুঙ্কারাগ্নি প্রবর্তিত হয়, সেই স্থানেই অভিমান ও অপমান অগ্নি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উহারাও আমার আদেশে বুভুক্ষাশান্তির নিমিত্ত হুঙ্কারাগ্নিরই বৃত্তি লাভ করিবে।" ইকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে অগ্নে! তুমি ভক্ত অন্ন পাক করিবে। ইহাই তোমার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।" উকারাগ্নিকে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—"পৃথিবীতে যে গুরুতর চিন্তা আছে, তুমি তাহাকেই অবলম্বন কর। আরও কতিপয় স্থান ও আহার্য্য আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি; যথা—শিলানিচয়, গিরি, দুর্গ, বড়বা-মুখ এবং লোক-চক্ষু, এই সকল স্থানে তুমি বাস করিবে। আর তুমি দ্বিজাতিগণের বাণী সংস্কৃত করিয়া প্রকাশ কর। ঐ দৈবী পুণ্যা সংস্কৃতা বাণী—পাপ এবং অসংস্কৃতা বাণী আয়ু বিনষ্ট করে। অতএব দ্বিজাতির বাণীই পুণ্যা বলিয়া কীর্তিত। দ্বিজাতিগণের বাণী মাতৃ-স্বরূপা এবং তাহা তাঁহাদিগের মুখে প্রতিষ্ঠিত। অনৃতাক্ষর বিন্যাশ-হেতু ঐ বাণী অসংস্কৃতা ও অমঙ্গলা হয় এবং উহা বক্তাকে বিনাশ করে।" অগ্নি সাক্ষাৎ সংস্কারকারী দ্বিজ-স্বরূপ। প্রজাপতি পুনরায় অচক্ষু বাগ্‌দেববাণী অকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, সেও চক্ষুরুন্মীলন করিয়া

ব্রহ্মাকে বলিল,—"আমি আপনার বাক্যে সুখী হইলাম। আপনি আমাকে সর্ব্বতেজোময় স্থান প্রদান করুন।" ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—"যেহেতু তুমি তেজোময় স্থান প্রার্থনা করিতেছ; অতএব তেজোময় সূর্য্যমণ্ডল তোমার স্থান হইবে। তেজ পদার্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে চক্ষু দুর্ব্বল হয়, এজন্য জনগণ তোমার তেজোযুক্ত তেজঃ-পদার্থ অনিমিষনেত্রে কদাচিৎ নিরীক্ষণ করিবে।" পিতামহ ইকাররূপ সংভিন্ন অগ্নিকে আহ্বান করিলে ইকারাগ্নি সৌম্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে মহাসত্ব! যে হেতু তুমি শীঘ্র শীঘ্র সৌম্যদৃষ্টিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বভূতমনোহর শীতাত্মা শীতরশ্মি হইবে এবং সর্ব্বতেজোধিক, সৌম্য পরমভাস্বর ও তরুস্থ হইয়া তুমি সর্ব্ব তেজ অভিভূত করিবে।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিলেন—এবং উকারাগ্নিকে আহ্বান করিলেন। "ইহ এহি" এই কথা বলিয়া উকারাগ্নিকে মস্তকে ধারণ করিয়া প্রবেশ করাইলেন। ঐ উকারাগ্নিতে ব্রহ্মার পঞ্চম বক্ত্র; উহা ঊর্দ্ধে বিরাজিত হইল। ঐ রূপবান উকারাগ্নি ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া, সূর্য্য ও অগ্নি একরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর অগ্নি ভবাগ্নিরূপে ব্রহ্মাকে বলিল,—"আপনি আমারও এক মনোহর স্থান নির্দ্দেশ করুন।" তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"হে অনল! তোমার কোন্ স্থান অভিমত হয় বল।" ভবাগ্নি তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—"আমায় একটী শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে ভবাগ্নে! উত্তম স্থান আর নাই। তবে এইরূপ হইতে পারে,—যদি তোমার থাকিতে ইচ্ছা হয়, যদি থাকিতে চাও তবে বলিতেছি যে, লোক-সংস্থিতিহেতু তুমি এই লোকে নিত্য বিচরণ কর। তুমি নিজ সত্ত্ব ও পরাক্রমে লোকসম্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অবস্থিত হও। তুমি মহাজ্বালা দ্বারা স্বীয় শোভার বিকাশ কর। এইরূপ করিলে তুমি সর্ব্ব জন্তুগণের অনুত্তম ভাস্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে। মায়ামুগ্ধ হইয়া তুমি ইহা স্বীকার করিতে অসম্মতও হইতেও পার।" ভগবান ব্রহ্মা এরূপ বলিলে ঐ ভবাগ্নি সহস্র সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইল। সে বিবিধ বর্ণের অনন্ত জ্বালামালা বিস্তার করিল। ব্রহ্মা তাঁহার মধ্যে অকার, ইকার ও উকার প্রভৃতি অগ্নি নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ ভবাগ্নি শমতা প্রাপ্ত না হইয়া ভূয়োভূয়ঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তির্য্যক্, অধঃ, ঊর্দ্ধ সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত হইল। তখন প্রজাপতি জ্বালমালা দ্বারা আপনাকে ঊর্দ্ধ-

ক্ষিপ্ত দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক ঐ প্রজ্বলিত তেজোনিধিকে স্বরূপতঃ জানিবার নিমিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সামবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে ব্রহ্মা দেখিলেন বহ্নি রক্তবর্ণ; তাঁহার চতুর্দ্দিকে বাহু ও চরণ তিনি বিশ্বতোহগ্নিশিরোমুখ এবং ব্যক্তাব্যক্ত-প্রণেতা। তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে অগ্নি বলিলেন, "আমিই লোকস্থিতির কর্ত্তা; আপনি আমার সহায়কারী। আপনি সৃষ্টি করুন। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়া রাখিয়াছি তদ্রূপই হইবে।" স্কন্দ-আব-অব ৪। ব্রহ্মা ও অগ্নি দেখ। (৩) বহ্নি দক্ষ-কন্যা স্বাহাকে বিবাহ করেন। দক্ষ দেখ। (৪) অপ্সরাদের কয়েকটি গণ আছে তাঁহাদের নাম—শোভয়ন্ত, আহুত, বেগবন্ত, অগ্নিসম্ভব, আয়ুষ্মতী, কুরু, শুভা, বহ্নি, অমৃতা, সুদা, ভবা, রুক্ ও ভৈরবা। তাহাদিগের মধ্যে বহ্নিগণান্তর্গত অপ্সরা সকল ঋক্ ও সাম হইতে উৎপন্না। বায়ু-৬৯। (৫) যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু। তৎপুত্র বহ্নি, বহ্নির তনয় গোভানু। বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। বহ্নির পুত্র ভর্গ। ভাগ ৯স্ক-২৩। (৬) দিক, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র, ইহারা জীবদেহের দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কল্কি-২য়-৫। (৭) দ্বাপরে মহাযশা দ্রোণ বহ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো ৫। (৮) বহ্নি সর্ব্বদেবের মুখ; সর্ব্বজন্তুর উদরে তাঁহার অবস্থান; বেদ সকল তাঁহারই জন্য সমুৎপন্ন। পদ্ম-সৃষ্টি ৫। (৯) কল্পের আদিতে ব্রহ্মা এক আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়ে এক নীল-লোহিত কুমার প্রাদুর্ভূত হয়। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং সোম, এই আটটী ক্রমান্বয়ে নীল-লোহিতের তনু। পদ্ম-সৃ ৬। (১০) বৃষ্ণি বংশীয় কুকুরের তনয় বহ্নি। তৎপুত্র বিলোমা। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ।

বহ্বন্ন—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মিত্রাবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ।

বহ্বাশী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বহ্বাশী। তিনি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৮৯; আদি-৬৭।

বহ্বৃচ—পুরাকালে বহ্বৃচ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দিব্যদেহ ছিল ও তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম অহিংসা।

অহিংসার গর্ভে ব্রাহ্মণের চারিটী পুত্র হয়। তাহাদের নাম—হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। বাম-৬।

বর্হিষদ—অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিষাত্ত ও সোম্য, ইহাঁরা ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মনু-৩।১৯৯। পিতৃগণ দেখ।

বাক্—(১) আর্য্য ঋষিদিগের অন্যতম দেবতা বাক্। এই বাক্ চারি প্রকার মেধাবী ঋত্বিকেরা তাহা জানেন। তিনটী বাক্ গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন। ঋক্-১।১৬৪। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুত্বতী হইতে বাক্, চক্ষু, অগ্নি প্রভৃতি মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ১৭১। মরুৎগণ ও চক্ষু দেখ। (৩) বাক্ নামে ব্রহ্মার একটি মনোহারিণী কন্যা উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করেন। কিন্তু ঐ কন্যার তাহাতে অভিলাষ হয় নাই। এই অসঙ্গত ব্যবহারের জন্য মরীচি প্রমুখ পুত্রগণ ব্রহ্মাকে অপবাদ দেন। তাহাতে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া পুত্রদের সমক্ষেই আপনার তৎকালিক তনু-ত্যাগ করিলেন। ভাগ ৩স্ক-১২। ব্রহ্মা দেখ। (৪) পূর্ব্বে ব্রহ্মা একবার বাক্ নাম্নী স্বীয় কন্যার প্রতি আসক্ত হন। বাক্ প্রজাপতির অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মৃগীরূপ ধারণ করে। ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত রমণ করিতে অভিলাষী হন। দেবগণ এই অবৈধ কার্য্যের জন্য বড়ই নিন্দা করেন এবং হর ব্যাধরূপ ধারণ করিয়া পিনাক গ্রহণ করিলেন এবং ধনু আকর্ষণ করতঃ ব্রহ্মাকে শরবিদ্ধ করিলেন। ত্রিপুরারির বাণে বিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা ভূপতিত হইলেন এবং তাঁহার দেহ হইতে একটা মহাপ্রভ মহাজ্যোতি উত্থিত হইল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। ব্রহ্মা দেখ।

বাক্পতি— উত্তম-মন্বন্তরে দেবতাদের সুধামা, বংশকারী, প্রতর্দ্দন, শিব ও সত্য এই পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে দিক্পতি, বাক্পতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, মুহুসর্ব্বশ, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতা সত্যগণের অন্তর্ভূত ছিলেন। ব্রহ্মা ৬৮; বায়ু-৬২। অধিপ দেখ।

বাকা—পুলস্ত্য-তনয় বিশ্রবার পুষ্পোৎ-কটা, বাকা, কৈকসী এবং দেববর্ণিনী এই চারি পত্নী ছিলেন। সৌর-৩০। বাকা মাল্যবানের কন্যা ছিলেন। বায়ু ৭০; বিশ্রবা দেখ।

বাকি— বশিষ্ঠবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র-প্রমদি। এই সকল ঋষি-বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-২০০।

বাকল—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

বাকৃগ্রন্থি—বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম। তাঁহাদের এক-মাত্র বশিষ্ঠ আর্ষেয় প্রবর। এই সকল বংশ পরস্পর বিবাহ যোগ্য নহে। মৎ-২০০।

বাকৃদুষ্ট—বাকৃদুষ্ট, ক্রোধণ, হিংস্র, পিশুন, কবি, খস্‌ম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাত জন ব্রাহ্মণ নাম ও কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্য-মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা গুরুর পয়স্বিনী গাভী বধ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে নানা ইতর-যোনী ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করেন। হরি-হরি-২০—২২। কবি দেখ। এই উপাখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে মৎস-পুরাণে (২০ অঃ) শিব-পুরাণে (শিব-ধর্ম্ম-৬২) এবং পদ্ম-পুরাণে (১৩ অঃ) পাওয়া যায়।

বাগায়ণী—ভৃগু-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি।

বাগিন্দ্র—কাশীর নরপতি প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। তৎপুত্র প্রমতি, প্রমতির আত্মজ রুরু। মহাভা অনু ৩০।

বাগীশ—বৃহস্পতির অন্য নাম। স্কন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৪।

বাগ্বলি—বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। তখন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাগ্বলি (বাস্কলি-বায়ু-২৩)। নামে তাঁহার মহাযোগশালী, মহাতেজাঃ চারি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-২৩। বাস্কল দেখ।

বাচ—(১) মহর্ষি বাচের পুত্র প্রজাপতি ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রের রচয়িতা। ঋক্-৩।৩৮।১। (২) ভাবী সাবর্ণ-মনুর নয় পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০। আজ্য ও সাবর্ণি-মনু দেখ।

বাচঃশ্রবা—(১) বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে বাচঃশ্রবা (লি-পরাশ্রবা) তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪; শিব-বা-উ-১০। শিখণ্ডী দেখ। (২) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে বাচঃশ্রবা নামে ঋষি ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব দারুক বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হন। লি-২৪। বাচস্পতি ও দারুক দেখ। (৩) বরাহকল্পের বিংশ-দ্বাপরে মহর্ষি বাচশ্রবা (গৌতম; লি ২৪) ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব অট্টহাস নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন। সুমন্ত্, বর্ব্বরি, সুবন্ধ ও কুশিকন্ধর নামে তাঁহার পরম যোগী চারিটী পুত্র ছিল। লিঙ্গ-পুরাণ মতে (২৪ অঃ) ঐ পুত্র চতুষ্টয়ের নাম সুমন্ত, বর্ব্বরী, কবন্ধ ও কুশিকন্ধর। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড ২৩; অট্টহাস দেখ।

বাচস্পতি—(১) বরাহকল্পের একবিংশ

দ্বাপরে মহর্ষি বাচস্পতি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব হিমালয়ের দেবদারু বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হন এবং প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী ও বক নামে তাঁহার যোগ পরায়ণ চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। দারুক ও বাচশ্রবা দেখ। (২) দেবগুরু বৃহস্পতির অন্য নাম। পদ্ম-উ ৫। (৩) বেণনন্দন পৃথু বসুধাকে দোহন করিবার পর ঋষিগণ তাঁহাকে আবার দোহন করিবার পর এই ঋষি তাঁহাকে আবার দোহন করেন। সেই সময়ে বাচস্পতি দোগ্ধা ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৮। বসুধা দেখ।

বাচা—দ্বাদশ (ঋত-সাবর্ণি) মনুর সময়ে দেবতাদের হরিত, রোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুপার, এই পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে, তপঃ, জ্ঞানি, ভূতি, বাচা, বন্ধু, রজ, রাজ, স্বর্ণপাদ, বৃষ্টি ও বিধি, এই দশ জন রোহিতগণের অন্তর্ভূত দেবতা ছিলেন। বায়ু-১০০।

বাচিবিনোদঃশ্রবা—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদিগের অমৃতাদি চারিটী ভাস্কর-গণ ছিল। ঐ গণে চতুর্দ্দশটি দেবতা ছিলেন। তন্মধ্যে বাচিবিনোদঃশ্রবা, অগ্নিভাস প্রভৃতি চতুর্দ্দশ জন অমৃতাভগণের অন্তর্ভূত ছিলেন। বায়ু-৬২। রৈবত-মনু দেখ।

বাজ—(১) অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার তনয় ঋভু, বিভু ও বাজ এই তিন জন। নিজ নিজ সুকর্ম্মা দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া, তাঁহারা স্বর্গলোকে বাস করিতেন। ঋক্-৪ ৬। (২) সাবর্ণিমনুর বরীবান্, অবরীবান্, সম্মত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, বাজ ও সুমতি নামে দশ পুত্র ছিল। হরিবংশ ৭। সাবর্ণি-মনু দেখ।

বাজপেয়শতোদ্ভবা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ ৯।

বাজশ্রবা—(১) গৌতম-বংশীয় মহর্ষি বাজশ্রবা এক যজ্ঞে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। সাধুচিত্ত নচিকেতা তাঁহার তনয় ছিলেন। বাজশ্রবা একদা ক্রুদ্ধ হইয়া নচিকেতাকে যমের বাড়ী যাইতে ইহাতেই নচিকেতা যমের বাড়ী যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কঠো। নচিকেতা দেখ। (২) অগস্ত্য, উশিজ, দধিচ, দীর্ঘতমা, নগহু, বাজশ্রবা প্রভৃতি ঋষীকগণ সত্য প্রভাবে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৫৯। (৩) অঙ্গিরা-বংশীয় ত্রয়স্ত্রিংশৎ মন্ত্র প্রণেতা মুনিদিগের অন্যতম। বায়ু-৫৯।

বাজসনেয়ক—পরীক্ষিত-পুত্র জনমেজয় বাজসনেয়ক ঋষিকে ব্রহ্মকার্য্যে বরণ করেন। তজ্জন্য বৈশম্পায়ন ঋষি জনমেজয়কে শাপ দেন। মৎ-৫০।

বাজিন্—মহর্ষি বৃহদুকথ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার তনয়

বাজিন্ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৫৪।১ ; ১০। ৫৬।১।

বাজিনী—মহর্ষি ভরদ্বাজ বাজিনীর পুত্র ছিলেন। ঋক্-৬।২৫।২।

বাটধান—একজন বিখ্যাত ভূপতি। মহাভা-আদি-৬৭।

বাটিক—পরাশর-বংশীয় ঋষিগণ গৌর, শ্যাম, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত ও ধূম্র এই কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে কাণ্ডশয় প্রমুখ পাঁচজন গৌর পরাশর শাখার অন্তর্গত। (কাণ্ডশয় দেখ)। বাটিক, বাদরি, স্তম্ব, ক্রোধনায়ন ও ক্ষৈমি, এই পাঁচজন শ্যাম পরাশর শাখার অন্তর্গত। প্রপোহয় প্রমুখ পাঁচ জন নীল-পরাশর শাখাভুক্ত। (খ্যাতেয় দেখ)। শ্রবিষ্ঠায়ন প্রমুখ পাঁচ জন শ্বেত-পরাশর শাখান্তর্গত। (উপয় দেখ)। কপিমুখ প্রমুখ পাঁচ জন কৃষ্ণ পরাশর শাখাভুক্ত (কপিমুখ দেখ) এবং খল্যায়ন প্রমুখ পাঁচ জন ধূম্র-পরাশর শাখার অন্তর্গত। (খল্যায়ন দেখ) এই সকল পরাশর-বংশের আর্ষেয় প্রবর তিনটি, যথা—পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ। এই সকল বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-২০১।

বাড়ব, (বাড়বানল, বাড়বাগ্নি)—দেবগণ কর্তৃক পিতৃনিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুভদ্রা তনয় পিপ্পলাদ সুরগণকে নিধন করিবার জন্য তপস্যার্থ হিমাচলে গমন করেন। তথায় তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া নিরাহারে দিবারাত্র সব্যপাণি দ্বারা সব্য ঊরু মন্থন করিতে লাগিলেন। সংবৎসর যাবৎ এইরূপ করিলে তাঁহার ঊরু হইতে এক গুরুভারাক্রান্তা বাড়ব-সমন্বিতা বড়বা নিষ্ক্রান্ত হইল। নির্গত হইয়াই সে জ্বালামালা সমাকুল এক গর্ভ প্রসব করিল; প্রসবান্তে সে কোথায় চলিয়া গেল পিপ্পলাদ তাহা জানিতে পারিলেন না। বড়বা নররূপী বাড়বানল প্রসব করিয়াছিল। ঐ বাড়বানল মানবগণের কল্পান্তস্বরূপ ও তেজে কালাগ্নিতুল্য। ঐ নররূপী বাড়বাগ্নি পিপ্পলাদকে কহিল "হে ঋষে, আপনি আমার সাধন করিয়াছেন। ইদানীং আপনার ঈপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অসাধ্য কর্ম্ম করিব।" তাহার এবম্প্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি পিপ্পলাদ তাহাকে বলিলেন, "তুমি দেবতাগণকে ভক্ষণ কর।" দেবতারা এই সংবাদ পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বাড়বাগ্নির সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "দেবগণ আপনার অভাবনীয় বলবীর্য্য অবগত আছেন। আপনার প্রভাবে তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপনি যদি ত্রিংশৎ-কোটী দেবতাকে যুগপৎ ভক্ষণ করেন

তাহা হইলে আপনার পীড়া অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমার পরামর্শ এই যে আপনি প্রতিদিন একটি করিয়া দেবতাকে ভক্ষণ করুন।" বাড়ব তাহাতেই সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি অগ্র কাহাকে ভক্ষণ করিব।" বিষ্ণু বলিলেন "আপনি অগ্র আপকে (জল) ভক্ষণ করুন।" বাড়ব তাহাতেই সম্মত হইয়া বারি-সমীপে গমনোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিষ্ণু বাড়বকে কোন্ যান দ্বারা বারির সমীপে যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা করাতে বাড়ব বলিলেন, "আমি কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া যাইব।" তখন বিষ্ণু সরস্বতীকে বাড়বার বাহন করিয়া দিলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া সরস্বতী বাড়বাগ্নি লইয়া দেশ দেশান্তর অতিক্রম করিয়া সাগর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় সাগর গর্জ্জন কর্ণগোচর হওয়াতে সরস্বতী বাড়বকে বলিলেন, "ঐ দেখ সাগর তোমার ভয়ে গর্জ্জন করিতেছে।" বাড়বাগ্নি সরস্বতীর বাক্যে প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে বর দান করিতে চাই। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর।" সরস্বতী বিষ্ণুর পরামর্শে বাড়বকে বলিলেন, "তুমি যদি বর দিবে তাহা হইলে সূচীমুখ হইয়া জল পান কর।" এই কথা বলিবামাত্র বাড়ব স্বীয় বদন সূচীবেধবৎ করিল। তখন ঐ বদন বটীপূরণবৎ (ভুক্‌ভুক্ শব্দ করিয়া) জল পান করিতে লাগিল। তখন দেবী সরস্বতী দেবাদেশে বাড়বাগ্নিকে সাগরে ক্ষেপন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া বাড়বাগ্নিকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইহাতে সুরকার্য্য করা হইবে বুঝিয়া সাগর বাড়বাগ্নিকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন স্বীয় হস্তস্থিত বাড়বকে "তুমি সুর বাক্যানুসারে জল পান কর। এই জল।" এই বলিয়া দেবী সরস্বতী সমুদ্রের হস্তে বাড়বকে সমর্পণ করিলেন। সাগর ও বাড়বকে লাভ করিয়া কোথায় রাখিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাড়ব সাগরের হস্তে ও মস্তকে রক্ষিত হইলে দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সমুদ্রকে তথাবিধ দর্শন করিয়া নক্রাদি জলচরগণ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে অভয় দিয়া জলধরকে বলিলেন, "তুমি বাড়বকে জল মধ্যে নিক্ষেপ কর।" সমুদ্র তাহাই করিলে জল-নিক্ষিপ্ত বাড়ব বরুণের সহিত সমস্ত জল পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত জল শুকাইয়া গেল। তাহা জানিতে পারিয়া সাগরের অনুরোধে বিষ্ণু তখন জলকে অক্ষয় করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২—৩৪।

বাড়বী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম সৃ-৪৬।

বাড়াদিত্য—বায়ু-পুরস্থিত বাড়াদিত্য দেবকে নমস্কার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। বায়ু-৫৯, ৬০।

বাণ—(১) নৃপতি বলির শত-পুত্রের মধ্যে বাণ-জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শিবকে প্রসন্ন করিয়া, "আপনার পার্শ্বে বিহার করিব," (অ-১৪) এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাণের পত্নী লোহিতা হইতে ইন্দ্রদমন জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। বাণের কন্যা উষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করেন। উষা দেখ। হরি-হরি-১৭৪। বাণ শিবের আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৫। (২) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, বাণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) বলি-তনয় বাণ অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্যগণকে বাধা দিতে থাকেন। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে অগ্নি সংযোগ করিলে, সমুদয় দৈত্য সৈন্য পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কার্ত্তিকেয় স্বীয় অব্যর্থ শক্তি-প্রহারে বাণ-দৈত্য ও তাঁহার অনুজকে তাঁহাদের অনুচরগণের সহিত নিহত করিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিকুক্ষির তনয় বাণ। বাণের পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র পৃথু। রামা আদি-৭০। অনরণ্য দেখ। (৫) দৈত্য পতি হিরণ্যকশিপুর বংশে বলির শত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে বাণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সহস্র বাহু ও সর্ব্ব শস্ত্র সমন্বিত ছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান শূলপাণি তদীয় পুরে বাস করিয়াছিলেন। মৎ-৬। বাণের স্ত্রীর নাম অনৌপম্যা। শিবের পরামর্শে নারদ ঋষি বাণাসুরের অনৌপম্যাকে নানাবিধ ব্রত উপবাসাদি করিতে বলেন। তাহাতেই বাণের পুরে অমঙ্গল প্রবেশ করে এবং মহাদেবের প্ররোচনায় অগ্নি বায়ুকে সহায় করিয়া বাণের পুরী ধ্বংস করেন। স্কন্দ আব-রেবা-২৮; মৎ-১৮৭—১৮৮। অনিরুদ্ধ বাণ-পুরে নাগ-পাশে বদ্ধ হইলে সানুচর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উদ্ধারের জন্য যান। তখন বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শিবানুগ্রহে রক্ষা পান। হরি-বিষ্ণু ১৮২; অগ্নি-১২; পদ্ম-উও ২৫০; ভাগ-১০স্ক-৬২, ৬৩। বাণের লোহিতা নাম্না পত্নীতে চন্দ্রমনস্ নামে পুত্র জন্মে।

বায়ু-৬৭। দিগ্বিজয়ে বহির্গত কংসের সহিত বাণাসুরের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, শঙ্কর তাঁহার ভক্ত বাণাসুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া কংসকে বলেন, "ভূতলে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ উহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে। পরশুরাম ইহাকে এইরূপ বর দানপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিয়াছেন।" স্বয়ং মহেশ্বর এই কথা বলিলে, কংস ও বাণ পরস্পরের সৌহার্দ্দ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। গর্গ গো ৭। সমুদ্র মন্থনের পর যে দেবাসুরের সংগ্রাম হয় তাহাতে বাণ ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত সুর্য্যের যুদ্ধ হয়। ভাগ ৮স্ক ১০। বাণের পুত্র শম্বর, শম্বরের তনয় কম্বু। স্কন্দ-আব-রেবা-১২০।

বাণ-পৃষ্ঠ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে আপ্য, প্রসূত, ভাবা, পৃথুক ও লেখ, দেবতাদের এই পাঁচটী গণ ছিল। প্রজাপতি অত্রির পুত্র, আরণ্যের পৌত্র-গণেই ঐ গণ পঞ্চক বদ্ধ হইয়াছে। তাহারা মাতৃনামে পরিচিত। এই গণ পঞ্চকের প্রত্যেকটিতে আটটী করিয়া দেবতা আছেন। তন্মধ্যে অজিষ্ঠ, শাকান, বাণ-পৃষ্ঠ, শাঙ্কর, সত্যধৃক্, বিষ্ণু, বিজয় ও অজিত ইঁহারা পৃথুক দেবগণের অন্তর্গত। বায়ু ৬২। অজিত দেখ।

বাণী—সরস্বতীর অন্য নাম। তিনি নারায়ণের পত্নী। দেবী ৯স্ক ২, ৭। সরস্বতী দেখ।

বাণেশ্বর—বাণ নরপতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

বাত—(১) আপ ও বাত নামক রাক্ষসদ্বয় আশ্বিন মাসে সূর্য্য রথে অবস্থান করিয়া থাকে। বায়ু-৫২। আপ দেখ। (২) লেখ নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। অদ্ভুত দেখ। (৩) যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস। বাতের পুত্র বিরাগ। বায়ু ৬৯। আপ দেখ। (৪) যদু-বংশীয় শূরের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬। শূর দেখ। ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী অন্যতম দেবতা। কল্কি ২য় ৫।

বাতঘ্ন—বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহাভা অনুশা-৪।

বাতপতি—যদুবংশীয় সত্রাজিতের অন্য-পুত্র। হরি হরি-৩৮। সত্রাজিৎ দেখ।

বাতবেগ—প্রাচীন কালের একজন রাজা। মহাভা-অনুশা-৬৭।

বাতরশন—বাতরশন-বংশীয় ঋষিগণ পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত বায়ুর গতির অনুগামী হইয়াছেন। ঋক্-১০।১৩৬।২।

বাতরূপা—যমের দুহিতা নিম্নাষ্টি দুঃসহের ভার্য্যা ছিলেন। তাহাদের অন্যতমা কন্যা বীজহরা হইতে বাতরূপা ও অরূপা জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক ৫২। অঙ্গধৃক্ দেখ।

বাতস্কন্দ—দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত অন্যতম মহর্ষি। মহাভা-সভা-৭।

বাতাপি—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৫। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় হ্লাদ, হ্লাদের পত্নী ধমনীর গর্ভে বাতাপি ও ইল্বল জন্মগ্রহণ করেন। ইল্বল স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিকে আহারার্থে ব্রাহ্মণদিকে প্রদান করিয়া পরে "বাতাপি" বাতাপি বলিয়া সম্বোধন করিলেই, সে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইত। এইরূপে ইল্বল ব্রাহ্মণ বধ করিত। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের উভয়কে বধ করেন। রামা-আরণ্য-১১—১৩; ভাগ-৪স্ক-১৮। অগস্ত্য দেখ। ইহাই মহাভারতে সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে আছে। মহাভা-বন-৯৬—১০৪। অগস্ত্য ও ইল্বল দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপুর ভগিনী ও কশ্যপের কন্যা সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকার গর্ভজাত রাজা বিপ্রচিত্তির অন্যতম পুত্র ইল্বল, বাতাপি, নমুচি প্রভৃতি। হরি-হরি-৩; শিব-ধর্ম্ম-৫৪; বায়ু-৬৮; পদ্ম-সৃষ্টি ৬, ১৮; বিষ্ণু-১ম-১৫—২১; ভাগ-৬স্ক-১৮; বাম-৫৮। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৮৫।

বাতাশন—মহর্ষি বিশেষ। তিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সহিত নন্দিকেশ্বরের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ মাহেশ্বর-উত্ত-৩।

বাতিক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাতিক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

বাতেশ্বর—আবন্ত্য ক্ষেত্রে বায়ু-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বাতেশ্বর নামে খ্যাত। স্কন্দ আব রেবা-১৩৩।

বাতেযু—অন্তরীক্ষে বাতেযু নামে রুদ্রগণ অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩০। বর্ষেযু দেখ।

বাৎস—মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতির অন্যতম শিষ্য বেদমিত্র। তিনি স্বীয় পঞ্চ শিষ্য মুদ্গল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিবিরকে পাঁচ খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু ৩য়-৪।

বাৎস্য—(১) ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নবান, ঊর্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (২) যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে বাৎস্য অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। যাজ্ঞবল্ক্য দেখ। (৩) মহর্ষি বাৎস্য নৃপতি জনমেজয়ের সদস্য ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। (৪) মহর্ষি শাকল্য স্বীয় শিষ্য বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশিরকে বেদ সংহিতা অধ্যাপন করেন। ভাগ-১২স্ক-৬।

বাৎস্যতরায়ন—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই

পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বাৎস্যায়ন—একজন ভৃগু-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৫। আবার বাৎস্যায়ন নামে কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহাদের কশ্যপ, বৎসর ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৯। মহর্ষি বাৎস্যায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে মহর্ষি মুদ্গলের তনয় কোশকার বিবাহ করেন। বামন ৯০; স্কন্দ আব রেবা ৯৭, ১৭৬।

বাৎস্যায়নি—একজন আঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাহাদের আঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৬।

বাদ—অমৃতাভ দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। রৈবতমনু দেখ।

বাদরায়ণ—(১) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম বাদরায়ণ ছিল। হরি-হরি-২৭। (২) সত্যবতীর গর্ভজাত পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এক নাম বাদরায়ণ ছিল। কারণ তিনি বদরী বহুল এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম সৃষ্টি ৯; ভাগ-১ম ৭। (৩) অষ্টম-মন্বন্তরে সাবর্ণি-মনুর সময়ে বাদরায়ণ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ-৮স্ক ১৩; ৯স্ক-২২।

বাদরি—একজন পরাশর-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি শ্যাম-পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১। ব্যাসের দেখ।

বাদ্রবায়ণি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা ৪।

বানরাননা—কাশীস্থিত অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ কাশী পূ-৪৫।

বাবিবাব—রৈবত-মন্বন্তরে অমৃতাভ দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। রৈবত মনু দেখ।

বাভ্রবা—(১) তিনি কামশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। মৎ ২০। (২) মহর্ষি বাভ্রবা একজন অত্রি বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, উদ্দাল ও দেবরাত এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (৩) মৌলি ঋষির পুত্র বাভ্রব্য। একদা মনুর তনয় পৃষধ্র মৃগয়া করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে মুনির হোমধেনু বধ করেন। সেই জন্য মুনির শাপে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মার্ক-১১২।

বাভ্রব্যাসুর—দেবাসুর যুদ্ধে বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি বাভ্রব্যাসুর কালের খড়্গাঘাতে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

বাম—(১) দক্ষের কন্যা ও ভূতের পত্নী স্বরূপা হইতে রৈবত, ভীম, বাম প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। একাদশ রুদ্র দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে

অরিজিৎ, আয়ু, বাম প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১। (৩) সুভদ্রার পুত্র বাম। গর্গ-বিশ্ব-৩৩; ভাগ-৮স্ক-১৩।

বামক—যদু-বংশীয় ভজমানের অন্যতম তনয় বাহুক। এই বাহুক স্বীয় মাতুল সৃঞ্জয়ের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা হইতে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও বামক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬।

বামদেব—(১) অঙ্গিরার পত্নী সুরূপা হইতে গোত্রপ্রবর্ত্তক বামদেব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬; বায়ু-৫৯। (২) বশিষ্ঠ ও বামদেব অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের ঋত্বিক ছিলেন। রামা-আদি-৭। (৩) বিদিশা দেশের রাজা বামদেব নরপতি জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন। সেই সময়ে নৃপতি বামদেব তাঁহার পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯৮। (৪) বামদেব ঋষিকে অশ্বিদ্বয় জন্মদান করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৯।৭। বামদেব ঋষি ও তৎবংশীয়গণ। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের রচয়িতা। মহর্ষি বামদেব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একবার প্রাণ রক্ষার্থ কুকুর মাংস আহার করিয়াছিলেন। মনু-১০ম-১০৬। (৫) ভগবান্ রুদ্রের এক নাম বামদেব। ভাগ-৩স্ক-১২; বরা-১৭০। মহর্ষি বামদেব রথন্তর কল্পে একবার পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। শিব-কৈলা-৭। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহ-কল্পে যে সমস্ত শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বামদেব তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৭) শ্বেত-কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব হিমালয়ের অন্তর্গত মহালয় নামক স্থানে গুহাবাসী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে তাঁহার বেদজ্ঞ ও যোগাবলম্বী চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৮) কর্দ্দম নন্দিনী স্বরাট অঙ্গিরার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য জন্মগ্রহণ করেন। বামদেবের পুত্র বৃহদুক্থ। বায়ু-৬৫; দেবীভা-৭স্ক-১৭; সৌর-৬৯; পদ্ম-উত্ত ১৩৮, ২৪৩; কল্কি-২য়-৫; বৃহদ্ধ-পু-২৭; পদ্ম সৃষ্টি-১২, ১৩, (৯) বামদেব নামে এক শিবযোগী ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ মাত্র দুর্জ্জয় নামে এক মহাপাপী উদ্ধার হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৫, ১৬।

বামদেবেশ্বর— মহর্ষি বামদেবকর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত কাশীতে বামদেবেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

বামন—(১) বিষ্ণু, কশ্যপ-পত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলীকে বন্ধন-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। রামা-আদি-২৯; কূর্ম্ম-পূ-৫০; বরা-৭; হরি-হরি-২৫৪। (২) কশ্যপ-পত্নী দনু হইতে বামন, মরীচি মঘবান্ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৬; হরি হরি-৩। (৩) কশ্যপ-পত্নী কদ্রু হইতে কপিল, বামন, নহুষ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; লি-৬৩। (৪) বৈবস্বত-মন্বন্তরে বিষ্ণু বামন-রূপে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণু-৩য়-১। বিষ্ণু বামন অবতারে বলিকে ছলনা করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-২২—৩১। বলি দেখ। বামন পুরাণে এই আখ্যানটী অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। (৫) কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে বামন প্রভৃতি বিহগের জন্ম হয়। মহাভা-উদ্-১০০।

বামনক—কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

বামনকেশব—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী পূ-৩৩।

বামনলম্বিকাগাভী—একটি গাভীর নাম। স্কন্দ-নাগ-২৫৭।

বামনস্বামী—পুষ্কর ক্ষেত্রে বামনস্বামী নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৪।

বামনিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

বামরথ্য—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

বামলোচনা—দশম কল্পে পার্ব্বতীর নাম বামলোচনা ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

বামশিরা—পূর্ব্বকালে বামশিরা নামক এক ঋষি কপালমালা ধারণপূর্ব্বক পাতাল হইতে খড়্গ আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই খড়্গ আহরণ করিতে পারিলে তিনি সমস্ত বিদ্যাধরের রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু নাগগণ এক বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম নষ্ট করেন। সুতরাং তিনি বেশ্যাসক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। শিব-ধর্ম্ম-১২।

বামা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থে যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, বামা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বামাঙ্গ—মহর্ষি ক্রতুর পত্নী তুষিতা হইতে যে সকল তুষিত দেবগণ জন্মগ্রহণ

করেন বামান্ত তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৬২।

বায়বী—বাসুদেবের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৪। পবন দেখ।

বায়ব্যা—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার রক্তপান করিবার জন্য দেবগণ যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন বায়ব্যা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬; মৎ-১৭৯।

বায়স—দ্বাদশ জন যামদেবগণের মধ্যে বায়স অন্যতম। বায়ু-৩১। যামদেবগণ দেখ।

বায়ু—(১) প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের অন্যতম দেবতা বায়ু। বায়ু অন্তরীক্ষের দেবতা। এই বায়ু সম্বন্ধে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ইন্দ্র ও বায়ু একার্থে স্তুত হইয়াছেন। ঋক্-১।২।১। (২) বায়ুর অন্য নাম পবন। পবন দেখ। অষ্টবসুর অন্যতম বায়ু। মৎ-১৭১। (৩) ব্রহ্মা বায়ুকে গন্ধ সকল, অশরীরী ভূতনিচয়, শব্দ, আকাশ ও বলের অধিপতি করেন। হরি-হরি ২১৯। (৪) বায়ু নামে এক অসুরও ছিল। হরি-হরি-১। (৫) ধর্ম্মের পত্নী সুরসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি হরি-১৯৬। (৬) বায়ু নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে বায়ু-তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৮। (৭) বায়ুর কন্যা ইলাকে রাজা উত্তানপাদের তনয় ধ্রুব বিবাহ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৬। (৮) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বায়ু পুলোমার সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক ১০। (৯) ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবা মাত্র তাঁহার মুখ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। বায়ু জন্মিয়াই শর্করা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে শর্করা বর্ষণ করিতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি বিধান করেন এবং দেব-গণের ধন ও ফল রক্ষণে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার নাম হইল ধনপতি কুবের। বরা ৩০। কুবের দেখ। (১০) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যার্থ বায়ু স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম ৫৭। (১১) অদিতির তনয় বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া নিষ্কণ্টকে ইন্দ্রের রাজত্ব ভোগ করিয়া-ছিলেন। বায়ু জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও, কুশনাভ নরপতির রূপবতী একশত কন্যার প্রতি অভিলাষী হইয়া-ছিলেন। কিন্তু কন্যারা প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি তাহাদিগকে কুব্জা করিয়া দেন। কন্যা কুব্জ হইয়াছিল বলিয়া কুশনাভের রাজ্য কান্যকুব্জ নামে খ্যাত হয়। শিব ধর্ম ১১। (১২) স্বস্তিদেবী বায়ুর পত্নী। তিনি নিখিল-ভুবনে পূজিতা। দেবীভাগ-৯স্ক-১; ৪স্ক-২২; ৬স্ক-১৫; ৫স্ক-৪। (১৩) অষ্ট-

মারুতের অন্যতম বায়ু। পদ্ম-উত্ত-৫। (১৪) বায়ুদেব স্বয়ম্ভুর শিষ্য। তিনি সর্ব্বদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত। বায়ু-২। (১৫) পশ্চিম দিকে সাগর মধ্যে ভদ্রাকর নামে এক দ্বীপ আছে; ঐ দ্বীপে ভগবান্ বায়ুর নানা রত্ন মণ্ডিত এক ভদ্রাসন আছে। তথায় ভগবান্ বায়ু পর্ব্বে পর্ব্বে পূজিত হইয়া থাকেন। বায়ু-৪৫। (১৬) বায়ু অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৬৫। (১৭) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় অনুহ্লাদ, অনুহ্লাদের পুত্র বায়ু ও সিনীবালী। তাঁহাদের শত সহস্র সন্তান সন্ততি হলাহলগণ নামে খ্যাত। বায়ু-৬৭। (১৮) প্রজাপতি ব্রহ্মা বায়ুকে শব্দ, আকাশ ও বলের অধিপতি করেন। বায়ু-৭০; মার্ক-২, ৫; অগ্নি-১৩, ২০৫; ব্রহ্মাণ্ড-১; সৌর-৬৩; বৃহন্না-৩; শ্রীমদ্ভা-২২, ৩০, ৬০।

বায়ুকাল—মঙ্কনক মুনি মহর্ষি কশ্যপের মানস পুত্র। একদা স্নান কালে রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনের বিকার উপস্থিত হয়। তাহাতেই বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুকাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামে সপ্তর্ষির উদ্ভব হয়। মঙ্কনকের এই সকল পুত্রেরা বরাবর পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বাম-৩৮।

বায়ুগণ—অর্থাৎ মরুদ্গণ। পদ্ম-উত্ত-৫। মরুদ্গণ দেখ।

বায়ুচক্র—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুবল—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুবেগ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুবেগা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী। অগ্নি ৫২।

বায়ুভক্ষ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

বায়ুমণ্ডল—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুরেতা—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুসংবর্ত্ত—শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য যে সকল মহর্ষি সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৪৭।

বায়ুহা—মহর্ষি মঙ্কনকের অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বারাঙ্গী—পিতামহ ব্রহ্মা বারাঙ্গী নাম্নী এক কন্যা সৃষ্টি করিয়া, দিতি-নন্দন বজ্রাঙ্গকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই গর্ভে দৈত্যপতি তারক জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪২।

বারাহি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র-

প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

বারাহী—(১) অন্ধকাসুরের বিনাশের জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বারাহী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি ৪৬; মৎ-১৭৯। (২) শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে দেবী পার্ব্বতীকে সাহায্য করিবার জন্য শূকরাকৃতি বরাহদেবের শক্তি বারাহী দেবী অত্যুচ্চ প্রেতাসনে আসীন হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৫স্ক-২৮। (৪) শুম্ভ নিশুম্ভ সমরে চণ্ডিকার পৃষ্ঠদেশ হইতে শেষ নাগ-বাসিনী মুষল-ধরা বারাহী দেবী সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন। বাম-১৮৬; বরা-২৭; কালিকা-৬৩; বৃহন্না-৩; পদ্ম-উত্ত-১৮। (৫) শঙ্করী নিজ দেহ হইতে যে সকল কুলদেবতার সৃষ্টি করেন, বারাহী তন্মধ্যে অন্যতমা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। (৭) কাশীধামে ক্রতু বারাহের সন্নিধানে বারাহী নামে এক দেবী আছেন। ভক্তিপুরঃসর তাঁহাকে প্রণাম করিলে কখনও বিপৎসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৭) পঞ্চমুদ্র মহাপীঠের সন্নিকটে অবস্থিতা অনেকা মাতৃকা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩।। বীরেশ্বর-লিঙ্গ ও শ্রীমুখী দেখ।

বারিমূল—চাক্ষুষ-মনুর অধিকার কালে দেবগণের ঋভু, ঋভাস্ত, দিবৌকা, বারিমূল ও লেখ এই পাঁচটী গণ ছিল। মৎ-৯। চাক্ষুষমনু দেখ।

বারিমেজয় - শৈব্যা কন্যা রত্নার গর্ভজাত অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ ৪৫। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

বারিষেণ—বিক্রান্ত, শৈবেয় ও সৌমনস নামে বিদ্যাধরদিগের তিনটী গণ আছে। তন্মধ্যে হরিষেণ, সুষেণ, বারিষেণ, রুদ্রদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রক্রম, মহাক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার, এই নর-মুখ কিন্নরগণ বিক্রান্ত হইতে উৎপন্ন। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বারিসার - মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশাঃ। ভাগ ১২স্ক-১।

বারুণ—বরুণ মূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উঁহাদের বংশ-সমুদয়ের সাধারণ নাম বারুণ। মহাভা-অনু-৮৫।

বারুণি—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা কন্যা বিনতা হইতে আরুণি, বারুণি, গরুড় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮; কা-৩৪। গরুড় ও আরুণি দেখ। (২) বরুণের পুত্র বলিয়া, অগস্ত্য, ভৃগু ও বশিষ্ঠ বারুণি বলিয়া কথিত হন।

বারুণী—(১) সমুদ্র মন্থনে সুরা-রূপিনী বারুণী সমুদ্র হইতে উত্থিতা হন। দিতি পুত্রগণ তাঁহাকে গ্রহণ না করায় তাঁহারা অসুর নামে খ্যাত হন এবং অদিতির পুত্রগণ গ্রহণ করাতে সুর নামে খ্যাত হন। রামা-আদি-৪৫। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫। (৩) প্রকৃতি শরীর-সম্ভূতা স্বেদজলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের পত্নী বারুণী। দেবীভা-৯স্ক-২। বরুণ দেখ (৪) সমুদ্র মন্থনে সুরভীর উদ্ভবের পর মদ-ঘূর্ণিতলোচনা, পদে পদে স্খলিতপদা, বারুণী দেবী প্রাদুর্ভূতা হন। তিনি একবস্ত্রা, মুক্তকেশী ও রক্তান্ত-স্তব্ধ-নেত্রা। দেবী বারুণী উত্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি দেবী! সকলের বলদায়িনী। ওহে দানবগণ! তোমরা আমাকে গ্রহণ কর।" বারুণীকে অশুচী মনে করিয়া সুরগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন দৈত্যগণ বারুণীকে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণান্তে উহা সুরা নামে পরিচিতা হইল। পদ্ম-সৃষ্টি-৪; বিষ্ণু-১ম-৯। (৫) ধ্রুবের বংশে চাক্ষুষের পত্নী বারুণী (পুষ্করিণী) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা ছিলেন। বারুণীর গর্ভে চাক্ষুষের তনয় (৬ষ্ঠ মন্বন্তর পতি) মনু জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৬) বলদেবের উপভোগার্থ বরুণদেব বারুণীকে বৃন্দাবনে গমন করিতে বলেন। তাহাতে বারুণী বৃন্দাবনস্থ কদম্ব বৃক্ষের কোটরে সন্নিহিত হইলেন। বলভদ্রও বিচরণ করিতে করিতে কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্য ধারা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হন এবং গোপীগণসহ সেই মদিরা পান করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৫। (৭) সমুদ্র মন্থনে কমলার উদ্ভবের পর বারুণী নাম্নী এক কমললোচনা কন্যা আবির্ভূতা হন। হরির আজ্ঞানুসারে অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-৮।

বার্ক্ষী—বার্ক্ষী নাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতা নামক দশ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মহাভা-আদি-১৯৮।

বার্ত্ত—বার্ত্ত নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

বার্ত্তা—দক্ষের শত কন্যার মধ্যে গৌরী, সুপ্রভা, বার্ত্তা, সাধ্বী ও সুমালিকা বরুণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। বরুণ ও গৌরী দেখ।

বার্ত্তালী—পার্ব্বতীর শরীরসম্ভূতা অন্য তমা মহাশক্তি। তাঁহারা দানবসৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

বার্দ্ধিকা—একজন ঋষি। তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে বাস করিতেন। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-২২।

বার্দ্ধক্ষমী—রাজা বার্দ্ধক্ষমী কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া,

দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৩।

বার্দ্ধক্ষেমী—একজন বিখ্যাত রাজা। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

বার্য্যাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় দৃঢ়াশ্বের তনয় বার্য্যাশ্ব, বার্য্যাশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, তৎপুত্র সংহতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

বার্য্যগল্য—মহর্ষি বার্য্যগল্য একজন পরম জ্ঞানী বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। তাঁহার নিকট গন্ধর্ব্ব রাজ বিশ্বাবসু পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯।

বার্য্যায়নি—মহর্ষি বার্য্যায়নি উত্তর কুরু প্রদেশে বাস করিতেন। বায়ু-৩৪।

বার্ষ্ণায়ন—একজন পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি ধূম্র পরাশর শাখার অন্তর্গত। তাঁহাদের শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশর এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

বার্ষ্ণেয়—অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণরাজের একজন অনুচর ও সারথি। মহাভা-বন-৬৭। জীবল দেখ।

বার্হদ্রথ—যদুবংশীয় জনৈক ভূপাল। কংস তাহাকে পরাস্ত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নাম্নী তাঁহার দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। মহাভা-সভা-১৩।

বাল—যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ।

বালকরক্ষক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বালকি—একজন বেদজ্ঞ নিগম বিশারদ ঋষি। বায়ু-৬১।

বালক্রীড়নকপ্রিয়—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম বালক্রীড়নকপ্রিয়। মহাভা-বন-২৩০।

বালখিল্য—(১) একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

ব্রহ্মা সৃষ্টি ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিলে, তাঁহার মন হইতে মূর্ত্তিমতি শুদ্ধির ন্যায় বালখিল্য ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। এই সকল ঋষি সংখ্যায় অষ্টাশীতি সহস্র। এবং তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতাঃ। বাম ৪৩। (২) আবার ঐ পুরাণেরই ৫৩ অধ্যায়ে আছে—শঙ্করের বিবাহ কালে উমাকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্খলন হয়। ব্রহ্মা সেই রেতঃ বালুকামধ্যে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহারাই বালখিল্য নামে প্রসিদ্ধ। ক্রতুর পত্নী সন্নতি হইতে ষাট হাজার ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বালিখিল্য নামে খ্যাত।

ভাগবত মতে তাঁহারা বালিখিল্য। ভাগ-৪স্ক-১; ব্রহ্মাণ্ড-২৯; সৌর-২৬; স্কন্দ-নাগ-৭৭।

বালখিল্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫।

বালয়—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। সৌর-৪৯।

বালচণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বালড়ি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বালধি—মহাতেজা বালধি ঋষি পুত্র শোকে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যা করিলে, দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া নিমিত্তা ধীন পরমায়ু করিয়াছিলেন। তখন বালধি পর্ব্বতের স্থিতিতে তাঁহার জীবন প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর বালধির মেধাবী নামে এক পুত্র জন্মে। এই দুরাশয় আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্যান্য ঋষিদের অপমান করিতে লাগিল। একদা মহাতেজা ধনুষাক্ষ অপমানিত হইয়া মহিষাসুর দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ মেধাবীর মৃত্যু হয়। মহাভা বন ১৩৪--৩৭।

বালপি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বীত-হব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

বালবন্ধু—রৈবতমনুর অন্যতম তনয়। বায়ু-৬২। রৈবতমনু দেখ।

বালা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বালা তাহাদের অন্যতমা অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

বালাকি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

বালাবতী—মহর্ষি কণ্বের কন্যা বালাবতী সাভ্রমতী নদীর তীরে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সিদ্ধকামা হইয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৫২।

বালাবি—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

বালায়নি—বাষ্কলের তনয় বালিখিল্য নামে একখানি সংহিতা রচনা করেন। সেই সংহিতা বালায়নি, ভজ্য, কাশার প্রভৃতি দৈত্যগণ অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক ৬।

বালি (১) বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে মহামুনি ধর্ম্ম নারায়ণ নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব বালি নামে গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ বালখিল্যাশ্রমে অবতীর্ণ হন। সুধামা, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামে বালির চারিজন তপোধন, বিমলসত্ত্ব পুত্র ছিলেন। বায়ু-

২৩; লি-২৪; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (২) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি। তাঁহার পিতা ঋক্ষরাজ ব্রহ্মার অশ্রুধারা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ঋক্ষরাজ কোনও সরোবরে অবগাহন করিয়া রমণীরূপ প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় ইন্দ্রের ঔরসে বালির ও সূর্য্যের ঔরসে সুগ্রীবের জন্ম হয়। পরে তিনি স্বীয় রূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে স্বীয় পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে, ব্রহ্মার আদেশে তিনি কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি হন। পিতার মৃত্যুর পরে বালি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামা-উত্ত-৪২। ঋক্ষরাজ দেখ। (৩) বালির স্ত্রীর নাম তারা। তারা বানর পতি সুষেণের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অঙ্গদের জন্ম হয়। মায়াবী নামক তেজস্বী দানবের সহিত, স্ত্রী নিমিত্ত বালির শত্রুতা হয়। মায়াবী একদা রাত্রিকালে বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, বালি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। মায়াবী বালির ভয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে, বালিও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে সুগ্রীব গর্ত্তমুখে বালির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বালির প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সুগ্রীব তথায় বহুকাল অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ফিরিবার কোন আশা নাই দেখিয়া, তিনি গর্ত্তমুখে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপনপূর্ব্বক চলিয়া আসেন, এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ তারাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বালি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভ্রাতার ব্যবহারে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। সুগ্রীব মতঙ্গমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে মহিষাকৃতি দুন্দুভি নামক এক রাক্ষস বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল। বালি তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মতঙ্গমুনির আশ্রম সমীপে নিক্ষেপ করেন। নিহত রাক্ষসের মুখ নিঃসৃত রক্ত মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হইলে, মতঙ্গমুনি বালিকে শাপ দেন যে, তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলেই বালির মৃত্যু হইবে। সেই সুযোগ পাইয়া সুগ্রীব তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিল। রামা কিষ্কি ৯—১১। (৪) একবার লঙ্কাপতি রাবণও বালির সহিত বলপরীক্ষার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বালি তাঁহাকে কক্ষ তলে স্থাপনপূর্ব্বক খুব জব্দ করিয়াছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। রামা উত্ত ৩৯। (৫) রাম বনবাস কালে সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক নিরপরাধ বালিকে বধ করেন। রামা কিষ্কি-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৬) বানরেন্দ্র বালি রাম হস্তে নিহত হন। হরি হরি ৪১; স্কন্দ-নাগ-১৫৮;

শিব-ধর্ম্ম-১৪ ; অগ্নি-৮ ; শ্রীমহাভা-৩৯ ; কল্কি-৩স্ক-৩ ; বৃহদ্ধ-পু-১৯।

বালিক—ময়দানবের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৮। ময়দানব দেখ। (২) সগর বংশীয় নরপতি অশ্বকের তনয় বালিক। স্ত্রীলোকেরা বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নাম হয় নারীকবচ। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, তিনিই একমাত্র জীবিত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার আর এক নাম হয়—মূলক। বালিকের পুত্র দশরথ, দশরথের তনয় ঐড়বিড়। ভাগ-৯স্ক-৯।

বালিকা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বালিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বালিখিল্য—বালখিল্য দেখ।

বালিশয়—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের একমাত্র বশিষ্ঠ আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

বালিশায়নি—একজন আঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বালিশিখ—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, শঙ্খ, বালিশিখ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

বালী—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম সেনাপতি। মৎ-১৬১। (২) বরুণদেবের অনুগত অন্যতম নরপতি। মহাভা-সভা-৯।

বালীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-৯৭।

বালুকেশ্বর—বায়ুপুরস্থিত বালুকেশ্বর দেবকে প্রণাম করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। বায়ু-৬০।

বালেয়—বালেয় নামে খ্যাত গন্ধর্ব্বগণ যক্ষপতি বিক্রান্তের সন্তান। বায়-৬৯।

বালেয়গণ—উংকুর, শকুনি, কালনাভ, ভূতসন্তাপন ও মহানাভ এই পাঁচ জন মহাসুর হিরণ্যাক্ষের সন্তান। ইঁহারা দেবগণেরও দুর্জ্জেয়। তাঁহাদের শত সহস্র পুত্র ও পৌত্র জন্মে। তাঁহারা বালেয়গণ নামে খ্যাত। বায়ু-৬৭।

বালেয়গন্ধর্ব্ব—মহাত্মা বিক্রান্তের চিত্রাঙ্গদ, বিশ্বকর্ম্মা, চিত্রকেতু ও সোমদত্ত নামে পুত্রগণ বিক্রম ও ঔদার্য্যসম্পন্ন এবং বালেয় গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত ছিলেন। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বালেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বালাদিত্যের দক্ষিণে ক্রোশদ্বয় মধ্যে বালেশ্বর নামে মহাদেব আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২৮৯।

বাল্মীক (১) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বলবান্ বিহগ উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে বাল্মীক অন্যতম ছিলেন।

মহাভা-উদ্-১০০। (২) কৃণু নামে জনৈক মুনি দীর্ঘকাল দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে থাকিলে, বল্মীক মৃত্তিকায় তাঁহার দেহ আচ্ছন্ন হয়। এইজন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। রামায়ণ রচয়িতা প্রসিদ্ধ বাল্মীকি মুনি তাঁহারই পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২১। (৩) পুরা কালে সুমতি নামে ভৃগুবংশীয় এক বিপ্র ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কৌশিকী অগ্নিশর্ম্মা নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই অগ্নিশর্ম্মা আভীর দস্যুদিগের সহিত মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিত। একদা অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ অগ্নিশর্ম্মা কর্তৃক আক্রান্ত হন। পরে অত্রির উপদেশে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইলে, তিনি আত্ম ধ্যান করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ যখন পুনরায় সেই পথ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন, তখন বল্মীক মধ্যে অগ্নিশর্ম্মাকে দেখিতে পাইয়া বাল্মীকি নাম রাখি-লেন। তিনি রামায়ণ রচয়িতা প্রসিদ্ধ বাল্মীকি মুনি। স্কন্দ-আব অব-২৪। (৩) ভার্গব বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। মৎ-১২; অগ্নি-১১; কল্কি-৩য়-৩; রাম না জন্মিতেই রামায়ণ রচিত হয়। বৃহদ্ধ-পু-২৫। বাল্মীকের আত্মজা রোহিণী ও পৌরবী বসুদেবের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৯৬। (৪) মহর্ষি বাল্মীকি চিত্রকূট পর্ব্বতে মাল্যবতী নদীতীরে অবস্থান করিতেন। রামা অযো ৫৬। তিনিই রামায়ণ রচনা করেন। রামা বাল ৭। (৪) রাম সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিলে, সীতা তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির আশ্রমে গমন করেন। সেখানে সীতা কুশ ও লব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি কুশ ও লবকে সঙ্গে করিয়া আগমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হয়। সীতাকে গ্রহণ করিতে রাম অসম্মত হইলে সীতা পাতালে প্রবেশ করেন। রামা উত্ত [illegible]; মৎ-১২; অগ্নি ৫, ১১; [illegible]; বৃহদ্ধ পু ২৫। কথিত আছে যে বল্মীকসম্ভূত মহাযোগী বাল্মীকি বরুণের পুত্র। [illegible] ১৮; স্কন্দ [illegible] ১১; স্কন্দ কাশী পু-১১।

বাল্মীকেশ্বর কাশীস্থিত একটি শিবালয়। স্কন্দ কাশী-পু ১১।

বাল্মীকেশ্বর অবন্তীক্ষেত্রে বাল্মীকেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ আব-অব ২৪।

বাশিষ্ঠ— বশিষ্ঠের তনয় শক্তি। মহাভা-উদ্ ১১৬। শক্তি দেখ। বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে মহাদেব বশিষ্ঠের আশ্রমের অন্তর্গত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বালি নামক মহামুনিরূপে অবতীর্ণ হন। সুধামা, কশ্যপ, বাশিষ্ঠ ও বিরজা নামে বালির চারি পুত্র ঊর্দ্ধরেতা ও মহাযোগ বলে বলী ছিলেন। তাঁহারা মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লি-২৪।

বাষ্কল,বাস্কল—(১)হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৫। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদ। এই সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাষ্কল। বিষ্ণু ১ম ৯। (৩) কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অন্যতম শিষ্য পৈল, ঋগ্বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাষ্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করান। মহামুনি বাষ্কল ঋগ্বেদের প্রথম শাখাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য চতুষ্টয় বোধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরকে অধ্যয়ন করান। বাষ্কল অপর আরও তিনখানা সংহিতা রচনা করিয়া কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য় ৪; ভাগ ১২স্ক ৬। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় অনুহ্লাদের পত্নী সূর্ম্যা হইতে বাষ্কল ও মহিষ জন্মে। ভাগ-৬স্ক ১৮।

বাসচূর্ণিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

বাসনা—ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র ও অষ্টবসুর অন্যতম অর্ক। তাঁহার পত্নী বাসনা হইতে তর্ষ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। ভাগ ৬স্ক-৬। তর্ষ দেখ।

বাসব—ইন্দ্রের অন্য নাম। ইন্দ্র দেখ।

বাসবী—পিতৃগণের বাসবী নাম্নী কন্যা, পিতৃগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মৎস্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে প্রসব করেন। বায়ু ১।

বাসুকি, বাসুকী (১) কশ্যপ হইতে দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নামধেয় শেষ, বাসুকী প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা নাগগণের আধিপত্যে বাসুকীকে নিযুক্ত করেন। মৎ-৬; বরা-২৪; বিষ্ণু-১ম ১৫; হরি হরি-৩। (২) সমুদ্র মন্থন কালে তিনি মন্থন রজ্জু হইয়াছিলেন। তাঁহারই ভগিনী জরৎকারুকে জরৎকারু মুনি বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-১৯। (৩) বাসুকির দৌহিত্র কুন্তিভোজ, কুন্তিভোজের দৌহিত্র পঞ্চ পাণ্ডব। মহাভা-আদি-৬৩। (৪) গন্ধর্ব্ব রাজ বাসুকির পত্নীর নাম শতশির্ষা মহাভা-উদ্-১১৬। (৫) সূর্য্যের বহনকারী দ্বাদশ নাগের অন্যতম বাসুকী। রসাতল নামক পাতাল প্রদেশে তিনি বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। দ্বাদশ নাগ দেখ। মার্ক-১৯; অগ্নি-১৯; দেবীভা-২স্ক-১২। (৬) নাগগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন তখন বাসুকী দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২; পদ্ম-সৃষ্টি-৫; কালিকা-৩৫; স্কন্দ-আব-অব-৬৫। (৭) দেবগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন ও বাসুকীকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র

মন্থন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-২৬; স্কন্দ-আব-রেবা-৯৯, ১৬১; স্কন্দ-নাগ ৩১।

বাসুকীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

বাসুদেব—(১) পাণ্ডুর তনয় ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পুণ্ড্রদেশের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-২৯। (২) বাসুদেব নামে একজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টা ছিলেন। মৎ ২৫২। (৩) ব্রহ্মের এক নাম বাসুদেব। মাক ৪। (৪) বসুদেব পুত্রের নাম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নি ১২; ব্রহ্মাণ্ড ২৩; বায়ু ২৩, ৯৩; বৃহদ্ধ উত্ত ১৫, ১৬; পদ্ম সৃষ্টি ৩৪, ৩৬; বিষ্ণু ১ম ২, ৪; মহাভা আদি ৬৭; সভা ২৯; শান্তি ১, ২; স্ত্রী ১, ৩; অনুশা ৪, ১৭; আশ্বমে ১, ২; স্বর্গা ৪, ৫; বরা ৯৯।

বাসুদেবী—পার্ব্বতীর সহচরী অন্যতমা দেবী। মৎ ৬২।

বাস্কলি—(১) একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৬। (২) দ্বাপর যুগের অবসান সময়ে রাজা বাস্কলি দশাশ্বমেধিক তীর্থ সেব করিয়া দশাশ্বমেধের ফললাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ আব অব ১৭।

বাহিনীপতি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উশিজ ও উতথ্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বাহীক—পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ দেশে লবণ বিক্রয়ী বাহীক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে অতিশয় দুরাচারী ছিল। সে বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার অস্থি গৃধ্র কর্ত্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সে অতিশয় পাপী হইয়াও মুহূর্ত্তে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। স্কন্দ কাশী-পূ-২৮।

বাহু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি বৃকের তনয় বাহু। শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতিগণের সহিত হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মিলিত হইয়া, সেই বাহু নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি অধার্ম্মিক ছিলেন। বাহুর তনয় সগর। হরি ১৩; অগ্নি ২৭৩; বায়ু ৮৮; ব্রহ্মাণ্ড ২৩; সৌর ৩০; মৎ ১২; বিষ্ণু ৪র্থ ৩; শিব ধর্ম্ম ৬১। (২) সগরের তনয় অসমঞ্জা অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। প্রাতবাসীদের শিশুদিগকে আক্রমণ ও সরযূ জলে নিমজ্জন করিতেন। এই অপরাধে সগর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাভা শান্তি ৫৭। (৩) প্রাচীন কালে বাহু নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক দানবপতি ছিলেন। মহাভা শান্ত ২২৭। (৪) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম

সেনাপতি। তিনি মহর্ষি গৌরমুখ কর্ত্তৃক নিহত হন। বরা-১০—১২। গৌরমুখ দেখ।

বাহুক—(১) রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগরাজ কৌরবের কুলজাত বাহুক, কুমারক, বেণী, কুণ্ডল প্রভৃতি নাগগণ বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাজ্যভ্রষ্ট রাজা নল বাহুক নামে সারথি-রূপে ভূপতি ঋতুপর্ণের আলয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। মহাভা-বন-৬৭। (৩) মনুবংশীয় বৃকের তনয় বাহুক। তিনি শককর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনে গমন করেন। মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রমে তাঁহার স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করেন। গর্ভাবস্থায় তাঁহার সপত্নীরা তাঁহাকে অন্নের সহিত বিষ (গর) প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিতই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সগর নামে খ্যাত হন। ভাগ ৯স্ক ৮। বাহু দেখ। বৃহন্ন মধ্য-১৮।

বাহুদা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বাহুদা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর শতশীর্ষকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। শতশীর্ষ দেখ।

বাহুপাত্রিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়াগ তীর্থ স্বীয় অনুচরী, কোটরা, উর্দ্ধবেণী, শ্রীমতী, বাহুপাত্রিকা, পতিতা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

বাহুপুত্র—মহর্ষি বাহুপুত্র দক্ষের দুইটী কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৯।

বাহুবৃক্ত—অত্রি বংশীয় মহর্ষি বাহুবৃক্ত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-৫।৭১।১।

বাহুলি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। তিনি গোকুল-পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদ-বেদাঙ্গপারগ ও গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনু-৪।

বাহুশাল—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, পুষ্কর তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বাহুশালকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

বাহুশালিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব বাহুশালিনী প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মৎ-১৭৯।

বাহোড়লি—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ একমাত্র আর্ষেয় প্রবর। মৎ ২০০।

বাহ্বৃতি—যদুবংশীয় নৃপতি রোমপাদের তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় বাহ্বৃতি, বাহ্বৃতির তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চৈদি। হরিবংশ-৩৬

বাহ্য—(১) যদুবংশীয় ভজমানের অন্যতম পুত্র বাহ্য। অগ্নি-২৭৫। ভজমান দেখ। (২) যদুবংশীয় ভজমানের পত্নী সৃঞ্জয়ী হইতে বাহ্য ও উপরিবাহ্যক নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু ৯৬। উপরিবাহ্যক দেখ।

বাহুক—(১) যদুবংশীয় ভজমানের পত্নী, সৃঞ্জয়ী, বাহুক ও উপরিবাহুক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে বাহুক সৃঞ্জয়ের দুইটী কন্যাকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী নিমি, পণব ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র এবং কনিষ্ঠা পত্নী কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও বামক নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-৯৬। (২) বশিষ্ঠ বংশে বাহুক নামে একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০। উপরিবাহুক দেখ।

বাহুকর্ণ—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, শঙ্খ, বাহুকর্ণ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

বাহুকা—(১) সঞ্জয়ের কন্যা বাহুকা ও উপবাহুকা জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের স্ত্রী ছিলেন; তন্মধ্যে বাহুকা হইতে ক্রমি, ক্রমিন, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় প্রসূত হন। হরি-হরি-৩৭। (২) নৃপতি সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ও বাহুকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহুকা হইতে নিমি, ক্রমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। বাহুক দেখ।

বাহুকুণ্ড—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম বাহুকুণ্ড ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

বাহুময়—পরাশর বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি নীল-পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—পরাশর, শক্ত্রি ও বশিষ্ঠ। মৎ-২০১। পরাশর দেখ।

বাহ্যাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় নরপতি সুশান্তির তনয় পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহ্যাশ্ব। এই বাহ্যাশ্ব হইতে মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও ক্রমিলাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই দেশরক্ষণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি-৩২। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অজমীঢ়ের অন্যতমা স্ত্রী নালিনী হইতে শান্তি নামে এক পুত্র জন্মে। শান্তির তনয় পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহ্যাশ্ব। এই বাহ্যাশ্বের মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও ক্রমিল নামে পঞ্চ বিক্রমশালী পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই রাজা এবং পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিলেন। অগ্নি ২৭৮। অজমীঢ় দেখ।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—(১) কুরুবংশীয় নরপতি প্রতীপের শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক নামে তিন পুত্র ছিল। হস্তিনানগরের বাহিরে বাহ্লিকের সপ্ত রাজ্য ছিল। বাহ্লিকের তনয় সোমদত্ত, সোমদত্তের তনয় ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। বাহ্লিকের কন্যা রোহিণী বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। রোহিণী হইতে রাম (বলরাম বা বলদেব) শঠ, শারণ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক

ও উশীনর নামে আট তনয় এবং চিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩২; মৎ-৫০; মহাভা-আদি-৯৪; বিষ্ণু-৪র্থ-২০; বৃহদ্ধ মধ্য ২৯। (২) প্রতীপ তনয় বাহ্লিক কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭। (৩) রাজা কুরুর তনয় অবিক্ষিৎ, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি এই আট জন। মহাভা আদি-৯৪; স্কন্দ-নাগ ১২, ১৪; গর্গ গোল-৫; বায়ু ৯৯।

বংশ—(১) নরপতি ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অন্যতম বিংশ। তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ও ধনুর্ব্বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। বিংশের তনয় বিবিংশ, বিবিংশের তনয় খনীনেত্র। মহাভা-অনু-৪। খনিনেত্র দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় খনিত্রের তনয় ক্ষুপ, ক্ষুপের তনয় বিংশ, বিংশের পুত্র ধার্ম্মিক বিবিংশ। বায়ু-৮৬।

বংশজ—নাগবংশীয় জনৈক বিদেশী রাজা। বায়ু-৯৯।

বংশতি—(১) ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ তনয় বিকুক্ষি। বিকুক্ষির শকুনি প্রমুখ পাঁচ শত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিংশতি-প্রমুখ আটচল্লিশ জন নরপতি দক্ষিণাপথের রক্ষক হন। বায়ু-৮৮। (২) ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশ ধনুর্ব্বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। বিংশের পুত্র বিবিংশ। মহাভা-আশ্বমে-৪। বিংশ দেখ।

বিকচা—কম্পন নামক যক্ষের পত্নী কেশিনী, নীলা নামে এক কন্যা প্রসব করেন। নীলার কন্যা বিকচার গর্ভে রাক্ষসপতি বিরূপের ঔরসে দংষ্ট্রাকরাল, বিকৃত, মহাকর্ণ, মহোদর, হারক, ভীষক, ক্রামক, বৈনক, পিশাচ, বাহুক ও প্রাশক নামে বহু বীর্য্যশালী পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

বিকঞ্জ—কালকঞ্জ নামক রাক্ষসের পত্নী কুমোদরী হইতে বিকঞ্জ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-৩য়-২।

বিকট—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম বিকট। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি ৬৭। (২) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিকট তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) রাক্ষস-পতি সুমালীর অন্যতম তনয়। রামা-উত্ত ৫। তিনি লঙ্কা সমরে প্রাণ-ত্যাগ করেন। রামা-লঙ্কা-৯০। (৪) গণেশের অন্য নাম। অগ্নি-৭১। (৫) প্রভাস ক্ষেত্রের একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা দ্বার-১৭। (৬) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ ব্রহ্ম-উত্ত-১৬।

বিকটদ্বিজ—কাশীধামে পাশপাণি গণে-

শের দক্ষিণ দিকে বিকটদ্বিজ গণেশ আছেন। তাঁহার পূজা করিলে গাণপত্য পদ প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

বিকটলোচনা— কাশীস্থিতা চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

বিকটা—(১) অশোক বনে আবদ্ধা সীতার পরিচর্য্যার্থ নিযুক্তা অন্যতমা রাক্ষসী। রামা-সুন্দ-২৩, ২৪। (২) কাশীস্থিতা একটী দেবী। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (৩) কাশীস্থিত পঞ্চমুদ্র মহা-পীঠে বিকটা নামে মাতৃকা আছেন। তিনি শিশুদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩।

বিকটাক্ষ—লঙ্কা সমরে অঙ্গদ বিকটাক্ষ নামক রাক্ষসপতিকে বধ করেন। রামা-লঙ্কা-১২৫।

বিকটানন—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনা-পতি। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

বিকটাননা—কাশীস্থিতা একটী যোগিনী। স্কন্দ-কাশী পূ-৪৫।

বিকটাস্য—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। তিনি ভৃঙ্গীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাদেব-হস্তে নিহত হন। পদ্ম-উত্ত-১৭।

বিকটেক্ষণ—মহিষাসুরের অন্যতম সেনা পতি। তিনি দেবী পার্ব্বতী হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১৯।

বিকদ্রু—বিকদ্রু মথুরাপতি উগ্রসেনের মন্ত্রী এবং অনাধৃষ্টি সেনাপতি ছিলেন। উগ্রসেন এই উভয়ের পরামর্শে কাজ করিতেন। হরি-হরি-১১৫।

বিকম্পন— রাবণের অনুচর একজন রাক্ষসপতি। ভাগ-৯স্ক-১০।

বিকরা—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি গোত্রেই এক একটি যোগিনী ছিলেন। বিকরা একটী গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

বিকরাল—(১) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। মাহেশ্বরী তাঁহাকে বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা বধ করেন। স্কন্দ-মাহে অরু-উত্ত-১৯। (২) যমের আট জন দূত আছেন। তন্মধ্যে বিকরাল একজন। তাঁহারা অনবরত যমের আদেশ পালন করেন। স্কন্দ-নাগ-২২৬। যম দেখ।

বিকর্ণ—(১) অঙ্গদেশের অধিপতি বিশ্ব-জিতের তনয় কর্ণ, কর্ণের তনয় বিকর্ণ। কুলবর্দ্ধন বিকর্ণের একশত পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩১। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম বিকর্ণ ছিলেন। তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি অন্যান্য ভ্রাতাদের মত দুরাশয় ছিলেন না। পাশ ক্রীড়ার পরে দুঃশাসন দ্রৌপদীর অপমান করি-বার সময়ে তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৬৬। পরে তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। ভীম তাঁহাকে বধ করিয়া শেষে বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা দ্রোণ ১৩৭। (৩) বিকর্ণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি মহাদেবের

আরাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-২।

বিকর্ত্তন—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ ৯; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৯।

বিকর্ম্মা—পার্ব্বতীর শরে মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি বিকর্ম্মা নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

বিকল—(১) শম্বর অসুরের শত পুত্রের অন্যতম বিকল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ১৬২। (২) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৩) যদু বংশীয় জীমূতের তনয় বিকল, বিকলের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ। অগ্নি ২৭৫। জীমূত দেখ।

বিকলা— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সর্ব্বপাপ-বিমোচনা নদী স্বীয় অনুচরী সুষমা, বিকলা, মধুপিঙ্গা, ক্ষান্তি, দহদহা, খেটকরা, সন্তানিকা, ক্রমুকা, বরবাসিনী, জলেশ্বরী ও কুক্কুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

বিকারযশা—ব্রাহ্মণগণের প্রতি গোত্রেই এক একটী গোত্রদেবী আছেন। তিনি এইরূপ একটি গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

বিকাশিনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা বিকাশিনী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বিকুক্ষি—(১) ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। শ্রাদ্ধের জন্য মৃগ হনন করিয়া মাংস আহরণ করিবার জন্য ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে আদেশ করেন। কিন্তু বিকুক্ষি লোভ বশতঃ শ্রাদ্ধের আহৃত মাংস শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই ভক্ষণ করেন। সেইজন্য তিনি শশাদ নামে আখ্যাত হন। বশিষ্ঠের আদেশে ইক্ষ্বাকু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পরে তিনি অযোধ্যার অধীশ্বর হন। ইহার পুত্র ককুৎস্থ। মৎ-১২; হরি-হরি-১১। (২) বৈবস্বত মনুবংশীয় ইক্ষ্বাকুর তনয় কুক্ষি, কুক্ষির তনয় বিকুক্ষি, বিকুক্ষির তনয় প্রতাপশালী বাণ। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (৩) বিকুক্ষি শ্রাদ্ধের জন্য আহৃত মাংস ভক্ষণ করিয়া শশাদ নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-২; ভাগ-৯স্ক-৬। (৪) ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির শকুনি প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র উত্তরাপথ নামক দেশে রাজা হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০; অগ্নি-২৭৩; দেবীভাগ-৭স্ক-২; সৌর-৩০। (৫) বিকুক্ষির বিংশতি প্রভৃতি আটচল্লিশ জন পুত্র দক্ষিণাপথের রক্ষক হন। বায়ু-৮৮। (৬) ইক্ষ্বাকুর তনয় বিকুক্ষি, বিকুক্ষির তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

বিকুণ্ঠন—কুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর স্ত্রী যশোধরা হইতে বিকুণ্ঠন জন্মগ্রহণ

করেন। বিকুণ্ঠের স্ত্রী সুদেবা হইতে অজমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

বিকুণ্ঠা—সত্যদেবগণ তামস মন্বন্তরে তামসমনুর পত্নী হর্য্যা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি নামে খ্যাত হন। সেই হরি দেবগণ চারিক্ষব নামক পঞ্চম মন্বন্তরে বিকুণ্ঠা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ নামে বিখ্যাত হয়েন। বায়ু-৬৭; বিষ্ণু-৩য়-১।

বিকুম্ভ—রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও বিকুম্ভ। কুম্ভের তনয় অঙ্কুর। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৮।

বিকৃত—(১) যমের দৌহিত্র পরিবর্ত্তের অন্যতম পুত্র। তাঁহারা বৃক্ষাগ্রে, পরিখা প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গর্ভিনীদের অনিষ্ট সাধন করেন। মার্ক-৫১। অর্দ্ধ-হারী দেখ। (২) পূর্ব্বকালে বিকৃত নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৩) বিরূপ রাক্ষসের পত্নী বিকচার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। বিকচা দেখ।

বিকৃতা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। বায়ু-৫২।

বিকৃতাননা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। বায়ু-৫২।

বিকৃতি—বিদর্ভপতি ভীমের পুত্র জীমূত। জীমূতের তনয় বিকৃতি, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; বায়ু-৯৫; ভাগ-৯স্ক-২৪।

বিকেশ—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে মহাদেব দমন নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার বিশোক, বিকেশ, বিলাপ ও আপনাশন নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩। দমন দেখ। শিব-বায়-উত্ত-১০।

বিকেশী—(১) রুদ্রের পত্নী। মার্ক-৫২। (২) মহাদেবের শর্ব্ব নামের মূর্ত্তি ভূমি। এই ভূমির পত্নী বিকেশী এবং তনয় অঙ্গারক। বায়ু-২৭; ব্রহ্মাণ্ড-২৮।

বিকোশ—বিকেশ দেখ।

বিকোক—দানবপতি শকুনির তনয় কোক ও বিকোক কল্কি কর্ত্তৃক নিহত হয়। কল্কি-৩য়-৬, ৭। কোক দেখ।

বিক্রম—(১) দেবাসুর সমরে স্কন্দের সাহায্যার্থ বিষ্ণু স্বীয় গণ বিক্রম, সংক্রম ও পরাক্রমকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। পরাক্রম দেখ। (২) ভলন্দনের তনয় নরপতি বৎসপ্রী। এই বৎসপ্রীর স্ত্রী সুনন্দা হইতে বিক্রম, ক্রম, বল প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মার্ক-১১৭। (৩) গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক পুরী আছে। তথায় দুর্দ্দম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে বিক্রম নামে এক রাজা জন্মে। তিনি স্বীয় কুকর্ম্মের ফলে বহু জন্ম বিবিধ যাতনা প্রাপ্ত হন। পরে এক নিকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন। পদ্ম-উত্ত-১৭৬। ভলন্দন দেখ।

বিক্রমক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বিক্রমবেতাল—সিংহল দ্বীপের রাজা বিক্রমবেতাল গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায় শ্রবণে করিয়া, পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৮।

বিক্রমশীল—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রী কালিন্দী হইতে দুর্গম জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৭৫।

বিক্রমাঢ্য—চন্দ্রবংশে বিক্রমাঢ্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মনোজব। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১২।

বিক্রমিত্র—মগধের অন্যতম নৃপতি। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর ভাগবত বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

বিক্রান্ত—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে বিক্রম ও ঔদার্য্য সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত মহাগন্ধর্ব্ব নায়ক নামে প্রসিদ্ধ চিত্রাঙ্গদ, বিশ্বকর্ম্মা, চিত্রকেতু ও সোমদত্ত নামে চারি পুত্র এবং অম্বিকা, কম্বলা ও বসুমতী নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। এই কন্যাত্রয়ের কুমার হইতে তিনটী বিক্রান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ গন্ধর্ব্ব গণ উৎপন্ন হয়। বায়ু-৬৯। (২) এই বিক্রান্ত হইতে হিরণ্যরোমা, কপিল, স্থূলোমা, অশেষ, চন্দ্রকেতু, গাঙ্গ ও গোদ নামক মহাবিদ্যাবদাত গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। (৩) নরপতি ঋতধ্বজের পত্নী মদালসা হইতে বিক্রান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। মার্ক-২৫। (৪) বিক্রান্ত নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন। বায়ু-৬৫। (৫) হিরণ্যাক্ষের অন্যতম তনয় বিক্রান্ত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। হিরণ্যাক্ষ দেখ।

বিক্রান্তা—ভদ্রাকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯। পার্ব্বতীর অন্য নাম ব্রহ্মাণ্ড-৯।

বিক্ষর—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনায়ু হইতে বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে চারি পুত্র জন্মে; মহাভা-আদি-৬৫। (২) প্রাচীন কালে বিক্ষর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বিক্ষুর—(১) মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি। তিনি দেবী পার্ব্বতীর হস্তে নিহত হন। সৌর-৪৯। (২) দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। বাম-৭৪।

বিক্ষোভ—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

বিক্ষোভন—কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে বিক্ষোভন প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

বিখনা—মহর্ষি বিখনা একজন অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষি। তাঁহারই পুত্র মহর্ষি বব্র। ঋক্-১।৫১।৯। বব্র দেখ।

বিগাহন— মুকুট-বংশীয় বিগাহণ স্বীয় দুষ্কর্ম্মদ্বারা বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-৭৩।

বিগ্রহ—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন বিগ্রহ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বিঘন—রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস-পতি। রাম-সুন্দ-৬।

বিঘন—(১) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি মহর্ষি গৌরমুখ কর্ত্তৃক নিহত হন। বরা-১১। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি। বরা-৯৩। (৩) একজন শিবভক্ত দৈত্যপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

বিঘ্ন—যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস বধ। এই বধের তনয় বিঘ্ন ও শমন। তাঁহারা উভয়েই দুরাচার। বায়ু-৬৯।

বিঘ্ননাশ—অবন্তী ক্ষেত্রে বিঘ্ননাশ নামে এক দেবতা আছেন। ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত ভাবে শতঘট দ্বারা তাঁহার স্নান করাইলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

বিঘ্ননাশন—গণেশের অন্য নাম। অ-৭১।

বিঘ্নরাজ—(১) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে, অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদার আঘাত করেন। সেই আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে যে রুধির ধারা পতিত হয়, সেই রুধির ধারা হইতে বিঘ্নরাজ নামক ভৈরবের উৎপত্তি হয়। বাম-৭০। (২) কাশীতে বিঘ্নরাজ নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫।

বিঘ্নেশ—রেবা ক্ষেত্রে বিঘ্নেশ নামে এক গণপতি আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৩।

বিঘ্নেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বিঘ্নেশ্বর নামে এক গণেশ আছেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সমুদয় বিঘ্ন দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ৭২, ১৪৫।

বিচক্র—দানব বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করেন। হরি-হরি-১৭২।

বিচক্ষু—(১) প্রাচীন কালের একজন রাজা। তিনি যজ্ঞে পশুবধ প্রভৃতির নিন্দা করিয়া অহিংস-ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ২৬৫। (২) একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

বিচারু—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। রুক্মিণী দেখ।

বিচিত্ত—আঙ্গিরস অথর্ব্বনের তিন পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে মনুর কন্যা পথ্যার গর্ভজ পুত্র বিষ্ণু এবং মানস পুত্র সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত। বায়ু-৬৫।

বিচিত্র—(১) রৌচ্য মনুর চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপা, নির্ভয় ও দৃঢ় নামে দশ পুত্র ছিল। বায়ু-১০০; হরি-হরি-

৭ ; বিষ্ণু-৩য়-২। (২) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির অন্যতম তনয়। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৩) প্রাচীনকালে বিচিত্র নামে একজন ভূপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৪) ধর্ম্মরাজ যমের লেখক বিচিত্র। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-২৯৪।

বিচিত্রবীর্য্য—কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর পত্নী দাশরাজ কন্যা সত্যবতী হইতে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া শান্তনু-তনয় চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। তিনি যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষয়রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী অম্বিকার গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিদুরের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৯৫ ; মৎ-৫০ ; হরি-হরি-৩২ ; অগ্নি-২৭৮। দেবীভাগ-১স্ক ২০ ; বায়ু-৭৩ ; বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯ ; পদ্ম-স্বষ্টি-৯ ; বিষ্ণু-৪র্থ-২০ ; ভাগ-৯স্ক-২২ ; স্কন্দ-নাগ ১৪৭।

বিচিত্ররূপা— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন বিচিত্ররূপা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বিচিত্রেশ্বর— যমের লেখক বিচিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে এক মহাদেবের পূজা করিয়া সিদ্ধকাম হন। তদবধি সেই মহাদেব বিচিত্রেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৪।

বিজয়—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি চঞ্চুর বিজয় ও সুদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। বিজয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিজয়ের তনয় রুরুক, রুরুকের তনয় বৃক। হরি-হরি-১৩ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (২) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা শান্তিদেবার গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, জয়ন্তের তনয় বিজয়। হরি-হরি-১৫৪। (৪) অঙ্গ দেশের অধিপতি বৃহন্মনার যশোদেবী ও সতী নাম্নী দুই স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে যশোদেবী হইতে জয়দ্রথ এবং সতী হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়ের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় ধৃতব্রত। হরি-হরি-৩১। (৫) বিজয় নামে এক ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-১৬৬। (৬) সোম বংশীয় সৃঞ্জয়ের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় কৃতি। হরি-হরি-২৯। (৭) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে রণ-বিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। সেইজন্য তিনি বিজয় নামে অভিহিত হইতেন। মহাভা-বিরা-৪৪। (৮) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত

পুত্রের অন্যতম বিজয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭। (৯) বিজয় মহারাজ দশরথের অষ্ট মন্ত্রীর অন্যতম। রামা-আদি-৭; পদ্ম-সৃষ্টি-৩৭; পদ্ম-উত্ত-২৪৩; অগ্নি-৬। (১০) অযোধ্যাপতি দশরথের অন্যতম দূত। দশরথের মৃত্যুর পরে ভরতকে আনিবার জন্য তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন। রামা-অযো-৬৮। (১১) সীতাপতি রামচন্দ্রের অন্যতম গুপ্তচর। তাঁহারা রামকে রাজ্যের যাবতীয় গোপনীয় খবর প্রদান করিত। রামা-উত্ত-৫৩। (১২) বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে তাঁহার দুই দ্বারপাল ছিল। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৪; পদ্ম-উত্ত-৫; শিব-জ্ঞান-৫৯; দেবীভাগ ৫স্ক-৮। (১৩) বসু-দেবের অন্যতমা স্ত্রী অপদেবী হইতে বিজয়, রোচমান ও দেবল নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৭। (১৪) যযাতি বংশীয় বৃহন্মনার অন্যতমা স্ত্রী সত্যা হইতে (হরিবংশে সতী) বিজয়, বিজয় হইতে বৃহৎ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (১৫) মগধের কাণ্বায়ন বংশীয় যজ্ঞশ্রী বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে বিজয় ছয় বৎসর ও তৎপুত্র শান্তিকর্ণ চণ্ডশ্রী দশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; মৎ-২৭৩। (১৬) মনু-বংশীয় নরপতি সুদেবার তনয় বিজয়। বিজয়ের তনয় ভরুক, ভরুকের তনয় বৃক। ভাগ-৯স্ক-৮। (১৭) জনক বংশীয় ভূপতি জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ঋত, ঋতের পুত্র শুনক। ভাগ-৯স্ক-১৩; বিষ্ণু-৪র্থ-৫; বায়ু-৮৯। (১৮) নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশীর গর্ভজাত অন্যতম তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন। ভাগ-৯স্ক-১৫। (১৯) যযাতি বংশীয় জয়দ্রথের তনয় বিজয়। এই বিজয়ের স্ত্রী সম্ভূতি হইতে ধৃতি এবং ধৃতি হইতে ধৃতব্রত জন্মে। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮; ভাগ-৯স্ক-২৩। (২০) মগধের শূদ্র বংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভাব্য, ভাব্যের তনয় চন্দ্রবীজ। ভাগ-১২স্ক-১। (২১) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম বিজয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। (২২) মনু বংশীয় নরপতি ধুন্ধুর বিজয় ও সুতেজা নামে দুই পুত্র জন্মে। সর্ব্বদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের জেতা বলিয়া তাঁহার নাম বিজয় হয়। বিজয়ের পুত্র পরম ধার্ম্মিক রুচক। লি-৬৬। (২৩) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয়, ও বিজয় নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অন্যকে শাপ প্রদান করেন। ইহার ফলে একজন কুম্ভীর ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন। বরা-১৪৫। (২৪) চন্দ্র বংশীয় নরপতি জয়ের পুত্র বিজয়, বিজয়ের তনয় যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞকৃতের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (২৫) ইক্ষ্বাকু

বংশীয় নরপতি ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও বসুদেব। তন্মধ্যে বিজয়ের পুত্র বীর্য্যবান্ কারুক। কূর্ম্ম-২১। (২৬) ইন্দীবর বিদ্যাধর কন্যা মনোরমা স্বারোচিষ মনুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। মার্ক-৬৬। (২৭) রৈবত মন্বন্তরে ভাব্য নামক দেবগণের অন্যতম বিজয় ছিলেন। বায়ু-৬২। ভাব্যগণ দেখ। (২৮) মণিবর যক্ষের পত্নী দেবজনার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী ও মণিবর দেখ। (২৯) বরুণের স্ত্রী সামুদ্রী দেবী সুনাদেবী নামে খ্যাত ছিলেন। তাহা হইতে কলি ও বৈদ্য নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কলির পুত্র জয় ও ও বিজয়। বায়ু-৮৪। (৩০) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হরিত, হরিতের তনয় ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় সুদেব ও বিজয়। বিজয়ের পুত্র কুরুক। সৌর-৩০। (৩১) হরিতের পুত্র চঞ্চু, চঞ্চুর তনয় বিজয় ও সুমেরু। বিজয়ের তনয় রুরুকা। বায়ু-৮৮। (৩২) দেবহূতি নামে নরপতি তৃণবিন্দুর এক কন্যা ছিলেন। তাহাহইতে কর্দ্দম প্রজাপতির জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুভক্ত দুই পুত্র জন্মে। পদ্ম-উত্ত-১১০। (৩৩) হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ পূর্ব্বজন্মে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৭। (৩৪) বৃদ্ধশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা চারুমতিকে অনন্ত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন। তাঁহাদের জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কল্কি-২স্ক-৪, ৬। (৩৫) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হারীত, হারীতের তনয় চম্প, চম্পের তনয় বসুদেব, বসুদেবের তনয় বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভব্য। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। (৩৬) যদুবংশীয় বসুদেবের পত্নী উপদেবী হইতে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান ও দেবল নামে চারি পুত্র প্রসূত হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩৭) বেতাল বংশীয় সুমতির কল্ল নামে এক পুত্র জন্মে। কল্লের তনয় বিজয়। বিজয় ইন্দ্রের আদেশে খাণ্ডব নামে এক বিস্তৃত বনভূমি নির্ম্মাণ করেন। কালিকা-৮৯। (৩৮) প্রাচীনকালে জয় নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুবাহু, শত্রুমর্দ্দী, জয়, বিজয় ও বিক্রান্ত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহারা পাঁচ প্রদেশের রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে বিজয় উত্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব·চতু·৬৬।

বিজয়দত্ত—পূর্ব্বকালে গালব নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কান্তিমতী নামে এক কন্যা ছিল। এই কন্যার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া সুদর্শন ও সুকর্ণ নামে বিদ্যাধর কুমার গালবের

শাপে যমুনাতটবাসী গোবিন্দ-স্বামী নামক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহাদের নাম বিজয়দত্ত ও অশোকদত্ত হয়। স্কন্দ-আব চতু-৬৬।

বিজয়ভৈরবী—কাশীকে রক্ষা করিবার জন্য সুপ্রতীক সরোবরের উত্তর দিকে বিজয়ভৈরবী নামে মহাগৌরী অবস্থিতা আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

বিজয়া—(১) কুরুবংশীয় ভরতের স্ত্রী সুনন্দা হইতে ভূমমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। ভূমমন্যুর পত্নী বিজয়া হইতে সুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে পাণ্ডুর পঞ্চম পুত্র সহদেব স্বয়ম্বরে বিবাহ করেন। তাহা হইতে সুহোত্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২০; বায়ু-৯৯; মহাভা-আদি-৯৫। (৩) যমের দৌহিত্র দন্তা-কৃষ্টির অন্যতমা কন্যা। এই দুষ্টা বিজয়া লোকের অহিতকারিণী। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ। (৪) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসম্ভূতা বৈষ্ণবীমূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা ৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (৫) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা দেবী। মৎ-১৭৯। (৬) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়কৃত্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। লি-১০২, স্কন্দ-নাগ-২৫৪। (৭) জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা ইঁহারা গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার গর্ভজাতা এবং পার্ব্বতীর সহচরী। বাম-৪; পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৮) হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর অন্য নাম। শিব-জ্ঞান-৬। (৯) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা বিজয়া। কালিকা-৬৩; অগ্নি-৫২। (১০) ধীর নামক ব্রাহ্মণের পত্নী রম্ভা হইতে কৌশিক নামে এক পুত্র ও বিজয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কৌশিক বুধাষ্টমী ব্রত করিয়া অযোধ্যার রাজা হইয়াছিলেন। তাহার ভগিনী যম-রাজের পত্নী হইয়াছিলেন। অগ্নি-১৮৪। (১১) শ্রীকৃষ্ণের এক পত্নীর নামও বিজয়া ছিল। অগ্নি-২১৬; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১২) জয়া ও বিজয়া নাম্নী পার্ব্ব-তীর সখীদ্বয় ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীদাম ও বসুদাম নামে দুই পুরুষ হইয়াছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯, ৫৮। (১৩) সতীর ভগিনীর কন্যার নাম বিজয়া ছিল। সতীর মৃত্যুর পরে তিনি আসিয়া, “মাসী মাসী” বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কালিকা ১৬। (১৪) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহা শক্তি। তাঁহারা দানব-সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (১৫) দক্ষের জয়া, বিজয়া, মধুস্পন্দা।

ইরাবতী, সুপ্রিয়া, জনকা, কান্তা, শুভা, সুভদ্রা ও ধার্ম্মিকা নাম্নী কন্যাগণ রুদ্রগণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

বিজয়েশ—কাশীস্থিত বিজয়েশদেবকে কাশ্মীর দেশ হইতে আনা হইয়াছিল। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

বিজল্পা—যমের দুহিতা নির্ম্মাষ্টি দুঃসহের পত্নী ছিলেন। দন্তাকৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহাদের পুত্র। এই দন্তাকৃষ্টির বিজল্পা ও কলহা নাম্নী দুইটি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে বিজল্পা অবজ্ঞা মিথ্যা ও দুষ্ট বচন কারিণী। মাক-৫১।

বিজাত—যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম তনয় বিজাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

বিজিতাশ্ব—(১) রাজা বেণের তনয় পৃথু ইন্দ্রের অশ্ব জয় করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিজিতাশ্ব হইয়াছিল। ভাগ-৪স্ক-১৯। (২) আবার এই পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে বিজিতাশ্ব, হর্য্যক্ষ, ধূম্রকেশ, দ্রাবণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই বিজিতাশ্বের অন্য নাম অন্তর্দ্ধান ছিল। তাঁহার প্রথমা পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র এবং দ্বিতীয়া নভস্বতীর গর্ভে হবিৰ্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-২২।

বিজিতি—লক্ষ্মীর অন্যতমা প্রিয় সহচরী। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বিজৃম্ভ— সিংহলের রাজা বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অন্যতম নরপতি। কল্কি-১ম-৫।

বিজৃম্ভক—প্রভাস-ক্ষেত্রের নৈঋতদিক-রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

বিজ্ঞ—কল্কির অনুজ প্রাজ্ঞ। তাঁহার পত্নী সন্নতি যজ্ঞ ও বিজ্ঞ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। কল্কি-২য়-৬। প্রাজ্ঞ দেখ।

বিজ্ঞপ্তিকৌতুক—একজন বিদ্যাধরপতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮।

বিজ্ঞাত—ধর্ম্মের পত্নী সুরভি হইতে প্রভব, চ্যবন, ঈশান, সুরভী অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর ও বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (২) ব্রহ্মার মুখ হইতে দর্শ, পৌর্ণমাস, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হয়েন। বায়ু-৬৭। জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ।

বিজ্ঞাতি—জয় নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ।

বিজ্বর—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

বিজ্বরেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ কাশী উত্ত-৯৭।

বিটঙ্ক-নরসিংহ—কাশীস্থিত নীলকণ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে বিটঙ্ক-নরসিংহ নামে এক মহাদেব আছেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নর ভয়শূন্য হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

বিটভূত—বরুণদেবের অনুগত একজন নাগপতি। মহাভা-সভা-৯।

বিটরূপ— দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুগত একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫।

বিড়ম্বিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বিড়াল—মহিষাসুরের একজন সেনাপতি। তিনি মহেশ্বরী কর্তৃক নিহত হন। দেবীভাগ-৫স্ক-৩, ৫।

বিড়ালজম্ব—জালন্ধর দৈত্যের একজন সেনাপতি। তিনি মহাদেব কর্তৃক সমরে পরাজিত ও নিহত হন। পদ্ম-উত্ত-১৮।

বিড়ালাক্ষ্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি সেনাপতি চক্ষুর বিনাশের পর সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মহেশ্বরীর শরাঘাতে শমন সদনে গমন করেন। দেবীভাগ-৫স্ক-১৫। দৈত্যপতি ধুন্ধুর অন্যতম সেনাপতি। বাম-৭৮; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

বিড়ালাস্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী মহেশ্বরীর শরে নিহত হন। দেবীভাগ-১০স্ক-১২।

বিড়ালী—(১) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল যোগিনীর সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (৩) মাহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

বিড়ৌজা—গান্ধার দেশের অধিপতি বিড়ৌজা প্রদ্যুম্নের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২২।

বিততা—কাশীর রাজা বিহব্যের তনয় বিততা। বিততের তনয় সত্য এবং এই সত্যের পুত্র সন্ত। মহাভা-অনু-৩০।

বিতথ—(১) মহীপতি ভরতের তনয় ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের তনয় বিতথ। বিতথ হইতে সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। সুহোত্রের তনয় কাশিক ও গৃৎসমতি। হরি-হরি ৩২; ভাগ-৯স্ক২১। (২) নবপতি ভরত নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম বিতথ রাখেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৩) বিতথের তনয় ভুমন্যু। বায়ু ৯৯; মৎ ৪৯। (৪) বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পঞ্চ পুত্র ছিল। অগ্নি ২৭৮। (৫) বিতথের পুত্র মন্যু। ব্রহ্ম-মধ্য ২৯।

বিতর্ক— কুরুবংশীয় জনমেজয়ের অন্যতম তনয় ধৃতরাষ্ট্র। এই ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভুমন্যু, অপরাজিত, প্রতাপ, ধর্মনেত্র ও সুনেত্র নামে দ্বাদশ পুত্র ছিল। মহাভা-আদি ৯৪।

বিতন্দন—লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম

সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে গতায়ু হন। রামা-লঙ্কা-৬৪।

বিতস্তা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বিতস্তা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ষোড়শকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) মহাদেবের বরে কৃষ্ণা, নর্ম্মদা, বিতস্তা প্রভৃতি ষোড়শী নদী অগ্নির পত্নী হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব রেবা-২২।

বিতান—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ নামক দেবতা সকল উৎপন্ন হন। বিতান সাধ্যগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। মৎ-১৭১। সাধ্যগণ দেখ।

বিত্ত—সাবর্ণি মন্বন্তরে শুক নামক দেবগণ ছিলেন। এই দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা বিত্ত ছিলেন। বায়ু-১০০।

বিত্তদা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা বিত্তদা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বিত্তবান্—রৈবত মনুর অন্যতম তনয়। মৎ-৯। রৈবতমনু দেখ।

বিত্তি—ব্রহ্মার মুখ হইতে দর্শ, পৌর্ণমাস, বিত্তি, স্ববিত্তি প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হন। বায়ু-৬৭। জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ।

বিদ্—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ঔর্ব্বেয় ও মারুত এই দুইটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (২) বিদ্ নামে একজন মন্ত্রবাদী ঋষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ৬৫। (৩) শুক নামক দেবগণের অন্যতম বিদ্। বায়ু-১০০। বিত্ত দেখ।

বিদণ্ড—বিদণ্ড নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয়ের নাম দণ্ড। মহাভা-আদি-১৮৬।

বিদথ—রাজা মরুতাশ্বের তনয় বিদথ মহর্ষি সম্বরণকে রক্তবর্ণ ও কর্ম্মকুশল কতিপয় অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৩৩,৯।

বিদথী—অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন ঋষি। বিদথী ঋষির তনয় ঋজিশ্বা। ঋক্ ৪।১৬।১৩।

বিদদশ্ব—বৈদিক যুগে বিদদশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয় রাজর্ষি পুরুমীঢ়। ঋক্-৫।৬১।১০।

বিদর্ভ—(১) যদুবংশীয় নরপতি জ্যামঘ যুদ্ধ বিজয়ের পর একদা উপদানবী নাম্নী একটি কন্যা প্রাপ্ত হন। তাহাকে স্বীয় ভার্য্যা শৈব্যার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, —"এই কন্যা তোমার পুত্রবধু হইবে।" কিন্তু শৈব্যার তখনো কোন সন্তান হয় নাই। পরে তাঁহার উগ্র তপস্যার বলে বৃদ্ধ বয়সে শৈব্যা বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মে। হরি হরি-৩৬; অগ্নি-২৭৫; বায়ু-৯৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; বিষ্ণু-৪র্থ-

১২। (২) রাজর্ষি যাদবের পুত্র বিদর্ভ। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে তিনি বিদর্ভ নাম্নী নগরী স্থাপন করেন। হরি-হরি-১১৫। (৩) বিদর্ভ নামে এক ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-১৬৬। (৪) যদুবংশীয় জ্যামঘের পত্নী চৈত্রা বৃদ্ধ বয়সে বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের তনয় ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ। মৎ-৪৪। এই ক্রথের এক পুত্রের নামও বিদর্ভ ছিল। মৎ-৪৪। (৫) ক্রোষ্টুর বংশে ক্রথ, বিদর্ভ ও কোশলের উৎপত্তি হয়। সৌর-৩১। (৬) মনুবংশীয় নৃপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিদর্ভ প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ বিদর্ভের অনুগামী ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪। (৭) জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের স্ত্রীর নাম ভোজ্যা ছিল। এই ভোজ্যাকে জ্যামঘ ইন্দ্র ভবন হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ভাগ ৯স্ক-২৩।

বিদর্ভা—চাক্ষুষমনুর পত্নীর নাম বিদর্ভা ছিল। তিনি নরপতি উগ্রের কন্যা ছিলেন। মার্ক ৭৬।

বিদল—উৎপল ও বিদল নামক দৈত্যদ্বয় দুর্গাকে অপমানিত করিতে যাই বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

বিদল্ল—কোশল দেশে ধ্রুবসন্ধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী বিদল্লের পরামর্শে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মনোরমা স্বীয় পুত্র সুদর্শনকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৩স্ক-১৪—১৬।

বিদারণ—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম ভ্রাতা। জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-হরণ কালে, তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরে অর্জ্জুন হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন-২৭২—৭০।

বিদারণ-নরসিংহ—কাশীস্থিত একটি শিব লিঙ্গ। তিনি কাশীর সমুদয় বিঘ্ন অপসারণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

বিদগ্ধ—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের যজুর্ব্বেদ-অধ্যায়ী যে পঞ্চদশ জন শিষ্য অশ্ব (বাজী) নামে খ্যাত ছিলেন, মহর্ষি বিদগ্ধ তাঁহাদের অষ্টম ছিলেন। বায়ু ৬১। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। আপ্য দেখ।

বিদুর—(১) নরপতি বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকার এক দাসী হইতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ঔরসে বিদুরের জন্ম হয়। ইনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ইঁহার কথায় সব সময় কর্ণপাত করিতেন না। কাজে তিনি পাণ্ডবদেরই পক্ষপাতী ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৩। (২) নরপতি দেবকের পারশবী কন্যাকে বিদুর বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১১৪। যম মাণ্ডব্য মুনির শাপে শতবর্ষ পর্য্যন্ত বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যমের অনুপস্থিত কালে সূর্য্য তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিদুর প্রভাস তীর্থে দেহত্যাগ করেন। ভাগ-১স্ক-

১৫ ; ৯স্ক-২২ ; মৎ-৫০। (৩) একটী রুদ্রের নাম। অগ্নি-৮৫ ; দেবীভাগ-২স্ক-৬ ; ৪স্ক-২২ ; ৬স্ক-২৫। বায়ু-৯৬, ৯৯ ; স্কন্দ-নাগ-৫৯, ৭৪, ১৩৮। রুদ্রগণ দেখ।

বিদূরথ, বিদূরথ—(১) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণি-মনুর অন্যতম অপত্য। হরি-হরি-৭ ; বিষ্ণু-৩য়-২। ব্রহ্মমেরুসাবর্ণি ও অদূর দেখ। (২) পুরুবংশীয় প্রথম জনমেজয়ের অন্যতম তনয় সুরথ, সুরথের অন্যতম তনয় বিদূরথ, বিদূরথের তনয় ঋক্ষ। হরি-হরি-৩২। (৩) সাত্বত বংশীয় অন্ধকের অন্যতম তনয় ভজমান, ভজমানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের তনয় রাজাধিদেব। হরি-হরি-৩৮। অন্ধক দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের পুত্র কুরু, কুরুর পত্নী শুভাঙ্গী হইতে বিদূরথের জন্ম হয়। কুরু দেখ। বিদূরথের পত্নী সুপ্রিয়া হইতে অনশ্বার উদ্ভব হয়। মহাভা-আদি-৯৫, ১৮৬। (৫) পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলে, বিদূরথের তনয় সর্ব্বকর্ম্মাকে মহর্ষি পরাশর শূদ্র পরিচয় প্রদানে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৬) জনৈক নরপতি। স্কন্দ-আব-চতু-৩৩। কুজম্ভ দেখ। (৭) যদুবংশীয় নির্ব্বৃতির তনয় বিদূরথ, বিদূরথের তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যোম। মৎ-৪৪। (৮) বভ্রুর অন্যতম পুত্র ভজমান, তৎপুত্র বিদূরথ, বিদূরথের তনয় রাজাধিদেব। মৎ-৪৪। (৯) কুরুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জহ্নু, জহ্নুর তনয় সুরথ, সুরথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম। কল্কি-৩য়-৪ ; মৎ-৫০ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৪, ২০ ; কূর্ম্ম-পূ-২৪। কুরু দেখ। (১০) বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সুনীতি ও সুমতি নামে দুই পুত্র এবং মুদাবতী নাম্নী এক কন্যা ছিল। এই মুদাবতীকে কুজম্ভ নামক রাক্ষস হরণ করিয়াছিল। বিদূরথের বন্ধুর পুত্র বৎসপ্রী তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। মুদাবতীর অপর নাম ছিল সৌনন্দা। মার্ক-১১৬। কুজম্ভ দেখ। (১১) দাক্ষিণাত্যে বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা মানিনী নৃপতি রাজ্যবর্দ্ধনের পত্নী ছিলেন। মার্ক-৯। (১২) চৈত্রবংশীয় নরপতি নিধৃতির পুত্র উদর্ক ও বিদূরথ। অগ্নি-২৭৫। উদর্ক দেখ। (১৩) যযাতি বংশীয় ভজমানের পুত্র বিদূরথ। বিদূরথের তনয় রাজাধিদেব, শূর ও বিদূর। বায়ু-৯৬। (১৪) ঋত-সাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র বিদূরথ। বায়ু-১০০। ঋত-সাবর্ণি দেখ। (১৫) যদুবংশীয় নিবৃত্তির তনয় দাশার্হ। তিনি বিদূরথ নামেও খ্যাত ছিলেন। বিদূরথের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র জীমূত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। জীমূত দেখ। (১৬) নরপতি জনমেজয়ের সুরথ ও মহিমান্ নামে দুই পুত্র ছিল। সুরথের তনয় বিদূরথ ও ঋক্ষ। অগ্নি-২৭৮।

বিদুলা—বিদুলা নামে ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভবা দীর্ঘ-দর্শিনী এক রমণী ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মাতার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় যুদ্ধে গমন করিয়া জয়শ্রী লাভ করেন। মহাভা-উদ্ ১৩১—৩৪।

বিদুষ, বিদুষ—যযাতি বংশীয় ঘৃতের পুত্র বিদুষ। বিদুষের তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার একশত পুত্র। তাঁহারা সকলেই উত্তর দিক অধিকার করিয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি হন। মৎ ৪৮; অগ্নি-২৭৭। প্রচেতা দেখ।

বিদেশক—করালক হইতে উপায়-কেত-নাখ্য ভূতগণের উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের নাম—সুতার, কালভবন, নির্দ্দেশক, বিদেশক প্রভৃতি। এই ভূতগণ ভূমিচর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বিদেহ—নিমি রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে দেহহীন হইয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি বিদেহ নামে খ্যাত হন। দেবীভাগ-৬স্ক-১৪। নিমি দেখ।

বিদেহক—ত্বিবিমান্ দেবগণের অন্যতম বিদেহক। ব্রহ্মা-৩২; বায়ু-৩১। ত্বিবিমান্ দেখ।

বিদৈবত—একটী প্রেতের নাম। বৈদিশ পুরে দেবরাত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই কুকর্ম্মান্বিত ছিল। তন্মধ্যে যে জন দেবতার অর্চ্চনা না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করিত, তাহার নাম বিদৈবত প্রেত হইয়াছিল। স্কন্দ-নাগ-১৮।

বিদ্বান্—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা সকল এবং পারাবত ও বিদ্বান্ নামে দুইটী দেবগণ বর্ত্তমান ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। (২) যদুবংশীয় রেবতের তনয় বিদ্বান্। তিনি তুম্বুরুর সখা ছিলেন। বায়ু-৯৬।

বিদ্বেষিনী—দুঃসহের অন্যতমা কন্যা ও যমের দৌহিত্রী বিদ্বেষিনী লোকের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মাইয়া থাকেন। তাহার লোকের অনিষ্টকারী দুই পুত্র। বিদ্বেষিনীর ভ্রুকুটী ও কুটিলাননা নাম্নী কন্যাদ্বয় সতত লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে। মার্ক-৫১। নির্ম্মাষ্টি ও অৰ্দ্ধহারী দেখ।

বিম্বসার—মগধের শিশুনাগ-বংশীয় নৃপতি ক্ষত্রৌজার তনয় বিম্বসার। বিম্বসারের পুত্র অজাতশত্রু এবং অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ক্ষত্রৌজা দেখ।

বিদ্যা—গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী পার্ব্বতীর সহচরী ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধে তাঁহারা পার্ব্বতীর অনু-গামিনী ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। (২) বিষ্ণুর অন্যতমা শক্তি। বিষ্ণু-৫ম-২; বৃহন্নারদীয়-৩; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) প্রজাপতি দক্ষের অগ্রা, মদিরা,

বিন্ধ্যা, ধন্যা ও ধনা নাম্নী পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। কুবের দেখ।

বিন্ধ্যাচণ্ড—কুরুক্ষেত্রে সুদরিদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র বিন্ধ্যাচণ্ড। তাঁহারা বহু জন্ম পাপ ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মৎ-২১।

বিদ্যাধর—দেবতাদের একটী শ্রেণীর নাম বিদ্যাধর। চিত্ররথ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের অধিপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

বিদ্যানন্দ—একজন ঋষির নাম। গন্ধর্ব্ব-পতি চিত্রসেনের দৌহিত্রী অলিকা নাম্নী কুশীলা গন্ধর্ব্বী, তাঁহার আলয়ে পত্নীরূপে দশ বৎসর বাস করিয়া অবশেষে এক-দিন বিদ্যানন্দকে বধ করিয়াছিল। স্কন্দ-আব রেবা-১২৫।

বিদ্যাপতি—অবন্তী নগরে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়া রাজার জন্য নির্ম্মাল্য মালা আনয়ন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরুষো-৭, ৯, ১৪, ১৯।

বিদ্যাবতী—অপ্সরা বিশেষ। বায়ু-৬৯।

বিদ্যাবান্—স্বারোচিষ-মন্বন্তরে দেবতা-দের পারাবত নামে একটী গণ ছিল। বিদ্যাবান্ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। পারাবত দেখ।

বিদ্যারাজ—মহাদেবের সহিত অন্ধকা-সুরের যুদ্ধে, একদা অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদা দ্বারা আঘাত করেন। সেই গদাক্ষত মস্তক হইতে রুধির-ধারা বহির্গত হইতে থাকে। সেই রুধির-ধারা হইতে বিদ্যারাজ, রুদ্র, চণ্ডকপালাদি চারি জন, ললিতরাজ ও বিঘ্নরাজ নামে চারি জন ভৈরবের উদ্ভব হইয়াছিল। বাম-৭০।

বিদ্যুৎ—(১) প্রজাপতি দক্ষের দুই কন্যাকে প্রজাপতি বহুপুত্র বিবাহ করেন। তাঁহাদের তনয় বিদ্যুৎ, মেঘ, অশনি ও ইন্দ্রধনু এই চারি জন। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৬ (২) রাক্ষসপতি বিদ্যুত অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। বিষ্ণু-২য়-১০; বায়ু-৫২। ঋতু দেখ। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে যে সমস্ত শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, বিদ্যুৎ তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৪) বিদ্যুতের তনয় চারি জন। অগ্নি-১৯। (৫) বিদ্যুতের পুত্র রুমণ। বায়ু-৬৯। (৬) বারাণসীর অধিপতি দুর্জ্জয় ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ নামে দুই অসুরকে স্বর্গের লোকপাল পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বরা-১০। পরে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করেন। বরা-১৬।

বিদ্যুৎকেশ—হেতী রাক্ষসের পত্নী ভয়া হইতে বিদ্যুৎকেশের জন্ম হয়। সন্ধ্যা রাক্ষসীর কন্যা সালকটঙ্কটাকে তিনি

বিলোপ করিতেছিলেন। তাহাতে সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় তেজ দ্বারা বিমান বিনষ্ট করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া মহাদেব স্বীয় ভক্তের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। এবং কোপদৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ইহাতে সূর্য্য দহ্যমান হইয়া বারাণসী ধামে পতিত হন। সেইজন্য সূর্য্যের নাম হয় লোলার্ক। ভাগ-১স্ক ৭। (৪) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বৈষ্ণবমূর্ত্তির সহিত যুদ্ধে নিহত হন। বরা-৯২—৯৫। বৈষ্ণবী দেখ। বাম-৬৯। ত্রিপুরত্রয়ের নাম বিদ্যুৎমালী, তারক ও কপোল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭২। (৫) লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষসপতি। রামা-সুন্দ-৬।

বিদ্যুৎরূপ—লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষসপতি। রামা-সুন্দরা-৬।

বিদ্যেশ্বর—কাশীতে চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বে বিদ্যেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিদ্যোত—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী লম্বা হইতে বিদ্যোত জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যোতের সন্তান মেঘ সকল। ভাগ-৬স্ক-৬; স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

বিদ্যোতা—অপ্সরা বিশেষ। মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিবাহে তিনি নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৯।

বিদ্যোপরিচর—বিদ্যোপরিচর নামে এক অন্তরীক্ষচর বসু হইতে গিরিকা, বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মণিবাহন, মাথল্য, নলিন ও মৎস্যকাল নামে সাত পুত্র লাভ করেন। বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বায়ু-৯৯; হরি হরি-৩২; মহাভা-আদি-৬৩; মৎ-৫০; অগ্নি-২৭৮। গিরিকা দেখ।

বিদ্রাবণ—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩। দনু দেখ। মৎ-৬; শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

বিদ্রুম—(১) পূর্ব্বকালে পুরিকা নাম্নী পুরীতে বেদবেদাঙ্গপারগ পরম ধার্ম্মিক বিদ্রুম নামক মুনি বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সোমা এবং পুত্রের নাম অনন্ত ছিল। কল্কি-২স্ক-৪। অনন্ত দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বিদ্রুম ও সন্নিভকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। কর্ণা দেখ।

বিধর্ত্তা—উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

বিধম—কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সন্দম ও বিধম নামক চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিধম একপাদ বিশিষ্ট। তাঁহার পত্নী রেবতী। বায়ু-৮৪। কলি দেখ।

বিধর্ম্ম—রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম বিধর্ম্ম। সৌর-৪৯।

বিধাগ্নি—পরস্পর সংঘর্ষে সমুৎপন্ন সর্ব্বভূত-দহনকারী অগ্নি বিধাগ্নি নামে খ্যাত। মৎ-৫১।

বিধাতা—(১) ব্রহ্মার এক নাম বিধাতা। মহাভা-আদি-৬৬। (২) বিধাতা খাণ্ডব-বন দাহনে ধনু লইয়া অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-২২৭। (৩) মহর্ষি ঋচিকের ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৬। ধাতা দেখ। (৪) বিধাতার পত্নী ক্রিয়া হইতে পুরিষ্য নামে পাচ অগ্নির উৎপত্তি হয়। ভাগ-৬স্ক ৮। (৫) মহর্ষি ভৃগুর পত্নী খ্যাতি, ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। মেরুর কন্যা নিয়তি হইতে বিধাতা মৃকণ্ডু নামে এক পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু-১ম-৮। খ্যাতি দেখ। (৬) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ সেনাপতি পদে বৃত হইলে বিধাতা, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কুন্দ, মুকুন্দ ও কুসুমকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৯৬। কুন্দ দেখ।

বিধান—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সাধ্যার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-১৭১। সাধ্যগণ দেখ। (২) একটী রুদ্রের নাম। তাঁহার নামানুসারে একটী দেশ খ্যাত হয়। অগ্নি-৮৫। (৩) সাবর্ণ মন্বন্তরে শুক নামক দেবগণ ছিলেন। বিধান সেই দেবগণের অন্যতম। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ দেখ।

বিধারয়—উণপঞ্চাশৎ মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

বিধি—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে অজিত নামক দেবগণ জন্মে। বিধি তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৬৭। অজিতা দেখ।

বিধিৎসা—লক্ষ্মীর অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২২৫।

বিধিসার—মগধের শিশুনাগ-বংশীয় ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র বিধিসার। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। ভাগ-১২স্ক-১।

বিধীশ—অবন্তী ক্ষেত্রে বিধীশ নামে এক মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শন লাভে মানব বধির হয় না। স্কন্দ-আব-আব-২৩।

বিধীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিধূম—বিধূম নামে এক বসু ও অলম্বুষা নাম্নী এক অপ্সরা ব্রহ্ম-শাপে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহারা চক্রতীর্থে স্নান করিয়া শাপমুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

বিধৃত—রামের বংশধর খগণের পুত্র বিধৃত, বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ। কল্কি-৩য়-৪। বিধৃতি দেখ।

বিধৃতি—(১) রামের বংশধর বিধৃতির পুত্রেরা তামস মন্বন্তরে বেদধারণ করিয়া বৈধৃতি দেবতা নামে খ্যাত হন। ভাগ-৮স্ক-১। (২) রঘুবংশীয় নরপতি খগণের তনয় বিধৃতি, বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প। ভাগ-৯স্ক-১২।

বিনত—(১)একজন বানর দলপতি। পর্ণাশার তীরে তাঁহার রাজ্য ছিল। সুগ্রীবের আদেশে তিনি পূর্ব্বদিকে সীতার অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৪৫, লঙ্কা-২৬। (২) মনুর কন্যা ইলা শিবের বরে পুরুষ রূপ প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। এই সুদ্যুম্নের তনয় উৎকল, গয় ও বিনত। বিষ্ণু-৪র্থ-১।

বিনতা—(১) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে মহর্ষি তার্ক্ষ্য বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী নাম্নী চারি জনকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতার গর্ভে বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও সূর্য্যের সারথি অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র সাবর্ণি মনুর সময়ে বিষ্ণু সত্রায়ণের ঔরসে ও তাঁহার পত্নী বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃহদ্ভানু নামে খ্যাত হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৩) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা বিনতা মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। আবার হরি-বংশের অন্যত্র আছে, বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য, অরিষ্ট-নেমী, গরুড়, অরুণ ও আরুণি নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬, ২১৮। (৪) বিনতা প্রথমে দুইটী অণ্ড প্রসব করেন, দীর্ঘকাল সেই অণ্ডদ্বয় বিদীর্ণ না হওয়ায়, বিনতা অসহিষ্ণু হইয়া একটী নিজে বিদীর্ণ করেন। তাহা হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ ও অপরার্দ্ধ অসম্পূর্ণ অবস্থায় অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। অপর অণ্ড হইতে যথাকালে গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। অরুণ জন্মিয়াই সূর্য্যের সারথির কাজে নিযুক্ত হন। মহাভা-আদি-৬৫। (৫) কশ্যপের কন্যা শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতা হইতে বিনতা প্রসূত হন। এই বিনতা গরুড় ও অরুণকে প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৬) বিনতা নাম্নী রাক্ষসী রাবণ কর্ত্তৃক নিয়োজিতা হইয়া অশোকবনে সীতাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়াছিল। রামা-সুন্দ-২৪। (৭) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী বিনতা, গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌদামিনী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। মৎ-৬। (৮) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বিনতা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৯) একটি গাভীর নাম বিনতা ছিল। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

বিনতাশ্ব—মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্নের অন্যতম পুত্র। তিনি পশ্চিম দেশের অধিপতি ছিলেন। হরি-হরি-১০; শিব-ধর্ম্ম-৬০; অগ্নি-২৭৩; বায়ু-৮৫।

বিনতেয়ু—পুরুবংশীয় রাজা ভদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম। অগ্নি-২৭৮। ভদ্রাশ্ব দেখ।

বিনয়—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী লজ্জা হইতে বিনয় জন্মে। ব্রহ্মা-১০; বায়ু-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; মার্ক-৫০। লজ্জা দেখ। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড, নয় ও বিনয় জন্মে। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৩) মনুবংশীয় নরপতি সুত্রামের তনয়—উৎকল, গয় ও বিনয়। মার্ক ১১১; বিষ্ণু-১ম-৭।

বিনয়কীর্ত্তি—পুণ্যকীর্ত্তি নামক এক বৌদ্ধের শিষ্য। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৫৮।

বিনয়লক্ষণ—একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

বিনায়ক—(১) অপ্সরা ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ ধারণ করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-৭। (২) মহাদেবের পুত্র গণেশের অন্য নাম —বিনায়ক। পদ্ম-উত্ত-১০। (৩) বাণের কন্যা উষার বিবাহে বলরামের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-২৫০। (৪) মহাদেবের এক নাম নায়ক। মহাদেবের স্ত্রী উমার দেহমল হইতে গণেশের জন্ম হয়। তজ্জন্য অর্থাৎ নায়কের সাহায্য ব্যতীত জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নাম বিনায়ক হইল। বাম-৫৪; স্কন্দ-আব-অব-৩২, ৫; দ্বার-১৭; স্কন্দ-মাহে-অরু-৬।

বিনায়কগণ—একদা ক্রোধভরে মহাদেব গণেশকে শাপ দিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। প্রতি লোমকূপ হইতে জল নির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছিল। সেই জলবিন্দু হইতে গজমুখ, তমালবর্ণ, নীলাঞ্জন-নিভ, গৃহীতাস্ত্র, নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন হইল। ইহারা গণপতির অনুচর ছিলেন এবং আকাশে বাস করিতেন। বরা-২৩।

বিনাশন—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, শত্রু প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (২) কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও ক্রোধশত্রু নামে বীর্য্যবান্ কালের নামে খ্যাত চারিটী পুত্র জন্মে। কালি-৩৪।

বিনীত—(১) পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতি হইতে দত্তোলি, দেববাহু ও বিনীত নামে তিন পুত্র এবং সদ্বতী নামে এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮। (২) উত্তম মনুর অন্যতম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তমমনু দেখ।

বিনীতাশ্ব—তিনি সর্ব্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গোধন, হস্তী, অশ্ব, রথ, নানাবিধ ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন কিন্তু অন্ন ও জল দান করেন নাই সেজন্য পরকালে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। বরা-৯৯।

বিনেযু—মনুবংশীয় নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতম তনয়। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

বিন্দ—(১) অবন্তীপতি জয়সেন, শূরের অন্যতমা কন্যা রাজাধিদেবীকে বিবাহ

করেন। তাঁহার গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই পুত্র এবং মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) এই মিত্রবিন্দাকে (আপন পীসতুত ভগ্নিকে) শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৮। জয়সেন দেখ; (৩) অবন্তী দেশের অধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১। পাণ্ডু-তনয় সহদেব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিন্দ ছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) অবন্তী পতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৯৯।

বিন্দতি—মহাদেবের অনুগামী অন্যতম প্রমথ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিন্দতীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনায় উৎকট পাপরাশি দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিন্দু—(১) অঙ্গিরা তনয় মহর্ষি বিন্দু, একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মরুৎগণের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।৯৪।১। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। দনু দেখ।

বিন্দুপাদ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। বায়ু ৬৯। কদ্রু দেখ।

বিন্দুমতী—(১) অন্য নাম চৈত্ররথী। তিনি রাজা শশবিন্দুর কন্যা ও মনুবংশীয় নরপতি মান্ধাতার পত্নী ছিলেন। বিন্দুমতী অতিশয় সাধ্বী ও সুন্দরী ছিলেন। তিনি অযুত সংখ্যক সহোদরের ভগিনী ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। হরি-হরি-১২; দেবীভাগ-৭স্ক-১০। (২) বিন্দুমতী হইতে মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৮; বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৩) মনুবংশীয় নরপতি মরীচির স্ত্রী বিন্দুমতী হইতে বিন্দুমান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বিন্দুমাধব—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। মহর্ষি অগ্নিবিন্দুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০।

বিন্দুমান—মনুবংশীয় নরপতি মরীচির পত্নী বিন্দুমতী বিন্দুমানকে প্রসব করেন। বিন্দুমানের পত্নী সরমা হইতে রাজর্ষি মধু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বিন্দুসার—(১) মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের তনয় বিন্দুসার। বিন্দুসারের তনয় অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অশোক দেখ। (২) গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্তের অন্যতম তনয় বিন্দুসার। ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় কিন্নর

বলিয়া বিখ্যাত। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বিন্ধ্য—(১) একবার পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া দেবগণের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেইজন্য অগস্ত্য ঋষি তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। দেবীভাগ-১০স্ক-৭। (২) সূর্য্য প্রতিদিন মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতও সূর্য্যকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সূর্য্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ ইহা জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে বিন্ধ্য ক্রোধবশীভূত হইয়া, স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের গমন পথ রোধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ইহাতে দেবগণ ভীত হইয়া অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিন্ধ্য সমীপে গমন করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন,"আমি দক্ষিণ দিকে যাইতেছি আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত আর বর্দ্ধিত হইও না।" এই বলিয়া তিনি গমন করিলেন আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। বিন্ধ্যও স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ আর বর্দ্ধিত হইতে পারিলেন না। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৩) পঞ্চমমনু রৈবতের অন্যতম তনয়। ভাগ-৮স্ক ৫।

বিন্ধ্যনিবাসিনী—উমা বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্য-নিবাসিনী নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭; স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২; স্কন্দ-আব-অব-৫৫।

বিন্ধ্যনিলয়া—ভদ্রকালীর অপর নাম। ব্রহ্মাণ্ড-৯।

বিন্ধ্যবান্—নরপতি বিন্ধ্যবানের কন্যা কুণ্ডলা মদালসার সখী ও পুষ্করমালীর পত্নী ছিলেন। মার্ক-২১।

বিন্ধ্যবাসিনী—কালী ব্রহ্মার বরে কৃষ্ণবর্ণ কোশ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণবর্ণ হইলেন। সেই কোশ হইতে কৌশিকী দেবীর প্রাদুর্ভাব হয়। ইন্দ্র তাঁহাকে ভগিনী রূপে গ্রহণ করেন এবং তিনি কৌশিকী দেবী নামে খ্যাত হন। এই কৌশিকীই বিন্ধ্য পর্ব্বতে বাসহেতু বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাত হন। বাম-৫৪।

বিন্ধ্যশক্তি—মগধের কোলিকিল বংশীয় রাজাদের নিকট হইতে বিন্ধ্যশক্তি রাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি রাজা হইয়া ষন্নবতিবর্ষ (৯৬ বৎসর) রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার পুত্র প্রবীর। প্রবীরের পরে তাঁহার চারি পুত্র ও মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়ু-৯৯। (২) মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় প্রধান রাজা বিন্ধ্যশক্তি। বিন্ধ্যশক্তির তনয় পুরঞ্জয়। এই বংশ মগধে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

বিন্ধ্যাবলী—(১) দৈত্যপতি বালির স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যাবলা। বাম ৮৯; মৎ-১৮৭; ভাগ-৮স্ক-১২। (২) পুরাকালে চন্দ্রবংশে পুণ্যনিধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম বিন্ধ্যাবলী ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫০। পুণ্যনিধি দেখ।

বিন্ধ্যাশ্ব—ভরত-বংশীয় নৃপতি ইন্দ্রসেনের

তনয় বিন্ধ্যাশ্ব। বিন্ধ্যাশ্বের স্ত্রী মেনকা হইতে রাজর্ষি দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। ইন্দ্রসেন দেখ।

বিপশ্চিৎ—(১) ইন্দ্রের অন্য নাম। বাম-৭২। (২) স্বারোচিষ নামক মন্বন্তরে বিপশ্চিৎ ইন্দ্র ছিলেন। বৃহন্না-৩১; সৌর-৩২; বায়ু-৬৬। স্বারোচিষ-মনু দেখ।

বিপাক—অন্ধকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করেন। বাম-৬৬, ৬৮; স্কন্দ-কাশী পূ-১৬।

বিপাট—কর্ণের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি অর্জ্জুন শরে নিহত হন। মহাভা দ্রোণ-৩২।

বিপাণি—দানব বিশেষ। স্কন্দ-আবরেবা-২৮।

বিপাপ্মা—(১) আয়ুর অন্যতম পুত্র। মৎ-২৪। আয়ু দেখ। (২) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বিপাশ—বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০।

বিপাশা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বিপাশা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর প্রিয়ঙ্করকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। প্রিয়ঙ্কর দেখ।

বিপুল—(১) বসুদেবের পত্নী রোহিণী হইতে বলদেব, বিপুল প্রভৃতি জন্মেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। রোহিণী দেখ। (২) মণিবর যক্ষের পত্নী দেবজনী হইতে বিপুল প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। মণিবর দেখ। (৩) মহর্ষি দেবশর্ম্মার শিষ্য বিপুল, স্বীয় গুরুপত্নী রুচিকে গুরুর অনুপস্থিত কালে ইন্দ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। এই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। মহাভা-অনুশা-৪০—৪৩। (৪) তিনি উত্তরদিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫।

বিপুলস্বান্—পূর্ব্বকালে বিপুলস্বান্ নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার সুকৃষ ও তুম্বুরু নামে দুই পুত্র ছিল। মার্ক-৩।

বিপুলা—পার্ব্বতী বিপুলক্ষেত্রে বিপুলা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিপৃথু—(১) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতমা পত্নী অশ্বিনা হইতে পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতির জন্ম হয়। মৎ-৪৫। অক্রূর দেখ। (২) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। চিত্রক দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪; বায়ু ৯৬; পদ্ম সৃষ্টি-১৩। (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা আদি-১৮৬।

বিপৃষ্ঠ—বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী ধৃতদেবা হইতে বিপৃষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৯স্ক-২৪।

বিপ্র—(১) শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া হইতে বিপ্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৩; সৌর-১৭; অগ্নি-১৮। (২) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয়

রাজা শ্রুতঞ্জয়ের তনয় বিপ্র। বিপ্রের তনয় শুচি, শুচির তনয় ক্ষেম্য। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩; ভাগ-৯স্ক-২২। সুচ্ছায়া ও শিষ্টি দেখ।

বিপ্রচিত্তি—(১) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ ও সিংহিকা জন্মগ্রহণ করেন। এই সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬; হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫, ২১; লি-৬৩; কালিকা ৩৪। (২) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিপ্রচিত্তি, দানব ও অসুরগণের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৯। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে একবার বিপ্রচিত্তি বরুণদেবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৪৪। (৪) জম্ভাসুরের কন্যা সিংহিকা বিপ্রচিত্তির পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাহু, কেতু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক ১৮। (৫) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি অসুর পক্ষে সেনাপতি ছিলেন। ভাগ ৮স্ক ১০। (৬) সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। মৎ ৬,১৬১, ২৪৫, ২৪৯। অঞ্জন দেখ। (৭) দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তি বলির প্রধান সহায় ছিলেন। বাম-২৯। (৮) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সৈন্যকর্ত্তৃক নিহত হন। বরা-১১। (৯) মহর্ষি সিন্ধুদ্বীপের পুত্র। বরা-৯৫। সিন্ধুদ্বীপ দেখ। (১০) কশ্যপ স্ত্রী দনু হইতে দ্বিমূর্দ্ধা, শকুর, প্রভু, বলি, শিব, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, বিশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশর, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। কশ্যপ দেখ। (১১) দনু হইতে শকুনি, বিপ্রচিত্তি, শম্ভু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। অগ্নি-১৯। (১২) দেবাসুর যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৯স্ক-২১। (১৩) শতগাল, ন্যাস, শাল্ব, অনুলোম, শুচি, বাতাপি, সিতাংশুক, হরকল্প, কালনাভ, নরক, ভৌম, রাহু, চন্দ্রপ্রমর্দ্দন ও সূর্য্যপ্রমর্দ্দন, এই চৌদ্দ জন বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত বলিয়া সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত। বায়ু-৬৮। (১৪) দেবাসুরে অনেকবার যুদ্ধ হয়। নবম বারে বিপ্রচিত্তি ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। বায়ু-৯৭; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৫) বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে সৈংহিকেয় নামধেয় কংস, শঙ্খ, রাজেন্দ্র, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, খসৃম, অঞ্জন, নরক, কালনাভ, পরমাসু ও কল্পবীর্য্য নামক ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ১৮; স্কন্দ-মাহে-কুমা-২১।

বিপ্রনাম—মনুবংশীয় নরপতি হিরণ্যরেতার সপ্ত পুত্রের অন্যতম। হিরণ্য-

রেতা স্বীয় অধিকৃত কুশদ্বীপ সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০। হিরণ্যরেতা দেখ।

বিপ্রবন্ধু—বন্ধু, সুবন্ধু, বিপ্রবন্ধু ও শ্রুত, নামে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। তাঁহারা গোপায়ন ও লোপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। ঋক্ ৫।২৪।১, ১০।৫৭।৫৮।

বিবক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র বিবক্ষু। হস্তিনাপুরী গঙ্গা গর্ভে নিমগ্না হইলে, বিবক্ষু সেই পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌশাম্বী নগরীতে গিয়া বাস করেন। বিবক্ষুর আট পুত্রের মধ্যে ভূরী জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মৎ-৫০।

বিবর্দ্ধন—একজন ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

বিবৎসু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ ৫২।

বিবস্বত—(১) মহর্ষি বিবস্বত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-১০।১৩।১। (২) কশ্যপের অন্যতম পুত্র বিবস্বত, বিবস্বতের তনয় মনু, মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০।

বিবস্বান্—(১) বিবস্বান্ হইতে সবর্ণার গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই বৈবস্বত মনু। বিবস্বানের অন্যতমা স্ত্রী সরণ্যু হইতে অশ্বিদ্বয়, যম ও যমীর জন্ম হয়। ঋক্-১০।১।১, ১৩৫।৬। (২) দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা অদিতি হইতে কশ্যপের ঔরসে অর্য্যমা, পূষা, বিবস্বান্ প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ আদিত্য দেখ। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের পত্নী ছিলেন। তিনি সুরেণু নামেও বিখ্যাত ছিলেন। বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড নামেও পরিচিত। কথিত আছে অদিতির গর্ভাবস্থায় একদা বুধ ভিক্ষার্থ তাঁহাদের ভবনে উপস্থিত হন। গর্ভগৌরব বশতঃ ভিক্ষা দানে বিলম্ব হওয়ায়, বুধ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করেন,—"তোমার গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইবে।" অদিতি বুধের শাপ শ্রবণে ভীত হইয়া কশ্যপকে সমুদয় বিবরণ বলেন। কশ্যপ তপঃপ্রভাবে তাহাকে জীবিত রাখেন। সেই হইতে বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড নামে অভিহিত হন। বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, শ্রাদ্ধদেব এবং যম ও যমুনা নামে যমজ দুই ভাই ও ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞাদেবী সূর্য্যের বিবর্ণ রূপ দেখিয়া এবং তাঁহার তেজ অসহ্য হওয়ায় সবর্ণাকে নির্ম্মাণ করেন। সংজ্ঞা মায়াময়ী বলিয়া তাহার ছায়া সমুত্থিত হইল ছায়া তখন সংজ্ঞাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমার কর্ত্তব্য কি আদে

করুন।" তাঁহার কথা শুনিয়া সংজ্ঞা বলিলেন,—"আমি পিতৃভবনে গমন করিব। তুমি এখানে থাকিয়া আমার বালক পুত্র ও কন্যার যত্ন করিবে। আর এই বিষয় কখনও ভাস্করের নিকট প্রকাশ করিবে না।" তখন ছায়া বলিল, "যাবৎ দিবাকর আমার কেশ গ্রহণ করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত না হন, তাবৎ আমি ইহা প্রকাশ করিব না।" সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিলে, ত্বষ্টা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া পতির আলয়ে যাইবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা তাহার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ সৌন্দর্য্য গোপন করিয়া বড়বা-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উত্তর মেরুদেশে গমন করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিবস্বান্‌ও ছায়া হইতে সাবর্ণিমনু ও শনৈশ্চর উৎপন্ন করেন। ছায়া স্বীয় পুত্রকে যেমন আদর করিতেন, সংজ্ঞার সন্তানকে সেইরূপ করিতেন না। যম ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। তজ্জন্য ছায়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন "তোমার পদ পতিত হউক।" যম অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া পিতা বিবস্বানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। কিন্তু বিবস্বান্ ইহার কোনই প্রতিকার করিলেন না। ছায়ার এবম্প্রকার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ছায়া কোনও উত্তর না দিয়া মৌনী হইয়া থাকেন। বিবস্বান্ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করেন। তখন ছায়া সংজ্ঞা ও নিজের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। ছায়ার বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ বিবস্বান্ বিশ্বকর্ম্মার ভবনে গমন করেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করেন। সূর্য্যের তেজ অসহ্য ছিল বলিয়া ত্বষ্টার বাক্যে তেজ হ্রাস করিতে সম্মত হন। ত্বষ্টা বিবস্বানকে শান যন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক তদীয় তেজ পাতন করেন। তদবধি সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ হইলেন। তখন ত্বষ্টা সূর্য্যকে উত্তর মেরুদেশে বড়বারূপে অবস্থিত সংজ্ঞার নিকট গমন করিতে আদেশ করেন। সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নাসিকায় রেতপাত করিলেন তাহাতেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। তাহারা নাসত্য, দস্র ও অশ্বিনীকুমার নামেও খ্যাত। হরি-হরি-৩, ৭, ৯; মার্ক-১০৬, ১০৭; অগ্নি-১৯; সৌর-২৮; পদ্ম-উত্ত-৫; বায়ু-৬৬। (৩) বিশ্বদেব গণের অন্যতম বিবস্বান্। মহাভা-অনু-৯১। (৪) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪-৬৮। (৫) কশ্যপের তনয় বিবস্বান্। বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞা,

রাজ্ঞী ও প্রভা। রৈবতের তনয়া রাজ্ঞী, রেবত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রভা হইতে প্রভাত। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা হইতে বৈবস্বতমনু এবং যম ও যমুনা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। বিবস্বান্ হইতে ছায়া সাবর্ণিমনু এবং সংজ্ঞা বৈবস্বতমনু নামে পুত্র লাভ করেন। সংজ্ঞা হইতে শনি, তপতী, বিষ্টি ও অশ্বিনীকুমার জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৩। (৬) বিবস্বান্ প্রভৃতি ক্রতুসুতগণ সোমপায়ী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (৭) বিবস্বানের তনয় বৈবস্বতমনু। বৈবস্বতের পুত্র ইক্ষ্বাকু। দেবীভাগ-৭স্ক-২; পদ্ম-সৃষ্টি ৬. ৭, ৮, ১৮; কালিকা-২৬, ৩৪; বিষ্ণু-২য়-১০।

বিবহ—বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু গ্রহ মণ্ডলে থাকিয়া, ধ্রুবের সহিত গ্রহগণকে নিবদ্ধ রাখিয়া গ্রহমণ্ডলকে নিয়ত পরি ভ্রামিত করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮।

বিবাহ—রক্তমূর্ত্তি শর্ব্ব (মহাদেব) একবার অট্টহাস্য করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই মুহূর্ত্তে বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে বিশুদ্ধবুদ্ধি, ব্রহ্মতুল্য, অধ্যবসায়ী বীরকুমার চতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহারা সকলেই রক্তবসন, রক্তমাল্যধর, রক্তবদন ও রক্তলোচন ছিল। ব্রহ্মা-২১।

বিবাহু—(১) মহাদেবের অট্টহাস্য হইতে জাত অন্যতম কুমার। বায়ু-২২। বামদেব দেখ। (২) দানব বিশেষ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

বিবিংশ—(১) নরপতি ইক্ষ্বাকুর তনয় বিংশ, বিংশের পুত্র বিবিংশ। বিবিংশের ধনুর্বিদ্যা বিশারদ, সত্যবাদী দানধর্ম্ম-নিরত ও পরাক্রমশালী পঞ্চদশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খলীনেত্র সকলকে পরাজিত করিয়া এবং বাহুবলে বহুদেশ জয় পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্ব-৪; মার্ক ১১৯; বায়ু-৮৬। (২) মনুবংশীয় রাজা অবিবিংশের পুত্র বিবিংশ, তৎপুত্র খনিনেত্র, তাঁহার পুত্র অতিবিভূতি। বিষ্ণু ৪র্থ ১।

বিবিংশতি—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিবিংশতি। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) মনু বংশীয় নরপতি চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি. বিবিংশতির তনয় রম্ভ। ভাগ-৯স্ক-২।

বিবিৎসু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিবিৎসু। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

বিবিধাগ্নি—অদ্ভুত অগ্নির পুত্র বীর, বীরের তনয় বিবিধাগ্নি, বিবিধাগ্নির তনয় মহাকবি ও অর্ক। মৎ ৫১। অর্ক দেখ।

বিবিন্ধ্য—সৌভপতি শাল্বের অন্যতম সেনাপতি। শাল্ব দ্বারকা অবরোধ

করিলে, তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিবিন্ধ্য রুক্মিণীনন্দন চারুদেষ্ণ হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-১৮।

বিবিসার— মগধের শিশুনাগ-বংশীয় নরপতি ক্ষত্রৌজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে বিবিসার আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে দর্শক পাঁচ বৎসর ধরণীপতি ছিলেন। বায়ু-৯৯। বিধিসার দেখ।

বিবুধ—(১) জনকবংশীয় নরপতি দেবমীঢ়ের তনয় বিবুধ। বিবুধের তনয় মহীধ্রক, তৎপুত্র কীর্ত্তিরাত। রামা-আদি ৭১। (২) জনক বংশীয় কৃতির তনয় বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহাধৃতি, মহাধৃতির তনয় কৃতিরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩) জনক বংশীয় দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের তনয় ধৃতি, ধৃতির পুত্র কীর্ত্তিরাজ। বায়ু ৮৯। ধৃতি দেখ।

বিবৃতি—রৈবত-মন্বন্তরে ভূতরজ দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২।

বিবৃহা—বৈদিক যুগে বিবৃহা নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি যক্ষ্মারোগ নাশ করিবার জন্য, ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৬৩।১।

বিবেকী—গন্ধর্ব্বপতি কুমুদের পুত্র দেবসেন। তিনি মান্ধাতার কন্যা কেশিনীকে বিবাহ করেন। সুমনা, বসুদান, ঋতধ্বক, যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী এই সাত জন দেবসেনের পুত্র। কালিকা-৮৯।

বিবোধ—পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপুত্র ও সমুখ নামক দ্রোণ-পুত্র বিহঙ্গমগণের নিকট মহর্ষি জৈমিনি উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মার্ক-১—৪।

বিভক্ত— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

বিভাণ্ড—একজন মহর্ষি। মহাভা-শান্তি-৪৭; স্কন্দ-আব-রেবা-৬০।

বিভাণ্ডক—(১) মহর্ষি কশ্যপের তনয় বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। রামা-আদি-৯, ১০, ১৮; মৎ-৪৮; হরি-হরি-১৬৬; মহাভা-শান্তি-২৯৭; স্কন্দ-মাহে-অরু উত্ত-৩। (২) মহর্ষি কশ্যপের তনয় বিভাণ্ডক বাল্যাবস্থায় মহাহ্রদে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। একদা উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া রেতঃ-স্খলিত হইলে তিনি সলিলে অবগাহন করিলেন। এক মৃগী জলের সহিত ইহা পান করিয়া গর্ভিনী হইল। সেই মৃগী পূর্ব্ব জন্মে দেবকন্যা ছিল। ব্রহ্মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি মৃগী হইয়া তপস্বী-পুত্র প্রসবান্তর বিমুক্তা হইবে।" সেই গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করায় তিনি শাপমুক্তা হইলেন। মহাভা-বন-১০৯।

বিভানু—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা দেখ।

বিভাবরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসমুদ্ভূতা মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

বিভাবসু—(১) ধর্ম্ম হইতে মরুত্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি, বিভাবসু, বিশ্বাবসু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (২) বিভাবসু নামে এক কোপন স্বভাব ঋষি ছিলেন। তাঁহার অনুজ সুপ্রতীক তাঁহাকে পৈত্রিক ধন বিভাগ করিয়া দিবার জন্য প্রায়ই বিরক্ত করিতেন। সেজন্য তিনি তাঁহাকে "গজ হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠকে "কচ্ছপ হও" বলিয়া প্রতিশাপ দেন। মহাভা-আদি-৩২। সুপ্রতীক দেখ। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসু হইতে অষ্টবসুর অন্যতম বিভাবসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী ঊষা হইতে ব্যুষ্ট, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬স্ক-৬। কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-৬স্ক-৬। বসু ও দনু দেখ। (৪) দেবাসুর সংগ্রামে বিভাবসু মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (৫) মুর নামক দৈত্যের অন্যতম তনয়। মুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার বিভাবসু প্রভৃতি সপ্ত পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতার গতি প্রাপ্ত হন। ভাগ-১০স্ক-৫৯। (৬) সূর্য্যের এক নাম বিভাবসু। বিষ্ণু-১ম-৯। (৭) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসে, বিভাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিত ও চাপ, ইহারা সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। সূর্য্যরথ দেখ। (৮) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯২—৯৫। ক্রূর দেখ। (৯) বিভাবসুর স্ত্রীর নাম দ্যুতি। মৎ-৪৩; অগ্নি-২৭৪। দ্যুতি দেখ। (১০) অগ্নির এক নাম বিভাবসু। একবার বিভাবসু মহর্ষি শান্তিকে তাঁহার গুরুর মঙ্গলার্থ কয়েকটী বর প্রদান করিয়াছিলেন। মাক-১০০। ভূতি দেখ। উত্তমমনুর সময়ে প্রতর্দ্দন নামে দেবতাদের একটী গণ ছিল। বিভাবসু প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ। (১২) বিভাবসু গজগণের রাজা ছিলেন। বায়ু ৬৯। (১৩) মহিষাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯; স্কন্দ মাহে-কেদা-১৬; স্কন্দ-কাশী-পূ-৯; স্কন্দ-আব-রেবা-৩৪; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

বিভাব্য—(১) উত্তম-মন্বন্তরের বংশকারী দেবগণের অন্যতম। উত্তম দেখ। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২) সুধামা দেবগণের অনুজ অন্যান্য দেবগণের মধ্যে বিভাব্য

অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বংশপ্রবর্ত্তক। বায়ু-৬২।

বভাস—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অজিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিত দেবগণের অন্যতম বিভাস ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩২। অজিত দেখ। (২) যাম-দেবগণের অন্যতম বিভাস ছিলেন। বায়ু-৩১। যামদেবগণ দেখ। (৩) অমিতাভ দেবগণের অন্যতম বিভাস। বায়ু ১০০। রৈবত মনু দেখ।

বভিন্দু—বিভিন্দু নামে একজন দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি মহর্ষি মেধা-তিথিকে বহু ধন দান করিয়াছিলেন; সেইজন্য উক্ত ঋষি তাঁহাকে কতিপয় ঋক্ মন্ত্রে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।২।৪০।

বভীষণ—(১) সুমালি রাক্ষসপতির কন্যা কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত ৯। রাবণ লঙ্কার অধিপতি হইলে পর, তিনি ভ্রাতার সহিত তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিলে, তিনি অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হন। রাবণকে নানা হিত-গর্ভ উপদেশ দ্বারা সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে, তিনি অনুরোধ করেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার হিতবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং তাঁহাকেই রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। বিভীষণ রাবণের ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-১৬, ১৭। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূ-শের কন্যা সরমাকে বিভীষণ বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-১২। লঙ্কা সমরের অবসানে বিভীষণ লঙ্কা রাজ্যে রাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। রামা-লঙ্কা-১১৪। (২) দানবপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম বিভীষণ ছিলেন। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ। (৩) বিভীষণ নামে একজন যক্ষপতি ছিলেন। মহাভা-সভা-১০। (৪) সহদেব দিগ্বিজয়ে বহি-র্গত হইয়া পুলস্ত্য-নন্দন বিভীষণের নিকট নানা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (৫) মালিনী নাম্নী রাক্ষসী হইতে বিশ্রবার ঔরসে বিভী ষণের জন্ম হয়। মহাভা-বন-২৭৩; শিব-জ্ঞান ৫৯; অগ্নি-৯, ১১; দেবীভা-৯স্ক-১৬; কল্কি-৩য়-৩। (৬) কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভী-ষণ জন্মেন। সৌর-৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; বায়ু-৭০। (৭) স্বয়ং ধর্ম্ম লঙ্কায় বিভী ষণ রূপে জন্মে। শ্রীমহা-৩৭; বৃহদ্ধ-পূ-১৮। (৮) বিশ্রবার ঔরসে ও কেশী-নার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ শূর্পনখা ও বিভীষণের জন্ম হয়। ভাগ-৪স্ক-১; ৯০স্ক ১০; বরা-১৬৩; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২; স্কন্দ-মাহে-অযো-৬; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২; স্কন্দ-আব চতু-৭৯; স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩।

বিভীষণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা বিভীষণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বিভু—(১) অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার তনয় ঋভু, বিভু ও বাজ এই তিন জন। নিজ নিজ সুকর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা সূর্য্যালোকে বাস করিতেন। ঋক্-১।২০।১। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে বিভু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-৩। (৩) বারাণসীর নরপতি সত্যকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় আবর্ত্ত, আবর্ত্তের তনয় সুকুমার। হরি-হরি-২৯। (৪) শম্বর অসুরের অন্যতম তনয় বিভু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১—১৬২। (৫) বিভু নামে শকুনির এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭। (৬) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম তনয় বিভু। মহাভা-অনু-৮৫। চ্যবন দেখ। (৭) ভগবান্ যজ্ঞমূর্ত্তি ও দক্ষিণার দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম এবং ভগবান্ রুচির দৌহিত্র। ইঁহারা দ্বাদশ ভ্রাতা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১৭। দক্ষিণা দেখ। (৮) মনুবংশীয় নরপতি প্রস্তাবের পত্নী বিরুৎসা হইতে বিভুর জন্ম হয়। বিভুর পত্নী রতি পৃথুসেন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। প্রস্তাব দেখ। (৯) ভগ-দেবতার পত্নী সিদ্ধি হইতে বিভুরউৎপত্তি হয়। ভাগ-৬স্ক ১৮। (১০) স্বারোচিষ মনুর সময়ে বেদশিরা নামক ঋষির স্ত্রী তুষিতা হইতে বিষ্ণুর অবতার বিভু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৌমার-ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, অষ্টাশতি সহস্র ব্রতধারী ঋষি, তাঁহার নিকট ব্রতশিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (১১) পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবতমনুর সময়ে, বিভু ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ ৮স্ক-৫। (১২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রস্তোতার তনয় বিভু, বিভুর তনয় পৃথু। বরা-৭৪। প্রস্তোতা দেখ। (১৩) ভরত বংশীয় প্রস্তারের তনয় বিভু, বিভুর তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় নক্ত। অগ্নি-১০৭। প্রস্তার দেখ। (১৪) বারাণসীর রাজা বর্ষ-কেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় আনর্ত্ত ও সুকুমার। সুকুমারের পুত্র সত্যকেতু। অগ্নি ২৭৮। বর্ষকেতু দেখ। (১৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিভু, ত্বিষিমান্ দেব-গণের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ৩২; বায়ু ৩২। ত্বিষিমান্ দেখ। (১৬) ভরত বংশীয় প্রাপ্তারির তনয় বিভু, বিভুর তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় নক্ত। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। (১৭) রৈবত মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম বিভু ছিল। বিষ্ণু-৩অ-১; সৌর-৩৩; বায়ু-২৩, ৬২। (১৮) সাধ্যদেবগণের অন্যতম বিভু। বায়ু-৬৬। সাধ্যদেবগণ

দেখ। (১৯) বারাণসীর রাজা সত্যকেতুর তনয় বিভু। প্রজাপালক বিভুর পুত্র সুবিভু, সুবিভুর তনয় সুকুমার। বিষ্ণু-৪র্থ-৮; বায়ু-৯২। (২০) অমিতাভ নামক দেবগণের অন্যতম বিভু। বায়ু-১০০। রৈবতমনু দেখ। (২১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। স্বায়ম্ভুবমনু দেখ।

বিভূতি—(১) দেবী বিভূতি সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মার বিবাহ কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৬। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয় বিভূতি একজন বিপ্রকুল-পরিবর্দ্ধক, তপস্বী বেদবেদাঙ্গপারগ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরভি হইতে প্রভব, চ্যবন, বিভূতি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম দেখ। (৪) দেবী শঙ্করী সপ্তম কল্পে বিভূতি নামে বিখ্যাতা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

বিভূতীশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে এই সর্ব্বপাপহর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৮।

বিভূবস—বৈদিক যুগের একজন ঋষি। তাঁহার পুত্র ত্রিত একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্-১০।৪৬।৩।

বিভূবসি—সহ নামক অনলের তনয় অদ্ভুত। অদ্ভুতের স্ত্রী প্রিয়া হইতে বিভূবসির জন্ম হয়। মহাভা-বন-২২০। প্রিয়া ও অদ্ভুত দেখ।

বিভৃত—বিভৃত স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

বিভ্রট—মহর্ষি বিভ্রট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সূর্য্যের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৭০।১।

বিভ্রম—(১) কশ্যপ তনয় বিভ্রম একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫; বায়ু-৫৯। (২) সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামক মহাদেবের দুইটী গণ সর্ব্বদা প্রভাস ক্ষেত্রকে রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫।

বিভ্রাজ—(১) কাম্পিল্য দেশের অধিপতি সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের পুত্র অনূহ। মৎ ৪৯। (২) পাঞ্চাল দেশেও বিভ্রাজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার তনয় ব্রহ্মদত্ত। মৎ-২০; হরি-হরি-২০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; শিব-ধর্ম্ম-৬৪; দেবীভাগ-১ম-১৯। (৩) নরপতি সুকৃতির তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয় অনূহ। বায়ু-৯৯। অনূহ দেখ।

বিভ্রান্তকবপু—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, মহাবাহু পুষ্করস্বন, চাক্ষুষমনু, মধু, মহোরগ, বিভ্রান্তকবপু, বাল, মহাযশা বিষ্কম্ভ এবং ভাস্কর-সমদ্যুতি অতি বলবান্ গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। বিশ্বা দেখ।

বিমতি—নরপতি সুমতির পুত্র বিমতিকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে বিনাশ করেন। বরা-১৬৫। সুমতি দেখ।

বিমদ—(১)বৈদিক যুগে বিমদ নামে এক ঋষি ছিলেন। একবার ইন্দ্র তাঁহাকে অন্নযুক্ত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৫১।৩। (২) বৈদিক যুগে বিমদ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি স্বয়ম্বরে কন্যা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন। এমন সময়ে পথে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিদ্বয় সেই সময়ে রাজর্ষি বিমদকে সাহায্য করেন এবং আপনাদের রথে করিয়া বিমদের স্ত্রীকে তাহার গৃহে পৌছাইয়া দেন। ঋক্-১।১১৬।১।

বিমনা—মহর্ষি বিমনা অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ধন লাভ করেন। ঋক্-৮।৮৬।২।

বিমর্দ্দ—তিনি একজন নরপতি। তাঁহার রাজ্যের সমীপবর্ত্তী স্বরাষ্ট্র রাজের রাজ্য তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন। মার্ক-৭৪। স্বরাষ্ট্র দেখ।

বিমর্দ্দন—(১) যদুবংশীয় রাজা শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শ্বফল্ক দেখ। (২) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা ক্রোধা হইতে গণ, ক্রোধবশ, ক্রোড়-কর্ম্মা ও বিমর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। ক্রোধা দেখ। (৩) কিরাত দেশে বিমর্দ্দন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম কুমুদ্বতী ছিল। রাজা ও তাঁহার স্ত্রী শিব পূজার ফলে সপ্ত জন্ম শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৪।

বিমল—(১) রাজা সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলের ধর্ম্মপরায়ণ ও দক্ষিণা-পথ প্রদেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক ১। (২) বিমল নামে একটি রুদ্র ছিলেন। অগ্নি-৮৫। (৩) হিমালয়ের গুহায় পুরাকালে বিমল নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তাঁহার তনয় হরিদত্ত অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০৭, ৮। হরিদত্ত দেখ। (৪) পুরা-কালে পুরীকা নামী পুরীতে বিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সোমা অনন্ত নামে এক ক্লীব সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু মহাদেবের বরে তিনি পুরুষ হন এবং পরে বৃদ্ধশর্ম্মা ব্রাহ্মণের চারুমতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ নামে পঞ্চ পুত্র লাভ করেন। কল্কি-২য়-৪। (৫) গোকুলের নবনন্দ নামে খ্যাত একজন গোপ। গর্গ-গোল-১৮।

বিমলপিণ্ডক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৩৫। দনু দেখ।

বিমলা—(১) ক্রোধের অন্যতমা কন্যা সুরভি, সুরভির কন্যা রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী। রোহিণীর কন্যা অমলা, বিমলা ও গো সমুদয়। মহাভা-আদি-৬৬। রোহিণী দেখ। (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা বিমলা। অগ্নি-৫২। (৩) সিংহলরাজ-তনয়া পদ্মাবতীর অন্য-

তমা সখী। কল্কি-১ম-৬। (৪) সাবিত্রী-দেবী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিমলা নামে প্রসিদ্ধা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৫) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বিমলা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর গৃধ্রবক্ত্রকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। (৬) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ গোপিনীর অন্যতমা বিমলা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। প্রজাপতি দক্ষ, প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা, অমৃতা, তীরা, বিশ্বা, দশা, অরুণা, ধারা, পানা ও বর্চ্চসী নাম্নী দ্বাদশ কন্যা আদিত্যগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ প্রভা প্রভা ১১৯।

বিমলাদিত্য—কাশীর প্রভাব অবগত হইয়া তমোনাশক সূর্য্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দ্বাদশধা বিভক্ত অংশের নাম হইল—লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রৌপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, অরুণাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য ও গঙ্গাদিত্য। এই দ্বাদশ আদিত্য, সর্ব্বদা কাশীকে পাপীগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।

বিমলেশ্বর—(১) কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭। (২) অবন্তী ক্ষেত্রে বিমলেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। তাঁহার আরাধনায় সকল বাসনা পূর্ণ হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৬। প্রভাস ক্ষেত্রে বিমলেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। তাঁহার আরাধনায় সর্ব্ব রোগের নাশ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭, ৫৫।

বিমুচ—উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইধ্মবাহ ও মিত্রাবরুণ তনয় অগস্ত্য, এই সমস্ত ঋষি দক্ষিণ দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮।

বমৌদ্গল—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মং ১৯৬।

বিম্ব—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। উপবিম্ব ও ভদ্রা দেখ।

বম্বক—আসীমাধিপতি (বর্ত্তমান আসাম) বিম্বককে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১৫।

বিয়তি—নহুষের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৮। নহুষ দেখ। (২) পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর তনয় রম্ভিনার, রম্ভিনারের পুত্র বিয়তি, বিয়তির পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র নহুষ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। পুরূরবা দেখ। (৩) মেরুর অন্যতমা কন্যা বিয়তিকে বিধাতা বিবাহ করেন। বিধাতার তনয় মৃকণ্ডু। সৌর-২৬। নিয়তি ও বিধাতা দেখ। (৪) নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, উত্তর, পর, আয়তি ও বিয়তি নামে সাত পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি ১২; বিষ্ণু-৪র্থ-১০। নহুষ দেখ।

বিয়ম—ধৃতির আত্মজ বিয়ম। মার্ক-৫০। ধৃতি দেখ।

বিরক্ষ—কশ্যপ পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

বিরজ—(১) বরাহকল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে মহাদেব লোগাক্ষি নামে অবতীর্ণ হন। তখন সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাৎ ও বৈরজ নামে তাঁহার চারিজন যোগ পরায়ণ শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উত্ত-১০; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু-২৩; লি-২৪। লোগাক্ষি দেখ। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুদ্বতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম দেখ। (৩) সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয়। অগ্নি-১৫০। সাবর্ণিমনু দেখ। (৪) শর্ব্বের (মহাদেবের) হাসি হইতে বিরজ প্রভৃতির জন্ম হয়। বায়ু-২২; ব্রহ্মাণ্ড-২১। বিবাহ দেখ। (৫) প্রজাপতি মরীচির তনয় পূর্ণমাস, পূর্ণমাসের পত্নী সরস্বতী এবং পুত্র বিরজ ও পর্চ্চস। বিরজের পুত্র সুধামা। বায়ু-৮; ব্রহ্মাণ্ড-২৯। পূর্ণমাস দেখ। (৬) চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। চাক্ষুষমনু দেখ। (৭) যদুবংশীয় শমীকের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ। (৮) বিরজ নারায়ণের অন্যতম নাম। এই নাম জপ করিলে যম ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০। (৯) পূর্ণিমার পুত্র বিরজ ও বিশ্বগ এবং কন্যা দেবকুল্যা। ভাগ-৪স্ক-১। দেবকুল্যা দেখ। (১০) মনুবংশীয় নরপতি ত্বষ্টার স্ত্রী বিরোচনা বিরজ নামে একটি পুত্র প্রসব করেন। এই বিরজ অতি মহাত্মা ছিলেন। বিরজের পত্নী বিষুবী একশত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। এই শত পুত্রের মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (১১) মহর্ষি শালক্যের শিষ্য জাতুকর্ণ, নিরুক্তের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ভাগ-১২স্ক-৬।

বিরজস্ক—সাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১৩। সাবর্ণিমনু দেখ।

বিরজা—(১) চাক্ষুষমনুর সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭; মৎ-৯, সৌর-৩৩। চাক্ষুষমনু দেখ। (২) সুধন্বা নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা বিরজা নরপতি নহুষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, যাতি ও সুযাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৮, ২৯; পদ্ম-সৃষ্টি-৯; কূর্ম্ম-পূ-২২; সৌর-৩১; বায়ু-৭৩, ৯৩; লি-৬৬; মৎ-১৫। (৩) রাজর্ষি বিরজা তপোবলে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মৎ-১৪৩; বায়ু-৫৭। (৪) মরীচির স্ত্রী সম্ভূতি পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন। পৌর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্ব্বত। মার্ক-৫২; কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৫) সাবর্ণি-মনুর অন্যতম পুত্র বিরজা। মার্ক-৮০;

বিষ্ণু-৩য়-২। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্ম-গ্রহণ করেন, বিরজা তাঁহাদের মধ্যে লোকাক্ষির (লোগাক্ষি) অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০; লি-২৪। (৭) রক্তকল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পুত্র কামনা করিলে রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা পুত্র প্রাদুর্ভূত হন। পরে সেই কুমার হইতে বিরজা, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা লোকের হিত-কামনার্থ অখিল ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া অব্যয় রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন। লি-১২; (৮) মহাদেবের অবতার বালির অন্যতম তনয়। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড ২৩। বালি দেখ। (৯) ভরত বংশীয় ত্বষ্টার তনয় বিরজা, বিরজার তনয় রজ, রজের তনয় সত্য-জিৎ। অগ্নি-১০৭; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। ত্বষ্টা দেখ। (১০)বিরজা নামে এক গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া ছিল। সে রাধিকার ভয়ে নদীরূপে পরিণতা হয়। তাঁহার গর্ভে সপ্ত সমুদ্রের জন্ম হয়। দেবীভা-৯স্ক-১৩। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিনী একজন গোপিকা। গর্গ-গোল-৪। (১২) রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-অশ্ব-৪২। (১৩) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ। (১৪) বিষ্ণু দেবগণের অনুরোধে বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিরজা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিমান্ এবং কীর্ত্তিমানের তনয় প্রজাপতি কর্দ্দম। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১৫) মহর্ষি কবির অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৮৫। কবি দেখ।

বিরথ—ভরত বংশীয় নৃপঞ্জয়ের তনয় বিরথ। মৎ-৪৯। ক্ষেম দেখ।

বিরস—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র নাগের অন্যতম বিরস। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

বিরাগ—বাত নামক রাক্ষসের তনয় বিরাগ। বায়ু-৬৯। বাত দেখ।

বিরাজ—(১) যদুবংশীয় শমীকের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। শমীক দেখ। (২) ত্বষ্টার তনয় বিরাজ, বিরাজের তনয় রজ। বিষ্ণু-২য়-১। ত্বষ্টা দেখ। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি অবিক্ষিতের অন্যতম তনয় বিরাজ। মহাভা-আদি-৯৪। অবিক্ষিত দেখ। পিতৃগণ সপ্ত, তন্মধ্যে বিরাজের পুত্র বৈরাজ পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ। স্কন্দ আব-অব-৫৮।

বিরাট—(১) মরুত্বৎ দেবতাগণের অন্যতম। মৎ-১৭১। মরুত্বৎ দেখ। (২) বিষ্ণু বিরাটকে সৃষ্টি করেন। বিরাট মনুকে সৃষ্টি করেন। হরি হরি-উপক্র। বায়ু-১০। (৩) বীরের পত্নী কাম্যার গর্ভে, সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু

নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন হরি-হরি-২ ; শিব-ধর্ম ৫২। কাম্যা দেখ। (৪) ভরত বংশীয় নরের তনয় বিরাট, বিরাটের পুত্র ধীমান্, ধীমানের তনয় মহান্ত। অগ্নি-১০৭। (৫) ভরত বংশীয় নয়ের তনয় বিরাট, বিরাটের তনয় ধীমান্। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪ ; বরা-৭৪ ; দেবীভাগ-৪স্ক-২২। নয় দেখ। (৬) ভরত বংশীয় গয়ের তনয় নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য। বায়ু-৩৩। নর দেখ। (৭) সুতপা দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। সুতপা দেখ। বিষ্ণু ২য়-১। (৮) মৎস্য দেশের অধিপতি বিরাট অতিশয় ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই আলয়ে পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে অতিবাহিত করেন। মহাভা-বিরাট-৭—১২। ছদ্মবেশ অন্তে পাণ্ডবদের সহিত বিরাটের পরিচয় হইলে বিরাটের কন্যা উত্তরার সহিত অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি তাঁহার শ্বেত, শঙ্খ ও উত্তর নামক পুত্রত্রয় সহ নিধন প্রাপ্ত হন। উত্তর শল্যকর্ত্তৃক, শ্বেত ভীষ্মের শরে, শঙ্খ দ্রোণের শরে, হত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৪৭, ৪৮।

বিরাটযশা—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বিরাটযশা বংশকারী দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

বিরাড়প—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্গল্য এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-৯৬।

বিরাধ—(১) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩। দনু দেখ। (২) জব রাক্ষসের স্ত্রী শতহ্রদা বিরাধকে প্রসব করেন। রাম যখন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন বিরাধ সীতাকে হরণ করেন। সেইজন্য রাম তাঁহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপপূর্ব্বক বধ করেন। রামা-আরণ্য-১—৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ ৪। জব দেখ। একদা অপ্সরা রম্ভার সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু কুবেরের আদেশ পালনে অবজ্ঞা করিয়াছিল। সেইজন্য কুবেরের শাপে তুম্বুরু বিরাধ নামক রাক্ষস হয়। এবং রাম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। রামা-আরণ্য-৪। (৩) এক ব্রাহ্মণ চম্পক পুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিত। সেই পুণ্যের ফলে সে এক রাজার দানাধ্যক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিত। একদা নারদ ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে "রাক্ষস হও" বলিয়া শাপ দেন। সেই শাপে ব্রাহ্মণ বিরাধ নামক রাক্ষস হন। পরে রাম তাঁহাকে বধ করিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। শিব-জ্ঞান-৩১। (৪) কর্কট নামে এক রাক্ষসপতির পত্নী পুষ্কসী কর্কটী নামে

এক কন্যা প্রসব করেন। সে রাক্ষস পতি বিরাধের পত্নী ছিল। বিরাধের মৃত্যুর পরে রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের ঔরসে কর্কটী ভীম নামে এক পুত্র প্রসব করে। শিব-জ্ঞান-৪৮। পুষ্কসী দেখ। (৫) রাক্ষসপতি বিরাধ রসাতলের অন্তর্গত বিতল নামক প্রদেশে বাস করিতেন। বায়ু-৫০। (৬) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের পঞ্চদশ সেনাপতির অন্যতম বিরাধ, মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সেনাপতি কর্ত্তৃক নিহত হন। বরা-১১। দুর্জ্জয় দেখ। (৭) কলিঙ্গ দেশে বৈশ্যপতি বিরাধ নামে এক রাজা ছিলেন। এই বিরাধের তনয় ক্রমিণ, ক্রমিণের তনয় সমাধি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (৮) বিরাধ নামে মহাদেবের এক অনুচর ছিল। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিরাধেশ্বর— মহাদেবের অন্যতমগণ বিরাধ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। ইঁহার অর্চ্চনায় প্রতিদিনের অপরাধ জনিত পাপ ক্ষয় হয়। স্কন্দকাশী-উত্ত-৫৫।

বিরাবী—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিরাবী। মহাভা-আদি-৬৭।

বিরিঞ্চি—ব্রহ্মার অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি ১৪। নারায়ণের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-৩০৩।

বিরুৎসা—মনুবংশীয় নরপতি ভূমার পুত্র প্রস্তাব। প্রস্তাবের পত্নী বিরুৎসা বিভু নামক এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। প্রস্তাব ও বিভু দেখ।

বিরুদ্ধগণ—দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ে সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক গণে একশত করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। ব্রহ্ম-সাবর্ণি দেখ।

বিরূপ—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।৪৩।১; ১।৪৫।৩। (২) বিরূপ একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬; ব্রহ্মাণ্ড-৬৫; বায়ু-৫৯। (৩) যমের দৌহিত্র পরিবর্ত্ত, যমের কন্যা নির্ম্মাষ্টির গর্ভে ও দুঃসহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই অহিতকারী পরিবর্ত্তের বিরূপ ও বিকৃত নামে দুই পুত্র আছে। তাঁহারা বৃক্ষাগ্র ও পরিখা প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গর্ভিনীদের অনিষ্ট করেন। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম বিরূপ। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৫) যদুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় বিরূপ, তৎপুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের তনয় রথীতর। বিষ্ণু-৪র্থ-১। অম্বরীষ দেখ। ভাগ-৯স্ক-৬। (৬) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম

তনয়। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-৯। কদ্রু দেখ। (৭) ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের তনয় বিরূপ, বিরূপের তনয় সুতপা ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৩। (৮) অঙ্গিরার অন্যতম তনয়। মহাভা-আদি-৮৫। অঙ্গিরা দেখ।

বিরূপক—(১) একজন দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭। (২) গণেশের ত্র্যম্বকানুচর কর্ত্তৃক একটী নৈঋ‍র্ত গণ উৎপাদিত হইয়াছে। এই উৎপাদিত যক্ষ, রাক্ষস, দেবরাক্ষস ও নৈঋ‍র্ত গণ উদীর্ণ, বিক্রান্ত ও শৌর্য্যসম্পন্ন। ইহাদের উপযুক্ত অধিপতি বিরূপক। বায়ু-৬৯।

বিরূপধৃক্—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে দৈত্য বিরূপধৃক্ সোমদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাম-৬৯।

বিরূপনয়ন—একজন দানবপতি। হুতাশন কর্ত্তৃক যে দানবের গৃহ ভস্মীভূত হয়, তন্মধ্যে বিরূপনয়ন অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

বিরূপনিধি—পুরাকালে মথুরাপুরীতে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার প্রভাবতী নাম্নী এক দাসী ছিল। সেই প্রভাবতীর কিঙ্করী বিরূপনিধি পিতৃতর্পণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার করেন। ব্রহ্ম-১৮০। প্রভাবতী দেখ।

বিরূপাক্ষ—(১) পূর্ব্বদিকে অবস্থিত দিগ্‌গজ হস্তী বিশেষ। সে সশৈলা সকাননা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যখন পূর্ব্বকালে এই হস্তী ক্লান্ত হইয়া শিরশ্চালন করে, তখন ভূমিকম্প হয়। রামা-আদি-৪০। (২) এই রাক্ষসপতি বিরূপাক্ষ রাবণের অন্যতম অনুচর। হনুমান অশোকবন নষ্ট করিলে পর রাবণ হনুমানের দমনার্থ বিরূপাক্ষকে প্রেরণ করেন কিন্তু তিনি হনুমান হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪৬। (৩) বিরূপাক্ষ নামে দ্বিতীয় আর একজন রাক্ষস সেনাপতি লঙ্কা সমরে লক্ষ্মণ হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (৪) বিরূপাক্ষ নামে তৃতীয় আর একজন রাক্ষস সেনাপতি লঙ্কা সমরে সুগ্রীব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লঙ্কা-৯৭। (৫) মাল্যবানের পত্নী সুন্দরী বিরূপাক্ষ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। রামা-উত্ত-৫। (৬) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। কশ্যপ ও দনু দেখ। (৭) বিরূপাক্ষ নামে একজন রাক্ষস রাজা মেরুব্রজ নগরীতে রাজত্ব করিতেন। নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক তাঁহার বন্ধু ছিলেন। একদা গৌতম নামে একজন ব্রাহ্মণ বকের আলয়ে ধনলাভার্থ আগমন করেন। বক নাড়ীজঙ্ঘ তাঁহাকে স্বীয় বন্ধু রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের গৃহে প্রেরণ করেন। গৌতম বিরূপাক্ষ ভবনে প্রচুর অর্থ

লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে বকের আলয়ে উপস্থিত হন এবং লোভবশতঃ বককে বধ করিয়া তাহার মাংস লইয়া প্রস্থান করেন। বিরূপাক্ষ তাহা জানিতে পারিয়া গৌতমকে ধৃত করিয়া সংহার করেন। কথিত আছে বক জীবন লাভ করিয়া চিতাভস্ম হইতে উত্থিত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৯—৭৩। (৮) অজৈকপাদ, অহির্ব্রগ্ন, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও রৈবত, ইহারা ত্বষ্টার পুত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। ত্বষ্টা ও অজৈক-পাদ দেখ। (৯) অজৈকপাদ বিরূপাক্ষ প্রভৃতি মানসজাত, ত্রিশূলধারী একাদশ রুদ্র গণেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত। সুরভী ও একাদশ রুদ্র দেখ। (১০) বিষ্ণুর সহিত শুম্ভ দৈত্যের যুদ্ধকালে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র সুরপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। মৎ-১৪৩। (১১) ভৃগু বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫। (১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। একাদশ রুদ্র দেখ। (১৩) মহাদেবের অন্যতম নাম। ব্রহ্মা-৫৯; সৌর-২; পদ্ম সৃষ্টি-৫; মহাভা-শান্তি-২৮৪, ২৮৫; আশ্ব-১১৫। (১৪) বিরূপাক্ষ দানব দ্বাপরে চিত্রধর্ম্মা নামক নৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। চিত্রধর্ম্মা দেখ। (১৫) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি বরা-৯৩। (১৬) হেমকূট হইতে আগমন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ নামক শিবলিঙ্গ কাশীতে মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিলে সংসার হইতে নিস্তার লাভ করা যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (১৭) শঙ্কর পার্ব্ব-তীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে বলেন যে তিনি হেমকূটে বিরূপাক্ষ নামে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-নাগ-১০৯। (১৮) গণা-ধিপ, শ্যামল, মযস্তক, বিরূপাক্ষ, গোলক, শ্বেতসমপ্লুত ও ইহাদের প্রভু উন্মত্ত, ইহারা দ্বারকাতে উত্তর দিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-দ্বার-১৭। (১৯) বিরূপাক্ষ নামক শিবলিঙ্গ সিংহলে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (২০) শিবের অন্যতম অনুচর বিরূপাক্ষ চতুঃষষ্টি যোগিনীপরিবৃত্ত হইয়া শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

বিরূপাক্ষী—কাশীতে দেবযানীর উত্তরে বিরূপাক্ষী দেবী অবস্থিত করিতেছেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করে, সে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

বিরোচন—(১) প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। বিরোচনের পুত্র বিখ্যাত বলি। বলির শত পুত্রের মধ্যে বাণাসুর জ্যেষ্ঠ। মৎ-৬। (২) বেণ-নন্দন পৃথু ধরণীকে দোহন করিবার পরও বহু ব্যক্তি পৃথিবীকে দোহন করেন। তাঁহাদের

মধ্যে অসুরগণ যখন বসুধাকে দোহন করেন তখন, দ্বিমূর্দ্ধাদৈত্য—দোগ্ধা ও বিরোচন—বৎস ছিলেন। মৎ-১০। বসুধা দেখ। (৩) পুরাকালে পুরুহূত কর্ত্তৃক হুতাশন মারুতের সাহায্যে সুরারিগণকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তখন হুতাশনের আক্রমণে সহস্র সহস্র দানব দগ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে তারক, কমলাক্ষ, বিরোচন প্রভৃতি দানবেরা সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্র সলিলে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২২; মৎ-৬১। (৪) বিরোচনের কন্যা মন্থরাকে ইন্দ্র বধ করেন। রামা-আদি-২৫। (৫) প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর বিরোচন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হন। সৌর-৩০। (৬) পাতালের বহু যোজন বিস্তৃত শর্করাভূমি পঙ্কমতলে বিরোচনের নগর অবস্থিত। বায়ু-৫০। (৭) বিরোচনের কন্যার নাম যশোধরা। তাঁহার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বরূপ নামে যমজ সন্তান জন্মে। বায়ু-৬৫। (৮) প্রহ্লাদ-তনয় বিরোচন একবার একটী কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরা মুনির পুত্র সুধন্বার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর 'আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ' বলিয়া কন্যা লাভ ইচ্ছায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া প্রহ্লাদের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তাহা মিমাংসা করিয়া দিবার জন্য প্রহ্লাদকে বলেন। প্রহ্লাদ সুধন্বাকে শ্রেষ্ঠ বলেন। মহাভা-সভা-৬৬। (৯) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতমের নাম বিরোচন ছিল। মহাভা-আদি-১৮৬। (১০) অসুরপতি বিরোচন ও ইন্দ্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য একবার প্রজাপতির নিকট গমন করেন। বিরোচন জ্ঞানলাভ না করিয়াই চলিয়া আসেন। কিন্তু ইন্দ্র, জ্ঞানলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছান্দোগ্য-৮ম অঃ। (১১) প্রহ্লাদ-তনয় বিরোচনের মাতার নাম দ্রব্বী। ভাগ-৬ষ্ঠ ১৮ অঃ। (১২) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে বিরোচনের সহিত সবিতার যুদ্ধ হইয়াছিল। ভাগ-৮স্ক-১০। (১৩) ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাস্ত করিয়া বিরোচন বহু বৎসর ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। পরে মহাযোগী সনৎ-কুমারের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া, পুত্র বলির হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৭। (১৪) বারাণসীর অধিপতি দুর্জ্জয়ের প্রধান সচীব। রাজা তাঁহাকেই প্রথমে মহর্ষি গৌরমুখের নিকট, বিষ্ণু প্রদত্ত মণি আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি মহর্ষির মণিসম্ভূত সৈন্য হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। বরা-১১। (১৫) একবার

বিরোচন অন্ধকাসুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বরুণ। অবশেষে বরুণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাম-৯, ১০। (১৬) ইন্দ্র, বিরোচন, প্রহ্লাদ, জম্ভ প্রভৃতি দানবগণকে বিনাশ করিয়া ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৯৮। (১৭) দানবপতি বৃষপর্ব্বার দুহিতা সুরুচি দৈত্যপতি বিরোচনের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বলির জন্ম হয়। বলি পূর্ব্ব জন্মে এক ব্যাধ ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা ১৮। (১৮) বিরোচনের ভগিনী ত্বষ্টার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সংজ্ঞা, দ্যৌ, বলয়া, ছায়া ও নিকুম্ভা নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। স্কন্দ প্রভা-প্রভা ১১।

বিরোচনা—(১) প্রহ্লাদের কন্যা ও বিরোচনের ভগিনী মনু বংশীয় নৃপতি ত্বষ্টার স্ত্রী। তিনি বিরজ নামে একটী পুত্র প্রসব করেন। বিরজের পুত্র শতজিৎ প্রভৃতি একশত। ভাগ ৫স্ক-১৫। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা বিরোচনা ছিলেন। মহাভা শল্য ৪৭।

বিরোধ—প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র বাস্কল। বিরোধ, মনু, বৃক্ষায়ু ও কুশলীমুখ এই চারি জন বাস্কলের পুত্র। বায়ু-৬৭।

বিরোধিনী—যমের দুহিতা নির্ম্মাষ্টির গর্ভে দুঃসহের আট পুত্র ও আট কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কন্যা বিরোধিনী, স্বামী স্ত্রী আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করে। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ।

বরোহণ—নাগরাজ তক্ষকের বংশে ইঁহার জন্ম। তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা আদি-৫৭।

বিলাসিনী—সিংহলরাজদুহিতা পদ্মাবতীর অন্যতমা সখী। কল্কি-২য়-২।

বিলোমক—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় বিলোমক। বিলোমকের পুত্র নল, অতিশয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন। নলের তনয় অভিজিৎ। লি-৬৯। (২) যদুবংশীয় কপোতরোমার তনয় বিলোমক, বিলোমকের তনয় তম, তমের পুত্র আনকদুন্দুভি। কূর্ম্ম-পূ-২৪। তম দেখ।

বিলোমা—(১) জ্যামঘবংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় বিলোমা, বিলোমার পুত্র ভব, ভবের পুত্র অভিজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) যযাতি-বংশীয় বহ্নির পুত্র বিলোম, বিলোমের তনয় কপোতরোমা, কপোতরোমার তনয় অনু। ভাগ-৯স্ক-২৪।

বিল্ব—(১) কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (২) একদা ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলে, তাঁহার ধ্যান প্রভাবে কল্পবৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল। সেই সকল বৃক্ষের

মধ্যে (বিষ) প্রধান। তখন ব্রহ্মা সেই বিষবৃক্ষের মুখে একটী তেজস্বী সিংহবিক্রম যুবা দেখিতে পাইলেন এবং তিনি তাঁহার নাম বিষ রাখিলেন। এই বিষের সহিত মহর্ষি কপিলের "দান শ্রেষ্ঠ" না "ব্রহ্ম ও তপশ্রেষ্ঠ" এই বিষয়ে বিচার হইয়াছিল। স্কন্দ-আব-চতু-৮৩।

বিষক—কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

বিষতেজা—নাগরাজ তক্ষকের বংশে ইহার জন্ম। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বিল্বপত্র—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

বিল্বপত্রিকা—সাবিত্রী দেবী বিল্বক ক্ষেত্রে বিল্বপত্রিকা নামে খ্যাত আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিল্বদণ্ডধারী—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্ব-১০৮।

বিল্বা—বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে সাবিত্রী দেবী বিল্বা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিলি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষ্টিসেন, গার্দ্দভি, কাদ্রবায়নি, আশ্বায়নি ও অরূপি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

বিল্বেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে বিল্বেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-আব-চতু-৮৩।

বিশ—ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

বিশঠ—দানবপতি বলির অনুগত একজন দানব নায়ক। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

বিশত—যামদেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১। যামদেবগণ দেখ।

বিশদ্গু—যযাতি-বংশীয় স্বাহিতের পুত্র বিশদ্গু, বিশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দু। ভাগ ৯স্ক-২৩।

বিশাখ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনল, অনলের অন্যতম পুত্র বিশাখ। মৎ-৫। অনল দেখ। হরি-হরি ৩; মহাভা-আদি-৬৬; শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অগ্নি ১৮; সৌর-২৮; বায়ু-৬৬। (২) একবার দেবরাজ ইন্দ্র ও স্কন্দের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব-বিদীর্ণ হইয়া এক সুন্দর যুবা পুরুষের আবির্ভাব হয়। বজ্র প্রহার দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। মহাভা বন-২২৫; বিষ্ণু-১ম ১৫; কালিকা-৪৬। (৩) পুরূরবার অন্যতম পুত্র আয়ু, আয়ুর তনয় বিশাখ। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৪) স্কন্দের অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৪। (৫) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যতম অনুচর। বরা-২৫। (৬) মহাদেবের অন্যতম অনুচর।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস
৮।১নং ওয়েষ্ট কামাউট, ইন্সিন।

মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে তিনি দানব হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৭) শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে তিনি চতুঃষষ্ঠি যোগিনীসহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৮) বিশ্বামিত্রের একজন শিষ্যের নামও বিশাখ ছিল। রামা আদি-২২।

বিশাখযূপ—(১) মগধের পুলক বংশীয় তৃতীয় ভূপতি বিশাখযূপ মগধে তিপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে সূর্য্যক একুশ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ ১৭২, বায়ু-৯৯; বিষ্ণু ৪র্থ-২৪; ভাগ-১২স্ক-১। প্রদ্যোত দেখ। (২) মাহিষ্মতী নগরের অধিপতি বিশাখযূপ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কল্কি-১ম-৩। তিনি কল্কির পক্ষ অবলম্বন করিয়া জিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেক জিনসৈন্য সংহার করেন। কল্কি-২য়-৭; ৩য়-১, ৪, ৬, ৭, ৮, ১৯।

বিশাখা—(১) সুযশা নাম্নী এক গন্ধর্ব্ব-কন্যা প্রচেতা হইতে লোহেয়ী, ভরতা, কৃশাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারি কন্যা লাভ করেন। বায়ু-৬৯। সুযশা ও কৃশাঙ্গী দেখ। (২) রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-বৃন্দা-১৫, ১৯। (৩) দক্ষের কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা স্ত্রী। কালিকা-২০; ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম ৯। দক্ষ দেখ।

বিশাখেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী উত্ত ৯৭।

বিশাপ—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে, ভার্গব ব্যাস হইবেন, এবং মহাদেব দমন নামে আবির্ভূত হইবেন। তখন বিশোক, বিকেশ, বিশাপ ও শাপনাশন নামে দমনের চারি পুত্র হইবেন। বায়ু-২৩।

বিশারি—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অক্রূর ও শ্বফল্ক দেখ।

বিশাল—(১) বিক্রমশালী গন্ধর্ব্বপতি মহাত্মা বিশাল, প্রচেতার স্ত্রী সুযশার গর্ভজাত লোহেয়ী, ভরতা, কৃশাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন। এই চারি কন্যা হইতে লোহেয়, ভরতেয়, কৃশাঙ্গেয় ও বিশালের নামে চারিটী যক্ষগণ উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গী ও সুযশা দেখ। (২) রাজর্ষি তৃণবিন্দু হইতে অলম্বুষা অপ্সরার গর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই বিশালই বৈশালী নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের তনয় সুচন্দ্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১; ভাগ-৯স্ক-২; বায়ু-৮৬। তৃণবিন্দু দেখ। (৩) বিশাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার পুত্র সুশর্ম্মার স্ত্রীকে বলাক নামক রাক্ষস হরণ করিয়াছিল। মাক-৭০। বলাক দেখ। (৪) একটী রুদ্রের নাম। তাহার নামানুসারে একটী দেশও বিশাল নামে খ্যাত। অগ্নি ৮৫। (৫) পূর্ব্বে বিশাল নগরে বিশাল নামে এক রাজা ছিলেন।

তিনি গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়া পুত্র লাভ করেন। বরা-৭; অগ্নি-১১৫। (৬) কল্কির বংশোৎপন্ন জনৈক ব্রাহ্মণ। কল্কি-১ম-২, ৩, ২য় ৭। (৭) কাশীতে বিশাল নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে কল্কি-দ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বরা-৪৮।

বিশালক—একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

বিশালদংষ্ট্রিণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

বিশালা—(১) কুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা নাম্নী পত্নী হইতে চতুর্ব্বিংশতি-শত পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিশালা নদী স্বীয় অনুচর যজ্ঞবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৩) একটী মুনির পত্নী। বাম-৭২। চিত্রা দেখ। (৪) ভরত বংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষব, উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্রাবণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৎ ৪৯। (৫) কৌশিক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালা ছিল। কৌশিক পূর্ব্বজন্মে অতিশয় কুক্কুট-মাংস আহার করিতেন বলিয়া কুক্কুটরাজ তাম্রচূড়ের শাপে রাত্রিকালে কুক্কুটরূপ প্রাপ্ত হইতেন। স্কন্দ-আব-চতু-২১। কৌশিক দেখ। (৬) লুম্প নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালা ছিল। রাজা ব্রাহ্মণ শাপে কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪১। (৭) বরুণের কন্যা বিশালা, কামদেবের পত্নী রতির প্রিয়-সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৭৭। রতি দেখ। (৮) অবন্তী ক্ষেত্রে বিশালা দেবীকে দর্শন করিলে বিবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। স্কন্দ-আব অব-২৬।

বিশালাক্ষ—(১) মহর্ষি বিশালাক্ষ, একজন রাজধর্ম্ম প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৫৮। (২) বিশালাক্ষ নামে একজন মহাদেবের অনুচর ছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১৫। (৩) তৈলঙ্গ দেশের অধিপতি বিশালাক্ষকে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব ১০। (৪) বিশালাক্ষ নামে একজন বাস্তুশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মৎ ২৫২। (৫) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিশালাক্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৮৯।

বিশালাক্ষী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) অবন্তী নগরে সোমশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। স্বামী সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বিশালাক্ষী শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র লাভ করেন। এই দুঃসহ নামক পুত্র অতিশয় মন্দকর্ম্মান্বিত হইয়াও, কেবল শিব-পূজার ফলে দুই তিন জন্ম ভ্রমণান্তর কুবের হইয়াছিলেন। সৌর-৪৭। (৩) কুবেরের হেমমালী নামে এক পুষ্পচয়ক অনুচর ছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। পদ্ম-উত্ত-৫২। হেমমালী দেখ। (৪) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসমদ্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (৫) গায়ত্রী দেবী বারাণসীতে বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৭। (৬) মৃত্যুর কন্যা সুনীথার বিশালাক্ষী ও লীলাবতী নামে দুই সখী ছিল। পদ্ম-ভূমি-৩৩। সুনীথা দেখ। (৭) নীল পর্ব্বতের অধিপতি রত্নগ্রীব রাজার পত্নীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। পদ্ম-পাতা-৯। রত্নগ্রীব দেখ। (৮) রাধিকা বারাণসীতে বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। পদ্ম পাতা ৪৬। (৯) বিশালাক্ষী নামে একটী মাতৃকা আছেন। স্কন্দ মাহে-কুমা-৩০। (১০) কাশীস্থিতা একটী দেবী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; স্কন্দ-আব রেবা-১৯৮। (১১) কাশীধামে ক্ষেত্রের পরম ইষ্টদায়িনী বিশালাক্ষী দেবী গঙ্গাতে এক বিশাল তীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭০। (১২) বিশালাক্ষী নামে একজন অপ্সরা ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৮। (১৩) কলিঙ্গ দেশে সুবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। কাঞ্চী দেশের রাজা দৃঢ়ধন্বার কন্যা বিশালাক্ষী সুবাহুর মহিষী ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৯। সুবাহু দেখ। (১৪) হিমালয় প্রদেশে গালব নামে এক তপস্বী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। একদা গালবের শিষ্য বক, তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-২৭১। (১৫) প্রভাস ক্ষেত্রে মঙ্গলা, বিশালাক্ষী ও চত্বরপ্রিয়া দেবীর অবস্থান। প্রভাস-যাত্রা-প্রবৃত্ত ব্যক্তি এই দেবীত্রয়ের যথাক্রমে পূজা করিবে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬০।

বিশিখ—মহাদেবের একজন অনুচর। ত্রিপুর-বিনাশের সময়ে তিনি মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

বিশিশপ্র—রাজর্ষি মনু এই অনার্য্য রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঋক্ ৫।৯৫।৬।

বিশুণ্ড—পাতালের ভোগবতী নগরবাসিনী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২।

বিশুদ্ধ—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

বিশুদ্ধা—অন্যতমা শক্তি। তন্ত্র-১৮৬ পৃঃ।

বিশোক—(১)মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এক-জন পরিচারক। মহাভা-সভা-৩২। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে ইন্দ্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বিশোককে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৩) রক্তকল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পুত্র কামনা করিলে, রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরে সেই কুমার হইতে বিরজা, বিবাহু, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে চারি পুত্র জন্মে। লি-১২; ব্রহ্মা-২১, ২২, ২৩; বায়ু-২৩। রক্তভূষণ দেখ। (৪) একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম-৫২।

বিশোকা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-মূর্ত্তির সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (২) দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) শঙ্করের পত্নী পার্ব্বতীর অন্যতমা সহচরী। স্কন্দ কাশী পূ-৪৭।

বিশ্‌পলা—খেল নরপতির স্ত্রী বিশ্‌পলার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া একখানা পা ছিন্ন হইয়া যায়। ঋক্-১।১১২।১। খেল দেখ।

বিশ্ব—(১) ময়ূর নামে অসুর ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্ব নামে নরপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। ময়ূর দেখ। (২) যদুবংশীয় দেববানের পুত্র ও অক্রূরের পৌত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪। দেববান্ দেখ। (৩) দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতার অন্যতম বিশ্ব ছিলেন। তাঁহারা উত্তম মন্বন্তরে দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। যজ্ঞকারী দেবতা দেখ। (৪) উত্তম মন্বন্তরে সত্যের অনুগ অন্য-তম দেবতা। বায়ু ৬২। সত্য দেখ। (৫) ভৃগু বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৬৫। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি পৃথুর তনয় বিশ্ব, বিশ্বের পুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের তনয় যুবনাশ্ব। পদ্ম-সৃষ্টি ৮। (৭) বিশ্ব নামে মহাদেবের একজন গণ ছিল। স্কন্দ মাহে-কেদা-২০। (৮) মহাদেবের এক নাম বিশ্ব। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

বিশ্বক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় পৃথুর তনয় বিশ্বক, বিশ্বকের তনয় আর্দ্রক, আর্দ্রকের তনয় যুবনাশ্ব। কূর্ম্ম-পূ-২০; লি-৬৫। বিশ্ব ও পৃথু দেখ।

বিশ্বকর্ত্তা—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

বিশ্বকর্ম্মা—(১) এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রাচীন ঋষিগণ বিশ্বকর্ম্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঋক্ ১০।৮১, ৮২ সূক্ত। (২) বিশ্বকর্ম্মা নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরের স্তুতি করিয়া কতিপয়

ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্১০। ৮১, ৮২ সূক্ত। (৩) বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনী, অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের স্ত্রী ছিলেন। প্রভাসের পুত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। তিনি দেবগণের বিমান নির্ম্মাতা, কারুকার, সহস্র প্রকার শিল্পের কর্ত্তা ও ভূষণ নির্ম্মাতা এবং শিল্পীগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। মানবগণ তাঁহারই শিল্প উপজীব্য করিয়া জীবন যাপন করেন। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা দেবীকে অদিতির পুত্র বিবস্বান্ বিবাহ করেন। মৎ-৫, ২০৩; হরি-হরি-৩, ১৯। (৪) বিশ্বকর্ম্মার তনয় বানবপতি নল। রামা-আদি-১৭। (৫) বিশ্বকর্ম্মা দুইখানি ধনু নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে একখানি দেবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশের জন্য শিবকে ও অপরখানি দেবগণ বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণু পরশুরামকে প্রদান করেন। রাম মহাদেবের ধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন ও অপর ধনুতে জ্যা আরোপ করিয়া পরশুরামের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। রামা-আদি ৭৫। (৬) বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপকে ইন্দ্র বধ করেন। রামা-কিষ্কি-২৪। (৭) কুঞ্জর পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা অগস্ত্যের জন্য ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৪১। (৮) সমুদ্রস্থিত চক্রবান্ পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা সহস্রার চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া চক্র ও শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৪২। (৯) কুবেরের কৈলাস পর্ব্বতস্থিত অলকাপুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি ৪৩। (১০) লঙ্কা পুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রামা-কিষ্কি ৫৮। (১১) বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গে থাকিয়া ব্রহ্মার জন্য নানা প্রকার রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্পক নামক বিমান প্রস্তুত করেন। ইহা কুবের ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। রামা-সুন্দ-৮, ৯। (১২) বিশ্বকর্ম্মা নামে একজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টা ঋষি ছিলেন। মৎ-২৫২। (১৩) বিশ্বকর্ম্মার বর্হিষ্মতী নাম্নী কন্যাকে মনুবংশীয় রাজা প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-১। (১৪) বাস্তু নামক অন্যতম বসুর ভার্য্যা অঙ্গিরসী হইতে শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। এবং এই বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চাক্ষুষমনু। চাক্ষুষমনুর তনয় বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ। ভাগ-৬স্ক-৬। (১৫) সমুদ্র মন্থনের পরে দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বিশ্বকর্ম্মা ময় দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (১৬) বিশ্বকর্ম্মার ছায়া ও সংজ্ঞা নাম্নী দুই কন্যাকে সূর্য্য বিবাহ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (১৭) প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ও অষ্টবসু জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (১৮) বিশ্বকর্ম্মার সবর্ণা নাম্নী কন্যা হইতে আদিত্যের (সূর্য্যের)

ঔরসে যম ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী (যমুনা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম ৯। (১৯) বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রা জাতীয় এক স্ত্রীর গর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ১০। (২০) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা, পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই নৃপতি সুরথকে বিবাহ করেন। বাম-৬২—৬৫; বায়ু-৬৫। চিত্রাঙ্গদা দেখ। (২১) সূর্য্যের অন্যতম রশ্মি বিশ্বকর্ম্মা। কূর্ম্ম-পু-৪২। অর্ব্বাবসু দেখ। (২২) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের পত্নী ও বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র নামে বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র ছিল। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। সংজ্ঞার পুত্র বৈবস্বত মনু, যম ও যমী এই তিন জন। সৌর-২৮; বিষ্ণু-১ম-১৫; মহাভা-আদি-৬৬; মার্ক-৭৭, ১০৬; শিব ধর্ম্ম-৫৪; অগ্নি-১৮, ২৭৩। (২৩) উত্তম মন্বন্তরে বংশকারী যে দ্বাদশ দেবগণ ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম বিশ্বকর্ম্মা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২৪) বিশ্বকর্ম্মা একবার বিষ্ণুর ছিন্ন মস্তকে অশ্বমুখ যোজনা করিয়াছিলেন। এই হয়গ্রীব-রূপী বিষ্ণু, হয়গ্রীব নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবীভা ১স্ক-৫। হয়গ্রীব দেখ। (২৫) বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত্রিশিরা ও বৃত্র। উভয়ে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হন। দেবীভা-৬স্ক ১—৭। ত্রিশিরা ও বৃত্র দেখ। (২৬) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে নরপতি প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মেধাতিথি প্রভৃতি দশ পুত্র ও উর্জ্জস্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। দেবীভা-৮স্ক-৪। প্রিয়ব্রত দেখ। (২৭) গন্ধর্ব্বরাজ বিক্রান্তের অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯। বিক্রান্ত দেখ। (২৮) অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস, বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীকে বিবাহ করেন। বরস্ত্রীর গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্ম্মা প্রহ্লাদের কন্যা বিরোচনাকে বিবাহ করেন। বিরোচনার গর্ভে ত্রিশিরা ও ময় নামে দুই পুত্র এবং সুরেণু (অন্য নাম সংজ্ঞা) নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৮৪; পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (২৯) সূর্য্যের এক নাম বিশ্বকর্ম্মা। স্কন্দ-কাশী-পূ ৯। (৩০) হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমাকে বিশ্বকর্ম্মা বিবাহ করেন। বিশ্বকর্ম্মার স্ত্রী রমা বৃত্রকে প্রসব করেন। স্কন্দ-নাগ-৮। (৩১) পুলোমা নন্দিনী বিভাবরী হইতে বিশ্বকর্ম্মার (ত্বষ্টার) বৃত্র নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। স্কন্দ নাগ-২৬৯। (৩২) বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপ (ত্রিশিরা) এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। সেইজন্য

ইন্দ্রের হত্যা এক পুত্রের জন্য বিশ্বকর্ম্মা ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন। এই তপস্যার ফলে বৃত্রের জন্ম হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৫—১৭।

বিশ্বকর্ম্মেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। বিশ্বকর্ম্মা এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াই তাঁহার গুরু, গুরুপত্নী ও তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের অভিলষিত বস্তু প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৬, ৯৭।

বিশ্বকায়—বৈদিক যুগে কৃষ্ণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বকায়। বিশ্বকায়ের তনয় বিষ্ণাপু নিহত হইলে, বিশ্বকায় অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া মৃত পুত্রের দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২৩।

বিশ্বকায়া—(১) গায়ত্রী দেবী অম্বর তীর্থে বিশ্বকায়া নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (২) গঙ্গার অন্য নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৩) পার্ব্বতীর অন্য নাম বিশ্বকায়া। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

বিশ্বকৃৎ—(১) শ্রাদ্ধভাগাই বিশ্বদেবগণের অন্যতম বিশ্বকৃৎ। মহাভা-অনুশা-৯১। বিশ্বদেবগণ দেখ। (২) সোমবংশীয় গাধির অন্যতম তনয়। হরি হরি ২৭। গাধি দেখ।

বিশ্বক্সেন—(১) চতুর্দ্দশ মনুর অন্যতম বিশ্বক্সেনমনু। মৎ-৯। (২) পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের অন্যতম পুত্র। শত্রু-তাপন বিশ্বক্সেন যোগদ্বারা নিজ শরীর ধারণ করিতেন। হরি-হরি-২০। (৩) বিশ্বক্সেন নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার পূজা করিতেন। মহাভা-সভা-৭; মহাভা-অনুশা-১১৫। (৩) বিভ্রাজ বংশীয় নরপতি যোগসুন্নর তনয় বিশ্বক্সেন, বিশ্বক্সেনের তনয় ভল্লাট। বায়ু-৯৯। যোগসুনু ও বিষক্সেন দেখ।

বিশ্বগ—(১) মরীচির পুত্র পূর্ণিমা। পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা ছিল। ভাগ-৪স্ক-১। পূর্ণিমা দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় পৃথুর তনয় বিশ্বগ, বিশ্বগের তনয় আদ্র, আদ্রের তনয় যুবনাশ্ব। মৎ-১২। পৃথু দেখ।

বিশ্বগ্জ্যোতি—মনুবংশীয় রাজা শত-জিতের একশত পুত্রের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১।

বিশ্বগন্ধী—মনুবংশীয় নরপতি পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধী, বিশ্বগন্ধীর তনয় চন্দ্র, চন্দ্রের তনয় যুবনাশ্ব। ভাগ ৯স্ক ৬। পৃথু দেখ। বৃহন্ন-মধ্য-২৯।

বিশ্বগশ্ব—(১) মনুবংশীয় নরপতি পৃথুর তনয় বিশ্বগশ্ব, বিশ্বগশ্বের তনয় আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২। পৃথু দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি পৃথুর তনয় বিশ্বগশ্ব, বিশ্বগশ্বের তনয় আয়ু, আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের তনয় শ্রাবস্ত। অগ্নি-২৭৩। পৃথু দেখ।

বিশ্বচার—মনুবংশীয় শাকদ্বীপের অধি-

পতি মেধাতিথির সাত পুত্রের অন্যতম বিশ্বাচার। তাঁহার নামানুসারে একটি বর্ষ আছে। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩৭। মেধাতিথি দেখ।

বিশ্বজিৎ—(১) অঙ্গ দেশের অধিপতি দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের পুত্র কর্ণ, কর্ণের তনয় বিকর্ণ। হরি-হরি-৩১। (২) পুরুবংশীয় সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় রুচির, রুচিরের তনয় পৃথুসেন। হরি-হরি-২০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় রিপুঞ্জয়। এই বংশীয়েরা মগধে এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩; ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) সোম বংশীয় নরপতি গাধির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। গাধি দেখ। (৬) একজন মহাপরাক্রান্ত দানবরাজ। মহাভা-শান্তি-২২। (৭) কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানবপতি। বায়ু ৬৮। (৮) পুরুবংশীয় নরপতি বৃহদ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় রুচিরাশ্ব, কাব্য, রাম ও দৃঢ়ধনু। বায়ু-৯৯। বৃহদ্রথ দেখ। (৯) অঙ্গ দেশের অধিপতি বৃহদ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন। অগ্নি-২৭৭। বৃহদ্রথ দেখ।

বিশ্বজ্যোতি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শতজিতের তনয় বিশ্বজ্যোতি, তৎপুত্র মহাবলশালী ক্ষেমক। কূর্ম্ম পূ ৩৯। (২) ভরতবংশীয় রজের তনয় সত্যজিৎ। এই সত্যজিতের শত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বিশ্বজ্যোতি প্রধান ছিলেন। অগ্নি ১০৭। (৩) মনুবংশীয় নরপতি শতজিতের একশত পুত্র হইয়াছিল তন্মধ্যে বিশ্বজ্যোতি সকলের প্রধান ছিলেন। এই বিশ্বজ্যোতি প্রভৃতি সমস্ত পুত্রই স্ব স্ব বংশের বিস্তার সাধন করিয়া পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪।

বিশ্বদংষ্ট্র—একজন মহাবল পরাক্রান্ত দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বিশ্বদেব—(১) বৈদিক দেবতা। অনেক স্থলে অগ্নিকে বিশ্বদেব বলিয়া আরাধনা করা হইয়াছে। ঋক্-১।৩।৭। (২) পারাবত দেবগণের অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২; ব্রহ্মার-৩৭। পারাবত দেখ।

বিশ্বদেবগণ—(১)বেদের অন্যতম দেবতা। বিশ্বামিত্রের তনয় মধুছন্দা ঋষি এই বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১।৮৯, ৯০।১। (২) দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, পুষ্করস্বন, মহাবাহু, চাক্ষুষমনু, মধু, মহোরগ,

বিশ্রান্তকবপু, বাল, বিষ্কম্ভ ও গরুড় নামক বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ১৭১ ; ভাগ-৬স্ক-৬। (৩) বিশ্বার গর্ভে ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাম, ধুনি কুরুবান্, প্রভবান ও রোচমান নামে দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা বিশ্বদেবগণ নামে খ্যাত। বায়ু ৬৬, ৭৬ ; পদ্ম সৃষ্টি ৬৭ ; হরি-হরি ৩, ১৯৬ ; ব্রহ্মা-৭১ ; লি-৬৩ ; অগ্নি ১৮ ; সৌর-২৮ ; কূর্ম্ম-পূ-১৬ ; স্কন্দ মাহে-কুমা-১৪। বিশ্বদেবগণ দেখ।

বিশ্বদেবাগ্য—হবিষ্মান দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু ৩১ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩২। হবিষ্মান দেখ।

বিশ্বদেবেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৯১।

বিশ্বধর—মহাদেবের একটি নাম। মহাভা-অনুশা ১১৭।

বিশ্বধা—বংশকারী দেবগণের অন্যতম বিশ্বধা। ব্রহ্মা ৬৮। বংশকারী দেবগণ দেখ।

বিশ্বনন্দ—একবার মহাদেব ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পার্শ্বদেশে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ ও নন্দন নামক শ্বেত মালাধর শিষ্য চতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২১। বায়ু ২২। নন্দন দেখ।

বিশ্বনন্দন—পূর্ব্বে শ্বেতকল্পে ব্রহ্মা হইতে শিখা-যুক্ত শ্বেত নামে একটী কুমার প্রাদুর্ভূত হন। বিশ্বনন্দন তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। লি-১২। শ্বেত দেখ।

বিশ্বনাথ—মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিশ্বনামা—মহাদেবের অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

বিশ্বপতি—ভানু অনলের তৃতীয়া পত্নী নিশারোহিণী হইতে অগ্নি ও সোম নামে দুই পুত্র এবং বৈশ্বানর, বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ঋষি ও অগ্রণী নামে পঞ্চপাবক জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিশ্বপতি এই লোকের প্রভু। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া শিষ্ট আজ্য প্রদত্ত হয় বলিয়া তাঁহার আর এক নাম শিষ্টকৃৎ। হিরণ্যকশিপুর কন্যা রোহিণী তাঁহার পত্নী ছিলেন। মহাভা-বন-২১৯। নিশারোহিণী দেখ।

বিশ্বপা—সুধামা দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। সুধামা দেখ।

বিশ্ববার—বৈদিক কালের একজন ঋষি। ঋক্-৫।৪৪।১১।

বিশ্ববারা—অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা একজন বেদের মন্ত্র রচয়িত্রী। তিনি অগ্নিদেবের নিকট দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল করিবার জন্য স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।২৮।১।

বিশ্ববাহু—রঘুবংশীয় নরপতি মহস্বানের তনয় বিশ্ববাহু, বিশ্ববাহুর তনয় প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক। ভাগ-৯স্ক-১২।

বিশ্বভাবন—ব্রহ্মার ত্রিংশকল্পে মহাদেব রক্তবর্ণ কুমাররূপে আবির্ভূত হন। সেই সময়ে বিরজ, বিবাহু, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে তাঁহার ব্রহ্মপরায়ণ চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২২, ২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২১, ২৩। বিরজ ও বিশোক দেখ।

বিশ্বভুক—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিশ্বভুক ইন্দ্র ছিলেন। বায়ু-৩১, ৩২। স্বায়ম্ভুব-মনু দেখ। (২) যে অগ্নি দেহীগণের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য সমুদয় পাক করেন তিনিই লোকে বিশ্বভুক অগ্নি বলিয়া বিখ্যাত। ব্রহ্মচারী যতাত্মা বিপুল-ব্রত ব্রাহ্মণগণ পাক যজ্ঞে সতত ইহাকে পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্রা গোমতী নদী ইহার স্ত্রী। মহাভা-বন-২১৭।

বিশ্বভুজা—কাশীতে বিশালাক্ষীর সম্মুখে বিশ্বভুজা গৌরী অবস্থিতা আছেন। যে সকল মানব কাশী ক্ষেত্রের প্রতি পরম ভক্তিমান্, তিনি তাঁহাদের মহৎ বিঘ্ন সকল সংহার করিয়া থাকেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

বিশ্বমনা—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে ব্যশ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বমনা ছিল। ঋক্-৮।২৩।১।

বিশ্বময়—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

বিশ্বমহৎ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্র বিশ্বমহৎ। বিশ্বমহতের তনয় রাজর্ষি দিলীপ। ভূপতি দিলীপ দেবযুগে এক বিখ্যাত বাজিমেধ যজ্ঞ করেন। অঙ্গিরস পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-১৮।

বিশ্বমাতা—শ্রীকৃষ্ণের সহচরী অন্যতম ব্রজবালা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

বিশ্বমুখী—গায়ত্রী দেবী জালন্ধর ক্ষেত্রে বিশ্বমুখী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিশ্বমূর্ত্তি—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৬০। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ।

বিশ্বম্ভর—(১)দেবমালী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সুমালী ও যজ্ঞমালী নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যজ্ঞমালী পূর্ব্ব জন্মে বিশ্বম্ভর নামে এক মন্দকর্ম্মান্বিত বৈশ্য ছিল। তিনি একদা রাত্রি কালে বিষ্ণু মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই সময়ে বৃষ্টি সমুদ্ভূত পদলগ্ন কর্দ্দম মন্দিরের সোপানে মার্জ্জন করায় বিষ্ণু মন্দির লেপনের পুণ্য তাঁহার হইয়াছিল। দৈব ঘটনায় সেই রাত্রিতেই সর্পাঘাতে সেই মন্দিরে তাহার মৃত্যু হয়। এই পুণ্যের ফলে সে ব্রাহ্মণ কুলে যজ্ঞমালী নামে জন্মগ্রহণ করে। বৃহন্না-৩৪। (২) বিষ্ণুর অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০।

বিশ্বরথ—(১) সোম বংশীয় নরপতি গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল। হরি-হরি-২৭। গাধি

দেখ। (২) বিশ্বামিত্রের অন্য নাম বিশ্বরথ। বায়ু-৯১।

বিশ্বরূপ—(১) বিশ্বকর্মার তনয় বিশ্বরূপ ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭০। (২) বৈদিক যুগে ত্বষ্টা নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার তনয় বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার তিনটী মস্তক ছিল। তিনি একটী দ্বারা সোমপান, একটী দ্বারা সুরাপান ও তৃতীয়টী দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বলিতেন যে, হবির্ভাগ দেবগণের প্রাপ্য, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বলিতেন যে তাহা অসুরগণের প্রাপ্য। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া এবং তাঁহা দ্বারা রাষ্ট্র বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া বজ্রদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যে মস্তক দ্বারা সোমপান করিতেন তাহা কপিঞ্জল পক্ষী, যে মস্তক দ্বারা সুরাপান করিতেন তাহা কলবিঙ্ক পক্ষী, এবং যে মস্তক দ্বারা অন্নভোজন করিতেন তাহা তিত্তিরি নামক পক্ষী হইল। এদিকে বিশ্বরূপের হত্যা জনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপকে ইন্দ্র অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া সংবৎসর বহন করিলেন। লোকেরা ব্রহ্মঘাতি বলিয়া তাঁহার অপবাদ করিলে তিনি পৃথিবী, বনস্পতি ও স্ত্রী জাতিকে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক, এক এক জনকে স্বীয় পাপের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। এই উপাখ্যান সূত্র গ্রন্থে ও পুরাণাদিতে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত আছে। তৈত্তি-সং-২।৪।২ ; ২।৫।১ ; দেবীভা-৬স্ক-১—৩। (৩) ব্রহ্মার তনয় মরীচি, মরীচির তনয় কশ্যপ, কশ্যপের তনয় ত্বষ্টা, ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপ। মহাভা-শান্তি ২০৮। (৪) বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ও অসুর-গণের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে প্রকাশ্যে ও অসুরদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। পরে মাতৃআজ্ঞায় তিনি অসুর পক্ষ অবলম্বন করেন। দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপু বশিষ্ঠকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্ব-রূপকেই পৌরহিত্য পদে নিযুক্ত করেন। সেইজন্য বশিষ্ঠের শাপে নৃসিংহরূপী নারায়ণ হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত হন। এই সময়ে অসুরদের মঙ্গলার্থ বিশ্বরূপ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ভয় পাইয়া মহর্ষি দধীচির শরণাপন্ন হইলেন। দধীচি স্বীয় অস্থি প্রদান করিলে, ইন্দ্র তাহা দ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া বিশ্বরূপকে বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (৫) বিশ্বরূপের কন্যা পঙ্কজনীকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি ভরত বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-৭। (৬) দৈত্য কন্যা রচনা ত্বষ্টার পত্নী ও বিশ্বরূপের জননী ছিলেন। যদিও বিশ্বরূপ অসুরদের ভাগিনেয় ছিলেন, তথাপি দেবগণ, বৃহস্পতি কর্তৃক

অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকেই পৌরোহিত্য পদে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরেরা অতিশয় প্রবল হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে বিশ্বরূপ দেবপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক অসুরদিগকে পরাজিত করেন। তিনি যজ্ঞকালে বিনীত ভাবে দেবগণকে প্রকাশ্য রূপে হবির্ভাগ দিতেন। কিন্তু গোপনে মাতৃস্নেহ বশতঃ অসুরগণকেও আহুতি দিতেন। একদিন ইন্দ্র এই ব্যবহার দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রাঘাতে বিশ্বরূপের মুণ্ড ছেদন করেন। ভাগ-৬ষ্ক-৬; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৫—১৭। (৭) মরীচির তনয় কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৩। (৮) বিশ্বরূপের সিদ্ধি ও বুদ্ধি নামে দুই কন্যা ছিল, শঙ্কর স্বীয় তনয় গণেশের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিলেন। সিদ্ধি হইতে লক্ষ এবং বুদ্ধি হইতে লাভ জন্মে। শিব-জ্ঞান-৩৬। (৯) ত্রিবিমান দেবগণের অন্যতম বিশ্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১। (১০) বিরোচন-নন্দিনী যশোধরা ত্বষ্টার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্ম্মা নামে দুই যমজ সন্তান জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫৪; বায়ু-৬৫। (১১)একাদশ রুদ্রের অন্যতম বিশ্বরূপ। অগ্নি-১৮। একাদশ রুদ্র দেখ। (১২) বিষ্ণুর রূপ নানা প্রকার বলিয়া তাঁহার এক নাম বিশ্বরূপ। মহাভা-শান্তি-৩০৩। (১৩) সূর্য্যের এক নাম বিশ্বরূপ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (১৪) পরাশর বংশীয় বিশ্বরূপ নামক এক ব্রাহ্মণের বক নামে এক পুত্র ছিল। বক বাল্যকালে পিতার শিবলিঙ্গ খেলাছলে ঘৃতের কুম্ভে রাখিয়াছিল। এই পুণ্যের ফলে সে আনর্ত্ত দেশে মরণান্তে জাতিস্মর রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৭। বক দেখ। (১৫) বিশ্বরূপ নামক মহাদেবের এক গণ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে পঞ্চাশ কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বিশ্বরূপা—(১) মহর্ষি মঙ্কির অন্যতমা পত্নী। পদ্ম-উত্ত-১৪৩। মঙ্কি দেখ। (২) ধর্ম্ম নামক এক ব্রাহ্মণের বিশ্বরূপা নামে এক পতি-পরায়ণা স্ত্রী ছিলেন। এই বিশ্বরূপার গর্ভে ধর্ম্মব্রতা নামে কন্যা জন্মে। বায়ু-১০৭। ধর্ম্মব্রতা দেখ।

বিশ্বরূপিকা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

বিশ্বরূপিণী—চতুর্থ কল্পে পার্ব্বতীর নাম বিশ্বরূপিণী ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

বিশ্বশর্ম্মা—নরপতি বিশ্বশর্ম্মার তনয় বিশ্বমহৎ, বিশ্বমহৎ উপহূত নামক পিতৃগণের কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে রাজর্ষি খট্টাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-১০৭।

বিশ্বশ্রী—রৈবত মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত বংশীয়েরা সপ্তর্ষি ছিলেন। বিশ্বশ্রী তাঁহাদের অন্যতম। সৌর-৩৩।

বিশ্বসহ—(১) সগর বংশীয় নরপতি ইলবিলের তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্বাঙ্গ দিলীপ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (২) রামের বংশে ব্যুষিতাশ্ব জন্মে। তৎপুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় হিরণ্যনাভ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪; ভাগ-৯স্ক-৯। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র দিলীপ (খট্বাঙ্গ), দিলীপের তনয় দীর্ঘবাহু। সৌর-৩০; লি-৬৬। বৃদ্ধশর্ম্মা দেখ। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৪) যদু বংশীয় শ্বেতের পুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের তনয় কৌশিক। কূর্ম্ম পূ-২৪। (৫) রামের তনয় কুশের বংশীয় ব্যুষিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র হিরণ্যনাভ। বায়ু-৮৮। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঐড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্বাঙ্গ, খট্বাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু। কল্কি-৩য়-৩। (৭) রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও বিশ্বসহ ছিল। বিশ্বামিত্র তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ নাগ ১৬৭।

বিশ্বসামা—মহর্ষি অত্রির অপত্য বিশ্বসামা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্ ৫।২৩।১।

বিশ্বস্ফটিক—মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় অন্যতম ভূপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

বিশ্বস্ফানি—নিষধ দেশীয় নল বংশীয়েরা রাজত্ব করার পরে মগধে বিশ্বস্ফানি রাজা হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালিন বিভিন্ন পার্থিবদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া অন্য বংশীয় কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদ করিয়া অন্য ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

বিশ্বস্ফূর্জ্জি—মগধের একজন বিখ্যাত রাজা। তিনি পুলিন্দ, যদু, মদ্রক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে ম্লেচ্ছ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়দিগকে বিদূরিত করেন। গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে তাঁহার আধিপত্য ছিল। তাঁহার রাজধানীর নাম পদ্মাবতী ছিল। ভাগ ১২স্ক-১।

বিশ্বস্রষ্টা—দশম মন্বন্তরে ব্রহ্ম-সাবর্ণির সময়ে ভগবান হরি বিশ্বস্রষ্টার পত্নী বিসূচীর গর্ভে বিষক্সেন নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

বিশ্বহন্তা—দৈত্যপতি বলির অনুগ একজন দৈত্য নরপতি। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

বিশ্বা—(১) বিশ্বা নামে দক্ষের এক কন্যা কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়। মৎ-৬; মহাভা-আদি-৬৫। (২) বিশ্বা নামে দক্ষের অন্য এক কন্যা ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মেন। মৎ-৫,

১৪৬; হরি-হরি-৩, ১৯৬; বিষ্ণু-১ম-১৫; ভাগ-৬স্ক ৬; লি-৬৩; কূর্ম্ম-পূ-১৬; শিব-ধর্ম্ম ৫৪; অগ্নি-১৮; সৌর-২৮; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২১, ১০৮; স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (৩) পার্ব্বতী দেবী বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে বিশ্বা নামে অভিহিতা হন। স্কন্দ-আব রেবা-১৯৮।

বিশ্বাচী—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনি হইতে যে সকল বৈদিকী অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। হরি-হরি ২১৮। (২) নৃপতি যযাতি, পুত্র পুরুর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক কিছুকাল কুবেরের চৈত্ররথ বনে বিশ্বাচী অপ্সরার সহিত যাপন করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি ৭৫; বিষ্ণু-৪র্থ-১০। (৩) অর্জ্জুনের জন্মের পর বিশ্বাচী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (৪) যে সকল অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চনা করেন, বিশ্বাচী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। (৫) বাণাসুরের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের দুহিতা চিত্রলেখার অনুরোধে বিশ্বাচী অপ্সরা চণ্ডিকার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম ৭। (৬) বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী অপ্সরা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করিয়া থাকেন। বায়ু-৫২। (৭) বিশ্বাচী পক্ষচূড়া বিশিষ্টা অন্যতমা অপ্সরা। বায়ু ৬৯।

বিশ্বাত্মা—বংশকারী দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড ৬৮; বায়ু-৬২।

বিশ্বাধার—মনুবংশীয় নৃপতি মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অন্যতম। মেধাতিথি স্বীয় অধিকৃত শাকদ্বীপ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ ৫স্ক ২০।

বিশ্বানর—(১) দনুর গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম তনয়। শিব-ধর্ম্ম ৫৪ (২) পূর্ব্বকালে নর্ম্মদার তীরে নর্ম্মপুর নামক নগরে বিশ্বানর নামে এক মুনি ছিলেন তাঁহার স্ত্রীর নাম শুচিষ্মতী ছিল। তাঁহারা উভয়ে কাশীস্থিত বীরেশ্বর নামক শিবের আরাধনা করিয়া গৃহপতি নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ কাশী পূ ১০।

বিশ্বাবতী—বসু, জ্যোৎস্না, লক্ষ্মী, সতী, শ্যামলতা, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বাবতী ও ককুপ দক্ষের এই দশ কন্যা, যক্ষনন্দন ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা ১৯১। ধর্ম্ম দেখ।

বিশ্বাবসু—(১) বিশ্বাবসু নামে গন্ধর্ব্ব দেবলোকে বাস করিতেন। তিনি জলের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি দেবরূপে উপাসিত হইয়াছেন। ঋক্-১০।১৩৯।৫। (২) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা

বন-১১৫। (৩) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে ও মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৮; অনুশা-৩০; দেবীভা-২স্ক-৮, ৯। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধা, বিশ্বাবসুকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি ৬৫। (৫) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু উত্তম বীণা বাদন করিতে পারিতেন। একবার তিনি নরপতি দিলীপের যজ্ঞে বীণা বাদন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৬) একদা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় জানিবার জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (৭) মহাদেবের অন্য নাম বিশ্বাবসু। মহাভা-অনুশা-১৬। (৮) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু কৌশলে উর্ব্বশীকে নরপতি পুরূরবার আলয় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৬; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৮। পুরূরবা দেখ। (৯) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরভির গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। সুরভি দেখ। (১০) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরসা হইতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি জন্মেন। হরি হরি-১৯৬। চাক্ষুষ মনুর অন্যতম তনয়। হরি-হরি ১৯৬। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুত্বতীর গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। (১১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনি হইতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি জন্মেন। হরি-হরি-২১৮; বায়ু ১১৪। মুনি দেখ। (১২) বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসা। মার্ক-২১; বাম-৫৯। মদালসা দেখ। (১৩) পুরুবংশীয় নৃপতি পুরূরবার অন্যতম পুত্র বিশ্বাবসু। বিষ্ণু-৪র্থ-৬—৮। আয়ু দেখ। (১৪) সূর্য্যদেবের অন্যতম গায়ক গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু। কূর্ম্ম-পূ-৪১। (১৫) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্রের নাম দুর্দ্দম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪। দুর্দ্দম দেখ। (১৬) বরিষ্ঠার গর্ভে বিশ্বাবসু প্রভৃতি আট জন গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৯। বরিষ্ঠা দেখ। (১৭) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ষাট হাজার কন্যাকে মহাদেব বলপূর্ব্বক আহরণপূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে স্থাপিত বণিকদিগের সহিত বিবাহ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১০। (১৮) যক্ষগণ যখন বসুধা দোহন করেন, তখন বিশ্বাবসু বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (১৯) ত্রেতা যুগে সুনেত্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় বিশ্বাবসু তাঁহাকে হত্যা করেন। পরে তিনি কিম্পুনক তীর্থে গমনপূর্ব্বক সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-আব অব-৩১। (২০) বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্থরাজের এক পুত্র ছিল। কালিকা-৪৮। (২১) পুলস্ত্যের তনয় বিশ্বাবসু, যজ্ঞার্থ আহৃত মাংস ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮৭। (২২) বিশ্বাবসু নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণের অতীত বয়সে পরাবসু নামে এক

পুত্র জন্মে। স্কন্দ নাগ-১৯৭। পরাবসু দেখ। (২৩) বিশ্বাবসু নামে এক পরম ধার্মিক শবর ছিল। স্কন্দ বিষ্ণু পুরু-৭, ৮।

বিশ্বাবসুমতি ধর্মের পত্নী মরুত্বতী দেবী মরুত্বৎ নামক দেবগণকে প্রসব করেন। বিশ্বাবসুমতি মরুত্বৎ দেবগণের অন্যতম। মৎ-১৭১।

বিশ্বামিত্র—(১) বেদের একজন ঋষি। বিশ্বামিত্রের পুত্র ঋষভ, কত, মধুছন্দা এবং পৌত্র জেতা ঋষি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। ঋক্-১।১।১। (২) বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের রচয়িতা। বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে ব্রাহ্মণ হইলেন। ঋগ্বেদে ইহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্র ভারতদের এবং বশিষ্ঠ নৃপতি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। সুদাসের সহিত ভারতদের শত্রুতা ছিল বলিয়া বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যেও শত্রুতা ছিল। সেজন্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বংশীয়দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। এবং বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্র বংশীয়দের বিরুদ্ধে অতি কঠোর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঋক্-৭।১।৮। (৩) মহান বিশ্বামিত্র একবার অতিশয় ক্ষুধায় কাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে কুকুর মাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনু-১০। ১০৮। (৪) নরপতি কুশের তনয় কুশনাভ, কুশনাভের তনয় গাধি, গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। কুশবংশ সম্ভূত বলিয়া তিনি কৌশিক নামেও খ্যাত। সত্যবতী নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহর্ষি ঋচীকের পত্নী ছিলেন। একদা বিশ্বামিত্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হন এবং বশিষ্ঠের হোমধেনু শবলাকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ শবলাকে দিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি বলপূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হন। শবলা বশিষ্ঠের বরে অনেক সৈন্যের সৃষ্টি করেন। সেই সকল সৈন্যের সহিত বিশ্বামিত্রের সৈন্য ও পুত্রদের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ও অনেক সৈন্য বিনষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র ইহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া একটী পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক হিমালয়ে গমন করিয়া মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহাদেব তাঁহার উগ্র তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকার অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি অস্ত্র প্রাপ্তিতে অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রম বিনষ্ট করেন। পরে বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্র অতিশয় পরিতপ্ত হইয়া দক্ষিণে গমনপূর্ব্বক তপস্যায়

নিযুক্ত হন। এই সময়ে হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে তাঁহার চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে তুমি রাজর্ষি বলিয়া খ্যাত হইবে।" বিশ্বামিত্র ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ত্রিশঙ্কু তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠের শরণ লইয়া-ছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রেরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এখন তিনি বিশ্বামিত্রের আশ্রয় লইয়া সেই অভিলাষ পূরণে আকাঙ্ক্ষিত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে স্বীয় পুণ্যবলে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণের আদেশে তিনি অধঃশিরা হইয়া ভূতলের দিকে গমন করিতে থাকেন। বিশ্বামিত্র ইহা দেখিয়া ক্রোধে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজনে প্রয়াসী হন। দেবগণ ইহাতে ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণ লয়েন। পরে নিষ্পত্তি হইল যে ত্রিশঙ্কু নক্ষত্রের পূর-বর্ত্তী হইয়া আকাশেই ভ্রমণ করিতে থাকিবেন, এবং বিশ্বামিত্র আর দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজন করিবেন না। রামা-আদি-১৮—৫৯। (৪) রাজা অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু ইন্দ্র হরণ করিলে, ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি ঋচীকের তনয় শুনঃ-শেফকে যজ্ঞার্থে আনয়ন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বামিত্র সেই সময়ে শুনঃশেফকে দুইটী গাথা শিখাইয়া দেন। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র শুনঃশেফকে দীর্ঘজীবী করেন। রামা আদি-৬১, ৬২। (৫) অতঃপর বিশ্বামিত্র পুষ্কর-তীর্থে যাইয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় নিরত হন। দীর্ঘ-কাল অতীত হইলে বিশ্বামিত্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে "ঋষিপদ বাচ্য" হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আবার তপস্যায় নিযুক্ত হন। এই কালেই মেনকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং মেনকার গর্ভে তাঁহার কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়। পরে তপস্যা ভঙ্গ হইল বলিয়া যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন আরও কঠোরতর তপস্যায় নিবিষ্ট হইলেন। দেবগণ ইহাতে ভয় পাইয়া রম্ভাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি রম্ভাকে পাষাণ হও বলিয়া শাপ দেন। এই প্রকার কঠোর তপস্যায় প্রজাপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন এবং পরে বশিষ্ঠের সহিতও তাঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। রামা-আদি ৬৩—৬৫; মহাভা-আদি-১৭৫। শকুন্তলা দেখ। (৬) একদা বিশ্বামিত্র তাড়কা রাক্ষসীর দমন-

মানসে রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ রাম ও লক্ষ্মণকে রাক্ষস-বধার্থ প্রেরণ করিতে অনভিলাষী হইলেও কেবল বিশ্বামিত্রের ভয়ে তিনি দিতে সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে আনয়নপূর্ব্বক বলা ও অতিবলা মন্ত্রদ্বয় প্রদান করিলেন। পরে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ ও অহল্যার উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহার সহিত মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তথায় সীতার সহিত রামের, উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর ও শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হইল। রামা-আদি-১৯—২৬, ৫০, ৭৩। (৭) ভরত বংশে জহ্নু নামে এক রাজা ছিলেন। এই জহ্নুর পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র বল্লভ, বল্লভের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি, গাধির কন্যা সত্যবতী ও পুত্র বিশ্বামিত্র। চ্যবন মুনির পুত্র ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ঋচীক এই বিবাহে এক সহস্র অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সত্যবতী ও তাঁহার মাতা পুত্র লাভার্থ মহর্ষি ঋচীকের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি সত্যবতীর মাতার জন্য বীর্য্যবান ক্ষত্রিয় পুত্র এবং সত্যবতীর জন্য ব্রহ্মবাদী পুত্র লাভের উপায়-স্বরূপ দুই প্রকার চরু প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা চরু পরিবর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। ঋচীক ইহা জানিতে পারিয়া সত্যবতীকে বলিলেন, "তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে।" কালে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। সত্যবতী ও গাধি দেখ। (৮) বিশ্বামিত্র উত্তর দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। (৯) বিশ্বামিত্র একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (১০) বিশ্বামিত্র বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। (১১) গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বজিৎ নামে চারি পুত্র ও সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা ছিল। বিশ্বামিত্রের অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি, শালাবতীর গর্ভজাত হিরণ্যাক্ষ, রেণুর গর্ভজাত রেণুমান্, সাঙ্কৃতি, গালব, মদগল, দেবল, মধুচ্ছন্দ, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরিত প্রধান ছিলেন। অষ্টক দৃশদ্বতীর গর্ভজাত ছিলেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে শুনঃশেফ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হরি-হরি-২৭, ৩২। (১২) স্থাতীর্থে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। তাহারই পশ্চিম দিকে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ছিল। সেই সময়ে

বশিষ্ঠের অনিষ্ট করিবার বাসনায় বিশ্বামিত্র সরস্বতী নদীকে বলিলেন "তুমি স্বীয় বেগে বশিষ্ঠ ঋষিকে আমার আশ্রমে আনয়ন কর।" সরস্বতী তাহাই করিলেন। বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠকে বিনাশ করিবার অস্ত্র খুঁজিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সরস্বতী ভয় পাইয়া বশিষ্ঠকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে, রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শোণিত বহন করিতে হইবে বলিয়া শাপ দেন। কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা অরুণা নদীর সহিত তাঁহার সংযোগ স্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের শাপ ব্যর্থ করেন। বাম-৪০। (১৩) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র জয়ধ্বজের তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২২। (১৪) রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার পোষণের এবং নিজের চণ্ডালত্ব দূর করিবার জন্য, জাহ্নবী তীরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষে প্রতিদিন মৃগ মাংস বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিতেন। বিশ্বামিত্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। ত্রিশঙ্কু দেখ। (১৫) দেবগণ ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ ৭। (১৬) একবার রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কোপে পতিত হইয়া রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমুদয় হইতে বিচ্যুত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৭স্ক-১০—২৪; মার্ক-৮, ৯। হরিশ্চন্দ্র দেখ। (১৭) একবার বিশ্বামিত্র ঋষি নিজ পত্নী ও পুত্রদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমনপূর্ব্বক উৎকট তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র পত্নী স্বীয় মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক, অবশিষ্ট পুত্রের পালনার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন। নৃপতি সত্যব্রত তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ঐ বিশ্বামিত্র-পুত্র গলদেশে বন্ধন হেতু 'গালব' নামে খ্যাত হন। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (১৮) শুনঃশেফ নামে প্রসিদ্ধ মহাত্মা অজীগর্ত্তের তনয়, পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন। দেবীভা-২স্ক-৫। (১৯) মহর্ষি কৌৎস বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন—"আমি তোমার শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অন্য দক্ষিণা চাহি না।" তবু কৌৎস দক্ষিণা দিতে বার বার পীড়াপীড়ি করিলে, বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"চতুর্দ্দশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করিয়া আনয়ন কর।" কৌৎস ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি রঘুর নিকট অর্থ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৫।

বিশ্বামিত্রেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বালাদিত্যের দক্ষিণে বিশ্বামিত্রেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শনে সর্ব্বকাম-সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৮৯।

বিশ্বায়ু—(১) পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। পুরূরবা দেখ। (২) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বিশ্বেদেবা—অন্যতম বৈদিক দেবতা। ঋক্-১০।১৫৬।১।

বিশ্বেশ—(১) ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। ব্রহ্মা দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৩) আবন্ত্য-ক্ষেত্রের পশ্চিম দ্বারে বিশ্বেশ নামে এক দ্বারপাল আছেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬।

বিশ্বেশা—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। মৎ-১৭১। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ।

বিশ্বেশ্বর—(১) দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে কাশীতে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ মাহে-কেদা-৭। (২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি ১৮। একাদশ রুদ্র দেখ।

বিশ্রবা—(১) ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের ঔরসে ও রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যার গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাকে ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া স্বীয় কন্যা বরবর্ণিনীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করেন। তাঁহার গর্ভে বৈশ্রবণ কুবের জন্মগ্রহণ করেন। পিতার আদেশে তিনি লঙ্কা নগরীতে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। রামা-উত্ত-৩। (২) বিশ্রবা সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্পনখা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। রামা উত্ত-১১। (৩) পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ হইতে অগস্ত্য ও বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্রবার প্রথমা পত্নী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলার গর্ভে যক্ষপতি কুবের ও অপরা পত্নী কেশিনী হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) বিশ্রবার চারি পত্নী। প্রথমা পত্নী বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী হইতে কুবের; দ্বিতীয়া স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা বলাকা হইতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তিন পুত্র ও মালিকা নাম্নী এক কন্যা; তৃতীয়া পত্নী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, মহাপার্শ্ব, খর নামে তিন পুত্র ও কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা এবং চতুর্থী স্ত্রী মালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্পনখা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩, কূর্ম্ম-পূ-১৯। কিন্তু কূর্ম্ম পুরাণে বলাকা স্থানে

বাকা নাম দৃষ্ট হয়। বায়ু-৭০ ; সৌর-৩০। (৫) যক্ষপতি বিক্রান্তের শিবা ও সুমনা নাম্নী দুই কন্যাকে বিশ্রবা বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানগণ শৈবেয় ও সৌমনস নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। (৬) তৃণবিন্দুর কন্যা দ্রাবিড়া হইতে বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৮৬। (৭) বিশ্রবার প্রথমা পত্নী মন্দাকিনী হইতে কুবের ও দ্বিতীয়া পত্নী কৈকসী হইতে রাবণাদি জন্মেন। পদ্ম-পাতা-৪।

বিশ্রুত—(১) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৫। (২) জনক বংশীয় নরপতি দেবমীঢের পুত্র বিশ্রুত। বিশ্রুতের তনয় মহাধৃতি, মহাধৃতির তনয় কৃতিরাত। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৩) তালজঙ্ঘের তনয় বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের তনয় বিশ্রুত, বিশ্রুতের তনয় অনন্ত, অনন্তের তনয় দুর্জ্জয়। কূর্ম্ম পু-২৩। (৪) বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত, বিশ্রুতের পত্নীর নাম পতিব্রতা। সৌর-৩১। (৫) পারাবত দেবগণের অন্যতম বিশ্রুত। বায়ু-৬২। পারাবত দেখ। (৬) কুরুবংশীয় রাজা চ্যবনের তনয় কৃত। কৃত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্রুত নামে এক পুত্র লাভ করেন। ইন্দ্র বিশ্রুতের সখা ছিলেন। বায়ু-৯৯। (৭) অমিতাভগণের অন্যতম বিশ্রুত ছিলেন। বায়ু-১০০। (৮) দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪। বরিষ্ঠা দেখ।

বিশ্রুতবান্—(১) রামচন্দ্র-সুত কুশের বংশে মনু-তনয় প্রসুশ্রুত জন্মেন। প্রসুশ্রুত-আত্মজ মর্ষ, (অপর নাম সহস্বান)। মর্ষ-তনয় বিশ্রুতবান্, তৎপুত্র বৃহদ্বল। বায়ু ৮৮। প্রসুশ্রুত দেখ। (২) ঐ বংশে মরুর তনয় প্রসুশ্রুত, প্রসুশ্রুতের তনয় সুগন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, অমর্ষ সুত মহস্বান, মহস্বানের পুত্র বিশ্রুতবান্। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। অমর্ষ ও মহস্বান দেখ।

বিষ—(১) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বিষ শিবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮ ; বায়ু-৬২। অহিহা ও উত্তম মনু দেখ। (২) দনায়ুষার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। কশ্যপ ও দনায়ুষা দেখ। (৩) বিষ নামক নাগগণ সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হন। বিষ্ণু-১ম-৯।

বিষয়—তন্ত্রের অন্তর্গত পঞ্চত্রিংশ সংখ্যক ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। এই সকল মূর্ত্তি শ্যামবর্ণ ও শঙ্খচক্রধারী। তন্ত্র-সার-২৩৯ পৃঃ।

বিষদ—যযাতি বংশীয় জয়দ্রথের তনয়। বিষদের তনয় শ্যেনজিৎ, শ্যেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস এই চারি পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২১। কাশ্য দৃঢ়হনু দেখ।

বিষাদ—শিবের জনৈক অনুচর। তিনি

শিবের বিবাহে চতুঃষষ্টিকোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বিষুচী—মনুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি বিরজের পত্নী। তিনি একশত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বিষ্কম্ভ—ধর্ম্মের ঔরসে বিশ্বার গর্ভে যে দশ জন বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মৎ-১৭১। বিশ্বদেবগণ ও বিশ্বা দেখ।

বিষ্টম্ভ—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি আট কোটী গণ সহ, পার্ব্বতীর সহিত শিবের .বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩।

বিষ্টরাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি পৃথুর পুত্র। বিষ্টরাশ্ব হইতে আর্দ্র এবং আর্দ্র হইতে যুবনাশ্ব জন্মেন। হরি-হরি-১১। (২) :বিষ্টরাশ্বের তনয় ইন্দ্র, ইন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। শিব-ধর্ম্ম-৬০। পৃথু দেখ।

বিষ্টি—(১) :বিশ্বকর্ম্মা-সুতা ও বিবস্বান্ (সূর্য্য) পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শনি, তপতী, বিষ্টি অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। মৎ-২৭৩; সৌর-৩০; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) বিশ্বকর্ম্মা-সুতা সংজ্ঞা বিবস্বানের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় দেহ হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী নারী মূর্ত্তির সৃষ্টি করেন তাহার নাম ছায়া। এই ছায়ার গর্ভে দিবাকরের সাবর্ণি-মনু ও শনি, :এবং তপতীও বিষ্টি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। মৎ-১১; লি-৬৫; কূর্ম্ম-পূ-২০। ছায়া দেখ।

বিষ্ণাপু—বিশ্বকায় নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া স্বীয় মৃত পুত্রকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২৩।

বিষ্ণু—(১) ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায়ই ভগবান বিষ্ণু, রাবণের অত্যাচার হইতে দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি প্রভৃতিগণকে রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্য-মূর্ত্তিতে (রাম রূপে) অবতীর্ণ হন। রামা-আদি-১৫। (২) নারায়ণ দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার রাক্ষস-বধ-রূপ কার্য্য সাধনের জন্য দেবগণ, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, অপ্সরা, বিদ্যাধরী পন্নগী ও বানরী গর্ভে তুল্যবলশালী বানর সকল সৃষ্টি করেন। রামা-আদি-১৭। (৩) বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ কৌশল্যা গর্ভে রাম রূপে জন্মগ্রহণ করে; চতুর্থাংশ কৈকেয়ী গর্ভে ভরত রূপে এবং অর্দ্ধাংশ-সংবলিত বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রা গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। রামা-আদি-১৮। (৪) বিষ্ণু অনেক বৎসর ধরিয়া সিদ্ধাশ্রমে তপস্যা করেন। তিনি বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়া শ্রম-বিনাশন সেই সিদ্ধাশ্রমে অবস্থিতি করিতেন। রামা-আদি-২৯। (৫) বিশ্বকর্ম্মা যে দুইখানি লোকপূজ্য সুদৃঢ় ধনু নির্ম্মাণ করেন, তাহার একখানা সুরগণ ত্রিপুর-বিনাশের

জন্য শিবকে প্রদান করেন ও অপরখানি বিষ্ণুকে প্রদান করেন। বিষ্ণু উহা পরশুরামকে দেন। রাম-অবতারে বিষ্ণুই আবার ঐ ধনু ভঙ্গ করিয়া পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন। রামা-আদি-৭৫। (৬) বিষ্ণু ত্রিবিক্রম দ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামা-সুন্দ-২১। (৭) দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু রাক্ষসরাজ মালীকে বধ করেন ও তাহারা দুই ভ্রাতা সুমালী ও মাল্যবানকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করিয়া পাতালে প্রেরণ করেন। রামা-উত্ত-৬—৮। (৮) পুরাকালে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রগণসহকৃত নভোমণ্ডল, পর্ব্বত ও কানন সহিত পৃথিবী, এবং চরাচর ত্রৈলোক্য সলিল সাগরে নিমগ্ন ছিল। তখন দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় একমাত্র নারায়ণ অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীর সহিত পৃথিবী নারায়ণের উদরে প্রবিষ্ট ছিল। বিষ্ণু সৃষ্টি সংহার করিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর জলমধ্যে শয়ান রহিলেন। সৃষ্টি সংহার পূর্ব্বক বিষ্ণু সুষুপ্ত হইলেন দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মা বিষ্ণুকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া তাঁহার জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর নাভিদেশে হেম-বিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে তাহাতে মহাপ্রভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন এবং পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, মনুষ্য ও সরীসৃপ প্রভৃতি জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রজাসমূহ সৃজন করিবার মানসে মহাযোগী ব্রহ্মা মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে মহাবীর্য্য দানবদ্বয় উৎপন্ন হইল। তাঁহারা তথায় প্রজাপতিকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু বিকৃত স্বরে চিৎকার করিলেন। ঐ শব্দে প্রবোধিত হইয়া নারায়ণ চক্র প্রহার দ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিলেন। রামা-উত্ত-৭২। (৯) বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। মৎ-৬, ১৭১; সৌর-২৮। দ্বাদশ আদিত্য দেখ। (১০) ব্রহ্মা বিষ্ণুকে আদিত্যগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। মৎ-৮; হরি হরি-৪। (১১) অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প এবং ব্রহ্মা ইঁহারা প্রত্যধি দেবতা বলিয়া কথিত হন। গ্রহযজ্ঞে ইঁহাদের পূজা বিধেয়। মৎ-৯৩। (১২) কালনেমী, জম্ভ প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ করেন। জম্ভ, কালনেমী, প্রভৃতি নাম দেখ। অমিতাত্মা নারায়ণই উৎপত্তি প্রলয়ের নিদান। সনাতন হরি নারায়ণ রূপে সৃষ্টি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা, বায়ু, সোম, ধর্ম্ম, শুক্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি আকারে ও অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই

অদিতির পুত্রের নাম বিষ্ণু। তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। অদিতি পুত্র-কামনায় তপস্যা করিলে তাহাতে তুষ্ট হইয়াই সেই ভগবান্ দৈত্য-দানব-বধ কামনায় তাহার পুত্রত্ব গ্রহণ করেন। এই ভগবান প্রধানাত্মা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। সত্যযুগে বৃত্রাসুর নিহত হইলে ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত তারকাময় সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে দেবগণ দানবগণ হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া নারায়ণের শরণ লন। দেবগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও তাঁহাদিগকে তাঁহার শরণাগত জানিয়া বিষ্ণু দিব্য কৃষ্ণবর্ণ দেহ ধারণ করিয়া দেবগণকে দর্শন দিলেন এবং দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি সমস্ত দানবকুল বিনাশ করিয়া দেবগণকে নির্ভয় করিবেন বলিয়া অভয় দিলেন। মৎ-১৭২। (১৩) সমুদ্র-মন্থন কার্য্যে বিষ্ণু দেবগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে থাকিয়া মন্থন কার্য্যে সাহায্য করেন। মৎ-২৪৯। (১৪) সমুদ্র মন্থনে যখন অমৃত উত্থিত হইল, তখন কাহারা উহা গ্রহণ করিবে এই ব্যাপার লইয়া দেব ও দানবগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। তখন বিষ্ণু মোহিনী-মায়া অবলম্বন করিয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক দানবগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়চেতা অসুরগণের মন মোহিনী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইল। তাহারা ঐ অমৃত পাত্র মোহিনীর নিকট রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রধাবিত হইল। অনন্তর অসুরগণের সহিত দেবগণের মহাসমর বাধিলে বীর্য্যবান বিষ্ণু সেই অমৃত লইয়া আসিলেন এবং দেবগণ তাহা পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর হরি স্ত্রীরূপ পরিহার করিয়া বিবিধ ভীষণ অস্ত্রদ্বারা দানবগণকে প্রকম্পিত করিলেন। বিষ্ণুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দেবগণ অসুরদিগকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিলেন এবং তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়া লবণজলধি, ভূমিতল প্রভৃতি স্থানে লুক্কায়িত রহিল। মৎ-২৫১। (১৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে যাহারা তুষিত নামে কথিত হইতেন চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহারাই পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, মরীচি-নন্দন কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। শক্র, বিষ্ণু ও অর্য্যমা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য এইরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (১৬) ব্রহ্মা সত্ত্বগুণের আধিক্য নিবন্ধন বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে প্রজাপুত্রের রক্ষা বিধান করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। মৎ-৪৮। (১৭) শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়ের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদিদেবগণের দেহ হইতে পৃথক পৃথক অতিবীর্য্য বলযুক্ত শক্তিগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া তত্তৎ

দেবতার রূপ ধারণ করিয়া চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে বিষ্ণুর শরীর হইতে বৈষ্ণবী-শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গ ধারণ করতঃ আগমন করেন। ঐ বৈষ্ণবী-শক্তি চণ্ডিকার সহকারী হইয়া চক্রদ্বারা বহু দানব সৈন্য হনন করেন। যজ্ঞ-বরাহ-রূপধারী ভগবান বিষ্ণুর যে শক্তি, তিনিও বরাহরূপ ধারণ করিয়া চণ্ডিকার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন। মার্ক-৮০। (১৮) বিষ্ণু, সনাতন, অনাদি, বিশ্ববীজ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বম্ভর, বিধাতা, জগৎকর্ত্তা, সাক্ষাৎ প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক। তিনি জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তাঁহারই অক্ষয় অবয়ব হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছে। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, বিশ্ববীজ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, জগন্নাথ সর্ব্বব্যাপী প্রভু। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, "আমি কে; কোথা হইতে আসিলাম; কোন কার্য্য আমার কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বিষয় বিচার করিতে করিতে নিজ নির্ম্মাতাকে সন্ধান করিবার জন্য পদ্মকোষ অবতরণ করিয়া নালে নালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে শত বৎসর অতীত হইয়া গেলে একদা এক আকাশবাণী হইল। সেই আকাশবাণীর নির্দ্দেশমত ব্রহ্মা দ্বাদশ বৎসরকাল যত্ন সহকারে তপস্যা করেন। তখন ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বলেন যে পরমবিষ্ণু সত্ত্বগুণ দ্বারা তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং তৎপরে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর দারুণ যুদ্ধ হয়। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের উভয়ের বিবাদ শান্তি ও জ্ঞানোদয়ের জন্য তাঁহাদিগের মধ্যস্থলে সহস্র সহস্র জ্বালা-মালা-সঙ্কুল কালানলসন্নিভ একটী অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হয়। ভগবান বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে কহিলেন "আইস আমরা দুজনে ক্ষান্ত দিয়া এই অনলসন্নিভ লিঙ্গ কোথা হইতে আসিল তাহা স্থির করি।" অতঃপর বিষ্ণু ব্রহ্মাকে হংস-রূপ ধারণ করতঃ সত্বর ঊর্দ্ধে গমন করিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধোদেশে গমন করেন। শিব-জ্ঞান-২। এই আখ্যানটি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে সৌর-পুরাণে (৬৬ অঃ) দৃষ্ট হয়। (১৯) যে দিন হইতে ভগবান বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করেন সেই দিনে যে কল্পের আরম্ভ হয় তাহার নাম বারাহকল্প। পরমাত্মা শিবের ইচ্ছানুসারেই বিষ্ণু তাদৃশ রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মার বরে বিষ্ণু সকল গুণের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। গুণ, সত্ত্ব প্রভৃতি জড়, সেইজন্য সকলকে বিষ্ণুই একমাত্র পুরুষ (চৈতন্য স্বরূপ) বলিয়া পূজিত হন। ব্রহ্মার সৃষ্ট

লোক পরম্পরায় যখন দুঃখ উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মাদেশে বিষ্ণুই সকল দুঃখের বিনাশে তৎপর হন। বিষ্ণুই লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া সৎকীর্ত্তি বিস্তার করেন। লোক-সিসৃক্ষু ব্রহ্মা প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া সেই জলে অঞ্জলীপূর্ণ স্ববীর্য্য নিক্ষেপ করেন। তাহাতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় একটি অণ্ড উৎপন্ন হয়। সেই অণ্ড দর্শনে সংশয়িত-চিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তখন বিষ্ণু সেই স্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনায় অনন্ত-রূপে সেই অণ্ড মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন তিনি সহস্রনেত্র, সহস্র চরণ বিশিষ্ট একটী পুরুষাকার ধারণ করিয়া সর্ব্বোতভাবে ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক সেই অণ্ড ব্যাপিয়া রহিলেন। শিব-জ্ঞান-৫। (২০)একমাত্র আদি, নির্ব্বিকার, নিগুর্ণ পরমাত্মা স্বকীয় তেজে কাশী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া পুরুষকে (প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতম) তথায় তপস্যা করিতে বলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা-জনিত শ্রমে তাঁহার গাত্র হইতে বিচিত্র জল ধারা নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্যাপিয়া ফেলিল। অন্য কিছুই দৃশ্যমান হইল না। পরে ভগবান বিষ্ণু তাহা দেখিয়া, "একি আশ্চর্য্য" বলিয়া মস্তক কম্পিত করিলেন তাহাতেই বিষ্ণুর কর্ণ হইতে মণি পতিত হইয়া তথায় মণিকর্ণিকা তীর্থ হইল। তখন নিগুর্ণ শিব জল-রাশি প্লাবিত সেই কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিলেন। বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রাগত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ সেই জলোপরি শয়ন করিলে তাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। শিব-জ্ঞান-৪৯। (২১) একদা ভগবতী লক্ষ্মীর যুদ্ধ দর্শন করিতে অভিলাষ হইল। বিষ্ণু তাঁহাকে যুদ্ধ দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, কাহার সহিত যুদ্ধ করা যায় এই মত ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস তিনি কোলাহল শুনিতে পাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন জয় ও বিজয় নামক নিজ দ্বারপালদ্বয়কে সনকাদি ঋষিকুমারগণ যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতেই কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে জয় ও বিজয়কে ঐরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইতে দেখিয়া বিষ্ণু তাহাদের পক্ষ হইতে ঋষিকুমারগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। কুমারগণ কহিলেন "কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি বিষ্ণু-ভক্ত হইতে ইচ্ছা কর তবে সপ্ত জন্মের, আর যদি শত্রু ভাবে জন্ম-গ্রহণ কর ত তিন জন্মের পর এই স্থান প্রাপ্ত হইবে।" জয় ও বিজয় শীঘ্র শীঘ্র শাপ মুক্তির জন্য শত্রু ভাবে জন্মগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ অসুরদ্বয় রূপে জন্মগ্রহণ করে ঐ জন্মে

বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করেন। দ্বিতীয় জন্মে উহারা দুইজন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং বিষ্ণু রামরূপ ধারণ করেন। তৃতীয় জন্মে উহারা শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ অবতার হন। হিরণ্যাক্ষ দেবতাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য পৃথিবীকে মুখে করিয়া জলমধ্যে গমন করিলে ব্রহ্মা বারংবার বিষ্ণুর স্তব করিয়া ধ্যান করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর স্তব করিয়া ধ্যান করিলেন তাহাতে বিষ্ণু ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বরাহ রূপে আবির্ভূত হইয়া পঞ্চশত বর্ষ জলে এবং পঞ্চশত বর্ষ স্থলে হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন এবং পৃথিবীকে মুখে লইয়া জল হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মাকে পৃথিবী অর্পণ করেন। শিব-জ্ঞান-৫৯। (২২) একবার দেবতারা ও লোক সমুদয় অসুরদিগের হস্তে নিগৃহিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে শিবের আরাধনা করিতে বলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কথা শুনিয়া স্বীয় স্বীয় ধামে গমন করেন। অতঃপর বিষ্ণুও দেবতাদিগের জয়ের নিমিত্ত শিবের ভজনা করিতে লাগিলেন। বিশেষ ভবে নানা উপাচারে ভজনা করিয়াও তিনি শিবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া শিবের সহস্র নামের এক একটি নাম মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শিবের মস্তকে প্রত্যহ প্রদান করতঃ সহস্র পদ্ম দ্বারা পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শিব তাঁহার ভক্তি পরীক্ষার্থ সেই সহস্র পদ্ম হইতে মায়াবলে একটি পদ্ম অপহরণ করেন। বিষ্ণু কিন্তু সেই মায়ার বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি একটি পদ্ম কম আছে জানিয়া আপনার এক চক্ষু উৎপাটন করেন। শঙ্কর তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে বর দিতে চাহিলেন। বিষ্ণু শিবের নিকট অসুর-নাশকারী অস্ত্র প্রার্থনা করেন। তখন তখন শিব বিষ্ণুকে সুদর্শন চক্র দিলেন। শিব-জ্ঞান ৭০। বিষ্ণু কর্তৃক উচ্চারিত শিবের সহস্র নামের তালিকা শিব-জ্ঞান-৭১ অধ্যায়ে আছে। (২৩) সমগ্র জগৎ যে নির্গুণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার নাম শিব। পুরুষের (বিষ্ণুর) সহিত প্রকৃতি (মায়া) সেই শিব হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া ত্রিশূলস্থিত পঞ্চ-ক্রোশী কাশী নামক বিখ্যাত স্থানে তপস্যা করেন। ঐ স্থানে বিষ্ণুরূপী পুরুষের হস্তে জলে পরিপূর্ণ হইলে ক্রমে সকল স্থানই জলে পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে স্বয়ং হরি তাহাতেই শয়ন করিলেন বলিয়া মুনিগণ তাঁহাকে নারায়ণ এই নামে প্রখ্যাত করিলেন। এবং যিনি পূর্ব্বোৎপন্না মায়ারূপী প্রকৃতি, তাঁহাকে নারায়ণী এই নামে

প্রসিদ্ধ করিলেন। যিনি সেই জলশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পিতামহ ব্রহ্মা। মহা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী বৈকুণ্ঠবাসী সেই সনাতন বিষ্ণুকে ব্রহ্মা তপোবলে দর্শন করেন। সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত শিব যে রূপ প্রদর্শন করেন তাহা মহাদেব নামে বিখ্যাত। শিব জ্ঞান ৭৭। (২৪) আদি সৃষ্টিতে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতে উদ্ভূত হন। সৌর-২। (২৫) বিষ্ণু শিবের বামাঙ্গসম্ভূত এবং ব্রহ্মা দক্ষিণাঙ্গ-সম্ভূত। সৌর-৭। (২৬) পুণ্যজনিকা সর্ব্বপাপনাশিনী কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত করিয়া বিষ্ণু বিষ্ণুপদ লাভ করেন। সৌর-১৪। (২৭) যখন নারায়ণ যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্ত শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন নাভিদেশে শত যোজন বিস্তৃত দিব্যগন্ধসম্পন্ন এক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইল। বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় দৈব পরিমাণে শত বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বিষ্ণু বলেন, "আমি বিশ্বরাজ। তুমি কে?" ব্রহ্মা বলেন আমি সর্ব্বভূতের আদি, সর্ব্বজগতপতি। চরাচরাত্মক বিশ্ব সতত আমাতেই অবস্থিত; অন্তকালে আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।" ব্রহ্মা এই কথা বলিলে বিষ্ণু ব্রহ্মার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সর্ব্বলোক দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র শীর্ষ পুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "ব্রহ্মন্, তুমিও আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেব দানব-মানবাদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক লোক সকল দর্শন কর।" অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগত দর্শন করেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় রুদ্ধ থাকাতে নির্গমনের দ্বার দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি নাভিপদ্মের নালমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পথ দিয়া নির্গত হইয়া পদ্ম মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আপনি জগন্মান্য, সর্ব্বকারণ এবং পিতামহ। আমি আপনাকে পুত্রত্বে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার প্রীত্যর্থে পদ্মযোনী আখ্যা গ্রহণ করিবেন।" ব্রহ্মা তাহাতে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "আমাদের উভয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমার ও আমার স্বরূপ। এক মূর্ত্তিই দুই রূপে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপে) অবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু তদুত্তরে বলেন যে তাঁহাদের উভয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একজন আছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর উমাপতি। সৌর ২৪। (২৮) প্রভু মহাবিষ্ণু, সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণাঙ্গ হইতে; সংহারের জন্য ঈশান রুদ্রকে

সৃষ্টি করেন দেহের মধ্যভাগ হইতে; আর জগৎ পালনের জন্য অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন বামাঙ্গ হইতে। এই চরাচর জগৎ বিষ্ণুশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। তিনি নিষ্ক্রিয় জগৎস্বরূপ। তৎকর্তৃক সৃষ্ট এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে। উপাধি বশতঃ এক বিষ্ণুই নিখিল জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হন। বিষ্ণু যেমন জগদ্ব্যাপক, তাঁহার শক্তি ও তদ্রূপ। সেই শক্তিই মহর্ষিগণকর্তৃক উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিতা হন। ইঁনিই বিষ্ণুর সেই পরমাশক্তি। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার তাঁহারই কার্য্য। তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতা। সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই রূপত্রয়ে বর্ত্তমান। সেই এক শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। বৃহন্নাঃ ৩। (২৯) বিষ্ণু পরম-দেব, জ্যোতিস্বরূপ ও নিত্য। সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। তিনি জগতের কর্ত্তা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার শরীর। তিনি প্রলয়কালে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন। জগৎ জলে পরিপূর্ণ এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিনষ্ট হইলে, বিষ্ণু বট পত্রে শয়ন করিয়া থাকেন। পরম ভাগবত মৃকণ্ডু মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। বৃহন্না৪—৫। (৩০) দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু শফরী রূপ ধারণ করিয়া শঙ্খাসুরকে বধ পদ্ম-উত্ত-৯১। শঙ্খ দেখ। (৩১) জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে বিষ্ণু পার্ব্বতীর অনুরোধে জালন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া জালন্ধর-পত্নী বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। বৃন্দা তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে মনুষ্যাবতারে বিষ্ণুর ভার্য্যা রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃতা হইবে এবং তিনি ভার্য্যা-দুঃখে দুঃখিত হইয়া কপিকুলের সাহায্য পাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবেন। পদ্ম-উত্ত-১০২—১০৩। বর্ব্বরী দেখ। (৩২) পরস্পরের শাপে, জয় ও বিজয় নামক বিষ্ণুর দ্বারপালদ্বয় গ্রাহ ও মাতঙ্গ হন ও তাঁহারা বিষ্ণু-হস্তে নিহত হইয়া পুনঃ বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১১১। (৩৩) সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে অলক্ষ্মীর উদ্ভব হয়। বিষ্ণু অলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু লক্ষ্মীর বাক্যে জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে উদ্দালক মুনিকে দান করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। পদ্ম উত্ত-১১৬। (৩৪) পুরাকালে পার্ব্বতীও শিব একবার যখন নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন দেবগণের অনুরোধে অগ্নি যাইয়া তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদন করেন। তাহাতে পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে দেবগণকে অভিসম্পাত করেন। তাহাতেই সমস্ত দেবতারাই বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হন। তাহা-

দের মধ্যে বিষ্ণু বট বৃক্ষ হন। পদ্ম উত্ত ১১৫। (৩৫) কবে কোন কালে কোন যুগে দ্বিজাতিগণ মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মহেশ্বর বলেন যে একমাত্র ধ্যান ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই মনুষ্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না। ত্রিভুবন-পতি বিষ্ণু নারায়ণই একমাত্র সাধনীয়। তিনি বারাহ নামে খ্যাত। তাঁহার চারিবাহু, চারিপদ, চারিনেত্র ও চার মুখ। যুগ চতুষ্টয় তাঁহার চারি পাদ। ক্রতু সকল তাঁহার অঙ্গ। চতুর্বেদ তাঁহার ভুজ চতুষ্টয়। উৎপত্তি ও প্রলয় তাঁহার আশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ভগবানের বারাহকল্পে মহাতেজা বিষ্ণু কাল হইয়া লোক সংহার করিবেন। অনন্তর তিনি বৈবস্বত মনু হইয়া তাহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মা-২৩। (৩৬) বারাহ-কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণু দ্বৈপায়ন ব্যাস হন এবং পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যষ্ঠাংশে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব রূপে বসুদেব হইতে প্রাদুর্ভূত হন। বায়ু ২৫। (৩৭) বিষ্ণুর পত্নীর নাম কীর্ত্তি। বায়ু-৩০। (বায়ু-পুরাণের এই অধ্যায়ে দেখা যায় নারায়ণ ও বিষ্ণু এক নহেন)। কৃত-যুগে ব্রহ্মা পূজ্য; দ্বাপরে বিষ্ণু এবং কালদেব চারি যুগেই পূজনীয়। ব্রহ্মা, যজ্ঞ ও বিষ্ণু ইঁহারা কালেরই তিনটী অংশ মাত্র। বায়ু ৩২। (৩৮) স্বারোচিষ মন্বন্তরের শেষ ভাগে তুষিতাখ্য দেবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া চাক্ষুষ-মন্বন্তরে ধর্ম্মের দ্বাদশ সন্তানরূপে প্রাদুর্ভূত হন। স্বারোচিষ মন্বন্তরীয় তুষিত দেবগণের বিপশ্চিৎ নামক ইন্দ্র এবং সত্য নামক বিষ্ণু তখন নরনারায়ণ নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-৬৬। (৩৯) যুগে যুগে বিষ্ণু দেবগণের সাহায্যের জন্য ও দানব দলন উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যখনই যাগ যজ্ঞাদি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য বিষ্ণু তখনই জন্মগ্রহণ করিয়া অধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছেন। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে প্রহ্লাদের শাসনে যে সকল অসুর ব্যবস্থিত ছিল না, মনুষ্য-বধ্য সেই সকল অসুরের বধের জন্য ব্রহ্মা মানুষ-রূপী বিষ্ণুর অবতার বিধান করেন। তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। অনন্তর বৈবস্বত-মন্বন্তরে আর এক দৈত্য প্রাদুর্ভূত হইলে এক যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা ঋত্বিকের কার্য্য করেন। অতঃপর চতুর্থ যুগে যখন অসুরগণের প্রাদুর্ভাব হয় তখন বিষ্ণু সমুদ্র মধ্য হইতে সমুদ্ভূত হন। তাহার হিরণ্যকশিপু প্রাদুর্ভূত হইলে, তিনি দেবগণ পুরঃসর নরসিংহরূপ দ্বিতীয় অবতার গ্রহণ

করেন। ত্রেতার সপ্তম যুগে বিষ্ণুর তৃতীয় বামন অবতার হয়। (বলি দেখ)। ত্রেতার দশম যুগে বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় চতুর্থ অবতার। (দত্তাত্রেয় দেখ)। ত্রেতা যুগে মান্ধাতার শাসন কালে পঞ্চদর্শীর গর্ভে তাঁহার পঞ্চম অবতার। (তথ্য দেখ)। ত্রেতার ঊনবিংশ যুগে বিষ্ণু জামদগ্ন্য রূপে অবতীর্ণ হন। (পরশুরাম দেখ)। ত্রেতার চতুর্বিংশতি যুগে তিনি দশরথাত্মজ রাম রূপে অবতীর্ণ হন। (রাম দেখ)। দ্বাপরের অষ্টাবিংশ যুগে তাঁহার বেদব্যাসরূপ অষ্টম অবতার। (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখ)। দ্বাপরের শেষ ভাগে যখন ধর্ম্মের বিনাশ হয় তখন বৃষ্ণিকুলে বসুদেবরূপী কশ্যপের ঔরসে দেবকীরূপিনী অদিতির গর্ভে বিষ্ণু অবতীর্ণ হন। ইহা তাঁহার নবম অবতার। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)। আবার এই যুগের (অর্থাৎ কলির ?) সন্ধ্যাংশে কল্কীরূপী বিষ্ণুর দশম অবতার হইবে। (কল্কী দেখ)। বায়ু ৯৮। (৪০) দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু গয়াসুরকে বধ করেন। বায়ু-১০৬। গয়াসুর দেখ। (৪১) শিবের ভয়ে দেবগণ শিবহীন দক্ষ যজ্ঞে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন যে বিষ্ণু যজ্ঞ রক্ষায় তৎপর হইয়াছেন তখন তাঁহারা নির্ভয়ে যজ্ঞে গমন করেন। শ্রীমহাভা-৭। (৪২) শিব ও বিষ্ণু এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বিষ্ণু রূপে আহুত হইয়া তিনি দক্ষযজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করেন আবার শিব রূপে নিন্দিত হইয়া সেই যজ্ঞই বিনষ্ট করেন। একাধারে তিনি বিষ্ণু রূপে রক্ষক ও শিব রূপে সংহারক। সানুচর শিব যখন দক্ষযজ্ঞ বিনাশে তৎপর হন, তখন শিবানুচরদিগের সহিত বিষ্ণুর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। (বীরভদ্র দেখ)। শিব যখন সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শনচক্র দ্বারা ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতিত করেন। সতীর বিভিন্ন দেহখণ্ড যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে একটী পীঠ হইয়াছে। (পার্ব্বতী ও সতী দেখ)। বৃহদ্ধ মধ্য-১০ ; শ্রীমহাভা-১০, ১১। (৪৩) বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণসহ শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমহাভা-২৫। (৪৪) দেবতারা রাবণের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণের জন্য পৃথ্বীসহ ব্রহ্মা সমীপে গমন করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট যাইয়া, রাবণ-বধের জন্য তাঁহাকে মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে বলেন। বিষ্ণু বলেন যে রাবণ দেবী-কাত্যায়নীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদেই এইরূপ অত্যাচার করিতে

পারিতেছে। তিনি দেবীর সাহায্য পাইলেই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া রাবণবধ করিতে পারেন। দেবী সেইরূপ আশ্বাস দিলে বিষ্ণু মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হন। বৃহদ্ধ-পূ-১৮ ; শ্রীমহাভা-৩৬। (৪৫) পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রামনবমী তিথিতে বিষ্ণু রাবণ-বধের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহদ্ধ-পূ ১৬। (৪৬) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহাভা-৪৯। (৪৭) কলির দোষে ধর্ম্মহানি হইতেছে দেখিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে সুমতী নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে, ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া কলির ক্ষয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কল্কি ১ম২। (৪৮) প্রথমতঃ কৃত-যোগে বিষ্ণু ব্রহ্মচারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অবতারে তিনি নারদরূপে বহুতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন। পরে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন। অনন্তর পুনর্ব্বার নরনারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা করেন। পরে কপিলরূপে সাংখ্যযোগ বিস্তার করিয়া তদনন্তর দত্তাত্রেয় মহাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর রুচির ঔরসে হুতির গর্ভে যজ্ঞাবতার রূপে ও তৎপরে রাজা প্রিয়ব্রতের বংশে ঋষভ-দেবরূপে অবতীর্ণ হন। অনন্তর মহারাজ পৃথুরূপ ধারণ করিয়া গ্রাম ও নগরাদি কল্পনা করেন ও তৎপরে দশম অবতারে শফরী রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে রক্ষা করেন। অনন্তর কূর্ম্মরূপী হইয়া মন্থনদণ্ড-স্বরূপ মন্দার-শৈল পৃষ্ঠে ধারণ করেন। তদনন্তর ধন্বন্তরী রূপে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া তৎপর নরসিংহ রূপে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করেন। অতঃপর রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে বধ ; বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছল ক্রমে বলি রাজা হরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান; ভৃগুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তদনন্তর বাল্মিকী রূপে মহাকাব্য বিস্তার করেন ও তৎপরে পরাশর পুত্র ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাণাদি প্রবর্ত্তিত করেন। অতঃপর বুদ্ধাবতারে সকল লোককে বিমোহিত করেন। তৎপরে সকল ধর্ম্মদ্বেষী মণ্ডলে পৃথিবী পরিপূর্ণ দেখিয়া বসুদেবের ঔরসে দৈবকীর সপ্তম ও অষ্টম গর্ভে রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হন। বৃহদ্ধ মধ্য-১০। (৪৯) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূল প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত। তন্মধ্যে সর্ব্বদেহ সনাতন বিষ্ণু মধ্যম। তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্ববেদের আশ্রয় বিপ্রগণ, প্রজাপালনার্থ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ধনরক্ষার্থ উরুদেশ হইতে বৈশ্যগণ ও পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের সেবার্থ পাদদ্বয়

হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু এইরূপে চতুর্বর্ণ সৃজন করিয়া ধর্ম্মের উৎপাদন করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১। (৫০) সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অম্বিকা ও শিব এই পঞ্চ দেবতার পূজা বিধেয়। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। (৫১) দুরাত্মা কংসকর্ত্তৃক বসুদেবের ছয়টি পুত্র নিহত হইলে বিষ্ণু বসুদেবের সপ্তম পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত কামরূপে অসুরনাশিনী দেবীর স্তব করেন। তাহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনি আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? কি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে বলুন, আমি তাহা সম্পন্ন করিব।" বিষ্ণু বলিলেন যে তিনি ভূভার হরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তদ্বিষয়ে তিনি দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভগবতী তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রস্থান করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬। (৫২) বেদশিরা ও অশ্বশিরা নামক মুনিদ্বয় পরস্পরের শাপে যথাক্রমে সর্প ও কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে বিষ্ণু তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বেদশিরাকে বলেন যে সর্প রূপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার মস্তকে চরণদ্বয় বিন্যস্ত করিবেন। তাহাতে তাঁহার গরুড় ভয় থাকিবে না। তৎপরে অশ্বশিরাকে বলেন যে কাক রূপে তাঁহার নিশ্চিতযোগ-সিদ্ধিযুক্ত ত্রৈকালিক জ্ঞান থাকিবে। গর্গ-বৃ-১৩। (৫৩) যিনি সমুদয় বস্তুতেই বাস করেন এবং সমুদয় বস্তুই যাঁহাতে বাস করে তিনিই বাসু এবং দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ, অতএব দেব। যিনি বাসু এবং দেব তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণু-১ম-২। (৫৪) ভগবান বিষ্ণু ভদ্রাশ্ব বর্ষে হয়শিরা রূপে; কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে; ভারতবর্ষে কূর্ম্ম রূপে; এবং কুরু বর্ষে মৎস্য রূপে রহিয়াছেন। বিষ্ণু-২য় ২। (৫৫) পাতাল সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ নামক তামসী তনু আছে। বিষ্ণু-২য়-২। (৫৬) আকাশে শিশুমারাকৃতি তারাপুঞ্জময় বিষ্ণুর যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পুচ্ছাগ্র ভাবে ধ্রুব অবস্থিত। উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময় সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন। বিষ্ণু-২য়-৯। (৫৭) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতিমণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্য রথে ফাল্গুন মাসে বিষ্ণু (সূর্য্য), অশ্বতর

(সর্প), রম্ভা, সূর্যাবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞোপেত (রাক্ষস), এই সাত জন বাস করেন। বিষ্ণু-২য় ১০। (৫৮) বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্বরূপ যে জল তাহা হইতেই এই পর্ব্বত-সমুদ্রাদি যুক্তা এই বসুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে। জগতে ভাব ও অভাবরূপ যত পদার্থ আছে সকলেই বিষ্ণু। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। বিষ্ণু-২য়-১২। (৫৯) বিষ্ণুশক্তি হইতেই সকল লোক রক্ষিত হইতেছে। এক বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মন্বন্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কালে আকূতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ মন্বন্তর কালে উক্ত অজিত মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে উত্তম মন্বন্তর কালে ঐ তুষিত, সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করতঃ সত্য নামে বিখ্যাত হন। পরে তামস মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ সত্য হরিগণের সহিত 'হরি' নাম গ্রহণপূর্ব্বক হর্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হন। রৈবত মন্বন্তরে রাজগণের সহিত দেবশ্রেষ্ঠ হরি সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মানস নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৬০) মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ ইহারা সকলেই বিষ্ণুর স্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ। জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু সত্য যুগে মহর্ষি কপিলাদি রূপ ধারণ করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্য জ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতা যুগে তিনি চক্রবর্ত্তী স্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীকৃত করেন এবং পুনর্ব্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করেন। অনন্তর কলির শেষে বিষ্ণু কল্কিরূপ গ্রহণ করতঃ দুর্বৃত্তগণকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু এইরূপেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তঃকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু ৩য় ২। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য এবং বিষ্ণু আরাধনার ফল সবিস্তর জানিতে হইলে বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয়াংশে প্রথম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৬১) গঙ্গার জল বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছে। বিষ্ণু ৪র্থ-৪। (৬২) প্রদ্যুম্ন-

তনয় অনিরুদ্ধ বাণাসুর দুহিতা ঊষাকে বিবাহ করেন। সেই কারণে বাণ রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে পরাজয় করতঃ কারাগারে বন্দী করেন। সেই সূত্রে বিষ্ণুর সহিত শিবের যুদ্ধ হয়। এবং বিষ্ণু বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২, ৩৩। (৬৩) ব্রাহ্ম নামক নৈমিত্তিক প্রলয় কালে বিষ্ণু রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রজা-সমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন। তিনি সূর্য্যের সপ্তবর্ণ রশ্মিতে অবস্থান পূর্ব্বক [illegible] জলসমূহ পান করিয়া থাকেন। জলাভাবে ত্রিভুবন শুষ্ক হওয়াতে বিষ্ণু অনন্তদেবের নিশ্বাস-সম্ভূত কালাগ্নিরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। তিনি মুখ নিঃশ্বাস দ্বারা মেঘ সমূহের সৃজন করিয়া অবিশ্রান্ত বারিধারা বর্ষণপূর্ব্বক সেই অনল রাশিকে শান্ত করিয়া সমুদয় লোক প্লাবিত করিয়া ফেলিবেন। অনন্তর বিষ্ণুর মুখ হইতে নিশ্বাস যে প্রবল বায়ু সমুৎপন্ন হইবে সেই মেঘ সকলকে বিনাশ করতঃ শতবর্ষব্যাপিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইবে। অতঃপর বিষ্ণু সেই বায়ুকে নিশ্বাসরূপে পান করিয়া একাকার সেই সমুদ্র মধ্যে শয়ন করিবেন। বিষ্ণু ৬ষ্ঠ ৪। (৬৪) বিরজা নামক বিষ্ণুর এক মানস পুত্র উৎপন্ন হন। ঐ পুত্র পৃথিবীর আধিপত্য কিছুই অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তি-মান নামে এক বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের তনয় কর্দ্দম। মহাভা-শান্তি-৫৯। (৬৫) বসুন্ধরা অসুরদিগের অত্যাচারে প্রপী-ড়িতা হইয়া দেবগণের শরণাপন্না হন। তখন বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালে গমন পূর্ব্বক দৈত্যদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু খুর দ্বারা উহাদের মেদ, মাংস ও অস্থি সকল বিদলিত করিতে লাগিলেন। তিনি ঐরূপ বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক [illegible] নাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম সনাতন হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-২০৯। (৬৬) শুক্রাচার্য্যের অনুরোধে ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার বৃত্রের নিকট বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২৮০। (৬৭) পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু পুত্র কামনায় হিমালয় পর্ব্বতে ঘোরতর তপঃঅনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে মহাবীর কার্ত্তিকেয় ত্রিলোককে তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে—"যদি এই ত্রিলোক মধ্যে কেহ আমাপেক্ষা সমধিক বলবান ব্রহ্মণ্যপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তিনি এই শক্তি উদ্ধৃত বা কম্পিত করুন।" কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে ত্রিলোক মধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তখন নারায়ণ লোক সমুদয়কে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া এবং কার্ত্তিকের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বাম হস্তে সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্ব্বক কম্পিত করিতে লাগিলেন। ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ থাকিয়াও, কেবল কার্ত্তিকের গৌরব রক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩২৮। (৬৮) বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান। তিনি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা এবং এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন। তাহার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং তাহা হইতেই সমুদয় জীব সম্ভূত ও পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া থাকে এই নিমিত্তই তাহার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। মহাভা-শান্তি ৩৪২। (৬৮) মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় বেদ ব্রহ্মার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করে। বেদ উদ্ধারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্তব করেন। তখন বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে গমন করিয়া বেদ উদ্ধার করতঃ ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-শান্তি ৩৪৮। হয়গ্রীব ও কৈটভ দেখ। (৬৯) বিষ্ণুর সহস্রনাম মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৯ অধ্যায়ে আছে। বিষ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। বিষ্ণু সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তাহার এই নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ ২০। (৭০) পুরাকালে বিষ্ণু দানব-বধ সাধনায় স্বীয় কর মর্দ্দিত করিয়া চক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। চক্র গ্রহণে তাহার করে স্বেদ উদ্গত হয়। সেই স্বেদ হইতে সরিদ্বরা উদ্ভূত হইয়াছেন। এই সরিদ্বরা সেই স্থানে রেবার সহিত সঙ্গতা, তথায় স্নান করিলে মানব নিখিল কল্মষমুক্ত হয়। স্কন্দ-আব রেবা-২৪। (৭১) পুত্র কামনায় রাজা দশরথ অতি তীব্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থনায় স্বয়ং চতুর্দ্ধা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তদীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। স্কন্দ নাগ-৯৮। (৭২) যুগ সকলের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ভেদে বিষ্ণু, অনন্ত, সনাতন প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হন। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-৭। (৭৩) সত্যযুগে বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া নারায়ণ পর্ব্বতে বাস করেন। তখন দেবী ধরণী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন মন্ত্র দ্বারা আরাধিত হইলে প্রীত হন এবং আপনার যাহা সতত প্রিয় তাহা বলুন।" তদুত্তরে বিষ্ণু ধরণীকে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়ক, সদ্যঃ সম্পত্তিকারক ভূমিদ ও পুত্রদ পরম-গুহ্য মন্ত্র শ্রবণ করান। স্কন্দ বিষ্ণু-বেঙ্ক-২। (৭৪) পূর্ব্বে রামানুজ নামে এক

দ্বিজ আকাশ গঙ্গার সমীপে বৈখানস মতে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তৎ-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভাগবত লক্ষণ বর্ণন করেন। স্কন্দ বিষ্ণু বেঙ্ক ২১। (৭৫) পুরাকালে কাশীরাজ নামে এক নৃপতি তপস্যা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ জন্মাইয়া এই বর লাভ করেন যে তিনি যুদ্ধে নারায়ণকেও প্রহার করিতে পারিবেন। অধিকন্তু শিব ইহাও বলেন যে তিনি যুদ্ধকালে স্বয়ং কাশীরাজের সহায় হইবেন। বিষ্ণু ইহা জানিতে পারিয়া কাশীরাজের বিনাশের নিমিত্ত স্বীয় চক্রকে প্রেরণ করেন। চক্র কাশীরাজের মস্তক ও তদীয় বলসহ সেই পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাদেব সেই ব্যাপার দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস পাইলে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র প্রমথগণকে এবং পাশুপত অস্ত্রকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। কারণ পুরাকালে বিষ্ণু মহাদেবের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন, "তোমা কর্তৃক আমি স্মরণীয় হইলে তোমার অস্ত্রকে বলে পরিপূর্ণ করিব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রতিকূলাচরণ কর তাহা হইলে ঐ অস্ত্রের আর তেজ থাকিবে না। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-১২। (৭৬) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রাবরণ উৎসব করিলে মানব বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু ৪০। (৭৭) মায়া-পুরুষ-রূপী কৃষ্ণের দৃষ্টি নিক্ষেপ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সমুদ্ভূত হন। কৃষ্ণ সেই পুরুষত্রয়কে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণাশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কার্য্যে নিয়োগ করেন। কৃষ্ণের উপদেশে সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মাসে মাসে ভাগবত পাঠ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু শ্রীভাগ ৩। (৭৮) বিষ্ণু বৈশাখ মাসে তদীয় ভক্ত সেবাকারীগণকে অভীষ্ট প্রদান করেন এবং তাহার পূজাদি না করিলে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ধনাদি হরণ করেন। এই বৈশাখ মাসেই তিনি ভক্তগণের পরীক্ষা করেন। অর্থাৎ এই বৈশাখ মাসে কোন ভক্ত তাঁহাকে পূজা করে আর কোন নরাধম তাঁহাকে স্মরণ ও করে না তিনি এইরূপ পরীক্ষা করেন। এইজন্য মাস সমূহের মধ্যে বৈশাখ মাস উত্তম হইয়াছে। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৫। (৭৯) স্বতেজ বৃদ্ধি কামনায় বিষ্ণু যখন গুপ্তভাবে অযোধ্যায় তপস্যা করিয়াছিলেন তখন তিনি গুপ্তহরি নামে বিখ্যাত হন। আর অযোধ্যায় আগমন সময়ে যে স্থানে তদীয় সুদর্শনচক্র কর-চ্যুৎ হয়, সেই স্থানই চক্রহরি নামে পরিচিত। এই উভয় স্থানের দর্শন মাত্রেই মানব সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-

৬। (৮০) পৃথিবী নাগ ভারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণের নিকট প্রতিকারের জন্য গমন করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর নিকট গমন করতঃ তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলে, বিষ্ণু পৃথিবীর দুঃখে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ স্বীয় শরীর হইতে উৎপাটন করেন। এই কেশদ্বয়ই ভূমণ্ডলে কংস বধার্থ বলরাম ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-১। (৮১) দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের পক্ষে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র তাঁহার সুদর্শনচক্র অবরোধ করিয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করেন। বিষ্ণুর বাহন গরুড় তাঁহাকে ফেলিয়াই পলায়ন করেন। অবশেষে ব্রহ্মা আসিয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। (৮২) মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ, বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামে দুই পুরুষ সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও ও জিষ্ণু কৈটভকে বধ করেন। কূর্ম্ম পু-১০। (৮৩) শিবহীন দক্ষযজ্ঞে শিবানুচর বীরভদ্রের সহিত বিষ্ণুর ভয়ানক যুদ্ধ হয়। বীরভদ্র বিষ্ণুর শার্ঙ্গ ধনুকের তিন স্থলে ভগ্ন করিয়া সেই ভগ্ন ধনুকের একাংশ দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। অনন্তর বিষ্ণুর সেই ছিন্ন মস্তক নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা রসাতলে প্রেরণ করেন। পরে শিবের অনুগ্রহে তিনি জীবন লাভ করেন। লি-১০০। (৮৪) ভৃগুমুনির অভিশাপে বিষ্ণু পৃথিবীতে দশ বার অবতীর্ণ হইয়া দুঃখ ভোগ করেন। লি-২৯। (৮৫) বিষ্ণু, সুধর্ম্মা, সুপর্ব্বা ও কক ইঁহারা চাক্ষুষমনুর পুত্র। হরি হরি ১৯৬। (৮৬) বেণ রাজা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে নৈমিত্তিক দানের ফল কীর্ত্তন করেন। পদ্ম ভূমি-৪০। (৮৭) পঞ্চায়তনী দীক্ষায় শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ, এই পাঁচ দেবতার পূজা করিতে হয়। এই পাঁচ দেবতার পাঁচটী যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া গুরু যে দেবতাকে প্রধান মনে করিবেন, যন্ত্রের মধ্যস্থলে তাঁহাকে অঙ্কিত করিতে হইবে। তন্ত্রসার-১১৩পৃঃ। (৮৮) ভুবনেশ্বরীর পূজার যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী ষট্‌কোণের নৈর্ঋত কোণে সাবিত্রী ও বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-১৬৫ পৃঃ। (৮৯) কেশব কীর্ত্যাদিন্যাসে পরিকীর্ত্তিত বাক্যন বর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম বিষ্ণু। তন্ত্রসার ২৩৮ পৃঃ। (৯০) বিষ্ণু (অ), অগ্নি (র), বরুণ (ব) এবং বিন্দুযুক্ত চলধী শব্দ, এই ছয় বর্ণে এক মন্ত্র জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সাধকের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় ও সভাতে বাক্‌পটুতা জন্মে। তন্ত্রসার-৫৮৮পৃঃ। (৯১) দশমুখ রুদ্রাক্ষকে বিষ্ণু বলে এই রুদ্রাক্ষ ধারণে ভূত,

প্রেত ও পিশাচাদির ভয় দূর হয়। তন্ত্রসার-৮৪০ পৃঃ। (৯২) বিষ্ণু নামে ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাহাদের গোত্রের সাধারণতঃ পাঁচটী প্রবর। যথা—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫। (৯৩) ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয় বিষ্ণু। মার্ক-১০০। অনুগ্রহ দেখ। (৯৪) অজিত বিষ্ণু প্রভৃতিরা চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথক দেবগণ বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড ৩২। অজিত দেখ। (৯৫) বিষ্ণু একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু ৩য় ২। অনঘ ও বপুষ্মান দেখ।

বিষ্ণুজ্বর—বাণাসুর কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইলে বাণাসুরের পক্ষাবলম্বী মহাদেবের সহিত অনিরুদ্ধ-পক্ষাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সেনাগণকে মাহেশ্বর জ্বরে পীড়িত ও জৃম্ভিত দর্শন করিয়া অতি রোষে বৈষ্ণব তাপ সৃজন করিলেন। তখন ঐ উভয় জ্বরে পরস্পর তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল এবং পরিশেষে বিষ্ণুজ্বর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া মাহেশ্বর জ্বর রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। স্কন্দ-আব-অব ৪৯।

বিষ্ণুদাস—(১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, জারুথা, বিষ্ণুদাস ও ভদ্রদেহ এই ছয় জনকে কংস বধ করেন। অগ্নি ২৭৫। জারুথা দেখ। (২) বিষ্ণুদাস নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপ্রসাদে বিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-১০৮, ১০৯; স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তিক-২৬, ২৭।

বিষ্ণুপদী—গঙ্গার অন্য নাম। তিনি বিষ্ণুর দক্ষিণাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে বিষ্ণুর স্ত্রীরূপে বাস করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমন করেন। বিষ্ণুর পদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়াই গঙ্গা বিষ্ণুপদী নামে বিখ্যাতা। দেবী-ভাগ-৯ম ১৩, ১৪।

বিষ্ণুবৃদ্ধ—(১) আঙ্গিরস-বংশ, অয়াস্য, উতথ্য, বামদেব, উষিজ, সাঙ্কৃতিক, গার্গ্য, কাব্য, রথীতর, মুদ্গল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, হরিত, বায়ু, ভাক্ষ, আর্ষভ ও কিংভয় এই পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। বায়ু-৬৫। (২) মান্ধাতার বংশে ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত, সত্যব্রতের তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। এই বিষ্ণুবৃদ্ধের বংশধরগণ বিষ্ণুবৃদ্ধ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। বায়ু-৮৮। (৩) বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, অজমীঢ়, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতিগণ তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু ৯১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সম্ভূতির তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ, তৎপুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় বৃহদশ্ব। কূর্ম্ম পূ ২৪।

বিষ্ণুবৃন্দ—মনুবংশীয় নৃপতি সম্ভূতির এক

পুত্রের নাম বিষ্ণুবৃন্দ। এই বিষ্ণুবৃন্দ হইতে বিষ্ণুবৃন্দ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। লি-৬৫।

বিষ্ণুমতী—চন্দ্রবংশীয় জন্মেজয়ের তনয় শতানীক। শতানীকের পত্নীর নাম বিষ্ণুমতী। বিধূম নামক বসু ব্রহ্মার শাপে বিষ্ণুমতীর গর্ভে শতানীক-পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বিধূম দেখ।

বিষ্ণুমায়া—(১) যোগময়ী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় দক্ষ-কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী হন। কালিকা-৫, ৬। (২) দুর্গার অন্যতম নাম। তন্ত্রসার ৭৩৩ পৃঃ।

বিষ্ণুযশা—(১) কলিযুগে কল্কি নারায়ণের অংশে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইবেন। দেবীভাগ-৯স্ক-৮; অগ্নি-১৬; বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) তাঁহার পিতার নাম ব্রহ্মযশা। নারায়ণের মুখে তিনি যখন শুনিলেন যে তাহার পুত্র কল্কি স্বয়ং জগন্নাথ নারায়ণ। তখন তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। কল্কি-৩য়-১৬। (২) পরশুরামের মাতুলের নাম বিষ্ণুযশা। ব্রহ্মবৈ-গণ-৪৪।

বিষ্ণুরাত—অর্জ্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের অন্য নাম। ভাগ-১স্ক-১০। পরীক্ষিৎ দেখ।

বিষ্ণুশর্ম্মা—(১) পশ্চিম সাগর পার্শ্বে দ্বারকাপুরী নিবাসী শিবশর্ম্মা নামক বিখ্যাত যোগীর যজ্ঞশর্ম্মা, বেদশর্ম্মা, ধর্ম্মশর্ম্মা, বিষ্ণুশর্ম্মা ও সোমশর্ম্মা নামে অতি পিতৃভক্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তাহারা নানারূপে পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুশর্ম্মা পিতৃ-আদেশে অমৃত আনিবার জন্য স্বর্গে গমন করেন এবং তদুপলক্ষে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। ইন্দ্র তাঁহার পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করেন। পিতা শিবশর্ম্মার বরে সোমশর্ম্মা ভিন্ন অপর চারি ভ্রাতা পিতৃ-সমক্ষে বিষ্ণুদেহে লীন হন। পদ্ম-ভূমি-১—৩। (২) সত্যযুগে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার সেবা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৯। (৩) বিষ্ণুশর্ম্মা নামক এক পরম ভাগবত এক ব্রাহ্মণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দেন ও তাঁহার প্রার্থনায় সেই স্থানেই পাতাল মণ্ডল হইতে জাহ্নবী জল প্রকটিত করেন। তদবধি সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-১।

বিষ্ণুসাবর্ণি—(১) তিনি দক্ষসাবর্ণির পৌত্র ও ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র। বিষ্ণুসাবর্ণির

পুত্রের নাম দেবসাবর্ণি, পৌত্র রাজসাবর্ণি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৩। (২) বৈবস্বত-মনুর করূষ, নাভাগ, পৃষধ্র, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু নামে ছয় পুত্র ছিল। তাহারা জন্মান্তরে মন্বন্তর পতি হইয়াছিলেন। ভ্রামরী দেবীর প্রসাদে করূষ দক্ষসাবর্ণি নামে নবম মনু; পৃষধ্র মেরুসাবর্ণি নামে দশম মনু; নাভাগ সূর্য্যসাবর্ণি নামে একাদশ মনু; দিষ্ট চন্দ্রসাবর্ণি নামে দ্বাদশ মনু; শর্য্যাতি রুদ্রসাবর্ণি নামে ত্রয়োদশ মনু; এবং ত্রিশঙ্কু বিষ্ণুসাবর্ণি নামে চতুর্দ্দশ মনু হন। দেবীভাগ-১০স্ক-১৩। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে (মধ্য-২৯) বিষ্ণুসাবর্ণি দশম মনু। তিনি অপর সকল মনুদের ন্যায় ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা ও মনু দেখ।

বিষ্ণুসিদ্ধি—অঙ্গিরা বংশীয় বিষ্ণুসিদ্ধি, শিবমতি, জতৃণ, কতৃণ, মহাতেজা, পুত্রব ও বৈরপরায়ণ এই সকল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটী, যথা—অঙ্গিরা, বিরূপ ও বৃষপর্ব্ব। মৎ-১৯৬।

বিষ্ণুসেন—ইন্দ্রসেন নামক রাজার পুত্র। পিতা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রেতলোক প্রাপ্ত হন। তিনি প্রেতত্বলব্ধ পিতার নিকট স্বপ্নাদেশ পাইয়া চমৎকারপুর হইতে দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া শ্রাদ্ধ করান। তাহাতেই তাঁহার পিতা প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৩১।

বিষ্বক্সেন—(১) পাঞ্চালাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। মৎ-২১। (২) পুরুবংশীয় অণুহের তনয় ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র যুগদত্ত, যুগদত্তের তনয় বিষ্বক্সেন। মৎ-৪৯। (৩) ব্রহ্মদত্তের তনয় বিষ্বক্সেন ও সর্ব্বসেন। হরি-হরি-২০। (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা গণ্ডূষ অপুত্রক থাকায় নরপতি বিষ্বক্সেন (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পাঞ্চাল ও কৃতলক্ষণ নামে চারি পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। হরি-হরি ৩৪; মহাভা-সভা-৪। (৫) প্রদ্যুম্নের ঔরসে শুম্ভ দানব কন্যার গর্ভে বিষ্বক্সেন জন্মেন। তিনি শুম্ভ নগরের রাজা হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৮। (৬) প্রহ্লাদের পৌত্র ও গবেষ্ঠীর পুত্র। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা শুম্ভ ও নিশুম্ভ। বায়ু-৬৭। প্রহ্লাদ ও গবেষ্ঠী দেখ। (৭) ব্রহ্মপুত্র বিষ্বক্সেন অনাগত মনুদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৮) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে নারায়ণ বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্ভুর সহিত সখা করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৯) ভরতবংশীয় পারের পুত্র নীপ। নীপের তনয় ব্রহ্মদত্ত। তৎপুত্র বিষ্বক্সেন তিনি জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিষ্বক্সেনের তনয় উদক্সেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (১০) মদ্ররাজ বিষ্বক্সেনের কন্যা, কাশীরাজ

জয়সেনের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ নাগ-১৭৭। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ। স্কন্দ-প্রভা দ্বার-৩২। (১২) বিষ্ণুর মন্ত্রীর নাম বিষক্সেন। বিষ্ণুর আদেশে তিনি নরপতি হেমকান্তকে যমদূতগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু বৈশা-১০। হেমকান্ত দেখ। (১৩) পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। তাঁহার তনয় দণ্ডসেন, দণ্ডসেন হইতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ২০। (১৪) শম্বর অসুরের অন্যতম তনয় বিষক্সেন শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্নের হস্তে নিহত হন। হরি বিষ্ণু ১৬১, ১৬২। (১৫) বিষ্ণুলোকের অন্যতম দ্বারপাল। মহাদেবকে বিষ্ণু-পুরীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া তিনি শিবানুচর কর্তৃক নিহত হন। পরে বিষ্ণুর প্রার্থনায় মহাদেব তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। কূর্ম-পূ ৩১।

বিসটা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বিসর্গ—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা অনুশা ১৭। শিবের সহস্র নামের তালিকা ঐ অধ্যায়ে আছে।

বিসূচী—বিষক্সেন (৮) দেখ।

বিস্তর—মহাদেবের অন্যতম নাম। বিসর্গ দেখ।

বিস্তার—মহাদেবের অন্যতম নাম। বিসর্গ দেখ।

বিস্ফুর্জি—যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস। আপ ও বধ দেখ।

বিহঙ্গ—ঐরাবত কুলজাত জনৈক নাগ। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বিহঙ্গম—(১) খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম। তিনি রাম হস্তে নিহত হন। রামা আর ২৩। (২) একাদশ (ধর্ম-সাবর্ণি) মন্বন্তরে দেবতারা বিহঙ্গম নামে প্রখ্যাত হন। ঐ সময়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ। বৃহন্না ৩৭ ; ভাগ ৮স্ক ১৩। বিহঙ্গমগণ ধর্মসাবর্ণ দেখ।

বিহব্য (১) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিশ্বদেব অগ্নি ও ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ১০।১২৮। (২) মহারাজ শর্যাতির বংশে বৎসের তনয় বিহব্য। তৎপুত্র বিতত্য। মহাভা অনু ৩০। বৎস দেখ।

বিহুণ্ড—বিহুণ্ড নামক মহাবীর্য্য দৈত্যের পুত্র। নহুষ কর্তৃক পিতৃনিধন বার্তা শুনিয়া বিহুণ্ড দেবগণকে নিধন করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ তাহাতে ভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিহুণ্ডকে মোহিত করিয়া বধ করেন। পদ্ম ভূমি-১১৮ --১২১।

বীকা—পুলস্ত্য-তনয় বিশ্রবার চারি পত্নীর

অন্যতমা। তিনি ও তাঁহার সপত্নী পুষ্পোৎকটা, উভয়েই মাল্যবানের কন্যা ছিলেন। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-২০। পুষ্পোৎকটা ও বিশ্রবা দেখ।

বীক্ষর—দক্ষের চতুর্থ কন্যা দনায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষর, রস ও বৃত্র নামে চারিটী পুত্র হয়। তাহাদের প্রত্যেকের এক-শত করিয়া পুত্র জন্মে। কালিকা-৩৪। দনায়ু ও বিক্ষর দেখ।

বীক্ষিত—করন্ধমের পৌত্র। তৎপুত্র মরুত্ত। মহাভা অনুশা ৩৭। করন্ধম, অবীক্ষিত ও অবিক্ষিত দেখ।

বীজ—বিশ্বার গর্ভজাত দশ জন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মৎ ২০৩। কাল-কাম ও বিশ্বদেবগণ দেখ।

বীজবাপী—আত্র-বংশীয় দাক্ষি, বলি, পর্ণবি, ঊর্ণনাভি, শিলাদ্দনি, বীজবাপী শিরীষ, মৌঞ্জকেশ, গবিষ্টির ও ভলন্দন, এই সকল গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের আত্রেয় প্রবর তিনটি যথা—আত্র, গবিষ্টির ও পূর্বাতিথ। মৎ-১৯৭।

বীজবাহন—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। মহাদেবের সহস্র নাম ঐ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বীজবাপা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বীজহরা—যম-পত্নী ঋতুমতী হইয়া চণ্ডাল দর্শন করায় সেই গর্ভে নির্মাষ্টির জন্ম হয়। দুঃসহের ঔরসে নির্মাষ্টির গর্ভে, অঙ্গধুক প্রভৃতি আট পুত্র ও বীজহরা আদি আট কন্যা জন্মে। ঐ কন্যারা অতিশয় লোকের অনিষ্টকারিণী। তাহাদের বীজহরা ও স্মৃতিহরা নাম্নী অপরা কন্যা অধিক মন্দকারিণী। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ।

বীতময়—নরপতি পুরুর বংশে প্রাচীন্বন্তের তনয় মনস্যু। তৎপুত্র বীতময়। বীতময়ের তনয় শুন্ধ্যু। অগ্নি ২৭৮। প্রাচীন্বন্ত দেখ।

বীতমন্যু—বীতমন্যু নামে এক বেদ-বেদাঙ্গপারগ গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম আত্রেয়ী ও পুত্রের নাম উপমন্যু। আত্রেয়ী দেখ।

বীতরথ—যদুবংশীয় বৃহন্মেধার পৌত্র ও শ্রীদেবের পুত্র। তিনি মহাবল ও রুদ্র ভক্ত ছিলেন। কূর্ম-পূ-২৪।

বীতহব্য—(১) জনক নরপতি সুনয়ের পুত্র। তাহার তনয় সঞ্জয়। সঞ্জয়ের আত্মজ ক্ষেমাশ্ব। বিষ্ণু ৪র্থ-৫। (২) ভৃগু, কাব্য, প্রচেতা, অজপ, বীতহব্য, দধীচ, ঔর্ব, জমদগ্নি, বিদ্, সারস্বত, পৃথু, আর্ষ্টিষেণ, সুমেধা, দিবোদাস, পঞ্চাশ্ব, গৃৎসমদ ও নভ, ইহারা মন্ত্র-বেদা ঋষি বলিয়া কীর্তিত হন। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে (৬৫-অঃ) এই তালিকাটী সামান্য পরিবর্তিত ভাবে পাওয়া যায়। (৩) জনক বংশীয় ঋতের তনয় সুনয়, তৎপুত্র বীতহব্য। বীতহব্যের তনয় ধৃতি, ধৃতির আত্মজ বহু-

লাখ। বায়ু-৮৯। ধৃতি দেখ। ভাগবত (৯স্ক-১৩-অঃ) মতে ঋতের তনয় শুনক। (৪) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অঙ্গিরার পুত্র। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-৬।১৫। (৫) প্রজাপতি মনুর ঔরসে শর্য্যাতি জন্মগ্রহণ করেন। শর্য্যাতির তনয় বৎস। বৎসের তনয় হৈহয় বীতহব্য নামে খ্যাত। তাঁহার দশ পত্নীর গর্ভে যুদ্ধবিশারদ একশত পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা বারাণসীরাজ হর্য্যাশ্ব ও তৎপুত্র সুদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সংহার করেন। সুদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দিবোদাস বারাণসীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার সহিতও বীতহব্যের পুত্রগণের যুদ্ধ হয়। তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এক পুত্রোৎপাদক যজ্ঞ করেন। তাহার ফলে প্রতর্দ্দনের জন্ম হয়। প্রতর্দ্দন পিতা দিবোদাসের নিকট অনুমতি পাইয়া বীতহব্যের পুত্রগণকে সংগ্রামে আহ্বান করেন ও সমরে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। বীতহব্য তখন পলায়ন করিয়া ভৃগুমুনির আশ্রমে আশ্রয় লন। প্রতর্দ্দন ও তথায় যাইয়া বীতহব্যকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ভৃগুমুনিকে অনুরোধ করেন। ভৃগুমুনি বীতহব্যের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতর্দ্দনকে বলিলেন, "আমার এই আশ্রম মধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই; সকলেই ব্রাহ্মণ।" ভৃগুর এই বাক্যের প্রভাবেই বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বীতহব্যের অপর এক পুত্র গৃৎসমদ। মহাভা-অনুশা-৩০।

বীতহোত্র—(১) যজ্ঞধ্বজ নামক চন্দ্রবংশীয় বিষ্ণুভক্ত নরপতির মন্ত্রী। তিনি রাজার নিকট নিত্য বিষ্ণু-মন্দির-সম্মার্জ্জন ও তথায় দীপদানের ফল শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ভক্তি-পরায়ণ হন। বৃহন্না ৩৭। (২) প্রিয়ব্রতের সাত-পুত্রের অন্যতম। তিনি পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বীতিহোত্র দেখ।

বীতিন—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী যথা—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫।

বীতিমান—রৈবতমনুর দশ পুত্রের অন্যতম। অবশ দেখ।

বীতিহব্য—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫।

বীতিহোত্র—(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের-বংশে তালজঙ্ঘের শত পুত্র ছিল। তাঁহাদের বীতিহোত্র আদি পাঁচ বংশ প্রখ্যাত। অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১২; মৎ-৪৩। তালজঙ্ঘ দেখ। (২) শূরসেন-বংশীয়দের রাজত্বের অবসানে বিংশতিজন বীতি-

হোত্র-বংশীয় নরপতি মগধে রাজত্ব করেন। মৎ-২৭১। (৩) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নরপতির শত পুত্রের মধ্যে শূরসেন প্রভৃতি পাঁচ জন মহাত্মা ছিলেন। শূরসেনের তনয় জয়ধ্বজ। জয়ধ্বজের পুত্রগণ তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত। বিষ্ণু-৪র্থ ১১; সৌর-৩১। (৪) গাভীর সংখ্যানুসারে গো-পালক-দিগের নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ ছিল। বীতিহোত্র, অগ্নি-ভুক্, সাম্ব, শ্রীকর, শ্রুত, গোপতি, ব্রজেশ, পাবন ও শান্ত, ইঁহারা ব্রজপুরে উপনন্দদের অন্যতম ছিলেন। গর্গ-গোল-১৮। অগ্নিভুক্ দেখ। (৫) নৃপতি প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রমণক ও ধাতকের নামে ঐ দ্বীপ দুইখণ্ডে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩৭। প্রিয়ব্রত দেখ। (৬) মনুবংশীয় নরপতি ইন্দ্রসেনের পুত্র। বীতিহোত্রের সত্যশ্রবা। ভাগ ৯স্ক ২। (৭) ধন্বন্তরী বংশীয় সুকুমারের পুত্র। তৎপুত্র ভর্গ, ভর্গের তনয় ভার্গভূমি। ভাগ ৯স্ক ১৭। (৮) তালজঙ্ঘ তনয় বীতিহোত্রের আত্মজ বৃষ। বৃষ তনয় মধু। বীতিহোত্রের অপর এক পুত্রের নাম নক্ত। লি-৬৮।

বীর—(১) দ্বিজাতিগণের পূজ্য অগ্নি সকলের মধ্যে দহন নামধেয় অগ্নির পুত্র সহিত। তিনি অদ্ভুত নামেও পরিচিত। তৎপুত্র বীর, বীরের পুত্র বিবিধাগ্নি। মৎ-৫১। অর্ক দেখ। (২) বশিষ্ঠ প্রজাপতির পত্নী অযোনিজা শত-রূপা। তিনি বৈরাজপুরুষ হইতে বীর নামক পুত্র প্রসব করেন। বীর হইতে কাম্যা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় লাভ করেন। হরি-হরি-২। (৩) যদুবংশীয় গুপ্তিমের দুই পুত্র বীর ও অশ্বহনু। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি দেখ। (৪) নরপতি উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা বশিষ্ঠের পরিচর্য্যা করিয়া বৃহদ্রথ, কুশ, বীর, যদু, প্রত্যগ্রহ, বল ও মৎস্যকালী নামে সাত পুত্রের জননী হন। অগ্নি-২৭৮। গিরিকা ও প্রত্যগ্রহ দেখ। (৫) নাগ্নজিতীর গর্ভ-জাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণসহ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব ২৮। নাগ্নজিতী দেখ। (৬) কশ্যপ-পত্নী দনায়ুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা আদি-৬৫। দনায়ু দেখ। (৭) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮) তামস মন্বন্তরে তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক ১। তামসমনু দেখ। (৯) কলিঙ্গ-রাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৪। (১০) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম।

পত্নী কালিন্দির গর্ভে, শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। কবি ও দর্শ দেখ। (১১) বসু নামক নিষাদের পুত্র। একবার নিষাদ কুপিত হইয়া পুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু বিষ্ণু অনুগ্রহে বীর রক্ষা পান। স্কন্দ বিষ্ণু-বেঙ্ক ৯।

বীরক—(১) মহাদেবের জনৈক অনুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৩; মৎ ১৫৪। অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ কালে তিনি শিব কর্ত্তৃক অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত হন। শিব ধর্ম্ম-৪। শিব ও পার্ব্বতীর বরে তিনি পৃথিবীতে কুসুমেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ আব চতু ৩৮। তিনি পার্ব্বতীর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন মৎ-১৫৫ নরপতি উশীনরের-বংশে শিবিরাজের পৃথুদর্ভ, বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক নামে চারি পুত্র জন্মে। তাহাদের নামে চারি কল্যাণকর সুশোভন জনপদ হইয়াছে। অগ্নি ২৭৭। (৩) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মনুর সময়ে হবিষ্মৎ, বীরক প্রভৃতিরা ঋষি ছিলেন। ভাগ ৮স্ক ৫। চাক্ষুষমনু দেখ।

বীরকা—প্রজাপতি মনুর ঔরসে বীরকা নাম্নী নারীর গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তান পাদ জন্মগ্রহণ করেন। শিব ধর্ম্ম ৫২।

বীরকেতু—অযোধ্যাপতি বীরকেতু মুনি গণের পরামর্শে মহাকাল বনে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া চক্রবর্ত্তীত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ আব-চতু-৭৩।

বীরগুপ্ত—চন্দ্রপ্রভা নামক রাজর্ষির পুত্র চিত্রধ্বজ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য দুঃসাধ্য তপস্যা করিয়া বীরগুপ্ত নামক গোপের চিত্রকলা নামক কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা ৪১।

বীরজিৎ—মাগধ বংশীয় সত্যজিৎ ৮৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর বীরজিৎ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে অরিঞ্জয় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু ৯৯।

বীরণ (প্রজাপতি)—(১) তাঁহার কন্যা অসিক্লীকে দক্ষপ্রজাপতি বিবাহ করেন। হরি হরি ৩; শিব ধর্ম্ম ৫৪। অসিক্লী দেখ। (২) তাঁহার কন্যা পুষ্করিণী স্বায়ম্ভুবমনুর বংশধর চক্ষুর ঔরসে চাক্ষুষমনুকে প্রসব করেন। কূর্ম্ম পূ-১৪। (৩) বীরণপ্রজাপতি, সনৎকুমারের নিকট সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে উহা প্রদান করেন। মহাভা শান্তি ৩৪৯।

বীরণক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র বংশীয় জনৈক নাগ। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা আদি ৫৭।

বীরণী—মহাত্মা রাক্ষসেরর পঞ্চদশ জন বাজি নামে খ্যাত শিষ্যের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৭; বায়ু ৬১। আটব ও পরাযণ দেখ।

বীরদ্যুম্ন—নরপতি বীরদ্যুম্ন, স্বীয় শিশুপুত্র

ভূরিদ্যুম্নকে হারাইয়া অতিশয় শোকাকুল হন। তিনি মহর্ষি কৃশের উপদেশে সান্ত্বনা লাভ করেন ও পুত্রকেও পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১২৭—১২৮।

বীরধন্বা—প্রতিষ্ঠান নগরাধিপতি রাজা বীরধন্বা মৃগয়ায় যাইয়া সংবর্ত্ত ঋষির মৃগ-রূপী পঞ্চাশৎ পুত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হন। পরে তিনি দেবরাতমুনির পরামর্শে বরাহ-দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া সত্যলোকে গমন করেন। বরাহ-৪১; স্কন্দ-আব-চতু-২৮।

বীরপতি—বিষ্ণু বেঙ্কটাচলে বীরপতি নামে কথিত হন। স্কন্দ বিষ্ণু-বেঙ্ক-৪।

বীরবর্ম্মা—(১) স্ত্রীরূপী নারদের গর্ভে তালধ্বজের ঔরসে বীরবর্ম্মা ও সুধন্বা নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবীভা-৬স্ক-২৯। (২) কুরুবংশের উপকারক বীরবর্ম্মা নরপতিকে ভীমসেন নিহত করেন। স্কন্দ মাহে কুমা ২। (৩) মোহিনী নাম্নী এক বেশ্যা প্রয়াগের জলপান করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে দ্রাবিড় দেশের বীরবর্ম্মা নৃপতির মহিষী হইয়াছিল। পদ্ম উত্ত-২২০।

বীরবাহু—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ। পদ্ম ভূমি ১০২। (২) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপ একজন বানর দলপতি। রামা কিষ্ক ৩৩। তিনি লঙ্কা সমরে উপস্থিত ছিলেন। রামা-লঙ্কা ৪১। (৩) মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম মহাভা-আদি-৬৭।

বীরবিক্রম—যে জন দক্ষিণ কর প্রদান পূর্ব্বক সত্য করিয়া তাহা প্রতিপালন করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। বীরবিক্রম নামে এক শূদ্র এক ব্রাহ্মণ-বেশী চণ্ডালকে দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। জ্ঞাতিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়েও তিনি সত্যচ্যুত হন নাই। সেই পুণ্য-ফলে তিনি সশরীরে বিষ্ণুরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-স্বর্গ-৪৯; পদ্ম-ব্রহ্ম-২৬।

বীরব্রত—মধুবংশীয় নৃপতি মধুর ঔরসে ও তদীয় ভার্য্যা সুমনার গর্ভে তিনি জন্মলাভ করেন। তাহার পত্নী ভোজা, মন্থু ও প্রমন্থু নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বীরভদ্র—দক্ষ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইয়া ক্রুদ্ধ শিব দেবগণের প্ররোচনায় দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য, প্রবল পরাক্রান্ত এক গণাধিপতির সৃষ্টি করেন। ঐ বীরভদ্র দীপ্তিশীল এবং সহস্র সহস্র আনন ও চক্ষুবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সহস্রমুদ্গর, সহস্রশর এবং দীপ্ত কার্ম্মুকধারী। তাহার হস্তে শূল, টঙ্ক ও গদা ছিল। তাঁহার শিরোদেশ অর্দ্ধ চন্দ্রদ্বারা ভূষিত ছিল। তাঁহার দন্ত অতি করাল; মুখ ও উদর অতি মহৎ। তাঁহার চারিদিকে অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছিল। তিনি স্বীয় তেজোরাশিতে দেদীপ্যমান হইয়া

প্রলয়কালীন অগ্নির মত বোধ হইতেছিলেন। তিনি সানুচর দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞশালা বিধ্বস্ত, যজ্ঞদ্রব্যাদি বিপর্যস্ত, দক্ষানুচরদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি দক্ষের মস্তক ছিন্ন করিয়া, দক্ষ পত্নীদিগকে হস্ত ও পাদ দ্বারা প্রহার করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু আসিয়া বীরভদ্রকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান ও তদুপলক্ষে বিষ্ণুর সহিত বীরভদ্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কিন্তু বীরভদ্রের হস্তে তিনিও পরাজিত হইয়া দেবগণসহ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মা আসিয়া বীরভদ্রকে স্তুতি করিয়া তাহার ক্রোধ শান্ত করেন। বীরভদ্র ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নিগড়াবদ্ধ দেবগণকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট উপস্থিত করেন। বীরভদ্রের এইরূপ বীরত্ব ও প্রভুপরায়ণতার পরিচয় পাইয়া, পার্ব্বতী সহস্র সহস্র নানাবিধ বর প্রদান করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৮; শ্রীমহাভা-১০; বায়ু ৩০; শিব-বায়-পূ ১৭—২০। (২) বীরভদ্র মহাদেবের ক্রোধ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-৭; ব্রহ্মা-৩১। (৩) সতীর দেহত্যাগের পর হরজটা হইতে বীরভদ্র উৎপন্ন হন। দেবীভা ৭স্ক-৩০। (৪) বীরভদ্র, ত্রিপুর বিনাশের সময়ে মহাদেবের সহিত গমন করেন। সৌর-৩৫। (৫) বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, ভুবনাধিশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ, ইঁহারা একাদশ রুদ্র নামে কথিত হন। পদ্ম-উত্ত-৫। একাদশ রুদ্র, অজৈকপাদ ও পিনাকী দেখ। (৬) মহাদেবের সহিত জালন্ধরদেবের যুদ্ধকালে বীরভদ্র শিবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৩—১৭। (৭) একবার কুবের কৈলাস শৈলের উত্তর ভাগে এক বৈষ্ণবী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বীরভদ্র সেই যজ্ঞের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গর্গ দ্বার ১০। (৮) একবার নীল নামক এক দৈত্য গজরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবকে আক্রমণ করে। মহাদেবের আদেশে বীরভদ্র তাহাকে বধ করিয়া তাহার নীলবর্ণ চর্ম্ম শিবকে প্রদান করেন। তিনি তাহা বস্ত্রবৎ পরিধান করিয়া, তদবধি কৃত্তিবাস হইয়াছেন। বরাহ ২৭। (৯) দক্ষকন্যা দনায়ুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। দনায়ু ও বীক্ষর দেখ। (১০)শিবানুচর বীরভদ মহাদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হন। মহাভা-শান্তি ২৮৪। (১১) দক্ষ বিনা শার্থ ক্রুদ্ধ শূলপাণির ললাট হইতে এক স্বেদবিন্দু নিপতিত হয়। উহা সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া সপ্ত সাগর দগ্ধ করে। পরে ঐ স্বেদবিন্দু অদ্ভুত করচরণে অন্বিত হইয়া, অনেক বক্তুনের

যুক্ত এক ভীষণাকার বীরভদ্রাখ্য ভূতাকারে পরিণত হইল। ঐ বীরভদ্র ভূতল হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ত্রৈলোক্য দহনে সমুদ্যত হইলে শিব তাহাকে নিষেধ করিয়া বলেন, "লোকদাহ কর্মে তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি শান্তিপদ গ্রহ-শ্রেণী হও। আমার বরে জনগণ তোমায় দেখিবে ও পূজা করিবে। তুমি অঙ্গারক আখ্যা প্রাপ্ত হইবে এবং দেবলোকে তোমার অদ্বিতীয় রূপ হইবে। তোমার দিনে চতুর্থী তিথিতে যে ব্যক্তি তোমার পূজা করিবে, তাহার রূপ, আরোগ্য ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য হইবে।" শিব এই কথা বলিলে কামরূপী বীরভদ্র শান্তি আশ্রয় করিল। মৎ-৭২। (১১) শিবানুচর বীরভদ্র একবার শরভরূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর নৃসিংহ দেহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। লি-৯৬।

বীরভদ্রেশ্বর—(১) প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত কল্পলিঙ্গ ত্রেতা যুগে বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গ নামে; এবং কলিতে ভূতেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। পিতৃগণের উদ্দেশে তাঁহাদের প্রেতত্ব মুক্তির জন্য তিল, স্বর্ণ ও পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৭। (২) কাশীস্থিত বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গের দর্শন মাত্রে বীর সিদ্ধি হয়। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৫৫।

বীরভানু — রাধিকার অন্যতম দ্বাররক্ষক। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫।

বীরভূষা—রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে তিনি অন্যান্য রাজগণের ন্যায় তাঁহার স্বামী সত্যবানের সহিত অশ্ব-প্রক্ষালনার্থ উদক আনয়ন করিবার জন্য গমন করেন। পদ্ম পাতা-৩৭।

বীরমণি—(১) রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, তিনি অন্যান্য রাজন্যবর্গের ন্যায় মহিষী শক্তবতীর সহিত অশ্ব-প্রক্ষালনার্থ সলিল আনয়নের জন্য গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (২) দেবপুরাধিপতি বীরমণি দেশ পর্য্যটনকারী যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করেন। তৎকালে শত্রুঘ্ন ও তদানুচরদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি ভরত-পুত্র পুষ্কলের হস্তে পরাজিত হন। পদ্ম-পাতা-২৩।

বীরমর্দ্দন—জনৈক রামানুচর। তিনি শত্রুঘ্নের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া তাঁহার সহিত দেশ পর্য্যটন করেন। পদ্ম-পাতা-১৫।

বীরমাধব—কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে বীরমাধব নামক শিব আছেন। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ঐ স্থানে পূজা করে তাহাকে কালের কঠোর যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

বীররথ—পুরুবংশীয় নৃপঞ্জয়ের তনয় বীররথ। বায়ু-৯৯। নৃপঞ্জয় দেখ।

বীরশর্ম্মা—(১) বীরশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের এক ভুলক্ষণান্বিত কন্যা ছিল। তজ্জন্য যৌবনকালে তাহার বিবাহ হয় নাই।

তজ্জন্য ঐ কন্যা বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অতি সংযত জীবন যাপন করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় এক কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণ তাহার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কন্যা পতিকে বংশ-কুটীরে স্থাপন করিয়া তীর্থে তীর্থে স্নান করাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন তাহাতেই ঐ ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগ দূর হয়। তিনি তাঁহার পাতিব্রত্য প্রভাবে সূর্য্যোদয় রোধ করেন। পরে তিনি দেবগণের প্রার্থনায় সেই বাধা নিরাকৃত করেন: স্কন্দ-নাগ-৩৫। (২) বীরশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নানে গমন কালে তদীয় গর্ভবতী পত্নীকে তোণ্ডমান-রাজের আলয়ে রাখিয়া যান। তিনি তীর্থ স্নান করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণী কালগ্রাসে পতিত হন। ব্রাহ্মণ প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন। রাজা শ্রীনিবাস দেবের প্রসাদে ব্রাহ্মণীকে পুনর্জীবিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১০।

বীরসিংহ— দেবপুরাধিপতি বীরমণির ভ্রাতা। অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব সহ দেশ পর্য্যটন কালে সানুচর শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৫।

বীরসেন—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় জনৈক নরপতি। তাঁহার পুত্রের নাম নল। মৎ-১২; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) কলিযুগাবসানে নিষধ দেশে মহাসেন পুত্র বীরসেন পরম দুষ্কর তপস্যা করিয়া শঙ্করের নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। শিব-জ্ঞান ৫৬। (৩) ভিন্নবংশীয় আহুক, নৈষধরাজ বীরসেনের তনয় নলরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী আহুকী দময়ন্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব জ্ঞান-৬১। (৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনগুর তনয় সহস্বান, তৎপুত্র বীরসেন। শিব ধর্ম্ম ৬১। (৫) কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির দুই পত্নী ছিল। প্রথমা কলিঙ্গরাজ বীরসেন কন্যা মনোরমা, দ্বিতীয়া উজ্জয়নীপতি যুধাজিৎ-দুহিতা লীলাবতী। মনোরমার গর্ভজাত পুত্রের নাম সুদর্শন। ধ্রুবসন্ধির মৃত্যুর পর মন্ত্রীগণ মন্ত্রণা করিয়া জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সুদর্শনকে রাজাসন প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। তৎশ্রবনে উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ তাঁহার দৌহিত্র শত্রুজিতের স্বার্থরক্ষার জন্য কোশলে উপস্থিত হন এবং যুধাজিৎ ও বীরসেনের মধ্যে সংগ্রাম হয়। তাহাতে বীরসেন নিহত হন। দেবীভাগ-৩স্ক-১৪, ১৫। (৬) কোশলাধিপতি বীরসেন সিংহলরাজ কন্যা মন্দোদরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিপ্রার্থনা করেন। কিন্তু মন্দোদরী বিবাহে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি বিফল মনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেবীভাগ-৫স্ক ১৭। (৭) অবন্তী দেশে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি

নর্ম্মদা তীরে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি ষোড়শ অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন। মরণান্তে তাঁহার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। পদ্ম উত্ত-১২৮। (৮) নিষধপতি বীরসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নকে কর দিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। গর্গ-বিশ্ব ১৮। (৯) বীরসেন নামক এক অপুত্রক রাজা যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পরামর্শে বৈশাখী শুক্ল দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করেন। বরা-৯৭। (১০) চেদীরাজের অধিপতি। তাঁহার কন্যার নাম ভাগ্যমতি। স্কন্দ আব-রেবা-৫৭। (১১) কাশীরাজ জয়সেনের পত্নী পদ্মাবতী পূর্বজন্মে কুসুমপুর নিবাসী বীরসেন নামক বণিকের কন্যা ছিলেন। স্কন্দ নাগ-১৭৭। পদ্মাবতী দেখ।

বীরহোত্র—তালজঙ্ঘ নৃপতির হৈহয় নামে খ্যাত শত পুত্রেরা, বীরহোত্র, ভোজ, আবন্তি, তুণ্ডিকের ও তালজঙ্ঘ এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হৈহয়-বংশধর পাঁচ জন প্রধান ব্যক্তির নামানুসারেই ঐ পাঁচ জন প্রখ্যাত হন। বায়ু-৯৪। তালজঙ্ঘ দেখ।

বীরা—বীর্যচন্দ্র কন্যা বীরা স্বয়ম্বর সভায় মহারাজ করন্ধমকে পতিত্বে বরণ করেন। বীরার গর্ভে অবীক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি পুণ্যবতী নারী ছিলেন এবং মহৎ তপস্যাচরণ করিয়া স্বামীর সালোক্য প্রাপ্ত হন। মার্ক-১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১।

বীরিণী—(১) ধ্রুবের পৌত্র রিপুঞ্জয়ের ঔরসে ব্রহ্ম-দৌহিত্রী বীরিণীর গর্ভে চক্ষু নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ চক্ষু হইতে বীরণ নন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মনু উৎপন্ন হন। মৎ-৪। বীরণ দেখ। (২) ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে বীরিণী ও অসিক্লী নামে বিখ্যাত দক্ষ পত্নী জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বীরিণী (অথবা অসিক্লী) র গর্ভে নারদ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম সৃষ্টি-৬, দেবীভা-৭স্ক ১। নারদ ও দক্ষ দেখ। (৩) বীরিণীর গর্ভে দক্ষের সঙ্কল্প অর্থাৎ অভিসন্ধি মাত্রে (অযোনিজা) মহামায়া উৎপন্ন হন। তিনিই পিতা দক্ষকর্তৃক সতী নামে অভিহীতা হন। কালিকা-৮। (৪) বীরিণীর গর্ভে দক্ষের ষাটটী কন্যা জন্মে। দক্ষ তাহাদের মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সাতাইশটী চন্দ্রকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী ব্রহ্মার পুত্রকে, দুইটী অঙ্গিরা মুনিকে ও দুইটী কৃশাশ্ব মুনিকে দান করেন। শিব ধর্ম্ম ৫৪; স্কন্দ মাহে-কুমা-১৪। দক্ষ দেখ। মহাভারত (আদি-৭০) মতে বীরিণীর গর্ভে দক্ষের পঞ্চাশটী কন্যা জন্মে। ধর্ম্ম, দক্ষ প্রভৃতি দেখ।

বীরেশ্বর—নৃপতি অমিত্রজিৎ তনয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অবন্তী ক্ষেত্রস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৪৬।

বীর্য্য—শৈব্য কন্যা রত্নার গর্ভে অক্রূরের উপলম্ভ, বীর্য্য প্রভৃতি একাদশ পুত্র

জন্মে। মৎ-৪৫। অক্রূর দেখ।

বীর্য্যচন্দ্র—বীর্য্যচন্দ্রের কন্যা বীরা করন্ধমের পত্নী ছিলেন। মার্ক-১২২। বীরা দেখ।

বীর্য্যধর—প্রিয়ব্রত-সুত যজ্ঞবাহু শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। শাল্মলী দ্বীপস্থিত বর্ণ চতুষ্টয় শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর ও যশন্ধর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সোমমূর্ত্তি ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

বীর্য্যবতী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় কর্ত্তৃক প্রেরিত কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্ততমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

বীর্য্যবান্—(১) দেবাসুর সংগ্রামে কালনেমীর জনৈক অনুচর দানব। মৎ-১৭৭। (২) সাধ্যার গর্ভজাত দশ জন সাধ্যদেবের অন্ততম। মৎ-২০৩। সাধ্যগণ দেখ। (৩) উত্তমৌজা, বীর্য্যবান্ প্রভৃতি দশজন দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্র ছিলেন। হরি-হরি-৭। দক্ষসাবর্ণি ও কুনিষণ্ণ দেখ। (৪) ধর্ম্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর (অন্য নাম ভাব্য) দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা দেখ। (৫) ভবিষ্য অর্ক-সাবর্ণিমনুর অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বরিষ্ণু, বীর্য্য ও ধৃতি দেখ। (৬) দক্ষ-কন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৬৫। দক্ষ ও দনু দেখ। (৭) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। বিশ্বদেবগণ দেখ।

বীর্য্যসহ—সৌদাস নৃপতির পুত্রের নাম ছিল বীর্য্যসহ। রামা-উত্ত-৭৮।

বীর্য্যহারী— দুঃসহের পত্নী নির্মাষ্টীর গর্ভে অঙ্গধুক প্রভৃতি আট পুত্র এবং স্বয়ংহারকরী (স্বয়ংহারী) নাম্নী আট কন্যা জন্মেন। স্বয়ংহারীর তিন পুত্র সর্ব্বহারী, অর্দ্ধহারী ও বীর্য্যহারী। তাহারা অপবিত্র গৃহে, মন্দাচার গৃহে, অধৌতপদ-প্রবিষ্ট পাকশালায় এবং যে সমুদয় গোষ্ঠে বা গৃহে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় সেই সকল স্থানে অন্যায় রূপে বিহার করিয়া থাকে। মার্ক-৫১

বুদ্ধ—(১) বুদ্ধরূপী বিষ্ণু দানবগণের বিনাশার্থ নগ্ননীলপটাদি অসদাচার প্রতিপাদক অসৎ বুদ্ধশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৬। (২) বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। ব্যাস অবতারের পরে বুদ্ধ অবতার হয় ও তৎপরে রামকৃষ্ণ অবতার। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। বিষ্ণু দেখ। (৩) বিষ্ণুর বিংশ অবতার। তিনি কলিযুগে অসুরদিগের মোহের নিমিত্ত গয়া প্রদেশে অঞ্জনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। ভাগ-১স্ক-৩। (৪) বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম। তিনি বিষ্ণুর নবম অবতার। অতীব শান্তিমান্ পরমেষ্ঠীদেব, বুদ্ধ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলে চরাচর অখিল জগত মোহিত

হইবে। তৎকালে পুত্রগণ পিতার বাক্য অগ্রাহ্য করিবে। বান্ধবগণ গুরুজনের বশে থাকিবে না। সকলেই সতত নীচ পথে গমন করিবে, অধর্ম্ম ধর্ম্মকে জয় করিবে। অসত্য কর্ত্তৃক সত্য নির্জ্জিত হইবে; চোরগণ রাজাকে জয় করিবে ও পুরুষগণ রমণীর নিকট পরাভূত হইবে। তৎকালে অগ্নিহোত্র নিচয় অবসন্ন হইবে, গুরুপূজা লোপ পাইবে এবং কলিকাল উপস্থিত হইলে মানবধর্ম্ম অবসন্ন হইয়া যাইবে। নারীগণ দ্বাদশ কিম্বা দশম বর্ষেই গর্ভধারণ করিবে এবং তাহারা প্রায়ই কন্যা প্রসব করিবে। ব্রাহ্মণের হরিৎ ও পিঙ্গল বর্ণ হইবে। অনন্তর বিভু কল্কি অবতার পরিগ্রহ করিবেন। স্কন্দ-আবরেবা-১৫১। (৫) কাশীধামে বরাহ তীর্থের সন্নিকটে সহস্র বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১। (৬) পূর্ব্বকালে দ্রবিড়দেশে বুদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পত্নী অতিশয় অনাচার-রতা ও দুষ্ট-স্বভাবা ছিল। স্কন্দ বিষ্ণু কার্ত্তি-৭। (৭) অসুর দলনের জন্য বিষ্ণু যখন যখনই অবতার হইয়াছেন, তখন তখনই দেবতাদের যজ্ঞ হয়। বিষ্ণুর নবম অবতারে দ্বৈপায়ন যজ্ঞ পুরোহিত ছিলেন। মৎ ৪৭।

বুদ্ধা—জনৈক অপ্সরা। বরাহ ২১৪; শিব-বায়-পূ-১৫।

বুদ্ধি—(১) কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, বুদ্ধি প্রভৃতি দক্ষের দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। হরি-ভবিষ্য-২১৮; মার্ক-৫০; বায়ু-১০। দক্ষ, ধর্ম্ম ও প্রসূতি দেখ। (২) বিশ্বরূপের শুদ্ধি ও বুদ্ধি নাম্নী দুই কন্যা গণেশের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে সিদ্ধির গর্ভে লক্ষ ও বুদ্ধির গর্ভে লাভ জন্মগ্রহণ করেন। শিব-জ্ঞান-৩৬। (৩) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের তুষিত দেবগণের অন্যতম বুদ্ধি ছিলেন। বায়ু-৬৬। উদান ও স্বায়ম্ভুবমনু দেখ। দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার অন্যতমা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। বুদ্ধির তনয় বোধ। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৪) মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা মহাশক্তিগণের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। দক্ষের ষোড়শ কন্যার অন্যতমা। তাঁহার তনয় অর্থ। ভাগ-৪স্ক-১। (৫) জ্ঞানের স্ত্রী বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৬) দক্ষপত্নী প্রসূতির গর্ভজাত চতুর্ব্বিংশতি কন্যার অন্যতমা। বুদ্ধি ধর্ম্মের পত্নী, তাহার গর্ভে অপ্রমাদ ও বোধ জন্মগ্রহণ করেন। লি ৫; কূর্ম্ম-পূ-৮। (৭) পঞ্চত্রিংশৎ ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্রসার-২৩৯ পৃঃ। (৮) সতীর অন্যতম নাম। তন্ত্র-১৩২ পৃঃ। (৯) দেবপত্নীগণের অন্যতমা। তন্ত্র-৮৮৬।

বুদ্ধিশরীরিণী—মলয়কেতুর পুত্র মাল্যকেতুর পত্নী কলাবতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪।

বুদ্ধিস্বরূপ—মহাদেবের অন্যতম নাম মহাভা-আশ্ব-৮।

বুদ্বুদা— দেবারণ্যবাসী এক অপ্সরা বিশেষ। বর্গা দেখ।

বুধ—(১) চন্দ্রের পুত্র। তাঁহার ঔরসে স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত কর্দ্দম প্রজাপতির তনয় ইলরাজার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত ১০১, ১০২; মৎ-১২। মার্ক-১১১। ইল দেখ। (২) বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া যান। দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মার অনুরোধে সোম তারাকে প্রত্যর্পণ করেন। তারা বৃহস্পতির গৃহে আসিয়া বুধকে প্রসব করেন। বুধের জাত কর্ম্ম উপলক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণ বৃহস্পতির আলয়ে আগমন করেন। তখন জিজ্ঞাসিত হইয়া তারা, চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। পরে চন্দ্র বুধকে গ্রহণ করিয়া গ্রহাধিপত্যে স্থাপন করেন। এই কুমার সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, বুদ্ধিমান ও হস্তী শাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে পুত্র জন্মে। মৎ ২৪; দেবীভা-১স্ক-১১, ১২। তারা দেখ। (৩) সূর্য্য, সোম, ভৌম, (মঙ্গল) বুধ, সিত, জীব (বৃহস্পতি) (শুক্র) শনি, রাহু ও কেতু, ইহারা লোকহিত-সাধক নবগ্রহ বলিয়া কথিত হন। মধ্যভাগে ভাস্কর, দক্ষিণে ভৌম, উত্তরে জীব, পূর্ব্বোত্তরে বুধ, পূর্ব্বে সিত, দক্ষিণপূর্ব্বে সোম, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু এবং পশ্চিমোত্তরে কেতুকে, শুক্ল তণ্ডুল দ্বারা বিন্যাস করিবে। ভাস্করের অধিদেবতা ঈশ্বর, সোমের উমা, ভৌমের স্কন্দ, বুধের হরি, জীবের ব্রহ্মা, সিতের ইন্দ্র, শনির যম, রাহুর কাল এবং কেতুর চিত্রগুপ্ত। মৎ ৯৩; বৃহদ্ধ উত্ত ৯। (৪) অষ্টরুদ্রের প্রথম রুদ্রের পুত্র। মার্ক-৫২। রুদ্র দেখ। (৫) অষ্টম রুদ্রের তনয় বুধ। ব্রহ্মা-২৮; বায়ু ২৭। (৬) সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, বুধ, অত্রি ও সহিষ্ণু, ইঁহারা চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। সৌর ৩৩। উত্তম, বিরজা ও চাক্ষুষমনু দেখ। (৭) সোমের পুত্র গ্রহ-প্রধান বুধ রোহিণীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। বায়ু-৬৬। (৮) মনু-বংশীয় বেগবানের তনয় বুধ, তৎপুত্র তৃণবিন্দু। বায়ু-৮৬। (৯) ভবিষ্য সাবর্ণি মন্বন্তরে, সুতপা অমিতাভ ও সুখ, এই নামে দেবতাদের তিনটী গণ থাকিবে। ইহাদের এক এক গণে বিংশতি দেবতা থাকিবেন। তন্মধ্যে বুধ সুতপা নাম দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা হইবেন। বায়ু ১০০। ঋত দেখ। (১০) অনন্ত নামক মুনির ঔরসে ও বৃদ্ধশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের কন্যা চারুমতীর গর্ভে জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বুধ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ধর্ম্মসার নামক কোনও ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। কল্কি-২য়-৪, ৫। (১১) গ্রহাধিপতি বুধের বাহন ভাস নামক

পক্ষী। গর্গ-গোল-১২। (১২) সোম-পুত্র বুধ পীতাম্বরধর এবং দিব্যাভরণে ভূষিত। তাঁহার প্রভা দ্বাদশাদিত্যবৎ সমুজ্জ্বল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং হস্তী-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। তিনি রাজ বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত। পদ্ম সৃষ্টি-১২। (১৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যা বৃদ্ধির গর্ভে বুধ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-৭। দক্ষ ও বৃদ্ধি দেখ। (১৪) নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে বুধ অবস্থান করেন। বিষ্ণু ২য়-৭। চন্দ্র দেখ। (১৫) অত্রি-বংশীয় একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নিদেবের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।১।১। (১৬) কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর অতীত হইলে শূদ্রক নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ৩৩১০ বৎসর পরে নন্দরাজ্য আরম্ভ হইবে। তাঁহার ৩০২০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য আরম্ভ হইবে। তাঁহার পর একলক্ষ একশত বৎসরেও কিঞ্চিৎ-কালান্তে শক নামে বিখ্যাত রাজা হইবেন। ইহার পর ৩৬০০ বৎসর পরে মগধ দেশে হেমসদনের ঔরসে অঞ্জনীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশে বুধ রাজার উদ্ভব হইবে। তিনি ভূতলে প্রভূত প্রভুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মের পালন করিবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (১৭) বিষ্ণু বুধ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া লোহ নামক দৈত্যকে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫। (১৮) এককালে দেব-মাতা অদিতি, "দেবতারা এই অন্ন ভোজন করিয়া অসুরগণকে বিনাশ করিবেন," মনে করিয়া তাহাদের জন্য অন্ন পাক করিয়াছিলেন। পাক সমাপ্ত হইলে বুধ ব্রত সমাপনান্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন ভিক্ষা করি-লেন। অদিতি দেবগণের ভোজন না হইলে অন্য কাহাকেও অন্ন প্রদান করিতে পারিবেন না বলায় বুধ ক্রোধা-বিশিষ্ট হইয়া, তাঁহার উদরে একটি ব্যথা জন্মিবে বলিয়া, অদিতিকে অভি-শাপ প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (১৯) সোমের পুত্র, স্বীয় গম্ভীর বুদ্ধির জন্য ব্রহ্মার নিকট হইতে বুধ এই নাম প্রাপ্ত হন। ভাগ-৯স্ক-১৪। (২০) সোমের পুত্র। তাঁহারই ঔরসে বৈবস্বতমনুর কন্যা ইরার গর্ভে পুরু-রবার জন্ম হয়। হরি-হরি-১০। (২১) সোমদেব বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি পত্নী হর্ত্তা সোমকে রুদ্রদেবের সাহায্যে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, শুক্রাচার্য্য সোমের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই উপলক্ষে দৈত্য দানবে তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদের উপশান্তি করিয়া তারাকে বৃহস্পতির হস্তে অর্পণ করেন। তৎকালে সোমকর্ত্তৃক তারা গর্ভ রক্ষা করেন এবং বৃহস্পতি তাহাকে স্বীয় আলয়ে গর্ভ মোচন করিতে নিষেধ

করিলে, তারা অস্থানে ঈষিকাস্তম্ভ মধ্যে জলন্ত পাবক-সদৃশ দস্যু-বিনাশক এক পুত্র প্রসব করেন। তিনিই বুধ বলিয়া পরিচিত। বুধের ঔরসে উর্ব্বশী সপ্ত মহানুভব পুত্র প্রসব করেন। ইঁর হরি-২৫। (২২) বুধ নামে এক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং তাহা ভাস্কর দেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও একখানা সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, বুধ প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। বুধ সর্ব্বসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্ম-১৬। (২৩) বুধের ঔরসে ও ঘৃতাচীর কন্যা চিত্রার গর্ভে চৈত্রের জন্ম হয়। এই চৈত্রের তনয় বিখ্যাত অধিরথ, অধিরথের তনয় সুর। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-৫৮—৬২।

বুধেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বুধেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। সোম-তনয় বুধ এই লিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-কাশী পূ ১৫; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৬।

বুধ্ন, বুধ্ন্য—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। অজৈকপাদ, অহি ও একাদশ রুদ্র দেখ।

বুধ্ন—ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। উগ্র ও ভৌত্যমনু দেখ।

বৃক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিত, রোহিত-তনয় বৃক, তৎপুত্র বাহু, বাহুর তনয় সগর। অগ্নি-২৭৩; মৎ-১২। (২) উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবের দুই পুত্র পুষ্টি ও ভব। পুষ্টির ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে, বৃক, বৃষক, [illegible], ধৃতি ও প্রাচীনগর্ভ নামে ছয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-পুরাণ (৬২ অঃ) মতে ধ্রুবের তনয় তুষ্টি ও ভব্য। তুষ্টির তনয় বৃক প্রভৃতি। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমা স্ত্রী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত অষ্টম পুত্র। বায়ু-৯৬। নাগ্নজিতী দেখ। (৪) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি ৩; পদ্ম সৃষ্টি ১৮; হরি হরি-১৯৬; কালিকা ৩৪। দনু দেখ। (এই শত পুত্রের তালিকা সর্ব্বত্র একরূপ নহে)। (৫) হরিবংশ (হরিপর্ব্ব ১৩ অঃ) মতে রোহিতের তনয় হরিৎ, হরিতের তনয় চঞ্চু, চঞ্চুর আত্মজ সুদেব ও বিজয়। বিজয়-পুত্র রুরুক, তৎপুত্র বৃক, বৃক-তনয় বাহু। (৫) সৌর-পুরাণে উপরোক্ত তালিকাতে, চঞ্চুর স্থলে ধুন্ধু; এবং রুরুক নামের পরিবর্ত্তে কুরুক নাম পাওয়া যায়। সৌর ৩০। (৬) সূর্য্য বংশীয় রুরুক রাজার তনয় বাহু। বৃহন্না-৭। (৭) রোহিতের তনয় বৃক, বৃক-তনয় সুবাহু, তৎপুত্র সগর। পদ্ম-উত্ত-২০। (৮) রোহিতের পৌত্র চাপ, চাপের প্রপৌত্র ভবক। ভবকের পুত্র বৃক, বৃকের তনয় বাহুক, বাহুকের পুত্র সগর। ব্রহ্ম মধ্য-১৮। (৯) মনু-

বংশীয় নরপতি বিজয়ের তনয় ভরুক, ভরুকাত্মজ বৃক। ভাগ-৯স্ক-৮। বিজয় (৩৫) দেখ। (১০) যদু বংশীয় জনৈক সেনানী। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। যাদব সৈন্য হস্তিনাপুরে উপনীত হইলে বৃকের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব ৪, ২০। (১১) হিরণ্যাক্ষের শকুনি, শম্বর, ধৃষ্ট, (ধৃষ্টি; ভাগবত) ভূতসন্তাপন, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু, বৃক ও উৎকচ নামে নয় পুত্র জন্মে। গর্গ-বিশ্ব-৩২; ভাগ-৭স্ক-১। ঐ দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের অনুচরদিগের সহিত হিরণ্যাক্ষ তনয়দের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বৃকের সহিত অনিরুদ্ধের সংগ্রাম হয়। সংগ্রাম কালে বৃক একবার অনিরুদ্ধকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু বলদেবানুজগদের গদা প্রহারে বৃক কালগ্রাসে পতিত হন। গর্গ-বিশ্ব-৩৪। (১২) শকুনি নামক অসুরের তনয় বৃক, বৃকের দুই পুত্র কোক ও বিকোক। কল্কি-৩য়-৭। বিকোক দেখ। (১৩) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় বৃক, (অনিল দেখ) যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্যটন কালে অনিরুদ্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন। গর্গ-অশ্ব ১২, ১৪, ১৬, ২০। (১৪) রাজা পৃথুর ঔরসে তদীয় পত্নী অর্চির গর্ভে বৃক প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। দ্রবিণ ও বৃক্ষ দেখ। (১৫) যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে দেবভাগ, বৃক প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে আনক দেখ। (১৬) উক্ত বসুদেবের ভ্রাতা বৎসকের ঔরসে মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃক জন্মেন। বৃকের স্ত্রীর নাম দুর্ব্বাক্ষী। তক্ষ, পুষ্করমাল প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১১, ২৪। (১৭) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (১৮) বৃক অসুর বহুকাল শঙ্করের আরাধনা করিয়া বর প্রার্থনা করেন, "আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব সেই কালগ্রাসে পতিত হইবে।" শঙ্কর "তথাস্তু" বলিয়া গমনোদ্যত হইলে বৃকাসুর মহাদেবেরই মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বর পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাদেব বৃকাসুরের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। বৃকাসুর ও তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চাতুরিতে স্বীয় মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গতায়ু হন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৩৬। (১৯) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মাদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২০) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের অন্যতম। আনল দেখ। (২১) বৃক (?) যখন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তখন ইন্দ্র কর্ম্ম ও সামর্থ্য দ্বারা তাঁহাকে ধন দিয়াছিলেন। ঋক্-৭।৬৮।১। (২২) সোম বংশে বৃক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার

কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। ঐ কন্যা শাস্ত্র বিগর্হিত দিবসে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। স্কন্দ-নাগ-৬১। (২৩) অন্ধকাসুরের পুত্র বৃক। স্কন্দ-নাগ-২২৮।

বৃকজিৎ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। নাগ্নজিতী দেখ।

বৃকণ—সাত্বত বংশীয় ভজমানের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অযুতাজিৎ দেখ।

বৃকতেজা—(১) ধ্রুবের পৌত্র ও শ্লিষ্টির (শিষ্টি; অ ১৮) পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-২। পুষ্প ও শিষ্টি দেখ। (২) ধ্রুব-তনয় পুষ্টির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। শিব ধর্ম্ম-৫২।

বৃকদীপ্ত—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রী বৃকাশ্ব, বৃকনিবৃত্তি ও বৃকদীপ্ত নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। হরি-হরি ১৬০। মাদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

বৃকদেব—বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা সুনামার গর্ভে বৃকদেব ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৫।

বৃকদেবা—দেবকের কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। দেবক ও বসুদেব দেখ।

বৃকদেবী—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে অবগাহ ও নন্দক জন্মেন। মৎ-৪৬। (২) ত্রিগর্ত্তরাজ দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেব পত্নী বৃকদেবী অগাবহকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩৫। এই বৃকদেবীর নামান্তর আগাহী, সুরূপা ও শিশিরায়ণী। দেবক ও বসুদেব দেখ।

বৃকনিবৃত্তি—বৃকদীপ্ত দেখ।

বৃকবক্ত্র—রসাতলের পঞ্চম তলে কালনেমী, গজকর্ণ, কুঞ্জার, সুমালী মুঞ্জ, লোকনাথ, বৃকবক্ত্র প্রভৃতি দানবগণ বাস করেন। বায়ু-৫০।

বৃকভানু—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িণী রাধার পিতা। শ্রীমহাভা-৫১।

বৃকল—(১) শৈব্যা-কন্যা রত্নার গর্ভে অক্রূরের বৃকল প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মে। মৎ ৪৫। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ। (২) ধ্রুবের পৌত্র ও শিষ্টির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ২; ব্রহ্মা-৬৮; কূর্ম্ম-পূ ১৫। বৃকতেজা ও বৃক দেখ।

বৃকাশ্ব—বৃকদীপ্ত দেখ।

বৃকোদর—(১) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নামান্তর। ভীম দেখ। বৃক নামক তীক্ষ্ণ অগ্নি তাঁহার উদরে ছিল বলিয়াই তাঁহার নাম বৃকোদর হয়। (২) মহাদেবের জনৈক গণ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬। (৩) জনৈক নাগ। স্কন্দ-আব রেবা-১৬১।

বৃক্ষ—অর্চ্চি নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজা পৃথুর বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ

ও বৃক্ষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২২। বৃক (১৪) দেখ।

বৃচয়া—কক্ষীবান রাজা অনেকবিধ রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং তাঁহার কৃত যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচয়া নাম্নী তরুণী স্ত্রী প্রদান করেন। ঋক্-১।৫১।১৩।

বৃচীবান—ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তীর প্রতি অনুকূল হইয়া হরয়ূপিয়ার (নদী বা নগরী) পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন। ঋক্-৬।২৭।৫।

বৃজিনবান্, বৃজিনীবান্—(১) যযাতির প্রপৌত্র, যদুর পৌত্র এবং ক্রোষ্টুর পুত্র। বৃজিনবানের তনয় স্বাহিত। স্বাহিত-তনয় বিশদ্‌গু। ভাগ ৯স্ক ২৩। (২) বৃজিনীবানের পুত্র--(ক) স্বাতি, তৎপুত্র রুশঙ্কু। লি ৬৮; পদ্ম সৃষ্টি ১৩। (খ) স্বাহা, তৎপুত্র রুষদগু। অগ্নি ২৭৫। (গ) স্বাহি, তৎপুত্র রুসাদ্রু, বায়ু ৯৫। (ঘ) স্বাহি, তৎপুত্র রুসদ্রু বিষ্ণু ৪র্থ-১২। (ঙ) স্বাতি, স্বাতির পুত্র কুশিক। কূর্ম্ম পু ২৪। (চ) ঋষদগু, তৎপুত্র চিত্ররথ। মহাভা-অনুশা ১৪৭। (ছ) স্বাহি, তৎপুত্র উশদ্‌গু। হরি-হরি ৩৫।

বৃজিনী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা তনয়া। বৃক দেখ।

বৃত—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুন্তির তনয়। বৃতের তনয় রণধৃষ্ট, তৎসুত নিধৃতি। লি-৬৮।

বৃত্ত—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৯৮। (২) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

বৃত্র—(১) পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধকালে বৃত্র নামে এক মহামান্য অসুর ছিল। তাহার দেহ প্রস্থে শত যোজন এবং দৈর্ঘ্যে শত যোজন ছিল। সে সকলকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রজাপালন করিত। তাহার রাজত্বকালে বসুন্ধরা সমুদয় ঈপ্সিত দ্রব্য উৎপাদন করিতেন। বহুকাল রাজত্ব করার পর পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সর্ব্ব-দেবতার ত্রাসোৎপাদক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু বৃত্রের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ স্মরণ করিয়া তাহাকে বধ করিতে অসম্মত হইলেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি ইন্দ্রকে বৃত্রবধের উপায় বলিয়া দেন। বিষ্ণু বলেন, "আমি, আপনি আপনাকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিব। ঐ তিন অংশের প্রথম অংশ ইন্দ্রের শরীরে; দ্বিতীয় অংশ বজ্রে; এবং তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।" এই ভাবে বল লাভ করিয়া ইন্দ্র তপস্যা নিরত বৃত্রের বধ সাধন করেন। কিন্তু ঐ পাপের ফলে

ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। রামা-উত্ত ৯৭—৯৯। (২) দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্র মন্থন কালে বৃত্র প্রমুখ অসুরগণ বাসুকীর মুখ সমীপে অবস্থান করিয়া মন্থন কার্য্য সম্পাদন করেন। (৩) ব্রহ্মা বৃত্রকে ত্বষ্টার ভার্য্যা অনায়ুষার পুত্রগণের উপর রাজত্ব করিতে নিয়োজিত করেন। হরি-ভবিষ্য ২১৯। (৪) ইন্দ্র ত্বষ্টার তনয় ত্রিশিরাকে বধ করিলে, প্রজাপতি ত্বষ্টা ক্রোধে মস্তকস্থ একটী জটা ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে হোম করেন। অমনি মহাশরীর, দীর্ঘদংষ্ট্র ও অঞ্জনপিণ্ডের ন্যায় রূপধারী বৃত্র নামে এক মহাসুর অগ্নি হইতে উত্থিত হইল। মহাসুর বৃত্রকে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিয়া ইন্দ্র সপ্তর্ষিদের সাহায্যে বৃত্রের সহিত প্রতিজ্ঞা-পুর-সর মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু পরে ইন্দ্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বৃত্রকে বধ করেন। মার্ক ৫। (৫) সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। সেই অস্ত্র দ্বারা তিনি বৃত্রকে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত ১৫৩। (৬) ইন্দ্রের সহিত যখন বৃত্রের যুদ্ধ হয়, তখন বৃত্রের নিশ্বাস বায়ু হইতে শত সহস্র দানব উৎপন্ন হয়। বায়ু ৬৮। (৭) মহাসুর বৃত্র ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করেন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের, যম ইঁহাদের আধিপত্য হরণ করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মা দধীচি মুনির অস্থি নির্ম্মিত মহাস্ত্র হইতে দেবরাজের হস্তে সেই দুরাত্মার মৃত্যু নির্দ্দেশ করেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া দধীচির নিকট অস্থি প্রার্থনা করেন। দধীচি দেহত্যাগ করিয়া অস্থি দান করিয়া যান। সেই অস্থিতে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং সেই অস্ত্রেই বৃত্র নিহত হন। শ্রীমহাভা-৬০। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যে যুদ্ধ হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে পদ্ম-সৃষ্টি ১৭ অধ্যায়ে দেখ। (৮) দক্ষ কন্যা দনায়ুর গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্যতম। দনায়ু দেখ। (৯) পুরাণে বৃত্র নামক অসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে সকল আখ্যান আছে, তাহাদের উৎপত্তি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তে পাওয়া যায়। মেঘের নাম বৃত্র বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে উপমা ও কল্পনা পূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্রাসুরের গল্প উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদের কতিপয় শ্লোক এখানে প্রদত্ত হইল। (ক) জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্ন বাহু

করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঠার-ছিন্ন বৃক্ষ-স্কন্ধের ন্যায় অহি :পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে। (খ) দর্পযুক্ত বৃত্র আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া মহাবীর ও বহু বিনাশী ও শত্রু-বিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশ কার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না। ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র নদীতে পতিত হইয়া নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল। (গ) হস্ত-পদ-শূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। ইন্দ্র, তাহার সানুতুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে বজ্রাঘাত করিলেন। যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ অযথা যত্ন করিল। বহু স্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল। (ঘ) ইন্দ্র ও অহি যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন অহি যে বিদ্যুৎ বা মেঘ গর্জ্জন, বা জলবর্ষণ, বা বজ্র ইন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না এবং ইন্দ্র অন্যান্য মায়াও জয় করিরাছিলেন। (৮) মরীচি তনয় কশ্যপ ইন্দ্রকর্তৃক তাঁহার বল নামক পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া মহাক্রোধে নিজের মস্তকস্থ একটী জটা ছিঁড়িয়া, "ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত আমি পুত্র উৎপাদন করিব" এই বলিয়া সেই জটা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে বৃত্র নামক এক ভীষণাকার পুরুষ আবির্ভূত হইয়া কশ্যপকে বলিলেন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।" কশ্যপ বৃত্রকে ইন্দ্রের বধ সাধন করিয়া ইন্দ্রপদ অধিকার করিতে বলিলেন। বৃত্র তাহা শুনিয়া ইন্দ্রবধোদ্যত হইয়া ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া সপ্তর্ষিদের সাহায্য লইয়া বৃত্রের সহিত সখ্য বন্ধনে প্রয়াস পান। বৃত্র বলেন যে ইন্দ্র যদি সত্যই তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনিও সত্যনিষ্ঠ হইয়া তাহা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্র যে কপটতা পূর্ব্বক দ্রোহাচরণ করিবেন না তাহার প্রত্যয় কি? সপ্তর্ষিদের মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলেন যে তিনি যদি কপটতা করিয়া অসত্য ব্যবহার করেন, তবে যেন নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হন। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে সপ্তর্ষিদের মধ্যস্থতায় বৃত্র ও ইন্দ্রের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইল। কিন্তু তদবধি ইন্দ্র বৃত্রের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃত্রের সতর্কতায় কোনও ছিদ্র না পাইয়া রম্ভাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কোনও উপায়ে বৃত্রকে মোহিত কর। যাহাতে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।" রম্ভা ইন্দ্রাদেশে বৃত্রাসুরের সন্নিধানে উপস্থিত হাবভাব বিলাসের

দ্বারা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিল। একদা রম্ভার অনুরোধে বৃত্র সুরাপান করিয়া জ্ঞানভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাকে বধ করেন। পদ্ম-ভূমি-২৪—২৫। (৯) ধনের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রাম হয়। বৃত্রাসুর যখন দেবতাদের সহিত বৈরিতায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেবাসুর রণে সলিলের ফেনময় হইয়া দেবঘাতক বৃত্রের প্রাণ হরণ করতঃ ভগবান বিষ্ণু দেব ও ধর্ম্মকে প্রতিপালন করেন। তাহাই বৃত্র-সংহার নামক নবম দেবাসুর সংগ্রাম। অগ্নি ২৭৬। (১০) মহর্ষি ত্বষ্টার পত্নী রমা দীর্ঘকাল পুত্র মুখ দর্শনে অপারগ হইয়া দুঃখিত মানসে সর্ব্ব বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিয়া মহেশ্বরের আরাধনা করেন এবং তাঁহারই বরে, সর্ব্ব শাস্ত্রের অবধ্য, ব্রাহ্মণ দানবরূপী, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, যজ্ঞানুষ্ঠান কুশল এবং তেজে ও যশে সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এক পুত্র লাভ করেন। জন্মের দ্বাদশ দিনে পিতা বিশ্বকর্ম্মা (ত্বষ্টা), ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া পুত্রের নাম বৃত্র রাখিলেন। যোগ্যকালে দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত উপবীত প্রদান করেন। অতঃপর বৃত্র গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, যৌবনে সমস্ত ভূপতি গণকে জয় করিয়া পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হন। তৎপরে পাতাল জয় করিয়া তিনি স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিমুখ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের ক্রমে ক্রমে আটাশ বার যুদ্ধ হয় কিন্তু একবারও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র রণে পরাস্ত হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃত্র বৃহস্পতিকে তথায় যাইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ইন্দ্র বধ-সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য নৈমিষারণ্যে যাইয়া তীব্র তপশ্চরণ আরম্ভ করেন। ইন্দ্র বৃত্রের তপস্যায় ভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু সুদীর্ঘ চিন্তা করিয়া দেবগণকে বলিলেন যে শিবের বরে বৃত্র সমস্ত অস্ত্রের অবধ্য কেবল অস্থিময় বজ্রেই বৃত্র-নিধন সম্পন্ন হইতে পারে। সেই বজ্র শত হস্ত প্রমাণ, ছয়টী কোণযুক্ত, মধ্য ভাগে ক্ষীণ, পার্শ্বদ্বয়ে স্থূল এবং অতিশয় ভীষণাকৃতি হইবে। সমস্ত ত্রিলোকের মধ্যে কেবল দধীচি নামক ব্রাহ্মণের অস্থিতেই এরূপ বজ্র নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ইন্দ্র তখন দধীচির নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অস্থি লাভ করেন এবং সেই অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা ধ্যানস্থ অবস্থায় বৃত্রকে সংহার করেন। স্কন্দ নাগ ৮। (১১) পুলোমা-নন্দিনী বিভাবরীর গর্ভে ত্বষ্টার বৃত্র নামে এক পুত্র জন্মে। বৃত্র তপস্যা

দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মার বর প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়া বৃত্র ব্রাহ্মী লক্ষ্মী দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় অবস্থানকালীন বহু দানব নিহত হইল। তাহাতে অন্যান্য দৈত্যেরা বৃত্রাসুরের শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর বৃত্র স্বীয় পদে অভিষিক্ত হইয়া অন্যান্য দানবগণ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন এবং ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ইন্দ্র বৃত্রের সহিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া বৃহস্পতির পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বৃহস্পতি বৃত্রের নিকট যাইয়া তাহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ইন্দ্রের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। অনন্তর বৃহস্পতির মধ্যস্থতায় ইন্দ্র ও বৃত্রের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল। তদবধি ইন্দ্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৃত্রের কোনও ছিদ্র না পাইয়া বৃহস্পতিকে বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বৃহস্পতির পরামর্শে দধীচি মুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-২৬৯। (১২) প্রজাপতি ব্রহ্মা বৃত্রকে ত্বষ্টার ভার্য্যা অনায়ুষার পুত্রগণের উপর রাজত্ব করিতে নিযুক্ত করেন। হরিহরি ২১৯। (১৩) ইন্দ্র বিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে বৃত করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দিহান হন এবং পরে তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। বিশ্বরূপের পিতা মহর্ষি ত্বষ্টা পুত্রহন্তার শাস্তি দিবার জন্য, ইন্দ্রের শত্রু-বৃদ্ধি কামনায় এক যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে বৃত্র নামক মহা অসুর সমুত্থিত হইয়া দেবগণের নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা সুদারুণ বজ্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করেন। ব্রহ্মবৈ কৃষ্ণ-৪৭। (১৪) হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ (নামান্তর ত্রিশিরা) দেব বিনাশের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাহাতে ভীত হইয়া ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা ত্রিশিরাকে বধ করেন। ত্রিশিরার মস্তক ছিন্ন হইবা মাত্র শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। ইন্দ্র তাহাকেও বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

বৃদ্ধ—(১) বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যকে জল মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিল ঋক্-৭।১৮।১২। (২) মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভ-অনুশা-১৭। শিবের সহস্র নামের তালিকা ঐ অধ্যায়ে আছে।

বৃদ্ধকাল—মথুরাপুরী নিবাসী শিবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ-তনয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মরণান্তে তিনি নন্দিবর্দ্ধন নগরে বৃদ্ধকাল নামে নরপতি হইয়া জন্মলাভ করেন। তিনি কাশীতে বৃদ্ধকালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন

করিয়া মোক্ষলাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-২৩—২৪।

বৃদ্ধদেব—মহাদেবের একটি গণ। পার্ব্বতীর সহিত শঙ্করের বিবাহ কালে তিনি চতুঃষষ্টি কোটী গণসহ শিবের অনুগমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বৃদ্ধপরাশর—শ্বেতবরাহকল্পে ব্রহ্মা গয়াসুরের শরীরে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে বৃদ্ধপরাশর অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৬।

বৃদ্ধশর্ম্মা—(১) বুধ-পুত্র পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। (অশ্বায়ু দেখ) তন্মধ্যে আয়ুর পঞ্চ পুত্র নহুষ, রম্ভ, রজি, বৃদ্ধশর্ম্মা ও অনেনা। মৎ-২৪। আয়ু ও অনেনা দেখ। (২) পুরাকালে যে সকল অঙ্গিরার পুত্রগণ সাধ্যগণ কর্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল তাঁহাদের যশোদা নামে খ্যাত মানসী কন্যা বিশ্বমহতের পত্নী ও বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি রাজর্ষি দিলীপের জননী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (৩) নহুষ প্রভৃতি আয়ু-পুত্রগণ স্বর্ভানু-তনয়া প্রভার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৮। প্রভা দেখ। (৪) উপরোক্ত অনেনার বংশে সঙ্কৃতির (?) তনয় ক্ষত্রবৃদ্ধের অপর নাম ছিল বৃদ্ধশর্ম্মা। ক্ষত্রবৃদ্ধ (বা বৃদ্ধশর্ম্মা)র তনয় সুনহোত্র। হরি-হরি-২৯। (৫) শ্রীকৃষ্ণের জনক বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। (৬) সূর্য্য-বংশীয় ইলবিল রাজার পুত্র বৃদ্ধশর্ম্মা। তৎপুত্র বিশ্বসহ। সৌর-৩০। বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় বিশ্বসহ। লি ৬৬। (৭) পুরিকা নগর নিবাসী অনন্ত নামক ব্রাহ্মণ সমুদ্রে স্নান করিতে যাইয়া স্রোতে ভাসিয়া যান এবং দক্ষিণ কূলে নিক্ষিপ্ত হন। বৃদ্ধশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণ ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইয়া কন্যা চারুমতীর সহিত বিবাহ দেন। কল্কি-২য় ৪।

বৃদ্ধশ্রবা - কশ্যপাত্মজ গোকামুখের পুত্র। তাহার তনয় ভানু। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ৪১।

বৃদ্ধশ্ব—পুরুবংশীয় মুদ্গলের তনয়। বৃদ্ধশ্বের তনয় দিবোদাস ও কন্যা অহল্যা। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। দিবোদাস দেখ।

বৃদ্ধসেনা—মনুবংশীয় নরপতি সুমতির স্ত্রী। তাহার গর্ভে দেবতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৫ম ১৫।

বৃদ্ধহারীত— বৃদ্ধহারীত নামে এক তপস্বী কাশীতে সূর্য্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন। তাহাতে দিবাকর সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বার্দ্ধক্য দূর করিয়া তাঁহাকে যুবা করিয়া দেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৫১।

বৃদ্ধা— চমৎকারপুর নিবাসী নরপতি চমৎকারের দুই কন্যা অম্বা ও বৃদ্ধা কাশীরাজের পত্নী ছিলেন। কাশীরাজ কালযবনদিগের হস্তে নিহত হইলে

পর, কাশিরাজ পত্নী অম্বা ও বৃদ্ধা বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া, হাটকেশ্বর তীর্থে গমন পূর্ব্বক কালযবনদিগের বিনাশার্থ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তুইটী দেবী প্রাতর্ভূতা হন। সেই দেবীদ্বয়ের নিকট রাজপত্নীদ্বয় কালযবনের বিনাশ ও তথায় পুন রক্ষার্থ অবস্থান প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় দেবীদ্বয় কালযবন-দিগকে বিনাশ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতি চমৎকার তাঁহাদের অবস্থানের জন্য তুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অম্বা ও বৃদ্ধা নামে তথায় পূজিত হইয়া আসিতেছেন। স্কন্দ-নাগ-৮৮। (২) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বৃদ্ধা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ ১৭৯।

বৃদ্ধাদিত্য—কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।

বৃদ্ধি—কুবেরের ভার্যার নাম বৃদ্ধি। তাঁহার গর্ভে নলকুবের জন্ম গ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ঋদ্ধি দেখ।

বৃদ্ধিদা—দুর্গার এক নাম। তন্ত্রসার ৭৩৩ পৃঃ।

বৃদ্ধিলিঙ্গ—দ্বারকাক্ষেত্রে ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৪।

বৃন্দা—স্বর্গে স্বর্ণা নামে এক অপ্সরা ছিল। ক্রৌঞ্চ প্রসাদে বৃন্দা নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। সেই অনুপমা সুন্দরী বৃন্দাকে সমুদ্রের পুত্র জালন্ধর দৈত্য বিবাহ করেন। ব্রহ্মার বরে জালন্ধর দেবগণের অজেয় ছিলেন। সেই বর প্রভাবে জালন্ধর স্বর্গরাজ্য পর্য্যন্ত অধিকার করেন। বিষ্ণু ছলনা পূর্ব্বক বৃন্দার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন। বৃন্দা সেইজন্য কঠোর তপস্যা করিয়া দেহ-ত্যাগ করেন। বৃন্দার গাত্রস্বেদ হইতে তুলসীর উৎপত্তি হয়। বৃন্দা যে স্থানে দেহত্যাগ করেন, গোবর্দ্ধন গিরির সমীপস্থ সেইস্থানই বৃন্দাবন নামে খ্যাত। পদ্ম-উত্ত-৪-১৫। (২) সমুদ্রের পুত্র জালন্ধর কালনেমীর কন্যা বৃন্দাকে বিবাহ করেন বিষ্ণু ছদ্মবেশে বৃন্দার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন স্কন্দ-বিষ্ণু—কার্ত্তি-১৪,২১।

বৃধু—আপদকালে ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতেও দান গ্রহণ করিলে পতিত হন না। মহাতপা ভরদ্বাজ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজনবনে বৃধু নামক সূত্রধরের নিকট হইতে বহুসংখ্যক গো গ্রহণ করিয়াছি-লেন। মনু-১০; ১০৭। বৃবু দেখ।

বৃবু—অনার্য্য পনিগণের মধ্যে বৃবু নামে এক ধনাঢ্য সূত্রধর ছিলেন। একদা ভরদ্বাজ ঋষিকে তিনি বহু সংখ্যক গো দান করেন। ঋক্ ৬।৪৫। ৩৩। বৃধু দেখ।

বৃষ—(১) যদুবংশীয় বৃষের পুত্র মধু, মধুর শত পুত্রের অন্যতম বৃষণ। হরি-হরি-৩৩। (২) ধর্ম্মসাবর্ণি মনুর সময়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ ছিল। বৃহন্না-৩৭। বিষ্ণু ৩য়-২। গরু ৮৭। (৩) ময় নামক দানবের অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৮। (৪) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৪। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কালিন্দীর গর্ভে বৃষ, সুবাহু, ভদ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ বিশ্ব-২৮। (৬) তালজঙ্ঘের অন্যতম পুত্র ভরত, ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত। বৃষের পুত্র মধু। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৭) দেবাসুর সংগ্রামে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (৮) মহর্ষি জরের পুত্র বৃষ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ত্র্যরুণের পুরোহিত ছিলেন। একদা রাজা ত্র্যরুণ ও তাঁহার পুরোহিত বৃষ রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন। বৃষ সারথির কাজ করিতেছিলেন। রথচক্র সংঘর্ষে একটী ব্রাহ্মণ-বালক নিহত হয়। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ঋক্ ৫।২।১। (৯) যদু বংশীয় সৃঞ্জয়ের পত্নী রাষ্ট্রপালী বৃষ ও দুর্ম্মর্ষণ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ ৯স্ক-২৪। (১০) শ্রীকৃষ্ণ নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতীকে (সত্যাকে) বিবাহ করেন। সত্যার গর্ভে বৃষ শম্ভু, বসু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ভাগ ১০স্ক-৬১। সত্যা দেখ। (১১) ধর্ম্মের এক নাম বৃষ। যিনি এই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন তাঁহাকে বৃষল কহে। মহাভা শান্তি-৯০। ৩৪৩। (১২) একবার ব্রহ্মা বৃষরূপ ধারণ করিয়া মহর্ষি ভৃগুকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। স্কন্দ আব-রেবা ১৮১। (১৩) বৃষ নামে এক শিব-ভক্ত দৈত্য ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (১৪) বৃষ নামক এক দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া বধ করেন। শ্রীমহাভা-৫৩। (১৫) বৃষ অসুর রঙ্গোজী নামক গোপের পুরী আক্রমণ কালে কংসের অনুগমন করে। গর্গ-মাধু-১৪।

বৃষক—(১) ধ্রুবের পুত্র পুষ্টি ও ভব। পুষ্টির ঔরসে ছায়ার গর্ভে বৃষক

প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। ব্রহ্ম-৬৮। বৃক দেখ। (২) গান্ধার-রাজকুমার বৃষক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৩৩।

বৃষকণ্ড—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। ইহাঁদের বংশে পরস্পর বিবাহবিধান নাই। মৎ ১৯৯।

বৃষকণ্যা—ব্রহ্মার ক্রোধসম্ভূত অর্দ্ধ নারীনর-রূপধারী রুদ্রের নারী-অংশ রুদ্রবাক্যে স্বীয় দেহ বিভক্ত করেন এবং স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি বহু-নামে প্রসিদ্ধা হন। দ্বাপরান্তে এই দেবীই গৌতমী, কৌশিকী, বৃষকণ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেছেন। ব্রহ্মা-৯।

বৃষকেতন—ধ্রুবের পঞ্চপুত্রের অন্যতম স্বষ্টির ঔরসে ও ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃষল ও বৃষকেতন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। সৌ-২৭। ধ্রুব ও বৃক দেখ।

বৃষণ—(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শূর, শূরসেন, জয়ধ্বজ, মধুধ্বজ ও বৃষণ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। গরুড়-১৪৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (২) ঐ বংশেই বৃষের পুত্র মধু। মধুর শতপুত্রের মধ্যে বৃষণ হইতেই বৃষ্ণিগণ উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩৩। কূ-পূ-২৩। বৃষ দেখ।

বৃষদত্ত—বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া যাঁহারা তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-সভা-৮।

বৃষদর্ভ—উশীনর বংশীয় শিবির চারি পুত্রের অন্যতম। উশীনর ও কেকয় দেখ। গরুড় পুরাণে (প্-১৪৩ অঃ) উশীনরের পুত্র শিবি মাত্র।

বৃষদণ্ড—বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া যাঁহারা যমরাজের উপাসনা করিতেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

বৃষদ্রথ—তিতিক্ষুর পুত্র। তাঁহার তনয় সেন। সেনাত্মজ সুতপা। মৎ-৪৮। তিতিক্ষু দেখ।

বৃষধ্বজ—(১) মহাদেবের অন্যতম নাম (২) বৈবস্বত মনুর নয় পুত্রের অন্যতম সৌ-৩০। বৈবস্বত মনু দেখ। (৩) ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর পুত্র বৃষধ্বজ। তাঁহার আশ্রমে স্বয়ং শম্ভু যুগত্রয় অবস্থান করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৫। (৪) একবার প্রজাপতি দক্ষ কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া, কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ মহাদেবকে প্রদান করেন। মহাদেব সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত

মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভা-অনু-১৭। (৮) একাদশরুদ্রের অন্যতম। একাদশরুদ্র দেখ। স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে (১৪৬অঃ) দ্বাদশ রুদ্রের নাম পাওয়া যায়। (৯) তন্ত্রে উর্দ্ধকেশ, ব্যোমকেশ, নীলকণ্ঠ ও বৃষধ্বজ ইহাঁরা বিবোধগুরু বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা তারাদেবীর কুলগুরু। তন্ত্রসার-৫২৯পৃঃ।

বৃষধ্বজেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে মার্কণ্ডেয়াশ্রমের দক্ষিণে বৃষধ্বজেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধি ও যাত্রাফল প্রাপ্তি কামনায় সেই লিঙ্গ সমীপে বৃষভ দান কর্ত্তব্য। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২০।

বৃষণশ্চ—শোভনইন্দ্র বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন। ঋক্-১৫১।১৩। এই উপলক্ষে সায়নাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

বৃষপর্ব্বা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে যে সমুদয় মহাবল দৈত্য জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। মৎ-৬। দনু ও কশ্যপ দেখ। (২) দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার সহিত নিদ্ধুম্ভ দেবের যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৯-২৪১। (৩) উপদানবী, হয়, শিবা ও শর্ম্মিষ্ঠা, ইহাঁরা বৃষপর্ব্বার কন্যা। অ-১৯-বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) দ্বাপরে বৃষপর্ব্বা দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭ (৫) ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যুদ্ধকালে বৃষপর্ব্বা বৃত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে। ভাগ-৬স্ক-১০। (৬) দেবাসুর সংগ্রামে অশ্বিনীকুমারদের সহিত বৃষপর্ব্বার যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৭) বৃষপর্ব্বা, উশীনর, জয়দ্রথ প্রভৃতি নীতিবন্তী, বহুতর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারাভিজ্ঞ রাজারা যম দেবসভায় আসীন থাকেন। স্কন্দ কাশী-পূ-৮। (৮) সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত ধন্বন্তরীর হস্ত হইতে সুধাপূর্ণ কলস হরণ করিয়া বৃষপর্ব্বা অন্যান্য দৈত্যগণ সহ পাতালে পলায়ন করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২। ঐ সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে ইন্দ্রের সহিত বৃষপর্ব্বার যুদ্ধ হয়। (৯) বৃষর্পার কন্যা সুরুচী বিরোচনের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৮।

বৃষবাহন—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-অনু-১৭।

বৃষভ—(১) সুগ্রীবের অনুচর জনৈক বানর দলপতি। সুগ্রীবের নির্দ্দেশে তিনি অন্যান্য বানরগণসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪১ (২) বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয়। মৎ-৪৫। অনমিত্র দেখ। (৩) কুরুবংশীয় কুশাগ্রের পুত্র বৃষভ। তৎপুত্র

পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য। মৎ-৫০। (৪) বৃষভের পুত্র পুষ্পবান্ তৎসুত রাজা সত্যহিত। হরি-হরি-৩২। কুশাগ্র ও পুষ্পবান্ দেখ। (৫) বৃষভের আত্মজ সত্যহিত, সত্যহিতের তনয় সুধন্বা। অ ২৭৮। (৬) মহিষাসুরের তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌ-৪৯। (৭) জনৈক অসুর। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটন কালে শ্রীকৃষ্ণ নন্দন সুনন্দন তাঁহার শৃঙ্গাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। গর্গ অশ্ব-৩৮। (৮) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম ভাগ-৯স্ক-২৩। বৃষণ ও কার্ত্তবীর্য্য দেখ। (৯) মহাদেবের জনৈক গণ। তিনি শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টিকোটী গণসহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (১০) বৃষভ নামক রাজাকে ইন্দ্র যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করেন। ঋক্-৬।২৬।৪।

বৃষভধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম নাম। বৃষধ্বজ দেখ।

বৃষভা—ইন্দ্রের সহিত স্কন্দের যুদ্ধকালে ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে মহাবলসম্পন্না সাতটি কন্যার উদ্ভব হয়। সেই কন্যাগণ অতি দারুণ স্বভাবা। তাহারা গর্ভগত বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকে। তাহাদের নাম কাকী, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, আর্য্যা, পলালা ও মিত্রা। ইহারা সাতজনই শিশু-মাতা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। কাকী দেখ।

বৃষভানু—(১) শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিলে সুচন্দ্র বৃষভানুরূপে জন্মলাভ করেন। গর্গ-গো-৩। বৃষভানুরই- কন্যা রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ছিলেন। গর্গ-গো-৮,১৫।

বৃষভেত্তা—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদের অমৃতাভ, ভূতরজ, বিকুণ্ঠ ও সুমেধা, এই চারিটি গণ ছিল। বৃষভেত্তা, জয়, ভীম, শুচী, দান্ত, যক্ত, দম, নাগ, বিদ্বান, অজেয়, কৃশ, গৌর ও ধ্রুব, ইহারা বিকুণ্ঠগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২।

বৃষভেশ্বর—কাশীধামে চতুঃসাগর-বাপীর উত্তরে হর বৃষভ কর্ত্তৃক স্থাপিত বৃষভেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। তাহার দর্শনে মানবগণের ছয় মাসে মুক্তি হয়। স্কন্দ কাশী-উ-৬৬।

বৃষলম্বা—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী যামী (জামী) হইতে নাগবীথী নামক স্বর্গমার্গাভিমানী দেবতার উৎপন্ন হয়। নাগবীথী জামিনী হইতে বৃষলম্বা অর্থাৎ কালান্তর কাল-বৃষ্টি কর্ত্তা উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩।

বৃষলী—মহাদেবের জনৈক অনুচর। জৃম্ভাসুরের সহিত স্কন্দের যুদ্ধকালে স্কন্দের সাহায্যার্থ শিবের সহিত গমন করেন। পদ্ম-উ-১২।

বৃষশিপ্র—ইন্দ্র ও বিষ্ণু সংগ্রামে বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া বিনষ্ট করেন। ঋক্-৭।৯৯।৪।

বৃষসেন—(১) পুরুবংশীয় অঙ্গের পুত্র কর্ণ। কর্ণের তনয় বৃষসেন। বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন। মৎ-৪৮। (২) দক্ষসাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। [illegible] দেখ। (৩) অঙ্গ বংশীয় অধিরথের পুত্র কর্ণ। কর্ণের তনয় বৃষসেন তৎসুত বৃষ। হরি-হরি-৩১ (৪) ভৌত্যমনুর দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা দেখ। (৫) বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত দেবরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া যে সমুদয় নরপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

বৃষাকপি—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। একাদশ রুদ্র দেখ। (২) বৃষাকপি নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র সর্ব্ব-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও কেবল দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন জন্ম-জন্মান্তর ইতর যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাম-৯১। কোশকার দেখ। (৩) দুর্গার অন্যতম নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪। (৪) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে বৃষাকপির সহিত জম্ভাসুরের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০।

বৃষাক্ষ—জনৈক বানর দলপতি। লঙ্কা সমরে তিনি রাম পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু রাক্ষস সৈন্য বধ করেন। রামা-লঙ্কা-৬৯।

বৃষাগির—ঋজাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ১।১০০।১-১৭।

বৃষাণ্ড—জনৈক দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বৃষাদর্ভ—যযাতি বংশীয় উশীনরের চারি পুত্র—শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ। শিবির হইতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয় এই চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। ভাগ-৯স্ক-২৩। মৎ-৪৮। বৃষদর্ভ দেখ।

বৃষাদর্ভি—(১) আনর্ত্ত দেশাধিপতি বৃষাদর্ভি (অপর নাম শৈব্য) এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিকগণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। মহাভা-অনু ৯৩। শৈব্য দেখ। (২) বৃষাদর্ভি নরপতি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। মহাভা-অনু-১৩৭।

বৃষাননা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ঐ চতুঃষষ্টি নাম জপ করে তাহার দুষ্ট বাধা দূর হয়। ডাকিনী, শাকিনী কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া ও গর্ভিনীর গর্ভ বেদনা শান্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

বৃষ—কাম্পিল্য দেশের পুরু বংশীয় নরপতি সমরের পর, পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পারের পুত্র বৃষ। তৎসুত সুকৃতী। বায়ু-৯৯। পর ও পার দেখ।

বৃষেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে বৃষেশ্বর রুদ্র অবস্থিত। উহা কল্পলিঙ্গ নামেও অভিহিত। স্বয়ং ব্রহ্মা বৃষরূপে তৎসন্নিধানে অবস্থান করেন। বিভিন্ন কল্পে ঐ লিঙ্গ বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯০।

বৃষ্টাঙ্গ—কার্তবীর্যার্জুনের একশত পুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষ্টাঙ্গ (বৃষ্টাশ্ব), বৃষ ও জয়ধ্বজ, ইহারা মহাবল ছিলেন। তাঁহারা অবন্তী দেশে থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেন। বায়ু-৯৪। বৃষণ দেখ।

বৃষ্টাশ্ব—বৃষ্টাঙ্গ দেখ।

বৃষ্টি—(১) যদু বংশীয় কুকুরের পুত্র বৃষ্টি। তৎসুত কপোতরোমা। কপোতরোমার তনয় রেবত। বায়ু-৯৬। কপোতরোমা দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

বৃষ্টিনেমী—অক্রূর হইতে তৎপত্নী অশ্বিনীর গর্ভে পৃথু, গবেষণ, বৃষ্টিনেমী প্রভৃতি কতিপয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৪৫। অক্রূর, অশ্বগ্রীব (১), অরিষ্টনেমি ও বর্জভূমী দেখ।

বৃষ্টিমান—কুরু বংশীয় শুচীরথের পুত্র বৃষ্টিমান। তাঁহার তনয় সুষেণ। সুষেণের আত্মজ মহীপতি। ভাগ-৯স্ক-২২। বিদূরথ দেখ।

বৃষ্টিহব্য—অগ্নির স্তুতিকারী উপস্তুত নামক ঋষির পিতা। ঋক্-১০।১১৫।৯।

বৃষ্ণি—(১) যদু বংশীয় ভজমান, সৃঞ্জয়ের সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বাহ্যকার গর্ভে নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র জন্মে। বৃষ্ণির পত্নী গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, অনমিত্র, দেবমীঢুষ, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) যদু বংশীয় দেবাবৃধের তনয় বভ্রু। তিনি অতিশয় বীর, দানশীল, ব্রহ্মজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, রূপবান্ ও শ্রুতবীর্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র কুকুর,

কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র ধৃত। মৎ-৪৭। (৩) যদু বংশীয় ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ জন্মে। এই যুধাজিতের তনয় বৃষ্ণি ও অন্ধক; বৃষ্ণির আত্মজ শ্বফল্ক ও চিত্রক। হরি-হরি-৩৪। (৪) যদু বংশীয় সাত্ত্বতের পত্নী কৌশল্যা হইতে দিব্য ভজিন, ভজমান, দেবাবৃধ ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি ৩৭। অগ্নি-২৭৫ বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩। ভাগ-৯ম-২৪। (৫) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে জ্যামঘ জন্মগ্রহণ করেন ব্রহ্ম-[illegible] ২৯। (৬) তালজঙ্ঘ বংশীয় মধুর শত পুত্রের অন্যতম বৃষ্ণি। বিষ্ণু ৪র্থ-১১। ভাগ-৯ম ২৩। মৎস-১৪৩। (৭) যদু বংশীয় অনমিত্রের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় শ্বফল্ক। ভাগ ৯ম-২৪। (৮) যদু বংশীয় [illegible]ের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির আত্মজ নির্বৃতি। মৎ-[illegible]। (৯) যযাতির অন্যতম সুত যদু, যদুর অন্যতম তনয় বৃষ্ণি। পদ্ম-ভূমি-১০৯। যদু দেখ।

বৃষ্ণিমান্—কুরু বংশীয় অধিসোম কৃষ্ণের তনয় বিবক্ষু। গঙ্গা গর্ভে হস্তিনানগরী নিমগ্ন হইলে বিবক্ষু সেই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশাম্বী নগরীতে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূরি। ভূরির পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিদ্রব, শুচিদ্রবের পুত্র বৃষ্ণিমান্, বৃষ্ণিমানের তনয় সুষেণ। মৎ-৫০। বিষ্ণু ৪র্থ-২১।

বৃহতি—ইক্ষাকু বংশীয় জীমূতের পুত্র বৃহতি, বৃহতির পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র নবরথ, নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের তনয় শকুনি। হরি-হরি-৩৬।

বৃহতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী বৃহতী হইতে গদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র শিষ্টি, শিষ্টির তনয় রিপু, রিপুর পত্নী বৃহতী চাক্ষুষ মনুকে প্রসব করেন। অগ্নি-১৮। ব্রহ্মাণ্ড ৬৮। বায়ু ৬২। সৌর-২৭। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৩) শিনি বংশীয় মহাত্মা বৃহদ্রথের কন্যা বৃহতী, নরপতি সুনয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অঙ্গদ কুমুদ ও শ্বেত নামে তিন পুত্র এবং শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। (৪) গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ ও পংক্তি এই সপ্ত ছন্দ অশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ বহন করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৭১।

বৃহৎ—(১) কুরু বংশীয় নরপতি

বিজয়ের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের পুত্র বৃহদ্রথ এবং বৃহদ্রথের পুত্র সত্যকর্ম্মা। মৎ-৪৮। (২) নরপতি সুহোত্রের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র ছিল। হরি হরি ৩২। অগ্নি-২৭৮। (৩) তৃতীয় (উত্তম) মন্বন্তরে দেবতাদের সুধামা প্রভৃতি যে পঞ্চগণ ছিল, তাহাদের মধ্যে বৃহৎ, কীর্ত্তিমান প্রভৃতি দ্বাদশ জন সুধামা-গণের অন্তর্গত বংশকারী দেবতা ছিলেন। বায়ু ৬২। ব্রহ্মা ৬৮। উত্তম মনু দেখ। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত জয় নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। জয়দেবগণ দেখ। (৫) কালেয় নামে খ্যাত দৈত্য দানবগণের অন্যতম (অষ্টম) দানব, ইনি বৃহৎ নামে [illegible] হইতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা: আদি-৬৭। (৬) বিষ্ণুর সহস্র নামের অন্যতম। অনু-১৫। (৭) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। [illegible] দেখ। উত্তম মন্বন্তরে দ্বাদশজন বংশকারী দেবগণের অন্যতম। উত্তম মনু দেখ।

বৃহৎকর্ম্মা—(১) অঙ্গ বংশীয় হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ। তাঁহার আত্মজ বৃহৎকর্ম্মার তনয় বৃহদ্ভানু। গরু-১৪৩। মৎ-৪৮। পৃথুলাক্ষ দেখ। (২) মগধ বংশীয় নিরমিত্র ৪০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর সুরক্ষ ৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর বৃহৎকর্ম্মা রাজ্য লাভ করিয়া ২৩ বৎসর এবং তাহার পর সেনজিৎ ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ ২৭১। অপ্রতীপ ও সেনজিৎ দেখ। (৩) ভদ্ররথের তনয় বৃহৎকর্ম্মা। তৎসুত বৃহদ্দর্ভ। বৃহদ্দর্ভের তনয় বৃহন্মনা। হরি-হরি-৩১। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। অ-২৭৭। বৃহন্মনা ও পৃথুলাক্ষ দেখ। (৪) কুরুবংশীয় অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদ্বসু। তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা। তৎসুত বৃহদ্রথ। তাঁহার তনয় বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ। বায়ু ৯৯। (৫) অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদিষু। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্মা। তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের তনয় সেনজিৎ। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৬) মগধে জরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্রের পুত্র সুক্ষত্র। সুক্ষত্রের পুত্র বৃহৎকর্ম্মা। তৎপুত্র সেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৭) পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্ভানু নামে তিন পুত্র জন্মে। বৃহদ্ভানুর পুত্র বৃহন্মনা। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৮) অজমীঢ়ের তনয় বৃহদিষু। তৎপুত্র বৃহদ্ধনু। তৎসুত বৃহৎকর্ম্মা। তৎপুত্র জয়দ্রথ। গরু-১৪৪। অজমীঢ় দেখ। (৯)

মগধে জরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্র ১০০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাঁহার পুত্র সুকৃত্যা রাজা হন। তিনি ৫৬ বৎসর, ও তৎপরে তাঁহার পুত্র বৃহৎকর্ম্মা ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

বৃহৎকায়—অজমীঢ়ের বংশীয় বৃহদ্ধনুর পুত্র বৃহৎকায়। তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের তনয় বিষদ। ভাগ-৯স্ক-২১। বৃহৎকর্ম্মা দেখ।

বৃহৎকীর্ত্তি—জনৈক দানব। হরি-হরি-৪১।

বৃহৎকুক্ষি—সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী চতুঃষষ্টি যোগিণীর অন্যতমা। অ-৫২। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা এই যোগিণীদের নাম কীর্ত্তন করে, তাহার সকল দুষ্ট বাধা দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। বৃষাননা দেখ।

বৃহৎক্ষণ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্বলের পুত্র বৃহৎক্ষণ। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ। তৎপুত্র বৎসব্যূহ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২

বৃহৎক্ষত্র—(১) রাজর্ষি ভরতের পুত্র বিতথ (বিতথ দেখ)। তাঁহার তনয় ভুবমন্যু। ভুবমন্যুর চারি পুত্র বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ। বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী। হস্তীর অজমীঢ় প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯। অজমীঢ়, বৃহৎকর্ম্মা ও গর্গ দেখ। (২) মরাতি বংশীয় বিতথের তনয় মন্যু। মন্যুর বৃহৎক্ষত্র, জয়, নর, মহাবীর্য্য ও গর্গ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ—৯স্ক ২১। (৩) বসুদেবের অন্যতম। ভগিনী শ্রুতকীর্ত্তি কেকয় রাজের মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দ্দন, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র, বিন্দ, ও অনুবিন্দ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। (৪) বিতথের তনয় ভুবমন্যু। ভুবমন্যুর চারি তনয়—বৃহৎক্ষত্র, নর, মহাবীর্য্য ও গার্গ্য। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র। সুহোত্রের তনয় হস্তী। বায়ু-৯৯। (৫) বিতথের আত্মজ মন্যু। তৎপুত্র বৃহৎক্ষত্র। তৎসুত হস্তী। বৃহদ্ধ-মধ্য ২৯। (৬) বিতথের তনয় ভবমন্যু। তৎসুত বৃহৎক্ষত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৭) বৃহৎক্ষত্র দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

বৃহৎক্ষয়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্রথের আত্মজ বৃহৎক্ষয়। তৎসুত ক্ষয়। ক্ষয়ের তনয় দিবাকর। বায়ু-৯৯। দিবাকর দেখ। এই বংশের বিবরণ ভাগবতে (৯স্ক-১২ অঃ) কিঞ্চিৎ অনুরূপ আছে।

বৃহৎক্ষেত্র—বৃহৎক্ষত্র দেখ।

বৃহৎতুণ্ডা চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। বৃষাননা দেখ।

বৃহৎশুক্র—স্বায়ম্ভুব মনুর মানস পুত্রগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ।

বৃহৎশোক—মায়াবলে বামনরূপে অবতীর্ণ উরুক্রম দেবের কীর্ত্তি নাম্নী পত্নীর গর্ভে বৃহৎশোক নামে পুত্র জন্মে। ইহাঁর সৌভগ প্রভৃতি পুত্র হইয়াছিল। ভাগ ৬স্ক-১৮।

বৃহৎশ্রবা—একবার বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি, বিশ্বামিত্র, বৃহৎশ্রবা প্রভৃতি বহুমুনি দেবদেব শূল-পাণির পরম ভাব অবগত না হইয়াই মজ্ঞদ্বারা শিব পূজন ও তপস্যা করিতেছিলেন। তপক্লিষ্ট তাহাদের মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হইয়া ত্রৈলোক্য পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। পার্ব্বতী শিবকে ধূমের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শিব বলেন যে মুনিগণ অজ্ঞানতা বশতঃ যে তপস্যা করিতেছিলেন তাহাতেই তাঁহাদের মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল। তখন দেবী পার্ব্বতী মুনিগণের অজ্ঞানতা কিরূপ তাহা জানিতে উৎসুক হইলে, শঙ্কর নীল লোহিত বিটবেশ ধারণ পূর্ব্বক মুনি গণের তপস্যা স্থানে গমন করেন। বিষ্ণুও স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া শঙ্করের সহিত মিলিত হইলেন। বিষ্ণু ও শিব সেই দেবদারুবনস্থিত মুনিগণকে মায়ায় মোহিত করিয়া সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনি পত্নীগণ শিব-দর্শনে কামবাণে পীড়িত হইয়া লজ্জা ও বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবের অনুগামী হইলেন। মুনি কুমার গণও স্ত্রীরূপ-ধারী বিষ্ণুর অনুগামী হইলেন। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া শিবকে লিঙ্গ হীন ও বিষ্ণুকে গোপবেশধারী করেন। সৌ-৬৯।

বৃহৎসেন—(১) তাঁহার কন্যা লক্ষ্মণাকে শ্রীকৃষ্ণ শত্রুজয় ও মৎস্যবেধ পূর্ব্বক বিবাহ করেন। ভাগ-১০স্ক-৮৩। (২) প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বৃহৎসেনের রাজ্যে উপস্থিত হন ও তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৮। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ বিশ্ব-৩৩। জয় দেখ (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র। তৎসুত বৃহৎসেন। বৃহৎসেনের তনয় কর্ম্মজিৎ। ভাগ ৯স্ক-২২।

বৃহদগ্নি—জনৈক মহর্ষি। হরি-হরি।

বৃহদনু—অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী—ভূমিণীর গর্ভে বৃহদনু নামে এক পুত্র জন্মে। বৃহদনুর পুত্র বৃহন্ত। তৎসুত বৃহন্মনা। তৎপুত্র বৃহদিষু। বৃহদিষুর পুত্র জয়দ্রথ। মৎ-৪৯।

বৃহৎকর্ম্মা (৪) দেখ।

বৃহদভ—বৃহৎকর্ম্মা (৩) দেখ।

বৃহদশ্ব—(১) কৌৎস, পিঙ্গ,

কাত্যায়ন, হস্তিদাস (হস্তিদাস) বাৎস্যায়নি, মাত্রি, মৌলি, কুবেরণী, ভীমবেগ, হরিতক ও শাম্বদর্ভি—অঙ্গিরা বংশীয় এই সকল ঋষিদের আর্ষের প্রবর তিনটি—অঙ্গিরা বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব। মৎ-১৯৬। (২) ইক্ষাকু বংশীয় শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব। তৎসুত পরমধার্ম্মিক কুবলাশ্ব। অ-২৭৩। হরি-হরি-১১। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে বারাহ কল্পে আটাইশ জন যোগাচার্য্য (শিবাবাতার) অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চারিজন করিয়া শিষ্য ছিল। সেই যোগাচার্য্য দিগের মধ্যে মহাকাল নামক যোগাচার্য্যের বৃহদশ্ব, কবি, দেবল ও শালিহোত্র নামে চারি শিষ্য ছিল। শিব বায়-উ-১০। (৪) ইক্ষাকু-বংশীয় পুরু-কুৎসের পুত্র অনরণ্য। তৎসুত বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব। দেবীভা-৭স্ক-১০ অনরণ্য দেখ। (৫) দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজয় করিয়া পুনরায় স্বর্গ রাজ্য লাভ করিলে বৃহদশ্ব প্রমুখ বহু ঋষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে স্বর্গে গমন করেন। সৌ-৫০। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় বৎসব্যূহের পর যথাক্রমে প্রতিব্যূহ দিবাকর, সহদেব, বৃহদশ্ব ভানুরথ, প্রতীতাশ্ব প্রভৃতি রাজত্ব করেন। ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পরের পিত ও পুত্র। বায়ু-৯৯। (৭) ইক্ষাকু বংশীয় ভানুর পুত্র দিবাকর। দিবাকরের তনয় সহদেব। সহদেবের তনয় বৃহদশ্ব। তৎসুত ভানুমান। ভানুমানের আত্মজ প্রতীকাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১২। (৮) শ্রাবস্তাত্মজ বৃহদশ্বের পুত্র দৃঢ়াশ্ব। বৃহদ্ধ-ম-১৮। (৯) বৃহদশ্বের আত্মজ কুবলয়াশ্ব, তৎসুত দৃঢ়াশ্ব। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১০) ইক্ষাকু-বংশীয় প্রতিব্যোমের তনয় সূর্য্য। সূর্য্যের পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র বৃহদশ্ব। তৎসুত ভানুরথ। ভানুরথের তনয় প্রতীব্য। প্রতীব্য হইতে প্রতীতক জন্মেন। গরু পূ-১৪৫। (১১) অজমীঢ়ের বংশে অর্কের তনয় ভর্ম্ম্যাশ্ব। তাঁহার মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। এই পঞ্চ জনই পাঁচ বিষয় রক্ষণে সমর্থ, এই কারণে তাঁহারা পরে পঞ্চাল নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯স্ক-২১। বৃহদিষু দেখ।

বৃহদিষু—(১) নরপতি অজমীঢ়ের বংশে বৃহদ্ধনুর পুত্র। তাঁহার তনয় জয়দ্রথ। তৎসুত অশ্বজিৎ। অশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ। মৎ ৪৯। বৃহৎকর্ম্মা, অজমীঢ় ও বৃহদ্ধনু দেখ। (২) অজমীঢ়ের বংশে পৃথুর তনয় ভদ্রাশ্বের মুদ্গল, জয়, বৃহদিষ, যবীনর

ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। এই পাঁচ পুত্রের নামে অধিষ্ঠিত জনপদই পাঞ্চাল নামে অভিহিত। মৎ-৫০। (৩) ভূমিনী নাম্নী পত্নীতে অজমীঢ়ের বৃহদিষু নামে পুত্র জন্মে। তাহার তনয় বৃহদ্ধনু, তৎসুত বৃহদ্ধর্ম্মা। তাহার আত্মজ সত্যজিৎ। সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ। হরি হরি-২০। (৪) অজমীঢ়ের বংশে বাহ্যাশ্বের মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও ক্রমিলাশ্ব নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহারা পাঁচজনেই দেশ সংরক্ষণে অলং অর্থাৎ সমর্থ, এই জন্য এই পাঁচ জনের অধিষ্ঠিত দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত। হরি-হরি-৩২। অগ্নি পুরাণে (২৭৮ অঃ) মুদ্গলের পরিবর্ত্তে মুকুল, এবং ক্রমিলাশ্বের পরিবর্ত্তে ক্রমিল নাম দৃষ্ট হয়। (৫) অজমীঢ়ের বংশে পুরুজানু-পুত্র রিক্ষের মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীয়ান্ ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের জন্মের পর পিতা রিক্ষ তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাদিগকে পাঁচটি জনপদে অধিষ্ঠিত করেন। সেই পঞ্চ জনপদই তাঁহাদের রক্ষণ পোষণে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয়। বায়ু ৯৯। (৬) বিষ্ণু পুরাণ (৪র্থ-১৯) মতে হর্য্যশ্বের পুত্র মুদ্গল প্রভৃতি পাঁচজন। (৭) অজমীঢ়ের তনয় বৃহদিষু। তাঁহার তনয় বৃহদ্ধনু। তৎসুত বৃহৎকর্ম্মা। তৎসুত জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ। গরু-১৪৪। বৃহৎকর্ম্মা, অজমীঢ় ও বৃদ্ধশ্ব দেখ।

বৃহদুক্থ (বৃহদুক্থ্য)—(১) অঙ্গিরা বংশীয় বৃহদুক্থ ও বামদেব, এই দুই জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষের প্রবর তিনটি—অঙ্গিরা, বৃহদুক্থ ও বামদেব। মৎ-১৯৬। (২) জনক বংশীয় দেবরাতের তনয় বৃহদুক্থ। তৎসুত মহাবীর্য্য। মহাবীর্য্যের তনয় সত্যধৃতি। গরু-পূ-১৪২। বিষ্ণু ৪র্থ-৫। (৩) ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০-৫৪-৫৬। (৪) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, মহাদেব শ্বেতনামে মুনিতনয়রূপে প্রাদুর্ভূত হন। সেই কালে তাঁহার উশিজ, বৃহদুক্থ্য, দেবল ও কবি নামে তাঁহার চারি তনয় ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। (৫) অঙ্গিরার তেত্রিশ জন মন্ত্রবাদী তনয়গণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। (৬) কর্দ্দম-নন্দিনী স্বরাটের গর্ভে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য নামে পাঁচ তনয়

জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বামদেবের তনয় বৃহদুক্থ। বায়ু-৬২। (৭) শিনি বংশীয় বৃহদুক্থের কন্যা বৃহতী সুনয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত নামে তিন পুত্র ও শ্বেতা নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। (৮) ঋষিপত্নীদিগের গর্ভোৎপন্ন ঋষিপুত্রগণকে ঋষিক বলা হয়। বৎসর, নগ্রহু, ভারদ্বাজ, বৃহদুক্থ, শরদ্বান, অগস্ত্য, উশিজ, দীর্ঘতমা, বৃহদুক্থ, শরদ্বত, বাজশ্রবা, সুবিত্ত, সুবাগ্নেষ-পরায়ণঃ, দধীচ, শঙ্খমান্ ও রাজা বৈশ্রবণ, ইহারা ঋষিক। ব্রহ্মা ৬৫।

বৃহদুথ—(১) ঋষি পত্নীদিগের গর্ভজাত ঋষিকুমার দিগকে ঋষিক বলা হয়। বৃহদুথ এইরূপ একজন ঋষিক। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদুক্থ দেখ। (২) নন্দীবর্দ্ধনের পুত্র সুকেত। সুকেতর তনয় দেবরাত। দেবরাতের তনয় বৃহদুথ। তাহার তনয় মহাবীর্য্য। তৎসুত ধৃতিমান। বায়ু-৮৯। বৃহদুক্থ (২) দেখ।

বৃহদ্গণ—স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালের পর স্বারোচিষ মনুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার তনয়গণ সকলেই মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম বিনত, কর্ণাস্ত, বিদ্যুত, রবি, বৃহদ্গণ ও নভ। গরু-৮৭। স্বারোচিষ মনু দেখ।

বৃহদগিরা—অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্যের গো নাম্নী পত্নীতে ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই তনয় এবং ত্বষ্টা ও বরুত্রী নামে দুই কন্যা জন্মে। বরুত্রীর রঞ্জন, বৃহদ্গিরা ও পৃথুরশ্মি নামে তিন সন্তান জন্মে। তাঁহারা দেবগণের যাজক অথচ ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। বায়ু-৬৫। চেতনা দেখ।

বৃহদ্গুণ—নবম মনু দক্ষ সাবর্ণিবারু পির, ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, বৃহদ্যাম্ন, ঋচীক, ও বৃহদ্গুণ এই কয় তনয় ছিল। গরু-৮৭। দক্ষসাবর্ণি মনু দেখ।

বৃহদ্দন্তী—জনৈক মাতৃকা। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে তিনি তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন। মহাভা-শল্য-৫৭। স্কন্দ মাহে-কুমা-৩০

বৃহদ্দিব—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন ঋক্-১০।১২০।১-৯।

বৃহদ্দুর্গ—শ্রীকৃষ্ণের একজন অনুচর। রুক্মিণী-হরণ উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-১১৬।

বৃহদ্ধনু—অজমীঢ়ের বংশে বৃহন্মনার পুত্র। বৃহদিষু ও বৃহৎকায় দেখ।

বৃহদ্ধর্ম্মা—(১) বৃহদিষু (৩) দেখ

(২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শতরথের তনয় ইলবিলি। ইলবিলির আত্মজ বৃহদ্ধর্ম্মা। তাঁহার তনয় বিশ্বসহ। তৎপুত্র খট্বাঙ্গ। খট্বাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু। কূর্ম্ম-পূ ২১। ইলবিল দেখ।

বৃহদ্বল—(১) ইক্ষাকু বংশীয় বিশ্রুতবানের তনয় বৃহদ্বল। তাঁহার পুত্র উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের আত্মজ বৎসদ্রোহ। মৎ-২৭১। বায়ু-৮৮। ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু বৃহদ্বলকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বিশ্রুতবান দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভবিষ্য নরপতিগণের মধ্যে বৃহদ্বল প্রথম। তাঁহার তনয় বৃহৎক্ষণ। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক। তক্ষকের তনয় বৃহদ্বল। তাঁহার তনয় বৃহদ্রণ। তাঁহার পুত্র বৎসবৃদ্ধ। ভাগ-৯স্ক-১২। উরুক্ষয় দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত দেবভাগের ঔরসে কংসার গর্ভে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল জন্মেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। তিনি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৩৩। (৫) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভীম কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২৯। (৬) আনর্ত্তাধিপতি বৃহদ্বল কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে যাইয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় জল-মধ্য-গত পদ্ম স্পর্শ করায়, কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হন। পরে তিনি বিশ্বামিত্রের পরামর্শে, সেই তীর্থে সংবৎসরকাল বিবিধ উপাচারে ভগবান দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-না-৪৫। (৭) দশার্ণাধিপতি বৃহদ্বল নামক নরপতি আনর্ত্তাধিপতির কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াও বিবাহ করেন নাই। স্কন্দ-নাগ ১৯৫,১৯৭। রত্নাবলী দেখ।

বৃহদ্বসু—(১) অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদিষু। তাঁহার পুত্র বৃহদ্বসু। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্মা। বিষ্ণু ৪র্থ ১৯। বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদিষু দেখ। (২) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী ধূমিনীর গর্ভে বৃহদ্বসু নামে এক পুত্র জন্মে। বৃহদ্বসুর পুত্র বৃহদ্বিষ্ণু। তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা। বায়ু ৯৯। বৃহৎকর্ম্মা দেখ।

বৃহদ্বান্তি—জনৈক দানব। ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। পদ্ম-স্‌-১৮।

বৃহদ্বাহু—দিগ্বিজয়ে বহির্গত অনিরুদ্ধের জনৈক অনুচর। গর্গ-অশ্ব-১৮।

বৃহদ্বিষ্ণু—বৃহদ্বসু দেখ।

বৃহন্তয়—নবম (দক্ষসাবর্ণি) মন্বন্তরে বৃহন্তয় প্রভৃতি নয়জন সাবর্ণি মনুর পুত্র ছিলেন। অর্চ্চিমান দেখ।

বৃষন্ত'মু—(১) বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বৃহদ্রথ। তাঁহার তনয় জনমেজয়। জনমেজয়ের আত্মজ অঙ্গ। অ-২৭৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। মৎ-৫৮। বৃহৎকর্ম্মা ও বৃষসেন দেখ। (২) বৃহন্তানুর তনয় বৃহন্মনা। বায়ু-৯৯। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্যত্র আছে বৃহদ্রথের তনয় বৃহন্মনা। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪। ঐ দিগ্বিজয় উপলক্ষে কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধকালে তিনি কালের সহিত যুদ্ধ করেন। গর্গ-বিশ্ব-২০। (৪) চতুর্দ্দশ (ইন্দ্রসাবর্ণি) মন্বন্তরে বিষ্ণু সত্রায়ণের ঔরসে বিনতার গর্ভে বৃহন্তানু নামে অবতীর্ণ হইয়া প্রজাপালন করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫) পৃথুলাক্ষের অন্যতম তনয়। পৃথুলাক্ষ ও বৃহৎকর্ম্মা দেখ। (৬) পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ তনয়ের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অবিভানু দেখ। (৭) পাঞ্চাল দেশের অধিশ্বর মুদ্গলের যবীনর, বৃহন্তানু, কম্পিল্ল, সৃঞ্জয় ও বৃদ্ধশ্ব নামে পাঁচ তনয় ছিল। গরু-১৪৪। বৃহদিষু দেখ।

বৃহন্তুত—মরুদ্গণের অন্যতম। ধর্ম্মের ঔরসে ও লক্ষ্মীর গর্ভে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬ মরুদ্গণ ও ধর্ম্ম দেখ।

বৃহদ্ভ্রাজ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় কৃতজিতের তনয়। তাঁহার তনয় কৃতঞ্জয়। কৃতঞ্জয়ের তনয় ধনঞ্জয়। গরু-১৭৫

বৃহদ্রাজ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অমিত্রজিতের তনয়। তাঁহার আত্মজের নাম বর্হি। বর্হির তনয় কৃতঞ্জয়। তৎসুত রণঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) ঐ বংশীয় অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেণ। সুমিত্রের পুত্র বৃহদ্রাজ। তাঁহার আত্মজ কৃতঞ্জয়। মৎ ২৭১। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অমিত্রজিতের তনয়। তাঁহার তনয়ের নাম ধর্ম্মী। ধর্ম্মীর আত্মজ কৃতঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ধর্ম্মী ও অন্তরীক্ষ দেখ।

বৃহদ্যুম্ন—এক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি। তিনি একবার সত্রযাগ দ্বারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে অর্চ্চনা করেন। পরম ধার্ম্মিক রৈভ্য ঋষির পুত্র পরাবসু ও অর্ব্বাবসু সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩। মহাভা-বন-১৩৬-১৩৭। পরাবসু দেখ।

বৃহদ্রণ—বৃহদ্বল (৩) দেখ।

বৃহদ্রত—সিংহল দ্বীপের অধিপতি। তাঁহার পত্নীর নাম কৌমুদী ও কন্যার নাম পদ্মা। কল্কি-প্র-৪,৫।

কল্কি পদ্মাকে বিবাহ করেন। কল্কি-২য় ৩,৬।

বৃহদ্রথ—(১) জনকবংশীয় দেবরাতের তনয়। তাঁহার পুত্রের নাম মহাবীর। মহাবীর তনয় সুধৃতি। রামা-আদি ৭১। দেবরাত, নন্দীবর্দ্ধন ও বৃহদুথ দেখ। (২) জয়দ্রথের পুত্র। তৎসুত জনমেজয়, বৃহদ্ভানু ও বিশ্বজিৎ দেখ। (৩) চৈদ্য উপরিচর বসুর ঔরসে, গিরিকার গর্ভে যে সাত পুত্র জন্মে, তিনি তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মৎ-৫০। উপরিচর বসু দেখ। (৪) উপরিচর বসুর সাত পুত্রের অন্যতম। গিরিকা নাম্নী রাজমহিষী বশিষ্ঠের দুইবার পরিচর্য্যা করিয়া বৃহদ্রথ প্রভৃতি সাত পুত্র প্রাপ্ত হন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। তৎসুত বৃষভ। বৃষভের তনয় সত্যহিত। অ-২৭৮। বল দেখ। (৫) বৃহদ্রথ নামক এক নরপতি মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে প্রবৃত্ত থাকা কালে পীড়িত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পুত্র কোলাপুরস্থিত মহালক্ষ্মী দেবীকে পূজায় তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে সিদ্ধ সমাধি নামক ব্রাহ্মণের সাহায্যে পিতাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। পদ্ম-উ-১৯৭। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। বৃহৎকর্ম্মা দেখ। (৭) প্রথম মনু দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণির (অন্য নাম রোহিত প্রজাপতি) ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্রথ নামে নয় পুত্র ছিল। বায়ু-১০০। দক্ষ-সাবর্ণি দেখ। (৮) যযাতি বংশীয় সুহোত্রের তনয় চ্যবন। চ্যবনের তনয় বৃহদ্রথ। তৎসুত কুশাগ্র। কুশাগ্রের তনয় ঋষভ। কল্কি-৩য়-৪ ভাগ। ৯স্ক ২২। (৯) যযাতি বংশীয় হর্য্যঙ্গের তনয় ভদ্ররথ, বৃহৎকর্ম্মা, ও বৃহদ্রথ। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮। (১০) মৌর্য্যবংশীয় শতধন্বার তনয় বৃহদ্রথ। তিনি ঐ বংশের শেষ নরপতি। তাঁহার পরই শুঙ্গ বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। চন্দ্রগুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত দশজন মৌর্য্য বংশীয় নৃপতি ১৩৭ বৎসরে রাজত্ব করেন। (ঐ) (১১) বৃহদ্রথ দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া লক্ষভেদার্থ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (১২) বৃহদ্রথ প্রমুখ নরপতিগণ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮। (১৩) মগধরাজ বৃহদ্রথ কাশিরাজের যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। চণ্ডকৌশিক নামক ঋষি প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া তাঁহার

যে সন্তান প্রসব করেন তিনিই পরে জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন। মহাভা-সভা-১৬। জরাসন্ধ দেখ। (১৪) পৃথুলাক্ষের তিন পুত্রের অন্যতম। পৃথুলাক্ষ দেখ। (১৫) ভাগবত (১২স্ক ১ম-অঃ) মতে মগধে মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথের পর দশরথ রাজা হন এবং তিনিই শেষ রাজা। (১৬) অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথ বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশলক্ষ শ্বেত অশ্ব; দশলক্ষ সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা; দশলক্ষ দিগ্‌গজ তুল্য মাতঙ্গ; এককোটী হেমমালা বিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবতা মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহা বহন করিতে পারেন নাই। মহাভা শান্তি-২৯। (১৬) পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্যা হইলেও কতিপয় হৈহয় বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয় সন্তান নানাস্থানে নানাভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হন। এতদ্ভিন্ন পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথ; সৌদাস নৃপতির তনয় সর্ব্বকর্ম্মা; প্রতর্দ্দনের তনয় বৎস্য ও শিবির আত্মজ গোপতি; ইহাঁরাও রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (১৭) দশার্ণাধিপতি বৃহদ্রথ। তাঁহার পত্নীর নাম ইন্দুমতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৭॥

বৃহদ্রাজ—(১) সূর্য্যবংশীয় অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেণ। সুমিত্রের তনয় বৃহদ্রাজ। তৎসুত কৃতঞ্জয়। মৎ-২৭১। বৃহৎভ্রাজ দেখ (২) অন্তরীক্ষের তনয় সুতপা। সুতপার তনয় অমিত্রজিৎ। তাঁহার আত্মজ বৃহদ্রাজ তৎসুত বর্হি। বর্হির আত্মজ কৃতঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১২। (৩) বৃহদ্রাজের তনয় ধর্ম্মী। ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। অমিত্রজিৎ দেখ।

বৃহদ্রূপ—ব্রহ্মার মানস কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুত্বতী হইতে মরুদ্গণ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাহাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭১। অগ্নি ও চক্ষু দেখ।

বৃহন্ত—(১) ভূমিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের বৃহদনু নামে এক তনয় জন্মে। বৃহদনুর তনয় বৃহন্ত। তৎসুত বৃহন্মনা মৎ-৪৯। বৃহন্মনা দেখ। (২) মরুদ্গণের অন্যতম। অগ্নি ও চক্ষু দেখ। (৩) বৃহন্ত দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর সভায়

উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৪) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অর্জ্জুন বৃহন্তকে পরাভূত করিয়া কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৬।

বৃহন্মনা—(১) বৃহদ্ভানুর তনয়। তাঁহার দুই পত্নী যশোদেবী ও সত্যা। যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথ জন্ম গ্রহণ এবং সত্যার গর্ভে বিজয় জন্মেন। মৎ-৪৮। আবার ঐ অধ্যায়ের অপর স্থানে আছে বৃহদ্ভানুর তনয় জয়দ্রথ। (২) বৃহন্তের আত্মজ। বৃহন্ত দেখ। (৩) ভদ্ররথের তনয় বৃহদ্দর্ভ হইতে বৃহন্মনা উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩১। বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও জয়দ্রথ দেখ। (৪) হর্য্যঙ্গের তনয় বৃহৎকর্ম্মা, তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রতের পুত্র বৃহন্মনা। তৎসুত জয়দ্রথ। বায়ু-৯৯। (৫) হর্য্যঙ্গের আত্মজ ভদ্ররথ বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্রথ। বৃহৎকর্ম্মার আত্মজ বৃহদ্ভানু। তৎসুত বৃহন্মনা। তদাত্মজ জয়দ্রথ বিষ্ণু ৪র্থ-১৮। বৃহদ্ভানু দেখ। (৬) পৃথুলাক্ষের তনয়। পৃথুলাক্ষ দেখ।

বৃহস্পতি—(১) সুগ্রীবের অনুচর তার নামক বানর দলপতি বৃহস্পতির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আদি-১৭। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বৃহস্পতি সপ্তর্ষিদেব অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। পদ্ম-সৃ-৭। (৩) বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া যান। চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভে বুধ জন্মগ্রহণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ—তারা, বুধ ও চন্দ্র এই নামগুলিতে দ্রষ্টব্য। (৪) রজি দৈত্যের পুত্রগণ কর্ত্তৃক স্বর্গচ্যুত হইয়া ইন্দ্র প্রতীকারের জন্য বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃ স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত ও রজি তনয়-গণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, তর্কশাস্ত্র সকলের মধ্যে অসাধুগণের মনোমত ধর্ম্ম-বিদ্বেষক, নাস্তিবাদার্থ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। অল্পবুদ্ধি রজিতনয়গণ সেই বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিল এবং সেই অধর্ম্মাচরণ হেতু সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। বায়ু-৯২। হরি-হরি-২৮। (৪) বৃহস্পতি অঙ্গিরার তনয়। বৃহস্পতির তনয় বিভু। হরি-হরি-৩২। স্কন্দ-আব-রে-১১২। বৃহস্পতির তনয় ভরদ্বাজ। অ-২৭৮। (৪) সংশিত ব্রত ঋষিগণের অন্যতম বৃহস্পতি। হরি-হরি-১৬৬। (৫) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে এইরূপ আটাইশ জন যুগাচার্য্য শিবাবতার অবতীর্ণ হন।

তাঁহাদের মধ্যে গোকর্ণ নামে শিবাবতারের কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উ ১০। গোকর্ণ দেখ। (৬) পুরূরবার রাজ্যকালে একবার নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তৎকালে অগ্নির সংস্পর্শে গঙ্গার গর্ভ হয়। ঐ প্রদীপ্ত গর্ভ পর্ব্বত শিখরে ন্যস্ত হইয়া সুবর্ণাকারে পরিণত হয়। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ও বৃহস্পতি সুবর্ণ দ্বারা মহর্ষিগণের সেই যজ্ঞস্থল সুবর্ণময় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা-২। বহ্নি দেখ। (৭) শুক্র, কশ্যপ, বৃহস্পতি, উশনা, উতথ্য, বামদেব, আপোজ্য, ঐশিজ, কর্দ্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর ইহাঁরা ঋষি বলিয়া বিদিত। ইহাঁরা জ্ঞানলাভ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। (ইহাঁরা মহর্ষি নহেন) ব্রহ্মা-৫৬। বায়ু-৫৯। (৮) একবার অরুণ নামক এক দৈত্য ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইরা দেবগণকে স্ব স্ব স্থানচ্যুত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন। অরুণ ভুবনেশ্বরীর পূজক ছিলেন। দেবগণের প্রার্থনায় বৃহস্পতি মুনিবেশ ধারণ করিয়া অরুণের ভবনে গমন করেন। তাঁহার বাক্যমায়ায় মোহিত হইয়া অরুণ গায়ত্রী মন্ত্র ত্যাগ করেন এবং তৎফলে নিস্তেজ হইয়া দেবগণের হস্তে নিহত হন। দেবীভা-১০স্ক-১০। অরুণ দেখ। (৯) পূর্ব্বে বৃহস্পতি চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমতাদি প্রচার করিয়া দৈত্যদানবগণকে বিভ্রান্ত এবং বেদমার্গ-বহিস্কৃত করেন সৌ-৩৮। (১০) রক্তাসুরের হস্তে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন। বৃহস্পতি তাঁহাকে বলেন যে জীবগণের দৈববশতই সম্পদ বা বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। দেশকালাদি বিচার না করিয়া কার্য্য করিলে দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক্ অবগত থাকিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন। অন্যথা স্বয়ং বিনষ্ট হন। এইভাবে উপদেশ দিয়া বৃহস্পতি বলেন এক্ষণে দৈব তোমার প্রতীকূল। অতএব তুমি ইদানীং যুদ্ধে বিরত হও। সৌ-৪৯। (১১) একবার ইন্দ্র বৃহস্পতিকে অতীত ব্রাহ্মকল্পে স্বর্গ, ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত কি তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতে বলেন। কিন্তু বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে স্বীয় অপারগতার কথা বলিয়া ইন্দ্রকে সুধর্ম্ম নামক বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট লইয়া যান। বৃহন্না-৩৭। (১২) জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে দৈত্যদিগের হস্তে দেবতারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন দেখিয়া, দেবগুরু বৃহস্পতি ক্ষীরার্ণবস্থিত দ্রোণাচলে গমন করেন ও তথা হইতে ঔষধি লইয়া আসিয়া তৎ-

সাহায্যে সুরগণকে সঞ্জীবিত করেন। পদ্ম উ-৭। (১৩) একবার ইন্দ্র রুদ্র-তেজে ভস্মীভূত হইতে যাইতেছিলেন তখন বৃহস্পতির অনুরোধে রুদ্র নেত্রাগ্নি সংবরণ করেন এবং তাহা-তেই ইন্দ্র রক্ষা পান পদ্ম-স্বর্গ-৯৬। (১৪) বৃত্রের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতির পরামর্শে সাভ্রমতি নদীতে স্নান করিয়া শিবের নিকট বজ্র লাভ করেন। পদ্ম-উ-১৫৩। (১৫) কণাদ (কাণাদ), গৌতম শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি ও জামদগ্ন্য এই দশজন তামস মনু নামে খ্যাত। পদ্ম-উ-২৩৫। বৃহস্পতি অতি গর্হিত চার্ব্বাক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পদ্ম-উ-২৩৬। (১৬) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে দেবতাদের আদ্য, প্রসূত, ভাব্য পৃথুক ও লেখ নামে পাঁচটি গণ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে লেখ নামক গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা বৃহস্পতি বায়ু-৬২। অদ্ভুত দেখ। (১৭) আঙ্গিরস অথর্ব্বাণের তিন পত্নী। তাঁহাদের মধ্যে মরীচি নন্দিনী সুরূপা হইতে বৃহস্পতি জন্মেন। বায়ু-৬৫ (১৮) বৃহস্পতি ভগবান প্রজাপতি কর্ত্তৃক আঙ্গিরসগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। বায়ু-৭০। (১৯) বৃহস্পতির ঔরসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। বায়ু-৯৯ উশিজ, দীর্ঘতমা ও মমতা দেখ। (২০) বৃহস্পতি উশনা হইতে বায়ু-পুরাণ লাভ করিয়া সবিতাকে উহা শিক্ষা দেন। বায়ু-১০৩। উশনা ও সবিতা দেখ। (২১) তারকাসুরের হস্তে নিগৃহিত হইয়া দেবগণ যখন প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে-ছিলেন তখন দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মদনকে শিবের তপো-ভঙ্গের জন্য প্রেরণ করেন। শ্রীমহা-ভা-২১। (২২) বিষ্ণু বামন অবতারে বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, পাতঞ্জল, সাংখ্য ও বৈশেষিক, এই ষড়্ দর্শন; সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্র, আগম, নিগম ও শিক্ষাকল্পাদি সমুদয় বেদাঙ্গ শিক্ষা করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৬। (২৩) বৃহস্পতির বাহন কৃষ্ণসার মৃগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে বৃহস্পতি অন্যান্য দেবগণসহ নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করেন। গর্গ-গো-১০, ১২। (২৪) পূর্ব্বে ইন্দ্রযজ্ঞ আরব্ধ হইলে, সেই যজ্ঞে যখন বৃহস্পতি সোম পাত্র গ্রহণ করেন তখন দেবরাজ সেই পাত্র স্পর্শ করেন। শিষ্য হস্তে স্পৃষ্ট হওয়ায় দেবগুরুর সেই সোম দূষিত হইয়া যায়। সুতরাং হীন সংযোগ বশে উৎকৃষ্ট হবি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় আর তাহা হইতেই প্রতিলোম সংযোগে

সূতজাতির মূল পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। পদ্ম-সৃ-১। (২৫) দেবগণ একবার পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তখন বায়ুর পরামর্শে বৃহস্পতির নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। বৃহস্পতিও বেদোদিত বিধি অনুসারে তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিলেন। পদ্ম-সৃ-১৫। (২৬) বর্ষান্তে প্রতিরাশীতে আটটি পাণ্ডুবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চন-নির্ম্মিত রথে বৃহস্পতি অবস্থান করেন। বিভিন্নকালে বিভিন্ন গ্রহগণ এইভাবে বিভিন্ন রথে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু—২য়-১২। (২৭) বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। ব্যাস দেখ। (২৮) পূর্ব্বে এই স-চরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিত পদে বরণ করেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, অসুর গুরু শুক্রাচার্য্য মৃত মন্ত্র বলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া দিতেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঐ বিদ্যা জানিতেন না বলিয়া যুদ্ধে মৃত দেবগণ আর পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিতেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৃহস্পতি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কচকে ঐ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়া আসিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করেন। কচ ঐ বিদ্যা অধীত করিয়া আসিলে দেবগণ তাঁহার নিকট হইতে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। মহাভা-আদি -৭৬-৭৮। কচ ও দেবযানী দেখ। (২৯) ইন্দ্রকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৃহস্পতি তাহাকে বলেন সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ। সন্তোষের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কূর্ম্মের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই আত্মজ্যোঃতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্র ও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ একেবারে পরাজিত হইয়া যায়। তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। মহাভা-শান্তি-২১। (৩০) কোশলরাজ বসুগনা একবার, ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বৃহস্পতি সেই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি ৬৮ (৩১) ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃহস্পতি, কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকমধ্যে যশস্বী ও গুণবান বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি ৮৪। (৩২) ইন্দ্রের প্রশ্নের

উত্তরে বৃহস্পতি, মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায় সম্পন্ন অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি -১০৩। (৩৩) জ্ঞানযোগ, সমুদয় বেদ ও নিয়মের ফল কি? এবং জীবাত্মাকেই বা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বৃহস্পতি স্বীয় গুরু মনু-কে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মনু বৃহস্পতিকে তত্তৎ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-২০১ (৩৪) ভগবান স্বয়ম্ভূর আদেশকালে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাস সকল মহর্ষিগণ তপোবলে লাভ করেন। তখন ভগবান ব্রহ্মা বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য নীতি-শাস্ত্র; দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভর-দ্বাজ ধনুর্ব্বিদ্যা; গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র; কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসা শাস্ত্র ও অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২১০। (৩৫) মহাকল্পের অবসানে নানাগুণ সম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেবগণের পৌরহিত্য গ্রহণ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৭। (৩৬) সুরগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎ-পাদন কালে পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন সলিলে আচমন করেন, তখন সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে আমি পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিতে-ছিলাম। তৎসত্ত্বেও তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না অতএব আজি অবধি মৎস্য, মকর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু তোমাকে কলুষিত করিবে। মহাভা শান্তি ৩৪২। (৩৭) একবার দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে, কোন বস্তুদান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং কোনদান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া সুখে কালযাপন করা যায় তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে বৃহস্পতি তাঁহাকে বলেন যে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহাভা-অনু-৬২। (৩৮) বৃহস্পতি ঘৃতদ্বারা তৃপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৬৫। (৩৯) মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মগ্রহণ করে; কি কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্যদ্বারা নরক ভোগ হয় এবং তাঁহারা পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাঁহাদের অনুগামী হয়, এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতি যুধিষ্ঠিরকে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-অনু-১১১। (৪০) ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃহস্পতি, যে ধর্ম্ম মনুষ্যের সুখাবহ এবং যাহা মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা কীর্ত্তন করেন।

মহাভা অনু-১২৫। (৪১) সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট 'মনুষ্যের যাজ্য ক্রিয়া করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। অবিক্ষিত তনয় মরুত্ত ইন্দ্রাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইবার জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং সেই যজ্ঞে বৃহস্পতিকে পৌরহিত্য করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃহস্পতি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির জন্য মরুত্ত রাজের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন নারদের পরামর্শে মরুত্ত বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত্তকে পৌরহিত্য কাজের জন্য অনুরোধ করেন। সংবর্ত্ত বৃহস্পতির প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বৃহস্পতির অপকার করিবার জন্য যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত হন এবং তাঁহারই পরামর্শে রাজা মরুত্ত মহাদেবের আরাধনা করিয়া বহু সুবর্ণ প্রাপ্ত হন এবং তদ্বারা যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বৃহস্পতিকে মনোদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বৃহস্পতির নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কি করিলে বৃহস্পতির দুর্ভাবনা দূর হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। বৃহস্পতি বলেন যে সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে তিনি স্বয়ং মরুত্তের যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে পারিলেই তাঁহার শান্তিলাভ হইবে। ইন্দ্র তখন বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে মরুত্ত রাজা সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিকে যজ্ঞের পৌরহিত্যে নিয়োগ করেন। কিন্তু সংবর্ত্তের প্রতিকূলাচরণে সফলকাম হন নাই। মহাভা-আশ্ব-৫-১১। (৪২) কৌরব ও পাণ্ডবদিগের গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির অবতার ছিলেন। মহাভা-আশ্র-৩১। (৪৩) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (৪৪) একবার ব্রহ্মপুত্র রৈভ্যঋষি বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই উভয়ের মধ্যে কে মোক্ষলাভ করিতে পারেন। তদুত্তরে বৃহস্পতি বলেন যে পুরুষ সাধু বা অসাধু যে প্রকার কার্য্যই করুক না কেন, যদি তৎসমুদয় নারায়ণে অর্পণ করে, তাহা হইলে তজ্জনিত ফলাফলে লিপ্ত হইতে হয় না। বরা-৫। (৪৫) কপালভরণ নামক দৈত্যের গদাঘাতে ইন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জপ করিয়া ইন্দ্রকে পুনর্জ্জীবিত করেন। স্কন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-১১। (৪৬)

হংস নামক সিদ্ধাধিপতি অপুত্রক ছিলেন। তিনি বৃহস্পতির পরামর্শে চমৎকার ক্ষত্রে শঙ্করের আরাধনা করিয়া এ মহোদয় পুত্রলাভ করেন। স্কন্দ-না-৩০। (৪৭) বৃহস্পতির ভগিনীর নাম বিশ্রুতা। তিনি অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী ছিলেন। তাঁহারই গর্ভে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা বৃহস্পতির ভাগিনেয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১। (৪৮) একবার বৃহস্পতি দেবসভায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে কোনই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাহাতে বৃহস্পতি রোষভরে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ভাবে চলিয়া যাওয়াতে দেবরাজের রাজ্যে নানা অমঙ্গল সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র দৈত্যহস্তে রাজ্যচ্যুত হইলেন। এই অবস্থারই প্রতীকারার্থে সমুদ্র মন্থন হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৯। (৪৯) পুরাকালে সাংখ্যায়ন ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বৃহস্পতিকে উপদেশ দেন। বৃহস্পতি তাহা সূতকে শিক্ষা দেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-ভাগ ৩। (৫০) বৃহস্পতি নবগ্রহের অন্যতম। তন্ত্রসার ২২৪-পৃঃ (৫১) ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল, ২য় অষ্টক .৯০ সূক্তের দেবতা বৃহস্পতি। অগস্ত্য ঋষি স্তোতা। ৪র্থ মণ্ডল ৫০ সূক্তেরও ১ম-৯ম ঋকের দেবতা বৃহস্পতি। বামদেব ঋষি। (৫২) বৃহস্পতি আদিত্যগণের অন্যতম। মহাভা-আদি ৬৬।

[বৃ]হস্পতীশ্বর—কাশীতে রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতিশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। গুরুবার পুষ্যা নক্ষত্র যোগে ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে দিব্যবাণী লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

বেগ—মাহিষ্মতী-নগরী-বাসী জনৈক প্রধান নাগরিক সুমন্তর (সুমন্ত্র) পত্নী মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগ নামে দুই পুত্র জন্মে। কল্কি-২য়-৬।

বেগদর্শী-(১) সুগ্রীবানুচর বানর দলপতি সুষেণের তিন পুত্র সুমুখ, দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী বানররূপী স্বয়ম্ভূর অংশ সম্ভূত ছিলেন। রামা-লঙ্কা-৩০। তিনি লঙ্কা সমরে উপস্থিত ছিলেন। রামা-লঙ্কা-৭৩,৭৬। (২) জনৈক শিবভক্ত দানবপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

বেগবতী—হৃল্লেখা, ক্লিন্না, ক্লেদিণী, ক্ষোভিণী, মেখলা মদনাতুরা, নিরঞ্জনা, রাগবতী, দ্রাবিণী, বেগবতী ও স্মরা, ইহারা নরকপাল ধারিণী, উৎপল-হস্তা, রক্তমূর্ত্তি দ্বাদশ শক্তি। তন্ত্রসার ১৮৫ পৃঃ।

বেগবন্ত—অপ্সরাদের জনৈকগণ। অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা অরিষ্টা হইতে এই বেগবন্তগণান্তর্গত অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৬৯। অরিষ্টা দেখ।

বেগবান্—(১) মনুবংশীয় বন্ধুমানের পুত্র। বেগবানের তনয় বুধ; তৎ-পুত্র তৃণবিন্দ। বিষ্ণু-৪র্থ-১। বায়ু-৮৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। ভাগ-২০স্ক-৬১। নাগ্নজিতী ও চিত্রগু দেখ। (৩) জনৈক দানব-পদ্ম-সৃ-১৮। তিনি দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয়া কন্যা দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কালি-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫ দনু দেখ। (৪) ধুন্ধুমারের পুত্র বেগবান। তাঁহার পুত্র বুধ। ভাগ-৯স্ক ২। গরু-১৪২। (৫) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

বেগশালি—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব ৮।

বেগারি, বেগারা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে সরযূ নদী তাঁহার সাহায্যার্থ বেগারিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেণ—(১) আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, সহ, বেণ, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, মেধা, মেধাতিথি ও বসু, এই দশজন স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইহারা সকলে প্রতিসর্গ বিধান করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৎ-৯। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) অঙ্গ নামক প্রজাপতির ঔরসে সুনীথার গর্ভে বেণ জন্মগ্রহণ করেন। বেণ মাতামহ-দোষে লোকে স্বেচ্ছাচার প্রচার করেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে নিরত হন। তাঁহার রাজ্যে বেদাধ্যয়ন লোপ পাইল; যাগ যজ্ঞাদি বন্ধ হইয়া গেল। বেণ রাজা নিজেকেই যজনীয়, যজ্ঞকর্ত্তা ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে এইরূপ অধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ করিলেও তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরন্তু গর্ব্বভরে নিজেকেই সর্ব্বলোকের পূজ্য ও সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। উপদেশ দ্বারা বেণের চৈতন্য উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাম উরু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সেই মথ্যমান উরু হইতে এক অতিমাত্র হ্রস্ব কৃষ্ণ-বর্ণ পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই পুরুষ নিষাদ বংশের কর্ত্তা হইলেন। অনন্তর ক্রোধাক্রান্ত মহর্ষিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিতে লাগিলেন। সেই হস্ত হইতে হুতাশনসদৃশ দীপ্যমান পৃথু সমুত্থিত হন এবং বেণ তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করেন। হরি-হরি-৫। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু ৬২। ভাগ-৪র্থ-১৪, ৫। (৪) অঙ্গ—

তনয় বেণ অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। প্রজাপালনে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ করিতেন না। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ কুশাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। বেণ নিহত হইলে মুনিগণ সন্তানোৎপাদনার্থ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থন করিতে করিতে উহা হইতে একটি রূপবান্ পুত্র উৎপন্ন হইহ। ঐ পুত্র পৃথু নামে খ্যাত। অ-১৮। (৫) অঙ্গরাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বেণ রাজাকে উৎপন্ন করেন। বেণ অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। তিনি অকারণে লোকপীড়ন করিতেন। পিতা অঙ্গ পুত্রের ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন। তখন বেণই রাজ্যাধিকারী হন। স্বভাবপীড়ক বেণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বর্ণ, আশ্রম এবং বংশোচিত ধর্ম্ম নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মলোপ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ নানা সদুপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম হানীর কুফল বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেণ কিছুতেই স্বভাব পরিবর্ত্তন করিলেন না। পরন্তু নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা লোকের অনিষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর সহিত ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয়ার সহিত বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত বৈশ্যকে সঙ্গত করাইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উৎপন্ন এক সঙ্কর জাতির সহিত অপর সঙ্কর জাতির মিলন ঘটাইয়া বহু বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করেন। এতদ্ভিন্ন বেণ রাজার অঙ্গ হইতে ম্লেচ্ছ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। পুলিন্দ, পুকশ, খস, যবন, সৌহ্ম, কাম্বোজ, শবর এবং ক্ষর ইত্যাদি বিবিধ পুত্রগণ বেণপুত্র ম্লেচ্ছের ঔরসে জাত। ঋষিগণ অধর্ম্ম-কর্ম্ম-সম্ভূত এই সকল ম্লেচ্ছদিগকে অবলোকন করিয়া সেই দুরাত্মা বেণরাজাকে নিহত করিবার জন্য তাঁহার সন্নিধানে সকলে গমন করেন এবং ক্রোধাবেশে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখাগত সেই রাজাকে হুঙ্কার দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন। তৎপরে সেইরূপে বিনষ্ট বেণ রাজার পাণিযুগল মন্থন করিয়া আদি রাজা পৃথু ও তদীয় মহিষীর আবির্ভাব সম্পাদন করিলেন। বৃহদ্ধ-উ-১৩। (৬) অসৎস্বভাব বেণ রাজাকে উপদেশ দ্বারা সংশোধনের কোনও উপায় না থাকাতে ব্রাহ্মণগণ অভিশাপ দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিলেন এবং অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া সবলে তাঁহার দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মথ্যমান দেহ হইতে কতকগুলি ম্লেচ্ছ জাতির উদ্ভব হইল।

বেণের দেহে তদীয় মাতার অংশে জন্ম হইল বলিয়া ঐ সকল ম্লেচ্ছ কৃষ্ণাঞ্জনবৎ প্রভা সম্পন্ন হইল। আর বেণের পিতার অংশে তদীয় দক্ষিণ হস্ত হইতে এক ধার্ম্মিক ধর্ম্মপালক পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুত্রের নাম পৃথু। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৭) বেণ রাজা উৎপথগামী হওয়াতে ব্রহ্মশাপরূপ বজ্রে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পৌরুষ দগ্ধ হয়। তিনি নরকে গমন করেন। নারায়ণ ঋষিদিগের প্রার্থনায় তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করতঃ পুত্র শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৮) ব্রহ্মতেজে বেণ নিহত হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বাহুদ্বয় মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ বিষ্ণুর পবিত্র অংশ এবং স্ত্রীটিও লক্ষ্মীর অংশ। ব্রাহ্মণগণ সেই পুরুষের নাম রাখিলেন পৃথু ও দেবীর নাম রাখিলেন অর্চ্চি। পৃথু এই অর্চ্চিকেই বিবাহ করেন। ভাগ-৪র্থ-১৬। (৯) মনু ক্ষুৎকার করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্র প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ পুত্র চতুঃসাগর পরিবৃতা পৃথিবীর রাজা এবং ধর্ম্মের রক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ভয়া। তিনি মৃত্যু-রূপী। ভয়ার গর্ভে বেণ রাজা জন্ম-গ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম হইলে ক্ষুত বনগমন করেন এবং বেণ সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হয়। বেণের মাতামহ মৃত্যুরূপী কাল। মাতামহ দোষে বেণ অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও বেদ-নিন্দক হন। তিনি অন্য সব দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের পূজা প্রচার করেন। তাঁহার অত্যাচার ও অবৈধ ঘোষণার জন্য ঋষিগণ সদুপদেশ দ্বারা বেণরাজের চৈতন্যোপাদনের প্রয়াস পান। কিন্তু বেণ তাঁহাদিগের সকলকে অপমান করেন। বেণ হস্তে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশরাশিদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। বেণ নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য অরাজক হইল। দস্যুগণ প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দস্যুদিগের উৎপীড়ন হইতে প্রজাসকলকে রক্ষা কবিতে প্রয়াস পাইয়া ঋষিগণ তাঁহার বামকর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মথ্যমান বামকর হইতে এক খর্ব্বাকার পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই খর্ব্বাকার পুরুষ হইতে বেণকলুষ জাত নিষাদ জাতি উৎপন্ন হইল। অনন্তর ঋষিগণ বেণরাজের দক্ষিণকর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা হইতে তখন সমুদয় দিব্য-লক্ষণাক্রান্ত এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হন। পিতা বেণ

মরণান্তে ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছেন, নারদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া বেণ সেই ম্লেচ্ছদেশে উপস্থিত হন এবং ম্লেচ্ছদিগকে অনুরোধ করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পিতাকে কুরুক্ষেত্রে স্থানুতীর্থে আনয়ন করেন। অতঃপর রাজা পৃথু পিতাকে তীর্থে স্নান করাইবার প্রয়াস পাইলে অন্তরীক্ষস্থ বায়ু পৃথুকে আহ্বান করিয়া বলেন, "তোমার পিতা বেদনিন্দা-রূপ মহাপাতকে লিপ্ত। সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব। তোমার পিতা এই তীর্থে স্নান করিলেই ইহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে।" এই শুনিয়া পৃথু পিতার দুঃখ মোচনের অন্য কোনও উপায় নাই দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পিতার দুঃখ মোচনের জন্য দেবতারা যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিবেন তিনি তাহাই করিতে প্রস্তুত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন দেবগণ বলেন যে বেণরাজা অতিশয় আত্মম্ভরি ও দেবদ্বেষী ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি কিছুতেই স্বয়ং শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। বরঞ্চ পৃথু যদি তাঁহার উদ্দেশে নিজেই ভক্তিভাবে তীর্থ সমূহে স্নান করেন তাহা হইলেই সেই তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া বেও পবিত্র হইতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া পৃথু পিতার জন্য এক আশ্রম নির্ম্মান পূর্ব্বক, নিজ জনকের পবিত্রতার জন্য স্বয়ং তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। তিদি প্রতিদিন তীর্থসমূহে স্নান করিয়া আসিয়া নিত্য নিত্য তীর্থজলে পিতৃদেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। একদা এক কুক্কুর স্থানুতীর্থে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র সে তখন সরস্বতি জলে মগ্ন হইল এবং তীর্থসলিলে আপ্লুত হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিল। মুক্তিলাভ করিয়া কুক্কুর আহার লোভে কুলমঠে প্রবেশ করিল। তাহাকে ভীত চিত্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বেণ তাহাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থানুতীর্থে মগ্ন হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব তীর্থসমূহে পতিত এবং তত্তৎ জলকণায় পরিষেচিত হইয়া বেণ এক্ষণে ঐ কুক্কুরের গাত্রলগ্ন জলকণায় সিক্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় চিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত হইল। এই ভাবে স্থাণু তীর্থের মাহাত্ম্যে দিব্যদেহ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেণরাজ স্থাণুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন "আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এখানেই আমার সমীপে বাস

করিবে। এখানে বহুকাল বাস করার পর মদীয় গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি সুরবিনাশী অন্ধকাসুর নামে বিখ্যাত হইবে। বেদনিন্দা-জনিত ভীষণ অধর্ম্মের ফলেই তোমাকে এইরূপ অসুর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ জন্মে তুমি আমার শূলাঘাতে নিহত হইয়া ভৃঙ্গবিটি নামক গণাধিপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অনন্তর তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে।" বাম-৪৭,৪৮। এই আখ্যানটি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে স্কন্দ পুরাণে (প্রভা-প্রভা-৩৩৬) আছে। (১০) অধর্ম্মচারী বেণকে ব্রাহ্মণেরা কুশ দ্বারা সংহার করিয়া, মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ তাম্রলোচন ও দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ তাঁহাকে "এই স্থানে নিষণ্ণ হও" বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রুর স্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গ কবচ-ধারী ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর পৃথু উৎপন্ন হইলেন। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১১) বেণের মাতার নাম সুদুর্ম্মুখা স্কন্দ-আব-চতু-৪৯। (১২) বেণের জননীর নাম সুনীথা হরি-হরি-২,৫। শিব-ধর্ম্ম-৫২। অ-১৮। ব্রহ্মা ৬৮। বায়ু-৬২। বৃহদ্ধ-উ-১৩। পদ্ম-সৃ-৮। বিষ্ণু-১ম-১৩। ভাগ-৪স্ক-১৩। (১৩) বেণের মাতার নাম ভয়া। বামু ৪৭। (১৪) অঙ্গনন্দন বেণ প্রথমে অতিশয় সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, সমস্ত শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও ক্ষত্রাচার সম্পন্ন ছিলেন। একবার এক নির্গ্রন্থ (জৈন) পরিব্রাজক বেণের সভায় উপস্থিত হইয়া বেদাচারাদির নিন্দা এবং জিনবাদের প্রশংসা করেন। সেই জৈন পরিব্রাজকের উপদেশে মোহিত হইয়া বেদধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মাদি ক্রিয়া সমুদয় পরিত্যাগ করেন। পদ্ম-ভূমি-৩৬,৩৭। (১৫) প্রতি দ্বাপর যুগেই বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহু ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন সেই মূর্ত্তিরই নাম হয় বেদব্যাস। বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাবিংশ দ্বাপরে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ ব্যাসরূপে বেদবিভাগ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (১৬) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। বৈবস্বত মনু ও ইক্ষ্বাকু দেখ।

বেণা—(১) চন্দ্রের ভার্য্যার নাম। ঋক্-১।৩৪।২। চন্দ্র দেখ। (২)

স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বেণা দেবী তাঁহার সাহায্যার্থ স্কন্দকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেণী—চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ব্রহ্মা একবার এক যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। সেই যজ্ঞকালে সরস্বতী অনুপস্থিত থাকাতে দেবগণ ও মহর্ষিগণ পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে ব্রহ্মার দক্ষিণ পাশে নিবেশিত করিয়া দীক্ষাকার্য্য সমাধান করিলেন। দীক্ষকার্য্য সমাধা হইবামাত্র সরস্বতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পাশে উপবিষ্টা দেখিয়া এবং দেবগণই পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে জ্যেষ্ঠার আসন দিয়াছেন জানিতে পারিয়া শাপ দিলেন যে দেবতারা সকলেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপে পরিণত হইবেন এবং গায়ত্রীও জ্যেষ্ঠার আসনে উপবিষ্টা হওয়ার দরুণ লোকের অদৃশ্যা হইয়া নিম্নগা রূপে বহিবে। গায়ত্রীও ক্রুদ্ধা হইয়া সরস্বতীকে সেইরূপ প্রতিশাপ দিলেন। সরস্বতীর সেই শাপের ফলে বিষ্ণু হইলেন কৃষ্ণা, মহেশ্বর হইলেন বেণা ও ব্রহ্মা হইলেন ককুদ্মিনী গঙ্গা। পদ্ম-উ-১১১। (২) কৌরব কুলোৎপন্ন জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বেণীস্কন্ধ—কৌরব কুলোৎপন্ন জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বেণু—পূর্ব্বাকালে সূর্য্যবংশে বেণু নামে এক অতি দুশ্চরিত্র, পাপাচারসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় দুষ্ক্রিয়ার ফলে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। পরে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক সুবর্ণলিঙ্গের প্রাসাদে উপনীত হন এবং তথায় পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই লিঙ্গমাহাত্ম্যে শিবলোকে গমন করেন। স্কন্দ-নাগ-৮৩।

বেণুজঙ্ঘ—জনৈক মহর্ষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

বেণুদারী—পুরূরবা বংশীয় বেণুদারী, মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-৯১।

বেণুপ্রিয়—জনৈক কিন্নর। তাহার পত্নীর নাম হংসপদী। স্কন্দ কাশী-পূ-১০।

বেণুমান—(১) প্রিয়ব্রতের অগ্নিধ্র, জ্যোতিষ্মান প্রভৃতি সাত পুত্র ছিল। (প্রিয়ব্রত দেখ) তাঁহাদিগের মধ্যে কুশদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান, স্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব

মামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। জ্যোতিষ্মান, কপিল, প্রভাকর ও উদ্ভিদ দেখ। গরুড়-৫৬ দেখ।

বেণুজয়—(১) যদু বংশীয় শতজিৎর হৈহয়, হয় ও বেণুহয় নামে তিন পুত্র ছিল। মৎ-৪৩। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) যদু বংশীয় সহস্রদের তিন পুত্র, হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। হরি-হরি-৩৩।

বেণুহোত্র—বৈবস্বত মনু বংশীয় ধৃষ্ট-কেতুর পুত্র। বেণুহোত্রের পুত্র প্রজেশ্বর ভর্গ। হরি-হরি-২৯। বেণু-হোত্রের পুত্র গার্গ্য। তৎপুত্র ভর্গ-ভূমি। বায়ু-৯২।

বেণ্ৎ—যদুবংশীয় শতজিতের হৈহয়, বেণ্ৎ ও হয় নামে তিন পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। বেণুহয় দেখ।

বেতণ্ড—অষ্টবসুর অন্যতম অয়। অয়ের পুত্র বেতণ্ড, শ্রম,শান্ত ও মুনি। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অয় ও অষ্টবসু দেখ।

বেতসু--(১) অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোনি, তূতুজি, তুগ্র এবং ইভকে, মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় (রাজা) দোতনের নিকট সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করি-ছিলেন। ঋক্-৬।৩০।৮ (২) ইন্দ্র বেতসুকে সংহার করেন। ঋক্-৬। ২৬।৪। ইভ দেখ।

বেতাল—পৌষ্য নৃপতির পুত্র চন্দ্র-শেখর শিবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী তারাবতীও গৌরীর অংশ সম্ভূতা ছিলেন। ঐ তারাবতীর গর্ভে স্বয়ং মহাদেবের ঔরসে ভৈরব ও বেতাল নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহাঁরা দুইজনেই মনুষ্য যোনীতে জাত ভৃঙ্গি ও মহাকাল নামক শিব পুত্রদ্বয় কালিকা-৪৭-৫০।

বেত্রকী—বৃষ্ণিবংশীয় অংশুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে অংশু হইতে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাত্বতের জন্ম হয়। পদ্ম-স্থ-১৩।

বেত্রা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বেত্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থে শ্বেতাননকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেত্রাসুর—বরুণবংশজাত সিন্ধুদ্বীপের ঔরসে জলপতি বরুণের পত্নী বেত্র-বতীর গর্ভে বেত্রাসুর জন্মগ্রহণ করেন। বেত্রাসুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তদ্বীপে পৃথিবীর অধিপতি হন। এবং ইন্দ্র অগ্নি ও যমকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে তিনি অষ্টভুজা অযোনী-সম্ভবা দেবীর হস্তে নিহত হন। বরা-২৮।

বেদ—(১) জনৈক মহর্ষি। হরি-হরি -১৬৬। কল্কি-তৃ-৩। (২) তৃতীয় (উত্তম) মনুর কালে সত্য, বেদ, শ্রুত

৯৯৩ পৃঃ হইতে ১০৫৬ পৃঃ পর্য্যন্ত ও কভার কামায়ুট (রেঙ্গুন) বাঙ্গালী প্রেসে শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১০৫৭ হইতে ১০৮৮ পৃষ্ঠা কলিকাতা ১২, করিস্ চার্চ্চ লেনে বিজয়া প্রেসে শ্রীগোপেশচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশক :—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ৮১, ওয়েষ্ট কমায়ুট, পোঃ কমাউট, রেঙ্গুন।

ও ভদ্র, ইঁহারা দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৩) কলিতে বেদ, বামন, দণ্ড, সৌবল প্রভৃতি রাজা ছিলেন। ব্রহ্ম-৬৮। (৪) মহর্ষি আয়োদ-ধৌম্যের অন্যতম শিষ্য। তিনি সর্ব্ব-বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। মহাভা-আদি-৩।

বেদকর্ত্তা—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-১৫।

বেদকৌণ্ডিল্য—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

বেদদর্শ—সামগ জৈমিনী মুনির পুত্রের নাম সুমন্ত। সুমন্তর পুত্র সত্বান। অথর্ব্ববিদ্ সুমন্ত স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে নিজ সংহিতা অধ্যয়ন করান। তিনিও পথ্য ও বেদদর্শকে তাহা শিক্ষা দেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মেদোষ এবং পিপ্পলায়নি ইহারা বেদদর্শের শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭। বেদস্পর্শ, দেবদর্শ ও পথ্য দেখ।

বেদদীধিতি—অপ্সরী পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে প্রিয়ব্রত-তনয় অগ্নীধ্রের কেতুমাল, নাভি প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। তাহা-দের মধ্যে কেতুমাল মেরুর কন্যা বেদদীধিতিকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২।

বেদদূষক—জনৈক দানব। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

বেদনা—(১) অধর্ম্মের পত্নী হিংসা। হিংসার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র ও নির্ঋতি নামে কন্যা জন্মে। এই নির্ঋতির গর্ভে অনৃতের ঔরসে নরক ও ভয় নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামক দুই কন্যা জন্মে। ইহারা পরস্পর মিথুন ভাবাপন্ন। (২) নরক হইতে বেদনা দুঃখ নামক পুত্রকে প্রসব করেন। মার্ক-৫০। বায়ু ১০। (৩) বিষ্ণুপুরাণে নির্ঋতি স্থানে নিকৃতি নাম দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-১ম-৭। পদ্ম-সৃ-৩। অগ্নি-২০। কূর্ম্ম-পূ-৮।

বেদনিধি—(১) বেদনিধি নামক এক ব্রাহ্মণতনয় নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও কুক্রিয়াসক্ত হইয়াও শিবের ব্রত সম্পাদন ও শিবরাত্রিতে জাগরণ করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন এবং মরণান্তে কলিঙ্গ দেশের অধি-পতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শিব-জ্ঞান-৭৫। (২) জনৈক ঋষি। তাঁহার পুত্র অগ্নিপ। অগ্নিপ দেখ। পদ্ম-উত্ত-১২৮। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৬। (৩) ভরদ্বাজ-নন্দন বেদ-নিধি কুশস্থলী গ্রামে বাস করিতেন। তিনি বিধিমত মহালয়শ্রাদ্ধ না করায় বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৬।

বেদনিন্দক—জনৈক দানব। পদ্ম-সৃ-১৩।

বেদপাণি—ব্রহ্মার এক নাম। পদ্ম-সৃ-৭।

বেদপ্রিয়—অবন্তীনগরী নিবাসী এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। তাঁহার দেব-

প্রিয়, প্রিয়মেধ, সুবৃত ও সুব্রত নামে চারি পুত্র ছিল। শিব-জ্ঞান-৪৬। দেবপ্রিয় দেখ।

বেদবতী—(১) আঙ্গিরসের কন্যা বেদবতী অতিশয় সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিলে তিনি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পরে মিথিলাতে জনকের অযোনিজা কন্যা হইয়া রাবণের বধের হেতু হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩। (২) বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজের বেদবাক্য হইতে উদ্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা। কুশধ্বজ বিষ্ণুকে জামাতা করিবার বাসনা করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শুম্ভ দৈত্য তাঁহাকে বধ করেন বেদবতী তখন নারায়ণকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। রাবণ সেই তপস্যা-নিরত কন্যাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করেন। তাহাতে মনোদুঃখে বেদবতী অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং পরজন্মে জনকনন্দিনী সীতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রাবণ বধের হেতু হন। রামা-উত্ত-১৭। দেবীভা-৯স্ক-১৬। (৩) জনৈক অপ্সরা। ব্রহ্মার বেদীতল হইতে তিনি উৎপন্না হন। বায়ু-৬৯। (৪) এক গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী। পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে বিবাহ করেন। বাম-৬৫।

বেদবর্ণিনী—বৃহস্পতির কন্যা ও বিশ্রবার অন্যতম পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। বিশ্রবা ও বরবর্ণিনী দেখ। মতান্তরে বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী বিশ্রবার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। লি-৬৩।

বেদবাহু—(১) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। হরি-হরি-৭; গরু ৮৭। ঊর্দ্ধবাহু ও রৈবত-মনু দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। তিনি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪,২০। গর্গ-অশ্ব-১৪,১৬।

বেদবিৎ—(১) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-১৫। (২) বারাহকল্পের ভবিষ্য ব্যাসদিগের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ।

বেদবেদ্য—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

বেদব্যাস—(১) শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। (বিস্তৃত বিবরণ সত্যবতী নামে দ্রষ্টব্য)। তিনি যমুনা-দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য তাঁহার এক নাম হয় দ্বৈপায়ন এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় এবং মনুষ্যদিগের আয়ু ও শক্তির হ্রাস

দেখিয়া বেদের স্থায়ীত্ব ও ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি অনুকূলতা-প্রযুক্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার আর এক নাম হয় বেদব্যাস। তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও খ্যাত। মহাভা-আদি ৬৩। তিনিই বিখ্যাত মহাভারত গ্রন্থের রচয়িতা। দেবীভা-২স্ক-২। (২) অষ্টাবিংশ দ্বাপরে পরাশর-নন্দন বেদব্যাস বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুর নবম বুদ্ধাবতারে দ্বৈপায়ন পুরোধা ছিলেন। মৎ-৪৭। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। (৩) ভগবান পিনাকী তুষ্ট হইয়া পরাশর ঋষিকে যোগিশ্রেষ্ঠ, জরা ও মৃত্যুশূন্য, বেদ-ব্যাস নামে পুত্র প্রদান করেন। শিব-ধর্ম্ম-২। (৪) দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান হরি বেদব্যাসরূপে অবতরণ করিয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন। আদিতে বেদ চতুষ্পাদ ও শত সহস্র শাখা সমন্বিত একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল। তিনি তাহাকেই চারি ভাগে বিভাগ করেন। তন্মধ্যে যজুঃ সমূহে আধ্বর্য্যব; ঋক্ সমূহে হোত্র; অথর্ব্ব সমূহে ব্রহ্মত্ব বিধান করিয়াছেন। ব্যাসের শিষ্য পৈল ঋগ্বেদে পারদর্শী ছিলেন। ব্যাসের অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ তরুর সপ্তবিংশতি শাখা কল্পনা করেন। জৈমিনী সামবেদ তরু শাখা কল্পনা করেন এবং অপর শিষ্য সুমন্ত অথর্ব্ব তরু বিভাগ করিয়া পৈপ্পলাদি সহস্র সহস্র শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। আর সূত ব্যাসের প্রসাদে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। অগ্নি-১৫০। বায়ু-৯৮। বিষ্ণু-৩য়-৪। (৫) বেদব্যাস জন্মমাত্রেই মাতাকে বলিলেন, "আমি এখন তপস্যার্থ গমন করিব। আপ-নার যখনই কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিবেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ আপনার নিকট উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া তিনি প্রতি তীর্থে স্নান করিয়া পরম তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কলিযুগ সমাগত দেখিয়া তিনি বেদরূপ বৃক্ষকে শাখাদি দ্বারা শোভিত করেন। শাখাদি দ্বারা বেদের বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা ও মহাভারত প্রণয়ন এবং বেদ বিভাগ করিয়া সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল বৈশম্পায়ন, অসিত ও দেবল নামক শিষ্যগণ এবং নিজপুত্র শুককে অধ্যয়ন করান। দেবীভা-২স্ক-২। (৬) জননী সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাসদেব রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে, অম্বালি-

কার গর্ভে পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন। এতদ্ভিন্ন অম্বিকার পরিবর্ত্তে এক দাসীর গর্ভে তিনি বিদুরের জন্মদান করেন। মহাভা-আদি-১০৬। দেবীভা -১স্ক ২০। ভাগ-১স্ক-২২। (৬) পরাশর-নন্দন সনৎকুমারের নিকট উপনীত হইয়া, "ঘোর কলিযুগে শ্রেয়স্কর কি এবং কিরূপ কার্য্য করিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়," তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে সনৎকুমার তাঁহাকে বলেন যে, বারাণসীতে যাইয়া শিবের জ্যোতি-লিঙ্গ দর্শন করিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সৌ-৫। (৭) বেদব্যাস বিষ্ণুর সপ্তদশ অবতার। ভাগ-১স্ক-৩। (৮) ব্যাসদেবের অনুরোধে নারদ তাঁহাকে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ভাগ-১স্ক-৫-৬। (৯) মহর্ষি বেদব্যাস মথুরাবাসকালে কৃষ্ণ গঙ্গাতীর্থে স্নান ও তপস্যা করিতেন। বরা-১৭৫। (১০) পুত্র শুকদেব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব, প্রাণিগণের কর্ত্তা কে? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নিশ্চয় করা যায়? এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩১-২৩৬। (১১) পুত্র শুকদেব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব, কর্ম্মপ্রভাবে লোকের কোন্ গতিলাভ হয় এবং জ্ঞানবলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। মহাভা-শান্তি-২৪১। (১২) বেদব্যাস স্বীয়পুত্র শুককে মণিষী নির্দ্দিষ্ট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্য-ব্রত-রহিত বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন। মহাভা-শান্তি-২৪৩, ২৪৪। (১৩) শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব তাঁহাকে বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। তৎসমুদয় মহাভারতের শান্তি পর্ব্ব অনুশাসন পর্ব্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বে দ্রষ্টব্য। শান্তিপর্ব্বে ২৪৭-২৫৫; ৩২২-৩৫১; অনুশাসন পর্ব্বে ৯,২৪,২৬,৮১,১১৭-১২৫,১৩৯, ১৫০,১৬৫-১৬৮ প্রভৃতি অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য। (১৪) অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাসকালে একবার মহর্ষি ব্যাস বহু ভ্রমণ করিয়াও কোথাও ভিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তাহাতে ক্ষুধাবিষ্ট ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বারাণসী নগরী ও নগরীর অধিবাসী-দিগকে শাপ প্রদানে উদ্যত হন। তাহা জানিতে পারিয়া শিব উমাকে তৎপ্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। শঙ্করের কথা শুনিয়া দেবী-মানবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্যাসকে দেখা দিলেন এবং আহ্বান করিয়া বড় রসময়ী সুধাসম ভিক্ষা দিলেন। দেবী প্রদত্ত ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিয়া ব্যাস আনন্দিত চিত্তে নগর

দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। তখন শঙ্কর ও পার্ব্বতী ব্যাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "তুমি অতিশয় ক্রোধনস্বভাব। সুতরাং এক্ষেত্রে তুমি বাস করিতে পারিবে না।" তাঁহাদের আদেশ শুনিয়া ব্যাসদেব কেবল চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে বারাণসী প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শিব ও উমা তাহা অনুমোদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। মৎস্য-১৮৫। (১৫) সাবর্ণি (অষ্টম) মন্বন্তরে ব্যাস সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। আত্রেয় দেখ। বিষ্ণু-৩য়-২। গরু-৮৭। (১৬) পিতৃগণের গন্ধ-কারী নামে এক যোগ পরায়ণা কন্যা ছিল। তাঁহার গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মার চতুর্থ অংশ সম্ভূত। বায়ু-৭৭। (১৭) পরাশরের পুত্র ব্যাস বিষ্ণুর অষ্টাদশ অবতার। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। (১৮) প্রতিদ্বাপর যুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য বিষ্ণু ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন। বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন সেই মূর্ত্তির নামই হয় বেদব্যাস। বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন বেদবিভাজক বেদব্যাস • জন্ম-গ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের প্রতি দ্বাপরেই এক এক বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। প্রথম দ্বাপরে স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বেদবিভাগ করেন। তাহার পরে যথাক্রমে প্রজাপতি মনু, উশনা, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্র, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণজ্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, হর্য্যাত্মা, বেণ, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ, শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হন। তৎপরে (ভবিষ্য মন্বন্তরে) দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন। বিষ্ণু—৩য়-৩। (১৯) পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইয়া ব্রহ্মার আদেশে বেদবিভাগ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পৈলকে ঋগ্বেদ; বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ ও জৈমিনিকে সামবেদের শ্রাবকরূপে গ্রহণ করেন। অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ সুমন্তুও বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। অতঃপর ব্যাসদেব মহামুনি রোমহর্ষণ (লোম-হর্ষণ) কে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। (২০) মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব, কলিতে কিরূপে মোক্ষ লাভ হয় তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-ক্রি-২। (২১)

ব্যাসদেব কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরম হিতাকাঙ্খী ছিলেন। নানা বিপদ কালে অথবা বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া উপকৃত করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারি প্রভৃতিকে নানারূপে সান্ত্বনা দান ও বিবিধ সংশয়চ্ছেদক উপদেশাদি দান করেন। এসমস্ত বিবরণ বিস্তারিত জানিতে হইলে মহাভারতের স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধ ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বগুলি দেখা কর্ত্তব্য। (২২) যুগে যুগে অনেক ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রথম দ্বাপরে শ্বেত নামক মহামুনি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে যথাক্রমে ২য় দ্বাপরে প্রজাপতি স্বয়ং সত্য নামে ব্যাস হন। তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব; চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা; পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা; ষষ্ঠে মৃত্যু; সপ্তমে শতক্রতু; অষ্টমে বশিষ্ঠ; নবমে সারস্বত; দশমে ত্রিধামা; একাদশে ত্রিবৃৎ; দ্বাদশে শততেজা; ত্রয়োদশে ধর্ম্মনারায়ণ; চতুর্দ্দশে সুরক্ষ; পঞ্চদশে আরুণি, ষোড়শে সঞ্জয়; সপ্তদশে কৃতঞ্জয়; অষ্টাদশে ঋতঞ্জয়; একোনবিংশে ভরদ্বাজ; বিংশে বাচঃশ্রবা; একবিংশে বাচস্পতি; দ্বাবিংশে শুক্লাচয়; ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দু; চতুর্ব্বিংশে ঋক্ষ; পঞ্চবিংশে বশিষ্ঠ; ষড়বিংশে পরাশর; সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশ দ্বাপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হন। ইহাদের প্রত্যেক বারেই মহাদেব বিভিন্ন নামে শিবাচার্য্য (শিবাবতার যুগাচার্য্য) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ২৩। বায়ু-২৩। শিব-বায় উ-১০। লি-২৪। শিব দেখ।

বেদমিত্র—বিদর্ভ নগরে বেদমিত্র নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সারস্বত নামে এক বিপ্র তাঁহার সখা ছিলেন। বেদমিত্রের পুত্র সুমেধা সারস্বতের পুত্র সোমবানের সমবয়স্ক, সমবিদ্য ও সখা ছিলেন। একদা অধ্যয়ন সমাপান্তে উভয়ের পিতা তাঁহাদিগকে বিবাহের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য বিদর্ভরাজের সমীপে প্রেরণ করেন। এদিকে বিদর্ভরাজ তাঁহাদিগের অন্যতম সারস্বত-তনয় সোমবানকে স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে বলিয়া, সুমেধার সহিত তাঁহার স্ত্রীরূপে নিষধরাজের মহিষীর অম্বিকা-মহেশ্বর ব্রতে দান গ্রহণ করিবার জন্য যাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা রাজাদেশ অলঙ্ঘ্য জ্ঞানে দ্বিজ দম্পতীরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া দান গ্রহণ করিলেন।

এই দান গ্রহণের ফলে সোমবান্ স্ত্রীই রহিয়া গেলেন। তখন তাঁহার নাম হইল সামবতী। সারস্বত পুত্রের কন্যারূপ প্রাপ্তিতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের উপদেশে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেবের বরে তিনি অন্য পুত্র লাভ করিলেন বটে কিন্তু সোমবান্ আর পুরুষ হইতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই কন্যা সামবতীকে, বেদমিত্রের পুত্র সুমেধার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৯।

বেদমন্ত্রা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে উৎক্রাথনী (তীর্থ) তাঁহার সাহায্যার্থ বেদমন্ত্রাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেদশর্ম্মা—(১) কৌশিককুলজাত জনৈক ব্রাহ্মণের পিতা। পদ্ম-ভূমি -১৪। (২) জনৈক অতি দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়াও পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে এক সিদ্ধের উপদেশে কাশীতে অমাসংযোগপর্ব্বে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। পদ্ম-ভূমি-৯১।

বেদশিরা—(১) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। ভাগ-৮স্ক -৫। ঊর্দ্ধবাহু ও রৈবত মনু দেখ। (২) মার্কণ্ডেয় ঋষির পুত্র বেদশিরা। মার্ক-৫৭। অ-২০। (৩) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে এইরূপ আটাশ জন যুগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের মধ্যে বেদশিরা অন্যতম ছিলেন। এই সমুদয় যোগাচার্য্যদের প্রত্যেকেরই চারিটি করিয়া শিষ্য ছিল। বেদশিরার শিষ্যগণের নাম—কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুণেত্রক। শিব-বায়-উ-১০। বেদব্যাস দেখ। (৪) বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে আরুণি ঋষি যখন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন, তখন মহাদেব বেদশিরা নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার জন্মভূমির মধ্যে বেদশিরা নামক মহাবীর্য্যধর পারমেশ্বর অস্ত্র এবং হিমালয় পৃষ্ঠে সরস্বতী সমীপে বেদশীর্ষ নামক পর্ব্বতও উদ্ভূত হয়। সেই সময়ে মহাদেবের কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুণেত্রক নামে ব্রহ্মনিষ্ঠ, ঊর্দ্ধরেতা চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। বেদব্যাস (২২) দেখ। (৫) মার্কণ্ডেয়ের পুত্র বেদশিরার পত্নীর নাম পীবরী। পীবরীর গর্ভে যে সমুদয় বেদপারগ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা মার্কণ্ডের নামে খ্যাতিলাভ করেন। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। (৬) স্বায়-

ভুব মন্বন্তরে বেদশিরা নামক এক মুনি বিন্ধ্যাচলে তপস্যা করিতেন। অশ্বশিরা নামক অপর এক মুনিও তথায় যাইয়া তপস্যা করিতে উদ্যত হইলে বেদশিরা তাঁহাকে অন্যত্র যাইয়া তপস্যা করিতে আদেশ দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বশিরা বেদশিরাকে "সর্প হও" বলিয়া শাপ দেন এবং বেদশিরাও ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বশিরাকে "কাক হও" বলিয়া শাপ দেন। গর্গ-বৃ-১৩। বিষ্ণু (৫২) দেখ। (৭) ব্রহ্মা একবার পুষ্করে গমন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ভরদ্বাজ, শমীক, পুরুকুৎস; যুগন্ধর, এনক, তীর্থক, কেশ, কুতপ, গর্গ ও বেদশিরা ইহাঁরা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ত্রিসামা অধ্বর্য্যু নিযুক্ত হন। পদ্ম-সৃ-৩৭। (৮) মৃকণ্ডুর ভ্রাতা প্রাণের পুত্র বেদশিরা ও রাজবান্। বিষ্ণু-১ম -১০। (৯) পুরাকালে বেদশিরা মুনি পাতালে গমন করিয়া বিষ্ণু পুরাণ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রমতিকে তাহা শিক্ষা দেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। (৯) ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি কৃশাশ্বের অন্যতম পুত্র। কৃশাশ্ব দেখ। (১০) দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তরে বেদশিরা নামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও তৎপত্নী তুষিতার গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া বিভু নামে খ্যাত হন। ভাগ-৮স্ক-১। (১১) মহর্ষি বেদশিরা, রাজা উপরিচরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি ৩৩৭। (১২) পূর্ব্বকালে বেদশিরা নামক ঋষি শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিতে করিতে কাশীস্থিত জ্যোতির্ম্ময় বীরেশ্বর লিঙ্গে সশরীরে প্রবিষ্ট হন। স্কন্দ-কা-পূ-১০। (১৩) শুচী নামক অপ্সরাকে দেখিয়া ভৃগু বংশোৎপন্ন বেদশিরা নামক ঋষির রেতঃ স্খলিত হয়। শুচী বেদশিরার সেই রেতঃ পান করিলে তাহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যার নাম ধৃতপাপা। ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক ধৃতপাপাকে উপভোগ করিলে, তিনি কন্যার শাপে নদরূপে পরিণত হন। ধৃতপাপাও ধর্ম্মের শাপে পাষাণে পরিণত হন। কিন্তু বেদশিরা কন্যাকে চন্দ্রকান্ত শিলা করিয়া দেন এবং চন্দ্রোদয়ে তাহার তনু দ্রবীভূত হইয়া ধৃতপাপা নামক প্রসিদ্ধ নদী হইবে বলিয়া বর দেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৮। ধৃতপাপা দেখ।

বেদশিরোব্রত—শ্বেতবরাহ কল্পে ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর এক যজ্ঞ করেন। সেই উপলক্ষে তিনি বেদশিরোব্রত প্রমুখ মানস প্রজাগণকে সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে পুরোহিতরূপে পরি-

কল্পিত করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় মানস প্রজার নাম—অগ্নিশর্ম্ম, অমৃত, শৌনক, শান্তস্বভাব, জাজলি, কুথুমি, বেদকৌণ্ডিল্য, হারীত, কশ্যপ, স্থপ, গর্গ, কৌশিক, বশিষ্ঠ, অব্যয়, ভার্গবমুনি, বৃদ্ধপরাশর, কণ্ব, মাণ্ডব্য, শ্রুতি, কেবল, শ্বেত, সুতাল, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক, মহাবাহু, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, দধিপঞ্চমুখ, কর্ক, কাত্যায়ন, গোভিল, উগ্রমহাব্রত, সুপালক, গৌতম, বেদশিরোব্রত, অব্যগ্র, জটামালী, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, মহাব্রত, উপমন্যু, গুহাবাসী, ও উমাব্রত। বায়ু-১০৬।

বেদশীর্ণ—শ্বেত কল্পীয় কলির আদিতে রুদ্র, পরে সুতার, তারণ, সুহোত্র, কঙ্কণ, লোকাখ্য, জৈগিষব্য, দধিবাহন, ঋষভ, ধর্ম্ম, উগ্র, অত্রি, বালক, গোতম, বেদশীর্ণ, গোকর্ণ, শিখণ্ডি, গুহাবাসী, জটামালী, অট্টহাস, দারুণ, লাঙ্গলী, সংযমী, শূলী, তিণ্ডি, জুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, নকুলীশ ও কায়াবরোহণ, এই সকল যোগীশ্বর ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে শিবধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে কুমা-৪০।

বেদশেরক—বশিষ্ঠবংশীয় শৈলালেয়, মহাকর্ণ, কৌরব্য, ক্রোধিন, কপিঞ্জল, বালখিল্য, ভাগবিত্তায়ন, কৌলায়ন, কালশিখ, কোরকৃষ্ণ, সুরায়ণ, শাকহার্য্য, শাকধী, কাথ, উপলপ, শাকায়ন, উহাক, মাষশরাবি, দাকায়ন, বালাবি, বাকি, গোরথ, লম্বায়ন, শ্যামবি, কোড়োদরায়ণ, প্রলম্বায়ন, উপমন্তব, সাংখ্যায়ন, বেদশেরক, পালঙ্কায়ন, উদগাহ, বলেক্ষু, মাতেয়, ব্রহ্মবলী, এবং পর্ণাগারী এই সকল গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষের প্রবর তিনটি। যথা—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নাই। মৎ-২০০।

বেদশ্রী (১) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২। কূর্ম্ম-পূ-৫০। ঊর্দ্ধবাহু, রৈবত-মনু ও বেদশিরা দেখ।

বেদসাবর্ণি—চতুর্দ্দশজন মনুর মধ্যে তিনি ত্রয়োদশ মনু ছিলেন। বৃহদ্ধ-ম ২৯। মনু দেখ।

বেদস্পর্শ—জৈমিনিতনয় সুমন্ত অথর্ব্ববেদকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে নিঃশেষ রূপে প্রদান করেন। কবন্ধ আবার উহাকে পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ পথ্যকে ও অপর ভাগ বেদস্পর্শকে প্রদান করেন। বেদস্পর্শ আবার উহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া মোদ, ব্রহ্মবল, পিপ্পলাদ, ও শৌক্কায়ণি এই চারিজন শিষ্যকে প্রদান করেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্ম পুরাণ মতে (৬৮অঃ) বেদস্পর্শের চারিজন শিষ্যের নাম মোদ, পিপ্পলাদ,

শৌকায়নি ও তপন। কবন্ধ ও বেদদর্শ দেখ।

বেদাটবীনাথ—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-১৬।

বেদাঢ্য—গন্ধর্ব্বগণ সেবিত রম্য তুঙ্গ-ভদ্রাতটে বেদসুর নামে এক নগর আছে। তথায় বেদবেদাঙ্গপারগ বেদাঢ্য নামক এক অগ্রহার ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বংশীয় কেশব নামক এক পাপাসক্ত ব্রাহ্মণ বেঙ্কট শৈলস্থিত বেঙ্কটপতি মহাদেবের কৃপায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২৮। কেশব দেখ।

বেদান্তক—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন! তাঁহার প্রবলপ্রতাপী তেত্রিশ জন সেনাপতির অন্যতম বেদান্তক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই মহাদেবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সৌর-৪৯। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম সেনাপতি বেদান্তক। তিনি দেবাসুর সমরে কুবেরকে জয় করিতে যাইয়া স্বয়ং যমালয়ে গমন করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬৫।

বেদায়ন—অযোধ্যা প্রদেশে মুকুন্দ নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বেদায়ন নামে এক সন্ন্যাসী শুরুছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০৯। মুকুন্দ দেখ।

বেদেশ—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-১৫।

বেদেশ্বর—কাশীস্থিত বিজ্বরেশ্বর শিব-লিঙ্গের পশ্চিমে চতুর্ব্বেদ ফলপ্রদ বেদেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বেধস—অঙ্গিরসের তেত্রিশজন মন্ত্র প্রণেতা পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে বেধস অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

বেধা—(১) বেধা, দেবাসুরযুদ্ধে নিস্থির ও সুস্থির নামক সেনাপতিদ্বয়কে, দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭। বিষ্ণুর অন্য নাম বেধা। গরু ১৫।

বেপমান—প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অন্যতম বেপমান। ভাগ-৫স্ক-২০। মেধা-তিথি দেখ। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৬৭।

বেমক—মহর্ষি বেমকের পত্নী বেমকী নরপতি অজপার্শ্বকে শিশুকালে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৮৫। অজপার্শ্ব দেখ।

বেমকী—বেমক দেখ।

বেলা—(১) বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা ধারণী সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ছিলেন। ধারণী হইতে মন্দর নামক এক পুত্র এবং বেলা, নিয়তি ও আয়তি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ

করেন। বেলা সাগরের ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে সবর্ণা নামে এক কন্যা জন্মে। এই সবর্ণা প্রাচীনবর্হিষের পত্নী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩১। বায়ু পুরাণের ৩০ অধ্যায়ে ধারিণী নাম দৃষ্ট হয়। সাগর দেখ। (২) নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী। বায়ু-৭০। প্রভাকর ও ভদ্রাশ্ব দেখ। (৩) বর্হিষদ পিতৃগণের কন্যা ধরণী সুমেরুর পত্নী ছিলেন। ধরণীর গর্ভে মন্দর নামে পুত্র এবং বেলা, নিয়তি ও আয়তি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫। সৌর-২৬। বৃহদ্ধ-মধ্য-২২।

বেশাশ্বদংশনা—অন্ধক অসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে হরির গাত্র হইতে বত্রিশটি মাতৃকার উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে অজিতা, বৃদ্ধা, সুস্মহৃদয়া, বেশাশ্বদংশনা, নৃসিংহভৈরবা, বিল্বা, গরুত্মহৃদয়া ও জয়া এই অষ্ট মাতৃকা ভবমালিনীর অনুচরী বলিয়া বিদিতা। মৎ-১৭৯। গরুত্মহৃদয়া দেখ।

বৈকর্ণিনী—বৈগায়নি দেখ।

বৈকর্ণেয়—একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈবশপ দেখ।

বৈকর্ত্তন—(১) কর্ণের এক নাম। তাঁহার আসল নাম বসুষেণ। ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া দেন। তদবধি তাঁহার নাম কর্ণ ও বৈকর্ত্তন হয়। মহাভা-আদি-৬৭। কর্ণ দেখ। (২) সূর্য্যবংশে বৈকর্ত্তন নামে এক দুরাচার, ব্রাহ্মণ-নিন্দক. নিত্য-পরদার-নিরত, প্রজা-পীড়ক রাজা ছিলেন। তিনি পাপ-বশতঃ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। একদা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত রাজা দৈব-ক্রমে বনগমন করিয়া সাভ্রমতী তীরে অবস্থান করেন ও তথায় স্নান পানাদি করিয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হন। পদ্ম-উ-১৩৫।

বৈকুণ্ঠ—(১) প্রজাকামী ব্রহ্মা বৈবস্বত মন্বন্তরে মুখ হইতে জয় নামক দেব-গণের সৃষ্টি করেন। (জয়দেবগণ দেখ)। তাঁহারা সকলেই মন্ত্রময় শরীর সমন্বিত। ব্রহ্মশাপ বশে ইহাঁরাই বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন দেবগণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। রৈবত (চারিষ্ণব) মন্বন্তরে তাঁহারা বিকুণ্ঠা হইতে চরিষ্ণুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ নামে খ্যাত হন। অনন্তর সেই বৈকুণ্ঠ দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্যা হইতে ধর্ম্মের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়া সাধ্যগণ নামে খ্যাত হন। আবার তাঁহারাই অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৬,৬৭। বিষ্ণু-৩য়-১। (২) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিষ্ণু (স্বয়ং ভগবান) শুভ্রের ঔরসে

তদীয় পত্নী বৈকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ-বাসী দেবগণের সহিত আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে উৎপন্ন হন। লক্ষ্মীদেবীর বাসনায় বৈকুণ্ঠ তাঁহার প্রিয় সাধন করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ লোক নির্ম্মাণ করেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (৩) রৈবত (পঞ্চম) মন্বন্তরে অভূতরজঃ, অমৃত বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা নামে চারি দেবগণ ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশ-গণে বিভক্ত। গরু-৮৭। (৪) সাধুগণের রক্ষণার্থ বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কথিত হয়। তন্মধ্যে নৃসিংহ, রাম, শ্বেতদ্বীপাধিপতি, হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ ও নরনারায়ণ, ইহাঁরা পূর্ণাবতার। গর্গ-গো-১। (৫) ত্রেতা যুগে এক অতি ধর্ম্মাত্মা পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণের নাম ছিল বৈকুণ্ঠ। পদ্ম-স্বর্গ-৩৬। পদ্ম-ব্রহ্ম-৩। (৬) ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে সপ্তগু ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য বলেন বিকুণ্ঠা নাম্নী অসুরনারী ইন্দ্রের তুল্য পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করাতে ইন্দ্র নিজেই তাহার গর্ভে জন্মিয়া বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র হয়েন। (৭) তন্ত্রোক্ত ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রসার। ২৩৮-পৃঃ।

বৈকুণ্ঠা—বৈকুণ্ঠ (২) দেখ।

বৈকৃতগালব—অত্রিবংশীয় বিশ্বামিত্র, দেবরাত, বৈকৃতগালব, বতণ্ড, শবঙ্ক, অভয়, আয়তায়ত, শ্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, জাবাল, সৈন্ধবায়ন, বাভ্রব্য, করীষ, সংশ্রুত্য, সংশ্রুত, উলূপ, ঔপহাব, পয়োদজন, পাদপ, খরবাক্, হলযম, সাধিত ও বাস্তুকৌশিক এই সকল গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও মহাযশা উদ্দাল। মৎ-১৯৮।

বৈক্লব—বশিষ্ঠ বংশীয় ব্যাঘ্রপাদ, উপগব, বৈক্লব, শাদ্বলায়ন, কপিষ্ঠল, ঔপলোম, অলব্ধ, চষঠ, কঠ, গৌপায়ণ, বোধপ, দাকব্য, বাহ্যক, বালিশয়, পালিশয়, বাক্‌গ্রন্থি, আপস্থূণ, শীতবৃত্ত, ব্রাহ্মপুরেয়ক, লোমায়ণ, স্বস্তিকর, শাণ্ডিলি, গৌড়িনি, বাহোড়লি, সুমনা, উপাবৃদ্ধ, চৌলি, বৌলি, ব্রহ্মবল, পৌণ্ডি, শ্রবস, পৌড়ব ও যাজ্ঞবল্ক্য, এই সকল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

বৈখানস—(১) রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন তখন বৈখানস সম্প্রদায়ভুক্ত মুনিগণ তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে রাক্ষসদিগের বধসাধন করিতে অনুরোধ করেন। রামা-আর-৬। (২) মৈনাক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বৈখানস তাপস-

গণের আবাসস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। তথায় স্বর্ণ-পদ্ম-পরিপূর্ণ বৈখানস নামক সরোবর ও অবস্থিত। ঐ বৈখানস স্থানে সুগ্রীবের অনুচরগণ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪৩। (৩) চম্পক নগরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ বৈখানস নামে এক প্রজাপালক রাজা ছিলেন। তিনি পর্ব্বত নামক মুনির উপদেশে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাদ্বাদশীতে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া, নিকৃষ্ট যোনীগত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। পদ্ম-উ-৩৯। (৪) প্রজাসিসৃক্ষু ব্রহ্মা বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞের উড্ডীয়মান ভস্ম হইতে তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৈখানস মুনিগণ প্রাদুর্ভূত হন। বায়ু-৬৫। ব্রহ্মা দেখ। (৪) ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৯। (৫) শত সংখ্যক বৈখানস ঋষি অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।৬৬।১৩০। (৬) বৈখানস তাপসগণের বিষয় স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণু-বেঙ্ক-১,৯ এবং বিষ্ণু-পুরু-৯ অধ্যায়েও উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈগায়ন—ভৃগুবংশীয় নিম্নলিখিত গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি, এই পাঁচটি আর্ষ্যের প্রবর। ঋষিদের নাম—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বাৎস্য, নড়ায়ন, বৈগায়ন, বীতিহব্য, পৈল, শৌনক, শৌনকায়ন, জীবন্তি, কাম্বোজ, পার্ব্বণি, বৈহিনরি, বিরূপাক্ষ, রৌহিত্যায়ণি, বৈশ্বানরি, নীল, লুব্ধ, সাবর্ণিক, বিষ্ণু, পৌর, বালাকি, ঐলিক, অনন্তভাগিন, মৃগ, মার্গেয়, মার্কণ্ড, জবিন, বীতিন, মুণ্ড মাণ্ডব্য, মাণ্ডুক, ফেনপ, স্তনিত, স্থলপিণ্ড, শিখাবর্ণ, শার্করাক্ষি, জালধি, সৌধিক, ক্ষুভ্য, কুৎস, মৌদ্গলায়ণ, মাস্কায়ণ, দেবপতি, পাণ্ডুরোচি, গালব, সাঙ্কৃত্য, চাতকি, সর্পি, যজ্ঞপিণ্ডায়ণ, গার্গ্যায়ণ, গায়ণ, গার্হায়ণ, গোষ্ঠায়ন, বাৎস্যায়ন, নাকুলি, বৈশম্পায়ন, বৈকর্ণিনি, শার্ঙ্গরব, যাজ্ঞেয়ি, ভ্রাষ্টকায়নি, লোলাটি, লৌক্ষিণ্য, উপরিমণ্ডল, আলূকী, সৌচাকী কৌৎস্য, পৈঙ্গলায়নি, সত্যায়নি, মালায়নি, কৌটিলি, কৌচহস্তিক, সৌহসোক্তি, সকোবাক্ষি, কৌসি,

চান্দ্রমসি, নৈকজিহ্ব, জিহ্বক, ব্যাধাজ্য, লোহবৈরিণ, শারদ্বতিক, নেতিষ্য, লোলাক্ষি, চলকুণ্ডল, বাগায়নি, অনুমতি, পূর্ণিমাগতিক ও অসকৃৎ। মৎ-১৯৫।

বৈজবান—চমৎকারপুরবাসী কশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, উক্লাশ, শার্কর, দ্বিষ, বৈজবান, কাপিষ্টল, ও দ্বিক-এই সমুদয় কুলাষ্টক ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রের পরামর্শে হাটকেশ্বর তীর্থে গমন করেন। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

বৈজভৃত—ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি, বিদ, পৌলস্ত্য, বৈজভৃত, উভয়জাত, কায়নি ও শাকটায়ন, এই সকল ঋষিবংশের ঔর্ব্বেয় ও মারুত এই দুই আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

বৈণবী—মহাদেবের একনাম। মহাভা-অনু-১৭।

বৈণ্য—(১) একোণবিংশতি সংখ্যক মন্ত্রবাদী ঋষিগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। বীতহব্য দেখ। (২) নরপতি পৃথুর একনাম। পৃথু দেখ।

বৈতণ্ড—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপের, বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও মুনি, এই চারি পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩। অগ্নি-১৮। বেতণ্ড ও আপ দেখ। (২) বায়ু পুরাণে (৬৬অঃ) বৈতণ্ড, শম ও শান্ত এই তিন নাম পাওয়া যায়। (৩) বিষ্ণু পুরাণে (১ম-১৫) ও সৌর পুরাণে (২৮-অঃ) মুনি নামের পরিবর্ত্তে ধ্বনী নাম পাওয়া যায়। এবং স্কন্দ পুরাণে (প্রভা-প্রভা-২১) বৈতণ্ড নামের পরিবর্ত্তে বৈদণ্ড্য নাম পাওয়া যায়। বৈতুণ্ড্য দেখ।

বৈতণ্ডিক—রাজর্ষি অঙ্গের বংশে হর্য্যঙ্গ নামক নৃপতির বৈতণ্ডিক নামে এক হস্তী ছিল। বায়ু-৯৯।

বৈতণ্ডী—জনৈক সংশিতব্রত ঋষি। হরি-হরি-১৬৬।

বৈতরণ—নরপতি শতধন্বার অন্যতম পুত্র। অধিদান্ত দেখ।

বৈতানি—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বৈতালী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। ঐরূপ অন্যান্য সেনাধ্যক্ষের নাম—শঙ্কুকর্ণ, সন্তর্জ্জন, সহস্রবাহু, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতি-কম্পন, সুনামা, সুচক্র, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, হরি, মেঘনাদ, মারুতাশন, রথাক্ষ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, মেঘ-প্রবাহ, শ্বেত, সিদ্ধার্থ, স্বস্তক, সুবাহু, সিদ্ধপাত্র, হুসন, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, শ্বেতসিদ্ধ, সিত, বজ্রবাহু, সোমপ, মজ্জল, মধুর, সুপ্রসাদ, মধু-

বর্ণ, মন্মথকর, সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, সুবাহু, রজ, সঞ্চারক, লোহাজবক্ত্র, স্বর্ণগ্রীব, হংসবক্ত্র, শম্বুক, শিক্ষক, শাকবক্ত্র প্রভৃতি। মহাভা-শল্য-৪৬।

বৈতুণ্ড্য—অষ্টবসুর অন্যতম আপের শ্রম, শান্ত, ধ্বনী ও বৈতুণ্ড্য নামে চারি পুত্র ছিল। গরু-৬। বৈতণ্ড ও আপ দেখ।

বৈদণ্ড্য—অষ্টবসুর অন্যতম আপের পুত্র। বেতণ্ড ও বৈতুণ্ড্য দেখ।

বৈদর্ভি—প্রদ্যুম্নের পত্নী ও অনিরুদ্ধের মাতা। মৎ-৪৭। হরি-হরি-১৬০। অগ্নি-২৭৬।

বৈদর্ভী—(১) সজ্জন প্রতিপালক নরপতি কুশের পত্নী। কুশ দেখ। (২) বৈদর্ভি দেখ।

বৈদুর্য্য—জনৈক দানবপতি। শর্করা-ময় পঞ্চমতলে তাঁহার পুরী অবস্থিত। বায়ু-৫০।

বৈদেহ—(১) কলাবতী, রত্নমালা ও মেনকা নামে পিতৃগণের তিনটি মানসী কন্যা ছিল। পিতৃগণ বিবিধ যৌতুক সহ যথাবিধানে বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত সুচন্দ্রকে কলাবতী, বৈদেহকে রত্নমালা ও হিমালয়কে মেনকা অর্পণ করেন। রত্নমালায় সীতা ও মেনকায় পার্ব্বতী প্রাদুর্ভূত হন। গর্গ-গো-৮। (২) জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা ৮। (৩) মিথিলাপতি জনকের অপর নাম। জনক দেখ।

বৈদেহরাত—অত্রিবংশীয় দেবশ্রব, সুজা-তেয়, সৌমুক, কারুকায়ণ, বৈদেহ-রাত ও কুশিক—এই সমুদয় গোত্র, প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা-দেবশ্রবা দেবরাত ও বিশ্বামিত্র। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিসিদ্ধ। মৎ-১৯৮।

বৈদেহী—(১) জনকনন্দিনী সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (২) কুরুবংশীয় শতানকের পত্নী। তাঁহার গর্ভে অশ্বমেধ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

বৈদ্য—(১) বরুণের পত্নী সামুদ্রী দেবীর (অপর নাম সুনাদেবী) গর্ভে বৈদ্য ও কলি নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নামে এক কন্যা জন্মে। বৈদ্যের দুই পুত্র ঘৃণি ও মুনি প্রজা-ভক্ষণ-মানসে পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বায়ু-৮৪। (২) সাবর্ণ মন্বন্তরে শুক নামক দেবগণের অন্তর্গত বিংশতি সংখ্যক দেবতার অন্য-তম। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ দেখ।

বৈদ্যনাথেশ্বর—লঙ্কাপতি রাবণ এক-বার কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া কঠোর

তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। নানাভাবে অতি কঠোরতম উপায়াদি অবলম্বন করিয়া তপস্যাতেও শিবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে অগ্নিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন এবং চন্দনাদি দ্বারা মস্তকগুলি শোধন করিয়া একে একে নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। তৎপরে যেই দশম মস্তকটি ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শিব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শিবের বরে ছিন্ন মস্তকগুলি আবার যথা-স্থানে যুক্ত হইল এবং রাবণের প্রার্থনায় তিনি তথায়ই অবস্থান করিলেন। তিনিই বৈদ্যনাথেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। শিব-জ্ঞান-৪৫।

বৈদ্যুত—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ বপুষ্মান শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বপুষ্মানের সাত পুত্র শাল্মলী দ্বীপে স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের নাম—(ক) শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও কেতুমান। মার্ক-৫৩। (খ) শ্বেত, হরিত, জীমূত লোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। অগ্নি-১১৯। (গ) শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। লি-১০৯। বিষ্ণু-২য়-৪। গরুড়-পূ-৫৬। (২) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন (বেদব্যাস দেখ) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে ষড়বিংশ দ্বাপরে যখন পরাশর ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার উলূক, বৈদ্যুত, সর্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামে চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। (৩) ব্রহ্মার পুত্র লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত। তৎপুত্র ব্রহ্মোদনাগ্নি। তৎপুত্র ভরত। বায়ু-২৯। (৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে (৩০ অঃ) ব্রহ্মোদনাগ্নি ভরতেরই নামান্তর। (৫) বরাহ পুরাণ মতে প্রিয়ব্রতসুত বপুষ্মানের তিন পুত্র—কুশ, বৈদ্যুত ও জীমূত। বরা-৭৪।

বৈধ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে বৈধ ইন্দ্র ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২।

বৈধরণী—দক্ষকন্যা স্বধা পিতৃগণ কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া মেনা ও বৈধরণী নামে দুইটি কন্যা প্রসব করেন। ঐ উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মেনা হিমালয়ের পত্নী হইয়াছিলেন। গরুড়-পূ-৫। স্বধা ও দক্ষ দেখ।

বৈধৃত—একাদশ (ধর্ম্মসাবর্ণি) মন্বন্তরে বৈধৃত ইন্দ্র ছিলেন। ধর্ম্মসাবর্ণি দেখ।

বৈধৃতা—ধর্ম্মসাবর্ণি দেখ।

বৈধৃতি—বিধৃতি দেখ।

বৈধেয়—আপ্য ও আটবী দেখ।

বৈধেয়শালী—আটবী ও আপ্য দেখ।

বৈনক—বিকচা দেখ।

বৈনহোত্র—কাশীরাজ ধন্বন্তরীর বংশে ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈনহোত্র জন্মে। তৎসুত ভার্গ। ভার্গের তনয় ভর্গভূমি। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। সুবিভু ও সত্যকেতু দেখ।

বৈনায়কী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বৈবশপ—কশ্যপ বংশীয় নিম্নলিখিত গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের—বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। ঋষিদিগের নাম—আশ্রায়ণি, ঋষি, গণ, মেষকী, রিটকায়ন, উদগ্রজ, মাঠর, ভোজ, বিনয়লক্ষণ, শালাহলেয়, কৌরিষ্ট, কন্যক, আসুরায়ণ, মন্দাকিন্য, মৃগয়, শ্রোতন, ভোতপায়ন, দেবযান, গোময়ান, অধশ্ছায়, অভয়, কাত্যায়ন, শাক্রায়ন, বর্হিযোগ, গদায়ন, ভবনন্দি, মহাচক্রী, দাক্ষপায়ণ, যোধয়ান, কার্ত্তিবয়, হস্তিদাস, বাৎস্যায়ন, নিকৃতজ, আশ্বলায়নিন, প্রাগায়ণ, পৈলমৌলি, আশ্ববাতায়ন, কৌবেরক, শ্যাকায়, অগ্নিশর্ম্মায়ন, মেষপ, কৈকরসপ, বভ্রব, প্রাচেয়, জ্ঞান, সংজ্ঞেয়, আগ্ন, প্রাসেব্য, শ্যামোদর, বৈবশপ, উদ্বলায়ন, কাষ্ঠাহারিণ, মারীচ, আজিহায়ন, হাস্তিক, বৈকর্ণেয়, কাশ্যপেয়, সাসিসাহ, অরিতায়ন ও মাতঙ্গিন। মৎ-১৯৯।

বৈবস—ভৃগুবংশীয় যস্ক, বীতিহব্য, মথিত, দম, মৌঞ্জ, পলি, জৈবন্ত্যায়নি, চলি, ভাগিল, ভাগবিত্তি কৌশাপি, কাশ্যপি, বালপি, শ্রমদাগেপি, সৌর, তিথি, গার্গীয়, জাবালি, পৌষ্ক্যায়নি ও গ্রামদ—এই সমুদয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর—ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস। এই সকল ঋষি-বংশ পরস্পর অবিবাহ্য। মৎ-১৯৫।

বৈবস্বত (মনু)—(১) মরীচি হইতে কশ্যপ। কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ (সূর্য্য) এবং বিবস্বান্ হইতে স্বয়ং বৈবস্বত মনু জন্ম গ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি এবং ইঁহারই পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকেই এই সমৃদ্ধিশালিনী সমগ্র পৃথিবী প্রদান করেন। এই ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি। রামা-অযো-১১০। ইক্ষ্বাকু ও কুক্ষি দেখ (২) গজ, গবয়, গবাক্ষ, সরভ ও গন্ধমাদন, এই সকল বানর দলপতি বৈবস্বতের পুত্র। রামা-লঙ্কা-৩০। (৩) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা দেবীর গর্ভে সূর্য্য—(বিবস্বান্) পুত্র মনু জন্মগ্রহণ করেন ও বৈবস্বত মনু নামে প্রসিদ্ধ হন। মার্ক-৭৭। সংজ্ঞা ও বিবস্বান্ দেখ। (৪) সমুদয় মনুদিগের মধ্যে বৈবস্বত মনু সপ্তম। স্বায়ম্ভুব মনুই

প্রথম ও তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ মনু হয়েন। মার্ক-৫৩। (৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে বিবস্বতের, মনু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সাবর্ণ নামধেয় মনু বিদ্বান্ ও প্রভাবশালী। অপর বৈবস্বত, সংজ্ঞার জ্যেষ্ঠপুত্র। ব্রহ্মা-৭০। (৬) মহাত্মা কশ্যপ কর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টির পর সমুদয় স্থাবর জঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিভিন্ন জাতীয় প্রজা-সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাদিগকে তত্তৎ জাতীয় রাজ্যে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। তদুপলক্ষে তিনি বৈবস্বত মনুকে মানবগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। বায়ু-৭০। (৭) চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হয়। এই মন্বন্তরে দক্ষ ও মহাতেজা ভৃগু প্রভৃতির অভিশাপে মহেশ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে পূর্ব্বতন সপ্তর্ষিগণ স্বয়ম্ভুব সপ্ত মানসপুত্ররূপে সমুৎপন্ন হন। সেই মহাত্মারাই পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী নূতন প্রজাসমূহ সৃজন-পূর্ব্বক সৃষ্টি বিস্তার করেন। বায়ু-৬৫। (৮) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি হয়। (জয় দেবগণ দেখ) বায়ু-৬৬, ৬৭। (৯) বিবস্বানের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে দুইটী মহাবল পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মনু জ্যেষ্ঠ এবং প্রজাপতি শ্রাদ্ধদেব কনিষ্ঠ। কন্যার নাম কালিন্দী। বায়ু-৮৪; ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে—পুরাকালে বিবস্বানের সংজ্ঞানাম্নী ভার্য্যায় তিনটি পুত্র জন্মে। পরে মনু, সাবর্ণি, শনৈশ্চর, অশ্বিনীকুমারাদি সপ্ত পুত্র সম্ভূত হয়। বায়ু-৮৪। (১০) বিবস্বানের জ্যেষ্ঠপুত্র মনুর আত্মতুল্য নয়টী পুত্র জন্মে। (তাঁহাদের নাম নীচে দেখ)। ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি (বৈবস্বত) মনু প্রজাসৃষ্টি করিয়া সংযতভাবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মিত্রাবরুণের উদ্দেশে আহুতি দান করিলে, দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা ইড়া প্রাদুর্ভূতা হন। দণ্ডধর মনু তাঁহাকে ইলা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই ইলাই পশ্চাৎ মনুর বংশবর্দ্ধনকারী ধর্ম্মশীল সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হয়েন। বায়ু-৮৫। ইল, ইলা ও সুদ্যুম্ন দেখ। (১১) বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের (বিবস্বানের) ঔরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন সংজ্ঞার অনুরূপা ছায়া নাম্নী কন্যাতেও সূর্য্যের শনৈশ্চর ও (অপর) মনু নামে দুই পুত্র এবং তপতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান বর্ণ প্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন। বিষ্ণু-৩য়-২। ২৭৩। বিবস্বান, সংজ্ঞা ও ছায়া দেখ।

(১২) সূর্য্য—(বিবস্বান্). তনয় মনু শ্রাদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার দশ পুত্র (নাম পরে দেখ)। সংজ্ঞা ও ছায়া নাম্নী সূর্য্যের দুই পত্নী উভয়েই বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। তাঁহাদের মধ্যে সংজ্ঞার গর্ভে যম, যমুনা ও শ্রাদ্ধদেব ; এবং ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি ও শনি নামে দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৮ স্ক-১৩। (১৩)বিবস্বানের তিন পত্নীর অন্যতমা সংজ্ঞা(বৈবস্বত) মনুকে প্রসব করেন। বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র (তালিকাপরে দেখ)। তন্মধ্যে ইল সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মনু ইলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ নন্দন বনে গমন করেন। মার্ক ১০৬ ; মৎ—১১। সংজ্ঞা, ছায়া ও বিবস্বান্ দেখ (১৪) সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের পুত্র মনু জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে সর্ব্ব-ভূতান্তকারী শ্রাদ্ধদেব ও যমুনা এই দুইটি যমজ সন্তান জন্মে। শিব-জ্ঞান ৫৯। (১৫) অতীত কল্পাবসানে ত্রিলোক যখন সাগর জলে প্লাবিত হয়, তখন বৈবস্বত মনু ভক্তি ও মুক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। একদা তিনি কৃতমালা নদীতে যখন তর্পণ করিতেছিলেন,তখন তর্পণজলসহ একটি ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার অঞ্জলি মধ্যে পতিত হইল। এই মৎস্যই হরির মৎস্যাবতার তিনিই ভগবান মনুর নিকট মৎস্য পুরাণ কীর্ত্তন করেন। মৎ-২। মৎস্য-অবতার দেখ। (১৬) চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁহারা তুষিত নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ-আদিত্যরূপে জন্মলাভ করেন। অগ্নি-১৯। (১৭) বৈবস্বত মনুর সময়ে দ্বিতীয় যুগে ভগবান্ হরি, অত্রির পুত্র হইয়া দত্তাত্রেয় নামে অবতার হইয়াছিলেন। দেবীভা ৪স্ক -১৬। (১৮) বৈবস্বত মনু হাঁচিবার সময়ে ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহাহইতেই সূর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। দেবীভা-৭-স্ক-৮। (১৯) বৈবস্বত মনুর শাসন সময়ে মরুদ্গণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ দেবতা ; ইন্দ্রের নাম পুরন্দর ; বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি. গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। সৌ-৩৩। (২০) বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য (বিবস্বান্) হইতে উৎপন্ন দুইজন মনু রাজত্ব করেন। তাঁহাদের একজনের নাম বৈবস্বত মনু অপরের নাম সাবর্ণি মনু। বৈবস্বতমনু সংজ্ঞার গর্ভজাত এবং সাবর্ণি মনু ছায়ার গর্ভজাত। বায়ু-১০০। (২১)বিবস্বানের দুই পুত্র—বৈবস্বত মনু ও যম। মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানব জাতি উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ মনু-তনয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে। তাঁহারা

পরস্পর বৈরী ভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি ৭৫। (২২) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালেই সানুচর শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হয়। মহাভা-শান্তি ২৮৪। (২৩) সত্যযুগে প্রথমত বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা-হইতে মহারাজ প্রসন্ধির উৎপত্তি হয়। প্রসন্ধির ঔরসে ক্ষুপ, ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আশ্ব-৪। শান্তি-১৩৭। মার্ক-১১৮। (২৪) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালেই শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হয়। স্কন্দ-না-৭৭। (২৫) বৈবস্বতমনুর পুত্রদের নাম ও সংখ্যা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। (ক) ইক্ষ্বাকু, নহুষ, ধৃষ্ট শর্য্যাতি নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র। বায়ু-৮৫। (খ) ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু নাভাগাদিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র। লি-৬৩। (গ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু নাভাগারিষ্ট, করূষ পৃষধ্র ও ইলা। মোট দশজন। (ঘ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত ভগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান। মোট দশ জন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (ঙ) ইক্ষ্বাকু হইতে নরিষ্যন্ত (খ) এরমত, তদ্ভিন্ন করূষ, পৃষধ্র, কুশনাভ, অরিষ্ট ও ইল, মোট দশজন। মৎ-১১। (চ) মার্ক-৭৯ মতে-ইক্ষ্বাকু, নভগ, নাভগ, ধৃষ্ট, দিষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, করূষ ও পৃষধ্র। (ছ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, করূষ, নাভাগ, শিবি ও প্রিয়ব্রত। শিব-জ্ঞান-৬০ অগ্নিপুরাণে ছয়টি নাম পাওয়া যায়, উপরের (গ) তালিকার প্রথম ছয়টি নামের ন্যায়। অগ্নি-২৭৩(ঝ)দেবীভাগবতে (১০ স্ক-অঃ) অগ্নি পুরাণের ছয়টি ছাড়া নৃগ দিষ্ট,করূষ ও পৃষধ্র এই চারিটি বেশী নাম পাওয়া যায়।(ঞ)আবার ঐ দেবী-ভাগবতের ১০ম স্কন্দ ১৩শ অধ্যায়ে —করূষ, পৃষধ্র. নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু এই কয়টি নাম মাত্র পাওয়া যায়। (ট) সৌর পুরাণ (৩০ অঃ) মতে নয় পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদের নাম—ইক্ষ্বাকু, নভগ ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, অরিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও বৃষধ্বজ। এবং কন্যাদের নাম—ইলা,জ্যেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা।(ঠ)গর্গসংহিতাতে (দ্বার ৯) কেবল শর্য্যাতির নাম পাওয়া যায়। আনর্ত্ত দেখ। (ড) গরুড় পুরাণের (৮৭ অঃ)। তালিকায় প্রথম ছয়টি নাম উপরের (গ) তালিকার ন্যায়। তদ্ভিন্ন নভ নেদিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও সুদ্যুম্ন—মোট ১১জন। (ঢ)মহাভারতের (আদি—৭৫)তালিকায় প্রথম ছয়টি নাম উপরের (গ)তালিকার ন্যায় (প্রাংশুবাদ)। এতদ্ভিন্ন বেণ, ইলা,পৃষধ্র ও করূষ নাম দৃষ্ট হয়। (ণ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট,

শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান। মোট নয়জন। বিষ্ণু ৪র্থ-১। (ত) বায়ু পুরাণে (ণ) তালিকার নয়জন ছাড়া অতিরিক্ত উদ্দিষ্ট নাম পাওয়া যায়। বায়ু-৬৪,। (থ) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (৭১ অঃ) মতে—উপরের (ণ) তালিকার সং নাম, কেবল নাভ নামের পরিবর্ত্তে নাভনেদিষ্ট নাম পাওয়া যায়। (দ) কূর্ম্ম পুরাণের তালিকা (পূ-২০ অঃ) মৎস্য পুরাণের ন্যায়। (ঙ) দেখ। কেবল কুশনভের পরিবর্ত্তে নভগ নবম পুত্র এবং ইলা জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া উল্লিখিত। (ধ) বিবস্বান তনয় শ্রাদ্ধদেব। (বৈবস্বত) মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ ও কবি নামে দশ পুত্র জন্মে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ইলা নামে এক কন্যাও জন্মে। ভাগ-৯স্ক-১। (২৬) ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে একজন বৈবস্বত রাজার নাম মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। কশ্যপ ঋষি সোমের স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—"যেস্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, তথায় আমায় লইয়া যাও।"

বৈয়স্ব—ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও সুষাম রাজার পুত্র বরু'র স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ৮।২৪।১-৩০।

বৈরজ—যুগে যুগে নানা শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহ কল্পে এইরূপ ২৮ জন শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চারিটি করিয়া শিষ্য ছিল। সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ ও বৈরজ, ইহাঁরা লৌগাক্ষি নামক শিবাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু—উ—১০। বিরজা দেখ।

বৈরথ—প্রিয়ব্রতাত্মজ জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের অন্যতম। জ্যোতিষ্মান্, কপিল ও প্রভাকর দেখ।

বৈরপরায়ণ—বিষ্ণুসিদ্ধি দেখ।

বৈরাগ্য—কল্কির সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধ কালে ধর্ম্মানুচর বৈরাগ্য কল্কির অনুচর দম্ভের সহিত যুদ্ধ করেন। কল্কি-তৃ-৬,৭।

বৈরাজ, বৈরাজ-প্রজাপতি, বৈরাজ-মনু -(১) অযোনিসম্ভবা শতরূপা বৈরাজ পুরুষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বীর নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বীরের পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। হরি-হরি-২। (২) চাক্ষুষ-তনয় মনু, বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলাকে বিবাহ করেন। নড্বলার গর্ভে মনুর কতিপয় পুত্র জন্মলাভ করে। ব্রহ্মা-৬৮। মনু ও নড্বলা দেখ। (৩) ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের অধিকার কালে ভগবান, বৈরাজ প্রজাপতির ভার্য্যা দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অংশে অবতীর্ণ হন। ভাগ-৮স্ক-৫। অজিত ও দেবসম্ভূতি দেখ। (৪) স্বয়ং দীপ্তি-মান ব্রহ্মার মানস হইতে বৈরাজ

মনু উৎপন্ন হন। বৈরাজের ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আকূতি ও প্রসূতি জন্মলাভ করেন। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০, (৫) বৈরাজক নামক উনবিংশ কল্পে ব্রহ্মার মানস-পুত্র বৈরাজ নামক মনুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি দধীচি এই মনুর পুত্র। ব্রহ্মা-২০। (৬) ব্রহ্মা প্রথমে বিরাটকে সৃজন করেন। বিরাট হইতে বৈরাজ মনুর উৎপত্তি। বায়ু-২০। (৭) বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্‌লাকে চাক্ষুষ মনু বিবাহ করেন। বায়ু-৬২। নড্‌লা দেখ।

বৈরিণী—(১) দক্ষের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দক্ষের ষাটটি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে দশজন ধর্ম্মের, তেরজন কশ্যপের, সাতাইশ জন সোমের, চাবিজন অরিষ্টনেমীর, দুইজন ভৃগু নন্দনের, দুইজন কৃশাশ্বের আর দুইজন অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। মৎ-৫। দক্ষ দেখ। (২) মৎস্য পুরাণেরই ১৪৬ অধ্যায়ে, ভৃগুনন্দনের পরিবর্ত্তে বাহুকের পুত্র দক্ষের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩) দক্ষকন্যা সতী বৈরিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মা-৭০। (৪) হর্য্যশ্ব নামে দক্ষ পুত্রেরা নিরুদ্দেশ হইলে, দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে সহস্র সহস্র প্রজা সৃষ্টি করেন। তাঁহারাও অগ্রজদের পদানুসরণ করেন। তৎপরে দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করেন। বিষ্ণু-১ম-১৪। দক্ষ দেখ।

বৈরোচন—বিরোচনের পুত্র বলিয়া দানব-পতি বলি বৈরোচন নামেও খ্যাত হন। বলি দেখ।

বৈলাক—কলিতে বৈলাক নামে ভগবতীর এক ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

বৈশন্ত—জনৈক নৃপতি। তিনি যমলোকগত পিতৃগণের উদ্ধারার্থ শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত করেন। গর্গ-মাধু-৯।

বৈশম্পায়ন, বৈশাম্পায়ন—(১) ভৃগু বংশীয় জনৈক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়ন দেখ। (২) ব্যাসের অন্যতম শিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ তরুর সপ্তবিংশতি শাখা কল্পনা করেন। অ-১৫০। বেদব্যাস (৪) দেখ। (৩) এক সময়ে এক ঋষি সম্মিলনী উপস্থিত হইলে, সকলে মেরু পৃষ্ঠে গিয়া মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন যে, সপ্ত রাত্রের মধ্যে যিনি এইখানে না আসিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্যতীত সকলেই ঐ সময় মধ্যে সেইস্থানে যাইয়া মিলিত হইলেন। তখন বৈশম্পায়ন ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানুসারে ব্রহ্মবধ্যা ব্রতাচরণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমার জন্য ব্রহ্মাবধ্যাব্রতের অনুষ্ঠান কর। আর এই বিষয়ে যাহা হিতকর তাহা তোমরা

সকলে আমার নিকট বল।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"আপনার এই এই মুনিশিষ্যগণ থাকুন; আমিই এই ব্রতের আচরণ করিব। ইহাতে আমি স্বীয় তপস্যার বল দেখাইব।" যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিলে. বৈশম্পায়ন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎ সমুদয় প্রত্যর্পণ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া মূর্ত্তিমান্ রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ সকল বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা-৬৭। বিষ্ণু-৩য়-৫। বায়ু-৬১। (৪) ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের উত্তম ষড়শীতি সংহিতা প্রণয়ন করেন। তিনিই যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক। তিনি একমাত্র মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্যকে পরিত্যাগ করিয়া অপর সমস্ত শিষ্যকেই ঐ সকল সংহিতা প্রদান করেন। বৈশম্পায়ন প্রণীত ষড়শীতি সংহিতার মধ্যেও আবার একটি বিশেষ রূপকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যেও আবার তিন তিনটি ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐ তিন ভেদের মধ্যেও আবার উদীচ্য, মধ্যদেশ ও প্রাচ্যভেদে ভেদত্রয় পরিকল্পিত হওয়ায় সংহিতা সকল নয় প্রকার ভেদ সম্পন্ন হইয়াছে। বায়ু-৬১। (৫) বৈশম্পায়ন প্রমুখ ব্যাসশিষ্যগণ উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪৯। (৬) রাজা জনমেজয়ের অনুরোধে বৈশম্পায়ন তাঁহাকে যম-নাচিকেত সংবাদ বলেন। বরা-১৯৩। (৭) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন উপস্থিত ছিলেন এবং তখন জনমেজয়ের অনুরোধে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের জীবন-চরিত বর্ণন ব্যপদেশে সমগ্র মহাভারত কীর্ত্তন করেন। মহাভা-আদি-৬০।

বৈশাখ—শমীমুখ নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করেন। অঙ্গিরা প্রমুখ সপ্তর্ষিগণের উপদেশে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং তাঁহাদের উপদেশে সর্ব্বপাপহর ও স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ 'ঝাট-ঘোট' মন্ত্র জপ করিয়া পাপমুক্ত হন। পরে তিনিই রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৮। বাল্মীকি দেখ।

বৈশাখী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেব দেখ।

বৈশাখ্য—একজন বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ। আসুরায়ণ দেখ।

বৈশাল—হিরণ্যনাভের কৃত শিষ্য নৃপাত্মজ চব্বিশখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া ২৪জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। বৈশাল তাঁহাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৭ বায়ু-৬১। আজবস্ত দেখ।

বৈশালী—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে কৌশিক নামে

এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। বসু-দেব দেখ। (২) অঙ্গিরা বংশীয় উতথ্য, গৌতম, তৌলেয়, অভিজিত, অর্দ্ধনেমি, লৌগাক্ষি, ক্ষীর, কৌষ্টিকি, রাহুকর্ণী, সৌপুরি, কৈরাতি, সাম-লোমকি, ঔষজিতি, ঐরিড়ব,কারেটক, সজীবি, উপবিন্দু, সুরৈষী, বাহিনীপতি, বৈশাখ, ক্রোষ্টা, আরুণায়নি, সোম, অত্রায়ণি, কাসোরু, কৌশল্য, পার্থিব, রৌহণ্যায়নি, একাগ্নি, মূলপ, পাণ্ডু ক্ষপাবিশ্বকর, অরি ও পারিকারারি—এই সমুদয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা উতথ্য ও উশিজ। মৎ-১৯৬।

বৈশ্বানর—(১) দানব পতি দনুর শত-পুত্রের অন্যতম। তাঁহার দুই কন্যা পুলোমা ও কালিকা (কালকা-অ-১৯, বিষ্ণু-১ম-২১) মরীচি নন্দন কশ্যপের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৬। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৮। পুলোমা দেখ। (২) বৈশ্বানর কন্যা শাণ্ডিলীকে গরুড় হিমালয়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। সেই কন্যা তাহা জানিতে পারায়, তাঁহারপক্ষ দগ্ধ হইয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) সমুদ্রমন্থনের পর দেবতাদের সহিত জালন্ধর দৈত্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বৈশ্বানর কেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উ-৫। (৪) বৈশ্বানর বা অগ্নি ঋগ্বেদের একজন প্রধান দেবতা বলিয়া উল্লি-খিত। ৩য় মণ্ডলের ২য় অষ্টকে বিশ্বামিত্র ঋষি বৈশ্বানরদেবের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। (৫) বৈশ্বানরদানবের উপদানবী, হয়শিরা পুলোমা ও কালা নামে চারি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে উপদানবীকে হিরণ্যাক্ষ, হয়শিরাকে ক্রতু, ব্রহ্মার আদেশে পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

বৈশ্বানর মুখ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

বৈশ্বানরি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

বৈশ্বানরেশ্বর—(১) অবন্তী ক্ষেত্রে বৈশ্বানরেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে মানবের বুদ্ধিলাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩। (২) প্রভাস ক্ষেত্রে বৈশ্বানরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্ব প্রাণীরই পাপ নষ্ট হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৮।

বৈশ্যা—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার কৌশিক নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃ-১৩। বসুদেব ও কৌশিক দেখ।

বৈশ্রবণ—(১) লঙ্কা সমরের পর সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলে যক্ষরাজ বৈশ্রবণ অন্যান্য দেবগণসহ রামসমীপে উপ-স্থিত হইয়া সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে রামকে অনুরোধ করেন। রামা-লঙ্কা-১১৯। (২) বৈশ্রবণ কুবেরের অন্য নাম। কুবের দেখ। (৩) যক্ষগণ কর্ত্তৃক পৃথিবী দোহন কালে বৈশ্রবণ

দোগ্ধা ছিলেন। মৎ-১০। বসুধা দেখ। (৪) জগৎ-সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে রাজগণের আধিপত্যে স্থাপন করেন। অ-১৯। (৫) বৈশ্রবণ একজন ঋষিক ছিলেন। বৃহদুক্‌থ দেখ। বৈশ্রবণ পূর্ব্বজন্মে সোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের অতি দুষ্ক্রিয়াম্বিত পুত্র ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল দুঃসহ। তার পর তিনি সুদুর্ম্মুখ নামে গান্ধার দেশের অধিপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মেও তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত ঘোর মূর্খ ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কার্য্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তিনি পরম ভক্তিভরে নানা উপচারে শিবপূজা করিতে লাগিলেন এবং সেই পূজাপ্রভাবে পরজন্মে বিশ্রবা মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবের প্রসাদে তিনি কুবেরত্ব প্রাপ্ত হন। সৌ-৪৭। (৭) কৈলাসগিরির মধ্যভাগে এক কুন্দ-কুসুমসম শুভ্রবর্ণ রমণীয় শৃঙ্গতট বিদ্যমান। তথায় বৈশ্রবণের অলকা নাম্নী পুরী অবস্থিত। তাঁহার সভার নাম বিপুলা এবং বিমানের নাম পুষ্পক। বায়ু-৪১।

(৮) বৈশ্রবণ বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রূপে রাক্ষসের মত এবং বিক্রমে অসুরের মত ছিলেন। ইঁহার পিতা বিশ্রবা ইহাঁকে ত্রিপাদ, মহাকায় স্থূল-শির্ষ, অষ্টদ্রংষ্ট্র, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শঙ্কুকর্ণ, লোহিতবর্ণ, হ্রস্ববাহু, প্রবাহু, পিঙ্গল, ভীষণ, বৈবর্ত্তজ্ঞান-সম্পন্ন ও বিশ্বরূপধর দেখিয়া বলিলেন "এই বালক স্বয়ং কুবের। কেননা কু শব্দের অর্থ কুৎসা, বের অর্থ শরীর। কুশরীর-বশতঃই এই বালক কুবের নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এবং পিতা বিশ্রবার সহিত সাদৃশ্য-হেতু এই বালক বৈশ্রবণ নামেও খ্যাত হইবে।" কুবের অথবা বৈশ্রবণ ঋদ্ধির গর্ভে নলকুবেরকে উৎপাদন করেন। বায়ু-৭০।

(৯) বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ অত্যুগ্র তপস্যাদ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত অলকাপুরী ভোগ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর উমা-সহ তাঁহাকে দর্শন দেন। মহেশ্বরের বরেই তিনি নিধি সমূহের অধিপতি; গুহ্যকদিগের অধীশ্বর; যক্ষ, কিন্নর ও রাজগণের রাজা, রাক্ষস-গণের প্রভু ও সকলের ধনদাতা হন। শিবের সহিত তাঁহার সখিত্ব হয়। তাঁহারই প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত শিব অলকাপুরীর সমীপবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন। শিব উমা-সহ কুবেরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন করেন; কিন্তু শিব পার্ব্বতীর রূপ-তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় চক্ষু নিমীলিত করেন। তখন বৈশ্রবণের প্রার্থনায় শিব করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া

তাঁহার দৃষ্টি সামর্থ্য প্রদান করেন। তিনি তখন পুনরায় নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া প্রথমতঃ উমাকেই দেখিতে পাইলেন এবং বার বার বাম চক্ষু দিয়া ক্রূর দৃষ্টিতে উমাকে দেখিতে লাগিলেন। এইভাবে উমার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে তাঁহার বাম চক্ষু স্ফুটিত হইল। তদবধি তিনি একপিঙ্গ নামে খ্যাত হইলেন। এতদ্ভিন্ন দেবীর রূপের প্রতি ঈর্ষ্যা করাতে তিনি কুবের নামেও খ্যাত হইলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

(১০) বিশ্রবার ঔরসে তৃণবিন্দু দুহিতার গর্ভে সর্ব্ব-লক্ষণ লক্ষিত ধনদ নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার জন্মের সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মা অপর দেব ও ঋষিগণের সমভিব্যাহারে বিশ্রবার আলয়ে উপস্থিত হন এবং ধনদকে উপলক্ষ করিয়া বলেন "যেহেতু তুমি বিশ্রবা হইতে জাত হইয়াছ, সেজন্য আমি তোমাকে বৈশ্রবণ নাম প্রদান করিলাম।" বৈশ্রবণ অথবা ধনদের পুত্র কুণ্ড ও পত্নী ঈশ্বরী। স্কন্দ-আব-রেবা-৪১।

(১১) পুরাকল্পে যখন যক্ষগণ ধরণীকে দোহন করেন, তখন রজতনাভ দোগ্ধা এবং বৈশ্রবণ বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-২৯।

(১২) বিশ্রবা-তনয় বৈশ্রবণ ব্রহ্মার বরে দেবতাদের ধনাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হন ও কুবের নামে অভিহিত হন। পিতৃ নিদেশে তিনি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত লঙ্কা-পুরীতে যাইয়া বাস করেন। অধ্যাত্ম-রামা-উ-১।

বৈষ্ণব—(১) প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম জ্যোতিষ্মান। তাঁহার শত পুত্রের অন্যতম বৈষ্ণব। প্রভাকর জ্যোতিষ্মান দেখ।

(২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নাভাগ। নাভাগের তনয় বৈষ্ণব। অ ২৭৩। নাভাগ দেখ।

বৈষ্ণবী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য,মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

(২) চণ্ডিকার সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদি দেবগণের শক্তি সকল চণ্ডিকার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু-শক্তি বৈষ্ণবী কটি-তটে পীতাম্বর পরিধান এবং করচতুষ্টয়ে শঙ্খ,চক্র,গদা ও পদ্ম ধারণ-পূর্ব্বক গরুড় পৃষ্ঠে আগমন করেন। দেবীভা-৫স্ক-২৮।

(৩) জনৈকা যোগিনী। শঙ্করের আদেশে তিনি অন্যান্য যোগিনীগণ সহ শঙ্কর-হস্তে মৃত জালন্ধর দৈত্যের মাংস-রাশি ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উ-১৮।

(৪) দেবী পার্ব্বতী মাতৃকাগণের মধ্যে বৈষ্ণবী নামে খ্যাতা। পদ্ম-সৃ-১৭।

(৫) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কালিকা-৬৩।

(৬) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের শরীর হইতে এক এক মাতৃকা সৃষ্ট হয়েন। কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পৈশুন্য, অসূয়া এই আট রিপুই শরীর পরিগ্রহ করিয়া অষ্টমাতৃকা নামে প্রসিদ্ধ হন। বরা-২৭।

(৭) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত দেবীর অন্যতম অংশ। বরা-৯০,৯২। অমৃতা দেখ।

(৮) শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমাদেবীকে স্তব করিতে হয়। মহাভা-অনু-৯১।

(৯) নবদুর্গার অন্যতম। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে তিনি বীরভদ্রের সহ গমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (১০) দুর্গার অন্যতম নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। দেবীপু-৩৭।

বৈস্যপ—দনুর শত পুত্রের অন্যতম। দনু দেখ।

বৈহিনরি—বৈগায়ন দেখ।

বোধ—(১) প্রসূতির গর্ভজাত দক্ষের চব্বিশটি কন্যার অন্যতম বুদ্ধি। বুদ্ধির গর্ভে বোধ জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক ৫০; ব্রহ্মা—১০; পদ্ম-সৃ-৩; বিষ্ণু-১ম-৭; গরু-পূ-৫।

(২) বিশাল গ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ। বিক্রান্ত নরপতির ঔরসে তৎপত্নী হৈমনীর গর্ভজাত চৈত্র নামক পুত্রকে জাতহারিণী, বোধের গৃহে রাখিয়া, বোধের নবজাত পুত্রকে ভক্ষণ করে। মার্ক—৭৬। স্কন্দ-আব-চতু-৩৩।

(৩) বাষ্কলের অন্যতম শিষ্য। বাষ্কল দেখ। বায়ু পুরাণে (৬০ অঃ) বোধ স্থানে বোধ্য নাম দৃষ্ট হয়।

বোধপ—বৈক্লব দেখ।

বোধিনী—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জলিনী, রুচী, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা এই দ্বাদশকলা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন। তন্ত্রে ইহাঁদের পূজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রসার ১০১ পৃঃ।

বোধ্য—(১) জনৈক মহর্ষি; তিনি যযাতি রাজাকে অনেক উপদেশ দেন। মহাভা—শান্তি-১৭৮। (২) মহর্ষি বাষ্কলের শিষ্য। বাষ্কল ও বোধ দেখ।

বৌদ্ধ—শুনঃশেফ, শাক্রেয়, বৌদ্ধ, দান্ত প্রভৃতি তাপসেরা অন্যান্য তাপসদিগের সহিত কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পুষ্কর স্নানার্থ গমন করেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতি কালে, চমৎকার পুরাধিপতির পত্নী দময়ন্তী তাপসগণের আশ্রমে আসিয়া কতিপয় তাপসীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করেন। সেই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া শুনঃশেফাদি তাপসগণ শাপ দিয়া দময়ন্তীকে কুৎসিৎ শিলারূপী করিয়া দেন। স্কন্দ-নাগ-১১১। উপরোক্ত তাপস-চতুষ্টয়ের মধ্যে বৌদ্ধ ছান্দোগ-গোত্রীয় এবং বেদবেদাঙ্গ পারগ ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮৪।

বৌধায়ন—বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, কণ্ব, অঙ্গিরা, বৌধায়ন প্রভৃতি বহু

মুনিগণ ভগবান নন্দিকেশ্বরের নিকট মোক্ষপ্রাপক স্থানের বিষয় শুনিবার জন্য তাঁহার আরাধনা করেন। স্কন্দ মাহে-অরু-উ-৩।

বৌধেয়—যুধিষ্ঠিরের পুত্র। তিনি গোবাসনের কন্যা দেবিকার গর্ভে জন্মেন। মহাভা-আদি-৯৫।

বৌধ্য—বাস্কলির অন্যতম শিষ্য। বাস্কল ও বোধ্য দেখ।

বৌলি—বৈপ্লব দেখ।

বৌষড়ি—অঙ্গিরা বংশীয় কপীতর, স্বস্তিতর. দাক্ষি. শক্তি, পতঞ্জলি, ভূয়সি, জলসন্ধি, বিন্দু, মাদি, কুসীদকি, উর্ব্ব. বাজকেশী. বৌষড়ি, শালি, শংসপি, কলশীকণ্ঠ, কারীরয়, কাঠ্য, ধান্যায়নি. ভাবাস্যায়নি. ভারদ্বাজি, সৌবুধি, লঘ্বী ও দেবমতি—এই সকল ঋষিদিগের আর্ষের প্রবর তিনটি,—যথা অঙ্গিরা. দমবাহ্য ও উরুক্ষয়। মৎ ১৯৬।

ব্যংশ,—দনুপুত্র বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে ব্যংশ. শল্য প্রভৃতি কতিপয় দারুণ অতিনির্ঘৃণ পুত্র জন্মে। অঞ্জক ও কালনাভ দেখ।

ব্যংস—প্রমত্তাবস্থায় ব্যংস ইন্দ্রের হনুদ্বয় বিদ্ধকরতঃ অপহৃত করিয়াছিলেন অনন্তর অধিক বলশালী হইয়া ইন্দ্র ব্যংসের শিরোদেশ বজ্রদ্বারা সংপিষ্ট করিয়াছিলেন। ঋক্-৪।১৮।৯।

ব্যগ্র—জনৈক দানব। ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। পদ্ম-সৃ-১৮।

ব্যজয়—অজ দেখ।

ব্যঞ্জনহারিকা—দুঃসহের অন্যতম কন্যা ঋতুহারিকা (ঋতুহারিণী) তিন কন্যা প্রসব করে। তাঁহাদের নাম কুচহরা, ব্যঞ্জনহারিকা ও জাতহারিণী। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্যক্ না করিয়া, এবং মাতার অর্চ্চনা না করিয়া, যে কন্যা বিবাহিতা হয়, ব্যঞ্জনহারিকা তাহার ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

ব্যবসায়—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বপুর গর্ভে ব্যবসায় জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু ১০। বিষ্ণু-১ম-৭ গরু-পূ-৫। পদ্ম-সৃ-৩। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ।

(২) ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। তিনি ধর্ম্ম হইতে এবং তেজঃ তাঁহা হইতে প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। মহাভা-শান্তি-১২২।

ব্যয়—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয় জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

ব্যয়ব্যা অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট মাতৃকাগণের অন্যতমা। পদ্ম-সৃ-৪৬।

ব্যরত্নি—অন্যতম অগ্নি। তিনি

মার্জ্জালীয় বলিয়া কথিত হন। বায়ু-২৯।

ব্যশ্ব—(১) ব্যশ্ব ঋষি অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন। ঋক্-৮।৯। ১০। ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা। ঋক্ ৮। ২৩।১।(২)দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মা যমরাজের যে সভা নির্ম্মাণ করেন, ব্যশ্ব প্রভৃতি রাজগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া যমরাজের উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

ব্যাঘ্র-(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের তেত্রিশজন মন্ত্রীর অন্যতম সৌ-৪৯।(২)প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্য-রথে, বিবস্বান্, উগ্রসেন, ভৃগু, আপূরণ, অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র, ইহারা ভাদ্রমাসে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০।
(৩) ব্যাঘ্র ও শ্বেত নামক রাক্ষসদ্বয় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২।
(৪) খণ্ড নামক পিশাচের কন্যা অন্তধনার (যাতুধনা) গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বধ, আপ ও দসা দেখ। (৫) শলভ,সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগগণ পুলহ হইতে সমুৎপন্ন হয়। মহাভা-আদি-৬৬।
(৬) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-১১৯।

ব্যাঘ্রপদ—(১) জনৈক মুনি। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ উপমন্যু। শিব বায়-পূ-৩০। ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পাইলে, তিনি অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন। সৌ-৫০।

ব্যাঘ্রপাদ—বশিষ্ঠ বংশীয় এক আর্ষেয় প্রবর-বিশিষ্ট বিপ্রগণের অন্যতম। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

ব্যাঘ্রপাদেশ্বর—কাশীস্থিত ব্যাঘ্র-ভীতিহারী এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

ব্যাঘ্রবজ্র—জনৈক দানব। ত্রিপুর বিনাশ ব্যপদেশে অগ্নি, তাহার গৃহ দগ্ধ করেন। স্কন্দ-আব-রে-২৮।

ব্যাঘ্রাক্ষ—সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভুত-রামা-১৮। বৈতালী দেখ।

ব্যাঘ্রেশ, ব্যাঘ্রেশ্বর—দুন্দুভি-নিহ্রাদ নামক প্রহ্লাদের এক মাতুল দৈত্য কাশীধামে যাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষণ করিত। একদা শিবরাত্রিতে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে যাইয়া শিব হস্তে নিহত হয়। তাহার পর সেই ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় শিব

ব্যাঘ্রেশ নামে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

ব্যাঘ্রাস্যা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনী দেখ।

ব্যাধকারক—প্রিয়ব্রতাত্মজ দ্যুতি-মানের অন্যতম তনয়। পীবর ও অর্থ-কারক দেখ।

ব্যাধাজ্য—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

ব্যাধি—মৃত্যু হইতে ব্যাধি প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। মার্ক-৫০। অধর্ম্ম নরক ও ক্রোধ দেখ।

ব্যান—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিতাখ্য দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অপান, উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) এক বিংশতি কল্পে, প্রাণ অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে ব্রহ্মতুল্য ব্রহ্মার পাঁচ মানসপুত্র আবির্ভূত হইয়া সুমধুর মিলিত পঞ্চম স্বরে মহেশ্বরের স্তব করেন। তাহাতে কল্পের নামও পঞ্চম হইয়াছে। ব্রহ্মা-২০। ব্রহ্মা (৩৮) দেখ।

ব্যাপিনী—তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশ জন ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। এই সকল শক্তি রুদ্রদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করেন। ইহাঁদের মূর্ত্তি সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সকলের করপদ্মে রক্তোৎপল ও নরকপাল আছে। তন্ত্রসার-৩০৯ পৃঃ।

ব্যালরূপ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

ব্যালিক—পূর্ব্বকালে সত্যযুগে রুদ্র-মূর্ত্তি এক অগ্নি ছিলেন। তাঁহার নাম তেজ। ত্রেতাযুগে যজ্ঞের জন্য দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অগ্নির সৃষ্টি হয়, তাহাই গার্হপত্য নামে অভিহিত। আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হয় পরে। ভরতাদি মহাতেজা আহবনীয় অগ্নির সন্ততি। তাঁহাদের সংখ্যা একপঞ্চাশৎ। তাঁহারা চরাচরের বিধায়ক। তাঁহাদের নাম—ভরত, চর, মঙ্গল, বিভু, বল, অঙ্গিরা, সমুদ্ভব, জয়, রুদ্র, সংযুগ, ব্যালিক, ভব, সূর্য্য, জল, শশাঙ্ক, বিশ্বদেব, পরাবসু, কল্মাষ, সংক্ষয়, ঘোর, বড়বাগ্নি, পরান্তকঃ, দক্ষ, নিরীশ্বর, কাম, কামান্তক, পরান্তক, বীভৎস, বিজয়, ধূম্র, কৃষ্ণবর্ত্মা, হাটক, অজিত, শঙ্কর, শঙ্খ, শুদ্ধিদ, জয়দ, গুরু, অপর, অপরাজিত, কণ্ঠ, প্রতাপ, বহুদ, আরণ্য, সর্ব্বগ, শম্ভু কামুক, রিপুহা, শিব ও কামাগ্নি। দেবীপু-১২২।

ব্যাহৃতি—সবিতার সন্তান। ভাগ-৬স্ক-১৮। পৃশ্নি দেখ।

ব্যুষিতাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় কুশের বংশে শঙ্খনের তনয়। ব্যুষিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ। তাহার তনয় হিরণ্যনাভ কৌশল্য। তৎসুত বশিষ্ঠ। বায়ু-৮৮। (২) পুরুবংশীয় নরপতি। তিনি

দেবগণের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতি দিগকে আপনার বশীভূত করেন। কাক্ষীবান-তনয়া ভদ্রা তাঁহার পত্নী ছিলেন। ব্যুষিতাশ্ব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াশক্তিবশতঃ অপুত্রক অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেন। ভদ্রা স্বামীশোকে আকুলা হইয়া সহমরণে যাইতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্যুষিতাশ্ব অশরীরি অবস্থায় ভদ্রাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে,চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া ভদ্রা যদি তাঁহার শবের সহিত নিজ শয্যায় শয়ন করেন, তবে ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া ভদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন। সেই শব-সংসর্গে ভদ্রা তিনজন শাল্ব ও চারিজন মদ্র নামে পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-আদি-১২১।

ব্যুষ্ট—(১) ধ্রুবের প্রপৌত্র ও পুষ্পার্ণের পুত্র। ব্যুষ্টের পুত্র সর্ব্ব-তেজা। সর্ব্বতেজার ঔরসে আকুতির গর্ভে মনু নামে পুত্র জন্মে। বৃহদ্ধ-উ ১৩। আকুতি ও পুষ্পার্ণ দেখ।

(২) অষ্টবসুর অন্যতম বিভাবসুর ঔরসে তৎপত্নী উষার গর্ভে ব্যুষ্ঠ, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬স্ক-৬ ;

ব্যুঢ়োরু—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্য-তম। মহাভা--আদি-৬৭।

ব্যোম—(১) যদুবংশীয় দশার্হের পুত্র ব্যোম। তৎপুত্র জীমূত। মৎ-৪৪। ভাগ-৯স্ক-২৪। অ-২৭৫।

(২) যদুবংশীয় শমীকের বিরজ, ধন্ম, ব্যোম ও সৃঞ্জয় নামে চারি পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃ-১৩।

(৩) কোনও কোনও পুরাণে ব্যোমের পরিবর্ত্তে ব্যোমা নাম দৃষ্ট হয়। (৪) জনৈক অসুর। সে ত্রিশৃঙ্গ শিখরে শয়ন করিয়া থাকিত। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কংস তাহাকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং সে কংসের সহিত অমরাবতী আক্রমণ করিতে যায়। গর্গ-গো-৭। ব্যোমাসুর কংস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিধনের জন্য প্রেরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্যান্য গোপবালকদিগের সহিত পশুচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্যোম-অসুর পশুপালের রূপ ধারণ করিয়া অনেক গোপবালকদিগকে লইয়া যাইয়া গিরিগুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া ব্যোমাসুরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন। ভাগ-১০স্ক-৩৭।

ব্যোমকেশ—তন্ত্রে, উর্দ্ধকেশ, ব্যোম-কেশ, নীলকণ্ঠ ও বৃষধ্বজ ইঁহারা তারা দেবীর গুরুপংক্তির অন্তর্গত দিব্যৌঘ গুরু বলিয়া কথিত হন। তন্ত্র ৫২৯ পৃঃ।

ব্যোমচারিণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈকা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

ব্যোমবক্ত্র—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

ব্যোমা—(১) যদুবংশীয় দশার্হের পুত্র ব্যোমা। তাঁহার পুত্র জীমূত। হরি-হরি ৩৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। কূর্ম্ম-পূ-২৪। বায়ু-৯৫। গরু-পূ-১৪৩। ব্যোম দেখ।

ব্যোমারি—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

ব্যোমৈকচরণা—চতুঃষষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

ব্রজ—হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। অজিন ও কৃষ্ণ দেখ।

ব্রজন—অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র। অজমীঢ় দেখ।

ব্রজনাভ—রসাতলবাসী, বালকদিগের জীবাপহারক এক অসুর। একবার ঐ অসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা ভূতলে পুষ্কর নিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে বধ করেন। পদ্ম-সৃ-১৫।

ব্রজেশ—একজন উপনন্দ। বীতি-হোত্র ও অগ্নিভুক্ দেখ।

ব্রণী—ভঞ্জন, ভৈরব, কালিক, ঘটোদর, ঝঞ্ঝকামর্দ্দন, পিঙ্গ, রুরু, সর্ব্বভুজ, ও ব্রণী, ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর বায়ুকোণ-রক্ষক দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭।

ব্রতপতি—যদুবংশীয় বাহুকের পুত্র শতজিতের একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ব্রতপতি কনিষ্ঠ। তৎকনিষ্ঠ অপস্বান্ত। বায়ু-৯৬।

ব্রতফল—তন্ত্রোক্ত রামের অষ্টোত্তর শতনামের অন্যতম। তন্ত্রসার-৭৫৯ পৃঃ।

ব্রতবতী—যদুবংশীয় ভঙ্গকারের পত্নী। তাঁহার গর্ভে সত্যভামা, ব্রতিনী ও পদ্মাবতী নামে তিন কন্যা জন্মে। ইহাঁরা তিনজনেই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। ছিলেন। মৎ-৪৫। প্রস্বাপিনী দেখ।

ব্রতিনী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। ব্রতবতী ও প্রস্বাপিনী দেখ।

ব্রতেয়ু—রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম। ঋচেয়ু ও ঋতেয়ু দেখ।

ব্রধ্ন—(১) উত্তর বেদিক বাসব অগ্নির আট পুত্রের মধ্যে অহি ও ব্রধ্ন অগ্নি অনির্দ্দেশ্য। ইহাঁরা সর্ব্বকনিষ্ঠ ও দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত। এই সকল অগ্নিতনয়গণ দ্বিজগণের সেব্য বলিয়া নিরূপিত আছে। মৎ-৫১। অহিব্রধ্ন দেখ।

(২) ভৌত্যমনুর পুত্রগণের অন্যতম। অনুগ্রহ দেখ।

(৩) চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩।

ব্রহ্ম—সৃষ্টি প্রলয়ের পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। পরে ব্রহ্ম নামক সর্ব্বকারক এক জ্যোতি হইল। সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জ্ঞানস্বরূপ এবং বিকার গর্ভ জানিয়া

সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ব্রহ্ম হইতে প্রধান প্রকৃতি উদ্ভূত হইলেন। পদ্ম-স্বর্গ-১। ব্রহ্মণস্পতি দেখ।

ব্রহ্মকন্যা - সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু ও নারায়ণ-স্বরূপ প্রধান দেবতা দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-১২১।

ব্রহ্মকলা—ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী দেবী চিত্রক্ষেত্রে ব্রহ্মকলা নামে বিখ্যাত হয়েন। পদ্ম-স্ব-১৭।

ব্রহ্মক্ষত্রবিজয়—নরপতি বৃহন্মনার অন্যতমা পত্নী সত্যার গর্ভে ব্রহ্মক্ষত্র-বিজয় জন্মলাভ করেন। তাঁহার পুত্র ধৃতি। বায়ু-৯৯।

ব্রহ্মঘ্ন—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের তেত্রিশজন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌ-৪৯। (২) নিসুন্দ দানবের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। সুন্দের তাড়কা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মঘ্ন, মূক ও মারীচ নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৩৭। (৩) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

ব্রহ্মচারিণী—সর্ব্ববেদে বিচরণ করেন বলিয়া দেবী পার্ব্বতীর এক নাম ব্রহ্মচারিণী। দেবী-পু-৩৭।

ব্রহ্মচারী—(১) দেব-গন্ধর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তিত প্রবাহীর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। তরণ্য দেখ। (২) মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। অনুপা দেখ।

ব্রহ্মজিৎ—দৈত্যপতি কালনেমীর অন্যতম পুত্র। নরান্তক দেখ।

ব্রহ্মজ্যোতি—বসুধামা (অগ্নি) ব্রহ্মজ্যোতি ও ব্রহ্মস্থানীয় বলিয়া উক্ত হন। মৎ-৫১।

ব্রহ্মণস্পতি—ঋগ্বেদের এক দেবতা। পণ্ডিতগণ মনে করেন, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও বাচস্পতি একই দেবতার নামান্তর মাত্র। বেদের কোনও কানও স্থলে তাঁহারা অগ্নিদেবের রূপান্তর। ইহা বাক্যদেব, স্তুতিদেব বা প্রার্থনার দেবতা। সায়নাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা। এতদ্ভিন্ন তাঁহার মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যজ্ঞ এবং মহত্ত্বও হয়। যাস্কের মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ধন। মোক্ষমুলারের মতে বৃহ ধাতুর একটি অর্থ বর্দ্ধন, আর একটি অর্থ বাক্য। এবং বাক্য অর্থে ঐ ধাতু হইতে বৃহ ও ব্রহ্মণ উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্-১।১৮।১-৯। ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্ম-তারেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে আর অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

ব্রহ্মদত্ত—(১) চূলী নামক এক ঊর্দ্ধরেতাঃ ব্রহ্মচারী সোমদা নাম্নী এক অপ্সরী কন্যার প্রার্থনায়, তাহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রই ব্রহ্মদত্ত। তিনি কাম্পিল্য নগর স্থাপিত করেন। নৃপতি কুশনাভের বিকৃতাঙ্গ কন্যাগণকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার করস্পর্শে কন্যাগুলির কুব্জভাব বিদূরিত হইয়াছিল। রামা-আদি-৩৩। কুশনাভ দেখ।

(২) পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত নামক এক সত্যপ্রতিজ্ঞ পবিত্র স্বভাব নরপতি ছিলেন। একদা কালরূপী গৌতম নামক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের গৃহে অতিথি হয়েন। নরপতি গৌতমের নিমিত্ত যে আহার্য্য প্রদান করেন, তাহাতে মাংস মিশ্রিত ছিল। তাহাতে গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদত্তকে "গৃধ্র হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে রাজার অপরাধ অজ্ঞানতা নিবন্ধন জানিতে পারিয়া গৌতম বলিয়াছিলেন, রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন। রামা-উত্তরা-৭২। পদ্ম-সৃ-৩৭।

(৩) পাঞ্চালাধিপতি বৈভ্রাজ অনঘ নারায়ণের আরাধনা করিয়া সর্ব্বভূতানুকম্পী, সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী, যোগাত্মা ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্র লাভ করেন। নরপতি ব্রহ্মদত্ত ইতর প্রাণীর বাক্যালাপ অনুধাবন করিতে সমর্থ ছিলেন। একবার তাঁহার পত্নী সন্নতি তাঁহাকে কীট মিথুনকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে হাস্য করিতে দেখেন। সন্নতি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মদত্ত বলেন যে তিনি পিপীলিকার কথোপকথন শুনিয়া হাস্য করিয়াছেন। সন্নতি তাঁহার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। রাজা ব্রহ্মদত্ত জাতিস্মর ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে কৌশিক নামক এক মহর্ষির অন্যতম পুত্র ছিলেন। মৎ-২০-২। এই আখ্যানটি কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে হরিবংশে (হরি-হরি-২৪) এবং শিবপুরাণে (শিব-ধর্ম্ম-৬৩) পাওয়া যায়। পদ্ম-সৃ-১০। কবি দেখ।

(৪) কাম্পিল্য দেশাধিপতি বিভ্রাজ অনুহের পিতা ছিলেন। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র বিশ্বক্সেন। নরপতি ব্রহ্মদত্ত দ্রুপদ রাজার আদি পুরুষ। হরি-হরি-২০।

(৫) ব্রহ্মদত্ত নামক বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণ বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি বসুদেবের সহাধ্যায়ী সখা ও উপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বহু মুনিগণ উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মদত্তের পঞ্চশত ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণী, একশত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা এবং একশত শূদ্রা ছিল। নিকুম্ভ নামক দানব ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞকালে যজ্ঞভাগ দাবী করে এবং তাহা না পাইয়া যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পায়।

তখন ব্রহ্মদত্তের পক্ষাবলম্বী যাদবদিগের সহিত দানবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নিকুম্ভ সানুচর নিহত হয়।

(৬) ব্রহ্মদত্তের পিতার নাম সাত্ত্বগুহ। মাতা শুক-তনয়া কীর্ত্তিমতী। বায়ু-৭০।

(৭) ব্রহ্মদত্তের মাতার নাম ঋচী। পুত্র যোগস্বমু। বায়ু-৯৯।

(৮) ব্রহ্মদত্তের পিতা সাত্বত। মাতা কৃত্বী। পদ্ম-সৃষ্টি-৯।

(৯) ব্রহ্মদত্তের মাতা শুক-তনয়া কীর্ত্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

(১০) ব্রহ্মদত্তের পিতার নাম নীপ। তাঁহার মাতা শুকের কন্যা কৃত্বী। পত্নী—সরস্বতী, পুত্র—বিম্বক্‌সেন। ভাগ-৯স্ক-২১।

(১১) যুগ-পরিবর্ত্তন নিয়মে যখন সত্য যুগ অতীত হইয়া ত্রেতাযুগ আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মদত্ত নামক এক স্বধর্ম্ম-নিরত নরপতি কাম্পিল্যনগরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সোমদত্ত। বরা-১৩৭।

(১২) ব্রহ্মদত্ত নামক একব্যক্তি কাম্পিল্যনগরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। বরাহ-১৫২।

(১৩) কাম্পিল্যনগরের অধিপতি ব্রহ্মদত্তের অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী ছিল। ব্রহ্মদত্তের পুত্র পূজনীর শাবকের বধ সাধন করিলে, পূজনীও প্রতিশোধ লইবার বাসনায় রাজ-কুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করে। প্রথমে অপকৃত হইয়া পরে অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে, এই বিবেচনায় ব্রহ্মদত্ত নৃপতি পূজনীর দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে রাজালয়ে থাকিতেই অনুরোধ করেন। কিন্তু পূজনী 'শত্রুর প্রতি বিশ্বাস কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনা করিয়া রাজান্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে। মহাভা-শান্তি-১৩৯।

(১৪) পাঞ্চাল পুত্র ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। মহাভা-অনু-১৩৭।

(১৫) মহারাষ্ট্রবাসী ব্রহ্মদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ অতি দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়াও, গোমতী তীরে দেহত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যফলে ব্রহ্মগতি লাভ করে। স্কন্দ-আব-অব-৬৮। (১৬) পুরুবংশীয় অশ্বহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। তৎপুত্র বিম্বক্‌সেন। গরু-পূ-১৪৪।

ব্রহ্মধন—ব্রহ্মধনা দেখ।

ব্রহ্মধনা—অজ নামক পিশাচের কন্যা। সেই কন্যা লোমশূন্যা এবং ব্রাহ্মণগণের সত্ত্বধন আহারে নিরতা। কশ্যপের এক পুত্র পিতার শাপে যক্ষরূপে পরিণত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মধনার সম্মুখীন হন এবং ব্রহ্মধনার পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ

করেন। ঐ ব্রহ্মধনা, ব্রহ্মধন নামক পুত্র ও তন্ত্বলা নামক এক কন্যা প্রসব করে। বায়ু-৬৯।

ব্রহ্মধাতা—প্রহেতির পুত্র ও কুবেরের অনুচর ব্রহ্মধাতা নামক রাক্ষস সরযু, নদীর তীরে বৈভ্রাজ নামক বিখ্যাত বনে বাস করিত। মৎ-১২১। ব্রহ্মপাত দেখ।

ব্রহ্মপাত—প্রহেতৃ নন্দন কুবেরানুচর ব্রহ্মপাত নামক বিপুলবিক্রম রাক্ষস, সরযু নদীর তীরস্থ বৈভ্রাজ বনে বাস করিত। বায়ু-৪৭। ব্রহ্মধাতা দেখ।

ব্রহ্মপুত্র—দুঃসহের পিতা ও জাত-হারিণীর পিতামহ। দুঃসহ দেখ।

ব্রহ্মবল—(১) একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈক্রব দেখ। (২) বেদস্পর্শের অন্যতম শিষ্য। মৎস্ত-২০০। বায়ু-৬১। বেদস্পর্শ দেখ।

ব্রহ্মবলি—বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। বেদদর্শ দেখ।

ব্রহ্মবলী—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

ব্রহ্মবাদিনী—দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-সার-৭৩৩ পৃষ্ঠা। দেবী-পু-১৬।

ব্রহ্মবাদী—কশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত ও দেবল ইহাঁরা ব্রহ্মবাদী বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রহ্মা-৬৫।

ব্রহ্মবাহু—যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা। বায়ু-৬০।

ব্রহ্মবিৎ—চন্দ্রবংশীয় অক্রিয়ের তনয়। ভাগ-৯স্ক-১৭।

(১) ব্রহ্মবিস্থা—ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে মিথিলাধিপতির কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিস্থা; সুরগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন। এই ব্রহ্মবিস্থা সীতা নামে খ্যাতা। ইনি লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণ কালে উৎপন্না হইয়াছিলেন, সেইজন্য ইহাঁর সীতা নাম হয়। ইনি আন্বীক্ষিকী বিস্থারূপে তৎকালে মিথিলায় উৎপন্ন হন। এই কারণে ইহাঁকে মৈথিলী নামেও অভিহিত করা হয়। ইনি জনকের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাই ইহাঁর নাম জনকাত্মজা। পূর্ব্বে এই পাপহারিণী ব্রহ্মবিস্থা বেদবতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন। রাজা জনক ঐ ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (২) অনুপমা ব্রহ্মবিস্থা হরি-পাদ-পদ্ম-লাভমানসে দীর্ঘকাল মহারণ্যে তপস্যা করেন। তিনি কটাতটে বাম-হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোচন-দ্বয় অনিমেষ ভাবে বিস্থমান্ ছিল এবং তিনি আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া সুনিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেন। পদ্ম-পাতা-৪১।

ব্রহ্মমিত্র—জনৈক মুনি। তিনি অথর্ব্ববেদের ত্রয়োদশ অধিকারে

জ্ঞানলাভ করিয়া আট ভাগে বিভক্ত সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দীবর নামক বিদ্যাধর-পুত্র পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও মুনির নিকট হইতে শাস্ত্র লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া, লুকাইয়া আট মাসের মধ্যে বিদ্যা আয়ত্ব করেন। মুনি ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে তাহাকে শাপ দেন যে, যেহেতু সে রাক্ষসের ন্যায় অদৃশ্য থাকিয়া বিদ্যা অপহরণ করিয়াছিল, সেজন্য সে রাক্ষস-রূপ প্রাপ্ত হইবে। মার্ক-৬৩।

ব্রহ্মযশ - নারায়ণের অবতার ও কল্কির পিতামহ। বিষ্ণুযশা দেখ।

ব্রহ্মযোনী—স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে ব্রহ্মযোনী তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ চণ্ডসীতাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ব্রহ্মরাক্ষস—যজ্ঞভ্রষ্ট ব্রহ্মরাক্ষসগণ ঋষিদের যজ্ঞাদির ব্যাঘাত জন্মাইত। রামা-আদি-৮।

ব্রহ্মরাক্ষসী—উপহারিণী দেখ।

ব্রহ্মর্ষি—কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অত্রি—এই পঞ্চগোত্রেই ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মর্ষি বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৬১।

(২) ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথম তৎপরে ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে দেবর্ষিগণ; তাঁহা হইতে রাজর্ষিগণ, এই প্রকার ঋষি প্রকৃতিগণ বলিয়া উক্ত হন। ব্রতাবলম্বী মুনিগণ সহ ঋষি প্রকৃতিগণ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও অত্রি গোত্রে এই ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মর্ষি এই নাম হয়। ব্রহ্মা-৬৭।

ব্রহ্মসংকৃৎ—সূর্য্যের এক নাম। বায়ু-৩১।

ব্রহ্মসাবর্ণি (মনু)—চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে ইনি অনাগত মনুদের অন্যতম। পর্য্যায় ক্রমে ইনি বিভিন্ন পুরাণ মতে নবম বা দশম স্থান অধিকার করেন। দেবীপুরাণ (১৬-অঃ) মতে ইনি ১১শ মনু। স্কন্দ পুরাণ (প্রভা-প্রভা-১০৫) মতেও ১১শ মনু। বিষ্ণুপুরাণ (৩য়-২ অ) মতে দশম মনু। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ (২৯-অ) মতে ৯ম মনু। অগ্নি পুরাণ মতে ১০ম মনু। ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেকগণে ১০০করিয়া দেবতা থাকিবে। মহাবল শান্তি ইহাঁদের ইন্দ্র হইবেন। হবিষ্মান প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন। (অপামূর্ত্তি দেখ)। একাদশ ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে কশ্যপের তনয় হবিষ্মান, ভৃগু-সুত বপুষ্মান, অত্রি-তনয় বারুণি, বশিষ্ঠাত্মজ ভগ, অঙ্গিরা-তনয় পুষ্টি, পুলস্ত্য-তনয় নিশ্চর এবং পুলহ-নন্দন অগ্নিতেজা, ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। আদর্শ প্রমুখ আটজন

তাঁহার পুত্র হইবেন। (আদর্শ দেখ)। এই মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটী গণ হইবে। বৃষ নামে সুররাজ তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন। বায়ু-১০০। মনু দেখ। ব্রহ্ম-সাবর্ণি মনুর অপর নাম তৃতীয় সাবর্ণি মনু। সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, ক্ষেমক, দৃঢ়েষু, পশুক, দর্শ, উরু ও বাহু ইহাঁরা সুবর্ণাখ্য তৃতীয় মেরু সাবর্ণির পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। সাবর্ণি মনু দেখ।

ব্রহ্মহত্যা—(১) স্বয়ং প্রজাপতি লোক সৃষ্টি প্রবাহের নিমিত্ত নিজের বক্ষ হইতে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মকে সৃজন করেন। অধর্ম্মের পুত্র কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মান প্রভৃতি ক্রোধের পুত্র পিতৃবধ ও মাতৃবধ এবং কন্যা ব্রহ্মহত্যা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২১। (২) শিব, ব্রহ্মহত্যা নাম্নী রক্ত-বর্ণা, রক্তাম্বরধারিণী, করালবদনা, খর্পরধারিণী, এক ভীষণাকৃতি কন্যা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে কালভৈরবের অনুগমন করিতে বলেন এবং বারাণসী ভিন্ন সর্ব্বত্রই তাঁহার গতি অব্যাহত থাকিবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১। (৩) দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইন্দ্র একবার বিশ্ব-কর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপকে (অন্য নাম ত্রিশিরা) বধ করেন। সেই কারণে ব্রহ্মহত্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া, সলিলে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মহত্যাও তীরে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুইশত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দেবগণের পরামর্শে বৃহস্পতি জলমধ্যগত ইন্দ্রের নিকট গমন করেন। তথায় বৃহস্পতির পরামর্শে দেবগণ, ধরিত্রী, বৃক্ষ, সলিলরাশী ও স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে আংশিকভাবে ব্রহ্মহত্যার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলে, ইন্দ্র নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৫-১৬। (৪) একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় শঙ্কর নখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা শঙ্করকে আশ্রয় করে। মহাদেব কোন উপায়েই ব্রহ্মহত্যার প্রভাব হইতে নিস্তার না পাইয়া পরিশেষে নারায়ণের পরামর্শে বারা-ণসীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। বাম-৩।

(৫) ইন্দ্র যুদ্ধে বৃত্রকে বধ করিলে দানবরাজ বৃত্রের শরীর হইতে ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে ধারণ করিবার জন্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। দেবরাজ তাঁহাকে বিনাশ করিবার অথবা তাঁহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু-

তেই সফলকাম না হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পিতামহ ইন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মহত্যাকে বলিলেন, "তুমি যদি দেবরাজকে পরিত্যাগ কর তবে তুমি আমার নিকট যাহাই প্রার্থনা করিবে আমি তাহা পূর্ণ করিব।" তখন ব্রহ্মহত্যা পিতামহকে বলিলেন"আপনিই বিধান করিয়াছেন যে,ব্রাহ্মণ বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। তজ্জন্যই আমি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই আমি দেবরাজের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি।" তখন ব্রহ্মা দেবরাজের মুক্তির জন্য ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অগ্নি, অপ্সরা, সলিল এবং বৃক্ষ, লতা, ওষধি সমুদয়ের মধ্যে সেই চারি অংশে বিভক্ত ব্রহ্মহত্যার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৮২। ব্রহ্মা (১১৪) দেখ।

ব্রহ্মহা—(১) দনায়ুষার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম পুত্র বিষ। বিষের ক্রূর কর্ম্মা চারিটি পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—শ্রাদ্ধহা, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা ও পশুহা। বায়ু-৬৮। (২) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। কাল দেখ।

ব্রহ্মা—(১) রাবণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বসি দিয়া স-দেবগণ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া রাবণের বধসাধন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। রামা-আদি-১৫।

(২) ব্রহ্মা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন। তিনি নিত্য, শাশ্বত ও অব্যয় তাঁহা· হইতে মরীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মলাভ করেন। রামা-অযো-১১০। (৩) সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া রামের স্তব করেন। রামা-লঙ্কা-১১৯।

(৪) রাবণ তনয় মেঘনাদ যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ইন্দ্রের মুক্তির জন্য মেঘনাদকে অনুরোধ করেন। তৎপরিবর্ত্তে মেঘনাদ ব্রহ্মার নিকট এই বর চান যে,রিপুজয়ার্থ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি যখন বিধিমত অগ্নিতে হোম করিবেন,তখনই যেন অগ্নি হইতে অশ্বসহিত রথ উত্থিত হয় এবং তিনি যতক্ষণ সেই রথে অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ অমর হইবেন। জপ ও অগ্নিতে হোম শেষ না করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, তিনি যেন বিনষ্ট হন। রামা-উ-৩৫।

(৫) দেবরাজের কুলিশ-প্রহারে হনুমান কাতর হইয়া পড়িলে. পবনদেব স্বীয় সঞ্চালন বন্ধ করিয়া প্রাণিগণের জীবনধারণ কষ্টকর করিয়া তুলিলে দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা হনুমানকে

পুনর্জীবিত করিয়া দেন। রামা-উ-৪১।

(৬) পরম সুন্দর মেরু পর্ব্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্য সভা সংস্থাপিত। চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনী সেই সভায় সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যোগাভ্যাস কালে তাঁহার নেত্র যুগল হইতে অশ্রুধারা বিনিসৃত হয়। ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চ্চিত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবা-মাত্র সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর উৎপন্ন হয়। সেই বানরই সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরাজ। রামা-উ-৪২।

(৭) বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। রামা-উ-৭২। বিষ্ণু (৮) ও (২৩) দেখ।

(৮) সীতা রসাতলে প্রবেশ করিলে ক্রুদ্ধ ও শোকমগ্ন রামকে ব্রহ্মা নানা রূপে সান্ত্বনা দেন। রামা-উ ১১১।

(৯) মহাপ্রলয়ের অবসানে এই চরাচর জগৎ যখন তমোময় ছিল, তখন স্বয়ম্ভূ এই অখিল জগৎ প্রকটিত করিয়া তমোরাশি অপসারিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। অতঃপর তিনিই নারায়ণরূপে বিখ্যাত হইয়া স্বয়ংই সমুৎপন্ন হইলেন এবং সম্যক চিন্তা করিয়া বিবিধ বিশ্বসৃষ্টি কামনায় স্বীয় শরীর হইতে সর্ব্বাগ্রে জলসৃষ্টি করিলেন। পরে সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীজ পরে এক হেমরূপময় মহান্ অণ্ডে পরিণত হইল। মহাতেজা আত্মভূ স্বয়ং ঐ অণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্র সংবৎসর বাস করিলেন। পরে প্রভাবে ও ব্যাপ্তিক্রমে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রথমেই তন্মধ্যে ভগবান সূর্য্য প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি আদিভূত বলিয়া আদিত্য নাম ধারণ করিলেন, এবং ব্রহ্মা হইয়া বেদ পাঠ করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সমস্ত দিক্ ও মধ্যে শাশ্বত ব্যোমভাগ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে সেই অণ্ড হইতে ক্রমশঃ মেরু প্রমুখ শৈলগণ মেঘবৃন্দ, তড়িম্মালা নদীনিচয়. পিতৃগণ, মনুগণ ও সপ্ত সমুদ্র সমুদ্ভূত হইল। মৎ-২।

(১০) সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই প্রথম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহার বক্ত্রবৃন্দ হইতে বেদ সকল নির্গত হয়। প্রলয়কালে লোক-সকল দগ্ধ হইয়া গেলে,বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গ সকল, বেদচতুষ্টয়, ন্যায়, বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করেন। অনন্তর বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় একার্ণব জলের অভ্যন্তরে অবস্থান-পূর্ব্বক ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করেন। তখন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ সকল

প্রবর্ত্তিত হইল। মৎ-৫৩। (১১) ব্রহ্মা প্রত্যধিদেবতার অন্যতম। বিষ্ণু (১১) দেখ। মৎ-৯৩।

(১২) দেবতাদিগের বরে ব্রহ্মা চন্দ্ররূপে অত্রিপত্নী অনুসূয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১৭।

(১৩) পুরাকালে অব্যক্ত-যোনী ব্রহ্ম সমুৎপন্ন হইবামাত্র, তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ সেই পুরাণ সংহিতাকে বিবিধ অংশে এবং বেদকেও সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার মন হইতে সপ্তর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া, তাঁহারই নিকট সমস্ত বেদ, ও তদীয় মানসজাত অন্যান্য আদ্য ঋষিরা পুরাণ গ্রহণ করেন। মার্ক-৪৫

(১৪) সৃষ্টির প্রথমেই চিন্তাশীল ব্রহ্মার মুখ হইতে সত্ত্বগুণান্বিত সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়। তৎপরে বক্ষঃপ্রদেশ হইতে রজোগুণবিশিষ্ট অন্য সহস্র মিথুন উৎপন্ন হয়। তাঁহার উরুদেশ হইতে যে সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়, তাহারা রজঃ ও তমোগুণোদ্রিক্ত এবং ঈর্ষান্বিত; আর পদদ্বয় হইতে শ্রীভ্রষ্ট, অল্পবুদ্ধি তামস মিথুনের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা প্রজাদিগকে মনে মনে চিন্তা করিলে যুগপৎ যে পঞ্চ মহাভূত ও শব্দাদি বিষয় উৎপন্ন হয়, তাঁহাকেই প্রজাপতির মানসী সৃষ্টি কহে। মার্ক-৪৯।

(১৪) ব্রহ্মা চিন্তা করিলে, তাঁহার দেহসমুৎপন্ন কার্য্য ও কারণ সকলের সহিত মানসী প্রজা সকল সৃষ্ট হইল। তাঁহার গাত্র সকল হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ সকল সমুৎপন্ন হইল। তিনি যখন দেখিলেন তাঁহার প্রজাসকল আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তখন তিনি ভৃগু প্রভৃতি আত্মসদৃশ মানসপুত্র সকলকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে প্রকাণ্ড দেহসম্পন্ন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ জন্মলাভ করেন। তাঁহার দেহের অর্দ্ধেকভাগ নারী। তদনন্তর "স্বীয় দেহকে বিভক্ত কর" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং সেই পুরুষও ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব পৃথক পৃথক প্রকটিত হইল। অনন্তর যে ভাগ পুরুষাকার তাহাকে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অসিত ও সিত প্রভৃতি ভেদে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সেই আত্মসদৃশ পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু নাম দিয়া প্রজাপালক করিলেন; আর তপস্যা দ্বারা নিধূত-পাপা সেই কামিনীকে শতরূপা নাম প্রদান করিলেন। মার্ক-৫০।

(১৫) কল্পান্তে জগৎ একসমুদ্রীকৃত হইলে, বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যা আশ্রয় পূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তখন বিষ্ণু-কর্ণ-মল-সম্ভূত মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত অসুরদ্বয়, ব্রহ্মাকে হনন

করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া, বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত হরির নেত্রস্থিতা সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে দেবী বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মার্ক-৮২। বিষ্ণু দেখ।

(১৬ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষকে ও বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে পত্নীকে সৃষ্টি করেন। মার্ক-১০১।

(১৭) হংস গগনে স্থিরভাবে গমন করিতে পারে এবং হংসের জল ও দুগ্ধের বিবেক আছে অর্থাৎ একত্র মিশ্রিত জল ও দুগ্ধের পার্থক্য নিরূপণ করিতে সমর্থ। এইজন্যই এই জগতে মিশ্রভাবে স্থিত অজ্ঞান (অবিদ্যা) ও জ্ঞান (বিদ্যা) এই উভয়ের তত্ত্ব বিবেকের নিমিত্ত ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করেন। শিব-জ্ঞান-৫।

(১৮) ব্রহ্মা শিবের আদেশেই সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাঁরা উভয়ে শিবের ইচ্ছাস্বরূপা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শিবের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মা, বাম পার্শ্বে বিষ্ণু এবং হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্মা অবস্থান করেন। শিব-জ্ঞান-৯।

(১৯) শিবের বিবাহ সভায় পার্ব্বতীর অঙ্গুষ্ঠ দর্শনে ব্রহ্মার রেতঃ স্খলন হয়। তাহাতে ব্রহ্মা ভীত হইয়া উৎসঙ্গে পতিত সেই রেতঃ গোপন করেন। তাহা হইতে অসংখ্য যজ্ঞোপবীতযুক্ত জটা দণ্ডধর কৌপীনধারী বটুকগণ উৎপন্ন হইল। এইরূপে উৎপন্ন সেই বালকরূপী ঋষিগণ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল। শিব সেই সকল উৎপন্ন বটুকগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার উপর কুপিত হইলেন। তাহাতে দেবগণ ও ব্রহ্মা করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শিব দেবীগঙ্গাকে দান করিয়া ব্রহ্মাকে পবিত্র করিলেন। শিব-জ্ঞান ১৮।

(২০) শঙ্করের অবতার বিশেষকে অর্চ্চনা করিয়াই ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন। শিব-জ্ঞান-২০।

(২১) শিব জলরাশি প্লাবিত পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিনী কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিলে, বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রাগত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিলে, তাঁহার নাভি পদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া শিবের আজ্ঞানুক্রমে সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিব-জ্ঞান ৪৯। বিষ্ণু (২০) দেখ। (২২) কাশীতে গোপ্রেক্ষক নামক ক্ষেত্র ও কপিলা হ্রদ ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়। শিব-জ্ঞান-৫০। (২৩)

ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণু (২১) দেখ। (২৪) নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। বিষ্ণু (২৩) দেখ।

(২৫) একবার বিষ্ণু যখন অনন্ত শয্যায় শুইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে দেখিয়াও উত্থিত হইলেন না। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ভর্ৎসনা করেন। বিষ্ণুও প্রত্যুত্তর দেন এবং এইরূপ বাদ প্রতিবাদ হইতে "আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই প্রভু, তুমি নহ"। এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে নিধন বাসনায় সমরে উদ্যত হইলেন। দীর্ঘকাল তাঁহারা এইরূপ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে, তাঁহাদের পরস্পর অস্ত্রাঘাতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন শঙ্কর ভীষণ অনলস্তম্ভরূপে উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইলেন। সেই অনলস্তম্ভ দেখিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া পরামর্শ করিয়া সেই স্তম্ভের ঊর্দ্ধ ও মূলদেশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া স্তম্ভের মূলদেশের সন্ধানে গমন করিলেন ; ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া অন্তানুসন্ধানে তৎপর হইলেন। বিধাতা আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে এক অদ্ভুত কেতকী পুষ্প দেখিতে পাইলেন। পুষ্প ব্রহ্মার তথায় আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া কহিলেন,—"ব্রহ্মন্, আমি বহুকাল হইতে এই স্তম্ভ মধ্যে পতিত আছি, তথাপি ইহার আদি দর্শনে বঞ্চিত। অতএব তুমি এই স্তম্ভের আদি দর্শনাশা পরিত্যাগ কর।" ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া বলিলেন—"যদিও আমি এই স্তম্ভের আদি অনুসন্ধান করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি, তথাপি তোমার পরামর্শে সেই চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। কিন্তু তোমাকে আমার এক উপকার করিতে হইবে। তুমি আমার সহিত বিষ্ণুর সন্নিকটে যাইয়া বলিবে যে আমি এই স্তম্ভের আদি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি।" কেতকী পুষ্প তাহাতে সম্মত হইয়া উভয়ে বিষ্ণুর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন—"আমি এই স্তম্ভের অগ্রভাগ দর্শন করিয়াছি। এই কেতকী পুষ্প তাহার সাক্ষী আছে।" বিষ্ণু তাহা শুনিয়া ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তখন শিব মিথ্যাভাষী ব্রহ্মাকে শাস্তি দিবার জন্য, সেই অগ্নিস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং সত্যবাক্য বলার জন্য বিষ্ণুকে বলিলেন—"তুমি প্রভুত্বাভিলাষী হইয়াও সত্য বলার জন্য আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি। ইহার পর পবিত্র প্রদেশে তোমার পৃথক মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, উৎসব ও পূজা হইবে।" অনন্তর ব্রহ্মার দর্পনাশের জন্য শিব স্বীয় ভ্রূমধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত পুরুষ সৃষ্টি

করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "তুমি এই মিথ্যাভাষী বিধাতার যথোচিত শাস্তি বিধান কর।" ভৈরব তখন এক হস্তে ব্রহ্মার কেশ গ্রহণপূর্ব্বক অন্য হস্তে ব্রহ্মার উপরিতন অসত্যভাষী পঞ্চম মস্তক ছিন্ন করিয়া অপর মস্তক চতুষ্টয়ও কর্ত্তন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মার সেই দুরবস্থা দেখিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মার পক্ষ লইয়া শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর প্রার্থনায় শিব ভৈরবকে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—"যেহেতু তুমি পূজাকাঙ্খী হইয়া শঠতাপূর্ণ প্রভুত্ব অবলম্বন করিয়াছ, তখন বিশ্বমধ্যে তোমার পূজা ও উৎসবাদি কিছুই হইবে না।" এইরূপে শপ্ত হইয়া ব্রহ্মা কাতর ভাবে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলিলেন, "জগতে রাজদণ্ড ভয় না থাকিলে সমস্তই বিনষ্ট হইবে। অতএব লোক ভার বহনপূর্ব্বক দণ্ডার্হদিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হও এবং আজ হইতে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য, স্মৃত্যুক্ত কার্য্য ও সমুদয় যজ্ঞের গুরু তুমি হইবে। তোমা ভিন্ন সমস্ত যজ্ঞই, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ও সদক্ষিণ হইলেও নিষ্ফল হইবে।" শিব-বিদ্যে-৪-৬।

(২৬) উপরোক্ত আখ্যানটি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে শিব পুরাণের অন্যত্র (শিব-সনৎ-১৮) আছে। ঐ অধ্যায়েই পাওয়া যায় যে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট স্রষ্টৃত্ব পদ লাভ করিয়া স্বকীয় মায়া দ্বারা এই সপ্ত লোক সৃজন করেন। ব্রহ্মা শিবের দক্ষিণ বাহু এবং বিষ্ণু বাম বাহু স্বরূপ।

(২৭) মহাদেব এই জগৎ সৃজন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মাকে পুত্ররূপে নির্ম্মাণ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যাদান করিলেন। ব্রহ্মাও সেই বিদ্যা লাভ করিয়া সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমেই পুরাণের স্মরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে বেদ সকল নির্গত হয়। তৎপরে তাঁহার মুখ হইতে অপরাপর শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়। শিব-বায়-পূ-১।

(২৮) ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব্বভাগের কালসংখ্যা পরার্দ্ধ এবং উহার উত্তর ভাগের কালেরও ঐ পরিমাণ। উহার অন্তে সৃষ্টির সংহার হয়। সেই সকলের প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মার এক একটি দিবসে চতুর্দ্দশটি করিয়া মনু পরিবর্ত্তিত হয়। প্রলয়ে এই সমুদয় পৃথিবী জলরাশিতে পূর্ণ হইয়া গেলে, ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত অভিন্ন হইয়া সেই সলিলরাশির উপর শয়ন করিয়া ছিলেন। পরে দেবগণ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিলে, তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। পরে ত্রিলোচনের প্রসাদে জানিতে পারিলেন যে, পৃথিবী জলে নিমগ্না আছেন। তখন

তিনি দিব্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিলেন। পৃথিবীকে প্রলয়জলধিমধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া, প্রজাপতি পুনর্ব্বার চরাচর জগতের সৃজনে প্রবৃত্ত হন। সেই কারণে তিনি ধ্যানস্থ হন এবং ধ্যানস্থ অবস্থায়ই তিনি দেব, মনুষ্য, ভূত প্রেতাদি, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ও তাঁহার মানস পুত্রদিগকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার মানস পুত্রেরা সকলেই বীতরাগ বিমৎসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন ঈশ্বরে আসক্ত থাকায় তাঁহারা প্রজা সৃষ্টির জন্য অভিলাষ করেন নাই। তাহাতে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তপশ্চরণ জন্য দুঃখ বোধ হওয়াতে তাঁহার মনে ক্রোধ উৎপন্ন হইল এবং তাঁহার ক্রোধাবিষ্ট নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূত প্রেতাদি উৎপন্ন হইল। তাঁহাদিগকে এইরূপে অশ্রুৎপন্ন দেখিয়া, তিনি আপনাকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধ এবং অমর্ষ হইতে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইল এবং ক্রোধাবিষ্ট সেই প্রজাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার মুখ হইতে রুদ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রাণদান করিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মন হইতে অত্রি, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে, ধর্ম্ম ও সঙ্কল্পকে এবং দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্য এই চারি প্রকার প্রজা সৃজন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং উহাদের সৃষ্টির নিমিত্ত সমাধিস্থ হইলেন। ঐ সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে দেবগণ, কক্ষ প্রদেশ হইতে পিতৃগণ, জঘন হইতে অসুরদিগকে, শিশ্ন হইতে মনুষ্যদিগকে সৃজন করিলেন। তাঁহার মলনির্গম স্থান হইতে ক্ষুধাবিশিষ্ট রাক্ষসেরা উৎপন্ন হইল। তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সর্প, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব ও বয়োগণ, বক্ষঃস্থল হইতে পক্ষী সকল; মুখ ও পাদ হইতে হস্তী, ছাগ, উষ্ট্র প্রভৃতি ইতর জন্তুগণ; লোম হইতে ওষধি ও ফলমূল সকল উৎপন্ন হইল। তিনি প্রথমত মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমের নির্ম্মাণ করিলেন। দক্ষিণমুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রৈষ্টুভ ছন্দঃ; পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসোম এবং উক্থ সকল সৃষ্ট হইল; পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ এবং অতিরাত্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল। উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যামন নামক যজ্ঞ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ এবং বৈরাজ নামে সাম উৎপন্ন হইল। স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, আকাশ নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্র, দিক্‌সকল কর্ণ, এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ হইল। তাঁহার মুখ

হইতে ব্রাহ্মণগণ; বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়গণ; উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ; এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। শিব-বায়-পূ-১০।

(২৯) ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভয়ের সহিত শিবকে প্রণাম করেন এবং তাঁহারা উভয়েই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া চলেন। সেই মহাদেবই প্রথমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃজন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাঁরা দুই জনেই রুদ্র কর্তৃক পরস্পরের অঙ্গ হইতে পরস্পর সৃষ্ট হইয়াছেন। (আবার অন্যত্র আছে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র কারণ স্বরূপ। এই তিনজন মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইহাঁরাই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তের হেতু। পিতা পরমেশ্বর কর্তৃক ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, বিষ্ণু পালন কার্য্যে এবং রুদ্র সংহার কার্য্যে নিয়োজিত। অনন্তর তাঁহাদের পরস্পরের উপর মাৎসর্য্য হেতু পরস্পর পরস্পরের উপর অধিক্যলাভ করিতে অভিলাষী হইয়া, তপস্যা দ্বারা আপনাদিগের পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা সর্ব্বাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত রুদ্র প্রথম এক কল্পে ব্রহ্মা ও নারায়ণকে সৃষ্টি করেন। অন্য এক কল্পে জগন্ময় ব্রহ্মা রুদ্র ও বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন। আবার কল্পান্তরে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রকে সৃজন করেন। শিব-বায়-পূ-১১

(৩০) ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে একবার বিষ্ণু যোগনিদ্রার বশীভূত হইয়া অমৃতের ন্যায় ক্ষীর সমুদ্রে শয়ান ছিলেন তখন ব্রহ্মা তথায় যাইয়া বিষ্ণুকে গ্রাস করিয়া ফেলেন ও তৎপরে আপনার ভ্রূমধ্য হইতে আবার তাঁহাকে উৎপাদন করেন।

(৩১) ব্রহ্মা, মন হইতে সৃষ্ট প্রজাগণের আর বৃদ্ধি হইল না দেখিয়া মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে নারীকুল নির্গত হয় নাই, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রথমে মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর অভীষ্টার্থ সম্পাদন বিষয়ে স্থির করিলেন যে, প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত এই সমুদয় প্রজার বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আদ্যা পরমাশক্তি ব্রহ্মার মনে উদিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমাশক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধ্যান করতঃ উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার সেই তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। মহাদেবের সেই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ দেখিয়া ব্রহ্মা বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিলেন। সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব আপ-

নার দেহের অংশ হইতে একটি দেবীর স্বজন করিলেন। তিনিই মহাদেবের পরমাশক্তি। তাঁহার জন্ম, মৃত্যু বা জরাদি নাই। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "হে দেবি, আমি মহাদেব কর্ত্তৃক প্রথমে সৃষ্ট হইয়া প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং জগতের স্বজন করিতেছি। আমি প্রথমে মন হইতে যে সকল দেবাদিকে উৎপন্ন করিয়াছি, তাঁহারা বারংবার সৃষ্ট হইয়াও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না। এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে মৈথুনজ সৃষ্টি দ্বারা সমুদয় প্রজাবৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আপনা হইতে অক্ষয় নারীকুল উৎপন্ন হয় নাই। এই নিমিত্ত আমারও নারীকুল সৃষ্টি করিতে শক্তি নাই। আপনা হইতেই সমুদয় শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, চরাচরের বৃদ্ধির জন্য, এক অংশের দ্বারা আমার পুত্র দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুন।" তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবী আপনার ভ্রূমধ্য হইতে আত্মতুল্য প্রভাবশালিনী একটি শক্তির স্বজন করিলেন এবং সেই দেবী মহাদেবের আজ্ঞায় দক্ষের কন্যা হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মরূপিণী দেবী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাকে অতুল শক্তি প্রদান করিয়া মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন। মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি এই সংসারে স্ত্রী-সম্ভোগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মৈথুন দ্বারা প্রজা-সৃষ্টিরও আরম্ভ হইল। শিব-বায়-পূ-১৩, ১৪।

(৩২) মহাদেব হইতে নিত্য ও শ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা মৈথুনপ্রভবা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি স্বয়ং আপনার এক অর্দ্ধে নারী অপর অর্দ্ধে পুরুষ হইলেন। তাঁহার যে অর্দ্ধে নারা হইয়াছিল, তাহার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা অপর অর্দ্ধে যে বিরাট পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বিরাট পুরুষ পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত হন। শিব-বায়-পূ-১৫। সৌর-২৬। কূর্ম্ম-পূ-৮।

(৩৩) ব্রহ্মা সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া সর্ব্বাগ্রে জলরাশী স্বজন করেন, তৎপরে ঐ জলরাশিমধ্যে স্ব-বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। নররূপী দেব হইতেই জল সম্ভূত। এ নিমিত্ত লোকে জলকে নারা বলে। প্রলয়কালে জলই বিষ্ণুর বাসস্থান, একারণ বিষ্ণুর একটি নাম নারায়ণ। হিরণ্যবর্ণ সেই নারায়ণের একটি ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া জলমধ্যে ভাসিতে লাগিল। সেই ডিম্ব স্বয়ং ভেদ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। এ নিমিত্ত ব্রহ্মার এক নাম হইল স্বয়ম্ভু। হিরণ্যবর্ণ-অণ্ড-সম্ভূত ভগবান ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে বহুকাল বাস করিয়া ঐ অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করতঃ স্বয়ং

প্রকাশপূর্ব্বক স্বর্গ এবং পৃথিবীর স্বজন করিলেন। ঐ পৃথিবীর অধোভাগে ক্রমে ক্রমে সপ্তলোক এবং উর্দ্ধভাগে সপ্তলোক, এই চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন করিলেন। তৎকালে এই পৃথিবী জল-মধ্যে নিমগ্ন ছিল, দশদিক ও আকাশও জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। সেই সময়ে ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ এবং কামপত্নী রতি স্বষ্ট হইয়া-ছিলেন। তখন ব্রহ্মা মানস হইতে সাতজন মানসপুত্র ও একাদশ রুদ্রকে স্বজন করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সনৎ-কুমার নামক সকলের জ্যেষ্ঠ ঋষিবরকে স্বজন করেন। তিনি বিদ্যুৎ বজ্র, মেঘগণ, সবল ইন্দ্রধনু এবং জলরাশী স্বষ্টি করিয়া পরে মেঘের স্বজন করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ, যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত স্বষ্টি করিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ হইতে প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত প্রাণীর জন্ম হইল। যখন ভগবান ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ হইতে প্রজাস্বষ্টি করিয়া প্রজাবৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর বিবেচনা করি-লেন। তৎকালে নিজ দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নিজ মহিমা দ্বারা প্রজাস্বষ্টি আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বিরাটরূপী ভগবান বিষ্ণুর স্বষ্টি করিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫১।

(৩৪) বিষ্ণু স্বষ্টিকামনায় অগ্রে জল স্বষ্টি করিলেন ও তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে সুবর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হইয়া জলোপরি ভাসিতে লাগিল। সেই অণ্ডে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন এবং স্বয়ং সম্ভূত বলিয়াই তিনি স্বয়ম্ভূ বলিয়া কথিত হন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ঐ অণ্ডে সংবৎসর কাল থাকিয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। উহারই এক খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবীর স্বষ্টি হইল। ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যে যে শূন্য রহিল ব্রহ্মা তাহাতেই আকাশের স্বষ্টি করি-লেন। অনন্তর ব্রহ্মা জলোপরি পৃথিবী স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সকল ভাগে দশ-দিক নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি, বিদ্যুৎ, মেঘ, অশনি এবং ইন্দ্রধনু প্রভৃতির স্বষ্টি করিলেন পরে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য তাঁহার বক্ত্র, হইতে ঋক্, যজু ও সামবেদ স্বষ্টি হইল। তৎপরে তাঁহার ভুজ হইতে উচ্চাবচ ভূত, সনৎকুমার ও ক্রোধ হইতে রুদ্রের স্বষ্টি হইল। পরিশেষে ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্র আবির্ভূত হন। অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে নারিরূপী হইয়া, সেই উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিবিধ প্রজা স্বষ্টি করিতে লাগিলেন। অ-১৭।

(৩৪) তেজ হইতে সলিলরাশী

সমুৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ নষ্টকরিয়া ফেলিলে, সমস্ত পৃথিবী একমাত্র অর্ণবে পরিণত হয়। তৎকালে সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রাক্ষ নারায়ণ নামক ভগবান্ ব্রহ্মা একমাত্র সত্ত্বগুণো-দ্রেকে জাগরিত থাকায়, লোকসমূহ শূন্য অবলোকন করিয়া ঐ সলিলরাশি মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি নারায়ণ নামেও কেবল ঐ কারণ জন্য খ্যাত হন। আপ, নারা ও তনু এই কয়েকটি সলিলেরই নামান্তর। তিনি নারা অর্থাৎ জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়াই নারায়ণ নামে খ্যাত হন। এইরূপে ব্রহ্মা সহস্র যুগপরিমিত প্রলয়রূপ নৈশকাল কেবল নিদ্রাবস্থায় কাটাইয়া দিয়া, রাত্রিশেষে পুনরায় সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রাবৃট-কালীন খদ্যোতের নৈশবিচরণের ন্যায় প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মা বায়ুরূপে সেই সলিলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নারায়ণ, পৃথিবী একেবারে নষ্ট না হইয়া কেবল জলমগ্ন হইয়াছে, এই অনুমান করিয়া, দিব্য বরাহ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই জল-রাশি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পৃথিবীকে দংষ্ট্রা দ্বারা উত্তোলন করিলেন। দেবানুগ্রহে পৃথিবী আর নিমগ্ন হইল না। জলরাশির উপরে এক সুবৃহৎ নৌকাখণ্ডের ন্যায় ইতঃস্তত ভাসিতে লাগিল। প্রজাপতি পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াই জগতের স্থিতি কামনায়, তাহার বিভাগ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থান-বিশেষের সমতা বিধান করিয়া অন্যান্য স্থলে পর্ব্বত সঞ্চিত করিলেন। এইরূপে সমুদ্র, পৃথিবী ও পর্ব্বত বিভক্ত হইল। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় পৃথিবীকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, পর্ব্বতপরি শোভিত, সপ্তদ্বীপরূপে বিভক্ত ও ভূলোক প্রভৃতি লোক-চতুষ্টয়ের কল্পনা করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করেন। ব্রহ্মা-৬।

(৩৭) সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু, সহস্র-চক্ষু, সহস্রবদন, সহস্রভুক, পরমেষ্ঠি, সুমনা, সূর্য্যবর্ণ, সংসারপালক, অপূর্ব্ব, প্রথম, তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ নামধারী প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের আদি-কালে রজোগুণোদ্রিক্ত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে তমোগুণোদ্রিক্ত হইয়া সমুদয় গ্রাস করেন। ব্রহ্মা-৭।

(৩৮) সহস্রযুগ পরিমিত প্রলয়রূপী নৈশকাল অতিবাহিত হইবার পর, পরম পুরুষ প্রজাপতির বর্ত্তমান কল্পের প্রথম সৃষ্টি সময়ে সৃষ্টি কার্য্যের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সেই জলরাশির উপর প্রাবৃটকালীন খদ্যোতিকার ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে পৃথিবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় অনু-সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। এই জল-রাশির মধ্যেই পৃথিবী অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ অনুমানই ক্রমে

তাঁহার নিশ্চিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এবারও তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সলিল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া, সমুদ্রসলিল সমুদ্রে এবং নদীর সলিল নদীতে, বিন্যস্ত করিলেন। এইরূপ সলিল বিন্যাসের পর তিনি পূর্ব্বতম কল্পের যে পর্ব্বত সমূহ সম্বর্ত্তক অনলে দগ্ধ হইয়া জলবায়ুর শীতলতায় সংসক্ত হওয়ায় স্থানে স্থানে অচলভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা পুনঃ প্রকাশ করিলেন। তিনি জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে সপ্তবর্ষ ও সপ্তদ্বীপ রূপে বিভক্ত করিলেন। পরে সমুদয় বিষম স্থানের সমতা বিধান করিয়া শিলাসমূহ দ্বারা সাধারণ পর্ব্বতসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। অন্যান্য পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের আধার স্বরূপ ভূঃ আদি লোক চতুষ্টয় এবং গ্রহগণসহ চন্দ্র ও সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্ সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, ওষধি ও বৃক্ষলতাদি আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, স্থানাভিমানী ও স্থান প্রভৃতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিয়া যুগের অবস্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা-৮।

(৩৯) ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে কার্য্য কারণ সমন্বিত মানসী প্রজাসমূহ, তাঁহার স্বদেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞগণ, দেব অসুর ও পিতৃগণ এবং চতুর্ব্বিধ মানবকুলের প্রাদুর্ভাব হইল। স্বয়ম্ভূ যখন ইহাদের উৎপত্তি কামনায় আত্মসংযোগ করিলেন তখন তাঁহার তমোগুণের আবির্ভাব হয়। সেই তমোগুণযুক্ত সৃষ্টি চিন্তা করিতে করিতে যে প্রজা সমূহ তাঁহার জঘন দেশ হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাদের নাম হইল অসুর। অসু অর্থ প্রাণ। ব্রহ্মার প্রাণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছে অসুর। প্রজাপতি অসুর সৃষ্টি করিবার পরই তনু পরিত্যাগ করিলেন। এই পরিত্যক্ত তনু তমো-বহুলা ছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তমঃ পরিবৃতা ত্রিযামা রাত্রি রূপে পরিণত হইল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেখিয়া সত্ত্বগুণ-বহুলা এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মুখদেশ হইতে যে প্রজার প্রাদুর্ভাব হইল, তাঁহাদিগের নাম হইল দেবতা। দিব ধাতু ক্রীড়ার্থবাচক। ক্রীড়াবিশিষ্ট দেহ হইতে ইহাঁদের সৃষ্টি হওয়ায় ইহাঁরা দেবতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। দেবসৃষ্টি সমাধা হইলে ব্রহ্মা সে মূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন করিয়া, সত্ত্বগুণবহুল অঙ্গ অবলম্বন করিলেন। তাহা হইতে পিতৃগণের প্রাদুর্ভাব হইল। এই সকল পিতৃলোক বাস্তব পক্ষে স্বয়ম্ভুর পুত্র

হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় সম্মান করেন। রাত্রি ও দিন-স্বরূপ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের সন্ধি সময়ে এই পিতৃগণ জন্মিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা পিতৃগণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পিতৃসৃষ্টির পর তনু পরিত্যাগ করিলে তাহা সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। এইরূপে দিবা রাত্রি ও সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। অনন্তর দিবা দেবগণের, রাত্রি অসুরদিগের এবং সন্ধ্যা পিতৃগণের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতঃপর প্রজাপতি রজোগুণবহুল অন্য মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কতকগুলি মানসপ্রজা সৃষ্টি করিয়া তদ্দর্শনে সে মূর্ত্তিও পরিত্যাগ করিলেন। তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাতে প্রজাসমূহের হর্ষ ও প্রীতি জন্মিল। এইরূপে এক একটি মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতি দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমপুরুষ প্রজাপতি এইরূপে জলরাশি, দেব, দানব, মানব ও পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই সেই তনু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রজো ও তমো-গুণ-বহুল মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে যে সকল প্রজা জন্মলাভ করিল, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রজা সেই অন্ধকারের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াই নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া জলরাশি পানে সমুদ্যত হইল। অন্য কতকগুলি প্রজা তাহাদিগের করাল কবল হইতে জলরাশি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই রক্ষাকারক প্রজাসমূহ রাক্ষস নামে বিখ্যাত হইল এবং যাহারা জলরাশি পান করিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা ক্রূর কর্ম্মা গুহ্যক ও যক্ষ নামে অভিহিত হইল। এই অপ্রিয় প্রজাসমূহ দেখিয়া ধীমান ব্রহ্মদেবের কেশরাজি উদ্গত হইয়া, গলিত হইতে লাগিল। তাহা হইতেই সুখ ও দুঃখপ্রদ সর্পাদি হিংস্র প্রাণীর উৎপত্তি হইল। ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার হৃদয়ে যে সুদারুণ অগ্নির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই বিষরূপে সর্প শরীরে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপে হিংস্র প্রকৃতি সর্পসমূহের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মার অধিকতর ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে কপিশবর্ণ উগ্রকর্ম্মা, মাংসাশী ভূতগণ ও গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইল। এই অষ্টযোনী সৃষ্টি হওয়ার পরও পৃথিবীর বহুস্থান শূন্য আছে দেখিয়া, ব্রহ্মা সমস্ত পশু ও পক্ষীদিগের সৃষ্টি করিলেন। চতুরানন ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে যজ্ঞ সৃষ্টিকালে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এবং যাজ্ঞিক দ্রব্য মধ্যে গায়ত্রী. বরুণ, ত্রিবৃৎ ও রথন্তর সাম; দক্ষিণ মুখ হইতে ছন্দঃ, পঞ্চদশ প্রকার ত্রৈষ্টুভ কর্ম্ম, স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ; পশ্চিম মুখ হইতে সাম, জগতীছন্দঃ, পঞ্চদশবিধ ছন্দস্তোম, বৈরূপ্য ও অতিরাত্র এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ব আপ্তোর্য্যাম, অনুষ্টুভ ও বৈরাজ আবির্ভূত

হইয়াছিল। ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে—প্রজা সৃষ্টির কারণ বিলুপ্ত হইয়া আসিলে, তিনি আবার স্বসদৃশ নয় জন মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল ব্রহ্মবাদীরাই পুরাণসমূহে নবব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত। পরে ব্রহ্মা রোষাত্ম-সম্ভব রুদ্রকে, এবং সঙ্কল্প ও ধর্ম্মকেই সৃজন করেন। ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে সনন্দ, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার নামে যে সকল মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞানবলে রাগ মৎসরাদি পরিশূন্য হইয়া সৃষ্টি কার্য্যে উদাসীন হইলেন। তখন প্রজাপতির ক্রোধা-বির্ভাব হইল এবং সেই ক্রোধ হইতে অর্দ্ধনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা সেই তেজস্বী পুরুষকে "তুমি আত্ম দেহ বিভক্ত কর" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে সেই অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি বিভিন্নভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সেই অর্দ্ধনরদেহ আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত হইল। ইহাঁরাই জগতের হিতৈষি একাদশ রুদ্র। স্বয়ম্ভূ-মুখজাত সেই নারীদেহের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ শুক্ল বর্ণ ও উত্তর অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ বর্ণ ছিল। স্বয়ম্ভূ তাঁহার সেই দেহ বিভক্ত করিতে বলেন। সেইজন্য তিনি স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, গৌরী, মহাভাগা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ব্রহ্মা-৯। অপর্ণা দেখ। (৪০) কালান্তরে প্রজাপতির প্রজা-নিচয়ের বৃদ্ধি পুনর্ব্বার কোন এক কারণে নিবৃত্ত হইয়া গেল। তাহাতে তমো-ভাবাক্রান্ত ব্রহ্মা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তন্নিরাকরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই দুঃখ হইতে শোকের সৃষ্টি হইল। অনন্তর তিনি উপায় নিশ্চয় করিয়া বর্ত্তমান রজো-গুণের পরাভবপূর্ব্বক তমোগুণ উদ্রিক্ত করিলেন। এই তমোরজঃ একত্র সংসৃষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে এক মিথুনের উৎপত্তি হইল এবং পূর্ব্বজাত শোক অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহা হইতে হিংসা জন্মলাভ করিল। ভগবান ব্রহ্মা এই মিথুন-দর্শনে অতিশয় প্রীতি-লাভ করিয়া তমোগুণোদ্রিক্ত সেই অভাস্বর তনু দুই ভাগে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার অর্দ্ধাংশ হইতে পুরুষ এবং অপর অর্দ্ধাংশ হইতে প্রাকৃতা-ভূতধাত্রী শতরূপা নামে এক নারী আবির্ভূতা হইলেন। ব্রহ্মা-১০।শতরূপা দেখ। (৪১) এক সহস্রকল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয় এবং ঐরূপ আট হাজার কল্পে ব্রহ্মার এক যুগকাল হইয়া থাকে। আদি লোক-সৃষ্টির প্রথম কালেই ভব নামক কল্পের উৎপত্তি হয়। এই কল্পে ভগবান্ আনন্দরূপে আবির্ভূত হন। ষোড়শ কল্পে শিশির, বসন্ত নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত নামক ছয়টি ব্রহ্মার

মানসপুত্র,ষড়জস্বরসংসিদ্ধ ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়া মহেশ্বর ও সাগর-সন্নিভ ষড়জ স্বরকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিংশতি কল্পে স্বয়ম্ভু-প্রভব নিষদের আবির্ভাব দেখিয়া, প্রজাপতি প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে বিরত হইয়াছিলেন। এক-বিংশতিকল্পে প্রাণ, সমান, অপান, উদান ও ব্যান নামক ব্রহ্মার ব্রহ্মতুল্য পাঁচ মানসপুত্র আবির্ভূত হইয়া, সুমধুর মিলিত পঞ্চমস্বরে দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করেন। ত্রয়োবিংশতি কল্পের নাম চিন্তক। এই সময়ে প্রজাপতি-তনয় চিতি ও মিথুন সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করেন। চতুর্ব্বিংশ কল্পে প্রজাপতি আকুতিকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ দেন। পঞ্চবিংশতি কল্পে পুত্রাভিলাষে ধ্যান করিতে করিতে হিরণ্যগর্ভের মনোমধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এ কারণে কল্পের নামও হইয়াছে বিজ্ঞাতি। ষড়বিংশ কল্পে সৃষ্টি কামনায় স্বয়ম্ভু প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করেন, তাই ভাবনার উদ্ভব হইয়াছিল। সপ্ত-বিংশতি কল্পে দেবী পৌর্ণমাসী সৃষ্টি কামনায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হন। অষ্টাবিংশতি কল্পে পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া-ছিলেন। অনন্তর রথন্তর বৃহৎসোমের সৃষ্টি হইয়াছিল। উনত্রিংশ কল্পে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ধ্যানপরায়ণ হইলে শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতমাল্য, উষ্ণীষ-ধারী, এক অগ্নিসমতেজাঃ শিখী-কুমার আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা হৃদয়মধ্যে সেই সদ্যোজাত কুমার-মূর্ত্তিধর পরমা-ত্মার সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করেন। ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মা পুত্র-কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে, তাহাতে রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্যধর,রক্তকান্তি কুমারের আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে তাঁহাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া, ঐ মূর্ত্তিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। এক-ত্রিংশৎকল্পে ব্রহ্মা পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পুত্রাভিলাষী ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার পীতবস্ত্র, পীত-মাল্য, পীতযজ্ঞোপবীত, পীতউষ্ণীষ-ধারী এবং পীতগন্ধানুলিপ্ত তরুণবয়স্ক এক তেজস্বী কুমারের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার দর্শনমাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যাননিরত হইয়া চতুষ্পদা, চতুর্হস্তা, চতুঃস্তনী, চতুর্নেত্রা, চতুঃ-শৃঙ্গী, চতুর্দ্রংষ্ট্রা এবং চতুর্ম্মুখী দ্বাত্রিংশৎ-লোক-সমন্বিতা সর্ব্বতোমুখী মহেশ্বরীকে মহেশ্বর মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে অবলোকন করিলেন। আরও দেখিলেন যে, পূর্ব্বপ্রাদুর্ভূত মহাতেজা মহাদেব সেই দেবীকে নানারূপে স্তব করিতেছেন। অনন্তর মহাদেব পুত্রকামনায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে চতুষ্পদী মাহেশ্বরী গায়ত্রীদান করিলেন। তখন ব্রহ্মাও

অতি সমাহিতচিত্তে ধ্যানযোগে তাঁহার পরিদর্শন করিয়া রৌদ্রী গায়ত্রী মুর্ত্তির ধ্যান ও ঐ রৌদ্রীমূর্ত্তি বিষয়িণী বৈদিকী বিদ্যার জপাদি সমাপনপূর্ব্বক, মহাদেবের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্যযোগ, ষড়ৈশ্বর্য্য, জ্ঞানসম্পদ এবং বৈরাগ্য অর্পণ করিলেন। স্বয়ম্ভুর এই পীতবর্ণ কল্প অতীত হইবার পর সিতকল্প নামক অন্য কল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব কল্পের অবসানে পৃথিবী যখন দিব্য সহস্র বৎসর একার্ণবে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা সেই সময়ে পূর্ব্ব সৃষ্টি নাশ হওয়ায় দুঃখিতচিত্ত হইয়া পুনঃ সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠেন। এই চিন্তাবসরেই পিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন তেজঃপ্রদীপ্ত মহাবীর এবং কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণউষ্ণীস, কৃষ্ণ-যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণমাল্য, কৃষ্ণানুলেপন-সম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণ এক মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই ব্রহ্মা প্রাণায়াম অবলম্বনপূর্ব্বক হৃদয়ে যতীশ্বর পরমব্রহ্ম মহাদেবরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার বন্দনা করেন। অতঃপর এই সিতকল্পের অবসানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় পাইবার পর পুনর্ব্বার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা পুত্রাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিলেন। তাহাতে মহানাদশালিনী বিশ্বরূপা সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা-২০-২৩।

(৪২) প্রলয়ান্তে সমুদয় পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর একার্ণব-রূপে অবস্থান করিলে, বিষ্ণু নাগরাজের ফণার উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি সেই শয্যায় শয়ান থাকিয়াই ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় নাভি-হ্রদ হইতে তরুণতপনোপম-দীপ্তি-বিশিষ্ট, শত-যোজন-বিস্তীর্ণ বজ্রের ন্যায় দণ্ডসমন্বিত অত্যুচ্চ একটি পদ্মের সৃষ্টি করিলেন। তিনি সেই পদ্ম লইয়া ক্রীড়াসক্ত আছেন, এমন সময়ে হেম-গর্ভাঙ্গজাত, স্বর্ণবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, বিশাল-লোচন ও ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?" বিষ্ণু বলিলেন, "স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূত প্রভৃতি যে সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে আমিই একমাত্র তৎসমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা"। এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? কোথা হইতেই বা আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং এ স্থান হইতেই বা আপনি কোথায় যাইবেন? আপনার বাসস্থান কোথায়?" ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—"আপনার ন্যায় আমিও একজন আদি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি। আমার নাম নারায়ণ। আমিই সমগ্র জগতের আশ্রয় স্থল।" বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মার

আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সাগর-পর্ব্বতাদি পরিবেষ্টিত, অষ্টাদশ দ্বীপ এবং চতুর্ব্বর্ণ বিশিষ্ট ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সপ্ত সনাতন লোকাদি যাবতীয় পদার্থ অবস্থিত দেখিয়া বার বার তাঁহার তপোবলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই উদরমধ্যেই তিনি নানাবিধ আশ্রম-শালী বিবিধ লোক পরিভ্রমণ করিয়া সহস্র বৎসরেও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না। তখন ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার ব্রহ্মার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন - "আমি ত আপনার উদরের মধ্যে কাল ও দিকের আদি, মধ্য, অন্ত্য এবং উদরেরও শেষ সীমা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আপনিও আমার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপ্রতিম লোক সমুদয় অবলোকন করুন"। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু পরিভ্রমণেও অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে অনন্তশক্তি বিষ্ণু ব্রহ্মার নির্গমনকাল অনুভব করিয়া দ্বার সমূহের সম্যক্ অবরোধপূর্ব্বক সেই সাগর জল মধ্যে নিদ্রিত রহিলেন। তখন ব্রহ্মা সমুদয় দ্বারপথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সূক্ষ্মরূপ গ্রহণপূর্ব্বক নাভিদ্বারে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে পদ্মসূত্র পথের অনুসরণ করিয়া নির্গত হইয়া সেই নাভিপদ্মের উপরিভাগে পদ্মগণের ন্যায় কান্তি সম্পন্ন চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে বিষ্ণু,ব্রহ্মার তেজ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া, তাঁহাকে নাভিপদ্ম হইতে অব-তরণ করিতে বলেন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—"আপনি বর প্রদান করুন। আমি পদ্ম হইতে অবতরণ করিতেছি।" তখন বিষ্ণু বলিলেন—"আপনি আগে আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন। তাহাতে অত্যধিক প্রীতিলাভ করিতে পারি-বেন। আজ হইতে আপনি সত্যধন, মহাযোগী, ওঁকারাত্মক পূজ্য, পদ্মযোনী নামে প্রখ্যাত হইবেন। ব্রহ্মা-২৪-২৫।

(৪৩) আদি কল্পকালে ব্রহ্মা আত্ম-প্রতিম পুত্রের জন্য চিন্তা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার ক্রোড়দেশে যেন তেজোরাশী দ্বারা দহনোদ্যত নীল-লোহিতবর্ণ এক কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া, ঘোর সুস্বরে রোদন করতিে লাগিলেন। ব্রহ্মা কুমার নীললোহিতকে সহসা এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া,তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার উত্তর করিলেন—"প্রথমে আমার নাম প্রদান করুন"। তদনুসারে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন"তুমি রুদ্র নাম প্রাপ্ত হইলে।"এইরূপ নাম প্রাপ্তির পর কুমার পুনর্ব্বার রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে,ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।উত্তরে

কুমার দ্বিতীয় নাম প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মাও সেই প্রার্থনা মত তাঁহাকে 'ভব' নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে কুমার বারংবার রোদন করিয়া একে একে শিব পশুপতি, ঈশ, ভীম, উগ্র ও মহাদেব, এই সমুদয় নামও প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মসমীপে এইরূপ বহু নাম প্রাপ্ত হইয়া কুমার বলিলেন—"এখন এই সকল নামের জন্য আমায় ভূত অর্পণ করুন।" স্বয়ম্ভু কুমারের প্রার্থনামত তাঁহার নাম নিকরের জন্য সূর্য্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্ররূপ শরীর সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মধাতু নামে অভিহিত। অতঃপর প্রজাপতি কুমারের নাম সমুদয়ের যথাক্রমে নিম্ন-লিখিতরূপ শরীর বা মূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিলেন—আদিত্য, জল, ভূমি, অগ্নি, বায়ু, বায়ু সঞ্চারণের জন্য দেহ মধ্যস্থ ছিদ্রসকল, যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা এবং প্রজাবর্গে অবস্থিত চন্দ্র নামে মানসী তনু। সৌ-২৩। ব্রহ্মা-২৮।(৪৪) পূর্ব্বে দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একার্ণবাকারে অবস্থিত ছিল ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় সেই সময়ে দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন। সেই সময়ে দিব্য গন্ধশালী এক কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া শ্রুতি উচ্চারণ করিলেন। সেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত শ্রুতি ব্রহ্মা লাভ করিলেন। তৎপরে তিনি ভয়াবহ তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধ্যানসংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে "এই ব্যক্তি কে" (কো নু অয়ম) এই তিনটী শব্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ চিন্তাকালে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধহীন অক্ষ-রের আবির্ভাব হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক তিনি শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ চিহ্নবিরহিত এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এই সমুদয় অনু-ভব করিবার পর তিনি সেই অক্ষরই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠ হইতে শ্বেতবর্ণ, সুনির্ম্মল. মহাশব্দসমন্বিত একমাত্র অক্ষর বাহির হইল। অনন্তর স্বয়ম্ভু এই অক্ষর চিন্তা করিতেছেন এরূপ সময়ে, এক রক্তবর্ণ অক্ষরের উৎপত্তি হয়। তাহাই আদিদেব নামে প্রসিদ্ধ। এই অক্ষরই প্রথম ঋগ্বেদ। তৎপরে আরও চিন্তা করিতে করিতে দ্বি-অক্ষর মাত্র যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ উদ্ভুত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা বেদত্রয়কে দেখিয়া নিত্য অক্ষর ধ্যানে ব্যাপৃত হইলেন। এইরূপ ধ্যানবশতঃ ব্রহ্মরূপী সেই অক্ষর প্রদীপ্ততেজা চতুর্দ্দশ মুখ দেবরূপে পরিণত হয়। এই ওঁকার জাত অক্ষর স্বায়ম্ভুব নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে ত্রিবিধ বর্ণযুত চতুর্দ্দশ স্বরের আবির্ভাব হইল। অনন্তর সাধারণ অর্থ প্রকাশ নিমিত্ত সেই বর্ণসমূহ মধ্যে অকার

হইতে ত্রিষষ্ঠি বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই স্বরসমূহ হইতে মহামুখশালী চতুর্দ্দশ দিব্য মনু প্রসূত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ মুখমণ্ডিত ও ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত অকার ব্রহ্মকল্প সর্ব্ববর্ণ প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রথম মুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব। দ্বিতীয় মুখ হইতে স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় মুখ হইতে যজুর্ময় আদিত্য নামে বিখ্যাত যজুর্ব্বেদ, চতুর্থ মুখ হইতে তামস মনু, পঞ্চম মুখ হইতে চরিষ্ণব মনু. তৎপরে ক্রমে ক্রমে এক একটি মুখ হইতে—বিজয় নামে বিখ্যাত কপিলবর্ণ ওঁকার, কৃষ্ণবর্ণ বৈবস্বত মনু, শ্যামাক্ষর সদৃশ শ্যামবর্ণ সাবর্ণি নামক ঋকার, ধূম্রবর্ণ ধূম্রমনু, সাবর্ণি নামক সম ও সবর্ণযুক্ত প্রভু ঌকার, পিশঙ্গ মনু, পিশঙ্গ বর্ণ ঐকার, পঞ্চবর্ণময় বর্ণশ্রেষ্ঠ ওকার এবং সাবর্ণি মনু নামক ঔকার উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা-২৭। (৪৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার যে অগ্নিনামধেয় অভিমানী পুত্র ছিল, তাহা হইতে স্বাহার জন্ম হয়। লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত ব্রহ্মার প্রথম পুত্র। ব্রহ্মা-৩০। (৪৬) দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হওয়াতে ব্রহ্মার বিশেষ আনন্দ হইল এবং তখন তাঁহার বক্ষ হইতে পিতৃগণের আবির্ভাব হয়। বসন্তাদি ছয় ঋতু এই পিতৃলোক নামে কীর্ত্তিত। ব্রহ্মা-৩১। (৪৭) প্রলয়-পয়োধিজলে অনন্ত শয্যায় শয়ান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় সরস্বতীর বরে বলীয়ান্ হইয়া, পদ্মাসনে আসীন ব্রহ্মাকে সমরে আহ্বান করে। ব্রহ্মা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অপারগ হইয়া বিষ্ণুর নাভি-কমলের নালমধ্যে অবস্থিত হইয়া, বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে হরি জাগরিত হইয়া, ব্রহ্মাকে ভয়কাতর দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মধু-কৈটভকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং পরে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। দেবীভা-১স্ক-৬-৯। (৪৮) একবার ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যা (সরস্বতী)কে দেখিয়া কামার্ত্ত হৃদয়ে সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, ভগবান্ রুদ্রদেব ভীষণ হুঙ্কার শব্দে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত ও নিবারিত করিয়াছিলেন। দেবীভা-১স্ক-১৪। ৪স্ক-২০। (৪৯) পূর্ব্বকালে একার্ণব সময়ে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় সৃষ্টি নষ্ট হইলে যখন পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ বা পর্ব্বতাদি কিছুই দেখিতে না পাইয়া, নাভিকমলের কর্ণিকার উপর উপবেশন করিয়া, তিনি কে, কে তাঁহাকে সৃষ্টি করিল, কে তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা বা সংহারকর্ত্তা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি যে পদ্মের উপর বসিয়াছিলেন, তাহার আধারভূমি

অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট হইয়া, সেই জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন মৃত্তিকা পাইলেন না, তখন "তপস্যা কর" এইরূপ এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা স্বীয় জন্মস্থান পদ্মের উপর উপবেশনপূর্ব্বক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করেন। অনন্তর "সৃজন কর" বলিয়া আবার আকাশবাণী হইল। সেই আকাশবাণী শুনিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। "এক্ষণে কাহাকে সৃজন করি ?" এমত অবস্থায় মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাদৈত্য আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি পদ্মের নাল অবলম্বন করিয়া জলমধ্যে অবতরণ করিলেন এবং তথায় শ্যামকান্তি, পীতবস্ত্রপরিধায়ী, চতুর্ভুজ এক অদ্ভুত পুরুষকে অনন্ত শয্যায় শয়ান দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে নিস্পন্দ ও যোগনিদ্রাক্রান্ত দেখিয়া, সেই নিদ্রারূপিণী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দেবী যোগনিদ্রা বিষ্ণুদেহ পরিত্যাগ করিয়া, আকাশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু নিদ্রোত্থিত হইয়া মধু কৈটভের সহিত, ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন। তখন রুদ্রদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনে সেই আকাশস্থ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দেবী তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা এক্ষণে আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-রূপ কার্য্যসম্পন্ন করিতে থাক এবং নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিয়া, স্ব স্ব বিভূতিবলে চতুর্ব্বিধ প্রজা উৎপাদন কর।" দেবগণ দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল হইতে একটী সুন্দর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেবীর আদেশে দেবত্রয় সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবী যোগনিদ্রা তৎক্ষণাৎ স্বীয় শক্তিবলে বিমানকে ঊর্দ্ধাকাশে উঠাইলেন এবং দেবগণ এইভাবে বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রহ্মলোকে দেবত্রয় অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতঃপর সেই বিমানে আরোহণ করিয়াই তাঁহারা কৈলাসে গমন করেন এবং তথায় অপর এক শঙ্করকে, তদনন্তর তথা হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তথায় অপর এক বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তথা হইতে তাঁহারা তিনজন সুধা-সাগর মধ্যস্থ এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় কোটী লক্ষ্মীর অপেক্ষা অধিক

শোভাময়ী এবং সূর্য্যবিম্বের মত তেজোময়ী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে অধিষ্ঠিতা দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবত্রয় পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া, দেবীর প্রসাদ লাভের জন্য তাঁহার মন্দিরের দ্বারদেশে যাইয়া উপনীত হইলেন। দেবী তাঁহাদিগকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তিনজনকেই স্ত্রীমূর্ত্তি করিলেন। স্ত্রীরূপ লাভ করিয়া তাঁহারা আরও অধিক বিস্মিত হইয়া, তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মা নানারূপে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাদের স্তবে অতিশয় প্রীতা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন - "তোমরা এক্ষণে নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়া, প্রারব্ধকৃত স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাক"। অতঃপর তিনি দেবত্রয়কে সুসংস্কৃত শক্তি সকল প্রদান করিলেন। অর্থাৎ বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী এবং ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী নাম্নী মহাশক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর তথা হইতে স্থানান্তরে যাইয়া তাঁহারা পুনরায় পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন। দেবীভা-৩স্ক-২-৬ (৫০)একবার কশ্যপ বরুণদেবের ধেনু হরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা স্বীয় প্রিয় পৌত্র কশ্যপকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, "তুমি পৃথিবীতে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে গো-পালন করিবে।" দেবীভা-৪স্ক-৩। (৫১) বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বিতীয় যুগে ব্রহ্মা অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনা মত তাঁহার পুত্র সোমরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-১৬। বিষ্ণু-১ম-১০। ভাগ-৪র্থ-১০।(৫২) প্রজাপতি কোনও সময়ে আপনার কন্যার সহিত অশোভন ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে, উর্ণার গর্ভজাত মরীচির ছয় পুত্র তাঁহাকে উপহাস করেন। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করেন যে, "তোমরা দৈত্যযোনীতে জন্মগ্রহণ কর।"দেবীভা-৩স্ক-২২। কালনেমী দেখ। (৫৩) সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভুত হইয়া অতি দুর্জ্ঞেয়া জগজ্জননী মহাদেবীর প্রীত্যর্থে তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ ভগবান বিধাতা এইরূপে তাঁহার আরাধনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া, জগৎ সৃজনে সমুদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু সহসা মানুষ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মহাত্মা চতুরানন মনে মনে সৃষ্টির বহুধা চিন্তা করিয়া বিবিধ প্রকার সৃষ্টি করিলেও কিছুতেই তাহা বিস্তারপ্রাপ্ত হইল না। অনন্তর প্রজাপতি প্রথমে সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে তাঁহার রোষ হইতে রুদ্র, উৎসঙ্গ হইতে নারদ,

দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ এবং পুনরায় মানস হইতে সনকাদি মহর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। পরে ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে বীরিণী ও অসিক্নী নামে বিখ্যাত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দক্ষপত্নী জন্মলাভ করেন। দেবীভা-৭স্ক-১। (৫৪) ব্রহ্মাই প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করেন। তৎপরে ত্রিভুবনে দেবতা ও মনুষ্যগণ তাঁহার পূজা করেন। দেবীভা-৯স্ক-১ ও ২৬। (৫৫) কৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনী নিঃসৃত হন। তিনি কমণ্ডলুধারী, শোভাশালী, তপস্বী ও জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্ম্মুখে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই চতুর্ম্মুখের সহিত আবির্ভূতা সুন্দরী শতচন্দ্র-সম শোভাশালিনী, বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধায়িনী এবং বিবিধ রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা। সেই পরমা সুন্দরী স্ত্রী রত্ন-সিংহাসনস্থিত সর্ব্ব-কারণ কৃষ্ণকে স্তব করতঃ হৃষ্টান্তঃ-করণে তাহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-৯-স্ক-২। (৫৬) ঐ দেবী-ভাগবতেরই অন্যত্র কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার সৃজন এবং তৎপরে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চরাচর সৃষ্টির নিম্নলিখিত রূপ-বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। একবার কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় দুইভাগে বিভক্ত হইলে তাঁহার বামভাগ স্ত্রীরূপ এবং দক্ষিণাংশ পুরুষ-রূপ হইল। সেই স্ত্রীরূপী প্রকৃতি কৃষ্ণের ঔরসে গর্ভবতী হইয়া একশত মন্বন্তর কাল গর্ভধারণ করিয়া স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। পরে তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং সেই উজ্জ্বল ডিম্ব হইতে এক শিশু নির্গত হইল। তিনি বিশ্বের আদি-পুরুষ মহাবিরাট। কৃষ্ণ সেই বিরাটকে বলিলেন,—"তুমি অংশরূপে বিরাটরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ কর। তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বসৃজনকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন।" কৃষ্ণ এই বলিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "তুমি মহাবিরাটের প্রতি লোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্বসৃষ্টি করিবার জন্য গমন করিয়া তাহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হও।" কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিভরে ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার জলরাশীতে সেই বিরাটের লোমকূপে প্রবেশ করিলেন। এবং মহাবিরাটও তাঁহার অংশ ক্রমে ক্ষুদ্র হইলেন। শ্যাম-বর্ণ, যুবা, পীত-বস্ত্র-পরিহিত, সস্মিত, প্রসন্নবদন, বিশ্বরূপী জনার্দ্দন কালশয্যায় শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্ভুত হইলেন। অতঃপর স্বয়ংসম্ভূত কমলজ ব্রহ্মা সেই পদ্মের নালে নালে লক্ষযুগ পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভি-পদ্মের নালদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা

তখন সেই নাভিপদ্ম-সম্বন্ধে সাতিশয় ভাবনাকুল হইলেন। তাহার পর পুনরায় স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে ধ্যানযুক্ত উজ্জ্বল দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া,তাঁহাকে ক্ষুদ্রমূর্ত্তিরূপে দেখিলেন। অনন্তর তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বরপ্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা তৎপরে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তাহার পর শিবাংশ-সম্ভূত একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে উদ্ভূত হইলেন। সেই পিতামহ ব্রহ্মা সেই ক্ষুদ্ররূপী বিরাটের নাভিপদ্ম-স্থিত বিশ্বে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এবং চরাচর ত্রিলোক সমস্তই সৃজন করিলেন। এইরূপে প্রতি লোমকূপে প্রত্যেক বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রত্যেক বিশ্বে এইরূপ ক্ষুদ্র বিরাট এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। দেবীভা-৯-স্ক-২।৩।
(৫৭) গঙ্গার শাপে সরস্বতী অংশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন। দেবীভা-৯স্ক-৮
(৫৮) পূর্ব্বে দেবগণ সৃষ্টির পূর্ব্বসময়ে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাদিগের আহার্য্য বস্তু স্থির করিয়া দিবার জন্য, তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাহাতে ব্রহ্মা শ্রীহরির সেবা করিতে আরম্ভ করিলে, হরি ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে অংশের সহিত যজ্ঞরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। তখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকলে যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করিতে পারিলেন না। দেবগণ আহার লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণচিত্তে পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে তাঁহাদের ক্লেশের কথা জানাইলেন। তখন ব্রহ্মা আবার শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরির আজ্ঞানু-সারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূজার ফলে দেবী উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবি, তুমি অগ্নির শক্তি ও পত্নী হও। অগ্নিদেব যেন তোমার সাহায্য ভিন্ন হোমদ্রব্য ভস্ম করিতে না পারেন। যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাদের উদ্দেশে হবিঃ দান করিবেন, তদ্দত্ত হবিঃ লাভ করিয়া দেবগণ যেন পরমানন্দিত হয়েন।" দেবীভা-৯স্ক-৪৩। স্বাহা দেখ। (৫৯) জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি-ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান পিতৃ-চতুষ্টয় এবং তেজোঃ-স্বরূপ পিতৃত্রয়কে সৃজন করেন। সেই সাতজন আনন্দময় মনোহর পিতৃগণের সৃজন করিয়া পিতামহ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ

তাঁহাদের আহার্য্য নির্ণয় করিলেন। পিতামহ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি বিধান-পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলেও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ লাভ করিলেন না। তখন পিতৃগণ সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া তিনি মন হইতে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে সৃজন করিলেন, এবং পিতৃগণকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া গোপনে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রের অন্তে স্বধা শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃদান প্রদান কর।" তাঁহারাও ব্রহ্মার উপদেশক্রমে তদনুসারে পিতৃদান প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-৯স্ক-৪৪। (৬০) সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টির জন্য মহাদেব লীলাবশে দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং সেই প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাকে বেদ-পুরাণ প্রদান করেন। সৌ-২। (৬১) ব্রহ্মেশ্বর তীর্থে ব্রহ্মা শিবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। সৌ-৬। (৬২) কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সৌ-১৩। (৬৩) প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। তির্য্যক ও উর্দ্ধভাগে বহু-সহস্র-কোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেখানেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থিত। সৌ-২২। (৬৪) চতুঃসহস্র যুগে এক কল্প। তিনশত ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর। ব্রহ্মার শত বর্ষের নাম 'পর'। এই শত বর্ষান্তে সকলই প্রকৃতিতে লয় হয়। এই জন্য কালজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলেন। ব্রহ্মার একদিন বা রাত্র এক কল্প পরিমিত। পাদ্মকল্পের শেষ পরার্দ্ধে ব্রহ্মার বারাহ কল্প। এই কল্পে ব্রহ্মা বরাহমূর্ত্তি ধারণ করেন। পূর্ব্বে এই জগৎ বিভাগশূন্য, তমোময় ও ঘোর একার্ণবরূপ ছিল। জগৎ একার্ণব ও স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা নারায়ণরূপে যোগনিদ্রা আশ্রয়-পূর্ব্বক ঈশ্বরেচ্ছাবশে সেই সলিলে সুপ্ত হন। অতঃপর সহস্রযুগ অতীত হইলে দেব নারায়ণ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মা হইলেন। দেব চতুর্ম্মুখ পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্না দেখিয়া বরাহরূপ ধারণ করিয়া দংষ্ট্রা দ্বারা তাহার উদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি পৃথিবী ও প্রলয়-দগ্ধ শৈলগণকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিয়া সৃষ্টিচিন্তা করিলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় সৃষ্টি হইল। সেই সৃষ্টিকে অনুপযোগী দেখিয়া ব্রহ্মা অন্য সৃষ্টি কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিলেন এবং তদনন্তর তিনি তির্য্যকস্রোতা সৃষ্টি করিলেন। বক্রপথে আহার সঞ্চরণ দ্বারা জীবিত থাকে বলিয়া তাহাদের নাম তির্য্যকস্রোতা। তাহাই পশ্বাদি

সৃষ্টি। পিতামহ সেই সৃষ্টিকেও অনুপযোগী মনে করিয়া অন্য সাত্ত্বিক সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁদের আহার সঞ্চার দেহের বহির্ভাগে। ইহা দেবসৃষ্টি। (অমৃত দর্শন করিয়াই দেবগণ তৃপ্ত হন। গলাধঃকরণ করিতে হয় না। শ্রুতিতে কথিত আছে)। পুনর্ব্বার তিনি সৃষ্টি-চিন্তা করিলে তমোযুক্ত রজোধিক এবং জ্ঞান-দুঃখাদি সম্পন্ন মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল। পুনর্ব্বার সৃষ্টি চিন্তা করিলে ভূতসৃষ্টি হইল। এই দেবযোনীবিশেষেরা সংবিভাগরত, ক্রূর এবং জ্ঞান-বহুল। সৌ-২২। বিষ্ণু—(২৭) দেখ। (৬৫) একবার মাহেশ্বরীকে দেখিয়া ব্রহ্মার শুক্র-ক্ষরণ হইল। তদ্দৃষ্টে মহাদেব নিষেধ করিলেও ব্রহ্মা পাদদ্বারা সেই শুক্র প্রোঞ্ছন করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি শম্ভুর আদেশক্রমে সেই অমোঘ শুক্র বামপাণি দ্বারা লইয়া অগ্নিতে হবন করিলেন। অনন্তর সেই আহুতিতে তেজোময় তপোনিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অষ্টাশী হাজার উর্দ্ধরেতা মুনি উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলেন। সৌ—৫৯। (৬৬) ভগবান্ লোকসৃষ্টি মানসে প্রথমতঃ পুরুষরূপ পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই, ষোড়শ-অংশ-বিশিষ্ট বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ পাদ্ম নামক কল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিহ্রদ হইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয়। সেই পদ্মগর্ভে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারই অবয়ব সংস্থান দ্বারা এই ভূর্লোকাদি জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগ-১স্ক-৩। (৬৭) নারদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন। তদ্ভিন্ন তিনি নারদের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও লীলাবতারও বিস্তারিত বর্ণন করেন। ভাগ-২স্ক-৪-৭। (৬৮) এই বিশ্ব যৎকালে প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল তখন ভগবান্ নারায়ণ একাকী নাগরাজ অনন্তকে শয্যা করিয়া শয়ন করেন। সেই অবস্থায় তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াই সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অবস্থিত হইলেন। সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এইজন্য লোক-নিরীক্ষণার্থ চক্ষুঃসঞ্চালন করিয়া চতুর্দ্দিকে গ্রীবা ফিরাইলেন। তখনই তাঁহার চারি মুখ হইল। তৎপরে তিনি ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ করিয়া সেই এক-পদ্মকে তিনি লোকরূপে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। ভাগ-৩স্ক-৬০। (৬৯) আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির আগে তমঃ, মোহ, মহামোহঃ প্রভৃতি অজ্ঞান-বৃত্তি সকল সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সৃষ্টি পাপীয়সী দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন না। এইজন্য তিনি ভগবানের ধ্যানে মনকে পবিত্রীকৃত করিয়া অন্যান্য

সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে সনকাদি চারিজন মুনি উৎপন্ন হইলেন তাঁহারা সকলেই নিষ্ক্রীয় ও উর্দ্ধরেতাঃ হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মাকর্তৃক প্রজাসৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। পুত্রেরা তাঁহার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিলে প্রজাপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ ক্রোধ তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া নীললোহিত ও কুমাররূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। সেই ভগবান্ নীল-লোহিতই দেবগণের পূর্ব্বজ। তিনি উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার রুদ্রাদি একাদশটি নাম এবং একাদশজন পত্নী নির্দ্দেশ করিলেন। অতঃপর তিনি সেই কুমারকে বলিলেন, "তুমি প্রজাপতি। অতএব এই সকল নাম ও স্থানযুক্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টি কর।" স্বীয়গুরু ব্রহ্মাকর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া নীললোহিত আত্মতুল্য প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নীললোহিত-রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র উৎপন্ন হইল, তাহার অসংখ্য দল বাঁধিয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা সেই রুদ্রসমূহকে দেখিয়া ভীত হইয়া সেইরূপ প্রজাসৃষ্টি করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি সর্ব্ব-প্রাণীর সুখাবহ তপস্যাকর। এই বিশ্ব পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তুমি তপোবলে পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে পারিবে।" নীললোহিত রুদ্র স্বয়ম্ভুর উপদেশে "তাহাই হইবে" বলিয়া তপস্যার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা আবার লোক সৃষ্টির জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মরীচি আদি দশজন পুত্র উৎপন্ন হইল। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ, বাক্য, লোভ, সিন্ধু, পাপাশ্রয় নিঋ‌র্তি, এবং কর্দ্দম মুনিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইলেন। বাক্ নামে তাঁহার একটি মনোহারিণী কন্যাও জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করেন। তাহাতে মরীচি প্রভৃতি পুত্রেরা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তখন ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখেই তনু ত্যাগ করেন। তাহাতে দিক্ সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল। ঐ ব্রহ্মা অন্য এক সময়ে এইরূপ চিন্তা করিলেন "এই সকল লোক পূর্ব্বকল্পে যেরূপ সুসঙ্গত ছিল সেইরূপে ইহাদিগকে কি প্রকারে সৃজন করিব?" যখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চারি মুখ হইতে বেদ সকল নির্গত হইল এবং হোত্রাদিকর্ম্ম, উপবেদ ও নীতিসারের সহিত কর্ম্মতন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিস্তার, ধর্ম্মের চারিপাদ এবং আশ্রম সকলের বৃত্তি—এই সমুদয়ও উৎপন্ন হইল। তিনি পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন,

তাহা নীহারময় তমোরূপে পরিণত হইল। তৎপরে অপর একটি মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি সৃষ্টি-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন তিনি দেখিলেন ঋষিগণের সৃষ্টি বিস্তৃত হইল না। তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, দৈবই প্রতিকুল এইরূপ চিন্তা করিয়া, যথাকর্ত্তব্য সাধন করিলেন। এবং ঐ দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। যখন তিনি ঐ প্রকার ভাবিতে ছিলেন, তখন তাঁহার ঐ মূর্ত্তি আপনা হইতেই আশ্চর্য্যরূপে দ্বিখণ্ডিত হইল। সেইজন্য অদ্যাপি তাঁহার ঐ মূর্ত্তিকে কায় বলিয়া থাকে। ঐ দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ হইলেন। তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন এবং যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম হইল শতরূপা। ভাগ-৩স্ক-১২। স্কন্দ পুরাণে (ব্রহ্ম-সেতু-৪০)আছে যে,প্রজাপতিকে কন্যার প্রতি আসক্ত দেখিয়া, শিব স্বীয় ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক, তাঁহাকে শরবিদ্ধ করেন। হরের বাণে বিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা ভূপতিত হইলে, তাঁহার দেহ হইতে একটা মহাপ্রভ মহাজ্যোতি উত্থিত হইয়াছিল। (১০) অসুরদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রতীকারোপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং বিষ্ণুর স্তব করেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (১১) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্যক জ্ঞাত হইবার অভিলাষে, ব্রজের গোবৎস ও গোপালক শ্রীকৃষ্ণের সখা বালকদিগকে লুকাইয়া রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বালকদিগের জননী ও ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য, স্বয়ংই বৎসগণ ও বৎসবালকদিগের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার মোহনাশ করেন। গর্গ বৃ-৬-৮ ভাগ-১০স্ক-১৩। বৃহদ্ধ-উ-১৭। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১২)প্রয়াগে ব্রহ্মা এক বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া নিজ পিতামহ অচ্যুতের অর্চ্চনা করেন। বৃহন্নার-৬। (১৩) প্রভু মহাবিষ্ণু (অথবা নারায়ণ) সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে উৎপাদন করিলেন দক্ষিণাঙ্গ হইতে; সংহারের জন্য ঈশানরুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন দেহের মধ্যভাগ হইতে; আর জগৎ পালনের জন্য বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন দেহের বামাঙ্গ হইতে। বৃহন্না-৩। (১৪) গঙ্গার গর্ভে সমুদ্রেরযে পুত্র জন্মে,ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন জালন্ধর। পদ্ম-উ-৩, ৯৬। (১৫) চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে, পিতামহ সহ্যাদ্রিশিখরে যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সরস্বতীর আসিতে বিলম্ব হওয়ায়,দেবগণের পরামর্শে ব্রহ্মা দক্ষিণভাগে গায়ত্রীকে নিবেশিত করিয়া দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলেন। সরস্বতী তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণকে শাপ দেন এবং

সেইজন্য তাঁহারা স্ব স্ব অংশে নদীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা ককুদ্মিনী গঙ্গা হইয়া প্রবাহিত হইলেন। পদ্ম-উ-১১১। (৭৬) সৃষ্টির প্রথমে এক ব্রহ্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত ও তমোময় ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয়ে থাকিয়া, ভাবসমূহের বৃংহর্ণ অর্থাৎ পুষ্টি বিধান করেন বলিয়া, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। বৃহত্ত্ব হেতু তিনি ব্রহ্মা, সর্ব্ব-ভূত রূপী বলিয়া ভব ; আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রজাপতি পদবাচ্য। অব্যক্তপুরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ এবং কাহারও উৎপাদিত নহেন, অপিচ সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বয়ম্ভূ পদবাচ্য। বায়ু-৪। (৭৭) সকলের মূল আদি মহা-বিদ্যা প্রকৃতি,স্বয়ং ব্রহ্মাকে সংযত হইয়া, বিবিধ বিচিত্র অসংখ্য চরাচর সৃষ্টি করিতে বলেন। ব্রহ্মা সেই পরমা-প্রকৃতির আদেশে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমেই জল সৃষ্টি করি-লেন। শিব তখন সেই পরমাপ্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য, ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহার পরে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাও তদ্রূপ করিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগের তপস্যা পরীক্ষা করিবার জন্য, তিন জনেরই নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই সময়ে দেবী এক অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ভয়বিহ্বল হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনি যে যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন দেবীও সেই সেই দিকে গিয়া, উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এইরূপে ক্রমে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন, দেবীও তাঁহার চারিদিকে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মার তখন চারিখানা মুখ হইল এবং চারিদিকেই দেবীকে দেখিতে লাগি-লেন। এইবার তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি ভয়ে তপস্যা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর সমাধি-ভ্রষ্ট লোকপিতামহ ক্ষিত্যাদি ভূতবর্গ এবং তত্ত্বসকল দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ দশটি মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রমুখ মহা-প্রাজ্ঞ মানস পুত্রগণ, সন্ধ্যা নাম্নী কন্যা এবং মহাপ্রভাব কামদেব উৎপন্ন হই-লেন। ব্রহ্মা এই কামরূপী পুরুষকে, স্বয়ংই ত্রিলোকবাসীর বিমোহনের জন্য, নিযুক্ত করিলেন এবং সমস্ত লোককে বিমুগ্ধ করিবার জন্যই, প্রজাপতি তাঁহাকে পুষ্পময় পঞ্চবাণ ও পুষ্পময় ধনু নিরূপণ করিয়া দিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার বামাংশ হইতে একটি স্ত্রী এবং দক্ষিণাংশ হইতে এক পুরুষ উৎ-পাদন করিলেন। ঐ পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রীর নাম শতরূপা। শ্রীমহাভা-৩। (৭৮) হরের নেত্র-সম্ভূত অগ্নি বহির্গত হইয়া মদনকে ভস্ম

করিল কিন্তু আর হরের নিকট যাইতে পারিল না। সেই বহ্নি বড়বারূপী হইয়া মেদিনীর তাপ জন্মাইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া সেই বড়বারূপী পাবককে লইয়া গিয়া, সমুদ্রজলে স্থাপন করিলেন। শ্রীমহাভা-২৩। (৭৯) শিব-তনয় কার্ত্তিকেয়, তারকাসুর বধের জন্য, সেনাপতি পদে বৃত হইলে, ব্রহ্মা বায়ু-বেগী ময়ূরকে, তাঁহার বাহন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। শ্রীমহাভা-৩১। (৮০) রাবণের সহিত রামের সমরে, ব্রহ্মা বরা-বরই রামের পক্ষাবলম্বন করিয়া, নানা-রূপে তাঁহাকে সাহায্য করেন। তিনি সমরে রামের জয় কামনায়, বিল্ববৃক্ষে ভক্তিভাবে জগন্মাতার পূজা করিয়া, অকালে বোধন করেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, বেদোক্ত দেবীসূক্ত স্তোত্রে, তাঁহার স্তব করেন। দেবীও তাঁহাকে রামের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া, বিবিধ উপাচারে, শুক্লাসপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে বলেন এবং দশমীর প্রভাতে প্রকৃষ্টরূপে দেবীর পূজা করিয়া, মহোৎসব সহকারে তাঁহার মূর্ত্তি স্রোতস্বতী জলে বিসর্জ্জন দিতে বলেন। শ্রীমহাভা-৪৫। (৮১) বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের প্রার্থনায়, মহেশ্বর একবার অতি সুললিত স্বরে গান করেন। সেই গান শুনিয়া, বিষ্ণু রোমাঞ্চিত দেহে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। বিষ্ণু জলময় হইলে, সেই জলে বৈকুণ্ঠ সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতিগণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া, সমস্ত হরিমন্দির এবং সেই পুরীর অন্য সকল স্থানও জলব্যাপ্ত দেখিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা শিবগান জন্য হরির দ্রবত্ব জানিতে পারিয়া, সেই জল স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে তুলিয়া লইলেন এবং কমণ্ডলু-গত-দেহা গঙ্গা, সেই জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র, দ্রবরূপা হইলেন। ব্রহ্মা জলময়ী গঙ্গাকে কমণ্ডলু মধ্যে লইয়া, স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমহাভা-৬৪। (৮২) বিষ্ণু যখন বামনরূপে বলীকে ছলনা করেন, তখন তিনি যে পদ উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলু হইতে সেই উর্দ্ধগত পদে, জল প্রদান করেন। কমণ্ডলুস্থিতা সেই নীরময়ী গঙ্গা, বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা গঙ্গাকে এইরূপে হরির চরণে অবস্থিতা জানিতে পারিয়া এবং নিজ কমণ্ডলু শূন্য দেখিয়া ভাবিলেন,—"এই দ্রবময়ী গঙ্গা আমার কমণ্ডলু মধ্যে ছিলেন। এক্ষণে হরি পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল হইয়াছেন। ইনি নিশ্চয়ই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল পবিত্র করিয়া সিন্ধুসঙ্গম প্রাপ্ত হইবেন। অতএব আমি তপস্যায় আরাধনা করিয়া, সুরেশ্বরী গঙ্গাকে বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে, পুনরায় নিঃসারিত করিব।" তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া, বৈকুণ্ঠে

গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুতনুস্থিত গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। বহুকাল প্রার্থনা করার পর, গঙ্গা প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"আমি কিছুকাল বিষ্ণুর দেহে অবস্থান করিব, তৎপরে তদীয় পাদপদ্ম হইতে দ্রবীভূত হইয়া, নিঃসৃত হইব ও ত্রিলোক পবিত্র করিব।" এই বলিয়া গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন এবং ব্রহ্মাও স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীমহাভা-৬৬। (৮৩) ব্রহ্মাই সর্ব্বপ্রথম নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে কল্কিপুরাণ শ্রবণ করান। কল্কি-১ম-১। (৮৪) পিতামহ ব্রহ্মা কল্কিরই বিরাটমূর্ত্তির, জীবাত্মা বা পুরুষ নামক অংশ হইতে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াদ্বারা কালরূপ অংশ হইতে, জীবগণের সৃষ্টি করেন। পিতামহ স্বয়ংও সেই বিরাট পুরুষের শরীর হইতে উৎপন্ন। কল্কি-১ম ৪ (৮৫) অন্যত্র কল্কি পুরাণ মতে (৩য়-৩-৪) কল্কির নাভিকমল হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা জগৎ সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে নয়জন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন। পরে ব্রহ্মা সমুদয় বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিয়া, বিস্ময়ান্বিত হৃদয়ে বাক্যহীন প্রজাপতিদিগের সহিত, কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে আকাশ হইতে, "তপোনুষ্ঠান কর" এই বাক্য ধ্বনিত হইল। সেই ধ্বনি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং দশ দিক আলোকিত হইল। তখন ব্রহ্মা অতিশয় আনন্দলাভ করিয়া, চতুর্দ্দিকে নিজ মুখচতুষ্টয় বিস্তার করিলেন। তাহার পর তিনি সর্ব্বাগ্রে সুনির্ম্মল বাক্য ও তাহার পর যথাক্রমে চতুর্ব্বেদ এবং বিবিধ সংহিতা সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে অকারাদি বর্ণ, ছাপ্পান্ন রকম ভাষা ও বালকদিগের শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ সৃষ্টি করেন। এই সমুদয়ের পর পদজ্ঞানের জন্য, তিনি নানাবিধ ব্যাকরণ ও জগতী আদি ছন্দঃ সৃষ্টি করেন। অতঃপর বর্ণাত্মিকা শুক্লবর্ণা সরস্বতী উৎপন্না হইলেন। ব্রহ্মা সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার প্রার্থনা কি? আমাকে তোমার জন্য কি করিতে হইবে? তোমার পিতাই বা কে? এবং তোমার পতিই বা কোন্ ব্যক্তি?" তাহার উত্তরে সরস্বতী বলিলেন—"আকাশ হইতে সমুদ্ভূত বর্ণব্রহ্ম হইতে আমি জন্মলাভ করিয়াছি। আমার নাম সরস্বতী। তুমি আমার অগ্রজ ভ্রাতা। আমি তোমার কীর্ত্তির জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার বাসস্থান ও পতির বিষয় স্থির কর।" ব্রহ্মা শুনিয়া বলিলেন—"আমার চারিটি মুখই তোমার বাসস্থান হইবে এবং আমার হৃদয় মধ্যে যে ভগবান্ হরি আছেন,

তিনিই তোমার পতি হইবেন।" অতঃপর ব্রহ্মা সরস্বতীকে, কবিত্বশক্তি-রূপে কবিগণের বদনে বাস করিতে বলেন। বৃহদ্ধ-পু-২৫। সরস্বতী দেখ। (৮৬) বাল্মীকি রামায়ণ রচনা সমাপ্ত করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে মহাভারত রচনা করিতে বলেন। কিন্তু বাল্মীকি তদ্বিষয়ে নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে,"দ্বাপরে বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিবেন।" বৃহদ্ধ-পু-২৭। (৮৭) দেব নরনারায়ণ প্রথমে রামায়ণ ব্রহ্মাকে দেন। ব্রহ্মা উহা বাল্মীকিকে দেন। বৃহদ্ধ-পু-৩০। (৮৮) পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল শূন্যময় অন্ধকারপূর্ণ ছিল। তখন চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর সেই পুরুষের সৃষ্টিবাসনা হইলে,প্রকৃতি-যোগে এক ব্রহ্মই ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতে, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে পুরুষত্রয় উৎপন্ন হন। সেই দেবী প্রকৃতি পুরুষকে এইরূপ গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখিয়া—"এই পুরুষত্রয়ের মধ্যে কে আমাকে গ্রহণ করিবেন",এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মরূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্রে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে রস যোজনা করিলেন। অতঃপর প্রকৃতি পুরুষ কলেবর ধারণপূর্ব্বক, সেই জলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নারায়ণ নামে সেই মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর দেবী প্রকৃতি সাত্ত্বিকাদি পুরুষ-ত্রয়কে শরীরী করিলেন। তাঁহারা বাসস্থান না পাইয়া জলরাশি মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে, "তোমরা সকলে তপস্যা কর," এই আকাশ বাণী শুনিয়া, তাঁহারা তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রকৃতি তাঁহাদিগকে তপোনিষ্ঠ দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য শবরূপ ধারণ করিয়া,সেই জলরাশিতে ভাসমান হইতে থাকিলেন। সেই শবরূপা প্রকৃতি এই ভাবে ভাসিতে ভাসিতে, প্রথমে সাত্ত্বিক পুরুষের নিকট গমন করিলেন। সাত্ত্বিক পুরুষ বিমুখ হইয়া, পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইলেন। অনন্তর শবরূপা প্রকৃতি পূর্ব্বদিকে যাইলে, সাত্ত্বিক উত্তরাস্য হইলেন। প্রকৃতি উত্তর দিকে গমন করিলে, তিনি পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং দেবীও সেই দিকে গেলে, তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইলেন। সাত্ত্বিক এইরূপে চতুর্ম্মুখ হইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া, পলায়ন করিতে প্রয়াস পান। তাহা দেখিয়া, দেবী প্রকৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করেন। প্রকৃতিকে দেখিয়া সাত্ত্বিকের মুখত্রয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল বলিয়া, তিনি ব্রহ্মা

নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১।(৮৯ ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে সম্ভূত একাদশ রুদ্র, ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ করিবার উদ্দেশে, নিজেরাই প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে দক্ষের অধীন করিয়া দিলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৫।(৯০ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সন্ধ্যাতে উপগত হইতে প্রবৃত্ত হইলে, শিব হাসিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায়, অসূয়াবশে ব্রহ্মা কন্দর্পকে, তদীয় সমাধি ভঙ্গের জন্য প্রেরণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৩। (৯১) পুরাকালে ব্রহ্মা শিবপূজা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া, নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন এবং ভাবিলেন—"আজ যদি মহাদেব আসিয়া এই নিবেদিত বস্তু সকল ভক্ষণ করেন,তবেই আমার পূজা সফল হয়।" এমত সময়ে মহাদেব ব্রহ্মার জ্ঞানের বিষয় জানিবার জন্য, কুক্কুর রূপ ধরিয়া আসিয়া, সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন। ব্রহ্মা কুক্কুরে নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে মনে করিয়া, সেই কুক্কুরকে তাড়না করেন। তাহাতে শিব ব্রহ্মাকে বলেন—"যেহেতু তুমি কুক্কুররূপী আমাকে তাড়না করিলে, তজ্জন্য তুমি কলঙ্কী হইবে।" ব্রহ্মাও প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "যেহেতু তুমি নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া, কৃত্রিমরূপ ধারণপূর্ব্বক, এখানে আসিয়া আমায় পরিহাস করিলে, এই অপরাধে, যে তোমার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে, সেই ব্যক্তিই কুক্কুর হইবে।" বৃহদ্ধ-মধ্য-২৬। (৯২) ঋষিগণের প্রার্থনায় একবার ব্রহ্মা গঙ্গার মাহাত্ম্য জানিবার জন্য, বৈকুণ্ঠে যাইতেছিলেন। পথে দুইবার তিনি বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডান্তরে নীত হন। প্রথম ব্রহ্মাণ্ডান্তরে তিনি অষ্টমুখধারী আর এক ব্রহ্মাকে দেখেন এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডান্তরে ষোড়শ-মুখধারী অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিতে পান। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহারা নিজ নিজ পরিচয় দেন। অষ্টমুখধারী ব্রহ্মা বলেন যে,তিনি পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে কোন গৃহস্থের ভবনে ইন্দুর ছিলেন। বিড়ালের ভয়ে পলায়ন করিবার সময়ে তিনি গঙ্গাজলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন, এবং তজ্জন্য অষ্টমুখ ব্রহ্মা হইয়া, সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্থান লাভ করেন। ষোড়শমুখ ব্রহ্মা বলেন যে, তিনি পূর্ব্বে নরমাংসাশী কুক্কুর ছিলেন। গলায় হাড় ফুটিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদনন্তর তিনি ষোড়শ মুখ ব্রহ্মা হইয়া তথায় বাস করিতেছেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৮। (৯৩) বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে (উত্তর-১) বিষ্ণু হইতে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে—ব্রহ্মা হইতে নহে। বিষ্ণু (৪৯) দেখ। (৯৪) ব্রহ্মা দশ দিকপালের অন্যতম। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। ঈশান দেখ। (৯৫) ব্যাসাদি ঋষিগণ

বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা অংশাবতার এবং শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতমাবতার। গর্গ-গো-১। মরীচি ও বৈকুণ্ঠ দেখ। (৯৬) সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলায় তিনি হরিভক্তি প্রচার করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন যে—"তুমি কল্পকাল সর্ব্বদা গানতৎপর গন্ধর্ব্ব হইয়া থাক।" গর্গ-মথু-২১। (৯৭) ব্রহ্মার আদেশেই আনর্ত্তাধিপতি রৈবত, স্বীয় কন্যা রেবতীকে বলদেবকরে সমর্পণ করেন। গর্গ-দ্বার-৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৯৮) কৈলাস শৈলের উত্তর ভূভাগে কুবের যে যজ্ঞ করেন,ব্রহ্মা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-দ্বার-১০। (৯৯) ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব্বরাজ পুরাবসুর পুত্রগণ, হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাবসু দেখ। (১০০) ব্রহ্মার বরে চাক্ষুষ মনুর কন্যা জ্যোতিষ্মতী আনর্ত্তরাজ রৈবতের কন্যারূপে জন্মলাভ করিয়া, বলদেবের পত্নী হন। গর্গ-বল-৩,৪। (১০১) লোক সকল নিঃশেষ হইলে, ব্রহ্মার আদেশে, কেশব বাজিরূপে বেদ সকল আহরণ করেন। তৎপরে অসুরেরা নিখিল শাস্ত্র অপহরণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলে, কল্পারম্ভে কেশব এই সকল শাস্ত্র আহরণ করেন। পরে তিনি সেই সলিলের মধ্যে থাকিয়াই উক্ত নিখিল শাস্ত্র, ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেন। চতুর্ম্মুখ তাহা শুনিয়া পরে মুনিগণের নিকট বর্ণনা করেন। পদ্ম-সৃ-১। (১০২) দিব্য দ্বাদশ, সহস্র বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হয়। এইরূপ এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একটা দিন। ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোক সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায় এবং জগৎ একার্ণবাকার ধারণ করে। তখন ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া, অনন্তনাগশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত দিবা পরিমাণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরে আবার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ দিবারাত্র দ্বারা তাঁহার বর্ষ নিরূপিত হয়। সেই মহাত্মার আয়ু শতবর্ষ। তাঁহার আয়ুষ্কালের দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম বরাহ কল্পে অনাদি প্রভু ব্রহ্মা নিশান্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ, সুপ্তোত্থিত হইয়া জগৎ শূন্যাকার দর্শন করিলেন। এবং জলপ্লাবনে পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্না রহিয়াছে বুঝিয়া, বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, রসাতল হইতে ধরার উদ্ধার সাধন করেন। বিষ্ণু-১ম-২। পদ্ম-সৃ-৩। [এই অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণ পূর্ব্ব-উল্লিখিত ৬০ অংশের ন্যায়]। (১০৩)পুষ্কর দ্বীপে একটা বটবৃক্ষ আছে।

সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া ব্রহ্মা তথায় বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-৪। (১০৪) মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক রাত্র। মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং চতুর্ব্বিধ যুগের আট হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। সত্য যুগের ব্রহ্মা ভূত সমূহের সৃজন করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-১। (১০৫) মনুষ্য-গণের দ্বাদশ-মাসিক এক বৎসরে, দেব-লোকের এক দিবারাত্রি হয় এবং এইরূপ তিনশত ষাট দিবারাত্রিতে দেবগণের এক বৎসর হয়। সেই পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে,মনুষ্যগণের চারি যুগ পরিগণিত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ চারি যুগসহস্রে. ব্রহ্মার এক দিন হয়। ব্রহ্মার এক দিনকে এক কল্প বলা যায়। বিষ্ণু ৬ষ্ঠ-৩। (১০৬) ভগবান্ পিতামহ আবির্ভূত হইয়া, চরাচর ও বিবিধ ভূতগ্রাম সৃষ্টি করেন। পরে পুনরায় সৃষ্টির জন্য চিন্তা করিলে, এক মনোরম কন্যার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া মৈথুনার্থ আহ্বান করেন। সেই মহাপাপের ফলে বিধা-তার মস্তক বিশীর্ণ হইল। তিনি শীর্ণ-শিরা হইয়া,বিশ্ববিখ্যাত সান্নিহতী তীর্থে গমন করিলেন। তথায় ভগবান্ নীল-লোহিতের আরাধনা করিয়া, চতুর্ম্মুখ হন বাম-৪৯। (১০৭) দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক, ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন. তিনি শমনভয় পরিহারপূর্ব্বক, অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। মহাভা-স্ত্রী-৭। (১০৮) ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র অনুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্ম-লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। মহাভা-শান্তি-৩৫। (১০৯) পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে, প্রজা সকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে, আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে কতক-গুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া, এই নিয়ম করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী. উগ্রস্বভাব, পরদারা-ভিমর্ষী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল-বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, পরি-শেষে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন —"ভগবন্! আমারা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি। অতএব আপনি আমাদিগকে একজন রাজা প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে পূজা করিব ও তিনিও আমাদিগকে প্রতি-পালন করিবেন।" পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া, মনুকে

তাহাদের আধিপত্যে নিয়োগ করিলেন। মহাভা-শান্তি ৬৭। (১১০) ব্রহ্মা স্বীয় দেহ হইতে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়া, এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, নিয়মিত দণ্ড-বিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা তিন বর্ণের ভরণ-পোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবেন। লোক পালনার্থ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়কে অস্ত্র-শস্ত্র ও বাহুবল, প্রদান করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৭২,৭৪। (১১১) পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া,কুত্রাপি আপনার মনোমত পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ-ধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। পরে সহস্রবর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, তিনি ক্ষুৎ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া, হস্তে পতিত হইল। ঐ গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদানপূর্ব্বক, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল এবং প্রজাগণ সকলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। জগতে সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া, দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন,"যাহাতে প্রজাগণের মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।" তখন মহাদেব বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (১১২) সমুদয় স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা বেদসম্মত ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা আদিত্য, বসু রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদ্গণ, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ ও অন্যান্য বহু ঋষিগণ, আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে, ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অধার্ম্মিক দানবগণ, তাঁহার শাসন অতিক্রম করিয়া, অধর্ম্মা-চরণে প্রবৃত্ত হইল এবং "আমাদিগের সহিত কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই" এই স্পর্দ্ধা করিয়া, প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মষিগণ সমভিব্যাহারে, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে গমন করিয়া, প্রজাগণের হিতসাধনার্থ, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্রবর্ষ অতীত হইলে, তিনি বিধানানুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইবার ক্ষণকাল পরে, যজ্ঞাগ্নি হইতে এক তেজঃপুঞ্জকলেবর দুর্দ্ধর্ষ

পুরুষ সমুত্থিত হইল। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল; সাগর ক্ষোভিত হইল; উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং আরও নানারূপ প্রকৃতি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা সমাগত পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন,—"আমি দানবগণের বিনাশ ও লোক রক্ষার নিমিত্ত, অসি-নামে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি।" পদ্মযোনী এই কথা বলিবামাত্র, সেই পুরুষ স্বীয় পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক, তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অধর্ম্ম-নিবারণ অসি মহাদেবকে প্রদান করিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (১১৩) মহান্ নামে এক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আছেন। তিনি এক তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিদান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র, 'সোঽহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি; মেদিনী মেদ ও মাংস; সমুদ্র চতুষ্টয় রুধির; আকাশ উদর; সমীরণ নিঃশ্বাস; তেজঃ অগ্নি; স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল। তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদয় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। মহাভা-শান্তি-১৮২। (১১৪) ভগবান্ ব্রহ্মা সুমেরুতে অবস্থান করিয়া, মানসিক কল্পনা প্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উহাদের রক্ষণার্থ প্রথমে সলিলের সৃষ্টি করেন। মহাভা-শান্তি-১৮৩। (১১৫) ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার তেজঃ হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া, স্বর্গলাভের উপায়-স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজঃ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন। মহাভা-শান্তি-১৮৮। (১১৬) ভগবান্ নারায়ণ চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (১১৭) পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বর্দ্ধিত হইতেছিল দেখিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া, যেন উচ্ছ্বাসবিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া-

ছিল। তদ্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কিরূপে প্রজা সংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসার মধ্যে সংহারের কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রিয়-ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনির্গত হইল। সর্ব্বলোক পিতামহ সেই ক্রোধানল দ্বারা দশদিক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুদয় পৃথিবী স্বর্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে, মহাদেব প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং পিতামহকে বলিলেন,—"এই সমুদয় প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।এক্ষণে ইহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে বিনাশ করিবেন না।" ব্রহ্মা বলিলেন যে, বসুন্ধরা লোকভারে আক্রান্তা ও রসাতলে নিমগ্না প্রায় হইয়া প্রজাসংহারের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তখন তিনি কিরূপে প্রজাগণকে সংহার করিবেন, ইহা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু চিন্তা করিয়াও বুদ্ধি বলে কিছু অবধারণ করিতে না পারায়, তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সেই ক্রোধ হইতেই প্রজাবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব বারংবার ব্রহ্মাকে ক্রোধ সংবরণ করিয়া, প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তখন কৃপাপরবশ হইয়া, পুনরায় আপনাতে তেজ প্রতিসংহার করিয়া, প্রজাবর্গের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধ সম্ভূত তেজঃ প্রতিসংহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদয় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণনয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যাভরণবিভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূত হইয়া, দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিল। অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক, মৃত্যু নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তুমি এই প্রজা সমুদয়কে বিনাশ কর। আমি রোষাবিষ্ট হইয়া প্রজাদিগের বিনাশার্থ তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাকে আমার নির্দ্দেশানুসারে কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলকেই নির্ব্বিশেষে বিনাশ করিতে হইবে।" মৃত্যু এইরূপে প্রজাপতি-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া, যথাকালে জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-২৫৭। মৃত্যু দেখ।

(১:৮) বৃত্রহত্যাজনিত পাপে ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে আশ্রয় করে। পরে ইন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার অপর বাসস্থান বিধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, ব্রহ্মহত্যা দেবরাজের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পিতামহ ঐ ব্রহ্মহত্যাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া, অগ্নি, অপ্সরা, সলিল এবং বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণ সমুদয়কে আহ্বানপূর্ব্বক, ব্রহ্মহত্যার এক এক অংশ গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা সকলেই উত্তর

করিলেন যে,সময়ক্রমে কিরূপে ঐ ব্রহ্ম-হত্যার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহার বিধান করিলেই, তাঁহারা এক এক অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। তখন পিতামহ অগ্নিকে বলিলেন,—"যে ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্জলিত দেখিয়া, তমোগুণ প্রভাবে বীজ. ওষধি ও রস লইয়া. তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবে।" অপ্সরাগণকে বলিলেন,—"যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রী গমন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকে আশ্রয় করিবে।" সলিলকে বলিলেন,—"যে ব্যক্তি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মূত্র বা পুরীষ নিক্ষেপ করিবে. এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবে।' এবং বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণ . সমুদয়কে বলিলেন,—"পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে, যদি কেহ মোহক্রমে তোমাদিগকে ছেদন করে, তবে এই ব্রহ্মহত্যাপাপ তাহাকে আশ্রয় করিবে মহাভা-শান্তি-২৮২। (১১৯) একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা হংসমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে, সাধ্যগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ তাঁহাকে, ইহলোকে কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন এবং হংসরূপী ব্রহ্মাও তাহা সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। মহাভা-শান্তি-৩০০। (১২০) পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন একবিংশতি প্রজাপতিগণের মধ্যে ব্রহ্মা একজন। মহাভা শান্তি-৩৩৫। (১২১) যজ্ঞরূপী নারায়ণই ব্রহ্মার সৃষ্টিকারী। সৃষ্ট হইয়া প্রজাপতি যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক নারায়ণের আরাধনা করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে বর দেন। নারায়ণের আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, তাঁহা হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪০। (১২২) পরমাত্মা হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য অনিরুদ্ধ, এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তাঁহা হইতে পৃথিবী, জল. বায়ু. আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। মরীচি আদি আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উহাঁরাই বিশ্ব সংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। লোক পিতামহ লোক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গ বেদ সাঙ্গ যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে. মহারুদ্র জন্মলাভ করেন এবং এই মহারুদ্রই অন্য আরও দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশ স্বরূপ। মহাভা-শান্তি-৩৪১।

(১২৩) প্রকৃতি-সম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া তাঁহার লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজাসৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (১২৪) ব্রহ্মা প্রথমবার দেবদেব নারায়ণের মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষুঃ হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চসবার নাসিকা হইতে ষষ্ঠবার অণ্ড হইতে এবং সপ্তসবার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হন। বেদ তাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ। মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ঐ বেদ অপহরণ করাতে পিতামহ ব্রহ্মা অন্ধপ্রায় হইয়া দেবদেব নারায়ণের স্তব করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৮, ৩৪৯। কৈটভ দেখ। (১২৫) ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব। তিনি পাশুপত ধর্ম্মের প্রণেতা। মহাভা-শান্তি-৩৫১। (১২৬) দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা তাঁহাকে গো-দানের ফলাফল ও গো-মহিমা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-৭২ ৭৪, ৮৫। (১২৭) ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন এবং পিতৃগণের সহিত বিশ্বদেবগণ যে একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাহার ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃ-দেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। মহাভা-অনু-৯১। (১২৮) পিতামহ ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর, ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে উহাদের সকলের বর্ণ একপ্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসের মুখ বিনির্গত ফেন মহাদেবের শরীরে পতিত হয়। তাহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া গো-সমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাহাতেই গো-সমুদয় শঙ্করের ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বাহনের নিমিত্ত এক বৃষভ প্রদান করেন। তদবধি শিব অন্য বাহন পরিত্যাগ করিয়া বৃষেই আরোহণ করিয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-১৪১। (১২৯) সর্ব্ব-দেব-পূজিত বাসুদেবের উদর হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-১৪৭। (১৩০) বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মের একটি দলে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়া, গাঢ়তম অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৫৮। (১৩১)দেবগণের প্রার্থনায় একবার মহাদেব অসুরধ্বংস করেন। সেই

ব্যাপারে ব্রহ্মা মহাদেবের রথের সারথি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬০। (১৩২) পূর্ব্বে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু ব্রহ্মার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের মধ্যে কোন্ জন শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা বলিয়া দিন। আপনি যাঁহাকে প্রধান বলিবেন আমরা তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিব।" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,— "তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় প্রাপ্ত হইলেই, অন্য চারি জন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চারিত হইলেই, অন্য চারিজন সঞ্চরণ করিবে,সে-ই তোমাদের মধ্যে প্রধান।" মহাভা-আশ্ব-২৩। (১৩৩) দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতামহ, কিরূপে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কোন পথ আমাদিগের মঙ্গলজনক, সত্য ও পাপের লক্ষণ কি, মৃত্যু ও মোক্ষপথের বৈলক্ষণ্য কি, এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে, এই সব বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-আশ্ব-৩৫-৫০। (১৩৪) ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক। নিজের সৃষ্টিই তাঁহার উপজীবিকা। পদ্ম-সৃ-১৩। (১৩৫) পূর্ব্বে পৈষ্কর কল্পে ব্রহ্মা কোকামুখ তীর্থে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলেও, সাবিত্রী উপস্থিত হইলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রকে আর একটী পত্নী আনিতে বলেন। ইন্দ্র এক আভীরকন্যা আনিয়া উপস্থিত করেন। ব্রহ্মা তাহাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া, যজ্ঞ সমাপন করেন। পদ্ম-সৃ-১৬, ১৭, ৩৪। গায়ত্রী দেখ। (১৩৬) ব্রহ্মা বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। (ক) পদ্মপুরাণ মতে—পুষ্করে —সুরশ্রেষ্ঠ, গয়ায়—চতুর্ম্মুখ, কান্যকুব্জে —দেবগর্ভ, ভৃগুকক্ষে—পিতামহ, কাবেরীতে—সৃষ্টিকর্ত্তা, নন্দিপুরে—বৃহস্পতি, প্রভাসে—পদ্মজন্মা, বানরীতে—সুরপ্রিয়, দ্বারবতীতে—ঋগ্বেদী, বৈদিশে—ভুবনাধিপ, পৌণ্ড্রকে—পুণ্ডরীকাক্ষ, হস্তিনাপুরে—পিঙ্গাক্ষ, জয়ন্তীতে—বিজয়, পুষ্করাবতে - জয়ন্ত, উগ্রে—পদ্মহস্ত,তমোনদীতে—তমোনুৎ, অহিচ্ছত্রে—জয়ানন্দী, কাঞ্চীপুরীতে—জনপ্রিয়, পাটলিপুত্রে—ব্রহ্মা, ঋষিকুণ্ডে—মুনি, মহিতারে—মুকুন্দ, শ্রীনিবাসিতে—শ্রীকণ্ঠ, কামরূপে—শুভাকার, বারাণসীতে—শিবপ্রিয়, মল্লিকাক্ষে—বিষ্ণু, মহেন্দ্রে—ভার্গব, গোনর্দ্দে—স্থবিরাকার, উজ্জয়িনীতে—পিতামহ, কৌশাম্বিতে—মহাবোধি, অযোধ্যায়—রাঘব, চিত্রকূটে—মুনীন্দ্র, বিন্ধ্যপর্ব্বতে—বারাহ, গঙ্গাদ্বারে—পরমেষ্ঠী, হিমালয়ে শঙ্কর,

দেবীকায়—স্রুচাহস্ত, চতুর্ব্বটে—স্রুবহস্ত, বৃন্দাবনে পদ্মপাণি, নৈমিষে—কুশহস্ত, গোপ্লক্ষে—গোপীন্দ্র, যমুনাতটে—চন্দ্র, ভাগীরথীতে—পদ্মতনু, জলন্ধরে—জলানন্দ, কৌঙ্কণে মদ্রাক্ষ, কাম্পিল্যে—কনকপ্রিয়, বেঙ্কটে—অন্নদাতা, ক্রতুস্থলে—শম্ভু, লঙ্কায়—পুলস্ত্য, কাশ্মীরে—হংসবাহন, অর্ব্বুদপ্রদেশে—বশিষ্ঠ, উৎপলাবতে—নারদ, মেলকে—শ্রুতিদাতা, প্রপাতে—যাদপতি, যজ্ঞে—সামবেদ, মধুরে—মধুরপ্রিয়, অঙ্কোটে—যজ্ঞভক্তা, ব্রহ্মবাদে—সুরপ্রিয়, গোমন্তে—নারায়ণ, মায়াপুরীতে—দ্বিজপ্রিয়, ঋষিবেদে—দুরাধর্ষ, রেবায়—সুরমর্দ্দন, বিজয়ায়—মহারূপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধনে—স্বরূপ, মালবীতে—পৃথুদর. শাকম্ভরীতে—রসপ্রিয়, পিণ্ডারকে—গোপাল, শঙ্খোদ্ধারে—অঙ্গবর্দ্ধন, কাদম্বকে—প্রজাধ্যক্ষ, সমস্থলে—দেবাধ্যক্ষ, ভদ্রপীঠে—গঙ্গাধর, অর্ব্বুদাচলে—জলশায়ী ত্র্যম্বকে—ত্রিপুরাধীশ, শ্রীপর্ব্বতে—ত্রিলোচন, পদ্মপুরে—মহাদেব, কাপালে—বৈধস, শৃঙ্গবের পুরে—শৌরি, নৈমিষে - চক্রপাণিক, দণ্ডপুরীতে—বিরূপাক্ষ, ধূতপাপকে—গৌতম, মাল্যবানে—হংসনাথ, বলিকে—দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুরীতে—দেবনাথ, দ্যুতপায়—পুরন্দর, লম্বায়—হংসবাহু, চণ্ডায়—গরুড়প্রিয়, মহোদরে—মহাযজ্ঞ, যজ্ঞকেতনে—সুযজ্ঞ, সিদ্ধিস্মরে—পদ্মবর্ণ, বিভায়—পদ্মবোধনঃ, দেবদারু বনে—লিঙ্গ, মহাপণ্ডিতে—বিনায়ক, মাতৃকাস্থানে—ত্র্যম্বক, অলকায়—কুলাধিপ, ত্রিকুটে—গোনর্দ্দ, পাতালে—বাসুকী, কেদারে—পদ্মাধ্যক্ষ, কুষ্মাণ্ডে—সুরতপ্রিয়, কুণ্ডবাণীতে—শুভাঙ্গ, সারণীতে—তক্ষক, অক্ষোটে—পাপহা, অম্বিকায়—সুদর্শন, বরদায়—মহাবীর, কান্তারে—দুর্গনাশন, পর্ণাটে—অনন্ত, প্রকাশায়—দিবাকর, বিরাজায়—পদ্মনাভ, বৃকস্থলে—স্বরুদ্র, বটকে—মার্ত্তণ্ড, বাহিনীতে—মৃগকেতন, পদ্মাবতীতে—পদ্মগৃহ, গগনে—পদ্মকেতন। পদ্ম-সৃ ৩৪। (খ) স্কন্দপুরাণ মতে—গয়ায়—প্রপিতামহ, কান্যকুব্জে—বেদগর্ভ, ভৃগুক্ষেত্রে—চতুর্ম্মুখ, কৌবেরীতে—সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রভাসে—বালরূপী, কাশীতে—সুরপ্রিয়, দ্বারকায়—চক্রদেব, হস্তিনাপুরে—পীতাক্ষ, পুরুষোত্তমে—জয়ন্ত, বাড়ে—পদ্মহস্ত, তমোলিপ্তে—তমোনুদঃ, আহিচ্ছত্রীতে—জনানন্দ, কর্ণাটপুরে—ব্রহ্মা, শ্রীকণ্ঠে—শ্রীনিবাস, কামরূপে—শুভঙ্কর, উচ্ছ্রিয়ানে—দেবকর্ত্তা, জালন্ধরে—স্রষ্টা, মল্লিকাস্থানে—বিষ্ণু, স্থবিরাকারে—গোনর্দ্দ, কোশাম্বীতে—মহাদেব, চিত্রকূটে—বিরিঞ্চি, গঙ্গাদ্বারে—সুরশ্রেষ্ঠ, হিমালয়ে—পিতামহ, দেহিকায়—স্রুচাহস্ত, অর্ব্বুদে—পদ্মহস্ত, বৃন্দাবনে—পদ্মনেত্র, গোপক্ষেত্রে—গোবিন্দ, যমুনাতটে—সুরেন্দ্র, জনস্থলে—জনা-

নন্দ, কঙ্কণে—মধ্বক্ষ, কাম্পিল্যে—কনকপ্রভ, খেটকে—অন্নদাতা, উৎপলাচলে—নারদ মেধকে—শ্রুতিদাতা, প্রয়াগে—যজুঃপতি শিবলিঙ্গে—সামবেদ, মর্কটে—মধুপ্রিয়, বিদর্ভায় দ্বিজপ্রিয়, অঙ্কুলকে—ব্রহ্মগর্ভ, ব্রহ্মবাহে—সুতপ্রিয়, ইন্দ্রপ্রস্থে—দুরাধর্ষ চম্পায়—সুরমর্দ্দন, বিরজায়—মহারূপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধনে—সুরূপ, কদম্বকে—জলাধ্যক্ষ, রুদ্রপীঠে—গঙ্গাধর, সুপীঠে—জলদ, ত্র্যম্বকে—ত্রিপুরারি, প্লক্ষপুরে—মহাদেব. কপালে বেধনাশন, নিমিষে—চক্রধারক, নন্দিপুরে—বিরূপাক্ষ, প্লক্ষপাদপে—গৌতম, হস্তিনাতে—মাল্যবান, বাচিকে—দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুরীতে—দিবানাথ, ভূতিকায়—পুরন্দর, চন্দ্রায়—হংসবাহু, চম্পায়—গরুড়প্রিয়, মহোদয়ে—মহাযক্ষ, পূতকবনে—সুযজ্ঞ, সিদ্ধেশ্বরে—শুক্লবর্ণ, বিভায়—পদ্মবোধক, উদকে—উমাপতি, মাতৃস্থানে—বিনায়ক, অলকায়—ধনাধিপ, ত্রিকূটে—গোবিন্দ, কোবিদারে—যুগাধ্যক্ষ, স্ত্রীরাজ্যে—সুরপ্রিয়, পূর্ণগিরিতে—সুভগ, শাল্মলীতে—তক্ষক, অমরে—পাপহা, নরবাপীতে—মহাবীর, গগনে—মৃগলাঞ্ছন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। উপরোক্ত তালিকা ছাড়াও আরও এইরূপ কতিপয় নাম আছে, যেগুলি পদ্মপুরাণের তালিকাতেও পাওয়া যায়। সেগুলি এই দ্বিতীয় তালিকায় দেওয়া হয় নাই। (১৩৭) পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মুখ হইতে একটা বিশাল তেজোময় কূট আবির্ভূত হইয়াছিল। ঐ কূট বেদ, অগ্নি, গো, দ্বিজ এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ তেজোময় কূট হইতে প্রথমে বেদ, পরে বহ্নি, তৎপরে গো ও তৎপশ্চাৎ বিপ্র, ইঁহারা পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃ-৪৮। (১৩৮) শন্তনু নামক মুনির পত্নী অমোঘাকে দেখিয়া ব্রহ্মার বীর্য্য স্খলন হয়। তাহাতেই লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন হয়। পদ্ম-সৃ-৫৫। (১৩৯) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিত্যের স্তব। পদ্ম-সৃ-৭৭। (১৪০) প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাভা-আদি-১। (১৪১) একবার ব্রহ্মা স্বয়ং বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুত্থিত হন। মহাভা-আদি-৫। (১৪২) ভৃগু মুনি অগ্নিকে "সর্ব্বভুক্ হও" বলিয়া শাপ দেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণের প্রার্থনায় বিধান করেন যে, অগ্নি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। অপান দেশে অগ্নির যে সব শিখা আছে, তাহারাই কেবল সর্ব্বভক্ষ হইবে।

মহাভা-আদি-৭। পিতামহ ব্রহ্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে বিষহরি বিদ্যা প্রদান করেন। মহাভা-আদি-২০। (১৪৪) ব্রহ্মা বিধান করেন যে. কশ্যপপুত্র অরুণ সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথির কার্য্য করিবে। মহাভা-আদি-২৪। (১৪৫) ক্ষুধামান্দ্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য, ব্রহ্মা অগ্নিকে খাণ্ডব-বন দহন করিতে অনুমতি দেন। মহাভা-আদি-২২৩। (১৪২) নারদ ব্রহ্মার সভার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মার সভা ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধারণ করে এবং পরিমাণ ও সংস্থান বিষয়ে কেহই উহার কিছু অবধারণ করিতে পারেন না। ঐ সভা অতিশয় সুখজনক ও নাতিশীতোষ্ণ। তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, লোকের ক্ষুৎপিপাসাজনিত ক্লেশ ও গ্লানিচ্ছেদ হয়। স্তম্ভ সমূহ দ্বারা ঐ সভা অবলম্বিত নহে, তথাপি স্বস্থান হইতে তাহা বিচলিত হইতেছে না। ব্রাহ্মীসভার প্রভাপুঞ্জ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভাবিস্তার করিতেছে। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবমায়া-পরিগ্রহ করিয়া, সেই সভায় আসীন থাকেন। দেবগণ, দেবীগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতিগণ, মুনিগণ, লোকপালগণ, পিতৃলোকগণ প্রভৃতি ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া পিতামহের উপাসনা করিয়া থাকেন"। মহাভা-সভা-১১। (১৪৩) জরা নামক রাক্ষসীকে ব্রহ্মা সৃজন করিয়া, লোক সমুদয়ের গৃহে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। মহাভা-সভা-১৭। (১৪৪) ব্রহ্মা সর্ব্বকাম সমন্বিত, বীতরাগশোক হিরণ্যপুর নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়া,তাহা প্রতাপশালী কালকেয় দানবগণকে প্রদান করেন। মহাভা-বন-২৭৩। (১৪৫) প্রজাপতি ব্রহ্মা মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মহর্ষিগণ সহ বৈবস্বত মনুকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়া, প্রলয় হইতে রক্ষা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাই মৎস্য-অবতার হন। মহাভা-বন-১৮৬। (১৪৬) ভগবান্ বিষ্ণু (নারায়ণ) প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার নাভি সরোবর হইতে এক পদ্ম সমুত্থিত হইল। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, সেই নাভিপদ্ম সমুদ্ভূত ও উপবিষ্ট হইয়া, এই নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য দেখিয়া, মন হইতে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মমূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি, পৌরুষী মূর্ত্তিদ্বারা রক্ষা ও রৌদ্রী ভাবে সকল সংহার করিয়া থাকেন। মহাভা-বন-২৭০। (১৪৭) পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা অমৃত পানে তৃপ্ত হইয়া যখন তাহার সার উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, তখন অনিন্দিতা সুরভী ধেনু তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন

হন। মহাভা-উদ্ ১০১। (১৪৮) পূর্ব্বকালে সংগ্রাম সময়ে ব্রহ্মা একবার বিষ্ণুর শরীরে, আর একবার ইন্দ্রের শরীরে, দিব্য কবচ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-৯৪। (১৪৯) প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজঃ, বৈশ্যে দক্ষতা, ও শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলতা প্রদান করেন। মহাভা সৌপ্তিক-৩। (১৫০) ব্রহ্মা বিশ্বানর নামক ব্রাহ্মণ-তনয়ের জাত-কর্ম্ম সম্পাদন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। বিশ্বানর দেখ। (১৫১) ভগবান্ ব্রহ্মা অক্রূরেশ্বর তীর্থে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি কুশস্থলী নামক ক্ষেত্রে এক যজ্ঞও করেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬। (১৫২) একবার দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, বিশ্বামিত্র ঋষি অনন্যোপায় হইয়া মৃত কুক্কুরের মাংস অগ্নিতে আহুতি দিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন। তাহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া অগ্নির সন্ধানে যান এবং অনেক অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান পান। তখন তিনি অগ্নিকে নানারূপে প্রবোধিত করিয়া আবার ধরাতলে ফিরাইয়া আনেন। স্কন্দ-নাগ-৯০-৯১। (১৫৩) ব্রহ্মার এক বৎসরে বিষ্ণুর এক দিন। দংশ মশক-গণ যেমন মানবগণের নিকট কীট, দেব-গণও তেমতি ব্রহ্মার নিকট কীট এবং ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ বিষ্ণুর কটিস্থানে অব-স্থিত। স্কন্দ-নাগ-১৯৪। (১৫৪) ব্রহ্মা এই বিধান করিয়াছেন যে, প্রেতত্ব বিমুক্তির জন্য ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে মানবগণ সপিণ্ডীকরণের পর-বর্ত্তী একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা যদি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার তৃপ্তির জন্য, পুত্র ঐ দিন শ্রাদ্ধ করিবে। পিতামহাদি ঐ দিন শ্রাদ্ধার্হ নহেন। যদি ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধ রাক্ষস, ভূত, প্রেত ও দানবদিগের অধিকারভুক্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-১২২। (১৫৫) নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে সবিস্তার চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ফল ও বিষ্ণুপূজা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ ২৩৩-২৩৯। (১৫৬) ব্রহ্মাই প্রথমে শতকোটী শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিয়া নারদের নিকট কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (১৫৭) সুর-জ্যেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মায় যে পর্য্যন্ত না প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেকহয়, দুঃখ শোক ভয়াতুর নরগণ ততকালই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। চিত্ত কল্পস্থ কল্পান্তবাসীরা যথায় অবস্থান করেন বালরূপী পিতামহ সেই স্থানেই অবস্থান করেন। তিনি জগৎপ্রভু, লোক

কর্ত্তা, সত্ত্বমূর্ত্তিও মহামহিম। তিনি অষ্ট-বর্ষীয় বালকরূপে প্রভাস ক্ষেত্রে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কামনায়, এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। তৎকালে তাঁহার দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল। পিতামহ যখন প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টবর্ষ। অন্যান্য সমুদয় তীর্থে তিনি বৃদ্ধরূপী কেবল প্রভাস ক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যতিক্রম। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তীর্থে যে সকল ব্রহ্মমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আগ্ন-তেজ-সম্পন্ন ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত। কল্পে কল্পে ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম হয়। প্রথম কল্পে—স্বয়ম্ভূ, দ্বিতীয় কল্পে—পদ্মভূ, তৃতীয়ে—বিশ্বকর্ত্তা; চতুর্থে—বালরূপী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারা তিনে এক, আবার একে তিন। ব্রহ্মাকে পূজা করিলেই বিষ্ণু ও শিব পূজিত হন। তদ্রূপ, বিষ্ণুকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও শিব এবং শিবকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা রজঃ, বিষ্ণু সত্ত্ব এবং শিব তম বলিয়া কীর্ত্তিত। এইরূপে ব্রহ্মা বায়ু, শিব অনল এবং বিষ্ণু সলিল বলিয়া কীর্ত্তিত। শিব দিবা, ব্রহ্মা সন্ধ্যা এবং বিষ্ণু রাত্রি। ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, শিব সামবেদ এবং বিষ্ণু যজুর্ব্বেদ। শিব গ্রীষ্মকাল, ব্রহ্মা বর্ষাকাল এবং বিষ্ণু শীতকাল। শিব দক্ষিণাগ্নি, ব্রহ্মা আহবনীয়াগ্নি এবং বিষ্ণু গার্হপত্যাগ্নি। শিবলিঙ্গ স্বরূপ, বিষ্ণু ভগস্বরূপ এবং ব্রহ্মা বীজস্বরূপ। সর্ব্বদেহীর নাভি মধ্যে ব্রহ্মা, হৃদয়াভ্যন্তরে বিষ্ণু এবং বক্ত্র মধ্যে শিব, অবস্থান করেন। ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে এবং শিবকে এইরূপ অভিন্ন অন্তরাত্মায় অভিন্নভাবে অবগত হইয়া, মানব পূজা করিবে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (১৫৮) স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডের ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে ব্রহ্মার পূজার বিধান ও ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে। (১৫৯) পূর্ব্বে ভগবান ব্রহ্মা চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম সৃজন করিতে থাকিলে, এক অদ্ভুত রূপাঢ্য নারী উৎপন্না হন। পিতামহ তাঁহাকে দেখিয়া কামবশীভূত হন। সেই পাপে তাঁহার স্বররূপ পঞ্চম শির তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয়। তৎপরে প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতী সলিলে স্নান করিয়া, দুহিতৃ-কামনা-সম্ভব মহৎ পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৮। (১৬০) আকাশ-রাজ-তনয়া পদ্মালয়ার সহিত বিষ্ণুর বিবাহে ব্রহ্মা পৌরহিত্য করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮। (১৬১) পিতামহ ব্রহ্মা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বেঙ্কটাচলে যে ধ্বজারোহণ মহোৎসব সম্পন্ন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মোৎসব। নিখিল মানব, দেব, গন্ধর্ব্ব, মহৌজা

সিদ্ধ ও সাধ্যগণ প্রতি বৎসরই ভগবানের এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৭। (১৬২) চতুরানন ব্রহ্মা সরস্বতী ও সাবিত্রীসহ মহাপাতকরাশি-বিনাশন বেঙ্কটাচালের মস্তকে দিবানিশি বাস করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। (১৬৩) মহর্ষি অগস্ত্যের প্রার্থনায় ব্রহ্মা এক নদী-বিহীন দেশে আকাশ গঙ্গাকে এক অংশে প্রবাহিত করান। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩২ (১৬৪) ব্রহ্মা দিক্‌পালদের অন্যতম। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩। (১৬৫) মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় ব্রহ্মার মুখকমল হইতে বেদনিবহ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। বেদ অপহৃত হইলে, পিতামহ শয়ন হইতে উত্থান করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বেদবিহীন হওয়ায় লুপ্তস্মৃতি ব্রহ্মা, প্রজাসৃজনে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সনাতন হরির স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার স্তবে কুণ্ড হইতে এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু বেদ সমুদয় বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া আর ব্রহ্মার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিল না। বেদ-বিহীন হইয়া, ব্রহ্মা বিকল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর ব্রহ্মাকে বিকল দেখিয়া তত্রত্য সিদ্ধগণ যথাবিধি স্তুতি বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান্ হরিই আমাদিগকে ব্রহ্মার সান্নিধ্য বাসের আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং বেদের দুইটি মূর্ত্তি কল্পিত হউক। দ্রবময়ী প্রথম মূর্ত্তি এই স্থানে অবস্থিত থাকুক এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করুক।" অনন্তর বেদ নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধ ভাগ ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিল। অনন্তর বেদযুক্ত হইয়া চতুরানন ব্রহ্মা ত্রিলোক সৃজন করিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বদ-৬। (১৬৬) নারদের প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ব্রহ্মা বলেন—মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিক, দেবগণের মধ্যে মধুসূদন এবং তীর্থ সমূহের মধ্যে নারায়ণ নামক তীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মা নারদকে কার্ত্তিক মাস মাহাত্ম্যও বর্ণন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১। (১৬৭) মায়াপুরুষরূপী কৃষ্ণ যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সমুদ্ভূত হন। কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে রজগুণাশ্রিত দেখিয়া, সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োগ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পিতামহকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন এবং বলেন,—"তুমি এই ভাগবত সেবা কর। ইহার ফলে তোমার আত্মসিদ্ধি হইবে।" তদবধি ব্রহ্মা কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় অহর্নিশ ভাগবত সেবা করিতে লাগিলেন।

স্কন্দ-বিষ্ণু-শ্রীভাগ-৩। (১৬৮) অদিতির গর্ভে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে, অন্যান্য দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার নামকরণ করেন। পদ্ম-ভূমি-৫। (১৭৭) বেণনন্দন পৃথুকে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর রূপে অভিষিক্ত করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ক্রমশঃ রাজ্য সকলের বিষয় বিচার করিয়া যে রাজ্য, যাহার যোগ্য, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন। তিনি বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ, গ্রহ, নক্ষত্র ও তপস্যা রাজ্যে সোমদেবকে, ধর্ম্ম, ধর্ম্মযজ্ঞ, পুণ্য, পুণ্য তেজ, জল, তীর্থসমূহ ও সর্ব্বরত্নের আধিপত্যে বরুণকে; সমস্ত যক্ষরাজ্যে বৈশ্রবণকে; আদিত্যগণের আধিপত্যে মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুকে; জনসমূহের হিতের জন্য সমস্ত পুণ্যরাজ্যে প্রজাপতি দক্ষকে, সমগ্র দৈত্যদানব রাজ্যে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শক্তিমান প্রহ্লাদকে; সমগ্র পৈত্ররাজ্যে বৈবস্বত যমকে; সমস্ত যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, উরগ, যোগিনী, মহাত্মা বেতাল, কঙ্কাল, কুষ্মাণ্ড এবং সমস্ত পার্থিব রাজ্যে শূলপাণি গিরিশকে; সমস্ত পর্ব্বত রাজ্যে হিমালয়কে; সমস্ত নদী, তড়াগ, বাপী, কুণ্ড, কূপরাজ্যে সর্ব্বতীর্থময় সাগরকে; গন্ধর্ব্বগণের পুণ্য রাজ্যে চিত্ররথকে; নাগগণের আধিপত্যে বাসুকীকে; সর্প রাজ্যে তক্ষককে; সমগ্র বারণ রাজ্যে ঐরাবতকে; অশ্বরাজ্যে উচ্চৈঃশ্রবাকে; সমস্ত পক্ষিরাজ্যে গরুড়কে; মৃগ রাজ্যে সিংহকে; গোযূথ মধ্যে গো-বৃষকে; বনস্পতি রাজ্যে প্লক্ষ-বৃক্ষকে; অভিষিক্ত ও রাজরূপে স্থাপিত করিলেন। অতঃপর তিনি দিক্‌পালদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি বৈরাজ-পুত্র সুধন্বাকে পূর্ব্বদিকের; কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদকে দক্ষিণদিগের; প্রজাপতি বরুণের পুত্র পুষ্করকে পশ্চিম দিকের এবং নল কুবেরকে উত্তর দিকের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করেন। পদ্ম-ভূমি-২৭। (১৬৯) ব্রহ্মা একবার বিষ্ণুর সমীপে কূট বাক্য বলেন। তজ্জন্য পূজ্যতম হইলেও দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৩৪। (১৭০) ব্রহ্মা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হন। তাঁহা-হইতে প্রজাপতি অত্রি জন্মেন। পদ্ম-ভূমি-৩৫। (১৭১) অত্রি-পত্নী অনসূয়া স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৫৫। (১৭২) ব্রহ্মসর তীর্থে পিতামহ এক শ্রেষ্ঠ যূপ প্রোথিত করিয়াছিলেন। ঐ যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। পদ্ম-স্বর্গ-১৯। (১৭৩) ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (১৭৪) বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সনাতন গুণত্রয়ের আধার ত্রিলোচন সদাশিব ছিলেন।

তাঁহার সৃষ্টি করণের ইচ্ছা জন্মিলে, বেদত্রয়রূপ সেই আত্মস্থ গুণত্রয়কে দেখিতে পাইয়া, উহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া পরে প্রত্যেককে আবার পরস্পর পৃথক করিয়া স্বীয় অঙ্গত্রয়ে স্থাপন করিলেন। এই ভাবে বিভু সদাশিব দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বামাঙ্গ হইতে হরি এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে মহেশ্বর,এই তিন পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর সদাশিব পুত্রত্রয়ের এক এক জনকে একটি গুণের ভজনা করিতে বলিলে, ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ গুণ ধারণ করিতে সমর্থ হওয়া ত দূরের কথা, উহা পরিচালনে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং ব্রহ্মা উহা ত্যাগ করিয়া রজোগুণ ধারণ করিলেন। তাহারও পরিচালনে অসমর্থ হইয়া তমোগুণ ধারণ করিলেন কিন্তু উহারও পরিচালনে সমর্থ না হইয়া পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পদ্ম-পাতা-৬৬। (১৭৫) দশরথের পুত্র-চতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের [illegible] নামকরণ-ক্রিয়া-সম্পাদন করেন। পাতা-৭১। (১৭৬) পরমাত্মা পরম-পুরুষ পরমেশ্বর (বাসুদেব) হইতে যথাক্রমে আত্মা, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি উৎপন্ন হয়। তৎপরে এক হিরণ্ময় অণ্ড সমুৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্যে প্রভু জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত স্বয়ং শরীর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রভু, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, রজোগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক, এই চরাচর-বিশ্ব-সৃষ্টি করিলেন। সেই অণ্ডমধ্যে দেবাসুর মানব সমেত সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইল। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা রসাতল হইতে জল-মগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক দণ্ডদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রজাপতি যৎকালে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় দেব মনুষ্য, তির্য্যগযোনী ও স্থাবর এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা অম্ভো নামক দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ এই চারি প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মনঃ সমাধান করিলেন। অনন্তর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব্ব সংস্কার বশে তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহার জঘনদেশ হইতে অসুরগণ সমুৎপন্ন হইল। তৎপরে তিনি তমোময়ভাব রাত্রিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর পিতামহ অন্যভাব আশ্রয় পূর্ব্বক প্রীতিমান হইয়া অন্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণান্বিত দেবগণের উৎপত্তি হইল। তখন তিনি সত্ত্বপ্রায় অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ভাব পরিত্যাগ করিলে, তাহা দিবসরূপে পরিণত হইল। এই কারণে অসুরগণ রাত্রিকালে ও দেবগণ

দিবাতে প্রবল হইয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার উভয় পার্শ্ব হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল। পরে তিনি সত্ত্বভাব পরিত্যাগ করিলে, ঐ পরিত্যক্ত সত্ত্ব-ভাব দিবা ও রাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। অনন্তর প্রজাপতি রজোগুণ আশ্রয় করিলে, রজোগুণোদ্ধত মনুষ্যসৃষ্ট হইল। তখন তিনি রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিলেন। ঐ রাজসিক ভাব পূর্ব্বসন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল। এই জ্যোৎস্না, দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা প্রভৃ ব্রহ্মার শরীরস্থ গুণের পরিণাম। পরে ব্রহ্মা অন্যান্য রজোগুণ আশ্রয় করিলেন। তাহাতেই ক্ষুধা ও ক্রোধের উৎপত্তি হইল। তার পর ভগবান্ ক্ষুধাতুর রাক্ষসাদি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে যক্ষগণ উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার কেশ-সর্পণ হইতে সর্পগণ জন্মলাভ করিল। তাঁহার ক্রোধ হইতে ভূত, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি প্রাণিগণ সমুৎপন্ন হইল। এই সকল প্রাণী গানপ্রিয় এই নিমিত্ত ইহাদিগকে গন্ধর্ব্ব বলা যায়। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে মেষ; মুখ হইতে ছাগ; উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো; পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তু সৃষ্ট হইল এবং তাঁহার রোম হইতে ফলমূল, ওষধি সকল জন্মিল। প্রজাপতি পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে ঋগাদি বেদ সমুদয় উৎপন্ন হয় এবং মুখ, বাহু, উরুদ্বয় ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মলাভ করে। তৎপরে পিতামহ ব্রাহ্মণদিগের জন্য ব্রাহ্মলোক, ক্ষত্রিয়দিগের জন্য ঐন্দ্রলোক, বৈশ্যদিগের নিমিত্ত বায়ু লোক ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত গন্ধর্ব্ব লোক সৃষ্টি করিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী মুনিদিগের বাসার্থ ব্রহ্মলোক, স্বধর্ম্ম-নিরত গৃহস্থদিগের নিমিত্ত প্রাজাপত্য-লোক, এবং সপ্তর্ষি, বনবাসী ও যতিদিগের নিবাসার্থ যথোপ-যুক্ত অক্ষয়-লোক সকল বিধান করি-লেন। গরু-পু-৪। (১৭৭) বিষ্ণু-পূজায় যে মণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার উত্তরদ্বারে দিক্‌পালদের অন্যতম ব্রহ্মাকে স্থাপন করিয়া পূজা কর্ত্তব্য। গরু-পু ৮। (১৭৮) নারায়ণ-তনয় ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি হয়। অত্রি হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন। গরু-পু-১৪২। (১৭৯) ব্রহ্মা, ভূতাদির উপসর্গ যাহা হইতে দূর হয় এবং আকর্ষণ, বশীকরণ, ইচ্ছা-গমন, ও ত্রিকালদর্শিত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি যাহা হইতে হয়, সেই বিদ্যা বিষ্ণুর নিকট হইতে লাভ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন। দেবী-পু-২। (১৮০) যুগারম্ভকালে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনায় তপস্যা করিতে-ছিলেন। তৎকালে তাঁহার এইরূপ মহামোহ উপস্থিত হইল; যাহাতে তিনি

চেতনা হারাইলেন এবং মুগ্ধ হইয়া "আমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা অন্য কেহ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শিব ও বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার বদনের দক্ষিণ ভাগ হইতে ভীষণ বহ্নিশিখার প্রকাশ হইল। সেই শিখা হইতে এক ভয়ানক অসুরের সৃষ্টি হইল। সেই অসুর উৎপন্ন হইয়াই ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া, হস্তে চক্র ও ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবতারা ভীত ও দৈত্যেরা আনন্দিত হইল। অতঃপর তাহার সহিত ব্রহ্মার সহস্র বৎসরব্যাপী যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মা কোনও মতেই তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া নারায়ণ উমাপতির সন্নিধানে গমন করেন ও স্তবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সেই অসুর বিনাশের জন্য, শিবের নিকট অনুরোধ করেন। মহাদেব বলেন—"আমার ক্রোধ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, উহার বিনাশ নাই। তবে উহা পর্ব্বতে অবস্থান করিবে এবং গো-গণের দুগ্ধ ও চন্দ্রকিরণ উহার যুগে যুগে শান্তিদায়ক হইবে। উহা পান করিয়াই সেই অসুর তৃপ্ত হইবে। অন্য কোনও প্রজাকেই পীড়ন করিবে না।" দেবী পু-১১৬। (১৮১) একবার ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, বৃহস্পতি ও অন্যান্য দেবগণসহ শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। সেখানে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর ব্রহ্মার হংসকে দেখিয়া চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া ময়ূরকে দণ্ডাঘাত করিলে ময়ূরের মুখ হইতে এক ঘোর মেঘাকৃতি অসুর উৎপন্ন হইল। তাহাতে ব্রহ্মা অতিশয় ভীত হইলেন। শিব তাহা জানিতে পারিয়া সেই (রুরু নামক) দৈত্যকে বলিলেন—"তুমি পরম পিতার স্তব কর।" রুরু দৈত্য তাহা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রার্থনায়, পাতালপুরে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দেবীপু-৮৩। (১৮২) পূর্ব্বে এই নিখিল জগৎ যখন অন্ধকার-ময় ছিল এবং ইহার কোনওরূপ চিহ্ন ছিল না, তখন শিব প্রজাসৃষ্টি বাসনায় মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া, দক্ষিণাঙ্গ হইতে বায়ু ও হুতাশনের সহিত ব্রহ্মাকে এবং বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু, চন্দ্র ও বরুণকে সৃজন করেন দেবী-পু-১২৭। (১৮৩) ব্রহ্মা অধ্যাত্ম-রাম চরিতের মাহাত্ম্য নারদকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামা-অধ্যা-আদি-উপক্র। (১৮৪) লঙ্কা সমরান্তে রামচন্দ্র সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, সীতা যখন অগ্নি প্রবেশ করেন, তখন দেবগণের মুখপাত্র স্বরূপে ব্রহ্মা বিবিধরূপে রামের স্তুতি করিয়া, সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য, রামকে অনুরোধ করেন।

রামা-অধ্যা-লঙ্কা-১৩। (১৮৫) সুমেরু পর্ব্বতের মধ্য-শৃঙ্গে শত যোজন বিস্তৃত ব্রহ্মসভা অবস্থিত। একদা চতুরানন তথায় যোগাবলম্বন করিয়া অবস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বহুতর দিব্য আনন্দাশ্রু ভূমিতে পতিত হইল। ব্রহ্মা তাহা হস্তে লইয়া কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ভূমিতে পতিত হইবামাত্র সেই জল হতে এক মহাবানর উৎপন্ন হইল। সেই বানরই সুগ্রীবের জনক (ও জননী) ঋক্ষরাজ। ব্রহ্মার আদেশে এক দেব-দূত-তাঁহাকে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত দিব্য কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে স্থাপন করেন। রামা-অধ্যা-উ-৪২। রামা-অধ্যা-উ-৩। (১৮৬) ব্রহ্মা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত ও সমুদয় দেবতাদিগের রক্ষার জন্য, শূদ্র ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হইতেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইল। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই সকল ব্রহ্মেরই সহজরূপ এবং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে অনাদিনিধনা বেদময়ী দিব্যবাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই যাবতীয় প্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। কূর্ম্ম-পূ-২। (১৮৭) ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। তিন শত ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। সেই পরিমাণ কালের শতগুণকে পরার্দ্ধ বলে। তাহার অন্তে সমুদয় জীবের স্বকীয় উৎপত্তির কারণ প্রকৃতিতে বিলয় হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনজনেরই প্রকৃতিতে লয় হয়, এবং পুনর্ব্বার কাল উপস্থিত হইলে উৎপত্তিও হইয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্মা ভূত সকল, বাসুদেব ও শঙ্কর সকলেই কালক্রমে সৃষ্ট হন ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কূর্ম্ম-পূ-৫। (১৮৮) ব্রহ্মা মহেশ্বরের পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১৮৯) অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা ও রুদ্র ব্রাহ্মণদিগের উপাস্য। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা ও মহাদেব ঋষিগণের উপাস্য। কূর্ম্ম-পূ-৩২। রুদ্র, শিব, সরস্বতী ও হরি দেখ। (১৯০) স্বাদু জলময় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত পুষ্কর দ্বীপে দেব-পূজিত একটি মহান্ বটবৃক্ষ আছে, তাহাতে বিশ্বাত্মা, বিশ্বভাবন ব্রহ্মা বাস করেন কূর্ম্ম-পূ-৪৯। (১৯১) একবার মহর্ষি-গণ ব্রহ্মাকে অব্যয় তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা মায়ায় মোহিত হইয়া, নিজেকেই জগৎ-প্রভু, অদ্বিতীয় অনাদি পরম ব্রহ্মা বলিয়া প্রচার করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, বিষ্ণু ব্রহ্মার নিন্দা করেন এবং ব্রহ্মার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকেই ঐরূপ সর্ব্ব-লোকের বিধাতা বলিয়া বর্ণন করেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কলহ উপ-স্থিত হইল। তাঁহারা যখন এইরূপে বিবাদ করিতেছিলেন, তখন চতুর্ব্বেদ তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপে মহেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করে। কিন্তু

তাহাতেও পিতামহ ও বিষ্ণুর অজ্ঞান ও মোহ নাশ না হওয়ায় এক অদ্ভুত দিব্য জ্যোতি তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে উহার মধ্যে আর একটি দিব্য জ্যোতি দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যে সেই তেজোমণ্ডলও নীল-লোহিত মহাপুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রগল্ভ ভাবে আহ্বান করাতে, মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া কালভৈরবকে প্রেরণ করেন এবং ঐ কালভৈরব শঙ্করের আদেশে,পিতামহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাঁহার একটা মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পাঁচটি মস্তক ছিল। কিন্তু তদবধি তিনি চতুর্ম্মুখ হইলেন। এইরূপে মস্তক কর্ত্তিত হওয়ায়, ব্রহ্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াদিলেন। কূর্ম্ম-উ-৩১। (১৯২) চৈতন্যস্বরূপ, অনাদি নারায়ণদেব স্বকীয় শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া, স্বীয় মূর্ত্তি প্রকৃতি হইতে, এই সমগ্র জগৎ সৃজন করিলেন। এই বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ দেবই সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া বিদিত। কূর্ম্ম-উ-৩৫। (১৯৩) পুরাকালে ব্রহ্মার অতি তীব্র তপস্যার ফলে, তাঁহার মুখ হইতে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ নির্গত হয়। সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আবির্ভূত হয় এবং তাহার পরে অন্যান্য পুরাণ এবং পুরাণের পর তাঁহার চারিমুখ হইতে চারি বেদ বহির্গত হয়। ব্রহ্মাই দশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত ব্রাহ্মপুরাণ মরীচিকে কীর্ত্তন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যকল্প সমূহেরও বর্ণনা করেন। তৎসমুদয় ভবিষ্যপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (১৯৪) পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর তাঁহাকে বলেন, যে কল্পে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহার নাম মহাকল্প। এইরূপ এক এক মহাকল্পে, এক এক ব্রহ্মার লয় ও অপর এক ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাঁহাদের নামও পৃথক। প্রথম সৃষ্টি কালে পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল বিরিঞ্চি। তাহার পর যথা-ক্রমে—পদ্মভূ, স্বয়ম্ভূ, পরমেষ্ঠী, সুরজ্যেষ্ঠ হেমগর্ভ, শতানন্দ ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭,২২। (১৯৫) প্রভাস ক্ষেত্রে পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত 'বাল' নামে কীর্ত্তিত হইয়া, বালরূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং অবস্থান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯। (১৯৬) ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়। সেই মনুর অধিকারকালে পিতা-মহের দক্ষিণ চক্ষু হইতে সূর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (১৯৭)

তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে সৌর চারিযুগ পূর্ণ হয়। এইরূপ একাত্তর যুগে এক এক মন্বন্তর এবং চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। রাত্রির পরিমাণও ঐরূপ। ঐরূপ দিনমানের শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। (১৯৮) চন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মা যুগান্তে প্রভাস ক্ষেত্রে সোমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রের আহ্বানে তিনি ভৈরব প্রতিষ্ঠার জন্য ভৈরবক্ষেত্রেও গমন করেন। তদবধি তিনি বালরূপী নামে প্রসিদ্ধ হন। অন্যান্য তীর্থে তিনি বৃদ্ধরূপী হইয়া বাস করেন। কল্পে কল্পে তাঁহার নামান্তর হয়। প্রথম কল্পে—স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয়ে—পদ্মভূ, তৃতীয়ে—বিশ্বকর্ম্মা এবং চতুর্থে—বালরূপী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২৩, ১০৫। (১৯৯) প্রভাস ক্ষেত্রস্থিত সদাশিব লিঙ্গের বাম ভাগে ব্রহ্মা সাবিত্রীর শাপে, কপর্দ্দীরূপে অবস্থান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৮ (২০০) পূর্ব্বে মহেশ্বরের সাতটি মস্তক ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে অজ নামক ষষ্ঠ মস্তক তিনি ব্রহ্মাকে এবং পিচু নামক সপ্তমটি বিষ্ণুকে প্রদান করেন। ব্রহ্মা শিবের নিকট হইতে ঐ অতিরিক্ত অজ নামক আনন লাভ করিয়া, অজ নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৯। (২০১) ব্রহ্মার রথ-যাত্রার এইরূপ ব্যবস্থা—কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রহ্মাকে রথে আরোহণ করাইয়া নগর পরিভ্রমণ করাইতে হয়। সেই রথে ব্রহ্মার দক্ষিণে সাবিত্রীকে, বাম পার্শ্বে ভোজক এবং সম্মুখে পঙ্কজ স্থাপন করিতে হয়। ঐ রথে শূদ্রের আরোহণ নিষিদ্ধ। শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতি নানারূপ বাদ্য সহকারে তাঁহাকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার পর, ব্রহ্মার মন্দিরে দীপদান অশেষ পুণ্যপ্রদ। সমস্ত উৎসবেই ব্রহ্মার পূজা ব্রাহ্মণগণের বিশেষ কর্ত্তব্য স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭ (২০২) একবার কোনও কারণবশতঃ দেবদেব মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করেন। সেই ছিন্ন মস্তক হইতে অত্যন্ত শোণিত-স্রাব হইয়া, গন্ধবতী নদী উৎপন্ন হয়। ঐ ছিন্ন ব্রহ্মশির মহাদেবের হস্তে লগ্ন হওয়ায় মহাদেব স্বয়ং এবং তাঁহার বাহন বৃষ উভয়েই কৃষ্ণবর্ণত্ব লাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৩। (২০৩) ব্রহ্মা ও রুদ্র এই উভয়ের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন ক্রুদ্ধ মহাদেব ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু আসিয়া ব্রহ্মাকে বলেন যে তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে মহেশ্বরই শ্রেষ্ঠ। কারণ, চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হইলে একমাত্র মহেশ্বরই জাগিয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং

পরে ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণু স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন। মহেশ্বরেরই প্রসাদে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠত্ব দাবী পরিহার করেন এবং নানারূপে মহেশ্বরের স্তব করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, যেহেতু এই সমুদয় লোক তৎসৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়, তজ্জন্য তিনি যেন সত্বরই স্বীয় পদোচিত মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন। শিব তাহাই হইবে বলিয়া অন্তর্ধান করিলে, ব্রহ্মা মেরু পর্ব্বতে যাইয়া বেদোচ্চারণপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ পাঠ করিতে করিতে যেমন তিনি অথর্ব্ব বেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে ভয়ঙ্কর আকৃতি রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন। সেই রুদ্রের দেহের অর্দ্ধভাগ নর আর অপর অর্দ্ধভাগ নারী। তাহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা অতিশয় ভীত হইয়া "আত্মদেহ বিভাগ কর" এই বলিয়া পলায়ন করিলেন। এই কথা শুনিয়া, সেই রুদ্র নিজ শরীরকে প্রথমতঃ নর ও নারী এইদুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার পর আবার সেই পুরুষ ভাগকে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই একাদশ ভাগই একাদশ রুদ্রনামে বিদিত হইল। অতঃপর ব্রহ্মা সেই একাদশ রুদ্রের নামকরণ করিয়া, তাঁহাদিগের নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তদনন্তর সেই নারী অংশকে ব্রহ্মা বলিলেন—"তুমি দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ কর।" সেই নারী অংশ পিতামহ ব্রহ্মবাক্যে দক্ষ প্রজাপতি হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। স্কন্দ-প্রভাবস্ত্রা-৯। (২০৪) একদা পাদ্ম কল্পের অবসান হইলে ব্রাহ্মরাত্রির অন্তে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জল রাশিতে পরিপূর্ণ হয়। তখন এক পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই পরমদেব জলরাশিতে শয়ান ছিলেন। তিনিই একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (নারায়ণ) ও মহেশ্বর (শিব)। ইহাঁরা পরস্পর অভিন্ন। ভিন্ন হইলে ইহাঁরা ঐ দেবতাত্রয়ই হইয়া থাকেন। তাঁহারা তখন বরাহকল্প করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হররূপে রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণোপেত হইয়া জন্মেন। তখন ব্রহ্মা চরাচর সৃজন করেন, বিষ্ণু তাহা পালন করেন এবং শিব তাহা সংহার করেন। এক সময়ে ইহাঁরা এই প্রকারে সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করিয়া কৈলাস শিখরে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, তাহা লইয়া মন্ত্রণা হয়। তাঁহারা যখন এই ভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শরীর হইতে এক জ্যোতি নির্গত হইয়া, রবিমণ্ডলকে ভ্রামিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে শিব ও

ব্রহ্মার মধ্যে "আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই জ্যেষ্ঠ", বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ঐরূপ বিবদমান তাঁহাদের দেহ ও মুখ হইতে নারদ উৎপন্ন হন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা ১৮। (২০৫) দিব্য পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক যুগ হয় এবং ঐরূপ এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। ঐ দিবস গত হইলে পদ্মযোনী ব্রহ্মা লোক সংহারিণী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিবার জন্য, অতীব ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি আদিত্যরূপে সর্ব্বজীবের লোচন-বিনাশ, পবনরূপে প্রাণীগণের জীবননাশ, হুতাশনরূপে ত্রৈলোক্য-দহন, এবং মেঘরূপে আবার বিপরীত বর্ষণ করিয়া থাকেন। হরি-হরি-১৯০। (২০৬) সর্ব্ব প্রথমে নারায়ণ ব্রহ্মাকে পদ্ম-মধ্যে উৎপাদন করেন। তখন পদ্মযোনী সেই কমলে অবস্থান করিয়া, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ মহাযশা যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য কপিলের রূপ ধারণকরিয়া, পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা লোকত্রয় সৃজন করিয়া, এই লোকত্রয়ের মধ্যে ভূর্লোকে অবস্থান-পূর্ব্বক অব্যয় নামক মানস পুত্রকেউৎপাদন করিলেন এবং তাঁহাকে নারায়ণের অংশ-সম্ভূত যোগাচার্য্য ও কপিলের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। অতঃপর পিতামহ দ্বিতীয় ভূবর্লোক সৃজন করিয়া, তথায় মন দ্বারা মানস-পুত্রকে উৎপাদন করিলেন। সেই মানস-সুত যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্যের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক, মোক্ষ লাভ করিলে, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ভূর্ভুব-নামক তৃতীয় লোক সৃজন করিয়া, তথায় তৃতীয় মানস-পুত্রের উৎপাদন করিলেন। ব্রহ্মার সেই মানসপুত্রও তাঁহার আদেশে সাংখ্যাচার্য্য ও যোগাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও গতি অবগত হইলেন। তাহার পরেও ব্রহ্মা ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া নিজের শরীরের অর্দ্ধাংশ হইতে এক সুন্দরী ভার্য্যার সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা, ত্রিপদা গায়ত্রী এবং গায়ত্রীসম্ভব চারি বেদের উৎপাদন করিলেন। অতঃপর পিতামহ স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, লোক সকলের পতিস্থানীয় বিশ্বেশ নামক মহা তপস্বী ও পুণ্যপ্রদ ধর্ম্ম নামক পুত্রদ্বয়কে সৃজন করিয়া দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের উৎপাদন করেন। এই সকল মহর্ষিগণের বংশ-জাত-পুত্রগণ অথর্ব্বভূত ব্রহ্মর্ষি এবং মহর্ষি বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুত্বতী প্রভৃতি বরিষ্ঠা কন্যাগণকে

উৎপাদন করিয়া, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অপরন্তু তাঁহার শরীরাংশ-সম্ভূতা সুরভী নাম্নী গো-রূপা পত্নী হইতে, রুদ্র নামে বিখ্যাত একাদশ পুত্রও উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-১৯৬। (২০৭) সমুদয় চরাচর জগৎ সৃজন করিয়া ব্রহ্মা এক একজনকে তাঁহাদের অধিপতি বা প্রভু করিয়া দেন। তিনি সহস্র-লোচন পুরন্দরকে দেবগণের; সোমকে গ্রহ, নক্ষত্র, যজ্ঞ, তপস্যা, দ্বিজগণ ও ওষধি সকলের; বৈশ্বানরকে পিতৃগণের; বায়ুকে গন্ধসমুদয়, অশরীরী ভূত-নিচয়, শব্দ, আকাশ ও বলের; মহাদেবকে সমুদয় ভূত, প্রেত, পিশাচ, মাতৃগণ, গো সকল ও উৎপাতগ্রহের; কুবেরকে যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যক এবং ধন ও রত্ন সমূহের; শেষকে সর্পগণের; এবং বাসুকীকে নাগগণের; তক্ষককে সরীসৃপগণের; পর্জ্জন্যকে সাগর, নদী, মেঘ প্রভৃতির; চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের; কামদেবকে অপ্সরাগণের; শিববাহন গো-বৃষকে, সমুদয় চতুষ্পাদদিগের; হিরণ্যাক্ষকে দৈত্যগণের; বিপ্রচিত্তিকে দানব ও অসুরদিগের; মহাকালকে কালকেয়গণের; বৃত্রকে অনায়ুসার পুত্রগণের; রাহুকে উৎপাত ও অশুভ সকলের; বৎসরকে ঋতু, মাস, যুগ-চতুষ্টয়, পক্ষদ্বয়, রাত্রি, দিবা, তিথি পর্ব্ব প্রভৃতির; গরুড়কে পূর্ব্বদিগের; যমকে দক্ষিণদিগের; কশ্যপ-তনয় অম্বুরাজকে পশ্চিম দিকের এবং কুবেরকে উত্তর দিকের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯। (২০৮) একবার শিব ও পার্ব্বতী যখন নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণের আদেশে, অগ্নি তথায় যাইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতী শাপ দেন এবং তাহার ফলে ব্রহ্মা পলাশবৃক্ষে এবং বিষ্ণু অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হন। পদ্ম-উ-১১৫। (২০৯) বৃত্রের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র বৃত্রের গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া, তাঁহার গাত্রে সিঞ্চনপূর্ব্বক, তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭। (২১০) দৈত্যপতি বলিকে ছলনা করিবার জন্য, যখন বামন ত্রিপাদের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অধিকার করিলেন, তখন তাঁহার একপাদ সত্যলোক পর্য্যন্ত পৌছিল। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেখানে নিজ কমণ্ডলুর জল দ্বারা সেই পদের অর্চ্চনা করেন। সেই পাদ-সংস্পৃষ্ট জলেই ভাগীরথী জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ভাবেই ব্রহ্মা গঙ্গার সহিত বিষ্ণুপদের সংযোগ ঘটাইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে কেদা-১৯। (২১১) পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর, নগরাজ হিমালয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি অভ্যাগতগণকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাদের যথোচিত অর্চ্চনা

করিলেন। ব্রহ্মাদি অভ্যাগতগণও তদ্রূপ পর্ব্বতগণের পূজা করিলেন। শ্বেতগিরি, নীলাদ্রি, উদয়াদ্রি, শৃঙ্গবান্ মহেন্দ্র, অস্তাচল, মানসাদ্রি, কৈলাস ও লোকালোক পর্ব্বত ব্রহ্মার নিকট পূজা পাইলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৬, ১৭। (২১২) ওঁঙ্কারের অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, এবং মকার রুদ্র। ইহারা প্রকৃতির গুণত্রয়াত্মক। আর মস্তকস্থ অর্দ্ধ মাত্রা পরম শিব। সুতরাং ওঁকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও পরম দেব-দেব শিবের সমন্বয় বোধক। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫। (২১৩) বজ্রাঙ্গ-তনয় তারকাসুরের হস্তে নিগৃহীত হইয়া দেবগণ প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া, পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলে, দেবগণ প্রস্থান করেন। তৎপরে পিতামহ বিভাবরীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"দক্ষ-কন্যা সতী যজ্ঞক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় মেনকা গর্ভে হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিবেন। তুমি মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া যাহাতে সেই গর্ভস্থ দেবীর দেহবর্ণ কৃষ্ণ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবে।" বিভাবরী ব্রহ্মার বাক্যে সম্মত হইয়া মেনকার গর্ভে প্রবেশ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২২। সতী দেখ। (২১৪) ব্রহ্মা তপোবলে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৫। (২১৫) ব্রহ্মা পুষ্কর-ক্ষেত্রে নাল-লোহিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৫। (২১৬) ব্রহ্মা পাতাল হইতে হাটকেশ্বর লিঙ্গ আনয়ন করিয়া সোমনাথ তীর্থে প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৮। (২১৭) কোনও সময়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ১৫০০ বৎসর তপস্যা করেন। তাহাতে শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে বর দেন। শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা আনন্দিতচিত্তে স্বয়ং একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটী সরোবর ও খনন করেন। সেই মহালিঙ্গের নাম ব্রহ্মেশলিঙ্গ এবং সরোবরের নাম ব্রহ্মসরঃ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৬। (২১৮) একবার সর্ব্ব তীর্থ-দেবতাগণ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার আলয়ে গমন করেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা, পুলস্ত্যকে একটি অর্ঘ্য আনয়ন করিতে বলিলেন। পুলস্ত্য অর্ঘ্য আনিলে ব্রহ্মা তীর্থগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা সকলে মিলিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্দ্দেশ করুন। আমি তাঁহাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিব।" এই কথা শুনিয়া তীর্থগণ বলিলেন—"আ রা আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ নির্দ্ধারণ করিতে না

পারিয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি এই বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিন।" ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি এই বিষয়ে নির্দ্ধারণ করিতে অপারগ। আপনারাই নিজ নিজ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন।" প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তীর্থ সমূহ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহীসাগর সঙ্গম বলিলেন—"আমিই সর্ব্ব তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে অর্ঘ্য দান করুন।" মহীসাগর-সঙ্গমের কথা শুনিয়া ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্ম, তাঁহাকে স্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করার জন্য অশেষ তিরস্কার করেন। তখন কার্ত্তিকেয় ঐরূপ তিরস্কার করার জন্য অনুযোগ দিয়া বলেন যে, মহী-সাগর-সঙ্গমের কার্য্য কিছুই অনুচিত হয় নাই। ধর্ম্ম তাহাতেও সন্তুষ্ট না হওয়াতে, নারদ ও ব্রহ্মা তাঁহাকে বিধিমতে প্রবোধ দিয়া নিরস্ত করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৫৮। (২১৯) পুরাকালে ছিয়ানব্বই জন ব্রহ্মা অতীত হইলে, কল্পান্তে পুনর্ব্বার বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে এক ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়া লোক সৃজন করেন। তৎপরে এক সময়ে যোগীগণের তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য, ইন্দ্র ব্রহ্মাকে এক পরমাসুন্দরী নারীর সৃষ্টি করিতে বলেন। সেইরূপ এক কামিনীকে সৃজন কয়িয়া ব্রহ্মা তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হন। তাহাতে সেই কন্যা পিতামহকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিবার জন্য চতুর্ম্মুখ হন। পিতামহের চারিটী মুখ দেখিয়া ভীতা হইয়া সেই কন্যা হংসীরূপ ধারণ করিয়া, গগণে উড্ডীন হইল। ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পক্ষী-রূপী ব্রহ্মাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া,সেই কন্যা অতিশয় ভীতা হইয়া অরুণাচল দেবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহার প্রার্থনায় সেই অরুণাচল লিঙ্গ হইতে এক ধনুর্দ্ধারী ব্যাধের আবির্ভাব হইল। ঐ ব্যাধকে দেখিয়া ব্রহ্মার চৈতন্য হইল এবং তিনি ঐ কন্যার অনুসরণ পরিত্যাগ করিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৫।(২২০) অরুণাচল-শৈলের সন্নিকটে ব্রহ্মতীর্থ অবস্থিত। অগ্রহায়ণ মাসে পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্ম-লোক হইতে সেই তীর্থে গমন করিয়া প্রত্যহ স্নান ও অরুণাচলের অর্চ্চনা করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৬। (২২১) বিধাতা লোক সৃষ্টির নিমিত্ত দুই প্রকারে এই চরাচর জগৎ সৃজন করেন। পিতামহ ব্রহ্মা যখন জপে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার স্বীয় দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ স্ত্রীরূপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপ দুই মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। ঐ স্ত্রীরূপার্দ্ধ শতরূপা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন এবং তিনিই সাবিত্রী, গায়ত্রী,

সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে বিদিত হন। সেই নিজদেহ সম্ভূতা নারীকে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যারূপে কল্পনা করিলেও, তাঁহাকে দেখিয়া প্রজাপতির চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। তিনি সেই কন্যার রূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, অনিমেষ নেত্রে তাঁহাকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই কন্যা যখন পিতামহকে প্রণাম করিয়া,তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, তখন সেই কন্যাকে দেখিবার একান্ত বাসনায়, একে একে তাঁহার আরও তিনটি মুখ নির্গত হইল এবং সেই কন্যাকে দেখিবার জন্য তাঁহার উর্দ্ধদিকেও জটাজালাবৃত পঞ্চম বদন প্রাদুর্ভূত হইল। পিতামহ সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য, দারুণ তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ কন্যার প্রতি অশুভ চিন্তা পোষণ করার জন্য, সেই সমুদয়ই নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর ব্রহ্মা তাঁহার অন্যান্য আত্মজদিগকে বিবিধ সুর, অসুর ও মানুষা প্রজা সৃজন করিতে আদেশ দিয়া, শতরূপার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ শতরূপার গর্ভে ব্রহ্মার স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৩। (২২২) মানবগণ অতি মহান হইলেও তাহাদিগের সমুদয় কার্য্যই রাজার অধীন বলিয়া, ব্রহ্মা অষ্ট দিক্‌পালের অংশে নৃপতির সৃষ্টি করিয়াছেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৬। (২২৩) সৃষ্টিকার্য্য করিবার জন্য নারায়ণ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোটী কোটী ব্রহ্মার উৎপাদন করিয়াছেন। এইরূপ সমুদয় ব্রহ্মার সংখ্যা সার্দ্ধ ত্রিকোটী। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৭। (২২৪) নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক প্রলয়-সলিল-মগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিলে, পিতামহ তাঁহাকে নানারূপে সুশোভিত ও পর্ব্বত বেষ্টিতা করিয়া, চরাচর তীর্থ ও ক্ষেত্র সকল তথায় সন্নিবেশ করেন। তৎপরে তিনি অন্য কি উপায় অবলম্বন করিলে, আর সৃষ্টিভারে নিজেকে নিপীড়িত হইতে না হয় এবং ত্রিতাপতাপে তাপিত জীবগণও কি করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি এই বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—"তুমি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় অবস্থিত আমার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধ্যান করিতে থাক,তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-১। (২২৫) পুরুষোত্তমদেবের পূজা যথাযথভাবে সমাপন করিয়া ব্রহ্মা, নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণের পূজা করাও কর্ত্তব্য। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩৯। (২২৬) সত্যযুগের প্রথমে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব অসিধারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বদ-

২। (২২৭) একবার ব্রহ্মা নারদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেবগণের মধ্যে মধুসূদন, মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিক এবং তীর্থ সকলের মধ্যে নারায়ণ নামক তীর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১। (২২৮) জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট হইতে মার্গশীর্ষমাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-মার্গ-১-১৭। (২২৯) ব্রহ্মা বাক্ নাম্নী স্বীয় কন্যাকে অভিলাষ করিলে,ঐ কন্যা মৃগীরূপ ধারণ করেন কিন্তু ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। দেবগণ ব্রহ্মার এই অবৈধ কার্য্যের জন্য তাঁহার বিশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং শিব পিতামহ ব্রহ্মাকে নিরস্ত করিবার জন্য ধনুঃআকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিলেন। শিবের শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়া বিধাতা ভূপতিত হইলে, একটী উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া, আকাশে উঠিয়া মৃগশীর্ষ নক্ষত্ররূপে পরিণত হইল। এদিকে হরও আর্দ্রা নক্ষত্ররূপে মৃগশীর্ষের অনুগমন করিলেন। তদবধি অদ্যাপি আর্দ্রা নক্ষত্র মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের নিকটেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিধাতা নিহত হইলে তাঁহার পত্নী গায়ত্রী ও সরস্বতী শোকাকুলা হইয়া অশেষরূপে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্য, বার বার কাতরবাক্যে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া শিব পুনরায় ব্রহ্মাকে প্রাণদান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-সেতু-৪০। (২৩০) ব্রহ্মা স্বয়ং সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এজন্য এই দৃশ্যমান জগৎই ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৫। (২৩১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের নানাবিধ ক্লেশ ও অসুবিধা দেখিয়া, শিবের বাক্যে ব্রহ্মা কামধেনুকে আহ্বান পূর্ব্বক তত্রত্য ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে অনুচর প্রদান করিতে বলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১০। (২৩২) কোনও এক সময়ে ব্রহ্মা অন্যান্য দেবগণসহ ব্রহ্মসভায় উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময়ে বিষ্ণু তথায় যাইয়া উপনীত হন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে দেখিয়া সমাগত দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি, বিষ্ণু এবং শিব, এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" দেবগণ ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তর দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে, ব্রহ্মার পত্নী বিষ্ণুকে সেই কথাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণু নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"তুমি যে মুখ দিয়া এই সভামধ্যে নিজেকে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলে, সেই মুখ-যুক্ত তোমার মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইবে।" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অন্যান্য দেবগণ হাহাকার করিয়া

উঠিলেন। কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন —"আপনার কথা নিশ্চয়ই সফল হইবে।" অতঃপর বিষ্ণু ধর্ম্মারণ্যে গিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার শাপে তিনি অশ্বশীর্ষ হইয়াও ব্রহ্মার প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া, ব্রহ্মার সহিত একযোগে তপস্যা করেন। ব্রহ্মাও তিনশত বর্ষ যাবৎ বিষ্ণুর সহিত তপস্যা করেন। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণুকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া, বিষ্ণুমায়ায় ব্রহ্মার মুখ ব্যাঘ্রের মুখের ন্যায় হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মারণ্যে বিষ্ণুর সহিত তপস্যা করিয়া, তিনি আবার স্বীয় স্বাভাবিক মুখ ফিরিয়া পান। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৫। (২৩৩) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় ধর্ম্মারণ্যবাসী দিগের ভয় নিবারণের জন্য বিবিধরূপ-ধারিণী বহু শক্তি তথায় স্থাপন করিয়া ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৬। (২৩৪) একবার দেবতাদিগের সহিত দানব-দিগের বিশেষ যুদ্ধ হয়। সেইযুদ্ধে দেবতারা দানবদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া,প্রতীকারার্থ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মারণ্যে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩। (২৩৫) সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই অক্ষয়-বটরূপ ধারণকরিয়া প্রয়াগ ক্ষেত্রে বাস করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭। (২৩৬) সমুদয় স্থাবর জঙ্গম প্রলয়-পয়োধি জলে নিমগ্ন হইলে, যখন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, ভূমি, দিক্, নক্ষত্র, জ্যোতি, চন্দ্র, গ্রহ প্রভৃতি সব লুপ্ত হয়, যখন দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতি কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র মহাকাল অবস্থিত ছিলেন। তিনি জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে কামকে মন্থন করেন। তাহাতে এক বুদ্‌বুদাকার কলল উৎপন্ন হয়। ঐ কলল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে সুদৃঢ় হিরণ্ময় অণ্ডে পরিণত হয়। মহাকালের করাঘাতে অতঃপর ঐ অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইলে, উহার এক খণ্ড ভূমি এবং অপর এক খণ্ড নক্ষত্র-সমন্বিত অন্তরীক্ষ হয় এবং ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যভাগে পঞ্চ-বদন, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তখন মহেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা জগৎ সৃজন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া,মহেশ্বরের চিন্তায়ই মনোনিবেশ করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর পুনরায় আবির্ভূত হইয়া, পিতামহকে, জ্ঞান-লাভের জন্য ষড়ঙ্গ বেদ প্রদান করিলেন। বেদ লাভ করিয়াও ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, পুনরায় মহেশ্বরের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর পুনরায় প্রজাপতির সম্মুখীন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

ব্রহ্মা তাহাতে গৌরব বোধ করিয়া মনে মনে বলিলেন—"আপনি আমার পুত্র হউন"। শিব ব্রহ্মার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"যেহেতু তুমি মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার শিরচ্ছেদ করিব। তোমার এই অসঙ্গত প্রার্থনার জন্য, নীললোহিত রুদ্র তোমার পুত্র হইয়া তোমার প্রভাব খর্ব্ব করিবে। আর যেহেতু তুমি আমাকে পিতৃভাবে ধ্যান করিয়াছ এবং পরমব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে আমার স্তব করিয়াছ, সে জন্য তুমি লোকে পিতামহ ব্রহ্মা নামে খ্যাত হইবে।" মহাদেবের নিকট হইতে এইরূপে একাধারে শাপ ও বর লাভ করিয়া, ব্রহ্মা জগৎ সৃজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর পিতামহ স্ব-তেজ-জাত অগ্নিতে হোম করিতে থাকিলে, তাঁহার দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সমিধ-যুক্ত হস্তে নিজ ললাট মার্জ্জনা করেন। ঐ ভাবে মার্জ্জনা করায় সমিধ দ্বারা আহত হইয়া, তাঁহার ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম ভূমিতলে পতিত হইল। ঐ রক্ত ঘর্ম্মবিন্দু হইতেই পঞ্চ-বদন ও দশ-হস্ত ও পঞ্চদশ নয়নবিশিষ্ট শূল, ধনু, অসি ও শক্তি-ধারী ভীষণা-কৃতি সিংহচর্ম্ম-পরিধায়ী এক আবির্ভূত হইল। ব্রহ্মা ঐ মূর্ত্তির নীললোহিত এই নামকরণ করিলেন। তদবধি ব্রহ্মা হইতে এই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল। অতঃপর পিতামহ প্রথমতঃ সনকাদি সপ্ত মানসপুত্র সৃজন করিয়া, মরীচি দক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণকে, মনু প্রভৃতিকে, এবং সুর মনুষ্যাদিকে সৃজন করিলেন। ঐ সমুদয় জীব সৃষ্ট হইয়া কেবল নীললোহিতেরই পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মার মনে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল এবং নিজেকে সকল দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, স্বীয় তেজে জগৎ তাপিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে মোহ উৎপন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মা সদর্পে পঞ্চমুখ হইলেন। তাঁহার প্রথম মুখ হইতে সুস্বর ও সামবেদ প্রবর্ত্তিত হইল। দ্বিতীয় মুখ হইতে ঋগ্বেদ, তৃতীয় হইতে যজুর্ব্বেদ ও চতুর্থ মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ নির্গত হইল এবং পঞ্চম মুখ সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ-অধ্যায়ী হইল। পিতামহের অতি তেজস্কর পঞ্চম বদনের প্রভাবে সুরাসুরগণ নিষ্প্রভ ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা নিজ নিজ তেজ ও বীর্য্য যথা-পূর্ব্ব লাভ করিবার জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, হর দেবগণসহ ব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্ব্বক পিতামহের পঞ্চম শির নখাগ্রদ্বারা ছেদন করিলেন এবং তাহা স্বহস্তে স্থাপন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা, নিজমস্তক এই ভাবে হরকর্ত্তৃক ছিন্ন

হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ললাটে স্বেদ জন্মিল। তিনি ঐ স্বেদ ভূতলে পাতিত করিলে তাহাহইতে এক কুণ্ডলী নর সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন—"তুমি এই দুর্ব্বুদ্ধি রুদ্রকে বধ কর।" ঐ নর তখন ধনু গ্রহণপূর্ব্বক মহাদেবকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। মহেশ্বর তাহাকে বিষ্ণুর সখা মনে করিয়া বিষ্ণুর আশ্রমে গমন করিলেন এবং গমনকালে পথে হুঙ্কার ধ্বনি দ্বারা সেই নরকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৩। (২৩৭) প্রথমে অব্যক্তাদি সৃষ্ট হয়। পরে তাহাই অণ্ডাকারে পরিণত হয়। দিব্য শত বৎসর তপস্যা করিয়া ঐ অণ্ডে সুবর্ণ-বর্ণাভ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। স্বয়ম্ভু পিতামহ তপস্যা করিতে করিতে "ভূর্ভুবস্বঃ এই শ্রুতি উচ্চারণ করিলে তাঁহার মন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নি যখন পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া অধোমুখে পতিত হয় তখন ব্রহ্মা ঐ অগ্নিকে উভয় হস্তদ্বারা ভুমির ঊর্দ্ধভাগে ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেদীতে স্থাপন করিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৪ বহ্নি দেখ। (২৩৮) পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক তীর্থে থাকিয়া সেই তীর্থের সেবা ও তথায় যথাবিধি মহাদেবের ধ্যান করিয়াছিলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু ও নিরলম্ব হইয়া একাহারে দ্বাদশ বৎসর এই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩১। (২৩৯) একবার গৌরীর আদেশে ব্রহ্মা বৃষরূপ ধারণ করিয়া তপস্যা-নিরত ভৃগুর তপোভঙ্গ ও ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিলেন। তপোভঙ্গে ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বৃষরূপী ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। ব্রহ্মা পৃথিবীর কোথাও যাইয়া ভৃগুর হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া, পরিশেষে শিবের শরণাপন্ন হন। শঙ্কর ব্রহ্মার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, ভৃগুর ক্রোধ শান্তি করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮২। (২৪০) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি চরাচর সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মন স্থির করিলে, প্রথমে তাঁহার মন হইতে জল, পরে দেব, অসুর ও মনুষ্য সৃষ্ট হয়। তৎপরে তিনি নিজেকে সকলের পিতৃসদৃশ বলিয়া ধারণা করিলে, পিতৃগণ উৎপন্ন হন। ষড়ঋতুই ব্রহ্মপুত্র পিতৃগণ বলিয়া পরিগণিত হন। বায়ু-৩০। (২৪১) ব্রহ্মা বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রজা কামনায় অগ্নি মধ্যে শুক্র হোম করিলে, সেই অগ্নিহইতে ভৃগু অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার কর্ণ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেহছিদ্র হইতে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার লোমকূপহইতে ঘর্ম্মের মলসহ অনেক ঋষি প্রাদুর্ভূত

হন। তাঁহার শ্বর হইতে মাস, পক্ষ, বৎসর প্রভৃতির উদ্ভব হয় এবং দেহের জ্যোতি হইতে রুদ্র ও আদিত্যগণের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৫। (২৪২) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মা মুখ হইতে জয় নামক দেবগণকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সকলেই মন্ত্রময়-শরীর সমন্বিত। জয়-দেবগণ দেখ। (২৪৩) নিত্য সদসদাত্মক অব্যক্ত কারণ স্বরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মহাঐশ্বর্য্যশালী এক পুত্র জন্মে। তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। তিনিই অভিমানগুণাত্মক এই বিশ্ব সৃজন করেন। তাঁহাহইতে প্রথমে অহঙ্কার জন্মে। বায়ু-১০৩। (২৪৪) ব্রহ্মার স্ত্রী (ক) সাবিত্রী ও সরস্বতী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। (খ) গায়ত্রী ও সরস্বতী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। (২৪৫) ব্রহ্মার কন্যা—(ক) শতরূপা। মৎ-৩৪। অঙ্গজা—মৎ-৩। (খ) স্বধা। দেবীভা-৯স্ক-৪৪। (গ) লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুত্বতী। হরি-হরি ১৯৬। (২৪৬) সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করেন। প্রজাপতি মনুকে তাহা শিক্ষা দেন। মনু দেখ। (২৪৭) বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ

আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদিয়াছিলেন। অথর্ব্বা পূর্ব্বকালে সেই বিদ্যা অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন। মুণ্ডক ১ম-১খ। ১-৩। (২৪৮) স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। মৎ-৫১। (২৪৯) ব্রহ্মার আত্মতুল্য মানস পুত্র—সনন্দ সনক, সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমার। শিব-বায়-পূ·১০। শিব পুরাণের অন্য একস্থানে (ধর্ম্ম-৫১) কেবল সনৎকুমারের উল্লেখ আছে। (২৫০) সনন্দন, সনক ও সনাতন নামক মানস পুত্র-ত্রয়কেই ব্রহ্মা প্রথমে সৃজন করেন। ব্রহ্মা-৬। আবার ঐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরই অন্যত্র (৯ম-অঃ) সনন্দ, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিটি নামের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৯ম অধ্যায়েই অন্যত্র মরীচি হইতে সঙ্কল্প পর্য্যন্ত এগার জন ছাড়া রুচি, অভিমান, ঋভু এবং নীললোহিত ভদ্র, এই চারিজনের নাম পাওয়া যায়। এই সমুদয় ভিন্ন শিশির আদি ছয়জন এবং প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচজনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। (২৫১) সৌরপুরাণ (২৩ অঃ) মতে সনাতন, সনক, সনন্দ শম্ভূ ও সনৎকুমার এই পাঁচ পুত্রকে ব্রহ্মা মনহইতে উৎ-পাদন করেন। (২৫২) বায়ু পুরাণের ৯ম অধ্যায়ে রুদ্র, সনন্দন, সনক, সনৎ কুমার ও সনাতন, ব্রহ্মার অন্যতম পুত্রগণ বলিয়া উল্লিখিত। ঐ অধ্যা-য়েরই অন্যত্র আছে মরীচিহইতে

সঙ্কল্প পর্য্যন্ত এগার জন এবং রুচি নামে আর এক পুত্র, এই বারজন ব্রহ্মার প্রাণ হইতে উৎপন্ন। (২৫৩) বিষ্ণু পুরাণের ২য় অংশে ১৫শ অধ্যায়ে ঋভু নামে ব্রহ্মার এক পুত্রের উল্লেখ আছে। (২৫৪) মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ২০৮ অধ্যায়ে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে পিতামহ ব্রহ্মার তিন মানসপুত্রের নাম পাওয়া যায়। (২৫৫) সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩৪১। (২৫৬) সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে যে রাজা ছিলেন, তিনি ব্রহ্মার পঞ্চম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৭। (২৫৭) হরিবংশে মরীচি হইতে গৌতম পর্য্যন্ত দশজন ছাড়া, অব্যয় ও বিশ্বেশ নামে দুই মানস পুত্রেরও উল্লেখ আছে হরি-হরি-১৯৬। (২৫৮) মৎস্য-পুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রীর (অপর নাম শতরূপা) গর্ভে ব্রহ্মার রতি, মন, তপ, বুদ্ধি, মহান্ দিক্ ও সম্ভব নামে সাত পুত্র জন্মে। এতদ্ভিন্ন পিতামহের মরীচি প্রভৃতি সাতজন মানস পুত্রও ছিল। ব্রহ্মা এই সমুদয় ছাড়া বামদেব ও সনৎকুমারকেও উৎপাদন করেন। (২৫৯) একাধিক পুরাণেই উল্লিখিত আছে, নীললোহিত রুদ্র এবং অপর দশরুদ্র ব্রহ্মার অপত্য। এবিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২৬০) অগ্নি নামে ব্রহ্মার পুত্র অগ্নিদিগের মধ্যে মুখ্য। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (২৬১) সত্যযুগে ব্রহ্মার এক বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ মানস পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম মরীচি। স্কন্দ-আব-রেবা-৪০। (২৬২) মরীচি আদি কতিপয় মানসপুত্রের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে উল্লিখিত আছে। তুলনা-মূলক বিচারের সুবিধা হইবে বলিয়া, তাঁহাদের নামের তালিকা পৃথকভাবে অন্যত্র দেওয়া হইল। প্রাসঙ্গিকভাবে ব্রহ্মার উল্লেখ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। যেমন—কেহ কেহ ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন; কাহাকে কাহাকেও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শাপ দেন ইত্যাদি। নিম্নে ঐরূপ কতিপয় নামের তালিকা দেওয়া হইল। ব্রহ্মার সহিত ঐ সমস্ত নামের বিবরণের বিশেষ যোগ নাই। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ও শিব নামের বিবরণের সঙ্গেও প্রসঙ্গত ব্রহ্মার অনেক উল্লেখ আছে। তজ্জন্য সেইসব নামও দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত অসুরাদি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হন।—মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, বৃত্র, দুর্গম হলাহল, ময়দানব, হিরণ্যকশিপু, তারক, দ্রোণ, কালনেমী, চার্ব্বাক, নহুষ, বাস্কলি, অগস্ত্য, রাবণ, বলি, বিধূম, বিশ্বকর্ম্মা, বজ্রাঙ্গ, অন্ধক, লোহাসুর প্রভৃতি। বিধূম, অলম্বুষ,

ঘৃতাচী, বসুগণ প্রভৃতিকে ব্রহ্মা শাপ দেন। নিম্নলিখিত নামগুলিতেও প্রসঙ্গত ব্রহ্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—চন্দ্র, বুধ, ধূতপাপা, প্রভাবতী, বেদবতী, নারদ, পর্ব্বত, অজ, বহ্নি, বিশ্বামিত্র, সগর, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বশিষ্ঠ, কাম, রুদ্র, দক্ষ, স্বায়ম্ভুব মনু, গায়ত্রী, সাবিত্রী, বড়বা, সরস্বতী, খট্বাঙ্গ, পুলোমা, সোম, বরাহ প্রভৃতি। (২৬৩) পূর্ব্বের যে সমুদয় বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনও কোনটির সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে পুরাণান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্য হইবে বিবেচনায় ঐ সব পুরাণের নাম যথাসম্ভব নিম্নে দেওয়া হইল। (ক) সন্ধ্যার প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি এবং পিতৃগণের উদ্ভব। কালিকা-২। (খ) মহাদেবের প্রতি ব্রহ্মার ক্রোধ ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা। কালিকা-৩,৪। (গ) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে রুদ্রের সৃষ্টি। বিষ্ণু-১ম-৭। বরা-২১। (ঘ) নীললোহিত-উদ্ভব। বিষ্ণু-১ম-৭। কূ-পূ-৭। (ঙ) পুষ্কর ক্ষেত্রে ব্রহ্মার যজ্ঞ ও গায়ত্রী লাভ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৫। (চ) ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরস্পরের উদরে প্রবেশ। কূ-পূ-৯। সৌ-২৪। বিষ্ণু-(২৭) দেখ। (ছ) ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কলহ এবং অনল-স্তম্ভ-সদৃশ লিঙ্গের আবির্ভাব। কূ-পূ-২৬। স্কন্দ-মাহে-অরু-১। (জ) ব্রহ্মা ও নারায়ণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে কলহ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৪। (ঝ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অভিন্ন। স্কন্দ-মাহে কুমা-২২, ৪১। মৎ-৩। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (ঞ) ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে তর্ক। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১। (ট) ব্রহ্মা ও প্রজাপতি এক নহেন। বিষ্ণু-৩য়-১১। (ঠ) ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণ—কেতকীর সাক্ষ্যদান। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৬। স্কন্দ-মাহে-অরু-২। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৪। দেবীভা-৫স্ক-৩৩। (ড) ব্রহ্মার সভা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১। (ঢ) শিবের অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উদ্ভব। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৮। (ণ) বালখিল্য ঋষিগণের জন্ম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৬। (ত) ব্রহ্মা কেন সর্ব্বলোকের অপূজ্য। ভৃগু কর্ত্তৃক ব্রহ্মাকে শাপ প্রদান। পদ্ম-উ-২৫৫ অঃ। (থ) ব্রহ্মা হইতে প্রকৃতির উদ্ভব। পদ্ম-স্বর্গ-২। (দ) ব্রহ্মার দেহ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উদ্ভব। কূর্ম্ম-পূ-২। (ধ) বিস্তারিত সৃষ্টি বিবরণ-বায়ু-৫-৮বৃহন্ন-মধ্য-২। (ন) কল্প বিবরণ - বায়ু-২১। (২৬৪) স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন। পরে তিনি সেই জলে বীর্য্য নিক্ষেপ করেন। সেই বীর্য্য হিরণ্যবর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হয়। তাহা হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। পরে তিনি

সেই অণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। তাহাতে স্বর্গলোক ও ভূর্লোক নির্ম্মিত হয় এবং তাহাদের মধ্যভাগ আকাশ হয়। ক্রমে তিনি দশদিক, পৃথ্বী, কাল মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইলেন। ইহাঁদের জন্মের পর ব্রহ্মা রোষাত্মক রুদ্রকে এবং বিভু সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মপু-১। (২৬৫) প্রজাপতি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, দিব্য তিন সহস্র বৎসর সুবিপুল যশ প্রার্থনায়, তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া,তাঁহাকে সপ্তর্ষিগণের সম্মুখে আত্মতুল্য অচল স্থান প্রদান করেন। ব্রহ্মপু-২। (২৬৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে সুপ্রসিদ্ধ বারুণ যজ্ঞ আরম্ভ হয়। সেই যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হোতার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ব্রহ্মপু-৩। (২৬৭) পিতামহ ব্রহ্মা বেণনন্দন পৃথুকে রাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করিয়া, অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজ্য সকল বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্বিজ, বীরুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ ও তপস্যার আধিপত্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে বরুণ জলরাশির, কুবের রাজগণের, বিষ্ণু আদিত্যগণের, পাবক বসুগণের, দক্ষ প্রজাপতিগণের, বাসব মরুদ্‌গণের, প্রহ্লাদ দৈত্য ও দানবগণের, যম ও পিতৃগণের, শূলপাণি শম্ভু যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব সর্ব্বভূত ও সর্ব্বপিশাচগণের, হিমবান্ শৈলগণের, সাগর নদী সকলের, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বগণের বাসুকি নাগগণের, তক্ষক সর্পগণের, ঐরাবত গজগণের, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বগণের, গরুড় পক্ষীগণের, শার্দ্দূল মৃগগণের, গোবৃষ গোগণের এবং প্লক্ষ বনস্পতিগণের অধিপতি হইলেন। ব্রহ্মা, পূর্ব্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র রাজা সুধন্বাকে, দক্ষিণদিকে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র রাজা শঙ্খপদকে, পশ্চিমদিকে রজের পুত্র রাজা কেতুমানকে এবং উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জ্জন্যের পুত্র রাজা হিরণ্যরোমাকে, দিক্‌পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মপু-৪। (২৬৮) পূর্ব্বে একবার দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া,মহাদেবের শরণাপন্ন হন। শিব দেবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া, অসুরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার গাত্রনির্গত স্বেদবিন্দু সকল হইতে শিবাকার মাতৃগণ জন্মলাভ করেন। সেই মাতৃগণ শিবাদেশে অসুরগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রসাতলে গমন করে। তখন ব্রহ্মা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্রহ্মার গর্দ্দভাকৃতি পঞ্চম আনন, মাতৃগণভয়ে পলায়নপর অসুরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

ব্রহ্মার পুত্রগণ।

মৎস্য ৩	মরীচি	অত্রি	অঙ্গিরা	পুলস্ত্য	পুলহ
মার্ক-৫০	"	"	"	"	"
শিব-বায়-পূ-১০	"	"	"	"	"
শিব-ধর্ম্ম-৫১	"	"	"	"	"
অগ্নি-১৭	"	"	"	"	"
ব্রহ্মা-৯	"	"	"	"	"
সৌর-২৬	"	"	"	"	"
ভাগ-তস্ক-১২	"	"	"	"	"
বায়ু-৯	"	"	"	"	"
বায়ু-২৫	...	...	"	"	"
বায়ু-৬৫	মরীচি	অত্রি	"	"	"
শ্রীমহাভা-৩	"	"	"	"	"
বৃহদ্ধ-ম-২	...	"	"	"	"
কালিকা-১	মরীচি	"	"	"	"
বিষ্ণু ১ম-৭	"	"	"	"	"
মহাভা-আদি-৬৫	"	"	"	"	"
মহাভা-শান্তি-২০৭	"	"	"	"	"
ঐ ২০৮	"	"	"	"	"
ঐ ৩৪১	"	"	"	"	"
মহাভা-আনুশা-৮৫	"	...	"	...	..
কূর্ম্ম-পূ-২	"	অত্রি	"	পুলস্ত্য	পুলহ
কূর্ম্ম পূ-৭	"	"	"	"	"
স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯	"	"	"	"	"
হরি-হরি-১৯৬	"	"	"	"	"
মৎস্য-১৯৬	"	"	"	"	"
স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮	"	"	"	"	"
পদ্ম-সৃষ্টি-৩	"	"	"	"	"
গরুড়-পূ-৫	"	"	"	"	"
মৎস্য-১৭১	"	"	"	"	"
ব্রহ্ম-পুরাণ	"	"	"	"	"

ব্রহ্মার পুত্রগণ ।

ক্রতু	বশিষ্ঠ	ভৃগু	প্রচেতা	নারদ		
"	"	"	দক্ষ		...	...
"	"	"	"	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
"	"	...	...	...	...	...
"	"	...	...	...	...	...
"	"	ভৃগু	দক্ষ	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
"	"	"	"	...	...	...
"	"	"	"	নারদ	...	...
"	"	"	"	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
"	"	"	"	...	...	...
"	"	"	...	...	...	...
"	"	"	প্রচেতা	নারদ	...	...
"	"	ভৃগু	দক্ষ	নারদ	কর্দ্দম	...
"	"	"	"	"	...	...
"	"	"	"	...	...	...
"	...	...	...	...	...	—
"	...	...	দক্ষ	...	...	...
"	বশিষ্ঠ		...	...	...	...
"	বশিষ্ঠ	...	...	স্বায়ম্ভুব মনু	...	...
	...	ভৃগু	...	কবি	...	...
ক্রতু	বশিষ্ঠ	"	দক্ষ	...	...	...
"	"	"	"	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
"	"	"	...	...	...	...
"	"	"	দক্ষ	ধর্ম্ম	গৌতম	...
...	"	"	...	...	...	...
ক্রতু	...	...	...	...	...	...
"	বশিষ্ঠ	ভৃগু	দক্ষ	...	...	...
"	"	"	"	নারদ	ধর্ম্ম	...
"	"	"	"	মনু	গৌতম	ধর্ম্ম
"	"	...	...	...	...	...

"ওহে অসুরগণ, তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন? তোমাদের কোনও ভয় নাই। আমি সমস্ত দেবগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।" এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সেই পঞ্চমবদন সুরগণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনায় চক্র দ্বারা ব্রহ্মার সেই আনন ছেদন করিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক কোথাও রাখিবার জায়গা না পাইয়া, শিবকে ঐ মস্তক ধারণ করিতে বলিলেন। শিব লোকহিতার্থে তাহা ধারণ করিলে দেবগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রহ্মপু-.১৩।

ব্রহ্মাণি ব্রহ্মাণী—(১) ব্রহ্মার দেহ সম্ভূতা শতরূপা নাম্নী কন্যাই ব্রহ্মাণি নামে প্রসিদ্ধা। মৎ-৩। (২) আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত মহানবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজা মহাপুণ্যপ্রদ। সেই পূজার সংশ্রবে ব্রহ্মাণি, মহেশ্বরা, কৌমারা, বৈষ্ণবা, বারাহী, মাহেন্দ্রা চামুণ্ডা, কালা, ভদ্রকালী, কপালিনা, দুর্গা, শিবা ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা—এই সকল দেবার পূজা কর্ত্তব্য। গরুড়পু-১৩৪, ১৩৫। (৩) দেবী দুর্গার একনাম ব্রহ্মাণী। তিনি ব্রহ্মার উৎপাদিকা এবং ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এই নামে প্রসিদ্ধা হন। দেবীপু-৩৭। (৪) রুরু নামক দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে শিবানুচর প্রমথগণকে দানব সৈন্যহস্তে পরাজিত-প্রায় দেখিয়া, অন্যান্য দেবগণের ন্যায় ব্রহ্মাও বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাদেবের সাহায্যের জন্য, তিনি স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে মনস্থ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় শক্তির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল এবং তিনি এক হস্তে কমণ্ডলু ও অন্য হস্তে শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার ন্যায় রূপ ধারণ করিলেও স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া লক্ষিত হয়েন। এই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী হংসারূঢ়া হইয়া দানব সৈন্য দলন করিতে লাগিলেন। দেবীপু-৮৪ (৫) ব্রহ্মাণি, লক্ষ্মী ও মহাকালী, প্রকৃতির অংশভূতা এই তিন দেবী যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি রূপে কীর্ত্তিতা। ব্রহ্মাণিরই অপর নাম সরস্বতী। শিব-জ্ঞান-৪। (৬) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনী দেখ। (৭) অষ্ট মাতৃকার অন্যতমা। বরা-২৭। বৈষ্ণবী দেখ। (৮) ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডী, ইহারা বিকটা নাম্নী মাতৃকার অনুচরী। স্কন্দ কাশী-উ-৮৩। বিকটা দেখ। (৮) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৯) দেবী চণ্ডিকার সহিত রক্তবীজ দানবের যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদি দেবগণের শক্তিসমূহ

দেবীর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন। তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, হস্তে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক হংস পৃষ্ঠে দেবীর সাহায্যের জন্য আগমন করেন। দেবীভা- ৫স্ক-২৮। বাম-৫৬।

ব্রহ্মাতিথি—কণ্বগোত্রিয় একজন ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ৮।৫।১-৩৯।

ব্রহ্মাপেত—প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ,ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব,অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ বাস করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে ত্বষ্টা (আদিত্য), জমদগ্নি (ঋষি), কম্বল(সর্প), তিলোত্তমা (অপ্সরা), ব্রহ্মাপেত(রাক্ষস), ঋতজিৎ (যক্ষ)ও ধৃতরাষ্ট্র(গন্ধর্ব্ব),ইঁহারা মাঘমাসে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০। ব্রহ্মোপেত দেখ।

ব্রহ্মাবর্ত্ত—নাভি-তনয় ঋষভের অন্যতম পুত্র। ঋষভ দেখ।

ব্রহ্মাস্থা—সীতার একনাম। রাম ঐ নামে সীতার স্তব করেন। রাম-অদ্ভু-২৫।

ব্রহ্মিষ্ঠ—(১) ভদ্রাশ্বের পঞ্চপুত্রের অন্যতম মুদ্গল। তৎপুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ এবং ব্রহ্মিষ্ঠের তনয় ইন্দ্রসেন। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। ইন্দ্রসেন (৪), বধ্যশ্ব ও মুদ্গল দেখ।

ব্রহ্মিষ্ঠা—দুর্গার একনাম। দেবমাতা বলিয়া তিনি ঐ নামে পরিচিতা দেবীপু-১৬,৩৭।

ব্রহ্মেশলিঙ্গ—শঙ্করের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টমনা ব্রহ্মা একলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাই ব্রহ্মেশলিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৬।

ব্রহ্মেশ্বর- (১) কাশীধামে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। ব্রহ্মা শিবের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য,ঐ লিঙ্গ সমীপে তপস্যা করেন। সৌর-৬। (২) পুলোমা নামক দৈত্যকে বধ করিয়া ব্রহ্মা ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৫। (৩) প্রভাস ক্ষেত্রে ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৫।

ব্রহ্মৌদনাগ্নি—অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মৌদনাগ্নি। তিনি ভরত ও বৈশ্বানর নামেও পরিচিত। তিনি দেবগণের হব্যবাহক ছিলেন। মৎ-৫১। বায়ু-২৯।

ব্রহ্মোপেত—ব্রহ্মাপেত ও ঋতজিৎ দেখ।

ব্রহ্মোপসৃনমিতা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে

সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু ৫২।

ব্রতি—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় রণঞ্জয়। তৎপুত্র সঞ্জয়। বায়ু-৯৯। ধর্ম্মী ও কৃতঞ্জয় দেখ

ব্রাহ্মণ—(১) দক্ষ-কন্যা কপিলার গর্ভে. অমৃত, মুনি, গো, ব্রাহ্মণ, অপ্সরা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। মহাভা আদি-৬৫। কপিলা দেখ। (২) সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ-স্বরূপ দণ্ডের এক নাম ব্রাহ্মণ। মহাভা-শান্তি-১২১।

ব্রাহ্মণশক্র—লঙ্কার অধিবাসী জনৈক রাক্ষস। লঙ্কাদহনকালে হনুমান তাহার গৃহ দগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসি—অগ্নির পুত্র বিশ্ব-বেদার অপর নাম। মৎ-৫১।

ব্রাহ্মণী—ছান্দোগ্য নামক এক ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ বয়সে এক কন্যা জন্মে। ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ঐ কন্যা লাভ করেন বলিয়া, তাঁহার পিতা নাম রাখেন ব্রাহ্মণী। তিনি চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন সহ শঙ্করের আরাধনা করিয়া, তাঁহার বরে আকাশে নক্ষত্র হইয়া বিরাজ করিতে-ছেন। আনর্ত্তাধিপতির কন্যা রত্নবতীর সহিত তাহার বিশেষ সখ্য ছিল। তিনিও ব্রাহ্মণীর ন্যায় চিরকুমারী ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৯৫-১৯৮। রত্নবতী দেখ।

ব্রাহ্মপুরেয়ক—বশিষ্ঠ বংশীয় এক আর্ষেয়-প্রবর-বিশিষ্ট গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম। বৈক্লব দেখ।

ব্রাহ্মী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃ-৪৬ মাতৃকা দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সতী রুদ্রের পত্নী ছিলেন। তাঁহারই নামান্তর ভবানী। ঐ দেবী সত্ত্বগুণাশ্রিতা হইয়া লক্ষ্মী, রজোগুণময়ী হইয়া ব্রাহ্মী এবং তমোগুণান্বিতা হইয়া সতী নামে কীর্ত্তিতা হন। শিব-জ্ঞান-৬। (৩) সরস্বতী গঙ্গার শাপে অংশতঃ ভারতভূমে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার পত্নী হন। তখন তিনি ব্রাহ্মী নামে বিদিতা হন। তিনিই বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিতা। দেবীভা-৯স্ক-৮। (৪) পার্ব্বতীর নামান্তর। সৌ-৪৯। (৫) শঙ্কর হস্তে জালন্ধর দৈত্য নিহত হইলে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী প্রভৃতি যোগিনীগণ, শঙ্করের আদেশে তাঁহার শবমাংস ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উ-১৮। (৬) কাশীধামে ব্রহ্মেশদেবের পশ্চিমভাগে ব্রাহ্মী দেবী অবস্থিতা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭০। (৭) তন্ত্রোক্ত মহাকালীর পূজায় ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী বারাহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তির পূজা বিধেয়। তন্ত্রসার ৬২৬ পৃঃ। (৮) উপরোক্ত ব্রাহ্মী

প্রভৃতি নামগুলি দুর্গারই নামান্তর। তন্ত্রসার ৭৬২ পৃঃ। (৯) দেবী দুর্গার শরীর বৃহৎ এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অপ্রমেয়। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মী নামে কথিতা হন। দেবীপু-৩৭। (১০) সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহানবমী ব্রতে মঙ্গলা, ভৈরবী, দুর্গা, বারাহী, উমা. ত্রিদশেশ্বরী, হৈমবতী, কন্যা, কপালী, কৈটভেশ্বরী, কালী, ব্রাহ্মী, মাহেশী, কৌমারী. মধুসূদনী, বাসবীও চর্চ্চা এই সকল নাম জপ করিতে হয়। দেবী পু-৮৯। (১১) সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫। (১২) ব্রাহ্মী, জয়াবতী, শক্তি, অজিতা, অপরাজিতা, জয়ন্তী, মানসী, মায়া, দিতি, শ্বেতা, বিমোহিনী, শরণ্যা, কৌশিকী, গৌরী, বিমলা, রতি, ইচ্ছা, অরুন্ধতী, ক্রিয়া ও দুর্গা, এই সমুদয় দেবীরা রজঃ প্রকৃতি এবং অপরা নামে অভিহিতা। দেবী পু-৫০।

ভ

ভক্তভদ্রপ্রদায়িনী—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সহস্র নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভক্তানুকম্পী—শিবের এক নাম। দক্ষ ঐ নামে শিবের স্তব করেন। পদ্ম-সৃ-৫।

ভক্তার্ত্তিনাশিনী—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সহস্র নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভক্তি—তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতম। তন্ত্রসার ১৩৯ পৃঃ।

ভক্তিগঙ্গা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভক্তিদা—তন্ত্রোক্ত তারিণী কল্পের পূজায় উল্লিখিত অষ্ট যোগিনীর ষোড়শ পরিচারিকার অন্যতম। তাঁহাদের নাম—সুখদা মোক্ষদা, ভুক্তিদা, ভোগদা, মুক্তিদা, সিদ্ধিদা, কামদা, ধনদা, ক্ষেমদা, শিবদা, বরদা, আত্মদা, যোগদা, ভোগদা,ভক্তিদা ও সর্ব্বসিদ্ধিদা, তন্ত্রসার ৫৯৮ পৃঃ।

ভগ—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। বিষ্ণু-১ম-১৫। হরি-হরি-৩। মহাভা-আদি-৬৫। মৎ-১৭১। মৎ ৪৪। অ-১৯। শিব-ধর্ম্ম-৫৪ হরি-হরি-১৯৬। বায়ু-৬৬। কালিকা-৩। ভাগ-৬স্ক-৬। গরু-পূ-৬, ১৭। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯১। পদ্ম-সৃ-১৮। পদ্ম-উ-৫। মহাভা-আদি-১২৩। মহাভা-অনু-৮৬, ১৫০। (২) দেবাসুর সংগ্রামে শম্বর অসুরের সহিত ভগের যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৬। (৩) শিবানুচর বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশকালে ভগের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করেন। শিব-বায়ু-পূ-১৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-৮। বাম-৫। ভাগ-

৪স্ক ৫। (৩) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপা সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে. তাহাতে যে রথ গমন করে সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যরথে পৌষ মাসে—ক্রতু (ঋষি). ভগ (আদিত্য), উর্ণায়ু (গন্ধর্ব্ব). স্ফুর্জ্জ (রাক্ষস), কর্কোটক (সর্প), অরিষ্টনেমী (যক্ষ) ও পূর্ব্বচিত্তি (অপ্সরা)—ইঁহারা বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০ (৪) ভগ আদিত্য দ্বাপরে ধৃতরাষ্ট্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫। (৫) ভগ, হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু ৫২। ঋতু দেখ। (৬) ঋগ্বেদোক্ত ছয়জন আদিত্যের অন্যতম। ঋক্ ২।২৭ অংশ দেখ।

ভগকর্ণী—তন্ত্রোক্ত কুলাচারে ভগকর্ণী, ভগচিহ্না. ভগত্বচা, ভগদন্তা. ভগনাসা, ভগমালিনী, ভগসর্পিণী, ভগস্থা, ভগাক্ষী. ভগাস্যা ও ভগিনী. এই সমুদয় দেবীকে মানসগন্ধাদি উপচার দ্বারা ধ্যান ও পূজা বিহিত আছে।

ভগচিহ্না—ভগকর্ণী দেখ।

ভগত্বচা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগদত্ত—(১) সত্যযুগে বাস্কল নামে যে অসুররাজ ছিলেন, তিনিই দ্বাপর যুগে ভগদত্ত রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। তিনি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। ভগদত্ত কুবেরের সভায়ও উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০। ভগদত্ত যবনদিগের অধিপতি ছিলেন মহাভা-সভা-১০। ভগদত্ত প্রাগ-জ্যোতিশ পুরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বজ্রদত্ত। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-আশ্ব-৭৫, ৭৬। মার্ক-২। ভগদত্তের পিতার নাম নরক। ভাগ-৩স্ক-৩। নরক দেখ।

ভগদন্তা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগনন্দা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সহস্রনামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভগনাসা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগপাদ—অত্রিবংশীয় উদ্দালকি, শোণকর্ণি, রথ, শৌক্রতর, গৌরগ্রীব, গৌরজিন, চৈত্রায়ন, অর্দ্ধপণ্য, বামরথ্য, গোপন, তকিবিন্দু, কর্ণজিহ্ব, হরপ্রীতি, লৈদ্রাণি, শাকলায়নি, তৈলপ, সবৈলেয়, অত্রি, গোনীপতি. জলদ, ভগপাদ, সৌপুষ্পি, এবং ছন্দোগেয়, এই সকল ঋষিদিগের আর্ষের প্রবর তিনটি—শ্যাবাশ্ব, অত্রি, অর্চ্চনানশ। মৎ-১৯৭।

ভগবতী—(১) মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার এক নাম। তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, পৃথিবী, সূর্য্য বসুগণ, কুবের অগ্নি, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তেজসম্ভূতা। ঐ সমুদয় দেবদেবীগণ অসুর নিধনের জন্য তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদান করেন। ভগবতী ঐ সমুদয় দেব ও দেবীর তেজ ধারণ করিয়া, তাঁহাদের অস্ত্রাদি দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করেন। মার্ক-৮২। এই ভগবতী আদ্যাশক্তি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন। তিনি মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকালে তিনি শ্রী, বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষমা, কান্তি, শান্তি, পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা, অজরা, বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি, অশক্তি, বসা, মজ্জা, ত্বক্, দৃষ্টি, সত্যাসত্যরূপে প্রতিভাত হন। দেবীভা-৩স্ক-৬। দেবী ভগবতীর দেহ কোটী কোটী সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইলেও, কোটী কোটী চন্দ্রের ন্যায় মধুর ও শীতল। তিনি কোটি কোটি বিদ্যুল্লতার ন্যায় লাবণ্যময়ী। চতুর্ব্বেদ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া তাহার স্তব করিতেছে, তিনি নিজ চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কণ্ঠে আপাদলম্বিনী মনোরম মুক্তামালা শোভিত। তাঁহার নয়নদ্বয় মনোহর এবং তিনি মৃদুমৃদু হাস্য করিতেছেন। দেবীভা-৩স্ক-৮। (২) ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় সর্ব্ব-কল্যাণময়ী ভগবতীকে মনোমধ্যে চিন্তাপূর্ব্বক অযুতবর্ষ তপস্যা করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী তাঁহাকে অনুত্তম সৃষ্টি শক্তি প্রদান করেন। দেবীভা-৭স্ক-২। (৩) একবার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের প্রার্থনায় দেবী ভগবতী তাঁহাদিগকে নিজ বিরাটমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। তাহা এইরূপ—সর্ব্বলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত সত্য-লোক ঐ দেবীর মস্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার লোচনদ্বয়, দিক্ সমুদয় তাঁহার শ্রবণপথ, বেদ-চতুষ্টয়—বাক্য; বিশ্ব-ব্যাপক বায়ু—প্রাণ, বিশ্ব মণ্ডল—হৃদয়; পৃথিবী—জঘনদেশ, ভুবর্লোক—নাভি সরোবর; জ্যোতিশ্চক্র—উরুস্থল; মহর্লোক—গ্রীবা; জনলোক—মুখমণ্ডল; তপোলোক—ললাটদেশ; ইন্দ্রাদি দেবগণ—বাহুনিচয়; অশ্বিনী কুমারদ্বয়—নাসারন্ধ্রদ্বয়; গন্ধ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; মুখবিবর—অগ্নি; দিবা ও রাত্রি-নয়নপক্ষদ্বয়; ব্রহ্মলোক—তাঁহার রূপের ভ্রূভঙ্গি; ব্যাপক মহাসলিল—তাঁহার রসনাধার; উদগত রস—তাঁহার রসনা; যম-তাঁহার চর্ব্বণোপযোগী দশন সমুদয়; স্ত্রী-পুত্রাদি স্নেহকলাদি—দেবীর দন্তপংক্তি; মায়া—

হাস্য ; সৃষ্টি—কটাক্ষ ; লজ্জা - উর্দ্ধোষ্ঠ ; লোভ—নিম্নোষ্ঠ ; অধর্ম্ম-মার্গ– পৃষ্টদেশ ; এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা - তাঁহার উপস্থ। সেই দেবীর কুক্ষিদেশ—সমুদ্র সকল ; অস্থি সকল—শৈলনিচয় ; নাড়ী সকল —নদী সমূহ এবং কেশ কলাপ— বৃক্ষ সমূহরূপে প্রতিভাত হইত। কৌমার, যৌবন ও জরা তাঁহার এই তিন বয়ঃক্রম। ইহাই সেই দেবীর উত্তম গতি। তৎকালে মেঘমালা তাঁহার সংশ্লিষ্ট কেশপাশ, সন্ধ্যাকালদ্বয় তাঁহার বসনযুগ এবং চন্দ্রমা তাঁহার মনোরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভগবান্ হরি ও দেবদেব রুদ্র, যথাক্রমে ভগবতীর বিজ্ঞানশক্তি ও সংহারশক্তি বলিয়া কথিত হন। সমুদয় ইতর জন্তু তাঁহার নিতম্ব দেশে, অতলাদি পাতালান্ত মহালোক সকল তাঁহার কটিদেশ হইতে পাদমুল পর্য্যন্ত যথাযথ স্থানে অবস্থিত বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। সুরগণ যখন দেবীর সেই মহারূপ দর্শন করিলেন, তখন তিনি রসনা দ্বারা সমুদয় জগৎ অবলেহন করিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সহস্র সহস্র জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁহার দংষ্ট্রা সমুদয় পরস্পর সংঘর্ষণ জন্য কটকটা শব্দ হইতেছিল ও তাঁহার নেত্র-যুগল হইতে অনল-বর্ষণ হইতে-ছিল। তাঁহার ভুজসমূহে বিবিধ অস্ত্রাদি সংলগ্ন ছিল। কোটি কোটি বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুজ্জ্বল তেজঃপূর্ণ সেই ভীষণ বিরাটরূপের মস্তক, নয়ন ও চরণাদি সহস্র সহস্র বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেবগণ দেবীর সেই মহাভয়ঙ্কর বিরাট মুর্ত্তি দর্শনে কম্পিত হৃদয়ে হাহাকার করিতে করিতে বারং-বার মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেবীভা-৭স্ক-৩৩। লঙ্কা সমরে জয়ী হইবার বাসনায়, রাম ব্রহ্মাদি দেব-গণের উপদেশ, ব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বলোক-মাতা ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন। তিনি রাবণ-বধ সম্পন্ন করাইবার জন্য রাবণ দ্বারা সীতার হরণ কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। ঐ দেবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও আছেন, আবার ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও আছেন। তাঁহার ভগবতী মুর্ত্তি পৌরাণিক এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে মূর্ত্তি আছে তাহা তান্ত্রিক। বৈকুণ্ঠ ও গোলকেরও বহু উর্দ্ধে তিনি বাস করেন। তিনি বিশ্বাত্মিকা, নিরুপমা, নিরুপদ্রবণ, সূক্ষ্মা ও জগতের স্থিতি-লয়াদির একমাত্র কারণ। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন আবার অন্তকালে তিনিই সংহার করেন। তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত জীবগণকে দুর্গতি হইতে নিস্তার করেন বলিয়া দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা বলিয়া কথিতা হন। তাঁহার পৌরাণিকী মূর্ত্তি দশভুজা। রাবণযুদ্ধে রামের জয় কামনায়, ব্রহ্মা ঐ সিংহবাহিনী দেবীর

মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন তিনি নবমী তিথিতে ঐ মহাদেবীকে বিল্ববৃক্ষে পূজা করিয়া বোধিত করেন এবং রাম-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা নবমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া রাক্ষসরাজের বধ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহার পূজা করেন। ঐ দেবী রণপ্রিয়, মাংসভক্ষিণী এবং ত্রিশূল-ধারিণী। তাঁহার হস্তে খড়্গ ও অসি এবং দেহ মুণ্ডমালায় শোভিত। তিনি মহিষাসুর, রক্তবীজ, চণ্ডাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দানবগণকে নিধন করেন। শ্রীমহাভা-৪২-৪৫। ঐ দেবী মহেশ্বরীই গোকুলে কৃষ্ণরূপধারণ করিয়া, রাধা-রূপধারিণী শম্ভুর সহিত ক্রীড়া করেন এবং কংসাদি দুষ্টগণকে নিপাতিত করেন। শ্রীমহাভা-৫৪, ৫৫। দক্ষিণদিকে সিদ্ধ-গণ-সেবিত বহু বিস্তৃত পরম-রমণীয় উপত্যকা সমূহ আছে, সেই সকল উপত্যকার এক প্রান্তে দেবস্থান সকল অবস্থিত। ঐ সমুদয় দেবস্থানে বিবিধ গিরি সমূহের মধ্যে গন্ধগিরিতে দেবী ভগবতী মহা-ভূতগণ পরিবৃত হইয়া বাস করেন। বরা-৮১।

ভগবান্—দনুর গর্ভজাত জনৈক অসুর। বায়ু ৬৮। অজামুখ দেখ।

ভগমালিনী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃ-৪৬। মাতৃকা দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত ত্রিপুর মন্ত্রের প্রথম বীজে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হয়। তাহার পর সুভগাদিন্যাস করিতে হয়। সুভগাদি যথা—সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী, ভগমালিনী, অনঙ্গা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা ও অনঙ্গ-মদনা। তন্ত্র-৩৪২ পৃঃ। (৩) জ্ঞানার্ণবে যে ষোড়শ নিত্যান্যাসের প্রমাণ দিয়াছেন, সেই ষোড়শ দেবতার নাম—কামেশ্বরী, ভগমালিনী, নিত্য-ক্লিন্না, ভেরুণ্ডা, বহ্নিবাসিনী, বজ্রেশ্বরী, দূতী, ত্বরিতা, কুলসুন্দরী, নিত্যা, নীল-পতাকা, বিজয়া, সর্ব্বমঙ্গলা, জ্বালামালা, ও বিচিত্রা। তন্ত্রসার-৪২৯ পৃঃ। ভগ-কর্ণী দেখ।

ভগসর্পিনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগস্তনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগস্থা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগা—ভগমালিনী দেখ

ভগাক্ষী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগানন্দা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা দেখ।

ভগাস্যা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগিনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগীরথ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় দিলীপের পুত্র। তিনি অপুত্রক ছিলেন এবং মন্ত্রীদের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক গোকর্ণ নামক স্থানে

গঙ্গানয়নের জন্য তপস্যা করেন। প্রজাপতি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ভগীরথ প্রার্থনা করেন "কপিল-শাপে ভস্মীভূত সগর-সন্তানগণ যাহাতে আমার নিকট হইতে জলগণ্ডুষ প্রাপ্ত হন, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। তাঁহাদের দেহ যদি গঙ্গাজলে সিক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্ধারের কোন আশঙ্কা থাকে না। আর আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, যেন ইক্ষ্বাকুবংশ বিলুপ্ত না হয়।" ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন। অতএব তাঁহার বেগ ধারণের জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত কর। তাহা হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" ব্রহ্মার কথা শুনিয়া ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠ সাহায্যে ভূমি স্পর্শ করিয়া একবৎসর কাল, শিবের আরাধনা করেন। শিব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন গঙ্গা প্রবলবেগে শিব-শিরে পতিত হইতে লাগিলেন। ঐরূপে পড়িবার সময়ে গঙ্গা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, তিনি প্রবল প্রবাহে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবেন। শিব তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং আপনার জটাজালে তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। জাহ্নবী চেষ্টা করিয়াও বহির্গমন করিতে পারিলেন না। গঙ্গাকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া ভগীরথ পুনরায় শিবের তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব গঙ্গাকে জটাজাল হইতে নিষ্কাশিত করিয়া বিন্দু সরোবরের দিকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহাহইতে সাতটি ধারার উৎপত্তি হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র ভগীরথের অনুগামী হয়। ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে করিতে গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে গমন করেন। সেখানে গঙ্গা ভস্মীভূত সগর সন্তানদিগের ভস্মরাশি প্লাবিত করিলে, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনিত হওয়ায়, ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। রামা-আদি-৪২, ৪৩। মৎ-১২১। বায়ু ৪৭। ভগীরথের পুত্রের নাম ককুৎস্থ। রামা-আদি-৭০ ; অযো-১১০। ভগীরথের পুত্র নাভাগ। পদ্ম-স্ব-৮। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। ভগীরথের পুত্র শ্রুত। তৎ পুত্র নাভাগ। বায়ু-৮৮ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৪ ; হরি-হরি-১৫ ; গরু-পূ-১৪২। ভগীরথের পুত্র শ্রুতসেন, তৎসুত নাভাগ। শিব-ধর্ম্ম-৬১। (২) দেবী-ভাগবতে আছে ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়নার্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন। দেবীভা-৯স্ক-১১।

শ্রীমহাভা-৬৬। (৩) একবার মহারাজ ভগীরথ ভৃগুমুনির উপদেশে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া নারায়ণের তপস্যা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ ভগীরথকে বর দেন যে, গঙ্গা মর্ত্ত্যে, অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন। বৃহন্না-১৫। (৪) ভগীরথ জ্যৈষ্ঠ মাসীয় শুক্ল পক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্ত শুভ মঙ্গল বাসরে মহাশঙ্খধ্বনা পূর্ব্বক গঙ্গাকে মর্ত্তে আনয়ন করিবার জন্য রথারোহন করেন। শ্রীমহাভা-৬৮-৭১। (৫) ভগীরথের পুত্র নাভ। কল্কি-৩স্ক-৩। (৬) ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়নের বিবরণ সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে একাধিক পুরাণেই পাওয়া যায়। তজ্জন্য নিম্নলিখিত স্থান গুলি দ্রষ্টব্য—বৃহদ্ধর্ম-মধ্য-১৮, ১৯, ২০, ২১; ভাগ-৯স্ক-৯; পদ্ম-উ-২১; সৌ-৩০; শ্রীমহাভা-৬৬; ব্রহ্মপু-৭৮। (৭) ভগীরথের পুত্র ভীম, তৎপুত্র সত্য। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৮) ইন্দ্র ভগীরথ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভুজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করেন। ভগীরথ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করেন। একবার ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে গঙ্গা তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। এই নিমিত্ত গঙ্গার নাম হইয়াছে উর্ব্বশী। গঙ্গা ভগীরথকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করায় ভাগীরথী, নামে প্রসিদ্ধা হন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৯) মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ প্রভৃতি বহু নৃপতি বিধি অনুসারে গো দান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহাভা-অনু-৬৯। ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রম-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। কি পুণ্যফলে তিনি ঐ দুর্লভলোক লাভ করেন, ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে ভগীরথ তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-১০৩। (১০) জীমূতের পুত্র বৃহতী। তৎপুত্র ভগীরথ। হরি-হরি-৩৬। জীমূত দেখ।

ভঙ্গ – নাগরাজ তক্ষকের বংশ জাত নিম্নলিখিত সর্পগণ রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন;—পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেনক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজা, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপণ, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা ও মহাহনু। মহাভা-আদি-৫৭।

ভঙ্গকার—(১) যদুবংশীয় সত্রাজিতের শতপুত্রের জ্যেষ্ঠ। ভঙ্গকারের পত্নী ব্রতবতীর সত্যভামা, ব্রতিনী ও পদ্মাবতী নামে তিন কন্যা জন্মে। ঐ তিনজনই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। মৎ-৪৫। হরিবংশ মতে (হরি-হরি-৩৮) ঐ তিন

কুমারী সত্রাজিতের কন্যা। প্রস্থাপিনী ও বাতপতি দেখ। কিন্তু বায়ু পুরাণে (৯৬-অঃ) ভঙ্গকারের পিতার নাম শত্রু-জিৎ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ভঙ্গ-কারের পত্নী দ্বারবতী। সত্যভামা প্রভৃতি তিন কন্যা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি-১৩) সত্যভামা ভঙ্গকারের অগ্রজা বলিয়া উল্লিখিত আছে। (২) কুরুবংশীয় অবিক্ষিতের আট পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি, ৯৪। অবিক্ষিত দেখ।

ভঙ্গদা—সীতার লোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। রামা-অদ্ভু-২৩।

ভঙ্গরস—জনৈক ব্রাহ্মণ। এক বৈশ্যদম্পতি সৌকর তীর্থে যাইয়া তাঁহাকে বিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী গাভী দান করেন। বরা-১৩৮।

ভঙ্গাস্বন—জনৈক নরপতি। দেব-রাজ ইন্দ্রের শত্রুতায় তিনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ অবস্থায় এক তাপসের ঔরসে তাঁহার একশত পুত্র জন্মে। পূর্ব্বে পুরুষ অবস্থায় ও তাঁহার ঔরসে একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। ইন্দ্রের শত্রুতায় ঐ সমুদয় পুত্রেরা পরস্পরের প্রতি বৈরী-ভাববশতঃ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পরে ভঙ্গাস্বন রাজার কাতর প্রার্থনায় ইন্দ্র, তাঁহার গর্ভজাত পুত্রগণকে জীবিত করিয়া দেন এবং ভঙ্গাস্বনকে পুরুষরূপ ও স্ত্রীরূপ এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ভাবে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা করাতে, ভঙ্গাস্বন স্ত্রীভাবেই থাকিতে বাসনা প্রকাশ করেন। মহাভা-অনু-১২।

ভজমান—(১) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের অন্ধক, ভজিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। ভজমানের দুই পত্নী সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা সৃঞ্জয়ের কন্যা ছিলেন। বাহ্যকার গর্ভে ভজমানের নিমি, ক্রমিল ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৪। বাহ্যকা ও উপবাহ্যকা নামে সৃঞ্জয়ের দুই কন্যা ভজমানের পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাহ্যকার গর্ভে ক্রমি, ক্রমিণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় এবং উপবাহ্যকার গর্ভে অযুতাজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও দাসক জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। (২) সাত্বতের অন্যতম তনয় অন্ধকের ঔরসে দৃঢ়াশ্ব-দুহিতার গর্ভে কুকুর, ভজমান, শম (শুচী—বিষ্ণু-৪র্থ-১৪) ও কম্বল বর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৭ ভজমানের পুত্র বিদূরথ। হরি-হরি-৩৮। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) জ্যামঘ বংশীয় বভ্রুর কুকুর, ভজমান, শশি ও কম্বলবর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মে। ভজমানের তনয় বিদূরথ। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। (৪) ভজমানের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নিমি, পণব ও বৃষ্ণি এবং কনিষ্ঠার গর্ভে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ,

শতজিৎ ও বামক জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। (৫) ভজমানের পুত্রগণের মধ্যে নিমি, বৃকণ, বৃষ্ণি এক পত্নীর গর্ভজাত এবং শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ অপর পত্নীর গর্ভজাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৬) সাত্বতের ভজমান প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভজমানের দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের গর্ভে নিম্লোচী, কিঙ্কন ও দৃষ্টি, এবং অপরার গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৭) বিদুরথাত্মজ শূরের তনয় ভজমান। তৎপুত্র শিনি। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৮) সাত্বতের পুত্র ভজিন, ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি, দিব্য, অরণ্য ও দেবাবৃধ। ভজমানের তনয় নিমি, বৃষ্ণি, অযুতাজিৎ, শতজিৎ, সহস্রাজিৎ। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে ভজমানের পুত্র কুকুর ও কম্বল বর্হিষ। গরু-পূ-১৪৩। (৯) সৃঞ্জয়-দুহিতা সৃঞ্জয়ী ভজমানের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভজমানের ভাজ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ ভাজের দুই পত্নীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের মধ্যে নেমী কৃকণ ও বৃষ্ণি প্রধান। ইহাঁরা ভজমান হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভাজক নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃ-১৩।

ভজি—ভজমান দেখ।

ভজিন—ভজমান দেখ।

ভজেরথ—অসমাতি দেখ। ঋক্ ১০।৬০।১

ভজ্য—কাশার দেখ।

ভঞ্জন—প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর জনৈক দ্বাররক্ষক। জ্বালামুখ, রক্তাক্ষ ক্রথ, মাংসাদ, রুধিরাধার, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণজটাধর, ত্রাসন ও ভঞ্জন—ইহারা অগ্নি কোন রক্ষক ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

ভট্টারিকা—(১) জৃম্ভক নামে এক যক্ষ ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিত। বিপ্রগণ এই অত্যাচারের কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিলে, দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ব্রাহ্মণগণের ও অন্যান্য লোক সমুদয়ের হিতার্থে সেই স্থানে সিদ্ধগণ, প্রধান প্রধান যোগিনীগণ ও মাতৃকা প্রভৃতিকে স্থাপন করিলেন। সেই ধর্ম্মারণ্যবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিগোত্রেই এক একজন যোগিনী স্থাপিতা হইলেন। যে শক্তি যে গোত্রের বা কুলের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থা, সেই শক্তিই তাহার কুলদেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া রহিলেন। সেই সকল শক্তির নাম—শ্রীমাতা, তারণীদেবী, আশাপূরী, গোত্রপা, ইচ্ছা, আর্ত্তিনাশিনী, পিপ্পলী, বিকারযশা, জগন্মাতা, মহামাতা, সিদ্ধা, ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকারা, মীঠা, সুপর্ণা, বসুজা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বাণী, মুকুটেশ্বরী, ভদ্রী,

মহাশক্তি, সংহারী, মহাবলা, চামুণ্ডা ও মহাদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। সেই দেবীগণ নানা আভরণে ভূষিতা, নানারত্নে উপশোভিতা, নানা বসন-ধারিণী নানা আয়ুধশালিনী, নানা বাহনবতী এবং নানা স্বরে নিনাদ-কারিণী। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে এবং আগ্নেয়, নৈঋত, বায়ব্য ও ঈশান কোণে তাঁহারা বিরাজিতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২। ভদ্রা (২৩) দেখ।

ভট্টারিকী—পার্ব্বতী নিজ শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপন্ন করেন। তাহাদের নাম ভট্টারিকী, ছত্রা, ওবিকা, জ্ঞানজা, ভদ্রকালী, মাহেশী, সিংহোরী, ধনমর্দ্দনী, গাত্রা, শাস্তা, শেষদেবী, বারাহী, ভদ্রযোগিনী, যোগেশ্বরী, মোহলজ্জা, কুলেশী শকুলাচিতা, তারণী, কনকানন্দা, চামুণ্ডা, সুরেশ্বরী ও দারভট্টারিকা। ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার শতশত মূর্ত্তি আছে। এই শক্তিগণ বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্টা, এবং তাঁহারা এক একজন এক এক প্রবরান্তর্গত বিপ্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

ভট্টিকা—তিনি একজন বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি কেদার তীর্থে যাইয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। তথায় তিনি কেদারদেবের সম্মুখে সুললিত স্বরে সঙ্গীত করিতেন। পাতাল হইতে তক্ষক ও বাসুকী তাঁহার সুললিত সঙ্গীত শুনিবার জন্য কেদার তীর্থে গমন করেন। তাঁহারা ভট্টিকার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া, তাঁহাকে হরণপূর্ব্বক পাতালে লইয়া যান। অপহৃতা ভট্টিকা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তক্ষক ও বাসুকী ভীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় মর্ত্ত্যে রাখিয়া আসেন। কিন্তু ভট্টিকার কুটুম্বগণ, তাঁহার নাগ-ভবনে বাস নিবন্ধন, চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিতে বলেন। ভট্টিকা অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা নিজ সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিয়া তাঁহাদের সংশয় ভঞ্জন করেন। স্কন্দ-না-১১৬।

ভদ্যমণি—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ভদ্র—(১) রামচন্দ্রের জনৈক পারিষদ্। তিনি সীতা সংক্রান্ত লোকাপ-বাদ রামচন্দ্রের গোচর করেন। রামা-উ-৫৩। (২) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) প্রিয়ব্রতাত্মজ অগ্নিধ্রের (আগ্নীধ্রের) নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্য, কুরু, ভদ্র ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্রের নামানুসারে বর্ষেরও বিভাগ হইয়াছে। মার্ক-৫৩। অগ্নিধ্র দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী

জাম্ববতীর গর্ভে ভদ্র, ভদ্রগুপ্ত, ভদ্রবিন্দ ও সপ্তবাহু নামে কতিপয় তনয় এবং ভদ্রাবতী ও সম্বোধিনী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৯৬। জাম্ববতী দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতাত্মজ উত্তম তৃতীয় মনু ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে সত্য, বেদ, শ্রুত ও ভদ্র দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৬) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। ঋজু দেখ। (৭) বসুদেবের অপরা পত্নী পৌরবীর গর্ভে ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ জন পুত্র জন্মে। পৌরবী দেখ। (৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ভদ্র প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। কালিন্দী দেখ। এই সকল পুত্রেরা প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। (৯) জনৈক অসুর। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি দেব-বাহিনীর সহিত সংগ্রাম করেন। বাম-৭৪। (১০) কুবেরের সচিব এক যক্ষ। গৌতম মুনির শাপে তিনি সিংহত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪২। (১১) জনৈক নট। সে বাসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত মুনিদিগকে অভিনয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নানাবিধ বর প্রাপ্ত হয়। হরি-হরি-১৪৮। (১২) অন্ধকেশ সমীপবর্ত্তী কোনও নগরে ভদ্র নামে এক শিবভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শঙ্করের নিকট হইতে একটী ধ্বজা লাভ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৪। (১৩) ত্রিপুরাসুরের অনুচর জনৈক দানব। গজাননের হাতে তিনি নিহত হন। পদ্ম-স্ব-৭৪। (১৪) রাবণের অনুচর জনৈক রাক্ষস। রামা-অদ্ভু-১৮। (১৫) দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভে কশ্যপের মৃগী, শ্বেতা প্রভৃতি দ্বাদশ জন কন্যা জন্মলাভ করে। শ্বেতার গর্ভে ভদ্র, মৃগ, মন্দ ও সংকীর্ণ নামে চারিজন ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মে। তাহাদের মধ্যে ভদ্র বরুণের বাহণ ছিল। বায়ু-৬৯। (১৬) যজ্ঞ মূর্ত্তির দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। ইড়স্পতি দেখ। (১৭) জনৈক ঋষি। তিনি গঙ্গাতীরে গজ নামক রাজাকে তীর্থফল ও বিশেষ বিশেষ তিথিতে করণীয় পুণ্যক্রিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১।

ভদ্রক (১) উশীনর-তনয় শিবির পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক নামে বিশ্ব-বিশ্রুত চারি পুত্র জন্মে। ভদ্রের অধিকৃত জনপদও ভদ্রক নামে বিদিত ছিল। মৎ-৪৮। শিবি দেখ। (২) ভদ্রক নামে এক মূর্খ, দুরাচার ব্রাহ্মণ মহামাঘী যোগে প্রয়াগক্ষেত্রে তিন দিবস স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। পদ্ম-উত্ত-১২৮। (৩) সমুদয় রাক্ষসের অষ্টমাতা ও অষ্টবিভাগ আছে। ভদ্রক ও নিকর ইহারা এক বিভাগীয়। বায়ু-৬৯। (৪) শুঙ্গ-বংশীয় সুজ্যেষ্ঠের বসুমিত্র, ভদ্রক ও

পুলিন্দ নামে তিন পুত্র ছিল। ভাগ-১২স্ক-১। অগ্নিমিত্র দেখ।

ভদ্রকর্ণ—রুদ্রের এক নাম। অগ্নি-৮৫।

ভদ্রকর্ণিকা—দেবী শঙ্করী বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে বিদিতা হন। তিনি বারাণসীতে—বিশালাক্ষী; নৈমিষারণ্যে—লিঙ্গধারিণী; প্রয়াগে দেবী ললিতা; গন্ধমাদনে—কামুকা; মানসসরোবরে—কুমুদা (অথবা বিশ্বকায়া); গোমন্ত পর্ব্বতে—গোমতী; মন্দরে—কামচারিণী; চৈত্ররথে—মদোৎকটা; হস্তিনাপুরে জয়ন্তী; কান্যকুব্জে—গৌরী; অমলাচলে—রম্ভা; একাম্রকাননে—কীর্ত্তিমতী; বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে—বিশ্বা; পুষ্করে—পুরুহূতা; কেদারে—মার্গদায়িনী; হিমালয় প্রস্থে—মন্দা; গোকর্ণে—ভদ্রকর্ণিকা; স্থানেশ্বরে—ভবানী; বিল্বকে—বিল্ব পত্রিকা; শ্রীশৈলে—মাধবী; ভদ্রে—ভদ্রেশ্বরী; বরাহশৈলে—জয়া; কমলালয়ে—কমলা; রুদ্র কোটীতে—কল্যাণী; কালঞ্জরে—কালী; মহালিঙ্গে—কপিলা কোটে—মুকুটেশ্বরী; শালিগ্রামে—মহাদেবী; শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া; মায়াপুরীতে—কুমারী; সন্তানে—ললিতা; সহস্রাক্ষে—উৎপলাক্ষী; হিরণ্যাক্ষে—মহোৎপলা; গঙ্গায়—বিমলা; পুরুষোত্তমে—মঙ্গলা; বিপাশায়—অমোঘাক্ষী; পুণ্ড্রবর্দ্ধনে—পাটলা; ত্রিকূটে—ভদ্রসুন্দরী; সুপার্শ্বে—নারায়ণী, বিপুলে—বিপুলা; মলয়াচলে—কল্যাণী; কোটি তীর্থে—কোটবী; গন্ধমাদনে—সুগন্ধা; গোদাশ্রমে—ত্রিসন্ধ্যা; গঙ্গাদ্বারে—রতিপ্রিয়া; শিবচণ্ডে—সভানন্দা; দেবীকাতটে - নন্দিনী; দ্বারবতীতে—রুক্মিণী; বৃন্দাবন বনে—রাধা; মথুরায়—দেবকী; পাতালে—পরমেশ্বরী; চিত্রকূটে—সীতা; বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যনিবাসিনী; সহ্যপর্ব্বতে—একবীরা; হরিশ্চন্দ্রে—চণ্ডিকা; রামতীর্থে—রমণা; যমুনায়—মৃগাবতী; করবীরে—মহালক্ষ্মী; বিনায়কে—রূপাদেবী; বৈদ্যনাথে—আরোগ্যা; মহাকালে—মহেশ্বরী; উষ্ণতীর্থে—অভয়া; বিন্ধ্যকন্দরে—মৃগী; মাণ্ডব্যতীর্থে—মাণ্ডুকী; মাহেশ্বরপুরে—স্বাহা; ছাগলিঙ্গে—প্রচণ্ডা; অমরকণ্টকে—চণ্ডিকা; সোমেশ্বরে—বরারোহা; প্রবাসে—পুষ্করাবতী; সরস্বতীতে—বেদমাতা; পাবাতটে - পাবা, মহালয়ে—মহাভাগা; পয়োষ্ণীতে—পিঙ্গলেশ্বরী; কৃতশৌচে—সিংহিকা; কার্ত্তিকে—শাঙ্করী; উৎপলাবর্ত্তকে - লোলা; শোণসঙ্গমে—সুভদ্রা, সিদ্ধবটে—লক্ষ্মী; ভারতাশ্রমে—তরঙ্গা; জালন্ধরে—বিশ্বমুখী; কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতে তারা; দেবদারুবনে—পুষ্টি, কপালমোচনে—শুদ্ধি, কাশ্মীরমণ্ডলে—মেধা; হিমালয়ে—

ভীমাদেবী; বস্ত্রেশ্বরে—পুষ্টি; কায়াবরোহণে—মাতা, শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনী, পিণ্ডারকে—ধৃতি; চন্দ্রভাগায়—কালা; অচ্ছোদে—শক্তিধারিণী; বেণায়—অমৃতা; বদরীতে উর্ব্বশী; উত্তরকুরুতে—ওষধি; কুশদ্বীপে—কুশোদকা; হেমকূটে—মন্মথা; কুমুদে—সত্যবাদিনী; অশ্বত্থে—বন্দিনীকা; বৈশ্রবণালয়ে—নিধি; বেদবদনে—গায়ত্রী; শিবসন্নিধানে—পার্ব্বতী দেবলোকে—ইন্দ্রাণী; ব্রহ্মাস্যে—সরস্বতী; ভৃগুক্ষেত্রে - শূলেশ্বরী; ভৃগুতে —সৌভাগ্যসুন্দরী। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। সতী, ব্রহ্মাণী ও সাবিত্রী দেখ। মৎস্য পুরাণ ১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভদ্রকল্প—বলরামের কনিষ্ঠ সহোদর সারণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সারণ দেখ।

ভদ্রকার—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। নাগ্নজিতী দেখ।

ভদ্রকালিকা—দেবী সাবিত্রী গোকর্ণে ঐ নামে অভিহিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। সাবিত্রী দেখ।

ভদ্রকালী—(১) দেবী কাত্যায়নীর অন্যতম নাম। মহিষাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে, তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের দেহনিঃসৃত তেজ সমুদয় হইতে উৎপন্না হন। মার্ক-৮৩। ভগবতী দেখ। তাঁহারই নামান্তর চণ্ডিকা অম্বিকা, দুর্গা ইত্যাদি। কাত্যায়নী দেখ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭। (২) দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংশ করিবার জন্য মহেশ্বর বীরভদ্রকে উৎপাদন করেন। বীরভদ্র আপনার সহিত গমন করিবার জন্য ক্রোধ দ্বারা ভদ্রা নাম্নী মহেশ্বরী ভদ্রকালীর সৃজন করিলেন। বীরভদ্র শিবাদেশে ভদ্রকালীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে গমন করেন। যজ্ঞ ধ্বংসকালে বীরভদ্র দক্ষের ছিন্ন মস্তক ভদ্রকালীকে প্রদান করেন। যজ্ঞান্তে ভদ্রকালী বীরভদ্র সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহাদেবী তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপহারাদি প্রদান করেন। শিব-বায়-পূ-১৭-২০। বাম-৪। (৩) মহেশ্বর বীরভদ্রকে দক্ষ যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলে, মহেশ্বরীরও স্বয়ং সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ভদ্রকালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করেন। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (৪) বীরভদ্র উৎপন্ন হইবার পর দেবী ভদ্রকালী দাক্ষায়ণীর ক্রোধ হইতে উৎপন্না হন। সৌ-৭ (৫) অনন্ত, অব্যয়, সর্ব্বব্যাপী মহাবিষ্ণুর পরমাশক্তি, মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক মায়া, উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গিরিজা, অম্বিকা দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মূল-প্রকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিতা হন। বৃহন্না-৩। মাতৃকাগণ দেখ। (৬) মহেশ্বরীর

ভদ্রকালী মূর্ত্তিই কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হন এবং শিব নিজ অংশে রাধা-রূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীমহাভা-৪৯। (৭) বক নামক অসুর গো-চারণরত বলরাম ও কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে দেবগণ সেই অসুরকে বধ করিবার জন্য সশস্ত্র আগমন করেন। তখন ভদ্রকালীও গদাঘাতে ঐ বকাসুরকে বধ করিবার প্রয়াস পান। গর্গ-বৃ-৫ (৮) কংস নিহত হইলে, জরাসন্ধ ও তৎপক্ষীয় লোকদিগের সহিত যাদবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধকালে যে সমুদয় নর, অশ্ব, গজ প্রভৃতি নিহত হয়, তাহাদের উষ্ণ শোণিতধারা পান করিবার জন্য ভদ্রকালী শত শত ডাকিনী, যোগিনী পরিবৃত হইয়া আগমন করেন। গর্গ-দ্বা-১। (৯) প্রদ্যুম্ন-নন্দন অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করেন, তখন অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় ভদ্রকালী তাঁহাকে এক গুরু গদা প্রদান করেন। গর্গ-অশ্ব-১২। (১০) ত্রিপুর তন্ত্রের পূজা প্রকরণে জয়ন্তী, মঙ্গলা. কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা. ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধার পূজা বিধেয়। কালি-৬৩। (১১) সমুদ্র-মন্থনের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ভদ্রকালী দেবীর সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভের সংগ্রাম হয়। ভাগ-৮স্ক-১০ (১২) দেবী শঙ্করীর গাত্রোৎপন্না কুলদেবতাদের অন্যতম। ভট্টারিকী দেখ। (১৩) ভদ্রকালী বীরভদ্রের পত্নী। কাশীস্থিত তাঁহাদের মূর্ত্তির পূজা করিলে কাশীবাসের ফললাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৫। (১৪) কাশীস্থিত ভদ্রবাপীতে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ভদ্রনাগের সম্মুখবর্ত্তিনী ভদ্র-কালীকে দর্শন করে, তাহার সকল অমঙ্গল নাশ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৭০। (১৫) প্রভাসক্ষেত্রে কুবের নগরের উত্তরে ভদ্রকালী দেবী অবস্থিতা। চৈত্র মাসের তৃতীয়ায় তাঁহার পূজা বিশেষ ফলদায়ক। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৯১ (১৬) তন্ত্রোক্ত শ্রীবিষ্ণুর পূজায় প্রথমে তারপরে সরস্বতী, শ্রী, মায়া, দুর্গা ভদ্রকালী, স্বস্তি, স্বাহা, শুভঙ্করী, গৌরী, লোক-ধাত্রী ও বাগীশ্বরী এই সকল দেবতার কর্ত্তব্য। তন্ত্রসার-৪১৫ পৃঃ। (১৭) মায়াতন্ত্রে তারিণীদেবীর উগ্রা, কামেশ্বরী, তারা, নীলা, বজ্রা, ভদ্রকালী মহোগ্রা ও সরস্বতী এই অষ্টবিধ র উল্লেখ আছে। তাঁহাদের অষ্টবিধ মন্ত্র। তন্ত্রসার-৫৩৪ পৃঃ। (১৮) তন্ত্রোক্ত দুর্গার অষ্টোত্তর শত নামের অন্যতম। তন্ত্রসার-৭৩৩ পৃঃ। (১৯) মাতৃকাগণের অন্যতম। গরু-পূ-১৩৫। (২০) সীতার লোমকূপ হইতে বিনি-র্গতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

ভদ্রগুপ্ত—বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সারণ দেখ।

ভদ্রগুপ্তি—বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রচারু—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। (শ্রীকৃষ্ণ ও চারু দেখ।) তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সহ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২২।

ভদ্রজ—বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রতনু—পুরুষোত্তম-নগরবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি যৌবনে অতিশয় পাপাচার-সম্পন্ন ছিলেন। পরে সুমধ্যা নাম্নী তাঁহার এক প্রিয় বেশ্যার তিরস্কারে চৈতন্য লাভ করিয়া, তাঁহার গুরু দান্তের উপদেশে ইহ জীবনেই নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। পদ্ম-ক্রি-১৬-১৮।

ভদ্রদেব—বাসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভে প্রথমে উদার্য্য, কীর্ত্তিমান, ঋজুদাস, ভদ্রদেব, ভদ্রসেন ও সুষেণ নামে ছয় পুত্র জন্মে। এই ছয় পুত্রকেই কংস বিনাশ করেন। তৎপরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পূ-১৩৪। ঋজু, ভদ্রদেহ ও ভদ্রবিৎ দেখ।

ভদ্রদেহ—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম জন্মিবার পূর্ব্বে দেবকীর গর্ভে সুষেণ, কীর্ত্তিমান, ভদ্রসেন, জারুথ্য, বিষ্ণুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই কংস হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। অগ্নি-২৭৫। ভদ্রদেব দেখ।

ভদ্রবতী—(১) বৃষ্ণি বংশীয় পুরুদ্বানের পত্নী। তাঁহার গর্ভে নরপতি মধু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) পুরুদ্বানের ঔরসে ভদ্রবতীর গর্ভে পুরুদ্বহ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৫। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা কন্যা। নাগ্নজিতী দেখ।

ভদ্রবাহু—(১) বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ। (২) জনৈক অসুর সেনানী। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি আরও কতিপয় সেনানীর সহিত অগ্নির হস্তে দগ্ধ হন। গন্ধ দেখ।

ভদ্রবিৎ—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের সুষেণ, কীর্ত্তিমান্, তদাসী, ভদ্রসেন, যজুদার ও ভদ্রবিৎ নামে ছয় পুত্র জন্মে। কংস তাঁহাদের সকলকেই বধ করেন। বায়ু-৯৬। ভদ্রদেব, ঋজু ও ভদ্রবিদেহ দেখ।

ভদ্রবিদেহ—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজ দেবকীর গর্ভজাত শৌরী, কীর্ত্তিমান্, সুষেণ, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ নামক ছয় পুত্রকে কংস বধ করেন। মৎ-৪৬। ভদ্রদেব ও ঋজু দেখ।

ভদ্রবিন্দ—বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রবিন্দ—(১) নাগ্নজীতির গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। নাগ্নজিতী দেখ। (২) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। ভদ্র দেখ।

ভদ্রমতি—পূর্ব্বকালে ভদ্রমতি নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ছয় পত্নী ছিল। তাঁহাদের নাম কৃতী, সিন্ধু, যশোবতী, কামিনী, মালিনী, এবং শোভা। এই সকল পত্নীর গর্ভে ভদ্রমতির দুইশত পুত্র জন্মে। একদা ভদ্রমতি পত্নী ও পুত্রগণকে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া, দুঃখিত চিত্তে নিজ জীবনকে ধিক্কার দিয়া ধর্ম্মকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্যতমা পত্নী কামিনী তাঁহাকে বেঙ্কটাচলে যাইয়া ভূমি দান করিতে বলেন। ভদ্রমতি পত্নীবাক্যে তাহাই করিলে তাঁহার দারিদ্র্য দূর হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। এই আখ্যানটিই সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে বৃহন্নারদীয় পুরাণে (১১ অঃ) পাওয়া যায়।

ভদ্রমদা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধবশা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে। রামা-আর-১৪। কশ্যপ, ক্রোধবশা ও ক্রোধা দেখ।

ভদ্রমনা—দক্ষ-কন্যা ও কশ্যপের পত্নী ক্রোধার গর্ভজাত নয় কন্যার অন্যতমা। ক্রোধা ও ক্রোধবশা দেখ।

ভদ্রমন্দ—অযোধ্যাপতি দশরথের ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন, ভদ্রমন্দ, ভদ্রমৃগ ও মৃগভদ্র নামে মদোন্মত্ত, অচলতুল্য কতিপয় হস্তী ছিল। ঐ সকল রণকুশল মাতঙ্গের ভয়ে কেহই দশরথের পুরী আক্রমণ করিতে সাহস করিত না বলিয়া, তাঁহার পুরী অযোধ্যা নামে খ্যাত হয়। রামা-আদি-৬।

ভদ্রযোগিনী—শঙ্করীর শরীরোৎপন্না এক কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। ভট্টারিকী দেখ।

ভদ্ররথ—চম্পানগরীর অধিপতি পৃথুলাক্ষের পুত্র হর্য্যঙ্গ। তৎপুত্র ভদ্ররথ। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্মা। হরি-হরি-৩১; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯; গরু-পূ-১৪৩; মৎ-৪৮। পৃথুলাক্ষ ও পূর্ণভদ্র দেখ। (২) বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রশীল—নর্ম্মদা তীর নিবাসী গালব নামক ব্রাহ্মণের ভদ্রশীল নামে জাতিস্মর, বিষ্ণুভক্ত এক পুত্র ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মকীর্ত্তি নামে রাজা ছিলেন। তিনি বহু পুণ্য কাজ করিয়াও পাষণ্ড-সংস্পর্শ দোষে পতিত হন। কিন্তু রেবানদীর তীরে একাদশীতে উপবাস ও জাগরণ করিয়া পাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বৃহন্না-২১।

ভদ্রশীলা—উল্কামুখ নামক জনৈক নরপতির মহিষী। তিনি পতি পরায়ণা ছিলেন এবং পতির সহিত মিলিত হইয়া সত্যনারায়ণ ব্রত করিতেন। স্কন্দ-আব-রেবা ২৩৫।

ভদ্রশ্রবা—(১) ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবা অতি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি ভদ্রাশ্ববর্ষে বাস করিতেন। ভাগ-৫স্ক-১৮। (২) সৌরাষ্ট্র দেশাধিপতি ভদ্রশ্রবা পত্নীর দোষে হৃতসর্ব্বস্ব হন। তৎপরে কন্যা শ্যামবালার পুণ্যফলে আবার সম্পদ ফিরিয়া পান। শ্যামবালা দেখ। পদ্ম-স্বর্গ-৪২; পদ্ম-ব্রহ্ম-১১।

ভদ্রশ্রেণ্য—যদুবংশীয় মহিষ্মৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসীপুরীর অধিপতি ছিলেন। ভীমরথ তনয় দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বারাণসী গ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। দিবোদাস ও ভদ্রসেন দেখ।

ভদ্রসর—মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করার পর, ভদ্রসর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অশোক ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন বায়ু-৯৯। চন্দ্রগুপ্ত দেখ।

ভদ্রসুন্দরী—ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

ভদ্রসেন (১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা। ভদ্রবিদেহ ও ভদ্রদেহ দেখ। (২) যদুবংশীয় মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেনের নিকট হইতে দিবো-দাস বারাণসী পুরী অধিকার করেন। পদ্ম-সৃ-১২। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৩) ঋষভদেবের অন্যতম পুত্র। ঋষভ দেখ। (৪) অনিরুদ্ধের বংশে উপসেনের তনয় ভদ্রসেন। ভাগ-১০স্ক-৯০। (৫) কাশ্মীর দেশীয় জনৈক নরপতি। তাঁহার পুত্রের নাম সুধর্ম্মা। ঐ রাজতনয়ের তারক নামে এক অমাত্যপুত্র সখা ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উ-২০। সুধর্ম্মা দেখ।

ভদ্রা—(১) রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। রৌদ্রাশ্ব ও ঋচেয়ু দেখ। (২) রাজর্ষি অনমিত্রের পত্নী। মার্ক-৭৬। (৩) পার্ব্বতীর অন্যতম নাম। শিব-জ্ঞান-৬। (৪) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে যে অর্দ্ধ নারী-নর-রূপধারী যে মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, তাহার মূর্ত্তি ভেদে অনেক নাম ছিল। যথা—প্রকৃতি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া রেবতী ইত্যাদি। দ্বাপর যুগের অন্তে এই মূর্ত্তিই আবার বিবিধ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন যথা—গোতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধ্বজা, পরম ব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্যা, একবাসসী,

অপরাজিতা, বহুভুজা, প্রগল্‌ভা, সিংহবাহিনী, একানসা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষমর্দ্দিনী, অমোঘা, বিন্ধ্য-নিলয়া, বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। ব্রহ্মা-৯। (৫) ধ্রুবের বংশে নরপতি উদারধীর পত্নী। তাঁহার গর্ভে দিবঞ্জয় জন্মেন। বায়ু-৬২ ; ব্রহ্মা-৬৮ (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সুরভীর গর্ভে একাদশ রুদ্র এবং রোহিণী ও গান্ধারী নামে দুই কন্যা জন্মে। রোহিণী আবার সুরূপা, হংসকালা, ভদ্রা ও কামদুঘা এই চারি কন্যা প্রসব করেন। ভদ্রা হইতে সুবিখ্যাত খেচর ও মনোবৎ দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব নামক অশ্ব সকল জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৬। (৮) বিহগরাজ গরুড়ের অন্যতমা পত্নী। গরুড় দেখ। (৯) ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। ভদ্রাশ্ব দেখ। (১০) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে উপবিম্ব, বিম্ব, সত্ত্বদণ্ড ও মহৌজা—এই চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। ভাগ ৯স্ক-২৪। (১১) বিষ্ণু দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণও বিভিন্ন গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুর হ্রী নাম্নী লজ্জা-শক্তি ভদ্রা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৩। (১২) বাসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা কৈকেয় রাজের তনয়া ছিলেন। গর্গ-দ্বা-৮। ভাগ-১০স্ক-৫৮। (১৩) দেবী সাবিত্রী ভদ্রেশ্বরে ভদ্রানামে বিদিতা। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (১৪) কাক্ষীবানের তনয়া এবং পুরুবংশীয় নরপতি ব্যুষিতাশ্বের পত্নী। ব্যুষিতাশ্ব দেখ। (১৫) চেদিরাজ শিশুপাল স্বীয় মাতুল বিশালাধি-পতির কন্যা ভদ্রাকে কারূষের নিমিত্ত হরণ করেন। মহাভা-সভা-৪৪। (১৬) ভদ্রা, লক্ষ্মী, শচী প্রভৃতি দেবপত্নীগণ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-১৬। (১৭) মেরু-তনয়া ভদ্রা নরপতি অগ্নিধ্রের অপ্সরা গর্ভজাত অন্যতম পুত্র ভদ্রাশ্বের পত্নী ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২। (১৮) বসুদেবের দেহ-ত্যাগের পর, দেবকী, পৌরবী, রোহিণী ও ভদ্রা নাম্নী তাঁহার চারি পত্নী সহমরণে গিয়াছিলেন। মহাভা-মৌষল-৭। (১৯) সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (১৯) ভদ্রা প্রভৃতি পাঁচ জন দক্ষ-কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। দক্ষ ও কুবের দেখ। (২০) অনৈকা গোপী। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১২। (২১) প্রকৃতির অংশ-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ভদ্রা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনের নৈর্ঋত কোনে অবস্থান করেন।

পদ্ম-পাতা-৩৯। (২২) ভদ্রা গোপী সুভদ্র নামক গোপের কন্যা ছিলেন। পূর্ব্ব জন্মে তিনি সত্যতপা নামে এক মুনি ছিলেন। পদ্ম-পাতা-৪১। সত্য-তপা দেখ। (২৩) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের ভয় নিবারণার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, আশাপুরী, গাত্রায়ী, পুত্রায়ী, জ্ঞানজা, পিপ্পলাম্বা, শান্তা, সিদ্ধা, ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকটা, মীঠা, সুপর্ণা, বসুজা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বারাহী, মুকুটেশ্বরী, ভদ্রা, মহাশক্তি, মহাবলা, সিংহোরী প্রভৃতি দেবিগণকে বিভিন্ন দিকে স্থাপন করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ২২। ভট্টারিকা দেখ। (২৪) দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা ও সর্ব্বতোমুখী, ইঁহারা পীঠশক্তি বলিয়া বিদিতা। প্রজ্বলিত দীপ-শিখার ন্যায় তাঁহাদের আকৃতি। সূর্য্য-পূজায় তাঁহাদের ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রসার-২২৭ পৃঃ।

ভদ্রাবতী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে ভদ্রগুপ্ত প্রভৃতি কতি-পয় পুত্র এবং ভদ্রাবতী ও সম্বোধনী নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভদ্রায়ু—মন্দর নামক এক অতি দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্রাহ্মণ ঋষভ নামে এক শিবযোগীর অর্চ্চনা করিয়া, নৃপতি বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্মলাভ করেন। ঐ জন্মে তাঁহার নাম হয় ভদ্রায়ু। পূর্ব্বজন্মে মন্দর, পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ঐ বেশ্যাও ঋষভদেবকে অর্চ্চনা করার ফলে, মরণান্তে নৃপতি চন্দ্রাঙ্গদের ঔরসে ও তৎপত্নী সীমন্তিনীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া ভদ্রায়ুর পত্নী হন। তখন তাঁহার নাম হয় কীর্ত্তিমালিনী। একবার মগধরাজ বজ্রবাহুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে, ভদ্রায়ু যুদ্ধ করিয়া পিতাকে শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। পরে একবার শিব ও পার্ব্বতী ভদ্রায়ুর গুণাবলী পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করিয়া আইসেন এবং তাঁহার গুণবত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বর দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১০—১৪।

ভদ্রাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় রহম্ববর্চ্চার পুত্র। ধৃতা নাম্নী অপ্সরা গর্ভে তাঁহার ঔচেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ। (২) পুরু-বংশীয় পৃথুর পুত্র ভদ্রাশ্ব। তাঁহার মুদ্গল প্রভৃতি পাঁচ তনয় ছিল। মৎ-৫০। কপিল দেখ। (৩) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র তিনি ভদ্রাশ্ব-বর্ষের অধিপতি হন। অগ্নি-১০৭। (৪) পুরুবংশীয় অহোবাদীর পুত্র ভদ্রাশ্ব। তাঁহার ঋচেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। ঋচেয়ু দেখ। (৫) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ভদ্রাশ্বের ভদ্রা শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, বেলা, খলা লোকপালা, মনোরমা, রত্নকূটা

নামে দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ঘৃতাচী দেখ। (৬) কুবলাশ্বের (অন্যনাম ধুন্ধুমার) অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-৬; বায়ু-৮৮। কুবলাশ্ব ও দৃঢ়াশ্ব দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণের এক অগ্রজ ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। সারণ দেখ। (৮) প্রিয়ব্রত-তনয় আগ্নীধ্রের ভদ্রাশ্ব প্রভৃতি নয় পুত্র ছিল। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। গরু-পূ-৫৪। বিষ্ণু-২য়-১। বায়ু ৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। ভদ্রাশ্ব মেরু-তনয়া ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। অগ্নীধ্র দেখ। (৯) সত্যযুগে ভদ্রাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কান্তিমতী। তিনি ও তৎপত্নী পূর্ব্বজন্মে এক বৈশ্যের দাস ও দাসী ছিলেন। তাঁহারা একবার বিষ্ণু-মন্দিরে পূজান্তে দীপ নির্ব্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সেই পুণ্যফলে মরণান্তে প্রিয়ব্রতের তনয় ও তৎপত্নী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি অগস্ত্য ভদ্রাশ্ব-নরপতিকে তাঁহার এই পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করান। বরা-৪৯। স্কন্দ পুরাণে আছে (আব-চতু-৩১) ভদ্রাশ্ব ও তৎপত্নী মহাকালে মহেশ্বরের পূজা করিয়া মরণান্তে রাজপদ লাভ করেন।

ভদ্রী—ধর্ম্মারণ্য নিবাসিনী জনৈকা কুলদেবতা। ভট্টারিকা দেখ।

ভদ্রেশ্বর—কাশীতে ভদ্রহ্রদের পশ্চিম তটস্থ ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে গোলোকে বাস হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ভনন্দন—দিষ্ট-পুত্র নাভাগ পিতার অমতে এক বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেন। ঐ বৈশ্যার গর্ভে ভনন্দন জন্মলাভ করেন। নীপ নামক রাজর্ষি ভনন্দনকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি তখন ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদের রাজ্য অধিকার করেন। ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্রী। মার্ক-১১৪-১১৬। নাভাগ দেখ।

ভব—(১) বসুদেবের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। (২) ধর্ম্মের অন্যতম পত্নী সাধ্যা হইতে ভব প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। অসুরহ ও সাধ্যগণ দেখ। মৎ-১৭১। (৩) অন্যতম রুদ্র। মার্ক-৫২। সৌ-২৩; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। ব্রহ্মা (৪৩) দেখ। (৪) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের বংশীয় উন্নেতার পুত্র ভব। তৎপুত্র উদ্গীথ। ব্রহ্মা-৩৪। (৫) ভূমীনাম্নী পত্নীর গর্ভজাত ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। ধ্রুব ও পুষ্টি দেখ। (৬) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুবের পুত্র ভব। তিনি লোক সংহারকারী কাল নামে খ্যাত। বায়ু-৬৬। (৭) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। বিচিত্র ও রৌচ্যমনু দেখ। (৮) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃ-১৮। একাদশ

রুদ্র দেখ। (৯) প্রজাসৃষ্টি-কল্পে ব্রহ্মা লক্ষ্মী প্রভৃতি পাঁচজন উত্তমা কন্যা সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মী কামনা-বশে ধর্ম্ম হইতে ভব, প্রভব কৃশাশ্ব প্রভৃতি সাধ্যগণ ও তৎপত্নী-গণকে সৃজন করেন। পদ্ম-সৃ-৪০। (১০) অন্ধক বংশীয় বিলোমের পুত্র ভব। তৎসুত অভিজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (১১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১। (১২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮ম অধ্যায়ে মহাদেবের অষ্টোত্তর শত নামের তালিকা আছে।

ভবক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিজয়ের পুত্র ভবক। তৎপুত্র বৃক। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮।

ভবৎপ্রভু—বিষ্ণুর এক নাম। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৯শ অধ্যায়ে বিষ্ণুর সহস্র নামের তালিকা আছে।

ভবদা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা মাতৃকাগণের অন্যতমা। রামা-অদ্ভু-২৩। সীতা দেখ।

ভবদেব—বস্ত্রাপথে ভবদেবের মন্দির বিরাজিত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১।

ভবন—দশ লক্ষ গাভীর স্বামীকে বৃষভানু বলে। ভবন এইরূপ একজন বৃষভানু ছিলেন। গর্গ-গো-৪।

ভবনন্দী—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

ভবপ্রীতা—পার্ব্বতীর এক নাম। তিনি সর্ব্বদাই মহাদেবের উপর প্রীতা আছেন। কদাপি তাঁহার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। তজ্জন্য তাঁহার এই নাম। তন্ত্রসার—৭৩২ পৃঃ।

ভবমালিনী—নরসিংহরূপধারী হরির দেহ হইতে যে বত্রিশজন মাতৃকার আবির্ভাব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। অজিতা, সূক্ষ্মহৃদয়া, বৃদ্ধা, বেশাশ্মদংশনা, নৃসিংহভৈরবা, বিল্বা, গরুত্মহৃদয়া ও জয়া নামে তাঁহার আট জন অনুচরী ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ভবমোচিনী—ভক্তের ভববন্ধন ঘুচাইয়া দেন, এই জন্য পার্ব্বতীর এক নাম ভবমোচিনী। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

ভবানী - (১) পার্ব্বতীর এক নাম। (২) দেবী সাবিত্রী স্থাম্বীশ্বরে ভবানী নামে বিদিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। (৩) চারায়ণ ঋষির কন্যা ভবানী ও গোমতী, আমুষ্যায়ণের পুত্র নারায়ণের পত্নী ছিলেন। তাঁহারা কাশীবাস-রূপ পুণ্যের ফলে জন্মান্তরে নাগরাজ পদ্মার কন্যা প্রভাবতী ও উরগ-পতি ত্রিশিখের কন্যা কলাবতীরূপে জন্মলাভ করেন। সেই জন্মেও তাঁহারা বিদ্যাধররাজ মন্দারদামের পুত্র, পরিমলালয়-রূপে জাত, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের পতি নারায়ণের সহিত পুনরায় বিবাহিতা হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৫। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬। রত্নাবলী ও পরিমলালয়

দেখ। (৪) দেবী সতী স্থানেশ্বরে ভবানী নামে বিদিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। (৫) যে জন তুলসীদ্বারা সাবিত্রী ভবানী, দুর্গা ও সরস্বতীর অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বকাম-সমন্বিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-৪৩

ভবানীপতি—শিবের এক নাম।

ভব্য—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয়। প্রিয়ব্রত দেখ। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। ধ্রুব দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম তনয়। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (৪) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে আপ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখ, দেবতাদের এই পাঁচটি গণ ছিল। চাক্ষুস মনু দেখ। (৫) ভবিষ্য ৯ম (দক্ষসাবর্ণি) মন্বন্তরে ভব্য সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম হইবেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

ভব্যা—(১) সকলের মঙ্গল করেন, এই কারণে দক্ষের কন্যা সতীর এক নাম ভব্যা। তন্ত্রসার-১৩২ পৃঃ

ভমিতপ্রভ একজন গণেশ্বর। দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস উদ্দেশে গমন কালে, তিনি একহস্তে শ্বেত-চামর ও অপর এক হস্তে মুক্তাময় ছত্র ধারণ করিয়া বীরভদ্রের অনুগমন করেন। শিব-বায়-পূ-১৭।

ভয়—(১) অধর্ম্মের পুত্র অনৃত। তাঁহার পুত্র ভয় ও নরক। অনৃত ও অধর্ম্ম দেখ। (২) তামস মনুর অন্যতম পুত্র। তামস মনু ও অবন্ধি দেখ। (৩) কলি স্বীয় ভগিনী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন। দুরুক্তির গর্ভে ভয় নামে এক পুত্র ও মৃত্যু নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কল্কি-১ম-১। কলি অথবা দুরুক্তি দেখ। (৪) কল্কির সহিত কলির সংগ্রাম কালে, কল্কির অনুচর সুখের সহিত কলির অনুচর ভয়ের যুদ্ধ হয়, এবং ভয় সুখ-হস্তে নিহত হয়। কল্কি-৩য়-৬. ৭। (৫) অধর্ম্মের তিন পুত্র—ভয়, মহাভয় এবং ভূতান্তক মৃত্যু। মহাভা-আদি-৬৬। (৬) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র ও শাক-দ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র ভয়। বরা-৭৪। মেধাতিথি দেখ।

ভয়ঙ্কর—(১) ভগবতীর অনুচর অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহারী এই নয় জন নায়কের পূজা বিধেয়। কালিকা-৬৩। (২) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু ৯১।

ভয়ঙ্করা—(১) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। অদ্ভু-রামা-৪৩। সীতা দেখ।

ভয়া—(১) হেতি ও প্রহেতি নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হেতি কালের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করেন। ভয়ার গর্ভে বিদ্যুৎকেশ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করে। রামা-উত্ত-৪। হেতি

ও প্রহেতি দেখ। (২) মনু ফুৎকার করিলে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রের পত্নীর নাম ভয়া। তিনি মৃত্যুরূপী কাল হইতে উৎপন্ন হন। ভয়ার গর্ভে বেণ জন্মলাভ করেন। বায়ু-৪৭।

ভয়ানক (১) ংখ্যক রুদ্র-গণের অন্যতম। অগ্নি-৮৫ (২) জালন্ধর দৈত্যের অনুচর জনৈক রাক্ষস। চণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

ভয়াবহ—(১) যক্ষ রজতনাভের পুত্র মণিভদ্রের অন্যতরা পত্নী দেবজনার গর্ভে ভয়াবহ প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (২) কপালভরণ নামক রাক্ষসের অনুজ। কপালভরণের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে ভয়াবহ ও তাঁহার আরও তিন সহোদর অশ্বিনীকুমারদের হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-১১। কপালভরণ দেখ।

ভয়াস্পদ—লঙ্কা-নিবাসী জনৈক রাক্ষস। রামা-সুন্দ-১১।

ভরণী—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা স্ত্রী। চন্দ্র অপর পত্নীদিগকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল রোহিণীতেই আসক্ত ছিলেন, তজ্জন্য ভরণী অন্যান্য সপত্নীগণসহ চন্দ্রকে তিরস্কার করেন। কালি-২০।

ভরত—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম পুত্র ও রামচন্দ্রের অনুজ। তিনি কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ভরতের সহিত, রাজর্ষি জনকের অনুজ কুশধ্বজের অন্যতরা কন্যা, মাণ্ডবীর বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে, ভরত স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত মাতুলালয়ে গমন করেন। রামা-আদি-১৮, ৭১, ৭৩, ৭৭। ভরত-জননী কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে রামের অভিষেক সংবাদ প্রদান করিলে, কৈকেয়ী অতিশয় আনন্দিতা হইয়া মন্থরাকে পুরস্কার প্রদান করেন। মন্থরা তাঁহাকে অন্যরূপ বুঝাইলে তিনি দশরথের নিকট হইতে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত দুইটি বর চাহিয়া লয়েন। একবরে তিনি ভরতের জন্য রাজসিংহাসন প্রার্থনা করেন ও অপর বরে রামের বনবাস দাবী করেন। তাহার ফলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করেন। সেই শোকে দশরথের মৃত্যু হইলে, মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া ভরতকে শীঘ্র অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য, দূত প্রেরণ করেন। যে রাত্রিতে দূতগণ কেকয় রাজধানীতে প্রবেশ করে সেই রাত্রিতেই ভরত নিদ্রাবশে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখেন। পরদিন দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভরত যখন সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন পিতৃশোকে অশেষ বিলাপ করিয়া স্বীয়

মাতা কৈকেয়ীকে তাঁহার দুষ্কার্য্যের জন্য অশেষরূপে তিরস্কার করেন। কৈকেয়ী বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ভরত নিজমাতার অন্যায় কার্য্যের জন্য আন্তরিক অনুতাপ করেন ও নানা-রূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। তাহার পর দশরথের দাহ ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া তিনি রামকে ফিরাইয়া আনি-বার জন্য বনে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। মন্ত্রী, আত্মীয়, পুরবাসী প্রভৃতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি রাজপদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি আত্মীয়, বন্ধু, সচিব ও পরি জন সমভিব্যাহারে রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাত্রা করিয়া প্রথমে গঙ্গাতীরে গুহক-সদনে উপনীত হইলেন। তথায় রামের সংবাদ লইয়া গুহকানুচরদিগের সাহায্যে নদী পার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভরদ্বাজের অতিথি স্বরূপে এক রাত্রি বাস করিয়া ভরদ্বাজ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্র-কূটাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। চিত্রকূটে রামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ভরত তাঁহাকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া,অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভরত, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও অন্যান্য পৌরজন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও, রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা ভরত রামের কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয় চাহিয়া লইয়া, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং স্বীয় গুরুকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক,স্বয়ং নন্দীগ্রামে যাইয়া বল্কল ও জটা ধারণপূর্ব্বক, মুনি-বেশধারী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি রামের সেই পাদুকা যুগলকে অভিষিক্ত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং নিজ-হস্তে বাল-ব্যজন ও ছত্র ধারণপূর্ব্বক, রাজ্য শাসন বৃত্তান্ত সমুদয় রামজ্ঞানে পাদুকার গোচর করিয়া,সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে রাম যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি হনুমানকে সংবাদ-বাহক-রূপে ভরতের নিকট প্রেরণ করেন। ভরত হনুমানের নিকট হইতে রামের সংবাদ পাইয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। ভরত হনুমানের নিকট সমুদয় বিবরণ শুনিয়া পরিজন-সহ রামকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রত্যু-দ্গমন করিলেন। রাম উপস্থিত হইলে ভরত রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং রামচন্দ্রের পাদযুগলে পরাইয়া দিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন —"আপনি যে রাজ্য আমাকে ন্যাস স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আপনি ধনাগার, কোষা-

গার, গৃহ ও বন সকলই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনারই তেজোবলে আমি ইহা দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি।" তৎপরে রাম যথাবিধি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ভরতই রথের সারথি হইলেন। তদনন্তর সমুদয় সমারোহ সম্পন্ন হইলে, ভরত রামের আদেশে সমাগত রাজন্যবর্গকে যথোপযুক্ত উপহারাদি প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আয়োজন করিবার জন্য, ভরতকে আদেশ দিলে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিয়া মহাতেজস্বী রাজগণের জন্য মহামূল্য আবাস-স্থান এবং অন্ন, পান ও বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন হইলে ভরতের মাতুল যুধাজিতের পরামর্শে ও রামের আদেশে, ভরত তক্ষ ও পুষ্কল নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সিন্ধুনদের পার্শ্বে গন্ধর্ব্বগণের দেশে যাইয়া গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করেন এবং তক্ষশিলা ও পুষ্করাবত নামক দুইটি নগর স্থাপন-পূর্ব্বক তক্ষ ও পুষ্কলকে যথাক্রমে ঐ নগরদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। দীর্ঘকাল নানাভাবে রামের পরিচর্য্যা করিয়া ভরত রামচন্দ্রের সহিতই সরযূ-প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ভরতের বিবরণ রামায়ণের নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতেও পাওয়া যাইবে—অযোধ্যা ৭, ৮, ৯, ৬৭—৯৩, ৯৬, ৯৮—১০৭, ১১২-১১৫। লঙ্কা-১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০। উত্তরা—৪৮, ১১৩, ১১৪, ১২২, ১২৩। (২) মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি; তাঁহার তনয় ভরত। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। রামা-আদি-৭০। (৩) জনৈক মুনি। তিনি নৃত্য-গীত-কুশল ছিলেন এবং নৃত্য ও গীত বিষয়ক শাস্ত্র রচনা করেন। মৎ-২৪। (৪) দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশেষ-সমর-বিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার বংশধরগণ ভারত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাতৃরোষে ভরতের পুত্রগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মরুদ্গণ বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজকে আনিয়া পুত্রত্বে সংক্রামিত করেন। মৎ-৪৯। বায়ু-৯৯। মহাভা-আদি-৯৫। ভরদ্বাজ ভরতকে দিয়া সুমহান্ যজ্ঞ করাইলে, ভরদ্বাজ হইতে আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই পুত্রের নাম বিতথ হইল। তিনি ভরতের পৌত্র। বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে, ভরত স্বর্গে গমন করিলেন। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) ঋষভের পুত্র ভরত। ঋষভ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। ঋষভ হিম নামক দক্ষিণবর্ষ ভরতকে প্রদান করেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ বর্ষ ভারতবর্ষ

নাম প্রাপ্ত হয়। ভরত স্বীয় পুত্র সুমতিকে রাজ্য প্রদান করিয়া, বনে গমন করেন। মার্ক-৫৩ ; অগ্নি-১০৭ ; ব্রহ্মা-৩৪ ; বায়ু৩৩ ; বিষ্ণু-২য়-১ ; বরা-৭৪ ; গরু-পূ-৫৪। ঋষভ দেখ।

(৭) ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন এবং পঞ্চজনীর গর্ভে ভরতের সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব নাম ছিল অজনাভ। রাজর্ষি ভরতের অধিকারে আসিয়াই এই বর্ষ তাঁহার নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। পরম ভাগবত রাজর্ষি ভরত রাজ্যলাভ করিয়া ন্যায়ানুমোদিত উপায়ে, প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া বাসুদেবে পরমভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক পরমশুদ্ধ ভাবে ভক্তি-সমন্বিত জীবন যাপন করিতেন। সুদীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া, তিনি পিতৃ-পিতামহাগত ধন, যথাশাস্ত্র আপন সন্তানদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া, পুলহাশ্রমে হরিক্ষেত্রে যাইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। পুলহাশ্রমে বাসকালে একদা তিনি যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন এক গর্ভিণী মৃগী তথায় জলপান করিবার জন্য আগমন করে। এক সিংহ ঐ মৃগীকে দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মৃগী প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার জন্য নদীজলে লাফাইয়া পড়িল। ঐ ভাবে লাফাইয়া পড়াতে তাহার গর্ভপাত হইল এবং মৃগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নবজাত মৃগ শিশুটিকে জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, ভরত অতিশয় করুণাপরবশ হইয়া তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া আপন আশ্রমে লইয়া আসিলেন, এবং পরম যত্নের সহিত তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সমুদয় চিন্তা ও যত্ন যেন সেই মৃগ-শিশুর মঙ্গলের জন্যই ব্যয়িত হইত। রাজর্ষি ভরত এইভাবে মৃগশিশুটীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দিবারাত্র কেবল তাহারই মঙ্গল চিন্তা করিতেন এবং ঐরূপ চিন্তার ফলে তিনি মরণান্তে মৃগরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মৃগজন্মেও তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি নিজের মৃগরূপ প্রাপ্তির কারণ সমুদয় জানিতে পারিয়া তজ্জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং পুনরায় সেই হরিক্ষেত্রে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তৃণলতাদি আহার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ঐ স্থানে বাস করিয়া তিনি যথাসময়ে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন এবং আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মনুষ্যরূপে জন্মলাভ করিলেন। পাছে সঙ্গ দোষে আবার পতন হয়, এজন্য রাজর্ষি ভরত এই জন্মে লোকসমক্ষে নিজেকে জড়,

অন্ধ অথবা বধিরের মত দেখাইতেন এই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন তাঁহার পিতা নানারূপে তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপাদি শিক্ষা দিতে প্রয়াস পান কিন্তু তাঁহার সমুদয় চেষ্টাই বিফল হয়। পিতার মৃত্যুর পর ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ জড় বিবেচনায়, তাঁহাকে অতি উপেক্ষার সহিত দেখিতেন। ভরত তাহাতে কিছু-মাত্র রুষ্ট না হইয়া আত্মচিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। সচরাচর লোকে তাঁহাদ্বারা কার্য্য সম্পাদন করাইয়া অনুগ্রহবশতঃ যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দিত, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। মান ও অপমানরূপ দ্বন্দজনিত সুখ ও দুঃখে তাঁহার কোনওরূপ অভিমান ছিল না। তিনি শীতগ্রীষ্মাদি উপেক্ষা করিয়া অনাবৃত দেহে অস্নাত অবস্থায়, বিচরণ করিতেন। উন্মুক্ত আকাশতল ও ভূমিশয্যাই তাঁহার একমাত্র শয়নস্থান ছিল। লোকের বিদ্রূপও পরিহাসে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর উপস্থিত হইত না। ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত দূষিত কদর্য্য অন্নই তিনি আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিতেন। এই ভাবে যখন তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, তখন কতিপয় তস্কর ভদ্রকালীর নিকট বলি দিবার জন্য, একজন লোককে অপহরণ করিয়া আনে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিটি কোনও উপায়ে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিলে, তস্করেরা দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে (জড়) ভরতকে ক্ষেত্ররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পায়। তাহারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনিয়া দেবীর নিকট বলি দিবার উদ্যোগ করে। কিন্তু দেবীর কৃপায় ভরত সে যাত্রা রক্ষা পান। তৎপরে একদিন সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্যাধিপতি রহুগণ শিবিকারোহণে যাইতে যাইতে ভরতকে দেখিতে পান। তাঁহাকে বলিষ্ঠ-শরীর দেখিয়া শিবিকা বহনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায়, অন্যান্য বাহক-দিগের সহিত তাঁহাকেও শিবিকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজর্ষি ভরত অম্লান বদনে শিবিকা-বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদক্ষেপের বিপর্য্যয় হওয়াতে শিবিকা বিষম হইয়া চলিতে লাগিল। রহুগণ ভরতের দোষেই ঐরূপ হইতেছিল জানিয়া তাঁহাকে কটুবাক্য বলেন। রাজর্ষি ভরত তখন রহুগণ-উক্ত বাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নানারূপ তত্ত্বোপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশে রহুগণ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎপরে রাজর্ষি ভরতের সহিত সৌবীরাধিপতি রহুগণের নানারূপ সদ্বিষয়ে অনেক গভীরভাবে আলোচনা হয় এবং (জড়) ভরত তাঁহাকে নানারূপ জ্ঞানোপদেশ দেন। ভরতের উপদেশে

চৈতন্য লাভ করিয়া রহূগণ, পূর্ব্বকৃত অশিষ্ট ব্যবহার ও বাক্যের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। ভাগ-৫স্ক-৪-১৪। বিষ্ণু-২য়-১৩-১৬। (৮) ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র ভরত। মার্ক-১০০। ভৌত্যমনু ও অনুগ্রহ দেখ। (৯)পুরুর বংশে ভরত ও তদনন্তর কুরু জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-১৩। (১০) শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে দুষ্মন্তের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল—"এই বালকটি আপনারই ঔরসজাত, অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহার ভরণপোষণ করুন।" "ভরণ করুন" এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত হইয়াছিল। মহাভা-আদি-৯৫। (১১) ভরত প্রভৃতি নরপতিগণ বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮। (১২) রাজর্ষি ভরতের বিদর্ভ দেশীয়া তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের একটি পুত্র হইলে, রাজা তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন "এ পুত্র আমার অনুরূপ নহে।" সেই সময় হইতে তাঁহাদের যত পুত্র জন্মিল, সে সকলকে পাছে অননুরূপ বলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যভিচারিণী ভাবিয়া ত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় রাণীরা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন। এই রূপে বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহারাজ ভরত অনুরূপ পুত্রলাভার্থ মরুৎসোম নামক যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে মরুদ্গণ প্রসন্ন হইয়া,তাঁহার হস্তে ভরদ্বাজ নামক পুত্র সমর্পণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৩) দুষ্মন্ত-তনয় রাজর্ষি ভরত দেবগণের উদ্দেশে যমুনা পুলিনে তিনশত, সরস্বতী তটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ এবং একশত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন নরপতি ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই তিনি যজ্ঞবেদী বিস্তার-পূর্ব্বক, তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন-পূর্ব্বক যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম-সহস্র অশ্ব প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (১৪) রাজর্ষি ভরত, মহারাজ দশরথ প্রভৃতি ভূপালগণ বিধি অনুসারে গো-দান করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভা-অনু-৭৬। (১৫) ভরত, রাম, নিমি, জনক প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহ কেহ বা ঐ মাসের কেবল শুক্লপক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইহেতু তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছিল। মহাভা-অনু-১১৫ (১৬) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৬৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত রাজর্ষিগণের মধ্যে ভরত একজন। (১৭) মান্ধাতা, ধুন্ধুমার (অপর নাম কুবলাশ্ব) হরিশ্চন্দ্র, পুরূরবা, ভরত ও কার্ত্তবীর্য্য, এই ছয়

জন রাজচক্রবর্ত্তী। ইঁহারা পুরাকালে গৌতমেশ্বর দেবের সম্মুখে হিরণ্ময়ী পৃথিবী দান করিয়া সার্ব্বভৌম-নরপতি হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৬৮। (১৮) ।-নন্দন ভরত এই মহীতলে একজন যশস্বী ভূপাল ছিলেন। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ঘোর তপস্যা করেন। তপস্যান্তে তিনি পুত্রকামী হইয়া দেবদেব মহেশ্বরের পূজা করেন। তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া, দেবদেব শঙ্কর তাঁহাকে বররূপে অষ্টতনয় ও এক তনয়া প্রদান করেন। মহারাজ ভরত অতঃপর এই ভারতবর্ষকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক এক অংশ এক এক পুত্রকে এবং এক ভাগ কন্যাকে প্রদান করেন। রাজর্ষি ভরত গঙ্গাতীরে ছাপ্পান্নবার এবং যমুনাতীরেও ত্রিশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭২। (১৯) অযোধ্যাপতি দশরথের স্বরূপা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভরত জন্ম-গ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতাল-৭১। (২০) দুষ্মন্ত-তনয় ভরতের পুত্র বিতথ গরু-পূ-১৪৪। (২১) করন্ধমের পুত্র ভরত। মৎ-৪৮। করন্ধম দেখ। (২২) ব্রহ্মৌদনাগ্নির নামান্তর ভরত। মৎ-৫১। ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২৯। ব্রহ্মৌদনাগ্নি দেখ। (২৩) হৈহয়বংশীয় তালজঙ্ঘের অন্যতম পুত্র ভরত ছিলেন। ভরতের দুই পুত্র বৃষ ও সুজাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। তালজঙ্ঘ দেখ। গরু-পূ-১৪৪। (২৪) মালব নামক এক ব্রাহ্মণের ভাগিনেয় ভরত, অতিশয় দুশ্চরিত্র ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়াও পুষ্কর তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করে। পদ্ম-উত্ত-২১৮। ভরত মুনির শাপে উর্ব্বশী পঞ্চান্ন বৎসর ভূতলে লতা হইয়া ছিল। পদ্ম-সৃ-১২।

ভরতা সুযশা নাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভজাত অন্যতম অপ্সরা। বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গী দেখ।

ভরতাগ্নি—অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। অঙ্গিরা (১৫) দেখ।

ভরতেশ্বর—অগ্নিধ্র-নন্দন ভরত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭।।

ভরদ্বসু—(১) বশিষ্ঠ, শক্তি, পরশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভরদ্বসু, মৈত্রাবরুণ, কুণ্ডিন, সুদ্যুম্ন, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ—ইঁহারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতা। ইঁহারাই মন্ত্রাদির কর্ত্তা ও বিধর্ম্মের ধ্বংসকারক। ইঁহারা সমস্ত ব্রাহ্মণের ও বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা-৬৫। (২) বশিষ্ঠ কুণ্ডিন প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মক্ষেত্রে বাস করেন। ব্রহ্মা পুরাকালে ঐ ব্রহ্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। বায়ু-৫৯। বশিষ্ঠ ও কুণ্ডিল দেখ।

ভরদ্বাজ—(১) দাশরথি রাম বনে গমন কালে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে

ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপনীত হন। ভরদ্বাজ তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে গো, অর্ঘ্য ও উদক আনাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বন্য ফলমূলাদি ও নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে পত্নী ও অনুজসহ তাঁহার আশ্রমেই বাস করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ঐ স্থান নগরী ও জনপদের অতি নিকটে বলিয়া রাম তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ভরদ্বাজ রামকে চিত্রকূটে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। রামা-অযো-৫৪, ৫৫। ভরতও রামের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হন এবং ভরদ্বাজের অনুরোধে স-সৈন্য তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। তখন মহাতপা ভরদ্বাজ সানুচর ভরতের সম্যক আতিথ্য সৎকার করিবার জন্য, অগ্নি গৃহে প্রবেশ করিয়া যথাবিধানে আচমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ আতিথ্যের উপযোগী গৃহাদির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করেন। তৎপরে তিনি আতিথ্য সৎকারে সাহায্যলাভের জন্য, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাদি চারি দিক্‌পালকে, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ গঙ্গাদিসমুদয় নদীকে, সমুদয় দেব, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, হাহা হুহু, দিব্য অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-পত্নীগণকে আহ্বান করেন। তিনি তপোবনে উত্তর কুরুস্থ কুবেরের চৈত্ররথ নামক দিব্য বনকেও স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করেন। ভরদ্বাজের তপোবনে তাঁহার আশ্রমে সমুদয় দেবভোগ্য দ্রব্য সকল উপস্থিত হইল এবং দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা প্রভৃতি ভরত ও তাঁহার পরিজনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রামা-অযো-৮৯-৯৩। লঙ্কা সমরান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালেও রাম ভরদ্বাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-১১৬, ১১৭, ১২৯। রাম রাজ-পদে অভিষিক্ত হইলে, অন্যান্য উত্তর দিগ্বাসী মহর্ষিদিগের সহিত ভরদ্বাজও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য অযোধ্যায় গমন করেন। রামা-উত্ত-:। ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীকে পুলস্ত্য-তনয় বিশ্রবা বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-৩। বাল্মীকি সীতাকে পুনর্গ্রহণ করাইবার জন্য যখন রামসমীপে আগমন করেন তখন ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রামা-উত্ত-১০৯। (২) ভরদ্বাজ বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯; সৌ-৩৩; হরি-হরি-৭; বিষ্ণু-৩য়-১, ভাগ-৮স্ক-১৩; গরু-পূ-৮৭। (৩) ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ঔরসে জন্মলাভ করেন। বৃহস্পতি তাঁহার গর্ভবতী ভ্রাতৃপত্নী মমতাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিতে উদ্যত হইলে, গর্ভস্থ শিশু ঐরূপ দুষ্ক্রিয়ার জন্য বৃহস্পতিকে তিরস্কার

করেন। ঐ ভাবে নিবারিত হওয়াতে বৃহস্পতির বীর্য্য ভূতলে পতিত হয় এবং তাহা হইতে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। ঐ সদ্যোজাত শিশুকে দেখিয়া বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধূ অশিজ-পত্নী মমতা তাঁহাকে সেই দ্বাজ (অর্থাৎ জারজ) সন্তানকে ভরণ করিতে বলেন। 'ভরস্ব-দ্বাজম্' এই কথা বলিয়া মমতা চলিয়া যাওয়াতে, সেই শিশু ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত হয়। মাতা ও পিতা উভয়েই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া, মরুদ্গণ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুষ্মন্ত-তনয় ভরত তখন পুত্র-কামনায় নানারূপ যজ্ঞ করিতেছিলেন। বহু যজ্ঞ করিয়াও তিনি পুত্রলাভে সফল না হইয়া পরিশেষে মরুৎ-সোম যাগ করেন। তাহার ফলে মরুদ্গণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, সেই শিশু ভরদ্বাজকে আনিয়া ভরতকে তাঁহার পুত্ররূপে উপহার প্রদান করিলেন। রাজা ভরত সেই পুত্রকে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ভরতের পুত্রোৎ-পত্তি পূর্ব্বে বিতথ হইয়াছিল বলিয়া, সেই প্রাপ্ত পুত্র ভরদ্বাজকে তিনি বিতথ নামে অভিহিত করিলেন। এই ভাবে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণগোত্রে জন্ম-লাভ করিয়াও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করেন এবং দ্বিমুষ্যায়ণ ও দ্বিপিতৃক নামে পরিচিত হইলেন। সেই ভরদ্বাজ হইতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়বিধ সন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দ্বিবিধ জাতীয় সন্তানেরা দ্ব্যামুষায়ণ ক্ষত্রিয় ও কৌলিন নামে প্রসিদ্ধ। ভরদ্বাজের পুত্র ভবন্মন্যু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; মৎ-৪৯; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) অঙ্গিরা-নন্দন ভরদ্বাজ মরুদ্গণ কর্ত্তৃক ভরতের পুত্ররূপে সংক্রামিত হন। ভরদ্বাজ ভরতকে দিয়া এক মহান্ যজ্ঞ-সম্পাদন করান। পূর্ব্বে ভরতের পুত্র জন্ম বিতথ হয়। কিন্তু ঐ যজ্ঞসম্পাদন করিবার ফলে ভরদ্বাজ হইতে যে পুত্র জন্মিল, তাঁহার নাম হইল বিতথ। পৌত্র বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে ভরত স্বর্গগামী হইলেন অনন্তর ভরদ্বাজ বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বনগমন করেন। হরি-হরি-৩২। (৫) দুষ্মন্ত-সুত ভরতের পুত্রগণ মাতৃকোপ হেতু বিনষ্ট হইলে মরুদ্গণ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে আনিয়া যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে সংক্রামিত করিলেন। পরে ঐ ভরদ্বাজ বিতথ নামে ঐ কুলে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার সুহোত্র, সুহোতা প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। বিতথ দেখ। (৬) অঙ্গিরার মন্ত্র-প্রণেতা ত্রেত্রিশজন পুত্রের অন্যতম ভরদ্বাজ। ব্রহ্মা-৬১। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় (৬) দেখ। (৭) বৃত্রাসুরের নিধনের পর ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য পুনরায় লাভ করিলে, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি বহু মুনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে দেবপুরে

গমন করেন। সৌ-৫০। (৮) একবার ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণের সহিত শূলপাণির পরমভাব অবগত না হইয়া, যজ্ঞ দ্বারা শিব-পূজন এবং তপস্যা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিবরণ বৃহৎশ্রবা এই নামে দেখ। সৌ-৬৯ (৯) ভীষ্ম যখন শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন,অন্যান্য মুনিগণের ন্যায় ভরদ্বাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানা সৎ বিষয়ে প্রশ্নাদি করেন। পদ্ম-উত্ত-৮১। ভাগ-১স্ক-৯। (১০) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, সেই পথে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে বিভাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ কার্ত্তিক মাসে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০। (১১) পর্জ্জন্য ও পূষা (আদিত্য), ভরদ্বাজ ও গৌতম (মুনি), বিশ্বাবসু ও সুরভি (গন্ধর্ব্ব), বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী (অপ্সরা), ঐরাবত ও ধনঞ্জয় (সর্প), সেনজিৎ ও সুষেণ (গ্রামণী), আপ ও বাত (রাক্ষস), ইঁহারা আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। (১২) বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ শারদ্বত, অত্রি, বসুমান ও বৎসার, এই সাতজন ঋষি সিদ্ধসপ্তর্ষি নামে খ্যাত। বায়ু-৬৫। (১৩) ভরদ্বাজ তৃণঞ্জয়ের নিকট হইতে বায়ু-পুরাণ লাভ করেন এবং তিনি উহা গৌতমকে দেন। বায়ু-১০৩। (১৪) একবার ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে ভরদ্বাজ, শমীক, পুরুকুৎস প্রভৃতি ত্রিসামা অধ্বর্য্যু নিযুক্ত হন। পদ্ম-সৃ-৩৭। বেদশিরা দেখ। (১৫) ভরদ্বাজ দ্বাদশ ও উনবিংশ দ্বাপরে বেদ বিভাজক হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। বেদব্যাস (১৮) দেখ। (১৬) ভরদ্বাজের এক পুত্র দ্রোণ। মহাভা-আদি-১৩০, ১৬৬। দ্রোণাচার্য্য দেখ। (১৭) ভরদ্বাজ, জমদগ্নি প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মার সভায় থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-১১। ব্রহ্মা-১৪২ দেখ। (১৮) একজনের ক্ষেত্রে অপরের বীর্য্যে জাত সন্তানকে দ্বাজ কহে। বৃহস্পতি ও মমতা, পরস্পর "তুমি এই দ্বাজকে ভরণ কর" এই বলিয়া চলিয়া যাওয়ায় ঐ শিশুর নাম ভরদ্বাজ হয়। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৯) ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুমুনি তাঁহাকে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কি ভাবেই বা উহার লয় হইবে, ভূত সমূহ কিরূপে সৃষ্ট হইল, কি প্রকারেই বা উহাদের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দেশ করা হয়, প্রাণিগণের প্রাণ কিরূপ এবং দেহান্তেই বা তাহারা কোথায় গমন করে, ইহ-লোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, নভোমণ্ডল, দিক্-সমুদয়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদয় পদার্থের পরিমাণ কি, ব্রহ্মাকে পূর্ব্বজ বলে কেন, এই সমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-১৮২-১৯২ (২০) বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ উত্তর দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮, অনু-১৫০। (২১) অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান, জামদগ্ন্য, তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অত্রি, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু, শ্রুতশ্রবাঃ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ দ্বারা বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩। (২২) কোনও এক সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে উপনীত হইলেন। ভরদ্বাজ বিষ্ণুকে দেখিয়া মন্দাকিনী সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষো-দেশে আঘাত করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে একটি চিহ্ন অঙ্কিত হইল। তদবধি বিষ্ণু-বক্ষ শ্রীবৎস-চিহ্নাঙ্কিত রহিয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (২৩) ভরদ্বাজের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে সুদেব-তনয় দিবোদাস এক পুত্র লাভ করেন। মহাভা-অনু-৩০। দিবোদাস ও বীতহব্য দেখ। (২৪) একবার বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিগণ ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত হইয়া কুক্কুর মাংস ভক্ষণের উদ্যোগ করেন। মহাভা-অনু-৯৩। বশিষ্ঠ ও শৈব্য দেখ। (২৫) প্রভাসক্ষেত্রে মহর্ষির অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে, অগস্ত্য অন্যান্য মুনি, মুনিপত্নী ও রাজন্যগণকে চৌর্য্যাপবাদ দেন। তাহাতে সকলেই শপথ করিয়া নিজ নিজ দোষ স্খালনের প্রয়াস পান। ভরদ্বাজ বলেন—"যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদি ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।" মহাভা-অনু-৯৪। (২৬) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-গণের ভরদ্বাজ, বৎস, কুশ, কৌশিক, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, গৌতম, ছন্দন, জাতুকর্ণ্য, বশিষ্ঠ, ধারণ, আত্রেয়, ভাণ্ডিল, লৌকিক, কৃষ্ণায়ন, উপমন্যু, গার্গ্য, মুদ্গল, মৌষক, পুণ্যাসন, পরাশর, কৌণ্ডিণ্য গাণ্যাসন ও বৎস—এই চব্বিশটি গোত্র। তাঁহাদের মধ্যে উপমন্যু-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ এই তিনটি প্রবর। বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদেরও ঐ তিন প্রবর। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পঞ্চপ্রবরশালী, যথা আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, সৈন্যস ও গার্গ্য। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা ধনী, সুন্দর,

বস্ত্রালঙ্কার মণ্ডিত, দ্বিজভক্তি-পরায়ণ, ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিরত ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ৯। (২৭) ভরদ্বাজের শ্রাদ্ধ-ধর্ম্ম- পরায়ণ সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা শ্রাদ্ধ প্রভাবে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-আব-অব-৫৮। (২৮) ব্রহ্মা পুষ্কর-ক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন তাহাতে ভরদ্বাজ আগ্নীধ্র হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (২৯) দীর্ঘতপার পুত্র ধন্বন্তরী ভরদ্বাজ হইতে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। ধন্বন্তরী ও দীর্ঘতপা দেখ (৩০) অঙ্গিরার বংশীয় আত্রেয়ায়নী প্রভৃতি ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর ভরদ্বাজ। মৎস্যাচ্ছাত্য দেখ। (৩১) ভরদ্বাজের পুত্র যবক্রীত। পরাবসু দেখ। (৩২) বরাহকল্পে উনবিংশ দ্বাপরে ভরদ্বাজ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। জটামালী দেখ। (৩৩) বৃহস্পতি-সুত ভরদ্বাজ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি। তিনি অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ, ও গো দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬-১-২৮। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৫শ সূক্তে তিনি নিজেকে (অঙ্গিরার পুত্র) বীতহব্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ২৬শ সূক্তে নিজেকে বাজিনীর পুত্রও বলিয়াছেন। (৩৪) ভরদ্বাজ মুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বৃধু নামা সূত্রধরের নিকট হইতে বহু সংখ্যক গো গ্রহণ করেন। তথাপি তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই। কারণ আপৎ-কালে নিন্দিতের প্রতিগ্রহেও ব্রাহ্মণের অধর্ম্ম হয় না। মনু-১০ম-১০৭ শ্লোক। (৩৫) ভরদ্বাজ বাল্মীকির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই প্রার্থনায় বাল্মীকি অদ্ভুত রামায়ণ বর্ণন করেন। অদ্ভু-রামা-১। (৩৬) ভরদ্বাজ অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ। মৎ-১৯৬।

ভরুক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিজয়ের পুত্র ভরুক। তৎপুত্র বৃক। ভাগ-৯স্ক-৮। বিজয় ও বৃক দেখ।

ভর্গ—(১) বৈবস্বত মনুর বংশীয় বেণুহোত্রের পুত্র ভর্গ। হরি-হরি-২৯। (২) পুরুবংশীয় প্রতর্দ্দনের পুত্র ভর্গ ও বৎস। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-২৯। (৩) কাশিরাজ দিবোদাসের বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র ভর্গ। তৎপুত্র ভার্গভূমী। ভাগ-৯স্ক-১৭। গরু-পূ-১৪৩। (৪) ভাবী নবম (দক্ষ সাবর্ণি) মন্বন্তরে দেবতাদের পাবামরীচ, ভর্গ ও সুধর্ম্মা এই তিনটি গণ ছিল। মার্ক-৯৫। (৫) অজৈকপাদ, ভর্গ প্রভৃতি একাদশ কশ্যপ-তনয় একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। মহাভা-আদি-৬৬। অজৈকপাদ ও রুদ্র দেখ। (৬) প্রগাথের তনয় ভর্গ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নিদেবতার স্তব করিয়া

কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।৬০, ৬১ সূক্ত। (৭) যযাতি-বংশীয় বহ্নির পুত্র ভর্গ। তৎপুত্র ভানুমান। ভাগ-৯স্ক-২৩।

ভর্গভূমি—ভর্গের পুত্র। ভর্গ দেখ।

ভর্গ্য—(১) কল্কির বংশজাত তাঁহারই অনুগত জনৈক ধর্ম্মতৎপর সাধু কল্কি-১ম ২, ৩। কল্কির সহিত বিধর্ম্মী রাজাদের সংগ্রামকালে তিনি কল্কিপক্ষে থাকিয়া অনেক শত্রু বধ করেন। কল্কি-২য়-৭; ৩য়-১, ৭, ৮।

ভৎ´স্য—সংবাতি, নভ, পিপ্পল, জলন্ধর, ভুজাতপুর, পুষ্য, কর্দ্দম, গর্দ্দভীমুখ, হিরণ্যবাহু, কৈরাত, কশ্যপ, গোভিল, কুলহ, বৃষকণ্ড, মৃগকেতু, উত্তর, নিদাঘ, মস্থণ, ভৎ´স্য, কেবল, শাণ্ডিল্য, দানব ও দেবজাতি—এই সকল কশ্যপ-গোত্রীয় ঋষিগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি, যথা—অসিত, দেবল ও মহাতপা কশ্যপ। মৎ-১৯৯।

ভর্ত্তৃযজ্ঞ—জনৈক ঋষি। তিনি আনর্ত্তাধিপতি অশ্বসেনের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে শ্রাদ্ধলক্ষণ, শ্রাদ্ধোৎপত্তি, শ্রাদ্ধ-নিয়ম, শ্রাদ্ধার্হপদার্থ, শ্রাদ্ধাদিবস্তু পরিগণন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ-২১৫—২২৬। এতদ্ভিন্ন ভর্ত্তৃযজ্ঞ নরপতি অশ্বসেনকে শিবরাত্রির উৎপত্তি ও তাহার মাহাত্ম্য, তুলাপুরুষদান-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ও কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ-২৬৬-২৬৮।

ভর্ম্ম্যাশ্ব—অজমীঢ় বংশীয় অর্কের পুত্র। ভর্ম্ম্যাশ্বের তনয় মুদগল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-২১।

ভলন্দন—(১) অত্রিবংশীয় উর্ণনাভি, বীজবাপী, ভলন্দন প্রভৃতি ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটী। যথা—অত্রি গবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি। মৎ-১৯৭। বীজবাপী দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নাভাগারিষ্টের পুত্র ভলন্দন, তৎপুত্র প্রাংশু। বায়ু-৮৬। প্রাংশু ও নাভাগ দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নাভাগের পুত্র ভলন্দন। তৎপুত্র বৎসপ্রীতি, প্রাংশু ও খনিত্র। গরু-পূ-১৪২। খনিনেত্র দেখ। (৪) কান্যকুব্জ দেশে ভলন্দন নৃপতির যজ্ঞকুণ্ডসম্ভূতা জাতিস্মরা এক সুন্দরী কন্যা জন্মে। সেই কন্যা পূর্ব্ব-জন্মে সুচন্দ্র রাজার মহিষী ছিল। গর্গ-গো-৮। সুচন্দ্র দেখ। প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়-কালে ভলন্দনের নিকট হইতে কর আদায় করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৮। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রী। তৎপুত্র প্রাংশু। বিষ্ণু-৪র্থ-১। ভাগবত (৯স্ক-১ অঃ) মতে ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি। তৎপুত্র প্রাংশু।

ভল্লবী—যুগে যুগে অনেক শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। বরাহকল্পের দ্বাবিংশ দ্বাপরে লাঙ্গলী নামক শিবাবতারের উশিজ, ভল্লবী, মধুপিঙ্গ ও শ্বেতকেতু নামে চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উ-১০। শিব দেখ।

ভল্লাট—(১) অজমীঢ়বংশীয় উদক্‌সেনের পুত্র ভল্লাট। তৎপুত্র জনমেজয়, বায়ু-৯৯ ; মৎ-৪৯। (২) দণ্ডসেনের পুত্র ভল্লাট,তাঁহার পুত্র অতিদুর্ব্বুদ্ধি। হরি-হরি-২০। (৩) উদক্‌সেনের তনয় ভল্লাট। তাঁহার পুত্র দ্বিমীঢ়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২১।

ভল্লুক—দক্ষ-কন্যা ক্রোধা কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত মৃগমন্দা নামক কন্যার গর্ভে ভল্লুক জন্ম গ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৬৬।

ভস্মকারী—বলি দৈত্যের অন্যতম অনুচর। মৎ-২৪৫।

ভস্মভূত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। ঐ অধ্যায়ে মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্র নামের তালিকা আছে।

ভাক্ষ—বিষ্ণুবৃদ্ধ দেখ।

ভাগ—প্রতর্দ্দনের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৯। প্রতর্দ্দন ও ভার্গ দেখ।

ভাগবিত্তায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

ভাগবিত্তি—(১) যস্ক. বীতিহব্য, মথিত, দম, জৈবন্ত্যায়ণী, মৌঞ্জ, পিলি, চলি, ভাগিল, ভাগবিত্তি, কৌশাপি, কাশ্যপি, বালপি, শ্রমদাগেপি, সৌর, তিথি, গার্গীয়, জাবালি, পৌষ্কায়নি ও গ্রামদ, ভৃগুবংশীয় এই সকল গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর চারিটি, যথা - ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস। মৎ-১৯৫। (২) কুথুমির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬১। কুথুমি দেখ।

ভাগবত—শুঙ্গবংশীয় পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু। তৎপুত্র বজ্রমিত্র। বজ্রমিত্রের তনয় ভাগবত এবং ভাগবতের পুত্র দেবভূতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ-১২স্ক-১। পুলিন্দ ও পুলিন্দক দেখ।

ভাগিল—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ভাগবিত্তি দেখ।

ভাগীরথী—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভগীরথ স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত বিষ্ণু-পাদস্থিতা গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন বলিয়া, বংশবিদ্‌ব্যক্তিগণ গঙ্গার আর একটি নাম ভাগীরথী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু-৮৮। গঙ্গা ও ভগীরথ দেখ। ভাগীরথী প্রমুখ নদীগণ বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৯।

ভাগুরি—(১) তিনি প্রিয়ব্রতের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া স্তবমিত্রকে উহা দেন। স্তবমিত্র তাহা দধীচিকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। (২) বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত ভাগুরি তপস্যা করেন। বৃহৎশ্রবা দেখ।

ভাগ্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-২৫।

ভাঙ্গাসুরি—জনৈক রাজা। তিনি ব্রহ্মসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

ভাজ—সাত্বত বংশীয় ভজমানের পুত্র। ভাজের দুই ভার্য্যার গর্ভে নেমি, ক্রকণ ও বৃষ্ণি জন্মলাভ করেন। পদ্ম-সৃ-১৩। ভজমান ও ক্রকণ দেখ।

ভাজকগণ—ভজমান হইতে ভাজক-গণ উৎপন্ন হন। ভজমান দেখ।

ভাণ্ডায়ণী—জনৈক ঋষি। তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত ইন্দ্রের সভায় থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭।

ভাণ্ডার—জনৈক ঋষি। তিনি ভরদ্বাজপ্রমুখ বহু ঋষিগণের সহিত ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে দেবপুরে গমন করেন। সৌর-৫০।

ভাণ্ডারী—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-নাগ-১৫

ভাণ্ডিল ধর্ম্মারণ্যবাসী বিপ্রগণ ভরদ্বাজ, বৎস, ভাণ্ডিল প্রভৃতি চব্বিশটি গোত্রে বিভক্ত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভরদ্বাজ দেখ।

ভাতি—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-২৫।

ভদ্রবাহু—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী পৌরবীর গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। পৌরবী ও দুর্ম্মদ দেখ।

ভানু—(১) দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যার মধ্যে ভানু প্রভৃতি দশজন ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। ভানুর গর্ভে ভানুগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্য-ভামার গর্ভে ভানু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। মৎ-৪৭। সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু নামে এক কন্যাও জন্মে। বায়ু-৯৬। চক্র ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) দ্বাদশজন সাধ্যদেবের অন্যতম। সাধ্যগণ দেখ। (৪) জনৈক যাদব। তাঁহার কন্যা ভানুমতীকে নিকুম্ভ দৈত্য হরণ করে। নিকুম্ভ দেখ। (৫) ভানু সূর্য্যের অপর নাম। সূর্য্য দেখ। (৬) ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে দেবতাদের সুতপা, অমিতাভ ও সুখ নামে তিনটী গণ থাকিবে। তন্মধ্যে ভানু সুতপাগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় ভানু প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। শিশু-পালের কতিপয় সেনাপতির সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তৎপরে প্রদ্যুম্ন কুরুরাজ্য আক্রমণ করিলে, ভানুর সহিত দ্রোণের যুদ্ধ হয়। হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র হরিশ্মশ্রুর সহিতও ভানুর যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব-৪, ৮, ২০, ২৬, ৩৪, ৩৭। তিনি অনিরুদ্ধের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া গমন করেন। গর্গ-অশ্ব-১৬। (৮) পুরাবসু নামক এক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র।

পুরাবসু দেখ। (৯) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, সুপর্ণ, সিদ্ধ, বর্হি, পূর্ণ, পূর্ণাক, ব্রহ্মচারী, রতিপ্রিয় ও ভানু এই দশ পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। কালি-৩৪। কশ্যপ, প্রধা ও অনুপা দেখ।(১০) প্রধার গর্ভে কশ্যপের সিদ্ধ, পূর্ণ, পূর্ণায়ু, বর্হি, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র এই কয় পুত্র জন্মে। মহভা-আদি-৬৫। (১১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৎসবৃদ্ধের পুত্র ব্যোম। তৎপুত্র ভানু। ভানুর তনয় দিবাকর। ভাগ-৯স্ক-১২। (১২) জনৈক গোপ। তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা ছিল এবং তাহার কন্যা রাধিকার সখী ছিল। পদ্ম-পাতা-৬৬। (১৩) পূর্ব্বকালে স্বীয় কন্যা ভানুমতীকে দেখিয়া ভানুর (সূর্য্যের) ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হয়। সেই পাপে তাঁহার কুষ্ঠরোগ হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৬। (১৪) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। স্বারোচিষ মনু দেখ।

ভানুকম্প—শিবের একজন অনুচর। বীরভদ্র যখন দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিতে যান, তখন তিনি বীরভদ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন। শিব-বায়-পূ-১৭।

ভানুগণ—দক্ষের কন্যা ভানুর গর্ভে ভানুগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভানু দেখ।

ভানুচন্দ্র—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় চন্দ্রগিরির পুত্র ভানুচন্দ্র। তৎপুত্র শ্রুতায়ু। মৎ-১২। লি-৬৬। তারাপীড় দেখ।

ভানুবিত্ত—রঘুবংশীয় চন্দ্রগিরির পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২১। চন্দ্রগিরি দেখ।

ভানুমতী—(১) ধর্ম্মমূর্ত্তি নামক এক রাজার প্রধানা মহিষী। ধর্ম্মমূর্ত্তি দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ সগর নৃপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে অসমঞ্জা নামক এক পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৩; মৎ-১২; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। সগর দেখ। (৩) ভানু নামক এক যাদবের কন্যা। নিকুম্ভ দৈত্য তাঁহাকে হরণ করে। কোনও সময়ে দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শাপ দেন যে, তিনি শত্রু হস্তে পতিত হইবেন। পরে তিনি ভানুমতীকে নিরপরাধা জানিয়া, নারদের পরামর্শে তাঁহাকে শোভন স্বামী প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বর দেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নের সাহায্য লইয়া ভানুমতীকে দৈত্যহস্ত হইতে উদ্ধার করেন। তৎপরে ভানুমতীর পিতা তাঁহাকে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের সহিত বিবাহ দেন। হরি-হরি-১৪৭। (৪) দক্ষের চতুর্দ্দশ কন্যার অন্যতমা। তিনি কশ্যপের পত্নী ছিলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। শ্রীমহাভা-৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। ভানু ও দক্ষ দেখ। (৫) চেদিরাজ বীরসেনের কন্যা। তিনি বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হইয়া সংযত-চিত্তে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ও বিবিধরূপে দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদিরূপ পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক

পরিশেষে শূলভেদ তীর্থে তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫৬-৫৮। (৬) ভানুর (সূর্য্যের) কন্যার নাম ভানুমতী। ভানু (১২) দেখ। (৭) বলভদ্রের কন্যা ভানুমতী দুর্য্যোধনের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৭২। দুর্য্যোধন দেখ। (৮) ভানুমতী, বিশালা, বহুদা ও মনোরমা নামে চারি দক্ষ-কন্যা অরিষ্টনেমীর পত্নী ছিলেন। গরু-পূ-৬। অরিষ্টনেমী দেখ। (৯) তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিন্ধ্যা, মহোদরী, সুখানন্দ, পরানন্দ, পারিজাত, কুলেশ্বর, বিরূপাক্ষ ও ফেরবী, ইহারা তন্ত্রোক্ত তারাদেবীর মানবৌঘ-গুরু বলিয়া কথিত হন। তন্ত্রসার ৫২৯ পৃঃ। (১০) অহংজাতির পত্নী। মহাভা আদি-৯৫।

ভানুমান—(১) রাজর্ষি জনকের অপর নাম সীরধ্বজ। তাঁহার পুত্র ভানুমান। ভানুমানের তনয় সুদ্যুম্ন। বায়ু-৮৯। ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পূ-১৪২। জনক দেখ। (২) পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-২৬। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।(৩)বৃহদশ্বের পুত্র ভানুমান। তৎপুত্র প্রতীকাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১২। বৃহদশ্ব দেখ। (৪) কেশীধ্বজের পুত্র ভানুমান। তৎপুত্র শতদ্যুম্ন। সীতার জনক সীরধ্বজ, নরপতি কেশীধ্বজের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৫) ভর্গের পুত্র ভানুমান। তৎসুত ত্রিভানু। ভর্গ (৭) দেখ। (৬) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ভানুরথ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রপর্ব্বত। তৎপুত্র ভানুরথ। ভানুরথের আত্মজ শ্রুতায়ু। অগ্নি-২৭৩। ভানুচন্দ্র দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র ভানুরথ। তৎপুত্র প্রতীতাশ্ব। বায়ু-৯৯। ভানুমান দেখ। ভানুরথের পুত্র সুপ্রতীক। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ভানুরথের পুত্র প্রতীব্য। প্রতীব্যের পুত্র প্রতীতক। তৎপুত্র মনুদেব। গরু-পূ-১৪৫

ভাব—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণ ভাব নামে কথিত হইতেন। সৌর-৩৩।

ভাবন - (১) কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে অজ, ভাবন প্রভৃতি দ্বাদশ জন ভার্গব-বংশীয় যাজ্ঞিক দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫। অজ দেখ। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-৭। কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

ভাবনা—ঔত্তমি মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৯।

ভাবভূতি—রুদ্র দেখ।

ভাবয়ব্য—সিন্ধুদেশ নিবাসী এক নৃপতি। কাক্ষীবান্ ঋষি এই ভাবয়ব্য নৃপতিকে উপলক্ষ করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ভাবয়ব্যের পত্নীর নাম লোমশা। ঋক্-১।১২৬।১-৫।

ভাবশর্ম্মা—দক্ষিণাপথস্থ আমর্দ্দক নামক নগরে ভাবশর্ম্মা নামে এক অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ছিল। মরণান্তে ঐ ব্রাহ্মণ এক মহাতালতরুরূপে জন্মগ্রহণ করে। গীতার ৮ম অধ্যায় শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুক্তি হয়। পদ্ম-উত্ত-১৮২।

ভাবস্যায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৌষড়ি দেখ।

ভাব্য—(১) সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবাশ্বের পুত্র ভাব্য। তৎপুত্র প্রতীপাশ্ব। মৎ-২৭১। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণের আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক ও লেখ এই পাঁচটি গণ ছিল। ভাব্যগণে দ্বাদশজন দেবতা ছিলেন। বায়ু ৬২। অর্থপতি ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (৩) মগধরাজ বলির বংশে যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভাব্য, তৎপুত্র লোমধি। ভাগ-১২স্ক-১।

ভাব্যা—সাধকবর্গের ভাবনীয়া, এইজন্য দেবী দুর্গার এক নাম ভাব্যা। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

ভামিনী—(১) তুনয় নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা অগস্ত্যের শাপে মনুষ্যযোনীতে জন্মলাভ করিয়া করন্ধম পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী হন। তাঁহার গর্ভে মরুত্ত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১২৭। অবীক্ষিত দেখ। (২) বেদব্যাস-তনয় শুকদেবের কন্যা। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) দ্রাবিড় দেশীয় এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া পত্নী ভামিনী মরণান্তে আনর্ত্তদেশে দেবরথ নামক ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮, ১৯। শারদা দেখ।

ভারত—পুরাকালে কিম্পুরুষবর্ষে ভারত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বৎস। বরা-৪২।

ভারতী—(১) সরস্বতীর এক নাম। (২)স্বর্গের জনৈকা নর্ত্তকী। পদ্ম-উত্ত-৩। (৩) কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি অগ্নির স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে অগ্নি, আমাদিগের রক্ষার্থে দেবপত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। হে যুবক! হোত্রা, ভারতী ও বরণীয়া ধীষণাকে আনয়ন কর। ঋক্-১।২২।১০।

ভারদ্বাজ—(১) একজন ঋষিক। বৃহদুক্থ দেখ। (২) বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য সূত। তিনি ষড়্ভাগেবিভক্ত করিয়া পুরাণব্যাখ্যা করেন। কশ্যপ, সুমতি, অকৃতব্রণ, ভারদ্বাজ, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, সাবর্ণি, সোমদত্ত ও সুশর্ম্মা, ইহারা পুরাণ বিষয়ে সূতের দৃঢ়ব্রত শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। অকৃতব্রণ দেখ। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৭১। ভরদ্বাজ দেখ। (৪) অঙ্গিরাবংশীয় দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৫। ইষুমন্ত দেখ। (৫) যুগক্ষয়নিবন্ধন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন এবং লোক সকল বিনষ্টপ্রায় ও দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, রাজার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে ভারদ্বাজ মুনি শত্রুঞ্জয়

নৃপতিকে অনেক উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-১৪০।

ভারদ্বাজি—ভৃগু বংশীয় একজন ঋষি। বৌষড়ি দেখ।

ভারভূতি—তন্ত্রোক্ত স্বরবর্ণের ষোড়শমূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রসার-৩০৭পৃঃ।

ভার্গ—বৈনহোত্রের পুত্র ভার্গ; তৎপুত্র ভার্গভূমি। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। ভর্গ ও বৈনহোত্র দেখ।

ভার্গব—(১) ভৃগুমুনির পুত্র ও বংশধরগণ সকলেই ভার্গব নামে খ্যাত। (২) তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব ব্যাস হইবেন। তখন মহাদেব দমন নামে আবির্ভূত হইবেন। বায়ু-২৩। বেদব্যাস ও শিব দেখ। (৩) নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাদুর্ভাব হইলে, মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার তখন পরাশর, গর্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে চারি পুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মা-২৩। (৪) ভার্গব স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ। (৫) সপ্ত পিতৃলোকগণের অন্যতম ভার্গব। বায়ু-৬৫। (৬) জমদগ্নি-সুত ভার্গব ভাবি মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০০। (৭) ভার্গবমুনি শ্বেত-বরাহকল্পে ব্রহ্মার এক যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। বায়ু ১০৬ (৮) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-২৯। (৯) ধর্ম্মারণ্যবাসী মাণ্ডব্য-গোত্রীয় বিপ্রগণের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, আপ্নুবান ও ঔর্ব্ব, এই পাঁচটি প্রবর; বাৎস্য গোত্রীয়দের ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য, এই পাঁচটি; শৌনক-গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের ভার্গব, শৌনহোত্র ও গার্ৎস্যপ্রমদ এই সকল প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

ভার্গভূমি—ভর্গ দেখ।

ভালুকি—(১) জনৈক মুনি। তিনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৭। (২) মহর্ষি লাঙ্গলির অন্যতম শিষ্য। লাঙ্গলি দেখ।

ভাল্লবী—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক ব্রহ্মবাদী ঋষির পিতা। ছান্দো-৫ম অঃ-১১শ খ।

ভাস—ভাসী দেখ।

ভাসকর্ণ—রাক্ষসরাজ সুমালীর অন্যতম পুত্র। লঙ্কা সমরে তিনি হনুমান-হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দরা ৪৫, উত্তরা-৫।

ভাসকৃৎ—সাবর্ণি (ভবিষ্যৎ) মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। শ্বত দেখ।

ভাসী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রার গর্ভে ভাসী নামে এক কন্যা জন্মে। ভাসী হইতে ভাসগণ জন্মলাভ করে। রামা-আর-১৪। মহাভা-আদি-৬৬। (২) কশ্যপ-পত্নী ভাসীর গর্ভে কুরর সকল জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৩) দক্ষের কন্যা তাম্রার গর্ভে ভাসী,

ক্রৌঞ্চী প্রভৃতি ছয় কন্যা জন্মে। ভাসী গরুড়ের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ভাসীর গর্ভে গরুড়ের ভাস, উলুক, কাক, কুক্কুট, ময়ূর, কলবিঙ্ক, কপোত, লাব ও তিত্তির নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৬৯। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা প্রধার গর্ভে ভাসী প্রভৃতি কতিপয় কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৬৫। অনূপা দেখ। (৫) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা মহাশক্তিদিগের অন্যতমা। মহাশক্তি, তাম্রা ও দক্ষ দেখ। (৬) অন্ধকবংশীয় শূরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে বসুদেবাদি দশপুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। শূর দেখ।

ভাস্কর—(১) সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ। (২) ব্রহ্ম-পুত্র প্রজাপতি দিবস, মাস ও ঋতুর প্রবর্ত্তয়িতা। তিনি ভূত সমুদয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ-সাধক বলিয়া ভাস্কর নামে কথিত হন। বায়ু-৩১। (৩)জনৈক মহর্ষি। তিনি শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (৪) প্রজাপতি ব্রহ্মা, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। মহাভা-অনু-১৪৯। (৬) দ্বাদশ জন আদিত্যের অন্যতম। মহাভা-অনু-১৫০ আদিত্য দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

ভাস্বর—অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-৮৫ রুদ্র দেখ।

ভাস্বান—(১) ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে ভাস্বান উৎপন্ন হন, ভাস্বান হইতে মনু জন্মলাভ করেন। বাম-৪৭। (২) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ভিগীবসু—বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের অন্যতম। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

ভিন্নবর্ণা – গোলকে অবস্থিতা অন্যতমা গাভী। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

ভিন্নবিষয়া—সীতা দেখ।

ভিন্নসংস্থান—সীতা দেখ।

ভিষক্—(১) একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ওষধি দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৯৭। ঐ সূক্তটি ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। উহার শেষ অংশে অনেকগুলি রোগ ও তাহাদের চিকিৎসার মন্ত্র আছে। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ঐ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। (২)ভজমান বংশীয় হৃদিকের তনয় শতধন্বার চারি পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩৮। অধিদান্ত দেখ। (৩) ভজমান বংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

ভীম—(১) কুরুরাজ পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মমাত্রই, "বলবীর্য্য

সম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন",এই দৈববাণী হয়। সদ্যঃপ্রসূত ভীম এক সময়ে মাতৃক্রোড়ে সুপ্ত ছিলেন, এমন সময়ে কুন্তী দেবী ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীতা হইয়া অঙ্কস্থিত ভীমকে বিস্মৃত হইয়াই পলায়নের চেষ্টায় উত্থিত হইলেন। তাহাতে ভীম মাতৃক্রোড়চ্যুত হইয়া পর্ব্বতোপরি পতিত হন। ভীমের বজ্রসম শরীরের আঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়। ভীম বাল্যাবধিই অতিশয় বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একাকীই দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে নিগৃহিত করিতেন। এই কারণে তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগের অতি অপ্রিয় ছিলেন। একদা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রেরা সকলে ক্রীড়াকৌতুক করিবার জন্য গঙ্গা-তীরবর্ত্তী এক উদ্যানে গমন করেন। সেইখানে দুর্য্যোধন পরম মিত্রের ন্যায় মিষ্ট বাক্য বলিতে বলিতে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভীমকে আহার করিতে দেন। সরল-হৃদয় ভীম ঐ বিষাক্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া জল ক্রীড়া করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়েন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে লতাদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করেন। ভীম জলমগ্ন হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় জলমধ্যস্থ নাগভবনে উপস্থিত হইয়া নাগকুমারদিগের গাত্রোপরি পতিত হন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগকুমারগণ ভীমকে দংশন করিতে আরম্ভ করেন। ঐরূপে নাগ-দুষ্ট হওয়াতে তাঁহার দেহের মধ্যস্থিত বিষের তেজ লুপ্ত হইয়া গেল। তখন ভীম সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন ভীত হইয়া নাগকুমারগণ নাগরাজ বাসুকীকে সংবাদ প্রদান করে। বাসুকী আগমন করিয়া ভীমকে দেখিলেন এবং তাঁহাকে ভীম বলিয়া জানিতে পারিয়া, পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ভীম নাগ-গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অমৃত পান করিয়া, আট দিবস তথায় নিদ্রাভিভূত রহিলেন। তৎপরে জাগরিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃগণ সকাশে প্রত্যাগমন করিলেন। ভীমকে বধ করিবার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইলে,দুর্য্যোধন অস্ত্রপরীক্ষা প্রদানচ্ছলে গদাযুদ্ধ দ্বারা ভীমকে বধ করিবার চেষ্টা পান কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হন নাই। বারণাবতস্থ জতুগৃহ হইতে পলায়নকালে ভীম মাতাকে স্কন্ধ দেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড় দেশে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সকলে এক সরোবরের তীরে উপনীত হন। সেই সরোবর-তীরে এক বিশাল বট-বৃক্ষে হিড়িম্ব নামক এক রাক্ষসও তাহার ভগিনী হিড়িম্বা রাক্ষসী বাস করিত। যখন কুন্তী ও অন্যান্য চারি পাণ্ডব ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে-

ছিলেন, তখন ভীম অপ্রমত্ত ভাবে জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। হিড়িম্বা রাক্ষসী মানুষীর রূপ ধারণ করিয়া ভীমের নিকট আগমন করে এবং তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। ভীম তাঁহার প্রার্থনায় হিড়িম্ব-রাক্ষসকে বধ করিয়া হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার ঘটোৎকচ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একচক্রা নামক নগরে বাসকালে ভীম বক নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রাবাসীদিগের ভয় দূর করেন। (বক দেখ)। ঐ একচক্রা গ্রামেই অবস্থানকালে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার বিবরণ শুনিয়া তথায় গমন করেন। মহাভা-আদি ১২৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৪৪—১৫৫, ১৫৭—১৬৩। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের পুরীতে গমন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিলে, ভীম পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, দশার্ণ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া পুলিন্দ নগরাধিপতি স্বকুমার, চেদিরাজ শিশুপাল, কুমার রাজ্যাধিপতি শ্রেণী-মান, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, অযোধ্যাধিপতি দীর্ঘযজ্ঞ, কাশিরাজ সুবাহু, প্রভৃতি বহু নরপতির নিকট হইতে করগ্রহণ করেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে অভিযান করিয়া বিদেহ, গিরিব্রজ, মোদাগিরি, প্রভৃতি দেশাধি-পতিদিগকে এবং শক, বর্ব্বর, সমুদ্র-কুলবাসী ম্লেচ্ছদিগকেও স্ববশে আনয়ন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। রাজসূয় যজ্ঞান্তে শকুনির সহিত দ্যুত ক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইবার পর, যখন দুর্য্যোধন উরু প্রদর্শন করিয়া দ্রৌপদীর অবমাননা করেন,তখন ভীম সেই সভা-মধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেন যে,তিনি দুর্য্যো-ধনের সেই উরু ভঙ্গ করিয়া প্রতিশোধ লইবেন। রাজ্যসম্পদ হারাইয়া বনে গমনকালে দুঃশাসন ভীমকে নানারূপে বিদ্রূপ করেন, তাহাতে ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাঁহার রক্তপান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। মহাভা-সভা-২০, ২১, ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৬৯, ৭৫। পাণ্ডবেরা যখন কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন, তখন ভীম-হস্তে নিহত বক রাক্ষসের ভ্রাতা কির্ম্মীর রাক্ষস, ভ্রাতার নিধনের প্রতিশোধ লইবার জন্য,ভীমকে আক্রমণ করে। তখন ভীম ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সেই রাক্ষসকে বধ করেন। সেই বনবাসকালে একবার একটি অতি রমণীয় সুগন্ধযুক্ত পুষ্প বাতাসে উড়িয়া দ্রৌপদীর নিকট পতিত হয়। দ্রৌপদী ঐরূপ আরও কয়েকটী ফুল আনিয়া

দিবার জন্য ভীমকে অনুরোধ করেন। দ্রৌপদীর অনুরোধে ঐরূপ ফুলের সন্ধানে ভীম যেদিক হইতে ঐ ফুলটি উড়িয়া আসিয়াছিল, সেইদিকে যাত্রা করিলেন। পথে বানররাজ হনুমানের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভীম হনুমানকে চিনিতেন না। তিনি তাঁহাকে সামান্য একজন বানর বিবেচনায় অবজ্ঞাসূচকভাবে কথা বলেন। কিন্তু পরে সম্যক্ পরিচয় পাইয়া অনুতপ্ত হন। ভীমের অনুরোধে হনুমান, যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তিনি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। তাহার পর ভীম হনুমানের নিকট হইতে সেই সুগন্ধ পুষ্পের উৎপত্তি-স্থানের সংবাদ পাইয়া, সেই দিকে যাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সেই পুষ্পের উৎপত্তির স্থান কুবেরের উদ্যানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন সেই বাগানের ফুল চয়ন করিতেছিলেন, তখন কুবেরের অনুচর উদ্যান রক্ষকেরা তাঁহাকে নিষেধ করে। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করাতে, তাহারা কুবেরের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। ভীম যখন কুবেরালয়ে ছিলেন, তখন ভীমতনয় ঘটোৎকচ যুধিষ্ঠিরাদিকে তথায় লইয়া যান। তাঁহারা পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলে জটাসুর নামক এক রাক্ষস দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ভীম জটাসুরকে বধ করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন। ঐ কাম্যক-বনে অবস্থান কালেই একবার পাণ্ডবেরা সকলে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশ্রবণের পুরীতে উপস্থিত হন। সেখানেও অনেক যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি ভীমের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত-বনে অবস্থান কালে ভীম একবার এক ভীষণ অজগর সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হন। আয়ু-পুত্র নহুষ ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করার জন্যই অগস্ত্যের শাপে অজগর সর্প-রূপ ধারণ করিয়া, ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ভীম অশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ সর্প-রূপী নহুষের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইলেন না। পরে যুধিষ্ঠির সেই সর্পরূপী নহুষের বিবিধ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া ভ্রাতার উদ্ধার সাধন করেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া হরণ করিতে গেলে, ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন। ভীম কেবল যুধিষ্ঠিরের আদেশেই জয়দ্রথকে প্রাণে বধ না করিয়া, ছাড়িয়া দেন। ভীম একবার যক্ষ-অধিকৃত সরোবরে জল আনয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি যক্ষের আদেশ উপেক্ষা করিয়া, জলে অবতরণ করিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। পরে যুধিষ্ঠির যক্ষের সমুদয় প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। অজ্ঞাতবাসের কাল

পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে, পাণ্ডবেরা যখন বিরাট রাজের ভবনে ছদ্মবেশ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভীম বল্লব নাম গ্রহণপূর্ব্বক বিরাট রাজের অধীনে পাচকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিরাট রাজভবনে অবস্থান কালে বিরাটের সেনাপতি কীচক দ্রৌপদির প্রতি নানারূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল। দ্রৌপদী উপায়ান্তর না দেখিয়া ভীমকে সংবাদ দেন। ভীম তখন কীচককে বধ করিয়া দ্রৌপদীকে নির্ভয় করেন। সেনাপতি কীচক নিহত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া, ত্রিগর্ত্ত-রাজ সুশর্ম্মা বিরাটের গো-ধন হরণ করিয়া লইয়া যান। বিরাট বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া সুশর্ম্মার হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। তখন ভীম অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত বিরাটের উদ্ধার সাধনের জন্য গমন করেন এবং সসৈন্য সুশর্ম্মাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুর্য্যোধনও যখন গন্ধর্ব্বগণের সাহায্য লইয়া বিরাটের গো-ধন অপহরণ করিবার প্রয়াস পান, তখনও ভীম অর্জ্জুনের ন্যায় কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গোধন উদ্ধার করিবার জন্য সাহায্য করেন। মহাভা বন-১১, ১৪৫—১৫৬, ১৭৮-১৮০ ; ২৬৬-২৭০ ; বিরাট-২, ৮, ১৯, ২২, ৩৫, ৫০-৬৯। কুরুক্ষেত্র সমর উপস্থিত হইলে ভীম অন্যতম সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করিয়া বহু কৌরব সৈন্য ও সেনাপতিকে বধ করেন তিনি দুঃশাসনের রক্তপান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। মহাভা-ভীষ্ম-২৬, ১৯৯ ; কর্ণ-৫২, ৭৮, ৮৪ ; শল্য ৫৯। কুরুক্ষেত্র সমরান্তে সকলে হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা দিবার ছলে ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের মনোভিপ্রায় অনুমান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই এক লৌহময় ভীমমূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়া রাখিয়া ছিলেন এবং ঐ লৌহময় ভীমমূর্ত্তিই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দেওয়াইলেন। ধৃতরাষ্ট্র লৌহময় ভীমমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিতে যাইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত মহাপ্রস্থান কালে ভীম অর্জ্জুনের পর যখন পতিত হইলেন, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু না দিয়া নিজে অপরিমিত ভোজন করিতে এবং আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই জন্য তোমার পতন হইল।" মহাভা-স্ত্রী-১১-১৬ ; মহাপ্রস্থান-২। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের সুতসোম নামক পুত্র জন্মে। তিনি অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিহত হন। ভীমের উদরে বৃক নামে তীক্ষ্ণ হুতাশন বিরাজিত ছিল, তজ্জন্য

তাঁহার এক নাম হয় বৃকোদর। মৎ-৬৯। কাশিরাজ নন্দিনীর গর্ভে ভীমের সর্ব্ববৃক নামে এক পুত্র হয়। বায়ু-৯৯। দ্বাপরে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে অন্যান্য দেবতারাও নানারূপে মনুষ্য দেহে জন্মগ্রহণ করেন। পবনদেব তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডুনন্দন ভীমরূপে জন্মলাভ করেন। গর্গ-গো-৫। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের শ্রুতসেন নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২১। ভীমরথী দেখ।(২)মগধের জরাসন্ধবংশীয় রুচির পুত্র ভীম। তৎপুত্র তরিতায়ু। মৎ-৫০।(৩) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৪)পুরূরবার পুত্র অমাবসু। তাঁহার দুই তনয়—ভীম ও নগ্নজিৎ। ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভা। হরি-হরি-২৭। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। বায়ু-৯১। গরু-পূ-১৪৩। (৫) যদুবংশীয় মাধবের পুত্র সত্বত; তৎপুত্র ভীম। এই ভীম দাশরথি রামের সম-সাময়িক ছিলেন। ভীম হইতে তদ্বংশীয়গণ ভৈম নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-৯৪। (৬) জনৈক রাক্ষসরাজ। কর্কট রাক্ষসের কন্যা কর্কটির গর্ভে রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া দেবতা ও মনুষ্যদিগের উপর অশেষবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণের প্রার্থনায় শিব তাহাকে বধ করিয়া দেবগণকে নিঃশঙ্ক করেন। শিব-জ্ঞান-৪৮। (৭) অসুরেন্দ্র নমুচীর অনুচর জনৈক রাক্ষস। সে প্রথম রসাতলে বাস করিত। বায়ু-৫০। (৮) উনপঞ্চাশজন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ। (৯) দক্ষ-কন্যা খসার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (১০) চেদিবংশীয় দাশার্হের পুত্র ভীম, তৎপুত্র জীমূত। জীমূতের তনয় বিকৃতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বিকৃতি ও জীমূত দেখ। (১১) দক্ষ-কন্যা মুনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভীম, চিত্ররথ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি পঞ্চদশজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। কশ্যপ, ধৃতরাষ্ট্র ও মুনি দেখ। (১২) পুরুবংশীয় ঈলিনের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। ঈলিন দেখ। (১৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম অংশ স্কন্দের সাহায্যার্থ পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচজন অনুচরকে প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬। বাম-৫৭। অতিদাহন দেখ (১৪) পুরূরবার অন্যতম পুত্র বিজয়। তৎপুত্র ভীম। ভীমের আত্মজ কাঞ্চন। ভাগ-৯স্ক-১৫। (১৫) ভীম নামে এক অতি দুষ্টচেতা বৈশ্যবৃত্তিপরায়ণ শূদ্র ছিল। এক ব্রাহ্মণের দাসরূপে বাস করিবার সময়ে সে প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিত এবং সেই জল পানপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিত। ইহাতেই সে সর্ব্বপাপ

হইতে মুক্ত হইয়া মরণান্তে রাজহংসযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। পদ্ম-সর্গ-৫৪। পদ্ম-ব্রহ্ম-১৪। (১৬) জম্ভাসুরের অনুচর জনৈক দৈত্য। গন্ধ দেখ।

ভীমক—যদুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-ভূমি-১০৯। যদু দেখ।

ভীমকেশ—বৃহদ্রথ নামক রাক্ষস ভীমকেশ নামক নরপতির মহিষী কেশিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পদ্ম-ক্রি-৪।

ভীমচণ্ডী—পাশ ও মুদ্গর-হস্তা ভীমচণ্ডী দেবী কাশীতে ভীমেশ্বরের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক উত্তর-দ্বার রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭০।

ভীমজানু—জনৈক নরপতি তিনি যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

ভীমদংষ্ট্র—(১) মহিষাসুর-তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশজন মন্ত্রীর অন্যতম। তাঁহারা সকলেই মহাদেবের হস্তে নিহত হন। সৌর-৪৯। (২) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৪৯। কাল দেখ। (৩) মহিষাসুরের তনয় রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮।

ভীমনাথ—ত্রিপুর-তন্ত্রের পূজা প্রকরণে ভীমনাথের পূজা বিধেয়। কালি-৬৩

ভীমনিকা—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম কন্যা। হরি-হরি-১৬০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভীমবল—ভীমবেগ, ভীমবল, ভীমবিক্রম, ভীমশর, ভীমরথ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ভীমবিক্রম—ভীমবল দেখ।

ভীমবেগ (১)অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ। (২) ভীমবল দেখ।

ভীমরথ—(১) কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র দিবোদাস। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। ভাগ-৯স্ক-১৭ (২) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ (৩) চৈদ্যবংশীয় বিকলের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ অগ্নি-২৭৫। (৪) চৈদ্যবংশীয় বংশকৃতির পুত্র ভীমরথ। তৎসুত নবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৫)তামস-মন্বন্তরে শিবি নামে এক ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভীমরথ নামে এক অসুর, তাঁহার বিশেষ শত্রু ছিল। বিষ্ণু সেই ভীমরথকে বধ করেন। গরু-পূ-৮৭। (৬) চৈদ্য বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র—(ক) মধুরথ। গরু-পূ-১৪৩। (খ) নবরথ। ভাগ-৯স্ক-২৪। পদ্ম-সৃ-১৩। (গ) রথবর। বায়ু-৯৫। (৭) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-১৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভীমরথী—স্কন্দ দেবসেনাপতি

পদে বৃত হইলে, ভীমরথী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ ভীম নামক স্বীয় অনুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ভীমশর— ভীমবল দেখ।

ভীমসেন—(১) পুরুবংশীয় দক্ষের পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ। দিলীপের তনয় প্রতীপ। মৎ-৫০। প্রতীপ দেখ। (২) কুরুবংশীয় অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র জহ্নু। তৎসুত সুরথ, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। অগ্নি-২৭৮। (৩) পরীক্ষিতের পৌত্র সুরথ, তৎপুত্র ভীমসেন। বায়ু-৯৯। (৪) দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, তৎপুত্র ভীমসেন। তৎপুত্র দিলীপ। বায়ু-৯৯। (৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপ-পত্নী বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। কালিকা-৩৪। উগ্রসেন দেখ। (৬) পরীক্ষিতের চারিপুত্র—জনমেজয় শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। আবার পরীক্ষিতের বংশেই ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০, ২১। উগ্রসেন ও পরীক্ষিৎ দেখ। (৭) পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। তৎপুত্র ভীমসেন, শ্রুতসেন ও উগ্রসেন। মহাভা আদি-৩। (৮) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত ষোড়শ পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। মুনি দেখ। (৯) পরীক্ষিতের সাত পুত্রের অন্যতম। পরীক্ষিত দেখ। (১০) পরীক্ষিতের পত্নী সুযশার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী ও পুত্র প্রতিশ্রবা। মহাভা-আদি-৯৫।

ভীমা (১) অরুন্ধতী, ভীমা, প্রভৃতি দশ দক্ষ-কন্যা ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি মনুর পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-২১৮। অরুন্ধতী, দক্ষ ও মনু দেখ। (২) অন্ধকাসুরের রক্ত পানকরিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ ১৭৯। মাতৃকা দেখ। (৩) দক্ষকন্যা দিতির গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। কালি-৩৪। অনবদ্যা দেখ। (৪) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। কালি-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা মহাশক্তিগণের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২। (৬) তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর অন্যতমা। তন্ত্রসার-৫২৯ পৃঃ।

ভীমাক্ষ—মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। বরা-৯৪।

ভীমেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রস্থ ভীমেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে নরগণের রাত্রিকালে, জলে ও অনলে ভীতির কারণ থাকে না। স্কন্দ-আব-অব-৫ (২) ভীমেশ্বর তীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও উপবাসান্তর উর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিলে, জন্মার্জ্জিত সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-৭৭। (৩) শ্বেতকেতু নামক নরপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। শ্বেতকেতু দেখ।

ভীরু—অন্যতম গুহ্যক মণিভদ্রের অন্যতম তনয়। বায়ু ৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

ভীষণ—(১) অন্ধক-বংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। হৃদিক দেখ। (২) ভগবতীর অনুচর একজন নায়ক। কালি-৬৩। (৩) বক রাক্ষসের পুত্র। অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন অনিরুদ্ধের সহগামীদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। গর্গ-অশ্ব-১৯, ২০। (৪) দৈত্য পতি বিরোচনের শত পুত্রের অন্যতম। পদ্ম-স্ব-৬। বাণ ও বিরোচন দেখ। (৫) দানবপতি ত্রিপুরের জনৈক সেনাপতি। শিবানুচর বিনায়কের হস্তে তিনি নিহত হন। পদ্ম-স্ব-৭৪।

ভীষণা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা ষোড়শ গোপীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। (২) সীতা দেখ।

ভীষণিকা—মাতৃকাগণ দেখ।

ভীষ্ম—(১) কুরুকুল-পিতামহ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম অষ্টবসুর অন্যতম ছিলেন। দ্যু-নামক বসু, পত্নীর অনুরোধে বশিষ্ঠের সুরভী-ধেনু হরণ করিলে, বশিষ্ঠ বসু-গণকে, "মনুষ্যযোনীতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দেন। পরে বসুগণের কাতর প্রার্থনায় তিনি বলেন যে "দ্যু-নামক বসু ভিন্ন অপর সকলেই বৎসরান্তে শাপমুক্ত হইতে পারিবে। কেবল দ্যুকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য যাবজ্জীবন মনুষ্য-লোকে বাস করিতে হইবে।" বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, বসুগণ গঙ্গার নিকট যাইয়া মুনির শাপ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে বলেন "আপনি মনুষ্য-লোকে অবতীর্ণা হইয়া আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করুন এবং আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন।" গঙ্গা তাহাতে সম্মত হইয়া কৌশল করিয়া শান্তনু রাজার পত্নীত্ব লাভ করেন। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর প্রথম যে সাতটি পুত্র জন্মে, তাহারা জাত মাত্রেই গঙ্গা তাহাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করেন। শান্তনু গঙ্গার এই ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইলেও, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন বলিয়া, গঙ্গার এইরূপ কার্য্যে কোনও বাধা প্রদান করেন নাই। অনন্তর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে গঙ্গা যখন তাহাকেও সলিলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শান্তনু, গঙ্গাকে সেই নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন গঙ্গা সেই সদ্যোজাত শিশুকে শান্তনুর ক্রোড়ে দিয়া, তাঁহাকে বসুদিগের প্রতি বশিষ্ঠের শাপ-প্রদান প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করেন। গঙ্গা-গর্ভজাত এই কনিষ্ঠ সন্তানই বশিষ্ঠ-শাপ-গ্রস্ত দ্যু। শান্তনু তাঁহার নাম রাখেন দেবব্রত এবং তিনি গঙ্গার পুত্র বলিয়া

শাবের নামেও নিন্দিত হন। কিয়ৎকাল পরে শান্তনু রাজা মৃগয়া ব্যপদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দাশরাজের কন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া, দাশরাজের নিকট তাঁহার পাণি প্রার্থনা করেন। দাশরাজ তদ্বিনিময়ে শান্তনুর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি চাহেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই শান্তনুর অবর্ত্তমানে রাজ্যাধিকারী হইবে। শান্তনু তাহাতে সম্মত না হইয়া, অতি দুঃখিত চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেবব্রত এই বিষয় জানিতে পারিয়া দাশরাজের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজ পিতার সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিবার জন্য, দাশ-রাজকে অনুরোধ করেন। অধিকন্তু তিনি দাশরাজকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যাধিকারী হইবে। দাশরাজ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দেবব্রতকে বলেন যে, তাহাহইলেও ভবিষ্যতে সত্যবতীর গর্ভজাত শান্তনুর পুত্রদের সহিত, দেবব্রতের পুত্রদের বিবাদ হইতে পারে। তখন দেবব্রত বলিলেন যে, দাশরাজ যদি শান্তনুর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন, তাহাহইলে তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন। দেবব্রতের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দাশরাজ সানন্দে শান্তনুর সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। দেব-ব্রতের ঐ অসাধারণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অন্তরীক্ষ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মহাভা-আদি-৯৭-১০০। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের হস্তে শান্তনু-তনয় চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে, ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার অভিভাবক স্থানীয় হইয়া রাজ-কার্য্য সমুদয় পরিচালনা করিতে থাকেন। কাশিরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন এই সংবাদ পাইয়া ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সমাগত অন্যান্য নরপতিগণকে সমরে পরাভূত করিয়া,কন্যাত্রয়কে হরণ করিয়া আনেন। ঐ কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বাকে শাল্বরাজের প্রতি অনুরাগিনী জানিতে পারিয়া, ভীষ্ম তাঁহাকে স্বেচ্ছারূপ কার্য্য করিতে অনুমতি দেন এবং অপর দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, সত্যবতী বারংবার ভীষ্মকে দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভীষ্ম কোনও মতে নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন সত্যবতী ভীষ্মের অনুমতি লইয়া বেদব্যাসের দ্বারা

অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করান। তদনুসারে ভীষ্ম সমুদয় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পিতামহ হয়েন। মহাভা-আদি—১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫,১০৬। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তাহাতে ভীষ্মাদি আচার্য্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই যজ্ঞস্থলে সর্ব্বাগ্রে কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করা হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপাল ভীষ্মাদিকে কটুবাক্য বলেন এবং তাহার ফলে শিশুপাল কৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-সভা-৩৪,৩৫,৩৬,৪৪। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার প্রতি প্রভূত স্নেহ থাকিলেও, ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াই কুরুক্ষেত্র সমরে অবতীর্ণ হন। তিনি দুর্য্যোধনাদিকে পাণ্ডবদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য অনেক-বার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন আদৌ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি সেনা-পতি-পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম দশদিন ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ঐ দশদিনে তিনি বহু পাণ্ডবসৈন্য ও সেনাপতিকে বধ করেন। কিন্তু তথাপি দুর্য্যোধন তাঁহাকে অনুযোগ দেন যে, তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ ভালরূপ যুদ্ধ করিতেছেন না। ভীষ্ম ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, পাণ্ডবেরা নিজ ভুজবলে অবশ্যই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। দুর্য্যোধন পক্ষীয় মহারথীগণ কেহই তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের রোষানল হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইলেও, দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন বলিয়া, বিন্দুমাত্র স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটী করেন নাই। ভীষ্মের হস্তে বহু সৈন্য ও অনেক মহারথী প্রত্যহ নিহত হইতে লাগিল দেখিয়া, যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন এবং ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ না করিলে, পাণ্ডবদিগের জয় সুদূর-পরাহত তাহা বুঝিতে পারিয়া, কি উপায়ে ভীষ্মকে যুদ্ধে বিরত করান যায়, তদ্বিষয়ে ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কুরুক্ষেত্র-সমরে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, তথাপি, পাণ্ডবদিগের এই বিপদ দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিলেও,

আমাদিগের হিতার্থে মন্ত্রণা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব চল সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি। তিনি অবশ্যই সত্য ও হিতবাক্য কহিবেন। আমরা যুদ্ধকালে তাঁহার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব।" এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির অপর পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—"আপনি এ যাবৎ যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছে যে, আপনি জীবিত থাকিতে আর আমাদের জয়াশা নাই। অতএব আমরা যাহাতে আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই ও যাহাতে আমাদের রাজ্য লাভ হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি জীবিত থাকিতে আমাদের যখন জয়াশা নাই, তখন আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলিয়া দিন।" তদুত্তরে ভীষ্ম বলিলেন—"আমি যখন অস্ত্রপাণি হইয়া যুদ্ধ করি, তখন দেবগণও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলেই তাঁহারা আমাকে জয় করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, যে পতিত হইয়াছে বা পলায়ন করিতেছে এবং যে ভীত, তাঁহাকে আমি প্রহার করি না। তদ্ভিন্ন স্ত্রীজাতী, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, একমাত্র পুত্রের পিতা এবং আমার শরণাগত ব্যক্তির সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে অভিরুচী করি না। আর পূর্ব্বে এরূপ সংকল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গল লক্ষণোপেত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না। তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডী-নামে যে মহারথ আছেন, উনি স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া আমাকে প্রহার করুন। শিখণ্ডী—অমঙ্গলধ্বজ, বিশেষতঃ স্ত্রী-পূর্ব্ব অতএব উহাকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে পাতিত করুন।" ভীষ্ম এইরূপ কহিলে, পরদিবস যুদ্ধকালে অর্জ্জুন বাসুদেবের প্ররোচনায়, শিখণ্ডীকে রথাগ্রে স্থাপন করিয়া, ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে চেষ্টা করিলে পাছে শিখণ্ডীর অঙ্গে অস্ত্র পতিত হয়, সেই আশঙ্কায় ভীষ্ম অর্জ্জুনের আক্রমণেরও কোন প্রতীকার চেষ্টা করিলেন না। শিখণ্ডী ও অর্জ্জুন উভয়েই ভীষ্মকে তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আহত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাঘাতে তাঁহার শরীরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও শূন্য রহিল না। এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত

কলেবর হইয়া মহারথী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র সমরের দশম দিবসে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনার পুত্রস্থানীয়গণের সমক্ষে পূর্ব্ব-শিরাঃ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভীষ্মের পতন হইলে স্বর্গেও মর্ত্ত্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল এবং বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি এইরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, ভূতলে পতিত হইয়াও ভূমিস্পর্শ করিলেন না, শর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। মহারথী ভীষ্ম পতনসময়ে সূর্য্যকে দক্ষিণদিকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত সমুচিত সময়ের প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষ হইতে এইরূপ দিব্য-প্রশ্ন হইল,—"নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিবেন?" এই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম, "আমি জীবিত আছি",এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। এইরূপে কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্ম শর-শয্যায় শয়ান থাকিয়া সূর্য্যের উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। মানস-সর নিবাসী মহর্ষিগণও গঙ্গাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, হংসরূপ ধারণ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করেন এবং প্রশ্ন করেন,—"কি নিমিত্ত মহারথ ভীষ্ম দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিবেন?" ভীষ্ম তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে দিবাকর যতদিন দক্ষিণায়নে অবস্থান করিবেন, ততদিন আমি গমন করিব না; আদিত্য উত্তরায়ণস্থ হইলে, আমি সেই পুরাতন স্থানে উপস্থিত হইব। এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়া রহিতেছি। আমার পিতা আমাকে স্বেচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছিলেন। সেই বর প্রভাবে মরণের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে, তন্নিমিত্ত আমি জীবিত রহিয়াছি। নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া ভীষ্মদেব যোগাশ্রয়পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের পতন সংবাদ রাষ্ট্র হইলে কৌরব-বাহিনীতে হাহাকার এবং পাণ্ডব-বাহিনীতে মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। উভয় সম্প্রদায়স্থ সেনাপতি ও সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ভীষ্মের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "হে ভূপালগণ, আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে। আমাকে উপাধান প্রদান কর।" ভূপতিগণ বহু মূল্যবান্ ও নানাবিধ উপাধান আহরণ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "এ সকল উপাধান এই বীর-শয্যার উপযুক্ত নহে।" অনন্তর অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার মস্তক অবলম্বন

হইতেছে। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মের অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।" ধনঞ্জয় "তথাস্তু" বলিয়া ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগে সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিলে,শরত্রয় তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া উপাধান-স্বরূপ হইল। তখন ভীষ্ম অর্জ্জুনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ধনঞ্জয়, তুমিই শয্যার অনুরূপ উপাধান আহরণ করিয়াছ। যদি এইরূপ না করিতে, ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ দিতাম। যুদ্ধে এইরূপ শর-শয্যাতে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য।" অতঃপর সমাগত রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "সূর্য্যের উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর। আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। আর তোমরা শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।" ভীষ্ম যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন শল্যোদ্ধারণ-কুশল সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ শল্য উদ্ধারের সর্ব্বপ্রকার উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়গণের পরমা-গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? শর-শয্যাগত ভীষ্মের এরূপ ধর্ম্ম নয়। এক্ষণে আমাকে এই সমুদয় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে। তুমি সৎকার-পূর্ব্বক ধনপ্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর।" সমাগত রাজগণ ভীষ্মের এই বাক্যে ও তাঁহার ধর্ম্মানুগত ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে পুনরায় ক্ষত্রিয় বীরগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়-কন্যাগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাদক, গণিকা, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক ও শিল্পীগণও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভীষ্ম অস্ত্রাঘাত-জনিত বেদনায় সন্তাপিত হইয়াও বেদনা সংবরণপূর্ব্বক সমাগত ভূপতিবর্গের নিকট সুশীতল পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভ-সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তদ্দর্শনে নৃপতিগণকে কহিলেন, "আমি শর-শয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্যলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। কেবল চন্দ্র-সূর্য্যের পরিবর্ত্তন-কাল প্রতীক্ষায় জীবিত রহিয়াছি।" এই বলিয়া ভূপতিগণের নিন্দাপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।" ভীষ্মের এই কথা শুনিয়াই ধনঞ্জয়

বিনীতভাবে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন, "হে পার্থ, তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত হইয়াছে, মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে। আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি। তুমিই সমর্থ, আমায় পানীয় প্রদান কর।" অর্জ্জুন "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবের জ্যা আকর্ষণ করিলেন। অতঃপর ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত শরসন্ধান আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র সংযোজনপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য, দিব্য-গন্ধ, দিব্য স্বাদু অতি শীতল বিমল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ভীষ্ম সেই অমৃত-তুল্য জলপান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অশেষরূপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বারংবার দুর্যোধনকে সেই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্যে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন না। পরদিবস কর্ণ শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকেও সেই ক্ষত্রিয়ান্তকারী যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কর্ণ বিনীতভাবে তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ভীষ্ম বলিলেন, "যদি এই সুদারুণ বৈর-ভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুচিত সদাচারপরায়ণ হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কর্ম্ম সমাপন কর এবং ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের সমুচিত লোক-সকল লাভ কর। আমি সত্য কহিতেছি যে সন্ধি করাইবার জন্য সাতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সফল-কাম হই নাই।" মহাভা-ভীষ্ম-৯৮, ১০৮, ১০৯, ১১৯—১২৩। কুরুক্ষেত্র সমরে জয়লাভ করিয়াও বহু নিকট আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুর কারণ হইয়া-ছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে অতিশয় অনুশোচনা উপস্থিত হয়। তজ্জন্য যুদ্ধ লব্ধ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি সন্ন্যাস লইতে মনস্থ করেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা এবং বাসুদেব, বেদব্যাস প্রভৃতি হিতাকাঙ্খীরা তাঁহাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট সদুপদেশ লাভের জন্য প্রেরণ করেন। ভীষ্ম বাসুদেবের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনদনের জন্য শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই, তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে জিজ্ঞাসু যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। সেই সমুদয় উপদেশে যুধিষ্ঠিরের মনের গ্লানি দূর হয়। (মহাভা-শান্তি পর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্ব)। অনন্তর সূর্য্যের উত্তরায়ণ

আরম্ভ হইয়াছে জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির, আত্মীয়, স্বজন, যাজক, পুরোহিত ও অন্যান্য পৌরজনসহ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিকে দেখিয়া বলিলেন—"আমি এই আটান্নদিন শর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি। আমার সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে শুভ মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে। এক্ষণে আমি নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মহামতি ভীষ্ম এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির ও সমাগত অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদিগকে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদানপুর্ব্বক উপস্থিত সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগের জন্য যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদয় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় সুনীল আকাশ পথে উত্থিত হইল। ঐ সময়ে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে দুন্দুভি-ধ্বনী ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া শান্তনু-নন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই সেই পিতামহ ভীষ্মের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশে সমুত্থিত তেজোরাশী সকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল। মহাভা-অনু-৬৭, ৬৮। (২) পূর্ব্বে মহাভাগ ভীষ্ম গঙ্গাদ্বারে নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক বিশেষ তপস্যায় নিরত ছিলেন। ভীষ্মকে ঐরূপ তপস্যায় রত দেখিয়া ব্রহ্মা পুলস্ত্যকে ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে বলিলেন এবং কি জন্য ভীষ্ম ঐরূপ তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ দিলেন। পুলস্ত্য তাহা করিলে ভীষ্ম তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতি-লয়ের কারণ ও তদানুসঙ্গিক বহু প্রশ্ন করেন। পুলস্ত্য তাহার যে উত্তর দেন তাহাই পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। পদ্ম-সৃ-২। (৩) যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় ভীষ্ম কতগুলি নরক আছে এবং জীবগণ কোন্ কোন্ পাপ করিয়াই বা ঐ সকল নরকে গমন করে, সেই সমুদয় কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ-২২৬

ভীষ্মক—(১) যদুবংশীয় একজন নরপতি। তাহার কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ভীষ্মক যদুকুল-সম্ভব হইলেও তিনি জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। ভোজকট পুরাধিপতি মহাবীর ভীষ্মকের সহিত অন্যতম পাণ্ডব সহদেবের যুদ্ধ হয় এবং ভীষ্মক সহদেবের নিকট পরাভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য কর

প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৬৭। সভা-৪, ১৩, ৩০। (২) ভীমক বিদর্ভ দেশাধিপতি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৬। গর্গ-দ্বা-৪। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৩) ভীষ্মক কুণ্ডিণাধিপতি ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১২। বিষ্ণু-৫ম-২৬। ভীষ্মকের মহিষীর নাম মহাদেবী। স্কন্দ-আব-রেবা-১৪২।

ভুক্তিদা—ভক্তিদা দেখ।

ভুক্ত—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। উর্দ্ধগ ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভুজগেশ—অন্যতম রুদ্র। তাঁহার হস্তে শূল ও নরকপাল অবস্থিত। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

ভুজাতপুর—কশ্যপ-বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ভর্ৎস্য দেখ।

ভুজ্য—ঋগ্বেদোক্ত তুগ্রনামক রাজর্ষির পুত্র। (তুগ্র দেখ)। অশ্বিদ্বয় তিনখানি শীঘ্রগামী শত-চক্র-বিশিষ্ট ষড় অশ্ব-যুক্ত রথে ভুজ্যকে বহন করিয়াছিলেন। সেই রথ তিন দিন তিন রাত্র ব্যাপিয়া আর্দ্র সমুদ্রের জল-শূন্য পারে চলিয়াছিল। ঋক্-১।১১৬।৪

ভুতি—যদুবংশীয় সাত্যকির পুত্র ভুতি। তৎপুত্র যুযুধান। বায়ু-৯৬।

ভুব—(১) ব্রহ্মার মানস-সঙ্কল্প জাত অন্যতম পুত্র। মৎ-১৭১। ব্রহ্মা-৩৭ ও ৪৪ দেখ। ভুব সৃষ্ট হইয়া পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি করিব ?" ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে নারায়ণ ও কপিল নামে ব্রহ্ম-স্বরূপ দুই সাংখ্যযোগাচার্য্যদিগের নিকট যাইয়া বেদাভ্যাস করিতে বলেন। ভুব তাহাই করিয়া কালান্তে পরমাপতি প্রাপ্ত হন। মৎ-১৭১। (২) ভরতবংশীয় প্রতিহর্ত্তার পুত্র ভুব। ভুবের তনয় প্রস্তার। অগ্নি-১০৭। প্রতিহর্ত্তা দেখ। (৩) প্রতিহর্ত্তার পুত্র উন্নেতা উন্নেতার তনয় ভুব। ভুবের পুত্র উদ্গীথ, তৎপুত্র প্রতাবী। বায়ু-৩৩। উদ্গীথ দেখ। (৪) প্রতিহর্ত্তার পুত্র ভুব। ভুবের তনয় উদ্গীথ, তৎপুত্র প্রস্তাব। বিষ্ণু-২য়-১।

ভুবন—(১) ভৃগুর দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক পুত্রের অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় ও ভৃগু দেখ। (২) কশ্যপ হইতে সুরভীর গর্ভজাত একাদশ রুদ্রের অন্যতম। বায়ু-৬৬। একাদশ রুদ্র, অজৈকপাদ, অহি ও রুদ্র দেখ। (৩) জনৈক মহর্ষি। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মালোচনায় সর্ব্বদা যোগ দিতেন। মহাভা-অনু-২৬। (৪) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১। (৫) গগন, বিশ্ব, বিমল, ভুবন, নীল, মদন, আত্মা ও প্রিয় ইহারা তন্ত্রোক্ত মানব গুরু। তাহার পরে গুরু, পরম-গুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্টি গুরু অথবা কেবল স্বগুরু, ইহারা কামরাজ বিদ্যার এবং কামরাজ ঘটিত অন্য বিদ্যার গুরু। তন্ত্র-৪৪৫ পৃঃ। (৬) 'ভুবনেশের

একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিশ্বদেব দেবতার স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৫১।১-৫।

ভুবনপালা—ষোড়শ-মাতৃকার অন্যতমা ভুবনেশ্বরীর পূজার যন্ত্রস্থ পদ্মের অষ্টদলে অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, অনঙ্গবেগা, শশিরেখা ও গগনরেখা, এই অষ্ট দেবতার পূজা বিধেয়। তন্ত্র-১৬৬ পৃঃ।

ভুবমন্যু—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ভুবমন্যুর চারি পুত্র—বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ। তাঁহারা চারিজনই মহাভূতগণসহ উপমিত হন। মৎ-৪৯। ভরদ্বাজ ও ভরত দেখ।

ভুবনা—বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভুবনা অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

ভুবনাধীশ্বর—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-উত্ত-৫। অহি, অজৈকপাদ, একাদশরুদ্র ও রুদ্র দেখ।

ভুবনেশ—প্রাচীন কালে ভুবনেশ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ বিষ্ণু অথবা অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করিতে পারিত না। সকলেই কেবল তাঁহারই আরাধনা-সূচক সঙ্গীত করিবে এই আদেশ তিনি দিয়াছিলেন। একবার তিনি হরিমিত্র নামক এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করেন। সেই পাপে তিনি মরণান্তে পেচক-যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পেচক-দেহ লাভ করিয়া তিনি খাদ্যাভাবে পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। এই অবস্থায় যমরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং যমরাজের নিকট হইতে তিনি তাঁহার ঐ দুর্দ্দশার কারণ জানিতে পারেন। পরে হরিমিত্রের বরে তিনি উত্তম গানবিদ্যা লাভ করেন এবং নিয়ত বিষ্ণুমহিমা গান করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যফলে তিনি জন্মান্তরে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। অধ্যাত্ম-রামা-৬,৭। গানবন্ধু দেখ।

ভুবনেশ্বরী—(১) সর্ব্ব-দেবমাতা, পরমাশক্তি জগজ্জননীর এক নাম। তিনিই শিবানী, পার্ব্বতী, চণ্ডিকা, দুর্গা, চামুণ্ডা, অম্বিকা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণা হইয়া পাপীর নিধন ও পুণ্যবানের উপকার করিয়া থাকেন। (২) দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। সতী ও মহাবিদ্যা দেখ।

ভুভুব—ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। ভুব নামক দ্বিতীয় পুত্র গত হইলে ব্রহ্মা ইহাকে সৃষ্টি করেন। তিনিও তাঁহার অগ্রজদের গতি প্রাপ্ত হন। মৎ-১৭১। ভুব ও ব্রহ্মা দেখ।

ভুভূর্ব—যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষোড়শ দিন উপবাস করিয়া সপ্তদশ-

দিবসে ভোজন করিয়া থাকেন তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ভুভূর্ব নামক দেবর্ষির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন। মহাভা-অনু-১০৭।

ভুমন্যু—মহাত্মা ভুমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনু-১৩৭।

ভুময়—যদুবংশীয় আহুকের অন্যতম পুত্র উগ্রসেন। তাঁহার ন্যগ্রোধ সুনামা, কঙ্কশঙ্কু (কঙ্কশঙ্কু), ভুময়, সুতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধতুষ্ট ও সুপুষ্টিমান নামে কংসের অনুজ,কতিপয় পুত্র ছিল। বায়ু-৯৬। উগ্রসেন ও কংস দেখ।

ভুশুণ্ডী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

ভুকম্পণ—জালন্ধর দৈত্যের অনুচর ভীষণস্বর দৈত্য। তাঁহারদ্বারা আক্রান্ত হইলে লোক জ্বর-পীড়িত হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

ভূত—প্রজাপতি দক্ষের একজন জামাতা। তিনি দক্ষের দুইজন কন্যাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। দক্ষ দেখ।

ভূতলোন্মথন—রাবণের এক পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯।

ভূতকেতু—নবম মনু দক্ষ-সাবর্ণির অন্যতম পুত্র। দক্ষ-সাবর্ণি দেখ।

ভূতগণ—(১) অবিমুক্ত দেশে পঞ্চায়তনে লোকযাত্রা প্রবৃত্তির জন্য মহাদেব উভয় সন্ধ্যায় ওঙ্কারস্থিত হরকে উপাসনা করিতে করিতে গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ সহ নৃত্য করিতেন। লক্ষবর্ষ পরে নর্ত্তনপর মহাদেবের শরীর-ঘর্ম্ম হইতে প্রমথগণ ও ভূতগণ আবির্ভূত হইয়া সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। শিব-সনৎ-৪৪। (২) ক্রুদ্ধচিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে ক্রোধাত্মা, মাংশাসী কপিশবর্ণ, উগ্র ভূতগণ সৃষ্ট হয়। পদ্ম-সৃ-৩। ব্রহ্মা-৯।

ভূতজ্যোতি—মনুবংশীয় সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতি. তৎপুত্র বসু। বসুর তনয় প্রতীক। ভাগ-৯স্ক-২।

ভূতডামরী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতনন্দ—মৌল নামে খ্যাত একাদশজন নরপতি অভৃতা নগরীতে রাজত্ব করার পর, তদ্বংশীয় ভূতনন্দ, বঙ্কিরি প্রভৃতি রাজগণ কিলকিলা নগরীতে রাজত্ব করেন। বঙ্কিরির পর তাঁহার ভ্রাতা শিশুনন্দী ও তৎপরে শিশুনন্দীর পুত্র প্রবীরক রাজত্ব করেন। ভূতনন্দ প্রভৃতি রাজগণের বাহ্লীক নামে খ্যাত ত্রয়োদশ জন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের পর পুষ্পমিত্র রাজা হন। ভাগ-১২স্ক-১।

ভূতনাভ – যক্ষগণ যখন বৈশ্রবণকে বৎস কল্পনা করিয়া আমপাত্রে পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন ভূতনাভ যক্ষ দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২। বসুধা দেখ।

ভূতমায়িকা—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে জাত অর্দ্ধনারীনর রূপধারী মূর্ত্তির নারী অংশের এক নাম। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ।

ভূতময়—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিভু, ইন্দ্র, ভূতময় প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫।

ভূতমাতা—(১) পর্ব্বত-দুহিতা শিবানীর এক নাম। সতী দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্রসার-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

ভূতমাতৃকা—প্রভাসক্ষেত্রে ভূত-মাতৃকাদেবী অবস্থিতা। তিনি নব-কোটীগণে পরিবৃতা, ভূতপ্রেতগণে সমাকুলা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা অর্চ্চিতা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৭। মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতরজঃ—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদিগের একটি গণ। বিষ্ণু-৩য়-১ বায়ু-৬২। রৈবত মনু ও বৈকুণ্ঠ দেখ।

ভূতসন্তাপন—দৈত্যপতি হির-ণ্যাক্ষের এক পুত্র। মৎ-৬ হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। হির-ণ্যাক্ষ দেখ। প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয়কালে তিনি শ্রীকৃষ্ণতনয় সংগ্রামজিতের হস্তে নিহত হন। তিনি পূর্ব্বজন্মে মন্দহাস নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব ৩৪, ৭২। পুরাবসু দেখ।

ভূতা – কশ্যপ-পত্নী ক্রোধার গর্ভ-জাত দ্বাদশজন কন্যার অন্যতম। বায়ু-৬৯। ক্রোধা ও পুলহ দেহ।

ভূতাংশ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১০৬।১-১১

ভূতানন্দা—দেবীমহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা জনৈক মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২। শক্তি দেখ।

ভূতি—(১) অঙ্গিরার পুত্র ভূতি অতি কোপন-স্বভাব ছিলেন। তিনি স্বল্প অপরাধেই লোককে গুরুতর তিরস্কার করিতেন ও শাপ দিতেন। তাঁহার ভয়ে বায়ু তাঁহার আশ্রমে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেন। সূর্য্য তাঁহার আশ্রমে প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে সাহস করিতেন না। বরুণদেব অতিরিক্ত বারি বর্ষণ করিয়া কর্দ্দম উৎপাদন করিতে বিরত থাকিতেন। চন্দ্রকিরণও অতি শীতল হইত না। ঋতুগণ পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রম-বাটিকাস্থ বৃক্ষসমূহে সার্ব্বকালিক ফল উৎপাদন করিত। আশ্রম-সমীপ গামীজলও তাঁহার ভয়ে ইচ্ছানুসারে মুহূর্ত্তমধ্যে কমণ্ডলুগত হইত। তিনি কোনওরূপ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়াও, পুত্রকামনায় দীর্ঘকাল

কঠোর তপস্যা করেন কিন্তু কোনও ফল না পাইয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর এক সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রাতা সুবর্চ্চার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। যাইবার কালে শান্তি নামক স্বীয় শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি যাবৎ ভ্রাতার যজ্ঞ হইতে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তুমি আমার অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবে এবং সেই অগ্নি যাহাতে কোনওক্রমে নির্ব্বাপিত না হয়, তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিবে।" ভূতির গমনের পর একদিন শান্তি যখন সমিধ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভূতি-পরিগ্রহ অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। শান্তি তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন এবং নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বিভাবসু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শান্তির প্রার্থনায় পুনঃ ভূতির অগ্নিকুণ্ডে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদ্ভিন্ন হুতাশন শান্তির প্রার্থনায় এই বরও দিলেন যে, অপুত্রক ভূতির বিশিষ্ট গুণশালী এক পুত্র জন্মিবে এবং তিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি স্নেহশীল হইবেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে ভূতি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ চিত্তভাবের পরিবর্ত্তন অবগত হইয়া শিষ্যকে তাহার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তদনন্তর শান্তি তাঁহাকে সমুদয় ঘটনা যথাযথ নিবেদন করিলেন। সেই ভূতির পুত্র জন্মিলে তিনি ভৌত্য নামে মনু হয়েন। মার্ক ৯৯, ১০০। (২) রুচি প্রজাপতির পুত্র। তিনি ভূতদেবীর গর্ভে জন্মেন এবং ভৌত্যমনু নামে প্রসিদ্ধ হন। শিব-জ্ঞান-৫৭। (৩) ভূতি দেবীর গর্ভে রুচি প্রজাপতির ভৌত্য নামে পুত্র জন্মে। তাঁহার অপর ভ্রাতার নাম রৌচ্য। হরি-হরি-৭; বায়ু-১০০। (৪) জনৈকা দেবপত্নী। পদ্ম-স্ব-১৭। (৫) লক্ষ্মীর এক নাম। মহাভা-শান্তি-২২৫।(৬) বিশ্ব, বিশ্বভুক্, ধর্ম্ম, ধন্য, শুভাসন, ভূতিদ, ভূতি ভূতিকৃৎ ও আরাধ্য ইহারা পিতৃগণ বলিয়া বিদিত। গরু-পু-৮৯। পিতৃগণ দেখ। (৭) শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ভূতি, কান্তি, মনোভবা, মনোহরা, মনোরমা, মদনা, উৎপাদিনী, মোহিনী, দিপনা, শোধনা, বশঙ্করী, রঞ্জনী ও প্রিয়দর্শনা, ইহারা ষোড়শ কামকলা নামে খ্যাত। এই ষোড়শ কামকলার পূর্ব্বে ষোড়শ স্বরবর্ণ যোগ করিয়া পূজা করিবে। তন্ত্রসার—৯৫৮-পৃঃ। (৮) দ্বাদশজন সাধ্যদেব গণের অন্যতম। মৎ-১৭১। সাধ্য দেবগণ দেখ।

ভূতিকৃৎ—ভূতি (৭) দেখ।

ভূতিতীর্থ—সীতার লোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা ও মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতিদ—ভূতি (৬) দেখ।

ভূতিনন্দ—মগধে বৃষ-রাজগণের মধ্যে ভোগীচন্দ্র, চন্দ্রাংশ, নখবান, ধনবর্ম্মা, বিন্দজ ও ভূতিনন্দ—ইহাঁরা বৈদেশিক রাজ বলিয়া বিদিত। তাঁহারা যথাক্রমে বিদেশে রাজা হন। বায়ু-৯৯।

ভূতিমিত্র—শুঙ্গবংশীয়গণের পর শুঙ্গবংশীয়গণ মগধে রাজত্ব করেন। ঐ বংশীয় প্রথম নরপতি দেবভূমি (অপর নাম নবকণ্ঠায়ন)। তিনি কতিপয় বর্ষ রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পুত্র ভূতি-মিত্র চব্বিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। তাঁহার পর নারায়ণ বার বৎসর এবং সুশর্ম্মা দশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই চারিজন রাজা কণ্ঠায়ন দ্বিজ বলিয়া বিখ্যাত। সমষ্টিতে ইহাঁরা পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁদের নিকট সমস্ত রাজগণ বশ্যতা স্বীকার করেন। তৎপরে অন্ধ্র রাজগণ মগধের অধিপতি হন। বায়ু-৯৯।

ভূতীশ্বর—কাশীতে অবস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। ইনি সাধুগণের ভূতি বৃদ্ধি করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। (২) রেবা তীর্থস্থ এক শিবলিঙ্গ। যে ব্যক্তি ঐ ভূতীশ্বর লিঙ্গের সমীপে বসিয়া ভক্তি পূর্ব্বক অঙ্গগুণ্ঠণ করে, তাহার দেহে যে পরিমাণ বিভূতি কণা বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বৎসর তাহার শিবলোক বাস হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-১৭৭।

ভূতেশ্বর—(১) মথুরার দ্বার পালের নাম ভূতেশ্বর শিব। গর্গ-মথু-২৫। (২) অবন্তীক্ষেত্রস্থ ভূতেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে ও তথায় মৃত হইলে রুদ্রলোক লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-৩১। পদ্ম-পাতা-৪২।

ভূধর—(১) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (২) প্রভাস-ক্ষেত্রে দেবীকাতটে ভূধর নামক দেব-অবস্থিত। তিনি দন্তাগ্রে ভূ (পৃথিবী) উদ্ধার করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই ভূধর নামে বিখ্যাত। ইনি বেদ-পাদ, যূপদংষ্ট্র, ক্রতুদন্ত, স্রুচামুখ, অগ্নিজিহ্ব, দর্ভরোম ব্রহ্মশীর্ষ, মহাত্মা, অহোরাত্রেক্ষণপর, বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণ, আজ্যনাম, স্রুবতুণ্ড, মহান সামঘোষ-স্বন, প্রাগ্বংশকায়, দ্যুতিমান, দীক্ষা-বিরাজিত, দক্ষিণাহৃদয়, যোগী, মহা-সত্ত্বময়, উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচক, প্রবর্গ্যাবর্ত্ত-ভূষণ নানাছন্দোগতিপথ, ব্রহ্মোক্তভূ ক্রমবিক্রম প্রভৃতি শব্দ প্রতিপাদ্য হইয়া যজ্ঞবরাহ রূপে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৭।

ভুবন—(১) দ্বাদশজন ভার্গব যাজ্ঞিক দেবতা। বায়ু-৬৫। অজ দেখ। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় ক্ষেমের পুত্র ভুবন চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ধর্ম্মনেত্র পাঁচ বৎসর এবং ধর্ম্মনেত্রের পর তৎপুত্র সুব্রত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। ক্ষেম ও সুব্রত দেখ।

ভূপতি—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব-গণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১।

ভূমন্যু—(১) ভরদ্বাজের পুত্র ভূমন্যু। বায়ু-৯৯। ভুবমন্যু ও ভরদ্বাজ দেখ। ভূমন্যুর পত্নী পুষ্করিণী। পুষ্করিণী দেখ। (২) দুষ্মন্ত তনয় ভরতের পুত্র ভূমন্যু। ভূমন্যুর পত্নী বিজয়া ও পুত্র সুহোত্র। মহাভা-আদি-৯৫।

ভূমা—ভরতবংশীয় প্রতিহর্ত্তার অন্যতম পুত্র। ভূমার দুই পত্নী ছিল। প্রথমা পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদ্গীথ এবং দ্বিতীয় পত্নী দেবকুল্যার গর্ভে প্রস্তাব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

ভূমি—(১) বৃষ্ণিবংশীয় অসঙ্গের পুত্র ভূমি। তৎপুত্র যুগন্ধর। এই যুগন্ধর-তেই বংশ সমাপ্ত হয়। হরি-হরি-৩৪। অসঙ্গ দেখ। (২) উত্তানপাদ তনয় ধ্রুবের পত্নী ভূমি। তাঁহার গর্ভে ধ্রুবের পুষ্টি (তুষ্টি-বায়ু-৬২) ও ভব নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা ৬৮। (৩) মহাদেবের শর্ব্ব নামক মূর্ত্তি ভূমি। ঐ ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশী ও পুত্র অঙ্গারক। বায়ু-২৭। শিব দেখ। (৪) ধ্রুবের পত্নী ভূমির গর্ভে বৎসার জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৩। (৫) প্রাগ জ্যোতিষ-পুরাধিপতি নরকাসুরের পিতার নাম ভূমি। গর্গ-গো-৬। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ভূমি। গর্গ-বৃ-২৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭) প্রদ্যুম্ন নন্দন অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, তখন ভূমি (পৃথিবী) দেবী তাহাকে যোগময়ী পাদুকাদ্বয় প্রদান করেন। গর্গ-অশ্ব-১২।

ভূমিপাল—গণ নামক এক ক্রুদ্ধ স্বভাব দানবের অন্যতম পুত্র। তিনি দ্বাপরে ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ভূমিত্র—(১) শুঙ্গ বংশীয় নরপতি দেবভূতির মন্ত্রী কন্ব। কন্বের পুত্র বসুদেব। তৎপুত্র ভূমিত্র। ভাগ-১২স্ক-১। বসুদেব (৪) দেখ। বিষ্ণু ৪র্থ-২৪। ভূমিমিত্র দেখ।

ভূমিমিত্র—শুঙ্গ বংশীয় দেবভূমির পুত্র। তৎপুত্র নারায়ণ। ভূমিমিত্র চৌদ্দবৎসর ও নারায়ণ বার বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২।

ভূমিরেতা—জালন্ধর দৈত্যের অনু-চর জনৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-উত্ত-১৮

ভূম্য—প্রজাপতি রুচির পুত্র রৌচ্য যে ভূমিতে উৎপন্ন হন তাহার নাম ভূম্য। ব্রহ্মা-৭০। রৌচ্য মনু দেখ।

ভূয়সি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-৯৬। বৃহদশ্ব দেখ।

ভূয়োমেধা—রৈবত মন্বন্তরে দেবতা-দিগের অমৃতাভ, ভূতরয়া, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা এই চারিটি গণ ছিল। তন্মধ্যে সুমেধা গণে ভূয়োমেধা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ

জন দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

ভূরি—(১) কুরুবংশীয় সোমদত্তের পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। সোমদত্ত দেখ। (২) কুরুবংশীয় বিবক্ষুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূরি। তৎপুত্র চিত্ররথ। মৎ-৫০। অধিসোমকৃষ্ণ দেখ। (৩) বেদব্যাস তনয় শুকদেবের এক পুত্র। দেবীভা-১স্ক-১৯। শুকদেব ও কৃষ্ণ (৫) দেখ। (৪) বৃষ্ণি বংশীয় গবেষের পুত্র ভূরি ও ভূরিন্দ্রেসেন। বায়ু-৯৬। (৫) সোমদত্তের তনয় ভূরি; ভূরিশ্রবা ও শল। গরু-পূ-১৪৪। (৬) ভূরির পুত্র ভূরিশ্রবা। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৭) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পুত্র ভূরি তৎপুত্র শুচী। গরু-পূ-১৪৫।

ভূরিতেজা—গণ নামক এক দৈত্যের পুত্র। তিনি দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ভূরিদেব—সুরথ রাজের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-পাতা-২৮। সুরথ দেখ। রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব লইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কালে শত্রুঘ্নের অনুচর বীরমণির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পাদ্ম-পাতা-২৯।

ভূরিদ্যুম্ন—(১) প্রথম মেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। বায়ু-১০০। ঋচীক দেখ। (২) দক্ষপুত্র সাবর্ণি (নবম) মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৯৪। অর্চ্চিষ্মান দেখ। (৩) ভূরিদ্যুম্ন নরপতি বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভা-অনু-৭৬। উত্তমৌজা, দক্ষ, মেরুসাবর্ণি ও মনু দেখ।

ভূরিশ্রবা—(১) কুরুবংশীয় সোমদত্তের অন্যতম পুত্র। সোমদত্ত দেখ। (২) বেদব্যাস-তনয় শুকদেবের এক পুত্র। শুকদেব ও কৃষ্ণ (৫) দেখ। (৩) তিনি শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করেন। তখন কৃতবর্ম্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব-২০। (৪) কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন সোমদত্ত-তনয় ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন করেন ও সাত্যকী তাঁহাকে বধ করেন। মহাভা-স্ত্রী-২৪।

ভূরিশ্রুত—বেদব্যাস-তনয় শুকদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৭৩। ভূরিশ্রবা এবং শুকদেব দেখ।

ভূরিশ্রেণ্য—ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। উত্তমৌজা ও মনু দেখ।

ভূরিষেণ—নরপতি শর্য্যাতির অন্যতম পুত্র। শর্য্যাতি ও উত্তানবহি দেখ।

ভূরীন্দ্রসেন—যদুবংশীয় গবেষণের তনয়। মৎ-৪৭। গবেষণ দেখ।

ভূর্ভুব—(১) কাশীস্থিত ভূর্ভুবলিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণ সুচিরকাল দিব্য উপভোগবস্তু ভোগ করত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও মহর্লোক

হইতেও উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া থাকেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৯। (২) দেব-দেব মহাদেব বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পরিচিত। গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভূর্ভুবলিঙ্গ রূপে পরিচিত। স্কন্দ-নাগ-১০৯। শিব দেখ।

ভূষণ—(১) দুন্দুভি, বিনায়ক, সূর্য্য, ঋহিষার্ক, ভূষণ, ঈশ্বর, দেবী চণ্ডিকা, রাক্ষস উর্দ্ধবাহু, ক্ষেত্রপাল পদ্মাক্ষ, নাগ অশ্বতর, গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদ, অপ্সরা উর্ব্বশী, বৃক্ষরাজ শাল ও ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য, ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা-পুরীর যাম্যদিক রক্ষা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭। (২) সুমনা নগরা-ধিপতি সাধ্যের পুত্র। পদ্ম-পাতা-৭১। সাধ্য দেখ।

ভূষণা - দক্ষের শত কন্যার মধ্যে ভূষণা ও সুমনা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দক্ষ দেখ।

ভৃকুটেশ্বর—ভৃগুমুনি এই তীর্থে পুত্রকামী হইয়া শতবর্ষ তপস্যা করেন। এইখানে মহাদেব ভৃগুকে পুত্রবর প্রদান করেন। এইজন্য মহাদেব এই স্থানে ভৃকুটেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৮।

ভৃগু—(১) মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের অন্যতম ছিলেন। 'ব্রহ্মার পুত্রগণ' দেখ। (২) মহর্ষি ভৃগুর বরে সগর-পত্নীদ্বয়ের গর্ভে একাধিক ষষ্ঠি-সহস্র পুত্র জন্মে। রামা-আদি-৩৮। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যগণ দেবগণ দ্বারা নিগৃহীত হইয়া ভৃগুপত্নীর শরণা-পন্ন হয়। বিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগু-পত্নীর মস্তক ছেদন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগু বিষ্ণুকে শাপ দেন, "তোমাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং তথায় বহুবর্ষ তোমার পত্নীর সহিত বিয়োগ ঘটিবে।" ভৃগুর এই শাপ বশতঃই বিষ্ণু মনুষ্য-লোকে দাশরথি রাম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পত্নী-বিয়োগ-বেদনা ভোগ করেন। রামা-উত্ত-৬৯। (৪) ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, ধৈর্য্যবান্, দধীচি, উর্ব্ব, জমদগ্নি, বেদ, সারস্বত, আর্ষ্টি-সেন, চ্যবন, পীতহব্য, বেধস, পৃথু, দিবোদাস, ব্রহ্মবান্, গৃৎস ও শৌনক, ইঁহারা ভৃগুবংশীয় মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বলিয়া বিদিত। মৎ-১৪৫। (৫) ভৃগু-বংশীয় অরূপি, আশ্বায়নি, আর্ষ্টিসেন, কার্দ্দমায়নি ও গার্দ্দভি, এই সকল ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি যথা— ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, আর্ষ্টিসেন ও অরূপি। একায়ন, কার্দ্দমায়নি, গৃৎস-মদ, প্রত্যহ, মৎসগন্ধ, সনক শৌরি ও চৌক্ষি, এই সকল ভৃগুবংশীয় ঋষি-দিগের আর্ষেয় প্রবর দুইটি—ভৃগু ও গৃৎসমদ। মৎ-১৯৫। ভৃগুবংশীয় অন্যান্য গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নামের জন্য বৈগায়নি, বৈজভৃত ও ভাগবিত্তি দেখ।

(৬) ভৃগুমুনির শাপে বিষ্ণুকে সাতবার মনুষ্যযোনীতে জন্মলাভ করিতে হয়। বিষ্ণুকর্ত্তৃক ছিন্ন, স্বীয় পত্নীর মস্তক তাঁহার দেহে যোজনা করিয়া, ভৃগুমুনি স্বীয় তপস্যাবলে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। দেবীভা-৪স্ক-১২। মৎ-৪৭। (৭) চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভৃগু সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। অত্রি-নামা ও সপ্তর্ষি দেখ। (৮) ভৃগু দক্ষের অন্যতমা কন্যা খ্যাতিকে বিবাহ করেন। খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও শ্রী নামে এক কন্যা জন্মে। শ্রী নারায়ণের পত্নী হন। মার্ক-৫০, ৫২। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-২৯। সৌর-২৬। (৯) অথর্ব্বা ঋষি ভৃগুর পুত্র ছিলেন। মৎ-৫১। (১০) ভৃগুপুত্র জ্যোতিষ্মান্, সুকৃতি, হবিষ্মান্, তপোধৃতি, নিরুৎসুক ও অতিবাহু, ইহাঁরা বিভিন্ন মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম হইয়াছিলেন। হরি-হরি-৭। (১১) বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব ভৃগু নামে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা-২৩। (১২) ভৃগুঋষি অথর্ব্বা নামেও পরিচিত। তাঁহার পুত্রের নাম অঙ্গিরা। ব্রহ্মা-৩০। (১৩) ভৃগুমুনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মা-৩২। সপ্তর্ষি দেখ। (১৪) ভৃগু মন্ত্রবাদী ঋষিদের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। বীতহব্য দেখ। (১৫) ভৃগুমুনির পুলোমা নামে এক পরমাসুন্দরী ভার্য্যা ছিল। তাঁহার গর্ভে চ্যবন ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-২স্ক-৮। (১৬) ভৃগুমুনির শাপে মহাদেব লিঙ্গহীন হন। দেবীভা-৪স্ক-১২। শিব দেখ। (১৭) ভৃগু, শুম্ভ ও নিশুম্ভের যজ্ঞে পৌরহিত্য করেন। দেবীভা-৫স্ক-২১। (১৮) ভৃগু মুনি একবার যজ্ঞদ্বারা শিবপূজা ও তপস্যা করিয়াছিলেন। সৌর-৬৯। বিশেষ বিবরণ বৃহৎশ্রবা নামে দেখ (১৯) ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, কাক্ষীবান্, যবক্রীত, উশিজ, রৈভ্য, মেধাবী, পুনর্ব্বসু ও বন্দী, এই সমুদয় মুনিগণ পূর্ব্বদিকে বাস করেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৫। (২০) ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু দক্ষ ও কর্দ্দম এই নয় জন ব্রহ্ম-পুত্র প্রজাপতি বলিয়া খ্যাত। পদ্ম-উত্ত-২৩০। (২১) ভৃগু ও অন্যান্য ঋষিগণের জন্ম বিবরণের জন্য অঙ্গিরা (৫) দেখ। মহাভা-অনু-৮৫। মৎ-১৯৫। (২২) পুলোমার কন্যা ভৃগুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্মের পর পৌলমীর গর্ভে দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রগণ জন্মলাভ করেন। চ্যবন ও আপ্নুবানও ভৃগুর পুত্র ছিলেন। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ। (২৩) ভৃগু আদি ব্রহ্মার নয়জন মানসপুত্র পুরাণে 'নব ব্রহ্মা' নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৩। বায়ু-

৯। (২৪) বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব ভৃগু নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩।(২৫) ভৃগু স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৩০। সপ্তর্ষি দেখ। (২৬) ভৃগু শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বাভ্র ও বিশ্বাবসু দেখ। (২৭) ভৃগু একজন ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি দেখ। (২৮) বৈবস্বতমনুর অধিকার কালে ভৃগু দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬৪। মনু দেখ। (২৯) ভৃগু রৈবত মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৭। সপ্তর্ষি দেখ। (৩০) ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র ঋচীক। কালিকা-৮২। (৩১) সারস্বত দধীচির নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া উহা ভৃগুকে দেন এবং ভৃগু উহা পুরুকুৎসকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৯। (৩২) পুলোমা নামক এক রাক্ষস ছিল। সে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিয়া লয়। রাক্ষস পুলোমা পূর্ব্বেই পুলোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু পুলোমার পিতা তাঁহাকে ভৃগুর হস্তে সম্প্রদান করে। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিতে মনস্থ করেন এবং তজ্জন্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করে যে, প্রকৃত পক্ষে পুলোমার কাহার ভার্য্যা হওয়া উচিত। অগ্নি দ্বিধায় পড়িয়া উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলেন যে, যদিও পুলোমার পিতা তাঁহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তথাপি রাক্ষস তাঁহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহারই পত্নী হওয়া উচিত। অগ্নির এই কথা শুনিয়া পুলোমা রাক্ষস ভৃগু পত্নীকে হরণ করে। ভৃগু তাহা জানিতে পারিয়া, 'অদ্য হইতে তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে', বলিয়া অগ্নিকে শাপ দেন। মহাভা-আদি-৫, ৬। (৩৩) ভৃগু মহাশিরাঃ, মৈত্রেয়, মৌঞ্জায়ন, মহাভাগ, মার্কণ্ডেয়, প্রভৃতি মুনিগণ পাণ্ডবদিগের রাজ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৪। (৩৪) ভৃগুমুনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা সভা-৭। (৩৫) ভৃগুমুনি ব্রহ্মার সভায়ও উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১১। (৩৬) ভৃগুমুনি পরম্পরায় মরীচির নিকট হইতে দণ্ডনীতি প্রাপ্ত হইয়া, উহা ঋষিগণকে প্রদান করেন এবং ঋষিগণ উহা সবিস্তারে লোকপালদিগকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২।(৩৭) পিতামহ ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলে, ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা পালন করিতে লাগিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (৩৮) মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুমুনি, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা

হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা লয় প্রাপ্ত হইবে; প্রাণীসকলই বা কিরূপে সৃষ্ট হইল; এবং কিরূপেই বা উহাদের বর্ণবিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্ণয় করা হইল; জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তেই বা উহারা কোথায় গমন করে; ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, এই সমুদয় বিষয় তাঁহাকে কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-১৮২-১৯২। (৩৯) অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই মূল গোত্র সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য গোত্র সকল কার্য্যদ্বারা সমুৎপন্ন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। (৪০) ভৃগু একবিংশতি জন প্রজাপতিগণের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (৪১) মহর্ষি ভৃগুর বরে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বীতহব্য দেখ। (৪২) মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে, তিনি ক্রোধে অপরাপর মুনিদিগকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সমবেত মুনিগণ শপথ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। ভৃগু বলিলেন—"যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন, ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।" মহাভা-অনু-৯৪। শতক্রতু দেখ। (৪৩) মহর্ষি ভৃগুই অগস্ত্যকে, নহুষের যান বাহনকালে সুযোগ পাইলেই নহুষকে শাপ প্রদান করিতে পরামর্শ দেন। মহাভা-অনু-৯৯। (৪৪) মহর্ষি অগস্ত্য যখন নহুষের শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তখন ভৃগু অগস্ত্যের জটা মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নহুষ বামপদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,"রে দুরাচার যেহেতু তুই অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি, অতএব এই দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে পতিত হও।" মহাভা-অনু-১০০। নহুষ দেখ। (৪৫) কশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সাবিত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিতেন। মহাভা-অনু-১৫০। (৪৬) ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি, যবক্রীত রৈভ্য, কাক্ষীবান্, উষিজ ও বর্হী, এই সকল সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণ পূর্ব্বদিকে বাস করেন। ইঁহাদের নাম ত্রি-সন্ধ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভা-অনু-১৬৫। (৪৭) ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে ভৃগু উৎপন্ন হন। ভাগ-৩স্ক-১২। (৪৮) বরুণের পত্নী চর্ষণীর গর্ভে ভৃগু উৎপন্ন হন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৪৯) মহর্ষি ভৃগু দক্ষযজ্ঞে সভ্র-

সংহার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বাম-২। (৫০) পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রার্থনায়, ভৃগুর যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। তজ্জন্য ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে, বিষ্ণু কলুষীকৃত হইয়া দশবার জন্ম গ্রহণ করিবেন। পদ্ম-ভূমি-১২১। (৫১) ব্রহ্ম-পুত্র ভৃগু গুণযুক্ত ব্রহ্মসম দ্বিজ ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১২২। (৫২) বরুণ-নন্দন ভৃগু একবার স্বীয় পিতা বরুণদেবকে বুদ্ধি-শুদ্ধি-প্রদ পবিত্র উপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং বরুণের উপদেশে গন্ধমাদনস্থ জটাতীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করেন এবং তাহার ফলেই বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। সেই শুদ্ধি বলে তাঁহার অজ্ঞান-রাশি দূর হইয়া গেল এবং তাঁহার অদ্বৈত-বিজ্ঞান জন্মিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। (৫৩) বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য হরণ-মানসে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ঐ সকল যজ্ঞে ভৃগু হোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (৫৪) ভৃগু-কথিত ঔশনস পুরাণ ভবিষ্যৎ-মহাপুরাণের অন্তর্গত উপপুরাণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১। (৫৫) ভৃগুমুনি পুত্রার্থী হইয়া ভৃকুটেশ্বর তীর্থে শতবর্ষ তপস্যা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৮। (৫৬) ব্রহ্মার ষষ্ঠ মানস পুত্র ভৃগু নিরাহার অবলম্বনপূর্ব্বক পাষাণের ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ভৃগুতীর্থে তপস্যা করেন। গৌরী তাহা জানিতে পারিয়া শঙ্করকে তিরস্কার করিয়া বলেন —"আপনি কেন ঐ ব্রাহ্মণকে বর দিতেছেন না? লোকে আপনাকে যে উগ্রকর্ম্মা বলে, তাহা নিরর্থক নহে।" তাহাতে শঙ্কর বলেন—"এই ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব এবং ঐ জন্যই তপস্যায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইতেছে না। তিনি কিরূপ ক্রোধান্বিত ব্যক্তি তাহা আমি তোমাকে দেখাইব।' এই বলিয়া তিনি স্বীয় বাহন বৃষকে বলিলেন, "তুমি যাইয়া ভৃগুর ক্রোধ উৎপাদন কর।" বৃষ শঙ্করের আদেশে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা আঘাত করিয়া তপস্যারত ভৃগুকে নর্ম্মদা-সলিলে নিক্ষেপ করিল। ভৃগুর ক্রোধানল তাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি শিখা, যজ্ঞোপবীত, উত্তরীয় ও বসন সুসংবৃত করিয়া ব্রহ্ম-দণ্ডের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বৃষের বধসাধনার্থ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। বৃষ ভৃগুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়াসে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে, সাগর হইতে সাগরান্তরে ধাবিত হইতে লাগিল। ভৃগুও দণ্ড হস্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। সপ্ত পাতাল, ভূর্লোকাদি লোক সমূহয়ে গমন করিয়া

বৃষ ভৃগুর হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু কেহই ভৃগুর রোষানল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া বৃষ শঙ্করের শরণাপন্ন হইল। তাহা দেখিয়া শঙ্কর বৃষকে অভয় দিয়া ভৃগুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভৃগু মহাদেবের নিকট এই বর চাহিলেন—"আমার নামে এই সকল স্থান সিদ্ধিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হউক এবং আপনি উমার সহিত এই স্থানে অবস্থান করুন।" স্কন্দ-আব-রেবা ১৮১। পদ্ম-স্বর্গ-৯। (৫৭) বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কুরাজাকে ধরাতলে আনয়ন করিবার জন্য যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে ভৃগু অচ্ছাবাক্ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-না-৫। (৫৮) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন তাহাতে ভৃগু অন্যতম হোতা ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (৫৯) ব্রহ্ম-পুত্র ভৃগু স্কন্দের নিকট হইতে স্কন্দপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। অঙ্গিরা তাহা চ্যবনকে দেন। চ্যবন হইতে ঋচীক তাহা প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-৪৪। (৬০) পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পুলোমা নামক এক রাক্ষস ভৃগুর পত্নীকে হরণ করে। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ঐ রাক্ষসের নাম দমন বলিয়া উল্লিখিত আছে। পদ্ম-পাতা-৬।

ভৃগুগণ—বৈবস্বত মনুর সময় পর্য্যায়ে মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, ভৃগুগণ, ও অঙ্গিরাগণ, এই আটটি দেবগণ উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা-৭১।

ভৃগুদাস—মার্গপথ, গ্রাম্যায়ণি, কটায়নী. আপস্তম্বি, বিম্বি, নৈকশি কপি ও ভৃগুদাস, এই সকল ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষের প্রবর পাঁচটি, যথা আর্ষ্টিষেণ, গার্দ্দভি, অরূপি, কার্দ্দমায়নি ও আশ্বায়নি। এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর অবি-বাহ্য। মৎ-১৯৫

ভৃগুনন্দন—দন্ত, কাব্য, উশনা ও ভৃগুনন্দন, ইঁহারা শৈলরাজ তনয়া উমার পুত্র। বায়ু-৭২।

ভৃগ্বীশ—অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রসার ৩০৯ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

ভৃঙ্গি—মহাদেবের প্রিয় অনুচর ও গণাধিপ। অন্ধকাসুরই মহাদেবের বরে ভৃঙ্গিনামে তাঁহার অনুচর হন। বাম-৭০। সৌর-২৯। ভৃঙ্গি, নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণ শিবেরই আত্মীয় এবং তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া শিবসকাশে সতত অবস্থান করেন। শিব-জ্ঞান-৩২। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩।

ভৃঙ্গিরীট—অন্ধকাসুর মহাদেব-হস্তে পরাজিত হইলে, শিব তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া রাখেন। শূলবিদ্ধ অবস্থায় সে

মহাদেবের স্তব করিতে থাকে। তখন শঙ্কর তাঁহাকে শূলাগ্র হইতে মোচন করিয়া গণত্ব দান করিলেন। গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ দানব মহাদেব ও দেবীর সম্মুখে মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। তাহার রটন (স্বর) ভৃঙ্গের ন্যায় ছিল বলিয়া শঙ্কর তাহার নাম রাখিলেন ভৃঙ্গরীট। স্কন্দ-নাগ-১৫১। পুরাণান্তরে ভৃঙ্গিরিটী বা ভৃঙ্গরিটি। বাম-৬৮। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত ১৬। (২) শিবানুচর ভৃঙ্গিরীট গর্ব্বিত হইয়া পার্ব্বতীকে পূজা করিত না। দেবী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—"আমি তোমার পুত্র নহি, শঙ্করের পুত্র। এই দেবাদিদেবই আমার মাতা ও পিতা। এই জন্যই আমি রাত্র দিন তাঁহারই শরণ লইয়া থাকি। তুমিও ত নিয়ত তাঁহারই শরণ লইয়া রহিয়াছ। আমি যদি তোমাকেই পূজা করিব তবে গণসমূহের পূজা করিতে হানি কি?" ভৃঙ্গিরীটের এই বাক্য শুনিয়া দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে "মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দিলেন। মনুষ্যলোকে পতিত হইয়া ভৃঙ্গিরটী সুদীর্ঘকাল দুশ্চর তপস্যা করে এবং পরিশেষে শিবের উপদেশে পার্ব্বতীর শরণ লইয়া, তাঁহার বরে পুনরায় গণত্ব লাভ করিল। স্কন্দ-আব-চতু-৩৯।

ভৃঙ্গিরিটি, ভৃঙ্গিরীটি—ভৃঙ্গিরীট দেখ।

ভূরিন—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বসুদেব ও অনাধৃষ্টি দেখ।

ভৃশা—মহারাজ উশীনরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। উশীনর দেখ।

ভেদ—বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন "হে ইন্দ্র তোমার অনেক শত্রু বশীভূত হইয়াছে। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে। ইহার বিরুদ্ধে নিশিতে যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর।" ঋক্-৭।.৮।১৮।

ভেরী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

ভেরুণ্ড-পক্ষীরাজ জটায়ুর কর্ণিকার, শতগামী, সারস, রজ্জুবাল ও ভেরুণ্ড এই পঞ্চপুত্র ছিল। মৎ-৬।

ভেরুণ্ডা—ভগমালিনী দেখ।

ভৈরব—(১) একবার শিব ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দর্প নাশের জন্য স্বীয় ভ্রূমধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি এই মিথ্যাবাদী ব্রহ্মাকে বধ কর।" শিব-বিদ্যে-৬। ব্রহ্মা (২৫) দেখ। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর প্রধানা ভগবতী ভৈরবীর পূজার সঙ্গে, ভগবান ভৈরবের পূজাও বিহিত। এই ভৈরবের একহস্তে সূর্য্য, মস্তকে জটা, ললাটে চন্দ্র এবং

অস্ত্র হস্তে খড়্গ, অঙ্কুশ, কুঠার, ধনু, তীর, ত্রিশূল, পাশ ও খট্বাঙ্গ। তাঁহার পরিধানে গজচর্ম্ম, ভূষণ সর্প ও আসন প্রেত। অগ্নি-৫২। (৩) ষষ্টি সংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ। (৪) শিবের জনৈক গণাধ্যক্ষ। সৌ-২৯। (৫) তিনি মহাদেব কর্ত্তৃক কাশীর রক্ষক নিযুক্ত হন। ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে গঙ্গা যখন কাশীর সন্নিকটে উপস্থিত হন, তখন গঙ্গা কর্ত্তৃক কাশী প্লাবিত হইতেছে দেখিয়া, ভৈরব শূল হস্তে গঙ্গাকে তাড়না করেন। পরে গঙ্গার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া, তিনি অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক সসম্মানে গঙ্গাকে গমন পথ প্রদান করিলেন। শ্রীমহা-৭০। (৬) প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ দিগ্বিজয়ে গমন করেন, তখন শিবভক্ত কুনন্দন দৈত্য অনিরুদ্ধকে বাধা প্রদান করিতে যাইয়া অনিরুদ্ধহস্তে নিহত হন। শিব স্বীয় ভক্তের মৃত্যুতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ গণাধ্যক্ষ ভৈরবকে অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। অনিরুদ্ধ ভৈরবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে জৃম্ভণ-অস্ত্রে তাঁহাকে মোহিত করেন। গর্গ-অশ্ব-৩৭। (৭) হর-সুত ভৃঙ্গি ও মহাকাল গৌরীর শাপে মনুষ্যযোনীতে জন্মলাভ করেন। কোনও সময়ে হর ও পার্ব্বতী একত্র অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভৃঙ্গি ও মহাকাল দ্বাররক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে পার্ব্বতী বাহিরে আসিয়া ভৃঙ্গি ও মহাকালকে দেখিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার ঐ বিপর্য্যস্ত অবস্থা অবলোকন করিয়াছে জানিতে পারিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন,—"যেহেতু তোমরা নির্লজ্জের ন্যায় আমার অমর্য্যাদা করিয়াছ, তজ্জন্য বানর-মুখাকৃতি হইয়া মনুষ্যযোনীতে জন্মগ্রহণ কর।" তখন ভৃঙ্গি ও মহাকাল বিনয়সহকারে নিজে-দের নির্দ্দোষিতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন —"যদি নিতান্তই আমাদিগকে মনুষ্য-যোনীতে জন্মলাভ করিতে হয়, তবে আপনি মানুষীরূপে ক্ষিতিতে অবতরণ করুন এবং হরও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন। তাহা হইলে মনুষ্যরূপী হরের তেজে, তাঁহার পত্নী মনুষ্যরূপিনী আপনার গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিব।" অতঃপর মহাদেব দক্ষের পৌত্র পৌষ্যের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন তাহার নাম হইল চন্দ্রশেখর। অপরদিকে পার্ব্বতীও ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুকুৎস্থ রাজার কন্যারূপে তদীয় পত্নী মনোন্মথিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল তারাবতী। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তারাবতী চন্দ্রশেখরের সহিত পরিণীতা হন।

এই তারাবতীর গর্ভে মহাদেবের তেজে দুইটি বানর-মুখ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম হয় বেতাল ও ভৈরব। তাঁহারাই মনুষ্যযোনীতে লব্ধজন্ম ভৃঙ্গি ও মহাকাল। কালি-৪৭-৫০। (৮) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৯) শিবের রোষ হইতে এক ভীষণাকৃতি পুরুষ সৃষ্ট হয়। শিব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"যেহেতু তুমি কালের ন্যায় বিরাজমান, সেইজন্য তোমার এক নাম হইল কালরাজ। তুমি বিশ্বভরণে সমর্থ এজন্য তোমার এক নাম ভৈরব। তোমাকে কালও ভয় করিবে, তজ্জন্য তোমার অপর এক নাম কালভৈরব। যেহেতু তুমি তুষ্ট হইয়া দুর্বৃত্তগণকে মর্দ্দন করিবে, সেজন্য তোমার অন্য নাম আমর্দ্দক। তুমি ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিবে, তজ্জন্য তোমার অপর এক নাম পাপভক্ষণ। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরী কাশীতে তোমার সর্ব্বদা আধিপত্য থাকিবে। চিত্রগুপ্ত এস্থানের পাপপুণ্যকর্ম্ম কিছুই লিখিতে পাইবে না।" স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১। (১০) ডম্বর, ভৈরব, কালিক, ঘটোদর, বল্লকামর্দ্দন, পিঙ্গ, রুরু সর্ব্বভুজ, ব্রণী এবং ইহাদের প্রভু সুপার্শ্ব, ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর বায়ুকোণ রক্ষক। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭। ডম্বর দেখ। (১১) তন্ত্রোক্ত তারিণীপূজায় তারিণীযন্ত্রের চারি দ্বারে ক্ষেত্রপাল, ভৈরব, গণনাথ ও মতান্ত, এই চারি দেবতার পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-৫৯৮ পৃঃ। (১২) রাবণের জনৈক সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (১৩) তন্ত্রোক্ত জনৈক কুলনায়ক। তন্ত্রসার ৯৫৬ পৃঃ।

ভৈরবনাথ—বিভিন্ন কল্পে ব্রহ্মা বিভিন্ন নামে প্রাদুর্ভূত হন এবং তৎসঙ্গে মহাদেবও ভিন্ন ভিন্ন নামে অবতীর্ণ হন। ৬ষ্ঠ কল্পে—ব্রহ্মার নাম ছিল হেমগর্ভ এবং সেই সময়ে মহাদেব ভৈরবনাথ নামে অবতীর্ণ হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭, ২২। ব্রহ্মা (১৯৪ ও ১৫৭) এবং শিব দেখ।

ভৈরবা—সৃষ্টির প্রারম্ভে মৃত্যু হইতে যে সমুদয় কন্যার উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ভৈরবা নামে কথিতা হইয়া থাকেন। বায়ু—৬৯।

ভৈরবারাব—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত প্রভাস-ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর যে সকল দ্বারপালের নেতা,তাঁহাদের নাম ভৈরবারাব, দুর্দ্ধার, মহাবল কিঙ্কিনীক, করাল, বিকট, মূল, বলিভুক্ত ও বলিপ্রিয়। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭

ভৈরবী—(১) চতুঃষষ্ঠি যোগিনী-গণের মধ্যে প্রধানা যোগিনীর নাম ভৈরবী। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (২) অন্তুতমা শক্তি। দেবীভা-৭ম-২৮। শক্তি দেখ। (৩) দশ-

মহাবিদ্যার অন্যতমা। মহাবিদ্যা দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

ভৈরবেশ্বর—(১) প্রভাসক্ষেত্রে দেবী সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪১। (২) কাশীস্থিত ভৈরবেশ্বরলিঙ্গের সন্নিকটস্থ কূপের জল পান করিলে, সর্ব্বযাগের ফল প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ভোগদা—(১) সূর্য্য মণ্ডলের এক কলা। বোধিনী দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর ষোড়শ পরিচারিকার অন্যতমা। ভক্তিদা দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা শক্তিরূপিনী গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ

ভোগবতী—(১) গঙ্গার যে ধারা পাতালে প্রবেশ করিয়াছে সেই ধারার নাম ভোগবতী। সেই ভোগবতী ক্রমে কারণজলে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমহা-৭১। (২) সীতার রোম-কূপ হইতে উদ্ভূতা-জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

ভোগী—মগধের বৈদেশিক বৃষ-রাজবংশীয় নাগরাজ শেষের তনয় ভোগী। তৎপরে চন্দ্রাংশ রাজা হন। বায়ু-৯৯। ভূতিনন্দ দেখ।

ভোজ—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী শান্তি দেবীর গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। বসুদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় প্রতিক্ষত্রের পুত্র ভোজ ভোজের তনয় হৃদিক। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অগ্নি-২৭৫। (৩) হৈহয়বংশধরগণ বীরহোত্র, ভোজ আবর্ত্তি, তুণ্ডিকের ও তালজঙ্ঘ, এই কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হৈহয়বংশীয় পাঁচজন প্রধান ব্যক্তির নামে ঐ পাঁচ সম্প্রদায় বিদিত। বায়ু-৯৪।(৪) নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশে বভ্রুর পুত্র ভোজ, তৎপুত্র সুমিত্র জন্মে। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।(৫) হৈহয়-দিগের যে পাঁচটি সম্প্রদায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি-১২) এইরূপ—বীতিহোত্র, ভোজ, অবন্তি, তুণ্ডকের ও বিক্রান্ত। (৬) যদু-বংশীয় ভজমানের তনয় শিনি। তাঁহার পুত্র ভোজ। ভোজের তনয় নরপতি হৃদিক। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৭) যযাতি-বংশীয় যদুর অন্যতম পুত্র। এই পুত্রগণ সকলেই যাদব নামে খ্যাত। পদ্ম-ভূমি-১০৯। যদু দেখ। (৮) সাত্বত-বংশীয় মহাভোজের পুত্র ভোজ। গরু-পূ-১৪৩। (৯) কান্যকুব্জ দেশে ভোজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়ায় যাইয়া নারীদেহে মৃগ-মস্তক বিশিষ্টা এক রমণীকে বন হইতে ধরিয়া আনেন। পরে তিনি সেই রমণীর নিকট হইতে তাহার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত এবং ঐরূপ মৃগানন প্রাপ্তির কারণ জানিতে পারিয়া

তাহাকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্র-৬, ৭।

ভোজ্ঞা—ভরত-বংশীয় বীরব্রতের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মন্থ ও প্রমন্থ নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৫স্ক-১৫।

ভোজ্যা—জ্যামঘের পুত্রবধূ ও বিদর্ভের পত্নী। জ্যামঘ দেখ।

ভৌতিক—শ্রীকণ্ঠ, অনন্ত, সূক্ষ্ম ত্রিমূর্ত্তি, অমরেশ্বর, অর্ঘীশ, ভারভূতি, অতিথীশ, স্থাণুক হর, ঝিণ্টীশ, ভৌতিক, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ্বর, অক্রূর ও মহাসেন তন্ত্রমতে এই কয়টি স্বরবর্ণের মূর্ত্তি। তন্ত্রসার—৩০৭ পৃঃ। মধুসূদন দেখ।

ভৌত্য—(১) ভবিষ্য মনুদিগের অন্যতম। মার্ক-৫৩। (২) প্রজাপতি অঙ্গিরার পুত্র ভূতির শিষ্য শান্তি অগ্নিকে আরাধনা করিলে, ভূতির ভৌত্য নামে যে পুত্র জন্মে, তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে অগ্নিবাহু, অগ্নীধ্র, শুচী, মুক্ত, মাধব, শক্র ও অজিত, ইঁহারা সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। ভৌত্যমনুর অনুগ্রহ প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। সমুদয় মনুদিগের মধ্যে ভৌত্য চতুর্দ্দশ-মনু ছিলেন। মার্ক-১০০। ভূতি দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মনুর অধিকারের প্রারম্ভে প্রজাপতি রুচির পত্নী ভূতির গর্ভে ভৌত্য নামে এক পুত্র হয়। তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে দেবতাদের চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজর ও বাচাবৃদ্ধ নামে পাঁচটি গণ ছিল। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, ওজস্বী, কাশ্যপ, পৌলস্ত্য, মাগধ, ভার্গব, আঙ্গিরস ও সুতল, এই কয়জন ভৌত্যমনুর পুত্র। রৌচ্য ও ভৌত্য এই দুই মনু পুলহ ও ভৃগু-বংশীয়। ভৌত্যমনুর আধিপত্য-কালের অবসানের সহিতই কল্পাবসান হইয়াছিল। বায়ু-১০০। (৪) চতুর্দ্দশ ভৌত্যমনুর কালে, অগ্নীধ্র, ভার্গব, অতিবাহু, শুচি, যুক্ত, অশুক্র ও অজিত ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। ভৌত্যমনুর পুত্রগণের নাম তরঙ্গভীরু, বুধ্ন, তরস্বান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল। ভৌত্য-মনুর অধিকার পূর্ণ হইলেই এক কল্পের অবসান হয়। হরি-হরি-৭। বিষ্ণু-৩য়-২। (৫) ভৌত্যমনুর অধিকারকালে শুচি ইন্দ্র হয়েন। এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষি-গণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ-পূর্ব্বক বেদ সকল প্রবর্ত্তিত করেন। দেবগণ যজ্ঞাংশ গ্রহণ করেন এবং উরু প্রভৃতি মনু-তনয়েরা পৃথিবী পালন করেন। অগ্নি-১৫০। (৬) যদু-বংশীয় যুগন্ধরের পুত্রেরা ভৌত্য নামে বিখ্যাত। বায়ু-৯৬। (৭) উরু, গভীর, ধৃষ্ট, তরস্বী, গ্রহ, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও দুর্লভ,

ইঁহারা ভৌত্যমনুর তনয়। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মাগধ, অশুচী, অজিত, মুক্ত ও শুক্র ইঁহারা ভৌত্যমনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষি ছিলেন। এইকালে দেবতাদের চাক্ষুষ, কর্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজী ও বচোবৃদ্ধ এই পাঁচটি গণ ছিল। এই সকল প্রত্যেক গণে সাতজন করিয়া দেবতা ছিলেন। এই মন্বন্তরে শুচি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। এই সময়েই ব্যাসরূপধারী হরি এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ বিদ্যা প্রণয়ন করেন। গরু-পূ-৮৭।

ভৌবন—(১) নরপতি প্রিয়ব্রতের বংশে বুদ্ধিরাটের পুত্র ভৌবন। তাঁহার পুত্র ত্বষ্টা। গরু-পূ-৫৪। (২) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র। মৎ-১৯৫। অব্যয় ও ভৌমন দেখ।

ভৌম—(১) দানবপতি বিপ্রচিত্তির সৈংহিকেয় নামে খ্যাত পুত্রগণের অন্যতম। বিপ্রচিত্তি দেখ। (২) দানবপতি বলির শত পুত্রের মধ্যে অংশুতাপন, কুক্ষি, গুর্ব্বক্ষ, ধৃতরাষ্ট্র, নিকুম্ভ, বিবস্বান্, ভীষণ, ভৌম, সূর্য্য প্রভৃতি পুত্রেরা প্রধান ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৬। (৩) কংসের অনুগত জনৈক অসুররাজ। ভাগ-১০স্ক-২। (৪) ভৌম ভবিষ্য মন্বন্তরে অন্যতম মনু হইবেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩৬। (৫) অত্রি-তনয় ভৌম ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা-ঋষি। তিনি বিশ্বদেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪১।

ভৌমন—(১) ভরত-বংশীয় মহানের পুত্র। তাঁহার তনয় ত্বষ্টা। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু পুরাণে ভৌমন নামের পরিবর্ত্তে ভৌবন নাম পাওয়া যায়। বায়ু-৩৩।

ভৌমরি—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভৌমরিকা—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভৌরিক—জনৈক অসুর সেনানী। গন্ধ দেখ।

ভ্রমি—উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবের পত্নী। তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১০।

ভ্রমিশিরা—মৌনেয় নামে খ্যাত ষোড়শজন দেবগন্ধর্ব্বগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। উগ্রসেন দেখ।

ভ্রাজিষ্ঠ—প্রিয়ব্রতাত্মজ ঘৃতপৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

ভ্রাজী—ভৌত্য (৭) দেখ।

ভ্রামণি, ভ্রামণী—দুঃসহের ভার্য্যা (যমদুহিতা) নির্ম্মাষ্টির গর্ভে অন্ধধৃক্ প্রভৃতি আট পুত্র এবং ভ্রামণী প্রভৃতি আট কন্যা জন্মে। এই ভ্রামণি এক স্থানবাসী পুরুষদিগের পরস্পর উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়। ইহার শান্তি বিধানের জন্য আসনে, শয্যায় ও ভূমিতে শ্বেত সর্ষপ নিক্ষেপ করিতে

হয়। কোনও পাপকার্য্যে চিত্ত ধাবিত হইলে, "এই দুষ্টমতি ভ্রামণি আমাকে প্রেরণ করিতেছে" এই চিন্তা করিয়া সমাধিযুক্ত হইয়া ভূমিসূক্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। ভ্রামণির পুত্র কাকজঙ্ঘ। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ।

ভ্রামরী—(১) অরুণ নাম মহাদৈত্য লোক সমুদয়ের উপর অশেষরূপে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবী ভ্রামরীরূপ ধারণ করিয়া সেই অসুরকে বধ করেন। তজ্জন্য লোক সমুদয় তাঁহাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করে। মার্ক-৯১। (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীগণের অন্যতমা। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

ভ্রাত্রৈকায়ণি ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

ভ্রূবিকার—গীতকৃৎ, নর্ত্তক, নগ্ন, কম্বলী, দহনপ্রিয়, হনন, নেত্রভঙ্গ, ভ্রূবিকার বিজম্ভক এবং ইহাদের প্রভু মুষলী. ইঁহারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা পুরীর নৈঋর্ত কোণ রক্ষক। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭।

ম

মকর-(১) দিতির গর্ভজাত অন্যতম দানব। পদ্ম-উত্ত-২৩০। (২) দানবপতি বাণের অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

মকরন্দ—মদনের সখা। পদ্ম-ভূমি-৫৫।

মকরাক্ষ—(১)রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা-সাগরে তিনি রামের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭৮, ৭৯। (২) মকরাক্ষ রাক্ষস প্রতিপদ তিথিতে নিহত হইয়াছিলেন। বৃহদ্ধ-পূ-১২। (৩) খরতনয় মকরাক্ষ লঙ্কাসমরে বিভীষণ হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

মকরাখ্য—কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, গয়াশির তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মকরাখ্যকে প্রদান করে। বাম-৫৭।

মকরেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে মানবগণের রাক্ষস ভয় দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মখ—অষ্টবসুর অন্যতম। স্কন্দ-নাগ-১৪৬। বসুগণ ও অষ্টবসু দেখ।

মখেশ্বর মখেশ্বর তীর্থে মখেশ্বরদেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে যজ্ঞফল লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৮৪।

মঘবা—ইন্দ্রের এক নাম। ইন্দ্র দেখ।

মঘবান্—কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩।

মঘা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা পত্নী। চন্দ্র তাঁহার অন্যান্য পত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া

নিরত রোহিণীর প্রতিই আসক্ত থাকিতেন, তজ্জন্য মঘা, ভরণী প্রভৃতি পত্নীগণ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কালিকা-২০।

মঙ্কণ—বারাণসীর অধিবাসী জনৈক নাপিত। সে শিবের অন্যতম গণ ক্ষেমকের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া বারাণসী পুরীর দ্বারে ক্ষেমকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। বায়ু-৯২। হরি বংশে (হরি-২৯) মঙ্কণের স্থলে কন্দুক উল্লিখিত হইয়াছে।

মঙ্কণক -(১) এক ব্রাহ্মণ। তিনি সরস্বতী তীরে তপস্যা করিতেন। কোনও সময়ে কুশ তৃণ দ্বারা আহত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে শাকরস ক্ষরিত হইতে থাকে। তাহা দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপোমাহাত্ম্য এইরূপ ছিল যে,তাঁহার নৃত্যে মোহিত হইয়া সমুদয় স্থাবর জঙ্গম নৃত্য করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিলেন—"মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" তখন রুদ্র মঙ্কণকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঋষি রুদ্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"দেব, আমার তপস্যা যাহাতে ইহলোকে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, আপনি সেই বর দিন।" শিব সেইরূপ বর দিয়া প্রস্থান করিলেন। বর প্রাপ্ত হইয়া মঙ্কণক ঋষির নৃত্য থামিয়া গেল। স্কন্দ-আব-চতু-২। পদ্ম-সৃ-১৮। বাম-৩৮, ৬২। (২) পরমশৈব, অতিথিবৎসল একজন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্র আকথ। পদ্ম-পাতা-৭২। (৩) মঙ্কণক ঋষি কশ্যপের পুত্র ছিলেন। তাঁহাহইতে মরুদ্গণ নামে বিখ্যাত সাতজন ঋষি জন্মলাভ করেন। বাম-৩৮। মরুদ্গণ দেখ। (৪) মঙ্কণক ঋষি সর্প বিষের ঔষধ জানিতেন। স্কন্দ-নাগ-৪০।

মঙ্কি, মঙ্কী—(১) কৌৎিতকের পুত্র মঙ্কি অপুত্রক ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুর উপদেশে সাভ্রমতী নদীর তীরে তপস্যা করিয়া বহু পুত্র লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৪৩। (২) শঙ্কর ব্রহ্মহত্যাক্রান্ত হইয়া সরস্বতী তীরে গমন করিলে, সেই ব্রহ্মহত্যা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং শরীরও সুবর্ণময় হয়। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মঙ্কি নামক কোনও মুনি,সেই স্থানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫। (৩) মঙ্কি নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ,ব্রাহ্মণকৃত্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মহিষ-পালন করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নানারূপ দুঃখ কষ্টে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি পিণ্ডারক তীর্থে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২৫।

মহাভা-শান্তি-১৭৭-১৮০। বাম-৭২।

মঙ্গল—(১) রামচন্দ্রের একজন বয়স্ত। রামা-উত্ত-৫৩। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথমে যদু, যযাতি, দীধিগণ, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশজন দেব "যাম" নামে কথিত হইতেন। তাঁহারা সকলে যজ্ঞের পুত্র। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। (৩) মঙ্গল নামে এক রাজা পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্মীর পূজা করেন। তৎপরে দেবতা, মুনি ও মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেবীভা-৯স্ক-১। (৪) বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী। তাঁহার পুত্র মঙ্গল। মঙ্গলের তনয় ঘটেশ। দেবীভা-৯স্ক-৯। (৫) নবগ্রহের অন্তর্গত মঙ্গল। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। তন্ত্র-২২৪ পৃঃ (৬) মঙ্গল গ্রহের বাহন বানর। গর্গ-গো-১২। (৭) গয়, বিমল, শ্রীশ, শ্রীধর, মঙ্গলায়ন, মঙ্গল, রঙ্গবল্লীশ, রঙ্গোজা ও দেবনায়ক, ইহারা গোকুলে নবনন্দ নামে কথিত। গর্গ-গো-১৮। (৮) বঙ্গদেশে মঙ্গল নামে এক গোপ ছিলেন। তিনি নয় লক্ষ গাভীর অধিপতি ছিলেন। এবং তাঁহার পাঁচ হাজার পত্নী ছিল। ঘটনা চক্রে তাঁহার সমুদয় ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ায়, তিনি দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রাম-চন্দ্রের বরে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গল ঐ সমুদয় কন্যার ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া, জয় নামক অপর একজন গোপের পরামর্শে তাহাদিগকে নন্দের গৃহে দাসীবৃত্তি করিবার জন্য প্রেরণ করেন। গর্গ-মাধু-২। (৯) ভূমিপুত্র মঙ্গল অঙ্গারক তীর্থে শিবের আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, তিনি গ্রহগণের মধ্যগত হইয়া আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিবেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১১৫।

মঙ্গলচণ্ডী—সকল বিশ্বের মূল-স্বরূপা প্রকৃতি দেবীর মুখ হইতে মঙ্গল-চণ্ডী দেবী উৎপন্না হইয়াছেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে মঙ্গলরূপা এবং সংহার কার্য্যে কোপরূপিণী, এই জন্য পণ্ডিত গণ তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া অভিহিত করেন। দেবীভ-৯স্ক-১। দক্ষ অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল। মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে তাঁহার পূজা বিধেয়। মনুবংশীয় মঙ্গল রাজা নিরন্তর তাঁহার পূজা করিতেন। দেবীভা-৯স্ক-৪৭।

মঙ্গলা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-,১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সাবিত্রীদেবীর একনাম। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) মঙ্গলা, বিশা-লাক্ষী, চত্বরপ্রিয়াদেবী এই তিনজন

প্রভাস-ক্ষেত্রের তিন দূতী। ইহাদের মধ্যে মঙ্গলা ব্রাহ্মীশক্তি, বিশালাক্ষী বৈষ্ণবী শক্তি এবং চত্বরপ্রিয়া রৌদ্রী শক্তি। ব্রহ্মাদি-দেবগণের মঙ্গল করেন বলিয়া ব্রাহ্মীশক্তি মঙ্গলা নামে কথিতা হন। তৃতীয়া তিথিতে যে নর বা নারী তাঁহার পূজা করে, তাহার অমঙ্গল-জনিত ভয় দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬০। (৪) শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী। শিবশর্ম্মা দেখ।

মঙ্গলায়ন—মঙ্গল দেখ।

মঙ্গলেশ্বরী—সাবিত্রীর এক নাম। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মজ্জন—স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে বিভিন্ন দেব, দেবী, পর্ব্বত, নদীসমূহ তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাপতি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বৈতালি দেখ।

মজ্জান—রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৯। রাবণ দেখ।

মঞ্জরী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

মঞ্জুকলা—সৌরাষ্ট্র দেশবাসী সর্ব্ব-সহ নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। পদ্ম-ক্রি-৩। সর্ব্বসহ দেখ।

মঞ্জুকেশ—অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ শৌনকের অন্যতম শিষ্য সৈন্ধবায়ন। তাঁহার শিষ্য মঞ্জুকেশ। তিনি স্বীয় গুরু সৈন্ধবায়নের নিকট অথর্ব্ব বেদের এক বিভাগ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা-৬৭।

মঞ্জুঘোষা—জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩।

মণি—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। হরি-হরি-৩। কদ্রু দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায় চন্দ্র, মণি ও বসুমণি নামে তাঁহার দুই গণকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মণিক—মহিষাসুরের পুত্র রক্তা-সুরের (রক্তাক্ষের) তেত্রিশজন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

মণিকণ্ঠ—অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কোটক, মণিকণ্ঠ, ঐরাবত, শঙ্খ, পুণ্ডরীক ও শেষ, এই কয়জন নাগ নাগ-নায়ক নামে কথিত হন। স্কন্দ-নাগ-৩১।

মণিকর্ণ—কাশীস্থিত বিঘ্নবিনাশক গণপতিদিগের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মণিকর্ণিকা—(১) প্রভাস ক্ষেত্রস্থ এক তীর্থ। মণিকর্ণিকা নাম্নী এক পতি-ব্রতা কিরাত নারীর নামানুসারে এই তীর্থের নাম হইয়াছে। ঐ কিরাত রমণী এক সময়ে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া সূর্য্যের গ্রহণকালে ঐ তীর্থের কুণ্ডজলে প্রবিষ্ট হয় এবং দিব্য রূপধারিণী হইয়া ঐ কুণ্ডজল হইতে উত্থিত হয়। ঐ কিরাত

রমণীর পতি তাহারই অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হয়, এবং প্রথমে পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকেই নিজ পত্নীর বিষয় জিজ্ঞাসা করে। পরে পরিচয় পাইয়া ও সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার পরামর্শে সেই কুণ্ডে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সূর্য্য রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত কিরাত যখন কুণ্ড হইতে উত্থিত হইল, তখন তাহার মূর্ত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কদাকার হইল। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া কিরাত কুণ্ডজলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। তাহার পত্নীও পতিশোকে পতির চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলে, তথায় উপস্থিত বালখিল্য মুনিগণ তাহার পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার পতির প্রাণদান করিলেন। তদবধি সেই কিরাত রমণীর নামানুসারেই সেই তীর্থ মণিকর্ণিকা তীর্থ নামে খ্যাত হইল। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-১৬। (২) কাশীস্থিত চক্রপুষ্করিণীই মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ মণিকর্ণিকা তীর্থ একবার নিজ সলিল রূপ পরিত্যাগ করিয়া নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়কে দর্শন দান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

মণিকুট্টিকা—সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মণিগ্রীব—কুবেরের তনয় নলকুবের ও মণিগ্রীব একদা মদ্যপান করিয়া অশিষ্ট আচরণ করেন। তাহাতে দেবল মুনির শাপে তাঁহারা ভূতলে বৃক্ষের রূপ প্রাপ্ত হন। দ্বাপরে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। গর্গ-গো-১৯। দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের সহচর সত্যভামা-তনয় চন্দ্রভানুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় ও তিনি চন্দ্রভানু হস্তে নিহত হন। (২) কুবের তনয় মণিগ্রীব ও নলকুবের নারদের শাপে যমলার্জ্জুন নামে দুই বৃক্ষে পরিণত হন। ভাগ-১০স্ক-১০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মণিগ্রীবা—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সহচরী শক্তিরূপিণী গোপিকাগণের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মণিদত্ত—যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। পুণ্যজনী দেখ।

মণিধর—যক্ষরাজ রজতনাভের পুত্র। রজতনাভ দেখ।

মণিনাগ – কদ্রুপুত্র মণিনাগ মাতৃশাপ ভয়ে নর্ম্মদা তীরে যাইয়া সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৭২। কদ্রু দেখ।

মণিপ্রদীপ – কাশীস্থিত মণিপ্রদীপ নাগকে অর্চ্চনা করিলে আর নাগ-ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩। ঐ মণিনাগের সম্মুখে এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডে অবগাহন করিয়া যে মণিপ্রদীপ নাগকে দর্শন করে তাহার বিবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮।

মণিপ্রভা—মল্লী, মণিপ্রভা, মণি-মালিকা, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সহচরী শক্তিস্বরূপিণী গোপিকাগণের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

মণিবর—যক্ষ রজতনাভের পুত্র। তাঁহার অপর সহোদর ভ্রাতার নাম মণিভদ্র। বায়ু-৬৯। যক্ষ মণিবর মনুষ্য-প্রকৃতি দেবগণের অন্যতম। অর্থাৎ যাঁহারা দেবতা না হইয়াও দেবগণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হন, মণিবর তাঁহাদেব অন্যতম। বায়ু-৯৭।

মণিবাহন—তাঁহার অপর নাম কুশাম্ব। মহাভা-আদি-৬৩। হরিবংশ মতে কুশ। হরি-হরি-৩২। বিম্বোপরিচর দেখ।

মণিভদ্র—(১) শিবের অন্যতম গণ। জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে মণিভদ্র জালন্ধরের অনুচর গণের সহিত যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উ-১২, ১৩, ১৭। (২) যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র, কৈলাশ-শৈলের পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রপ্রভশৈলে বাস করেন। বায়ু-৪৭। (৩) যক্ষ রজতনাভের অন্যতম পুত্র। মণিবর দেখ। (৪) কুবেরের সখা। বড়ল দেখ।(৫) বিদিশা নগরীতে মণিভদ্র নামে এক অতি নীচ প্রকৃতি কৃপণস্বভাব ব্যক্তি ছিল। সে বহু অর্থ প্রদান করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু নিজ নীচ স্বভাবের জন্য পত্নীর প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিত। তাহার গৃহে সে প্রতিদিন এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইত। কিন্তু তাহার এই ব্যবস্থা ছিল যে ভোজনকারীকে মাথা হেঁট করিয়া আহার করিতে হইবে। মাথা উঠাইলেই মণিভদ্র তাহাকে প্রহার করিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিত। একদিন পুষ্প নামে এক ব্রাহ্মণ মনি-ভদ্রের গৃহে আহার করিতে করিতে মাথা উঠাইয়া মণিভদ্রের পত্নীকে দর্শন করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মণিভদ্র তাহাকে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ অতিশয় অপমানিত বোধ করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তাহার নিকট হইতে মন্ত্রপূত দুইটি গুলি লইল। তাহার একটি মুখে রাখিলে ব্রাহ্মণ যে কোনও রূপ ধারণ করিতে পারিত। অপরটি মুখে রাখিলে সে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইত। ঐ মন্ত্রপূতগুলি লইয়া পুষ্প মণিভদ্রের রূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার ধনসম্পত্তি সব হরণ করে, এমন কি তাহার স্ত্রীকেও নিজস্ব করিয়া লয়। মণিভদ্র রাজদ্বারে বিচার প্রার্থী হইয়াও পুষ্পের চাতুর্য্যে কোনও ফললাভ করিতে পারে নাই। স্কন্দ-নাগ-১৫৫-১৬০। (৬) চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা। তিনি বৃদ্ধকালে বীরভদ্র ও যশোভদ্র নামক পুত্রদ্বয়ের উপর রাজ্যভার প্রদান-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। পদ্ম-ক্রি-৩। যশোভদ্র দেখ।

মণিমৎ—যক্ষ রজতনাভের পুত্র মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভে মণিমৎ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। দেবজনী দেখ।

মণিমতি—রাজা জন্মেজয়ের পত্নী। তাঁহার গর্ভে সুরথ ও মতিমান্ জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২।

মণিমন্ত্র—পৃথিবীর নিম্নভাগে তৃতীয় তলে কুম্ভল, চ্যবন, থর, বিরাধ, ক্রূর, উল্কামুখ, হেমক পাণ্ডুরক, মণিমন্ত্র, কপিল ও নন্দ এই সমুদয় রাক্ষসগণ বাস করেন। বায়ু-৫০।

মণিমান্—(১) রাক্ষস-পতি বৃত্র দ্বাপরে রাজর্ষি মণিমান্‌রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) জনৈক নাগ। তিনি বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মণিমালিকা—মণিপ্রভা দেখ।

মণিস্কন্দ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মণীচক—প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হব্য শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার জলদ, মণীচক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বায়ু-৩৩। হব্য দেখ।

মণীশ্বর—মহাদেবের জনৈক গণ। পদ্ম-ভূমি-১০২।

মণ্ডলক—লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মণ্ডূক—বশিষ্ঠ ঋষি মণ্ডূক দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়ন বলেন যে বশিষ্ঠ ঋষি পর্জ্জন্য দেবের নিকট জল প্রার্থনা করেন। মণ্ডূকগণ তাঁহার এই প্রার্থনা অনুমোদন করে। তজ্জন্য বশিষ্ঠঋষি মণ্ডূকগণকে স্তব করেন। ঋক্-৭।১০৩। ১-১০।

মতঙ্গ—(১) পম্পানদীর পশ্চিম-তীরে মতঙ্গঋষির আশ্রম ছিল। সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে,রাম মতঙ্গঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। রামা-আর-৭৪ ৭৫। বালি দুন্দুভি-নামক মহিষকে বধ করিয়া তাহার মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ করেন। তখন দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত রক্ত মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। মতঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া এই শাপ দেন যে, কোনও বানর তাঁহার আশ্রমসীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রামা-কিস্কি-২০ ২১। (২) অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ। (৩) মহর্ষি মতঙ্গের পুত্রের সহিত ধর্ম্মব্যাধ নামে পরিচিত এক ব্যাধের কন্যা অর্জ্জুনকার বিবাহ হয়। মতঙ্গঋষি গো, মৃগ ও পক্ষীদিগকে আহার না দিয়া এবং যথাবিধানে অতিথি সৎকার না করিয়া, আহার করিতেন বলিয়া ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাকে

তিরস্কার করে। বরা-৮১। (৪) মতঙ্গ ঋষি অপকৃষ্ট যোনীতে জন্মলাভ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ করেন। শান্তি-২৯৭। বশিষ্ঠ দেখ। (৫) পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র জন্মে। ব্রাহ্মণ ঐ পুত্রকে নিজ ঔরসজাত পুত্র বিবেচনা করিয়া তাহার ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করেন। একদিন ঐ ব্রাহ্মণ এক যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য মতঙ্গকে আদেশ করিলে, মতঙ্গ গর্দ্দভবাহিত রথে আরোহনপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। কিন্তু গর্দ্দভ-শাবক তাঁহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন না করিয়া নিজ মাতার সকাশে গমন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। মতঙ্গ তাহা দেখিয়া সেই গর্দ্দভশাবককে বারংবার নিষ্ঠুর ভাবে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গর্দ্দভী তাহার শাবককে বলিল—"এ ব্যক্তি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কদাপি এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পারে না। এব্যক্তি যেমন নীচযোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই মত কার্য্য করিতেছে।" এইকথা শুনিয়া মতঙ্গ রথ হইতে নামিয়া আসিয়া গর্দ্দভীকে বলিল—"তুমি আমার জন্ম বৃত্তান্ত যাহা জান বল।" গর্দ্দভী বলিল—"তোমার জনক এক নাপিত; এইজন্য তুমি ব্রাহ্মণত্বের বদলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।" মতঙ্গ এইকথা শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ দুস্কর দেখিয়া ইন্দ্রের বরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পূজ্য কামরূপী কামচারী বিহঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল ছন্দোদেব। মহাভা-অনু-২৭, ২৮, ২৯। স্কন্দ পুরাণে আছে (আব-চতু-৬০) মতঙ্গ ঐরূপ তপস্যা করিয়া ইন্দ্রের উপদেশে মহাকাল বনে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তদবধি ঐ শিব-লিঙ্গ মতঙ্গেশ্বর লিঙ্গনামে প্রসিদ্ধ হইল। মতঙ্গের পিতার নাম সুমতি।

মতি—(১) যামদেবগণের অন্যতম। মঙ্গল ও যামদেবগণ দেখ। (২) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদের অমৃতাভ, ভূতরজ প্রভৃতি যে চারিটি গণ ছিল, তাহাদের মধ্যে ভূতরজগণের অন্তর্ভূক্ত অন্যতম দেবতা মতি। বায়ু-৬২। রৈবত মনু দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপু-তনয় হ্লাদের পত্নী। ভাগ-৬স্ক-১৮ (৪) সরস্বতীদেবীর অন্যতমা শক্তি। গরু পু-৭। সরস্বতী দেখ। (৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৬) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন স্বর

শক্তির অন্যতমা। তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ।

মতিনার—(১) রাজর্ষি ঋচেয়ুর পুত্র। তৎপুত্র তংসু। হরি-হরি-৩২। (২) কুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের ঋচেয়ু মতিনার প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মতিনারের তিন পুত্র তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত। অগ্নি-২৭৮। (৩) কুরুবংশীয় অনাধৃষ্টির পুত্র মতিনার। তিনি রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র তংসু, মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্য। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) তক্ষক-দুহিতা জ্বালার গর্ভে ঋক্ষের ঔরসে মতিনার জন্ম গ্রহণ করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী মতিনারকে পতিত্বে বরণ করেন। সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের তংসু নামে পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫।

মতিভূ—একজন মুনি। শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। পদ্ম-উত্ত-৮১।

মতিমান্—(১) রাজা জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র। জনমেজয় দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মতী—মহারাজ শশবিন্দুর পত্নী। শিব-ধর্ম্ম-৬০। চৈত্ররথী দেখ।

মত্ত—রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ঔরসে তৎপত্নী সুন্দরীর গর্ভে উন্মত্ত, মত্ত, দুর্ম্মুখ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। লঙ্কা-দহনকালে হনুমান্ তাঁহাদের গৃহ দগ্ধ করেন। ইঁহারা সকলেই লঙ্কা-সমরে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৫৪, উত্ত-১, ৫। অগ্নি-১০।

মন্ত্ররূপী—অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

মৎস্য (১) মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৬। বায়ু-৬০। শাকল্য দেখ। (২) যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলে মৎস্যরাজ তাঁহাকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত অক্ষ উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। মহাভা-সভা-৫২। (৩) চেদিরাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) কল্পের ক্ষয় কাল উপস্থিত হইলে মহেশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া সলিল-রাশী মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা ৩। শিব দেখ। (৫) সমদ নামক মহামীনের পুত্র মৎস্য আদিত্যগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়নাচার্য্য বলেন যে, বাস্তবিক মৎস্য বলিয়া কোনও ঋষি কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন নাই। মৎস্য কথাটী ঐ স্থলে উপমারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋক্-৮৷৬৭।

মৎস্য-অবতার—কল্পের অবসানে যখন সমুদয় লোক সাগরজলে প্লাবিত ছিল, তখন বৈবস্বত মনু ভুক্তি ও মুক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। একদিন তিনি কৃতমালা

মানে এক নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য তর্পণ-জলসহ তাঁহার হস্তে উত্থিত হইল। মনু সেই মাছটিকে নদীর জলে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে মাছটি বলিল "অনুগ্রহ করিয়া আমায় নদীর জলে ফেলিয়া দিবেন না। অন্যান্য বড় বড় জলজন্তুরা আমায় খাইয়া ফেলিবে।" তখন মনু তাহাকে কলসীর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে তাহার শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনু তাহাকে কূপ, পুষ্করিণী ও নদীতে রাখিয়া দিলেন। তাহাতেও তাহার বর্দ্ধমান শরীরের স্থান সংকুলন না হওয়ায়, মনু তাহাকে সাগর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হইবার অল্পকাল মধ্যেই সেই মৎস্য লক্ষ-যোজন বিস্তীর্ণ মহান্ আকার ধারণ করিল। তখন মনু তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি সাধারণ মৎস্য নহেন। আপনি নিশ্চয়ই দেবদেব নারায়ণ। আপনি কেন আমায় মায়াজালে মোহিত করিতেছেন?" তখন সেই মৎস্য বলিলেন—"তুমি ঠিকই বলিয়াছ, আমিই অনন্ত পুরুষ। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আর সাতদিন পরে সমস্ত জগৎ জলে প্লাবিত হইলে তোমার নিকট একটি নৌকা উপস্থিত হইবে। তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করিও। তাহার পর যখন আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব, তুমি সেই নৌকাটি আমার শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিও।" সাত দিন পরে ঠিক ঐরূপ এক নৌকা ও তাহার পরে মৎস্যরূপী ভগবান তাহার নিকট আসিলে মনু তাঁহার শৃঙ্গে নৌকাটি বাঁধিয়া দিয়া নানাভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যাবতারে হরি মনুর নিকট মৎস্যপুরাণ কীর্ত্তন করেন। অগ্নি-২। মহাভা-বন-১৮৬। মৎ-১,২। (২) প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ভীত ব্রহ্মার মুখ হইতে যে বেদবাণী নিঃসৃত হয়, মৎস্য-রূপী হরি সেই বেদবাণী লইয়া সলিল রাশীমধ্যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরের প্রলয়কালে হরি মৎস্যাবতার হন। গরু-পূ-১। (৪) পুরাকালে দাশরথি রামই মৎস্যরূপী হইয়া নিজ ভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। অধ্যা-রামা-অযো-৫।

মৎস্যকাল—মগধরাজ বৃহদ্রথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বায়ু-৯৯। বিষ্ণোপরিচর দেখ। অগ্নিপুরাণে মৎস্যকালী নাম আছে। অগ্নি-২৭৮। গিরিকা ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

মৎস্যগন্ধ—একায়ন, যাজ্ঞপতি প্রত্যহ, সৌরি, চৌক্ষি, মৎস্যগন্ধ, কার্দ্দমায়নি, গৃৎসমদ ও সনক এই সকল ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক

ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর দুইটি,—ভৃগু ও গৃৎসমদ। এই সকল আর্ষের প্রবরে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। মৎ-১৯৫।

মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের জননী। অদ্রিকা ও সত্যবতী দেখ। মহাভা-আদি-৬৩।

মৎস্যদগ্ধ—মহাতেজা সাত্যমুগ্রি, হিরণ্যস্তম্বি ও মুদ্গল, অঙ্গিরাবংশীয় এই সকল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি,—অঙ্গিরা,মৎস্যদগ্ধ ও মুদ্গল। মৎ-১৯৬

মৎস্যর—ধর্ম্ম হইতে সুরভীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। চ্যবন ও ধর্ম্ম দেখ।

মৎস্যরাজ—অদ্রিকা দেখ।

মৎস্যরিক—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মৎস্যাচ্ছাদ্য—আত্রেয়ায়নি, সৌবেষ্ট্য, অগ্নিবেশ্য, শিলাস্থলি, বালিশায়নি একপী,বারাহি, বাস্কলি, সৌটি,তৃণকর্ণি, প্রাবহি, ব্রহ্মতম্বি, আশ্বলায়নি,বারাহী, বর্হিসাদী, শিখাগ্রীবি, কারকি, মহাকাপি, উড়ুপতি, প্রভু, কৌচকি, ধমিত, পুষ্পান্বেষি, সোমতম্বি, সালড়ি বালড়ি, দেবরারি, দেবস্থানি হারিকর্ণি, সরিদ্ভবি, প্রাবেপি, সাস্তম্বগ্রীবি, গোমেদ, গন্ধিক, মৎস্যাচ্ছাদ্য, মূলাহর, ফলাহার গঙ্গোদধি, কৌরুপতি, কৌরুক্ষেত্রি, নায়কি, জৈত্যদ্রোণি, জৈহ্বলায়নি, আপস্তম্বি, মৌঞ্জবৃষ্টি, মার্ষ্টিপিঙ্গলি, পৈল, শালঙ্কায়নি দাক্ষ্যেয়,ও মারুত এই সকল অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি এবং ভরদ্বাজ। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। মৎ-১৯৬।

মৎস্যাশী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪

মৎস্যেশ্বর—গঙ্গাদ্বার হইতে আগমন করিয়া মৎস্যেশ্বর লিঙ্গ কাশীতে অবস্থান করেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মৎস্যোদরী—মৎস্যগন্ধার অপর নাম। দেবীভা-২স্ক-১।

মথন—দৈত্যপতি তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। মৎ-১৪৮, ১৫১।

মথিত—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গাভীর স্তুতি করিয়া কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৯।১-৮।

মদ—(১) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে উৎপন্ন শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৮ দনু দেখ। (২) মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের চিকীৎসায় নবযৌবন প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপ তাঁহাদিগকে শর্য্যাতির যজ্ঞে সোমরস পান করাইতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আপত্তি করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপানের জন্য উপস্থিত

হইলে তাঁহাদিগকে বাধা দেন। এই বিষয় লইয়া ইন্দ্রের সহিত মহর্ষি চ্যবনের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইন্দ্র চ্যবনকে বধ করিবার জন্য বজ্র নিক্ষেপ করেন। চ্যবনও ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নি হইতে ঘোরাকৃতি মহাকায় এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। মদ নামক সেই দৈত্য ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্র গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতির পরামর্শে চ্যবনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অশ্বিনী কুমারদিগকে সোমপানের অধিকার দিতে সম্মত হইলেন। তখন চ্যবন ঋষির ক্রোধ শান্ত হইল এবং তিনি দেবগণের ভয় দূর করিবার জন্য মদ দৈত্যকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া কামিনী, সুরাপান দ্যূতক্রীড়া ও মৃগয়াতে স্থাপন করিলেন। দেবীভা-৬স্ক-৭। (৩) শিবের জনৈক অনুচর। দক্ষযজ্ঞে গমনকালে তিনি সতীর অনুগমন করেন। ভাগ-৪স্ক-৪। (৪) রৈবত মন্বন্তরে ভূতরজগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। রৈবত মনু দেখ। (৫) বরুণের এক পুত্র কলি। তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা ও বিশ্বকর্ম্মার কন্যা হিংসার গর্ভে মদ নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৪। বরুণ দেখ। (৬) কাম, ক্রোধ লোভ, মদ ও মান, ইহারা অধর্ম্মের পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম্ম দেখ। (৭)বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত। তৎপুত্র মদ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০, নরিষ্যন্ত দেখ।

মদদ্রবা—নিত্যা, নিরঞ্জনা, ক্লিন্না, ক্লেদিনী, মদনাতুরা, মদদ্রবা, দ্রাবিণী ও দ্রাবিণা, তন্ত্রোক্ত এই আট জন শক্তি, হস্তে নীলোৎপল ও কপাল ধারণ করেন এবং তাহাদের গাত্রবর্ণ রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্ত। ত্বরিতাদেবীর পূজায় যন্ত্রস্থ পদ্মের অষ্টদলে এই আটশক্তির পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-১৮৩ পৃঃ।

মদন—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের বারাহ কল্পে যে আটাইশজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মদন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ ও পাপনাশন নামে তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। উগ্র দেখ। (২) শিবের অন্যতম অনুচর। জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে জালন্ধরানুচর ঘর্ঘরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১১, ১২। (৩) কামদেবের এক নাম। কাম দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত মানব গুরুর অন্যতম। ভুবন দেখ।

মদনগোপাল—শ্রীকৃষ্ণের এক নাম শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মদনপ্রিয়া—অন্যতমা অপ্সরা। অনবদ্যা দেখ। বায়ু-৬৯।

মদনবাসিনী—অনন্ত তৃতীয়া ব্রতে দ্বাদশ পত্র বিশিষ্ট এক পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মের পশ্চিমদলে সৌমা ও

মদনবাসিনী দেবীর পূজা করিতে হয়। মৎ-৬২।

মদনমঞ্জরী—প্রাগ জ্যোতিষ-পুরাধিপতি অশ্ববাহনের পত্নী। তিনি পতির অতিশয় অপ্রিয়া ছিলেন এবং পতি কর্ত্তৃক অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হন। তথায় এক মুনির উপদেশে মহাকালবনে মাতঙ্গেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়া পুনরায় পতির প্রিয় পাত্রী হন। তাঁহার পুত্র দত্ত। স্কন্দ-আব-চতু-৬১।

মদনমূর্ত্তি—কাম্পিল্য-নগর নিবাসী এক পরম রূপধর ব্রাহ্মণ। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কাম্পিল্য নগরবাসী নারীরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্ত লালায়িত হন। পরে মদনমূর্ত্তিরই উপদেশে তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। পদ্ম-উত্ত-২০৬।

মদনমোহন—যৌবনকালে মদনের ন্তায় মোহকারী ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মদনমোহন। পদ্ম-পাতা ৪৬।

মদনমোহিনী—জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

মদনসুন্দরী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্ততমা অতিপ্রিয়া গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৩৯। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) রাধিকার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৪৬। রাধা দেখ।

মদনা—(১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ জন কামকলার অন্ততমা। ভূতি দেখ। (২) ইন্দ্রের সভায় একজন নর্ত্তকী। পদ্ম-উত্ত-৩।

মদনাঙ্কুশ—অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, অনঙ্গবেশা, অনঙ্গমালিনী, মদনাতুরা ও মদনাঙ্কুশা,এই সকল দেবীকে ত্রিপুরপূজায় পদ্মের দল ও কেশরের মধ্যে পূজা করিতে হয়। কালিকা-৬৩।

মদনাতুরা—অন্ততমা শক্তি। মদদ্রবা ও মদনাঙ্কুশা দেখ।

মদনালসা—চম্পক নামক বিদ্যাধরের পত্নী। দেবীভা-৬স্ক-২০।

মদনিকা—পক্ষীরাজ গরুড়ের বংশে কঙ্ক ও কন্ধর নামে দুই অপত্য ছিল। কঙ্ককে বিদ্যুৎরূপ নামক কুবেরের এক অনুচর নিহত করে। তাহাতে কন্ধর বিদ্যুৎরূপকে বধ করিয়া তাহার ভার্য্যা মদনিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। এই মদনিকার গর্ভে দুর্ব্বাসা মুনির শাপগ্রস্ত বপু অপ্সরা জন্মগ্রহণ করে। বপুরই নামান্তর তার্ক্ষী। মার্ক-২। বপু দেখ।

মদবান্—প্রাগ জ্যোতিষ-পুরাধিপতি নরকের ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্ ও সুমালী নামে চারি পুত্র ছিল। কালি-৪০। নরক দেখ।

মদয়ন্তী—(১) কল্মাষপাদরাজার পত্নী। তিনি স্বামীর অনুমতি অনুসারে বশিষ্ঠদেবের দ্বারা অশ্মকনামক পুত্র লাভ করেন। মহাভা-আদি-১২২। বিষ্ণু-

৪র্থ-৪। ভাগ-৯স্ক-৯। কল্মাষপাদ দেখ। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুদাসের তনয় সৌদাস (নামান্তর মিত্রসহ)। সুদাসের পত্নীর নাম মদয়ন্তী, এবং কল্মাষপাদ নামে এক পুত্র ছিল। গরু-পূ-১৪২ ।(৩) শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

মদালসা (১) ঋতধ্বজের পত্নী। মার্ক-২১—২৯, ৩১, ৩৪ ৩৬, ৪৪। ঋতধ্বজ ও অলর্ক দেখ। (২) দৈত্য-পতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র শকুনি। শকুনির পত্নী মদালসা। গর্গ-বিশ্ব-৩২, ৪২। (৩) ঋতধ্বজ পত্নী মদালসা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ছিলেন। বাম-৫৯।

মদিরা—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে উপনন্দ প্রভৃতি সাত পুত্র এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। মদিরা, ভদ্রা, রোহিণী ও দেবকী, বসুদেবের এই চারি পত্নী বসুদেবের সহিত সহমৃতা হয়েন। মহাভা-মৌষল-৭। (২) দক্ষ-কন্যা মদিরা কুবেরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। কুবের দেখ। (৩) বারুণীর অপর নাম। বরুণ ও বারুণী দেখ।

মদিরাক্ষ—সিংহল দ্বীপাধিপতি বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যবর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

মদিরাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশাশ্বের তনয়। রাজা মদিরাশ্ব সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি হিরণ্যহস্তকে স্বীয় কন্যা দান করিয়া সেই পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪; অনুশা-২, ১৩৭।

মদু—জনৈক দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

মদোৎকটা—(১) দেবী সাবিত্রী রথবনে মদোৎকটা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করী চৈত্ররথে মদোৎকটা নামে পরিচিতা। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। সতী দেখ।

মদোদর—মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনানী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

মদ্‌গু—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। হরি-হরি-৩৪। অক্রূর ও শ্বফল্ক দেখ।

মদ্যসেবী—রাক্ষসরাজ কপালভরণের অন্যতম অনুজ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১। কপালভরণ ও ভয়াবহ দেখ।

মদ্র—(১) পুরুবংশীয় উশীনরের পুত্র শিবি। শিবির অন্যতম পুত্র মদ্র। বায়ু-৯৯। (২) শিবির অন্যতম পুত্র মদ্রপ। হরি-হরি-৬১। উশীনর, কেকয় ও বৃষদর্ভ দেখ।

মদ্রক—(১) একজন দৈত্যপতি। তিনি দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয় রাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

(২) উশীনরের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। মদ্র দেখ।

মদ্রপ—মদ্র দেখ।

মদ্ররাজ—(১) যুধিষ্ঠিরাদির মাতামহ। তাঁহার কন্যা মাদ্রী পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। মহাভা-আদি-১১৩, ১২৫। দেবীভা-৬স্ক-২৫। (২) পত্তনাধিপতি মদ্ররাজ লক্ষ্য ভেদার্থ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

মদ্রা—(১) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের মদ্রা প্রভৃতি কতিপয় কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মধু—(১) জনৈক দৈত্য। তিনি রাবণের মাতৃষ্বসার কন্যা কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ মধুদৈত্যকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার পুরীতে গমন করেন। কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসীর কাতর প্রার্থনায় রাবণ মধুদৈত্যের কোনও অনিষ্ট না করিয়াই প্রত্যাগমন করেন। মধুদৈত্যের পুত্র লবণ (অসুর)। রামা-উত্ত-৩০। লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধু অতি উদারচেতা ও দেবতাদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। মধুদৈত্যের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দেখিয়া শিব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ শূলের অংশদ্বারা অপর এক শূল নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই শূল শত্রুকে ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় মধুর হস্তেই ফিরিয়া আসিত। মৃত্যুকালে মধু ঐ শূল পুত্র লবণাসুরকে প্রদান করেন। রামা-উত্ত-৭৪। (২) প্রসিদ্ধ নামা দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম। নারায়ণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। কৈটভ এবং বিষ্ণু (৮), (৬৮) ও (৮২) দেখ। (৩) তৃতীয় (উত্তম) মনুর অন্যতম পুত্র মধু। মৎ-৯; হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৮; পদ্ম-স্-৭। ইষ, উর্জ্জ ও উত্তম দেখ। (৪) চৈদ্যবংশীয় দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর অপত্য পুরবস। মৎ-৪৪। মধুর পুত্র মরুবসা। হরি-হরি-৩৬। মধুর পুত্র কুরুবংশ। ভাগ-৯স্ক-২৪। মধুর পুত্র দ্রবরস। অগ্নি-২৫৭। মধুর পুত্র কুরুবশ। পদ্ম-স্-১৩। মধুর পুত্র অনবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।(৫)বিশ্বদেবগণের অন্যতম মধু। বিশ্বদেবগণ দেখ। (৬) যদুবংশীয় বৃষের পুত্র মধু। মধুর তনয় বৃষণ। বৃষণ হইতে বৃষ্ণিগণ ও মধু হইতে মাধবগণ উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩৩। মধুর তনয় বৃষ্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৭) নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে যে দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় উৎপন্ন হন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের দেহ অতীব মৃদু ছিল, তজ্জন্য ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন মধু। অপরের দেহ কঠিন ছিল। তজ্জন্য তাঁহার নাম

হয় কৈটভ। হরি-হরি ৫২। (৮) মধু-দৈত্যের কন্যা মধুমতী, হর্য্যশ্বের পত্নী ছিলেন। এই মধুমতি লবণাসুরের ভগিনী। হরি-হরি-৯৩।(৯) মধুদৈত্যের পুত্র ধুন্ধু। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (১০) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (১১) জ্যামঘ বংশীয় দেবনের পুত্র মধু, মধুর অপত্য মহাতেজা মনু। বায়ু-৯৫। দেবন ও দেবক্ষত্র দেখ। (১২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় মধু প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। প্রদ্যুম্ন যখন কুরুরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন কর্ণের সহিত মধুর যুদ্ধ হয়। গর্গ-গো-৪, ২০। মধু অনিরুদ্ধের সহিতও যজ্ঞাশ্ব লইয়া গমন করেন। গর্গ-অশ্ব-১৪, ১৬। (১৩) হিরণ্যাক্ষের অন্যতম সেনানী মধু দেবাসুর যুদ্ধে বিষ্ণু হস্তে নিহত হন। পদ্ম-সৃ-৭২। (১৪) চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৩য়-১। অতিনামা, চাক্ষুষ ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৫) ভরত বংশীয় বিন্দুমানের ঔরসে তৎপত্নী সরমার গর্ভে রাজর্ষি মধু জন্মগ্রহণ করেন। মধুর পত্নীর নাম সুমনা। তাঁহার গর্ভে বীরব্রত জন্মলাভ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। বীরব্রত দেখ। (১৬) নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের মধ্যে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু ও উর্জ্জিত এই কয়জন ছাড়া অপর সকলেই পরশুরামের সহিত সংগ্রামে নিহত হন। ভাগ-৯স্ক-২৩। মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ দেখ। (১৭) মহাবল মধু বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮। (১৮) নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তৎপরে মধু দৈত্য উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন নারায়ণ মধুদৈত্যকে বধ করেন। তজ্জন্য নারায়ণের এক নাম হয় মধুসূদন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (এস্থলে কৈটভের উল্লেখ নাই)। (১৯) বসন্ত ঋতুর এক নাম মধু। তিনি কন্দর্পের চিরসহচর। একাধিক পুরাণের বহুস্থলে ইহার উল্লেখ আছে। (২০) বিষ্ণু বৈশাখ মাসে মধুদৈত্যকে বধ করেন। পদ্ম-পাতা-৫৮। (২১) সপ্তদশ যুগে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়া পৃথিবীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করেন। রৈভ্য নামে মহামুনি সেই দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। বরা-১২৬। (২২) বিষ্ণু মায়া দ্বারা মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করেন এবং তাঁহাদের মেদ ও অস্থিদ্বারা এই পৃথিবী নির্ম্মাণ করেন। অধ্যা-রামা-৮। (২৩) ঋগ্বেদোক্ত অন্যতম দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি তাঁহার স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-২।৩৬।১।

মধুকুল্যা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মধুচ্ছন্দঃ—(১) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-১-৯। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। কচ্ছপ দেখ। (২) গন্ধমাদন শৈলে, চক্রতীর্থের অনতিদূরে, অসুর বিনাশের জন্য দেবতারা যে যজ্ঞ করেন তাহাতে বিশ্বামিত্র তনয় মধুচ্ছন্দঃ সুব্রহ্মণ্য হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৩।

মধুচ্ছন্দা-(১) সতীর অন্যতমা সহচরী। পদ্ম-সৃ-২৭। (২) বিশ্বমিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋগ্বেদের একজন প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নি, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ সম্বন্ধে অনেক গুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ ঋষি। ঋক্‌-১।১-১১।

মধুদ্রকা—মধুবর্ণ দেখ।

মধুধ্বজ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। মধু (১৬) ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ।

মধুনন্দী—অঙ্গ বংশীয় নন্দনের পর মধুনন্দী মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধুনন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিযশা। বায়ু-৯৯।

মধুপ—স্বায়ম্ভুব মনুর তেত্রিশ জন পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। অজিতবান্‌ ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ।

মধুপিঙ্গ—জনৈক তাপস। তিনি লাঙ্গলীশ্বর তীর্থে সিদ্ধিলাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। ভৈরবী দেখ।

মধুপিঙ্গা—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে সবন্দ:পবিত্রোচ্চা নাম্নী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী সুষমা, মধুপিঙ্গা প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

মধুপিঙ্গাক্ষ—শিবাবতার লাঙ্গলী-ভীমের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-২৩। লাঙ্গলী দেখ।

মধুবর্ণ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে মধুদকা নদী তাঁহার সাহা-যার্থ স্বীয় অনুচর মধুবর্ণকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ

মধুমতী—(১) আদ্যা-প্রকৃতির সদৃশী শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন অতি প্রিয়া গোপিকার অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৩৯। (২) রাধিকার এক নাম। রাধা দেখ। (৩) মধু দৈত্যের কন্যা। মধু (৭) দেখ।

মধুমত্ত—রামচন্দ্রের একজন বয়স্য। রামা-উত্ত-৫৩।

মধুমাধবী—শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা জনৈক ব্রজবাসিনী গোপিকা। গর্গ-গো-৪।

মধুর—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, প্রভৃতি স্কন্দের সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাপতি প্রদান করেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মধুরথ—জ্যামঘ-বংশীয় ভীমরথের পুত্র মধুরথ। তৎপুত্র শকুনি। গরু-পূ-১৪৩। ভীমরথ দেখ।

মধুরভাষিণী—শঙ্করীর অন্যতমা সখী। সতী দেখ।

মধুরাত্রেয়—চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২। মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

মধুরাবহ—কাম্বায়ণ, কোপচয়, বাৎস্যতরায়ণ, ভ্রাষ্ট্রকৃৎ, রাষ্ট্রপিণ্ডী, লম্রানি, সাচকায়নি, ক্রোষ্টাক্ষি, বহুবীতি, তালকৃৎ, মধুরাবহ, লাবকৃৎ, গালবিদ্, গার্গী, মার্কটি, পৌলিকায়নি, স্কন্দস, চক্রী, গার্গ্য, শ্যামায়নি, বালকি ও সাহরি, এই সকল অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি যথা—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, গর্গ ভরদ্বাজ, ও সৈত্য। এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। মৎ-১৯৬।

মধুরুহ—ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

মধুলিহা—সীতা দেখ।

মধুশর্ম্মা—কলিতে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর ও এক ব্রাহ্মণের ব্যাভিচার ফলে মধুশর্ম্মা নামে এক পুত্র জন্মে। সেই ব্রাহ্মণ তনয় শাস্ত্রাধ্যয়নে উৎসুক হইয়া, পদ্মপাদুক নামে অপর এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। গুরু গৃহে বাসকালে তাহার গুরু ব্রাহ্মণের অনুচিত অনাচার দর্শন করিয়া তাহার জন্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং সকল বিষয় জানিতে পারিয়া তাহাকে শাপ দেন,—"তোমার শাস্ত্র পাঠ সব বিফল হইবে।" মধুশর্ম্মা তখন জিজ্ঞাসা করে—"আমি যে এ যাবৎকাল আপনার পরিচর্য্যা করিলাম, তাহার জন্য কি আমার কোনই পুণ্যলাভ হইবে না?" তখন তাহার আচার্য্য বলেন—"কোনও কোনও বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হইবে।" এই মধুশর্ম্মা অতঃপর গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া জগৎ মায়াবাদ প্রচার করিতে থাকে। মধুর শিষ্যেরা যোগ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতির নিন্দা প্রচার করিতে থাকে। তাহারা পুরাণকে বেদান্তের সদৃশ বলিয়া প্রচার করে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সন্ন্যাস ধর্ম্মের অপব্যবহার করে। বিশ্ব মায়াবিলাস মাত্র ইহাই তাহাদের মূল শিক্ষার বিষয় হয়। ঐ সকল মধু-শিষ্যের দ্বারা লোকের অশেষ অপকার সাধিত হয়। সৌর-৩৯।

মধুশ্রী—উরু, পুর, মহাবল, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কৃতি, অগ্নিষ্টু, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন, হবিষ্মান্, উত্তম, শ্রীমান, সুধামা, বিরজ, অভিমান, সহিষ্ণু ও মধুশ্রী—এই সকল চাক্ষুষ মনু-তনয়গণ ঋষি ছিলেন। গরু-পু-৮৭। চাক্ষুষমনু ও অগ্নিষ্টুৎ দেখ।

মধুষ্যন্দ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। রামা-আদি৫৭। বিশ্বামিত্র দেখ।

মধুসূদন—(১) বিষ্ণুর এক নাম। মধু (ও তৎভ্রাতা কৈটভ) নামক দৈত্যকে বধ করিয়া বিষ্ণু ঐ নাম প্রাপ্ত হন। (২) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মধুসূদন।

(৩) শালগ্রাম শিলাও মধুসূদন নামে পরিচিত। স্কন্দ-নাগ-২৪০।(৪) তন্ত্রোক্ত ষোড়শটি স্বরবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রসার-২৩৮-পৃঃ।

মধুসূদনী—সীতা দেখ।

মধুস্পন্দ্যা—দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার অন্যতমা। ধার্ম্মিকা দেখ।

মধ্বাচার্য্য—মধু দেখ।

মধ্যন্দিন—(১) যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। আটবী দেখ। (২) ধ্রুবের বংশে পুষ্পার্ণের অন্যতমা পত্নী প্রভার গর্ভে মধ্যন্দিন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। পুষ্পার্ণ দেখ।

মন (১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৬। অপান, উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) প্রিয়ব্রতাত্মজ ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। বরা-৭৪। প্রভাকর, জ্যোতিষ্মান ও বেণুমান দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণের যে পাঁচটি গণ ছিল তাহার মধ্যে ভাব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮, বায়ু-৬২। অর্থপতি দেখ। (৪) শিব-পত্নী সতীর এক নাম। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

মনলেখা—কাশীরাজ প্রতাপমুকুটের কন্যা। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অশোকদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৯।

মনস—(১) ধর্ম্মের পত্নী সুরভী হইতে মনস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। চ্যবন দেখ।(২) ঋগ্বেদে মনস নামে এক ঋষির উল্লেখ আছে। অবৎসার নামক এক ঋষির সহিত মিলিয়া তিনি বিশ্বদেবগণের স্তুতি করেন। ঋক-৫।৪৪।১০।

মনসা—কশ্যপের আত্মজা মনসা দেবী প্রকৃতিরই অংশভূতা। তিনি কশ্যপ ঋষির মানসী কন্যা। তিনি মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া কিংবা মনে মনে পরমাত্মা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া যোগবলে মনে হরির ধ্যান করেন বলিয়া, মনসাদেবী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কারণে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। তাঁহার দেহ জরৎকারু মুনির ন্যায় ক্ষীণ ছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম রাখেন জরৎকারু। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকের মনোহারিণী, সুন্দরী এবং গৌরী বলিয়া জগৎ-গৌরী নামে প্রসিদ্ধ হইরাছেন। তিনি শিবের শিষ্যা এজন্য তাঁহার এক নাম শৈবী, এবং অতিশয় বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তিনি বৈষ্ণবী বলিয়াও পরিচিতা। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তাঁহার সহোদর নাগগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া নাগেশ্বরী নামে পরিচিতা হন। বিষ হরণ করিতে দক্ষা বলিয়া তাঁহার এক নাম বিষহরি। শিবের নিকট হইতে

সিদ্ধযোগ লাভ করেন,এজন্য তিনি সিদ্ধ যোগিনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। যে ব্যক্তি মনসাদেবীর পূজা কালে তাঁহার এই সকল নাম-যুক্ত স্তোত্র পাঠ করে তাহার আর সর্প ভয় থাকে না। মনসাদেবীর গাত্রবর্ণ শ্বেত চম্পকের ন্যায় শুভ্র ; তিনি বহু মূল্যবান রত্নাদি ভূষিতা, বহ্নি-শুদ্ধ-বস্ত্র পরিহিতা এবং নাগযজ্ঞরূপ যজ্ঞোপবীত ধারিণী। পুরাকালে মানবগণের অতিশয় সর্পভয় হইলে, তাহারা প্রতিকারের জন্য কশ্যপের শরণাপন্ন হয় এবং কশ্যপও তাহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে বেদোক্তবীজ অনুসারে মন্ত্রসৃষ্টি করিতে বলিলেন। কশ্যপ সেই মন্ত্র সৃষ্টি করিবার জন্য যখন ধ্যান করিতেছিলেন তখন তাঁহার মন হইতে এক দেবী উৎপন্না হন। মন হইতে উদ্ভূতা বলিয়া তিনি মনসা নামে প্রসিদ্ধা হন। মনসাদেবী জন্মলাভ করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। সেখানে তিনি সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিয়া শিবের বরে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার আদেশে সামবেদ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর শিব তাঁহাকে "শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা," এই আট অক্ষর যুক্ত এক মন্ত্র দিলেন এবং মনসাকে পুষ্করতীর্থে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে বলিলেন। শিবের আজ্ঞায় মনসা-দেবী তিন যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্বয়ং মনসার পূজা করিলেন এবং পরে অন্য সকলের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইয়া তাঁহাকে, "তুমি ত্রিজগতে পূজ্য হও," এই বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে মনসাদেবীর পূজা করেন। তাহার পর কশ্যপ এবং তাহার পর অন্যান্য মুনি, নাগ ও মানবগণ মনসার পূজা করিতে আরম্ভ করেন। কশ্যপ মনসাকে জরৎকারু মুনির হস্তে সমর্পণ করেন। দেবীভা-৯স্ক ১, ৪৭, ৪৮।

(২) মনসার অপর নাম জরৎকারু। আবার জরৎকারু নামে এক মুনিও ছিলেন। তিনি বিবাহ করিবার জন্য স-নাম্নী কন্যার অনুসন্ধানে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন নাগরাজ বাসুকী তাঁহার পরিচয় পাইয়া স্বীয় ভগিনী জরৎকারুকে তাঁহার হস্তে সমর্পণকরেন। মহাভা-আদি ১৩। জরৎকারু দেখ।

মনস্বন্ত—উত্তম মন্বন্তরে দ্বাদশজন বংশকারী দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

মনস্বিনী (১) পুরুবংশীয় ঔচেয়ুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ।

(২) মৃকণ্ডু মুনির পত্নী। তাঁহার গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫২।

ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। (৩) নরপতি উত্তানপাদের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তানপাদ দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় দেবশ্রবার পত্নী। তাঁহার গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্ম পরিগ্রহ করেন। পদ্ম-স্ব-১৩।(৫) ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর তনয় প্রজাপতি হইতে অষ্টবসু উৎপন্ন হন। ঐ অষ্টবসুর মধ্যে সোম মনস্বিনীর গর্ভে জন্মেন। মহাভা-আদি-৬৬। অষ্টবসু ও বসুগণ দেখ।

মনস্বী—(১) সহস্রধার, বিশ্বাত্মা, বিশ্বকর্ম্মা, বিরাট্‌যশা, বিভাব্য, জ্যোতি, কীর্ত্তিমান,বৃহৎ, বসু,শতধার, (শমিতার—ব্রহ্মাণ্ড),বিশ্বপা (বিশ্বধা—ব্রহ্মাণ্ড) ও মনস্বী (মনশস্ত ; ব্রহ্মাণ্ড) এই কয়জন উত্তম-মন্বন্তরে বংশকারী দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। বায়ু-৬২, ব্রহ্মা-৬৮। (২) কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। কদ্রু দেখ। (৩) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। স্বারোচিষ মনু দেখ।

মনস্যু—(১) মনুবংশীয় মহান্দের পুত্র মনস্যু ; তৎপুত্র ত্বষ্টা। অগ্নি-১০৭। বিষ্ণু-২য়-১। (২) পুরুবংশীয় প্রাচীন্বন্তের পুত্র মনস্যু। তৎপুত্র বীতময়। অগ্নি-২৭৮। প্রাচীন্বন্তের পুত্র মনস্যু ; তৎপুত্র পীতায়ুধ। মৎ-৪৯। (৩) পুরুবংশীয় প্রবীরের পুত্র মনস্যু। তৎপুত্র অভয়দ। কল্কি-৩অ-৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। হরি-হরি-৩১। গরু-পূ-১৪৪। মনস্যুর পুত্র চারুপদ। ভাগ-৯স্ক-২০ (৪) প্রচিন্বানের পুত্র মনস্যু। তাঁহার পুত্র চারুপদ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৫) প্রবীরের পুত্র মনস্যু। তাঁহার তনয় জয়দ। বায়ু-৯৯। (৬) পুরুবংশীয় প্রবীরের পত্নী শূরসেনার গর্ভে মনস্যু জন্মগ্রহণ করেন। মনস্যুর পত্নী সৌবীরী। তাঁহার গর্ভে মনস্যুর অশ্বগ্ ভানু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। মনস্যু স্বীয় বাহুবলে সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৪।

মনীচক—শাকদ্বীপাধিপতি প্রিয়ব্রতাত্মজ ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মোদার্কি ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র জন্মে। এই সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ আছে গরু-পূ-৫৬। বিষ্ণু-২য়-৪। কুমার কুসুমোদ ও ভব্য দেখ।

মনীষি—অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যুষের পুত্র দেবল ঋষি। ঐ দেবলের দুই পুত্র ক্ষমাবান্ ও মনীষি। বায়ু-৬৬। বিষ্ণু-১ম-১৫।

মনু—(১) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের সহস্র যুগে অর্থাৎ সর্ব্ব মোট চারি সহস্র যুগে ভগবান্ ব্রহ্মার একদিন। ঐরূপ এক ব্রহ্মদিবসে চতুর্দ্দশজন মনু প্রাদুর্ভূত হন। ঐ এক এক মনুর অধিকার কালকে মন্বন্তর বলে। এক এক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনু, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র ও

মনুপুত্রগণ আবির্ভূত হন। কিঞ্চিদধিক দুইশত পচাঁশী যুগে এক মন্বন্তর হয়। দেবতাদের হিসাবে আট লক্ষ বায়ান্ন বৎসরে এবং মানুষী হিসাবে ত্রিশকোটী, সাতষট্টি লক্ষ, কুড়ি হাজার বৎসরে এক মন্বন্তর হয়। মন্বন্তরের কাল পূর্ণ হইলেই দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, মনু, ইন্দ্র, মনুপুত্রগণ সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নূতন করিয়া দেবতা, ঋষি প্রভৃতির উদ্ভব হয়। (বিষ্ণু-১ম-৩। বায়ু-৬১ সকল মন্বন্তরেই সাতজন ঋষি ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও লোক-রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হন। মন্বন্তর অতীত হইলে সপ্তর্ষি, মনু, দেবগণ ও মনুপুত্রগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাহার পর তপোবলে অন্য মনু আসিয়া পূর্ব্বমনুর স্থান অধিকার করেন। (শিব-জ্ঞান-৫৮)। প্রত্যেক চতুর্যুগ অবসানে বেদবিপ্লব হয়। তখন সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রচার করেন। মনু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত দেবতারা যজ্ঞভুক হন। মনুপুত্র ও তাঁহাদের বংশধরগণ এক এক মন্বন্তরে পৃথিবী পালন করেন। চারি সহস্র যুগে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার কালকে এক কল্প বলে। (বিষ্ণু-৩য়-২) মানুষী হিসাবে সাতচল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে এক সৌর চতু-র্যুগ। এই চতুর্যুগের একাত্তর আব-র্ত্তনে অর্থাৎ এই চতুর্যুগে যত বৎসর হয় তাহার একাত্তরগুণ বৎসরে এক মন্বন্তর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (২) রামায়ণে এক মনুরই প্রাধান্য। তিনি কশ্যপের পৌত্র ও বিবস্বতের পুত্র। তিনি প্রজাপতি নামেও খ্যাত। এই মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদিম নরপতি। (রামা-আদি-৭, অযো-১১০)। মনু অযোধ্যা নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং জনপদ-পরিবৃত্ত প্রদেশ স্বীয় পুত্রকে প্রদান করিয়া দান। (অযো-৪৯, ৭১)। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও আধিক্যকম দেখিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ চাতু-র্ব্বর্ণ-সম্মত বর্ণাচার ভেদস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। (উত্ত-৮৬) সত্যযুগে মনু নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেন, "তুমি প্রজাদিগের রাজা হও।" ইক্ষ্বাকু তাহাতে সম্মত হইলে তিনি বলিলেন, —"তুমি আমার আদেশ পালন করিতে সম্মত হওয়াতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি দণ্ডদ্বারা প্রজাপালন কর। কিন্তু কাহাকেও নিরপরাধে দণ্ড দিও না। রাজা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন তবে তাহার দ্বারাই তাঁহার স্বর্গ বাস হয়। অতএব তুমি সম্যক বিচারপূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিবে।" ইক্ষ্বাকুকে এইভাবে নানা উপদেশ দিয়া মনু ব্রহ্মলোকে গমন

করেন। রামা-উত্ত-৯২। পদ্ম-সৃ-৩৭) (৩) ঋগ্বেদে যে মনুর উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত এইরূপ। ১০ মণ্ডলে ১৭ সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তির যে বিবরণ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যাস্ক বলিতেছেন ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু বিবস্বানের পত্নী ছিলেন। যম ও যমীর জন্ম হইলে সরণ্যু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বানও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া সরণ্যুর অনুগমন করেন। এই অশ্বীরূপ ধারিণী সরণ্যুর গর্ভে অশ্বরূপধারী বিবস্বানের যে পুত্র হয় তিনি বৈবস্বত মনু। ১ম মণ্ডলে ৩১ সূক্তে হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নির স্তুতি করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে অগ্নি তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়াছিলে।" ম্যাক্সমুলারের মতে ঋগ্বেদের এই মনুসম্বন্ধীয় উল্লেখ পরবর্ত্তী কালের যোজনা। ১ম মণ্ডলের ৮০ সূক্তে উল্লেখ আছে অথর্ব্বা (নামক ঋষি) ও সকল প্রজার পিতৃস্থানীয় মনু এবং অথর্ব্বা-পুত্র দধ্যঙ ঋষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (৪) মনুদের নাম ও তাহাদের সংখ্যা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এই—(ক) বিষ্ণু পুরাণ মতে (৩য়-১) প্রথমাদি ক্রমে তাঁহাদের নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত এই সাতজন অতীত এবং সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য। সর্ব্ব মোট চতুর্দ্দশ জন। (খ) হরিবংশ মতে (হরি-হরি-৭) —উপরোক্ত স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাত জন এবং তাহাদের পরে মেরু সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি প্রভৃতি তিন জন এবং ভৌত্য ও রৌচ্য মনু। (গ) মৎস্য ৯—স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাত জন অতীত। তৎপরে সাবর্ণি নামে কতিপয় এবং রৌচ্য ও ভৌত্য মনু। (ঘ) অগ্নি পুরাণের তালিকা বিষ্ণু-পুরাণের তালিকার ন্যায়। কেবল বৈবস্বত মনু শ্রাদ্ধদেব মনু বলিয়া উল্লিখিত। (অগ্নি-১৫০)। (ঙ) শিব-পুরাণে (ধর্ম্ম-৫৮) প্রথম স্বায়ম্ভুব, দ্বিতীয় স্বারোচিষ এইরূপে সপ্তম বৈবস্বত মনু। তৎপরে সাবর্ণি নামে চার জন, সর্ব্বশেষে রৌচ্য (দ্বাদশ) ও ভৌত্য (ত্রয়োদশ মনু)। (চ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাত জন ও তদ্ভিন্ন সূর্য্যসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য, এই মোট বার জন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (ছ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, তদুপরি সূর্য্যসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য, মোট চৌদ্দজন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৬। (জ) প্রথমে স্বায়ম্ভুব হইতে

চাক্ষুষ পর্য্যন্ত ছয় জন। তৎপরে বৈবস্বত ও সাবর্ণ। তাহার পর দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি ও রুদ্রসাবর্ণি নামে চারি জন মনু হয়েন। তাঁহারা যথাক্রমে দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও রুদ্রের পুত্র। রুদ্রসাবর্ণি মনুর অপর নাম ঋতসাবর্ণি। দক্ষসাবর্ণির নামান্তর মেরুসাবর্ণি অথবা রোহিত-প্রজাপতি। তাহার পর ত্রয়োদশ রৌচ্য মনু এবং চতুর্দ্দশ ভৌত্য মনু। ব্রহ্মাদি চারি-জন সাবর্ণি মনু বৈবস্বত মনুর সম-সাময়িক; একজন সাবর্ণ মাত্র, রৌচ্য মনু এবং ভৌত্য মনু এই সাতজন ভবিষ্যত মনু। উপরোক্ত পাঁচজন সাবর্ণ মনু ছাড়া আরও দশজন মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন সাবর্ণ মনু দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র, চার জন মনু মহর্ষিগণ হইতে উৎপন্ন এবং ছায়া-সংজ্ঞার পুত্র সাবর্ণ, এই সকল মনুরা মেরুসাবর্ণি নামে পরিচিত হইবেন। পূর্ব্বে যে বৈবস্বত মনু ও তাঁহার সমসাময়িক সাবর্ণ মনুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে প্রথম জন সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তম মনু। অপর জনও সূর্য্যের ঔরসে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মেন। তিনি প্রথম বৈবস্বত মনুর সমান বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সাবর্ণ নাম প্রাপ্ত হন। তিনি অষ্টম মনু। অপর যে চারিজন সাবর্ণ মনুর উল্লেখ আছে তাঁহারা দক্ষ কন্যা সুব্রতার গর্ভে জন্মলাভ করেন। দক্ষ, ধর্ম্ম, ভব(রুদ্র), ও ব্রহ্মা মনে মনে সুব্রতার সহিত সঙ্গত হন। তাঁহাদের সত্য-সঙ্কল্পফলে সুব্রতার গর্ভে তাঁহাদেরই অনুরূপ চারিটি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাদি দেব চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি যাঁহার সমান বর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের সমানবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ঐ কুমারেরা প্রত্যেকেই সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-১০০। (খ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, ব্রহ্ম-পুত্র মেরুসাবর্ণি, অর্কসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য। ইহাদের ঋতু, ঋতুধাম ও বিষ্বকসেন নামেও কতিপয় মনুর আবির্ভাব হইবে। পদ্ম-সৃ-৭। (গ) প্রথম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব। তাঁহার পত্নীর নাম শতরূপা। দ্বিতীয় স্বারোচিষমনু অগ্নির সন্তান ছিলেন। তৃতীয় মনু উত্তম প্রিয়ব্রত-তনয়। চতুর্থ মনু তামস; তিনি উত্তমের ভ্রাতা ছিলেন। পঞ্চম মনুর নাম রৈবত। তিনি তামস মনুর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। চাক্ষুষ নামে ষষ্ঠ মনু ভগবান্ চক্ষুর তনয়। শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত বৈবস্বত মনু মনুদিগের মধ্যে সপ্তম। তিনি সূর্য্যের তনয় ছিলেন। অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনু হন। তৎপরে

যথাক্রমে বরুণ-তনয় দক্ষসাবর্ণি ; উপশ্লোকের তনয় ব্রহ্মসাবর্ণি ; ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ও ইন্দ্রসাবর্ণি মনু হন। ভাগ-৮স্ক-১,৫,১৩। (ট) সপ্তম মনুর করূষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু নামে যে ছয় পুত্র ছিল তাঁহারা যথাক্রমে দক্ষসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি, সূর্য্যসাবর্ণি, চন্দ্রসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি ও বিষ্ণুসাবর্ণি নামে মনু হন। তৃতীয় (উত্তম), চতুর্থ (তামস), ও পঞ্চম (রৈবত) মনু স্বায়ম্ভুব (প্রথম) মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র ছিলেন। দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মনুও প্রিয়ব্রতের তনয়। চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনু অঙ্গরাজের পুত্র ছিলেন। তৎপরে বৈবস্বতের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু হয়েন। তাহার পর সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি অষ্টম মনু হন। তাহার পর বৈবস্বত মনুর পুত্রেরা নবম হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যক মনু হন। দেবীভা-১০স্ক-৮, ৯,১০,১৩। (ঠ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, তাহার পর সাবর্ণি নামে খ্যাত পাঁচজন সর্ব্বশেষে রৌচ্য ও ভৌত্য নামে দুইজন, সর্ব্ব মোট চৌদ্দজন। মার্ক-৫৩। (ড) প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হন। তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, শ্রাদ্ধদেব, সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি বিষ্ণুসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, বেদসাবর্ণি ও (চতুর্দ্দশ) ইন্দ্রসাবর্ণি মনু হন। মার্ক-১০০। (ঢ) প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, অর্কসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, ভবসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য এই কয়জন মনু জন্মেন। দেবীপু-৪৬। (ণ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত এই সাতজন। তাঁহাদের পরে সূর্য্য, দক্ষ, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম ও রুদ্র, সাবর্ণি নামে খ্যাত এই কয়জন। সর্ব্বশেষে রৌচ্য ও ভৌত্য, মোট চৌদ্দজন। বৃহন্না-৩৭। (ত) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন অতীত এবং তাঁহাদের পরে সাবর্ণি, রৈভ্য, রৌচ্য এবং মেরু সাবর্ণি নামে আর চারিজন মনু ছিলেন। ব্রহ্মপু-৫। (থ) ব্রহ্মা যে অধর্ম্ম-নিবারণ অসি মহাদেবকে প্রদান করেন। সেই অসি পরম্পরায় লোকপালগণ মনুকে দেন, মনু তাহা ক্ষুপকে দেন ; ক্ষুপ উহা নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দেন। এইভাবে সেই অসি পরিশেষে পাণ্ডবদিগের হস্তগত হয়। মভা,-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা। (১১) বৃহদশ্ব, মরুত্ত ও শুনক দেখ। (৬) প্রজাপতি মনু বৃহস্পতির গুরু ছিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে 'জগতের কারণ কি? কি নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? কোন্ মহাত্মা হইতে যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম, বায়ু, আকাশ,

স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রভৃতি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মনুও তাহার যথাযথ উত্তর দেন। মহাভা-শান্তি-২০১। (৭) মনু একবিংশতি-জন প্রজাপতিগণের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (৮) সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সাবর্ণ নামে বিখ্যাত মনু হয়েন। মহাভা-শান্তি-৩৫০। (৯) ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের অন্যতম মনু। "ব্রহ্মার পুত্রগণ" দেখ। (১০) সাধ্যদেবগণের অন্যতম মনু। মৎ-২০৩। সাধ্যদেবগণ দেখ। (১১) চাক্ষুষের পুত্র মনু। হরি-হরি-২। শিব-জ্ঞান ৫২। বিষ্ণু-১ম-১৩। চাক্ষুষ দেখ। (১২) মনু দ্বাদশ আদিত্যগণের অন্যতম ছিলেন। দ্বাদশ আদিত্য ও আদিত্য দেখ। (১৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রের পুত্র মনু। মনুর পুত্র প্রসুশ্রুত। বায়ু-৮৮। (১৪) জ্যামঘ বংশীয় মধুর অন্যতম তনয় মনু। বায়ু-৯৫। মধু দেখ। (১৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা মনু। তিনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। রামা-আর-১৪। দক্ষ দেখ। (১৬) মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যা আকূতি ও প্রসূতি। বায়ু-১০। আকূতি দেখ। (১৭) সূর্য্যপুত্র মনু প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পুত্র লাভ করিবার কামনায় তিনি মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন মনুর পত্নীর প্রার্থনায় সেই যজ্ঞের হোতা কন্যা-লাভের সঙ্কল্প করাতে মনুর এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যার নাম ইলা। তাহার পর মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশপুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১। ইলা দেখ। (১৮) দক্ষের অন্যতমা কন্যা প্রধা হইতে অনবদ্যা, মনু প্রভৃতি কতিপয় কন্যা জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। অনূপা দেখ। (১৯) ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর তনয় প্রজাপতি। এই প্রজাপতি হইতে অষ্টবসু উৎপন্ন হন। মহাভা-আদি-৬৬। বসুগণ দেখ। (২০) মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত তাহার পুত্র মদ। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-২০। (২১) একবার মনু নিজ পুত্রকে বধ করেন। সেই পুত্রের হত্যাজনিত পাপস্খলনের জন্য তিনি প্রভাসক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৮ (২২) ব্রহ্ম-পুত্র মনুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুই কন্যা ছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই ভৃগু-পুত্রের সহিত পরিণীতা হন। গরু-পূ-৫। (২৩) মনু ধর্ম্মবক্তাদিগের অন্যতম। তিনি বিষ্ণুর ন্যায় পূজনীয়। গরু-পূ-৯৩। (২৪) রুদ্রের অন্যতম নাম। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (২৫) মনু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাদের অন্যতম ছিলেন। বরা-১২১। (২৬) শাকল-পুরের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন মনুর এক

পুত্র ছিলেন। বাম—৮৫। (২৭) মনুর কন্যা ধন্যা ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। মৎস্য-৪। (২৮) মনুর জননীর নাম শতরূপা। মৎ-৪। (২৯) মনুর পুত্র অংশ, তাঁহার তনয় অন্তর্দ্ধান। ব্রহ্মপু-২২৬। (৩০) দক্ষ হইতে অদিতি; অদিতি হইতে মনু এবং মনু হইতে সুদ্যুম্ন উৎপন্ন হন। ব্রহ্মপু-২২৬।

মনুগ—প্রিয়ব্রতের দশপুত্রের অন্যতম দ্যুতিমান। দ্যুতিমানের সাত পুত্রের অন্যতম মনুগ। মার্ক-৫৩। বায়ু-৩৩। অর্থকারক, উষ্ণ, পীবর ও দ্যুতিমান্ দেখ।

মনুজ—বিশ্বার পুত্র ও দশজন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩। করজ দেখ।

মনুদেব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রতীতকের পুত্র। মনুদেবের তনয় সুনক্ষত্র। গরু-পু-১৪৫।

মনুবশ—জ্যামঘবংশীয় মধুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৫। মধু দেখ।

মনুমান—ক্রতু, দক্ষ, সুর, সত্য, কাম, কাল, ধৃতি, কুরু, মনুমান ও রোচমান—এই দশজন বিশ্বদেব বলিয়া খ্যাত। দেবী-পু-৪৬। করজ, বিশ্বদেবগণ ও ধর্ম্ম দেখ।

মনোজ—শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২০। মেধাতিথি ও চিত্ররেফ দেখ।

মনোজব—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। তাঁহাদের মাতার নাম শিবা। সৌ-২৮। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৬। ব্রহ্মপু-৩। অনিল ও অবিজ্ঞাত গতি দেখ। (২) অন্যতম রুদ্র ঈশানের পুত্র। মার্ক-৫২। ব্রহ্মা-২৭। রুদ্র দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে লেখ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৩৮। বায়ু-৬২। অদ্ভুত দেখ। (৪) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। বৃহন্না-৩৭। (৫) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবীপু-৪৬। (৬) চন্দ্রবংশীয় রাজা বিক্রমাঢ্যের পুত্র মনোজব। তিনি রাজ্যাধিকারী হইয়া প্রথমে ধর্ম্মানুসারেই প্রজাপালন করিতেন। পরে কুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়া লইতে লাগিলেন। এই পাপে তিনি গোলভ নামক অপর এক রাজার নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় পরাশর ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মনোজব পরাশরের পরামর্শে পত্নী সুমিত্রা ও

পুত্র চন্দ্রকান্তকে লইয়া গন্ধমাদনশৈলে মঙ্গলতীর্থে গমন করিয়া, স্নানাদি সমাপনান্তে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ড-দান করেন। তাহার পর তিনি সেখানে পরাশরের উপদেশমত তপস্যাদি করিয়া নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। ঐ সমুদয় অস্ত্রাদির সাহায্যে তিনি পুনরায় স্ব-রাজ্য অধিকার করেন। স্কন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-১২।

মনোজবা—(১) বায়ুর পত্নী। তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃ-১৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মনোনুগ—প্রিয়ব্রত তনয় দ্যুতিমানের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৩৪। অগ্নি-১১৯। উষ্ণ, অন্ধকারক ও দ্যুতিমান দেখ।

মনোন্মথিনী—(১) ভোগবতী নগরী-বাসী ককুৎস্থ রাজার পত্নী। তিনি ভর্গদেবের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে তারাবতী নামে এক কন্যা জন্মে। কালি-৪৭। তারাবতী দেখ। (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতম। কালি-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

মনোন্মনী—শিবের অন্যতম পীঠ-শক্তি। তন্ত্র-৩০৯ পৃঃ। শিব দেখ।

মনোবতী—(১) মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অম্লোচা ও মনোবতী, এই দশজন বৈদিকা অপ্সরা নামে খ্যাত। হরি-হরি-২১৮। (২) মনোবতী ও সুকেশা এই দুইজন অপ্সরা তুম্বরু নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা। বায়ু-৬৯।

মনোভব—কামদেবের এক নাম। কাম দেখ।

মনোভবা—তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতম। ভূতি দেখ।

মনোরথ—দক্ষকন্যা খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

মনোরমা—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) ইন্দিবর নামক বিদ্যাধরের ঔরসে মরুধন্ব-দুহিতার গর্ভে মনোরমা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার দুই সখী বিভাবরী ও কলাবতী কলি-তনয় স্বরোচের সহিত পরিণীতা হন। মনোরমার গর্ভে স্বরোচের বিজয় নামক পুত্র জন্মে। মার্ক-৬৩, ৬৬। প্রভাব ও স্বরোচঃ দেখ। (৩) জনৈক নাগ-পত্নী। মার্ক-৭১। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধ্রুবসন্ধির অন্যতমা পত্নী। দেবীভা-৩স্ক-১৪,১৫। বীরসেন দেখ। (৫) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। এই সকল অপ্সরারা মৌনেয় নামেও খ্যাত হইতেন। বায়ু-৬৯। (৬) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। বায়ু-

৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (৭) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্যতমা অপ্সরা। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (৮) দক্ষের অন্যতমা কন্যা কপিলার গর্ভে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কয়জন অপ্সরা, এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। কপিলা দেখ। (৯) স্বনয় নৃপতির কন্যা মনোরমা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি চারিদন্তবিশিষ্ট মহাকায় শ্বেতহস্তীতে আরোহণ করিয়া আগমন করিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ গুরুর উপদেশে গন্ধমাদন শৈলে গমন করিয়া ঐরূপ এক হস্তীর সাক্ষাৎ পান এবং সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজর্ষি স্বনয়ের নগরীতে গমন করিয়া মনোরমাকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৬। (১০) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও অরিষ্টনেমীর অন্যতমা পত্নী। গরু-পূ-৬। ভানুমতী দেখ। (১১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ।

মনোহর—মাল্যবানের কন্যা পুষ্পোৎকটার গর্ভে মনোহর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, খর এই চারি পুত্র জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। পুষ্পোৎকটা ও প্রহস্ত দেখ।

মনোহরা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের পত্নী। তাঁহার গর্ভে শিশির প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। ধর দেখ। (২) মনোহরার গর্ভে ধরের দ্রবিণ, হব্যবাহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ নামে পাঁচটী পুত্র জন্মে। অগ্নি-১৮। (৩) মনোহরার গর্ভে ধরের হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ, দ্রবিণ ও বরুণ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। সৌর-২৮। (৪) ঐ পাঁচ পুত্রের নাম শিশির, প্রাণ, রমণ, হুতহব্যবহ ও দ্রবিণ। মৎ-৫ (৫) মনোহরার পুত্রদের নাম শিশির, প্রাণ ও রমণ। ব্রহ্মপু-৩। (৬) জনৈক অপ্সরা। শিব-ধর্ম্ম-৪৩; ব্রহ্মপু-৬৮; মহাভা-অনু-১৯। (৭) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ।

মনোজ্জা—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অশ্বের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভীম কৌশিকীকচ্ছনিবাসী মনোজ্জা নরপতিকে পরাভূত করেন। মহাভা-সভা-২৯।

মন্তা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের আদ্য-গণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অন্তরীক্ষ দেখ।

মন্ত্রদ্রুম—চাক্ষুষ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫।

মন্ত্রপাল—রাজা দশরথের আট জন প্রধান মন্ত্রীর অন্যতম। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহারা রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। রামা-লঙ্কা-১২৯। জয়ন্ত দেখ।

মন্ত্রয়—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মন্ত্রশক্তি—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

মন্ত্র—ভোজা দেখ।

মন্থন—দৈত্যপতি তারকের অন্যতম সেনানী। পদ্ম-সৃ-৪২।

মন্থরা—(১) দশরথের অন্যতমা মহিষী কৈকেয়ীব প্রধানা দাসী। এই মন্থরার পরামর্শেই কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্য প্রদান প্রার্থনা করেন। এই দাসী কুব্জা ছিল। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, মন্থরাই কৈকেয়ীর পরামর্শদাতা ছিল, তখন তিনি নানারূপে মন্থরাকে নিগৃহীত করেন। রামা-অযো-৭, ৮, ৯, ১০, ৭৭। (২) দেবগণের প্রার্থনায় তুষ্টা সরস্বতী মন্থরার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার দ্বারা কৈকেয়ীকে কু-মন্ত্রণা প্রদান করান। রামা-অধ্যা-অযো-২।

মন্থিনী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। রামা-অদ্ভু-২৩। সীতা দেখ।

মন্দ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনানী। তিনি লঙ্কাসমরে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯০। রামা-অদ্ভু-১৮। (২) দক্ষকন্যা ও পুলহপত্নী ক্রোধার অন্যতমা কন্যা শ্বেতার গর্ভে মন্দ নামে এক ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মগ্রহণ করে। মন্দ কুবেরের বাহন ছিলেন। বায়ু-৬৯। (৩) জনৈক গন্ধর্ব্ব। পুরা-বসু দেখ।

মন্দক—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। অগাবহ দেখ।

মন্দগ—প্রিয়ব্রতাত্মজ দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। অন্ধকারক ও দ্যুতি-মান দেখ।

মন্দগতি—দানবপতি বলির তনয় মন্দগতি ত্রিত মুনির অভিশাপে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। গর্গ-মথু-১১। কুব-লয়াপীড় দেখ।

মন্দপাল—একজন বেদপারগ মহর্ষি তিনি পৃথিবীতে কঠোর তপস্যা করিয়া মরণান্তে পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু তথায় তপস্যার ফল না পাইয়া, যমের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যম বলেন, "তুমি তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ তাহা ঠিক, কিন্তু তুমি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছ। তজ্জন্য তোমার সমুদয়

তপস্যাদি নিষ্ফল হইয়াছে।" যমের কথা শুনিয়া মন্দপাল শাঙ্গর্ক পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া জরিতা ও লপিতা নাম্নী শাঙ্গীকাদ্বয়ের গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। জরিতা, লপিতা ও শারঙ্গী দেখ।

মন্দর—(১) সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ধরণী দিব্য ঔষধি ও নানাবিধ সুন্দর গুহাদি সমন্বিত মন্দর পর্ব্বতকে প্রসব করেন। মন্দরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাতে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-৩১। সৌ-২৬। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র। তিনি মহাদেবের বরে ইন্দ্রের বজ্র ও বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রেরও অবধ্য ছিলেন। মহাভা-অনু-১৪। (৩) অবন্তী নগরীবাসী মন্দর নামে এক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ঋষভ নামক এক শিবযোগীর পূজা করিয়া জন্মান্তরে দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ভদ্রায়ু দেখ। (৪) পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্ব রাজের অন্যতম পুত্র। পুরাবসু দেখ।

মন্দরশোভি—পুণ্যজনী দেখ।

মন্দহাস—পুরাবসু দেখ।

মন্দাকিনী—(১) গঙ্গা দেবলোকে মন্দাকিনী নামে প্রসিদ্ধা। (২) বিশ্রবামুনির অন্যতম পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুবের জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৪। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে মন্দাকিনী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী গন্ধাকে প্রদান করেন বাম-৫৭।

মন্দাকিন্য—কশ্যপ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মন্দার—(১) মন্দার নামক বিদ্যাধরের কন্যা বিভাবরী ইন্দীবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা মনোরমার সখী ছিলেন। মার্ক-৬৩। মনোরমা দেখ। (২) পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। পুরাবসু দেখ।

মন্দারদাম—পরিমলালয় দেখ।

মন্দারমালিনী—তৈলঙ্গাধিপতি বিশালাক্ষের পত্নী। গর্গ-বিশ্ব-১০।

মন্দুলক—অন্ধ্রকবংশীয় হাল রাজা মগধে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মন্দুলক রাজা হন। তিনিও পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে পুরীন্দ্রসেন রাজা হন। মৎ-২৭৩।

মন্দেহ—(১) সুরাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সমুদয়ের শিখরোপরি মন্দেহ নামে খ্যাত মহাকায় ভয়াবহ রাক্ষসগণ বাস করিত। প্রভাত হইলে, তাহারা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও হতাহত হইয়া সুরাসমুদ্রের জলে পতিত হইত। পরে আবার প্রাণলাভ করিয়া তাহারা ঐ সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গে ঝুলিতে থাকিত। রামা-কিষ্কি-৪০। (২) মন্দেহ নামে

খ্যাত রাক্ষসগণ কোনও সময়ে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতি তাহাদিগকে শাপ দেন এবং সেই শাপ প্রভাবে তাহাদের দেহের বিনাশ হয় না। ঐ রাক্ষসগণ প্রতিদিন সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করে। তখন সূর্য্যের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যাকালে দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করেন। ব্রহ্মা-৫৫। বায়ু-৫০। (৩) যমের অনুচর এক রাক্ষস। বরা-২০১।

মন্দেহারি—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। মন্দেহ দেখ।

মন্দোদর—মহাদেবের জনৈক গণ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬।

মন্দোদরী—(১) দশানন রাবণের প্রধানা পত্নী। তিনি ময়দানবের ঔরসে হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ একবার মৃগয়া উপলক্ষে দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন ময়দানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ময়দানব রাবণের পরিচয় পাইয়া মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করেন। মন্দোদরীর গর্ভেই মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-১২। (২) ময়দানবের পত্নী তেজোবতীর গর্ভে মন্দোদরী জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩৫। (৩) মন্দোদরীর গর্ভে সীতা জন্মেন। রামা-অদ্ভু-৮। সীতা দেখ। (৪) দেবী ভগবতী দেবগণের প্রার্থনায় মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের ক্ষেত্রজ কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীমহা-৪২। সীতা দেখ। (৫) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (৬) সিংহল দেশাধিপতি চন্দ্রসেন নামক ভূপতির কন্যা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু মন্দোদরী বিবাহে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং আজীবন কৌমার্য্যব্রত পালন করিবেন এইরূপ অভিমত জানাইলেন। কোশলাধিপতি বীরসেন মন্দোদরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বহুকাল কুমারী অবস্থায় থাকিয়া মন্দোদরী নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীর স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজন্যবর্গের মধ্যে মদ্রদেশাধিপতি চারুদেষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিয়ৎকাল পরে মন্দোদরী পতিকে অন্যনারী আসক্ত জানিতে পারিয়া, ঘৃণায় স্বামীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। দেবীভা-৫ স্ক-১৭, ১৮।

মন্মন্তক—শ্যামল, বিরূপাক্ষ, মন্মন্তক,

গোলক, শ্বেতসম্প্লুত ও তাঁহাদের প্রভু উন্মত্ত ইঁহারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদিক রক্ষাকারী দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭।

মন্বন্তর-অবতার—ভগবান হরি সত্য-লোকে আপনার কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক মন্বন্তর-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং নিজ তেজোরূপ সুদর্শন চক্রদ্বারা দুষ্টের দমন করেন। ভাগ-২স্ক-৭

মন্মথ—কামদেবের এক নাম। তাঁহার প্রভাবে মানবের মন আলো-ড়িক (মথিত) হয়, এজন্যই কামদেবের এই নাম। স্কন্দ-আব-চতু-১৩।

মন্মথকর—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী জনৈক সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র। রামা-অত্তু-১৯।

মন্মথা—দেবী সাবিত্রী হেমকূটে মন্মথা নামে অভিহিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মন্যু—(১) ঋগ্বেদে মন্যু নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে। তিনি ক্রোধের দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। মন্যু নামে এক ঋষি ঐ মন্যু দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০। ৮৩, ৮৪। (২) বিতথের পুত্র মন্যু। তাঁহার পাঁচ তনয়—বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ। ভাগ-৯স্ক-২১। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। গরু-পূ-১৪৪। (৩) কোনও সময়ে দেবগণ অসুরগণের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার উপদেশে শিবের শরণাপন্ন হন। শিব দেবগণের প্রার্থনায় নিজ তেজ হইতে মন্যু নামে এক ভীষণ পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। দেবগণ সেই পুরুষের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া পুনরায় অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে অসুরদিগকে পরাজয় করি-লেন। ব্রহ্মপু-১৬২।

মন্যুমান—হৃদয় নামক অগ্নির পুত্র মন্যুমান। তিনি জীবগণের জঠরে আসিয়া ভুক্ত দ্রব্যাদির পরিপাকে সাহায্য করেন। মৎ-৫১। বায়ু-২৯।

মমতা—(১) বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা উশিজের পত্নী। বায়ু-৯৯। মৎ-৪৮। উশিজ দেখ। (২) মহর্ষি উতথ্যের পত্নী মমতা। মহাভা-আদি-১০৪; ভাগ-৯স্ক-২০। ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি ও দীর্ঘতমা দেখ।

ময়—(১) মহাতেজা মায়াবী ময় দানব বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় শিল্পী ছিলেন। তিনি মায়াদ্বারা এক কাঞ্চন-বন ও কাঞ্চন-নির্ম্মিত ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। ময়দানব সহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন এবং

শুক্রাচার্য্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যার অধীশ্বর হন। হেমা নাম্নী এক অপ্সরার প্রতি ময়দানবের আকর্ষণ জন্মিলে ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেন। রামা-কিস্কি-৫১। ময়দানব লঙ্কার অনেক উৎকৃষ্ট সৌধ নির্ম্মাণ করেন। রামা-সুন্দ-৭। ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী রাবণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। রামা-উত্ত-১২। (২) ময়দানবের তিন কন্যা—মন্দোদরী, উপদানবী ও কুহূ। মৎ-৬। (৩) একবার দেবাসুর সংগ্রামে অসুরগণ দেবতাদিগের নিকট পরাস্ত হইলে ময়দানব মায়া দ্বারা অগ্নি সৃষ্টি করিয়া দেবগণকে প্রপীড়িত করেন। মৎ-১৭৫। (৪) ময়দানব অষ্টাদশজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৫২। (৫) কশ্যপের ঔরসে দক্ষ-কন্যা দনুর গর্ভে জাত শতপুত্রের অন্যতম ময়দানব ছিলেন। হরি-হরি-৩। (৬) হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ হস্তে নিহত হইলে ময়দানব দৈত্যকুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অপর দুইজন দানবকে সঙ্গে লইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সেই অত্যুগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন। ময়দানব অবধ্যতা বর প্রার্থনা করিলেন। তদুপরি এই যাজ্ঞা করিলেন যে, তিনি নিজের অবস্থানের জন্য যে সমুদয় পুর নির্ম্মাণ করিবেন, তাহা নরগণের অগম্য হইবে এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত তাহারা ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারিবে। ব্রহ্মা ময়দানবের প্রার্থনামত সমুদয় বর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ময়দানব বলিলেন, "সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অর্দ্ধনিমেষমাত্র যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে, সেইক্ষণে যে ব্যক্তি আমার দ্বারা নির্ম্মিত পুরত্রয়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এক বাণের আঘাতে সেই পুরত্রয় দগ্ধ করিতে পারিবেন তাঁহারই হস্তে যেন আমার মৃত্যু হয়।" ব্রহ্মা ময়দানবকে সেই বর দিলেন। শিব-সনৎ-৫২। (৭) সাগরের আদেশে ময়দানব জালন্ধর দৈত্যের জন্য জালন্ধরপীঠে এক অতি মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করেন। পদ্ম-উত্ত-৪। (৮) দেবগণের শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ময়দানবও বিশ্বকর্ম্মা নামে পরিচিত ছিলেন। বায়ু-৮৪। (৯) রামের অনুচর, সাগরে সেতুবন্ধনকারী নল ময়দানবের পুত্র ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪০। বৃহদ্ধ-পূ-২১। নল দেখ। (১০) অর্জ্জুন যখন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতেছিলেন, তখন ময়দানব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুনের অনুগ্রহেই ময়দানব অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা পান এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

স্কন্দ-আব-রেবা-৪০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১০। (১৮) মরীচির পুত্র অর্চ্চিষ্মান (বানর)। রামা-কিস্কি-৪২। (১৯) মরীচির পুত্র মনু; মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু। কল্কি- ৩য়-৩। (২০) মরীচির পত্নী সম্ভূতি (দক্ষকন্যা) এবং পুত্র পৌর্ণমাস। মার্ক-৫২। অগ্নি-২০। ব্রহ্মা-১০। সৌর-২৬। বিষ্ণু-১ম-১০। গরু-পূ-৬। শিব-বায়-পূ-১৫। শিব পুরাণে চারি কন্যারও উল্লেখ আছে। (২১) মরীচির পত্নী ধর্ম্মব্রতা। অগ্নি-১১৪। (২২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সম্ভূতি মরীচির পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে পৌর্ণমাস (মতান্তরে পূর্ণমাস) জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮; ১০। পদ্ম-স্থ-৩। (২৩) মরীচির পত্নীর নাম ঊর্ণাদেবী। দেবীভা-৪স্ক-২২। (২৪) মরীচির পুত্র কশ্যপের নামান্তর কাশ্যপ (মার্ক-৫২) ও অরিষ্টনেমী। (২৫) পূর্ব্বোক্ত (১৬) অংশে উল্লিখিত আট জন ব্রহ্ম-তনয় ও দক্ষ, এই নয়জন পুরাণে নবব্রহ্মা বলিয়া উল্লিখিত হন। পদ্ম-স্থ-৩। (২৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। গরু-পূ-৮৭। (২৭) দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম মরীচি ছিলেন। হরি-হরি-৩। কশ্যপ ও দনু দেখ। (২৮) ভরত-বংশীয় সম্রাট নামক নরপতির পুত্র মরীচি। মরীচির পত্নীর নাম বিন্দু-বতী ও পুত্র বিন্দুমান্। ভাগ-৫স্ক-১৫।

মরীচিগর্ভ—(১) নবম (দক্ষ সাবর্ণি) মন্বন্তরে দেবতাদের নাম ছিল পার ও মরীচিগর্ভ। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) ঐ দেবতাদের নাম পার মরীচি-গর্ভ ও সুধর্ম্ম। গরু-পূ-৮৭।

মরীচিপ—(১) মরীচিপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ মাংসাহারের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। মহাভা-অনু-১১৫। (২) মরীচিপ প্রভৃতি দেবগণ গোলকে বাস করেন। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

মরীচিমালী—সূর্য্যের এক নাম।

মরীচীশ্বর—কাশীস্থিত মরীচীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মরীচিলোক এবং মরীচিমালীর ন্যায় কান্তি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮।

মরু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রগের পুত্র মরু; মরুর তনয় প্রশুশুক ও তৎ-পুত্র অম্বরীষ। রামা-আদি-৭০। (২) জনকবংশীয় হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর তনয় প্রতিন্ধক। রামা-আদি-৭১। (৩) মরুর তনয় প্রশুশ্রুব। রামা-অযো-১১০। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রের পুত্র মরু। মরুর পুত্র বৃহদ্বল। হরি-হরি-১৫। শীঘ্রতনয় মরু, বুধ ও সুমিত্র নামেও অভিহিত হইতেন। কল্কি-ম্লেচ্ছ বিধর্ম্মীগণকে সংহার করিয়া মরুকে নিজ রাজধানী অযোধ্যাতে

পুনঃ অভিষিক্ত করেন। মরু কল্কির সহিত ম্লেচ্ছ দমনে গমন করেন এবং শক ও কাম্বোজদিগকে পরাভূত এবং সূর্য্যবংশীয় সূর্য্যকেতুকে বিনাশ করেন। কল্কি-১ম-২, ৩, ৩য়-৩, ৪, ৬,৭,৮। (৫) মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৬) জনকবংশীয় মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৭) মরুর পুত্র প্রদীপ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) মরু নামক এক দৈত্যকে বিষ্ণু বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪০ ৯) শীঘ্রের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রশ্রুত। গরু-পূ-১৪২। (১০) প্রিয়ব্রতাত্মজ অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি। নাভির পত্নী মরুদেবী। তাঁহার গর্ভে ঋষভদেব জন্মগ্রহণ করেন।

মরুত—(১) যদুবংশীয় করন্ধমের পুত্র মরুত। গরু-পূ-১৪৩। (২) ধর্ম্ম হইতে সুরভীর গর্ভে যে সমুদয় অপত্য জন্মগ্রহণ করে, মরুত তাঁহাদের অন্যতম। হরি-হরি-১৯৬। চ্যবন দেখ।

মরুতাশ্ব—প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ রক্তবর্ণ ও কর্ম্মকুশল অশ্বসকল প্রদান করিয়াছেন।" ঋক্-৫।৩৩।৯।

মরুতি—অন্যতম মরুৎ। মরুৎ-গণ দেখ।

মরুৎ—বায়ু বা পবনদেবের এক নাম।

মরুৎ-গণ—(১) কশ্যপ হইতে উৎপন্ন দেবগণের অন্যতম গণ। ভৃগুগণ ও মনু দেখ। (২) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দিতি, ভগ্নী অদিতির পুত্র ইন্দ্রকে দেখিয়া পতি কশ্যপের নিকট ঐরূপ বার্য্যশালী এক পুত্রের প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপ তাঁহার গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে পবিত্র ও শুচিভাবে জীবনযাত্রা করিতে পরামর্শ দিলেন। দিতিও সেইভাবে চলিতে লাগিলেন। অদিতি কালক্রমে দিতির গর্ভের বিষয় জানিতে পারিয়া ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইলেন এবং ইন্দ্রকে ঐ গর্ভ বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। ইন্দ্র অদিতির পরামর্শে দিতির নিকট যাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। একদিন ইন্দ্র গর্ভভারক্লিষ্টা দিতিকে নিদ্রিত দেখিতে পাইয়া সূক্ষ্মভাবে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভস্থ সন্তানকে বজ্রদ্বারা সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। গর্ভস্থ সন্তান বজ্রাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া সেই সপ্তভাগে বিভক্ত গর্ভকে "মা রোদী, মা রোদ।" (রোদন করিও না) বলিতে বলিতে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত করিলেন। ঐ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির গর্ভস্থ সন্তানই মরুদ্গণ নামে প্রসিদ্ধ। দেবীভাগ-৪স্ক-৩। (৩) কশ্যপপত্নী দিতি

কশ্যপের নিকট ইন্দ্রবধক্ষম মহাতেজা পুত্র প্রার্থনা করিলে, কশ্যপ বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া আপস্তম্বী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন এবং "ইন্দ্রশত্রো ভবস্ব" এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। অতঃপর তিনি দিতির গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শত বৎসর-কাল বিশেষ যত্ন সহকারে সর্ব্বপ্রকার অনাচার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ও সম্পূর্ণ শুচিভাবে এই গর্ভরক্ষা করিবে। তাহা হইলে তুমি অভিলষিত পুত্র লাভ করিতে পারিবে।" এই বলিয়া কশ্যপ চলিয়া গেলেন। দিতিও স্বামীর নির্দ্দেশানুসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য, দিতির নিকট আসিলেন এবং তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া গর্ভ নষ্ট করিবার সুযোগ লাভের প্রত্যাশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতবৎসর পূর্ণ হইবার তিনদিন যখন অবশিষ্ট ছিল, তখন একদিন দিতি অপ্রমাদ-বশতঃ অধোতপদে, মুক্তকেশে দিবা-ভাগে নিদ্রিত হইলেন। ইন্দ্র দিতির সেই অশুচিভাব জানিয়া সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই গর্ভকে প্রথমে সপ্তখণ্ডে ছেদন করিলেন। বজ্র-ছিন্ন হইয়াও দিতির সেই গর্ভ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে "মা রুদ" বলিতে বলিতে সেই প্রত্যেক অংশকে পুনরায় সপ্তখণ্ডে বিভাগ করিলেন। এইরূপে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও সেই গর্ভ রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাতে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মার পূজার ফলেই যে দিতির ঐ গর্ভ বজ্রা-হত হইয়াও বিনষ্ট হইল না, তাহা বুঝিতে পারিয়া দিতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি হিংসা-বশে আপনার গর্ভ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি ব্রহ্মবরে তাঁহারা সর্ব্বথা অবধ্য। ইহাদের রোদনকালে আমি ইহাদিগকে "মা রুদ" বলিয়াছিলাম। সেইজন্য ইহারা মরুৎ নামে খ্যাত-সুখভাগী দেবতা হউক। আমি আপনার এই সন্তানগণকে মরুদ্গণ নাম দিয়া দেবগণের সমান করিয়া লইতেছি।" এই কথা বলিয়া ইন্দ্র মরুদ্গণকে নিজ বিমানে আরোহন করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। তখন হইতে মরুদ্গণ যজ্ঞভাগ-ভোজী হইয়া দেবগণের অন্তর্ভূত হইলেন। পদ্ম—সৃ-৭। (৪) দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র দৈত্যগণকে (দিতি-তনয়গণকে) বধ করিলে, দিতি শোকাকুলা হইয়া সহস্র বৎসর শক্র-সমুদ্ভব তীর্থে তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে

বলিলেন। দিতি তাঁহার নিকট দেব-দর্প-নাশন, যজ্ঞভাগভোক্তা, বলবান্ পুত্র প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর সেই বর দিলে দিতি কশ্যপের ঔরসে গর্ভ ধারণ করেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য দিতির ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দশম মাসে একবার দিতি গর্ভালসা হইয়া সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণ মুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ইন্দ্র সেই সুযোগ পাইয়া শস্ত্র হস্তে দিতির উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গর্ভ প্রথমে সাতখণ্ডে কর্ত্তন করিলেন। ছিন্ন করিয়া দেখিলেন যে, গর্ভমধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাতটা বালক রহিয়াছে। দেখিবামাত্র সেই সাতটা বালককে আবার সাত অংশে বিভক্ত করিলেন। দিতির গর্ভ এইরূপে ঊনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত হইয়াও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইয়া দিতির অলক্ষিতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরদিন প্রাতে দিতি ঊনপঞ্চাশটী সন্তান প্রসব করিলেন। তখন ইন্দ্রও লজ্জায় ম্লান মুখ ও অবনত বদনে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দিতির নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্রের সত্যবাক্যে দিতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। ইন্দ্রের অস্ত্রধারা আহত হইয়া গর্ভস্থ বালকগণ যখন রোদন করিতেছিল তখন ইন্দ্র তাহাদিগকে "মা রুদন্ত" (রোদন করিও না) বলিয়া নিষেধ করেন। তাহাতে ঐ ঊনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতিসন্তানগণ "মরুৎ-গণ" নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-নাগ-২২। (৫) ইন্দ্র যখন দিতির উদরে প্রবেশ করিয়া গর্ভকে ছিন্ন করিতেছিলেন, তখন ছিন্নমান খণ্ডগুলি পূর্ণাঙ্গ বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিতেছিল "হে ইন্দ্র, আমরা তোমার ভ্রাতা, তুমি কেন আমাদিগকে বধ করিতে প্রয়াস পাইতেছ।" তখন ইন্দ্র বলিলেন, "ভীত হইও না। তোমরা আমার ভ্রাতা। তোমাদিগকে আমি আমার পার্ষদ করিয়া লইব। ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা আহত হইয়াও ঊন-পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত গর্ভ বিনষ্ট হইল না, বরঞ্চ প্রত্যেক অংশ পূর্ণাঙ্গ বালক হইয়া গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দিতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সেই ঊনপঞ্চাশজন শিশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং সমীপস্থ ইন্দ্রকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র দিতিকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৬) ইন্দ্র যখন দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভকে ঊনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত করিলেন তখন দিতির নিদ্রাভঙ্গ

হইল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া ইন্দ্রকে "আর হনন করিও না" বলিয়া নিষেধ করিলেন। দিতির বাক্যে ইন্দ্র তাঁহার গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিতিকে বলিলেন, "আপনি অশুচা শুইয়াছিলেন, সেই জন্যই আমি সুযোগ পাইয়া আপনার গর্ভকে বহুভাগে ছেদন করিয়াছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" দিতি বলিলেন, "আমারই কর্ম্মদোষে আমার গর্ভ বিফল হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে শাপ দিব না। কিন্তু তুমি আমার সন্তানগনের মঙ্গল বিধান কর। আমার পুত্রগণের জন্য নভোমণ্ডলে বাতস্কন্ধ নামক সাতটী স্থান কল্পিত হউক। তাঁহারা আবহ নামক পৃথিবীস্থ প্রথম স্কন্ধ; প্রবহ নামক মেঘ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় স্কন্ধ; উদ্বহ নামক সূর্য্যের ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তৃতীয় স্কন্ধ; সুবহ নামক চন্দ্র হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত চতুর্থ স্কন্ধ; বিবহ নামক গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চম; পরাবহ নামক সপ্তর্ষি মণ্ডলাবধি বিস্তৃত ষষ্ঠ এবং পরিবহ নামক সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সপ্তম বায়ুস্কন্ধে বিচরণ করুক। তোমারই কর্ম্ম অনুসারে তাঁহারা মরুৎ নামে কথিত হউক।" ইন্দ্র বলিলেন, "আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। উপরন্তু আপনার সন্তানেরা দেবসদৃশ হইয়া দেবগণসহ যজ্ঞভাগভোজী হইবে। এই জন্যই মরুৎগণ দিতি পুত্র হইয়াও দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র মরুৎগণকে সাতটি গণে বিভক্ত করেন। (নাম পরে দ্রষ্টব্য) বায়ু-৬৭। (৭) ইন্দ্র-বধ-ক্ষম পুত্র প্রার্থনা করিয়া দিতি কশ্যপ হইতে গর্ভধারণ করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ময়দানবের নিকট সেই সংবাদ পাইয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং নানা ভাবে দিতির বিশ্বাস জন্মাইয়া সুযোগের অপেক্ষায় সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন দিতি সন্ধ্যার সময়ে উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ইন্দ্র সেই সুযোগ পাইয়া বজ্রহস্তে গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য তাহার উদরে প্রবেশ করিলেন। গর্ভস্থিত সন্তান ইন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে ইন্দ্র, আমি তোমার ভ্রাতা। আমাকে বধ করিও না। বিশেষতঃ আমি নিরস্ত্র এবং এই গর্ভে থাকিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।" গর্ভস্থ বালক এইরূপে বিশেষ অনুনয় করিতে থাকিলেও ইন্দ্র বজ্রধারা তাহাকে সাতখণ্ডে কর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সেই খণ্ড

নষ্ট হইল না বরঞ্চ সেই খণ্ডগুলিও পূর্ব্বের ন্যায় অনুনয় করিতে লাগিল। তৎসত্ত্বেও ইন্দ্র পুনরায় সেই খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিকে আবার সাত অংশে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও তাঁহারা বিনষ্ট হইল না। পরন্তু প্রত্যেক খণ্ডই পৃথক পৃথক হস্তপদবিশিষ্ট সজীব অক্ষত দেহ লাভ করিল। ইন্দ্র সেই খণ্ডগুলিকে রোদন করিতে নিষেধ করাতে তাঁহারা মরুৎ (মারুত) নামে প্রসিদ্ধ হইল। অতঃপর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত সেই গর্ভস্থ সন্তান অগস্ত্যকে ইন্দ্রের কার্য্যের কথা বলিল। অগস্ত্য তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দিলেন "সকল কালেই রিপুগণ যুদ্ধে তোমার পৃষ্ঠ দর্শন করিবে।" দিতিও সকল বিষয় জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যে তিনি স্ত্রীলোক হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন। ব্রহ্মপু-১২৪। (৮) মরুৎ-গণের নাম—(ক) সত্যজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্য্যগজ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান ও হরিত, ইহারা প্রথমগণের অন্তর্ভূত। ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, সত্যমিত্র, অভিমিত্র ও হরিমিত্র ইঁহারা দ্বিতীয়গণ। এই-ভাবে নিম্নলিখিত অন্যান্য মরুৎদিগের প্রতি সাতটিতে একটি গণ। তাঁহাদের নাম—কৃত, সত্য, ধ্রুব, ধর্ত্তা, বিধর্ত্তা, বিধারয়, ধ্বান্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম অভিযু সাক্ষিপ, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, যাদৃক্, প্রতিকৃৎ, ঋক্, সমিতি, সংরম্ভ, ঈদৃক্ষ, পুরুষ, অন্যাদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ, প্রতিদৃক্ষ, মরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্, সাম, মানুষ ও বিশ। বায়ু-৬৭। (খ) একজ্যোতি, দ্বিজ্যোতি, ত্রিজ্যোতি, চতুর্জ্যোতি, একশুক্র, দ্বিশুক্র, ত্রিশুক্র, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, সদৃক্, প্রতিসদৃক্, মিত, সমিত, সুমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, অতিমিত্র, অমিত্র, দূরমিত্র, অজিৎ ঋত, ঋতধর্ম্মা, বিহর্ত্তা, বরুণ, ধ্রুব, বিধারণ, ঈদৃক্ষ, সদৃক্ষ, এতাদৃক্ষ, এতন, প্রসদৃক্ষ, ঋষভ, তাদৃক্, উগ্র, ধ্বনী, ভাস, বিমুক্ত, বিক্ষিপ, সহ, দ্যুতি, বসু, অনাধৃষ্য, লাভ, কাম, জয়ী, বিরাট ও উদ্বেষণ। গরু-পূ-৬। (৯) মরুদ্গণের উৎপত্তির বিবরণ সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে নিম্নলিখিত পুরাণগুলিতেও পাওয়া যায়—পদ্ম-ভূমি-২৬; ব্রহ্মপু-৬; মৎ-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (১০) ধর্ম্ম হইতে দক্ষ কন্যা মরুত্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, হরি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অসমন্ত, চিররশ্মি, নিষুধী, জয়োন, অদ্ভুতি, চারিত্র, বহুপন্নগ, বৃহন্ত, বৃহদ্রূত প্রভৃতি মরুদ্গণ জন্ম গ্রহণ করেন।

হরি-হরি-১৯৬। (১১) ধর্ম্ম-পত্নী মরুত্বতী দেবী নিম্নলিখিত মরুৎগণকে প্রসব করেন—অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমর, শরবৃষ্টি, সুকর্ষ, বিরাট, বাক্, বিশ্বাবসুমতি, অশ্বমিত্র, চিত্ররশ্মি, নিষধন, হংয়ন্ত, বৃহদ্রূপ ও পূতনানুগ। মৎ-১৭১। অগ্নি-১৯; হরি-হরি-৩। (১২) দ্বাপরে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও বিরাট মরুদ্গণের অংশভূত ছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-২২। (১২) দেবাসুর সংগ্রামে নিবাতকবচদিগের সহিত মরুদ্গণের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (১৪) মরুদ্গণ রাজা মরুত্তের মরুৎ-সোম যজ্ঞে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অক্ষয় অন্নদান করেন। বায়ু-৯৩। (১৫) বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্ম বিবরণ এইরূপ—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুৎগণ :—অলিনীলা দেখ। বাম-৭২। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্গণ—পূতনা দেখ। বাম-৭২। (গ) উত্তম মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুৎগণ—জ্যোতিষ্মান দেখ। বাম-৭২। (ঘ) তামস মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্গণ—তামসমনুর অন্যতম পুত্র দন্তধ্বজ নরপতি পুত্রার্থী হইয়া যজ্ঞ করেন। তিনি যজ্ঞানলে নিজ শোণিত মাংস, অস্থি, কেশ, রোম, স্নায়ু, মজ্জা এমন কি শুক্র পর্য্যন্ত আহুতি প্রদান করেন। অগ্নির সপ্ত শিখাতে সেই শুক্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র "প্রক্ষেপ করিও না" বলিয়া এক মহাশব্দ উত্থিত হয় এবং দন্তধ্বজও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর সেই অগ্নি হইতে সাতটি তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়া ভীষণস্বরে রোদন করিতে থাকে। তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ বিবেচনার পর তাঁহাদিগকে মরুৎ নামে দেবতা করিয়া দিলেন। বাম-৭২। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্গণ—রিপুজিৎ দেখ। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্গণ—মঙ্কি নামক জনৈক তপস্বী সপ্ত সারস্বত তীর্থে কঠোর তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন। দেবগণ তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য ভূষিতা নাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। ভূষিতা মঙ্কির চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিলে মঙ্কির বীর্য্য সপ্ত সারস্বত জলে পতিত হয়। সেই সপ্ত সারস্বত হইতে সপ্ত মরুৎ উৎপন্ন হন। বাম-৭২। (১৫) মঙ্কনক ঋষি হইতে উৎপন্ন বায়ুকাল প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণও মরুদ্গণ নামে খ্যাত। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ। (১৬) ধনপতি কুবের অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব যজ্ঞে মরুদ্গণ অন্নপরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গর্গ-দ্বার-১০। (১৭) মরুদ্গণ মরুত্ত রাজার যজ্ঞেও পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত

ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১। (১৮) দক্ষ কন্যা মরুত্বতী হইতে মরুদ্গণ উৎপন্ন হন। মরুত্বতী দেখ। (১৯) মরুদ্গণ ভরদ্বাজকে রাজর্ষি ভরতের পুত্রত্বে সংক্রামিত করেন। ভরদ্বাজ দেখ।

মরুত্ত—(১) যদুবংশীয় উশনার পুত্র তিতিক্ষু; তিতিক্ষুর তনয় মরুত্ত। তৎপুত্র কম্বলবর্হিষ। অগ্নি-২৭৫; মৎ-৪৪। (২) যদুবংশীয় করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। (বাম-৯৯)। তিনি পুত্রার্থী হইয়া এক যজ্ঞ করিয়া দুষ্মন্ত নামক এক পুত্র লাভ করেন। তিনি সম্মতা নাম্নী স্বীয় দুহিতাকে যজ্ঞদক্ষিণা স্বরূপ মহাত্মা সম্বর্ত্তকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৭। (৩) উশনার পুত্র শিনেয়ু। শিনেয়ুর অপত্য মরুত্ত। তৎপুত্র কম্বল-বর্হিষ। হরি-হরি-৩৬। (৪) তুনয় নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা ভামিনী করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী ছিলেন। ভামিনীর গর্ভে অবীক্ষিতের এক পুত্র জন্মে। শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে গন্ধর্ব্ব-গুরু তুম্বুরু "পূর্ব্ব-দিক হইতে প্রবাহিত মরুৎ তোমার মঙ্গল করুক; দক্ষিণদিক হইতে প্রবা-হিত মরুৎ তোমার কষ্ট দূর করুক, পশ্চিমদিক হইতে আগত মরুৎ তোমাকে বলবীর্য্য দান করুক। পূর্ব্ব-দিক হইতে আগত মরুৎ তোমাকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান করুক," এই বলিয়া তাহার স্বস্ত্যয়ন করেন। গুরু বারং-বার "মরুৎ তব" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই বালকের নাম হয় মরুত্ত। বিদর্ভ রাজকন্যা প্রভাবতী, সুবীরের তনয়া সৌবীরী, মগধেশ্বরের দুহিতা সুকেশী, মদ্ররাজ সিন্ধুবীর্য্যের কন্যা কেকয়ী, সিন্ধুরাজের কন্যা সৈরিন্ধ্রী, চেদীরাজের কন্যা বপুষ্মতি, এই ছয়জন তাঁহার পত্নী ছিলেন। ঐ সকল পত্নীর গর্ভে তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নরিষ্যন্ত জ্যেষ্ঠ। মহারাজ মরুত্ত অশেষ বলবীর্য্যশালী রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। সপ্তদ্বীপ তাঁহার অধিকারে ছিল। তিনি শত শত যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিয়া দেবরাজ অপেক্ষাও প্রধান হইয়াছিলেন। মার্ক-১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১। (৫) অবীক্ষিত-তনয় মরুত্তকে সংবর্ত্ত নামক মুনি সুহৃৎ বান্ধবাদি সহ স্বর্গে প্রেরণ করেন। তজ্জন্য সংবর্ত্তের সহিত বৃহস্পতির বিবাদ হয়। বায়ু-৮৬। (৬) মহা-তেজা মরুত্ত নরপতি অন্ন-প্রার্থী হইয়া ষাট বৎসর যাবৎ মাসে মাসে মরুৎ-সোম যাগ করেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া মরুদ্গণ তাঁহাকে সর্ব্ব-কাম-প্রদ, অক্ষয় অন্ন প্রদান করেন। ঐ অন্ন একবার মাত্র পক্ক হইলে দিবারাত্র মধ্যে আর ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। সূর্য্যো-দয় হইবার পর কোটী কোটীবার

প্রদত্ত হইলেও ঐ অন্ন নিঃশেষ হইত না। বায়ু-৯৩। (৭) অবীক্ষিত পুত্র মরুত্ত অপুত্রক অবস্থায় রাজা হইলে, পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। ভাগ-৯স্ক-২৩। বায়ু-৯৯। (৮) সত্যযুগে মরুত্ত নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা তাঁহার পরে আর কেহই ঐরূপ সমারোহ সহকারে যজ্ঞ করিতে পারে নাই। সেই যজ্ঞে ঘৃত আহার করিয়া অগ্নির অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। সোম পান করিয়া দেবগণেরও অজীর্ণ হয়। বিশ্বদেবগণ সেই যজ্ঞে সভাসদ ও মরুদ্গণ পরিবেশনকারী ছিলেন। বিষ্ণুর পরিপূর্ণতম অবতার শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ কুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া মরুত্তকে দর্শন দেন। ঐ মরুত্তই দ্বাপরে উগ্রসেনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১। (৯) অবিক্ষির পুত্র মরুত্ত যেরূপ যজ্ঞ করেন, ঐরূপ যজ্ঞ পৃথিবীতে আর কেহই করিতে পারে নাই। তিনি সুবর্ণময় যজ্ঞপাত্র সকল নির্ম্মান করাইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (১০) মরুত্ত যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া প্রথমে বৃহস্পতিকে পুরোহিতের কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ইন্দ্রের অসন্তোষের ভয়ে অসম্মত হইলেন। তখন মরুত্ত বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত্তকে পুরোহিত পদে বরণ করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। আশ্ব-৫, ৬, ৭। সংবর্ত্ত দেখ। (১১) ব্রহ্মা মহাদেবকে যে অসি প্রদান করেন, তাহা পরম্পরায় কাম্বোজ দেশীয় মুচুকুন্দ নামক নরপতির অধিকারে আইসে। মুচুকুন্দ তাহা মরুত্তকে প্রদান করেন। মরুত্তের নিকট হইতে রৈবত তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা শান্তি-১৬৬। যুবনাশ্ব ও মনু দেখ। (১২) করন্ধম-পুত্র মরুত্ত মহর্ষি অঙ্গিরাকে স্বীয় কন্যা দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। করন্ধমের পৌত্র বীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত অঙ্গিরাকে কন্যা দান করেন। মহাভা-অনু-১৩৭। (১৩) মরুত্ত অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। ঐ সমুদয় রাজর্ষিদের নাম সায়ং সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ব পাপ দূর হয়। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৪) করন্ধমের পুত্র মরুত্তেরই অপর নাম অবিক্ষিত। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিলনা। কেবল সংযতা নামে এক কন্যা ছিল। মরুত্ত ঐ কন্যা মহর্ষি সংবর্ত্তকে যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। এবং পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মপু-১৩।

মরুৎপতি—যযাতিবংশীয় দ্রুহ্যুর পুত্র সেতু। সেতুর তনয় মরুৎপতি (অপর নাম অঙ্গারসেতু)। মরুৎ-পতির পুত্র গান্ধার। ব্রহ্মপু-১৩। হরি-হরি-৩২। অঙ্গার দেখ।

মরুত্বতী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। মরুত্ব-তীর গর্ভে মরুত্বানগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃ-৬; ব্রহ্মাপু-৩। মৎ-৫। (২) দেবী মরুত্বতী মরুত্বৎ নামক দেবগণকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। মৎ-১৭১ (৩) মরুত্বতীর গর্ভে উনপঞ্চাশ বায়ু-গণ জন্মলাভ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) মরুত্বতী মরুদ্গণকে প্রসব করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। অগ্নি-১৮। বায়ু-৬৬। (৫) মরুত্বতীর পুত্র মরুত্বান ও জয়ন্ত। ভাগ-৬স্ক-৬। (৬) ব্রহ্মা পূর্ব্বে লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুত্বতী নামে পাঁচকন্যা সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের হস্তে সমর্পণ করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

মরুত্বান্—ইন্দ্রের এক নাম। পদ্ম-ভূমি-৫

মরুদেব—(১) সূর্য্যবংশীয় প্রতী-পাশ্বের তনয় সুপ্রতীপ। তৎসুত মরুদেব। মরুদেবের অপত্য সুনক্ষত্র। মৎ-২৭১। ভাব্য ও কিন্নরাশ্ব দেখ। (২) প্রতীকাশ্বের তনয় সুপ্রতীক। তৎপুত্র মরুদেব। মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র। ভাগ-৯স্ক-১২। প্রতীকাশ্ব দেখ। (৩) ধর্ম্ম হইতে সুরসাতে মরুদেব প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। সুরসা দেখ।

মরুদেবী—প্রিয়ব্রতের বংশীয় নাভির পত্নী। নাভি দেখ।

মরুদ্বতী—দক্ষকন্যা মরুদ্বতীর নামা-ন্তর। (মরুত্বতী দেখ)। মরুদ্বতীর গর্ভে মরুদ্বত নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-৬। মরুদ্গণ দেখ।

মরুধন্ব—জনৈক বিদ্যাধর। তাঁহার কন্যা মনোরমা ইন্দিবর নামক বিদ্যা-ধরের পত্নী ছিলেন। মনোরমা দেখ।

মরুবসা—চৈদ্যবংশীয় মধুর পুত্র মরুবসা। তাঁহার তনয় পুরুদ্বান। হরি-হরি-৩৬। মধু দেখ।

মর্য্যাদা—নরপতি অবাচীনের মহিষী মহাভা-আদি-৯৫। অবাচীন দেখ।

মর্ষ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুগন্ধির পুত্র। তিনি সহস্বান নামেও পরিচিত ছিলেন। মর্ষের তনয় বিশ্রুতবান্। বায়ু৮৮। বিশ্রুতবান্ দেখ।

মলদা—(১) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্যতম সন্তান। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা পত্নী। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মলয়কেতু—(১) রাজর্ষি ঋষভ-দেবের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-৪।

ঋষভ দেখ। (২) জনৈক বিদ্যাধর। মাল্যকেতু দেখ।

মলয়াচলনিলয়—মলয়াচল নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। পদ্ম-উত্ত-২০৮।

মলহা—রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মল্লিকাক্ষ—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরী অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

মল্লী—মণিপ্রভা দেখ।

মশক—ভূতলবাসী জনৈক দানব। শ্রীমহাভা-২।

মশর্শার—"মশর্শার নামক রাজার চারিটী শিশুপুত্র আমাকে বাধা দিতেছে" এইরূপ বলিয়া কক্ষীবান ঋষি মিত্রাবরুণের স্তব করিয়াছেন। সায়ন এই মশর্শার রাজার কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-১।১১২।১৫।

মসৃণ—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। ভর্ংস্য দেখ।

মহ—অমিতাভ দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত, অরিহা ও সাবর্ণি মনু দেখ।

মহৎপৌর—পুরুবংশীয় সার্ব্ব ভৌমের পুত্র মহৎপৌর। তৎপুত্র রুক্মরথ। বায়ু-৯৯।

মহদ্বল—যদুবংশীয় বজ্রের পুত্র। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৭।

মহস্বান—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অমর্ষণের পুত্র মহস্বান। তৎপুত্র বিশ্বাবসু। ভাগ-৯স্ক-১২। মরু ও প্রসুশ্রুত দেখ।

মহা—পর্য্যাসিত দেখ।

মহাংশ—মিত্রবিন্দার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ ও অনিল দেখ।

মহাকপি—খট্বাঙ্গ নামক নদীর তীরবর্ত্তী ক্রৌঞ্চপুরের অধিপতি। হরি-হরি-৯৫।

মহাকবি—অদ্ভুত নামক অগ্নির পুত্র বীর। বীরের তনয় বিবিধাগ্নি, তৎপুত্র মহাকবি ও অর্ক। মৎ-৫১।

মহাকর্ণ—(১) বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ। (২) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৯। ব্রহ্মপু-৩। (৩) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৪) খসার গর্ভজাত—জনৈক দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৫) বিরূপ নামক রাক্ষসের ঔরসে বিকচার গর্ভে মহাকর্ণ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বিকচা দেখ। সীতা দেখ।

মহাকর্ণি—মগধরাজ অম্বুবীচের মন্ত্রী। মহাভা-আদি-২০৪। অম্বুবীচ দেখ।

মহাকর্ণী—সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মহাকর্ম্মা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

মহাকলা—সীতা দেখ।

মহাকল্প—মহাদেবের এক নাম মহাভা-অনু-১৭।

মহাকষায়—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

মহাকাপি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাগ্য দেখ। মৎ-১৯৬।

মহাকায়—(১) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৭৯। খসা দেখ। (২) জনৈক রাক্ষসসেনাপতি। পদ্ম-পাভা-৭১। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। (৪) বিষ্ণুর এক নাম।গরু-পূ-১৫। (৫) পাতাল নিবাসী জনৈক দানব। দেবীপু-৩। মহাকায় দানব পাতালের চতুর্থ তলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (৬) বিষ্ণু মহাকায়কে বধ করেন। ব্রহ্মপু-২১৩

মহাকাল—(১) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (২) দূষণ নামক দৈত্য অবন্তীনগরনিবাসী ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় শিব মহাকাল-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দূষণা-সুরকে বধ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৬। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের বারাহকল্পে অবতীর্ণ আটাইশ জন শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম। শিব-বায়-পূ-১০। (৪) বারাহকল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয় ব্যাস হন এবং মহাদেব গুহা-বাসী নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে ধ্যানযোগী চারিপুত্র জন্মে। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-২৪। গুহাবাসী ও উতথ্য দেখ। (৫) মহাদেবের জনৈক গণ। সৌ-৩৫। মহাকালের সহিত নিশুম্ভ দৈত্যের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৪। মহাকালের সহিত রাহুর যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৭। (৬) শিবের তেজে অগ্নিতে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা তাঁহাদের গাত্রবর্ণ অনুসারে একজনের নাম রাখেন ভৃঙ্গি অপরজনের নাম রাখেন মহাকাল। পার্ব্বতীর শাপে তাঁহারা মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ভৈরব দেখ।

মহাকালসমুদ্ভবা—সীতা দেখ।

মহাকালী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা দেখ। (২) মূল প্রকৃতি-দেবী এক হইয়াও জগৎকার্য্যের জন্য অনেকত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার ঐ এক অংশ মহাকালী। অপর অংশদিগের মধ্যে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাণী প্রধানা। শিব-জ্ঞান-৪। (৩) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইঁহারা যথাক্রমে সত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের আধার। রুদ্রকে যে গুণরূপা দেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি মহাকালী নামে প্রসিদ্ধা। পরে তিনি পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে আশ্রয় করেন। শিব-জ্ঞান-৬। সতী

দেখ। (৪) পরমা আদ্যাশক্তিরই একনাম মহাকালী। তিনি বিষ্ণুর কাতর প্রার্থনায় মধুকৈটভ নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের বধে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হন। দেবীভা-১স্ক-৯, ১০স্ক-১১। (৫) দেবী দুর্গা শিবকে মহাকালী নামক শক্তি প্রদান করেন। দেবীভা-৩স্ক-৬। ব্রহ্মা (৪৯) দেখ। (৬) দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। শ্রীমহাভা-১৮। মহাবিদ্যা দেখ। (৭) কৈলাসস্থিতা দেবীর দুই মূর্ত্তির অন্যতমা মহাকালী। ঐ মহাকালী-রূপা দেবী দেবগণেরও দুর্গম রত্ন-পুরীতে বাস করেন। সহস্র সহস্র ভৈরব ঐ পুরীর দ্বার সমুদয় রক্ষা করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও দুর্গার আদেশ ব্যতীত ঐ দ্বার অতিক্রম করিতে পারেন না। সেই রমণীয় পুরীতে রত্ন নির্ম্মিত মন্দিরে মহা রত্ন-সিংহাসনোপরি শবাসনে মহাকালী দেবী অবস্থিতা। সেই মহাদেবী একা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মরূপিণী। চতুঃষষ্ঠি যোগিনীগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে মহাকাল সদাশিব অবস্থিত। শ্রীমহাভা-৫৯। (৮) প্রভাস-ক্ষেত্রে মহাকালী দেবীর মহাপীঠ অব-স্থিত। কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় গন্ধ,পুষ্প ধূপ, বলি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৩। (৯) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩ (১০) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্য-তম। সীতা দেখ।

মহাকালেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রে মহাকালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬। (২) প্রভাসক্ষেত্রে মহাকালেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। সত্যযুগে ঐ লিঙ্গের নাম ছিল চিত্রাঙ্গদেশ্বর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৩।

মহাকুণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত মহাকুণ্ডেশ্বর লিঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী শুভোদ নামক কূপে স্নান করিলে, সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মহাকেতু—শিবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাকেশ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাক্রতু—জনৈক মহর্ষি। মহাভা-আদি-১৮১।

মহাক্রূরা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীগণের অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

মহাক্রোধ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাক্ষ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাগর্ভ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাগিরি—(১) দনুর গর্ভজাত

অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। হরি-হরি-৩। দনু দেখ।

মহাগিরি—দেবযক্ষ নামক দক্ষের অন্যতম পুত্র। দেবযক্ষ দেখ।

মহাগীত—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাগ্রীব—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাঘোর—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাঘোষ—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে সমুদ্রসেন, কালিন্দ, মহাবল, মহানেত্র, সুবর্ণঘোষ, সুগ্রীব ও মহাঘোষ এই কয়জন কিন্নর উৎপন্ন হন। তাঁহারা অশ্বমুখ কিন্নর নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯।

মহাচক্র—বিপ্রচিত্তির অনুজ জনৈক দানব। পদ্ম-স্থ-১৮।

মহাচক্রী—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈশম্প দেখ।

মহাচণ্ড—দানবপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

মহাচিত্রা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মহাচূড়া—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্‌গতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাজম্ভ—(১) দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। পৃথিবীর নিম্নভাগে দ্বিতীয়তলে মহজম্ভের বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানের নাম সুতল। ঐ স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণ-বর্ণ। বায়ু-৫০।

মহাজয়—(১) মণিবর যক্ষের অন্যতম পুত্র। দেবজনী দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বাসুকী জয় ও মহাজয় নামক দুই নাগকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

মহাজরা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাজানু—জনৈক ঋষি। মহাভা-আদি-৮।

মহাজিহ্ব—জনৈক দানব। পদ্ম-স্থ-১৮। হরি-হরি-৪১।

মহাজ্বালা—সীতা দেখ।

মহাতপা—(১) সত্যযুগে মহাতপা নামে একজন ঋষি, শ্রুতকীর্ত্তি নামক নরপতির পুত্র প্রজাপালকে অগ্নির উৎপত্তি, তিথির মাহাত্ম্য, বিবিধ দেবগণের উৎপত্তি, বিবিধ তিথিতে করণীয় পূজাদির মাহাত্ম্য প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। বরা-১৭-৩৭। (২) দুর্গার অন্যতম নাম। কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঐ নামে পরিচিতা। তন্ত্র-৭১২ পৃঃ।

মহাতুণ্ডা—(১) কাশীস্থিত এক চণ্ডী। মহাষ্টমীতে তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্ব-

কাম সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬,৭০।

মহাতেজ—মহাতীর্থ শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজ নামক শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়া কাশীধামে অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (২) মহিষাসুরের অনুচর জনৈক রাক্ষস। দেবীপু-৩। (৩) মহাদেব শঙ্কুকর্ণ তীর্থে মহাতেজ নামে খ্যাত। দেবীপু-৬৩।

মহাতেজস্বী—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাতেজা—(১) অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র ও রক্ষঃসেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৯।

মহাত্মা—(১) বিতথের (ভরদ্বাজের) অন্যতম পুত্র। তাঁহার অপর তিন ভ্রাতার নাম—কৌশিক, গৃৎসপতি ও সুকেতু। অগ্নি-২৭৮। অগ্নি ও ভরদ্বাজ দেখ। (২) মহান্, মহাত্মা, মহিত, মহিমাবান্ ও মহাবল ইঁহারা পাপনাশন পঞ্চপিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। গরু-পূ-৮৯। (৩) মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাদংষ্ট্র—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাদক্ষ—মহাদেবের এক নাম ব্রহ্মপু-৪০।

মহাদণ্ড—অন্যতম যমদূত। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৩

মহাদুন্দুভি নাসিক—দুর্গ নামক দৈত্যের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মহাদুর্গা—কলিতে সাধকের পূর্ণ-ফল প্রদানকারিণী অন্যতমা মহাবিদ্যা। তন্ত্র-১৪ পৃঃ। মহাবিদ্যা দেখ।

মহাদেব—(১) শিবের এক নাম। শিব দেখ। (২) কালরুদ্রের আশ্রমের উর্দ্ধদেশে সপ্তপাতাল আছে। তন্মধ্যে শধার নামক তৃতীয় তলে মহাদেব, মহাকায় ও মহাভুজ নামে তিন-জন রাক্ষস বাস করে। দেবীপু-৮২। প্রলয়কর্ত্তা মহাদেব সম্বন্ধে শিব নামে দ্রষ্টব্য।

মহাদেবা—দেবকের যে সপ্তকন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন, তিনি তাঁহা-দের অন্যতমা ছিলেন। বায়ু-৯৬। বসুদেব দেখ।

মহাদেবী—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত-পান করিবার জন্য মহাদেব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। (২) দৈত্যপতি বজ্রনাভের কন্যা। হরি-হরি-১৪৮। (৩) দেবী সাবিত্রী শালগ্রামক্ষেত্রে মহাদেবী নামে পরি-চিতা। পদ্ম-স্-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৪) ধর্ম্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণগণের গোত্ররক্ষক অন্যতমা শক্তি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ। (৫) ধর্ম্মারণ্য নিবাসিনী অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২। ভদ্রা দেখ। (৬)

কুণ্ডিণ-নগরাধিপতি ভাষ্মক নৃপতির পত্নী। স্কন্দ-আব-রেবা-১৪২। (৭) গঙ্গার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৮) পরমাশক্তি ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-১৬। মহ ধাতুর অর্থ পূজা, সমুদয় দেবদানবগণ সেই আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরীর পূজা করেন এবং তাঁহার শরীরও অতি মহৎ, সেইজন্য তাঁহার এই নাম। দেবীপু-৩৭। ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে মহাদেবীর পূজা করেন। দেবীপু-৩৯। (৯) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাদৈত্য—ভৌত্য মন্বন্তরে মহাদৈত্য নামে অসুর এক ছিল। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। গরু-পু-৮৭।

মহাদ্যুতি—(১) অন্যতম নাগরাজ। বরা-২১৪। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মহাদ্রুম—প্রিয়ব্রতাত্মজ ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীরক, কুসুমোদ, মোদাকি, ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র ছিল। ব্রহ্মপু-২০। কুশোত্তর, হব্য ও মনীচক দেখ। (২) মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে উৎপন্ন নরমুখ চন্দ্রবংশীয় কিন্নরদিগের অন্যতম। বায়ু-৬৯। ইন্দ্রদত্ত দেখ।

মহাধনু—দশার্ণাধিপতি চারুশর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত জনৈক নরপতি। সুমনা নরিষ্যন্তের পুত্র দমকে বরণ করিলে, তিনি অন্যান্য কতিপয় নরপতির সহিত মিলিত হইয়া সুমনাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার প্রয়াস পান। মার্ক-১৩৩

মহাধর্ম্মাসুর—কৃষ্ণধর্ম্মা নামে এক অসুর স্থাণুমিত্র নামক এক ঋষির হোম ও তপস্যার বিঘ্নাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি চামুণ্ডা ও অষ্ট ভৈরবের সহিত কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। মহ ধাতুর অর্থ পূজা। কৃষ্ণধর্ম্মার প্রতিরোধের জন্যই ঐ পূজা করা হইয়াছিল বলিয়া তদবধি ঐ রাক্ষস মহাধর্ম্মাসুর নামে প্রসিদ্ধ হইল। দেবীপু-৪০।

মহাধাতা—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাধীত—প্রিয়ব্রতের পুত্র সবন পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাধীত ও ধাতকী। ব্রহ্মা-৩৪। ধাতকী দেখ।

মহাধৃতি—(১) জনকবংশীয় বিবুধের পুত্র মহাধৃতি। তৎপুত্র কৃতিরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পু-১৪২। (২) জনকবংশীয় বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। তৎপুত্র কৃতিরাত। ভাগ-৯স্ক-১৩।

মহাধ্বনী—বিপ্রচিত্তির অনুচর জনৈক দানব। পদ্ম-স্ব-১৮।

মহান্—(১) ভরত-বংশীয় ধীমানের পুত্র মহান্। তৎপুত্র ভৌমন (ভৌবন বায়ু-৩৩) ব্রহ্মা-৩৪। (২) সাবর্ণি

মন্বন্তরের প্রথম অবস্থায় অমিতাভ নামক দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৩) অন্যতম রুদ্র। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (৪) পঞ্চপিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ। (৫) ব্যক্তাব্যক্ত-রূপী পরম পুরুষের এক নাম মহান্। তিনি গায়ত্রীকে সৃজন করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন। ক্রীড়া করিতে করিতে তিনি স্বীয় দেহ হইতে পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তিনিই ক্রীড়মান অবস্থায় যে হিরণ্ময় বীজ সৃষ্টি করেন। সেই বীজই দ্বাদশ আদিত্য প্রভাযুক্ত এক ডিম্বে পরিণত হয়। অনন্তর সেই ডিম্ব ভেদ করিয়া ব্রহ্মা নির্গত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫। (৫) পুরু-বংশীয় মতিনারের অন্যতম পুত্র। তংসু দেখ। (৬) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

মহানখ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

মহানদা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানদী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মহানদী তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চিত্রদেবকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মহানন—কুম্ভবক্ত্র দেখ।

মহাননা—অন্যতমা যোগিনী। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

মহানন্দ—(১) মদ্ররাজ পুত্র মহানন্দ দশার্ণাধিপতি চারুশর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ম্বরে উপস্থিত ছিলেন। মার্ক-১৩৩। সুমনা দেখ। (২) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৩) দ্বাপরে মহানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করিতেন। চরিত্র-হীনতা জনিত পাপের ফলে তিনি মগধ দেশে কুক্কুট-যোনীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে চলিতে চলিতে তিনি কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সেইখানেই প্রাণ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৮।

মহানন্দা—(১) নন্দীগ্রামে মহানন্দা নামে এক বেশ্যা ছিল। একবার এক শিবভক্ত বৈশ্য তিন দিনের জন্য মহানন্দাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার গৃহে বাস করিবার জন্য উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে যখন তাহারা নিদ্রা যাইতে ছিল তখন তাহাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ হয়। ঐ অগ্নিতে বৈশ্যের নিকটস্থ এক পরম প্রিয় শিব-লিঙ্গ ভস্মীভূত হয়। বৈশ্য তাহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। মহানন্দা তিন দিবসের জন্য বৈশ্যের পত্নী;

স্বীকার করিয়াছিল। তজ্জন্য সেও বৈশ্যের সহিত সহমরণে যাইতে উদ্যত হয়। তখন মহাদেব তাহার সম্মুখে উপস্থিত তাহাকে নিবারণ করেন এবং তাহার প্রার্থনায় তাহাকে নিজ সেবিকা করিয়া লইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২০। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানন্দি, মহানন্দা—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয় অজয়ের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। তৎপুত্র মহানন্দি। মহানন্দির তনয় শৈশুনাগ। ভাগ-১২স্ক-১। দর্ভক দেখ। (২) মহানন্দা তেতাল্লিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। তিনি শিশুনাগ-বংশীয় শেষ নরপতি। শিশুনাগ বংশীয় নরপতিগণ সর্ব্বসমেত তিন শত পয়ষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর কলি-রাজগণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মৎ-২৭২। (৩) শিশুনাগ বংশীয় দশজন রাজা সর্ব্বসমেত তিন শত ষাট বৎসর রাজত্ব করেন। মহানন্দির শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র নন্দ (নামান্তর মহাপদ্ম) রাজ্য পাইলে শূদ্র রাজ বংশের আরম্ভ হইল। ভাগ-১২স্ক-১। (৪) শিশুনাগ বংশীয় শেষ নরপতি মহানন্দী তেতাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে শূদ্ররাজবংশ আরম্ভ হয়। শিশুনাগ বংশীয় দশজন রাজা সর্ব্বমোট তিন শত বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

মহানল—(১) মহাদেবের এক নাম মহাভা-অনু-১৭। (২) মহানল তীর্থে মহানল নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ব্রহ্মপু-১১৬। মৃত্যু দেখ।

মহানাগ—(১) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-৬। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয় জনৈক নাগ। দেবীপু-৩।

মহানাদ—(১) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অনুচর জনৈক দানব। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ। (৪) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর দক্ষিণদ্বার-রক্ষক জনৈক দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (৫) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। অধ্যা-রামা-লঙ্কা-৫। (৬) মহাদেব অট্টহাস তীর্থে মহানাদ রূপে পরিচিত। দেবীপু-৬৩। (৭) আভাস নামক প্রথম তলের অধিবাসী অন্যতম নাগ। দেবীপু-৮২।

মহানাদা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

মহানাদেশ্বর—কাশী-স্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মহানাভ—(১) দানব পতি হির-

ণ্যাকের অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৬। বায়ু-৬৭। বিষ্ণু-১ম-২১। মৎ-৬। হরি-হরি-৩। (২) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩। (৩) শ্রীকৃষ্ণতনয় দীপ্তিমানের হস্তে মহানাভ মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বর্গ-বিশ্ব-৩৬।

মহানাস—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ। (২) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মহানাসা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মহানিদ্রা—(১) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। কালি-৬৩। (২) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৪) গোকুলে দেবকীর গর্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণ উৎপন্ন হন ঠিক সেই সময়েই ব্রজে যশোদার গর্ভে নারায়ণীর অংশসম্ভূতা মহানিদ্রা জন্ম লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৫।

মহানীল—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মৎস্য-৬। হরি-হরি-৩ বায়ু-৬৯। পদ্ম-সৃ-৬। ব্রহ্মপু-৩। (২) গুহাবাসী নামক শিবাবতারের অন্যতম শিষ্য। লি-২৪। শিব-বায়-উ-১০। মহাকাল দেখ।

মহানুভাবমধ্যস্থা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানেত্র—অশ্বমুখ কিন্নরদিগের অন্যতম। মহাঘোষ দেখ।

মহানেমী—প্রহ্লাদের অনুচর জনৈক দানব। হরি-হরি-২৪১।

মহান্ত—ভরতবংশীয় ধীমানের পুত্র মহান্ত। তৎপুত্র মনস্যু। অগ্নি-১০৭। বিষ্ণু-২য়-১। ধীমান্ ও মহান্ দেখ।

মহান্তক—(১) মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত তারিণী পূজার যন্ত্রস্থ চারিদ্বারে ক্ষেত্র-পাল, ভৈরব, গণনাথ ও মহান্তক এই চারি দেবতার পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-৫৯৮ পৃঃ।

মহাপণ্য—পাটলীপুত্র নগরবাসী পশুমান নামক বৈশ্যের তিন পত্নীর গর্ভে কতিপয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে মহাপণ্য, মহাকোষ ও দুষ্পণ্য নামে তিন পুত্র জন্মে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২। দুষ্পন্ন দেখ।

মহাপথ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাপদ্ম—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (২) অংশ ও ভগ, আদিত্য; কশ্যপ ও ঋতু, মুনি; মহাপদ্ম ও কর্কোটক, সর্প; চিত্র-সেন ও উর্ণায়ু, গন্ধর্ব; উর্বশী ও বিপ্র-চিত্তি, অপ্সরা; তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমী,

গ্রামণী ; বিদ্যুত ও স্ফূর্জ্জ, রাক্ষস—ইহারা হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। (৩) শিশুনাগবংশীয় শেষ নরপতি মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভ-জাত পুত্র মহাপদ্ম মগধের প্রথম শূদ্র-রাজা হন। তিনি আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার দ্বাদশজন পুত্র মাত্র আট বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ দ্বাদশজনের শেষ নরপতির নাম নন্দ। বায়ু-৯৯। (৪) শিশুনাগবংশীয় শেষ নরপতি মহানন্দীর নন্দ নামে এক শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র জন্মে। তাঁহারই নামান্তর মহাপদ্ম। এই নরপতির সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা শত বৎসর রাজত্ব করেন। চাণক্য শেষ নন্দ নামক নরপতিকে বিনাশ করেন। তৎপরে মৌর্য্যগণ মগধাধীশ্বর হন। ভাগ-১২স্ক-১। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৫) মহাপদ্ম অষ্টাশী বৎসর রাজত্ব করেন। তৎ-পরে সুকল্প আদি তাঁহার আট পুত্র বার বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর মগধ মৌর্য্যবংশের অধিকারে আইসে। মৎ-২৭২। (৬) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্যের যে গন্তব্য পথ আছে, সেই পথে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্যগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যরথে অগ্রহায়ণ মাসে অংশু (সূর্য্য), কাশ্যপ তার্ক্ষ্য (যক্ষ), মহাপদ্ম (সর্প), উর্ব্বশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব), ও বিদ্যুৎ (রাক্ষস) বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

মহাপদ্মা—দেবী সাবিত্রী মহালক্ষ তীর্থে মহাপদ্মা নামে পরিচিতা। পদ্ম-স্‌-১৭। সাবিত্রী দেখ।

মহাপাদ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাপারিষদেশ্বর—রাক্ষসরাজ রাব-নের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মহাপার্শ্ব—(১) দানবপতি হিরণ্য কশিপুর অনুচর জনৈক দানব। মৎ-১৭১। পদ্ম-স্‌-৪৫। (২) রাবণা-নুচর জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। অগ্নি-১০। (৩) পুষ্পোৎকটার গর্ভজাত বিশ্রবার অন্যতম পুত্র। পুষ্পোৎকটা দেখ। (৪) চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত তিন দিনের যুদ্ধে মহাপার্শ্ব প্রভৃতি রাক্ষসগণ বানর সৈন্য হস্তে নিহত হন। পদ্ম-পাতা-২১। (৫) মহাপার্শ্ব প্রভৃতি দানবগণ বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মহাপাশ—অন্যতম যমদূত। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৬।

মহাপুণ্যা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-সৃ-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মহাপীঠা—সীতা দেখ।

মহাপুরুবশ—চৈত্রবংশীয় মধুর অন্যতম পুত্র। মধু দেখ।

মহাপূর্ব্বজা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহাপুরুষ-সংস্তিতা—ঐ

মহাপুরুষ-সাক্ষিণী—ঐ

মহাপৌরব—পুরুবংশীয় একজন নরপতি। তাঁহার পুত্র রুক্মরথ। তৎপুত্র সুপার্শ্ব। মৎ-৪৯।

মহাপ্রাংশু—বিশ্রবা মুনির অন্যতম পুত্র। পুষ্পোৎকাটা দেখ।

মহাপ্রাণ—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। রৈবত মনু দেখ।

মহাব্রত—(১) দানবপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (২) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। শিব দেখ।

মহাবক্ষা—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাবর—দানবপতি ঘোরের অন্যতম অনুচর। দেবীপু-১৩।

মহাবল—(১) অন্ধকবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। হৃদিক দেখ। (২) দানবপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম অনুচর। মৎ-১৬১। (৩) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮; বিষ্ণু-১ম-২১। গরু-পূ-৬। (৪) বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামক ত্রয়োদশজন দানবের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অজিক দেখ। (৫) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৬) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী চতুর্ব্বিংশ ক্রতু-সুত দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। আপ দেখ। (৭) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ। (৮) পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-৪২। পুরাবসু দেখ। (৯) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। চাক্ষুষ মনু ও মধুশ্রী দেখ। (১০) পঞ্চ পিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ। (১১) গোকর্ণ তীর্থে মহাদেব মহাবল নামে পূজিত হন। গরু-পূ-৬৩। শিব দেখ। (১২) কাশীধামে কপাল-মোচনের সম্মুখে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (১৩) দানবপতি বলির অনুচর একজন অসুর। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (১৪) রাবণের পুত্র জনৈক রাক্ষস সেনানী। অভু-রামা-১৯।

মহাবলা—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের গোত্ররক্ষক জনৈক যোগিনী। ভট্টারিকা দেখ। (২) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। (৩) সীতার

রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাবাহু—(১) দক্ষ-কন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মৎ-৬; পদ্ম-সৃ-৬। দনু দেখ। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। আপ দেখ। (৩) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় শ্রুতঞ্জয়ের পুত্র মহাবাহু। তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর শুচী আটান্ন বৎসর এবং শুচীর পর তাঁহার পুত্র ক্ষেম আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথের বংশীয়েরা সর্ব্বমোট এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর মগধ রাজ্য প্রসিদ্ধ বীতিহোত্র বংশীয়দের অধিকারে আসে। বায়ু-৯৯। (৪) পিতামহ ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে মহাবাহু ঋষি অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৫) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-২১। হিরণ্যাক্ষ দেখ। (৬) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৭। (৭) জনৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-সৃ-৭৫। গন্ধ দেখ।

মহাবিদ্যা—(১) ব্রহ্মার শরীরসম্ভূত অর্দ্ধ-নারীনর রুদ্র মূর্ত্তির অন্যতম নাম। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (২) কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী সিদ্ধিদাতা এই সকল বিদ্যা কলিকালে সাধকের পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সিদ্ধ-মন্ত্র। ইহাঁরা কলিদোষ দুষ্ট নহেন। তজ্জন্য ইহাঁদের উপাসনায় কলিকাল বশতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। অর্থাৎ সত্যযুগে যাহার এক লক্ষ জপের ব্যবস্থা কলিকালে তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ চারিলক্ষ জপ করিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—ইহারা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া কথিত হন। ইহাঁদের মন্ত্রজপ করিতে হইলে নক্ষত্র চক্রাদি বিচার, কালাদি শোধন প্রভৃতি আবশ্যক হয় না এবং সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া ইহাদের উপাসনায় যুগ-ঘটিত পরিশ্রম নাই। তন্ত্র-১৪পৃঃ। অন্যত্র দশ মহাবিদ্যার তালিকা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের যথা—কালী, দুর্গা, কমলা, ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুরা, ভৈরবী বগলা, মাতঙ্গী ও তারা। তন্ত্র-১০১৩ পৃঃ। (২) শ্রীমহাভাগবতের ৮ম অধ্যায়ে দশ মহাবিদ্যার তালিকা পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে সামান্য পৃথক। ঐ স্থানে বগলা নামের পরিবর্ত্তে বগলামুখী এবং কমলা নামের পরিবর্ত্তে সুন্দরী নাম দৃষ্ট হয়। (৩) পরমা দেবী আদ্যাশক্তির স্থূল-

রূপের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিই আরাধ্যতম। সেই মূর্ত্তি বহুবিধ, তন্মধ্যে দশ মহা-বিদ্যাই শীঘ্র মুক্তি প্রদান করেন। এই দশ মহাবিদ্যার নাম—মহা-কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী,বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধুমাবতী ও মাতঙ্গী। এই দশ মহা-বিদ্যার প্রতি পরম ভক্তি করিলে মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীমহাভা-১৮। (৪) দেবী আদ্যাশক্তির যে মূল প্রকৃতি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠা এবং সূক্ষ্মরূপা, দশ মহাবিদ্যা তাঁহারই অংশ মাত্র। (তালিকা-শ্রীমহাভাগবতের ৮ম অধ্যায়ের তালিকার ন্যায়)। বৃহদ্ধ-মধ্য-৬। (৫) সীতার অষ্টো-ত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মহাবিভূতি—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মহাবিভূতিদা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মহাবিশ্ব—দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

মহাবিষ্ণু—এই চরাচর জগতের ব্যাপক, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, মহাবিষ্ণু, সৃষ্টির প্রারম্ভে গুণভেদে তিন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। তিনি সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপাদন করেন। দেহের মধ্যভাগ হইতে ঈশান রুদ্রকে সৃজন করেন এবং জগৎ পালনের জন্য অব্যয় বিষ্ণুকে বামাঙ্গ হইতে সৃজন করেন। তিনিই আবার রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম নামেও পরিচিত হন। সেই বিষ্ণুর পরমাশক্তি ভাব ও অভাব স্বরূপা এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে পরিচিতা। যে জ্ঞানের জন্য লোকে বিশ্বকে মহাবিষ্ণু হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহারই নাম অবিদ্যা। এবং যে ধারণা হইতে ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, তাহাই বিদ্যা নামে কথিত হয়। মহাবিষ্ণুর এই মায়া মহাবিষ্ণু হইতে পৃথক। বৃহন্না-৩।

মহাবীত—পুষ্কর-দ্বীপাধিপতি প্রিয়-ব্রতাত্মজ সবনের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। অগ্নি-১১৯। বায়ু-৩৩। মহা-ধীত দেখ।

মহাবীর—(১) স্বায়ম্ভুব মনু-তনয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। প্রিয়ব্রত দেখ। (২) প্রিয়ব্রতাত্মজ সবনের অন্যতম পুত্র। মহাবীত ও ধাতকী দেখ।

মহাবীর্য্য—(১) ভুবমন্যুর অন্যতম পুত্র। ভুবমন্যু দেখ। (২) পুরুর পুত্র মহাবীর্য্য। তৎপুত্র প্রচিম্বান। হরি-হরি-৩১। (৩) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৭৫। রৈবত মনু দেখ। (৪) নৃপাত্মজের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৭। আজবন্ত দেখ। (৫) ভরতবংশীয় বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য। তৎপুত্র ধীমান। বায়ু-৩৩। (৬) জনক-

বংশীয় বৃহদুক্থের তনয় মহাবীর্য্য। তৎপুত্র ধৃতিমান। বায়ু-৮৯। (৭) জনকবংশীয় বৃহদুক্থের পুত্র মহাবীর্য্য। তৎপুত্র সত্যধৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১ (৮) ভরদ্বাজ-তনয় ভবন্মন্যুর অন্যতম তনয়। (ভবন্মন্যু দেখ)। মহা-বীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৯) জনকবংশীয় বৃহদ্রথের (বৃহদুক্থের; গরু-পূ-১৪২) পুত্র মহা-বীর্য্য। তৎপুত্র সুধৃতি। ভাগ-৯স্ক-১৩। (১২) ভরদ্বাজ অথবা বিতথের পুত্র মন্যু। মন্যুর অন্যতম পুত্র মহা-বীর্য্য। ভাগ-৯স্ক-২১। মন্যু দেখ।

মহাবেগা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গত জনৈক মাতৃকা। (২) সীতার সহস্র নামের অন্যতম। মাতৃকা ও সীতা দেখ।

মহাবেত্র—উলূক, রমেশ, মহাবেত্র প্রভৃতি বিদ্যাধর রাজগণ বেণুমান শৈলে বাস করেন। বরা-৮১।

মহাব্যাহৃতি—জপে নিযুক্ত ব্রহ্মার মস্তক হইতে উৎপন্না এক নারী। তিনিই বিষ্ণুর আজ্ঞাকারিণী মোহিনী মায়া। বায়ু-২৫। একানংশা দেখ।

মহাব্রত—(১) মহাব্রত নামক শিবলিঙ্গ মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উপস্থিত হইয়া কাশীতে স্কন্দেশ্বর লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

মহাভক্ষ—দানবপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি। স্কন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-৬।

মহাভয়—(১) অধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৬। অধর্ম্ম দেখ। (২) দৈত্যপতি দুর্গের একজন সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মহাভয়হর নৃসিংহ—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

মহাভাগ—(১) মৌর্য্যবংশের পরে যে সমুদয় সামন্ত রাজগণ মগধে রাজত্ব করেন, তাহাদের মধ্যে পুনর্ভবের পুত্র মহাভাগ বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাভাগের পুত্র দেবভূমি। মৎ-২৭২। যদুবংশীয় দেবরথের পুত্র মহাভাগ; তাঁহার নামান্তর দেবশ্রবা। বায়ু-৯৬। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অজিহ্মান দেখ। (৪) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মহাভাগা—(১) ব্রহ্মার শরীর-সম্ভূত অর্দ্ধনারীনর-রূপধারী অন্যতম ব্রহ্মাণ্ড-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (২) বেণনন্দন পৃথুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে শিখণ্ডী ও হবির্দ্ধান নামে দুই পুত্র জন্মে। সৌর-২৭। (৩) আদ্যাশক্তি দুর্গার এক নাম। তিনি সকলের মহার্থ সাধন করেন বলিয়া ঐ নামে পরিচিতা। দেবীপু-১৬, ৩৭। (৪) দেবী শঙ্করী মহালয় তীর্থে মহাভাগা নামে পরিচিতা।

স্কন্দ-আব-রেরা-১৯৮। মৎস্য-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মহাভিষ—(১) কুরুরাজ শান্তনু পূর্ব্বজন্মে মহাভিষ নামে পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। হরি-হরি-১৮। (২) শান্তনু মহাভিষ নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্য পরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শত সংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক চরমে স্বর্গলাভ করেন। একদা দেবগণ ও মহারাজ স্বর্গে ব্রহ্মার আলয়ে উপস্থিত আছেন এমন সময়ে গঙ্গা তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে বায়ুবেগে তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উদ্ভিন হইল। তদ্দর্শনে দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। কিন্তু মহাভিস তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার এই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য শাপ দেন। তিনি স্বর্গচ্যুত হইয়া রাজা প্রতীপের শান্তনু নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৬। স্কন্দ-আব-চতু-৩২।

মহাভুজ—কালরুদ্র আশ্রমের উর্দ্ধদেশে সপ্তপাতাল আছে। তন্মধ্যে গভস্তিক নামক চতুর্থতলে মহাদেব, মহাকায় ও মহাভুজ নামক তিনজন রাক্ষস বাস করে। দেবীপু-৮২।

মহাভৈরব—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহাভোগবতী—সীতার এক নাম। রাম এই নামে সীতার স্তব করিয়াছিলেন। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাভোজ—(১) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪। গরু-পূ-১৪৩; সাত্বত ও ভজমান দেখ।

মহাভৌম—পুরুবংশীয় অরিহের পুত্র মহাভৌম। সুযজ্ঞা নাম্নী তাঁহার পত্নী হইতে অযুতনায়ী নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। অরিহ ও অযুতনায়ী দেখ।

মহামণি—পুরুবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র। মহামণির পুত্র মহামনা। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮। জনমেজয় ও মহামনা দেখ।

মহামতি—(১) কল্কি মহামতি নামক রাজাকে কাঞ্চনপুরীর অধিপতি করিয়াছিলেন। মহামতির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র সহস্র। কল্কি-তৃ-১৪। (২) ভার্গব বংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ। মার্ক-১০। সুমতি দেখ।

মহামতী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামনা—(১) যদুবংশীয় মহাশালের পুত্র মহামনা। তিনি সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্ত্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার উশীনর ও তিতিক্ষু

নামে দুই পুত্র ছিল। মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। গরু-পূ-১-৪৩। ভাগ-৯স্ক-২৩। অগ্নি-২৭৭। বায়ু-৯৯। ব্রহ্মপু-১৩। (২) মহামণির পুত্র মহামনা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

মহামন্যু-সমুদ্ভবা—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামহিষবাহনা—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামহিষ-মর্দ্দিনী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামাতা—একজন কুলদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ।

মহামাত্র—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামায়—দৈত্যপতি কুশের পুত্র মহামায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০। কুশ দেখ।

মহামায়া—(১) জগৎপতি হরির যোগনিদ্রাস্বরূপা। মহামায়ায় সংসার-স্থিতিকারী প্রভাবে, সকল প্রাণী বাসনানুরূপ আবর্ত্তময় মোহগর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। এই দেবী এই সচরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্ন হইয়া মনুষ্যদিগকে মুক্তিপ্রদ বর প্রদান করিয়া থাকেন মার্ক-৮১। (২) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মারদেহ হইতে অর্দ্ধ নরনারী মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হন। সেই অর্দ্ধ নারী- মূর্ত্তি আবার ব্রহ্মাদেশে স্বীয় দেহ বিভাগ করিয়া স্বাহা, স্বধা, মহামায়া প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৩) জগন্ময়ী মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। তিনি সর্ব্বদা অখিল বিশ্বের সৃষ্টি, পালন, এবং হররূপে সংহার করেন। তিনি জীবগণের কামনা পূরণকারিণী এবং দুরত্যয়া কালরাত্রি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। এই নিখিল জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। দেবীভা-১০স্ক-১০। (৪) সতী দেহত্যাগ করিলে শিব মায়ামোহিত হইয়া সতী-শোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। জগজ্জননী মহামায়াই তাঁহার ধ্যানের কারণ ইহা বুঝিতে পারিয়া কিরূপে এই মায়াকে নিঃসারিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত ও নিরাকুল করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মহামায়া যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেম। কালিকা-২৪। (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৬) হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীই জগন্মোহনকারিণী মহামায়া, বিষ্ণু সম্মোহনকারিণী লক্ষ্মী ও শিব সম্মোহিনী শিবা নামে কথিতা হন। শ্রীমহাভা-২০। (৭) সৃষ্টি—

বাসনায় চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে সৃজন করিয়াও তৃপ্তি না হওয়ায়, শিব পুনরায় নিজ তেজোময় শরীর চিন্তা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার সেই ধ্যান হইতে এক ভীষণ জ্যোতি প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জ্যোতি মণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রধারিণী কালরাত্রি-স্বরূপা ভীমমূর্ত্তি দেবী মহামায়াকে শিব দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চারি হস্তে, খড়্গ, খেটক, ধনু ও শর বিরাজিত ছিল। ঐ ভয়ঙ্কর দেবীকে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মোহিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। তখন শিব তাঁহাদিগকে নিজ জ্ঞান প্রদান করিলে দেবগণ সেই দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবীপু-১২৭। শিবানী দেখ। (৮) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভুত-রামা-২৩। সীতা ও মাতৃকাগণ দেখ। (৯) সীতার এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামায়া-সমুৎপন্না—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামায়াশ্রয়া—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামারী—শিব তেজোৎপন্না মহামায়ার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

মহামাহেশ্বরী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামুখ—(১) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (২) উন্মাথ দেখ। বাম-৫৭। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামুখী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেবের শরীর-সম্ভূতা জনৈকা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

মহামুণ্ডা—কাশীস্থিত মুণ্ডমালা-বিভূষণা মহামুণ্ডা দেবী ও ধর্ম্মমুণ্ডা-দেবী পরস্পর বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক করতালি দিয়া হাস্য করিতে করিতে কাশীক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

মহামুনি—(১) শিবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। (২) রৈবত মন্বন্তরের অন্যতম সপ্তর্ষি। সৌর-৩৩। ইন্দ্রবাহু ও রৈবত মনু দেখ।

মহামূর্ত্তি—(১) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ। (২) রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য, অন্যান্য নারীদিগের ন্যায়, মহামূর্ত্তি বিভীষণের সহিত সরযূ নদীতে গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (৩) শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মহামূর্দ্ধা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামেঘ—পৃথিবীর নিম্নভাগে পঞ্চম তলে শর্করা ভূমি বিরাজিত। ঐ শর্করাময় পঞ্চমতলে দানবপতি বিরোচনের পুরী বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন বৈদুর্য্য, অগ্নিজিহ্ব, হিরণ্যাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মহামেঘ, প্রভৃতি রাক্ষসগণের পুরীও তথায় অবস্থিত। বায়ু-৫০।

মহামেঘ-নিবাসী—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামোহ—অন্যতম অবিদ্যা। বিষ্ণু-১ম-৫।

মহামোহা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

মহাযশা—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ। (২) কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৬৫। দনু দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামে দেবতাদের একটি গণ ছিল। পশ্য, পদ্মনেত্র, শ্যেনভদ্র, মহাযশা, সুমনা, সুবেশা, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি ও মহাসত্ত্ব এই সকল প্রসূত দেবগণের অন্তর্গত দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। মহাসত্ত্ব ও চাক্ষুষ-মনু দেখ। (৪) সীতার অনুচরী অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মহায়ুধ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহাযোগী—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব রুদ্রকোটী তীর্থে মহাযোগী নামে খ্যাত। দেবীপু-৬৩। (২) দেবী পার্ব্বতীর এক নাম। দেবীপু-১২০।

মহাযোগীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। এই মহাযোগীশ্বর লিঙ্গের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রুদ্রগণ-নির্ম্মিত সুরম্য কোটিসংখ্যক রুদ্রগণের প্রাসাদ অবস্থিত। বেদবাদী ব্যক্তিগণ কাশী ধামের ঐ স্থানকেই রুদ্রস্থলী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে কোনও প্রাণী এই রুদ্রস্থলীতে প্রাণ ত্যাগ করিলে রুদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। স্কন্দ-কাশা-উত্ত-৬৯।

মহাযোগেন্দ্রশায়িনী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত রামা-২৫।

মহাযোগেশ্বরী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুতরামা-২৫।

মহারক্তা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেবের শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

মহারথ—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। (২) অঙ্গিরাবংশীয় সত্যকেতুর পুত্র মহারথ ব্রহ্মপু-১৩।

মহারব—একজন যাদব। মহাভা-আদি-২১৯।

মহারাজ—মহাপুর নগরে মহারাজ

নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একটী মাত্র অন্ধ কন্যা ছিল। মনিকুণ্ডল নামে কোন বৈশ্য সেই কন্যাকে ঔষধাদি দ্বারা তাহার অন্ধত্ব হইতে আরোগ্য করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মপু-১৭০।

মহারাজা—মহারাজা নামে প্রসিদ্ধা যে দেবীমূর্ত্তি পীঠ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, পরশুরাম সমুদয় ভূমণ্ডল মধ্যে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ নিচয়ের সহিত তাঁহার পীঠ কল্পনা করেন। দেবীপু- ৩৯।

মহারাত্রি—(১) একটি যোগিনী। তন্ত্র-৫২৯পৃঃ। (২) দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৩) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহারাব—দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে সাহায্যার্থ ধৃতপাপা নদী স্বীয় অনুচর মহারাবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

মহারুদ্র—মহাদেবেরই এক নাম। শ্রীমহাভা-৪২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২।

মহারুদ্রা—মহাদেব খট্টাসুরের বিনাশার্থ ত্রিশূলিনী, ভদ্রা, মহারুদ্রা, কপালিনী, পিঙ্গাক্ষি, ভাবিনী, জম্ভা, বিকৃতমুখা, ও সুজম্ভা প্রভৃতি দেবীগণের সৃষ্টি করেন। দেবীপু-১১৬।

মহারূপ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

মহারূপা—স্বর্গের জনৈক অপ্সরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মহারোমা—(১) জনকবংশীয় নরপতি কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা; মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা ও তৎপুত্র হ্রস্বরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। ভাগ-৯স্ক-১৩। কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমা মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। রামা-আদি-৭১। গরু-পূ-১৪২। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। বায়ু-৮৯।

মহালক্ষ্মী—(১) জগতে যিনি সাত্ত্বিকী শক্তি, তিনিই মহালক্ষ্মী দুর্গা। তিনিই বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী, ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীভা-১স্ক-১৬, ৩স্ক-৬। সৌর- ৪৯। (২) সাবিত্রীদেবী করবীর তীর্থে মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী করবীর তীর্থে মহালক্ষ্মী নামেঅভিহিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। মহর্ষি অগস্ত্য একবার মহালক্ষ্মীর স্তব করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৫। (৬) যে মানব শ্রীকণ্ঠতীর্থে অবগাহনান্তে পিতৃগণকে যথাবিধি জলাঞ্জলি দান ও দানক্রিয়া সমাধান-পূর্ব্বক শ্রীকণ্ঠেশ্বরের সমীপবর্ত্তিনী মহালক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করে, সে অলক্ষ্মী-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৭) একবার লক্ষ্মী এক ব্রাহ্মণের শাপে গজবদনা হইয়াছিলেন। পরে তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মার বরে তিনি মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হইয়া নাগর ক্ষেত্রে পূজিতা হইতেছেন। স্কন্দ-নাগ-৮৫। (৮) মহালক্ষ্মী অন্যতমা ষট্‌চক্র দেবতা। তন্ত্র-৯৮১ পৃঃ। (৯) সীতার সহস্র নামের এক নাম মহালক্ষ্মী। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ। (১০) দেবী দুর্গা কোলাখ্য পর্ব্বতে মহা লক্ষ্মী নামে পূজিতা হন। দেবীপু-৩৮।

মহালক্ষ্মীশ্বর—শ্রীকণ্ঠ নামক কুণ্ডের সমীপে মহালক্ষ্মীশ্বর শিব অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মহাশয়—সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব গুহাবাসী নামে অবতীর্ণ হইবেন। সেই সময়ে উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে তাঁহার ব্রহ্মবাদী যোগস্থ চারিপুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বায়ু-২৩। লি-২৪। গুহাবাসী ও শিব দেখ।

মহালয়েশ্বর—(১) কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। এই স্থানে মহালয় নামে একটি কুণ্ডও আছে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া মনুষ্য যদি কূপে পিণ্ড নিক্ষেপ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও তাহার একত্রিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত রুদ্র লোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। (২) অবন্তীক্ষেত্রে মুক্তীশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে মহালয়েশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। বিশ্বদেব, আদিত্য, বসু, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, গুহ্যক, পৃথিবী, বায়ু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র প্রভৃতি সমস্ত ঐ লিঙ্গে প্রলীন হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহার নাম মহালয়েশ্বর হইয়াছে। যে ইহাঁর আরাধনা করে সে-ই ত্রৈলক্যবিজয়ী ও কীর্ত্তিমান হয়। স্কন্দ-আব-চতু-২৪।

মহালিঙ্গ—স্থলেশ্বর তীর্থে মহাদেব মহালিঙ্গ নামে অভিহিত হন। দেবীপু-৬৩।

মহাশক্তি—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রার গর্ভজাত দশপুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। মাদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী লক্ষ্মণার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম মহাশক্তি। লক্ষ্মণার দশ পুত্রই তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৩০। (৩) এক জন গোত্রমাতা যোগিনী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (৪) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাশঙ্খ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

মহাশনি—হিরণ্য দৈত্যের পুত্র মহাশনি অতিশয় বলবান্ ছিলেন। তিনি প্রথমে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া শচীর সহিত পাতালে স্থাপন করেন। তিনি পরে বরুণকেও পরাজয় করেন। বরুণ স্বীয় কন্যা অপরাজিতাকে মহা-

শনির হস্তে সম্প্রদান করেন। তাহাতে মহাশনির সহিত বরুণের সখ্য জন্মিল। বরুণ-কন্যা বারুণী অপরাজিতা মহাশনির অতিশয় প্রিয় পাত্রী ছিলেন। এদিকে দেবগণ ইন্দ্রবিহীন হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন মহাশনি তাঁহার বধ্য নহে। এই বলিয়া বিষ্ণু দেবগণ সহ বরুণের শরণাপন্ন হইলেন। বরুণের অনুরোধে তাঁহার জামাতা মহাশনি ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু অতিশয় তিরস্কার করিতেও ভুলিলেন না। ইন্দ্র তাঁহার তিরস্কারে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। পরে স্বীয় স্ত্রী শচীর পরামর্শে দণ্ডকারণ্যে গমনপূর্ব্বক তথাকার গৌতমী নদীর তীরে মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে শিবের আদেশে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে চক্রপাণি শূলধারী শিব-বিষ্ণু-স্বরূপ বৃষাকপি নামে এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি রসাতলে গমনপূর্ব্বক হিরণ্যতনয় মহাশনিকে হনন করিলেন। ব্রহ্মপু-১২৯।

মহাশর—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। দনু দেখ।

মহাশান্ত—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মহাশাল—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র অনুর বংশে জনমেজয় নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র মহাশাল ইন্দ্রতুল্য প্রথিতযশা রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহামনা। মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। অগ্নি-২৭৭। বায়ু-৯৯। ভাগ-৯স্ক-২৩। গরু-পূ-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৩। (২) মহাশাল নামে এক দানব ইন্দ্রের ভয়ানক শত্রু হইয়াছিল। বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করে। গরু-পূ-৮৭।

মহাশালা—সীতার সহস্র নামের এক নাম।অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাশিরা—(১) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। (২) জনৈক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। (৩) মহাশিরা নামক এক দানব বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা ৯। (৪) শিবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

মহাশীর্ষ—দানবপতি নরকের অন্যতম পুত্র। কালিকা-৪০।

মহাশ্ব—একজন রাজা। তিনি যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

মহাশ্বেতা—(১) দেবীদুর্গা মহাভাব আশ্রয় করিয়া শ্বেত ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন

বলিয়া তাহার এক নাম মহাশ্বেতা। দেবীপু-৩৭। (২) একজন অপ্সরা। নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়ের তপোভঙ্গের জন্য মদনের অনুগমন করেন। দেবীভা-৪স্ক-৬।

মহাশ্রী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভুত-রামা-২৫।

মহাসত্ত্ব—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে শ্যেনভদ্র, পশ্য, পথ্যনেত্র, সুমনা, সুচেতা, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি, ও মহাসত্ত্ব ইহারা প্রভৃত দেবগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। (২) কুরুবংশে আরাধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাসত্ত্ব, মহাসত্ত্বের পুত্র অযুতায়ুধ, তৎপুত্র অক্রোধন। বায়ু-৯৯

মহাসনী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থে শ্বেততীর্থে যে সমস্ত অনুচরী প্রেরণ করেন মহাসনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। বাম-৫৭। উল্মুকাক্ষী দেখ।

মহাসরস্বতী—ভগবতী দুর্গা বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী ও ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীভা-৩স্ক-৬।

মহাসিদ্ধিশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। সিদ্ধিকুণ্ডে স্নান করিয়া এই শিবকে দর্শন করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মহাসিন্ধু—মহাসিন্ধু নামক অসুরপতি রসাতলে বাস করেন। দেবীপু-৩।

মহাসুর—(১) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর এক সেনাপতি। মৎ-১৬১। (২) অসুরবিশেষ। হরি-হরি-৪১।

মহাসুরবিনাশিনী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫।

মহাসুরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেবের শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

মহাসেন—(১) কলিযুগের অবসানে সত্যযুগের প্রারম্ভে বীরসেনের পুত্র মহাসেন নরপতি হইবেন। শিব-জ্ঞান-৫৬। (২) দেবতাদের সেনাপতি শিব-পুত্র কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। শিব-কৈলাস-৭। কার্ত্তিকেয় হুতাশনের পুত্ররূপে মহাসেন নামে খ্যাত হন। বাম-৫৭। (৩) ষোলটী স্বরবর্ণের মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-৩০৭ পৃঃ। ভৌতিক দেখ।

মহাস্বন—অসুরবিশেষ। হরি-হরি-৪১।

মহাহনু—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র। মৎ-৪৬। পদ্ম-সৃ-১৩। বসুদেব ও পিণ্ডারক দেখ। (২) বলিদৈত্যের অনুচর জনৈক দানব। মৎ-২৪৫। (৩) দৈত্যপতি মহিষের ত্রৈশজন

মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯। (৪) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৫) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭। (৬) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। (৭) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (৮) দানবপতি রক্তাক্ষের একজন সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। বরাহ পুরাণে রক্তাসুরের সেনাপতি মহাহনু। বরা-৯৪। (৯) প্রভাস-ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক নায়ক জয়ন্তের বজ্রনাভ, সুনাভ, বজ্রবাহু, মহাহনু, বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রধারী, বজ্রহা, বজ্রলোচন, শ্বেতমূর্দ্ধা ও শ্বেতমালী নাম কতিপয় অনুচর ছিল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (১০) শিব-ভক্ত কুশ-দৈত্যের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

মহাহর্ষ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মহাহস্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মহাহ্রাদ—জনৈক দানব। ঘোর নামক দৈত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাহার পুরী অধিকার করেন। দেবী-পুরাণ-২।

মহিত—পঞ্চপিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ।

মহিমা—(১) যদুবংশ সংহননের পুত্র মহিমা। তাহার পুত্র ভদ্রসেন। অগ্নি-২৭৫। (২) প্রাচীনবর্হি নামে এক নরপতি পুত্র কামনায় মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে প্রাচীনবর্হি পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন "তুমি আমার তৃতীয় নেত্রটি দর্শন কর।" রাজা শিবের নির্দ্দেশ মতন তাহার তৃতীয় চক্ষুটির দিকে তাকাইয়া ছিলেন, তখন সেই চক্ষুদীপ্তি হইতে এক পুত্র জন্মে। সেইপুত্র মহিমা নামে বিখ্যাত হয়। এই মহিমাই মহিম্ন নামক বিখ্যাত স্তবের প্রণেতা। ব্রহ্মপু-১৫৩। (৩) জনৈক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি। দেবী-পুরাণ-১১০।

মহিমান—(১) পশু সম্বন্ধীয় প্রভাববান্ অগ্নি আয়ুর পুত্র মহিমান। মহিমানের পুত্র দহন। মৎ-৫১। (২) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের দুই পুত্র সুরথ ও মহিমান। অগ্নি-২৭৮। জনমেজয় দেখ।

মহিমাপান—পঞ্চ পিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ।

মহিম্নার—পুরুবংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২০।

মহিষ—বিখ্যাত ময়-দানবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। (২) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অনুহ্রাদের এক পুত্র। ভাগ-৬স্কন্দ-১৮। অনুহ্রাদ দেখ। (৩)

মহিষ নামে এক দৈত্যরাজ পৃথিবীর নিম্নভাগে শর্করাতলে বাস করিতেন। ঘোর নামক দৈত্য তাহার পুরী অধিকার করে। দেবীপু-৩। (৪) ধর্ম্ম হইতে সুরভীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬।

মহিষঘ্নী—(১) মহিষাসুর নামক বিখ্যাত দানবকে বধ করিয়া দেবী দুর্গা মহিষঘ্নী নাম প্রাপ্ত হন। দেবীপু-৩৭। (২) পার্ব্বতীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতম মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২ শক্তি দেখ।

মহিষবাহন—যমরাজের এক নাম।

মহিষমর্দ্দিনী—(১) দেবগণের প্রার্থনায় দেবী দুর্গা মহিষাসুর নামক দৈত্যকে বিনাশ করেন এবং তদবধি তিনি মহিষমর্দ্দিনী নামে বিখ্যাত হন। মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ তাহার প্রতিকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু বলিলেন, "ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষ জাতীয় যে কোনও জীবেরই অবধ্য। সম্প্রতি যদি নিখিল দেববৃন্দের তেজ হইতে কোন পরম রূপবতী রমণী প্রাদুর্ভূত হন, তবে তিনি সেই মহিষাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।" অতঃপর দেবগণ মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিলে সমুদয় দেবগণের তেজ হইতে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী এক অষ্টাদশ হস্তা ত্রিবর্ণধারী এক অপূর্ব্ব নারীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার নেত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, অধরদ্বয় রক্তবর্ণ এবং হস্তদ্বয় তাম্রবর্ণ ছিল। বিভিন্ন দেবতার তেজে তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হয়। দেবগণ ও বিশ্বকর্ম্মা, সাগর, হিমালয় প্রভৃতি তাঁহাকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে নিজ সুদর্শন চক্র হইতে অপর এক চক্র প্রদান করেন। মহাদেব তাঁহাকে এক অতি উত্তম ত্রিশূল, বরুণ পরম মঙ্গলপ্রদ শঙ্খ, অগ্নিদেব শীঘ্রগামী শতঘ্নী শক্তি, পবনদেব এক শরপূর্ণ তূণীর ও বিশালকায় ধনু। ইন্দ্র নিজ বজ্র হইতে উৎপাদিত এক ভয়ঙ্কর বজ্র, যম নিজ দণ্ড হইতে অপর দণ্ড সৃষ্টি করিয়া একদণ্ড, ব্রহ্মা গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু, এইরূপ অন্যান্য দেবগণ বহুবিধ অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতপর সেই দেবী দেবগণকে আশ্বাস দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভীষণ হাস্য করিলেন। সেই হাস্যজনিত মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর কারণ জানিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিল। দূতগণ অনুসন্ধান-তৎপর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল নানা অস্ত্রধারিণী দেবী এক হস্তে সুরা-পানপাত্র ধারণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে সুরাপান করিতেছেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া মহিষাসুরের নিকট নিবেদন করিল।

মহিষাসুর তাহাদের নিকট দেবীর বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবার দূতগণকে আদেশ দিলেন। দূত-গণ অপারগ হইয়া ফিরিয়া আসিলে মহিষাসুর প্রথমে দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য একে একে চিক্ষুর, তাম্রাসুর, দুর্মুখ প্রভৃতি সেনাপতি-গণকে প্রেরণ করে। তাহারা সকলে দেবী হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে মহিষা-সুর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আরও কতি-পয় সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। অতপর দেবীর সহিত মহিষাসুরের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ মায়াবী দানব কখনও সিংহ, কখনও হস্তী, কখনও শরভ, কখনও মহিষ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পশুর রূপ ধারণ করিয়া দেবীর সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল। দেবী মহিষাসুরের এই সব অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিয়া সত্বরই তাহাকে বধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। অতঃপর তিনি অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য সুরাপূর্ণ চষক হইতে মুহুর্মুহু মদ্য পান করিতে লাগিলেন। পানান্তে পুনরায় মহিষা-সুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর দেবী চক্র-দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দেবীভা-৫স্কন্দ-২, ৩, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ১০-স্কন্দ-১২। মহিষাসুর দেখ। (২) দেবী ভদ্রকালীর এক নাম। ভদ্রা দেখ। ভকারের অন্তবর্ণ (ম), নয়ন (ই) যুক্ত আকাশ (হ), শ্বেত (ষ) মর্দ্দিনী শব্দ, এবং "স্বাহা" এই সকলের সংযোগে অষ্টাক্ষর মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্র হয়। তন্ত্র-সার-১৮৮ পৃঃ।

মহিষাক্ষ—জনৈক দানব বৃহস্পতির পরামর্শে তিনি ও তাঁহার অন্যান্য সহ-চরগণ আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঋষিধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পদ্ম-সৃ-১৩।

মহিষাননা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহিষার্ক—প্রভাস ক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর অন্যতম দ্বারপাল। ভূষণ দেখ।

মহস্বান্—সূর্য্যবংশীয় নরপতি অম-র্ষের তনয় মহস্বান্। তৎপুত্র বিশ্রুত-বান। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

মহিষাসুর—(১) বিখ্যাত দানব রাজা। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এক পরম রূপ-বতী কন্যা সৃষ্টি করেন। ঐ কন্যা কোন সময়ে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় নারদ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পাণি প্রার্থী হন। কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় নারদ প্রতিশোধ লইবার জন্য মহিষাসুরের নিকট যাইয়া কন্যার বিষয় বর্ণনা করি-লেন। মহিষাসুর নারদের কথা শুনিয়া সেই কন্যার নিকট গমন করেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মহিষাসুরের প্রস্তাব শুনিয়া

সেই নারী হাস্য করিলেন এবং তখনই তাহার মুখ হইতে সহস্র সহস্র ভয়ঙ্করী অস্ত্রধারিণী নারী প্রাদুর্ভূতা হইয়া মহিষাসুরের সৈন্যদিগকে বধ করিল। মহিষাসুর তাহা দেখিয়া সেই তাপসীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্গদ্বারা আঘাত করিল। তখন সেই তাপসী শূলাঘাতে মহিষাসুরকে বধ করিয়া তাহাকে খড়্গ দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহিষাসুরের উদর মধ্য হইতে আর এক ভীষণ দৈত্য আবির্ভূত হইল। দেবী তাহাকেও বধ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৩। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৩৬। (২) মহিষাসুরকে মহাদেব রুদ্রক্ষেত্রে বধ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৯। (৩) রুরু নামক দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (৪) দেবাসুর যুদ্ধে দিতির পুত্রগণ দেবগণের হস্তে নিহত হইলে, দিতি নিজ কন্যাকে বলিলেন "তুমি দেববিনাশক পুত্র লাভের জন্য তপস্যা কর।" দিতি-নন্দিনি মাতার পরামর্শে মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুপার্শ্ব নামক জনৈক মুনি দিতি-দুহিতার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, তাঁহার গর্ভে মহিষের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট এবং মানুষের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট মহিষ নামে এক মহা বীর্য্যবান দেবনিপীড়ক পুত্র জন্মিবে। যথা সময়ে ঐ দিতি-কন্যার গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করেন। মহিষাসুর দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবগণের তেজসম্ভূতা এক দেবী আবির্ভূত হইয়া মহিষাসুরকে বধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। মার্ক-৮২,৮৪। (৫) মহিষাসুর সুমেরু পর্ব্বতে এক অযুত বর্ষকাল ঘোরতর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন, "তুমি অমরত্ব ভিন্ন আর যে কোন বর প্রার্থনা করিবে তাহাই আমি তোমাকে দিব।" মহিষাসুর বলেন যে, পুরুষ জাতীয় কোনও জীব হইতেই যেন তাহার মৃত্যু না ঘটে।" ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিলেন। মহিষাসুর ঐ বর পাইয়া অন্যান্য দানবদিগকে সেনাপতিপদে বরণপূর্ব্বক দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। দেবগণ দানবগণের নিকট পরাভূত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে অতঃপর দেবগণের তেজ হইতে এক পরমা সুন্দরী দেবীর সৃষ্টি হইল। মহিষাসুর তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবী সে দূতকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলে মহিষাসুর তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে

অভিযান করেন। অতপর দেবীর সহিত সানুচর মহিষাসুরের দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘোরতর সংগ্রাম হয়। পরিশেষে মহিষাসুর দেবী হস্তে নিহত হয়েন। দেবীভা-৫স্ক-২, ৩, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৭; ১০ স্কন্দ-১২। (৬) রম্ভ নামক এক দৈত্যের ঔরসে এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। দেবীভা-স্কন্ধ-৫-২। বাম-১৭। মহিষাসুরের পুত্র গজাশূর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮। (৭) দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র বাল্যকালে মহিষে আরোহন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। একদিন ঐ দানব-সুত মহিষে আরোহণ করিয়া গঙ্গাতীরে জপ-পরায়ণ দুর্ব্বাসা মুনির নিকট দিয়া যাইবার সময় বাহনসহ দুর্ব্বাসা মুনির শরীরের উপর পতিত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা মুনি তাহাকে শাপ দেন। ঐ শাপের ফলে হিরণ্যাক্ষ-সুত মহিষ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া ঐ দানব-নন্দন শুক্রাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। শুক্রাচার্য্য তাহাকে মহাদেবের আরধনা করিতে আদেশ দেন। মহিষাসুর তপস্যা-দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করিলেন যে, স্ত্রীলোক ভিন্ন অপর কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না। এই বর লাভ করিয়া মহিষাসুর দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দেবগণ মহিষাসুরের পরাজিত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মন্ত্রণা-পর দেবগণের সম্মিলিত ক্রোধ হইতে এক নারীর উদ্ভব হয়। ঐ দেব-তেজ-সম্ভূতা দেবীর হস্তে মহিষাসুর নিধন প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-১১৯-১২১। (৮) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর বা রক্তাক্ষ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (৯) নারদের মুখে ব্রহ্মলোকবাসী এক তাপসীর কথা শুনিয়া মহিষাসুর তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবী সেই দূতকে অবজ্ঞাসূচক তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলে মহিষাসুর বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অভিযান করেন। পরিশেষে তিনি ঐ দেবীর হস্তে নিহত হন। বরা-৯২-৯৫। (১০) সিন্ধুদ্বীপ নামক এক ঋষি হইতে বিপ্রচিত্তির ভগিনী মাহিষ্মতির গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করেন। বরা-৯৫। (১১) মহিষাসুর দৈত্যপতি তারকের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪২। মৎ-১৪৮। (১২) দেবাসুরসংগ্রামে মহিষাসুরের সহিত বরুণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মৎ-১৫০। (১৩) দেবাসুর সংগ্রামে অগ্নিদেবের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ হয়। ভাগ-[illegible]-১০।

মহিষী—যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর। শূরের পত্নী ভোজবংশীয় মহিষী হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪।

মহিম্নৎ—যদুবংশীয় মহিম্নতের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। এই ভদ্রশ্রেণ্য বারানসীর অধিপতি ছিলেন। রাজা দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। হরি-হরি-২৯, ৩৩। ভদ্রশ্রেণ্য দেখ।

মহিম্নতী—অঙ্গিরার পত্নী শুভা হইতে ভানুমতী, মহিম্নতী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁকে চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণমাসী বলিয়া থাকে। মহাভা-বন-২১৬। অঙ্গিরা দেখ।

মহিম্নান্—(১) যদুবংশীয় নরপতি সাহঞ্জের তনয় মহিম্নান্। মহিম্নানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মপু-১৩। হরি-হরি-৩৩। ভদ্রশ্রেণ্য দেখ। (২) সোমবংশীয় নরপতি সঞ্জিতের তনয় মহিম্নান্। মহিম্নানের তনয় ভদ্রশ্রেণ্য। কূর্ম্ম-পূ-২২। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। লি-৬৮। (৩) যযাতি বংশীয় সংহতের পুত্র মহিম্নান, মহিম্নানের পুত্র রুদ্রশ্রেণ্য। রুদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম। মৎ-৪৩। (৪) যদুবংশীয় সংজ্ঞেয়ের পুত্র মহিম্নান্। তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। বায়ু-৯৪। (৫) যদুবংশীয় সংহতের পুত্র মহিম্নান্। তাঁহার তনয় ভদ্রসেন। পদ্ম-স্থ-১২। (৬) যদুবংশীয় সোহাঞ্জীর পুত্র মহিম্নান। তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৭) সাহাঞ্জির পুত্র মহিম্নান। তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। গরু-পূ-১৪৩।

মহী—(১) একটী দেবীর নাম। কোন কোন স্থলে অগ্নিকেও মহী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋক্-১-১৩-৯। (২) পৃথু মহীকে দোহন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। বসুধা দেখ। (৩) ধৃতব্রত নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার পতির মৃত্যুর পর মহী নিজ পুত্রকে গালব মুনির আশ্রমে রাখিয়া স্বৈরিণীবৃত্তি অবলম্বন করেন। কালক্রমে ঐ বৃত্তি ব্যপদেশে নিজপুত্রেরই সহিত তাঁহার সংসর্গ ঘটে। মাতৃ-গমন জনিত পাপে মহীতনয়ের কুষ্ঠ রোগ হয়। পরে মাতাপুত্র উভয়েই ধৌতপাপ তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। ব্রহ্মপু-৯২।

মহীজিৎ—মহিম্মতি-নগরীবাসী এক জন নরপতি। পূর্ব্বজন্মে তিনি এক তৃষ্ণার্ত্ত ধেনুকে জলপান করিতে না দিয়া স্বয়ং সেই জল পান করেন। সেই পাপে তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। পরে লোমশ নামক এক

তপস্বীর উপদেশে শ্রাবণ মাসের শুক্ল একাদশীতে একাদশীব্রত করিয়া পুত্রলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-৫৫।

মহীদাস—মহর্ষি মহীদাস ইতরা নাম্নী রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতরেয় নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি "নিশ্চিত বিদ্যাই ফল সাধক হইয়া থাকে" ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং একশত ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐতরেয় উপনিষৎ তাঁহার রচিত। ছান্দো-৩অ-১৬খ-৭।

মহীধ্রক—জনকবংশীয় নৃপতি বিবুধের পুত্র মহীধ্রক। মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোম। রামা-আদি-৭১।

মহীনর—দুর্দ্দমন দেখ।

মহীনেত্র—মগধের একজন রাজা। তিনি তেত্রিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর নরপতি অচল বত্রিশ বৎসর মগধের রাজ্য শাসন করেন। মৎ-২৭১।

মহীপতি—কুরুবংশীয় সুষেণের পুত্র মহীপতি। তৎপুত্র সুনীথ। ভাগ-৯স্ক-২২। বৃষ্টিমান ও নৃচক্ষু দেখ।

মহীপাল—মগধের অধিপতি মহীপালকে তাহার সেনাপতি পুলক হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মৎ-২৭২। পুলক দেখ।

মহীয়সী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহীয়ান্—অভিজ্ঞ দেখ।

মহীরথ—মহীরথ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরেই কালাতিপাত করিতেন। সেই পাপে তিনি নরকে পতিত হন। পদ্ম-পাতা-৬০।

মহীশ্বর—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মহেন্দ্র—(১) অন্যতম রুদ্র। অগ্নি ৮৫। রুদ্র দেখ। (২) দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম। ইন্দ্র দেখ। (৩) মহেন্দ্র নামে এক দানব কোটীবৎসর তপস্যা ফলে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করেন। অতঃপর সেই দানব শিবের সহিত যুদ্ধ প্রয়াসী হইলে শিবের ক্রোধ হইতে তল নামক এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। ঐ তল দৈত্যের হস্তে মহেন্দ্র নিহত হয়। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৩৩৪।

মহেন্দ্রভগিনী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহেন্দ্রারি-নিপাতিনী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহেশান—ইনি অন্যতম রুদ্র। ইহার স্ত্রীর নাম অপরাশিবা। পুত্রের নাম মনোজব। বিষ্ণু-১অ-৮।

মহেশ্বর—শিবের এক নাম। তিনি প্রয়াগে ঐ নামে পরিচিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

মহেশ্বরী—(১) গঙ্গা ও মহেশ্বরী হিমবান্ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পু-১৩। (২) আদ্যা প্রকৃতির এক নাম। তিনি শিবানী-পার্ব্বতী, সতী, মহাদেবী নামেও পরিচিতা। সতী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী মহাকাল তীর্থে মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৪) প্রভু মহাবিষ্ণুর অন্যতমা শক্তি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গিরিজা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া ইত্যাদি নানা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। বৃহন্না-৩। মহাবিষ্ণু দেখ। (৫) দেবী সাবিত্রী মহাকাল তীর্থে মহেশ্বরী নামে কীর্ত্তিতা হন। পদ্ম-সৃ-১৭। (৬) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-সৃ-৪৬। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫ সীতা দেখ (৮) অন্যতমা শক্তি। শক্তি ও সতী দেখ।

মহোগ্রা—তারা, কালী, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, সরস্বতী, কামেশ্বরী, চামুণ্ডা, ইহারা তন্ত্রশাস্ত্রে অষ্টতারা নামে কথিতা হন। তন্ত্র-৫২১পৃঃ। ভদ্রকালী দেখ।

মহোৎকট—(১) মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (২) রুরু-পুত্র দুর্গ নামক দৈত্যের একজন সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (৩) শিব সাকোট তীর্থে মহোৎকট নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

মহোৎপলা—(১) দেবী সাবিত্রী হিরণ্যাক্ষ তীর্থে মহোৎপলা নামে বিখ্যাতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (২) দেবা শঙ্করী হিরণ্যাক্ষ তীর্থে মহোৎপলা নামে পরিচিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎস্য পুরাণে হিরণ্যাক্ষের পরিবর্ত্তে (১৩অঃ) কমলাক্ষ তীর্থ আছে।

মহোৎসাহ—(১) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ। (২) আজ, পরশু, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল, শুচি, দেব, দেবাবৃধ, মহোৎসাহ, এবং অজিত, ইহারা উত্তম মনুর পুত্র। গরু-পু-৮৭।

মহোদয়—(১) মহোদয় নামে এক ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে উপস্থিত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র তাহাকে চণ্ডাল হইবার জন্য শাপ দিয়াছিলেন। রামা-

আদি-৫৯। (২) অন্যতম রাজর্ষি এই সকল রাজর্ষিদের নাম অহোরাত্র কীর্ত্তন করিলে সকল পাপ দূর হয়। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

মহোদর—(১) হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকালে অশোক বন নষ্ট করেন। রাবণ হনুমানের দমনার্থ মহোদর প্রভৃতি বীরকে প্রেরণ করেন। অক্ষ, মহোদর, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি সকলেই হনুমান হস্তে নিহত হন। সুন্দ-৪৮, লঙ্কা-৯-১২৫। (২) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মিয়াছিল। সৌর-৩০। কূর্ম্ম-পূ-১৯। কুম্ভিনসী ও পুষ্পোৎকাটা দেখ। (৩) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে মহোদর, নিকুম্ভ, নিচন্দ্র প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। দনু ও কশ্যপ দেখ। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম মহোদর। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্রে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭ খসার অন্যতম তনয়। বায়ু-৫৯। খসা দেখ। (৬) দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতি। বাম-৬৩। (৭) মহাদেবের অন্যতম গণ। মহাদেবের সহিত অন্ধকের যুদ্ধে বলি তাহার মস্তকে প্রহার করিয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৮) সিদ্ধিদাতা গণেশের এক নাম। অগ্নি-৭১। (৯) দনুর পুত্র অন্যতম দানব। দনু দেখ। (১০) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ। (১১) বিকচা রাক্ষসীর গর্ভোৎপন্না অন্যতম রাক্ষস। বিকচা দেখ। মহাদেবের এক গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (১৩) যমের অন্যতম অনুচর। করাল, বিকরাল, বক্রনাস ও মহোদর, ইহারা যমানুচরদিগের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইহারাই পাপীলোক সকলকে যমালয়ে বহন করিয়া লইয়া যায়। স্কন্দ-নাগ-২২৬। বক্রনাশ দেখ। (১৪) স্বস্তিক, শঙ্কুমূর্দ্ধা, নীলবাসা, সুভানন, পাশহস্ত, শূলহস্ত, একপাদ, একলোচন, বিনায়ক, ঊর্দ্ধবাক্, সূর্য্য, সত্রাজিতেশ্বর শিব, তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব, ঘৃতাচী, মহোদর নাগ, ঘটোৎকচ নামক রাক্ষস, পঞ্চজন দৈত্য, কশ্যপ ঋষি, কপালিনী দেবী, মহাক্রম, অশ্বত্থ ও ক্ষেত্রপাল কপিল, ইহারা প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পশ্চিমদিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (১৫) মহোদর দৈত্য পাতালের শর্করাতলে বাস করিতেন। ঘোর নামক দানবরাজ ঐ স্থানে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। দেবীপু-৩।

মহোদরী—শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মহোদরী—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক নিজ শরীর হইতে সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কালি-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৩) তন্ত্রোক্ত অন্যতম মান-বোঘ গুরু। ভানুমতী দেখ। (৪) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-১৩৩ পৃঃ।

মহোদ্ধতা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেবের শরীর হইতে উৎপন্না জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

মহোরগ—বিশ্বদেবগণের একজন। মৎ-১৭১। বিশ্বদেবগণ দেখ।

মহোষ্ঠ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মহোষ্ণীষ—পৃথিবীর নিম্নভাগে দ্বিতীয়তলে মহোষ্ণীষ দানবের পুরী বিদ্যমান। বায়ু-৫০।

মহোরস্ক—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

মহোল্কাস্যা—মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

মহোঘ—পরশিব, কামেশ্বরী, অম্বা, দিবোঘ, মহোঘ, সর্ব্বানন্দ, প্রজ্ঞাদেবী ও প্রকাশ, ইঁহারা লোপমুদ্রা এবং লোপমুদ্রাঘটিত বিদ্যার গুরু। ইঁহারা দিব্য গুরু নামেও কথিত হন। তন্ত্র-৪৪৫ পৃঃ।

মহৌজস—যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ।

মহৌজা—(১) দ্বাপরে মহৌজা নামে যে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন, তিনিই সত্যযুগে কালেয় নামে খ্যাত, দানবদিগের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬৮। আপ দেখ। (৪) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬। (৫) ভদ্রার গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। উপবিম্ব দেখ।

মাংসপ্রিয়—দানবপতি কপাল ভরণের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১।

মাংসাঙ্গা—শিবানীর এক নাম। গৌরীব্রতে পদ্মের মধ্যে মাংসাঙ্গা দেবীকে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। মৎ-৬২।

মাংসাদ—(১) বৈদিশপুর নিবাসী দেবরাত নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। তাহারা নাস্তিক ও নানা কুকর্ম্মান্বিত ছিল। লোভবশে নিয়ত অবৈধভাবে মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া জন্মান্তরে মাংসাদ নামে প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বিদূরথ নামক নরপতি তাহা-

দের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহারা মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-নাগ-১৮। (২) প্রভাসক্ষেত্রের দ্বারকাপুরীর অন্যতম দ্বারপাল। ভঞ্জন দেখ।

মাক্ষতি—উপস্থল, স্বস্থল, পাল, হাল, হল, মাধ্যান্দিন, মাক্ষতি, পৈপ্পলাদি, বিচক্ষু, ত্রৈশৃঙ্গায়ন, সৈবন্ধ ও কুণ্ডিণ, এই সকল বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা-বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন। এই সকল ঋষি বংশে পরস্পর বিবাহ অবিধেয়। মৎ-২০০।

মাগধ—(১) বেণ-তনয় পৃথুর সূত ও মাগধ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (২) পৃথুর রাজ্যশাসন সময়ে সূত ও মাগধ নামে দুই জাতির উদ্ভব হয়। উহারা প্রত্যহ স্তুতি পাঠে নরপতির মনোরঞ্জন করিত। অগ্নি-১৮। (৩) ভৌত্য মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদেব অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। গরু-পূ-৮৭। ভৌত্য, মনু ও অজিত দেখ। (৪) কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। দনু দেখ। (৫) বৈণ্য পৃথুর অধিকার কালে পিতামহ ব্রহ্মা এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞস্থলে গীত সামগান শ্রবণে অন্যমনস্ক হইয়া হোতা ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুত ঘৃত বৃহস্পতির উদ্দেশে আনীত ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ফেলেন এবং ঐ মিশ্রিত ঘৃত ইন্দ্রের উদ্দেশে হবন করেন। ঐরূপ হবনের ফলে সূত জন্ম গ্রহণ করেন। সামগান কালে অপর এক পুরুষের জন্ম হয়। তাহার নাম হয় মাগধ। গুরু বৃহস্পতির ঘৃতের সহিত শিষ্য ইন্দ্রের ঘৃত মিশ্রিত হওয়ায় যে অপচার হয় তাহাতে সূত ও মাগধের জাতি বিকৃতি ঘটে। অতঃপর ঋষিগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সূত ও মাগধ পৃথু রাজার স্তব করে। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পৃথু সূতকে অনূপ দেশ ও মাগধকে মগধ দেশ দান করেন। সেই সময় হইতে সূত ও মাগধগণ নরপতিদিগের স্তব করিয়া আসিতেছে। বায়ু-৬২। মহাভা-শান্তি-৫৯। (৬) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত রাজন্য-বর্গের অন্যতম। মহাভা-সভা-৮।

মগধেশ্বর—কাশীধামস্থিত এক শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

মাঙ্কায়ন—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মাঙ্গবৃত—অক্রুরের অন্যতম পুত্র। লি-৬৯। অক্রুর দেখ।

মাজরি—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইবে, কৌশিকী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাজরিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মাঠর—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈরশপ দেখ

মাণিক্যেশ—কাশ্মীর দেশাধিপতি মাণিক্যেশ নরপতি দিগ্বিজয়ান্তে কাশ্মীর নামক নগরীতে মাণিক্যেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮০।

মাণ্ডকর্ণি—একজন ঋষি। তিনি বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া দশ সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করেন। তাহাতে শঙ্কিত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঁচজন অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। ঋষি ঐ পাঁচজন অপ্সরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া এক সরোবরের অভ্যন্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সরোবরের নাম ছিল পঞ্চাপ্সর। রাম বনবাস কালে ঐ সরোবর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-আর-১১।

মাণ্ডকেশ্বর—কাশীধামস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

মাণ্ডক্যায়ন—মণ্ডুকেশ্বর তীর্থে অবস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৬১।

মাণ্ডবী—(১) মিথিলাপতি জনকের (অপর নাম সীরধ্বজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্যতমা কন্যা মাণ্ডবী মহারাজ দশরথের মধ্যম পুত্র ভরতের পত্নী ছিলেন রামা-আদি-৭৩। অধ্যা-রামা-আদি-৬। অগ্নি-৫। (২) দেবী সাবিত্রী মাণ্ডব্যাশ্রমে মাণ্ডবী নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী মাণ্ডব্যতীর্থে মাণ্ডবী নামে অভিহিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আবরেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাণ্ডবেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৯।

মাণ্ডব্য—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) ব্রহ্মা গয়াসুরের শরীরের উপর যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তাহাতে মাণ্ডব্য ঋষি অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৩) মাণ্ডব্য নামক ঋষি একবার গঙ্গাদ্বারে তপস্যা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে সোমচন্দ্র নামক রাজার পুত্র মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। রাত্রিকালে চোরে তাঁহার অশ্ব অপহরণ করে। রাজকর্ম্মচারীরা অশ্বান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন মাণ্ডব্য ঋষিকে দেখিতে পায়। তাহারা ঋষিকেই ছদ্মবেশী তস্কর মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। মাণ্ডব্য ঋষি তখন যোগাবলম্বন করিয়া ধ্যানস্থ ছিলেন। রাজ পুরুষেরা তদবস্থাতেই তাঁহাকে শূলে আরোপিত করিল। ধ্যানমগ্ন মাণ্ডব্য প্রথমে শূলবেদনা অনুভব করেন নাই। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন; তখন তিনি ধর্ম্মই তাঁহার ঐরূপ কষ্টের

কারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া যোগবলে ধর্ম্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি আমায় এই শূলারোপণরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছ ?" ধর্ম্ম বলিলেন "আপনি পূর্ব্বজন্মে একটী পতঙ্গকে শূলবিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাপে আপনার এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।" মাণ্ডব্য ধর্ম্মের এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যেহেতু তুমি সামান্য পাপে আমাকে বহু কষ্ট দিয়াছ, সে জন্য তুমি শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে।" মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্ম চন্দ্র-বংশে বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ বিদুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৪১। অণীমাণ্ডব্য দেখ। মহাভা-আদি-১০৬, ১০৭, ১০৮। মাণ্ডব্য মুনি যখন শূলারোপিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বীরশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণ কন্যা স্বীয় কুষ্ঠ রোগাতুর পতিকে বহন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। এক দিন রাত্রিকালে গমন কালে ঐ নারীর দেহের সহিত মাণ্ডব্য মুনির দেহের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে অত্যধিক বেদনা পাইয়া মাণ্ডব্য মুনি শাপ দেন যে সূর্য্যোদয় হইলেই বীরশর্ম্মা-দুহিতার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। স্কন্দ-নাগর-১৩৫, ১৩৬। বীরশর্ম্মা দেখ। মাণ্ডব্য মুনি দেবপন্ন নৃপতির কন্যা কামপ্রমোদিনীকে বিবাহ করেন। শম্বর নামক এক অসুর কামপ্রমোদিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে তাঁহার অলঙ্কারাদি মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে রাখিয়া যায়। তাহাতে রাজপুরুষেরা মাণ্ডব্য মুনিকেই রাজকন্যার অপহারক মনে করিয়া রাজাদেশে তাঁহাকে শূলে আরোপিত করে। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৯-১৭২। কামপ্রমোদিনী, সম্বর ও শাণ্ডিলী দেখ। (৪) ধর্ম্মারণ্য-বাসী মাণ্ডব্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, আপ্নুবান ও ঔর্ব্ব এই পাঁচ প্রবর। এই মাণ্ডব্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি-স্মৃতি-পরায়ণ ব্রহ্মক্রিয়া তৎপর, যজন যাজনে নিরত অথচ লোভি ও দুষ্ট। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

মাণ্ডুক—ভৃগুবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মাণ্ডূক—এক জন মুনি। তিনি এক সময়ে জহ্নুতীর্থ সমীপে তপস্যা করিতে ছিলেন। মথুরা গমন কালে বলরাম মাণ্ডূক মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হন ও তাঁহাকে নানা সদুপদেশ দেন। গর্গ-মথু-২৪।

মাণ্ডূকী—দেবী শঙ্করী মাণ্ডব্যতীর্থে মাণ্ডূকী নামে প্রসিদ্ধা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাণ্ডূকেয়—(১) বেদব্যাস-শিষ্য

পৈল ঋগ্বেদকে দুই ভাগ করিয়া দুই সংহিতা প্রণয়ন করেন এবং তাহা ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক দুই শিষ্যকে অধ্যাপন করান। ইন্দ্রপ্রমতি তাহা নিজ পুত্র মাণ্ডুকেয়কে শিক্ষা দেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। কেতব দেখ। (২) বেদব্যাস শিষ্য পৈল স্বীয় গুরুর নিকট হইতে যে সংহিতা প্রাপ্ত হন, তাহা তিনি ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলকে শিক্ষা দেন। ইন্দ্র প্রমতি আবার তাহা মাণ্ডুকেয় ঋষিকে অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুকেয়ের নিকট হইতে বেদমিত্র তাহা প্রাপ্ত হন। ভাগ-১২স্ক-৬। পৈল দেখ।

মাতঙ্গ—মতঙ্গ মুনির পুত্র মাতঙ্গ ধর্ম্মব্যাধ নামক এক ব্যাধ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বরা-৮। (২) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। খসা দেখ। (৩) দুন্দুভি রাক্ষসের রক্ত মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে পড়িলে মাতঙ্গ মুনি বালিকে শাপ দেন। সেই শাপের ভয়ে বালি মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে যাইত না। রামা-কিষ্কি-৯। অধ্যা-রামা-কিষ্কি-১; মতঙ্গ দেখ।

মাতঙ্গী—(১) ক্রোধার অন্যতমা কন্যা মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গগণ জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। ক্রোধা দেখ। (২) কশ্যপ পত্নী ক্রোধবশার গর্ভজাত অন্যতম কন্যা। রামা-আর-১৪। কশ্যপ দেখ। (৩) অন্যতমা মহাশক্তি। শতাক্ষী ও শক্তি দেখ। (৪) দশ জন মহাবিদ্যার অন্যতমা। মহাবিদ্যা দেখ। (৫) কামাখ্যা দেবীর অঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বাস করেন। লক্ষ্মী ললিতা ও সরস্বতী মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধা। কালিকা-৬২। (৬) দেবী ভুবনেশ্বরী (শ্রীমাতা) মাতঙ্গীরূপে কর্ণাট নামক রাক্ষসকে বধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (৭) অন্ধকাসুরের রক্ত পানকরিবার জন্য মহাদেবের শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৮) দেবী দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩৩পৃঃ।

মাতরিশ্বা—যাস্ক ও সায়নের মতে মাতরিশ্বা বায়ুর অপর নাম। কিন্তু বেদের কোনও স্থানে বায়ু অর্থে মাতরিশ্বা শব্দের উল্লেখ নাই। বরং ঋগ্বেদের ৩।২৬।২ ঋকে মাতরিশ্বা অগ্নি অর্থে স্পষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার অন্যত্র আছে—মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দের নিকট আনিলেন। ১।৬০।১। মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নিকে দূর হইতে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন। ঋক্ ১।১২৮।২।

মাতলি—দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি। তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে রাবণ বধের জন্য অস্ত্র লইয়া রামকে প্রদান করেন। রামা-লঙ্কা-১০২, ১০৭। প্রায় সব পুরাণেই মাতলির উল্লেখ আছে।

কিন্তু বিশেষ কোনও বিবরণ নাই। পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ডে (৬৪—৬৭ অঃ) আছে ইন্দ্র যযাতির ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গে আনাইবার জন্য মাতলিকে যযাতির নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। তখন মাতলির সহিত যযাতির, শরীরের উৎপত্তি, সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল, প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলাপ হয়। মাতলি শমীক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। রাম-৬৯। শমীক দেখ।

মাতুলি—সত্যযুগে সুমতি নামে এক পরম সত্য পরায়ণ মহাধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে মাতুলি নামে কুপথগামী শূদ্র ছিলেন। কালক্রমে বিষ্ণু মন্দিরে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বৃহন্না-১৮। সুমতি দেখ।

মাতা—(১) দেবী শঙ্করীর এক নাম। সৌর-৩৯। (২) দেবী সাবিত্রী কায়াবরোহণ তীর্থে মাতা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৪) দেবী শঙ্করী সাগর তীরে মাতা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাতৃকা—(১) অদিতি-পুত্র অর্য্যমার পত্নীর নাম মাতৃকা। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) কার্ত্তিকেয়ের জননী বলিয়া শঙ্করী মাতৃকা নামে পরিচিতা। দেবীপু-৩৭। মাতৃকা দেবী জ্ঞানশক্তি এবং তিনি প্রতি বর্ণেরই (অক্ষরেরই) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীপু-১০৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মাতৃকাগণ—(১) অন্ধক নামক দৈত্যের সহিত মহাদেবের যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে অন্ধককে মহাদেব শূলের দ্বারা আঘাত করেন। শূলাঘাতে অন্ধকের দেহ হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং সেই রক্ত হইতে অপর সহস্র সহস্র অসুর সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মহাদেব কতিপয় মাতৃকার সৃষ্টি করিলেন। তাহারা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাতে আর নূতন অন্ধক উৎপন্ন হইতে পারিল না। ঐ সমুদয় মাতৃকাগণের নাম—(ক) মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, শৌরী, বাভবী, সৌপর্ণী, বায়ব্যা, শঙ্খিনী, তৈত্তিরী, সৌরী, সৌম্যা, শিবদূতী, চামুণ্ডা, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, বিভাবরী, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছিলা, ভগমালিনী, বালা, অতিবালা, রক্তা, সুরভী, মুখমণ্ডিত, মাতৃনন্দা, সুনন্দা, বিড়ালী, শকুনী, রেবতী, মহাপুণ্যা ও শিখিপট্টিকা। পদ্ম-সৃ-৪৬। (খ) মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, কৌমারী, মালিনী, সৌপনী, বায়ব্যা, শাক্রী,

নৈঋর্তী, সৌরী, সৌম্যা, শিবা, দূতী, চামুণ্ডা, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, চলচ্ছিকা, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছিল্লা, ভগমালিনী, বলা, অতিবলা, রক্তা, সুরভা-মুখ-মণ্ডিকা, মাতৃনন্দা, সুনন্দা, বিড়ালা, শকুনী, রৈবতী, মহারক্তা, পিলপিঞ্জিকা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, কালী, মহাকালী, দূতী, সুভগা, দুর্ভগা, করালী, নন্দিনী, অদিতি, দিতি, মারী মৃত্যু, কর্ণমোটী, গ্রাম্যা, উলুকী, ঘটোদরী, কপালী, বজ্রহস্তা, পিশাচী, রাক্ষসী, ভুশুণ্ডী, শঙ্করী, চণ্ডা, লাঙ্গলী, পুটভী, খেটা, সুলোচনা, ধূম্রা, একবীরা, করালিনী, শ্যামা, ত্রিশালদংষ্ট্রিনী, ত্রিজটী, কুক্কুরী, বৈনায়কী, বৈতালী, উন্মত্তা, উদুম্বরী, সিদ্ধি, লেলিহানা, গর্দ্দভী, ভ্রূকুটী, বহুপুত্রী, প্রেতায়ণা, বিড়ম্বিনী, ক্রৌঞ্চা, শৈলমুখী, বিনতা, সুরমা, দনু, উষা, রম্ভা, মেনকা, সলিলা, চিত্ররূপিনী, স্বাহা, স্বধা, বষট্কারা, ধৃতি, জ্যেষ্ঠা, কপর্দ্দিনী, মায়া, বিচিত্ররূপা, কামরূপা সঙ্গমা, মুখেবিলা, মঙ্গলা, মহানাসা, মহামুখী, কুমারী, রোচনা, ভীমা, সদাহাসা, মহোদ্ধতা, অলম্বাক্ষী, কালপর্ণী, কুম্ভকর্ণী, মহাসুরী, কেশিনী, শঙ্খিনী, লম্বা, পিঙ্গলা, লোহিতমুখী, ঘণ্টারবা, দংষ্ট্রালা, রোচনা, কাকজঙ্ঘিকা, গোকর্ণিকা, অজমুখিকা, মহাগ্রীবা, মহামুখী, উল্কামুখী, ধূমশিখা কম্পিনী, পরিকম্পিনী, মোহনা, কম্পনা, ক্ষেলা, নির্ভয়া, বাহুশালিনী, সর্পকর্ণী, একাক্ষী, বিশোকা, নন্দিনী, জ্যোৎস্নামুখী, রসভা, নিকুম্ভা, রক্তকম্পনা, অবিকারা, মহাচিত্রা, চন্দ্রসেনা মনোরমা, অদর্শনা, হরৎপাপা, মাতঙ্গী, লম্বমেলা, অবালা, বঞ্চনা, কালী, প্রমোদা, লাঙ্গলাবতী, চিত্তা, চিত্তজলা, কোণা, শান্তিকা, অঘবিনাশিনী, লম্বস্তনী, লম্বসটা, বিসটা, বাসচূর্ণিনী স্খলন্তী, দীর্ঘকেশী, সুচিরা, সুন্দরী, শুভা, অয়োমুখী, কটুমুখী, ক্রোধনী, অশনি, কুটুম্বিকা, মুক্তিকা, চন্দ্রিকা, বলমোহিনা, সামান্যা, হাসিনী, লম্বা, কোবিদারী, সমাসবী, কঙ্কুকর্ণী, মহানাদা, মহাদেবী, মহোদরা, হুঙ্কারা, রুদ্রসুসটা, রুদ্রেশী, ভূতডামরী, পিণ্ডজিহ্বা, চলজ্বালা, শিবা এবং জ্বালামুখী। মৎ-১৭৯। (২) অন্ধকাসুরের বধের জন্য বিষ্ণু মাতৃকাগণকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

মাতৃনন্দা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

মাতৃভক্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভ-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মাতেয়—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। দেবেশরক দেখ।

মাত্রা—কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা

ঘনা- বলাকা, মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা এইসকল খড়্গাধারিনী, নৃমুণ্ডমালী-বিভূষিতা দেবীগণ কালিকা দেবীর অনুচরী। তন্ত্রঃ-৮১২ পৃঃ।

মাৎস্য—বেদ, তাণ্ড্য, দ্রোণ, মাৎস্য প্রভৃতি ঋষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। বশিষ্ঠ দেখ।

মাথব—বিদেঘ দেশের রাজার নাম মাথব ছিল। মহর্ষি রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। রাজা মাথব তাহার পুরোহিত গোতমের সাহায্যে আর্য্য উপনিবেশ বহুদূর পূর্ব্বে সদানীরা নদীর (বর্ত্তমান করতোয়া নদী) তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বগুরা নগরী করতোয়ার তীরে অবস্থিত। বিদেঘ স্থানে বিদেহ ও মাথব স্থানে মাধব কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন। শতপথ-৩প্র-৩ব্রা-৪অঃ-৯-১৮।

মাথলা—বিন্ধ্যোপরিচর ও গিরিকা দেখ।

মাদি—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বোষড়ি দেখ।

মাদ্রবতী—পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ও নকুল-সহদেবের জননী। তাঁহার নামান্তর মাদ্রী। মৎ-৪৬। পদ্ম-সৃ-১৩। বায়ু-৯৬। মাদ্রী দেখ।

মাদ্রি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ।

মাদ্রী—(১) মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রী কুরুরাজ পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অশ্বিনী কুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি-শাপ-ফলে পাণ্ডু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মাদ্রী সহমৃতা হন। মহাভা-আদি-১১৩, ১২৫। (২) যদুবংশীয় ক্রোষ্টার পত্নী মাদ্রী। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ জন্মেন। হরি-হরি-৩৬, ৩৮। ক্রোষ্টা ক্রোষ্টু ও অনমিত্র দেখ। (৩) যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে অনমিত্র প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। বৃষ্ণি, অনমিত্র ও কৃতলক্ষণ দেখ। (৪) যদুবংশীয় ধৃষ্টের পত্নী মাদ্রী। অগ্নি-২৭৫। ধৃষ্ট দেখ। (৫) বৃষ্ণি-পত্নী মাদ্রীর গর্ভে পৃশ্নি জন্মেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৬) বৃষ্ণিপত্নী মাদ্রীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষ প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃ-১৩। (৭) যদুবংশীয় ক্রোষ্টুর পত্নী মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-১৪। আবার ১৬শ অধ্যায়ে আছে যুধাজিতের পুত্র দেবমীঢ়ুষ। (৮) বৃষ্ণি-পত্নী মাদ্রীর গর্ভে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। লিঃ

৬৯। (৯) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে বৃকাশ্ব প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। অগ্নি-২৭৫। বিষ্ণু-৫ম-৩২। মৎ-৪৭। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মাধব—(১) উত্তমি মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। ইস ও উত্তমি মনু দেখ। (২) যাদবকুলের আদি পুরুষ যদুর নাগ কন্যাদের গর্ভ-জাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৯৪। যদু দেখ। (৩) বশিষ্ঠ গোত্রীয় একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ। স্কন্দ-নাগ-১৯৯। (৪) মাহিষ্মতী নগরবাসী মাধব নামক এক ব্রাহ্মণ একদিন যজ্ঞে উৎসর্গ করিবার জন্য এক ছাগ আনয়ন করেন। ছাগ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমাগত পুরোহিতবর্গকে বলে যে, পূর্ব্বজন্মে সেও যজ্ঞস্থলে ছাগবলি প্রদান করিয়া সেই পাপে ছাগযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সকলেরই জীবহিংসা পরিত্যাগ করা উচিত। এই বলিয়া ছাগ তাহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করে। পদ্ম-উত্ত-১৮৩। (৫) তালধ্বজ-নগরীনিবাসী বিক্রম নামক নরপতির পুত্র মাধব। পদ্ম-ক্রি-৫। (৬) বিষ্ণুর, শ্রীকৃষ্ণের, শালগ্রামশিলার ও বসন্ত-কালের নাম মাধব।

মাধবী—(১) ধর্ম্মধ্বজ নরপতি পত্নীর নাম মাধবী। তাঁহার গর্ভে শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসী জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৬। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৫। (২) পুরুবংশীয় জনমেজয়ের পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রাচীন্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) বসুন্ধরা দেবী, "মাধবস্য ইয়ং" ইহা মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই অর্থে মাধবী নামেও প্রসিদ্ধা হন। বিষ্ণু-১ম-৪। (৪) এক অতি শিবভক্তি পরা-য়ণা ব্রাহ্মণ কন্যা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪ (৫) দেবী শঙ্করী শ্রীশৈলে মাধবী নামে পরিচিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। (৬) দেবী সাবিত্রী শ্রীশৈলে মাধবী নামে খ্যাতা। পদ্ম-সৃ-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর ও সহস্র নামের অন্যতম এবং সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকার নামও মাধবা। অদ্ভু-রামা-২৩, ২৫,। (৮) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিশজন ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। (৯) জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁহার পিতার সহিত খগরাজ গরুড়ের বিশেষ প্রণয় ছিল। গরুড় মাধবীর পিতার অনুরোধে মাধবীকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তাঁহার অনুরূপ পতি অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন। কিন্তু কোথাও অনুরূপ পাত্র না পাইয়া পরিশেষে তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মাধবীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

মাধবী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে শয্যোপরি উপবেশন করেন। বিষ্ণুর পাদসংবাহনে নিযুক্তা লক্ষ্মী তাহা দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া এবং মাধবী তাহার সপত্নী হইবে এই আশঙ্কায়, মাধবীকে "তুই অশ্বমুখী হইবি" বলিয়া শাপ দিলেন। মাধবীর পিতাও এইরূপে অকারণে কন্যাকে শপ্ত হইতে দেখিয়া ল শাপ দিলেন "যেহেতু তুমি বিনা কারণে সন্দেহমাত্র বশবর্ত্তী হইয়া আমার কন্যাকে শাপ দিলে, তজ্জন্য তোমার মুখও হস্তীর ন্যায় হইবে।" এই বিবাদের কারণ জানিতে পারিয়া বিষ্ণু মাধবীর পিতাকে প্রবোধ দিয়া বলেন, "আমি যখন কোনও দেবকার্য্যের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইব তখন আপনার কন্যাও অশ্বমুখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমার ভগ্নী হইবেন; অতঃপর আমি ইহার সহিত মহাতপস্যা করিয়া ইহাকে ও লক্ষ্মীকে সুন্দর-বদনা করিব।" স্কন্দ-নাগ-৮০, ৮১। (১০) স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে বদরিকাশ্রম তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী মাধবী ও পদ্মাবতীকে প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন নাগতীর্থও মাধবী নাম্নী গীতপ্রিয়া অনুচরীকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭। (১১) পুরুবংশীয় যযাতির কন্যা। যযাতি গুরুদক্ষিণার পরিবর্ত্তে মাধবীকে মহর্ষি গালবের হস্তে সমর্পণ করেন। গালব পরে মাধবীকে যযাতিকে প্রত্যর্পণ করিলে মাধবী অরণ্য আশ্রয়পূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহাভা-উদ-১১৪—১১৯। গালব দেখ। (১২) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী অন্যতমা মাতৃকা। মহাভা-শল্য-৪৭।

মাধা—যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবমানুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই শূরেরই পুত্র বসুদেব। বায়ু-৯৬।

মাধুচ্ছন্দস—অত্রিবংশীয় ধনঞ্জয়, কপর্দ্দেয়, পরিকূট ও পাণিনি এই সকল ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা,—বিশ্বামিত্র, আদ্য ও মাধুচ্ছন্দস। মৎ-১৯৮।

মাধ্যন্দিন—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। সাঙ্কৃতি দেখ।

মান—(১) মিত্রাবরুণ হইতে জাত। মান ঋষি অগস্ত্যেরই নামান্তর। ইহাই সায়নাচার্য্যের মত। ঋক্-৭।৩৩।১৩। (২) ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মান, ইহারা অধর্ম্মের পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম্ম দেখ।

মানধন—চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২।

মানব—অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয় ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, নিত্রবর, ঋষিবান্ ও

মানব এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ অবিহিত। মৎ-১৯৬

মানবগুরু—চিৎ, বিশ্বশক্তি, ঈশ্বর, কমল, পরম, আনন্দ, মনোহর, সুখনিন্দ ও প্রতিভ, ইঁহারা তন্ত্রোক্ত মানব গুরু বলিয়া কথিত হন। এতদ্ভিন্ন গগন, বিশ্বপ্রভৃতি আরও কতিপয় মানবগুরু আছেন। তন্ত্র-৪৪৫পৃঃ ভুবন দেখ।

মানবলিঙ্গ—মনু প্রভাসক্ষেত্রে মানবলিঙ্গ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুত্র হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৮।

মানস—(১) শাল্মলীদ্বীপেশ্বর বপুষ্মানের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। বপুষ্মান, জীমূত ও বৈদ্যুত দেখ। (২) তৃণবিন্দু নরপতির অপর নাম। বায়ু-৭০। তৃণবিন্দু দেখ। (৩) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-২৮। (৪) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

মানসতীর্থ—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ সর্কৌজসকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মানসদেবগণ—(১) রৈবত মন্বন্তরে বিষ্ণু সম্ভূতার গর্ভে মানসদেবগণের সহিত মানস পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে অজিত মানসদেব, তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৯।

মানসহ্রদ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মানস হ্রদ তাঁহার সাহায্যার্থ শালিকাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মানসা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মানসী—(১) অন্যতমা রজঃপ্রকৃতি অপরা দেবী। দেবীপু-৫০। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মালিনী—(১) দাক্ষিণাত্যের বিদূরথ নামক রাজার কন্যা ও রাজ্যবর্দ্ধনের মহিষী। তিনি পতির সহিত তপস্যা করিয়া পতির আয়ু বৃদ্ধি করেন। মার্ক-১০৯। রাজ্যবর্দ্ধন দেখ। (২) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। বৃহন্না-১১। ভদ্রমতি দেখ। (৩) জনৈক অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮। (৪) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৫) বরুণ হইতে অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভে মালিনী নামে এক কন্যা জন্মে। মহামুনি রুচি ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। মালিনীর গর্ভে রৌচ্য নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। গরুপূ-৯৫।

মানুষ—মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু-৭৬। মরুদ্গণের তালিকা দেখ।

মান্তগিন—কশ্যপ বংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মান্ধাতা—(১) অসুরগণের অত্যাচার হইতে অশ্বিদ্বয় ক্ষেত্রপতি মান্ধাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।১। (২) নরপতি মতিনারের কন্যা গৌরী ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি যুবনাশ্বের পত্নী ছিলেন। তিনি মান্ধাতাকে প্রসব করেন। মান্ধাতার পত্নী ও শশবিন্দুর কন্যা চৈত্ররথা (অন্য নাম বিন্দুমতী) হইতে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুকুৎস ও কনিষ্ঠ মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২, ৩২। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক মহীপতি ছিলেন। তিনি অশ্বমেধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বহুবিধ ভূরি-দক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। তথাপি তিনি সন্তানের মুখ-দর্শনজনিত সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। সেজন্য তিনি অমাত্য হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক ব াস আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দ যুবনাশ্বের পুত্রলাভার্থ এক যজ্ঞ ক. াছিলেন। এক কলসী মন্ত্রপূত সলিল তথায় ছিল। রাজমহিষী সেই মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় এক পুত্র প্রসব করিবেন এই মনে করিয়া, যজ্ঞবেদীর উপর কলসী স্থাপন করিয়া মহর্ষিগণ নিদ্রা যাইতেছিলেন। পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ যুবনাশ্ব সেই জল পান করিয়া গর্ভধারণ করিলেন এবং যথাকালে তাঁহার বাম কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র নির্গত হইল। কিন্তু সে কি পান করিবে, এইরূপ চিন্তা করিতে-ছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বালকের মুখে আপনার প্রদে-শেনী প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—"এই বালক মাং ধাস্যতি অর্থাৎ আমার প্রদেশনীর রস পান করিবে।" এই নিমিত্ত দেবগণ তাঁহার নাম মান্ধাতা রাখিলেন। এই রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা প্রভূত দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন এবং সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২। দেবীভা-৭স্ক-৯। ভাগ-৯স্ক-৭। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয়েই তুল্য বলশালী ছিলেন বলিয়া কাহারও জয় পরাজয় কিছু নাই। পরিশেষে গালব ও পুলস্ত্য ঋষিদ্বয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। রামা-উত্ত-২৬। (৫) মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া দেবলোক অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়া মান্ধাতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন—"আপনি প্রকৃত পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারেন নাই। সমগ্র পৃথিবী জয় না করিয়া

আপনি কি বলিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে মনস্থ করিয়াছেন?” তখন মান্ধাতা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— “এই পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি আমার আধিপত্য স্বীকার করেন না?” ইন্দ্র বলিলেন যে, মধুপুত্র লবণাসুর মান্ধাতার বশ্যতা স্বীকার করেন না। তখন মান্ধাতা লবণাসুরকে জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে লবণের হস্তে নিহত হন। রামা-উত্ত-৮০। (৬) মান্ধাতা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বের উদর মধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ তাঁহাকে যুবনাশ্বের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া বাহির করেন। মান্ধাতা ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে নির্গত দুগ্ধধারা পান করিয়া দ্বাদশ দিনের মধ্যে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট হইলেন। ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা এক দিনেই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, দীর্ঘে দশ যোজন এবং প্রস্থে এক যোজন স্বর্ণময় রোহিত মৎস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৭) মান্ধাতার রাজত্বকালে একবার দানবেরা প্রবল হইয়া লোক সকলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন মান্ধাতা নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভের জন্য এক যজ্ঞ করেন। বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া সেই যজ্ঞে মান্ধাতাকে দর্শন দেন এবং ক্ষত্রধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৬৪-৬৫। (৮) ব্রহ্মবেত্তা উতথ্যও মান্ধাতাকে রাজধর্ম্ম বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৯০, ৯১। (৯) বসুহোম নামক এক জন রাজা মান্ধাতাকে দণ্ডনীতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (১০) মান্ধাতার ভয়ে দস্যুগণ ত্রস্ত হইয়া গিরিগুহায় পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া দেবরাজ তাহার নাম রাখেন ত্রসদস্যু। তাঁহার পত্নীর নাম বিন্দুমতী। দেবীভা-৭স্ক-১০। ভাগ-৯স্ক-৭। (১১) বশিষ্ঠ ঋষি মান্ধাতাকে ফাল্গুনের শুক্ল একাদশীর ও ঐ দিনে করণীয় আমলকী ব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৪৫। (১২) একবার মহারাজ মান্ধাতার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। নরপতি মান্ধাতা অঙ্গিরা ঋষিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অঙ্গিরা বলেন যে এক শূদ্র মান্ধাতার রাজ্যে তপস্যা করিয়াছিল, তজ্জন্যই রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই বলিয়া অঙ্গিরা মান্ধাতাকে সেই শূদ্রকে বধ করিতে বলেন। কিন্তু মান্ধাতা তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অঙ্গিরা তখন তাঁহাকে পদ্মা নামে শ্রাবণের শুক্লা একাদশী ব্রত করিতে বলেন। পদ্ম-উত্ত-৫৭। (১৩) রাজা যুব-

নাশ্বের পত্নী গৌরীর গর্ভে মান্ধাতা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম গৌরিক। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান তাঁহার অধিকৃত ছিল। বিষ্ণুর অংশ মহাত্মা মান্ধাতা যজ্বা ও অমিততেজা ছিলেন। শশবিন্দু-কন্যা চৈত্ররথী (অপর নাম বিন্দুমতী) তাঁহার পত্নী ছিলেন। বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অম্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-৬। কূর্ম্ম-পূ-২০। বায়ু-৮৮। (১৪) মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, ধর্ম্মসেন, (ধর্ম্মসেতু) মুচুকুন্দ ও শত্রুজিৎ (শত্রুমিত্র)। মৎ-১২। পদ্ম-স্থ-৮। (১৫) রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা ত্রেতা-যুগে বিষ্ণুর (পঞ্চম) অবতার হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। মৎ-৪৭। (১৬) পুরুকুৎস আদি তিন পুত্র ভিন্ন মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে। ঐ সমুদয় কন্যাকে সৌভরি ঋষি বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। সৌভরি দেখ। (১৭) মান্ধাতার পুত্র পুরু-কুৎস। তৎপুত্র অনরণ্য। অন-রণ্যের পুত্র ত্রসদস্যু। কল্কি-৩য়-৩। (১৮) মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। অগ্নি-২৭৩। ব্রহ্মপু-৭। (১৯) মান্ধাতার কন্যা দেবসেন নামক বিদ্যাধরের পত্নী ছিলেন। কালিকা-৮৯। (২০) মান্ধাতা তৃতীয় মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবীপু-৭৯। (২১) মান্ধাতার পত্নী ইন্দুমতী। ভাগ-৯স্ক ৬। (২২) মান্ধাতা ত্রেতাযুগে রাজত্ব করেন। তখন ব্রাহ্মণগণের সাত্ত্বিকী ও রাজসী দুই প্রকার বৃত্তি ছিল। বরা-৬৮। (২৩) মান্ধাতার পুত্র বিন্দুমহ্য। তৎপুত্র পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ। গরু-পূ-১৪২। (২৪) মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (২৫) মান্ধাতা নরপতি বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গ লাভ করেন। মহাভা-অনুশা-৭৬। (২৬) মান্ধাতা, নাভাগ, অনরণ্য, দিলীপ, পুরু, নৃগ, নহুষ, অলক প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহবা ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসাহার পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১১৫। মুচুকুন্দ দেখ। (২৭) মান্ধাতা অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ। (২৮) মান্ধাতার দুই পুত্র মচুকুন্দ ও পুরু-কুৎস। পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু শিব-ধর্ম্ম-৬০। (২৯) মান্ধাতা অন্যান্য অনেক রাজগণের সহিত বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৮। (৩০) মান্ধাতা নামে অঙ্গিরাবংশীয় একজন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। অমৃত, অজমীঢ় ও অঙ্গিরা দেখ।

মান্য—(১) মিত্র ও বরুণের পুত্র মান্য আদিত্যগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। এই বিষয়ে এই-রূপও কথিত হয় যে, অনেকগুলি ঋষি জালবদ্ধ হইয়া স্তুতি করিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহারাই ঋষি রূপে উক্ত হই-য়াছেন। পণ্ডিতবর রমেশ চন্দ্র বলেন যে ঐ সূক্তে যে জালের উল্লেখ আছে তাহা মাছ ধরা জাল না বলিয়া সংসারের বিপদজাল মনে করিলেই আর কোনও অসঙ্গতি হয় না। ঋক্-৮।৬৭। (২) মহাদেবের এক নাম মহাভা-অনুশা-১৭। শিব-দেখ।

মান্যবতী—হেমধর্ম্ম-দুহিতা বরা; স্বদেব-কন্যা গৌরী; বলির তনয়া সুভদ্রা; বীরভদ্র-নন্দিনী লিভা; বীর-তনয়া লীলাবতী; ভীমপুত্রী মান্যবতী এবং দম্ভ-কন্যা কুমুদ্বতী, ইহারা করন্ধম-তনয় অবীক্ষিতের পত্নী ছিলেন। মার্ক-১২২।

মান্যমান—ইন্দ্র মান্যমানের পুত্র দেবককে বধ করেন। ঋক্-৭।১৮।২০।

মান্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মাবেল্ল—কুরুবংশীয় উপরিচরবসুর অন্যতম পুত্র মহাভা-আদি-৬৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। উপরিচরবসু, কুশ ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

মামা—কান্যকুব্জের অধিপতি আম নামক নরপতির পত্নী। আম নরপতি বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৬। রত্নগঙ্গা দেখ।

মায়—জনৈক অসুর। রামচন্দ্র হস্তে নিহত হন। দেবীপু-১।

মায়া—(১) অধর্ম্মের পুত্র অনৃত, অনৃতের কন্যা মায়া ও বেদনা। মার্ক-৫০। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-১৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। অনৃত দেখ। (২) স্বয়ম্ভু পিতামহের মুখ হইতে উৎপন্ন অৰ্দ্ধ নারীনর মূর্ত্তি দ্বাপরে মায়া, অপরা-জিতা প্রভৃতি বহুনামে কীর্ত্তিতা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা দেখ। (৩) মহাবিষ্ণুর অন্যতমা শক্তি মায়া। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। মহামায়া দেখ। (৪) জীব মায়ার প্রভাবে যন্ত্রবৎ কার্য্য করে এবং মায়ার প্রভাবেই জীবন ধারণ করে মায়া এক হইয়াও নানারূপ ধারণ করেন। এই জন্য তিনি জগতের আদি, অন্ত ও মধ্যে ইন্দ্রজালের ন্যায় শোভা পান। কল্কি-৩য়-১৬। (৫) প্রকৃতি তিন প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যাদ্বয়। অবিদ্যা-দ্বয়ের একজনের নাম মায়া, অপর জনের নাম পরমা। মায়া জীবের আবরিকা। মায়ার প্রভাবেই জীব পরমপুরুষকে দেখিতে পায় না। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্য-তমা প্রিয়তমা গোপী। গর্গ-গোল-৪। (৭) দেবকীর গর্ভে বসুদেবের যে কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই সনাতনী

মায়া। গর্গ-গোল-১০। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। (৮) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৯) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (১০) ভরদ্বাজের পত্নীর নাম মায়া। ভরদ্বাজ ও মায়া দক্ষযজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন। বাম-২। (১১) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতম কন্যা ও কশ্যপের এক পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দক্ষ ও কশ্যপ দেখ। (১২) হুণ্ড ও বিহুণ্ড নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করিবার জন্য বিষ্ণু পরমা সুন্দরী মায়া নারীরূপ ধারণ করেন। পদ্ম-ভূমি-১১৮। (১৩) জগতে স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালবৎ বিচিত্র কার্য্য করেন বলিয়া দেবী দুর্গার এক নাম মায়া। দেবীপু-৩৭। (১৪) রজঃ প্রকৃতি অপরা নামে অভিহিতা অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০। ব্রাহ্মী দেখ। (১৫) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (১৬) প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা, দুর্গাপূজায় এই কয়জন শক্তির পূজা বিধেয়। তন্ত্র-১৮৬ পৃঃ। (১৭) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশ-জন ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ। (১৮) তন্ত্রোক্ত শ্রীবিদ্যার পূজা সংসর্গে ভদ্র-কালী, মায়া প্রভৃতি দেবীর পূজাও কর্ত্তব্য। তন্ত্র-৪১৫পৃঃ। (১৯) ঋগ্বেদোক্ত একজন দেবতা। পতঙ্গ নামক ঋষি তাঁহার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৭৭।১-৩। (২০) অধর্ম্মের পুত্র দম্ভ ও কন্যা মায়া। দম্ভ মায়াকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের লোভ নামে পুত্র ও নিকৃতি নামে কন্যা জন্মে। কল্কি-১ম-১।

মায়াকর—শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। শিব দেখ।

মায়াকায়—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মায়াতীতা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মায়াদ—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মায়াবতী—(১) শম্বর নামক অসুরের পত্নী। তিনি পূর্ব্বজন্মে কাম-পত্নী রতি ছিলেন। প্রদ্যুম্ন শম্বর অসুরকে বধ করিয়া মায়াবতীকে বিবাহ করেন। মায়াবতীর গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন অগ্নি-১২। হরি-হরি-১৬০। বিষ্ণু-৫ম-২৭; ভাগ-১০স্ক-৫৫। ব্রহ্মপু-২০০। দেবীভা-৪স্ক-২৪। প্রদ্যুম্ন দেখ। (২) মায়াবতী শম্বর অসুরের গৃহে অবস্থান কালে নিজ প্রতিরূপা এক কায়মূর্ত্তি

নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত ও যোগ-বলে সজীব করিয়া শম্বর অসুরকে বঞ্চনা করিতেন। রাবণ ঐ কৃত্রিম মায়াবতীকেই প্রকৃত মায়াবতী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে হরণ করিবার চেষ্টা করেন। মায়াবতীর উপদেশে রাবণের চৈতন্য উদয় হয় এবং তিনি পূর্ব্ব দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩।

মায়াবী—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ। (২) পুলস্ত্যের সন্তানগণের অন্যতম। পুলস্ত্য দেখ। (৩) জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-উত্ত-১২। (৪) ময়দানবের পুত্র মায়াবী দানবকে বালি বধ করেন। অধ্যা-রামা-কিষ্কি-১। রামা-কিষ্কি-৯।

মায়ামোহ—বিষ্ণু, হ্রাদ (হ্লাদ) প্রভৃতি অসুরগণের উৎপাত হইতে দেবগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহকে সৃজন করেন। এই মায়ামোহের প্ররোচনায় অসুরগণ বেদোক্ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়। বিষ্ণু-৩য়-১৮।

মায়ী—(১) দেবগণকে অসুরদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণু চিন্তা করিয়া নিজ শরীর হইতে মায়ী পুরুষের সৃষ্টি করেন। মায়ী-পুরুষ বিষ্ণুর নির্দ্দেশে দানবগণের বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অদৃষ্ট-বিশ্বাস-নাশক শাস্ত্র শিক্ষা দেন। তৎফলে তাহারা বেদ-মার্গ ভ্রষ্ট হয়। সৌর-৩৪। (২) ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। তিনি অতিশয় সোমরসপ্রিয় ছিলেন। ঋক্‌-৫।৪৪।১১।

মায়ু—(১) পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে উৎপন্ন অন্যতম পুত্র। সৌর-৩১। কূর্ম্ম-পূ-২২। লি-৬৬। অমায়ু দেখ।

মারিষা—(১) সোমের কন্যা মারিষাকে প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতারা দশ ভাই মিলিয়া বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৩। হরি-হরি-২। অগ্নি-১৮। বায়ু-৩০, ৬০। ব্রহ্মা-৩১, ৬৯। ভাগ-৪-স্ক-৩০। কূর্ম্ম-পূ-১৪। ব্রহ্মপু-২, ১১৮। কণ্ডু, প্রচেতা ও প্রম্লোচা দেখ। (২) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা পত্নী মারিষা। তাঁহার গর্ভে বসুদেবগণ প্রভৃতি পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গরুপূ-১৪৩। শূর দেখ। (৩) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের পত্নী মারিষা। তাঁহার গর্ভে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭।

মারী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃ-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মারীচ—হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দের ঔরসে তাড়কার গর্ভে মারীচ জন্মগ্রহণ করেন। রাম মুনিগণের যজ্ঞ-বিঘ্নকারী মারীচকে বধ করেন। হরি-হরি-৩, ৪১। বায়ু-৬৭। (২) রাবণ সীতাহরণ করিতে মনস্থ করিয়া মারীচকে সাহায্য করিতে বলেন। মারীচ স্বর্ণ-মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতা হরণে সাহায্য করেন। রামা-আরণ্য-৩১-৪৪। অধ্যা-রামা-আদি-৪, ৫; আরণ্য-৬, ৭। রাম দেখ। (৩) বৈশ্বানর কন্যা পুলোমা ও কালকার গর্ভে মারীচের ষাট হাজার সন্তান জন্মে। তাহারা পৌলমেয় ও কালকেয় দানব নামে খ্যাত। বায়ু-৬৮। মৎ-৬। (৪) পৃথুতনয় অন্তর্দ্ধানের পুত্র মারীচ। মৎ-৪৯। অন্তর্দ্ধান দেখ। (৫) মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসগণ পাতালে বাস করিতেন। দেবীপু-৩। (৬) মারীচ নামে একজন ঋষি ছিলেন। বরা-৭১।

মারিচী—(১) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতম। বায়ু-৬৯। (২) দানবপতি মারীচের নামান্তর। মারীচ দেখ। (৩) বিদ্যাধর হিরণ্যরোমার পত্নী। বায়ু-২৮। মিশ্রকেশী দেখ।

মারুত—(১) পবনদেবের নামান্তর। কোনও কোনও পুরাণে বায়ু ও পবন পৃথক বলিয়া উল্লিখিত। বায়ু পুরাণে (৬৯ অঃ) আছে ভগবান প্রজাপতি মারুতকে গন্ধ ও অশরীরী প্রাণীর এবং বায়ুকে শব্দ আকাশ ও জলের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন মারুতগণ সংখ্যায় আটজন। তাঁহাদের নাম—অনিল, প্রাণ, অপান, মারুত, শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু ও জীব। ইহাদের বাহন মৃগ। পদ্ম-উত্ত-৫। (২) মরুদ্গণের নামান্তরও মারুত। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৩) উপরিচর বসু নামক নরপতির অন্যতম পুত্র মারুত। হরি-হরি-৩২। প্রত্যগ্রহ দেখ। (৪) ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রবর। বৈজভৃত দেখ। (৫) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ। (৬) শিনেয়ুর পুত্র মারুত। তৎপুত্র কম্বলবর্হিষ। ব্রহ্মপু-১৫।

মারুতন্তব্য—বিশ্বামিত্রবংশীয় জনৈক ঋষি। মহাভা-অনুশা-৪।

মারুতাশন—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসুগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি তাঁহার সাহায্যার্থে যে সমদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালি দেখ। (২) রাবণের একজন সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মারুতি—পবনের (মারুতের) পুত্র বলিয়া হনুমান মারুতি নামেও পরিচিত হন। হনুমান দেখ।

মার্কট—অঙ্গিরাবংশীয় একজন

গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মধুরাবহ দেখ।

মার্কণ্ড—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ। (২) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মরণ দেখ। (৩) পিতামহ ব্রহ্মা বটক তীর্থে মার্কণ্ড নামে পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। ব্রহ্মা-(১৩৬) দেখ। (৪) মৃকণ্ডু নামক এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণের মার্কণ্ড নামে এক পুত্র ছিল। এক জ্যোতিষী মৃকণ্ডু মুনিকে বলিয়াছিল যে, তাঁহার পুত্র অল্পায়ু হইবে। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মৃকণ্ডু মুনি পুত্রকে বলেন—"তুমি যে কোন ব্রাহ্মণকে দেখিবে তাঁহাকেই অভিবাদন করিবে।" কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর একদিন মার্কণ্ড অগ্নিতীর্থ-পরায়ণ মহর্ষিগণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করেন। তখন মহর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে মার্কণ্ডকে "দীর্ঘজীবী হও," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। কিন্তু ঐ ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ বালকের লক্ষণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া অন্যান্য ঋষিদিগকে বলিলেন, "আমরা সকলেই এই বালককে দীর্ঘজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। কিন্তু আমি স্পষ্টতঃ দেখিতেছি যে এই বালক তিন দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে। সুতরাং আমাদের আশীর্ব্বাদ বিফল হইবে। অতএব বালক যাহাতে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।" তখন মহর্ষিগণ পরামর্শ করিয়া বালককে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ বিফল না হয়, তজ্জন্য বালককে দীর্ঘায়ু দান করিতে ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। পিতামহ তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া বলিলেন—"আমার প্রসাদে এই বালক জরামৃত্যু বর্জ্জিত ও বেদবিদ্যাবিশারদ হইবে।" পদ্ম-সৃষ্টি-৩৩। স্কন্দ-নাগ-২১। স্কন্দ-প্রভা-প্রভ-৪১। মৃকণ্ডু দেখ।

মার্কণ্ডেয়—(১) সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘজীবী, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন, এই সকল ঋষি মহারাজ দশরথের মন্ত্রাস্থানীয় ছিলেন। রামা-আদি-৭। (২) ভারতযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির আত্মীয়-স্বজনাদি বধ জনিত দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে নানারূপে সান্ত্বনা দান করিয়া তাঁহাকে প্রয়াগধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মৎ-১০৩—১১২। (৩) যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহাকে নর্ম্মদা নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩। মৎ-১৮৬-১৯৩। (৪) বেদব্যাস-শিষ্য জৈমিনী মার্কণ্ডেয় মুনিকে অর্থবহুল বেদাংগ-মর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট

মহাভারতের যথার্থরূপ অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণের পক্ষীরূপধারী চারি পুত্রের নিকট ঐ সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য যাইতে পরামর্শ দেন। এই সংশ্রবে তিনি ঐ পক্ষীদের জন্মবৃত্তান্ত জৈমিনিকে বলেন। মার্ক-১-৪। বপু, মদনিকা, সুকৃষ দেখ। (৫) মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ নামে পরিচিত মহাপুরাণ ক্রৌষ্টুকীর নিকট কীর্ত্তন করেন। (৫) মার্কণ্ডেয় ঋষি মৃকণ্ডু মুনির পুত্র। মার্কণ্ডেয়ের পুত্র বেদশিরা। মার্ক-৫২। ধাতা, বিধাতা ও মৃকণ্ডু দেখ। (৬) মার্কণ্ডেয়ের পত্নীর নাম ধূমোর্ণা। মহাভা-অনুশা-১৪১। (৭) ত্রেতাযুগের প্রথমে ধর্ম্ম ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। মৎ-৪৭। (৮) মৃকণ্ডু মুনির পত্নী মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্ম গ্রহণ করেন। মার্কণ্ডেয়ের পত্নী মূর্দ্ধনার গর্ভে বেদশিরা জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। (৯) পৈল-শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি মার্কণ্ডেয়কে একটি সংহিতা অধ্যয়ন করান। মার্কণ্ডেয় তাহা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশ্রবাকে অধ্যাপন করান। ব্রহ্মা-৬৬। বায়ু-৬০। ইন্দ্র প্রমতি ও সত্যশ্রবা দেখ। (১০) মৃকণ্ডু মুনি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ, সত্যপরায়ণ, মহাপণ্ডিত পুত্র লাভ করেন। মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে পুরাণ এবং সংহিতা রচনা করিবার নিমিত্ত বর দান করেন। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলরাশীতে পূর্ণ হইয়া গেলেও বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে স্বীয় প্রভাব দেখাইবার জন্য তাঁহাকে সংহার করেন নাই। প্রলয়াবসানে জলরাশী অপসৃত হইলে, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি এবং কি করিলেইবা ভগদ্ভক্ত হওয়া যায় আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।" বিষ্ণু তাহাই করেন। বৃহন্না-৫৭। (১১) শরশয্যা-শায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্যান্য মুনিগণসহ মার্কণ্ডেয় মুনিও ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হন। পদ্ম-উত্ত-৮১। (১২) রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যে সমুদয় ঋষি রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়ার সাহায্য করেন, মার্কণ্ডেয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (১৩) মার্কণ্ডেয়ের দুই পত্নী। প্রথমা মূর্দ্ধন্যার গর্ভে বেদশিরা জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পীবরীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত বহু পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা সকলেই বেদপারগ ঋষি ছিলেন।

বায়ু-২৮। (১৪) মার্কণ্ডেয় বিচার প্রসঙ্গে একবার বলেন যে, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। মহাভা-অনুশা-২২। (১৫) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মতে স্ত্রীজাতি সতত সর্ব্বপ্রকারে রক্ষণীয়া। মহাভা-অনুশা-৪৩। (১৬) মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভীষ্মের নিকট মাংসাহারের অশেষ দোষ কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-১১৫। (১৭) সংবর্ত্তন, মেরুসাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদয় মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পুত্র লাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১৫০। (১৮) মার্কণ্ডেয়ের পিতা মৃকণ্ডু মুনি পুত্র লাভের জন্য মহাকালবনে তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে দীর্ঘায়ু, সর্ব্ববিৎ, সুধী, অযোনিজ পুত্র জন্ম লাভ করিবে বলিয়া বর প্রদান করেন। মৃকণ্ডু-পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াই তপস্যা করিতে লাগিলেন। মৃকণ্ডু-তনয়ের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া শিব বলিলেন, "হে মার্কণ্ডেয় যেহেতু তুমি জন্মিয়াই আমাকে তুষ্ট করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার নামেই পরিচিত হইব।" স্কন্দ-আব-চতুঃ-৩৬। (১৯) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় দীর্ঘজীবী আর কেহই ছিলেন না। তিনি সপ্তকল্প-ক্ষয়কাল দর্শন করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে চরাচর জগৎ দহ্যমান হইলে, একমাত্র মার্কণ্ডেয় মুনিই বিষ্ণুর নিকট হইতে বরলাভ করিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি তৎ সময় যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কীর্ত্তন করেন। এতদ্‌ভিন্ন তিনি রেবা, নর্ম্মদা প্রভৃতি বহু নদী ও নানা তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য নর-নারায়ণের উৎপত্তি, ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২, ২৩০। (২০) মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ঋষিগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৪, ১১। (২১) মহর্ষি মার্কণ্ডের সমুদয় বেদ পুরাণাদিতে সম্যক্‌ পারদর্শী ছিলেন। পুরাণাদি বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তিনি সেই সংশয় ভঞ্জন করিতেন। অন্যান্য মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তিনি তাঁহাদের নিকট কালিকা পুরাণ কীর্ত্তন করেন। কালিকা-১। (২২) মার্কণ্ডেয় মুনি বেদাধ্যয়ন সনাপন করিয়া তপস্বী ও ব্রহ্মচারী হইলেন, তিনি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের করণীয় সমুদয়

কর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পাদন করিতেন এবং সম্পূর্ণরূপে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। এইভাবে অযুতবর্ষ কাল যাপন করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি মৃত্যুকেও জয় করেন। তাঁহার তপস্যা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। ছয় মন্বন্তরকাল এই ভাবে কাটিয়া যায়। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় অতিশয় শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু সমুদয় উপায়ই ব্যর্থ হয়। তাঁহার এইরূপ তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নরনারায়ণরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেন যে "আমি যখন আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তখন আর কি প্রার্থনা করিব। আমি কেবল আপনার মায়া দেখিতে চাই।" বিষ্ণু তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ আশ্রমে বসিয়াই বিষ্ণুর মায়াবলে প্রলয়ের আরম্ভ ও অন্ত দর্শন করেন। অতঃপর মার্কণ্ডেয় আরও অধিকরূপে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হইলেন এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিতে করিতে কালক্রমে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ভাগ-১২স্ক-৮ম—১২শ অ। (২৩) প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন চরাচর জগৎ কালাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, তখন একমাত্র মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়াগ্নি দ্বারা দগ্ধ না হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি অগ্নিতাপে তৃষ্ণার্ত্ত, ভয়বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও আশ্রয়যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। এই ভাবে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক বটবৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি দ্রুতগতি সেই বটবৃক্ষের মূলদেশে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ক্রমে ভীষণ বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল এবং সমুদয় জগৎ একার্ণব হইয়া গেল। মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় সেই জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে ভাসিয়া বেড়াইবার পর তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। প্রথমে ঐভাবে আহূত হইয়া মার্কণ্ডেয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পরে স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া পুনরায় বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন সেই বটবৃক্ষ আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং সেই বটবৃক্ষের শাখায় সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শঙ্খ-চক্র-গদাধর এক পরম সুন্দর বালক শয়ান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া তখন কিছুই

বুঝিতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহার মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল এবং তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়া অচেতন প্রায় অবস্থায় আবার সেই জলরাশি মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয়কে ঐ ভাবে ভাসিতে দেখিয়া বটবৃক্ষ-শাখাশায়ী সেই বালক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"আমি বুঝিতে পারিতেছি তুমি শ্রান্ত হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। অতএব শীঘ্র আমার উদরদেশে প্রবেশ কর। তাহা হইলে তুমি বিশ্রাম লাভ করিবে। মার্কণ্ডেয় মুনি তখন শ্রান্তিতে অচেতন প্রায় হইয়াছিলেন। তিনি বাক্যহীন অবস্থায় মোহ বশে সেই বালকের মুখ বিবরে প্রবেশ করিলেন। সেই বালকের উদরে প্রবেশ করিয়া তথায় তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া চরাচর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন কিন্তু তাহার কোনও অন্ত দেখিতে না পাইয়া পুনরায় শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন এবং শ্রীহরির কৃপায় তাঁহার মুখ বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি সেই বালককে বটবৃক্ষে শয়ান দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই বালক মার্কণ্ডেয়কে নিজ পরিচয় দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মার্কণ্ডেয় তাঁহার নিকট পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শৈব বৈষ্ণব দিগের বিবাদ নাশক এক শিবায়তন নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। বালকরূপী বিষ্ণু সেইরূপ করিতে অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মপু-৫২-৫৭। উপরোক্ত বিবরণটি সামান্য পরিবর্ত্তিত রূপে ও সংক্ষিপ্ত ভাবে পদ্মপুরাণেও (সৃষ্টি-৩৯) পাওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয়ী—বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র রজঃ। রজের পত্নী মার্কণ্ডেয়ী। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। রজঃ দেখ।

মার্কণ্ডেয়েশ্বর—(১) মহাদেবের বরে পুত্র লাভ করিয়া মৃকণ্ডু মুনি মহাকাল বনে মার্কণ্ডেয়েশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৩৬। ব্রহ্মপু-৫৭।

মার্কণ্ডেশ্বর—নর্ম্মদা তটে মার্কণ্ডেয় মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৭। (২) রেবা তটেও মার্কণ্ডেয় মুনি ঐ নামে এক শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫১।

মার্গণপ্রিয়া—দক্ষ কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। মহাভা-আদি-৬৫। অনূপা ও প্রধা দেখ।

মার্গণী—প্রজাপতি দক্ষের দ্বিতীয়া কন্যা দিতির গর্ভে মার্গণী প্রভৃতি আট কন্যা জন্মে। কালিকা-৩৪। অনবদ্যা দেখ।

মার্গদ—দশ লক্ষ গো'র অধিস্বামীকে বৃষভানু বলে। নীতিবিৎ, মার্গদ, শুক্র, পতঙ্গ, দিব্যবাহন ও গোবেষ্ট, ইহারা ব্রজের অন্যতম বৃষভানু ছিলেন। গর্গ-গোল-১৮।

মার্গদায়িকা—দেবী সাবিত্রী কেদার তীর্থে মার্গদায়িকা নামে প্রসিদ্ধা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও মার্গদায়িনী দেখ।

মার্গদায়িনী—দেবী শঙ্করী কেদার তীর্থে মার্গদায়িনী নামে অভিহিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা ও মার্গদায়িকা দেখ।

মার্গপথ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভৃগুদাস দেখ।

মার্গমর্ষি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

মার্গেয়—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মার্জ্জারি—মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি। তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা। ভাগ-৯স্ক-২২।

মার্জ্জারী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনীগণ দেখ।

মার্জ্জালীয়—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-সন-৫৯।

মার্ত্তণ্ড—(১) সূর্য্যের এক নাম। প্রলয়ের অবসানে স্বয়ম্ভূ নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়া স্বয়ংই উৎপন্ন হইলেন। তিনি প্রথমে নিজশরীর হইতে জল সৃষ্টি করিয়া সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ পরে স্বর্ণরৌপ্যময় এক মহান্ অণ্ডে পরিণত হয়। সেই অণ্ড হইতে প্রজাপতির তেজে মার্ত্তণ্ড উৎপন্ন হন। অণ্ড মৃত হইলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মার্ত্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হন। মৎ-২। (২) সপত্নীগণের হস্তে নিজ সন্তানদের পরাভব ও নিগ্রহ দেখিয়া অদিতি দুঃখিতচিত্তে সবিতাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সবিতাদেব অংশে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। অদিতি নানারূপ কঠোর ব্রতাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কশ্যপ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অদিতিকে বলেন, "তুমি কি এই গর্ভ মারিত (নষ্ট) করিবে।" যথাসময়ে সেই গর্ভ প্রসূত হইলে অন্তরীক্ষ হইতেএক অশরীরিণী বাণী কশ্যপকে বলেন, "যেহেতু তুমি এই গর্ভকে মারিত বলিয়াছিলে তজ্জন্য তোমার পুত্রের নাম মার্ত্তণ্ড হইবে।" ব্রহ্মপু-৩২। মার্ক-১০৫। সূর্য্য দেখ। (৩) অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ আদিত্যের প্রত্যেকেই মার্ত্তণ্ড নামে কথিত হন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৪) ভগবান্ মার্ত্তণ্ড

আদিত্য পুরাণ বর্ণন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৯।

মার্ষ্টাপিঙ্গলি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

মালতিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মালতী—(১) মদ্ররাজ অশ্বপতির পত্নী ও সাবিত্রীর মাতা। মৎ-২০৮। দেবীভা-৯স্ক-২৬। (২) লক্ষ্মীর অংশ-ভূতা একনারী। বর্ব্বরী দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিনী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। (৪) মালব নামক বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এক বৈশ্যের পত্নী। তিনিও সাতিশয় বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন এবং মরণান্তে পতি-সহ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অদ্ভু-রামা-৫। লি-উত্ত-১। মালবী দেখ।

মালতীশ্বর—কাশীস্থিত মালতীশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করিলে প্রভূত কুঞ্জরাধিপতি নরপতি হওয়া যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮, ৯৭।

মালব—(১) জনৈক বিষ্ণুভক্ত বৈশ্য। মালতী দেখ। (২) মালব নামক ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি সিংহরাশি গত হইলে গোদাবরী তটে স্বীয় ভাগি-নেয়কে সুবর্ণ দান করেন এবং সেই পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২১৮।

মালবট—জনৈক যক্ষ। তাহারই সম্মুখে রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই অসুর তপস্যা করেন। বাম-১৭।

মালবী—মালব নামক বৈশ্যের পত্নী। তিনি পতির সহিত সর্ব্বদা বিষ্ণু-মন্দিরে প্রদীপ দান করিতেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহারা মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। লি-উত্ত-১। মালতী দেখ।

মালা—বৃষাকপি নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। বাম-৯১। কোশকার দেখ। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৩) জনৈক বিদ্যাধর। মলয়গন্ধিনী দেখ।

মালাকার—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে মালাকার, কুম্ভ-কার প্রভৃতি শিল্পীগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

মালাঢ্য—জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। রামহস্তে তিনি নিহত হন। ব্রহ্মপু-১৭৬।

মালাধর—(১) সিদ্ধেশ্বর নামক নরপতির পুত্র। তিনি সৌরাষ্ট্র দেশাধিপতি ভদ্রশ্রবা নামক রাজার কন্যা শ্যামবালাকে বিবাহ করেন। পদ্ম-স্বর্গ-৪২। পদ্ম-ব্রহ্ম-১১। শ্যাম-বালা দেখ। (২) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মালাবতী—(১) চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব-রাজের পঞ্চাশটি কন্যা (নারদরূপী) উপ-বর্হণকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে নানা-

বতী উপবর্হণের প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন। একদা ব্রহ্মাদি দেবগণ রম্ভার নৃত্যাদি দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে উপবর্হণ তথায় উপস্থিত হইয়া রম্ভার রূপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে উপবর্হণ প্রাণত্যাগ করিলে, মালাবতী অতিশয় শোক-সন্তপ্তা হইয়া দেবগণকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবগণ ভয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে মালাবতীর নিকট যাইতে পরামর্শ দিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণবেশে মালাবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কিন্তু মালাবতী স্বামীর পুনর্জীবন লাভ ব্যতীত অপর কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়াতে, বিষ্ণু উপবর্হণকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১২, ১৯। (২) কান্যকুব্জরাজ ভলন্দনের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭, ১২৪। কলাবতী দেখ। (৩) বিষ্ণুর অংশসম্ভূতা দক্ষ-সাবর্ণি নামক রাজার বংশে ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুইজন পরম বৈষ্ণব রাজা জন্মেন। লক্ষ্মীকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করিলে, কুশধ্বজ-পত্নী মালাবতী এক কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যা হইয়াই বেদধ্বনি করিতে করিতে গাত্রোত্থান করেন। তজ্জন্য ঐ কন্যার নাম হয় বেদবতী। এই বেদবতীই রাবণ কর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইয়া জন্মান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৬।

মালায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মালিকা—বিশ্রবা মুনির অন্যতম পুত্র। লি-৬৩। ত্রিশিরা দেখ।

মালিকাঢ্য—জনৈক রাক্ষস সেনানী। রাম তাহাকে বধ করেন। ব্রহ্মপু-১৭৬।

মালিনী—(১) গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের পত্নী। পদ্ম-উত্ত-৪৩। চিত্রসেন ও পুষ্পদন্তী দেখ। (২) পাণ্ডুবংশীয় শ্বেতকর্ণ নামক রাজার পত্নী। হরি-হরি-১৮৫। অজপার্শ্ব দেখ। (৩) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। ভদ্রমতি দেখ। (৪) গিরিরাজ-কন্যা পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহকালে মালিনী পুরস্কার প্রত্যাশায় মহাদেবের চরণ ধারণ করেন। তখন মহাদেব বলেন, "তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব। আমার চরণ ছাড়িয়া দাও।" মালিনী বলিল "আপনি আমার সখীকে স্বগোত্রীয় সৌভাগ্য দান করুন।" মহাদেব তাহাতে সম্মত হইলে মালিনী মহাদেবের পাদ পরিত্যাগ করে। বাম-৫৩। (৫) বরুণ-পুত্র পুষ্করের

কন্যা মালিনীকে অপ্সরা প্রম্লোচা রুচি নামক মুনিকে ভার্য্যার্থে প্রদান করেন। এই মালিনীর গর্ভে রৌচ্য মনু জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৯৮। (৬) সিংহলরাজ-দুহিতা পদ্মার অন্যতমা সখী। কল্কি-২য়-২। (৭) তিনি বিষ্ণুর শেষ অবতার কল্কির অগ্রজ সুমন্ত্রের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শাসন ও বেগ জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-২য়-৬। (৮) মালিনী অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

মালী—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের (রক্তাক্ষের) অন্যতম মন্ত্রী। সৌর-৪৯। (২) রাক্ষসপতি সুকেশের মাল্যবান, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মে। বসুদা নামে এক গন্ধর্ব্ব-কন্যা মালীর পত্নী ছিলেন। বসুদার গর্ভে মালীর অনল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা বিভীষণের অমাত্য ছিল। মালী প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া সমুদয় জগদ্বাসীর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু যুদ্ধে মালীকে বধ করিলে অন্যান্য ভ্রাতারা পলায়ন করেন। রামা-উত্ত-৪-৮। মাল্যবান্ দেখ। (৩) বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি। ভাগ-৬স্ক-১০। (৪) মালী নামক রাক্ষসের কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবা মুনি বিবাহ করেন। লি-৬৩। (৫) কোনও সময়ে সূর্য্যদেব মালী ও সুমালী নামক নামক মহাদেবের দুই ভক্তকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, শিব সূর্য্যকে শূল দ্বারা আঘাত করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যের পিতা মালী ও সুমালীকে "তোমাদের কুষ্ঠ রোগ হইবে" বলিয়া শাপ দেন। পরে মালী ও সুমালী পুষ্কর তীর্থে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। ব্রহ্মবৈ-গণে-১৪; কৃষ্ণ-৪৮। সূর্য্য দেখ।

মাল্য—রসাতল নিবাসী জনৈক রাক্ষস। ঘোর নামক দৈত্য তাঁহাদের পুরী অধিকার করেন। দেবীপু-৩।

মাল্যকেতু—জনৈক বিদ্যাধর। তিনি হরিস্বামী নামক ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে বিদ্যুন্মালী নামক রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হন। জন্মান্তরে তিনি মলয়কেতুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরিস্বামী-দুহিতাও জন্মান্তর লাভ করিয়া মাল্যবানের সহিত পরিণীতা হন। কলাবতী পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারবশতঃ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। মাল্যকেতু পত্নীর পরামর্শে কাশীধামে গমন করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সপত্নি মুক্তিলাভ করেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৩৩, ৩৪।

মাল্যবান্—রাক্ষসরাজ সুকেশের ঔরসে দেববতীর গর্ভে মাল্যবান্, মালী ও সুমালী নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা তিন সহোদর মরু-পর্ব্বতে যাইয়া ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহা-দিগকে বর প্রদান করিতে আসিলে, তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যে, "আমরা যেন পরস্পর অনুরক্ত, অজেয়, শত্রু-হন্তা, চিরজীবী ও প্রভুভাবাপন্ন হই।" ব্রহ্মা সেই বরই দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের জন্য লঙ্কা নগরী নির্ম্মাণ করিয়া দিলে তাঁহারা তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মাল্যবান্ নর্ম্মদা নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। সুন্দরীর গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিরূ-পাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত নামে সাত পুত্র এবং অনলা নামে এক কন্যা জন্মে। মাল্যবান্ ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত অতিশয় বলদর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব ও ঋষিগণ প্রতীকার প্রার্থনায় মহাদেবের পরা-মর্শে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া যুদ্ধে মাল্যবান্ ও সুমালীকে পরাস্ত করিলে তাঁহারা লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাতালে যাইয়া বাস করিতে লাগি-লেন। তখন কুবের লঙ্কার অধিপতি হন। রামা-উত্ত-৪-৯। মাল্যবান্ রাবণের মাতামহ ছিলেন। রাম সীতা উদ্ধারের জন্য বানর-সৈন্য-সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, মাল্যবান্ রাবণকে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ দেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। রামা-লঙ্কা ৩৫, ৩৬। অধ্যা-রামা-লঙ্কা-৫। (২) মাল্যবান্ রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বলাকা বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। মাল্যবানের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বাঁকা (বাকা—বায়ু-৬৯) বিশ্রবার পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। (৩) যাতুধনা (জন্তুধনা) নাম্নী এক পিশাচ-কন্যার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস হেতৃর পুত্র লঙ্কু। লঙ্কুর দুই পুত্র মাল্যবান্ ও সুমালী। বায়ু-৬৯। (৪) মহা-দেবের অন্যতম গণ। জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মাল্যবান্ জম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উত্ত-১২, ১৭। (৫) পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব্বের পুত্র মাল্যবান্ ও চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা পুষ্পদন্তী একবার ইন্দ্রের সভায় নৃত্য গীত করিবার জন্য উপস্থিত হন। তথায় মাল্যবান্ ও পুষ্পদন্তী পরস্পরের রূপমুগ্ধ হইয়া নৃত্য গীত ভুলিয়া যান। তাহাতে

ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র তাঁহাদিগকে "পিশাচ-দম্পতী হও" বলিয়া শাপ দেন। ঐ শাপ ফলে তাঁহারা মর্ত্ত্যে পিশাচ দম্পতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে মাঘ মাসের একাদশী তিথিতে দৈব-ক্রমে তাঁহারা আহার গ্রহণ না করিয়া নিদ্রা যান। সেই পুণ্য ফলে তাহা-দের পিশাচত্ব দূর হয় এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেবপুরে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩৯। (৬) বিধূম নামক গন্ধর্ব্বের মাল্যবান্, পুষ্প-দন্ত ও বলোৎকট নামক তিন জন অনুচর ছিল। বিধূম ব্রহ্ম-শাপে মর্ত্ত্যলোকে শতানীক নামক নরপতির পত্নী বিষ্ণুমতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে মাল্যবান্ প্রমুখ অনুচরত্রয়ও যথাক্রমে শতানীকের মন্ত্রী যুগন্ধরের পুত্র যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি বিপ্র-তীকের পুত্র রুমন্বান, এবং ভৃত্য বল্লভের পুত্র বসন্তক রূপে জন্ম লাভ করেন। পরে তাঁহারা সকলেই চক্র-তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (৭) ব্রহ্মা হস্তিনাথ তীর্থে মাল্যবান্ নামে পূজিত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬) দেখ।

মাষ—মাষ নামক ঋষিগণ পবমান সোম দেবতাদিগের সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।৮৬। ১-১০।

মাষশরাবি—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

মাহাচমস্য—মহাচমস্যের পুত্র মহর্ষি মাহাচমস্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তৈত্তিরেয়-১।৫।

মাহিকা—বিদিশা নগরী নিবাসী এক দরিদ্র ক্ষত্রিয়ের সুন্দরী কন্যা। মণিভদ্র নামে এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। মণিভদ্র মাহি-কার প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিত। পুষ্প নামক এক ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ মহাদেবের বরে রূপান্তর গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। ঐ ক্ষমতাবলে সে মণিভদ্রের রূপ ধারণ করিয়া মাহিকাসহ মণি-ভদ্রের সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিয়া মাহিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। স্কন্দ-নাগ-১৫৫-১৬০।

মাহিত্থ—কোনও সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য আথর্ব্বণ মন্ত্রে পরমেশ্বরী শোষণী নাম্নী বিদ্যার আরাধনা করেন। সেই শোষণী বিদ্যাবলে মহাত্মা অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর অগস্ত্য শোষণীকে বলেন—"তুমি আমার মাহিত্থ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শুভ-দায়ক স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়াছ, অত-এব পৃথিবীতে তুমি মাহিত্থ দেবী নামে প্রসিদ্ধা হইবে।" তৎপরে মাহিত্থ দেবী চমৎকারপুরে আবির্ভূতা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবসেনাপতি স্কন্দ যখন নিজ শক্তি

সাহায্যে শৈলসমূহ বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন, তখন মাহিষ্মী দেবীই নিজ শক্তিবলে ঐ শৈল সমুদয়কে নিশ্চল করেন। স্কন্দ-নাগ-৬০।

মাহিষক—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ সর্ব্বৌজস, মাহিষক ও পিঙ্গল নামক তিন অনুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মাহিষ্মত—চম্পাবতী নামক পুরীর অধিপতি। তাঁহার অন্যতম পুত্র লুম্পক। পদ্ম-উত্ত-৪০। লুম্পক দেখ।

মাহিষ্মতী—বিপ্রচিত্তি নামক দানবের অগ্রজা মাহিষ্মতী একদা মহিষরূপ ধারণ করিয়া অম্বর নামক এক ঋষিকে ভয় প্রদর্শন করে। তাহাতে অম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে শতবর্ষ কাল তাহাকে মহিষীরূপ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। ঐ অবস্থায় মাহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। বরা-৯৫।

মাহেন্দ্র—জনৈক দানব। পৃথিবীর নিম্নভাগে পাতালের প্রথমতলে তিনি বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

মাহেন্দ্রী—(১) পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে যে অর্দ্ধ-নারীনর-রূপধারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহার নারীঅংশ দ্বাপরে মাহেন্দ্রী প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিতা হইতেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (২) জনৈক মাতৃকা। মহী নামক দানব শঙ্কর কর্ত্তৃক নিহত হইলে অন্যান্য মাতৃকাগণসহ তিনি মহীদানবের মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮।

মাহেয়—কোনও সময়ে শিব, সতীর বিরহে কাতর হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কপাল হইতে একবিন্দু ঘাম ভূতলে পতিত হয়। সেই ঘর্ম্মবিন্দু হইতেই এক লোহিতবর্ণ কুমার আবির্ভূত হন। পৃথিবী মাতৃরূপে সেই কুমারকে স্নেহসহকারে লালন পালন করেন। সেই জন্য সেই লোহিতরূপধর কুমার মাহেয় (মহী কর্ত্তৃক পালিত) নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭।

মাহেশ্বরলিঙ্গ—সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে তর্ক হয়। কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া, তাঁহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। সহস্র বৎসর এইভাবে যুদ্ধ চলিবার পর, তাঁহাদের মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় মহালিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয় এবং তৎসঙ্গে এই আকাশবাণী হয়—"তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া এই মহালিঙ্গের অন্ত অনুসন্ধান কর। যে ইহার অন্তে যাইতে পারিবে সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৩৪। ব্রহ্মা (২৫) এবং ১১৯২ পৃষ্ঠায় (ছ ও জ) দেখ।

মাহেশ্বরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান

করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ। (২) দেবী শঙ্করীর এক নাম। (৩) জনৈক মাতৃকা। তিনি মহীদানবের মাংস ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮। মাহেন্দ্রী দেখ। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতম। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৫) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য বিভিন্ন দেবগণ হইতে বিভিন্ন মাতৃকা সৃষ্ট হয়। মাহেশ্বরী তাহাদের অন্যতমা। তিনি ক্রোধ হইতে উৎপন্না হন। বরা-২৭। বৈষ্ণবী দেখ। (৬) কাশীধামে মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিতা বৃষারূঢ়া দেবী মাহেশ্বরীকে অর্চনা করিলে ধর্ম্মসমৃদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৭) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা মহাশক্তি। ব্রাহ্মী দেখ। (৮) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। (৮) দেবী দুর্গার পার্শ্ববর্ত্তিনী অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০। (৯) বৃষারূঢ়া ত্রিনেত্রা শূলধারিণী মাহেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলে অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়। দেবীপু-৯১। (১০) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মাহেশ্বরীসমুৎপন্না—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মাহেশী—(১) দেবী শঙ্করীর শরীরোৎপন্না অন্যতমা কুলদেবতা। ভট্টারিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করীর এক নাম। তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্না, মহান্তে অর্থাৎ মৃত্যুকালে সকলে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে এবং তাঁহার শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, এই জন্য তিনি মাহেশী নামে কথিতা হন। দেবীপু-৩৭।

মিত—উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। মরুদ্গণ দেখ।

মিতধ্বজ—জনক বংশীয় ধর্ম্মধ্বজের পুত্র। তাঁহার পুত্র খাণ্ডিক্য। ভাগ-৯স্ক-১৩। ধর্ম্মধ্বজ দেখ। মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য-জনক। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৬।

মিতা—খড়্গামুণ্ড-ধারিণী বরাভয়-দাত্রী কালিকাদেবীর খড়্গাধারিণী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা অন্যতমা বিদ্যা। তন্ত্র-৮১২পৃঃ। মাত্রা দেখ।

মিত্র—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। বিষ্ণু-১ম-১৫। হরি-হরি-৩, ১৯৬, ২৩১। অগ্নি-১৯। কূর্ম্ম-পূ-১৬। মৎ-৬, ১৭১। সৌর-২৮। কালিকা-৩৪। পদ্ম-উত্ত-৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। লি-৫৫, ৬৩। গরু-পূ-৬, ১৭। ভাগ-৬স্ক-৬। দেবীপু-৪৬। বায়ু-৬৬। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৫, ১৯১। মহাভা-শান্তি-২০৮; অনু-১৫০; আদি-৬৫, ১২৩। খাণ্ডব দহনকালে মিত্র ইন্দ্রের সহকারী হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহাভা-আদি-২২৭। তিনি দেব-

রাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭। (২) অন্যতম বৈদিক দেবতা। তিনি ও বরুণদেব অনেকস্থলে একত্র মিত্রা-বরুণ নামে স্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই অদিতির পুত্র। ঋক্-১।৮৯।৩, ১।১৩৬। মিত্রাবরুণ দেখ। (৩) স্বর্গের দেবতা এই মিত্র ও বরুণদেবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৬৬। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ দেখ। (৪) মিত্রের পত্নীর নাম রেবতী। তাঁহার গর্ভে অরিষ্ট, উৎসর্গ ও পিপ্পল জন্ম-গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৫) সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রহেতি নামক অসুরের সহিত মিত্রদেবের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৬) বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী উর্জ্জার গর্ভে চিত্রকেতু, মিত্র প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। চিত্রকেতু ও বশিষ্ঠ দেখ। (৭) ধর্ম্ম হইতে দক্ষকন্যা মরুত্বতীর গর্ভে অগ্নি, চক্ষু, মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। মৎ-১৭১। চক্ষু ও মরুদ্-গণ দেখ। (৮) নকুলীশ নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। লি-৬৩। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-পূ-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (৯) জনৈক হৈহয় বংশীয় রাজা। তাঁহার পুত্র সুমিত্র। মহাভা-শান্তি-১২৬। (১০) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অব-রোহণ দ্বারা সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই রথে জ্যৈষ্ঠমাসে মিত্র (আদিত্য), অত্রি (ঋষি), তক্ষক (সর্প), পৌরুষেয় (রাক্ষস), মেনকা (অপ্সরা), হাহা (গন্ধর্ব্ব) ও রথ-স্বন্ (যক্ষ) বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। শিশুমার দেখ। (১১) মিত্র-দেব চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (১২) মিত্র দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের অন্যতম। বহ্নি দেখ। (১৩) যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। পুণ্যজনী দেখ। (১৪) শ্রীকৃষ্ণের মদিরা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মিত্র প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৪। ভাগ-৯স্ক-২৪। উপচিত্রা দেখ। (১৫) অংশ, মিত্র, প্রভৃতি নামে খ্যাত দ্বাদশ আদিত্য পরমাত্মা সূর্য্যেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। মিত্র নামক অন্যতম মূর্ত্তি বায়ু আহার করিয়া নিরন্তর তপস্যা করি-তেছেন এবং মৈত্র নেত্রে অবলোকন করিয়া ভক্তগণকে বিবিধ বর প্রদান করিতেছেন। এই মূর্ত্তি এইভাবে জগতের হিতার্থে নিযুক্ত রহিয়াছেন.

বলিয়া, মিত্র নামে কথিত হন। মিত্র নামক আদিত্য মার্গশীর্ষ মাসে জগতকে তাপ দান করেন। মিত্র এক সহস্র রশ্মিদ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। ব্রহ্মপু-৩০, ৩১। (১৬) জনৈক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ। তাঁহার পুত্র সূর্য্যোপাসক চিত্র। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৯।

মিত্রক—নকুলীশ নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের শিষ্য। মিত্র (৮) দেখ।

মিত্রকেশী—জনৈক অপ্সরা। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে অন্যান্য অপ্সরাগণসহ আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

মিত্রকৃৎ—ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ।

মিত্রজ্যোতি—নরপতি মরুত্তের জামাতা। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞ মোক্ষদর্শী কতিপয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলে যতি-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বায়ু-৯৩।

মিত্রদেব—ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ।

মিত্রদেবী—যদুবংশীয় দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। দেবক ও বসুদেব দেখ।

মিত্রনন্দন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির পত্নী গান্ধারীর গর্ভে মিত্রনন্দন ও সুমিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে। লি-৬৯। মৎ-৪৫। বায়ু-৯৬। বৃষ্ণি দেখ।

মিত্রনেত্রা—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

মিত্রবতী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব প্রভৃতি কতিপয় পুত্র এবং মিত্রবতী নামে এক কন্যা জন্মে। জাম্ববতী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মিত্রবরুণ—মিত্রাবরুণ দেখ।

মিত্রবান্—ঋতসাবর্ণি মনুর অধিকারকালে দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দ্ মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা, ইহারা মনু-পুত্র ছিলেন। বায়ু-১০০। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মিত্রবিন্দার গর্ভে মিত্রবান্ ও মিত্রবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৪৭। (৩) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। জাম্ববতী দেখ। (৪) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ। (৫) দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা, ইহাঁরা দক্ষপুত্র (দ্বাদশ) মনুর পুত্র। গরু-পূ-৮৭। (৬) দেবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ মিত্রবান্ নামক অজাপালের নিকট গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে। পদ্ম-উত্ত-৭৬।

মিত্রবাহু—গরু-পূ-৮৭। মিত্রবান্ দেখ।

মিত্রবাহু—(১) দ্বাদশমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ। (২) নাগ্নজিতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৭। শ্রীকৃষ্ণ ও নাগ্নজিতী দেখ। (৩) ঋতসাবর্ণি মনুর অধিকারকালে অন্যতম মনু-পুত্র। মিত্রবান্ দেখ। (৪) দক্ষতনয় দ্বাদশ মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। মিত্রবান্ দেখ। (৫) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। জাম্ববতীদেখ।

মিত্রবিনায়ক—সিদ্ধিদাতা গণেশের অন্যতম নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মিত্রবিন্দ—জাম্ববতী, মিত্রবান্ (২) ও (৫) দেখ।

মিত্রবিন্দা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ ও মিত্রবান্ দেখ।

মিত্রবিন্দু—ঋতসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে তিনি অন্যতম মনুপুত্র ছিলেন। মিত্রবান্ দেখ।

মিত্রভানু—অন্যতম রাজর্ষি। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

মিত্রয়ু—(১) নৃপতি দিবোদাসের পুত্র। তাঁহার অপর নাম মৈত্রায়ণ। মিত্রয়ুর পুত্র মৈত্রেয়। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। দিবোদাস দেখ। (২) মিত্রয়ুর পুত্র চ্যবন। বিষ্ণু-৫র্থ-১৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। গরু-পূ-১৪৪। (৩) বেদ-ব্যাসের অন্যতম শিষ্য রোমহর্ষণ। রোমহর্ষণের ছয়জন প্রধান শিষ্যের অন্যতম মিত্রয়ু। বিষ্ণু-৩য়-৬। বায়ু-৬১। অকৃতব্রণ দেখ।

মিত্রসহ—(১) সগরবংশীয় সুদাস নৃপতির পুত্র। তিনি সৌদাস ও কল্মাষপাদ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একদিন বনে মৃগয়া করিতে যাইয়া দুইটি ব্যাঘ্র দেখিতে পান। তিনি ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটিকে বধ করেন। মরণকালে ঐ ব্যাঘ্র এক ভীষণাকার রাক্ষসের রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয় ব্যাঘ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইল। কিছুদিন পরে মিত্রসহ এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ঐ ব্যাঘ্র পাচক-রূপ ধারণ করিয়া আসে এবং ছলনা করিয়া বশিষ্ঠ ঋষিকে নরমাংস পরি-বেশন করে। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। কল্মাষ-পাদ দেখ। ভাগ-৯স্ক-৯। অশ্মক ও মদয়ন্তী দেখ। (২) মিত্রসহ অরণ্যে ক্রূরবুদ্ধি ও ক্রূরাক্ষ নামে রাক্ষসদ্বয়কে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-৫৩। (৩) মিত্র-সহ নরপতি সাভ্রমতী নদীতে স্নান করিয়া বশিষ্ঠের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৬।

মিত্রসেন—মিত্রবান্ দেখ।

মিত্রহা—(১) মিত্রবান্ দেখ। (২) মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। বরা-৯৪।

মিত্রা—মহর্ষি বকের জননী। বক দেখ।

মিত্রাতিথি—ত্রসদস্যুর পিতা। ঋক্ ১০।৩৩।৭।

মিত্রাবরুণ—(১) মিত্র ও বরুণ নামক দেবদ্বয় অধিকাংশ পুরাণেই একত্রে মিত্রাবরুণ নামে উল্লিখিত হন। ঋগ্বেদে মিত্র ও বরুণ পৃথক ভাবেও উল্লিখিত আছেন। মিত্রা-বরুণ হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র হইতে বশিষ্ঠ ও বরুণ হইতে অগস্ত্য জন্মলাভ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১১। মিত্রাবরুণ অথবা (মিত্র এবং বরুণ) দ্বাদশ আদিত্যের অন্য-তম। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও মিত্র দেখ। (২) প্রজাপতি মনু, পুত্র কামনায় যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে মিত্রাবরুণের অংশে ইলা নামে এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১। বায়ু-৮৫। শিব-ধর্ম্ম-৬০। ইলা দেখ। (৩) কাশীস্থিত মিত্রা-বরুণ নামক শিবলিঙ্গদ্বয়ের অর্চ্চনা করিলে তাঁহাদের লোকে যাওয়া যায় স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৯৭।

মিত্রবিন্দা—মিত্রবিন্দা গঙ্গার অংশ-ভূতা ছিলেন। গর্গ-গোল-৩।

মিথি—(১) নিমির পুত্র মিথি। মথ্যমান অরণী হইতে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তিনি এই নামে পরিচিত হন। এই মিথিই ঐরূপে জন্ম-নিবন্ধন জনক নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারই নামানুসারে মিথিলা নামে নগরী হইয়াছে। বায়ু-৮৯। (২) বশিষ্ঠের শাপে নিমি দেহত্যাগ করিলে মুনিগণ অরাজকতাভয়ে অরণীতে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। জনকের (পিতার) দেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া, তাঁহার এক নাম হয় জনক। ঐ সন্তা-নের পিতা (নিমি) বিদেহ হইয়া-ছিলেন বলিয়া, তাঁহার অপর নাম হয় বৈদেহ। মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া, তাঁহার অপর আরও একটি নাম হয় মিথি। মিথির তনয় নন্দি-বর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ম। (৩) নিমির পুত্র মিথি। মিথির তনয় জনক। জনকের আত্মজ উদাবসু। রামা-আদি-৭১। (৩) রাজা মিথি ধর্ম্মা-নুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি রাজস্বের কোনও অংশ নিজ কার্য্যে ব্যয় করিতেন না। রাজকার্য্যের জন্য নিয়োজিত কোনও ব্যক্তিকে, নিজ কার্য্যের জন্য আদেশ দিতেন না। তাঁহার মহিষী রূপবতী এজন্য তাঁহাকে অনুযোগ দিতেন। একবার মিথি নিজ পত্নীকে লইয়া, নিজেদের ব্যব-হারোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য, স্বহস্তে ক্ষেত্র শোধন করেন। বরা-২০৮। রূপবতী দেখ।

মিথিল—মিথি নামক নরপতিরই নামান্তর।

মিথু—আর্ষ্টিসেন নামক নরপতি

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। তখন মিথু নামক দৈত্য তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া, রাজাকে রসাতলে লইয়া যায়। রাজার পুরোহিত-পুত্র দেবাপি আরাধনায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া শিবের-অনুচর নন্দির সাহায্যে আর্ষ্টিসেনকে উদ্ধার করেন। ব্রহ্মপু-১২৭।

মিথুন—প্রজাপতি-তনয় চিতি ও মিথুন কোনও সময়ে সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করেন। তাহাতে চিন্তার উদয় হয় এবং তদবধি ঐ কল্পের নাম হয় চিন্তক। ব্রহ্মা-২০।

মিথ্যা—(১) অধর্ম্মের পত্নীর নাম মিথ্যা। তাঁহার চক্ষু দুইটি মার্জ্জারের চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। মিথ্যার গর্ভে দম্ভ জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-১ম-১। ভাগ-৪স্ক-৮। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। অধর্ম্ম ও দম্ভ দেখ।

মিশ্রকেশী—(১) দক্ষ-কন্যা কপিলার গর্ভে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (৩) অন্যান্য অপ্সরাদিগের ন্যায় অপ্সরা মিশ্রকেশী কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া নৃত্য গীতাদি করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (৪) অম্বরা, অলম্বুষা, অদ্রিকা, আশী, কমলা, তিলোত্তমা, দ্বারবত্যা, পর্ণিনী, পুত্রিকা, পুণ্ডরিকা, পূর্ণিতা, প্রিয়-মুখ্যা, বাপী, বিদ্যুৎবর্ণা, মনোরমা, মারিচী, মিশ্রকেশী, রম্ভা, লক্ষণা, সুরোত্তমা, সুবরা, সুবাহু, সুপ্রতিষ্ঠিতা, সুগন্ধা, সুদন্তা, সুরসা, সুবৃত্তা, সুভুজা, শারদ্বতী, হংসপাদা ও হেমা ইহারা লৌকিকী অপ্সরা নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। (৫) অলম্বুষা, অসিতা, কাশ্যা. ক্ষেমা, তিলোত্তমা, পুণ্ডরীকা, প্রমাথিনী, মনোরমা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, লক্ষণা, সুরূপা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুবসা ও শারদ্বতী ইহারা মৌনেয় অপ্সরা নামে খ্যাত। হরি-হরি-২১৮। (৬) বিশ্বাচী প্রম্লোচা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য গীত করিতেন। মৎ-১৬১। পদ্ম-সৃ-৪৫। (৭) উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচি, পঞ্চচূড়া, প্রভৃতি অপ্সরাগণ দেবতাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। অন্যান্য দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব-গণের নামের সহিত যদি এই সকল অপ্সরাদের নাম সায়ং সন্ধ্যা পাঠ করা যায়. তাহা হইলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভ-অনু-১৬৫। (৮) অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, প্রভৃতি অপ্সরাগণ প্রধার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রধা দেখ। (৯)স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রহেতার কন্যা মিশ্রকেশীকে দুর্জ্জয় নামক দৈত্যরাজ বিবাহ করেন। মিশ্রকেশীর

গর্ভে সুদর্শন নামে পুত্র জন্মে। বরা-১০।

মিশ্রী—বলদেব যোগবলে তনুত্যাগ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলে যে মহাকায় সর্প তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রতীরাভিমুখে গমন করে তাহাকে কর্কোটক, বাসুকী, তক্ষক, পৃথুশ্রবাঃ, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজাঃ, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ, অম্বরীষ, প্রভৃতি নাগগণ প্রত্যুদগমন করিয়া অর্চ্চনা করে। মহাভা-মৌষল-৪।

মিহির—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

মীঠা—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা অন্যতমা মাতৃকা ভট্টারিকা দেখ।

মীঢ্বান—মনুবংশীয় ঋক্ষের তনয়। তাঁহার পুত্র পূর্ণ। পূর্ণের পুত্র ইন্দ্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২।

মীঢ় ষ—দেবরাজ ইন্দ্রের তিন পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়ুষ। ভাগ-৬স্ক-১৮।

মীন—(১) কাশীরাজ দেবসেনের অন্যতম পুত্র। কালি-৮৯। দেবসেন দেখ। (২) অন্যতম রুদ্র। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

মীনকেতন—কামদেবের এক নাম। কামদেবের অংশে জন্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নও মীনকেতন বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। গর্গ-বিশ্ব-১৭।

মীনরথ—জনকবংশীয় অনেনার পুত্র তৎপুত্র সত্যরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

মীল্হুষী—মরুদগণের মাতা রোদসীর নামান্তর। ঋক্-৫।৫৬।৯।

মুক—হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও হ্রাদের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

মুকুটা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুকুটেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। সৌম্যস্থান হইতে মুকুটেশ্বর কাশীতে আসিয়া বক্রতুণ্ড নামক গণাধ্যক্ষের নিকট অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মুকুটেশ্বরী—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা জনৈক মাতৃকা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করী কোট-তীর্থে মুকুটেশ্বরী নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী মর্কট তীর্থে মুকুটেশ্বরী নামে পরিচিতা। মৎ-১৩। (৪) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুকুন্দ—(১) অযোধ্যা নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। পদ্ম-উত্ত-২০৯। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে বিধাতা মুকুন্দ (কুমুদ), কুন্দ ও

কুসুম নামে তিনজন অনুচরকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। (৪) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জন-শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৮পৃঃ।

মুকুল—অজমীঢ় বংশীয় বাহ্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। মুকুলের মৌকল্য নামে কতিপয় ক্ষেত্রজ দ্বিজপুত্র জন্মে। তদ্ভিন্ন মুকুলের পঞ্চাশ্ব নামে আর এক পুত্রও ছিল। অগ্নি-২৭৮। কৃমিল দেখ।

মুক্ত—(১) ভৌত্যমনুর অধিকার কালে তিনি অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। ভৌত্য (মনু) দেখ। গরু-পূ-৮৭। (২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-৭। অবশ দেখ।

মুক্তকেশী—দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

মুক্ততেজা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১১৭। শিব দেখ।

মুক্তি—(১) রথন্তর কল্পে মুক্তি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক ব্যাধ তাঁহার বল্কলের লোভে তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। মুক্তি নারায়ণের আরাধনা করিয়া ব্যাধের হস্ত হইতে রক্ষা পান। স্কন্দ-আব-চতু-২৫। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মুক্তিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মুক্তিদা—ভক্তিদা দেখ।

মুক্তীশ্বর—মুক্তি নামক ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। মুক্তি দেখ।

মুখকর্ণী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুখপ্রক্ষেশ্বর—কাশীধামে মঙ্গলা-গৌরীর সমীপে মুখপ্রক্ষেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মুখবাদ্যকারী—শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মুখমণ্ডিতা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মুখযোধী—কালনেমী দানবের অনু-চর অন্যতম দানব। মৎ-১৭৭।

মুখসেবক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি জন-মেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

মুখেবিলা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মুখ্য—(১) সাবর্ণি মনুর বংশে সুতপা, অমৃতাভ, মুখ্য প্রভৃতি অসুর-গণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের প্রত্যেকের

গণে কুড়িজন করিয়া অসুর ছিল। গরু-পু-৮৭। অষ্টমমনুর (সাবর্ণি) অধিকার কালে দেবতাদের সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য নামে তিনটি গণ ছিল। ঐ প্রত্যেক গণে একুশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

মুঙ্গ—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। উপমঙ্গু, অক্রূর ও শ্বফল্ক দেখ।

মুচি—জম্ভাসুরের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-৬৫।

মুচুকুন্দ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে মুচুকুন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬০। দেবীভা-৪স্ক-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। ব্রহ্মপু-৭। লি-৬৫। মান্ধাতা দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসুরদিগকে পরাজয় করাতে দেবগণ তাঁহাকে নিদ্রারূপ বর দিয়াছিলেন। সেই বরের ফলে কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই ভস্মীভূত হইবে এই বিধান ছিল। নারদ-মুখে শ্রীকৃষ্ণ ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কালযবন যখন কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া দ্বারবতী পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে মুচুকুন্দ যে গুহায় নিদ্রিত ছিলেন, সেই গুহায় আশ্রয় লয়েন। কালযবনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইখানে উপস্থিত হইয়া মুচুকুন্দকে নিদ্রিত দেখিতে পান এবং পদাঘাতে তাঁহাকে জাগরিত করেন। মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া সম্মুখে কাল-যবনকে দেখিতে পান। দেবগণের বর প্রভাবে কালযবন তখনই ভস্মীভূত হন। হরি-হরি-১১৪। ভাগ-১০স্ক-৫০, ৫১। ব্রহ্মপু-২৭৬। বিষ্ণু-৫ম-২০, ২৪। পদ্ম-উত্ত-২৪৬। গর্গ-দ্বা-২। বৃহন্না-উত্ত-১৭। দেবীভা-৪স্ক-২৪। (৩) মুচুকুন্দ একবার সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া কুবেরকে আক্রমণ করেন। প্রথমে তিনি কুবেরের নিকট পরাস্ত হন। পরে তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বশিষ্ঠের পরামর্শমত কার্য্য করিয়া জয় লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-৭৪। (৪) ভগীরথ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, পুরূ-রবা, ভরত প্রভৃতি নৃপতিগণ বিধিমতে গো-দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনু-৭৬। (৫) মুচুকুন্দ অন্য-তম রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (৬) ব্রহ্মার অধর্ম্ম নিবারণ অসি, পরম্পরায় রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের হস্তগত হয়। ভরত তাহা ঐলবিলকে দেন। ঐল-বিলের নিকট হইতে ধুন্ধুমার তাহা প্রাপ্ত হইয়া মুচুকুন্দকে দেন। মহাভা-শান্তি-১৬৫। মরুত্ত দেখ। (৭) অম্বরীষ, গয়, আয়ু, কার্ত্তবীর্য্য, অনু-রুদ্ধ, মুচুকুন্দ, ক্ষুপ, প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিকমাস, কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসা-

হার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনু-১১৫। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় হর্য্যশ্বের পুত্র যদু। যদুর মাধব, পদ্মবর্ণ, মুচুকুন্দ, সারস ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের মধ্যে মাহিষ্মতী নামে এক নগরী স্থাপন করেন। হরি-হরি-৯৪। (৯) প্রাচীন কালে মুচুকুন্দ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। যম, বরুণ, কুবের ও বিভীষণের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। চন্দ্রভাগা নদী তাঁহার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে। পদ্ম-উত্ত-৬০। শোভনা দেখ। (১০) পাতালের সর্ব্বনিম্নতলে দৈত্যপতি বলির আবাস স্থান। তথায় মুচুকুন্দ নামক দৈত্যের পুরীও অবস্থিত। বায়ু-৮৮। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (১১) মুচুকুন্দ রাজার নামে খ্যাত তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বদা যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৮৩।

মুচুকুন্দেশ্বর—কাশীধামে প্রিয়ব্রতেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের দক্ষিণপার্শ্বে মুচুকুন্দেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মুঞ্জ—(১) পৃথিবীর নিম্নভাগে চতুর্থতলে মুঞ্জ-প্রভৃতি রাক্ষসগণ বাস করিতেন। বায়ু-৫। বৃকবক্ত্র দেখ। (২) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-বন-২৬।

মুঞ্জকেতু—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-সভা-৪।

মুঞ্জকেশ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। (২) নিচন্দ্র নামক দানব দ্বাপরে মুঞ্জকেশ নামক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মহর্ষি সৈন্ধব স্বীয় গুরু শৌনকের নিকট হইতে যে সংহিতা লাভ করেন, তাহা তিনি নিজ শিষ্য মুঞ্জকেশকে শিক্ষা দেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। বিষ্ণু-৩য়-৬। শৌনক ও পথ্য দেখ।

মুঞ্জকেশিনী—অন্যতমা অপ্সরা। বরা-৯২।

মুঞ্জঘোষা—জনৈক অপ্সরা। সে মেধাবী নামক মুনির তপস্যা নষ্ট করে। পদ্ম-উত্ত-৮, ৪৬।

মুঞ্জিকস্থলা—জনৈক অপ্সরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মুণ্ড—(১) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড। দেবী পার্ব্বতীর অংশভূতা কৌশিকী তাঁহাদিগকে বধ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। দেবীভা-৪স্ক-১৫; ৫স্ক-২৩, ২৪, ২৫, ২৬; ১০স্ক-১২। বাম-৫৬। (২) জালন্ধর দৈত্যের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড। পদ্ম-উত্ত-১৬, ১৮। (৩) চণ্ড ও মুণ্ড

নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয় নর্ম্মদা-তীরে সূর্য্যের আরাধনা করেন। তাঁহাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া সূর্য্যদেব বর দিতে আসিলে, তাঁহারা বলেন,"আমরা যেন সর্ব্বরোগহর ও সর্ব্বদেবের অজেয় হই।" সূর্য্যদেব সেই বর দিলে পর তাঁহারা সেই নর্ম্মদাতীরে ভাস্কর দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯১। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। ব্রহ্মপু-৪০। (৫) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়না দেখ।

মুণ্ডন—(১) রাবণের অন্যতম পুত্র। রামা-১৯। (২) কাশীধামে বরণা নদীর দক্ষিণকূলে সর্ব্ব-বিপদ-নাশক তুণ্ডণ ও মুণ্ডণ নামক দুই শিবানুচর উপস্থিত থাকিয়া, ক্ষেত্রের রক্ষা করিতেছেন। ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় বিঘ্ন নিবারণার্থ তাঁহাদিগকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। তত্রস্থ তুণ্ডনেশ্বর ও মুণ্ডনেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয়কে দর্শন করিলে পরম শান্তি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

মুণ্ডবিনায়ক—কাশীস্থিত মুণ্ডবিনায়কের মূর্ত্তি ভক্তগণের অবশ্য দ্রষ্টব্য। মুণ্ডবিনায়কের দেহ পাতালে এবং মুণ্ড কাশীতে অবস্থিত। তজ্জন্যই তাঁহার এই নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মুণ্ডবেদাঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জন্মেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) একজন রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মুণ্ডার্দ্ধমুণ্ড—মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩৫।

মুণ্ডাম্বরেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মুণ্ডি—জনৈক দানব। ত্রিপুর দানবের পুরী ধ্বংস হইবার সময়ে তাহার গৃহও ভস্মীভূত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

মুণ্ডিরভাস্কর—ভাস্কর তীর্থে মুণ্ডির, কালপ্রিয় এবং মূলস্থান নামে তিন ভাস্কর অবস্থিত। স্কন্দ-নাগ-৭৬।

মুণ্ডী—মহাদেবের জনৈক গণাধ্যক্ষ। সৌর-৩৫।

মুণ্ডীশ—অন্যতম শিবাবতার যোগাচার্য্য। তাঁহার কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, প্রবাহক ও উলূক নামে চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উত্ত-১০। উগ্র, মুণ্ডীশ্বর ও শিব দেখ।

মুণ্ডীশ্বর—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মহাদেব, কোটাবর্ষ নগরে মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হইবেন। তখন তাঁহার ছগল, কুম্ভ, কুম্ভকর্ণস্থ (কুম্ভকাদশ্য—বায়ু-২৩) ও প্রবাহক নামে চারিপুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪।

মুদাবতী—বিদূরথ নামক রাজার কন্যা কুজৃম্ভ নামক (নামান্তর—উগ্র) দৈত্য মুদাবতীকে হরণ করে। মার্ক-১১৬। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩। বিদূরথ দেখ।

মুদিতমানসা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মুদ্গগ্রীব—কুণ্ডজঠর দেখ।

মুদ্গর—(১) নাগরাজ বাসুকীর বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মুদ্গরপিণ্ডক—দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

মুদ্গরধারী—মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩৫।

মুদ্গল—(১) ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৫০। কপিল দেখ। (২) বাহ্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩২। বাহ্যাশ্ব দেখ। (৩) অঙ্গিরাবংশীয় এক জন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ। (৪) মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৬। বায়ু-৬০। ব্রহ্মা-৬৬। (৫) অঙ্গিরাবংশ অন্বয়, মুদ্গল প্রভৃতি পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। বায়ু-৬৫। বিষ্ণুবৃদ্ধ দেখ। (৬) অত্রিপুত্র মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৭০। বলারক দেখ। (৭) পুরুবংশীয় পুরুজানুর পুত্র রিক্ষ। রিক্ষের অন্যতম পুত্র মুদ্গল। বায়ু-৯৯। রিক্ষ দেখ। (৮) অজমীঢ়-বংশীয় ভর্ম্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। মুদ্গলের পুত্র দিবোদাস। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৯) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। গালব দেখ। (১০) মহর্ষি বেদমিত্রের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৪। গালব দেখ। (১১) অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। মৎস্যদগ্ধ দেখ। (১২) অজমীঢ়-বংশীয় হর্য্যশ্বের অন্যতম পুত্র মুদ্গল। এই মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ কোনও কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া, মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। হর্য্যশ্ব দেখ। (১৩) মহর্ষি মুদ্গলের কোশকার নামে এক পুত্র ছিল। বাম-৯২। কোশকার দেখ। (১৪) অজমীঢ়বংশীয় অর্কের পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের সৃঞ্জয়, মুদ্গল প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ছিল। গরু-পূ-১৪৪। হর্য্যশ্ব দেখ। (১৫) মহর্ষি মুদ্গল দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ফুল্লগ্রামে এক যজ্ঞ করেন। নারায়ণ ঐ যজ্ঞের হবিঃ ভোজন করিবার জন্য লক্ষ্মীসহ তথায় উপস্থিত হন এবং হবিঃ পান করিয়া অতিশয় তুষ্ট হন। অতঃপর বিষ্ণু মুদ্গলকে, বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মুদ্গল বলিলেন,—"আমি প্রতিদিন দুইবেলা এইস্থানে যজ্ঞাগ্নিতে দুগ্ধধারা হোম করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করুন।" তখন নারায়ণ সুরভীকে ডাকিয়া বলি-

লেন,—"আমার এই ভক্ত প্রতিদিন এইখানে দুধ দিয়া হোম করিবেন। সেজন্য আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি প্রতিদিন এখানে আসিয়া তোমার দুগ্ধধারা এই সরোবর পূর্ণ করিবে।" সেই হইতে মুদ্গল প্রত্যহ দুগ্ধধারা নারায়ণের হোম করিতেন। এইভাবে বহুবর্ষ অতীত হইলে, তিনি মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৭। (১৬) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের অন্যতর প্রবর। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ। (১৭) কোনও সময়ে মহর্ষি মুদ্গল অর্ব্বুদ-পর্ব্বতে নিজ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রের নিকট হইতে এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—"দেবরাজ আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।" মুদ্গল বলিলেন,—"আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক নহি। আমি মর্ত্ত্যে থাকিয়াই মহেশ্বরের আরাধনা করিব।" তখন দেবদূত মুদ্গলের নিকট নানারূপে স্বর্গের মাহাত্ম্য ও শোভা বর্ণনা করিল। কিন্তু তাহাতেও মুদ্গল স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তখন দূত স্বর্গে প্রত্যাগমন করিয়া সকল বিষয় ইন্দ্রের গোচর করিল। দূত একেলা ফিরিয়া আসাতে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুদ্গলকে যেমন করিয়াই হউক লইয়া আসিবার জন্য পুনরায় দূতকে আদেশ দিলেন। ইন্দ্রাদেশে দূত পুনরায় মুদ্গলের সমীপে গমন করিলে মহর্ষি মুদ্গল তপঃপ্রভাবে তাহার গতি স্তম্ভিত করিলেন। এদিকে দেবরাজ দূতের বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ংই অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং মহর্ষি মুদ্গলের আশ্রমের নিকট আসিয়া দূতকে স্তম্ভিত দেখিলেন। তখন পুরন্দর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মুদ্গলকে বধ করিবার জন্য বজ্র লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহর্ষি মুদ্গল কেবল দৃষ্টিপাত করিয়াই বজ্রধারী ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া মুদ্গলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মুদ্গল ঋষি পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কালক্রমে মোক্ষলাভ করিলেন। স্কন্দ-আব-অর্ব্বু-৩৫। (১৮) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শালবতী নামক পত্নীর গর্ভে অষ্টক, মুদ্গল প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-১০। বিশ্বামিত্র দেখ।

মুদ্রা—(১) মাত্রা দেখ। তন্ত্র-৮১২পৃঃ। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মুনয়—অজিতার গর্ভজাত অজিত দেবতা নামে খ্যাত রুচির দ্বাদশজন পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৬৭। অজিতা দেখ।

মুনি—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা।

দক্ষ ও কশ্যপ দেখ। (২) অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি মৌনেয় অপ্সরাগণ মুনির গর্ভে জন্মেন। গরুড়-পু-৬; অগ্নি-১৯। ব্রহ্মপু-৩; হরি-হরি-২১। মিশ্রকেশী দেখ। (৩) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১০৪। (৪) মুনির গর্ভে শুক্র নামে কশ্যপের এক পুত্র জন্মে। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দানবদিগের পুরোহিত ছিলেন। কালিকা-৩৪। (৫) দক্ষ-কন্যা মুনির গর্ভে ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্র-রথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ এই কয় পুত্র জন্মে। তাঁহাদের কেহ কেহ দেবতা এবং কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান। দ্যুতিমানের অন্ধকারক, উষ্ণ, কুশল, দুন্দুভি, পাবন, মনোনুগ ও মুনি নামে সাত পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-৩৪। ব্রহ্মপুরাণে (২০অঃ) কুশল ও মনোনুগ নামদ্বয়ের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে কুশগ ও মন্দগ নাম পাওয়া যায়। অন্ধকারক, উষ্ণ, পীবর অর্থকারক ও দ্যুতিমান দেখ। (৭) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পু-৫২। শিব দেখ। (৮) অষ্টবসুর অন্যতম আপের এক পুত্র। অগ্নি-১৮। আপ দেখ। (৯) রৈবত-মন্বন্তরে মুনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। পর্জ্জন্য, রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১০) বরুণের এক পুত্র চৈত্য; চৈত্যের ঘৃণি ও মুনি নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৪। চৈত্য দেখ। (১১) জনক বংশীয় সুদ্যুম্নের পুত্র মুনি। তৎপুত্র উর্জ্জবহ। বায়ু-৮৯। (১২) সাবর্ণি মনুর অধিকার-কালে অমিতাভ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (১৩) ব্রহ্মপুত্র মনুর অন্যতম তনয় অহঃ। অহের জ্যোতি, শান্ত, শম ও মুনি নামে চারি পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৬। (১৪) রাজা কুরুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। (১৫) বিশ্বদেব-গণের অন্যতম। মৎ-২০৩। করজ দেখ। (১৬) অজ নামক পিশাচের কন্যা ব্রহ্মধনার গর্ভে যজ্ঞ, যজ্ঞহা, পিতা, মুনি, ক্ষেম, ব্রহ্মা, পাপ, স্বাকোটক, কলি ও সর্প নামে দশ পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

মুনিক—প্রদ্যোত দেখ।

মুনিবক্ত্র—অষ্টবসুর অন্যতম আপের পুত্র। মৎ-৫। আপ দেখ।

মুনিবীর্য্য—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব-গণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১।

মুনিমনোমোহিনা—অন্যতমা অপ্সরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মুনিমনোহরা—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পু-৯।

মুনীশ্বর—একজন রুদ্র। দেবাসুর যুদ্ধে তাঁহার সহিত কেশীদৈত্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। হরি-হরি-২৪১।

মুমুচ—জনৈক সংশিত-ব্রত মুনি। হরি-হরি-১৬৬।

মুর, মূর, মুরু—(১) মূর নামক দৈত্য কশ্যপের অন্যতম পুত্র ছিলেন। দেবগণের হস্তে অন্যান্য দৈত্যদের নিগ্রহ দেখিয়া তিনি তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাহাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবেন, সে ব্যক্তি অমর হইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তিনি ঐ বর পাইয়া সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ইন্দ্রাদি তাঁহার ভয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পরিশেষে তিনি যমকেও আক্রমণ করেন। যম উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং বিষ্ণুর পরামর্শে মূরকে তাঁহারই নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মূরদৈত্য বিষ্ণুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—"তুমি যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক হও, তবে তোমার হৃদয় ভীত শঙ্কিতের ন্যায় কম্পিত হইতেছে কেন?" বিষ্ণুর কথা শুনিয়া মূরদৈত্য বাস্তবিকই তাঁহার দেহ কম্পিত হইতেছিল কিনা তাহা অনুভব করিবার জন্য যেমন নিজবক্ষে হস্তার্পণ করিলেন,অমনই গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বাম-৬০,৬১। (২) মুর নামক এক দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেণ। এই মুর দৈত্য পঞ্চ মস্তক-বিশিষ্ট ছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৯, ৩স্ক-৩। বিষ্ণু-৫ম-২৯। ব্রহ্মপু-২০২। (৩) তালজঙ্ঘ নামক দৈত্যের পুত্র মুর চন্দ্রাবতী নগরীতে বাস করিতেন। তিনি সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। পরিশেষে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বিষ্ণু ও মুর দৈত্যের হস্তে পরাভূত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক এক গুহায় আশ্রয় লন এবং পরিশ্রান্ত হওয়ায় যোগমায়া অবলম্বন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন। মুর দৈত্যও বিষ্ণুর অনুসরণ করিতে করিতে সেই গুহায় উপস্থিত হন এবং বিষ্ণুকে তথায় নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিষ্ণুর দেহ হইতে নানা অস্ত্র-ধারিণী এক কন্যা আবির্ভূতা হন। সেই কন্যার সহিত মুর দৈত্যের যুদ্ধ হয় এবং দৈত্যবর সেই বিষ্ণু-অংশভূতা কন্যার হুঙ্কারে ভস্মীভূত হন। পদ্ম-উত্ত-৩৮। (৪) মুর দৈত্য নরকাসুরের অন্যতম দ্বারপাল ছিলেন। হরি-হরি-১২০।

মুরণ্য—দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণির (অন্য নাম রোহিত প্রজাপতি) অধিকার কালে দেবতাদের সুশর্ম্মা নামক দেব-গণের অন্যতম দেবতা মুরণ্য ছিলেন। বায়ু-১০০।

মুরারি—মুর নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর এক নাম হয় মুরারি। মুর দেখ।

মুষল—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪।

মুষলী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা বলরামের এক নাম। (২) তন্ত্রোক্ত পয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-২৩৮পৃঃ।

মুষ্টিক—(১) কংসের অনুচর অন্যতম মল্ল। কংস, চাণূর ও মুষ্টিক নামক দুই মল্লকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। তাহারা উভয়েই কৃষ্ণ ও বলরাম হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-৮৬। অগ্নি-১২। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। শ্রীমহাভা-৫৪। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৭। ব্রহ্মপু-১৯০, ১৯৩। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (২) উগ্রসেনের কংস, কঙ্ক, ন্যগ্রোধ, সুনামা, শঙ্কু, সুভূ, রাষ্ট্রপাল, বদ্ধমুষ্টি ও মুষ্টিক নামে কতিপয় পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কংস ও উগ্রসেন দেখ। (৩) বিপ্রচিত্তির বংশজাত অন্যতম দানব। কালিকা-৪০। ব্রহ্মপু-২১৩। মুহূর্ত্ত দেখ।

মুহূর্ত্তগণ, মুহূর্ত্তজগণ—প্রজাপতি দক্ষের যে দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্ত নামক দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

মুহূর্ত্তা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতমা। তাঁহার গর্ভে মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্তজ, মৌহূর্ত্তেয় অথবা মুহূর্ত্তাধিষ্ঠাতা দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ২১৮। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ-৬স্ক-৬। ব্রহ্মপু-৩। কূর্ম্ম-পূ-১৬। মৎ-৫। লি-পূ-৬৩। গরু-পূ-৬। স্কন্দ-অব-রেবা-১৯২। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

মুহূর্ত্তাধিষ্ঠাতা (দেবগণ)—মুহূর্ত্তা দেখ।

মুহূ—উত্তম মনুর অধিকার কালে সত্য নামক দেবতার অনুগ দ্বাদশজন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অধিপ দেখ।

মুহূসর্ব্বশ—মুহূ ও অধিপ দেখ। বায়ু পুরাণের মুহূ নামের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মপুরাণে মুহূসর্ব্বশ নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মপু-৬৮।

মূক—(১) ব্যাসের আদেশে অর্জ্জুন যখন ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা করিতে যান, তখন দুর্য্যোধন মূক নামক দৈত্যকে অর্জ্জুনের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ঐ মূক দৈত্য অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হয়। শিব-জ্ঞান-৬৫। মহাভা-বন-৩৯। (২) অন্যতম দৈত্য সুন্দের এক পুত্রের নাম ছিল মূক। বায়ু-৬৭। ব্রহ্মা দেখ। (৩) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম সর্প। তিনি মহা-

রাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্রাদ (হ্লাদ)। হ্রাদের দুই তনয় ছিল—মূক ও তুহুণ্ডু। ব্রহ্মপু-৩। (৫) লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মূঢ়—জনৈক দৈত্য। ঋষিকা দেখ।

মূর্চ্ছা—ধ্রুবের অন্যতম পুত্র পুষ্টি। তাঁহার পত্নী মূর্চ্ছা। শিব-ধর্ম্ম-৫২। পুক ও পুরঞ্জয় দেখ।

মূর্ত্তি—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। মৎ-৯। অয় দেখ। তাঁহারা বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। আপ ও বশিষ্ঠ দেখ। (২) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নরনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-৩, ২স্ক-৭। নর-নারায়ণ দেখ। (৩) অত্রি-পত্নী অনুসূয়ার গর্ভে সত্যনেত্র, ভব্য, মূর্ত্তি, অপ ও সোম নামে পাঁচ পুত্র ও শ্রুতি নামে এক কন্যা জন্মে। লি-৫। অনুসূয়া দেখ।

মূর্ত্তিজ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মূর্ত্তিম—অশ্বিনীকুমারদের নামান্তর। মহাভা-অনু-১৫৬।

মূর্ত্তিমান্—(১) চন্দ্রবংশীয় বলাকাশ্ব নরপতির পুত্র কুশ। কুশের কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান্ নামে চারি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-১০। হরি-হরি-৭। কুশ ও অজক দেখ। (৩) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মূর্দ্ধগ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মূর্দ্ধনী—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পত্নী। ব্রহ্মা-২৯। (নামান্তর মূর্দ্ধণ্যা)। বায়ু-২৮)। মার্কণ্ডেয় দেখ।

মূর্দ্ধন্বান্—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নি ও সূর্য্য দেবতাদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৮৮।

মূর্দ্ধন্যা—মূর্দ্ধনী দেখ।

মূর্দ্ধা—ভৃগু-পত্নী দিব্যার বংশজাত দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

মূল—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর অন্যতম দ্বারপাল। ভৈরবারাব দেখ।

মূলক—(১) সৌদাস (নামান্তর মিত্রসহ) নরপতির পুত্র অশ্মক। অশ্মকের পুত্র মূলক। তৎপুত্র দশরথ। কল্কি-৩। গরু-পূ-১৪২। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। অশ্মক দেখ। (২) অশ্মকের পুত্র উরুকাম। তৎপুত্র মূলক। পরশুরামের ভয়ে মূলক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। মূলকের পুত্র শতরথ। বায়ু-৮৮। (৩) অশ্মকের পত্নী উত্তরার গর্ভে মূলক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতেন বলিয়া,

নারীকবচ নামে খ্যাত হন। মূলকের পুত্র শতরথ। লি-পূ-৬৬।

মূলচারী—সংহিতাকার পৌষ্যঞ্জির অন্যতম শিষ্য লোকাক্ষী। লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য মূলচারী। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

মূলপ—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈশালী দেখ।

মূলপ্রকৃতি—(১) মহেশ্বরের শক্তি উমার নামান্তর। মাহেশ্বরী দেখ। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মূলপ্রকৃতিসম্ভবা—সীতা দেখ।

মূলবিবর্জ্জিতা—সীতা দেখ।

মূলশ্রী—লক্ষ্মী দেখ।

মূলস্থান—(১) দেবী কণ্ঠেশ্বরী, ইন্দ্রেশ মহেশ্বর, মূলস্থান সূর্য্য, খঞ্জন ক্ষেত্রপাল, বাসুকী নাগরাজ, কূর্ম্মপৃষ্ঠ দানব, সনক ঋষি, গোলক রাক্ষস, নারদ গন্ধর্ব্ব, রম্ভা অপ্সরা, সবিতা যক্ষপতি, ইহারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর ঈশান কোণ রক্ষক। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭। (২) সূর্য্যের এক নাম। মুণ্ডীর ও সূর্য্য দেখ।

মূলা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের সপ্তবিংশ সংখ্যক পত্নীর অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৭।

মূলাহর—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যা-চ্ছাস্য দেখ।

মূলিক—স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম মানস পুত্র। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। অমৃতবান্ দেখ।

মূষক—(১) দৈত্যপতি বলির অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (২) অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫ স্কন্দ-নাগ-১১৪।

মূষকাদন—অন্যতম নাগ। স্কন্দ-নাগ-১১৩।

মূষলী—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর নৈঋ৾ত কোণ রক্ষকদের প্রভু। ভ্রূবিকার দেখ।

মূষিকাদ—জনৈক নাগ। তিনি বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মৃকণ্ডু (মৃকণ্ড)—(১) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পিতা। তিনি ভৃগুর পুত্র ধাতার ঔরসে তৎপত্নী নিয়তির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২৯। (২) মৃকণ্ডু মুনি শালগ্রাম তীর্থে মহাতপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাঁহাকে বর দিতে আসেন। নারায়ণের বরে মৃকণ্ডু, দ্বিতীয় হরির সদৃশ, মার্কণ্ডেয় নামক পুত্র লাভ করেন। বৃহন্না-৪। (৩) মৃকণ্ডু মুনির আশ্রম হিমালয়ে অবস্থিত ছিল। বায়ু-৪১। (৪) মনুর কন্যা নিয়তি ভৃগু-পুত্র বিধাতার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মৃকণ্ডু জন্মেন। গরু-পূ-৫। ধাতা,

বিধাতা, প্রাণ, আয়তি ও মার্কণ্ডেয় দেখ। (৫) দনুর বংশজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯।

মৃগ—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) পুলহের অন্যতমা পত্নী শ্বেতার গর্ভে মৃগ নামে এক হস্তী জন্মে। যম, ক্রোধ ও ভদ্র দেখ। (৩) মৃগ, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি পুলস্ত্যের সন্তান ছিল। বায়ু-৭০। সৌর-৩০। পুলস্ত্য দেখ। (৪) পুরুবংশীয় উশীনরের মৃগা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মৃগ জন্ম গ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। উশীনর দেখ। (৫) মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৬) সম্বরণ নামক ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া উল্লাসভরে মৃগ নামক শত্রুকে বধ করিবার জন্য বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন।" ঋক্-৫।৩৪।২।

মৃগকেতন—অনিরুদ্ধ দেখ।

মৃগকেতু—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। ভৎস্য দেখ।

মৃগব্যাধ—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। হরি-হরি-১৯৬। মহাভা-আদি-৬৬, ১২৩। গরু-পূ-৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। মৎ-১৭১। স্কন্দ-নাগ-১৪৬। ব্রহ্মপু-৩। একাদশ-রুদ্র ও রুদ্র দেখ।

মৃগমদোত্তমা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

মৃগমন্দা—দক্ষের কন্যা ক্রোধার গর্ভজাত দ্বাদশজন কন্যার অন্যতমা। ক্রোধা দেখ।

মৃগভেত্তা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

মৃগয়—(১) বামদেব ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "তুমি প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বধ করিয়াছ।" সায়ণ এই মৃগয়ের কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-৪।১৬।১৩। (২) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মৃগলাঞ্ছন—ব্রহ্মা গগনতীর্থে ঐ নামে পূজিত হন। ব্রহ্মা (১৩৬) দেখ।

মৃগলোচনা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগশিরা—দক্ষের যে সাতাইশজন কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন, মৃগশিরা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

মৃগশীর্ষা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগা—পুরুবংশীয় উশীনরের মৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে মৃগার গর্ভে মৃগ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। উশীনর ও মৃগা দেখ।

মৃগাক্ষী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগাবতী—(১) দেবরাত নামক মুনির কন্যা। বৎস নামক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই মৃগাবতী সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দ-নাগ-২৯। (২) আনর্ত্তদেশাপতির পত্নী ও রত্নাবতীর মাতা। রত্নাবতী দেখ। (৩) ব্রহ্মার শাপে অপ্সরা অলম্বুষা অযোধ্যাপতি কৃতবর্ম্মার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় মৃগাবতী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বিধূম দেখ।

মৃগী—ক্রোধার অন্যতমা কন্যা। মহাভা-আদি-৬৬। বায়ু-৬৯। ক্রোধা দেখ।

মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণ—মগধের অন্ধ্রবংশীয় স্কন্দস্বাতি সাত বৎসর রাজত্ব করার পর, মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণ তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে স্বাতি-কর্ণ বংশীয় কুন্তল এক বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। মেঘস্বাতী ও রিক্তবর্ণ দেখ।

মৃগোদ্ভবা—জনৈক অপ্সরা। তিনি জালন্ধর দৈত্যের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। পদ্ম-উত্ত-৮।

মৃজি—চাক্ষুষ-মনু-তনয় কুরুর পত্নী আগ্নেয়ীর গর্ভে মৃজি জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২। কুরু ও আগ্নেয়ী দেখ।

মৃড়কায়—অন্যতম দানব। তিনি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

মৃড়প্রিয়—অন্যতম দানব। তিনি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

মৃড়ানী—শঙ্করীর এক নাম। সৌর-৪৯। সতী দেখ।

মৃড়ীক—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৫০।১

মৃতপা—জনৈক দানব। তিনি দ্বাপরে পশ্চিমানূপক নামে রাজা হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

মৃত্যু—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) অনৃতের কন্যা মায়ার গর্ভে প্রাণিগণের সংহারকারী মৃত্যু নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃ-৩। মার্ক-৫০। অনৃত দেখ। (৩) মৃত্যু হইতে ব্যাধি জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া নামে কতিপয় সন্তান জন্মে। বায়ু-১০। কূর্ম্ম-পূ-৮। (৪) কলি নিজ ভগিনী দুরুক্তিকেই বিবাহ করেন। দুরুক্তির গর্ভে ভয় ও মৃত্যু জন্মে। ভয় হইতে মৃত্যুর গর্ভে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নামে এক কন্যা জন্মে। কল্কি-১স্ক-১। ভাগ-৪স্ক-৭। দুরুক্তি দেখ। (৫) অধর্ম্মের অন্যতম পুত্র মৃত্যু। তাঁহার পুত্র কলত্র কিছুই নাই। মহাভা-আদি-৬৬। (৬)

ব্রহ্মা মৃত্যুকে প্রাণীগণের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৭) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হয়। মহাভা-শান্তি-২৫৬,২৫৭। ব্রহ্মা (১১৭) দেখ। (৮) ব্রহ্মা নিজ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন মৃত্যুকে প্রজা সকলের সংহার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মৃত্যু তাহাতে সম্মত হইলেন না। লোকে মৃত্যুর কবলিত হইয়া শোক-সন্তপ্ত চিত্তে তাঁহাকে অভিশাপ দিবে, এই আশঙ্কায় মৃত্যু কোনও ক্রমে ব্রহ্মার আদেশানুযায়ী কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোতীর্থে বহুকাল ব্যাপিয়া সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে ব্রহ্মা পুনরায় মৃত্যুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রজা-সংহার কার্য্যে ব্রতী হইতে বলিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। ব্রহ্মা মৃত্যুকে অধর্ম্ম-ভয়ে প্রজা সংহার কার্য্যে অনিচ্ছুক বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"আমার আদেশ অনুযায়ী প্রজা-সংহারকার্য্যে ব্রতী হইলে তোমার কোন পাপ হইবে না। আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, যে প্রজাগণ ব্যাধি-পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষদিগকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীগণকে, ক্লীব হইয়া ক্লীবদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে। তোমার নয়ন-বিগলিত অশ্রুবিন্দুসমূহ ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথা সময়ে জীবগণের বিনাশের কারণ হইবে। তুমি তাহাদের বিনাশের সময়ে কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাঁহারাই তোমার পরিবর্ত্তে জীবগণের বিনাশের কারণ হইবেন।" ব্রহ্মা এইরূপে মৃত্যুকে নানাভাবে উপদেশ দিলে মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে প্রজা-সংহার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সেই অবধি তিনি কাম ও ক্রোধকে প্রেরণপূর্ব্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ-সংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রু জীবগণের ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধির প্রভাবে জীবগণের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। মহাভা-শান্তি-২৫৮। (৯) শ্বেত নামে একজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আয়ুকাল পূর্ণ হইলে, যমদূতগণ তাঁহাকে লইবার জন্য গমন করে, কিন্তু শিবের বরে তাহারা শ্বেতের গাত্রে হস্তার্পণ করিতে সাহস করে নাই। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া মৃত্যু স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন। তখন শিবানুচরদিগের সহিত যমানুচরদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং মৃত্যু শিবানুচরদিগের দণ্ডাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মপু-৯৪। যম দেখ। (১০) কোনও সময়ে ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে এক যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞে

মৃত্যু শমিতা ছিলেন। মৃত্যু শমিতার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে চরাচর মধ্যে পশু ব্যতীত আর কাহারও মৃত্যু হইল না। মর্ত্ত্যবাসীরা সকলেই অমর হইয়া উঠিল। দেবগণ ইহাতে ভীত হইয়া রাক্ষসগণকে, যজ্ঞাংশের ভাগ দিবেন এই আশা দিয়া, ঋষিগণের যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ঋষিগণ তাহা জানিতে পারিয়া সমুদয় যজ্ঞ সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র যজ্ঞাগ্নি লইয়া গোমতী নদীর তীরে গমন করিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শিব যজ্ঞ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন ঋষিগণ মৃত্যুর সাহায্যে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পরে দেবতা ও ঋষিগণ মিলিয়া বড়বা কৃত্যাকে মৃত্যুর পত্নী করিয়া দিলেন। ব্রহ্মপু-১১৬। (১১) মৃত্যুর কন্যা সুনীথা মহারাজ অঙ্গের পত্নী ও বেণের মাতা ছিলেন। অঙ্গ ও বেণ দেখ। (১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম মৃত্যু। বায়ু-৬৬। একাদশ-রুদ্র ও রুদ্র দেখ। (১৩) ব্রহ্মা বায়ুকে বায়ুপুরাণ প্রদান করেন। তৎপরে পরম্পরায় সবিতার নিকট হইতে মৃত্যু উহা প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র মৃত্যুর নিকট হইতে উহা পাইয়া বশিষ্টকে প্রদান করেন। বায়ু-১০৩। সবিতা ও সারস্বত দেখ। (১৪) বৈবস্বত মন্বন্তরের ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু বেদ-বিভাজক ব্যাস হইয়াছিলেন। বেদব্যাস (২২) দেখ। (১৫) দেবাসুর যুদ্ধে মৃত্যুর সহিত ময়দানবের যুদ্ধ হয়। ময়দানব মৃত্যুকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যান এবং দানব সেনাপতি জালন্ধরকে প্রদান করেন। জালন্ধর মৃত্যুকে সিন্ধুর করে সমর্পণ করেন। "লোকসকল নির্ভয়ে বাস করুক" এই মনে করিয়া সিন্ধু মৃত্যুকে নিজমুখ মধ্যে রাখিয়া দেন। পদ্ম-উত্ত-৫,৬। (১৬) মৃত্যু ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। সংকুসুক ঋষি মৃত্যুর স্তব রচনা করিয়া কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।১৮। (১৭) বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের গুহ্যদেশ হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হয়। অধ্যা-রামা-উত্ত-২। (১৮) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে মৃত্যু নামে কন্যা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (১৯) প্রজ্বরের স্ত্রী মৃত্যু। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। ভৈরব দেখ।

মৃত্যুকন্যা—তিনি মহাকালের পত্নী। তিনি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণা ও রক্তাম্বর-ধারিণী। তাঁহার ছয়টি হাত। তাঁহার চৌষট্টিজন পুত্রকন্যা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৫।

মৃত্যুঞ্জয়—(১) শিবের এক নাম। শিব দেখ। (২) প্রথম সৃষ্টিকালে সোমনাথ নামক শিবলিঙ্গ মৃত্যুঞ্জয়

নামে কথিত হইতেন। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১৯৪) দেখ।

মৃত্যুঞ্জয়কর—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি বহুশতকোটীগণসহ শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩।

মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রস্থ এক শিব লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৫।

মৃত্যুহৃত—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি বহুশতকোটী গণসহ শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

মৃদর—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শ্বফল্ক দেখ।

মৃদু—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অশ্ববাহু দেখ। (২) শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। শ্বফল্ক দেখ। (৩) পাণ্ডববংশীয় নৃপঞ্জয়ের পুত্র মৃদু। তৎপুত্র তিগ্ম। গরু-পূ-১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। মেধাবী ও তিগ্ম দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মৃদুচাপ—অন্যতম দানব। হরি-হরি-৪১।

মৃদুপ্রিয়—জনৈক দানব। হরি-হরি-৪১।

মৃদুর, মৃদুরি—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্রদ্বয়। ভাগ-৯স্ক-২৪। শ্বফল্ক দেখ।

মেকলা—হুণ্ড নামক দানবের পত্নী বিপুলার সৈরিন্ধ্রী। পদ্ম-ভূমি-১০৫।

মেখলা—(১) অন্যতমা শক্তি। তন্ত্র-১৮৫পৃঃ। বেগবতী দেখ। (২) জনৈক আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি। দেবীপু-১১০।

মেঘ—(১) অন্যতম দানবপতি। পদ্ম-সৃ-৪২। মৎ-১৪৮। (২) মহামায় নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের মেঘ, মেঘবাহ, সারস্বত ও সুবাহু নামে চারিজন শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৩) বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে জৈগিষব্য নামে যে শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন, তাঁহার মেঘ, মেঘবাহন, সুবাহন ও সারস্বত নামে চারিজন শিষ্য ছিল। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব ও জৈগিষব্য দেখ। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা লম্বা। তাঁহার পুত্র বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের সন্তান মেঘসকল। ভাগ-৬স্ক-৬। (৫) মেঘ নামক দানব পাতালের দ্বিতীয়তলে বাস করিতেন। বায়ু-৫০। (৬) মগধের নিষধ দেশীয় ও নলবংশীয় নয়জন রাজার সাধারণ নাম ছিল মেঘ। বায়ু-৯৯। (৭) বহুপুত্র নামক প্রজাপতির বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রধনু নামে চারিপুত্র হয়। হরি-হরি-৩।

মেঘকেশ—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মেঘজাতি—নহুষের অন্যতম পুত্র। মৎ-২৪। নহুষ দেখ।

মেঘদুন্দুভি—জনৈক দানব। দেবাসুর যুদ্ধে দানবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০।

মেঘনাদ—(১) লঙ্কাপতি রাবণের প্রধান পুত্র। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণকে পরাভূত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন। এই কারণে মেঘনাদের নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। রামা- উত্ত-৩৩, ৩৪, ৩৫। ইন্দ্র দেখ ও ইন্দ্রজিৎ দেখ। (২) মহাদেবের অন্যতম গণ। কূর্ম্ম-পূ-১৬। পদ্ম-ভূমি-১০২। (৩) মেঘনাদ নামক রাক্ষস পাতালে বাস করিত। দেবীপু-৩, ১০২। (৪) দেবসেনাপতি স্কন্দের একজন সাহায্যকারী সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (৫) জটাধরা দেখ।

মেঘনাদা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

মেঘনাদেশ্বর—মহাকাল-বনে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চনা করিলে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-২৩।

মেঘপালক—নহুষের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৪। নহুষ ও উদ্ভব দেখ।

মেঘপূর্ণ—পুণ্যজনীর গর্ভজাত অন্যতম যক্ষ। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

মেঘপৃষ্ঠ—ক্রৌঞ্চাধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-২০। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

মেঘপ্রবাহ—সাধ্য, রুদ্র, বসুগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত দেবসেনাপতি স্কন্দের একজন অনুচর। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

মেঘবর্ণ—মহিষাসুরের অনুচর জনৈক রাক্ষস-সেনাপতি। বরা-৯৪।

মেঘবান্—দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মৎ-৬। ব্রহ্মপু-৩। দনু দেখ।

মেঘবাসা—(১) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুচর অন্যতম দানব। মৎ-১৬১। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫। (২) মেঘবাসা দানব বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মেঘবাহ—মহাদেবের অন্যতম গণ। অন্ধকাসুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

মেঘবাহন—(১) জনৈক দৈত্য। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে, বিষ্ণু যদি তাঁহাকে পাদুকাপ্রহার করেন, তবেই তাঁহার মৃত্যু হইবে, অন্যথা নহে। মেঘবাহন এই বর পাইয়া দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্বগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু পাদুকা-প্রহার দ্বারা মেঘবাহনকে বধ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৪। (২) অম্বরীষ রাজার

পুত্র সুবর্চ্চা পূর্ব্বজন্মে মেঘবাহন নামে রাজা ছিলেন। তিনি একদা তাঁহার অন্তঃপুরে এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। সেই পাপে তাঁহার কুষ্ঠ রোগ হয়। মরণান্তে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শরীর লইয়াই তিনি যমপুরে যান। সেখানে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মেঘবাহনের পিতার প্রার্থনায় বিষ্ণু জাহ্নবীকে তথায় আনয়ন করেন। মেঘবাহন সেই জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-৩।

মেঘবাহিনী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মেঘমাল—বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কির অন্যতমা পত্নী রমার গর্ভে বলাহক ও মেঘমাল নামে দুই পুত্র জন্মে। কল্কি-৩স্ক-১৭।

মেঘমালী—(১) প্রচেতার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। প্রচেতা দেখ। (২) খর ও দূষণ রাক্ষস-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশজন রাক্ষসবীরের অন্যতম। তিনি রাম হস্তে নিহত হন। রামা-আরণ্য-২৩।

মেঘরবা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

মেঘসন্ধি—(১) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) মগধরাজ মেঘসন্ধি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্ব-৮২।

মেঘস্বনা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতী—(১) মগধরাজ লম্বোদরের পুত্র চিবিলক। চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি। তৎপুত্র দৃঢ়মান। ভাগ-১২স্ক-১। দৃঢ়মান দেখ। (২) মগধের অন্ধ্রবংশীয় আপীতকের পুত্র মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে স্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। স্বাতী ও আপীতক দেখ। (৩) মগধের অন্ধ্রবংশীয় দ্বিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি। তৎপুত্র পটুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

মেঘহাস—রাহুদৈত্যের পুত্র। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু অমৃত-পানোদ্যত রাহুর কণ্ঠছেদন করিলে, মেঘহাস পিতৃনির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইবার জন্য, গৌতমী তীরে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হন। দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া, তাঁহার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া তাঁহাকে বর দেন এবং তাঁহাকে নৈর্ঋতগণের অধিপতি করেন। তখন মেঘহাস দেবগণের প্রতি বৈরিভাব পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্মপু-১৪২।

মেঘাবর্ত্ত—মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মেঘেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিব-লিঙ্গ। অনাবৃষ্টি-ভয় উপস্থিত হইলে খ্যাতনামা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বারুণী শান্তি করিলে, অনাবৃষ্টি ভয় দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২৬।

মেজয়—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। শ্বফল্ক দেখ।

মেদ—নাগরাজ ঐরাবতের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি মহারাজ জন-মেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

মেদিনী—(১) পৃথিবীর এক নাম। মধু ও কৈটভের মেদে সমুদয় পৃথিবী ব্যাপ্ত হয় বলিয়া, তাঁহার এই নাম হয়। ব্রহ্মা-৬৯। বায়ু-৬১। পদ্ম-ভূমি-২৯। ব্রহ্মপু-৪। মধু ও কৈটভ এবং বিষ্ণু দেখ।

মেদুর—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। শ্বফল্ক দেখ।

মেধ—মগধের শূদ্রবংশীয় পুরি-মানের পুত্র। মেধের তনয় শিরা, তৎপুত্র শিবস্কন্ধ। ভাগ-১২স্ক-১। যজ্ঞশ্রী ও গোমতী দেখ।

মেধহর্তা—বৈবস্বত মন্বন্তরে সুমেধা নামক গণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

মেধা—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৩) ধর্ম্ম-পত্নী মেধার গর্ভে শ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। (৪) মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ-পুত্রের অন্যতম। প্রিয়ব্রত দেখ। (৫) ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন অর্দ্ধ-নারী-নর-মূর্ত্তির নামান্তর মেধা। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সুমেধা নামক দেবগণের অন্ত-র্ভূত অন্যতম দেবতা বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা দেখ। (৭) দেবী সাবিত্রী কাশ্মীর মণ্ডলে মেধা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৮) দেবী শঙ্করাও কাশ্মীর মণ্ডলে ঐ নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৯) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (১০) নবম (দক্ষ-সাবর্ণি) মন্বন্তরে মেধা সপ্তর্ষিদের অন্যতম হই-বেন। সপ্তর্ষি দেখ। (১১) বিষ্ণুর শক্তি সরস্বতীদেবীর অনুচরী আটজন শক্তির অন্যতমা। গরু-পূ-৭। সরস্বতী দেখ। (১২) দক্ষকন্যা মেধার পুত্র শম। কূর্ম্ম-পূ-৮। (১৩) সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা, মেধা ও সরস্বতী ইঁহারা ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মপু-১০২। (১৪) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (১৫) মেধা, গৌরী, যক্ষী, জ্বালা ও বিন্ধ্য-বাসিনী এই পঞ্চমূর্ত্তিময়া সর্ব্বকামপ্রদা ভগবতী দেবীকে পূজা করিলে, সর্ব্ব-

প্রকার অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। দেবীপু-৪৪। (১৬) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (১৭) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন স্বরশক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। (১৮) অন্যতমা শক্তি। তন্ত্র-৫৯৫ পৃঃ। শক্তি দেখ। (১৯) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়জন কৃত্তিকা প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (২০) জ্ঞানের স্ত্রী বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

মেদোষ—সংহিতাকার বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। বেদদর্শ দেখ।

মেধাতিথি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) কুরু বংশীয় কণ্বের পুত্র প্রতিরথ। তৎপুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে দ্বিজগণের কাণ্বায়ন গোত্র হয়। হরি-হরি-৩১। (৩) মহারাজ প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। প্রিয়ব্রত দেখ। (৪) শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, (শিখ—লি-৪৬) ক্ষেম ও ধ্রুব নামে তাঁহার সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলে ক্ষীর সাগর বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক এক বর্ষ ছিল। অগ্নি-১১৯। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। বায়ু-৩৩। বিষ্ণু-২য়-৪। ব্রহ্মপু-২০। গরু-পূ-৫৬। (৫) রৈবত মন্বন্তরে সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ। (৬) জনৈক বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। পদ্ম-উত্ত-৮১, ১৯৫। (৭) প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, মেধাতিথি, ধ্রুব প্রভৃতি অনেক ক্ষত্রিয় নরপতি তপস্যাদ্বারাই স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বায়ু-৫৭। সুমেধা ও রজ দেখ। (৮) যযাতি বংশীয় কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে তাঁহার পুত্রগণ কাণ্ঠায়ন দ্বিজ নামে খ্যাত হন। মেধাতিথির এক কন্যাও ছিল। বায়ু-৯৯। অপ্রতিরথ দেখ। (৯) চন্দ্রবংশীয় সুমতির পুত্র মেধাতিথি। তৎপুত্র দুষ্মন্ত। দুষ্মন্তের তনয় ভরত। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১০) সন্ধ্যা নাম্নী ব্রহ্মার মানসী কন্যা তপস্যাদ্বারা দেহত্যাগ করিয়া মেধাতিথির ঔরসে অরুন্ধতী নামে জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-১৯। সন্ধ্যা দেখ। (১১) চন্দ্রবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১২) প্রিয়ব্রতাত্মজ মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি ঐ দ্বীপকে পুরোজব, মনোজ, বেপমান, ধূম্রানিক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বাধার নামক সাত পুত্রের নামে সাত বর্ষে বিভাগ করিয়া, প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক বর্ষ প্রদানপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করেন। ভাগ-৫স্ক-২০। (১২) কণ্বের

পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৩) পতির মৃত্যুর পর বিধবার গর্ভ-জাত জারজ পুত্রকে গোলক বলে। মেধাতিথি নামক একজন রাজা পিতৃ-শ্রাদ্ধে অনেক ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ গোলক ছিলেন। সেই পাপে মেধা-তিথির পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। মেধাতিথি ইহা জানিতে পারিয়া, পুনরায় শ্রাদ্ধ করিয়া সদ্বংশ-জাত ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। তখন তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পুনরায় স্বর্গলাভ করেন। বরা-১৮৯। (১৪) মহর্ষি মেধাতিথি রাজা উপরিচর বসুর যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (১৫) শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্যান্য ঋষিগণের সহিত মহর্ষি মেধা-তিথিও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-২৬। (১৬) মহর্ষি মেধাতিথি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। ভৃগু দেখ। (১৭) নবম (দক্ষসাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে মেধাতিথি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (১৮) পুরুবংশীয় প্রতিরথের পুত্র মেধাতিথি। তৎপুত্র ঐনিল। ঐনিলের পুত্র দুষ্মন্ত। গরু-পূ-১৪৪। (১৯) কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১।১৩।১।

মেধাবান্—রৈবত (পঞ্চম) মন্বন্তরে সুমেধা নামক দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্ব-মেধা ও রৈবত মনু দেখ।

মেধাবী—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ ভব্যের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। কুশোত্তর দেখ। (২) পুরুবংশীয় সুতপার পুত্র মেধাবী। তৎপুত্র পুরঞ্জয়। মৎ-৫০। পুরঞ্জয় ও উর্ব্ব দেখ। (৩) পুরু-বংশীয় সুনয়ের পুত্র মেধাবী। গরু-পূ-১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। নৃপঞ্জয়, তিমি, মৃদু ও সুখাবল দেখ। (৪) উপেন্দ্র-পুত্র মঙ্গলগ্রহের স্ত্রী মেধাবী। তাঁহার গর্ভে ঘণ্টেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। উপেন্দ্র দেখ। (৫) চ্যবন-মুনির পুত্র মেধাবী। মঞ্জুঘোষা নাম্নী অপ্সরার সংসর্গে তাঁহার তপস্যা নষ্ট হয়। তিনি পরে চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষীয় পাপমোচনী নামক একাদশীব্রত করিয়া পাপ মুক্ত হন। পদ্ম-উত্ত-৪৬। (৬) ভদ্রাবতীপুর-নিবাসী ধনপাল নামক বৈশ্যের সুমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃত ও ধৃষ্টবুদ্ধি নামক পাঁচ পুত্র ছিল। পদ্ম-উত্ত-৪৯। (৭) মহর্ষি মেধাবী পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৫। ভৃগু দেখ। (৮) মগধরাজ পরিপ্লুতের তনয় সুনয়।

তাঁহার পুত্র মেধাবী। মেধাবীর আত্মজ দণ্ডপাণি। বায়ু-৯৯। পরিপ্লুত ও দণ্ডপাণি দেখ। (৯) মেধাবী নামক এক ব্রাহ্মণপুত্র নিজ পিতাকে সত্যধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-২৭৭। (১০) গৌতম মুনির পুত্র মেধাবী অপান্তরতম মুনিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া, অপান্তরমুনির শাপে শৈলত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশৈলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-দ্বার-১৪।

মেধ্য—প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৫। মেধা দেখ।

মেধ্যা—গোলোকের অন্যতমা গাভী। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

মেধ্যাতিথি—কণ্ব গোত্রীয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৮।১।১।

মেন—মেনকা দেখ।

মেনকা—(১) বৈদিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। মিশ্রকেশী দেখ। (২) গিরিরাজ হিমাচলের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দক্ষকন্যা সতী জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক-৫২। শিব-জ্ঞান-১১, ১৫, ১৮। দেবীভা-৯স্ক-১। সৌর-৫৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৩। (৩) ভরত-বংশীয় বিন্ধ্যাশ্বের ঔরসে মেনকা অপ্সরার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। (৪) ইন্দ্রসেনের পুত্র বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। বায়ু-৯৯। (৫) একবার অপ্সরাগণের মধ্যে আলোচনা হয় যে, তাঁহারা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবেন, কারণ এইরূপ কথিত হইত যে, পার্ব্বতী ভিন্ন আর কোনও নারী মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারেন না। ঐ সকল অপ্সরাদের মধ্যে মেনকা গায়ত্রীরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবার জন্য প্রয়াস পান। শিব-ধর্ম্ম-৭। প্রম্লোচা দেখ। (৬) অপ্সরা মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করেন। শকুন্তলা ও বিশ্বামিত্র দেখ। (৭) মেনকার গর্ভে মহর্ষি বিশ্বাবসুর ঔরসে প্রমদ্বরা নামে এক কন্যা জন্মে। প্রমদ্বরা দেখ। (৮) বৃত্রের পিতা ত্রিশিরা বিশ্বরূপের তপোভঙ্গের জন্য, ইন্দ্র মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। দেবীভা-৬স্ক-১। (৯) দক্ষকন্যা মেনকা পিতৃগণের মানসকন্যা ছিলেন। দেবীভা-৯স্ক-১। (১০) সুমেরুর কন্যা মেনকার গর্ভে গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১২। সতী দেখ। (১১) মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জালন্ধর দৈত্যের সভায় নৃত্যগীতাদি করিত। পদ্ম-উত্ত-৮। (১২) কলাবতী, রত্নমালা ও মেনকা নামে পিতৃগণের

তিনটি মানসী কন্যা ছিল। পিতৃগণ ঐ তিন কন্যাকে যথাক্রমে বিষ্ণুর অংশ-ভূতা সুচন্দ্রের, বৈদেহের ও হিমালয়ের সহিত বিবাহ দেন। গর্গ-গোল-৮। মেনা দেখ। (১৩) মেনকা ও সহজন্যা অপ্সরাদ্বয় চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্য-রথে বাস করেন। বায়ু-৫২। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (১৪) মেনের গর্ভজাত মেনকা পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট স্বর্গীয় অপ্সরাদের অন্যতমা ছিলেন। বায়ু-৬৯। বর্ণিনী দেখ। (১৫) মেনকা নাম্নী অপ্সরা জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। মিত্র দেখ। (১৬) মেরুকন্যা মেনকা পুত্র কামনায় সাতাইশ বৎসর যাবৎ নিরাহারে, অল্পাহারে ও অন্যান্য নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধনপূর্ব্বক জগন্মাতার আরাধনা করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া জগন্মাতাদেবী মেনকার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মেনকা প্রথমে আয়ুষ্মান্ বলবীর্য্য সম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করেন এবং তৎপরে কুলানন্দকারিণী এক কন্যাও প্রার্থনা করেন। জগন্মাতা মেনকার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলেন—"তোমার প্রথম-পুত্র অতি বীর্য্যবান্ হইবে, এবং দেবমনুষ্যের কল্যাণসাধনার্থ আমি স্বয়ংই তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিব।" অতঃপর মেনকার গর্ভে প্রথমে মৈনাক নামে এক পুত্র ও তৎ-পরে আরও কতিপয় মহাবীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। পরিশেষে জগন্ময়ী কালিকা মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৪১। (১৭) মহাদেবের গণ ভৈরবের ঔরসে উর্ব্ব-শীর গর্ভে সুবেশ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র গন্ধর্ব্ব-রাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। রুরুর পত্নীর নাম মেনকা। মেনকার গর্ভে রাহু নামে এক পুত্র জন্মে। কালিকা-৮৯। (১৮) মেনকা স্বর্গের প্রধান অপ্সরাদের অন্যতমা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করিতেন। মহাভা-আদি-৭৪। (১৯) মেনকা, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ কুবেরের সভায়ও নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (২০) দ্বারকাতীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রতিষ্ঠিত এক কুণ্ড আছে। একদা চৈত্রমাসে, শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে, যম-দৈবত নক্ষত্রে, রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে, এক মৃগী ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়া ঐ কুণ্ডে পতিত হয় এবং কুণ্ডজলমাহাত্ম্যে জন্মা-ন্তরে মেনকা নাম্নী অপ্সরা হয়। পরে ঐ তীর্থ-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া মেনকা ঐ স্থানে স্নানার্থ গমন করেন এবং ঐ স্থানেই বিশ্বামিত্র মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্কন্দ-নাগ-৪২। (২১) নরনাথ বিনায়ক, তরুণার্ক সূর্য্য, দুর্ব্বাসা ঋষি, নাগরাজ তক্ষক, সেনানী

কার্ত্তিকেয়, রাক্ষস মহাহনু, দীর্ঘনখ নামক দানব, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব, সনৎকুমার এবং বশিষ্ঠ, ইহাঁরা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (২২) অনুম্লোচা. মেনকা প্রভৃতি দ্বাদশজন অপ্সরা নৃত্যগীতদ্বারা সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অনুম্লোচা দেখ। (২৩) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

মেনা—(১) হিমাচল-পত্নী মেনকার নামান্তর। মেনা অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা ছিলেন। ব্রহ্মা-৩১। (২) মেনা অগ্নি-ভার্য্যা স্বধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৬। (৩) মৈনাক নামক এক পুত্র ব্যতীত মেনার গর্ভে উমা, একপর্ণা ও একপাটলা নামে তিন কন্যা জন্মে। বায়ু-৭১,৭২। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৪) মেনা নামে একজন অপ্সরাও ছিল। সে দুর্ব্বাসার তপোভঙ্গ করিবার জন্য গমন করে। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২২, ২৩। (৫) অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি, ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলে।" সায়নাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মণ হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করেন। তাহাতে আছে ইন্দ্র বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন এবং পরে ঐ কন্যাকে প্রাপ্ত-যৌবনা দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। ঋগ্বেদ সংহিতায় কোথাও এই গল্প নাই। ঋক্-১।৫২।১৩।

মেরু—(১) নামান্তর সুমেরু। তিনি বর্হিষদ পিতৃগণের কন্যা ধারিণীকে বিবাহ করেন। ধারিণীর গর্ভে মন্দর (পর্ব্বত) নামে পুত্র ও বেলা, আয়তি ও নিয়তি নামে তিন কন্যা জন্মে। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (২) মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও বিয়তি। সৌর-২৬। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে—মেরুর (সুমেরুর) তিন কন্যা—বেলা, আয়তি ও নিয়তি। (৩) মেরুর দুই কন্যা—আয়তি ও নিয়তি। মার্ক-৫২। বিষ্ণু-১ম-১০। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৪) মেরুর কন্যা মেনকা। শ্রীমহাভা-৬। (৫) মেরু নামে একজন তপঃসিদ্ধ ত্রিলোক-বিখ্যাত মুনি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৭। মার্কণ্ডেয় দেখ। (৬) গিরিগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন মেরু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ব্রহ্মপু-৪। বায়ু-৬২। বসুধা দেখ। (৭) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮।

মেরুদেবী—(১) উরুক্রম নামক বিষ্ণুর অষ্টম অবতার, নাভির ঔরসে এবং মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১। (২) মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-৫৪। ঋষভ ও নাভি দেখ।

মেরুনন্দ—স্বরোচের অন্যতমা পত্নী বিভাবরীর গর্ভে, মেরুনন্দ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৬৬। স্বরোচঃ দেখ।

মেরুসাবর্ণি—(১) ভবিষ্যৎ মনুদিগের মধ্যে মেরুসাবর্ণি প্রথম মনু ছিলেন। তাঁহার নামান্তর রোহিত প্রজাপতি। তাঁহার অধিকার কালে মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবন, হব্যবাহন ও সপ্ত, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। মেরুসাবর্ণি মনুর পুত্রগণের নাম—ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অষ্টহত ও গয়। হরি-হরি-৭। (২) ভৌত্যমনুর পরে ব্রহ্মসূনু মেরুসাবর্ণি মনু প্রাদুর্ভূত হন। মৎ-৯। (৩) প্রথম (ভবিষ্য) মনু দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি মনুর (নামান্তর—রোহিত প্রজাপতি), পুত্রগণ মরীচিগর্ভ, সুশর্ম্মা ও পার এই তিন গণে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক গণ আবার দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। বাজিৎ, বাজিজিৎ, প্রভূতি, ককুদী, দধিক্রাবা, অয়পক্, প্রণীত, বিজয়, মধু, তেজস্বান্ এবং অথর্ব্বিধর, ইহারা মরীচিগণের অন্তর্ভূত ছিলেন। অঙ্গ, বর্ণ, বিশ্ব, মুরণ্য, ব্রজন, অমিত, দ্রবকেতু জম্ভোস্থ, অজস্র, শক্রক, সুনেমি ও দ্যুতপা, ইহারা সুশর্ম্মাগণের অন্তর্ভূত। ঐশ্বর্য্যসংগ্রহ, রাহ, বাহবশ প্রভৃতি পারগণের অন্তর্গত ছিলেন। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্রথ ইঁহারা মেরুসাবর্ণি মনুর পুত্র। বায়ু-১০০। (৪) সাবর্ণি নামে খ্যাত মনুদের মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র চারিজন মনু, মেরুসাবর্ণি নামে খ্যাত। তাঁহারা দক্ষের কন্যা প্রিয়ার গর্ভে জন্মেন। সেই অনুসারে তাঁহারা দক্ষের দৌহিত্র হন। এই মেরুসাবর্ণি মনুগণ মেরু-পর্ব্বতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। ব্রহ্মপু-৫। মনু ও সাবর্ণিমনু দেখ। (৫) সাবর্ণিমেরু নামক পর্ব্বতে মেরু-সাবর্ণি নামক বিখ্যাত তপস্বী বাস করিতেন। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে বানরগণকে তাঁহার নিকট সংবাদ জানিতে প্রেরণ করেন। রামা-কিষ্কি-৪২। মেরুসাবর্ণির দুহিতা স্বয়ম্প্রভা তাপসীরূপে কাঞ্চনবনে অবস্থান করিতেন। সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে হনুমান তাঁহার সাক্ষাৎ পান। রামা-কিষ্কি-৫১।

মেষ—(১) অন্যতম রুদ্র। তন্ত্র-৩০৮পৃঃ। (২) লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মেষকী—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মেষপ—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মেষবৃষণ—ইন্দ্রের একনাম। শিব-ধর্ম্ম-১১।

মেষরোমা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মৈত্রাবরুণ—(১) একজন ঋষি। অথবা বশিষ্ঠেরই নামান্তর। (২) ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারিজন যজ্ঞ নির্ব্বাহকের প্রত্যেকের আরও তিনটি করিয়া পরিবার থাকে। হোতার পরিবারত্রয়ের নাম—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্ ও গ্রাবস্তুৎ। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (৩) পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৪) বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভরদ্বসু, মৈত্রাবরুণ ও কুণ্ডিণ, এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মক্ষেত্রে বাস করিতেন। ভরদ্বসু দেখ। (৫) পূর্ব্বোক্ত সাতজন মহর্ষি এবং সদ্যুম্ন, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ ইহারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতা। ইঁহারাই মন্ত্রাদির কর্ত্তা এবং বিধর্ম্মের ধ্বংসকারক। ইঁহারা সমস্ত ব্রহ্মের বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা-৬৫।

মৈত্রবারুণি—বশিষ্ঠের এক নাম। মিত্রবরুণ দেখ।

মৈত্রায়ন—দিবোদাস-তনয় মিত্রয়ুর নামান্তর। মিত্রয়ু দেখ।

মৈত্রিবর—অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। মানব দেখ।

মৈত্রী—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ।

মৈত্রীকৃত—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। শক্তি দেখ।

মৈত্রেয়—(১) মহর্ষি বকের একনাম। বক, মিত্র ও দল্ভ দেখ। (২) দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু। তাঁহার তনয় মৈত্রেয়। তাঁহার পুত্র চৈদ্যবর। মৎ-৫০। (৩) মৈত্রেয়ের তনয় সোমক। তৎসুত জন্তু। অগ্নি-২৭৮। (৪) মহর্ষি মৈত্রেয় পরাশর মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাই বিষ্ণুপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়। (৫) মহর্ষি মৈত্রেয় অন্যান্য ঋষিগণসহ ভীষ্মের শরশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৬। (৬) মহর্ষি মৈত্রেয় বেদব্যাসকে বিদ্যা, দান ও তপস্যার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও বেদব্যাসও তাহার উত্তর দেন। মহাভা-অনুশা-১২০-১২২। (৭) শালায়নি, শাকটাক্ষ, মৈত্রেয়, খাণ্ডব, দ্রোণায়ণ, রৌক্ষায়ণ, অপিশলি, কায়নি ও হংসজিহ্ব, এই সমুদয় ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা ব্রধ্যশ্ব, ভৃগু ও দিবোদাস। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-১৯৫।

মৈত্রেয়ী—(১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের

অন্যতমা পত্নী। তিনি পতির অতি প্রিয়া ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সপত্নী কাত্যায়নী তাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন। স্কন্দ-নাগ-১২৯।

মৈত্রেয়েশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৩।

মৈথিল—(১) কুরুবংশীয়দিগের পরে আটাইশজন মৈথিলরাজা মগধে রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। (২) সীরধ্বজ নৃপতির পুত্র ভানুমান মৈথিল নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুদ্যুম্ন। বায়ু-৮৯।

মৈথিলী—মিথিলার রাজার কন্যা সীতা মৈথিলী নামে খ্যাতা ছিলেন। সীতা দেখ।

মৈনাক—(১) পিতৃগণের মানসী কন্যা হিমাচল-পত্নী মেনকার গর্ভে মৈনাক জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৩। হরি-হরি-১৮। মার্ক-৫২। শিব-বায়-পূ-১৫। অগ্নি-৯। ব্রহ্ম-৯। বায়ু-৩০, ৭১। কালিকা-৪১। কূর্ম্ম-পূ-১৩। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪৬। লি-৬। (২) মৈনাকের পুত্র ক্রৌঞ্চ। পদ্ম-সৃষ্টি-৯, স্কন্দ-আব-অব-৫৮। হরি-হরি-১৮। অন্যান্য পুরাণে ক্রৌঞ্চ মৈনাকের ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩) পূর্ব্বকালে পর্ব্বতের পাখা ছিল। তাহারা পাখীর ন্যায় ইতস্ততঃ আকাশপথে ভ্রমণ করিত। দেবগণ ও ঋষিগণ ঐ সকল উড উীয়মান পর্ব্বত সমুদয়ের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রায় সকল পর্ব্বতেরই পক্ষচ্ছেদন করিলেন। কেবল পবনদেব দয়াপরবশ হইয়া মৈনাককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদবধি মৈনাক সমুদ্রে স্বীয় পক্ষ গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হনুমান যখন সাগর-লঙ্ঘন করিতেছিলেন, তখন মৈনাক পবনদেবের উপকারের কথা স্মরণপূর্ব্বক নুমানকে নিজ শিখরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে আহ্বান করেন। রামা-সুন্দরা-১।

মৈন্দ—কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী এক জন বানর দলপতি। তিনি ও দ্বিবিদ নামে অপর এক জন বানর দলপতি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহু সহস্র বানর সৈন্যসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। তিনি লঙ্কা-সমরেও উপস্থিত ছিলেন। বজ্রমুষ্টি নামক রাক্ষসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। রামা-আদি-১৭; কিষ্কি-৩৯; লঙ্কা-৪৩।

মোক্ষদা—ভক্তিদা দেখ।

মোক্ষদ্বার—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মোক্ষদ্বারেশ্বর—কাশীধামে মোক্ষদ্বারের সমীপে অবস্থিত একটি শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪।

মোক্ষপ্রদায়িনী—সীতার অষ্টোত্তর

সহস্র নামের অন্যতম। সাতা দেখ।

মোক্ষলক্ষ্মী—মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

মোক্ষেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

মোচক—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মোদ—(১) সংহিতাকার বেদস্পর্শের অন্যতম শিষ্য। বেদস্পর্শ দেখ। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (৩) জনৈক রাক্ষস সেনা-পতি। দেবাসুর যুদ্ধে পবন দেবের হস্তে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

মোদক—প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হব্য শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হব্যের সাত পুত্রের অন্যতম মোদক। হব্য দেখ।

মোদকপ্রিয়—গণেশের এক নাম। কাশীতে যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদের সকলেরই মোদকপ্রিয় গণেশের পূজা করা কর্ত্তব্য। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মোদাকা—শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের অন্যতম পুত্র। হব্য দেখ।

মোপলী—স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে মহাতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মোপলীকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মোহ—(১) প্রকৃতিদেবীর অন্যকলা দয়াদেবী মোহের পত্নী ছিলেন। দেবীভা-৯স্ক-১। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (২) কলির অন্যতম অনুচর। সৌর-৪০।

মোহক—কুণ্ডল-নগরী নিবাসী সুরথ রাজের অন্যতম পুত্র। সুরথ নৃপতি শত্রুঘ্ন-চালিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করেন। তখন সুরথ রাজের সহিত শত্রুঘ্নের সংগ্রাম হয়। তাহাতে শত্রুঘ্নের অনুচর কুশধ্বজের সহিত মোহকের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৮, ২৯।

মোহনা—(১) বানরপতি সুগ্রীবের পত্নী। তিনি সুগ্রীবের সহিত যজ্ঞা-শ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য সরযূতে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

মোহনাশিনী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মোহলজ্জা—দেবী শঙ্করীর গাত্রোৎ-পন্না অন্যতমা কুলদেবতা। ভট্টারিকী দেখ।

মোহিনী—(১) দেবী শতাক্ষীর শরীর হইতে নির্গতা অন্যতমা শক্তি। দেবীভা-৭স্ক-২৮। শতাক্ষী ও সীতা দেখ। (১) নারীপাল নামক নৃপতির পত্নী। নারীপাল দিবারাত্র অন্তঃ-পুরেই বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী মোহিনীই রাজ্য শাসন করিতেন। গর্গ-অশ্ব-১৭। (৪) মাহিষ্মতী নগরীতে মোহিনী নামে এক বেশ্যা ছিল। সে তাহার পাপার্জ্জিত সমুদয় বিত্ত দাস-দাসীগণকে দান করিয়া বনে গমন

করে। তথায় মৃত্যুকালে, এক মুনির কমণ্ডলু হইতে প্রয়াগ তীর্থের জল পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে সে মনে মনে "আমি মহিষী হইব" এই প্রার্থনা করে এবং প্রয়াগ তীর্থের জলপানজনিত পুণ্যফলে দ্রাবিড় দেশে বীরবর্ম্মা নৃপতির মহিষী হয়। তখন তাহার নাম হয় হেমগৌরাঙ্গী। পদ্ম-উত্ত-২২০। (৫) নারায়ণের ত্রয়োদশ অবতারের নাম মোহিনী। তিনি ঐ অবতারে অসুরদিগকে মোহিত করিয়া দেবগণের জন্য অমৃত হরণ করেন। গরু-পূ-৯। ভাগ-১স্ক-৩; ৮স্ক-৮। (৬) জনৈক অপ্সরা। সে একবার ব্রহ্মার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টিত হয়। ব্রহ্মা তাহার অনুরোধ রক্ষা না করায় মোহিনী ব্রহ্মাকে শাপ দেয়। সেই শাপে ব্রহ্মা জগতের অপূজ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩২, ৩৩। (৭) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা কামকলা। ভূতি দেখ।

মোহিনীমায়া—ব্রহ্মার মস্তক হইতে উৎপন্না এক কন্যা। বায়ু-২৫। একানংশা দেখ।

মৌকুল্যগণ—পুরুজাতির পুত্র মুকুলের মৌকুল্যগণ নামে কতিপয় ক্ষেত্রজ দ্বিজপুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮।

মৌখিক—অন্যতম ঋষি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

মৌঞ্জ—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

মৌঞ্জকেশ—একজন অত্রিবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। বীজবাপী দেখ।

মৌঞ্জবৃষ্টি—একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

মৌঞ্জায়ন—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত কজন রাজা। মহাভা-সভা-৪।

মৌঞ্জায়নি—সোমবংশীয় উদবেণু, ক্রমক, উদাবহি, শাট্যায়নি, শালঙ্কায়নি, করারাশী, নাবকি এবং মৌঞ্জায়নি,—এই সকল গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—বিশ্বামিত্র, অসিত এবং বিশ্বামিত্র। মৎ-১৯৮।

মৌদাকি—প্রিয়ব্রতাত্মজ শাকদ্বীপাধিপতি ভব্যের সাতপুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু-২য়-৪। কুমার ও ভব্য দেখ।

মৌদ্গ—সংহিতাকার দেবদর্শের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৬। দেবদর্শ ও পথ্য দেখ।

মৌদ্গল—একজন ঋষি। তিনি ঋষিতোয়া নামক নদীর তীরে যজ্ঞ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩১৭।

মৌদ্গলায়ন—একজন ভৃগুবংশীয়

গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মৌদ্গল্য—(১) ইক্ষ্বাকুবংশের অন্যতম কুলপুরোহিত। রামা-অযো-৬৭; উত্ত-৮৭, ১০৯। (২) অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। বিমৌদ্গল দেখ। মৎ-১৯৬। (৩) পঞ্চাল নামে খ্যাত পাঁচজন নরপতির অন্যতম মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য। হরি-হরি-৩২। বাজাশ্ব দেখ। (৪) উপরোক্ত মুদ্গলের বংশধরগণ সকলেই মৌদ্গল্য নামে খ্যাত। তাঁহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি ছিলেন। তাঁহাদের অপর নাম ছিল কণ্বমৌদ্গল্য। বায়ু-৯৯। কাম্পিল্য, বৃহদিষু ও বৃহদশ্ব দেখ। (৫) মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য। তাঁহার পত্নী ইন্দ্রসেনা। ইন্দ্রসেনার গর্ভে মৌদ্গল্যের ব্রধ্নশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-১৩। (৬) মুদ্গল-ঋষির পুত্র মৌদ্গল্য অতি আচার পরায়ণ ছিলেন। তিনি প্রতি দিন গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাতীরেই যথাবিধি বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। বিষ্ণু মৌদ্গল্যের প্রার্থনায় তাঁহার নিকটে আসিয়া, তাঁহার পূজা গ্রহণান্তে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যা হইলে বিষ্ণুর আদেশে মৌদ্গল্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, পত্নী জাবালার নিকট বিষ্ণুর সহিত তাঁহার যাহা কিছু কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদয় বর্ণন করিতেন। একদিন জাবালা মৌদ্গল্যকে বলিলেন,—"যে বিষ্ণুর স্মরণমাত্রেই মানবের সর্ব্বদুঃখ দূর হয়, সেই বিষ্ণুর সহিত তোমার প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইতেছে, অথচ তোমার দারিদ্র্য দূর হইতেছে না কেন?" পত্নীর এই কথা শুনিয়া মৌদ্গল্য পর দিবস বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—"প্রাণিগণ স্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করে। অপর কেহ তাহার হিতাহিত করিতে পারে না। সকল কর্ম্মের মধ্যে দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে স্মরণপূর্ব্বক যাচককে যাহা দান করিবে, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।" মৌদ্গল্য বলিলেন,—"আমার দেয় বস্তু কিছুই নাই। আমার দেহও ত আপনাতে সমর্পিত।" মৌদ্গল্যের কথা শুনিয়া বিষ্ণু গরুড়কে কিছু খুদ আনিতে বলিলেন। গরুড় তাহা আনিলে, মৌদ্গল্য সেই খুদকণাগুলি বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদবধি বিষ্ণুর প্রসাদে মৌদ্গল্যের সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য দূরীভূত হইল। ব্রহ্মপু-১৩৬। (৭) মৌদ্গল্য ঋষি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। (৮) মহর্ষি মৌদ্গল্য ভীষ্মের শরশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

মহাভা-শান্তি-৪৭। (৯) মহাত্মা মৌদ্‌গল্যকে শতদ্যুম্ন নরপতি নানাবিধ দ্রব্যপরিপূর্ণ হিরণ্ময় গৃহ দান করেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭।

মৌন (রাজবংশ)—অন্ধ্রবংশের অধিকার কালের পর, মগধে যথাক্রমে সপ্তদশ জন আভীর, সাত জন গর্দ্দভী, দশ জন শক, আট জন যবন, চতুর্দ্দশ জন তুষার, ত্রয়োদশ জন মরুণ্ড এবং অষ্টাদশ জন মৌন রাজা রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

মৌনপ্রিয়—প্রভাসক্ষেত্রের দ্বারকাপুরীর দক্ষিণদ্বার রক্ষকদিগের অন্যতম। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

মৌনাদিত্য—গয়াতে মৌনাদিত্য ও কনকার্ক নামে দেবতা আছেন। মৌনাবলম্বন করিয়া উক্ত দেবদ্বয়কে দর্শন করিলে, পিতৃঋণ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। গরু-পূ-৮৩।

মৌনেয়—(১) গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের মৌনের নামে একটি বিশেষ শ্রেণী আছে। চিত্রসেন, উগ্রসেন প্রভৃতি ষোলজন দেব গন্ধর্ব্ব মৌনেয় নামে খ্যাত। চৌত্রিশ জন সুন্দরী অপ্সরা তাঁহাদের অধীন ছিল। ঐ অপ্সরারা লৌকিকী অপ্সরা নামে প্রসিদ্ধা ছিল। বায়ু-৬৯। উগ্রসেন মনোরমা (৫) ও মিশ্রকেশী দেখ। (২) মৌনেয় নামে খ্যাত ষাট কোটী গন্ধর্ব্ব রসাতলে বাস করিতেন। তাঁহারা নাগদিগকে বশীভূত করিয়া, তাঁহাদের রত্নাদি হরণ করেন। নাগগণ প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বলেন যে, তিনি মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎসের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবেন। পুরুকুৎস নরপতি রসাতলে যাইয়া, ঐ মৌনেয় গন্ধর্ব্বদিগকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪।৩।

মৌরব—জনৈক অসুর। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। মহাভা-বন-১২

মৌলি—(১) পুণ্যজনীর গর্ভজাত যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ। (২) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ। (৪) কুটক রাজ্যাধিপতি মৌলির নিকট হইতে, দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নানুচর শ্রীকৃষ্ণ-তনয় শাম্ব, কর গ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১০।

মৌষক—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ।

মৌহূর্ত্তিক—দক্ষকন্যা মুহূর্ত্তার গর্ভে মৌহূর্ত্তিক দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রাণিদিগকে স্ব স্ব কালজাত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ভাগ-৬।৬।

য

যক্ষ—(১) খসার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ জন একবার ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, মাতাকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবারণ করে। এই সকল সন্তানদের পিতা কশ্যপ, তাহা জানিতে পারিয়া, যে পুত্র মাতাকে ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিল, তাহার নাম রাখিলেন যক্ষ (যক্ষ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা), আর যে জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবারণ করে (মাতরং রক্ষ) তাহার নাম রাখিলেন রক্ষ। এই দুই সন্তানদের বংশধরগণ যথাক্রমে যক্ষ ও রাক্ষস হইল। ঐ যক্ষ কোনও সময়ে অরণ্যে আহারান্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে দুই জন পিশাচকর্ত্তৃক ধৃত হন। পিশাচদ্বয় যক্ষের পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মধনা ও জন্তুধনা নাম্নী স্বীয় দুই কন্যাকে যক্ষের সহিত বিবাহ দেন। জন্তুধনার নামান্তর যাতুধানা। বায়ু-৬৯। ব্রহ্মধনা ও যাতুধানা দেখ। (২) প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা-কালে একবার ব্রহ্মা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হন এবং তজ্জন্য তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হয়। তখন তিনি অন্ধকার মধ্যেই প্রজা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই অন্ধকার মধ্যে বিকৃতা-কার ক্ষুধার্ত্ত প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। অপর কতিপয় প্রজা এইরূপ অসঙ্গত কার্য্যের প্রতি-বাদ করিল। ঐ সকল প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মাকে খাইতে উদ্যত হইয়া-ছিল, তাহারা যক্ষ হইল, আর যাহারা নিষেধ করিয়াছিল (রক্ষতাং) তাহারা রাক্ষস হইল। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৩) যক্ষগণ ছান্দোগ নামে খ্যাত স্বায়ম্ভুব মনুর সোমপায়ী তেত্রিশ জন পুত্রের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ। (৪) বেণ-নন্দন পৃথু, নিখিল রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, শূলপাণি মহেশ্বরকে যক্ষগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৫) অন্তর্দ্ধান-কামী যক্ষগণ যখন বসুধা দোহন করেন, তখন বিশ্বা-বসু বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বসুধা দেখ। (৬) শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। শ্বফল্ক দেখ।

যক্ষোপশান্ত—লোহেয়ী নামক অপ্সরার গর্ভে যক্ষোপশান্ত প্রমুখ যক্ষগণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯। সুযশা দেখ।

যক্ষবিঘ্নেশ্বর—সর্ব্ব-বিঘ্ন-হারী পূজ্য যক্ষবিঘ্নেশ্বর নামক গণপতি কাশীস্থিত মহাদ্বারের নৈঋর্ত কোণে অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

যক্ষমুনি—এক জন অতি বিকৃতদেহ-বিশিষ্ট মুনি। কল্কি-৩য়-১৪। সুলোচনা দেখ।

যক্ষাণিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

যক্ষিণী—ধর্ম্মারণ্যবাসী কুশ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মহালক্ষ্মী, কমলা ও যক্ষিণী নামে তিন গোত্রদেবী ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

যক্ষী—দেবী ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-৪৪।

যক্ষ্মধনু—নৈমিষারণ্য নিবাসী এক পাপকর্ম্মা নিষাদ, কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তিথিতে কালিন্দী নদী অতিক্রম করিবার সময়ে, জলমগ্ন হয় এবং নদী মাহাত্ম্যে পরজন্মে সৌরাষ্ট্র দেশাধিপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করে। তখন তাঁহার নাম হয় যক্ষ্মধনু। বরা-১৫৩, ১৫৪।

যক্ষ্মনাশন—ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৬১।১।

যজত—অত্রির পুত্র যজত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বরুণের স্তব করিয়া, কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৬৭।

যজন—কপিল, বরুণ, মেখলা, নিষধ, দুন্দুভি, পুলহ, যজন প্রভৃতি বেদবিদ মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া, অমর হইয়াছেন। দেবীপু-১১০। রুদ্র দেখ।

যজনী—শুক্রাচার্য্যের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫।

যজমান—উগ্র নামক অন্যতম রুদ্রের তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান। এই যজমানরূপী মহাদেবের পত্নী দীক্ষা এবং তাঁহার পুত্রের নাম সন্তান। বায়ু-২৭।

যজুঃ—(১) গিরিকার গর্ভজাত মগধরাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৫০। কুশ ও উপরিচর বসু দেখ। (২) ঊনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ। (৩) রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

যজুঃপতি—ব্রহ্মা প্রয়াগক্ষেত্রে যজুঃপতি নামে পূজিত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬-খ) দেখ।

যজুদায়—দেবকী-গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যজুর্ব্বান্—জনকবংশীয় বন্ধনস্তের

পুত্র যজুর্ব্বান্। তৎপুত্র সুভাষণ। ভাগ-৯স্ক-১৩। উপগুরু ও সুভাষণ দেখ।

যজ্ঞ—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতমা কন্যা আকূতি প্রজাপতি রুচির পত্নী ছিলেন। আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্মে। যজ্ঞ নিজ ভগিনী দক্ষিণাকেই বিবাহ করেন। দক্ষিণার গর্ভে যাম নামে খ্যাত দ্বাদশজন পুত্র জন্মে। যজ্ঞের নামান্তর যম। বায়ু-১০। বিষ্ণু-১অ-৭। ব্রহ্মা-১০। কূর্ম্ম-পূ-৮। গরু-পূ-৫। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। লি-পূ-৫। (২) নারায়ণের সপ্তম অবতার যজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়া, দেবগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গরু-পূ-১। ভাগ-১স্ক-১; ৮স্ক-১। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ঋদ্ধির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে যে দ্বাদশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামক দেবতা ছিলেন। মার্ক-৫২। (৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ যাম নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া মাতামহ মনুকে রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন। দেবীভা-৮স্ক-৩। (৫) যজ্ঞের পত্নী দীক্ষা ও দক্ষিণা। দেবীভা-৯স্ক-১। (৬) সৃষ্টির প্রারম্ভে দেবগণ ব্রহ্মাকে তাঁহাদের আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলেন। ব্রহ্মা তাহাতে সম্মত হইয়া, শ্রীহরির সেবা করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় হরি, যজ্ঞরূপ ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দেবীভা-৯স্ক-৪৩। (৭) রৈবতমন্বন্তরে বিকুণ্ঠ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। বৃষভেত্তা দেখ। (৮) জয় নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৬। জয়দেবগণ দেখ। (৯) যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন অপ্সরাগণ শুভা নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। (১০) কল্কির অন্যতম অগ্রজ ভ্রাতা প্রাজ্ঞের পুত্র যজ্ঞ ও বিজ্ঞ। কল্কি-২অ-

(১১) যজ্ঞ, পত্নী দক্ষিণাসহ দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞনাশ কালে অগ্নি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হইলে, যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া আকাশপথে পলায়ন করেন। তখন মহাদেবও ধনুকে পাশুপত শর যোজনা করিয়া, মৃগরূপী যজ্ঞের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ও তাঁহাকে পাশুপত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞপুরুষ শঙ্কর-শরে বিদ্ধ হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তারকা নিকরে পরিবৃত হইল এবং তিনি সেইভাবেই আকাশমার্গে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বাম-৫। (১২) হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ ও নর-নারায়ণ, ইহ'রা বিষ্ণুর পূর্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। গর্গ-গোল-১। (১৩)

যজ্ঞ নামে ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি দেবতার স্তব করিয়া, কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৩০। ১

যজ্ঞকারী দেবতা—উত্তম মন্বন্তরে দিক্‌পতি বাক্‌পতি প্রভৃতি দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। অধিপ দেখ।

যজ্ঞকৃৎ—পুরুবংশীয় বিজয়ের পুত্র। তাঁহার পুত্র হর্ষবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। সঞ্জয় ও সহদেব দেখ।

যজ্ঞকেতু—দুর্য্যোধনের সখা এক জন রাজা। গর্গ-বিশ্ব-২০।

যজ্ঞকোপ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। তিনি মাল্যবানের পুত্র ছিলেন। লঙ্কাসমরে রামহস্তে তিনি নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লঙ্কা-৯, ৪৩, ৯০; উত্ত-৫, ৩১। (২) রাক্ষসপতি রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

যজ্ঞঘ্ন—দৈত্যরাজ কুশের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

যজ্ঞদ্রংষ্ট্রা—দানবপতি রক্তাসুরের অন্যতম সেনাপতি। সৌর-৪৯।

যজ্ঞদত্ত—(১) একজন অন্ধ মুনির পুত্র। দশরথ মৃগয়ায় যাইয়া মৃগভ্রমে তাঁহাকে বধ করেন। অগ্নি-৬। দশরথ দেখ। (২) মধ্যদেশে মহদ্‌গ্রাম-নিবাসী একজন যজ্ঞকর্ম্ম-বিশারদ ব্রাহ্মণ। যমদেব তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য দূত প্রেরণ করে। কিন্তু দূতগণ তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া যায়। পদ্ম-পাতা-৫৮।

যজ্ঞদেব—মহারাষ্ট্রদেশবাসী একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। তাঁহার পুত্রের নাম সুমতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪। সুমতি দেখ।

যজ্ঞধ্বজ—একজন চন্দ্রবংশীয় বিষ্ণু-ভক্ত রাজা। তিনি পূর্ব্বজন্মে দণ্ডকেতু নামে এক চণ্ডাল ছিলেন। তিনি একবার রাত্রিকালে এক বিষ্ণুমন্দিরে শয়ন করিতে যাইয়া, বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা মন্দিরের ধূলি মার্জ্জনা করেন ও এক দীপ স্থাপন করেন। সেই পুণ্যফলে জন্মান্তরে যদুবংশে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃহন্না-৩৭।

যজ্ঞপিণ্ডায়ন—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

যজ্ঞপুরুষ—বিষ্ণুর এক নাম।

যজ্ঞবরাহ—(১) পূর্ব্বকালে অসুরাধিপতি হিরণ্যাক্ষ দেবগণকে পরাভূত করিয়া সুরলোক অধিকার করেন। তখন বিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনায় যজ্ঞবরাহ-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। অগ্নি-৪। (২) প্রলয়ে চরাচর জগৎ জলমগ্ন হইলে বিষ্ণু, মহাকায়, গভীর-নাদী, সর্ব্ব-শুভ-লক্ষণসম্পন্ন দিব্য বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া,রসাতলে গমনপূর্ব্বক

পৃথিবীর উদ্ধার করেন। বিষ্ণুর এই বরাহমূর্ত্তিই যজ্ঞবরাহ নামে অভিহিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৫৩। ব্রহ্মা-৬। (৩) বিষ্ণু যখন যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিতেছিলেন, তখনই তিনি মুষ্ট্যাঘাতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৩।

যজ্ঞবরাহ কেশব—কাশীতে যজ্ঞবরাহ-কেশবের মূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

যজ্ঞবাম—পর্ব্বসের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। পূর্ণমাস ও পর্ব্বস দেখ।

যজ্ঞবাহ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

যজ্ঞবাহু—(১) মহারাজ প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। যজ্ঞবাহুর সাত পুত্রের নাম সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, অপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত। ঐ সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ ছিল। ভাগ-৫স্ক-১, ২০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। দেবীভা-৮স্ক-৩ প্রিয়ব্রত দেখ। (২) রাক্ষস-রাজ রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৯।

যজ্ঞমালি—রৈবত দেশবাসী দেবমালি নামক ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পূর্ব্বজন্মে বিশ্বম্ভর নামে এক পরমাধর্ম্মচারী বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার দুশ্চরিত্রের জন্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। একদা তিনি কর্দ্দমাক্ত চরণে এক বিষ্ণুমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরের গাত্রে কর্দ্দমাক্ত চরণ ঘর্ষণ করিয়া তাহাতেই মন্দির উপলেপনের ফল প্রাপ্ত হন এবং সেই পুণ্য ফলে জন্মান্তরে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। বৃহন্না-৩৩,৩৪।

যজ্ঞমূর্ত্তি—প্রজাপতি রুচির পুত্র। আকূতির গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুরই অংশাবতার। ভাগ-৪স্ক-১। যজ্ঞ ও দক্ষিণা দেখ।

যজ্ঞরাত—মহর্ষি বিক্রমের পুত্র অনন্ত পূর্ব্ব-জন্মে যজ্ঞরাতের কন্যাকে বিবাহ করেন। কল্কি-২য়-৪।

যজ্ঞশত্রু—(১) খর ও দূষণ নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষসের অন্যতম। রামা-আর-২৩, ২৬। (২) হনুমান্ লঙ্কাদহন কালে যজ্ঞশত্রু নামক রাক্ষসের গৃহও দগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪। (৩) যজ্ঞশত্রু নামক এক রাক্ষস লঙ্কা সমরে রামহস্তে পরাস্ত হন। রামা-লঙ্কা-৪৪, ১২৪।

যজ্ঞশর্ম্মা—দ্বারকাপুরী-নিবাসী শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন এবং

পিতার আদেশে মাতার দেহও খড়্গা-ঘাতে খণ্ড খণ্ড করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। পদ্ম-ভূমি-১-৪। বিষ্ণু-শর্ম্মা দেখ।

যজ্ঞশ্রী—(১) অন্ধ্রবংশীয়দিগের পর শাতকর্ণী বংশীয়েরা মগধের অধীশ্বর হন। ঐ বংশের প্রথম রাজার নাম যজ্ঞশ্রী। তিনি উনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নৃপতি বিজয় ছয় বৎসর এবং তৎপরে বিজয়ের পুত্র শাতকর্ণী দণ্ডশ্রী, তিন বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। (২) স্বাতিকর্ণ-বংশীয় শিবস্কন্দ এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করার পর তাঁহার পুত্র যজ্ঞশ্রী রাজা হইয়া কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজা বিজয় ছয় বৎসর ও তৎপরে বিজয়ের পুত্র শান্তিকর্ণ চণ্ডশ্রী দশ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। চন্দ্রশ্রী, চণ্ডশ্রী ও ভাব্য দেখ।

যজ্ঞসেন—পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদের নামান্তর। দ্রুপদ দেখ।

যজ্ঞহনু—মহিষাসুরের অন্যতম সেনা-পতি। বরা-৯৫।

যজ্ঞহন্তা—দানবপতি কুশের অন্যতম সেনাপতি। (নামান্তর যজ্ঞহা)। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

যজ্ঞহা—(১) দনায়ুষার গর্ভজাত কশ্যপের বিষ নামক দানব পুত্রের যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, পশুহা ও শ্রাদ্ধহা নামে চারিটি পুত্র ছিল। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ। (২) অজ নামক পিশাচের কন্যা ব্রহ্মধনার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। বায়ু-৬৯। ব্রহ্মধনা ও মুনি দেখ। (৩) দানবরাজ বিপ্রচিত্তির অন্যতম অনুচর দৈত্য। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

যজ্ঞহোত্র—তৃতীয় মনু উত্তমের অন্য-তম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। উত্তম দেখ।

যজ্ঞাবতার—যজ্ঞ দেখ।

যজ্ঞেশ্বর—বৈরাজমনুর পুত্র দধীচি বৈরাজক কল্পে ইন্দ্র হয়েন। এই দধীচির ঔরসে গায়ত্রীর গর্ভে যজ্ঞেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২০। (২) মহাদেবের এক নাম। (৩) বিষ্ণুর এক নাম।

যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ—কাশীস্থিত এক শিব লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে অষ্টাদশ বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়া যায়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

যজ্ঞোপেত—(১) একজন রাক্ষস। তিনি সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ দেখ। (২) যজ্ঞোপেত রাক্ষস মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্য্য রথে বাস করেন। বায়ু-৫২। ঋতজিৎ দেখ। (৩) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা এক শত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন

আদিত্য, দেবগণ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ সূর্য্যরথে ফাল্‌গুন মাসে বিষ্ণু (আদিত্য), অশ্বতর (সর্প), রম্ভা (অপ্সরা), সূর্য্যবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), বিশ্বামিত্র (ঋষি), সত্যজিৎ (যক্ষ) ও যজ্ঞোপেত (রাক্ষস), বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

যজ্বা—(১) ব্রহ্মার পুত্রগণ দ্বিবিধ, যজ্বা ও অযজ্বা। অগ্নিষ্বাত্তগণ অযজ্বা অর্থাৎ নিরগ্নি এবং বর্হিষদগণ যজ্বা অর্থাৎ সাগ্নিক। সৌর-২৩। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অজিহ্ম ও অজিহ্মান দেখ। (৩) মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

যতি—(১) উত্তম মন্বন্তরে যজ্ঞকর্ত্তা শিব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ। (২) নহুষের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩০। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। মহাভা-আদি-৩৫। ভাগ-৯স্ক-১৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। মৎ-২৪। অগ্নি-২৭৪। লি-পূ-৬৬। কূর্ম্ম-পূ-২২। গরু-পূ-১৪৩। বায়ু-৯৩। নহুষ, উদ্ভব, অশ্বক ও যযাতি দেখ। (৩) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল যতি। মহাভা-অনুশা-৪। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (৫) প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ কুক্ষি হইতে যতি নামক এক মুনি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮।

যতিকৃৎ—অর্ক দেখ। মৎ-৫১।

যতিধর্ম্মা—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের সহোদর ভ্রাতা। শ্বফল্ক ও অক্রূর দেখ।

যতীশ্বর—বরাহ কল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। তখন যতীশ্বর তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। পরশ্রবা ও শিব দেখ।

যদু—(১) নহুষ-তনয় যযাতির দেবযানী নাম্নী পত্নীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অনু, দ্রুহ্যু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। যযাতি পুত্রগণের মধ্যে নিজ রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠপুত্র যদু পূর্ব্বোত্তর দিকের অধিপতি হন। যদুর সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিক নামে পাঁচপুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩০, ৩৩। (২) যযাতি-তনয় যদু দক্ষিণদিকে রাজত্ব করিতেন। সহস্রজিৎ ক্রোষ্টু, নীল, অজক ও লঘু নামে যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। লি-পূ-৬৬, ৬৭, ৬৮। (৩) যদু, পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়াতে, পিতৃ-শাপে রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চব নামক দুর্গম পুরে রাক্ষসরূপে অবস্থান করেন। রামা-উত্ত-৬৮,৬৯। (৪) যদুর পঞ্চপুত্রের নাম সহস্রজি, ক্রোষ্টু, নীল, অন্তিক ও লঘু। মৎ-১৫, ৪৩। (৫) যদুর পুত্রগণের নাম সহস্র-

জিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৬) সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু নল ও রিপু নামে যদুর চারি পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৭) যদুকে যযাতি দক্ষিণাপথের আধিপত্য প্রদান করেন। যদুর সহস্রজিৎ, ক্রষ্টু, নল ও রঘু নামে চারি পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১০, ১১। গরু-পূ-১৪৩। (৯) যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম সহস্র-জিৎ, নীলাঞ্জিক, রঘু ক্রোষ্টু, ও শত-জিৎ। অগ্নি-২৭৪, ২৭৫। (৯) যদুর পুত্র শতজিৎ। শতজিতের পুত্র হৈহয়। সৌর-৩১। (১০) যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নীল, অঞ্জিক ও রঘু। সহস্র-জিতের পুত্র শতজিৎ। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (১১) যদুর পুত্র ক্রোষ্টা। তাঁহার পুত্র বৃজিনীবান্। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (১২) যদু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৩) যযাতির তুরু, পুরু, কুরু, ও যদু নামে চারি পুত্র জন্মে। যদু সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। যদুর কতিপয় পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম—ভোজ, ভীম, অন্ধক, কুক্কুর, বৃষ্ণি, সুধর্ম্ম, সত্যাধার, শ্রুত-সেন, শ্রুতাধার, কালদ্রংষ্ট্র ও কাল-জিৎ। পদ্ম-ভূমি ৬৪, ১০৯। (১৪) যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে সহস্রজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য পুত্রদের নাম ক্রোষ্টু, নীল, জিত ও লঘু। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। বায়ু-৯৩, ৯৪। (১৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি হর্য্যাশ্বের ঔরসে ও মধুদানবের কন্যা মধুমতীর গর্ভে যদু জন্মগ্রহণ করেন। যদু ধূম্রবর্ণ নামক পন্নগ-রাজের পাঁচ কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই পঞ্চ কন্যার গর্ভে যদুর মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের মধ্যে রাজ্য স্থাপন করিয়া মাহিষ্মতী নামক নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মবর্ণ সহ্যপর্ব্বতে অধিষ্ঠিত হন। সারস সহ্যপর্ব্বতের পশ্চিমে এবং হরিত মাতামহ ধূম্রবর্ণের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ মাধব পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-৯৩,৯৪। (১৬) যাম-দেবগণ নামে খ্যাত স্বায়ম্ভুব মনুর তেত্রিশজন পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। মঙ্গল দেখ। (১৭) বশিষ্ঠের ঔরসে উপরিচর বসু নামক রাজার পত্নী গিরিকার গর্ভে যদু প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। উপরিচর বসু, গিরিকা ও প্রত্যগ্রহ দেখ। (১৮) রাজর্ষি যদুকে একবার মহর্ষি কণ্ব দস্যুদমন-কারী অগ্নির সহিত আহ্বান করিয়া-ছিলেন। ঋক্-১৷৩৬৷১৮। (১৯) ইন্দ্র একবার যদু নামক রাজাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করেন। ঋক্-১৷৫৫৷৬। (২০) যদু ও তুর্ব্বা নামক দাসজাতীয়

দুইরাজা গাভীবর্গে পরিবৃত হইয়া অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৬২।১০।

যদুধ্র—রৈবত-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। রৈবত-মনু দেখ।

যদৃচ্ছেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্ব ফল-লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

যনীবাবরী—ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা কতি-পয় ঋষির নাম। তাঁহারা পবমান সোমদেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋকৃমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৯।৮৬। ১১-২০।

যবক্রীত—(১) পূর্ব্বদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। তিনি লঙ্কাসমর-বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। ভৃগু দেখ। (২) যবক্রীত মুনি পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৩) মহর্ষি যবক্রীত, ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কণ্ব, কাক্ষীবান, মতঙ্গ, দ্রুমদ মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ পূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। বশিষ্ঠ দেখ। (৪) মহর্ষি যবক্রীত পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। অর্ব্বাবসু দেখ। (৫) মহর্ষি যবক্রীতের শাপে সুনেত্র নামক ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার পিতাকে নিহত করে। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (৬) যবক্রীত, ত্রিত, কণ্ব, মেধাতিথি, গালব প্রভৃতি অনেক মহর্ষি এক সময়ে ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছু হইয়া, মহতী তপস্যায় নিয়ত ছিলেন। তখন একবার অনাবৃষ্টি হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। মহর্ষিরা অন্য কোনও আহার না পাইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটি বালকের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া, তাহাই পাক করিয়া ভোজনের আয়োজন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫। বশিষ্ঠ ও শৈব্য দেখ। (৭) মহর্ষি যবক্রীত কালিকা পুরাণ বালখিল্য মুনিগণের নিকট হইতে লাভ করিয়া, অসিত মুনির নিকট কীর্ত্তন করেন। কালিকা-১। (৮) মহর্ষি যবক্রীত ভরদ্বাজের পুত্র ছিলেন। পরাবসু দেখ।

যবন—(১) নামান্তর কালযবন। হরি-হরি-৩৫। কালযবন দেখ। (২) শক রাজাদের পর যবনরাজগণ মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-৯৯। মৌন দেখ।

যবস—সাবর্ণ মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। সাবর্ণমনু ও ইড়া দেখ।

যবিষ্ঠ—অমৃতবান্ দেখ। ব্রহ্মা-৩২।

যবীনর—(১) অজমীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে যবীনর নামে এক পুত্র জন্মে। যবীনরের পুত্র ধৃতি। মৎ-৪৯। অজমীঢ় দেখ। (২) যবী-নরের পুত্র ধৃতিমান্। হরি-হরি-২০।

(৩) পুরুবংশীয় দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর। যবীনরের পুত্র ধৃতিমান্। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) অজমীঢ় বংশীয় বাহ্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-৩২। বাহ্যাশ্ব দেখ। (৫) অজমীঢ়বংশীয় ভর্ম্ম্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২১। ভর্ম্ম্যাশ্ব দেখ।

যবীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিহ্ম, অজিহ্মান ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

যবীয়স্—হিরণ্যনাভ কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। হিরণ্যনাভ দেখ।

যবীয়ান্—পুরুবংশীয় বৃহদিষুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। বৃহদিষু দেখ।

যম—(১) মহারাজ পৃথুর বংশীয় হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪। হবির্দ্ধান দেখ। (২) ইন্দ্র, ধাতা, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, যম, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কথিত হন। মৎ-৬। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৫। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য, পূষা ও অংশুমান দেখ। (৩) ব্রহ্মা যমকে পিতৃগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। মৎ-৮। হরি-হরি-৪। (৪) পিতৃগণ যখন পৃথিবী দোহন করেন তখন যম বৎস হইয়াছিলেন। মৎ-১০। পদ্ম-ভূমি-২৯। বসুধা দেখ। (৫) বিবস্বানের অন্যতমা পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে যম ও যমুনা জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-১১। (৬) যম শনিগ্রহের অধিদেবতা। মৎ-৯৩। শনি দেখ। (৭) যমের বাহন মহিষ ও অস্ত্র গদা। মৎ-১৩৫। (৮) দেবাসুর সংগ্রামে গ্রসন নামক অসুরের সহিত যমের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যম-হস্তে গ্রসন নিহত হয়। মৎ-১৫০। (৮) ধর্ম্ম হইতে সুদেবীর গর্ভে ধর, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, আপ, যম, বায়ু ও নির্ঋতি এই অষ্ট বসু জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। অষ্টবসু ও বসুগণ দেখ। (৯) ইন্দ্র যমকে দক্ষিণদিকের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯। (১০) সংজ্ঞাদেবী সপত্নী ছায়ার হস্তে যম, যমুনা প্রভৃতি পুত্র কন্যাদের ভার অর্পণ পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সপত্নী-সন্তানদিগকে যথোচিত যত্ন করিতেন না। তজ্জন্য এক দিন যম ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়াকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। ছায়া তাহাতে "তোমার পাদ পতিত হউক" বলিয়া যমকে অভিশাপ প্রদান করেন। তদবধি যম পদহীন হন। যম মাতৃশাপবশতঃ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহাতে পুনরায় এইরূপ বিপদ না ঘটে তজ্জন্য ধর্ম্মানুসারে সমুদয় প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭। হরি হরি-৯। মার্ক-৭৭, ১০৬। (১১) প্রজারঞ্জনরূপ পবিত্র কর্ম্মদ্বারা যম পিতৃ-

গণের আধিপত্য ও লোক-পালত্ব প্রাপ্ত হন। সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে যম প্রথমত উৎপন্ন হন। তিনি প্রজাগণকে স্বধর্ম্মদ্বারা পালন করেন বলিয়া, বেদে শ্রাদ্ধদেব বলিয়া কথিত হন। সর্ব্বাগ্রে যমের ও তৎপরে সোমের আপ্যায়ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। হরি-হরি-১৮। (১২) নারদের পরামর্শে রাবণ যমের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। যম স্বয়ং যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও ব্রহ্মার আদেশে তাঁহাকে যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিতে হয়। রামা-উত্ত-১৮। (১৩) ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত ইঁহারা দশ দিক্‌পাল বলিয়া কথিত হন। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। তন্ত্র-৫৪৯ পৃঃ। (১৪) অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন যম তাঁহাকে নিজ দণ্ড প্রদান করেন। গর্গ-অশ্ব-১২। (১৫) দেবাসুর সংগ্রামে যমের সহিত দুর্ব্বারণের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-৫। (১৬) দক্ষিণদিকে মেরু-পর্ব্বতের শিখরে সংযমন নামক পুরে যম বাস করেন। বায়ু-৫০। (১৭) পুলহ-কন্যা শ্বেতার গর্ভে উৎপন্ন অঞ্জন ও সঙ্কীর্ণ নামক হস্তীদ্বয় যমের বাহন ছিল। বায়ু-৬৯। (১৮) যমের পত্নীর নাম ধূমোর্ণা। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। মহাভা-অনু-১৬৫ (১৯) দেবাসুর যুদ্ধে দেবান্তক দানবের সহিত যমের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭০। (২০) সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, নিজ ছায়াকে সূর্য্যের নিকট রাখিয়া অন্যত্র গমন করেন ছায়ার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, সংজ্ঞার গর্ভজাত সন্তানদিগের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন না। ইহাতে দুঃখিত হইয়া যম, পিতা বিবস্বানের নিকট অনুযোগ করেন। ছায়া তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হন এবং যমকে শাপ দেন, "তুমি অচিরে প্রেতরাজ হইবে।" সূর্য্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যমের হিতার্থে বলিলেন, "তুমি প্রেতরাজ হইবে বটে কিন্তু তুমি লোকের পাপ-পুণ্যের বিচার-কর্ত্তা ও লোকপাল হইয়া স্বর্গে বাস করিবে।" বরা-১২১। (২১) যমের বাহন মহিষের নাম পুণ্ড্রক। উহা কৃষ্ণবর্ণ, মনোবেগগামী এবং রুদ্রতেজ হইতে উৎপন্ন। বাম-৯। (২২) ধর্ম্ম-রাজ যম স্বভাবতঃ পুণ্য-সম্পন্ন-ব্যক্তি-গণের গোচরে উত্তম সৌম্যমূর্ত্তি হন। কিন্তু পাপিগণের সমক্ষে তিনি ক্রোধা-রক্ত নয়ন, দংষ্ট্রাকরাল-বদন হন। তাঁহার রসনা বিদ্যুৎতুল্য ভীষণ, তাঁহার কেশ উর্দ্ধগামী হয় এবং তাঁহার আকৃতিও অতি ভয়ঙ্কর হয়। স্কন্দ-

কাশী-পূ-৮। (২৩) কোনও এক সময়ে যম কাশীধামস্থিত ধর্ম্মপীঠ নামক স্থানে তীব্র কৃচ্ছ্রসাধন-সহ মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বর দিতে উপস্থিত হন এবং বলেন, "আজ হইতে অখিল সংসারের পাপপুণ্যের বিচারের ভার তোমাতে অর্পিত হইল এবং তোমার নাম ধর্ম্মরাজ হইল। তুমি দক্ষিণদিকের অধিপতি হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষী হইয়া থাকিবে। তুমি জীবগণকে যে কল্যাণকর বা অকল্যাণকর পথ দেখাইবে, লোকে সেই পথই অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করিবে।" স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৮। (২৪) ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রীর গর্ভে সূর্য্য হইতে যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্মের কিছু দিন পরে সাবিত্রী ছায়াকে নিজ সন্তানদের পরিচর্য্যার ভার প্রদান করিয়া পিতৃগৃহে গমন করেন। সাবিত্রীর প্রস্থানের পর একদিন যম ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ছায়ার নিকট অন্ন প্রার্থনা করেন। ছায়া আহার্য্য প্রদান করিতে বিলম্ব করাতে যম তাঁহাকে পদাঘাত করেন। তাহাতে ছায়ার শাপে যম পঙ্গু হন। স্কন্দ-আব-অব-৫৬। (২৫) মহেশ্বর যখন বাণ নামক অসুরকে বধ করিতে যাত্রা করেন, তখন যম তাঁহার রথের দক্ষিণ দিকে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত গমন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮। (২৬) পৃথিবীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত যমের পুরী স্বর্ণ-প্রাকার-তোরণাদি সমন্বিত। তথাকার গৃহশ্রেণী মণিকাঞ্চন ভূষিত এবং এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তথায় সহজে প্রবেশ করা অতি কষ্টকর। সেই পুরীর অন্তর্গত চত্বর সমুদয় চতুর্ম্মার্গ-সমন্বিত। প্রতি পথের স্থানে স্থানে সুমধুরধ্বনী ঘণ্টা সমূহ রক্ষিত আছে। নগরী বিবিধ-বর্ণ পদ্মকুমুদাদি সমাকীর্ণ জলাশয় ও উদ্যানাদি সমাকুল। সেই যমপুর শঙ্খ দুন্দুভি-আদি বাদ্যশব্দে সর্ব্বদাই মুখরিত এবং যমপুরবাসীগণ সর্ব্বদাই বিবিধ প্রকার উৎসবে ব্যস্ত স্কন্দ-আব-রেবা-১৫৫। (২৭) উপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে শাপ দেন যে, তিনি অপুত্রক হইবেন। যম ব্রহ্মশাপ ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য পালনের জন্য আর কখনও শাপগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া একশত আটটি ভীষণ ব্যাধির সৃষ্টি করিলেন। তিনি ঐ ব্যাধিগণকে যমের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। তদবধি

যমাদেশে ঐ ব্যাধিগণ মনুষ্য শরীর আশ্রয় করিতে লাগিল এবং তৎফলে প্রাণিগণও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে যম জীব-সংহার কার্য্যের জন্য প্রত্যবায় ভাগী হইবার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইলেন। স্কন্দ-নাগ-১৩৯। (২৮) ছায়া যখন যমকে "তোমার পদদ্বয় খসিয়া পড়ুক" বলিয়া শাপ দেন, তখন যম শাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পিতার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করেন। সূর্য্য দেব বলিলেন—"তোমার মাতৃবাক্য মিথ্যা হইবে না। তবে আমি এই বিধান দিতেছি যে, কৃমিগণ তোমার পদের মাংস লইয়া ভূতলে পতিত হইবে। ইহাতে তোমার মাতার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করা হইবে অথচ তুমিও পরিত্রাণ পাইবে।" স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (২৯) যমের হিসাব পরীক্ষক ও লেখকের নাম বিচিত্র। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৪। (৩০) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ধর্ম্মরাজ যম তাঁহার সাহায্যার্থ উন্মাথ ও প্রমাথ নামে দুই অনুচরকে প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬। বাম-৫৭। উন্মাথ দেখ। (৩১) যজ্ঞদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে যম বিষ্ণু মাহাত্ম্য ও বৈশাখমাস মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-পাতা-৫৮-৬৫। (৩২) গৌতম নামক মুনি যমরাজকে, কি করিলে পিতামাতার ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা অতি পবিত্র দুর্ল্ভ লোক লাভ করা যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। যমরাজ বলেন যে, সত্যধর্ম্ম, তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক পিতামাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলেই অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোকসমূহ লাভ করা যায়। মহাভা-শান্তি-১২৯। (৩৩) ভগবান্ নারায়ণ চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়া যমকে পাপিগণের নিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (৩৪) মধ্যদেশবাসী এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় যম তাঁহাকে তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৬৮। (৩৫) উদ্দালকি মুনির শাপে তাঁহার পুত্র নচিকেতা যমপুরে গমন করেন। তথায় নচিকেতা যমের নিকট হইতে গোমাহাত্ম্য ও গোদানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৭১। নচিকেতা দেখ। (৩৬) শশবিন্দু নরপতি যমের নিকট হইতে বিভিন্ন নক্ষত্রে করণীয় শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করেন। মহাভা-অনুশা-৮৯। (৩৭) যম অষ্ট দিক্‌পালের অন্যতম। গরু-পূ-৮। (৩৮) একবার যম শিবভক্ত শ্বেত মুনিকে মৃত্যু সময়ে আনিবার জন্য উপস্থিত হন। শ্বেত মুনি ভীত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন

হন্। মহাদেব ভক্তের সাহায্যার্থ নিজ অনুচরগণকে প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই যম ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। লি-পূ-৩০। (৩৯) ছায়ার শাপে যমের পদদ্বয় ক্লেদযুক্ত, পূযশোণিত-পূর্ণ ও কৃমিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইলে, যম গো-কর্ণ তীর্থে গমন করিয়া অযুত অযুত বর্ষকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। শিবের প্রসাদে যম শাপ মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট লোকপালত্ব ও পিতৃগণের আধিপত্য লাভ করেন। লি-পূ-৬৫। (৪০) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সবর্ণার গর্ভে যম জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সবর্ণা দেখ। (৪১) যমের পত্নীর নাম ক্ষমা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৪২) আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে যমের পত্নী বরুণানী। (৪৩) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে যম জন্ম-গ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৪৪) যম সূর্য্যের নিকট হইতে পদমালা-বিদ্যা লাভ করেন। ইন্দ্র তাহা যমের নিকট প্রাপ্ত হন। এই পদমালা বিদ্যার প্রভাবে সুরাসুরকে মোহিত করা যায়। দেবীপু-১১। (৪৫) বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে যম, যমীর ও অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১।৩৫।৬। মনু দেখ। (৪৬) যম নামে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম যমসংহিতা। যম-সং। (৪৭) যম নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। স্কন্দ-আব-রেবা-১৭, ৯৭। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫। পদ্ম-স্বর্গ-৯। গরু-পূ-৯৩। (৪৮) সাবর্ণি মন্বন্তরের প্রথম অবস্থায় সুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতার নাম ছিল যম। বায়ু-৯১। (৪৯) অসুরগণ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিলে, দেবগণ বিভিন্ন জন্তুর রূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে যম কাকরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৮। (৫০) যমের পুত্রদের নাম শ্যাম ও শবল। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৯। (৫১) কাশীতে কীর্ত্তিমান্ নামে এক পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহার সদুপদেশে তাঁহার প্রজারা বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিল। তাহাদের পুণ্যের ফলে রাজ্যে অকাল মৃত্যু বিলুপ্ত হইল এবং সকলেই মরণান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে যমপুরী শূন্য হওয়ায়, যম প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাহার প্রতীকারের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া যমকে বিষ্ণুর নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। বিষ্ণু বলিলেন—কীর্ত্তিমান্ রাজা তাঁহার বিশেষ ভক্ত এমত অবস্থায় কোন প্রতীকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে বিষ্ণু যমকে আশ্বাস দিলেন যে, কীর্ত্তিমান্

রাজার মৃত্যুর পর এক অতি পাপাচারী নৃপতি প্রাদুর্ভূত হইবেন। তাঁহার অধিকার কালে প্রজাবর্গ পুনরায় দুষ্ক্রিয়াশীল হইবে এবং তৎফলে যমপুরী পূর্ব্বের ন্যায় লোকপূর্ণ হইবে। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১১, ১২।

যমজিহ্বা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

যমদ্রংষ্ট্রা—কাশীস্থিত এক যোগিনী। তিনি নিরন্তর বিঘ্নরাশিকে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার পূজা করে, তাহার যমভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

যমদগ্নি—জমদগ্নি দেখ।

যমদণ্ড—জনৈক রাক্ষস। সে পাতালের তৃতীয়তলে বাস করিত। দেবীপু-৩, ৮২।

যমদণ্ডধারিণী—অন্ধকাসুরের বধ কল্পে কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ শরীর পরিগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে পৈশুন্য যমদণ্ডধারিণী নাম্নী মাতৃকা হইয়াছিলেন। বরা-৯১।

যমদূত—উদুম্বর, উদুম্লান, পার্থিব, দেবরাত, সমর্ষণ, তারকলোহিণ্য, রেণু, কারীষু, বক্র, পানিন, ধানজপ্য, শালাবত্য, হিরণ্যাক্ষ, সঙ্কৃত, গালব, দেবল, যমদূত, সালঙ্কায়ন ও বাস্কল, ইহারা বিশ্বামিত্র গোত্রজ ঋষি। বায়ু-৯১।

যমবাল—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-৬৬। ধৃষ্ট দেখ।

যমল—জনৈক দানব। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-৬।

যমহন্তা—অন্যতম রুদ্র। দেবীপু-৮১। রুদ্র দেখ।

যমান্তক—বজ্র-অসুরের অনুচর জনৈক দানব। সে দেবীহস্তে নিহত হয়। দেবীপু-৪, ১৪, ১৫।

যমী—(১) সংজ্ঞার গর্ভজাত সূর্য্যের কন্যা। তিনি যমের সহোদরা ও যমজা ছিলেন। যমীর নামান্তর যমুনা। মার্ক-১০৬। বিষ্ণু-৩য়-২। (২) বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয়, যম ও যমীর জন্ম হয়। ঋক্-১৷৩৫৷৬। সংজ্ঞা, যম ও যমুনা দেখ। (৩) অমৃতবান্ দেখ। ব্রহ্মা-৩২।

যমুনা—(১) যমের সহোদরা এবং যমজা ভগিনী। তিনি সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে জন্মেন। সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখ। (২) বিবস্বান তনয়া যমুনা ইন্দ্রাদেশে শক্তি-পুত্র পরাশরের জন্য দাশরাজ গৃহে সত্যবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) যম ও যমুনা ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১১। (৪) রাধিকার অন্যতমা সখীর নাম ছিল যমুনা। গর্গ-অশ্ব-৪২। (৫) ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রীর গর্ভে যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৬। (৬) যমুনা কাবেরী, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীগণ ব্রহ্মার

মানসপুত্র অগ্নির পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (৭) যমুনা পিতৃ-নির্দ্দেশে কালিন্দ-দেশবাহিনী নদী হয়েন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (৮) গঙ্গাদেবীর অন্যতমা সখী যমুনা। গঙ্গা বিষ্ণু পাদোদ্ভবা এবং যমুনা বিবস্বানা-ত্মজা। এই কারণে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রধানতম তীর্থসমূহের অন্য-তম। (৯) যম ও যমুনা সূর্য্যপত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে জন্মেন। কূর্ম্ম-পূ-২০।

যমুনেশ—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। পাপী মানবেরাও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, তাহাদের যম-লোকে যাইতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫।

যমেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রস্থ যম-কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি শিবলিঙ্গ। আশ্বিনের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী দিনে যে ব্যক্তি যমেশ্বরের সমীপে ভক্তি সহকারে উপ-বাস করে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-৯২। (২) মাতৃ-শাপে পদহীন হইয়া যম প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অযুত সর্বকাল তপস্যা করেন। যমকর্ত্তৃক স্থাপিত ঐ শিবলিঙ্গ যমেশ্বর নামে খ্যাত। যমদ্বিতীয়ায় তাঁহাকে দর্শন করিলে যমলোক দর্শন করিতে হয় না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২, ১৪৬। যম দেখ।

যযাতি—(১) রাজা নহুষের পুত্র তিনি স্বীয় বিক্রমবলে সসাগরা পৃথি-বীর সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই মহিষী ছিলেন। দেবযানির গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। যযাতি যখন দেবযানিকে বিবাহ করেন, তখন দেবযানির পিতা অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য যযাতিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন যে, তিনি আর শর্ম্মিষ্ঠাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করি-বেন না। কিন্তু যযাতি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেব-যানী তাহা জানিতে পারিয়া শুক্রা-চার্য্যের নিকট অনুযোগ করেন। তখন শুক্রাচার্য্য কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য যযাতিকে বলিলেন, যেহেতু তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি এখ-নই জরাগ্রস্ত হইবে।" যযাতি শুক্রা-চার্য্যের শাপে তৎক্ষণাৎ জরাগ্রস্ত হইয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন, "আমি অদ্যা-বধি বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই। অতএব অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে এই জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।" তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন যে, যযাতি ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে জরা সংক্রামিত করিয়া, তাহার যৌবন নিজে গ্রহণ

পূর্ব্বক যৌবন-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। অতঃপর যযাতি একে একে তাঁহার পাঁচ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার জরার পরিবর্ত্তে যৌবন দান করিতে বলিলেন। কিন্তু একে একে চারি পুত্রই নিজ নিজ যৌবনের পরিবর্ত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার নিকট হইতে জরা গ্রহণ-পূর্ব্বক পিতাকে নিজ যৌবন প্রদান করিলেন। যযাতি পুরুর যৌবন লইয়া স্বেচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ ও সর্ব্বপ্রকার বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন এই-ভাবে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে যযাতি পুরুকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহ অনুযায়ী বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, ভোগের দ্বারা ভোগেচ্ছা উপশম হয় না। বরঞ্চ ঘৃতদানে অগ্নির ন্যায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তজ্জন্য আমি বৃথা বিষয়ের ভোগদ্বারা তৃপ্তি লাভের আশা ত্যাগ করিয়া, তপোবনে প্রবেশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব।" এই কথা বলিয়া যযাতি পুনরায় পুরুকে তাঁহার যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া, নিজ জরা পুনর্গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং আয়ুকাল পূর্ণ হইলে স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় ইন্দ্র একবার যযাতিকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বান-প্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলে। তথায় তুমি কাহার ন্যায় তপোনুষ্ঠান করিয়া-ছিলে?" যযাতি বলিলেন, "দেবতা মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি, ইঁহাদের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার ন্যায় তপোনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই।" যযাতির কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "যেহেতু তুমি অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অবমাননা করিলে তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই পুণ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবলোক হইতে চ্যুত হইবে।" যযাতি ইন্দ্রের কথা শুনিয়া অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"আমি যেন সাধু সন্নিধানেই পতিত হই।" অতঃ-পর ইন্দ্রের শাপে যযাতি স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়া যখন ভূতলে পতিত হইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তাঁহার দৌহিত্র রাজর্ষি অষ্টকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার সহিত যযাতির নানা সদ্বিষয়ে আলাপ হয়। ঐ সকল আলোচনার পর যযাতি পুনরায় স্বর্গে গমন করেন। রামা-উত্ত-৬৮,৬৯। ভাগ-৯স্ক-১৮,১৯। মহাভা-আদি-৭৫,৭৮,৯৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। মৎ-২৪। (২) জরা গ্রহণ

করিতে অসম্মত হওয়াতে যযাতি পুরু ভিন্ন অপর চারি পুত্রকে শাপ দেন। ঐ পুত্রগণের মধ্যে যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে বৈভোজ, পুরু হইতে পৌরব বংশ সমূহ এবং অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি হয়। মহাভা-আদি-৮৫। (৩) নহুষের পত্নী বিরজার গর্ভে যযাতি প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৭৩,৯৩। মৎ-১৫। হরি-হরি-৩০। কূর্ম্ম-পূ-২২। সৌর-৩১। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৪) বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে যযাতি তুর্ব্বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকের, দ্রুহ্যকে পশ্চিমদিকের, যদুকে দক্ষিণাপথের, অনুকে খণ্ড খণ্ড ভাগের এবং পুরুকে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যে অধিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। (৫) যযাতি সামান্য অপরাধেই স্বর্গচ্যুত হইয়া অষ্টাদশযুগ কর্কট দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। দেবীভা-৬স্ক-৭। (৬) যযাতি পুত্রগণকে নিম্নলিখিতরূপে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন—দক্ষিণপূর্ব্ব-দিকে তুর্ব্বসুকে, উত্তর ও পূর্ব্বদিকে অনু ও দ্রুহ্যকে, জ্যেষ্ঠ পুত্রযদুকে পূর্ব্বো-ত্তরদিকে এবং মধ্যদেশে অর্থাৎ কুরু-পাঞ্চাল দেশে পুরুকে স্থাপন করেন। হরি-হরি-৩০। (৭) যযাতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে অত্যন্ত বেগসম্পন্ন অশ্বযুক্ত, পরম ভাস্বর, কাঞ্চনময় সুদৃঢ় দিব্যরথ এবং অক্ষয় তূণীর প্রদান করেন। যযাতি উক্তরথে আরোহণ করিয়া ছয় মাসের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী জয় করেন। এই রথ পরম্পরায় পাণ্ডবেরা প্রাপ্ত হন। লি-পূ-৬৬। (৮) যযাতি পুত্রগণের মধ্যে তুর্ব্বসুকে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে; দক্ষিণদিকে যদুকে; পশ্চিম ও উত্তর দিকে দ্রুহ্যু ও অনুকে রাজ্য প্রদান করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যযাতির নিজরাজ্য লাভ করেন। লি-পূ-৬৭। (৯) যযাতির পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের, তুর্ব্বসু দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের, দ্রুহ্য পশ্চিম দিকের এবং অনু উত্তর দিকের অধিপতি হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে যযাতি সার্ব্ব-ভৌম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। কূর্ম্ম-পূ-২ (১০) পুলস্ত্য নামক একজন ঋষি রাজর্ষি যযাতিকে অর্ব্বুদাচল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৫। (১১) যযাতির চারিপুত্র ছিল। তাহাদের নাম রুরু, পুরু, কুরু ও যদু। যযাতির পুণ্যবল অবগত হইয়া দেবরাজ তাঁহাকে স্বর্গে আনয়ন করিবার জন্য মাতলিকে প্রেরণ করেন। মাতলি যযাতিকে ইন্দ্রের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে যযাতি স্বর্গে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর মাতলির সহিত যযাতির নানা সদ্‌বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আলো-চনান্তে মাতলি যযাতির স্বর্গ-গমনে

অনিচ্ছা জানিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদনন্তর যযাতি নিজ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ঐ ধর্ম্ম অবলম্বনের ফলে তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে মৃত্যু লোপ পাইল। ইহাতে চিন্তিত হইয়া যম প্রতীকার প্রার্থনায় ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। ইন্দ্র তখন যযাতির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইবার জন্য কামদেব, রতি, গন্ধর্ব্বগণ ও মকরন্দকে আনয়ন করাইলেন। তাহাদের কৌশলে জরা যযাতিকে আশ্রয় করিল। অনন্তর যযাতি এক দিন মৃগয়া করিতে যাইয়া অশ্রুবিন্দুমতী নাম্নী কামতনয়াকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন এবং পুত্রগণের নিকট জরার পরিবর্ত্তে যৌবন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র পুরু পিতার নিকট হইতে জরা লইয়া তাঁহাকে নিজ যৌবন দান করিলেন। যযাতি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কামকন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুবিন্দুমতীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যযাতি তাহা জানিতে পারিয়া কনিষ্ঠ পুত্র যদুকে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠাকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যদু আজ্ঞা পালন করিতে অসম্মত হইলে, যযাতি তাহাকে শাপ দিলেন। এদিকে ইন্দ্র যাযাতির বিক্রম, দান ও পুণ্যাদি দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং যাহাতে যযাতি সত্বর দেবলোকে আগমন করেন, তাহার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইন্দ্রের প্ররোচনায় কামকন্যা অশ্রুবিন্দুমতী যযাতিকে ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক, বৈষ্ণবলোক দর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। যযাতি পত্নীর অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া পুত্র পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথায়ই বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম-পাতা-৬৫-৮৩। (১২) যযাতি নরপতি একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলপূর্ব্বক কীলকযুগ নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যতদূরে পতিত হইত, তত্দূর পর্য্যন্ত এক যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিতেন। ঐরূপ কীলক নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। ঐ শম্যাপাত সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গমন করেন। যযাতি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ এবং একশত বাজপেয় যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিনটি স্বর্ণ পর্ব্বত প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (১৩) মহারাজ যযাতি গো-দানপূর্ব্বক দেবদুর্লভ দিব্য স্থান অধিকার করেন। মহাভা-অনুশা-৮১। (১৪) যযাতি, নহুষ, দিলীপ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ মহর্ষি শতক্রতুর সহিত পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া-

ছিলেন। ঐ পর্য্যটনকালে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে, যযাতি "যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদসমুদয়ের অনাদর করুক" এই বলিয়া শপথপূর্ব্বক নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন। মহাভা-অনু-৯৪। শতক্রতু দেখ। (১৫) যযাতি রাজর্ষিগণের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৬) রঘু, যযাতি, বিশ্বক্সেন, ভরত, দুষ্মন্ত, কল্মষ, নল, নিমি প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিকমাস, কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১১৫। মান্ধাতা ও যুবনাশ্ব দেখ। (১৭) রাজা নহুষের যতি, যযাতি, আয়াতি, বিয়তি, সংযাতি ও কৃতি এই কয় পুত্র ছিল। যযাতির দুই পত্নীর গর্ভে যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই পাচ পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪৩। নহুষ দেখ। (১৮) অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নির স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন"—হে বিশুদ্ধ অগ্নি! মনু, অঙ্গিরা, যযাতি ও অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় তুমি যজ্ঞস্থলে গমন কর। ঋক্-১।৩১।১৭। (১৯) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দ্বাদশজন দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। মঙ্গল দেখ।

যশঃ—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী দক্ষকন্যা কীর্ত্তির গর্ভে যশঃ জন্ম গ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। গরু-পূ-৫ কীর্ত্তি দেখ। (২) কামের পত্নী রতির গর্ভে যশঃ ও হর্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২১৮। (৩) অনাগত মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ।

যশশ্চন্দ্র—ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় ভীমের পুত্র। তাঁহার পুত্র বরেণ্য। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭১।

যশস্কর—তৃতীয় (উত্তম) মন্বন্তরে যজ্ঞকর্ত্তা শিবগণের অন্তর্গত দ্বাদশজন দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অহিহা দেখ।

যশস্বিনী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম অদ্ভু-রামা-২৩,২৫।

যশস্বী—উত্তম মন্বন্তরে প্রতর্দ্দন নামক দেবগণের অন্তর্ভূ্ত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

যশা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, শিবা শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, উন্নতি, সিদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রী, উমা, দীপ্তি, কান্তি, যশা, লক্ষ্মী এবং ঈশ্বরী, ইহারা উত্তমা দেবী নামে কথিতা হন। দেবী-পু-৫০।

যশোদা—(১) হবিষ্মন্ত পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদা, নৃপতি অংশুমানের পত্নী, পঞ্চজনের পুত্রবধূ, দিলীপের জননী ও ভগীরথের পিতামহী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। মৎ-১৫। (২) অঙ্গিরার যে সকল পুত্রেরা সাধ্যগণকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মানসী কন্যা যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী, বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ ও নৃপতি দিলীপের জননী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। বায়ু-৭৩। (৩)গোকুলবাসী নন্দগোপের স্ত্রী। ব্রজে যে রাত্রে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রিতেই গোকুলে যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মে। বসুদেব কংস-ভয়ে ভীত হইয়া, সেই রাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গৃহে রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর পার্শ্বে স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ; ৫ম-১,৩,৫। দেবীভা-৪স্ক-২৩। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬। ভাগ-১০স্ক-২। লি-পূ-৬৯। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। (৪) যশোদা পূর্ব্বজন্মে দ্রোণ নামক মুনির পত্নী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল ধরা। যশোদার পিতার নাম গিরিভানু ও মাতার নাম পদ্মাবতী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৯,১৩। (৫) পূর্ব্বজন্মে নন্দগোপ দ্রোণ নামে বসু ছিলেন, এবং যশোদা ধরা নামে তাঁহার পত্নী ছিলেন। গর্গ-গোল-৩। (৬) নন্দগোপ ও যশোদা পূর্ব্বজন্মে প্রজাপতি দক্ষ ও তৎপত্নী প্রসূতি ছিলেন। মহাভা-৫২। (৭) যদুবংশীয় দেবকের সাত কন্যার অন্যতমা যশোদা। তাঁহার অন্যান্য ভগিনীদের নাম দেবকী, শ্রুতদেবা, শ্রুতিশ্রবা, শ্রীদেবা, উপদেবা ও সুরূপা। এই সাত ভগিনীই বসুদেবের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। দেবক ও বসুদেব দেখ। (৮) যশোদা, একানংশা, দেবকী ও মহাবিশ্বেশ্বরী, এই সকল দেবীর পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। বরা-১৬৯।

যশোদেবী—বৃহন্মনা নৃপতির অন্যতমা পত্নী ও শৈব্যরাজের কন্যা। তাঁহার গর্ভে জয়দ্রথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। বায়ু-৯৯। হরি-হরি-৩১।

যশোধর—পত্নী রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেখ।

যশোধরা—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেব দেখ। (২) দানবপতি বিরোচনের কন্যা ও ত্বষ্টার পত্নী। তাঁহার গর্ভে ত্রিশিরা বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্ম্মা নামে যমজ পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৩) ভরত-বংশীয় হস্তিনাপুর নামক নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হস্তীর পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। হস্তী দেখ।

যশোধারী—(১) পুলহের অন্যতম পুত্র সহিষ্ণুর পত্নী। তাঁহার কামদেব নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-২৮। (২) কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ধনক, কপীবান, সহিষ্ণু, যশোধারী, কামদেব, সুমধ্যম প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। প্রিয়ব্রত ও ধনকপীবান্ দেখ।

যশোবতী—(১) ভদ্রমতি নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। বৃহন্না-১১। ভদ্রমতি দেখ। (২) নরপতি রভ্যের কন্যা একাবলীর সহচরী। দেবীভা-৬স্ক-২১, ২২, ২৩। একাবলী দেখ।

যশোভদ্র—মণিভদ্র নামক নরপতির পুত্র বীরভদ্র ও যশোভদ্র পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়াও দৈবক্রমে দান করেন নাই। সেই পাপে তাঁহারা নরকে গমন করেন। নরক-বাস সমাপন হইলে তাঁহারা শলভ যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। একবার ঝটিকাবিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহারা গঙ্গাসলিলে পতিত হন এবং তৎক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-ক্রি-৩।

যশোমতী—নন্দগোপ-পত্নী যশোদার নামান্তর। যশোদা দেখ।

যশোমেধা—সুমেধাগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

যস্ক—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

যাজ—(১) ভাগীরথী-তীর নিবাসী জনৈক সংশিতব্রত ঋষি। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপযাজ, মহারাজ দ্রুপদের প্রার্থনায় তাঁহার জন্য এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। মহাভা-আদি-১৬৭। দ্রুপদ দেখ। (২) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। মৎস্যগন্ধ দেখ।

যাজ্ঞবল্ক্য—(১) বৈশম্পায়নের শিষ্য। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিলে, গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে তাঁহাকে অধীত বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য যজুঃ সকল বমনপূর্ব্বক চলিয়া যান। অন্যান্য মুনিরা তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া যজুঃ সকল গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে মনোরম তৈত্তিরীয় শাখা উৎপন্ন হইল। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা করিয়া অপরের অজ্ঞাত যজুঃসকল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এইসকল যজুঃদ্বারা পঞ্চদশ শাখা করিলেন। পরে কণ্ব, মধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩স্ক-৫। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) রাজর্ষি

জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, রাজর্ষি জনক মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি এক সহস্র গাভী, বহু পরিমাণ স্বর্ণ, অনেকগুলি গ্রাম, বহুসংখ্যক দাস ও নানাবিধ রত্নরাজী লইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি এই সমস্ত দ্রব্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্য উৎসর্গ করিলাম। আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্, তিনি এই সমুদয় গ্রহণ করুন।" জনক রাজার এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্য পাইবার আশায় নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়া প্রচার করিয়া স্বীয় শিষ্যকে বলিলেন,—"এই সমুদয় ধন আমারই প্রাপ্য। আমি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছি। আমার ন্যায় বেদজ্ঞ আর কেহই নাই। আমার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তিনি আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অতঃপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অপর সমস্ত ঋষিগণের তুমুল বিচার আরম্ভ হইল এবং বিচারে ঋষিগণ সকলেই পরাস্ত হইলেন। তদনন্তর মহর্ষি শাকল্যের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিচার আরম্ভ হইল। ঐ বিচারেও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জয়লাভ করিলেন। এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক রাজা জনকের দ্বারা উৎসর্গিকৃত ধন-সম্পত্তি লাভ করিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বৈশম্পায়ন তাঁহার জন্য শিষ্যগণকে ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে বলিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তিনি একেলাই ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার তপস্যার বল দেখাইবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর কথা শুনিয়া অধীত যজুঃসমূহ বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থিত যজুঃসমূহ লাভ করিবার জন্য, সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। (স্বয়ংরূপ ব্রহ্ম হইতে যে সমুদয় বেদ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, তাহারাই আবার ঊর্দ্ধে গমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করে।) সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যের আরাধ-

ধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ মণ্ডলস্থিত যজুঃ-সমূহ অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিলেন। অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে সূর্য্যদেব ঐ যজুঃ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, যে কেহ ঐ যজুঃ অধ্যয়ন করেন, তিনিই বাজী নামে খ্যাত হন। কণ্ব, বৈধেয় প্রভৃতি পঞ্চদশজন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য বাজী নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মা-৬৬, ৬৭। বিষ্ণু-৩য়-৫। বায়ু-৬০, ৬১। বৈশম্পায়ন ও আটবী দেখ। (৩) জনমেজয় রাজার পুত্র শতানিক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়া-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) যাজ্ঞবল্ক্য রঘু-বংশীয় নৃপতি হিরণ্যনাভের নিকট অধ্যাত্ম-যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) রাজর্ষি জনকের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার; সগুণ ও নির্গুণ কি এবং জন্ম, মৃত্যু, কাল সংখ্যাই বা কি, তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৩১১-৩১৮। (৬) কোনও সময় যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করেন। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট হইতে যজুর্ব্বেদ লাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে মুখ বিবৃত করিতে বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তদ্রূপ করিলে সরস্বতী তাঁহার মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎফলে যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ানক গাত্রদাহ উপস্থিত হইল এবং তিনি গাত্রজ্বালায় উত্তপ্ত হইয়া সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাহার গাত্রজ্বালা শান্ত হইলে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন। অতঃপর সরস্বতীর বরে সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদয় বেদ তাঁহার অধিকৃত হইল। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য একশত শিষ্যকে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি জনকের পিতার যজ্ঞে দক্ষিণা লইয়া মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হইলে মাতুল-ভাগিনেয়ের বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের নিকট হইতে যে পঞ্চদশ খানি সংহিতা প্রাপ্ত হন, তাহাই যজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখা। যাজ্ঞবল্ক্য জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (৭) তিনি দেবদত্ত নামক একজন ব্রাহ্মণের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। দেবীভা-৩স্ক-১০। (৮) যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূত ব্রহ্মবাহুর পুত্র ছিলেন। বায়ু-৬১। (৯) হিরণ্যনাভ কৌশল্যের পুত্র বশিষ্ঠের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য যোগশাস্ত্র শিক্ষা করেন। বায়ু-৮৮। (১০) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৪, ৩২। (১১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রোগহীনা, ভ্রাতৃমতী, অসমান-গোত্রা, অসমান-প্রবরা, পিতৃপক্ষের সপ্তম পুরুষ ও মাতৃপক্ষের পঞ্চম পুরুষের পরবর্ত্তিনী কন্যাই বিবাহের পক্ষে প্রশস্তা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (১২) যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলায় বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভগিনী সপ্তম বর্ষে বিধবা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৪২। পিপ্পলাদ ও কংসারী দেখ। (১৩) যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মার অবতার ছিলেন। শিবের শাপে ব্রহ্মা যাজ্ঞবল্ক্যরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি অতিশয় দুশ্চরিত্র ছিলেন। গুরু শাকল্যের আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য একদিন যজ্ঞান্তে শান্তিবারি লইয়া রাজসকাশে গমন করেন। রাজা তাঁহার দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে শান্তিবারি গ্রহণ করিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শান্তিবারি অন্যত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার গুরু শাকল্য ইহা জানিতে পারিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে তিরস্কার করিলেন এবং পুনরায় ভূপতির নিকট শান্তিবারি লইয়া যাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যকে আদেশ দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু গুরুর আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। শাকল্য ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিয়া প্রস্থান কর।" অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য অধীত সমুদয় বিদ্যা বমন পূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়া অন্যত্র গমনপূর্ব্বক কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন-সহ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। বৎসরান্তে সূর্য্যদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আপনি আমার গুরু হইয়া আমাকে বেদ অধ্যয়ন করান।" তখন সূর্য্যদেব বলিলেন—"আমি সমীপবর্ত্তী এই কুম্ভে বেদোক্ত সারস্বত মন্ত্র নিক্ষেপ করিতেছি। তুমি শুচী হইয়া এই কুম্ভ জলে স্নান করিয়া, যে কোন বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, তাহা একবার অধ্যয়নেই তোমার কণ্ঠস্থ হইবে।" এই কথা বলিয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে লঘিমা নাম্নী বিদ্যা দান করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য ভাস্করের আদেশে লঘু কলেবর হইয়া সূর্য্য-রশ্মি-সম্ভব অশ্বদিগের কর্ণে প্রবেশপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বেদার্থ-সম্মত উপনিষৎ প্রণয়ন করিয়া, রাজর্ষি জনকের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী কাত্যায়নীর (অপর নাম কল্যাণী) গর্ভে তাঁহার

কাত্যায়ন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপরা পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী। স্কন্দ-নাগ-১২৯,১৩০। (১৪) গরুড় পুরাণের অন্তর্গত দানধর্ম-বিধি, শ্রাদ্ধবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, গৃহীধর্ম, বর্ণধর্ম, যতিধর্ম প্রভৃতি যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। গরু-পূ-৯৩-১০৬। (১৫) মহর্ষি উপমন্যুর আশ্রমেই তপস্যা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মহাদেবের আদেশে যোগ সংহিতা প্রণয়ন করেন। কূর্ম-পূ-২৫। (১৬) যাজ্ঞবল্ক্য মুনি রাম-চন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-পাতাল-৪। (১৭) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪। (১৮) বিশ্বামিত্রের পৌত্র ও হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। (১৯) যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুর দশম অবতার, কল্কির পুরোহিত ছিলেন। অগ্নি-১৬। মৎস্য-৪৭। (২০) অত্রি বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। বৈকৃতি ও গালব দেখ। (২১) বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ। (২২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একজন বৈদিক কালের ঋষি। শত-১প্র-১অ-৮। (২৩) যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম ছিল যজ্ঞবল্ক। সোম-শ্রবা প্রভৃতি ঋষিকে যাজ্ঞবল্ক্য যে স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহাই যাজ্ঞ-বল্ক্য সংহিতা নামে খ্যাত। যাজ্ঞ-১।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদীর নামান্তর। দ্রুপদ রাজার এক নাম যজ্ঞসেন ছিল বলিয়া, তাঁহার ঐ নাম হয়। দ্রৌপদী দেখ।

যাজ্ঞেয়ি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

যাতনা—(১) কলির বংশে, মৃত্যুর ঔরসে, তাঁহার ভগিনী ভীতির (ভয়) গর্ভে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৮। কল্কি-১ম-৯। মৃত্যু দেখ।

যাতি—পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, যাতি ও সুযাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩০। নহুষ ও যযাতি দেখ।

যাতুধান—(১) সায়নাচার্য্যের মতে যাতুধান অর্থ অসুর। তাহারা এক প্রকার মায়াবী পাপমতী জীব। পার-সিক শাস্ত্রোক্ত যাতুমান নামক অসুর-দিগের একই শ্রেণীভুক্ত। ঋক্-১।৩৫। ১০ টীকা। (২) যাতুধান, ব্রহ্মধান, দিবাচর ও নিশাচর নামে রাক্ষসদের চারিটি শ্রেণী আছে। বায়ু-৭০।

যাতুধানা—খশু নামক পিশাচের কন্যা। তাহার নামান্তর জম্বুধনা। বায়ু-৬৯। আপ ও বধ দেখ।

যাতুধানী—বৃষাদর্ভি (নামান্তর শৈব্য) রাজার যজ্ঞাহুতি হইতে উৎ-পন্না এক রাক্ষসী। মহাভা-অনুশা-৯৩।

যাতুষ্ঠীর—গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তব

করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি যাতুষ্ঠিরকে অন্ন প্রদান করিয়াছ। সায়নাচার্য্য এই যাতুষ্ঠিরের কোনও বিবরণ দেন নাই ঋক্-২। ১৩।১১।

যাত্রেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, যাত্রেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা না করিলে যাত্রা বিফল হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

যাদবী—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি বাহুর পত্নী। নরপতি বাহু হৃতরাজ্য হইয়া বনবাসে গমন করিলে, যাদবীও স্বামীর সহগমন করেন। তথায় বাহু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, গর্ভবতী যাদবী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হন। তাঁহার সপত্নী তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার ইচ্ছায়, তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করেন। যাদবী চিতারোহণ করিতে উদ্যত হইলে ঔর্ব্ব মুনি তাহাকে নিবারণ করেন। যাদবী ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা হইয়া, সগর নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-৮৮। শিব-ধর্ম্ম-৬১। সগর দেখ। (২) শিশুপালের মাতার নাম ছিল যাদবী। মহাভা-সভা-৪২।

যাদৃক—উনপঞ্চাশজন মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

যাদ্ব—বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"তুমি অতিথিবৎসল (সুদাসের) সুখ সম্পাদন করিয়া যাদ্বকে বশীভূত কর।" সায়নাচার্য্য এই যাদ্বের কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-৭।১৯।৮।

যান—দ্বাদশজন সাধ্যদেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অনুমন্তা দেখ।

যাবিক—পুণ্যজনী নামক পত্নীর গর্ভজাত যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

যাম—(১) দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যে দ্বাদশজন পুত্র জন্মে তাঁহারা সকলেই যাম নামে খ্যাত। যজ্ঞের নামান্তর ছিল যম। এইজন্য তৎপুত্রগণ যাম নামে বিদিত ছিলেন। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। যজ্ঞ দেখ। (২) যজ্ঞের এই পুত্রেরাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দেবগণ ছিলেন। তাঁহারা উত্তরদিকে বাস করিতেন। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। মার্ক-৫০। দেবীভা-৮স্ক-৩। বৃহন্না-৩৭। কূর্ম্ম-পূ-৮। বিষ্ণু-১ম-৭। ভাগ-১স্ক-৩। (২) পূর্ব্বকালের মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামক দেবতা হয়েন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। যাম দেবগণের নাম—যদু, যযাতি, দীধিগণ, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি (প্রজাপতি—বায়ু), বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ।

যামিনী—দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যার

অন্যতমা ও অরিষ্টনেমীর চারি পত্নীর একজন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। যামী, তিমি, তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমী দেখ।

যামী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। যামীর গর্ভে নাগবীথি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ২১৮। বায়ু-৬৬। ভাগ-৬স্ক-৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। গরু-পূ-৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। কূর্ম্ম-পূ-১৬। লি-পূ-৬৩। (২) তার্ক্ষ্যের অন্যতমা পত্নীর নাম ছিল যামী। তাঁহার গর্ভে শলভসকল জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬স্ক-৬। বিনতা ও কদ্রু দেখ।

যামুনি—অনসূয়, নকুরয়, স্নাতপ, রাজবর্ত্তপ, শৈশিরোদবহি, সৈরন্ধ্রি, রৌপসেবকি, যামুনি, কাদ্রু, পিঙ্গাক্ষি, সজাতম্বি ও দিববষ্টাশ্ব, এই সকল কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—বৎসর, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ। এই সকল বংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। মৎ-১৯৯।

যাম্য—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতাদের গণের নাম ছিল যাম্য। দেবীপু-৪৬। স্বায়ম্ভুব মনু ও যাম দেখ।

যাম্যা—শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত কালিকার যুদ্ধকালে, বিভিন্ন দেবগণের শক্তিগণ, দেবীর সাহায্যার্থ আগমন করেন। যম-শক্তি যাম্যা দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক মহিষে আরোহণ করিয়া, দেবীর সাহায্যার্থ আগমন করেন। দেবীভা-৫স্ক-২৮। শক্তি দেখ।

যাহুষ—অশ্বিদ্বয় যাহুষকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঋক্-৭। ৭১।৫।

যুক্ত—(১) অজিত নামে খ্যাত ব্রহ্মার তেত্রিশজন মানস পুত্রের মধ্যে একুশজন ত্বিষিমান নামে বিখ্যাত। যুক্ত ঐ ত্বিষিমান দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। ত্বিষিমন্তগণ, অমৃতবান্ ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। রৈবত মনু দেখ। (৩) ভৌত্য মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। ভৌত্যমনু ও অজিত দেখ।

যুগ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়া ক্রতুসুতগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। স্বারোচিষ মনু ও আপ দেখ।

যুগদত্ত—ভরতবংশীয় ব্রহ্মদত্তের পুত্র। মৎ-৪৯। অনূহ ও বিষক্সেন দেখ।

যুগন্ধর—(১) বৃষ্ণি-বংশীয় দ্যুম্নির পুত্র। অনঙ্গ ও দ্যুম্নী দেখ। (২) যদুবংশীয় ভূমির পুত্র যুগন্ধর। হরি-হরি-৩৪, ১৬০। (৩) যদুবংশীয় কুণির পুত্র যুগন্ধর। ভাগ-৯স্ক-২৪। লি-পূ-৬৯। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৪) যদু-বংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র কুণি। কুণির পুত্র যুগন্ধর। গরু-পূ-১৪৩। যুযুধান ও অসঙ্গ দেখ। (৫) চন্দ্রবংশীয় রাজা শতানীকের মন্ত্রী। বিধূম নামক বসুর

অন্যতম ভৃত্য মাল্যবান্ যুগন্ধরের পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩। মাল্যবান্ দেখ। (৬) যদু-বংশীয় ভূতির পুত্র যুগন্ধর। বায়ু-৯৬। ভূতি দেখ।

যুগপৎ—মৌনেয় নামে খ্যাত ষোল জন দেব-গন্ধর্ব্বের অন্যতম। বায়ু-৬৯। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। উগ্রসেন ও মৌনেয় দেখ।

যুগাদিদেব—সত্যযুগে যুগাদিদেব নামে একজন পরম-ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৭।

যুগাধ্যক্ষ—কোবিদার তীর্থে পিতা-মহ ব্রহ্মা যুগাধ্যক্ষ নামে পূজিত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬-খ) দেখ।

যুতায়ু—মগধের জরাসন্ধবংশীয় শ্রুত-শ্রবার পুত্র যুতায়ু। তৎপুত্র নিরমিত্র। ভাগ-৯স্ক-২২। অযুতায়ু দেখ।

যুত্র—যদুবংশীয় শিনির পুত্র যুত্রের তনয় সত্যক। লি-পূ-৬৯। বৃষ্ণি ও শিনি দেখ।

যুদ্ধতুষ্ট—যদুবংশীয় উগ্রসেনের অন্য-তম পুত্র ও কংসের ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। উগ্রসেন ও ভূময় দেখ।

যুদ্ধমুষ্টি—(১) যদুবংশীয় উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র ও কংসের অন্যতম ভ্রাতা। মৎ-৪৪। উগ্রসেন ও ভূময় দেখ। (২) কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, সুতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টি ইহারা উগ্রসেনের পুত্র ছিলেন। অগ্নি-২৭৫। (৩) উগ্রসেনের নয় পুত্রের নাম—কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। রাষ্ট্রপাল দেখ।

যুদ্ধোন্মত্ত—জনৈক রাক্ষস-সেনা-পতি। হনুমান লঙ্কাদহন কালে তাহার গৃহ দগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪।

যুধাজিৎ—(১) কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতের মাতুল ছিলেন। তিনি ভর-তের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে সঙ্গে লইয়া গন্ধর্ব্বগণের দেশ অধিকার করিতে গমন করেন। রামা-অযো-৭০; উত্তরা-১১৩, ১১৪। (২) যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ, কৃতলক্ষণ প্রভৃতি পাঁচপুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের পুত্র যুধাজিৎ, বৃষভ ও ক্ষত্র। (৪) বৃষ্ণি-তনয় যুধাজিৎ,। তৎপুত্র পৃষ্ণি। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বৃষ্ণি দেখ। (৫) অন্ধক বংশীয় ক্রোষ্টুর অন্যতমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনমিত্র ও শিনি নামে চারি পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের তিন পুত্র—যুধাজিৎ, ঋষভ ও চিত্র। (৭) সাত্বতের পুত্র বৃষ্ণির দুই তনয়—

যুধাজিৎ ও সুমিত্র। যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনমিত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। *(৮) যদুবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র, তৎপুত্র যুধাজিৎ। যুধাজিতের তনয় অনমিত্র ও শিনি। গরু-পূ-১৪৩। সুমিত্র ও শিনি দেখ।

যুধামন্যু—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় একজন সেনাপতি। তিনি কৌরবদিগের হস্তে নিহত হন। মহাভা-উদ-১৩৯; কর্ণ-৬।

যুধিষ্ঠির—কুরুবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধর্ম্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি জন্মিবামাত্র এই দৈববাণী হয়, "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবন-বিশ্রুত নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজা পালন করিবেন।" (মহাভা-আদি-১২৩)। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং কালক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ঋজুতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থির-সৌহার্দ্দ প্রভৃতি সদ্‌গুণদ্বারা চালিত হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের চক্রান্তে পঞ্চ পাণ্ডব বারণাবত নগরীতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অবস্থানের জন্য যে ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই গৃহের নির্ম্মাণ সন্দেহজনক বোধ হওয়াতে যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে পরামর্শ দিয়া, সেই গৃহ হইতে পলায়নের জন্য এক সুড়ঙ্গ খনন করাইয়া রাখেন এবং পুরোচন নামক দুর্য্যোধনের অনুচর যখন গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, তখন যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভ্রাতৃগণসহ সেই সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করেন। তৎপরে তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাসদেবের পরামর্শে একচক্রা নগরীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থান কালে কুন্তীদেবী যখন ব্রাহ্মণ-পরিবারের উপকারার্থ ভীমকে বক রাক্ষসের সমীপে গমন করিতে বলেন, তখন যুধিষ্ঠির মাতাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু কুন্তীদেবী তাঁহাকে অভয়দানপূর্ব্বক ভীমকে প্রেরণ করেন। একচক্রা হইতে অন্যত্র গমনকালে পথিমধ্যে অঙ্গারপর্ণ নামক গন্ধর্ব্বরাজের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। অর্জ্জুন অঙ্গারপর্ণকে বন্দী করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহারই আদেশে গন্ধর্ব্বরাজ মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে গমন করিয়া মুনিবর ধৌম্যকে পুরোহিতরূপে গ্রহণ করেন ও

তাঁহার পরামর্শে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন। তথায় অর্জ্জুন লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে গৃহে প্রত্যা-গমন করিয়া, কুন্তীকে বলিলেন,— "অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।" কুন্তী গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন। সবিশেষ না জানিয়াই বলিলেন,— "যাহা পাইয়াছ সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।" পরে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সকলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অপারগ হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,— "আমাদের মাতার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া দ্রৌপ-দীর পাণিগ্রহণ করিব।" বিবাহের পর পাণ্ডবেরা পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করেন এবং সেই স্থান হইতে খাণ্ডব-প্রস্থে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, একজন যখন দ্রৌপদীর সকাশে উপ-স্থিত থাকিতেন, তখন অপর কোনও ভ্রাতা তথায় যাইতে পারিতেন না। এক দিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন কার্য্যানুরোধে তথায় উপস্থিত হন। এই নিয়মভঙ্গাপরাধে অর্জ্জুন পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে দ্বাদশবর্ষকালের জন্য বনবাসে গমন করেন। যুধিষ্ঠির নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পান। কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। অর্জ্জুন বনবাসান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ময়দানব অর্জ্জুনের অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের জন্য ভুবনে অতুলনীয় এক সভা নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ দান ও সাহায্য করেন। এক-দিকে যেমন ইন্দ্রপ্রস্থে যজ্ঞায়োজন হইতে লাগিল অপর দিকে তেমনি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় দেশান্তরে গমন-পূর্ব্বক রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে প্রত্যাগমন করিলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করেন। যথাকালে ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করেন। সেই যজ্ঞে তৎকালীন রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই উপ-স্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই যজ্ঞে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকল-কেই বহুমূল্য উপহার প্রদত্ত হইয়া-ছিল। সেই যজ্ঞে ভীষ্মের পরামর্শে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধনাদি প্রত্যা-

বর্জন করেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের মুখে যুধিষ্ঠিরাদির যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের বিবরণ শুনিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। তাঁহারা আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি কপট স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শকুনি দ্বারা তাঁহাদিগকে দ্যূত ক্রীড়ায় নিয়োজিত করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে অক্ষ ক্রীড়া করিতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে দুর্য্যোধনাদির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সম্মত হইলেন। সেই দ্যূত ক্রীড়াই তাঁহার পক্ষে কালস্বরূপ হইল। তিনি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এবং শকুনির শঠতায় ক্রমে ক্রমে সমুদয় ধন, সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত ও পরাজিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। রাজ্য-সম্পদ সমুদয় হারাইয়া, আর পণ রাখিবার মত কোনও দ্রব্যের সন্ধান না পাইয়া, তিনি একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে এবং পরিশেষে নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় দ্রৌপদীকেও পণ রাখিলেন। ধূর্ত্ত শকুনি সমুদয় জিতিয়া লইলেন। দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ তখন নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি নানাবিধ অশিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। ক্রমে ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া পরম অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া, দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়নপূর্ব্বক নানারূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনাদিকে অশেষ তিরস্কার করিয়া পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের সমুদয় ধন সম্পত্তিসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা তাঁহার পুত্রগণের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি লইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এইরূপ মোহ হইয়াছিল যে, অক্ষক্রীড়া পরম দোষাবহ ও সর্ব্বনাশকর বুঝিতে পারিয়াও, পুনরায় ক্রীড়াতে মত্ত হইলেন। এইবার পণ রহিল যে, দ্যূতে পরাজিত হইলে পরাজিতকে রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক, মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে বাস করিতে হইবে। এই ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইয়া অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় পরাজিত হইলেন। তখন পণ অনুযায়ী যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও অপর চারি ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। (মহাভা-আদি-১৩২-১৩৬, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৬২, ১৭০, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৫, ২০৭, ২১৩, ২২২।

সভা-৩, ৪, ১২, ২৫-৩২, ৩৫, ৪৭-৭৯।) পাণ্ডবদিগের বনে অবস্থান কালে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণ প্রায়ই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেন। তাঁহারা বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষকাল পরম সুখে বনে যাপন করেন। ঐ সময়ে একদিন দ্রৌপদী কৌরবগণের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তাঁহাদিগের অশেষ নিন্দাবাদ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রতিশোধ লইতে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু যুধিষ্ঠির নানাবিধ উপদেশ দিয়া দ্রৌপদীর ক্রোধ শান্তি করেন। বনবাস কালে মহর্ষি ধৌম্য পাণ্ডবদিগের সহচর ছিলেন। যে সকল মুনি ও তপস্বীগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের উপদেশে পাণ্ডবগণ নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। ঐ বনবাস কালেই অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ তপস্যা করিবার জন্য গমন করেন। বনে অবস্থান কালে একদিন ভীম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভীষণাকার অজগর সর্পকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ভীমের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার অন্বেষণে গমন করেন এবং ভীমকে অজগর সর্পাক্রান্ত দেখিতে পান। যুধিষ্ঠির সেই সর্পের নিকট ভ্রাতার মুক্তি প্রার্থনা করেন। সর্প বলিলেন—"তুমি যদি আমার প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিতে পার, তবে তোমার ভ্রাতাকে মুক্তি দিব।" যুধিষ্ঠির যথাসাধ্য উত্তর দিতে সম্মত হইলে, সেই সর্প যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বিষয়ক প্রশ্ন করেন এবং যুধিষ্ঠির ও তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া ভ্রাতাকে মুক্ত করেন। তাহার কিছুকাল পরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় একদিন পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হন এবং পাণ্ডবদিগকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন। পাণ্ডবদিগের বনবাসের বিবরণ লোকপরম্পরায় দুর্য্যোধনের কর্ণগোচর হইল। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাগণ, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি মন্ত্রণাদাতা ও চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বরাজকে সহায় করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট করিবার জন্য বনে গমন করেন। তথায় পাণ্ডবদিগের হস্তে দুর্য্যোধনের সহায়গণ বিলক্ষণ নিগৃহীত হন। গন্ধর্ব্ব চিত্রসেন প্রভৃতি ধৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট নীত হন এবং তাঁহার অনুগ্রহেই মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। একদিন পানীয় জল আনয়নার্থ যুধিষ্ঠির নকুলকে প্রেরণ করেন। নকুলের প্রত্যাগমনে অতিশয় বিলম্ব দেখিয়া সহদেবকে অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন এবং এইরূপে ক্রমে অর্জ্জুন ও ভীমও প্রেরিত হন। তাঁহাদের কেহই প্রত্যাগমন করিতেছেন না দেখিয়া, পরিশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং অনুসন্ধানে গমন করেন এবং

দেখিতে পান চারি ভ্রাতাই এক সরোবর তীরে মৃত পতিত রহিয়াছেন। সেই সরোবর তীরে এক যক্ষকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে ভ্রাতাদের ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যক্ষ বলিলেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাগণ তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া ঐ সরোবরের জলপান করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির যদি তাঁহার প্রশ্নের সমুচিত উত্তর না দিয়া, জলপান করেন, তবে তিনিও ভ্রাতৃগণের অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তখন যুধিষ্ঠির যক্ষকে বলেন যে, জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি যক্ষের প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ তাঁহাকে নানা বিষয়ে বহুপ্রশ্ন করেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহার যথাযথ উত্তর দেন। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলেন,—"তোমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে কোনও একজন মাত্র তোমার ইচ্ছানুসারে জীবিত হইবেন।" তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি নকুলের প্রাণ দান করুন।" যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহারথ ভ্রাতৃগণের পরিবর্তে নকুলের প্রাণভিক্ষা করিলে কেন?" যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"কুন্তী ও মাদ্রী ইহাঁরা উভয়েই আমার জননী। জননী কুন্তীর পুত্রদের মধ্যে আমি জীবিত রহিয়াছি। জননী মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যেও একজন জীবিত থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা। এই জন্যই আমি নকুলের প্রাণভিক্ষা করিয়াছি।" যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া যক্ষ অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চারি ভ্রাতাকেই পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এক বৎসর কাল অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে এইরূপ সর্ত্ত ছিল। সেই অজ্ঞাত বাসের কাল উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ কি কর্ত্তব্য বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। (মহাভা-বন-২৭-৩৯; ১১৭, ১৫৮, ১৬২, ১৭৬-১৮০; ১৮২-২০০; ২৩৪-২৪৭; ৩১০-৩১৩)। মন্ত্রণায় স্থির হইল যে তাঁহারা ছদ্মবেশে মৎস্যরাজ বিরাটের আশ্রয়ে বাস করিবেন। ভ্রাতৃ পঞ্চকের মধ্যে যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন যে, তিনি অক্ষক্রীড়াকুশল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক মৎস্যরাজ বিরাটের সভাসদ্ রূপে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিবেন। এই ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইলে পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানীতে গমন করিয়া, পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ছদ্মবেশ গ্রহণান্তর বিরাট রাজপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির তথায় অবস্থান করিবার সময়ে কঙ্ক নামে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। পাণ্ডবগণের বিরাট-রাজ-ভবনে অবস্থান কালে

বিরাট-রাজ সেনাপতি কীচক, ভীম কর্ত্তৃক নিহত হন। এই সংবাদ পাইয়া ত্রিগর্ত্ত-রাজ সুশর্ম্মা বিরাট-রাজের গোধন অপহরণ করিবার প্রয়াস পান। বিরাট ছদ্মবেশী পাণ্ডবদিগের সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যুধিষ্ঠিরকেই সিংহাসনে স্থাপন করিতে বাসনা করেন। যুধিষ্ঠির অবশ্য তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ত্রিগর্ত্ত-রাজের পরাভবের পর দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করেন। সেইবারও ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ বিরাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই অভিযান কালেই অর্জ্জুন বিরাট-তনয় উত্তরের নিকট নিজেদের পরিচয় দেন। যুদ্ধান্তে সকলে যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন মৎস্য-রাজ বিরাট সভাসদ কঙ্কের (যুধিষ্ঠিরের) সহিত অক্ষক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রীড়মান অবস্থায় বিরাট নিজ পুত্র উত্তরের শৌর্য্য বীর্য্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেছিলেন যে, উত্তর কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীবর্গকে বৃহন্নলা (অর্থাৎ ছদ্মবেশী অর্জ্জুন) ব্যতীত আর কেহই পরাভূত করিতে সমর্থ নহে। বিরাট তাহা শুনিয়া ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে পাশা-দ্বারা আঘাত করেন এবং তৎফলে যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। পরে বিরাট নিজ পুত্র উত্তরের নিকটে অবগত হইলেন যে, বাস্তবপক্ষে বৃহন্নলাই যুদ্ধ করিয়া কৌরবদিগকে পরাজিত করেন। তখন অনুতপ্ত হইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরে উত্তর যখন পিতার নিকট ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের সম্যক পরিচয় দিলেন, তখন বিরাট পরম প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদির নিকট পূর্ব্বকৃত অসৌজন্য ও অন্যান্য অজ্ঞাত অপরাধের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। (মহাভা-বিরাট-১-৭, ২২, ৩০-৭১।) বিরাট নরপতি পাণ্ডবদের সম্যক পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাদের বনবাসের কারণ জানিয়া যাহাতে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির সংগ্রাম ব্যতিরেকে যাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন যখন কিছুতে বিনাযুদ্ধে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন না বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধ করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। (মহাভা-উদ-১-৩, ২২-২৯) কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গনে যুযুৎসু যুধিষ্ঠির কৌরবদিগের অগণ্য সৈন্য এবং ভীষ্মাদিকৃত ব্যূহ দেখিয়া অতিশয় ভীত হন। অর্জ্জুন ও

আশ্বাস বাক্য দ্বারা তাঁহার ভীতি অপনোদন করেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির প্রথমে পদব্রজে ভীষ্মাদি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে যান। প্রথমে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন এবং ভীষ্মকে তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করেন। ভীষ্ম বলেন,—"আমাকে সমরে পরাজয় করিতে পারে এমন কেহই নাই; তদ্ভিন্ন এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।" অনন্তর যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন এবং তাঁহাকেও তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করেন। দ্রোণাচার্য্য বলেন, "সত্যবাদী ব্যক্তির মুখে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব এবং তাহা হইলে আমাকে বধ করিতে পারিবে, অন্যথা নহে।" দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করেন। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া, কেবলমাত্র অর্থের বশীভূত হইয়াই যে তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অন্য কি উপায়ে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"আচার্য্য! আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন।" এই কথা বলিয়াই অচেতন হইয়া পড়িলেন। কৃপাচার্য্য তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন,—"বৎস, আমি অবধ্য; তথাপি আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।" অনন্তর যুধিষ্ঠির শল্যের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণাদির পর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি সমরক্ষেত্রে কর্ণের তেজ হ্রাস করিবেন।" শল্য তাহাতে সম্মত হইলে যুধিষ্ঠির নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে কৌরবদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠির অশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বহু কৌরবসৈন্য ও সেনাপতিকে বধ করেন। পরিশেষে ভীষ্মহস্তে অগণ্য পাণ্ডবসৈন্যের নিধন দেখিয়া, তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং বাসুদেবের পরামর্শে ভীষ্মের নিকট তাঁহার বধোপায় জানিবার জন্য গমন করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিরকে নিজ বধোপায় বলিয়া দিলেন। (মহাভা-ভীষ্ম-২১, ৪৩, ১০৮)। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ

শুনিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় শোকাকুল হন। তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে বহু পৌরাণিক আখ্যায়িকা সংবলিত সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শোকাপনোদন করেন। দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিজপক্ষীয় বহু সেনাপতি ও সৈনিককে নিহত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তখন বাসুদেব তাঁহাদিগকে, যাহাতে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র পরিত্যাগ করেন, সেই কৌশল অবলম্বন করিতে বলিলেন। তখন ভীম অবন্তীরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে বধ করিয়া, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে বলিয়া, আস্ফালন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য প্রথমে ঐ সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। তখন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "দ্রোণাচার্য্য যদি ক্রুদ্ধ হইয়া, আর অর্দ্ধদিন মাত্র যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই সমস্ত পাণ্ডবকুল ধ্বংস হইবে। অতএব তিনি যাহাতে অবিলম্বে অস্ত্রত্যাগ করেন, তাহার উপায় অবলম্বন করুন। ভীম হইতে অশ্বত্থামা হত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য সম্যক্ বিশ্বাস করেন নাই। এক্ষণে আপনি যদি দ্রোণাচার্য্যকে এই সংবাদ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তিনি বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন।" বাসুদেবের এই পরামর্শ নিতান্ত অধর্ম্মোচিত জানিয়াও যুধিষ্ঠির উপায়ান্তর না দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্য সমীপে যাইয়া, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এই কয়টি কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া অতি নিম্নস্বরে "হস্তী" কথাটি উচ্চারণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত। কিন্তু ঐ মিথ্যা কথা বলার পর হইতে, রথ ধরাতল স্পর্শ করিল। (মহাভা-দ্রোণ-৫২-৭১, ১৯১)। কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের হস্তেই মদ্ররাজ শল্য নিহত হন। ভীম গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিয়া, পূর্ব্ব বৈর স্মরণপূর্ব্বক যখন দুর্য্যোধনের মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ঐরূপ অশিষ্ট আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া দুর্য্যোধনকে, নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলেন। (মহাভা-কর্ণ-৬৯, শল্য-১৭,৬০)। কুরুক্ষেত্র মহা-সমরে জয় লাভ করিয়াও যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি হইল না। রাজ্য-লোভে যে অতি নিকট আত্মীয়গণকে এবং পরম সুহৃদ্‌গণকে বধ করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরের মনে অশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে পরিতাপসূচক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুগণ নানাবিধ প্রবোধ-বাক্য দ্বারা তাঁহার শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই

যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি লাভ হইল না। পরন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার শোকাগ্নি আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কুন্তী কর্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের কথা গোপন রাখিয়াছিলেন বলিয়া, সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর তাঁহার বিশেষ ক্রোধ হইল এবং তিনি অভিসম্পাত দিলেন যে, কোনকালেই কোন রমণী কোনও বিষয় গোপন রাখিতে পারিবেন না। কোনও মতে যুধিষ্ঠিরের শোকের উপশম হইতেছে না দেখিয়া, বাসুদেব তাঁহাকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-বধ-জনিত শোকে অতিশয় মুহ্যমান হইয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আপনার নিকট আনিয়াছি। আপনি ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ দিয়া, তাঁহার শোক দূর করুন।" ভীষ্ম যথাসাধ্য তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে, যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবাদি পরিবৃত হইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মবিষয়ক বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। ভীষ্ম-প্রদত্ত ঐ সকল উপদেশই মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনপর্ব্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (মহাভা-শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়)। ভীষ্মের সারগর্ভ উপদেশে যুধিষ্ঠিরের শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শোকানল পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শোকশান্তির জন্য ব্যাসদেব তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। ব্যাসদেবের পরামর্শে অগত্যা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শোক সম্যক্ দূরীভূত হইল না। তিনি কেবল কর্ত্তব্য বোধেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞান্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর প্রভৃতি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। একদিন অরণ্যে যুধিষ্ঠির তপস্যারত বিদুরকে দেখিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে যান। তিনি তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে আশ্রমের অনতিদূরেই তিনি বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বিদুর আবার অদৃশ্য হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির বিদুরের অন্বেষণে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার অনুশরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, বিদুর এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন তিনি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

নিজ পরিচয় দিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয় সমুদয় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বিদুরের দেহ স্তব্ধ ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল। যুধিষ্ঠির নিজেকে অধিকতর বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, "মহাত্মা বিদুর যতি ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য আপনি শোক করিবেন না ও তাঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না।" এই দৈববাণী শুনিয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতিকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে, নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্রাদির দাবানলে দগ্ধ হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইবার বিবরণ শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু জীবন দুর্বিসহ হইলেও, তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। (মহাভা-আশ্ব-১-৩, ৬৩, ৯১। আশ্রম-১-৩, ১৪-২৬, ৩৭-৩৯।) কালক্রমে বৃষ্ণি বংশের নিধন ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ-গমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির অতিশয় বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে রাজ্যপালনের ভার অর্পণ করিলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রস্থান করিয়া, উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে প্রথমে দ্রৌপদী নিপতিত হইলেন, তৎপরে যথাক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীম নিপতিত হইলেন। প্রতিবারেই ভীম তাঁহাদের পতনের কারণ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠির বলেন যে, দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাত করিতেন, সেই পাপে তাঁহার পতন হয়। সহদেব নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, নকুল অতিশয় নিজের রূপের গর্ব্ব করিতেন, অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া অপর ধনুর্দ্ধর দিগকে অবজ্ঞা করিতেন, এবং ভীম অন্যকে খাদ্যদ্রব্য না দিয়া নিজে অপরিমিত ভোজন করিতেন ও নিজেকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিতেন, এই সমুদয় পাপে তাঁহাদের পতন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভূমিপতিত ভ্রাতৃবর্গের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সমাহিত চিত্তে অগ্রসর

হইতে লাগিলেন। কেবল এক সারমেয় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর দেবরাজ ইন্দ্র রথ লইয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভূপতিত ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া একেলা স্বর্গে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহারা মানুষদেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কেবল তিনি যুধিষ্ঠিরকে নরদেহে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তখন যুধিষ্ঠির সেই অনুসরণকারী কুক্কুরকে লইয়া স্বর্গে গমন করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঐ সারমেয়কে পরিত্যাগ করিয়া রথারোহণ করিবার জন্য বারংবার যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন সেই সারমেয় সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন ও বলিলেন—"আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কুক্কুরের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমার অনুগমন করি। আমি পূর্ব্বেও একবার দ্বৈতবনে তোমার পরীক্ষা করি। দুই বারেই দেখিলাম তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি এই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন কর।" তখন, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও অন্যান্য দেবতাগণ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির দেব-বৃন্দপরিবৃত হইয়া সশরীরে দেবপুরে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রথমেই দুর্য্যোধনকে দেবগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া দেবরাজ সভায় উপবিষ্ট দেখিলেন। দেখিয়াই পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি পুণ্য ফলে দুর্য্যোধনের স্বর্গলাভ হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিলেন যে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতেন বটে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্তে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই পুণ্যফলেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ কে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইন্দ্রের আদেশে একজন দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে তাঁহারা যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানে লইয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নরকে অবস্থান করিতে-

ছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের বিবেচনার নিন্দা করিয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, যে মনুষ্যমাত্রকেই স্বকৃত কার্য্যের ফলাফল ভোগ করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরকেও অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রদান করার জন্য, নরক দর্শন করিতে হইল। অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গাদিরও কৃতকার্য্যের জন্য কিয়ৎকাল নরক ভোগ করিতে হইবে। তাহার পর তাঁহারা পুনরায় স্বর্গে গমন করিবেন। অনন্তর দেবরাজের অনুরোধে তিনি মন্দাকিনী জলে স্নান করিলেন। অমনই তাঁহাদের সমস্ত পূর্ব্ব বৈরভাব ও দ্বেষহিংসাদি দূর হইয়া গেল। তখন তিনি পুনরায় আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে দেবপুরে বাস করিতে লাগিলেন। (মহাভারত মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব্ব দেখ)। (২) ভারত যুদ্ধান্তে মহারাজ যুধিষ্ঠির আত্মীয় স্বজনদিগের দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া অনুতাপ করিতেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহাকে প্রয়াগ ও নর্ম্মদা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনে সাহায্য করেন। মৎ-১০৩-১১২, ১৮৬-১৯৪। (৩) বসুন্ধরা দৈত্য-নিকর-ভারে প্রপীড়িতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় দেবসভায় উপস্থিত হন তখন দেবগণ পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য স্ব স্ব তেজোভাগসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। অনন্তর ধর্ম্ম প্রথমে ইন্দ্রদেহজাত তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে যুধিষ্ঠির জন্মলাভ করেন। মার্ক-৫। (৪) একবার মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপনীত হন এবং তাঁহার নিকট সপ্তকল্প বিবরণ শ্রবণ করিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। মহাতপা মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্প বিবরণ কীর্ত্তন উপলক্ষে নর্ম্মদা, রেবা প্রভৃতি নদীর মাহাত্ম্য এবং বহু তীর্থাদির উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এই সমুদয় বিবরণ স্কন্দ পুরাণের আবন্ত্যখণ্ডের অন্তর্গত রেবা খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়। (৫) যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে নারদ তাঁহাকে জলন্ধর দৈত্যবধ বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩-১৯। (৬) শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ তিথি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩৯-৬৩। (৭) দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২২১। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-৯স্ক-২২। গরু-পূ-১৪৪। (৮) বিদুরের যুধিষ্ঠিরের দেহে লীন হওয়ার আখ্যানটী দেবীভাগবতেও (২স্ক-৭) পাওয়া যায়। (৯) গোবাসন রাজার কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বর সভার বিবাহ করেন। দেবিকার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের বৌধেয় নামে

এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (১০) শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্রের নাম ছিল যুধিষ্ঠির। হরি-হরি-১৬০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যুধ্যামধি—ঋগ্বেদোক্ত একজন রাজার নাম। সায়নাচার্য্য তাঁহার কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৭।১৮।২৪।

যুবতী—(১) দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩৩ পৃঃ। সংবৎসর-মণ্ডল পূজায় বসন্তাদি ঋতুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়। ঐ সকল মূর্ত্তি যুগ্ম-স্ত্রীমূর্ত্তি স্বরূপ। তাঁহাদের বর্ণ কৃষ্ণ ও গৌর। এই সকল ঋতুমূর্ত্তির নাম বালা, যুবতী, মধ্যা, কিশোরী, বৃদ্ধা ও শিশু। দেবীপু-৫০।

যুবনাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধুন্ধুমারের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। তৎপুত্র সুসন্ধি। রামা-আদি-৭০। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাশ্বের পুত্র অকৃতাশ্ব (অকৃশাশ্ব—অগ্নি) ও রণাশ্ব। রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। অগ্নি-২৭৩। নৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পূ-৬৫। বিশ্বগ দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২। হরি-হরি-১২। বায়ু-৮৮। মান্ধাতা দেখ। (৪) যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে জহ্নুমুনি বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩২। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিষ্টরাশ্বের পুত্র ইন্দ্র। ইন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তাঁহার পুত্র শ্রাব। শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্ত। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৬) বিষ্টরাশ্বের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তাঁহার তনয় শ্রাবস্ত। হরি-হরি-১১। (৭) আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব। অগ্নি-২৭৩। বিশ্বগশ্ব দেখ। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশ্বরন্ধ্রের পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শাবস্ত। দেবীভা-৭স্ক-৯। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শর্য্যাতির পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্তি। সৌর-৩০। (১০) মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। কল্কি-৩য়-৩। ইক্ষ্বাকু দেখ। (১১) অন্ধ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। বায়ু-৮৮। অন্ধ্র ও প্রসেনজিৎ দেখ। (১২) চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। ভাগ-৯স্ক-৬। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। বিশ্বগন্ধি দেখ। (১৩) সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। ভাগ-৯স্ক-৬। হরিণাশ্ব ও সেনজিৎ দেখ। (১৪) শ্যেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা ও নিষেধ। নিষেধের পুত্র বাহুক। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১৫) বিশ্বের পুত্র আর্দ্র। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের তনয় শাবস্ত। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (১৬) বিশ্বগশ্বের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১৭) মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষকে পিতামহ যুবনাশ্ব পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঐ অম্বরীষের পুত্রের

নামও যুবনাশ্ব। তাঁহার তনয় হারীত। ভাগ-৯স্ক-৭। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিশ্বকের পুত্র আর্দ্রক। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। তিনি মহর্ষি গৌতমের পরামর্শে বাসুদেবের আরাধনা করিয়া শ্রাবস্ত নামে এক পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১৯) অরুণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। কূর্ম্ম-পূ-২০। সংহতাশ্ব দেখ। (২০) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিশ্বরাতের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। গরুড়-পূ-১৪২। (২১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় হিতাশ্বের পুত্র পূজাশ্ব। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। গরুড়-পূ-১৪২। হিতাশ্ব দেখ। (২২) মনুবংশীয় নরপতি রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। লি-পূ-৩৫। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্যত্র আছে অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব তাঁহার পুত্র হরিত। (২৩) যুবনাশ্ব নরপতি ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদয় বস্ত্র, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৩৪। (২৪) যুবনাশ্ব, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, অজ, ধুন্ধু ও ক্ষুপ প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহ বা ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১১৫। মান্ধাতা ও যযাতি দেখ। (২৫) মনুবংশীয় আর্দ্রক হইতে যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্তী জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৫। (২৬) শূলি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শিব দেখ। (২৭) দণ্ডী নামক মহাদেবের অবতারের শিষ্য। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। শিব দেখ। (২৮) অঙ্গিরা-বংশীয় তেত্রিশ জন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষির অন্যতম। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। অজমীঢ় দেখ।

যুযুৎসু—(১) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। সমুদয় পুত্রগণের মধ্যে বয়ঃক্রম অনুসারে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে জন্মেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য ভ্রাতাদিগের ন্যায় তিনি পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না। বরঞ্চ পাণ্ডবদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য, দুর্য্যোধনাদিকে বহুবার অনুরোধ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। মহভা-আদি-৬৭,১১৫। (২) যুযুৎসুর মাতার নাম সৌবলী। দেবীভা-২স্ক-৬।

যুযুধান—(১) যদুবংশীয় সত্যকের পুত্র। তাঁহার পুত্র অসঙ্গ। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কূর্ম্ম-পূ-২৪। মৎ-৪৫।

(২) যুযুধানের পুত্র ধুনি। অগ্নি-২৭৫। (৩) যুযুধানের পুত্র জয়। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৪) যুযুধানের পুত্র ভূতি। বায়ু-৯৬। যুযুধানের নামান্তর সাত্যকি। সাত্যকি দেখ।

যুয়ায়ন—জনৈক মুনি। তিনি ভবিষ্যৎকালে ব্যাস হইবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। বেদব্যাস দেখ।

যূথপ—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের ধূম্রপরাশর নামক শাখার অন্তর্গত অন্যতম ঋষি। মৎ-২০১। পরাশর ও থল্যায়ন দেখ।

যূথী—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রূপিনী গোপিকাদের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যূপ—ঋগ্বেদোক্ত দেবতা বিশেষ। তিনি বিশ্বদেব নামেও পরিচিত। বিশ্বামিত্র ঋষি যূপ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন ঋক্-৩।৮।১-১১।

যূপকেতু—(১) একজন রাজা। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। মহাভা-সভা-৪৩, স্ত্রী-২৪। (২) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্র। তিনি নিজ পিতা কর্ত্তৃক বিদিশা নগরীতে অধিষ্ঠিত হন। অধ্যা-রামা-উত্ত-৯।

যূপধ্বজ—কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত একজন রাজা। মহাভা-স্ত্রী-২৪।

যূপাক্ষ—অন্যতম রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪৬।

যোগ—(১) ব্রহ্মা হইতে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। করণ ও সাবিত্রী দেখ। (২) ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা ক্রিয়ার গর্ভে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৩) কল্কির অনুচর যোগের সহিত কলি-অনুচর আধির যুদ্ধ হয়। কল্কি-৩য়-৬।

যোগদা—ভক্তিদা ও সীতা দেখ।

যোগনন্দিনী—(১) পাতাল-তলের সমষ্টির পরিমাণ চারি লক্ষ, নব্বই হাজার যোজন। তাহার পর বিশাল জলরাশি। তাহার নিম্নভাগে কোটী যোজন ব্যাপী নরক অবস্থিত। সেই নরকের নিম্নে কালাগ্নি। তাহার নীচে তমোরাশি। তৎপরে অণ্ডকটাহ নামক স্থান। এই অণ্ডকটাহের মধ্যভাগে বসুধামা, শঙ্খপাল, তক্ষকেশ ও কেতুমান নামে চারি দিক্‌পাল যথা-ক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিক্ রক্ষা করেন। হরসিদ্ধি, সুপর্ণাক্ষী, ভাস্করা ও যোগনন্দিনী, ইঁহারা যথাক্রমে ঐ চারি দিক্‌পালের শক্তি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯,৩৭।

যোগনিদ্রা—(১) কল্পের অবসান হইলে ভগবান্ আদি-পুরুষ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া নিদ্রাগত হইলে, ব্রহ্মা

সেই আদি পুরুষের নাভিকমলের উপর অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া, তখন সেই ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবী যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি সুপ্তোত্থিত হইয়া যুদ্ধ করিয়া মধুকৈটভ দানবদ্বয়কে বধ করেন। পদ্ম-ক্রি-১। দেবীভা-৩স্ক-২। (২) দেবকীর সপ্তম গর্ভে নারায়ণের অংশে বলদেবের উৎপত্তি হইলে, বিষ্ণু-নিযুক্তা যোগনিদ্রা তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ; ৫ম-১। অগ্নি-১২। (৩) উমাদেহ-সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের (মতান্তরে বাসুদেবের) আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। লি-পূ-৬৯। কূর্ম-পূ-২৪। (৪) ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য দেবীগণ সহ যোগনিদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭৭ (৫) শিব সতীশোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত ও নিরাকুল করিবার জন্য, মহামায়া যোগনিদ্রার স্তব করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী যোগনিদ্রা মহাদেবের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ২৪। শিব ও সতী দেখ। (৬) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

যোগমাতা—(১) ব্যাসদেব-তনয় শুকদেবের কন্যা। কীর্ত্তিমতী ও গৌর দেখ। (২) সীতা দেখ।

যোগমায়া—(১) যশোদার গর্ভজাত কন্যা। বসুদেব নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া যোগমায়াকে আনিয়া দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। কংস তাঁহাকেই দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত সন্তান জ্ঞানে বধ করিবার জন্য, শিলাতলে নিক্ষেপ করেন। তখন সেই বালিকা আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া কংসকে আহ্বানপূর্ব্বক বলেন, "তুমি আমাকে বধ করিয়া কি করিবে। তোমাকে যিনি বধ করিবেন তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন।" এই কথা বলিয়া যোগমায়া অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নি-১২। দেবীভা-৪স্ক-২৩। গর্গ-গোল-১১। গর্গ-বল-৫। বিষ্ণু-৫ম-২। (৩) ভগবান্ হরি ভূভার হরণের জন্য দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া, যোগমায়াকে নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মলাভ করিতে আদেশ দেন। যোগমায়া বিষ্ণু-নির্দ্দেশে দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, কৃষ্ণা, চণ্ডিকা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী,

শারদা ও অম্বিকা এই সকল নামেও অভিহিতা হন। ভাগ-১০স্ক-২। গর্গ-গোল-৫। (৩) নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীই যোগমায়ারূপে প্রসিদ্ধা। নারায়ণ যখন রামরূপে অবতীর্ণ হন, তখন যোগমায়া লক্ষ্মীও সীতারূপে জন্মলাভ করেন। অধ্যা-রামা-অযো-৫; স্কন্দ-১। সীতা দেখ।

যোগযোগী—দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম। দেবীপু-১২৭।

যোগসিদ্ধি—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

যোগা—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নয়জন বিষ্ণুর পীঠ-শক্তি বলিয়া খ্যাত। তন্ত্রঃ-২৪২ পৃঃ।

যোগাচার্য্য—কোনও সময়ে শম্ভু নিজ দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মহাতেজা, মহাযশা, যোগাচার্য্য ও ব্রহ্মবিৎ, মতিমান্, সাংখ্যাচার্য্য কপিলের রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। হরি-হরি-১৯৮। শিব দেখ।

যোগিনী—(১) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-৩০৮পৃঃ। (২) ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে যোগিনী নামে এক প্রসিদ্ধ দেবী অবস্থান করেন। দেবীপু-৩৯। সীতা দেখ।

যোগিনীগণ—(১) তাঁহারা মহেশ্বরীর সহচরী ও তাঁহারই ন্যায় পূজনীয়া। বিভিন্ন সময়ে যোগিনীগণ দেবীর সাহায্যার্থে অথবা তাঁহার উপদেশে নানা কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। যোগিনীগণের সংখ্যা সর্ব্বমোট চৌষট্টিজন। কোনও কোনও স্থলে অষ্ট যোগিনীর উল্লেখও পাওয়া যায়। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত চৌষট্টিজন যোগিনীরই অন্তর্ভূত (যোগিনীগণের তালিকা শেষে দেওয়া হইল)। রাজা দিবোদাস যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে কাশী হইতে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং তথায় যাইয়া বাস করিবার উদ্দেশে মহাদেব যোগিনীগণকে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৪, ৪৫। শিব দেখ। (২) সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতী এই আট যোগিনীকে যথাযথ সাধন করিলে সাধকের নিখিল অর্থ সিদ্ধ হয় ও সকল প্রকারে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তন্ত্রসার-৬৪০-৬৪৯ পৃঃ। (৩) বিশালাক্ষী দেবীর পূজায় যন্ত্রস্থ পদ্মের আটটি দলে পঙ্কজাক্ষী, বিরূপাক্ষী, রক্তাক্ষী, সুলোচনা, একনেত্রা, দ্বিনেত্রা, কোটরাক্ষী ও ত্রিলোচনা, অষ্টসিদ্ধি-স্বরূপিণী এই অষ্ট যোগিনীর পূজা কর্ত্তব্য। তন্ত্র-৬১২, ৬১৩ পৃঃ। (৪) যোগিনীগণের তালিকা—বর্ণানুক্রমে (ক) অক্ষয়া, অক্ষোভ্যা, অম্বিকা

ইলা, উগ্রা, খগবেদী করঙ্কিনী, কাল-কর্ণী, কৃপণা, ক্রোধনী, ক্ষয়া, ক্ষেমা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবলী, জয়ন্তী, তরলা, তাপিনী, তামজঙ্ঘা, তারা, দুর্জ্জয়া, ধমনী, পিঙ্গাক্ষী, পিশাচী, পিশিতাশা পূতনা, প্রচণ্ডা, প্রণয়া, প্রপঞ্চা, প্রলয়ান্তিকা, বড়বামুখী, বরদা, বলা-কেশী, বায়ুবেগা, বিকৃতা, বিকৃতাননা, বিজয়া, বিড়ালী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিমলা বিশালাক্ষী, বিশ্বরূপিকা, বৃহৎকুক্ষী, ভয়ঙ্করী, মহাক্রূরা, মহাননা, মেঘনাদা, লমজিহ্বা, রাক্ষসী রাগিনী, রুক্ষাক্ষী, রুক্ষকর্ণী, রেবতী, লক্তা, লম্বা, লালসা, লীলাময়ী, লোলা, লোলুপা, শিশুবক্ত্রা, সারা, হয়াননা, হুঙ্কারা, ও হুতাশা। ইহাদের মধ্যে কেহ চতুর্হস্তা, কেহ বা অষ্টহস্তা। ইহারা সকলেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী। ভগবতী ভৈরবী ইহাদের প্রধানা। অগ্নি-৫২। (খ) অপর্ণা, অম্বিকা, ইন্দ্রানী, ঈশ্বরী, উগ্রচণ্ডা, উমা, কালরাত্রি, কালিকা, কালী, কুষ্মাণ্ডী, কৌমারী, কৌশিকী, ক্ষমা, ক্ষেমঙ্করী, গৌরী, চণ্ডঘণ্টা, চণ্ড-নায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডমাতা, চণ্ডা, চণ্ডিকা, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চামুণ্ডা, জয়ন্তী, জয়া, তারা, দুর্গা, ধাত্রী, নারসিংহী, প্রিয়ঙ্করী, বলপ্রমথিনী, বলবিকরিণী, বারাহী, বিজয়া, বৈষ্ণবী ব্রহ্মাণী, ভীমা, ভ্রামরী, মনোন্মাথিণী, মহানিদ্রা, মহামোহা, মহোদরী, মাহেশ্বরী. মেধা, রুদ্রানী, রৌদ্রী, শঙ্করী, শাকম্ভরী, শান্তা, শিবদূতী, শিবা, শৈলপুত্রী, স্বাহা, স্বধা ও হৈমবতী। সর্ব্বমোট আটান্ন জন। (এই তালিকা যে যে অধ্যায়ে আছে সেই সব জায়গায় একই নামে একা-ধিক যোগিনীর উল্লেখ আছে। সেই সমুদয় নাম যোগ করিলে সর্ব্বমোট চৌষট্টিজন হইতে পারে)। কালিকা-৫৬, ৬১, ৬৩। (গ) দিবোদাস রাজাকে কাশী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য মহাদেব যে সমুদয় যোগিনীগণকে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের নাম—অট্টাট্ট-হাসা, অষ্টবক্ত্রা, অস্ত্রমালিনী, উলূ-কিকা, উষ্ট্রগ্রীবা, ঊর্দ্ধদৃক, কটপূতনা, কপালহস্তা, কপোতিকা, কাকতিণ্ডিকা কামাক্ষী, কালী, কুব্জা, কেকরাক্ষী, কোটরাক্ষী, কোটরী, ক্রৌঞ্চি, গজা-ননা, গর্ভভক্ষা, গৃধ্রাস্যা, চণ্ডবিক্রমা, তাপনী, দণ্ডহস্তা, দন্দশূককরা, ধূম-নিশ্বাসা. পাপহন্ত্রী, পাশহস্তা, প্রচণ্ডা, প্রেতবাহনা, বলাকাস্যা, বসাধরা, বানরাননা, বারাহী, বিকটলোচনা, বিকটাননা, বিদ্যুৎপ্রভা, বৃহৎকুক্ষী, বৃহত্তুণ্ডা, বৃষাননা ব্যাঘ্রাস্যা, ব্যোমৈক-চরণা, ময়ূরী, মার্জ্জারী, মৃগলোচনা, মৃগশীর্ষা, মৃগাক্ষী, রক্তাক্ষী, রুধির-পায়িনী, লোলজিহ্বা. শবহস্তা, শিবা-রবা, শিশুঘ্নী, শুকী, শুষ্কোদরী, শোষণী-দৃষ্টি, শ্বদংষ্ট্রা, শ্যেনী, সর্পাস্যা, সিংহমুখী,

সুরাপ্রিয়া, স্থূলকেশী, স্থূলনাসিকা ও হয়গ্রীবা। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এই যোগিনীগণের নাম জপ করে তাহার দুষ্ট বাধা দূর হয়। এই সকল নাম পাঠ করিলে ডাকিনী, শাকিনী, কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনওরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া ও গর্ভিণীগণের গর্ভ বেদনা শান্তি হয়। যুদ্ধে, রাজসভায় ও বিচারে জয়লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। (ঘ) রক্তাক্ষের সহিত অম্বিকার যখন যুদ্ধ হয়, তখন বহুতর যোগিনী দেবীর সঙ্গে থাকিয়া দানবানুচরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। ঐ সকল যোগিনীর নাম—অপর্ণা, অবিদ্যা, আদ্যা, উমা, ওঙ্কারাত্মা, কলা, কল্যাণী, কাত্যায়ণী, কুণ্ডলিনী, কুব্জা, কুলজ্ঞা, কৃষ্ণা, ক্ষেমঙ্করী, গুহাশয়া, গৌরী, গ্রহনক্ষত্রমালিনী, চন্দ্রমণ্ডলা, চামুণ্ডা, ত্বরিতা, ত্রিপুরা, দীক্ষা, দুর্গা, ধ্রুবা, নন্দা, নিত্যা, নিষ্কলা, পরমাকলা, পুরাণান্বীক্ষিকী, বিদ্যা, বিষমলোচনা, বেদার্থজননী, ব্রহ্মণ্যা, ব্রাহ্মণ-প্রিয়া, ব্রাহ্মণী, ভগবতী, ভদ্রা, ভাবগম্যা, ভ্রামরী, মনোহতিগা, মহাভদ্রা, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, মায়াবী, যোগগম্যা, যোগসম্ভাবা, যোগিনী, রেবতী, শঙ্করপ্রিয়া, শম্পা, শান্তিকরী, শাম্ভবী, শিবদূতী, শিবা, শুদ্ধা, শোভনা, সর্ব্বগতা, সর্ব্ব-মঙ্গলা, সর্ব্বা, সহজা, সুষুম্না ও হরসিদ্ধি স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

যোগিনীকালী—শুম্ভ দৈত্যের অনুচর রুরু দানব প্রভুর আদেশে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে, দেবী পরমেশ্বরী তাহাকে দেখিয়া ভ্রুকুটী করিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবীর ললাটদেশ হইতে করালবদনা, খট্টাঙ্গ ও অসিহস্তা যোগিনীকালী নির্গতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। নিহত দানবগণের মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে শোভিত। বাম-৫৫।

যোগিনীশ্বর—যোগিনীতীর্থে স্নান করিয়া যোগিনীশ্বর নামক শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

যোগী—ধ্যানসিদ্ধেশ্বর তীর্থে মহাদেব যোগী নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

যোগীশ্বরী—মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, ঐন্দ্রি, যোগীশ্বরী, যমদণ্ডধারিণী ও বারাহী, এই অষ্ট মাতৃকা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যোগীশ্বরী দেবী রুদ্রের কোপ হইতে উদ্ভূতা হন। বরা-২৭। বৈষ্ণবী ও মাতৃকাগণ দেখ।

যোগেন্দ্র—ধর্ম্ম হইতে সুরসার গর্ভে জাত সন্তানদিগের অন্যতম। হরি-হরি-১৯৫। সুরসা দেখ।

যোগেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেবের গণ-দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৭।

যোগেশ্বরী—(১) ঘৃততীর্থে যোগেশ্বরী দেবীকে দর্শন করিলে, সর্ব্বপাপ মুক্তি ও পরম যোগ লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (২) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের অন্যতমা কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। ভট্টারিকী দেখ। (৩) দেবী দুর্গার অন্যতম নাম। ফাল্গুন মাসে দেবী যোগেশ্বরীর নামোল্লেখ করিয়া ভগবতীর পূজা করিলে, পূজকের অশেষ পুণ্য লাভ হয়। দেবীপু-৯৯। সতী দেখ। (৪) সীতা দেখ।

যোগ্যা—সীতা দেখ।

যোজনগন্ধা—দাশরাজ-কন্যা সত্যবতীর নামান্তর। সত্যবতী দেখ।

যোধয়ান—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশ্যপ দেখ।

যোনীভক্ষ—একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

যোষা—সীতা দেখ।

যৌধিষ্ঠিরী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠির নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০।

যৌধেয়—যুধিষ্ঠিরের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৫০।

যৌধেয়ী—যুধিষ্ঠিরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। গরু-পূ-১৪৪।

যৌবনাশ্ব—(১) নরপতি প্রসেনজিতের পুত্র যৌবনাশ্ব। যৌবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। দেবীভা-৭স্ক-৯। যুবনাশ্বের পুত্র বলিয়া মান্ধাতাই সাধারণতঃ যৌবনাশ্ব বলিয়া পরিচিত হন। (২) যৌবনাশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভা-অনু-৭৬, ৮১। (৩) যৌবনাশ্ব নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

যৌবনাশ্বি—একজন রাজা। তিনি প্রজাবর্গের কর পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-১৪।

র

রক্তকম্পনা—মাতৃকাগণ দেখ।

রক্তবর্ণা—ব্রহ্মধনা, মুনি ও উপহারিণী দেখ।

রক্তকোটিকা—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্ব নরপতির অন্যতমা কন্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ভদ্রাশ্ব, ঘৃতাচী ও প্রভাকর দেখ।

রক্তজিহ্ব—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

রক্তদন্তিকা—দেবী আগ্যাশক্তি বিপ্রচিত্তি দানবের বংশধরদিগকে বধ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যেকালে ঐ বৈপ্রচিত্ত দানবগণকে ভক্ষণ করেন, তখন তাঁহার দন্তসমূহ দাড়িমকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, স্বর্গস্থ দেবগণ ও মর্ত্ত্যবাসী মানবগণ স্তবকালে দেবীকে রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মার্ক-৯১।

রক্তবিন্দু—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

রক্তবীজ—(১) দানবপতি রম্ভ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে (রম্ভ দেখ) তাঁহার মহিষী পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন। তখন মহিষাসুর সেই মহিষীর কুক্ষি ভেদ করিয়া নির্গত হন। (মহিষাসুর দেখ) তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চিতা হইতে উত্থিত হইলেন। এই রূপান্তরিত রম্ভই রক্তবীজ নামে খ্যাত হন। দেবীভা-৫স্ক-২। (২) রম্ভাসুর মৃত হইলে, যক্ষগণ তাঁহার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে। রম্ভের মহিষীও সহমরণে যাইবার জন্য চিতারোহণ করেন। চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হইলে, সেই অগ্নি হইতে এক ভীষণাকৃতি পুরুষ বহির্গত হইল। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষের নাম রক্তবীজ। বাম-১৭। (৩) রক্তবীজ, শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। দেবীর সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধকালে রক্তবীজের সহিত দেবীর সহচরীদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। শস্ত্রাঘাতে রক্তবীজের দেহ হইতে রক্ত ভূতলে পতিত হইলেই তাহাহইতে অপর মহাসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবী চামুণ্ডা করাল বদন ব্যাদান করিয়া নভঃ ও ভূতল আচ্ছাদন করিলেন এবং দেবী অম্বিকাও রক্তবীজকে চামুণ্ডার বদনে নিক্ষেপ করিয়া

অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষরিত সমুদয় রক্ত দেবী চামুণ্ডা পান করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে রক্তক্ষয় হইয়া দানব হীনবল হইয়া পড়িলে, দেবী তাঁহাকে বধ করেন। বাম-৫৬। দেবীভা-৫স্ক-২৯। মার্ক-৮৮।

রক্তভূষণ—রক্তকল্পে ব্রহ্মা পুত্র কামনায় তপস্যা করিলে, রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা কুমার প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকেই মহাদেব জ্ঞানে ধ্যান করেন। লি-পূ-১২। ব্রহ্মপু-২১। ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

রক্তশৃঙ্গ—হিমালয়-পর্ব্বতের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-নাগ-৯। হিমালয় দেখ।

রক্তা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৩) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট অন্যতমা মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

রক্তাক্ষ—(১) দানবপতি মহিষাসুরের পুত্র। তাঁহার পুত্র বল ও অতিবল। রক্তাক্ষের তেত্রিশজন মহাযোদ্ধা সেনাপতি ছিল। ঐ সকল দানবসেনাপতির সাহায্যে, রক্তাক্ষ ত্রিলোক অধিকার করিবার উপক্রম করিলে, দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় দেবী অম্বিকা সানুচর রক্তাক্ষকে বধ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (২) রক্তাক্ষের নামান্তর রক্তাসুর। সৌর-৪৯। (৩) পাতালের সুবর্ণময় প্রথম তলে রক্তাক্ষ, বিকট প্রভৃতি দানবগণ বাস করিতেন। দেবীপু-৮২।

রক্তাক্ষী—যোগিনীগণ দেখ।

রক্তাঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের এক সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রক্তাসুর—রক্তাক্ষ দেখ।

রক্ষ—যুগে যুগে অনেক বেদ-বিভাজক ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বরাহকল্পে রক্ষ এইরূপ একজন বেদ-বিভাজক ব্যাস ছিলেন। লি-পূ-৭।

রক্ষিতা—(১) অন্যতমা অপ্সরা। মনোরমা দেখ। (২) রক্ষিতা প্রধার গর্ভে জন্মলাভ করেন। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ।

রক্ষোঘ্নী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশজন ব্যঞ্জনশক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ।

রক্ষোহা—(১) বিবিধাগ্নির পুত্র অর্ক। অর্কের অন্যতম পুত্র রক্ষোহা। মৎ-৫১। অর্ক দেখ। (২) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গর্ভ-রক্ষণ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সূক্তটি গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই সূক্তটি-

পরবর্ত্তী কালের যোজনা। ঋক্-১০। ১৬২। (৩) অনীকবান্ দেখ। বায়ু-২৯।

রঘু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি ককুৎস্থের পুত্র রঘু, রঘুর প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র জন্মে। রামা-অযো-১১০। (২) নিঘ্নের পুত্র অনমিত্র ও রঘু। রঘুর পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র অজ। মৎ-১২। (৩) নিঘ্নের পুত্র অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ। তৎপুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ। হরি-হরি-১৫। (৪) ককুৎস্থ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ ও অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-৫। (৫) অনমিত্রের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র দিলীপ। তৎপুত্র অজ। অগ্নি-২৭৩। (৬) বিশ্বসহের পুত্র খট্টাঙ্গ দিলীপ। তৎপুত্র দীর্ঘবাহু। দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। ভাগ-৯স্ক-১০। বায়ু-৮৮। লি-পূ-৬৬। সৌর-৩০। কল্কি-৩য়-৩। গরু-পূ-১৪২। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৭) দিলীপের পুত্র দীর্ঘ। তৎপুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৮। (৮) অনরণ্যের পুত্র মুণ্ডদ্রুহ; তৎপুত্র নিষধ; নিষধের পুত্র মহাভুজ রঘু। রঘুর তনয় অজ। শিব-ধর্ম্ম-৬১। অনরণ্য দেখ। (৯) সত্যের পুত্র দিলীপ। তৎসুত রঘু। রঘুর তনয় অজ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১০) অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন নিঘ্নের তনয় অনমিত্র ও রঘু। রঘুর আত্মজ দিলীপ। তৎপুত্র অজ। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (১১) নরপতি রঘু মথুরার মধুবনে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গর্গ-মথু-২৫। (১২) রঘু কৈলাস পর্ব্বতে অর্দ্ধনারীশ্বর দেবতার পূজা করিয়াছিলেন। দেবীপু-৬০। (১৩) ব্রহ্মা মহাদেবকে যে অসি দেন তাহা বংশপরম্পরায় রঘুর হস্তগত হয়। রঘু তাহা হরিণাশ্বকে দেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। রৈবতক ও হরিণাশ্ব দেখ। (১৪) রঘু নরপতি কার্ত্তিক মাসে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। মহাভা-অনু-১১৫। যযাতি দেখ। (১৫) রঘু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৬) যযাতি-তনয় যদুরও এক পুত্রের নাম ছিল রঘু। যদু দেখ।

রঙ্গবিদ্যাধর—একজন সর্ব্বশাস্ত্র-কোবিদ, গীতপণ্ডিত গন্ধর্ব্ব। তিনি একবার শূকররূপ ধারণ করিয়া, মহর্ষি পুলস্ত্যের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করেন। তাহাতে মুনিশাপে তিনি শূকর-যোনী প্রাপ্ত হন। পরে ইন্দ্রের বরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মনু নামক নরপতির

হস্তে নিহত হইয়া, মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-ভূমি-৪৬।

রঙ্গবৈণী—হরিধামা দেখ।

রচনা—ত্বষ্টা প্রজাপতির পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

রজঃ—(১) বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। শিব-বায়ু-পূ-১৫। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। মার্ক-৫২। বিষ্ণু-১ম-১০। লি-পূ-৫। সৌর-২৬। কূর্ম্ম-পূ-১৩। বশিষ্ঠ ৮৯৫ ও ৯০১ পৃঃ এবং শরণ দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি দিগের দ্বারা স্কন্দের সাহায্যার্থে প্রেরিত জনৈক সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (৩) হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-১৪। হবির্দ্ধান ও অজিন দেখ। (৪) প্রিয়ব্রতের বংশীয় ত্বষ্টার পুত্র বিরাজ। তৎসুত রজঃ। রজের তনয় শতজিৎ। গরু-পূ-৫৪। ব্রহ্মা-৩৪। বিষ্ণু-২য়-১। (৫) রজের পুত্র সত্যজিৎ। অগ্নি-১০৭। (৬) ত্বষ্টার পুত্র অরিজ। তৎপুত্র রজ। রজের তনয় শতজিৎ। বায়ু-৩৩। (৭) লোকাক্ষী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। লি-পূ-২৪। লোকাক্ষী ও শিব দেখ। (৮) দানবপতি বিপ্রচিত্তির অনুচর জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৯) রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণ দেখ। (১০) বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে রজঃ, রুদ্র, ও পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪২।

রজতনাভ—(১) জনৈক যক্ষ। প্রেত ও রক্ষগণ যখন পৃথিবী দোহন করেন, তখন তিনি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। মৎ-১০। পদ্ম-ভূমি-২৯। বসুধা দেখ। (২) যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতামহ ছিলেন। তিনি অনুহ্রাদ দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র মণিবর। বায়ু-৬৯।

রজনাভ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঔক্ষের পুত্র। তাঁহার তনয় শঙ্খন। বায়ু-৮৮। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অর্কের পুত্র রজনাভ। তৎসুত খগন। কল্কি-৩য়-৪।

রজনী—(১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। তন্ত্র-৯৫৮ পৃঃ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রজা—দেবী দুর্গা বেদপর্ব্বতে রজা নামে অভিহিতা হন। ইন্দ্র তথায় তাঁহার পূজা করেন। দেবীপু-৩৯।

রজি—(১) পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর তনয় রজি। হরি-হরি-২৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। মৎ-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। ভাগ-৯স্ক-১৭। আয়ু, অনেনা ও বৃদ্ধশর্ম্মা দেখ। (২) নৃপতি রজির শতপুত্র রাজেয় নামে খ্যাত ছিলেন। মহারাজ রজি তপস্যাদ্বারা নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিয়া বর লাভ করেন। সেই বরপ্রভাবে তিনি দেব-দানব-মনুষ্যগণের

অজেয় হইয়াছিলেন। একবার তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই কাহাকেও পরাভূত করিতে পারেন নাই। তখন দেবাসুরগণের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, রজি রাজা যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করিবে। তখন দৈত্যগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রজি বলিলেন যে, অসুরগণ যদি তাঁহাকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন, তবেই তিনি তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন। অসুরগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দেবগণ রজিকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলেন। রজি তখন দেবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাজিত করিলেন। ইন্দ্র তখন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রজির পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। রজি নরপতি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়া, তপস্যার্থ প্রস্থান করিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। ভাগ-৯স্ক-১৭। বায়ু-৯২। (৩) রজির অতুলপরাক্রম পাঁচশত পুত্র ছিল। কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে দেবগণ ও অসুরগণ আসিয়া, ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ যুদ্ধে কাহারা জয়লাভ করিবে। ব্রহ্মা বলেন যে রজি রাজা যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করিবে। তখন অসুরগণ প্রথমে রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রজি বলিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে তাঁহাকে যদি ইন্দ্রত্ব প্রদান করা হয়, তবেই তিনি অসুরদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত আছেন। অসুরগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, প্রহ্লাদকেই তাঁহারা ইন্দ্র করিবেন, এই স্থির করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন। সুতরাং রজির অনুরোধ রক্ষা করা, তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন দেবগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং রজির বাসনা অনুযায়ী যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, তাঁহাকেই ইন্দ্রত্ব প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন দেবাসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং অসুরগণ রজির হস্তে পরাভূত ও নিহত হইলেন। যুদ্ধান্তে ইন্দ্র রজির পদতলে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া, আমাদের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। আমি আপনার পুত্রস্থানীয় হইলাম।" রজি এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজ পুরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (৪) দেবদানবের সর্ব্ব-

মোট দ্বাদশটি যুদ্ধ হয়। সর্ব্বশেষ কোলাহল নামক সংগ্রামে রজি দেব-পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। বায়ু-৯৭। (৫) আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের চারি তনয়—রজি, অনেনা, রম্ভক ও ক্ষত্র-বৃদ্ধ। রজির পঞ্চশত সন্তান জন্মে। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করেন। গরুড়-পূ-১৪৩। (৬) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "তুমি পিঠীনাকে রজি প্রদান করিয়াছ।" সায়নাচার্য্য বলেন ঐ রজি পদ কোনও রাজ্য বা কন্যার নাম। ঋক্-৬।২৬।৬।

রজেয়ু—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। ঘৃতাচী, রৌদ্রাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

রজোরূপা—সীতা দেখ।

রজ্জুবালা—জটায়ু দেখ।

রণঞ্জয়—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় সঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) কৃত-ঞ্জয়ের পুত্র ব্রাত। ব্রাতের তনয় রণ-ঞ্জয় বায়ু-৯৯।

রণধৃষ্ট—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের পুত্র ধার্য্যক, ক্ষত্র ও রণধৃষ্ট বায়ু-৮৮। (২) ধৃষ্ণুর পুত্র ধার্ষ্ণক ও রণধৃষ্ট ক্ষত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-১০। (৩) ধৃষ্টের পুত্র স্বধর্ম্মা, ধৃষ্ট-কেতু ও রণধৃষ্ট এই তিন জন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ধৃষ্ট দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় বৃতের তনয় রণধৃষ্ট। তৎসুত নিধৃতি। লি-পূ-৬৮। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের পুত্র কৃতকেতু, চিত্রনাথ ও রণধৃষ্ট। মৎ-১২। ধৃষ্ট দেখ।

রণপ্রিয়া—(১) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (২) সীতা দেখ।

রণাজি—একজন দেবতা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে একচক্রা নামক দানবের সহিত যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-২৪১।

রণাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাশ্বের পুত্র। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পূ-৬৫। যুবনাশ্ব দেখ।

রণেঞ্জয়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র। মৎ-২৭১। রণঞ্জয় দেখ।

রণেশান—একজন দানব। তিনি দেবাসুরযুদ্ধে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

রণোৎকট—(১) স্কন্দ দেবসেনা-পতির পদে বৃত হইলে নর্ম্মদা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর রণোৎ-কটকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যাঁহাদিগকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (৩) রাবণের একজন সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রত্নলোলা—রাধিকার একজন সখী। পদ্ম-পাতা-৭৩।

রতা—অন্যতম বসু অহঃ, রতার গর্ভে জন্মেন। মহাভা-আদি-৬৬।

রতি—(১) ব্রহ্মার অযোনিজা কন্যা ও স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপার এক নাম রতি। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। (২) কামদেবের পত্নী। তিনিও অযোনিজা ছিলেন। তিনি প্রজাপতি দক্ষের দেহের স্বেদজল হইতে সম্ভূতা হন। দক্ষ তাঁহাকে কামদেবের সহিত বিবাহ দেন। কালিকা-৩। (৩) দক্ষ প্রজাপতির শতকন্যার অন্যতমা রতি ছিলেন। রতি ও তাঁহার ভগিনী প্রীতি কামদেবের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা শ্রদ্ধা ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। শ্রদ্ধার গর্ভে কাম জন্মগ্রহণ করেন। কামের পত্নী রতি। তাঁহাদের পুত্র হর্ষ। গরু-পূ-৫। (৫) হর কোপানলে কাম ভস্মীভূত হইলে রতি স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হন। তখন এই অশরীরিণী দৈববাণী হইল, "জন্মান্তরে তোমার পতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার সহিত তোমার মিলন হইবে। অতএব তুমি প্রাণত্যাগ করিও না!" রতি ঐ দৈববাণী শুনিয়া সহমরণে গমনেচ্ছা পরিত্যাগ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৩৪। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০০। শিব-জ্ঞান-১১। (৬) শিব নয়নাগ্নিতে মদনকে ভস্ম করিলে, দেব ও ঋষিগণ, মদনকে প্রাণদান করিবার জন্য, বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিব তাহাতে সম্মত না হইয়া, ক্রোধভরে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন পার্ব্বতী ও রতি একযোগে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রতি পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা দিয়া শিব যেখানে মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেইখানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। নারদ তাহা জানিতে পারিয়া, প্রথমে রতিকে নানা প্রলোভনপূর্ণ বাক্য বলিয়া, তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করাইতে প্রয়াস পান, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া শম্বরাসুরকে সংবাদ দিলেন। শম্বর নারদের পরামর্শে রতিকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া, নিজ পাকশালার অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। রতি মায়াবতী নামে পরিচিতা হইয়া, শম্বরের আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। মায়াবতী দেখ। (৬) কামদেব হরকোপানলে দগ্ধ হইলে কাম-পত্নী রতি শোকাকুলা হইয়া, সেইখানেই ঘোরতর তপস্যা করেন। বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিবার পর, এক শিবলিঙ্গ ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল এবং তৎসঙ্গে এই দৈববাণী হইল, "তুমি মাহেশ্বর লিঙ্গের

যথোচিত পূজা কর, তাহা হইলেই তোমার পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।” ঐ দৈববাণী শুনিয়া পরম আহ্লাদিতা হইয়া, রতি ভক্তিভরে সেই মাহেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করেন। তৎফলে কামদেব পুনর্জ্জীবিত হইলেন। তদবধি ঐ মাহেশ্বর লিঙ্গ কামেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৬। (৭) শিবের লোচনাগ্নিতে মদন দগ্ধ হইলে, তৎপত্নী রতি শোকাকুলা হইয়া পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য চিতা-রোহণ করেন। তখন এইরূপ দৈব বাণী হয়, “তুমি সহমরণে যাইও না। তৎপরিবর্ত্তে তপস্যা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট কর। তাহাহইলেই তোমার পতি পুনর্জ্জীবিত হইতে পারিবেন।” এই দৈববাণী শুনিয়া রতি, চিতা হইতে উত্থান করিয়া তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিলে, মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রতি কামদেবের পুনর্জীবনলাভ প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সেই বর দিলে কামদেব জীবন লাভ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৪০। (৮) কামদেব দগ্ধ হইলে রতিও প্রাণত্যাগ করিয়া, জন্মান্তরে ময়দানবের গৃহে জন্মলাভ করেন। শম্বর অসুর ময়দানবের গৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, তিনি (রতি) নিজ অনুরূপ এক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, শম্বর অসুরকে বঞ্চনা করেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩। বিষ্ণু-৫ম-১৭। ব্রহ্মপু-২০০। মায়াবতী দেখ। (৯) পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ সভায় অন্যান্য দেবদেবী-গণসহ রতিও উপস্থিত ছিলেন। বিবাহান্তে রতি শোকাকুলা হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, “পূর্ব্বে আপনার আদেশ পালন করিতে যাইয়াই আমার পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন আপনারা আমাকে আশ্বাস দেন যে, আমার পতি পুনঃ জীবন লাভ করিবেন। এক্ষণে হর, পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করাতে আপনাদেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কেবল আমার পতিই এ যাবৎ প্রাণ লাভ করিলেন না।” রতির এইরূপ বিলাপ শুনিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহাদেবের নিকট সকল ঘটনা বিবৃতি করিয়া, কামদেবের প্রাণদানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে মহাদেব মদনকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। শ্রীমহা-২৭। (১০) মদনের মৃত্যুতে রতিকে অতিশয় শোকাকুলা দেখিয়া দেবগণ কামদেবকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্য বারংবার মহাদেবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের প্রার্থনায় মদনের প্রাণদান করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি কামদেব কায়বিহীন হইয়া দিব্যদেহে বিরাজ

করিতে লাগিলেন। মন্মথ দগ্ধ হইলে, দুঃখপীড়িতা রতির কোপ হইতে এক ভীষণাকৃতি পাবক উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই পাবকে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া রতি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। ক্রন্দনরতা রতির অশ্রুধারা হইতে মহাশোক উৎপন্ন হয়। তৎপরে ঐ নেত্রজল হইতেই ক্রমে ক্রমে জরা, দুঃখ ও সন্তাপক নামক ভ্রাতৃদ্বয়, সুখনাশিনী মূর্চ্ছা, কামজ্বর, বিভ্রম, বিলাপ, বিহ্বল, উন্মাদ ও মৃত্যু উৎপন্ন হয়। তদনন্তর কামদেব পুনর্জীবনলাভ করিয়া, যখন রতির সহিত আবার মিলিত হইলেন, তখন রতির আনন্দাশ্রু হইতে খ্যাতি, লজ্জা, শান্তি, প্রীতি জন্মলাভ করিল। তদনন্তর সুখসম্ভোগদায়ক দুইটী কন্যাও উৎপন্ন হইল। তাহাদের নাম লীলা ও ক্রীড়া। তাহার পর রতির বাম নেত্রনির্গত বারিবিন্দু হইতে একটি সুন্দর পঙ্কজ উৎপন্ন হইল এবং ঐ ঐ পঙ্কজ হইতে অশ্রুবিন্দুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-ভূমি-৭৭। লি-পূ-১০১। (১১) দেবী ত্রিপুটার পূজায় যন্ত্রের বিভিন্ন কোণে নীলোৎপলহস্তা, সৌম্যমূর্ত্তি, কাঞ্চনবর্ণা রতির পূজা বিধেয়। তন্ত্রঃ-১৭৭ পৃঃ। (১২) গণেশ পূজার সংসর্গে রতিপতিসহ রতির পূজা বিধেয়। তন্ত্রঃ-২১২ পৃঃ। (১৩) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন স্বর শক্তির অন্যতমা রতি। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। (১৪) তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতীর অন্যতম পীঠশক্তি তন্ত্র-৫১৩ পৃঃ। সরস্বতী দেখ। (১৫) ত্রিপুরা দেবীর পূজার সংসর্গে পার্ব্বতী ঈশ্বর, কামদেব, রতি ও ভবানীর পূজা করিলে, মানব নরপতি হইতে পারে। তন্ত্রঃ-১২৮ পৃঃ। (১৬) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ। (১৭) জন্মান্তরে কামদেবের সহিত রতির মিলন সম্বন্ধে প্রদ্যুম্ন, মায়াবতী ও শম্বর দেখ। (১৮) কামদেবের ঔরসে রতির গর্ভে যশ ও হর্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। (১৯) দেবী দুর্গার অন্যতমা অনুচরী রতি। দুর্গার মূর্ত্তির সন্নিকটে রতি দেবীর মূর্ত্তি ও বিরাজমানা। দেবীপু-৫০।

রতিকলা—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শক্তিরূপিণী কতিপয় গোপিকার নাম—রসতরঙ্গিনী, রসকল্লোলিনী, রতিকলা, রসবাপিকা, রতলোলা, রতোৎসুকা, রতিসর্ব্বস্বা, রতিচিন্তামনি, রত্নরেখা ও রত্নমালিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

রতিগুণ—অনুপা দেখ।

রতিচিন্তামনি—রতিকলা দেখ।

রতিনার—পুরুবংশীয় ঋতেয়ুর পুত্র। রতিনারের পুত্র প্রতিরথ। গরু-পূ-১৪৪। রন্তিনার দেখ।

রতিপতি—রতি (১২) দেখ।

রতিপ্রিয়—প্রধার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে রতিপ্রিয় প্রভৃতি কতিপয় পুত্র

জন্মে। কালি-৩৪। অনুপা ও ভানু দেখ।

রতিপ্রিয়া—জনৈক অপ্সরা। শিব-ধর্ম্ম-৪৩।

রতিবিদগ্ধা—জনৈক গণিকা। সে বৃদ্ধকালে এক ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিয়াছিল। সেই পুণ্যফলে সে সর্ব্ব-পাপমুক্ত হয়। পদ্ম-ক্রি-২০।

রতিসর্ব্বস্বা—রতিকলা দেখ।

রতোৎসুকা—রতিকলা দেখ।

রতীশা—আষাঢ় তীর্থে দেবী পর-মেশ্বরী রতীশা নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২। সতী দেখ।

রত্ন—যদুবংশীয় অক্রূরের শ্বশুর। তাঁহার কন্যা শৈব্যাই অক্রূরের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রত্নকূটা—(১) ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা পত্নী। ব্রহ্মপু-১৩।

রত্নগঙ্গা—কান্যকুব্জাধিপতি আম নামক নৃপতির কন্যা। ইন্দ্রহরি নামক যুবক তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৬।

রত্নগর্ভা—সীতা দেখ।

রত্নগ্রীব—একজন পরম বৈষ্ণব রাজা। তিনি কাঞ্চী নগরীতে রাজত্ব করিতেন। পদ্ম-পাতা-৯, ১২।

রত্নচূড়—জনৈক নাগরাজ। তিনি গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। রত্নাবলী দেখ।

রত্নদীপ—জনৈক নাগরাজ। রত্না-বলী দেখ।

রত্নপ্রিয়া—দেবী দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩২ পৃঃ।

রত্নবতী—আনর্ত্তাধিপতির কন্যা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দর্শনাধিপতি বৃহদ্বলের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বৃহদ্বল পরে রত্নবতীকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন। কারণ পরাবসু নামক এক ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত মানসে সর্ব্বজন-সমক্ষে রত্ন-বতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। তখন রত্নবতী ও তাঁহার সখী ব্রাহ্মণী তপ-স্যার্থ অরণ্যে গমন করেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া তাঁহারা হরগৌরীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-১৯৬-১৯৮।

রত্নবল্লভ—জনৈক গন্ধর্ব্ব-রাজ। তাঁহার কন্যা অলিকা স্বীয় পতিকে বধ করে। তজ্জন্য রত্নবল্লভ তাহাকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করেন। স্কন্দ-আব-অব-২২৫।

রত্নভদ্র—একজন শিবভক্ত গন্ধর্ব্ব। তিনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র পূর্ণভদ্র। রত্নভদ্র পার্থিব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২।

রত্নমালা—(১) পিতৃগণের অন্যতমা মানসী কন্যা। গর্গ-গোল-৮। মেনকা দেখ। (২) বলি দানবের কন্যা রত্নমালা বলি-যজ্ঞে বামন দেবের রূপ সন্দর্শন করিয়া, তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইবার অভিলাষ করেন। দ্বাপরে ঐ বলি-কন্যা রত্নমালাই পূতনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-১৩। পূতনা দেখ। (৩) সীতা দেখ।

রত্নমালিকা—রতিকলা দেখ।

রত্নমুখী—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। বৃহদ্ধ-মধ্য-৪।

রত্নরেখা—রতিকলা দেখ।

রত্না—শৈব-কন্যা রত্না অক্রূরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। লি-পূ-৬৯। অক্রূর ও রত্ন দেখ।

রত্নাকর—জনৈক বৈশ্য। পদ্ম-ক্রি-৬।

রত্নাক্ষ—অযোধ্যার একজন নরপতি। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে তিনি দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। কোনওরূপ চিকিৎসার দ্বারাই তিনি রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। পরে এক কাপটীকের পরামর্শে নাগরতীর্থে বিশ্বামিত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তথায় রত্নাদিত্য নামক বিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-নাগ-২১২।

রত্নাঙ্গদ—বজ্রাঙ্গ নৃপতির পুত্র। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২৪।

রত্নাদিত্য—রত্নাক্ষ দেখ।

রত্নাবলী—(১) কলাবতী নামক এক নর্ত্তকী ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক, সুমধুর নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা রত্নেশ্বর-লিঙ্গের প্রীতি সম্পাদন করে। সেই পুণ্যফলে কলাবতী জন্মান্তরে বসুভূতি নামক গন্ধর্ব্বের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্মে তাহার নাম হয় রত্নাবলী। শিব তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দেন যে, স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তির সহিত তাহার মিলন হইবে, সেই তাহার পতি হইবে। কিছুদিন পরে রত্নাবলী স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক পরম সুন্দর পুরুষের সহিত তাহার মিলন হইয়াছে। তিনি জাগরিত হইয়া সখিগণকে স্বপ্ন-ব্যাপার বলিলেন। সখিগণ নানা দেশীয় রাজপুত্র গন্ধর্ব্বপুত্র প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করিয়া রত্নাবলীর স্বপ্ন দৃষ্ট পুরুষের সন্ধান করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, গন্ধর্ব্বপতি শঙ্খচূড়ের পুত্র রত্নচূড়ের সহিত রত্নাবলীর মিলন হইয়াছিল। অতঃপর সখীগণসহ রত্নাবলী রত্নেশ্বরের মন্দিরে গমন করিবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সুবাহু নামক এক দানব তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, ঐ রত্নচূড়ই দানবকে বধ

করিয়া, তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। পরে তাঁহারা পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, রত্নচূড়ের সহিত রত্নাবলীর বিবাহ হইল। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। (২) রত্নদীপ নামক নাগরাজের কন্যা। তিনি পূর্ব্বজন্মে এক কপোতী ছিলেন। নাগরাজের কন্যা রূপে জন্মলাভ করিয়া তিনি পরিমলালয় নামক গন্ধর্ব্বকুমার রূপে জাত, তাঁহারই পূর্ব্বজন্মের (কপোত) পতির সহিত বিবাহিতা হন। এই জন্মে তিনি অতিশয় শিব-ভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৫।

রত্নেশ্বর—(১) কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; উত্ত-৬৭। রত্নাবলী দেখ। (২) প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৩, ১৫৫।

রথ—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

রথকার—ঋষিভ দেখ। বায়ু-৬৫।

রথকৃৎ—(১) একজন গ্রামণী। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধি-ষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে চৈত্রমাসে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহা-দের নাম ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকী, রথকৃৎ, হেতি ও তুম্বরু। বিষ্ণু-২য়-১০। (৩) একজন দিব্য-পুরুষ বিশেষ। লি-পূ-৫৫।

রথকৃচ্ছ্র—প্রহেতি দেখ।

রথচিত্র—(১) বরুণ (৮৬৬ পৃঃ) ও বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (২) কৃত-জিৎ দেখ।

রথধ্বজ—বৃষধ্বজের পুত্র। তাঁহার তনয় ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। দেবীভা-৯স্ক-১৫। বৃষধ্বজ ও কুশধ্বজ দেখ।

রথন্তর—(১) সংহিতাকার সত্যশ্রীর অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৬। সত্যশ্রী দেখ। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে উৎপন্ন জয়দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬,৬৭। জয়দেবগণ দেখ।

রথন্তরী—পুরুবংশীয় ঈলিনের পত্নী মহাভা-আদি-৯৪। ঈলিন দেখ।

রথবর—জ্যামঘবংশীয় ভীমরথের পুত্র। বায়ু-৯৫। নবরথ দেখ।

রথবীতি—দর্ভের পুত্র রথবীতি। তাঁহার কন্যাকে শ্যাবাশ্ব ঋষি বিবাহ করেন। ঋক্-৬১।১।টীকা। শ্যাবাশ্ব দেখ।

রথমুখ্য—যদুবংশীয় ভজমানের পুত্র রথমুখ্য ও বিদূরথ। অগ্নি-২৭৫। ভজমান দেখ।

রথরাজী—শ্রীকৃষ্ণের তনয় শৌরির অন্যতমা পত্নী। মৎ-৪৬। শৌরী দেখ।

রথশ্বন্—(১) একজন গ্রামণী। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) ও মিত্র (১০) দেখ। (৩) একজন দিব্য পুরুষ। লি-পূ-৫৫।

রথাক্ষ—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রথাঙ্গ—ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি রথের অঙ্গসমূহের স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচণা করিয়াছেন। ঋক্-৩।৫৩।১৭-২০।

রথীতর—(১) অঙ্গিরা-বংশীয় রথীতরদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর। ইহাদের বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-১৯৬। (২) সংহিতাকার সত্যশ্রীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬০। সত্যশ্রী দেখ। (৩) ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির পরে রথীতর একখানা সংহিতা রচনা করেন। সেইখানি সংহিতা সমুদয়ের মধ্যে চতুর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। রথীতরের তিনজন বিদ্বান শিষ্য ছিলেন। এই সকল সংহিতাকারগণ বহ্বৃচ বলিয়া বিদিত হন। বায়ু-৬১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব। তৎপুত্র রথীতর। রথীতরের পুত্র বা কন্যা কিছুই জন্মে নাই। এজন্য রথীতরের প্রার্থনায় মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহার ভার্য্যার ক্ষেত্রে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়াতে তাঁহাদের রথীতর গোত্র হইয়াছিল। অপর পক্ষে অঙ্গিরার ঔরসে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহারা আঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ বলিয়া রথীতরের অন্যান্য সন্তানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি রূপে পরিগণিত হইতেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ভাগ-৯স্ক-৬। বায়ু-৮৮। গরু-পূ-১৪২।

রথোপল—ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। বরা-৭৪। উদ্ভিদ ও জ্যোতিষ্মান দেখ।

রথৌজা—(১) অন্যতম গ্রামণী। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) একজন দিব্য পুরুষ। লি-পূ-৫৫। (৩) প্রহেতি দেখ। (৪) রথৌজা, ঊর্দ্ধবাহু, অনঘ, শরণ, মুনি, সুতপা ও শঙ্কু, ইহাঁরা উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। গরু-পূ-৮৭। উত্তম, অনঘ, ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্জ্জ দেখ।

রন্তি—যদুবংশীয় নন্দনের পুত্র রন্তি ও রন্তিপাল। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রন্তিদেব—(১) ভরতবংশীয় সঙ্কৃতির অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২১। সংকৃতি দেখ। (২) রন্তিদেব ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ

করেন যে, তাঁহার গৃহে যেন প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয় এবং তাঁহাকে যেন কখনও কাহারও নিকট প্রার্থী হইতে না হয়। মহারাজ রন্তিদেবের গৃহে ক্রিয়ানুষ্ঠান কালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুসকল স্বয়ংই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইত। তাঁহার যজ্ঞসমূহে নিহত পশুদিগের চর্ম্মরাশি হইতে যে ক্লেদ নির্গত হইত তাহা হইতেই এক নদী বহির্গত হইয়াছিল। ঐ নদীর নাম চর্ম্মণ্বতী। তাঁহার গৃহের পাত্রকটাহ প্রভৃতি স্বর্ণময় ছিল। অতিথিরা যে রাত্রিতে রন্তিদেবের গৃহে বাস করিতেন সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র একশত গো ছেদন করা হইত, তথাপি তাঁহার পাচকগণ পূর্ব্ববৎ মাংস আহার করিতে পারিবে না অনুমান করিয়া চীৎকার করিত। মহাভা-শান্তি-২৯। (৩) শশবিন্দু, শিবি, হরিশ্চন্দ্র, শ্বনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, রাম, শম্ভু, শ্বেত, সগর, সুবাহু, হর্য্যশ্ব প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে, কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহ কেহ বা ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনু-১১৫। মান্ধাতা ও যুবনাশ্ব দেখ। (৪) মহারাজ রন্তিদেব মহর্ষি বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ সলিল অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যফলে তিনি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪; অনুশা-১৩৭। (৫) রন্তিদেব সত্যযুগে গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে রন্তিদেব, বেণ, ভগীরথ প্রভৃতি নরপতিগণের নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। মহাভা-অনুশা-১৫০।

রন্তিনার—(১) পুরুবংশীয় ঋতেযুর পুত্র রন্তিনার। রন্তীনারের পুত্র—(ক) অপ্রতিরথ, তংসু ও ধ্রুব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (খ) সুমতি, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব। ভাগ-৯স্ক-২০। (গ) সুমতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (২) রিচেয়ুর পুত্র রন্তিনার। তাঁহার পত্নী সরস্বতীর গর্ভে ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটি পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৯। (৩) ঔচেয়ু হইতে তক্ষক নন্দিনী জ্বলনার গর্ভে রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ।

রন্তিপাল—রন্তি দেখ।

রন্ধন—প্রিয়ব্রতাত্মজ জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-২০। প্রভাকর ও বেণুমান দেখ।

রবরাবকগণ—দৈত্যদিগের একটি বিশেষ শ্রেণী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২০।

রবি—উনপঞ্চাশৎজন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। কৃতান্ত ও স্বারোচিষ মনু দেখ। (৩) সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

রভস—(১) পুরুবংশীয় রাভের তনয় রভস। রভসের আত্মজ গম্ভীর। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯।

রভসা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

রভেণক—(১) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (২) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

রভ্য—জনৈক পরম ধার্ম্মিক নিঃসন্তান রাজা। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া এক কন্যা লাভ করেন। ঐ কন্যার নাম একাবলী। দেবীভা-৬স্ক-২১, ২৩। একাবলী দেখ।

রমণ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৫। কল্যাণিনী ধর, শিশির ও মনোহরা দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। অনিল দেখ।

রমণক—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ যজ্ঞবাহের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। যজ্ঞবাহ দেখ।

রমণা—দেবী সাবিত্রী রামতীর্থে রমণা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

রমা—(১) লক্ষ্মীর এক নাম। লক্ষ্মী দেখ। (২) শশিধ্বজ নৃপতির কন্যা ও বিষ্ণুর অবতার কল্কির পত্নী। কল্কি-৩-১৩, ১৭। (৩) রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-গোল-৪; অশ্ব-৪২। (৪) দেবী শতাক্ষার শরীর হইতে নির্গতা অন্যতমা মহাশক্তি। দেবীভা-৭স্ক-২৮। শক্তি ও শতাক্ষী দেখ। (৫) দানবপতি হিরণ্যকশিপুর কন্যা ও মহর্ষি ত্বষ্টার পত্নী। তিনি পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া, অতিশয় দুঃখিত চিত্তে শঙ্করের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বর দিলেন যে, রমার শূর, সর্ব্ব-শস্ত্রের অবধ্য, ব্রাহ্মণ-দানবরূপী, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, যজ্ঞানুষ্ঠান-কুশল এবং তেজে ও যশে সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। যথাকালে রমার গর্ভে দ্বাদশ-আদিত্য সম তেজস্বী এক পুত্র জন্মে। পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) তাহার নাম রাখেন বৃত্র। স্কন্দ-নাগ-৮। (৬) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জন-শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ।

রম্ভ—(১) জনৈক বানর দলপতি। তিনি শাল্বপর্ব্বতে বাস করিতেন। সুগ্রীবের নির্দ্দেশে তিনি অনুচরগণসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। তিনি লঙ্কা সমরেও উপস্থিত ছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। লঙ্কা-১৬, ৩৮, ৪৭, ৬৬। (২) পুরূরবার অন্যতম পুত্র আয়ু। আয়ুর পাঁচ পুত্রের অন্যতম রম্ভ। হরি-হরি-২৮। বিষ্ণু-৪৫-৮। আয়ু

দেখ। (৩) দনুর পুত্র রম্ভ ও করম্ভ। তাঁহারা উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। পুত্র কামনায় ভ্রাতৃদ্বয় কঠোর তপস্যায় নিরত হইলে, ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া কুম্ভীর-রূপ ধারণপূর্ব্বক করম্ভকে গ্রাস করেন। রম্ভ ভ্রাতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় কেশপাশ ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে উদ্যত হইলে, অগ্নি তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, উহাদ্বারা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। তখন রম্ভ উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া অগ্নির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বর দিলেন যে, রম্ভের দেব দানব ও মানবের অজেয় এক মহাবীর্য্যবান্ পুত্র জন্মিবে। পরে রম্ভের ঔরসে এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। তৎপূর্ব্বে রম্ভাসুরও অপর এক মহিষ কর্তৃক নিহত হন। দেবীভা-৪স্ক-২। রক্ত-বীজ ও করম্ভ দেখ। (৬) রম্ভ নামক নাগ (সর্প) জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) ও বরুণ (৮৬৬পৃঃ) দেখ। (৭) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিবিংশতির পুত্র রম্ভ। তৎসুত খনীনেত্র। ভাগ-৯স্ক-২।

রম্ভক—নহুষের অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-১৪৩। রজি (৪) দেখ।

রম্ভা—(১) দেবী বিশেষ। গৌরী-ব্রতে তাঁহার পূজা বিধেয়। মৎ-৬২। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) মৌনেয় অপ্সরাদিগের অন্যতমা। মিশ্রকেশী দেখ। (৪) ধীর নামক ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ছিল রম্ভা। অগ্নি-১৮৪। (৫) অপ্সরা রম্ভা মাঘ ও ফাল্গুণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। বিষ্ণু-২য়-১০। ঋতজিৎ ও যজ্ঞোপেত দেখ। (৬) দেবী সাবিত্রী মলয়াচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্ট-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৭) দেবী শঙ্করী অমলাচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৮) দেবী শঙ্করী মলয়াচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। (৯) রম্ভা অপ্সরা দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (১০) অপ্সরা রম্ভা বিশ্বা-মিত্রের তপোভঙ্গ করিবার জন্য গমন করিয়া, তাঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়া-ছিলেন। মহাভা-অনু-শা-৩। রামা-আদি-৬৪। (১১) রম্ভা যখন বিশ্বা-মিত্রের আশ্রমে শিলারূপে অবস্থান করিতেছিলেন তখন অঙ্গারকা নাম্নী এক রাক্ষসী তথায় আগমন করিয়া, বিবিধ রূপে উপদ্রব করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ আশ্রমেই তপস্যারত শ্বেত মুনি বায়ব্য অস্ত্রে সেই শিলাখণ্ড যোজনা করিয়া রাক্ষসীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসী অস্ত্রভয়ে ভীত

হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে কপি-তীর্থে উপস্থিত হয়। অস্ত্র-যোজিত শিলাখণ্ড তথায় তাহার মস্তকে পতিত হইলে, রাক্ষসী মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং সেই শিলাও কপিতীর্থে নিমগ্ন হইলে রম্ভা পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৯। (১২) রম্ভা অপ্সরা কপিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ। (১৩) রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরা-গণ কুবেরের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (১৪) উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (১৫) একবার ইন্দ্রের সভায় নৃত্যকালে রম্ভার তাল-ভঙ্গ হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের শাপে রম্ভা স্পন্দনহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হন। পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শে অপ্সরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন। স্কন্দ-আব-চতু-১৭। (১৬) ইন্দ্রের আদেশে একবার রম্ভা জাবালী মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে রম্ভার গর্ভে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। জাবালি তাহাকে লালন পালন করেন। সেই কন্যার নাম হয় ফলবতী। স্কন্দ-নাগ-১৪৩, ১৪৪। ফলবতী দেখ। (১৭) অম্লোচা, রম্ভা, প্রভৃতি দ্বাদশজন অপ্সরা নৃত্য ও গীত দ্বারা সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অম্লোচা দেখ। (১৮) রম্ভা মৃত্যুর কন্যা সুনীথার সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৩৪-৩৬। সুনীথা দেখ। (১৯) রম্ভা শিব-কন্যা অশোকসুন্দরীর সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১১২-১১৭। (২০) শক্তিরূপিনী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

রম্য—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ অগ্নীধ্রের নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, রম্যক, হরিন্মান্, (হিরণ্মান) কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে রম্য নালবর্ষের অধিপতি ছিলেন। বায়ু-৩৩। লি-উত্ত-৪৬,৪৭। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। বিষ্ণু-২য়-১। গরু-পূ-৫৫। ভাগ-৫স্ক-২। ব্রহ্মা-৩৪। অগ্নীধ্র দেখ।

রম্যা—(১) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ। (২) মেরুর অন্যতমা কন্যা রম্যা। অগ্নীধ্রের পুত্র রম্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। (৩) সীতা দেখ।

রয়—উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৫। জয় ও পুরূরবা দেখ।

রশ্মি—অনাগত মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ।

রশ্মিকেতু—জনৈক রাক্ষস সেনা-

পতি। তিনি লঙ্কাসমরে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪, ৫৪ ; লঙ্কা-৯, ৪৩, ৯০।

রশ্মিবান্—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

রস—দক্ষকন্যা দনায়ুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। কালিকা-৩৪। বীক্ষর ও দনায়ু দেখ।

রসকল্লোলিনী—রতিকলা দেখ।

রসতরঙ্গিনী—রতিকলা দেখ।

রসন—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অপান, উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণ দেখ।

রসপারগ—কুথুমির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। কুথুমি দেখ।

রসনাশিকা—রতিকলা দেখ।

রসলোমা—অন্যতম রুদ্র মহিনসের পত্নী। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ।

রসাদ্রু—বৃষ্ণি বংশীয় স্বাহির পুত্র। রসাদ্রুর তনয় চিত্ররথ। বায়ু-৯৫। স্বাহি ও চিত্ররথ দেখ।

রহস্যকা—পুরুবংশীয় সম্পাতির পুত্র। তাঁহার তনয় ভদ্রাশ্ব। মৎ-৪৯।

রহিত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রোহিতাশ্বের পুত্র রহিত। তাঁহার তনয় চঞ্চু। গরুড়-পূ-১৪২। রোহিতাশ্ব দেখ।

রহুগণ, রহূগণ—(১) রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি, অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১।৭৪, ৮১। (২) সিন্ধুসৌবিরাধিপতি রহূগণ, রাজর্ষি ভরতকে (জড় ভরত) শিবিকা বহন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ঐ শিবিকা বহন কালে, ভরতের সহিত রহূগণের যে আলাপ হয়, তাহা হইতে রহূগণ ভরতের পরিচয় পান। ভাগ-৫স্ক-১০-১৩। ভরত দেখ।

রহোদর—পুরাকালে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে বাসকালে বহু নিশাচরকে বধ করেন। তন্মধ্যে জনৈক রাক্ষসের ছিন্ন মুণ্ড রহোদর মুনির গ্রীবাদেশে আসিয়া সংলগ্ন হয়। বেদনাকাতর ঋষি উশনস তীর্থের জল স্পর্শ করিবা মাত্র, তাঁহার গ্রীবাসংলগ্ন মস্তক জলে পতিত হয়। বামন-২৯।

রাকা—(১) রাক্ষসরাজ সুমালীর অন্যতমা কন্যা। রামা-উত্ত-৫। সুমালী দেখ। (২) অঙ্গিরসের পত্নী স্মৃতির গর্ভে রাকা জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মা-২৯। মার্ক-৫২। অগ্নি-২০। সৌর-২৬। বায়ু-২৮। বিষ্ণু-১ম-১০। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-১৩। লি-পূ-৫। গরুড়-পূ-৫। (৩) রাকা ধাতার পত্নী ছিলেন। রাকার গর্ভে প্রাতঃ জন্মলাভ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। ধাতা দেখ। (৪) অনুমতি ও রাকা ইহারা দ্বিবিধ পূর্ণিমা। বায়ু-৫০। (৫) ঋগ্বেদোক্ত একজন দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি রাকা দেবতার স্তব করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-২।৩২।৪,৫।

রাকিনী—(১) শাকিনী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী ইহাঁরা অথর্ববেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্রসমূহের অধিদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। (২) তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রদেবতার অন্যতম। তন্ত্র-৯৮১ পৃঃ।

রাক্ষস—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী সুরসার গর্ভে রাক্ষসগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) রাক্ষসগণ পুলস্ত্যের সন্তান। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) রাক্ষসগণ হিবিমন্ত দেবগণের জ্ঞাতি ছিলেন। বায়ু-৩১। (৪) রাক্ষসগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত—পৌলস্ত্য, আগস্ত্য, বৈশ্বামিত্র, ব্রহ্ম, বেদাধ্যয়নশীল, ও তপোব্রতনিষেধী। কুবের ইহাদের সকলের রাজা। ইতর রাক্ষসগণ যক্ত-মুখ। তাহাদেরও তিনটি গণ আছে। রাক্ষসদিগের চারিটী শ্রেণী আছে। তাহাদের নাম—যাতুধান, ব্রহ্মধান, দিবাচর ও নিশাচর। রাক্ষসেরা সাধারণতঃ বৃত্তাক্ষ, পিঙ্গলবর্ণ, মহাকায়, মহোদর, অষ্ট্রদংষ্ট্র, স্থূলচর্ম্ম, উর্দ্ধরোমা, উর্দ্ধকেশ, দীর্ঘবাহু, ঘোরবারী ইত্যাদি। ইহারা অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব। ইহারা মস্তকে মাল্য, মুকুট ও উষ্ণীষ ধারণ করিত। ইহারা অন্নভোজী ও মাংসাশী। বায়ু-৬৯। যক্ষ, যাতুধান ও তস্করা দেখ। (৫) নমুচী দানবের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রাক্ষসান্ত-বিধায়িনী—সীতা দেখ।

রাক্ষসী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

রাগবতী—বেগবতী দেখ।

রাগিনী—(১) চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (২) হিমালয়ের স্ত্রী মেনার গর্ভে রাগিনী, কুটিলা ও কালী নামে তিন কন্যা জন্মে। রাগিনী ব্রহ্মার শাপে সন্ধ্যারোগে পরিণত হয়। বাম-৫১।

রাজক—(১) মগধের বৃহদ্রথবংশীয় বিশাখের পুত্র রাজক। রাজকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন। ভাগ-১২স্ক-১। বিশাখযুপ দেখ।

রাজতী—সীতা দেখ।

রাজধর্ম্ম—নাড়ীজঙ্ঘ দেখ।

রাজন্য—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে রাজন্য জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

রাজপুত্রবিনায়ক—কাশীস্থিত রাজপুত্রবিনায়ক নামক গণেশের পূজা করিলে রাজ্যভ্রষ্ট রাজাও পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

রাজবর্ত্তপ—কশ্যপবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। যামুনি দেখ।

রাজবর্দ্ধন—বৈবস্বত মনুবংশীয় দমের তনয় রাজবর্দ্ধন। তাঁহার তনয় সুধৃতি

গরু-পু-১৪২। ভাগ-৯স্ক-২। দম ও রাজ্যবর্দ্ধন দেখ।

রাজবৈদ্য—সোমের পুত্র বুধ রাজবৈদ্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১২।

রাজর্ষি—যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শুচি হইয়া নিম্নলিখিত রাজর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি ধর্ম্মফল লাভ করেন। বিজ্ঞব্যক্তি এই সমুদয় রাজর্ষি ও অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিদের স্তব করিয়া প্রার্থনা করিবেন, "আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ু, যশঃ ও স্বর্গ প্রদান করুন। আমাকে যেন কখনও শত্রুর হস্তে পতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।" ঐ সমুদয় রাজর্ষিদের নাম—অজ, অনরণ্য অম্বরীষ, অলর্ক, অষ্টক, আয়ু, ইক্ষ্বাকু, ঐল, কক্ষসেন, কক্ষেয়ু, কুকুর, কুরু, কৃশাশ্ব, ক্ষুপ, চিত্রাশ্ব, চ্যবন, জহ্নু, জনক, জহ্নু, জান্নু, ত্রসদস্যু, দক্ষ, দশরথ, দিবোদাস, দিলীপ, দুষ্মন্ত, দৃঢ়রথ, ধুন্ধুমার, ধৃষ্টরথ, নল, প্রতীপ, নিমি, নৃগ, পুরু, পৃথু, প্রতর্দ্দন, নহুষ, প্রাচীনবর্হি, প্রিয়ঙ্কর, বৃষ, ভগীরথ, ভরত, মনু, মরুত্ত, মহাভিষ, মান্ধাতা, মিত্রভানু, মুচুকুন্দ, যদু, যযাতি, রঘু, যৌবনাশ্ব, রামচন্দ্র, রৈবত, শশবিন্দু, শান্তনু, শ্বেত, সংবরণ, সগর, সত্যবান্, সুদাস, হবিধ্র ও হরিশ্চন্দ্র। মহাভা-অনু-শা-১৬৫।

রাজশর্ম্মা—যদু-বংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শোণাশ্ব দেখ।

রাজশ্রবা—ভবিষ্যৎ ব্যাসদিগের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস ও ব্যাস দেখ।

রাজস—প্রিয়ব্রত, রাজস প্রভৃতি অনেক নরপতি তপোবলে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মৎ-১৪৩।

রাজসূয়ার্থিনী—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পু-৯।

রাজসেন—দেবী দুর্গা গোকর্ণতীর্থে রাজসেন নরপতির উপর প্রীত হইয়াছিলেন। দেবীপু-৩৯।

রাজস্থলেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রে রাজা রিপুঞ্জয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৭৪। রিপুঞ্জয় দেখ।

রাজাধিদেব, রাজ্যাধিদেব—(১) যদুবংশীয় বিদূরথের পুত্র। রাজাধিদেবের পুত্র শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। (২) রাজাধিদেবের পুত্র দত্ত, অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশর্ম্মা, দত্ত (দণ্ড), শত্রু ও শত্রুজিৎ এবং কন্যা শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা। ব্রহ্মপু-১৬। হরি-হরি-৩৮। (৩) বিদূরথের পুত্র

রাজ্যাধিদেব, শূর ও বিদুর এই তিন জন। বায়ু-৯৬। শূর দেখ।

রাজাধিদেবী—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের এক ভগিনী। মৎ-৪৬। হরি-হরি-৩৪। বায়ু-৯৬। ব্রহ্মপু-১৪। (২) অবন্তী-রাজ জয়সেন রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই পুত্র এবং মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ এই মিত্রবিন্দাকে (নিজ পিসতুত বোন) বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। ভাগ-৯স্ক-২৪, ১০স্ক-৫৮। গরু-পূ-১৪৩। (৩) ধর্ম্ম হইতে রাজাধিদেবীর গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রাজিক—হিরণ্যনাভ কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

রাজিঙ্গেয়—পুরুবংশীয় আয়ুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৭৫। আয়ু ও নহুষ দেখ।

রাজেয়—মহাত্মা রজির পুত্রগণ রাজেয় নামে খ্যাত হন। রজি দেখ।

রাজ্ঞী—(১) রৈবত-তনয়া রাজ্ঞী বিবস্বানের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রৈবত নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-১১। (২) রাজ্ঞীর গর্ভে রেবন্ত নামে এক পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৩। (৩) রাজ্ঞীর গর্ভে রেবন্ত নামে এক পুত্র জন্মে। সৌর-৩০। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৪) বিবস্বানের ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। রেবন্ত দেখ। (৫) সূর্য্য-পত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে যম, যমুনা এবং রেবন্ত জন্ম গ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। যম দেখ। (৬) বিমল নামক নরপতির মহিষী রাজ্ঞী। তিনি পতির সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য, সরযূতে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-২০।

রাজ্যবর্দ্ধন (রাজবর্দ্ধন)—সূর্য্যবংশীয় দমের পুত্র। তাঁহার পত্নীর নাম মানিনী। রাজ্যবর্দ্ধন অতি ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য পরিচালন ও প্রজা পালন করিতেন। একদিন মহিষী মানিনী রাজার মস্তকে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে তথায় পলিত কেশ দেখিতে পাইয়া, অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার রোদনের কারণ জানিতে পারিয়া, হাস্য সহকারে রাণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কিছুই নাই কারণ বৃদ্ধ অবস্থায় মস্তকে পলিত কেশের আবির্ভাব স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে। অতঃপর রাজা পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে রাজ্যের ব্রাহ্মণাদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নৃপতিকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগি-

লেন, কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন স্বীয় সংকল্প হইতে বিরত হইতে সম্মত হইলেন না। তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রণা করিয়া মহীপতির আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া ভাস্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের আরাধনায় ভাস্করদেব সন্তুষ্ট হইয়া, রাজাকে সুদীর্ঘ আয়ু ও স্থিরযৌবন প্রদান করিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন ইহা জানিতে পারিয়াও, বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে ভাস্করদেব যদি তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, দাস, দাসী সকলকেই চিরযৌবন ও সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। অন্যথা যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের নিকট হইতে ঐরূপ বর না পান, ততদিন পর্য্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন সহ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবেন। এই বলিয়া তিনি মহিষীকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতে প্রয়ানপূর্ব্বক, তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা সূর্য্যদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ বর লাভপূর্ব্বক রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মার্ক-১০৯, ১১০। বিষ্ণু-৪র্থ-১।

রাণায়নীয়—সংহিতাকার লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

রাত—সংহিতাকার নৃপাত্মজের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। আজবস্ত দেখ।

রাতহব্য—অত্রির অপত্য রাতহব্য ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৬৫, ৬৬।

রাতুল—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ক্রুদ্ধোধনের পুত্র রাতুল। তাঁহার তনয় প্রসেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

রাত্রি—(১) কুশিক ঋষি রাত্রি দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১২৭। (২) সর্ব্বভূতের জননী, অব্জ-সম্ভবা, লক্ষ্মীর এক নাম। বিষ্ণু,১ম-৯। (৩) ব্রহ্মার আদেশে রাত্রিদেবী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া, হিমালয়-কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২২। মেনকা ও সতী দেখ। (৪) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রাথীতর—উপনিষদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার মতে কেবল সত্যই অনুষ্ঠেয়। তৈত্তি-১।৯।

রাধা—(১) শিবের প্রার্থনায় দেবী ভগবতীর ভদ্রকালী মূর্ত্তিই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং শিব স্বয়ং স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হন। নন্দ গোপ ও যশোদা পূর্ব্বজন্মে প্রজাপতি দক্ষ ও তৎপত্নী প্রসূতি ছিলেন। দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, দক্ষ ও প্রসূতি সেই আদ্যা প্রকৃতিকে পুনরায়

কন্যারূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যার ফল প্রদানের জন্যই, দেবী ভগবতী ও শিব যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শম্ভুর অবতার রাধার সহিত আয়ান ঘোষের বিবাহ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবতীর অবতার শ্রীকৃষ্ণই রাধার প্রণয়িনী ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯,৫২,৫৩। (২) দেবী মূল প্রকৃতি স্বেচ্ছায় বহুধা বিভক্ত হন। রাধা তাঁহার পঞ্চমী প্রকৃতি। তিনি প্রাণ ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী এবং বিষ্ণুর প্রিয়তমা। দেবীভা-৯স্ক-২। (৩) পিতৃগণের মানসী কন্যা কলাবতী সুচন্দ্র নরপতির সহিত পরিণীতা হন। পরে তিনিই আবার দ্বাপরে বৃষভানু-সুতা রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী সুচন্দ্রের প্রণয়িনী হন। গর্গ-গোল-৮। (৪) গর্গ মুনির পরামর্শে বৃষভানু গোপ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার বিবাহ দেন। যমুনার তীরস্থ ভাণ্ডীর বনে তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। গর্গ-গোল-৮। (৫) রাধা শ্রীকৃষ্ণেরও অংশভূতা। শ্রীকৃষ্ণ আপনার পরম তেজ বৃষভানুর পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন। সেই তেজ হইতে রাধা আবির্ভূত হন। রাধার মাতার নাম কীর্ত্তি। রাধা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্ন কালে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৮। (৬) কৃষ্ণবল্লভা রাধাই আদ্যা-প্রকৃতি। তাঁহার কোটী কোটী কলাংশ হইতে ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি দেবী-গণের উৎপত্তি হইয়াছে। রাধার পাদধূলির স্পর্শে কোটী বিষ্ণুর উদ্ভব হইয়া থাকে। পদ্ম-পাতা-৩৮। (৭) সূতবংশীয় অধিরথের পত্নী। তিনি কর্ণকে পালন করেন। মহাভা-আদি ৬৭। কর্ণ দেখ। (৮) দেবী সাবিত্রী বৃন্দাবন তীর্থে রাধা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৯) দেবী শঙ্করী বৃন্দাবন তীর্থে রাধা নামে পরিচিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

রাধিক—মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় জয়-সেনের পুত্র। রাধিকের তনয় অযুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-২২। জয়সেন ও আরাবি দেখ।

রাধিকা—রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

রাধেয়—(১) জনৈক দানব। তিনি বিষ্ণুর হস্তে পরাজিত হন। রামা-উত্ত-৬। (২) সূত-অধিরথ-পত্নী রাধা কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ণ রাধেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। কর্ণ দেখ।

রাবণ—(১) রামচন্দ্র যখন অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত জনস্থানে বাস করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করেন। তৎফলে সূর্প-নখার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত খর ও দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁহাদের বহু অনুচর

নিহত হয়। কেবল অকম্পন নামক একজন রাক্ষস জীবিত ছিল। সে লঙ্কায় পলায়ন করিয়া সূর্পনখার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট সমুদয় ঘটনা নিবেদন করে। রাবণ সমুদয় ঘটনা শুনিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া, স্বয়ংই রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য যাইতে উদ্যত হন। অকম্পন রাবণকে রামের শৌর্য্যের কথা বলিয়া, পরামর্শ দিল, যে রাবণ যদি সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসে, তাহা হইলেই সীতার শোকে রাম অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবেন। অকম্পনের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, রাবণ তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচের সাহায্য লাভের জন্য গমন করিলেন। মারীচ রাবণের মনোভিপ্রায় শুনিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য, বারংবার অনুরোধ করিল। প্রথমে রাবণ তাহার পরামর্শ শুনিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু ছিন্ন-নাশা-কর্ণা, রোরুদ্যমানা সূর্পনখাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার ক্রোধানল পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় মারীচের আশ্রমে গমন করিয়া, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মারীচ অসম্মতি জ্ঞাপন বৃথা বুঝিয়া, রাবণের পরামর্শ মত স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণপূর্ব্বক রামের আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতে লাগিল। রাম সীতার প্রার্থনায় ঐ স্বর্ণমৃগকে ধরিবার জন্য তাহার অনুসরণ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে রামের কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সীতাকে কুটীরে রাখিয়া লক্ষ্মণ, রামের অনুসন্ধানে গমন করেন। রাবণ এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় কুটীরের নিকটেই লুক্কায়িত ছিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই, রাবণ ছদ্মবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া সীতার সমীপে গমন করিলেন এবং নানারূপে সীতার রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া, সীতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সীতার নিকট তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, নিজ পরিচয়ও দিলেন। অতঃপর রাবণ সীতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা রাবণের কোনও প্রার্থনায়ই সম্মত হইলেন না দেখিয়া রাবণ স্বমূর্ত্তি-ধারণ করিয়া, বলপূর্ব্বক সীতাকে নিজরথে আরোহণ করাইয়া, লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতা হ্রীয়মাণা হইয়া আকুল স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ করুণ ক্রন্দন পক্ষীরাজ জটায়ুর কর্ণগোচর হইল। জটায়ু রাবণকে সীতাকে হরণ করিতে দেখিয়া, প্রথমে তাঁহাকে ঐ অপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবার জন্য নানারূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাবণ জটায়ুর কোনও পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

তখন জটায়ু বলপূর্ব্বক রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু রাবণ জটায়ুকে অস্ত্রাঘাতে আহত করিয়া সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক লঙ্কায় প্রত্যাগমন করেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, রাবণ সীতাকে প্রথমে নিজ অন্তঃপুরে স্থাপন করিলেন এবং ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর রাবণ আটজন মহাবীর রাক্ষসকে দণ্ডকারণ্যে যাইয়া বসবাস করিতে এবং সুযোগ পাইলে রামের অনিষ্টাচারণ করিতে পরামর্শ দিয়া প্রেরণ করিলেন। অতঃপর রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, তাঁহার লঙ্কাপুরীর বিবিধ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সীতাকেও নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহার ভার্য্যাত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সীতা রাবণের কোনও প্রার্থনায়ই কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া, রাবণ সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি সীতাকে বিধিমতে বিবাহ করিবেন এবং ঐরূপ বলিতে বলিতে রাবণ সীতার পাদধারণ করিয়াও অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সীতা রাবণের কোনও আশ্বাস বাক্যে আস্থাস্থাপন অথবা তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া অবিরত অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন ও রাবণকে তাঁহার পাপ কর্ম্মের জন্য, নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনি সীতার সম্মতির অপেক্ষায় দ্বাদশ মাস কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে সীতা যদি রাবণের অনুগতা না হন, তবে রাবণ তাঁহাকে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ ঘোরদর্শনা রাক্ষসীগণকে, সীতাকে অশোক বনে লইয়া যাইতে, আদেশ দিলেন। (রামা-আর-৩১, ৫৬)। সীতাকে অশোক বনে স্থাপন করিয়াও, রাবণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বয়ং অশোক বনে যাইয়া সীতাকে অনুনয় বিনয় করিতেন এবং সীতার কোনও বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া, পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া শাসন করিতেন। হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় যাইয়া একদিন রাবণকে ঐরূপ সীতাকে শাসন করিতে দেখিতে পান। লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে, হনুমান রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাবণের প্রমোদ কানন বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। রাবণ সেই সংবাদ পাইয়া, রাক্ষসবীরদিগকে হনুমানের বধ সাধনার্থ প্রেরণ করেন। অন্যান্য রাক্ষস বীরগণ অসমর্থ হইলে

রাবণ ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া হনুমান রাবণের সভায় নীত হন। তিনি প্রথমে হনুমানের বিশাল আকার ও ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, শিবানুচর নন্দীই কি পরিহাসের প্রতিশোধ লইবার জন্য বানররূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা বলি-তনয় বাণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন! মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া রাবণ প্রহস্ত নামক মন্ত্রীকে হনুমানের পরিচয় জানিবার জন্য আদেশ দেন। হনুমান নিজ পরিচয় দিয়া রামের অশেষ প্রশংসা করেন, এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য রাবণকে পরামর্শ দেন। রাবণ হনুমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইলেন এবং হনুমানকে বধ করিবার জন্য, অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন। তখন বিভীষণ রাবণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, হনুমান রামের দূত এবং দূত সকল সময়েই অবধ্য। রাবণ বিভীষণের বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া আদেশ দিলেন যে, হনুমানের লাঙ্গুল দগ্ধ করা হউক। (রামা-সুন্দ-১৮-২২; ৪১-৫৩।) হনুমান লাঙ্গুলাগ্নির দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার পর হইতে রাবণ, পরম বিষাদে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তদুপরি কালক্রমে রামচন্দ্রকে বানর কটকসহ সাগর-তীরে সমাগত দেখিয়া, তাঁহার উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি বিভীষণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য রাক্ষস সেনানীসহ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ করিতে অশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। রাবণের বল ও বিক্রমের উল্লেখ করিয়া, তাঁহার তুলনায় রামের শৌর্য্য অকিঞ্চিৎকর, এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলিয়া কুম্ভকর্ণ, মহাপার্শ্ব প্রহস্ত প্রভৃতি রক্ষোবীরগণ, রাবণকে অভয় দিতে লাগিলেন। কেবল বিভীষণ রাবণকে সীতাহরণজনিত এই আসন্ন বিপদের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া, সীতাকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক রামের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য বিভীষণের পরামর্শ রাবণের মনঃপূত হয় নাই। তিনি বিভীষণকে অশেষরূপ ভৎর্সনা করিয়া রাজসভা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। তদনন্তর রাবণ সুগ্রীবকে মন্ত্রণা দিয়া রামপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষে যোগ দিবার চেষ্টা করিবার জন্য শার্দ্দূল নামে এক চরকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সে চেষ্টাও বিফল হয়। তৎপরে তিনি শুক ও সারণ নামক মন্ত্রীদ্বয়কে রামের সৈন্যবল পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ

করেন। শুক ও সারণ গোপনে বানর সৈন্তবাহিনী পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা রাম সৈন্তের বিশালতা এবং রামের শৌর্য্যবীর্য্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া, সীতা-প্রত্যর্পণের জন্ত রাবণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহাদের পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, বানর সৈন্তদলপতিদিগের পরিচয় জানিবার, জন্ত শুক ও সারণকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিলেন। শুক ও সারণ রাবণকে রামসৈন্তের পরিচয় প্রদান করিয়া, পুনরায় রামকে সীতা-প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য শুক ও সারণের উপদেশ রাবণের আদৌ মনঃপূত হইল না। তখন তিনি সীতাকে ভয় প্রদর্শন করাইবার জন্ত, বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে, রামের মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন এবং ঐ মায়ামুণ্ড সীতাকে প্রদর্শন করাইয়া, রামের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং পরে সীতাকে বলিলেন, "এইবার তোমাকে আমার বশবর্ত্তিনী হইতে হইবে।" মাল্যবান নামক রাক্ষস রাবণের মাতামহ ছিলেন। তিনি রাবণকে নানারূপ উপদেশ দিয়া রামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলে, রাবণ অতিশয় বিরক্ত হইয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং প্রহস্তাদি মন্ত্রীগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্বেই সুগ্রীব একবার লম্ফ দিয়া রাবণের সমীপে গমন করিয়া মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত ও আরও অন্তান্ত অশেষরূপে রাবণকে নিগৃহীত করিয়া, রামশিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইবার পর, ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন প্রহস্ত, প্রভৃতি রাক্ষসগণ যুদ্ধে নিহত হইলে, রাবণ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রামহস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন ভীত হইয়া তিনি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন। কুম্ভকর্ণ প্রথমে রাবণের কার্য্যের জন্ত তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করেন। কিন্তু পরে রাবণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর, অনেক রাক্ষস সেনাপতি এবং পরিশেষে ইন্দ্রজিতও নিধন প্রাপ্ত হইলে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে যান। প্রথমে তিনি রামহস্তে পরাজিত হন। পরে অশেষ শৌর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে আহত করেন। তৎপরে রামের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সেই যুদ্ধেই রামহস্তনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামা-লঙ্কা-৬-১৬; ২০; ২৬-৩১; ৩৫-৩৬; ৪০, ৫৯-৬৩; ৬৮, ৯৩, ৬৯, ১০০-১১০। (২) বিশ্রবা মুনির ঔরসে ও সুমালী রাক্ষসের কন্তা

কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পনখা ও বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করেন। একদা কুবের (রাবণের বিমাতা বরবর্ণিনীর পুত্র) স্বীয় পিতা বিশ্রবা মুনিকে দর্শন করিবার জন্য, পুষ্পক-রথে আরোহণ-পূর্ব্বক আগমন করেন। তদ্দর্শনে রাবণ জননী কৈকসী স্বীয় পুত্রদিগকে তদবিধ ঐশ্বর্য্য লাভে যত্নশীল হইতে প্ররোচিত করেন। রাবণ মাতৃ-আদেশে ভ্রাতৃগণসহ তপস্যার জন্য গোকর্ণ-তীর্থে আগমন করেন। কঠোর তপস্যার পরে ব্রহ্মা ইঁহাদিগকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাবণ প্রার্থনা করিলেন,—"আমি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হই।" বিভীষণ প্রার্থনা করিলেন, "নিরতিশয় বিপদে পতিত হইলেও, আমার যেন ধর্ম্মে মতি থাকে।" কুম্ভকর্ণ প্রার্থনা করিলেন, —"আমি যেন দীর্ঘকাল নিদ্রা যাইতে পারি।" পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাবণের মাতামহ সুমালী, প্রজাপতির নিকট রাবণের বর লাভের বৃত্তান্ত অব-গত হইয়া, রাবণকে লঙ্কানগরী পুনঃ অধিকার করিবার জন্য উৎসাহিত করি-লেন। রাবণ মাতামহ বাক্যে উৎসা-হিত হইয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের নিকট লঙ্কা নগরী প্রার্থনা করিলেন। কুবের পিতা বিশ্রবার বাক্যে লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৈলাস শিখরে গমন করিয়া অলকা নাম্নী নগরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-পতি রাবণ, লঙ্কার রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী শূর্পণখাকে কালকেয়-বংশসম্ভূত দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত বিবাহ দেন এবং স্বয়ং দানবরাজ ময়ের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। বৈরোচন বলির বজ্রজ্বালা নাম্নী এক দৌহিত্রী ছিল, তাঁহার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ হয় এবং বিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা সরমাকে বিবাহ করেন। ইহার কিছু-কালপরেই মন্দোদরী ইন্দ্রজিতকে প্রসব করেন। জন্মিয়াই মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহার নাম মেঘনাদ রাখা হয়। রাবণ ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া দেবতা ও ঋষি-দের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, কুবের একজন দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে অত্যাচার হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক দূতকে নিহত করেন, এবং সসৈন্যে কুবেরের আলয় আক্রমণ করেন। কুবের যুদ্ধে পরাজিত হইলে, রাবণ তাঁহার পুষ্পক-রথ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। অন-ন্তর বলদর্পিত রাবণ পুষ্পকে আরোহণ-পূর্ব্বক কৈলাস শিখরে উপস্থিত হই-লেন। তখন নন্দীশ্বরের সহিত তাঁহার

যুদ্ধ হয়। রাবণ ক্রোধে পর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক নন্দীশ্বরকে আঘাত করিতে উদ্যত, হইলে মহাদেব পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পর্ব্বত চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতে রাবণের বাহু নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইল। সেই কষ্টে রাবণ ভয়ানক চীৎকার করেন। এই জন্যই তিনি রাবণ নামে খ্যাত হন। অমাত্যগণের পরামর্শে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, রাবণ মহাদেবের স্তব আরম্ভ করেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতে উপস্থিত হইলে, রাবণ প্রার্থনা করিলেন—"আমার অবশিষ্ট জীবন যেন যথেচ্ছাচার ভাবে অতিবাহিত করিতে পারি এবং সর্ব্বপ্রাণী জয়ের জন্য কোনও অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।" মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমার অবশিষ্ট জীবন যথেচ্ছাচার ভাবেই যাপন করিতে পারিবে, আর আমি এই সুবিখ্যাত চন্দ্রহাস নামক মহাদীপ্ত খড়্গও তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু ইহার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিলেই, ইহা আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে। রামা-উত্ত-১-১৬। (৩) মহাদেবের বরে রাবণ আরও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক অনেক ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ বা পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক রক্ষা পাইলেন। একদা রাবণ হিমালয়ের কাননপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীকে দেখিতে পান। বেদবতী বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য, তপস্যায় নিযুক্তা ছিলেন। পাপমতি রাবণ তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অপমান করিলে, তিনি রাবণকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (রামা-উত্ত-১৭, দেবীভা-৯স্কন্দ-১৬। বেদবতী দেখ)। রাবণ তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক উশীরবীজ নামক দেশে উপস্থিত হইয়া মরুত্ত রাজাকে পরাস্ত করেন। তৎপরে অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অনরণ্যের সহিত যুদ্ধ করেন। অনরণ্য রাবণ-হস্তে পরাজিত হইয়া শাপ দেন, "আমার বংশীয় দাশরথি তোমাকে সংহার করিবে।" রাবণ তৎপরে যমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রসাতলে প্রবেশ করেন এবং কালকেয় বংশীয় দৈত্যদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময়ে স্বীয় ভগিনী সূর্পনখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বকেও রাবণ বধ করেন। এই স্থানেই রাবণের সহিত বৈরোচন বলির সাক্ষাৎ হয়। ইহার পরে রাবণ সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক, সূর্য্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। (রামা-উত্ত-২৫)। ইহার পরেই রাবণের সহিত মান্ধাতার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব তথায়

উপস্থিত হইয়া উভয়কে যুদ্ধে নিবৃত্ত করান এবং তৎপরে উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। (রামা-উত্ত-২৬)। রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ভগিনী সূর্পনখা তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক রোদন আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে তিনি সংহার করিয়াছেন বলিয়া, তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রাবণ সূর্পনখাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দণ্ডকারণ্যে খর ও দূষণের তত্ত্বাবধানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। (রামা-উত্ত-২৯)। রাবণের অনুপস্থিতির সুযোগে মধুদৈত্য রাবণের মাতৃ-স্বস্রিয়া ভগিনা কুম্ভিনসাকে রাবণের আলয় হইতে অপহরণ করেন। রাবণ তাঁহাকে দণ্ড প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া, পাতালে প্রবেশ করিলেন। কুম্ভিনসী রাবণের পাদধারণ পূর্ব্বক স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করেন। (রামা-উত্ত-৩০)। একদা পাপিষ্ঠ রাবণ, কুবেরের পুত্রবধূ নল-কুবেরের স্ত্রী রম্ভাকে আক্রমণ করেন। তিনি স্বীয় পত্নী রম্ভার মুখে সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, এই অভিশাপ প্রদান করে যে,যদি রাবণ কোনও অকামা কামিনীকে ধর্ষণ করেন, তবে তাঁহার মস্তক সপ্তধা চূর্ণ হইয়া যাইবে। তদবধি রাবণ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেন না। (রামা-উত্ত-৩১)। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই, দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এই কার্য্যের জন্য ব্রহ্মা তাঁহাকে ইন্দ্রজিৎ নাম প্রদান করেন। (রামা-উত্ত-৩২-৩৫)। বলদর্পিত রাবণ যদিও দেবতা গন্ধর্ব্ব সকলকেই পরাজিত করিয়াছিলেন, তবু কোন কোন স্থানে নিজেও খুব জব্দ হইয়াছিলেন। তিনি একবার হৈহয় দেশের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। পুলস্ত্যের অনুগ্রহে সেইবার মুক্তিলাভ করেন। (বায়ু-৯৪)। ইহার পরে বালির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য রাবণ কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে গমন করেন। একদিন বালি সন্ধ্যাবন্দনার জন্য সমুদ্র-উপকূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রাবণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। বালি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক বগলে স্থাপন করেন। রাবণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বালির সহিত মিত্রতা করেন। (রামা-উত্ত-৩১)। রাবণের মাতা কৈকসী মালী রাক্ষসের কন্যা। (লি-পূ-৯)। বিশ্রবার ঔরসে রাক্ষসী পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসী মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ, এবং রাক্ষসী রাকার গর্ভে খর ও সূর্পনখা জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভা-বন-২৭৩। (৪) কোনও সময়ে রাবণ কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেবের তপস্যা করিতেছিলেন। কিছুকাল তপস্যা করিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে, মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই, তখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বে ভূতলে গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তথায় অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সন্নিকটে শিব স্থাপন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। তথাপি শিব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া, রাবণ এক একটি করিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিয়া, আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। যখন আর একটি মাত্র মস্তক অবশিষ্ট রহিল, তখন শিব রাবণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাবণ শিবকে বলিলেন, "আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে অতুল বল দিন, আর আমার মস্তকগুলি পূর্ব্ববৎ দেহে যুক্ত করিয়া দিন।" শিব তাহাতেই সম্মত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ দেবগণকে রাবণ-ভয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া, বীণা বাজাইতে বাজাইতে রাবণের নিকট উপস্থিত হইলে এবং রাবণকে নানারূপ স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এত হৃষ্ট দেখিতেছি কেন?" রাবণ তখন শিবের নিকট হইতে তাঁহার বর প্রাপ্তির কথা বলিলেন। নারদ রাবণের এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি শিবের এই কথায়ই এত আনন্দিত। শিবকে ত সকলে পাগল বলিয়াই জানে। তাঁহার কথা ত কেহ বিশ্বাসযোগ্যই মনে করে না। শিবের বরে তুমি যে অতুল বল লাভ করিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ, বাস্তবিক তাহা ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করিবার চেষ্টা কর। যদি তাহা পার, তবেই শিবের বর ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস হইবে।" রাবণ নারদের কথা শুনিয়া কৈলাসে গমন করিলেন এবং নিজ বাহুবলে সেই পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া শিব-বরের সত্যতা অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে রাবণ কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করাতে পর্ব্বতস্থ সমুদয় দ্রব্যই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। শিব তাহার কারণ জানিতে পারিয়া, রাবণকে শাপ দিলেন যে, তাঁহার বাহুগর্ব্ব-খর্ব্বকারী পুরুষ শীঘ্রই উৎপন্ন হইবে। শিব-জ্ঞান-৫৫, ৫৬। (৫) রাবণ ও তদ্‌ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয়েরই অবতার ছিলেন। শিব-জ্ঞান-৫৯। (৬) রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সোমলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে অন্যত্র যাইতে যাইতে কৈলাস

পর্ব্বত তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। রাবণ কৈলাস পর্ব্বতের শোভায় প্রীত হইয়া, তাহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। শুক ও সারণ মন্ত্রীদ্বয় বারংবার নিষেধ করিলেও রাবণ নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক কৈলাস গিরির মূলদেশে গমন করিলেন এবং তাহাকে উৎপাটন করিবার জন্য আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। শিব রাবণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কৈলাসকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। তখন সেই কৈলাস গিরির চাপে তাঁহার দেহাস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইলে, রাবণ আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিব কৈলাস পর্ব্বতের উপর হইতে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠের চাপ অপসারণ করিলেন। অতঃপর রাবণ পার্ব্বতীর নিকট হইতে বর লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ব্রহ্মপু-১৪৩। (৭) দ্বিতীয় ত্রেতাযুগে রাবণ নিরাহারে থাকিয়া ও জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রতপরায়ণ হইয়া, দশসহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করেন এবং ব্রহ্মার বরে সমস্ত দেবতা, দৈত্য, নাগ, রাক্ষস ও যমদূতদিগের অবধ্য হন। তিনি ইন্দ্রের অমরাবতী হইতে বাসুদেবের এক মূর্ত্তি লঙ্কায় লইয়া যান এবং বিভীষণের প্রার্থনায় সেই মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রদান করেন। ব্রহ্মপু-১৭৬। (৮) রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা রাক্ষসী-গর্ভজাতা ছিলেন বলিয়া, অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন। একদিন তাঁহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া তাঁহাদের মাতা কৈকসীর নিকট, কুবেরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কৈকসী কুবেরের পরিচয় ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদির বিবরণ প্রদান করিয়া, রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে তাঁহাদের কুকর্ম্মাদি ও তজ্জনিত দুঃখ-কষ্টের কথা বলিয়া, অশেষ তিরস্কার করেন। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ মাতার নিকট হইতে তিরস্কার লাভ করিয়া, মনোদুঃখে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে রাবণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া, এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া দশসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তদনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের শরীরও পরম রমণীয় করিয়া দিলেন। পদ্ম-পাতা-৪। (৯) পুলস্ত্য-নন্দন বিশ্রবার ঔরসে ও মালী-রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর (নামান্তর নিকষা) গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পনখা জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ দশগ্রীব পিঙ্গলবর্ণ চতুষ্পাদ, বিংশতিহস্তযুক্ত, লোহিতগ্রীব ও মহাকায় ছিলেন। তিনি অতিশয় রব করার জন্য রাবণ নামে খ্যাত হন। পূর্ব্বজন্মে তিনিই

হিরণ্যকশিপু ছিলেন। তিনি চারি যুগেই রাজা হইয়াছিলেন। এই দুর্দান্ত রাবণের রাজত্বকাল পাঁচ-কোটী, দশলক্ষ একষট্টি বৎসর। তিনি ষাটলক্ষ বৎসর কাল দেবতা ও ঋষি-গণকে নৃশংসভাবে পীড়ন করিয়া-ছিলেন। বায়ু-৭০। অগ্নি-১২। কূর্ম্ম-পূ-২১। সৌর-৩০। (১০) রাবণ বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩। (১১) আশ্বিন মাসের আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে রাবণ যুদ্ধ যাত্রা করেন। তারপর ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির বধান্তে শুক্লাষ্টমীতে রাম ও রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের মস্তকসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। ছিন্ন হইয়াও রাবণের মস্তক সকল পুনঃপুন উত্থিত ও নিপতিত হয়। শুক্লানবমী তিথির অপরাহ্নে রাবণ বধ হয়। বৃহদ্ধ-পূ-২২। (১২) দধি-সমুদ্রের পরে স্বাদু-দক সমুদ্র অবস্থিত। সেই স্বাদুদক-সমুদ্রের মধ্যভাগে পুষ্করদ্বীপ অবস্থিত। তথায় সুমালী নামে এক রাক্ষসরাজ বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা নিকষার গর্ভে বিশ্রবা মুনির ঔরসে রাবণ নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সহস্র বদন, অপরজন দশানন। ইঁহাদের জন্মকালে দৈববাণী হয় যে, যেহেতু তাঁহাদের জন্মকালীন রবে ত্রিলোক ধ্বনিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাদের উভয়েরই নাম হইল রাবণ। এই উভয় রাবণের মধ্যে কনিষ্ঠ দশানন লঙ্কায় বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ জনের নামছিল সহস্রবদন, তিনি ত্রিলোক-বাসীর ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে সীতা পিতৃগৃহে বাস-কালীন এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এই সহস্রবদন রাবণের কাহিনী শ্রবণ করেন এবং রামচন্দ্র দশানন রাবণকে বধ করিয়া, অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে অন্যান্য মুনি ও ঋষিগণের সমক্ষে এই সহস্রবদন রাবণের বিবরণ রামচন্দ্রকে কীর্ত্তন করেন। রামচন্দ্র তখন মুনি, ঋষি, সভাসদ্, আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতির পরামর্শ লইয়া, সেই সহস্রবদন রাবণকে বধ করিবার জন্য পুষ্কর দ্বীপে গমন করেন। তথায় সহস্রবদনের সহিত রামচন্দ্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং রাম-চন্দ্র সহস্রবদনের শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন সীতা ভীষণ রূপ ধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সহস্রবদনকে বধ করেন। অদ্ভূ-রামা-১৭-২৩। (১৩) সহস্রবদনের বহু পুত্র ঐ সমরে নিহত হয়। তাঁহাদের নাম—কালকণ্ঠ, প্রভাষ, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, শিত, ভূতলোমথন, যজ্ঞবাহু, প্রবাহ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, বীর্য্যবান্, মধুর, সুপ্রসাদ, কীরিট, মহাবল, মসন,

মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, শুচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজঃ, কোকিলক, কোকিলাক্ষ, অচল, বালেশ, বালভক্ষক, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহ, অজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, মুণ্ডগ্রীব, হৃষ্টৌজা, চন্দ্রভ ও হংসবক্ত্র। অম্বু-রামা-১৯। (১৪) মূল রামায়ণে রাবণ সম্বন্ধে যাহা আছে, অধ্যাত্ম রামায়ণেও প্রায় সেই সমুদয় কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। তজ্জন্য অধ্যাত্ম রামায়ণের নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য—আরণ্য ৫-৮; সুন্দর-২; লঙ্কা-২,৩,৫-১১; উত্তর-১।

রাবণি—রাবণের পুত্র এই অর্থে ইন্দ্রজিতেরই নামান্তর।

রাবণান্তকরী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রাবণেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে রাবণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২৩।

রাভ—পুরূরবার অন্যতম পুত্র আয়ু। আয়ুর আত্মজ রাভ। রাভের তনয় রভস। ভাগ-৯স্ক-১৭। আয়ু ও রম্ভ দেখ।

রাম, রামচন্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মহা বলবান্, সুদর্শন, ধৈর্য্যশীল, ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান, বাগ্মী, শ্রীমান্ ছিলেন, সেইরূপই মহাবাহু ও উন্নতস্কন্ধ ছিলেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, ললাট সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আকর্ণবিশ্রান্ত ছিল। তিনি শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, প্রতাপী, শ্যামবর্ণ, নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মরক্ষক, স্বজনপালক, বেদবেদাঙ্গ মর্ম্মজ্ঞ, ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন। তিনি গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য, ধৈর্য্যে হিমাচলবৎ, বীর্য্যে বিষ্ণু সদৃশ, দৃশ্যে চন্দ্রতুল্য, ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশ ও ক্ষমাগুণে ধরিত্রীর ন্যায় ছিলেন। দানশক্তিতে তিনি কুবেরতুল্য এবং সত্যনিষ্ঠায় ধর্ম্মতুল্য বিদিত হইতেন। (রামা-আদি-১)। রামচন্দ্রের পিতা দশরথ অপুত্রক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি অতীব মনোকষ্টে কালযাপন করিতেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে পুত্র কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। সেই যজ্ঞ যখন হইতেছিল, তখন যজ্ঞাগ্নি হইতে রক্তাম্বরধারী রক্তকায় এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন সেই পুরুষ দশরথকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দেবগণ প্রেরিত পায়স প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, দশরথের মহিষীগণ ঐ পায়স ভোজন করিলে তাঁহাদের গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। দশরথ পরম শ্রদ্ধাসহকারে সেই পায়স গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধাংশ

কৌশল্যাকে প্রদান করিলেন। কৌশল্যা স্বীয় অংশ হইতে কিয়দংশ সুমিত্রাকে প্রদান করেন। দশরথ সেই পায়সের অপর অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ীকে প্রদান করিলে তিনিও তাঁহার কিয়দংশ সুমিত্রাকে প্রদান করেন। কালক্রমে মহিষীগণ গর্ভবতী হইয়া চারি পুত্র প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে দিব্য লক্ষণযুক্ত বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ-সম্ভূত এক তনয় জন্মলাভ করেন। রাজা দশরথ সেই পুত্রের নাম রাখিলেন রাম। দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে যে পুত্র জন্মলাভ করিলেন তাঁহার নাম হইল ভরত এবং কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার গর্ভে যমজ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম হইল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের বিশেষ অনুগত ছিলেন। (আদি-১৮)। রামচন্দ্রের বাল্যকালেই একদিন বিশ্বামিত্র মুনি দশরথের সমীপে আগমন করিয়া যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসদিগের বধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পিতা দশরথ বালক রামচন্দ্রকে রাক্ষস-বধরূপ বিপদজনক কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শঙ্কাকুলচিত্তে বালক রামচন্দ্র ও তাঁহার অনুগত অনুজ লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত অরণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় বিশ্বামিত্রের আদেশে সরযূ নদীতে আচমন করিয়া বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্রদ্বয় লাভ করেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে যজ্ঞের বিঘ্নকারিণী মায়াবী তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্র রাম কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসীর নিধনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বহু মন্ত্রময় দিব্য অস্ত্র ও দণ্ড চক্রাদি প্রদান করেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে সানুজ রাম মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ নামক রাক্ষসকে বিতাড়িত ও অপর রাক্ষসদিগকে বধ করেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সুমতির আশ্রমে গমন করেন এবং তথা হইতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে রামের পাদস্পর্শে গৌতমশাপে শৈলীভূতা অহল্যা শাপ মোচনান্তে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহারা সকলে জনক রাজার আলয়ে গমন করেন। তথায় বিশ্বামিত্রের অনুরোধে জনক রামকে নিজ গৃহস্থিত দিব্য হরধনু প্রদর্শন করেন এবং ঐ হরধনু উপলক্ষে নিজের প্রতিশ্রুতির কথাও বলেন। তদনন্তর

রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে সেই হর-ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রতিশ্রুতি মত রামচন্দ্রের সহিত নিজ অযোনিজা কন্যা সীতার বিবাহ দিতে উৎসুক হইয়া, রাজা জনক, দশরথকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন, এবং দশরথ মিথিলায় আগমন করিলে যথাবিধানে রামের সহিত সীতার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়। তৎসঙ্গেই জনকের অপর এক কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের এবং জনকের অনুজ কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহও সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর রাজা দশরথ পুত্র ও বধূদিগকে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পরশুরাম তাঁহাদের গতি-রোধ করিলেন এবং রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি হর-ধনু ভঙ্গ করিয়াছ, শুনিলাম। আমি সেইরূপ আর একটি ধনু আনিয়াছি। তুমি ইহাতে জ্যা রোপণ কর দেখি। তুমি যদি তাহা পার, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার দ্বন্দযুদ্ধ হইবে।" পরশুরামের কথা শুনিয়া রাম সকলের বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক সেই ধনুতে গুণ যোজনা ও শরসন্ধান করিলেন। পরশুরাম তাহা দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং রামের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিলেন। তখন রাম ভার্গ-বের প্রার্থনামত ঐ ধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া পরশুরামের তপস্যা-লব্ধ সমুদয় লোক বিনষ্ট করিয়া দিলেন। (রামা-আদি-৮, ১৬, ১৮-৩১, ৪৭-৫০, ৬৬-৭৭)। বিবাহান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবার কিয়ৎ-কাল পরে, দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করেন। তদু-পলক্ষে শুভদিন নির্দ্ধারিত হইল এবং সমুদয় আয়োজনও স্থির হইল। কিন্তু অভিষেকের দিনই সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে পূর্ব্বে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ ছিলেন, তাহাদের একটি বরে কৈকেয়ী রামের চৌদ্দবৎসরের জন্য বনে নির্ব্বাসন এবং অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিলেন। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া দশরথ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন এবং ঐ নিদারুণ প্রার্থনা প্রত্যাহার করিবার জন্য বারংবার কাতর বাক্যে কৈকেয়ীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী কোনও মতে আপনার প্রার্থনা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হই-লেন না। অগত্যা অঙ্গীকার-রক্ষার জন্য দশরথকে রামের বনবাস-আজ্ঞা প্রদান করিতে হইল। রাম কিন্তু এই সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বরঞ্চ তিনি পিতার প্রতিজ্ঞা-

রক্ষার সহায় হইতে পারিবেন জানিয়া, পরম প্রীতিই লাভ করিলেন। লক্ষ্মণ রামকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বারংবার অনুরোধ করেন, কিন্তু রাম সে সকল পরামর্শে কর্ণপাতই করিলেন না। কৌশল্যাও রামের বন-গমন সংবাদে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রাম বন-গমন করিলে যে তাঁহারও প্রাণত্যাগ ঘটিবে, তাহা বলিয়া বারংবার তাঁহাকে মাতৃ-হত্যা হইতে বিরত থাকিতে (অর্থাৎ বনে গমন না করিতে) বলিলেন। কিন্তু রাম কোনও মতে পিতার সত্যভঙ্গের কারণ হইতে ইচ্ছুক হইলেন না। রাম বনে গমন করিবেন শ্রবণ করিয়া, সীতাও তাঁহার সহিত গমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। রাম কোনও মতে তাঁহাকে অনুগমন হইতে বিরত করিতে না পারিয়া, অগত্যা সম্মতি দিলেন। লক্ষ্মণও দৃঢ়সংকল্প হইয়া রামের সহিত বনে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অতঃ-পর মুনিবেশ ধারণ করিয়া, গুরু-জনদিগের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে রাম অরণ্যাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা প্রথম দিন ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে তমসা নদীর তীরে রাত্রি যাপন করেন এবং পরদিন নদী উত্তীর্ণ হইয়া আরও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে বেদশ্রুতি, গোমতী, স্যন্দিকা প্রভৃতি নদীসমূহ পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে গঙ্গাতীরে উপ-স্থিত হইলেন। তথায় নিষাদদিগের অধিপতি গুহের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। গুহ রামচন্দ্রের যথো-চিত অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে তথায়ই বাস করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। কিন্তু রাম, ঐ স্থান অযোধ্যার অতি নিকট বলিয়া, তথায় বাস করিতে অসম্মত হইলেন। পরদিন প্রাতঃ-কালে গুহের আনীত নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গার অপর পারে গমন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া সম্পূর্ণভাবে বনবাস আশ্রয় করিলেন। তাঁহারা প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহা-দিগকে চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। তাঁহার পরামর্শে রাম ও লক্ষ্মণ কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া, এক মনোরম কুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (রামা-অযো-১,৩, ১১, ১৮-২২,২৪-৫৬)। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন তখন ভরত, মাতৃগণ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ-পরিবৃত হইয়া, রামকে ফিরাইয়া আনিবার

জন্ত তথায় গমন করেন। ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাম অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু কৌশল্যা, ভরত বা বশিষ্ঠ ইঁহাদের কাহারও অনুরোধে তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ভরত অনন্তোপায় হইয়া রামের পাদুকাযুগল চাহিয়া লইয়া স-পরিজন পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (ভরত দেখ) ভরতের প্রত্যাগমনের পর, রাম কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, কতিপয় নিশাচর তৎস্থানবাসী তাপসদিগের উপর বিশেষ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। ঋষিগণ তখন রামকে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া অন্যত্র গমন করেন। তাহার কিছুদিন পর তাঁহারা চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া আরও গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। (রামা-অযো ৯৩, ৯৬, ৯৮-১১৯)। সেই অরণ্যের নাম দণ্ডকারণ্য। তথায় গমন করিবার অল্পকাল পরেই, একদিন বিরাধ নামক এক রাক্ষস সীতাকে হরণ করিবার প্রয়াস পায়। রাম ও লক্ষ্মণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করেন। তৎপরে তথা হইতে তাঁহারা শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে এবং তৎপরে শরভঙ্গ মুনির পরামর্শে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে গমন করেন। অতঃপর কিছুদিন পরে অগস্ত্য মুনির সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিয়া, নিকটবর্ত্তী পঞ্চবটী বনে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা সকলে পঞ্চবটী বনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ পঞ্চবটী বনে গমনকালেই পথিমধ্যে জটায়ুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ঐ পঞ্চবটী বনে বাস করিবার সময়ে রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাম পরিহাস করিয়া বলেন যে, তিনি যখন বিবাহিত তখন সূর্পণখাকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ অবিবাহিত। সূর্পণখা তাঁহাকেই বিবাহ করিতে পারে। সূর্পণখা রামের পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া, লক্ষ্মণের সমীপে গমন করে। লক্ষ্মণও তাহাকে পরিহাস করিয়া রামকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দেন। তখন সূর্পণখা, সীতার জন্যই রাম তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া, সীতাকেই ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করে। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে তাহার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। সূর্পণখা ছিন্ন-নাসা-কর্ণ হইয়া চীৎকার করিতে করিতে জনস্থানবাসী খর ও দূষণ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গমন করে। খর

ও দূষণ তাহার এই দুরবস্থা দেখিয়া এবং রাম-লক্ষ্মণই যে তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ তাহা জানিয়া, তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্ত চৌদ্দজন রাক্ষসকে প্রেরণ করে। ঐ চৌদ্দজন রাক্ষসকেই রামের হাতে নিধন প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, সূর্পণখা পুনরায় খর ও দূষণের নিকট গমন করিয়া সংবাদ প্রদান করিল। তখন খর ও দূষণ সমুদয় অনুচর রাক্ষসদিগকে লইয়া রাম লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্ত যাত্রা করেন। অতঃপর রাম-লক্ষ্মণের সহিত সানুচর খর-দূষণের ভয়াবহ সংগ্রাম হয় এবং তাঁহারা সকলেই ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। দূতমুখে রাবণ এই সংবাদ পান। পরে সূর্পণখাও স্বয়ং লঙ্কায় যাইয়া তাহার দুরবস্থার বিষয় সব বর্ণন করিয়া রাবণকে সীতা-হরণ করিতে পরামর্শ দেয়। রাবণ তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচকে সহায় করিয়া সীতা হরণ করিতে গমন করেন। মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের নিকট ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা রামকে ঐ হরিণটিকে ধরিয়া আনিবার জন্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম সীতার প্রার্থনায় সেই স্বর্ণমৃগকে ধরিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। অনেক চেষ্টার পরও যখন ধরিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বধ করিবার জন্ত রাম শরনিক্ষেপ করিলেন। রামের শরে বিদ্ধ হইয়া মায়ামৃগ মারীচ, তাহার অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণপূর্ব্বক "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ", বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাম মারীচের ঐরূপ চীৎকার শুনিয়া অতিশয় শংকত হইলেন। ঐ স্বর সীতা ও লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারাও যে অতিশয় শঙ্কিত হইবেন এবং তৎফলে নানা বিপদও ঘটিতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া, রাম দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সীতা এবং লক্ষ্মণ মারীচের সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন। সীতা তাহাতে উদ্বিগ্না হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যের জন্ত প্রেরণ করেন। লক্ষ্মণকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া, রাম আরও শঙ্কাকুল হইলেন। নির্জ্জন কুটীরে একাকিনী অবস্থিতা সীতার কথা চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতপদে ভ্রাতৃদ্বয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সীতাকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। সীতাকে কুটীরে না দেখিয়া নানারূপ অমঙ্গল আশঙ্কায় রাম একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতার অদর্শনে আকুল হইয়া রাম বিলাপ করিতে করিতে [illegible]

করিতে লাগিলেন। তিনি এতদূর মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি যাহাই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, তাহাদের সকলকেই সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সীতাবিরহে ব্যাকুল হইয়া রাম উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎ নাশে উদ্যত হইলেন। কেবল লক্ষ্মণই তাঁহাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া কোনও রকমে শান্ত রাখিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ভূমিপৃষ্ঠে রাক্ষসের এবং জানকীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তদ্ভিন্ন ভগ্নধনু, ছিন্ন তূণীর, রথের ভগ্নাংশ প্রভৃতিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তাঁহাদের এই ধারণা হইল যে সীতা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হৃতা অথবা ভক্ষিতা হইয়াছেন। তাহাতে রামের শোকানল ও ক্রোধানল একাধারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া জগৎনাশে উদ্যত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ নানারূপে রামকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনি জগৎ নাশ করিলে, সীতাহরণকারী রাক্ষসের সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইল না। আপনি বরং সেই রাক্ষসকে অনুসন্ধান করুন এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইলে তাহাকে বধ করিয়া সমুচিত শাস্তি বিধান করুন।" লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইলেন। অনন্তর সন্ধান করিতে করিতে জটায়ুকে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। জটায়ু রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের বিবরণ বর্ণন করিলেন। জটায়ুর মৃত্যু হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, সীতার অন্বেষণে গমন করিলেন। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধ নামক রাক্ষসকে দেখিতে পান। ঐ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করেন। তখন কবন্ধ নিজ আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর কবন্ধের প্রার্থনায় রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধকে দগ্ধ করেন। অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কবন্ধ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং রামকে সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনি তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করুন। তাহা হইলে তাঁহার সহায়তায় আপনি সীতার উদ্ধার করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া কবন্ধ স্বর্গে গমন করিলেন। রাম কবন্ধের নিকট হইতে পম্পা সরোবরের সন্ধান পাইয়া, প্রথমে তথায় গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা তপস্বিনী শবরীর সাক্ষাৎ পান। তথা হইতে

তাঁহারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। (রামা-আরণ্য) ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকটে রাম ও লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সুগ্রীব তাঁহা-দিগকে দেখিয়া সন্দেহাকুল হইলেন এবং সবিশেষ জানিবার জন্য হনু-মানকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান ভিক্ষুকবেশে রামলক্ষ্মণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন ও তাঁহাদের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে সুগ্রীবের সহিত রামের সম্যক্ পরিচয় হইলে, তাঁহারা অগ্নি সাক্ষী করিয়া পরস্পর সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর সুগ্রীব রামকে সীতার কতিপয় অল-ঙ্কার প্রদান করিলেন। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইবার সময়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপবিষ্ট বানরগণকে দেখিয়া অভিজ্ঞান স্বরূপ তাঁহাদের নিকটে সেগুলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাম ঐ অলঙ্কারগুলি পাইয়া যুগপৎ আনন্দিত ও শোকাকুল হইলেন। অতঃপর সুগ্রীব রামকে সীতার উদ্ধার-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, রামও তৎপরিবর্ত্তে বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহা-সনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু রাম যে বাস্তবিকই বালিকে বধ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সুগ্রীবের সন্দেহ হইল। তখন রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বালি কর্ত্তৃক নিহত দানব দুন্দুভির অস্থি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুগ্রীবের সম্যক্ প্রত্যয় না হওয়াতে, রাম এক শর নিক্ষেপে মহাকায় সাতটি শালতরু ভেদ করি-লেন। তখন সুগ্রীব সন্তুষ্ট হইয়া নানাভাবে রামের পরিতোষ উৎপাদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব বালির আবাস স্থানের সন্নিকটে যাইয়া আস্ফা-লনপূর্ব্বক বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বালি বহির্গত হইলে উভয়ে দ্বন্দযুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু বালি ও সুগ্রীব উভয়েরই আকৃতি একই প্রকার ছিল বলিয়া, রাম, পাছে বালির পরিবর্ত্তে সুগ্রীবকে বধ করেন এই ভয়ে কোনও তীর নিক্ষেপ করি-লেন না। সুতরাং সুগ্রীব বালির হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে উভয়ের পার্থক্য-নির্দ্দেশক মাল্য পরিধান করিয়া সুগ্রীব পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবারে রাম সুগ্রীব ও বালির পার্থক্য সম্যক্ অবধারণ করিয়া শরা-ঘাতে বালিকে বধ করিলেন। বালির মৃত্যুর পর যথা বিধানে সুগ্রীব কিষ্কি-ন্ধ্যার অধিপতি হইলেন। তৎপরে সুগ্রীব চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিয়া

সমুদয় বানর যূথকে কিষ্কিন্ধ্যায় আনয়ন করাইলেন এবং যথাযথ উপদেশাদি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল বলবান্ বানরদিগের মধ্যে যে দল দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাহাদের মধ্যে হনুমান ছিলেন। রাম হনুমানের কার্য্যক্ষমতার উপর বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকেই নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। (রামা-কিষ্কি-২-১৪, ১৭,—৪৪)। সুগ্রীব যে যে বানর দলকে সীতার অন্বেষণে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতির যে দল দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন অপর সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। বহুকাল পরে হনুমান প্রভৃতি সীতার সন্ধান লইয়া রাম-সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং হনুমান রামের হস্তে সীতা প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। (রামা-সুন্দ-৫৯-৬৭)। অতঃপর যখন হনুমান মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া সকলেই স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে, সীতা জীবিতা রহিয়াছেন। তখন তাঁহার উদ্ধারের জন্য সকলেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব রামকে পরামর্শ দিলেন যে সমুদ্র-ব[illegible]দলবলে লঙ্কায় যাইয়া সীতা[illegible] করা হইবে। রামও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, সমুদয় বানর সৈন্য ও সেনাপতিগণ সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সাগর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সাগর লঙ্ঘনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কাপতি রাবণ সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ভিন্ন অপর সকলেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষরূপে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কেবল বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত সন্ধি করিতে বলিলেন। রাবণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে সভামধ্যেই অশেষ তিরস্কার করেন। তাহাতে অপমানিত হইয়া বিভীষণ চারিজন অনুচর সহ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রামের নিকট চলিয়া আসিলেন। সুগ্রীব প্রথমে বিভীষণকে আশ্রয় দিবার বিরোধী ছিলেন। পরে রাম নানা যুক্তিপ্রদর্শন করিলে, তিনি বিভীষণকে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন বিভীষণ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করিলেন। রামও রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য রাম

সমুদ্রতীরে কুশ-শয়নে পূর্ব্বাভিমুখে শয়ন করিয়া সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রির তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পবিত্র ভাবে অবস্থান ও যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়াও যখন সমুদ্রের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল এবং সমুদ্রের ঐ অবহেলাসূচক ব্যবহারের জন্য তিনি সমুদ্রের সমুদয় জল শোষণ করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সমুদ্র একান্ত ভীত হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নানারূপে রামের আরাধনা করিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে রামের অনুচর বিশ্বকর্ম্মা-তনয় নল যদি সাগরের উপর সেতু-বন্ধন করেন, তবে তিনি সেই সেতুর অনিষ্ট করিবেন না এবং বানর কটকও নিরাপদে সেই সেতুর সাহায্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইতে পারিবে। অতঃপর নলের নির্দ্দেশানুসারে এবং বানরদিগের সাহায্যে সমুদ্রের উপর দিয়া লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু নির্ম্মিত হইলে সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে রাম হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে চড়িয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাম নানারূপ লোকক্ষয়কর দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে নানারূপ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়। যাহা হউক ব্যূহরচনা ও সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও প্রধান প্রধান বানর সেনাপতিদিগকে লইয়া লঙ্কা-নগরীর সন্নিকটস্থ সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে তিনি লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিক ভালরূপ দেখিয়া লইলেন। অনন্তর পুনরায় লঙ্কার চারিদিকে ভালরূপে সৈন্যসমাবেশ করিয়া রাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রথমতঃ বানর সৈন্যের সহিত রাক্ষস সৈন্যের সংগ্রাম চলিতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের নিকট রামের পরাজয় হয়। ইন্দ্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করেন। এই সংবাদ পক্ষীরাজ গরুড়েব নিকট পৌছিলে তিনি দ্রুত-গতিতে লঙ্কায় গমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত, বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান রাক্ষস-সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হইলে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন কিন্তু রামের নিকট পরাস্ত হইয়া সত্বরই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন বিপদ-গ্রস্ত হইয়া রাবণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। কুম্ভকর্ণও যুদ্ধক্ষেত্রে [illegible] হস্তে নিহত হইলেন এবং [illegible] পরে দেবান্তক, নরান্তক প্রভৃতি আরও কতিপয় রাক্ষস

সেনানী নিহত হইলে, ইন্দ্রজিত সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার শরা-ঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলে হনু-মান হিমালয় পর্ব্বত হইতে ঔষধ আন-য়ন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণদান করেন। তাহার পর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর আবার রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত। সেইবারও রাবণ পরাজিত হইয়া নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পর আরও কয়েকজন রাক্ষস সেনানী হত হইলে, রাবণ পুন-রায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এইবার তাঁহার শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের পতন হয়। তখন রাম অতিশয় বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং এই যুদ্ধেই রাম হস্তে রাবণ নিহত হন নিহত রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হইলে সীতা রামের নিকট আনীতা হন। তখন রাম সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রঘুবংশে যে কলঙ্ক লেপন করিয়া-ছিলেন, তিনি রাবণকে বধ করিয়া সেই কলঙ্কেরই ক্ষালন করিয়াছেন মাত্র। রক্ষোগৃহে দীর্ঘকাল একাকিনী অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া তিনি লোকাপবাদের সম্মুখীন হইতে সম্মত নহেন। রাবণকে বধ করিয়া তিনি পত্নীহারককে সমুচিত প্রতিফল দিয়া-ছেন। সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। সীতা ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন। (সীতা দেখ) কিন্তু পরে সীতা যখন অগ্নি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা হইলেন, তখন সেই অগ্নি পরীক্ষাকালে উপস্থিত দেবগণের পরামর্শে রাম সীতাকে পুনর্গ্রহণ করেন। অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া রাবণের পুষ্পক-রথে আরোহণ করিয়া রাম, অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব, হনুমান বিভীষণ প্রভৃতিরাও ঐ রথে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে রাম সীতাকে সমুদয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইতে লাগিলেন— কোথায় সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিলন হয়; কোথায় রাবণ জটায়ুকে বধ করেন; কোথায় কোথায় তিনি ও লক্ষ্মণ সীতাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর পঞ্চম দিবসে সানুচর রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হন এবং তথায় ভরদ্বাজের আতিথ্য স্বীকার করিয়া অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রামের প্রার্থনায় ভরদ্বাজ মুনি তপোবলে তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যা অবধি পথের দুই পার্শ্ব অকালে ফলশালী মধুস্রাবী বিবিধ বৃক্ষ-সমাকীর্ণ করিয়া দিলেন। সেখান হইতে রাম হনুমানকে শৃঙ্গবের পুরে অবস্থিত গুহকে এবং অযোধ্যায় ভরতকে সংবাদ দিবার জন্য প্রেরণ

করেন। ভরত রামের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়া কিরূপ ভাবাপন্ন হন, রাম শত্রু সংহার করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন শুনিয়া ভরত আহ্লাদিত হন অথবা বিষণ্ণ হন, এই সকল বিষয় ভালরূপ অনুধাবন করিয়া আসিবার জন্য রাম হনুমানকে বিশেষভাবে উপদেশ দেন। কারণ ভরত রামের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়া, পুনরায় রামকে অযোধ্যার সিংহাসন প্রত্যর্পন করিতে হইবে ভাবিয়া যদি দুঃখিত হইতেন, তবে রাম আর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না, ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। যাহাহউক ভরত রামের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়া আনন্দিতই হইলেন এবং প্রত্যুদ্গমন করিয়া রামকে অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। অনন্তর যথাবিধানে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইলে, রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। (রামা-লঙ্কাকাণ্ড)। রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে অগস্ত্যাদি ঋষিগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে অগস্ত্য মুনি রামকে সমুদয় রাক্ষস বংশের ইতিহাস এবং রাবণ প্রভৃতির কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করেন। অতঃপর সমাগত বানর সেনানী ও রাজন্যবর্গ যথাযথ উপহারাদিসহ নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, রাম, সীতা ও ভ্রাতৃগণের সহবাসে পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরবাসিগণ, বহুদিন একাকিনী রাবণ-গৃহে অবস্থিতা সীতার চরিত্রের পবিত্রতায় সন্দিহান হইয়া নানারূপ অপ্রিয় আলোচনা করিতে লাগিল। পরম্পরায় এই সংবাদ রামের কর্ণগোচর হইলে, তিনি প্রজারঞ্জনানুরোধে, সীতাকে একান্ত নিরপরাধা জানিয়াও বিসর্জ্জন দিতে মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরত এই বিষয়ে রামের মত পরিবর্ত্তন করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু রাম দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সীতা রামের নিকট গঙ্গাতীরে মুনিগণের তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্য করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন "তুমি সীতাকে তপোবন প্রদর্শনছলে বাল্মীকির তপোবনে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে তথায় রাখিয়া আসিও।" রামের এই আদেশ অতি নিদারুণ হইলেও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ সীতাকে তপোবন প্রদর্শন ছলে বাল্মীকির আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং তথায় তিনি সীতাকে রামের আদেশের কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সীতার নির্ব্বা-

সনের পর হইতে রাম বিশেষ ন্যায়-পরতা সহকারে সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তিনি সমুদয় আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া ব্রাহ্মণ ও পৌরজন সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ঐ সময়ে একদিন এক সারমেয় এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া রামের নিকট বিচার প্রার্থী হয়। রাম সেই প্রহারকারী ব্রাহ্মণকে রাজ সভায় আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে সারমেয়ের ইচ্ছানুযায়ী দণ্ড দিলেন। তাহার কিছুদিন পরে রাম ব্রহ্মদত্ত নামক এক গৃধ্রকে স্পর্শ করিয়া, তাহার শাপমোচন করেন। লবণ নামক অসুরের ভয়ে ঋষি-গণ রামচন্দ্রের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, তিনি শত্রুঘ্নকে লবণ বধের জন্য প্রেরণ করেন। এক ব্রাহ্মণের পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ব্রাহ্মণ রামের প্রজাপালনের দোষ কীর্ত্তন করেন। রাম তখন সেই ব্রাহ্মণ তনয়ের অকাল মৃত্যুর কারণ জানিতে পারিয়া, সেই বালকের মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ তপস্যারত এক শূদ্রকে বধ করেন। অতঃপর রাম নৈমিষারণ্যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া মহাতপা বাল্মীকি সীতার গর্ভজাত কুশ ও লব নামক রামের পুত্রদ্বয়কে লইয়া উপস্থিত হন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে রামের সভায় রামায়ণ গান করিতে আদেশ দিয়া প্রস্থান করেন। রাম, কুশ ও লবের মুখে অতি সুমধুর রামায়ণ গান শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কুশ ও লবের নিকট বাল্মীকির পরি-চয় পাইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। মহর্ষি বাল্মীকি তখন সীতাকে সঙ্গে লইয়া রামের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হই-লেন এবং সর্ব্বজন সমক্ষে সীতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা কীর্ত্তন করিয়া, সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য বারং-বার রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগি-লেন। তখন রাম বলিলেন যে সীতার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই, তবে সীতা সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য যদি নিজের শুদ্ধ-চারিতার প্রমাণ দিতে পারেন, তবেই তিনি সীতাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। অনন্তর সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে রাম নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে রামের শোক ও ক্রোধের শান্তি করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাপসরূপী কালপুরুষ আসিয়া রামের সহিত

নির্জ্জনে আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন যে, তাঁহাদের কথোপকথন কালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, রাম তাঁহাকেই বর্জ্জন করিবেন। রাম লক্ষ্মণকে দ্বার-রক্ষকের কার্য্য করিতে বলিয়া, কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময়ে মহাতপা দুর্ব্বাসা রামের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হইয়া, তথায় আগমন করেন এবং তখনই তাঁহাকে রাম সমীপে লইয়া যাইবার জন্য লক্ষ্মণকে বারংবার আদেশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তখন অনন্যোপায় হইয়া, পরিণাম সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়াও দুর্ব্বাসাকে রামের নিকট লইয়া গেলেন। তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম বাধ্য হইয়া লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি রামের মনের সব সুখ শান্তি চলিয়া গেল। অনন্তর তিনি অবশিষ্ট ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কুশকে কোশল রাজ্যে ও লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রাক্কালে রাম বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন। তিনি বিভীষণকে বলিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত লোক সকল স্থায়ী থাকিবে, যতদিন আমার কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে, এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিরাজমান থাকিবে, ততদিন তুমি লঙ্কায় রাজত্ব করিবে।" হনুমানকে বলিলেন, "যতদিন লোকে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তুমি আনন্দে ইহলোকে অবস্থান করিবে।" জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন তোমরা কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিবে।" বিভীষণাদিকে এইরূপ বলিয়া অন্যান্য বানরদিগকে তাঁহার অনুগামী হইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে মহাতপা বশিষ্ঠ মহাপ্রাস্থানিক বিধিক্রমে, নিখিল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ উচ্চারণ করিতে করিতে, উভয় হস্তে কুশ ধারণপূর্ব্বক সরযূ তীরে যাত্রা করিলেন। পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা তাঁহার বাম পার্শ্বে এবং সংহার শক্তি তাঁহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদয় পৌরজন, দাসদাসীগণ, ঋষিগণ, অন্তঃপুরীকাগণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সরযূ তীরে উপনীত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সর্ব্বাগ্রে রাম সরযূ নদীতে প্রবেশ করিলেন। রামা-উত্তরা-কাণ্ড। (২) অধ্যাত্ম রামায়ণে রাম সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা বাল্মীকি

রামায়ণের অন্তর্গত বিবরণ হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। কেবল অধ্যাত্ম রামায়ণে রামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার ব্যপদেশে, স্থানে অস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রামের স্তব দেওয়া হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, রামই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে বিষ্ণুর যে দশ অবতার বর্ণিত হয়, তাঁহারা রামেরই অবতার। (৩) অদ্ভুত রামায়ণের বিবরণও প্রধানতঃ মূল রামায়ণের বিবরণেরই সদৃশ যদিও অত্যন্ত সংক্ষেপ। উহাতেও রামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্য, অবান্তর আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ অনেক উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে আছে লঙ্কাসমরবিজয়ী রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া, অভিষেকান্তে এক দিবস মুনিগণ সমীপে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসের ক্লেশ বর্ণন করিতেছিলেন, তখন তথায় উপবিষ্টা সীতাদেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন। মুনিগণ সীতাদেবীকে তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সীতাদেবী তখন বাল্যকালে পিতৃগৃহে অবস্থান কালে যে, সহস্রবদন রাবণের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাই বিস্তারিত কীর্ত্তন করেন। রাম তাহা শুনিয়া সেই সহস্রবদন রাবণের নিধনের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি সেই সহস্রবদন রাবণকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন সীতা ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করিয়া সেই সহস্রবদন রাবণকে বধ করেন। (রাবণ ও সীতা দেখ)। রাম সীতার ঐ অদ্ভুত রূপ ও কার্য্য দেখিয়া অষ্টোত্তর সহস্র নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-১৭-২৬। (৪) রামের দুই পুত্র—কুশ ও লব। কুশের পুত্র অতিথি। তৎসুত নিষধ। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। হরি-হরি-১৫। অগ্নি-২৭৩। সৌর-৩০। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পূ-১৪২। ব্রহ্মপু-৮। (৫) ত্রেতার চতুর্বিংশতি যুগে রাবণ বধের জন্য বিষ্ণুর রাম-অবতার হয়। তখন বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-৯৮। (৬) লঙ্কা-সমরে কুম্ভকর্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দেবগণ রামের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্রহ্মাকে ভূতলে গমন করিয়া দেবগণের ও রামচন্দ্রের বিজয় লাভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা সম্মত হইয়া সমরক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাম ব্রহ্মাকে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি যে কি প্রকারে যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে পরাভব করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মা রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ত্রিলোক জননী, ব্রহ্মরূপিনী, মহাভয়নিবারিণী দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতে

বলিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা রামকে আরও বলিলেন যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে দুষ্টের বধের জন্য নরকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন বিষ্ণু, রাবণ দেবীর অতিশয় প্রিয়পাত্র তাহা জানিয়া, ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে দেবীর নিকট গমন করেন, এবং দেবীকে নানারূপে আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট রাবণ বধের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। দেবী বিষ্ণুকে বলেন যে, তিনি (অর্থাৎ বিষ্ণুর নরঅবতার রাম) যেন লঙ্কায় অকালে যথাবিধি দেবীর পূজা করেন। তাহা হইলেই রণে তাঁহার জয় হইবে। ব্রহ্মা রামকে এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণপক্ষে রাবণ দেবীর পূজা করিয়া যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে যুদ্ধে অবধ্য হইবে। অতএব তাহার পূর্ব্বেই রাম যেন অকালেই বোধন করিয়া দেবীর পূজা করেন। নতুবা রাবণ বধ অসম্ভব। তখন রাম ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, যেহেতু যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষ ব্যস্ত থাকিবেন, তজ্জন্য ব্রহ্মাই যেন তাঁর গুরুরূপে চণ্ডীর পূজা করেন। ব্রহ্মা তাহাতেই সম্মত হইয়া, রামকে দেবীর মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সমুদ্রের উত্তর দিকে এক বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া, বদ্ধাঞ্জলি ও উত্তরাস্য হইয়া যুদ্ধে জয়লাভের জন্য, দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। রাম যখন ঐস্থানে দেবীর স্তব করিতেছিলেন, তখন কুম্ভকর্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। অগত্যা রাম অস্ত্র লইয়া রাক্ষসবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে কুম্ভকর্ণের প্রাণ সংহার করিলেন। এদিকে ব্রহ্মাও প্রত্যহ রামের জয়লাভার্থ যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। দশমীর দিন প্রভাতে রামও স্বয়ং পুনরায় বিবিধ উপহারদ্বারা দেবীর পূজা করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। প্রত্যহই যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং অসংখ্য রাক্ষস ও বানর যুদ্ধে নিহত হইতে লাগিল। অমাবস্যা রাত্রিতে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন। তখন রাবণ স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই সময়ের মধ্যে ষষ্ঠি তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মা দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী অষ্টমী তিথিতে সন্ধিসময়ে রামের শরে প্রবেশ করিয়া রাবণের মস্তক শতভাগে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাবণের মস্তক সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়াও পুনরায় যোজিত হইতে লাগিল এবং

রামশরে বিদ্ধ হইয়াও রাবণের প্রাণ-সংশয় ঘটিল না। নবমীর পূর্ব্বাহ্নে অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ দিনে ব্রহ্মাও রাবণ বধের জন্য প্রভূত উপাচার সহ দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে দেবী রামকে রাবণবধের জন্য কালানল তুল্য অস্ত্র প্রদান করিলেন। রাম সেই অস্ত্রদ্বারা অবশেষে রাবণকে বধ করিলেন। শ্রীমভা-৪১-৪৭। (৭) রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলে, সীতার অভাবনিবন্ধন, সীতার সুবর্ণময়-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞকালে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া, যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়া যজ্ঞাশ্ব লইয়া শত্রুঘ্নকে দেশ পর্য্যটনের আদেশ দিলেন। শত্রুঘ্ন, হনুমান প্রভৃতি অনুচরগণ সহ, যজ্ঞাশ্ব লইয়া বহির্গত হইলেন এবং বহুকাল পরে বহু রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর লইয়া, অশ্বসহ প্রত্যাগমন করিলেন। অশ্বের প্রত্যাবর্ত্তনের পর মন্ত্রীবর সুমন্ত্র রামকে অশ্বের দেশপর্য্যটন ব্যপদেশে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করেন। ঐ সংশ্রবে তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমস্থিত দুইটি ঋষিবালক কর্ত্তৃক অশ্বের বন্ধন এবং তদানুসঙ্গিক যুদ্ধবিগ্রহাদির কথাও বলিলেন। রাম ঐ বালক দুইটির সম্যক্ পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, রাজ সভায় নিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত বাল্মীকিকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি তখন কুশ ও লবের সম্যক্ পরিচয় দিয়া সীতাকে, পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম বাল্মীকির অনুরোধে, সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। প্রথমে সীতা আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাম তাহা শুনিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং সীতাকে বিশেষরূপ সান্ত্বনা দিয়া অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য, লক্ষ্মণকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। এইবারে লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে এবং কাতর প্রার্থনায় সীতা অযোধ্যায় আগমন করিলেন। সীতা সমুদয় গুরুজন ও আত্মীয়দিগের দ্বারা সাদরে গৃহীতা হইলেন। অনন্তর যজ্ঞস্থানে সীতার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি অপসারিত হইল এবং সীতা স্বয়ং রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পদ্ম-পাতা-৪, ৫, ৩৬-৩৮। (৮) বিশ্বামিত্র মুনি রাক্ষস বধের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে যখন লইয়া যান, তখন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিম্নলিখিত বিদ্যাসমূহ শিক্ষা-দেন—মাহেশ্বরী মহাবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা (হস্তচ্যুত না করিয়া যাহাদ্বারা প্রহার করা যায়); অস্ত্রবিদ্যা (হস্তচ্যুত করিয়া যাহাদ্বারা প্রহার করা যায়);

রথবিদ্যা, লৌকিকী-বিদ্যা, গজবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, গদাবিদ্যা, মন্ত্রদ্বারা আহ্বান-বিদ্যা, আকর্ষণী ও মন্ত্রবিসর্জন বিদ্যা। ব্রহ্মপু-১২৩। (৯) রাম অনার্য্যগণের কুৎসাপূর্ণ বাণী শুনিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্মপু-১৫৪। (১০) বনবাসকালে রাম শিপ্রা নদীতটে পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া মহাকাল বনের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া যখন মহাকাল বনে যাইতেছিলেন, তখন এক অশরীরিণী দৈববাণী হইল, "হে রাম, তুমি নিজের নামে আমাকে এইখানে স্থাপন করিও।" রাম সেই দৈববাণী শুনিয়া সেই তীর্থে রামেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (১১) রাম একবার মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে হিমাচলবাসী বেদপারগ মুনিগণ, নৈমিষারণ্যবাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মাগণ, অর্ব্বুদারণ্য, দণ্ডকারণ্য, মহেন্দ্র পর্ব্বত, বিন্ধ্যাচল, জম্বুবন, বারাণসী, মথুরা, উজ্জয়িনী, দ্বারাবতী, মায়াপুরী প্রভৃতি স্থান নিবাসী বহু মুনি ও তপস্বীগণ উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা করেন। সেই সকল মুনি ঋষিদিগের প্রার্থনায় মুনিবর সূত অযোধ্যাপুরী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৬। (১২) ভরত-বংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্রের নাম ছিল রাম। বায়ু-৯৯। সেনজিৎ দেখ। (১৩) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম এবং ভৃগুনন্দন পরশুরামও বহুস্থলে কেবল রাম বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকেন। বলদেব ও পরশুরাম দেখ। (১৪) বসুদেবের এক পুত্রের নাম ছিল রাম। মৎ-৪৭। ব্রহ্মপু-১৪। বসুদেব ও পিণ্ডারক দেখ। (১৫) সাবর্ণিমন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন রাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। গরু-পু-৮৭। বিষ্ণু-৩য়-২। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি মনু দেখ। (১৬) দাশরথি রাম অপরের অপেক্ষা ত্রিগুণ দক্ষিণাসহকারে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তিনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর প্রজাপালন করেন। মহাভা-শান্তি ২৯। (১৭) পুরূরবা, রাম, দিলীপ প্রভৃতি নরপতিগণ বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনুশা-৭৬। (১৮) রাম সম্বন্ধে সাধারণ অনেক বিবরণ আনুসঙ্গিক ভাবে অন্যান্য নামের সহিত দিতে হইয়াছে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত নামগুলিও দ্রষ্টব্য —দশরথ, কৌশল্যা, লক্ষ্মণ, রাবণ, সীতা, হনুমান, সুগ্রীব, সুরথ, ভরত জটায়ু, কবন্ধ ও বিভীষণ। (১৯) রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে প্রজা সাধারণের মনোভাব কি প্রকার তাহা অবগত হইবার জন্য

রাত্রিকালে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ভাবে ভ্রমণ করিতেন। একদা রাত্রিকালে ঐভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, একব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে—"তুই দুষ্টা অসতী, পরগৃহে বাস করিস। আমি তোকে ভরণপোষণ করিব না। রাজা রামচন্দ্র স্ত্রৈণ, তাই তিনি এমন সীতাকে গৃহে স্থান দিয়াছেন। আমিত রামচন্দ্র নই। আমি তোকে গৃহে স্থান দিব না।" রাম এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত লোকাপবাদ-ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন। ভাগ-৯স্ক-১১। (২০)একবার রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র দেবীদুর্গার পূজা করেন। তাহার পর হইতেই ত্রিভুবনে দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের পূর্ব্বে সুরথ রাজাই প্রথমে দেবীর পূজা করেন। দেবীভা-৯স্ক-১। (২১) দাশরথি রাম, রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কায় স্থিত শ্রীভগবানের বরাহমূর্ত্তি অযোধ্যায় আনয়ন করেন। গর্গ-মথু-২৫ (২২) বনবাসকালে একবার রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ হাটকেশ্বর তীর্থে (মতান্তরে প্রভাস ক্ষেত্রে) উপনীত হন। রাত্রি-কালে নিদ্রাবশে রাম তথায় পিতা দশরথকে হৃষ্টচিত্তে প্রিয় আলাপে সংসক্ত দেখিতে পান। পরদিন প্রাতঃকালে রাম মুনিগণকে ঐ স্বপ্ন-বিবরণ বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, দশরথ শ্রাদ্ধকামনাতেই রামচন্দ্রকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছেন। অতএব রামের তথায় পিতৃকার্য্য করা উচিত। রাম মুনিগণের উপদেশে সেই হাটকেশ্বর তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। স্কন্দ-নাগ-২০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১১। (২৩) বাল্মীকি-রামায়ণান্তর্গত বিবরণ সমূহ সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা বিস্তারিত ভাবে একাধিক পুরাণেই পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল—অগ্নি-৫-১১। পদ্ম-পাতা-১-৩৭। শিব-ধর্ম্ম-১৪। দেবীভা-৩স্ক-২৮-৩০। সৌর-৩০। শ্রীমহাভা-৩৬-৪৭। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। মহাভা-বন-১৪৬,১৪৭। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩,৮৪, ১৩৬। স্কন্দ-নাগর-৯৮-১০২। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্র-১১৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-২। ব্রহ্মপু-১২৩। ১৫৪, ১৫৭।

রামকৃষ্ণ—বসুদেবের পুত্রদ্বয় বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একত্রে রামকৃষ্ণ নামে উল্লিখিত হন। ইহাঁরা যথাক্রমে বিষ্ণুর উনবিংশতি ও বিংশতি অবতার (গরু-পূ-১)। আবার ভাগবত মতে (১স্ক-৩) রামকৃষ্ণ একত্রে নারায়ণের উনবিংশ অবতার।

রামভদ্র—রামচন্দ্রেরই নামান্তর।

রামরথ—জনকবংশীয় অনেনার পুত্র

রামরথ। তাঁহার পুত্র সত্যরথ। গরুড়-পূ-১৪২। অনেনা দেখ।

রামা—(১) স্বর্গের জনৈক নর্ত্তকী পদ্ম-উত্ত-৩,৮। ব্রহ্মা-৬৮। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রামাংশ—বলদেব দেখ।

রামানুজ—বৈখানস-মতাবলম্বী জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দেন এবং রামানুজের প্রার্থনায় তাঁহাকে ভাগবত লক্ষণ কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২১।

রামেশ—ধর্ম্মারণ্যে স্বর্ণানদীর দক্ষিণ তটে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

রামেশ্বর—সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিবার পূর্ব্বে রাম সমুদ্র তীরে শিবের আরাধনা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই শিবলিঙ্গ রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। শিব-জ্ঞান-৫৭। (২) সেতুবন্ধে স্নান করিয়া মানব সপ্তকোটী কুলের সহিত বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয়। রামেশ্বর লিঙ্গের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১, ৪৩। (৩) মহাকাল বনে রাম-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (৪) পরশুরাম মাতৃহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে পরিচিত। স্কন্দ-আব-চতু-২৯। (৫) নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে সর্ব্ব-পাপহর রামেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৩৪। রাম (২২) দেখ।

রাষ্ট্র—(১) সোমবংশীয় সুতহোত্রের পুত্র কাশ। কাশের তনয় কাশয়, রাষ্ট্র ও দীর্ঘতপা। বায়ু-৯২। আর্ষ্টিসেন দেখ। (২) সুহোত্রের পুত্র কাশ্য,তাঁহার তনয় কাশী। কাশীর আত্মজ রাষ্ট্র; তৎপুত্র দীর্ঘতমা। ভাগ ৯স্ক-১৭।

রাষ্ট্রপাল—(১) উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র ও কংসের অনুজ। মৎ-৪৪। উগ্রসেন, অজভূ, যুদ্ধমুষ্টি, ভূনয় ও সুতনু দেখ। (২) রাষ্ট্রপাল শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। গর্গ-মথু-৮।

রাষ্ট্রপালা, রাষ্ট্রপালিকা,—রাষ্ট্রপালা উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও কংসের ভগিনী। বা-যু-৯৬; মৎ-৪৪; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। উগ্রসেন দেখ।

রাষ্ট্রপিণ্ডী—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মধুর বহ দেখ।

রাষ্ট্রবর্দ্ধন—(১) রাজা দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহারা রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা হইয়াছিলেন। রামা-আদি-৭; উত্ত-৭২। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৭। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (২) মরুদ্বংশীয় দমের পুত্র। রাষ্ট্রবর্দ্ধনের

তনয় সুধৃতি। বায়ু-৮৬। দম দেখ।

রাষ্ট্রভৃত—রাজা ভরতের অন্যতম পুত্র। ভরত দেখ।

রাম্না—অন্যতম রুদ্রপত্নী। রুদ্র দেখ।

রাহু—(১) লোকহিতকর সাধক গ্রহ-দিগের অন্যতম। মৎ-৯৩। বুধ দেখ। (২) দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে ও বিপ্রচিত্তির ঔরসে রাহু জন্মগ্রহণ করেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস ও সূর্য্যকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হরি-হরি-৭, ২১৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৭, ৬৮। কালি-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫। ভাগ-৬স্ক-৬,১৮। বিপ্রচিত্তি দেখ। (৩) ব্রহ্মা রাহুকে অনেক উৎপাত ও অশুভ সকলের অধিপতি করিয়া দেন। হরি-হরি-২১৯। (৪) সমুদ্র-মন্থন শেষ হইলে, বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া, অসুরদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ-পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন। দেবগণ যখন সেই অমৃত পানে রত ছিলেন, তখন রাহু দেবতাদের রূপ ধারণ করিয়া, দেবগণের মধ্যে বসিয়া অমৃত পানের উদ্যোগ করেন। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া, দেব-গণকে সেই কথা বলিয়া দিলেন। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন রাহুর মস্তকবিহীন দেহে অমৃত স্পৃষ্ট না হওয়ায়, তাহা চেতনাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কেবল তাঁহার শীর্ষ অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল বলিয়া অমর হইল। তখন ব্রহ্মা সূর্য্যা-দির ন্যায় তাঁহাকে গ্রহগণের মধ্যে স্থান দিলেন। ভাগ-৮স্ক-৯। মৎ-২৫১। (৫) দেবগণ যখন অমৃত পানে রত ছিলেন তখন রাহু চন্দ্র-রূপ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত অমৃত পান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দেন। অমনি বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কিন্তু রাহু অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছিন্নশীর্ষ হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না। সেই ছিন্ন মস্তক বিষ্ণুকে বলিল, "আপনার কৃপাতেই আমি অমর হইলাম। এখন আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যেন গ্রহগণের মধ্যে পরি-গণিত হই। আমি মধ্যে মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিব। ঐ সময় গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ঐ গ্রহণকালে যাহা কিছু দান করা হইবে, তাহা যেন অক্ষয় ফলদায়ক হয়।" বিষ্ণু রাহুর প্রার্থনা পূর্ণ সেই করিলেন। অগ্নি-৩। (৬) অমৃতপানাভিলাষী হইয়া রাহু রথারোহণপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই রথারূঢ় রাহু-কর্ত্তৃক সূর্য্যবিম্ব আবৃত হইলেই, গ্রহণ হইয়া থাকে।

রামরথ। তাঁহার পুত্র সত্যরথ। গরু-পূ-১৪২। অনেনা দেখ।

রামা—(১) স্বর্গের জনৈক নর্ত্তকী পদ্ম-উত্ত-৩,৮। ব্রহ্মা-৬৮। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রামাণ—বলদেব দেখ।

রামানুজ—বৈখানস-মতাবলম্বী জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দেন এবং রামানুজের প্রার্থনায় তাঁহাকে ভাগবত লক্ষণ কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২১।

রামেশ—ধর্ম্মারণ্যে সুবর্ণানদীর দক্ষিণ তটে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

রামেশ্বর—সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিবার পূর্ব্বে রাম সমুদ্র তীরে শিবের আরাধনা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই শিবলিঙ্গ রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। শিব-জ্ঞান-৫৭। (২) সেতুবন্ধে স্নান করিয়া মানব সপ্তকোটী কুলের সহিত বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয়। রামেশ্বর লিঙ্গের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১, ৪৩। (৩) মহাকাল বনে রাম-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (৪) পরশুরাম মাতৃহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে পরিচিত। স্কন্দ-আব-চতু-২৯। (৫) নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে সর্ব্বপাপহর রামেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৩৪। রাম (২২) দেখ।

রাষ্ট্র—(১) সোমবংশীয় সুতহোত্রের পুত্র কাশ। কাশের তনয় কাশয়, রাষ্ট্র ও দীর্ঘতপা। বায়ু-৯২। আর্ষ্টিসেন দেখ। (২) সুহোত্রের পুত্র কাশ্য,তাঁহার তনয় কাশী। কাশীর আত্মজ রাষ্ট্র। তৎপুত্র দীর্ঘতমা। ভাগ ৯স্ক-১৭।

রাষ্ট্রপাল—(১) উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র ও কংসের অনুজ। মৎ-৪৪। উগ্রসেন, অজভূ, সৃষ্টমুষ্টি, ভূময় ও সুতনু দেখ। (২) রাষ্ট্রপাল শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। গর্গ-মথু-৮।

রাষ্ট্রপালা, রাষ্ট্রপালিকা,—রাষ্ট্রপালা উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও কংসের ভগিনী। বা-যু-৯৬; মৎ-৪৪; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। উগ্রসেন দেখ।

রাষ্ট্রপিণ্ডী—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মধুরবহ দেখ।

রাষ্ট্রবর্দ্ধন—(১) রাজা দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহারা রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা হইয়াছিলেন। রামা-আদি-৭; উত্ত-৫২। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৭। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (২) মনুবংশীয় দমের পুত্র। রাষ্ট্রবর্দ্ধনের

তনয় সুধৃতি। বায়ু-[illegible] দম দেখ।

রাষ্ট্রভৃত—রাজা ভরতের অন্যতম পুত্র। ভরত দেখ।

রাম্না—অন্যতম রুদ্রপত্নী। রুদ্র দেখ।

রাহু—(১) লোকহিতকর সাধক গ্রহদিগের অন্যতম। মৎ-৯৩। বুধ দেখ। (২) দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে ও বিপ্রচিত্তির ঔরসে রাহু জন্মগ্রহণ করেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস ও সূর্য্যকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হরি-হরি-৭, ২১৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৭, ৬৮। কালি-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫। ভাগ-৬স্ক-৬,১৮। বিপ্রচিত্তি দেখ। (৩) ব্রহ্মা রাহুকে অনেক উৎপাত ও অশুভ সকলের অধিপতি করিয়া দেন। হরি-হরি-২১৯। (৪) সমুদ্র-মন্থন শেষ হইলে, বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া, অসুরদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন। দেবগণ যখন সেই অমৃত পানে রত ছিলেন, তখন রাহু দেবতাদের রূপ ধারণ করিয়া, দেবগণের মধ্যে বসিয়া অমৃত পানের উদ্যোগ করেন। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া, দেবগণকে সেই কথা বলিয়া দিলেন। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাহুর মস্তকবিহীন দেহে অমৃত [illegible] না হওয়ায় তাহা চেতনাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কেবল তাঁহার শীর্ষ অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল বলিয়া অমর হইল। তখন ব্রহ্মা সূর্য্যাদির ন্যায় তাঁহাকে গ্রহগণের মধ্যে স্থান দিলেন। ভাগ-৮স্ক-৯। মৎ-২৫১। (৫) দেবগণ যখন অমৃত পানে রত ছিলেন তখন রাহু চন্দ্র-রূপ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত অমৃত পান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দেন। অমনি বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কিন্তু রাহু অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছিন্নশীর্ষ হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না। সেই ছিন্ন মস্তক বিষ্ণুকে বলিল "আপনার কৃপাতেই আমি অমর হইলাম। এখন আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যেন গ্রহগণের মধ্যে পরিগণিত হই। আমি মধ্যে মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিব। ঐ সময় গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ঐ গ্রহণকালে যাহা কিছু দান করা হইবে, তাহা যেন অক্ষয় ফলদায়ক হয়।" বিষ্ণু রাহুর প্রার্থনা পূর্ণ সেই করিলেন। অগ্নি-৩। (৬) অমৃতপানাভিলাষী হই[illegible] রাহু রথারোহণপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই রথারূঢ় রাহু-কর্ত্তৃক সূর্য্যবি[illegible] আবৃত হইলেই, গ্রহণ হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সেই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে সমর্থ হন না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (৭) অমৃতপানোন্মত্ত রাহুর মস্তক বিষ্ণু-চক্রদ্বারা ছিন্ন হওয়ায়, রাহুর দেহ গৌতমী নদীর দক্ষিণ তীরে পতিত হইল। সুধাপৃষ্ট হওয়াতে রাহুর মস্তক ও দেহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, অমরত্ব লাভ করিল। দেবগণ তাহা জানিতে পারিয়া, ভাবিলেন যে, যদি কখনও রাহুর মস্তক পুনঃ দেহের সহিত সংযোজিত হয়, তবে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। তজ্জন্য তাঁহারা শিবকে বলিলেন, "আপনি রাহুর এই দেহ সংহার করুন।" শিব দেবগণের প্রার্থনায় রাহুর দেহ ধ্বংস করিবার জন্য, স্বীয় ঐশীশক্তিকে প্রেরণ করিলেন। সেই ঐশীশক্তির সহিত রাহুর দেহের বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে রাহু দেবগণকে বলিলেন, "তোমরা অগ্রে আমার দেহস্থিত উৎকৃষ্ট রসসমূহ নিষ্কাষিত করিয়া লও, তাহা হইলেই আমার দেহ, ঐশীশক্তিতে শীঘ্র ভস্মীভূত হইবে।" দেবগণ রাহুর পরামর্শমত তাহাই করিলেন। সেই রসের কিয়দংশ হইতে প্রবরা নামে এক নদী হইল। রাহুর শুষ্কদেহ অতঃপর ধ্বংস হইল। কিন্তু তাহার মস্তক অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া, তাহা অমর হইল। তখন দেবগণ রাহুকে গ্রহগণ মধ্যে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মপু-১০৬। (৮) একবার দেবদানবে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাহু পূর্ব্ববৈর-ভাব নিবন্ধন চন্দ্রের সহিত রণ করেন। সংগ্রামকালে রাহু চন্দ্রের দেহনির্গত অমৃত পান করিতে লাগিলেন। শম্ভু তাহা জানিতে পারিয়া, রাহুকে বলিলেন, "আমিই কেবল সমস্ত ভূতের আশ্রয় ও বল্লভ।" রাহু তাহা শুনিয়া মস্তক দ্বারা শিবকে প্রণাম করিলেন। অমনই মহাদেবের মৌলিস্থিত চন্দ্র ভীত হইয়া অমৃত ক্ষরণ করিল এবং তাহা হইতে রাহুর অনেকগুলি মস্তক সৃষ্ট হইল। তখন শিব ঐ সমুদয় মস্তকের দ্বারা একটি মালা তৈয়ারী করিয়া তাহা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৩। (৯) রাহু জালন্ধর নামক দৈত্যের অন্যতম অনুচর ছিলেন। জালন্ধর দৈত্য রাহুকে বিশেষ বিশেষ কাজে দূতরূপে প্রেরণ করিতেন। একবার রাহু জালন্ধরের আদেশে শিবের নিকট দৌত্যকার্য্যে গমন করেন। রাহু জালন্ধরের বক্তব্য শিবের গোচর করিলে, শিব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ভ্রূমধ্য হইতে এক ভীষণাকার পুরুষ বহির্গত হইয়া, রাহুকে ভক্ষণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। রাহু তখন অনন্যোপায় হইয়া শিবেরই শরণাপন্ন হইল। শিবের আদেশে

সেই পুরুষ রাহুকে ভক্ষণের চেষ্টা ত্যাগ করিল। বর্ব্বর নামক স্থানে রাহু সেই পুরুষের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, রাহুর আর এক নাম হইল বর্ব্বরোদ্ভুত। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৭। (১০) রাহুর পুত্রের নাম মেঘহাস। ব্রহ্মপু-২৪২। (১১) রাহুর বাহন উষ্ট্র। গর্গ-গোল-১২। (১২) রাহুর রথ ধূসর বর্ণ। সেই রথ আটটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বকর্ত্তৃক বাহিত হয়। সেই অশ্বসকল একবার মাত্র রথে যুক্ত হইয়া,সর্ব্বদা সেই রথ বহন করিতেছে। চন্দ্রপর্ব্বে রাহু সূর্য্যহইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করেন, আবার সূর্য্য-পর্ব্বে চন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যে প্রবেশ করেন। বিষ্ণু-২য়-১২। (১৩) রাহু নবগ্রহের অন্যতম ও ছায়াগ্রহ। দেবীপু-৪৭। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। সূর্য্য দেখ। (১৪) রাহু-তনয়া প্রভা পুরূরবার বরপুত্র আয়ুর পত্নী ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২২। আয়ু দেখ। (১৫) দিতি-কন্যা সিংহিকার অপর নাম ছিল নির্ঋতি। তজ্জন্য রাহু নৈর্ঋত নামেও খ্যাত হন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (১৬) রাহু যখন দেবগণের মধ্যে বসিয়া সুধা ভোজনে প্রবৃত্ত হন, তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহাকে দেখিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দেন। বিষ্ণু তখন মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুধা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের কথা শুনিয়া রাহুকে সুবর্ণ পাত্রদ্বারাই আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে রাহুর মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং তদ-বধি তাঁহার দেহ কেতু নামে প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর রাহু ও কেতু ভীত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সেই সময় হইতে রাহু সুবিধা পাইলেই চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করেন। রাহু যখন চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করেন সেইক্ষণ অতি দুর্লভ। সেই-কালে সকল জলই গঙ্গাজলের সমান পবিত্র হইয়া থাকে এবং সকল ব্রাহ্মণই বেদব্যাসতুল্য বিদিত হইয়া থাকেন। পদ্ম-ব্রহ্ম-১০।

রাহুকর্ণি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

রাহুল—মগধের বৃহদ্বলরাজ বংশীয় শুদ্ধোধনের পুত্র রাহুল। তৎপুত্র প্রসেনজিৎ। বায়ু-৯৯। প্রসেনজিৎ দেখ।

রাহ্বীশ—প্রভাসক্ষেত্রে রাহু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৯।

রিক্তবর্ণ—স্বাতিকর্ণ-বংশীয় কুন্তল, অষ্টবর্ষ রাজত্ব করিবার পর, রাজা স্বাতি-কর্ণ মাত্র এক বৎসর রাজা ছিলেন। তৎপরে রিক্তবর্ণ পঞ্চবিং-শতি বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

রিক্ষ—অজমীঢ়বংশীয় পুরুজানুর অন্যতম পুত্র। বায়ু ৯৯ বৃহদিষু দেখ।

রিচেয়ু—রাজর্ষি অনাদৃষ্টের পুত্র। রিচেয়ুর পত্নীর নাম জ্বলনা। তিনি তক্ষকের কন্যা ছিলেন। জ্বলনার গর্ভে রিচেয়ুর রন্তিনার নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯।

রিপু—(১) ধ্রুবের এক পুত্রের নাম শ্লিষ্টি। তাঁহার অন্যতম তনয় রিপু। রিপুর পত্নী বৃহতী ও পুত্র চাক্ষুষ। ব্রহ্মপু-২। হরি-হরি-২। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র পুষ্টি। অবন্তী-দেশীয়া মূর্চ্ছা নাম্নী পত্নীর গর্ভে পুষ্টির রিপু প্রভৃতি পাঁচ তনয় জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫২। বৃক ও পুরঞ্জয় দেখ। (৩) ধ্রুবের পুত্র শিষ্টি। তাঁহার তনয় রিপু। কূর্ম্ম-পূ-১৪। বিষ্ণু-১ম-১৩। অগ্নি-১৮। শিষ্টি দেখ। (৪) ধ্রুবের বংশীয় দিবঞ্জয়ের পত্নী বরাঙ্গীর গর্ভে রিপু জন্মগ্রহণ করেন। রিপুর পত্নী বৃহতী ও পুত্র চাক্ষুষ। ব্রহ্মা-৬৮। (৫) ধ্রুব-তনয় সৃষ্টির অন্যতম পুত্র। রিপুর পত্নী বৃহতীর গর্ভে চক্ষুঃ নামে এক পুত্র জন্মে। চক্ষুর তনয় চাক্ষুষ। সৌর-২৭। শিষ্টি ও শ্লিষ্টি দেখ। (৬) রিপুর পুত্র চাক্ষুষ মনু। বায়ু-৬২। গরু-পূ-৬। (৭) যদুবংশীয় বভ্রুর পুত্র রিপু। তিনি যৌবনাশ্ব রাজার হস্তে নিহত হন। বায়ু-৯৯। (৮) যদুবংশের আদি পুরুষ যদুর অন্যতম পুত্র রিপু। ভাগ-৯স্ক-২৩। যদু দেখ।

রিপুজিৎ—রৈবত মনুর বংশে রিপুজিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তপস্যাদ্বারা এক কন্যা লাভ করেন। কিছুকাল পরে রিপুজিৎ রাজার মৃত্যু হইলে ঐ কন্যাও পিতৃশোকে অধীরা হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন। সাত জন ঋষির মন ঐ কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু ঐ কন্যা শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নি প্রবেশ করে। সপ্তর্ষি-গণ তাহা দেখিয়া হাহাকার করিতে থাকেন। তখন সেই প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সাতটি শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। জাত শিশুগণ মাতার অভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া, মরুৎ নামে দেবতা করিয়া দিলেন। বাম-৭২। মরুদ্‌গণ দেখ।

রিপুঞ্জয়—(১) ধ্রুব-তনয় শিষ্টির(শ্লিষ্টি) অন্যতম পুত্র। শিষ্টি ও শ্লিষ্টি দেখ। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র সৃষ্টির তনয় রিপুঞ্জয়। সৃষ্টি দেখ। (৩) ধ্রুবের বংশে দিবঞ্জয়ের পুত্র রিপু ও রিপুঞ্জয়। বায়ু-৬২। (৪) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ। তৎসুত রিপুঞ্জয়। তিনিই বৃহদ্রথ-বংশীয় শেষ

নরপতি। তাঁহার মন্ত্রী সুনীক, রিপুঞ্জয়কে বধ করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩, ২৪। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) অজমীঢ়-বংশীয় সুবীরের পুত্র। রিপুঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। ভাগ-৯স্ক-২১। (৬) জরাসন্ধবংশীয় মহীনেত্র তেত্রিশ বৎসর ও তৎপরে অচল বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর, রিপুঞ্জয় নরপতি পঞ্চাশ বৎসর মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই ঐ বংশীয় শেষ নরপতি। মৎ-২৭১। (৭) কুণ্ডল নগরাধিপতি সুরথ রাজের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-পাতা-২৮, ২৯। সুরথ দেখ। (৮) পাদ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে একবার ষাট বৎসর ধরিয়া ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রাণিগণ অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। পিতামহ ব্রহ্মা, সৃষ্টি লোপ পাইবে আশঙ্কা করিয়া, প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন, রিপুঞ্জয় নামক একজন মহাবীর্য্যশালী ক্ষত্রিয় নরপতি, অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি এই সাগর-ভূধর-সমন্বিত ধরিত্রীর অধিপতি হইয়া, ইহাকে পালন কর। নাগরাজ বাসুকি তোমাকে অনঙ্গমোহিনী নাম্নী সুশীলা কন্যাকে পত্নীরূপে দান করিবেন। স্বর্গের দেবতারাও তোমার প্রজাপালনে পরিতোষ লাভ করিবেন। এই জন্য তোমার নাম হইবে দিবোদাস।" রিপুঞ্জয় প্রথমে ব্রহ্মার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না এবং অপর কোনও রাজার প্রতি ঐ কার্য্যের ভার দিবার জন্য তিনি ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহাকেই ঐ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "তুমি প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিলেই, ইন্দ্র বর্ষণ করিবেন, অন্যথা নহে।" তখন রিপুঞ্জয় সম্মত হইয়া, যাহাতে তিনি নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে পারেন, তজ্জন্য ব্রহ্মাকে বলিলেন, "যদি আমাকেই ধরিত্রীর অধিপতি হইতে হয়, তবে এই ব্যবস্থা করুন যে, দেবগণ যেন মর্ত্ত্যলোকে না থাকিয়া স্বর্গেই অবস্থান করেন। তাহা হইলেই আমি নিরাপদে রাজ্য শাসন করিতে পারিব এবং প্রজাগণও সুখে বাস করিতে পারিবেন।" ব্রহ্মা সেই ব্যবস্থাতে সম্মত হইলে, রিপুঞ্জয় নরপতি চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করাইয়া দিলেন, "আমার রাজত্বকালে দেবগণ নাগলোকে গমন করুন এবং মনুষ্যগণও সুস্থচিত্তে বসবাস করুক।" স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৯। স্কন্দ-আব-চতু-৭৪। (৯) ব্রহ্মকল্পে মহাকাল বনে রিপুঞ্জয় নামে এক পরম ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। তিনি মহাদেবের বরে এক

পুত্র লাভ করেন। ব্রহ্ম-আব-চতু-৩৭।

রিপুতাপ, রিপুতাপন—রামচন্দ্রের অনুগত একজন রাজা। তিনি অন্যান্য রাজগণসহ, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ শত্রুঘ্নের অনুগমন করেন। তাঁহার পত্নীর নাম অঙ্গসেনা। পদ্ম-পাতা-৫, ১৫, ১৬, ২৯, ৩৬, ৩৭।

রিপুবার—বীরমণি নামক নরপতির সেনাপতি। যজ্ঞাশ্ব লইয়া বহির্গত সানুচর শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৪।

রিপুমর্দ্দন—কালনেমী দানবের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৫৭। কালনেমী দেখ।

রিপুহা—(১) আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরীর অনুচরী অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০। (২) আহবনীয় অগ্নির অন্যতম পুত্র। দেবীপু-১২২।

রিভূ—সাবর্ণি মন্বন্তরে অমিতাভ। দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

রিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৭। বৈবস্বত মনু দেখ।

রিষ্টনেমী—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর ও অশ্ববাহ দেখ। (২) জনৈক অসুর। ভাগ-৮স্ক-১০। (৩) বিনতার-গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৬৫। আরুণি দেখ।

রিষ্টন্ত—কশ্যপবংশীয় মানসের পুত্র রিষ্যন্ত। তাঁহার তনয় দম। বায়ু-৭০।

রুক্—অপ্সরাদের যে চোদ্দটি গণ আছে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ হইতে জাত অপ্সরাগণ রুক্ নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯।

রুক্ম—(১) উশনার পুত্র রুচক; রুচকের অন্যতম পুত্র রুক্ম। ভাগ-৯স্ক-২৩। উশনা, পৃথুশ্রবা ও রুক্ম-কবচ দেখ। (২) সুবল নামক দৈত্যের সেনাপতি। দেবীপু-৩৯

রুক্মকবচ—(১) জ্যামঘবংশীয় সুত-প্রভৃতির পুত্র। রুক্মকবচের তনয় পরাজিৎ। হরি-হরি-৩৬। (২) যদু-বংশীয় উশনার পুত্র শিনেয়ু। তাঁহার আত্মজ রুক্মকবচ। তৎপুত্র পরাবৃৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৩) রুক্মকবচ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবী দক্ষিণা দিয়াছিলেন। মৎ-৪৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) মরুত্তের পুত্র কম্বলবর্হি। তাঁহার তনয় রুক্ম-কবচ। তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। শেষোক্ত দুই জন পিতৃ কর্ত্তৃক বিদেহ রাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। মৎ-৪৫। বায়ু-৯৫। পরাবৃত দেখ। (৫) রুক্মকবচের পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্মক ও দুইজন জ্যামঘ। অগ্নি-২৭৫। পৃথুরুক্ম দেখ। (৬) চন্দ্রবংশীয় কম্বলবর্হিষের পুত্র রুক্মকবচ। তিনি

যুদ্ধে ধনুর্দ্ধরদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ঋত্বিকগণকে এই সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপ দান করেন। তাঁহার পুত্র পরাবৃতি। পরাবৃতির পাঁচ অপত্য ছিল। তাঁহাদের নাম—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। লি-পু-৬৮। পৃথুরুক্ম ও পরিঘ দেখ। (৭) যদুবংশীয় শীতগুর তনয় রুক্মকবচ। তাঁহার অপত্য—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। গরু-পু-১৪৩। পালিত ও রুক্মেষু দেখ। (৮) কম্বলবর্হিষের পুত্র রুক্মকবচ। তাঁহার আত্মজ পরজিৎ। ব্রহ্মপু-১৫। যদু-বংশীয় শিতেষুর পুত্র রুক্মকবচ। তাঁহার সন্তান পরাবৃত্ত। কূর্ম্ম-পু-২৪। পরাবৃত ও পরাবৃত্ত দেখ।

রুক্মকেশ—বিদর্ভদেশের অধিপতি ভীষ্মকের রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মকেশ, রুক্মবাহু, রুক্মমালী নামে পাঁচ পুত্র ও রুক্মিণী নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৫২। ভীষ্মক দেখ।

রুক্মবতী—ভোজকটনগরাধিপতি রুক্মির কন্যা ও প্রদ্যুম্নের পত্নী। তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০ স্ক-৬১। প্রদ্যুম্ন (২) দেখ।

রুক্মবান্—বিবিধাগ্নির তনয় অর্ক। অর্কের অন্যতম পুত্র রুক্মবান্। মৎ-৫১। অর্ক দেখ।

রুক্মবাহু—রুক্মকেশ দেখ।

রুক্মমালী—রুক্মকেশ দেখ।

রুক্মরথ—(১) অজমীঢ় বংশীয় মহতের পুত্র। তাঁহার তনয় সুপার্শ্ব। হরি-হরি-২০। (২) অজমীঢ় বংশীয় মহৎপৌরের (মহাপৌরের) তনয়। তাঁহার আত্মজ সুপার্শ্ব। মৎ-৪৯। বায়ু-৯৯। (৩) নরপতি রুক্মরথ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৪) রুক্মকেশ দেখ।

রুক্মরেখা—নরপতি রম্ভোর মহিষী। দেবীভা-৬স্ক-২১।

রুক্মশুক্রক—মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয়। দেবীভা ৮স্ক-৪। প্রিয়ব্রত দেখ।

রুক্মাঙ্গদ—(১) দেবপুরাধিপতি বীরমণি নামক নরপতির তনয়। তিনি রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিলে, সানুচর শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৪, ২৫। (২) বিদিশানগরীর অধিপতি বলীর তনয়। তাঁহার পত্নীর নাম সন্ধ্যাবলী ও পুত্রের নাম ধর্ম্মাঙ্গদ। পদ্ম-ভূমি-২২। (৩) রুক্মাঙ্গদ নামক এক নরপতি একাদশীর উপবাস করিয়া মোক্ষপদ লাভ করেন। গরু-পু-১২৫। (৪) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬।

রুক্মি—(১) শাম্ব-পতি দ্যুমৎসেনের একজন সামন্তরাজ। তিনি দ্যুমৎ-

সেনের অন্ধতার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৬। (২) প্রভাসক্ষেত্রে রুষ্মি নামক গণেশ অবস্থিত। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

রুক্মিণী—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রধানা মহিষী। তাঁহার গর্ভে চারুদেষ্ণ, চারুগুপ্ত, চারুভদ্র, চারুহাস, সুচারু, ভদ্রচারু, সুচারুক, ভদ্র, পরশু, সুদেষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মে। মৎ-৪৬। (৩) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের চারু, চারুদেষ্ণ, চারুবিন্দ্য, চারুভদ্র, ভদ্রচারু, প্রদ্যুম্ন, সুদেষ্ণ ও শরভ নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। (৩) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের বিভিন্ন তালিকার জন্য চারু, চারুদেষ্ণ ও চারু-গর্ভ দ্রষ্টব্য। (৪) রুক্মিণীর পিতা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকেই রুক্মিণীর উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেন। কিন্তু ভীষ্মকের অন্যতম পুত্র রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ চৈদ্য শিশুপালের হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করিতে বাসনা করেন। রুক্মিণী তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় চিন্তিতা হইলেন, কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি তখন প্রতিকার প্রার্থনায় এক ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে লিখিত ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বয়ম্বর সভা হইতে রুক্মিণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ঐ পত্রে কি কৌশলে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহারও বিস্তারিত সঙ্কেত দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণ পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে আদৌ পরাঙ্মুখ হন নাই। ভাগ-১০স্ক-৫২। পদ্ম-উত্ত-২৪৬ গর্গ-গোল-৪। (৫) রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশে জন্মলাভ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। বিষ্ণু-১ম-৯। গর্গ-গোল-৩। (৬) শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা রাধিকাই দ্বারকায় রুক্মিণী নামে পরিচিতা হন। পদ্ম-পাতা-৪৬। (৭) রুক্মিণী অতিশয় সঙ্গীত নিপুণা ছিলেন। নারদ ঋষি দুই বৎসর কাল তাহার নিকটে থাকিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অদ্ভু-বালা-৭। (৮) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে কয় জন পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু। মহাভা-অনুশা-১৪। (৯) রুক্মিণীর গর্ভে, দেবতা, অসুর, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতির অন্তরে বিচরণকারী কাম জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-অনুশা-১৪৮। (১০) শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রুক্মিণী এবং আরও কতিপয় শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা-মৌষ-৭।

ব্রহ্মপু-১২। (১১) দেবী সাবিত্রী দ্বারবতীতে রুক্মিণী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (১২) দেবী শঙ্করী দ্বারবতীতে রুক্মিণী নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (১৩) রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণ সহ সেই বিবাহ উপলক্ষে কুণ্ডিননগরে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের দিন রুক্মিণী এক দেবমন্দিরে পূজান্তে যখন প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য যাদবগণের সাহায্যে রুক্মিণীকে হরণ করেন। হরি-হরি-১১৬ গর্গ-গোল-৬। পদ্ম-উত্ত-২৪৬।

রুক্মী—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের অন্যতম পুত্র। ভীষ্মক শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় তনয়া রুক্মিণীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রুক্মীর বিরুদ্ধতায় অবশেষে শিশুপালের সহিত বিবাহ স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণীকে হরণ করেন, তখন রুক্মী, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করেন। ভাগ-১০স্ক-৫২। হরি-হরি-১১৭। পদ্ম-উত্ত-২৪৬। দেবীভা-৪স্ক-১৮, ২৪। শ্রীমহাভা-৫৫। ব্রহ্মপু-১৯৯। (২) রুক্মিণীহরণ ব্যপদেশে যাদবদিগের সহিত ভীষ্মক অনুচরদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রুক্মী বলরাম হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১১৮। (৩) রুক্মী যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিবার জন্য বহির্গত হন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ ও রুক্মিণীর উদ্ধার না করিয়া, নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। কিন্তু যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরাজিত হওয়ায়, তিনি আর নিজ পিতার রাজধানী কুণ্ডিন নগরে প্রত্যাগমন করিলেন না। নিজ অবস্থানের জন্য তিনি ভোজকট নামক উৎকৃষ্ট পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। গর্গ-দ্বার-৭। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৪) রুক্মিণীর প্রার্থনায়ই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে বধ করেন নাই। বিষ্ণু-৪র্থ-২৬। (৫) রুক্মীর কন্যা ককুদ্বতীকে (রুক্মবতীকে) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন। আবার রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার সহিতই প্রদ্যুম্নের তনয় (রুক্মীর দৌহিত্র) অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫, ৫ম-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১। (৬) শ্রীকৃষ্ণ যে বলপূর্ব্বক তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন, তাহাতে রুক্মী বরাবরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং সর্ব্বদাই প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। অনিরুদ্ধের সহিত নিজ পৌত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে, বন্ধুবর্গের পরামর্শে রুক্মী বলরামের সহিত দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ

করেন এবং বারংবার বলদেবকে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত করেন। তদ্দর্শনে রুক্মীর বন্ধু কলিঙ্গরাজ বিদ্রূপসূচক হাস্য করেন। বলদেব তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, অক্ষাঘাতে রুক্মীকে বধ করেন এবং কলিঙ্গ-রাজের দন্ত ভগ্ন করিয়া দেন। বিষ্ণু-৫ম-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১।

রুক্মেষু—(১) নরপতি রুক্মকবচের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫। মৎ-৪৪। বায়ু-৯৫। গরু-পূ-১৪৩। (২) রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃতি। তাঁহার পঞ্চপুত্রের অন্যতম রুক্মেষু। লি-পূ-৬৮। জ্যামঘ, পরাবৃত, পরিঘ, পৃথুরুক্ম, পালিত, রুচক ও রুক্মকবচ দেখ।

রুচক—(১) যদুবংশীয় উশনার পুত্র রুচক। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম রুক্ম, রুক্মেষু, পুরুজিৎ পৃথু ও জ্যামঘ। ভাগ-৯স্ক-২৩। রুক্মকবচ ও রুক্মেষু দেখ। (২) মনুবংশীয় নৃপতি বিজয়ের পুত্র। রুচকের তনয় বৃক। লি-পূ-৬৬।

রুচি, রুচী—(১) অন্যতম প্রজাপতি। কোনও সময়ে তিনি গৃহহীন, আশ্রমবর্জ্জিত ব্রহ্মচারী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে ঐভাবে ভ্রাম্যমান দেখিয়া তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দেন। রুচি প্রথমে বিবাহের নানা অসুবিধার কথা বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতৃগণ নানারূপ উপদেশ দিয়া বারংবার বিবাহ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পরামর্শে রুচি বিবাহার্থী হইয়া উপযুক্ত কন্যার অন্বেষণে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াও উপযুক্তা কন্যা না পাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন এবং ব্রহ্মার পরামর্শে পিতৃগণের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নদীরতীরে পিতৃগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে পিতৃগণ তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "এই নদীর মধ্য হইতেই তোমার জন্য এক কন্যার আবির্ভাব হইবে। তুমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিও।" পিতৃগণ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে, সেই নদী মধ্য হইতে অপ্সরা প্রম্লোচা উত্থিতা হইয়া রুচিকে বলিলেন, "আমার গর্ভে বরুণ-তনয় পুষ্করের ঔরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনি সেই কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।" রুচী তাহাতেই সম্মত হইয়া মালিনী নাম্নী সেই প্রম্লোচার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সেই কন্যার গর্ভে রৌচ্য নামে রুচির এক পুত্র জন্মে। তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। গরু-পূ-৮৮-৯০। মার্ক-৯৫-৯৮। (২) প্রজাপতি রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতমা

কন্যা ঋদ্ধিকে বিবাহ করেন। ঋদ্ধির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্মে। যজ্ঞ স্বীয় ভগিনী দক্ষিণাকেই বিবাহ করেন। মার্ক-৫০। (৩) প্রজাপতি রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতিকে বিবাহ করেন। আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। গরু-পু-৫। ভাগ-১স্ক-৩। কূর্ম-পূ-৮। সৌর-২৬। ব্রহ্মা-১০। দেবীভা-৮স্ক-৩। শিব-বায়ু-পূ-১৫। বায়ু-১০। লি-পূ-৫। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) প্রজাপতির রুচির এক পুত্র রৌচ্য (মনু)। ভূতি দেবীর গর্ভে রুচির আর এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম ভৌত্য। তিনিও একজন মনু ছিলেন। ব্রহ্মপু-৫। বায়ু-১০০। হরি হরি-৭। (৫) আকূতির গর্ভজাত রুচি তনয় যজ্ঞ, বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-৩। গরু-পূ-১। যজ্ঞ ও যজ্ঞাবতার দেখ। (৬) আকূতির গর্ভে রুচির যে মানসপুত্র (বিষ্ণু) জন্মেন, তাঁহার অংশে রৌচ্য মনুর উৎপত্তি হয়। কূর্ম-পূ- (৭) সূর্য্যের পত্নীর নাম ছিল রুচি। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (৮) নহুষের কন্যা ও আত্মবানের পত্নীর নাম ছিল রুচি। বায়ু-৬৫। আত্মবান্ দেখ। (৯) কুরুবংশীয় জয়ৎসেনের পুত্র রুচি। তাঁহার তনয় ভীম। মৎ-৫০। (১০) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল রুচি। মহাভা-অনু‍শা ৪। (১১) জনৈক অপ্সরা। মহাভা-অনুশা-১৯। (১২) দেবশর্ম্মানামক এক ব্রাহ্মণের রুচি নামে এক পরমা সুন্দরী পত্নী ছিল। দেবশর্ম্মা তপস্যা করিতে যাইবার সময়ে, স্বীয় শিষ্য বিপুলের উপর রুচির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। দেবশর্ম্মার অনুপস্থিত কালে ইন্দ্র দুরভিসন্ধিবশবর্ত্তী হইয়া দেবশর্ম্মার আশ্রমে গমন করেন। বিপুল ইন্দ্রের আগমনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, যোগ বলে রুচির দেহে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রের কুবাসনা সফল হইতে দেন নাই। মহাভা-অনুশা-৪০-৪৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩। (১৩) সূর্য্যমণ্ডলস্থ দ্বাদশকলার অন্যতমা। তন্ত্র-১০১ পৃঃ। বোধিনী দেখ।

রুচিপ্রভ—জনৈক দানব। মহাভা-শান্তি-২২৭

রুচিমতী—উগ্রসেনের পত্নী। গর্গ-অশ্ব-১০। উগ্রসেন দেখ।

রুচির—(১) অজমীঢ় বংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২০। সেনজিত দেখ। (২) কুরুবংশীয় জয়ৎসেনের তনয় রুচির। তৎসুত ভীম। মৎ-৫০।

রুচিরধী—ভরদ্বাজ-বংশীয় সংকৃতির পুত্র রুচিরধী ও রন্তিদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

রুচিরাশ্ব—(১) অজমীঢ় বংশীয়

সেনজিতের অন্যতম পুত্র। রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন। গরু-পু-১৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বায়ু-৯৯। মৎ-৪৯। (২) অজমীঢ় বংশীয় শ্যেনজিতের পুত্র রুচিরাশ্ব। তাঁহার তনয় পার। পারের আত্মজ পৃথুসেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) সিংহলরাজ পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

রুজ—দানব বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

রুজোগন্ধি—পুষ্কর তীর্থে দেব শঙ্কর রুজোগন্ধি নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-২। শিব দেখ।

রুদ্র—(১) মহাদেবেরই এক নাম। শিব দেখ। (২) পুলস্ত্য, পুলহ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ সৃষ্ট হইবার পর, ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। মার্ক-৫০। (৩) প্রতিকল্পেই প্রজা সৃষ্টি করিয়াও প্রজার যথেষ্ট বৃদ্ধি না হওয়াতে, ব্রহ্মা অতিশয় দুঃখিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন ভগবান মহেশ্বর ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই অনাময়, আদি ও নিধন রহিত এবং ভূতগণের সংহর্তা ও বিভু। এই ব্রহ্মপুত্র রুদ্রই আবার ব্রহ্মার প্রাণদান করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য করেন। তিনি প্রতি কল্পেই উৎপন্ন হইয়া প্রজা-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করেন। কোনও সময়ে ব্রহ্মা সেই বিভু রুদ্রকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলাতে তিনি আপনার তুল্য সমুদয় প্রজাকে মন হইতে সৃষ্টি করেন। এই সকল রুদ্রের আত্মসদৃশ পুত্রগণ একেবারে চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। পিতামহ ব্রহ্মা ঐ সকল রুদ্রগণ কর্ত্তৃক জগৎ পরি-ব্যাপ্ত দেখিয়া, নিজ পুত্র রুদ্রের আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ প্রজা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন। ব্রহ্ম-পুত্র রুদ্র তখন বলেন যে তিনি আর ঐরূপ মানসী প্রজা সৃষ্টি করিবেন না। যাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা তাঁহারই অনুচর হইয়া বিচরণ করিবে। শিব-বায়-পূ-১২। (৪) পিতামহ ব্রহ্মা যখন প্রজা-সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে রোদন করিতে করিতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্র রুদ্র নামে খ্যাত। ব্রহ্মা তাঁহাকে আরও কয়েকটি নাম দেন। যথা—ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি ভীম, উগ্র, কপালী ও মহাদেব। অগ্নি-২০। বিষ্ণু-১ম-৮। (৫) সনক, সনাতন প্রভৃতি ব্রহ্মার পাঁচজন মানস পুত্র সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন হওয়ায়, পিতামহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন প্রাণস্বরূপ হর ব্রহ্মার ললাট ভেদকরিয়া বহির্গত হইলেন। তখন ব্রহ্মা রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই ললাট-উৎপন্ন পুত্রের

নাম হইল রুদ্র। তাঁহার ভব, সর্ব্ব প্রভৃতি আরও সাতটি নাম আছে। সৌর-২৩। (৬) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রুদ্রদেব আত্ম-সদৃশ তেজোবলরূপাদিসম্পন্ন সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই পিঙ্গলবর্ণ, জটাজুট, তূণীর ও কপালধারী, বিবস্ত্র, হরিৎকেশ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, ত্রিলোচন, জৃম্ভণ-কারী, সকল ভূতের অদৃশ্য, মহাতেজ-সম্পন্ন এবং রোদন ও ধাবন-শীল ছিলেন। তাঁহারা জন্মমাত্রই বিবিধ রুদ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন, জপ, যোগ, রোদন, ধাবন প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এই সকল ভীষণা-কৃতি রুদ্রপুত্রগণকে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং রুদ্রদেবকে অন্যবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। রুদ্র-দেব তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন যে, ঐ পুত্রগণ হীনশ্রেণীর দেবতারূপে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে রুদ্র নামে খ্যাত হইবে। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-৯-১০। (৭) ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই সর্পগণ উৎপন্ন হয়। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা একান্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্মার শরীর হইতে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে একাদশ জন রুদ্র আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম হয় রুদ্র। এই রুদ্রগণই দেহীগণের প্রাণস্বরূপ এবং প্রাণিগণের প্রাণ ও রুদ্র অভিন্ন। তাঁহারাই জীবগণের দেহে প্রাণরূপে অবস্থান করেন। একাদশ রুদ্রের আবির্ভাবের পর মহাদেব ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন এবং তৎপরে ব্রহ্মার ললাট হইতে ঐ একাদশ রুদ্রের প্রভু স্বরূপ অপর রুদ্রও প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই রুদ্র প্রথমে ব্রহ্মার পুনর্জীবন দান করিয়া পরে তাঁহারই পুত্র স্বরূপ হয়েন। ব্রহ্মা প্রাণ লাভ করিয়া প্রভু রুদ্রকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রভু রুদ্র তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মার পূর্ব্ব এক প্রার্থনা অনুসারেই তিনি পিতামহের পুত্ররূপে আবি-র্ভূত হইয়াছেন। অনন্তর প্রভু রুদ্র ব্রহ্মার প্রার্থনায় তাঁহাকে সৃষ্টি বিষয়ে সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। বায়ু-২৫। (৮) প্রজাসৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হইয়া ব্রহ্মা কি ভাবে কি করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু চিন্তা করিয়াও যেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার ক্রোধ হইল। সেই ক্রোধ হইতে মহাবল রুদ্র জন্মলাভ করিলেন। তিনি উৎ-পন্ন হইয়াই রোদন করিতে লাগিলেন; তাই তাহার নাম হইল রুদ্র। অতঃ-

পর ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে এক কন্যার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা সেই কন্যাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বরা-২১। (৯) সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যারত ব্রহ্মার মন হইতে এক কৃষ্ণলোহিত মিশ্রিতবর্ণ, পিঙ্গল নেত্র পুরুষ উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন রুদ্র। অতঃপর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন "তুমি সৃষ্টি বিস্তারে সমর্থ। অতএব তুমি সৃষ্টি কর।" এই কথা শুনিয়াই রুদ্র জলে মগ্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে মানস হইতে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তারে নিয়োজিত করিলেন। সৃষ্টিবিস্তারের বাহুল্য ঘটিলে দেবগণ, সিদ্ধগণ সকলে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে জলমগ্ন রুদ্রও জল হইতে উত্থিত হইয়া দেবগণাদিকে ব্রহ্মযজ্ঞে নিযুক্ত দেখিয়া রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ হইতে অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্ব দেহ পিঙ্গল বর্ণ হইল। তাঁহার মুখ হইতে বেতাল, ভূত, পিশাচ ও যোগিনীগণ বহির্গত হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। এদিকে রুদ্রও এক বিশাল আকার ধনু ও অস্ত্ররূপ তীর লইয়া দেবগণ, সিদ্ধগণ প্রভৃতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া রুদ্রকে শান্ত করিয়া অবশিষ্ট দেবগণকে বলিলেন "তোমরা রুদ্রের স্তব কর।" দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রের রোষ শান্তি হইল। বরা-৩৩। (১২) সনকাদি পুত্রগণকে সৃষ্টিকার্য্যে নিরপক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মা পূর্ব্বে শঙ্করকে পুত্র রূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা দুঃসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল তপস্যার দ্বারা কোনও ফল না পাইয়া তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সেই অশ্রু বিন্দু সকল হইতে বহু সংখ্যক ভূত প্রেত উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মা নিজেকেই ধিক্কার দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রলয় কালীন পাবকের সদৃশ রুদ্রগণ আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাহা-

দিগকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাদের নাম দিলেন রুদ্র। অতঃপর ব্রহ্মা আরও সাতটি নাম দিলেন। যথা—ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্র, এই আটটি ঐ আট রুদ্রের মূর্ত্তি। সুবর্চ্চলা, উমা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী, ইহাঁরা রুদ্রপত্নী বলিয়া বিদিত হইলেন। এবং শনৈশ্চর শুক্র, মঙ্গল, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বুধ ইহাঁরা রুদ্র তনয় হইলেন। কূর্ম্ম-পূ-১০। (১১) মহাদেবের অঙ্গ হইতেই রুদ্র নামে এক দেব উৎপন্ন হন। মহাদেবের অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তিনি সামর্থ্যে মহাদেব হইতে কোনও ক্রমে ন্যূন নহেন। মহাদেব হইতে সেই রুদ্রের আদৌ পার্থক্য নাই এবং তাঁহাদের পূজার বিধানও এক রূপ। রুদ্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহেন। মহাদেব ব্রহ্মার ভ্রূকুটী হইতে রুদ্রকে সৃজন করেন। ঐ রুদ্র তমোগুণ প্রধান। শিব-জ্ঞান-৪, ৫। (১২) সনকাদি মানস পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলে, ব্রহ্মার মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল। তখন তাঁহার ভ্রূকুটীকুটিল-ললাট হইতে অর্দ্ধ নারী-নর-রূপ মহাকায় ভয়ঙ্কর রুদ্র উৎপন্ন হইলেন। সেই রুদ্র ব্রহ্মার আদেশে নিজেকে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে বিভাগ করিলেন। পরে আবার ঐ পুরুষ-রূপকে একাদশ ভাগে এবং স্ত্রীরূপকে বহু ভাগে বিভক্ত করিলেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (১৩) কল্পের আদিতে ব্রহ্মা কি ভাবে এক আত্মতুল্য পুত্রলাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলেন। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়দেশে এক নীললোহিত কুমার প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ কুমার রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই কুমার বলিলেন,—"আমার নামকরণ করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"তোমার নাম হইল রুদ্র। তুমি আর রোদন করিও না।" এইরূপ বলাতেও সেই কুমার আরও রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সাতটি নাম দিলেন এবং সূর্য্য, আপ, মহী, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত-ব্রাহ্মণ ও চন্দ্র, এই আটটিকে ঐ আট রুদ্রের তনুস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ আট রুদ্রের পত্নীগণের নাম সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী, এবং শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বুধ, ইহাঁরা আট রুদ্র-তনয়। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-২৭।

ব্রহ্মা-২৮। (১৪) পিতামহ ব্রহ্মা আট রুদ্রের যে আট মূর্ত্তি বিধান করেন, ঐ মূর্ত্তি সকল ব্রহ্মধাতু। ঐ সকল মূর্ত্তিতে রুদ্রদেব পূজিত হইলে, তিনি পূজকদিগকে হিংসা করেন না। রুদ্রের ভব নামের মূর্ত্তি জল। ভূতসমূহ জল হইতে জন্মিয়া থাকে, এবং জলই ভূতসমূহের জন্মের হেতু। এজন্য কেহ কখনও জলে মূত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না। নগ্ন অবস্থায় জলে অবতরণ করিয়া স্নান করিবে না। জলে থুতু ফেলিবে না এবং জলের উপর দিয়া বাহিয়া যাইতে যাইতে কখনও বিরক্তির সহিত জলের উদ্দেশ্যে কটুবাক্য বলিবে না। রুদ্রের সর্ব্বনামের মূর্ত্তি ভূমি। এ জন্য কেহ ছায়ায়, সোপানে বা স্বচ্ছস্থানে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না। ঐরূপ করিতে হইলে মস্তক আবৃত করিয়া তৃণদ্বারা মহী আচ্ছাদনপূর্ব্বক করিবে। যে ব্যক্তি ভূমির প্রতি এইরূপ আচরণ করে, শর্ব্ব কদাপি তাহাকে হিংসা করেন না। ঈশান নামক রুদ্রের মূর্ত্তি বায়ু। যে ব্যক্তি এই বিরাট বায়ুর স্তুতি করে, ঈশানদেব তাহার মঙ্গল করেন। পশুপতি নামক রুদ্রের মূর্ত্তি অগ্নি। প্রথমা রুদ্রপত্নীর নাম সুবর্চ্চলা। তাঁহার পুত্র শনৈশ্চর। এইরূপে ভবের তনু জল ও তাঁহার পত্নী উষা। উষার পুত্র উশনা। শর্ব্বরূপী রুদ্রের মূর্ত্তি ভূমি, পত্নী বিকেশী ও পুত্র অঙ্গারক। ঈশান রুদ্রের পত্নী শিবা, পুত্র মনোজব। পশুপতির মূর্ত্তি অগ্নি, পত্নী স্বাহা, তনয় স্কন্দ। ভীমের তনু আকাশ, পত্নী দিক্‌পুঞ্জ, তনয় স্বর্গ। উগ্রের তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান, পত্নী দীক্ষা এবং পুত্র সন্তান। মহাদেব নামক রুদ্রের তনু চন্দ্রমা, পত্নী রোহিণী এবং পুত্র বুধ। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। (১৫) সৃষ্টির আদিতে এক রুদ্রদেবই বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার দেহবর্ণ শ্বেত, লোহিত ও নীল ছিল। তন্মধ্যে নীল রংএরই আধিক্য দৃষ্ট হইত। তাঁহার দশন সমূহ অতি বিশাল ও মুখমণ্ডলও অতি বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শান্ত, দান্ত ও সংযমী ছিলেন। তিনিই নারায়ণকে সৃষ্টি কার্য্যে নিয়োগ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১০। (১৬) যে ষষ্ঠিসংখ্যক রুদ্র, তৎসংখ্যক ভুবনের আস্পদ-স্বরূপ বিদিত হন, তাঁহাদের নাম—অজেশ, অট্টহাস, অগ্নীশ, অনাদিক, অপাদী, অবিমুক্ত, অমরেশ, অম্রাতিকেশ, কালকর্ণ, কালদংষ্ট্রী, কামরূপ, কুরুক্ষেত্র, কেদারখল, গয়া, গোকর্ণ, ঘোর, চন্দ্রশেখর, জটাল, দণ্ডী, নকুলীশ, নাদিক, নৈমিষ, ধাতা, পিঙ্গল, পিঙ্গলাক্ষ, পুষ্কর, প্রজাপত্য, প্রভাব, বস্বাপদ, বিদুর, বিধান, বিমল,

বিশাল, উগ্রকর্ণ, ভয়ানক, ভাবভূতি, ভাস্বর, ভীম, ভৈরব, মৃতজ, মন্ত্ররূপী, মহাকাল, মহাবল, মহেন্দ্র, রুদ্রকোটী, রৌদ্র, শঙ্কুকর্ণ, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীশৈল, সর্ব্বজ্ঞ, সুবাহু, সুদনান্তর, স্থাণু, স্বর্ণাক্ষ, হর, হরিশ্চন্দ্র ও হুতাশন। (মোট আটান্ন জন)। অগ্নি-৮৫। (১৭) দেবী কালিকার অনুগতা যে সকল রুদ্র, দেবীর বিধানানুসারে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম—অগ্নিরুদ্র, অনন্ত, ঈশ্বর, কারণ, ক্রূরতেজা, ক্ষয়ান্তক, ঘনবৃষ্টি, চল, দারুণ, দীপ্ত, দ্যুতিমান, ধাতা, পদ্মহস্ত, প্রসন্ন, বলাহক, বিদ্যুৎ, বিবুধ, বৃদ্ধ, যমহন্তা, লোহিত, শান্ত, শীঘ্র, সুপ্রভ ও সৌম্যদৃক। দেবীপু-৮১। (১৮) একাদশ রুদ্রের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে দেওয়া আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) অজ, ঈশ্বর, একপাত, অহিব্রধ্ন, নির্ঋতি, সর্প, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, সেনানী ও কপালী। হরি-হরি-১৯৬। (খ) অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিশ্বরূপ, রৈবত, হর, ত্র্যম্বক, বহুরূপ, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও কপালী। অগ্নি-১৮। (গ) অঙ্গারক, সর্প, নির্ঋতি, সদ্-সম্পত্তি, অজৈকপাদ, অহিবুর্ধ্ন, জ্বর, ঊর্দ্ধকেতু, ভুবন, মৃত্যু ও কপালী। বায়ু-৬৬। (ঘ) অজ, রৈবত, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্। ভাগ-৬স্ক-৬। (ঙ) মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ। মহাভা-আদি-৬৬। (চ) মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ। মহাভা-আদি-১২৩। (ছ) অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত। হরি-হরি-৩। (জ) অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (ঝ) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, শম্ভু, বৃষাকপি, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী। বিষ্ণু-১ম-১৫। (ঞ) বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, কপালী, ভুবনাধীশ্বর, স্থাণু ও ভগ। পদ্ম-উত্ত-৫। (ট) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী। গরুড়-পু-৬। (ঠ) অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও অপরাজিত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৭। (ড) অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, ত্বষ্টা, রুদ্র, হর, সর্ব্ব, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু

কপর্দী ও রৈবত। দেবীপু-৪৬ (ঢ) অজ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, একপাৎ, ভৈরব, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী। লি-পূ-৬৩। (ণ) অজৈকপাদ, বিরূপাক্ষ, জয়ন্ত, রৈবত, অহিব্রধ্ন হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর ও পিনাকী। মৎ-৫। (ত) অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, পবন, ঈশ্বর ও শম্ভু। মহাভা-অনু-১৫০। (থ) কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, অন্ত ও ভব। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪,২১। (দ) অজৈকপাদ, অহির্বধ্ন, ত্বষ্টা, রুদ্র, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (ধ) নির্ঋতি, শম্ভু, অপরাজিত, খর, মৃগব্যাধ, কপর্দ্দী, দহন, অহিব্রধ্ন, কপালী, পিঙ্গল ও সেনানী। মৎ-১৭১। (ন) মৃগব্যাধ, শর্ব্ব, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ভব, বিশ্বেশ্বর, কপর্দ্দী, স্থাণু ও ভর্ব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (প) বৃষধ্বজ, শর্ব্ব, মৃগব্যাধ, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, বৃষাকপি ও ত্র্যম্বক্। স্কন্দ-আগ-১৪৩। (ফ) অজৈকাদহির্ব্রধ্ন্য-ত্বষ্টা, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী। ব্রহ্মপু-৩। (ব) মনুষ্য, মনু, মহিনস্, মহান, শিব, ঋত-ধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। এই একাদশ রুদ্রের পত্নীদের নাম—ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পী, ইরা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী। ভাগ-৩স্ক-১২। ব্রহ্মা (৬৮) ও কাষ্ঠা দেখ। (১৯) রুদ্র, কাশিক, জনক, বপু, দীপ্তি, ভানু, ও কর্ণ, এই সকল মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া অমর হইয়াছিলেন। দেবীপু-১১০। (২০) চন্দ্র-তনয় বুধের ঔরসে ও মনু-কন্যা ইলার গর্ভে রজঃ, রুদ্র ও পুরূরবা নামে তিন পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪২ (২১) ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যাগণের গর্ভে বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (২২) আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশৎ সন্তানের অন্যতম রুদ্র। গোদানকালে ঐ অগ্নির পূজা ও আবাহন বিধেয়। দেবীপু-১২২। (২৩) সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার কালে রুদ্রগণ দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বৃহন্না-৩৭। ব্রহ্মপু-৫। ভাগ-৮স্ক-১৩। বৈবস্বত মনু দেখ। (২৪) দেবগণের যে আটটি বিভাগ আছে, তন্মধ্যে রুদ্রগণ একটি। ব্রহ্মা-৭১। ভৃগুগণ দেখ। (২৫) তেত্রিশজন দেবতার অন্তর্গত রুদ্রগণ অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ

করেন। রামা-আর-১৪। (২৬) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজার উপাচার যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী ষট্‌কোণের বায়ুকোণে সরস্বতী ও রুদ্রের পূজা করিতে হয়। তন্ত্রঃ ১৬৫ পৃঃ। (২৭) তন্ত্রমতে রুদ্রগণের নাম—ক্রোধীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চান্তক, শিবোত্তম, একরুদ্র, কূর্ম্ম, একনেত্র, চতুরানন, অজেশ, সর্ব্ব, সোমেশ, লাঙ্গলী, দারুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অদ্রি, মান, মেষ, লোহিত, শিখী, ছগলভ, দ্বিরণ্ডেশ, মহাকালী, বালী, ভুজঙ্গেশ, পিণাকীশ, খড়্গীশ, বক, ভৃগ্বীশ, শ্বেত, কুলি, শিব এবং সংবর্ত্তক। ইহাঁদের সকলেরই হস্তে শূল ও নরকপাল। তন্ত্রঃ ৩০৮ পৃঃ। শিব ও ব্রহ্মা (২৮), (২৯), (৩৯), (৪৩), (৬৯), (১২২) ও (২০৩) দেখ। (২৮) রুদ্র প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের অন্যতম দেবতা। ঋষিরা রুদ্র সম্বন্ধে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। রুদ্রের পুত্র মরুত্বানও দেবতা ছিলেন। ঋষিরা অনেক স্থলে অগ্নিকেই রুদ্রনামে অভিহিত করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থলে ব্রহ্মাকেই রুদ্র বলা হইয়াছে। ঋক্-১।৩৯।৪; ১; ১।৪৩।১ শ্বেত-৩, ৪।

রুদ্রকালী—অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ দেখ।

রুদ্রকোটী—রুদ্র দেখ।

রুদ্রচণ্ডা—অন্যতমা শক্তি। পদ্ম-পু-২৪। শক্তি দেখ।

রুদ্রজাপ্যস্তুত—মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

রুদ্রতনয়—দণ্ডদেবতার এক নাম। মহাভা-শান্তি-২১১।

রুদ্রদত্ত—চন্দ্রবংশীয় কিন্নরগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। ইন্দ্রদত্ত দেখ।

রুদ্রদুতি—নামান্তর শিবদুতি। শুম্ভনিশুম্ভের বধের জন্য দেবী মহেশ্বরী চাণ্ডিকার মুখ হইতে নানা দেবগণের অংশভূতা শক্তিগণের আবির্ভাব হয়। ঐ সময়ে দেব শঙ্করও দেবীর সাহায্যের জন্য তথায় উপস্থিত হন। দেবী তাঁহাকে দূতরূপে শুম্ভনিশুম্ভের নিকট প্রেরণ করেন। তদবধি দেবী শিবদুতি বা রুদ্রদুতি নামে প্রসিদ্ধা হন। বাম-৫৬।

রুদ্রমাল—জনৈক নাগ-তনয়। চমৎকারপুর-নিবাসী দেবরাতের তনয় ক্রথ রুদ্রমালকে বিনাদোষে বধ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগগণ চমৎকারপুর ধ্বংস করেন। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

রুদ্ররোমা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভুতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ-দেখ।

রুদ্রশির—ব্রহ্মার এক নাম।

ব্রহ্মার কোনও কুকর্মের জন্য শিব ব্রহ্মার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তখন ব্রহ্মা করযোড়ে শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শিব বলেন যে, "যেহেতু তুমি দেবতা হইয়াও মনুষ্যের ন্যায় নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ, সেইহেতু তুমি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। আর আমি তোমার মস্তকেই অবস্থান করিব। তজ্জন্য তোমার নাম রুদ্রশির হইবে। স্কন্দ-নাগ-১১ ; স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৬। ব্রহ্মা (১৯) দেখ।

রুদ্রসাবর্ণি (মনু)—(১) চতুর্দ্দশ জন মনুর অন্যতম। বিভিন্ন পুরাণে মনু-দের যে বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়, সে তালিকাগুলির সকলের মধ্যে রুদ্রসাবর্ণি মনুর নাম নাই। কয়েকটি জায়গায় আছে মাত্র। মনুগণের তালিকা দেখ। ১২৯৮-১৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দেবী-ভাগবত মতে (৯স্ক-১৫) ধর্ম্ম-সাবর্ণির পুত্র রুদ্রসাবর্ণি। তাঁহার তনয় দেবসাবর্ণি। আবার ঐ পুরাণেই অন্যত্র আছে (১০স্ক-১৩অঃ) বৈব-স্বত মনুর অন্যতম পুত্র শর্য্যাতি রুদ্রসাবর্ণি নামে ত্রয়োদশ মনু হয়েন। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ মতে (মধ্য-২৯) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১০০) রুদ্রসাবর্ণি একাদশ মনু। তাঁহার পরে ধর্ম্মসাবর্ণি মনু হন। (২) রুদ্রসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন। দেবতাদিগের পাঁচটি গণ ছিল। যথা—হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারাগণ। ঐ প্রত্যেক গণেই দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন। দেবশ্রেষ্ঠ, উপদেব, দেববান্ প্রভৃতি মনুপুত্রেরা রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অগ্নি-১৫০। (৩) রুদ্রসাবর্ণি মনুর নামান্তর ঋতসাবর্ণি। তিনি রুদ্রের পুত্র ছিলেন, তজ্জন্য রুদ্রসাবর্ণি নামেও পরিচিত। তাঁহার অধিকারকালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন। দেবতাদের হরিত, রোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুপার এই পাঁচটি গণ ছিল। এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—বশিষ্ঠ-তনয় কৃতী, আত্রেয় সুতপা, আঙ্গিরস তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোশয়ান, পৌলহ তপোরতি এবং ভার্গব তপোমতি। মিত্রবান্ প্রভৃতি মনুপুত্র ছিলেন। বায়ু-১০০। মিত্রবান্ দেখ। (৪) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির দেববান্, উপ-দেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি পুত্র ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন ও তপোমূর্ত্তি, তপস্বী, অগ্নীধ্রক প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। ঐ মনুর অধিকারকালে ভগবান্ হরি সত্যসহা নামক বিপ্রের ঔরসে ও সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম

হয় স্বধামা। ভাগ-৮স্ক-১৩।

রুদ্রসুসটা—অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

রুদ্রসেন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন নৃপতি। তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে এক বণিকদম্পতি ছিলেন। এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাকালের মন্দিরে জাগরণ করিয়া, মহেশ্বরের পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহারা জন্মান্তরে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বজন্মের বিবরণ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, এই জন্মেও প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে, মহাকালের মন্দিরে জাগরিত থাকিয়া পূজা, ধর্ম্মালোচনা ও গীতবাদ্যাদি করিতেন। স্কন্দ-নাগ-৪৭।

রুদ্রা—(১) নরপতি রৌদ্রাশ্বের এক কন্যা। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) অন্যতমা শিশুমাতা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। আর্য্যা ও শিশুমাতা দেখ। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রুদ্রাণি—(১) অনন্ততৃতীয়া ব্রতে অঙ্কিত পদ্মের দক্ষিণে ভবানী ও রুদ্রাণির পূজা করিতে হয়। মৎ-৬২। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রুদ্রাণী—(১) অন্যতমা যোগিনী। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (২) দেবীসাবিত্রী রুদ্রকোটী তীর্থে রুদ্রাণী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী রুদ্রকোটী তীর্থে রুদ্রাণী নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। সতী দেখ। (৪) একাদশ রুদ্রের অন্যতম ধৃতব্রতের পত্নীর নাম ছিল রুদ্রাণী। ভাগ-৩স্ক-১২। (৫) দেবী আদ্যাশক্তির একনাম। তিনি রুদ্রদেবের শক্তি অথবা রৌদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, অথবা ভয়ঙ্কর কার্য্য সম্পাদন করেন, এই কারণে তিনি রুদ্রাণী নামে অভিহিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৬) দণ্ডকারণ্যে রুদ্রাণী নামে দেবী পূজিতা হন। ঐ স্থলে গজানন অমর নামক দানবকে নিহত করেন। দেবীপু-৪৩।

রুদ্রবাসেশ্বর—কাশীধামে মণিকর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত রুদ্রবাসেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, মানব রুদ্রলোকে গমন করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

রুদ্রেশী—অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

রুদ্রেশ্বর—(১) রুদ্রমহালয় হইতে রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ আসিয়া কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে রুদ্রলোকে গমন করিতে পারা যায় এবং রুদ্ররূপে পরিগণিত হইতে পারা যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯,৯৭। (২) প্রভাসক্ষেত্রস্থ রুদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ সর্ব্বপাতকহর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৮।

রুধিক্রা—একজন অনার্য্যদস্যু। ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। ঋক-২।১৪।৫।

রুধির—জনৈক রাক্ষস। সে বশিষ্ঠ ঋষির পুত্র শক্তি্রকে ভক্ষণ করিয়াছিল। লি-পু-৬৩।

রুধিরপায়িনী—অন্যতমা যোগিনী স্কন্দ-কাশী-পু-৪৫। যোগিনীগণ দেখ

রুধিরাশ্ব—কল্কির শ্বশুর শশিধ্বজ নৃপতির অনুচর ও সেনাপতি। কল্কি-৩য়-১০।

রুধিরাশন—রাবণানুগত খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুচর জনৈক রাক্ষস। সে দণ্ডকারণ্যে রামহস্তে নিহত হয়। রামা-আর-২৩, ২৬।

রুম—খুব সম্ভব একজন অনার্য্য দলপতি। ইন্দ্র তাহাকে বশীভূত করেন। ঋক্-৮।৪।২

রুমণ—(১) যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস বিদ্যুতের পুত্র। বায়ু-৬৯। আপ, বধ ও যাতুধান দেখ। (২) জনৈক বানর দলপতি। তিনি বহু সংখ্যক বানর-সহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-আর-৩৯।

রুমণ্বান—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুদর্শনের সেনাপতি। বারাণসীরাজ বিজয়ের সেনাপতি সঞ্জয়ের হস্তে তিনি নিহত হন। কালিকা-৮৯। (২) বিধূম নামক বসুর অন্যতম পরিচারক। বিধূম ব্রহ্মার শাপে মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার ভৃত্যগণও প্রভুর বিয়োগে সহ্য করিতে না পারিয়া, মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্পদন্ত নামক বিধূমের পরিচারক কৌশাম্বাধিপতি শতানীকের অন্যতম মন্ত্রী বিপ্রতীকের পুত্র রুমণ্বান রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। মাল্যবান্ দেখ।

রুমা—তার নামক বানরের কন্যা ও সুগ্রীবের ভার্য্যা। বানর-রাজ বালী সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া রুমাকে নিজ অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। রামকর্ত্তৃক বালি নিহত হইলে সুগ্রীব রুমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হন। রাম-কিষ্কি-৮, ২০; অগ্নি-৮। পদ্ম-পাতা-৭১। অধ্যা-রামা-কিষ্কি-৩। অদ্ভু-রামা-১৬।

রুরু—(১) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। রুরুর পুত্র অঙ্গ। হরি-হরি-১৯৬। মৎ-৯। শিব-ধর্ম্ম-৫২। গরু-পু-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। ব্রহ্মপু-৫। (২) মহর্ষি চ্যবনের পুত্র প্রমতি হইতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রুরু জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মেনকার গর্ভজাত ও গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৫, ৮। (৩) প্রমতির পত্নী প্রতাপীর গর্ভে রুরু জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-২স্ক-৮ ৯। (৪) প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর শুনক নামে পুত্র জন্মে। মহাভা-অনুশা-৩০। প্রমদ্বরা দেখ। (৫) দেবদত্ত নামক

এক তপস্বী ব্রাহ্মণের তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। প্রম্লোচার গর্ভে দেবদত্তের এক কন্যা জন্মে। রুরু অর্থাৎ মৃগগণ ঐ কন্যাকে তপোবনে পালন করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম হয় রুরু। সেই কন্যা অতিশয় শুদ্ধমতী ছিলেন। তিনি নারায়ণের তপস্যা করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন ও নারায়ণের অনুগ্রহে পরম তীর্থরূপে পরিণত হন। বরা-১৮৬। (৬) দেবী ভগবতীর অনুচর একজন নায়ক। কালিকা-৬৩। ভয়ঙ্কর দেখ। (৭) শিবানুচর ভৈরবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে সুবেশ নামে এক পুত্র জন্মে। সুবেশ গন্ধর্ব্বরাজ ধৃত-রাষ্ট্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে সুবেশের রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। রুরুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে বাহু জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-৮৯। ঈশ্বর (২) দেখ। (৮) তপস্যারত দেবী শিবার তপঃতেজ হইতে রুরু নামে এক দৈত্য প্রাদুর্ভূত হয়। সে সমুদ্র মধ্যস্থ রত্ন নামক মহাভয়ঙ্কর পুরীতে বাস করিত। একবার স্বর্গজয়েচ্ছু হইয়া, রুরু অনুচর-গণের সহিত অভিযান করে। দেবগণ রুরুর ভয়ে ভীত হইয়া নীলাচলে তপস্যারত শিবাদেবীর নিকট উপস্থিত হন। দেবী দেবগণকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া উচ্চহাস্য করেন। তাহাতেই তাঁহার মুখ হইতে কতকগুলি অঙ্গনা প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবী সানুচর রুরুর সহিত যুদ্ধ যাত্রা করেন। অতঃপর দেবীহস্তেই রুরু নিধন প্রাপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩১। (৯) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের বংশে রুরু নামে এক জন অসুর জন্ম গ্রহণ করে। রুরুর পুত্র মহাসুর দুর্গম। দেবীভা-৭স্ক-২৮। (১০) কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূরের মুখ হইতে মেঘাকৃতি রুরু নামক এক অসুরের উদ্ভব হয়। শিবের আদেশে ঐ দৈত্য ব্রহ্মার স্তব করিতে থাকিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে, "তুমি সপ্তলোকের অধীশ্বর এবং অজর ও অক্ষয় হইবে" বলিয়া বর প্রদান করেন। অতঃপর পিতামহ পাতাল প্রদেশে রুরুর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রুরু পাতাল-নিবাসী অসুরদিগের অধিপতি হইয়া ক্রমে সসাগরা পৃথিবী জয় করেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু দেবগণের হিতার্থ রুরুদৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরে দেবী আদ্যা-শক্তি শিবানী ও ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী প্রভৃতিও যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁহাদের সকলের মিলিত শক্তির নিকট রুরু পরাজিত হইয়া দেবী-হস্তে নিহত হন। দেবীপু-৮৩-৮৬। ব্রহ্মা (১৮১) দেখ। (১১) শুম্ভ-নিশুম্ভ

দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবীহস্তে নিহত হন। বাম-৫৫। (১২) রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ অসুর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (১৩) রৈবত মন্বন্তরে রুরু নামে এক অসুর ছিল। তাহার পুত্র বভ্রাসুর। স্কন্দ-আব-চতু-৪। (১৪) রথন্তর কল্পে রুরু নামে এক মহাপরাক্রান্ত দৈত্য ছিলেন। তিনি নিজ বলে দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন। দেব ও ঋষিগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার বধোপায়ের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তখন ক্রুদ্ধ দেব ও ঋষিগণের দেহনির্গত স্বেদ হইতে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় সেই কন্যা রুরুবধে সম্মত হইয়া উচ্চহাস্য করিলেন। তাঁহার সেই হাস্য হইতে দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য আরও অনেকগুলি কন্যা উৎপন্ন হইলেন। ঐ সকল অনুচরীদিগকে লইয়া ঐ কন্যা রুরুদৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪২। (১৫) একবার রুরু নামক এক দৈত্য দেবী দাক্ষায়ণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য, ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিবার পর, ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, দাক্ষায়ণীকে পত্নীরূপে পাইবার তাঁহার কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি যেন ঐ রূপ আশা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রুরুদৈত্য তাঁহার কথাতেও ভগ্নোদ্যম না হইয়া, মলয় পর্ব্বতে আরও তীব্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যার ফলে, মলয়পর্ব্বতে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। সেই অগ্নিভয়ে মহাদেব পার্ব্বতীকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। পার্ব্বতী শিবের নিকট হইতে স্থানান্তরে গমণের কারণ ও রুরুদৈত্যের তপস্যার কথা শুনিয়া এবং রুরুদৈত্য বধে শিবের অসামর্থ্যের কথা জানিতে পারিয়া, স্বয়ংই দৈত্য বধে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি এক সিংহকে বধ করিরা, তাহার চর্ম্ম পরিধান ও সিংহরক্তে দেহ রঞ্জিত করিয়া, রুরুদৈত্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৬। (১৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনকের পুত্র রুরু। তাঁহার তনয় পারিপাত্র। গরু-পূ-১৪২। পারিপাত্র ও অহীনগু দেখ। (১৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনগুর পুত্র রূপ; রূপের তনয় রুরু। তাঁহার পুত্র পরিপাত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (১৮) রাম (পরশুরাম), ব্যাস, অশ্বত্থামা, শরদ্বান্, অত্রিপুত্র, গালব ও কশ্যপপুত্র রুরু, ইঁহারা সাবর্ণি-মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি—

হরি-৭। সাবর্ণিমনু দেখ। (১৯) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর বায়ু কোণ-রক্ষক জনৈক দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। ভৈরব (১০) দেখ। (২০) বরাহকল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহাদেব নকুলীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার কুশিক, গর্গ, মিত্রক ও রুরু নামে চারিজন শিষ্য ছিল। কূর্ম্ম-পূ-৫২। নকুলী, নকুলীশ ও শিব দেখ।

রুরুক—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশে বিজয় নামক এক ধর্ম্মাত্মা নৃপতির পুত্র রুরুক। তাঁহার তনয় বৃক। হরি-হরি-১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। গরু-পূ-১৪২। ব্রহ্মপু-৮। বায়ু ৮৮। বৃক ও বিজয় দেখ।

রুরুদ্রোহ—জনৈক ভিল্ল জাতীয় ব্যাধ। শিকার সংগ্রহের উদ্দেশে, একদিন রাত্রিকালে সে কিছু পানীয় জলসহ এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া, অপেক্ষা করিতেছিল। তখন তাহার শরীর সঞ্চালনে কতিপয় বিল্বপত্র ও কিঞ্চিৎ জল বৃক্ষমূলস্থিত শিবলিঙ্গের উপর পতিত হয়। তাহাতেই রুরুদ্রোহের শিবপূজা করিবার ফল লাভ হয়। সেই ব্যাধই পরজন্মে নিষাদরাজ গুহরূপে জন্মলাভ করে। শিব-জ্ঞান-৭৪।

রুশম্—কণ্বগোত্রীয় মেধ্যাতিথি ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্র রুশম, শ্যাবক ও কৃপকে যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞের যজমানকেও যেন রক্ষা করেন। সায়নাচার্য্য এই রুশমএর কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৮।৩।১২।

রুষঙ্গু—যদুবংশীয় স্বাহের তনয়। তাঁহার আত্মজ চিত্ররথ। মৎ-৪৪। চিত্ররথ ও স্বাহা দেখ।

রুষদ্গু—যদুবংশীয় স্বাহার পুত্র। তাঁহার তনয় চিত্ররথ। অগ্নি-২৭৫। চিত্ররথ ও স্বাহ দেখ।

রুষদ্রথ—(১) অঙ্গবংশীয় উশীনরের পুত্র তিতিক্ষু। তাঁহার তনয় রুষদ্রথ। তৎসুত পৈল। অগ্নি-২৭৭। উশীনর দেখ। (২) মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তিতিক্ষুর তনয় রুষদ্রথ। ভাগ-৯স্ক-২৩। তিতিক্ষু দেখ। (৩) মহাশাল-তনয় মহামনার নামান্তর ছিল উশীনর। তাঁহার আত্মজ তিতিক্ষু। তৎপুত্র রুষদ্রথ। রুষদ্রথের তনয় হেম। গরু-পূ-১৪২। মহামনা ও উষদ্রথ দেখ।

রুষদ্রু—যদুবংশীয় স্বাহির তনয়। তাঁহার আত্মজ চিত্ররথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। চিত্ররথ, স্বাহি ও রুষঙ্গু দেখ।

রুষণ্বান্—জমদগ্নির অন্যতম পুত্র। কালিকা-৮৩। জমদগ্নি দেখ।

রুষ্ট—নকুলী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব, নকুলী ও রুরু দেখ।

রুদ্র—নকুলীশ্বর নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। নকুলী, নকুলীশ ও শিব দেখ।

রূপ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অহীনগুর পুত্র রূপ। রূপের তনয় রুরু। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। অহীনক ও রুরু দেখ।

রূপক—জনৈক রাক্ষস। সে অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যদ্বারা শিবের আরাধনা করে এবং সেই দ্রব্যের দ্বারাই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত এক ঘণ্টা প্রস্তুত করে। মরণান্তে শিবলোকে গমন করিয়া, সে বিকলাঙ্গ চোর-গণ হয়। পদ্ম-পাতা-৭২।

রূপবতী—নিমি-তনয় মিথির পত্নী। (মিথির নামান্তর জনক)। মিথি সমস্ত ধন দান করিয়া, সস্ত্রীক তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, এক জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হন। তথায় রূপবতী তৃষ্ণায় অতিশয় কাতরা হন। সূর্য্যদেব তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া, রূপবতীর ক্লেশ হরণের জন্য, দুইটি পাদুকা, একটি ছত্র ও পানীয় জল দান করেন। বরা-২০৮। মিথি দেখ।

রূপসুন্দরী—সুধর্ম্মা নামক রাজার মহিষী। সুধর্ম্মা নরপতি পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু-মন্দির বাসী এক মার্জ্জার ছিলেন। রূপসুন্দরীও ঐ মন্দিরে মূষিকরূপে অবস্থান করিতেন। একবার মার্জ্জারকে দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিবার সময়ে, মূষিকের পদসঞ্চালনে মন্দির মধ্যস্থ দীপের বর্ত্তিকা উজ্জলতা প্রাপ্ত হয়। সেই পুণ্যফলেই মূষিক পরজন্মে রাজমহিষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পদ্ম-উত্ত-৩০।

রূপিন্—অজমীঢ়ের অন্যতমা কন্যা। মহাভা-আদি-৯৪। কেশিনী দেখ।

রূপিনী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

রূপেশ্বর—মহাকাল বনে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে, মানব পরম রূপবান্ হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৬২।

রেণু, রেণ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক জন নরপতি। তাঁহার কন্যা রেণুকা জমদগ্নির পত্নী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। হরি-হরি-২৭ ব্রহ্মপু-১০। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। বিশ্বামিত্র দেখ। (৩) বিশ্বামিত্রের পত্নী রেণু। তাঁহার গর্ভে রেণুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। (৪) শালবতী নাম্নী পত্নার গর্ভে বিশ্বামিত্রের রেণু প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-১০। (৫) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি পবমান সোমদেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।৭০।১-১০।

রেণুক—রসাতলবাসী জনৈক নাগ। তিনি দেবতাগণের অনুরোধে দিগ-

গুরুদিগের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ অবগত হন এবং পরে ঐ তত্ত্ব সমূহ দেবগণের নিকটই কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-১৩২।

রেণুকা, রেণূকা—(১) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণু নরপতির কন্যা। হরি-হরি-২৭। পদ্ম-উত্ত-২৪১। ভাগ-৯স্ক-১৫। ব্রহ্মপু-১০। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবেণুর কন্যা কামলী রেণুকা। তাঁহার গর্ভে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯১। (৩) রেণুকা বিদর্ভরাজের কন্যা ছিলেন। জমদগ্নির ঔরসে তাঁহার গর্ভে সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও রুষণ্বান নামে চারিটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ আরও এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম রাম। (পরশুরাম)। কালিকা-৮৩। জমদগ্নি ও পরশুরাম দেখ।

রেণুমতি—পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম সহদেবের পত্নী। তাঁহার নিরমিত্র নামে এক পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪৪।

রেণুমান্—রেণু দেখ।

রেণুহয়—যদুনন্দন শতজিতের পুত্র। অগ্নি-২৭৫। ভাগ-৯স্ক-২৩। শতজিৎ দেখ।

রেব—(১) মনুবংশীয় আনর্ত্তের পুত্র রেব। রেবের তনয় রৈবত। হরি-হরি-১০। অগ্নি-২৭৩। বায়ু-৮৬। (২) আনর্ত্তের পুত্র রোচমান। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে রেব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রেব, রৈবত ও ককুদ্মী নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কন্যা রেবতী বলরামের পত্নী ছিলেন। লিঙ্গ-পূ-৬৬। মৎ-১২। (৩) আনর্ত্ত নরপতির তনয় রেব। রেব রাজার পুত্র রৈবত ও ককুদ্মী। রেব রাজার পুরীর নাম ছিল কুশস্থলী। শিব-ধর্ম্ম-৬০। ব্রহ্মপু-৭। (৪) আনর্ত্তের তনয় রোচমান। তাঁহার আত্মজ রেব। রেবের পুত্র রৈবত। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। আনর্ত্ত ও রেবত দেখ।

রেবত—(১) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে রেবত জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। সৌর-৩০। (২) মনুবংশীয় আনর্ত্ত নৃপতির পুত্র রেবত। তাঁহার তনয় রৈবত ককুদ্মী ও কন্যা রেবতী। বিষ্ণু-৪র্থ-১। দেবীভা-৭স্ক-৭। ভাগ-৯স্ক-৩। রেব দেখ। (৩) আনর্ত্তের দুই পুত্র দেবক ও রেবত। রেবতের পুত্র রৈবত। গরু-পূ-১৪২। (৪) আনর্ত্তের তনয় রেবত। তিনি নিজহস্তে শ্রীশৈলগিরির পুত্রকে উৎপাটিত করিয়া, আনর্ত্তদেশে নিক্ষেপ করেন। রেবতের নামানুসারে ঐ পর্ব্বতের নাম হয় রৈবত। রেবত স্বীয় কন্যা রেবতীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া, পাত্রান্বেষণে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তথায় তিনি ব্রহ্মাকে কন্যার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রের

সন্ধান দিতে বলেন। ব্রহ্মা রেবতকে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বসুদেব তনয় বলরামের সহিত রেবতীকে বিবাহ দিতে পরামর্শ দিলেন। ব্রহ্মার পরামর্শে রেবত দ্বারকায় গমন করিয়া,বলদেবের হস্তে কন্যা রেবতীকে সমর্পণ করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫২। ব্রহ্মপু-৭। গর্গ-দ্বার-৩,৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১। দেবীভা-৭স্ক-৭,৮। (৫) রেবত একবার সঙ্গীত শ্রবণের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিলেও ব্রহ্মলোকে জরাদির অভাববশতঃ, যৌবনাবস্থায়ই নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। তথায় দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরী কুশস্থলী যথায় বর্ত্তমান ছিল, সেই স্থলেই অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ দ্বারবতী নামক নগরী স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতেছেন। তখন তিনি নিজ কন্যা রেবতীকে বলরামের সহিত বিবাহ দিয়া, তপস্যা করিবার জন্য মেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। বায়ু-৮৬। হরি-হরি-১০। শিব-ধর্ম্ম-৬০। অগ্নি-২৭৩। (৬) সূর্য্য হইতে ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে রেবত জন্মগ্রহণ করেন। লি-পু-৬৫। (৭) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী (রৈবত-কন্যা) রাজ্ঞীর গর্ভে রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৮) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। রুদ্র ও রৈবত দেখ। (৯) চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। মহাসত্ত্ব দেখ। (১০) যদু-বংশীয় কপোতরোমার পুত্র রেবত। তাঁহার তনয় বিদ্বান্। বায়ু-৯৬। (১১) রেবত নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১২) বলরামের শ্বশুর রাজা রেবত অনেক পুরাণে রৈবত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

রেবতী—(১) কুশস্থলী নগরীর অধিপতি আনর্ত্তবংশীয় রাজা রেবতের (রৈবতের) কন্যা। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (রেবত দেখ)। (২)রেবতীর গর্ভে বলরামের নিশঠ নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। আবার হরিবংশেরই অন্যত্র আছে রেবতীর গর্ভে উল্মূক ও নিশঠ নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। বিষ্ণু-৫ম-২৫। অগ্নি-১২। ব্রহ্মপু-১৯৮। কূর্ম্ম-পূ-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (৩) রেবতীর গর্ভে বলরামের সারণ, শঠ, নিশঠ, উল্মূক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪৩। (৪) চাক্ষুষমনুর জ্যোতিষ্মতী নামক এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ পুরুষকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করেন। ইন্দ্র, বায়ু, প্রভৃতি দেবগণ জ্যোতিষ্মতীকে

বিবাহ করিতে যাইয়া, প্রত্যাখ্যাত হন। তজ্জন্য ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন যে, তাঁহার গর্ভে কোনও সন্তান জন্মিবে না। জ্যোতিষ্মতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"তুমি আনর্ত্ত-দেশীয় রেবত রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলে, দেবসঙ্কর্ষণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে।" গর্গ-বল-৪। (৫) বলদেব দেহত্যাগ করিলে রেবতী অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ব্রহ্মপু-২১২। বিষ্ণু-৫ম-৩৮। লি-পূ-৬৯। (৬) রেবতী নামে একজন মাতৃকা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। অগ্নি-১২। মৎ-১৭৯। (৭) ব্রহ্মার ক্রোধজাত অর্দ্ধনারীনর-মূর্ত্তির নারী অংশ রেবতী। তিনি ভূত-নায়িকা প্রভৃতি বহুবিধ নামে প্রসিদ্ধা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (৮) মহর্ষি ভরদ্বাজের এক ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নাম রেবতী। তিনি দেখিতে অতিশয় কুরূপা ছিলেন। তজ্জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজ রেবতীর বিবাহ বিষয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। একবার কঠ নামক একজন বিদ্যার্থী মুনি ভরদ্বাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ তাঁহাকে যথাযথ বিদ্যা দান করিয়া, গুরুদক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া, কঠকে তাঁহার ভগ্নী রেবতীর পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। কঠ তাহাতেই সম্মত হইয়া যথাবিধি রেবতীকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর কঠ শিববরে রেবতীকে সুরূপা করিবার জন্য দেব শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যার ফলে রেবতী অনুপম দৈহিক সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন। অনন্তর রেবতীর অভিষেকোদক গঙ্গা সলিলে মিশ্রিত হইয়া, রেবতী নামে এক নদী হইল। অভিষেকান্তে রেবতী নিজ পুণ্য-রূপত্ব সিদ্ধির জন্য পুনরায় অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সেই অভিষেক জলে বিদর্ভা নামে এক নদীর সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মপু-১২১। (৯) কলির অন্যতম পুত্র বিধমের পত্নী রেবতী। সন্ধ্যাদ্বয়ে বিচরণশীল, মহাবল, নৈঋ‌ত নামে খ্যাত রাক্ষসগণ, এই রেবতীর গর্ভে জন্মে। বায়ু-৮৪। নাক দেখ। (১০) মিত্রের পত্নীর নাম রেবতী। ভাগ-৬স্ক-১৮। মিত্র (৪) দেখ। (১১) চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (১২) বলদেবের ভার্য্যা রেবতী উত্তম কৃতযুগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলদেব অপেক্ষা তিন যুগ পরিমাণ জ্যেষ্ঠা ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১০৩। (১৩) শাকুনি নামক

ব্রাহ্মণের পত্নী রেবতী। শাকুনি দেখ। (১৪) রৈবতক গিরির কন্যা রেবতী। প্রমুচ নামে এক রাজর্ষি রেবতীকে কন্যার ন্যায় পালন করেন। প্রমুচ যজ্ঞ-বহ্নি সকাশে জিজ্ঞাসা করেন, কাহার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইবে। বহ্নি বলেন যে, বিক্রমশীলের পুত্র রাজা দুর্দ্দমের সহিত রেবতীর বিবাহ হইবে। কালক্রমে দুর্দ্দম নৃপতি মৃগয়া ব্যপদেশে প্রমুচের আশ্রমে উপনীত হইলে, রাজর্ষি প্রমুচ তাঁহার সহিত রেবতীর বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কন্যা রেবতী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, রেবতী নক্ষত্র ভিন্ন অপর নক্ষত্রে তিনি বিবাহ করিবেন না। তাঁহার পালক পিতা প্রমুচ কোনও ক্রমে রেবতীর মত পরিবর্ত্তন করাইতে না পারিয়া, অগত্যা তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য, ঋক্ষকে গগনে স্থাপিত করিয়া রেবতীর বিবাহ দিলেন। রেবতীর গর্ভে রৈবত নামে এক পুত্র জন্মে। মার্ক-৭৫। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭। (১৫) শেষনাগের পত্নীর নাম ছিল রেবতী। তিনি ভট্টিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-পত্নীর অভিশাপে মনুষ্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-নাগ-১১৬। (১৬) রেবা শব্দের অর্থ নর্ম্মদা নদী বা দেবী এবং অতি পদের অর্থ বিঘ্নের নাশ। দেবী দুর্গা অখিল বিঘ্ন দূর করেন বলিয়া তাঁহার নাম রেবতী। দেবীপু-১৬, ৩৭। (১৭) ঋগ্বেদের অন্যতমা দেবী। সায়নাচার্য্যের মতে স্বর্গের পথের মঙ্গলদায়িনী এক দেবী। ঋক্-৫।৫১।১৪।

রেবতেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

রেবন্ত—(১) সূর্য্যের ঔরসে অশ্বীরূপধারী সংজ্ঞার গর্ভে চর্ম্ম, বর্ম্ম ও খড়্গধারী, শর-তূণীরাদি সমন্বিত অশ্বারূঢ় এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম রেবন্ত। মার্ক-৭৮, ১০৮। স্কন্দ-আব-চতু-৫৬। শিব-ধর্ম্ম-১১। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (২) রৈবত-রাজ তনয়া রাজ্ঞী সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। অগ্নি-২৭৩। (৩) প্রভাসক্ষেত্রে নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত অশ্বারোহী রেবন্তক দেবকে দর্শন করিলে, মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। রবিবার সপ্তমী তিথিতে যে নর ইহার পূজা করে, তাহার বংশে কেহই আর দরিদ্র হয় না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬০।

রেবন্তেশ্বর—রবিপুত্র রেবন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াই অশ্বারোহণ করিয়া এই ত্রিলোক জয় করেন। তাঁহার শরীরস্থ অগ্নিধারা ত্রিভুবন দগ্ধ হইতে লাগিল। দেবগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার পরামর্শে শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শিব রেবন্তকে

আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নানারূপ স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক মহাকালবনে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। সেই মহাকালবনস্থিত শিবলিঙ্গ তদবধি রেবন্তেশ্বর নামে পূজিত হইতে লাগিলেন। শিবের বরে রেবন্ত গুহ্যক-দিগের অধিপতি হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৫৬।

রেবা—(১) নদীবিশেষ। তিনি রুদ্রের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর নর্ম্মদা। পুণ্যলক্ষণা রেবানদী কদাপি মৃত হন না। রেবা (নর্ম্মদা), যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীগণ অগ্নিদেবের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯, ২০, ২২। (২) কোনও সময়ে রেবা শিবতুল্য পুত্র-লাভের আশায় শঙ্করের আরাধনা করেন। শিব অনেক চিন্তার পর রেবার পুত্রত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বরা-১৪৪। শিব দেখ। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে রেবা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ সাগরবেণীকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। বৈতালী দেখ।

রেভ—মহর্ষি রেভকে অসুরেরা সায়ংকালে দড়িদ্বারা বন্ধন করিয়া কূপে নিক্ষেপ করেন। নয়দিন দশরাত্র রেভ ঋষি কূপে থাকিয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন। দশমদিন প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ঋক্-১।১১২।৫; ১।১১৬।২৪ দ্রিকা দেখ।

রেমক—অজপার্শ্ব দেখ।

রৈক্ক—মহর্ষি রৈক্ক রাজা জানশ্রুতির কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া জান-শ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। ছান্দো-৪র্থ-অ, ২য় খ।

রৈব—আনর্ত্তদেশাপতির পুত্র। ব্রহ্মপু-৭। হরি-হরি-১০। রেবত দেখ।

রৈবত—(১)রেবত রাজারই নামান্তর। রেবত দেখ। (২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৩) রৈবত-রাজার কন্যা রাজ্ঞী সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। রেবত ও সূর্য্য দেখ। (৪) ত্বষ্টার (বিশ্বকর্ম্মার) অন্যতম পুত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। অজৈকপাৎ ও বিরূপাক্ষ দেখ। (৫) রন্তিদেব দেখ।

রৈবতক—(১) গৌতম মুনির পুত্র মেধাবী, অপান্তর মুনিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া, তাঁহার শাপে শৈলরূপ প্রাপ্ত হন এবং ঐরূপে শ্রীপর্ব্বতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শৈলীভূত মেধাবী নারদের মুখে দ্বারকার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, তথায় যাইতে ইচ্ছুক হন এবং নারদের দ্বারা রেবত রাজাকে, তাঁহাকে দ্বার-কায় লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। নারদ রৈবতরাজকে

শ্রীশৈলতনয়ের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আবার শ্রীশৈলকে বলিলেন—"রেবত রাজা আপনার পুত্রকে হরণ করিতে আসিতেছেন।" শ্রীশৈল তাহা শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত ও দুঃখিত হইলেন। যাহাতে রেবতরাজ তাঁহার পুত্রকে (অর্থাৎ শৈলীভূত মেধাবীকে) হরণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি সুমেরু ও হিমালয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রেবতরাজা তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া শ্রীশৈলের তনয়কে স্বীয় রাজ্যে আনিয়া স্থাপন করিলেন। তদবধি সেই পর্ব্বত দ্বারকায় অবস্থিত হইল এবং রেবতরাজার দ্বারা তথায় নীত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল রৈবতক। গর্গ-দ্বার-১৪। (২) ঋতবাক্ মুনির শাপে কুমুদপর্ব্বতের উপর রেবতী নক্ষত্রের পতন হয়। তজ্জন্য কুমুদপর্ব্বতের নাম হয় রৈবতক। রৈবতকগিরির কন্যা রেবতী। তাঁহার সহিত রাজা বিক্রমশীলের পুত্র দুর্দ্দমের বিবাহ হয়। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭। মার্ক-৭৫; রৈবত-মনু (১৪) দেখ। (৩) আনর্ত্তাধিপতি রেবত নরপতির পুত্র। গরু-পূ-১৪২। রেবত দেখ। (৪) রেবতরাজারই নামান্তর রৈবতক। (৫) কোনও সময়ে নাগরাজ তক্ষক, ব্রাহ্মণের অভিশাপে সৌরাষ্ট্র দেশে রৈবতক নামে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যার নাম ছিল রেবতী। ব্রহ্ম-নাগ-১১৬।

রৈবত মনু—(১) চতুর্দ্দশজন মনুর অন্যতম। তিনি অতীত মনুদিগের মধ্যে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন (মনু দেখ)। এই রৈবত মনুর সময়ে বেদবাহু, যদুধ্র, মুনি, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমসুত ঊর্দ্ধবাহু ও আত্রেয় সত্যনেত্র, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মনুর অধিকারকালে অভূতরজঃ-স্বভাব অভূতরজ নামক দেব-গণ ছিলেন। তদ্ভিন্ন পারিপ্লব ও রৈভ্য নামে আরও দুইটি দেব-গণ ছিল। রৈবতমনুর পুত্রদের নাম—ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি। হরি-হরি-৭। (২) রৈবত মনুর অধিকারকালে বিভু ইন্দ্র হয়েন। তৎকালে অমিতাভ, ভূতরজঃ, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা নামে দেবগণ ছিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেক গণে চতুর্দ্দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি। সত্যক, বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য, প্রভৃতি রৈবত-মনুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। সৌর-৩৩। (৩) বেদবাহু, যদু, পর্জ্জন্য, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, ঊর্দ্ধবাহু ও সোমপা, ইহাঁরা রৈবতমন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবতমনুর পুত্রদের নাম—

দ্যুতিমান, অব্যয়, অব্যক্ত, সত্যদর্শী, নিরুৎসব, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দ্দোহ, সত্যবান্ ও স্মৃতি। ঐ কালে দেবগণের নাম ছিল প্রভূতরজ, পারিপ্লব, রৈভ্য প্রভৃতি। শিব-ধর্ম-৫৮। (৪) রৈবতমনু রাজা প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র ছিলেন। দেবীভা-৮স্ক-৪। বিষ্ণু-৩স্ক-১। (৫) রৈবত প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি মনু হইয়া কালিন্দীতীরে যাইয়া বাক্শক্তিপ্রদ কামবীজ জপ করিয়া দেবীর আরাধনা করেন এবং তৎফলে অনুত্তম স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। দেবীভা-১০স্ক-৮। (৬) রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম—হিরণ্যরোমা, বিশ্বশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, ইন্দ্রবাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য এবং মহামুনি। সৌর-৩৩। (৭) রৈবত মনুর অধিকারকালে অমিতাভ নামে দেব-গণ ছিলেন। তখন ইন্দ্রের নাম ছিল ঋভু। ব্রহ্মা-৩৭। (৮) রৈবত মন্বন্তরে অমিতাভ, ভূতরজ, বিকুণ্ঠ ও সুমেধা নামে চারিটি দেবগণ ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকটি গণে চতুর্দ্দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। অমিতাভ (অমৃতাভ) দেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—শ্বপ্ন, বিপ্র, অগ্নিভাগ, প্রত্যেতিষ্ঠ, অমৃত, সুমতি বাবিরাব, বাচিনোদ, শ্রবা, প্রবিরাশী, বাদ, প্রাশ, প্রভৃতি। ভূতরজগণের অন্তর্ভূত দেবতাদের নাম—মতি, সুমতি, ঋত, সত্য, আবৃতি, বিবৃত্তি, মদ, বিনয় সেতা, জিষ্ণু, সহ দ্যুতিমান, শ্রবস্, প্রভৃতি। বিকুণ্ঠাগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—বৃষভেত্তা দেখ। সুমেধাগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—অশ্বমেধা দেখ। রৈবতমন্বন্তরের ঋষিদের নাম—দেবশ্রী, বেদবাহু, ঋভু, হিরণ্যরোমা, ঊর্দ্ধবাহু, পর্জ্জন্য, সত্য অত্রি। এই মন্বন্তরে মহাপুরাণ—সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গপরহা, শুচী, বালবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুভৃঙ্গ এবং দৃঢ়ব্রত, ইঁহারা চরিষ্ণু রৈবত প্রজাপতির পুত্র হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২। (৯) পঞ্চম মনু রৈবতের অধিকারকালে ভূতরজা নামে দেবগণ ছিলেন। তৎকালের সপ্তর্ষিদের নাম—দেববাহু, সুবাহু পর্জ্জন্য, সময়, মুনি, হিরণ্য গামা ও সপ্তাশ্ব। রৈবতমনুর পুত্রদের নাম—অবশ, তত্ত্বদর্শী, বীতিমান্, হব্যপ, কপি, মুক্ত, নিরুৎসুক, সত্ত্ব, নির্ম্মোহ এবং প্রকাশক। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (১০) রৈবতমনু তামসমনুর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। অর্জ্জুন, বলি, বিন্ধ্য প্রভৃতি নামে তাঁহার কয়েকটি পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। ভূতময় নামক দেবগণ ছিলেন এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, পর্জ্জন্য প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫। বিকুণ্ঠা এবং বৈকুণ্ঠ দেখ। (১১) রৈবতমনুর অনেক পুত্র জন্মে তাঁহাদের নাম—

মহাপ্রাণ, সাধক, বলবন্ধু, নিরমিত্র, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচী, দৃঢ়ব্রত ও কেতুশৃঙ্গ। ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—বেদশ্রী, বেদবাহু, ঊর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সত্য ও সুধামা। তৎকালে অভূতরজঃ, সুমেধা, বৈকুণ্ঠ ও অমৃতা নামে চারিটি দেব-গণ ছিল। তাহাদের প্রত্যেক গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মনুর অধিকারকালে বিভু নামে এক মহাবলশালী সিদ্ধ ইন্দ্র হইয়াছিলেন। শান্ত নামক এক দানবের সহিত তাঁহার বিশেষ শত্রুতা ছিল। বিষ্ণু হংসরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। গরু-পু-৮৭। (১২) পঞ্চম মনু রৈবত চারিষ্ণব মনু নামেও বিদিত ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে অমৃতাভ, অভূতরজা, বিকুণ্ঠা ও সুমেধা নামে চারিটি দেব-গণ ছিলেন। ঐ প্রত্যেকটি গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ সকল দেবতাদের মধ্যে সত্রবিপ্র, অগ্নিভাস, প্রত্যেতিষ্ঠ, অমৃত, সুমতি, বাবিরাব, বাচিনোদ, শ্রবাঃ, প্রবীরাশী, বাদ ও প্রাশ, ইহাঁরা অমৃতাভগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। মতি, সুমতি, ঋত, সত্য আরতি, বিরতি, মদ, বিনয়, জেতা, জিষ্ণু, সহ, দ্যুতি, মান ও শ্রবস ইহাঁরা অভূতরজগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। বৃষভেত্তা, জয়, দান্ত, যশোদম, নাথ, বিদ্বান্, অজেয়, কৃশ, গৌর ও ধ্রুব, ইহাঁরা বৈকুণ্ঠগণের অন্তর্গত। সুমেধা-গণান্তর্গত দেবগণের নাম—মেধা, মেধাতিথি, সত্যমেধাঃ, পৃশ্নিমেধাঃ, অল্পমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ, দীপ্তিমেধাঃ, যশোমেধাঃ, স্থিরমেধাঃ, সর্ব্বমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান ও মেধহর্ত্তা। (এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে যদিও প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন, তথাপি শেষ তালিকাটি ছাড়া আর কোনও তালিকায়ই চৌদ্দটি নাম নাই। বায়ু পুরাণের তালিকাগুলির সহিত এই তালিকাগুলি তুলনীয়)। এই মনুর অধিকারকালে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। পুলস্ত্য-তনয় দেববাহু, কাশ্যপ যজুঃ, আঙ্গিরস হিরণ্যরোমাঃ, ভার্গব বেদশ্রী, বশিষ্ঠাত্মজ ঊর্দ্ধবাহু, পৌলহ পর্জ্জন্য এবং অত্রিবংশজ সত্যনেত্র, ইহাঁরা রৈবত মন্বন্তরে ঋষি ছিলেন। মহাপুরাণ, সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচী, বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুভৃঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত, ইহাঁরা চারিষ্ণব (রৈবত) মনুর পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। (১৩) রৈবত-মন্বন্তরে অমিত, ভূতি ও বৈকুণ্ঠ নামে দেবতাদের গণ ছিল। ঐ মনুর অধিকারকালে সপ্তর্ষিদের নাম ছিল—হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, দেববাহু, সুবাহু, সুপর্জ্জন্য ও মহামুনি। কূর্ম্ম-

পু-৫০। (১৪) ঋতবাক্ নামক এক মুনি ছিলেন। রেবতী নক্ষত্রের শেষ-ভাগে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের জন্মাবধি ঋতবাক্ মুনি ও তাঁহার পত্নী নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন ঐ পুত্রও বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইল। ঋতবাক্ তজ্জন্য অতিশয় মনের কষ্টে দিন যাপন করিতেন। এক দিন তিনি গর্গ মুনিকে সমুদয় নিবেদন করিয়া, কাহার দোষে তাঁহাকে এই-রূপ শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করিতে হইতেছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গর্গ মুনি বলিলেন যে, ঐ পুত্র রেবতী নক্ষত্রের অন্তভাগে জন্মিয়াছিল, তজ্জন্যই তাঁহাদের নানা-বিধ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তখন ঋতবাক্ মুনি রেবতীকে শাপ দিলেন এবং সেই শাপে রেবতী নক্ষত্র আকাশ হইতে কুমুদপর্ব্বতে পতিত হইল। তদবধি কুমুদপর্ব্বতের নাম রৈবতক হইয়াছে। সেই নক্ষত্রের কান্তি হইতে এক পদ্মসমাকুল সরোবরের সৃষ্টি হইল এবং সেই সরোবর হইতে এক পরমা সুন্দরী কন্যা উদ্ভূতা হইলেন। মুনি ঋতবাক্ সেই কন্যার নাম রাখিলেন রেবতী। প্রিয়-ব্রত বংশীয় বিক্রমশীল রাজার পুত্র দুর্গমের সহিত রেবতীর বিবাহ হয়। সেই কন্যার গর্ভে রৈবত নামে যে পুত্র জন্মে তিনিই রৈবতমনু নামে খ্যাত হয়েন। ঐ মনুর অধিকার কালে সুমেধা, ভূপতি, বৈকুণ্ঠ ও অমিতাভ নামে দেবতাদের চারিটি গণ ছিল। ঐ দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্রের নাম ছিল বিভু। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও বশিষ্ঠ, ইহাঁরা এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। বলবন্ধু, মহাবীর্য্য, সুযষ্টব্য, সত্যক প্রভৃতি রৈবত-মনুর পুত্র ছিলেন। মার্ক-৭৫। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭। রেবতী দেখ। (১৫) রৈবত মনুর অধিকার কালে বিতথ ইন্দ্র ছিলেন। অগ্নি-১৫০। (১৬) রৈবত মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্-গণের বিবরণের জন্য 'রিপুজিৎ' দেখ। (১৭) রৈবতমন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম— দেববাহু, যদুধ্র, দেবশিরা, পর্জ্জন্য, হিরণ্যরোমা, ঊর্দ্ধবাহু ও সত্যনেত্র। এই মন্বন্তরে দেবগণ ও প্রকৃতি সকল অভূতরজা নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ মনুর পুত্রদের নাম— ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসক, আরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কৃতি। ব্রহ্মপু-৫। (১৮) রৈবত-মন্বন্তরে দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা, ও সপ্তাশ্ব, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। দেবগণ অভূতরজা নামে, এবং প্রকৃতিপুঞ্জ শুভরূপে উক্ত হইতেন।

রৈবত মনুর দশপুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—অরুণ, তত্ত্বদর্শী, বিত্তবান্, হব্যপ, কপি, যুক্ত, নিরুৎসুক, সত্য, নির্ম্মোহ ও প্রকাশক। মৎ-৯।

রৈবতেশ্বর—আদি কল্পে বৃষেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিলেন। রৈবত নরপতি ঐ লিঙ্গের করিয়া জগৎ জয় করেন। তদবধি উহার নাম হয় রৈবতেশ্বর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯০।

রৈবস—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

রৈভ্য—(১) ভরদ্বাজ তনয় যবক্রীত একবার রৈভ্য ঋষির অন্যতম পুত্র পরাবসুর পুত্রবধূকে স্ত্রীভাবে প্রার্থনা করেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রৈভ্য ঋষি নিজ জটা ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। তৎফলে সেই অগ্নি হইতে রাক্ষসাকৃতি এক কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া রৈভ্যের আদেশে যবক্রীতকে বধ করে। যবক্রীতের পিতা তজ্জন্য রৈভ্যকে, অভিশাপ দেন যে, তিনি নিজপুত্র হস্তে নিহত হইবেন। অনন্তর একদিন রৈভ্যমুনি সন্ধ্যাকালে আরণ্যপথে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তখন পরাবসু মৃগবোধে তাঁহাকে বধ করেন। রৈভ্যঋষি পরে দেবানুগ্রহে পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। মহাভা-বন-১৩৪-১৩৭। (২) স্কন্দপুরাণে (ব্রহ্ম-সেতু-৩৩) পরাবসু কর্ত্তৃক স্বীয় পিতা রৈভ্যের নিধনের কোনও কারণ দেওয়া হয় নাই। পরাবসু অন্ধকারে মৃগভ্রমে রৈভ্যকে বধ করেন। রৈভ্যের অর্ব্বাবসু নামে আরও এক পুত্র ছিল। (৩) রৈভ্য ঋষি পুষ্করে তপস্যা করিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৪) কশ্যপবংশীয় ব্রহ্মবিদ্ মন্ত্রবাদীদিগের অন্যতম রৈভ্য। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। (৫) কশ্যপ-বংশীয় বৎসরের (বৎসার) পুত্র রৈভ্য। তাঁহার তনয় শূদ্র। কূর্ম্ম-পূ-৫৯। (৬) কশ্যপবংশীয় বৎসারের পুত্র রৈভ্য। রৈভ্যের তনয় রৈভ্যগণ। বায়ু-৬৭। লি-পূ-৬৩। (৭) অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। তিনি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি ২০৮, অনুশা-১৫০, ১৬৫। অধ্ব-রামা-১৭। পদ্ম-উত্ত-১৬৫। (৮) মহর্ষি রৈভ্য রাজা উপরিচরের যজ্ঞে অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (৯) ত্রেতাযুগে নারায়ণ-সৃষ্ট ধর্ম্ম লুপ্ত হইলে, ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম লাভ করেন। অতঃপর প্রজাপতি বীরণ ব্রহ্মার নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম লাভ করিয়া তাহা নিজ পুত্র রৈভ্যকে প্রদান করেন। রৈভ্য আবার তাহা কুক্ষি নামক

নিজ তনয়কে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৯। (১০) পিতামহ ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে মহর্ষি রৈভ্য নেষ্টা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (১১) বেদসমূহ নষ্ট হইয়া গেলে রৈভ্য ঋষি প্রয়াগতীর্থে তপস্যা করিয়া বেদসকল পুনঃ প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৫৮। (১২) মহর্ষি রৈভ্যের তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র একবার তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য, উর্ব্বশীকে প্রেরণ করেন। রৈভ্য মুনি উর্ব্বশীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাপ দিয়া কুরূপা করিয়া দেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৭। (১৩) বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে, দমঘোষের ঔরসে রৈভ্য প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১১৬। উপদিশ দেখ। (১৪) সত্য যুগে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হন। রৈভ্য নামক একজন মহামুনি তাঁহাদিগকে বধ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম দশসহস্র বৎসর উর্দ্ধবাহু হইয়া, পরে সহস্র বৎসর মাত্র জল পান করিয়া, এবং তৎপরে পঞ্চশত বৎসর শৈবাল আহার করিয়া, তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, বিষ্ণু এক আম্রবৃক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন দেন। বিষ্ণু আম্রবৃক্ষে অধিষ্ঠান করায় ঐ বৃক্ষ নত হয়। তজ্জন্য সেই স্থান কুব্জাম্রক নামে তীর্থ হইয়াছে। বরা-১১৬। (১৫) মহর্ষি রৈভ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

রোচন—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন, বর্দ্ধমান প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। বিজয় (১৩) ও (৩৬) এবং বসুদেব ও রোচমান দেখ। (২) যজ্ঞমূর্ত্তির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১। ইড়স্পতি ও যজ্ঞ দেখ। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে রোচন নামে ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১।

রোচনা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে হস্ত, হেমাঙ্গদ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) বিদর্ভ রাজ রুক্মীর পৌত্র। তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। ভাগ-১০স্ক-৬১।

রোচমান—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় আনর্ত্তের পুত্র রোচমান। তাঁহার একশত তনয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম ছিল রেব, রৈরত বা ককুদ্মী। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) বিশ্বদেবগণের অন্য-

তম। বায়ু-৬৬। মৎ-২০৩। দেবীপু ৪৬। বিশ্বদেবগণ, করজ ও মনুমান দেখ। (৩) উগ্রসেনের অন্যতমা পত্নী অপদেবীর গর্ভে রোচমান জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭। অপদেবী, বসু-দেব ও রোচন দেখ। (৪) বসুদেবের পত্নী উপদেবীর গর্ভে রোচমান জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। উপ-দেবী ও বসুদেব দেখ। (৫) সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর বংশে অশ্বগ্রীব নামে যে অসুররাজ ছিলেন, তিনিই দ্বাপরে রোচমান নামে নরপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৬) রোচমান নরপতি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৭) ভীম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে অশ্বমেধেশ্বর রোচমান নরপতিকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২৮। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শর্য্যাতির পুত্র রোচমান। তাঁহার তনয় রেব। রেবের আত্মজ রৈবত। লি-পূ-৬৩।

রোচমানা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

রোচি—অষ্টবসুর অন্যতম বিভা-বসুর পত্নী উষার গর্ভে রোচি জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। বিভাবসু ও আতপ দেখ।

রোচিষ্মৎ—স্বারোচিষমনুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। স্বারোচিষ মনু দেখ।

রোণ্ডিসিণ্ডি—দ্বিরদপাবন দেখ।

রোদন—কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্কন্দ দেখ।

রোদসী—মরুৎগণের স্ত্রী। ঋক্-১। ১৬৭।৫। আবার অন্যত্র (ঋক্-৫।৫৬। ৮ টীকা) সায়নাচার্য্য রোদসীকে রুদ্রের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রুদ্ অর্থ ক্রন্দন করা। বজ্রের ন্যায় শব্দ করে, সেই জন্য মরুৎগণের (বায়ু বা ঝড়ের) পত্নীর নাম রোদসী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রোধক—পর্য্যুসিত দেখ। (স্কন্দ-পুরাণে রোহক)।

রোমকণ্টক—জালন্ধর দৈত্যের অনুচর একজন দানব। পদ্ম-উত্ত-১২, ১৭।

রোমক—একজন সংশিতব্রত ঋষি। একবার ক্ষয়রোগগ্রস্ত চন্দ্র কোনও ঔষধে ফল লাভ না করিয়া, রোমক ঋষির নিকট উপদেশ চাহেন। রোমক তাঁহাকে আরোগ্য-কামনায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে বলেন। স্কন্দ-নাগ-৬৩।

রোমজ—দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিবার জন্য মহাদেবের প্রধান গণ বীরভদ্র, রোমজ নামে বিখ্যাত নিজের সাহায্যকারী অপর সহস্র সহস্র রুদ্রের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সস্ত্রীক বৃষে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৫।

রোমপাদ (লোমপাদ)—(১) তিনি অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। কোনও সময়ে তাঁহার রাজ্যে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে রোমপাদ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে বিভাণ্ডক-ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বপুরে আনয়ন করাইয়া, তাঁহার সহিত নিজকন্যা শান্তার বিবাহ দেন ও তাঁহার দ্বারা এক যজ্ঞ করান। ঐ যজ্ঞের ফলে তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দূর হয়। রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করিবার জন্য প্রথমে তাঁহার মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগকে আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মুখীন হইতে সাহস না পাওয়ায়, তাঁহাদেরই পরামর্শে পরমা সুন্দরী বারনারীগণকে প্রেরণ করেন। রামা-আদি-৯, ১০। শিব-ধর্ম্ম-১২। লোমপাদ দেখ। (২) জ্যামঘবংশীয় বিদর্ভের অন্যতম পুত্র। রোমপাদের তনয় বভ্রু। ভাগ-৯স্ক-২৩। গরু-পূ-১৪৩ বিষ্ণু-৪র্থ-১২। লি-পূ-৬৮। (৩) যদুবংশীয় চিত্ররথের নামান্তর রোমপাদ। চিত্ররথ দেখ। লোমপাদ ও শান্তা দেখ।

রোমশ—(১) লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষস। হনুমান লঙ্কাদহন কালে তাহার গৃহদগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪। (২)জনৈক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ভাগ-৬স্ক-১৫। (৩) জনৈকবিদ্যাধর-রাজ। তিনি বেণুমান শৈলে বাস করিতেন। বরা-৮১। (৪) দেব-লোকবাসী মহর্ষি আস্তীক রোমশের শাপে ব্রহ্মরাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-বেঙ্ক-কার্ত্তি-৮। আস্তীক দেখ।

রোমহর্ষণ—(১) নামান্তর লোমহর্ষণ। তিনি ব্যাসদেবের এক জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে তাহা শিক্ষা দেন। পরিশেষে তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের জন্য শিষ্য করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। ভাগ-১স্ক-৪। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৬। (২) রোমহর্ষণ ব্যাসদেবের নিকট সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গুরুর আদেশে তাহা অন্যান্য ঋষিগণের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি প্রধানতঃ নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণের নিকট পুরাণাদি কীর্ত্তন করেন। গুরু ব্যাসদেবের মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহার রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই তাঁহার নাম হয় রোমহর্ষণ। কূর্ম্ম-পূ-১। ব্রহ্মপু-১।

স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১। স্কন্দ-প্রভাস-প্রভা-১। পদ্ম-স্বর্গ-১৭ (৩) মহাবুদ্ধি ব্যাস-শিষ্য স্থত দৃষদ্বতী নদীতীরস্থ ধর্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সমাগত ঋষিগণের নিকট পুরাণ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার নিকট পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল। তদবধি তাঁহার নাম হয় রোমহর্ষণ। বায়ু-১। (৪) বলরাম একবার তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলরামকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিলেন না, অথবা কোনরূপ সম্মান প্রদর্শনও করিলেন না। অপরন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের আসন সমূহের অপেক্ষা উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তস্থিত কুশের দ্বারা আঘাত করিয়া, রোমহর্ষণকে বধ করিলেন। তাহা দেখিয়া মুনিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, বলদেবকে নানারূপে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন বলদেব বলিলেন, "রোমহর্ষণ তনয় উগ্রশ্রবাও পিতার ন্যায় পুরাণ-পাঠক হইয়া ঋষিদিগের আনন্দ বিধান করিবেন। ভাগ-১০-স্ক-৭৮। (৫) ভার্গব পরশুরাম, উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তিকশ্যপ, লোমশ, চ্যবন নাচিকেত, উগ্রশ্রবাঃ, রোমহর্ষণ, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ উত্তর দিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। বশিষ্ঠ (৮৯৮ পৃঃ) দেখ।

রোমহর্যণি—রোমহর্ষণ দেখ। বরা-১১২।

রোষ—দ্বাদশজন সাধ্যদেবগণের অন্যতম। সাধ্যদেবগণ দেখ।

রোহক—পর্য্যুসিত দেখ।

রোহিণ—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

রোহিত—(১) স্বনামখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত। তিনি রোহিতপুর নামক এক নগরী নির্ম্মাণ করেন। পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া সেই নগরী তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে দান করেন। রোহিতের পুত্র হরিত। কূর্ম্ম-পূ-২১। ভাগ-৯স্ক-৭, ৮। সৌর-৩০। হরি হরি-১৩। বায়ু ৮৮। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। লি-পূ-৬৬। (২) রোহিতের পুত্র বৃক। পদ্ম-উত্ত-২০। মৎ-১২। শিং-ধর্ম্ম-৬১। (৩) রোহিতের তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম—হরিত, চঞ্চু ও হারিত। ব্রহ্মপু-৮। হরিশ্চন্দ্র দেখ। (৪) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতাত্মজ বপুষ্মানের

অন্যতম তনয়। তিনি নিজ নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বপুষ্মান ও রৈভ্যত দেখ। (৬) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির অধিকার কালে দেবতাদের অন্যতম গণ ছিল রোহিত। (মতান্তরে লোহিত)। রুদ্রসাবর্ণি দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম। মৎ-৪৭। (৮) চতুর্থ (ভবিষ্যৎ) মনু রুদ্রপুত্র ঋতসাবর্ণির অধিকার কালে রোহিত নামে দেবতাদের একটি গণ ছিল। বায়ু-১০০। মনু দেখ। (৯) অগ্নিদেবের অশ্বের নাম রোহিত। ঋক্-৪।২।৩।

রোহিতপ্রজাপতি—প্রথম (ভবিষ্যৎ) মনু দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি মনুর নামান্তর। মেরুসাবর্ণি দেখ। বায়ু-১০০।

রোহিতাশ্ব—(১) হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিতেরই নামান্তর। রোহিতাশ্বের তনয় বৃক। অগ্নি-২৭৩। (২) রোহিতাশ্বের তনয় হরিত। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৩) রোহিতাশ্বের তনয় রহিত। তাঁহার পুত্র রোহিত। গরু-পূ-১৪২। (৪) রোহিতাশ্ব একবার মার্কণ্ডেয় মুনিকে, মানবগণ অজ্ঞান বা জ্ঞান বশতঃ যে পাপ করে, তৎসমুদয় বিনষ্ট হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় মুনিকে, সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিঘ্ন সমুদয়ের নাশ কি প্রকারে করা যায়, তৎসম্বন্ধেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। স্কন্দ-নাগ-১৬২, ২১৩। (৫) বলরামের কনিষ্ঠ সহোদর সারণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সারণ দেখ।

রোহিণী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। ক্রোধবশার গর্ভে সুরভী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ঐ সুরভীর গর্ভে রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী জন্মগ্রহণ করেন। রোহিণী গো-দিগকে প্রসব করেন। রামা-আর-১৪। মহাভা-আদি-৬৬। (২) অষ্টরুদ্রের অন্যতম মহাদেবের পত্নীর নাম রোহিণী। বিষ্ণু-১ম-৮। মার্ক-৫২। রুদ্র দেখ। (৩) মহান নামক রুদ্রের তনু চন্দ্রমা, তাঁহার পত্নী রোহিণী। ব্রহ্মা-২৮। বায়ু-২৭। (৪) কোশল দেশীয় দেবদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার গর্ভে উতথ্য জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৩স্ক-১০। (৫) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। প্রজাপতি কশ্যপ যদুকুলে বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিলে, অদিতি দ্বিধা হইয়া রোহিণী ও দেবকী-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। রোহিণীর গর্ভে বলরাম এবং দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহাভা-৫০, ৫৪। দেবীভা-৪স্ক-২৩। গরু-পূ-১৪৩। বিষ্ণু-৫ম-১, ২, ৫, ৬। সৌর-৩১। অগ্নি-১২। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৬) রোহিণীর গর্ভে বলরাম ভিন্ন আরও কতিপয় সন্তান জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। মৎ-

৪৭। ব্রহ্মপু-১৪। পিণ্ডারক দেখ। (৭) রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের বলরাম, সারণ ও দুর্গম নামে তিন পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৫। (৮) কশ্যপ হইতে সুরভীর গর্ভে রোহিণী ও গান্ধারী নামক দুই কন্যা জন্মে। রোহিণীর গর্ভে সুরূপা, হংসকীলা,, কামদুঘা ও ভদ্রা নামে চারি কন্যা জন্মে। বায়ু-৬৬। (৯) শুনঃশেফ নামক মুনির ঔরসে কশ্যপ দুহিতা রোহিণীর গর্ভে, কামধেনু নামক গাভী উৎপন্ন হয়। কালি-৯০। (১০) শ্রীকৃষ্ণেরও এক পত্নীর নাম ছিল রোহিণী। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-৫ম-৩২। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীর গর্ভে বলরাম, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১২) রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের বলরাম, শারণ, নিশঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও কুশীদক নামে আট পুত্র এবং চিত্রা নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। (১৩) রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের বলরাম, শারণ, দুর্দ্ধর, দমন, পিণ্ডারক ও মহাহনু নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৪) দক্ষের সাতাইশ জন কন্যার অন্যতমা। এই সাতাইশ জন কন্যাই চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র ঐ সকল পত্নীদের মধ্যে রোহিণীর প্রতিই অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। অন্যান্য পত্নীরা তজ্জন্য দক্ষের নিকট অনুযোগ করেন। তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে শাপ দেন এবং তৎফলে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হন। স্কন্দ-নাগ-৬৩। শিব-জ্ঞান-৪৫ শিব-ধর্ম্ম-১১। দেবীভা-৯স্ক-১। কালিকা ২০। বাম-২। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (১৪) রোহিণীর গর্ভে বর্চ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৮। বর্চ্চা দেখ। (১৫) মহাদেব ব্রহ্মার নিকট যে অসি প্রাপ্ত হন, রোহিণী তাহার উৎপত্তি স্থান। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (১৬) যশোদার এক পাচিকার নাম ছিল রোহিণী। পদ্ম-পাতা-৫২।

রৌহিণেয়—রোহিণীর গর্ভজাত বলরামেরই নামান্তর।

রৌচ্য (মনু)—(১) রুচি প্রজাপতির পুত্র। তিনিও একজন মনু হইয়াছিলেন। ইনি মনুদিগের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ত্রয়োদশ মনু ছিলেন। রুচি ও মনু দেখ। (২) রৌচ্যমনুর অধিকারকালে সপ্তর্ষিদের নাম—(ক) আঙ্গিরস ধৃতিমান, পৌলস্ত্য পথ্যবান, পৌলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব নিরুৎসক, আত্রেয় নিষ্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্ম্মোহ, এবং বাশিষ্ঠ স্বরূপ। বায়ু-১০০। (খ) নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎ-

স্নুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা। বিষ্ণু-৩য়-২। (গ) ধৃতিমান্, হব্যবান্, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসব, নিষ্প্রপঞ্চ, নির্মোহ ও সুতপা। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (ঘ) ধৃতিমান্, অব্যয়, নিশারূপ, নিরুৎ-স্নুক, নির্মোহ, তত্ত্বদর্শী ও সুতপা। গরু-পূ-৮৭। (৩) রৌচ্য মনুর পুত্রদের নাম—(ক) চিত্রসেন, বিচিত্র, তপোধর্ম্ম, ধৃত, ভব, আনক, ক্ষত্রবৃদ্ধ, সুরস, নির্ভয় ও পৃথ। (আনক ও ক্ষত্র-বৃদ্ধ দেখ)। বায়ু-১০০। (খ) চিত্রসেন, তপোধর্ম্মরত, সুমিত্র, ক্ষেত্রবৃত্তি, বিচিত্র, ধৃতি, সুনয়, ধর্ম্মপ ও দৃঢ়। গরু-পূ-৮৭। (৪) রৌচ্য মনুর অধিকারকালে সুত্রামা, সুকর্ম্মা ও সুধর্ম্ম নামে, দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। ঐ প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মন্বন্তরে দিবস্পতি ইন্দ্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। বায়ু-১০০। (৫) রৌচ্য মন্বন্তরে ধৃতি-মান্, হব্যপ, তত্ত্বদর্শী, নিরুস্নুক, নিষ্প্রকম্প, নির্মোহ ও বশিষ্ঠ তনয় সুতপা, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। ঐ মনুর পুত্রদের নাম—চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপা, নির্ভয় ও দৃঢ়। হরি-হরি-৭। (৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচি প্রজাপতির এক মানস পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার অংশে রৌচ্যমনুর জন্ম হয়। আবার স্বারোচিষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, তিনিই তুষিত দেবগণের সহিত জন্ম লাভ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৭) রৌচ্য মনুর অধিকারকালে ইন্দ্রের নাম ছিল দিবঃস্বামী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। রুচী ও রুদ্রসাবর্ণি মনুর পুত্রগণের তালিকা দেখ।

রৌদ্র—(১) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (২) অন্যতম দানব। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮। দেবীপু-১৪। (৩) বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-আব-আব-৬৩।

রৌদ্রকর্ম্মা—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭।

রৌদ্রগণ—মহাদেবের গণদিগের অন্যতম। ব্রহ্মা-৩১।

রৌদ্রমহালয়—কলুলা দেখ। বাম-৫৭।

রৌদ্রমুখী—দেবীদুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

রৌদ্রা—(১) দেবীদুর্গার অনুচরী অপরা এক দেবী। দেবীপু-৫০। (২) ত্রিগুণময়ী দেবী বেদমাতা দুর্গা জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রা ও ঋজু, এই তিন নামে পূজিতা হন। দেবীপু-১০৭। (৩) উন্মুকাক্ষী দেখ। বাম-৫৭।

রৌদ্রাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় সুবাহুর তনয়। রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র ও দশ কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ। (২) পুরুবংশীয় অহম্পাতির

পুত্র রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার দশ পুত্রের নাম ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থাণ্ডিলেয়ু, ঘৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, সন্তনেয়ু, ধনেয়ু ও ঘনেয়ু। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। ঋতেয়ু দেখ। (৩) যযাতিবংশীয় পুরুরাজের পুত্র রৌদ্রাশ্ব। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু নামে দশজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) পুরুবংশীয় সম্পাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্যা জন্মে। তাঁহাদের নাম—বক্ষেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ঘৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু ও বনেয়ু, এই দশ পুত্র। তদ্ভিন্ন—তলা, খলা, গোপজলা, রুদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শুভা, জামলজা, তাম্রবর্ণা ও রত্নকূটা এই দশ কন্যা। বায়ু-৯৯। (৫) পুরুবংশীয় অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার তনয় ঋতেয়ু। বৃহদ্ধ-মধ্য ২৯। (৬) পুরুবংশীয় সুবাহুর তনয় রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্যা জন্মে। তাঁহাদের নাম—দশার্ণেয়ু, কৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, ঋচেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধনেয়ু, ও বনেয়ু, এই দশপুত্র। কন্যাদের নাম—ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা ও রত্নকূটা। ব্রহ্মপু-১৩। ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ। (৭) পুরুবংশীয় বৎসজাতীর তনয় রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার কতিপয় পুত্রের নাম, ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, সন্তনেয়ু, জলেয়ু ও স্থণ্ডিলেয়ু। গরুড়-পূ-১৪৪। (৮) রৌদ্রাশ্ব নামে একজন মুনি পশ্চিম দিকে বাস করিতেন। অনু-বামা-১৭।

রৌদ্রিকা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রৌদ্রী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (৩) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩। (৪) দেবী দুর্গার এক নাম। ইনি ঘোর রৌদ্র-কর্ম্ম করেন বলিয়া, ঐ নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৫) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৬) শিবের অন্যতমা পীঠ শক্তি। তন্ত্রঃ ৩০৯ পৃঃ। শিব ও শক্তি দেখ।

রৌদ্রৈশ্বর্য্য—উত্তর-বেদিক রাসব-অগ্নির অন্যতম তনয়। মৎ-৫১।

রৌপ্যনাভ—যক্ষগণ পৃথিবীকে দোহন করিবার পর, প্রেত ও রক্ষোগণ ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিলেন। তখন রসা ও রুধির লাভ হয়। ঐ দোহন কালে রৌপ্যনাভ দোগ্ধা এবং সুমালী বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম—সৃষ্টি-৮। বসুধা দেখ।

রৌরব—রৌরব হইতে বেদনার গর্ভে দুঃখ জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-১ম-৭। বেদনা ও অধর্ম দেখ।

রৌহিণ—ইন্দ্র বজ্র লইয়া স্বর্গারোহণোদ্যত রৌহিণকে বধ করেন। সায়নাচার্য্য এই রৌহিণের কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-২।১২।১২।

রৌহিত্যায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

রৌহিণ্যায়নি—অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

ল

লক্তা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

লক্ষ—(১) বিশ্বরূপের অন্যতমা কন্যা সিদ্ধি, গণেশের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে লক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে। শিব-জ্ঞান-৩৬। বুদ্ধি দেখ। (২) শ্বেতদ্বীপের অধিপতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লীন হন। গর্গ-গো-৩।

লক্ষণা—(১) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।। (২) মৌনেয় অপ্সরাদের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮।

লক্ষ্মণ—(১) অযোধ্যাধিপতি দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্যতম। তিনি জন্মাবধি তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের অতিশয় অনুগত ছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান ও আহার বিহারাদি করিতেন। বিশ্বামিত্র মুনি যখন রাক্ষসবধের জন্য রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে অযোধ্যায় আগমন করেন, তখন তিনিও রামচন্দ্রের সহিত গমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতার আদেশে বনগমন করিতে প্রস্তুত হইলে, লক্ষ্মণ প্রথমে স্ত্রৈণ পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া বনগমনে বিরত হইতে রামচন্দ্রকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছুতেই রামচন্দ্রকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বয়ংও তাঁহার অনুগমন করেন। বনবাসকালে তিনি একাধারে রামচন্দ্রের ভ্রাতা, সুহৃদ, মন্ত্রণাদাতা এবং সকল

বিপদে তাঁহার পরম সহায়স্বরূপ ছিলেন। লঙ্কাসমরে তিনি বিভীষণের সাহায্যে ইন্দ্রজিতকে বধ করেন। বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের পরমহিতৈষি অন্ত্রণাদাতা স্বরূপে সর্ব্বদাই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে লইয়া যান। রামচন্দ্র যখন কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। মুনিবর দুর্ব্বাসার আদেশে, পরিণাম সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইয়াও, তিনি তাঁহাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যান এবং তৎফলে রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সরযূতীরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। (রামায়ণ)। রাম ও সীতা দেখ। (২) লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে যজ্ঞাগারে বধ করেন। ঐ অগ্নিশালায় ব্রহ্মহত্যা করায় লক্ষ্মণ ঐকাহিক জ্বরাক্রান্ত হন। অশ্বিনীকুমারদের বংশোৎপন্ন দ্বিবিদ নামক এক ভিষক্ বানর মন্ত্রবলে লক্ষ্মণের জ্বর নিরোগ করেন। তখন লক্ষ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দ্বিবিদকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। দ্বিবিদ লক্ষ্মণের হস্তে মৃত্যু প্রার্থনা করেন। পরে দ্বাপরে লক্ষ্মণ বলরামরূপে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া দ্বিবিদ বানরত্ব হইতে মুক্ত হন। কল্কি-৩য়-১৩। (৩) রাজর্ষি জনকের অন্যতমা কন্যা উর্ম্মিলা লক্ষ্মণের পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বায়ু-৮৮। (৪) ঋগ্বেদে এক লক্ষ্মণের উল্লেখ আছে। তাঁহার পুত্র ধন্য। সায়নাচার্য্য এই লক্ষ্মণের কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-১১।৩৩।১০। (৫) রামানুজ লক্ষ্মণের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। ভাগ-৯স্ক-১১। (৬) লক্ষ্মণের পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। গরু-পূ-১৪২। (৭) কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পুত্রের নামও ছিল লক্ষ্মণ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন। মহাভা-স্ত্রী-২০, ২৪, ২৬। আশ্রম-৩২।

লক্ষ্মণা—(১) শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধানা মহিষীর অন্যতমা। মৎ-৪৭। অগ্নি-২৭৬। দেবীভা-৪স্ক-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কালিকা-৪০। বৃহদ্ধ-উত্ত-৮। বায়ু-৯৬। (২) যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা দ্বাপরে লক্ষ্মণারূপে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণা পরে কালিন্দী নদীরূপ প্রাপ্ত হন। গর্গ-গোল-৩। (৩) বৃহৎসেন নরপতির কন্যা লক্ষ্মণাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। গর্গ-দ্বার-৮। (৪) ভাগবত মতে (১০স্ক-৫৮) লক্ষ্মণা মদ্ররাজ কন্যা। (৫) লক্ষ্মণার গর্ভে গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত ও গাত্রবিন্দ নামে তিন পুত্র ও গাত্রবতী

নামে এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-১৬০। (৬) লক্ষ্মণার গর্ভে উর্দ্ধগ, প্রবল প্রভৃতি কতিপয় সন্তান জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। উর্দ্ধগ ও প্রবল দেখ। (৭) লক্ষ্মণার গর্ভে পাত্রবৎ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। বিষ্ণু-৫ম-৩২। (৮) কুরুপতি দুর্য্যোধনের কন্যার নামও ছিল লক্ষ্মণা। শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করেন। সাম্ব দেখ। (৯) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

লক্ষ্মণেশ্বর—(১) হাটকেশ্বর তীর্থে অবস্থিত লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, নিখিল রামায়ণ শ্রবণ ফল লাভ হয়। স্কন্দ-নাগ-১০২। (২) প্রভাসক্ষেত্রে লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। নৃত্যগীত ও বাদ্যোদ্যম সহকারে, যে ব্যক্তি ভক্তিভরে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার পরমাগতি লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১২।

লক্ষ্মী—(১) বিষ্ণু ত্রিবিক্রমদ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। রামা-সুন্দ-২১। (২) ব্রহ্মার অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পঞ্চপত্নীর একতরা লক্ষ্মী। তাঁহার গর্ভে কাম উৎপন্ন হন। মৎ-১৭১। হরি-হরি-১৯৬। (৩) প্রসূতির গর্ভে উৎপন্ন দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার অন্যতমা এবং ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর একতমা। লক্ষ্মীর গর্ভে দর্প জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। বিষ্ণু-১ম-৭। হরি-হরি-২১৮। কূর্ম্ম-পূ-৮। গরু-পূ-৫। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৪) সমুদ্রমন্থনে পদ্মাসনা, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী উত্থিতা হন। তাঁহার আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করেন। বিষ্ণু-১ম-৯। অগ্নি-৩। পদ্ম-ভূমি-১১৯। মৎ-২৫০। (৫) লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মহাভা-শান্তি-৯০। (৬) দণ্ডের পত্নী নীতির এক নাম লক্ষ্মী। মহাভা-শান্তি-১২১। (৭) লক্ষ্মী সচ্চরিত্রতার অধীন। প্রহ্লাদ (৮২৮ পৃঃ) দেখ। (৮) ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য ও লোকানুরাগের একমাত্র আধার। এই নিমিত্ত লক্ষ্মী অভিন্নদেহে নারায়ণের দেহেই অবস্থান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী সদয় ভাবে যাহার নিকট বাস করেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহাভা-অনুশা-১১। (৯) কোনও সময়ে লক্ষ্মী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণকরিয়া গো সমুদয়ের নিকট উপস্থিত হন। ধেনুগণ লক্ষ্মীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের দেহে বাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ধেনুগণ লক্ষ্মীকে প্রথমে তাঁহাদের দেহে বাস করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে লক্ষ্মীর নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহারা সম্মত হইয়া নিজেদের

মূত্র ও পুরীষে তাঁহার আবাস নির্দ্দেশ করিলেন। মহাভা-অনুশা-৮২। (১০) শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা লক্ষ্মী সমস্ত সম্পত্তি-স্বরূপা ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি অতিশয় মনোহারিণী ও সর্ব্ব-বিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। তিনি লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ-শূন্যা। তিনি পতিব্রতাদিগের প্রধানা, ও সকল জীবের জীবনরূপিণী। তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজভবনে রাজলক্ষ্মী এবং মর্ত্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে গৃহ-লক্ষ্মী। তিনি বণিকদিগের বাণিজ্য-রূপিণী এবং পাপিদিগের কলহ উৎপাদিনী। দেবীভা-৯স্ক-১। (১১) কোনও সময়ে সূর্য্যতনয় রেবন্ত অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবাতে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। দেবী কমলা সেই সাগরোদ্ভুতা নিজ ভ্রাতৃতুল্য অশ্বকে দেখিয়া পরম বিস্মিতভাবে অবস্থান করেন। বিষ্ণুও অশ্বারোহী রেবন্তকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু লক্ষ্মী তখন মুগ্ধচিত্তে সেই অশ্বকেই নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন বলিয়া, কোনও উত্তর দেন নাই। বিষ্ণু বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লক্ষ্মীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি দেখিতেছি তোমার চিত্ত সর্ব্বত্রই রমণ করে, কারণ তুমি অশ্বের রূপ দর্শনে এতই মোহিত হইয়াছিলে যে, আমার জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর দেও নাই। অতএব অদ্যাবধি তুমি রমা নামে পরিচিতা হইবে এবং চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তুমি চঞ্চলা নামেও পরিচিতা হইবে। আমার নিকটে থাকিয়াও তুমি যখন অশ্ব দর্শনে মোহিতা হইয়াছ, তখন তুমি ভূতলে অশ্বিনী-রূপে জন্ম লাভ করিবে।" লক্ষ্মী-দেবী বিষ্ণুর এই অভিশাপে অতি-শয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং কিরূপে শাপমুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইতে পারিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বিষ্ণু বলিলেন যে, ভূতলে লক্ষ্মী বিষ্ণু-তুল্য এক পুত্র লাভ করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে আগমন করিতে পারিবেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবী অশ্বিনীরূপ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি সুদীর্ঘকাল মহাদেবের তপস্যা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বর দিতে আগমন করেন। লক্ষ্মী মহাদেবকে তাঁহার শাপ বিবরণ বর্ণনা করিয়া, যাহাতে বিষ্ণুর ঔরসেই তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর মহাদেবের পরামর্শে বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মীর সহিত মিলিত

হইলেন। ঐ হয়গ্রীব-মূর্ত্তিধারী বিষ্ণুর ঔরসে অশ্বিনীরূপী লক্ষ্মীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সন্তানের জন্ম হইলে তিনিও পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং বিষ্ণু সহ বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবীভা-৬স্ক-১৯। হরি-বর্ম্মা দেখ। (১২) খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ঔরসে নারায়ণ-প্রিয়া লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫। সৌ-২৬। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৪। কূর্ম্ম-পূ-১৩। লি-পূ-৫। (১৩) একবার লক্ষ্মীদেবী শত শত পরিচারিকা পরিবৃতা হইয়া কৌশিক নামক এক হরিভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গমন করেন ব্রহ্মাদি দেবগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক দেবগণকে সেই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। দেবগণ লক্ষ্মীদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিনাবাক্যব্যয়ে দূরে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ দেবসমাজের মধ্যে নারদও ছিলেন। তিনি ঐ ভাবে অপমানিত হইয়া অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং লক্ষ্মীর জ্ঞাতসারেই যে পরিচারিকাগণ দেবগণের উপর ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লক্ষ্মীকে ও তাঁহার সমুদয় পরিচারিকাগণকে রাক্ষস-যোনীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া শাপ দেন। লক্ষ্মীদেবী এই শাপ প্রদানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নারদের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, যে রাক্ষসী আপন ইচ্ছায় অরণ্যবাসী মুনিগণের অল্প অল্প শোণিত দ্বারা কলস পূর্ণ করিবে, সেই শোণিতেই উৎপন্ন হইয়া তিনি যেন সেই রাক্ষসীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। নারদ তাহাতেই সম্মত হইলেন। অদ্ভু-রামা-৬। (১৪) একবার লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবগণের পরামর্শে গৌতমী গঙ্গা মধ্যস্থা মনোনীতা হন। তিনি লক্ষ্মীকেই শ্রেষ্ঠা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। ব্রহ্মপু-১৩৭। (১৫) লক্ষ্মী প্রকৃতি দেবীরই অংশভূতা অন্যতমা শক্তি। তিনি বিষ্ণুকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্ত্বগুণাশ্রিতা। শিব-জ্ঞান-৩, ৬। (১৬) পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীর নাম লক্ষ্মী। মার্ক-৬৮। (১৭) ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মার গর্ভে সুনৃতা নামে এক কন্যা জন্মে। তিনি উত্তানপাদের পত্নী ও ধ্রুবের জননী ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। (১৮) ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (১৯) ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মার গর্ভে বল নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (২০) বর্ব্বরী দেখ। (২১) দেবী দুর্গার এক নাম। তাঁহার কৃপায় সকলে শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি

ও সৌন্দর্য্য লাভ করে বলিয়া, তাঁহার ঐ নাম। দেবীপু-১৬, ৩৭, ১২৭। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। যশা দেখ। (২২) তন্ত্রোক্ত ত্রিপুটা যন্ত্রের ষট্ কোণে লক্ষ্মী, গৌরী, রতি প্রভৃতি দেবীর অবস্থান। ঐ লক্ষ্মীদেবী হেম-বর্ণা ও ক্ষীণাঙ্গী। তিনি বর মুদ্রা, অভয় মুদ্রা ও দুইটি পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তন্ত্র-১৭৭ পৃঃ। (২৩) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিশটি ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ ও ৩০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (২৪) তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতীর অন্যতমা পীঠ শক্তি। তন্ত্র-৫১৩ পৃঃ। সরস্বতী দেখ। (২৫) যে ব্যক্তি লক্ষ্মীপূজা করিয়া ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ, উচৈঃ, শ্রী ও পদ্ম-ধারিণী, এই দ্বাদশ নাম পাঠ করে, লক্ষ্মী তাহার গৃহে স্থিরা হইয়া বাস করেন। তন্ত্রঃ-৭৪৩ পৃঃ। (২৫) ভৃগুমুনির খ্যাতি নাম্নী পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মীদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নরনারায়ণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য, সাগর-সীমায় গমনপূর্ব্বক, উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সহস্র বৎসর তপস্যায় অতিবাহিত হইবার পর, ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর রূপ ধারণ-পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতে বলিলেন। দেবগণ তাহা করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু সেই সংবাদ পাইয়া রমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি যদি প্রকৃতই নারায়ণ হন, তবে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া আমার বিশ্বাস উৎপাদন করুন"। বিষ্ণু তাহাই করিয়া লক্ষ্মীর সংশয় ভঞ্জন করিলেন। অতঃপর দেব নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মচর্য্যই সকল ধর্ম্মের মূল ও সর্ব্বোত্তম তপস্যা। যেহেতু তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এখানে তপস্যা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি মূল শ্রীপতি নামে এইস্থানে অধিষ্ঠান করিব। আর তুমিও ব্রহ্ম-চর্য্য স্বরূপিনী ব্রাহ্মী মূলশ্রী নামে বিদিতা হইবে। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৪।

লক্ষ্মীনিধি—জনকের তনয়। তিনি তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র, পাশু-পতাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নাগপাশ, মায়ূরাস্ত্র, নাকুলাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারু-ণাস্ত্র, বস্ত্রাস্ত্র, পার্ব্বত, বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করিয়া ছিলেন। শত্রুঘ্ন যখন রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন তিনি শত্রুঘ্নের অনুগমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কোমলা।

পদ্ম-পাতা-৫, ১৩-২০, ৩৬, ৩৭।

লক্ষ্মীনৃসিংহ—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। ঐ লক্ষ্মীনৃসিংহ শিবলিঙ্গ মানবগণের মোক্ষলক্ষ্মী-প্রদায়ক। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; উ-৬১।

লক্ষ্মীশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। দেবী শঙ্করী দৈত্যদিগকে বধ করিয়া ঐ স্থানে লক্ষ্মী দেবীকে স্থাপন করেন। শ্রীপঞ্চমী দিনে ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে মন্বন্তর কালাবধি লক্ষ্মীবিযুক্ত হইতে হয় না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৪।

লঘু—(১) যদুর পুত্র সহস্রজিতের অন্যতম তনয় লঘু। সহস্রজিৎ দেখ। (২) যদুর অন্যতম পুত্র। যদু দেখ।

লঘ্বী—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬ বৌষড়ি দেখ।

লজ্জা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর একতমা। লজ্জার গর্ভে বিনয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। বায়ু-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। ব্রহ্মা-১০। লি-পূ-৫। মহাভা-আদি-৬৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ জন স্বরশক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

লতা—(১) মেরুর নয় কন্যার অন্যতমা। অগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র রম্যক তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। (২) জনৈক অপ্সরা। মহাভা-সভা-১০,আদি-২১৫-২১৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১। বর্গা দেখ। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

লপিতা—মহর্ষি মন্দপালের অন্যতমা পত্নী। মন্দপাল ও জরিতা দেখ।

লব—(১) সীতার গর্ভজাত রামচন্দ্রের যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্যতম। গর্ভবতী সীতা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করেন। সেই খানেই তিনি কুশ ও লব নামক যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। (কুশ দেখ)। লব উত্তর-কোশলের অধিপতি হইয়াছিলেন। শ্রাবস্তীপুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। রামা-উত্ত-১২০, ১২১। বায়ু-৮৮। (২) শত্রুঘ্ন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন বাল্মীকির তপোবনে কুশ ও লব সেই অশ্ব বন্ধন করেন। অতঃপর শত্রুঘ্ন ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত, লব ও কুশের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সানুচর শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃদ্বয়হস্তে পরাজিত হন। পরে সীতার বাক্যে কুশ ও লব যজ্ঞাশ্ব সহ সানুচর শত্রুঘ্নের বন্ধন মোচন করেন। পদ্ম-পাতা-৩০, ৩৭। (৩) বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করিলে মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভূত ও পিশাচের

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন। তিনি এক মুষ্টি কুশ ও লব (কুশের নিম্নভাগ) লইয়া বৃদ্ধা তাপসীদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের হস্তে সেই গুলি দিয়া বলিলেন "তোমরা কুশ দ্বারা জ্যেষ্ঠ শিশুর এবং লবের দ্বারা কনিষ্ঠ শিশুর গাত্র মার্জ্জনা করিবে। আমি সেই অনুসারে জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলাম। রামা-উত্ত-৭৯। (৪) লব-রূপী ইন্দ্র নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০। ১১৯। ১-১৩।

লবঙ্গা—পুণ্যশ্রবা নামক মুনির পুত্রী। শিব ও পার্ব্বতীর বরে গোকুলে নন্দ গোপের ভ্রাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রণয়িনী হন। পদ্ম-পাতা-৪১।

লবণ—(১) মধুনামক দৈত্যের ঔরসে রাবণের অন্যতমা ভগ্নী কুম্ভিনসীর গর্ভে লবণ নামক এক দুর্দ্দান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লবণ মধুবনে বাস করিয়া সর্ব্বদা তপস্বীগণের উপর বিশেষ উপদ্রব করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতেন। তপস্বীগণ লবণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। রাম নিজ অনুজ শত্রুঘ্নকে লবণ বধের জন্য প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্নের সহিত লবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইবার পর, লবণ শত্রুঘ্ন হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। রামা-উত্ত-৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮১। হরি-হরি-৪১, ৫৪। দেবীভা-৪স্ক-২০। অগ্নি-১১। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-১ম-১২; ৪র্থ-৪। ভাগ-৯স্ক-১১। পদ্ম-পাতা-২২, ২৯, ৩২। বরা-১৬৩। (২) রাম লবণাসুরকে বধ করেন। গর্গ-মথু-২৫। ব্রহ্মপু-২১৩। মান্ধাতা (৫) দেখ। (৩) প্রিয়ব্রত নরপতির অন্যতম পুত্র জ্যোতিষ্মান্। তাঁহার সাত পুত্রের অন্যতম লবণ। তিনি স্বীয়-নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। লি-পূ-৪৬। প্রভাকর ও জ্যোতিষ্মান্ দেখ।

লবণাশ্ব—দ্বৈতবননিবাসী জনৈক মুনি। মহাভা-বন-২৬।

লবেশ্বর—হাটকেশ্বর তীর্থে রামের তনয় লবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-নাগ-১০৪।

লক্ষানুভাব—অনুমতি ও কুহু দেখ লি-পূ-৫।

লম্ব—উগ্র নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের লম্ব, লম্বকেশক- লম্বাক্ষ ও লম্বোদর নামে চারিটি মহানাদশালী পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লি-পূ-২৪। উগ্র ও শিবাবতার দেখ।

লম্বকুক্ষি—গণেশের এক নাম অগ্নি-১১।

লম্বকেশ, লম্বকেশক—লম্ব দেখ।

লম্বন—জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। লবণ, প্রভাকর ও জ্যোতিষ্মান্ দেখ।

লম্বপয়োধরা—(১) কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

লম্বভ্রূ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

লম্বমেখলা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

লম্বমেলা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

লম্বসটা—মাতৃকাগণ দেখ।

লম্বস্তনী—মাতৃকাগণ দেখ।

লম্বা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের এক পত্নী। লম্বার গর্ভে ঘোষ নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৫, ২০৩। হরি-হরি-২১৮। শিব ধর্ম্ম-৫৪। বায়ু-৬৬। গরু-পূ-৬। ব্রহ্মপু-৩। কূর্ম্ম-পূ-১৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২১। (৩) লম্বার গর্ভে ঘোষাধিষ্ঠাতা দেবগণের উদ্ভব হয়। লি-পূ-৬৩। (৪) লম্বার পুত্র বিদ্যোৎ (বিদ্যুৎ) স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। ভাগ-৬স্ক-৬। (৫) লম্বার গর্ভে ঘোষ নামক মন্ত্রাভিমানিনী দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৬) কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (৭) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা মাতৃকাগণের অন্যতমা। সীতা দেখ।

লম্বাক্ষ—লম্ব দেখ।

লম্বাক্ষী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা মাতৃকাগণের অন্যতমা। সীতা দেখ।

লম্বায়ন—একজন বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

লম্বাস্যা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

লম্বিনী—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপিকার অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (৩) কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাদের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

লম্বোদর—(১) অন্ধ্রবংশীয় রাজা শান্তকর্ণি মগধে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাঁহার পুত্র লম্বোদর অষ্টাদশ বৎসর প্রজাপালন করেন, এবং তাঁহার পর আপীতক দ্বাদশবর্ষ রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। পূর্ণোৎসঙ্গ ও মেঘস্বাতী দেখ। (২) লম্বোদরের তনয় দ্বিবিলিক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৩)

মগধে শূদ্র বংশীয় পৌর্ণমাসের তনয় লম্বোদর। তাঁহার পুত্র চিবিলিক। ভাগ-১২স্কন্দ-১। শ্রীশান্তকর্ণ ও মেঘস্বাতী দেখ। (৪) উগ্রনামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। লম্ব দেখ। (৫) গণেশের এক নাম। ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ নাম দেন। বৃহন্ন-মধ্য-৩০। পদ্ম-উত্ত-১০১। (৬) কাশীতে লম্বোদর নামক গণপতি সকল বিঘ্ন নাশ করেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৫৭।

লয়া—সীতার একনাম। সীতা দেখ।

ললনা—দেবীদুর্গার এক নাম। তাঁহারই কৃপায় সকলে শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করে, তজ্জন্য তাঁহার এই নাম। দেবীপু-৩৭। লক্ষ্মী দেখ।

ললাটাক্ষ—মহিষাসুরের অনুচর জনৈক দানব। বরা-৯৫।

ললিত—(১) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। এক দিন গান করিতে করিতে তাঁহার গানের পদ ভুল হইয়া যায়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগরাজ পুণ্ডরীক তাঁহাকে "রাক্ষস-যোনীতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দেন। তাঁহার পত্নী ললিতা স্বামীর এই দুরবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই স্বামীর সহিত অবস্থান করিতেন। পরে এক মুনির পরামর্শে ললিতা চৈত্র-মাসের শুক্লপক্ষীয় কামদা নামক একাদশী তিথিতে ব্রতাচরণ করিলে, ললিত পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন। পদ্ম-উত্ত-৪৭। গর্গ-মথু-৯। (২) বিষ্ণুর এক নাম।

ললিতযৌবনা—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

ললিতরাজ—অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মহাদেবের শরীর-নির্গত রুধির হইতে উৎপন্ন জনৈক ভৈরব। বাম-৭০।

ললিতা—(১) ললিত নামক এক গন্ধর্ব্বের পত্নী। ললিত দেখ। (২) বিদর্ভ-রাজের কন্যা ও চারুধর্ম্মা নামক রাজার পত্নী। তিনি পূর্ব্বজন্মে সৌবীর রাজের কন্যা ছিলেন। বিষ্ণু মন্দিরে নিয়ত দীপদান করিয়া, তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন। অগ্নি-২০০। (৩) দেবী পার্ব্বতীর পার্শ্ববিহারিণী অন্যতমা দেবী। মৎ-৬১। (৪) দেবী সাবিত্রী সন্তানতীর্থে ললিতা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৫) দেবী শঙ্করী সন্তান-তীর্থে ললিতা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্র-কর্ণিকা দেখ। (৬) দক্ষকন্যা সতী লালিত্য গুণে সকল নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার এক নাম হয় ললিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। সতী দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্য-তমা গোপিকা। গর্গ-গোল-৪; বৃন্দা

১৫, ১৯; অশ্ব-১২। পদ্ম-পাতা-৩৯, ৪২। (৮) কামাখ্যাদেবীর অঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বাস করেন। লক্ষ্মী ললিতা ও মাতঙ্গী নামেও পরিচিতা। কালিকা-৬২। (৯) ধৃতরাষ্ট্র নামক নাগরাজের কন্যা। তিনি শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী ছিলেন। অযোধ্যাপতি সহস্রানীকের পুত্র উদয়নের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উদয়নের ঔরসে ললিতার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, ললিতা শাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। মাল্যবান্, বিধূন ও সহস্রানীক দেখ। (১০) জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। (১১) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

ললিতাগৌরী—কাশীস্থিত এক দেবী। সম্পত্তিলাভ-মানসে ললিতা-গৌরী দেবীর পূজা কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজকগণ সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্ত থাকেন। স্কন্দ-কাশী-৩৩, ৫৭।

ললিতাদেবী—(১) দেবীশঙ্করী প্রয়াগতীর্থে ললিতাদেবী রূপে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (২) দেবী সাবিত্রী প্রয়াগতীর্থে ললিতা দেবী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ললিতা দেখ। (৩) কাশীস্থিত ললিতাদেবীর পূজা করিলে দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ করিতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-৮৩।

ললিতেশ্বর—প্রয়াগধামস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

ললিতোমা—দেবী ভৈরবীর এক নাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬১।

লাকিনী—অথর্ব্ববেদজ ও উপ-বেদজ বিবিধ মন্ত্রসমূহের অধিদেবতা বিশেষ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২০। রাকিনী দেখ।

লাঙ্গল—মগধের ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শুদ্ধোদের তনয়। তাঁহার আত্মজ প্রসেনজিৎ। ভাগ-৯স্ক-১২

লাঙ্গলি—(১) সংহিতাকার পৌষ্প-ঞ্জীর অন্যতম শিষ্য। তিনিও ছয়খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভালুকি, কামহানী, জৈমিনী, লোমগায়নী, কণ্ড (কণ্ডু—বায়ু) ও কোহল (কাহল—বায়ু) নামে লাঙ্গলির ছয়জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারাও সংহিতাকার ছিলেন। পৌষ্পঞ্জী দেখ।

লাঙ্গলী—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-৫৩। (২) একজন মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) অন্যতম শিবাবতার যোগা-চার্য্য। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। লি-পূ-২৪। শিবাবতার দেখ। (৪) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৫) বলরামের এক নাম। বলদেব দেখ।

লাঙ্গলীভীম—অন্যতম শিবাবতার

ব্রহ্মা-৬৭। শিবাবতার দেখ।

লাঙ্গলীশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবের রোগ ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-৫৫।

লাবকি—অত্রিবংশোদ্ভব একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ

লাবণ্যবতী—(১) শাকল নগরী নিবাসী চন্দ্রপ্রভা নামক রাজার কন্যা। তিনি জাতিস্মরা ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব-জন্মে হরস্বামী নামক ব্রাহ্মণের পত্নী ছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা স্বামীকে নিজপ্রতি অনুরাগী করিবার প্রয়াস পান। সেই পাপে জন্মজন্মান্তর তিনি ইতরযোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, পাপক্ষয়ান্তে রাজ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭৮। (২) রথন্তর কল্পে পুষ্করদ্বীপে পুষ্পবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল লাবণ্যবতী। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে এক ব্যাধ দম্পতী ছিলেন। মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে তাঁহারা বিক্রয়ার্থ আহৃত পদ্মের দ্বারা বিষ্ণুদেহ সমাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা জন্মান্তরে রাজবংশে জন্মলাভ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২০। (৩) শিব-পুরাণে আছে (সনৎ-৪৫) ঐ ব্যাধ দম্পতি মহাদেবের পঞ্চায়তন পূজা করিয়া জন্মান্তরে রাজবংশে উৎপন্ন হন। (৪) মৎস্যপুরাণে লাবণ্যবতী নামের পরিবর্ত্তে লীলাবতী নাম পাওয়া যায়। মৎ-১০০। পুষ্পবাহন দেখ।

লাভ—(১)উনপঞ্চাশজন মরুৎগণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। মরুৎ-গণ দেখ। (২) বিশ্বরূপের অন্যতমা কন্যা বুদ্ধি, গণেশের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে লাভ জন্মগ্রহণ করেন। শিব-জ্ঞান-৩৬। লক্ষ দেখ। (৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যা পুষ্টির গর্ভে লাভ জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্টি দেখ।

লালসা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

লালাবি—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

লিখিত—(১) নগরাজ হিমবানের অন্যতমা কন্যা একপাটলা জৈগিষব্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের অযোনিজ দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম শঙ্খ ও লিখিত। বায়ু-৭২। ব্রহ্মপু-৩৪। (২) বৃহৎশ্রবা দেখ। (৩) শঙ্খ ও লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগের অন্যতম ছিলেন। বরা-১২১। সৌর-৫০। অগ্নি-১৬২। গরু-পূ-৯৩। (৪) শাণ্ডিল্যমুনির অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-নাগ-১১। শঙ্খ দেখ। (৫) মহর্ষি লিখিত একজন স্মৃতি-শাস্ত্রকার ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম লিখিত সংহিতা। লিখি-সং।

লিখিতেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-৯৭।

লিঙ্গধারিণী—(১) দেবী সাবিত্রী নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (২) দেবী শঙ্করী নৈমিষ তীর্থে লিঙ্গধারিণী নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

লিঙ্গভক্ষ—জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

লিঙ্গেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রস্থ লিঙ্গেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-১৪৯।

লীলা—কামদেব পুনর্জন্ম লাভ করিলে রতির আনন্দাশ্রু হইতে উৎপন্না অন্যতমা কন্যা। পদ্ম-ভূমি-৭৭।

লীলাঢ্য—বিশ্বামিত্রের এক পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

লীলাবতী—(১) জনৈক বেশ্যা সে চতুর্দ্দশী তিথিতে হেমবৃক্ষাদিসহ লবণাচল দান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া শিবপুরে গমন করে। মৎ-৯২। পদ্ম-সৃষ্টি-২১। (২) নরপতি অবীক্ষিতের অন্যতমা পত্নী। মার্ক-১২১। (৩) কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে শত্রুজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। দেবীভা-৩স্ক-১৪। বীরসেন ও শত্রুজিৎ দেখ। (৪) জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (৫) বারাণসীরাজ দিবোদাসের পত্নী। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৬। (৬) সাধু নামক একজন বণিকের পত্নী। সাধু দেখ। (৭) মৃত্যুকন্যা সুনীথার অন্যতমা সখী। পদ্ম-ভূমি-৩৩। (৮) লীলাবতী নামক এক বারনারী রাধাষ্টমী ব্রত করিয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। পদ্ম-স্বর্গ-৪০। পদ্ম-ব্রহ্ম-৭।

লীলালকশিখণ্ড—মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

লীলালয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

লুঙ্কেশ্বর—কালকেয় দানবকর্ত্তৃক লুঙ্কেশ তীর্থে প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা ৬৭।

লুব্ধ—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

লুম্প—একজন ম্লেচ্ছরাজ। তিনি যুদ্ধকামী হইয়া সামগ মুনিকে বধ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সামগ মুনির পুত্র রাজাকে "কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে মহাকালবনে শিবলিঙ্গ দর্শন ও শিপ্রা নদীতে স্নান করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪১।

লুম্পক—(১) মাহিষ্মতী নামক এক রাজর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র অতিশয় দুষ্ক্রিয়া-

ন্বিত ছিল বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে লুম্পক নামে অভিহিত করেন। পিতাকর্তৃক রাজ্যহইতে বিতাড়িত হইয়া, লুম্পক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে, এক বিষ্ণু মন্দিরে রাত্রিবাস করেন। সেই রাত্রি জাগরণের ফলে তিনি পিতৃরাজ্য পুনঃ লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-৪০। গর্গ-মাধু-৯

লুম্পেশ্বর—ম্লেচ্ছ-রাজ লুম্প কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৪১। লুম্প দেখ।

লুশ—মহর্ষি লুশ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৩৫

লেখ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে লেখ নামে অন্ততম দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। ব্রহ্মপু-৫। গরু-পু-৮৭। কূর্ম্ম-পু-৫০। আপ্য, অদ্ভুত, অজিত, অন্তরীক্ষ, মহাসত্ত্ব ও অর্থপতি দেখ।

লেখক—পর্য্যুসিত দেখ।

লেখ্য—চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্ততম দেব-গণ। কূর্ম্ম-পু-৫০। লেখ দেখ।

লেলিহান—(১) অন্ততমা মাতৃকা মাতৃকাগণ দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮

লেলিহানা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্ততম। সীতা দেখ।

লেশ—চন্দ্রবংশীয় সুহোত্রের অন্ততম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। কাশ, সুহোত্র ও সুতহোত্র দেখ।

লৈদ্রাণি—অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। ভগ-পাদ দেখ।

লোকচক্ষু—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

লোকধাত্রী—ভদ্রকালী দেখ।

লোকনাথ—বৃকবক্ত্র দেখ।

লোকনাশিনী—দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

লোকপাল—বৈবস্বত যমের নামান্তর। যম দেখ।

লোকপালেশ্বর (১) কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন। স্কন্দ-কাশী-৮১। (২) একবার হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ-স্থল হইতে বহুসহস্র দৈত্য প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল নিজেদের বশীভূত করে। তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে কাপালিক বেশে মহাকাল বনে যাইয়া, শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে বলিলেন। তাঁহারা ঐরূপ করিলে সেই শিবলিঙ্গ হইতে অগ্নি জ্বালা নির্গত হইয়া, দৈত্যগণকে ভস্মসাৎ করে। তদবধি সেই শিবলিঙ্গ লোকপালেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-চতু-১২।

লোক-প্রকাশক—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

লোক-প্রসাদিনী—গঙ্গার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭।

লোকসাক্ষী—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

লোকাক্ষি, লোগাক্ষ, লৌগাক্ষি—(১) একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ ও বৈরজ নামে তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। (২) লোকাক্ষির শিষ্যগণের নাম—(ক) সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাৎ ও রব। বায়ু-২৩। (খ) বিরজ, শঙ্খপা, সুধামা ও দ্রব। ব্রহ্মা-২৩। (গ) সুনামা, বিরজা, শঙ্খবাণী ও অজ। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (ঘ) সুধামা বিরজা, শঙ্খপৎ ও রজা। লি-পূ-২৪। (৩) জটামালী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। লি-পূ-২৪। জটামালী দেখ।

লোকাক্ষা, লোগাক্ষি—সংহিতাকার পৌষ্যঞ্জীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। পৌষ্যঞ্জী, লাঙ্গলী ও পৌষ্পঞ্জী দেখ।

লোকাখ্য—লোকাক্ষি নামের স্থানে স্কন্দপুরাণে লোকাখ্য নাম পাওয়া যায় স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। লোকাক্ষি দেখ

লোকান্ত—অন্যতম শিবানুচর। তিনি শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩।

লোকার্ক—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৫৬। সূর্য্য দেখ।

লোকেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম গণ। জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে দৈত্যানুচর কালের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

লোটনেশ্বর—নর্ম্মদার উত্তর তীরে লোটনেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২০।

লোপমুদ্রা লোপামুদ্রা—(১) মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী। তিনি পতিব্রতা মহিলাদিগের মধ্যে একজন প্রধানা। প্রায় সমুদয় পুরাণেই ইহা উল্লিখিত আছে। (২) মহর্ষি দধীচিরও অন্যতমা পত্নীর নাম ছিল লোপমুদ্রা। ব্রহ্মপু-১১০। অগস্ত্য দেখ।

লোভ—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী পুষ্টির গর্ভে লোভ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। গরু-পূ-৫। লি-পূ-৫। লাভ ধর্ম্ম ও পুষ্টি দেখ। (২) অধর্ম্মের অন্যতম পুত্র লোভ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম্ম দেখ। (৩) দম্ভের পুত্র লোভ ও কন্যা শঠতা। লোভ স্বীয় ভগিনী শঠতাকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র-কন্যা ক্রোধ ও হিংসা। তাঁহাদেরও পরস্পর পতি পত্নী সম্বন্ধ ছিল। কল্কি-৩য়-৬। ভাগ-৪স্ক-৮। (৪) কলির অনুচর লোভ। কল্কির সহিত কলির যুদ্ধ-

কালে লোভ কল্কির অনুচর প্রসাদের হস্তে নিহত হন। সৌর-৪০। কল্কি-৩স্ক-৬, ৭।

লোমগায়নি—লাঙ্গলী দেখ।

লোমধি—মগধের শূদ্রবংশীয় ভাব্যের পুত্র লোমধি। তিনিই ঐ বংশের শেষ নরপতি। শূদ্র বংশীয় ত্রিশ জন রাজা সর্ব্বসমেত চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন ভাগ-১২স্ক-১।

লোমপাদ—(১) বলিপুত্র অঙ্গের বংশীয় দশরথের পুত্র চতুরঙ্গ, লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৮। চতুরঙ্গ দেখ। (২) অঙ্গবংশীয় চিত্ররথের পুত্র দশরথ লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার শান্তা নামে এক কন্যা ও চতুরঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩১। ব্রহ্মপু-১৩। (৩) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় লোমপাদ। তাঁহার আত্মজ বভ্রু। হরি-হরি-৩৬। কূর্ম্ম-পূ-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৪) লোমপাদের পুত্র কৃতি। অগ্নি-২৭৫। (৫) অঙ্গবংশীয় সত্যরথের পুত্র লোমপাদ। তাঁহার আত্মজ চতুরঙ্গ। অগ্নি-২৭৭। (৬) লোমপাদের কন্যা শান্তা মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। (৭) রাজা লোমপাদ, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও স্বীয় কন্যা শান্তাকে প্রদান করিয়া, স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। রোমপাদ দেখ।

লোমশ—(১) মহর্ষি লোমশ এক জন সংশিতব্রত মুনি ছিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা ধরিয়া অনেক বার উহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। তিনি ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি লোকপাবন ছিলেন ও তপঃপ্রভাবে সমুদয় লোক সৃজন করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি উত্তর-দিগ্বাসী মহর্ষিগণের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-১৬৬। বরা-১৫৯। মহাভা-শান্তি-৪৭; অনুশা-১২৯, ১৫০, ১৬৫। লোমহর্ষণ দেখ। (২) সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, ব্রহ্মতুল্য লোমশ মুনির কল্পে কল্পে এক একটি লোম বিনাশ প্রাপ্ত হইত। তজ্জন্য তিনি ঐ নামে বিদিত ছিলেন। মহর্ষি লোমশ একবার অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তখন কতকগুলি পিশাচ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাঁহার তপঃপ্রভাবে তাহাদের গতিরুদ্ধ হয়। ঐ পিশাচ-গণ পূর্ব্বে বেদনিধি নামক এক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিল। লোমশ ঋষি তাহাদের পরিচয় পাইয়া তাহাদের পিশাচত্ব দূর হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। পদ্ম-উত্ত-৫৫, ১২৮, ১৩৫। পদ্ম-স্বর্গ-১০। (৩) লোমশ মুনি আরণ্যক নামক ব্রাহ্মণের নিকট রামচরিত কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-পাতা-২১। (৪) লোমশ

মুনি নৈমিষারণ্যে সমাগত ঋষিগণকে শিব-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। স্কন্দ-পুরাণ মাহেশ্বর-খণ্ড। (৪) মহর্ষি লোমশ একবার সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাঁহার দেহে লোম সংখ্যা যত ছিল, ইন্দ্রের সংখ্যাও তত ছিল। এক এক ইন্দ্রের পতনে তাঁহার এক একটি লোম পতিত হইত। লোমশ ঋষির আয়ুকালের মধ্যে ছয়জন ব্রহ্মার পতন হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৬।

লোমশা—সিন্ধুদেশীয় রাজা ভাবয়-ব্যের পত্নী। লোমশা তাঁহার স্বামী ভাবয়ব্যের নামে একটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-১। ১২৬। ৩।৭

লোমশেশ্বর—লোমশ মুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। লোমশ (৪) দেখ।

লোমহর্ষণ—রোমহর্ষণ দেখ।

লোমায়ন—একজন বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈরুব দেখ।

লোল—দৃঢ়ধন্বার কন্যা উৎপলা-বতী মৃগরূপধারী কোনও মুনির শাপে মৃগীরূপ প্রাপ্ত হন। ঐ মৃগীরূপী উৎপলাবতীর গর্ভে একজন মহর্ষির ঔরসে লোল নামক পুত্র জন্ম লাভ করে। তখন উৎপলাবতীর শাপ মুক্ত হন। এই মৃগীরূপী উৎপলাবতী গর্ভজাত লোল নামক মুনিপুত্র, তামস নামে অভিহিত হন এবং তিনিই পরে তামস নামে মনু হন। মার্ক-৭৪।

লোলজিহ্ব—ত্রেতাযুগের প্রথমাব-স্থায় লোলজিহ্ব নামে এক অসুর উৎপন্ন হয়। সে ধর্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ গণের উপর অত্যাচার করাতে বিষ্ণু হস্তে নিহত হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-১১।

লোলজিহ্বা—চতুঃষষ্টি যোগিনী গণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

লোলা—(১) জনৈক দানব। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধু দৈত্য। রামা-উত্ত-৭৪। (২) দেবী সাবিত্রী উৎপলাবর্তক তীর্থে লোলা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী উৎপলাবর্ত তীর্থে লোলানামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্র-কর্ণিকা দেখ। (৪) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (৫) সিংহল-রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার অন্যতমা সখী। কল্কি-২স্ক-২। (৬) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

লোলাক্ষি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

লোলাক্ষী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা স্বর শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

লোলাটি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নী দেখ।

লোলার্ক—(১) রাক্ষসরাজ সুকেশী

মহাদেবের বরে এক গগনগামী পুরী লাভ করেন। সেই পুরীর প্রভায় সূর্য্যের তেজ মলিন হইয়া যাওয়াতে সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সুকেশীকে ভূতলে পাতিত করেন। স্বীয় ভক্ত সুকেশীর পতনে মহাদেব সূর্য্যের প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করেন। দেবগণ সূর্য্যের এই বিপদ দেখিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের সন্তোষ সাধন করিয়া সূর্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীধামে গমন করিলেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে লোলার্ক এই নাম প্রদান করিলেন। বাম-১১-১৫। (২) বিদ্যুৎমালী (৩) দেখ।

লোলুপা— অন্যতমা যোগিনী যোগিনীগণ দেখ।

লোহ—সহস্র বদন রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণ দেখ।

লোহজঙ্ঘ—(১) কুম্ভবক্ত্র ও বৈতালী দেখ। (২) লোহজঙ্ঘ নামে মাণ্ডব্য-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ একবার অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। ঐ অবস্থায় একদিন তিনি মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষিগণকে গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কি জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তদুত্তরে লোহজঙ্ঘ বলেন যে, দুর্ভিক্ষ-নিবন্ধন অন্ন-সংস্থানের অপর কোনও উপায় না পাইয়াই তিনি ঐরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তখন মুনিগণ তাঁহাকে বলেন, "তুমি গৃহে গমনপূর্ব্বক তোমার পোষ্যগণকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাঁহারা তোমার এই পাপের অংশ গ্রহণ করিবেন কিনা"। লোহজঙ্ঘ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একে একে পিতা মাতা প্রভৃতি সকল আত্মীয়গণকেই তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কেহই তাঁহার পাপের অংশ লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন লোহজঙ্ঘ নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং মহর্ষিগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমুদয় নিবেদন পূর্ব্বক এবং কি উপায়ে অর্জ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সপ্তর্ষিদের মধ্যে পুলহ ঋষি লোহজঙ্ঘকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদজাটঘোট মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিলেন। লোহজঙ্ঘ সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অনন্যমনে মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মন্ত্রজপে এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহের চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ সৃষ্টি হইল। দীর্ঘকাল পরে সপ্তর্ষিগণ পুনরায় সেই পথে গমন করিবার সময়ে, বল্মীকস্তূপমধ্যহইতে মন্ত্র

জপের শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তাঁহারা বল্মীকস্তূপের মধ্য হইতে লোহজঙ্ঘকে নিষ্কাসিত করিয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তদবধি লোহজঙ্ঘ বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ মুনি রূপে পরিচিত হইলেন। অতঃপর সপ্তর্ষিগণ এই বিধান করিলেন যে, পূর্ব্বে যে স্থানে লোহজঙ্ঘ লোকসকলের ধনরত্নাদি হরণ করিয়াছিলেন সেই স্থান মুখরতীর্থ নামে অভিহিত হইবে। যে কেহ শ্রাবণী পূর্ণিমাতে শ্রদ্ধাসহকারে মুখরীতীর্থে স্নান করিবে, তাহার চৌর্য্যকার্য্য-জনিত সকল পাপ দূর হইবে। রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকিও ঐ মুখরা তীর্থে স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-১২৪।

লোহমেখলা—(১) স্কন্দ দেবসেনা-পতিপদে বৃত হইলে সুদামাতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ লোহমেখলাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (৩) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

লোহাজবক্ত্র—দেবসেনাপতি কার্ত্তি-কেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ দেখ।

লোহাসুর—সত্যযুগের শেষ ভাগে লোহাসুর নামে এক ভীষণ-স্বভাব দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। সে ধর্ম্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণাদি সকল অধিবাসীদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে যে, তাঁহারা সকলেই বাধ্য হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। পরে বৈরাগ্য উদয় হওয়াতে, লোহাসুর শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, লোহাসুর প্রার্থনা করিল যে তাহার শরীর যেন জরাগ্রস্ত না হয়; তাহার যেন মৃত্যুভয় উপস্থিত না হয় এবং শঙ্কর স্বয়ং যেন তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। শিব তাহাকে সেই বরই দিলেন। বর পাইয়াও লোহাসুর পুনরায় শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র আসিয়া তাহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। তপস্যা ভঙ্গ করাতে লোহাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। শঙ্করও তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা লোহাসুরকে পরাজিত করিতে না পারিয়া, প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। তাঁহা-দের স্নেহাসম্ভাষণসূচক বাক্যে লোহা-

স্বয় যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, দেবত্রয় এই বিধান দিলেন যে, ধর্ম্মারণ্যে যে স্থানে লোহাসুর তপস্যা করিয়াছিল, সে স্থান গয়ার তুল্য মহাতীর্থ রূপে পরিগণিত হইবে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩, ২৯।

লোহিত—(১) অত্রিবংশীয় বিশ্বামিত্র, অষ্টক, লোহিত ও পূরণ ইঁহারা গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। এই সকল ঋষিবংশে আর্ষেয় প্রবর দুইটি—বিশ্বামিত্র ও পূরণ। এতদ্ভিন্ন লোহিত ও অষ্টক এই দুইজন ঋষির বংশে আবার তিনটি আর্ষেয় প্রবরের উল্লেখ আছে। যথা—বিশ্বামিত্র, লোহিত ও মহাতপা অষ্টক। তন্মধ্যে অষ্টক ও লোহিত, এই দুই ঋষি বংশে পরস্পর বিবাহ নিষেধ। মৎ-১৯৮। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৪০। (৩) প্রিয়ব্রত তনয় বপুষ্মাণের সাত পুত্রের অন্যতম। বপুষ্মান ও বৈদ্যুত দেখ। (৪) দেবী কালিকার অনুচর রুদ্রগণের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৫) জনৈক নাগ। তিনি বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯। (৬) অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রঃ-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ। (৭) রুদ্র-পুত্র দ্বাদশ সাবর্ণমনুর অধিকার কালে, দেবতাদের যে পাঁচটি গণ ছিল তাহার মধ্যে অন্যতম গণের নাম লোহিতগণ। বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্রসাবর্ণি দেখ।

লোহিতগ্রাব—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। তিনি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। লোহিতগ্রীব রাক্ষস-কুলের আদি-পুরুষ। বায়ু-৬৯। রাক্ষস দেখ।

লোহিতবর্ণ—প্রিয়ব্রতাত্মজ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপাধিপতি ঘৃতপৃষ্টের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-২০। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

লোহিতমুখী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

লোহিতা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

লোহিতাক্ষ—দানবপতি নমুচীর অনুচর একজন দৈত্য। পাতালের প্রথম তলে তাঁহার বাসস্থান ছিল। বায়ু-৫০। (২) ঘোর দৈত্যের অনুচর একজন দানব। দেবীপু-৩। (৩) মহাদেবের একজন গণ। বাম-৫৭। ঘণ্টাকর্ণ দেখ। (৪) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম মন্ত্রী। ইন্দ্রের প্রার্থনায় মহাদেব তাঁহাকে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-১২২। (৫) স্কন্দের দেহ হইতে উৎপন্ন এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন শিশু। স্কন্দ দেখ।

লোহিতাক্ষী—(১) সীতার রোম-কূপ হইতে উদ্ভূতা একজন মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

লোহিতাঙ্গ—(১) অষ্টরুদ্রের অন্যতম সর্ব্বের পুত্র। বিষ্ণু-১ম-৮। মার্ক-৫০।

রুদ্র দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। (৩) মাহেয় দেখ।

লোহিতার্ণব—প্রিয়ব্রতাত্মজ ঘৃত-পৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ভাগবত (৫স্ক-২০) মতে লোহিতবর্ণ।

লোহিতাশ্ব—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের নামান্তর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৬।

লোহিতী—দৈত্যপতি বাণের ভার্য্যা। বায়ু-৬৭। বাণ দেখ।

লোহেয়, লৌহেয়—অন্যতম যক্ষ-গণ। বিক্রমশালী মহাত্মা বিশালের ঔরসে, প্রচেতার অন্যতমা কন্যা লোহে-য়ীর গর্ভে ঐ যক্ষ-গণ উৎপন্ন হন বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গ দেখ।

লোহেয়ী, লৌহেয়ী—প্রচেতার অন্য-তমা কন্যা ও মহাত্মা বিশালের অন্য-তমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে যক্ষোপশান্ত প্রমুখ যক্ষগণ উৎপন্ন হন। এতদ্ভিন্ন সুরবিন্দা নাম্নী এক কন্যাও তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গ ও লোহেয় দেখ।

লোকাক্ষী—লোকাক্ষি দেখ।

লৌকিক—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ দিগের অন্যতম প্রবর। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ।

লৌকিকাগ্নি—ব্রহ্মার সন্তান লৌকি-কাগ্নি বৈদ্যুত। তাঁহার অপত্য ব্রহ্মৌদনাগ্নি। তাঁহার সন্তান ভরত। বায়ু-২৯। ভরত দেখ।

লৌগাক্ষ—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ দিগের অন্যতম গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (২) জনৈক ত্রৈবিদ্য-বেদি ব্রাহ্মণ। তিনি রামচন্দ্রের অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

লৌগাক্ষি—লোকাক্ষি দেখ।

লৌক্ষিণ্য—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগা-য়নি দেখ।

লৌহজঙ্ঘ—লোহজঙ্ঘ দেখ।

লৌহবৈরিণ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নী দেখ।

লৌহিতাক্ষ—লোহিতাক্ষ দেখ।

লৌহিত্য—(১) অমোঘার গর্ভে ব্রহ্মবীর্য্যে যে জলরাশী উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্মপুত্রকে শান্তনু মুনি চারিটি পর্ব্বতের মধ্যস্থলে স্থাপন করেন। (অমোঘা দেখ)। সেই পর্ব্বতরাজির মধ্যে ব্রহ্মতেজোৎপন্ন পুত্র কুণ্ডরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ভার্গব পরশু-রাম, মাতৃ-হত্যা-জনিত পাপ স্খলনের জন্য, সেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন। সেই ব্রহ্মপুত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া, তাঁহার সমুদয় পাপ দূরীভূত হওয়ায়, তিনি জগতের হিতার্থে, পরশুদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তখন সেই ব্রহ্মপুত্র নদ কৈলাস পর্ব্বতের সন্নিকটস্থিত

লোহিত সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম পুনর্ব্বার কুঠার দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত করিয়া দেন। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়ায় তদবধি ঐ ব্রহ্মপুত্র নদের এক নাম হয় লৌহিত্য। কালিকা-৮২। (২) এক জন রাজার নাম। ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে যুধিষ্ঠিরের জন্য কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৮।

লৌহি—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র অষ্টক। তাঁহার পুত্র লৌহি। ব্রহ্মপু-১০, ১৩। হরি-হরি-২৭।

শ

শংযু—(১) বৃহস্পতির পুত্র। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। ঋক্-১৩৪।৬। (২) শংযু যথার্থরূপে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি জানিতেন। তিনি দেবলোকে গমন করায়, সেই জ্ঞান মনুষ্যগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়। শতপথ-৭প্র-২ব্রা৯-অঃ-২৪-২৭।

শংসপি—অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

শংস্য—(১) পবমান নামক অগ্নি গার্হপত্য নামেও পরিচিত। তাঁহার দুই পুত্র, শংস ও শুক্রাগ্নি। শংস অগ্নি আহবনীয় ও হব্যবাহন নামে অভিহিত হন। তাঁহার দুই পুত্র সভ্য ও আবসথ্য। (সব্য ও অবসব্য)। আহবনীয় অগ্নি নিজেকে ষোড়শ অংশে বিভক্ত করিয়া, কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাসা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরযূ, সীতা, সরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী এই সকল ষোড়শ ধিষ্ণি অর্থাৎ আধার ভূত নদীর সহিত মিলিত হইলেন। অগ্নি নিজেও ধিষ্ণ। সুতরাং এই সকল নদী হইতে তাঁহার অনেক সন্তান জন্মে। এই সকল সন্তানগণও ধিষ্ণ নামে অভিহিত হন। বায়ু-২৯। ব্রহ্মা-৩০।

শক—(১) নন্দ বংশের উচ্ছেদ হইবার তিন সহস্র বিংশতি বৎসর পরে, বিক্রমাদিত্য মগধের অধীশ্বর হন। তাহার পর এক লক্ষ বৎসরেরও অধিককাল পরে শক নামে একজন রাজা মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। তাহার পর তিন সহস্র

ছয়শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, বুধ রাজার উদ্ভব হইবে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। হেমসদন ও শূদ্রক দেখ। (২) কলির অধিকারে শক, কাম্বোজ, শবর প্রভৃতি জাতিরা পৃথিবীশাসন করিবেন। তাঁহাদের অধিকার কালে ধর্ম্ম দূরীভূত হইবেন। কল্কি-৩য়-৬। (৩) কল্কি-অনুচর মরু, শক ও কাম্বোজ দিগকে পাতিত করেন। কল্কি-৩য়-৭। (৪) গর্দ্দভী-বংশীয় রাজাদিগের পর দশজন শকরাজা মগধে রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। মৌন দেখ। (৫) মগধে মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র সাত বৎসর রাজত্ব করার পর, শকরাজা ছয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার সন্তানগণ সত্তর বৎসর, রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। (৬) অন্ধ্র জাতীয় শূদ্রবংশীয় ত্রিশজন নরপতি সর্ব্বমোট চারিশত ছাপান্ন বৎসর রাজ্য ভোগ করিবার পর, যথাক্রমে সাতজন আভীর (বংশীয়), দশ জন গর্দ্দভীল, যোলজন শক, আটজন যবন, চতুর্দ্দশ জন তুষার, ত্রয়োদশজন মুণ্ড ও একাদশজন মৌন রাজা সর্ব্বমোট এক হাজার তিনশত নিরানব্বই বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। তাহার পর কৈলকিল নামক যবনগণ মগধের অধীশ্বর হইবেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। মৌন দেখ। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরিষ্যন্তের পুত্রগণ সমবেত ভাবে শক নামে অভিহিত হইতেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০।

শকট—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ককুদার গর্ভে শকট জন্ম লাভ করেন। শকটের পুত্র কীকট। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। ককুদা (২১৭ পৃঃ) দেখ। (২) কংসের অনুচর একজন অসুর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শকটচক্র—মহাদেবের অন্যতমগণ। অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে তিনি বহু দানব নিধন করেন। বাম-৫৮।

শকপূত—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মিত্র ও বরুণদেবদ্বয়ের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৩২।১-৭।

শকবর্ণ—(১) বীতিহোত্রবংশীয়দিগের পরে শিশুনাক-বংশীয়গণ মগধের অধীশ্বর হন। ঐ বংশীয় শকবর্ণ রাজা ছয়ত্রিশবৎসর রাজত্ব করার পর, ক্ষেমধর্ম্মা বিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন। বায়ু-৯৯। শিশুনাক ও ক্ষেমধর্ম্মা দেখ।

শকুনি—(১) গান্ধার দেশের অধিপতি সুবলের পুত্র। তাঁহারই সহোদরা ভগিনী গান্ধারী দুর্য্যোধনাদির জননী ছিলেন। সুতরাং তিনি কৌরবগণের মাতুল ছিলেন। শকুনি দুর্য্যোধনের পরম মিত্র স্বরূপ এবং সকল দুষ্কর্ম্মের

সহায় ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনি স্বয়ং অতি অভিজ্ঞ দ্যূত ক্রীড়ক ছিলেন। কপট ক্রীড়াতেও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। ঐ কপট দ্যূতক্রীড়াদ্বারাই তিনি পাণ্ডবদিগের সর্ব্বস্ব জয় করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির শকুনির ধূর্ত্ততার বিষয় পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। তজ্জন্য ক্রীড়ারম্ভের পূর্ব্বে তিনি শকুনিকে অনুরোধ করেন যে, শকুনি যেন অসৎপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় না করেন। কিন্তু ধূর্ত্ত শকুনি নানারূপ মহাজন-বাক্য উল্লেখ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের সরল মনে বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়ায় প্রযোজিত করেন এবং ক্রীড়ার প্রথম অবস্থা হইতেই কপটাচার অবলম্বন করেন। শকুনিই যে দুর্য্যোধনের সকল দুষ্কর্ম্মের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনায় দ্যূতক্রীড়া, সভাক্ষেত্রে দ্রৌপদীর অবমাননা প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা ভালরূপ বুঝিয়া দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজয়ের পর বনগমন কালে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শকুনিকে বধ করিয়া তাঁহার রক্তপান করিবেন। কুরুক্ষেত্র সমরে শকুনি কৌরব পক্ষে থাকিয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করেন। বৃষক ও অচল নামক তাঁহার দুই ভ্রাতাকে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইতে দেখিয়া, শকুনি অর্জ্জুনকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্জ্জুনের শৌর্য্যের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং তিনি অবশেষে অশ্বারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। পরে দুর্য্যোধনাদির আশ্বাস বাক্যে তিনি পুনরায় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন. এইবার তিনি ভীমহস্তে লাঞ্ছিত হওয়ায়, দুর্য্যোধন তাঁহাকে লইয়া পুনরায় সমরক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তাহার কিছুকাল পরে তিনি আবার যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। এইবার তিনি সহদেব-হস্তে নিহত হন। শকুনির পুত্রের নাম উলূক। তিনিও সহদেব-কর্ত্তৃক নিহত হন। মহাভা-আদি-৫৭, ৬৭, ১৪১, ১৮৬; সভা-৩৩, ৫৮-৬৩; বন-১, ৪, ৫, ৭, ১২, ২৩, ২৭, ৪৪, ৫১; দ্রোণ-৩০; কর্ণ-৭৮; শল্য-২৯। (২) শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭ দেবীভা-৪স্ক-২২। (৩) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৪) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের পুত্রগণের অন্যতম শকুনি। বায়ু-৬৭। বিষ্ণু-১ম-২১। হরি-হরি-৩। মৎ-৬। অগ্নি-১৯। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। গরু-পূ-৬। হিরণ্যাক্ষ দেখ।

(৫) দৈত্যরাজ দনুর শতপুত্রের অন্ততম। তিনি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে প্রাধান্তে তৃতীয় ছিলেন। হরি-হরি-৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। বিষ্ণু-১ম-১২। হিরণ্যাক্ষ দেখ। (৬) বৃষ্ণি বংশীয় দশরথের পুত্র শকুনি। তাঁহার তনয় করম্ভ। (করম্ভি—ভাগ)। পদ্ম-সৃষ্ট-১৩। হরি-হরি-১৬। ভাগ-৯স্ক-২৩। শকুন্তি দেখ। (৭) বৃষ্ণিবংশীয় দশরথের পুত্র একাদশরথ। তাঁহার তনয় শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভক। বায়ু-৯৫। (৮) বৃষ্ণিবংশীয় মধুরথের পুত্র শকুনি। তাঁহার তনয় করম্ভি। গরু-পূ-১৪৩। (৯) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিকুক্ষির অন্ততম পুত্র শকুনি। হরি-হরি-১০। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১০) শকুনি-দানবের পুত্র বৃক। কল্কি-৩য়-৭। ভাগ-১০স্ক-৮৮। (১১) যমের অন্ততম দৌহিত্র। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ। (১২) জনক-বংশীয় সুকুধ্বজের তনয় শকুনি। তাঁহার আত্মজ স্বাগত। বায়ু-৮৯। (১২) অন্ততমা মাতৃকার নাম ছিল শকুনি। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ। (১৩) হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পুত্র শকুনি, চন্দ্রাবতী পুরীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম মদালসা। প্রদ্যুম্ন যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া চন্দ্রাবতী পুরে উপস্থিত হন, তখন শকুনির সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। প্রদ্যুম্ন শকুনিকে পরাজিত করিলে, শকুনি নূতন অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়া, যুদ্ধ করিবার জন্ম স্বপুরে গমন করিলেন। শকুনি পুনরায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে শকুনি শিবের আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়া ছিলেন যে, মৃত হইয়াও ভূমিস্পর্শ লাভ করিলেই তিনি পুনর্জীবন লাভ করিবেন এবং আকাশে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে দুই ঘটিকার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। এতদ্ভিন্ন শিব তাঁহাকে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পক্ষী প্রদান করিয়া বলেন যে ঐ পক্ষীর মৃত্যু না হইলে শকুনিরও মৃত্যু হইবেনা। নারদ-প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া, গরুড়কে প্রেরণ করিয়া সেই শুকপক্ষী হরণ করাইলেন। তৎ-পরে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে বধ করিবার জন্ম প্রয়াস পাইলেন। শরাঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেও, তাঁহার মৃতদেহ ভূমিস্পর্শ করিবামাত্র, তিনি আবার পুনর্জীবন লাভ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সবলে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্যান্য যাদবদিগকে বলিলেন, তোমরা ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে ভূমিস্পর্শ করিতে দিও না। যাদবগণ সেইরূপ করিতে থকিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়া, তাঁহার মৃতদেহ দূর

সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২, ৩২, ৩৪, ৩৮-৪১। (১৪) ইক্ষ্বাকু-পত্তির পুত্র শকুনি। প্রম্লোচ দেখ। (১৫) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শকুনিকা—কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শকুনী—দানবপতি বলির অন্যতমা পত্নী। বায়ু-৬৭।

শকুন্তলা—(১)একবার ইন্দ্র, বিশ্বামিত্র মুনির তপোভঙ্গ করিবার জন্য, মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। মেনকা বিশ্বামিত্র-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া, হিমালয়প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করেন এবং সেই সদ্যোজাত কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবপুরে প্রত্যাগমন করেন। নানা শ্বাপদসঙ্কুল নিবীড় অরণ্যে সেই অসহায়া শিশুকে পরিত্যক্ত দেখিয়া, পক্ষীগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করে। মহর্ষি কণ্ব দৈবক্রমে সেই পথে মালিনী নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি পক্ষীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই অসহায় শিশুকে দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া, নিজ আশ্রমে তাঁহাকে আনয়ন করেন এবং কন্যার ন্যায় তাঁহাকে লালন পালন করেন। কালক্রমে শকুন্তলা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে একদিন পুরুবংশীয় সম্রাট দুষ্মন্ত মৃগয়া ব্যপদেশে মহর্ষির আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হন। তথায় তিনি ঋষিকন্যা শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন ও তথায় শকুন্তলার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। চলিয়া যাইবার সময়ে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিয়া যান যে, তিনি শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই চতুরঙ্গিনী সেনা প্রেরণ করিবেন। মহর্ষি কণ্ব দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলনের কথা জানিতে পারিয়া আদৌ ক্রুদ্ধ হন নাই। বরঞ্চ এইরূপ গান্ধর্ব্ববিবাহই যে প্রাপ্ত-যৌবন নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক তাহা বলিয়া তিনি শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এদিকে দুষ্মন্তের সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহের ফলে শকুন্তলা যথাকালে কণ্বমুনির আশ্রমে এক পুত্র প্রসব করেন। মহর্ষি কণ্ব বেদ-বিধানানুসারে সেই শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহর্ষি কণ্ব, তাহার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া শিষ্যগণের সহিত স-পুত্রা শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া রাজার সভায় উপস্থিত

হইলেন এবং মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে সংঘটিত গান্ধর্ব্ববিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া, নিজগর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুষ্মন্ত শকুন্তলা কর্ত্তৃক উল্লিখিত কোনও ঘটনাই বিশ্বাস করিলেন না। তিনি শকুন্তলাকে এক ভ্রষ্টচরিত্রা নারীজ্ঞানে তাঁহাকে সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। শকুন্তলা রাজার বাক্যে একাধারে দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। তিনি নানারূপে রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজার প্রতি এই দৈববাণী হইল, "মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ, পিতারই পুত্র। পুত্র জনয়িতা হইতে কিছু মাত্র অভিন্ন নহে। এই পুত্র তোমারই ঔরসজাত। অতএব তুমি শকুন্তলা এবং তদ্গর্ভ জাত এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। আমাদের অনুরোধ তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর। ইনি ভরত নামে খ্যাত হইবেন।" এই দৈববাণী শুনিয়া দুষ্মন্ত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং উপস্থিত পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে বলিলেন যে, শকুন্তলা যে তাঁহার গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহিতা পত্নী এবং ঐ বালকও যে, তাঁহারই ঔরসজাত পুত্র সে বিষয়ে তিনি পূর্ব্বহইতেই নিঃসন্দেহ ছিলেন, কিন্তু তিনি যদি সহসা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাকে দুষী করিত এবং বালকও লোকের কলঙ্কভাজন হইত। সেই জন্যই তিনি শকুন্তলার সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতেছিলেন। এই কথা বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তাঁহার পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দুষ্মন্তের এই পুত্র ভরত নামে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৭০-৭৪। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২০। ভরত দেখ।

শকুন্তি—যদুবংশীয় দৃঢ়রথের তনয়। তাঁহার আত্মজ করম্ভ। অগ্নি-২৭৫। শকুনি দেখ।

শকুলাচিতা—ভট্টারিকী দেখ।

শক্ত—শিশুপালের অন্যতম সেনাপতি। গর্গ-বিশ্ব-৮।

শক্তি—(১) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ। (২) দ্বাদশজন অজিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। অজিত দেখ। (৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যার নাম ছিল শক্তি। তিনি ধর্ম্মের দশপত্নীর একতমা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৪) দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৫) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৬) তন্ত্রোক্ত পঞ্চায়তনী দীক্ষায় শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশ, এই পাঁচদেবতার পাচটি যন্ত্র অঙ্কিত

করিয়া, তাহাতে ঐ পাঁচ দেবতার পূজা করিতে হয়। ঐ পাঁচ দেবতার মধ্যে গুরু যাঁহাকে প্রধান বলিয়া ধার্য্য করিবেন, তাঁহার যন্ত্র মধ্যস্থলে অঙ্কিত করিতে হইবে। তন্ত্র-১১৩ পৃঃ। (৭) তন্ত্রে ষোলটি স্বরবর্ণের এবং পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। ঐ সমুদয় শক্তি রুদ্রদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ। সকলেরই করে রক্তোৎপল ও নরকপাল বিদ্যমান। ঐ সমুদয় শক্তির নাম নীচে দেওয়া হইল। (ক) স্বরশক্তি —পূর্ণোদরা, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্ত্তুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘমুখী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুণ্ডোদরী, উর্দ্ধমুখী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, সুশ্রীমুখী ও বিদ্যামুখী। (খ) ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তি— মহাকালী, সরস্বতী, গৌরী, ত্রৈলোক্য-বিদ্যা, মন্ত্রশক্তি, আত্মশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী, দ্রাবিণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কালরাত্রি, কুব্জিনী, কপার্দ্দিনী, বজ্রা, জয়া, সুমুখেশ্বরী, রেবতী, মাধবী, বারুণী, বায়বী, রক্ষোবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিনী ও মায়া। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। আবার অন্যত্র স্বর ও ব্যঞ্জন শক্তিগণের আর একটি তালিকা আছে। ঐ শক্তি সমুদয় সকল কামনা পূর্ণ করেন তাঁহারা সৌদামিনীর ন্যায় এই শক্তিগণ প্রত্যেকেই হস্তে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন। সহাস্য-বদনা এই শক্তিগণ স্ব স্ব প্রিয়তমের অঙ্গে নিমগ্না রহিয়াছেন। অ হইতে ক্ষ অবধি মাতৃকা-বর্ণ সকলের অন্তে অনুস্বার যোগ করিয়া, প্রথমে তত্তৎ মূর্ত্তির পুরুষের অন্তে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া, তৎসহ যথাক্রম শক্তিরও তথাবিধ করিয়া ন্যাস করিবে। তাঁহাদের সকলের অগ্রে শ্রীবীজ যোগ করিবে। যথা—শ্রীঃ অং কেশবায় কীর্ত্তৈ নমঃ ইত্যাদি। ঐ সকল স্বরবর্ণের মূর্ত্তি ও তাঁহাদের শক্তি গণের তালিকা নীচে দেওয়া হইল। (ক) স্বরবর্ণের মূর্ত্তি :—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই স্বরবর্ণ মূর্ত্তির শক্তিদের নাম :—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি ও রতি। (খ) ব্যঞ্জনবর্ণের মূর্ত্তি :—চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মূষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নার, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্ত্বত, শৌরী, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি

বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বিষম্, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ। ঐ মূর্ত্তি সকলের শক্তিদের নাম—জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বৃদ্ধি, ভক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা। (৮) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজার সংশ্রবে পীঠ শক্তির পূজার পর নিম্নলিখিত নয়জন শক্তির পূজা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম—জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলা। তন্ত্রঃ ১৬৪পৃঃ। (৯) তন্ত্রে আরও কতকগুলি শক্তির উল্লেখ আছে। তাঁহাদের বিষয় জানিবার জন্য নিম্নলিখিত নাম গুলি দ্রষ্টব্য—মদদ্রবা, বেগবতী, মায়া, ব্রাহ্মী ও ভদ্রা। (১০) দানববর দুর্গের সহিত দেবী আদ্যাশক্তির সংগ্রাম-কালে মহেশ্বরীর শরীর হইতে বহু সংখ্যক শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া দানবদলনে দেবীকে সাহায্য করেন। সেই সকল শক্তিদিগের নাম—ত্রৈলোক্যবিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্মাতা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুরতাপিনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী, অপরাজিতা, শঙ্খিনী, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, রণপ্রিয়া, ভূতানন্দা, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিপদা, সর্ব্বমঙ্গলা, হুঙ্কারহেতি, তালেশী, সর্পাস্যা, সর্ব্বসুন্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শবাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বজ্রতারা, ষড়াননা, ময়ূরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশা, পদ্মবাসিনী, পদ্মাস্যা, অক্ষরা, অক্ষরানন্তা, প্রণবেশী, স্বরাত্মিকা, ত্রিবর্গা, বর্গরহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মৈত্রিকৃৎ, মিত্রনেত্রা, রক্ষোঘ্নী, দৈত্যতাপিনী, স্তম্ভিনী, মোহনী, মায়া, মহামায়া, বলোৎকটা, উচ্চাটনী, মহোল্কাস্যা, ক্লিন্না, দনুজেন্দ্র-ক্ষয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, সিদ্ধিকরী, ছিন্নমস্তা, শুভাননা, শাকম্ভরী, মোক্ষলক্ষ্মী, বার্ত্তালা, ত্রিবর্গফলদায়িনী, জম্ভলী, অশ্বারূঢ়া, সুরেশ্বরী, জ্বালামুখী প্রভৃতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (১১) ব্রহ্মাদি দেবগণের নিজ নিজ শক্তি আছে। এই সকল শক্তিগণ তত্তৎ দেবগণেরই অংশভূতা। আবশ্যক কালে তাঁহারা দেবতেজ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়া, নিজ নিজ দেবগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন। রক্তবীজের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধকালে ঐরূপ কতিপয় শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া, দেবগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের নাম—ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, শিবশক্তি শিবানী, কুমার (কার্ত্তিকেয়) শক্তি কৌমারী, ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণী, শূকরাকৃতি বরাহদেব শক্তি বারাহী, নৃসিংহাকৃতির দেবী নারসিংহী শক্তি, যমশক্তি যাম্যা, বরুণ শক্তি বারুণী ও কুবের শক্তি কৌবেরী দেবীভাগ-৫স্ক-২৮। বাম-৫৬। (১২) রুরুদৈত্যের বধকালেও ঐরূপ শক্তিগণ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দেবীপু-৮৫। ব্রহ্মাণি দেখ।

শক্তিধারী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের একনাম। স্কন্দ দেখ।

শক্তিসেন—অন্ধকবংশীয় নিঘ্নের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। নিঘ্ন ও প্রসেন দেখ।

শক্তিহস্ত—ত্রিপুরাসুরের এক জন অনুচর দানব। দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত তাঁহাকে বধ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

শক্রপ্রস্থেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

শক্ত্রি—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র। তিনি দেবী অরুন্ধতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী অদৃশ্যন্তী ও পুত্র পরাশর। বায়ু-৭০। সৌর-৩০। মৎ-২০১। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-৮৯। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (২) মহর্ষি শক্ত্রি শিবভক্ত ছিলেন। শিবেরপ্রতি ঐকান্তিক ভক্তিবশতঃ তিনি রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ও যমলোকে গমন করেন নাই। তিনি কিছুকাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও তথা হইতে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৬৭। (৩) শক্ত্রির রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার বিবরণের জন্য কল্মাষপাদ দেখ। মহাভা-আদি-১৭৬। স্কন্দ-আব-চতু-৮০। (৪) শক্ত্রি উত্তর-দিগ্‌বাসী মহর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। লোমহর্ষণ দেখ। (৫) বশিষ্ঠ-তনয় শক্ত্রি জ্ঞানলাভ করিয়া ও তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। ঐশিজ দেখ। (৬) ব্রহ্মা শিবের নিকট পদমালাবিদ্যা ও অপরাজিতা নামে যে বিদ্যাদ্বয় লাভ করেন, তাহা পরম্পরায় তৃণবিন্দুর অধিকারে আইসে। তৃণবিন্দুর নিকট হইতে তরক্ষু তাহা প্রাপ্ত হইয়া শক্ত্রিকে প্রদান করেন। তাঁহার নিকট হইতে তৎপুত্র পরাশর মাতৃগর্ভে থাকিতেই তাহা লাভ করেন। পরাশর হইতে জাতুকর্ণ তাহা লাভ করিয়া দ্বৈপায়নকে প্রদান করেন। দেবীপু-১১। সোম দেখ। (৭) শক্ত্রি পরম্পরায় দক্ষের নিকট হইতে বায়ুপুরাণ প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র পরাশর মাতৃগর্ভে অবস্থান করিবার সময়েই তাহা লাভ করেন। পরাশরের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত

হইয়া, জাতুকর্ণ দ্বৈপায়নকে তাহা প্রদান করেন। দ্বৈপায়ন হইতে তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণ এই পুরাণ প্রাপ্ত হন। বায়ু-১০৩। সারস্বত দেখ। (৮) শক্তি, শিবের অবতার ছিলেন। বাম-৬। (৯) দশজন তামস ঋষির অন্যতম শক্তি, ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৫। শিব দেখ। (১০) বরাহ-কল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে শক্তি, ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। ব্যাস ও শিব দেখ। (১১) শক্তি, বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রুধির নামক রাক্ষস তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশর ভূমিষ্ঠ হন। লি-পূ-৬৩।

শক্যমা—বিন্ধ্যবংশের অধিকার বিলুপ্ত হইবার পর, তিন জন বাহ্লীক বংশীয় রাজা মগধে রাজত্ব করেন। তৎপরে মাহিষিক বংশীয় শক্যমা রাজা হন। তৎপরে পুষ্যমিত্র, পটুমিত্র প্রভৃতি ত্রয়োদশজন রাজা ক্রমে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বায়ু-৯৯।

শক্র—(১) ইন্দ্রেরই এক নাম। ইন্দ্র দেখ। (২) দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে শক্র ও বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৩) শক্র দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ছিলেন। আদিত্য ও দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

শক্রভান—গোলকের অন্যতম দ্বার-পাল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫।

শক্রমিত্র—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মান্ধাতা দেখ।

শক্রেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রস্থ শক্র-তীর্থে শক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আবরেবা-৬১। স্কন্দ-নাগ-২২।

শঙ্কর—(১) দেবাদিদেব মহাদেবের এক নাম শিব। দেখ। (২) দানব-পতি দনুর এক পুত্রের নাম ছিল শঙ্কর। বিষ্ণু-১ম-২১। কূর্ম্ম-পূ-১৮। গরু-পূ-৬। (৩) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। (৪) সৌরাষ্ট্র দেশবাসী একজন বৃষল। তাহা ভ্রষ্টচরিত্রা ভার্য্যা তাহাকে নিধন করে। পদ্ম-স্বর্গ-৪৬। পদ্ম-ব্রহ্ম-৯,২০। (৫) পাণ্ড্যদেশে শঙ্কর নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একবার মৃগয়া করিতে যাইয়া মৃগবোধে এক মুনি ও তাঁহার পত্নীকে হত্যা করেন। এই ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা উভয় পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, তিনি অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। পরে এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি রামনাথ তীর্থে গমনপূর্ব্বক পাপমুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৮। (৬) আহবনীয় অগ্নির

একপঞ্চাশৎজন পুত্রের অন্যতম শঙ্কর। দেবীপু-১২২।

শঙ্করাচার্য্য—কলিতে পুরাণ ও দর্শনে পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইলে, সরস্বতী রোদন করিতে আরম্ভ করেন। তখন সরস্বতীর দুঃখ দুর করিবার জন্য, বিষ্ণু ও শিব আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতী আচার্য্যরূপী বিষ্ণুর পত্নী হন। শিব শঙ্করাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই নৈয়ায়িক মতদ্বারা বৌদ্ধমত নিরাকরণ করেন। বৃহন্ন-উত্ত-১৯।

শঙ্করাদিত্য—(১) কোনও সময়ে মহাদেব প্রীতমনে দিবাকরের স্তব করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ভাস্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মহেশ্বর তখন দিবাকরকে সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সেই স্থানেই অংশরূপে অবস্থান করিতে বলিলেন। প্রভাকর তাহাতেই সম্মত হইয়া সেই স্থানে অবতীর্ণ হন। তদবধি তিনি শঙ্করাদিত্য নামে বিদিত হন। স্কন্দ-আব-অব-১৫। (২) প্রভাসক্ষেত্রে শঙ্করাদিত্য লিঙ্গ অবস্থিত। শঙ্কর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠি তিথিতে যে ইহাঁর পূজা করে সে, যেখানে দিবাকর অবস্থান করেন, সেই স্থানে গমন করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫১।

শঙ্করী—(১) দেবী মাহেশ্বরীর নামান্তর। শঙ্করের ভার্য্যা এই অর্থে তিনি শঙ্করী নামে কথিতা হন। সতী দেখ। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) দেবী সাবিত্রী কার্ত্তিকের ক্ষেত্রে শঙ্করী নাম পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (৫) দেবী দুর্গার এক নাম। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারই লয় করেন এবং সকলের শুভ সম্পাদন করেন। এই জন্য তিনি এই নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৬) শ্রীধর নামক রাজার পত্নী। শ্রীধর দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শঙ্কর্ণী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

শঙ্কলিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

শঙ্কু—(১) উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র ও কংসের ভ্রাতা। মৎ-৪৪। গর্গ-মথু-৮। হরি-হরি-৩৭। (২) উগ্রসেনের ছয়জন পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম ন্যগ্রোধ, কংস, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল, তুষ্টিমান এবং শঙ্কু। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অজভূ. উগ্রসেন, মুষ্টিক, যুদ্ধমুষ্টি, রাষ্ট্রপাল ও ভূময় দেখ। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের পাচ পুত্রের অন্যতম। অগ্নি-১৯। (৪) দানবরাজ দনুর শত পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৬৮। (৫)

দানব-শ্রেষ্ঠ বাণের অন্যতম পুত্র। কালি-৩৪। (৬) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। ব্রহ্মবৈ·ব্রহ্ম-৯। (৭) পত্নী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। গর্গ·বিশ্ব-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৮) ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। রথৌজা দেখ। (৯) ব্রহ্মার মানস-পুত্র অগ্নির পত্নী দক্ষকন্যা স্বাহা। তাঁহার গর্ভে আহবনীয়, দক্ষিনাগ্নি ও গার্হপত্য নামে তিনটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে গার্হপত্য হইতে পদ্ম ও শঙ্খ নামে অপত্যদ্বয় উৎপন্ন হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

শঙ্কুকর্ণ—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে জাত শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। ব্রহ্মপু-৩। দনু দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্য-কারী অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৭। বৈতালী দেখ। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনা-পতি। বরা-৯৪। (৪) স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে দেবী পার্ব্বতী তাঁহার সাহায্যার্থ উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্ত নামে তিনজন অনুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৫) মহাদেবের অন্যতম গণ। ব্রহ্মবৈ-গণে-১৫। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (৬) দৈত্যপতি রক্তাক্ষের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (৭) শঙ্কুকর্ণ নামক জনৈক নাগ পাতালের চতুর্থতলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (৮) সুশোভন নামক পাতালে শঙ্কুকর্ণ, হয়গ্রীব প্রভৃতি অসুরগণ বাস করিত। ঐ তলের নিম্নভাগেই মায়া নামক নরক। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৯) শঙ্কুকর্ণ নামক এক শিব-পূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ শিবপূজা ফলে শিবলিঙ্গে বিলীন হন। পদ্ম-স্বর্গ-১৮।

শঙ্কুপীঠ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। বৈতালী দেখ।

শঙ্কুবর্ণ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি মহা-রাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হইয়া-ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) মহারাজ জনমেজয়ের ভার্য্যা বসুষ্টমার গর্ভে শতানীক ও শঙ্কুবর্ণ নামে দুইজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) শঙ্কুবর্ণ নামক একজন ঋষি রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে প্রস্তোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৫।

শঙ্কুবেণী—দেবী দুর্গার এক নাম। কীলক (গোঁজ) পদের এক নাম শঙ্কু। শ্রেণীবদ্ধ নৃমুণ্ড সমূহও বেণী অর্থে বিদিত হয়। দেবীদুর্গার গলদেশে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ নৃমুণ্ডমালা বিরাজিত এবং তিনি চরাচর জগতের কীলকস্বরূপ অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহাতে আবদ্ধ রহিয়াছে। এজন্যই

দেবী দুর্গা শঙ্কুবেণী নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭।

শঙ্কুমূর্দ্ধা—প্রভাসক্ষেত্রে পশ্চিমদিক-রক্ষক একজন দ্বারপাল। মহোদর দেখ।

শঙ্কুশিরা—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। ভাগ-৬স্ক-৬ -১ম-২১। দনু দেখ।

শঙ্কুশিরোধর—দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

শঙ্খ—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বজ্রনাভের পুত্র. তিনি ব্যুষিতাশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুষ্প। হরি-হরি-৩। (৩) পুণ্য-জনীর গর্ভজাত যক্ষ মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ। (৪) মহর্ষি জৈগিষব্যের অন্যতম পুত্র। লিখিত ও বৃহৎশ্রবা দেখ। (৫) বিরাটরাজের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-১৮৬। (৬) শঙ্খ নামক একজন বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ এক তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই তীর্থ শঙ্খতীর্থ নামে খ্যাত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (৭) মণিকণ্ঠ দেখ। (৮) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়. কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৯) মহর্ষি জৈগিষব্যের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৪৭। (১০) হৈহয়বংশীয় নরপতি শ্বেতের পুত্র শঙ্খ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য বেঙ্কটাচলে ঘোরতর তপস্যা করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৭। (১১) হৈহয়বংশীয় নরপতি শ্রুতাভিমানের তনয় শঙ্খও অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩৭। (১২) সাগরের তনয় শঙ্খ দেবগণের সহিত শত্রুতা করাতে বিষ্ণু সাগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৫। পদ্ম-উত্ত-৯৭। (১৩) পম্পাতীরে শঙ্খ নামে একজন মহাতপা মুনি বাস করিতেন। এক ব্যাধ রৌদ্র তাপে পীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে পাদুকা দান করে। তিনিও তাহাকে বৈশাখ-মাস-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৭-১৯। (১৪) শঙ্খ নামক একজন মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ শঙ্খেশ নামে খ্যাত। ঐ শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৪। (১৫) মিশ্রী দেখ। (১৬) শঙ্খ অসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বাধিকারচ্যুত করিলে তাঁহারা তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুবর্ণ গিরির গুহায় আশ্রয় লয়েন। অতঃপর দৈত্যকুলপতি শঙ্খ, বেদমন্ত্রই দেবগণের শক্তিদায়ক, ইহা মনে করিয়া বেদ সমুদয় অপহরণ করিতে মনস্থ করে। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। সেই সুযোগ লইয়া শঙ্খ-

দানব ব্রহ্মার নিকটহইতে বলপূর্ব্বক বেদ সকল হরণ করে। কিন্তু বেদ সমুদয় অসুরকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া, ভীতি-বশতঃ সাগরের মধ্যে প্রবেশ করে। শঙ্খও বেদ সকলের অন্বেষণে সাগর-মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু বেদ সকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় শঙ্খাসুর সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও বেদ সমুদয়ের কোনও সন্ধান পাইল না। এদিকে বিষ্ণু দেবগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সাগরসলিলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া বেদ সমুদয় উদ্ধার করেন। পদ্ম-উত্ত-৯৭

শঙ্খকার—দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার অন্যতম পুত্র। বিশ্বকর্ম্মা দেখ।

শঙ্খকুম্ভশ্রবা—(১) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

শঙ্খচূড়—(১) শঙ্খচূড় নামক অসুর বিষ্ণুর অংশে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নী তুলসীও লক্ষ্মীর অংশভূতা ছিলেন দেবীভা-৯স্ক-৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অংশ-ভূতা সুদামা নামে একজন গোপ রাধিকার শাপে অসুর বংশে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় শঙ্খ-চূড়। তিনি মহর্ষি জৈগিষব্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মার নিকট অভি-লষিত বর লাভ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেই স্থানে তিনি ধর্ম্মধ্বজ নৃপতির কন্যা তুলসীর সাক্ষাৎ পান এবং গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। শঙ্খ-চূড় বাহুবলে দেবগণকে তাঁহাদের সমুদয় অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। দেবগণ প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মা ও শিবকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলেন যে, তিনি শঙ্খচূড়কে সর্ব্বমঙ্গল-প্রদ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কবচ তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ-পূর্ব্বক শঙ্খচূড়ের নিকট হইতে যাচ ঞা করিয়া লইবেন। পরে মহাদেব বিষ্ণু-দত্ত শূলদ্বারা তাহাকে বধ করিবেন। তদ্ভিন্ন তিনি ইহাও বলেন যে, ব্রহ্মা শঙ্খচূড়কে বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী তুলসীর সতীত্ব নষ্ট না হইলে, কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য বিষ্ণু দেব-কার্য্যের সাহায্যের জন্য, শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণপূর্ব্বক তুলসীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন। অতঃপর শিব প্রথমে শঙ্খচূড়ের নিকট গমন করিয়া, নানা রূপ স্তোকবাক্যে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, দেবগণকে স্বর্গ রাজ্য প্রত্য-র্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শঙ্খচূড় তাহাতে সম্মত না হওয়াতে

শিব বলিলেন যে, তাহা হইলে দেবগণ যুদ্ধ করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিবেন। অনন্তর দেবগণের সহিত শঙ্খচূড়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধকালে বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভবনে গমনপূর্ব্বক, তৎপত্নী তুলসীর ধর্ম্মনাশ করেন। তাহার পরই শিব বিষ্ণুদত্ত শূলদ্বারা দৈত্যপতির প্রাণসংহার করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৭-২৩। (২) কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামে একজন যক্ষ ছিলেন। তিনি কংসের বল বিক্রমের কথা শুনিয়া তাঁহার রাজসভায় গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করেন। কংস ও শঙ্খচূড় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গদাযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। সেই যুদ্ধে কাহারও জয় পরাজয় নির্ণীত হয় নাই। পরিশেষে মহর্ষি গর্গের বাক্যে তাঁহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর শঙ্খচূড় গৃহে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের সহিত রাস ক্রীড়ায় নিযুক্ত দেখিতে পান। তাঁহাকে দেখিয়া গোপীগণ ভয়বিহ্বল হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। শঙ্খচূড় তাঁহাদের মধ্যহইতে একজন গোপীকে হরণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে গোপীর উদ্ধারের জন্য আসিতে দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। গর্গ-বৃন্দা-২৩। ভাগ-১০স্ক-৩৪। (৩) এক নাগের নাম। হিরণ্যাক্ষের পুত্র শকুনির প্রাণরূপী শুককে সে চন্দ্রদ্বীপে রক্ষা করিত। গর্গ-বিশ্ব-৪০। শকুনি দেখ। (৪) শঙ্খচূড় নামক এক সর্প নিজ ফণীস্থিত কিরণদ্বারা কাশীস্থিত সর্ব্বপাপহর বীরেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া, সিদ্ধি লাভ করে। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (৫) নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে শঙ্খচূড়কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। স্কন্দ-আবরেবা-৭৫।

শঙ্খন(১)—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রবৃদ্ধের (নামান্তর কল্মাষপাদ) পুত্র। তাঁহার তনয় সুদর্শন। তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। রামা-আদি-৭০। ককুৎস্থ ও শীঘ্রগ দেখ। (২) রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশীয় বজ্রনাভের পুত্র শঙ্খন। বায়ু-৮৮। ব্যুষিতাশ্ব দেখ।

শঙ্খনাভ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বজ্রনাভের পুত্র। তাঁহার তনয় ব্যুষিতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। শঙ্খন দেখ।

শঙ্খপদ—(১) মহর্ষি অত্রির কন্যা শ্রুতির গর্ভে শঙ্খপদ জন্মলাভ করেন। শঙ্খপদের পিতা কর্দ্দম ঋষি। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯ শিব-বায়ু-পূ-১৫। (২) কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ দক্ষিণ দিকের অধিপতি ছিলেন।

ব্রহ্মপু-৪। (৩) অত্রি-কন্যা শ্রুতি পুলহের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র শঙ্খপদ। ব্রহ্মা-২৯। (৪) মহাত্মা শঙ্খপদ তপস্যা প্রভাবে স্বর্গে গমন করেন। বায়ু-৫৭। রজ দেখ।

শঙ্খপা—লোকাক্ষি নামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্ম-২৩। লোকাক্ষি দেখ।

শঙ্খপাৎ—লোকাক্ষি নামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩ লি-পু-২৪। লোকাক্ষি দেখ।

শঙ্খপাদ—(১) কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। তিনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দক্ষিণদিকের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হন। হরি-হরি-৪। শঙ্খপদ দেখ। (২) লৌগাক্ষি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। লোকাক্ষি দেখ।

শঙ্খপাল—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (২) শঙ্খপাল নামক সর্প শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে সূর্য্য রথে বাস করিতেন। বায়ু-৫২। বিশ্বাবসু দেখ। (৩) শঙ্খপাল ভাদ্রমাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। ব্যাঘ্র দেখ। (৪) বাসুকী শঙ্খপাল প্রভৃতি দ্বাদশজন নাগ, ক্রমে ক্রমে সূর্য্যকে বহন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অশ্বতর দেখ। (৫) শঙ্খপাল নামে একজন অসুর পাতালে বাস করিত। দেবীপু-৩, ৮২। (৬) যোগ-নন্দিনী দেখ।

শঙ্খপিণ্ড—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

শঙ্খবর্চ্চা—জনৈক নাগ। বরা-২১৪।

শঙ্খবেগ—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শঙ্খভৃৎ—শ্রীকৃষ্ণের একনাম। মহাভা-আদি-১৪৯।

শঙ্খমাধব—(১) শঙ্খচূড় দানবকে বধ করিয়া, শিব বারাণসীতে শঙ্খমাধব নামে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩। (২) পাপিষ্ঠ মানবও শঙ্খমাধব তীর্থে স্নান তর্পণাদি কার্য্য করিলে, নির্ম্মলতা লাভ করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮। (৩) শঙ্খমাধব তীর্থে স্নান করিয়া তন্নামীয় শিবলিঙ্গকে শঙ্খ-বারি দ্বারা স্নান করাইলে, মানব শঙ্খ-নিধির অধীশ্বর হইতে পারে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

শঙ্খমান—জনৈক ঋষিক। বৃহদুক্থ দেখ।

শঙ্খমুখ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু-দেখ।

শঙ্খমেখল—জনৈক ঋষি। মহাভা-আদি-৮।

শঙ্খরোমা—কদ্রুর গর্ভজাত জনৈক নাগ। কদ্রু দেখ।

শঙ্খলিকা—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শঙ্খলোমা—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম

নাগ। কক্র দেখ।

শঙ্খশিরা—কক্রর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কক্র দেখ।

শঙ্খি—শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শঙ্খিনী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭০। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৩) মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহা-শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উক্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শঙ্খী—তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন মূর্ত্তি। তন্ত্র-২০৮। শক্তি দেখ।

শচী—(১) দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী। দৈত্যপতি অনুহ্লাদ একবার কৌশল করিয়া, তাঁহাকে হরণ করেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। (২) শচী পুলোমার কন্যা ছিলেন। শচীর গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম্ম ৫৪। অগ্নি-১১৯। (৩) পঞ্চপাণ্ডবেরা ইন্দ্রের অংশে উৎপন্ন হন এবং দ্রৌপদী দেবী শচীর অংশভূতা ছিলেন। মার্ক-৫। (৪) ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে জলগর্ভে যাইয়া লুক্কায়িত হন। তখন দেবরাজের অদর্শনে দেবগণ অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, নহুষকে ইন্দ্রপদে স্থাপিত করিলেন। নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শচীকেও কামনা করিলেন। তখন পতিব্রতা শচী অতিশয় শঙ্কাকুলা হইলেন এবং বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভুবনেশ্বরীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভয় দিলেন। অতঃপর শচী দেবীর পরা-মর্শে মানস সরোবরে যাইয়া লুক্কায়িত ইন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। শচী ইন্দ্রকে নিজ বিপদের কথা বলিলেন। ইন্দ্র শচীকে কি কৌশলে নহুষকে বঞ্চিত করিয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা দিলেন। ইন্দ্রের পরামর্শে শচী নহুষের নিকট গমন করিয়া বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক, নহুষকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নহুষকে অনন্যগোচর বাহনে আরোহণ করিয়া, দেবপুরে আগমন করিতে দেখিতে বাসনা করেন। বিভিন্ন দেবগণের বিভিন্ন প্রাণী বাহন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু নহুষ যেন সংশিত-ব্রত মুনিগণের দ্বারা বাহিত বাহনে আরোহণপূর্ব্বক, স্বর্গে আগমন করেন। তাহা হইলেই তিনি নহুষের বশ্যতা স্বীকার করিবেন। নহুষ তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। নহুষ ও অগস্ত্য দেখ। দেবীভা-৬স্ক-৭, ৮, ৯। (৫) ইন্দ্রপত্নী শচী প্রকৃতি দেবীর অন্যতমা কলাহইতে উৎপন্না। দেবীভা-৯স্ক-১। (৬) পুলোম-নন্দিনী শচী একবার তপস্যাদ্বারা মহাদেবের সন্তুষ্টি

সাধন করেন। মহাদেব প্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, শচী প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন সর্ব্বদেবগণের মধ্যে সম্মানীয়, সকল দেবগণের মধ্যে সুন্দরতম এবং সকল যজ্ঞকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই, পতিরূপে প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন শচী শঙ্করের নিকট স্বেচ্ছামত রূপ, স্বেচ্ছানুরূপ সুখ এবং ইচ্ছামত আয়ু প্রার্থনা করেন। মহাদেব শচীর সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮০। (৭) ঋগ্বেদে শচী-কর্ত্তৃক নিজের উদ্দেশে রচিত কয়েকটি সূক্ত আছে। ঐ গুলি সপত্নীর উপর প্রভুত্ব করিবার মন্ত্র বিশেষ। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ঐ শ্রেণীর সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কেবল পাঠকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির স্থলে যাহার উদ্দেশ্যে সূক্তগুলি রচিত হইয়াছে, সেই দেবতার নামই দেওয়া হইয়াছে। ঋক্-১০। ১৫৯। ১-৬

শঠ—(১) জনৈক লঙ্কানিবাসী রাক্ষস। রামা-উত্ত-৬। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। মহাভা-আদি-৬৫। দনু ও কশ্যপ দেখ। (৩) বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত আট পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩৫। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। গরু-পূ-১৪৩। উশীনর দেখ।

শতকর্ণীদগুশ্রী—অন্ধ্রবংশীয় রাজা বিজয় ছয় বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর, শতকর্ণীদগুশ্রী তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর রাজা পুলোবা সাত বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। বায়ু-৯৯। বিজয় (১৫) ও (২০) দেখ।

শতকেতু—শিবাবতার লাঙ্গলীভীমের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৩ লাঙ্গলীভীম দেখ।

শতক্রতু—(১) বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে শতক্রতু নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব জৈগীষব্য নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। জৈগীষব্য ও শিবাবতার দেখ। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। দনু দেখ। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম। তিনি অন্যান্য দেবগণের সাহায্যে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া, ক্রমে ক্রমে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৎফলে তিনি শতক্রতু এই নাম প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-৩৩। (৩) একবার শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যমুনিগণ এবং শিবি, দিলীপ, নহুষ, পুরু অম্বরীষ,

যযাতি, ধুন্ধুমার প্রভৃতি রাজর্ষিগণ শতক্রতুর (ইন্দ্রের) সহিত, প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া বহুতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে, মাঘীপূর্ণিমাতে কৌশিকী-তীর্থে উপস্থিত হন এবং ঐ তীর্থে অবস্থিত ব্রহ্মসর নামক পবিত্র সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক, মৃণালসমূহ উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি অগস্ত্য, যে সমুদয় মৃণাল উদ্ধার করিয়া তীরে রাখিয়াছিলেন, সে সমুদয় সহসা অন্তর্হিত হইল। কে অপহরণ করিল তাহা কিছুতেই যখন নির্ণীত হইল না, তখন সকলে শপথপূর্ব্বক নিজ নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইলেন। সকলেরই শপথ করা হইলে, শতক্রতু (ইন্দ্র) শপথ করিবার ছলে বলিলেন, "যে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিত-ব্রত-চর্য্য যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যা দান, অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।" শতক্রতুকে এইরূপ শপথ করিতে দেখিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন—"যেহেতু তুমি শপথছলে নিজের মঙ্গলই কামনা করিলে, তখন তুমিই মহর্ষির মৃণাল অপহরণ করিয়াছ"। তখন শতক্রতু বলিলেন যে, তিনি লোভবশতঃ মহর্ষির মৃণাল অপহরণ করেন নাই। মহর্ষিগণের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্যই, ঐ উপায় অবলম্বন করেন, অতএব মহর্ষিরা যেন তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন। শতক্রতুর বাক্যে মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, নিজ মৃণাল গ্রহণ করিলেন। মহাভা-অনুশা-৯৪।

শতস্কু—উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৯৬। উগ্রসেন দেখ।

শতগামী—জটায়ুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম। মৎ-৬। জটায়ু দেখ।

শতগাল—বিপ্রচিত্তির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। বিপ্রচিত্তি দেখ।

শতঘণ্টা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে, শতানন্দা (তীর্থ) তাঁহার সাহায্যার্থ, শতঘণ্টা ও উলুখল-মেখলাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৩) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্কন্দ দেখ।

শতজিৎ—(১) যদুবংশীয় ভজমানের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ভজমান ও অযুতায়ু দেখ। (২) ভরতবংশীয় রজের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার একশত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বগ্জ্যোতি প্রধান ছিলেন। এই শতপুত্রেরা এই ভারতবর্ষকে নয়

ভাগে বিভক্ত করিয়া, রাজ্য করিয়াছিলেন। বরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে, এই সকল নৃপতিরা পৃথিবী ভোগ করেন। বিষ্ণু-২য়-১। গরু-পূ-৫৪। (৩) ভরতবংশীয় বিরজরাজার পত্নী বিষূচীর গর্ভে শতপুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ সমুদয় পুত্রদের মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৪) বিরজের পুত্র রজ, তাঁহার তনয় শতজিৎ। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে বিশ্বজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। এই বিশ্বজিৎ প্রমুখ একশত ভ্রাতা, এই ভারতবর্ষকে সাত অংশে বিভাগ করিয়া রাজত্ব করেন। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। (৫) শতজিতের তনয় বিশ্বজ্যোতি। কূর্ম-পূ-৩৯। (৬) যযাতির তনয় যদুর অন্যতম পুত্র সহস্রজিৎ। তাঁহার অপত্য শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম হৈহয়, হয় ও তালহয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৭) যদু-বংশীয় শতজিতের তিন পুত্র—হৈহয়, মহাহয় ও রেণুহয়। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৮) শতজিতের তনয়দের নাম—হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। কূর্ম-পূ-২২। (৯) যযাতির পুত্র যদু, যদুর অপত্য শতজিৎ, তাঁহার পুত্র হৈহয়। সৌর-৩১। (১০) যদুবংশীয় সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার অপত্যদ্বয়ের নাম—হয় ও হৈহয়। গরু-পূ-১৪৩। (১১) যদুর তনয় শতজিৎ। তাঁহার পুত্র হৈহয়, হয় ও রেণুহয়। লি-পূ-৬৮। (১২) যদুনন্দন সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার হৈহয়, বেণু ও হয় নামে তিন সন্তান জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (১৩) যদুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম শতজিৎ। তাঁহার তিন তনয়—হৈহয়, বেণুহয় ও হয়। অগ্নি-২৭৫। (১৪) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১৫) বৃষ্ণিবংশীয় বাহ্বকের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত চারিপুত্রের অন্যতম। বাহ্বক দেখ।

শতজিহ্ব—(১) মহাদেবের একজন গণ। সৌর-৩৫। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আদি-২৮৫।

শতজয়া—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শততেজা—(১) বরাহকল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে শততেজা ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব অত্রি নামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-১৩। লি-পূ-৭। বায়ু-২৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। শিবাবতার দেখ।

শতদংষ্ট্র—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

শতদ্যুম্ন—(১) চাক্ষুষমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২। মৎ-৬। অগ্নি-১৮। শিব-ধর্ম-৫২। বিষ্ণু-১ম-১৩,

৩য়-১। কূর্ম্ম-পু-১৪। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। মার্ক-৭৬। ব্রহ্মপু-২। গরু-পু-৮৭। চাক্ষুষমনু ও মধুশ্রী দেখ। (২) জনকবংশীয় ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন। তাঁহার তনয় শুচী। ভাগ-৯স্ক-১৩। গরু-পু-১৪২। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩) শতদ্যুম্ন নরপতি মুদ্গল ঋষিকে সুবর্ণময় অট্টালিকা দান করেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। মহাভা-শান্তি-২৩৪, অনুশা-১৩৭ মরুত্ত, মদিরাশ্ব, যুবনাশ্ব ও রন্তি দেখ।

শতদ্রুতি—নরপতি প্রাচীনবর্হির পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রচেতারা দশ ভ্রাতা জন্মলাভ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। প্রচেতা দেখ।

শতধনু—(১) জনৈক রাজা। তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা। রাজদম্পতি একবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাসলিলে স্নান সমাপনান্তে তীরে উত্থিত হইয়া, তাঁহারা এক পাষণ্ডকে দৃষ্টিগোচর করেন এবং রাজা শতধনু তাহার সহিত আলাপ করেন। তাঁহার পত্নী কিন্তু পাষণ্ডের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। উপোষিত অবস্থায় পাষণ্ডের সহিত আলাপ করাতে, রাজা জন্মান্তরে কুকুর যোনিতে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নী এক রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে শতধনুরাজা ক্রমে ক্রমে শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূররূপে জন্ম লাভ করেন। পরন্তু তাঁহার পত্নী প্রতিবারেই কাশীরাজ-দুহিতারূপে জন্ম লাভ করেন। প্রতি জন্মেই ইতর জন্তুরূপী শতধনুর সহিত, তাঁহার পত্নীর সাক্ষাৎ হইত এবং কাশীরাজ-দুহিতা তাঁহার ইতর-প্রাণীরূপী পতির যথাসাধ্য সেবা করিতেন। পরিশেষে ময়ূররূপে জন্মিবার পর, কাশীরাজ-দুহিতা পতিকে রাজা জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নান করাইয়া, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অনন্তর শতধনুরাজা কলেবর ত্যাগ করিয়া জনকরাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রজা পালনান্তর যথাকালে স্বর্গগামী হইলেন। বিষ্ণু-৩য়-১৮। (২) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। হৃদিক দেখ। (৩) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ।

শতধন্বা—(১) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। হৃদিক দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিয়া সত্রাজিতকে প্রত্যর্পণ করিলে, (শ্রীকৃষ্ণ দেখ) সত্রাজিত কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, নিজ কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে সম্প্রদান করেন। অক্রূর, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ পূর্ব্বেই সত্রাজিতের নিকট সত্যভামার পাণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্রাজিত তাঁহাদিগের কাহারও সহিত সত্যভামার বিবাহ না দেওয়াতে

তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলের প্ররোচনায়, শতধন্বা সত্রাজিতকে বধ করিয়া, সেই স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার নিকট সেই সংবাদ পাইয়া, শতধন্বাকে বধ করিতে মনস্থ করেন। শতধন্বা তাহা অবগত হইয়া, কৃতবর্ম্মা, অক্রূর প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে সত্রাজিতকে বধ করিবার জন্য শতধন্বাকে প্ররোচিত করিলেও, এক্ষণে কেহই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে শতধন্বাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। শতধন্বা অগত্যা অক্রূরের নিকট সেই মণি গচ্ছিত রাখিয়া, দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ পাইয়া বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁহাকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ভাগ-১০স্ক-৫৭। বায়ু-৯৬। হরি-হরি-৩৯। (৩) মৌর্য্যবংশীয় সোমশর্ম্মার তনয় শতধন্বা। তাঁহার আত্মজ বৃহদ্রথ। শতধন্বা মৌর্য্যবংশীয় অষ্টম নরপতি ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-১। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৪) মহাপদ্মবংশের পর মৌর্য্যবংশ মগধে রাজত্ব করেন। ঐ বংশীয় শতধন্বা রাজত্ব করার পর, তাঁহার পুত্র (নাম নাই) ছয় বৎসর মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর বৃহদ্রথ এক বৎসরকাল মাত্র রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। শতধর দেখ। (৫) শতধন্বা নামক একজন নরপতি কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪।

শতধর—মৌর্য্যবংশীয় নরপতি দেববর্ম্মার পুত্র। তাঁহার তনয় বৃহদশ্ব। শতধর আটবৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহদশ্বই মৌর্য্যবংশের নবম এবং শেষ নরপতি। মৌর্য্যবংশীয় এই নয় জন নরপতি সর্ব্বসমেত একশত সাঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর শুঙ্গবংশীয়গণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়ু-৯৯। শতধন্বা (৩) ও (৪) দেখ।

শতধার—তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকারকালে, তিনি সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২। উত্তম ও মনস্বী দেখ।

শতানন্দ—(১) শরদ্বান ঋষির পুত্র। শতানন্দের মাতা অহল্যা ও পুত্র সত্যধৃতি। মৎ-৫০। (২) দিবোদাস কন্যা অহল্যা মহর্ষি গোতমের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বৃহন্ন-পূ-২৯। শরদ্বান ও গোতম দেখ।

শতপলা—বলরামের অন্যতমা কন্যা। বলদেব দেখ।

শতবনি—ঋগ্বেদোক্ত একজন রাজা। সায়নাচার্য্য তাঁহার কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-১।৫৯।৭।

শতবল—একজন বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আদেশে উত্তর দিকে সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪৩, ৪৫, ৪৭।

শতবলাক—একজন সংহিতাকার। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

শতবলী—(১)একজন বানর দল পতি। তিনি হিমাচলবাসী পদ্মকেশর বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বানর গণের অধিপতি ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি দশ সহস্র কোটী বানরসহ কিষ্কিন্ধায় আগমন করিয়া রামের অনুগমন করেন। তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন। লঙ্কা-সমরের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় অনুচর-গণসহ লঙ্কার দক্ষিণদ্বার অবরোধ-পূর্ব্বক, অবস্থান করেন। লঙ্কা সমরান্তে তিনি রামের সহিত অযোধ্যায় গমন করেন এবং রামের রাজ্যাভিষেকান্তে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন। রামা-কিষ্কি-৩৯; লঙ্কা-২৭, ৩৮, ৪২, ৪৭; উত্তরা-৫০। (২) তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ শত্রুঘ্নের অনুগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-৫।

শতবাহু—সুপর্ব্বা নামক নরপতির পুত্র। তিনি যৌবনকালে অতিশয় পাপাসক্ত ছিলেন। একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হন। তথায় এক ব্রাহ্মণের নিকট হনুমন্তেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, তথায় তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়া, স্বর্গে গমন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩।

শতভিষা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা এবং চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নীগণের অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

শতমন্যু—মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি বিংশতি কোটী অনুচরসহ শিবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

শতমায়—কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে উৎপন্ন অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩।

শতমুখ—(১) জনৈক দানব। সে অযুত বর্ষকাল শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুরাণ লাভ করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-২। (২) ব্রহ্মা শতমুখ নামক এক অসুরকে উৎপাদন করেন। সেই অসুর শতাধিক বৎসরকাল নিজ শরীর মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করে। শূলপাণি তাঁহার ভক্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শতমুখ বলিল—"আপনার অনুগ্রহে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে বিরাজিত থাকে।" শিব তাহাকে সেইরূপ বরই প্রদান

করেন। মহাভা-অনুশা-১৪।

শতযূপ—কেকয় দেশের অধিপতি। তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক, বনবাস আশ্রয় করেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, যখন বনে গমন করেন, তখন রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, পরম সুখে শতযূপের আশ্রমে বাস করেন মহাভা-আশ্র-১৯, ২০।

শতরথ—(১)ইক্ষ্বাকু বংশীয় মূলকের পুত্র শতরথ। তাঁহার তনয় ঐলবিল। বায়ু-৮৮। ঐড়বিড় দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নকুলের তনয়। তাঁহার অপত্য ইলবিল। সৌর-৩০। কূর্ম্ম-পূ-২১। লি-পূ-৬৬। নকুল ও বৃদ্ধশর্ম্মা দেখ।

শতরুদ্রিকা—অন্যতমা নদী। তিনি অগ্নিদেবের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। রেবা দেখ।

শতরূপ—(১)সুতার নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। সুতার ও সত্য দেখ।

শতরূপা—(১)স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (২) নয় জন মানস পুত্র সৃষ্ট হইবার পর, ব্রহ্মা এক কন্যা সৃজন করেন। সেই কন্যার নাম অঙ্গজা। তিনিই আবার শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে প্রসিদ্ধা। ব্রহ্মা সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। মৎ-৩। (৩) প্রজা সকল সৃষ্ট হইবার পর, ব্রহ্মা শতরূপা নাম্নী অযোনিজা এক কন্যা উৎপাদন করেন। সেই কন্যা বশিষ্ঠের মহিমা ও ধর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি সৃষ্ট হইয়া পতিলাভার্থ, পরম তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং কালক্রমে স্বায়ম্ভুব মনুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। শতরূপার গর্ভে বীর নামক এক পুত্র জন্মে। বীর হইতে কাম্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। (৪) শতরূপা স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা (১৪) দেখ। (৫) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধজাত কন্যা শতরূপার গর্ভে, প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। স্বায়ম্ভুব মনু ইঁহাদের পিতা ছিলেন। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা (৩২) দেখ। (৬) দুইভাগে বিভক্ত ব্রহ্মতনুর অর্দ্ধাংশ হইতে শতরূপা নাম্নী নারী আবির্ভূ তা হন। অপর অর্দ্ধাংশ হইতে এক যশস্বী পুরুষ

আবির্ভূত হন। শতরূপা পূর্ব্বাকাশে অবস্থান করিয়া নিযুত বৎসর দুষ্কর তপস্যা করেন এবং তৎফলে সেই ব্রহ্মার অর্দ্ধদেহজাত পুরুষকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে খ্যাত হন। ঐ মনু হইতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-১০ ব্রহ্মা-১০। সৌর-২৬। (১১৪০ পৃঃ দেখ)। (৭) বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নী রূপিনা শতরূপাকে সৃজন করেন। দেবীভাঃ-১০স্ক-১। (৮) ব্রহ্মার বামাংশ হইতে শতরূপা উৎপন্না হন। তাঁহার গর্ভে স্বায়ম্ভুবমনু হইতে, আকূতি, দেব-হূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। শ্রীমভাভা-৩। ব্রহ্মা (৭৭) দেখ। (৯) ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ প্রজা সৃষ্টি করিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি প্রজাবৃদ্ধির জন্য নিজ শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, বামার্দ্ধহইতে শতরূপা নাম্নী এক কন্যা এবং দক্ষিণার্দ্ধহইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক পুত্র সৃজন করিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুহইতে শতরূপার গর্ভে তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (১০) শতরূপা সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণের জন্য স্বায়ম্ভুবমনু এবং ব্রহ্মা (১৪), (৩১), (৩২), (৪০), (৬৯) ও (৭৭) দেখ।

শতলোচন—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২)সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮

শতশীর্ষ—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে, বাহুদা নদী তাঁহার সাহা-য্যার্থে, স্বীয় অনুচর শতশীর্ষকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

শতশিলাক—মহর্ষি জৈগীষব্যের পিতা। বায়ু-৭২। জৈগীষব্য দেখ।

শতশৃঙ্গ—(১) রাজর্ষি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। তাঁহার ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রদ্বীপ, গভস্তিমান, নাগ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব ও বরুণ নামে কতিপয় পুত্র এবং কুমারিকা নামে এক কন্যা ছিল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। কুমারিকা দেখ। (২) শতশৃঙ্গ মুনির আশ্রমেই পাণ্ডুরাজা ঋষিশাপে দেহ ত্যাগ করেন। অগ্নি-১৩।

শতসন্তনিকা—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী অন্যতম গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

শতহ্রদ—(১)দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩। ব্রহ্ম-পু-৩। দনু দেখ।

শতাক্ষী—(১)দেবী দুর্গার একনাম। দেবী-পু-১২৭। (২) দেবী আদ্যা-শক্তির এক নাম। কোনও সময়ে

শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি নিবন্ধন জগৎ জলশূন্য হইলে, মুনিগণের প্রার্থনায় দেবী আদ্যাশক্তি অযোনিজারূপে উৎপন্না হন। তখন তিনি শতনেত্র-দ্বারা মুনিগণকে অবলোকন করেন। সেইজন্য মানবগণ দেবীকে শতাক্ষী নামে অভিহিত করেন। মার্ক-৯১। (৩) দুর্গম নামক অসুর দেবগণকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মার আরাধনায় নিযুক্ত হন। ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে, দুর্গম ব্রহ্মার নিকট হইতে সমুদয় বেদ যাচ্ঞা করেন এবং যাহাতে তিনি সকল দেবতাদিগকেই পরাজয় করিতে পারেন, সেইরূপ বল প্রাথনা করে। ব্রহ্মা তাঁহার উভয় প্রার্থনাই পূরণ করেন। দুর্গম অসুর বেদ সকলের অধীশ্বর হওয়াতে, পৃথিবীতে বেদ বিলুপ্ত হইল এবং বেদাচার মূলক সমুদয় ক্রিয়াকর্ম্মাদিও লোপ পাইল। যাগযজ্ঞ সব বন্ধ হওয়াতে এবং তৎফলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির অভাব বশতঃ, বৃষ্টিরও অভাব হইল। শতবর্ষব্যাপী এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে, প্রাণিগণ সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ গণ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমনপূর্ব্বক, দেবী শিবানীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী নিজ অদ্ভুত রূপে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই চতুর্হস্তা দেবী দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে শরমুষ্টি ও কমল এবং বাম ভুজদ্বয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি-নাশক-পুষ্প-পল্লব-ফলমূলাদি ও মহাশরাসন ধারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অনন্তনেত্র সমুদয় হইতে, নয় দিবস নিরন্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং নদনদী সমূহ পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবগণ দুর্গম অসুরের ভয়ে গিরিগুহাদিতে লুক্কায়িত ছিলেন। তাঁহারা পুনরায় বহির্গত হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে শতাক্ষী বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দেবীভা-৭স্ক-২৮।

শতানন্দ—(১) ভাবী সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। মৎ-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। গালব দেখ। (২) মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র। তাঁহার জননীর নাম অহল্যা। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। হরি-হরি-৩। অগ্নি-২৭৫। গরু-পূ-১৪৪। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। শরদ্বান দেখ। (৩) গৌতম-তনয় শতানন্দের পুত্র শরদ্বান। ভাগ-৯স্ক-২১। (৪) শতানন্দ বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকের কুলপুরোহিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০৫। (৫) ব্রহ্মা (১৯৪) দেখ।

শতানন্দা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) সীতার রোমকূপ হইতে

উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৪) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতমা। সীতা দেখ। (৫) শতঘণ্টা দেখ।

শতাণীক—দ্রৌপদীর গর্ভে জাত অর্জ্জুনের পুত্র। মহাভা-আদি-৬৭।

শতানীক—(১) ধর্ম্ম-পুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনু ভাব্যের অন্যতম পুত্র শতানীক ছিলেন। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা দেখ। (২) রুদ্রসাবর্ণি মানুর অন্যতম পুত্র। রুদ্রসাবর্ণি দেখ। (৩) দ্রৌপদীর গর্ভজাত অর্জ্জুনের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৫। (৪) রাজা জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৫। (৫) শতানীকের পুত্র অশ্বমেধদত্ত। বায়ু-৯৯। (৬) পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম নকুল হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শতানীক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-২২১। গরু-পূ-১৪৫। (৭) জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যমুনির নিকট হইতে বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়াজ্ঞান, মহর্ষি শৌনক হইতে আত্মজ্ঞান এবং কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। শতানীকের পুত্র সহস্রানীক। ভাগ-৯স্ক-২১। (৯) ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিশ্রেণ্য, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, সুবর্চ্চা, শান্তি ও ইন্দ্র নামে কতিপয় পুত্র ছিল। গরু-পূ-৮৭।

শতাবর্ত্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

শতাবর্ত্তা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শতায়ু—(১) পুরূরবার অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। মহাভা-আদি-৭৫। কূর্ম্ম-পূ-২২। লি-পূ-৬৬। অগ্নি-২৭৪। বায়ু-৯১। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। গরু-পূ-১৪৩। অমাবসু, অমায়ু ও পুরূরবা দেখ।

শতায়ুধ—অন্যতম দানব। কালিকা-৪০।

শতার্চ্চি—কতিপয় সংহিতব্রত ঋষির অন্যতম। হেমকান্তি দেখ।

শতাস্য—মহাদেবের অন্যতম গণাধ্যক্ষ। সৌর-৩৫।

শতোদর—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

শতোদরা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। রামা-অদ্ভু-২৩। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শতোলূকমুখী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যকারীণী অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মাতৃকাগণ দেখ।

শতলূকমেখলা—কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যকারিণী অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মাতৃকাগণ দেখ।

শত্রাজিৎ—যদুবংশীয় নিম্নের তনয়। গরু-পূ-১৪৩। নিম্ন দেখ।

শত্রি—সম্বরণ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া, যজ্ঞাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমি অগ্নিবেশের পুত্র, অপরিমিত ধনদাতা, সকলের উপমানভূত প্রসিদ্ধ শত্রি নামক রাজর্ষির স্তব করিতেছি। প্রচুর বারিরাশি তাঁহার সমৃদ্ধ সাধন করুক।” সায়নাচার্য্য এই শত্রিনরপতির কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-৫।৩৪।৯।

শত্রু (১) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। শোণাশ্ব দেখ।

শত্রুঘ্ন—(১)অযোধ্যাপতি দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্যতম। তিনি তাঁহার অন্যতম জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভরতের বিশেষ অনুগত ছিলেন। ভরত যখন মাতুলালয়ে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহার অনুগমন করেন। শত্রুঘ্নের সহিত জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্যতমা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর, শত্রুঘ্ন অগ্রজ ভরতের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভরত যখন পৌরজনসহ রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। রাম সীতার উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, শত্রুঘ্ন অপর দুই ভ্রাতার ন্যায় সর্ব্বদাই রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া, তাঁহার রাজকার্য্যের সাহায্য করিতেন। যমুনাতীরবাসী মহর্ষিগণ মধুদানবের পুত্র লবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, রামচন্দ্রের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইলে, রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে লবণ বধের জন্য প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, লবণকে বধ করেন এবং তাঁহার রাজধানী মধুপুর অধিকার করেন। শত্রুঘ্ন যখন লবণবধের জন্য গমন করেন, তখন পথিমধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে সীতার যমজ পুত্রদ্বয় কুশ ও লবকে দর্শন করেন। শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞকালে সমাগত রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। শত্রুঘ্নের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সুবাহু নামক পুত্র মথুরাপুরীর অধীশ্বর ছিলেন এবং শত্রুঘাতী নামক পুত্র বিদিশার অধিপতি হন। তিনি রামচন্দ্রের সহিত সরযূ প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। রামা-আদি-১৮, ৭৩, ৭৭; অযো-৭১; উত্ত-৩৮, ৬৯, ৭৩—৮৪, ১১৫, ১২১-১২৩। (২) শত্রুঘ্ন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন জাম্ববান্, গবয়, দধিমুখ, অঙ্গদ, মৈন্দ, সুগ্রীব, শতবলী অক্ষিক, নল, নীল প্রভৃতি বানর দলপতি গণ, এবং প্রতাপাগ্র, লক্ষ্মীনিধি, নীলরত্ন, রিপুতাপ, উগ্রাশ্ব প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ, তাঁহার অনুগমন করেন। শত্রুঘ্ন নানা দেশ পর্য্যটন,

বহু রাজন্যবর্গকে পরাভব ও তাঁহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময়ের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে কুশ ও লবের সহিত শত্রুঘ্নের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কুশ ও লব যজ্ঞাশ্বের কপালে জয় পত্র দেখিয়া, সেই অশ্ব বন্ধন করেন। তখন শত্রুঘ্ন ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত, লবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কুশ তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি উজ্জয়িনীতে মহাকালের অর্চ্চনার জন্য গমন করিয়াছিলেন। লব প্রথমে শত্রুঘ্নকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। কিন্তু শত্রুঘ্ন পরে লবকে পরাজয় করিয়া বন্ধন করেন। কুশ প্রত্যাগমন করিয়া, সকল বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক ভ্রাতার সাহায্যার্থ গমন করেন। অতঃপর শত্রুঘ্ন ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে সানুচর শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং পাশবদ্ধ হইয়া সীতার নিকট নীত হন। সীতাদেবী তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া, কুশ ও লবকে তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিতে এবং যজ্ঞাশ্বকেও মুক্তি দিতে আদেশ দেন। অতঃপর সীতা দেবীর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া, সপরিজন শত্রুঘ্ন যজ্ঞাশ্ব লইয়া, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। পদ্ম-পাতা-৪, ৯, ১৩, ১৫—৩২, ৩৬। (৩) পুরাকল্পীয় রামায়ণ মতে দশরথের অন্যতমা পত্নী সুবেশার গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার (ও অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতার) নাম করণ করেন। শত্রু বধ করিতে নিপুণ বলিয়া, ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন শত্রুঘ্ন। পদ্ম-পাতা-৭১। (৪) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫। লি-পূ-৬৯। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ। (৫) শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। শ্বফল্ক দেখ। (৬) রামানুজ শত্রুঘ্ন অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীমহাভা-৩৭। (৭) দশরথাত্মজ শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়ের নাম—সুবাহু ও সুরসেন। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। গরু-পূ-১৪২। (৮) রামানুজ শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়ের নাম সুবাহু ও শত্রুসেন। ভাগ-৯স্ক-১১। (৯) বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হন, তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বিষ্ণুর দক্ষিণ ও বাম বাহুর অংশভূত ছিলেন। অধ্য-রামা-৪। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

শত্রুজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। মান্ধাতা দেখ। (২) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। শোণাশ্ব দেখ। (৩) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র। রাজাধিদেব দেখ। (৪) পুরাকালে শত্রুজিৎ নামে একজন মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া, অতিশয়

প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ঋতধ্বজ। মার্ক-২০। ঋতধ্বজ ও প্রতর্দ্দন দেখ। (৫) যদুবংশীয় নিঘ্নের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। নিঘ্ন দেখ। (৬) পুরূরবা-বংশীয় প্রতর্দ্দনের নামই ছিল শত্রুজিৎ। প্রতর্দ্দন দেখ। (৭) কোশলাধিপতি ধ্রুবসন্ধির কনিষ্ঠা পত্নী লীলাবতীর গর্ভে শত্রুজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। শুভদর্শন, মিষ্টভাষী, শত্রুজিৎ কনিষ্ঠ হইয়াও পিতার অধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন। ধ্রুবসন্ধি মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, মন্ত্রীগণ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সুদর্শনকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু শত্রুজিতের মাতুল উজ্জয়িনার অধিপতি যুধাজিৎ ভাগিনেয়ের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, সুদর্শনের মাতামহ বীরসেনকে নিহত করেন এবং শত্রুজিৎকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তখন সুদর্শনের মাতা মনোরমা, পুত্রকে লইয়া পলায়ন করেন। দীর্ঘকাল পরে সুদর্শন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, শত্রুজিৎ ও তাঁহার মাতামহ যুধাজিতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। দেবীভা-৩স্ক-১৪-২৪। সুদর্শন দেখ (৮) দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। দনু ও কশ্যপ দেখ।

শত্রুঞ্জয়—ঐ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহর্ষি ভরদ্বাজকে অলব্ধ বস্তু কিরূপে লাভ করিতে পারা যাইতে পারে, এবং সেই বস্তু লাভ করিলে কিরূপে তাহার পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং ভরদ্বাজও তাহার যথাযথ উত্তর দেন। মহাভা-শান্তি-১৪০।

শত্রুঞ্জয়া—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

শত্রুতপন—কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৭৫। দনু দেখ।

শত্রুমর্দ্দন—নরপতি ঋতধ্বজের অন্যতম পুত্র। মার্ক-২৬

শত্রুসেন—(১) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্র। শত্রুঘ্ন দেখ। (২) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি অশ্ববাহনের পুত্র। স্কন্দ-আব-চতু-৬১

শত্রুহন্তা—শম্বর অসুরের অন্যতম অমাত্য। হরি-হরি-১৬২

শনি, শনৈশ্চর—(১) বিবস্বান হইতে ছায়ার গর্ভে, শনি নামে এক পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫৯। মৎ-১১। সৌর-৩০। (২) শনি লোকহিত-সাধক গ্রহগণের অন্যতম। মৎ-৯৩। বুধ দেখ। (৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ জন পত্নীর অন্যতরা। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শনি জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৩। সংজ্ঞা দেখ। (৫) শনি নবগ্রহের অন্যতম। সূর্য্য

দেখ। (৬) বৃহস্পতি গ্রহ হইতে তুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনিগ্রহ অবস্থিত। তাহার আরও একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষি মণ্ডলের স্থান। বিষ্ণু-২য়-৭। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে শনিগ্রহের সহিত নরক নামক অসুরের সংগ্রাম হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৮) শনি সূর্য্যের তৃতীয় পুত্র (সাবর্ণি মনুর কনিষ্ঠ) ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৯) শনির বাহন মকর। গর্গ-গোল-১২। (১০) রাজা দশরথ একবার জ্যোতিষদিগের নিকট সংবাদ পাইলেন, যে শনিগ্রহ শীঘ্রই রোহিণী ভেদ করিবে। এবং তাহা হইলে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ভীষণ অনাবৃষ্টি হইবে। রাজা দশরথ তাহা শুনিয়া, দেবরাজ-প্রদত্ত কামগামী শকটে আরোহণপূর্ব্বক শনৈশ্চরের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং ক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের গমনপথ অতিক্রম করিয়া, নক্ষত্রমণ্ডলে স্থিত শনির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি রোহিণীর পথ পরিত্যাগ কর। অন্যথা আমি তোমাকে বধ করিব।" শনৈশ্চর দশরথের এই রূপ সাহস দেখিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি দশরথকে তাঁহার পরিচয় এবং কেন তিনি ঐরূপ স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য বলিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দশরথ নিজ পরিচয় দিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিবেন। তখন শনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দশরথকে বলিলেন—"আমি তোমার সাহস দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই ভস্মসাৎ হয়। সেজন্য আমি সর্ব্বদা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। আমি জন্মিয়াই আমার পিতার পদদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতে তাঁহার পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া যায়। সে জন্য আমার জননী আমাকে অন্য কোনওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তুমি প্রজাসাধারণের উপকারের জন্যই এইরূপ ভয় পরিহার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি আর কোনও দিন রোহিণীর গমনপথ ভেদ করিব না।" স্কন্দ-নাগ-৯৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৯। (১১) শঙ্কর-তনয় গণেশের জন্ম হইবার পর, সকল দেবগণ তাঁহাকে দেখিতে যান। শনি ও তাঁহাদের সহিত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু শনির প্রতি তাঁহার পত্নীর শাপ ছিল, যে তিনি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহাই বিনষ্ট হইবে। কোনও সময়ে শনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন তাঁহার পত্নী মনোহর বেশভূষা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু ধ্যানাসক্ত শনি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ঐরূপ শাপ

দেন। যাহা হউক শনি প্রথমে পার্ব্বতী তনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পার্ব্বতী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শনি তাঁহাকে তাহার শাপ বৃত্তান্ত বলেন। কিন্তু পার্ব্বতী সে কথা বিশ্বাস না করিয়া শনিকে বারংবার তাঁহার পুত্রকে অবলোকন করিতে বলেন। তখন শনি কেবল অপাঙ্গে গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অমনই গণেশের মস্তক দেহহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১২। গণেশ দেখ। (১২) শনি অথবা শনৈশ্চর অষ্টরুদ্রের প্রথম রুদ্রের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুবর্চ্চলা। মার্ক-৫২। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। বিষ্ণু-১ম-৮। কূর্ম্ম-পূ-১০। রুদ্র দেখ। (১৩) শিপ্রা ও ক্ষাতা নদীদ্বয় যেস্থলে একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই স্থলে শনৈশ্চর ভূমিষ্ঠ হন। শনিবার অমাবস্যা তিথিতে ঐ স্থলে স্নান, দান ও তপস্যা করিলে, লক্ষ্মীলাভ হয়। সৌরি, শনৈশ্চর, মন্দ, কৃষ্ণ, অনন্ত, অন্তক, যম, পিঙ্গ, ছায়াসুত, বভ্রু, স্থাবর ও পিপ্পলায়ন শনির এই সকল নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে পাঠ করে, শনি তাহাকে আক্রমণ করেন না। স্কন্দ-আব-অব-৪৬। (১৪) শনি জন্মিবামাত্র চরাচর দেব মনুষ্যগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই, ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিলেন এবং রোহিণীর পথ ভেদ করিলেন। ইন্দ্র ভয়ব্যাকুল হইয়া, ব্রহ্মার নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। ব্রহ্মা তখন সূর্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শনিকে সংযত করিতে বলিলেন, কিন্তু সূর্য্য তাঁহার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, শনির দৃষ্টিপাতে তাঁহার পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা স্বয়ংই যেন শনিকে নিবারণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মাও তাহাতে সাহস না পাইয়া, বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণুও সকল বিষয় অবগত হইয়া নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া, মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তখন মহেশ্বর তাঁহাদের প্রার্থনায় শনিকে আহ্বান করিলেন। শনি অধোদৃষ্টি অবস্থায় শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে জগৎপীড়ন করিতে নিষেধ করিলেন। তখন শনি মহাদেবকে তাহার খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। তখন মহাদেব ঐ সকল বিষয়ে এই ব্যবস্থা করিলেন—মেষাদি রাশিতে অবস্থান করিয়া, ত্রিশমাস যাবৎ তিনি মনুষ্যদিগকে পীড়ন করিবেন এবং ইহাদ্বারাই তাঁহারা তৃপ্তি সাধন হইবে। অষ্টম, চতুর্থ, দ্বিতীয়, দ্বাদশ ও জন্মরাশিতে অবস্থান হইলে, সর্ব্বদাই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইবে। কিন্তু

তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে অবস্থিত হইলে, মানবগণের শুভদায়ক হইবেন ও পূজা পাইবেন। পঞ্চম ও নবম স্থান প্রাপ্ত হইলে তিনি উদাসীন থাকিবেন। অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা তিনি অধিক পূজা লাভ করিবেন ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। তিনি স্থিরগতিত্বহেতু ধরিত্রীতে স্থাবর নামে বিদিত হইবেন এবং রাশিস্থ হইলে তাঁহার গতি মন্দ হইবে বলিয়া, তাঁহার আর এক নাম হইবে শনৈশ্চর। হস্তীগণ্ড বা মহাদেবের গলদেশের ন্যায় তাঁহার বর্ণ হইবে। তিনি অধোদৃষ্টি ও মন্দগতি হইবেন। সন্তুষ্ট-চিত্ত হইলে তিনি লোককে রাজ্য প্রদান করিবেন; অসন্তুষ্টচিত্ত হইলে তিনি লোকের জীবননাশক হইবেন। দেবতা, দৈত্য, মানব, সিদ্ধ, উরগ ও বিদ্যাধরগণ, শনির ক্রূর দৃষ্টিপাতে অবশ্য ভস্মীভূত হইবেন। এই কথা বলিয়া মহাদেব শনিকে মহাকালবনে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন এবং নির্দ্দেশ করিলেন যে, ঐ স্থলে পৃথু-কেশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে অব-স্থিত শিবলিঙ্গ, তদবধি স্থাবরেশ্বর নামে অভিহিত হইবেন। স্কন্দ-আব-চতু-৫০। (১৫) কাশীস্থিত শনৈশ্চর লিঙ্গের দর্শন ও শনিবারে তাঁহার পূজা করিলে, শনিপীড়া হয় না। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭। (১৬) মহর্ষি অত্রির অন্যতম পুত্র। শিব-বায়-পূ-১৫। বায়ু-২৯। অনুসূয়া দেখ। (১৭) বিব-স্বান-তনয় শনৈশ্চরের নামান্তর শ্রুত-কর্ম্মা। বায়ু-৮৪। সূর্য্য ও সংজ্ঞা দেখ।

শনীশ্চর—মহর্ষি অত্রির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৯। অনুসূয়া ও শনি (১৬) দেখ।

শনৈশ্চরেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ শনৈ-শ্চরেশ্বর লিঙ্গকে শনিবার দিন শমী পত্র, তিল, মাষ ও গুড়দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ বৃষ দান করিতে হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৯।

শন্তনু—কুরুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি শান্তনুর নামান্তর। শান্তনু দেখ। (২) একজন মুনি। তাঁহার পত্নীর নাম অমোঘা। পদ্ম-সৃষ্টি-৫৫। কালিকা ৮২। লৌহিত্য দেখ। (৩) ঋগ্বেদে দেবাপি ঋষি বৃহস্পতির উদ্দেশে বলিতেছেন "তুমি শন্তনু রাজার জন্য মেঘকে বারিবর্ষণ করাও।" তাহাহইতে অনুমান হয় যে, রাজা শন্তনু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কোনও যজ্ঞে এই সূক্তটি রচিত বা গীত হইয়াছিল। ঋক্-১০।৯৮।১।

শত্রুর্দ্দন—যদুবংশীয় শূরের অন্য-তমা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তি, কেকয় রাজের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শত্রুর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪৩।

শপ্ত—প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ইধ্মজিহ্ব ও অভয় দেখ।

শফরী—ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার। এই অবতারে তিনি দেবগণকে রক্ষা করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। বিষ্ণু-অবতার (অতিরিক্ত খণ্ডে) দেখ।

শবর—(১) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গাভীদিগের সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০-১৫৯। (২) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র তুমি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু, শবর ও শুষ্ণকে সংহার করিয়াছ। ঋক্ ৬।১৮।৮। (৩) এক ম্লেচ্ছ জাতি। কল্কি তাহাদিগকে নিধন করেন। কল্কি-৩য়, ৬।৭। (৪) পুক্কসজাতীয় এক ব্যাধ। সে অতি হিংস্র ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল। মরণান্তে যমদূতগণ তাহাকে তাড়না করিতে করিতে যখন নরকে লইয়া যাইতে ছিল, তখন এক বৈষ্ণব তাহার দুঃখ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া, তাহার মুখে তুলসীদলমিশ্রিত শালগ্রামপাদোদক এবং কর্ণে রাম নাম প্রদানপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার সাধন করেন। পদ্ম-পাতা-১১।

শবরী—শ্রমণী দেখ।

শবল—(১) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। শবলের তনয় মহাবীর। গরু-পূ-৫৪, ৫৬। (২) কদ্রু গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (৩) একজন সংশিতব্রত ঋষি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৪) যমের অন্যতম পুত্র। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ পক্ষীয় তিথিতে যমতনয়দিগের উদ্দেশে দীপাবলী প্রদান করিতে হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৯।

শবলাক্ষ—একজন ঋষি। তিনি শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া অন্যান্য ঋষিগণের সহিত ধর্ম্ম আলোচনায় যোগ দিতেন। মহাভা-অনুশা-২৬।

শবলাশ্ব—(১) হর্য্যশ্ব নামক পুত্রেরা নিরুদ্দিষ্ট হইলে, প্রজাপতি দক্ষ বৈরিণী নামক পত্নীর গর্ভে এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। এই সহস্র দক্ষের তনয়েরা শবলাশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন। নারদের পরামর্শে তাঁহারা অগ্রজদিগের ন্যায় মোক্ষপথের সন্ধানে চলিয়া যান। বিষ্ণু-১ম-১৫। গরু-পূ-৬। (২) দক্ষপত্নী অসিক্নী-গর্ভে শবলাশ্বগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-৩। লি-পূ-৬৩।

শবসী—ইন্দ্রের মাতা। ঋক্-৮-৭৭-২।

শবহস্তা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শবাশনা—(১) সীতার একনাম। সীতা দেখ। (২) মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। শক্তি দেখ।

শব্দময়ী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শব্দযোনী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র

নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শব্দা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শম—(১) সোমের (চন্দ্রের) পুত্র বৈতণ্ড, শম ও শান্ত। বায়ু-৬৬। (২) ভবিষ্য (সাবর্ণি) মন্বন্তরে অরিহা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৩) অষ্টবসুর অন্যতম অহের পুত্র। মহাভা-আদি-৬৬। মুনি দেখ। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্যতমা শান্তির গর্ভে শমের জন্ম হয়। ভাগ-৪স্ক-১। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৫) দক্ষ-কন্যা ও ধর্ম্ম-পত্নী মেধার গর্ভে শম জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮।

শমন—(১) যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস বধ। বধের পুত্র বিঘ্ন ও শমন। বায়ু-৬৯। বধ দেখ। (২) সাবর্ণমনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৬। সাবর্ণমনু দেখ।

শমি—সাত্বত-তনয় অন্ধকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৭। অন্ধক ও কম্বলবর্হিষ দেখ।

শমিত—ধর্ম্ম-পত্নী সাধ্যার গর্ভজাত সাধ্যদেবগণের অন্যতম শমিত। মৎ-১৭১। সাধ্য দেখ।

শমিতা—(১) উত্তম মন্বন্তরে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ। (২) যজ্ঞাগ্নিরই নামান্তর শমিতা। তদ্ভিন্ন যজ্ঞে পশু-বধকারী ঋত্বিককেও শমিতা বলা হইত। ঋক্-২।৩।১০।

শমিপুত্র—যদু-বংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। শোণাশ্ব দেখ।

শমী—(১) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। শোণাশ্ব দেখ। (২) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র। রাজাধিদেব দেখ। শোণাশ্বাত্মজ শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র। অগ্নি-২৭৫। (৪) যদুবংশীয় সত্যকের অন্যতম পুত্র। সত্যক দেখ। (৫) যদুবংশীয় শূরের পুত্র শমী। তাঁহার তনয় প্রতিক্ষত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গরু-পূ-১৪৩।

শমীক—(১) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে ঋষি অন্যতম অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (২) যদুবংশীয় মীঢ়ুষের ঔরসে, ভোজার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, শমীক প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। দেব-মীঢ়ুষ, বসুদেব, অনাধৃষ্টি ও শূর দেখ। (৩) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা। বসুদেব (৯০৮ পৃঃ) দেখ। (৪) যদুবংশীয় শ্যামের অন্যতম পুত্র। শ্যাম দেখ। (৫) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র ও বসুদেবের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শূর দেখ। (৬) যদুবংশীয় সাত্বতের পুত্র অন্ধক। তাঁহার অন্যতম তনয়

শমীক। কূর্ম-পূ-২৪। অন্ধক (৫) দেখ। (৭) একজন ঋষি। কুরু-বংশীয় পরীক্ষিৎ রাজা তাঁহারই গল-দেশে মৃতসর্প স্থাপন করিয়া, শমীক পুত্র শৃঙ্গীর শাপে, তক্ষক-দংশনে প্রাণ-ত্যাগ করেন। শমীক যখন জানিতে পারিলেন যে, তৎপুত্র শৃঙ্গী বিনা কারণে পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পুত্র-প্রদত্ত অভিশাপ বিফল হইতে পারে না বুঝিয়া, শিষ্য গৌরমুখের দ্বারা পরী-ক্ষিৎকে সেই সংবাদ প্রেরণ করেন। মহাভা-আদি-৪১। ভাগ-১স্ক-১৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১। পরীক্ষিৎ দেখ। (৮) শমীক নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ইন্দ্রের সারথি হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হয় মাতলি। বাম-৬৯।

শমীমুখ—একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্র বৈশাখ। বৈশাখ দেখ।

শম্পতি—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিবিধ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়া-ছেন। ঋক্-১০। ৯২। ১-১৫।

শম্পাক—কুরুপতি যুধিষ্ঠির শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ধনী বা নির্ধন ব্যক্তিরা যদি ধর্ম্মানুসারেও বাস করেন, তাহা হইলে তাহাদের সুখ বা দুঃখ কি প্রকার হয় এবং কি প্রকারে বা তাহা উৎপন্ন হয়। তদুত্তরে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে শম্পাক নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবন আখ্যান কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। মহাভা-শান্তি-১৭৬।

শম্ব—দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮।

শম্বর—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভ-জাত দানবগণের অন্যতম। দনু ও কশ্যপ দেখ। (২) দেবাসুর সংগ্রামে শিবানুচর ভগের সহিত শম্বরাসুরের যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৬। (৩) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন। শম্বরাসুর তাঁহাকে সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া স্বীয় পত্নী মায়াবতীর হস্তে তাঁহার লালনপালনের ভার অর্পণ করেন। প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মায়াবতীর নিকট স্বীয় পরিচয় লাভ করিয়া, শম্বরকে বধ করেন। হরি-হরি-১৬১-১৬৪। প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতী দেখ। (৪) হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্রের নাম ছিল শম্বর। অগ্নি-১১৯। (৫) বিমান (আকাশগামী রথ) শম্বরাসুরের বাহন ছিল। (৬) বাণদৈত্যের তনয় শম্বর। বাণ দেখ। (৭) শম্বর নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন। ত্রিলোচনের আত্মজ কণ্ব। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৫। (৮) শম্বর

নামক অসুর ইন্দ্রের ভয়ে পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন। ইন্দ্র চল্লিশ বৎসর অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার সন্ধান পান। ঋক্‌-২।১২।১১।

শম্বুক—(১)সহিষ্ণু নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। সহিষ্ণু ও শিবাবতার দেখ। (২) দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

শম্ভু—(১)শিবের একনাম। শিব দেখ। (২) শুকদেবের অন্যতম পুত্র। শুকদেব দেখ। (৩) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৪) উত্তম মন্বন্তরে দ্বাদশজন যজ্ঞকারী দেবতাদের অন্যতম। উত্তম ও অধিপ দেখ। (৫) উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবের অন্যতম তনয়। ধ্রুব দেখ। (৬) দানবপতি বিরোচনের অন্যতম সেনাপতি। বরা-১১। (৭) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র ভব্য। তাঁহার আত্মজ শম্ভু। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৮) উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। অধিপ দেখ। (৯) দানবপতি বিরোচনের এক পুত্রের নাম ছিল শম্ভু। (১০) শম্ভু নামক এক বণিক্ এক গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার নামে ঐ গ্রামের নাম হয় শম্ভুগ্রাম। লোহাসুরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, ধর্ম্মারণ্যবাসী কতিপয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ গ্রামে গমনপূর্ব্বক বাস করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩। (১১) ত্রেতাযুগে উৎপন্ন আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশজন পুত্রের অন্যতম। দেবীপু-১২২। (১২) ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে ইন্দ্রের নাম ছিল শম্ভু। ভাগ-৮স্ক-১৩। (১৩) শম্ভু নামে এক জন রাজা ছিলেন। রন্তিদেব দেখ।

শয়ু—মহর্ষি শয়ুকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার বৃদ্ধ গাভীকে তাঁহারা পুনরায় দুগ্ধবতী করিয়াছিলেন। ঋক্‌-১।১১২।১ ; ১০৩৯।১৩।

শয়্যু—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা-ঋষি। তাঁহার প্রার্থনায় অশ্বিদ্বয় প্রসব-পুণ্যা গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলেন। ঋক্‌-১।১১৬।২২।

শর—(১)মহর্ষি ঋচৎকের পুত্র শর নামক ঋষি, অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, তাঁহারা তাঁহার পানের জন্য কূপের জল উঠাইয়াছিলেন। ঋক্‌-১।১১৬।২২। (২) একজন দানব। হরি-হরি-৪১।

শরকল্প—সৈংহিকেয় নামে খ্যাত বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্রগণের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

শরকান্ত—একজন রাজা। তাঁহার কন্যা অমৃতকাঙ্ক্ষী যদুবংশীয় ভোজের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শরজন্মা—দেবসেনাপতি স্কন্দের এক নাম। শিব-জ্ঞান-১৯। স্কন্দ দেখ।

শরণ—(১) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৫৭। বাসুকী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (৩) মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৫। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (৪) উত্তম-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। রথৌজা দেখ।

শরণ্যা—(১) দেবীদুর্গার এক নাম। সাধক স্মরণ করিবামাত্র তিনি ভক্তকে বিষ, অগ্নি, ঘোর বিপদ প্রভৃতি হইতে রক্ষা করেন, সেই জন্যই তিনি শরণ্যা নামে পরিচিত হন। দেবীপু-৩৭। (২) 'অপরা' নামে খ্যাত দেবীগণের অন্যতমা শরণ্যা। দেবীপু-৫০। ব্রাহ্মী দেখ।

শবদ—জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮

শরদণ্ডায়ণ—একজন ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার পত্নী শরদণ্ডায়ণীকে অপরের দ্বারা সন্তান লাভ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২০।

শরদণ্ডায়ণী—তিনি স্বামীর অনুমতী প্রাপ্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্র লাভ করেন। মহাভা-আদি-১২০। শরদণ্ডায়ণ দেখ।

শরদ্বত, শরদ্বান—(১)জনৈক ঋষি। তাঁহার পত্নী অহল্যা, পুত্র শতানন্দ। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-৩২। গরু-পূ-১৪৪। (২) মহর্ষি শরদ্বানহইতে কৃপাচার্য্য ও তাঁহার ভগিনী কৃপী জন্ম লাভ করেন। মহাভা-আদি-১৩০। কৃপাচার্য্য দেখ। (৩) গৌতমবংশীয় শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। তাঁহার পুত্র শরদ্বান। তাঁহার তেজোৎপন্ন পুত্র ও কন্যাদ্বয়কে শান্তনু রাজা পালন করেন। ভাগ-৯স্ক-২১। শান্তনু দেখ। (৪) শরদ্বান একজন ঋষিক ছিলেন। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদুক্থ দেখ। (৫) অঙ্গিরাবংশীয় অথর্ব্বণের অন্যতম পুত্র উতথ্য। তাঁহার পুত্র শরদ্বান। উশিজ, দীর্ঘতমা ও মমতা দেখ। (৬) ভবিষ্য সাবর্ণ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম শরদ্বান। সাবর্ণিমনু দেখ। (৭) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম শরদ্বান। ব্রহ্মা-৭১। বৈবস্বতমনু দেখ। (৮) শরদ্বান ত্রিধামা মুনির নিকট হইতে বায়ুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবিষ্টকে প্রদান করেন। তৎপরে যথাক্রমে অন্তরীক্ষ, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, তৃণঞ্জয়, তাহার অধিকারী হন। সারস্বত, ভরদ্বাজ ও সোমশুষ্ম দেখ।

শরদ্বসু—(১)দণ্ডী নামক শিবাবতার যুগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব দেখ। (২) বরাহ কল্পের চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে মহাদেব শূলী নামে অবতীর্ণ হন। তখন শরদ্বসু তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শূলী ও শিব দেখ।

শরবৃষ্টি—মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুৎ

গণের অন্যতম। মরুদ্‌গণ ও মরুত্বতী দেখ।

শরভ—(১)কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত এক শত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। দনু ও কশ্যপ দেখ। (২) অঙ্গিরা হইতে স্মৃতির গর্ভে শরভ ও আগ্নীধ্র জন্মলাভ করেন। শিব-বায়ু-পূ-১৫। (৩) জনৈক বানর দলপতি। তিনি লঙ্কাসমরে রামের অনুগমন করেন। অগ্নি-১০। (৪) দানবপতি রক্তাসুরের অন্যতম সেনাপতি। সৌর-৪৯। (৫) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৬) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭। (৭) শরভ নামক দানব দ্বাপরে পৌরব নামক নরপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮) কানাকুব্জদেশে শরভ নামে এক বণিক ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন। দেবল নামক ঋষির পরামর্শে তিনি এক তীর্থে পূজা প্রদান করিতে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২৫১, ২৪৩। (৯) বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া, অপরের প্রতিও স্বীয় তেজ প্রদর্শনে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তখন মহাদেবের আদেশে তাঁহার অনুচর বীরভদ্র শরভ-রূপ ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপধারী বিষ্ণুকে পরাজয় করেন। লি-পূ-৯৬। (১০) শরভ নামক মেঘকে ব্রহ্মা পশ্চিমদিকে সহস্র মেঘের অধিপতি করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৪। (১১) চেদি দেশের অধিপতি। তিনি প্রথমে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক চালিত যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন। পরে অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত হইয়া, বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্ব-৮৩। (১২) বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্যতম শরভ একজন বানর দলপতি ছিলেন। তিনি বিন্ধ্য, কৃষ্ণ এবং সহ্য পর্ব্বত সমুদয়ের অধিপতি ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহুসহস্র বানরসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৩৯; লঙ্কা-২৬।

শরভঙ্গ—দণ্ডকারণ্যবাসী একজন মুনি। রাম দণ্ডকারণ্যে বাস কালে তাঁহার আশ্রমে গমন করেন। শরভঙ্গ মুনি রামকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং অতঃপর জীবন ধারণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করেন। রামা-আর-৪,৫।

শরমান—সৈংহিকেয় নামে খ্যাত দানবগণের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। অজিক দেখ।

শরলোমা—একজন ঋষি। তাঁহার মতে আত্মা সর্ব্বদাই দুঃখদ্বেষী। আত্মা কখনও দুঃখ কষ্ট দ্বারা নিজেকে ক্লিষ্ট করিতে চাহেন না। দেবীপু-১০৮।

শরারি—একজন বানর দলপতি।

তিনি হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-দলপতির সহিত দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪১।

শরুথ, শরূথ—যদুবংশীয় ভুক্ততের পুত্র। তাঁহার তনয় জনাপীড়। বায়ু-৯৯।

শরু—একজন গন্ধর্ব্ব অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্বদিগের সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া, নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

শর্করাক্ষ—অশ্বপতি দেখ। ছান্দো-৫ম-অঃ-১১শ—২৪শ।

শর্ব্ব, সর্ব্ব—(১) একাদশরুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (২) দক্ষযজ্ঞে শিব ও তাঁহার অনুচরগণের হস্তে দেবতারা নিগৃহীত হইয়া পলায়ন করিলে, শিব যখন আর কাহাকেও নিগ্রহ করিবার উপযুক্ত দেখিলেন না, তখন তিনি আরক্ত লোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন। প্রথমেই যজ্ঞাগ্নি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সকলেই ভস্মী-ভূত হইলেন। অগ্নি এইভাবে বিনষ্ট হইলেন দেখিয়া, যজ্ঞও মৃগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক, পত্নী দক্ষিণাকে লইয়া, নভঃপথে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মহেশ্বরও ধনুঃশর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তখন শঙ্করের দেহ দ্বিধা বিভক্ত হইল। একভাগ যজ্ঞস্থলে রহিল, আর একভাগ যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যে ভাগ ঐ রূপে যজ্ঞকে তাড়না করিল, শঙ্করের সেই অংশ সর্ব্ব নামে কথিত হইয়া থাকেন। বাম-৫।

শর্ব্বরী—দোষ নামক বসুর পত্নী ভাগ-৬স্ক-৬

শর্ব্বরীবান্—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। স্বারোচিষ মনু দেখ।

শর্ব্বাণী—শিব-পত্নী সতীর এক নাম। সতী দেখ।

শর্ম্মিষ্ঠা—(১) বৃষপর্ব্বা নামক দৈত্য-রাজের কন্যা। তিনি নহুষ-তনয় যযাতির অন্যতমা পত্নী হইয়াছিলেন। যযাতি ও দেবযানী দেখ। (২) সোম-বংশীয় বৃক নামক রাজার শর্ম্মিষ্ঠা নামে এক কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা বিষকন্যা বলিয়া পরিচিত হইয়া-ছিলেন। কারণ ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা জ্যোতিষীগণকে নিজ দুহিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। দৈবজ্ঞেরা বলেন যে, যে তিথিতে যে লগ্নে, যে রাশীতে ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যত অতিশয় শোচনীয় হইবে। যিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, তিনি বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হইবেন। ঐ কন্যা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলেরই নাশের

কারণ হইবে। এই বলিয়া জ্যোতিষীগণ রাজাকে ঐ বিষকন্যাকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে যথাযথভাবে লালনপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, রাজা তাঁহার জন্য পতি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ঐ বিষকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। এদিকে বৃক রাজার শত্রুগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। পৌরজনগণ শর্ম্মিষ্ঠাকেই এই সকল বিপদের জন্য দায়ী করাতে, রাজকন্যা নিজ জীবনে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক রজনীযোগে পুরী ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা পূর্ব্বজন্মে এক চণ্ডাল কন্যা ছিলেন। অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক হাটকেশ্বর মহাদেবকে দর্শনমাত্র তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইলে তিনি একাগ্রমনে গৌরীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। গৌরী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সহচরী করিয়া লইলেন। স্কন্দ-নাগ-৬২।

শর্ম্মী—অগস্ত্য-বংশোৎপন্ন একজন ব্রাহ্মণ। কৃতান্ত-অনুচরগণ কর্ত্তৃক তিনি যমপুরে নীত হইলে, অন্তক তাঁহাকে তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে স্বস্থানে প্রেরণ করেন। মহাভা-অনুশা-৬৮।

শর্য্যাকর্ণ—ভল্লাটনগরী শশিধ্বজের পুত্র শর্য্যাকর্ণ রাজার রাজধানী ছিল। শশিধ্বজ নৃপতির সহিত কল্কির যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কল্কি পরাজিত হন। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত রাজা কল্কিকেই স্বীয় রমা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করেন। কল্কি-৩য়-৭-১২।

শর্য্যাতি—(১) একজন রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার কন্যা শার্য্যাতকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন। ঋক্-১।৫১।১২। চ্যবন দেখ। (২) শর্য্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যা চ্যবন ঋষির পত্নী ছিলেন। সুকন্যা দেখ। (৩) অক্রূরের অন্যতম সন্তান। মৎ-৪৫। বজ্রভূমি, অক্রূর, অশ্বগ্রীব ও পৃথু দেখ। (৪) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১০। বৈবস্বত মনু ও করূষ দেখ। (৫) শর্য্যাতির পুত্র সুকল্প ও আনর্ত্ত। অগ্নি-২৭৩। (৬) শর্য্যাতির পুত্র আনর্ত্ত ও কন্যা সুকন্যা। শিব-ধর্ম্ম-৬০। বায়ু-৮৬। (৭) বৈবস্বত মনু-তনয় শর্য্যাতি বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ছিলেন। অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে তিনি দ্বিতীয় দিনে যজ্ঞোপদেশকারী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-৩। (৮) ইক্ষ্বাকু, শর্য্যাতি প্রভৃতি নরপতিগণ সত্যযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। নরা-৬৮। (৯) নরপতি নহুষের অন্যতম পুত্র। পদ্ম সৃষ্টি-১২। নহুষ,

উত্তর ও উত্তব দেখ। (১০) মিথিলা নগরে শর্য্যাতি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দাসী ও বেশ্যার সংশ্রবে দুষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পাপ ফলে গৃধ্ররূপে জন্মলাভ করেন। একদা ঐ গৃধ্র কোনও হরি-মন্দির হইতে তৈল পানার্থ প্রদীপ মুখে করিয়া বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিয়া ছিল। ইহাতেই তাহার আকাশ দীপ দানের পুণ্যসঞ্চয় হয়। এই পুণ্যফলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সে বিষ্ণুলোকে গমন করে। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৭। (১১) রাজর্ষি শর্য্যাতির কন্যা শার্য্যাতকে ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন বিবাহ করেন। তদুপলক্ষে একটি যজ্ঞ হয়। অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। কৌশি-তকী ও চ্যবন দেখ।

শয়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪।

শল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুনহোত্রের অন্যতম পুত্র। শলের পুত্র আর্ষ্টি-সেন। সুনহোত্র দেখ। (২) কুরু-বংশীয় বাহ্লিকের সোমদত্ত, ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল নামে চারি পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। (৩) বাহ্লিকের পুত্র সোমদত্ত। তাঁহার অন্যতম তনয় শল। হরি-হরি-৩২। সোম-দত্ত ও বাহ্লিক দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুতহোত্রের অন্যতম পুত্র। শলের অপত্য আর্ষ্টিসেন। বায়ু-৯২। সুতহোত্র দেখ। (৫) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র শল। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৬) উতথ্য নামক এক মুনির অন্যতম পুত্র শল। গর্গ-গো-৬; মৎ-১২; বল-৭। উতথ্য দেখ।

শলঙ্ক—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। বৈকৃতি-গালব দেখ।

শলকর—নাগরাজ তক্ষকের বংশ-জাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

শলদা—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতম কন্যা। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্ব ও প্রভা-কর দেখ।

শলভ—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের তেত্রিশ জন সহায় অন্যতম। সৌর-৪৯। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত দানবগণের অন্যতম। দনু ও কশ্যপ দেখ। (৩) দক্ষ-কন্যা ও ধর্ম্মপত্নী যামীর গর্ভে শলভগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৪) সত্যযুগে শলভ নামে যে দানব ছিলেন, তিনিই দ্বাপরে বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭।

শলভামুখী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

শলভী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শলাবত—একজন বৈদিক যুগের ঋষি। চিকিতায়ন দেখ।

শল্য—(১) মদ্রদেশের অধিপতি। তাঁহারই ভগিনী মাদ্রী কুরুরাজ পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের মাতুল হইলেও, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে থাকিয়া রণ করেন। কর্ণের পতন হইবার পর তিনি অর্দ্ধদিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি কর্ণের সারথ্য করেন এবং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন যুদ্ধকালে কর্ণের তেজ হ্রাস করিবার প্রয়াস পান। শল্য যথাসাধ্য সেই মত কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩, ১৮৬; ভীষ্ম-৪৩; শল্য-১৭। (২) সিংহিকার গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামক দানবগণের অন্যতম। বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকা দেখ। (৩) মদ্ররাজ শল্য দিবোদাসের অবতার ছিলেন। গর্গ-গো-৫।

শশকর্ণ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।৯

শশিধ্বজ—ভল্লাট নগরের রাজা। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কল্কি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ভল্লাট নগরে উপস্থিত হইলে, শশিধ্বজের সহিত সানুচর কল্কির ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং নরপতি শশিধ্বজ কল্কিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, নিজপুরে লইয়া যান। পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে নারায়ণের অবতার কল্কির দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজকন্যা রমাকে কল্কির সহিত বিবাহ দেন। অতঃপর তিনি অরণ্যে তপস্যা করিতে চলিয়া যান এবং কোকামুখ নামক স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। কল্কি-৩য়-৮-১৫।

শশবিন্দু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ইলের পুত্র। রামা-উত্ত-১০২, ১০৩। ইল দেখ। (২) মহারাজ শশবিন্দুর কন্যা চৈত্ররথী (নামান্তর বিন্দুমতী) মান্ধাতার পত্নী ছিলেন। মান্ধাতা দেখ। (৩) নরপতি চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। তিনি পরম বৈষ্ণব, বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ত্তা ও বিপুল দক্ষিণাদাতা ছিলেন, এবং রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র আশ্রয় করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত অযুত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পৃথশ্রবাই প্রধান ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। অগ্নি-২৭৫। (৪) শশবিন্দু নরপতির মহাবীর্য্য একশত পুত্র ছিল, তাঁহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুকীর্ত্তি পৃথুদাতা ও পৃথুবর্ম্মা, এই ছয়জনই প্রধান ছিলেন। এই পুত্রগণ ও শশবিন্দু রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। বায়ু-৯৫। (৫) শশবিন্দুর পুত্রদের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুশ্রবা, পৃথুতেজা, পৃথুদ্ভব, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুমানই প্রধান ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) শশবিন্দুর এক লক্ষ পত্নী ছিল। তাঁহাদের গর্ভে পৃথুকীর্ত্তি প্রভৃতি দশ লক্ষ পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪৩। (৭) শশবিন্দুর নরপতির চৌদ্দটি মহারত্ন ছিল এবং তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তাঁহার শতসহস্র পত্নীর গর্ভে দশলক্ষ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুজয় পৃথুদান, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা, এই ছয়জনই প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৮) শশবিন্দুর পুত্র পৃথুযশা। তাঁহার পুত্র পৃথুকর্ম্মা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। পৃথুজয় ও পৃথুদান দেখ। (৯) মহারাজ শশবিন্দুর একলক্ষ পত্নী ও দশলক্ষ পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণ প্রত্যেকে এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ কন্যাগণ সকলেই একশত হস্তী, একশত রথ, একশত অশ্ব, একশত দুগ্ধবতী গাভী এবং একশত মেষ ও ছাগ যৌতুক স্বরূপ লাভকরেন। মহারাজ শশবিন্দু সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (১০) মহারাজ শশবিন্দুর দশলক্ষ পুত্র হইতে প্রজাবিস্তার ঘটিয়াছিল বলিয়া, তাঁহারা প্রজাপতি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (১১) সূর্য্যপুত্র যম শশবিন্দু রাজাকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে করণীয় শ্রাদ্ধের কথা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৮৯। (১২) শশবিন্দু প্রমুখ রাজগণ মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। রন্তিদেব দেখ। (১৩) শশবিন্দু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ। (১৪) মহারাজ কার্ত্তিবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র বৃষ্ণি। তাঁহার তনয় শশবিন্দু। তাঁহার অপত্য জ্যামঘ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১৫) শশবিন্দু নরপতির একশত পুত্র হয় এবং ঐ সন্তানদিগেরও একশত পুত্র হয়। শশবিন্দুর একশত পুত্রের মধ্যে ছয়জন প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের নাম—পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুকীর্ত্তি, ও পৃথুমনা ইঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন। এই সকল সন্তানগণও শশবিন্দু নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবাই প্রধান ছিলেন। মৎ-৪৪। (১৬) প্রাচীন কালে শশবিন্দু নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। দ্বাপর ও

কলির সন্ধি সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজার একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত পদ্ম ছিল। ঐ পদ্মের অলৌকিক প্রভাবে তিনি সর্ব্বত্রই ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারিতেন। পূর্ব্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণপূজক শূদ্র ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী একবার কিছু পদ্ম পুষ্প বিক্রয়ার্থ এক শিবমন্দিরের সন্নিকটে গমন করেন। তথায় এক বেশ্যাকে শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ করিতে দেখিয়া, তাঁহারাও উপবাস ও জাগরণ পূর্ব্বক সেই পদ্মগুলির দ্বারা শিবার্চ্চনা করেন এবং সেই পুণ্যফলেই পরজন্মে রাজদম্পতি রূপে জন্ম লাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৯।

শশরোমা—সহস্রবদন রাবণের একজন সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শশাঙ্ক—যজ্ঞের জন্য দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অগ্নির উদ্ভব হয়, তাহার নাম গার্হপত্য। তৎপরে আহবনীয় অগ্নির আবির্ভাব হয়। আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশজন পুত্রের অন্যতম শশাঙ্ক। দেবীপু-১২২।

শশাদ—ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি, যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত মাংস যজ্ঞের পূর্ব্বেই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি শশাদ নামে পরিচিত হন। শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়। গরু-পূ-১৪২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। বিকুক্ষি দেখ।

শশিকলা—কাশীরাজ সুবাহুর পুত্র। তিনি কোশলরাজ সুদর্শনের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করেন। দেবীভা-৩স্ক-১৭-২১। সুদর্শন দেখ।

শশিনী—দেবী আদ্যাশক্তি অন্ধকাসুরের বধের জন্য, দেবগণের প্রার্থনায় নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। তাঁহার ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরীর নাম ছিল শশিনী। বরা-৯২। সতী দেখ।

শশিপ্রভা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শশিমুখী—রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-অশ্ব-৪২

শশিরেখা—(১) ভুবনপালা দেখ। (২) রাধিকার অন্যতমা সখী। পদ্ম-পাতা-৬৩।

শশিলেখা—বসুভূতি নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা রত্নাবলীর অন্যতমা সখী। রত্নাবলী শঙ্খচূড় নামক নাগের পুত্র রত্নচূড়কে বিবাহ করিলে, শশিলেখাও শঙ্খচূড়ের সহিত পরিণীতা হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। রত্নচূড় ও রত্নাবলী দেখ।

শশী—যদুবংশীয় বভ্রুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। বভ্রু ও কুকুর দেখ।

শশীয়সী—রাজর্ষি তরন্তের পত্নী। তরন্ত দেখ।

শশোলূকমুখী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শশ্বতী—যদুবংশীয় অসঙ্গের পত্নী। ঋক্ ৮।১।৩০-৩৪। অসঙ্গ দেখ।

শস্যহা—দুঃসহহইতে যমের কন্যা নির্মাষ্টির গর্ভজাত অন্যতম সন্তান। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ।

শাংশপায়ন—(১) একজন সংহিতাকার। তিনি এবং কশ্যপ ও সাবর্ণি নামক অপর দুইজন ঋষি, প্রথমে তিনখানা সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন। পরে তাঁহারা সকলেই আবার প্রত্যেক সংহিতাকে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এই সকল সংহিতাই চতুষ্পদ সমন্বিত এবং একার্থবাদযুক্ত। এতদ্‌ভিন্ন আরও অনেক শাংশপায়নিক শাখা আছে। সেই গুলি আট সহস্র ছয়শত মন্ত্র সমন্বিত। বায়ু-৬১। (২) শাংশপায়ন মহর্ষি সূতের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, যে তিন খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন, সেই তিনখানি ছাড়া, সাম্নিকা নামে আরও এক খানি সংহিতা পূর্ব্বেই প্রণীত হইয়াছিল। এই সকল সংহিতাই একার্থযুক্ত এবং চতুষ্পাদ-সমন্বিত। এই সংহিতা গুলি বেদের শাখার ন্যায় পাঠান্তরদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। শাংশপায়নিকা ভিন্ন অপর সকল সংহিতাতেই চারি সহস্র করিয়া শ্লোক আছে। ব্রহ্মা-৬৭। সূত ও অকৃতব্রণ দেখ। (৩) ব্রহ্মা পুষ্কর ক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে মহর্ষি শাংশপায়ন উন্নেতা হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (৪) কাপেয় শাংশপায়ন মহাদেবের আদেশে পৌরাণিক সংহিতা প্রণয়ন করেন। তাহার পূর্ব্বভাগে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক এবং উত্তর ভাগে অষ্টসহস্র শ্লোক আছে। তাঁহার শিষ্যগণ সেই বেদ সম্মত বায়বীয়-উত্তর-পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৫।

শাকট—অগস্ত্যবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০২। ময়োভূ দেখ।

শাকটাক্ষ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। মৈত্রেয় দেখ।

শাকটায়ন—(১) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মরন দেখ। (২) একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার উপদেশে সোম নামক এক ব্রাহ্মণের পিশাচত্ব দূর হয়। সোম দেখ। (৩) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈজভৃত দেখ।

শাকধী—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

শাকপর্ণরথীতর—একজন সংহিতাকার। তিনি তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত রচনা করেন। বায়ু-৬০। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে (৬৬ অঃ) তাঁহার নাম শাকপূর্ণীরথীতর। শাকপূর্ণী দেখ

শাকপুনি—মহর্ষি শাকপুনি একজন বেদের মন্ত্র ব্যাখ্যাতা ছিলেন। ঋক্‌-১। ১৫২।১।

শাকপূর্ণী—সংহিতাকার ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য। তিনি অধীত ঋক্‌কে বিভক্ত করিয়া, তিন খানি সংহিতা রচনা করেন। তৎপরে তিনি একখানি নিরুক্তও রচনা করেন। ব্রহ্মা-৬৬।

শাকবর্ত্ত—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থে প্রেরিত একজন সেনাধ্যক্ষ। বৈতালী দেখ।

শাকভব—প্রিয়ব্রতাত্মজ মেধাতিথির সাত পুত্রের অন্যতম। মেধাতিথি ও ধ্রুব দেখ।

শাকম্ভরী—(১)দেবী আদ্যাশক্তির অন্যতম নাম। শত বার্ষিক অনাবৃষ্টি হইলে দেবী নিজ দেহোৎপন্ন জীবন-ধারক শাকদ্বারা চরাচর লোককে পোষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার এই নাম হয়। মার্ক-৯১। দেবীভা-৭স্ক-২৮। (২) রাজগৃহ তীর্থে শাকম্ভরী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তিনি সহস্র বৎসর যাবৎ মাসে মাসে শাকমাত্র আহার করিয়াছিলেন। তখন যে সকল ভক্ত-গণ দেবীর সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, দেবী কেবল শাকদ্বারা তাহাদের আতিথ্য সম্পাদন করেন। তজ্জন্য তিনি শাকম্ভরী নামে পরিচিতা হন। পদ্ম-স্বর্গ-১৪। (৩) চণ্ডশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ছিল শাকম্ভরী। তিনি সরস্বতী তীরে দেবী দুর্গার এক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন এবং দেবীও সেইস্থানে শাকম্ভরী নামে বিদিতা হন। স্কন্দ-নাগ-১৬৪। (৪) দুঃসহ নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নীর নামও ছিল শাকম্ভরী। তিনি স্বীয় নামীয় দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-নাগ-২৭৫। (৫) দেবী মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। স্কন্দ দেখ।

শাকল্য—(১)একজন ঋষি। তিনি দীর্ঘকাল শিবের আরাধনা করিয়া, তাহার তুষ্টি সাধন করিলে, মহাদেব শাকল্যকে বর দেন যে, শাকল্য বেদ শাখার সূত্রকর্ত্তা হইবেন এবং তাঁহার ত্রৈলোক্যব্যাপিনী অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইবে। শিব-ধর্ম্ম-২। মহাভা-অনুশা-১৪। (২) সংহিতাকার সত্যশ্রীর অন্যতম শিষ্য। তিনি নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞে উপস্থিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের উদ্দেশে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উৎসর্গ করেন। ঐ সকল দ্রব্য কে গ্রহণ করি-বেন, তাহা লইয়া উপস্থিত ঋষিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং পরি-শেষে তাহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সেই যজ্ঞে উপস্থিত

ছিলেন এবং তাঁহার সহিত অন্যান্য ঋষিদিগের ন্যায় মহর্ষি শাকল্যেরও তুমুল বিচার উপস্থিত হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি শাকল্যকে অতিশয় অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলেন এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ বিষয়ে ঘোরতর বাদানুবাদ চলিতে থাকে। প্রথমে মহর্ষি শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে কামবিষয়ক প্রশ্ন করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই সকল বিষয়ে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন এবং মহর্ষি শাকল্যকেও প্রত্যুত্তরে সেইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলেন যে, শাকল্য যদি সেই সকল বিষয় যথাযথ উত্তর দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন মহর্ষি শাকল্যকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, মহর্ষি শাকল্য সে সমুদয়ের উত্তর দিতে না পারিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহর্ষি শাকল্যের মুদ্গল, গোলক, মৎস্য, খালীয় ও শৈশিরেয় নামে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। শব্দশাস্ত্রজ্ঞ দেবমিত্র ও মহর্ষি শাকল্য পাঁচ খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬০। (৩) মহর্ষি শাকল্য মাণ্ডুকেয় মুনির পুত্র ছিলেন। তিনি নিজ সংহিতাকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। জাতুকর্ণ মুনিও শাকল্যের এক জন শিষ্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৪) কাশ্যপ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইলে, তিনি তাঁহাকে চিকীৎসা করিবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তক্ষক সেই ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে। সেই দুষ্কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ সমাজ-বহিস্কৃত হইয়া, দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি শাকল্যের শরণাপন্ন হন। কশ্যপ তাঁহাকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। শাকল্য তাঁহাকে সেতুবন্ধে যাইতে পরামর্শ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১। (৫) মহর্ষি শাকল্য সূর্য্যবংশোৎপন্ন সুপ্রিয় নরপতির পুরোহিত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং রাজগৃহে গমন করিয়া, সকল ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদন করিতেন। শিবাবতার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি শাকল্যের শিষ্য ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১২৯। যাজ্ঞবল্ক্য ও সুপ্রিয় দেখ। (৬) প্রভাসক্ষেত্রে মহর্ষি শাকল্য কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবের সাক্ষাৎ পান এবং তথায় শাকল্যেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৫।

শাকহার্য্য—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

শাকায়ন—বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদ-

শেরক দেখ।

শাকায়নি—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

শাকিনী—(১)দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসোদ্দেশ্যে গমনকালে বীরভদ্রের অনুচরবর্গের অন্যতম একজন ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩। (২) অথর্ব্ববেদজ ও উপবেদজ মন্ত্র সকলের অধিদেবতা বিশেষ। রাকিনী দেখ। (৩) তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র দেবতাদের অন্যতমা। তন্ত্রঃ-৯৮১ পৃঃ।

শাকুনি—একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার নয় পুত্রের মধ্যে পাঁচজন গৃহধর্ম্মে, অগ্নিহোত্রাদিতে রত থাকিতেন, অপর চারিজন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। পদ্ম-স্বর্গ-১৫।

শাক্য— (১)মগধের বৃহদ্বল (সূর্য্য) বংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য। তাঁহার তনয় শুদ্ধোদন। মৎ-২৭১। গরু-পূ-১৪৫। বায়ু-৯৯। (২) শাক্যের তনয় শুদ্ধোদ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৩) সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য। তাঁহার তনয় ক্রুদ্ধোধন। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

শাক্যন—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথুক নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। অজিত দেখ।

শাক্রায়ন—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

শাক্রী—(১)অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম শাক্রী। শক্র-তুল্য বলশালিনী বলিয়া দেবী ঐ নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শাক্রেয়—বৌদ্ধ দেখ।

শাখ—(১) হুতাশন-তেজোদ্ভূত যে সন্তান শরবণে জন্মলাভ করেন, তাঁহারই অন্যতম অনুজ। মহাভা-আদি-৬৬। স্কন্দ দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনলের পুত্র কুমারের অন্যতম সহচর। ব্রহ্মপু-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। কুমার দেখ। (৩) অনল-তনয় কুমারের অনুজ। গরু-পূ-৫৬। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। বহ্নি, স্কন্দ ও নৈগমেয় দেখ। (৪) কৃত্তিকাগণের গর্ভজাত অগ্নি তেজোদ্ভূত সন্তানের অন্যতম নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৭। কৃত্তিকা, কৃত্তিকাগণ ও কার্ত্তিকের দেখ। (৫) মহাদেবের অন্যতম গণনায়ক। বাম-৬৮। (৬) কুমার দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইয়া সিদ্ধ, ঋষি প্রভৃতিকে "আপনারা আমাকে কিছু ক্রীড়নক প্রদান করুন" এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন মহাদেব কুমারকে ক্রীড়ার জন্য একটী কুক্কুট এবং সাহায্যকারীরূপে শাখ ও বিশাখ নামে দুই অনুচরকে প্রদান করেন। বরা-২৫।

শাঙ্কর—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথুক নামক

দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। অজিত দেখ।

শাঙ্করী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ

শাঙ্কৃতি—একজন মহাতপা ঋষি। কোনও সময়ে তিনি এক গুহাতে তপস্যা করিতেছিলেন। অন্ধকাসুরের পুত্র বৃকাসুর তাঁহাকে বিষ্ণু মূর্ত্তির সম্মুখে তপস্যা করিতে দেখিয়া, মুনিকে বামপদের দ্বারা আঘাত করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি তাঁহাকে "তোর পদদ্বয় ধরাতলে পতিত হউক" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। স্কন্দ-নাগ-২৩১।

শাট্টায়নি—অত্রিবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নী দেখ।

শাণ্ডিলি—একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

শাণ্ডিলী—(১) ঋষি পত্নী শাণ্ডিলী পতিব্রতাদিগের অন্যতমা ছিলেন। তিনি স্বর্গে বাসকালে স্বর্গালোকবাসিনী সুমনার নিকট পাতিব্রত্যধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-১২৩। (২) মনস্বিনী সাধ্বী শাণ্ডিলী সুমেরু পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। হরি-হরি-১৪৯। (৩) অগ্নি-দুহিতা শাণ্ডিলী নাম্নী সুন্দরী হিমালয়ের গুহায় অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেন। কোনও সময়ে খগরাজ গরুড় তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন। শাণ্ডিলী তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তজ্জন্য গরুড়ের পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া যায়। পরে শাণ্ডিলী দয়াপরবশ হইয়া, গরুড়কে হেমপক্ষ বিশিষ্ট করিয়া দেন। শিব-ধর্ম্ম-১২ (৪) শাণ্ডিল্যমুনির কন্যা শাণ্ডিলী। একবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা পত্নী কাত্যায়নীকে পাতিব্রত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। স্কন্দ-নাগ-১৩০। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী দেখ। (৫) মাণ্ডব্য ঋষি যখন শূলবিদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন শাণ্ডিলী নাম্নী এক অতি পতিব্রতা নারী, তাঁহার স্বামীকে মস্তকে বহন করিয়া, দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন। ঐভাবে গমন করিতে করিতে তিনি দৃষ্টিবৈকল্য-বশতঃ শূলবিদ্ধ মহর্ষি মাণ্ডব্যের দেহের উপর পতিত হন। মাণ্ডব্য ঋষি বেদনা-কাতর হইয়া শাণ্ডিলীকে তিরস্কার করেন এবং অন্যান্য ঋষিগণ শাণ্ডিলীকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, প্রভাত হইলেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে। পতিব্রতা শাণ্ডিলী বিনাদোষে এইরূপ অভিশপ্তা হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন এবং "অ. হইতে আর সূর্য্যোদয় ঘটিবে না এবং আমার স্বামীও মরিবেন না", এই বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। শাণ্ডিলীর শাপপ্রভাবে জগৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইল এবং ক্রিয়াকাণ্ড সব লোপ পাইল। দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে

হাহাকার উপস্থিত হইল। তখন দেবগণ উপস্থিত হইয়া, মাণ্ডব্যকে বর প্রদান-পূর্ব্বক শূলহইতে অবতরণ করাইলেন। তৎপরে ঋষিগণ শাণ্ডিলীর পতিকে রোগমুক্ত করাইলে, তিনি নিজ শাপ প্রত্যাহার করিলেন। পুনরায় দিবাকর উদিত হইলেন এবং দেব ও মনুষ্যগণ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৭১, ১৭২। মাণ্ডব্য দেখ।

শাণ্ডিল্য—(১) কশ্যপবংশীয় দেবলের পুত্র। তিনি রঘুবংশীয় নরপতি দিলীপের পুরোহিত ছিলেন। তিনি একজন সংহিতাকারও ছিলেন। শাণ্ডিল্যমুনি নন্দ-গোপ প্রভৃতিরও পুরোহিত ছিলেন। তিনি অপুত্রক রাজা শতানীকের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন। বরা-১২১। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বায়ু-৭০, ৭৩। দেবল দেখ। (২) ব্রহ্মর্ষি শাণ্ডিল্য ব্রহ্মার সারথি ছিলেন। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে শিব-লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক দিব্য শতবর্ষ ঘোরতর তপস্যা করেন এবং মহাদেবের প্রসাদে তাঁহার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২৬। (৩) শাণ্ডিল্য নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে কর্দ্দমদ্বারা এক শিবমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার ভিতরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই পুণ্যফলে পরবর্ত্তী দুই জন্মে যথাক্রমে ব্রাহ্মণবংশে ও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি মতিভ্রষ্ট হন এবং নানা পাপাচারে লিপ্ত হন। সেই সকল পাপানুষ্ঠানের ফলে, তিনি মহাদেবের শাপে কূর্ম্মরূপ প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১১। (৪) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রবর। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ। (৫) বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কু রাজার যে যজ্ঞ সম্পাদন করেন, সেই যজ্ঞে মহর্ষি শাণ্ডিল্য হোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৫। (৬) শাণ্ডিল্য মুনির পুত্র শঙ্খ ও লিখিত। স্কন্দ-নাগ-১১। (৭) মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৫৭। (৮) প্রজাপতির পুত্র অষ্টবসুর অন্যতম বসু শাণ্ডিল্যের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৯) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। ভর্গস্থ দেখ। (১০) প্রজাপতি রুচির পুত্রের নাম শাণ্ডিল্য। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

শাতকর্ণি—(১) মগধের অন্ধ্রবংশীয় পূর্ণোৎসঙ্গের পুত্র। তাঁহার পুত্র লম্বোদর। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) পুত্রিকাসেন নামক মগধের অন্ধ্রবংশীয় রাজা একুশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, রাজা শাতকর্ণি মাত্র একবৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন। তাঁহার পর শিব-স্বামী রাজা হন। বায়ু-৯৯। শান্তকর্ণি,

শ্রীশান্তকর্ণ ও লম্বোদর দেখ।

শাতকর্ণিশিবশ্রী—মগধরাজ পুলিমানের তনয় শাতকর্ণিশিবশ্রী। তাঁহার পুত্র শিবস্কন্ধ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। যজ্ঞশ্রী ও গৌতমীপুত্র দেখ।

শাতাতপ—(১) মহর্ষি শাতাতপ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রের নাম শাতাতপ সংহিতা। শাতা-সং। গরু-পূ-৯৩। সৌর-৫০। অগ্নি-১৬২। স্কন্দ-আব-রেবা-৯৭, ১৭১। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬, ৪০ স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৬।

শাদ্বলায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

শাদ্রক—(১) সহিষ্ণু নামক শিবাবতারের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

শান্ত—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপের পুত্র। মৎ-৫। হরি-হরি-৩। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। কূর্ম্ম-পূ-১৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৬। ব্রহ্মপু-।। আপ, বৈতণ্ড ও মুনি দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অহের পুত্র শান্ত। মহাভা-আদি-৬৬। মুনি দেখ। (৩) অয় নামক অন্যতম বসুর পুত্র শান্ত। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। মেধাতিথি ও অভয় দেখ। (৫) শম্বর নামক অসুরের অন্যতম সেনাপতি। হরি-হরি-১৬১। (৬) ব্রজপুরের একজন উপনন্দ। গর্গ-গোল-১৮। বীতিহোত্র দেখ। (৭) যমের একজন অনুচর। বক্রনাশ দেখ। (৮) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

শান্তকর্ণি, শান্তকর্ণী—মগধের অন্ধ্রবংশীয় পূর্ণোৎসঙ্গের পুত্র। তিনি পঞ্চাশবৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র লম্বোদর রাজা হন। মৎ-২৭২। শাতকর্ণি দেখ।

শান্তনু—(১) কুরুবংশীয় প্রতীপের অন্যতম পুত্র। তাঁহার করস্পর্শে জরাজীর্ণ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত। তজ্জন্য তাঁহার ঐ নাম হয়। শান্তনু প্রথমে গঙ্গাকে বিবাহ করেন। গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে শান্তনু দাশরাজ কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্মের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দেন। মহাভা-আদি-৯৫। সত্যবতী, ভীষ্ম ও মহাভিষ দেখ। (২) শান্তনু হইতে দেবাপি, বাহ্লিক ও সোমদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৮। প্রতীপ দেখ। (৩) শান্তনু সমুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-২২; ৯স্ক-৬। (৪) একবার শান্তনু রাজার রাজ্যে দ্বাদশবর্ষ অনাবৃষ্টি হয়। শান্তনু

ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, শান্তনু তাঁহার অগ্রজ দেবাপি বর্ত্তমান থাকিতেও যে, সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন, তজ্জন্যই রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছে। দেবাপি যাবৎ বেদবিরুদ্ধ কোনও কার্য্য না করেন, ততদিন শান্তনুর সিংহাসনে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণদিগের এই কথা শুনিয়া শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মসারী বেদবিরুদ্ধবাদীদিগকে দেবাপির নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দেবাপিকে যুক্তিতর্কদ্বারা বেদবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিল। এদিকে শান্তনু ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া অগ্রজকে রাজ্য অর্পণ করিবার জন্য, অরণ্যে গমন করিলেন। শান্তনুর হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণগণ কোনও মতেই দেবাপিকে রাজ্যপ্রতিগ্রহ করিতে সম্মত করাইতে না পারিয়া, শান্তনুকে বলিলেন—"এক্ষণে আপনার সিংহাসনে আরোহণ করা দূষ্য হইবে না। যেহেতু আপনার অগ্রজ স্বয়ংই বেদবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।" তখন শান্তনু পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিয়া দূষিত হইলে, দেবতারা পুনরায় শান্তনুর রাজ্যে বারিবর্ষণ করিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) কৃপ ও কৃপী নামক যমজ ভ্রাতা ও ভগিনীকে শান্তনু পালন করেন। শরদ্বান, কৃপাচার্য্য ও কৃপী দেখ। (৬) শান্তনু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ।

শান্তবিগ্রহা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তভব—নামান্তর শান্তভয়। শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। শান্তভয় দেখ।

শান্তভয়—শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। মেধাতিথি দেখ।

শান্তমানসা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তমুনি—একজন মুনি। পাণ্ড্যরাজ শঙ্কর তাঁহাকে ব্যাঘ্র বোধে বধ করেন। শঙ্কর দেখ।

শান্তরজা—পুরূরবার বংশীয় চিত্রকূর পুত্র শান্তরজা। ভাগ-৯স্ক-১৭।

শান্তস্বভাব—ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করার জন্য তিনি কতিপয় মানসপ্রজা সৃষ্টি করেন। শান্তস্বভাব তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। বায়ু-১০৬।

শান্তহয়—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-১। তামসমনু দেখ।

শান্তা—(১) অযোধ্যাপতি দশ-

রথের শান্তা নামক এক কন্যা জন্মে। তিনি ঐ কন্যা তাঁহার বন্ধু অঙ্গ-দেশের রাজা রোমপাদকে প্রদান করেন। রোমপাদ রাজা যজ্ঞ করাই-বার জন্য বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্য-শৃঙ্গকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন পূর্ব্বক, যজ্ঞ সমাপন হইবার পূর্ব্বে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে নিজপালিতা কন্যা শান্তাকে প্রদান করেন। রামা-আদি-৯-১১। রোমপাদ বা লোম-পাদ দেখ। (২) গঙ্গার এক নাম শান্তা। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৩) দণ্ডের এক নাম শান্তা। মহাভা-শান্তি-১২১। দণ্ড ও ব্রহ্মা দেখ। (৪) দেবী শঙ্ক-রীর গাত্রোৎপন্না কতিপয় কুলদেবতা। ভট্টারিকা দেখ। (৫) ধর্ম্মারণ্য বাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শৌনক, গার্গ্যা-য়ণ ও গাঙ্গেয়স সগোত্রদিগের গোত্র-দেবীর নাম শান্তা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (৬) চতুঃষষ্ঠি যোগিনাগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তান্তঃকর—শম্বর অসুরের এক জন অনুচর। হরি-হরি-১৬১, ১৬২।

শান্তি—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। শান্তির গর্ভে ক্ষেম উৎপন্ন হন। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। কূর্ম্ম-পূ-৮। গরু-পূ-৫। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (২) অজমীঢ়-বংশীয় নীলের পুত্র শান্তি। তাঁহার অপত্য সুশান্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। ভাগ-৯স্ক-২১। অজমীঢ় ও নীলিনী দেখ। (৩) প্রজা-পতি কর্দ্দমের এক কন্যার নাম ছিল শান্তি। কর্দ্দম ঋষি অথর্ব্বা ঋষিকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন। ভাগ-৩স্ক-২৪। (৪) যজ্ঞপুরুষের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১। যজ্ঞ দেখ। (৫) পত্নী কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্য-তম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৬) শান্তি নামক যজ্ঞাগ্নি প্রচেতাস্বরূপ বিদিত হন। বায়ু-২৯। (৭) তামসমনুর অন্য-তম পুত্র। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। তামসমনু দেখ। (৮) ধর্ম্ম-পুত্র দশম মনুর পুত্রগণের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। শতানীক দেখ। (৯) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল শান্তি। বৃহন্না-৩৭। (১০) অঙ্গিরার পুত্র ভূতির অন্যতম শিষ্য। ভূতি দেখ। (১১) শান্তি নামে একজন গোপিকা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১২) অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৮৫। (১৩) দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬, ৩৭। (১৪) দেবীদুর্গার সহচরী অন্যতমা উত্তমা দেবতা। যশা দেখ। (১৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। শক্তি দেখ। (১৫) নীল

সরস্বতীর অন্যতমা পীঠশক্তি। সরস্বতী দেখ। (১৬) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তিকর্ণ—সুন্দরশান্তিকর্ণ দেখ।

শান্তিকল্প—অথর্ব্ববেদের একজন আচার্য্য। নক্ষত্রকল্প দেখ।

শান্তিকা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

শান্তিদা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতমা। সীতা দেখ।

শান্তিদেবা, শান্তিদেবী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেব দেখ।

শান্ত্য—গোমেদ-দ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের অন্যতম পুত্র। ইধ্মজিহ্ব দেখ।

শাপ—প্রথম সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। মেরুসাবর্ণি ও বৃহদ্রথ দেখ।

শাপনাশন—দমন (মদন; কূর্ম্ম-পূ-৫২) নামক শিবাবতারের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২৩। বিকেশ ও শিবাবতার দেখ।

শাপেয়ী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি (অশ্ব) নামে খ্যাত শিষ্যগণের অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮।

শাবস্ত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় যুবনাশ্বের পুত্র। তিনি শাবস্তী নাম্নী পরম রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। শাবস্তের তনয় বৃহদশ্ব। দেবীভা-৭স্ক-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। শ্রাবস্ত দেখ।

শাবাস—বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে যখন ঋতঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। বাচশ্রবা, ঋচীক, শাবাস ও দৃঢ়ব্রত নামে সেই শিবাবতারের চারিটি শিষ্য ছিল। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিবাবতার দেখ।

শাভাকা—বশিষ্ঠ-বংশীয় ধনঞ্জয় নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার গর্ভে করুণ নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-পাতা-৬৪।

শামত্র—অসংমৃজ্য হব্যসূদ নামক যজ্ঞাগ্নি শামত্র বলিয়া কথিত হন। মৎ-৫১।

শাম্ব—(১)শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। শাম্ব দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৬১। (২) শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব বজ্রনাভ দৈত্যের ভ্রাতা, সুনাভের অন্যতমা কন্যা, গুণবতীকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৫১। (৩) বাণরাজের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা রমাকে শাম্ব বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৮৩। (৪) শাম্ব প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। ঐ সংশ্রবে তিনি বৃক অসুরের অনুচর কালনাভ দৈত্যকে বধ করেন। শাম্ব অনিরুদ্ধের সহিতও যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করেন। ঐ সময়ে মহাদেবের অনুচর

বীরভদ্রের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। গর্গ-বিশ্ব-১১, ২৬, ৩৪, ৩৫ ; অশ্ব-১৪, ১৬, ৩৭। (৫) শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব সৌরশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। তিনি প্রতিমা ও মন্দির নির্ম্মাণেও দক্ষ ছিলেন। তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) শাম্ব দুর্য্যোধন কন্যা লক্ষণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করাতে, কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। পরে বলরাম কৌরবদিগকে পরাস্ত করিয়া, শাম্বের উদ্ধার সাধন করিলে, লক্ষণার সহিত শাম্বের বিবাহ হয়। শাম্বকেই স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া যদুকুমারগণ উপহাসচ্ছলে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ইনি কি প্রসব করিবেন।" বিশ্বামিত্র তাঁহাদের উপহাস বুঝিতে পারিয়া বলেন—"ইনি মূষল প্রসব করিবেন। যথাকালে শাম্বের উদর ভেদ করিয়া এক মূষল বহির্গত হয়। বিষ্ণু-৫ম-৩২, ৩৫, ৩৭। মহাভা-মৌষল-১, ২। (৭) শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব পরম রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য পুরনারীগণের মোহের কারণ হইয়াছিল। একবার শাম্বের বিমাতা শাম্বের রূপে মুগ্ধহইয়া, শাম্বের অজ্ঞাতে তাঁহার শয্যাভাগিনী হন। এই অজ্ঞাত পাপের জন্যও শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। তৎপরে তিনি হাটকেশ্বর তীর্থে কুহর দেবের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-২১৩। (৮) একবার শ্রীকৃষ্ণ মহিষী ও গোপিকাগণ পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শাম্বও তথায় উপস্থিত হইলেন। শাম্বকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনীদের মনোবিকার উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে শাম্বের উপরই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া "বিকৃতাকার হও" বলিয়া, অভিশাপ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের শাপে শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। পরে নারদের পরামর্শে শাম্ব সূর্য্যোপাসনা করিয়া রোগমুক্ত হন। বরা-১৭৭।

শাম্বসদন—একজন অসুর। হনুমানের পিতা কেশরী তাহাকে বধ করেন। রামা-সুন্দরা-৩৫।

শাম্ভবী—(১)দেবী জগন্মাতার এক নাম। তৃতীয় কল্পে তিনি ঐ নামে পূজিতা হইতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। সতী দেখ। (২) শম্ভু-পত্নী বলিয়া দেবীদুর্গার এক নাম শাম্ভবী। তন্ত্রঃ-৭৩৩ পৃঃ।

শার্ঙ্গী—নিকৃষ্টকুলসম্ভূতা শারঙ্গী মহর্ষি মন্দপালের সহিত বিবাহিতা হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। মনু-৯।২৩।

শারণ—বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী রোহিণীর গর্ভে শারণ প্রভৃতি কতিপয়

পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। উশীনর ও বসুদেব দেখ।

শারদা—(১) আনর্ত্তদেশে দেবরথ নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহের অল্প কালমধ্যেই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। তাহার কিছুকাল পরে এক অন্ধ ব্রাহ্মণ শারদার পিতার গৃহে অতিথি হন। শারদা তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন। তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ শারদাকে "তুমি অনুত্তম পুত্র লাভ কর", বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণ শারদার বৈধব্যাবস্থার কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উমামহেশ্বর ব্রত করিতে বলেন। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন হইলে দেবী শঙ্করী শারদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, শারদা পূর্ব্বজন্মে কোনও এক পাপের ফলে, এই জন্মে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বজন্মের পতি বর্ত্তমানে পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্করীর বরে শারদা স্বপ্নাবস্থায় স্বামীর সহিত মিলিতা হইবে এবং ঐ মিলনের ফলে সে এক পুত্র লাভ করিবে। পুত্রের জন্মের পর শারদা পুনরায় পতির সহিত মিলিত হইবে। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর দেবীর বাক্যানুসারে শারদা যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। ক্রমে সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, শারদা পাণ্ড্যদেশে গমনপূর্ব্বক নিজ পূর্ব্বজন্মের পতির সহিত মিলিতা হইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮। (২) দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম। দেবগণ একবার শরৎকালে দেবীর বোধন করেন। তজ্জন্য তিনি শারদা নামে পরিচিতা হন। কালিকা-৬৫। (৩) রাধিকার অন্যতমা সখী। পদ্ম-পাতা-৪৩। (৪) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শারদ্বত—(১)উতথ্য-পুত্র শারদ্বত বৈবস্বত মন্বন্তরে অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। বায়ু-৬৪। (২) শারদ্বত (শারদ্বৎ) হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। শতানন্দ ও শরদ্বান দেখ।

শারদ্বতী—মৌনেয় অপ্সরাদিগের অন্যতমা। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অন্যান্য অপ্সরাদিগের সহিত আসিয়া, নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৮। মহাভা-আদি-১২৩। মিশ্রকেশী দেখ।

শারদ্বৈতিক—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শার্কব—একজন ঋষি। তিনি শক্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

শার্করাক্ষ—শর্করাক্ষ-তনয় শার্করাক্ষ, কেকয়-নন্দন অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন।

ছান্দো-৫ম-অঃ-১১শ-খ—২৪শ-খ। অশ্বপতি দেখ।

শার্করাক্ষি—ভৃগুবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শার্ঙ্গরব—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শার্ঙ্গী—তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জন-বর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রঃ ২৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শার্দ্দূল—রাবণের অন্যতম অনুচর। তিনি রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রামা-লঙ্কা-২০, ২৯, ৩০।

শার্দ্দূলায়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪।

শার্দ্দূলী—(১)কশ্যপ হইতে কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। কশ্যপ দেখ। (২) ক্রোধার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতমা কন্যা। ক্রোধা দেখ।

শার্য্যাত—রাজর্ষি শর্য্যাতির কন্যা শার্য্যাতকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন। শর্য্যাতি ও চ্যবন দেখ।

শাল—সহস্র বদন রাবণের একজন সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শালকর—সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শালকটঙ্কট—(১)কাশীতে শালকটঙ্কট গণেশ অবস্থিত। তিনি ক্ষেত্রস্থিত রাক্ষসগণের অধ্যক্ষ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭। (২) পূর্ব্বকালে শালকটঙ্কট নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যতেজে দগ্ধীভূত হইয়া পাতালে প্রবেশ করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩।

শালকটঙ্কটা—প্রভাসক্ষেত্রে শালকটঙ্কটা নামক দেবী অবস্থিত। মাঘমাসের চতুর্দ্দশীতে যে তাঁহার আরাধনা করে তাহার সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৮।

শালগ্রাম—(১)শালগ্রাম তীর্থে শালগ্রাম দেব প্রতিষ্ঠিত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮৮।

শালঙ্কায়ন—একজন মহর্ষি। তিনি মনুষ্য প্রকৃতি দেবগণের অন্যতম ছিলেন বায়ু-৯৭। মণিবর দেখ।

শালঙ্কায়নি—(১)অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাস্য দেখ। (২) অত্রিবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ।

শালা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা। চম্পা দেখ।

শালাবতী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে হিরণ্যাক্ষ নামক এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২৭।

শালাবত্য—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯১।

শালাবৃক—দেবগণ অসুরগণকে নিধন করিয়া স্বর্গ অধিকার করিলে,

শালাবৃক নামক অষ্টাশী হাজার বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবীর অধিপতি হইয়া দানবগণকে সাহায্য করেন। দেবগণ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৩।

শালায়নি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তব ঋষি। মৎ-১৯৫। মৈত্রেয় দেখ।

শালাহালেয়—একজন কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

শালি—একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

শালিকা—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে মানসহ্রদ তাঁহার সাহায্যার্থ, শালিকাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

শালিপিণ্ড—কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

শালিপিণ্ডক—কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ।

শালিশিরা—(১) অন্যতম দেবগন্ধর্ব্ব। বায়ু-৬৯। উগ্রসেন দেখ। (২) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত অন্যতম সন্তান। মহাভা-আদি-৬৫।

শালিশির্ষ—দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত সন্তানগণের অন্যতম। কালিকা-৩৪। অর্কপৃষ্ঠ দেখ।

শালিশুক—(১) মগধের মৌর্য্যবংশীয় সঙ্গতের পুত্র। শালিশুকের তনয় সোমশর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ-১২স্ক-১।

শালিহোত্র—(১) শূলী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে চারিজন শিষ্য ছিল। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। (২) মহাকাল নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব-বায়-উত্ত-১০। শিবাবতার দেখ। (৩) একজন সংহিতাকার। তিনি ছয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বায়ু-৬১। (৪) শালিহোত্র মুনি অশ্বগণের লক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অগ্নি-২৮৯। (৫) শালিহোত্রের পিতার নাম কপিল। মহাভা-শান্তি-৩৩৭।

শালী—(১) শাকুনী নামক এক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-স্বর্গ-১৫। (২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি (অশ্ব) নামে খ্যাত শিষ্যগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৭। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ।

শালীয়—(১) সংহিতাকার বেদমিত্রের মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা বেদমিত্রের নিকট হইতে পাঁচখানি সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। (২) মাণ্ডুকেয়ের পুত্র শাকল্য মুনির বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয় গোখল্য ও শিশির নামে পাঁচজন

শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা শাকল্য রচিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত সংহিতা গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক-৬।

শাল্ব—বৃষপর্ব্বা দানবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজক নামক অসুর, দ্বাপরে শাল্ব নামে ক্ষত্রিয় নরপতি হন। ভীষ্ম যখন কাশী রাজের কন্যাদিগকে স্বয়ম্বর সভা হইতে, ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবার জন্য, হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শাল্ব ভীষ্মের গতি রোধ করেন। অনন্তর ভীষ্মের সহিত শাল্বের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে ভীষ্ম শাল্বকে পরাজয় করিয়া, কাশীরাজের কন্যাগণসহ হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাভা-আদি-৬৭, ১২১। অম্বা দেখ। (২) নরপতি ব্যুষিতাশ্বের পত্নী ভদ্রার গর্ভে, শাল্ব নামে তিন জন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১২১। (৩) অসুর বিশেষ। পুরাকালে দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের নাম তারকাময় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে শাল্ব দানব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-৪১-৪৮। (৪) শাল্ব দানব একবার যদুবংশীয় নৃপতি আহুককে হরণ করেন। হরি-হরি-১৭। (৫) শাল্ব সৌভদেশের অধিপতি ছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-১৮। (৬) শাল্ব শিশুপালের পরম মিত্র ছিলেন। সেই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অতিশয় শত্রুতা ছিল। রুক্মিনীর বিবাহকালে শাল্ব, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির ন্যায় বিবাহে উপদ্রব সৃষ্টি করিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যাদবগণ হস্তে পরাজিত হইয়া, মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তীব্র তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, শাল্ব "আমাকে দেবগণেরও অভেদ্য এবং যাদবদিগের ভয়োৎপাদক এক যান প্রদান করুন।" এই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইয়া ময়কে, ঐরূপ একযান প্রস্তুত করিয়া, শাল্বকে প্রদান করিতে বলিলেন। শাল্ব মহাদেবের বর-দত্ত সেই আশ্চয্য যান প্রাপ্ত হইয়া, বিশাল সৈন্যবাহিনা সহ, যাদবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তখন শাল্ব পক্ষীয় দিগের সহিত যাদবদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে শাল্ব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। ভাগ--১০স্ক-৭৭। (৭) অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন অনুরুদ্ধ-পক্ষীয় বাহ্লীকের সহিত শাল্বের যুদ্ধ হইয়াছিল। গর্গ-বিশ্ব-২০।

শাল্মলী—তন্ত্রোক্তা অন্যতমা স্বরশক্তি। শক্তি দেখ।

শাশ্বত—(১) জনকবংশীয় শ্রুতের পুত্র। তাঁহার তনয় সুধন্বা। বিষ্ণু--৪র্থ-৫। (২) রামচন্দ্রের এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৫৯ পৃঃ। (৩) সূর্য্যের একনাম।

স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। সূর্য্য দেখ।

শাশ্বতী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শাশ্বদর্ভি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ।

শাস—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।১৫২।

শাসন—(১) একাদশ রুদ্রের এক নাম। রুদ্র দেখ। (২) কল্কির অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুমন্ত্র। তাঁহার অন্যতম পুত্র শাসন। কল্কি-২য়-৬।

শান্তা—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ।

শাস্ত্র—ভগবান মনুকর্ত্তৃক সৃষ্ট দণ্ডের এক নাম। মহাভা-শান্তি-১২১।

শিংশপায়ন—(১) একজন পৌরাণিক ঋষি। তিনি ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণের নিকট হইতে পুরাণ অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি রোমহর্ষণতনয় সূত শিংশপায়নের নিকট হইতে একখানি পুরাণ লাভ করেন। ভাগ-১২স্ক-৭। ত্রয্যারুণি, অকৃতব্রণ ও শাংশপায়ন দেখ।

শিক্ষ—জনৈক গন্ধর্ব্বপতি। বভ্রু দেখ।

শিক্ষক—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বৈতালী দেখ।

শিখণ্ড—ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করিবার জন্য, তিনি কতিপয় মানসপ্রজা সৃষ্টি করেন। শিখণ্ড তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-১০৬।

শিখণ্ডধৃক—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। শিবাবতার দেখ।

শিখণ্ডভৃত—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। লি-পূ-৭। শিবাবতার দেখ।

শিখণ্ডিনী—(১) অন্তর্দ্ধানের পত্নী। মৎ-৪। বিষ্ণু-১ম-১৪। বায়ু-৬৩। অন্তর্দ্ধান দেখ। (২) পৃথু-তনয় হবির্দ্ধানের পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রাচীনবর্হিষ জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৩। (৩) অন্তর্দ্ধানের শিখণ্ডিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচী নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৪) অন্তর্দ্ধি দেখ। ব্রহ্মপু-২।

শিখণ্ডী—(১) স্ত্রীপূর্ব্ব নামক এক রাক্ষস দ্বাপরে শিখণ্ডী নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান। ঐ কন্যাত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বা পূর্ব্ব হইতেই, সৌভপতি শাম্বের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। তিনি সেই কথা ভীষ্মের গোচর

করিলে, ভীষ্ম তাঁহাকে নিজ মনোনীত পতির নিকট যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর অম্বা শাম্বরাজের নিকট উপস্থিত হইলে, শাম্ব, স্বয়ম্বর সভায় ভীষ্মহস্তে নিজ নিগ্রহের কথা স্মরণকরিয়া, অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অম্বা, ভীষ্মই যে তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া, প্রতিশোধ লইবার জন্য মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করেন। মহাদেবের বরে তিনি প্রথমে দ্রুপদরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। ভীষ্ম এই সকল ঘটনা জানিতেন। তাই তিনি শিখণ্ডীকে স্ত্রীলোক বলিয়াই গণ্য করিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে, যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মকে তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করেন, তখন ভীষ্ম বলেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিবেন না এবং অমঙ্গলসূচক কিছু দেখিলেই অস্ত্রত্যাগ করিবেন। ভীষ্মের এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ঐরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে বধ করেন। অম্বা ও ভীষ্ম দেখ। (৩) বরাহ কল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋতঞ্জয় ব্যাস হন এবং মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শাবাস দেখ। ঐ শিখণ্ডী নামক শিবাবতারের বাচশ্রবা, ঋচীক, শ্যবশ্ব ও যতীশ্বর নামে চারিটি বেদপারদর্শী পুত্র জন্মে। লি-পূ-২৪। (৪) মহাদেব যখন শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন, তখন কৃতঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। কৃতঞ্জয় ও শিবাবতার দেখ। (৫) শিবাবতার শিখণ্ডীর বাচশ্রবা, সুবীর, শ্যাবা ও যয়তীশ্বর নামে চারিটি শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। (৬) চাক্ষুষমনুর বংশীয় নরপতি পৃথুর অন্যতম পুত্র শিখণ্ডী। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অন্তর্দ্ধান ও পৃথু দেখ। (৭) শিখণ্ডী নামে কান্যকুব্জ দেশে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩। (৮) পৃথুপত্নী মহাভাগার গর্ভে শিখণ্ডী ও হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। শিখণ্ডীর পুত্র সুশীল। সৌর-২৭।

শিখাগ্রীবি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

শিখাবর্ণ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শিখাবর্ত্ত—জনৈক যক্ষ। তিনি কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শিখাবান্—একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ, ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহাভা-সভা-৪।

শিখিচণ্ডী—কাশীধামে ক্ষেত্ররক্ষাকারিণী শিখিচণ্ডীদেবী অবস্থান করেন। তিনি নিরন্তর শিখির ন্যায় চীৎকার করিয়া বিঘ্ন সমূহ ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সকল ব্যাধি দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

শিখিধ্বজ—দেবসেনাপতি স্কন্দের এক নাম। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

শিখিনী—পাঞ্চাল-রাজ পুরুযশার মহিষী। পুরুযশা দেখ।

শিখিপট্টিকা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

শিখী—(১) একজন ঋষি। পদ্ম-উত্ত-১৩৫। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল শিখী। দেবীপু-৪৬। (৩) অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রঃ-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

শিজয়—একজন ক্ষত্রোপেত নরপতি। তিনি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৯১।

শিত—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯

শিতিকণ্ঠ—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (২) অন্যতম নাগ। মিশ্রী দেখ।

শিতিকর্ণ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

শিতেষু—(১) যদুবংশীয় উশনার তনয়। তাঁহার আত্মজ রুক্মকবচ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। কূর্ম্ম-পূ-২৪। উশনা দেখ।

শিনি—(১) যদুবংশীয় অনমিত্রের অপত্য শিনি। তাঁহার তনয় সত্যক। মৎ-৪৫। হরি-হরি-৩৪। ভাগ-৯স্ক-২৪। বায়ু-৯৬। গরু-পূ-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) ভরদ্বাজবংশীয় মন্যুর পুত্র গর্গ। গর্গের তনয় শিনি। তাঁহার অপত্য গার্গ্য। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) ভরদ্বাজ-বংশীয় অমন্যুর তনয় শিনি। গরু-পূ-১৪৪। সঙ্কৃতি দেখ। (৪) যদুবংশীয় অমিত্রের তনয় শিনি। শিনির অপত্য সত্যবাক্ ও সত্যক। হরি-হরি-১৬০। (৫) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র শিনি। শূর দেখ। (৬) যদুবংশীয় ধৃষ্টের অন্যতম পুত্র। ধৃষ্ট দেখ। (৭) যদুবংশীয় যুযুধানের তনয় শিনি। তাঁহার আত্মজ যুগন্ধর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৮) বৃষ্ণিবংশীয় সুমিত্রের তনয় শিনি। তাঁহার আত্মজ নিম্ন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৮) বৃষ্ণির তনয় শিনি; শিনির অপত্য সত্যক। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১০) বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র শিনি। তাঁহার তনয় যুত্র। যুত্রের অপত্য সত্যক। লি-পূ-৬৯। (১১) শিনি নামক একজন অপুত্রক ব্রাহ্মণ শিবের আরাধনা করিয়া, মহাদেবের গণ পুষ্পদন্তকে পুত্ররূপে লাভ করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭৭।

শিনীবাল—যদুবংশীয় সত্রাজিতের

পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। সত্রাজিত দেখ।

শিনেয়ু—(১)যদুবংশীয় উশতের তনয়। শিনেয়ুর অপত্য মরুত্ত। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় উশনার পুত্র শিনেয়ু। তাঁহার অপত্য রুক্মকবচ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শিতেয়ু দেখ। (৩) যদুবংশীয় উষতের তনয় শিনেয়ু। তাঁহার অপত্য মারুত। ব্রহ্মপু-১৫।

শিপিবিষ্ট—(১) বিষ্ণুর একনাম। ঋক্-৭।১০০।৬। (২) বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের এক নামও শিপিবিষ্ট। তিনি শিপি অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমুদয় পদার্থে প্রবিষ্ট হন, তাই তাঁহার ঐ নাম। মহাভা- শান্তি-৩৪৩।

শিপ্রক—কণ্ববংশীয় ভূপালগণ পঁয়-তাল্লিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করিবার পর, শিপ্রক নামে অন্ধ্রবংশীয় একজন ভৃত্য, কণ্ববংশীয় শেষ নরপতি সুশর্ম্মাকে বধ করিয়া রাজা হয়েন। তৎপরে শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ সিংহা-সনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

শিপ্রা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে শিপ্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থ চিত্ররথকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) শিপ্রা (নদী) ব্রহ্মার পরমা কলা। মহাদেবের আদেশে তিনি সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত কালকূট মহা-কাল বনে বহন করিয়া লইয়া যান। স্কন্দ-আব-চতু-১৪। (৩) শিপ্রানদী অগ্নির অন্যতমা পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

শিব—(১) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর (শিব) এই তিনজনই পুরাণান্তর্গত প্রধান দেবতা। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা, বিষ্ণু পালন কর্ত্তা ও শিব বিনাশ কর্ত্তা বলিয়াই সাধারণতঃ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কে অপর দুইজন অপেক্ষা অধিকতর মান্য, অথবা কে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও পুরাণে ব্রহ্মাকে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা বিষ্ণুকে অপর দুইজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার অন্য কোথাও শিবকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। কখনও কখনও বা একই পুরাণের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। একাধিক পুরাণে ও তাঁহাদের পরস্পরের অভিন্নতা এবং একত্বও বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে যে পুরাণে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে ঠিক তাহাই দেওয়া হইল। এই সঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামের বিবরণও দ্রষ্টব্য। তদ্ভিন্ন একই ধরণের বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে যাহা পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলির একত্র উল্লেখ এই সকল বিবরণের শেষ ভাগে দেওয়া হইয়াছে। (২) ভগবান্

বিষ্ণু এক অনল-সন্নিভ লিঙ্গ দর্শন করিয়া যখন তাঁহার অন্ত্যদেশ জানিবার জন্য শূকররূপ ধারণপূর্ব্বক অধোদেশে বহু বৎসর ভ্রমণ করেন, তখন ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া, ঐ লিঙ্গের উর্দ্ধদেশে গমনপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের আদি অনুসন্ধানে ব্রতী হন। [বিষ্ণু (১৮) দেখ]। দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহারা তাঁহার আদি বা অন্ত্য কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা উভয়ে দেবাদিদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, শিব এক অপরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। সেই রূপ পঞ্চবদন ও দশভুজ বিশিষ্ট। তাহা কর্পূরের মত গৌর ও সকল প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ-সমন্বিত। মহেশ্বরের সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মোহিত হইয়া, আরও বিশেষভাবে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব সেই শরীরেই দিব্য শব্দময়রূপ ধারণ করিলেন। তাহা এইরূপ—অ-কার তাঁহার মস্তক; আ-কার-ললাট; ই-কার দক্ষিণনেত্র। ঈ-কার বামনেত্র; উ-কার দক্ষিণ কর্ণ; ঊ-কার বামকর্ণ। ঋ-কার দক্ষিণ কপোল; ৠ-কার বাম কপোল। ৯-কার ও দীর্ঘ৯-কার এই দুইটি দুই নাসিকা। এ-কার তাঁহার উর্দ্ধ ওষ্ঠ; ঐ-কার অধরোষ্ঠ; ও-কার এবং ঔ-কার যথাক্রমে তাঁহার উর্দ্ধ ও অধঃ দন্তপংক্তি। অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটি তাঁহার তালুদ্বয় স্বরূপ। ক-কারাদি পাঁচটি অক্ষর তাঁহার দক্ষিণ-দিগের পাঁচটী হস্ত; চ-কারাদি পাঁচটি অক্ষর তাঁহার বামদিকের পাঁচটি হস্ত। ট-বর্গ ও ত-বর্গ তাঁহার পদদ্বয়। প-কার উদর; ফ-কার দক্ষিণ পার্শ্ব; ব-কার বাম পার্শ্ব; ভ-কার স্কন্ধ, ম-কার হৃদয়। য-কার হইতে স-কার পর্য্যন্ত অক্ষর গুলি তাঁহার সপ্তপ্রকার ধাতু। হ-কার তাঁহার নাভি এবং ক্ষ-কার তাঁহার নাদ। মহেশ্বরের এই অত্যদ্ভুত রূপ দেখিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু "প্রভো, আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন।" এই বলিয়া বারংবার তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর বলিলেন, "আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি। অতঃপর আমি এই বিধান করিতেছি যে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন, বিষ্ণু সৃষ্টির পালক হইবেন এবং আমার অংশ বিশেষ জগৎসংহার-কর্ত্তা-রূপে অবতীর্ণ হইবেন। এতদ্ভিন্ন আমাদের তিন দেবের জন্য প্রকৃতি দেবী হইতে তিনজন দেবী প্রাদুর্ভূর্তা হইয়া দেবগণকে সৃষ্টি কার্য্যের জন্য সাহায্য করিবেন। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হইয়া, শিবকে বারংবার অভিবাদন করিলেন। শিব-জ্ঞান-৩। লক্ষ্মী দেখ ৮

(৩) মহেশ্বরই বিষ্ণুকে অসুরগণের নিধনের জন্ম সুদর্শন চক্র দেন। বিষ্ণু (২২) দেখ। (৪) শিব সম্বন্ধে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিবিধ বিষয়ের জন্ম ব্রহ্মা (১৮) হইতে (৩২) অংশগুলি দেখ। (৫) এই চরাচর বিশ্ব পূর্ব্বে এই ভাবেই অবস্থিত ছিল। তাহার পর কোনও সময়ে সমুদয় জগৎ মহাসমুদ্রের জলে প্লাবিত হইয়া যায়। তখন অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, দশদিক, নক্ষত্র, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস সকলেই মহেশ্বরের তেজদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ রুদ্র লোকহিতার্থে এইরূপ ঘোষণা করিলেন—"যুগে যুগে আমিই একমাত্র আছি এবং আমা হইতেই এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্‌বিষয়ে সংশয় করিও না।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সেই মহেশ্বরের পাঁচটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। তাঁহার এক মূর্ত্তি উর্দ্ধরোমা ও ভয়ঙ্করী। দ্বিতীয় মূর্ত্তি সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল। তৃতীয় মূর্ত্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধকর। কুবের তাঁহার চতুর্থ মূর্ত্তি এবং ব্রহ্মা তাঁহার পঞ্চমী তনু। ঐসঙ্গে শিবমূর্ত্তিও পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ভগবান রুদ্রের প্রথমা মূর্ত্তি ক্রীড়া করেন, দ্বিতীয়া মূর্ত্তি তপশ্চরণ করেন, তৃতীয়া মূর্ত্তি লোকসংহার করেন, চতুর্থী মূর্ত্তি প্রজাসৃজন করেন এবং পঞ্চমী মূর্ত্তি এই নিখিল জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সকল জীবের প্রভু, সকল ভূতে তিনি বাস করেন, তিনি ভূতসমুদয়কে সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করেন, এই জন্ম তাঁহার নাম ঈশান। তিনি ভূতসমুদয়ের উদ্ভব ও তিরোভাব, তাহাদের বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি অবগত আছেন বলিয়া, তাঁহার একনাম ভগবান্। তিনি ব্রহ্মাদি মহৎব্যক্তিগণকর্তৃক পূজিত হন এবং এই মহৎ পদার্থ জগৎ, তাঁহা-হইতে উৎপন্ন হয়, এইজন্ম তিনি মহাদেব নামে কথিত হন। তিনি পশু অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কর্ম্ম-বন্ধন মোচন করেন, তাই তাঁহার একনাম পশুপতি। তিনি নিজেই নিজের মাতা, পিতা ও প্রিয় এবং কেহই তাঁহাকে সৃজন করেন নাই, তাই তাঁহার এক নাম স্বয়ম্ভূ। তিনি একবার নিজের একটি মস্তক ছেদন করিয়া, নিজেই উহা ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি কপালী নামে বিদিত হন। লোক সমুদয় তাঁহাহইতে মহা ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, তাই তাঁহার একনাম মহেশ্বর। অতি বৃহৎ ও সর্ব্বপ্রকাশ বলিয়া এবং চরাচর জগৎ তাহা হইতেই ব্রহ্মকে লাভ করে, তাই তাঁহার একনাম ব্রহ্ম। শিব-সনৎ-৬,৭। (৬) আমাদের এই পৃথিবীর লক্ষ-যোজন উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, তাহার দ্বিগুণ দূরে বিষ্ণুলোক, এবং বিষ্ণুলোকের কোটী

যোজন দূরে শিব লোক। শিব-সনৎ-১১। (৭) বিভিন্ন মূর্ত্তিতে জগৎ-পতি শিব বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া লোকের হিত সাধন করিতেছেন। ঐন্দ্রি নামে তাঁহার প্রথমামূর্ত্তি ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। দক্ষিণা নামে দ্বিতীয়া মূর্ত্তি যমকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণদিকে সংহার কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয়া মূর্ত্তি বরুণকে আশ্রয় করিয়া পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চতুর্থ মূর্ত্তির নাম বরদা। এই মূর্ত্তি কুবেরকে আশ্রয় করিয়া উত্তর দিকে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বজীবের সুখ সম্পাদন করিতেছেন। শিবের পঞ্চমী মূর্ত্তি কপিলরূপে পাতালে তপস্যা করিতেছিলেন এবং বৈষ্ণবী নামক ষষ্ঠী মূর্ত্তি বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। এতদ্‌ভিন্ন তাঁহার আরও এক মূর্ত্তি আছে। সেই মূর্ত্তি সমুদয় জীবের সুখ-প্রদাতা, উপাধিশূন্য ও জ্ঞানস্বরূপ। জরামরণ-শঙ্কিত জীবগণ সর্ব্বদা তাঁহার সেই মূর্ত্তিরই আরাধনা করে। শিব-সনৎ-১৪। (৮) দাক্ষায়িণী দেহত্যাগ করিলে শিব তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্য, নদীতীর, পর্ব্বতগুহা প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যার তেজে বৃক্ষাদি সকল দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। সেই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার কারণ জানিবার এবং কি উপায়ে এই আকস্মিক উৎপাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে, মহাদেবের তপস্যার তেজেই এইরূপ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর মহাদেব চন্দ্রহারা হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মনে অশান্তি হইয়াছে এবং এই সমুদয় সেই মহাদেবেরই মানসিক অশান্তির ফল। চন্দ্রকে লইয়া পুনরায় মহাদেবের মস্তকে স্থাপন করিলেই তাঁহার অশান্তি দূর হইবে এবং তাহা হইলে ঐ সকল উপদ্রবও বিদূরিত হইবে।" এই কথা বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ চন্দ্ররূপ মণিদ্বারা দুইটি কুম্ভ পূর্ণ করিলেন—একটি অমৃত পূর্ণ, অপরটি বিষপূর্ণ। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই কুম্ভদ্বয়সহ শিবের নিকট উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা শিবকে স্তোকবাক্যে প্রসন্ন করিয়া, ঐ কুম্ভদ্বয় গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিব তাঁহাদের স্তোকবাক্যে প্রসন্নচিত্ত হইয়া, প্রথমে অমৃতপূর্ণ কুম্ভটি গ্রহণ করিলেন। তাহাতেই চন্দ্র রেখামাত্রে পরিণত হইয়া তাঁহার মস্তকদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেশ্বর নিজ মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বারা বিষপূর্ণ কুম্ভ স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গুলী কণ্ঠ-

দেশে লেপন করিলেন। তাহাতেই তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া গেল। তদবধি মহেশ্বর মস্তকে চন্দ্র এবং কণ্ঠদেশে বিষ ধারণ করিয়া যথাক্রমে চন্দ্রশেখর ও নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হইলেন। শিব-সনৎ-২৮। (৯) মহাদেব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত আছেন। তিনি বারাণসীতে মহাদেব; প্রয়াগে মহেশ্বর; নৈমিষক্ষেত্রে দেবদেব; গয়াতীর্থে প্রপিতামহ; কুরুক্ষেত্রে কালেশ; প্রভাসে শশিভূষণ; পুষ্করে অয়োগন্ধ; বিমলেশ্বরে বিশ্ব; অট্টহাসে মহানাদ; মরুকোটে মহোৎকট; শঙ্কুকর্ণে মহাতেজ; গোকর্ণে মহাবল; রুদ্রকোটিতে মহাযোগী; স্থলেশ্বরে মহালিঙ্গ; অবন্তীতে মহাকাল; মধ্যমেশ্বরে শর্ব্ব; কেদারে ঈশানদেব; হিমালয়ে রুদ্র; স্বর্ণাক্ষে সহস্রাক্ষ; বৃষে বৃষভধ্বজ; কনখলে উগ্র; ভদ্রকর্ণ হ্রদে শিব; ভৈরবে ভৈরবাকার, ভদ্রপথে ভদ্র; দেবদারুবনে ভিন্ন; কপিজঙ্গলে চণ্ড; সুরণ্ডে ঊর্দ্ধকেতু; মঙ্গলভাণ্ডে কপর্দ্দী; কৃত্তিবাসে বরদ; আম্রাড়িকেশ্বরে সূক্ষ্ম; কালঞ্জরে নীলকণ্ঠ; মণ্ডলেশ্বরে শ্রীকণ্ঠ; ধ্যানসিদ্ধেশ্বরে যোগ; উত্তরেশ্বরে গায়ত্র; কাশ্মীরে বিজয়; মরুকেশ্বরে জয়; যমস্তাঙ্গে স্থাণু; করবীরকে কাপিল; কায়াবতারে নগুড়ি; দেবিকায় উমাপতি ও হরিশচন্দ্রেশ্বর; পুরচন্দ্রে শঙ্কর; কালেশ্বরে জটীল; কুক্কুটেশ্বরে সৌম্য; সন্ধ্যায় ত্রাম্রক; বদরীতে ত্রিলোচন; জলেশ্বরে ত্রিশূল; শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক; লেপনে পশুপতি; অক্ষেশ্বরে দাপ্ত; গঙ্গাসাগরে অমর; অমরকণ্টকে ওঙ্কার; সপ্ত গোদাবরীতে ভীম; পাতালে হাটকেশ্বর; কর্ণিকারে গণাধ্যক্ষ; কৈলাশে ত্রিপুরান্তক; হেমকূটে বিরূপাক্ষ; গন্ধমাদনে ভূর্ভুব; দিণ্ডীশ্বরে অনল; স্থলেশ্বরে জললিঙ্গ; ভূতেশ্বরে গণাধ্যক্ষ; কিরাতকে কৈরাত; বিন্ধ্যাচলে বারাহ; গঙ্গাহ্রদে হিমস্থান; বড়বামুখে মানব; তীর্থে শ্রেষ্ঠিকোটীশ্বর; ইষ্টকাপথে বিশিষ্ট; কুকুসুপুরে প্রহাস; এবং লঙ্কায় অলকেশ্বর। শিব-সনৎ-৩১। (১০) দেবাসুর মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগর মন্থনকরিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে তাহা হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া দেবগণ, অসুরগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা প্রতিকারের অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন ব্রহ্মা মহেশ্বরকে জগতের হিতের নিমিত্ত ঐ বিষ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের

সমবেত প্রার্থনায় শিব তাহাতেই সম্মত হইয়া, সেই ভয়ঙ্কর বিষ পান করিলেন। সেই উগ্র বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিল। চরাচর বিশ্বের মঙ্গলের জন্য মহাদেব ঐ কাল কূট কণ্ঠে ধারণ করাতে দেবাসুরগণ নির্ভয় হইয়া নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শিব-সনৎ-৫১। (১১) একবার প্রজাপতি দক্ষ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। দক্ষকে দেখিয়া তত্রস্থ মুনিগণ তাঁহার যথোচিত সৎকারাদি করিলেন। মহাদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু দক্ষকে কোনও রূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাহাতে দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে প্রভূত র্ভৎসনা করিলেন এবং পরে সমাগত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে, যদিও শিব তাঁহার জামাতা, তথাপি তিনি বেদাচার বিরুদ্ধ ও দুঃশীল বলিয়া, তিনি তাঁহাকে যজ্ঞ বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে কনখল তীর্থে প্রজাপতি দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে সমুদয় দেব, ঋষি প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল শিবকে কোনও সংবাদ প্রদান করিলেন না। শিবকে তথায় উপস্থিত না দেখিয়া, সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং শিবকে নিমন্ত্রণ না করা যে অতিশয় অনুচিত হইয়াছে, সেই কথা বলিয়া দধীচি মুনি দক্ষকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। দক্ষ তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, যদিও তিনি ব্রহ্মার অনুরোধে শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, তথাপি শিবের প্রতি তাঁহাব কোনও সুভাব নাই। তিনি জানেন যে শিব অকুলীন, ভূত, প্রেত ও পিশাচদিগের পতি, অতি দুর্জ্জয়, আত্মাভিমানী, মূঢ় ও মৎসর। সেইজন্যই তিনি শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। এদিকে লোকমুখে শিবানী সতী, দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিলেন এবং কেন যে তাঁহার পিতা দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, শিবের নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিলেন। এবং সতী ইহাও বলিলেন যে, দক্ষ শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ না করিলেও, তাঁহাদের সেই যজ্ঞে গমন করা উচিত, কারণ দক্ষ তাঁহাদের গুরুজন। শিব কিন্তু সতীর কথা অনুমোদন করিলেন না। তিনি সতীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, দক্ষ যখন তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত লোক বিবেচনায় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তখন অনাহূত ভাবে তাঁহাদের কাহারও যজ্ঞে গমন করা উচিত হইবে না। সতী শিবের বাক্য যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও,

কেন যে দক্ষ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহা স্বয়ং অবধারণ করিবার জন্য, যজ্ঞে যাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শিব একান্ত অনিচ্ছার সহিত সতীকে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। সতী তথায় গমন করিয়া দক্ষমুখে পতিনিন্দা শ্রবণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। সেই সংবাদ যখন শিবের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় মস্তকের জটা হইতে বীরভদ্র নামক এক অতি ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ু হইতে কোটী কোটি ভূতগণ পরিবৃতা মহাকালীর আবির্ভাব হইল। তদ্ভিন্ন তাঁহার ক্রোধাগ্নি হইতে একশত জ্বর ও ত্রয়োদশ সান্নিপাতের উদ্ভব হইল। ক্রোধারক্ত-লোচন মহেশ্বর তখন তাহাদিগকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, যজ্ঞে উপস্থিত দেব ও ঋষিগণের উপর অশেষ উৎপীড়ন এবং সর্ব্বোপরি দক্ষেরও প্রাণ-বিনাশ করিল। তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, ব্রহ্মা শিবসকাশে গমনপূর্ব্বক বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব দেবগণের প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় সমুদয় ঘটনা অবলোকন করিয়া, শিব অতিশয় কৌতুক অনুভব করিলেন। পরে শিবের আদেশে দক্ষের মস্তক-বিহীন দেহ আনীত হইলে, শিব এক পশুর মস্তক দক্ষদেহে যোজিত করিয়া দিলেন। তখন দক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিলেন এবং শিবকে সম্মুখে দর্শন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া, তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। শিবও প্রত্যুত্তরে দক্ষকে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২-৫। (১২) দেবগণের প্রার্থনায় শিবলিঙ্গ বহুধা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সত্যলোকে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ; বৈকুণ্ঠে সদাশিব; অমরাবতীতে অমরেশ্বর; বরুণালয়ে বরুণেশ্বর; যমালয়ে কালেশ্বর; নৈর্ঋতপুরে নৈর্ঋতেশ্বর; বায়ুলোকে পবনেশ্বর; মৃত্যুলোকে কেদার ও অমরেশ্বর; নর্ম্মদা তটে ওঙ্কার ও মহাকাল; কাশীধামে বিশ্বেশ্বর; প্রয়াগে ললিতেশ্বর; ব্রহ্মাচলে ত্রিয়ম্বক; কলিতে ভদ্রেশ্বর; গঙ্গাসাগর সঙ্গমে দ্রাক্ষারামেশ্বর; সৌরাষ্ট্রে সোমেশ্বর; বিন্ধ্যাচলে সর্ব্বেশ্বর; শ্রীশৈলে শিখরেশ্বর; কান্তিপুরে অল্লালনাথ; সিংহলে সিংহনাথ, বিরূপাক্ষ, কোটীশঙ্কর, ত্রিপুরান্তক, ভীমেশ, অমরেশ্বর ও ভোগেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (১৩) শিব যখন পার্ব্বতীকে

বিবাহ করিবার জন্য গমন করেন, তখন প্রমথগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার অনুগমন করেন। গণনায়কগণ ভীষণাকৃতি চণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। সেই চণ্ডী কর্কোটক নাগকে হাররূপে এবং বৃশ্চিক ও দংশকদিগকে পদকরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য শঙ্কর যাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। শিবের বিবাহ কালে পঞ্চবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মধ্বনী ও গীতধ্বনী হইতে লাগিল। মহিলারা বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া আসিয়া কলসবারি দ্বারা সদাশিবকে স্নান করাইতে করাইতে মঙ্গল সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। স্নান সমাপন হইলে, শিব নানারূপ অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি মস্তকে মুকুট পরিধান করিয়াছিলেন এবং ছত্রধর তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়াছিল। তিনি যখন সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া যজ্ঞমণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট পীঠে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর মেনকা স্বীয় সখিগণ ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে নীরাজনা সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর মধুপর্কাদি যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তদনন্তর ব্রহ্মার প্রেরণায় পুরোহিত বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পার্ব্বতীকে অন্তর্ব্বেদিকায় আনয়ন করা হইল। বাচস্পতি প্রমুখ পুরোহিতগণ বিবাহের লগ্নকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গর্গ মুনি ঘটিকা গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যেই মাত্র ঘটিকা পূর্ণ হইল অমনই তিনি 'ওঁ পুণ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বধূকে অঞ্জলি প্রদান করাইলেন। পার্ব্বতী দধি, অক্ষত, কুশাদি দ্বারা মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর শঙ্করও ঐরূপে পার্ব্বতীর অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর আচার্য্য গর্গের অনুমোদন ক্রমে হিমালয় মেনকার সহিত একযোগে কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। হিমালয় বলিলেন, "আমি অদ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাত্মা গর্গের সহিত মিলিত হইয়া, দেবদেব শূলপাণির হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেছি। অতএব আপনারা এতদ্বিষয়ক মন্ত্রাদি প্রয়োগ করুন।" হিমাচলের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিয়া উঠিলেন, "এইত শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, হে মহেশ, তোমার গোত্র ও কুল বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়া বল।" কিন্তু মহাদেব তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ

করিয়াও নিরুত্তর রহিলেন। মহেশ্বরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, দেবর্ষি নারদ হাস্যপূর্ব্বক বীণা বাজাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দেব-ঋষি-গন্ধর্ব্বাদি পরম আশ্চর্য্যান্বিত বোধ করিলেন এবং হিমবান্ নারদকে বীণা বাজাইতে নিষেধ করিলেন। নারদ হিমাচলের বাক্যে উত্তর দিলেন, "আপনি যে দেবদেবকে স্বীয় গোত্র-প্রবরাদি বলিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহার গোত্র বা কুল সকলই এই নাদ। তিনি নাদেই প্রতিষ্ঠিত এবং নাদও তাঁহাতে অবস্থিত।" নারদের এই বাক্যে উপস্থিত সকলেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। অতঃপর হিমাচল "হে পরমেশ্বর, তোমাকে আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর," এই বলিয়া ভগবান্ রুদ্রের করে পার্ব্বতীকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর দম্পতিকে অন্তর্বেদী হইতে বহির্বেদিতে আনয়ন করা হইলে হোমক্রিয়া আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে দর্শনবেদী বিচক্ষণ ঋষিগণ পরস্পর শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে হোমক্রিয়া সমাপন হইলে উপস্থিত দেবপত্নী ও ঋষিপত্নীগণ শঙ্করের নীরাজনা করিলেন। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞগণ মনোহর সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিলেন হিমাচল জামাতাকে বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার প্রদান করিলেন। অনন্তর শিবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দেবগণ আনন্দিত মনে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমথ-গণ, পর্ব্বতগণ প্রভৃতি সকলেই এক যোগে আহার করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রপাল, বেতাল, শাকিনী, ডাকিনী, যক্ষিণী প্রভৃতিও ভোজন করিয়া আনন্দিত মনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর পরস্পর আদর আপ্যায়ন সম্ভাষণাদি সমাপ্ত হইলে, শিব পার্ব্বতীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৫-২৭। স্কন্দ-মাহে কুমা-২৫,২৬। (১৪) যুগে যুগে মহাদেব জগতের হিতের নিমিত্ত যুগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। ঐ সকল শিবাচার্য্য-দিগের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) শ্বেত, সুতার, দমন, সুহোত্রী, কঙ্ক, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, ঋষভ, ভৃগু, অত্রি, বালি, গৌতম, বেদশিরা, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, শ্বেত, শূলী, দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা ও নকুলী। বায়ু-২৩, ব্রহ্মা-২৩। (খ) শ্বেত, সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কন, যোগীন্দ্র, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, দধিবাহ, ঋষভ, ভৃগু, উগ্র, অত্রি, বালি, গৌতম, বেদশীর্ষা, গোকর্ণ, শিখণ্ডুক্, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, মহাযাম, মুনি, শূলী, পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, ও নকুলীশ্বর।

কূর্ম্ম-পূ-৫২। (গ) রুদ্র, সুতার, তারণ, সুহোত্র, কঙ্কণ, লোকাক্ষ্য, মহামুনি, জৈগিষব্য, দধিবাহন, ঋষভ, ধর্ম্ম, উগ্র, অত্রি, বালক, গৌতম, বেদশীর্ণ, গোকর্ণ, শিখণ্ডী, গুহাবাসী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, সংযমী, শূলী, ডিণ্ডী, জুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, নকুলীশ ও কায়াবরোহণ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। ব্যাস দেখ। (১৫) শিব ব্রহ্মার ললাট হইতে উৎপন্ন হয়েন। মহাভা-শান্তি-৩৫১। (১৬) মহাদেব বহুমূর্ত্তি ও বহুরূপধারী। তাঁহার মূর্ত্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার এক মূর্ত্তি অতিভীষণ, আর এক মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত। ভীষণ মূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এই ত্রিবিধ। সৌম্য মূর্ত্তি ধর্ম্ম, সলিল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উঁহার অর্দ্ধাংশকে অগ্নি এবং অপর অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং ভীষণমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকেন। তিনি মহান্ ও ঈশ্বর বলিয়া মহেশ্বর; তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবল-প্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা, এবং শোণিত-মিশ্র মজ্জা-মাংস ভক্ষক বলিয়া রুদ্র; দেবগণের মধ্যে মহান্, অপরি-সীম বিষয়ের অধিকারী এবং বিশ্ব-সংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মহাদেব; ধূম্ররূপী বলিয়া ধূর্জ্জটি; মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিয়া নিয়ত বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া শিব; স্থির, স্থিরলিঙ্গ এবং স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণবিনাশ করেন বলিয়া স্থাণু; স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া বহুরূপ; বিশ্বদেব-গণ তাঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া বিশ্বরূপ এবং পশুদিগের অধিপতি হইয়া, সতত তাহাদের প্রতি-পালন ও তাহাদের সহিত বিহার করেন বলিয়া, পশুপতি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ভূতপতি দেবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু স্বরূপ। তিনি সমস্ত লোককেই অভিলষিত বস্তুসকল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বরূপী, মহৎ, সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ও দেবগণের আদি। তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি প্রতি নিয়ত লোকের শুভাশুভ কার্য্যে নিয়ত রহিয়াছেন। সমুদয় ভোগ্য বস্তুতে তাঁহার অধিকার রহি-য়াছে, বলিয়া মুনিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন এবং যাবতীয় মহৎ বিষয়ের অধিকারী বলিয়া মহেশ্বর বলেন। সমুদ্র মধ্যস্থ বড়বামুখ তাঁহারই আনন-স্বরূপ। মহাভা-অনুশা-১৬১। (১৭) কোনও সময়ে মহেশ্বর সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধি-পুষ্পসমাযুক্ত অতি রমণীয় পুণ্যা-

শ্রম হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার নিকট যে সমুদয় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিকটাকার, কেহ দিব্য মূর্ত্তি, কেহ বা অতি কদাকার। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানাবিধ পশুর আকৃতি-বিশিষ্ট ছিল। তিনি যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা নানাবিধ দিব্যগন্ধে আমোদিত থাকিত। ফলতঃ তাঁহার তপঃপ্রভাবে ঐ পর্ব্বতের শোভার আর পরিসীমা ছিল না। একদিন মহাদেব সেই পর্ব্বতে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে পার্ব্বতী সমুদয় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণময় কলস কক্ষে বহন করিয়া, মহাদেবের নিকট আগমনপূর্ব্বক, পরিহাসচ্ছলে স্বীয় করতল দ্বারা শঙ্করের নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন। মহাদেবের নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত হওয়া মাত্র, সমুদয় জগৎ অন্ধকারে মগ্ন হইল এবং হোম ও বষট্কার লোপ পাইল। সকলের মনই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন সহসা মহাদেবের ললাট দেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র নির্গত জ্যোতিঃ দ্বারা সমদয় অন্ধকার মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দূরীভূত হইল এবং ঐ জ্যোতিতে হিমালয় পর্ব্বত দগ্ধ হইতে লাগিল। পর্ব্বতবাসী পশুসকল শঙ্কাকুল হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইল। ক্রমে সেই নেত্রসম্ভূত, দ্বাদশ-আদিত্য সন্নিভ, যুগান্তকালিন দহন সদৃশ হুতাশন, গগন স্পর্শী হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই বিবিধ ধাতু, বনৌষধি প্রভৃতি সহ, হিমাচলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। শৈলরাজপুত্রী পার্ব্বতী পিতা হিমালয়ের ঐ দুরবস্থা দেখিয়া অতি কাতরভাবে শঙ্করের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর পার্ব্বতীকে কাতর দেখিয়া পুনরায় প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে, হিমাচলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই পর্ব্বতরাজ পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ ও রমণীয় হইয়া উঠিলেন। এই অত্যদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়া, পার্ব্বতী শিবকে তাঁহার ললাট হইতে অগ্নি-সদৃশ তৃতীয় নেত্র সমুদ্ভবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর বলিলেন যে, পার্ব্বতী অজ্ঞানতা নিবন্ধন হস্তদ্বারা তাঁহার নেত্রদ্বয় আবৃত করাতে, সমুদয় লোক আলোক বিহীন বিনষ্টপ্রায় হয়। তাহা দেখিয়া লোক সকলের রক্ষার নিমিত্তই তাঁহার ললাট হইতে তৃতীয় নেত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। সেই নেত্রের তীক্ষ্ণ জ্যোতিতেই হিমালয় দগ্ধীভূত হইয়াছিল। কেবল পার্ব্বতীর প্রীতির জন্য তিনি হিমাচলকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। মহাভা-অনুশা-১৪০। (১৮) ব্রহ্মা সর্ব্বরত্নের সারহইতে তিলোত্তমা নামে যে পরমাসুন্দরী কন্যা সৃষ্টি করেন, সেই কামিনী একবার শিবকে প্রলোভিত করিবার জন্য, তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ

করিতে লাগিল। তখন শিব তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত অভিলাষী হইয়া, যেদিকে সেই কন্যা গমন করিতে লাগিল, সেই দিকেই যোগবলে এক এক বদন সৃষ্টি করিলেন। এই ভাবে তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার জন্যই মহেশ্বর চতুর্মুখ হন। তিনি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন করেন, উত্তর-মুখ দ্বারা পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করেন, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখ সম্পাদন এবং ভয়ঙ্কর দক্ষিণ মুখ দ্বারা জীবগণের সংহার সাধন করিয়া থাকেন। সমুদয় লোক সাধারণের হিতের নিমিত্ত তিনি জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ পিনাক-পাণি হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র এক বার তাঁহারই শ্রীলাভার্থ শিবের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতে শিবের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া যায়। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। বাসযোগ্য পবিত্র স্থানের অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও শ্মশান অপেক্ষা পবিত্রতর কোনও স্থানই তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার প্রিয় ভূতগণ শ্মশানেই অবস্থান করিয়া থাকে বলিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হয় না। তিনি তজ্জন্য শ্মশানে বাস করিয়া থাকেন। মহাভা-অনুশা-১৪১। (১৯) দেবী পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম কি; কোন্ ধর্ম্ম সমুদয় বর্ণের হিতকর; ঋষিগণের ধর্ম্ম কি; স্বেচ্ছাচারী ও গৃহীগণের ধর্ম্ম কি; কি কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বর্ণান্তর লাভ করে; কোন কার্য্যের দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে; নারী ধর্ম্ম কি প্রভৃতি বিষয়ে মহাদেব পার্ব্বতীকে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া-ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৪১-১৪৬। (২০) মহাদেব বৃষভবাহন কেন, তাহার বিবরণ ১১৬৫ পৃষ্ঠায় আছে। (২১) ইন্দ্রাদি দেবগণকে দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে দেখিয়া, পার্ব্বতী শিবকে, কেন তিনি তথায় গমন করিতেছেন না এবং তথায় যাইবার তাঁর কোনও বাধা আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাদেব বলিলেন যে, পূর্ব্বে যজ্ঞভাগ স্থির করিবার সময়ে, দেবগণ তাঁহার জন্য কোনও ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। সেই জন্য কেহ যজ্ঞ করিলে, তাঁহাকে নিম-ন্ত্রণ করেন না। পার্ব্বতী তাহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শিব পার্ব্ব-তীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যোগবলে দক্ষযজ্ঞ স্থলে গমন করি-লেন এবং অনুচরগণ সহ যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করের

অনুচরগণের উৎপীড়নে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, গগন পথে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহা দেখিয়া ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ঐ ভাবে যজ্ঞের অনুসরণ করিবার সময়ে, শঙ্করের ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পতিত হইল এবং তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রথমে কালাগ্নি সদৃশ হুতাশন ও তৎপরে সেই হুতাশন হইতে এক হ্রস্বকায় কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাম্বরধারী, লোহিত নেত্র, হরিৎ-শ্মশ্রু, শ্যেন ও উলূকের ন্যায় লোমশ শরীরবিশিষ্ট পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া অন্যান্য ঋষি ও দেবগণের প্রতি অভিধান করিলেন। তদ্দর্শনে চরাচরে হাহাকার ধ্বনী উত্থিত হইল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা লোকের এই সমূহ বিপদ দেখিয়া নানা স্তোকবাক্যে মহাদেবকে ক্রোধ সংবরণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "অদ্যাবধি দেবগণ আপনাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিবেন। আপনার স্বেদবিন্দু হইতে যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি জ্বর নামে বিদিত হইয়া পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন। কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থান করিলে পৃথ্বী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অতএব আপনি এই তেজোরাশি বহুঅংশে বিভাগ করুন ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া এবং বিশেষতঃ ভবিষ্যতে দেবগণ আর তাঁহাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না জানিয়া, দেবদেব প্রীত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর জরকে নানাভাগে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরোবেদনা; পর্ব্বতের শিলা; সলিলের শৈবাল; সর্পের কঞ্চুক; গো-সমুদায়ের পাদরোগ; ধরিত্রীর উষরতা; পশুদিগের দৃষ্টি প্রতিরোধ; অশ্বের গলরোগ; ময়ূরের শিখাভেদ; কোকিলের নেত্ররোগ; মেষের পিত্তভেদ; শুকের হিক্কা এবং শার্দ্দুলের শ্রমই ঐ নানা ভাগে বিভক্ত জ্বর। এতদ্ভিন্ন স্বনাম পরিচিত জ্বরও জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মানবগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। মহাভা-শান্তি-২৮৩। (২২) দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়াতে শিব-প্রিয়া পার্ব্বতী একান্ত দুঃখিতা হইলেন এবং শিব সকাশে তজ্জন্য বিশেষরূপ খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রথমে শঙ্কর পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন যে যদিও দক্ষ মূর্খতাবশতঃ তাঁহাকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তথাপি তিনিই বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণগণের উপাস্য, এবং সকল যজ্ঞের ঈশ্বর। পার্ব্বতী কিন্তু শিবের এই বাক্যে

সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। বরঞ্চ পরিহাস করিয়া বলিলেন যে, নিজপত্নীর সমক্ষে ঐরূপ আত্মশ্লাঘা অতি সাধারণ লোকও করিতে পারে। তখন ভগবান্ পিনাকপাণি পার্ব্বতীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিজ বদন হইতে এক অতি মহা ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃজন করিলেন। ঐ পুরুষ বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইল। মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে যাইয়া দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস কর।" শিবাদেশে বীরভদ্র যজ্ঞ-ধ্বংস কার্য্যে গমনোদ্যোগ করিলে দেবীর ক্রোধসম্ভূতা ভীষণ মূর্ত্তি-ধারিণী মহাকালী, সেই বীর পুরুষের অনুগামিণী হইলেন। সানুচর বীরভদ্র অতঃপর যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া সমুদয় লণ্ডভণ্ড করিতে আরম্ভ করিলে দক্ষ বিনয়-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিরত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বীরভদ্র বলিলেন যে, তিনি শিবাদেশেই যজ্ঞ ধ্বংস করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। দক্ষ যদি নিজ মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন শূলপাণির শরণাপন্ন হন। তখন দক্ষ অনন্যোপায় হইয়া নানারূপে সেই দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর সহসা সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, "আমি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার কি উপকার করিব।" দক্ষ প্রার্থনা করিলেন যে, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যে সমুদয় দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় যেন বিফল না হয়। মহেশ্বর বলিলেন, "তাহাই হইবে।" অতঃপর শিব দক্ষকে নানারূপ প্রবোধ প্রদান-পূর্ব্বক নিজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৮৪,২৮৫। বীরভদ্র দেখ। (২৩) মহাদেব ব্রহ্মার নিকট হইতে এক অধর্ম্ম-নিবারক অসি প্রাপ্ত হন। (১১৬১ পৃঃ দেখ)। সেই অসি গ্রহণ করিয়াই তিনি রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইলেন। তাঁহার মস্তক সূর্য্যকে স্পর্শ করিল। তাঁহার পরিহিত কৃষ্ণাজিন উজ্জ্বল তারকা-নিচয়ে শোভিত হইতে লাগিল। তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে নানাবর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার ললাটস্থ নেত্র ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং অপর নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই অসি ও তদনুরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া, ভূতনাথ দানবকুল ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন, হতাহত করিয়া, নিজ ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, পরম মঙ্গলময় শিব-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর ধর্ম্ম রক্ষার হেতুভূত ব্রহ্ম-দত্ত সেই মহা খড়্গ বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। বিষ্ণুর নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া, মরীচি

মুনি মহর্ষিগণকে সেই খড়্গ প্রদান করেন এবং মহর্ষিগণের নিকট হইতে ইন্দ্র তাহা প্রাপ্ত হন। লোকপালগণ ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্য পুত্র মনুকে প্রদান করেন। মনু তাহা নিজ পুত্র ক্ষুপকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি ১৬৬। মনু, মরুত্ত ও রঘু দেখ। (২৪) মহাদেব এক-বিংশতিজন প্রজাপতিদের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (২৫) মহাদেব দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশ করাতে, ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতি তপস্যা দ্বারা রুদ্রের ললাটে একটি নেত্র উৎপাদন করেন। তদ্ভিন্ন শিব যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্য দীক্ষিত হন, তখন ভৃগু-নন্দন নিজ মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটনপূর্ব্বক শিবের প্রতি নিক্ষেপ করেন। সেই জটা হইতে সর্প সমূহ উৎপন্ন হইয়া, শিবকে বারংবার দংশন করিতে থাকে। সেই ভুজগ-গণের দংশন জনিত বিষের প্রভাবেই শিব নীলকণ্ঠ হইয়া যান। মতান্তরে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ নিজ হস্তদ্বারা শিবের কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই শিব নীলকণ্ঠ হইয়া যান। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (২৬) পুরাকালে প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া জীবিকা-লাভের নিমিত্ত দক্ষের শরণাপন্ন হন। দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতে দেখিয়া, নিজে প্রথমে অমৃত পান করিলেন। ঐ অমৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হওয়াতে দক্ষ উদ্গার দিলেন। সেই উদ্গার হইতে সুরভী ধেনু উৎপন্ন হইল। সুরভী উৎপন্ন হইয়া কপিলা গাভীদিগকে সৃষ্টি করিল। ঐ কপিলা গণের দুগ্ধই প্রজাগণের জীবনধারণের পরম উপায় স্বরূপ হইল। একদা মাতৃস্তন্যপায়ী সুরভী-বৎসদিগের মুখভ্রষ্ট ফেন মহাদেবের শিরে পতিত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব ললাটনেত্র দ্বারা তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সেই দৃষ্টিপাত ফলে কপিলাগণের বর্ণ নানা প্রকার হয়। তখন দক্ষ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন—"তুমি বৎসগণের মুখ-পরিভ্রষ্ট ফেন নিজ শিরে পতিত হওয়াতে যে ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তাহা উচিত হয় নাই। গো-সমুদয়ের মুখভ্রষ্ট কোনও দ্রব্য উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা বিশ্বসংসার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। অতএব তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর।" এই কথা বলিয়া দক্ষ মহাদেবকে কতকগুলি গাভার সহিত একটি বৃষভ প্রদান করেন। দক্ষের কথায় এবং গাভা ও বৃষভগুলিকে প্রাপ্ত হইয়া মহাদেব পরম পরিতুষ্ট হন এবং সেই বৃষভকে নিজ বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করেন। তদবধি মহাদেব বৃষভধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ সময়ে দেবগণ

একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতিরূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন বলিয়া, মহেশ্বর গোসমুদয়ের অধিপতি বলিয়াও পরিগণিত হন। মহাভা-অনুশা-৭৭। (২৭) দক্ষ একবার যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া শিবের যজ্ঞভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব সেই যজ্ঞকে শরবিদ্ধ করেন। তিনি বেগে যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া ভগের নেত্র উৎপাটন, পদাঘাত দ্বারা পুষার দন্ত ভগ্ন ও আরও নানারূপে অন্যান্য দেবগণকে নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। মহাদেবের ঐ ভীষণ কার্য্যে দেবগণ ভীত হইয়া, কম্পিত কলেবরে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে মহাদেবেব ক্রোধ শান্তি হইলে, দেবগণ তাঁহার নিমিত্ত উত্তম রূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। পূর্ব্বে অসুরদিগের লৌহ, রজত, স্বর্ণ নির্ম্মিত তিনটি পুরী ছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অসুর পুরী ধ্বংস করিতে না পারিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহেশ্বর তখন বিভিন্ন দেবগণকে বিভিন্ন অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং পর্ব্বত-ত্রয় সংযুক্ত ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া, অসুরদিগের সেই পুরত্রয় ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সহসা পঞ্চশিখাযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া, পার্ব্বতীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। দেবরাজ তাহা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শিব ইন্দ্রের সেই বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। তখন অন্যান্য দেবগণ তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া, নানারূপে তাঁহার ও পার্ব্বতীর সন্তোষ বিধান করিলে, ইন্দ্রের বাহু পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। মহাভা-অনুশা-১৬০। (২৮) সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিলে, ক্রুদ্ধ হরের জটা হইতে বীরভদ্র উৎপন্ন হন। ঐ বীরভদ্র, ভদ্রকালী ও অন্যান্য শিবানুচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া, ত্রৈলোক্য সংহারে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায়, শঙ্কর বীরভদ্রকে নিবারিত করিলেন এবং ছিন্নমুণ্ড দক্ষের গলদেশে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া, তাঁহার পুনর্জ্জীবন দান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর যজ্ঞস্থানে গমনপূর্ব্বক সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য দেবগণ অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। তখন বিষ্ণু শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সতীদেহ ছিন্ন করিতে করিতে মহাদেবের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-শরছিন্ন অঙ্গসমূহ যেখানে যেখানে পতিত হইতে লাগিল, মহাদেবও নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-

৭স্ক-৩০। (২৯) সমুদ্রমন্থনে যে হলাহল উত্থিত হয়, দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেব তাহা কণ্ঠে ধারণ করেন। সেই বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া যায়। তজ্জন্য তিনি নীলকণ্ঠ নামে কথিত হন। বিভিন্ন পুরাণ। (৩০) আদ্যা প্রকৃতি দেবীর যখন সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা হইল, তখন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা এক এক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই পুরুষত্রয়ে শক্তি সহ সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্রামিত করিলেন। সেই পুরুষগণের মধ্যে যিনি রজোগুণ-প্রসূত ছিলেন, তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মা ; সত্ত্ব-গুণান্বিতের নাম বিষ্ণু এবং তমোগুণ-ময়ের নাম হইল মহেশ্বর। আদ্যা পরমা প্রকৃতির নির্দ্দেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, বিষ্ণু পালন কার্য্যে এবং মহেশ্বর সংহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জল সৃষ্ট হইলে, শম্ভু সেই সলিলোপরি উপবেশন করিয়া, যোগে নিমগ্ন হইলেন এবং সেই আদ্যা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ধ্যান করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরের ন্যায় ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও সেই আদ্যা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ধ্যানাবলম্বন করিলেন। প্রকৃতি দেবী তাহা জানিয়া তাঁহাদিগের তপস্যা পরীক্ষা করিবার জন্য, ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণপূর্ব্বক প্রথমে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া, ব্রহ্মা যে যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, দেবীও সেই সেই দিকেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখ হইল। তিনি অতিশয় ভীত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অতঃপর দেবী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু, দেবীর সেই ভীষণাকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাহাতেই বিষ্ণুর তপস্যা নষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর দেবী মহেশের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই মহেশের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কর যখন জ্ঞানযোগে জানিতে পারিলেন যে, দেবী তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি আরও দৃঢ়চিত্তে ধ্যানে অটল হইয়া উপবেশন করিলেন। দেবদেব হরের ঐ ভাব দেখিয়া দেবী পরম পরিতুষ্টা হইলেন এবং তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। শ্রীমহাভা-৩। (৩১) সতী, শিবের অনিচ্ছা থাকিলেও, দক্ষযজ্ঞে যাইয়া দেহত্যাগ করেন। নারদের মুখে সেই সংবাদ পাইয়া মহেশ্বরের ক্রোধানল একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ললাট-নেত্র হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে এক ভীষণাকার পুরুষ প্রাদুর্ভূত

হইলেন। সেই পুরুষ অতঃপর শিবা-দেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, শিবের শরণাপন্ন হইলেন ও নানারূপে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনুনয়ে শিব ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বীরভদ্রকে পুনরায় যজ্ঞারম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। যজ্ঞ সমাপন হইলে শিব সতীবিরহে প্রাকৃত জনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিয়াও তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারিলেন না। তখন শিবকে অতি মাত্রায় কাতর দেখিয়া, মহাদেবী আকাশপথে আবির্ভূতা হইয়া শিবকে বলিলেন, "আমার ছায়ামূর্ত্তি মাত্র যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছে। আপনি সেই ছায়ামূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করিয়া সমুদয় পৃথিবীময় বিচরণ করিতে থাকুন। আমার সেই দেহ বহু অংশে বিভক্ত হইয়া, যে যে স্থানে পতিত হইবে, সেই সেই স্থানে এক মহাপীঠ হইবে। আমার যোনী যথায় পড়িবে সেই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠ হইবে। আপনি সেই পীঠস্থানে তপস্যা করিয়া পুনরায় মহাদেবী আমাকে লাভ করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান করিলে মহেশ্বর যজ্ঞশালায় প্রবেশপূর্ব্বক সতীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘকাল সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। পরে সেই দেহ মস্তকে ধারণ করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শন করিবার জন্য, দেবগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহেশ্বর সতীর মৃতদেহ কখনও মস্তকে, কখনও দক্ষিণ করে, কখনও বাম করে, কখনও স্কন্ধ দেশে স্থাপন-পূর্ব্বক ধরণীতল কম্পিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সতী দেহ বহন করিয়া নর্ত্তনপর হইয়া শিব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেবগণ শিবের ঐ ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। তখন বিষ্ণু দেবগণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করিবেন। যে যে স্থানে সতীদেহের ছিন্ন অংশ পতিত হইবে, সেই সেই স্থানে এক মহাপীঠ হইবে। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর দেহ ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। শম্ভু যখন নৃত্য করিতে করিতে ভূমিতলে পদনিক্ষেপ করিতেছিলেন, ঠিক তখনই বিষ্ণু চক্রক্ষেপ করিয়া সতীর দেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ক্রমে যখন সমুদয় সতীদেহ ছিন্ন হইয়া, বিভিন্ন স্থানে পতিত হইল,

তখন শিবের মস্তক ভারশূন্য হইল। তিনি তাহা অনুভব করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। তখন দেবগণও সাহস অবলম্বন করিলেন। তখন বিষ্ণু নারদকে শিবকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। নারদ বিষ্ণু আজ্ঞা ক্রমে সদাশিবের সম্মুখে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। শিব তাঁহাকে দেখিয়া, সতী কোথায় গেলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ তখন নানারূপে শিবকে সান্ত্বনা দিয়া নৃত্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। শিব নারদবাক্যে নৃত্য সংবরণ করিয়া, বারংবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"আমার স্কন্ধস্থিত সতীদেহ কোথায় গেল?" তখন নারদ অগত্যা বিষ্ণু চক্রদ্বারা সতীর দেহ ছিন্ন হইবার কথা বলিলেন। শিব তাহা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, বিষ্ণু যেমন তাঁহাকে ছায়া সতীর দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, বিষ্ণুকেও তদ্রূপ ত্রেতাযুগে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ পত্নীর বিরহ সহ্য করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া মহেশ্বর পুনরায় সতীকে পাইবার জন্য, কামরূপে মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নারদও বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুকে শিবের অভিশাপের কথা বলিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাহা শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শিবকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কামরূপে গমন করিলেন। শঙ্কর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া পুনরায় প্রাকৃত জনের ন্যায় আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহাকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শম্ভু তখন, কি উপায়ে তিনি সতীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা বলিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"আপনি একাগ্রচিত্তে এই স্থানেই অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহার তপস্যা করিতে থাকুন। তাহা হইলেই আপনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবেন।" তাঁহাদের বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া, মহেশ্বর তথায়ই শান্ত ও সমাহিত ভাবে দেবী পরমেশ্বরীর ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও তথায় শিবের ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইলে দেবী পরমেশ্বরী তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূতা হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি প্রার্থনা করেন?" মহেশ প্রার্থনা করিলেন যে, দেবী যেমন পূর্ব্বে শঙ্করের গৃহিণী হইয়াছিলেন, পুনরায় যেন সেইরূপ তাহার পত্নীত্ব স্বীকার করেন। তখন দেবী বলিলেন যে, তিনি পুনরায় শীঘ্রই হিমালয়ের

কন্যারূপে দুই অংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। যেহেতু শিব তাঁহার মৃত-দেহ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া-ছিলেন, সেজন্য তিনি অংশতঃ দ্রবময়ী গঙ্গারূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার মস্তকে বাস করিবেন। তাঁহার অপর অংশ হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীরূপে অবতীর্ণা হইয়া, পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবেন। দেবীর এই আশ্বাস বাক্যে শিব তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগি-লেন। শ্রীমহাভা-৯-১২। (৩২) এদিকে দেবী পরমেশ্বরী অংশতঃ প্রথমে হিমা-লয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা তখন হিমালয়কে সতীর দক্ষের যজ্ঞে দেহত্যাগ ও তৎপরে পুনরায় অংশত গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার সম্মতি ক্রমে গঙ্গাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গাকে শম্ভুর সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া, নারদকে কামরূপ হইতে শঙ্করকে লইয়া আসি-বার জন্য প্রেরণ করিলেন। নারদ কামরূপে যাইয়া দেখিলেন মহেশ্বর পুনরায় ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন। পরে দেবকার্য্য সিদ্ধির আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, অতি বিনয়সূচক বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। মহাদেব ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক প্রথমেই নারদকে সম্মুখে দর্শন করি-লেন। নারদ তখন আশ্বস্ত হইয়া অতি বিনয়নম্রবচনে মহাদেবকে সতীর পুনর্জীবন লাভের সংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—"আপনি যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সতীকে গ্রহণ করুন।" নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়াই শম্ভু "কোথায় আমার সতী" বলিতে বলিতে উত্থিত হইলেন। তখন নারদ বলি-লেন যে, সতী অংশতঃ হিমবান্ দুহিতা গঙ্গারূপে জন্ম লাভ করিয়া-ছেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে শিবেরই সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া নারদ শিবকে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক গঙ্গার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহেশ্বর আনন্দিত চিত্তে নারদের সহিত স্বর্গপুরে গমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি দেবপুরে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া গঙ্গাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। পশুপতিও সতীর অংশ ভূতা গঙ্গাকে লাভ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহেশ্বর গঙ্গাকে লইয়া কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীমহাভা-১৩, ১৪। (৩৩) গঙ্গাকে কৈলাসে লইয়া যাইবার পর শম্ভু পুনরায় ধ্যানাসক্ত

হইলেন। তিনি পূর্ব্বাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিবার জন্য, হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন। লোকমুখে সেই সংবাদ পাইয়া, গিরিরাজ স্বয়ং শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সদাশিবের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, মহেশ্বর যেখানে তপস্যা করিতেছেন, সেই স্থলে কেহই তাঁহার বিনা অনুমতিতে গমন করিতে পারিবে না। এদিকে পার্ব্বতীও ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই শম্ভুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য শিবসন্নিধানে যাইয়া তপস্যা করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। গিরিরাজ তাহা অবগত হইয়া দুহিতাকে লইয়া শঙ্কর সমীপে গমন করিলেন এবং বলিলেন "আমার এই কন্যা এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সখীদ্বয়-সহ আপনার যথোচিত সৎকার করিবে।" দেব দেব মহেশ্বর তাহা অনুমোদন করিলে, হিমবান্ কন্যাকে তথায় রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পার্ব্বতী তথায় অবস্থান করিয়া নিয়ত শিব-পূজায় নিযুক্ত থাকিলেও শিব, অন্তরে পার্ব্বতীর ধ্যান করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিলেন না। তখন দেবী ভাবিলেন যে, তিনি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিবেন এবং তৎপরে শিবকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য করিবেন। এদিকে দেবগণ দৈত্যপতি তারকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, শম্ভু তেজোৎপন্ন সন্তানই তারকাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, অপর কেহ নহে। সুতরাং যাহাতে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং যাহাতে পার্ব্বতীর প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন দেবগণ পরামর্শ করিয়া কামকে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে প্রেরণ করিলেন। (কাম ও রতি দেখ) কাম দেবকার্য্য সাধন করিতে যাইয়া হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইলেন। অনন্তর শিব ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলে, পার্ব্বতী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। শিব তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পার্ব্বতীকে বলিলেন, তিনি যে ভীমারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ যেন আর একবার তাঁহাকে প্রদর্শন করেন। শঙ্করের আদেশে দেবী সেই মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পুনরায় প্রদর্শন করিলেন। শিব তাহা দেখিয়া দেবীর স্তব করিলেন, এবং পরে দেবী পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর সদাশিব কামদেবের দেহভস্ম

সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিরূপে লেপন করিয়া পুনরায় হিমালয় শিরে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া পার্ব্বতী শিবকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই ভাবে তাঁহারা পরস্পরকে পাইবার জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। অনন্তর দগ্ধীভূত মদনের যে ভস্ম শঙ্কর নিজ দেহে লেপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে তিনি অতিশয় আকুল হইয়া পড়িলেন এবং তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর পার্ব্বতী যখন দেখিলেন যে, সদাশিব তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন, তখন তিনি অভীষ্ট লাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হিমাচল, কন্যাপ্রমুখাৎ শিবের কার্য্যাদির বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে গিরিশ হিমবানের মনোভিপ্রায় জানিবার জন্য মরীচি প্রমুখ ঋষিগণকে দৌত্যকার্য্যে পর্ব্বতরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হিমাচলের নিকট গমনপূর্ব্বক মহেশ্বরের মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার সম্মতি জ্ঞাত হইয়া শঙ্করের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। অনন্তর সমুদয় দেব ও ঋষিগণের অনুমোদনে ও তাঁহাদের উপস্থিতিতে, শুভ বৈশাখমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে মহাসমারোহ সহকারে, শিব-পার্ব্বতীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। শ্রীমহাভা-২১-২৪। (৩৪) সৃষ্টির আদিতে পিতামহ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতেই উদ্ভূত হন। সেই দেবদেব মহাদেবই সমুদয় জগতে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন। তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে লীলাবংশে নিজ দক্ষিণ অঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে, বাম অঙ্গ হইতে জগৎকারণ বিষ্ণুকে এবং সংহারকারক কালরুদ্রকে হৃদয় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহ নাই। কূর্ম্মের অঙ্গে যেরূপ রোম থাকিতে পারে না, শশের যেমত শৃঙ্গ উৎপত্তি হয় না; যেইরূপ আকাশ কুসুম নামক কোনও পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব; সেইরূপ শূলপাণি শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতার অস্তিত্বও অচিন্তনীয়। সৌর-২। (৩৫) ব্রহ্মার ললাট ভেদ করিয়া যে রুদ্রের উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলেন। তখন সেই জগন্ময় বিশ্বেশ্বর রুদ্র, মন হইতেই আত্মতুল্য শতকোটী রুদ্র সৃষ্টি করেন। সেই রুদ্রগণ সকলেই নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটামুকুটধারী, বৃষধ্বজ, বীত-

রাগ, জরামরণবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজনের অনুগ্রাহক। ব্রহ্মা সেই রুদ্রগণকে অবলোকন করিয়া চিন্তিত হইলেন এবং মহেশ্বরকে বলিলেন—"আপনি এইরূপ জরামরণ বর্জ্জিত প্রজা সৃষ্টি করিবেন না। মরণশীল প্রজা উৎপাদন করুন।" শিব বলিলেন "ঐ রূপ প্রজা উৎপাদনের ক্ষমতা আমার নাই।" এই বলিয়া তিনি আত্ম-সমুদ্ভুত প্রজাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সৌর-২৩। রুদ্র (৫) দেখ। (৩৬) মহাদেব যখন দেবগণের। হিতার্থে ত্রিপুর ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন বিশ্বকর্ম্মা শিবের জন্য এক পরম অদ্ভুত রথ নির্ম্মাণ করিলেন। চন্দ্র সূর্য্য সেই রথের চক্রদ্বয়; চন্দ্রকলা সকল অরসমূহ; দ্বাদশ আদিত্য স্তম্ভ অরসকল; ছয়ঋতু চক্রনেমীসমূহ; অন্তরীক্ষ রথের পুষ্কর এবং মন্দর পর্ব্বত রথনীড়; উদয় পর্ব্বত রথকুবর; অস্তাচল অধিষ্ঠান (বসিবার স্থান); কেশব পর্ব্বত মেরুস্থান; সংবৎসর রথবেগ; উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন চক্রমেখলাদ্বয়; মুহূর্ত্ত সকল রথাগ্র; ক্ষণসকল অক্ষদণ্ড; নিমেষসকল কূথা (আস্তরণ); লবসমূহকীল; আকাশ রথ বরাথ; স্বর্গমোক্ষ দুই ধ্বজ; কর্ম্ম ও বৈরাগ্য দণ্ডদ্বয়; যজ্ঞসমূহ দণ্ডের আশ্রয় স্থান; দক্ষিণা সন্ধিসকল; অর্থ ও কাম যুগাক্ষদ্বয়; প্রকৃতি ঐ রথেরই শ্রীদণ্ড; বুদ্ধি রথের বিহ্বল; অহঙ্কার কোণ; পঞ্চভূত উত্তমবল; দশ ইন্দ্রিয়ের অর্দ্ধ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভূষণ এবং অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয় রথের উত্তম গতি; চারিবেদ ঐ রথের চতুরশ্ব; ষড়ঙ্গ অশ্বভূষণ সমূহ; ধর্ম্মশাস্ত্র মীমাংসা, পুরাণ এবং ন্যায়কার শর-রক্ষা-স্থান; মন্ত্রসমূহ ঘণ্টা; ছন্দঃসমূহ রথমধ্য; দিগ্মণ্ডল-রথপাদ; এবং চারি সমুদ্র রথকম্বলিকা হইল। গঙ্গা আদি নদী সমূহ সর্ব্বাভরণ ভূষিতা নারীরূপে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। আবহ প্রভৃতি সপ্তবায়ু সেই রথের সোপানাবলী স্বরূপ হইল; পিতামহ ব্রহ্মা ঐ রথের সারথি হইলেন। প্রণব নাদ, প্রতোদ চাবুকস্বরূপ হইল; গিরিরাজ হিমালয় শরাসন স্বরূপ; নাগরাজ অনন্ত মৌর্ব্বী; সরস্বতী রথঘণ্টা; বিষ্ণুবাণ; যমশল্য এবং কালাগ্নি শরসমূহের তীক্ষ্ণতা স্বরূপ হইলেন। সৌর-৩৫। (৩৭) নগ-রাজ হিমাচল শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে তৎকার্য্যোপযোগী সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে উপদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও বিষয়ের গুরুত্ব সম্যক্ অবধারণ করিয়া, বিবাহ সভার জন্য যে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা

ভুবনে অতুলনীয়। এইরূপ সভা কেহ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। শম্ভুও বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার সহ-যাত্রী হইবার জন্য নন্দীদ্বারা দেবগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, দ্বীপ, সাগর, নদী, পর্ব্বত সমূহকে নিমন্ত্রণ করিয়া কৈলাসে আনয়ন করাইলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ত্রিংশৎকোটী দেবগণের প্রায় সকলেই সেই বিবাহ সভায় যাইবার জন্য শিবের আহ্বানে কৈলাসে উপনীত হইলেন। অনন্তর নাগরাজ হিমালয় শঙ্করের আবাসে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় কন্যা-দানের সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন যে, ঐ বিবাহ উপলক্ষে যে সমুদয় দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর যক্ষ, শিব-গণসমূহ উপস্থিত হইবে, শিব যেন তাঁহাদের সম্মুখে নিজ গোত্রের পরিচয় প্রদান করেন। হিমাচলের বাক্য শ্রবণে উন্মনা হইয়া শঙ্কর নিজ গোত্র কি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবগণ পশু-পতিকে নিরুত্তর ও চিন্তিত দেখিয়া কৌতুক অনুভবপূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে দেবতারা সকলে নগরাজকে বলিলেন—"যিনি এই জগতের উৎপত্তির কারণ, আপনি তাঁহাকেই গোত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিরূপে?" দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমাচল নিজ প্রশ্নের অযৌক্তি-কতা অবধারণপূর্ব্বক প্রশ্নোত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া,—"আমি আপনাকে সত্যই উমাকে সমর্পণ করিলাম" তিনবার এই বাক্য উচ্চা-করিলেন। অমনই চারিদিকে জয়-ধ্বনি উত্থিত হইল এবং মঙ্গল বাদ্য সমূহ বাজিতে লাগিল। অতঃপর মহেশ্বর বলিলেন "আমি পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিলাম।" এই কথা বলিয়া মহাদেব পার্ব্বতীর হস্তে একটি অঙ্গু-রীয় প্রদান করিয়া হিমালয়কে বলি-লেন যে, তিনি যেন সত্বরই হৈম কলস দ্বারা উদক আহরণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর স্নানক্রিয়া সমাধান করেন। ক্ষণকাল পরে মেনাকও তথায় আগমনপূর্ব্বক সপ্ত সাগর ও সমস্ত প্রধান নদীগণের সলিল দ্বারা শিবকে স্নান করাইলেন। এই সকল ক্রিয়া ও আচার প্রভৃতি সমাপন হইলে, বিবাহ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রথমে শিব পার্ব্বতীর উদ্দেশে কতিপয় অলঙ্কার আকাশ মার্গে উৎক্ষেপ করিয়া বলি-লেন যে, পার্ব্বতী ঐ সকল ভূষণে শোভিতা হইলে তাঁহার পরম প্রীতিলাভ হইবে। শিবের ইচ্ছানু-সারে দেবী তখন ঐ সকল অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর উপস্থিত দেবতাগণ পরিবৃত হইয়া শিব ও পার্ব্বতী যজ্ঞ-বেদীর সমীপে গমন করিলেন।

তখন শিব বলিলেন—"হে নগরাজ, আমি তোমার অদত্তা এই কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারি না। তাহা হইলে, অদত্তা কন্যা গ্রহণ একটি লোকাচার হইয়া পড়িবে। সুতরাং তুমি এই কন্যাকে আমায় দান কর।" শিবের এই বাক্যে হিমাচল উদকপূর্ণ কলস লইয়া প্রথমে শিবের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে পুনরায় "পার্ব্বতীকে অর্পণ করিলাম" এই কথা বলিতে বলিতে স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে তাঁহার হস্তে উদক ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা বেদীর উপর গমন করিয়া অগ্নিহোত্রাদি সমাপন করিলে, শিব পার্ব্বতীর বিবাহ সমাধান হইল। সৌর-৫৬-৫৯। (৩৮) প্রজাপতি দক্ষ নিজকন্যা সতীকে বিবাহ যোগ্যা দেখিয়া, এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিলেন এবং সতীকে সেই সভায় সমাগত দেবদানব মুনি প্রভৃতি সকলের মধ্য হইতে ইচ্ছানুরূপ পতি নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন। সতী পূর্ব্বেই দেবদেব মহেশ্বরকে পতিরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি সেই সভায় শিবকে উপস্থিত না দেখিয়া, অতিশয় চিন্তিতা হইলেন এবং শিব ভিন্ন আর কাহাকেও মাল্য প্রদান করিবেন না মনস্থ করিয়া "নমঃ শিবায়" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক মাল্য ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং আশ্বস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে দেবদেব মহেশ্বর, আমি এই ভূমিক্ষিপ্ত মাল্যদ্বারা আপনাকেই বরণ করিলাম। আপনি আমার পতি হউন।" এই কথা বলিতে বলিতে দাক্ষায়ণী দেখিতে পাইলেন মহাদেব সেই মাল্য ধারণ করিয়া ভূমিতল হইতে উত্থিত হইলেন। দেবী তখন দেবদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মহেশ্বর আবার তখনই অন্যের অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দক্ষ, শিবোদ্দেশে মাল্য প্রদান করাতে সতীকে অশেষ ভর্ৎসনা পূর্ব্বক ক্রোধে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সতী যে শিবউদ্দেশ্যে মাল্য প্রদান করিয়া কোনও অন্যায় করেন নাই, বরঞ্চ শিবই যে সতীর একমাত্র যোগ্য পতি, এবং তাঁহারই সহিত সতীর বিবাহ দেওয়াই যে একমাত্র সমীচীন কার্য্য, এই কথা বলিয়া দেবগণ দক্ষকে নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহাদের কোন কথায়ই কর্ণপাত করিলেন না। এই ঘটনার পরে মহেশ্বর একদিন সতীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া ভিক্ষুক বেশে দক্ষালয়ে গমন করেন। স্কন্ধে ধূলিমলিন কন্থা, বামহস্তে ধূলিমিশ্রিত তণ্ডুলকণা সমন্বিত মৃণ্ময় ভাণ্ড, দক্ষিণ

দশ রুদ্রের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা দক্ষকে সেই রুদ্র-গণকে স্ববশে রক্ষা করিবার ভার প্রদান করেন এবং তদবধি তাঁহারা দক্ষেরই বশে রহিয়াছে। তজ্জন্য দক্ষ মনে করেন যে, যাঁহার অংশে অবতীর্ণ এই একাদশ রুদ্র ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার বশে রহিয়াছে, তাঁহার হস্তে তিনি কি বলিয়া নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন। এই কারণেই সতীর আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়াও, তিনি শিবকে স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। যাবৎ ঐ একাদশ রুদ্র তাঁহার বশবর্ত্তী থাকিবে, তাবৎ, যাঁহার অংশভূতা এই একাদশ রুদ্র সেই ব্যক্তিকে তিনি কন্যা সম্প্র-দান করিতে পারেন না। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া দক্ষকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি অনবরত শিব নিন্দা করায় শিব তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্রই দক্ষকে প্রতিফল দিবার চেষ্টা করিবেন। দক্ষ কোন প্রকারেই শিবের চেষ্টা ব্যাহত করিতে পারিবেন না। নারদের এই বাক্যে দক্ষ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তিনি পুর মধ্যে পুণ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে পুণ্যকর্ম্ম-বিশোধিত পুর মধ্যে শিব কখনই আগমন করিতে পারিবেন না। এই স্থির করিয়া তিনি এক মহান্ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ও সতী ভিন্ন আর সমুদয় দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, সিদ্ধ, মুনি, দৈত্য, চারণ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাছে ঐ শিবহীন যজ্ঞে আসিতে কেহ সঙ্কোচ বোধ করেন, তজ্জন্য দক্ষ এই প্রচার করিয়া দিলেন যে, যাঁহারা ঐ যজ্ঞে না যাইবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হই-বেন। লোকমুখে সতী সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া শিবের নিকট সেই যজ্ঞে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। শিব প্রথমে অনুমতি দেন নাই, পরে সতীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সম্মত হন। সতী অনাহূত ভাবে সেই যজ্ঞে গমন করিয়া, দক্ষের সহিত কলহ করেন ও পরে শিব নিন্দা শ্রবণ করিয়া, সেই যজ্ঞ স্থলেই দেহত্যাগ করেন (শ্যামা দেখ)। নারদমুখে সেই সংবাদ পাইয়া মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শিব সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং দক্ষভবনের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া "ওহে দক্ষ, আমি ভিক্ষুক, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর" এই বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। দ্বারপাল তখন ভীত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন—"আপনি যজ্ঞশালায় গমন করিয়া দক্ষের নিকট

যাহা প্রার্থণা করিতে হয় করুন।” তখন মহেশ্বর দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন এবং শিবকে সেই স্থান হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য অনুচর বর্গকে আদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শিব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বারংবার সতীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিতে লাগিলেন। দক্ষও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“আমি পূর্ব্বেও তোমাকে স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করি নাই, এখনই বা কি প্রকারে দিব। যে দিন সতী তোমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, সেই দিন হইতেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে, সতী মৃত। সে সেই মৃতশরীরই এই যজ্ঞস্থলে ত্যাগ করিয়া প্রেতত্ব লাভ করিয়াছে। তুমি প্রেত স্থান প্রিয়। যেখানে পাও সেইখানে সতীকে সন্ধান করিয়া লও।” দক্ষের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে শিব ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নিঃশ্বাস হইতে বহুসংখ্যক রুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই রুদ্রগণ এবং তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত একাদশজন রুদ্র মিলিত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমাদিগকে কি করিতে হইবে।” শিবাদেশে রুদ্রগণের নেতা বীরভদ্র তাঁহাদিগকে যজ্ঞধ্বংশ করিতে নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড করিয়া, দক্ষের মস্তক ছেদন করিয়া আরও অন্য উপায়ে সমুদয় বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নারীগণকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া প্রসূতি অতি কাতর ভাবে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে শিব কিয়ৎ পরিমাণে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং মনোহররূপ ধারণ করিয়া নিজ বাহন বৃষে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইয়া, নানা স্তোকবাক্যে শিবের প্রসন্নতা সাধন করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে শিব অনুচরদিগকে যজ্ঞস্থল যথাযথ ভাবে সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। দক্ষের শিরোহীন মস্তকে এক ছাগমুণ্ড যোজিত হইল। তখন দক্ষ শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নানা ভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর শিব শান্ত হইলে সকলের পরামর্শে অসম্পূর্ণ যজ্ঞ পুনঃ সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদিত হইল। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে, শিবের শোকানল পুনর্ব্বার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি “সতী, সতী, কালী, কালী,” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে যেখানে সতীদেহ ভূপতিত ছিল, তথায় গমন করিলেন এবং অশেষরূপে

বিলাপ করিয়া সতীর মৃতদেহ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বিলাপ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিবের ঐ নৃত্যে পৃথিবী ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন দেবগণের পরামর্শে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র-দ্বারা সেই সতীদেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিষ্ণু-চক্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া সেই সতীদেহ শিবমস্তক হইতে চ্যুত হইলে, শিব শান্ত হইলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৩-১০। (৩৯) শিব ও সতী একবার যখন কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন বর্ষাসলিলে সতী বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। সতী তখন শিবকে তাহার প্রতিকার করিতে বলিলেন। শিব অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া সতীকে লইয়া মেঘমণ্ডলেই বাসস্থান স্থির করেন। তদবধি মহাদেবের এক নাম হয় জামূতকেতু। বাম-১। (৪০) প্রথমে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, পরে শূলপানি ত্রিলোচন সমুদ্ভূত হন। তখন ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় এবং মহাদেব ক্রোধভরে নখাগ্র-দ্বারা ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করেন। সেই ছিন্নমস্তক শিবের কর-তলেই লগ্ন হইয়া রহিল। তৎসহ ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। মহাদেব এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নানা তীর্থে স্নান করিতে করিতে, অবশেষে বারণাসীতে গমন করিয়া, কপালমোচন তীর্থে স্নান করেন। তখনই সেই কপাল তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল। ব্রহ্মকপাল শঙ্করের হস্তে লগ্ন হইয়াছিল বলিয়া, শিবের এক নাম হইল কপালী। বাম-২। (৪১) প্রজাপতি দক্ষের আট কন্যা ছিল। সতী তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ একবার এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, সতী ভিন্ন অপর সব কন্যাকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এবং অনিমন্ত্রিত ভাবেই পিত্রালয়ে গমন করেন। তথায় যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য, দক্ষের সহিত সতীর বিলক্ষণ বাদানুবাদ হয় এবং সতী শিবনিন্দা শুনিয়া, মনোদুঃখে যোগবলে তনুত্যাগ করেন। মহাদেব সেই সংবাদ পাইয়া দক্ষ ভবনে উপস্থিত হন এবং সকল কন্যা জামাতার মধ্যে কেবল তাঁহাকেই নিমন্ত্রণ না করার জন্য, দক্ষকে শাপ দেন যে, তিনি চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাচীন বর্হির পৌত্র এবং প্রচেতার পুত্ররূপে মনুষ্যযোনীতে বৃক্ষ নন্দিনী মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। শঙ্করের অভিশাপে দক্ষ মনুষ্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কালে সতীও পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়-কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ

করেন। হিমাচল-দুহিতা উমা মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় নিযুক্ত হন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া, যখন তাঁহাকে বলেন যে, ভগবান্ রুদ্র স্বয়ংই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি তপস্যা হইতে বিরত হইলেন। অতঃপর একদিন শঙ্কর এক অতি বিকৃতাকার ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, উমা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিলেন। উমা সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকে শঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারিলেও, বিনয় বচনে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার অধীন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে দান না করিলে, তিনি কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ শঙ্কর) যেন তাঁহার পিতার নিকটেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উমার সেই কথা শুনিয়া, শিব হিমাচলের নিকট গমন করেন এবং তাঁহার নিকট উমার পাণি প্রার্থনা করেন। হিমাচল শিবের অভিশাপ ভয়ে প্রত্যাখ্যান না করিয়া, বলিলেন যে, প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি পার্ব্বতীর এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিবেন এবং সেই সভায় তাঁহার কন্যা যাহাকে বরণ করিবেন, তিনি তাঁহার জামাতা হইবেন। হিমালয়ের বাক্যে শিব পুনরায় উমার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতার ইচ্ছা যে তুমি স্বয়ম্বর সভায় পতি নির্ব্বাচন কর। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, তুমি কি স্বয়ংবর সভায় যে সব রূপবান্ পাত্র উপস্থিত থাকিবে, তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে বরণ করিবে?" শিবের বাক্যে উমা অঙ্গীকার করিলেন যে, স্বয়ংবর সভায় তিনি শিবকেই বরণ করিবেন এবং শিবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি তখনই এক অশোক গুচ্ছ লইয়া শম্ভুর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিলেন, আমি তোমায় বরণ করিলাম। এই ভাবে পার্ব্বতীকর্ত্তৃক বৃত হইয়া শিব পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবীকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর নাগরাজ হিমাচল যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কন্যা দেবদেব মহেশ্বরকেই বরণ করিয়াছে, তখন তিনি প্রতিশ্রুতি-পালন ও লোকাচার প্রতিপাদনের জন্য এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় সমুদয় দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। শিবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী পার্ব্বতী শিবকেই বরণ করিলেন। চারিদিকে সাধুবাদ ধ্বনিত হইল। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে

মহাসমারোহ সহকারে শিবের সহিত পার্ব্বতীর শুভবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ব্রহ্মপু-৩৬। (৪২) সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে ভয়ানক বিষ উদ্ভূত হইয়া, দেবাসুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিল, "হয় তোমরা আমাকে গ্রাস কর, নতুবা আমিই তোমাদিগকে গ্রাস করিব।" কিন্তু দেবাসুরদিগের মধ্যে কেহই সেই কালকূটকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই ভয়ানক বিষের তেজে বিষ্ণুর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, অন্যান্য দেবগণের মধ্যে অধিকাংশ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কাহারও কাহারও প্রাণ বিয়োগও হইল। তখন দেবাসুরগণ অনন্যোপায় হইয়া, দেবাদিদেব শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই কালকূট পান করিয়া তাঁহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শঙ্কর তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া সেই মহাভয়-কালকূট পান করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর শঙ্কর বৃষারোহণ করিয়া সত্বর সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলেন এবং বাম হস্তে পাত্র ধারণ করিয়া সেই মহাভয়ঙ্কর কালকূট পান করিলেন। শিব সেই বিষপান করিয়া, দেবাসুরগণকে নির্ভয় করিলে, তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং পরে নানারূপ স্তোক-বাক্যে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। মৎ-২৫০। বায়ু-৫৪। (৪৩) পুরাণাদিতে প্রধানতঃ চারি প্রকার প্রলয়ের বর্ণনা আছে। প্রথম নিত্য প্রলয়। জগতে প্রতিদিন যে জীবনাশ হইতেছে, ইহাই নিত্য প্রলয়। তৎপরে কল্প-অবসানে যে ভূত সংহার হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক দ্বিতীয় প্রলয়। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত সমুদয় জীবের ক্ষয়, তাহাই তৃতীয় প্রাকৃত প্রলয়। এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর যে অবিদ্যার নাশ হয়, তাহাই চতুর্থ আত্যান্তিক প্রলয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর, প্রাকৃত প্রলয় হয়। ঐ প্রলয় উপস্থিত হইলে ভগবান্ কালাগ্নি-রুদ্র চরাচর জগত ভস্মীভূত করেন। অতঃপর পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া তিনি মহা আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন। এই প্রাকৃত প্রলয়ে ভগবান্ শিব ভূতগণের সহিত সকল পদার্থের ধ্বংস করিয়া, নিজে একমাত্র অবস্থান করেন। সেই প্রলয় হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণের আর সৃষ্টি হয় না। এক শূলপাণি শিবেরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন শক্তি। শিব স্বয়ং এই শক্তি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সৌর-৩৩। (৪৪) ব্রহ্মার আদেশে শিব (রুদ্র) আত্মতুল্য প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা ভীত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ প্রজা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন। তখন শিব বলিলেন, "আমি বিরত হইলাম, এক্ষণে আপনি

পুনরায় নিজমর্ত্ত প্রজা উৎপাদন করুন"। তদবধি তিনি প্রজা সৃজনে বিরত ও উর্দ্ধরেতা হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মার নিষেধ বাক্যে শিব যে বলিয়াছিলেন "আমি বিরত হইলাম (স্থিতোঽস্মি)" তাই তিনি স্থানু নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। রুদ্র-(৬) দেখ। (৪৫) শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া রাধা শিবের অবতার ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিবানীর অবতার ছিলেন। শিব ও সতী পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া দ্বাপরে ঐ ভাবে অবতীর্ণ হন। শ্রীমহাভা-৪৯। রাধা দেখ। (৪৬) ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিতে ছিলেন তখন গঙ্গা প্রথমে হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বর যখন জানিতে পারিলেন যে, গঙ্গা উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মৌলি বিস্তৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গা সবেগে শঙ্করের মৌলি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া পুলকিত চিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেবের নৃত্য দেখিয়া প্রমথগণও মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এদিকে ভগীরথ কিছুদূর গমন করিয়া একবার কৌতূহলবশতঃ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু গঙ্গাকে আর না দেখিয়া একান্ত চিন্তিত হইলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিলেন মহাদেব আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। তদ্ভিন্ন তিনি মহাদেবের জটার মধ্যে মহাশব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে গঙ্গা হয়ত কুপিতা হইয়া শম্ভুর জটার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তিনি শঙ্খধ্বনি করিলেন। গঙ্গাদেবী সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, জটামধ্য হইতে বহিরাগমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও তিনি বহির্গত হইতে পারিলেন না। তখন ভগীরথ নৃত্যশীল শিবকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়া, গঙ্গাকে জটাহইতে মুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর বলিলেন—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে হস্তামঙ্গল যোগে গঙ্গা নিঃসৃত হইবেন। তৎকাল পর্য্যন্ত ভগীরথকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। ভগীরথ অগত্যা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন এবং যথাকালে শিব জটাবন্ধের দক্ষিণ দিক্ খুলিয়া দিলে গঙ্গা শম্ভুশির হইতে নিঃসৃত হইয়া আবার ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাভা-৬৯। ভগীরথ দেখ। (৪৭) সমুদ্র মন্থনে অপ্সরাদিগের উদ্ভব হইবার পর চন্দ্র আবির্ভূত হন। সেই চন্দ্রকে দেখিয়া মহেশ্বর বলিলেন, "এই চন্দ্রকে আমি গ্রহণ করিব। এ আমার জটা ভূষণ হইবে।" ব্রহ্মা

তাহাতে সম্মতি দিলে, শঙ্কর চন্দ্রকে লইয়া নিজ জটায় স্থাপন করিলেন। তৎপরে মহাভয়ঙ্কর কালকূট উৎপন্ন হইল, সেই মহাবিষের তেজে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। তখন দেবদানবের হিতের নিমিত্ত মহেশ্বর স্বয়ং সেই বিষ পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল। পদ্ম-সৃষ্টি-৪। (৪৮) পৃথিবীর নিম্নভাগে যে সাতটি তল আছে তাহাদের নাম অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। বিতল নামক তলে ভগবান্ শিব স্বীয় পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া, শিবানী সহ অবস্থানপূর্ব্বক প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। ভাগ-৫স্ক-২৪। (৪৯) দুন্দুভি নামে অসুরদিগের এক রাজা ছিল। সে একবার উমার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রচিত্তে তাহাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হন। শিব তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করাতে, দুন্দুভি শিব-রোষাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন শঙ্কর সেই দানবের নানাবর্ণের ভস্ম গ্রহণ করিয়া, দেবীকে তাহা মাখাইতে লাগি-লেন। ঐ ভস্মলেপন কালে শিবের করঘর্ষণে সেই ভস্ম হইতে মহাকায় দানব উৎপন্ন হইল। সেই মহকায় দানবও উমাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দেবী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে যে অভিশাপ দিলেন, তাহার ফলে সেই দৈত্য মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাকে দেবীশাপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া, শিব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দেবীকে তিরস্কার করিলেন। তাহাতে দেবী শিবের উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, ঐ অসুর সপ্তদ্বীপের অধিপতি ও সর্ব্ব দেবতার অজেয় হইবে। দেবীকে এইভাবে অসুরের হিতসাধনে তৎপর দেখিয়া শিবের ক্রোধানল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি দেবীকে বলিলেন যে, অসুরের প্রতি ঐরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করাতে তিনিও মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং ঐ অসুর তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিবেন। দেবীও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে তিনি সিংহবাহিনী হইয়া ঐ অসুরকে বিনাশ করিবেন। দেবীপু-৪। (৫০) দেবদেব মহাদেব বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রে বিভিন্ন নামে পরিচিত ও পূজিত হন। তিনি বারাণসীতে-মহাদেব; প্রয়াগে-মহেশ্বর; নৈমিষে-দেবদেব; গয়ায়-প্রপিতামহ; কুরুক্ষেত্রে-স্থাণু; প্রভাসে বিশ্বরূপী; পুষ্করে অয়োগন্ধ; বিমলে-শ্বর তীর্থে বিশ্ব; অট্টহাসে মহানাদ; মহেন্দ্র পর্ব্বতে মহাব্রত; উজ্জয়িনীতে মহাকাল; সাকোট তীর্থে মহোৎকট;

শঙ্কুকর্ণ তীর্থে মহাতেজ; গোকর্ণ তীর্থে মহাবল; রুদ্রকোট তীর্থে মহাযোগী; স্থলেশ্বর তীর্থে মহালিঙ্গ; হর্ষতীর্থে হর্ষিত; মধ্যম তীর্থে সর্ব্ব; কেদারে ঈশান; রুদ্রমহালয় তীর্থে রুদ্র; সুবর্ণাক্ষ তীর্থে সহস্রাক্ষ; বৃষভ পর্ব্বতে বৃষভধ্বজ; ভৈরবে ভৈরব; শস্ত্রপদ তীর্থে ভব; কনখলে-উগ্র; ভদ্রকর্ণ হ্রদে শিব; দেবদারু বনে দিণ্ডী; মধ্যম জঙ্গল তীর্থে চণ্ড; তুরণ্ড তীর্থে ঊর্দ্ধ-রেত; স্থকল প্রান্তে কপর্দ্দী; একাম্র-কাননে কৃত্তিবাস; আম্রতিকেশ্বর তীর্থে সূক্ষ্ম; ধ্যানসিদ্ধেশ্বর তীর্থে যোগী; উত্তকেশ্বর তীর্থে গায়ত্রী; কাশ্মীরে বিজয়; মরুকেশ্বর তীর্থে-জয়ন্ত; হরিশ্চন্দ্র তীর্থে হরি; পুরিশ্চন্দ্র তীর্থে শঙ্কর; রামেশ্বর তীর্থে জটী; কম্বুটেশ্বর তীর্থে সৌম্য; ভূতেশ্বর তীর্থে ভস্মগাত্র; জললিঙ্গ তীর্থে জলে-শ্বর; করিকা তীর্থে ভিক্ষুক; বিন্ধ্য-পর্ব্বতে বরাহ; পশ্চিমসন্ধ্যা তীর্থে তাম্র; বিরজা ক্ষেত্রে ত্রিলোচন; ভৃগ্বেশ্বর তীর্থে ত্রিশূলী; শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক; জললিঙ্গ তীর্থে কাল; করবীর তীর্থে কপালী; দীপ্তবক্রেশ্বর তীর্থে বেদ; নেপালে পশুপতি নাথ; শ্রীকারারোহণ তীর্থে কুটী; বেদীকা নদীতীরে উমাপতি; গঙ্গাসাগরে অম্ব; অমর কণ্টকে ওঙ্কার; শণ্ড গোদাবর তীর্থে ভীম; নকুলেশ্বর তীর্থে স্বয়ম্ভু; কর্ণিকার তীর্থে গণাধ্যক্ষ; কৈলাসে গণাধিপ; হেমকূট পর্ব্বতে বিরূপাক্ষ; গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভূর্ভুব; আকাশে সিদ্ধেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর। দেবীপু-৬৩। (৫১) খট্রাসুরকে বধ করিবার জন্য এবং নিজেও চরাচর লোকের হিত কামনা করিয়া মহেশ্বর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবীপু-১১০। গজন, রুদ্র, সামক ও সুষেণ দেখ। (৫২) একবার ক্রুদ্ধ রুদ্রের সন্তোষ বিধানের জন্য দেব ও অসুরগণ তাঁহার স্তব করেন। তাঁহাদের স্তবে রুদ্রের কোপশান্তি হইলে, তিনি বলিলেন "আমাকে কি করিতে হইবে।" দেবগণ বলিলেন "আমাদিগকে বেদ-শাস্ত্র বিজ্ঞান ও সরহস্য যজ্ঞ প্রদান কর।" তখন শিব বলিলেন "তোমরা সকলে মিলিয়া যদি পশু হও, তবে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি এবং তাহা হইলেই তোমাদের মোক্ষলাভ হইবে।" দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তদবধি শিব পশুপতি নামে খ্যাত হইলেন। বরা-৩৩। রুদ্র (১১) দেখ। (৫৩) সকলের আদি কারণ, অচিন্ত্যাত্মা, ক্রিয়াতীত পরমেশ্বর ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি করিতে সমুদ্যোগী হন। তিনিই বিষ্ণু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজা-পুঞ্জের রক্ষাবিধান করেন এবং সেই জগৎ পতিই আবার রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ

করিয়া, চরাচর জগৎ ধ্বংস করেন। তাঁহার ব্রহ্মরূপ রজগুণান্বিত, বিষ্ণু-রূপ সত্ত্বগুণান্বিত এবং রুদ্ররূপ তমোগুণের আশ্রয়। এই প্রকারে এই দেবতা ত্রয় পরস্পর হইতে বিযুক্ত না হইয়া, পরস্পরকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিরাজিত আছেন। মার্ক-৪৬। (৫৪) যে কল্পে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহার নাম মহাকল্প। প্রত্যেক মহাকল্পে বিভিন্ন শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। প্রথম হইতে অষ্টম কল্প পর্য্যন্ত সময়ে আবির্ভূত শিব লিঙ্গের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, কালাগ্নিরুদ্র, অমৃতেশ, অনাময়, কৃত্তিবাস, ভৈরব নাথ, সোমনাথ ও প্রাণনাথ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১৯৪) দেখ। (৫৫) উপরোক্ত আটটি ব্যতীত আরও কতিপয় শিবলিঙ্গ বিভিন্ন কল্পে আবির্ভূত হইবে। তাঁহাদের নাম—অগ্নীশ, কালরুদ্র, তারক, মৃত্যুঞ্জয়, ত্র্যম্বক, ভুবনেশ, ভূতনাথ, ঘোর, ব্রহ্মেশ, পৃথিবীশ, আদিনাথ, কল্পেশ্বর ও চন্দ্রনাথ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২। (৫৬) সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত চতুর্দ্দশ রত্নের মধ্যে চন্দ্র একটি ছিল। সদাশিব যখন সাগর-সম্ভূত কালকূট পান করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবগণ শম্ভুর বিষপানজনিত ক্লেশ লাঘবের জন্য ঐ চন্দ্ররত্ন তাঁহাকে প্রদান করেন। মহাদেব তদবধি তাহা ভূষণস্বরূপ ললাটে ধারণ করিয়া আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (৫৭) পূর্ব্বে মহাদেবের সাতটি বদন ছিল। তিনি তন্মধ্যে অজ নামক পঞ্চম বদন ব্রহ্মাকে এবং পিচু নামক ষষ্ঠ বদন বিষ্ণুকে প্রদান করেন, তদবধি মহেশ্বর পঞ্চানন হইয়া আছেন। অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধকালে অজ নামক শিববক্ত্র হইতে অজা নামে এক দেবী উৎপন্না হইয়া বহু দানব নিধন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৯। (৫৮) একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ তাহা লইয়া মহা কলহ উৎপত্তি হয় এবং মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন বিষ্ণু আসিয়া মহাদেবকে শান্ত করেন এবং ব্রহ্মাকে পুরাতন ইতিহাসাদি কীর্ত্তন করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, মহেশ্বর ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা নানারূপ স্তোক বাক্যে মহেশ্বরের প্রসন্নতা সম্পাদন করেন। ব্রহ্মার বাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া শঙ্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার পিতামহ নাম সার্থক করিবার জন্য শঙ্কর যেন ব্রহ্মারই সৃষ্ট জীবের অন্তর্ভূত হইয়া আবির্ভূত হন। মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা মেরুশিখরে গমনপূর্ব্বক বেদো-চ্চারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যা করিতে করিতে

তিনি যখন অথর্ব্ববেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনই তাঁহার মুখ হইতে রুদ্ররূপী ভীষণ রুদ্র আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধাংশ নারী ও অর্দ্ধাংশ নর। ঐ ভীষণ মূর্ত্তি রুদ্রকে ব্রহ্মা তাঁহার দেহ বিভাগ করিতে বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। অতঃপর রুদ্র নিজদেহ পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং পরে পুরুষ অংশকে আবার একাদশ ভাগে বিভাগ করিলেন। ঐ একাদশ অংশ একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত হইলেন। অতঃপর রুদ্রের ঐশী শক্তি শঙ্কর হইতে নিজ দেহ পৃথক করিয়া লইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। পিতামহ তাঁহাকে দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মাদেশে সেই দেবী দক্ষ-কন্যারূপে জন্মলাভ করিলে দক্ষ রুদ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তখন ব্রহ্মা সেই শূলপাণি সদাশিবকে সৃষ্টি বিস্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ব্রহ্মাকেই সৃষ্টি করিতে বলিলেন এবং নিজে সংহার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শিব সতীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। বহুকাল পরে দক্ষ একদিন শিবের আলয়ে গমন করেন। শিব শ্বশুর দক্ষকে যে ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে দক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি মনে অসন্তোষ পোষণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সতী একবার পিত্রালয়ে গমন করিলে দক্ষের পূর্ব্ব রোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সতীর সম্মুখে শিবের অশেষ নিন্দা করিলেন। সতী শিব নিন্দা শ্রবণে অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া মনে মনে মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। প্রাণ ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিলেন যে, শিবই যেন তাঁহার জন্মান্তরের পতি হন। এদিকে শিব, সতী প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন শুনিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষ-সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, দক্ষ ব্রহ্ম-জাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন হইবেন এবং নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন। কালক্রমে সতী হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হিমাচল তাঁহাকে শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এদিকে দক্ষ প্রজাপতি শিব-শাপে প্রচেতোবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শিব-শাপ প্রভাবে এক শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। লোকপ্রমুখাৎ দেবী শিবানী সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিবকে বলিলেন, "আমার পূর্ব্ব পিতা দক্ষ এক যজ্ঞ করিতেছেন।

তিনি পূর্ব্বে আপনার অশেষ নিন্দা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি নিরবধি অতিশয় মনোকষ্টে আছি। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে আপনি ঐ যজ্ঞ ধ্বংস করুন।" শিবানীর অনুরোধে শিব বীরভদ্র নামক এক ভীষণ রুদ্রকে উৎপাদন করিয়া, তাহাকে দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রেরণ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯। (৫৯) প্রজাপতি দক্ষের একশত পাঁচটি কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সতী জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ দেবর্ষি নারদের পরামর্শে শিবের সহিত সতীর বিবাহ দেন। চৈত্র মাসের পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে রবিবারে পরম পবিত্র হাটকেশ্বর তীর্থে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্কন্দ-নাগ-৭৭। (৬০) একবার দেবগণ মহাদেবকে দর্শন করিতে কৈলাসে গমন করেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হন এবং বলেন "আমি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিব, আপনারা বাদ্যদ্বারা আমার নৃত্যে সাহায্য করুন।" দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলে শিব আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশী তিথিতে নৃত্য আরম্ভ করেন। তাঁহার ঐ নৃত্য দর্শন করিবার জন্য বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রমুখ বহু ঋষি, তদ্ভিন্ন সিদ্ধ, যক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক, সাধ্য, বসুগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ছয়রাগও তাঁহাদের পত্নী ছত্রিশরাগিনী সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সকল রাগ ও রাগিনীদের নাম—শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, নটনারায়ণ ও নীল। তাঁহাদের পত্নী-দের নাম—গৌরী, কোলাহলী, ধীরা, দ্রাবিড়ী, মালকৌশিকা ও গান্ধারী এই ছয়জন শ্রীরাগের পত্নী। আন্দোলা, কৌশিকা, চরমমঞ্জরী, গণ্ডগিরী, দেব-শাখা ও রামগিরি, ইহাঁরা বসন্তরাগের ভার্য্যা। ত্রিগুণা, স্তম্ভতীর্থা, অহিরী, বৈরাটী ও সামবেরা, ইহারা পঞ্চমরাগের পত্নী। ভৈরবী, গুর্জ্জরী, ভাষা, বেলাগুলি, কর্ণাটকী, রক্তহংসা এই ছয়জন ভৈরবরাগের ভার্য্যা। বঙ্গালী, মধুরা, কামোদা, অভিসারিকা, দেব-গিরি ও দেবালী ইহারা মেঘরাগের পত্নী। ত্রোটকী, মোড়কা, নরাদ্রুম্বী, মল্লারী ও সিন্ধুমল্লারী, এই কয়জন নটনারায়ণের পত্নী। এই সকল রাগ ও রাগিনীগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তদ্ভিন্ন ঐ নৃত্যকালে ব্রহ্মা মৃদঙ্গ বাদন করেন; কেশব তাল প্রদান করিয়া-ছিলেন; বায়ু সুস্বরে বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। দেবরাজ বংশী বাজাইতে লাগিলেন; অগ্নি শূর্প; অশ্বিনীকুমারদ্বয় পণব; চন্দ্র ও সূর্য্য উপাঙ্গ এবং গণ-সমূহ ও মুনিগণ ঘণ্টাবাদন করিতে লাগি-লেন। গন্ধর্ব্বগণ ঐ নৃত্যকালে সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ সুবর্ণ শৃঙ্গ বাজাইতে ছিলেন। মহাদেবের নৃত্যকালে সর্পগণ তাঁহার মস্তকে মুকুট

স্বরূপ শোভা পাইতেছিল। তিনি মস্তকের জটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং সর্ব্বগাত্রে ভস্ম লেপন করিলেন। তাঁহার দশবাহুতে নানা অলঙ্কার শোভা পাইতে লাগিল। মহাদেব নৃত্য করিতে করিতে নিজের চৌরাশী হাজার হস্ত সৃজন করিলেন। তাঁহার ললাট নির্গত স্বেদ হইতে সূত, মাগধ, বন্দীগণ ও হৃদয় হইতে বিশ্বনায়ক গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইলেন। এইভাবে চারিমাসকাল নৃত্য চলিয়াছিল। শুভ কার্ত্তিক মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ঐ নৃত্য সমাপ্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-২৫৪। (৬১) একবার মহেশ্বর ব্রহ্মার কপাল লইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে থাকেন। কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া অবশেষে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হন। বিষ্ণু তাঁহাকে পরিহাস ছলে "এই আমি তোমাকে ভিক্ষা দিতেছি" বলিয়া তাঁহার কপালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিলেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর বিষ্ণুর সেই অঙ্গুলী ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন অঙ্গুলী হইতে রক্তস্রাব হইয়া মহাদেবের সেই কপাল পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং পরে পাত্রোচ্ছলিত রক্তধারা ভূতলে প্রবাহিত হইয়া শিপ্রা নামে মহানদীর সৃষ্টি হইল। স্কন্দ-আব-আব-৪৯। (৬২) কোনও সময়ে ক্ষুধার্ত্ত মহাদেব কপাল হস্তে ভিক্ষার্থ পাতালে ভোগবতী তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি গৃহে গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না। তখন ক্ষুধার্ত্ত ক্রুদ্ধ মহেশ্বর নাগলোকে রক্ষিত একবিংশতিটি কুণ্ডস্থিত সমুদয় অমৃত পান করিয়া ফেলিলেন। নাগগণ তাহা জানিতে পারিয়া ত্বরান্বিত হইয়া নাগরাজ বাসুকীকে সংবাদ প্রদান করিল। বাসুকী তখন বিষ্ণুর নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিলে, এক আকাশবাণী হইল—"হে নাগগণ, তোমরা ক্ষুধার্ত্ত দেবতাকে আহার প্রদান কর নাই, তাই তিনি অমৃতকুণ্ডস্থিত সকল অমৃত পান করিয়া ফেলিয়াছেন। তোমরা যদি তোমাদের অমৃত পুনর্ব্বার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইতে মহাকালবনে যাইয়া শিপ্রানদীতে অবগাহনপূর্ব্বক মহেশ্বরের আরাধনা কর। তাহাহইলে দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের সুধাভাণ্ড সকল পূর্ণ করিয়া দিবেন।" তখন নাগগণ ঐ দৈববাণী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাঁহাদের সুধাসমূহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল। স্কন্দ-আব-আব-৫১। (৬৩) সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত কালকূটের তেজে যখন দেবতা ও অসুরগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় মহাদেব ঐ সকল কালকূটকে কণ্ঠে ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবী শিবানী ভীত হইয়া শঙ্করের সন্নিধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ভূতনাথ

তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, গঙ্গাকে বলিলেন, "তুমি এই ভয়ঙ্কর বিষকে তরঙ্গ সঙ্গে সাগরে লইয়া যাও।" গঙ্গা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে শিব শিপ্রা-নদীকে অনুরোধ করিলেন। শিপ্রা শূলপাণির অনুরোধে ঐ বিষকে বহন করিয়া মহাকালবনে লইয়া গেলেন। স্কন্দ-আব-চতু-১৪। (৬৪) কোনও সময়ে শিব চরাচর জগতের কল্যাণ কামনায় ঋক্ষশৈলে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণীর অদৃশ্য হইয়া উমার সহিত সুদুশ্চর তপস্যা করেন। সেই তপস্যা-কালে রুদ্রের শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহাহইতে এক নদীর উৎপত্তি হয়। সেই নদীই নর্ম্মদা। সেই নর্ম্মদা নদী শিবের আত্মজা স্বরূপ এবং শিবের বরে তিনি গঙ্গার তুল্য পূজনীয়া। স্কন্দ-আব-চতু-৪। (৬৫) কল্পের অবসানে যখন সমুদয় জগৎ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন ভগবান্ হর নিখিল জগৎ উদরে ধারণ করিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ান ছিলেন। এই ভাবে তাহার সহস্রযুগ অতিবাহিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে রুদ্র-কন্যা নর্ম্মদা শঙ্করের পাদমূলে অবস্থান করিয়া, তাঁহার পাদ সংবাহনে রতা ছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশকে ঐ ভাবে নিদ্রিত দেখিয়া বেদচতুষ্টয়ের দ্বারা পরম ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ স্তব করিতে করিতে হঠাৎ বেদচতুষ্টয় প্রলয়পয়োধি জলে বিলীন হইয়া গেল। বেদ জলধিজলে নিমগ্ন হইলে পিতামহও অজ্ঞানান্ধকারে বিলীন হইলেন। তখন দেবদেবকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়া শঙ্কর নিদ্রোত্থিত হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী নর্ম্মদাকে বেদ লুপ্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নর্ম্মদা শূলপাণির প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, মহেশ যখন সুপ্ত ছিলেন, তখন মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বেদ পাঠনিরত ব্রহ্মার নিকট হইতে, বেদ-অপহরণপূর্ব্বক সাগর সলিলে লুক্কায়িত হইয়াছে। নর্ম্মদার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতনাথ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রে বিষ্ণু মীনরূপ ধারণপূর্ব্বক জলে নিমগ্ন হইয়া পাতাল হইতে বেদ আহরণপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। দেবদেব মহেশের একমূর্ত্তিই প্রয়োজন ভেদে ত্রি-গুণান্বিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রহ্মাদির ন্যায় গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতীও সেই রুদ্র হইতে সমুদ্ভূতা। গঙ্গা তাঁহার বৈষ্ণবী মূর্ত্তি, নর্ম্মদা শৈবীমূর্ত্তি এবং সরস্বতী তাঁহার ব্রাহ্মী মূর্ত্তি। স্কন্দ-আব-রেবা-৯। (৬৬) ব্রহ্মা পূর্ব্বে পঞ্চানন ছিলেন; তিনি একবার মিথ্যা কথা বলাতে

ব্রহ্মাকে কুপিত হইয়া চপেটাঘাতে তাঁহার একটি শির ছেদন করিয়া ফেলেন। কিন্তু ঐ শির তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া রহিল। ঐ ব্রহ্মশির হস্ত হইতে কিছুতেই স্খলিত হইতেছে না দেখিয়া, শিব পৃথিবীর সমুদয় তীর্থে ভ্রমণ করেন এবং পরিশেষে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় ব্রহ্মকপাল তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল বটে কিন্তু ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শিব উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর চতুষ্টয়ে এবং পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে পর্য্যটন করিলেন কিন্তু কোথাও ব্রহ্মহত্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি দক্ষিণতীরে সিদ্ধেশ্বর তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইলেন। স্কন্দ-আবরেবা-১৭৩। (৬৭) রাজা দিবোদাস যখন কাশীর অধীশ্বর হয়েন, তখন শিব মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া মন্দর পর্ব্বতে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। অন্যান্য দেবগণও তাঁহার অনুগমন করেন। কিন্তু অন্যান্য দেবগণ পরিবৃত থাকিয়াও, শিব মন্দরাচলে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, কাশীর বিরহ তাঁহাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিতে লাগিল। কোনওরূপে তিনি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। শরীরের সন্তাপ দূর করিবার জন্য তিনি অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন। কিন্তু শরীরদাহে তাহা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে শুষ্ক হইয়া গেল। স্কন্ধে তিনি অতি কোমল মৃণাল কঙ্কণের ন্যায় ধারণ করিলেন, তিনি তাহাতে তাঁহার খেদ আরও বর্দ্ধিত হইল এবং তিনি দুঃখিত চিত্তে বলিলেন—"এইগুলি ত মৃণাল নহে, এইগুলি সর্প।" আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার এই উক্তিতেই মৃণালগুলি সর্পে পরিণত হইল। পার্ব্বতী শিবের এই কাশীবিরহ-সন্তাপ দূর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, নিরন্তর তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা দিবোদাস কাশীতে অতি ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কাশীর অধিকারচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে না বুঝিয়া, অনেক চিন্তার পর শিব যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র কাশীধামে গমন করিয়া, সেই রাজা দিবোদাস যাহাতে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কাশী হইতে দূরীভূত হয়, সেই ব্যবস্থা কর।" যোগিনীগণ শিববাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া শিবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য আনন্দচিত্তে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। ঐ যোগিনীগণের চেষ্টায় রাজা দিবোদাস কাশী হইতে বিদূরীত হইলে, শিব পুনরায় কাশীতে যাইয়া বাস করিতে

লাগিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৪। (৬৮) কোনও সময়ে শিব কৈলাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন। শিব তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বিষ্ণুর গাত্র স্পর্শ করিয়া কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য দেবগণকেও যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন। শিবসকাশে এইরূপ সম্বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ দেবগণের মধ্যে দক্ষও ছিলেন। তিনি যেভাবে শিবকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন, তাহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "শিব সতীর পাণিগ্রহণ করিয়া অতিশয় গর্ব্বিত হইয়াছেন। ইনি কে, ইহার স্বজন কে, কোন্‌বংশে ইহার জন্ম হইয়াছে, ইঁহার গোত্র কি? ইহার প্রকৃতি ও আচরণও বা কি প্রকার, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিষ ইহার ভক্ষ্য এবং বাহন ত বৃষ। এব্যক্তি মহান্ অস্ত্রধারণ করিয়া থাকে, অতএব তপস্বী হইতে পারে না; ইহার যখন শ্মশানেই বাস, তখন সে গৃহস্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মচারীও নহে, কারণ বিবাহ করিয়াছে। বাণপ্রস্থ-আশ্রমীও নহে, কারণ ইহাকে সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য মদে গর্ব্বিত দেখিতে পাই। এজন ব্রাহ্মণও হইতে পারে না, কারণ বেদজ্ঞ নহে। যদিও সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি ক্ষত্রিয় নহে, কারণ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ক্ষত (বিপদ) হইতে ত্রাণ করা। এ ব্যক্তিত প্রলয় সৃষ্টি করে। ইহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে ইহাকে বৈশ্য বলিয়াও ত মনে হয় না। এ শূদ্র হইতে পারে না, কারণ ইহার গলে নাগ-যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে। এই সকল লক্ষণ হইতে ইহাকে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের অতীত বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি হইতে লোকের পরিচয় লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পক্ষে তাহাও সম্ভব নহে। ইহার অর্দ্ধনারী-মূর্ত্তি হইতে ইহাকে সর্ব্বতো ভাবে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না। আবার ইহার শ্মশ্রুবহুল মুখ দেখিয়া ইহাকে স্ত্রীলোক বলিয়াও মনে করা যায় না। ইনি ক্লীবও নহেন এবং বালক অথবা যুবাও নহেন, তাহা ইহার আকৃতিতেই পরিস্ফুট। ইহাকে বৃদ্ধও বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহার জরা বা মৃত্যু নাই। প্রলয়কালে এ ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবগণকে সংহার করিয়া থাকে, তাহাতেও ইহার পাপস্পর্শ হয় না। আবার এ যখন ক্রোধে ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিল, তখন ইহাকে পুণ্যবান্ বলিয়াও ত মনে হয় না। এ যখন সর্ব্বাঙ্গে অস্থির অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে এবং বিবস্ত্র অবস্থান

করে, তখন ইহার শুচিতাই বা কোথায়? ইহার চরিত্র ও ত আমি কিছুই বুঝিলাম না। আমি তাহার শ্বশুর, অথচ আমাকে দেখিয়া আসন হইতে উত্থানও করিল না।" শিব সম্বন্ধে মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দক্ষ স্থির করিলেন যে শিব যেমন তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রতিফল দিবেন। এই মনোভাব হইতেই দক্ষ যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৭। (৬৯) কোনও সময়ে ব্যাস, কাশীতে ভিক্ষোপজীবি ও শিবারাধনা তৎপর হইয়া বাস করিতেছিলেন। তখন একদিন মহাদেব ব্যাসকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন—"আজ যাহাতে ব্যাস কাশীতে কোথাও ভিক্ষা না পান, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিও।" শিববাক্যে পার্ব্বতী কাশীর প্রত্যেক গৃহস্থের ভবনে যাইয়া ব্যাসকে ভিক্ষা দিতে বারণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার ঐ নিষেধের ফলে ব্যাস সশিষ্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাইলেন না। তৎপরদিবসও সেইরূপ ভিক্ষা না পাওয়াতে ব্যাসের সন্দেহ হইল যে কেহ হয়ত তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে গৃহস্থগণকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ভিক্ষা না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ভিক্ষা না পাইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরন্তু পর্য্যটন করিয়া কাহারও গৃহে ধনধান্যের বিন্দুমাত্র অপ্রাচুর্য্য দেখিল না। ব্যাস তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে, "কাশীবাসীগণ যেহেতু ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে বিমুখ, সেই পাপে কাশীতে লব্ধবিদ্যা ধন ও মুক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গমন করিবে।" এইরূপে শাপ দিয়া ব্যাস ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত হইয়া, পুনরায় ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। এবারেও সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া কিছুই পাইলেন না। পরিশেষে সায়ংকালে ক্রোধে ভিক্ষাভাণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে স্ব-আবাসে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন পথিমধ্যে দেবী ভগবতী একজন সামান্য গৃহস্থ নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক এক ভবনের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ব্যাসকে তাঁহার গৃহে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দেবী বলিলেন যে তাঁহার স্বামী প্রত্যহ অন্ততঃ একটি অতিথিকে ভোজন না করাইয়া অন্ন গ্রহণ করেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিন তাঁহাদের কোনও অতিথির সাক্ষাৎলাভ হয় নাই। সে জন্য তাঁহার স্বামীরও সমস্ত দিন আহার হয় নাই। তজ্জন্য দেবী ব্যাসকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, ব্যাস যদি তাঁহাদের গৃহে

অতিথি হন, তবে তাঁহার স্বামী ও তিনি অতিথি সংকার করিয়া ধন্য হইবেন। ব্যাস দেবীর অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, দেবী যদি তাঁহার দশসহস্র শিষ্যেরও আহারের আয়োজন করিতে পারেন, তবেই তিনি তাঁহাদের গৃহে অন্নগ্রহণ করিবেন অন্যথা নহে। দেবী তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাসকে সমুদয় শিষ্যগণ সহ তাঁহাদের ভবনে অন্নগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্যাস ত্বরান্বিত হইয়া সমুদয় শিষ্যগণকে লইয়া আহারের জন্য সেই গৃহে সমবেত হইলেন। দেবীও তাঁহাদিগের সকলকে পরম পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। আহারান্তে সশিষ্য ব্যাস যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন দেবী তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তীর্থবাসীদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন। আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া এইখানে অবস্থান করিব।" তখন ব্যাস তাঁহাকে প্রথমে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। তখন ব্যাস বলিলেন যে, কর্কশবাক্যে লোকের মনোকষ্ট উৎপাদন না করা, পরের উন্নতিতে অসূয়া প্রকাশ না করা, বিবেচনার সহিত কার্য্যকরা এবং নিজ ভবনের মঙ্গল চিন্তা করা, ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম। তখন দেবী ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সকল ধর্ম্মের কোন্ কোন্‌টি আপনার মধ্যে আছে?" ব্যাস তাহার কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তখন শিব পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—"আমার মনে হয় এই সকল গুণ তোমাতেই আছে এবং তুমিই পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কাহারও মনোভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে, সে ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া অপরকে অভিসম্পাত প্রদান করে, তবে তজ্জন্য কে পাপ ভাগী হয়?" ব্যাস "উত্তর দিলেন যে, সেই পাপ বিবেচনাশূন্য শাপদাতারই হয়।" তখন শিব বলিলেন—"তুমি নিজের দুরদৃষ্টবশতঃ ভিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া নিরপরাধ কাশীবাসীদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছ। তজ্জন্য তুমি এস্থানে বাস করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া এক্ষণই এস্থান হইতে দূর হও।" শিব কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া, ব্যাস নিজমূর্খতা অনুভব করিয়া শিব ও পার্ব্বতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা বিধান দিলেন যে, প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মাত্র তিনি কাশীধামে প্রবেশ করিতে পারিবেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৬। (১০) পুরাকালে একবার ধর্ম্ম, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে দীর্ঘ কাল ধরিয়া মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে

বলিলেন। ধর্ম্ম বলিলেন যে, "তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে তিনি মহেশ্বরের বাহন হইয়া থাকিবেন। মহাদেব তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হওয়ায়, ধর্ম্ম বৃষরূপ ধারণ করিলেন। তদবধি শূলপানি সেই বৃষরূপ ধর্ম্মেই আরোহন করিয়া থাকেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩ ; (৭১) শিব একবার পার্ব্বতীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে মারণ, মোহন, বশীকরণ, আকর্ষণাদি কার্য্যক্ষম অথর্ব্ব বেদজ ও উপবেদজ মন্ত্রসমূহ শিক্ষা দেন। দেবী ঐ সকল মন্ত্র লাভ করিয়া শঙ্করের উপরেই প্রথম মোহন মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ মন্ত্র প্রভাবে ভূতনাথ চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার জটা, শূল, কপাল প্রভৃতি ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ভূত প্রেতাদি অনুচরগণ ভীত হইয়া যদৃচ্ছা পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ অচেতন অবস্থায় থাকিয়াই শঙ্কর নিজ অবস্থা অনুভব করিতে পারিলেন এবং নিজ শরীরজস্বেদ হইতে কতিপয় গণও পঞ্চকূট মন্ত্র-দেবতা উৎপাদন করিলেন। ঐ সকল গণ ও দেবতারা পার্ব্বতীর মন্ত্রের প্রতিষেধ স্বরূপ মন্ত্রাদি আবৃত্তি দ্বারা শঙ্করের চেতনা সম্পাদন করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (৭২) ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত হইতে দেখিয়া শিব ক্রোধান্বিত হইয়া খড়্গদ্বারা তাঁহার এক শির ছেদন করেন। ব্রহ্ম-শির ছিন্ন হওয়া মাত্র কপালরূপিণী ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আশ্রয় করে। শঙ্কর তখন সেই ব্রহ্মকপাল হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া, পরিশেষে বিষ্ণুর পরামর্শে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেই স্থানে ব্রহ্মকপাল তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তখন শিব তথায় থাকিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বদ-২। (৭৩) কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে মহেশ্বর স্বয়ং দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া জগতে তাহা প্রচলন করেন। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ পরে দ্যূত ক্রীড়া নিষেধ করিলেও, কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১০। (৭৪) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বাদানুবাদ হয়। ব্রহ্মা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন, কিন্তু বিষ্ণু বলেন যে, তাঁহাদের উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর এক জন আছেন. তিনি দেবদেব মহেশ্বর। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শিবের শরণাপন্ন হইতে বলেন। তাঁহাদের যখন এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন হঠাৎ শঙ্কর স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা তখন মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর ব্রহ্মার স্তবে

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে পুত্ররূপে পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। মহেশ্বর তাহাতেই সম্মত হইলে, মহেশ্বরের নীললোহিত রুদ্ররূপই পরে ব্রহ্মার পুত্রস্বরূপ উৎপন্ন হন। কূর্ম্ম-পূ-৯। ব্রহ্মা ও রুদ্র দেখ। (১৫) একবার ব্রহ্মা মহাদেবকে অবজ্ঞা করাতে মহাদেব তাঁহার একটি মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা মহাদেবকে আশ্রয় করে এবং ঐ ব্রহ্মশির তাঁহার হস্তে লগ্ন হইয়া থাকে। তখন মহাদেব সেই ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মকপালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে বিষ্ণুর সকাশে উপস্থিত হন। বিষ্ণুর দ্বারপাল বিষ্বক্সেন, তাঁহাকে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ায় মহাদেবের অনুচর কালবেগ তাহাকে নিহত করেন। পরে মহাদেব বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি শঙ্করের নিকট হইতে ঐ ব্রহ্মকপাল হস্তে লগ্ন হইবার কারণ অবগত হন এবং ব্রহ্মহত্যাকে আহ্বান করিয়া শূলপাণিকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। ব্রহ্মহত্যা শঙ্করকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়াতে, মহাদেব বিষ্ণুর পরামর্শে বারাণসীতে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে এবং ব্রহ্মকপালও তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। কূর্ম্ম-উত্ত-৩১। (১৬) ভগনামক জগদ্ধাত্রী, লিঙ্গরূপী মহাদেবের প্রকৃতিস্বরূপা। তাঁহাদের সম্মিলনে এক অর্দ্ধনারীনর উৎপন্ন হয়। ঐ অর্দ্ধনারীনর হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাদেব স্বীয় বামাঙ্গ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করেন। এই শ্রদ্ধাই মহাদেবের পুরাতন পত্নী। তিনিই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষকন্যা সতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৯৯। (১৭) জলন্ধর নামক এক দৈত্য বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে মহাদেবকে আক্রমণ করে। মহাদেব জলমধ্যে সুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়া জলন্ধরকে তাহা উত্তোলন করিতে বলিলেন। জলন্ধর তাহা উত্তোলন করিয়া স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিবামাত্র তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। লি-পূ-৯৭। (১৮) শিবের এক নাম শঙ্কর। সংসার বিরাগীদিগের মুক্তি শং নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বভূতের শং সম্পাদন করেন বলিয়া শঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। লি-পূ-৬। (১৯) সতীবিরহে কাতর হইয়া শিব উন্মত্তের ন্যায় নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনঙ্গও সুযোগ বুঝিয়া পূর্ব্ব বৈরির প্রতিশোধ লইবার জন্য, তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। শিব কন্দর্পেশরে আহত হইয়া শান্তি লাভের আশায়

বহু স্থানেই ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ হইল না। তিনি তাঁহার বিরহ-তপ্ত দেহ শীতল করিবার জন্য কালিন্দীর জলে অবতরণ করিলেন। তিনি জলমগ্ন হইবামাত্র কালিন্দীনদীর জল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। এইভাবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে শিব এক দেবদারু বনে (মতান্তরে দারুক বনে) প্রবেশ করিলেন। তথায় বহু মুনি ঋষিগণ তপস্যা করিতেন। মদনও তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। দেবদারু বনে অবস্থিত মুনিপত্নীগণের, মহাদেবকে ঐ ভাবে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। মুনিগণ তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে মহাদেবকে শাপ দিলেন। তাঁহাদের শাপে মহাদেব লিঙ্গহীন হন। বাম-৬। শিব-জ্ঞান-৪২; ধর্ম্ম-১০। স্কন্দ-নাগ-১। (৮০) মহাকাল বন, অবিমুক্তিকক্ষেত্র, একাম্রকানন, ভদ্রকালতীর্থ, করবীরবন, কোলাগিরি, কাশী, প্রয়াগ, অমরেশ্বর, ভরত, কেদার ও রুদ্রমহালয়, এই স্থানগুলি মহাদেবের অতি প্রিয়। স্কন্দ-আব-অব-১। (৮১) সতীর দেহত্যাগের পর শিব হিমালয়ের শিখরদেশে পরম দুষ্কর তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে তারকাসুরের নিধনের জন্য শিব-তেজে উৎপন্ন এক পুত্রের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, দেবগণ মদনকে শিবের তপোভঙ্গের জন্য, প্রেরণ করিলেন। হিমাচল-দুহিতা পার্ব্বতীও তখন শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য শিব-সকাশে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছিলেন। প্রথমে মদনের শরাঘাতে শিবের তপোভঙ্গ হইলে, শিব নেত্র উন্মীলন করিয়া প্রথমেই সম্মুখে পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং ঐরূপ প্রাকৃত জনের ন্যায় আচরণ করায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া পুনরায় দৃঢ়চিত্ত হইয়া, তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম চেষ্টা সম্যক সফল হইল না দেখিয়া, মদন পুনরায় তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। এবারে শঙ্করের ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং কে তাঁহাকে বার বার এইরূপে বিরক্ত করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য ক্রোধারক্ত-লোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মদনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিব সকল বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার ললাট-নেত্র হইতে জলন্ত অগ্নি নির্গত হইয়া, তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। শিব-জ্ঞান-১০, ১১। মদন ও রতি দেখ। (৮২)

শিবের ভজনা করিয়া লোক সমুদয় মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। তজ্জন্য দেবাদিদেবের এক নাম মৃত্যুঞ্জয়। শিব-জ্ঞান-১৪। (৮৩) পার্ব্বতী মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য সুদুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, নারদ-মুখে এই সংবাদ পাইয়া শিব এক জটিল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সমীপে গমন করিলেন। দেবী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যথাযোগ্য সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাদেব মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া পার্ব্বতীকে, তিনি কেন তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—পার্ব্বতী যদি মনোমত পতি লাভের বাসনায় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার তপস্যা অনাবশ্যক, কারণ রত্ন কখন গ্রহিতার কামনা করে না। শিবের কথা শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীর এক সখী বলিলেন যে, মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্যই দেবী এই তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শিব বলিলেন যে, সখীর কথাই বাস্তবিক সত্য কি না তাহা তিনি সতীর মুখহইতে শ্রবণ করিতে চাহেন। পার্ব্বতী অগত্যা সখীর বাক্যই পুনরুক্তি করিলেন। তখন শিব কপট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, পার্ব্বতীর ঐ সকল চেষ্টা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অকার্য্যকারী। পার্ব্বতীর রুচিরও তিনি প্রশংসা করিতে পারেন না। জটাজুটধারী শ্মশানবাসী শিব কখনই পার্ব্বতীর যোগ্য পতি হইতে পারেন না। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব নিজেই অশেষ রূপে শিবের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী শঙ্করের নিন্দা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধও হইলেন। অতঃপর তিনিও নানাভাবে শিবের গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তিনি অতিশয় বিরক্তিভরে যেমন সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য পাদোত্তোলন করিলেন, অমনই শিব স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবী স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও লজ্জিত হইয়া অবনত বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শিব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, দেবী যখন তাঁহাকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত কৈলাসে গমন করিতে তাঁহার আর কি আপত্তি থাকিতে পারে। তখন পার্ব্বতীর আদেশে তাঁহার সখী শিবকে বলিলেন যে, দেবী পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলে শিব যেন পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পিতা

হিমবানের নিকট উপস্থিত হন। তাহা হইলেই নগররাজ আনন্দিতচিত্তে তাঁহার সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিবেন। এই কথা বলিয়া সখীগণ সহ দেবী পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। তখন মহাদেব কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সপ্তর্ষিদিগের দ্বারা হিমাচলের নিকট তাঁহার মনোভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। শিব-জ্ঞান-১৩-১৬। (৮৪) মহাদেব যখন তারকাসুরকে বধ করিতে গমন করেন তখন বিশ্বকর্ম্মা শূলপাণির ব্যবহারের জন্য এক অত্যদ্ভুত সুবর্ণময় রথ নির্ম্মাণ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যথাক্রমে ঐ রথের দক্ষিণ ও বাম দিকের চক্র হইয়া ছিলেন। ঐ দক্ষিণ চক্র দ্বাদশ দল ও বাম চক্র ষোড়শ দল সমন্বিত এবং দ্বাদশ দল দ্বাদশ আদিত্যময় এবং ষোড়শ দল ষোড়শ কলাময় ছিল। বামচক্রে নক্ষত্র সকল তাহার ভূষণ স্বরূপ বিরাজিত ছিলেন এবং বাম ও দক্ষিণ ভাগে নক্ষত্র সকল হইতে কল্পিত ছয় ঋতু অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্তরীক্ষ ঐ রথের রথাগ্র, মন্দর পর্ব্বত রথনীড়, উদয় ও অস্ত গিরি রথধারক কূবর, সংবৎসর-বেগ, অয়নদ্বয় দুই লৌহধারক এবং চারি সমুদ্র ঐ রথের পরিবেশরূপী হইয়া ঐ রথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গঙ্গাদি নদীসকল সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা পরমা সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রথে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ব্রহ্মা সেই রথের সারথি হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মদৈবত প্রণব, প্রতোদ (চাবুক) হইয়া ব্রহ্মহস্তে বিরাজিত ছিলেন। নর্ম্মদা নদীর জনক মেকলাশৈল শস্ত্র-রূপে, মন্দর পার্শ্বদণ্ডরূপে, সুমেরু কার্ম্মুকরূপে, অনন্ত নাগ ঐ কার্ম্মুকের জ্যা-রূপে, শ্রুতিরূপিনী সরস্বতী চাপ-ঘণ্টিকা রূপে, মহাতেজা বিষ্ণু বাণ-রূপে, অগ্নি শল্যাস্ত্র রূপে, নিগম চতুষ্টয় অশ্বরূপে ও ধ্রুবাদি জ্যোতির্গণ সেই অশ্বগণের ভূষণরূপে বিরাজিত ছিলেন। শিব-জ্ঞান-২৪। (৮৫) বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয় জল নিমগ্না ধরিত্রীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ঐ মূর্ত্তিতে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া স্বেচ্ছায় ঐ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অথচ এদিকে পৃথিবী ঐ যজ্ঞবরাহ দেবের পীড়নে অতিশয় ক্ষিণ্ণা হইতে লাগিলেন। তখন দেবগণ সকলে সমবেত ভাবে, বরাহরূপধারী বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহাকে বরাহ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের অনুরোধে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া, মহাদেবকে বলিলেন—"আপনি শরভরূপ ধারণ করিয়া আমাকে বিনাশ করুন।" তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ

নিজ নিজ তেজ শিবদেহে সংক্রামিত করিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে মহাদেব ভয়ানক মূর্ত্তি শরভদেহ ধারণ করিলেন। সেই মূর্ত্তির উর্দ্ধ ও অধোদেশে আটটি চরণ। তাহা দুই লক্ষ যোজন উন্নত, দেড় লক্ষ যোজন বিস্তৃত। উর্দ্ধে এক লক্ষ যোজন এবং পার্শ্বে অর্দ্ধ লক্ষ যোজন। ঐ শরভ মূর্ত্তির মস্তক চন্দ্রস্পর্শী, নাসিকা অতি দীর্ঘ, নখর সমুদয় অতি তীক্ষ্ণ, পুচ্ছ সুদীর্ঘ, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পাদচতুষ্টয় বিরাজমান ও অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃত বদনে আটটি দন্ত ছিল। ঐ মহাভয়ঙ্কর শরভ মূর্ত্তিধারী মহাদেব সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তুমুল সংগ্রামে বরাহদেবকে নিধন করেন। কালিকা-৩০। (৮৬) যে দিন সমুদ্র মন্থনকার্য্য আরম্ভ হয়, সে দিন একাদশী তিথি ছিল। মন্থন আরম্ভ হইলে প্রথমেই বিষ উত্থিত হইল। দেবগণ তাহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলে, শিব তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক হরি স্মরণ করিয়া, সেই বিষ গলাধঃকরণ করিলেন। নারায়ণ ধ্যান করিয়া বিষ পান করিয়াছিলেন বলিয়া, সমুদয় বিষই তাঁহার জীর্ণ হইয়া গেল। পদ্ম-ব্রহ্ম-৯। (৮৭) কোনও সময়ে শিব অতি অপরূপ ভিক্ষুকবেশে দারুবনে ভিক্ষার্থ গমন করেন। তত্রস্থ ঋষিপত্নীগণ এই অদ্ভুত আকৃতি ভিক্ষুক দেখিয়া যথাসাধ্য উত্তম খাদ্যদ্রব্যসমূহ ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিলেন। পরে তাঁহারা শিবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি একাকী ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন কেন? শিব তখন সতীর দেহত্যাগের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষিপত্নীগণ শিবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, আরও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন। পরে শিব যখন কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন ঋষিপত্নীগণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ তাহা দেখিয়া শিবকে অভিশাপ দিলেন যে, তিনি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন। স্কন্দ-নাহে-কেদা-৬। (৮৮) কোনও সময়ে পার্ব্বতী স্নানার্থ গমন করিবার সময়ে, পঙ্কদ্বারা এক পরম সুন্দরাকৃতি বালক সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে দ্বার-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পার্ব্বতী তাহাকে বলিলেন যে, যে কেহ তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গৃহে প্রবেশ করিতে আসিবে, গণেশ যেন অবশ্যই তাঁহাকে নিবারণ করেন। পার্ব্বতী প্রস্থান করিবার কিয়ৎকাল পরে, শিব তথায় আগমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে গণেশ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। শিব গণেশকে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেও, গণেশ তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শিব অতিশয়

ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রমথগণকে বলিলেন, "তোমরা এই উদ্ধত বালককে সমুচিত শাস্তিপ্রদান কর।" শিবের আদেশে প্রমথগণ একযোগে গণেশকে আক্রমণ করিলেন। তখন গণেশের সহিত শিবানুচরদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং প্রমথগণ সকলে গণেশ-হস্তে পরাজিত হইয়া শিবের নিকটে সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন শিব ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, তিনি যেন যাইয়া গণেশকে সকল বিষয় বুঝাইয়া শান্ত করেন এবং শিবকে গৃহে প্রবেশ করিতে যেন আর বাধা না দেন। তাহা না হইলে গণেশের অশেষ বিপদ ঘটিবে। ব্রহ্মা শিবের আদেশে গণেশের নিকট উপস্থিত হইলে, গণেশ তাঁহাকে শিবানুচর বিবেচনায় তাঁহার শ্মশ্রু উৎপাটনপূর্ব্বক এক অর্গল লইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া বিষ্ণু ও শিব অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে লইয়া গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর শিব গণেশের মস্তক দেহহইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নারদ প্রমুখাৎ এই সংবাদ দেবী পার্ব্বতীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া, সহস্র সহস্র শক্তিগণকে সৃজনপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে জগৎ সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, দেবগণ বিশেষরূপে পার্ব্বতীর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করি-লেন। অতঃপর শিবাদেশে প্রমথগণ উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বক একটি একদন্ত বিশিষ্ট হস্তীর মস্তক ছেদন করিয়া, আনয়নপূর্ব্বক শিবতনয় গণেশের স্কন্দদেশে যোজিত করিয়া দিলে, গণেশ পুনরায় জীবন লাভ করিলেন। শিব-জ্ঞান-৩২-৩৪। (৮৯) সৃষ্টির আদিতে এক পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সেই পরমাত্মা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উদ্ভব হয়। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ তপস্যার উপ-যোগী স্থান অন্বেষণ করাতে নির্গুণ পরমাত্মা স্বীয় তেজোভূত পঞ্চক্রোশ ব্যাপী নগরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। তখন প্রকৃতি ও পুরুষ তথায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সেই তপস্যাকালে তাঁহাদিগের গাত্র-নির্গত স্বেদ হইতে জল-ধারা নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া নির্গুণ শিব সেই জলরাশি প্লাবিত পঞ্চক্রোশ-ব্যাপিনী কাশীকে নিজ ত্রিশূলাগ্রে স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রামগ্ন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে, তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া, শিবের আজ্ঞা-

ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিতে আরম্ভ করিলেন। (৯০) একবার শিবপার্ব্বতী একত্রে অক্ষক্রীড়ায় রত হন। পার্ব্বতী সেই দ্যূতক্রীড়ায় শিবকে পরাজয় করেন এবং ক্রীড়ার সর্ত্ত স্বরূপ শিবের সমুদয় ভূষণ ও পরিধান হরণ করিলেন। শঙ্কর তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতীকে বারংবার তাঁহার পরিধান বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। কিন্তু পার্ব্বতী পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি পণে ঐ সকল জয় করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন না। তখন মহেশ্বর ক্রোধে তাঁহার তৃতীয় নয়ন দ্বারা দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহাতে শিবানুচরগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, শঙ্কর বোধ হয় মদনের স্থায় দেবীকেও ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু দেবী মহেশ্বরের নেত্রপাতে বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না, বরঞ্চ পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি কাল, কামদেব, দক্ষের যজ্ঞ, অন্ধক কিংবা ত্রিপুরও নহি, যে আপনি নয়নাগ্নিদ্বারা আমাকে অতি সহজে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। এ বিষয়ে আপনার বিরূপাক্ষ নাম নিরর্থক।" দেবীর বাক্যে শঙ্কর অতিশয় দুঃখিত এবং বীতরাগ হইয়া কৈলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধবটী নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় তিনি পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, ধ্যানাসক্ত হইলেন। এদিকে শঙ্কর প্রস্থান করাতে পার্ব্বতীর সখীগণ তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন দেবী মনস্থ করিলেন যে, তিনি অবশ্য পুনরায় মহাদেবকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি এক শবরীরূপ ধারণপূর্ব্বক মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শূলপাণি ঐ মনোহর-বেশা শবরীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অমনই শবরীরূপধারী দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। মোহপ্রাপ্ত শঙ্কর তখন সেই শবরীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শবরীরূপী দেবী আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন শঙ্কর অতি কাতর-বচনে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন যে, তিনি এক সর্ব্বজ্ঞ, সকলার্থপ্রদ, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার, জগদীশ ও বরেণ্য পতির অনুসন্ধান করিতেছেন। তাহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন যে, তিনিই সেইরূপ যোগ্য পতি। দেবী যেন তাঁহাকেই বরণ করেন। প্রথমে দেবী নানারূপ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক শঙ্করের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু মহাদেব কাতর হইয়া দেবীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অনুনয় করিতে লাগি-

লেন। তখন দেবী বলিলেন, "আপনি যদি নিতান্তই আমাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে অভিলাষী হন, তবে আমার পিতার নিকট পাণি-প্রার্থনা করুন। শঙ্কর দেবীর পরামর্শ মত হিমাচলের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলেন। হিমাচল তাঁহাকে স্বভবনে উপস্থিত দেখিয়া, পরম ভক্তিভরে অভ্যর্থনাদি করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ তথায় আগমনপূর্ব্বক, স্ত্রীলোকের সঙ্গ যে পুরুষের কিরূপ ভয়ানক বিপদের হেতু তদ্বিষয়ে নানারূপ উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর আবার নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সকলে নানারূপে শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩৪, ৩৫। (২১) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথির সাত পুত্রের একজনের নাম ছিল শিব। মেধাতিথি দেখ। (২২) মনু-বংশীয় উরুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-১৩। মৎ-৪। কূর্ম্ম-পূ-২৪। উরু, আগ্নেয়ী, খ্যাতি ও স্বাতি দেখ। (২৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের সুধামা (স্বধামা—গরু), সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী এই পাঁচটী গণ ছিল। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। গরু-পূ-৮৭, ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তম দেখ। (২৪) প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বের এক পুত্রের নামও ছিল শিব। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ভাগ-৫স্ক-২০। অভয় ও ইধ্মজিহ্ব দেখ। (২৫) আহ্বনীয় অগ্নির একপঞ্চাশৎ জন সন্তানের অন্যতম শিব। দেবীপু-১২২। (২৬) একবার পুরন্দর শঙ্করকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি শিব ভবনের নিকটে এক অতি ভীষণ দর্শন পুরুষকে দেখিতে পান। ইন্দ্র সেই পুরুষকে শিবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও সেই পুরুষ ইন্দ্রের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। তখন দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রদ্বারা তাঁহাকে কঠোরভাবে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে তাঁহার কোনই অনিষ্ট হইল না, কেবল তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া গেল। পরন্তু পুরন্দরের বজ্রই ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সত্বর ভূমিতে পতিত হইয়া সেই পুরুষের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন এবং নিজেও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ভীষণাকৃতি পুরুষ (শিব স্বয়ং) নয়নাগ্নি প্রশমিত করিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলি-

লেন। বৃহস্পতি অভয় পাইয়া শিবকে বলিলেন—"আপনার ললাট নেত্রজ অগ্নি প্রশমিত করুন।" শিব বলিলেন যে, একেবারে প্রশমিত করিলে সেই ভালনেত্রাগ্নি পুনরায় তাঁহার লোচনে উপস্থিত হইতে পারিবে না। তজ্জন্য তিনি তাহা একেবারে প্রশমিত না করিয়া, যাহাতে ইন্দ্রের সেই অগ্নিদ্বারা কোনও অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাহা দূরে ত্যাগ করিবেন। এই কথা বলিয়া মহাদেব হস্তদ্বারা ললাটনেত্র-নির্গত অগ্নিকে ধারণ করিয়া দূরস্থিত লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই অগ্নি সাগরসঙ্গমের সিন্ধুগঙ্গা নদীতে পতিত হইল এবং পতিত হইয়াই বালরূপ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সাগর জলজাত হরনেত্রাগ্নি সম্ভূত বালকই জালন্ধর নামক দৈত্যরাজ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪। (৯৭) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-ভাগ-৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৯৮) একবার প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, শিবকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। শিব কিন্তু শ্বশুরকে দেখিয়াও নিজ আসন হইতে উত্থান করিলেন না। ভাবিলেন যে, দক্ষ সম্পর্কতঃ তাঁহার শ্বশুর হইলেও, তিনি দক্ষের গুরুস্থানীয় এবং শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে, গুরু শিষ্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিবে না। দক্ষ শিবের ঐ ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৮। (৯৯) পূরাকালে অজাপাল নামে এক পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অধিকারে কেহই পাপকার্য্য করিত না। তজ্জন্য নরক শূন্য হইবার উপক্রম হইলে, যম প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার পরামর্শে মহেশ্বর শার্দ্দূল-রূপ ধারণ পূর্ব্বক অজাপালকে বধ করিতে গমন করেন। প্রথমে শঙ্কর নরপতি অজাপালের সমস্ত অজাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। পরে নৃপতি অজাপালের সহিত শার্দ্দূলরূপী মহেশ্বরের যুদ্ধ হয়। দ্বন্দ্ব যুদ্ধকালে যেমনই মহাদেবের শরীর অজাপালের শরীরের সংস্পর্শে আসিল, অমনই শঙ্কর স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন। তখন অজাপাল শিবের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শিব তাঁহার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ-নাগ-৯৫। যম (৫১) দেখ। (১০০) দেব দেব মহেশ্বরই সমুদয় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১। (১০১) শিবনেত্রোৎপন্ন বহ্নির নাম কালাগ্নি। দেবীপু-১২২। (১০২) তন্ত্রোক্ত পঞ্চায়তনা দীক্ষায় পূজনীয় দেবতাদের অন্যতম

শিব। তন্ত্রঃ ১১৩ পৃঃ। শক্তি (৬) দেখ। (১০৩) তন্ত্রোক্ত ত্রিপুট যন্ত্রের ষট্ কোণে শিবাদি দেবগণের পূজা বিধেয়। তথায় শিব মৃগ-টঙ্ক-অভয়-বর-মুদ্রাধারী ও হেমবর্ণ বলিয়া কল্পিত হন। তন্ত্রঃ-১৭৭ পৃঃ। (১০৪) তন্ত্রোক্ত অষ্টতম রুদ্রের নাম শিব। তাঁহার নয়জন পীঠশক্তি উল্লিখিত আছে। ঐ পীঠ শক্তিদের নাম—বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরণী, বলবিকরিণী, বলপ্রমথনী, সর্ব্বভূতদমনী ও মনোন্মনী। তন্ত্রঃ ৩০৯ পৃঃ। (১০৫) তন্ত্রমতে সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তি ও অনন্ত শক্তি এই ছয়টি মহেশ্বরের অঙ্গ। তাঁহার পাঁচটি বদন। তাহাদের মধ্যে কোনটি মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কোনটি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শুভ্রবর্ণ এবং অপরটি জবার ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহাদের প্রত্যেক বদনে তিনটি করিয়া নেত্র। তাহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, দেহকান্তি কোটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, হস্তে শূল, টঙ্ক, খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা। (অন্যত্র আছে) চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনটি তাঁহার নেত্র। তিনি দুইটি পদ্মের মধ্যস্থলে সহাস্য বদনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি চারি হস্তে মুদ্রা, পাশ, মৃগ ও অক্ষমালা ধারণ করেন। তাঁহার মৌলিস্থিত চন্দ্র হইতে সুধা ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতেছে। তন্ত্র-৩১২, ৩১৬ পৃঃ। (১০৬) ব্রহ্মার যে মস্তক শিব ছেদন করেন, তাহা শিবের পৃষ্ঠে লগ্ন হয়। শিব নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলে, ঐ ব্রহ্মশির তাঁহার পৃষ্ঠচ্যুত হয়। শিব-জ্ঞান-৪৯। (১০৭) শিব সম্বন্ধে আরও অনেক বিবরণ নিম্নলিখিত নাম গুলির সংশ্রবে আছে—পর্ণাদ, ভূতগণ, ময়, ভদ্রকালী, বীরভদ্র, মৃত্যু, শঙ্খচূড়, বৃহৎশ্রবা, মোহিনীমায়া, মহাব্যাহৃতি, ইলা, সুদ্যুম্ন, ভৈরব ও রুদ্র। (১০৮) ব্রহ্মা শূলপাণি মহাদেবকে পিশাচ রাক্ষস, পশু, ভূত, যক্ষ ও বেতাল গণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। হরি-হরি-৪। মৎ-৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (১০৯) পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতি-বিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে দৈবাৎ কেহ কখনও কোন কুকর্ম্ম করিলে তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করা হইত। অসুরগণ প্রজাসমূহকে এইরূপ ধর্ম্মে অনুরক্ত দেখিয়া, তাহাদের ও ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কামক্রোধাদিরূপে প্রজাগণের শরীরে প্রবেশ করিল। তখন প্রজাগণের ধর্ম্মভাব বিদূরিত হইয়া তাহাদের শরীরে ধর্ম্মনাশন দর্পের প্রাদুর্ভাব হইল। তখন তাহারা অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইল এবং পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া, পরস্পরকে নিপীড়ন

করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাসমূদয়ের এই প্রকার স্বভাবের পরিবর্ত্তনে দেবগণ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি দেবগণের নিকট হইতে সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজ তেজপ্রভাবে মানবগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিকে বিনষ্ট করিয়া, পরিশেষে মহামোহকে নাশ করিলেন। মহামোহ নিপাতিত হইলে, প্রজাগণ পূর্ব্বের ন্যায় আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। মহাভা-শান্তি-২৯৮। (১১০) পুরাকালে শূলপাণি শম্ভু হইতেই সরস্বতী নদীর উদ্ভব হইয়াছিল। স্কন্দ-আব-রেবা-৪৪। (১১১) শিবের এক নাম মহাকাল। তিনি কল্পে কল্পে আপনার লীলায় চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের লয় করেন এবং তিনি সেই কালেরও লয়কারক বলিয়া মহাকাল বলিয়া কথিত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭। (১১২) জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে শঙ্কর ও তাঁহার অনুচরদিগের দ্বারা যে সকল দানব নিহত হইতে লাগিলেন, দানব-গুরু শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে মন্ত্রবলে পুনরায় জীবন দান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মহাদেব শুক্রাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য শূল উদ্যত করিলেন। শুক্রাচার্য্য তখন ভীত হইয়া শিবকে বলিলেন যে, তাঁহাকে বধ করিলে শিবের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে। তাহা শুনিয়া এবং পূর্ব্বে ব্রহ্ম-কপাল যে তাঁহার হস্তে লগ্ন হইয়াছিল, তাহা মনে হওয়াতে, শিব শুক্রাচার্য্যকে বধ করিবার বাসনা সংবরণ করিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্যকে কোনও প্রকারে দমন করিতে না পারিলে যে, জালন্ধর দৈত্যকে বধ করা সম্ভব হইবে না তাহা অনুভব করিয়া, তিনি নিজ তৃতীয় নয়ন হইতে এক কৃত্যাকে উৎপন্ন করিলেন। সেই ভীষণাকৃতি কৃত্যা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র শিব বলিলেন, "যাবৎ আমি জালন্ধর দৈত্যকে বিনাশ না করি, তাবৎ তুমি শুক্রাচার্য্যকে যোনিমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। পরে জালন্ধর নিহত হইলে, তুমি উহাকে মুক্ত করিয়া দিবে।" শঙ্করের আদেশে কৃত্যা বেগে ধাবন করিয়া, শুক্রাচার্য্যের কেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ভগ-মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া দৈত্যগণ ভীতহইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন জালন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ তেজের সহিত শঙ্করের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই শিবকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, মায়াবলে কৃত্রিম গৌরী ও জয়া সৃজন করিল। সেই মায়া-জয়া, জালন্ধরের আদেশে শিবসকাশে গমন-পূর্ব্বক কপট ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল যে, জালন্ধর দৈত্য কর্ত্তৃক গৌরী

অপহৃতা হইয়াছেন। শঙ্কর তৎশ্রবণে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক, জালন্ধরের নিকট গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। ইত্যবসরে জালন্ধর মায়া গৌরীকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, মায়া গৌরী শিবকে দেখিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিবও দৈত্য মায়ায় মোহিত হইয়া পার্ব্বতীর দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া জালন্ধর দৈত্য কপট সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক অম্বিকাকে, নিজ রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক বলিলেন—"হে রুদ্র, তুমি পার্ব্বতীকে গ্রহণ কর।" শিব তৎশ্রবণে যেমন হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক উমাকে গ্রহণ করিতে যাইবেন, অমনি শুম্ভাসুর পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। শিব তাহা দেখিয়া শুম্ভাসুরের উদ্দেশ্যে শূল নিক্ষেপ করিলে, শুম্ভাসুর (মায়া) গৌরীকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনিও শিব-নিক্ষিপ্ত শূলবিদ্ধ হইয়া শিবের সম্মুখেই পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শিব তখন গৌরীর শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি দৈত্যদিগকে শাপ দিলেন যে জন্মান্তরে ঐ গৌরীর হস্তেই তাহারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর শিব পার্ব্বতীকে স্মরণ করিয়া নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা শিবকে মায়াগৌরীর শোকে ঐরূপ আকুল দেখিয়া, অদৃশ্যভাবে শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, শিব এযাবৎ যাহা কিছু দেখিলেন, এ সমস্তই জালন্ধর রচিত মায়া মাত্র। প্রকৃত গৌরী নিরাপদে কৈলাসে রহিয়াছেন। শিব যেন নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া জালন্ধরকে বধ করেন। ব্রহ্মার বাক্যে শিবের জ্ঞানলাভ হইল এবং সমস্তই জালন্ধরের ছলনা বুঝিতে পারিয়া মহাক্রোধে বৃষারোহণপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তখন জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহেশ্বরের পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধকালে মায়াবী জালন্ধর পুনরায় শিব ও তাঁহার অনুচরদিগকে গীতবাদ্যরবে মোহিত করিয়া ফেলিল। দানবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শিবকে যুদ্ধ হইতে বিরত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। তাহাতে শিব পুনরায় নিজ প্রভাবে দানবী মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়-কর ভীষণ রৌদ্রজ্বালাময় রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দানবগণ দিগ্বিদিগে পলায়ন করিতে লাগিল। জালন্ধর তাহা দেখিয়া শিবকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি যোগবল ত্যাগ

শিবস্কন্দ—যজ্ঞশ্রী ও শিবশ্রী দেখ।

শিবস্বাতি—মগধের অন্ধ্র-বংশীয় স্বাতিকর্ণ চকোরের পর শিবস্বাতি আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজা গৌতমীপুত্র একুশ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৎ-২৭৩। চকোর, চকোরশাতকর্ণী, গৌতমীপুত্র ও বটক দেখ।

শিবস্বামী—অন্ধ্রবংশীয় শাতকর্ণীর পুত্র। তিনি আটাশ বৎসর রাজত্ব করার পর, গৌতমীপুত্র একুশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে শাতকর্ণীবংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রী উনিশ বৎসর প্রজাপালন করেন। বায়ু-৯৯। শিবস্কন্ধ দেখ।

শিবা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনলের পত্নী। তাঁহার গর্ভে অবিজ্ঞাতগতি ও মনোজব নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৫। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পত্নী শিবা। সৌর-২৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। হরি-হরি-৩। বিষ্ণু-১ম-১৫। গরুড়-পূ-৬। ব্রহ্মপু-৩। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) ঈশান নামক অন্যতম রুদ্রের পত্নীর নাম শিবা। কূর্ম্ম-পূ-১০। ব্রহ্মা-২৮। বায়ু-২৯। রুদ্র দেখ। (৪) খসার গর্ভজাত অন্যতমা রাক্ষসী। বায়ু-৬৯। আলম্বা দেখ। (৫) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৬) অঙ্গিরার পত্নীর নাম শিবা। স্বাহা দেখ। (৭) শিবপ্রিয়া পার্ব্বতীর বা সতীর এক নাম। বিভিন্ন পুরাণ। (৮) গঙ্গার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৯) শিব-প্রিয়া শিবা শিবের মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। দেবীপু-১৭। (১০) শিব শব্দের অর্থ মুক্তি। দেবী পরমেশ্বরীকে সকলে শিবফলের জন্য আরাধনা করিয়া থাকে। তাই তাঁহার নাম শিবা। দেবীপু-৩৭। (১১) দেবী আদ্যাশক্তি মর্ত্ত্যভূমিতে জলন্ধর তীর্থে মহাদেবপীঠ নামক স্থানে শিবা নামে পূজিতা হন। দেবীপু-৪২। যশা দেখ। (১২) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা শক্তি। তন্ত্রসার-৫৯৪ পৃঃ। শক্তি দেখ। (১৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবাখ্য—মহাদেবের অন্যতম গণ। সৌর-৩৫।

শিবাখ্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবাত্মা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবানন্দা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী রাধিকাদেবী শিবকুণ্ড তীর্থে শিবানন্দা নামে পরিচিতা। পদ্ম-পাতা-৪৬। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবানী—দেবী আদ্যাশক্তি যখন কালিকারূপে শুম্ভ দানবকে বধ করিতে যান, তখন বিভিন্ন দেবগণের শক্তিগণও তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া-

ছিলেন। শিব-শক্তি শিবানী ভুজযুগলে ভুজঙ্গ-বলয়, ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র ও হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া বৃষভ-বাহনে দেবীর সাহায্যার্থ গমন করেন। দেবীভা-৫স্ক-২৮। ব্রহ্মাণী দেখ।

শিবারব—দানবরাজ দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

শিবারবা—(১) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (২) দেবী মাহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

শিবি—(১) দানবপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। প্রহ্লাদ দেখ। (২) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অনুহ্লাদের অন্যতম পুত্র শিবি। হরি-হরি-৩। অনুহ্লাদ দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্রাদ। হ্রাদের পুত্র শিবি। শিব-ধর্ম-৫৪। (৪) হিরন্যকশিপুর তনয় সংহ্লাদের অন্যতম পুত্র শিবি। গরু-পূ-৬। বিষ্ণু-১ম-২১। (৫) হ্রদের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৯। আয়ুষ্মান দেখ। (৬) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের অন্যতম পুত্র। শিবির মাতার নাম দৃষদ্বতী। শিবির চারি পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম বৃষদর্ভ, সুবীর, কেকয় (কৈকেয়) ও মদ্রপ (মদ্রক)। শিবির পুত্রেরা শিবিগণ নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩১। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। ভাগ-৯স্ক-২৩। ব্রহ্মপু-১৩। (৭) উশীনর শিবি একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূপতিগণকে পরাজয় করেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নিজ সমুদয় গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৮) পরশুরামের অত্যাচারে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্যা হইলে, রাজর্ষি শিবির পুত্র অরণ্যে গো সমুদয়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার নাম হয় গোপতি। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৯) শিবিরাজের কন্যা শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। দেবীভা-৭স্ক-১৪। (১০) ব্রহ্ম-দত্ত অধর্ম্মনিবারক অসি পরম্পরায় যাদবগণের অধিকারে আইসে। যাদবগণ তাহা শিবিরাজাকে প্রদান করেন, এবং শিবিরাজার নিকট হইতে প্রতর্দ্দন তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। মনু ও যুধিষ্ঠির দেখ। (১১) রাজর্ষি শিবি একবার রাজ-সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন এক কপোত শ্যেন ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ঐ শ্যেনও কপোতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আহারের জন্য কপোতটিকে প্রার্থনা করে। শিবি রাজা শরণাগতকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। (এই উপলক্ষে যে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে তাহা মহাভারতের অপর একস্থলে শিবির পিতা উশী-

নর রাজার সম্বন্ধে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তজ্জন্য উশীনর নাম দ্রষ্টব্য)। মহাভা-অনুশা-৩২। (১২) শিবি নরপতি কার্ত্তিক মাসে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রন্তিদেব দেখ। (১৩) চাক্ষুর মনুর পত্নী নড্বলার গর্ভে শিবি প্রভৃতি দ্বাদশজন সন্তান জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩। নড্বলা ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (১৪) উশীনর-তনয় রাজর্ষি শিবির চারি পুত্রের নাম পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক। মৎ-৪৮। (১৫) শিবির পুত্রদের নাম—পৃথুদর্ভ, বীরক কৈকেয় ও ভদ্রক। অগ্নি-২৭৭। (১৬) বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫। কৃতলক্ষণ, অনমিত্র ও বৃষ্ণি দেখ। (১৭) ভরত-বংশীয় গর্গের পুত্র শিবি। শিবি-তনয়গণ ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহারা শৈব্য ও গার্গ্য এই দুই নামে পরিচিত। মৎ-৪৯। ভুবমন্যু দেখ। (১৮) তামস মনুর অধিকারকালে শিবি নরপতি একশত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। বিষ্ণু-৩অং-১। গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-৫০। ব্রহ্মা-৩৭। ভীমরথ দেখ। (১৯) উশীনর-তনয় শিবি এক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে তিনি অহর্নিশ কলসের মুখে সলিল-ধারা প্রদান পূর্ব্বক অগ্নির তৃপ্তি সাধন করেন। স্কন্দ-নাগ-৯০। (২০) উশীনর-তনয় শিবি রাজা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত নিজ ঔরসপুত্র এবং স্বীয় অঙ্গ পর্য্যন্ত ছেদন পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২। (২১) হিরণ্যকশিপু দানবের অন্যতম পুত্র শিবি। মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা-৩৪। (২২) শিবি নামক দিতি-পুত্র দ্বাপরে দ্রুম নামক নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭। (২৩) উশীনর-পুত্র শিবি যত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তৎসমুদয় দেবলোকে সমর্পণ করেন। তিনি সমুদয় রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা প্রভৃতি বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। মহাভা-আদি-৯৩। (২৪) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। বৈবস্বত মনু দেখ। (২৫) তামস মন্বন্তরে শিবি নামে যে ইন্দ্র ছিলেন, তিনি সকল বস্তুই অনিত্য ইহা উপলব্ধি করিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং কালক্রমে শিবের গাণপত্য লাভ করেন। সৌর-২২। (২৬) মহর্ষি শিবি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৭৯।

শিবোত্তম—তন্ত্রোক্ত অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

শিবোদরা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিরিম্বিঠ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অলক্ষ্মী সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্—১০- ১৫৫।

শিরীষ—অত্রীবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বীজবাপি দেখ।

শিল—অন্যতম দানব। দনু দেখ।

শিলক—চিকিতায়ন দেখ।

শিলবৃত্তি—জনৈক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ। তিনি সিদ্ধ নামক মহর্ষিকে গঙ্গা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-২৬।

শিলাদ—(১) একজন ধর্ম্মাত্মা ঋষি। একদিন তিনি শিবলোক হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে তাঁহার পিতৃগণকে নরকে লম্বমান অবস্থায় দেখিতে পান। তাঁহারা শিলাদকে বলিলেন যে, তিনি দার-পরিগ্রহ না করাতেই তাঁহাদের ঐরূপ দুর্গতি হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা শিলাদকে পুত্র লাভের জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে বলিলেন। পিতৃগণের কথা শুনিয়া মহর্ষি শিলাদ শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি শিব-তুল্য অমর অযোনিজ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব শিলাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া চলিয়া গেলে, মহর্ষি শিলাদ এক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গলমার্গে এক পরম তেজস্বী কুমারকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হন। প্রথমে শিলাদ সেই শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। পরে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি সেই শিশুকে গ্রহণ করিলেন। সেই কুমার তাঁহার আনন্দকর হওয়াতে তিনি তাহার নাম রাখিলেন নন্দী। সেই বালকের সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মিত্রাবরুণ নামক তপস্বীদ্বয় শিলাদের আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁহারা শিলাদের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, শিলাদ-তনয় নন্দী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল ও ধর্ম্মাত্মা হইলেও অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মহর্ষি শিলাদ তৎশ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। নন্দী নিজ পিতার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া মরণের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার বাসনায়, মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া গেলেন এবং অতি উগ্র তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে বর পাইয়া জরা ও মৃত্যু রহিত হইলেন। শিব-সনৎ-৪৫-৬৭। কূর্ম্ম-পূ-৪১। শিব-ধর্ম্ম-১০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। সৌর-৩৫। শৈলাদি দেখ।

শিলাদজ—(১) মহাদেবের জনৈক গণ। জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে, জালন্ধর অনুচর শুম্ভের

সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৭। (২) শিলাদ মুনির পুত্র বলিয়া শিবানুচর নন্দীর নামও শিলাদজ ছিল।

শিলাবাক্—জনৈক মহর্ষি। তিনি মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৩।

শিলাযূপ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

শিলার্দ্দনী—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বীজবাপী দেখ।

শিলাসংহনন—খসার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

শিলাস্থলী—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

শিলী—(১) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

শিলীমুখ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ।

শিশকপ্রবারী—মগধের কৈলকিল যবন রাজগণের অন্যতম। ধর্ম্ম (২০) দেখ।

শিশি—যদুবংশীয় সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

শিশির—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের পুত্র। ধর, প্রাণ, কল্যাণিনী ও মনোহরা দেখ। (২) প্রিয়ব্রতের তনয় মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। মেধাতিথি দেখ। (৩) সংহিতাকার বেদমিত্রের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৬। শালীয় দেখ।

শিশিরায়ণ—ত্রিগর্ত্তরাজের পুরোহিত। হরি-হরি-৩৫। গার্গ্য দেখ।

শিশিরায়ণি—নরপতি বিশেষ। তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা ছিলেন। ব্রহ্মপু-১৪।

শিশিরায়নী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবীর নামান্তর। বায়ু-৯৬।

শিশু—(১) বলরামের অন্যতম পুত্র। বলদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ। (৩) কৌশিক নামক এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের শিষ্য। তিনি বিষ্ণুভক্তি ফলে মরণান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। লি-উত্ত-১। কৌশিক (১০) দেখ। (৪) মহর্ষি শিশু ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।১১২। (৫) যুবতী দেখ।

শিশুক—(১) মগধের অন্ধ্রবংশীয় প্রথম নরপতি। তিনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে শ্রীমল্লকর্ণী রাজা হয়েন। মৎ-২৭২। সিন্ধুক দেখ। (২) মগধরাজ বিন্ধ্যশক্তির বংশে দৌহিত্র, শিশুক ও প্রবীর

নামে তিনজন রাজা জন্মেন। তাঁহারা মহারাজ নন্দীযশার পরে রাজত্ব করেন। রাজা শিশুক পুরিকানগরীতে রাজত্ব করিতেন। বায়ু-৯৯। বিন্ধ্য-শক্তি, বরাঙ্গ ও নন্দীযশা দেখ।

শিশুম্নী—যোগিনীগণ দেখ।

শিশুনন্দী—একাদশজন মৌলরাজা তিনশত বৎসর রাজ্যভোগ করিবার পর, মগধের কিলকিলা নগরীতে ভূত-নন্দ রাজা হন। তৎপরে বঙ্কিরি এবং বঙ্কিরির পরে তাঁহার ভ্রাতা শিশুনন্দী রাজ্য ভোগ করেন। শিশুনন্দীর পর তৎপুত্র প্রবীরক রাজা হন। ইঁহারা সকলে সর্ব্বসমেত একশত বর্ষ রাজত্ব করেন। এই ভূতনন্দ প্রভৃতি রাজ-গণের ত্রয়োদশজন পুত্র জন্মে। এই পুত্রগণ সকলে বাহ্লীক নামে খ্যাত ছিলেন। তৎপরে পুষ্পমিত্র রাজা হন। ভাগ-১২স্ক-১।

শিশুনাক, শিশুনাগ—(১) মগধের বীতিহোত্র বংশীয় শিশুনাক চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ ছাব্বিশ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিশু-নাক হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত দ্বাদশজন রাজা সর্ব্বসমেত তিনশত পঁয়ষট্টি বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। তৎপরে কলি-নৃপতিগণ রাজ্যাধিকারী হন। মৎ-২৭২। (২) মগধের বীতিহোত্র-বংশীয় শেষ নরপতি পরিবর্দ্ধন। তাহার পর শিশুনাক নামক রাজা চল্লিশ বৎসর গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র শকবর্ণ ছাব্বিশ বৎসর বারাণসীতে রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। নন্দিবর্দ্ধন ক্ষেমবর্ম্মা ও ক্ষেমধর্ম্মা দেখ। (৩) প্রদ্যোৎ বংশীয় পাঁচজন নরপতি একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করি-বার পর নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ মগধের রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ-১২স্ক-১। প্রদ্যোত দেখ।

শিশুপায়ন—জনৈক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

শিশুপাল—(১) দিতি-পুত্র হিরণ্য-কশিপু দ্বাপরে চেদিরাজ শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) শিশুপালের পিতার নাম দমঘোষ ও মাতা যাদবী। জন্মকালে তিনি ত্র্যম্বক ও চতুর্ভুজ ছিলেন এবং জন্ম-গ্রহণ করিয়াই গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার জনক, জননী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। তখন সহসা তাঁহার নিম্ন লিখিতরূপ দৈববাণী শ্রবণ করেন, "হে দমঘোষ, তোমার এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। অস্ত্রা-ঘাত ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে ইহার মৃত্যু হইবে না, এবং যিনি ইহাকে

বধ করিবেন তিনি অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শিশুপালের মাতা দৈববাণীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কে তাঁহার পুত্রের হন্তা হইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল যে যাঁহার অঙ্কে স্থাপিত হইলে শিশুপালের পঞ্চশীর্ষ, ভুজঙ্গ প্রতিম অধিক ভুজদ্বয় ভূমিতলে সঞ্চালিত হইবে এবং যাঁহাকে অবলোকন করিয়া ঐ শিশুর ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র তিরোহিত হইবে, তিনিই তাঁহার প্রাণহারক হইবেন। এদিকে দমঘোষের ঐ অদ্ভুত সন্তানকে দর্শন করিবার জন্য নানা স্থান হইতে জন-গণ আগমন করিতে লাগিলেন। দমঘোষ আগত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রোড়েই শিশুকে স্থাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈববাণী অনুযায়ী কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও পিতৃস্বসা-তনয় শিশুপালকে দর্শন করিবার জন্য দমঘোষের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। যাদবী ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়কে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সন্তানকে প্রফুল্লমনে বাসুদেবের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। শিশুপাল দামোদরের অঙ্কে স্থাপিত হইবামাত্র দৈববাণী অনুযায়ী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তদ্দর্শনে যাদবী, বাসুদেব হইতেই যে তাঁহার পুত্রের জীবন নাশ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত ও কাতর হইলেন এবং পুত্রের প্রাণবধ না করিবার জন্য বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পিতৃস্বসার কাতর অনুরোধে বিচলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মহাভা-সভা-৪২। (৩) শিশুপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনাদির সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহার প্রাণনাশ হইবে তাহা জানিয়া, তাঁহার প্রতি অতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে, শিশুপাল দ্বারকাপুরী দগ্ধ করেন। বসুদেব যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন শিশুপাল যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন। তিনি সৌবির দেশ-গামিনী বভ্রু-পত্নীকে এবং বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে হরণ করেন। তিনি ভীষ্মক-তনয়া রুক্মিণীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করাতে বাসুদেবের উপর তাঁহার ক্রোধ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় ভীষ্মের পরামর্শে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। রাজা শিশুপালের নিকট ইহা অতিশয় অসমীচীন বোধ হয়। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণকে কটূক্তি করেন। তাঁহার

অতিশয় অপমান জনক বাক্যে ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়া, এবং তাঁহার ক্ষমনীয় অপ-রাধের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজসভামধ্যেই চক্রা-ঘাতে শিশুপালের শিরশ্ছেদ করেন। মহাভা-সভা-৩৫-৪৪। ভাগ-১০স্ক-৭৪। (৪) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতশ্রবা শিশুপালের জননী ছিলেন। হরি-হরি-৩৪, ১১৬। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গরু-পূ-১৪৩। দমঘোষ, হিরণ্যকশিপু ও জয় দেখ। (৫) পৃথিবীর অধঃভাগের তৃতীয় তলে শিশু-পাল, অময়, তারাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণ বাস করিতেন। দেবীপু-৮২।

শিশুবক্ত্রা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

শিশুমাতা—আয়া ও স্কন্দ দেখ।

শিশুমার—(১) গ্রহ বিশেষ। আকাশে ঐ নামায় জলজন্তু বিশেষের আকৃতির ন্যায় তারা পুঞ্জময় বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছদেশে ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত। এই শিশুমারকে নিশাভাগে দর্শন করিলে দিবাকৃত সমু-দয় পাপ বিনষ্ট হয় এবং দর্শকও, এই শিশুমার তারাপুঞ্জে যতগুলি নক্ষত্র দৃষ্ট হয়; ততসংখ্যক বর্ষকাল পুণ্যলোকে বাস করেন। উত্তানপাদ নরপতি এই শিশুমারের উত্তর হনুস্বরূপ এবং যজ্ঞ তাঁহার নিম্নহনু। ধর্ম্ম তাঁহার মস্তক স্বরূপ। নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পূর্ব্ব-পাদদ্বয়ে, এবং বরুণ ও সূর্য্য তাঁহার পশ্চিম পাদদ্বয়ে অবস্থান করেন। সংবৎসর তাঁহার শিশ্ন এবং মিত্র তাঁহার অপান-স্থান স্বরূপ। অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র ও ধ্রুব তাঁহার পুচ্ছদেশে অবস্থিত আছেন। বিষ্ণু-২য়-৯, ১২। ব্রহ্মপু-২৪। (২) শিশুমারের কন্যা ভ্রমি ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১০। (৩) দোষ নামক বসুর পুত্র শিশুমার হরির অংশজাত ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। দোষ ও শর্ব্বরী দেখ।

শিশুমারমুখী—দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শিশুরোমা—নাগরাজ তক্ষকের বংশ-জাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

শিষ্ট—ধ্রুবের পুত্র। ধন্যা দেখ।

শিষ্টি—(১) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। ধ্রুব দেখ। (২) শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপুঞ্জয় রিপু, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৩। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৩) শিষ্টির পুত্র প্রাচানবর্হি। গরু-পূ-৬। ছায়া ও ধ্রুব দেখ।

শীঘ্র, শীঘ্রগ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অগ্নিবর্ণের পুত্র। শীঘ্রের তনয় মরু। কল্কি-৩য়-৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। হরি-হরি-

১৫। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) শীঘ্রের পুত্র মনু। বায়ু-৮৮। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (৩) অগ্নিবর্ণের তনয় পদ্মবর্ণ। তাঁহার পুত্র শীঘ্র। শীঘ্রের আত্মজ মরু। গরু-পূ-১৪২। (৪) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৫) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

শীঘ্রগ—(১) পর্য্যুষিত দেখ। (২) শীঘ্র দেখ।

শীতগু—যদুবংশীয় উশনার পুত্র। তাঁহার তনয় রুক্মকবচ। গরু-পূ-১৪৩।

শীতবৃত্ত—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈরুব দেখ।

শীতলা—মর্কটেশ্বর তীর্থে শীতলা-দেবী অবস্থান করেন। শিশুদিগের বিস্ফোট নিরাময়ের জন্য ঐ স্থানে মস্থর কুট্টন করিতে হয়। স্কন্দ-আব-অব-১২। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৫।

শীতা—স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে, শীতা (নদী) তাঁহার সাহায্যার্থ সহস্রবাহু নাম্নী অনুচরীকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

শীরধ্বজ—সীরধ্বজ দেখ।

শীল—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৯।

শীলমণ্ডনা, শীলমণ্ডলা—মদ্ররাজের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শীলমণ্ডিতা—বৈষ্ণবী দেখ।

শীলমতী—ঘোর নামক দৈত্যরাজের মহিষী। দেবীপু-১৩।

শীহোরী—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-দিগের ভয় নিবারণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় কতিপয় মহাশক্তিকে স্থাপন করেন। শীহোরী তাঁহাদের অন্যতমা। এই সকল শক্তিগণ ব্রাহ্মণদিগের গোত্র-দেবী স্বরূপা ছিলেন। শীহোরী ও যক্ষিণী দেবীদ্বয় বৎস ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৬, ৩৯। সিংহোরী, ভট্টারিকী ও শান্তা দেখ।

শুক—(১) অন্যতম গন্ধর্ব্বপতি। বভ্রু দেখ। (২) রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতম অমাত্য। রাবণ শুক ও সারণ নামক অমাত্যদ্বয়কে গোপনে রামের সেনাবাহিনীর সংবাদ লইবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে রামশিবিরে গমন করিলে, অঙ্গদকর্ত্তৃক ধৃত হন। পরে, দূত অবধ্য এই বিবে-চনায়, রাম তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে আদেশ দেন। রামাদেশে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাবণ (১৪৯৫ পৃঃ) দেখ। (৩) শুক ও সারণ নামক মন্ত্রীদ্বয় রাবণের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া-ছিলেন। রামা-উত্ত-১৪, ১৮, ১৯, ২৪, ৩২, ৩৬, ৩৭। (৪) "অগ্নি, বায়ু, ভূমি ও আকাশের ন্যায় পবিত্র ও বীর্য্যশালী এক পুত্র উৎপন্ন হউক"

মনে মনে এই সংকল্প করিয়া ব্যাসদেব সুমেরু পর্ব্বতে যাইয়া ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি তথায় অনাহারে থাকিয়া শতবর্ষকাল মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইলে মহেশ্বর ব্যাসদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন "আমার বরে তোমার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ন্যায় তেজোময় পরমজ্ঞানী, কীর্ত্তিমান, সত্যবিক্রমশালী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" মহাদেবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেব নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ক্লান্তদেহে অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য অরণী মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে অপ্সরা ঘৃতাচী আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিত হইল। তিনি নিজের চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য প্রবলবেগে অরণী ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেই অরণীর উপরেই তাঁহার বীর্য্যস্খলন হইল। ব্যাসদেব তখন আরও প্রবলবেগে অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন সেই অরণী হইতেই দ্বিতীয় ব্যাসদেবের ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি শুকদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব নবজাত শিশুকে দেখিয়া শঙ্করের বর প্রভাবেই যে ঐ অযোনিজ পুত্র জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গঙ্গাদেবী স্বয়ং হিমালয় হইতে আগমন পূর্ব্বক শিশুর অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সকল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব সেই শিশুর জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলে, শুকদেবের জন্য স্বর্গ হইতে দিব্য দণ্ড, কমণ্ডলু ও কৃষ্ণাজিন পতিত হইল। যথাকালে ব্যাসদেব তাঁহার উপনয়ন সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর শুকদেব বৃহস্পতির নিকট হইতে সমুদয় বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অতঃপর ব্যাসদেব পুত্রকে দার পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। কিন্তু শুকদেব সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্ অবধারণ করিয়া, তদ্বিষয়ে আদৌ সংকল্প করিলেন না। ব্যাসদেব তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেও শুকদেব কিছুতেই স্বীয় সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। পরে তিনি পিতার অনুমতি লইয়া রাজর্ষি জনকের পুরে গমন করেন। তথায় জনকের সহিত নানা সদ্বিষয়ে বহু আলোচনা হয় এবং তথা হইতে পিতৃসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করেন এবং পীবরী নাম্নী এক মুনিকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। দেবীভা-১স্ক-১২, ১৪, ১৯। মহাভা-শান্তি-

৩২৫। (৫) পীবরীর গর্ভে শুকদেবের যে সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম—(ক) কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারি পুত্র এবং কীর্ত্তি নামে এক কন্যা। দেবীভা-১স্ক-১৯। (খ) ভূরিশ্রবা (ভূরিশ্রুত-বায়ু) প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নামে এক কন্যা। বায়ু-৭৩। সৌর-৩০। (গ) গৌরব, কৃষ্ণ, নীল ও কপিল নামে চারি পুত্র এবং ভামিনী নাম্নী কন্যা। শিব-ধর্ম্ম-১২। (ঘ) কৃষ্ণ, গৌর ও শম্ভু নামে তিন পুত্র এবং কৃত্তী নামে এক কন্যা। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (ঙ) ভূরি, শ্রবা, প্রভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নামে তিন কন্যা। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (চ) ভূরিশ্রবা, কৃষ্ণ, গৌর, শম্ভু ও প্রভু নামে পাঁচ পুত্র এবং যোগমাতা নামে এক কন্যা। লি-পূ-৬৩। (ছ) কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র এবং কৃত্বী নামে এক কন্যা। হরি-হরি-১৮। (৬) জাবালি নামক মুনির কন্যা বটিকা ব্যাসদেবের পত্নী ছিলেন। বটিকা কালক্রমে গর্ভবতী হইলেন, কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ কাল গর্ভ প্রসূত হইল না। গর্ভস্থ শিশু গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গবেদ, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। সে বালক গর্ভে থাকিয়াই স্বাধ্যায় পাঠ করিত। এদিকে বটিকাও গর্ভভারে ক্লিষ্টা হইয়া পড়িলেন। তখন একদিন ব্যাসদেব বিস্মিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কে আমার পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তুমি কেন নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না। তুমি কি আমার পত্নীকে বধ করিবে?" গর্ভস্থ শিশু উত্তর করিল—"আমি কে তাহা স্থির বলিতে পারি না। কারণ আমি রাক্ষস, পিশাচ, দেব, মনুষ্য, গজ, তুরগ, কুক্কুট, ছাগ প্রভৃতিরূপে চতুঃসহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমি মনুষ্য যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছি। আমি কোনও ক্রমে এই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব না। আমি যোগাভ্যাসে রত হইয়া এই গর্ভে বাস করিতেছি, এই স্থান হইতেই আমি মোক্ষলাভ করিব।" ব্যাসদেব বারংবার বালককে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কাতর অনুরোধে শুকদেব মাতৃ গর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। জন্মিয়াই তিনি দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তিনি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মাতা পিতাকে প্রণাম করিয়া তপস্যার জন্য বনগমন করিতে উদ্যত হইলেন। ব্যাসদেব পুত্রকে গৃহে অবস্থান করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেও, তিনি সম্মত হইলেন না। ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার পুত্রের

গৃহস্থাশ্রম, সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু ব্যাসদেব কিছুতেই পুত্রকে সংসাশ্রমে বাস করিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না। স্কন্দ-নাগ-১৪৭, ১৪৮। (৭) দানব-পতি হ্রাদের অন্যতম পুত্র শুক। হরি-হরি-৩। (৮) পুরুবংশীয় হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৩। (৯) শুক নামে একজন মুনি ছিলেন। জৈমিনী নামক তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে গঙ্গার উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৭। (১০) বেদ-ব্যাসের সহিত তৎপুত্র শুকদেবের নানা গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সে সকল মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে পাওয়া যায়। মহাভা-শান্তি-২৩৭, ২৫৫ ; ২৩১ ; ৩১৯-৩৩৪। অনু.৮১। (১১) শুকদেব নিবৃত্তিমার্গাভিলাষি হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, হিমাচল অভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি যখন পর্ব্বত-শৃঙ্গাদি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। শুকদেবও "ভো" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। তদবধি গিরি গহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার প্রতিশব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। মহাভা-শান্তি-৩২৪। (১২) শুকদেব, পিতা বেদব্যাস হইতে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি অধ্যয়ন করেন। ব্যাসদেব দেখ। (১৩) শুকদেব বেদব্যাসের অন্যতমা পত্নী অরুণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৩। (১৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরিষ্যন্তের অন্যতম পুত্র। নরিষ্যন্ত দেখ।

শুকনাভ—রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-সুন্দ-৬।

শুকসঙ্গিতী—জনৈক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার কন্যার নাম প্রমোহিনী। পদ্ম-স্বর্গ-১০।

শুকী—(১) দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। শুকী হইতে শুকগণ জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। গরু-পূ-৬। মৎ-৬। কূর্ম্ম-পূ-১৮। লি-পূ ৬৩। তাম্রা দেখ। (২) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (৩) দেবী মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ। (৪) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

শুকোদর—বামদেবের একজন শিষ্য। তিনি বাল্যকাল হইতেই অতিতার্কিক ছিলেন এবং সর্ব্বদাই কূটপ্রশ্ন করিয়া গুরু ও গুরুস্থানীয়দিগকে বিরক্ত করিতেন। তজ্জন্য একবার ক্রুদ্ধ শুকদেবের অভিশাপে তিনি শুকপক্ষীরূপ লাভ করেন। বাম-১৭০।

শুক্র—মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। বশিষ্ঠ (৮৯৪ পৃঃ) দেখ।

শুক্তিমতী—নদী বিশেষ। তাহার

গর্ভেও কোলাহলের ঔরসে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩।

শুক্র—(১) হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। হবির্দ্ধান দেখ। (২) উত্তম-মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। মৎ-৯। ইষ দেখ। (৩) মরুদ্বতীর গর্ভজাত মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ। (৪) অষ্ট রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৫) বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। অনঘ, অনয় ও বশিষ্ঠ দেখ। (৬) শুক্র নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা-৫৫। বায়ু-৫৯। বৃহস্পতি দেখ। (৭) রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্র, ইঁহারা তামস মন্বন্তরে দেবতা ছিলেন। সৌর-৩০। তামসমনু দেখ। (৮) ভবিষ্য মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ (৯) অষ্টরুদ্রের অন্যতম সর্ব্বের পুত্র। রুদ্র ও সর্ব্ব দেখ। (১০) গ্রহ বিশেষ। চন্দ্র হইতে পূর্ণ এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে নক্ষত্র মণ্ডল। তাহার দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধ এবং বুধ হইতে দুই লক্ষ যোজন দূরে শুক্র গ্রহ অবস্থিত। বিষ্ণু-২য়-৭। (১১) ভৌত্য (চতুর্দ্দশ) মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। অজিত দেখ। (১২) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ভাগ-৬ষ্ঠ-৬। উরুক্রম, আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও মিত্র দেখ। (১৩) সূর্য্যের মধ্যে শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটি রশ্মি আছে। ঐ রশ্মিই মেঘরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করে। মহাভা-শান্তি-৩৬৩। (১৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (১৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জয়, অমিত, শুক্র ও যম নামে চারিজন সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। মন্বন্তরান্তরে তাঁহা-দিগের সন্তান সকল দ্বাদশগণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। গরু-পূ-৮৭। (১৬) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৫০। উপরে (৭) তালিকা দেখ। (১৭) শুক্র নবগ্রহের অন্যতম। সূর্য্য দেখ। (১৮) ভবিষ্য অর্কসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বরিষ্ণুবীর্য্য ও অবরীবান্ দেখ।

শুক্রবহ—বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। এই পুত্রগণ উত্তমের নামে খ্যাত ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। উর্জ্জাত দেখ।

শুক্রাগ্নি—গার্হপত্য অগ্নির অন্যতম পুত্র শুক্রাগ্নি। বায়ু-২৯। অগ্নি দেখ।

শুক্রাচার্য্য—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা মুনির গর্ভে শুক্র নামে এক মহা-কবি পুত্র জন্মে। কবিবর শুক্র নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুরদিগের পৌর-হিত্যে নিযুক্ত হন। কবিবর শুক্রাচার্য্যের ত্বষ্টা, ধর, অত্রি ও সৌকল নামে চারিটি পুত্র হয়। তাঁহারাও দৈত্যদিগের

পুরোহিত হইয়াছিলেন। কালিকা-৩৪। (২) দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ভৃগু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবের আরাধনা করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হন এবং তৎফলে জরামরণ-রহিত বজ্রের ন্যায় দৃঢ় দেহ লাভ করেন। শিবের প্রসাদে তিনি যোগাচার্য্য নামেও খ্যাত হন। সৌর-৩০। (৩) মহর্ষি ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি, ইহারা যথাক্রমে মহেশ্বর অগ্নি ও ব্রহ্মার পুত্র। ভৃগুর শুক্র, চ্যবন প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্যত্র আছে কবি হইতে কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি উৎপন্ন হন। মহাভা-অনুশা-৮৫। ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি দেখ। (৪) হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যা ভৃগুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। দিব্যার গর্ভে ভৃগুর কাব্য নামে এক পুত্র জন্মে। সেই কাব্য নামক পুত্রেরই নামান্তর শুক্র ও উশনা। তিনি দেব ও অসুর গণের আচার্য্য ছিলেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা গো শুক্রাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। ঐ পত্নীর গর্ভে তাঁহার যণ্ড, অমর্ক, নামে দুই পুত্র এবং ত্বষ্টা ও বরূত্রী নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৬৫। (৫) ভৃগুপুত্র শুক্রের নামান্তর কবি। একবার মহর্ষি ভৃগু মহর্ষি অঙ্গিরার হস্তে নিজ পুত্রের অধ্যাপনার ভার অর্পণ করেন। অঙ্গিরা তাঁহাকে সমদর্শিতার সহিত শিক্ষা দিতেছেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভৃগুপুত্র কবি (শুক্র) অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহর্ষি গৌতমের পরামর্শে শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং তপস্যাদ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করেন। ব্রহ্মপু-৯৫। মৎ-২৪৯। (৬) চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিলে শুক্রাচার্য্য গুরু বৃহস্পতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবেন। ব্রহ্মপু-১৫০। (৭) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে ভগবান্ হরি শুক্রাচার্য্যের ঔরসে তদীয় পত্নী বৈকুণ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (৮) দেবাসুর যুদ্ধে বৃহস্পতির সহিত শুক্রাচার্য্যের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-৬। (৯) শুক্রাচার্য্যের বাহন গবয়। গর্গ-গোল-১২। (১০) হিরণ্যকশিপু প্রমুখ অসুর পতিগণ দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রৈলোক্য অধিকার করেন। তৎপরে হিরণ্যাক্ষ, প্রহ্লাদ, বলী প্রভৃতি দানব গণ ক্রমান্বয়ে দশযুগকাল ত্রিলোকের অধিপতি হন। তৎপরে বিষ্ণু বলিকে ছলনাপূর্ব্বক স্বাধিকারচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করেন। ইন্দ্র আধিপত্য লাভ করিয়া অসুরগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যের নিকট এতদ্বিষয়ে অনুযোগ করিলেন। দেব-

তারা সেই সংবাদ পাইয়া বৃহস্পতির পরামর্শে অসুরগণ কোনও প্রতীকারের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে হতাহত করেন। শুক্রাচার্য্য তখন অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার উপায় অবগত হইবেন। এই স্থির করিয়া তিনি অসুরগণকে বলিলেন যে, তিনি প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি যতদিন প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন অসুরগণ যেন হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিরত থাকেন। অসুরগণ তাহাতেই সম্মত হইলে, শুক্রাচার্য্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং বৃহস্পতিরও অজ্ঞাত এমন এক মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন যদ্দ্বারা দেবগণের পরাজয় এবং অসুরদিগের জয় সাধন করিতে পারিলেন। মহাদেব বলিলেন যে, শুক্রাচার্য্য যদি তাঁহার নির্দ্দেশমত ব্রহ্মচারী হইয়া পূর্ণ সহস্র বৎসর যাবৎ অধোমুখে থাকিয়া কু ধূম পানপূর্ব্বক তপস্যা করিতে পারেন, তবেই তিনি শুক্রাচার্য্যকে তাঁহার প্রার্থনা মত মন্ত্র প্রদান করিবেন। শুক্রাচার্য্য তাহাতেই সম্মত হইয়া মহাদেবের নির্দ্দেশমত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ শুক্রাচার্য্যের তপস্যার হেতু জানিতে পারিয়া অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। অসুরগণ তখন শুক্রাচার্য্যের উপদেশে অহিংস হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা দেবগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় না দেখিয়া, শুক্রাচার্য্যের মাতার শরণাপন্ন হইলেন। শুক্র-মাতা অসুরগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিলেও দেবগণ তথায় যাইয়া অসুরদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন শুক্র-মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া "আমি দেবগণকে ইন্দ্রবিহীন করিব", এই কথা বলিয়া ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিলেন। দেবগণ ইন্দ্রকে স্তম্ভিত দেখিয়া, ভীত হইয়া পলায়ন-পূর্ব্বক বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া শুক্র-জননীর শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন শুক্রাচার্য্যের পিতা মহর্ষি ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, ঐ স্ত্রী-বধজনিত পাপে তাঁহাকে সাতবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর ভৃগুমুনি মন্ত্র আবৃত্তিপূর্ব্বক সত্য-বলে শুক্রজননীকে পুনর্জীবিত করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্যের ভয়ে দিবারাত্র শঙ্কিত ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইন্দ্র স্বীয় কন্যা জয়ন্তীকে বলিলেন, "শুক্রাচার্য্য ইন্দ্রপদ লোপ করিবার

জন্য ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। তুমি তাঁহার সন্নিধানে গমন করিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি সাধন কর।" ইন্দ্র-দুহিতা পিতার বাক্যে তপস্যারত শুক্রাচার্য্যের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক পরম ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এদিকে দীর্ঘ-কাল তপস্যা করিবার পর মহাদেব প্রীত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে তাঁহার প্রার্থনা মত বর প্রদান করিলেন। শুক্রাচার্য্য বরলাভ করিয়া হৃষ্টমনে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি জয়ন্তাকে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিরতা দেখিয়া তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমুদয় অবগত হইয়া জয়ন্তীর ইচ্ছানুসারে, তাঁহাকে বর দিলেন যে, ইন্দ্র-তনয়া দশবৎসর কাল সকলের অদৃশ্য হইয়া তাঁহার পত্নী-রূপে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে পারিবেন। অতঃপর শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু জয়ন্তীর মায়ায় অসুর-গণও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এই সুযোগ পাইয়া দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক অসুর-দিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। অসুরগণও তাঁহাকে প্রকৃত শুক্রাচার্য্য মনে করিয়া, তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এদিকে জয়ন্তীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্য দশ বৎসর তাহার সহিত বাস করিলেন। ঐ সময়েই জয়ন্তীর গর্ভে তাঁহার দেবযানী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে শুক্রাচার্য্যের মোহো-পশম হইল এবং তিনি অসুরদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি অপর এক শুক্রাচার্য্যকে (ছদ্ম-বেশী বৃহস্পতি) দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। অসুরগণও তখন দুই শুক্রা-চার্য্যকে দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কে প্রকৃত অথবা কে কপট শুক্রাচার্য্য তাহা অবগত হইতে না পারিয়া ছদ্মবেশী বৃহস্পতির প্ররোচনায় প্রকৃত শুক্রাচার্য্যকেই দূরী-ভূত করিয়া দিল। প্রকৃত শুক্রাচার্য্য তখন অসুরদিগকে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু তাহারা ছদ্মবেশী বৃহস্পতির প্ররোচনায় তাঁহাকে অপমান করিল, তজ্জন্য অচিরে তাহারা জ্ঞান ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইবে। বৃহস্পতি তখন অসুর-দিগকে এই ভাবে অভিশপ্ত হইতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন অসুরগণ বৃহস্পতির মায়া বুঝিতে পারিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন এবং দলবদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কোপ শান্তি করিলেন। দেবীভা-৪স্ক-১০-১৪। বায়ু-৯৭, ৯৮। (১১) অন্ধক নামক অসুরের

সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মহাদেব যখন দেখিলেন যে, অন্ধক শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে ও মন্ত্রবলে অতিশয় বলবান হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তখন তিনি নন্দী কর্ত্তৃক গৃহীত শুক্রকে ফলবৎ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। শুক্রাচার্য্য মহেশ্বরের উদর হইতে বহির্গমনের কোনও পন্থা না পাইয়া, সুদীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিয়া শৈবযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক শুক্ররূপে শিব-দেহ হইতে স্খলিত হইয়া নির্গত হইলেন। তৎপরে তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (১২) জালন্ধর দৈত্যের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্র বলে মৃত অসুরগণকে পুনর্জীবন লাভ করিতে দেখিয়া দেবগণ ভীত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হন। শিব তখন নিজের বদন হইতে এক ভীষণ আকৃতি কৃত্যার সৃষ্টি করিলেন। সেই কৃত্যা সৃষ্ট হইয়াই শুক্রকে গ্রহণ করিয়া আকাশ-পথে প্রস্থান করিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৮। (১৩) ভৃগু-পুত্র শুক্র পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থ বর্ষাবর্ষ ও ভয়াভয় বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন। তিনি দৈত্যদিগের গুরু ছিলেন। তাঁহার তুষ্টাবর, অত্রি এবং আরও দুই পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৫, ৬৬। (১৪) শুক্রাচার্য্যের কন্যা অরজা। অরজা দেখ। রামা-উত্ত-৯৩, ৯৪। বাম-৬২, ৬৫। (১৫) শুক্রাচার্য্য অন্যান্য ঋষিগণের সহিত শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (১৬) সৃষ্টির আদিতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ত্রিবর্গ-স্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত লক্ষ অধ্যায় যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাহা বিশালাক্ষ ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রদান করেন। ভূতনাথ প্রজাগণের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। তদবধি ঐ শাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপর পুরন্দর ঐ শাস্ত্রকে আরও সংক্ষেপ করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করেন। অতঃপর বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক শাস্ত্রকে আরও সংক্ষেপ করিয়া বার্হস্পত্য নাম প্রদান-পূর্ব্বক মাত্র তিন সহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য মনুষ্যগণের আয়ুর স্বল্পতা অবধারণ করিয়া তাহা একসহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করেন। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১৬) শুক্রাচার্য্য মহারাজ পৃথুর পুরোহিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১৭) বিষ্ণু-শুক্রাচার্য্যের মাতাকে বধ করাতে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং ইন্দ্রের সাহায্যের

জন্যই যে বিষ্ণু তাঁহার মাতাকে বধ করেন তাহা জানিয়া ইন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিতে মনস্থ করেন। কুবের ইন্দ্রের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন, তজ্জন্য শুক্রাচার্য্য যোগ বলে তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কুবেরকে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করেন। কুবের হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় মহা-দেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহেশ্বর কুবেরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আরক্ত-লোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য তাহা দেখিয়া অলক্ষিতে আসিয়া শঙ্করের শূলাগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শঙ্কর তাহা জানিতে পারিয়া শূল নমিত করিয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ভূতনাথ সলিল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তপস্যান্তে তিনি পুনরায় ধ্যানে নিযুক্ত হইলে তাঁহার উদর মধ্যস্থিত শুক্রাচার্য্য বহি-রাগমনের কোনও উপায় না দেখিয়া নানারূপে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর শুক্রাচার্য্যকে তাঁহার শিশ্নদ্বার দিয়া নির্গত হইতে বলিলেন। শুক্রাচার্য্য বাহিরে আসিলে শিব পুনরায় শূল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পার্ব্বতী শিবকে বলিলেন যে, শিবের দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া এবং অঙ্গ-বিশেষ দ্বারা নির্গত হইয়া শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুত্র স্থানীয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে বধ করা শিবের অনুচিত হইবে। পার্ব্বতীর বাক্যে শিব শুক্রা-চার্য্যকে বধ না করিয়া যথেচ্ছ গমন করিতে অনুমতি দিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯০। (১৮) শুক্রাচার্য্য শিবের আরাধনা করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ শুক্রেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৮; অর্ব্বু-১৫, স্কন্দ-আব-আব-২৫, স্কন্দ-কাশী-পূ-১৬, ৩৩, উত্ত-৬১, ৭৩। সৌর-৬। (১৯) শুক্রাচার্য্যের অন্যনাম উশনা। ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র দান করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৫১-১০; ১।১২১।১২। (২০) শুক্রাচার্য্যের নামান্তর কবি বা কাব্য। বিভিন্ন পুরাণ।

শুক্ল—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মা-২৯; বায়ু-২৮। অধন, উজ্জা, উর্দ্ধবাহু ও বশিষ্ঠ (৮৯৫পৃঃ) দেখ। (২) নরপতি হবির্দ্ধনের অন্যতম পুত্র। হবির্দ্ধান দেখ। (৩) ব্রজপুরের অন্যতম বৃষভানু। বীতিহোত্র ও মার্গদ দেখ।

শুক্লঘ্ন—বলরামের অন্যতম পুত্র। বলদেব দেখ।

শুক্লা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শুক্লাদেবী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা দিব্যগুরু

তন্ত্রঃ-৪৪৫ পৃঃ।

শুক্লায়ণ—বরাহকল্পের দ্বাবিংশদ্বাপরে শুক্লায়ন ঋষি ব্যাস হন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। লাঙ্গলী ও শিখাবতার দেখ।

শুচ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহাবল নরিষ্যন্তের পুত্র। মৎ-১১।

শুচদ্রথ—উষাদেবী একবার শুচদ্রথের পুত্র সনথির অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য এই শুচদ্রথের কোন পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৫।৭৯।২।

শুচন্তি—একজন বৈদিক ঋষি। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে ধনবান্ ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।

শুচি—(১) উত্তম মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। হরি-হরি-৭। ব্রহ্মপু-৫। মৎ-৯। উত্তম ও ইব দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নামক ব্রহ্মার মানস পুত্রের অন্যতম সন্তান। তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক স্থাবররূপে নিরূপিত। অভিমানী অগ্নির পুত্র-ত্রয়ই সুর, নর ও রাক্ষসগণের অগ্নিরূপে পরিগণিত হন। বায়ু-২৯। মৎ-৫১। (৩) ব্রহ্মার মানস পুত্র রুদ্র নামক বহ্নির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-১৩। শিব-বায়-পূ-১৫। সৌর-২৬। অভিমানী ও স্বাহা দেখ। (৪) কশ্যপপত্নী তাম্রার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। শুচির গর্ভে জলচর বিহঙ্গগণ উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-৩। ব্রহ্মপু-৩। অগ্নি-১৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। লি-পূ-৬৩। তাম্রা দেখ। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৬) চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির অধিকারকালে ইন্দ্রের নাম ছিল শুচি। ঐ কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতন শুচি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। বিষ্ণু-৩য়-২। বৃহন্না-৩৭। অজিত দেখ। (৭) জনক-বংশীয় শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি। তৎপুত্র সনদ্বাজ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) পুরুবংশীয় শুদ্ধের পুত্র। শুচির তনয় চিত্রকৃ। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৯) অন্তর্দ্ধানের পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে তিন অগ্নি ছিলেন। বশিষ্ঠের শাপে মানব জন্ম লাভ করেন। পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার অগ্নিত্ব লাভ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। (১০) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। ব্রহ্মপু-৩১। (১১) সৈংহিকেয় নামে খ্যাত বিপ্রচিত্তির পুত্রগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বিপ্রচিত্তি দেখ। (১২) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় বিপ্রের পুত্র। শুচির তনয় ক্ষেম (ক্ষেম্য)। ভাগ-৯স্ক-২২। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (১৩) যদুবংশীয় অন্ধকের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। অন্ধক দেখ। (১৪) ত্রয়োদশ শৈব নামক মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (১৫) উত্তম মন্বন্তরে বিকুণ্ঠা

নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। বৃষভেত্তা দেখ। (১৬) উত্তম মন্বন্তরে স্বধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। উর্জ্জ দেখ। (১৭) জনকবংশীয় শুচির পুত্র উর্জ্জবহ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। মুনি দেখ। (১৮) রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। রৈবতমনু (৮), (১১) ও (১২) দেখ। (১৯) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। মহোৎসাহ দেখ। (২০) জনকবংশীয় শতদ্যুম্ন-তনয় শুচির অপত্য উর্জ্জ। গরু-পূ-১৪২। (২১) জরাসন্ধবংশীয় ভূরির পুত্র শুচি। তৎসুত ক্ষেম্য। গরু-পূ-১৪৫। (২২) চাক্ষুষ-মুনির অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-১৪। কুরু, অগ্নিষ্টুৎ ও চাক্ষুষ-মনু দেখ। (২৩) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৮৫। ভৃগু দেখ। (২৪) জনৈক অপ্সরা। বেদশিরা দেখ। (২৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতরা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (২৬) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় মহাবাহুর পুত্র শুচি। তিনি আটান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ক্ষেম। বায়ু-৯৯। (২৭) মগধরাজ বিভুর তনয় শুচি, চৌষট্টি বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুচির তনয় ক্ষেম। মৎ-২৭১। (২৮) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (২৯) অন্যতম অগ্নি। দীর্ঘতমা ঋষি আপ্রী নামক দেবতার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, "দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্ভুত এবং যজ্ঞসম্পাদক নরাশংস নামক অগ্নি দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া, তিন বার আমাদের যজ্ঞ মধুর সহিত মিশ্রিত করুন।" ঋক্-১।১৪২।৩। (৩০) শুচি নামক মুনির ঔরসে ত্রিবক্র নামক রাক্ষসের ভার্য্যা সুশীলার গর্ভে কাপালাভরণ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৯১।

শুচিকা—একজন অপ্সরা। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে সে অন্যান্য অপ্সরাদের সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

শুচিদ্রথ—(১) মগধের ভবিষ্যবংশীয় রাজগণের অন্তর্গত চিত্ররথের তনয়। তাঁহার পুত্র ধৃতিমান। বায়ু-৯৯। (২) মৎস্য পুরাণ মতে (৫০ অঃ) চিত্ররথের পুত্র শুচীদ্রব। তাঁহার পুত্র বৃষ্ণিমান। (৩) চিত্ররথের পুত্র শুচিদ্রথ। তাঁহারপুত্র বৃষ্ণিমান। গরুপূ-১৪৫। শুচিরথ দেখ।

শুচিব্রতা—দেবী দুর্গার এক নাম দেবীপূ-১২৭।

শুচিরথ—(১) মগধের ভবিষ্যরাজবংশীয় চিত্ররথের তনয় শুচিরথ। তাঁহার পুত্র বৃষ্ণিমান। বিষ্ণু-৪র্থ-২১ (২) শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান। ভাগ-৯স্ক-২২। শুচিদ্রথ দেখ।

শুচিরোমা—মহাদেবের এক নাম।

শুচিশ্রবা—(১) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ ও মঙ্গল দেখ। (৩) অন্যতম প্রজাপতি। বায়ু-৬৫। (৪) কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষির অন্যতম বিষ্ণু-ভক্ত পুত্র। পদ্ম-পাতা-৪১।

শুচিষ্মতী—বিশ্বানর নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। বিশ্বানর দেখ।

শুচিষ্মান—কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। তিনি শিবারাধনা করিয়া সমুদয় জল-জন্তুর উপর আধিপত্য লাভ করেন। তদবধি তিনি বরুণ নামে পরিচিত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২। বরুণ দেখ।

শুচিস্মিতা—করুণ নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী। করুণ একবার অপর এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দেবপূজার জন্য আনীত একটি ফল আঘ্রাণ করেন। তাহাতে তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের অভিশাপে মক্ষিকারূপ প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা সম্পত্তি লোভে তাঁহাকে বধ করে। তাঁহার পত্নী শুচিস্মিতা পরে অরুন্ধতী ও দধীচি মুনির অনুগ্রহে পতিকে পুন-র্জীবিত করেন। পদ্ম-পাতা ৬৪।

শুচী—তাম্রার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। তাম্রা দেখ।

শুচীদ্রব—শুচিদ্রথ দেখ।

শুচীবক্ত্র—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯। রাবণ দেখ।

শুতর্ব্বা—ঋক্ষের পুত্র রাজা শুতর্ব্বা মহর্ষি গোপবনকে অশ্বদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য গোপবন তাঁহার স্তুতি করেন। ঋক্-৮।৭৪।১৩।

শুদ্ধ—(১) রাজর্ষি পুরূরবার বংশীয় অনেনার পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৭। অনেনা দেখ। (২) পিতৃগণের অন্যতম। গরু-পূ-৫।

শুদ্ধক—চমৎকারপুরবাসী একজন রজক। সে একবার ভ্রমক্রমে ব্রাহ্মণ-গণের বস্ত্রসমূহ নীলজল যুক্ত জলপাত্রে নিক্ষেপ করে। তাহাতে বস্ত্র সমুদয় নীলবর্ণ হইয়া যায়। তখন শুদ্ধক দণ্ড প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় দেশান্তরে গমন করিতে উদ্যত হয়। পরে তাহার কন্যার এক সখীর পরামর্শে এক জলা-শয়ে সেই নীলবর্ণ বস্ত্র সকল ধৌত করাতে সেইগুলি পুনরায় শুভ্রতা প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-১২৩।

শুদ্ধি—(১) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (২) চন্দ্রের ষোড়শ কলার অন্যতমা। তন্ত্র-৯৫৮ পৃঃ। (৩) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৪) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুদ্ধিদ—আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চা-শৎ জন সন্তানের অন্যতম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

শুদ্ধোদন, শুদ্ধৌদন—(১) মগধের সূর্য্য-বংশীয় শাক্যের আত্মজ। তাঁহার তনয় সিদ্ধার্থ। মৎ-২৭১। (২) শাক্য-তনয় শুদ্ধোদনের পুত্র রাহুল। বায়ু-৯৯। (৩) পুরাকালে দেবগণ অসুরদিগের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু মায়ামোহ রূপ শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হন। অগ্নি-১৭। (৪) শাক্য-সুত শুদ্ধোদনের পুত্র বাহুল (রাহুল ?) গরু-পূ-১৪৫। (৫) শুদ্ধোধনের পৌত্র চাণক্য। স্কন্দ-আব-রেবা-১৫৫। (৬) কীকটপুরাধিপতি বৌদ্ধ নরপতি জিনের ভ্রাতা। জিন কল্কি হস্তে সমরে নিহত হইলে শুদ্ধোধনের সহিত কল্কির অতি ভীষণ সংগ্রাম হয়। শুদ্ধোদন কল্কির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, মায়াদেবীকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ সেনা-দলের পুরোভাগে স্থাপন করিলেন। কল্কি-ভার্য্যা মায়াদেবীকে দেখিয়া ত্রিলোকস্থ দেব অসুর মনুষ্য প্রভৃতি নিস্তেজ হইয়া গেল। তখন শুদ্ধোদন লক্ষ লক্ষ সেনাপরিবৃত হইয়া অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কল্কি তাহা দেখিয়া সমরক্ষেত্রের পুরোভাগে গমনপূর্ব্বক মায়াদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই মায়াও তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া লীনা হইলেন। তখন বলহীন বৌদ্ধগণকে কল্কি বিনাশ করিলেন। কল্কি-২য়-৭। (৭) ভাগবতে (৯স্ক-১২) শুদ্ধোদ নাম পাওয়া যায়। তাঁহার তনয় লাঙ্গল।

শুনঃপুচ্ছ—(১) মহর্ষি ঋচীকের অন্য-তম পুত্র। হরি-হরি-২৭। বায়ু-৯১। ব্রহ্মপু-১০। (২) অজীগর্ত্ত নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। দেবীভা-৭স্ক-১৬। ব্রহ্মপু-১০৪। অজীগর্ত্ত দেখ।

শুনঃমুখ—চমৎকারপুরবাসী এক পরিব্রাজক। তিনি বশিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে তিনি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য শপথ করেন, "যে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যথাবিধি বেদ পাঠ করুক, অতিথিপ্রিয় গৃহস্থ হউক এবং অজস্র সত্যকথা বলুক।" তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে শপথচ্ছলে নিজ মঙ্গল কামনা করিতে দেখিয়া বুঝিলেন যে, শুনঃমুখই মৃণাল অপ-হরণ করিয়াছেন। তখন তিনি নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলেন যে, মহর্ষিগণের নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্যই তিনি অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছেন। শুনঃমুখ ছদ্মবেশী দেবরাজ ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৩২। শতক্রতু দেখ।

শুনঃশেফ—(১) মহর্ষি ঋচীকের

তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শুনঃশেফ মধ্যম। মহারাজ অম্বরীষ শুনঃশেফকে যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্ত লইয়া যান। রামা-আদি-৬১, ৬২। অম্বরীষ দেখ। (২) মহর্ষি ঋচীকের পত্নী সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি, শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৭। (৩) আবার হরিবংশেরই অন্তত্র আছে (৩২ অঃ) শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্র। কিন্তু ২৭শ অধ্যায় মতে ধরিলে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের মাতুল হন। (৪) শুনঃশেফ অজমীঢ়ের পুত্র। তাঁহার অপর সহোদর ভ্রাতার নাম অষ্টক। অগ্নি-২৭৮। (৫) অজীগর্ত্ত নামক ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভূত ধনের বিনিময়ে যজ্ঞে উৎসর্গ করিবার জন্য, আনয়ন করেন। বিশ্বামিত্র মুনিও সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যূপকাষ্ঠ-বদ্ধ শুনঃশেফের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে শুনঃশেফকে মুক্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করাতে, বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে এক বরুণ-মন্ত্র প্রদান করিলেন। শুনঃশেফ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঐ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া, বরুণদেব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, শুনঃশেফকে মুক্তিদান করিলেন। তাঁহার মুক্তিলাভ হইলে বিশ্বামিত্র মুনি শুনঃশেফকে নিজ আলয়ে লইয়া গেলেন। এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়া শুনঃশেফ তাঁহার পুত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। ব্রহ্মপু-১০৪। দেবীভা-৬স্ক-১৩; ৬স্ক-১৬, ১৭। (৬) ঋচীক-পুত্র শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ। বায়ু-৯১। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্তত্র বলা হইয়াছে, বিশ্বামিত্রের পুত্র শুনঃশেফ মুনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের (হরিদশ্বের—হরি-হরি-২৭) যজ্ঞে পশুত্বে কল্পিত হন। দেবগণের কৃপায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। তজ্জন্য তিনি পরে দেবরাত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (৭) শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন। বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পুত্রগণ শুনঃশেফকে (দেবরাতকে) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে সম্মান প্রদর্শন না করাতে বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁহারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৩। (৮) ভৃগু বংশায় শুনঃশেফ (অজীগর্ত্তের আত্মজ) দেবযজনে রাত (প্রদত্ত) হওয়ায়, তিনি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া, পরে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থান প্রদান করেন। মধুচ্ছন্দ নামক বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পুত্রগণ, প্রথমে শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তজ্জন্য বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে "ম্লেচ্ছ" হও বলিয়া শাপ প্রদান করেন। পরে তাঁহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মান্য করিতে সম্মত হন। ভাগ-৯স্ক-১৬। ব্রহ্মপু-১০, ১০৪। (৯) ঋচীক-তনয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের তনয়ত্ব লাভ করিয়া, ঋক্‌বেদ গানদ্বারা যজ্ঞভোজী দেবতাগণের স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩। (১০) দেবগণ অসুরগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রহ্মার পরামর্শে গন্ধমাদনপর্ব্বতে মহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে শুনঃশেফ হোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৩। (১১) শুনঃশেফের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্না কামধেনু উৎপন্না হয়। কালিকা-৯০। (১১) মহর্ষি অজীগর্ত্তের তনয় শুনঃশেফ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ধৃত হইয়াও ত্রিপাদকাষ্ঠে বদ্ধ অবস্থায় অদিতির তনয় বরুণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যেন বরুণদেব তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। ঋক্-১।২৪, ২৫।

শুনঃসখ—শুনঃমুখেরই নামান্তর। মহাভা-অনুশা-৯৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। শুনঃমুখ দেখ।

শুন—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। শৌনকের মতে ইন্দ্রেরই নামান্তর। ঋক্-৪।৫৭।৫

শুনক—(১) মহর্ষি ঋচীকের কনিষ্ঠ পুত্র। শুনঃশেফ দেখ। (২) রজিবংশীয় গৃৎসমদের পুত্র। শুনকের তনয় শৌনক নামে খ্যাত ও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। ব্রহ্মপু-১১। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৩) চন্দ্রহন্তা নামক অসুর দ্বাপরে রাজর্ষি শুনক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি ৬৭। (৪) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী অসি, পরম্পরায় শুনকের হস্তগত হয়। শুনক তাহা উশীনরকে প্রদান করেন। উশীনর হইতে ভোজক প্রভৃতি যাদবগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে নরপতি শিবি তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। যুবনাশ্ব, হরিণাশ্ব ও ব্রহ্মা (১১২) দেখ। (৫) মহর্ষি শুনকের বংশে যে সকল ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ, তপস্বী, যোগী, বেদবেদাঙ্গপারগ, সাধু সদাচারশালী, বিষ্ণু-ভক্তিরত, হ্রস্বকায়, ভিন্ন বর্ণ, বহুরোম-সম্পন্ন, দ্বিজোত্তম, দয়ালু, সরল-প্রকৃতি, শান্ত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনে তৎপর ছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—ভার্গব, শৌনহোত্র ও গার্ৎসমদ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (৬) জনক-বংশীয় ঋতের অপত্য শুনক। তাঁহার তনয় বীতহব্য।

ভাগ-৯স্ক-১৩। বীতহব্য দেখ। (৭) রুরুর ঔরসের প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক। ইঁহারা মহারাজ বীতহব্যের বংশীয়, এবং মহর্ষি ভৃগুর বরে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৩০। (৮) মহর্ষি শুনকের তনয় অতিধম্বা। ছান্দো-১ম-অঃ-৯খঃ-৩। (৯) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজা রিপুঞ্জয়ের (পুরঞ্জয়ের) মন্ত্রী। তিনি স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া স্বীয় তনয় প্রদ্যোতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ভাগ-১২স্ক-১। প্রদ্যোত দেখ।

শুনহোত্র—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬।৩৩, ৩৪।

শুনলাঙ্গুল—অজীগর্ত্ত নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র। শুনঃশেফ দেখ।

শুন্দ্ধ—পুরুবংশীয় বীতময়ের পুত্র। অগ্নি-২৭৮। বহুবিধ দেখ।

শুন্ধ্যব—রাজা পুরুমিত্রের কন্যা। অশ্বিদ্বয় স্বয়ম্বর সভা হইতে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া আনয়নপূর্ব্বক বিমদের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৩৯।৭।

শুভ—(১) নরপতি হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। হবির্দ্ধান দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সহস্রাশ্বের পুত্র। চন্দ্রাবলোক দেখ।

শুভকর্ম্মা—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে বিধাতা তাঁহার সাহায্যার্থ সুব্রত ও শুভকর্ম্মা নামক গণেশ্বরদ্বয়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬।

শুভকাক্ষ—দানবপতি রক্তাসুরের অন্যতম অনুজ। দেবী তাঁহাকে বধ করেন। সৌর-৪৯। কুষ্মাণ্ড দেখ।

শুভঙ্করী—ভদ্রকালী দেখ।

শুভদা—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপিকার অন্যতমা। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুভবক্ত্রা—দেবসেনাপতি কার্ত্তি-কেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শুভব্রত, শুভব্রতা—সুলক্ষণা দেখ।

শুভা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) যজ্ঞ হইতে উৎ-পন্না অপ্সরাগণ শুভা নামে খ্যাত হন। বায়ু-৬৯। (৩) রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা রৌদ্রাশ্ব দেখ। (৪) এক ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী। (৫) শিবের অনুচরী অন্যতমা ভূতনায়িকা। (৬) অন্যতমা অপ্সরা। বিভিন্ন পুরাণ। (৭) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুভাঙ্গ—সূর্য্যবংশীয় নরপতি। নিকোশাম্বী-নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্নকে নানাবিধ উপহারাদি প্রদান করেন।

গর্গ-বিশ্ব ২৭, ৪৭।

শুভাঙ্গদ—(১) দেবপুরাধিপতি বীরমণির কনিষ্ঠ পুত্র। বীরমণি ও রুক্মাঙ্গদ দেখ। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৭।

শুভাঙ্গা—যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী কুরুর মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিদুরথ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। বিদুরথ দেখ।

শুভানন—কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। লি-পূ-৬৩ মৎ-৬। কদ্রু দেখ।

শুভাননা—(১) অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। লি-পূ-৫৫। ব্রহ্মপু-৬৩। (১) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

শুভালাপা—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

শুভাশ্রোণী—অপ্সরা বিশেষ। লি-পূ-৫৫।

শুভাস্বন—ভূতি দেখ।

শুভ্র—বসুদেবের অন্যতম পুত্র ও বলরামের সহোদর। দুর্দ্দম, পিণ্ডারক ও বসুদেব দেখ।

শুভ্রবস্ত্রা—অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

শুভ্রা—(১) অগ্নির পত্নীর নাম শুভ্রা। তাঁহার গর্ভে পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮। পর্জ্জন্য (৭)দেখ।

শুম্ভ—(১) স্বনাম-খ্যাত দানব-ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম। তাঁহারা পার্ব্বতীর অংশজাতা দেবী কৌশিকীর হস্তে নিহত হন। বাম-৫৫,৫৬। মার্ক-৮৫-৯০ দেবীভা-৫স্ক-২১-৩১। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২৪ (২) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্বে পাতালে বাস করিতেন। যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পুষ্করক্ষেত্রে অন্নজল পরিত্যাগপূর্ব্বক একাসনে অযুত বর্ষকাল ঘোরতর তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাঁহারা প্রথমে অমরত্ব প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা সেই বর প্রদান করিতে সম্মত না হওয়ায়, তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যে, দেবতা, অসুর, পশুপক্ষী প্রভৃতিদের মধ্যে পুরুষ জাতীয় কাহারও হস্তে যেন তাঁহাদের মৃত্যু না হয়। কারণ নারীজাতি স্বভাবতই অবলা বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে ভ্রাতৃদ্বয় আশঙ্কার কারণ নাই বলিয়া মনে করিলেন। ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় ভৃগুমুনিকে তাঁহাদের পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। ভৃগু তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শুম্ভকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন প্রভৃতি রাক্ষস সেনানীগণ দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ঐ সকল

সেনানীর সাহায্য লাভ করিয়া তাঁহারা দেবপুর অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করেন এবং যুদ্ধে ইন্দ্র, বায়ু, কুবের প্রভৃতি দেবগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। তাঁহারা ক্রমে ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া দেবগণ বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন দেবী তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি দানব ভ্রাতৃদ্বয়কে নিধন করিয়া পুনরায় দেবগণকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দেবীভা-৫স্ক-২১-২৩। নিশুম্ভ ও সতী দেখ। (৩) শুম্ভদানব জালন্ধর নামক দৈত্যরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৪, ৭, ১৭, ১৭, ১৭, ১০১, ১০২। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৯-২০। (৪) অসুরশ্রেষ্ঠ তারকেরও অন্যতম সেনাপতির নাম ছিল শুম্ভ। তারকাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে তিনি বিষ্ণুহস্তে নিহত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৬-২০। পদ্ম-সৃষ্টি-৫০। মৎ-১৪৮। (৫) দানবপতি বলির অনুগত একজন অসুর। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (৬) প্রহ্লাদের পুত্র গবেষ্ঠি। তাঁহার দুই পুত্র শুম্ভ ও নিশুম্ভ। শুম্ভের ধনুক ও অসিলোমা নামে দুই পুত্র ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (৭) বায়ু পুরাণে (৬৭ অঃ) গবেষ্ঠি-তনয় শুম্ভের কোনও পুত্রের উল্লেখ নাই। (৮) দেবাসুর সংগ্রামে দেবী ভদ্রকালী দৈত্যরাজ বলির অনুচর শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (৯) শুম্ভ দানব শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পরে প্রদ্যুম্ন শুম্ভাসুরের কন্যা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৮। প্রদ্যুম্ন (৪) দেখ। (১০) শুম্ভ-নিশুম্ভের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। শিব-ধর্ম্ম-১৩। (১১) অমর, তারাক্ষ ও শুম্ভ নামক অসুরগণ পৃথিবীর নিম্নভাগে পঞ্চম তলে বাস করিতেন। দেবীপু-৮২। (১২) শুম্ভ ও নিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয় যখন ত্রিলোকের অধিপতি হন, তখন কল্পবৃক্ষ হইতেই সকল ইষ্টসিদ্ধি হইত। দেবগণ তখন দৈত্যদিগের ভয়ে সুমেরুপর্ব্বতে আশ্রয় লন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তথায় দেবগণের বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দেবীপু-৭২। (১৩) শুম্ভ, কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষির কন্যা বেদবতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুশধ্বজ ঋষি তাহাতে সম্মত না হওয়াতে, শুম্ভ তাঁহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-১৭।

শুশ্রুত—সুশ্রুত দেখ

শুহ—জনৈক রাক্ষস-বীর। হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দহন কালে তাঁহারও গৃহ দগ্ধ হয়। রামা-সুন্দ-৫৪

শুকতুণ্ড—দুর্গ নামক অসুরের অন্যতম সেনাপতি স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

শুকোদরী— যোগিনীগণ দেখ।

শুষ্ণ—ইন্দ্র মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে মায়াদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। (কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন ইহা একটা উপমা। শুষ্ণকে বধ করিলেন অর্থ অনাবৃষ্টি বারণ করিয়া বৃষ্টি দান করিলেন)। একদা শুষ্ণ কুৎস ঋষিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র শুষ্ণকে সংহার করিয়া কুৎস ঋষিকে উদ্ধার করেন। ঋক্-১।১১।৭; ১।৬৩।৩; ১।১০৩।৬।

শুষ্মাদন—সোম শুষ্মাদনকে পদমালা বিদ্যাশিক্ষা দেন। দেবীপু-১১। শক্তি ও সোম দেখ।

শুষ্মায়নি—বরাহকল্পের দ্বাবিংশ দ্বাপরে তিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে মহাদেব লাঙ্গলীনামে অবতীর্ণ হন। লি-পূ-২৪। শুক্লায়ন দেখ।

শুহ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ।

শুন্ধ—বলির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৩। বলি দেখ।

শূক—দক্ষিণার গর্ভে উৎপন্ন যজ্ঞের দ্বাদশ জন পুত্র অজিত ও শূক এই দুই ভাগে বিভক্ত। বায়ু-১০। যজ্ঞ দেখ।

শূকর—একজন মহর্ষি। বৎস দেখ।

শূকরমূং—দানবপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭১।

শূকরাস্য—পাতাল নিবাসী অন্যতম অসুর। দেবীপু-৩।

শূদ্র—(১) কুরুবংশীয় ক্ষেমকের পুত্র। তিনি ঐ বংশীয় শেষ নরপতি। গরুড়-পূ-১৪৫। (২) কশ্যপ-বংশীয় রৈভ্যের পুত্রগণ শূদ্র নামে খ্যাত ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯।

শূদ্রক—কলিযুগের তিন সহস্র দুই-শত বৎসর অতীত হইলে, শূদ্রক নামে একজন মহাবীর তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া, পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। তাহার তিনসহস্র তিনশত দশ বৎসর পরে নন্দবংশের উদ্ভব হয়। চাণক্য নামক ব্রাহ্মণ এই নন্দবংশের উচ্ছেদ-সাধন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। কৌটিল্য দেখ।

শূদ্রা—(১) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ।

শূনামুখ—নামান্তর শুনোমুখ। শুনোমুখ দেখ।

শূন্যপাল—জনৈক মহর্ষি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৩।

শূন্যবন্ধু—তৃণবিন্দু দেখ।

শূন্যা—সীতা দেখ।

শূন্যালয়া—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

শূর—(১) নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র। কার্ত্তবীর্য্য

কৃষ্ণ, বৃষ্টাঙ্গ, বৃষণ, মধু (১৬) ও ধৃষ্ণ, দেখ। (২) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র। শূরের দশ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বসুদেব। তৎপরে দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ জন্মে। এতদ্ভিন্ন শূরের পৃথুকীর্ত্তি পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যাও জন্মে। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি, বসুদেব ও দমন দেখ। (৪) শূরের তিন পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অশ্মকীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষ, মাধীর গর্ভে দেবমানুষ এবং ভাসার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাদৃষ্টি (অনাবৃষ্টি), নন্দন, ভৃঞ্জিন, শ্যাম, শমীক, গণ্ডুষ প্রভৃতি পুত্রগণ এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে অনিন্দিতা পাঁচ কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। (৫) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের পুত্র শূর। তাঁহার পত্নীর নাম মারিষা। এই মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বক নামে দশ পুত্র এবং পৃথু, শ্রুতদেবী, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৬) অসিক্নী নাম্নী পত্নীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষের শূর নামে এক তনয় জন্মে। ভোজরাজ নন্দিনী শূরের মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শূরের বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ তনয় এবং পৃথা, পৃথুকীর্ত্তি, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-১৪। (৭) দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর। তাঁহার পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, করন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয় শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ এই দশ তনয় এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৮) পুরুবংশীয় ঈলিনের অন্যতম পুত্র শূর। মহাভা-আদি-৯৮। ঈলিন দেখ। (৯) যদুবংশীয় বিদূরথের পুত্র শূর। তাঁহার তনয় শমী। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (১০) বিদূরথাত্মজ শূরের কতিপয় তনয় ছিল। তাঁহাদের নাম—বাত, নিদাত, নিবাত, শোণিত, শ্বেতবাহন, শমা, গদবর্ম্মা, শক্র-শক্রজিৎ। বায়ু-৯৬। (১১) বিদূরথাত্মজ শূরের তনয় ভজমান। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১২) ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় শূর। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১৩) যদুবংশীয় ভজমানের অন্যতম তনয় শূর। ব্রহ্মপু-১৫। হরি-হরি-৩৭। ভজমান দেখ (১৪) যদুবংশীয় উষঙ্গুর দুই তনয়—চিত্ররথ ও শূর। শূরের অপত্য বসুদেব প্রভৃতি। ব্রহ্মপু-২২৬। (১৫) বৃষ্ণিবংশীয় বিদর্ভের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শূর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।(১৬) ধর্ম্ম হইতে রাজাধিদেবীর

গর্ভে শূর নামে এক মহাবল তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৭) বিদূরথাত্মজ শূরের অপত্য সমি। আবার ঐ বংশীয় অধস্তন দৈবলের তনয়ও শূর। তাঁহার তনয় বসুদেব প্রভৃতি কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১৮) ভোজা নাম্নী (ভোজ বংশীয়া) পত্নীর গর্ভে শূরের বসুদেব, দেবমার্গ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, শিনি, নন্দ, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক, ও সংযুপ নামে দশপুত্র এবং শ্রুতকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবী, শ্রুতশ্রবাও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। মৎ-৪৬। (১৯) বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভে বল, শূর প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। মার্ক-১১৭। বল (১৩) দেখ। (২০) সুভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২১) চিত্ররথের অপত্য শূর, শূরের আত্মজ বসুদেব। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (২২) তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শূরসেন—(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম তনয়। কার্ত্তবীর্য্য, কৃষ্ণ, বৃষ্টাঙ্গ, বৃষণ, মধু (১৬) ও ধৃষ্ণ দেখ। (২) শূরসেনের তনয় জয়ধ্বজ। সৌর-৩১। (৩) কার্ত্তবীর্য্য তনয় শূর, শূরসেন প্রভৃতি হৈহয় নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদও শূরসেন নামে খ্যাত হইত। হরি-হরি-৩৩। (৪) শূরসেনের কন্যা কুন্তি মহারাজ পাণ্ডুর অন্যতমা মহিষী ছিলেন। কুন্তি দেখ। (৫) প্রতিষ্ঠানপুরে শূরসেন নামে একজন রাজা ছিলেন। মহাবল নামক এক নাগ শিবের অভিশাপে সর্পাকারে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। রাজা শূরসেন সর্পরূপী পুত্রের প্রার্থনায় তাহার চূড়াকরণ, উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন এমন কি এক রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও দিলেন। সর্পরূপী শূরসেন-তনয়ের পত্নী ভোগবতী তাঁহার স্বামীকে অনাদর না করিয়া, যথোচিত সমাদর করিতেন। এবং তাঁহারই পরামর্শে সর্পরূপী স্বামীকে গৌতমীতীর্থে লইয়া যাইয়া তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাহাতেই শাপমুক্ত হইয়া নাগ মহাবল স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন। ব্রহ্মপু-১১১। (৬) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্র। শত্রুঘ্ন দেখ। (৭) অঙ্গদেশের অধিপতি কর্ণের তনয়। শূরসেনের তনয় ধ্বজ। বায়ু-৯৯। (৮) শূরসেন মথুরার অধিপতি ছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-২০।

শূরসেনী—(১) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেববান্ ও উপদেব নামে দুই তনয় জন্মে। অক্রূর দেখ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) প্রবীরের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মনস্যু নামে এক তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। প্রবীর দেখ।

শূরী—দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম তনয়। নামান্তর শৌরী। মৎ-৪৬।

শূরভূ, শূরভূমি—উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও শূরের অন্যতম তনয় শ্যামকের পত্নী। তাঁহার গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই তনয় জন্মে ভাগ-৯স্ক-২৪।

শূর্পক—দানবপতি রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

শূর্পণখা, সূর্পণখা, শূর্পনখা। লঙ্কাপতি রাবণের কনিষ্ঠা সহোদরা। কৈকসীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভকর্ণ ও রাবণ তাঁহার অগ্রজ এবং বিভীষণ তাঁহার অনুজ ছিলেন। কালকেয়বংশীয় দানবপতি বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কালকেয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই সংশ্রবে তিনি নিজ ভগিনীপতি বিদ্যুজ্জিহ্বেরও প্রাণ বধ করেন। তদবধি শূর্পনখা খর ও দূষণ নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন। সেই অরণ্যে বাস কালেই লক্ষ্মণ তাঁহার নাসা-কর্ণ ছেদন করেন। রামা-উত্ত-৯-২৯। রাম (১৫০৭ পৃঃ) ও রাবণ (১৪৯৩ পৃঃ) দেখ।

শূর্পাক্ষী—নিশাচর ঘটোদরের স্ত্রী। কোশকার দেখ।

শূলটঙ্ক—(১) প্রয়াগধামস্থিত শূলটঙ্ক নামক শিবলিঙ্গ প্রয়াগ-স্নানার্থী ব্যক্তিদিগের মুক্তিপথ প্রদর্শন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭। (২) শূলটঙ্ক-লিঙ্গরূপী মহেশ্বর প্রয়াগ হইতে কাশীধামে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

শূলদন্ত—দানববিশেষ। সে অন্যান্য দানবদিগের সহিত পৃথিবীর নিম্নভাগে আভাস নামক তলে বাস করিত। বায়ু-৫০। দেবীপু-৮২।

শূলধরা—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে জাত অর্দ্ধ-নারী-নর-রূপধারী মূর্ত্তির এক নাম। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা (৪) দেখ।

শূলধারিণী—দেবী দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩২ পৃঃ।

শূলপাণি—(১) জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার মত বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। উশ-৯ম-খ-টী। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-বন-১২।

শূলহস্ত—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পশ্চিম দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মহোদর (১৪) দেখ।

শূলিনী—দেবী দুর্গার রূপ বিশেষের নাম। তিনি সিংহাসীনা এবং সজল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা। তিনি হস্তে শূল, বাণ, খড়্গ, চক্র, শঙ্খ, গদা, ধনু

ও পাশ ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং তিনি ত্রিনয়না। চারিটী কন্যাও খড়্গ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে। তন্ত্র—১৯৪ পৃঃ।

।—(১) একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। বরাহ কল্পের চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলীনামে মহাযোগীরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার শালিহোত্র, অগ্নিসেন, জাবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে চারিজন শিষ্য (পুত্র) ছিলেন। লি-পু-৭, ২৪। ঋক্ষ ও শালিহোত্র দেখ। (৩) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শৃগাল—(১) করবীর-পুরের অধিপতি। শ্রীকৃষ্ণ সানুচর তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, শৃগালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় এবং নরপতি শৃগাল শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। স্বামী নিহত হইলে, শৃগাল-মহিষী পদ্মাবতী শিশু পুত্রকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শৃগাল-তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তথা হইতে অন্যত্র গমন করেন। হরি-হরি-১০৪। (২) স্ত্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল কলিঙ্গ-রাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪। (৩) শ্রীকৃষ্ণের এক উপাধি। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২১।

শৃগালবদন—দানব বিশেষ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

শৃঙ্খলিকা—মাতৃকা বিশেষ। সীতা দেখ।

শৃঙ্খলী—মহাদেবের একজন প্রমথ। পদ্ম-উত্ত-১৩।

শৃঙ্গক—দানব বিশেষ। ব্রহ্মপু-৭০।

শৃঙ্গবৃষা—ঋগ্বেদোক্ত একজন মহর্ষি। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঋক্-৮-১৭-১৩।

শৃঙ্গবের—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭।

শৃঙ্গার, শৃঙ্গারতিলক—চৈত্রদেশাধিপতি। গর্গ-বিশ্ব-৪৭।

শৃঙ্গিপুত্র—একজন ব্রতচারী সংহিতাকার। তিনি তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১। শৃঙ্গি-তনয়ের নামান্তর শৃঙ্গিসুত।

শৃঙ্গী—(১) মহর্ষি শমীকের গো-গর্ভজাত তনয়। তিনিও তপস্বী ছিলেন। তাঁহারই শাপে কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা-আদি-৪০-৪২, ৫০। দেবীভা-২স্ক-৮। ভাগ-১স্ক-১৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১। (২) জমদগ্নির এক তনয়ের নাম ছিল শৃঙ্গী। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩৫। (৩) মনু-বংশীয় জিষ্ণুণের তনয় শৃঙ্গী, তাঁহার তনয় ভীম। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

শেনী—অঙ্গিরাবংশীয় একজন মন্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬১।

অজমীঢ় দেখ।

শেফালিকা—শ্রীকৃষ্ণের সহচরী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

শেষ—(১) অন্যতম প্রজাপতি। তিনি ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে তৃতীয় প্রজাপতি ছিলেন। রামা-আর-১৪। বায়ু-৬৫। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভজাত নাগ-গণের অন্যতম। তাঁহারই নামান্তর অনন্ত। বিনতাকে ছলনা করিবার জন্য, কদ্রু নিজ সন্তান-গণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু শেষ প্রমুখ কতিপয় নাগ মাতাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। তাহাতে তাঁহারা মাতৃশাপে পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। শেষ ব্রহ্মা কর্তৃক সমস্ত দংষ্ট্রিগণের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। হরি-হরি-২১৯। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৯, ৭৯। (৩) বিষ্ণুর আদেশে শেষনাগ ভূমণ্ডলকে ধারণ করিয়া আছেন। শেষ নাগ পৃথিবী ধারণ করিতে সম্মত হইলে, বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করিয়া, শেষনাগের আধার স্বরূপে অবস্থান করিতে প্রতি-শ্রুত হন। অনন্তদেব পৃথিবীর অধো-দেশে পাতাল নামক তলে, লক্ষযোজন দূরে অবস্থান করিয়া, একটি মাত্র ফণার উপর এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। গর্গ-বৃন্দা-১৩। (৪) নাগবর শেষের নয়নসমূহ রক্ত কমল সদৃশ, দেহদ্যুতি শঙ্খ-শুভ্র এবং তিনি নীল বসন পরিধান করিয়া আছেন। তিনি অজর ও অমর সহস্র-বদনবিশিষ্ট এবং বালারুণবর্ণ অক্ষমালাধারী। তিনি শ্বেতপর্ব্বতের শিখরদেশে অব-স্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার বৈষ্ণব সর্পশরীর দ্বারাই পৃথিবীর শেষসীমা নির্দ্দিষ্ট। বায়ু-৫০। (৫) পাতালের নিম্নভাগে শেষ নামক বিষ্ণুর তামসী মূর্ত্তি আছে। ব্রহ্মপু-২১। কূর্ম-পূ-৪৩। (৬) ভগবান্ শেষ (অনন্তদেবই) মহর্ষি বাৎস্যায়নের নিকট পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-পাতা-১। (৭) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম শেষ নাগের অংশাবতার ছিলেন। বলদেব দেখ। (৮) নাগ-নায়ক নামক নাগ-শ্রেণীর অন্যতম। স্কন্দ-নাগ-৩১। মণিকণ্ঠ দেখ।

শেষদেবী—দেবী শঙ্করীর শরীরজাতা অন্যতমা কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম-১১। ভট্টারিকা দেখ।

শেষলা—(১) ধর্ম্মারণ্যে অবস্থিত চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদশ গোত্রে বিভক্ত। ঐ সকল বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বিভিন্ন গোত্র-দেবী আছে। ভরদ্বাজ ও কুৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের শেষলা ও বুধলা নামে দুই গোত্রদেবী আছেন। বনো-ড়ীয়া ব্রাহ্মণগণের কুশ, বৎস ও ভরদ্বাজ নামে তিন গোত্র এবং তাঁহাদের গোত্র দেবীর নাম শেষলা ও শান্তা। বাটব্র-হ্মলে জাত ব্রাহ্মণগণেরও তিন গোত্র.

যথা—ধারণ, বৎস ও কুৎস। তাঁহাদের গোত্রদেবীত্রয়ের নাম জ্ঞানজা ছত্রজা ও শেষলা। তুধীয়া নামক স্থাননিবাসী আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের তিন প্রবর এবং তাঁহাদের গোত্রদেবীর নাম জ্ঞানজা ও শেষলা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

শৈবেয়—অন্যতম বিদ্যাধরগণ। বিদ্যাধর-রাজ বিক্রান্তের অন্যতম কন্যা শিবা হইতে এই শৈবেয় বিদ্যাধরগণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯।

শৈব্য—(১)শৌবির রাজ্যাধিপতি। তিনি জরাসন্ধের পরম বন্ধু ছিলেন। হরি-হরি-৯০। (২) শৈব্যরাজের কন্যা যশোমতী ও সত্যা, নরপতি বৃহন্মনার মহিষী ছিলেন। মৎ-৪৮। (২) এক জন সূর্য্যোপাসক রাজা। মহাভা-শান্তি-২৯৩। (৪) মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্রাহ্মণ-গণ কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করিতে পারেন এবং কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা অকর্ত্তব্য। তদুত্তরে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে শৈব্যরাজের উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। একবার কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী, ইহাঁরা সনাধিধারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির বাসনায়, ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। পশুসখ নামক একজন শূদ্রও তাঁহার ভার্য্যা গণ্ডা, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময়ে পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মহর্ষিগণ দুর্ভিক্ষবশতঃ বহুদিন অনাহারে থাকিয়া, পরিশেষে একদিন এক মৃত রাজকুমারের দেহ প্রাপ্ত হন এবং ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই মৃত নরদেহটিই ভক্ষণ করিবার জন্য স্থালীতে রন্ধন করিতে লাগিলেন। ঐ মৃতদেহটি শৈব্যরাজের পুত্রের। শৈব্যরাজ এক যজ্ঞ করিয়া ঋত্বিকগণকে স্বীয় তনয়কে দক্ষিণাস্বরূপ দান করেন। সেই তনয় দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ঐ দুর্ভিক্ষকালে প্রাণত্যাগ করেন। মহর্ষিগণ যখন সেই রাজকুমারের দেহ রন্ধন করিতেছিলেন, তখন শৈব্যরাজ সেই পথে গমন করিতেছিলেন। তিনি মহর্ষিগণকে মৃতদেহ রন্ধন করিতে দেখিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন এবং মহর্ষিগণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদি, গবাদি পশু প্রভৃতি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষিগণ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলেন না। কারণ যে দিন ব্রাহ্মণ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিনের তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ

রাজাকে "আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন," এই কথা বলিয়া সেই পচ্যমান নরমাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক আহার অন্বেষণে বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। তখন মহীপতি শৈব্য মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, সেই মহর্ষিদিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বর ফল প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। মন্ত্রীগণও প্রত্যহ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে বৃহদাকার উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে, একদিন মন্ত্রিরাজ শৈব্য ভৃত্যদ্বারা মহর্ষিগণের নিকট সুবর্ণ পূরিত উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। সেই উড়ুম্বর প্রথমে মহর্ষি অত্রির হস্তগত হয়। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া, গুরুভার বোধ হওয়াতে বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ উড়ুম্বরের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। অন্যান্য মহর্ষিগণও তাহা জানিতে পারিয়া, সুবর্ণ গ্রহণের নিন্দা করিয়া ঐ উড়ুম্বর গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন "আমরা একটি নিষ্ক গ্রহণ করিলে শত বা সহস্র নিষ্ক গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব এই নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগের নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে।" কশ্যপ বলিলেন, "এই পৃথিবীতে যত ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য আছে, তৎসমুদয় একজনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না। অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।" ভরদ্বাজ বলিলেন "মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে, সেই মৃগদেহের বৃদ্ধির সহিত শৃঙ্গও যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মনুষ্যের আশাও তদ্রূপ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।" গৌতম বলিলেন "মনুষ্যের আশা সমুদ্র তুল্য। এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদয় পদাথ গ্রহণ করিলেও, তাহার আশা পূর্ণ হয় না।" বিশ্বামিত্র বলিলেন "মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।" জমদগ্নি কহিলেন "যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরে বিনষ্ট হয়।" অরুন্ধতী কহিলেন, "কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার মনে হয়, দ্রব্যসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয় করা শ্রেয়স্কর।" পশুসখ বলিল, "ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই। লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না।" এইভাবে সকলের বক্তব্য সমাপন হইলে, মহর্ষিগণ এক বাক্যে বলিলেন, "যিনি গোপনে এই উড়ুম্বরের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া

আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।” এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে সুবর্ণপূরিত উড়ুম্বর ফলসকল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রীগণ-প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ শৈব্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কিসে মহর্ষিগণের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি কঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সেই হুতাশন হইতে এক ভীষণা মূর্ত্তি রাক্ষসী উৎপন্না হইল। মহারাজ শৈব্য তাহাকে যাতুধানী এই নাম প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, “তুমি অচিরে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের নিকট গমনপূর্ব্বক, তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তদনন্তর তুমি যথেচ্ছ গমন কর।” যাতুধানী তৎক্ষণাৎ মহর্ষিগণের অন্বেষণে গমন করিল। তৎকালে মহর্ষিগণ ফলমূল আহার করিয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহারা সকলে একজন স্থূলকায় সন্ন্যাসীকে তদনুরূপ স্থূলাঙ্গ এক সারমেয় সহ আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এই সন্ন্যাসী যেরূপ স্থূলকায় আপনারা কখনই তদ্রূপ হইতে পারিবেন না।” তচ্ছ্রবণে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন যে, তিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, দুঃখিত আছেন। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীর ঐরূপ কোনও দুঃখের কারণ নাই বলিয়া, তিনি স্থূলকায় হইয়াছেন। অতঃপর অন্যান্য মহর্ষিগণও কি কি কারণে তাঁহারা ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় স্থূলকায় হন নাই, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। অত্রি বলিলেন যে, ক্ষুধানুরূপ খাদ্য লাভ না করাতে তাঁহার বেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, এবং সেজন্যই তিনি শীর্ণকায় হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তিনি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এবং ক্ষুধায়ও অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, তজ্জন্যই তাঁহার দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। জমদগ্নি বলিলেন যে, তাঁহাকে বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠ সঞ্চয় করিবার জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, তাহাতেই চিন্তাজ্বরে তাহার তনু ক্ষীণ হইয়াছে। কশ্যপ বলিলেন যে, তাঁহার চারি সহোদর উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে, তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার দেহ ঐরূপ ক্ষীণ। ভরদ্বাজ বলিলেন যে, ভার্য্যাপবাদ-

নিবন্ধন তাঁহার যেমন শোক উপস্থিত হইয়াছে, ঐ সন্ন্যাসীর তদ্রূপ হয় নাই, তজ্জন্য তিনি ক্ষীণকায় নহেন। গৌতম বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় ঐ সন্ন্যাসীর বস্ত্রকষ্ট উপস্থিত হয় নাই, তজ্জন্য তিনি পুষ্টিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা এই-রূপে কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে সন্ন্যাসী তাঁহাদের সন্নিকটে উপ-স্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "চলুন, আমরা বনে পর্য্যটন করিয়া ফলমূল আদি অনুসন্ধান করি।" অতঃপর তাঁহারা সকলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক সরো-বরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। যাতুধানী নাম্নী পূর্ব্বোল্লিখিতা রাক্ষসী সেই সরোবর রক্ষা করিতেছিল। রাক্ষসী মহর্ষিগণকে দেখিয়া বলিল যে, সে ঐ সরোবরের রক্ষক। মহর্ষিগণ যদি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক সর-জাত মৃণাল উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে বাসনা করেন, তবে তাঁহা-দিগকে প্রথমে নিজ নিজ নাম ও নামের অর্থ কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহর্ষিগণ তাহাতেই সম্মত হইয়া নিজ নিজ নামের অর্থ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অত্রি বলিলেন, "আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ন নিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অ-রাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই তাহা রাত্রিই নহে, এবং আমি লোক সমুদয়কে অৎ অর্থাৎ পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি, তাই আমার নাম অত্রি হইয়াছে।" বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি বসু অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং বসী অর্থাৎ গৃহস্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই আমার নাম বশিষ্ঠ হই-য়াছে।" কশ্যপ বলিলেন, "আমি কশ্য অর্থাৎ শরীর রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য অর্থাৎ দীপ্তি-মান হইয়াছি, তাই আমার নাম কশ্যপ।" ভরদ্বাজ বলিলেন, "আমি দ্বাজগণের (অর্থাৎ দেবতা ব্রাহ্মণ, শিষ্য, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি, তাই আমার নাম ভরদ্বাজ।" গৌতম বলিলেন, "আমি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ দূরী-ভূত হইয়াছিল, আর আমি গো (ইন্দ্রিয়) সমুদয়ের দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বিশ্বদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র, তাই আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।" জমদগ্নি বলিলেন, "আমি জমৎ অর্থাৎ দেবতাদিগের যাগোপযোগী অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাই আমার নাম জমদগ্নি।" অরুন্ধতী বলিলেন, "আমি আমার ভর্ত্তার সহিত অরু অর্থাৎ এই পৃথিবী ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন

অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি, তাই আমার নাম অরুন্ধতী।" মহর্ষিগণের দাসী গণ্ডা বলিল যে, তাহার গণ্ডদেশ উন্নত বলিয়া তাহার ঐ নাম হইয়াছে। পশুসখ নামক মহর্ষিদিগের কিঙ্কর বলিল যে, সে পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে এবং সে পশুগণের প্রিয় সখা, তাই তাহার নাম পশুসখ হইয়াছে। এইরূপে সন্ন্যাসী ভিন্ন অপর সকলেই নিজ নিজ নাম ও তাহার অর্থ কীর্ত্তন করিলে যাতুধানী সন্ন্যাসীকেও তদ্রূপ করিতে অনুরোধ করিল। সন্ন্যাসী কেবলমাত্র বলিলেন যে, তাঁহার নাম শুনসখা। যাতুধানী তাহা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীকে পুনরায় নিজ নাম কীর্ত্তন করিতে বলিল। সন্ন্যাসী তখন বলিলেন "আমি যখন একবার আমার নাম উল্লেখ করাতে তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না, তখন আমি তোমাকে বধ করিব।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে ত্রিদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন। অতঃপর মহর্ষিগণ ও দেবী অরুন্ধতী প্রভৃতি সকলে বহু পরিশ্রমে মৃণালগুলি উৎপাটনপূর্ব্বক তীরে স্থাপন করিলেন এবং পুনরায় সরোবরে অবতরণ করিয়া, সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন। তর্পণান্তে তাঁহারা তীরে উত্থিত হইয়া মৃণালগুলি দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন সুতরাং মৃণালগুলি না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কে যে মৃণাল সমুদয় অপহরণ করিয়াছে তাহা না বুঝিতে পারিয়া প্রত্যেকেই ক্রমে ক্রমে শপথ করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। সকলের শপথ করা সমাপ্ত হইলে, সরতীর সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীও নিজ নির্দ্দোসিতা প্রমাণ করিবার জন্য শপথ করিবার ছলে বলিলেন, "যে আপনাদের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ব্রহ্মচারী এবং যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যা প্রদান ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করুক।" তাঁহার শপথ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন, "ভদ্র, তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়, সুতরাং উহা-দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।" তখন সেই সন্ন্যাসী নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন যে, তিনি বস্তুতঃ দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি যদিও মৃণালগুলি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি আত্মসাৎ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি ঐ যাতুধানী রাক্ষসীর হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে

রক্ষা করিবার জন্য, তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ বস্তুতঃ লোভ-পরাঙ্মুখ হইয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভের অধিকারী হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া দেবরাজ দেবী অরুন্ধতী সহ মহর্ষিগণকে এবং তাঁহার দাস ও দাসী গণ্ডা ও পশুসখকে লইয়া দেবপুরে গমন করিলেন। মহাভা-অনুশা-৯৩। (৫) মহর্ষি শিবির পুত্র সত্যকামের নামান্তর। প্রশ্ন-উপনিষৎ।

শৈব্যা—(১) যদুবংশীয় জ্যামঘের পত্নী। জ্যামঘ দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) প্রসিদ্ধনামা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী। হরিশ্চন্দ্র দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর নৃপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে রাজা অসমঞ্জ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১০। দেবীভা-৯স্ক-১১। (৫) শতধনু নামক জনৈক বিষ্ণুভক্ত রাজার পত্নী। শতধনু দেখ। (৬) জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ। তাঁহার পত্নী শৈব্যা। শৈব্যার গর্ভে ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪৩। (৭) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সহচারিণী গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৩৯। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১২। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শৈল—জনৈক অসুর। কংস তাহাকে বিনাশ করেন। গর্গ-গোল-৭।

শৈলকম্প—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শৈলকম্পী—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

শৈলজা—হিমাচল-দুহিতা ও শঙ্কর-বনিতার এক নাম।

শৈলপুত্রী—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শৈলমুখী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেবকর্তৃক সৃষ্ট অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

শৈলরোমা—(১) জালন্ধর দৈত্যের অনুচর জনৈক দানব। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত-৭। (২) ঐ নামীয় এক দানবকে শিবানুচর পুষ্পদন্ত বধ করেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

শৈলাদ—(১) মহাদেবের অন্যতমগণ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১। (২) শিলাদের পুত্র বলিয়া শিবানুচর নন্দীরও একনাম শৈলাদ।

শৈলাদি—শিলাদ মুনির পুত্র। তিনি খুব শিবভক্ত ছিলেন বলিয়া মহাদেব তাঁহাকে গণেশ্বর পদ প্রদান করেন। তিনি শিবপূজা বিধি প্রচার করেন। তিনি মরুতের তনয়া সুযশাকে বিবাহ করেন। লি-পূ-২৯, ৪০-৪৩। নন্দী ও শিলাদ দেখ।

শৈলাভ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

শৈলালেয়—বশিষ্ঠবংশীয় একজন

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদ-শেরক দেখ।

শৈলূষ—(১) বভ্রু দেখ। (২) জনৈক গন্ধর্ব্বরাজ। তাঁহার কন্যা সরমা বিভীষণের পত্নী ছিলেন। রামা-উত্ত-১২। (৩) সিন্ধুনদের পার্শ্বে গন্ধর্ব্বদিগের এক দেশ ছিল। শৈলূষ গন্ধর্ব্বের পুত্রগণ সেই দেশ রক্ষা করিত। দাশরথি রাম সেই দেশ জয় করেন। রামা-উত্ত-১১৩। অগ্নি-১১।

শৈলেয়—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের পিতামহ। তিনি তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করেন। মহাভা-আশ্র-২০।

শৈলেশ্বর—কাশীধামে নগরাজ হিমাচল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; উত্ত-৬৬, ৭৩, ৯৭।

শৈলোদর—দানবপতি জালন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৭।

শৈশির—ভরদ্বাজ, হুত, শৌঙ্গ ও শৈশিরেয়, ইহারা সকলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ গোত্রজ। ইহাঁদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, মৌদ্গাল্য ও শৈশির। মৎ-১৯৬। ভরদ্বাজ (৩৬) দেখ।

শৈশিরী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্যের অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬২।

শৈশিরেয়—(১) শৈশির দেখ। মৎ-১৯৬। (২) সংহিতাকার শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬০। ব্রহ্মা-৬৬। শাকল্য দেখ।

শৈশিরোদবহি—একজন কশ্যপ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। যামুনি দেখ।

শৈশুপাল—পাতালবাসী জনৈক অসুর। বজ্রদণ্ড নামক দৈত্য পাতালে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন। দেবীপূ-৩।

শোক—(১) মৃত্যু হইতে শোক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মার্ক-৫০। বিষ্ণু-১ম-৭। মৃত্যু দেখ।

শোকনাশিনী—সীতা দেখ।

শোণকর্ণি—একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

শোণাশ্ব—(১) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র। তাঁহার পাঁচ তনয় জন্মে। তাঁহাদের নাম—শমী, দেবশর্ম্মা, নিকুম্ভ, শক্র ও শত্রুজিৎ মৎ-৪৪। (২) শোণাশ্বের পাঁচ পুত্রের নাম—শমী, রাজশর্ম্মা, নিমূর্ত্ত, শত্রুজিৎ ও শুচি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শোণিত—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ।

শোণিতাক্ষ—একজন রাক্ষস সেনাপতি। হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাদগ্ধকালে তাঁহার গৃহও ভস্মীভূত হয়। তিনি লঙ্কাসমরে বানর-দলপতি দ্বিবিদের

হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৬, ৫৪; লঙ্কা-৭৫, ৭৬, ১২৫।

শোণিতোদ—যক্ষ বিশেষ। তিনি যক্ষপতি কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শোধনী—তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ।

শোভন—(১) ইন্দ্রসেন নামক রাজার পুত্র। তিনি কার্ত্তিক মাসের রমা নাম্নী একাদশীতে উপবাস করিয়া মরণান্তে মন্দারাচলের সানুদেশে দিব্য রম্য পুরীতে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম চন্দ্রভাগা। পদ্ম-উত্ত-৬০। গর্গ-বিশ্ব-৪৩। (২) যদু-বংশীয় তমের তনয় আনকদুন্দুভি। আনকদুন্দুভির পুত্র শোভন। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

শোভনা—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপিকার অন্যতমা। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ ও সীতা দেখ। (৩) দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শোভয়ন্ত—অপ্সরাদের অন্যতমগণ। এই শোভয়ন্তগণের অন্তর্গত অপ্সরাগণ ব্রহ্মার মানসী কন্যা। বায়ু-৬৯।

শোভা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্যতমা গোপিকা। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চম্পক বনে শোভার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকার আগমন-শব্দ শ্রবণ করিয়াই সে স্থান পরিত্যাগ করেন। শোভাও দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিল। তৎপরে শোভার দেহ স্নিগ্ধ তেজরূপে পরিণত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দগ্ধহৃদয়ে সেই তেজ বিভাগ করিয়া বিভিন্ন অংশগুলি রত্ন, স্বর্ণ, শ্রেষ্ঠমণি, স্ত্রীগণের মুখপদ্মে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, রৌপ্যে, চন্দনপঙ্কে, জল সমূহে, পল্লবে, পুষ্পে, নবকিশলয় শোভিত তরুরাজিতে, দুগ্ধে, সুপক্ব ফলে, শস্যে, সংস্কৃত দেবগৃহে ও রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৩। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১১। (২) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। ভদ্রমতি দেখ। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৪) চন্দ্র দেখ।

শোষণী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শোষণীদৃষ্টি—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শৌকায়নী—মহর্ষি বেদস্পর্শের অন্যতম বেদজ্ঞ শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৭। বেদস্পর্শ দেখ।

শৌক্রতর—অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

শৌক্লায়নী—বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭। বেদদর্শ দেখ।

শৌক্তায়নি—দেবদর্শের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৬। দেবদর্শ ও বেদ-স্পর্শ দেখ।

শৌঙ্গ—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। শৈশির দেখ।

শৌণ্ড—লীলাবতী নামক এক বেশ্যার শূদ্রজাতীয় দাস। মৎ-৯২। লীলাবতী দেখ।

শৌণ্ডিকেয়—হৈহয়দিগের অন্যতম কুল। হৈহয় দেখ।

শৌন—ধনঞ্জয় নামক এক ব্যক্তির পুত্র। তাহার পত্নী কলাদেবীকে মারীচ নামক এক রাক্ষস শৌনের রূপ ধারণ করিয়া হরণ করে। পদ্ম-পাতা-৬৮।

শৌনক—(১) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) সংহিতাকার পথ্যের অন্যতম শিষ্য। তিনি স্বীয় গুরু পথ্যের নিকট হইতে অথর্ব্ববেদের যে অংশ লাভ করেন, তাহা আবার দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ বভ্রুকে ও আর একভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। পথ্য দেখ। (২) রাজর্ষি পুরূরবার বংশীয় শুনকের পুত্র। বায়ু-৯২। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৩) পুরূরবা বংশীয় গৃৎসমদের পুত্র। তিনি চাতু-র্বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। গরু-পূ-১৪৩। (৪) কুলপতি শৌনক একবার নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ঋষিগণের প্রার্থনায় লোম-হর্ষণ-তনয় সুত পুরাণ ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন পুরাণ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৫) মহর্ষি গৃৎসমদ বা তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের ঋষি। কথিত আছে যে তিনি অঙ্গিরা-বংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। পরে গৃৎসমদ নাম ধরিয়া ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র শৌনক বলিয়া অভি-হিত হন। ঋক্-২।১। (৬) কপি-গোত্র উৎপন্ন মহর্ষি শৌনক একজন ব্রহ্ম-বাদী ঋষি ছিলেন। ছান্দো-৪র্থ-অঃ-৩-খ, ৫। অথর্ব্বন্ দেখ। (৭) গয়া-সুরের দেহের উপর অনুষ্ঠেয় যজ্ঞে পৌরহিত্য করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঋষিগণের অন্যতম। মৎ-১০৬। (৮) গৃৎসমদের পুত্র শুনক। তাঁহার তনয় শৌনক হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতীয় পুত্রই জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মপু-১১। বায়ু-৯২। হরি-হরি-২৯।

শৌনকায়ন—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

শৌবন—ভরত-বংশীয় মহান্তের পুত্র শৌবন। শৌবনের তনয় ত্বষ্টা। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। মহান্ত দেখ।

শৌরি—(১) দেবকীর গর্ভজাত

বসুদেবের অন্যতম পুত্র। শৌরির পত্নীর নাম শ্রদ্ধাদেবী। এক বৈশ্যার গর্ভে শৌরির কৌশিক নামে আর এক পুত্র জন্মে। সুতনু ও রথবাজী নামে শৌরির আরও দুই পত্নী ছিল। দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের সকল সন্তানকেই কংস বধ করেন। মৎ-৪৬। ব্রহ্মপু-১৪। বসুদেব দেখ। (২) সূর্য্যের একনাম। ব্রহ্মপু-৩৩। (৩) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ-মূর্ত্তি। শক্তি দেখ।

শৌরিদ্যু—একজন সংহিতাকার। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

শৌরী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে বসুদেবের কুলোদ্বহ নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬।

শৌর্য্যবর্ম্মা—কাশ্মীর-দেশাধিপতি। তিনি সিংহল দেশাধিপতি বিক্রমবেতাল নামক রাজার পরম বন্ধু ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৮।

শ্ব-দংষ্ট্রা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শ্বনচিত্র—রন্তিদেব দেখ।

শ্বপতি—দানবপতি বিপ্রচিত্তির অনুচর অন্যতম দৈত্য। ব্রহ্মপু-২১৩।

শ্বফল্ক—(১) যদুবংশীয় বৃষ্ণির তনয়। শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর। ধর্ম্মাত্মা শ্বফল্ক যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানে ব্যাধি-ভয় বা অনাবৃষ্টির ভয় থাকিত না। কোন সময়ে কাশীরাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, কাশীরাজ শ্বফল্ককে নিজ রাজ্যে লইয়া যান। তৎফলে কাশীরাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কাশিরাজের কন্যা গান্দিনী শ্বফল্কের পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। গরু-পূ-১৪৩। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে সুতার নামে এক কন্যা ও কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রগণের নাম—অক্রূর, উপমদ্গু, মৃদর, বিশরি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, দৃষ্টশর্ম্মা, বান্ধমোজা, অবাহ ও প্রতিবাহ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৩) ভাগবত মতে ঐ পুত্রদের নাম—(৯স্ক-২৪)—অক্রূর, অঙ্গদ, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুধর্ম্ম, সারমেয়, ক্ষত্রপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদন ও প্রতিবাহ। এতদ্ভিন্ন সুচারী নাম্নী এক কন্যাও জন্মিয়া ছিল। (৪) ব্রহ্মপুরাণ মতে (১৪শ অঃ) ঐ পুত্র কন্যাদের নাম—উপমদ্গু, মদ্গু, মেদুর, অরিমেজয়, অরিক্ষিত, আক্ষেপ শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, যতিধর্ম্মা, ধর্ম্মোক্ষা, অন্ধরুরু, আবহ ও প্রতিবাহ এই চৌদ্দজন পুত্র এবং সুন্দরী নামে এক কন্যা। (৫) আবার ঐ ব্রহ্মপুরাণেই অন্যত্র আছে, শ্বফল্কের অক্রূর ভিন্ন উপমদ্গু, মদ্গু, অরিমর্দ্দন, অরিক্ষেপ, উপেক্ষ, শত্রুহা,

অরিমেজয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধর্ম্মা, গৃধ্র-ভোজান্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহু নামে কতিপয় পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-১৬। (৬) শ্বফল্কের পুত্রদের নাম—উপমঙ্গু, মঙ্গু, মৃদু, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মভৃৎ, দৃষ্টচয়, বর্গমোচ, আবহ ও প্রতিবাহু। বায়ু-৯৬। অক্রূর দেখ।

শ্বভ্র—পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৫। উশীনর ও বসুদেব দেখ।

শ্বসন—অষ্ট মারুতের অন্যতম। পদ্ম-উত্ত-৫। অপান দেখ।

শ্বাপদ—(১) পৃথিবীর নিম্নভাগে প্রথমতলনিবাসী অন্যতম দানব। বায়ু-৫০। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা প্রধার গর্ভে শ্বাপদ-গণ জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

শ্বাবক—ইন্দ্র শ্বাবককে অনার্য্য দস্যুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।৩।১২।

শ্বাবশ্ব—পরশ্রবা, ঋচীক ও শিখণ্ডী দেখ।

শ্বাসা—অষ্টবসুর অন্যতম অনিল শ্বাসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।

শ্বিত্রা—শ্বৈত্রেয় দেখ।

শ্বেত—(১) জনৈক বানরদলপতি। তিনি সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামের সহিত লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৩০। (২) সুদেব নামক এক ত্রিভুবন বিখ্যাত নরপতির অন্যতম পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্বেত নরপতি নিজের আয়ুর পরিমাণ কাল জ্ঞাত ছিলেন। কালক্রমে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আয়ু বিগতপ্রায় হইয়াছে, তখন তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করেন এবং তথায় তিন সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও তিনি ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা পীড়িত হইতে লাগিলেন। তাহাতে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিলেন ও তাঁহার নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে শ্বেতরাজ তপস্যা করিবার সময়ে কেবল নিজ শরীরেরই পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কিছু দান করেন নাই। বপন না করিলে কখনও ফল উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়াও তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইতেছেন। এই বলিয়া ব্রহ্মা বিধান দিলেন যে, শ্বেত নরপতিকে নিজ শব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইবে। দীর্ঘকাল পরে

মহর্ষি অগস্ত্যের কৃপায় তাঁহার মুক্তি হইবে। তদবধি শ্বেত-নরপতি প্রতিদিন ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্ত্যে গমন করিয়া নিজ শব-মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। ব্রহ্ম-বরে শবের ভক্ষিত অংশ পুনরায় সম্পূর্ত্তা লাভ করিত। একদিন মহর্ষি অগস্ত্য অরণ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে শ্বেতনরপতিকে শবমাংস ভক্ষণ করিতে দর্শন করেন। তিনি উহার কারণ জানিতে চাহিলে শ্বেত-নরপতি নিজ বিবরণ কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য শ্বেত-নরপতির নিকট হইতে নানা মূল্যবান উপহারাদি গ্রহণ করিলে, শ্বেত-নরপতি মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ-নাগ-১০৩। রামা-উত্ত-৯০, ৯১। পদ্ম-সৃ-৩৬। (৩) শৈব্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। দেখ। (৪) শাল্মলী দ্বীপাধিপতি বপুষ্মানের অন্যতম পুত্র। বপুষ্মান জীমূত ও বৈদ্যুত দেখ। (৫) শ্বেত-বরাহ কল্পে ব্রহ্মা হইতে শ্বেত নামক এক মহামুনি জন্মলাভ করেন। শ্বেত মুনি ও ব্রহ্ম-দেহজাত তাঁহার পূর্ব্বজ মুনিগণ সহস্র বৎসর পাশুপাত যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাময় দেহে ধর্ম্মোপদেশে ব্যাপৃত থাকিয়া পুনরায় ব্রহ্মদেহেই বিলীন হন। ব্রহ্মা-২১। বায়ু-২২। ব্রহ্মা (৪১), নন্দন ও বিশ্বনন্দ দেখ। (৬) শ্বেত নামক এক শিবভক্ত মুনি ছিলেন। যম তাঁহাকে স্বপুরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করায় শিব যমকে ভস্ম করেন এবং শ্বেত মুনিকে গাণপত্য পদ প্রদান করেন। সৌর-৬৯। লি-পূ-৩০। (৭) রাক্ষস বিশেষ। সে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করে। বিশ্বাবসু দেখ। (৮) দেবজনী দেখ। (৯) সুনয় দেখ। (১০) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (১১) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। চৈত্র, কাব্য ও তামস মনু দেখ। (১২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাপতি। বৈতালী দেখ। (১৩) রাজর্ষি শ্বেত বিশ্বজিৎ নামক এক যজ্ঞ করেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। রাজর্ষি ও রন্তিদেব দেখ। (১৪) যদুবংশীয় ধৃতির পুত্র। শ্বেতের তনয় বিশ্বসহ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১৫) পরাশরের বংশে উৎপন্ন একজন ঋষি। লি-পূ-৬৩। (১৬) সত্যযুগে শ্বেত নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে অকালে কালগ্রাসে পতিত এক ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপূ-৫৯। (১৭) ইলাবৃত বর্ষে শ্বেত নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী দান করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনিকে তাহা জ্ঞাপন করি-

লেন। বশিষ্ঠ মুনি অপরপক্ষে শ্বেত নরপতিকে অন্নদান করিতে পরামর্শ দিলেন। শ্বেতরাজ সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি পরে রাজ্য জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে বহু সুবর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মহার্ঘ দ্রব্য-সমূহ দান করেন। কালক্রমে শ্বেত নরপতি কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। তথায় এক দিবস তিনি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্বেত নামক পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক নিজেরই ভস্মীভূত অস্থি লেহন করিতে লাগিলেন। একদিন বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বিনীতাশ্ব নরপতির ন্যায় প্রাণিগণের উদ্দেশ্যে আহার্য্য দান করিতে বলি-লেন। শ্বেতরাজ বশিষ্ঠ মুনির পরা-মর্শে তদ্রূপ করিয়া মুক্তি লাভপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। বরা-৯৯-১০২। (১৮) বরাহ কল্পের প্রথম দ্বাপরে মহা-দেব শ্বেত নামে শিখাযুক্ত মহামুনিরূপে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেতলোহিত নামে চারিজন শিবভক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য ছিল। অনত্র বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরেও মহাদেব শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। মহর্ষি তৃণবিন্দু তখন ব্যাস হইয়া-ছিলেন। তখন শিবাবতার শ্বেতের উষিজ, বৃহদুক্থ, দেবল ও কবি নামে চারিটি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩। লিঙ্গপুরাণ মতে ঐ পুত্র চতুষ্টয়ের নাম উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি। শ্বেত হিমালয় পর্ব্বতে কালকে জরা-গ্রস্ত করেন। সেইজন্য সেই পর্ব্বত কালঞ্জর নামে খ্যাত। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লিঙ্গ-পূ-২৪। শিব-বায়-উত্ত-১০। (১৯) শ্বেত নামে একজন দানব রসাতলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (২০) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ। (২১) তন্ত্রোক্ত অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

শ্বেতকর্ণ—পাণ্ডু-বংশীয় এক নর-পতি। হরি-হরি-১৮৫। ব্রহ্মপু-১৩। অজপার্শ্ব দেখ।

শ্বেতকি—একজন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি অতিশয় যজ্ঞ সম্পাদন প্রিয় ছিলেন। তিনি এত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন যে ঋত্বিকগণ ক্লান্ত হইয়া তাঁহার যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিতে অসম্মত হন। তখন মহারাজ শ্বেতকি ঐ ঋত্বিকগণের পরামর্শে মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কৃচ্ছ্র সাধন সহ মহাদেবের আরাধনা করিলে, শঙ্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। শ্বেতকি শিবকে ঋত্বিকরূপে তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলিলেন। শিব প্রথমে সম্মত হইলেন না। তিনি তৎপরিবর্ত্তে শ্বেতকিকে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্ম-

চর্য্য পালন করিতে বলিলেন। শ্বেতকি তাহাতেই সম্মত হইয়া দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পুনরায় শিবকে তাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন যে, যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করা ব্রাহ্মণদিগেরই কর্ত্তব্য। তজ্জন্য তিনি দুর্ব্বাসাকে শ্বেতকির যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করিতে বলিলেন। মহাদেবের আদেশে দুর্ব্বাসা সেই মত করিলে শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই শ্বেতকি রাজার যজ্ঞেই ঘৃত আহার করিয়া হুতাশনের অগ্নিমান্দ্য রোগ হয়। পরে তিনি খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া রোগ মুক্ত হন। মহাভা-আদি-২২৩।

শ্বেতকেতু—(১) মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র। তিনি তাঁহার মাতাকে পিতার সম্মতিতেই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়া এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, তদবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন অপর পুরুষের সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে, তাহারা উভয়েই ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে। মহাভা-আদি-১২২। (২) মহর্ষি অরুণের পুত্র আরুণ। এই আরুণের তনয় শ্বেতকেতু। তিনি আরুণের বলিয়াও খ্যাত। শ্বেতকেতু মহর্ষি প্রবাহণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লাভ করেন। ছান্দো-৫ম-অঃ, ৩য়-খ। (৩) পুরুবংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্র। সেনজিৎ দেখ। (৪) উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু একবার ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। মহাভা-অনুশা-৫৭। (৫) মহর্ষি শ্বেতকেতু উত্তরদিকে বাস করিতেন। লোমহর্ষণ দেখ। (৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্বেতকেতু নামে একজন রাজর্ষি প্রভাসক্ষেত্রে শিবের আরাধনা করিয়া তথায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪০। (৭) শ্বেতকেতু রাজার যজ্ঞে ঘৃতপান করিয়া অগ্নির অজীর্ণ রোগ হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। শ্বেতকি দেখ। (৮) শুক্লায়ন ও লাঙ্গলী দেখ।

শ্বেতদেব—শ্বেতবরাহকল্পে মহাদেব ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি শ্বেতদেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মা-২১। বায়ু-২২। ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

শ্বেতবক্ত্র—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাপতি। বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভুত-রামা-১৯।

শ্বেতবাহন—(১) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র। রাজধিদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ।

শ্বেতভদ্র—(১) পাতাল নিবাসী অন্যতম রাক্ষস। দেবীপু-৩। (২) অন্যতম যক্ষ। তিনি কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শ্বেতমাধব—শ্বেত নরপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১। ব্রহ্মপু-৫৯। শ্বেত দেখ।

শ্বেতমালী—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক জয়ন্ত নায়কের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মহাহনু দেখ।

শ্বেতমূর্দ্ধা—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক নায়ক জয়ন্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মহাহনু দেখ।

শ্বেতলোহিত—শ্বেত নামক শিবাব-তারের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। শ্বেত দেখ।

শ্বেতশিখ—শ্বেত নাম শিবাব-তারের অন্যতম শিষ্য। শ্বেত দেখ।

শ্বেতশিখণ্ডি—শ্বেত নামক শিবাব-তারের অন্যতম শিষ্য। লি-পূ-৭।

শ্বেতসম্প্লুত—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদিক রক্ষক উন্মত্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মন্মন্তক দেখ।

শ্বেতসিদ্ধ—(১) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনা-তি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভুত-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

শ্বেতা—(১) কদ্রুর গর্ভজাত দশ কন্যার অন্যতমা। শ্বেতা হইতে কতি-পয় ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মে। বায়ু-৬৯। মহাভা-আদি-৬৬। কশ্যপ ও ক্রোধ দেখ। (২) যদুবংশীয় সুনয়ের কন্যা। সুনয় দেখ। (৩) শৈব্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৪) রজঃ-প্রকৃতি অপরা দেবীগণের অন্যতমা। দেবীপু-৫০। ব্রাহ্মী দেখ। (৫) দেবী ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-৯৮, ৯৯। (৬) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৭) দেব সেনাপতি স্কন্দের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শ্বেতানন—স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে বেত্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর শ্বেতাননকে প্রদান করে। বাম-৫৭।

শ্বেতাশ্ব—শিবাবতার শ্বেতের শিষ্য। বায়ু-২৩। শ্বেত দেখ।

শ্বেতাশ্বতর—এক জন ব্রহ্মবাদী মহর্ষি। তিনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ আশ্রমীদিগের নিকট কীর্ত্তন করেন। শ্বেত-ভূমিকা

শ্বেতাস্য—নামান্তর শ্বেতাশ্ব। শ্বেত দেখ

শ্বৈত্রেয়—শ্বিত্রা নাম্নী নারীর পুত্র মহর্ষি শ্বৈত্রেয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৩৩।১৪।

শ্বৈয়ূর—ঋগ্বেদোক্ত জনৈক মহর্ষি। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৪০।৮

শ্মশ্রুল—একজন শিবানুচর। শিব-স্থান-৩৩।

শ্যাকার—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

শ্যাব—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। তিনি কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ছিলেন বলিয়া বিবাহ করিতে পারেন নাই। অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করেন। ঋক্-১।১১৭।৮

শ্যাবাশ্ব—(১) অত্রি-বংশীয় মহর্ষি শ্যাবাশ্ব ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মরুৎগণেরই স্তব করিয়া অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। তদ্ভিন্ন অগ্নি ও অন্যান্যদেবতাদির স্তব করিয়াও কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৫২ হইতে ৫।৬৯। (২) শ্যাবাশ্ব সম্বন্ধে সায়নাচার্য্য একটি উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্যাবাশ্বের পিতা অর্চনানা ঋষি একবার দর্ভ-তনয় রাজা রথবীতির যজ্ঞে পুরোহিত নিযুক্ত হন। শ্যাবাশ্বও ঐ যজ্ঞকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত ছিলেন। অর্চনানা রথবীতির কন্যাকে পুত্র শ্যাবাশ্বের পত্নীরূপে রাজসমীপে প্রার্থনা করেন। কিন্তু রথবীতির মহিষী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের সকল কন্যারই ঋষিদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এস্থলে শ্যাবাশ্ব যখন ঋষি নহেন, তখন তাঁহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহ সম্ভব নহে। শ্যাবাশ্ব তাহা শুনিয়া রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে তিনি একবার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজা তরন্ত (তরণ্ড) ও তাঁহার মহিষী শশীয়সীর নিকট হইতে গোযূথ, আভরণ ও বহুমূল্য রত্নাদি লাভ করেন। অনন্তর শ্যাবাশ্ব শশীয়সীর পরামর্শে তাঁহার অনুজ রাজা পুরুমীঢ়ের নিকট গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি মরুদ্‌গণের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহাদের স্তব করেন। মরুদ্‌গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করেন। তদবধি তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হইলেন। অতঃপর ঋষি শ্যাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। ঋক্-৫।৬১ টীকা (২) অত্রি বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ। (৩) শিখণ্ডি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ ৫২। লিঃ পূ-২৪। শিখণ্ডী দেখ।

শ্যাম—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ। (২) শূরের অন্যতম পুত্র শমীক। শমীকের চারি পুত্রের অন্যতম শ্যাম। তিনি অপুত্রক ছিলেন। মৎ-৪৬। (৩) শূরের অন্যতম পুত্র শ্যামের সুমিত্র ও শমীক নামে দুই তনয় ছিল। তন্মধ্যে শমীক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৩৪। ব্রহ্মপু-১৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) যদুবংশে শ্যাম, বিরজা, সুক্সিম প্রভৃতি কতিপয় রাজা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্যাম অপুত্রক অবস্থায় বনগমন করিয়া, রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। বায়ু-৯৬। (৫) যদুবংশীয় মীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র শ্যাম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ। (৬) বভ্রু-তনয় ভোজের অন্যতম পুত্র শ্যাম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অমৃতকাঞ্চি ও ভোজ দেখ। (৭) পরাশর-গোত্রজাত অন্যতম ঋষি। লি-পু-৬৩। (৮) যমের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৯। যম ও শবল দেখ। (৯) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর অন্যতম দিক্‌রক্ষাকারী দেবতা। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

শ্যামক—নামান্তর শ্যাম। শ্যাম দেখ

শ্যামবান্—অত্রির অন্যতম পুত্র বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। অর্ব্বিসন দেখ।

শ্যামবালা—ভদ্রশ্রবা নামক রাজার কন্যা। একবার তাঁহার মাতা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীদেবীকে অপমান করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন। সেই পাপের ফলে রাজা ভদ্রশ্রবার সর্ব্বস্ব হৃত হয়। শ্যামবালা সেই ছদ্মবেশিনী কমলার নিকট এক ব্রতের বিবরণ শুনিয়া, তাহা সম্পাদন করেন। পরে কন্যা শ্যামবালার পুণ্যফলেই রাজা ভদ্রশ্রবা নিজ সম্পত্তি পুনরায় লাভ করেন। পদ্ম-ব্রহ্ম-১১। পদ্ম-স্বর্গ-৪২।

শ্যামবি—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

শ্যামল—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদিক রক্ষক দ্বারপাল উন্মত্তের অন্তম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মন্বন্তক দেখ।

শ্যামলা—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্যতমা গোপী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শ্যামা—(১) সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলে, শিব তাঁহাকে নিবারণ করেন। তাহাতে দেবীর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তখন তিনি মনস্থ করিলেন যে, নিজ পিতা দক্ষ ও পতি শিব উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নিজ লীলায় স্বস্থানে প্রস্থান করিবে এবং পরে পুনরায় শম্ভুর প্রার্থনায় হিমালয় সুতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহারই পত্নী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া দেবী অতি ভীমামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে মূর্ত্তি লম্বকেশা, লোলজিহ্বা, দিগম্বরা, মুণ্ডমালা-

শোভিতা, চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা ও ঘোর-রাবা। দেবী ঐরূপ ভীষণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শঙ্করের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শম্ভু অতিমাত্রায় ভীত হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে পলায়ন করিবার মানসে ইতস্ততঃ ধাবন করিতে লাগিলেন। দেবী শম্ভুকে পলায়নপর দেখিয়া অট্ট-হাস্য পূর্ব্বক "মা ভৈঃ, মা ভৈঃ" বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্কর তাহাতে নিঃশঙ্ক না হইয়া ধাবন করিতে লাগিলেন। তখন দেবী শঙ্করের ভীতিবিহ্বল ভাব দেখিয়া কৃপাপরবশ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দশবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দশদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধাবনপর শঙ্কর যেদিকে গমন করেন, সেইদিকেই ভীমা দেবীকে দেখিতে পান। অবশেষে আর গমন করিবার কোনও পথ না পাইয়া, তিনি ভয়ে নয়ন নিমীলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া সেই হাস্যমুখী, দিগম্বরা ভীমা বিশালনয়না শ্যামাকে দক্ষিণ মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তখন তিনি সশঙ্কচিত্তে তাঁহার পরিচয় ও সতীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী তখন নিজ পরিচয় প্রদান করিলে, শিব তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দেবী বলিলেন যে, তিনিই আদ্যা সূক্ষ্মা প্রকৃতি, ও সৃষ্টি-সংহারকারিণী। শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্যই তিনি গৌরাঙ্গী হইয়াছিলেন। আবার দক্ষ-যজ্ঞ নাশের জন্যই তিনি ভীষণরূপ-ধারিণী হইয়াছেন। দশদিকে যে দশটি ভীষণা মূর্ত্তি শিব দেখিতেছিলেন, সে সমুদয় তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। এই কথা বলিয়া দেবী শঙ্করের প্রার্থনায় দশ দিকে অবস্থিতা কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী এই দশ মূর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর শিবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া দেবী দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য গমন করিলেন। শ্রীমহাভা-৮। সতী দেখ। (২) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (৩) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৪) মেরুর অন্যতমা কন্যা। জম্বুদ্বীপাধিপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র কুরু তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। রম্য ও আগ্নীধ্র দেখ।

শ্যামায়ন—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহাভা-অনুশা-৪। (২) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মরণ দেখ।

শ্যামায়নি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬ মধুরাবহ দেখ।

শ্যামিকা—রাক্ষসরাজ মাল্যবানের

কন্যা বীকা, হইতে ত্রিশিরা, দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ ও শ্যামিকা নামে এক কন্যা জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। বীকা দেখ।

শ্যামোদর—একজন কশ্যপ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

শ্যায়ন—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। বৈকৃতিগালব দেখ।

শ্যেন—(১) দক্ষের কন্যা তাম্রা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের কন্যা শ্যেণীর গর্ভে শ্যেনগণ-জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। মহাভা-আদি-৬৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা ১৪। (২) যম-দুহিতা নির্ম্মাষ্টির গর্ভে শকুনি প্রভৃতি আট তনয় জন্মে। শকুনির শ্যেন, কাক, কপোত, গৃধ্র ও উলূক এই পাচ সন্তান জন্মে। মৃত্যু শ্যেনকে নিজ অনুচররূপে গ্রহণ করেন। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ। (৩) ঋজুগামী শ্যেন বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিল। সেই জন্য বামদেব ঋষি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। ঋক্-৪।২৭।৪।

শ্যেনগামী—রাক্ষস-সেনাপতি খরের একজন অনুচর রাক্ষস বীর। দণ্ডকারণ্যে সে রাম-হস্তে নিহত হয়। রামা-আর-২৩, ২৬।

শ্যেনজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কৃশাশ্বের তনয়। তাঁহার তনয় যুবনাশ্ব। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (২) যুধিষ্ঠির আত্মীয় বন্ধুদিগের শোকে একান্ত অধীর হইয়া যখন ভীষ্মের সমীপে কাতরভাবে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন ভীষ্ম তাঁহাকে শ্যেনজিৎ রাজার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া, শোকাপনোদনে চেষ্টিত হন। মহাভা-শান্তি-২৫,১৭৪।

শ্যেনভদ্র—চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামক দেবগণের অন্যতম দেবতা শ্যেনভদ্র ছিলেন। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। মহাসত্ত্ব দেখ।

শ্যেনী—(১) তাম্রার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতমা কন্যা। রামা-আরণ্য-১৪। ভাগ-৬স্ক-৬। তাম্রা ও কশ্যপ দেখ। (২) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শ্রদ্ধা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা, ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। শ্রদ্ধার গর্ভে কাম জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪র্থ-১। বিষ্ণু-১ম-৭। দক্ষ (৯) ও ধর্ম্ম (১৭) দেখ। (২) শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৪র্থ-১। (৩) শ্রদ্ধার গর্ভে সহিষ্ণু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৪) শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই দুইজন বৈরাগ্যের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৫) ব্রহ্মার অন্যতমা কন্যার নাম ছিল শ্রদ্ধা। ব্রহ্মপু-১০২। সাবিত্রী দেখ। (৬) দেবী সরস্বতীর অন্যতমা শক্তি। সরস্বতী দেখ। (৭) বিবস্বান-তনয় শ্রাদ্ধদেবমনুর পত্নী শ্রদ্ধা।

শ্রাদ্ধদেবমনু দেখ। (৮) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৫। (৯) ব্রহ্মার প্রার্থনায় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিধারী মহাদেব আপনার অনুরূপা পত্নীকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই পরমাত্মার দেহাংশজাতা পত্নীই তাঁহার পুরাতন প্রণয়িনী। সেই শ্রদ্ধাই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষকন্যা সতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পু-৯৯। (১০) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা স্বর-শক্তি। শক্তি দেখ। (১১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ। (১২) দেবী সাবিত্রী কপাল-মোচন তীর্থে শ্রদ্ধাদেবী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

শ্রব—বিশ্বদেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬, ৭৬। বিশ্বদেবগণ দেখ।

শ্রবণ—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। অক্রূর ও বর্জ্জভূমি দেখ। (২) গৌতম নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। গৌতম দেখ। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে শ্রাবণ। লি-পু-২৪। কূর্ম্ম-পু-৫২। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৩) মুর নামক দৈত্যের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৫৯। তাম্র দেখ। (৪) কুরুজাঙ্গল দেশনিবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কুরণ্ঠক একবার এক পথিকের কূপনগ্ন গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। তাঁহারা অতি অনাচারী গর্ব্বিত ছিলেন। সেই জন্য মরণান্তে যথাক্রমে গ্রাম্যবায়স ও কালসর্পরূপে জন্মলাভ করেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে গাভীর উদ্ধার-সাধন জনিত পুণ্যফলে কাশীধামে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, বৈকুণ্ঠে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২২২। কুরণ্ঠক দেখ। (৫) জনৈক অন্ধমুনি। রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে যাইয়া, তাঁহার পুত্র শ্রবণকে মৃগবোধে বধ করেন। ব্রহ্মপু-১২৩।

শ্রবণা—(১) যদুবংশীয় বিখ্যাত অক্রূরের ভ্রাতা চিত্রক। তাঁহার অন্যতমা কন্যার নাম শ্রবণা। চিত্রক, অরিষ্টনেমী, অশ্ববাহু, অশ্বগ্রীব ও পৃথু (৮), (১৯) ও (২৭) দেখ। (২) চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নীর অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) ভজমান-বংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতমা কন্যা। ব্রহ্মপু-১৬। হরি-হরি-৩৮। রাজাধিদেব দেখ।

শ্রবস—বশিষ্টবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

শ্রবা—(১) প্রথম মেরুসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। ঋচীক (৬) দেখ। (২) ভার্গব-বংশীয় দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৯, ৯২। অজ (২) দেখ। (৩) বীতহব্য-বংশীয় সন্তের পুত্র। শ্রবার পুত্র তম। মহাভা-অনুশা-৩০।

শ্রবিষ্ট, শ্রবিষ্টক—(১) গৌতমের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। লি-২৪। গৌতম (২০) ও শ্রবণ (২) দেখ। (২) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতমা কন্যা। শ্রবণা দেখ।

(৩) রাজাধিদেবের অন্যতমা কন্যা। রাজাধিদেব দেখ।

শ্রম—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপের এক পুত্র। হরি-হরি-৩। অগ্নি- ১৮। কূর্ম্ম-পূ-১৬। সৌর-২৮। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। গরু-পূ-৬। আপ দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অয়ের চারি পুত্রের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অয় দেখ।

শ্রমদাগেপি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

শ্রমণী—পম্পানদীর তীরে মতঙ্গ মুনির শিষ্যদিগের এক আশ্রম ছিল। শ্রমণী নাম্নী এক শবরী তাঁহাদের পরিচারিকা ছিলেন। তিনি শবরী নামেও বিখ্যাতা ছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে শবরীর আশ্রমে উপনীত হইলে, শবরী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের যথোচিত পরিচর্য্যা করেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় তিনি জীবনধারণ অনাবশ্যক বিবেচনায় অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। রামা-আরণ্য-৭৩, ৭৪।

শ্রমর—দানবপতি বলির অন্যতম অনুচর। ব্রহ্মপু-২১৩।

শ্রমিষ্ঠা—যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতমা কন্যা। মৎ-৩৫। বর্জ্জভূমী দেখ।

শ্রাদ্ধ—(১) সূর্য্য হইতে সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈবস্বত মনুর অনুজ। শিব-ধর্ম্ম-৫৯। বায়ু-৮৪। ব্রহ্মপু-৬। (২) বিবস্বান-তনয় বৈবস্বত মনুই শ্রাদ্ধদেব মনু বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৪। অগ্নি-১৫০। কূর্ম্ম-পূ-৫০। দেবীভা-১০স্ক-১০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (৩) সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের প্রথমে এক তনয় জন্মে। তিনিই সপ্তম বৈবস্বত মনু। তাঁহার নামান্তর শ্রাদ্ধদেব। ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে পরে সূর্য্যের আর এক তনয় জন্মে। তিনি সাবর্ণি মনু নামে পরিচিত। বিষ্ণু-৩অ-১। বৈবস্বত মনু দেখ। (৪) সূর্য্য-তনয় শ্রাদ্ধদেব মনু। তাঁহার তনয় ইক্ষ্বাকু (নামান্তর পটু)। বৃহদ্ধ-মধ্য ১৮. ২৯। (৫) যদুবংশীয় নিবর্ত্তের অন্যতম তনয় শ্রাদ্ধ। বায়ু-৯৬। নিবর্ত্ত দেখ।

শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ—পিতামহ ব্রহ্মা, শ্রাদ্ধকালে কতিপয় পিতৃগণের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐ সকল শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব (পিতৃ) গণের নাম—বল, ধৃতি, বিপাপমা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পাষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান, বীর্য্যবান্, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান কৃত, জীতাত্মা, মুনিবার্য্য, দীপ্তরোমা,

ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরক্ষী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুৎবর্চ্চা, সমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণিনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর। মহাভা-অনুশা-৯১।

শ্রাদ্ধহা—কশ্যপ হইতে দনায়ুষার গর্ভে বিষ নামে এক তনয় জন্মে। বিষের ক্রূরকর্ম্মা চারিটি তনয় জন্মে। তাহাদের নাম শ্রাদ্ধহা, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা ও পশুহা। বায়ু-৬৮।

শ্রান্ত—শ্রম, আপ ও অয় দেখ।

শ্রাব—ইক্ষাকু-বংশীয় যুবনাশ্ব রাজার পুত্র। তাঁহার তনয় শ্রাবস্ত। শিব-ধর্ম্ম-৬০। শ্রাবস্ত দেখ।

শ্রাবণ—শ্রবণ (২) দেখ।

শ্রাবস্ত—(১) ইক্ষাকু-বংশীয় যুবনাশ্ব রাজার পুত্র। তিনি গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নাম্নী নগরী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র বৃহদশ্ব। মৎ-১২। হরি-হরি-১১। অগ্নি-২৭৩। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ভাগ-৯স্ক-৬। ব্রহ্মপু-১৪২। গরু-পূ-১৪২। যুবনাশ্ব, শ্রাব ও শ্রাবস্তি দেখ।

শ্রাবস্তি—(১) শ্রাবস্তী-নগরীর প্রতিষ্ঠাতা যুবনাশ্ব-তনয় শ্রাবস্ত কোনও কোনও পুরাণে শ্রাবস্তি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। এই শ্রাবস্তির পুত্র কুবলয় (সোর-৩০); বংশক (লিং-পূ-৬৫)।

শ্রাবিষ্ঠায়ন—পরাশর (৭১২ পৃঃ) ও উপয় দেখ। মৎ-২০১।

শ্রাহুক—ভোজ-বংশীয় অভিজিতের পুত্র। ব্রহ্মপু-১৫। অভিজিৎ দেখ।

শ্রী—(১) দক্ষকন্যা লক্ষ্মীরই নামান্তর। মার্ক ৫০, ৫২। লক্ষ্মী দেখ। (২) ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে শ্রী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-৯। খ্যাতি দেখ। (৩) সাতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজায় ভুবনেশ্বরী যন্ত্রের অগ্নিকোণে শ্রী দেবীর পূজা কর্ত্তব্য। তন্ত্রঃ-১৬৫ পৃঃ। (৫) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা শক্তি। দেবী মহালক্ষ্মীর পূজার সংশ্রবে তাঁহাদেরও পূজা বিধেয়। তন্ত্র-২২৪ পৃঃ। (৬) ভদ্রকালী দেখ। (৭) উত্তমাদেবীগণের অন্তর্গত অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০। যশা দেখ।

শ্রীকণ্ঠ—(১) মহাদেবের এক নাম। (২) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৩) একজন পাশুপত-ব্রতধারী তাপস। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪।

শ্রীবারী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শ্রীকালী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ

শ্রীকৃষ্ণ—(১) যদুবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি বসুদেবের পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামেই অধিক পরিচিত। এই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলরাম উভয়ে একত্র নারায়ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন এবং উভয়ে একত্রে রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হন। এই রাম ও কৃষ্ণ একত্র ভগবানের (বিষ্ণুর) ঊনবিংশ অবতার (ভাগ-১স্ক-৩)। মতান্তরে রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণ যথাক্রমে ভগবানের ঊনবিংশ ও বিংশ অবতার। (গরু-পূ-১)। কল্কিপুরাণে (২য়-৩অঃ) শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যথাকালে বিষ্ণুর সপ্তম ও অষ্টম অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। গর্গ-সংহিতাতে (গোল-১) ভগবান বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কল্পিত হইয়াছে। প্রথম মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ সেই ভগবানের অংশাংশাবতার। ব্রহ্মাদি-দেবগণ অংশাবতার। কপিল, কূর্ম্ম প্রভৃতি কলাবতার। পরশুরাম আবেশাবতার। নৃসিংহ, দাশরথি রাম, নরনারায়ণ ইঁহারা পূর্ণাবতার আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতমাবতার।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

(২) ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত ঝটিকাপূর্ণ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন দেবকীর খুল্লতাত পুত্র কংস তাঁহাদের রথের সারথি হইয়া রথ চালনা করিতেছিলেন। তখন এক আকাশবাণী হইল —"রে অবোধ কংস! তুমি যাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, তাঁহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বিনাশ করিবে।" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিবার জন্য তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। বসুদেব এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কংসকে বলিলেন, "এই দৈববাণী মতে দেবকীর গর্ভজাত সন্তানই তোমার অনিষ্ট করিবে। সুতরাং দেবকী হইতে তোমার কোনও আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি দেবকীর প্রাণসংহার করিও না। তৎপরিবর্ত্তে আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, যে দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকেই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।" তখন কংস তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে দেবকী কীর্ত্তিমান্ নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে বসুদেব সেই পুত্রকে কংসের

হস্তে সমর্পণ করিলেন। কংস এই সন্তানের কোনও অনিষ্ট না করিয়া বসুদেবকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন "এই সন্তান হইতে আমার কোনও আশঙ্কা নাই। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই আমাকে বিনাশ করিবে।" ইতিমধ্যে নারদ আসিয়া কংসকে বলিলেন যে, তাঁহাকে বধ করিবার জন্ম বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। কংস এক কথা শুনিয়া বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভজাত সাতটি সন্তানকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাকেও কংস বধ করিতে দ্বিধা করিবেন না জানিয়া, বসুদেব সেই ঝটিকাপূর্ণ রাত্রে শিশুকে লইয়া যমুনার অপর পারে ব্রজপুরে গমন করেন। তথায় সেই রাত্রিতে নন্দগোপের পত্নী যশোদা এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। বসুদেব নিজ পুত্রকে যশোদার পার্শ্বে, সেই কন্যার স্থানে স্থাপন করিয়া, সেই কন্যাকে আনিয়া দেবকীর ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। যথাকালে কংস সংবাদ পাইয়া কারাগৃহে আগমনপূর্ব্বক, সেই কন্যাকে বধ করেন। দেবকী অতি কাতরভাবে ভ্রাতার নিকট কন্যার প্রাণভিক্ষা করেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কংস তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই শিশু কন্যাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিতে গেলেন। হঠাৎ হস্তস্খলিত হইয়া, সেইকন্যা ভূতলে পতিত না হইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং কংসকে বলিলেন যে, "তোমার বিনাশকারী অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নির্দ্দোষ শিশুদিগকে আর হত্যা করিও না"। এই কথা বলিয়া আকাশপথে অদৃশ্য হইলেন। ভাগ-১০স্ক-৫, ৬। লি-পূ-১০৭। যোগমায়া ও কংস দেখ।

(৩) ভূভার হরণ করিবার জন্য বসুন্ধরার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বসুদেব কংসের ভগিনী (দেবকের কন্যা) দেবকীকে বিবাহ করিয়া, যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন কংসও তাঁহাদের সহিত আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক দৈববাণী হইল, "হে কংস, তুমি আনন্দিত হইতেছ কেন? ইহা সত্য জানিও যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।" এই কথা শুনিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বসুদেব অনেক অনুরোধ করিয়া এবং পরিশেষে দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকেই তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। যথাকালে সত্যরক্ষার্থ বসুদেব দেবকীর

গর্ভজাত ছয় সন্তানকেই কংসহস্তে সমর্পণ করেন এবং কংসও তাঁহাদিগকে বধ করেন। সপ্তমবারে দেবকী গর্ভবতী হইলে, প্রসবের পূর্ব্বে সেই গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিলেন। বস্তুতঃ সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করিয়া মায়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করেন এবং রোহিণী যথাকালে সেই সন্তান প্রসব করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। ইহার পর অষ্টমবারে দেবকী গর্ভবতী হইলে, কংস বিশেষ ভাবে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। যথাকালে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই রাত্রিতে অতি দুর্য্যোগ হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও কংস-ভয়ে ভীত বসুদেব প্রহরীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া নন্দের আলয়ে গমনপূর্ব্বক নন্দপত্নী যশোদার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া যশোদার সদ্যপ্রসূতা কন্যাকে আনয়ন করিয়া দেবকীর অঙ্কে স্থাপন করিলেন। সেই কন্যার ক্রন্দনে জাগ্রত হইয়া প্রহরীগণ কংসকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ প্রদান করিল। কংস শ্রবণমাত্র আগমন করিয়া দেবকী ও বসুদেবের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, পুনরায় এক দৈববাণী হইল, "রে মূঢ় কংস! বিধাতার লীলা বুঝিতে অক্ষম। তুমি কাহাকে বধ করিতেছ? তোমার বিনাশকারী ব্যক্তি অন্য এক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া কংস সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭। (৪) কংসাদি অসুরগণের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণের অংশ সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। নারদ মহীতলে আগমন করিয়া, কংসকে এই সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন যে, বসুদেবের পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বধ করিবে। কংস তদবধি দেবকী ও বসুদেবকে প্রহরীবেষ্টিত আলয়ে স্থাপন করিলেন। কালনেমীর পুত্র হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা এই ছয় জন ষড়্গর্ভ নামে খ্যাত ছিল। তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন। (হরি-হরি-৫৭)। দেবকী সপ্তমবার গর্ভ ধারণ করিলে যোগমায়া সেই গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণী গর্ভে স্থাপন করিলেন। যথাকালে রোহিণী বলরামকে প্রসব করিলেন। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইল। অবশেষে যথাকালে দেবকী অষ্টমবার গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই সময়েই নন্দঘোষের পত্নী যশোদাও গর্ভবতী হইলেন এবং ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিশীথরাত্রে উভয়েই সন্তান প্রসব করিলেন। দেবকীর গর্ভে বিষ্ণু

কৃষ্ণরূপে এবং যশোদার গর্ভে যোগমায়া কন্যারূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই রাত্রিতে ঘোর শীলাবৃষ্টি হইতেছিল। সেই সময়েই কংসভয়ে ভীত বসুদেব নিজ সন্তানকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক নন্দ-ভবনে গমন করিয়া, যশোদার অজ্ঞাতে তাঁহার পার্শ্বে কৃষ্ণকে স্থাপন করিলেন, এবং নন্দের কন্যা যোগমায়াকে আনয়ন-পূর্ব্বক, তাঁহাকে দেবকীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। পরে বসুদেব কংসকে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কংস সত্বর তথায় আগমন করিয়া সেই যোগমায়াকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই কন্যা বিন্দুমাত্র আহত না হইয়া, সকলের দৃষ্টির সম্মুখে আকাশপথে চলিয়া গেলেন এবং কংসকে বলিয়া গেলেন, "রে কংস! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমাকে উদ্‌ভ্রামিত ও শিলাতলে পাতিত করিয়াছ। অতএব তোমার অন্তকালে যখন তদায় শত্রু তোমাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, আমি সেই সময়ে করধারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া, উষ্ণ শোণিত পান করিব।" কংস তখন দেবকীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার সন্তান বধজনিত দুষ্কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে, দেবকী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। হরি-হরি-৫৯। (৫) বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বপুরে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন এক দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনীকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। পরে বসু-দেব দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হওয়াতে, কংস দেবকীকে হত্যা করি-লেন না। এই সময়ে পৃথিবী দৈত্যদের অত্যাচারে পীড়িতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। ব্রহ্মা তখন অন্যান্য দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহরির সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং দৈত্যভার নিপীড়িতা বসুন্ধরার দুঃখ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান তখন নিজ কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটনপূর্ব্বক দেবগণকে বলি-লেন, তাঁহার ঐ কেশদ্বয়ই ভূভার হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। তৎপরে তিনি দেবগণকে বলিলেন যে, তাঁহারাও যেন নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, পূর্ব্বোৎপন্ন দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করেন। শ্রীহরি আরও বলিলেন যে, বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে তাঁহার ঐ কেশ জন্ম-গ্রহণ করিয়া, কংসরূপে জাত কালনেমী দানবকে বধ করিবে। এদিকে পরম্পরায় কংসও নারদের মুখে দেবকীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশভূত তাঁহার নিধনকারী জন্মগ্রহণ করিবেন, জানিতে পারিয়া

দেবকী ও বসুদেবকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বসুদেবও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত দেবকীর গর্ভজাত তাঁহার ছয়টি পুত্রকে একে একে কংসের হাতে সমর্পণ করিলেন এবং কংসও তাঁহাদিগকে বধ করিলেন। অবিদ্যা-স্বরূপিণী বিষ্ণুর মহামায়া দেবী যোগনিদ্রা হরির নির্দ্দেশে দানবপতি হিরণ্যকশিপুর ছয় পুত্রকেই দেবকীর গর্ভে স্থাপন করেন। সেই গর্ভগুলি একে একে কংস কর্ত্তৃক নিহত হইলে, শেষ নামক হরির অংশ অংশাংশরূপে দেবকীর উদরে সপ্তম গর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইলেন। যোগনিদ্রা বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর জঠরে তাঁহাকে সংক্রামিত করেন। তৎপরে শ্রীহরি স্বয়ং দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেন। এদিকে দেবী যোগ-নিদ্রাও কালবিলম্ব না করিয়া, ব্রজপুরে নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে প্রবেশ করি-লেন। যথাকালে শ্রাবন মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীহরি দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, আর নবমী তিথিতে নন্দগোপ গর্ভে যোগমায়া জন্ম লাভ করিলেন। বসুদেব সেই রাত্রিতেই যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে নিজ পুত্রকে স্থাপন করিয়া, যশোদা-গর্ভজাত কন্যাকে আনয়নপূর্ব্বক, দেবকীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। ক্রমে কংস দেবকীর সন্তান প্রসব সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বসুদেব গৃহে আগমন করিলেন এবং সেই কন্যাকে উভয় হস্তে ধারণপূর্ব্বক বধ করিবার জন্য শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐরূপে নিক্ষিপ্তা কন্যা কংসহস্তচ্যুতা হইয়াই আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সায়ুধ অষ্টমহাভুজবিশিষ্ট মহৎরূপ ধারণপূর্ব্বক সহাস্য বদনে কংসকে বলিলেন, "রে মূঢ়, আমাকে নিক্ষেপ করিলে কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, সেই পরম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নিজ হিত চিন্তা কর।" এই কথা বলিয়া দিব্য-মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী আকাশমার্গে অন্তর্হিতা হইলেন। বিষ্ণু-৫ম-১৩। (৬) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত বুধবারে, হর্ষণযোগে, অর্দ্ধরাত্রে, অপাপচন্দ্রে, বৃষলগ্নে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার গলদেশে অক্ষমালা, এবং গাত্র কৌস্তুভ, মণিমালা, সূর্য্য-মণ্ডল সদৃশ নূপুর, অঙ্গদ, মুকুট ও কুণ্ডলে শোভিত। বসুদেব সেই পরম সুন্দর পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন এবং নানারূপে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন দেব শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে বলিতে লাগিলেন—"আপনি পূর্ব্বজন্মে সুতপা ছিলেন, আর আপনার এই পতিব্রতা পত্নী পৃশ্নি ছিলেন। আপ-নারা পুত্রার্থী হইয়া ব্রহ্মাদেশে নির্জ্জলা উপবাসে আমার পরম দিব্য তপস্যা

করেন। এক মন্বন্তরকাল অতীত হইলে আমি প্রীত হইয়া আপনাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলাম। তখন আপনারা মৎ-সদৃশ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, আমি আপনাদের বাসনা পূরণ করিতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলাম। সেই আমি পরমেশ্বর হইয়াও আপনাদের প্রার্থনায় আপনাদিগেব পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। এক্ষণে ভূতলে আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে খ্যাত হইলাম। আমি পরাৎপর হইয়াও আপনার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আপনি এখনই আমাকে লইয়া গিয়া নন্দ-গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসুন। এইরূপ করিলে কংস হইতে আপনার আর ভয়ের কারণ থাকিবে না।" অনন্তর তাঁহারই বাক্যে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দ-গৃহে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক সে সময়েই নন্দালয়ে যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। তখন সমগ্র জগৎ যোগমায়া প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হইল। বসুদেব যে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার রক্ষীগণও নিদ্রামগ্ন হইল এবং দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। শৃঙ্খলাদি স্বয়ংই ছিন্ন হইয়া হইল। তখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে মস্তকে ধারণ করিয়া নির্গত হইলে, শিশু শ্রীকৃষ্ণের দেহদ্যুতিতে সকল অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তখন মেঘবর্ষণ হইতেছিল। শেষনাগ ফণাবিস্তার করিয়া বসুদেবের মস্তকে ছত্রের ন্যায় অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারা বারণ করিলেন। যমুনা তখন অতিশয় তরঙ্গ ও আবর্ত্তসঙ্কুলা ছিল। কিন্তু বসুদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া, শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। বসুদেব নন্দগৃহে গমনপূর্ব্বক যশোদার শয্যায় শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া, যশোদার পার্শ্বে শয়না যোগমায়াকে লইয়া পুনরায় যমুনা পার হইয়া নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গর্গ-গোল-১১। (৭) প্রজানাথ লীলাবিহারার্থ এই মানুষ লোকে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের তপোবলেই তিনি বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক, চতুর্ব্বাহু হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীবৎস চিহ্নিত দেব-লক্ষণ-শোভিত সেই দেবদেবকে দেখিয়া বসুদেব ভীত হইয়া তাঁহাকে সেই রূপ সংহরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় দেব শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ সংহার করিলেন। অতঃপর তাঁহারই সম্মতিক্রমে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি নন্দগোপ হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই পুত্রটিকে তুমি সযত্নে রক্ষা কর। ইহাঁ হইতেই দুরাত্মা কংস নিহত হইবে।" ব্রহ্মার অংশজাত মহাত্মা কশ্যপ এবং পৃথিবীর অংশভূতা দেবী অদিতিই ভূতলে

বসুদেব ও দেবকীরূপে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীতে ধর্ম্মবিনষ্টপ্রায় হইলে বিষ্ণু ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অসুরদিগের বিনাশ সাধনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মৎ-৪৬।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল।

(৮) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস যখন জানিতে পারিলেন যে, দেবকীর গর্ভজাত যে সন্তান তাঁহার নিধনকর্ত্তা হইবে এবং সে অন্যত্র আছে, তখন সেই শিশুকে অনুসন্ধান ও বিনাশ করিবার জন্য, নানাবিধ আয়োজন করেন। তাঁহার আদেশে দূতগণ গৃহে গৃহে গমন করিয়া বহু নির্দ্দোষ শিশুকে বধ করে। (কংস দেখ) কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ দূর না হওয়াতে, কংস পূতনা নাম্নী রাক্ষসীকে এই দুষ্কার্য্যের জন্য নিয়োজিত করেন। কিন্তু পূতনা নিজ অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময়ে শিশুকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। (পূতনা দেখ)। অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে নিজের বিশেষত্ব প্রকাশ করিতে ছিলেন। একবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে চারিদিকে উৎসব আনন্দ হইতেছিল। তখন যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদানের পর নিদ্রাকাতর দেখিয়া ব্যস্ততাবশতঃ এক শকটের নীচেই শয়ন করাইয়া কার্য্যান্তরে গমন করেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রোত্থিত হইয়া ক্রন্দন ও হস্তপদাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পদাঘাতে সেই শকট উলটাইয়া গেল এবং সেই শকটের আঘাতে দধি দুগ্ধাদিপূর্ণ বহু ঘট ভগ্নহইয়া বহু পরিমাণে দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেল। পাত্রাদি ভগ্নের শব্দে সকলে আসিলেন এবং সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা অবলোকন করিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার কিছুদিন পরে কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে হরণ করিয়া আকাশ-পথে পলায়ন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার গলদেশে এরূপ সজোরে আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃদেশে উপবেশন করিয়া রহিলেন। ব্রজের অন্যান্য নারীরা তাঁহা দেখিতে পাইয়া যশোদার নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল। ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধির সহিত বালকের দৌরাত্মও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ব্রজবাসী-দিগের গৃহ হইতে দধি, মাখম চুরি করিয়া খাওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। একদিন যশোদার দধির ভাণ্ড ভগ্ন করায় তিনি কুপিত হইয়া তাঁহাকে অনেক কষ্টে এক রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেন এবং সেই রজ্জুর অপর একপ্রান্ত এক উদূখলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। এই অবস্থায় বালকের দৃষ্টি এক যমলার্জ্জুন বৃক্ষের দিকে পতিত হইল। কৃষ্ণ উদূখল সহ সেই

বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তখন রজ্জুসংলগ্ন উদূখলের আঘাতে বৃক্ষদ্বয় ভূপতিত হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া লোকের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। এদিকে ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের উপদ্রব ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইলেন এবং উপনন্দ নামক বয়োবৃদ্ধ গোপের পরামর্শে তাঁহারা ব্রজধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে গমন করিলেন তথায় শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণে নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ সময়ে তিনি বক ও বৎস নামক দুই অসুরকে বধ করেন (বকাসুর ও বৎসাসুর ও অঘাসুর দেখ)। ভাগ-৮-১২। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০-১৫। (৯) যমুনার অদূরে একটি হ্রদ ছিল। সেই হ্রদে কালীয় নামে এক নাগরাজ বাস করিত। সেই কালীয়নাগের ভয়ে কেহই সেই হ্রদের তীরে বাস করিতে পারিত না। কৃষ্ণ সেই হ্রদের তীরস্থিত এক কদম্ব বৃক্ষহইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলে পতিত হইলেন। প্রথমেই কালীয় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু শিশু কৃষ্ণ কৌশলে তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে নৃত্য করিতে থাকিলে কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণের পাদ প্রহারে রক্তবমন করিতে আরম্ভ করিল এবং বাসুদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সেই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন। কালীয় সেই মত কার্য্য করিয়া, নিজের পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষা করে। হরি-হরি-৬৭,৬৮। বিষ্ণু-৫ম-৭। ভাগ-১০স্ক-১৬। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৯। কালীয় দেখ। (১০) একদা শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত ভাণ্ডীর বনে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে প্রলম্ব নামক দৈত্য তথায় উপস্থিত হইয়া, রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। বলরাম ঐ প্রলম্ব অসুরকে বধ করেন। কোনও সময়ে ব্রজবাসীগণ ইন্দ্র মহোৎসব করিতে প্রস্তুত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা তৎপরিবর্ত্তে গিরিযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লইলেন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় কুপিত হইয়া সপ্তরাত্র বারিবর্ষণদ্বারা ব্রজবাসীগণের অশেষ কষ্ট উৎপাদন করিলেন। কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের উপ-কারের জন্য গোবর্দ্ধন নামক গিরিকে বামহস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র কৃষ্ণের ক্ষমতা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হরি-হরি ৭০-৭৫। বিষ্ণু-৫ম-৯, ১০। ভাগ-১০স্ক-২৪, ২৫। (১১) একদিন শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণ সমভিব্যাহারে কোনও

সরোবরতীরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। গোবৎসগণও অদূরে ক্রীড়া করিতেছিল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া বৎসদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যান। বৎসগণের অন্বেষণে গমন করিলে ব্রহ্মা রাখালগণকেও লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। তখন কৃষ্ণ স্বয়ংই নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, সমুদয় বৎস ও রাখালদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণের এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভাগ-১০স্ক-১৩, ১৪। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০, ২০। (১২) ঐ বৃন্দাবনে গোচারণকালেই কৃষ্ণ ও বলরাম ধেনুক নামক এক দানবকে বধ করেন। ভাগ-১০স্ক-১৫। বিষ্ণু-৫ম-৮। হরি-হরি-৬৯। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২২। ধেনুক দেখ। (১৩) একবার হেমন্তকালের প্রথমভাগে গোপকুমারীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্রত অনুষ্ঠান একমাস ব্যাপী হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে যমুনাতে স্নান সমাপন করিয়া, তাহারই তীরে শ্রীকৃষ্ণের বালুকাময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুগন্ধি মাল্য নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। একদিন সেই কুমারীগণ কালিন্দীরে আগমন করিয়া, অন্যান্য দিবসের ন্যায় কূলে বস্ত্র রাখিয়া নগ্ন অবস্থায় জলে অবতরণ করিলেন। ইত্যবসরে কৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া তাঁহাদের সমুদয় বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক নিকটস্থ এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। গোপীগণ স্নানান্তে তীরে আরোহণ করিয়া, তাঁহাদের বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক কদম্ব বৃক্ষশাখে কৃষ্ণকে উপবিষ্ট ও তাঁহাদের বস্ত্রগুলি লম্বমান দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের বস্ত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন "তোমরা এই বৃক্ষমূলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর।" গোপকুমারীগণ অনেক অনুনয় করিলেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন না। অগত্যা তদবস্থায়ই তাহারা নিকটে আগমন করিয়া, নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ করিল। ভাগ-১০স্ক-২২। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ২৭। (১৩) একদিন রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের (পালক) পিতা নন্দগোপ যমুনাতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় বরুণের এক অনুচর সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বরুণের নিকট লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে উদ্ধার করি বার জন্য বরুণালয়ে উপস্থিত হন। তখন বরুণ নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া নন্দকে প্রত্যর্পণ করিলেন। নন্দ ব্রজপুরে আসিয়া এই বিবরণ প্রকাশ করিলে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া সকলেরই প্রত্যয় জন্মিল। ভাগ-১০স্ক-২৮।

কোনও সময়ে দেবযাত্রা উপস্থিত হইলে, গোপগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বৃষভযুক্ত শকট আরোহণপূর্ব্বক উপবনে গমন করেন। একটি সর্প তথায় নন্দগোপকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ পাদ দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র সেই সর্প দিব্য গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিল। (ভাগ-১০স্ক-১৩। সুদর্শন দেখ)। অরিষ্ট নামে এক অসুর বৃষাকার ধারণ করিয়া গোপ গোপিনীগণকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য আগমন করে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। অরিষ্ট দেখ। ভাগ-১০স্ক-২৮-৩৬। বিষ্ণু-৫ম-১৪। হরি-হরি-৭৭। (১৪) শ্রীকৃষ্ণের এই সকল অত্যদ্ভুত কার্য্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। পরম্পরায় এই সকল ঘটনার বিবরণ কংসেরও কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একদিন নারদ কংসালয়ে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের জন্মসংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা কীর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই নন্দগৃহে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাঁহার হস্তে কংসের মৃত্যু হইবে। এই সংবাদ পাইয়া কংস বসুদেব ও দেবকীকে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। অক্রূর কংসের আদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া, যাদবগণকে কংসের নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন এবং তৎসঙ্গে কংসের দুরভি-সন্ধির কথাও প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কংস রাম-কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য, কেশী নামক এক দৈত্যকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কেশীদৈত্য কৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়। (কেশী দেখ) যথাকালে রাম ও কৃষ্ণ, নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণ ও সখাগণের সহিত মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন মথুরায় উপস্থিত হইয়া, নগর প্রবেশ করিবার কালে কৃষ্ণ প্রথমেই এক রজককে ধৌত বস্ত্রাদিসহ গমন করিতে দেখিয়া তাহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। রজক বস্ত্রপ্রদানে অসম্মত হয় এবং কৃষ্ণ প্রভৃতিকে কটূক্তি করে। তাহার এই উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করেন। তৎপরে তিনি বলপূর্ব্বক এক তন্তুবায়ের নিকট হইতে বস্ত্র এবং অপর এক মালাকরের নিকট হইতে অনুলেপন গ্রহণ করিয়া, তাহা অঙ্গে লেপন করিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে ত্রিবক্রা নাম্নী কংসের এক কুব্জা দাসীর সহিত কৃষ্ণের দর্শন ঘটে। কৃষ্ণ তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহার নিকট হইতে অনুলেপন গ্রহণ করিয়া তাহার দেহের কুব্জভাব আরোগ্য করেন। তদনন্তর ক্রমে তাঁহারা কংসের আয়ুধাগারে প্রবেশ

করেন এবং কৃষ্ণ তথায় ইন্দ্রধনুতুল্য এক অতি বৃহদাকার ধনু ভঙ্গ করেন। সেই ধনুর্ভঙ্গের ভীষণ শব্দ কংসের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই কৃষ্ণহস্তে নিহত হইল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কংস এক মল্লক্রীড়ার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম সেই সংবাদ পাইয়া মল্লক্রীড়া দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভবনের দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামক এক হস্তী তাঁহাদের গতিরোধ করিল। বাসুদেব সেই হস্তীকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাকে পুচ্ছদেশে ধারণ করিয়া শূন্যে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাতে তাহাকে নিঃশেষ করিলেন। তৎপরে সেই হস্তীর দেহ হইতে তাহার দন্ত ভগ্ন করিয়া লইয়া সেই রক্তাক্ত হস্তিদন্ত হস্তে ধারণপূর্ব্বক উভয় ভ্রাতা মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কংস কুবলয়াপীড়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কংসানুচর চানুর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় যথাক্রমে বাসুদেব ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল। তাঁহারাও নির্ভিকচিত্তে তাহাদের সহিত মল্ল ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর মল্লদ্বয় ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে কূট নামক অপর এক দানব বলদেবের সহিত এবং শল ও তোশল নামক দানবদ্বয় কৃষ্ণের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই নিহত হইল। কংস তখন ক্রোধে দিশাহারা হইয়া সমুদয় বাদ্যবাদন নিষেধ করিয়া দিলেন এবং সমীপবর্ত্তী অনুচরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এই বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। নন্দকে বন্ধন কর। গোপগণের ধন সম্পত্তি হরণ কর। বসুদেব ও অনুচরবর্গের সহিত আমার পিতা উগ্রসেনকে বধ কর।" কংসকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া বাসুদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক মঞ্চে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি কংসের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে অদূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহার দেহের উপর স্বয়ং পতিত হইলেন। মধুসূদন কংসের দেহের উপর পতিত হইবামাত্র কংসের প্রাণ সংহার হইল। কংসের নিধন হইলে, কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসানুজগণ কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহারাও কৃষ্ণহস্তে

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৃষ্ণ নিজ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীকে কারামুক্ত করিলেন এবং নিজ খুল্লমাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে মথুরাপুরী সমুদয় উৎপাৎ শূন্য হইল। ভাগ-১০স্ক-৩৬-৪৪। বিষ্ণু-৫ম-১৫-২১। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭০-৭৩। হরি-হরি-৭৮-৮৮।

(গ) শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী জীবন।

(১৫) বাসুদেব ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বসুদেব স্বীয় পুরোহিত গর্গাচার্য্যের দ্বারা তাহাদের উভয় ভ্রাতার উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। এক্ষণে গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া উভয় ভ্রাতা অবন্তীপুর-নিবাসী কাশ্যপ গোত্রজ সান্দিপনী নামক মুনির নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা গুরুর নিকট বেদ, বেদাঙ্গ, ধনুর্ব্বেদ রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহারা গুরুদক্ষিণা প্রদানে ইচ্ছুক হইলে, সান্দিপনিমুনি বলিলেন, "প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে আমার পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে জীবিত করিয়া দাও।" তাঁহারা তখন তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক সমুদ্রকে সান্দিপনি মুনির পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সমুদ্র বলিলেন যে তিনি এ বিষয়ে নির্দ্দোষ। সম্ভবতঃ সমুদ্রেরই তলদেশ নিবাসী পঞ্চজন নামক অসুরই তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে। সমুদ্রের এই কথা শুনিয়া বাসুদেব সমুদ্রের তলে গমনপূর্ব্বক পঞ্চজনকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তাহার উদরে গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সেই পঞ্চজন অসুরের দেহ হইতে জাত পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে সংযমনী নামক যমপুরীতে গমন করিলেন এবং যমের নিকট গুরুপুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহাদের প্রার্থনায় যম সান্দিপনির পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন বাসুদেব অতঃপর গুরুপুত্র-সহ প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গুরুকে তাঁহার পুত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন সান্দিপনি মুনি তাঁহাদিগকে গৃহে গমন করিবার আদেশ দিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতার বধের প্রতিশোধ লইবার জন্য মথুরা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যাদবগণের হস্তে পরাজিত হইলেন। তখন নারদের পরামর্শে কালযবন নামক অসুর মথুরা আক্রমণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে নিহত হয়। (কালযবন ও মুচুকুন্দ দেখ) অতঃপর কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ-দেশাধিপতি ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। (রুক্মিণী দেখ)। সাত্বতবংশীয় নিম্নের সত্রাজিত ও প্রসেন নামে দুই পুত্র ছিল। সত্রাজিত স্যমন্তক নামে

উৎকৃষ্ট মণির অধিকারী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় খুল্লতাত মাতামহ রাজা উগ্রসেনের জন্য ঐ মণি গ্রহণ করিতে-ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু গোত্রভেদ ভয়ে তাহা হরণ করেন নাই। সত্রাজিৎ যখন জানিতে পারিলেন যে, স্যমন্তক মণি লাভ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছা আছে, তখন তিনি পাছে শ্রীকৃষ্ণ তাহা তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করেন, এই আশঙ্কায় স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে উক্ত মণি প্রদান করেন। (এই মণি সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রসেন, জাম্ববান, সত্রাজিৎ ও শতধন্বা দেখ। ভাগ-১০স্ক-৪৫-৫৮। বিষ্ণু-৫ম-২২-২৬। হরি-হরি-৩৮। ব্রহ্মপু-১৯৯। (১৬) শ্রীকৃষ্ণের অনেক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ অন্যান্য নামের সহিত গিয়াছে; তজ্জন্য নিম্ন-লিখিত নামগুলি দ্রষ্টব্য—শৃগাল, বাণা-সুর, জরাসন্ধ, শিশুপাল, উষা, শ্রীদাম, হংস, সুদাম, উদ্ধব, সাত্যকি, অনুরুদ্ধ, সত্যভামা, শতধন্বা, সত্রাজিৎ, অক্রুর, রুক্মিণী, জাম্ববান্, ধেনুক, কেশী, কালীয়, কালিন্দী, বক, অঘ, ষড়গর্ভ, প্রলম্ব, অরিষ্ট, কংস, কালযবন, মুর, নিসুন্দ, হয়গ্রীব, গণ্ডুষ ও সাবিত্রী। (১৭) শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিবার পর বৃন্দাবন ও ব্রজের অধিবাসীরা তাঁহার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া পড়ি-লেন। তিনি সকল ব্রজবাসীরই অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশভূত বলিয়া পূজা করিতেন। মথুরায় থাকিতে শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের জন্য বেদনা অনুভব করিতেন। তাই তিনি তাঁহার প্রিয় সখা উদ্ধবকে তাঁহার সংবাদ দিবার জন্য ব্রজপুরে প্রেরণ করেন। উদ্ধব তথায় গমন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ প্রদান করেন। তাঁহারাও উদ্ধবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন ভাগ-১০স্ক-৪৬, ৪৭। (১৮) শ্রীকৃষ্ণ একবার পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন। কিয়ৎকাল পাণ্ডবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া তিনি নিজ বন্ধু অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যান। একদিন অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া বনের মধ্যে যমুনাতীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে এক পরমা সুন্দরী নারীকে যমুনা তীরে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে অর্জ্জুন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কামিনী বলিলেন যে, তিনি সূর্য্যের কন্যা। তাঁহার নাম কালিন্দী। তিনি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার বাসের জন্য যমুনার মধ্যে এক ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যতদিন না তিনি তাঁহার মনোনীত পতিকে প্রাপ্ত হন, ততদিন তিনি সেই ভবনেই

বৃত্তান্ত পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন. তাই তিনি সেই কন্যাকে লইয়া অর্জ্জুন-সহ প্রথমে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বর্ষা শেষ হইলে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সমীপে কালিন্দীকে যথারীতি বিবাহ করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক অবন্তী-রাজের মিত্রবিন্দা নাম্নী ভগিনীকে বিবাহ করেন। মিত্রবিন্দা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনু-রাগিনী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা সহিত তাঁহাদের ভগিনীর বিবাহের বিরোধী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া, স্বয়ংবর সভা হইতে মিত্রবিন্দাকে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মিত্রবিন্দার মাতা রাজাধিদেবী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন। সুতরাং সেই সম্পর্কে মিত্রবিন্দা তাঁহার পিসতাত ভগিনী হইতেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ কোশলাধিপতি নগ্ন-জিতের কন্যা সত্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা পিতৃনামানুসারে নাগ্নজিতী নামেও প্রসিদ্ধা ছিলেন। কোশলরাজ নগ্নজিতের অতি দুর্দ্দান্ত ও অন্যের অনায়াত্ত সপ্ত গো-বৃষ ছিল। রাজা নগ্ন-জিতের এই অঙ্গীকার ছিল যে, যিনি ঐ গো-বৃষ সপ্তকে আয়ত্ত করিয়া পরা-জিত করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে নগ্নজিতের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু নগ্নজিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হওয়াতে, অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে নাগ্নজিতের অভিপ্রায় অনুযায়ী সপ্ত গো-বৃষকে পরাজিত করিয়া, নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহান্তে তিনি যখন নবপরিণীতা পত্নীসহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন, তখন যে সকল রাজগণ পূর্ব্বে নগ্নজিতের প্রতিশ্রুতি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া, দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎ-পরে তিনি তাঁহার অপর এক পিসতাত ভগিনী ভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর মদ্ররাজ-কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি প্রাগজ্যোতিষ-পুরাধিপতি ভূমি নামক দৈত্যের পুত্র নরক নামক অসুরকে বিনাশ করেন। (নরক দেখ)। নরক দেবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, বরুণের কাঞ্চনস্রাবী ছত্র এবং অদিতির অমৃতস্রাবী দিব্য কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া লইয়া যান,

শ্রীকৃষ্ণ নরককে বধ করিয়া এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন, এবং সেইগুলির অধিকারীদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সত্যভামাকে লইয়া গরুড়ারোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। নরকের অন্তঃপুরে যে সকল সুন্দরী কামিনী আবদ্ধ ছিল, তিনি তাঁহাদের সকলকেই নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। নরকের পুরী হইতে বাসুদেব চতুর্দ্দন্ত, উগ্রকায়, ছয়সহস্র হস্তী এবং একবিংশতি নিযুত কাম্বোজদেশীয় অশ্বও লাভ করেন। সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাও শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিয়া, সত্রাজিতকে প্রত্যর্পণ করিলে, সত্রাজিত, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে সমর্পণ করেন। এবং যৌতুকস্বরূপ সেই মণিটিও তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই মণি গ্রহণ করেন নাই। পরে ঐ মণির সন্ধানেই অরণ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে, ঋক্ষরাজ জাম্ববানের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ঐ মণি গ্রহণ করেন। জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া স্বীয় কন্যা জাম্বতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। (জাম্ববান্ দেখ)। ভাগ-১০স্কন্দ-৫৭, ৫৮। বিষ্ণু-৫ম-২৯। হরি বংশ-৩৮, ১২০,। গর্গ-দ্বার-৮। ব্রহ্মপু-১৬, ২০১, ২০৪। (১৯) দেবমাতা অদিতিকে অমৃত-স্রাবী-কুণ্ডল প্রত্যর্পণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন সত্যভামাকে লইয়া দেবপুরে গমন করেন, তখন সত্যভামা তত্রস্থ নন্দনবনজাত পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ঐ বৃক্ষটিকে দ্বারকায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। বাসুদেব সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষকে উৎপাটন পূর্ব্বক দ্বারকায় লইয়া চলিলেন। বনরক্ষীগণের নিকট এই সংবাদ পাইয়া ইন্দ্র মধুসূদনকে বাধা দিবার জন্য, উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে অন্যান্য সকল অস্ত্রই বিফল হইল দেখিয়া, দেবরাজ অবশেষে কেশবকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন। কিন্তু সেই বজ্রও বিফল হইল দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পুরন্দরকে পলায়নপর দেখিয়া জনার্দ্দন ও সত্যভামা উভয়েই দেবরাজকে আশ্বাস দিয়া পারিজাত লইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আহ্বানে ভরসা পাইয়া ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট আসিলেন। তিনি কিন্তু পারিজাত গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহারই অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষকে দ্বারকায় লইয়া যাইয়া তথায় স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু ৫ম-৩১। ব্রহ্মপু-২০৩, ২০৪। (১৯) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহের পর দেবী-

রুক্মিণী রৈবত পর্ব্বতে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ব্রত সমাপন হইলে একদিন বাসুদেব রুক্মিণী সহ কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষির হস্তে একটি পারিজাত পুষ্প ছিল। দেবর্ষি ভক্তি বশতঃ পুষ্পটি হরিকে প্রদান করিলেন এবং তিনি তাহা পার্শ্বোপবিষ্টা রুক্মিণীর হস্তে দিলেন। রুক্মিণী পরম আহ্লাদিতা হইয়া তাহা মস্তকে ধারণ করিলে, নারদ নানারূপে সেই পারিজাতের গুণ বর্ণনা করিয়া রুক্মিণীরও রূপগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সহচরীগণের নিকট হইতে সেই সংবাদ পাইয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের উপর অত্যন্ত কুপিত হইলেন। কেশব সেই সংবাদ পাইয়া সত্যভামার কোপ-শান্তির জন্য তাঁহার ভবনে গমন করিলেন। সত্যভামা, মাধবের নিকট নারদ কর্ত্তৃক রুক্মিণীকে পারিজাত প্রদান সংক্রান্ত সমুদয় সংবাদ জানিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবপুর হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে নারদকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিলেন তিনি যেন দেবপুরে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া সত্যভামাকে তাহা প্রদান করেন। তৎসঙ্গে দামোদর ইহাও বলিলেন যে ইন্দ্র যদি স্বেচ্ছায় পারিজাত বৃক্ষ প্রদান না করেন, তাহাহইলে বাসুদেব বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য নারদ প্রমুখাৎ সমুদয় সংবাদ লাভ করিয়াও ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষ হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা জনার্দ্দনের সহিত পুরন্দরের সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং মধুসূদন দেবরাজকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া পারিজাত বৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই পারিজাত তিনি উপেন্দ্রের দ্বারা দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন এবং ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে দেবী সত্যভামা ঐ পারিজাত বৃক্ষের পুষ্পের দ্বারা পুণ্যক ব্রত সম্পন্ন করিলেই তাহা পুনরায় দেবপুরে প্রেরিত হইবে। হরি-হরি-১২২-১৩২। (২০) ত্রিপুরাসুর নিহত হইবার পর যে সকল দানব অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বহু সহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করে যে তাহারা সর্ব্বদেবের অবধ্য হইবে। এই বরদান প্রসঙ্গে ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলেন যে তাহারা যদি মোহবশতঃ কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করে তাহা হইলে তাহারা ভগবান জনার্দ্দন কর্ত্তৃক নিহত হইবে। ঐ সকল দানব ব্রহ্মার নিকট হইতে এই

সর্ত্ত-মূলক বর পাইয়াও ব্রহ্মদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণের প্রার্থনায় মধুসূদন তখন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদিগকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সেই যুদ্ধে নিকুম্ভ দানব মাধব হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-১৩৯-১৪২। (২১) দৈত্যপতি বাণকে নিধন করিয়া (উষা দেখ) মধুসূদন যখন পৌত্র পৌত্রবধূ-আদি সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি এক স্থানে কতকগুলি সুলক্ষণা গাভী দেখিতে পাইলেন। ঐ গাভীগুলি পূর্ব্বে বাণের ছিল। সরিৎ-পতি বরুণ বাণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ঐ গুলি নিজের জন্য গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ গাভীগুলি দেখিয়া ঐ গুলিকে গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক হইলেন। তখন মধুসূদনের আদেশে গরুড় বরুণালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক, তাঁহাকে দেখিয়া পলায়নপর গাভীগুলি গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বরুণদেব সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অনুচরাদি সহ বাহিরে আসিলেন এবং তৎপরেই সানুচর শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঘোর-তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে কেহই কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিলেন না। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বরুণকে গাভীগুলি প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, বরুণ বলিলেন যে তিনি বাণের নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার সময়েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জীবিত থাকিতে ঐ ধেনু সকল তিনি কাহাকেও প্রদান করিবেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ না করিয়া ঐ গাভীগুলি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বরুণের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐরূপ অসীম সাহসিক প্রতিজ্ঞা করার জন্য বরুণকে বিশেষ সাধুবাদ দিয়া গাভীগ্রহণেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সানুচর দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরি-হরি-১৮৩। (২২) করুষাধিপতি পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের খ্যাতি ও সম্মানের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত হন এবং দূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তদনন্তর বাসু-দেবের সহিত পৌণ্ড্রকের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৬৬। বিষ্ণু-৫ম-৩০। হরি-উদ্‌বৃত্ত-১৯-২৯। পৌণ্ড্রক, সুদক্ষিণ ও সাত্যকি দেখ। (২৩) শাল্বদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের হংস ও ডিম্বক নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা শঙ্করের বরে বলীয়ান হইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে দিকে দিকে অভিযান করিত। একদা মৃগয়া-ব্যপদেশে তাহারা অরণ্যে প্রবেশ করে এবং সেই বনবাসী মুনি-দিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করে। মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রতীকার-প্রার্থী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বধ করেন।

হংস ও ডিম্বক দেখ। (২৪) কংসকে নিহত করিয়া কেশব উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে তিনি পবন দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করাইয়া ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামক রাজসভা উগ্রসেনকে প্রদান করাইলেন। বিষ্ণু-৫ম-২১। (২৫) কংস হত হইলে কংসের শ্বশুর প্রতিশোধ লইবার জন্য মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যাদবগণের হস্তে পরাজিত হন। তাহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ করেন। তিনি সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম ও অর্জ্জুনের সহায়তা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। জরাসন্ধ দেখ। (২৬) একবার এক ব্রাহ্মণের কতিপয় পুত্র একে একে ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রতিবারেই রাজ-দ্বারে আসিয়া পুত্র শোকে ক্রন্দন করিতেন এবং অধর্ম্মাচারী রাজার দোষেই যে তাঁহাকে বারংবার পুত্রশোক সহ্য করিতে হইতেছে তজ্জন্য বারংবার অনুযোগ করিতেন। পরিশেষে নবম পুত্রের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ যখন পূর্ব্বের ন্যায় রাজদ্বারে যাইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন। অর্জ্জুনের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কালান্তরে তাঁহার আর এক পুত্রের জন্মগ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে, অর্জ্জুন সশস্ত্র অবস্থায় প্রসব-গৃহ দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিপ্র-পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ঐ নবজাত শিশু প্রসূত হইয়া কতিপয় বার ক্রন্দন করিল এবং তৎপরে সশরীরে আকাশ পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। অর্জ্জুন এই অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণও পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের অক্ষমতার জন্য তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-শিশুর সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে যমের সংযমনী পুরীতে গমন করিলেন। তথায় ব্রাহ্মণ-শিশুকে প্রাপ্ত না হইয়া তথা হইতে তিনি যথাক্রমে ইন্দ্রালয়, অগ্নির আবাস, নির্ঋতি, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণের পুরী, রসাতল ও স্বর্গে গমন করিয়া অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও ঐ শিশুকে প্রাপ্ত না হইয়া পরিশেষে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অগ্নি-প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেবদেব পুরুষোত্তমের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সমুদয়

ঘটনা নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে প্রার্থনা করিলেন। দেবদেব পুরুষোত্তম অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহারাও তথা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার সমুদয় পুত্র প্রদান করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৮৯।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ।

(২৭) মহাভারতে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যবয়সের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময়ে তিনি পাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু ও সহায় স্বরূপে তাঁহাদিগকে রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরামর্শাদি দান করিতেন। মহাভারতে বর্ণিত অনেক ঘটনা ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশে পাওয়া যায়। কিন্তু আবার এমন বিষয় আছে যাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। (২৮) বসুদেব-তনয় বাসুদেব ও তাঁহার অগ্রজ বলরাম যথাক্রমে নারায়ণের ও শেষ নাগের অবতার ছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গের অপ্সরাগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। বাসুদেবের অন্যতমা মহিষী রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশভূতা ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২৯) পাণ্ডবগণ যখন ছদ্মবেশে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন, তখন বাসুদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন এবং ইঙ্গিতে বলরামকে তাহা জানাইলেন। পরে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ তাঁহাদের বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলে বাসুদেব যৌতুকস্বরূপ তাঁহাদিগকে বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘবসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটী কোটী রজত কাঞ্চন প্রেরণ করিলেন। মহাভা-আদি-১৯৯। (৩০) পাণ্ডবগণ যখন পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেছিলেন, তখন বাসুদেব অর্জ্জুনের সখা স্বরূপে সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেন। ঐ সময়েই অগ্নির প্রার্থনায় খাণ্ডবদহনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাহায্য করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যখন রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে মনস্থ করেন, তখন কেশব সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন এবং পাছে যজ্ঞ সম্পাদনে বাধা প্রদান করেন এই আশঙ্কায় ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া মগধে গমনপূর্ব্বক মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করেন। (জরাসন্ধ দেখ)। তদ্ভিন্ন তিনি কৌশলে জরাসন্ধের পরম মিত্র হংস ও ডিম্বক নামক ভ্রাতৃদ্বয়কেও নিহত করেন (হংস দেখ)। যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের

আহ্বানে নানাদিগ্ দেশ হইতে বহু রাজন্তগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই যজ্ঞ সভায় কাঁহাকে প্রথমে অর্ঘ প্রদান করা হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ভীষ্মের আদেশে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ প্রদান করেন। ইহাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁহাদের মধ্যে চেদিরাজ শিশুপাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মকে বহু কটূক্তি করেন। শিশুপাল ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। বাসুদেব নিজে রাজা নহেন সুতরাং সমাগত মহীপালদিগের মধ্যে তিনি কি বলিয়া যুধিষ্ঠির-প্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ করিলেন? কৃষ্ণ স্থবিরত্ব হেতু অর্ঘ দাবী করিতে পারেন না, কারণ, তাঁহার পিতা তখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বাসুদেব পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অনুবৃত্তিকারী বলিয়া যদি অর্ঘ প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের তদপেক্ষা অধিক দাবী রহিয়াছে। আচার্য্য হিসাবে তিনি অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত নহেন কারণ যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রগুরু দ্রোণ তাঁহা অপেক্ষা অধিক মাননীয়। বৃদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে ঋত্বিক হিসাবেও কৃষ্ণ অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত হইতে পারেন না। এইরূপে আরও অনেকানেক রাজগণের নামোল্লেখ করিয়া শিশুপাল বলিতে লাগিলেন যে কোনও কারণেই বাসুদেব অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। তদ্ভিন্ন তিনি বাসুদেবকেও অতি নীচ ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ভীষ্ম, শিশুপালের মন্তব্য যে অযুক্ত এবং অন্যায় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানা ভাবে কেশবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "যে ব্যক্তি মধুসূদনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরক্ত হয়, আমি তাহার মস্তকে পদাঘাত করি।" এই কথা বলিয়া সহদেব কৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া সুনীথ নামক অপর এক ভূপতিও ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য শিশুপাল ও অন্যান্য কতিপয় নৃপতি গণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির তাহা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং ভীষ্মের নিকট ইহার প্রতিকারোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অভয় দিয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিতে তাঁহার আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। অতঃপর শিশুপাল পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় কার্য্যের অশেষরূপ নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি বাসুদেবকে স্ত্রী-

হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে ভুলিঙ্গ নামক এক শকুনির সহিত তুলনা করিলেন। এইরূপে বারংবার সভামধ্যে সর্ব্বজন সমক্ষে অপমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধসঞ্চার হইল। তখন তিনি সমাগত জনগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখেই শিশুপালকে বধ করিলেন। মহাভা-আদি-২২১-২৩৪; সভা-১৬, ২০, ২৩, ৩৫-৪৪। শিশুপাল দেখ। (৩০) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপন হইলে জনার্দ্দন পাণ্ডব-দিগকে যথাযোগ্য উপদেশাদি প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত ছিলেন তখন সৌভপতি শাল্ব শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে তাঁহার পরম মিত্র শিশুপালের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। তখন যাদবগণের সহিত তাঁহার অতি ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং পরিশেষে শাল্ব প্রদ্যুম্ন হস্তে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। বাসুদেব দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি শাল্বকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং তুমুল যুদ্ধ করিয়া শাল্বকে বধ করিলেন। তিনি এইরূপে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়াই শকুনি যে কপট দ্যুত ক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন তৎসমুদয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরিশেষে সমুদয় সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে অরণ্যে পাণ্ডব-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তখন তিনি পাণ্ডু-তনয়-দিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনা প্রদান করিলে, দ্রৌপদী তাঁহাকে ঐ বিপদের সময়ে তিনি পাণ্ডবদিগের কোনও সাহায্য করেন নাই বলিয়া বিশেষ অনুযোগ দিতে লাগিলেন। বাসুদেব তখন, কেন যে তিনি ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাহা বলিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বিদায় লইলেন। মহাভা-সভা-৪৪। মহাভা-বন-১২-২২। (৩১) পাণ্ডবগণ যখন কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন তখন আর এক এক-বার শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া তাঁহা-দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ঐ সময়েও তিনি পাণ্ডবদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় নানারূপে আশ্বাস উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মার্ক-ণ্ডেয়ও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট হইতে জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয় অবগত হইলেন। কিয়ৎকাল পাণ্ডবদিগের নিকট বাস

করিয়া বাসুদেব সত্যভামাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে যখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশসহস্র শিষ্যগণ সহ পাণ্ডবদিগের সকাশে গমন করেন, তখন দ্রৌপদী ঐ স-শিষ্য দুর্ব্বাসার আহারের কোনও আয়োজন করিতে না পারিয়া, ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর বিপদের কথা অবগত হইয়া সত্বর তথায় গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীর নিকট কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

প্রার্থনায় লজ্জিতা হইয়া দ্রৌপদী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও অন্নপাত্রে অতিসামান্ত মাত্র শাকান্ন ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত করিলে বাসুদেব তাহা আহার করিয়া "ইহাতেই বিশ্বাত্মা পরিতুষ্ট ও প্রীত হউন" এই কথা বলিয়া ভীমকে বলিলেন "শিষ্যগণ সহ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আহারের জন্ত আহ্বান কর।" এদিকে স-শিষ্য দুর্ব্বাসা দ্রৌপদীকে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বলিয়া স্নানার্থ গমন করেন। তাঁহারা স্নান সমাপন করিয়া তীরে উপস্থিত হইয়া আর আহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। তখন তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অভিশাপ ভয়ে সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বনবাসান্তে যখন পাণ্ডবগণ স্বরাজ্য প্রার্থনা করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হইলেন না এবং তজ্জন্ত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষ হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য লাভের জন্ত চেষ্টা হয়। এই উপলক্ষে একদিন দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন বাসুদেবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। প্রথমে দুর্য্যোধন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বাসুদেবের শির-সমীপে এক আসনে উপবেশন করিলেন। অর্জ্জুন তৎপরে প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ভাবে মাধবের পদতল সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। মধুসূদন জাগরিত হইয়া নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক প্রথমে অর্জ্জুনকে তৎপরে দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট হইতে আগমনের হেতু জানিতে পারিয়া বলিলেন যে যেহেতু তাঁহারা উভয়ে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি সেই নিমিত্ত উভয়কেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। বাসুদেব বলিলেন যে একপক্ষে নারায়নী নামে খ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপসেনা যুদ্ধ করিবে, অপর পক্ষে তিনি একাকী সমর পরাঙ্মুখ হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করিবেন। যেহেতু নেত্র-উন্মীলনপূর্ব্বক তিনি প্রথমেই ধনঞ্জয়কে দৃষ্টিগোচর করেন, তজ্জন্ত মাধব প্রথমে তাঁহারই বাসনা জানিতে চাহিলেন।

অর্জ্জুন সমর-পরাঙ্মুখ নিরস্ত্র বাসুদেব-কেই স্বপক্ষে প্রার্থনা করিলেন। বাসুদেব তাহাতে সম্মত হইলে দুর্য্যোধন এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলেও যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ঐরূপ জ্ঞাতি বধের কারণস্বরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ ও উদাহরণাদি প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি যুদ্ধোদ্যোগের প্রথমাবধি নানারূপ পরামর্শ, উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে সাহায্য প্রদান ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপলক্ষে নানাস্থানে গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের ভবনে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি পাণ্ডবদিগের নানাবিধ প্রশংসা করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন যাহারা পাণ্ডবদিগের দ্বেষ্টা তিনি তাহাদিগকেও শত্রু স্থানীয় বলিয়া মনে করেন। সে জন্য তিনি তথায় কিছু আহার করিবেন না। অতঃপর মাধব তথা হইতে বিদুরের গৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় বিদুর প্রদত্ত আহার্য্য সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহাভা-বন-১৮২-২৩৪। ২৬১। উদ্যোগ-৬৮-৮২। ৯০-৯১। (৩২) দুর্য্যোধনের নিকট হইতে তিনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া দুর্য্যোধনের অবিমৃষ্যকারিতা ও তৎফলে তাঁহাদের আসন্ন বিপদের কথা কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তিনি, যাহাতে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে অন্যায় পথ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন, তদ্বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিলেন। তৎপরেও তিনি বহুবার দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন, কিন্তু মদ-গর্ব্বিত দুর্য্যোধন তাঁহার কোনও হিতোপদেশেই কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কর্ণকেও নানাবিধ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের মতি পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতে বলেন। তাহাতেও কোনও ফলোদয় হয় নাই। মহাভা-উদ্যোগ-৯৩, ৯৪; ১২৯-১৫২। (৩৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে বাসুদেব স্বয়ং ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে অর্জ্জুন যুদ্ধের প্রারম্ভেই সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী দেবী দুর্গার স্তব করেন। তৎপরে যুদ্ধার্থে সমাগত ব্যূহবদ্ধ আত্মীয় বন্ধুদিগকে দেখিয়া অর্জ্জুনের যখন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং তৎফলে অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ

করিতে অসম্মত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণই নানা উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করেন। ঐ সময়ে তিনি ধনঞ্জয়কে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করেন তাহাই ভগবদ্‌গীতা নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইয়াছে। মহাভা-ভীষ্ম-২৩, ২৪-৪২। (৩৪) যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। অর্জ্জুন তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহাকে নিজ সারথির কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সংগ্রামকালে ভীষ্ম এক দিন এইরূপ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং যে তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পাণ্ডবসেনা ও সেনানীগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন হতবীর্য্য হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পাণ্ডবদিগের সমূহ বিপদ দেখিয়া সাত্যকিকে বলিলেন "সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা আছে তাহারাও পলায়ন করুক, আমি একাকীই ভীষ্ম, দ্রোণ ও তাঁহাদের অনুগামীদিগকে সংহার করিব।" এই বলিয়া তিনি সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্রবজ্রতুল্য ক্ষুরধার চক্র ভ্রামিত করিতে করিতে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং চক্রহস্তে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ভীষ্ম বাসুদেবকে ঐ ভাবে আসিতে দেখিয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ভীষ্মকে দুর্য্যোধনের বিনাশের কারণ বলিয়া অশেষ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অর্জ্জুন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মধুসূদন তাঁহাকে লইয়াই ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পাদধারণপূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সেই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রত্যাগমন করিতে বলিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ক্রোধ সংবরণ-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় রথ পরিচালন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যুদ্ধ চলিবার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে ভীষ্ম নিহত না হইলে পাণ্ডবদিগের আর নিস্তার নাই তখন তিনি অর্জ্জুনকে, শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে বধ করিতে বলেন। অর্জ্জুনও উপায়ন্তর না দেখিয়া সেই মতই কার্য্য করেন। মহাভা-ভীষ্ম-৫৯,৬০,১০৮,১০৯। ভীষ্ম দেখ। (৩৫) অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু সপ্তরথীবেষ্টিত হইয়া অন্যায় ভাবে নিহত হইলে, অর্জ্জুন শোকে মুহ্যমান হইয়া যখন বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

তখন শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। অর্জ্জুন যখন অভিমন্যুর হত হইবার প্রধান কারণস্বরূপ জয়দ্রথকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন বাসুদেব, কি উপায়ে তিনি অর্জ্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার সহায় হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন যে তিনি পরবর্ত্তী দিবস সংগ্রাম সময়ে অসংখ্য নাগ ও অশ্ব সমেত দুর্য্যোধন ও কর্ণকে বধ করিবেন। তিনি যে অর্জ্জুনের কিরূপ সুহৃদ, তাহার সম্যক পরিচয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদান করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দারুককে তাঁহার জন্য চতুরশ্বযোজিত রথ ও তদানুষঙ্গিক অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিলেন। অপরদিকে ধনঞ্জয়ও কি উপায়ে তিনি জয়দ্রথকে বধ করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইলে বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া পরদিনের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তদ্বিষয়ে সম্যক নিশ্চিন্ত হইবার জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে বলিলেন। অতঃপর অর্জ্জুন (স্বপ্নেই) দেখিলেন তিনি যেন কেশবের সহিত গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নভঃ পথে গমন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা যেখানে শূলপাণি শিব তপস্যা করিতে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর বাসুদেব যেন শির অবনত করিয়া সেই দেবদেবকে বাক্য, মনঃ বুদ্ধি ও কর্ম্মদ্বারা বন্দনা করিলেন। মহেশ্বরও তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি করিয়া তাঁহাদের তথায় উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অর্জ্জুন (স্বপ্নেই) মহাদেবের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া জয়দ্রথের বধোপযোগী অস্ত্রাদি প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে বহুসংখ্যক ভীষণ অস্ত্র প্রদান করিলে অর্জ্জুন ও কেশব তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহাকে পাশুপত নামক অস্ত্রাদি লাভ করিতে সাহায্য করেন। মহাভা-দ্রোণ-৭৫-৮৪।

(৩৬) কুরুক্ষেত্র সমরের মধ্য ভাগে একদিন মহাবীর কর্ণ অতুল বিক্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকেন। পাণ্ডবগণ কিছুতেই তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। বন্ধুপক্ষীয়দিগের ঐ বিপদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসীর গর্ভজাত ভীম-তনয় ঘটোৎকচকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর ঘটোৎকচের সহিত কর্ণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ সহজে ঘটোৎকচকে বধ করিতে না পারিয়া এবং তাহার দ্বারা কুরুকুলের

অসংখ্য সৈন্ত নিহত হইতেছিল দেখিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া ইন্দ্র-প্রদত্ত শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে বধ করিলেন। ঐ শক্তি তিনি ধনঞ্জয়কে বধ করিবার জন্ত সযত্নে রক্ষা করিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি কৌশলে কর্ণ ঐ শক্তি অপরের নিধনের জন্ত ব্যবহার করাতে অর্জ্জুনের বিপদাশঙ্কা হ্রাস পাইল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে কর্ণ ইন্দ্র-দত্ত শক্তি প্রহার করিয়া ঘটোৎকচের প্রাণবধ করিয়াছেন, তখন তিনি আনন্দে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া রথোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ফাল্গুনী সখার ঐরূপ আনন্দের আতিশয্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বাসুদেব তখন তাঁহাকে সমুদয় বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি কি উপায়ে অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন তদ্বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শও দিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-পক্ষে অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে ও নানা কৌশলে তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে লাগিলেন। মহাভা-দ্রোণ-১৭৪-১৮২ (৩৭) একবার পাণ্ডব-সৈন্তগণ কর্ণের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে থাকিলে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণের নিকট রথ লইয়া যাইতে বলেন। কিন্তু চতুর-চূড়ামণি কেশব তাহা না করিয়া ধনঞ্জয়কে বলিলেন "তোমার অগ্রজ যুধিষ্ঠির কর্ণের আক্রমণে অতিশয় পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অগ্রে তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে আক্রমণ কর।" এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে কর্ণ অন্তান্ত বীরগণের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। মহাভা-কর্ণ-৬৫। (৩৮) কর্ণের আক্রমণে পাণ্ডববাহিনী ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিতেছেন না বলিয়া তাঁহাকে প্রভূত ভর্ৎসনা করেন। তাঁহার তিরস্কারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন বাসুদেব নানা সদুপদেশ প্রদান করিয়া ধনঞ্জয়ের ক্রোধ শান্তি করেন। ঐ সংশ্রবে তিনি অর্জ্জুনকে বলেন "তুমি মোহবশতঃ ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ। এতদ্দারা নিশ্চিত বোধ হইতেছে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে তথাপি কখনও কখনই প্রাণি হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।" বাসুদেবের উপদেশে অর্জ্জুনের কোপ শান্তি হয়। অতঃপর বাসুদেব যুধিষ্ঠির—

কেও, অর্জ্জুনকে বিনা কারণে তিরস্কার করায় জন্ম অনুযোগ দেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করেন। মহাভা-কর্ণ-৬৯-৭১। (৩৯) শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবদহন কার্য্যে অর্জ্জুনের সহায়তা করায় অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক চক্র প্রদান করেন। মহাভা-কর্ণ-৮০। (৪০) অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ-সমরে কর্ণের রথচক্র যখন ভূতলে প্রথিত হইয়া যায় তখন কর্ণ কিয়ৎ-কালের জন্য আক্রমণে বিরত হইবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুরোধ করেন। তাহাতে বাসুদেব কর্ণকে অশেষ তিরস্কার করিয়া বলেন যে কর্ণ যখন পূর্ব্বে দুর্য্যোধনাদির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নানাবিধ অধর্ম্ম কার্য্য করিয়াছিলেন তখন এই অবস্থায় অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করিতে বলা (অর্থাৎ শরণাগত শত্রুকে আক্রমণ না করা) কর্ণের পক্ষে অতিশয় লজ্জাহীনতার পরিচায়ক। মহাভা-কর্ণ-৯২। (৪১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপন হইলে হতাবশিষ্ট কুরুপাণ্ডবগন মিলিত হন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিয়া গান্ধারী তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন "আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর আত্মাভিমানী নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃতি কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন। এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ স্খলনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রত্যেক ক্ষত্রিয়াজননী এই আশা করিয়া থাকেন যে তাঁহার পুত্র সমর মৃত্যু লাভ করিবে। অতএব আপনার শোক পরিত্যাগ করাই উচিত।" গান্ধারী বাসুদেবের বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাভা-স্ত্রী-১৭-২৬। (৪২) যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ জনিত শোক ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যখন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অপারগ হইয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনের অনুরোধে বাসুদেব অনেক প্রাচীন রাজগণের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার শোকাপনদন করিবার প্রয়াস পান। তৎপরে যুধিষ্ঠির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি পাঞ্চজন্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক করেন। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠিরাদির সহিত একত্রে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। যাইবার সময়ে পথে তিনি পাণ্ডবদিগের নিকট পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে তাহা

আবার যে প্রকারে ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল তদ্বিষয় বর্ণনা করেন। তথায় তিনি ভীষ্মকে, জ্ঞাতি-শোকে হতজ্ঞান যুধিষ্ঠিরের শোক নিবারণের জন্য তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে বলিলেন এবং যাহাতে তিনি তাহা সম্যক্‌রূপে করিতে সমর্থ হন তজ্জন্য ভীষ্মের শরাঘাতজনিত গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯, ৩০, ৪০-৫৬। (৪৩) পাণ্ডবদিগের জয় লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পরম আনন্দে নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা রমণীয় দৃশ্যাদি অবলোকন করিয়া পরমানন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা সদ্বিষয়ে আলাপ হইত। ঐ সময়েই ধনঞ্জয় বাসুদেবকে বলেন আপনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে আমাকে যে বিশ্বমূর্ত্তি প্রদর্শন এবং যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমার স্মৃতিপট হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সেই সকল বিষয় আমার পুনরায় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎসমুদয় পুনরায় কীর্ত্তন করুন।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধাশূন্য ও নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করেন। বাসুদেব বলেন যে তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় আর কিছুই তাঁহার স্মরণ নাই। তজ্জন্য সেই সকল বিষয় পুনরায় কীর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তৎপরিবর্ত্তে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদক অপর এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন কেশব নিজ বন্ধুর প্রার্থনায় আরও নানা বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পাণ্ডবদিগের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি নানা শুভ লক্ষণ আবির্ভূত হইতে দেখিলেন। পবন প্রবলবেগে তাঁহার রথের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর ও কণ্টক সমুদয় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্য কুসুম সমুদয় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে গমন করিতে করিতে তিনি মরুধন্ব প্রদেশে উপস্থিত হইলে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কেশব তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলে উতঙ্ক তাঁহাকে কুরুপাণ্ডবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বাসুদেব বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৌরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। বরঞ্চ তাঁহারা পরস্পরকে হিংসা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত

হন এবং সেই যুদ্ধে সমুদয় কৌরবগণ এবং পাণ্ডবগণের পুত্রগণ নিহত হইয়াছেন। কেবল পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছেন।" কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি বলপূর্ব্বক কৌরবদিগকে নিবারণ ও তাঁহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং তাঁহারা বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে, তুমি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছ। ফলতঃ তোমার কপটতা প্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিব।" মহর্ষি উতঙ্কের বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধব বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাহইলে আপনার বহুদিনের অর্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় হইবে। আমি বরঞ্চ আপনাকে বিস্তারিত ভাবে অধ্যাত্ম বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে, আপনার ক্রোধশান্তি হইবে।" এই কথা বলিয়া কেশব মহর্ষি উতঙ্ককে নিজ স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া মহর্ষি উতঙ্কের ক্রোধের শান্তি হইল। তখন তাঁহার অনুরোধে বাসুদেব তাঁহাকে সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্জলিত পাবকের ন্যায়, তেজঃসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর বাসুদেব প্রীত হইয়া উতঙ্ককে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন ইচ্ছা করিলেই, এই মরুভূমিতে অনায়াসে জল লাভ করিতে পারি। কেশব, "তাহাই হইবে", বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানকরিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় নিজ পিতা বসুদেবকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। মহাভা-আশ্ব-১৫-৬১। (৪৪) কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ইষিকাস্ত্রদ্বারা পাণ্ডব-কুলকামিনীদের সন্তানদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, বাসুদেব তাঁহাকে বলেন যে, তিনি উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে সঞ্জীবিত করিয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিয়ৎকাল পরে, অভিমন্যুর বিধবা-পত্নী উত্তরা এক মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। তখন সুভদ্রার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ সেই মৃতসন্তানকে জীবিত করিয়া দিলেন। মহাভা-আশ্ব-৬৭, ৬৯। পরীক্ষিৎ দেখ। (৪৫) রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের ছয়ত্রিশ বৎসর পরে, বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দুর্নীতিনিবন্ধন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিনাশ সাধন করেন। ঐ সময়ে দ্বারকায় নানা দুর্লক্ষণ [illegible] প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ [illegible] অশুভ চিহ্ন অবলোকন করিয়া বা[illegible] অতিশয়

চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায়, তিনি সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদিন যাদবগণ, সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেবের সম্মুখেই তাঁহারা পরস্পরের প্রাণবধ করিতে লাগিলেন। স্বীয়পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে তাঁহার সম্মুখেই নিহত হইতে দেখিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন এবং সেই এরকা-মুষ্টি তৎক্ষণাৎ এক মুষলে পরিণত হইল (সাম্ব দেখ)। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ দুর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবে তৎকালে কোনও ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, একটী মাত্র এরকাগ্রহণ করিলেও তাহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল, এই সময় যদু-বীরগণ ঐ এরকা নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। মধুসূদন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া, সেই ঘোরতর হত্যা-কাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ, গদ প্রভৃতির প্রাণ-বিয়োগ হইল। তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে, তত্রস্থ সমুদয় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা বভ্রু ও দারুক তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা ঐ বীর সকলকে নিহত হইতে দেখিয়া, দুঃখিত চিত্তে বাসুদেবকে বলিলেন, "হে জনার্দ্দন! এক্ষণে ত আপনি বহুলোকের প্রাণ-সংহার করিলেন। অতঃপর আসুন আমরা তিনজনে বলভদ্রের নিকট গমন করি। মধুসূদন তাহাতে সম্মত হইলে তাঁহারা বলদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে এক বৃক্ষমূলে চিন্তিত অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিলেন। অতঃপর কেশব দারুককে হস্তিনাপুরে অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, এবং বভ্রুকে অন্তঃপুরে কামিনীদিগের রক্ষার্থ গমন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বভ্রু পথিমধ্যে মুষলাঘাতে নিহত হইলে, তিনি স্বীয় পিতা বসুদেবকে পুরনারীগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে বলিয়া, বলরামের নিকট গমন করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সম্মুখেই বলরাম দেহত্যাগ করিলে, (বলদেব দেখ) তিনি চিন্তাকুলিত-চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন অনেক পুরাতন কাহিনী একে একে তাঁহার স্মৃতি-পটে উদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গ গমন-বিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন ও ত্রিলোক পালন করিবার নিমিত্ত

তাঁহাকে মর্ত্তলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম ও মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময়ে জরা নামক ব্যাধ মৃগবধ করিবার জন্য সেই স্থানে পর্য্যটন করিতেছিলেন। সেই ব্যাধ দূর হইতে, যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন করিয়া, মৃগজ্ঞানপূর্ব্বক, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর তাঁহার পদতল বিদ্ধ করিলে, ব্যাধ মৃগ গ্রহণ বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, অনেকবাহুসম্পন্ন, পীতাম্বর-ধারী, যোগাসনে শয়ান, এক পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন। মহাভা-মৌষল-১-৪। (৪৬) মহর্ষি উতঙ্কের ক্রোধ শান্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেন "আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র স্বরূপ এবং আমিই ভূত সমূহের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি যুগে যুগে নানা প্রকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেব-যোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্ব্ব-যোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের ন্যায়, যখন নাগ, যক্ষ অথবা রাক্ষস-যোনিতে অবস্থান করি, তখন যথাক্রমে নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায়, ব্যবহার করি। এক্ষণে আমি মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। মহাভা-আশ্ব-৫৪। (৪৭) ভগবান্ নারায়ণেরই আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, তাঁহা হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। পৃথিবীর কার্য্য সাধনের জন্যই ভগবান্ নর ও নারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন-রূপে (কুরুক্ষেত্র সমরে) ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪০। (৪৮) মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসরধরিয়া কেবল এক সনা-তন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্বিখ্যাত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি-যুগেই অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই চরা-চরের গুরুস্বরূপ মহাদেবেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। তিনি দ্বাদশবর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক দেব পশুপতির আরাধনা করিয়া, তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে কতিপয় মহাবল পুত্র লাভ

করেন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন নিহত হইবার পর, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী জাম্ববতী তাঁহার নিকটে একটি মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তিনি মহিষীর প্রার্থনা পূরণ করিবার মানসে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া যান। তিনি গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক প্রথমে মহাত্মা উপমন্যুর আশ্রমে উপনীত হন এবং তাঁহার নিকটে মহাদেবের অপার মহিমার কথা অবগত হইয়া, তাঁহারই উপদেশে তথায় মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহামতি উপমন্যু বাসুদেবের মস্তক-মুণ্ডন এবং তাঁহাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া, শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। তৎপরে কেশব একমাস ফলাহার ও চারিমাস জলপানপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ষষ্ঠমাস উপস্থিত হইলে, দেবদেব মহেশ্বর পার্ব্বতীসহ এক মেঘমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আকাশমার্গে তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ ভক্তিব্যঞ্জক বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে আটটী বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বাসুদেব কৃতাঞ্জলি পুটে, তাঁহার নিকট, ধর্ম্মে দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া কেশবের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। অতঃপর দেবী পার্ব্বতীও প্রসন্না হইয়া মধুসূদনকে, ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শতপুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্ত ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আট বিষয়ে বর প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বতী ইহাও বলিলেন যে, বাসুদেব অমরগণ-তুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাঁহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবেন। মহাভা-অনুশা-১৪, ১৫। লি-পূ-৬৯, ১০৭। শিব-বায়-পূ-১। শিব-ধর্ম্ম-২। দেবীভা-৪স্ক-২৫। কূর্ম্ম-পূ-২৫। (৫৯) রাধা বা রাধিকা নামে শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রণয়িনীর উল্লেখ কোনও কোনও পুরাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গর্গ-সংহিতা, পদ্ম-পুরাণ (পাতাল খণ্ড), এবং দেবী-ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার প্রণয় ঘটিত বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। মহাভারত শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে রাধিকার কোনই উল্লেখ নাই। অন্যান্য ও পুরাণগুলিতে কখনও কখনও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকিলেও রাধিকার

সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মোটেই প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। প্রথমে উল্লিখিত চারিটি পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। (৫০) সর্ব্বপ্রথমে প্রলয়-কালে কোটী সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী, অসংখ্য বিশ্বের কারণ স্বরূপ অবিনশ্বর জ্যোতিঃপুঞ্জই কেবল বর্ত্তমান ছিল এবং সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ মধ্যে লোকত্রয় অবস্থিত ছিল। সেই লোকত্রয়ের উপরিভাগে ত্রিকোটী যোজন বিস্তৃত, মণ্ডলাকৃতি গোলকধাম ও তন্মধ্যে অসংখ্য উৎকৃষ্ট রত্ন নির্ম্মিত মন্দির সকল অবস্থিত। প্রলয় কালে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং সৃষ্টিকালে গোপ গোপিকাগণ তথায় অবস্থান করেন। ঐ গোলকের অধোদেশে বৈকুণ্ঠ এবং বামভাগে শিবলোক বিরাজমান। প্রলয় কালে বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক উভয়ই শূন্য থাকে এবং সৃষ্টিকালে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও স-পার্ষদ শিব যথাক্রমে ঐ স্থানে বাস করেন। গোলকের অভ্যন্তরে পরম-আনন্দজনক, দ্বিভুজ, মুরলীধারী, পীত-বসনধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২। (৫১) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পঞ্চবদন দিগম্বর মহেশ্বর আবির্ভূত হন। তাঁহার নাভিকমল হইতে কমণ্ডলু-হস্ত, শুক্লবসনধারী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থল হইতে শুক্লবর্ণ, জটাধারী, হিংসা কোপশূন্য স্বয়ং ধর্ম্ম উৎপন্ন হন। তাঁহার বদন হইতে বীণা-পুস্তক-হস্তা শুক্লবর্ণা দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হন। শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে রত্নালঙ্কার ভূষিতা গৌরবর্ণা লক্ষ্মীদেবী প্রাদুর্ভূতা হন। পরে তাঁহার বুদ্ধি হইতে পরমেশ্বরী মূল প্রকৃতি দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হন। তাঁহারা সকলেই উৎপন্ন হইয়া পরম ভক্তি ভরে সুমধুর স্তোত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে থাকেন। অতঃপর আরও অনেক দেবদেবী তাঁহার অঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন হন। যথা—রসনা হইতে দেবী সাবিত্রী, মানস হইতে মন্মথ (কাম), উদগার নির্গত নিশ্বাস বায়ু হইতে প্রথমে জল এবং সেই জল হইতে বরুণদেব ও নিশ্বাস বায়ু হইতে পবনদেব। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৩, ৪। (৫২) প্রলয়ের অবসানে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত হন। সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবগণের সহিত গোলকে রাসমণ্ডলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূত হন। সেই কন্যা উৎপন্না হইয়াই, দ্রুত গমন করিয়া বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প আনয়নপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যে-হেতু সেই কন্যা রাসমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধাবিত হইয়া-

ছিলেন, তজ্জন্য তিনি রাধা নামে কথিতা হন। সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁহার প্রাণ হইতে সমুৎপন্না হইয়া ছিলেন বলিয়া, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে তাঁহারই সদৃশ রূপ ও বেশভূষাবিশিষ্ট গোপগণ আবির্ভূত হন। তৎপরে পুনরায় তাঁহার লোমকূপ হইতে নানা বর্ণ, অসংখ্য বৃষ ও শুভলক্ষণা সুরভীসদৃশা স-বৎসা গাভী সকল নির্গত হয়। ঐ সকল মহাকায় বৃষসমূহ হইতে একটিকে তিনি বাহন করিবার জন্য শিবকে প্রদান করেন। তাঁহার নখরন্ধ্র হইতে সহসা হংসীগণের সহিত সুন্দরকায় হংস-গণ উৎপন্ন হয়। ঐ হংস সমুদয়ের মধ্য হইতে একটিকে তিনি বাহনস্বরূপ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। তাঁহার বাম কর্ণের ছিদ্র হইতে মনোহর তুরগ-গণ উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্য হইতে একটিকে তিনি বাহনের নিমিত্ত ধর্ম্মকে প্রদান করেন। তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ হইতে যে সকল মহাবল সিংহ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাদিগের মধ্যে একটিকে তিনি ভগবতী দুর্গার বাহন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি যোগবলে বেগগামী মনোহর পাঁচটি রথ সৃষ্টি করিয়া, একটি নারায়ণকে ও একটি রাধিকাকে প্রদান করিলেন। অপর তিনটি তিনি নিজ ব্যবহারের জন্য রাখিলেন। অতঃপর তাঁহার গুহ্যদেশ হইতে প্রথমে পিঙ্গলবর্ণ এক মহাপুরুষ, বহু পিঙ্গলবর্ণ সহচর সহ উৎপন্ন হইলেন এবং তৎপরে ভয়ঙ্কর ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল প্রভৃতির উদ্ভব হইল। তদনন্তর তাঁহার মুখ হইতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালাবিভূষিত, পীতবস্ত্র পরিধান, শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ, কিরীটি-কুণ্ডলাদি রত্নভূষিত পার্ষদগণ উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাঁহার পাদ-দেশ হইতে দ্বিভুজ, শ্যামবর্ণ, করে জপমালাধারী বৈষ্ণবগণ, দক্ষিণনেত্র হইতে ভয়ঙ্কর ভৈরব সকল, বাম নয়ন হইতে মহাকাল ঈশান, নাসিকা ও উদর হইতে ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্র-পাল আদি এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ দিব্য মূর্ত্তিধারী ত্রিকোটী সংখ্যক দেবগণ উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৫। (৫৩) সিসৃক্ষু কৃষ্ণ আদিতে স্বেচ্ছায় দ্বিধা বিভক্ত হন। তাঁহার বামভাগ স্ত্রীরূপ ধারণ করিল এবং দক্ষিণ ভাগ পুরুষ হইল। এই উভয়ের মিলন হইতে সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার শরীরজ স্বেদহইতে গোলাকার বিশ্ব সকল সৃষ্ট হয়। তাঁহাদের নিঃশ্বাস বায়ুই আধার স্বরূপ হইয়া জগতে সমুদয় প্রাণিগণের নিঃশ্বাস বায়ু স্বরূপ হইল। শ্রীকৃষ্ণের শরীরার্দ্ধজাতা শক্তি শ্রীকৃষ্ণের পুরুষার্দ্ধ হইতে গর্ভধারণ করিয়া এক—

শত মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত গর্ভ রক্ষা করেন। তৎপরে তিনি স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ-শক্তি সেই ডিম্ব দর্শনে ক্ষুণ্ণা হইয়া তাহা জলরাশী মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে দুঃখিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে শাপ দিলেন, "যেহেতু তুমি অপত্য-ত্যাগ করিলে, তজ্জন্য অদ্যাবধি তুমি অপত্য সুখে বঞ্চিত থাকিবে এবং তোমার অংশ স্বরূপা স্ত্রীগণও অপত্য সুখে বঞ্চিত থাকিবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী পীত-বস্ত্রা, বীণা-পুস্তক-হস্তা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ শক্তি পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হই-লেন। তাঁহার বাম অর্দ্ধাঙ্গ কমলা এবং দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ রাধিকা স্বরূপ হইল। অতঃপর কৃষ্ণও দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ ভাগ দ্বিভুজ এবং বামার্দ্ধ ভাগ চতুর্ভুজ হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কমলা ও সরস্বতীকে নারায়ণের পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তদনন্তর গোলক-নাথের রোমকূপ হইতে সমান-রূপ-বেশ-গুণ-বিক্রম অসংখ্য গোপগণ উদ্ভূত হইল এবং রাধিকার রোমকূপ হইতে রাধাতুল্য রূপ ও গুণ সম্পন্না অসংখ্য গোপ-কন্যা সম্ভূতা হইল। তৎপরে কৃষ্ণ-দেহ হইতে প্রথমে দুর্গা ও তৎপরে তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে কৃষ্ণ পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি রূপ ধারণ করিলেন। বামার্দ্ধ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ গোপিকাপতি-রূপ ধারণ করিল। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-২। (৫৪) ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে আগমনপূর্ব্বক ভূভার অপহরণ করেন ও তৎপরে পুনরায় নিজস্থানে প্রস্থান করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২। (৫৫) মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা যখন গোলকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি একবার রাধিকাকে বঞ্চনা করিয়া বিরজা নাম্নী তাঁহার অপর এক প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হন। সখীগণ মুখে সেই সংবাদ পাইয়া ঈর্ষা-পীড়িতা, কুপিতা রাধিকা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার আগমন সংবাদ পাই-য়াই তথা হইতে অন্তর্ধান করেন এবং বিরজাও রাধিকার ভয়ে নদীরূপ ধারণ করিলেন। রাধিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে নদীরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া শোকাকুলা হইয়া বিরজাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন বিরজা পুনরায় মানুষী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত

মিলিতা হইতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি বহুবার গোপনে বিরজার সহিত মিলিত হইতেন। সখীমুখে এই সংবাদ পাইয়া রাধিকা অতিশয় কুপিতা হইলেন। পরে একবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে সঙ্গে লইয়া রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। রাধিকা তখন তাঁহাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। শ্রীদাম প্রভুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করার জন্য, রাধিকাকে তিরস্কার করিলেন। রাধিকা তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীদামকে "অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দিলেন। শ্রীদামও তদুত্তরে "যেহেতু তুমি সামান্যা মানবীর ন্যায় কুপিতা হইয়া, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলে, সে জন্য তুমিও মর্ত্ত্যে মানবী হইবে। বৃন্দাবনে তুমি শ্রীহরির অংশভূতা রায়াণ নামক বৈশ্যের ভার্য্যা হইবে। তৎসত্ত্বেও তুমি গোকুলে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিবে।" ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২, ৩। (৫৬) বসুন্ধরা দৈত্যগণের উৎপীড়নে ব্যথিতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহাকে লইয়া শিব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সকলে গোলকে শ্রীহরির সমীপে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীহরি দেবগণের নিকট হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দয়াপরবশ চিত্তে ভূভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন। এবং তৎসঙ্গে রাধিকাকেও ব্রজে বৃষভানু নামক গোপের গৃহে তৎপত্নী কলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য দেবদেবীগণকেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি পার্ব্বতীকে নন্দ-গৃহে যশোদার গর্ভে (যোগমায়া-রূপে), ষড়াননকে জাম্ববতীর গর্ভে, কামদেবকে রোহিণীর তনয় রূপে, রতিকে মায়াবতী নামে শম্বর-গৃহে ছায়া-মায়াবতী রূপে, ভারতীকে শোণিতপুরে বাণ-দুহিতা ঊষা রূপে, গঙ্গাকে সূর্য্যতনয়া কালিন্দী রূপে, তুলসীকে অর্দ্ধাংশে লক্ষ্মণা নাম্নী রাজকন্যা রূপে, সাবিত্রীকে নাগ্নজিতী সত্যা রূপে, বসুন্ধরাকে সত্যভামা রূপে, সরস্বতীকে শৈব্যা রূপে, রোহিণীকে রাজকন্যা মিত্রবিন্দা রূপে, সূর্য্যপত্নীকে অংশে রত্নমালা রূপে, ও স্বাহাকে অংশতঃ সুশীলা রূপে, জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৬। গর্গ-গোল-৩। (৫৭) ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, গণেশ, ধর্ম্ম, কূর্ম্ম, নারায়ণ, নর ও কার্ত্তিকের এই নয়জন

দেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশজাত। বরাহ বামন, কল্কী, বুদ্ধ, কপিল ও মীন এই ছয় অবতারও শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কলাসম্ভূত আরও অনেক অবতার আছেন। রাম ও নৃসিংহ ইহারা পূর্ণ অবতার। শ্বেত-দ্বীপে বিরাজ করেন। বৈকুণ্ঠে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম অবতার: ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৯। (৫৮) শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালে একদিন যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া যখন স্তন্য পান করাইতে-ছিলেন, তখন কতকগুলি বৃদ্ধা ও বালিকা গোপিকা নন্দগৃহে আগমন করিলেন। যশোদা তাঁহাদিগকে দেখি-য়াই পুত্রকে শয্যায় শয়ন করাইয়া গোপিকাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শিশু শ্রীকৃষ্ণের তখনও স্তন্যপানে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, পাদ তাড়ন করাতে নিকটস্থ একটা শকট ভূপতিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল এবং শকটোপরিস্থিত দধি, নবনীতাদির ভাণ্ডসমূহও ভূপতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সমাগত গোপিকাগণ ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যশোদাকে শকট ভগ্ন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যশোদা যখন বলিলেন, তাঁহার পুত্রের পদাঘাতে শকট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা সম্যক বিশ্বাস না করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। অতঃপর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া শিশুর হস্তে এক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ কবচ বন্ধন করিয়া দিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২। (৫৯) একদিন মাতা যশোদা বালক শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে রাখিয়া যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সুযোগে গৃহস্থিত সমুদয় দধি দুগ্ধাদি ভোজন করিয়া ফেলিলেন। যশোদা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যখন সকল বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি বেত্রহস্তে পুত্রকে শাসন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন এবং বহু কষ্টে তাঁহাকে ধারণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। মাতা স্থানান্তরে গমন করিলে বালক শ্রীকৃষ্ণ যেমন সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন, অমনই তাঁহার শরীর-স্পৃষ্ট হইয়া সেই বৃক্ষ সশব্দে ভূপতিত হইল এবং সেই বৃক্ষ হইতে দিব্যরূপধারী, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ভূষিত গৌরকায় কিশোর বয়স্ক এক পুরুষমূর্ত্তি আবি-র্ভূত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যবিমান আরোহণপূর্ব্বক, স্বর্গপুরে গমন করিলেন। এদিকে বৃক্ষের পতন শব্দে ভীত হইয়া যশোদা সত্বর কৃষ্ণের সমীপে আগমন করিলেন এবং রোদন পরায়ণ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৪। (৬০) এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা

নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপরে রাধিকার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের স্তব করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং অগ্নি সমীপে গমনপূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিয়া, হোম করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রজাপতি হরি ও রাধিকাকে প্রণাম করিয়া সপ্তবার তাঁহাদিগকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। তৎপরে পুনরায় রাধিকাকে বহ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার হস্ত ধারণ করিতে বলিলেন। মাধব তাহাই করিলে পিতামহ তাঁহাকে বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। তদনন্তর প্রজাপতি রাধিকার হস্ত মাধবের বক্ষঃস্থলে এবং হরির এক হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া, রাধিকাকে মন্ত্র পাঠ করাইলেন। তৎপর পিতামহের নির্দ্দেশে রাধিকা আজানুলম্বিত পারিজাত কুসুমের এক মালা শ্রীকৃষ্ণের গলে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর মাধবও এক মালা রাধা-কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। অনন্তর রাধিকা মাধবের বামপার্শ্বে উপবেশন করিলে, পিতামহের নির্দ্দেশে তাঁহারা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিলেন। এই ভাবে পিতা যেরূপে কন্যাকে সম্প্রদান করেন, পিতামহ ব্রহ্মাও তদ্রূপ রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৫। (৬১) একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকগণ সহ মধুবনে গোচারণ করিতেছিলেন। বালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আহার্য্য প্রার্থনা করিলে, তিনি সহচরদিগকে নিকটবর্ত্তী শ্রীবনে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদিগের সমীপে গমন করিতে বলিলেন। বালকদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ প্রচুর আহার্য্য সহ তথায় আগমন করিয়া, সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন এবং সেই পুণ্যফলে তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। এই ব্রাহ্মণপত্নীগণ পূর্ব্বে সপ্তর্ষিগণের ভার্য্যা ছিলেন। এক সময়ে দেবহুতাশন ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করায় অঙ্গিরার শাপে তাঁহারা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া পুনরায় শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৮। (৬২)

বৃন্দাবনস্থিত ভাণ্ডীর বনে বট বৃক্ষমূলে উপবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৯।

শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ও পুত্রগণ

(৬৩) পত্নীগণের নাম—(ক) সত্যা (নাগ্নজিতা), সত্যভামা, জাম্ববতী, রোহিণী, শৈব্যা, সুদেবী, মাদ্রী, সুশীলা, কালিন্দী মিত্রবিন্দা ও লক্ষণা। বায়ু-৯৬। (খ) রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সুভামা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা ও বিজয়া। মৎ-৪৭। (গ) রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জালহাসিনী প্রভৃতি আটজনই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে বাসুদেবের আট অযুত, আট লক্ষ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (ঘ) রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সুমিত্রা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষণা, সুভীমা, মাদ্রী, কৌশল্যা ও বিজয়া। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (ঙ) কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, রোহিণী, সুশীলা, সত্যভামা, শীলমণ্ডলা ও লক্ষণা। ব্রহ্মপু-২০১। (চ) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে সত্যভামা, লক্ষণা, জাম্ববতী প্রভৃতি আটজন প্রধানা ছিলেন। গরু-পু-১৪৩ (ছ) কালিন্দী, রুক্মিণী, নাগ্নজিতি, সত্যা, চারুহাসিনী, সুশীলা, লক্ষণা ও জাম্ববতী। কালিকা-৪০। (৬৪) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম—(ক) রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের নামের জন্য রুক্মিণী দেখ। (খ) সত্যভামার গর্ভজাত সন্তানগণের তালিকার জন্য সত্যভামা দেখ। (গ) জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র কন্যাদের নামের জন্য জাম্ববতী ও ভদ্র (৪) দেখ। (ঘ) সুদেবীর গর্ভজাত সন্তানদের নামের জন্য, সুদেবী দেখ। (ঙ) নাগ্নজিতীর গর্ভজাত সন্তানদের নামের জন্য, নাগ্নজিতী, ভদ্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও চিত্রগু দেখ। (চ) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্রগণের নাম—মিত্রবান্‌, চারুমিত্র ও অনিল (ভাগ-১০স্ক-৬১) দেখ। (ছ) কালিন্দীর গর্ভজাত তনয়গণের নামের জন্য কালিন্দী। (ভাগ-১০স্ক-৬১) ও অশ্রুত (হরি-হরি-১৬০) দেখ। (জ) মদ্ররাজ কন্যা মাদ্রী বা লক্ষণার গর্ভজাত পুত্রদের নামের জন্য—উর্দ্ধগ (ভাগ-১০স্ক-৬১), ও লক্ষণা দেখ। (ঝ) বিষ্ণুপুরাণ মতে মাদ্রী ও লক্ষণা দুই জন পৃথক। মাদ্রীর বৃক আদি বহু পুত্র হয় এবং লক্ষণার গর্ভে পাত্রবৎ প্রভৃতি অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২। মাদ্রী (৯) দেখ। (ঞ) ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রগণের নামের জন্য ভদ্রা (১২) ও অশ্বনু দেখ।

(৬৫) শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের অর্থ (ক) জগতের হর্ষবিধানকারী সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার কিরণ স্বরূপ এবং তাঁহাদের

কিরণ সমূহ তাঁহার কেশ স্বরূপ, এজন্য তাঁহার নাম হৃষীকেশ। মন্ত্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি যজ্ঞভাগ হরণ করেন এবং তাঁহার বর্ণ হরিৎ বর্ণ মণির ন্যায়, এই কারণে তাঁহার নাম হরি। তিনি সমুদয় লোকের ধাম স্বরূপ এবং তাঁহা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিষ্পত্তি হয়, এই জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ঋতধামা বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি রসাতল-গত গো-রূপধারিণী ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, এই জন্য দেবগণ তাঁহাকে গোবিন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শিপিঃ অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব পদার্থে প্রবেশ করেন, তাই তাঁহার নাম শিপিবিষ্ট। তিনি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন এবং তিনি কোনও কালে জন্মগ্রহণ করেনও নাই অথবা করিবেনও না, এই কারণে তাঁহার নাম অজ। তিনি কখন ক্ষুদ্র অশ্লীল বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই এবং সৎ ও অসৎ তাঁহাতে নিবাস করে, তাই তাঁহার নাম সত্য। তিনি কখনও সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হন নাই এবং তাঁহা হইতেই সমুদয় সত্ত্ব গুণ সৃষ্ট হইয়াছে, এই জন্য তাঁহার নাম সাত্বত। লাঙ্গলফলক-রূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করেন এবং তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, এই জন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ। তিনি কুণ্ঠিত না হইয়া সলিলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত আকাশকে এবং তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ। নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, তাই তাঁহার নাম অচ্যুত। অধঃ অর্থ পৃথিবী, অক্ষ অর্থ আকাশ এবং অজ অর্থ ধারণকর্ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ নিজতেজঃ প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম অধোক্ষজ। প্রাণি-গণের হেতুভূত ঘৃত তাঁহার তেজঃ স্বরূপ। এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ঘৃতার্চ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তিনি পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রাণিগণের দেহস্থ এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতুরূপে তাহাদের দেহে অবস্থান করেন, তাই আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ত্রিধাতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভগবান্ ধর্ম্ম, জন সমাজে বৃষ নামে বিদিত হন। ঐ নিমিত্ত নৈর্ঘণ্টক নামক বৈদিক কোষে তাঁহাকে বৃষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পণ্ডিত গণ কপি শব্দের অর্থ বরাহ শ্রেষ্ঠ এবং বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। এই কারণে ভগবান্ কশ্যপ প্রজাপতি তাঁহাকে বৃষাকপি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাপ স্পর্শ না করিয়া নিরন্তর পবিত্র বাক্য সমূহ শ্রবণ করেন, তাই তাঁহার নাম শুচিশ্রবা।

তিনি পূর্ব্বে একদন্ত ও ত্রিককুদবিশিষ্ট বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম একশৃঙ্গ ও ত্রিককুদ। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (খ) কৃষ্ণঃ শব্দের ক'কার ব্রহ্মবাচক, ঋ'কার অনন্ত বাচক, ষ'কার শিববাচক, ণ'কার ধর্ম্ম বাচক, অ'কার শ্বেতদ্বীপ নিবাসী বিষ্ণু বাচক এবং বিসর্গ নর নারায়ণ বাচক। তিনি সকল তেজের রাশি, সর্ব্ব মূর্ত্তি স্বরূপ সর্ব্বাধার ও সকল বীজ-স্বরূপ, এই জন্ম তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ ধাতুর অর্থ নির্ব্বাণ, ণ'কার মোক্ষবাচক এবং অ'কার দাতৃবাচক, তাঁহাতেই এই সকল গুণ আছে, তাই তাঁহার নাম কৃষ্ণ। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ- ১৩। (গ) মুকুম্ এই শব্দটী ম'কারান্ত অব্যয়। ইহার অর্থ নির্ব্বাণ ও মোক্ষ। বাসুদেব প্রাণিগণকে উহা দান করেন বলিয়া মুকুন্দ নামে অভিহিত হন। বেদে মুকুম্ শব্দটি ভক্তি ও প্রেমরস-ব্যঞ্জক। তিনি ভক্তগণকে ভক্তি ও প্রেম দান করেন বলিয়াও, তাঁহার নাম মুকুন্দ। ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দ পুষ্পরস ও মানব-কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের নাম। তিনি ভক্তগণের শুভাশুভ কর্ম্ম বিনাশ করেন, তাই তাঁহার নাম মধুসূদন। আপাত সুখকর অথচ পরিণামে দুঃখকর কর্ম্মের নামও মধু। যিনি এইরূপ কর্ম্মবিনাশ করেন তিনি মধুসূদন। কৃষি শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ণ'কারের অর্থ সম্ভক্তি এবং অ'কার দাতৃবোধক। লোক সমুদয়কে উৎকৃষ্ট সম্ভক্তি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ। অথবা কৃষি শব্দে পরমানন্দ, ণ' কারে তাঁহার দাস্য, অ'কারে দাতৃ বোধ হয়। তিনি ভক্তগণকে পরমানন্দ ও দাস দান করেন, তাই তাঁহার নাম কৃষ্ণ। যাঁহার প্রতি লোমকূপে বিশ্ব সকল বিরাজমান সেই বিশ্বাধারের নাম বাসু এবং পরম-ব্রহ্মের নাম দেব। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এক নাম বাসুদেব। তিনি অবলীলাক্রমে গো অর্থাৎ পৃথিবী সকল ধারণ করিতেছেন এবং তিনিই অনন্তজ্ঞান সমুদ্র, তাই তাঁহার নাম গোবিন্দ। ক্লেশ, সন্তাপ, কর্ম্ম ভোগ ও দৈত্য বিশেষের নাম মুর। তিনি এই সকলের অরি বলিয়া তাঁহার এক নাম মুরারী। মা' শব্দ নারায়ণী নামে খ্যাত। তিনি ব্রহ্ম স্বরূপা মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী, সনাতনী, বিষ্ণুমায়া, মহালক্ষ্মী, বেদমাতা সরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা ও গঙ্গা, এই সকলের স্বামী বলিয়া তাঁহার নাম মাধব। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১১১। (ঘ) নারায়ণের কৃষ্ণ ও শুভ্র দুইগাছি কেশ দেবকীতে ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে শুভ্র কেশ বলরাম রূপে এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশ বাসুদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্ম বাসুদেবের একনাম কেশব।

(মহাভা-আদি-১৯৭।) কিন্তু অধিকাংশ পুরাণ মতে কেশী নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বাসুদেবের নাম হয় কেশব। ইন্দ্র (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়—

(৬৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। কংস বাসুদেব হস্তে নিহত হইলে, জরাসন্ধ প্রতিশোধ লইবার জন্য মথুরা আক্রমণ করেন। প্রথমবারে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম পুনরায় জরাসন্ধের আক্রমণের আশঙ্কায় মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণদেশে গমনকরেন। তথায় মহর্ষি পরশুরামের সহিত তাঁহাদিগের দেখা হয়। পরশুরাম বাসুদেব ও বলরামকে অভয় দিলে, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গোমন্তক পর্ব্বতে যাইয়া বাস করেন। জরাসন্ধ সেই সংবাদ পাইয়া গোমন্তক পর্ব্বতে যাইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং ঐ শৈলে অগ্নি সংযোগ করেন। তখন রাম-কৃষ্ণ প্রাণভয়ে তথা হইতে করবীরপুরে প্রস্থান করেন। করবীরপুরাধিপতি শৃগাল, তাঁহাদিগকে পুর প্রবেশ করিতে বাধা প্রধান করাতে, ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে নিহত হন। তখন শৃগাল-মহিষী নিজ শিশু পুত্রের সহিত কৃষ্ণ-বলরামের শরণাপন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত নরপতি শৃগালের শিশু পুত্রকে পিতৃ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, তথা হইতে পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার কিছুকাল পরে, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক স্বীয় কন্যা রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিয়া রাজগণকে নিজ রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করেন। অন্যান্য রাজগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও সেই সংবাদ পাইয়া বিদর্ভ-রাজপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় সমাগত অন্যান্য রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য-হীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত সমান পদমর্য্যাদা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তখন বিবাদের আশঙ্কা করিয়া নরপতি ক্রথ তাঁহাকে নিজ রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক রাজপদমর্য্যাদা প্রদান করিলেন। অভিষেকান্তে বাসুদেব পুনঃ মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেইবারে রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সংঘটন না হওয়াতে, রাজগণ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক এদিকে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে কাতর হইয়া, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কালযবন দৈত্যের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বধ সাধনে পরামর্শ দিলেন। কালযবন তাঁহাদের অনুরোধে মথুরা আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে কালযবন নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। হরি-হরি-৯০-১১০। (৬৭) দেবী সত্য-

স্বতী কৃষ্ণের মুখ হইতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকেই পতিরূপে পাইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে তাঁহারই অংশভূতা চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণই প্রথমতঃ দেবী সরস্বতীর পূজা স্থাপন করেন। ে ৯স্ক-৪। (৬৮) শ্রাবণের তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। (৬৯) শ্রীকৃষ্ণ পার্ব্বতীর অংশভূত, রাধা শিবের অংশজাতা ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯, ৫৩। রাধা দেখ। (৭০) দেবী পার্ব্বতীই ভূতলে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণা হইয়া লীলা করেন এবং লীলা সমাপনান্তে পুনরায় স্বপুরে কৈলাসধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি সমুদয় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে নিজ স্বর্গগমনের কথা জ্ঞাপন করেন। তিনি পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া, বিপ্রবর্গকে ধনরাশি দান করিয়া, স্বীয় পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বলরামও বৃষ্ণিগণ সহ তাঁহার অনুগমন করেন। পাণ্ডবগণও ভৃত্য-অমাত্য-বনিতাদি সহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। এইরূপে তাহারা সকলে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে নন্দী অন্তরীক্ষ হইতে সিংহবাহন রথ লইয়া আগমন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত, তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণ শঙ্খ ঘণ্টাদি নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারিদিকে মহোৎসব আরম্ভ হইলে, কৃষ্ণ সহসা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহবাহন মহারথে আরোহণপূর্ব্বক, ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষেই কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব বনিতা দ্রৌপদীও তখন সাগর সলিল স্পর্শপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার দেহেই বিলীন হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। বলরাম ও অর্জ্জুন তৎপরে সমুদ্র স্পর্শ করিয়া নিজ নিজ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নবঘনপ্রভ, চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরদেহ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ভীমাদি পাণ্ডব ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণও দেহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পুরে প্রয়াণ করিলেন! তদনন্তর রুক্মিণী প্রভৃতি আটজন প্রধানা কৃষ্ণমহিষী তনুত্যাগ করিয়া শাক্তবদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় স্থানে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য যে সকল মহিষী ছিলেন, তাঁহারাও দেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভৈরবাকার প্রাপ্ত হইলেন। দেবদেব শম্ভুর ইচ্ছাবশতঃই দেবী পার্ব্বতী ভূভার হরণের জন্ত এই রূপে শ্যামসুন্দররূপিণী হইয়াছিলেন।

তিনি পৃথ্বীতলে পুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পৃথ্বীভার অপনোদনপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কল্প-অবসানে পুনরায় বিষ্ণু শম্ভুর প্রসাদে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ণাংশে অবতীর্ণ হন। শ্রীমহাভা-৫৮। (৭১) অষ্টাবিংশ যুগের কলিযুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেবকী গর্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতে প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গন্ধমাল্য, বস্ত্র, গোধূম, যব, পিষ্টক, দুগ্ধ, ভোজ্য, পেয় ও নানাবিধ ফলদ্বারা যশোদা, দেবকী ও কৃষ্ণের পূজা এবং নৃত্যগীত মহোৎসব সহ রাত্রি জাগরণ করিলে, মানবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। বৃহদ্ধ-পূ-১৬। (৭২) শাল-গ্রাম শিলার এক নাম শ্রীকৃষ্ণ। স্কন্দ-নাগ-২৪৪। (৭৩) কল্পান্তকালে লোক সমুদয় দগ্ধ হইয়া গেলে, পুরাণ সকলও বিলুপ্ত হয়। তখন অনন্তরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু) মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া, ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয়, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল আত্মসাৎ করেন। অনন্তর পরকল্পের আদিকালে সেই একার্ণব মধ্যে, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রহ্মাকে তিনি সেই সকল উপদেশ প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (৭৪) একবার শ্রীকৃষ্ণ ছাপ্পান্ন কোটী যাদবগণ ও নিজ ষোড়শ সহস্র গোপিনী-গণ সহ প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্বাদশবর্ষকাল তথায় অবস্থান করেন। তাঁহারা সেই পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, তথায় নিজ নিজ নামাঙ্কিত শিব-লিঙ্গ স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের যে ষোড়শজন প্রধানা গোপিনী তাঁহার সঙ্গে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন, তাঁহাদের নাম—লম্বিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রূরা, শান্তা, মহোদরা, ভীষণা, নন্দিনী, অশোকা, সুপর্ণা, বিমলা, অক্ষয়া, শুভদা, শোভনা ও পুণ্যা। এই ষোড়শ (বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চদশটি নাম আছে) জন গোপিনী হংসের ষোড়শ কলার ন্যায় বোধ হইতেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হংস বলিয়া বিদিত এবং এই গোপিনীগণ তাঁহারই শক্তি। চন্দ্র-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণের এই ষোড়শ গোপিনী কলা স্বরূপিণী ছিলেন। ঐ সকল গোপিনীর মধ্যে সম্পূর্ণমণ্ডলা মালিনী ষোড়শীকলা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। (৭৫) শ্রীকৃষ্ণের আরও কতিপয় প্রণয়িনী গোপিনীর নাম—(ক) ধন্যা, শ্যামলা, বিশাখা, শৈব্যা ও ভদ্রা। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১২। (খ) ললিতা, শামলা, ধন্যা, শ্রীহরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া, শ্রীমধুমতী, চন্দ্ররেখা ও হরিপ্রিয়া। এই যোলটি গোপিনী আদ্যাপ্রকৃতি সদৃশী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া। পদ্ম-পাতা-৩৯। (গ) শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমা, নিত্যবিহার স্থলের সহচরী,

শক্তিরূপিণী গোপিকাগণের নাম— পূর্ণরসা, রসকল্লোলিনী, রসবাপিকা, অনঙ্গসেনা, অনঙ্গমালিনী, মদয়ন্তী, বিহ্বলা, ললিতা, ললিতযৌবনা, অনঙ্গকুসুমা, মদনমঞ্জরী, কলাবতী, কামকলা, কামদায়িনী, রতলোলা, রতোৎসুকা, রতিসর্ব্বস্বা, রতিচিন্তামণি, নিত্যানন্দা, উদ্গীতা, কলগীতা, কলস্বরা, কলকণ্ঠিকা, বিপঞ্চী, ক্রমপদা, বহুহুতা, বহুপ্রয়োগা, বহুকলা, কলাবতী, উগ্রতপা, বহুগুণা, প্রিয়ব্রতা, সুব্রতা, সুরেখা, সুপর্ব্বা, বহুপ্রদা, রত্নরেখা, মণিগ্রীবা, সুকল্পা, আকল্পা, সুপর্ণী, রত্নমালিকা, সৌদামিনী, কামদায়িনী, ভোগদা, বিশ্বমাতা, ধারিণী, ধাত্রী, সুমেধা. কান্তি, অপর্ণা, সুপর্ণা, সুদতী, গুণবতী, সৌকলিনী, সুলোচনা, সুমনা, অশ্রুতা, সুশীলা, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রিকা, চন্দ্ররেখা, চন্দ্রমালা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকলা, বর্ণাবলী. বর্ণমালা, মণিমালিকা, মল্লী, নবমল্লী, শেফালিকা, বর্ণপ্রভা, সুপ্রভা, মণিপ্রভা, হারাবলী, তারামালিনী, মালতী, যুথী, বাসন্তী, নবমল্লিকা, সৌগন্ধিকা, কস্তুরী, পদ্মিনী, কুমুদ্বতী, রসোল্লাসা, চিত্রবৃন্দাবলী, উর্ব্বশী, সুরেখা, স্বর্ণরেখিকা, কাঞ্চনমালা, শতসন্তনিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। (১৬) শ্রীকৃষ্ণ মার্কেণ্ডয় মুনির প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, কল্পান্তে চরাচর জগৎ একার্ণব হইলে, তিনি সেই সলিলরাশির উপরে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সনাতন পুরুষ হইয়া, শয়ন করিয়াছিলেন। পরে চতুর্ব্বক্ত্র, কৃষ্ণাজিনধারী মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রথমে নিজ পরিচয় প্রদান করেন এবং পরে সেই সনাতন পুরুষ কৃষ্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনিই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃজন ও সংহার করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক শিবাত্মক লিঙ্গ আবির্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ ঐ লিঙ্গের আদি ও অন্ত জানিবার জন্য যথাক্রমে উর্দ্ধদিকে ও নিম্নদিকে গমন করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার আদি বা অন্ত দেখিতে না পাইয়া, মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাদের নিকট প্রাদুর্ভূত হইয়া, অভয় প্রদানপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ উভয়ে মহেশ্বরের নিকট অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সেইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অভয় ও সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৭। (১৭) শ্রীকৃষ্ণ

পূর্ব্ব জন্মে যত্রসায়ংগৃহ মুনিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দশসহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিচরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পুষ্কর তীর্থে কেবল জল পান করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে বদরিকাশ্রমে উর্দ্ধবাহু হইয়া, বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক শত বর্ষকাল এক পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। তদনন্তর সরস্বতী তীরে উত্তরীয় ও বস্ত্রাদি বর্জ্জিত শীর্ণ শিরাব্যাপ্তদেহ হইয়া, দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রভাস তীর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, দেব পরিমিত দশসহস্র বৎসর, একপদে দণ্ডায়মান ছিলেন। ভূমিতনয় নরককে নিধন করিয়া, তিনি তাঁহার নিকট হইতে মণিময় কুণ্ডল আহরণপূর্ব্বক অতি পবিত্র প্রাথমিক অশ্ব সৃজন করিয়াছিলেন। তিনি চৈত্ররথ কাননে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তিনি দেবমাতা অদিতির গর্ভে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রানুজ উপেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মধু ও কৈটভ নামক দানবভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি শূলপাণি ত্রিলোচনকে নিজ ললাট-দেশ হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১২।

(৭৮) কোনও সময়ে বাসুদেব এক পর্ব্বতের উপরে দ্বাদশবার্ষিক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নারদ, পর্ব্বত, বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। বাসুদেব সমাগত মহর্ষিগণকে যথোচিত সৎকার করিলে, তাঁহারা নানাবর্ণ আসনে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। ঐ সময়ে সহসা মধুসূদনের বদন হইতে ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বহির্গত হইয়া, সমাগত মহর্ষিগণের সমক্ষেই শ্বাপদ-সংকুল, বৃক্ষলতাদি-সমাকীর্ণ শৈল সকল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই অগ্নি শিখা পর্ব্বতের শিখর সমুদয় ভস্মীভূত করিয়া, শিষ্যের ন্যায় বাসুদেবের নিকট সমাগত হইয়া, তাঁহার চরণতলে পতিত হইল। তখন মধুসূদন সেই পর্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া, দয়ার্দ্র-চিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই সেই পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ ও পশু-পক্ষী-শ্বাপদাদিসংকুল হইয়া উঠিল। মহর্ষিগণ সেই অতি আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্মিত চিত্তে বাসুদেবকে ঐ সমুদয়ের রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য, তখন বাসুদেব বলিলেন যে, মহর্ষিগণ প্রলয়াগ্নির ন্যায় যে তেজঃকে তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বৈষ্ণব তেজ। আত্মতুল্য পুত্র লাভের বাসনায় তিনি ঐ পর্ব্বতে

কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দেহস্থিত আত্মা অগ্নিরূপে নির্গত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। পরে মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ তাঁহার পুত্ররূপে পরিণত হইবে, ব্রহ্মার নিকট এই বিষয় শ্রবণ করিয়া, সেই অগ্নিরূপ আত্মা পুনরায় তাঁহার নিকট প্রত্যাগত হইয়া, শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদ-বন্দনা-পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। মহাভা-অনু-১৩৯। (৭৯) শ্রীকৃষ্ণই স্বর্গ ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহ হইতেই পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে। তিনিই বরাহমূর্ত্তি ধারণ-করিয়া ভূমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়া-ছিলেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত। বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্ম হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা উদ্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে ধর্ম্মরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে এবং কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হন। তিনি দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং তিনিই বলি-রূপে দানবগণের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। বাসুদেব হইতেই ভূত সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। যখনই ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখন তিনি দেবতা ও মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া, লোক সমুদয়কে রক্ষা করেন। তিনিই হুতাশন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থানপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়া-ছিলেন। তিনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ যে রথের চক্র; ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোপ্রদেশে যাহার গতি; কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সংকল্প এই চারিটি যাহার অশ্ব; শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত, এই তিনটি যাহার বর্ণ। সেই সংসার রথ তাঁহারই অধিকৃত। তিনি বায়ুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন, সলিল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদয় নিমগ্ন করেন, এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদয়ের সৃষ্ট করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে তিনিই সমুদয় বিশ্বের আধার স্বরূপ। মহাভা-অনুশা-১৫৮। (৮০) সাত্বত বংশীয় সত্রাজিতের নিকট যে অত্যাশ্চর্য্য মণি ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা পাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন মৃগয়া করিতে যাইয়া, সিংহকর্ত্তৃক নিহত হইলে, সকলেই মনে করিল যে, শ্রীকৃষ্ণই মণির লোভে প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। এই মিথ্যা জনাপবাদ স্খালনের জন্য ও প্রসেনের মৃত্যুর রহস্য জানিবার মানসে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনের অশ্বপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, তিনি প্রসেনকে

মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। প্রসেনের অশ্বও তাঁহার পার্শ্বে মৃত পতিত ছিল। তখন সকলের প্রতীতি জন্মিল যে, শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক নির্দ্দোষ। বাসুদেব কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, বাস্তবিক মণি কাহার নিকট আছে, তাহা জানিবার জন্ত, আরও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি এক সিংহকে মৃত অবস্থায় ভূপতিত এবং নিকটে ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ভল্লুকের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, ক্রমে, ঋক্ষবিবরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি শুনিতে পাইলেন, একটি ধাত্রী কোনও এক শিশুকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বলিতেছে, "সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে এবং জাম্ববান্ সেই সিংহকে বধ করিয়াছেন। হে কুমার! তুমি রোদন করিও না। এই স্যমন্তক মণি এক্ষণে তোমার হইয়াছে।" কৃষ্ণ তচ্ছ্রবণে সকল রহস্য অবগত হইয়া, ধাত্রীর নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই চীৎকার শুনিয়া জাম্ববান্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাসুদেব ও জাম্ববানের মধ্যে একবিংশতি দিবস ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে জাম্ববান পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক নিজ কন্যা জাম্ববতীর সহিত বাসুদেবের বিবাহ দিলেন এবং ঐ স্যমন্তক মণি তাঁহা-দিগকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। হরি-হরি-৩৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। ব্রহ্মপু-১৬। ভাগ-১০স্ক-৫৬। বায়ু-৯৬। মৎ-৪৫। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৮। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২২। সত্রাজিৎ ও শতধন্বা দেখ। (৮১) বাসুদেব নারায়ণের অংশ-ভূত ছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গস্থ অপ্সরাগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার পরিগ্রহ হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮২) কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতিথি বিষ্ণু পূজার পক্ষে অতি প্রশস্ত। ঐ বিষ্ণু পূজার সংশ্রবে অঙ্কিত অষ্টদল পদ্ম মধ্যে পূর্ব্ব পত্রে বলদেব, দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন এবং পশ্চিমে ও উত্তরে অনিরুদ্ধকে পূজা করিয়া, মধ্যস্থলে সর্ব্বপাপ বিমোচন বাসুদেবের পূজা কর্ত্তব্য। বরা-৯৯। (৮৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে যখন পাণ্ডবগণ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন বাসুদেবের পরামর্শেই ভীমকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট, লৌহ ভীম মূর্ত্তি প্রদান করা হয়। মহাভা-স্ত্রী-১২। (৮৪) দেবর্ষি নারদ বাসুদেবের পরম মিত্র ছিলেন এবং তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধির উপর বাসু-দেবের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কোনও সময়ে মধুসূদন জ্ঞাতিদিগের দুর্ব্যবহার, অনাদর ও উপেক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া, নারদের নিকট বিশেষ আক্ষেপ করেন। নারদ বাসুদেবের মনকষ্টের

কারণ জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে নানা বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করেন। তিনি কেশবকে জ্ঞাতিগণের দুর্ব্বাক্য, হঠকারিতা প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকিতে এবং প্রশান্তচিত্তে অবস্থান করিয়া, শান্ত ব্যবহারদ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পরামর্শ প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৮১।

শ্রীগর্ভ—দণ্ডের এক নাম। ব্রহ্মকন্যা দেখ।

শ্রীদমাধব—বিষ্ণুর এক নাম। দেব নারায়ণ সত্যযুগে আদি মাধব, ত্রেতাযুগে অনন্তমাধব, দ্বাপরে শ্রীদমাধব এবং কলিতে বিন্দুমাধব নামে পরিচিত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০।

শ্রীদাম—(১) শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, হরিভানু, চন্দ্রভানু, সূর্য্যভানু, সুভানু, এই সাত জন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অনুচর ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩২। ভাগ-১০স্ক-১৫। (২) শ্রীদাম নামে একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সেব্য সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া অতি দরিদ্রভাবে কালযাপন করিতেন। কোনও সময়ে তাঁহার পত্নী দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে অনুযোগ দিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বন্ধু থাকিতে তিনি কেন এইরূপ দীনভাবে কাল যাপন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই তাঁহাকে দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীদাম পত্নীর বাক্যে বাসুদেবের নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আর কিছু লাভ হউক আর নাই হউক, অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ ত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি মাধবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জনার্দ্দন সখাকে দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভুজদ্বয়দ্বারা তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লইয়া যাইয়া, পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর তিনি পূজোপকরণ আনয়ন করিয়া, তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীও সখীগণ সহ শ্রীদামের নানারূপে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা বাল্যকালের মধুর স্মৃতিপূর্ণ ঘটনাবলীর আলাপে সময়ক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখাকে বলিলেন, "তুমি কি আমার জন্য কিছুই উপহার আনয়ন কর নাই?" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে শ্রীদাম অতিশয় লজ্জিত হইয়া, অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ শ্রীদাম গৃহ হইতে আগমন করিবার সময়ে বন্ধুর জন্য কিঞ্চিৎ চিপিটক লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সামান্য দ্রব্য চিড়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বাসুদেব

বন্ধুকে অধোমুখ ও নিরুত্তর দেখিয়া, স্বয়ংই তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে সেই চিড়া গুলি লইয়া, পরম প্রীতির সহিত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর শ্রীদাম এক রাত্রি বন্ধুর গৃহে পরম সুখে অবস্থান করিয়া, পরদিন স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীদামও স্বভাব-সুলভ সঙ্কোচবশতঃ বন্ধুর নিকট কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। তিনি ক্রমে নিজগৃহ সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পূর্ব্বে যেই স্থানে তাঁহার সামান্য কুটীর ছিল, সেই স্থানে পরম রমণীয় উদ্যান, সরোবরাদি সমন্বিত বৃহৎ অট্টালিকা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই ভবনে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষিত স্ত্রী-পুরুষ সকল ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছিলেন। তাঁহার পত্নীও বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আগমন করিলেন। শ্রীদাম, এই সকল যে তাঁহার পরম সখা বাসুদেবের অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, বন্ধুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৮০, ৮১।

শ্রীদেব—যদুবংশীয় বৃহন্মেধার পুত্র। শ্রীদেবের অপত্য মহাবল রুদ্রভক্ত বীতরথ। কূর্ম্ম-পু-২৪।

শ্রীদেবাংশা—দেবকের সপ্ত কন্যার অন্যতমা এবং বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। লি-পু-৬৯। বসুদেব দেখ।

শ্রীদেবা—দেবকের অন্যতমা কন্যা বসুদেবের অন্যতরা পত্নী। কূর্ম্ম-পু-২৪। বসুদেব, দেবক ও যশোদা দেখ।

শ্রীদেবী—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী শ্রীদেবা কোনও কোনও পুরাণে শ্রীদেবী নামে উল্লিখিতা হইয়াছেন। মৎ-৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। ব্রহ্মপু-২৪। (২) মহর্ষি ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে শ্রী-দেবী জন্মলাভ করেন। তিনি নারায়ণের মহিষী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা-২৯। (৩) নারায়ণ হইতে শ্রীদেবীর গর্ভে বল ও উৎসাহ নামে দুই পুত্র জন্মে। যাঁহারা স্বর্গচারী ও যাঁহারা পুণ্য-কর্ম্মা এবং দেবগণের বিমান সমূহ বহন করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীদেবীর মানস পুত্র। বায়ু-২৮। (৪) চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতিথি, কালতীর্থ নামে অভিহিত হয়। ঐ দিনে দেবী ভগবতী শ্রীদেবী ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্ত্যে আগমন করেন। ঐ দিবস যে ব্যক্তি দেবীর পূজা করে, দেবী তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া অবস্থান করেন। বৃহদ্ধ-পু-২৩। লক্ষ্মী দেখ।

শ্রীধর—(১) ত্রেতাযুগে শ্রীধর নামে এক অপুত্রক নরপতি ছিলেন। পূর্ব্ব জন্মে তিনি চন্দ্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন এক ব্রাহ্মণকে জলে মজ্জমান দেখিয়াও তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করেন নাই। সেই পাপে পরজন্মে তিনি

পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য দান ও পুরাণ শ্রবণ করিয়া, তিনি এক পুত্র লাভ করেন। পদ্ম-স্বর্গ-৩৮। পদ্ম-ব্রহ্ম-৫। (২) অষ্ট দিক্‌পালের অন্যতম। গরু-পূ-৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩০। (৩) গোকুলের অন্যতম নবনন্দ। বীতিহোত্র দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতম স্বরবর্ণ মূর্ত্তি। শক্তি দেখ।

শ্রীনিকেতু—ইন্দ্রসাবর্ণি ও পুরিযাতরু দেখ।

শ্রীনিবাস—বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩, ২৩।

শ্রীপতি—(১) দেব নারায়ণের এক নাম। লক্ষ্মী (২৫) দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯। (৩) তন্ত্রোক্ত ষড়ঙ্গদেবতাদের অন্যতম। রতি দেখ।

শ্রীবৎস—বিষ্ণু (অতিরিক্ত খণ্ড দেখ)।

শ্রীবর্দ্ধন—সুপ্রভ নামক একজন তাপসের শিষ্য। সুপ্রভ দেখ।

শ্রীবহ—কদ্রুর গর্ভজাত ও নাগরাজ শেষের অনুজ অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

শ্রীভানু—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা দেখ।

শ্রীমতী—(১) প্রয়াগতীর্থ ও কমলাক্ষী দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা অম্বরীষের কন্যা। নারদ দেখ। (৪) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৫) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শ্রীমন্ত—অসুর-নাশিনী দেবী কালী, হস্তী-ভক্ষণ ও উদ্গীরণ করিতেছেন, এই ভাবে শ্রীমন্ত সওদাগর ও তাঁহার পিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬।

শ্রীমল্লকর্ণি—(১) অন্ধ্রক-বংশীয় শিশুকের পর শ্রীমল্লকর্ণি রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র (নাম নাই) দশবৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর পূর্ণোৎসঙ্গ রাজা হন। মৎ-২৭৩।

শ্রীমহাকাল—মহেশ্বরের এক নাম।

শ্রীমাতা—অন্যতমা শক্তি। ভট্টারিকা দেখ।

শ্রীমান—(১) অন্যতম বসু আপের তনয়। মৎ-২০২। (২) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) নাগ্নজিতির গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও নাগ্নজিতি দেখ। (৪) চাক্ষুষমনুর অন্যতম পুত্র। মধুশ্রী দেখ। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫। (৬) সূর্য্যের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩১। সূর্য্য দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯। (৮) দাশরথি রামের অন্যতম নাম। তন্ত্রঃ-৭৫৯ পৃঃ।

শ্রীমুখী—যক্ষপতি কুবেরের ভার্য্যা তাঁহার গর্ভে নলকূবর নামে এক পুত্র জন্মে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩।

শ্রীশ—ব্রজপুরের অন্যতম নবনন্দ। বীতিহোত্র দেখ।

শ্রীশাতকর্ণী—(১) অন্ধ্র-বংশীয় ভীত রাজার পুত্র। তিনি ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র আপাদ-বদ্ধা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করার পর নেমীকৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়ু-৯৯। পরবর্ত্তী নাম দ্রষ্টব্য।

শ্রীশান্তকর্ণ— (১) শুঙ্গ-বংশের পতনের পর মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা কৃষ্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় পৌর্ণমাস। ভাগ-১২স্ক-১। বিষ্ণুপুরাণ মতে (৪র্থ-২৪) কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি। তাঁহার তনয় পুর্ণোৎসঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

শ্রীশালবাহন—শ্রীমন্ত দেখ।

শ্রীশৈল—(১) গোতম মুনির পুত্র মেধাবী অপান্তরতম মুনির পরামর্শে শ্রীশৈলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। রৈবতক দেখ। (১) অন্যতম রুদ্র. রুদ্র দেখ।

শ্রীশেষদুর্ব্বলা—ধর্ম্মারণ্য-নব স কুৎসবংশীয় ব্রাহ্মণগণের গোত্রদেবী। এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী, সদাচারণ-শীল, বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ, পরছিদ্রানুসন্ধি, বিদ্বেষী, হিংসধর্ম্মা, কুটিল ও ধনলোভী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

শ্রীহলাহলসুন্দক—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯।

শ্রুত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ ভগীরথের পুত্র। তাঁহার তনয় নাভাগ। ভগীরথ দেখ। (২) দক্ষের চতুর্ব্বিংশ কন্যার অন্যতমা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মেধার গর্ভে শ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। গরু-পূ-৫। (৩) জনকবংশীয় উপগুর তনয়। তাঁহার অপত্য শাশ্বত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৫) ব্রজপুর-বাসী একজন উপনন্দ। বীতিহোত্র দেখ। (৫) তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকার কালে সত্য, বেদ, শ্রুত ও ভদ্র নামে দেবগণ ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৬) ঐক্ষ্বাকু ভগীরথের পুত্র। তাঁহার তনয় নাভ। ভাগ-৯স্ক-৯। (৭) জনকবংশীয় সুভাষণের পুত্র। তাঁহার তনয় জয়। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) পত্নী কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৫ম-৩২। ব্রহ্মপু-২০৫। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৯) ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ ও দ্রুহ্যুকে পূর্ব্বের ন্যায় জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।১৮।১২। কবষ দেখ।

শ্রুতকর্ম্মা—(১) সহদেব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। অগ্নি-২৭৮। মৎ-৫০। (২) অর্জ্জুন হইতে দ্রৌপদীর

গর্ভে শ্রুতকর্ম্মা জন্ম লাভ করেন। মহাভা-আদি-২২১। শ্রুতকীর্ত্তি দেখ। (৩) সংজ্ঞার গর্ভে জাত বিবস্বানের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৮৪। সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখ। (৪) উদাপি ও সহদেব দেখ। অগ্নি-২৭৮।

শ্রুতকক্ষ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নামান্তর সুকক্ষ। ঋক্-৮-৯২।

শ্রুতকীর্ত্তি—(১) মিথিলাধিপতি জনক রাজের অনুজ কুশধ্বজের অন্যতমা কন্যা। তিনি দশরথের কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুঘ্নের সহিত পরিণীতা হন। রামা-আদি-৭৩। শত্রুঘ্ন দেখ। (২) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা। শূর দেখ। (৩) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকীর্ত্তি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১২। অগ্নি-২৭৮। ভাগ-৯স্ক-২২। মৎ-৫০। মহাভা-আদি-৬৭। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৪) যদুবংশীয় শূরের কন্যা (বসুদেবের ভগিনী) শ্রুতকীর্ত্তি, কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভজাত কন্যা ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৮। (৬) কেকয়রাজ ধৃতকেতুর সহিত শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়। গর্গ-বিশ্ব-১৫। বায়ু-৯৬। গরু-পূ-১৪৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অনুবিন্দ দেখ। (৭) সুপ্রভ দেখ। (৮) শূর-তনয়া শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে অনুব্রত নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৪৬।

শ্রুতঞ্জয়—(১) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পর শ্রুতঞ্জয় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নরপতি বিভু আটাইশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৎ-২৭১। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পুত্র। তিনি তেইশ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাবাহু। বায়ু-৯৯। (৩) রাজা পুরূরবার অন্যতম পুত্র সত্যায়ু। তাঁহার তনয় শ্রুতঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৪) জরাসন্ধ-বংশীয় মগধরাজ সেনজিতের তনয় শ্রুতঞ্জয়, তাঁহার তনয় বিপ্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। সুতঞ্জয়, বিপ্র ও শুচি দেখ। (৫) মগধের জরাসন্ধবংশীয় বহুকর্ম্মকের পুত্র। তাঁহার তনয় সেনজিৎ। গরু-পূ-১৪৬।

শ্রুতদেব—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তিনি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪, ২০; অশ্ব-১৪, ১৬। (২) জনৈক তপঃসিদ্ধ মহর্ষি। যে সমুদয় মহর্ষি জ্ঞানদান করিবার জন্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ-২স্ক-৭; ৬স্ক-১৫। (৩) জনৈক বিষ্ণু-

ভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি অনায়াস-লব্ধ সামান্য দ্রব্যেতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনপূর্ব্বক পরমানন্দে জীবন যাপন করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। একবার বাসুদেব তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব স-ভার্য্যা তাঁহার যথোচিত সমাদর ও অর্চ্চনা করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার সকল দুঃখ দূর হয়। ভাগ-১০স্ক-৮৬। (৪) কল্কি অবতারের সহিত কলিযুগের শেষ হইলে, পুনরায় যখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, তখন মহর্ষি শ্রুতদেব হইতে পুনরায় ব্রাহ্মণ-বংশ বিস্তৃত হইতে থাকিবে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

শ্রুতদেবা, শ্রুতদেবী—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা দুহিতা ও বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী। কারুষ বৃদ্ধশর্ম্মার সহিত শ্রুতদেবার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে দন্তবক্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বায়ু-৯৬। গর্গ-বিশ্ব-১০। (২) শ্রুতদেবার গর্ভে অন্যোর ঔরসে জগৃহ নামে পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৪। (৩) দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। (৪) শূর-তনয়া শ্রুতদেবার গর্ভে কৃত হইতে সুগ্রীব নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৪৬। (৫) বসুদেব-ভার্য্যা শ্রুতদেবীর গর্ভে গবেষণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শ্রুতধর—শাল্মলী-দ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর অধিকার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যথাক্রমে শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর ও ঋষন্ধর নামে খ্যাত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

শ্রুতন্ধরা—বসুদেবের অন্যতমা মহিষী। তাঁহার গর্ভে কপিল নামে একপুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শ্রুতবতী—বীরমণি দেখ।

শ্রুতবন্ধু—গোপায়ন ও বিপ্রবন্ধু দেখ।

শ্রুতবিৎ—অত্রির অপত্য শ্রুতবিৎ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়ের উদ্দেশ্যে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৫।৬২।

শ্রুতবান্—(১) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় সোমাপির তনয়। তাঁহার অপত্য অযুতায়ু। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। গরু-পূ-১৪৪। সোমাপি দেখ।

শ্রুতবেদা—শূরদুহিতা শ্রুতদেবার নামান্তর। বায়ু-৯৬।

শ্রুতমুখ—সহদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪।

শ্রুতরথ—তরুণ ও অন্নসম্পন্ন শ্রুতরথ রাজা মহর্ষি প্রভূবসুকে দুইটি লোহিত বর্ণ অশ্ব ও তিনশত ধেনু দান করেন। তজ্জন্য প্রভূবসু মরুৎগণের নিকট

তাঁহার তাবৎ লোকের উপর প্রভুত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৩৬।১।

শ্রুতর্বা—(১) মহর্ষি শ্রুতর্বা ইন্দ্রের স্তব করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ইন্দ্র মৃগয়কে তাঁহার বশীভূত করিয়া দেন। ঋক্-১০।৪৯।৫। (২) মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী একজন রাজা। জরাসন্ধ যখন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য যাত্রা করেন, তখন তিনি জরাসন্ধের অনুগমন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯০।

শ্রুতর্য্য—মহর্ষি শ্রুতর্য্যকে অশ্বিদ্বয় অসুরদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।৯।

শ্রুতশ্রবা—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা। তিনি চেদিরাজ দমঘোষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শিশুপাল জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪, ৯৪, ১১৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বায়ু-৯৬। গরু-পু-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৪। (২) চেদিরাজ হইতে শ্রুতশ্রবার গর্ভে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬। (৩) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সোমাধির তনয়। তাঁহার পুত্র অপ্রতীপ। শ্রুতশ্রবা চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭১। বায়ু-৯৯। সোমাপি দেখ। (৪) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমাপির তনয়। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) জরাসন্ধবংশীয় মার্জ্জারির পুত্র। তাঁহার পুত্র যুতয়ু। ভাগ-৯স্ক-২২। (৬) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমবিতের পুত্র। মৎ-৫০। (৭) বিবস্বানের ঔরসে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে শ্রুতশ্রবা নামে এক পুত্র জন্মে। সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখ। (৮) এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্প সত্রে সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। সোমশ্রবা দেখ।

শ্রুতসেন—(১) মধ্যম পাণ্ডব ভীম হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসেন জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। ভাগ-৯স্ক-২২ (২) কুরুবংশীয় পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২০, ২১। মহাভা-আদি-৩। হরি-হরি-৩২। ব্রহ্মপু-১৩। (৩) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমাপির অন্যতম পুত্র। গরু-পু-১৪৪। (৪) পঞ্চপাণ্ডবের কনিষ্ঠ সহদেবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসেন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭,২২১। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

শ্রুতসেনা—অশ্রুত দেখ। হরি-হরি-১৬০।

শ্রুতসোম—মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসোম জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। গরু-পু-১৪০। ভীম দেখ।

শ্রুতা—(১) ভদ্রমতি নামক এক ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। বৃহন্না-১১। ভদ্রমতি দেখ। (২) দেবী সতীর অন্যতমা সখী। সতী দেখ।

শ্রুতায়ুক—রাজা পুরূরবা হইতে

উর্ব্বশীর গর্ভে জাত পুত্রগণের অন্যতম। গরু-পূ-১৪৩।

শ্রুতায়ু—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভানু-চন্দ্রের পুত্র। তিনি ভারত-যুদ্ধে নিহত হন। মৎ-১২। লি-পূ-৬৬। (২) পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুত্র-গণের অন্যতম। হরি-হরি-২৭। সৌর-৩১। কূর্ম্ম-পূ-২২। ব্রহ্মপু-১০। লি-পূ-৬৬। পুরূরবা, অমায়ু, অমাবসু ও আয়ু দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভানুবিত্তের পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৪) ঐ বংশীয় ভানুরথের তনয়। অগ্নি-২৭৩। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় চন্দ্রের পুত্র শ্রুতায়ু। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৬) জনক বংশীয় অরিষ্টনেমীর তনয়। তাঁহার অপত্য সূর্য্যাশ্ব (বিষ্ণু-৪র্থ-৫)। শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্ব। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৭) জনক-বংশীয় অধিনেমীর তনয়। তাঁহার অপত্য সুপার্শ্ব। গরু-পূ-১৪২। (৮) সত্যযুগের একজন দানব পতি। তিনি দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয় রাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৯) শ্রুতায়ু নামক একজন নরপতি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া, তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (১০) মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুগমন করিয়াছিলেন। বাম-৫৮।

শ্রুতাভিধান—হৈহয়বংশজ একজন নরপতি স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩। শঙ্খ দেখ।

শ্রুতায়ুধ—অন্যতম দানব। কালিকা-৪০।

শ্রুতি—(১) অনসূয়ার গর্ভজাত অত্রির কন্যা। শঙ্খপদ দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৩) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৪) লক্ষ্মীদেবীর এক সখী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮। (৫) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৬) দেবী সরস্বতীর এক নাম। সরস্বতী দেখ। (৭) বেদ চতুষ্টয়ের এক নাম শ্রুতি। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১।

শ্রুতিশৃণ—অজিত, মঙ্গল ও ত্রিষিমন্ত-গণ দেখ। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২।

শ্রুতিশ্রবা—শিশুপালের জননী শ্রুত-শ্রবার নামান্তর।

শ্রুবাবতী—মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা। তিনি দেবরাজের পত্নী হইবার জন্য স্ত্রীলোকেরও দুষ্কর নানাবিধ ব্রত অনু-ষ্ঠানপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতে-ছিলেন। শতবর্ষ ব্যাপী ঐরূপ তপস্যা করিলে, দেবরাজ প্রীত হইয়া তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বশিষ্ঠের রূপ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রুবাবতী তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমি সাধ্য মত তাহা করিতে

চেষ্টা করিব, কেবল আপনার পত্নীত্ব স্বীকার করিতে পারিব না। আমি দেবরাজকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছি।" ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"আমি তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় অবগত আছি। তোমার অভিপ্রায় শীঘ্রই সফল হইবে। যাহা হউক তুমি এক্ষণে পাঁচটি বদরী পাক কর।" এই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে পাঁচটি বদরী প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বদরীপাকের ব্যাঘাত জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রতীর্থে গমনপূর্ব্বক জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রুবাবতীও পবিত্র চিত্ত হইয়া, সেই পাঁচটি বদরী পাক করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি বদরী সুপক্ক হইল না। ক্রমে বদরী পাক করিতে করিতে তাঁহার বহুদিন গত হইয়া গেল। শ্রুবাবতীর সঞ্চিত সমস্ত কাষ্ঠ নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাপি বদরী পক্ক হইল না। তখন শ্রুবাবতী অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া (ছদ্মবেশী) মহর্ষির প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিজ দেহই অগ্নিতে প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে তিনি নিজ পদদ্বয় বিস্তারিত করিয়া, অগ্নিতে প্রদানপূর্ব্বক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুষ্কর কার্য্য করাতে, তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। তখন দেবরাজ শ্রুবাবতীর এই অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্ব-রূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমি তোমার ভক্তি ও তপোনুষ্ঠানে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তুমি দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত বাস করিতে সমর্থ হইবে।" এই কথা বলিয়া, দেবরাজ প্রস্থান করিলেন। মহাভা-শল্য-৪৯।

শ্রেণিমান্, শ্রেণীমান্—(১) সত্যযুগে কালেয় নামে খ্যাত আটজন ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী দানব ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দ্বাপরে ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থ দানব শ্রেণিমান্ নামে ভূপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) নরপতি শ্রেণিমান্ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৩) ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুমার-রাজ্যাধিপতি শ্রেণিমানকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২৯।

শ্রেণী—আপি ও চরণ্য দেখ।

শ্রোণ—ঋগ্বেদোক্ত একজন মহর্ষি। তিনি দুর্ব্বলজানু ছিলেন এবং অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিয়া গমন-ক্ষমতা লাভ করেন। ঋক্-১।১১২।৮।

শ্রোতন—কশ্যপ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈবশপ দেখ।

শ্রোতা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে আপ্যগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অন্তরীক্ষ ও চাক্ষুষ মনু দেখ।

শ্রোত্র—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিতাখ্য দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৬। অপান ও উদান দেখ।

শ্লিষ্টি—(১) ধ্রুবের পুত্র। তাঁহার পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, পুষ্প, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। বৃকতেজা দেখ। (২) শ্লিষ্টির পাঁচ পুত্রের নাম—রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল ও বৃকতেজা ব্রহ্মপু-২।

শ্লেষ্মাতক—বানর বিশেষ। সে মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয়। বরা-২১৪।

ষ

ষট্কৃত্তিকা—(১) কৃত্তিকা-গণ (অতিরিক্ত খণ্ড) ও স্বাহা দেখ।

ষট্গৃভি—ইন্দ্র ষট্গৃভিকে সব্যের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৪৯।৫।

ষড়ঋতু—(১) সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা, "আমি সকলের পিতার ন্যায়" এইরূপ ভাবনা করেন। সেই ভাবনা হইতে ষড়ঋতু উৎপন্ন হন। তাঁহারা পিতৃলোক বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৩০। (২) দেবতা অসুর মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মার পরম আনন্দ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহার বক্ষদেশ হইতে পিতৃলোক নামে খ্যাত ছয় ঋতুর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা-৩১।

ষড়গর্ভ—মরীচি হইতে তাঁহার পত্নী ঊর্ণাদেবীর গর্ভে ছয়টি পুত্র জন্মে। তাঁহারা ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার করিতে উদ্যত দেখিয়া, উপহাস করেন। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে "দৈত্য যোনিতে জন্মগ্রহণ কর", বলিয়া শাপ দেন। সেই শাপ প্রভাবে তাঁহারা প্রথমে দৈত্যপতি কালনেমীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তৎপরে পুনরায় হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্ম লাভ করেন। কিন্তু কোনও বারেই তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্ব বিবরণ বিস্মৃত হন নাই। তজ্জন্য দ্বিতীয়বারে তাঁহারা শান্ত-সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মার আরাধনা করেন। তখন ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাঁহারা

বলেন, "আমরা যেন দেবতা, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ, মহোরগ ও নিখিল মানবগণের অবধ্য হই।" পিতামহ সেইরূপ বরই প্রদান করিয়া, প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহাদের বর-লাভ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পুত্রগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া পিতামহের নিকট হইতে বর লাভ করাতে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। অধিকন্তু তিনি তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন, "তোমরা পৃথিবীতে ষড়্গর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া পাতালে গমন কর এবং তথায় নিদ্রামগ্ন হইয়া বহুবৎসর অবস্থান কর। পরে তোমরা একে একে দেবকীর উদরে জন্মলাভ করিয়া, কংস-রূপে জাত তোমাদের পিতামহ কালনেমীর হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিবে।" দেবীভা-৪স্ক-২২। হরি-হরি-৫৭। ব্রহ্মপু-১৮২।

ষড়ানন—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ।

ষণ্ড—(১) পিতৃগণের মানসী কন্যা গো-নাম্নী পত্নীর গর্ভে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা দুই ভাই হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক ছিলেন। বারাহকল্পে দেবাসুরে যে দ্বাদশটি সংগ্রাম হয়, সেই সকল সংগ্রামে দেবপক্ষে থাকিয়া, তাঁহারা যুদ্ধ করেন। প্রথমে ষণ্ডামার্ক ভ্রাতৃদ্বয় অসুরদিগেরই সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে অসুরগণ দেবগণকে পরাজয় করেন। তখন দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ষণ্ডামার্ক সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তথায় দেবগণ অসুরগুরু ভ্রাতৃদ্বয়কে অমৃত পান করাইয়া অসুর-পক্ষ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। অমৃত পানে মত্ত দানব-সেনাপতিদ্বয় দেবগণের বাক্যে অসুরদিগকে পরিত্যাগ করিলে, দেবগণ অসুরদিগকে পরাজয় করেন। বায়ু-৬৫, ৯৭, ৯৮। মৎ-৪৭।

ষন্মাতুর, ষান্মাতুর—কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ।

ষণ্মুখ—(১) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ। (২) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ষষ্টি, ষষ্ঠী—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের পত্নী দেবসেনা প্রকৃতি-দেবীর ষষ্ঠ অংশ-জাতা বলিয়া, ষষ্ঠী নামে অভিহিতা হন। তিনি মাতৃকাগণের মধ্যে পূজ্যতমা। তপস্বিনী, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা ষষ্ঠী দেবী জগতের সমস্ত শিশুদিগকে পালন করিয়া থাকেন। তিনি লোকসকলের পুত্রপৌত্রাদিকেও পালন করিয়া থাকেন বলিয়া, ধাত্রী নামেও কীর্ত্তিতা হন। তিনি শিশুদিগের সমীপে বৃদ্ধা ও যোগিনী স্বরূপা। শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠ দিনে

সূতিকাগৃহে এবং একবিংশ দিবসে পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার পূজা কর্ত্তব্য। দেবীভা-৯স্ক-১, ৪৬। (২) দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৩) ষষ্ঠী দেবী ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১১। (৪) ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ।

ষোড়শ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বিতণ্ডা (নদী) তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ষোড়শকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

ষোড়শাস্ত—মহাদেবের অন্যতমগণ। বাম-৫৮।

ষোড়শী—(১) দেবী শতাক্ষীর দেহ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মহাশক্তি। শতাক্ষী ও শক্তি দেখ। (২) দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। মহাবিদ্যা দেখ। (৩) মূল প্রকৃতিদেবী হইতেও শ্রেষ্ঠা সূক্ষ্মরূপা দশমূর্ত্তি সম্পন্না দেবীগণের অন্যতমা। বৃহদ্ধ-মধ্য-৬। সতী দেখ।

ষোসঙ্গ—বরাহকল্পের ষোড়শদ্বাপরে ষোসঙ্গ নামে ব্যাস ছিলেন। তখন মহাদেব গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। গোকর্ণ দেখ।

স

সংকুসুক—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা ও অগ্নিসংস্কার সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৮।

সংক্রন্দন—(১) ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র মার্ক-১০০। হরি-হরি-৭। ভৌত্যমনু দেখ। (২) দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম অনুচর ও সেনাপতি। দেবীপু-১২৭।

সংক্রম—পরাক্রম ও বিক্রম দেখ।

সংক্রমক—বৈতালী দেখ।

সংক্রোধনী—দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

সংক্ষয়—আহবনীয় অগ্নির এক-পঞ্চাশ জন পুত্রের অন্যতম। দেবীপু-১২২।

সংক্ষিপ্ত—যদুবংশীয় উপাসঙ্গের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৭। উপসঙ্গ, উপাসঙ্গ ও বজ্রাংশু দেখ।

সংক্ষেপ—ধর্ম্ম হইতে মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ।

সংগ্রহ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সমুদ্র তাঁহার সাহায্যের জন্য সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামে দুই গদাধর

অনুচরকে প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। বৈতালী দেখ।

সংগ্রামজিৎ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী শৈব্যা হইতে সংগ্রামজিৎ প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। শৈব্যা দেখ। (২) বাসুদেব হইতে সুদেবীর গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। সুদেবী দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণ হইতে সুভদ্রার গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি তনয়গণ জন্ম লাভ করেন। গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (৪) সংগ্রাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৩৪; অশ্ব-১৪, ১৬। ভূতসন্তাপন ও ভদ্রা দেখ।

সংজাতি—সংযাতি দেখ।

সংজ্ঞা—(১) কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। বিবস্বানের অন্যতমা পত্নী সংজ্ঞা। তাঁহার গর্ভে বৈবস্বতমনু জন্মগ্রহণ করেন। তদ্ভিন্ন যম ও যমুনা নামে দুইটি যমজ পুত্রকন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১১। (২) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মনু নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে পারিতেন না। তীব্ররশ্মি সূর্য্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই, তিনি নয়ন নিমীলিত করিতেন। সেইজন্য ভাস্কর একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন, "যেহেতু তুমি সর্ব্বদাই আমাকে দর্শন করিয়া নেত্র সংযম কর, সেই জন্য তুমি প্রজা-সংযমনপর যমকে প্রসব করিবে।" তাহাতে শঙ্কিতা হইয়া সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের প্রতি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন; সেইজন্য দিবাকর বলিলেন, "যেহেতু তুমি আমাকে দেখিয়া দৃষ্টি বিলোলিত করিতেছ, তজ্জন্য তুমি বিলোলা নদীরূপিনী এক তনয়া প্রসব করিবে।" সেই শাপ হেতু সংজ্ঞার গর্ভে যম ও যমুনা নামে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞাদেবী এযাবৎকাল অনেক কষ্টে ভাস্করের তেজ সহ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা একান্ত অসহ্য হওয়াতে, শান্তি লাভের আশায় পিতৃগৃহে গমনকরাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অতঃপর তিনি নিজ দেহ হইতে নিজ ছায়াময় এক তনু নির্ম্মাণ করিলেন। তখন সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে, ভানুর গৃহে তাঁহার ন্যায়ই অবস্থান করিয়া, স্বামী ও পুত্র কন্যার পরিচর্য্যা করিতে বলিয়া, পিতৃগৃহে গমন করিলেন। দীর্ঘকাল পিতার স্নেহাবরণে আনন্দে কাল যাপন করিবার পর, এক দিন ত্বষ্টা তাঁহাকে বলিলেন যে, স্বামীগৃহ ত্যাগপূর্ব্বক দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করা, কন্যার পক্ষে গৌরবহানীকর। অতএব সংজ্ঞার পুনরায় পতিগৃহে গমন করাই সমীচীন। সংজ্ঞা পিতৃবাক্যে সম্মত হইয়া তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক

উত্তর কুরুদেশে গমন করিলেন এবং বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই বড়বা-রূপধারিণী প্রকৃত সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বরূপধারী বিবস্বান্ হইতে নাসত্য ও দস্র নামে দুই তনয় উৎপন্ন হয়। সংজ্ঞার গর্ভে ভাস্করের তেজে রেবন্ত নামে, আরও এক পুত্র জন্মে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-১৩। মার্ক-৭৭, ৭৮ ১০৬-১০৮। সূর্য্য, রেবন্ত, শনি, বিবস্বান্ ও সাবর্ণি মনু দেখ। (২) বিশ্বকর্ম্মা-তনয়া ও বিবস্বান-ভার্য্যা সংজ্ঞার গর্ভে ক্রমে ক্রমে মনু, যম, যমুনা, শনি, তপতি, বিষ্টি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৩। (৩) সংজ্ঞার গর্ভে দুই মনু, জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-৭০। (৪) দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সুরেণু ভাস্করের সহিত পরিণীতা হইয়া, সংজ্ঞা নামে খ্যাত হন। তাঁহার গর্ভে প্রথমে মনু ও শ্রাদ্ধদেব প্রজাপতি নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা যখন সূর্য্যের তেজ সহনে অসমর্থ হইয়া অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে-ছিলেন, তখন বিবস্বানের তেজঃ হইতে নাসত্য ও দস্র নামে ভিষক্ শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন। বায়ু-৮৪। (৫) বিবস্বান-পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু, যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা বড়বা-রূপে পৃথিবীতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; ৮স্ক-১৩। (৬) দিবাকরের পত্নী সংজ্ঞা ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৫০।

সংজ্ঞান—সংবলন দেখ।

সংজ্ঞেয়—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

সংবৎসর—(১) সৃষ্টির আদিকালে সংবৎসর নামে এক ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র সুপার্শ্ব। বরা-৯৫। (২) একজন দানব। গর্গ-বিশ্ব-৪৭। মহা-দেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৬০।

সংবরণ—(১) পুরুবংশীয় ঋক্ষের তনয়। তিনি সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কুরু। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। কল্কি-৩য়-৪। ভাগ-৬স্ক-৬, ৮স্ক-১৩। মার্ক-৮৮, ১০৬। (২) রাজা সংবরণ রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, প্রজাকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং জনপদসমূহও উৎসন্ন প্রায় হইল। অনাবৃষ্টিও ব্যাধিতে লোক সকল অকালে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে পাঞ্চালরাজ সংবরণের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা সংবরণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুত্র-কলত্র-অমাত্য প্রভৃতির সহিত পলায়ন করিয়া, সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী এক কাননে বাস করিতে লাগিলেন। বহুকাল তথায় অবস্থান করিবার পর, একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলেন।

স-অমাত্য সংবরণ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের পৌরহিত্যপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠের সহায়তায় রাজা সংবরণ পুনরায় নিজ রাজ্য লাভ করিলেন। সংবরণের পত্নী সূর্য্য-কন্যা তপতী এবং পুত্র কুরু। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) রাজা সংবরণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধূপ, অর্ঘ্য মাল্যাদিসহ ভাস্করের আরাধনা করিতেন। একদিন রাজা সংবরণ মৃগয়া করিতে যাইয়া সূর্য্যকন্যা তপতীকে অবলোকন করেন এবং তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিলেন। তপতী সংবরণকে নিজ পিতা ভাস্করের নিকট তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। তখন মহারাজ সংবরণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া, তাঁহার দ্বারা সূর্য্যের নিকট নিজ মনোভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সূর্য্যদেব পূর্ব্ব হইতেই নিজ-ভক্ত সংবরণকে তপতীর যোগ্য পতি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া, পরম আনন্দিত চিত্তে তপতীকে রাজা সংবরণের পত্নীত্বে বৃতা হইবার জন্য মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ সংবরণ তপতীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া অমাত্যবর্গের হস্তে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক, তপতীসহ দ্বাদশবর্ষকাল কানন, গিরিকন্দর প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিয়া ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। রাজা সংবরণকে ঐরূপ রাজ্যভার পরিত্যাগপূর্ব্বক, ভোগসুখে মত্ত দেখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ করিতে বিরত হইলেন। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন প্রজাসাধারণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ সংবরণকে পরামর্শ দিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে আনয়ন করিলেন। রাজা সংবরণ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ বারিবর্ষণ ও শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন মহারাজ সংবরণ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। মহাভা-আদি-১৭১-১৭৩। বাম-২১, ২২।

সংবর্ত্ত—(১) দেবগুরু বৃহস্পতি ও মহর্ষি সংবর্ত্ত উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র ছিলেন। বৃহস্পতি নিজ সহোদর ভ্রাতা সংবর্ত্তের প্রতি অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। পরিশেষে ভ্রাতার দুর্ব্ব্যবহার অসহ্য বোধ হওয়াতে, সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বর অবস্থায় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বৃহস্পতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা

অবীক্ষিতের কুলপুরোহিত ছিলেন। ঐ বংশীয় রাজা মরুত্ত একবার যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বৃহস্পতি ইন্দ্রকর্ত্তৃক দেবতাদিগের গুরুর পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি সেই কারণ প্রদর্শন করিয়া মরুত্তের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন নারদ ঋষি মরুত্তকে, বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঋষির দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পরামর্শ দিলেন। মরুত্ত যখন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় সংবর্ত্তের সাক্ষাৎ পাইবেন, তখন নারদ বলিলেন, "সংবর্ত্ত দিগম্বর অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। আপনি বারাণসীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপনপূর্ব্বক, নিকটে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতে থাকুন। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে আসিয়া, শব দর্শন করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত্ত বলিয়া জানিবেন। আপনি তাঁহার অনুগমন করিবেন এবং কোনও নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন।" মরুত্ত রাজা নারদের পরামর্শ মত কার্য্য করিয়া সংবর্ত্তের সম্মুখিন হইলে, তিনি প্রথমে রাজার গাত্রে কর্দ্দম, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মরুত্ত নরপতি তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সংবর্ত্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে, মরুত্ত যোড় হস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন: তখন সংবর্ত্ত মরুত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কাহার নিকট সংবর্ত্তের পরিচয় পাইয়াছেন। মরুত্ত যখন বলিলেন যে, তিনি নারদের নিকট তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন, তখন সংবর্ত্ত, নারদ কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মরুত্ত নারদের শিক্ষা মত বলিলেন যে, নারদ তাঁহাকে সংবর্ত্তের সন্ধান প্রদান করিয়া, অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন। তখন সংবর্ত্ত অতি কঠোর বাক্যে বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় বায়ুরোগগ্রস্ত, বিকৃতবেশ ও অস্থিরচিত্ত লোকের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন না করাইয়া, তাঁহার ভ্রাতা বৃহস্পতির দ্বারা সম্পন্ন করাইলেই মরুত্তের মঙ্গল হইবে। তদুত্তরে মরুত্ত বলিলেন যে, তিনি প্রথমে বৃহস্পতিরই শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনি দেবগুরুর পদলাভ করিয়া, আর মর্ত্ত্যবাসীর যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ দেবরাজ তাঁহাকে মরুত্ত রাজার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তখন সংবর্ত্ত মরুত্তকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার

যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে আরম্ভ করিলেই, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি কুপিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। সুতরাং সেই সময়ে সংবর্ত্তের প্রতি মরুত্ত রাজার যদি ভক্তি অচলা না থাকে, তবে তিনি সংবর্ত্তের শাপে স-পরিজন ভস্মসাৎ হইবেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মরুত্ত নরপতি, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সংবর্ত্তের অনুরাগী থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, সংবর্ত্ত তাঁহার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর রাজা মরুত্ত সংবর্ত্তের নির্দ্দেশে মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক, ভবানীপতির আরাধনান্তে বহু সুবর্ণলাভ করিলেন এবং সেই সুবর্ণ রাশিদ্বারা যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেবগুরু বৃহস্পতির জ্ঞানগোচর হইলে, তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন ইন্দ্র বৃহস্পতির উদ্বেগ দূর করিবার জন্য, অগ্নিকে প্রেরণ করিয়া মরুত্ত নরপতিকে সংবাদ দিলেন যে, বৃহস্পতি তাঁহার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত আছেন। মরুত্ত নরপতি বৃহস্পতির পূর্ব্ব প্রত্যাখ্যান-জনিত অবমাননা স্মরণ করিয়া, সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিকে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করিতে সম্মত হইলেন না। অগ্নি তখন-বৃহস্পতিকে পৌরহিত্য পদে বরণ করিলে, মরুত্ত রাজার যে যে বিষয়ে পরমলাভ হইবে, সেই সব কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। তখন সংবর্ত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিকে তিরস্কারপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন। অগ্নি তখন বিফল মনোরথ হইয়া, প্রত্যাগমন করিলে ইন্দ্র পুনরায় গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সেই কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও প্রথমে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিতে অপারগ হইয়া, ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংবর্ত্ত অভয় প্রদান করাতে, মরুত্ত তাঁহার কোনও বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। এই ভাবে ক্রমে মরুত্তের যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল এবং পরিশেষে সংবর্ত্তের মন্ত্রপূত আহ্বানে অন্যান্য দেবগণ সহ ইন্দ্রও তথায় গমন করিয়া যজ্ঞীয় সোমরস পান করিলেন। মহাভা-আশ্ব-৫-১০। বায়ু-৮৬। ভাগ-৯স্ক-২। রামা-উত্ত-১৮। গর্গ-বিশ্ব-১। (২) অথর্ব্বান্ দেখ। বায়ু-৬৫। (৩) সংবর্ত্ত নামক এক ঋষির পুত্রগণকে রাজা বীরধন্বা মৃগভ্রমে বধ করিয়াছিলেন। পরে মহর্ষি দেবরাতের পরামর্শে বরাহ-চতুর্দ্দশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে তিনি মুক্ত হন। বরা-৪১। (৪) একজন স্মৃতি শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম সংবর্ত্ত-সংহিতা। সংব।

সংবর্ত্তক—(১) অগ্নি বিশেষ।

তিনি মন্যুমান নামক অগ্নির পুত্র। এই অতীব ভয়ঙ্কর অগ্নি সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া সতত জলপান করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্র সহরক্ষ। মৎ-৫১। কূর্ম্ম-উত্ত-৬। বায়ু-২৯। (২) অন্যতম দানব। বরা-৯৪। (৩) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (৪) সূর্য্যের এক নাম। মহাভা-বন-৩। (৫) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

সংবলন—ঋগ্বেদের একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। তদ্ভিন্ন তিনি সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমতকে দেবতা স্বরূপে কল্পনা করিয়া, তদ্বিষয়েও কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ১৯১।১-৪।

সংবহ—পৃথিবীর উপরিভাগে যে বায়ুস্কন্ধ বর্ত্তমান, তন্মধ্যে সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থান করেন। নক্ষত্রমণ্ডল তদ্দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া পরিভ্রমণ করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮। দেবীপু-৪৬। মরুত্ত (৬) এবং বায়ু (অতিরিক্ত খণ্ডে) দেখ।

সংবৃত্তি—দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১।

সংভূত—সম্ভূত দেখ।

সংবর্দ্ধন—সম্বর্দ্ধন দেখ।

সংযতি—রাজর্ষি নহুষের অন্যতম পুত্র। গরু-পু-১৪৩।

সংযম—সূর্য্য দেখ।

সংযম—ধূম্রাক্ষের পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২।

সংযমন—একজন অত্রিবংশীয় ঋষি। বরা-৫। নিষ্ঠুরক দেখ।

সংযমী—শ্বেতকল্পীয় কলির আদিতে যে সমুদয় যোগেশ্বর ক্রমশঃ আবির্ভূত হইয়া শিবধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। শিব (১৪) দেখ।

সংযাতি—(১) রাজর্ষি নহুষের অন্যতম পুত্র। নহুষ, যযাতি, অশ্বক ও বিরজা দেখ। (২) যযাতিবংশীয় বহুগবের পুত্র। তাঁহার তনয় অহংযাতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। ভাগ-৯স্ক-২০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি প্রাচিন্বানের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম অশ্মকী। সংযাতির পত্নী বরাঙ্গী ও পুত্র অহংযাতি। মহাভা-আদি-৯৫। (৪) কশ্যপবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ভৎস দেখ।

সংযুগ—আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশ জন তনয়ের অন্যতম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সংযুপ—যদু-বংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ।

সংযোজন—জনৈক বানর দলপতি। তিনি রামের সহিত দলবলে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-২৩।

সংযোধকণ্টক—কুবেরের অনুচর জনৈক যক্ষ। রাবণ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুবেরের পুরী আক্রমণ করেন, তখন রাবণানুচর মারীচের

সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। রামা-উত্ত-১৪।

সংরম্ভ—অন্যতম মরুৎ। মরুৎ-গণ দেখ।

সংশুদ্ধি—দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬।

সংসপ্তকগণ—দুর্য্যোধনপক্ষীয় ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় দুইজন বীরের সাধারণ নাম। তাঁহারা অর্জ্জুনকে বধ করিতে বিশেষ প্রয়াস পান, কিন্তু পরিশেষে ধনঞ্জয়ের হস্তেই নিহত হন। মহাভা-উদ্যোগ-৫৪, ৫৬।

সংশ্রুত—(১) অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈকৃতি-গালব দেখ। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সংশ্রয়—অন্যতম প্রজাপতি। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে তিনি চতুর্থস্থান অধিকার করেন। রামা-আর-১৪। কর্দ্দম দেখ।

সংসর্পা—প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা। চম্পা দেখ।

সংহত—যদুবংশীয় কুন্তির পুত্র। তাঁহার পুত্র মহিষ্মান। পদ্ম-সৃষ্টি-১২॥ হৈহয়, সংহন ও ধর্ম্মনেত্র দেখ।

সংহতাপন—নাগরাজ ঐরাবতের কুলজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

সংহতাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিকুম্ভের পুত্র। তাঁহার দুই অপত্য—অকৃতাশ্ব ও রণাশ্ব। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) সংহতাশ্বের পুত্র অকৃশাশ্ব (কৃশাশ্ব, লি-পূ-৬৫) ও রণাশ্ব। অগ্নি-২৭৩। হরি-হরি-১২। (৩) সংহতাশ্বের এক পত্নীর নাম ছিল হৈমবতী। তাঁহার গর্ভে প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। সংহতাশ্বের অপর দুই পুত্রের নাম অক্ষয়াশ্ব (অক্ষাশ্ব; শিব-ধর্ম্ম-৬০) ও কৃশাশ্ব। বায়ু-৮৮। (৪) সংহতাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব ও অরুণাশ্ব। কূর্ম্ম-পূ-২০। নিকুম্ভ দেখ।

সংহন—যদুবংশীয় ধর্ম্মনেত্রের পুত্র। তাঁহার তনয় মহিমা। অগ্নি-২৭৫। সংহত দেখ।

সংহারী—ভট্টারিকা ও ভয়ঙ্কর দেখ।

সংহৃতি—নরপতি রন্তির বংশীয় জয়সেনের পুত্র। তাঁহার তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-৯।

সংহূতি—অগ্নির পত্নী সংহূতির গর্ভে পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮। পর্জ্জন্য ও অগ্নি(অতিরিক্ত খণ্ড দেখ)।

সংহৃতি—অঙ্গিরাবংশীয় অন্যতম মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

সংহ্লাদ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। তিনি রাবণের সহচররূপে দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। লঙ্কা সমরে বানর-সৈন্য হস্তে তিনি নিহত

হন। রামা-লঙ্কা-৯০ ; উত্তরা-৬, ২২ ৩২। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বংশীয় সংহ্রাদের পুত্রগণ নিবাতকবচ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা ব্রহ্মার বরে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ প্রভৃতির অবধ্য হইয়াও পরিশেষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মৎ-৬। হরি-হরি-৩। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র ও প্রহ্লাদের ভ্রাতা। (কোনও কোনও পুরাণে সংহ্লাদ নাম দৃষ্ট হয়) হিরণ্যকশিপু দেখ। (৪) সংহ্রাদ (অথবা সংহ্লাদের) পুত্র শিবি, আয়ুষ্মান্ ও বাষ্কল। বিষ্ণু-১ম-২২। (৫) দানব পতি সংহ্রাদই দ্বাপরে শল্যরাজ-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৬) সংহ্রাদের ভার্য্যার নাম মতি। তাঁহার গর্ভে পঞ্চজন নামে দানব উৎপন্ন হয়। ভাগ-৬স্ক-১৮।

সংহ্রাদক—মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি ছয় কোটী অনুচর সহ মহাদেবের বিবাহে বরানুগমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সংহ্রাদি—রাক্ষসরাজ সুমালীর পুত্র। সুমালী দেখ।

সংহ্লাদি—দানব বিশেষ। সমুদ্র মন্থনের পর অন্যান্য দানবদিগের সহিত একত্রে অমৃত পানের জন্য সমবেত হইলে, বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া সকলকে ছলনা করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

সকল—দৈত্যপতি বাণের এক অনুচর। হরি-হরি-১৬১, ১৬২।

সকলপ্রিয়া—স্বর্গস্থিত একটি গাভী। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

সকলাক্ষ—একজন সংশিতব্রত মুনি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫।

সকান্তি—মহাদেবের একনাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯।

সকাশ্বাস—উক্‌থ নামক অগ্নির পুত্র মহাবাক্। তাঁহারই অপর নাম সকাশ্বাস। মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) ও উক্‌থ দেখ।

সকুসুমা—সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সকৃদ্‌যশা—যদুবংশীয় মীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র। মীঢ়ুষ, বসুদেব ও শমীক দেখ।

সকেতু—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ সগর নৃপতির অন্যতম পুত্র। সগর দেখ।

সকৌতিপুত্র—সংহিতাকার লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

সগন—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বজ্রনাভের তনয়। তাঁহার অপত্য বিধৃতি। ভাগ-৯স্ক-১২।

সগর—(১) প্রাচীনকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক জন মহাবল ধর্ম্মমতি প্রজাপালক নরপতি ছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা বিদর্ভরাজ নন্দিনী কেশিনী এবং কনিষ্ঠা

রাজা অরিষ্টনেমীর কন্যা সুমতি। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও গর্ভে সন্তান জন্ম-গ্রহণ না করাতে, নৃপতি সগর ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক পুত্র লাভের আশায় ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। একশত বর্ষকাল তপস্যায় অতিবাহিত হইবার পর, ভৃগুমুনি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রদান করি-লেন যে, তাঁহার দুই মহিষীর গর্ভেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। এক জনের গর্ভে একটি পুত্র জন্মিবে। অপরা ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করিবেন। তখন সগরের মহিষীদ্বয় মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের কাহার গর্ভে কিরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। ভৃগু তাঁহাদিগকে নিজ নিজ মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিলে, কেশিনী বংশধর এক পুত্র ও সুমতি ষষ্টি সহস্র সন্তান প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর নরপতি সগর, পত্নীদ্বয় সহ অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিলেন। কালক্রমে কেশিনী এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি পরে অসমঞ্জ নামে খ্যাত হন। সুমতির গর্ভ হইতে তুম্বীফলাকৃতি এক পিণ্ড প্রাদু-র্ভূত হয়। পরে তাহাই ভেদ করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। রাজ-ধাত্রী সেই ষষ্টি সহস্র সন্তানকে ঘৃতকুম্ভ-মধ্যে রাখিয়া বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ অতিশয় পাপাচারী হওয়াতে, সগর তাঁহাকে নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। হিমা-চল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে রাজর্ষি সগর এক যজ্ঞ করেন। তাঁহার আদেশে অসমঞ্জের তনয় অংশুমান্ যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করেন। সেই সময়ে দেবরাজ রাক্ষসীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই অশ্ব অপহরণ করেন। উপাধ্যায়গণ সেই সংবাদ রাজার গোচর করিলেন, তিনি তাঁহার ষষ্টিসহস্র সংখ্যক পুত্রকে সেই অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। সেই সকল পুত্রই অশ্ব অন্বেষণ করিতে যাইয়া, কপিল-শাপে ভস্মীভূত হন। পরে সগর রাজার বংশীয় দিলীপ-তনয় ভগীরথ, গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া, সেই সগর-সন্তানগণের উদ্ধার করেন। রামা-আদি-৩৮, ৩৯। কপিল ও ভগী-রথ দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বাহু নরপতির পুত্র সগর। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের নাম প্রভা ও ভানু-মতী। এই সগর মহিষীদ্বয় পূর্ব্বে সন্তান কামনায়, ঔর্ব্ব অগ্নির আরাধনা করিয়া-ছিলেন। তাহাতে ঔর্ব্ব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "তোমাদের মধ্যে একজন একটী মাত্র বংশধর পুত্র এবং অপর একজন ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রার্থনা কর। তখন মহিষীদ্বয়ের মধ্যে প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র এবং ভানুমতী একটী বংশধর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। সগরের এই ষষ্টিসহস্র পুত্র অশ্বান্বেষণে পৃথিবী

খনন করিয়া পাতালে গমন করিলে, বিষ্ণুর নয়নানলে ভস্মীভূত হন। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। বাহু দেখ। (৩) সগর নৃপতি ঔর্ব্ব-মুনির আশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায়ই প্রতিপালিত হন। (যাদবী দেখ)। ঔর্ব্ব মুনি তাঁহাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। মহামতি সগর অস্ত্র-বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী হইয়া পিতৃশত্রু হৈহয়-দিগকে বিনাশ করেন। পরে তিনি শক, যবন, কাম্বোজ ও পহ্লবগণকেও নিঃশেষ করিতে উদ্যত হন। তখন তাঁহারা ভীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। মহর্ষি তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায়, সগরকে নিবারণ করিলেন। নরপতি সগর গুরু-বাক্যে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের ধর্ম্মহানী ও বেশের অন্যথা করিয়া দিলেন। তিনি শকগণের মস্তকের অর্দ্ধ ভাগ এবং যবন ও কাম্বোজদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত পারদগণ মুক্তকেশ এবং পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইল। তিনি ঐ সকল জাতির মধ্যে বেদাধ্যয়ন নিষেধ করিয়া দিলেন। শক, যবন, পারদ, কোল, শপ্য, মহিষ, দার্ব্ব, কোরল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা সগরের আদেশে স্বধর্ম্ম পরিহার করিলেন। মহারাজ সগর খস, তুখার, চীন, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, বঙ্গ, শাল্ব, কোঙ্কণক, প্রভৃতি জাতিদিগকে জয় করিয়া, এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অশ্ব পূর্ব্ব-দক্ষিণ সাগরকূলে বিচরণ করিতে করিতে সহসা অপহৃত হইয়া, ভূতলে নীত হইল। তখন নৃপতি সগর অশ্বের সন্ধানে পুত্রগণ দ্বারা সেই স্থান খনন করাইলেন। সগর সন্তানগণ ভূমি খনন করিতে করিতে পাতালে কপিলরূপী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অশ্বান্বেষী সগর-সন্তানগণের কোলাহলে কপিলের ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তিনি ক্রুদ্ধনেত্রে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতেই চারিজন ব্যতিরেকে সকলেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। ঐ চারিজনের নাম বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন। পরে মহামতি সগর নারায়ণের নিকট হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশের অক্ষয়ত্ব, অবিনাশিনী কীর্ত্তি, তাঁহার পুত্রগণের জলধির আশ্রয়লাভ, তাঁহার অক্ষয় স্বর্গবাস এবং কপিলের নেত্রাগ্নিতে দগ্ধ তাঁহার পুত্রগণের অক্ষয় লোক লাভ, এই সকল বর লাভ করেন। তৎপরে জলপতি অর্ঘ্যদ্বারা সগরের বন্দনা করিলেন। সেই কারণে অর্ণবের এক নাম হইল সাগর। অতঃপর সগর নৃপতি সমুদ্র মধ্য হইতে যজ্ঞাশ্ব আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপন করিলেন। হরি-হরি-১৪। শিব-ধর্ম্ম-

৬১। (৪) সগরের দুই পত্নী ছিল। প্রথমা বিদর্ভ রাজকন্যা কেশিনী; অপরা রাজা অরিষ্টনেমীর পুত্রী। তপস্যা দ্বারা তাঁহাদের পাপকল দগ্ধ হইয়াছিল। ঔর্ব্ব মুনির বরে কেশিনী অসমঞ্জা নামক এক পুত্র লাভ করেন এবং অপরার গর্ভে এক বীজপূর্ণ তুম্বী উৎপন্ন হয়। সেই তুম্বী হইতে পরে ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রাদুর্ভূত হন। এই পুত্রগণ কপিলের শাপে ভস্মীভূত হন। হরি-হরি-১৫। (৫) সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব পূর্ব্ব-দক্ষিণ সাগর কূলে বিচরণ করিতে করিতে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া পাতালে নীত হয়। কপিল-শাপে সগরের হর্ষ-কেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরত ও পঞ্চজন ভিন্ন আর সকল পুত্রই ভস্মীভূত হন। পঞ্চ-জনের পুত্র অংশুমান্। শিব-ধর্ম্ম-৬১। (৬) সগর রাজার শৈব্যা ও বৈদর্ভী নামে দুই পত্নী ছিল। শৈব্যার গর্ভে রাজার অসমঞ্জা নামে এক কুলবর্দ্ধন পুত্র জন্মে। তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অপরা পত্নী বৈদর্ভী পুত্র কামনায় শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। কাল-ক্রমে তিনি গর্ভবতী হইয়া পূর্ণ শতবর্ষান্তে একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া বৈদর্ভী অতিশয় দুঃখিতা হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শিব ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মাংসপিণ্ডকে ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই প্রত্যেক অংশ হইতে এক এক মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিলেন। সেই সকল পুত্র কপিল-শাপে ভস্মীভূত হইলে, রাজা সগর মনোদুঃখে রোদন করিতে করিতে বনে গমন করেন। দেবীভা-৯স্ক-১১। (৭) সগর নৃপতির পিতা বাহু, শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া, ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। শত্রু পক্ষীয়গণ সেই গর্ভস্থ সন্তানকেও বধ করিবার বাসনায় তাঁহার ভার্য্যাকে বিষ (গর) প্রয়োগ করে। ঔর্ব্বমুনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিবার সময়ে বাহু নৃপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পত্নীও তখন পতির চিতায় আরোহণ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। ঔর্ব্বমুনি ধ্যানবলে তাহা জানিতে পারিয়া, সত্বর তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে ঐরূপ অসমসাহসিক কার্য্য করিবার জন্য নিষেধ করিলেন এবং বাহুর বনিতাকে সাদরে নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তথায় ঔর্ব্বমুনির বরে বিষ-দোষ-শূন্য হইয়া বাহু-পত্নী যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভবাসকালে শত্রু-গণ তাঁহার বিনাশের জন্য গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, ঔর্ব্বমুনি শিশুর নাম রাখিলেন সগর। বাহু-তনয় ঔর্ব্বমুনির আশ্রমেই প্রতিপালিত

হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর মাতার নিকট, হইতে পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সগর পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে তিনি কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়া, পিতৃ-নির্য্যাতনকারীদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সগরের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার গুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। সগর তাঁহাদিগকে তাড়না করিবার জন্য গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় বশিষ্ঠের অনুরোধে তিনি তাহাদিগকে বধ না করিয়া শিরোমুণ্ডণাদি শাস্তি বিধানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অতঃপর বশিষ্ঠ মুনি অন্যান্য মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সগর রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পর, ঔর্ব্বমুনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আগমন করেন। তখন নৃপতি সগরের দুই মহিষী—কেশিনী ও সুমতি ঔর্ব্বের নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন. ঔর্ব্বের বরে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জস নামে খ্যাত এক পুত্র ও সুমতির গর্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। এই একাধিক ষষ্টি সহস্র সগর-তনয়গণ অতি দুর্ব্বৃত্ত হইয়া হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে দেবতারা পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পাতালে প্রচ্ছন্ন-বিষ্ণু-রূপী কপিল মুনির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক, প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। কপিল তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, সগর সন্তান-গণ শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। কিয়ৎকাল পরে সগর নৃপতি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। ইন্দ্র ছদ্মবেশে সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া, পাতালে ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকটে রাখিয়া আসিলেন। সগর সন্তানগণ অশ্ব অন্বেষণে সপ্তলোক ভ্রমণ করিয়াও অশ্বের সন্ধান পাইলেন না। অতঃপর তাঁহারা মহীতল খনন করিতে করিতে পাতালে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে যজ্ঞাশ্ব বদ্ধ দেখিয়া মুনিবরকে প্রহারাদি করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে ক্রুদ্ধ কপিলের নেত্রাগ্নিতে সগর-তনয়গণ সকলে ভস্মসাৎ হইলেন। এদিকে দেবর্ষি নারদ সেই সংবাদ সগরের জ্ঞানগোচর করিলেন। সগর দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদিগের নিধন-সংবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু অপুত্রকদিগের যজ্ঞে অধিকার নাই বিবেচনা করিয়া, তিনি পৌত্র অংশুমানকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া, অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। অংশুমান পিতৃব্য-গণ কৃত রন্ধ্র, পথে পাতালে গমনপূর্ব্বক, সবিনয় সম্ভাষণদ্বারা কপিল মুনির সন্তোষ বিধান

করিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে অশ্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, সগর-সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অশ্ব প্রদান করিলেন। ভাগ-৯স্ক-৮। বৃহন্না-৭, ৮। (৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুবাহুর গর নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র ছিল। কোনও সময়ে হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শকগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। যবন, পারদ, কাম্বোজ ও পহ্লবগণ ঐ সময়ে হৈহয় দিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা গর হৃতরাজ্য হইয়া, দুঃখিত চিত্তে পত্নীসহ বনে গমন করেন এবং সেই বনেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনি পতি-শোকে চিতারোহণে প্রাণ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। ঔর্ব্ব মুনি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ আশ্রমে স্থান দান করিলেন। তথায় গর মহিষী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সেই পুত্র সগর নামে প্রসিদ্ধ হন। সগর ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমেই বেদাভ্যাসাদি করিয়া, পরে অস্ত্রাভ্যাস করিলেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পিতৃ-শত্রুদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য, যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শিরোমুণ্ডণাদি শাস্তি বিধান করিলেন। তিনি তৎপরে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহার যজ্ঞাশ্ব পূর্ব্বদক্ষিণ সমুদ্রতটে ভূমি প্রবেশ করাতে, সগর পুত্রগণকে অশ্বান্বেষণে প্রেরণ করেন। সেই সগর সন্তানগণ অশ্বের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, চারিজন ব্যতিরেকে আর সকলেই কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত হন। যে চারিজন রক্ষা পান তাঁহাদের নাম—হৃষীকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন। রাজা সগর বিষ্ণুর নিকট হইতে সদ্বংশ, মোক্ষলাভ, সুকীর্ত্তি, সুসন্তান লাভ ও সমুদ্রকে পুত্র রূপে লাভ, এই কয় বিষয়ে বর প্রাপ্ত হন। তিনি সেই যজ্ঞাশ্ব সমুদ্রমধ্য হইতেই লাভ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। পদ্ম-উত্ত-২০। (৯) সগরের পিতা বাহু শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বন গমন করেন এবং থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী তাঁহার অনুগমন করেন। সগর মহিষীর সপত্নীগণ তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করেন। সেইজন্য ঔর্ব্বমুনির আশ্রম-জাত বাহু-তনয় সগর নামে খ্যাত হন। সগরের যে চারিজন পুত্র কপিলের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পান তাঁহাদের—নাম বর্হিকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরত ও পঞ্চবন। বহিকেতুরই নামান্তর অসমঞ্জ। তিনি ঔর্ব্বমুনির বরে সগরের অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। (অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্বোক্ত বিবরণ গুলিরই অনুরূপ বলিয়া পুনরুক্তি করা হইল না) বায়ু-৮৮। (১০) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃকের তনয়। সগরের তনয়

অসমঞ্জা। কদ্ধি-কৃ-৩। (১১) মহীপতি সগর একবার ঔর্ব্বমুনিকে, কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যগণের কি ফল হয়, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং ঔর্ব্বমুনিও তাঁহার নিকটে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৮। (১২) বিদর্ভ-রাজতনয়া কেশিনী ও বিনতা-তনয়া সুমতী, এই দুইজন সগরের মহিষী ছিলেন। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র অশ্বান্বেষণে গমন করিয়া কপিলের রোষাগ্নিতে দগ্ধ হইলে, সগর পৌত্র অংশুমানকে পুত্রত্বে কল্পিত করিয়া, তাঁহাকে অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। অংশুমান্ কপিলের সন্তোষ সাধন করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলে, সগর যজ্ঞ সমাপন করেন। সগরের পুত্রত্বে কল্পিত হইয়া সমুদ্র সাগর নামে খ্যাত হইয়াছেন। (অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্বোক্ত বিবরণের অনুরূপ) বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (১৩) মহারাজ সগর ক্রোধভরে মহীতল খনন-পূর্ব্বক সমুদ্র প্রস্তুত করেন। তাঁহারই নামানুসারে সমুদ্র সাগর নামে খ্যাত হন। মহাভা-শান্তি-২৯। রামা-আদি-৫। (১৪) সগর রাজার দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের এক-জনের নাম প্রভা, অপরার নাম ভানু-মতী। তাঁহারা উভয়েই অগ্নির আরা-ধনা করেন। তাহাতে অগ্নির বরে ভানুমতী অসমঞ্জা নামে এক পুত্র এবং প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পু-২১। (১৫) সগর-রাজার বিবরণের আনুষঙ্গিক বিবরণের জন্য বাহু, বাহুক, অসমঞ্জা, অংশুমান ও রন্তিদেব দেখ।

সঙ্কট—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতমা ককুদ হইতে সঙ্কট জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্কট হইতে ভূ-বিবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬

সঙ্কর্ষণ—(১) পাতাল সকলের নিম্ন ভাগে বিষ্ণুর শেষ নামক তামসী তনু আছেন। সিদ্ধগণ তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকেন। তিনি সহস্রশিরাঃ এবং মস্ত-কের চিহ্ন তাহার ভূষণ স্বরূপ। তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রফণা দ্বারা দশদিক আলোকিত করিয়া, অসুর দিগের বলহানী করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল এবং অপর হস্তে মুষল। লক্ষ্মী ও বারুণী দেবী, মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। কল্পের অন্তে তাঁহার বদন হইতে সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ত্রিজগৎ নাশ করেন। বিষ্ণু-২য়-৫। ভাগ-৩স্ক-৮। (২) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের এক নাম। বলদেব ও যোগমায়া দেখ। (৩) বসু-দেবের তনয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের একনাম বাসুদেব। কিন্তু দেব নারায়ণের এক নামও বাসুদেব বলিয়া অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবতার বাসুদেব নহেন,

যিনিই বিষ্ণু বা নারায়ণ, তিনিই বাসুদেব। উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা কল্পিত হয় নাই। সেই বাসুদেবের সহিত প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ এমন কি ব্রহ্মারও অভিন্নত্ব অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪০, ৩৪৯, ৩৫২, অনুশা-১৫৮। (৪) বিষ্ণুর সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তির আদি দক্ষিণ বাহু হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা বিরাজিত। অন্যান্য মূর্ত্তি এইরূপ—যে মূর্ত্তি প্রথম দক্ষিণ বাহু হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে, তাহা তাঁহার কৈশবী মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি দক্ষিণ বাহু হইতে অনুক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করে, তাহা তাঁহার মধুসূদন মূর্ত্তি, এবং যে মূর্ত্তি ঐরূপ অনুক্রমে শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম ধারণ করে, তাহা তাঁহার দামোদর মূর্ত্তি, আর যে মূর্ত্তি দক্ষিণ বাহু হইতে অনুক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন, তাহা তাঁহার বামন মূর্ত্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১। (৫) নর্ম্মদার উত্তর কূলে যজ্ঞবাট নামক স্থানে সঙ্কর্ষণ তীর্থ অবস্থিত। বলরাম তথায় তপস্যা করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১০১। (৬) শালগ্রাম শিলার এক নাম সঙ্কর্ষণ। স্কন্দ-নাগ-২৪৪। (৭) গোলকে মহিষী ও সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ যথায় বিরাজ করেন, তাহার উত্তর দিকে হরিচন্দন বনে মণিমণ্ডপশোভিত স্বর্ণ পীঠোপরি সুবর্ণ-সিংহাসনে রেবতী সহ সঙ্কর্ষণ হলায়ুধ বিরাজ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। তাঁহার গাত্র-বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়; নয়নযুগল রক্ত-পদ্ম-পলাশবৎ, পরিধানে নীলাম্বর এবং তিনি দিব্য ভূষণাদি ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্ব্বদা মদ্যপানে আসক্ত এবং নিয়ত মদ্যপান জন্য তাঁহার নয়ন-দ্বয় অবিরত ঘূর্ণিত হইতেছে। পদ্ম-পাতা-৩৯। (৮) বিষ্ণু পূজায় অঙ্কিত মণ্ডলের পূর্ব্বদ্বারে দেব সঙ্কর্ষণের স্থাপনা করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়। গরু-পূ-৮। (৯) পাতালের যে স্থানে দেবী কপালীশা অবস্থান করেন, তথায় সঙ্কর্ষণ দেবও বিরাজ করেন। কল্পের অন্তে তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা পরিচালিত কালাগ্নি সংবর্দ্ধিত হন, তজ্জন্য সেই মহাহুতাশনে জগৎ দগ্ধ হইয়া যায়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। যোগ-নন্দিনী ও কপালীশা দেখ। (১০) তন্ত্রোক্ত অন্ত-তম স্বরবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্রসার-২০৮-পৃঃ। (১১) সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাম্ব এই পাঁচজন যদুবংশীয় বীর দেবগণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বায়ু-৯৭। (১২) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের সহচর অবতার। বৃহদ্ধ-মধ্য -১৫।

সঙ্কল্প—(১) দক্ষকন্যা সঙ্কল্পা ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতমা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সর্ব্বাত্মা সঙ্কল্প অর্থাৎ মানস-ক্রিয়া-ভিমানী দেব জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৬। (২) সঙ্কল্পার পুত্র.

সঙ্কল্প হইতে কাম জন্ম লাভ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (৩) সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা ধর্ম্ম ও সঙ্কল্পকে সৃজন করিয়াছিলেন। শিব-বায়-পূ-১০। লি-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-৭। (৪) বশিষ্ঠাদি নয়জন মানস পুত্রকে সৃজন করিবার পর, ব্রহ্মা রুদ্র, ধর্ম্ম ও সঙ্কল্পকে উৎপাদন করেন। ব্রহ্মা-৯। সঙ্কল্পা দেখ।

সঙ্কল্পা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশপত্নীর অন্যতমা। সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কল্প (গণ) জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। অগ্নি-১৮। মৎ-৫। সৌর-২৮। হরি-হরি-২১৮। গরু-পূ-৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। সঙ্কল্প দেখ। (২) বৈবস্বতমন্বন্তরে বিষ্ণু সঙ্কল্পার গর্ভে মানস দেবগণের সহিত মানস-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। সঙ্কল্প দেখ।

সঙ্কীর্ণ—পুলহ-দুহিতা শ্বেতার গর্ভে চারিটি ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মলাভ করে। সঙ্কীর্ণ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই সঙ্কীর্ণ ও ঐরাবত তনয় অঞ্জন, ইহারা যমরাজের বাহন ছিল। বায়ু-৬৯।

সঙ্কীর্ণার—নাগ বিশেষ। প্রহেতি দেখ

সঙ্কৃতি—(১) পুরূরবা বংশীয় জয়সেনের পুত্র। তাঁহার অপত্য জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) ভরদ্বাজ বংশীয় নরের তনয়। তাঁহার অপত্য গুরু। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) নর-তনয় সঙ্কৃতির পত্নীর নাম ছিল সংকৃতি। তাঁহার গর্ভে গুরুধী ও রন্তিদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯। (৩) একজন চন্দ্র-বংশীয় নরপতি। ক্ষত্রধর্ম্মা দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় জয়ংসেনের পুত্র। তাঁহার তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। গরু-পূ-১৪৩। (৫) ভরত-বংশীয় নরের পুত্র। তাঁহার তনয় গর্গ। গরু-পূ-১৩৪।

সঙ্কোচ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুচর অন্যতম দানব। মহাভা-শান্তি-২২৭।

সঙ্গত—(১) মৌর্য্য বংশীয় রাজা দশরথের পুত্র। তাঁহার তনয় শালীশুক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) মৌর্য্যবংশীয় সুযশার তনয়। সঙ্গতের পুত্র শালীশুক। ভাগ-১২স্ক-১।

সঙ্গতা—গঙ্গাতীরে গজ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম সঙ্গতা। গজ-রাজ ও তাঁহার মহিষী ভদ্র নামক এক ঋষির নিকট তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, কার্ত্তিকমাসে দামোদর-তীর্থে করণীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সশরীরে দেবপুরে গমন করেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্র-১।

সঙ্গমা—মাতৃকাগণ দেখ।

সঙ্গর—মণিভদ্রা নামক রাজার দুই পুত্র—বীরভদ্র ও যশোভদ্র পূর্ব্ব জন্মে যথাক্রমে গর ও সঙ্গর নামে

পুত্র ছিল। পদ্ম-ক্রি-৩। যশোভদ্র দেখ।

সঙ্গীতজ্ঞা—অনেক অপ্সরা। দেবীভা-৪স্ক-৬।

সচূড়—নাগবিশেষ। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

সঙ্গাতিথি—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। যামুনি দেখ।

সঞ্চারব—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যকারী একজন সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণ দেখ।

সঞ্জয়—(১) সূত গবল্গণ হইতে সঞ্জয় জন্মলাভ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সতত উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে সমুদয় সংবাদ কীর্ত্তন করিতেন। কুরুক্ষেত্র সমরের পর জ্ঞাতি বধজনিত শোকে মুহ্যমান হইয়া, যুধিষ্ঠির যখন শান্তিলাভের আশায় ভীষ্মসমীপে গমন করেন, তখন তিনি সঞ্জয়কে আয়ব্যয় পরিদর্শনের ভার দিয়া যান। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তখন সঞ্জয়ও তাঁহাদের সহিত গমন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতির দেহত্যাগের পর, তিনি হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করেন। মহাভা-আদি-১, ৬৩; সভা-৩৪; স্ত্রী-১, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২৬; আশ্ব-৬০; আশ্রম-১, ৩, ৪, ৫, ৮, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ৩৭। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রণঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার অপত্য শাক্য। বায়ু-৯৯; ভাগ-৯স্ক-১২। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) পুরুবংশীয় প্রতির তনয়। তাঁহার অপত্য জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৪) অজমীঢ় বংশীয় ভর্ম্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। ভর্ম্যাশ্ব দেখ। (৫) যদুবংশীয় কোলাহলের পুত্র। তাঁহার তনয় পুরঞ্জয়। মৎ-৪৮। কোলাহল ও পুরঞ্জয় (৬) দেখ। (৬) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রণেঞ্জয়ের তনয় জয়। তৎসুত সঞ্জয়। তাঁহার পুত্র শাক্য। মৎ-২৭১। (৭) বরাহকল্পের ষোড়শদ্বাপরে সঞ্জয় নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। যোষঙ্গ দেখ। (৮) রাজা মরুত্তের বংশীয় প্রতিপক্ষের তনয়। তাঁহার পুত্র জয়। বায়ু-৯৩। (৯) যযাতিবংশীয় প্রতিক্ষেত্রের তনয়। তাঁহার পুত্র বিজয়। গরু-পূ-১৪৩। (১০) মগধের ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় শাক্য। গরু-পূ-১৪৪। (১১) জনকবংশীয় সূর্য্যাশ্বের তনয়। তাঁহার পুত্র ক্ষেমারি। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (১২) রজি নরপতির বংশীয় প্রতিক্ষেত্রের তনয়। তাঁহার পুত্র জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (১৩) সঞ্জয় নৃপতির কন্যা দময়ন্তী নারদ ঋষির বীণাবাদন পারদর্শীতায় তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হন। নারদ এই কথা তাঁহার ভাগিনেয় পর্ব্বতের নিকট প্রথম

গোপন রাখেন। পরে পর্ব্বত তাহা জানিতে পারিয়া, নারদকে শাপ প্রদান করেন। সেই শাপে নারদের মুখ বানরের ন্যায় হইল। তাহা সত্ত্বেও দময়ন্তী নারদকে বিবাহ করেন। বহুকাল পরে পর্ব্বত মুনির বরেই নারদ আবার স্বাভাবিক আকৃতি প্রাপ্ত হন। দেবীভা-৬স্ক-২৬, ২৭। নারদ দেখ। (১৪) সিংহলরাজ পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজগণের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫। (১৫) বারাণসীরাজ বিজয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন রাজার হস্তে নিহত হন। কালিকা-৮৯। দেবসেন, সুমনা ও সুদর্শন দেখ। (১৬) যদুবংশীয় সাত্যকির পুত্র সঞ্জয়। তাঁহার তনয় কুলি। গরুড়-পূ-১৪৪। (১৭) সৌবীর দেশীয় নরপতি সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া কাপুরুষের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার এই ভীরুতার জন্য তাঁহার জননী বিদুলা তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার করেন। পরে জননীর উপদেশ বাক্যেই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সফলকাম হন। মহাভারতের এই বিদুলা সঞ্জয় উপাখ্যান অতি মনোহর। মহাভা-উদ্-১৩০-১৩৪।

সঞ্জাতি—(১) পুরুবংশীয় বহুগতির পুত্র। তাঁহার পুত্র বৎসজাতি। গরুড়-পূ-১৪৪। (২) পুরু-বংশীয় বহুগবীর তনয় সঞ্জাতি। তাঁহার পুত্র রৌদ্রাশ্ব। বায়ু-৯৯।

সঞ্চিত—যযাতিবংশীয় কীর্ত্তির তনয়। তাঁহার পুত্র মহিষ্মান। কূর্ম্ম-পূ-২২। মহিষ্মান দেখ।

সটামনা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সটীক—সুতার নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। সুতার দেখ।

সতী—(১) প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা। তিনি মহেশ্বরের সহিত পরিণীতা হন। সতীর বিবাহের কিছুকাল পরে, পিতা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি শঙ্কর ভিন্ন, আর সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী তাহা জানিতে পারিয়া, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন মহেশ্বর ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নাই। তদুত্তরে দক্ষ বলেন যে, শিব সংহারকর্ত্তা সেজন্য তিনি অমঙ্গলভাগী। সেই জন্যই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। দক্ষের কথা শুনিয়া সতী অতিশয় কুপিতা হইলেন এবং দক্ষকে বলিলেন, "আমার শাপে তুমি জন্মান্তরে দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। পরে পুনরায় ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিবে। সেই যজ্ঞে তুমি রুদ্র হস্তে নিহত হইবে।" এই কথা বলিয়া সতী যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্ব-দেহোৎপন্ন

তেজ দ্বারাই আত্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি হাহাকার করিয়া উঠিলেন দক্ষ তখন বিনয় সহকারে সতীকে বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি তুমিই জগন্মাতা ও সমুদয় লোকের সৌভাগ্য দেবতা। তুমি কৃপা করিয়া আমার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছ। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" তখন সতী বলিলেন, "আমি একাজ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। মর্ত্ত্যে তুমি জন্মলাভ করিয়া শূলপাণির হস্তে হতযজ্ঞ ও নিহত হইবে। পরে পুনরায় আমারই তপোনুষ্ঠান করিয়া, দশ পিতৃগণের পুত্র হইয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে। আমার বরে তুমি ষাটটি কন্যার জনক হইবে। ঐ কন্যাগণ সকলে আমারই অংশজাতা হইবেন। পরে তুমি আমার সমীপেই তপস্যা করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া দেবী অনুত্যাগ করিলেন। সময়ান্তরে স্বায়ম্ভুব দক্ষ প্রাচেতসদক্ষ রূপে জন্মলাভ করিলেন। দেবী সতী মেনার গর্ভে পার্ব্বতীরূপে দেহপরিগ্রহ করিলেন। মৎ-১৩। শিব-জ্ঞান-৭। (২) দক্ষ রুদ্রকে যে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাঁহার নাম সতী। তিনি ভবানী নামেও পরিচিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের স্বরূপ। সেইরূপ ঐ দেবত্রয়ের দেবীত্রয়ও যথাক্রমে তত্তৎগুণাশ্রিতা। রুদ্রকে যে তমোগুণরূপ দেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি মহাকালী নামে প্রসিদ্ধা। পরে তিনি পার্ব্বতীরূপে জন্মলাভ করিয়া শিবকে আশ্রয় করেন। ঐ দেবী পার্ব্বতী এতদ্ভিন্ন কালিকা, চণ্ডিকা, ভদ্রা, চামুণ্ডা, বিজয়া, জয়া প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধা। শিব-জ্ঞান-৬। অগ্নি-২০। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতির গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির চতুর্ব্বিংশটি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মতে সতী নাম্নী কন্যা শূলপাণির ভার্য্যা হন। সৌর-২৬। (৪) দক্ষ প্রজাপতির আট কন্যা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সতী জ্যেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ সতীকে ভগবান শূলপাণির হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু শঙ্কর শ্বশুর দক্ষকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন না, বরঞ্চ তাঁহার সমক্ষেই তেজস্বিতা প্রদর্শন করিতেন। এই কারণে দক্ষ জামাতার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেই কারণে তিনি কন্যা সতীর প্রতিও যথোচিত স্নেহ সম্পন্ন ছিলেন না। দক্ষ অন্যান্য কন্যাদিগকে নিজ ভবনে আনয়নপূর্ব্বক পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু সতীকে কখনও আহ্বান করিতেন না। একবার সতী তাঁহার অন্যান্য ভগিনীগণ পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন শুনিয়া, অনাহুত ভাবে দক্ষ সকাশে গমন করিলেন। দক্ষ শঙ্করের

প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সতীকে অন্যান্য কন্যা দিগের অপেক্ষা অনাদর প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সতী দক্ষের নিকট এইরূপ বিষম ব্যবহার লাভ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দক্ষ তখন কুপিত হইয়া সতীর নিকটে তাঁহার অন্যান্য জামাতা দিগের নানারূপ প্রশংসা এবং শঙ্করের অশেষ নিন্দা করিলেন। এমন কি তিনি সতীকেও, শঙ্করের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা এবং পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য তিরস্কার করিলেন। তখন সতী বিনা দোষে তিরস্কৃতা হইয়া তনুত্যাগ করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, তিনি পুনরায় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক শঙ্করেরই পত্নীত্ব লাভ করিবেন। এই রূপ সংকল্প করিয়া সতী যোগাবলম্বনপূর্ব্বক আগ্নেয়ী ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বহ্নি তাহার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া, সকল দেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অতঃপর জন্মান্তরে দেবী শৈলরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া, পুনরায় ভবেরই ভার্য্যা হইলেন। ঐ জন্মে দক্ষও রুদ্রের অভিশাপে প্রাচীনবর্হির পৌত্র ও দশ প্রচেতার পুত্র রূপে মারিষার গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন। এই জন্মে তিনি এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং রুদ্রের প্রতি পূর্ব্ববৈরিনিবন্ধন তাঁহাকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন না। নারদ-প্রমুখাৎ সেই সংবাদ পাইয়া শিব, দেবীর সন্তোষ বিধানের জন্য, বীরভদ্রকে যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে দেবীরও ক্রোধ-সম্ভূতা মহাভীমা ভদ্রকালী, বীরভদ্রের অনুগমন করেন। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। শিববায়-পূ-১৬-১৮। (৫) মণিদ্বীপ বাসিনী পরাৎপরা, ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি ভুবনেশ্বরীই ব্রহ্মাকে সরস্বতী দেবী, বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মীদেবী ও মহেশ্বরকে গৌরীদেবী দান করেন। দেবী গৌরী প্রথমে দক্ষের পরে হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবী জগদম্বা মহেশ্বরাদি দেবত্রয়কে যখন তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি দান করেন, তখন হইতেই তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। পরে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হলাহল নামক দানবগণের সহিত বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে দেবদ্বয় দানবদিগকে পরাভূত করিয়া, নিজ নিজ দেবীর নিকট আত্মশ্লাঘা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাহাতে গৌরী ও লক্ষ্মী দেবী, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর অহংকার হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, ঈষৎ হাস্য করেন। দেবীদ্বয়কে অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতে দেখিয়া, দেবদ্বয় অতিশয় কুপিত হইয়া দেবীদ্বয়কে দুর্ব্বাক্য বলেন। তখন দেবীদ্বয় তৎক্ষণাৎ দেবদ্বয়কে পরিত্যাগ

করিয়া প্রস্থানক রিলেন। তাহাতে চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। ব্রহ্মা ধ্যানবলে জানিতে পারিলেন যে, জগদম্বার ক্রোধবশতঃই ঐরূপ অনর্থ ঘটিয়াছে। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বয়ং হরিহরের কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য-বশতঃ একেলা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া, মনু, সনকাদি মানসপুত্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক, যাহাতে হরি ও হর পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি-লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তপস্যা করিতে বলিলেন। পিতামহের নির্দ্দেশে ব্রহ্ম-পুত্রগণ হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত হই-লেন। লক্ষবর্ষ তপস্যায় অতীত হইবার পর, দেবী ভগবতী প্রসন্না হইয়া, পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভীতিমুদ্রা ধারণ ও ত্রিলোচন-ভূষিতা দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হই-লেন। সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়গণ তখন দেবীকে প্রণিপাত করিয়া, হরি-হরের শক্তি-লাভ বিষয়ক বর প্রার্থনা করি-লেন। তন্মধ্যে অন্যতম ব্রহ্ম-সুত দক্ষ, বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিলেন যে, দেবী যেন তাঁহারই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। অতঃ-পর দেবী তাঁহাকে জপ, ধ্যান, পূজা প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদা-নান্তর বলিলেন যে, তাঁহারই অংশভূতা শক্তিদ্বয়ের অবমাননা করার জন্যই, হরি-হরের অশেষ দুর্গতি হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, এইরূপ কার্য্য কেহ যেন আর না করেন। এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে শিবানী দক্ষালয়ে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ভক্তবৃন্দের জন্ম-মরণাদি নিবারণী দেবী আবির্ভূতা হইলে, চারি-দিকেই মঙ্গল চিহ্ন সকল প্রকটিত হইতে লাগিল। তিনি সত্যসনাতনী ও ব্রহ্ম-রূপিণী বলিয়া, দক্ষ তাঁহার নাম রাখি-লেন সতী। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দক্ষ প্রজা-পতি শঙ্করের করে সতীকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু পরে সতীর প্রতি দক্ষের অতিবিদ্বেষ জন্মে। একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা জগদম্বার আরাধনা করিয়া, এক দিব্যগন্ধ মাল্য লাভ করেন এবং দক্ষের প্রার্থনায় সেই মাল্য তাঁহাকে প্রদান করেন। দক্ষ সেই দিব্যগন্ধ-যুক্ত মাল্য নিজের শয়ন কক্ষে পালঙ্কের নিকট স্থাপন করেন এবং রাত্রিকালে পত্নীসহ সেই পালঙ্কেই শয়ন করিয়া থাকেন। সেই পাপে দেবীমহেশ্বরী সতীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে। দক্ষের সেই অপরাধেই সতী দেবী, সতীধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য, যোগাগ্নি দ্বারা দক্ষদেহ-সম্ভূত নিজ কলেবর দগ্ধ করেন এবং জন্মান্তরে পুনরায় হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৭স্ক-২০,

৩০। (৬) আদ্যা প্রকৃতি সুক্ষ্মাসনাতনী জগদম্বিকা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপা। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডবাসী কোটী কোটী প্রাণি- সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসকারিণী। সেই দেবীর কোনও রূপ নাই। তিনি লীলাবশে দেহ ধারন করেন। ঐ লীলাবশেই পূর্ণাংশে দক্ষকন্যা সতীরূপে জন্ম পরিগ্রহ-করেন এবং বারান্তরে হিমালয়গৃহে অবতীর্ণ হন। আবার তিনিই অংশে লক্ষ্মী সরস্বতী ও সাবিত্রী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে সেই দেবী একেলাই কেবল বিরাজ করিতেন, আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সেই রূপ-বিহীনা আদ্যা প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যে বাসনা হইলে, তিনি স্বেচ্ছায় এক পরম রূপ ধারণ করিলেন। অতঃ- পর তিনি সত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন এবং সেই পুরুষে শক্তি সহ সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্রামিত করিলেন। তখন সেই পুরুষ ত্রিগু- ণান্বিত হইয়া একাকীই ত্রিবিধরূপে পরিণত হইলেন। রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ব- গুণে বিষ্ণু এবং তমোগুণে মহেশ্বর, এই তিন রূপে বিখ্যাত হইলেন। সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সেই দেবী সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই পঞ্চরূপ ধারন করিলেন অতঃপর তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকে যথাক্রমে সৃজন, পালন ও সংহার কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। [ব্রহ্মা (৭৭) দেখ]। অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্ট হইলেন। তাঁহার অন্যতমা কন্যা প্রসূতিকে তিনি দক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। দেবী পূর্ণা প্রকৃতি তখন অংশে আবির্ভূতা হইয়া সাবিত্রী-রূপে ব্রহ্মাকে এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিজ নিজ শক্তি লাভ করিয়া, বিষয়াশক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহেশ্বর দেবীকে পূর্ণাংশে পাইবার জন্য ঘোরতর তপ- স্যায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর দেবী প্রসন্না হইয়া পূর্ণাংশে মহেশ্বরকে পতীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। দেবী বলিলেন যে, তিনি দিব্যদেহে প্রজাপতি দক্ষের কন্যারূপে আভির্ভূতা হইয়া, তাঁহার ভার্য্যা হইবেন। পরে দক্ষ তাঁহাদের উভয়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে থাকিলে, তিনি নিজস্থানে গমন করিবেন। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর দক্ষ, সংবাদ পাই- লেন যে, দেবী পরমেশ্বরী শম্ভুর ভার্য্যাত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অবতীর্ণা হইবেন। তখন তিনি ব্রহ্মার পরামর্শে দেবীকে কন্যারূপে পাইবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দক্ষের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহারই গৃহে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর শুভ- দিনে শুভক্ষণে প্রসূতি এক কন্যা প্রসব করিলেন। সেই কন্যা কাল- ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, দক্ষ

সতীর স্বয়ংবর সভার আয়োজন করিলেন। সেই স্বয়ম্বর সভায় চারিদিক হইতে দেব, দৈত্য, মুনি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ মহেশ্বরও তথায় আসিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সভামধ্যে দক্ষ প্রজাপতি কন্যাকে নিজ পতি মনোনয়ন করিতে বলিলে, তিনি "নমঃ শিবায়," এই কথা বলিয়া বরমাল্য ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অমনই ভগবান্ হর, দিব্যরূপ ধারণ করিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং সতী হস্তক্ষিপ্ত মাল্য সাদরে মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন না। তদবধি তিনি সতীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে ব্রহ্মার পরামর্শে এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া, শঙ্করের হস্তেই কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে শিব সতীসহ কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেব-গন্ধর্ব্ব সকলে উপস্থিত হইলে, শিব ও শিবানী তাঁহাদের সাহচর্য্যে পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হিমালয়-বনিতা মেনকা প্রায় প্রতিদিনই দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহাকে পুত্রীরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেন। দীর্ঘ একবৎসরকাল এই ভাবে নিবেদন করাতে, হরগৃহিণী তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এদিকে দক্ষও শিবের সহিত সতীর বিবাহে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, দিবারাত্র শিব-নিন্দা করিতেন। শম্ভুও অপর দিকে দক্ষকে শ্বশুরযোগ্য মনে না করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে সশ্রদ্ধবাক্য আলাপন করিতেন না। দেবর্ষি নারদ তাহা জানিতে পারিয়া, কৈলাস ও দক্ষালয়ে গমনাগমন করিয়া, দক্ষ ও শিবের নিকট তাঁহাদের পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। ইহাতে দক্ষের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইত। অবশেষে তিনি শিবের অবমাননা করিবার জন্য, এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ভিন্ন অপর সমুদয় দেবগণ এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৈলাসে অবস্থান করিয়া, দেবী যোগবলে সমস্ত ঘটনাই অবগত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, দক্ষ প্রজাপতি যখন পূর্ব্বে তাঁহাকে কন্যারূপে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি দক্ষকে বলিয়াছিলেন যে, যখন দক্ষ তাঁহাকে অনাদর বা অশ্রদ্ধা করিবেন, তখন তিনি দক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন। এক্ষণে তাঁহাকে ও শম্ভুকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না করাতে, তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ চিন্তা

করিয়া দেবী স্থির করিলেন যে, তিনি লীলাবশে স্ব-স্থানে গমন করিবেন এবং পুনরায় হিমালয় গৃহে জন্মলাভ করিয়া মহেশ্বরেরই পত্নী হইবেন। ইহা স্থির করিয়া দেবী কোনও সংবাদবাহকের নিকট হইতে সংবাদ পাইবার আশায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যেই নারদ আসিয়া শিবসকাশে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন দেবী যজ্ঞে যাইবার জন্য, শিবসমীপে প্রার্থনা জানাইলেন। শিব তাহাতে আপত্তি জানাইলে, দেবী অতি ভীষণা শ্যামা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শিব তাঁহার সেই শ্যামামূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া, তাঁহাকে যজ্ঞে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। (শ্যামা দেখ)। তখন সতী ভীমা কালীরূপ ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে পিতৃভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, জননী প্রভৃতি কন্যার রূপবিপর্য্যয় দর্শন করিয়াও, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষ যে যজ্ঞে শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তজ্জন্য অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সতী যজ্ঞশালায় পিতৃসমীপে গমন করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে রূপান্তরিত কন্যাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অশেষরূপে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দক্ষের মুখে শিবনিন্দাকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সতীর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যে যজ্ঞ ও দেবগণসহ দক্ষকে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইলেও, পিতৃহত্যাভয়ে তাহাতে বিরত থাকিয়া, আত্মতুল্য এক ছায়া সতী নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে বলিয়া, স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়া আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর দক্ষ ও ছায়া সতীর মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে, ছায়া-সতী এক ভীষণামূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞে উপস্থিত সর্ব্বজনের সমক্ষেই, যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীমহাভা-৩, ৪, ৬, ৭, ৯। শিব-(৩১) (৩২) (৩৩) ও (৩৮) দেখ। বৃহদ্ধ-মধ্য-১-১০। (৭) প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার যজ্ঞে সতী ও শিবকে কেন নিমন্ত্রণ করেন নাই, সতী পিতাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, দক্ষ বলিলেন যে, শিবের বেশভূষা সুধীজনযোগ্য নহে। তিনি শ্মশানপ্রিয় এবং সর্ব্বদা ভূত, পিশাচ প্রভৃতিগণে পরিবৃত থাকেন। তাঁহার অনুচরগণ সকলে নগ্ন অবস্থায় অবস্থান করে। তিনি স্বয়ং কুৎসিৎ ভাবসকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে অন্যান্য দেবগণের সমক্ষে তাঁহাকে একান্ত লজ্জায় পড়িতে হইবে বলিয়াই, দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। দেবী দাক্ষায়ণী পিতার

মুখে এইরূপ পতিনিন্দা শুনিয়া কোপে ও দুঃখে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেহস্থ তেজদ্বারা নিজ কলেবর দগ্ধ করেন। তিনি গঙ্গার পশ্চিম কূলে যে স্থানে দেহ ত্যাগ করেন, সেই স্থান সৌনক-তীর্থ নামে পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

(৮) মহাদেব দার পরিগ্রহ না করিলে, সৃষ্টি লোপ পাইবে বুঝিতে পারিয়া, ব্রহ্মা কোন নারীর দ্বারা তাঁহার মনোহরণ করান যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, বিষ্ণুমায়া ব্যতীত আর কাহারও মহেশ্বরের মনোহরণ করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তিনি দক্ষকে বলিলেন, "মহামায়া যাহাতে তোমার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া, শিবের পত্নী হন, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে।" দক্ষ ব্রহ্মার নির্দ্দেশে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে প্রীত হইয়া দেবী বলিলেন যে, তিনি দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। পরে দক্ষ বীরণ কন্যা বারিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহাতে দক্ষ প্রজাপতির প্রথম সঙ্কল্প হইল, অর্থাৎ ইঁহার গর্ভে সন্তান হউক এই প্রথম অভিলাষ হইলে, বীরিণীর গর্ভে সদ্য মহামায়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দেবী মহেশ্বরের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সখীগণ সহ ক্রীড়াকৌতুকের সময়ে তিনি মহাদেবেরই প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করিতেন। বাল্যোচিত সঙ্গীতালাপের সময়ে তিনি শঙ্করের নাম মালাই কীর্ত্তন করিতেন। দক্ষ নিজ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যার সত্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতি পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার নাম রাখিলেন সতী। কাল-ক্রমে দেবী বয়োপ্রাপ্ত হইলেন। তখন পিতা দক্ষ, কিরূপে তাঁহাকে শিবের সহিত বিবাহ দিবেন, তদ্বিষয়েই চিন্তা করিতেন। সতীও পিতৃগৃহে মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি মহেশ্বরকে পতি-রূপে পাইবার জন্য, বিভিন্ন তিথিতে নানারূপ ব্রত করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ মহেশ্বরের নিকটে গমন করিয়া, সৃষ্টি রক্ষার জন্য তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্যে তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য না করিলে, সৃষ্টিরক্ষা হইবেনা। শিব মূলতঃ সংহার কর্ত্তা হইলেও, জগৎ-ধ্বংসকারী অসুর-দিগের বিনাশের জন্য, তাঁহাকেও অসুর বিনাশক সৃষ্টি করিতে হইবে। তজ্জন্য ব্রহ্মা বলিলেন যে, শিব যদি দার-পরিগ্রহ করেন, তবে তাঁহার তেজোৎপন্ন পুত্র অসুর-বিনাশ করিতে পারিবেন। তখন মহাদেব ব্রহ্মাদি দেবগণকে অনুরূপা নারীর সন্ধান করিতে বলিলে, ব্রহ্মা বলিলেন যে, দক্ষের সতী নামী

কন্যাই তাঁহার উপযুক্ত পত্নী হইবেন তিনিও শঙ্করকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছেন। আপনি তাঁহাকেই বিবাহ করুন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ বলিলে, শিব তাহাতে সম্মত হইলেন। এদিকে সতীও নিয়ম মত ব্রতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে তিনি উপবাসান্তে ভক্তিভাবে মহাদেবের পূজা করিলেন। পরদিন ব্রতপূর্ণ হইলে, মহাদেব স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সতী আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া, লজ্জায় ও আনন্দে ভক্তিভরে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। মহেশ্বর যদিও সতীর তপস্যার উদ্দেশ্য জানিতেন, তথাপি সতীর মুখ হইতে তাঁহার মনোভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহাকে মনোমত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বালিকা-জনোচিত লজ্জায় প্রথমে কিছুই বলিতে পারিলেন না। মহাদেবও বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সতী লজ্জাবনত বদনে বলিলেন "আমার অভিলষিত বরদান কর।" তখন মহাদেব দেবীর বাক্যের প্রতিধ্বনির ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার ভার্য্যা হও।" দেবীও অভীষ্ট ফল সাধক এই শিব বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল লজ্জায় মৌনী রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর।" এই কথা বলিয়া দাক্ষায়ণী শিবকে আশ্বাস প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর কৈলাসে প্রত্যাগমন করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহারা আগমন করিলেন। তাঁহাদিগকে, দক্ষ যাহাতে সতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে দক্ষও সতীর নিকটে সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া, কি উপায়ে তিনি মহাদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ বলিলেন যে, তিনি নারদকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া শিবকে দক্ষভবনে আনয়ন করিলে, যেন শিব সতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। দক্ষ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন ব্রহ্মা স্বয়ংই কৈলাসে গমন করিয়া, শিবকে নিজ সঙ্গে দক্ষালয়ে আনয়ন করিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে শিব সতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। কালিকা-৪, ৫, ৮-১১।

(২) বিবাহান্তে শিব সতীকে লইয়া প্রথমে কৈলাসে গমন করিলেন। তথায় বর্ষাগমে সতীর অতিশয় ক্লেশ হওয়ায়, শিব তাঁহাকে লইয়া হিমালয়প্রান্তে গমন করিলেন। এই সময়ে দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই

যজ্ঞে তিনি সমুদয় দেবতা, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস কিন্নর, মুনি ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্তু মহাদেব কপালী, সুতরাং যজ্ঞার্হ নহেন, এই বিবেচনায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। কপালীর ভার্য্যা বলিয়া সতী ও নিমন্ত্রিতা হন নাই। দাক্ষায়ণী এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে পিতাকে শাপ দিতে উদ্যত হন, পরে বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে বিরত হইলেন। দক্ষ যখন তাঁহাকে কন্যারূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন, তখন দেবী পরমেশ্বরী তাঁহাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, দক্ষ তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিলেই, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। অথচ শঙ্কর যে দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য, ব্রহ্মাদেশে তাঁহার পাণিপীড়ন করেন, সেই দেবকার্য্যও সিদ্ধি হয় নাই—অর্থাৎ শিব সতী হইতে কোনও পুত্র লাভ করেন নাই। অথচ তিনি ভিন্ন আর কোনও নারীই শিবের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেব মনস্থ করিলেন যে, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি দেহত্যাগ করিবেন পুনরায় হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় শিবেরই পত্নীত্ব লাভ করিবেন এইরূপ চিন্তা করিয়া, দেবী ক্রোধারক্ত নয়নে কুম্ভক যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। কালিকা-১৬-১৯। (১০) দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া; কপালী বলিয়া শিবকে এবং শিবভার্য্যা সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। গোতম-নন্দিনী জয়া সেই সময়ে সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। সতী সেই সময়ে তাঁহার অন্যান্য সখীগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে জয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সকলে মাতামহ ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া জয়া সতীকে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন কিনা, অথবা তাঁহারা যজ্ঞে গমন করিবেন কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়ার বাক্যে সতী বুঝিলেন যে, দক্ষ তাঁহাকে ও শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাহাতে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বাম-৪। (১১) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে সতী দক্ষের অবজ্ঞায় দেহত্যাগ করিয়া, হিমালয় দুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে দ্বিতীয় দ্বাপরে হিমাচল তাঁহাকে শঙ্করের হস্তে অর্পণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৭। (১২) ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাদেব নিজ বামাঙ্গ হইতে আপনার অনুরূপ পত্নীকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পরমাত্মার তিনি পুরাতন পত্নী শ্রদ্ধা। আবার সেই শ্রদ্ধাই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষ তনয়া সতীরূপে

উৎপন্না হইয়া, মহাদেবের পত্নী হন। সতী দক্ষমুখে স্বীয় পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেহত্যাগ করেন এবং পুনরায় হিমাচল-ভবনে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভবেরই ভার্য্যা হন। লি-পূ-৯৯। (১৩) শিবের সহিত বিবাহান্তে একদিন সতী গন্ধমাদন পর্ব্বতের কোনও এক ধারাগৃহের সমীপে কন্দুক-ক্রীড়ায় ব্যাপৃতা ছিলেন। তিনি এক বিমানমধ্যে অবস্থান করিয়াই ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন। তখন তিনি রোহিণীর সহিত সোমকে গমন করিতে দেখিলেন। তাহা দেখিয়া সখী বিজয়াকে বলিলেন "রোহিণী সহ চন্দ্র কোথায় যাইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা কর।" বিজয়ার প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্র তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রণ লাভের কথা বলিলেন। তখন সতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেন দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি শঙ্করের নিকটে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিমন্ত্রিত না হইলেও তথায় গমন করিবার জন্য শিবকে অনুরোধ করিলেন। শিব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন সতী স্বয়ংই কারণ জানিবার জন্য পিতৃ মন্দিরে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। দেবীর প্রস্তাব শিবের মনঃপূত না হইলেও, তিনি সতীর গমনে বাধা দিলেন না। সতী নন্দীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষভবনে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, দক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন তিনি শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই। দক্ষও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, শিব অমঙ্গল, অকুলীন, বেদবাহ্য এবং ভূত, প্রেত, পিশাচাদির অধিপতি বলিয়াই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নাই। পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি আর কিরূপে শিব সন্নিধানে গমন করিবেন। শিব যখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ হইলে, নিমন্ত্রিত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তিনি কি উত্তর দিবেন। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া, দেবী হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন এবং মুখে শিব, রুদ্র প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (১৪) দক্ষ-যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নারদ এই বিষয় শিবের গোচর করিবার জন্য কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। শিব ও সতী তখন অক্ষ ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন [শিব (৭৩) দেখ] নারদ তাঁহাদের ক্রীড়া সমাপ্ত হইবার আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্রীড়ার আর বিরতি না দেখিয়া, বক্তব্য নিবেদন করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথমে

নানারূপ সুমধুর বাক্যে তাঁহাদের স্তব করিয়া, তাঁহাদিগকে দক্ষের যজ্ঞের কথা বলিলেন। সেই যজ্ঞে দক্ষ যে সতীর অন্যান্য ভগিনীদিগকে ও ভগিনী-পতি-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কেবল শিব ও সতীকেই আহ্বান করেন নাই, সে কথা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, নারদ সতীর প্রতি দক্ষের এই উপেক্ষার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কিয়ংকাল স্থির হইয়া রহিলেন, পরে অতি বিনীত ভাবে শিবের নিকট পিত্রালয়ে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিব সতীর প্রার্থনায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সতী-বিরহা-শঙ্কায় অভিভূত হইয়া, দেবীকে পিত্রা-লয় গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, দেবীর যদি যজ্ঞ দর্শন করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজেই এক যজ্ঞের আয়োজন করিবেন। অথবা তৎ-পরিবর্ত্তে তিনি দেবীকেই স্বয়ং লোক-পালগণ ও ঋত্বিকসমূহের উৎপাদন করিয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলিলেন। বিশেষতঃ সেইদিন রবিবার, জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্র ও নবমী তিথি ছিল। সেইজন্যই নানা আশঙ্কায় মহেশ্বর যজ্ঞ দর্শনমানসে পিত্রালয় গমন উপলক্ষে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী নিজের মনোভিপ্রায় পরিত্যাগ না করিয়া বারংবার গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহেশ্বরও অনুমতি দিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ভাবিতেছিলেন যে, দেবীর সহিত হয়ত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইবে না। কারণ দেবী ধনিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই দিন তাঁহার পঞ্চমাতারা হইয়া-ছিল। তজ্জন্য শিবের আশঙ্কা হইতেছিল যে, সতী সে দিন গমন করিলে হয়ত আর কৈলাসে ফিরিয়া আসিবেন না। তজ্জন্য তিনি নানা উপায়ে প্রবোধদানপূর্ব্বক দেবীকে গমনেচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। শিব বারংবার ঐ রূপে নিষেধ করাতে দেবীর অতিশয় ক্রোধ হইল। তখন তিনি আর শিবের অনুমতির প্রতীক্ষায় না থাকিয়াই, যাত্রা করিলেন। তাঁহার বেশভূষা কিছুই হইল না। তিনি যাত্রা করিবার সময়ে মহাদেবকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণাদি কিছুই করিলেন না। তিনি পদব্রজেই যাত্রা করিলেন। তাহা দেখিয়া শঙ্কর প্রথমগণকে বলি-লেন, "তোমরা সত্বর এমন এক রথ আনয়ন কর, পবন ও মন যাহার দুই চক্রস্বরূপ, অযুত সংখ্যক সিংহ যে রথ বহন করিতেছে, রত্ন সমুদয়ের কিরণ মালা যাহার পতাকা, অলকাগামিনী নর্ম্মদা যাহার দণ্ড স্বরূপ, সূর্য্য ও চন্দ্র

যে রথের ছত্র স্বরূপ, গায়ত্রী যে রথের ধুর্ স্বরূপ, মকর ও বারাহী শক্তিদ্বয় যে রথে অবস্থান করিতেছেন, প্রণব যে রথের সারথি হইয়াছেন, প্রণবধ্বনী যে রথের শব্দ, বেদাঙ্গ যাহার রক্ষক, এবং ছন্দোগণ যাহার স্বরূপ। প্রমথগণ শঙ্করের আদেশে দেবীকে সেইরূপ এক রথে আরোহণ করাইয়া, পিত্রালয়ে লইয়া গেলেন। সতী পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়া, উজ্জ্বল বেশভূষা ধারিণী নিজ জননী ও ভগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অনাহূতা সতীকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া, আনন্দিত ও ভীত হইলেও, তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ শঙ্কারও উদয় হইল। সতী তাঁহাদের সহিত কোনও আলাপ না করিয়া, প্রথমেই পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ ও তৎপত্নী সতীর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা যদি বাস্তবিকই তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কেন তাঁহাকে, তাঁহাদের অন্যান্য কন্যাদিগের ন্যায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। তখন দক্ষ বলিলেন যে, সতীর কোনই দোষ নাই। দক্ষের নিজ বিবেচনার দোষেই শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি যখন শিবের হস্তে সতীকে সমর্পণ করেন, তখন কি তিনি জানিতেন যে, শিব বাস্তবিক অশিবরূপী? তখন কি তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জামাতা বিরূপাক্ষ বৃষ-বাহন, বিষপায়ী, শ্মশান-চারী, শূলী, নর-কপালধারী, নাগ-সংসর্গী ও জটাধারী? তখন কি তিনি জানিতেন না যে, সতীপতি বাতুলের ন্যায় কখনও দিগম্বর, কখনও কৌপীন-ধারী এবং কখনও বা চর্ম্ম-পরিধান করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান? শিবের অনুচরগণ ভূতরূপী, তিনি স্বয়ং ও তাঁহার পরিবারগণ রুদ্ররূপী। তাঁহার জাতি বা গোত্র কিছুই নাই। কেহই তাঁহার সম্যক পরিচয় জ্ঞাত নহে, অথবা জানিলেও তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। এই মঙ্গল কার্য্যে সর্ব্ব-প্রকার অমঙ্গলের প্রতীক শিবকে সেই-জন্য তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। দক্ষের কথা শুনিয়া সতীর অতিশয় দুঃখ হইল। তথাপি তিনি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনি শিবকে সম্যক জানিতেন না। অপরের বাক্যেই প্রতারিত হইয়াছেন, এইরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি যদি বাস্তবিকই শিবের সম্যক পরিচয় না জানিতেন, তবে কেন তাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলেন? বাস্তবিক পক্ষে আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলেই আমি তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ আপনার মুখে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, আমার যে পাপ হইয়াছে, আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এই কথা বলিয়া দেবী প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৮। (১৫) দক্ষগৃহে দেহ-ত্যাগ করিয়া দেবী মনোরথ গতিতে হিমালয় গৃহে মেনকা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শিব-সকাশে অবস্থানকালে মেনকা সতীর পরম হিতৈষিণী ছিলেন। তজ্জন্য দেবী মেনকার গর্ভেই জন্মলাভ করিবেন মনস্থ করিয়া, প্রাণত্যাগ করি-লেন। সেই সময়ে মেনকাও পুত্র কামনায় দেবীর আরাধনা করিতেন। সাতাইশ বৎসরকাল তিনি প্রত্যহ নানা উপাচার সহ দেবীর আরাধনা করার পর, দেবী তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মেনকা প্রথমে বীর্যবান্ এক শত পুত্র এবং তৎপরে সুরূপা গুণবতী, কুলা-নন্দ-কারিণী ত্রিভুবন-দুর্লভা এক কন্যা প্রার্থনা করিলেন। দেবী তাঁহার প্রথম অভিলাষ পূর্ণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি স্বয়ংই জগতের হিতের নিমিত্ত মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করি-বেন। যথাকালে বসন্ত ঋতুতে, মৃগ-শিরা নক্ষত্রে, নবমীতে অর্দ্ধরাত্রে, দেবী মেনকা হইতে পুনরায় জন্মলাভ করি-লেন। তাঁহার বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম ছিল। তাই তাঁহার পিতা হিমালয় তাঁহার নাম রাখিলেন কালী। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার নাম রাখিলেন পার্ব্বতী। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেবীর রূপ ও গুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সকলের আনন্দদায়িনী হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদিন নারদ হিমা-লয়-ভবনে আগমন করেন এবং নগ-রাজকে বলেন যে, তাঁহার কন্যা শঙ্ক-রের প্রণয়িনী হইয়া জগতের মাতা হইবেন। তিনি তপস্যা দ্বারা মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া, গৌরবর্ণ লাভপূর্ব্বক গৌরী নামে খ্যাতা হইবেন। এই সকল কথা বলিয়া নারদ পর্ব্বত-রাজকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া গেলেন যে, তিনি যেন শিব ভিন্ন অপর কাহা-রও সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ প্রদান না করেন। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে শম্ভু স্বয়ং তপস্যার জন্য, হিমা-লয় পর্ব্বতে—গঙ্গা যেখানে ব্রহ্মপুর হইতে নির্গত হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিলেন। গিরিরাজ তাহা জানিতে পারিয়া, সত্বর তাঁহার পূজার জন্য গমন করিলেন। শম্ভু তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি এই স্থানে তপস্যায় নিযুক্ত থাকিব। যাহাতে আমার তপস্যার বিঘ্ন না হয়, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা কর।" হিমালয়, শঙ্করের আগমনে কৃতার্থ হইয়া, নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরিজনবর্গকে আদেশ দিলেন যে, তাঁহারা কেহই যেন তদবধি গঙ্গা সমীপে গমন না করেন।

অন্তঃপুর নগরাজ-তনয়া সতীকে সঙ্গে লইয়া হর-সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা নানা উপচারে ভবের পূজা সম্পাদন করাইলেন। তৎপরে মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া হিমালয় বলিলেন, "আমার এই কন্যা সখীগণ সহ আপনার আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া আগমন করিয়াছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আরাধনা করিবার অনুমতি প্রদান করুন।" শঙ্কর, নবযৌবনশালিনী নগ-দুহিতাকে তপস্যার বিঘ্নজনক বলিয়া ধারণা করিলেও, হিমাচলের প্রতি অনুগ্রহ-বশতঃ তৎ-কন্যাকে সখীজনসহ তাঁহার আরাধনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। দেবী মহাদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যহ সখীগণসহ মহেশ্বরের সমীপে গমন করিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি কখন সখীগণ সহ শঙ্কর সমীপে পঞ্চম স্বরে সঙ্গীতালাপন করিতেন। কখনও বা সমিধ বারি পুষ্পাদি আহরণ করিয়া, স্নান সমাপনান্তে তাঁহারই সন্নিকটে অবস্থান করিতেন। কোন সময়ে চন্দ্রশেখরের সম্মুখে অবস্থান করিয়া, তাঁহার মুখাবলোকন পূর্ব্বক তাঁহারই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। যে সময়ে তিনি কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন হরের কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। কোনও কার্য্য না থাকিলে তিনি মহেশ্বরের চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। কোন্ সময়ে তিনি শঙ্করের বনিতা হইয়া, তাঁহার প্রিয়তমা হইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার অহর্নিশ চিন্তার কারণ ছিল। মহেশ্বর কিন্তু কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে কালী গর্ভগত বীর্য্যের দ্বারা দেহ ধারণ করিতেছেন। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গর্ভবীজজনিত দোষ দূরীভূত না হয়, ততদিন তিনি দেবীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণের উপযুক্ত নারীরূপে পরিগণিত করিতেন না। দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও তিনি সম্যকরূপে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। এ দিকে দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, প্রতীকার প্রার্থী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, শিবতেজোৎপন্ন পুত্রই কেবল তারকাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, অপর কেহ নহে। সুতরাং শঙ্করের যাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে বাসনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তখন বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মদনকে শিবের বিঘ্ন জন্মাইতে এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মন, কালীর প্রতি আকৃষ্ট করিতে প্রেরণ করিলেন। মদন শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলেন। (মদন ও রতি দেখ)। মদনদাহের সময়ে এক

ভীষণ শব্দ হইয়াছিল। সেই শব্দে পার্ব্বতী অতিশয় ভীতা ও শোকাকুলা হইলেন। নগ-রাজ কন্যাকে সন্ত্রস্ত ও দুঃখিত দেখিয়া গৃহে, আনয়নপূর্ব্বক নানারূপে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। শিব মদনকে ভস্মীভূত করিয়া সেই তপস্যার স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাহাতে হৈমবতী শোকে ও মোহে একান্ত অভিভূতা হইয়া, নিরন্তর কেবল শঙ্করের ধ্যানেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন নারদ ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, হিমালয়-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং কালীকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, দেবী মহাদেবকে তপস্যা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন, তজ্জন্যই মহেশ্বর তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন না। শঙ্কর যখন অন্য কোনও নারীতে অনুরক্ত নহেন এবং দেবীও শিব ভিন্ন যখন আর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না, তখন দেবী যদি তপস্যা দ্বারা শঙ্করের আরাধনা করেন, তবেই তিনি শঙ্করের প্রিয়তমা হইতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া নারদ দেবীকে এক ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সেই মন্ত্র জপ করিয়া শঙ্করের আরাধনা করিতে বলিলেন। পার্ব্বতী নারদের বাক্য পরম হিতকর বোধ করিয়া, তপস্যা করিতেই মনস্থ করিলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে নিজ জননীর নিকট সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মেনকা কন্যার ইচ্ছা অবগত হইয়া, অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং গিরিজাকে ঐরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সতী কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। মেনকা কন্যাকে "উ-মা" এইরূপ সম্বোধন করিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন, তজ্জন্য তদবধি দেবী উমা এই নামে প্রখ্যাতা হইলেন। অতঃপর পার্ব্বতী পিতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নগরাজ কন্যার আগ্রহ দর্শনে বিশেষ প্রীত না হইলেও, বিশেষ আপত্তিও করিলেন না। তখন দেবী তপস্যার জন্য শঙ্কর যে স্থলে মদনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তিনি হর-শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তপস্যার নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত, যথাবিধি দীক্ষিত হইলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত বিধানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন ফলাহারী হইলেন, তৎপরে কেবল জল পান করিতেন। তদনন্তর স্বয়ং পতিত বৃক্ষ পত্র ভোজন এবং পরিশেষে নিরাহারে তপস্যা করিতেন। নিজ আসন হইতে এক হস্ত মাত্র দূরে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্ব-

লিত করিয়া, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্য-স্থলে বহু বস্ত্র বেষ্টিত হইয়া, উর্দ্ধমুখে সূর্য্য কিরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অবস্থান করিতেন। হিম ঋতুতে তিনি জল মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকিতেন। কখনও একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া জপ করিতেন। এইভাবে শঙ্করের ধ্যানে বহু বৎসর অতীত হইয়া যাইবার পর, ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, দৈববিধি অনুসারে তাঁহার সংস্কার সম্পাদন করিলে, তিনি শঙ্করের গ্রহণযোগ্যা হইলেন। ইহা সত্ত্বেও শঙ্করের সাক্ষাৎ না পাইয়া, দেবী চিন্তিতা হইলেন এবং শঙ্করকে লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়া জটাবল্কলবদ্ধা হইয়া শঙ্করের পূর্ব্বের আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে শিব এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, পার্ব্বতীর সমীপে আগমন করেন এবং তাঁহার পরিচয় ও কি কারণে তিনি ঐরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দেবীর আদেশে তাঁহার সখী বিজয়া পরিচয়াদি প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ-বেশী শম্ভু নানাভাবে শিবের বেশভূষা, আচার-ব্যবহারাদির নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি পার্ব্বতীর বিবেচনা ও ইচ্ছার অশেষ দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে অন্য কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবী পার্ব্বতী ব্রাহ্মণের বাক্যে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া, শিবের গুণ বর্ণনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে প্রথমে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন এবং শম্ভুকে মনে মনে স্তব করিয়া, সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে উদ্যত হইলেন। অমনই মহেশ্বর নিজ স্বাভাবিকরূপ ধারণপূর্ব্বক দেবীর প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। দেবী আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তাঁহার বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মুগ্ধার ন্যায় নত মস্তকে কেবল দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর শঙ্কর তাঁহাকে প্রণয়গর্ভ বাক্যসমূহ বলিতে থাকিলে, তিনি নিজ সখী দ্বারা তাঁহাকে বলাইলেন, শিব যেন তাঁহার পিতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। কন্যা পিতৃদত্তাই হইয়া থাকেন, তপোদত্তা হয়েন না। শঙ্করও পার্ব্বতীর বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তখন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর সপ্তর্ষিদিগের দ্বারা হিমাচলের নিকট পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। গিরিরাজ মুনিগণের নিকট হইতে মহেশ্বরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং শিবের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর পরস্পর মন্ত্রণাদি করিয়া বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। শুভ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়

পঞ্চমী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে ঐ শুভ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিবস চন্দ্র উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত এবং সূর্য্য ভরণী নক্ষত্রযুক্ত ছিলেন। গিরিনন্দিনীর সহিত বিবাহকালে, শিব-অঙ্গস্থিত উরগ-সমূহ তাঁহার অঙ্গে অলঙ্কার স্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল। মস্তকস্থিত জটাজাল সুচিক্কণ কেশের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর স্বয়ং দ্বিবাহু হইলেন। ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র বহুমূল্য রত্নের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার পরিধান-ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরম মনোহর বস্ত্রের ন্যায় হইল। দেহ-সংশ্লিষ্ট বিভূতি মলয়-গন্ধ হইল। বিবাহ সভায় উপস্থিত দেবগণ, মহেশ্বরের এই পরম রূপ দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অতঃপর মহাসমারোহে শিব-পার্ব্বতীর পরিণয় সম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে মহেশ্বর মহেশ্বরীকে লইয়া, কৈলাসে গমন করিলেন। কালিকা-৪১-৪৪। (১৬) হিমবান হইতে বৈরাজ নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনার গর্ভে একপর্ণা, একপাটলা ও অপর্ণা নামে তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন এই তিন ভগিনীই দেব ও দানবের দুশ্চর্য্য তপস্যায় দীর্ঘকাল ব্রতী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অপর্ণা যখন নিরাহারে তপস্যায় ব্রতী ছিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে "উ-মা" অর্থাৎ বৎস ঐরূপ তপস্যা আর করিও না" এই কথা বলিয়া নিবারণ করেন। তজ্জন্য সেই সময় হইতে অপর্ণা জগতে উমা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বরবর্ণিনী দেবী উমা মহাদেবকেই পতিরূপে লাভ করেন। বায়ু-৭২। (১৭) হিমালয় হইতে পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনার গর্ভে রাগিণী, কুটিলা ও কালী নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কালী সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন। ঐ কন্যাত্রয় ছয় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। দেবগণ কন্যাত্রয়কে তপস্যায় নিরত দেখিয়া, প্রথমে তাঁহাদের মধ্য হইতে কুটিলাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "এই তপস্বিনী শম্ভুতেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইবে।" কুটিলা তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, তিনি জনার্দ্দনের আরাধনা করিয়া, শম্ভুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন। তাঁহার ঐ প্রগল্ভ বাক্যে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া শাপ প্রদান করিলেন। সেই ব্রহ্মশাপে কুটিলা জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিলেন। তৎপরে রাগিণীও ব্রহ্মার সকাশে নীত হইল পূর্ব্বোক্ত কারণেই সন্ধ্যারাগে পরিণত হইলেন. দুইটী কন্যাই তপস্যা করিতে যাইয়া এই ভাবে অভিশপ্ত হওয়াতে, মেনা ভীত হইলেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা কালীকে "উ-মা" এই কথা বলিয়া, তপস্যা হইতে

নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। তদবধি সেই কন্যা উমা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। হিমাচলও কন্যাকে ঐ কঠোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেবী কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি শূলপাণি বৃষধ্বজকে মনে মনে চিন্তা করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, "তোমরা হিমাচলের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা কালীকে আমার নিকট লইয়া আইস।" দেবগণ ব্রহ্মবাক্যে দেবীর নিকটে গমন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার তপস্যার তেজে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই কথা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, হিমাচলের ঐ কনিষ্ঠা কন্যা কালীই শঙ্করের প্রণয়িনী হইতে পারিবেন। এদিকে হিমবান্ অনেক কষ্টে কালীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। অনন্তর এক দিন মহাদেব পর্য্যটন করিতে করিতে হিমাচলের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং নগরাজের অনুরোধে সেইস্থানেই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একদিন কালী হর-সমীপে গমনপূর্ব্বক সখীগণ সহ তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন। শঙ্কর কিন্তু তাঁহাকে "তোমার এই কার্য্য সঙ্গত হয় নাই" এইকথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতী হরের ঐরূপ কঠোর সম্ভাষণে অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন। তিনি অতঃপর পিতৃসকাশে গমনপূর্ব্বক বলিলেন যে, অতঃপর তিনি মহাটবীতে গমন করিয়া, সেই দেবদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। হিমাচল তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলে, দেবী তপস্যার্থ পর্ব্বত-ময় প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সখীগণও তাঁহার সহিত গমন করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হইলেন। দেবী এক মৃণ্ময় শূলপাণি রুদ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে গত হইলে শঙ্কর তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। বাম-৫১। [ইহার পরবর্ত্তী বিবরণ কালিকাপুরাণের বিবরণের অনুরূপ বলিয়া, পুনরুক্তি করা হইল না। (১৫) অংশ দেখ]। (১৮) বিবাহান্তে মহেশ্বর দেবীকে লইয়া মন্দর পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় দেব-শিল্পি বিশ্বকর্ম্মা শঙ্করের আদেশে তাঁহার জন্য এক সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিত ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই ভবন চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত ও সুবর্ণ-মণ্ডিত ছিল। তাহার তোরণ নির্ম্মল গজদন্ত নির্ম্মিত; মধ্যভাগ মুক্তজাল-খচিত; সোপানরাজি শুভ্র স্ফটিকে গঠিত।

এবং গৃহস্থিত চিত্রসমূহ বৈদূর্য্যমণিযুক্ত ছিল। এই মনোরম ভবন নির্ম্মিত হইবার পর, শঙ্কর তথায় এক গার্হস্থ্য লক্ষণ যজ্ঞ করিলেন। অতঃপর বহুকাল পার্ব্বতী সহ পরম সুখে অতিবাহিত হইবার পর, মহেশ্বর একদিন গিরিজাকে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দেবী তাহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন এবং মহেশ্বরকে অনুযোগ দিয়া বলিলেন যে, যাহাতে শঙ্কর আর ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঐরূপ কটুবাক্য বলিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া দেবী হিমাদ্রির এক শিখরে গমনপূর্ব্বক স্বীয় সখীগণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার স্মরণমাত্র তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া, শতবর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবী প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার দেহকান্তি যেন স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। ব্রহ্মা সেইরূপ বরই প্রদান করিলে, দেবী তখনই কৃষ্ণবর্ণ দেহকোশ পরিত্যাগ করিয়া, কমল কিঞ্জল্ককান্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত পূর্ব্ব কোশ হইতে কৌশিকী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া যাইয়া বিন্ধ্যাচলে স্থাপন করিলেন। অতঃপর গিরিজা ব্রহ্ম-প্রসাদে দিব্যকান্তি লাভ করিয়া, পুনরায় মহেশ্বর সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। বাম-৫৪। (১৯) হিমাচল-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে দেবী যখন অষ্টমবর্ষ বয়স্কা হইলেন, তখন একদিন মহেশ্বর নিজ গণাধ্যক্ষ পরিবৃত হইয়া, হিমাচল-দ্রোণিতে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। নগরাজ ইহা অতি উত্তম সুযোগ অনুধাবন করিয়া, একদিন কন্যা সহ শম্ভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন এবং যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর শঙ্করকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ও তাঁহার কন্যা পার্ব্বতী প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে বাসনা করেন। শঙ্কর তদুত্তরে হিমাচলকে বলিলেন যে, নগরাজ প্রত্যহ যদি গমন করেন, তাহাতে আপত্তির কারণ কিছুই নাই, তবে তিনি যেন নিজ দুহিতাকে সঙ্গে আনয়ন না করেন। গৌরী শিবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি যে তপঃসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনি কি একবারও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন আপনিই বা কে এবং সূক্ষ্মা প্রকৃতিই বা কে?" শিব তদুত্তরে বলিলেন যে,

তিনি তপস্যাবলে প্রকৃতিকে নাশ করিয়া, প্রকৃতি-রহিত হইয়া অবস্থান করিবেন মনস্থ করিয়াই, তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তখন দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শঙ্কর যে হিমাচল পর্ব্বতে তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহাই কি প্রকৃতির সহিত মিলন নহে? অতঃপর দেবী বলিলেন যে, শঙ্কর যদি নিজেকে প্রকৃতির অধিকারের বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন, তবে কেন তিনি ভীত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। গৌরীর বাক্যে শঙ্কর অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যহ পূজা করিতে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর নগরাজার অনুমতি লইয়া মহেশ্বর তথায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীও প্রত্যহ সখীগণ সহ তথায় গমনপূর্ব্বক শঙ্করের পূজা করিতেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে গত হইলেও পার্ব্বতীর প্রতি শঙ্করের কোনওরূপ অনুরাগের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। তখন দেবগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া, মদনের সাহায্যে শঙ্করের তপস্যা ভঙ্গ ও পার্ব্বতীর প্রতি তাঁহাকে অনুরাগী করিতে প্রয়াস পাইলেন। মদন দেবকার্য্যের জন্য গমন করিয়া মহেশ্বরের ভাল-নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। (মদন ও রতি দেখ)। অনন্তর শিব ক্রোধভরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী তখন অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া, প্রথমে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে "যে ভাবেই হউক মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করিব" এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আরও তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে অশেষ রূপে নিবারণ করিলেও, তিনি সংকল্প-চ্যুত হইলেন না। শিব যেখানে মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, পার্ব্বতী সেইস্থানে এক বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি জল পান পরিত্যাগপূর্ব্বক, কেবল বৃক্ষপত্রই আহার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আর্দ্রপত্রও পরিত্যাগ, করিয়া শুষ্কপত্র মাত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আরও কিছুকাল পরে পত্রাহার একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। এই কারণে পার্ব্বতী অপর্ণা নাম লাভ করিলেন। অনন্তর গিরিজা কেবল বায়ু-ভক্ষা হইলেন। তিনি মহেশ্বরের তুষ্টি সাধনের জন্য, কেবল পদাঙ্গুলির উপর অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে গত হইলে, তাঁহার জনকজননী পুনরায় তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে কোনই ফল লাভ হইল না। গিরিজা তাঁহার সংকল্পে অচলা থাকিয়া, তপস্যাই করিতে

লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ তীব্র তপস্যায় চরাচর জগৎ পরিতপ্ত হইয়া উঠিলে, দেবগণ ভীত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণু শিবের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবিলম্বে তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবকার্য্যের সহায়তার জন্য, গিরি-নন্দিনীর পাণি-গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিব প্রথমে তাঁহাদের বাক্যে সম্মত না হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিন্তু পার্ব্বতী শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য, যে ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রভাবে শঙ্করের তপস্যার নানারূপ বিঘ্ন জন্মিতে লাগিল। ধ্যান-যোগে সমস্ত জানিতে পারিয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক, দেবী যথায় তপস্যায় মগ্ন ছিলেন. তথায় তিনি গমন করিলেন। (ইহার পরবর্ত্তী বিবরণ পূর্ব্বোল্লিখিত কতিপয় বিবরণেরই অনুরূপ বলিয়া পুনরুক্তি করা হইল না)। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২০-২২। শিব (১৩) ও স্কন্দ (জন্মবিবরণ) দেখ। (২০) মহেশ্বর যখন হিমালয়প্রস্থে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, তখন পার্ব্বতী প্রত্যহ তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য, তপস্যার স্থানে গমন করিতেন। কিন্তু শঙ্কর দেবীর মনোভিপ্রায় সম্যক অবগত হইলেও, দেবীর প্রতি অনুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে, তপস্যা ব্যতিরেকে দেহের পরিশুদ্ধি হয় না। সুতরাং গিরিনন্দিনী যতদিন তপস্যা না করিতেছেন, ততদিন অশুদ্ধ দেহা দেবীর সহিত শুদ্ধদেহ ভব কখন মিলিত হইতে পারে না। এই কারণেই তিনি নেত্রাগ্নিদ্বারা মদনকে দগ্ধ করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। শঙ্কর অন্তর্হিত হইলে, দেবী মনস্থ করিলেন যে, হয় তিনি তপস্যাদ্বারা মনোমত পতি লাভ করিবেন, অন্যথা প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হিমালয়পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক, বস্ত্রভূষণাদি পরিত্যাগান্তর বল্কল পরিধান করিয়া তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তিনি প্রথমে তিনশত বৎসর পাটলা-পত্র ভক্ষণ, তৎপরে শত বৎসর স্বয়ং-পতিত বিল্বপত্র আহার, তদনন্তর শত বৎসর কেবল জল গ্রহণ ও তদনন্তর শতবৎসর বায়ু মাত্র সেবন করিয়া, অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক পদাঙ্গুষ্ঠে দেহ রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নিরাহারে, তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, শঙ্কর ধ্যানযোগে সমুদয় অবগত হইলেন এবং ব্রহ্মচারী বেশ অবলম্বনপূর্ব্বক, পার্ব্বতীর সমীপে গমন করিয়া দেবীর সহিত আলাপ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। পার্ব্বতীর সখীগণ

তাঁহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি প্রথমে তাঁহাদের সহিত নানারূপ আলোচনায় সময় ক্ষেপ করিলেন। পরে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক জলাশয়ে পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর সখীগণ তাঁহাকে জলে মগ্নপ্রায় দেখিয়া, সত্বর তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহারা যতই তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, ততই (ছদ্মবেশী) শঙ্কর দূরে দূরে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি অসিদ্ধা নারীকে স্পর্শ করিব না, ইহাতে মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার।" ইতি মধ্যে দেবীর ধ্যান সমাপ্ত হইলে, তিনিও জলাশয় তীরে গমন করিয়া ব্রহ্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বীয় বামহস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার অবজ্ঞাসহকারে প্রসারিত অশুচী হস্ত ধারণ করিব না।" তখন দেবী বলিলেন যে, তিনি নিজ দক্ষিণ হস্ত দেবদেব মহেশ্বরকেই প্রদান করিয়াছেন। শঙ্করের জন্য কল্পিত সেই দক্ষিণ পাণি তিনি আর কাহাকেও প্রদান করিবেন না। দেবীর বাক্যে ছদ্মবেশী মহাদেব ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন, "তোমার যদি এতই অহঙ্কার হইয়া থাকে, তবে তুমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পার। আমি তোমার ন্যায় গর্ব্বিতা নারীর সাহায্য লইয়া জীবন রক্ষা করিতে চাহি না"। তখন দেবী নিতান্তই ব্রাহ্মণের জীবন নাশ হয় দেখিয়া, নিজ দক্ষিণ হস্তই প্রসারিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী সেই হস্ত ধারণপূর্ব্বক, জলাশয় হইতে উত্থিত হইলে, দেবী পুনঃ স্নান সমাপন করিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী (শঙ্কর) দেবীকে ঐরূপ তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কারণ নির্দ্দেশ করিলে (ছদ্মবেশী) শিব, নানারূপে নিজেরই নিন্দা করিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখে শিব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেবী পার্ব্বতী যেমনই ক্রুদ্ধ চিত্তে স্থান ত্যাগের উদ্যোগ করিলেন, অমনই শঙ্কর নিজরূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৫। [শিবের সহিত বিবাহাদি বিষয় পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহারই অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন শিব (১৩), (৩৭), (৫৮) দেখ]। (২১) পার্ব্বতী তপস্যার দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করাতে, জননী মেনকা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু বিবাহ-সভায় তিনি যখন স-পারিষদ

শিবের রূপ, বেশভূষা প্রভৃতি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার সমুদয় আনন্দ তিরোহিত হইল। তৎপরিবর্ত্তে তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, প্রথমে যাঁহারা শিবের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্যক্তিদিগকে অশেষ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার মনে সান্ত্বনা লাভ না হওয়াতে, তিনি নিজ কন্যাকেই সকল অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেও অশেষরূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী মাতার তিরস্কারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রথমে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া, জননীকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইলেন। তাহাতে যখন কোনও ফল লাভ হইল না, তখন তিনি তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন যে, যদি শিব ভিন্ন অপর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করা হয়, তবে তিনি কখনই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। কন্যার এই বাক্যে মেনকা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। নারদ প্রমুখ ঋষিগণ এই ভীষণ অবস্থা অবলোকন করিয়া, অতি কষ্টে পার্ব্বতীকে মেনকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। শিব-জ্ঞান-১৭। শিব-(৮১), (৮২) ও (৮৩) দেখ। (২২) সতী প্রথমে দক্ষ-দুহিতা রূপে জন্মলাভ করিয়া, দেহত্যাগ করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে হিমালয়দুহিতা রূপে জন্মলাভ করিলেন। ব্রহ্ম-তনয় দক্ষও স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শঙ্করের অভিশাপে দেহত্যাগ করিয়া ঐ বৈবস্বত মন্বন্তরেই প্রচেতাদিগের পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিলেন। ঐ জন্মে তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং শিবের সহিত পূর্ব্ববৈরি নিবন্ধন তাঁহাকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন না। মহেশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া বীরভদ্রকে প্রেরণ করিয়া, সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। ঐ যজ্ঞ ধ্বংস কালে শিবানুচর বীরভদ্র দক্ষের মস্তক দেহচ্যুত করেন। পরে ব্রহ্মা, দক্ষের শিব-নিন্দার প্রতিফলস্বরূপ এক ছাগ-মুণ্ড দক্ষদেহে যোজিত করিয়া দিলেন। তখন মহাদেব করুণাপরবশ হইয়া, দক্ষকে গাণপত্যপ্রদান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর পার্ব্বতী-সহ মন্দর-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়াছিলেন যে, পুরুষ জাতীয় কোনও প্রাণী হইতে তাঁহাদের মৃত্যু হইবে না। দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া দেবগণের উপর অশেষরূপে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বরলাভ করেন যে,

ভগবতীর অংশভূতা, পুরুষ-সংসর্গ বৰ্জ্জিতা অযোনিজা কন্যা হইতে কেবল তাহাদের মৃত্যু হইবে। এক্ষণে দানব ভ্রাতৃযুগলের অত্যাচার হইতে সুরগণকে রক্ষা করিবার জন্য, ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া, শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন কোনও উপায়ে দেবীর ক্রোধ উৎপাদন করিয়া, তাঁহারই বর্ণকোশ হইতে দানবদলনী এক শক্তির সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে মহেশ্বর একদিন অম্বিকাকে নির্জ্জনে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দেবী নিজ বর্ণের নিন্দায় অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইয়া মহাদেবকে বলিলেন, "যেহেতু আপনি আমার দেহবর্ণে প্রীতিলাভ করিতে-ছেন না, তজ্জন্য আমি অঙ্গীকার করি-তেছি যে হয়, এই বর্ণ ত্যাগ করিয়া বর্ণান্তর লাভ করিব, অন্যথা প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" ভূতপতি দেবীর এই বাক্যে অতিশয় ভীত হইলেন এবং নানাভাবে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি কেবল পরি-হাসচ্ছলেই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কোনরূপ সান্ত্বনা বাক্যেই দেবীর ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তিনি গৌরবর্ণ লাভ করিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি শঙ্করকে প্রণাম ও প্রদ-ক্ষিণ করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। সুদীর্ঘকাল তাঁহার পূর্ব্ব তপস্যার স্থানে অবস্থান করিয়া, তিনি ব্রহ্মার তপস্যা করিলে, পিতামহ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবী তখন তাঁহার নিকট গৌরবর্ণত্ব প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তখন শুম্ভ-নিশুম্ভ দানব-ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারের কথা বলিয়া দেবীকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ কোশ পরিহার করিয়া গৌরবর্ণ লাভ করিলে, তাঁহার সেই পরিত্যক্ত কোশ হইতে এক শক্তি আবির্ভূত হইয়া যেন, দানব-ভ্রাতৃদ্বয়কে সংহার করে। দেবী তাহাতেই সম্মতা হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতন চৰ্ম্মকোশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, গৌরবর্ণ লাভ করিলেন এবং তাঁহার সেই পুরাতন চৰ্ম্মকোশ হইতে কৌশিকী নামে খ্যাত আর এক শক্তি আবির্ভূত হইলেন। শিব-বায়ু-পু-১৭-২২। বীরভদ্র সোমনন্দী ও ভদ্র-কালী দেখ। (২৩) শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়া যখন কৈলাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি কৌতুকচ্ছলে দেবীকে কালী বলিয়া সম্বোধন করেন। তাহাতে কুপিতা হইয়া শিবানী নিজ শিরে হস্ত প্রদান-পূর্ব্বক, শপথ করিলেন যে, যতদিন না তিনি গৌরবর্ণ লাভ করেন, ততদিন তিনি আর শিব-সন্নিধানে বাস করি-বেন না। এইরূপ মনস্থ করিয়া দেবী মহাকৌশিকী প্রপাত নামক হিমাচলের

সানুপ্রদেশে গমন করিলেন এবং তথায় ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বামপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইলেন। সুদীর্ঘকাল এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর, শঙ্কর তাঁহার সমীপে গমন করিয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পার্ব্বতী সুবর্ণের ন্যায় গৌরকান্তি প্রার্থনা করিলেন। মহেশ্বর তখন দেবীকে আকাশ-গঙ্গার সলিলে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে দেবী বিদ্যুতের ন্যায় গৌরকান্তি লাভ করিলেন। অতঃপর শম্ভু অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি শঙ্করী ভিন্ন আর কোনও নারীকে চিন্তাও করিবেন না। ইহার পর শিব-শিবানী পুনরায় কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর একদিন যখন দেবী শিব সকাশে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে তিনি যেন দেখিলেন, তাঁহারই ন্যায় মনোহারিণী আর এক নারী শঙ্করের শরীরার্দ্ধ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শম্ভুর দেহে দেবী নিজের প্রতিবিম্বই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ স্বীয় ছায়াকেই অন্যনারী জ্ঞানে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং শঙ্কর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অপর এক নারীকে প্রণয়িনী করিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার অতিশয় অভিমানও হইল। তিনি তখন কোপভরে শিব-সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ভবানীপতিও অর্দ্ধাঙ্গিনীকে দেখিতে না পাইয়া, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে এক গিরিকুঞ্জে একান্তে অবস্থান করিতে দেখিলেন। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন অনুভব করিয়া, শঙ্কর নানারূপ স্তোকবাক্যে তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিয়া, কেন তিনি সহসা কুপিত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবীও সকল বিবরণ কীর্ত্তন করিলে, মহেশ্বর হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং দেবীর যে প্রমাদ হইয়াছে, তাহা সম্যক্ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর পার্ব্বতী শিব-বাক্যের সত্যতা সম্যক্ অবধারণ করিবার জন্য, নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন এবং অবশেষে নিজেরই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর শঙ্করী শঙ্করকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি ছায়ার ন্যায় অনুগতা হইয়া সর্ব্বদা দেবদেবের সহচারিণী হইতে ইচ্ছা করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শঙ্করের শরীর-সংস্পর্শ সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। দেবীর বাসনা অবগত হইয়া, শিব বলিলেন যে তিনি যদি মহেশ্বরের শরীরার্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা পরস্পরের দেহার্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করিয়া হর-গৌরী রূপে অবস্থান করিতে পারিবেন। দেবী তাহাতে সম্মত

হইয়া, শঙ্করের বামার্দ্ধভাগ নিজ দেহে গ্রহণ করিলেন। মহেশ্বরও নিজ দেহের অর্দ্ধাংশ গৌরী অঙ্গে নিবেশিত করিয়া হর-গৌরী রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। কালিকা-৪৫। (২৪) দাক্ষায়ণী সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করিয়া, প্রথমে হিমালয়-ভবনে মেনকার গর্ভে অংশে গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্নকালে শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা-গঙ্গাদেবী হিমাচল-গৃহে আবির্ভূতা হন। চতুর্থমাসে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইলে, নারদ দেবপুরে গমন করিয়া, মেনকা-গর্ভে গঙ্গার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ প্রদান করিলেন। দেবগণ সেই সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভাবিলেন, পূর্ব্বে সতী-শোকে শঙ্কর যখন সতী-দেহ শিরে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু সেই সতী দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করাতে, শঙ্কর দেবগণের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। এক্ষণে গঙ্গারূপিণী সেই সতীকে তাঁহার স্বর্গে লইয়া যাইয়া শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিলে, তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ হিমালয় ভবনে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবী গঙ্গাও একদিন স্বপ্ন যোগে হিমালয়কে নিজরূপ প্রদর্শন করাইলেন। হিমাচল স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার তনয়া গঙ্গা চারি হস্তে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, পদ্ম ও অমৃত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নানাভরণ ভূষিতা, ত্রিনয়না, মকরবাহিনী। দেবী পিতাকে এইরূপ প্রদর্শন করাইয়া প্রথমে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন, পরে বলিলেন যে দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্য সুরগণ যখন তাঁহার নিকটে গঙ্গাকে প্রার্থনা করিবেন, তখন যেন হিমালয় দেবতাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করেন। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর যথা সময়ে দেবগণ গঙ্গাকে সুরপুরে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলেন। হিমালয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, দেবগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন না। কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি নিজ মুখে কন্যাকে 'যাও' এই কথা বলিব না"। তখন দেবগণ গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবান্তে দেবী মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আকাশে অবস্থিত দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১২। গঙ্গা ও ভগীরথ দেখ। (২৫) শিব পার্ব্বতীকে কালী বলিয়া পরিহাস করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি এমন স্থানে যাইয়া তপস্যা করিব, যে স্থলে আমি গৌরবর্ণ লাভ করিয়া, গৌরী নামে অভিহিতা হইতে পারিব।" এই কথা বলিয়া, দেবী সখীগণ সহ প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া, তথায় গৌরীশ্বর

নিজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, প্রাবৃটে উন্মুক্ত আকাশতলে বর্ষার ধারার মধ্যে এবং হেমন্তে বারিমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক, তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে যতই তাঁহার তপস্যার তেজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অমনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করিয়া, গৌর বর্ণ লাভ করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল পরে পার্ব্বতীর দেহ সম্পূর্ণরূপে গৌরবর্ণ ধারণ করিল। তখন মহেশ্বর দেবীর অসাধারণ তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৮। (২৬) দক্ষযজ্ঞে অনাহূতা সতী পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনিয়া, যখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে একটি সর্ব্বলোক ভয়প্রদ জালা উত্থিত হইয়াছিল। ঐ জ্বালা যথায় উত্থিত হয়, সেই স্থানে জ্বালামুখী নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ হইয়াছে। শিব-জ্ঞান-৭। (২৭) মৈথুনজ প্রজা-সিসৃক্ষু ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহেশ্বর নিজ দেহের অংশ হইতে একটি দেবীর সৃজন করিলেন। তিনি মহাদেবের পরমা শক্তি। সেই দেবীকে ব্রহ্মা, চরাচর বৃদ্ধির জন্য দক্ষ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলে, তিনি নিজ ভ্রূমধ্য হইতে আত্মতুল্য প্রভাবশালিনী একটি শক্তির সৃজন করিলেন। সেই দেবী মহাদেবের আজ্ঞায় দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়ু-পূ-১৪। ব্রহ্মা (৩১) দেখ। (২৮) প্রশব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি সুতরাং 'প্রকৃতি' পদে সৃষ্টি কার্য্যে প্রকৃষ্টা দেবীকেই নির্দ্দেশ করে। এই প্রকৃতি-দেবীর অংশভূতা অন্যান্য দেবীগণই বিভিন্ন দেবগণের শক্তি স্বরূপিণী। সেই ব্রহ্মরূপিণী গণেশ-জননী শিবানী দুর্গাই সকলের পূজনীয়া। এই প্রকৃতি দেবী হইতেই আবার পদ্মনেত্রা মহেশ্বরী কালী উৎপন্না হইয়াছেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে তিনি দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্না হন। এই সনাতনী দেবী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনা করাতেই কৃষ্ণবর্ণ লাভ করেন। দুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা এই দেবী গুণে ও তেজে তাঁহারই সমান। দেবীভা-৯স্ক-১। (২৯) এক সময়ে শিব ও পার্ব্বতী যখন একত্র অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন পার্ব্বতী কৌতুকচ্ছলে পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়া হস্তদ্বারা শিবের চক্ষুদ্বয় আবৃত করিলেন। দেবী কৌতুকচ্ছলে ইহা করিলেও, ত্রিপুরারির নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত হওয়া মাত্র, জগৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গেল দেবগণ স্ফূর্ত্তিহীন হইলেন। বেদের প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেল। যাগযজ্ঞাদি বিনষ্ট হইয়া গেল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনী উত্থিত

হইল। তখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া, সকল বিষয় অবগত হইয়া, সেই দেব-দেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া, শঙ্কর দেবীকে চক্ষুর আচ্ছাদন ত্যাগ করিতে বলিলেন। দেবী তখন মহেশ্বরের লোচন হইতে হস্তদ্বয় অপসারণ করিলে, আবার জগতের অন্ধকার অপসৃত হইয়া সমস্ত প্রকাশমান হইল। তখন শঙ্কর দেবীকে অনুযোগ দিয়া বলিলেন যে, ক্ষণকালের জন্য দেবী তাঁহার চক্ষুরাচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতেই জগতের অশেষ ক্ষতি ও অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া দেবী অতিশয় দুঃখিতা ও অনুতপ্তা হইলেন। তিনি শঙ্করকে তখন বলিলেন, "আমি তাহা হইলে এক্ষণে ইহার শান্তির জন্য কি করিব?" মহেশ্বর দেবীকে অনুতপ্তা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু জগতের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। তখন দেবী হর-বাক্যে কাশীপুরীর অন্তর্গত কম্পানামক নদীর তীরে গমন করিয়া, জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক অতি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কম্পা-তীরে এক শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি শিবের উদ্দেশ্যে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। তখন গিরিজাকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে শিব কম্পা নদীর জল বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সখীগণ নদী প্রবাহকে বর্দ্ধমান দেখিয়া দেবীকে স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। সখীদের বাক্যে ধ্যান-নিমগ্না দেবী একবার মাত্র নেত্রোন্মীলন করিয়া নদীপ্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিয়া তাঁহার পূজা অসমাপ্ত রাখিয়া, প্রস্থান করিবেন। তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই ভাবিয়া দেবী সখীগণকে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া, স্বয়ং সেই শিবলিঙ্গ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জল প্রবাহ বর্দ্ধিত হইতে হইতে তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। তখনও তিনি আলিঙ্গন শিথিল করিলেন না দেখিয়া, এক দৈববাণী হইল। তিনি দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সেই শিবলিঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈববাণীর অনুযায়ী গৌতমমুনির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সেই লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আশ্রম সন্নিকটে পুনরায় সেই অরুণাচললিঙ্গ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, দেবগণসহ দেবী বসুন্ধরা প্রতিকার প্রার্থনায়, তপস্যারত গৌরীর শরণাপন্ন হইলেন। দেবী

সুরগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক, পূর্ব্বের ন্যায় তপস্যায়ই রত হইলেন। অনন্তর সেই মহিষ নামক অসুর ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দেবীর তপস্যার স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার অনুচরগণ মৃগ হনন করিতে করিতে দেবীর আশ্রমে উপস্থিত হইলে, দেবীর অনুচরগণ তাহাদিগকে গিরি-কুমারীর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে নিষেধ করিল। তাহারা তখন মায়া বলে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, দেবীর আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তপস্যারত দেবীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাদের প্রভু মহিষাসুরকে সংবাদ প্রদান করিল। মহিষ-দানব তখন এক বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া, দেবীর আশ্রমে গমন করিল এবং পার্ব্বতীর পরিচারিকাদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা, সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইল। অতঃপর মহিষাসুর নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক দেবীকে তাহার পত্নীত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। দেবী তখন তাহাকে বলিলেন যে, তিনি বলবানের ভার্য্যা হইবেন বলিয়া সুচারুকাল তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। মহিষাসুর যদি তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন নিজ বল প্রদর্শন করে। দেবীর বাক্যে মহিষাসুর পরম বিস্মিত হইয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইল, অমনই দেবী অসুরদলনী দুর্গারূপ ধারণ করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে নানারূপ অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। দেবী সেই সকল অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া, মহিষাসুরকে আক্রমণ করিলে, সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কিন্তু সে পরে আবার সৈন্যদল সহ আগমন করিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল। তখন দেবীও যোগ বলে দানব-সৈন্য দলন করিবার জন্য অনেক মাতৃকা ও যোগিনীগণকে উৎপাদন করিলেন। অতঃপর সানুচরা দেবীর সহিত সানুচর মহিষাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং সেই সংগ্রামে মহিষাসুর দেবীর শূলাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দেবী খড়্গ দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন করিয়া সেই রুধিরাপ্লুত মস্তকের উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া দেবগণ নানারূপে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবী সুরগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বিমলরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর একদিন সখীগণ সহ কথোপকথন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মহিষাসুরের গলদেশে এক শিবলিঙ্গ লগ্ন রহিয়াছে, তিনি ঐ শিবলিঙ্গকে পূজা করিবার জন্য গ্রহণ করিলে, তাহা দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া গেল।

তাহাতে দেবীর অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং শিব-ভক্তকে বধ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৌতম তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, শাপগ্রস্ত মহিষাসুর তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, শাপমুক্ত হইয়াছে মাত্র। তজ্জন্য দেবী যেন অনুতাপ না করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৩-১২। (৩০) মহাদেব পত্নীর নিমিত্ত উগ্র তপস্যা করায়, লক্ষ্মীদেবী নিজ শরীর হইতে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী গৌরী দেবীকে সৃজন করেন। তৎপরে লক্ষ্মীদেবীর নির্দ্দেশে গৌরীদেবী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আটটি বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আট দিক রক্ষা করেন। অগ্নি-কোণে মঙ্গলা; পশ্চিমে বিমলা; বায়ু-কোণে সর্ব্বমঙ্গলা; উত্তরদিকে অর্দ্ধাশনী; ঈশান কোণে লম্বা; দক্ষিণে কালরাত্রি; পূর্ব্ব দিকে মরীচিকা; এবং নৈর্ঋতে চণ্ডরূপা। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৪। (৩১) সতীর সহিত শিবের বিবাহের পর দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য জামাতার ভবনে গমন করিলেন। শিব শ্বশুর দক্ষকে দেখিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাহাতে অত্যন্ত অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, দক্ষ শিবকে অশেষরূপে তিরস্কার করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যজ্ঞস্থলেও শিবের সেই ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া, সকলের নিকটে শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এদিকে সতী পিতার যজ্ঞ দর্শনে উৎসুক হইয়া, শিবের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তত্রস্থ অন্যান্য মুনিঋষিগণ উপহাস করিতে লাগিলেন। দেবী সেই সব পতি-নিন্দা-শ্রবণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের জন্য, যজ্ঞের হোমাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৮। শিব (৯৮) দেখ। (৩২) একবার স্নানার্থ গমন করিবার পূর্ব্বে পার্ব্বতী গাত্র-মার্জ্জনা করিতেছিলেন। তখন গাত্রমার্জ্জন হইতে যে গাত্রমল তাঁহার হস্তে উত্থিত হয়, তিনি তদ্দ্বারা একটী প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন। সেই মূর্ত্তিটী দেখিতে অতিশয় সুন্দর হওয়াতে, তিনি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। তখন প্রাণবন্ত সেই মূর্ত্তি তাঁহাকে বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" দেবী বলিলেন, "যতক্ষণ না আমি স্নান সমাপন করি, ততক্ষণ তুমি অস্ত্রপাণি হইয়া, এই স্থানে অবস্থান কর, যাহাতে কেহ আমার স্নানের বিঘ্ন উৎপাদন না করে।" সেই প্রাণারাম মূর্ত্তি তাহাতেই সম্মত হইল। কিয়ৎকাল পরে শিব তথায় আগমন করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিলে,

সেই মূর্ত্তি তাঁহাকে [illegible] করিল। তখন [illegible] উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং শিব শূলাঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্ব্বতী ভূলুণ্ঠিতা হইয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। শিব তখন প্রতিকারোপায়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, গজাসুরকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সত্বর সেই দৈত্যের মস্তক কর্ত্তন করিয়া আনিয়া, সেই প্রতিমার দেহে যোজনা করিয়া দিলেন। সেই পার্ব্বতী-তনয় তখন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন, এবং তদবধি তিনি গজানন নাম লাভ করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১২। শিব (৮৮), গণেশ ও শনি (১১) দেখ। (৩৩) যজ্ঞধ্বংসকালে বীরভদ্র প্রথমে দক্ষের মস্তক দেহচ্যুত করেন। পরে আবার শিবের আদেশে তিনি দক্ষের দেহে এক মেষ-বদন যোজিত করিয়াছিলেন। অতঃপর দক্ষ শিবের পরামর্শে বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সতী জন্মান্তরে হিমাচল-দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন শিবসহ বারাণসীতে গমন করেন, তখন দক্ষও তথায় তপস্যায় রত ছিলেন। দেবীর অনুরোধে শিব দক্ষকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি তাঁহাদের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। [illegible] শিব [illegible] সম্বোধন করেন, তখন [illegible] সহিত [illegible] বিষম কলহ [illegible] হয়। সেই কলহকালে ভূতল ভেদ করিয়া এক মহাশিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়। দেবগণ সেই শিবলিঙ্গকে কলকলেশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন। স্কন্দ-আব-চতু-১৮। (৩৫) প্রাচেতস দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন তাঁহার একশত পাঁচ কন্যার মধ্যে সতী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন। দেবর্ষি নারদের অনুরোধে দক্ষ সেই কন্যাকে মহেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। পুণ্যভূমি হাটকেশ্বরক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শিব-দাক্ষায়ণি পরিণয় সম্পন্ন হয়। শিব (৫৭) দেখ। (৩৬) পূর্ব্বে ব্রহ্মা একবার সমস্ত দেবগণের মূর্ত্তি হইতে তিল তিল করিয়া রূপ সংগ্রহপূর্ব্বক এক অনিন্দ্য-সুন্দরী নারীমূর্ত্তি সৃজন করেন। অতঃপর পিতামহ সেই সুন্দরীকে, কৈলাসে শঙ্কর ও শঙ্করীকে প্রণাম করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ নারী কৈলাসে গমন করিয়া শঙ্করকে প্রণাম করিয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। শঙ্কর পার্শ্বোপবিষ্টা পার্ব্বতীর ভয়ে তাঁহার দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। অতঃপর সেই নারী কৃতাঞ্জলিপুটে শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন,

তখন তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিবার লালসায় শিবের আরও তিনটী বদন উৎপন্ন হইল। তখন তিনি চারিমুখে সেই সুন্দরীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মহেশ্বরের চারিটি বদন দর্শন করিয়া এবং সেই সুন্দরীকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, পার্ব্বতীকে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন পার্ব্বতী পতিকে চতুর্ম্মুখ দর্শন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর দেবী শঙ্করের নয়নসমূহ আচ্ছাদিত করিলেন। অমনি চারিদিকে প্রলয়-কালীন ভীষণ অবস্থার উদ্ভব হইল। দেবগণ হায় হায় করিতে লাগিলেন। তখন দেবী তাঁহাদের প্রার্থনায় মহেশ্বরের নেত্রাচ্ছাদন পরিহার করিয়া, সেই রূপবতীকে অভিশাপ দিলেন, "যেহেতু তুমি আমার পতিকে বিকৃতা-কৃতি করিয়াছ, তজ্জন্য তুমিও বিকৃতা-রূপা হইবে।" এইরূপ বলিবা মাত্র সেই সুন্দরী নারী অতিশয় বিকৃত-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই নারী বিনয় সহকারে বলিলেন যে, তিনি ব্রহ্মার নির্দ্দেশেই তাঁহাকে ও শঙ্করকে প্রণাম করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বিনা দোষে অভিশাপ প্রদান করা তাঁহার উচিত হয় নাই। সেই নারীর বাক্যে দেবীর অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ধরাতলে গমন-পূর্ব্বক হাটকেশ্বরক্ষেত্রস্থিত রূপতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবী প্রথমে স্নান সমাপন করিলেন। তদনন্তর সেই নারীও তথায় স্নান করিয়া পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-নাগ-১৫৩। (৩৭) বিভিন্ন কল্পে দেবী জগদম্বা বিভিন্ন নামে পরিচিতা হইয়া থাকেন। আদি কল্পে তাঁহার নাম ছিল—জগন্মাতা দ্বিতীয় কল্পে—জগদ্‌যোনী; তৃতীয়ে—শাম্ভবী, এইভাবে যথাক্রমে বিশ্বরূপিণী নন্দিনী, গণাম্বিকা, বিভূতি, সুভূতি, আনন্দা, বামলোচনা, বরারোহা, সুমঙ্গলা মহামায়া, অনন্তা, ভূতমাতা ও উত্তমা, এই ষোড়শ নামে তিনি ষোড়শ কল্পে পরিচিতা ছিলেন। সপ্তদশকল্পে তিনি সতী নামে দক্ষগৃহে আবির্ভূতা হন। তৎপরে বরাহকল্পে তিনি হিমালয়-গৃহে উৎপন্না হইয়া পার্ব্বতী ও উমা নামে খ্যাতা হন। ঐ সময়ে কল্পান্ত-কাল পর্য্যন্ত তিনি শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপে বর্ত্তমানা ছিলেন। অনন্তর চতুর্গুণ চারিযুগ অতীত হইলে তিনি মহিষাসুরের বধসাধনার্থ পুনরায় বিষ্ণুর সহিত প্রাদুর্ভূতা হন। সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণপিঙ্গলা, কাত্যায়নী, দুর্গা প্রভৃতি নামে পরিচিতা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। ব্রহ্মা (১৫৭), (১৯৪) এবং শিব (৫৪) দেখ। (৩৭) বল ও অতিবল নামক রক্তাক্ষ-তনয় দুই

অসুরকে দেবী অম্বিকা প্রভাসক্ষেত্রে, চতুঃষষ্টি-যোগিনীগণ পরিবৃতা হইয়া, বধ করেন। সেই কারণে তিনি প্রভাস-ক্ষেত্রে বলাতিবলনাশিনী নামে প্রথিতা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (৩৮) চাক্ষুষ মনুর অধিকার শেষ হইলে, বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবী জগদম্বা দক্ষ-কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ মন্বন্ত-রের দ্বিতীয় দ্বাপরে তিনি শঙ্করের ভার্য্যা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৭। (৩৯) দেবী শিবানীর প্রধানা সখীদের নাম—জয়া, বিজয়া, মাধবী, সুলোচনা, সুশ্রুতা, শ্রুতা, শুকী, প্রম্লোচা, সুভগা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গী, চারুণী ও স্বধা। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (৪০) দাক্ষায়ণী সতী বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। তিনি বারাণসীতে বিশালাক্ষী; নৈমিষক্ষেত্রে—লিঙ্গ-ধারিণী; প্রয়াগে—ললিতা দেবী; গন্ধ-মাদনে—কামাক্ষী; মানস (সরোবরে)-কুমুদা; অম্বরতীর্থে—বিশ্বকায়া; গোমন্তে—গোমতী; মন্দরাচলে—কামচারিণী, চৈত্ররথতীর্থে—মদোৎকটা; হস্তিনাপুরে—জয়ন্তী; কান্যকুব্জে—গৌরী; মলয়াচলে—রম্ভা; একাম্রকাননে—কীর্ত্তিমতী; বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে—বিশ্বা, পুষ্করতীর্থে—পুরুহূতা; কেদারে—মার্গদায়িনী; হিমা-লয়-পৃষ্ঠে—নন্দা; গোকর্ণতীর্থে—ভদ্র-কর্ণিকা; স্থানেশ্বরে—ভবানী; বিল্বকে—বিল্বপত্রিকা; শ্রীশৈলে—মাধবী; ভদ্রেশ্বর তীর্থে—ভদ্রা; বরাহশৈলে—জয়া; কমলালয়ে—কমলা; রুদ্রকোটীতীর্থে—রুদ্রাণী; কালঞ্জর পর্ব্বতে—কালী; মহালিঙ্গে—কপিলা; মর্কটতীর্থে—মুকুটেশ্বরী; শালগ্রামে—মহাদেবী; শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া; মায়াপুরীতে—কুমারী; সন্তানতীর্থে—ললিতা; সহ-স্রাক্ষতীর্থে—উৎপলাক্ষী; কমলাক্ষে—মহোৎপলা; গঙ্গাতীরে—মঙ্গলা; পুরু-ষোত্তমে—বিমলা; বিপাশায়—অমো-ঘাক্ষী; পুণ্ড্রবর্দ্ধনে—পাটলা; সুপার্শ্ব তীর্থে—নারায়ণী; ত্রিকূটতীর্থে—ভদ্র-সুন্দরী; বিপুলে—বিপুলা; মলয়া-চলে—কল্যাণী; কোটীতীর্থে—কোটবী; মাধববনে—সুগন্ধা; গোদাশ্রমে—ত্রিসন্ধ্যা; গঙ্গাদ্বারে—রতিপ্রিয়া; শিবকুণ্ডে—শিবানন্দা; দেবীকাতটে—নন্দিনী; দ্বারবতীতে—রুক্মিণী; বৃন্দাবনে—রাধা; মথুরায়—দেবকী; পাতালে—পরমেশ্বরী; চিত্রকূটে—সীতা; বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যাধিবাসিনী; সহ্যাদ্রিতে—একবীরা; হরিশ্চন্দ্রতীর্থে—চন্দ্রিকা; বৈদ্যনাথে—আরোগ্যা; মহাকালতীর্থে—মহেশ্বরী; উষ্ণতীর্থে অভয়া; বিন্ধ্যকন্দরে—অমৃতা; মাণ্ডব্য তীর্থে—মাণ্ডবী; মহেশ্বরপুরে—স্বাহা; ছাগলাণ্ডতীর্থে—প্রচণ্ডা; মকরন্দকে—চণ্ডিকা; সোমেশ্বরে—বরারোহা; প্রভাসে—পুষ্করাবতী; সরস্বতী তীরে—

বেদমাতা ; সাগরতীরে—ধাতা ; মহালয়ে—মহাভাগা ; পয়োষ্ণীতীরে—পিঙ্গলেশ্বরী ; কৃতশৌচে—সিংহিকা ; কার্ত্তিকেয়তীর্থে—যশস্করী ; উৎপলাবর্ত্তে—লোলা ; শোণসঙ্গমে—সুভদ্রা ; সিদ্ধপুরে—লক্ষ্মীমাতা ; ভরতাশ্রমে—অঙ্গনা ; জালন্ধরে—বিশ্বমুখী ; কিষ্কিন্ধা শৈলে—তারা ; দেবদারু বনে—পুষ্টি ; কাশ্মীরমণ্ডলে—মেধা ; হিমাচলে—ভীমাদেবী ; বিশ্বেশ্বর তীর্থে—পুষ্টি ; কপালমোচনে—শুদ্ধি ; কায়াবরোহণে—সীতা ; শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনী ; পিণ্ডারকে—ধৃতি ; চন্দ্রভাগাতীরে—কালা ; অচ্ছোদতীরে—শিবকারিণী ; বেণাতীরে—অমৃতা ; বদরীবনে—উর্ব্বশী ; উত্তর কুরুদেশে—ঔষধী ; কুশদ্বীপে—কুশোদকা ; হেমকুটে—মন্মথা ; মুকুটে—সত্যবাদিনী ; অশ্বত্থে—বন্দনীয়া ; কুবেরালয়ে—নিধি ; বেদ-বদনে—গায়ত্রী ; শিবসমীপে—পার্ব্বতী ; দেবলোকে—ইন্দ্রাণী ; ব্রহ্মমুখে—সরস্বতী ; সূর্য্যবিম্বে—প্রভা ; মাতৃগণ মধ্যে—বৈষ্ণবী ; সতী-নারী সকলের মধ্যে—অরুন্ধতী ; রমণী মধ্যে—তিলোত্তমা ; চিত্ত-মধ্যে—ব্রহ্মকলা এবং সকল প্রাণীর দেহে—শক্তি। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা ও সাবিত্রী দেখ। (৪১) শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন দেবগণ কি উপায়ে সতীদেহ শিবদেহ হইতে চ্যুত করা যায়, তাহার চিন্তা করিতেছিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি যোগবলে সতীদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নানা স্থানে ফেলিয়া দিলেন। যে যে স্থানে সেই সতীদেহের খণ্ডগুলি পতিত হয়, সেই সেই স্থানে এক এক পুণ্যতীর্থ হইয়াছে। প্রথমে দেবীকূট নামক স্থানে পদযুগল নিপতিত হইল। উড্ডিয়ান নামক স্থলে, তাঁহার উরু-দ্বয় পতিত হয়। কামপর্ব্বতের কামরূপে যোনিমণ্ডল পতিত হয়। জলন্ধার স্তনযুগল, পূর্ণ গিরিতে স্কন্ধ ও গ্রীবা এবং কামরূপের শেষভাগে মস্তক পতিত হইল। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক শঙ্কর যতদূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত ভূমি যাজ্ঞিক ভূমি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সতীর পূর্ব্বোক্ত দেহাংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশগুলি আকাশ গঙ্গাতে পতিত হইল। পূর্ব্বোক্ত যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হয়, সেই সেই স্থানে নিম্নলিখিত দেবীগণ অধিষ্ঠিতা আছেন। দেবীকূটে মহাভাগা, উড্ডিয়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণ-গিরিতে পূর্ণেশ্বরী, জালন্ধরে চণ্ডী, কামরূপের পূর্ব্বভাগে দিক্করবাসিনী এবং উত্তর ভাগে ললিতকান্তা। কালিকা-১৮। (৪২) মহাদেব যখন সতী-দেহ স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু শঙ্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

করিয়া, শর-দ্বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করেন। যে যে স্থানে ঐ দেহাংশ সকল পতিত হয়, সেই সেই স্থানে এক এক পীঠ ক্ষেত্র হইয়াছে। বারাণসীতে দেবীর মুখ-মণ্ডল পতিত হয়, তজ্জন্য তথায় সতীর মুখপীঠ-নিবাসিনী বিশালাক্ষী দেবী অবস্থিতা আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে যে জায়গায় দেবী যে যে নামে পূজিতা হন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। (এই-রূপ একটি তালিকা পূর্ব্বে দেওয়া হই-য়াছে। এস্থলে কেবল বিভিন্নরূপ নাম দেওয়া হইল) গন্ধমাদনে—কামুকী; দক্ষিণমানসে—কুমুদা; উত্তরমানসে—বিশ্বকামা; কেদারপীঠে—সমার্গ-দায়িনী; হিমালয়ে—মন্দা; গয়াতে—মঙ্গলা; ত্রিকূটপর্ব্বতে—রুদ্রসুন্দরী; মাধববনে—সুগন্ধা; শিবকুণ্ডে—শুভা-নন্দা; বৈদ্যনাথে—আরোগ্যা; বিন্ধ্য-কন্দরে—অমৃতা অমরকণ্টকে—চণ্ডিকা; সমদ্রতীরে— পারাবারা; কার্ত্তিক নামক স্থানে—অতিশাঙ্করী; ভরতাশ্রমে—অনঙ্গা; বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে —বিশ্বেশ্বরী; শঙ্খোধারে—ধরা; কুমুদে—সত্যবাদিনী; রামতীর্থে—রমণা; যমুনাতে—মৃগাবতী এবং বিনায়কপীঠে—উমাদেবী। দেবীভা-৭স্ক-৩০। (৪৩) উপরে যে সকল বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনাবশ্যক পুন-রুক্তি মাত্র হইবে বলিয়া তাহা দেওয়া হইল না। অনিসন্ধিৎসু পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখিতে পারেন। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-৮, ১১। গরু-পূ-৫। স্কন্দ-আব-অব-১২। শিব-জ্ঞান-৭। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৪। কালিকা-১১, ৪৩। সৌর-৫৩। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৮। এদদ্ভিন্ন শিব-নামের সহিত নিম্নলিখিত অংশগুলিও দ্রষ্টব্য—শিব (১১), (১৩), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (৩০), (৩১), (৩২), (৩৩), (৩৭), (৩৮), (৩৯), (৪১), (৪৫), (৫৮), (৬৯), (৭৬), (৮১), (৮৩), (৮৮), ও (৯০)। তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক বিবর-ণাদির জন্য নিম্নলিখিত নামগুলিও দেখা যাইতে পারে—দক্ষ, প্রচেতা, মারিষা, মেনকা, পার্ব্বতী, উমা, বীরভদ্র ও ভদ্রকালী, ব্রহ্মা (৩৯), ভদ্রা, শাতাক্ষী, শাকম্ভরী, মহিষাসুর, রক্তা-সুর, হরসিদ্ধি, হংসাননা, যোগমায়া, গণেশ ও স্কন্দ। (৪৪) আদ্যাশক্তি দেবী পরমেশ্বরী বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন নামে পরিচিতা হন। সেই সব নাম ও তাঁহাদের কারণ এইরূপ—তিনি সকল প্রাণিকে তাহাদের বাঞ্ছিত শুভপ্রদ মঙ্গলদায়ক ফল প্রদান করেন, তাই তাঁহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। তিনি নিজ ভক্তদিগকে শুভকর অথচ উৎকৃষ্ট ফল দান করেন,

তাই তাঁহার নাম মঙ্গল্যা। শিব শব্দের অর্থ মুক্তি; দেবী যোগিগণকে মোক্ষ প্রদান করেন এবং সেই মোক্ষ ফল লাভের নিমিত্তই, লোকে তাঁহার আরাধনা করে, তাই তাঁহার নাম শিবা। তিনি জীব সকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বার্থ প্রদান করেন, তাই তাঁহার নাম সর্ব্বকামার্থ-সাধিনী। তাঁহার শরণ লইলেই, তিনি প্রাণিগণকে বিষ, অগ্নি, ঘোরবিপদাদি হইতে উদ্ধার করেন, তাই তাঁহার এক এক নাম শরণ্যা। চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, ইঁহারা তাঁহার তিনটি নেত্রস্বরূপ, তাই তাঁহার এক নাম ত্র্যম্বকা। তিনি যোগাগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পুনরায় হিমালয়ভবনে জন্মলাভ করিয়া, গৌর-বর্ণ দেহকান্তি লাভ করেন, তাই তিনি গৌরী নামে পরিচিতা। নার শব্দের অর্থ সলিল। দেবী সমুদ্রশায়িনী অথবা জলই তাঁহার আশ্রয়। এই জল তাঁহার আশ্রয়, তাই তাঁহার এক নাম নারায়ণী। দেবগণ তাঁহার স্মরণ লইলে, তিনি তাঁহা-দিগকে দুর্গম শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া দুর্গা নাম প্রাপ্ত হন। ঘোর রৌদ্রকর্ম্ম করেন বলিয়া, তিনি রৌদ্রী নামে পরিচিতা হন। দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্য তিনি বিন্ধ্যাচলে অব-তীর্ণা হইয়া, দৈত্য বিনাশপূর্ব্বক বিন্ধ্য-পর্ব্বতেই অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহার এক নাম বিন্ধ্যবাসিনী। সকল স্থানেই তাঁহার জয় হয় বলিয়া, তিনি জয়ন্তী। তিনি কাহারও নিকটে পরাজিতা হন না বলিয়া, অজিতা ও অপরাজিতা নামে খ্যাতা হন। পদ্ম নামক এক দানবপতিকে তিনি পরাজয় করিয়া, তিনি বিজয়া নাম লাভ করেন। কল্পের অবসানে সিংহাসীনা হইয়া, তিনি মহিষাসুরকে নিধন করিয়া-ছিলেন, তাই তাঁহার নাম মহিষঘ্নী অথবা সিংহবাহিনী। তিনি সমস্ত পদার্থ কলন (সংহার) করেন বলিয়া, তাঁহার নাম কালী। অথবা দক্ষের নিকটে অপমানিতা হইয়া, তিনি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, তাই দেবগণ তাঁহাকে কালী নামে অভিহিতা করেন। হস্তে সর্ব্বদা ব্রহ্মকপাল ধারণ করেন বলিয়া, অথবা সকলকে পালন করেন, তাই তিনি কপালী নামে পরি-চিতা। দেবগণের উপকারের জন্য তিনি রুরু নামক মহাসুরকে বধ করিয়া, তাহার চর্ম্ম ও মুণ্ড বামহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম চামুণ্ডা। দেবলোকে নন্দন কাননে, সর্ব্বদা বাস করেন এবং পুণ্যস্থান হিমা-চলে বাস করিয়া আনন্দ লাভ করেন, তাই তাঁহার নাম নন্দা। সামান্য আরাধনাতেই সন্তুষ্টা হইয়া সকলকে সুখ প্রদান করেন বলিয়া, তাঁহার নাম সুপ্রসাদা। কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করেন, তাই তিনি কৌশিকী নামে

পরিচিতা। কৈটভ নামক অসুরকে বধ করিয়া তাহার পুরী অধিকার করিয়াছিলেন, তাই তিনি কৈটভেশ্বরী নামে পরিচিতা। মহাভাব আশ্রয় করিয়া শ্বেতবর্ণ উজ্জলরূপধর মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়া, তিনি মহাশ্বেতা নামে পরিচিতা হন। তিনি একাধারে বাল্য, কৌমার ও যৌবনবতী, তাই তাঁহার নাম ত্রিদশা। তিনি দুন্দুভিধ্বনীর ন্যায় আনন্দদায়ক, তাই তাঁহার নাম নন্দিনী। দেবগণের ঈশ্বরী বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিদশেশ্বরী। ভব শব্দে রুদ্র, সংসার এবং কাম এই তিন নির্দ্দেশ করে। তিনি এই সমুদয় সৃজন করেন, তাই তিনি ভবানী। সর্ব্বকালেই বিরাজমানা এবং মাতারও অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, তাই তিনি জ্যেষ্ঠা। সকল প্রকার তমঃ বিনাশ করেন, তাই তিনি তমোনাশিনী। দেবগণের মাতৃ স্থানীয়া বলিয়া, তাঁহার নাম ব্রহ্মিষ্ঠা। (ছন্দের) চরণসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়া, তাই তাঁহার নাম গায়ত্রী। সর্ব্ববেদেই অধিষ্ঠান করেন, তাই তিনি ব্রহ্মচারিণী। তিনি নিরাহারা থাকিয়া, তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই তিনি অপর্ণা এবং ঐ তপস্যাকালে অনেককাল একটি মাত্র পত্র আহার করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এক নাম একপর্ণিকা। ঐ তপস্যাকালে তিনি পাটলা মাত্র আহার করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এক নাম পাটলাহারা। এই চরাচর জগৎকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম ধাত্রী। সেই ভগবতী ত্রিভুবনের মাতৃস্থানীয়া এবং তিনি চরাচর-লোক ধারণ করিয়া আছেন, তাই তিনি ত্রৈলোক্য-ধাত্রিকা। সুরগণ সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারও তিনি লয়সাধন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম ত্রিশূলী ও শঙ্করী। তাঁহার এক নাম ত্রিনয়না, কারণ ভক্তগণকে তিনি দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ মার্গ এবং অন্তিমে ব্রহ্মপদ, এই তিনটি নয়না অর্থাৎ পাওয়াইয়া দেন। তিনিই ত্রিপাদ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অথবা ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ তাঁহার চরণ-স্বরূপ, অথবা তিনি সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণ, পালন বিষয়ে সত্ত্বগুণ এবং সংহার কার্য্যে তমোগুণ আশ্রয় করিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম ত্রিগুণা। সকল বিষয়ই তাঁহার বিদিত, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞা। শান্তি-স্বরূপা বলিয়া শান্তি। ব্রহ্ম স্বরূপা বলিয়া অরূপা। অতীব পতিব্রতা বলিয়া সাধ্বী। কার্ত্তিকেয়ের জননী, তাই মাতৃকা। সকলকে নিখিল ভয় হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া তারিণী। বাম শব্দে বিরুদ্ধ ভাব বুঝায়; দেবী বিরুদ্ধ

বা বিপরীতাচারীকেও সুখ প্রদান করেন, তাই তিনি বামা। ভক্তগণের হৃদয় মধ্যে তিনি চৈতন্ত রূপে বিরাজ করেন, তাই তিনি চেতনা বা চিতি। রেব পদের অর্থ দেবী এবং অতি পদের অর্থ বিঘ্নের বিনাশ; তিনি সকল বিঘ্ন দূর করেন, তাই তিনি রেবতী। তাঁহার দেহ সর্ব্বব্যাপী ও অপ্রমেয়, তাই তাহার নাম ব্রাহ্মী। সুরাসুর গণ সকলেই তাঁহার পূজা করেন এবং তাঁহার শরীরও অতি মহৎ, তাই তাঁহার নাম মহাদেবী। (মহ ধাতুর অর্থ পূজা করা)। দেবগণ সকলেই তাঁহার পূজা করেন, তাই তাঁহার নাম ভগবতী। সেই দেবী সন্তুষ্টচিত্তে প্রজা সমুদয়কে সৃজন করিয়াছেন, তাই তাঁহার এক নাম তুষ্টি বা স্রষ্ট্রী। এই বহুরূপ-সংকুল বিশ্বে দেবী বহুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তাই তাঁহার নাম বহুরূপা। তিনি একাকীই অংশে নহে অর্থাৎ পূর্ণরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, তাই তিনি একানংশা। সপ্ত-বিধ-স্বর যোগে তাঁহাকে স্মরণ করা যায় বলিয়া, তিনি সপ্তস্বরাত্মিকা এবং তিনি সেই সপ্তস্বর প্রদান করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সরস্বতী। দেবগণের আরাধ্যা সেই দেবীকে সকলেই গান করে, অথবা তিনি সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম গায়ত্রী। এই জগতের সকল কার্য্য তিনিই সাধন করেন, তাই তিনি সাধিকা বা সিদ্ধি নামে অভিহিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার স্মরণ লইলেই, তিনি শত্রু-শর-জাল (কাণ্ড) নিবারণ করেন, তাই তাঁহার নাম কাণ্ডনিবারিণী। তিনি জগতে ইন্দ্রজালবৎ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাই তিনি মায়া নামে অভিহিতা হন। তাঁহারই অনুগ্রহে মানব আত্মদর্শনে সমর্থ হয়, অথবা তিনি সকল পদার্থ যথাযথ ভাবে নিরী-ক্ষণ করিয়া থাকেন, অথবা তিনি সকল বিষয় সম্যক্ অবেক্ষণ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাই তাঁহার নাম অন্বীক্ষা। সেই দেবী সাঙ্গবেদত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী, তাই তাঁহার নাম ত্রয়ী। তিনি সর্ব্বত্রই বর্ত্তন অর্থাৎ অবস্থান করেন অথবা জীবগণকে বিপথ হইতে বারণ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম বার্ত্তা। তিনিই জগতের সকল কার্য্যের কারণ এবং সর্ব্বত্রই সরণ অর্থাৎ গমন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার এক নাম সরিৎ। পৃথিবীর এক নাম গাং; দেবী পৃথিবীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন তাই তাঁহার নাম গঙ্গা। তিনি যমের ভগিনী বলিয়া, তাঁহার নাম যমুনা। তিনি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বলতা এবং প্রসন্নতার অধিকারিণী বলিয়া, তাঁহার নাম জ্যোৎস্না। রজনী শব্দের এক অর্থ দেবী এবং অর্জ্জি পদের এক অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। প্রাণিগণ তাঁহার নিকট হইতে সকল অভীষ্টের ফললাভ

করেন, তাই তিনি রাত্রি নামে অভিহিতা হন। দেবী প্রাণিগণকে নরক-ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তাই তিনি ভগবতী নামে অভিহিতা হন। ত্রি এই শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজন দেবতাকেই বুঝায়। সুশর্মা পদের অর্থ শান্তি এবং 'ল' এই ধাতুর অর্থ লোপ সাধন করা অথবা ভূষণ। দেবী উক্ত দেবত্রয়কে শান্তি প্রদান করেন, তিনিই তাঁহাদের লোপ সাধন করেন এবং তাঁহাদের ভূষণস্বরূপা, তাই তাঁহার নাম ত্রিশূলী। সকলকেই সংহার করিতে সমর্থা, তাই তাঁহার নাম হিংসা। তিনি দিব্য ও পার্থিব সকল পদার্থেরই আদিতে অবস্থান করেন, তাই তাঁহার নাম অদিতি। দৈত্য সমুদয় তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাই তিনি দিতি নামে অভিহিতা হন। বর্ষার বারিধারা তিনি নিবারণ করেন, তাই তিনি শ্রবণা। শরীরের এক নাম হস্ত, আকাশেরও নামান্তর হস্ত এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির নামান্তর জ্যোতিঃ। তাঁহার হস্তে অর্থাৎ আকাশময় দেহে জ্যোতিঃ অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রগণ অবস্থান করে, তাই তিনি জ্যোতির্হস্তা। তিনি পরম ঐশ্বর্য্য (ইন্দ্)-ধারিণী বলিয়া, ইন্দ্রাণী নামে পরিচিতা। তিনি সকল কালেই ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন, তাই তিনি ভদ্রকালী। জগতের সৃজন পালন ও সংহার করিতে সমর্থা, তাই তিনি শক্তি। সকল জীবেরই হৃদয়ে তিনি সকল কার্য্যের জন্য বাস করিয়া থাকেন, তাই তিনি বাসনা নামে অভিহিতা হন। ব্রহ্মাও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তিনি ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপা, তাই তাঁহার নাম ব্রহ্মাণী। রুদ্রের শক্তি অথবা রৌদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দানবগণকে সংহার করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম রুদ্রাণী। তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং মহান্তে (মৃত্যু-কালে) তিনি সকলেরই শরণীয়া, এবং তাঁহার শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, তাই জীবগণ তাঁহাকে মহেশী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের জননী বলিয়া, তাঁহার নাম কৌমারী। তিনি বিষ্ণুর শক্তিরূপিনী এবং বিষ্ণুর রিপু-বিনাশিনী, তাই তাঁহার নাম বৈষ্ণবী। বরাহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণুও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নাম বারাহী। তিনি ইন্দ্রের জননী বলিয়া, ইন্দ্রাণী। শক্রতুল্য পরাক্রমশালী বলিয়া শাক্রী এবং হস্তে বজ্র ও অঙ্কুশ ধারণ করেন বলিয়া বজ্রী। চণ্ড শব্দের অর্থ ভীষণ এবং মুণ্ড পদে স্বামী, ব্রহ্ম ও মস্তক বুঝায়। সেই পরমেশ্বরী ভয়ঙ্কর দৈত্যশির হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, অথবা তিনি ভয়ঙ্করাকৃতি সকলের স্বামী, অথবা তিনি ব্রহ্মের

উৎপাদিকা; এই সকল কারণে তিনি চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হন এবং তিনি একেলাই এই ত্রিলোক মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এই তিনি 'একা' নামে অভিহিতা হন। দেবীপু-৩৭।

সংকর্ম্মা—অঙ্গদেশীয় ধৃতব্রতের তনয় তাঁহার পুত্র অধিরথ। ভাগ-৯স্ক-২৩।

সংকীর্ত্তি—অহিচ্ছত্র-নগরীর অধিপতি সুমুদের পত্নী। সুমুদ দেখ।

সত্তম—চেদিরাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩২। উপরিচর বসু ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

সত্ত্ব—(১) রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। অবশ ও রৈবত মনু দেখ। (২) জ্যামঘ বংশীয় পুরুদ্বয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় সাত্বত। বায়ু-৯৫। সত্ত্বান দেখ। (৩) ভবিষ্য মন্বন্তরে অমিতাভ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৪) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১১৭।

সত্ত্বদন্ত—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। বায়ু-৯৬। ভদ্রা ও বসুদেব দেখ।

সত্ত্বধ—অজমীঢ়ের বংশজাত সমরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। সমর দেখ।

সত্ত্বধৃতি—বলরামের অন্যতম পুত্র। বলদেব দেখ।

সত্ত্বন—প্রবাহী নামক রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। এই পুত্রগণ সকলে দেবগন্ধর্ব বলিয়া বিদিত ছিলেন। বায়ু-৬৯।

সত্ত্বান্বক—প্রবাহী নামক রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। সত্ত্বন দেখ।

সত্ত্বান—জ্যামঘবংশীয় পুরুদ্বানের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৬। সত্ত্ব-(২) দেখ।

সত্ত্ব—চন্দ্রবংশীয় অংশু হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশীয়া এক কন্যার গর্ভে সত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। সত্ত্বের পুত্র সাত্বত। লি-পু-৬৮। সত্ত্ব (২) দেখ।

সত্বত—জ্যামঘ-বংশীয় পুরুহোত্রের তনয় অংশ। অংশ হইতে সত্বত। এই সত্বত হইতে সাত্বত বংশ প্রবর্ত্তিত হয়। সত্বতের পুত্রগণের নাম—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২, ১৩। পুরুহোত্র ও সত্ত্ব (২) দেখ। (২) জ্যামঘ-বংশীয় অংশুর পুত্র। তাঁহার তনয় সাত্বত। গরু-পু-১৪৩। সাত্বত দেখ। (৩) জ্যামঘ (অথবা যদু)-বংশীয় অংশুর তনয়। তিনি দানশীল, ধনুর্ব্বিদ্যাগ্রগণ্য ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। রাজর্ষি সত্বত, কুণ্ড ও গোলকদিগের জন্য এক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার তনয় সাত্বত। (ব্যাভিচার দুষ্ট সধবা নারীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে কুণ্ড বলে এবং ঐরূপ বিধবার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের নাম গোলক)। কূর্ম্ম-পু-২৪।

সত্ত্বধৃতি—সত্ত্বধৃতি দেখ।

সত্ত্বাবৃহত্তাবৃহক—গন্ধর্ব বিশেষ।

অর্জ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আসিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

সত্য—(১) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। রৈবত মনু (১৮) দেখ। (২) সংহিতাকার নৃপাত্মজের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬১। আজবস্তু ও হিরণ্যনাভ দেখ। (৩) রৈবত মন্বন্তরে অভূতরজঃ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২ রৈবতমনু (৮) ও (১২) দেখ। তামস মন্বন্তরের দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। তামসমনু দেখ। (৫) উত্তম-মনুর অধিকার কালে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তম মনু দেখ। (৬) উত্তম মন্বন্তরে অন্যতম দেবগণ। বিষ্ণু-৩য়-১। সৌর-৩২। বৃহন্না-৩৭। ভাগ-৮স্ক-১। গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-৪৫। (৭) বরাহকল্পে দ্বিতীয় দ্বাপরে সত্য নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন শিব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-৭। (৮) অন্যতম অগ্নি। বায়ু-২৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৯) অঙ্গিরা-বংশীয় অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৫। অঙ্গিরা দেখ। (১০) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার মুখ হইতে জয় নামে যে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুই প্রথমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ হইতে আকূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই আবার উত্তম মন্বন্তরে সত্য দেবগণ সহ সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বায়ু-৬৭। (১১) সত্য, পুরুকুৎস, অনুহবান, সঙ্কৃতি প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতিগণ, তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৯১। (১২) দশম মনু ব্রহ্ম সাবর্ণির অধিকার কালে, তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অপামূর্ত্তি ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৩) দক্ষকন্যা শ্রদ্ধার গর্ভজাত পুত্র সত্য। ভাগ-৪স্ক-১। (১৪) নরপতি হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র সত্য। হবির্দ্ধান দেখ। (১৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ভদ্রার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম সত্য। ভাগ-১০স্ক-৬১। ভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণ (পুত্রগণের তালিকা) দেখ। (১৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভীমের তনয় সত্য। তাঁহার পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র রঘু। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১৭) কাশীর অধিপতি দেবসেনের অন্যতম পুত্র সুমনা। তাঁহার তিন পুত্রের অন্যতম সত্য। সুমনা দেখ। (১৮) সত্য নামক দেবের পত্নী সতী। দেবীভা-৯স্ক-১। (১৯) সত্য নামে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দরিদ্রতা নিবন্ধন যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য পশু আহরণ করিতে না পারিয়া, ফল মূলাদিই

পশ্বাদির বরূপ করিয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। একদিন ধর্ম্ম মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের আয়োজন করিয়া কেন পাপ সঞ্চয় করিতেছ? তুমি অদ্য আমাকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন কর; তাহা হইলে তুমি স্বর্গে গমন করিতে পারিবে।" ব্রাহ্মণ স্বর্গ-গমনেচ্ছু হইয়া, সেই মৃগকেই হনন করিতে উদ্যত হইলে, দেবী সাবিত্রী তাঁহাকে মৃগ বধ করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেবীর বাক্যে মৃগ বধ করিলেন না। কিন্তু সেই মৃগরূপী ধর্ম্ম বারংবার ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তিনি যেন যজ্ঞে তাঁহাকে বধ করেন। তাহা হইলে তিনি (অর্থাৎ মৃগ) ও ব্রাহ্মণের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। মৃগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং স্বর্গে গমন করিবার লোভে, আবার সেই ব্রাহ্মণ মৃগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধর্ম্ম ছদ্মরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞের নিমিত্ত প্রাণি-হিংসা করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বাক্যে যজ্ঞে প্রাণিবধ একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৭২। (২০) বীতহব্য রাজার বংশীয় বিতত্যের পুত্র সত্য। তাঁহার পুত্র সন্ত। মহাভা-অনু-৩০। শ্রবা দেখ। (২১) রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম সত্য। রৈবত মনু (১১) দেখ। (২২) চেদিরাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র সত্য। গরু-পূ-১৪৪। সত্তম দেখ। (২৩) সত্য, সর্পমালী, সুমিত্র, শুনক, শুক, স্থূলশিরা, সুমন্ত্র, সারিক, সিনীবাক্, সত্যপাল, শিখাবান্, সাবর্ণ, সনাতন, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মুনিগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৪। (২৪) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম সত্য। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দেখ। (২৫) দশজন বিশ্বদেবগণের অন্যতম সত্য। মনুমান দেখ। (২৬) পরম বৈষ্ণব রাজা রত্নগ্রীবের মন্ত্রী সত্য ছিলেন। তিনিও রাজার সহিত স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-১২। রত্নবীর দেখ। (২৭) সত্য নামে একজন সার্ব্বভৌম নরপতি পাপানুষ্ঠান করিয়া কুক্কুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এক ব্রাহ্মণের নিকট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-ক্রি-২১। (২৮) দশজন বিশ্বদেবের অন্যতম সত্য। মৎ-২০৩। করজ ও মনুমান দেখ। (২৯) দশজন সোমপায়ী আঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম সত্য। মৎ-১৯৬। আত্মা দেখ। (৩০) ধর্ম্মসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র সত্য। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৩১) অজিতার গর্ভজাত দ্বাদশজন অজিত দেবগণ উত্তম মন্বন্তরে উত্তম মনুর পুত্ররূপে সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহা-

দের নাম হয় সত্য দেবগণ। তাঁহারা তৃতীয় দ্বাপরে যজ্ঞভাগী ছিলেন এবং তামস মনুর অধিকার কালে তামস মনুর পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। বায়ু-৬৭।

সত্যক—(১) সত্যকের পুত্র যুযুধান ও সাত্যকি। হরি-হরি-৩৪। (২) সুভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র সত্যক। গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (৩) তামস মন্বন্তরে দেবগণের অন্যতম সত্যক। ভাগ-৮স্ক-১। (৪) বৃষ্ণি-বংশীয় শিনির তনয় সত্যক, তাঁহার পুত্র সাত্যকি। মৎ-৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অগ্নি-২৭৫। বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪। গরু-পূ-১৪৩। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) চন্দ্রবংশীয় যুত্রের পুত্র। তাঁহার তনয় সাত্যকি। লি-পূ-৬৯।

সত্যকর্ণ—কুরুবংশীয় চন্দ্রাপীড়ের তনয়। তাঁহার পুত্র শ্বেতকর্ণ। হরি-হরি-.৮৫। শ্বেতকর্ণ দেখ।

সত্যকর্ম্মা—(১) যযাতি-বংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র। তাঁহার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই মহাবীর কর্ণের পালক পিতা। মৎ-৪৮। (২) যযাতি-বংশীয় ধৃতব্রতের তনয়। তাঁহার পুত্র অধিরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। হরি-হরি-৩১। ভাগ-৯স্ক-২৩। বায়ু-৯৯।

সত্যকাম—তিনি সত্যকাম জাবালি নামেও পরিচিত। জবালা দেখ।

সত্যকেতু—(১) কাশীরাজ ধর্ম্মকেতুর পুত্র। ধর্ম্মকেতু দেখ। (২) কাশীরাজ প্রতর্দ্দনের বংশীয় সুকুমারের পুত্র। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-৩২। (৩) ঐ বংশীয় ধর্ম্মকেতুর পুত্র। তাঁহার পুত্র বিভু। বায়ু-৯২। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। বিভু (৩), (১৪) ও (১৯) এবং সুনীত দেখ। (৪) উগ্রসেনের মহিষী পদ্মাবতী বিদর্ভরাজ সত্যকেতুর কন্যা ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৪৮,৫১। (৫) প্রতর্দ্দনবংশীয় সুনীতের পুত্র সত্যকেতু। তাঁহার পুত্র বিভু। গরু-পূ-১৪৩। (৬) সত্যকেতু নামক এক ব্রাহ্মণ কার্ত্তিক মাসে কেবল অন্নদান করিয়াই মোক্ষ লাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২। (৭) অক্রূর হইতে কাশিরাজ-নন্দিনীর গর্ভে সত্যকেতু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৮) অপামূর্ত্তি দেখ।

সত্যগণ—বিভিন্ন মন্বন্তরে সত্য নামে দেবগণ ছিলেন। উত্তম, রৈবত ও চাক্ষুষ মনু এবং সত্য দেখ।

সত্যঘোষ—বীরভদ্র ও যশোভদ্র নামক রাজপুত্রদ্বয় পূর্ব্বজন্মে সত্যঘোষ নামক শূদ্রের পুত্র ছিলেন। তখন তাঁহাদের নাম ছিল গর ও সঙ্গর। পদ্ম-ক্রি-৩। যশোভদ্র দেখ।

সত্যজিৎ—(১) অজমীঢ়-বংশীয় বৃহদ্ধর্ম্মার পুত্র। তাঁহার তনয় বিশ্বজিৎ। হরি-হরি-২০। বিশ্বজিৎ ও বৃহদিষু (৩) দেখ। (২) জরাসন্ধ-বংশীয় সুনীথের তনয় সত্যজিৎ। তাঁহার পুত্র বিশ্বজিৎ। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) বসুদেবের ভ্রাতা

[illegible] হইতে কন্যার গর্ভে সত্যজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। কঙ্ক দেখ। (৫) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় [illegible] তনয় সত্যজিৎ; তাঁহার পুত্র বিশ্বজিৎ। গরু-পূ-১৪৫। সুবল দেখ। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা হইতে সত্যজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। শৈব্যা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭) ভরতবংশীয় রজের তনয় সত্যজিৎ। তাঁহার শত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বজ্যোতিই প্রধান ছিলেন। অগ্নি-১০৭। (৮) ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামক গ্রামণীদ্বয় মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। ঋতুজিৎ ও সূর্য্য দেখ। (৯) সত্যজিৎ নামক যক্ষ ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২অ-১০। যজ্ঞোপেত দেখ। (১০) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় সুনেত্রের পর সত্যজিৎ তিরাশী বৎসর রাজ্যপালন করেন। তৎপরে বীরজিৎ রাজা হন। বায়ু-৯৯। বীরজিৎ দেখ। (১১) তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকার কালে সত্যজিৎ ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। সত্যসেন ও উত্তম মনু দেখ। (১২) অজমীঢ়-বংশীয় ঋষভের পুত্র। তাঁহার তনয় পুষ্পবান। কল্কি-৩অ-৪। (১৩) পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদের অন্যতম পুত্র। অর্জ্জুন যখন দ্রোণাচার্য্যকে গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। মহাভা-আদি-১২৮; উদ্-৫৬। (১৩) মরুদ্‌গণের অন্যতম। মরুৎগণের তালিকা দেখ। (১৪) সত্যজিৎ প্রভৃতি গ্রামণীগণ পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যদেবের রশ্মি সংবরণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ ও সূর্য্য দেখ।

সত্যজ্যোতি—উনপঞ্চাশজন মরুতের অন্যতম। মরুদ্‌-গণের তালিকা দেখ।

সত্যতপা—(১) মহর্ষি উতথ্যের এক নাম। (২) ভৃগুবংশীয় একজন ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমে দস্যুসংশ্রবে পড়িয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে মহর্ষি দুর্ব্বাসার উপদেশে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। বরা-৯১। (৩) সত্যতপা নামে এক মুনি পরম হরিভক্ত ছিলেন। তিনি নিয়ত হরির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি জন্মান্তরে বৃন্দাবনে সুভদ্র নামক গোপের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় ভদ্রা। পদ্ম-পাতা-৪১।

সত্যতর—সংহিতাকার মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রপ্রমতির নিকট যে সংহিতা লাভ করেন, তাহা তিনি নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশ্রবাকে তাহা অধ্যয়ন করান। সত্যশ্রবার নিকট হইতে সত্যহিত তাহা লাভ করিয়া, নিজপুত্র সত্যতরকে উহা শিক্ষা দেন। মহাত্মা সত্যশ্রী সেই সংহিতা সত্যতরের নিকট হইতে প্রাপ্ত

বর। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬১।

সত্যজিৎ—রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র শিব-ধর্ম-৫৮। রৈবতমনু ও সুব্যক্ত দেখ।

সত্যদেবী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। বসুদেব দেখ।

সত্যধনা—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সত্যব্রতের পত্নী এবং প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাতা। কূর্ম-পূ-২১।

সত্যধর্মা—(১) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে সত্যধর্মা নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী সর্ব্ব-প্রকারে পুণ্যশীল ছিলেন। কিন্তু রাজা সত্যধর্মা একবার কৌতুকবশতঃ এক শরণাগত মৃগের প্রাণবধ করেন। সেই পাপে রাজদম্পতি বিভিন্ন ইতর জন্তু রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরিশেষে মুক্তি-লাভ করেন। পদ্ম-ক্রি-৮। (২) অঙ্গবংশীয় ধৃতব্রতের তনয়। তাঁহার পুত্র অধিরথ। অধিরথের পুত্র কর্ণ। গরু-পূ-১৪৩।

সত্যধৃত—অজমীঢ়-বংশীয় পুষ্প-বানের তনয়। তাঁহার মাতা সুধন্বা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

সত্যধৃতি—(১) অজমীঢ়-বংশীয় ধৃতি-মানের পুত্র। তাঁহার তনয় দৃঢ়নেমী। মৎ-৪৯। হরি-হরি-২০। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (২) ঐ বংশীয় কৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি। তৎপুত্র দৃঢ়নেমী। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) শতানন্দ ঋষির পুত্র। তিনি ধনুর্ব্বিদ্যার পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারই সন্তান কৃপ ও কৃপী নামক মিথুন। গরু-পূ-১৪৪। মৎ-৫০। হরি-হরি-৩২। ভাগ-৯স্ক-২১। অগ্নি-২৭৮। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) জনক-বংশীয় মহাবীর্য্যের তনয়। তাঁহার পুত্র ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৫) সত্যধৃতি নামক একজন নরপতি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি ১৮৬। (৬) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি আদিত্যদেব সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৮৫।

সত্যধৃষ্ণু—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথুক নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিত দেখ।

সত্যধ্বজ—(১) উজ্জয়িনীতে সত্য-ধ্বজ নামে একজন প্রজাপালক ধর্ম্মাত্মা নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বসুশ্রুত। সৌর-৬৪। (২) জনক-বংশীয় ঊর্জ্জ-বহের পুত্র। তাঁহার তনয় কুণি। কুণির সুত অঞ্জন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

সত্যনিষ্ঠ—মহর্ষি দুর্ব্বাসার অন্যতম বিষ্ণুভক্ত শিষ্য। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৪।

সত্যনেত্র—(১) অত্রিবংশীয় সত্যনেত্র তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। হরি-হরি-৭। (২) অত্রির পত্নী অনসূয়ার গর্ভে সত্যনেত্র প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বি-

পু-১৫। অহল্যা ও আপোমূর্ত্তি দেখ।

সত্যনারায়ণ—দেব বিশেষ। প্রদোষ কালেই তাঁহার পূজা বিধেয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২৩৩।

সত্যপাল—জনৈক বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

সত্যবতী—(১) অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎসী রূপে যমুনাতে বাস করিত। সেই মৎসীরূপিণী অপ্সরা রাজা উপরিচরবসুর বীর্য্য পান করিয়া গর্ভবতী হয়। তাঁহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ধীবরেরা সেই শাপগ্রস্ত অপ্সরাকে জালে আবদ্ধ করে। তাহারা তাহার উদরে মনুষ্য সন্তান প্রাপ্ত হইয়া রাজা উপরিচরবসুকে সংবাদ প্রদান করে। নরপতি তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পালন করেন। ঐ মৎসী গর্ভজাত পুত্র পরম ধার্ম্মিক মৎস্যরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ মৎসীর গর্ভোৎপন্ন কন্যাকে রাজা মৎসরাজের কন্যারূপে প্রদান করেন। মৎসীর গর্ভে উৎপন্না বলিয়া, তাহার এক নাম হয় মৎস্যগন্ধা। তাঁহারই এক নাম ছিল সত্যবতী। সেই কন্যা পিতৃ-শুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত। মহর্ষি পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। পরাশর মুনির বরে সত্যবতীর দেহ হইতে মৎস্যগন্ধ দূরীভূত হয় এবং তিনি যোজন-বিস্তারি সুগন্ধ লাভ করেন। তজ্জন্য সত্যবতীর আরও দুইটী নাম হয়, গন্ধবতী ও যোজনগন্ধা। মহাভা-আদি-৬৩। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও অদ্রিকা দেখ। (২) অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা অচ্ছোদা পিতৃগণের শাপে পৃথিবীতে বসু নামক নৃপতির অদ্রিকা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে অষ্টবিংশ দ্বাপরে তিনি মৎস্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দাসবংশে সত্যবতী নামে কথিতা হন। হরি-হরি-২৮। দেবীভা-২স্ক-১২। বায়ু-৭৩। অচ্ছোদা ও পরাশর দেখ। (৩) ব্রহ্ম-শাপ গ্রস্তা মৎস্যরূপিনী গিরিকা জলে অবস্থান কালে রাজা উপরিচরবসুর বীর্য্যপান করিয়া গর্ভবতী হয়। ঐ মৎস জালে ধৃত হইলে, ধীবররাজ-মহিষী তাহাকে ছেদনপূর্ব্বক তাহার উদরে দুইটী মনুষ্য-সন্তান লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে একটী পুত্র অপরটি কন্যা। ধীবররাজ পুত্রটিকে রাজা উপরিচরবসুকে প্রদান করেন। কন্যাটি তাঁহার গৃহেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাঁহার নাম হয় সত্যবতী। সূর্য্য-কন্যা কালিন্দীই, পরাশর মুনির মনো-ভিলাষ পূরণের জন্য, ইন্দ্রাদেশে মৎসী গর্ভে জন্মলাভ করেন। সত্যবতী পিত্রাদেশে যমুনাতে নৌকা বাহনের কার্য্য করিতেন। পরাশর মুনির ঔরসে

সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রসব করেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৪) দাসরাজের দুহিতা সত্যবতী পরে শান্তনুরাজার মহিষী হইয়াছিলেন। শান্তনু ও ভীষ্ম (১২৪৯পৃঃ) দেখ। (৫) মহারাজ গাধির কন্যা। তিনি ভৃগুনন্দন ঋচীকের পত্নী হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১১৪; শান্তি-৪৯; অনুশা-৫। হরি-হরি-৩২। ভাগ-৯স্ক-১৫। শিব-ধর্ম্ম-৩০। বায়ু-৬৫, ৯১। গরু-পূ-১৪৩। (৬) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯। (৭) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপূ-১৬।

সত্যবসু—জনৈক বৈশ্য। তাঁহার পত্নীর নাম জাবগুা।

সত্যবাক্—(১) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অব্যয় ও রৈবত-মনু দেখ। (২) সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। মার্ক-৮০। সাবর্ণি মনু দেখ। (৩) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৮। কূর্ম্ম-পূ-১৪। ব্রহ্মা-৬৮। বিষ্ণু-১ম-১৩। ব্রহ্মপূ-২। বায়ু-৬২। গরু-পূ-৮৭। চাক্ষুষমনু ও মধুশ্রী দেখ। (৪) দক্ষ-কন্যা মুনির গর্ভজাত কশ্যপের সন্তানগণের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। কশ্যপ ও মুনি দেখ। (৫) জনৈক মহর্ষি। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭। (৬) দেবসেনাপতি স্কন্দের এক নাম। মহাভা-বন-২৩০। (৭) সাবর্ণি-মনুর অন্যতম পুত্র। সাবর্ণি মনু দেখ।

সত্যবাদিনী—দেবী সাবিত্রী কুমুদ তীর্থে সত্যবাদিনী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

সত্যবান—(১) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২। মৎ-৪। (কোনও কোনও পুরাণে সত্যবাক্ নাম পাওয়া যায়। সত্যবাক্ দেখ)। (২) রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। রৈবত মনু ও অব্যক্ত দেখ। (৩) শত্রুঘ্ন যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটনে গমন করেন তখন সত্যবান তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। সুবাহুরাজের পুত্র সহদেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম বীরভূষা। তিনি ও তাঁহার পত্নী যজ্ঞাশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য সরযূতে গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-২৯, ৩৬, ৩৭। (৪) দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র। তিনি অশ্বপতি রাজার কন্যা সাবিত্রীকে বিবাহ করেন। সাবিত্রী দেখ। (৮) সত্যবান নামে একজন রাজা ছিলেন। কতিপয় লোকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন কোনও একব্যক্তি কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য শুল্ক প্রদান করিয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ দেওয়া আদৌ দোষাবহ নহে। এমন কি শুল্ক-প্রদাতা জীবিত থাকিলেও

অপর সৎপাত্র প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত শুল্কপ্রদাতার পরিবর্ত্তে তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। মহাভা-অনুশা-৪৪।

সত্যবাহ—বৈদিককালের একজন ঋষি। মুণ্ডক। অথর্ব্বা দেখ।

সত্যবিক্রম—আগুকল্পে সত্যবিক্রম নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। শত্রুগণ-কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া সত্য-বিক্রম নরপতি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহাকে যথোচিত বন্দনা করিয়া, কি উপায়ে তিনি পুনরায় নিজ রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে মহাকাল বনে যাইয়া তথায় অবস্থিত এক তাপসের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলি-লেন। সত্যবিক্রম বশিষ্ঠের পরামর্শ-মত মহাকালবনে যাইয়া সেই তাপসকে অবলোকন করিলেন। সেই তাপসও রাজাকে দেখিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিয়া সহসা ভীষণ হুঙ্কার করিলেন। অমনি ভূমিতল ভেদ করিয়া পাঁচজন অতি পরমাসুন্দরী কন্যা উত্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে এক কনকনির্ম্মিত পীঠ; একজনের হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার; দুইজন বীজনহস্তা। তাহারা সসম্মান সত্যবিক্রম রাজার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল এবং পঞ্চমা কন্যা নৃপতির পদদ্বয় প্রক্ষালনের নিমিত্ত উদ্গ্রীবা হইল। অতঃপর সেই তাপস পুনরায় হুঙ্কার করিলেন। অমনই দেবপুর হইতে অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। তৎসঙ্গে এক পরম জ্যোতির্ম্ময় শিব-লিঙ্গও সেইস্থানে আবির্ভূত হইল। এইসকল পরমাশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া রাজা তাপসকে ঐ সকল রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপস বলিলেন যে ঐ সকল তাঁহার তপস্যার প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে সেই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আরাধনা করিয়া ঐরূপ অসামান্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। এইকথা বলিয়া সেই তাপস পুনরায় এক হুঙ্কার প্রদান করিলেন এবং তখনই তাঁহার মুখ হইতে হুতাশন আবির্ভূত হইয়া চরা-চর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। অতঃ-পর তাপস সেই অগ্নিজ্বালা প্রশমিত করিয়া হুঙ্কার দ্বারা বায়ু-প্রবাহ সৃষ্টি করিলেন। তখন আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। সত্যবিক্রম হতবুদ্ধি হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক ভীষণ শব্দ হইল এবং প্রাকারাদি-পরিবৃত, সুবর্ণময় অট্টালিকাদি-সমন্বিত জন-সংকুল এক মহানগরী প্রাদুর্ভূত হইল। পুনরায় এক মহান্ শব্দ হইল এবং দুই জন নারী দৃষ্টি গোচর হইল। তাহাদের একজন শুভ্রবস্ত্র, অপর জন কৃষ্ণবস্ত্র

পরিহিতা ছিলেন। পুনরায় এক মহান্ শব্দ উত্থিত হইলে, দ্বিমস্তক, ষড়ানন এবং দ্বাদশপদ বিশিষ্ট এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। পুনরায় শব্দ হইল এবং আর এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়াই সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেন। এই রূপে সেই তাপস রাজাকে নিজ তপস্যার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া রাজার কৌতূহল উপশমার্থ নিম্নলিখিত ভাবে সমুদয় বিষয়ের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ পরিহিতা নারীদ্বয় দিবা ও রাত্রি। সেই অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষের মুখদ্বয় দুই অয়ন। ছয়টি মুখ ছয় ঋতু; দ্বাদশটি পদ দ্বাদশ মাস। অপর যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি সপ্ত সমুদ্র। এই রূপে তাপস ব্রাহ্মণ রাজাকে সংবৎসর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে রাজা যদি সেই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আরাধনা করেন তাহা হইলেই তিনি নিজ রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রাজা সত্যবিক্রম তখন তাপসের উপদেশ মত শিবলিঙ্গ আরাধনা করিয়া পুনরায় নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৫৪।

সত্যব্রত—(১) প্রিয়ব্রত-তনয় কুশদ্বীপাধিপতি রাজা হিরণ্যরেতার অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-২০। হিরণ্যরেতা দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রয্যারুণের পুত্র। তাঁহারই অন্যনাম ত্রিশঙ্কু। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬০, ৬১। বায়ু-৮৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। ভাগ-৯স্ক-৭। লি-পূ-৬৬। (৩) সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পুত্র হরিশ্চন্দ্র সত্যব্রতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৬। (৪) সত্যব্রতের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরি-হরি-১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। গরু-পূ-১৪২। (৫) সত্যব্রতের পত্নীর নাম সত্যরতা। তাঁহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮। (৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রিবন্ধনের তনয় সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু); তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র। ভাগ-৯স্ক-৭। (৭) তরুণের পুত্র সত্যব্রত। তাঁহার তনয় সত্যরথ। সত্যরথের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। অগ্নি-২৭৪। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মৎ-১২। (৮) সত্যব্রতের পত্নী সত্যধনার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৯) হয়গ্রীব কর্তৃক বেদ অপহৃত হইলে, বিষ্ণু সেই বেদ উদ্ধার করিবার জন্য শফরী মৎস্যের রূপ ধারণ করিয়া কৃতমালা নদীতীরে তর্পণপর সত্যব্রত মুনির নিকট গমন করেন। এই সত্যব্রতই পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন অথবা বৈবস্বত মনুরই নামান্তর সত্যব্রত। ভাগ-৮স্ক-২৪। মৎস্য-অবতার দেখ। (১০) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হিরণ্যরোমার পুত্র সত্যব্রত। হিরণ্যরোমা দেখ। (১১) নন্দভদ্র নামক বণিকের প্রতিবেশ-

জনৈক দুরাচার শূদ্র। সে নন্দভদ্রকে শিবপূজা পরিত্যাগ করিতে প্ররোচনা প্রদান করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৫। নন্দভদ্র দেখ। (১২) রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৩।

সত্যব্রতা—সত্যব্রত (৩) দেখ।

সত্যভামা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। তিনি সত্রাজিতের (মতান্তরে) ভঙ্গকারের কন্যা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ (৬৩), সত্রাজিত ও ভঙ্গকার দেখ। (২) সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে সমুদয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাদের নাম—(ক) ভানু, ভ্রমরেক্ষণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্র, চক্র, ও জলন্ধম, এই কয় পুত্র ও চারি কন্যা। মৎ-৪৭। (খ) ভানু, ভীমরথ, ক্ষুপ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্রজাক্ষ ও জলান্তক, এই সাত পুত্র, এবং মানু, ভীমনীকা, তাম্রপর্ণী ও জলন্ধমা এই চারি কন্যা। হরি-হরি-১৬০। (গ) সানু, ভানু, অক্ষ, মন্বয়, রোহিত, জরান্ধক, তাম্রবক্ষ, ভৌমরি ও জরন্ধম এই কয়টি পুত্র এবং ভানু, ভৌমরিকা, তাম্রপর্ণী ও জরন্ধমা এই কয় কন্যা। বায়ু-৯৬। (ঘ) ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্‌ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু। এই দশ তনয়। তাঁহারা প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করে। গর্গ-বিশ্ব-২৬। সুমতি দেখ। (ঙ) ভানু, ভীমরথ, ক্ষণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্রবক্ষ ও জলন্ধম। এই কয়টি পুত্র এবং ইহাদের অনুজা চারিটি কন্যা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (চ) সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু ও ভৌমরীক নামে দুই পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৫ম-৩২। (ছ) ভাগবতের তালিকা (১০স্ক-৬১ অঃ) উপরের (ঘ) চিহ্নিত তালিকার ন্যায়। কেবল অতিভানু ও শ্রীভানু নামের পরিবর্ত্তে অবিভানু ও বিভানু নাম পাওয়া যায়। (৩) একবার নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন-কালে স্বর্গ হইতে কল্পবৃক্ষের কয়েকটি পুষ্প সঙ্গে লইয়া আগমন করেন। তিনি ঐ পুষ্পগুলি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে, মাধব সেগুলি তাঁহার মহিষীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। কিন্তু ভ্রমবশতঃ তিনি সত্যভামাকে কিছুই প্রদান করেন নাই। পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মধুসূদন সত্যভামার ক্রোধ-শান্তির জন্য গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক দেবপুরে গমন করেন এবং তথা হইতে বলপূর্ব্বক কল্পবৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিয়া সত্যভামাকে প্রদান করেন। সত্যভামা ঐ কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কি প্রকারে প্রতিজন্মেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পতি এবং কল্পবৃক্ষ লাভ করিতে পারা যায় নারদকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ তদুত্তরে বলিলেন যে তুলাপুরুষ দান করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। সত্যভামা তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি কল্পবৃক্ষসহ তোলিত

করিয়া নারদকে প্রদান করিলেন। নারদ তখন কল্পবৃক্ষ লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর একদিন সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে তিনি তাদৃশ সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মের বিবরণ কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৮৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৩। গুণবতী (২) দেখ। (৪) বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে (উত্ত-১৮) সত্যভামা নামের পরিবর্ত্তে সত্যবতী নাম পাওয়া যায়। (৫) সত্যভামা রাধারূপে অবতীর্ণ শিবের অন্যতমা অংশ ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯। শিব (৪৫) দেখ। (৬) শ্রীকৃষ্ণ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে, সত্যভামাও পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ নৃপতির কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন। তখন তাঁহার নাম হইবে রমা। কল্কি-৩য়-১৩। (৭) কোনও কোনও পুরাণে সত্রাজিত-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীর নাম সত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কালি-৪০। পদ্ম-উত্ত-২৪৯। (৮) গোলকবিহারী হরি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন দেবী বসুধা সত্যভামারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৩। (৯) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বসুর পত্নীর নাম সত্যভামা। স্কন্দ-আব-রেবা-৯৭। (১০) চমৎকারপুরনিবাসী দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। স্কন্দ-নাগ-১৮৮। উদুম্বরী দেখ। (১১) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামা সঙ্গীত শাস্ত্রনিপুণা ছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অদ্ভু-রামা-৭।

সত্যমতী—সুমতী নামক এক রাজার মহিষী। তিনি পূর্ব্বজন্মে দাম্ভিক নামে এক ব্যাধের কন্যা ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল কোকিলিনী। বৃহন্না-১৮। সুমতি ও কোকিলিনী দেখ।

সত্যমিত্র—উনপঞ্চাশ জন মরুৎগণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ।

সত্যমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধ ও সুমেধা দেখ।

সত্যযজ্ঞ—অশ্বপতি দেখ। ছান্দো-৫ম অঃ ১১শ, খ-২৪ খ।

সত্যায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

সত্যরতা—সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পত্নী ও হরিশ্চন্দ্রের মাতা। বায়ু-৮৮। সত্যব্রত দেখ।

সত্যরথ—(১) সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পুত্র। তাঁহার তনয় হরিশ্চন্দ্র। মৎ-১২। অগ্নি-২৭৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) জনকবংশীয় রামরথের তনয়। তাঁহার পুত্র উপগুপ্ত। গরু-পূ-১৪২। (৩) জনকবংশীয় সমরথের পুত্র। তাঁহার পুত্র উপগুরু। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৪) জনকবংশীয় মীনরথের তনয়। তাঁহার পুত্র সাত্যরথী। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৫)

বিদর্ভ নগরীর অধিপতি। শাল্ব-নর-পতিগণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৬।

সত্যরথা—ত্রিশঙ্কু (সত্যব্রত) রাজার মহিষী। তিনি কেকয়-রাজকন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৩।

সত্যশীল—জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি কাশ্মীর দেশনিবাসী দেবব্রত নামক ব্রাহ্মণের কন্যা মালিনীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি মালিনীর প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন। মালিনী স্বামীকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে এক যোগিনীর নিকট হইতে ঔষধ আনয়ন করিয়া সত্যশীলকে পান করাইলেন। তৎফলে সত্যশীল নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পত্নীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, মালিনী পুনরায় সেই যোগিনীরই সাহায্যে তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২৪।

সত্যশ্রবা—(১) একজন সংহিতাকার ঋষি। সত্যতর দেখ। (২) অত্রি-বংশীয় ব্যয়ের পুত্র সত্যশ্রবা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি উষার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫। ৭৯, ৮০। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র। তাঁহার তনয় উরুক্রম। ভাগ-৯স্ক-২।

সত্যশ্রী—(১) একজন সংহিতাকার। তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল। তাঁহাদের নাম শাকল্য, রথন্তর, বাস্কলি ও ভরদ্বাজ। ব্রহ্মা-৬৬। (২) বায়ু-পুরাণ মতে (৬০ অঃ) সত্যশ্রীর তিন জন মাত্র শিষ্য ছিল। তাঁহাদের নাম—শাকল্য, রথীতর ও বাস্কলি ভরদ্বাজ।

সত্যসন্ধ—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (৩) মহাব্রতাবলম্বী রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবন দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪।

সত্যসহা—দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির অধিকার কালে হরি সত্যসহা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে সুনৃতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া স্বধামা নামে বিখ্যাত হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

সত্যসেন—(১) উত্তম মনুর অধিকার কালে ভগবান হরি ধর্ম্মের পত্নী সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তখন তাঁহার নাম হইবে সত্যসেন। তিনি ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্র সত্যজিতের সখা হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১। (২) আনর্ত্তাধিপতি বসুসেনের পুত্র। বসুসেন (২) দেখ।

সত্যহিত—(১) কুরুবংশীয় পুষ্পবানের পুত্র। তাঁহার তনয় উর্জ্জ।

হরি-হরি-৩২। (২) ঐ বংশীয় বৃষভের তনয়। তাঁহার পুত্র সুধন্বা। অগ্নি-২৭৮। উর্জ্জ দেখ। (৩) একজন সংহিতাকার। সত্যতর দেখ। (৪) কুরু-বংশীয় পুষ্পবানের তনয় সত্যহিত। তাঁহার পুত্র সুধন্বা। গরু-পূ-১৪৪। বায়ু-৯৯। (৫) কুরুবংশীয় ঋষভের তনয় সত্যহিত। তাঁহার পুত্র পুষ্পবান। ভাগ-৯স্ক-২২।

সত্যা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ (৬৩) দেখ। (২) চৈদ্যবংশীয় বৃহন্মনার অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৪৮। বায়ু-৯৯। (৩) অজিত নামে খ্যাত দ্বাদশজন দেবতা উত্তম মনুর অধিকার-কালে তাঁহার পুত্ররূপে সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বিষ্ণু-৩য়-১। বায়ু-৬৭। (৪) মন্থু নৃপতির পত্নী। তাঁহার গর্ভে ভৌবন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৫) যজ্ঞকালে হুতাশনে যে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয় তাহার নাম শংযু। ঐ শংযুর ভার্য্যার নাম সত্যা। তিনি ধর্ম্মের কন্যা। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। ঐ পুত্রগণের মধ্যে প্রথম জনের নাম ভরদ্বাজ। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে প্রথমে ঘৃতদ্বারা ঐ ভর-দ্বাজ নামীয় অগ্নির পূজা করিতে হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম উর্জ্জভরত। তাঁহার অনুজা তিন ভগিনী ছিল। মহাভা-বন-২১৭। (৬) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী সত্যা তুলসীর অংশজাতা ছিলেন। গর্গ-গোল-৩। (৭) শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামের পত্নীর নাম সত্যা। গর্গ-দ্বার-২২। (৮) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (৯) বিষ্ণুর অন্যতম পীঠ-শক্তি। যোগা দেখ। (১০) দেবী দুর্গার একনাম। তন্ত্র-৭৩৩-পৃঃ। দেবীপু-১২৭।

সত্যাখ্য—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৩।

সত্যাঙ্গ—প্রিয়ব্রতসুত ইধ্মজিহ্বের অধিকৃত গোমেধ দ্বীপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধাঞ্চন ও সত্যাঙ্গ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। শ্রুতধর দেখ।

সত্যাধার—যদুর অন্যতম পুত্র। যদু দেখ।

সত্যায়ু—উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুরূরবা নৃপতির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৫। জয় ও পুরূরবা দেখ।

সত্যেয়ু—(১) অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভজাত রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত রৌদ্রাশ্ব নৃপতির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২০।

সত্রাজিৎ—(১) যদুবংশীয় নিঘ্নের অন্যতম পুত্র। তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন এবং বিবস্বানের সহিত তাঁহার অতিশয় প্রীতি থাকাতে সূর্য্যদেব সখাকে প্রণয়-চিহ্ন স্বরূপ এক অত্যুৎ-

ভুষ্ট মণি প্রদান করেন। সেই মণি হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হইত এবং তাহার প্রভাবে অনাবৃষ্টি হইত না এবং দেশে ব্যাধিভয় ছিল না। সত্রাজিত সেই মণি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ব্রহ্মপু-১৬। লি-পূ-৬৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৯। ভাগ-১০স্ক-৫৬, ৫৭। প্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ (৮০) ও শতধন্বা দেখ। (২) রাজা সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। সত্যভামা, শ্রীকৃষ্ণ ও ভঙ্গকার দেখ। (৩) কেকয় রাজের দশ কন্যা সত্রাজিতের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সত্রাজিতের একশত একটী পুত্র জন্মে তাঁহাদের মধ্যে ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ। মৎ-৪৫। (৪) সত্রাজিত পূর্ব্ব জন্মে অত্রি-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল দেবশর্ম্মা। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১০। গুণবতী দেখ।

সত্রায়ণ—চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির অধিকার কালে বিষ্ণু সত্রায়ণ হইতে বিনতার গর্ভে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় বৃহদ্ভানু। ভাগ-৮স্ক-১৩।

সদ—(১) অঙ্গিরার পত্নী সুরূপার গর্ভে সদ প্রভৃতি দশপুত্র জন্মে। মৎ-১৯৬। অঙ্গিরা ও আত্মা দেখ। (২) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭।

সদশ্ব—(১) পুরুবংশীয় সমরের অন্যতম পুত্র। সমর দেখ।

সদসম্পতি—অন্যতম রুদ্র। বায়ু-৯৬। একাদশরুদ্র ও রুদ্র দেখ।

সদস্যমান—অঙ্গিরসের তেত্রিশজন মন্ত্র-প্রণেতা পুত্রগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

সদাগতি—সর্ব্বত্র গমন করেন বলিয়া দেবী দুর্গা সদাগতি নামে কীর্ত্তিতা হন। তন্ত্র-৭৩২ পৃঃ।

সদাচন্দ্র—মগধের ভবিষ্য বৈদেশিক বৃষরাজগণের অন্যতম। ভোগীরাজের পর তিনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্রাংশ, নখবান, ধনবর্ম্মা, বিংশজ ও ভূতিনন্দ রাজ্য পালন করেন। অতঃপর অঙ্গ-বংশীয় নন্দন মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-৯৯।

সদাপক্ষ—যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

সদাপূর্ণ—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। ঋক্-৫।৪৪।১২।

সদাযজ্ঞ—যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-১৩। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

সদালম্ব, সদালম্ভ—যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

সদাশিব—দেববেদ মহেশ্বরের এক

নাম।

সদাহাসা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ।

সদৃক—মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্-গণের তালিকা দেখ।

সদৃক্ষ—মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্-গণের তালিকা দেখ।

সদ্দম—কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতির গর্ভে সদ্দম প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৪। নাক দেখ।

সদ্বতী—মহর্ষি পুলস্ত্যের কন্যা। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। পুলস্ত্য দেখ।

সদ্বৃত্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

সদ্যোজাতা—তন্ত্রোক্ত স্বরবর্ণের অন্যতম মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। ভৌতিক দেখ।

সধমু—কুরুবংশীয় পরীক্ষিতের তনয়। তাঁহার পুত্র জহ্নু ও নিষধ। কল্কি-৩য়-৪। পরীক্ষিত দেখ।

সধৃতি—চন্দ্র-বংশীয় বভ্রুর পুত্র। তাঁহার তনয় কৌশিক। লি-পূ-৬৮।

সধ্বংসাখ্য—একজন কণ্ব-গোত্রিয় ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অশ্বি-দ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।৮।

সধ্র—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতি-পয় ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১১৪

সধ্রি—অত্রির অপত্য মহর্ষি সধ্রি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি কশ্যপ-বংশীয় অবৎসার, অবদ, যজত প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বদেবগণের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪৪।১০

সন—(১) ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র। সনৎকুমার দেখ। (২) কঙ্ক নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। ঋভু দেখ।

সনক—(১) সনকাদি ব্রহ্মার কতিপয় মানসপুত্রের নাম একাধিক পুরাণে পাওয়া যায়। তাহাদের বিভিন্ন তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) ১ম-সনক; ২য়-সনৎকুমার; ৩য়-সনন্দন; ৪র্থ-সনাতন; ৫ম-সন; ৬ষ্ঠ-সনৎসুজাত; ৭ম-কপিল। মহাভা-শান্তি-৩৪১। (খ) সনকাদি প্রথম ছয়জন ও বরদ। হরি-হরি-২১৮। (গ) সনকাদি প্রথম চারিজন ও ঋভু। শিব-বায়-পূ-১০। ব্রহ্মা-৬, ৯। বায়ু-৬, ৯। (ঘ) সনকাদি প্রথম চারিজন এবং শম্ভু। সৌর-২৩। (ঙ) সনকাদি প্রথম চারিজন। বৃহন্না-২। ভাগ-২স্ক-৭। বরা-২। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (চ) সনকাদি সাত-জন মানস পুত্র। (নাম নাই) স্কন্দ-আব-অব-২। (ছ) সনকাদি প্রথম চারিজন ও ক্রতু। কূর্ম্ম-পূ-৭। (জ) সনক, সনন্দ ও সনাতন—এই তিন

জন। লি-পু-৫। (২) সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ পূর্ব্বে, দিগম্বর অবস্থায় বিচরণ করিতেন। ঐ ভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহারা একবার বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। জয় ও বিজয় নামক বিষ্ণুলোকের দ্বারপালদ্বয় তাঁহা-দিগকে দেখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিতে বাধা প্রদান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিগণ তাঁহাদিগকে "অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। ঐ জয় ও বিজয়ই মর্ত্ত্যে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৩। (৩) সনকাদি মানস-পুত্রগণ প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে নির-পেক্ষ হইলে ব্রহ্মার অতিশয় ক্রোধের উদ্ভব হয়। সেই ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎ-পন্ন হন। ব্রহ্মার সনকাদি পুত্রগণ আসক্তি হীন ও মাৎসর্য্য শূন্য ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৪) বিবিধ লোক সৃষ্টিকরি-বার জন্য ব্রহ্মা পূর্ব্বে 'সন' অর্থাৎ অখণ্ডিত তপস্যা করেন। তাহা হইতেই সনকাদি পুত্রগণ উৎপন্ন হন। পূর্ব্ব-প্রলয়কালে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্য ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৫) ব্রহ্মা প্রথমে রুদ্র প্রভৃতি তপোধনদিগকে সৃজন করেন তৎপরে সনকাদি পুত্রগণকে এবং সর্ব্বশেষে মরীচি আদি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা উৎপন্ন হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে সনকাদি পুত্রগণকে ব্রহ্মা নিবৃত্তি ধর্ম্মে এবং মরীচি আদি পুত্রগণকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে নিয়োজিত করেন। বরা-২। (৬) বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয় বিষ্ণু-দর্শনাভিলাষী সনকাদি ব্রহ্ম-তনয় দিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেন। তজ্জন্য বিষ্ণুর অভিশাপে জয় ও বিজয় অসুরযোনি লাভ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৫২। (৭) লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের বিবাহকালে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মার সনকাদি তনয়গণ সদস্য হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৪। (৮) সনক, সনৎকুমার ও সনা-তন ইহারা পিতৃগণের অন্যতম বলিয়া পরিচিত। গরু-পূ-৫। (৯) ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে আত্মতুল্য প্রভাবশালী চারি-পুত্রকে মন হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরমযোগী ব্রহ্ম-পুত্রগণ বৈরাগ্য অব-লম্বন করিয়া ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করেন। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের এইরূপ উপেক্ষা দর্শন করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া নারায়ণের পরা-মর্শে স্বয়ংই তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন কূর্ম্ম-পূ-৭। শিব-বায়-পূ-১০। (১০) সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়গণ কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। লি-পূ-৫। (১১) কঙ্ক নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নামে চারিজন দৃঢ়ব্রত শুদ্ধযোগী তনয় ছিল। লি-পূ-২৪। শিব-বায়-উত্ত-

১০। (১১) যজ্ঞ-বিরোধি সনক প্রভৃতি অনার্য্যেরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। ঋক্-১। ৩৩। ৪। (১৩) ধর্ম্মের ভার্য্যা অহিংসার গর্ভে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার ও কপিল নামে পাঁচপুত্র জন্মে। বাম-৬০। সনৎকুমার দেখ। (১৪) সনক প্রভৃতি ঋষিগণ সোমের যজ্ঞে ঋত্বিক হইয়াছিলেন। মৎ-২৩।

সনৎকুমার—(১) একজন ধ্যাননিষ্ঠ পরমযোগী মহর্ষি। তিনি প্রজাপতির পুত্র ছিলেন। রাবণ পৃথিবীজয়েচ্ছু হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাহার সহায়তা লইয়া দেবগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। সনৎকুমার তদুত্তরে বলেন যে দেবগণের উপাস্য নারায়ণ হরিই দেবগণকে শত্রুজয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। তখন রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে হরির হস্তে যাঁহারা নিহত হন, তাঁহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়েন। তদুত্তরে সনৎকুমার বলেন যে তাঁহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই কথা বলিয়া সনৎকুমার রাবণের নিকট হরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। রামা-উত্ত-৪৩, ৪৪। (২) ব্রহ্ম-তনয় সনৎকুমার ঋষিগণের প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে শিব মাহাত্ম্য ও তদানুষঙ্গিক বহু উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। শিব-সনৎ। (৩) ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার সুমেরুর দক্ষিণ শিখরে তপস্যা করিতেন। নিজেকে সকল যোগিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া একবার সনৎকুমার অহঙ্কারে শিবের প্রতি সম্যক সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। সেই অপরাধে নন্দীর অভিশাপে সনৎকুমার উষ্ট্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং তিনি পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইবার জন্য দীর্ঘকাল শিব ও পার্ব্বতীর আরাধনা করেন। অতঃপর সনৎকুমারের কাতর প্রার্থনায় নন্দী তাঁহার কোপ পরিহার করিলে, শিব-অনুগ্রহে সনৎকুমার পুনরায় স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সনৎকুমার যে নিজের মূঢ়তা বশতঃই শিবের অবমাননা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলে শিব নন্দীকে বলেন "তুমি সনৎকুমারকে শিষ্যরূপে গ্রহণকরিয়া তাঁহাকে আমার মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিও।" তখন ব্রহ্মার আদেশে নন্দীর অনুগ্রহ লাভের জন্য সনৎকুমার সুমেরু শিখরে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। শিব-বায়ু-উত্ত-৩০। (৪) সনৎকুমার নামক ঋষিকে ব্রহ্মা সকলের অগ্রে সৃজন করেন। তৎপরে মরীচি, প্রমুখ, সপ্তঋষি ও একাদশ রুদ্র সৃষ্ট হন। সনৎকুমার নিজ তেজ সংক্ষেপ করিয়া তপস্যায় ব্রতী হন। শিব-ধর্ম্ম-

৫১। (৫) মরীচি আদি সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্ট হইবার পর ব্রহ্মা বামদেব (অথবা রুদ্র) ও সনৎকুমারকে সৃজন করেন। ব্রহ্ম-পুত্র সনৎকুমার পূর্ব্বজদিগেরও পূর্ব্বজ ছিলেন। মৎ-৪। ব্রহ্মপু-১। (৬) সনৎকুমারের প্রার্থনায় নারদ তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ ও ভগবানের অর্থাৎ শিবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এতদ্ভিন্ন নারদ সনৎকুমারকে গঙ্গা মাহাত্ম্য এবং নারায়ণের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৃহন্না—৪, ৫, ৬, ১০, ১৩, ৩২। (৭) অতীত সপ্তমকল্পে ব্রহ্মা ঋভু, সনৎকুমার প্রভৃতি মানস-পুত্রকে সৃজন করেন। বায়ু-২৫। (৮) ধর্ম্ম-পুত্র সনৎকুমার [সনক (১১) দেখ] একবার ব্রহ্মার নিকটে যোগজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলেন "তুমি সাংখ্যযোগ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যদি পুত্ররূপে আমার নিকটে জ্ঞানতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে আমি তাহা কীর্ত্তন করিব।" তদুত্তরে সনৎকুমার বলিলেন যে তিনি যখন ব্রহ্মার নিকট শিষ্যরূপে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি পুত্রের স্থানই অধিকার করিয়াছেন। কারণ পুত্র ও শিষ্যে কোনই পার্থক্য নাই। ব্রহ্মা তখন বলিলেন যে অধ্যাপনা বিষয়ে পুত্র ও শিষ্য এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত না হইলেও ধর্ম্মকার্য্যে পুত্র ও শিষ্যের পার্থক্য বিচার করা হয়। পুন্নাম-নরক হইতে যে ত্রাণ করে সে পুত্র এবং শেষ অর্থাৎ পাপ হরণ যে করে সে শিষ্য। তখন সনৎকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্র যাহা হইতে ত্রাণ করে সেই পুন্নাম নরক কাহাকে বলে, এবং শিষ্য যাহা হরণ করে সেই শেষ অথবা পাপই বা কি।" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন "পরদার গমন, পাপীসংসর্গ, এবং সকল ব্যক্তির প্রতি পরুষ ব্যবহার এই তিনটিকে প্রথম নরক (পাপ) বলিয়া ধরা হয়। বৃক্ষাদি হইতে ফল অপহরণ, বৃক্ষাদি ছেদন এবং নিস্ফল পর্য্যটন, এই গুলি দ্বিতীয় নরক তুল্য। ঘৃণ্য দ্রব্য গ্রহণ, অবধ্যের বধ ও বন্ধন এবং সুহৃদদিগের সহিত বিবাদ এই গুলি তৃতীয় নরকের ন্যায়। স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া এবং সর্ব্বভূতের ভয়-সৃজন এই দুইটিকে চতুর্থ নরক বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরের প্রতি হিংসা প্রদর্শন, বন্ধুর প্রতি কুটিল ব্যবহার এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং একাকী সুমিষ্ট দ্রব্য আহার এই সকল পঞ্চম নরক তুল্য। ফলাদি অপহরণ, পরের প্রতি নিগ্রহ, যোগে বিঘ্ন উৎপাদন এবং যুগ্ম যান অপহরণ, এই সকল ষষ্ঠ নরক। রাজভোগ অপহরণ, রাজপত্নী-গমন ও রাজার অহিতাচরণ এই সকল সপ্তম নরক। লুব্ধ লোলুপতা এবং লব্ধ ধর্ম্মের নাশ এইগুলি

অষ্টম নরক। ব্রহ্মস্ব অপহরণ, ব্রাহ্মণের অপযশ কীর্ত্তন এবং বান্ধব-বিরোধ, এইগুলি নবম নরক। অশিষ্ট আচরণ, শিষ্টজনে বিদ্বেষ, শিশুর প্রাণবধ এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মচৌর্য্য, এইগুলি দশম নরক। ষড়ঙ্গ সংহার এবং ষাড়্গুণ্য প্রতিশেধ, এইগুলি একাদশ নরক। সাধু জনের নিন্দা, সর্ব্বদা চৌর্য্য এবং অসৎ ক্রিয়া এবং সংস্কার পরিবর্জ্জন, এইগুলি দ্বাদশ নরক। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অপচয়, এবং অপবর্গের অপকষ এইগুলি ত্রয়োদশ নরক। অগ্নিপ্রদান, লজ্জাহীনতা এবং হীন-কার্য্য এই গুলি পঞ্চদশ নরক। মূর্খতা, ঈর্ষ্যা-প্রকাশ, অশুভ প্রচেষ্টা ও অশৌচ এইগুলি ষোড়শ নরক। এই সকল নরক বা পাপ হইতে পুত্রই কেবল নরকে ত্রাণ করিবেন, তাই তাঁহার এই নাম।" এই ভাবে পুৎ-নামক নরক কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মা অতঃপর 'শেষ' পাপের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। তাহা এইরূপ— দেব, ঋষি, ভূত, নর ও পিতৃগণ উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট দ্রব্যে লোভ, পরদ্রব্যের জন্য প্রলোভন, সকল বর্ণের প্রতি এক ভাব, ওঙ্কারে অনাসক্তি, পাপিদিগের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও তাঁহাদের নিন্দা, অগম্যাগমন, ঘৃত-বিক্রয়, চণ্ডালাদির নিকট হইতে দান গ্রহণ, স্বদোষ গোপন, পরছিদ্রান্বেষণ, মাৎসর্য্য, প্রগল্‌ভতা, নিষ্ঠুর আচরণ, অধর্ম্মাবহ নাম পরিগ্রহ, অধর্ম্মাচরণ, কর্কশ ব্যবহার এই সকল পাপ সাধারণতঃ "শেষ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই সকল পাপ হরণ করেন, তাই তিনি শিষ্য নামে অভিহিত হন। কিন্তু পুত্র শিষ্য হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হন, কারণ শিষ্য 'শেষ' সমুদয়ের উদ্ধার করেন, আর পুত্র সকল প্রকার পাপেরই উদ্ধার-কর্ত্তা। এই ভাবে ব্রহ্মা পুত্র ও শিষ্যের পার্থক্য কীর্ত্তন করিলে সনৎকুমার বলিলেন "আমি তিনবার সত্য করিয়া বলিতেছি যে আমি আপনার পুত্র। আপনি আমাকে যোগবিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন"। তখন ব্রহ্মা বলিলেন যে সনৎকুমারের পিতামাতা যদি তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন তবেই তিনি সনৎকুমারকে দায়াদরূপে গ্রহণ করিয়া যোগ শিক্ষা দিতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সনৎকুমারের প্রার্থনায় বিভিন্ন প্রকার পুত্রের নাম ও তাহাদের বিশেষত্ব কীর্ত্তন করিয়া, বলিলেন যে পুত্র স্বয়ং আত্মদানে সমর্থ নহে। সুতরাং সনৎকুমারের মাতা-পিতা যদি তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলেই তিনি সনৎকুমারকে যোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান

করিতে সম্মত আছেন। এই কথা শুনিয়া সনৎকুমার নিজ মাতা ও পিতাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তাঁহারা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সনৎকুমার তাঁহাদিগকে সকল বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন।" সনৎকুমারের মাতাপিতা তাহাতে সম্মত হইয়া সনৎকুমারকে পুত্ররূপে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন পিতামহ সনৎকুমারকে যোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। বাম-৬০, ৬১। (৯) তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমারের নিকট ভীষ্ম জ্ঞানোপদেশ লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৭। (১০) মহাতপা সনৎকুমার অন্যান্য ঋষিগণের সহিত ভীষ্মের শর-শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি বৃত্রাসুরের নিকট বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তিনি নারদের নিকট অনেক তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৪৭, ২৮০, ২৮১। (১১) ভগবান হৃষিকেশ (বাসুদেব) প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। সেই ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। মহাভা-অনু-১৪৭। (১২) শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (১৩) ব্রহ্মপুরাণের এক উপপুরাণ সৌর-পুরাণ; তাহার এক অংশ সনৎকুমার কর্ত্তৃক বিবৃত হওয়ায় সনৎকুমারের নামেই খ্যাত হইয়াছে। স্কন্দ-আব-রেবা-১। (১৪) মেনকা, সনৎকুমার প্রভৃতি প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মেনকা দেখ। (১৫) মহর্ষি সনৎকুমার নারদকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ছান্দো-৭ অঃ।

সনৎসুজাত—সনাতন কুমার সনৎসুজাত এক মহাযোগী তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রক্কালে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে মৃত্যুর লক্ষণ ও বিশেষত্ব, মোক্ষপদ প্রাপ্তির উপায়, মৌন শব্দের অর্থ প্রভৃতি বহুবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-উদ-৪০-৪৬।

সনতি—পুরু-বংশীয় একজন রাজা। সুপার্শ্ব দেখ।

সনন্দ, সনন্দন—(১) ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্যতম। সনক, নন্দন, বিশ্বনন্দ ও ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

সনাতন—(১) ব্রহ্মার মানসপুত্রদের অন্যতম। সনক দেখ। (২) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট দণ্ডের এক নাম। দণ্ড, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মকন্যা দেখ। (৩) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে সনাতন ঋষি উন্নেতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (৪) ব্রহ্ম-তনয় সনাতনের

পুত্র এক ব্রাহ্মণ একবার এক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌতুকবশে তথায় এক সর্প নিক্ষেপ করেন। তাহাতে ভৃগুপুত্র চ্যবনের শাপে ঐ ব্রাহ্মণ সর্প-রূপ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা চ্যবনমুনিকে তৎপ্রদত্ত অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে বলিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা নিজ পৌত্র সর্পরূপী ব্রাহ্মণকে বলিলেন "তুমি মন্ত্রৌষধিযুক্ত মানবগণের কোনও অনিষ্ট করিও না। তাহাতে তুমি জগতে সকলের পূজা প্রাপ্ত হইবে। তুমি হাটকেশ্বর তীর্থে যাইয়া বাস কর। তথায় কর্কোটক নাগ তোমায় কন্যা দান করিবে। ঐ কন্যা হইতে সমর্য্যাদ নামক নাগকুলের উদ্ভব হইবে।" স্কন্দ-নাগ-১৮৩। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

সনারু—একজন নিত্যব্রহ্মযজ্ঞরত, অতিথি পূজক, শিবপূজক গৃহস্থ মুনি। তাঁহার পুত্র উপজঙ্ঘনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সনারু পুত্রের মৃতদেহ স্বর্গদ্বারের সমীপে এক শ্মশানে লইয়া গেলেন। তথায় এক শ্রীফলাকৃতি শিবলিঙ্গ গুপ্তভাবে ছিল। উপজঙ্ঘনির মৃতদেহ তথায় নীত হইবামাত্র প্রাণলাভ করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৪

সনী—অঙ্গিরা প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে অথর্ব্বাঙ্গিরস জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

সনেয়ু—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ।

সন্ত—কাশীরাজ প্রতর্দ্দনের বংশীয় সত্যের পুত্র। তাঁহার তনয় শ্রবা। মহাভা-অনুশা-৩০। বিতত্য ও তম দেখ।

সন্ততি—(১) পুরুবংশীয় অলর্কের পুত্র সন্ততি। তাঁহার তনয় সুনীত। সুনীতের পুত্র নিকেতন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মকেতু। ভাগ-৯স্ক-১৭। অলর্ক দেখ। (২) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬।

সন্তনেয়ু—পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। গরু-পু-১৪৪। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

সন্তনিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সন্তর্জ্জন—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

সন্তর্দ্দন—যদুবংশীয় শূরের কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪; ১০স্ক-৫৮। শ্রুতকীর্ত্তি দেখ।

সন্তান—(১) অষ্টরুদ্রের অন্যতম উগ্রের পুত্র। মার্ক-৫২। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। বিষ্ণু-১ম-৮। কূর্ম্ম-পূ-১০। রুদ্র দেখ।

সন্তানক—(১) শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি বহু কোটী অনুচরসহ শিব

ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) সন্তানক নামক তেজস্বী লোক-সমূহ দেবগণের পিতৃপুরুষ বলিয়া কথিত হন। বরা-১৩।

সন্তনিকা—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। কুহুটিকা দেখ।

সন্তোষ—(১) দক্ষকন্যা তুষ্টির গর্ভে সন্তোষ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। মার্ক-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। গরু-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-৮। লি-পূ-৫। (২) যজ্ঞ হইতে তৎপত্নী দক্ষিণার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। ভাগ-৪স্ক-১। যজ্ঞ দেখ।

সন্দারক—শিবের একজন অনুচর। তিনি ছয়কোটি অনুচর সহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। লি-পূ-১০৩।

সন্ধান—ভরত-বংশীয় ডারের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৮। ডীর দেখ।

সন্ধি—ইক্ষাকু-বংশীয় প্রসুশ্রুতের পুত্র। তাঁহার তনয় অমর্ষণ। ভাগ-৯স্ক-২২।

সন্ধ্যা—(১) জনৈক দানব। তাঁহার কন্যা হেতি-তনয় বিদ্যুৎকেশের পত্নী ছিলেন। রামা-উত্ত-৪। (২) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যে সকল পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন, সন্ধ্যা তাঁহাদের অন্যতমা। শ্রীমহাভা-৩। (৩) মানস-কন্যা সন্ধ্যাকে উৎপাদন করিয়া, ব্রহ্মা তাঁহার সহিত অশোভন ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করিয়া দেন। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ভেদে ত্রিধাবিভক্ত করিয়া নিজ কলেবর ত্যাগ করেন। শ্রীমহাভা-২১,২২, ৪২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (৪) ব্রহ্মার মানস কন্যা, ত্রিভুবন-সুন্দরী সন্ধ্যা পিতামহের ধ্যানস্থ থাকিবার সময়ে উৎপন্ন হন। তাই তাঁহার নাম হয় সন্ধ্যা। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, "এই কন্যা কি করিবেন এবং ইনি কাহারই বা হইবেন।" এইভাবে চিন্তা করিবার সময়ে ব্রহ্মার মন হইতে এক পরম সুন্দর পুরুষ উৎপন্ন হইল। তিনিই কামদেব নামে খ্যাত। ব্রহ্মা তখন সন্ধ্যাকে কামদেবের পত্নীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার হস্তে সন্ধ্যাকে প্রদান করিলেন। কালিকা-১, ২। (৫) দেবী আদ্যা প্রকৃতির অংশভূতা সন্ধ্যা দেবী ঘোর নামক অসুরকে বিনাশ করেন। দেবীপু-১৩। (৬) দেবী পার্ব্বতীর এক সখী। তিনি শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহের সময়ে পার্ব্বতীর মাথার উপরে ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। লি-পূ-১০২। (৭) পুলস্ত্যের পত্নীর নাম ছিল সন্ধ্যা।

মহাভা-উদ্‌-১১৬। (৮) তন্ত্রোক্ত অন্ত-তৃম্মা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ।

সন্নতি—(১) পুরুবংশীয় সুমতির তনয়। তাঁহার পুত্র কৃত। হরি-হরি-২০। সুমতি দেখ। (২) ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা ও দেবলের কন্যা সন্নতি যোগ-বলে অতুলনীয়া ছিলেন। হরি-হরি-২৩। মৎ-২০। ব্রহ্মদত্ত দেখ। (৩) কাশিরাজ অলর্কের তনয় সন্নতি। তাঁহার পুত্র সুনীথ। হরি-হরি-২৯। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। বায়ু-৯২। গরু-পূ-১৪৩। (৪) পুরু-বংশীয় সুপার্শ্বের তনয় সন্নতি। তাঁহার পুত্র কৃত। গরু-পূ-১৪৪। (৫) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা সন্নতি। তিনি ক্রতুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মহাতপস্বী পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-১০,২৯। কূর্ম্ম-পূ-৮, ১৩। অগ্নি-২০। মার্ক-৫০। লি-পূ-৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বায়ু-১০। গরু-পূ-৫। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮। শিব-বায়-পূ-১৫।

সন্নতিমান—(১) পুরু-বংশীয় সুমতির পুত্র। তাঁহার পুত্র কৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। মৎ-৪৯। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) সন্নতিমানের তনয় সনতি। বায়ু-৯৯।

সন্নতেয়ু—(১) রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) ভদ্রাশ্বের দশপুত্রের অন্যতম। ভদ্রাশ্ব দেখ।

সন্নাদ—(১) শিবের একজন অনুচর। তিনি সহস্রকোটী অনুচরগণ সহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) অগ্নির ঔরসে এক গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে সন্নাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বানরদিগের পিতামহ-স্বরূপ ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইত না। রামা-লঙ্কা-২৭।

সন্নাভ—তিনি সন্নাদের ন্যায় একজন শিবানুচর ছিলেন। সন্নাদ দেখ।

সন্নিভ—স্কন্দ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সন্নিভকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

সন্নীতি—নামান্তর সন্নতি। দক্ষের কন্যা। সন্নতি (৫) দেখ।

সন্নিহিত—মন্যু নামক অগ্নির তৃতীয় পুত্র সন্নিহিত অগ্নি। এই অগ্নি শব্দরূপ গ্রহণের প্রবর্ত্তক। তিনি দেহীদিগের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। মহাভা-বন-২১৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড দেখ)।

সপত্নজিৎ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শৈব্যা দেখ।

সপরায়ণ—অশ্ব (বাজি) নামে খ্যাত যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশজন শিষ্যের অন্যতম। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ।

সপ্তকৃৎ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ। মহাভা-অনু-৯১।

সপ্তগু—অঙ্গিরা-বংশীয় মহর্ষি সপ্তগু ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।

তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন বৃহস্পতিরই নামান্তর সপ্তগু। ঋক্-১০। ৪৭।

সপ্তজনা—কিষ্কিন্ধ্যার সন্নিকটে এক পর্ব্বতে সপ্তজনা নামক ঋষিগণ বাস করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই অধঃশির হইয়া তীব্র তপস্যা করিতেন। তাঁহারা জলমাত্র পান করিয়া এবং বায়ু-ভক্ষ হইয়া সপ্তবর্ষকাল তপস্যা করিয়া স্বর্গে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-১৩।

সপ্তপিতৃগণ—(১) স্বর্গে যে সপ্তপিতৃ-গণ অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন-জন অমূর্ত্ত এবং চারিজন মূর্ত্তিবন্ত। মৎ-১৩। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ (২) ঐ সপ্ত পিতৃগণের নাম—তুষ্টিদ, ধাতা, পুষ্টিত, বরদ, বিশ্বপাতা বরেণ্য ও বর। গরু-পূ-৮৯।

সপ্তবধ্রি—অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়না-চার্য্য বলেন যে সপ্তবধ্রির ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহাকে প্রতিরাত্রে এক পেটিকায় বদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং প্রাতঃকালে খুলিয়া দিতেন। এইভাবে আবদ্ধ থাকাতে সপ্তবধ্রি পত্নীর সহিত মিলিত হইতে পারিতেন না। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর সপ্ত-বধ্রি দুঃখে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। তখন অশ্বিদ্বয় আসিয়া পেটিকা উন্মো-চন করিয়া দেন। ঋক্-৫।৭৮ টীকা।

সপ্তবার—বিনতার কুলজাত অন্য-তম নাগ। মহাভা-উদ্-১০০।

সপ্তবাহ—পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। ভদ্র ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ দেখ।

সপ্তর্ষি—(১) বিভিন্ন মন্বন্তরে যে যে সাতজন ঋষি আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও লোক রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সেই গুলি একত্র দেওয়া হইল। (২) হরি-বংশ মতে (৭ম অঃ) এইরূপ—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—ঔর্ব্ব, কাশ্যপ স্তম্ব, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন। (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ-বংশজ উর্জ্জনামে খ্যাত হিরণ্যগর্ভের সাত পুত্রগণ। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপী-বাম ও অকপীবান্। (ঙ) রৈবত মন্ব-ন্তরে—বেদবাহু, যদুধ্র, বেদশিরা, পর্জ্জন্য, উর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা ও সত্য-নেত্র। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম

(সূর্য্য) সাবর্ণি মন্বন্তরে (অথবা অষ্টম মন্বন্তরে)—রাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বত্থামা, কৃপ, গালব ও রুরু। (ঝ) মেরু-সাবর্ণি মন্বন্তরে—পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান, আঙ্গিরস দ্যুতিমান্, বাশিষ্ঠ সবন, আত্রেয় হব্যবাহন, পৌলহ সপ্ত। (ঞ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে পৌলহ হবিষ্মান, ভার্গব সুকৃতি আত্রেয় আপোমূর্ত্তি, বাশিষ্ঠ অষ্টম, পৌলস্ত্য প্রমতি, কাশ্যপ নাভাগ, আঙ্গিরস নভস সত্য। (ট) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—কশ্যপ-তনয় হবিষ্মান ও ভার্গব হবিষ্মান, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তরুণ, আঙ্গিরস উরুধিষ্ণ, পৌলস্ত্য নিশ্চর, পৌলহ অগ্নিতেজা। (ঠ) দ্বাদশ (অথবা চতুর্থ সাবর্ণি) মন্বন্তরে—বাশিষ্ঠ দ্যুতি, অত্রির তনয় সুতপা, অঙ্গিরা-নন্দন তপোমূর্ত্তি, কশ্যপসুত তপস্বী, পুলস্ত্য-নন্দন তপোষণ; পুলহ-পুত্র তপোরবি এবং ভার্গব তপোধৃতি। (ড) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে—আঙ্গিরস ধৃতিমান, পুলস্ত্য-তনয় হব্যপ, পুলহ-নন্দন তত্ত্বদর্শী, ভৃগুসুত নিরুৎসুক, অত্রি-তনয় নিষ্প্রকম্প, কশ্যপ-তনয় নির্ম্মোহ এবং বাশিষ্ঠ সুতপা। (ঢ) চতুর্দ্দশ (ভৌত্য) মনুর অধিকার কালে—কাশ্যপ অগ্নিধ্র, পৌলস্ত্য ভার্গব, ভার্গব অতিবাহু, অঙ্গিরার তনয় শুচী, আত্রেয় যুক্ত, বাশিষ্ঠ অশুক্র ও পৌলহ অজিত। (২) বিষ্ণুপুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। (বিষ্ণু-১ম-৭) (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও উর্ব্বরীবান। (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—উর্জ্জার গর্ভজাত বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র যথা—রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ। (জ) সূর্য্য সাবর্ণি মন্বন্তরে—দীপ্তিমান, গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ। (ঝ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে—সবন, দ্যুতিমান, ভব্য, বসুমেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান ও সত্য। (ঞ) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—হবিষ্মান সুকৃতি, সত্য, অপাম্মূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা, ও সত্যতেতু। (ট) একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—নিশ্চয়, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান ও অনঘ (ঠ) দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন। (ড) ত্রয়োদশ রৌচ্য মন্বন্তরে—নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী,

নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান, অব্যয় ও সুতপা। (ঢ) চতুর্দ্দশ ভৌত্যমন্বন্তরে —অগ্নিবাহু, শুচী, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত। (৩) পদ্মপুরাণ(সৃষ্টি-৭) মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারেচিষ মন্বন্তরে—দত্ত, অগ্নি, চ্যবন, প্রাণ, কশ্যপ বৃহস্পতি ও স্তম্ব। (গ) তৃতীয় ঔত্তম মন্বন্তরে—উর্জ্জ প্রভৃতি বশিষ্ঠের পুত্রগণ সপ্তর্ষি ছিলেন। এবং কৌকভিণ্ডি, কুতুণ্ড, দাল্‌ভ্য, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিতি, সম্মিতি এই সাতজন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন। (ঘ) চতুর্থ তামস মন্বন্তরে—কোপি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কবি, জন্য ও ধামা। (ঙ) পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে—দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সময়, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব। (চ) চাক্ষুষমন্বন্তরে—ভৃগু, সুধামা, বিরজ, সহিষ্ণু নারদ, বিবস্বান ও কৃতি। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে— অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম (সূর্য্য) সাবর্ণি মনুর অধিকারকালে— অশ্বত্থামা, শরদ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কাশ্যপ এবং রাম। (৪) মৎস্যপুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব্য ও বৃহস্পতি। (গ) উত্তম মন্বন্তরে—কৌকুরুণ্ডি, দাল্‌ভ্য শঙ্খ, প্রবহণ, শিব, শিত ও সস্মিত। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প ও ধীমান। ইহারা সাধ্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিষ্ণু, নাদ, বিবস্বান ও অতিনামা। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম সাবর্ণি মন্বন্তরে—অশ্বত্থামা, শর-, দ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ ও রাম। (৫) শিব পুরাণ (ধর্ম্ম-৫৮ অঃ) মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে— মরীচি, অত্রি প্রভৃতি। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—আগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা' মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান ও দ্যুতিমান। (গ) উত্তম মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ ঋষির উর্জ্জ নামে খ্যাত সাত তনয়। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—গার্গ্য, পৃথু, অগ্নি, জন্য, ধাতা, কপীনক ও কপীবান। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—বেদবাহু, জন্য, বেদশীরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, উর্দ্ধবাহু ও সত্যরূপ। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে —ভৃগু, নহ, বিবস্বান, সুধর্ম্মা, বিরজা অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ)

অষ্টম (সূর্য্যসাবর্ণি) মন্বন্তরে—পরশুরাম, ব্যাস, ভরদ্বাজ, অশ্বত্থামা, শরদ্বান, গালব ও রুরু। (ঝ) নবম (মেরু-সাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে অঙ্গিরা, মেধাতিথি, বসু, ভার্গব, সবন, হব্য, সপ্ত। (ঞ) দশম (দ্বিতীয় সাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে—হবিষ্মান, সুকৃতি, অয়োমুক্তি, অব্যয়, প্রয়তি, নাভাগ ও নভস। (ট) একাদশ মন্বন্তরে—হবিষ্মান, বপুষ্মান, বশিষ্ঠ, অনঘ, চারুধৃষ্ণ্য, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা। (ঠ) দ্বাদশ মন্বন্তরে—বশিষ্ঠপুত্র দ্যুতি, আত্রেয়, সুতপা, আঙ্গিরস তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোসন, পৌলহ তপোরতি ও ভার্গব তপোনিধি। (ড) ত্রয়োদশ (রৌচ্য) মন্বন্তরে—অঙ্গিরা-বংশীয় ধৃতিমান, পুলস্ত্য-বংশীয় হব্যবান্, পুলহ-বংশীয় তত্ত্বদর্শী, ভৃগু-বংশীয় নিরুৎসক, অত্রি-বংশীয় নিষ্প্রকম্প, কশ্যপ-বংশীয় নির্ম্মোহ এবং বশিষ্ঠ-বংশীয় সুতপা। (ঢ) চতুর্দ্দশ (ভৌত্য) মনুর অধিকার কালে—কাশ্যপ অগ্নিধ্র, পৌলস্ত্য মাধব, ভার্গব অতিবাহু, আঙ্গিরস শুচী, আত্রেয় যুক্ত, বাশিষ্ঠ শুক্র, পৌলহ অজিত। (৬) বায়ু পুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—ব্রহ্মার মরীচি আদি তনয়গণ। (খ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, শারদ্বত, অত্রি, বসুমান ও বৎসার। (গ) দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণির অধিকারকালে—পুলস্ত্য-বংশীয় মেধাতিথি, কশ্যপ-গোত্রীয় বসু ; ভৃগু-বংশীয় জ্যোতিষ্মান, অঙ্গিরা-বংশীয় দ্যুতিমান, বশিষ্ঠ-গোত্রীয় বসিত, আত্রেয় হব্যবাহন ও পুলহ-বংশীয় সুতপা। (ঘ) ধর্ম্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরে—পৌলহ হবিষ্মান, ভার্গব সুকীর্ত্তি, আত্রেয় আপোমূর্ত্তি, বাশিষ্ঠ আপোমূর্ত্তি, পৌলস্ত প্রতীপ, কাশ্যপ নাভাগ এবং আঙ্গিরস অভিমন্যু। (ঙ) ব্রহ্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরে—কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব বপুষ্মান, আত্রেয় বারুণি, বাশিষ্ঠ ভগ, আঙ্গিরস পুষ্টি, পৌলস্ত্য নিশ্চর এবং পৌলহ অগ্নিতেজা। (চ) রুদ্রপুত্র ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরে—বাশিষ্ঠ কৃতি, আত্রেয় সুতপা, আঙ্গিরস তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোশয়ান, পৌলহ তপোরতি এবং ভার্গব তপোমূর্ত্তি। (ছ) রৌচ্য মন্বন্তরে—আঙ্গিরস ধৃতিমান, পৌলস্ত্য পথ্যবান, পৌলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব নিরুৎসক, আত্রেয় নিষ্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্ম্মোহ এবং বাশিষ্ঠ স্বরূপ। (৭) গরুড় পুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, ঋষভ, নিশ্চল, দত্তোলি ও অর্ব্বরীবান্। (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—রথৌজা, উর্দ্ধবাহু, শরণ, অনঘ, মুনি, সুতপা ও শঙ্কু।

(ঘ) তামস মনুর অধিকার কালে—জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, শ্বেত ও হেমক। (ঙ) রৈবত মনুর অধিকার কালে বেদশ্রী, বেদবাহু, সত্য, ঊর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য ও সুধামা। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—উত্তম, হবিষ্মান, সুধামা, বিরজা, অভিমান, সহিষ্ণু ও মধুশ্রী। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র। (জ) সূর্য্যসাবর্ণি মন্বন্তরে—অশ্বত্থামা, কৃপ, ব্যাস, গালব, ঋষ্যশৃঙ্গ, দীপ্তিমান্ ও রাম। (ঝ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে—মেধাতিথি, দ্যুতি, সবল, বসু, জ্যোতিষ্মান, হব্য ও কব্য। (ঞ) ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—অয়োমূর্ত্তি, হবিষ্মান, সুকৃতি, অব্যয়, নাভাগ, অপ্রতিম ও সৌরভ। (ট) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—হবিষ্মান, হবিষ্য, বপুষ্মান, বিষ্ণু, বারুণি, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা। (ঠ) দক্ষতনয় দ্বাদশমনুর অধিকার কালে—তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন। (ড) রৌচ্য মন্বন্তরে—ধর্ম্মপ, ধৃতিমান্, অব্যয়, নিশারূপ, নিরুৎসুক, নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী ও সুতপ। (ঢ) ভৌত্য মন্বন্তরে—অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মাগধ, শুচী, অজিত, মুক্ত ও শুক্র। (৮) সপ্তর্ষিগণের বিবরণের জন্য "মনু" নামের প্রথমাংশ দেখ।

সপ্তসপ্তি—সূর্য্যের একনাম। মহাভা-বন-৩।

সপ্তহয়—সূর্য্যের একনাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

সপ্তাখ্য—ভোজার গর্ভজাত মীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র। তিনি বসুদেবের অনুজ ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ।

সপ্তাশ্ব—পঞ্চম রৈবতমন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। মৎ-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। সপ্তর্ষি দেখ।

সপ্তি—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ৭৯।

সপ্রথ—মহর্ষি ভরদ্বাজের অন্যনাম। ঋক্। ১০।১৮১।

সবন—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। মার্ক-৫৩। প্রিয়ব্রত দেখ। (৩) সবনের দুই পুত্র মহাবীত ও ধাতকি। তাঁহাদের নামে পুষ্করদ্বীপে দুইটি বর্ষ আছে। বায়ু-৩৩। অগ্নি-১১৯। ব্রহ্মা-৩৪। (৪) উর্জ্জার গর্ভজাত বশিষ্ঠের সাত পুত্রের অন্যতম। এই সাত পুত্র উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। শিব-বায়-পূ-১৫। উর্জ্জা, সপ্তর্ষি, অধন, বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ), অনয় ও শুক্র দেখ। (৫) মহর্ষি ভৃগুর সাত পুত্রের অন্যতম। সবন ও ভৃগু দেখ।

সবয়া—মহর্ষি সবয়ার পুত্র সাবয়স একজন বৈদিক ঋষি ছিলেন। শত-

১প্র-১অ-৮।

সবর্ণা—(১) প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির পত্নী। তিনি সমুদ্রের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রচেতারা দশ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪। হরি-হরি-২। অগ্নি-১৮। ব্রহ্মা-৩১, ৬৯। বায়ু-৬৩। ব্রহ্মপু-২। বিষ্ণু-২য়-১৪। (২) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা ও সূর্য্যের পত্নী। তাঁহার গর্ভে শনৈশ্চর, যম ও কালিন্দী জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) বিবস্বানের স্ত্রী সবর্ণার গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১।৩১।৪। (৪) ছায়া-সংজ্ঞার একনাম সবর্ণা। সংজ্ঞা দেখ।

সবল—(১) ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র। ভৌত্যমনু দেখ। (২) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। উত্তম দেখ।

সবলাশ্ব—(১) প্রাচেতস দক্ষ হইতে বীরণীতে সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা হর্য্যশ্ব নামক পুত্রগণের অনুজ ছিলেন। তাঁহারা নারদের পরামর্শে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বজদিগের পথে প্রয়াণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। হরি-হরি-৩। শবলাশ্ব দেখ।

সবালেয়—অত্রিবংশীয় কালেয়, সবালেয়, বামরাথ্য, ধাত্রেয়, ঔমেত্রেয় নামক ঋষিগণের অত্রি, বামরথ্য ও পৌত্রি, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

সবিতা—(১) সূর্য্যের একনাম। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও সূর্য্য দেখ। (২) বরাহ কল্পের পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব কঙ্কনামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। বিষ্ণু-৩য়-৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৩) দিব নামক দেবতার অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-১। (৪) ঘোটক রূপ-ধারিণী ত্বাষ্ট্রি সবিতার স্ত্রী। মহাভা-আদি-৬৬। (৫) সবিতা নিজকন্যা সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-বন-১০৯। (৬) সূর্য্যের এক নাম। যাস্কের মতে আকাশ হইতে যখন অন্ধকার দূর হইয়া কিরণ বিস্তৃত হয় তখনই সবিতার কাল। সায়ণের মতে সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা। ঋক্-১।২২।৫। (৭) সবিতার পত্নী পৃশ্নি। পৃশ্নি দেখ। (৮) একজন যক্ষপতি। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর অন্যতম দ্বারপাল ছিলেন স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মূলস্থান দেখ।

সবীতর—অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

সব্য—(১) শংস্য নামক অগ্নির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৩০। শংস্য দেখ। (২) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র এবং ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। অঙ্গিরা ইন্দ্র-সদৃশ পুত্র লাভ করিবার জন্য দেবতার আরাধনা

করেন। তাহাতে ইন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১। ৫১।

সব্যসাচী—(১) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের একনাম। তিনি বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে পারিতেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম হয় সব্যসাচী। মহাভা-বিরাট-৪৪।

সভাক্ষ—যদু-বংশীয় বিশ্বগর্ভের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৯৪।

সভানর—(১) যযাতি বংশীয় অনুর অন্যতম পুত্র। সভানরের তনয় কোলাহল। মৎ-৪৮। (২) সভানরের পুত্র কালানর। ভাগ-৯স্ক-২৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৩) সভানরের পুত্র কালানল। অগ্নি-২৭৭। গরু-পূ-১৪৩। বায়ু-৯৯। (৪) যযাতি-বংশীয় কক্ষেয়ুর তনয়। তাঁহার তনয় কালানল। হরি-হরি-৩১।

সভ্য—(১) শংস্য নামক অগ্নির অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৯। ব্রহ্মপুরাণ (৩০ অঃ) মতে সব্য। শংস্য দেখ। (২) সংশতী অগ্নির পুত্র সভ্য। মৎ-৫১।

সম—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭। (২) ভবিষ্য মন্বন্তরীয় সুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। শুক দেবগণ দেখ। (৩) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় ধর্ম্মসূত্রের তনয়। তাঁহার পুত্র দ্যুমৎসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) নন্দীবেগবংশীয় অন্যতম রাজা। তিনি ভূপতি বংশের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে সমুদয় ভূপতি ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল ভূপতি দিগের অন্যতম ছিলেন। ভীম একবার দুর্য্যোধনের নিন্দা করিবার সময়ে এইরূপ আঠার জন নৃপতির উল্লেখ করেন। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সমঙ্গ—(১) যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন প্রাণিগণ কি রূপে দুঃখ ও মৃত্যু ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। তদুত্তরে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবর্ষি নারদ ও মহাত্মা সমঙ্গের উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২৮৭। (২) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত একজন গোপ। মহাভা-বন-২৩৭।

সমঞ্জ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিহ্মান ও অজিহ্মা দেখ।

সমদ—(১) শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি সাতকোটী অনুচর সহ শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) সমদ নামক এক মহামীনের পুত্র মৎস্য বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আদিত্যগণের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৩৯।৮।

সমবুদ্ধি—(১) শততেজা নামক শিবাবতারের সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব্ব নামে চারিজন মহাযোগী পুত্র ছিল। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। ব্রহ্মা-২৩। (২) বরাহ কল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে অত্রি নামে এক শিবাবতার অবতীর্ণ হন। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্যবুদ্ধি ও সুধামা নামে চারিজন শিষ্য ছিল। কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব-বায়-উত্ত-১০।

সময়—(১) দক্ষকন্যা ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড ও সময় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-১০। লি-পূ-৫। ধর্ম্ম ও ক্রিয়া দেখ। (২) অজিত নামে খ্যাত তেত্রিশ জন বৈদিক দেবতাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। মঙ্গল ও অমৃতবান্ দেখ। (৩) রৈবত মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। সপ্তর্ষি ও রৈবত মনু দেখ।

সময়পুত্র—জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র, সময় পুত্র ও সিদ্ধপুত্র, ইহারা চারি বটুক নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরা-তন্ত্রে তাঁহাদের পূজা বিহিত আছে। কালিকা-৬৩।

সমর—(১) পুরু-বংশীয় কাব্যের পুত্র সমর। তাঁহার পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন তনয়। মৎ-৪৯। (২) পুরু-বংশীয় নীপের পুত্র সমর। তাঁহার পার প্রভৃতি তিন পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৩) নীপ-তনয় সমরের পুত্র সময়। গরু -পূ-১৪৪। (৪) নীপ-তনয় সমরের তিন পুত্র। তাঁহাদের নাম—পর, পার ও সদশ্ব। হরি-হরি-২০। (৫) নীপ-রাজার শত পুত্রের মধ্যে সমরই এক মাত্র বংশবর্দ্ধন কীর্ত্তিমান রাজা হইয়াছিলেন। তিনি কাম্পিল্য দেশে রাজত্ব করিতেন। সমরের পর, পার ও সত্বদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। বায়ু-৯৯।

সমরঞ্জয়—কাশিরাজ দিবোদাসের পুত্র রিপুঞ্জয়েরই নামান্তর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

সমরথ—জনকবংশীয় ক্ষেমাধির পুত্র। তাঁহার তনয় সত্যরথ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

সমরপ্রিয়—অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সমর্ষণ—কৌশিক-গোত্রজ অন্যতম ঋষি। বায়ু-৯১। যমদূত দেখ।

সমসৌরভ—একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩।

সমা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

সমাখ্যাত—অমিতাভ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

সমাধি—(১) কলিঙ্গদেশীয় বিরাধ নামক এক বৈশ্য নৃপতির পৌত্র ও ক্রমিলের পুত্র। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। পরে দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়া তিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (২) সমাধি নামক এক বৈশ্য ধনলোভী স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক গৃহ-বিতাড়িত হইয়া দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন। তিনি দেবীর আরাধনা করিয়া দেবীর বরে পরম জ্ঞান লাভ করেন। দেবীভা-৫স্ক-৩২, ৩৫।

সমান—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অপান ও উদান দেখ।

সমাসবী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ।

সমি—যদুবংশীয় শূরের পুত্র। তাঁহার পুত্র প্রতিক্ষত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪। শমী দেখ।

সমিত, সমিতি—উনপঞ্চাশ জন মরুদ্‌গণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণের তালিকা দেখ।

সমিতা—উনপঞ্চাশ জন মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণের তালিকা দেখ।

সমিতিঞ্জয়—একজন যদুবংশীয় বীর। মহাভা-সভা-১৩।

সমিদ্ধ—ঋগ্বেদে অগ্নির এক নাম সমিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঋক্-১।১৪২।১।

সমিদৃক্ষ—উনপঞ্চাশ জন মরুৎগণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণের তালিকা দেখ।

সমীক—(১) যদুবংশীয় একজন বীর। মহাভা-সভা-১৩। (২) একজন নৃপতি। তিনি দ্রৌপদীর পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

সমীচী—(১) জনৈক অপ্সরা। মহাভা-আদি-২১৬। বর্গা ও সামেয়ী দেখ। (২) সমীচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্যগীত করিত। মৎ-১৬১। হরি-হরি-২২৪।

সমুজ্জ্বল—ওঙ্কার ক্ষেত্রে অবস্থিত এক বটবৃক্ষ নিবাসী কুঞ্জল নামক শুকের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-ভূমি-৮৫।

সমুদ্ভব—আহবনীয় অগ্নির এক-পঞ্চাশ জন পুত্রের অন্যতম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সমুদ্র—(১) ব্রহ্মা সমুদ্রকে সরিৎ-সমূহের আধিপত্য প্রদান করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (২) সমুদ্রের কন্যা সবর্ণা প্রাচীনবর্হির পত্নী ছিলেন। সবর্ণা দেখ। (৩) লঙ্কায় যাইবার জন্য সেতু নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র অর্ণবের আরাধনা করিয়া সাগর তটে অনাহারে অবস্থান করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল এইভাবে অবস্থান করিবার পরও যখন সমুদ্র রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন না, তখন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জল শোষণ করিবার জন্য শর গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রামা-লঙ্কা-২১, ২২।

সমুদ্রবেগ—(১) দেবগণের সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী ও স্কন্দ দেখ। (২) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮।

সমুদ্রসেন—(১) অশ্বমুখ কিন্নরগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। মহাঘোষ দেখ। (২) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রসেন নামক এক জন নরপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৯।

সমুদ্রাসন—সত্যযুগে কালের নামক দানবগণের যে আট পুত্র ছিল, তাহারা দ্বাপরে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে সপ্তম পুত্র সমুদ্রাসন নামে ভূপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

সমুদ্রোন্মাদন—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সমুন্নত—রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্তের চারিজন মন্ত্রীর অন্যতম। তিনি লঙ্কা-সমরে অনেক বানরসৈন্য বধ করেন। রামা-লঙ্কা-৫৭, ৫৮।

সমূহ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

সমৃদ্ধ—(১) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুলজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

সমৃদ্ধি—(১) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬, ১২৭। (২) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জনশক্তি। তন্ত্রঃ ২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সমেড়ী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারিণী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

সমৌজা—যদু-বংশীয় অসমৌজার পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। তাঁহা-দের নাম—সুদংশ, সুবংশ ও কৃষ্ণ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অসমৌজা দেখ।

সম্পত্তি—ঈশানের পত্নী সম্পত্তি। দেবীভা-৯স্ক-১।

সম্পদ—লক্ষ্মীর এক নাম। তন্ত্রঃ ৭৪৩ পৃঃ।

সম্পার—পুরু-বংশীয় সমরের পুত্র। সমর দেখ।

সম্পাতি—(১) জনৈক বানর দল-পতি। লঙ্কা সমরে রাক্ষস সেনাপতি প্রজঙ্ঘের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। রামা-কিষ্কি-৩৩; লঙ্কা-৪৩, ৪৯। (২) রাবণানুজ বিভীষণের একজন অমাত্য। তিনি রাবণের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ

বিভীষণকে প্রদান করেন। রাক্ষস-রাজ মালীর ঔরসে তৎপত্নী বসুদার গর্ভের সম্পাতি ও আরও তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-৩৭; উত্ত-৫। (৩) পক্ষীরাজ গরুড়ের অনুজ অরুণের পত্নী শ্যেনীর গর্ভে জটায়ু ও সম্পাতি নামক বিহগ-ভ্রাতৃদ্বয় জন্ম-লাভ করেন। (মহাভা-আদি-৬৬) বৃত্রবধে ইন্দ্রের পরাক্রম দর্শন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ইন্দ্রজয়াভিলাষী হইয়া সূর্য্যের সন্নিধান দিয়া আকাশ মার্গে গমন করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে জটায়ু সূর্য্য-কিরণে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন সম্পাতি সূর্য্যকিরণ-পীড়িত ভ্রাতাকে নিজ পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। তাহাতে রবিকর-তেজে সম্পাতির পক্ষ-দ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল। সম্পাতি দগ্ধ-পক্ষ হইয়া বিন্ধ্যাচলে পতিত হন। (মহাভা-বন-২৮০)। সেই বিন্ধ্যাচলে নিশাকর নামক এক উগ্রতপা ঋষি বাস করিতেন। তিনি সম্পাতির ঐ-রূপ দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন "ভবি-ষ্যতে দাশরথি রামের ভার্য্যা রাবণ-কর্ত্তৃক হৃতা হইলে রাম বানরানুচরগণ-সহ ভার্য্যা সীতার অন্বেষণে তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। তখন তুমি রামকে সীতার সন্ধান প্রদান করিলেই তোমার পুনরায় পক্ষোদ্গম হইবে।" যথাকালে রাম বানরসৈন্যসহ সম্পাতির সমীপে আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে রাবণ-কর্ত্তৃক সীতাহরণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তাঁহার পুনরায় পক্ষোদ্গম হয়। সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব। রামা-কিষ্কি-৫৬-৫৮। (৪) পক্ষীরাজ সম্পাতির পুত্র বভ্রু। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৫) পক্ষীরাজ গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। তাঁহার তনয় সুপার্শ্ব। মার্ক-২। (৬) বরুণের বাহন সুপ্রতীকের অন্যতম পুত্র সম্পাতি। বায়ু-৬৯। (৭) রাবণ-কর্ত্তৃক সীতা হৃতা হইবার দশমাস পরে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে জটায়ুর অগ্রজ সম্পাতি, বানরগণকে সীতার সন্ধান প্রদান করেন। পদ্ম-পাতা-২১। (৮) রূপক নামক এক রাক্ষসের পুত্র। সেও পিতার ন্যায় চৌর্য্যার্জ্জিত অর্থ দ্বারা শঙ্করের পূজা করিয়াছিল। একই দিনে তাহারা উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া শিবলোকে গমন করে। পদ্ম-পাতা-৭২। রূপক দেখ।

সম্পূর্ণমণ্ডলা—চন্দ্রের ষোড়শ কলার অন্যতমা। তন্ত্রঃ-৯৫৮ পৃঃ।

সম্বর—(১) দানব বিশেষ। শম্বর দেখ। (২) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৬।

সম্বরণ—প্রজাপতির অপত্য মহর্ষি সম্বরণ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

ঋক্‌-৫।৩৩, ৩৪।

সম্বর্ত্ত—(১) একজন মুনি। তিনি কাশীধামে উত্তম তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। লি-পূ-৯২। সংবর্ত্ত দেখ। (২) ইন্দ্র সম্বর্ত্ত ও কুশের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অনার্য্য দস্যুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্‌-৮।৫৪।২।

সম্বর্ত্তক—(১) শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি চৌষট্টিকোটিগণ সহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। লি-পূ-১০৩। (২) অগ্নি বিশেষ। তিনি বড়বারূপ ধারণ করিয়া নিয়ত জলপান করিতেছেন। অদ্ভু-রামা-১৪। সংবর্ত্তক ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সম্যু—পুরুবংশীয় অভয়দের পুত্র। তাঁহার তনয় বহুগবী। গরু-পূ-১৪৪।

সম্ভব—(১) অজমীঢ়-বংশীয় উর্জ্জের তনয়। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধ। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। (২) ঐ বংশীয় সর্ব্বের পুত্র সম্ভব। তৎপুত্র বৃহদ্রথ। মৎ-৫০।

সম্ভুত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদস্যু রাজার পুত্র। তাঁহার মাতার নাম নর্ম্মদা। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুরুকুৎসের অন্যতম পুত্র। তাঁহার ভ্রাতার নাম ত্রসদস্যু। সম্ভুতের পুত্র সুধন্বা। অগ্নি-২৭৩। (৩) ত্রসদস্যুর তনয় শম্ভু। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

সম্ভূতি—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বসুদের পুত্র। তাঁহার তনয় ত্রিধন্বা। মৎ-১২। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি মরীচির পত্নী। তাঁহার গর্ভে পৌর্ণমাস নামে পুত্র জন্মে। সৌর-২৬। অগ্নি-২০। মার্ক-৫০, ৫২। বিষ্ণু-১ম-৭, ১০। (৩) সম্ভূতির গর্ভে পূর্ণমাস নামে পুত্র ও তুষ্টি (কৃষ্টি) পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-১০, ২৯। বায়ু-১০, ২৮। (৪) মরীচি হইতে সম্ভূতির গর্ভে পৌর্ণমাস নামে এক পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ সকল পুত্রকন্যার বংশ অতিশয় বিস্তার লাভ করে। তাঁহাদের বংশেই কশ্যপ ঋষি উৎপন্ন হন। শিব-বায়ু-পূ-১৫। (৫) সম্ভূতির গর্ভে তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা ও পূর্ণমাস নামে এক পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-৮, ১৩। (৬) সম্ভূতির গর্ভে তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা এবং পূর্ণমাস ও মারীচ নামে দুই পুত্র জন্মে। লি-পূ-৫। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদস্যুর পুত্র। তাঁহার তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। লি-পূ-৬৫। (৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দুঃসহের পুত্র সম্ভূতি। তাঁহার তনয় ত্রিধন্বা। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৯) ত্রসদস্যুর আত্মজ সম্ভূতির তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১০) অগ্নি-পুত্র পর্জ্জন্য সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা-২৯।

সম্ভূতী—পুরুবংশীয় জয়দ্রথ-তনয় বিজয়ের পত্নী। ভাগ-৯স্ক-২৩।

সম্ভ্রম—(১) শিবের অন্যতমগণ। হরিকেশ দেখ। (২) সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামক শিবের দুই গণ সর্ব্বদা প্রভাস ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তত্রস্থ জনগণের মনে সম্ভ্রম ও বিভ্রম উৎপাদন করে। তাহারা দুষ্টচেতা পাপিগণের অত্যাচার হইতে সর্ব্বদা প্রভাস ক্ষেত্রকে রক্ষা করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫।

সম্মত—সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি মনু দেখ।

সম্মতা—মরুত্তরাজার কন্যা। মরুত্ত যজ্ঞদক্ষিণাসহ সেই কন্যাকে মহাত্মা সম্বর্ত্তের হস্তে সমর্পণ করেন। হরি-হরি-৩২। সংবর্ত্ত দেখ।

সম্মর্দ্দন—দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বসুদেব ও ঋজু দেখ। ভাগ-৯স্ক-২৪।

সম্মিত—ঔত্তমি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। সপ্তর্ষি দেখ।

সম্মেদ—দানব বিশেষ। সে দেবাসুর যুদ্ধে সূর্য্যরশ্মিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

সম্মোহা—রাধিকার এক নাম। রাধা দেখ।

সম্রাট—(১) কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যার গর্ভজাত প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২। (২) প্রজাবতী নাম্নী কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত হইতে সম্রাট ও কুক্ষি নামে দুই কন্যা জন্মে। ব্রহ্মা-৩৪। মার্ক-৫৩। (৩) প্রিয়ব্রতের শত পুত্রের অন্যতম সম্রাট। বায়ু-৩৩। (৪) কাম্যার গর্ভজাত প্রিয়ব্রতের পুত্রচতুষ্টয়ের অন্যতম। ব্রহ্মপু-২। (৫) ভরত-বংশীয় অবিরোধনের পুত্র সম্রাট। তাঁহার পত্নী উৎকলের গর্ভে মরীচি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৫স্ক-১৫।

সয়—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। লক্ষ্মী দেখ।

সরঘা—ভরতবংশীয় বিন্দুমানের পত্নী। ভাগ-৫স্ক-১৫।

সরণ্যু—বিবস্বান্ হইতে সরণ্যুর গর্ভে যম ও যমী জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১।৩৫।৬। বিবস্বান, যম ও সংজ্ঞা দেখ।

সরত—উনপঞ্চাশজন মরুদ্‌গণের অন্যতম। মরুদ্‌গণের তালিকা দেখ।

সরভ—(১) জনৈক বানর দলপতি। তিনি লঙ্কাসমরে গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সরমা—(১) গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা ও রাবণানুজ বিভীষণের পত্নী। মানস সরোবরের তীরে তাঁহার জন্ম হয়। এই সময়ে বর্ষাকালে বর্দ্ধমান মানস সরোবরের জল সদ্যোজাতা

কন্যার নিকট পর্য্যন্ত আগমন করিলে শৈলূষের পত্নী "সরো মা' বর্দ্ধত" অর্থাৎ সরোবর আর তুমি বর্দ্ধিত হইও না, এই বলিয়া নিষেধ করেন। সেই-জন্যই ঐ কন্যার নাম হয় সরমা। রাবণ যখন সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী করিয়া রাখেন, তখন সরমা নিয়ত সীতার সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি সীতার পরমাহিতৈষিণী ছিলেন এবং সীতার দুঃখে সর্ব্বদা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার দুঃখের লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। বিদ্যুজ্জিহ্ব কর্ত্তৃক রামের মায়াময় ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শিত হইলে, সরমাই সীতাকে ঐ বিষয় যে মিথ্যা-ছলনা মাত্র, তাহা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। রামা-লঙ্কা-৩৪ ; উত্ত-১২। (২) এক দেব-কুক্কুরী। পণিঃ দেখ। (৩) অন্যতমা দেবী। মহাভা-সভা-১১।

সরমান—সৈংহিকের নামে খ্যাত দানবগণের অন্যতম। মৎ-৬। ব্রহ্মপু-৩। সিংহিকা ও বিপ্রচিত্তি দেখ।

সরযূ—বেগারী দেখ।

সরস্বতী—(১) দেবী আদ্যা প্রকৃতির তৃতীয়া অংশজাতা দেবী সরস্বতী বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বোধস্বরূ-পিণী, সকল সংশয়ছেদিণী ও সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী। তিনি সঙ্গীতের সন্ধান ও তাল প্রভৃতির কারণ স্বরূপিণী, এবং নিখিল বিশ্বের উপজীবিকা স্বরূপা। জগতে ব্রহ্মা প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করেন। তৎপরে ত্রিভু-বনে তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। দেবী সরস্বতী কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে আবি-র্ভূতা হন। তিনি শুক্লবর্ণা, পীতবস্ত্র-ধারিণী, এবং বীণা ও পুস্তকহস্তা। কৃষ্ণাংশভূতা দেবী সরস্বতী নারায়ণের অন্যতমা পত্নী হইয়াছিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ জগতে সরস্বতীর পূজা সংস্থাপন করেন। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীতিথিতে দেবীর পূজা বিহিত হয়। দেবীভা-৯স্ক-১,২,৪। (২) গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাঁরা তিনজন হরির ভার্য্যা ছিলেন। একদিন যখন তাঁহারা সকলে হরির সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গা হরির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। হরিও গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী অধিকতর ক্রুদ্ধা হইয়া গঙ্গা ও হরিকে কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন। হরি সরস্বতীর তিরস্কারে কুপিত ও বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে তুমুল কলহ উপ-স্থিত হইল এবং ঐ কলহ ব্যপদেশে সরস্বতী গঙ্গার কেশাকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। লক্ষ্মীদেবী তাহা দেখিয়া নীরবে কেবল তাহাদের মধ্য-

স্থিতা হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ইহাতে সরস্বতী কমলার উপরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি বৃক্ষরূপ ও নদীরূপ প্রাপ্ত হইবেন। কমলাকে বিনাদোষে অভিশপ্তা হইতে দেখিয়া গঙ্গার ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল এবং তিনি সরস্বতীকে অভিশাপ দিলেন "তুমিও নদীরূপ প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর অধোদেশে যে স্থানে পাপিগণ সর্ব্বদা বাস করে, তুমি সেইস্থানে গমন করিয়া তুমি পাপিদিগের পাপাংশ লাভ করিবে।" সরস্বতীও তখন গঙ্গাকে প্রতিশাপ দিলেন "তুমিও নদীরূপে পৃথিবীতে গমনপূর্ব্বক পাপিদিগের পাপ ভার লাভ করিবে।" তাঁহারা যখন এই ভাবে পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিতেছিলেন, তখন নারায়ণ তথায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অতঃপর হরি, দেবীত্রয়কে, তাঁহারা কি ভাবে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শাপ ভোগান্তে পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। লক্ষ্মী পৃথিবীতে ধর্ম্মধ্বজের গৃহে অযোনিসম্ভবা হইয়া তাঁহার কন্যা রূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং পরে সেই ধর্ম্মধ্বজ-রাজের গৃহেই বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবেন। বৃক্ষরূপে তিনি তুলসী নামে খ্যাতা হইয়া শঙ্খচূড়ের পত্নী হইবেন। এতদ্ভিন্ন কমলা অপর অংশে ভারতভূমে পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হইবেন। গঙ্গা ভগীরথকর্ত্তৃক ভূতলে নীতা হইয়া ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং সরস্বতী ব্রহ্মার সহধর্ম্মিণী হইবেন। দেবীগণ তখন নিজ নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া অতিশয় শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ তাঁহাদের শোকাপদনের জন্য বলিলেন যে সরস্বতী অংশে নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন; অংশে ব্রহ্মা-ভার্য্যা হইবেন এবং অংশে তাঁহারই সন্নিধানে অবস্থান করিবেন। গঙ্গা ভাগীরথী রূপে অংশে অবতীর্ণা হইবেন এবং অংশে তাঁহারই নিকটে অবস্থান করিবেন। কমলা অংশে নদীরূপা ও অংশে তুলসী বৃক্ষরূপা হইবেন। কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহাদের সকলের শাপ মোচন হইবে। দেবীভা-৯স্ক-৭। (৩) সরস্বতী গঙ্গা-শাপে অংশে ভারতভূমে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন। তিনি বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিতা হইলেন। দেবীভা-৯স্ক-৮। (৪) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিধনের জন্য দেবী ভগবতীর কোশ হইতে যে কৌশিকী নামে দেবীর উদ্ভব হয়, তাঁহারই নামান্তর সরস্বতী। দেবীভা-১০স্ক-১২। (৫) ব্রহ্মা নিজ কন্যা

সরস্বতীর প্রতি অশোভন ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে শিব তাঁহাকে শর-বিদ্ধ করেন। [ব্রহ্মা-(২২৯) দেখ] ব্রহ্মা শিব-শর-বিদ্ধ হইয়া গতায়ু হইলে ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী ও সরস্বতী শোকাকুলা হইয়া পতির প্রাণ-সিদ্ধির জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুদীর্ঘকাল তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া অতি তীব্র তপস্যা করিলে শিব তাঁহাদের প্রার্থনায় ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন। তদবধি শিবের নির্দ্দেশে গায়ত্রী ও সরস্বতীর তপস্যার স্থানে তাঁহাদের নামে দুইটা প্রসিদ্ধ তীর্থ হইয়াছে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। (৬) "ধরাতলে সকল দেবতারই তীর্থ আছে কেবল আমারই কোন তীর্থ নাই" এইকথা মনে করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা নিজ নামীয় এক তীর্থ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক সর্ব্বরত্নময়ী শিলা ধরাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শিলা চমৎকারপুরে পতিত হইলে পিতামহ তথায় গমন করিয়া সেই চমৎকারপুর-ক্ষেত্রেই নিজ নামীয় তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিবার মনস্থ করিলেন। অতঃপর পিতামহ তথায় এক পবিত্র জলেরহ্রদ সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়া নিজ কন্যা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী স্মরণমাত্র পাতালতল দিয়া বাহিত হইয়া চমৎকারপুরের ভূমিতল ভেদ করিয়া এবং সেই শিলাও ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ সরস্বতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এই স্থানে আমার নিকটে সর্ব্বদা অবস্থান কর। আমি ত্রিসন্ধ্যা তোমার জলে তর্পণ করিব।" সরস্বতী ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইয়া বলিলেন, "দেব, আমি জনসংস্পর্শ ভয়ে সর্ব্বদা পাতালে বাস করি। কোনও মতে ভূতলে আগমন করি না। অথচ আমি আপনার আদেশ ও লঙ্ঘন করিতে পারি না। সুতরাং আপনি সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন।" তখন ব্রহ্মা সরস্বতীর অবস্থানের জন্য তথায় এক হ্রদ খনন করিলেন। তখন সরস্বতী সেই হ্রদে আশ্রয় লইলেন। অতঃপর পিতামহ মহাভয়ঙ্কর সর্পগণকে সেই হ্রদে স্থাপন করিয়া বলিলেন "তোমরা অবহিত হইয়া হ্রদ রক্ষা কর। দেখিও কেহ যেন সরস্বতীর দেহ স্পর্শ না করে।" স্কন্দ-নাগ-৪০। (৭) বিষ্ণুর আদেশে সরস্বতী বাড়ব-অগ্নিকে সাগরাভিমুখে বহন করিয়া লইয়া যান। সরস্বতী প্রথমে বাড়বের বাহন হইতে সম্মত হন নাই। তিনি পিত্রাদেশ ব্যতিরেকে গমন করিতে অসম্মত হওয়াতে বিষ্ণু ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া সরস্বতীকে গমন করিতে দিতে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা দেবকার্য্যের জন্য

সরস্বতীকে বলিলেন “তুমি বাড়ব-অগ্নিকে লবণ সমুদ্রে লইয়া যাইয়া নিক্ষেপ কর।” তখন সরস্বতী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন যে বাড়ব-তাপে তাঁহার দেহ দগ্ধীভূতা হইয়া যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন ধরাতলে গমন করিলে কলি-যুগোৎপন্ন পাপ সমুদয় তাঁহাকে স্পর্শ করিবে। তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করি-লেন যে সরস্বতী যদি পাপ সঙ্কুল ধরা-তল দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে তিনি পাতাল প্রদেশ দিয়া যেন সাগরে গমন করেন। তদ্ভিন্ন তিনি যখন অতিশয় পরিশ্রান্তা ও বাড়বাগ্নিতে দহ্যমানা হইবেন, তখন তিনি বসুধা-ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষীভূতা হইতে পারি-বেন। অনন্তর সরস্বতী, সাবিত্রী যমুনা, গায়ত্রী প্রভৃতি সখিগণকে বিদায় প্রদান করিয়া নদীরূপ ধারণপূর্ব্বক হিমাচলে গমন করিলেন। তথা হইতে তিনি ধরাতলে পতিত হইয়া মৎস্য-কচ্ছপ-সঙ্কুলা, তিমি-নক্রময়ী হইয়া বাড়বা-গ্নিকে লইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করি-লেন। গমন কালে তিনি ধরাপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া পাতাল প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কেবল যখন তপ্তা ও শ্রান্তা হইতেছিলেন তখন মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিত হইতে লাগি-লেন। যাইতে যাইতে তিনি এক স্থানে প্রভাসক্ষেত্র হইতে আগত চারিজন ঋষিকে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখি-লেন। ঋষিগণ সকলেই স্নানার্থ পৃথক পৃথক ভাবে সরস্বতীকে আহ্বান করি-লেন। এদিকে সাগরও সহসা সর-স্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সরস্বতী নিজমঙ্গল চিন্তা করিয়া এবং মুনিগণের অভিশাপ ভয়ে ভীতা হইয়া পঞ্চস্রোতা হইলেন। এইভাবেই পঞ্চ-স্রোতে বিভক্তা সরস্বতী নরগণের ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্যাপরাধ গুরু-পত্নী-গমন ও অন্যান্য পাপসকল বিনষ্ট করেন। অতঃপর অগ্রসর হইতে হইতে সরস্বতী সম্মুখে এক উত্তুঙ্গশৈল দেখিতে পাইলেন। দেবী তাহাকে দেখিয়া দেবকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিল ভাবিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহা চিন্তা করিতে লাগি-লেন। এমন সময়ে তিনি শৈলশিখরে এক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষ সরস্বতীকে অপর পথ দিয়া গমন করিতে বলিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য সেই পথেই গমন করিবার বাসনা জানাইলেন। তখন সেই পর্ব্বত বলিলেন “তুমি এখ-নও কুমারী। সুতরাং আমি তোমাকে বিবাহ করিব।” সরস্বতী বলিলেন “আমি এক্ষণে স্বয়ম্বরা হইতে পারিব না। তুমি আমার পিতার অনুমতি লইয়া পরে আমায় বিবাহ করিও। সম্প্রতি আমাকে গমন করিবার পথ প্রদান কর।” ঐ পর্ব্বত সরস্বতীর

বাক্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে সরস্বতী বলিলেন "তুমি যদি একান্তই আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে আমাকে স্নান সমাপন করিতে দাও। অস্নাত অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত।" পর্ব্বত তাহাতেই সম্মত হইলে সরস্বতী পুনরায় বলিলেন "তাহা হইলে তুমি এই বাড়বাগ্নি ধারণ করিয়া থাক, আমি স্নান সমাপন করিয়া আসি।" পর্ব্বত তখন হৃষ্ট হইয়া যেমন সরস্বতীর নিকট হইতে বাড়বাগ্নি গ্রহণ করিল, অমনই অগ্নিতেজে ভস্ম হইয়া গেল। তখন সরস্বতী পূর্ব্বের ন্যায় বাড়বাগ্নিকে লইয়া সাগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। বাড়ব দেখ। (৮) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধজাতা শতরূপারই নামান্তর সরস্বতী। মৎ-৩। (৯) ব্রহ্মা নিজ কন্যা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণয়-সূচকবাক্যে আহ্বান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতী ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে ব্রহ্মা তাঁহার পঞ্চম মুখে অতি কঠোর দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শিব-জ্ঞান-৪৯। (১০) ব্রহ্মা-স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া প্রজাসমূহ সৃজন করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। (১১) চাক্ষুষমনুর অধিকার কালে ব্রহ্মা সহ্যাদ্রি শিখরে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মদৈবত মুহূর্ত্তে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মার দীক্ষাবিধানার্থ সমাগত হইলে বিষ্ণু ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী সরস্বতীকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সরস্বতীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া এবং দীক্ষার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায় দেখিয়া মুনিগণ পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে ব্রহ্মার দক্ষিণ ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবা মাত্র সরস্বতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ কনিষ্ঠা সপত্নী গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবগণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন "যেহেতু আপনারা সকলেই কনিষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠার আসনে স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনারা সকলেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপ প্রাপ্ত হইবেন। আর গায়ত্রী লোকের অদৃশ্যা ও নিম্নগা হইবে।" গায়ত্রীও বিনাদোষে অভিশপ্তা হইয়া সরস্বতীকেও তদ্রূপ 'নিম্নগা হইবে' বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। সেই শাপে ব্রহ্মা ককুদ্মিনী গঙ্গা, বিষ্ণু কৃষ্ণা, এবং মহেশ্বর বেণী নাম্নী নদী হইয়া সহ্যাদ্রির শিখর হইতে নির্গত হইয়া নানা দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। গায়ত্রী ও সরস্বতী নদীরূপ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। পদ্ম-উত্ত-১১১। (১২) কল্পান্তে সমুদয় জগৎ রুদ্র

কর্ত্তৃক সংস্কৃত পিতামহ ব্রহ্মা পুত্র কামনায় ধ্যানস্থ হইলেন। সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানাদ-শালিনী, বিশ্বধারিনী সরস্বতী প্রাদুর্ভূতা হন। বায়ু-২৩। (১৩) সৃষ্টির প্রারম্ভে নীল-লোহিত রুদ্র ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মার সাহায্য করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণাজিন-ভূষিত ব্রহ্মা প্রথমে মনকে সৃজন করেন, তৎপরে ভূত সমূহের ধারণা ও বিশ্বরূপিণী রসনাসনা সরস্বতীকে উৎপাদন করেন। বায়ু-২৫। (১৪) ব্রহ্মা সরস্বতীকে সৃজন করিয়া কবিগণের বদনে বাস করিতে বলিলেন [ব্রহ্মা (৮৫) দেখ] সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিরূপে একাকিনী কবিগণের কবিত্ব শক্তিতে বাস করিব? ইহা ত সম্ভব নহে। আপনি ইহার সমুচিত ব্যবস্থা করুন।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন "তুমি সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান কর। উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলে তুমি তাহার মুখমণ্ডলে কবিত্ব শক্তিরূপে অবস্থান করিও। তুমি যাঁহাকে আশ্রয় করিবে তিনিই আদি কবি রূপে খ্যাতি লাভ করিবেন এবং তাঁহার কৃপাবলে আরও অনেকে কবিরূপে খ্যাতি লাভ করিবে।" তখন সরস্বতী ব্রহ্ম-বাক্যে উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি সমুদয় সত্যযুগ সপ্ত সুরলোকে দেবগণের মধ্যে এবং সপ্ত পাতালপুরে সর্পগণ মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর ত্রেতাযুগের আদিতে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে তমসানদীর তীরে সশিষ্য মহাতপা বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলেন। বাল্মীকি তখন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে তিনি এক ব্যাধকে এক ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে বধ করিতে দেখিলেন। ক্রৌঞ্চের শোকে বিলাপ-পরায়ণা ক্রৌঞ্চীর দুঃখে মহর্ষি এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে তখনই তাঁহার মুখ হইতে এক চারিপদ যুক্ত শ্লোক বাহির হইল। এই শ্লোক নির্গমন সরস্বতীর কৃপায়ই সম্ভব হইল। বাল্মীকিকে ক্রৌঞ্চীর শোকে মুহ্যমানা দেখিয়া সরস্বতী তাঁহার শোক শান্তির জন্য কবিত্ব শক্তিরূপে তাঁহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহাতেই তাঁহার মুখ হইতে সেই শ্লোক নির্গত হয়। বৃহদ্ধ-পূর্ব্ব-২৫। (১৫) কোনও সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে তপস্যার প্রভাব উপলক্ষ্যে পরম বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহাদের আশ্রমদ্বয় পরস্পরের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। বশিষ্ঠের তপঃ প্রভাবে বিশ্বামিত্রের তপঃ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতীকে আদেশ দিলেন "তুমি নিজ বেগে বশিষ্ঠকে আকর্ষণ

করিয়া লইয়া আইস।" সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্যে অতিশয় ভীতা হইলেন কিন্তু মুনির অভিশাপের ভয়ে কোনও আপত্তি না করিয়া বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া সরস্বতীকে বলিলেন "তুমি এখনই আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট লইয়া চল।" অতঃপর বশিষ্ঠ সরস্বতী কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিজ আশ্রমে উপনীত দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সরস্বতী তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে বশিষ্ঠকে লইয়া বিপরিত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী ঐরূপ করায় বিশ্বামিত্র নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে না পারিয়া সরস্বতীকে শাপ দিলেন, "তুমি যেমন আমাকে বঞ্চনা করিলে, তজ্জন্য তোমার জল-শোণিত ময় হইবে।" দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সরস্বতীর ঐ দুরবস্থায় অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এদিকে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত প্রভৃতি সেই সংবাদ পাইয়া আনন্দিত চিত্তে সরস্বতী-তীরে উপনীত হইয়া তাঁহার শোণিতময় জল পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদিন কতিপয় ঋষি সরস্বতী সলিলে অবগাহন করিতে আসিলেন। তাঁহারা সরস্বতীর ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কারণ অবগত হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য অরুণা নদীকে আনিয়া সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। তখন সরস্বতী পুনরায় পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল-জল-বাহিনী হইলেন। বাম-৪০। (১৬) সরস্বতী দেবীর আটটি শক্তি আছে, তাহাদের নাম শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। গরু-পূ-৭। (১৭) লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর বিবাহে সরস্বতী ও গৌরী চামর ধারণ করিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮। (১৮) আদ্যা প্রকৃতি ভুবনেশ্বরীর এক নাম সরস্বতী। তন্ত্রঃ ১৬০ পৃঃ। (১৯) তন্ত্রে সরস্বতী বাগ্‌-ঈশ্বরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার পূজাকালে যন্ত্রস্থ পদ্মের অষ্টদলে যোগা, সত্যা, বিমলা, জ্ঞানা, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা এই আট শক্তির পূজা বিহিত আছে। তন্ত্রঃ ২০০ পৃঃ। (২০) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজায় অঙ্কিত যন্ত্রের বায়ু কোণে সরস্বতীর পূজা বিহিত আছে। তন্ত্রঃ ১৬৫ পৃঃ। (২১) তন্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীদেবীরও অন্যতমা শক্তি সরস্বতী। তন্ত্রঃ ২২৪ পৃঃ। (২২) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ষড় শক্তির নাম সরস্বতী। শক্তি দেখ। (২৩) তন্ত্রে শ্রীবিদ্যাদেবীর পূজা-সংশ্রবে সরস্বতীর পূজাও বিহিত

আছে। তন্ত্র ১১৫ পৃঃ। (২৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা তারা দেবীর নাম সরস্বতী। মহোগ্রা দেখ। (২৫) তন্ত্রোক্ত নীল-সরস্বতীর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি এই আটটী পীঠ শক্তি। তন্ত্রঃ-৫১৩ পৃঃ। (২৬) তারিণী দেবীর এক মূর্ত্তিরও এক নাম সরস্বতী। তন্ত্রঃ ৫৩৫ পৃঃ। (২৭) মহর্ষি তার্ক্ষ্যের প্রার্থনায় সরস্বতী তাঁহাকে ইহলোকে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি, কিরূপ আচার ব্যবহারে তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না, কি উপায় ধর্ম্ম রক্ষা হয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-বন-১৮৫। (২৮) মনুর পত্নী সরস্বতী। মহাভা-উদ্-১১৬: (২৯) দেবী দুর্গার একনাম। দেবীপু-১৬। (৩০) দেবী ভগবতীর একনাম সরস্বতী। সপ্তবিধ স্বর দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা যায়, তাই তিনি স্বরাত্মিকা এবং অতি শব্দের অর্থ প্রদান করা। দেবী আদ্যাশক্তি সেই সপ্তবিধ স্বর দান করেন, তাই তাঁহার নাম সরস্বতী। দেবীপু-৩৭। (৩১) রুদ্রের দেহ সম্ভূতা অর্দ্ধনারী দেবী। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (৩২) মহর্ষি মরীচির অন্যতম পুত্র পূর্ণমাস। তাঁহার পত্নী সরস্বতী। বায়ু-২৮। পূর্ণমাস দেখ। (৩৩) ব্রহ্মার অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পঞ্চপত্নীর এক-তরা। মৎ-১৭১। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৩৪) মহর্ষি দধীচির পত্নী। তাঁহার গর্ভে সারস্বত নামে পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৩৫) পুরু-বংশীয় রন্তিনারের পত্নী। বায়ু-৯৯। রন্তিনার দেখ। (৩৬) পুরুবংশীয় ব্রহ্মদত্তের পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিষক্‌সেন নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩৭) পুরু-বংশীয় মতিনারের পত্নী। মহাভা-আদি-৯৫। মতিনার দেখ। (৩৮) বিশ্বরূপ কল্পে সরস্বতী ব্রহ্মার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূ্তা হন। লি-পু-১৬। (৪০) ঋগ্বেদে বাগ্দেবীর নাম সরস্বতী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গস্থ বাগ্‌দেবীর নাম ভারতী, পৃথিবীস্থ বাগ্‌দেবীর নাম ইলা, অন্তরীক্ষস্থ বাগ্‌দেবীর নাম সরস্বতী। আবার কখনও কখনও অগ্নিকেও সরস্বতী বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। ঋক্ ১।১৪২।৯। (৪১) আর্য্যাবর্ত্তে সরস্বতী নামে একটি নদী আছে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা তাঁহাকে দেবী বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। সেই নদীর তীরে অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। ঋক্ ১।৩।১০, ১১, ১২।

সরস্বান—ঋগ্বেদে অনেক স্থলে সর-স্বতী দেবীকে পুংলিঙ্গে সরস্বান বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ঋক্-৭।৯৬।৫।

সরিস্তবি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈশালী দেখ।

সরোগেয়—রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ রাম-চন্দ্রের শরাঘাতে ছিন্নশির হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। সেই মস্তকের তালু খণ্ডটি

একটি সরোবরাকার প্রাপ্ত হয়। সেই সরোবরে সরোগেয় নামক দেব বংশজ রাক্ষসগণ বাস করিত। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৬।

সরোজবদনা—এক ব্রাহ্মণের পত্নী। তিনি একদিন এক সারিকাকে পাঠ করাইতেছিলেন। তখন তাঁহার স্বামী কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে তিনি মরণান্তে সারিকারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে গীতার দশম অধ্যায় পাঠ-শ্রবণ করিয়া সেই মাহাত্ম্যে স্বর্গের অপ্সরারূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৪।

সর্প—(১) একাদশরুদ্রের অন্যতম। এই একাদশ জন রুদ্র মরীচির পুত্র ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৬। হরি-হরি-১৯৬; ১২৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৭: রুদ্র ও একাদশ রুদ্র দেখ। (২) ভজমান-বংশীয় তৈত্তিরির পুত্র। সর্পের তনয় নল। মৎ-৪৪। (৩) নয়জন প্রত্যধি-দেবতার অন্যতম। মৎ-৯৩। (৪) যাতুধানাত্মজ রাক্ষসগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। আপ ও বধ দেখ। (৫) রাক্ষস বিশেষ। যে দ্বাদশজন রাক্ষস সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৪১। সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বতর দেখ।

সর্পকর্ণি—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ।

সর্পপুঙ্গব—নাগ বিশেষ। যে দ্বাদশ জন নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অশ্বতর দেখ।

সর্পরোমা—শুম্ভ দৈত্যের অনুচর জনৈক দানব। দেবাসুর যুদ্ধে শিবা-নুচর কুষ্মাণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

সর্পান্ত—পন্নগভোজী গরুড়ের অন্য-তম অপত্য। মহাভা-উদ্-১০০।

সর্পি—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম শিবের ভার্য্যা। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (২) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

সর্ব্ব—(১) মহেশ্বরের একনাম। জগতের সকল বস্তু তিনিই প্রদান করিয়াছেন, তাই তাঁহার এই নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১। (২) কুরু-বংশীয় ধনুষের পুত্র। তাঁহার তনয় সম্ভব। মৎ-৫০। (৩) অত্রিনামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। সমবুদ্ধি দেখ। (৪) সর্ব্ব (অথবা শর্ব্ব) একা-দশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৩৩। প্রিয়ব্রত দেখ। (৬) তন্ত্রোক্ত একজন স্বরশক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। শক্তি দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বক—সহিষ্ণু নামক একজন শিবা-বতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। সহিষ্ণু দেখ।

সর্ব্বকর্ম্মা—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কল্মাষপাদের পুত্র। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬১। হরি-হরি-১৫। (২) পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলেও হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়-নারীদিগের গর্ভজাত কতিপয় ক্ষত্রিয় কুমার গোপনে রক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয় বালকদিগের মধ্যে সর্ব্বকর্ম্মা পরাশর কর্ত্তৃক গোপনে পালিত হন। মহাত্মা পরাশর স্বয়ং শূদ্রের ন্যায় তাহার সকলরূপ পরিচর্য্যা করিয়া গোপনে বালককে রক্ষা করিতেন। মহাভা-শান্তি-৪৯।

সর্ব্বকাম—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় সুদাস। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ গরু-পূ-১৪২। ভাগ-৯স্ক-৯।

সর্ব্বগ—(১) মধ্যম পাণ্ডব ভীমের বলন্ধরা নাম্নী পত্নীর গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৫০। মহাভা-আদি-৯৫। গরু-পূ-১৪৪। (২) মরীচির পুত্র পৌর্ণমাস। তাঁহার অন্যতম পুত্র সর্ব্বগ। বিষ্ণু-১ম-১০। গরু-পূ-৫। (৩) দানব বিশেষ। দেবাসুর যুদ্ধে সে অসুরপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করে। দেবীপু-৪। (৪) ধর্ম্ম সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। ধর্ম্মসাবর্ণি দেখ।

সর্ব্বগণেশ্বর—লম্বোদর ভগবতী-সুত গণেশের এক নাম। শ্রীমহাভা-৩৫।

সর্ব্বগত—কালী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ভীমের সর্ব্বগত নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২২।

সর্ব্বজিৎ—(১) মহাদেবের একনাম। মহাভা-অনু-১৬০। (২) দানব-পতি বলির অনুচর জনৈক দানব। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (৩) দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। ব্রহ্মপু-৩।

সর্ব্বজ্ঞ—(১) অত্রি নামক জনৈক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লি-পূ-২৪। (২) অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-২৭৫। দেবীপু-৮১। রুদ্র দেখ: মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৬০। সমবুদ্ধি দেখ।

সর্ব্বজ্ঞা—(১) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনী গণের তালিকা দেখ। (২) দেবী দুর্গার এক নাম। সকল বিষয়ই তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় বলিয়া দেবী ঐ নামে অভিহিতা হন। দেবীপু-১৬,৩৭।

সর্ব্বতেজা—ধ্রুবের বংশীয় ব্যুষ্টের তনয়। তৎপুত্র চক্ষু। ভাগ-৪স্ক-১৩।

সর্ব্বত্রগ—(১) ধর্ম্ম সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয়। অগ্নি-১৫০। (২) ভীমের কাশী নাম্নী পত্নীর গর্ভে সর্ব্বত্রগ নামে তনয় জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৩) রুদ্র তনয় একাদশ (সাবর্ণি) মনুর অন্যতম তনয়। গরু-পূ-৮৭। সুশর্ম্মা দেখ।

সর্ব্বদমন—দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত তনয়। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তাহার জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়ঃক্রম

কালে মহর্ষি কণ্ব বেদবিধানানুসারে তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করেন। ঐ বালক ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালেই সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণকে আশ্রমস্থ বৃক্ষ সমূহে বন্ধন করিয়া দমন করিত। তাই আশ্রমবাসী অন্যান্য মুনিগণ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন সর্ব্বদমন। যখন শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া দুষ্মন্তের রাজসভায় গমন করেন, তখন দুষ্মন্ত প্রথমে শকুন্তলা অথবা তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। পরে দৈববাণী শুনিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তাহার তনয়ের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়াতে তাঁহার অপর নাম হয় ভরত। মহাভা-আদি-৭৪। শকুন্তলা ও ভরত দেখ।

সর্ব্বধর্ম্মা—ধর্ম্ম-সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-৩য়-২। ধর্ম্মসাবর্ণি দেখ।

সর্ব্ববিৎ—দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত তনয়গণের অন্যতম। কালিকা-৩৪। অর্কপৃষ্ঠ দেখ।

সর্ব্ববৃক—কাশিরাজ-কন্যার গর্ভজাত মধ্যম পাণ্ডব ভীমের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৯। সর্ব্বগ ও ভীম দেখ।

সর্ব্ববেগ—একাদশ মন্বন্তরীয় সাবর্ণি মনুর অন্যতম, তনয়। বায়ু-১০০। সাবর্ণি মনু দেখ।

সর্ব্বভক্ষ—অগ্নির এক নাম। ভৃগুপত্নী পুলোমাকে পুলোমা নামক এক জন রাক্ষস হরণ করিবার চেষ্টা করে। সেই সময়ে অগ্নিকে মধ্যস্থ রূপে গ্রহণ করিয়া ভৃগুপত্নী পুলোমা, রাক্ষস-হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন। অগ্নি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে ভৃগু তাঁহাকে "সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৫, ৬।

সর্ব্বভুজ—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর বায়ুকোণ-রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

সর্ব্বভূত দমনী—শিবের অন্যতম পীঠ শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৯ পৃঃ।

সর্ব্বমঙ্গলা—(১) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণের তালিকা দেখ। (২) দেবী মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৩) সকল লোককে তাহাদের অভিলষিত ফল প্রদান করেন বলিয়া দেবী দুর্গার এক নাম সর্ব্বমঙ্গলা। দেবীপু-৩৭। (৪) ষোড়শ নিত্যান্যাসের অন্যতম দেবতা। তন্ত্রঃ ৪২৯ পৃঃ। ভগমালিনী দেখ। (৫) দেবী সতীর একমূর্ত্তির নাম সর্ব্বমঙ্গলা। সতী (৩০) দেখ।

সর্ব্বমর্দ্দক—দেবী দুর্গার হস্তে নিহত জনৈক দৈত্য পতি। দেবীপু-১৯।

সর্ব্বমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা ও সুমেধা দেখ।

সর্ব্বসম্ভবশঙ্করী—অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

সর্ব্বসহ—সৌরাষ্ট্র-দেশবাসী বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ একজন ব্রাহ্মণ। তিনি পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নরকে গমন করেন এবং নরক ভোগান্তে তিনি গৃধ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-ক্রি-৩।

সর্ব্বসারঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুলজাত অন্যতম নাগ তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সর্ব্বসিদ্ধিদা—(১) তন্ত্রোক্ত অন্যতম পীঠশক্তি। তন্ত্রঃ-১৮৬ পৃঃ। (২) তন্ত্রোক্ত তারিণী-পূজার যন্ত্রে অঙ্কিত পদ্মের ষোড়শদলে পূজনীয় ষোড়শজন পরিচারিকার অন্যতমা। তন্ত্রঃ-৫৯৮ পৃঃ ভক্তিদা দেখ।

সর্ব্বসুন্দরী—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

সর্ব্বসেন—পুরু-বংশীয় ব্রহ্মদত্তের তনয়। সর্ব্বসেনের অনুজ বিষ্বকসেন। হরি-হরি-২০।

সর্ব্বাঙ্গকেশ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

সর্ব্বানুভূত—যক্ষরাজ মণিভদ্রের অন্যতম তনয়। পুণ্যজনী দেখ।

সর্ব্বান্ত—(১) জনৈক ব্যাধ। সে চিত্রসেন নামক এক রাজা কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া রাজধানীতে নীত হইবার সময়ে রাজার সহিত নৌকারোহণে গঙ্গা পার হয়। সেই গঙ্গা-দর্শন জনিত পুণ্যে সকল-পাপ-মুক্ত হইয়া সে শিবপুরে গমন করে। শ্রীমহাভা-৭২। (২) মহাদেবের একজন গণ। তিনি ছয়-কোটী অনুচরসহ শিব-সতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ—অযোধ্যা-নিবাসী এক ব্রাহ্মণের গৃহস্থিত এক ভিক্ষুক। সে এক দিন এক সারমেয়কে অকারণে প্রহার করে। সারমেয় প্রতীকার-প্রার্থী হইয়া রাজা রামচন্দ্রের শরণাগত হয়। রামচন্দ্র সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে সেই সারমেয়েরই অনুরোধে সর্ব্বার্থসিদ্ধকে কুলপতি পদ প্রদান করেন। প্রহার-কর্ত্তা ব্রাহ্মণের প্রতি ঐরূপ অদ্ভুত ব্যবহার করাতে সকলেই কৌতূহলী হইয়া সারমেয়কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সারমেয় বলে যে সে পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কালঞ্জরের অধিপতি ছিল। কিন্তু অতিশয় কোপন স্বভাব প্রযুক্ত অপরের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া কুক্কুর যোনি লাভ করে। ঐ ব্রাহ্মণও অতিশয় কোপন স্বভাব। সুতরাং তাহাকে কুলপতি পদে নিযুক্ত করিলে সেও লোকের সহিত পরুষ ব্যবহার করিয়া তাহার ন্যায় জন্মান্তরে কুক্কুর যোনি লাভ করিবে। রামা-উত্ত-৭২।

সর্ব্বহারী—স্বয়ংহারী দেখ।

সর্ব্বেশ্বর—(১) চারিজন দিক্‌পালের অন্যতম। তিনি পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিকের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। তাঁহারই নামান্তর শঙ্খপদ। মৎস্য-৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। শঙ্খপদ দেখ।

সর্ব্বৌজস—মানসতীর্থ দেখ।

সর্য্যাতি—শর্য্যাতি দেখ।

সলিলা—মাতৃকাগণ দেখ।

সলৌগাক্ষি—অঙ্গিরা-বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

সস—অগ্নির অপত্য সস ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।২১।

সস্থরা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী দিতি হইতে অনবস্থা সস্থরা প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪।

সহ—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১১৭। (২) লোকে সর্ব্বজনের পূজনীয় অন্যতম অগ্নির নাম সহ। তাঁহার ভার্য্যার নাম দুহিতা। সহ অগ্নির তনয় অদ্ভুত নামক অগ্নি। মহাভা-বন-২০। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২) উত্তম মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। ইষ ও উত্তম মনু দেখ। (৩) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে ভূতরজঃ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। (৪) প্রাণ নামক অন্যতম বসুর তনয়। ভাগ-৬স্ক-৬। প্রাণ দেখ। (৫) মাদ্রী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। উর্দ্ধগ ও শ্রীকৃষ্ণের তনয় গণের তালিকা দেখ। (৬) উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণের তালিকা দেখ। (৭) গৃহপতি নামক ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পিতা। ঋক্-৮।১০২।

সহজ—চেদিমৎস্য বংশীয় একজন রাজা। যে অষ্টাদশজন ভূপতি রাজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন তিনি তাহাদের অন্যতম। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সহজন্যা—(১) অপ্সরা বিশেষ। তিনি দ্বাদশ জন বৈদিকী অপ্সরাদের অন্যতমা ছিলেন। হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী ও মনোবতী দেখ। (২) সহজন্যা প্রভৃতি অপ্সরাগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য-গীত করিতেন। মৎ-১৬১। হরি-হরি-২২৩। (৩) পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সহজন্যা প্রমুখ কতিপয় অপ্সরা রূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শিবের মনোহরণ করিতে প্রয়াস পান। তন্মধ্যে সহজন্যা পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী জয়ার রূপ ধারণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৭। মেনকা দেখ। (৪) মেনকা ও সহজন্যা নাম্নী অপ্সরাদ্বয় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাস সূর্য্যরথে

বাস করেন। বায়ু-৫২। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (৫) রম্ভা ও সহজন্যা নাম্নী অপ্সরাদ্বয় আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। বরুণ দেখ। (৬) সহজন্যা প্রমুখা দ্বাদশ জন অপ্সরা ষড়ঋতুতে নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্য দেবকে পরিতুষ্ট করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অনুম্লোচা দেখ। (৭) স্বর্গের ছয়জন প্রধান অপ্সরাদের অন্যতমা সহজন্যা ছিলেন। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে ঐ সকল অপ্সরা আসিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া ছিলেন। মহাভা-আদি-৭৪, ১২৩। (৮) পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট দশজন স্বর্গীয় অপ্সরাদের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বর্ণিনী দেখ।

সহজপুত্র—সময়পুত্র দেখ।

সহজা—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্রঃ ৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সহজিৎ—যে সমুদয় ন্যায়ানুবর্ত্তি রাজারা যমরাজের সভায় বসিয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮। সুধন্বা দেখ।

সহদেব—(১) কুরুরাজ পাণ্ডুর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি পাণ্ডুর মাদ্রী নাম্নী মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সহ-দেব ও তাঁহার অপর সহোদর নকুল অশ্বিনীকুমারদের অংশভূতা ছিলেন। (মাদ্রী দেখ) মাদ্রী পাণ্ডুর চিতানলে প্রাণত্যাগ করিলে নকুল ও সহদেব পাণ্ডুর অপর তিন তনয়গণ সহ কুন্তী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হন। সহদেব উশনা প্রণীত নীতিশাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহা-রাজ যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন সহদেব তাঁহাকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিতেন। সহ-দেবের ধর্ম্মানুশাসনে সকলেই প্রীত থাকিতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ-সূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে যখন অপর চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন সহদেব দক্ষিণ দিকে অভিযান করেন। তিনি প্রথমে মথুরা নগরী অধিকার করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে মৎস্যরাজ মহারাজ দন্তবক্র, সুকুমার, সুমিত্র, পটচ্চর ও অপর এক মৎস্যরাজকে বশীভূত করেন। অনন্তর সহদেব নিষাদদিগের অধিকৃত ভূমি স্বাধিকারে আনয়নপূর্ব্বক নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের অভিমুখে যাত্রা করেন। কুন্তিভোজ সহদেবের বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি তথা হইতে গমনপূর্ব্বক চর্ম্মণ্বতী তীরে উপনীত হন। তথায় বাসুদেবের পূর্ব্ববৈরী জম্ভক রাজের পুত্রকে পরাজিত করেন। অনন্তর সেক নামক দুই পৃথক নরপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদা নদীর সন্নিকটে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক রাজ ভ্রাতৃদ্বয়কে স্ববশে আনয়ন করেন। অতঃপর সহদেব ভোজকট নগরাধি-

পতি মহারাজ ভীষ্মক, কোশল রাজ্যাধিপতি, বেণ্বানদীর তীরস্থ মহারাজ আরণ্যক, ও অযোধ্যার পূর্ব্বভাগের অধীশ্বর প্রভৃতি রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করেন। এই ভাবে তিনি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি নাটকেয় ও হেরম্বদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের পুরীদ্বয় অধিকার করেন। অনন্তর নাটবিক, অর্ব্বুক প্রভৃতি আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করেন। তদনন্তর বাতাধিপতি ও পুলিন্দদিগকে বশীভূত করিয়া তিনি পাণ্ড্যদেশে উপস্থিত হন। তথায় মৈন্দ দ্বিবিদ নামক বানররাজদ্বয়ের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে বানর-রাজদ্বয় সহদেবের অসাধারণ বীরত্বে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবিধ রত্নরাজী প্রদান ও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অতঃপর সহদেব মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মাহিষ্মতী নগরাধিপতি নীলরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে দেব হুতাশন নীলরাজকে সহদেবের বিরুদ্ধে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সহদেব তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নানারূপে অগ্নির স্তব ও অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অগ্নি সহদেবকে বলিলেন যে, তিনি নীলরাজ ও তদীয় বংশধরদিগকে সর্ব্বদা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। অতএব সহদেব যেন নীলরাজকে পরাভূত করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া অন্যত্র গমন করেন। অনন্তর হুতাশনেরই পরামর্শে নীলরাজ সহদেবের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলে সহদেব তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। অতঃপর সহদেব আরও বহুস্থানে গমন করিয়া বহু রাজন্যবর্গকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন। অনেক স্থলে তিনি স্বয়ং গমন না করিয়া দূত প্রেরণ করেন। তত্তৎ স্থানের রাজগণ সহদেব-প্রেরিত দূতের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। এইরূপে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞোপযোগী বহু ধনরত্ন আহরণপূর্ব্বক সহদেব পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। (মহাভা-আদি-৯৫। সভা-৩১)। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্মের নির্দ্দেশে সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপাল যখন ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কটূক্তি করেন তখন সহদেব বলেন "যাহারা কৃষ্ণের সমাদর সহ্য করিতে পারে না আমি তাহাদের মস্তকে পদাঘাত করি। যদি তাহাদের

ক্ষমতা থাকে, তাহারা ইহার সমুচিত প্রতিফল দিউক", এই কথা বলিয়া সহদেব পাদোত্তলন করিলেও কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরন্তু তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসভায় সিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর ব্যজন করিতেন। যখন অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহ বনগমনে উদ্যত হন, তখন সহদেব শকুনির কপটতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলেন যে তিনি যুদ্ধে শকুনিকে ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে বধ করিবেন। (মহাভা-সভা-৩২, ৩৪, ৩৮, ৫২, ৬৩, ৬৬, ৭৫—৭৮)। দ্বাদশবর্ষ বনবাসান্তে যখন অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হয় তখন পাণ্ডু-তনয়গণ ছদ্মবেশে ও ছদ্মনাম গ্রহণপূর্ব্বক বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে মনস্থ করেন। সহদেব গো-লক্ষণ, গো-চরিত ও তাহাদের শুভ অশুভ সমুদয় বিষয়ই অবগত ছিলেন; তজ্জন্য তিনি তন্ত্রিপাল নামে নিজের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিরাট-রাজের গো-পরিচর্য্যার কাজ গ্রহণ করেন। (বিরাট-৩) বিরাট রাজ-সমীপে গমন করিয়া কার্য্যগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র এক শমীবৃক্ষে লুকাইত রাখেন। দক্ষিণাচার-পরায়ণ সহদেব যে ধনুঃ দ্বারা দক্ষিণদিক জয় করিয়াছিলেন, সেই ধনু তিনি জ্যা-বিয়োজিত করিয়া শমীবৃক্ষে স্থাপন করিলেন। সেই সময় পাণ্ডবগণ আরও পাঁচটী ছদ্ম নাম গ্রহণ করেন। সহদেবের নাম হয় জয়দ্বল। (বিরাট-৫)। অনন্তর সহদেব অনুত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়া ও তাহাদিগের ভাষা আয়ত্ব করিয়া বিরাট রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। বিরাট তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইয়া রাজপুত্রজ্ঞানে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সহদেব নিজেকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং নিজ নাম বলিলেন অরিষ্টনেমী। তিনি আরও বলিলেন যে পূর্ব্বে তিনি কৌরবদিগের গো-সংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু পাণ্ডবগণ কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করায়, তিনি অন্যত্র কার্য্যান্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিরাটরাজ প্রথমে সহদেবের কথায় প্রত্যয় করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার আকৃতি দর্শনে তোমাকে বৈশ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়। তুমি নিজের সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর।" তখন সহদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন

যে গো-সংখ্যা কার্য্যই তাঁহার জীবিকা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অষ্টশত সহস্র ধেনু এবং অন্যান্য লোকের ত্রিশ সহস্র ধেনুর সংখ্যা-গণনার কার্য্যে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে তন্ত্রীপাল বলিত। দশ যোজনের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় ধেনুর সংখ্যা তিনি নিরূপণ করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানও তিনি অবগত আছেন। যে-সকল উপায় দ্বারা গো-সংখ্যা শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং তাঁহা-দিগের কোন রোগ না জন্মে তাহা তিনি বিদিত আছেন। যে সকল ঋষভের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যারও গর্ভ হয় সেই সকল ঋষভের লক্ষণও তাঁহার জ্ঞাত আছে। সহদেব এই ভাবে নিজপরিচয় ও গুণের বিবরণ প্রদান করিলে বিরাট-রাজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সকল পশু ও পশুপাল দিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। (বিরাট-১০) কুরুক্ষেত্র সমর আরম্ভ হইলে সহদেব অন্যান্য চারি অগ্রজের ন্যায় অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু অরাতি সৈন্য বধ করিয়া পরিশেষে কুরুসেনাপতি শকুনিকে বধ করেন (শকুনি দেখ) কুরুক্ষেত্র সমরান্তে বিজয়ী ভ্রাতাগণ মিলিত হইবার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন মাতৃমুখে শ্রবণ করিলেন যে কর্ণ তাঁহাদেরই অন্যতম সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, তখন তিনি অতিশয় আকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন। ভীমা-র্জ্জুনাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় তখন নানারূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকেন। সহদেবও তখন নানারূপে অহঙ্কার ও আসক্তিহীনতার সুফল এবং বাহ্যিক ও আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ না করার কুফল কীর্ত্তন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিবার চেষ্টা করেন। (শান্তি-১৩) যথাকালে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুধিষ্ঠির সহ-দেবকে শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠির সহদেবকে দুর্য্যোধনের অনুজ দুর্ম্মুখের কমল-লোচনা কামিনীগণ-পরিপূর্ণা কনক-ভূষিত ভবন প্রদান করিলেন। (শান্তি-১৩, ৪১, ৪৪) যুধিষ্ঠির যখন ভ্রাতৃগণ-সহ বানপ্রস্থাবলম্বী জ্যেষ্ঠতাত, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন সহদেব জননী কুন্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি কাতর ভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অরণ্যে মাতৃসন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা ও তপোনুষ্ঠান করি-বার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জননী কুন্তি-দেবী ও অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের বিশেষ প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া

তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠির সহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (আশ্ব-৩৬) মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ-সহ মহাপ্রস্থান করেন, তখন পথে দ্রৌপদীর পরেই সহদেবের পতন হয়। ভীম যুধিষ্ঠিরকে পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্ঠির বলেন, যে সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই পাপেই তাঁহার পতন হয়। মহাপ্রস্থানিক-২। (২) সহদেব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসেন নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩, ৬৭, ২২১। (৩) অন্যত্র আছে (আদি-৯৫ এবং বন-২২১। মৎ-৫০। অগ্নি-২৭৮।) দ্রৌপদীর গর্ভজাত সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতকর্ম্মা। (৪) মদ্ররাজ কন্যা বিজয়াকে সহদেব স্বয়ংবরে লাভ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সহদেবের সুহোত্র নামে এক পুত্র জন্মে। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় স্থগ্নয়ের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র কৃশাশ্ব। রামা-আদি-৪৭। বায়ু-৮৬। (৬) পুরুবংশীয় হর্য্যশ্বনের তনয়। তাঁহার অপত্য নদীন। হরি-হরি-২৯। (৭) পুরুবংশীয় সোমদত্তের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র সোমক। হরি-হরি-৩২। (৮) মগধের ভবিষ্যৎ রাজবংশীয় দিবাকরের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র ধ্রুবাশ্ব। মৎ-২৭৩। (৯) পুরু-বংশীয় হর্য্যশ্বতের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র অদীন। বায়ু-৯৩। (১০) প্রসিদ্ধ জরাসন্ধ নৃপতির পুত্র সহদেব। তাঁহার তনয় সোমাপি। সহদেব ভারতযুদ্ধে হত হন। বায়ু-৯৯। কল্কি-৩য়-৪। (১১)। ভীম শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় জরাসন্ধকে বধ করিলে, তৎপুত্র সহদেব বাসুদেবের শরণাপন্ন হন। তখন বাসুদেব তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাভা-সভা-২৩। (১২) সহদেব নামক এক জন নৃপতি যমুনানদীর সমীপে কোটী সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির অর্চ্চনা করেন। মহাভা-বন-৯০। (১৩) কাশিরাজ দিবোদাসের বংশীয় সুদাসের তনয় সহদেব। তৎপুত্র সোমক। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২২। (১৪) মগধের ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দিবাকরের তনয় সহদেব। তাঁহার তনয় বৃহদশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। বায়ু-৯৯। ভাগ-৯স্ক-১২। (১৫) পুরুবংশীয় হর্ষবর্দ্ধনের তনয় সহদেব। তাঁহার তনয় অদীন। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (১৬) পুরুবংশীয় হর্য্যবলের তনয় সহদেব। তাঁহার তনয় হীন॥ ভাগ-৯স্ক-১৭। (১৭) সোমক নামক রাজার পিতা সহদেব বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। ঋক্-৪।১৫।৯।

সহদেবা—(১) বসুদেবের অন্যতম মহিষী। হরি-হরি-৩৫। (২) সহদেবার গর্ভে বসুদেবের ভয়াসখ নামে এক

জন্মে। বায়ু-৯৬। বসুদেব দেখ। (৩) বার্হদ্রথের অন্যতমা কন্যা ও কংসের একতরা পত্নী। মহাভা-সভা-১৩।

সহবসু—গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে ইন্দ্র, নৃমর নামক অসুরের পুত্র সহবসুকে বিনাশ করিবার জন্য বলবতী বজ্র-ধারার মুখে উহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঋক্‌-২।১৩।৮।

সহবীর্য্য—সংহিতাকার হিরণ্যনাভের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। আজবন্ত দেখ।

সহরক্ষ—(১) পাবক নামক অগ্নির পুত্র। ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২) সংবর্ত্তক অগ্নির পুত্র সহরক্ষ। তিনি সর্ব্বদা গৃহে থাকিয়া লোকের কামনা পূর্ণ করেন। তাঁহার পুত্র ক্রব্যাৎ অগ্নি। মৎ-৫১।

সহরক্ষা—পাবক নামক অগ্নির পুত্র। তিনি অসুর বলিয়া বিদিত হন। নিত্য কর্ম্মে তাঁহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। শিব-বায়-পূ-১৫।

সহসাত্য-পুত্র—সংহিতাকার লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

সহস্বান—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনগুর পুত্র। তাঁহার তনয় বীরসেন। শিব-ধর্ম্ম-৬১। (১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মর্ব নৃপতির নামান্তর। বায়ু-৮৮। মর্ব দেখ।

সহন্ত—উত্তমী মনুর দশপুত্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। ইষ দেখ।

সহস্র—(১) সূর্য্যবর্চ্চ দেখ। (২) কাঞ্চনাপুরীর অধিপতি মহামতির পুত্র অমর্ষ; তাঁহার তনয় সহস্র। সহস্র হইতে অসি জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-৩য়-১৪।

সহস্রচিত্ত—কেকয়দেশের অধিপতি। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক বনগমন এবং তথায় ঘোরতর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রলোক লাভ করেন। মহাভা-আশ্র-২০।

সহস্রজিৎ—(১) যদুবংশীয় ভজমানের পুত্র। হরি-হরি-৩৭। বায়ু-৯৬। ভজমান দেখ। (২) যদুর অন্যতম পুত্র সহস্রজিৎ। তাঁহার পুত্র শতজিৎ। বায়ু-৯৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। কূর্ম্ম-পূ-২২। লি-পূ-৬৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৩) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। জাম্ববতী দেখ। (৪) সহস্রজিৎ নামক এক নরপতি ব্রাহ্মণের হিতার্থে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-২৮৪। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২। পদ্ম-পাতা-৬১। (৫) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কর্ণাট-নৃপাত সহস্রজিতের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১০। (৬) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সহস্রজিৎ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৬।

সহস্রধার—সুধামা নামক দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম, মন্বন্তী ও সুধামা দেখ।

সহস্রপদ—একজন মুনি। খগম নামক একজন তপঃবীর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। একদিন খগম যখন অগ্নিহোত্র কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সহস্রপাদ কৌতুক বশতঃ তৃণ নির্ম্মিত সর্প দ্বারা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া খগম তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, "তুমি যেরূপ নির্বীর্য্য সর্পের দ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছ, তুমি স্বয়ং সেইরূপ নির্বীর্য্য সর্প হও।" সহস্রপাদ বন্ধুর অভিশাপে অতিশয় কাতর হইয়া কিরূপে তিনি শাপমুক্ত হইতে পারিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। খগম তখন বলে যে প্রমতির পুত্র রুরুকে দর্শন করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন। মহাভা-আদি-১১, ১২। রুরু দেখ। (২) সহস্রপাদ ঋষি দ্বৈতবনে বাস করিতেন। মহাভা-বন-২৬। (৩) শিবের একজন অনুচর। তিনি বহু কোটীগণসহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। লি-পূ-১০৩।

সহস্রবাক্—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭।

সহস্রবাহু—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) স্কন্দ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত হইলে শীতা (নদী) তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সহস্রবাহুকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভুরামা-১৮।

সহস্রাক্ষ—(১) মহাদেবের একজন গণ। শঙ্কর যখন ত্রিপুর বিনাশের জন্য গমন করেন, তখন তিনি শঙ্করের সহিত গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫। (২) পাণ্ডুদেশে সহস্রাক্ষ নামে এক পরম বৈষ্ণব নরপতি ছিলেন। তিনি একবার দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিয়া প্রণাম করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে "রাক্ষস হও", বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। নরপতি সহস্রাক্ষ তখন দুর্ব্বাসার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শাপমুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তখন দুর্ব্বাসা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের স্পর্শ লাভকরিয়া সহস্রাক্ষ শাপমুক্ত হইবেন। ঐ সহস্রাক্ষ নৃপতিই দুর্ব্বাসার শাপে দ্বাপরে তৃণাবর্ত্ত নামক রাক্ষস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া তিনি শাপমুক্ত হন। গর্গ-গোল-১৪। (৩) মহাদেবের এক নাম। তিনি সুবর্ণাক্ষ তীর্থে ঐ নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩।

সহস্রানীক—(১) কুরুবংশীয় শতানীকের তনয়। তাঁহার পুত্র অশ্বমেধজ। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) কুরুরাজ সহস্রানীক পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরো-

হণ করেন। তাঁহার পিতা শতানীক ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। সহস্রানীক তদ্রূপ করিতেন না। তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট আসিয়া অনুযোগ করিলে, সহস্রানীক বলিলেন, "ন্যায়-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে পুণ্য লাভ হয় তাহা সত্য। দান করিলে মানব স্বর্গ লাভ করে এবং এবং পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুখ ভোগ করে তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। কিন্তু আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পিতা এক্ষণে কোথায় এবং কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন?" নৃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন। তদবধি তাঁহারা তাঁহাদের করণীয় হোমাদি সম্পন্ন করিতে অপারগ হইয়া দুঃখিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হোমাদি লুপ্ত হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। তখন ভাস্করদেব ঐ দ্বিজগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে সহস্রানীকের পিতা শতানীকের বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ এক ব্রাহ্মণ ঐ নগরেই অবস্থান করিতেছেন। দ্বিজগণ সেই সংবাদ পাইয়া সেইরূপ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে মহাতপা ভার্গবকে তপস্যারত দেখিলেন। ভার্গব দ্বিজগণের মনোকষ্টের কারণ অবগত হইয়া, পরলোকে অবস্থিত শতানীকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে নরকে উপস্থিত হইয়া শতানীকের সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন ভার্গব শতানীককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ, ভূমি প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কেন আপনি নিরয়ে যাতনা ভোগ করিতেছেন।" তখন শতানীক বলিলেন যে তিনি অন্যায়রূপে পর ধন গ্রহণ করিয়া সেই ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহাকে নরক-যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। কেবলমাত্র তাঁহার পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলে তাঁহার কষ্টের পরিসমাপ্তি হইবে। অতএব ভার্গব যেন সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া সহস্রানীককে সাধুসঙ্গ করিতে বলেন। তখন ভার্গবের প্রশ্নের উত্তরে দিবাকর তাঁহাকে সাধুসঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। ভার্গবও তাহা সহস্রানীকের নিকট আসিয়া কীর্ত্তন করিলেন। ভার্গবের বাক্যে সহস্রানীক পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য বিদেশে গমন করিলেন। তথায় তিনি বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক এক পুষ্করিণী খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং যথোপযুক্ত ধন উপার্জ্জন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যা-

বর্ত্তন পূর্ব্বক ভার্গবের উপদেশ অনুসারে যথাশাস্ত্র সেই ধন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তখন তাঁহার পিতা শতানীক নরকভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। শিব-ধর্ম্ম-২৭। (৩) বিধূম নামক এক বসুকে ব্রহ্মার শাপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বিধূম তখন বিবেচনা করিয়া শতানীকের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরাও ব্রহ্মার শাপে মর্ত্ত্যলোকে অযোধ্যাপতি কৃতবর্ম্মার কন্যারূপে জন্মলাভ করে। শতানীকের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সহস্রানীক (শাপভ্রষ্ট বিধূম) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র একবার তাঁহাকে অমর-লোকে নিমন্ত্রণ করেন। সহস্রানীক তথায় যাইয়া ইন্দ্রের নিকট তাঁহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এবং তাঁহার ভাবিনী ভার্য্যা কৃতবর্ম্মা-দুহিতা মৃগাবতীর বিষয় অবগত হইলেন। অতঃপর স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহস্রানীক অনুসন্ধান করিয়া মৃগবতীকে বিবাহ করিলেন। ঐ মৃগবতীর গর্ভে সহস্রানীকের উদয়ন নামে এক পুত্র জন্মে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাহার হস্তে নিজ রাজ্যের ভার প্রদান করিয়া মনুষ্য জন্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চক্রতীর্থে গমন করেন এবং তথায় স্নান করিয়া শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

সহস্রাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনগুর তনয়। তাঁহার পুত্র চন্দ্রাবলোক। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মৎ-১২। (২) ঐ বংশীয় অহীনাশ্বের তনয় সহস্রাশ্ব। তৎপুত্র চন্দ্রালোক। অগ্নি-২৭৩। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনরের তনয়। সহস্রাশ্বের পুত্র শুভ ও চন্দ্রাবলোক। লি-পূ-৬৬।

সহা—অন্যতমা অপ্সরা। মহাভা-বন-৪৩।

সহিত—দহন নামক অগ্নির পুত্র সহিত অগ্নি। তিনি অদ্ভুতাকার, যশস্বী ও প্রায়শ্চিত্তের হুতহব্য-ভোজনকারী বলিয়া বিদিত হন। মৎ-৫১। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সহিষ্ণু—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম মৎ-৯। হরি-হরি-৭। সৌর-৩৩। বিষ্ণু-৩য়-১। গরু-পূ-৮৭ কূর্ম্ম-পূ-৫০। চাক্ষুষ মনু, অতিনামা, মধুশ্রী ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) প্রজাপতি পুলহের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫২। লি-পূ-৫। অগ্নি-২০। শিব-বায়-পূ-১৫। ভাগ-৪স্ক-১। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। কূর্ম্ম-পূ-১৩। বিষ্ণু-১ম-১০। গরু-পূ-৫। (৩) রৈবত মনুর দশপুত্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। রৈবত মনু দেখ। (৪) বরাহকল্পের ষড়বিংশ দ্বাপরে সহিষ্ণু নামে এক শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উলূক, সর্ব্বক বৈদ্যুত ও আশ্বলায়ন নামে চারিটি

পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। (৫) সহিষ্ণু নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের উলূক, বিদ্যুত, শম্বুক ও আশ্বলায়ন নামে চারি পুত্র ছিল। শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পু-৫২। শিব (১৪) দেখ।

সাংকৃতি—(১) ভরত বংশীয় নরের পুত্র। তাঁহার তনয় গুরুবীর্য্য ও ত্রিদেব। বায়ু-৯৯। (২) বিশ্বামিত্র-বংশীয় একজন ঋষি। হরি-হরি-২৭।

সাংকৃত্য—(১) জনৈক ঋষি। তাঁহার বংশে নিমি নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১১৫। (২) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

সাংখ্যায়ন—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ। (২) পরম বৈষ্ণব সাংখ্যায়ন ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বৃহস্পতিকে তাহা প্রদান করেন। বৃহস্পতির নিকট হইতে সংহিতাকার সূত তাহা লাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-ভাগ-৩। ভাগ-৩স্ক-৮।

সাক্ষিপ—উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণের তালিকা দেখ।

সাগর—(১) মেরুর অন্যতমা কন্যা বেলা সাগরের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৩০। (২) দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্য সরস্বতী বাড়ব-অগ্নিকে সাগর হস্তে সমর্পণ করেন। তাহাতে সাগরের সমস্ত জল শুকাইয়া যায়। পরে সাগরের অনুরোধে বিষ্ণু জলকে অক্ষয় করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৪। বাড়ব ও সরস্বতী (৮) দেখ। (৩) সাগরের ভার্য্যা জাহ্নবী। মহাভা-উদ-১১৬।

সাগরবেণী—রেবা দেখ।

সাগ্নি—অন্যতম পিতৃগণ। মার্ক-৫২। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সাঙ্কৃতিক—মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম অপত্য। বায়ু-৬৫। বিষ্ণুবৃদ্ধ ও অঙ্গিরা দেখ।

সাত্ত্বগুহ—শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তিমতীর স্বামী। বায়ু-৭০

সাত্বত, সাত্ত্বত—(১) যদুবংশীয় জন্তুর পুত্র। তাঁহার তনয় ভজমান, বৃষ্ণি, অন্ধক ও দেবাবৃধ। অগ্নি-২৭৫। (২) পাঞ্চালাধিপতি সাত্বত শুকদেবের কন্যা কুন্তীকে বিবাহ করেন। কুন্তীর গর্ভে সাত্বতের ব্রহ্মদত্ত, কৃষ্ণ, গৌর ও শম্ভু নামে চারি পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৩) যদুবংশীয় অংশু হইতে বেত্রকীর গর্ভে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম কৌশল্যা। কৌশল্যার গর্ভজাত সন্তানগণ সাত্বতগণ বলিয়া পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) যদুবংশীয় পুরুদ্বহের পুত্র সত্ত্ব। তাঁহার তনয় সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাত্বত। বায়ু-৯৫। (৫) যদুবংশীয় সত্ত্বতের পুত্র সাত্বত। তাঁহার তনয় ভজিন, ভজমান, অন্ধক,

মহাভোজ, বৃষ্ণি, দিব্য, অরণ্য ও দেবাবৃধ। গরু-পূ-১৪২। (৬) অংশুর তনয় সাত্বত। তাঁহার পত্নী কৌশল্যা। সাত্বতের পুত্রদের নাম—ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। সত্বত দেখ। (৭) অংশুর তনয় সত্ব; তাঁহার তনয় সাত্বত। সাত্বতের পুত্রগণের নাম—ভজন, দেবাবৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণি। লি-পূ-৬৮, ৬৯। (৮) যদুবংশীয় আয়ুর তনয় সাত্বত। তাঁহার তনয় ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৯) শ্রীকৃষ্ণের একনাম। তিনি কখনও সত্ব হইতে চ্যুত হন না, তাই তাঁহার নাম সাত্বত। মহাভা-উদ্-৬৯। শান্তি-৩৪৩। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দেখ। (১০) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ-২৩৮পৃঃ।

সাত্বিক—গৌড়দেশে কাবেরী নদীর তীরে সাত্বিক নামে একজন কঠোর তপস্যা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দেহান্তে স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গে অবস্থান কালে তিনি অন্যান্য স্বর্গবাসী মুনিগণের সহিত অশোভন ব্যবহার করেন, তাহাতে সেই মুনিগণের শাপে তিনি এক দুর্ম্মুখ রাক্ষসরূপে জন্মলাভ করেন। শত্রুঘ্ন যখন রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব লইয়া পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন তিনি সেই অশ্বকে স্তম্ভিত করেন। পরে রামের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন। পদ্ম-পাতা২৮।

সাত্যকি—(১) যদুবংশীয় সত্যকের তনয়। হরি-হরি-৩৪। সৌর-৩১। মহাভা-আদি-৬৩। (২) সাত্যকির তনয় সত্যবান ও যুযুধান। মৎ-৪৫। (৩) সাত্যকির নামান্তর যুযুধান। তাঁহার তনয় ভূতি। বায়ু-৯৬। (৪) সাত্যকির (যুযুধানের) তনয় অসঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) সাত্যকি-যুযুধানের তনয় ধ্বনি। অগ্নি-২৭৫। (৬) হিরণ্যকশিপু-তনয় প্রহ্লাদই দ্বাপরে সাত্যকিরূপে জন্মলাভ করেন। গর্গ-গো-৫। (৭) সাত্যকি বায়ু-দেবতাদিগের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮) সত্যকের তনয় সাত্যকি ও যুযুধান। যুযুধানের তনয় অসঙ্গ। লি-পূ-৬৯। (৮) সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগত সহচর ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগেরও পরম হিতাকাঙ্খী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সমরান্তে পাণ্ডবদিগের পক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি মাত্র জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেকপরে প্রভাসতীর্থে অন্যান্য যাদবগণের সহিত মদ্যপান করিয়া তিনি কৃতবর্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা করেন। বিশেষভাবে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত ও অসহায় অবস্থায় বধ করিবার জন্য সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে

অশেষরূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহারা পরস্পর কলহ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে সাত্যকি কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভোজ ও অন্ধকগণ মিলিত হইয়া সাত্যকি ও তাঁহার সাহায্যার্থ আগত প্রদ্যুম্নকে নিহত করিলেন। মহাভা-মৌষল-৩। (৯) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সংগ্রাম করা উচিত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে পাণ্ডবপক্ষীয়গণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিলেন তখন বলদেব পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ না করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকি বলদেবকে অতিশয় তিরস্কার করেন। মহাভা-উদ্-২। (১০) শিনিরাজ সাত্যকি অস্ত্রবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার ক্ষমতায় অতিশয় আস্থাবান্ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেন। মহাভা-উদ্-২১, ৪৭, ৫৬, ৮০।

সাত্যমুগ্রি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যদগ্ধ দেখ।

সাদ্য—বরাহকল্পের দ্বিতীয় দ্বাপরে সাদ্য নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। সুতার দেখ।

সাত্যরথী—জনক-বংশীয় সত্যরথের তনয়। তাহার পুত্র উপগু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

সাত্ত্বসুগ্রীবি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদা দেখ।

সাধক—রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। রৈবত মনু দেখ।

সাধন—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ ও মঙ্গল দেখ।

সাধিত—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈকৃতিগালব দেখ।

সাধু—সাধু নামক এক বণিক উল্কামুখ নামক এক রাজার নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে বিষ্ণুর পূজা করেন। ঐ পূজার ফলে নিঃসন্তান সাধু এক কন্যা লাভ করেন। যথাকালে তিনি ঐ কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতা সহ বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করেন। সাধু বণিক সত্য-নারায়ণ দেবের পূজা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু অপ্রমাদ বশতঃ পূজা না করায়, সত্যনারায়ণদেব তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তৎফলে সাধু ও তাহার জামাতা যখন অপর এক রাজার রাজ্যে বাণিজ্যার্থ গমন করেন, তখন সত্য-নারায়ণের চক্রান্তে তাঁহারা উভয়েই রাজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এদিকে গৃহে সাধুর পত্নী ও কন্যা বহুদিন তাঁহাদের সংবাদ না পাইয়া প্রতিবেশীদের পরামর্শে সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করেন।

তাহাতে তুষ্ট হইয়া দেব সত্যনারায়ণ সাধু ও তাহার জামাতার মুক্তিবিধান করেন। অতঃপর যখন সাধু ও তাহার জামাতা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন দেব সত্যনারায়ণ এক দণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া সাধুর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার নৌকায় কি আছে?" সাধু তাঁহাকে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ভাবিয়া পরিহাসচ্ছলে বলেন, "আমার নৌকায় লতাপাতা আছে।" দেব-সত্যনারায়ণ সাধুর মিথ্যা বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথা সত্য হউক।" অমনই সাধুর নৌকাস্থিত সমস্ত দ্রব্যই লতাপাতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বণিক হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহার জামাতার পরামর্শে বণিক সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করিলে, তাঁহার কৃপায় বণিকের দ্রব্যাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্কন্দ-আব-রেবা-২৩৫।

সাধ্বী—(১) নারায়ণ-মহিষী লক্ষ্মীর এক নাম। ব্রহ্ম-৩১। (২) দেবী-দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩১ পৃঃ। দেবীপু-৩৭।

সাধ্য—(১) অত্রি নামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-২৪; ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। সমবুদ্ধি দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর একতমা সাধ্যার গর্ভে সাধ্য নামে দেবগণ উৎপন্ন হয়েন। তামস মন্বন্তরে সাধ্য নামে দেবগণ ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ৭। সাধ্যা দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাঁহারা অজিত নামে খ্যাত দেবগণ ছিলেন, তাঁহারাই চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য নামে দেবগণ হয়েন। ঐ সাধ্যদেবগণ সংখ্যায় দ্বাদশজন ছিলেন ও তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। বায়ু-৬৭, ৬৬। অনুমন্দা দেখ। (৪) চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে সাধ্য নামে খ্যাত যে দ্বাদশজন ধর্ম্মের তনয় সাধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই আবার বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে দ্বাদশ আদিত্যরূপে উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৭। জয়দেবগণ দেখ। (৫) একবার মহর্ষি আত্রেয় পরিব্রাজকরূপে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন সাধ্যগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করেন। আত্রেয়ও সাধ্যগণের প্রার্থনায় নানা সদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-উদ্-৩৫। (৬) সাধ্যগণ মরুত্ত রাজার যজ্ঞে পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৭) ব্রহ্মা বেদ-সম্মত সনাতন-ধর্ম্ম উৎপাদন করিলে, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ ও সাধ্যগণ প্রভৃতি সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে থাকেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (৮) কোনও সময়ে

প্রজাপতি (ব্রহ্মা) হেমময় হংস-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সমীপে উপস্থিত হন। সাধ্যগণ তাঁহাকে মোক্ষ ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সাধ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রজাপতি মোক্ষধর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক আরও অন্যান্য বিষয় কীর্ত্তন করেন। প্রজাপতি যে সমুদয়বিষয় কীর্ত্তন করেন তাহাদের সারাংশ এই—দেহই কর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এবং জীবই সত্য। মহাভা-শান্তি-৩০০। (৯) সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ সাধ্য (দেব) গণের নাম—ভানু, মনু, প্রাণ, রোম, নীচ, বীর্য্যবান্, চিত্তহার্য্য অয়ন, হংস, নারায়ণ, বিভু ও প্রভু। মৎ-২০৩। (১০) দেবতাদের যে আটটি গণ আছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে সাধ্য-গণ। ব্রহ্মা-৭১। ভৃগুগণ দেখ। (১১) প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নারায়ণ সাধ্যদেব-গণের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। বায়ু-৭০। (১২) বিশ্বকর্ম্মা হইতে চাক্ষুষমনুর উদ্ভব হয়। বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ তাহারই সন্তান ভাগ-৬স্ক-৬। (১৩) মহাদেবের সহিত যখন অন্ধকাসুরের যুদ্ধ হয় তখন সাধ্যগণ অন্ধকাসুরের অনুচর নিবাতকবচের সহিত যুদ্ধ করেন। বাম-৬৯। (১৪) সাধ্যগণের পুত্র অর্থসিদ্ধি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (১৫) কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের বিষ্ণু ভক্ত শিষ্যগণই সাধ্যদেবগণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভু-রামা-৫। (১৬) দ্বাদশজন সাধ্যদেবগণের নাম—মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, অপান, ভক্তি, ভয়, অনঘ, হংস, নারায়ণ, বিভু ও প্রভু। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (১৭) সুমনা নগরে সাধ্য নামে একজন রাজা ছিলেন। রাজা দশরথের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সাধ্য-রাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। পরে রাজা দশরথ সাধ্যরাজের পুত্র ভূষণের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া সাধ্যরাজকে মুক্তি প্রদান করেন। পদ্ম-পাতা-৭১।

সাধ্যবুদ্ধি—সমবুদ্ধি দেখ।

সাধ্যা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্যতরা। তাঁহার গর্ভে সাধ্য-দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫, ১৭১,২০৩। হরি-হরি-৩,২১৮। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬, ৬৭। বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ-৬স্ক-৬। গরু-পূ-৬। কূর্ম্ম-পূ-১৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। লি-পূ-৬৩। ব্রহ্মপু-৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯১।

সাধ্যাসাধ্য—অত্রি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৫২। সমবুদ্ধি দেখ।

সানু—(১) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। (২) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। সত্যভামা দেখ।

সানুগ্রাহ—একজন বানর-সেনাপতি। তিনি রামের সহিত লঙ্কায়

গিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৫।

সানুপ্রস্থ—একজন বানর সেনাপতি তিনি রামের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন রামা-লঙ্কা-৪৭।

সানুরাগা—দক্ষকন্যা দিতির গর্ভ-জাত অন্যতমা কন্যা। কালিকা-৩৪। অনবদ্যা দেখ।

সান্দিপনী—(১) কাশী দেশোৎপন্ন অবন্তীপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরু ছিলেন। বাসুদেব ও বলদেব তাঁহার নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া পরে অস্ত্র-শস্ত্রাদি শিক্ষা লাভ করেন। সান্দি-পনী মুনির পুত্র প্রভাসক্ষেত্রে সাগর জলে নিরুদ্দিষ্ট হয়। সান্দিপনী গুরু দক্ষিণার জন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে বলেন "তোমরা আমার মৃত পুত্রকে আনয়ন করিয়া দেও। ভ্রাতৃদ্বয় তাহাই করেন। "শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল" দেখ।

সাবয়স—সবয়া দেখ।

সাবর্ণ, সাবর্ণি (মনু)—(১) ভবিষ্য মনুদিগের মধ্যে সাবর্ণি নামে অনেক গুলি মনু ছিলেন। তাঁহাদের নামের তালিকা "মনু" নামের সহিত দেওয়া হই-য়াছে। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য (বিবস্বান) হইতে দুইজন মনু উৎপন্ন হন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি বৈবস্বত মনু আখ্যা প্রাপ্ত হন। অপর জন সাবর্ণি মনু নামে পরিচিত হন। সাবর্ণি মনু সূর্য্য হইতে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এত-দ্ভিন্ন মহর্ষিগণ হইতে উৎপন্ন আরও চারিজন সাবর্ণি মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বায়ু-১০০। মনু (১২৯৯ পৃঃ) দেখ। (৩) বিবস্বান হইতে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে যে সাবর্ণ মনু উৎপন্ন হন, তিনি অষ্টম মনু। তাঁহার অধিকার কালে সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য নামে তিনটি দেবগণ ছিলেন। বিরোচন-পুত্র বলি ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়া ছিলেন। তাঁহার বিরজা, অর্ব্বরীর, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু নামক পুত্রগণ রাজা হইয়াছিলেন। মার্ক-৮০। (৪) চৈত্রবংশজাত সুরথ নামক রাজাই দেবী ভগবতীর বরে মরণান্তে সূর্য্য হইতে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া সাবর্ণি নামে মনু হয়েন। মার্ক-৮১, ৯৩। দেবীভা-১০স্ক ১২। সংজ্ঞা দেখ। (৫) সংজ্ঞা-গর্ভজাত বিবস্বানের কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার অগ্রজের সবর্ণ লাভ করেন, তাই তাঁহার নাম হয় সাবর্ণি। মৎ-১১। (৬) অনাগত মন্বন্তরে সাবর্ণি নামে কয়েকজন মনুর উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মধ্যে এক জন সূর্য্যের তনয়। অপর চারিজন প্রজা-পতি পরমেষ্ঠির অপত্য। তাঁহারা দক্ষের দৌহিত্র এবং মহাতেজস্বী মনু-গণ সুমেরু শৈলোপরি মহা তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই তাঁহারা মেরু-সাবর্ণি নাম লাভ করেন। হরি-হরি-৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। মনু (১২৯৮ পৃঃ)

দেখ। (৭) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পর পাঁচজন সাবর্ণি মনুর উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম জন (অর্থাৎ অষ্টম মনু) সংজ্ঞার গর্ভজাত সূর্য্যের পুত্র ছিলেন। প্রথম সাবর্ণি মনুর সময়ে দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর সময়ে দ্বিষিমন্ত নামক দেব গণ স্বর্গে অবস্থান করিতেন, তৃতীয় সাবর্ণি মনুর সময়ে তিনটি দেবগণ স্বর্গে বিরাজ করিতেন। চতুর্থ সাবর্ণি মনুর সময়ে ব্রহ্মার মানস পুত্র পাঁচটি দেবগণ ছিলেন। ঐ সাবর্ণি মনুদিগের পুত্রদের নাম এইরূপঃ—(ক) প্রথম সাবর্ণি মনুর পুত্রগণ—অবনীবান, সুমন্ত্র, ধৃতিমান, বসু, বরিষ্ণু, আর্য্য, রাজা এবং সুমতি (খ) দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর পুত্রগণ অক্ষ, উত্তমৌজা, ভূরিবেণ, বীর্যবান, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা। (গ) তৃতীয় সাবর্ণি মনুর সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক ক্ষেমক দৃঢ়েয়, পণ্ডক, দশ, উরু ও বাহু। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (৮) অষ্টম মনু সাবর্ণি নামে খ্যাত। তিনি প্রথম সাবর্ণি মনু। তাঁহার পর আরও ছয়জন সাবর্ণি মনু জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুতপা বিরজা ও অমৃতপ্রভা নামে দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। বিরোচন-সুত বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। এই প্রথম সাবর্ণি মনুর নির্ম্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম দক্ষ সাবর্ণি। তিনি নবম মনু। তাঁহার দীপ্তিকেতু, ভূতকেতু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের পার ও মরীচি গর্ভ নামে দুইটি গণ ছিল। তখন ইন্দ্রের নাম ছিল অদ্ভুত। তৃতীয় (ব্রহ্ম) সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে দেবতাগণ সুবাসন ও অবিরুদ্ধ নামে পরিচিত ছিলেন। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র ছিল (বিষ্বক্সেন দেখ)। চতুর্থ সাবর্ণির পুত্রগণের নাম সত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি। ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল বৈধৃত। বিহঙ্গম, কামগম ও নির্ব্বাণরুচী প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। (বৈধৃতা দেখ)। পঞ্চম (রুদ্র) সাবর্ণি মনুর দেববান, দেবশ্রেষ্ঠ, উপদেব প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ মন্বন্তরে ঋতধামা নামে ইন্দ্র ছিলেন এবং দেবতাদের হরিত প্রভৃতি গণ ছিল। (সত্যসহা দেখ)। ষষ্ঠ (দেব) সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুকর্ম্মা ও সুত্রামা নামে দেবতাদের দুইটি গণ ছিল। তখন দিবস্পতি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্র ছিলেন। সপ্তম (ইন্দ্র) সাবর্ণি মন্বন্তরে শুচি ইন্দ্র হইয়া ছিলেন। পবিত্র ও সংস্কৃক নামে দেবতাদের গণ ছিল। ইন্দ্র সাবর্ণির উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। অগ্নি-১৫০। (৯) প্রথম সাবর্ণি মনুর

পুত্রগণ—বিরজ, অর্ব্বরীবান, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি, বরিষ্ঠ, বাচ ও সগতি। ঐ মন্বন্তরে সুতপা, অমৃতাভ ও মুখ্য নামক দেবগণ ছিলেন। এই সময়ে বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাবর্ণি (দক্ষ-সাবর্ণি) মনুর ধৃতিকেতু, দীপ্তি-কেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, বৃহদ্যুম্ন, ঋচীক, বৃহদ্‌গুণ নামে কতি-পয় পুত্র ছিল। এই সময়ে দেবতারা পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্মা এই তিনটি গণে বিভক্ত ছিলেন এবং অদ্ভুত নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। তৃতীয় (ধর্ম্মসাবর্ণি) মনুর সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, সুবর্চ্চা, শান্তি, ও ইন্দ্র এই কয় পুত্র ছিল। এই সময়ে প্রাণ নামে পরিচিত একশত দেবতা ছিলেন, এবং ইন্দ্রের নাম ছিল শান্তি। রুদ্র-সাবর্ণি (একাদশ) মনুর সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরু, গুরু, ক্ষেত্রবর্ণ, দৃঢ়েষু ও আর্দ্রক নামে কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ সময়ে মনোহর দেহ বিশিষ্ট কামগামী বিহঙ্গগণ উৎপন্ন হন। ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল বৃষ। দ্বাদশ (দক্ষ) সাবর্ণি মনুর, দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা, এই কয় পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং সুধর্ম্মা, সুতপা, হরিত, রোহিত ও তারা নামে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। গরু-পূ-৮৭।

সাবর্ণি—(১) নৈমিষারণ্য নিবাসী একজন মহাতপা ঋষি। তাঁহারই প্রার্থনায় বায়ু দেব তাঁহার নিকটে বেদসম্মত পুরাণকথা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মা-২০। বায়ু-২১। (২) সত্যযুগে সাবর্ণি নামে একজন মনু ছিলেন। তিনি মহর্ষি উপমন্যুর আশ্রমে ছয় হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া রুদ্রের বরে জরা-মরণ-শূন্য হন। শিব-ধর্ম্ম-২। কূর্ম্ম-পূ-২৫। (৩) সংহিতাকার রোম-হর্ষণের অন্যতম শিষ্য। তিনি স্বয়ংও এক-খানি চতুষ্পাদ পুরাণ প্রণয়ন করেন। সোমদত্ত বংশোদ্ভব সাবর্ণি একখানি সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন। তৎ-পরে তিনি আবার তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। বেদ সমূহের শাখার মধ্যে সাবর্ণিক শাখা তৃতীয়। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১। বিষ্ণু-৩য়-৬। ভাগ-১০-স্ক-৭। (৪) কপিল সাবর্ণি প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ওঙ্কারেশ্বর ক্ষেত্রে এক পার্থিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া "ভং ভূ" ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই শিবলিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়া যান। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪।

সাবর্ণিক—(১) বারাহকল্পের বৈব-স্বত মন্বন্তরে যে সকল শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, তিনি তাহাদের অন্যতম। লি-পূ-৭। (২) ভৃগুবংশীয় একজন

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

সাবর্ণ্য—সংহিতাকার সৈন্ধবায়নের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭।

সাবিত্র—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। মৎ-৫। রুদ্র ও একাদশ রুদ্র দেখ। (২) মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুদ্গণের অন্যতম। মৎ-১৭১। হরি-হরি-১২৬। মরুত্বতী ও মরুদ্গণের তালিকা দেখ। (৩) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম সাবিত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৪) অষ্টবসুর অন্যতম সাবিত্র। মহাভা-অনু-১৫০। রামা-উত্ত-৩২।

সাবিত্রী—(১) মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ধরিয়া এক কন্যা লাভ করেন এবং দেবীর নামানুসারে কন্যারও নাম রাখেন সাবিত্রী। কালক্রমে সাবিত্রী বিবাহযোগ্যা হইলে অশ্বপতি কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন এবং নানারূপ বিবেচনার পর কন্যাকেই নিজ মনোমত পতি অন্বেষণে যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন। সাবিত্রী পিতার উপদেশে রথারোহণে দেশ পর্য্যটন করিতে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল নানাদেশে, তীর্থস্থানে এবং মুনিদিগের আশ্রমে বিচরণ করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নিজ পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, তিনি শালদেশাধিপতি দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। সাবিত্রী যখন তাঁহার পিতাকে এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। নারদ সাবিত্রীর কথা শুনিয়া অশ্বপতিকে বলিলেন, "সত্যবান্ নানা সদ্গুণের অধীশ্বর হইলেও এক দোষের জন্য কাহারও তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত হইবে না। সত্যবানের আয়ু অতি অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অদ্য হইতে একবৎসরের মধ্যে তাহার পরমায়ু শেষ হইবে। সুতরাং সাবিত্রী যদি তাহাকে বিবাহ করে, তবে তাহাকে অকালে বৈধব্যাবস্থায় পতিত হইতে হইবে।" অশ্বপতি রাজা দেবর্ষির কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কন্যাকে বলিলেন, "কন্যে, তুমি অগত্যা সত্যবানের পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও পতিরূপে নির্ব্বাচন কর।" সাবিত্রী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃঢ়চিত্তে বলিলেন, "আমি একবার যাঁহাকে মনে মনেও পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন আর কাহাকেও নির্ব্বাচন করিতে পারিব না। ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন।" সাবিত্রীর এইরূপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং অশ্বপতিকে বলিলেন যে সাবিত্রী যখন সত্যবানকে বিবাহ করিতে এতদূর দৃঢ়সঙ্কল্পা, তখন সত্যবানের

হস্তেই তাহাকে সমর্পণ করা হউক। তখন নরপতি অশ্বপতি দ্যুমৎসেনের সমীপে গমন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সমুদয় বিষয় তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং দ্যুমৎসেন রাজার অনুমতি লইয়া সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে সাবিত্রী পতিসহ অরণ্যে শ্বশ্রূ প্রভৃতির সহিত বাসকরিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদের বাক্য কিন্তু তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে লুপ্ত হয় নাই। তিনি বিবাহের পর হইতে দিন গণনা করিতেন। পরিশেষে তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে সত্যবানের জীবনের আর চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বন করিলেন। চতুর্থ দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি হোমক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং সত্যবানের শেষ মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিয়া অনাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা বর্দ্ধিত হইলে সত্যবান এক পরশু স্কন্ধে লইয়া কাষ্ঠ ছেদনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সাবিত্রীও তাঁহার সহিত গমন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। সত্যবান প্রথমে আপত্তি প্রকাশ করিলেন কিন্তু সাবিত্রী পরে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের সহিত গমন করিলেন। অরণ্যে সত্যবান প্রথমে নানাবিধ ফল-মূলাদি আহরণ করিয়া পরিশেষে কাষ্ঠ ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে সহসা তিনি অতিশয় শিরঃপীড়া অনুভব করিলেন এবং সাবিত্রীর সমীপে আগমন করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। কিয়ৎকালে সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্র পরিহিত, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, পাশহস্ত এক ভয়ানক পুরুষ সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া অতি সতর্কতার সহিত স্বামীর মস্তক ভূতলে স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ (যম) নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে সত্যবানের আয়ু শেষ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন সাবিত্রী পুনরায় বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাধারণতঃ কৃতান্তের অনুচরগণই হতায়ু জীবগণকে গ্রহণ করিতে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যম স্বয়ং কেন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। যম উত্তর করিলেন যে সত্যবান পরম ধার্ম্মিক, রূপবান ও গুণবান ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। এই কথা বলিয়া কৃতান্ত সত্যবানের দেহ মধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিষ্কাশিত করিলেন। প্রাণ

সমুদ্ধৃত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ প্রভাশূন্য, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয় দর্শন হইল। অতঃপর অন্তক সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে প্রয়াণ করিলেন। পতিপ্রাণা সাবিত্রীও দুঃখার্ত্তাচিত্তে যমের অনুগমন করিতে লাগিলেন। যম সাবিত্রীকে তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন "তুমি এক্ষণে বাস-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সত্যবানের ঊর্দ্ধ-দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন কর।" সাবিত্রী বলিলেন যে তাঁহার পতি যথায় নীত হন বা স্বয়ং যথায় গমন করেন তাঁহারও তথায় গতি। এই কথা বলিয়া সাবিত্রী গার্হস্থ্য আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া যমকে নিবেদন করিলেন। যম তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর। সত্যবানের জীবন ভিন্ন অপর যে বরই প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান করিব।" তখন সাবিত্রী প্রথমে যম রাজের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার অন্ধ শ্বশুর যেন পুনরায় দৃষ্টি-শক্তি লাভ করেন। যমরাজ সেই বরই প্রদান করিয়া সাবিত্রীকে প্রত্যা-গমন করিতে বলিলে, সাবিত্রী বলি-লেন যে, তাঁহার স্বামী যেখানে থাকেন সেই স্থানই তাঁহার পরম তীর্থ স্বরূপ। তদ্ভিন্ন তিনি সাধু সংসর্গ আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহেন না। তখন যমরাজ তাঁহাকে সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর আর যে কোনও বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন সাবিত্রী প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর যেন পূর্ব্বা-পহৃত রাজ্য লাভ করেন এবং তিনি যেন স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত না হন। যমরাজ সেই বরও প্রদান করিলেন। এই রূপে যমরাজের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সাবিত্রী ক্রমে আরও অনেক বর লাভ করিলেন। যমের নিকটে তাঁহার পিতা অশ্বপতির বংশ-ধর শত ঔরসজাত পুত্র লাভ এবং সত্যবান হইতে তাঁহার গর্ভে শত পুত্রের জন্মলাভ এই দুই বর লাভ করিবার পর যমরাজ কর্ত্তৃক প্রত্যবৃত্ত হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া সাবিত্রী বলিলেন যে পতি ব্যতীত তিনি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না, সত্যবান ব্যতিরেকে স্বর্গ সুখও তিনি কামনা করেন না তদ্ভিন্ন যমরাজ যখন তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, সত্যবান হইতে তাঁহার গর্ভে শত পুত্র জন্মলাভ করিবে, তখন সত্যবান জীবিত না হইলে কি করিয়া যমরাজের বাক্যের সত্যতা রক্ষা হয়। যমরাজ তখন সাবিত্রীর বাক্চাতুরীতে পরা-ভূত হইয়া আনন্দিত চিত্তে সত্যবানের

জীবন দান করিলেন। সত্যবান তখন পুনর্জীবিত হইলে সাবিত্রী পতি সহ শ্বশ্রূ-শ্বশুর সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পূর্ব্বেই যমরাজের বর-প্রভাবে নৃপতি দ্যুমৎসেন দৃষ্টিশক্তি লাভ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া সত্যবান ও সাবিত্রীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া শঙ্কিত ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্যুমৎসেনের আশ্রমের সন্নিকটস্থ অন্যান্য মুনিগণ তাঁহাদিগকে তখন সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সাবিত্রী ও সত্যবান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে সাবিত্রী তাঁহাদিগের নিকট সমুদয় ঘটনা কীর্ত্তন করিলে সকলেই তাহার অশেষরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে শাল্বদেশ হইতে প্রজাবর্গ আগমন করিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন যে অন্ধরাজ দ্যুমৎসেনের মন্ত্রী শত্রুগণকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা দ্যুমৎসেনকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। তখন রাজা দ্যুমৎসেন আশ্রম বাসীদের নিকট বিদায় লইয়া পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ স্বরাজ্যে গমন করিয়া পুনরায় প্রজা পালনে নিযুক্ত হইলেন। মহাভা-বন-২৯১-২৯৭। (২) সূর্য্যদেবের এক কন্যার নাম সাবিত্রী। তাঁহারই অনুজা তপতী সংবরণ রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-২১১, ২১২। (৩) সূর্য্য দেব তাঁহার কন্যা সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-বন-১০৯। (৪) সাবিত্রী দেবী সবিতার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মবাদীদিগকে আশ্রয় করেন। মহাভা-উদ্-১০৭। (৫) দেবী শতরূপার একনাম সাবিত্রী। মৎ-৩। শতরূপা দেখ। (৬) সাবিত্রী দেবী ভগবতী আদ্যাশক্তির চতুর্থ অংশভূতা। তিনি বেদ চতুষ্টয়, বেদাঙ্গসকল, ছন্দ সমূহ, সন্ধ্যাবন্দনাদি, ক্রিয়ামন্ত্র এবং তন্ত্রাদির মাতৃস্বরূপিণী। এই দেবী সাবিত্রী ব্রহ্মতেজোময়ী এবং সর্ব্ব-সংস্কাররূপিণী। তাঁহার বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। তিনি পরমব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীভা-৯স্ক-১। (৭) পূর্ব্বে গোলকধামে শ্রীকৃষ্ণ দেবী সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু সাবিত্রী দেবী তাহা সত্ত্বেও ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন নাই। তখন পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে দেবী সাবিত্রীর আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মাকে পতিরূপে বরণ করেন। দেবীভা-৯স্ক-২৬। (৮) দেবীভাগবতের ৯ম স্কন্ধে যম-সাবিত্রী সংবাদ নামক

অধ্যায়গুলিতে (২৮ অঃ হইতে ৩৯অঃ) দান, ধর্ম্ম, কর্ম্মফল, নরকভয়, পাপফল প্রভৃতি বহু বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৯) মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলে, দেব নারায়ণের মুখ হইতে উৎপন্ন বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মার সাহায্যের জন্য প্রেরিত হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া মধু-কৈটভও তাহাদের রূপ ধারণ করে। অতঃপর দানব ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ মনোনীত করিয়া দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা তাঁহাদের আকৃতির বৈলক্ষণ্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া জপে নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার মস্তক হইতে এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তিনি ব্রহ্মার শিরোভেদ করিয়া উৎপন্না হন বলিয়া পিতামহ তাঁহার নাম রাখিলেন সাবিত্রী। এতদ্‌ভিন্ন সেই কন্যা মহাব্যাহৃতি, একানংশা প্রভৃতি নামেও পরিচিতা হন। বায়ু-২৫। (১০) ভজমান বংশীয় রাজা দেবাবৃধ একটী সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র কামনায় তপস্যা করেন এবং তপস্যাকালে যোগবলে পর্ণাশা নদীর জল লইয়া আচমন করেন। ঐ নদী দেবাবৃধের মনোভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সাবিত্রী নাম্নী এক সুন্দরীর রূপ ধারণপূর্ব্বক দেবাবৃধ রাজার পত্নীত্ব গ্রহণ করেন। ঐ মনুষ্যরূপধারিণী সাবিত্রী নাম্নী পত্নীর গর্ভে দেবাবৃধ রাজার বভ্রু নামে এক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। (১১) আদ্যাশক্তি সনাতনী জগদম্বাই লীলাবশে দক্ষ-কন্যা সতী, হিমালয়-দুহিতা উমা, বিষ্ণু-জায়া লক্ষ্মী, এবং ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-৩য়-১৫। বৃহদ্ধ-মধ্য-১-৩। শ্রীমহাভা-৩। সতী (৬) এবং ব্রহ্মা (৭৭) দেখ। (১২) সৃষ্টির প্রারম্ভে শতরূপা নামে যে নারী বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারই নামান্তর সাবিত্রী। তিনি ব্রহ্মার ভার্য্যা ছিলেন। তিনি পুলস্ত্যাদি ঋষিগণকে, দক্ষাদি প্রজাপতিগণকে ও স্বায়ম্ভুব-আদি মনুগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাকালে পুষ্কর-কল্পে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সলিল-নিমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করেন। তখন আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, দেবতা, রুদ্র, বিশ্বদেব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ কোকামুখ ক্ষেত্রে সেই বরাহদেবের পূজা করেন। অতঃপর বিষ্ণুর নির্দ্দেশে ব্রহ্মা তথায় এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে আহুতি প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে ঋত্বিকগণ সাবিত্রীদেবী সহ ব্রহ্মাকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সাবিত্রীদেবী তখন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবীগণ, তখনও উপস্থিত হন নাই; এই সব কারণে তিনি যজ্ঞস্থলে গমন করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট সময়ও অতিক্রান্ত প্রায়

হইল। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন "তুমি সত্বর অপর যে কোনও নারীকে যজ্ঞস্থলে লইয়া আইস। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বিচারে প্রয়োজন নাই। কেবল যজ্ঞস্থলে আমার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী থাকিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, এইরূপ কোনও নারীকে তুমি সত্বর লইয়া আইস।" ব্রহ্মার বাক্যে ইন্দ্র ধরাতলে গমন করিয়া ঐরূপ একটী কুমারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও অপরিগৃহীতা নারীর দর্শন পাইলেন না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর এক পরমা সুন্দরী আভীর-কন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহাকেই ব্রহ্মার যজ্ঞকার্য্যে সাহায্য করিবার উপযুক্তা কন্যা বিবেচনা করিয়া শক্র প্রথমে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে কুমারী বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া আসিলেন। অতঃপর বলপূর্ব্বক আহরিতা সেই আভীর-কন্যাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক ব্রহ্মা গন্ধর্ব্ব-মতে তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহাকে নিজ বাম পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া যজ্ঞসম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে কিয়ৎকাল মধ্যে অন্যান্য দেবপত্নীগণ সমাগত হইলে, সাবিত্রীদেবী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পার্শ্বে উপ-বিষ্টা দেখিয়া সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে অশেষরূপে তিরস্কার করিলেন। ব্রহ্মা তখন কেন যে তিনি ঐ আভীর-কন্যাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া যজ্ঞ-সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন তাহা সম্যক রূপে বুঝাইয়া দিয়া কাতর-বাক্যে সাবিত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাবিত্রীর ক্রোধোপশম হইল না। তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে মর্ত্ত্যে কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসে একবার তাঁহার পূজা হইবে। ইহা ভিন্ন তিনি আর কখনও পূজা প্রাপ্ত হইবেন না। অতঃপর সাবিত্রী একে একে অন্যান্য দেব ও ঋষিগণকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন। ইন্দ্রকে বলিলেন যে তিনি সংগ্রামে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া পরম দুর্দ্দশা ভোগ করি-বেন। বিষ্ণুকে বলিলেন যে তিনি মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্য্যাবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিবেন। শিবকে অভিশাপ দিলেন যে দারুক-বনস্থিত ঋষিদিগের শাপে তিনি লিঙ্গহীন হইবেন। অগ্নিকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি সর্ব্বপ্রকার অমেধ্য-ভোজী হইবেন এবং ব্রাহ্মণ-গণকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁহারা বৃথা-প্রতিগ্রহ, বৃথা-অগ্নিহোত্র ও বৃথা বনাশ্রয়ী হইবেন। এইভাবে তিনি

ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণদিগকে অভিশাপ প্রদানান্তর সভা হইতে নির্গতা হইয়া তাঁহার সহাগতা অন্যান্য দেবীগণকে বলিলেন, "আমি আর এস্থলে থাকিব না। আমি এরূপ এক স্থলে যাইতে চাই, যে স্থলে যজ্ঞের ধ্বনি শ্রবণগোচর না হয়।" সাবিত্রী এই রূপ বলিলেও, অন্যান্য দেবীরা কেহই তাঁহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন সাবিত্রীর রোষাগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন। লক্ষ্মীকে বলিলেন যে, তাঁহার কদাচ একস্থানে বাস ঘটিয়া উঠিবে না এবং তিনি ক্ষুদ্রাশয়া ও চঞ্চলা হইবেন। ইন্দ্রাণীকে বলিলেন যে দেবরাজ্য নহুষকর্ত্তৃক গৃহিত হইলে, তিনি নহুষ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া বৃহস্পতি-ভবনে লুক্কায়িত থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন দেবী সাবিত্রী অন্যান্য দেবীগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই সন্তান-মুখ দর্শনে বঞ্চিতা হইবেন। এই ভাবে দেবপত্নীগণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া সাবিত্রী ক্ষোভে ও অভিমানে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু বিনয় সহকারে তাঁহাকে যজ্ঞশালায় গমন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ না করিয়া এক উচ্চ গিরিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন বিষ্ণু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অশেষরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সাবিত্রীর কোপ কিয়ৎপরিমাণে উপশান্ত হইলে, তিনি বিষ্ণুকে বর প্রদান করিলেন যে বিষ্ণু যখন যুদ্ধে পত্নীর সহিত অবতীর্ণ হইবেন, তখন তিনি অজেয় হইবেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। স্কন্দ-নাগ-১৮১, ১৯২। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৫। (১৩) এক সময়ে সাবিত্রী হিমালয়-শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন শিব তাঁহাকে পার্ব্বতী ভ্রমে আহ্বান করেন এবং তাঁহার গাত্র স্পর্শ করেন। তাহাতে সাবিত্রী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপে শিব মনুষ্য রূপে জন্মলাভ করেন। কালিকা-৫০। ভৃঙ্গী ও মহাকাল দেখ। (১৪) সবিতা দেবের (সূর্য্যের) পত্নী পৃশ্নির গর্ভে সাবিত্রী আদি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (১৫) ব্রহ্মা নিজ কন্যা সাবিত্রীকে সূর্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। সূর্য্য হইতে সাবিত্রীর গর্ভে যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৬। সংজ্ঞা দেখ। (১৬) গায়ত্রী দেবীরই নামান্তর সাবিত্রী। লি-পূ-৬৩। স্কন্দ-আব-চতু-৫২। (১৭) সাবিত্রী দেবী অনুত্তম সাবিত্রী তীর্থে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া সর্ব্বদা যোগ-নিরতা

থাকেন। তাঁহার তেজ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্য্য সদৃশ, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। সেই দেবী কমল-বদনা, কমল-বর্ণা এবং তাঁহার নেত্রদ্যুতি কমলপর্ণের তুল্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার যথাবিধি ধ্যান করিবে। শূদ্র কদাপি সাবিত্রী উচ্চারণ বা ধারণ করিবেনা। 'বালা বালেন্দুসদৃশী, রক্ত-বস্ত্রানুলেপনা' এই বলিয়া ঊষাকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার ধ্যান করিতে হয়। মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার ধ্যান এইরূপ "উত্তুঙ্গ-পীবরকুচা সুমুখী শুভদর্শনা; সর্ব্বাভরণ-সম্পন্না শ্বেত-মাল্যানুলেপনা। শ্বেতবস্ত্র-পরিচ্ছন্না শ্বেত-যজ্ঞোপবীতিনা।' স্কন্দ-আব-রেবা-২০০। (১৮) দেবী ভগবতীর এক নাম। সমুদয় দেবগণ সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে সেই বিশুদ্ধ-স্বভাবা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। দেবীপু-১৬, ৩৭। (১৯) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজায় অঙ্কিত যন্ত্রের মধ্যস্থিত ষট্‌কোণের নৈঋ‌ত কোণে সাবিত্রী দেবীর পূজা বিহিত। তন্ত্রসার-১৬৭ পৃঃ। (২০) তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র-দেবতাদের অন্যতমা। তন্ত্রঃ ৯৮১ পৃঃ। (২১) শ্বেতদ্বীপে প্রফুল্ল কমল-দল-মণ্ডিত এক সরোবর তীরে সাবিত্রী দেবী অবস্থান করেন। নারায়ণ-মূর্ত্তি ঋগ্বেদ, ব্রহ্ম-স্বরূপ যজুর্ব্বেদ, এবং রুদ্ররূপী সামবেদ তাঁহার দেহে বাস করেন। বরা-২। (২২) প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে সাবিত্রী দেবী গর্ভবতী হইয়া দিব্য শত বর্ষকাল গর্ভ-ভার বহন করেন। অতঃপর তিনি প্রথমে বেদ চতুষ্টয়কে প্রসব করেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তিনি ব্যাকরণাদি দিব্য শাস্ত্র সমূহ, দিব্য মূর্ত্তি ছত্রিশ রাগিণী, নানা প্রকার তালযুক্ত মনোহর ছয় রাগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলহপ্রিয় কলিযুগ, বর্ষ, মাস, ঋতু, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিবা, রজনী, বার, সন্ধ্যা, ঊষাকাল, প্রভৃতি এবং পুষ্টি দেবসেনা, মেধা, বিজয়া, জয়া, ছয় কৃত্তিকা ও যোগকরণ প্রভৃতিকে প্রসব করিলেন। অতঃপর সাবিত্রী দেবী ব্রাহ্ম, পাদ্ম ও বারাহ নামক তিনকল্প, নিত্য, নৈমিত্তিক, দ্বিপরার্দ্ধ, ও প্রাকৃত নামক চারি প্রকার প্রলয়, মৃত্যু নামক কন্যা এবং নানা প্রকার ব্যাধিকে প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (২৩) শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল-কান্তি, নানাবিধ অলঙ্কার-ভূষিতা সাবিত্রী দেবী উৎপন্না হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি ব্রহ্মার পত্নী হইলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৬। (২৪) দেবী সাবিত্রী বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। তিনি বারাণসীতে বিশালাক্ষী পুষ্করে—সাবিত্রী; নৈমিষারণ্যে—লিঙ্গ-ধারিণী; প্রয়াগে—ললিতা দেবী; গন্ধমাদনে—কামুকা; মানসতীর্থে—

কুমুদা ; অম্বরতীর্থে—বিশ্বকায়া ; গোমন্ত তীর্থে— গোমতী ; মন্দরপর্ব্বতে—কাম-চারিণী ; চৈত্ররথ বনে—মদোৎকটা ; হস্তিনাপুরে—জয়ন্তী ; কান্যকুব্জে—গৌরী ; মলয়াচলে—রম্ভা ; একাম্র-কাননে—কীর্ত্তিমতী ; বিশ্বেশ্বরে (বিশ্বে-শ্বরে)—বিশ্বা। কর্ণিকপুরে—পুরু-হস্তা ; কেদারে—মার্গদায়িকা ; হিমা-চলে—নন্দা ; গোকর্ণ তীর্থে—ভদ্র-কালিকা, স্থাণ্বীশ্বরে—ভবানী। বিল্বক-তীর্থে—বিল্বপত্রিকা ; শ্রীশৈলে—মাধবী ; ভদ্রেশ্বর তীর্থে—ভদ্রা ; বরাহ গিরিতে—জয়া ; কমলালয়ে—কমলা ; রুদ্রকোটী তীর্থে—রুদ্রাণী ; কালঞ্জর তীর্থে—কালী ; মহালিঙ্গ ক্ষেত্রে—কপিলা ; কর্কোট ক্ষেত্রে—মঙ্গলেশ্বরী ; শালগ্রাম ক্ষেত্রে—মহাদেবী ; শিবলিঙ্গে —জলপ্রিয়া ; মায়াপুরীতে—কুমারী ; সন্তান নামক তীর্থে—ললিতা ; সহস্রাক্ষ তীর্থে—উৎপলাক্ষী , হিরণ্যাক্ষ তীর্থে —মহোৎপলা ; গঙ্গায়—মঙ্গলা ; পুরু-ষোত্তম তীর্থে—বিমলা ; বিপাশায়—অমোঘাক্ষী ; পুণ্ড্রবর্দ্ধনে—পাটলা ; সুপার্শ্বগিরিতে—নারায়ণী ; ত্রিকূট পর্ব্বতে— ভদ্র-সুন্দরী ; বিপুলাচলে—বিপুলা ; মানস নামক তীর্থে—কল্যাণী ; কোটী-তীর্থে কোটবী ; মাধবীবনে—সুগন্ধা ; কুব্জাম্রকাননে—ত্রিসন্ধ্যা ; গঙ্গা দ্বারে—হরিপ্রিয়া ; শিবকুণ্ডে—শিবানন্দা ; দেবীকাতটে—নন্দিনী ; দ্বারবতীতে—রুক্মিণী ; বৃন্দাবনে—রাধা ; মথুরায়—দেবকী ; পাতালে—পর-মেশ্বরী ; চিত্রকূটে—সীতা ; বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যনিবাসিনী ; সহ্যপর্ব্বতে—একবীরা ; হরিশ্চন্দ্র তীর্থে—চন্দ্রিকা ; রামতীর্থে—রমণা ; যমুনায়—মৃগাবতী ; করবীর তীর্থে—মহালক্ষ্মী ; বিনায়ক তীর্থে—উমা ; বৈদ্যনাথে—অরোগা ; মহাকালে—মহেশ্বরী ; পুষ্পতীর্থে—অভয়া ; বিন্ধ্য-কন্দরে—অমৃতা ; মাণ্ডব্যাশ্রমে মাণ্ডবী ; মাহেশ্বর পুরে—স্বাহা দেবী ; বেগল তীর্থে—প্রচণ্ডা ; অমরকণ্টকে—চণ্ডিকা ; সোমেশ্বরে—বরারোহা ; প্রভাসে—পুষ্করাবতী ; সরস্বতীর উভয়তটে—দেবমাতা ; মহালয়ে—মহাপদ্মা ; পয়োষ্ণীতীর্থে—পিঙ্গলেশ্বরী ; কৃত-শৌচে—সিংহিকা ; কার্ত্তিকেয় ক্ষেত্রে—শঙ্করী ; উৎপলাবর্ত্তকে—লোলা ; সিন্ধুসঙ্গমে সুভদ্রা ; সিদ্ধবনে—উমা ; ভরতাশ্রমে—অনঙ্গালক্ষ্মী ; জালন্ধর ক্ষেত্রে—বিশ্বমুখী ; কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে—তারা ; দেবদারুবনে—পুষ্টি ; কাশ্মীর মণ্ডলে—মেধা ; হিমাচলে—ভীমাদেবী, বস্ত্রেশ্বর তীর্থে—তুষ্টি ; কপালমোচনে—শ্রদ্ধা ; কায়াবরোহণে—মাতা ; শঙ্খো-দ্ধারে—ধ্বনি ; পিণ্ডারক ক্ষেত্রে—ধৃতি ; অচ্ছোদ তীর্থে—সিদ্ধিদায়িনী ; বেণা তীর্থে—অমৃতা ; বদরিকাশ্রম তীর্থে—উর্ব্বশী ; উত্তর কুরু প্রদেশে—ঔষধি ; কুশদ্বীপে—কুশোদিকা ; হেমকূটে—

মন্মথা ; কুমুদ তীর্থে—সত্যবাদিনী ; অশ্বত্থে—বন্দনীয়া ; বৈশ্রবাণালয়ে—নিধি ; বেদ-বদনে—গায়ত্রী ; শিব-সন্নিধানে—পার্ব্বতী ; দেবলোকে—ইন্দ্রাণী ; ব্রহ্মবদনে—সরস্বতী ; সূর্য্যবিম্বে—প্রভা ; মাতৃকাগণ মধ্যে—বৈষ্ণবী ; সতীগণ মধ্যে—অরুন্ধতী ; এবং নারীগণ মধ্যে—তিলোত্তমা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

সাম—(১) উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণের তালিকা দেখ। (২) পর্জ্জ দেখ।

সামক—প্রভাকপি, মহিমা, সামক, পিঙ্গ, ব্রহ্মা, প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, অত্রি এই সকল বেদবিদ্ মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া অমর হইয়াছেন। দেবীপু-১০০। যজন ও সুষেণ দেখ।

সামগ—একজন তপঃপরায়ণ দ্বিজ। লুম্প নামক নরপতি তাঁহাকে বধ করিয়া সামগের পুত্রের শাপে কুষ্ঠরোগ-গ্রস্থ হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪১।

সামবতী—সোমবান ও সুমেধা নামক দুই ব্রাহ্মণ-তনয় বিবাহ যোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের পিতৃদ্বয় তাঁহাদিগকে ধনলাভার্থ রাজ-সমীপে প্রেরণ করেন। বিদর্ভরাজের পরামর্শে সোমবান নারীবেশ ধারণকরিয়া সুমেধা সহ দ্বিজ দম্পতিরূপে নিষধরাজ-মহিষী সীমন্তিনীর পূজা গৃহে গমন করেন। তথায় যথাযোগ্য পূজা সৎকারাদি লাভ করিয়া প্রত্যাগমন কালে সীমন্তিনীর পুণ্য প্রভাবে সোমবান্ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। এই সকল বিষয় পরে প্রকাশ পাইলে সুমেধার সহিত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত সোমবানের বিবাহ হয়। ঐরূপ স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত সোমবানের নাম হয় সামবতী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৯।

সামলোমকি—অঙ্গিরা-বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈশালী দেখ।

সামশ্রবা—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সামশ্রবা প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে যে ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহাই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞ-সং ১ম-অ

সামান্যা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ।

সামুদ্রি—সমুদ্রের কন্যা প্রাচীন বর্হিষের পত্নী সাবর্ণির নামান্তর। সাবর্ণি দেখ। (২) বরুণের পত্নী। তাহার নামান্তর সুনাদেবী। বায়ু-৮৪।

সামেয়ী—বর্চ্চা নাম্নী অপ্সরার অন্যতমা সখী। বর্চ্চা ও বর্গা দেখ।

সাম্ব—(১) পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত বাসুদেবের অন্যতম পুত্র। কোন কোন পুরাণে শাম্ব নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ পুত্র কামনায় উপমন্যুর আশ্রমে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল শঙ্করের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া

শঙ্কর শঙ্করীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে পুত্রলাভ বর প্রদান করেন। যেহেতু শিব অম্বিকার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রবর প্রদান করেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ ঐ শিবদত্ত তনয়ের নাম রাখেন সাম্ব। শিব-বায়-পূ-১। (২) সাম্ব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-তনয়গণ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪। শাম্ব দেখ। (৩) ব্রজে সাম্ব নামে একজন উপনন্দ ছিলেন। মার্গদ ও বীতিহোত্র দেখ। (৪) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সাম্ব়—জনৈক যাদব। তাঁহার পুত্র তপস্বী। বায়ু-৯৬।

সাত্রাক্ষ—কাম্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত কর্দ্দমপ্রজাপতির অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫২। কর্দ্দম ও কাম্যা দেখ।

সায়কায়নি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মধুরাবহ দেখ।

সারঙ্গ—হরিধামা দেখ।

সারণ—(১) রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। রাম বানর-সৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হইল, রাবণ শুক ও সারণ নামক মন্ত্রী-দ্বয়কে গোপনে বানর-সৈন্যের সংবাদ লইবার জন্য প্রেরণ করেন। রামা-লঙ্কা-২৫-৪৪। শুক দেখ। (২) রোহিণীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। শারণ, বসুদেব ও পিণ্ডারক দেখ।

সারমেয়—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। শ্বফল্ক দেখ।

সারস—(১) নাগ কন্যার গর্ভজাত যদুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৯৪। যদু দেখ। (২) পন্নগভোজী গরুড়ের বংশধরদিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

সারস্বত—(১) জৈগিষব্য নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। লি-পূ-৭, ২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। জৈগিষব্য, শতক্রতু ও ঋষভ দেখ। (২) জনৈক সংশিত-ব্রত ঋষি। হরি-হরি-১৬৬। (৩) জনৈক মন্ত্রবাদী ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বীতহব্য ও বৈণ্য দেখ। (৪) দধীচি হইতে সরস্বতীর গর্ভে সারস্বত নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৫) সারস্বত মুনি বশিষ্ঠের নিকট হইতে বায়ু পুরাণ প্রাপ্ত হন। তিনি উহা ত্রিধামাকে প্রদান করেন। ত্রিধামার নিকট হইতে শরদ্বান উহা প্রাপ্ত হন। বায়ু-১০৩। শরদ্বান দেখ। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে নবম দ্বাপরে সারস্বত নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫১। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ। (৭) সারস্বত মুনি দধীচির নিকটে বিষ্ণু পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুকে উহা শিক্ষা দেন। ভৃগু উহা পুরুকুৎসকে; পুরুকুৎস নর্ম্মদাকে; নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্র নাগ ও পূরণকে; তাঁহারা দুইজনে নাগরাজ

বাস্থকীকে ; বাস্থকী বৎসকে ; বৎস অশ্বতরকে ; অশ্বতর কম্বলকে ; কম্বল এলাপত্রকে উহা শিক্ষা দেন। তৎপরে বেদশিরা মুনি উহা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। বেদশিরা ও স্তবমিত্র দেখ। (৮) সত্যযুগে দেবর্ষি নারদ অবন্তীপুরে সারস্বত নামে একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃহৎ পরিবার, বহু ভৃত্য ও বিপুল ধনধান্য ছিল। কিন্তু তিনি বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হইয়া সারস্বত সরোবরে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। বরা-৩। (৯) অত্রি-তনয় সারস্বত পশ্চিম দিগ্‌বাসী মহর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনু-১৫০, ১৬৫। শান্তি-২০৮। (১০) বিদর্ভ জনপদ বাসী একজন ব্রাহ্মণ। সামবতী দেখ। (১১) কুরুক্ষেত্রে সারস্বত নামে একজন উর্দ্ধরেতা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই আদেশে মৃগীরূপধারিণী এক ব্রাহ্মণতনয়া ভোজরাজকে নিজ পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করে। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-৬, ১১। ভোজ দেখ। (১২) পূর্ব্বকালে মহর্ষি সারস্বত তুঙ্গকারণ্যে গমন করিয়া তত্রস্থ ঋষিগণকে বেদাধ্যাপন করান। কালক্রমে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও অন্যান্য ঋষিগণ মিলিত হইয়া ওঁকার উচ্চারণ করিলে, তৎসমুদয় পুনরায় তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। মহাভা-বন-৮৫। (১৩) পূর্ব্বে ইন্দ্রের নিকট হইতে শিব-ভাষিত পদমালা-বিদ্যা লাভকরিয়া বশিষ্ঠ সারস্বত মুনিকে তাহা শিক্ষা দেন। সারস্বত তাহা ত্রিধামা ঋষিকে এবং তৎপরে যথাক্রমে, ত্রিবৃষ, ভরদ্বাজ ও অন্তরীক্ষ মুনি তাহা প্রাপ্ত হন। অতঃপর অন্তরীক্ষ হইতে বহ্বৃচ এবং তৎপরে যথাক্রমে আরুণি, বলজ, কৃতঞ্জয়, ভারদ্বাজ, গৌতম, উত্তমি ও বাজশ্রবা ঋষি এই বিদ্যার অধিকারী হন। দেবীপু-১১। সোম দেখ। (১৪) কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য। কৌশিক শিষ্যগণ জন্মান্তরে সাধ্যদেবগণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভু-রামা-৫।

সারস্বতগণ—কোনও সম্প্রদায় অথবা জাতি বিশেষের নাম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নকুলের বিরুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধ করেন। মহাভা-উদ্‌-৫৬।

সারা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

সারিক—একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

সারিসৃক্ক—মন্দপাল নামক মহর্ষি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া জরিতা নাম্নী পক্ষিনীতে চারিটি অপত্য উৎপাদন করেন। সারিসৃক্ক তাহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-২৩০। মন্দপাল, শার্ঙ্গক ও জরিতা দেখ।

সারিমেজয়—জনৈক ভূপতি। তিনি

দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

সার্পরাজ্ঞী—কদ্রুর নামান্তর। তিনি সূর্য্যের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-১০।১৮৯।

সার্ব্বভৌম—(১) কুরুবংশীয় বিদূরথের তনয়। সার্ব্বভৌমের অপত্য জয়ৎসেন। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। বৃহন্ধ-মধ্য-২৯। গরু-পূ-১৪৪। (২) অজমীঢ় বংশীয় সুধর্ম্মা নৃপতির পুত্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী রাজা ছিলেন বলিয়া সার্ব্বভৌম নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বংশে মহৎ নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২০। (৩) ঐ বংশীয় সুবর্ম্মার পুত্র সার্ব্বভৌম। তৎপুত্র মহৎ পৌর। বায়ু-৯৯। (৪) কুরু-বংশীয় রাজা সার্ব্বভৌমের তনয় জয়-সেন। কল্কি-ত-৪। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) কুরুবংশীয় অহং-যাতির তনয় সার্ব্বভৌম। তাঁহার মাতার নাম ভানুমতী। সার্ব্বভৌম কেকয়রাজ-দুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করেন। সুনন্দার গর্ভে জয়ৎসেন জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ঋতুপর্ণের তনয় সার্ব্ব-ভৌম। তাঁহার তনয় সুদাস। লি-পূ-৬৬। (৭) প্রথম (স্বর্ধা) সাবর্ণি মন্বন্তরে নারায়ণ দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে সার্ব্বভৌম নামে অবতীর্ণ হইবেন এবং পুরন্দর হইতে বলপূর্ব্বক স্বর্গ রাজ্য গ্রহণ করিয়া বলিকে প্রদান করিবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৮) অন্য-তম দিগ্‌গজ। তন্ত্রঃ ২৯৪ পৃঃ।

সালকটঙ্কটা—সন্ধ্যা নামক দানবের কন্যা। বিদ্যুৎকেশ নামক রাক্ষস তাহাকে বিবাহ করে। বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া সালকটঙ্কটা মন্দর পর্ব্বতে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করে। মাতৃ-পরিত্যক্ত সেই রাক্ষস-শিশু শিব-পার্ব্বতীর বরে আকাশগামী পুর ও যশ লাভ করে। রামা-উত্ত-৪। সুকেশ দেখ।

সালকি—একজন সংহিতাকার। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

সালঙ্কায়ন—(১) বিশ্বামিত্র-বংশীয় একজন ঋষি। বায়ু-৯১। মহাভা-অনু-৪। (২) একজন মহাতপস্বী ব্রহ্মর্ষি। তিনি প্রথমে পুত্রার্থী হইয়া বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হন। তিনি যথায় তপস্যা করেন, শঙ্কর সেই স্থানে শালগ্রাম শিলারূপে অবস্থান করেন। বরা-১৪৪।

সালড়ি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

সালিমঞ্জরী—সংহিতাকার হিরণ্য-নাভের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। আজবন্ত ও হিরণ্যনাভ দেখ।

সাসিসাহ—কশ্যপ-বংশীয় এক জন

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

সাহঞ্জ, সাহঞ্জি—(১) যদুবংশীয় কার্ত্তের তনয়। তিনি সাহঞ্জনী নামে এক নগরী স্থাপন করেন। তাঁহার তনয় মহিষ্মান। হরি-হরি-৩৩। (২) যদুবংশীয় কুন্তির তনয় সাহঞ্জি, তাঁহার তনয় মহিষ্মান। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। গরু-পূ-১৪৩।

সাহদেবি—রাজা বিশেষ। তিনি যমুনাতীরে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১২৪।

সাহরি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মধুরাবহ দেখ।

সিংহ—(১) মাদ্রীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। মাদ্রীরই অপর নাম লক্ষ্মণা। ভাগ-১০স্ক-৬১। অপরাজিত ও উর্দ্ধগ দেখ। (২) অসুর বিশেষ। সে পঞ্চজন নামক দানবের অনুচর ছিল। দিগ্বিজয়ে বহির্গত অনিরুদ্ধের সহচর শ্রীকৃষ্ণ-তনয় বৃকের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। গর্গ-অশ্ব-৩১।

সিংহকেতু—পাঞ্চাল-রাজের তনয়। তিনি একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া এক শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন এবং ঐ শিব লিঙ্গটি তাঁহার অনুচর চণ্ডককে প্রদান করিয়া তাহাকে শিব পূজার বিধি কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৭।

সিংহতুণ্ড—গজাননের একনাম। কাশীতে সিংহতুণ্ড গণেশ অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

সিংহনাথ—সিংহলে সিংহনাথ নামক এক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

সিংহনাদ—দানব বিশেষ। দেবী মহিষমর্দ্দিনী তাহাকে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১৯।

সিংহবক্ত্র—দানব বিশেষ। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

সিংহবাহিনী—(১) দেবী ভগবতীর এক নাম। তিনি কল্পের অবসানে সিংহে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ঐ নাম। দেবীপু-১৬, ৩৭। (২) দেবী ভদ্রকালীর এক নাম। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা দেখ।

সিংহমুখী—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

সিংহাস্য—দৈত্যরাজ দুর্গের অনুচর, অন্যতম দানব। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

সিংহিকা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা। মৎ-১৭১। হরি-হরি-১৯৬। মহাভা-আদি-৬৫। গরু-পূ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৪০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৮। (২) কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামে খ্যাত দানবগণ জন্মগ্রহণ করে।

হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৭। ভাগ-৬স্ক-১৮। ব্রহ্মপু-৩। (৩) বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামে খ্যাত দানব গণের নাম (ক) বংশ, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খস্থম, অঞ্জক, কালনাভ, নিবাতকবচ। গরু-পু-৬। (খ) কংশ, শঙ্খ, নল, অঞ্জন, নরক, পরমানু, কল্প, বীর্য্য এবং পূর্ব্বোক্ত তালিকাভুক্ত কয়েকজন। বিপ্রচিত্তি দেখ। (৪) সিংহিকার গর্ভে রাহু এবং আরও একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা সকলেই গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়। ভাগ-৬স্ক-৭। (৫) সিংহিকার গর্ভে পূর্ব্বোক্ত প্রথম তালিকার অন্তর্গত কতিপয় দানব ভিন্ন নরক, স্বর্ভানু ও চক্রযোধী নামক দানবও জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-১ম-২১। (৬) দেবী সাবিত্রী কৃতশৌচ তীর্থে সিংহিকা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৭) একজন রাক্ষসী। সে সমুদ্র জলে বাস করিয়া সমুদয় প্রাণীর ছায়া দ্বারা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত। হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে সাগরের উপর দিয়া লঙ্কায় যাইতে-ছিলেন, তখন সিংহিকা হনুমানকেও আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। হনুমান তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে নিজের দেহ ক্রমেই বৃহত্তর করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীও তাহার মুখব্যাদান তদ্রূপ বৃহত্তর করিতে লাগিল। তখন হনুমান সহসা নিজ দেহ অতি ক্ষুদ্রাকার করিয়া রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক নখর প্রহার দ্বারা তাহার মর্ম্ম সকল ক্ষত বিক্ষত করিয়া পুনরায় সত্বর বহির্গত হইয়া বেগে প্রস্থানকরিলেন। সিংহিকা এই ভাবে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। রামা-সুন্দ-১।

সিংহী—দক্ষকন্যা সিংহিকার নামান্তর। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

সিংহোরী—দেবী শঙ্করীর গাত্রোৎপন্না কতিপয় কুলদেবতার অন্যতমা। তিনি বাৎস্য ও শ্যামায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। ভট্টারিকী দেখ।

সিকত—অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ সাধ্যায় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-২৬।

সিকতা—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রবাদী মহর্ষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৯।৮৬।

সিত—(১) ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। সপ্তর্ষি দেখ। (২) পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনার গর্ভে একপর্ণা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হিমবান একপর্ণাকে মহর্ষি সিতের হস্তে সম্প্রদান করেন। মৎ-১৩। (৩) লোকহিতকর সাধক গ্রহগণের অন্যতম। মৎ-৯৩।

বুধ দেখ। (৪) সাধ্য, রুদ্র, বসুগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

সিতকেশ—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ মাতৃকা জটাধরা কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। জটাধরা ও স্কন্দ দেখ। (২) সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভূ-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

সিতাংশুক—সৈংহিকেয় নামে খ্যাত বিপ্রচিত্তির দানবের পুত্রগণের অন্যতম। বায়ু-৬৮। বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকা দেখ।

সিতানন—মহাদেবের একজন অনুচর। তিনি পঞ্চাশকোটী অনুচর সহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সিতাননা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সিতাশ্ব—রথন্তর কল্পে পাঞ্চালদেশে সিতাশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে ব্যাধ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি একবার অগ্নিবেশ নামক এক মুনিকে তাঁহার শিষ্যগণকে শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতে শ্রবণ করিয়া খড়্গা বধ করিয়া এবং মধু ও কালশাক আহরণপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করেন। সেই পুণ্যফলে মরণান্তে তিনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন। সেইজন্য এই জন্মেও তিনি খড়্গামাংসাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। স্কন্দ-নাগ-২২০।

সিতেয়ু—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি উশনার পুত্র। তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মরুত। লিপু-৬৮।

সিদ্ধ—(১) দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে সিদ্ধ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। ভানু ও অনূপা দেখ। (২) একজন ব্রাহ্মণ মহর্ষি। তিনি শিলবৃত্তি নামক অপর একজন ব্রাহ্মণের নিকট গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-২৬।

সিদ্ধগণ—ত্রয়স্ত্রিংশৎদেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবগণ।

সিদ্ধগুরু—ভোগ, ক্রীড়, সময়, বেদ, সহজ, ইহারা তন্ত্রমতে সিদ্ধগুরু। তন্ত্রঃ-৪৯৫পৃঃ।

সিদ্ধগ্রহ—মনুষ্যগণের ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে বিবিধ গ্রহগণ তাহাদের নানাবিধ অপকার সাধন করে। সিদ্ধগণকে অবমাননা করিয়া বা তাহাদিগের ক্রোধ প্রযুক্ত অভিশপ্ত হইয়া যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়, উহার নাম সিদ্ধগ্রহ। মহাভা-বন-২২৮।

সিদ্ধপাত্র—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম

সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সিদ্ধপুত্র—সময়পুত্র দেখ।

সিদ্ধরাত্র—গোদাবরী দেখ।

সিদ্ধলক্ষ্মী—সোমেশ্বর তীর্থের অন্যতম পীঠশক্তি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩২।

সিদ্ধলিঙ্গ—সিদ্ধগণ স্থাপিত শিবলিঙ্গ সমীপস্থ সরোবরে স্নান করিলে নর ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্ব-৪৩।

সিদ্ধসত্ত্ব—গোলকে পায়সের কর্দ্দম, ঘৃতের নদী, মধুর হ্রদ, এবং আরও অনেক নদী বর্ত্তমান আছে। তথায় মরীচিপ, সোমপ, ঘৃতপ, সাধ্য, সিদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি দেবগণের হস্তে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বদাই অবস্থিত। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

সিদ্ধসমাধি—বৃহদ্রথ নামক এক নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহার পুত্র পিতার দেহ তপ্ত তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া সেইস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করেন। যজ্ঞস্থলে যূপবদ্ধ অশ্বকে কেহ নিশীথে অপহরণ করে। তখন বৃহদ্রথ-তনয় দক্ষিণাপথে কোলাপুর নামক নগরে গমন করেন এবং তত্রস্থ মহালক্ষ্মী দেবীর উপদেশে তিনি সিদ্ধসমাধি নামক এক মহাতপা ঋষির শরণাপন্ন হইলে সিদ্ধসমাধি ঋষি যোগবলে তথায় সুরগণকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি সিদ্ধসমাধির নির্দ্দেশে ইন্দ্র সেই অপহৃত অশ্ব বৃহদ্রথ তনয়কে প্রদান করিলে, রাজপুত্রের অনুরোধে সিদ্ধসমাধি যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক বৃহদ্রথ নৃপতিকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৬।

সিদ্ধসেন—(১) আনর্ত্তদেশে সিদ্ধসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একবার হঠাৎ কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ হন। তখন তাঁহার শত্রুগণ তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করে। পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শে তিনি শঙ্খোদ্ধার তীর্থে ভাস্করের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত। স্কন্দ-নাগ-২০৯, ২১০। (২) বিজয় নামক মগধ দেশীয় এক ব্রাহ্মণ মহীসাগরসঙ্গম তীর্থে গুপ্তক্ষেত্রে অবস্থিত নবদুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া বৈষ্ণবী অপরাজিতা বিদ্যা লাভ করেন। ঘটোৎকচ-তনয় বর্ব্বরীক ঐ বিদ্যালাভে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। ঐ বিদ্যা ও সিদ্ধি লাভ করিয়া বিজয় সিদ্ধসেন নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬১-৬৩।

সিদ্ধা—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার নিমিত্ত দেব-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা অন্যতমা কুলদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ।

সিদ্ধাম্বিকা—আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী বহুরূপে বিভক্তা হইয়া বিভিন্ন তীর্থে অবস্থান করেন। তিনি সিদ্ধাম্বিকা নামে বহুরুদ তীর্থে পূর্ব্বকোণে অবস্থান করেন। শঙ্কর-তনয় কুমার তাঁহাকে

তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৭, ৪৬।

সিদ্ধার্থ—(১) অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অন্যতম অমাত্য। রামা-লঙ্কা-১২৯, ১৩০; উত্ত-৭২। (২) সূর্য্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার তনয় প্রসেনজিৎ। মৎ-২৭১। (৩) যক্ষরাজ-মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ। (৪) দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (৫) জনৈকক্ষত্রিয় নরপতি। তিনি পূর্ব্বজন্মে একজন দানব ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৬) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮।

সিদ্ধি—(১) পাণ্ডুর অন্যতমা মহিষী কুন্তীদেবী সিদ্ধিদেবীর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) গণেশের অন্যতমা পত্নী সিদ্ধি। তাঁহার গর্ভে লক্ষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শিব-জ্ঞান-৩৬। বৃদ্ধি দেখ। (৫) দক্ষের এক কন্যা এবং ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্যতমা। শিব-বায়-পূ-১৫। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। বিষ্ণু-১ম-৭। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৬) দেবী ভগবতীর একনাম। দেবীপু-৩৭। (৩৭) বিংশতি উত্তমা দেবতার অন্যতমা। দেবীপু-৫০। যশা দেখ। (৮) মাহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

সিদ্ধিকরী—দেবী মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

সিদ্ধিদায়িনী—দেবী সাবিত্রী অচ্ছোদাতীর্থে সিদ্ধিদায়িনী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

সিদ্ধিবিনায়ক—কাশীধামের পূর্ব্বভাগে যমতীর্থের পশ্চিমদেশে সিদ্ধিবিনায়ক গণেশ অবস্থিত। তিনি ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছা শীঘ্রই পূরণ করিয়া থাকেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

সিদ্ধিলক্ষ্মী—কাশীধামে সিদ্ধিলক্ষ্মী দেবী অবস্থিতা আছেন। ঐ দেবীর লক্ষ্মীনিবাস নামক প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

সিদ্ধেশ্বর—(১) কাশীধামে সিদ্ধেশ্বর দেবের কাঞ্চনরত্নময় এবং ধ্বজপতাকা শোভিত স্বর্ণ-প্রাসাদ অবলোকন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। (২) কাশীধামে সিদ্ধগণ প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। (৩) কোনও সময়ে ব্রাহ্মণগণ দেবদারুবনে মহা তপস্যায় রত হন। শত বর্ষকাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিয়াও তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা তপস্যায় বিরক্ত হইয়া নাস্তিক্য অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু

এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সেই বাণীর নির্দেশ মত মহাকাল বনে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এবং সেই স্থানস্থ অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-১১। (৪) কশ্যপ-তনয় দ্বাদশ আদিত্য একবার নর্মদা তীরে দেব ভাস্করের প্রসন্নতা লাভের জন্য তীব্র তপস্যায় ব্রতী হন। তাঁহারা তথায় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই স্থানস্থ শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯১। (৫) কোনও সময়ে অষ্টাদশ সহস্র উর্দ্ধ-রেতা মুনি প্রভাসক্ষেত্রে এক শিব-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তদবধি ঐ শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৬। (৬) সৌরাষ্ট্র দেশে ভদ্র-শ্রবা নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা শ্যামবালাকে, সিদ্ধেশ্বর নৃপতির পুত্র মালাকর বিবাহ করেন। শ্যামবালা দেখ। (৭) দেবদেব শঙ্কর আকাশে (স্বর্গে?) সিদ্ধেশ্বর নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৪। (৮) মহী-সাগরসঙ্গমে কার্ত্তিকেয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ বলিয়া কথিত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৬।

সিনী, সিনীবালী—(১) কর্দ্দমের পত্নী সিনীবালী সোমের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেই যজ্ঞস্থলে তিনি এবং আরও অনেক দেবীগণ সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া সোমকেই ভজনা করিতে লাগি-লেন। মৎ-২৩। হরি-হরি-২৫। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৪। স্কন্দ-আব-অব--২৮। অগ্নি-২৭৪। (২) শুভানাম্নী পত্নীর গর্ভে অঙ্গিরার সিনীবালী নাম্নী কন্যা ও আরও অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-বন-২১৬। অঙ্গিরা দেখ। (৩) অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতির গর্ভে সিনীবালী প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১০। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। অগ্নি-২০। মার্ক-৫২। সৌর-২৬। গরু-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-১৩। অঙ্গিরা ও স্মৃতি দেখ। (৩) অনুহ্লাদ দানবের অন্যতম পুত্র সিনীবালী। বায়ু-৬৭। (৪) অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনী-বালী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১২। অঙ্গিরা দেখ। (৫) সিনীবালী ধাতার অন্যতম পত্নী ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। ধাতা দেখ। (৬) দেবসেনা-পতি স্কন্দের পত্নী দেবসেনার নামান্তর সিনীবালী। মহাভা-বন-২২৭। (৭) সায়নাচার্য্যের মতে সিনীবালী অমা-বস্যা রাত্রির নাম। গৃৎসমদ ঋষি অপত্য লাভার্থ সিনীবালী দেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন। ঋক্-২।৩২।৬। (৮) পুরাণেও সিনীবালী অমাবস্যার এক নাম। বিষ্ণু-২য়-৮। বায়ু-৫০। (৯) ধাতা-বনিতা সিনীবালীর গর্ভে দর্শ

জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-২৮।

সিন্ধু—(১) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। ভদ্রমতি দেখ।

সিন্ধুক—মগধের অন্ধ্রবংশীয় প্রথম নরপতি। তিনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর ভীত নামক নরপতি মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-৯৯।

সিন্ধুক্ষিৎ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি নদীর স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-১০ ৭৫;

সিন্ধুদ্বীপ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় এক জন নরপতি। (২) অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার পুত্র অযুতাজিৎ শিব-ধর্ম্ম-৬১। হরি-হরি-২৫। (৩) অম্বরীষ-তনয় সিন্ধুদ্বীপের তনয় শ্রুতায়ু। অগ্নি-২৭৩। (৪) নাভাগের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তৎপুত্র অযুতায়ু। সৌর-৩০। (৫) অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাহার তনয় আয়ু। বায়ু-৮৮। (৬) ভগীরথের তনয় নাভ। নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তৎসুত অযুতায়ু। কল্কি-৩য়-৩। (৭) অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার পুত্র অযুতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৮) শ্রুতের তনয় নাভ। নাভের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তৎপুত্র অযুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-৯। (৯) অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার তনয় অযুতায়ু। মৎ-১২। গরু-পূ-১৪২ লি-পূ-৬৬। (১০) নাভাগের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার তনয় অযুতায়ু। কূর্ম্ম-পূ-২১। (১১) অজমীঢ়-বংশীয় জহ্নুর তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার তনয় বলাকাশ্ব। মহাভা-অনুশা-৪। (১২) সিন্ধুদ্বীপ, আর্চ্চিসেন প্রভৃতি নরপতি-গণ ন্যায়লব্ধ বস্তু সমুদয় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্ব-৯১। (১৩) বেদশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ অপর এক ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য না দিয়া এবং বেদনাথ নামক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের খাদ্য অপহরণ করিয়া, যথাক্রমে শৃগাল ও বানর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সিন্ধুদ্বীপ নামক একজন মহাতেজা মুনির উপদেশে রামধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া তাঁহারা পাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪। (১৪) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি জলের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-১০।৯। (১৫) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার এক তনয় ছিল। কোনও অস্ত্রই তাঁহার শরীর ভেদ করিতে পারিত না। দেবরাজ অবশেষে সমুদ্রের ফেণ দ্বারা তাঁহাকে বধ করেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মবংশে সিন্ধুদ্বীপ নামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্দ্রের পূর্ব্ব বৈরি স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে সিন্ধুদ্বীপ ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে বরুণের পত্নী বেত্রবতী নদী সিন্ধুদ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া

তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। সিন্ধুদ্বীপও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সিন্ধুদ্বীপ হইতে বেত্রবতীর গর্ভে বেত্রাসুর নামে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী হইয়াছিল। বরা-২৮। (১৬) আদি সৃষ্টি সময়ে সম্বৎসর নামে এক ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার তনয় সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের তনয় সিন্ধুদ্বীপ মাহিষ্মতীপুরীতে অনাহারে তপশ্চরণ করিয়া মাহিষ্মতী নাম্নী কন্যা ও বিপ্রচিত্তি নামে এক পুত্র লাভ করেন। এই মাহিষ্মতী মহিষাসুরের জননী ছিলেন। বরা-৯৫।

সিলীবাক্—একজন বেদ-বেদাঙ্গ-পরায়ণ মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

সীতা—(১) মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের অযোনিসম্ভবা কন্যা। কোনও সময়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার হলাগ্রে এক কন্যারত্ন সমুত্থিত হয়। ভূমি শোধনকালে লাঙ্গলাগ্র মুখে উদ্ভব হয় বলিয়া জনকরাজ সেই কন্যার নাম রাখেন সীতা। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে শঙ্কর এক মহাধনু গ্রহণ করিয়া দেবগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দেবগণ তখন বিপদ দেখিয়া স্তোকবাক্যে মহাদেবের প্রসন্নতা বিধান করিলে তিনি ঐ ধনু তাঁহাদিগকেই প্রদান করেন। দেবগণ তাহা জনকের পূর্ব্ব-পুরুষের নিকট গচ্ছিত রাখেন। বংশ পরম্পরায় ঐ ধনু রাজর্ষি জনকের হস্তগত হয়। সীতাকে লাভ করিবার পর জনক প্রতিজ্ঞা করেন যে যিনি ঐ হরধনুতে জ্যা রোপন করিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহার সহিত তিনি সীতার বিবাহ দিবেন। দাশরথি রাম বিশ্বামিত্র-সহ মিথিলায় গমনপূর্ব্বক সেই হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করেন। (রামা-আদি-৬৬, ৬৭) বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম যখন অভিষেক দিবসেই বনে গমন করিতে উদ্যত হন তখন তিনি সীতাকে অযোধ্যায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্বশ্রু, শ্বশুর ও অন্যান্য আত্মীয় গুরুজনদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সীতা তাহাতে আদৌ সম্মত হইলেন না। বরঞ্চ ঐ রূপ পরামর্শ প্রদান করার জন্য তিনি রামকে অতিশয় অনুযোগ প্রদান করিলেন। তিনি রামের সহিত বনগমন করিতেই একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাকে বনবাসের ক্লেশ ও তথাকার বিপদাদির কথা বর্ণনা করিয়া, ঐরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা কিছুতেই রামের অনুগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মতা হইলেন না। তিনি সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বনে গমনের কথা উল্লেখ করিয়া রামের সহিত গমন করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। অগত্যা রাম তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ বন-গমনোপযোগী জটা ও বল্কলাদি পরিধান করিলে সীতাও পরিধান করিবার জন্য এক খণ্ড চীবর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এতৎবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায় তিনি চীরখণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাম তাহা দেখিয়া সীতার পরিহিত কৌশেয় বসনের উপরিভাগেই চীরখণ্ড বন্ধন করিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া পুরবাসীগণ হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দশরথও বিলাপ করিতে করিতে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অতঃপর পতিপ্রাণা সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বনযাত্রা করিলেন। (রামা-অযোধ্যা-২৬-৩০ ; ৩৭-৪০)। চিত্রকূট পর্ব্বতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মহর্ষির পরামর্শে রাম সীতাকে সাধ্বা অনসূয়ার সকাশে প্রেরণ করেন। সেই দেবী অনসূয়া সীতাকে নানাবিষয়ে এবং পতিব্রত্য সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন। তিনি সীতার মধুর বাক্যে এবং ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ দিব্যমাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণাদি ও অনুলেপন সকল প্রদান করেন। অনসূয়ার অনুরোধে সীতা তাঁহাকে নিজ জন্ম বিবরণ এবং বিবাহের বিবরণ কীর্ত্তন করেন। সীতা বলেন যে রাজর্ষি জনক যখন যজ্ঞের জন্য লাঙ্গল হস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহার কন্যারূপে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহার সর্ব্ব শরীর ধূলায় আচ্ছন্ন ছিল। জনক সহসা ধূলিরাশির মধ্যে পদ্ম-কোরক তুল্য এক শিশুকে অবলোকন করিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অতিশয় স্নেহভরে শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। জনকের আর কোনও সন্তান ছিলনা। সেই জন্য সেই ক্ষেত্রোৎপন্না কন্যার জন্য তাঁহার মনে অতিশয় স্নেহের সঞ্চার হইল। ঐ সময়ে সহসা এই দৈববাণী হইল—হে জনক, এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্না হইয়াছেন। অতএব তিনি তোমার কন্যা হইলেন। ঐ দৈববাণী শুনিয়া রাজা জনক আরও হৃষ্ট হইলেন এবং সেই শিশুকে গৃহে লইয়া যাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষার হস্তে শিশুর লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন। (হরধনু-ভঙ্গ, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যাহা বলেন তাহা পূর্ব্বেরই অনুরূপ বলিয়া আর পুনরুক্তি করা হইল না)। (রামা-অযো-১০৭, ১০৮)। বনবাসী ঋষিগণের প্রার্থনায় রাম ও লক্ষ্মণ যখন রাক্ষস-বধ করিবার জন্য দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন

সীতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। তিনি রামকে নিরপরাধ রাক্ষসগণকে বধ না করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। তিনি রামের নিকট মিথ্যা বাক্য, পরস্ত্রী-গমন এবং শত্রুতা ব্যতিত প্রাণি-বধ এই তিন প্রকার ব্যসনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বারংবার অনুরোধ করেন। রাম তখন সীতাকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন যে ফলমূলাহারী তপোব্রত মুনিদিগের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে, সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণকে বধ করিয়া মুনিদিগকে নিঃশঙ্ক করা ক্ষত্রিয়ের অন্যতম কর্ত্তব্য। (রামা-আর-৯, ১০)। সীতার প্রার্থনায় এবং নিজেরও আগ্রহে রাম মায়াবী মৃগরূপ-ধারী মারীচের পশ্চাদ্ধাবন করিলে, লক্ষ্মণ সীতার রক্ষণাবেক্ষণে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে সীতা ও লক্ষ্মণ উভয়েই রামের কাতর স্বরের অনুরূপ চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন সীতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া লক্ষ্মণকে সত্বর রামের সাহায্যের জন্য গমন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ কিন্তু প্রথমে গমন করিতে সম্মত হইলেন না। রাম মৃগের অনুসরণ করিতে যাইবার সময়ে লক্ষ্মণকে বিশেষ ভাবে বলিয়া যান যে তিনি যেন অবহিত হইয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তদ্ভিন্ন দণ্ডকারণ্যে নানারূপ রাক্ষসাদির বাসস্থান ছিল। সে স্থলে সীতাকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া লক্ষ্মণ খুব যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সীতা লক্ষ্মণকে গমন করিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সীতা এইরূপ ইঙ্গিতও করিলেন যে লক্ষ্মণ সীতার প্রতি অনুরাগ পোষণ করিতেন বলিয়াই রামের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে আপত্তি করিতেছেন। এইরূপ অবমানকর তিরস্কার লাভ করিয়া লক্ষ্মণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং প্রথমে নানারূপ অভয়প্রদ বাক্যে সীতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে খর-দূষণ নিধনকারী রামচন্দ্রের অপর কোনও রাক্ষস হইতে আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সীতা কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। তিনি বরঞ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া অতি কঠোর বাক্যে লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে তিনি যেন কল্পনায়ও না করেন যে রামপ্রণয়িনী সীতা রামের অবর্ত্তমানে লক্ষ্মণের প্রণয়িনী হইতে সম্মতা হইবেন। লক্ষ্মণ যদি রামের সাহায্যের জন্য গমন না করেন, তবে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। পদ্ম-পলাশ-লোচন নীলোৎপল-শ্যাম রামচন্দ্রের আশ্রিতা গৃহিণী হইয়া তিনি কখনই ইতরজনে অভিলাষিণী হইবেন না। সীতার এই-

রূপ রোমহর্ষণ পরুষ বাক্য লক্ষ্মণের অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। অগত্যা সীতাকে ঐরূপ অপ্রিয় বাক্যে তিরস্কার করার জন্ত অমুযোগ প্রদানান্তর লক্ষ্মণ দেবগণের নিকট সীতার মঙ্গল কামনা করিয়া রামের সাহায্যের জন্ত গমন করিলেন। লক্ষ্মণ প্রস্থান করিবার অনতিকাল পরেই রাবণ সুযোগ পাইয়া পরিব্রাজকের রূপ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া শোকাকুলা সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বেদোচ্চারণপূর্ব্বক সীতার রূপগুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সীতা ব্রাহ্মণবেশী রাবণকে অতিথি জ্ঞানে পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর নানারূপ চিন্তার পর, অতিথির অবমাননা করিলে রামের অমঙ্গল হইতে পারে বিবেচনায় ধীরে ধীরে নম্রবচনে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। (এই স্থলে সীতা রামের ও নিজের বয়সের যে বর্ণনা প্রদান করেন তাহা এইরূপ—ত্রয়োদশ বর্ষকালে দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মনস্থ করেন। বনে গমন কালে রাম পঞ্চবিংশ বর্ষ ছিলেন এবং সীতা অষ্টাদশ-বর্ষিয়া ছিলেন। বন গমনের পূর্ব্বে তিনি দ্বাদশ বর্ষকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া ছিলেন। তাহা হইলে বিবাহ কালে সীতার বয়স ছয় বৎসর ছিল ধরিতে হয়)। রাবণ ক্রমে ক্রমে সীতার নিকট হইতে তাঁহার জন্ম, বিবাহ, রামের বনাগমনের হেতু প্রভৃতি সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিয়া, নিজের পাপাশয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সীতাকে নানারূপ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও তিনি রাজ্য শাসনে উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়াই দশরথ তাঁহাকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন, এই প্রকারে রামেরও নানারূপ নিন্দা করিয়া রাবণ সীতাকে তাঁহার সহিত লঙ্কায় যাইবার জন্ত বারংবার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাবণের বাক্যে সীতার ক্রোধ সঞ্চার হইল এবং তিনি ঐরূপ অবমানকর ও প্রগল্‌ভ বাক্য উচ্চারণ করার জন্ত রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সীতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাবণের ক্রোধ সঞ্চার হইল। তখন তিনি স্ব-রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় সীতাকে নানারূপ ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সীতার সম্মতি না পাইয়া পরিশেষে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতা রাবণকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া আকুলস্বরে রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহারা অতিশয় দূরে ছিলেন বলিয়া সীতার রোদন তাঁহাদের কর্ণ-গোচর হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে সীতা এক স্থানে পক্ষীরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সীতা নিজ বিপদের কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করি-লেন। সীতার কাতর ক্রন্দনে প্রবুদ্ধ হইয়া জটায়ু রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাবণের অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হয়। অতঃপর রাবণ পুনরায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। পথে আর একস্থানে সীতা গিরিশৃঙ্গোপরি পাঁচটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া সীতা, তাহারা রামকে হয়ত সংবাদ দিতে পারিবে এই আশায় নিজ কৌষেয় উত্তরীয় ও স্বর্ণালঙ্কারাদি তাহাদের নিকটে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ কিন্তু সম্ভ্রম প্রযুক্ত তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে সাগর অতিক্রম করিয়া রাবণ সীতা-সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাবণ সীতাকে নিজ অন্তঃপুরে স্থাপন-পূর্ব্বক ভীষণাকৃতি পিশাচীগণকে আদেশ করিলেন যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষ যেন তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে সীতাকে দেখিতে না পায়। সীতা মণিমুক্তা অলঙ্কারাদি যাহা ইচ্ছা করি-বেন, তাহা সকলই যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন তিনি সকল দাস-দাসীদিগকে বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যে কেহ সীতার প্রতি কোনও রূপ দুর্ব্যবহার করিবে, সেই দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইবার পর রাবণ পুনরায় সীতার প্রণয় লাভের জন্ত তাঁহাকে প্রথমে বিনয়গর্ভ বাক্যে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে কোনও ফল না হওয়াতে পরিশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সীতার প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে ক্রুদ্ধ রাবণ বলিলেন যে তিনি সীতার মত পরিবর্ত্তনের আশায় দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বৎসরান্তে সীতা সম্মতা না হইলে তিনি সীতার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাবণ রাক্ষসীগণকে আজ্ঞা দিলেন "তোমরা ইহাঁকে অশোকবনে লইয়া যাও এবং যাহাতে তাঁহার দর্প চূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা কর।" রাক্ষসীগণ রাবণের আজ্ঞায় সীতাকে অশোকবনে লইয়া গেল। তথায় তাহারা সীতাকে বেষ্টন করিয়া অব-স্থানপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে সীতাকে রাবণা-নুরাগিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। (রামা-আর-৯, ১০, ৪২, ৫৬)। হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে

লঙ্কায় উপস্থিত হয়েন, তখন প্রথমে তিনি সীতাকে রাবণের অন্তঃপুরেই অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে রাবণ হয়ত সীতার প্রাণবধ করিয়াছে। তথাপি বিশেষ উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি অশোকবনে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সন্তর্পণে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি এক বর্ত্তুলাকার কৈলাস ধবল, সহস্র-স্তম্ভ প্রাসাদের সন্নিকটে অনশন-কৃশা, দীনভাবাপন্না, একখানি মাত্র জীর্ণ-পীতবস্ত্র পরিহিতা ক্ষীণা জানকীকে রাক্ষসীগণে পরিবৃতা উপবিষ্টা দেখিতে পাইলেন। তিনি সীতার অন্বেষণে আগমন করিবার সময়ে রাম হনুমানকে, সীতার অঙ্গে যে সমুদয় অলঙ্কার তখনও বর্ত্তমান ছিল, সেই গুলির বিবরণ দিয়াছিলেন। হনুমান সেই সকল অলঙ্কার ও সীতার পরিহিত বস্ত্র হইতে তাঁহাকে সম্যক চিনিতে পারিলেন। তখন সীতার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল এবং নিজমনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাবণ অন্যান্য পুরাঙ্গনাসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে পূর্ব্বের ন্যায় সীতাকে নানারূপ প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বৃথা রামের আশায় কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেই যে সীতার সকল প্রকার শুভ হইবে, এই কথা বলিয়া সীতাকে নানারূপে অশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা তাঁহার কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বরঞ্চ রাবণকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়া পাপবাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। এই ভাবে রাবণ ও সীতার মধ্যে বহু বাদানুবাদ হইলে রাবণ ক্রুদ্ধ চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে রাক্ষসীগণ সীতাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে রাবণানুরাগিনী করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল; কিন্তু কোনও রূপে সীতার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে পরিশেষে পরুষবাক্যে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে সীতা শোকাবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী তথায় উপস্থিত হইয়া অন্যান্য রাক্ষসীদিগকে বলিল "তোমরা সীতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিও না। আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহাতে আমার শঙ্কা হইতেছে যে লঙ্কাপুরী শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং রাবণও পরিজন সহ বিনষ্ট হইবে।" সীতা ত্রিজটার বাক্যে কিঞ্চিত আশ্বস্তা হইয়া ত্রিজটাকে বলিলেন "বাস্তবিক তোমার স্বপ্ন যদি সফল হয় তবে আমি তোমাদিগকে

রক্ষা করিব।" অতঃপর সীতা পুনরায় রাম-বিরহে আকুলা হইয়া গলদেশে বেণী-বন্ধনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার দেহে নানারূপ শুভ-লক্ষণ সূচক অনুভূতি উপস্থিত হইল। তখন সীতা আরও আশ্বস্তা হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে হনুমান বৃক্ষশাখোপরি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল ঘটনাই অবলোকন করিলেন। তখন তিনি সীতাকে আশ্বাস ও নিজ পরিচয় প্রদান করিবার জন্য সীতার আরও সমীপবর্ত্তী হইয়া এক শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক, যাহাতে সীতা তাঁহার বাক্যে প্রতীতি লাভ করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে রামচরিত কীর্ত্তন করিলেন। সীতা সহসা অদৃশ্য স্থান হইতে অদৃশ্য ব্যক্তির দ্বারা রামচরিত কীর্ত্তিত হইতে শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ভয়ার্ত্তচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অদূরে বৃক্ষশাখে এক ক্ষুদ্রকায় বানরকে উপবিষ্ট দেখিলেন। প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া সীতার অতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি উহা মায়াবী রাক্ষসদিগের ছলনা মনে করিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন। তখন হনুমান ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সীতা হনুমানের বাক্যালাপে কিয়ৎ পরিমাণে ভয়শূন্যা হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন হনুমান সীতাকে নিজ পরিচয় এবং তথায় আগমন করিবার কারণও ব্যক্ত করিলেন এবং সীতার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য রাম-প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিলেন। অতঃপর সীতা বিশেষ রূপে আশ্বাস লাভ করিলে হনুমান তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং বিশেষ ভাবে আশা প্রদান করিলেন যে তিনি সীতার সংবাদ লইয়া প্রত্যাগমন করিলেই রাম সৈন্যসহ লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবেন। তখন সীতাও রামের প্রত্যয়ের জন্য অভিজ্ঞান-স্বরূপ নিজ শিরোমণি হনুমান হস্তে সমর্পণ করিলেন। (রামা-সুন্দরা-১০-৪০)। সীতা যখন অশোক বনে একাকিনী অবস্থান করিতেন, তখন বিভীষণের ভার্য্যা সরমা সর্ব্বদা তাহার নিকটে অবস্থান করিয়া তাঁহার দুঃখের লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। রাম সৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, রাবণ সীতাকে ছলনা করিবার জন্য বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক রাক্ষসের দ্বারা রামের এক মায়া মুণ্ড ও তদ্রূপ ধনুশরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া সীতার নিকটে গমন করেন এবং বানর সৈন্যের পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সীতাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাবণ

প্রত্যাবৃত্ত হইলে সরমাই সীতাকে সমুদয় ছলনার কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (রামা-লঙ্কা-৩১-৩৩)। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইলে সীতা যখন সেই সংবাদ পাইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন ত্রিজটা রাক্ষসী সীতাকে নানারূপে সান্ত্বনা প্রদান করেন (রামা-লঙ্কা-৪৭-৪৮)। রাবণ-বধান্তে হনুমান রামের আদেশে সীতাকে সংবাদ প্রদান করিবার জন্য গমন করেন। পূর্ব্বে অশোককাননবাসিনী রাক্ষসীগণ সীতার প্রতি কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিত হনুমান সেইসকল বিষয় অবগত ছিলেন। তজ্জন্য এক্ষণে তাঁহার বাসনা হইল যে তিনি সেই রাক্ষসীগণকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সীতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে ঐ সকল পরিচারিকা কেবল তাহাদের প্রভু রাবণের আদেশেই তাঁহার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিত। রাবণ হত হওয়ায় আর তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিবে না। অতঃপর রাম সীতাকে স্নান ও দিব্য অঙ্গরাগ ও ভূষণে ভূষিতা করাইয়া তাঁহার নিকটে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সীতা রামকে দর্শন করিবার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে সাধারণ ভাবেই অস্নাত অবস্থায়ই রাম সমীপে গমন করিতে উদ্যত হন। পরে রামের আদেশ অমান্য করা অনুচিত হইবে বিবেচনায় যথাযোগ্য বেশভূষাদি করিয়া পতিসকাশে উপস্থিত হইলেন। সীতা সমীপস্থা হইলে রাম নিজের মনোগত ব্যাকুলতা দমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রঘুবংশে যে কলঙ্কলেপন করিয়াছিলেন, তিনি রাবণকে বধ করিয়া সেই কলঙ্কেরই স্খালন করিয়াছেন মাত্র রক্ষোগৃহে দীর্ঘকাল একাকিনী অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া লোকাপবাদের সম্মুখীন হইতে সম্মত নহেন। রাবণকে বধ করিয়া তিনি পত্নীহারককে সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন। সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। সীতা ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন। রামের ঐ নিষ্ঠুর বাক্যে সীতার যে দারুণ মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে রামকে বলিলেন "আপনি আমাকে সাধারণ প্রাকৃত নারীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রাকৃতজনের ন্যায় কর্কশ বাক্য বলিতেছেন কেন? দৈববশে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পাষণ্ডের গাত্র সংস্পর্শ লাভ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমার চিত্ত এযাবৎ কাল আপনাতেই অনুরক্ত

রহিয়াছে। আমরা বহুকাল একত্র বাস করা সত্ত্বেও আপনি আমাকে সম্যক্ রূপে চিনিতে পারিলেন না, ইহাই আমার অতিশয় মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়াছে। আমার প্রতি যদি আপনার এইরূপ মনোভাবই হইয়া থাকে, তবে আপনি হনুমানের দ্বারা আমাকে তাহা জানান নাই কেন? তাহা হইলে আমি তখনই প্রাণত্যাগ করিতাম, এবং আপনাকেও জীবন সংশয় করিয়া এইরূপ সমরোদ্যোগ করিতে হইত না।" এইভাবে রামের নিকট নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া জানকী লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমার স্বামী আমার চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং আমি আর এ প্রাণ রাখিব না। তুমি চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, আমি সেই চিতানলে জীবন আহুতি প্রদান করিব।" জানকীকে ঐরূপ কর্কশ বাক্য বলার জন্য লক্ষ্মণও রামের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সীতার কাতর প্রার্থনায় তিনি অবিলম্বে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন বৈদেহী অধোমুখে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন "যেহেতু আমার হৃদয়ে রাঘব ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা স্থান পায় নাই, এবং আমি বিশুদ্ধা চরিত্রা হইলেও যেহেতু আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব হে দেব অগ্নি, আপনি আমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।" এই কথা বলিতে বলিতে মৈথিলী সকল দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও মানবগণের চক্ষুর সমক্ষেই হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। অমনই চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। রামও তখন অতিশয় ব্যাকুল চিত্ত হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে দেবগণ সকলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে সীতাকে ঐ ভাবে পরিত্যাগ করা রামের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। অনন্তর সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে স্বয়ং দেব হুতাশন চিতার মধ্য হইতে জানকীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইতেছেন। চিতামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া অগ্নি রামকে বলিলেন "এই জনক দুহিতা একান্ত নিষ্পাপা। তিনি বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারা কখনই তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। ইনি রাক্ষসান্তঃপুরে রুদ্ধা ও স্বজন-সম্পর্করহিতা থাকিলেও ইহার অন্তরাত্মা তোমাতেই একান্ত অাসক্ত ছিল। অতএব আমার আজ্ঞায় তুমি ইহাকে প্রতিগ্রহণ কর।" হুতাশনের বাক্য সমাপ্ত হইলে রাম বলিলেন যে, সীতাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধচরিত্রা এবং নিষ্পাপা জানিয়াও, তিনি কেবল

লোকের সমক্ষে ইহাঁর পবিত্রতার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায় প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। সর্ব্বজনের সমীপে সীতার পবিত্রতার সাক্ষ্য লাভ ব্যতিরেকে তিনি যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন, তবে লোক-সমাজে তাঁহাকে নিন্দিত হইতে হইত। এক্ষণে যখন সীতার পবিত্রতায় আর কাহারও সন্দেহ রহিল না, তখন তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।" (রামা-লঙ্কা-১১৫-১২০) রাম বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাবিধানে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন যে একাকিনী রাক্ষসান্তঃপুর-নিবাসিনী জানকীকে পুনর্গ্রহণ করায় জনপদ-বাসারা তাঁহার অশেষ নিন্দা করিতেছে। তখন রাম কর্ত্তব্যানুরোধে একান্ত অপ্রিয় হইলেও প্রজানুরঞ্জন করিবার জন্ম নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। (রাম-১৫১৪ পৃঃ দেখ)। তাঁহার আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে গঙ্গার অপর পারে মুনিগণের আশ্রমে রাখিয়া আসিবার জন্ম গমন করিলেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে সীতা গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রম সমূহ দর্শন করিতে যাইবার জন্ম রামের নিকট বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেইরূপ আশ্রম প্রদর্শন করাইবার ছলনায় রাম সীতাকে লক্ষ্মণের সহিত প্রেরণ করিলেন। সীতাকে লইয়া নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইবার পর, লক্ষ্মণ তাঁহাকে রামের নিদারুণ আদেশের কথা বলিলেন। সীতা রামের আদেশের কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিতা হইয়া গেলেন। তিনি লক্ষ্মণের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে লক্ষ্মণ সত্য কথাই বলিয়াছেন, তখন নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামের এই নিদারুণ ব্যবস্থায় তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে তিনি সেই সময়ে গর্ভবতী না থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইতেন। লক্ষ্মণ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়া যথাযোগ্য সান্ত্বনাদি প্রদানান্তর প্রত্যাগমন করিলে সীতা দুঃখভারে অবনতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সংবাদ শিষ্যগণ প্রমুখাৎ মহর্ষি বাল্মীকির গোচর হইলে তিনি ত্বরিৎপদে সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। তথায় জানকী বাল্মীকির আশ্রমে অন্যান্য ঋষিপত্নীগণের সাহচর্য্যে ও স্নেহাবরণে বাস করিতে লাগিলেন। (রামা-উত্তরা-৫৩-৫৯)।

রাম যখন সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন, তখন তিনি অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। মহাতপা বাল্মিকীর আশ্রমে অবস্থান কালে যথা সময়ে জানকী যমজপুত্র প্রসব করিলেন। বাল্মীকি সেই সংবাদে পরম আনন্দিত হইয়া ভূত প্রেতাদির হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন। (লব দেখ)। কিয়ৎকাল পরে রাম এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। মহাতপা বাল্মীকি সশিষ্য সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন। তিনি কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। তথায় মহর্ষির আদেশে বালকদ্বয় মহর্ষিরই নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত রামায়ণ গান করেন। রাম তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া সীতাকে লইয়া আসিবার জন্য বাল্মীকির নিকটে দূত প্রেরণ করেন। বাল্মীকি সীতাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সীতা যে পরম শুদ্ধাচারিণী সেই কথা বারংবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে সীতা যদি পূর্ব্বের ন্যায় জনগণের সমক্ষে নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তিনি আদৌ দ্বিধা করিবেন না।" বাল্মীকি তখন উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আমি যদ্যপি স্থির নিশ্চিত যে দেবী জানকী সর্ব্বপ্রকারে পাপলেশ শূন্যা, তথাপি, জনগণের সংশয় দূরীকরণার্থ তিনি এস্থলে নিজ শুদ্ধাচারিতার প্রত্যয় প্রদান করিবেন।" বাল্মীকির বাক্য সমাপ্ত হইলে কাষায়বসনা জনকদুহিতা অধোদৃষ্টি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "আমি রামভিন্ন অপর কোন পুরুষকে কোনও দিন চিন্তা করিনাই এবং আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি। এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা যেন আমাকে গর্ভ মধ্যে স্থান দান করেন।" সীতা এই রূপ শপথ করিতে থাকিলে সহসা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ভূ-বিবর হইতে এক অত্যুত্তম সিংহাসন সমুত্থিত হইল। দিব্য রত্নাদি-ভূষিত নাগগণ ঐ সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ভগবতী বসুন্ধরা সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। সেই দেবী অতঃপর বাহু প্রসারণপূর্ব্বক জানকীকে নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইলে সেই সিংহাসন পুনরায় ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইল রামা-উত্তরা-৭৯, ১০৬-১১০। (২) অদ্ভুত রামায়ণে সীতার জন্মবৃত্তান্ত এই রূপ উল্লিখিত আছে—দণ্ডকারণ্যে গৃৎসমদ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একশত পুত্র ছিল। একটিও কন্যা ছিলনা। তাঁহার পত্নী তজ্জন্য দুঃখিতা হইয়া পতির নিকট একটি কন্যা

লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন গৃৎসমদ লক্ষ্মীদেবীকে কন্যারূপে পাইবার আশায় প্রত্যহ অল্প পরিমাণে মন্ত্রপূত দুগ্ধ এক কলস মধ্যে রক্ষা করিতেন। সেই সময়ে রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন এবং মুনিদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাদের দেহ হইতে রক্ত নিষ্কাষণপূর্ব্বক সেই শোণিত গৃৎসমদের দুগ্ধ-কলসমধ্যে রক্ষা করিয়া সেই কলস সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় তিনি সেই শোণিত পূর্ণ কলস ভার্য্যা মন্দোদরীকে প্রদান করিয়া বলিলেন "এই কলসে উগ্রবিষ তুল্য তেজস্কর মুনিদিগের শোণিত রহিয়াছে। তুমি ইহা সাবধানে রক্ষা করিও।" অতঃপর কিয়ৎকাল পরে রাবণ পুনরায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, মন্দোদরী পতিবিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিবার আশায় সেই মুনি-শোণিত বিষবোধে পান করেন। সেই শোণিত পান করার ফলে মন্দোদরীর গর্ভ সঞ্চার হইল। তখন তিনি শঙ্কিতা ও লজ্জিতা হইয়া তীর্থ-দর্শন-ছলে কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক সেই গর্ভ নিষ্কাষিত করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি জনক এক যজ্ঞ সম্পাদন করিবার মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় তিনি লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে সহসা লাঙ্গলের সীতা হইতে এক কন্যা লাভ করিলেন। তখনই এক দৈববাণী হইল। সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি জনক সেই কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া মহিষীগণের হস্তে তাহার লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন। অদ্ভু-রামা-৮। (৩) বনবাসান্তে সীতারনিকটে সহস্র-বদন রাবণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাম তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিলেন এবং সৈন্য, সেনাপতি প্রভৃতি সহ গমন করিয়া সহস্র-বদন রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি রাবণের শরাঘাতে আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইলে সীতা সকলকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং সমরে অবতীর্ণা হইলেন এবং রাবণকে বধ করিবার জন্য ভয়ঙ্করী ভীমামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার উদর ক্ষীণ, চক্ষু কোটর-গত ও চক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমান, জঙ্ঘাদ্বয় দীর্ঘ হইল। মুণ্ডমালা তাঁহার বিভূষণ হইল। সীতা চতুর্ভুজা, দীর্ঘতুণ্ডা, বিলোল-জিহ্বা জটাজুট-মণ্ডিত-শিরা, এবং ঘণ্টা ও পাশ-হস্তা হইলেন। তিনি হস্তে খড়্গ ও খর্পর ধারণপূর্ব্বক সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রথমেই রাবণের সহস্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি রাবণের

অনুচর রাক্ষসদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কেহ তাঁহার নখর-প্রহারে, কেহ তাহার পাদ-তাড়নে কেহ বা তাঁহার অস্ত্রাঘাতে শমনভবনে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণ-কাল মধ্যে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া তাহাদের শিরোমালায় ভূষিতা সীতা রাবণের সহস্র ছিন্ন-মস্তক লইয়া কন্দুক ক্রীড়ায় রতা হইলেন। এই সময়ে জানকীর লোমকূপসমূহ হইতে সহস্র সহস্র বিকৃতাকার মাতৃকাগণ আবির্ভূতা হইয়া সীতার সহিত কন্দুক ক্রীড়ায় ব্যপৃতা হইলেন। এই সকল মাতৃকা-গণের মধ্যে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যপ্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম—প্রভা-বতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোনসী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমী, চটোত্তমা, উত্তেজিনী, জয়া, সেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রু-জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভ্রবস্ত্রা, তীর্থসেনী, জটোজ্জ্বলা, গীত-প্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, সিতাননা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রু, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বেগবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, ভারতী, পদ্মাবতী, সুনেত্রা, গন্ধরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাকালী, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্যপ্রিয়া, পরানন্দা শতমেখলমেখলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, তারিণী, বপুষ্মতী, চন্দ্রসীতা, ভদ্রকালী, সটামলা, ঝঙ্কারিকা, রামা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বর্ণবতী, বুদ্ধিকামা, জনপ্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জনেশ্বরী, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডুতি, কালকা, দেবমিত্রা, কেতকী, লোহি-তাক্ষী, মহামায়া, হরিপিণ্ডী, পিণ্ডিকা, সুদেবকিা, লম্বাস্যা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শৃঙ্খলিকা, শস্কুলিকা, হরা, কান্দালিকা, কাকলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জবেলা, মহা-বেগা, কিঙ্কিণী, মনোজবা, কটকিনী, প্রমসা, পূতনা, খেসয়ন্তী, কুটীরাতা, ক্রোশগা, ত্বরিৎপ্রভা, মন্দোদরী, কোটরা, মেঘবাহিনী, শুভগা, লম্বিনী, লম্বা, বহুচূড়া, বিকস্বিনী, উর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিহা, মধুকুম্ভা, যক্ষানিকা, মৎস-রিকা, জরায়ু, জর্জ্জরানলা, খ্যাতা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পৃথুশ্রোণী, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অম্লোচা, নিম্লোচা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা লম্বাক্ষী, লম্বমেখলা, শশোলূকমুখী, খরজঙ্ঘা, হৃষ্টা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচারী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা,

কাম্যাহিকা, কামনিকা, মুকুটা, মুকুটে-শ্বরী, একবচা, সকুসুমা, কৃষ্ণকর্ণী, কর্ণিকা, ক্ষুরকর্ণী, চতুকর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা চতুষ্পনিকেতা, গোকর্ণী, মহিষাননা, ক্ষুরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুণ্ডশ্রবা, ভঙ্গদা, মহাবলা, গণা, সুগণা, কামদা, কন্থকা, চতুষ্পথরথা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, চতুর্ভুজা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বিসিরা, মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘবরা, মেঘরোমা ও বিরোচনা। এই সকল এবং আরও অন্যান্য মহাভয়ঙ্করী মাতৃকাগণের আবির্ভাবে সেই রণস্থল মহাভয়ঙ্কর অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মাংসাশী জন্তুগণ তাহার চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। নিহত রাক্ষসগণের দেহাবশিষ্ট মাংস ও রক্তে রণস্থলের ভূমি পঙ্কিল হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেত পুরীতুল্য ক্ষেত্রে জনকনন্দিনী ভয়ঙ্করী ভীমা রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। জনকাত্মজার সেই নৃত্যে পৃথিবী, ভূধর ও সাগর সকল কম্পিত হইতে লাগিল। সকলেই মনে করিলেন বোধ হয় প্রলয় উপস্থিত হইল। তাঁহার পাদ-প্রহারে পীড়িতা হইয়া বসুন্ধরা পাতালে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলে, দেবগণের প্রার্থনায় শঙ্কর শব-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। তখন পৃথিবী স্থির হইলেও সীতার পাদশব্দে, তাঁহার দেহ-সঞ্চালনে, তাঁহার হুঙ্কার-ধ্বনিতে লোক সমুদয় অস্থির হইয়া উঠিল। তখন শঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মা, লোকপালগণ-সহ দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে প্রীতি লাভপূর্ব্বক বৈদেহী শান্ত-ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে রামচন্দ্র রাবণ-অস্ত্রে আহত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। রাম সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রসন্ন হইবেন না। অতএব দেবগণ যদি তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করেন তবে, রামচন্দ্র যাহাতে জ্ঞানলাভ করেন, সেই ব্যবস্থা করুন। ব্রহ্মা তখন হস্তস্পর্শ দ্বারা রামচন্দ্রের চৈতন্য বিধান করিলেন। রাম জ্ঞান লাভ করিয়াই রাবণকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি রাবণকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না; তৎপরিবর্ত্তে এক চতুর্ভুজা, লোলরসনা, খড়্গা-খর্পর-হস্তা, দিগম্বরা, কালীমূর্ত্তিকে শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অধিষ্ঠিতা দেখিলেন। সেই ভীমাদেবী রুধির পানে নিরতা এবং তিনি অন্যান্য ভীষণাকৃতি মাতৃকাগণের সহিত রাবণের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া কন্দুকক্রীড়ায় নিযুক্তা। এই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র ভীত হইয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন। তখন

ব্রহ্মা রামকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, সীতার ঐরূপ ভীষণাকৃতি ধারণ করিবার কারণ ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মার বাক্যে রামচন্দ্রের ভীতির অপনোদন হইলে, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভীম রূপা দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী উত্তর দিলেন যে তিনিই মহেশ্বরাশ্রয়িনী সনাতনী পরমা শক্তি। এই কথা বলিয়া দেবী রামচন্দ্রকে তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই রূপ অবলোকন করিয়া রাঘব মুগ্ধচিত্তে সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়া সীতার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তব সমাপন হইলে সীতা প্রীতা হইয়া ভীমারূপ সংহরণপূর্ব্বক পরমারূপ ধারণ করিলেন। তখন রামচন্দ্র পুনরায় সীতার ঐ পরমারূপের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তব সমাপন হইলে, সীতা রামকে বলিলেন যে রাবণ-বধের নিমিত্ত তিনি যে রূপ ধারণ করিয়া ছিলেন, সেইরূপে তিনি সাধারণতঃ মানসোত্তর শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃই নীলরূপধারী রামচন্দ্র রাবণ কর্ত্তৃক অদ্দিত হইয়া লোহিত রূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্ম নীললোহিত ধারী রামের নিকটেই তিনি বাস করিবেন। এইকথা বলিয়া সীতা রামকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাম তখন প্রার্থনা করিলেন যে সীতা তাঁহাকে যে ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই রূপ যেন তাঁহার হৃদয় হইতে অপগত না হয় এবং রাবণের সহিত যুদ্ধে যাঁহারা হতাহত হইয়াছেন তাঁহারা পুনর্জীবন লাভ করুন ও সুস্থ হউন। সীতা হৃষ্ট চিত্তে সেই বরই প্রদান করিলেন। অতঃপর পুষ্পকারোহণ করিয়া রাম ও সীতা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। অদ্ভু-রামা-২৩-২৬। (৩) বনবাসকালে কোনও সময়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ ফল্গু নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হওয়াতে রাম লক্ষ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সংগ্রহার্থ নিকটস্থ এক গ্রামে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণের প্রত্যাগমনে অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া শেষে রাম স্বয়ং তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করেন। তাঁহাদের উভয়েরই আগমনে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে দেখিয়া ও শ্রাদ্ধের নির্দ্ধারিত কালও অতিক্রান্ত-প্রায় দেখিয়া সীতা ফল্গু নদীতে স্নান সমাপনপূর্ব্বক কুটীরে যাহা কিছু আহৃত ছিল, তাহাদ্বারাই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। পিণ্ডদান সমাপ্ত হইবা মাত্র "অয়ি সীতে, তোমাপ্রদত্ত পিণ্ড লাভে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম, তুমিও পিণ্ডদান করিয়া ধন্য হইলে, এইরূপ বাক্য সীতার কর্ণগোচর হইলে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাই-

... পিণ্ড ... কারাদি-শোভিত হস্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন জানকী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কাহারা এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন বলুন।" জানকীর বাক্যে তথায় উপস্থিত অশরীরি দশরথ উত্তর দিলেন, "আমি তোমার শ্বশুর দশরথ। এস্থলে উপস্থিত আমরা সকলেই তোমার কৃত শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়াছি। তোমার শ্রাদ্ধ সফল হইয়াছে।" তখন সীতা বলিলেন "আমার পতি এবিষয়ে যদি সংশয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি কি করিব।" তখন অকাশবাণী হইল "তুমি কতকগুলি সাক্ষী রাখ।" এই দৈববাণী শুনিয়া সীতা ফল্গুনদী, গাভী, অগ্নি ও কেতকীপুষ্পকে সাক্ষী রাখিলেন। অতঃপর পিতৃপুরুষগণ সকলে অন্তর্হিত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন সীতা তাঁহাদিগকে সকল ঘটনা নিবেদন করিল। কিন্তু রাম সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। তখন সীতা বলিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার চারিটি সাক্ষী আছে। অতঃপর রামের নির্দ্দেশে সীতা সাক্ষী চতুষ্টয়কে সকল ঘটনা ব্যক্ত করিতে বলিলেও তাহাদের মধ্যে কেহই সীতার কথা অনুমোদন করিল না। তখন রাম ও লক্ষ্মণ হাস্য করিতে লাগিলে, সীতা লজ্জায় অধোবদনে হইয়া রহিলেন। ... রাম ও লক্ষ্মণ পুনরায় শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পিতৃগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন যে জানকী পূর্ব্বেই শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া তাঁহাদিগকে পিণ্ড দান করিয়াছেন ও তাঁহারা সেই পিণ্ড দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ঐরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াও, রাম তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তখন পুনরায় এক দৈববাণী রামকে শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ করিল। রাম তাহাও গ্রাহ্য না করিলে সূর্য্যদেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া জানকীর বাক্য অনুমোদন পূর্ব্বক পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন রাম সীতার বাক্যে প্রতীতি লাভ করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিলেন। অতঃপর জানকী যাহাদিগকে সাক্ষী রাখিয়াছিলেন, তাহারা বিপদকালে সাক্ষ্য না দেওয়াতে সীতা কুপিতা হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন। ফল্গুনদীকে বলিলেন, "তুমি পাতালে প্রবাহিতা হও।" কেতকীকে পরে বলিলেন "তুমি শিবপূজার অযোগ্য হইবে।" ধেনুকে বলিলেন "তুমি পুচ্ছদেশে পবিত্র এবং মুখে অপবিত্র হইবে।" তৎপরে অগ্নিকে বলিলেন "তুমি সর্ব্বভুক হইবে।" ...

... (৬) ... বালক ...